ব্রহ্মপুরাণম্।

মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-

বিরচিতম্।

মূল-সংস্কৃতম্ বঙ্গানুবাদ-সমেতঞ্চ

ভট্টপল্লী-নিবাসি—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-

সম্পাদিতম্।

কলিকাতা,

[illegible] নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

ব্রহ্মপুরাণ—সুপ্রসিদ্ধ—মহাপুরাণ; ইহাতে বহুবিষয় সন্নিবেশিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ এই মহাপুরাণের অনুবাদক। অনুবাদের গুণ-দোষে তিনিই সুখ্যাতি-নিন্দার অধিকারী। আমি অসুস্থ; সুতরাং অনুবাদে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমি নামতঃ সম্পাদক। সুতরাং আমাকে এই ভূমিকা লিখিতে হইল। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভাটপাড়া।

সূচিপত্রম্।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

ব্রহ্মপুরাণম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ

যস্মাৎ সর্ব্বমিদং প্রপঞ্চরচিতং
মায়াজগজ্জায়তে,
যস্মিংস্তিষ্ঠতি যাতি চান্তসময়ে
কল্পানুকল্পে পুনঃ ।
যং ধ্যাত্বা মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতং
বিন্দন্তি মোক্ষং ধ্রুবং,
তং বন্দে পুরুষোত্তমাখ্যমমলং
নিত্যং বিভুং নিশ্চলম্ ॥১
যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধিসময়ে
শুদ্ধং বিয়ৎসন্নিভং,
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং
সর্ব্বেশ্বরং নির্গুণম্ ।
ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং
ধ্যানৈকগম্যং বিভুং,
তং সংসারবিনাশহেতুমজরং
বন্দে হরিং মুক্তিদম্ ॥ ২
সুপুণ্যে নৈমিষারণ্যে পবিত্রে সুমনোহরে ।
নানামুনিজনাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে ॥৩
সরলৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পনসৈর্ধবখাদিরৈঃ ।
আম্রজম্বুকপিত্থৈশ্চ ন্যগ্রোধৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ৪
অশ্বত্থৈঃ পারিজাতৈশ্চ চন্দনাগুরুপাটলৈঃ ।
বকুলৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ পুন্নাগৈর্নাগকেসরৈঃ ॥ ৫

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে ।

এই প্রপঞ্চময় নিখিল মায়াজগৎ যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়ে যাঁহাতেই আবার বিলয় পাইতেছে, এবং যে প্রপঞ্চবিরহিত পরম তত্ত্বকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম নামক নিত্য নির্ম্মল নিশ্চল বিভুকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার আকৃতি নির্ম্মল নভোনিভ, যিনি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়, নির্ম্মল, নির্গুণ, পরমেশ, প্রপঞ্চরহিত, ব্যক্তাব্যক্ত ও পরম বিভু, একমাত্র ধ্যান দ্বারাই যাঁহাকে অবগত হওয়া যায় সেই সংসার-নাশহেতু, অজর, অমর, মুক্তিপ্রদ হরিকে আমি বন্দনা করি। নৈমিষারণ্য অতি পুণ্যময় মনোহর স্থান; সে স্থান সতত নানা মুনিজনে সমাকীর্ণ ও নানা-জাতীয় কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত; শাল, কর্ণিকার, পনস, খদির, আম্র, জম্বু, কপিত্থ, ন্যগ্রোধ, দেবদারু, অশ্বত্থ, পারিজাত, চন্দন, অগুরু, পাটল, বকুল, সপ্তপর্ণ, পুন্নাগ,

শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ নারিকেলৈস্তথার্জ্জুনৈঃ ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্বৃক্ষৈশ্চম্পকাদ্যৈশ্চ শোভিতে ॥৬
নানাপক্ষিগণাকীর্ণে নানামৃগগণৈর্যুতে ।
নানাজলাশয়ৈঃ পুণ্যৈর্দীর্ঘিকাদ্যৈরলঙ্কৃতে ॥ ৭
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চান্যৈশ্চ জাতিভিঃ
বানপ্রস্থৈর্গৃহস্থৈশ্চ যতিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ ॥ ৮
সম্পন্নৈর্গোকুলৈশ্চৈব সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃতে ।
যবগোধূমচণকৈর্মাষমুদ্গাতিলেক্ষুভিঃ ॥ ৯
চীনকাদ্যৈস্তথা মেধ্যৈঃ শস্যৈশ্চান্যৈশ্চ শোভিতে
তত্র দীপ্তে হুতবহে হূয়মানে মহামখে ॥ ১০
যজতাং নৈমিষেয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ।
আজগ্মুস্তত্র মুনয়স্তথান্যেঽপি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১
তানাগতান্ দ্বিজাংস্তে তু পূজাং চক্রুর্যথোচিতাম্
তেষু তত্রোপবিষ্টেষু ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতেষু চ ॥১২
তত্রাজগাম সূতস্তু মতিমাঁল্লোমহর্ষণঃ ।
তং দৃষ্ট্বা তে মুনিবরাঃ পূজাং চক্রুর্মুদান্বিতাঃ ॥১৩
সোঽপি তান্ প্রতিপূজ্যৈব সংবিবেশ বরাসনে
কথাং চক্রুস্তদান্যোন্যং সূতেন সহিতা দ্বিজাঃ
কথান্তে ব্যাসশিষ্যং তে পপ্রচ্ছুঃ সংশয়ং মুদা
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতাঃ সর্ব্বে সদস্যৈঃ সহ দীক্ষিতাঃ

মুনয় উচুঃ ।

পুরাণাগমশাস্ত্রাণি সেতিহাসানি সত্তম ।
জানাসি দেবদৈত্যানাং চরিতং জন্ম কর্ম্ম চ ॥১৬
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্বেদে শাস্ত্রে চ ভারতে
পুরাণে মোক্ষশাস্ত্রে চ সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে ॥
যথাপূর্ব্বমিদং সর্ব্বমুৎপন্নং সচরাচরম্ ।
সসুরাসুরগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্ ॥ ১৮
শ্রোতুমিচ্ছামহে সূত ব্রূহি সর্ব্বং যথা জগৎ ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥ ১৯

নাগকেশর, শাল, তাল, তমাল, নারিকেল ও অর্জ্জুন, এই সকল এবং চম্পকাদি অপরাপর বহুতর বৃক্ষ তথায় বিরাজিত। নানা-জাতীয় মৃগ পক্ষিগণে সে পুণ্যস্থান সমাকুল; কত পূত জলাশয় ও কত কত দীর্ঘিকায় সেস্থান সতত সমলঙ্কৃত; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং অন্যান্য বহু জাতির তথায় বসতি। কত বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, কত যতি, কত ব্রহ্মচারী, সেখানে বিরাজমান; তথাকার সর্ব্বত্র সুসমৃদ্ধ গোকুল শোভমান; সর্ব্বত্র যব, গোধূম, চণক, মাষ, মুদ্গ, তিল, ইক্ষু, চীনক ও অন্যান্য প্রচুর পবিত্র শস্যরাশি তথায় সুশোভিত; এ হেন পুণ্যময় নৈমিষারণ্যে তত্রত্য মহর্ষিগণ একদা দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইলে, প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল। বহু মুনি ও বহু বিপ্র সেই যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলেন। তাঁহারা আসিবা মাত্র যথাবিধি অভ্যর্থিত ও সৎ-কৃত হইতে লাগিলেন। ঋত্বিক্‌গণের সকলেই যথাযথ স্থানে উপবেশন করিলেন। এই সময় ধীমান্ সূত লোমহর্ষণ তথায় আগমন করিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও মুনিগণকে প্রত্যভিবাদনাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া পরমাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন দ্বিজগণ সেই সূতের সহিত পরস্পর বিবিধ কথার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথা-বসানে যজ্ঞ-দীক্ষিত মুনিগণ, সমস্তঋত্বিক্ ও সদস্যগণের সহিত সেই ব্যাস-শিষ্য সূতকে তাঁহাদের সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—১৫। মুনিগণ কহিলেন,—হে সাধুবর! পুরাণ, আগম, ইতিহাস, দেব-দৈত্যগণের চরিত, জন্ম ও কর্ম্ম প্রভৃতি সকলই তোমার বিদিত। বেদ, শাস্ত্র ও ভারতীয় কথা সম্বন্ধে তুমি না জান, এমন কিছুই নাই। হে মহামতে! পুরাণে এবং মোক্ষশাস্ত্রে তুমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। অতএব এই সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস-সমন্বিত চরাচর নিখিল জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, যেরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, যেরূপে আবার আবির্ভূত হইবে এবং যাহা হইতে উহা

যতশ্চৈব জগৎ সূত যতশ্চৈব চরাচরম্।
লীনমাসীত্তথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ॥ ২০

লোমহর্ষণ উবাচ।

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে॥ ২১
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় স্বর্গস্থিত্যন্তকর্ম্মণে॥ ২২
একানেকস্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে॥ ২৩
স্বর্গস্থিতিবিনাশায় জগতো যোঽজরামরঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে॥ ২৪
আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যণীয়াংসমণীয়সাম্।
প্রণম্য সর্ব্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্॥ ২৫
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্॥ ২৬
বিষ্ণুং গ্রসিষ্ণুং বিশ্বস্য স্থিতৌ স্বর্গে তথা প্রভুম্।
সর্ব্বজ্ঞং জগতামীশমজমক্ষয়মব্যয়ম্॥ ২৭
আদ্যং সুসূক্ষ্মং বিশ্বেশং ব্রহ্মাদীন্ প্রণিপত্য চ
ইতিহাসপুরাণজ্ঞং বেদবেদাঙ্গপারগম্॥ ২৮
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং পরাশরসুতং প্রভুম্।
গুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্॥ ২৯
কথয়ামি যথাপূর্ব্বং দক্ষাদ্যৈর্মুনিসত্তমৈঃ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবানব্জযোনিঃ পিতামহঃ॥ ৩০
শৃণুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহ্বর্থাং শ্রুতিবিস্তরাম্
যস্ত্বিমাং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৩২
অব্যক্তং কারণং যত্তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং পুরুষস্তস্মান্নির্ম্মমে বিশ্বমীশ্বরঃ॥ ৩৩
তং বুধ্যধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং নারায়ণপরায়ণম্॥ ৩৪
অহঙ্কারস্তু মহতস্তস্মাদ্ভূতানি জজ্ঞিরে।

উৎপন্ন, যাঁহাতে স্থিত, ও যাঁহাতে যেরূপে ইহা বিলয় পাইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে বিলীন হইবে, হে মহাভাগ! আমরা তৎসমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি সে সকল যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া বল। ১৬—২০। লোমহর্ষণ কহিলেন,—যিনি বিকার-বিহীন, নিত্য, শুদ্ধ, পরমাত্মা, যাঁহার রূপ সর্ব্বদাই একরূপ, সেই সর্ব্বজিষ্ণু বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ঙ্কর ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, বাসুদেব ও শঙ্করকে আমার নমস্কার। যিনি এক অথচ অনেকস্বরূপ, স্থূল অথচ ও সূক্ষ্মাকৃতি এবং অব্যক্ত অথচ ব্যক্তরূপী, আমি সেই মুক্তিহেতু বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের মূলভূত, সেই জগন্ময় পরমাত্মা বিষ্ণুকে আমার নমস্কার। যিনি মহান্ ও সূক্ষ্ম স্বরূপ বিশ্বের আধারভূত, সেই সর্ব্বভূত-বিরাজিত, জ্ঞানময়, নিতান্ত নির্ম্মল, অচ্যুত পুরুষোত্তম, পরমার্থস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও গ্রাসকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, জগদীশ, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, আদ্য, সূক্ষ্ম বিশ্বপতি বিষ্ণুকে, ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দকে এবং নিখিল ইতিহাস-পুরাণ-পরিশীলনকর্ত্তা বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী, সমস্ত শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পরাশরনন্দন মদীয় গুরু শ্রীমান্ বেদব্যাসকে প্রণিপাতপুরঃসর আমি আধুনা বেদসম্মিত পুরাণবার্ত্তা বিবৃত করিতেছি। পুরা কালে দক্ষ প্রভৃতি মুনি-সত্তমগণের প্রশ্ন শুনিয়া ভগবান্ পদ্মযোনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই সকল দুরিতহারিণী পবিত্র কথারই অবতারণা করিব। আমি এক্ষণে এই যে বিচিত্র বহু অর্থযুত বেদ-বিখ্যাত কথা কহিব, যে জন উহা নিত্য নিত্য ধারণা করিবে, বা প্রতিনিয়ত শুনিবে, তাহার বংশবিলোপ ঘটিবে না, সে ইহলোকে স্বীয় বংশ বিস্তার করিয়া অন্তে স্বর্গলোকে বাস করিবে॥ ২১-৩২॥ যাহা অব্যক্ত কারণ, নিত্য সদসদাত্মক, প্রধান পুরুষ, তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব বিনির্ম্মিত হয়। ঈশ্বরই এই বিশ্ব বিধানের কর্ত্তা। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অমিতৌজা নারায়ণ-পরায়ণ ব্রহ্মাকেই সর্ব্বভূতের

ভূতভেদাশ্চ ভূতেভ্য ইতি সর্গঃ সনাতনঃ ॥৩৫॥
বিস্তরাবয়বং চৈব যথাপ্রজ্ঞং যথাশ্রুতি।
কীর্ত্ত্যমানং শৃণুধ্বং বঃ সর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥
কীর্ত্তিতং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥৩৭
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমথাসৃজৎ।
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
হিরণ্যবর্ণমভবত্তদণ্ডমুদকেশয়ম্ ॥ ৩৯
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যবর্ণো ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্ ॥ ৪০
তদণ্ডমকরোদ্দ্বৈধং দিবং ভুবমথাপি চ।
তয়োঃ শকলয়োর্মধ্য আকাশমকরোৎপ্রভুঃ ॥৪১

অপ্সু পারিপ্লবাং পৃথ্বীং দিশশ্চ দশধা দধে।
তত্র কালং মনো বাচং কামং ক্রোধমথো রতিম্
সসর্জ্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং স্রষ্টুমিচ্ছন্‌প্রজাপতীন্।
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ॥৪৩
বসিষ্ঠং চ মহাতেজাঃ সোঽসৃজৎসপ্ত মানসান্।
সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥
নারায়ণাত্মকানাং তু সপ্তানাং ব্রহ্মজন্মনাম্।
ততোঽসৃজৎ পুরা ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাত্মসম্ভবম্ ॥
সনৎকুমারং চ বিভুং পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজম্।
সপ্তস্বেতা অজায়ন্ত প্রজা রুদ্রাশ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
স্কন্দঃ সনৎকুমারশ্চ তেজঃ সংক্ষিপ্য তিষ্ঠতঃ।
তেষাং সপ্ত মহাবংশা দিব্যা দেবগণান্বিতাঃ ॥৪৭
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ।
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানিবেন। মহান্ হইতে মহঙ্কারের উদ্ভব, সেই অহঙ্কার হইতেই ভূতসমূহের আবির্ভাব। সেই সকল ভূতবর্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ভূতজাতির উৎপত্তি। এইরূপেই সনাতন সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। আমি আমার প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে সেই সকল সৃষ্টিবার্ত্তা এবং অক্ষয় কীর্ত্তিশালী পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিবর্গের পুণ্যকথা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিব। আপনারা অবাহত হইয়া শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণে আপনাদিগেরও পুণ্যকীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে। অনন্তর ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে সর্ব্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিলেন। পরে সেই জলে তিনি বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। জলই নারা নামে অভিহিত, সেই জল পূর্ব্বে তাঁহার অয়ন হইয়াছিল বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে খ্যাত। অনন্তর সেই জল-নিক্ষিপ্ত বীর্য্য হিরণ্যবর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হয়। তাহাতে স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন। আমরা শুনিয়াছি, সেই ব্রহ্মাই স্বয়ম্ভু আখ্যায় অভিহিত। ভগবান্ হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যগর্ভ সেই অণ্ডে বৎসরাবধি বাস করিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। পরে সেই ভাগদ্বয়ে স্বর্গলোক ও ভূর্লোক নির্ম্মিত হয়। ব্রহ্মা সেই ভাগদ্বয়ের মধ্যে আকাশ সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে দশ দিক্, পৃথ্বী, কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ ও রতি প্রভৃতি তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল। অনন্তর তিনি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া তদনুরূপ সৃষ্টি বিস্তার করিলেন। তাহাতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সপ্ত মানস পুত্র সেই মহাতেজা ব্রহ্মা হইতে আবির্ভূত হইলেন। এই সপ্ত ব্রহ্মপুত্র পুরাণে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা নারায়ণাত্মক। ইহাঁদের আবির্ভাবের পর ব্রহ্মা রোষাত্মক রুদ্রকে এবং বিভু সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেন। এই সনৎকুমার অতি পূর্ব্বতনদিগেরও পূর্ব্বজাত। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্ত ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রজাগণ ও রুদ্রগণ জন্মগ্রহণ করে।৩৩—৪৬। স্কন্দ এবং সনৎকুমার ইহাঁরা উভয়েই স্ব স্ব তেজ সম্বরণ করিয়া অবস্থান করেন। ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মানস পুত্রের দিব্য মহাবংশ সকল দেবগণে অন্বিত, ক্রিয়াসম্পন্ন, প্রজাপরিপূর্ণ এবং মহর্ষিগণে সমলঙ্কৃত। প্রথমে

বয়াংসি চ সসর্জ্জাদৌ পর্জ্জন্যঞ্চ সসর্জ্জ হ।
ঋচো যজূংষি সামানি নির্ম্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে॥ ৪৯
সাধ্যানজনয়দ্দেবানিত্যেবমনুসশুশ্রুমঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে॥৫০
আপবস্য প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ।
সৃজ্যমানাঃ প্রজা নৈব বিবর্দ্ধন্তে যদা তদা॥ ৫১
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং তু সোঽসৃজদ্বিবিধাঃ প্রজাঃ
দিবঞ্চ পৃথিবীং চৈব মহিম্না ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
বিরাজমসৃজদ্বিষ্ণুঃ সোঽসৃজৎ পুরুষং বিরাট্॥
পুরুষং তং মনুং বিদ্যাত্তস্য মন্বন্তরং স্মৃতম্।
দ্বিতীয়ং মানসস্যৈতন্মনোরন্তরমুচ্যতে॥ ৫৪
স বৈরাজঃ প্রজাসর্গং সসর্জ্জ পুরুষঃ প্রভুঃ।
নারায়ণবিসর্গস্য প্রজাস্তস্যাপ্যযোনিজাঃ॥ ৫৫

ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধনু, পক্ষিগণ ও পর্জ্জন্য, যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিবার জন্য ঋক্, যজু ও সামবেদসমূহ এবং সাধ্য দেবগণ ও অন্যান্য দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উত্তমাধম ভূতবৃন্দ তদীয় গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রজাপতি আপব যখন দেখিলেন, তদীয় প্রজাসৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না, তখন তিনি আত্মদেহ দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই দেহের একার্দ্ধে পুরুষ এবং অপরার্দ্ধে নারী উৎপন্ন হয়। তিনি সেই নারীতে নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন এবং স্বীয় মহিমায় স্বর্গলোক ও ভূর্লোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে থাকেন। বিষ্ণু বিরাট্ পুরুষকে সৃজন করেন। বিরাট্ পুরুষ হইতে আর এক পুরুষ উৎপন্ন হয়েন। এই পুরুষ মনু বলিয়া বিদিত। মনু হইতেই মন্বন্তর নাম প্রথিত। এই যে মন্বন্তর চলিতেছে, ইহা দ্বিতীয় মানস মন্বন্তর বলিয়া কথিত। অনন্তর প্রভু বৈরাজ পুরুষ মনু প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি নারায়ণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদীয় প্রজাগণও অযোনিজাত হয়। এই আদি

আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ পুণ্যপ্রজাবাংশ্চ ভবেন্নরঃ।
আদিসর্গং বিদিত্বেমং যথেষ্টাং চাপ্নুয়াদ্গতিম্॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে আদিসর্গবর্ণনং প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

স সৃষ্ট্বা তু প্রজাস্ত্বেবমাপবো বৈ প্রজাপতিঃ।
লেভে বৈ পুরুষঃ পত্নীং শতরূপামযোনিজাম্॥
আপবস্য মহিম্না তু দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতঃ।
ধর্ম্মেণৈব মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শতরূপা ব্যজায়ত॥ ২
সা তু বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্।
ভর্ত্তারং দীপ্ততপসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত॥ ৩
স বৈ স্বায়ম্ভুবো বিপ্রাঃ পুরুষো মনুরুচ্যতে।
তস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে॥ ৪
বৈরাজাৎ পুরুষাদ্বীরং শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ বীরাৎ কাম্যা ব্যজায়ত॥

সৃষ্টিবৃত্তান্ত বিদিত হইয়া লোক আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্, ধন্য ও প্রজাবান্ হইয়া থাকে, এবং অন্তে বাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হইতে পারে॥ ৪৭—৫৬॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—প্রজাপতি আপব এইরূপ প্রজাসৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্বোক্ত পুরুষ শতরূপা নাম্নী এক অযোনিসম্ভবা পত্নী প্রাপ্ত হইলেন। আপব স্বীয় মহিমায় স্বর্গভূমি ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শতরূপা ধর্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়া সেই দীপ্ততেজা পুরুষকে ভর্ত্তৃপদে বরণ করিলেন। ঐ পুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত। তাঁহার যে একসপ্ততি যুগ কাল, তাহাই মন্বন্তর বলিয়া কথিত। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে শতরূপার গর্ভে বীর, প্রিয়ব্রত ও উত্তান-

কাম্যা নাম সুতা শ্রেষ্ঠা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
কাম্যাপুত্রাস্তু চত্বারঃ সম্রাট্‌ কুক্ষির্বিরাট্‌প্রভুঃ॥
উত্তানপাদং জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ।
উত্তানপাদাচ্চতুরঃ সূনৃতা সুষুবে সুতান্॥ ৭
ধর্ম্মস্য কন্যা সুশ্রোণী সূনৃতা নাম বিশ্রুতা।
উৎপন্না বাজিমেধেন ধ্রুবস্য জননী শুভা॥ ৮
ধ্রুবঞ্চ কীর্ত্তিমন্তঞ্চ আয়ুষ্মন্তং বসুং তথা।
উত্তানপাদোঽজনয়ৎ সূনৃতায়াং প্রজাপতিঃ॥৯
ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি দিব্যানি ভো দ্বিজাঃ।
তপস্তেপে মহাভাগঃ প্রার্থয়ন্ সুমহদ্‌যশঃ॥১০
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতঃ স্থানমাত্মসমং প্রভুঃ।
অচলঞ্চৈব পুরতঃ সপ্তর্ষীণাং প্রজাপতিঃ॥ ১১
তস্যাভিমানমৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য চ।
দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকং প্রাগুশনা জগৌ॥
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমহো শ্রুতমহোঽদ্ভুতম্।
যমস্য পুরতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ॥ ১৩
তস্মাচ্ছ্লিষ্টিং চ ভব্যং চ ধ্রুবাচ্ছম্ভুর্ব্যজায়ত।
শ্লিষ্টেরাধত্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্॥ ১৪
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বীরং বৃকলং বৃকতেজসম্।
রিপোরাধত্ত বৃহতী চক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্॥ ১৫
অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বৈরিণ্যাং চাক্ষুষং মনুম্।
প্রজাপতেরাত্মজায়াং বীরণস্য মহাত্মনঃ॥ ১৬
মনোরজায়ন্ত দশ নড্বলায়াং মহৌজসঃ।
কন্যায়াং মুনিশার্দ্দূলা বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ॥১৭
কুৎসঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্‌কবিঃ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব॥ ১৮
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড্বলায়াং মহৌজসঃ।
পুরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্॥ ১৯
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্।
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকং ব্যজায়ত॥
অপচারেণ বেণস্য প্রকোপঃ সুমহানভূৎ।

পাদ জন্ম গ্রহণ করেন। কর্দ্দম প্রজাপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা কাম্যার গর্ভে বীর হইতে চারি পুত্র জন্ম লাভ করে। সেই পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—সম্রাট্‌, কুক্ষি, বিরাট্‌ ও প্রভু। প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। উত্তানপাদ হইতে সূনৃতা নাম্নী পত্নীর গর্ভে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। সুশ্রোণী সূনৃতা ধর্ম্মের কন্যা। অশ্বমেধ যজ্ঞে ধর্ম্ম হইতে তাঁহার জন্ম হয়। সেই শুভা সূনৃতা প্রখ্যাতকীর্ত্তি ধ্রুবের জননী। প্রজাপতি উত্তানপাদ সূনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু নামে চারি পুত্র উৎপাদন করেন। হে দ্বিজগণ! মহাভাগ ধ্রুব দিব্য তিনসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুবিপুল যশঃপ্রার্থনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সপ্তর্ষিগণের সম্মুখে আত্মতুল্য অচল স্থান প্রদান করেন। তদীয় সম্মাননা, সমৃদ্ধি ও মহিমা দর্শনে সুরাসুরগণের আচার্য্য উশনা পূর্ব্বকালে এইরূপ শ্লোক গান করিয়াছিলেন যে, অহো! এই ধ্রুবের কি অপূর্ব্ব তপোবল! আজ কি না এই ধ্রুবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করিতেছেন!১—১৩। ধ্রুব হইতে শ্লিষ্টি, ভব্য ও শম্ভু নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। শ্লিষ্টির সুচ্ছায়া নাম্নী পত্নীর গর্ভে পাঁচটী পবিত্র-স্বভাব পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সেই পঞ্চ পুত্রের নাম যথা—রিপু, রিপুঞ্জয়, বীর, বৃকল ও বৃকতেজো। রিপু হইতে বৃহতীর গর্ভে সর্ব্বতেজা চক্ষুষের জন্ম হয়। মহাত্মা প্রজাপতি বীরণের তনয়া পুষ্করিণীর গর্ভে তাঁহা হইতে চাক্ষুষ মনু জন্ম গ্রহণ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির দুহিতা নড্বলার গর্ভে সেই মহাত্মা মনু হইতে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের নাম—কুৎস, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু। পুরু হইতে আগ্নেয়ীর গর্ভে ছয়টী মহাতেজা পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নাম—অঙ্গ, সুমনস, খ্যাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস ও গয়। অঙ্গ হইতে সুনীথার গর্ভে বেণ নামক এক মাত্র পুত্র উৎপন্ন হয়। বেণরাজ-

প্রজার্থমৃষয়ো যস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্ ॥ ২১
বেণস্য মথিতে পাণৌ সম্বভূব মহান্নৃপঃ।
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ প্রাহুরেষ বৈ মুদিতাঃ প্রজাঃ ॥
করিষ্যতি মহাতেজা যশশ্চ প্রাপ্স্যতে মহৎ।
স ধন্বী কবচী জাতো জ্বলজ্জ্বলনসন্নিভঃ ॥ ২৩
পৃথুর্বৈণ্যস্তথা চেমাং ররক্ষ ক্ষত্রপূর্ব্বজঃ।
রাজসূয়াভিষিক্তানামাদ্যঃ স বসুধাধিপঃ ॥ ২৪
তস্মাচ্চৈব সমুৎপন্নৌ নিপুণৌ সূতমাগধৌ।
তেনেয়ং গৌর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠা দুগ্ধা শস্যানি ভূভৃতা ॥ ২৫
প্রজানাং বৃত্তিকামেন দেবৈঃ সর্ষিগণৈঃ সহ।
পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ ॥ ২৬
সর্পৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বীরুদ্ভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা।
তেষু তেষু চ পাত্রেষু দুহ্যমানা বসুন্ধরা ॥ ২৭
প্রাদাদ্যথেপ্সিতং ক্ষীরং তেন প্রাণানধারয়ন্।
পৃথোস্তু পুত্রৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্ধিপাতিনৌ
শিখণ্ডিনী হবির্ধানমন্তর্ধানাদ্ব্যজায়ত।
হবির্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্ ॥ ২৯
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ।
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্মহানাসীৎপ্রজাপতিঃ ॥ ৩০
হবির্ধানান্মুনিশ্রেষ্ঠা যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ।
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ ।*
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ পৃথিবীতলচারিণীঃ ॥ ৩১
সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারোঽভবৎ প্রভুঃ।
মহতস্তপসঃ পারে সবর্ণায়াং প্রজাপতিঃ ॥ ৩২
সবর্ণাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্ব্বান্ প্রাচেতসো নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগান্ ॥

অত্যাচারী ছিলেন; তাই তাঁহার উপর মহর্ষিগণ প্রবল কোপ প্রকাশ করেন। পরে তাঁহারা প্রজার্থে তদীয় দক্ষিণ কর মন্থন করিয়াছিলেন। বেণের মথিত কর হইতে এক প্রখ্যাত নরপতির জন্ম হয়। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন, হাঁ এই মহাতেজা রাজাই প্রজারঞ্জন করিবেন। ইনি ভূমণ্ডলে মহাকীর্ত্তি অর্জ্জন করিবেন। সেই বেণনন্দন নরপতি পৃথু আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি ধনুর্দ্ধারী ও কবচী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আকৃতি প্রজ্বলিত পাবকবৎ প্রতিভাত হইত। তাঁহার দ্বারাই এই পৃথিবী সুরক্ষিত হইয়াছিল। রাজসূয়াভিষিক্ত বসুধাধিপতিগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব কালে সূত ও মাগধ জাতি উৎপন্ন হয়। হে মুনিবরগণ! তিনিই এই গোরূপিণী পৃথিবীকে প্রজাগণের বৃত্তি বিধানের জন্য দেব ও ঋষিগণ সহ দোহন করিয়া শস্যরাশি উৎপাদন করেন। তাঁহার পর পিতৃগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, সর্পগণ, নরগণ, বীরুধাবলী ও পর্ব্বতগণ ক্রমান্বয়ে স্ব স্ব বিভিন্ন পাত্রে এই বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন। বসুন্ধরাও যথেষ্ট ক্ষীর অর্পণ করেন। তাহাতেই প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। নরপতি পৃথুর অন্তর্দ্ধি ও পাতী নামে দুই ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র উৎপন্ন হয়। অন্তর্দ্ধির শিখণ্ডিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র জন্মে। অগ্নিনন্দিনী ধিষণার গর্ভে হবির্দ্ধানের প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ একজন প্রধান প্রজাপতি ছিলেন। ইনি যজ্ঞকার্য্যে এত অধিক প্রাচীনাগ্র কুশ বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতেই ইঁহার এই নাম প্রথিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! হবির্দ্ধান হইতে ভগবান্ প্রাচীনবর্হির জন্ম হয়। তাঁহার রাজ্য-শাসন-কালে এই পৃথিবীস্থ প্রজামণ্ডলী সবিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি সমুদ্রতনয়া সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। বহু তপস্যার পর সেই সমুদ্রনন্দিনী সবর্ণার গর্ভে মহীপতি প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রাচীন বর্হির সেই দশ পুত্রই প্রচেতা নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

---

* ইদমর্দ্ধং কচিন্ন লক্ষ্যতে।

অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেহতপ্যন্ত মহত্তপঃ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৩৪
তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ৩৫
নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্দ্রুমৈঃ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥ ৩৬
তদুপশ্রুত্য তপসা যুক্তাঃ সর্ব্বে প্রচেতসঃ ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিং চ সসৃজুর্জাতমন্যবঃ ॥ ৩৭
উন্মূলানথ বৃক্ষাংস্তু কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ ।
তানগ্নিরদহদ্ঘোর এবমাসীদ্দ্রুমক্ষয়ঃ ॥ ৩৮
দ্রুমক্ষয়মথো বুদ্ধ্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু ।
উপগম্যাব্রবীদেতাংস্তদা সোমঃ প্রজাপতীন্ ॥
কোপং যচ্ছত রাজানঃ সর্ব্বে প্রাচীনবর্হিষঃ ॥

বৃক্ষশূন্যা কৃতা পৃথ্বী শাম্যেতামগ্নিমারুতৌ ॥৪০
রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বৃক্ষাণাং বরবর্ণিনী ।
ভবিষ্যং জানতা তাত ধৃতা গর্ভেণ বৈ ময়া ॥৪১
মারিষা নাম নাম্নৈষা বৃক্ষাণামিতি নির্ম্মিতা ।
ভার্য্যা বোঽস্তু মহাভাগাঃ সোমবংশবিবর্দ্ধিনী ॥
যুষ্মাকং তেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ ।
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ
স ইমাং দগ্ধভূয়িষ্ঠাং যুষ্মত্তেজোময়েন বৈ ।
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥৪৪
ততঃ সোমস্য বচনাজ্জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ
দক্ষো যজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমস্যাংশেন ভো
দ্বিজাঃ ॥ ৪৬

তাঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী ও অপৃথক্ ধর্ম্মাচারে নিরত হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন। প্রচেতাগণ তপস্যার্থ দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সাগর-সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐরূপ ভাবে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবীরক্ষার সুব্যবস্থা রহিল না, পৃথিবী মহীরুহগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে প্রজাসকল ক্ষয় পাইতে লাগিল। পৃথিবী দ্রুমসমূহে এরূপ নিবিড়ভাবে আবৃত হইল যে, তখন বায়ুর গতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রজা সকল দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ কোনরূপ ক্রিয়াকলাপ করিতে সমর্থ হইল না। তপোনিরত প্রচেতাগণ প্রজাগণের তাদৃশ অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া সক্রোধে মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন। তখন বায়ু সেই সকল বৃক্ষদিগকে উন্মূলিত করিয়া বিশোষিত করিতে লাগিলেন। ভীষণ অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৪—৩৮। ক্রমে বায়ু ও অগ্নির প্রভাবে বৃক্ষসকল প্রায় দগ্ধ হইয়া গেল। বহু বৃক্ষ দগ্ধ হইয়াছে এবং অল্পসংখ্যক মাত্র অবশিষ্ট আছে বুঝিতে পারিয়া ভগবান্ সোম সেই সকল প্রজাপতিদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রচেতাগণ! আপনারা সকলেই নরপতি প্রাচীনবর্হির পুত্র ও প্রজারঞ্জনে নিরত। আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করি, আপনারা কোপ সম্বরণ করুন। এই পৃথিবীকে একরূপ বৃক্ষশূন্যা করিয়াছেন। এক্ষণে অগ্নি ও বায়ু প্রশমিত হইয়া যাউক। এই রত্ন-স্বরূপিণী বরবর্ণিনী বৃক্ষদিগের কন্যা। আমি ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া এই কন্যাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। এই কন্যার নাম মারিষা। হে মহাভাগগণ! এই কন্যা এক্ষণে আপনাদিগের বংশবর্দ্ধিনী ভার্য্যা হউক। আপনাদিগের অর্দ্ধতেজে এবং আমার অর্দ্ধ তেজে এই কন্যার গর্ভে বিদ্বান্ দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন। তিনি আপনাদিগের তেজোময় অগ্নি দ্বারা অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া পুনরায় এই দগ্ধভূয়িষ্ঠ পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রজাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন। অনন্তর ভগবান্ সোমের অনুরোধক্রমে সেই তপোধনগণ বৃক্ষ হইতে কোপ সংহৃত করিয়া ধর্ম্মানুসারে সেই বৃক্ষনন্দিনী মারিষাকে পত্নীরূপে পরিগ্রহ করিলেন। ৩৯—৪৫। হে দ্বিজগণ!

অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদঃ।
স সৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদসৃজত স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৭
দদৌ দশ স ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞে চ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ
তাসু দেবাঃ খগা গাবো নাগা দিতিজদানবাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ॥৪৯
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ।
সঙ্কল্পাদ্দর্শনাৎস্পর্শাৎপূর্ব্বেষাং প্রোচ্যতে প্রজা॥
মুনয় ঊচুঃ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সম্ভবস্ত্ব শ্রুতোঽস্মাভির্দক্ষস্য চ মহাত্মনঃ॥ ৫১
অঙ্গুষ্ঠাদ্‌ব্রহ্মণো জজ্ঞে দক্ষঃ কিল শুভব্রতঃ।
বামাঙ্গুষ্ঠাত্তথা চৈবং তস্য পত্নী ব্যজায়ত॥ ৫২
কথং প্রাচেতসত্বং স পুনর্লেভে মহাতপাঃ।
এতং নঃ সংশয়ং সূত ব্যাখ্যাতুং ত্বমিহার্হসি॥
দৌহিত্রশ্চৈব সোমস্য কথং শ্বশুরতাং গতঃ॥ ৫৩
লোমহর্ষণ উবাচ।
উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যং ভূতেষু ভো দ্বিজাঃ
ঋষয়োঽত্র ন মুহ্যন্তি বিদ্যাবন্তশ্চ যে জনাঃ॥ ৫৪
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে পুনর্দক্ষাদয়ো নৃপাঃ।
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ৫৫
জ্যৈষ্ঠ্যং কানিষ্ঠ্যমপ্যেষাং পূর্ব্বং নাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ
তপ এব গরীয়োঽভূৎপ্রভাবশ্চৈব কারণম্॥৫৬
ইমাং বিসৃষ্টিং দক্ষস্য যো বিদ্যাৎ সচরাচরাম্।
প্রজাবানায়ুরুত্তীর্ণঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৫৭
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিকথনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

সেই দশ প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে ভগবান্ সোমের অংশে মহাতেজা দক্ষ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রজাপতি দক্ষ মনোদ্বারা স্থাবর, জঙ্গম, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া পরে পঞ্চাশৎ কন্যা সন্তান সৃষ্টি করিলেন। তিনি সেই কন্যাগণের মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে এবং অবশিষ্ট সপ্তবিংশতিটী নক্ষত্রনাম্নী কন্যা দ্বিজরাজ সোমকে সমর্পণ করিলেন। সেই সকল দক্ষকন্যার গর্ভে ক্রমে দেব, দানব, দৈত্য, গো, খগ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য বিবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেই হইতে প্রজাগণ মৈথুন ধর্ম্মে সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। তৎপূর্ব্বে প্রজা সকল সঙ্কল্পে, দর্শনে ও স্পর্শনাদি ক্রিয়ায় জন্মলাভ করিত। মুনিগণ কহিলেন,—হে সূত! আমরা দেবদানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতির উৎপত্তিবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছি এবং মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতিরও জন্মবিবরণ আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, শুভব্রত দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়েন এবং তদীয় পত্নী ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মহাতপা দক্ষ কিরূপে যে প্রাচেতসত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি সোমের দৌহিত্র হইয়া পুনরায় তদীয় শ্বশুরত্ব লাভ করিলেন, এই সমস্তই এক্ষণে আমাদের সংশয়ের বিষয় হইয়াছে। অতএব হে সূত! তুমি অধুনা প্রকৃত তত্ব বিবৃত করিয়া আমাদের এই সংশয়রাশি অপনোদন কর। লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! উৎপত্তি এবং বিনাশ এই দুইটি ভূতগণের নিত্য ঘটনা। ঋষিগণ ইহাতে মুগ্ধ হয়েন না; আর যাঁহারা বেদিতবেদ্য লোক, তাঁহাদেরও উহা মোহের বিষয় নয়। যুগে যুগে এ জগতে দক্ষপ্রভৃতি নৃপতিগণের আবির্ভাব হইতেছে; আবার তাঁহাদের তিরোধান ঘটিতেছে; সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু মাত্রই মোহগ্রস্ত হয়েন না। হে দ্বিজবরগণ! পূর্ব্বতন সৃষ্টি ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভাব ছিল না; একমাত্র তপস্যা ও প্রভাবই তখন গৌরবের কারণ বলিয়া গণ্য হইত। দক্ষ প্রজাপতির এই চরাচরাত্মক সৃষ্টিবিবরণ যিনি বিদিত হয়েন,

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

দেবানাং দানবানাং চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্ ।
উৎপত্তিং বিস্তরেণৈব লোমহর্ষণ কীর্ত্তয় ॥ ১

লোমহর্ষণ উবাচ ।

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা ।
যথা সসর্জ্জ ভূতানি তথা শৃণুত ভো দ্বিজাঃ ॥ ২
মানসান্যেব ভূতানি পূর্ব্বমেবাসৃজৎ প্রভুঃ ।
ঋষীন্দেবান্সগন্ধর্ব্বানসুরান্যক্ষরাক্ষসান্ ॥ ৩
যদাস্য মানসী বিপ্রা ন ব্যবর্দ্ধত বৈ প্রজা ।
তদা সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা প্রজাহেতোঃ প্রজাপতিঃ
স মৈথুনেন ধর্ম্মেণ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
অসিক্নীমাবহৎ পত্নীং বীরণস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৫
সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্ ।
অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরণ্যাং পঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬
অসিক্ন্যাং জনয়ামাস দক্ষ এব প্রজাপতিঃ ।
তাংস্তু দৃষ্ট্বা মহাভাগান্সংবিবর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ ॥ ৭
দেবর্ষিঃ প্রিয়সংবাদো নারদঃ প্রাব্রবীদিদম্ ।
নাশায় বচনং তেষাং শাপায়ৈবাত্মনস্তথা ॥ ৮
যং কশ্যপঃ সুতবরং পরমেষ্ঠী ব্যজীজনৎ ।
দক্ষস্য বৈ দুহিতরি দক্ষশাপভয়ান্মুনিঃ ॥ ৯
পূর্ব্বং স হি সমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
অসিক্ন্যামথ বৈরণ্যাং ভূয়ো দেবর্ষিসত্তমঃ ॥ ১০
তং ভূয়ো জনয়ামাস পিতেব মুনিপুঙ্গবম্ ।
তেন দক্ষস্য বৈ পুত্রা হর্য্যশ্বা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥১১
নির্ম্মথ্য নাশিতাঃ সর্ব্বে বিধিনা চ ন সংশয়ঃ ।
তস্যোদ্যতস্তদা দক্ষো নাশায়ামিতবিক্রমঃ ॥ ১২
ব্রহ্মর্ষীন্ পুরতঃ কৃত্বা যাচিতঃ পরমেষ্ঠিনা ।

তিনি প্রজাবান্, আয়ুষ্মান্ ও স্বর্গে গিয়া বিবিধ সুখ-ভোগবান্ হইয়া থাকেন ॥৪৬—৫৭॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যা য় ।

মুনিগণ কহিলেন,—লোমহর্ষণ! তুমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের উৎপত্তি-বার্ত্তা বিস্তররূপে কীর্ত্তন কর। লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! ভগবান্ স্বয়ম্ভু পুরাকালে দক্ষকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন। তিনি তখন যেরূপে ভূতগণকে সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তৎকালে দক্ষ প্রজাপতি দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষসাদি বিবিধ মানস ভূত সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার সেই মানসী প্রজাসৃষ্টি আর বৃদ্ধি পাইল না, তখন সেই ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি মনে মনে প্রজাবৃদ্ধির উপায় স্থির করিয়া মৈথুন ধর্ম্মে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রজাপতি বীরণের দুহিতা অসিক্নীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অসিক্নী তপস্বিনী, মহতী ও লোকধারিণী ছিলেন। বীর্য্যবান্ দক্ষ প্রজাপতি সেই অসিক্নীর গর্ভে পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রগণ হর্য্যশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই মহাভাগ দক্ষতনয়গণকে প্রজাবিস্তারে সমুৎসুক দেখিয়া তাহাদিগের বিনাশার্থ এবং নিজে অভিশপ্ত হইবার জন্য অনেক কথা কহিয়াছিলেন। এই নারদ পূর্ব্বে পরমেষ্ঠী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে প্রজাপতি কশ্যপ এই সুতশ্রেষ্ঠ, পারমেষ্ঠ্য, দক্ষশাপ-ভয়ে ভীত নারদকে তদীয় দুহিতার গর্ভে উৎপাদন করেন। দেবর্ষিপ্রবর নারদের কূট বাক্য ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া দক্ষপুত্র হর্য্যশ্বগণ সকলেই অদৃশ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া অমিতবিক্রম দক্ষ নারদকে নাশ করিতে উদ্যত হয়েন। তখন ভগবান্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত দক্ষ-সমীপে আসিয়া তাঁহাকে কোপ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করেন। অনন্তর দক্ষ তাহাঁর নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, মদীয় কোন এক দুহিতার গর্ভে নারদকে তবদীয় পুত্র হইয়া অবশ্যই জন্ম

ততোঽভিসন্ধিশ্চক্রে বৈ দক্ষস্য পরমেষ্ঠিনা ॥১৩
কন্যায়াং নারদো মহ্যং তব পুত্রো ভবেদিতি।
ততো দক্ষঃ সুতাং প্রাদাৎ প্রিয়াং বৈ পরমেষ্ঠিনে
স তস্যাং নারদো যজ্ঞে ভূয়ঃ শাপভয়াদৃষিঃ ॥১৪

মুনয় উচুঃ।

কথং প্রণাশিতাঃ পুত্রা নারদেন মহর্ষিণা।
প্রজাপতেঃ সুতবর্য্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৫

লোমহর্ষণ উবাচ।

দক্ষস্য পুত্রা হর্য্যশ্বা বিবর্দ্ধয়িষবঃ প্রজাঃ।
সমাগতা মহাবীর্য্যা নারদস্তানুবাচ হ ॥ ১৬

নারদ উবাচ।

বালিশা বত যূয়ং বৈ নাস্যা জানীত বৈ ভুবঃ।
প্রমাণং স্রষ্টুকামা বৈ প্রজাঃ প্রাচেতসাত্মজাঃ॥
অন্তরূর্দ্ধমধশ্চৈব কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ।
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রয়াতাঃ সর্ব্বতো দিশঃ॥
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ।

হর্য্যশ্বেষ্বথ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ ॥ ১৯
বৈরণ্যামথ পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎপ্রভুঃ।
বিবর্দ্ধয়িষবস্তে তু শবলাশ্বাস্তথা প্রজাঃ॥ ২০
পূর্ব্বোক্তং বচনং তে তু নারদেন প্রচোদিতাঃ।
অন্যোন্যমুচুস্তে সর্ব্বে সম্যগাহ মহানৃষিঃ॥ ২১
ভ্রাতৃণাং পদবীং জ্ঞাতুং গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।
জ্ঞাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ সুখং স্রক্ষ্যামহে প্রজাঃ
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ প্রয়াতাঃ সর্ব্বতো দিশম্
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ॥ ২৩
তদা প্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণে দ্বিজাঃ।
প্রয়াতো নশ্যতি ক্ষিপ্রং তন্ন কার্য্যং বিপশ্চিতা॥
তাংশ্চৈব নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ
ষষ্টিং ততোঽসৃজৎ কন্যা বৈরণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্

লইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার একটী প্রিয়া নাম্নী দুহিতাকে ভগবান্ পরমেষ্ঠীর করে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি নারদ দক্ষের অভিশাপভয়ে তদীয় দুহিতার গর্ভে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১—১৪। মুনিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! মহর্ষি নারদের কিরূপ বাক্য-ব্যবহারে দক্ষ প্রজাপতির সেই সকল পুত্রেরা অদৃশ্য হইয়াছিলেন? আমরা ইহা যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। লোমহর্ষণ কহিলেন,—দ্বিজগণ! সেই দক্ষপুত্র মহাবীর্য্য হর্য্যশ্বগণ প্রজাবৃদ্ধি করিবার কামনায় সমবেত হইলে, নারদ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ওহে মূর্খগণ! তোমরা এই পৃথিবীর পরিমাণ বিষয়ে কিছুই জান না! অথচ প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিতে অভিপ্রায় করিয়াছ! বিশেষতঃ এই ভূমির ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃপ্রভৃতি বিষয়েও তোমাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। কি করিয়া তোমরা প্রজা সৃষ্টি করিবে? নারদের এই সকল কথা শুনিয়া সেই দক্ষতনয়েরা পৃথিবীর নানা দিকে প্রধাবিত হইল। সাগর হইতে সরিৎসমূহের ন্যায় অদ্যাপি তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। হর্য্যশ্বগণের অদর্শনে দক্ষ প্রজাপতি পত্নী অসিক্নীর গর্ভে পুনরায় সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই সকল পুত্র শবলাশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারাও প্রজাবৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিলেন, তখন নারদ পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকেও সেই সেই কথা বলিলেন; তাহাতে তাঁহারা সকলেই পরস্পর পরামর্শ করিয়া কহিলেন, মহর্ষি নারদ যথার্থ কথাই কহিয়াছেন; অতএব আমরাও অদ্য হইতে ভ্রাতৃগণের পদবী বিদিত হইবার জন্য নিশ্চয়ই গমন করিব। এবং পৃথিবীর পরিমাণফল জানিয়া আসিয়া অনায়াসে প্রজাগণকে সৃজন করিতে থাকিব। এই কথা কহিয়া তাঁহারাও পূর্ব্বভ্রাতৃগণের পথানুসরণে পৃথিবীর নানা দিকে প্রস্থান করিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের প্রত্যাগমন হয় নাই। হে দ্বিজগণ! সেই হইতে ভ্রাতা ভ্রাতার অন্বেষণে গমন করিলে, সেও আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না, অতএব বিজ্ঞ লোকের পক্ষে সেরূপ করা কর্ত্তব্য নহে। ১৫—২৪। নষ্টর দক্ষ প্রজাপতি

তাস্তদা প্রতিজগ্রাহ ভার্য্যার্থং কশ্যপঃ প্রভুঃ।
সোমো ধর্ম্মশ্চ ভো বিপ্রাস্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ॥২৬
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥২৭
দ্বে চৈব বহুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা।
দ্বে কৃশাশ্বায় বিদুষে তাসাং নামানি মে শৃণু ॥২৮
অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্মরুত্বতী।
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভো দ্বিজাঃ ॥
ধর্ম্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তাস্বপত্যানি বোধত।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবঃ সুতাঃ।
ভানোস্তু ভানবঃ পুত্রা মুহূর্ত্তাস্তু মুহূর্ত্তজাঃ ॥৩১
লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোঽথ নাগবীথী চ যামিজা।
পৃথিবীবিষয়ং সর্ব্বমরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত ॥৩২
সঙ্কল্পায়াস্তু বিশ্বাত্মা যজ্ঞে সঙ্কল্প এব হি।

নাগবীথ্যাঞ্চ যামিন্যাং বৃষলশ্চ ব্যজায়ত ॥ ৩৩
পরা যাঃ সোমপত্নীশ্চ দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ।
সর্ব্বা নক্ষত্রনাম্ন্যস্তা জ্যোতিষে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
যে ত্বন্যে খ্যাতিমন্তো বৈ দেবা
জ্যোতিষ্পুরোগমাঃ।
বসবোঽষ্টৌ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামিবিস্তরম্
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধবশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥৩৬
আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো মুনিস্তথা।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান কালো লোকপ্রকালনঃ ॥
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন জায়তে।
ধবস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥ ৩৮
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ রমণস্তথা।
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ।
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ ॥ ৩৯
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে শ্রিয়া বৃতঃ।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজঃ ॥৪০

তাঁহার সেই সকল পুত্রকে না দেখিয়া পত্নী বৈরণীর গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক কন্যা সন্তান উৎপাদন করিলেন। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ কশ্যপ, সোম, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য ঋষিগণ তৎকালে সেই দক্ষকন্যাগণের পাণিগ্রহণ করেন। দক্ষ প্রজাপতি ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী, সোমকে সপ্তবিংশতিটী, অরিষ্টনেমিকে চারিটী, বহুপুত্রকে ও আঙ্গিরসকে দুই দুইটী এবং বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে দুইটী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এক্ষণে ঐ সকল কন্যার নামসমূহ শ্রবণ করুন। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা এবং বিশ্বা এই দশ দক্ষকন্যা ধর্ম্মের পত্নী হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের সন্তান-সন্ততির বিবরণ শ্রবণ করুন। বিশ্বার বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যার সাধ্যদেবগণ, মরুত্বতীর মরুত্বান্‌গণ, বসুর বসুগণ, যামীর নাগবীথী, লম্বার ঘোষ, ভানুর ভানুসকল, এবং মুহূর্ত্তার মুহূর্ত্ত নামে সন্তান-সন্ততি সকল উৎপন্ন হয়। অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় জন্ম গ্রহণ করে এবং সঙ্কল্পার গর্ভে সর্ব্বাত্মা সঙ্কল্পের উৎপত্তি হয়।

যামী-সন্ততি নাগবীথীর গর্ভে বৃষল নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দক্ষ প্রজাপতি ভগবান্ সোমের করে যে সকল কন্যা দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নক্ষত্র নামে পরিচিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাঁহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোতিঃপ্রমুখ যে সকল দেবতারা সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অষ্টবসু নামে পরিচিত। তাঁহাদের নাম বলিতেছি ;—আপ, ধ্রুব, সোম, ধব, সলিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। ইহাঁরাই অষ্ট বসু। ২৫—৩৬। আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম ও শ্রান্ত। ধ্রুবের পুত্র নিখিল লোকান্তক ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চ্চাঃ। এই বর্চ্চা হইতে বর্চ্চস্বীর জন্ম হইয়াছিল। ধবের পুত্র দ্রবিণ। অনলের মনোহরা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের শিবা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। অনলের কুমার নামে আর এক পুত্র শরস্তম্বে জন্মিয়াছিল। শাখ, বিশাখ ও নৈগ-

অপত্যং কৃত্তিকানাং তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
প্রত্যুষস্য বিদুঃপুত্রমৃষিং নাম্নাথ দেবলম্‌ ॥ ৪১
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণৌ।
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী ॥ ৪২
যোগসিদ্ধা জগৎ কৃৎস্নমসক্তা বিচচার হ।
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনামষ্টমস্য তু ॥ ৪৩
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগো যস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ।
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ ॥ ৪৪
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ।
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দৈবতানাং চকার হ ॥ ৪৫
মানুষাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ।
সুরভী কশ্যপাদ্রুদ্রানেকাদশ বিনির্ম্মমে ॥ ৪৬
মহাদেবপ্রসাদেন তপসা ভাবিতা সতী।
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নস্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বীর্য্যবান্‌ ॥ ৪৭
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।

বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা। ॥ ৪৮
মৃগব্যাধশ্চ শর্ব্বশ্চ কপালী চ দ্বিজোত্তমাঃ।
একাদশৈতে বিখ্যাতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥৪৯
শতং ত্বেবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্‌।
পুরাণে মুনিশার্দ্দূলা যৈর্ব্যাপ্তং সচরাচরম্‌ ॥ ৫০
দারান্‌ শৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রাঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব অরিষ্টা সুরসা খসা ॥
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্মুনিশ্চ ভো বিপ্রাস্তাস্বপত্যানি বোধত ॥৫২
পূর্ব্বমন্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্‌ সুরোত্তমাঃ।
তুষিতা নাম তেঽন্যোন্যমূচুর্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥৫৩
উপস্থিতেঽতিযশসশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং সমাগম্য পরস্পরম্‌ ॥৫৪
আগচ্ছত দ্রুতং দেবা অদিতিং সম্প্রবিশ্য বৈ।
মন্বন্তরে প্রসূয়ামস্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৫৫

মেয় নামে তাঁহার তিন সহচর ছিল। তিনি কৃত্তিকাগণের অপত্য বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত ছিলেন। প্রত্যূষের পুত্র দেবল। ইনি একজন ঋষি। এই দেবলের ক্ষমাবান্‌ ও মনীষী নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। অষ্টম বসু প্রভাস বৃহস্পতিভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বৃহস্পতিভগিনী বরবর্ণিনী ব্রহ্মবাদিনী ও যোগসিদ্ধা ছিলেন। তিনি যোগবলে সর্ব্ব জগৎ পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহার গর্ভে প্রভাসের বিশ্বকর্ম্মা নামে এক মহাভাগ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই বিশ্বকর্ম্মা সহস্র সহস্র শিল্পের প্রণয়নকর্ত্তা এবং বিবিধ ভূষণসমূহের নির্ম্মাতা ছিলেন। তিনি শিল্পীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র সুরসমাজের বর্দ্ধকি। দেবগণের বিমান সকল তৎকর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হয়। সেই মহাত্মার শিল্প-কার্য্যের অনুসরণ করিয়াই মনুষ্যেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুরভী তপস্যা করিয়া মহাদেবের প্রসন্নতা লাভ করেন। কশ্যপ হইতে তদীয় গর্ভে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হয়। হে দ্বিজবরগণ! অজৈকপাদহির্ব্রধ্ন ত্বষ্টা, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও কপালী, ইঁহারা একাদশ রুদ্র নামে বিখ্যাত। এই রুদ্রগণ ত্রিভুবনের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত। হে মুনিবরগণ! পুরাণে এইরূপ শত শত রুদ্রের উল্লেখ আছে। সেই অমিততেজা রুদ্রগণ কর্ত্তৃক এই চরাচর নিখিল বিশ্ব পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হে বিপ্রবরগণ! প্রজাপতি কশ্যপের পত্নীদিগের বিবরণ এক্ষণে শ্রবণ করুন। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইলা, কদ্রু ও মুনি। এই সকল কশ্যপপত্নীর গর্ভে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বতন চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দ্বাদশ জন দেবপ্রধান ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বলোকের হিতসাধনার্থ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এই কথা কহিয়াছিলেন যে, হে দেবগণ! শীঘ্র আসুন, আমরা সকলে বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতির গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করি; তাহাতে আমাদের

লোমহর্ষণ উবাচ ।

এবমুক্তা তু তে সর্ব্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ।
মারীচাৎ কশ্যপাজ্জাতাস্ত্বদিত্যা দক্ষকন্যয়া ॥৫৩
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি ।
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ ॥ ৫৭
বিবস্বান্‌ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমাসংস্তে তুষিতাঃ সুরাঃ ।
বৈবস্বতেহন্তরে তে বা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ*
সপ্তবিংশতি যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যো মহাব্রতাঃ
তাসামপত্যান্যভবন্‌ দীপ্তান্যমিততেজসঃ ॥৫৯
অরিষ্টনেমিপত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ ।
বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬০
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বে ঋচো ব্রহ্মর্ষিসৎকৃতাঃ ।
কৃশাশ্বস্য চ দেবর্ষের্দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬১

এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ।
সর্ব্বে দেবগণাশ্চাত্র ত্রয়স্ত্রিংশত্তু কামজাঃ ॥ ৬২
তেষামপি চ ভো বিপ্রা নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে
যথা সূর্য্যস্য গগন উদয়াস্তময়াবিহ ॥ ৬৩
এবং দেবনিকায়াস্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ।
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্‌ ॥
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীর্য্যবান্‌ ।
সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ ॥৬৫
সৈংহিকেয়া ইতি খ্যাতা যস্যাঃ পুত্রা মহাবলাঃ ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ ॥৫৬
হ্রাদশ্চ অনুহ্রাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বীর্য্যবান্‌ ।
সংহ্রাদশ্চ চতুর্থোহভূদ্‌হ্রাদপুত্রো হ্রদস্তথা ॥ ৬৭
হ্রদস্য পুত্রৌ দ্বৌ বীরৌ শিবঃ কালস্তথৈব চ ।
বিরোচনস্য প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥ ৬৮
বলেঃ পুত্রশতং ত্বাসীদ্বাণজ্যেষ্ঠং তপোধনাঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চন্দ্রতাপনঃ ॥ ৫৯

মঙ্গল সাধিত হইবে । ৩৭—৫৫ । লোমহর্ষণ কহিলেন, তাঁহারা সকলে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই কথা কহিয়া অনন্তর দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, বিধাতা ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্‌, সবিতা, মিত্রাবরুণ, অংশ ও ভগ এই দ্বাদশ জন দেব অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হইয়া আদিত্যনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বতন চাক্ষুষ মন্বন্তরে ইহাঁরা তুষিত নামে দেবতা ছিলেন। পরে বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত হন। ভগবান্‌ সোমের যে সপ্তবিংশতি মহাব্রতচারিণী ধর্ম্মপত্নীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের যে সকল অপত্য জন্মিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই অতি তেজস্বী ছিলেন। অরিষ্টনেমির পত্নীগণ ষোড়শ পুত্র প্রসব করেন। বহুপুত্রের চারিটী সন্তান উৎপন্ন হয়। তাঁহারা বিদ্যুৎআখ্যায় অভিহিত। ঋক্‌ সকল অঙ্গিরার অপত্য। ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত। দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেবপ্রহরণ নামে বিখ্যাত। এই দেব সকল যুগসহস্র অতীত হইলে পুনরায় জন্ম লইয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেব কামজ। হে বিপ্রগণ! ঐ দেবগণেরও উৎপত্তি ও বিনাশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গগনে যেমন দিনমণির উদয়াস্ত, যুগে যুগে দেবগণের তেমনি আবির্ভাব ও তিরোভাব । ৫৬-৬৪ । আমরা শুনিয়াছি, কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। একের নাম হিরণ্যকশিপু, অপর হিরণ্যাক্ষ। উভয় ভ্রাতাই অতি বীর্য্যবান্‌। দিতির সিংহিকা নামে এক কন্যা ছিল। বিপ্রচিত্তি তাহার পাণিগ্রহণ করেন। তদীয় মহাবল পুত্র সকল সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। হিরণ্য-কশিপুর চারিটী পুত্র হয়। উহারা সকলেই প্রখ্যাতপ্রভাব ছিল। উহাদের নাম—হ্রাদ, অনুহ্রাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্রাদ। হ্রাদের হ্রদ, হ্রদের পুত্র মায়াবী শিব ও কাল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন; বিরোচন হইতে বলির জন্ম হয়। বলির শত পুত্র; তন্মধ্যে বাণাসুর জ্যেষ্ঠ। হে তপোধনগণ! বাণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ—ধৃতরাষ্ট্র,

* কচিদয়ং শ্লোকো নাস্তি

কুম্ভনাভো গর্দ্দভাক্ষঃ কুক্ষিরিত্যেবমাদয়ঃ।
বাণস্তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠঃ পশুপতেঃ প্রিয়ঃ॥
পুরা কল্পে তু বাণেন প্রসাদ্যোমাপতিং প্রভুম্
পার্শ্বতো বিহরিষ্যামি ইত্যেবং যাচিতো বরঃ॥
হিরণ্যাক্ষসুতাশ্চৈব বিদ্বাংসশ্চ মহাবলাঃ।
উর্জ্জরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা॥ ৭২
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ।
অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ॥৭৩
তপস্বিনো মহাবীর্য্যাঃ প্রাধান্যেন ব্রবীমি তান্
দ্বিমূর্দ্ধা শঙ্কুকর্ণশ্চ তথা হয়শিরা বিভুঃ॥ ৭৪
অয়োমুখঃ শম্বরশ্চ কপিলো বামনস্তথা।
মারীচির্মেঘবাংশ্চৈব ইল্বলঃ খস্মস্তথা॥ ৭৫
বিক্ষোভণশ্চ কেতুশ্চ কেতুবীর্য্যশতহ্রদৌ।
ইন্দ্রজিৎসর্ব্বজিচ্চৈব বজ্রনাভস্তথৈব চ॥ ৭৬
একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ।
বৈশ্বানরঃ পুলোমা চ বিদ্রাবণমহাশিরাঃ॥ ৭৭
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
সর্ব্বে এতে দনোঃ পুত্রাঃ কশ্যপাদভিজজ্ঞিরে॥
বিপ্রচিত্তিপ্রধানাস্তে দানবাঃ সুমহাবলাঃ।
এতেষাং পুত্রপৌত্রস্তু ন তচ্ছক্যং দ্বিজোত্তমাঃ॥
প্রসংখ্যাতুং বহুত্বাচ্চ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্।
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা পুলোম্নস্তু শচী সুতা॥৮০
উপদানবী হয়শিরাঃ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
পুলোমা কালিকা চৈব বৈশ্বানরসুতে উভে।
বহ্বপত্যে মহাপত্যে মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ॥৮১
তয়োঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দানবনন্দনাঃ
চতুর্দশশতানন্যান্ হিরণ্যপুরবাসিনঃ।
মারীচির্জনয়ামাস মহতা তপসান্বিতঃ॥ ৮২
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবাস্তে মহাবলাঃ।
অবধ্যা দেবতানাং হি হিরণ্যপুরবাসিনঃ॥ ৮৩
পিতামহপ্রসাদেন যে হতাঃ সব্যসাচিনা।
ততোঽপরে মহাবীর্য্যা দানবাস্ত্বতিদারুণাঃ॥৮৪

সূর্য্য, চন্দ্রমা, চন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ গর্দ্দভাক্ষ ও কুক্ষি নামে অভিহিত হইত। বাণ তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও অতি বলিষ্ঠ। ভগবান্ পশুপতির প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি-নিষ্ঠা ছিল। বাণাসুর পুরাকল্পে ভগবান্ উমাপতিকে প্রসাদিত করিয়া তদীয় পার্শ্বচরত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল। হিরণ্যাক্ষের পাঁচ পুত্র হয়; সকলেই বিদ্বান্ এবং মহাবল। তাহাদের নাম,—উর্জ্জর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ ও কালনাভ। দনুর একশত তীব্র-পরাক্রম পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহারা সকলেই তপস্বী, এবং সকলেই মহাবীর্য্যশালী। তাহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতেছি। দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কুকর্ণ, হয়শিরা, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মারীচি, মেঘবান্, ইল্বল, খস্ম, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সর্ব্বজিৎ বজ্রনাভ, একচক্র, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাসুর স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, ও বিপ্রচিত্তি। ইহারা সকলেই কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এই দানবেরা সকলেই মহাবলসম্পন্ন। তন্মধ্যে বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তিই সর্ব্বপ্রধান। হে দ্বিজোত্তমগণ! বহুত্ব প্রযুক্ত উহাদের অপত্যাদির সংখ্যা করিবার শক্তি আমার নাই। ফলতঃ ঐ দানবদিগের পুত্র পৌত্রাদি এত জন্মিয়াছিল যে, তাহাদের ইয়ত্তা করা অসাধ্য। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা, পুলোমার শচী, হয়শিরার উপ-দানবী, বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠা, এবং বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালকা। এই শেষোক্ত দানব কন্যাদ্বয় বহু পুত্রবতী ও মহাসত্ত্ব-শালিনী। দানব মারীচি ইহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিল। তাহার ঔরসে ঐ কন্যাদ্বয়ের গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন মারীচি বহু তপস্যা করিয়া আরও চতুর্দ্দশ শত পুত্র উৎপাদন করে। ঐ পুত্রগণ সকলেই হিরণ্যপুরের অধিবাসী ছিল। এইরূপে মারীচির পুত্রের স্ব স্ব মাতার নামানুসারে পৌলোম ও কালকেয় আখ্যা লাভ করে। পিতামহ-প্রসাদে উহারা দেবতাদিগের অবধ্য হয়। পরে সব্যসাচী উহাদিগকে

সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তথা।
দৈত্যদানবসংযোগাজ্জাতাস্তীব্রপরাক্রমাঃ॥ ৮৫
সৈংহিকেয়া ইতি খ্যাতাস্ত্রয়োদশ মহাবলাঃ।
বংশুঃ শল্যশ্চ বলিনৌ নলশ্চৈব তথা বলঃ॥৮৬
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ খস্নমস্তথা।
অঞ্জিকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ॥ ৮৭
সরমাণস্তথা চৈব স্বরকল্পশ্চ বীর্য্যবান্॥ ৮৮
মুকশ্চৈব তুহুণ্ডশ্চ হ্রদপুত্রৌ বভূবতুঃ।
মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ প্রস্তুতায়াং
ব্যজায়ত॥ ৮৯ (১)
এতে বৈ দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনোর্ব্বংশবিবর্দ্ধনাঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
সংহ্রাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে।
সমুৎপন্নাঃ সুমহতা তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
তিস্রঃ কোট্যঃ সুতাস্তেষাং মণিবত্যাং নিবাসিনঃ
অবধ্যাস্তেঽপি দেবানামর্জ্জুনেন নিপাতিতাঃ।
ষট্‌সুতাঃ সুমহাভাগাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
ক্রৌঞ্চী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা
ক্রৌঞ্চী তু জনয়ামাস উলুকপ্রত্যলুককান্॥ ৯৩
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসানগৃধ্রাংশ্চ গৃধ্র্যপি
শুচিরৌদকানপক্ষিগণানসুগ্রীবী তু দ্বিজোত্তমাঃ
অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিনতায়াস্তু দ্বৌ পুত্রৌ বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ
গরুড়ঃ পততাং শ্রেষ্ঠো দারুণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
সুরসায়াঃ সহস্রং তু সর্পাণামমিতৌজসাম্॥ ৯৬
অনেকশিরসাং বিপ্রাঃ খচরাণাং মহাত্মনাম্।
কাদ্রবেয়াস্তু বলিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ॥ ৯৭
সুপর্ণবশগা নাগা জজ্ঞিরে নৈকমস্তকাঃ।
যেষাং প্রধানাঃ সততং শেষবাসুকিতক্ষকাঃ॥
ঐরাবতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ।

নিহত করেন। এই সকল দানবেরা অতি দারুণপ্রকৃতির ছিল। বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে বহু দানব উৎপন্ন হয়। এই দানবেরা সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত। দৈত্য-দানবের সংযোগে ইহাদের জন্ম হয় বলিয়া ইহারা অতীব তীব্রপরাক্রম ছিল। ইহাদের মধ্যে বংশু, শল্য, নল, বল, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খস্নম, অঞ্জিক, নরক, কালনাভ, সরমান, ও স্বরকল্প নামক ত্রয়োদশ জন দানব অতিশয় বলবীর্য্যশালী। হ্রদের মুক ও তুহুণ্ড নামে দুই পুত্র হয়। তাড়কার গর্ভে সুন্দ হইতে মারীচ জন্মগ্রহণ করে। এই সকল প্রধান প্রধান দানব হইতেই দনুবংশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাদিগেরও আবার শত শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। দৈত্যবর সংহ্রাদের বংশে নিবাত-কবচ নামে বহুসংখ্যক দানব উৎপন্ন হয়। এই দানবেরা সকলেই সুবিপুল তপস্যাচরণ করিয়াছিল। কথিত আছে, উহাদের সংখ্যা তিন কোটি। উহারা সকলেই মণিমতী পুরীর অধিবাসী ছিল। ৬৫—৯১। দেবগণ ইহাদিগকে বধ করিতে পারেন নাই। অবশেষে অর্জ্জুনহস্তে ইহারা নিহত হইয়াছিল। তাম্রার ক্রৌঞ্চী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী শুচি ও গৃধ্রী নামে ছয়টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চীর সন্তান উলূক ও প্রত্যলূকগণ, শ্যেনীর শ্যেনগণ, ভাসীর ভাসগণ, গৃধ্রীর গৃধ্রগণ, সুচির জল-পক্ষিগণ এবং সুগ্রীবীর সন্তান অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণ! হে দ্বিজগণ! ইহারা কশ্যপপত্নী তাম্রার বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। বিনতার দুই পুত্র—অরুণ ও গরুড়। গরুড় স্বীয় দারুণ কর্ম্ম দ্বারা পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। সুরসার সন্তান সহস্র সহস্র সর্প। হে বিপ্রগণ! ঐ সর্প সকল অমিতৌজা, অনেকশিরা ও আকাশচর। কশ্যপকান্তা কদ্রুর সন্তান নাগগণ। ইহারাও সংখ্যায় সহস্র সহস্র। ইহাদিগেরও তেজো-বল অপরিসীম। ইহারও অনেকে মস্তক বিশিষ্ট ও গরুড়ের বশীভূত। ইহাদিগের মধ্যে—অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত,

(১) ক্বচিদয়ং ন লক্ষ্যতে

এলাপত্রশ্চ শঙ্খশ্চ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ ॥ ৯৯
মহানীলমহাকর্ণৌ ধৃতরাষ্ট্রবলাহকৌ।
কুহরঃ পুষ্পদংষ্ট্রশ্চ দুর্ম্মুখঃ সুমুখস্তথা ॥ ১০০
শঙ্খশ্চ শঙ্খপালশ্চ কপিলো বামনস্তথা।
নহুষঃ শঙ্খরোমা চ মণিরিত্যেবমাদয়ঃ ॥ ১০১
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
চতুর্দশসহস্রাণি ক্রূরাণামনিলাশিনাম্ ॥ ১০২
গণঃ ক্রোধবংশ বিপ্রাস্তস্য সর্ব্বে চ দংষ্ট্রিণঃ
স্থলজাঃ পক্ষিণোঽব্জাশ্চ ধরায়াঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ
গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভিমহিষীস্তথা।
ইরা বৃক্ষলতা বল্লীস্তৃণজাতীশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১০৪
খসা তু যক্ষরক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা।
অরিষ্টা তু মহাসিদ্ধা গন্ধর্ব্বানমিতৌজসঃ ॥ ১০৫
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্ত্তিতাঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ।
যেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
এষ মন্বন্তরে বিপ্রাঃ সর্গঃ স্বারোচিষে স্মৃতঃ।

বৈবস্বতেঽতিমহতি বারুণে বিততে ক্রতৌ ॥
জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে।
পূর্ব্বং যত্র সমুৎপন্নান্‌ব্রহ্মর্ষীন্‌সপ্ত মানসান্ ॥
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ।
ততো বিরোধে দেবানাং দানবানাং চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ১০৯
দিতির্বিনষ্টপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্।
কশ্যপস্তু প্রসন্নাত্মা সম্যগারাধিতস্তয়া ॥ ১১০
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বব্রে বরং তদা।
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্ ॥ ১১১
স চ তস্মৈ বরং প্রাদাৎ প্রার্থিতঃ সুমহাতপাঃ।
দত্ত্বা চ বরমত্যুগ্রো মারীচঃ সমভাষত ॥ ১১২
ইন্দ্রং পুত্রো নিহন্তা তে গর্ভং বৈ শরদাং শতম্
যদি ধারয়সে শৌচতৎপরা ব্রতমাস্থিতা ॥ ১১৩
তথেত্যভিহিতো ভর্ত্তা তয়া দেব্যা মহাতপাঃ।
ধারয়ামাস গর্ভং তু শুচিঃ সা মুনিসত্তমাঃ ॥ ১১৪

মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্ম্মুখ, সুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা এবং মণি এই সকল নাগ প্রধান। ইহাদিগের পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা শত শত সহস্র সহস্র। হে বিপ্রগণ! ক্রোধবশার বংশধর চতুর্দ্দশ সহস্র ক্রূরপ্রকৃতি বায়ুভোজী নাগ। ঐ নাগগণ সকলেই দংষ্ট্রাশালী। ধরার সন্তান অসংখ্য অনন্ত জল পক্ষিগণ। সুরভির সন্তান—গো ও মহিষী সকল। ইলার সন্তান—বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও তৃণজাতি। খসার সন্তান—যক্ষ ও রক্ষোগণ; মুনির অপ্সরোগণ এবং অরিষ্টার সন্তান—মহাসত্ত্বসম্পন্ন অমিততেজা গন্ধর্ব্বগণ। উল্লিখিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সন্তান সন্ততি সকল কশ্যপের বংশধর বলিয়া কীর্ত্তিত। উহাদিগেরও আবার শত শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হয়। ৯২—১০৬। হে বিপ্রগণ! এই সৃষ্টিবিস্তার স্বারোচিষ মন্বন্তরে হইয়াছিল। বৈবস্বত মন্বন্তরে সুপ্রসিদ্ধ বারুণ যজ্ঞ আরম্ভ হয়। সেই যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হোতৃকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তৎকালে যে প্রজা সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই কহিতেছি। পূর্ব্বে যে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান মন্বন্তরেও স্বয়ং পিতামহ তাঁহাদিগকে পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। হে দ্বিজগণ! দেব ও দানবগণের বিষম সঙ্ঘর্ষে দিতির সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হইলে, তিনি কশ্যপের আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় কশ্যপ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দানে উদ্যত হইলেন। দিতি তাঁহার নিকট ইন্দ্রবধার্থ এক সমর্থ তেজস্বী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপও দিতিকে তদীয় প্রার্থনানুযায়ী বর প্রদান করিলেন এবং বর-দানান্তে বলিলেন, যদি তুমি শুচিভাবে ব্রতচারিণী হইয়া শত বৎসর গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সেই গর্ভজাত পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিতে পারিবে। মহাতপা কশ্যপ এই কথা কহিলে দেবী দিতি তাহাতে সম্মত হইয়া

ততোঽভ্যুপাগমদ্দিত্যাং গর্ভমাধায় কশ্যপঃ।
রোধয়ন্ বৈ গণং শ্রেষ্ঠং দেবানামমিতৌজসম্॥
তেজঃ সংহৃত্য দুর্দ্ধর্ষমবধ্যমমরৈরপি।
জগাম পর্ব্বতায়ৈব তপসে সংশিতব্রতা॥ ১১৬
তস্যাশ্চৈবান্তরপ্রেপ্সুরভবৎ পাকশাসনঃ।
জাতে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমচ্যুতঃ॥১১৭
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ।
নিদ্রাং চাহারয়ামাস তস্যাং কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ
বজ্রপাণিস্ততো গর্ভং সপ্তধা তং ন্যকৃন্তয়ৎ।
স পাট্যমানো গর্ভোঽথ বজ্রেণ প্ররুরোদ হ॥
মা রোদীরিতি তং শক্রঃ পুনঃপুনরথাব্রবীৎ।
সোঽভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তমিন্দ্রো রুষিতঃ পুনঃ॥
একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণৈবারিকর্ষণঃ।
মরুতো নাম তে দেবা বভূবুর্দ্বিজসত্তমাঃ॥১২১
যথোক্তং বৈ মঘবতা তথৈব মরুতোঽভবন্।
দেবাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎসহায়া বজ্রপাণিনঃ॥১২২
তেষামেবং প্রবৃত্তানাং ভূতানাং দ্বিজসত্তমাঃ।
রোচয়ন্ বৈ গণশ্রেষ্ঠান্ দেবানামমিতৌজসাম্॥
নিকায়েষু নিকায়েষু হরিঃ প্রাদাৎ প্রজাপতীন।
ক্রমশস্তানি রাজ্যানি পৃথুপূর্ব্বাণি ভো দ্বিজাঃ॥
স হরিঃ পুরুষো বীরঃ কৃষ্ণো জিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ
পর্জ্জন্যস্তপনোঽনন্তস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ॥
ভূতসর্গমিমং সম্যগ্জানতো দ্বিজসত্তমাঃ।
নাবৃত্তিভয়মস্তীহ পরলোকভয়ং কুতঃ॥ ১২৬
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে দেবাসুরাণামুৎপত্তিকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

ভক্তিপূর্ব্বক শুচিভাবে গর্ভ ধারণ করিলেন। হে মুনিসত্তমগণ! অনন্তর শংসিতব্রত কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করিয়া অমিততেজা দেবগণ অপেক্ষা এক শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে সেই গর্ভে অমরগণের অজেয় স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ তেজ নিহিত করত তপস্যার্থ পর্ব্বতপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনায় ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন। তিনি সেই হইতে দিতির পবিত্র ব্রত-ভঙ্গের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে শত বর্ষ অতীত হইল। একদা দিতি পাদশৌচ না করিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন এবং অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র শত বর্ষ পরে দিতির এই এক ছিদ্র দেখিতে পাইলেন এবং তিনি তখন হস্তে বজ্র লইয়া নিদ্রাবস্থায় দিতির কুক্ষিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় গর্ভ সপ্তধা ছেদন করিলেন। সেই গর্ভস্থ বালক বজ্রপ্রহারে বিদীর্ণ হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া রোদন করিতে নিষেধ করিলেন। বালক রোদনে ক্ষান্ত হইল না; তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সপ্তধা ভিন্ন গর্ভকে পুনরায় বজ্রপ্রহারে প্রত্যেকতঃ সপ্ত সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। সেই বিভক্ত গর্ভ শেষে মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজবরগণ! ইন্দ্র যেরূপ বলিলেন, সেই মরুদ্গণ সেইরূপভাবেই রহিলেন। তাঁহারা একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া সেই বজ্রপাণি ইন্দ্রেরই অদ্বিতীয় সহায়রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে ভূতজাতি প্রবৃত্ত হইলে অমিতৌজা দেবগণের গরিষ্ঠ ভগবান্ হরি প্রত্যেক রাজ্যভাগের সুব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে এক এক জন প্রজাপতি নিয়োগ করিলেন। ক্রমে সেই সকল রাজ্য প্রথমতঃ পৃথুরাজেরই আধিপত্যকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! সেই হরিই পুরুষপ্রবর, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, প্রজাপতি, পর্জ্জন্য ও তপনরূপধর। তিনিই এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই যে ভূতসৃষ্টি ব্যাপার বর্ণন করিলাম, ইহা যিনি সম্যক্রূপে বিদিত হয়েন, তাঁহার আর সংসারে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের ভয় নাই; পরলোকের ভয় তাঁহার থাকে না॥ ১০৭—১২৬॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

অভিষিচ্যাধিরাজেন্দ্রং পৃথুং বৈণ্যং পিতামহঃ ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১
দ্বিজানাং বীরুধাং চৈব নক্ষত্রগ্রহয়োস্তথা ।
যজ্ঞানাং তপসাং চৈব সোমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
অপাং তু বরুণংরাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং পতিম্
আদিত্যানাং তথা বিষ্ণুং বসূনামথ পাবকম্ ॥৩
প্রজাপতীনাং দক্ষং তু মরুতামথ বাসবম্ ।
দৈত্যানাং দানবানাং বৈ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্
বৈবস্বতং পিতৃণাঞ্চ যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ।
যক্ষাণাং রাক্ষসাণাঞ্চ পার্থিবানাং তথৈব চ ॥ ৫
সর্ব্বভূতপিশাচানাং গিরীশং শূলপাণিনম্ ।
শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনামথ সাগরম্ ॥ ৬
গন্ধর্ব্বাণামধিপতিং চক্রে চিত্ররথং প্রভুম্ ।
নাগানাং বাসুকিং চক্রে সর্পাণামথ তক্ষকম্ ॥৭
বারণানাং তু রাজানমৈরাবতমথাদিশৎ ।
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং গরুড়ঞ্চৈব পক্ষিণাম্ ॥ ৮
মৃগাণামথ শার্দ্দূলং গোবৃষন্তু গবাং পতিম্ ।
বনস্পতীনাং রাজানং প্লক্ষমেবাভ্যষেচয়ৎ ॥ ৯
এবং বিভজ্য রাজ্যানি ক্রমেণৈব পিতামহঃ ।
দিশাং পালানথ ততঃ স্থাপয়ামাস স প্রভুঃ ॥ ১০
পূর্ব্বস্যাং দিশি পুত্রং তু বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ।
দিশঃ পালং সুধন্বানং রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ
দক্ষিণস্যাং দিশি তথা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥
পশ্চিমস্যাং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্ ।
কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥
তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ ।
উদীচ্যাং দিশি দুর্দ্ধর্ষং রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে ॥ ১৫
রাজসূয়াভিষিক্তস্তু পৃথুরেতৈর্নরাধিপৈঃ ।
বেদদৃষ্টেন বিধিনা রাজা রাজ্যে নরাধিপঃ ॥ ১৬
ততো মন্বন্তরেঽতীতে চাক্ষুষেঽমিততেজসি ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—দ্বিজগণ! ভগবান্ পিতামহ বেণনন্দন পৃথুকে রাজাধিরাজরূপে অভিষিক্ত করিয়া অনন্তর ক্রমে ক্রমে রাজ্য সকল বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্বিজ, বীরুধ, নক্ষত্র, গ্রহ, যজ্ঞ এবং তপস্যার আধিপত্যে সোমকে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে বরুণ জলরাশির, কুবের রাজাগণের, বিষ্ণু আদিত্যগণের, পাবক বসুগণের, দক্ষ প্রজাপতিগণের, বাসব মরুদ্গণের, অমিততেজা প্রহ্লাদ দৈত্য ও দানবগণের, বৈবস্বত যম পিতৃগণের, শূলপাণি শম্ভু যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব, সর্ব্বভূত ও সর্ব্ব পিশাচগণের এবং হিমবান্ শৈলগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সাগরকে নদীনিচয়ের, চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের, বাসুকিকে নাগগণের, তক্ষককে সর্পগণের, ঐরাবতকে গজগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, গরুড়কে পক্ষিগণের, শার্দ্দূলকে মৃগগণের, গোবৃষকে গোগণের এবং প্লক্ষকে বনস্পতিগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া ক্রমে দিক্পালদিগকে স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথমে পূর্ব্বদিকে প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র রাজা সুধান্বাকে, পরে দক্ষিণদিকে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র রাজা শঙ্খপদকে, পশ্চিম দিকে রজের পুত্র রাজা কেতুমান্‌কে এবং উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জ্জন্যের পুত্র রাজা হিরণ্যরোমাকে দিক্পালত্বে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অভিষিক্ত দিক্পালগণ সকলেই মহাত্মা ও দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। তাঁহারাই এই সমস্ত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব বিভাগক্রমে অদ্যাপি প্রতিপালন করিতেছেন। ১—১৫। উল্লিখিত সমস্ত নরপতি সম্মিলিত হইয়া বেদবোধিত বিধি অনুসারে রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথুকে রাজসূয়ে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর

বৈবস্বতায় মনবে পৃথিব্যাং রাজ্যমাদিশৎ ॥১৭
তস্য বিস্তরমাখ্যাস্যে মনোর্বৈবস্বতস্য হ।
ভবতাং চানুকূল্যায় যদি শ্রোতুমিহেচ্ছথ।
মহদেতদধিষ্ঠানং পুরাণে তদধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮

মুনয় উচুঃ।

বিস্তরেণ পৃথোর্জন্ম লোমহর্ষণ কীর্ত্তয়।
যথা মহাত্মনা তেন দুগ্ধা বেয়ং বসুন্ধরা ॥ ১৯
যথা বাপি নৃভির্দুগ্ধা যথা দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।
যথা দৈত্যৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা যক্ষৈর্যথা দ্রুমৈঃ ॥
যথা শৈলৈঃ পিশাচৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ
রাক্ষসৈশ্চ মহাসত্ত্বৈর্যথা দুগ্ধা বসুন্ধরা ॥ ২১
তেষাং পাত্রবিশেষাংশ্চ বক্তুমর্হসি সুব্রত।
বৎসক্ষীরবিশেষাংশ্চ দোগ্ধারং চানুপূর্ব্বশঃ ॥২
যস্মাচ্চ কারণাৎ পাণির্বেণস্য মথিতঃ পুরা।
ক্রুদ্ধৈর্মহর্ষিভিস্তাত কারণং তচ্চ কীর্ত্তয় ॥ ২৩

লোমহর্ষণ উবাচ।

শৃণুধ্বং কীর্ত্তয়িষ্যামি পৃথোর্বৈণ্যস্য বিস্তরম্।
একাগ্রাঃ প্রযতাশ্চৈব পুণ্যার্থং বৈ দ্বিজর্ষভাঃ ॥
নাশুচেঃ ক্ষুদ্রমনসো নাশিষ্যস্যাব্রতস্য চ।
কীর্ত্তয়েয়মিদং বিপ্রাঃ কৃতঘ্নায়াহিতায় চ ॥ ২৫
স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং ধন্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
রহস্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং শৃণুধ্বং বৈ যথাতথম্ ॥২৬
যশ্চেমং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং পৃথোর্বৈণ্যস্য বিস্তরম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতম্
আসীদ্ধর্ম্মস্য সংগোপ্তা পূর্ব্বমত্রিসমঃ প্রভুঃ।
অত্রিবংশে সমুৎপন্নস্ত্বঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ ॥২৯
তস্য পুত্রোঽভবদ্বেণো নাত্যর্থং ধর্ম্মকোবিদঃ।
জাতো মৃত্যুসুতায়াং বৈ সুনীথায়াং প্রজাপতিঃ
স মাতামহদোষেণ তেন কালাত্মজাত্মজঃ।

চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মনুর হস্তে পৃথিবীরক্ষার ভার সমর্পিত হয়। হে দ্বিজগণ! আপনারা যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের তৃপ্তির জন্য আমি সেই বৈবস্বত মনুর বিস্তৃত বিবরণ ব্যক্ত করিতে পারি। পুরাণ প্রস্তাবে এইমনুর অধিষ্ঠান বৃত্তান্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ১—১৮। মুনিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণ! তুমি পৃথুর জন্ম-বিবরণ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। সেই মহাত্মা পৃথু যেরূপে এই বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে পিতৃগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, দ্রুমগণ, শৈলগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ, দ্বিজোত্তমগণ, এবং মহাসত্ত্বসম্পন্ন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক এই বসুধার দোহন ক্রিয়া সমাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে যে যে, যেরূপ পাত্রবিশেষ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কে কে বৎস, কে কে দোগ্ধা ও কি কি ক্ষীরবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং কি কারণে কিরূপেই বা পুরাকালে ক্রুদ্ধ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বেণরাজের পাণি মথিত হইয়াছিল? হে সুব্রত! এই সকল বিবরণ তুমি আমাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত কর। লোমহর্ষণ কহিলেন,হে দ্বিজবরগণ! আপনারা একাগ্রতা সহকারে বেণনন্দন পৃথুর বিস্তৃত বার্ত্তা শ্রবণ করুন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। হে বিপ্রগণ! এই পবিত্র বৃত্তান্ত অশুচি, ক্ষুদ্রচেতা, অব্রতচারী বা অশিষ্য জনের নিকট কীর্ত্তন করিতে নাই। যাহা হউক, আপনাদের ন্যায় গুণবান্ শ্রোতার নিকট ইহা বলিব। এই বৃত্তান্ত স্বর্গ্য, যশস্য, আয়ুষ্য ও ধন্য। পূর্ব্বতন ঋষিগণ পূর্ব্বে এই রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। আপনারা ইহা যথাযথ শ্রবণ করুন। বেণনন্দন পৃথুরাজের এই বিস্তৃতবার্ত্তা—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে আর কৃতাকৃত কর্ম্মের জন্য শোক করিতে হয় না। ১৬—২৭। পুরাকালে অত্রিবংশে অত্রিতুল্য প্রভাবশালী অঙ্গনামে এক প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন; বেণ নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বেণের ধর্ম্মজ্ঞান কিছুই ছিল না। মৃত্যুতনয়া সুনীথার গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি কালাত্মজার আত্মজ ছিলেন; সুতরাং মাতামহদোষে তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইতে

স্বধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামলোভেষবর্ত্তত ॥ ৩০
মর্য্যাদাং ভেদয়ামাস ধর্ম্মোপেতাং স পার্থিবঃ।
বেদধর্ম্মানতিক্রম্য সোঽধর্ম্মনিরতোঽভবৎ ॥৩১
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ প্রজাস্তস্মিন্ প্রজাপতৌ
প্রবৃত্তং ন পপুঃ সোমং হুতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ ॥
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্য প্রজাপতেঃ।
আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রূরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে
অহমিজ্যশ্চ যষ্টা চ যজ্ঞশ্চেতি ভৃগূদ্বহ।
ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতব্যমিত্যপি ॥
তমতিক্রান্তমর্য্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্।
উচুর্মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখাস্তদা ॥ ৩৫
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরগণান্ বহূন্।
অধর্ম্মং কুরু মা বেণ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬
নিধনেঽত্রেঃ প্রসূতস্ত্বং প্রজাপতিরসংশয়ম্।
প্রজাশ্চ পালয়িষ্যেঽহমিতীহ সময়ঃ কৃতঃ ॥৩৭

তাংস্তথা ব্রুবতঃ সর্ব্বান্মহর্ষীনব্রবীত্তদা।
বেণঃ প্রহস্য দুর্ব্বুদ্ধিরিমমর্থমনর্থবিৎ ॥ ৩৮

বেণ উবাচ।

স্রষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বা ময়া।
শ্রুতবীর্য্যতপঃসত্যৈর্ময়া বা কঃ সমো ভুবি ॥ ৩৯
প্রভবং সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মাণাং চ বিশেষতঃ।
সম্মূঢ়া ন বিদুর্নূনং ভবন্তো মাং বিচেতসঃ ॥ ৪০
ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলৈস্তথা।
দ্যাং বৈ ভুবং চ রুন্ধেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
যদা ন শক্যতে মোহাদবলেপাচ্চ পার্থিবঃ।
অপনেতুং তদা বেণস্ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ৪২
তং নিগৃহ্য মহাত্মানো বিস্ফুরন্তং মহাবলম্।
ততোঽস্য সব্যমূরুং তে মমন্থুর্জাতমন্যবঃ ॥৪৩
তস্মিন্নির্মথ্যমানে বৈ রাজ্ঞ ঊরৌ তু জজ্ঞিবান্

হয়। তিনি স্বধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া লোভ ও কামচর্চ্চায় নিরত হইলেন। বেণ, রাজা হইয়া ধার্ম্মিকদিগের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিলেন। বেদচিহ্নিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি অধর্ম্মসেবায় নিরত হইলেন। তাঁহার রাজ্য-শাসনকালে প্রজাসাধারণ মধ্যে স্বাধ্যায় এবং বষট্কার একেবারেই লোপ পাইল। দেবগণ আর যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অধর্ম্ম-চর্চ্চায় বেণের কাল, ক্রমেই আসন্ন হইয়া আসিল। ক্রমে বেণ এইরূপ এক ক্রূরতর ঘোষণা দ্বারা প্রজাসাধারণকে জানাইলেন যে, আমার রাজ্যে কেহই যজ্ঞ হোমাদি করিতে পারিবে না। আমিই একমাত্র যজ্ঞ, যষ্টা ও ইজ্য। হোম যজ্ঞাদি যে কিছু ব্যাপার, তাহা আমাতেই করিতে হইবে। তখন মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ আসিয়া সেই অধর্ম্মসেবী সাধুজনগর্হিত-কর্ম্মকারী বেণকে বলিলেন,—রাজন্! আমরা বহু সংবৎসরের জন্য যজ্ঞদীক্ষিত হইব; অতএব তোমাকে বলিতেছি, তুমি আর অধর্ম্মাচরণ করিও না। সনাতন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হও। তুমি মহর্ষি অত্রির বংশধর। তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তুমি প্রজাপতিপদে বরিত হইবার কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, প্রজাদিগকে সম্যক্রূপে পালন করিবে। মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে অনর্থজ্ঞ দুর্ব্বুদ্ধি বেণরাজ হাস্য করিয়া নিম্নোক্ত অনর্থ-কর বাক্য বলিতে লাগিল। ২৮-৩৮। বেণ বলিল, ধর্ম্মের স্পষ্টিকর্ত্তা কে আর আছে? আমি আবার কাহার কথা শুনিব? শ্রুত, বীর্য্য, তপস্যা ও সত্য বলে ভূমণ্ডলে আমার সমান কে আছে? আমি সর্ব্বভূতের—বিশেষতঃ ধর্ম্মের প্রভবভূমি; তোমরা একান্তই মূঢ়, তাই আমার তত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না। আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীকে দগ্ধ অথবা জলপ্লাবিত করিতে পারি। এমন কি সমগ্র দ্যাবাপৃথিবী এইক্ষণেই আমি অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ; এ বিষয়ে তোমরা কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। বেণরাজ এইরূপ কহিলে, মহর্ষিগণ যখন কিছুতেই তাহাকে গর্ব্ব ও মোহ হইতে বিযুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বলগর্ব্বিত বেণকে নিগৃহীত করিয়া তদীয় দক্ষিণ ঊরু মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন সেই

হ্রস্বোঽতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চেতি বভূব হ ॥৪৪
স ভীতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থিবান্ দ্বিজসত্তমাঃ।
তমত্রির্বিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রবীত্তদা ॥ ৪৫
নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূব বদতাং বরাঃ।
ধীবরানসৃজচ্চাপি বেণকল্মষসম্ভবান্ ॥ ৪৬
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তথা পর্ব্বতসংশ্রয়াঃ।
অধর্ম্মরুচয়ো বিপ্রাস্তে তু বৈ বেণকল্মষাঃ ॥৪৭
ততঃ পুনর্মহাত্মানঃ পাণিং বেণস্য দক্ষিণম্।
অরণীমিব সংরব্ধা মমন্থুর্জাতমন্যবঃ ॥ ৪৮
পৃথুস্তস্মাৎ সমুৎপন্নঃ করাজ্জ্বলনসন্নিভঃ।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৪৯
অথ সোঽজগবং নাম ধনুর্গৃহ্য মহারবম্।
শরাংশ্চ দিব্যান্ রক্ষার্থং কবচং চ মহাপ্রভম্ ॥
তস্মিন্ জাতেঽথ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্ব্বশঃ।
সমাপেতুর্মহাভাগা বেণস্তু ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৫১

সমুৎপন্নেন ভো বিপ্রাঃ সৎপুত্রেণ মহাত্মনা।
ত্রাতঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ পুন্নাম্নো নরকাত্তদা ॥৫২
তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্ব্ব এবোপতস্থিরে ॥
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৫৪
সমাগম্য তদা বৈণ্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্।
মহতা রাজরাজেন প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥ ৫৫
সোঽভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ
আধিরাজ্যে তদা রাজ্ঞাং পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ।
অনুরাগাত্ততস্তস্য নাম রাজাভ্যজায়ত ॥৫৭
আপস্তস্তম্ভিরে তস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ।
পর্ব্বতাশ্চ দদুর্ম্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ৫৮

মথ্যমান উরু হইতে এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পুরুষের আকৃতি অতি হ্রস্ব এবং বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। ৩৯—৪৪। হে দ্বিজবরগণ! সেই পুরুষ ভীতভাবে করযোড়ে অবস্থান করিল। মহর্ষি অত্রি তাহাকে বিহ্বল দেখিয়া বলিলেন,—নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর। ঐ পুরুষই পশ্চাৎ নিষাদবংশের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছিল। বেণের পাপ হইতে ক্রমে ধীবরগণের উৎপত্তি হয়। হে বিপ্রগণ! এতদ্ভিন্ন বিন্ধ্যাচলের অধিবাসী তুষার ও তুন্দুর প্রভৃতি অধর্ম্মসেবী অসভ্য জাতিরাও বেণরাজেরই কল্মষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষিরা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বেণরাজের দক্ষিণ বাহু অরণীর ন্যায় মন্থন করেন। সেই মথিত বাহু হইতেই পাবক প্রতিম পৃথু নরপতির জন্ম হইল! পৃথু জন্মিবামাত্র স্বীয় দেহপ্রকর্ষে সাক্ষাৎ পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আদি আজগব ধনু, দিব্য দিব্য শর এবং দেহে তাঁহার দেহরক্ষী মহোজ্জ্বল কবচ। তিনি জন্মিবামাত্র ভূতবৃন্দ সর্ব্বরূপে আনন্দিত হইয়া উপস্থিত হইল। বেণ স্বর্গ-ধামে গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! পৃথুর ন্যায় মহাত্মা সৎপুত্রের উৎপত্তিতে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বেণ পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ৪৫—৫২। তখন সমুদ্রগণ ও নদীগণ সকলেই বিবিধ রত্ন ও জল আনয়ন করিয়া সেই পৃথুকে অভিষেক করিবার জন্য আগমন করিলেন। সমস্ত সুর ও অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত স্বয়ং ভগবান্ পিতামহ চরাচর নিখিল ভূতজাতি সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিয়া বেণনন্দন পৃথুকে অভিষেক করিলেন। সেই রাজাধিরাজ মহাতেজা পৃথু অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক সুশাসনে প্রজারঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতাপবান্ পৃথু—তদীয় পিতার শাসনে যে সকল প্রজা বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অল্পকাল মধ্যেই সুশাসনে অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরঞ্জনে তাঁহার 'রাজা' নাম সার্থক হইল। তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করিলে, জলরাশি আপনা হইতে স্তম্ভিত হইত এবং পর্ব্বতপথে প্রস্থান করিলে পর্ব্বতগণ তাঁহাকে সুগম পথ প্রদান করিত। তাঁহার ধ্বজভঙ্গ কখন

অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তনাৎ।
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু ॥ ৫৯
এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ।
পৃথোঃ স্তবার্থং তৌ তত্র সমাহূতৌ মহর্ষিভিঃ॥
তাবূচুর্ঋষয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং চায়ং নরাধিপঃ ॥ ৬২
তাবূচতুস্তদা সর্ব্বাংস্তানৃষীন সূতমাগধৌ।
আবাং দেবানৃষীংশ্চৈব প্রীণয়াবঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥
ন চাস্য বিদ্মো বৈ কর্ম্ম নাম বা লক্ষণং যশঃ।
স্তোত্রং যেনাস্য কুর্য্যাব রাজ্ঞস্তেজস্বিনো দ্বিজাঃ
ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ তু ভাবিষ্যৈঃ স্তূয়তামিতি
যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুঃ পশ্চান্মহাবলঃ॥৬৫
ততঃ প্রভৃতি বৈ লোকে স্তবেষু মুনিসত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদাঃ প্রযুজ্যন্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৬৬
তয়োঃ স্তবান্তে সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎপ্রজেশ্বরঃ
অনূপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ৬৭
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ প্রজাঃ প্রোচুর্মনীষিণঃ।
বৃত্তীনামেষ বো দাতা ভবিষ্যতি নরাধিপঃ ॥ ৬৮
ততো বৈণ্যং মহাত্মানং প্রজাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ।
ত্বং নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি মহর্ষিবচনাত্তদা ॥ ৬৯
সোঽভিদ্রুতঃ প্রজাভিস্তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া।
ধনুর্গৃহ্য পৃষৎকাংশ্চ পৃথিবীমাদ্রবদ্বলী ॥ ৭০
ততো বৈণ্যভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্রাদ্রবন্মহী।
তাং পৃথুর্ধনুরাদায় দ্রবন্তীমন্বধাবত ॥ ৭১
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ গত্বা বৈণ্যভয়াত্তদা
প্রদদর্শাগ্রতো বৈণ্যং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥ ৭২

হইত না; পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা ছিল; তাহাতে চিন্তামাত্রেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। গো সকল সর্ব্বকাম দোহন করিত, প্রত্যেক পত্রপুটেই মধু পাওয়া যাইত। ৫৩—৫৯। এই সময় শুভ পৈতামহ যজ্ঞ প্রারব্ধ হইলে মহামতি সূতের জন্ম হয়। সূতজন্মের পর সেই মহাযজ্ঞেই মাগধ-জাতি জন্মগ্রহণ করে। পৃথুরাজের স্তুতি কার্য্য সমাধার জন্য মহর্ষিগণ তখন ঐ দুই সূত ও মাগধজাতিকেই আহ্বান করেন। মহর্ষিরা তাহাদিগকে বলেন, তোমরা সকলে এই পার্থিবকে স্তব করিবে; তোমাদের অনুরূপ এই কর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট রহিল। আর এই নরাধিপই তোমাদের স্তবের যোগ্যপাত্র রহিলেন। সূত ও মাগধেরা প্রত্যুত্তরে জানাইল,—আমরা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা দেব ও ঋষিগণকেই পরিতৃপ্ত করিব; কেননা, আমরা এখনও এই নরপতির এমন কোন কর্ম্ম, লক্ষণ বা কীর্ত্তিকথা জানিতে পারি নাই, যাহাতে এই তেজস্বী রাজার স্তব করিতে পারি। হে দ্বিজগণ! ঋষিগণ তখন তাহাদিগকে পৃথুরাজের ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর উল্লেখে স্তব করিতে আদেশ করিলেন; সুতরাং মহাবল পৃথুরাজ পশ্চাৎ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সূত ও মাগধগণের স্তবে তখন হইতেই সে সকল কর্ম্ম-কথা ত্রৈলোক্য-মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তৎকালে সূত ও মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ রাজার প্রতি বিবিধ আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ করিল। প্রজানাথ পৃথুরাজ তাহাতে অতি প্রীত হইয়া সূতকে অনূপদেশ এবং মগধকে মগধ দেশ প্রদান করিলেন। ৫৩—৬৭। তৎকালে সেই সূত ও মাগধদিগকে দেখিয়া পরম পুলকিত প্রজাগণ পরস্পর বলিতে লাগিল; আর চিন্তা নাই, এই নরপতি আমাদিগেরও বৃত্তি-বিধাতা হইবেন। এই বলিয়া তাহারা তখন মহাত্মা পৃথুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল,—আপনি আমাদের বৃত্তি বিধান করুন। পৃথুরাজ মহর্ষিগণের বচনানুসারে এইরূপে তখন প্রজাগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাদের হিতসাধনেচ্ছায় ধনু ও শর গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। পৃথিবী তখন ত্রস্ত হইয়া গোরূপ ধারণ করত পলায়ন করিলেন। পৃথু ধনুঃ-শর লইয়া সেই পলায়নপরায়ণা পৃথিবীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। পৃথুর ভয়ে পৃথিবী

জলদ্ভির্নিশিতৈর্বাণৈর্দীপ্ততেজসমন্ততঃ।
মহাযোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি ॥ ৭৩
অলভন্তী তু সা ত্রাণং বৈণ্যমেবাম্বপদ্যত।
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা পূজ্যা লোকৈস্ত্রিভিস্তদা ॥
উবাচ বৈণ্যং নাধর্ম্মং স্ত্রীবধে পরিপশ্যসি।
কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ বিনা ময়া ॥৭৫
ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ
মদ্বিনাশে বিনশ্যেয়ুঃ প্রজাঃ পার্থিব বিদ্ধি তৎ ॥
ন মামর্হসি হন্তুং বৈ শ্রেয়শ্চেত্ত্বং চিকীর্ষসি।
প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৭৭
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ।
উপায়ং পশ্য যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজামিমাম্ ॥
হত্বাপি মাং ন শক্তস্ত্বং প্রজানাং পোষণে নৃপ।
অনুকূলা ভবিষ্যামি যচ্ছ কোপং মহামতে ॥৭৯
অবধ্যাং চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্যোনিগতেষ্বপি।
যদ্যেবং পৃথিবীপাল ন ধর্ম্মং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ৮০
এবং বহুবিধং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ।
কোপং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা বসুধামিদমব্রবীৎ ॥ ৮১

পৃথুরুবাচ।

একস্যার্থে তু যো হন্যাদাত্মনো বা পরস্য বা।
বহূন্ বা প্রাণিনোঽনন্তং ভবেত্তস্যেহ পাতকম্॥
সুখমেধন্তি বহবো যস্মিংস্তু নিহতেঽশুভে।
তস্মিন্ হতে নাস্তি ভদ্রে পাতকং চোপপাতকম্
সোঽহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং হনিষ্যামি বসুন্ধরে
যদি মে বচনান্নাদ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্ ॥ ৮৪
ত্বাং নিহত্যাদ্য বাণেন মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্।

ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকে গমন করিয়াও সম্মুখে সশর-শরাসন-হস্তে সেই পৃথুকেই অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, পৃথুরাজ প্রজ্বলিত নিশিত বাণসমূহে সমুদ্দীপ্ত হইতেছেন। অমরগণও তাঁহাকে পরাজয় করিতে অক্ষম। পৃথিবী তখন পরিত্রাণের আর উপায় না দেখিয়া সেই মহাত্মা মহারাজেরই শরণাপন্ন হইলেন। সেই ত্রিলোকপূজ্যা পৃথ্বী তৎকালে কৃতাঞ্জলিপুটে বেণনন্দন পৃথুকে বলিলেন, রাজন্! স্ত্রীলোক বধে যে অধর্ম্ম হইবে, তাহা কি আপনি দেখিতেছেন না? আমি ব্যতীত রাজা আপনি—কিরূপে প্রজা ধারণ করিবেন? রাজন্! লোক সকল আমাতেই স্থিত এবং আমিই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আমাকে বিনাশ করিলে, হে পার্থিব! জানিবেন—আপনার প্রজাপুঞ্জও বিনষ্ট হইবে। তাই বলি, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন; যদি প্রজাগণের মঙ্গল চাহেন, তাহা হইলে, আমাকে আপনি বিনাশ করিবেন না। উৎকৃষ্ট উপায় ক্রমে যদি কার্য্যারম্ভ করা যায়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হয়; সুতরাং আপনি এমন উপায় উদ্ভাবন করুন, যাহাতে আপনার এই প্রজাপুঞ্জ প্রতিপালিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, আমাকে বিনাশ করিয়া, কিছুতেই আপনি প্রজা পোষণ করিতে পারিবেন না। হে মহীপতে! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমিই আপনার অনুকূলচারিণী হইব। সাধুগণ বলিয়াছেন, স্ত্রীজাতি কদাচ বধ্য নহে। অধিক কি, তির্য্যগ্জাতিরাও এই নিয়ম মানিয়া চলে। অতএব হে পৃথিবীপাল! আপনি ইহা জানিয়া শুনিয়া এই অধর্ম্ম কার্য্য পরিত্যাগ করুন। ৬০—৮১। উদারচেতা ধর্ম্মাত্মা রাজা, পৃথিবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপ সম্বরণ করত তাহাকে বলিলেন,—শুন, পৃথ্বি! যদি কেহ নিজের বা পরের—এক জনের জন্য বহু ব্যক্তির জীবন বিনাশ করে, তাহা হইলে তাহার পাতক হইয়া থাকে; পরন্তু হে শুভে! যেখানে এক জনকে বিনষ্ট করিলে বহু ব্যক্তির জীবনযাত্রা সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে তাহাকে বিনাশ করিলে পাতক বা উপপাতক কিছুই হয় না; সুতরাং হে বসুন্ধরে! আমি তোমাকে প্রজা নিমিত্ত নিহত করিব। আমার কথা মত যদি তুমি জগতের হিত-সাধন না কর, তাহা হইলে, মদীয় শাসনোল্লঙ্ঘিনী তোমাকে

আত্মানং প্রথয়িত্বাহং প্রজা ধারয়িতা স্বয়ম্ ॥
সা ত্বং শাসনমাস্থায় মম ধর্ম্মভৃতাং বরে।
সঞ্জীবয় প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমর্থা হ্যসি ধারণে ॥ ৮৬
দুহিতৃত্বং চ মে গচ্ছ তত এনমহং শরম্।
নিযচ্ছেয়ং ত্বদ্বধার্থমুদ্যস্তং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৮৭

বসুধোবাচ।

সর্ব্বমেতদহং বীর বিধাস্যামি ন সংশয়ঃ।
বৎসং তু মম সম্পশ্য ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা ॥৮৮
সমাঞ্চ কুরু সর্ব্বত্র মাং ত্বং ধর্ম্মভৃতাং বর।
যথা বিস্যন্দমানং মে ক্ষীরং সর্ব্বত্র ভাবয়েৎ ॥৮৯

লোমহর্ষণ উবাচ।

তত উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ।
ধনুষ্কোট্যা তদা বৈণ্যস্তেন শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ ॥
ন হি পূর্ব্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
সংবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাভবত্তদা ॥
ন শস্যানি ন গোরক্ষ্যং ন কৃষির্ন বণিক্পথঃ।
নৈব সত্যানৃতং চাসীন্ন লোভো ন চ মৎসরঃ
বৈবস্বতেঽন্তরে তস্মিন্ সাম্প্রতং সমুপস্থিতে।
বৈণ্যাৎপ্রভৃতি বৈ বিপ্রাঃ সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ ॥
যত্র যত্র সমং ত্বস্যা ভূমেরাসীত্তদা দ্বিজাঃ।
তত্র তত্র প্রজাঃ সর্ব্বা নিবাসং সমরোচয়ন্ ॥৯৪
আহারঃ ফলমূলানি প্রজানামভবত্তদা।
কৃচ্ছ্রেণ মহতা যুক্ত ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৯৫
স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুম্।
স্বপাণৌ পুরুষব্যাঘ্রো দুদোহ পৃথিবীং ততঃ ॥৯৬
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।
তেনান্নেন প্রজাঃ সর্ব্বা বর্ত্তন্তেঽদ্যাপি সর্ব্বশঃ ॥
ঋষয়শ্চ তদা দেবাঃ পিতরোঽথ সরীসৃপাঃ।
দৈত্যা যক্ষাঃ পুণ্যজনা গন্ধর্ব্বাঃ পর্ব্বতা নগাঃ

শরপ্রহারে বিনষ্ট করিয়া আমার এই আত্মদেহ বিস্তার করত নিজেই আমি সমস্ত প্রজা ধারণ করিব। তাই তোমায় এখনও বলিতেছি, অয়ি ধার্ম্মিকবরে! তুমি আমার শাসনাতিপাতিনী হইও না; মদীয় শাসন মান্য করিয়া তুমি এই নিখিল প্রজাপুঞ্জকে সঞ্জীবিত কর। কেন না, তুমিই প্রজাধারণে সমর্থা। তুমি আমার কন্যারূপে অবস্থান কর। তাহা হইলেই আমি তোমার বধার্থ বহিরানীত এই ঘোরদর্শন মহা শর সংহৃত করিয়া লইব। বসুধা কহিলেন, হে বীর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সমস্তই করিব। আপনি আমাকে একটী বৎস সংগ্রহ করিয়া দিউন। আমি সেই বৎস সহযোগে ক্ষীর ক্ষরণ করিব। আর এক কথা, আমাকে আপনি এরূপভাবে সর্ব্বত্র সমীকৃত করিয়া দিউন, যাহাতে মদীয় স্রুত ক্ষীর সর্ব্বত্র সম্যক্‌রূপে প্রবাহিত হইতে পারে। ৮২—৮৯। লোমহর্ষণ কহিলেন,— অনন্তর বেণনন্দন পৃথিবীর কথায় ধনুষ্কোটি দ্বারা শত সহস্র শৈলদিগকে উৎসারিত করিয়া স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত করায় এই সকল পর্ব্বত সমধিক ঔন্নত্য লাভ করিল। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে পৃথিবীর সমতা কুত্রাপি ছিল না; পৃথিবী সর্ব্বত্রই বিষম বা নতোন্নত ছিল; সুতরাং পুর ও গ্রামসমূহের সম্বিভাগ তখন কিছুই ছিল না এবং শস্যোৎপত্তি, গোরক্ষা, কৃষি, বণিক্পথ, সত্যানৃত, লোভ ও মৎসর, এ সমুদায়েরও কোন কিছুই ছিল না। সম্প্রতি এই বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! এই মন্বন্তরে পৃথুর রাজ্যকাল হইতেই পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্তের প্রাদুর্ভাব হয়। হে বিপ্রগণ! তৎকালে এই ভূমি যে যেখানে সমতল হইয়াছিল, সেই সেইখানে প্রজাগণ বাস-ভূমি মনোনীত করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, প্রথমে প্রজাগণের আহার ছিল— ফলমূলাদি; সে আহারও অতি কষ্টে সংগ্রহ করিতে হইত। যখন পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথুরাজ স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয় হস্তে পৃথিবী হইতে বিবিধ শস্য দোহন করিয়া লইলেন, তখন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সেই শস্যান্ন দ্বারাই প্রজাগণের বৃত্তিবিধান হইতেছে। পৃথু ব্যতীত তখন ঋষিগণ, দেব-গণ, পিতৃগণ, সরীসৃপগণ দৈত্যগণ, যক্ষ-

এতে পুরা দ্বিজশ্রেষ্ঠা দুদুহুর্ধরণীং কিল।
ক্ষীরং বৎসশ্চ পাত্রং চ তেষাং দোগ্ধা পৃথক্পৃথক্
ঋষীণামভবৎসোমো বৎসো দোগ্ধা বৃহস্পতিঃ।
ক্ষীরং তেষাং তপো ব্রহ্ম পাত্রং ছন্দাংসি ভো দ্বিজাঃ॥ ১০০
দেবানাং কাঞ্চনং পাত্রং বৎসস্তেষাং শতক্রতুঃ
ক্ষীরমোর্জস্করং চৈব দোগ্ধা চ ভগবান্রবিঃ॥
পিতৃণাং রাজতং পাত্রং যমো বৎসঃ প্রতাপবান্
অন্তকশ্চাভবদ্দোগ্ধা ক্ষীরং তেষাং সুধা স্মৃতা।
নাগানাং তক্ষকো বৎসঃ পাত্রং চালাবুসংজ্ঞকম্
দোগ্ধা হৈরাবতো নাগস্তেষাং ক্ষীরং বিষং স্মৃতম্॥ ১০৩
অসুরাণাং মধুর্দোগ্ধা ক্ষীরং মায়াময়ং স্মৃতম্।
বিরোচনস্তু বৎসোঽভূদায়সং পাত্রমেব চ॥১০৪
যক্ষাণামামপাত্রং তু বৎসো বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ।
দোগ্ধা রজতনাভস্তু ক্ষীরান্তর্ধানমেব চ॥ ১০৫
সুমালী রাক্ষসেন্দ্রাণাংবৎসঃ ক্ষীরঞ্চ শোণিতম্
দোগ্ধা রজতনাভস্তু কপালং পাত্রমেব চ॥১০৬
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথো বৎসঃ পাত্রং চ পঙ্কজম্।
দোগ্ধা চ সুরুচিঃ ক্ষীরং তেষাং গন্ধঃ শুচিঃ স্মৃতঃ
শৈলং পাত্রং পর্ব্বতানাং ক্ষীরং রত্নৌষধীস্তথা।
বৎসস্তু হিমবানাসীদ্দোগ্ধা মেরুর্মহাগিরিঃ॥১০৮
প্লক্ষো বৎসস্তু বৃক্ষাণাং দোগ্ধা শালস্তু পুষ্পিতঃ
পালাশপাত্রং ক্ষীরঞ্চ ছিন্নদগ্ধপ্ররোহণম্॥
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ পাবনী চ বসুন্ধরা।
চরাচরস্য সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ॥ ১১০
সর্ব্বকামদুধা দোগ্ধ্রী সর্ব্বশস্যপ্ররোহণী।
আসীদিয়ং সমুদ্রান্তা মেদিনী পরিবিশ্রুতা॥
মধুকৈটভয়োঃ কৃৎস্না মেদসা সমভিপ্লুতা।
তেনেয়ং মেদিনী দেবী উচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
ততোঽভ্যুপগমাদ্রাজ্ঞঃপৃথোর্বৈণ্যস্য ভো দ্বিজা
দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বীতি চোচ্যতে॥
পৃথুনা প্রবিভক্তা চ শোধিতা চ বসুন্ধরা।

গণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, ও বৃক্ষগণও পর পর পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের বৎস, পাত্র, ক্ষীর এবং দোগ্ধা পৃথক্ পৃথক্ কল্পিত হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! ঋষিগণ যখন পৃথিবী দোহন করেন, তখন সোম বৎস, বৃহস্পতি দোগ্ধা, তপস্যা ও ব্রহ্ম ক্ষীর এবং ছন্দ সকল পাত্র হইয়াছিল। দেবগণের দোহনকালে পাত্র কাঞ্চন, শতক্রতু বৎস, ক্ষীর উর্জ্জস্কর এবং ভগবান্ রবি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পিতৃগণের দোহনকালে পাত্র রজত, যম বৎস, দোগ্ধা অন্তক এবং ক্ষীর সুধা; নাগগণের দোহনকালে তক্ষক বৎস, অলাবু পাত্র, ঐরাবত নাগ দোগ্ধা এবং ক্ষীর বিষ; অসুরগণের দোহন কালে মধুদৈত্য দোগ্ধা, ক্ষীর মায়াময়, বিরোচন বৎস এবং পাত্র অয়োনির্ম্মিত; যক্ষগণের সময়ে আম পাত্র, বৈশ্রবণ বৎস, দোগ্ধা রজতনাভ এবং ক্ষীর অন্তর্দ্ধান; রাক্ষসদিগের দোহন কালে সুমালী বৎস, ক্ষীর প্রভৃত রক্ত, দোগ্ধা রজতনাভ এবং কপাল পাত্র; গন্ধর্ব্বগণের দোহন ব্যাপারে চিত্ররথ বৎস, পঙ্কজ পাত্র, বসুরুচি দোগ্ধা এবং ক্ষীর পবিত্র গন্ধ; পর্ব্বতদিগের দোহন কালে শৈল পাত্র, রত্নৌষধি ক্ষীর, হিমবান্ বৎস ও মহাগিরি মেরু দোগ্ধা এবং বৃক্ষদিগের পৃথ্বী দোহনকালে প্লক্ষ বৃক্ষ বৎস, শালবৃক্ষ দোগ্ধা, পলাশপত্র পাত্র এবং ছিন্ন ও দগ্ধ বৃক্ষের পুনঃপ্ররোহণই ক্ষীর হইয়াছিল। সেই এই বসুন্ধরা ধাত্রী, বিধাত্রী এবং পাবয়িত্রী। ইনি সমস্ত চরাচরের প্রতিষ্ঠা ও যোনি। ৮২—১১০। এই পৃথ্বী সর্ব্বকামনা দোহন করেন। ইনিই সর্ব্ববিধ শস্যসম্ভারের জননী। পুরাকালে এই সাগরান্তা পৃথিবী নিহত মধুকৈটভদৈত্যের মেদোদ্বারা পরিপ্লুত বা পরিপুষ্ট হইয়া মেদিনী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদীরা সেই হইতেই ইহাঁকে মেদিনী নামে অভিহিত করেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর এই মেদিনী পৃথুরাজের শাসনাধীন হইয়া তদীয় দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পৃথুরাজ ইহাঁকে শোধিত ও

শস্যাকরবতী স্ফীতা পুরপত্তনশালিনী ॥১১৪
এবম্প্রভাবো বৈণ্যঃ স রাজাসীদ্রাজসত্তমঃ।
নমস্যশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামৈর্ন সংশয়ঃ ॥১১৫
ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনঃ ॥১১৬
পার্থিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ পার্থিবত্বমিহেচ্ছুভিঃ।
আদিরাজো নমস্কার্য্যঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্
যোধৈরপি চ বিক্রান্তৈঃ প্রাপ্তুকামৈর্জয়ং যুধি।
আদিরাজো নমস্কার্য্যো যোধানাং প্রথমো নৃপঃ
যো হি যোদ্ধা রণং যাতি কীর্ত্তয়িত্বা পৃথুং নৃপম্
স ঘোররূপাৎসংগ্রামাৎক্ষেমী ভবতি কীর্ত্তিমান্
বৈশ্যৈরপি চ বিত্তাঢ্যৈর্বৈশ্যবৃত্তিবিধায়িভিঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো বৃত্তিদাতা মহাযশাঃ ॥১২০
তথৈব শূদ্রৈঃ শুচিভিস্ত্রিবর্ণপরিচারিভিঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যঃ শ্রেয়ঃ পরমিহেপ্সুভিঃ ॥১২১

প্রবিভক্ত করেন, সেই জন্য ইনি পৃথ্বী দেবী নামে নিরূপিত হন। সেই হইতেই পৃথ্বী শস্যবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া বিবিধ পুর-পত্তন প্রভৃতিতে পরিশোভিত হইতেছেন। সেই বেণনন্দন পৃথু ঈদৃশ প্রভাবসম্পন্ন রাজা ছিলেন। রাজা বলিয়া রাজা!—তিনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজগণেরও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূতবৃন্দের তিনি নমস্য এবং পূজ্য। এমন কি, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণেরও তিনি নমস্কারার্হ। কেননা, তিনি সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মযোনি। মহাভাগ্যশালী রাজন্যগণ পার্থিবত্বপ্রাপ্তি কামনায় সেই আদিরাজ পৃথুকে নমস্কার করিবেন। জিগীষু যোধ-গণেরও সেই বৃত্তিদাতা মহাযশা আদিরাজ পৃথুকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে যোদ্ধা ব্যক্তি পৃথুরাজের নাম কীর্ত্তন করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাত্রা করেন, তিনি ঘোর সংগ্রাম হইতে সুখ্যাতির সহিত সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। পৃথুরাজ বৈশ্যদিগের ও শূদ্রদিগের বৃত্তিবিধান করিয়াছিলেন; সুতরাং বিত্তার্থী বৈশ্য ও পরম মঙ্গলাভিলাষী শূদ্রগণেরও

এতে বৎসবিশেষাশ্চ দোগ্ধারঃ ক্ষীরমেব চ।
পাত্রাণি চ ময়োক্তানি কিং ভূয়ো বর্ণয়ামি বঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পৃথোর্জন্মমাহাত্ম্য-কথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি বিস্তরেণ মহামতে।
তেষাং পূর্ব্ববিসৃষ্টিং চ লোমহর্ষণ কীর্ত্তয় ॥ ১
যাবন্তো মনবশ্চৈব যাবন্তং কালমেব চ।
মন্বন্তরাণি ভোঃ সূত শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥ ২

লোমহর্ষণ উবাচ।

ন শক্যো বিস্তরো বিপ্রা বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষাং সংক্ষেপাচ্ছৃণুত দ্বিজাঃ ॥
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।

শুচিভাবে পৃথুরাজকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ! পৃথিবীর দোহন ব্যাপারে পূর্ব্বে যাহারা যাহারা বৎস, পাত্র, দোগ্ধা ও ক্ষীর হইয়াছিল, এই আমি তাহাদের সকলেরই নাম কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা পুনরায় আর কি বর্ণন করিব। ১১১—১২২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতে! সমস্ত মন্বন্তর, সেই সেই মন্বন্তরের পূর্ব্ব সৃষ্টি এবং সমগ্র মনু ও মনুগণের নির্দ্দিষ্টকাল, এই সকল তুমি এক্ষণে কীর্ত্তন কর। হে সূত! মন্বন্তরগুলি শুনিবার জন্য আমরা বিশেষ-রূপেই সমুৎসুক হইয়াছি। লোমহর্ষণ কহি-লেন,—বিপ্রগণ! সমস্ত মন্বন্তরের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে শত বর্ষেও পারা যায় না। যাহা হউক, আমি সে বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি-তেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ববর্ত্তী মনুগণের

উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৪
বৈবস্বতশ্চ ভো বিপ্রাঃ সাম্প্রতং মনুরুচ্যতে।
সাবর্ণিশ্চ মনুস্তদ্বদ্রৈভ্যো রৌচ্যস্তথৈব চ ॥ ৫
তথৈব মেরুসাবর্ণ্যশ্চত্বারো মনবঃ স্মৃতাঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতা দ্বিজাঃ ॥ ৬
কীর্ত্তিতা মনবস্তুভ্যং ময়ৈবৈতে যথাশ্রুতাঃ।
ঋষীংস্তেষাং প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্দেবগণাংস্তথা ॥
মরীচিরত্রির্ভগবানঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সপ্তৈতে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥ ৮
উত্তরস্যাং দিশি তথা দ্বিজাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা।
আগ্নিধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ মেধ্যো মেধাতিথির্বসুঃ ॥ ৯
জ্যোতিষ্মানদ্যুতিমানহব্যঃ সবলঃ পুত্রসংজ্ঞকঃ
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে দশ পুত্রা মহৌজসঃ ॥ ১০
এতদ্বৈ প্রথমং বিপ্রা মন্বন্তরমুদাহৃতম্।
ঔর্ব্বো বসিষ্ঠপুত্রশ্চ স্তম্বঃ কশ্যপ এব চ ॥ ১১
প্রাণো বৃহস্পতিশ্চৈব দত্তোঽত্রিশ্চ্যবনস্তথা।
এতে মহর্ষয়ো বিপ্রা বায়ুপ্রোক্তা মহাব্রতাঃ ॥ ১২

দেবাশ্চ তুষিতা নাম স্মৃতাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে।
হবিষ্মঃ সুকৃতির্জ্জ্যোতিরাপোমূর্ত্তিরপি স্মৃতঃ ॥
প্রতীতশ্চ নভস্যশ্চ নভ ঊর্জস্তথৈব চ।
স্বারোচিষস্য পুত্রাস্তে মনোর্বিপ্রা মহাত্মনঃ ॥ ১৪
কীর্ত্তিতাঃ পৃথিবীপালা মহাবীর্য্যপরাক্রমাঃ।
দ্বিতীয়মেতৎকথিতং বিপ্রা মন্বন্তরং ময়া ॥ ১৫
ইদং তৃতীয়ং বক্ষ্যামি তদ্বুধ্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ
বসিষ্ঠপুত্রাঃ সপ্তাসন্ বসিষ্ঠা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥ ১৬
হিরণ্যগর্ভস্য সুতা ঊর্জা জাতাঃ সুতেজসঃ।
ঋষয়োঽত্র ময়া প্রোক্তাঃ কীর্ত্ত্যমানান্নিবোধত ॥
ঔত্তমেয়ান্মুনিশ্রেষ্ঠা দশ পুত্রান্মনোরিমান্।
ইষ ঊর্জস্তনূর্জস্থ মধুর্মাধব এব চ ॥ ১৮
শুচিঃ শুক্রঃ সহশ্চৈব নভস্যো নভ এব চ।
ভানবস্তত্র দেবাশ্চ মন্বন্তরমুদাহৃতম্ ॥ ১৯
মন্বন্তরং চতুর্থং বঃ কথয়িষ্যামি সাম্প্রতম্।
কাব্যঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নির্জহ্নুর্ধাতা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ। বর্ত্তমানে যে মনুর অধিকার কাল চলিতেছে, ইনি বৈবস্বত মনু নামে কথিত। এতদ্ভিন্ন বৈবস্বত, সাবর্ণি, রৈভ্য, রৌচ্য, ও চারিজন মেরুসাবর্ণি মনুর উল্লেখ আছে। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী মনুগণের বিষয় আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এতদ্ভিন্ন পরে দেব ও ঋষিগণেরও বংশ বিবরণ বলিব। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ, এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার তনয়। ইহাঁরা উত্তর দিকে অবস্থিত। অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মেধ্য, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান্ ও হব্য প্রভৃতি স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রগণ! ইহাই প্রথম মন্বন্তর বলিয়া কথিত। বায়ু বলিয়াছেন,—ঔর্ব্ব, বসিষ্ঠপুত্র, স্তম্ব, কশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত, অত্রি ও চ্যবন এই সকল মহর্ষি মহাব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবগণ হয়েন। হে বিপ্রগণ! হবিষ্ম, সুকৃতি, জ্যোতি, আপোমূর্ত্তি, প্রতীত, নভস্য, নভ ও ঊর্জ্জ, ইহাঁরা মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র। এই পুত্রগণ সকলেই মহাবীর্য্য ও মহাপরাক্রম-সম্পন্ন পৃথিবীপাল ছিলেন। ইহাই আমি দ্বিতীয় মন্বন্তররূপে বর্ণন করিলাম।১—১৫। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে তৃতীয় মন্বন্তর কহিতেছি, আপনারা হৃদয়ঙ্গম করুন। বসিষ্ঠের সপ্ত পুত্র হয়। এই পুত্রগণ সকলেই বাসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত ছিল। ঊর্জ্জা নামে হিরণ্যগর্ভেরও কতিপয় মহাতেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই ঋষি ছিলেন। অধুনা উত্তম মনুর পুত্রগণের কথা বলিতেছি,শ্রবণ করুন। ইষ, ঊর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ, ইহাঁরা উত্তম মনুর পুত্র। এই মন্বন্তরে ভানুগণ দেবতা ছিলেন। এই তৃতীয় মন্বন্তর কথিত হইল। সম্প্রতি চতুর্থ মন্বন্তরের কথা কহিতেছি; এই মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা,

কপীবানকপীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়ো দ্বিজাঃ।
পুরাণে কীর্ত্তিতাবিপ্রাঃপুত্রাঃপৌত্রাশ্চভোদ্বিজাঃ
তথা দেবগণাশ্চৈব তামসস্যান্তরে মনোঃ।
দ্যুতিস্তপস্যঃ সুতপাস্তপোভূতঃ সনাতনঃ॥ ২২
তপোরতিরকল্মাষস্তন্বী ধন্বী পরন্তপঃ।
তামসস্য মনোরেতে দশ পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
বায়ুপ্রোক্তা মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চতুর্থং চৈতদন্তরম্।
দেববাহুর্যদুধ্রশ্চ মুনির্ব্বেদশিরাস্তথা॥ ২৪
হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্য উর্দ্ধবাহুশ্চ সোমজঃ।
সত্যনেত্রস্তথাত্রেয় এতে সপ্তর্ষয়োঽপরে॥২৫
দেবাশ্চাভূতরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।
বারিপ্লবশ্চ রৈভ্যশ্চ মনোরন্তরমুচ্যতে॥ ২৬
অথ পুত্র নিমাংস্তস্য বুধ্যধ্বং গদতো মম।
ধৃতিমান’ব্যয়ো যুক্তস্তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুকঃ॥ ২৭
আরণ্যশ্চ প্রকাশশ্চ নির্মোহঃ সত্যবাক্কৃতী।
রৈবতস্য মনোঃ পুত্রাঃ পঞ্চমং চৈতদন্তরম্॥২৮॥
ষষ্ঠং তু সম্প্রবক্ষ্যামি তদ্বুধ্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ।

কপীবান্ ও অকপীবান্, ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। হে দ্বিজবরগণ! পুরাণ গ্রন্থে এই সকল সপ্তর্ষির পুত্র ও পৌত্রগণের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উল্লিখিত তামস মন্বন্তরে সত্য নামে দেবগণ ছিলেম। তামস মনুর দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, সনাতন, তপোরতি, কল্মাষ, তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ নামে দশ পুত্র ছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই চতুর্থ মন্বন্তর বায়ু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্বন্তরে দেববাহু, যদুধ্র, দেবশিরা, হিরণ্য-রোমা, পর্জ্জন্য, উর্দ্ধবাহু ও সত্যনেত্র, ইহাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মন্বন্তরে দেবগণ ও প্রকৃতিপুঞ্জ অভূতরজা নামে কথিত। ইহাই রৈবত মন্বন্তর নামে নির্দ্দিষ্ট। অনন্তর এই মনুর পুত্রগণের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, আরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্, ও কৃতী নামে রৈবত মনুর দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাই

ভৃগুর্নভো বিবস্বাংশ্চ সুধামা বিরজাস্তথা॥ ২৯
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তৈতে চ মহর্ষয়ঃ।
চাক্ষুষস্যান্তরে বিপ্রা মনোর্দেবাস্ত্বিমে স্মৃতাঃ॥
অপ্রসূতাশ্চ ঋষয়ঃ * পৃথক্‌ত্বেন দিবৌকসঃ।
লেখাশ্চ নামতো বিপ্রাঃ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ
ঋষেরঙ্গিরসঃ পুত্রা মহাত্মানো মহৌজসঃ।
নাড্বলেয়া মুনিশ্রেষ্ঠা দশ পুত্রাস্তু বিশ্রুতাঃ॥ ৩২
কুরুপ্রভৃতয়ো বিপ্রাশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
ষষ্ঠং মন্বন্তরং প্রোক্তং সপ্তমং তু নিবোধত॥৩৩
অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
গৌতমোঽথ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ॥৩৪
তথৈব পুত্রো ভগবানৃচীকস্য মহাত্মনঃ।
সপ্তমো জমদগ্নিশ্চ ঋষয়ঃ সাম্প্রতং দিবি॥ ৩৫
সাধ্যা রুদ্রাশ্চ বিশ্বে চ বসবো মরুতস্তথা।
আদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ চাপি দেবৌ বৈবস্বতোস্মৃতে

পঞ্চম মন্বন্তর বলিয়া বিদিত। এক্ষণে ষষ্ঠ মন্বন্তরের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। আপনারা ইহা অবধারণ করুন। এই মন্বন্তর চাক্ষুষ নামে নিরূপিত। চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে ভৃগু, নভ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু নামে সপ্তর্ষি ছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই মন্বন্তরের ঋষিগণ অপ্রসূত ও দেবগণ লেখ নামে অভিহিত। ঐ দেবগণ পঞ্চগণে বিখ্যাত।১৬—৩১। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই মন্বন্তরে মহর্ষি অঙ্গিরার নড্বলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে কুরু প্রভৃতি দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা ও মহাতেজস্বী ছিলেন। এই ষষ্ঠ মন্বন্তর কথিত হইল। এক্ষণে সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তর শ্রবণ করুন। এই মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র এবং মহাত্মা ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি, এই সপ্তর্ষি। ইহাঁরা সম্প্রতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। এই বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ,

* ‘আবালপ্রথিতাস্তে বৈ’ কচিদেবং পাঠঃ।

মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে বর্ত্তন্তে সাম্প্রতেঽন্তরে,।
ইক্ষাকুপ্রমুখাশ্চৈব দশ পুত্রা মহাত্মনঃ ॥ ৩৭
এতেষাং কীর্ত্তিতানান্তু মহর্ষীণাং মহৌজসাম্।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দিক্ষু সর্ব্বাসু ভো দ্বিজাঃ
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু প্রাগাসন্ সপ্ত সপ্তকাঃ।
লোকে ধর্ম্মব্যবস্থার্থং লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৯
মন্বন্তরে ব্যতিক্রান্তে চত্বারঃ সপ্তকা গণাঃ।
কৃত্বা কর্ম্ম দিবং যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৪০
ততোঽন্যে তপসা যুক্তাঃ স্থানং তৎপূরয়ন্ত্যত।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ ক্রমেণৈতেন ভো দ্বিজাঃ ॥
অনাগতাশ্চ সপ্তৈতে স্মৃতা দিবি মহর্ষয়ঃ।
মনোরন্তরমাসাদ্য সাবর্ণস্যেহ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৪২
রামো ব্যাসস্তথাত্রেয়ো দীপ্তিমন্তো বহুশ্রুতাঃ।
ভারদ্বাজস্তথা দ্রৌণিরশ্বত্থামা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৩
গৌতমশ্চাজরশ্চৈব শরদ্বান্নাম গৌতমঃ।
কৌশিকো গালবশ্চৈব ঔর্ব্বঃ কাশ্যপ এব চ ॥৪৪
এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্যা মুনিসত্তমাঃ।
বেরী চৈবাধ্বরীবাংশ্চ শমনো ধৃতিমান্ বসুঃ ॥
আরিষ্টশ্চাপ্যধৃষ্টশ্চ বাজী সুমতিরেব চ।
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৬
এতেষাং কল্যমুত্থায় কীর্ত্তনাৎ সুখমেধতে।
যশশ্চাপ্নোতি সুমহদায়ুষ্মাংশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ৪৭
এতান্যুক্তানি ভো বিপ্রাঃ সপ্তসপ্ত চ তত্ত্বতঃ।
মন্বন্তরাণি সংক্ষেপাচ্ছৃণুতানাগতান্যপি ॥ ৪৮
সাবর্ণা মনবো বিপ্রাঃ পঞ্চ তাংশ্চ নিবোধত।
একো বৈবস্বতস্তেষাং চত্বারস্তু প্রজাপতেঃ ॥৪৯
পরমেষ্ঠিসুতা বিপ্রা মেরুসাবর্ণ্যতাং গতাঃ।
দক্ষস্যৈতে হি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়াস্তনয়া নৃপাঃ ॥
মহতা তপসা যুক্তা মেরুপৃষ্ঠে মহৌজসঃ
রুচেঃ প্রজাপতেঃপুত্রো রৌচ্যো নাম মনুঃস্মৃতঃ
ভূত্যাং চোৎপাদিতো দেব্যাং ভৌত্যো নাম রুচেঃ সুতঃ।
অনাগতাশ্চ সপ্তৈতে কল্পেঽস্মিন্মনবঃ স্মৃতাঃ ॥
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
পূর্ণং যুগসহস্রন্তু পরিপাল্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৩

বসুগণ, মরুদ্গণ, আদিত্যগণ ও বৈবস্বত অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয় বিরাজ করিতেছেন। বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রগণ সকলেই কীর্ত্তিমান্ ও মহাতেজস্বী ছিলেন। ইঁহাদিগের পুত্র ও পৌত্রগণে সর্ব্বদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে। সমস্ত মন্বন্তরেই লোক ধর্ম্মের সুব্যবস্থা ও লোকরক্ষার জন্য সপ্ত সপ্ত ঋষি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্তর মন্বন্তর অতীত হইলে ঐ সপ্তগণের মধ্য হইতে চারি চারি-জন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অনাময় ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়া থাকেন। অন্য সকলে তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের স্থান পূরণ করেন। হে দ্বিজগণ! অতীত ও বর্ত্তমান ঋষিগণ সম্বন্ধে ঐরূপ ক্রমই কথিত। ভবি-ষ্যৎ মন্বন্তরের ভবিষ্যৎ সপ্তঋষিরা এক্ষণে স্বর্গে বিরাজিত। পরশুরাম, ব্যাস, আত্রেয়, দ্রৌণি, অশ্বত্থামা, গৌতমাত্মজ, শরদ্বান্, কৌশিক গালব, ঔর্ব্ব্য কশ্যপ, এই সপ্ত মহাত্মা ভবিষ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠ হইবেন। বৈরী, অধ্বরীবান্, শমন ধৃতিমান্ বসু অরিষ্ট, অধৃষ্ট বাসজী ও সুমতি ইঁহারা সাবর্ণ মনুর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবেন। প্রভাতে এই সকল অতীত ও অনাগত মহর্ষি-গণের নাম কীর্ত্তন করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মনুষ্যের সুখ সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৩২—৪৭। হে বিপ্রগণ! সংক্ষেপতঃ এই সকল মন্বন্তর বিবরণ কথিত হইল। এক্ষণে অনাগত মন্বন্তর-বার্ত্তা শ্রবণ করুন। সাবর্ণ মনু পাঁচ জন। তন্মধ্যে চারিজন পরমেষ্ঠীর পুত্র। ইঁহারা মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত। দক্ষ কন্যা প্রিয়ার গর্ভে ইঁহাদের জন্ম হয়। সুতরাং ইঁহারা দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র। এই দক্ষ দৌহিত্রগণ সকলেই মহাত্মা, রাজা, মহৌজা ও মেরুপৃষ্ঠে থাকিয়া মহাতপস্যায় নিরত। প্রজাপতি রুচির পুত্র রৌচ্য মনু নামে বিখ্যাত। রুচির ভূতিদেবীর গর্ভে উৎপাদিত পুত্র ভৌত্য মনু নামে নির্দ্দিষ্ট। এই কল্পের ভবিষ্যতে উল্লিখিত সপ্ত মনু হইবেন। তাঁহাদের দ্বারাই এই দ্বীপপত্তন-

প্রজাপতি(তে)শ্চ তপসা সংহারং তেষু নিত্যশঃ
যুগানি সপ্ততিস্তানি সাগ্রাণি কথিতানি চ ॥ ৫৪
কৃতত্রেতাদিযুক্তানি মনোরন্তরমুচ্যতে।
চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ কথিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৫৫
বেদেষু সপুরাণেষু সর্ব্বেষু প্রভবিষ্ণবঃ।
প্রজানাং পতয়ো বিপ্রা ধন্যমেষাং প্রকীর্ত্তনম্
মন্বন্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তেষু সম্ভবাঃ।
ন শক্যতেঽন্তস্তেষাং বৈ বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥
বিসর্গস্য প্রজানাং বৈ সংহারস্য চ ভো দ্বিজাঃ।
মন্বন্তরেষু সংহারাঃ শ্রূয়ন্তে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৮
সশেষাস্তত্র তিষ্ঠন্তি দেবাঃ সপ্তর্ষিভিঃ সহ।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন চ সমন্বিতাঃ ॥ ৫৯
পূর্ণে যুগসহস্রে তু কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে।
তত্র ভূতানি সর্ব্বাণি দগ্ধান্যাদিত্যরশ্মিভিঃ ॥৬০

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সহাদিত্যগণৈর্দ্বিজাঃ।
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং হরিনারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৬১
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥
অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য বৈ।
বিসর্গং মুনিশার্দ্দূলাঃ সাম্প্রতস্য মহাত্মনঃ ॥৬৩
অত্র বংশপ্রসঙ্গেন কথ্যমানং পুরাতনম্।
যত্রোৎপন্নো মহাত্মা স হরির্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ ॥৬৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মন্বন্তরকীর্ত্তনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যাং দ্বিজোত্তমাঃ
তস্য ভার্য্যাভবৎসংজ্ঞা ত্বাষ্ট্রী দেবী বিবস্বতঃ ॥ ১
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী।

ময়ী সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে। হে দ্বিজগণ! ঐ মনুগণ সহস্র সহস্র যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করিবেন। প্রতি যুগান্তেই প্রজাপতি তপস্যাচরণ করেন। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগ-যুগান্তরের বার্ত্তা কথিত হইল। এই যুগসপ্ততিব্যাপী কালই এক এক মন্বন্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অগ্রে যে চতুর্দ্দশ মনুর কথা কহিলাম, ইঁহারা সকলেই সমগ্র বেদ ও পুরাণ গ্রন্থে কীর্ত্তিশালী বলিয়া উল্লিখিত এবং ইঁহারা সকলেই প্রভু ও প্রজাপতি পদ-বাচ্য। হে বিপ্রগণ! ইঁহাদের নাম কীর্ত্তনেও ধন্য হওয়া যায়। মন্বন্তরের পর সংহার হয় এবং সংহারের পর পুনরায় সৃষ্টি হয়; এইরূপে পুনঃপুনঃ চলিয়া আসিতেছে। এই সৃষ্টি ও সংহার ব্যাপারের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া বলা শত বর্ষেরও কর্ম্ম নয়। শুনিতে পাই, মন্বন্তরের অবসানে যখন সংহার-ব্যাপার আরম্ভ হয়, তখন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান-বলে একমাত্র দেব ও সপ্ত ঋষিগণই অবস্থান করেন; অন্য সকলই বিলয় পাইয়া যায়। যখন যুগসহস্র পূর্ণ হয়, তখন এক কল্প নিঃশেষ হইয়া থাকে। এই কল্পান্ত কালে সমগ্র ভূতপরম্পরা রবি-রশ্মিতে দগ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করত আদিত্যগণ সহ সর্ব্বভূতস্রষ্টা সুরশ্রেষ্ঠ প্রভু হরি নারায়ণের শরীরে প্রবেশ করে। প্রত্যেক কল্পাবসানে বারম্বার এইরূপই ঘটনা হইয়া থাকে। যিনি অব্যক্ত, শাশ্বত, দেবদেব, তাঁহারই লীলায় এ জগতের আবির্ভাব হয়। যাহা হউক, হে মুনিবরগণ! যে বংশে বৃষ্ণিকুলাবতংস মহাত্মা হরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অধুনা আমি এই বংশবর্ণন প্রসঙ্গে আপনাদিগের নিকট সেই বৈবস্বত মনুর সৃষ্টি-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। ৪৮—৬৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! কশ্যপ হইতে দাক্ষায়ণীর গর্ভে বিবস্বান্ জন্ম-গ্রহণ করেন। বিবস্বানের ভার্য্যার নাম সংজ্ঞা। সংজ্ঞা বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা। ভাবিনী

সা বৈ ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥ ২
ভর্ত্তৃরূপেণ নাতুষ্যদ্রূপযৌবনশালিনী।
সংজ্ঞা নাম সুতপসা সুদীপ্তেন সমন্বিতা ॥ ৩
আদিত্যস্য হি তদ্রূপং মণ্ডলস্য সুতেজসা।
গাত্রেষু পরিদগ্ধং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥ ৪
ন খল্বয়ং মৃতোঽণ্ডস্থ ইতি স্নেহাদভাষত।
অজানন্ কশ্যপস্তস্মান্মার্ত্তণ্ড ইতি চোচ্যতে ॥৫
তেজস্ত্বভ্যধিকং তস্য নিত্যমেব বিবস্বতঃ।
যেনাতিতাপয়ামাস ত্রীঁল্লোকান্ কশ্যপাত্মজঃ ॥৬
ত্রীণ্যপত্যানি ভো বিপ্রাঃ সংজ্ঞায়াংতপতাং বরঃ
আদিত্যো জনয়ামাস কন্যাং দ্বৌ চ প্রজাপতী
মনুর্বৈবস্বতঃ পূর্ব্বং শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ।
যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৮
শ্যামবর্ণন্তু তদ্রূপং সংজ্ঞা দৃষ্ট্বা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী তু স্বাং ছায়াং সবর্ণাং নির্ম্মমে ততঃ ॥
মায়াময়ী তু সা সংজ্ঞা তস্যাং ছায়াসমুত্থিতাম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা ছায়া সংজ্ঞাং দ্বিজোত্তমা
উবাচ কিং ময়া কার্য্যং কথয়স্ব শুচিস্মিতে।
স্থিতাস্মি তব নির্দ্দেশে শাধি মাং বরবর্ণিনি ॥১১

সংজ্ঞোবাচ।

অহং যাস্যামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ।
ত্বয়ৈব ভবনে মহ্যং বস্তব্যং নির্বিশঙ্কয়া ॥ ১২
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চেয়ং সুমধ্যমা।
সম্ভাব্যাস্তে ন চাখ্যেয়মিদং ভগবতে ক্বচিৎ ॥

সবর্ণোবাচ।

আ কচগ্রহণাদ্দেবি আ শাপান্নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি নমস্তভ্যং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ।

সমাদিশ্য সবর্ণাস্তু তথেত্যুক্তা তয়া চ সা।

সংজ্ঞা ত্রিভুবনে সুরেণু নামেও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের ভার্য্যা হইবার পর হইতে ভর্ত্তার প্রখর রূপে কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সূর্য্যভার্য্যা সংজ্ঞা রূপে যৌবনে পরিপূর্ণা ও সুদীপ্ত তপস্যায় সমন্বিতা ছিলেন। প্রচণ্ড-তেজা মার্ত্তণ্ডের সেই স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ রূপের জ্যোতি গাত্রে লাগিলে গাত্র দগ্ধ হইয়া যাইত; সুতরাং সংজ্ঞার নিকট তাহা একান্তই অপ্রিয় ছিল। পুরাকালে কশ্যপ না জানিয়া স্নেহভরে বলিয়াছিলেন, এ অণ্ড মরে নাই; তাঁহার ঐ কথা হইতেই সূর্য্যের নাম মর্ত্তণ্ড হইয়াছিল। বস্তুতঃ বিবস্বানের তেজ তখন অত্যন্ত অধিক ছিল, তিনি সেই তেজে ত্রিভুবন তাপিত করিতেছিলেন। ১—৬। সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের তিনটী অপত্য উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে একটী কন্যা এবং দুইটী পুত্র। তাঁহার দুই পুত্রই প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহাদের একের নাম বৈবস্বত মনু এবং অপর শ্রাদ্ধদেব। কন্যার নাম যমুনা। যমুনা ও যম যমজ হইয়াছিলেন। সংজ্ঞা দেখিলেন, বিবস্বানের শ্যামবর্ণ রূপ কিছুতেই আর সহ্য করা যায় না; তখন তিনি নিজের এক সমানবর্ণা ছায়া নির্ম্মাণ করিলেন। সংজ্ঞা মায়াময়ী ছিলেন; তাই মায়াবশে তাঁহা হইতে মায়ার উৎপত্তি হইল। হে দ্বিজগণ! ছায়া প্রাঞ্জলি হইয়া প্রণতভাবে সংজ্ঞাকে কহিল,—হে শুচিস্মিতে! আমাকে দিয়া আপনার কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে, আজ্ঞা করুন। হে বরবর্ণিনি! আমি আপনার আদেশ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছি, আপনি আমায় আদেশ করুন। সংজ্ঞা কহিলেন,—আমি আমার পিতৃভবনে যাইব, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার এই ভবনে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করিতে থাক। আমার এই দুইটী বালক, এবং এই একটী সুন্দরী কন্যা; তুমি ইহাদিগকে লালন পালন করিবে। আমি যে চলিয়া গেলাম, এ কথা তুমি ভাস্করকে বলিও না। সবর্ণা বলিল, যে পর্য্যন্ত আমার কেশ-গ্রহণ না হইবে এবং কোনরূপ অভিশাপ ব্যাপার না ঘটিবে, তত কাল আমি তোমার অভিপ্রায় কাহারও কাছে ব্যক্ত করিব না। তুমি যথাসুখে গমন কর।৭—১৪। লোমহর্ষণ

ত্বষ্টুঃ সমীপমগমদ্‌ব্রীড়িতেব তপস্বিনী ॥ ১৫
পিতুঃ সমীপগা সা তু পিত্রা নির্ভর্ৎসিতা শুভা।
ভর্তুঃ সমীপং গচ্ছেতি নিযুক্তা চ পুনঃপুনঃ ॥
আগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপমনিন্দিতা।
কুরূনথোত্তরান্ গত্বা তৃণান্যথ চচার হ ॥ ১৭
দ্বিতীয়ায়াস্তু সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিন্তয়ন্।
আদিত্যো জনয়ামাস পুত্রমাত্মসমং তদা ॥ ১৮
পূর্ব্বজস্য মনোর্বিপ্রাঃ সদৃশোঽয়মিতি প্রভুঃ।
মনুরেবাভবন্নাম্না সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ॥ ১৯
দ্বিতীয়ো যঃ সুতস্তস্যাঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শনৈশ্চরঃ।
সংজ্ঞা তু পার্থিবী বিপ্রাঃ স্বস্য পুত্রস্য বৈ তদা
চকারাভ্যধিকং স্নেহং ন তথা পূর্ব্বজেষু বৈ।
মনুস্তস্যা অক্ষম যমস্তস্যা ন চক্ষমে ॥ ২১
স বৈ রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বানঘ
পদা সন্তর্জ্জয়ামাস সংজ্ঞাং বৈবস্বতো যমঃ ॥২২
তং শশাপ ততঃ ক্রোধাৎ সাবর্ণজননী তদা।
চরণঃ পতত্বামেষ তবেতি ভৃশদুঃখিতা ॥ ২৩
যমস্তু তৎ পিতুঃ সর্ব্বং প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
ভৃশং শাপভয়োদ্বিগ্নঃ সংজ্ঞাবাক্যৈর্বিশঙ্কিতঃ ॥
শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্তেত প্রোবাচ পিতরং দ্বিজাঃ
মাত্রা স্নেহেন সর্ব্বেষু বর্ত্তিতব্যং সুতেষু বৈ ॥২৫
সেয়মস্মানপাস্যেহ বিবস্বন্ সম্বুভূষতি।
তস্যাং ময়োদ্যতঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ
বাল্যাদ্বা যদি বা লৌল্যান্মোহাত্তৎক্ষন্তুমর্হসি।
শপ্তোঽহমস্মি লোকেশ জনন্যা তপতাংবর।
তব প্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্মম গোপতে ॥২৭

কহিলেন,—তপস্বিনী সংজ্ঞা সবর্ণাকে রাখিয়া তাহার সম্মতি ক্রমে পিতা বিশ্বকর্ম্মার সমীপে কিঞ্চিৎ লজ্জিতার ন্যায় সমাগতা হইলেন। পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিতা বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। তিনি বারম্বার সংজ্ঞাকে ভর্ত্তৃসমীপে যাইতে আদেশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ভর্ত্তৃপার্শ্বে গেলেন না। তিনি এক বড়বারূপে স্বীয় বপুঃ আচ্ছাদিত করিয়া উত্তর কুরুদেশে গমনপূর্ব্বক তৃণসমূহোপরি বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে আদিত্য সেই দ্বিতীয় ছায়া-সংজ্ঞাকেই প্রকৃত সংজ্ঞাজ্ঞানে তাহার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছায়ার গর্ভে আদিত্যের আত্মতুল্য এক পুত্র উৎপন্ন হইল। এই পুত্র সর্ব্বরূপে পূর্ব্বজাত বৈবস্বত মনুর অনুরূপ হইলেন। ইনি পশ্চাৎ সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের আর এক পুত্র হয়। এই পুত্র শনৈশ্চর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ছায়াসংজ্ঞা নিজের পুত্রকে যেরূপ অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সপত্নী-সন্তানদিগকে আর সেরূপ করিলেন না। ছায়ার এরূপ পক্ষপাত ব্যবহারে মনু ক্ষমা করিলেন, কিন্তু রোষ, বালস্বভাব, ও ভাবী বিষয়ের অবশ্যম্ভাবিতা, এই সকল কারণে যম তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সেই ছায়া-সংজ্ঞাকে ভর্ৎসনা করিয়া তৎপ্রতি পাদ উত্তোলন করিলেন। সাবর্ণ-জননী ছায়া তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে অভিশাপ দিলেন। বলিলেন, তোমার ঐ চরণ পতিত হউক। যম তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে পিতার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। ছায়া-সংজ্ঞার শাপে সমধিক সমুদ্বিগ্ন যম পিতাকে বলিলেন,—পিতঃ! জননী আমার প্রতি শাপ দিয়াছেন; সেই শাপ নিবর্ত্তিত হউক। মাতার নিকট সকল সন্তানই সমান স্নেহের ভাজন। তুল্যভাবে সকলের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করাই জননীর কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ-দিগের প্রতি সমধিক বাৎসল্য প্রকাশ করেন; এইজন্য আমি তাঁহার প্রতি চরণ উত্তোলন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার দেহে পাতিত করি নাই। আমার এই কর্ম্ম বাল্য-প্রযুক্তই হউক অথবা মোহ বশতই হউক, আপনি ক্ষমা করুন। হে লোকেশ! আমি জননী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। আপনার

বিবস্বানুবাচ।
অসংশয়ং পুত্র মহদ্ভবিষ্যত্যত্র কারণম্‌।
যেন ত্বামাবিশৎ ক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্‌
ন শক্যমেতন্মিথ্যা তু কর্ত্তুং মাতৃবচস্তব।
কৃময়ো মাংসমাদায় যাস্যন্ত্যবনিমেব চ॥ ২৯
কৃতমেবং বচস্তথ্যং মাতুস্তব ভবিষ্যতি।
শাপস্য পরিহারেণ ত্বং চ ত্রাতো ভবিষ্যসি॥৩০
আদিত্যশ্চাব্রবীৎ সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ
তুল্যেষভ্যধিকঃ স্নেহ একস্মিন্‌ ক্রিয়তে ত্বয়া॥
সা তৎ পরিহরন্তী তু নাচচক্ষে বিবস্বতে।
স চাত্মানং সমাধায় যোগাত্তথ্যমপশ্যত॥ ৩২
তাং শপ্তুকামো ভগবান্নাশপন্মুনিসত্তমাঃ।
মূর্দ্ধজেষু নিজগ্রাহ স তু তাং মুনিসত্তমাঃ॥ ৩৩
ততঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তমাচচক্ষে বিবস্বতে।
বিবস্বানথ তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্ত্বষ্টারমভ্যগাৎ॥ ৩৪
দৃষ্ট্বা তু তং যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা বিভাবসুম্‌।
নির্দ্দগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস বৈ তদা॥ ৩৫

ত্বষ্টোবাচ।
তবাতিতেজসাবিষ্টমিদং রূপং ন শোভতে।
অসহন্তী চ সংজ্ঞা সা বনে চরতি শাদ্বলে॥৩৬
দ্রষ্টা হি তাং ভবানদ্য স্বাং ভার্য্যাং শুভচারিণীম্‌
শ্লাঘ্যাং যোগবলোপেতাং যোগমাস্থায় গোপতে
অনুকূলং তু তে দেব যদি স্যান্মম সম্মতম্‌।
রূপং নির্বর্ত্তয়াম্যদ্য তব কান্তমরিন্দম॥ ৩৮
ততোঽভ্যুপগমাত্ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ।
ভ্রমিমারোপ্য তত্তেজঃ শাতয়ামাস ভো দ্বিজাঃ
ততো নির্ভাসিতং রূপং তেজসা সংহতেন বৈ।
কান্তাৎ কান্ততরং দ্রষ্টুমধিকং শুশুভে তদা॥৪০
দদর্শ যোগমাস্থায় স্বাং ভার্য্যাং বড়বাং ততঃ।

প্রসাদে আমার চরণ যেন ভূপতিত না হয়। ২৭। বিবস্বান্‌ কহিলেন,—হে পুত্র! নিশ্চয়ই এ বিষয়ে একটা নিগূঢ় কারণ আছে। সেইজন্য তোমার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী পুত্রকেও তোমার মাতা ক্রোধে শাপ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তোমার মাতার এই বাক্য ব্যর্থ করিবার শক্তি আমার নাই; সুতরাং আমি তোমার এই শাপ-প্রশমনের পক্ষে এই মাত্র বলিতে পারি যে, কৃমিগণ তোমার চরণমাংস লইয়া ভূতলে গমন করিবে। এইরূপ হইলে, তোমার মাতার প্রদত্ত শাপও ব্যর্থ হইবে না; এদিকে চরণ হইতে মাংসনিষ্কাশনে তুমিও শাপ হইতে মুক্ত হইবে। আদিত্য তখন ছায়া-সংজ্ঞাকে কহিলেন,—সন্তান সকল তুল্য হইলেও কিজন্য তুমি একের প্রতি অধিক স্নেহ করিতেছ? আদিত্যের এই কথায় ছায়া-সংজ্ঞা কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর দানে অক্ষম হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন; আদিত্যকে কোনই উত্তর দিলেন না। হে মুনিবরগণ! আদিত্য তখন যোগাবলম্বনে সমস্ত তথ্যই অবগত হইলেন! তিনি ছায়া-সংজ্ঞাকে অভিশাপ দিবার ইচ্ছা করিলেন এবং তাহার কেশ গ্রহণ করিলেন। তাহাতে ছায়াসংজ্ঞা তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্তই ব্যক্ত করিলেন। বিবস্বান্‌ তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বকর্ম্মার গৃহে গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন; এবং পরে সেই রোষভরে দহনোদ্যত দিবাকরকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—হে দেব! আপনার এইরূপের তেজ অতীব প্রখর। এই অতি তেজস্বী রূপ আপনার শোভা পায় না; অতএব আপনার যদি মত হয়, তাহা হইলে আমি আপনার যথাযোগ্য রূপ করিয়া দিতে পারি। হে অরিন্দম! আমি এই তীক্ষ্ণ রূপের পরিবর্ত্তে আপনার কমনীয় রূপ করিয়া দিব। অনন্তর মার্ত্তণ্ড বিশ্বকর্ম্মার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে ভ্রমি যন্ত্রে অর্থাৎ কুঁদে চড়াইয়া তদীয় তেজ শাতিত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যের সংহত তেজে রূপ অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে রূপ কান্ত হইতেও কান্ততর হইয়া সর্ব্বাধিক সুশোভিত হইল। তখন সূর্য্যদেব যোগাবলম্বনে দেখিলেন, তদীয় ভার্য্যা সংজ্ঞা

অধ্বর্য্যাং সর্ব্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ ॥৪১
বড়বাবপুষা বিপ্রাশ্চরন্তীমকুতোভয়াম্।
সোঽশ্বরূপেণ ভগবাংস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥৪২
মৈথুনায় বিচেষ্টন্তীং পরপুংসোঽবশঙ্কয়া।
সা তন্নিরবমচ্ছুক্রং নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ ॥৪৩
দেবৌ তস্যামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি ॥ ৪৪
মার্ত্তণ্ডস্যাত্মজাবেতাবষ্টমস্য প্রজাপতেঃ।
তাং তু রূপেণ কান্তেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ৪৫
সা তু দৃষ্ট্বৈব ভর্ত্তারং তুতোষ মুনিসত্তমাঃ।
যমস্তু কর্ম্মণা তেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ॥ ৪৬
ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মরাজ ইমাঃ প্রজাঃ।
স লেভে কর্ম্মণা তেন শুভেন পরমদ্যুতিঃ ॥৪৭
পিতৄণামাধিপত্যং চ লোকপালত্বমেব চ।
মনুঃ প্রজাপতিস্ত্বাসীৎসাবর্ণিঃ স তপোধনাঃ ॥৪৮
ভাব্যঃ সমাগতে তস্মিন্মনুঃ সাবর্ণিকেঽন্তরে।
মেরুপৃষ্ঠে তপো নিত্যমদ্যাপি স চরত্যসৌ ॥ ৪৯
ভ্রাতা শনৈশ্চরস্তস্য গ্রহত্বং স তু লব্ধবান্।
ত্বষ্টা তু তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ ॥৫০
তদপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবান্তচিকীর্ষয়া।
যবীয়সী তু সাপ্যাসীদ্যামী কন্যা যশস্বিনী ॥৫১
অভবচ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যমুনা লোকপাবনী।
মনুর্যিরত্যুচ্যতে লোকে সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ॥
দ্বিতীয়ো যঃ সুতস্তস্য মনোর্ভ্রাতা শনৈশ্চরঃ।
গ্রহত্বং স চ লেভে বৈ সর্ব্বলোকাভিপূজিতঃ ॥
য ইদং জন্ম দেবানাং শৃণুয়ান্নরসত্তমঃ।
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত প্রাপ্নুয়াচ্চ মহদ্যশঃ ॥৫৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে আদিত্যোৎপত্তি-
কথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

তেজ ও নিয়মবলে সর্ব্বপ্রাণীর অধৃষ্য হইয়া বড়বারূপে বিরাজ করিতেছেন। হে বিপ্রগণ! সংজ্ঞা বড়বা দেহধারণ করিয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন। ভগবান্ বিবস্বানু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া মৈথুনার্থ তদীয় মুখে মুখ দিয়া শুক্রপাত করিলেন। বড়বা পর-পুরুষশঙ্কায় সূর্য্যের সেই শুক্র নাসিকা-রন্ধ্র দিয়া তৎক্ষণাৎ উদ্গিরণ করিয়া ফেলিলেন। সেই শুক্র হইতে দুই অশ্বিনীকুমার জন্মিলেন। তাঁহারা দেব ও দেবভিষক্ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম নাসত্য ও দস্র। অষ্টম প্রজাপতি মার্ত্তণ্ড হইতে এইরূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অনন্তর ভাস্কর, ভার্য্যাকে আপনার কমনীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সংজ্ঞা ভর্ত্তার তাৎকালিক সেই রূপ দেখিয়া ... হইলেন। যম আত্মকৃত কর্ম্মে অত্যধিক পীড়িতচিত্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজরূপে প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি সেই মঙ্গলময় কর্ম্ম দ্বারা পরম দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া পিতৃগণের আধিপত্য ও লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে তপোধনগণ! যমের সেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাবর্ণিও একজন প্রজাপতি মনু হইয়াছিলেন। অদূরভাবী সাবর্ণিক মন্বন্তরে তিনিই মনুপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। সেই সাবর্ণ অদ্যাপি মেরুপৃষ্ঠে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা শনৈশ্চর গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা শাতিত সূর্য্যতেজ দ্বারা দানব-দলনের অভিপ্রায়ে যুদ্ধে অপ্রতিহত বিষ্ণুচক্র নির্ম্মাণ করেন। সূর্য্যের যমী নামে যে এক যশস্বিনী যবীয়সী কন্যা ছিলেন, তিনি লোকপাবনী যমুনা নাম্নী সরিদ্বরা হইয়াছিলেন। বৈবস্বত ও সাবর্ণ মনুর উৎপত্তি জগতে এইরূপই কীর্ত্তিত। সূর্য্যের ছায়ানাম্নী পত্নীর গর্ভজাত সাবর্ণ-মনুর ভ্রাতা শনৈশ্চর সর্ব্বলোকপূজ্য গ্রহত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি দেবগণের এই উৎপত্তিবার্ত্তা শ্রবণ বা ইহা ধারণা করিবে, সে নিরাপদ্ হইয়া মহৎ যশ প্রাপ্ত হইবে। ২৮—৫৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

মনোর্বৈবস্বতস্যাসন্ পুত্রা বৈ নব তৎসমাঃ।
ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ॥ ১
নরিষ্যন্তশ্চ ষষ্ঠো বৈ প্রাংশূ রিষ্টশ্চ সপ্তমঃ।
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ নবৈতে মুনিসত্তমাঃ॥ ২
অকরোৎ পুত্রকামস্তু মনুরিষ্টিং প্রজাপতিঃ।
মিত্রাবরুণয়োর্বিপ্রাঃ পূর্ব্বমেব মহামতিঃ॥ ৩
অনুৎপন্নেষু বহুষু পুত্রেষ্বেতেষু ভো দ্বিজাঃ।
তস্যাং চ বর্ত্তমানায়ামিষ্ট্যাং চ দ্বিজসত্তমাঃ॥৪
মিত্রাবরুণয়োরংশে মনুরাহুতিমাবহৎ।
তত্র দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা॥ ৫
দিব্যসংহননা চৈব ইলা জজ্ঞ ইতি শ্রুতিঃ।
তামিলেত্যেব হোবাচ মনুর্দণ্ডধরস্তদা॥ ৬
অনুগচ্ছস্ব মাং ভদ্রে তমিলা প্রত্যুবাচ হ।
ধর্ম্মযুক্তমিদং বাক্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্॥ ৭

ইলোবাচ।

মিত্রাবরুণয়োরংশে জাতাস্মি বদতাং বর।
তয়োঃ সকাশং যাস্যামি ন মাং ধর্ম্মহতাং কুরু॥
সৈবমুক্ত্বা মনুং দেবং মিত্রাবরুণয়োরিলা।
গত্বান্তিকং বরারোহা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯

ইলোবাচ।

অংশেঽস্মি যুবয়োর্জাতা দেবৌ কিং করবাণি বাম্।
মনুনা চাহমুক্তা বা অনুগচ্ছস্ব মামিতি॥ ১০
তৌ তথাবাদিনীং সাধ্বীমিলাং ধর্ম্মপরায়ণাম্।
মিত্রশ্চ বরুণশ্চোভাবূচতুস্তাং দ্বিজোত্তমাঃ॥১১

মিত্রাবরুণাবূচতুঃ।

অনেন তব ধর্ম্মেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সত্যেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতৌ স্বো বরবর্ণিনি॥
আবয়োস্ত্বং মহাভাগে খ্যাতিং কন্যেতি যাস্যসি
মনোর্ব্বংশকরঃ পুত্রস্ত্বমেব চ ভবিষ্যসি।
সুদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু শোভনে॥
জগৎপ্রিয়ো ধর্ম্মশীলো মনোর্ব্বংশবিবর্দ্ধনঃ।
নিবৃত্তা সা তু তচ্ছ্রুত্বা গচ্ছন্তী পিতুরন্তিকাৎ॥
বুধেনান্তরমাসাদ্য মৈথুনায়োপমন্ত্রিতা।

সপ্তম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিবরগণ! বৈবস্বত মনুর আত্মসম নয়টী পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, রিষ্ট, করূষ, ও পৃষধ্র। মহামতি প্রজাপতি মনু, পুত্র-কামনায় পূর্ব্বে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে তাঁহার ঐ সকল পুত্র উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ যজ্ঞক্রিয়া যখন অনুষ্ঠিত হইতেছিল, প্রজাপতি মনু তখন মিত্রাবরুণের অংশে সেই যজ্ঞ একটী আহুতি প্রদান করেন। তাহাতে দিব্যাম্বরধারিণী দিব্যাভরণশালিনী ইলা নাম্নী এক রমণী উৎপন্ন হন। মনুই তাহাকে ইলা নামে অভিহিত করেন এবং বলেন,—হে ভদ্রে! তুমি আমার অনু-গামিনী হও। ইলা পুত্রৈষী প্রজাপতিকে প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মময় বাক্যে বলিতে লাগি-লেন। ইলা বলিলেন,—হে বাগ্মিবর! আমি মিত্রাবরুণের অংশে জন্মিয়াছি। অধুনা অগ্রে আমি তাঁহাদের নিকটই যাই। আমাকে অধর্ম্ম-নিরতা করিবে না। ইলা মনুকে এইরূপ বলিয়া মিত্রাবরুণের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগের উভয়ের অংশে উৎপন্ন হইয়াছি; আমি এক্ষণে আপনাদের কি কার্য্য করিব, বলুন। প্রজা-পতি মনু আমাকে তাঁহারই অনুগামিনী হইতে বলিতেছেন। ১—১০। সেই ধর্ম্ম-পরায়ণা সাধ্বী ইলা এই কথা কহিলে, মিত্র ও বরুণদেব তাঁহাকে বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! তোমার এই ধর্ম্ম, বিনয়, সত্য ও দম দ্বারা আমরা প্রীত হইয়াছি। হে মহাভাগে! তুমি আমাদিগের কন্যা নামে প্রখ্যাত হইবে এবং তুমিই মনুর বংশধর বিশ্বজন-প্রিয় ধর্ম্মশীল তনয় হইবে। ত্রিজগতে তুমি সুদ্যুম্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। ইলা

সোমপুত্রাদ্‌বুধাদ্বিপ্রাস্তস্যাং জজ্ঞে পুরূরবাঃ ॥১৬
জনয়িত্বা ততঃ সা তমিলা সুদ্যুম্নতাং গতা।
সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ॥ ১৭
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভো দ্বিজাঃ।
উৎকলস্যোৎকলা বিপ্রা বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা ॥১৮
দিক্ পূর্ব্বা মুনিশার্দ্দূলা গয়স্য তু গয়া স্মৃতা।
প্রবিষ্টেষু তু মনৌ বিপ্রা দিবাকরমরিন্দমম্ ॥১৯
দশধা তৎপুনঃ ক্ষত্রমকরোৎপৃথিবীমিমাম্।
ইক্ষ্বাকুর্জ্যেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্ ॥২০
কন্যাভাবাত্তু সুদ্যুম্নো নৈতদ্রাজ্যমবাপ্তবান্।
বসিষ্ঠবচনাত্ত্বাসীৎ প্রতিষ্ঠানে মহাত্মনঃ ॥ ২১
প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মরাজস্য সুদ্যুম্নস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
তৎপুরূরবসে প্রাদাদ্রাজ্যং প্রাপ্য মহাযশাঃ ॥
মানবেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রীপুংসোর্লক্ষণৈর্যুতঃ।
ধৃতবাংস্তামিলেত্যেবং সুদ্যুম্নেতি চ বিশ্রুতঃ ॥

নারিষ্যন্তাঃ শকাঃ পুত্রা নাভাগস্য তু ভো দ্বিজাঃ
অম্বরীষোঽভবৎ পুত্রঃ পার্থিবর্ষভসত্তমঃ ॥ ২৪
ধৃষ্টস্য ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং রণদৃপ্তং বভূব হ।
করূষস্য চ কারূষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ২৫
নাভাগধৃষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ।
প্রাংশোরেকোঽভবৎপুত্রঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ
নরিষ্যন্তস্য দায়াদো রাজা দণ্ডধরো যমঃ
শর্য্যাতের্ম্মিথুনং ত্বাসীদানর্ত্তো নাম বিশ্রুতঃ ॥২৭
পুত্রঃ কন্যা সুকন্যা চ যা পত্নী চ্যবনস্য হ।
আনর্ত্তস্য তু দায়াদো রৈবো নাম মহাদ্যুতিঃ ॥
আনর্ত্তবিষয়শ্চৈব পুরী চাস্য কুশস্থলী।
রৈবস্য রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ২৯
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ স তস্যাসীদ্রাজ্যং প্রাপ্য কুশস্থলীম্
স কন্যাসহিতঃ শ্রুত্বা গান্ধর্ব্বং ব্রহ্মণোঽন্তিকে ॥

তৎশ্রবণে সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতার নিকটে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সোমনন্দন বুধ তাঁহাকে মৈথুনার্থ আহ্বান করিলেন। তাহাতে রাজা পুরূরবা উৎপন্ন হইলেন। ইলা পুত্র প্রসব করিবার পর সুদ্যুম্নত্ব লাভ করিলেন। সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হইল। হে দ্বিজগণ! সেই পুত্রত্রয়ের নাম—উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব। উৎকলের উৎকল দেশ, বিনতাশ্বের পশ্চিম দেশ এবং গয়ের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত গয়া প্রদেশ অধিকৃত হয়। মনু সুরপুরে উপনীত হইলে, এই পৃথিবী দশভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকু মধ্য দেশ লাভ করিলেন। কন্যাভাব নিবন্ধন সুদ্যুম্ন রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইলেন না। বশিষ্ঠের বচনানুসারে তিনি প্রতিষ্ঠান নগরে বাস করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সুদ্যুম্ন ধার্ম্মিক ও মহাত্মা ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠান রাজ্য লাভ করিয়া তাহা পুরূরবাকে দান করিলেন। মনুপুত্র মহাযশা সুদ্যুম্ন স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লক্ষণেই আক্রান্ত ছিলেন। তিনি ইলা ও সুদ্যুম্ন উভয় নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হে দ্বিজগণ! নরিষ্যন্তের পুত্র শক এবং নাভাগের অম্বরীষ নামে এক প্রখ্যাত পুত্র হয়। ধৃষ্টের পুত্র ক্ষত্র। ক্ষত্র ধার্ম্মিক ও রণদুর্ম্মদ ছিলেন। করূষের পুত্র কারূষনামক ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ হয়। ১১—২৫। নাভাগ ও ধৃষ্টের বংশধর ক্ষত্রিয় সন্তানেরা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাংশুর একমাত্র পুত্র, ইনি প্রজাপতি নামে খ্যাতি লাভ করেন। নরিষ্যন্তের বংশধর দণ্ডধর যম রাজা হইয়াছিলেন। শর্য্যাতির এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম আনর্ত্ত এবং কন্যার নাম সুকন্যা। সুকন্যা চ্যবন ঋষির ভার্য্যা ছিলেন। রৈব নামে আনর্ত্তের এক মহাপ্রভাব পুত্র হয়। আনর্ত্তের রাজধানী প্রসিদ্ধ কুশস্থলী পুরীতেই ইনি বাস করেন। রৈবের রৈবত নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহার অপর নাম ককুদ্মী। রৈবের শত পুত্রের মধ্যে এই পুত্রই জ্যেষ্ঠ এবং ইনিই কুশস্থলী রাজ্য লাভ করেন। রাজা রৈবত স্বীয় কন্যা রেবতীর সহিত ব্রহ্মলোকে গিয়া সঙ্গী-

মুহূর্ত্তভূতং দেবস্য তস্থৌ বহুযুগং দ্বিজাঃ।
আজগাম স চৈবাথ স্বাং পুরীং যাদবৈর্বৃতাম্॥
কৃতাং দ্বারবতীং নাম বহুদ্বারাং মনোরমাম্।
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকৈর্গুপ্তাং বসুদেবপুরোগমৈঃ॥ ৩২
তত্রৈব রৈবতো জ্ঞাত্বা যথাতত্ত্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
কন্যাং তাং বলদেবায় সুভদ্রাং নাম রেবতীম্॥
দত্ত্বা জগাম শিখরং মেরোস্তপসি সংস্থিতঃ।
রেমে রামোঽপি ধর্ম্মাত্মা রেবত্যা সহিতঃ সুখী
মুনয় উচুঃ।
কথং বহুযুগে কালে সমতীতে মহামতে।
ন জরা রেবতীং প্রাপ্তা রৈবতং চ ককুদ্মিনম্॥
মেরুং গতস্য বা তস্য শর্য্যাতেঃ সন্ততিঃ কথম্।
স্থিতা পৃথিব্যামদ্যাপি শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ॥৩৬

লোমহর্ষণ উবাচ।
ন জরা ক্ষুৎপিপাসা বা ন মৃত্যুর্মুনিসত্তমাঃ।
ঋতুচক্রং প্রভবতি ব্রহ্মলোকে সদানঘাঃ।
ককুদ্মিনঃ স্বর্লোকং তু রৈবতস্য গতস্য হ॥৩৭
হৃতা পুণ্যজনৈর্বিপ্রা রাক্ষসৈঃ সা কুশস্থলী।
তস্য ভ্রাতৃশতং ত্বাসীদ্ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৮
তদ্বধ্যমানং রক্ষোভির্দিশঃ প্রাক্রামদচ্যুতাঃ।
বিদ্রুতস্য চ বিপ্রেন্দ্রাস্তস্য ভ্রাতৃশতস্য বৈ॥৩৯
অন্ববায়স্তু সুমহাংস্তত্র তত্র দ্বিজোত্তমাঃ।
তেষাং হ্যেতে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শর্যাতা ইতি বিশ্রুতাঃ
ক্ষত্রিয়া গুণসম্পন্না দিক্ষু সর্ব্বাসু বিশ্রুতাঃ।
সর্ব্বশঃ সর্ব্বগহনং প্রবিষ্টাস্তে মহৌজসঃ॥ ৪১
নাভাগরিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ
করূষস্য তু কারূষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥ ৪২
পৃষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং দ্বিজসত্তমাঃ।

তাদি শ্রবণ করেন। হে দ্বিজগণ! তিনি তথায় ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত স্বরূপ মানুষমানের বহু যুগ অবস্থান করিলেন। অনন্তর সে স্থান হইতে যাদবগণ-পরিবৃত বহু দ্বার-শালিনী দ্বারাবতী পুরীতে আগমন করেন। ঐ পুরী বসুদেবপ্রমুখ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত এবং উহা দেখিতে অতি মনোরম। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর রাজা রৈবত তদীয় জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় যথাযথরূপে বিদিত হইয়া স্বীয় কন্যা সুব্রত-চারিণী রেবতীকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। কন্যাদানের পর তিনি তপস্যার্থ মেরুশিখরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধর্ম্মরত বলরাম রেবতী সহ মহাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ২৬—৩৪। মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে সূত! রাজা রৈবত এবং তৎকন্যা রেবতী বহু কাল ব্রহ্মলোকে ছিলেন। সেই অতি দীর্ঘ কাল পরেও তাঁহারা জরাগ্রস্ত হইলেন না কেন? আর এক কথা, রৈবতই শর্যাতির বংশধর ছিলেন। তিনি তপস্যার্থ মেরুশিখরে গমন করিলেন অথচ রাজা শর্যাতির বংশ-ধরেরা অদ্যাপি ভূমণ্ডলে অবস্থান করিতে-ছেন, ইহাই বা কিরূপ? আমরা এ সকল যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। লোম-হর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিবরগণ! ব্রহ্মলোকে জরা নাই, মৃত্যু নাই, বা ক্ষুৎপিপাসাদি কোনই ক্লেশ নাই। ঋতুগণ সেখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। রাজা রৈবত ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দুষ্কৃতি-পরায়ণ বহু রাক্ষস কর্ত্তৃক তদীয় কুশস্থলীপুরী বিধ্বস্ত হয়। মহাত্মা রৈবতের শত ভ্রাতা সত্ত্বেও রাক্ষসেরা সেই পুরী নষ্ট করে। ভ্রাতৃগণ নিরুপায় হইয়া নানা দিকে পলায়ন করেন। হে বিপ্রগণ! তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে যেখানে পলাইয়া গিয়া বাস স্থাপন করিলেন, সেই সেই খানেই তাঁহার বংশবিস্তার হইতে লাগিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সেই মহা-প্রভাবসম্পন্ন সন্তান-সন্ততিগণ সকলেই অরণ্যভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শর্যাতির বংশ-ধর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নাভাগ এবং ধৃষ্টের দুই পুত্র প্রথমে বৈশ্য হইয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কারূষের পুত্র ক্ষত্রিয়গণ রণ-দুর্ম্মদ ছিলেন। পৃষধ্র, গুরুর গাভী হিংসা

শাপাচ্ছূদ্রত্বমাপন্নো নবৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৪৩
বৈবস্বতস্য তনয়া মুনের্ব্বৈ মুনিসত্তমাঃ।
ক্ষুবতস্তু মনোর্বিপ্রা ইক্ষ্বাকুরভবৎ সুতঃ ॥ ৪৪
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদিক্ষ্বাকোর্ভূরিদক্ষিণম্।
তেষাং বিকুক্ষির্জ্যেষ্ঠস্তু বিকুক্ষিত্বাদযোধতাম্৪৫
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্মজ্ঞ সোঽযোধ্যাধিপতিঃ প্রভুঃ।
শকুনিপ্রমুখাস্তস্য পুত্রাঃ পঞ্চশতং স্মৃতাঃ॥ ৪৬
উত্তরাপথদেশস্য রক্ষিতারো মহাবলাঃ।
চত্বারিংশদ্দশাষ্টৌ চ দক্ষিণস্যাং তথা দিশি ॥৪৭
বশাতিপ্রমুখাশ্চান্যে রক্ষিতারো দ্বিজোত্তমাঃ।
ইক্ষ্বাকুস্তু বিকুক্ষিং বা অষ্টকায়ামথাদিশৎ ॥৪৮
মাংসমানয় শ্রাদ্ধার্থং মৃগান্ হত্বা মহাবল।
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি চোদ্দিষ্টে অকৃতে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ৪৯
ভক্ষয়িত্বা শশং বিপ্রা শশাদো মৃগয়াং গতঃ।
ইক্ষ্বাকুণা পরিত্যক্তো বসিষ্ঠবচনাৎ প্রভুঃ ॥৫০
ইক্ষ্বাকৌ সংস্থিতে বিপ্রাঃ শশাদস্তু নৃপোঽভবৎ।
শশাদস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্ ॥
অনেনাস্তু ককুৎস্থস্য পৃথুশ্চানেনসঃ স্মৃতঃ।
বিষ্টরাশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদার্দ্রস্ত্বজায়ত ॥ ৫২
আর্দ্রস্য যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্তৎসুতো দ্বিজাঃ।
জজ্ঞে শ্রাবস্তকো রাজা শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা।
শ্রাবস্তস্য তু দায়াদো বৃহদশ্বো মহীপতিঃ।
কুবলাশ্বঃ সুতস্তস্য রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৪
যঃ স ধুন্ধুবধাদ্রাজা ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ।

মুনয় উচুঃ।

ধুন্ধোর্ব্বধং মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ।
যদ্বধাৎকুবলাশ্বোঽসৌ ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ ॥ ৫৬

লোমহর্ষণ উবাচ।

কুবলাশ্বস্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্।
সর্ব্বে বিদ্যাসু নিষ্ণাতা বলবন্তো দুরাসদাঃ ॥৫৭

করিয়া তদীয় শাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। হে মুনিবরগণ! বৈবস্বত মনুর নয়টী পুত্রের কথা ব্যক্ত করিলাম। হে বিপ্রগণ! মনু যখন ক্ষুবণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ইক্ষ্বাকু-নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই প্রচুর দক্ষিণা দানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিকুক্ষি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও বিক্রান্ত ছিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ বিকুক্ষি অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার শকুনি প্রমুখ পঞ্চ শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণ সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অষ্টপঞ্চাশৎ জন উত্তরাপথের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। শশাদ প্রমুখ অপরাপর ভ্রাতৃগণ দক্ষিণদিক্ রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। হে দ্বিজগণ! একদা ইক্ষ্বাকু অষ্টকাশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্র বিকুক্ষিকে বলিলেন,—হে মহাবল! আমি শ্রাদ্ধ করিব, তুমি শশদিগকে নিহত করিয়া শ্রাদ্ধার্থ মাংস আনয়ন কর। পুত্র বিকুক্ষি উদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন না হইতেই শশমাংস ভক্ষণ করিয়া মৃগয়ায় গমন করেন তখন হইতে তাঁহার নাম হয় শশাদ। শশাদের ব্যবহারে ইক্ষ্বাকু বিরক্ত হইয়া বশিষ্ঠের আদেশ মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। হে বিপ্রগণ! ইক্ষ্বাকুর পরলোক গমনের পর পুনরায় শশাদ আসিয়া অযোধ্যায় বাস করেন। শশাদের পুত্র বীর্য্যবান্ ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব, তৎপুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। এই শ্রাবস্ত হইতেই শ্রাবস্তি পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র কুবলয়াশ্ব, এই কুবলাশ্ব পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনি ধন্ধুনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া ধুন্ধুমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৩৫—৫৬। মুনিগণ কহিলেন,—হে সূত! আমরা ধুন্ধুর বধ এবং কুবলাশ্বের ধুন্ধুমার নামপ্রাপ্তির বিবরণ যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। লোমহর্ষণ কহিলেন,—কুবলাশ্বের এক শত পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণ সকলেই

বভূবুর্ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ ।
কুবলাশ্বং পিতা রাজ্যে বৃহদশ্বো ন্যযোজয়ৎ ॥
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু বনং রাজা বিবেশ হ ।
তমুত্তঙ্কোঽথ বিপ্রর্ষিঃ প্রয়ান্তং প্রত্যবারয়ৎ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ ।

ভবতা রক্ষণং কার্য্যং তচ্চ কর্ত্তুং ত্বমর্হসি ।
নিরুদ্বিগ্নস্তপশ্চর্ত্তুং ন হি শক্নোমি পার্থিব ॥ ৬০
মমাশ্রমসমীপে বৈ সমেষু মরুধন্বসু ।
সমুদ্রো বালুকাপূর্ণ উদ্দালক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬১
দেবতানামবধ্যশ্চ মহাকায়ো মহাবলঃ ।
অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকান্তর্হিতো মহান্ ॥ ৬২
রাক্ষসস্য মধোঃ পুত্রো ধুন্ধুর্নাম মহাসুরঃ ।
শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥
সংবৎসরস্য পর্য্যন্তে স নিশ্বাসং বিমুঞ্চতি ।
যদা তদা মহী তত্র চলতি স্ম নরাধিপ ॥ ৬৪
তস্য নিঃশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ ।
আদিত্যপথমাবৃত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্ ॥ ৬৫
সবিস্ফুলিঙ্গং সাঙ্গারং সধূমমতিদারুণম্ ।
তেন তাত ন শক্নোমি তস্মিন্ স্থাতুং
স্ব আশ্রমে ॥ ৬৬ ॥
তং মারয় মহাকায়ং লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
লোকাঃ স্বস্থা ভবন্ত্বস্য তস্মিন্ বিনিহতে ত্বয়া ॥
ত্বং হি তস্য বধায়ৈকঃ সমর্থঃ পৃথিবীপতে ।
বিষ্ণুনা চ বরো দত্তো মহ্যং পূর্ব্বযুগে নৃপ ॥৬৮
যস্তং মহাসুরং রৌদ্রং হনিষ্যতি মহাবলম্ ।
তস্য ত্বং বরদানেন তেজশ্চাপ্যাপয়িষ্যসি ॥৬৯
ন হি ধুন্ধুর্মহাতেজাস্তেজসাল্পেন শক্যতে ।
নির্দগ্ধুং পৃথিবীপাল চিরং যুগশতৈরপি ॥ ৭০
বীর্য্যঞ্চ সুমহত্তস্য দেবৈরপি দুরাসদম্ ।
স এবমুক্তো রাজর্ষিরুত্তঙ্কেন মহাত্মনা ।
কুবলাশ্বং সুতং প্রাদাত্তস্মৈ ধুন্ধুনিবর্হণে ॥ ৭১

বিশিষ্ট ধন্বী, বিদ্বান্, বলবান্, দুর্দ্ধর্ষ, ধার্ম্মিক, যজ্বা ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। বৃহদশ্ব পুত্র কুবলাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পুত্র রাজশ্রী লাভ করিলে তিনি বনগমনে উদ্যত হয়েন। বিপ্রর্ষি উত্তঙ্ক তাঁহাকে বনগমনে নিষেধ করিয়া বলেন, হে পার্থিব! তুমি নিজ হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ কর, নতুবা আমি নিরুদ্বেগে তপস্যাচরণ করিতে পারিতেছি না। আমার আশ্রমের নিকটবর্ত্তী সমতল প্রদেশে সমুদ্র-বালুকাময় এক ভূমিভাগ আছে। মধু নামক রাক্ষসের পুত্র ধুন্ধু নামে এক মহাসুর সেই ভূমির অভ্যন্তরে বালুকাস্তূপে অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ মহাকায় মহাসুর অত্যন্ত বলবান্। দেবগণও তাহাকে বধ করিতে অক্ষম। সে দারুণ তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক লোক-বিনাশের জন্যই তথায় শয়ান রহিয়াছে। ঐ মহাসুর সম্বৎসর পরে এক একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। বলিতে কি, হে রাজন্! তাহার সেই এক একটী নিশ্বাসে সেই সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠে। তাহার নিশ্বাস-বায়ুতে প্রবল ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত আদিত্য-পথ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সপ্তাহ যাবৎ ভূমিকম্প হইতে থাকে। তখন সধূম জ্বলিত অঙ্গারসকল অতি দারুণাকারে নিপতিত হয়। হে তাত! সেই কারণে আমি আমার আশ্রমে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব জগতের হিতের জন্য তুমি সেই মহাকায় মহাসুরকে বিনাশ কর। সেই অসুর তোমার হস্তে নিহত হইলে, সমস্ত লোক স্বাস্থ্য লাভ করুক। হে পৃথ্বীপতে! তাহাকে বধ করিতে তুমিই একমাত্র সমর্থ। পুরাকালে বিষ্ণু আমাকে বরদান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি সেই প্রচণ্ডমহাসুরকে বধ করিবে, তুমি বর প্রদান করিয়া তাহার তেজ বর্দ্ধিত করিয়া দিবে। হে নৃপ! সেই মহাতেজা ধুন্ধু প্রকৃতই দুর্দ্ধর্ষ; অল্প তেজ দ্বারা শতযুগেও তাহাকে দগ্ধ করা যাইবে না। ৫৭—৭০। তাহার বিপুল বীর্য্য; দেবগণও তাহার সে বীর্য্য দমন করিতে অক্ষম। মহাত্মা উত্তঙ্ক এই কথা কহিলে সেই রাজর্ষি স্বীয় পুত্র কুবলাশ্বকে সেই ধুন্ধুবধের জন্য

বৃহদশ্ব উবাচ।
ভগবন্ন্যস্তশস্ত্রোঽহময়ং তু তনয়ো মম।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধুন্ধুমারো ন সংশয়ঃ॥ ৭২
লোমহর্ষণ উবাচ।
স তং ব্যাদিশ্য তনয়ং রাজর্ষির্ধুন্ধুমারণে।
জগাম পর্ব্বতায়ৈব নৃপতিঃ সংশিতব্রতঃ॥ ৭৩
কুবলাশ্বস্তু পুত্রাণাং শতেন সহ ভো দ্বিজাঃ।
প্রায়াদুত্তঙ্কসহিতো ধুন্ধোস্তস্য নিবর্হণে॥ ৭৪
তমাবিশত্তদা বিষ্ণুস্তেজসা ভগবান্ প্রভুঃ।
উত্তঙ্কস্য নিয়োগাদ্বৈ লোকানাং হিতকাম্যয়া॥
তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্দ্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ।
এষ শ্রীমানবধ্যোঽদ্য ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি॥ ৭৬
দিব্যৈর্গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ তং দেবাঃ সমবাকিরন্
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব প্রণেদুর্দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৭৭
স গত্বা জয়তাং শ্রেষ্ঠস্তনয়ৈঃ সহ বীর্য্যবান্।
সমুদ্রং খানয়ামাস বালুকান্তরমব্যয়ম্॥ ৭৮
তস্য পুত্রৈঃ খনদ্ভিশ্চ বালুকান্তর্হিতস্তদা।
ধুন্ধুরাসাদিতো বিপ্রা দিশমাবৃত্য পশ্চিমাম্॥৭৯
মুখজেনাগ্নিনা ক্রোধাল্লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব।
বারি সুস্রাব বেগেন মহোদধিরিবোদয়ে॥৮০
সোমস্য মুনিশার্দ্দূলা বরোর্ম্মিকলিলো মহান্।
তস্য পুত্রশতং দগ্ধং ত্রিভির্ন্নস্তু রক্ষসা॥ ৮১
ততঃ স রাজা দ্যুতিমান্ রাক্ষসং তং মহাবলম্
আসসাদ মহাতেজা ধুন্ধুং ধুন্ধুবিনাশনঃ॥ ৮২
তস্য বারিময়ং বেগমাপীয় স নরাধিপঃ।
যোগী যোগেন বহ্নিঞ্চ শময়ামাস বারিণা॥ ৮৩
নিহত্য তং মহাকায়ং বলেনোদকরাক্ষসম্।
উত্তঙ্কং দর্শয়ামাস কৃতকর্ম্মা নরাধিপঃ॥ ৮৪
উত্তঙ্কস্তু বরং প্রাদাত্তস্মৈ রাজ্ঞে মহাত্মনে।

প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, হে ভগবন্! আমি শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি। এই আমার পুত্র কুবলাশ্বকে প্রেরণ করিলাম। ইহারই হস্তে ধুন্ধু বিনষ্ট হইবে। লোমহর্ষণ কহিলেন,—নরপতি বৃহদশ্ব এই বলিয়া স্বীয় তনয়কে ধুন্ধু-বধে আদেশপূর্ব্বক ব্রতাবলম্বন করত পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুবলাশ্ব-পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বীয় শতপুত্র সমভিব্যাহারে সেই উত্তঙ্কের সহিত ধুন্ধু-বধের জন্য যাত্রা করিলেন। উত্তঙ্ক ঋষির অনুরোধে এবং লোকসমূহের হিতৈষণায় ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তেজ দ্বারা কুবলাশ্ব দেহে আবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি উত্তঙ্কের নিয়োগে লোক-হিত-কামনায় কুবলাশ্ব যখন অসুর-বিনাশনার্থ যাত্রা করিলেন; তখন আকাশে একটা মহাশব্দ আবির্ভূত হইল। সেই শব্দের মর্ম্ম এই যে, এই শ্রীমান্ কুবলাশ্ব অদ্য অক্ষতদেহে ধুন্ধু অসুরকে বিনাশ করিবেন। এই বলিয়া বিমানচারিগণ কুবলাশ্বের চারিদিকে দিব্য দিব্য গন্ধ ও মাল্যাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন হিতপ্রদ দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। বিজয়িপ্রবর বীর্য্যবান্ কুবলাশ্ব ধুন্ধু-বধার্থ যাত্রা করিয়া সর্ব্বাগ্রে বালুকাপূর্ণ সমুদ্র-খননে প্রবৃত্ত হইলেন। কুবলাশ্বের পুত্রগণ সমুদ্র খনন করিতে করিতে সেই বালুকাস্তূপের মধ্যগত ধুন্ধু অসুরকে প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্রগণ! সেই অসুর ক্রোধভরে তদীয় মুখজাত অগ্নি দ্বারা সমস্ত পশ্চিম দিক্ আপূরিত করিয়া লোক সকল উদ্বেজিত করিতেছিল। চন্দ্রোদয়ে মহোর্ম্মি-কল্লোলময় মহাসাগরের বারি যেমন সবেগে প্রবাহিত হয়, সেই অসুর তখন সেইরূপ বেগে জলাকারে আপতিত হইল। অবিলম্বে সেই ধুন্ধু রাক্ষসের হস্তে কুবলাশ্বের শত পুত্রের মধ্যে তিনটী ব্যতীত আর সমস্তই নিহত হইল।৭২-৮১। অনন্তর সেই প্রভাবশালী রাজা কুবলাশ্ব মহাবল ধুন্ধু অসুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি ধুন্ধুর জলময় বেগ পান করিয়া তদীয় মুখজাত অগ্নি যোগময় বারিদ্বারা প্রশমিত করিয়া ফেলিলেন। পরে তাহাকে বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া নরপতি কৃতকৃত্য হইলেন। এবং সেই মহাসুরের বিপুল শবদেহ মহর্ষি উত্তঙ্ককে দেখাইলেন! মহর্ষি উত্তঙ্কও

দদৌ তস্মাক্ষয়ং বিত্তং শক্রভিশ্চাপরাজিতম্ ॥
ধর্ম্মে রতিঞ্চ সততং স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্।
পুত্রাণাং চাক্ষয়াল্লোঁকান্ স্বর্গে যে রক্ষসা হতাঃ
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াশ্বো জ্যেষ্ঠ উচ্যতে।
চন্দ্রাশ্বকপিলাশ্বৌ তু কনীয়াংসৌ কুমারকৌ ॥৮৭
ধৌন্ধুমারের্দৃঢ়াশ্বস্য হর্য্যশ্বশ্চাত্মজঃ স্মৃতঃ।
হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভোঽভূৎ ক্ষত্রধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৮৮
সংহতাশ্বো নিকুম্ভস্য সুতো রণবিশারদঃ।
অকৃশাশ্বকৃশাশ্বৌ তু সংহতাশ্বসুতৌ দ্বিজাঃ ॥৮৯
তস্য হৈমবতী কন্যা সতাং মতা দৃষদ্বতী।
বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পুত্রশ্চাস্যাঃ প্রসেনজিৎ
লেভে প্রসেনজিদ্ভার্য্যাং গৌরীং নাম পতিব্রতাম্।
অভিশস্তা তু সা ভর্ত্রা নদী বৈ বাহুদাভবৎ ॥
তস্য পুত্রো মহানাসীদ্যুবনাশ্বো নরাধিপঃ।
মান্ধাতা যুবনাশ্বস্য ত্রিলোকবিজয়ী সুতঃ ॥৯২
তস্য চৈত্ররথী ভার্য্যা শশবিন্দোঃ সুতাভবৎ
সাধ্বী বিন্দুমতী নাম রূপেণাসদৃশী ভুবি ॥ ৯৩
পতিব্রতা চ জ্যেষ্ঠা চ ভ্রাতৄণামযুতস্য বৈ।
তস্যামুৎপাদয়ামাস মান্ধাতা দ্বৌ সুতৌ দ্বিজাঃ
পুরুকুৎসঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং মুচুকুন্দঞ্চ পার্থিবম্।
পুরুকুৎসসুতস্ত্বাসীত্ত্রসদস্যুর্মহীপতিঃ ॥ ৯৫
নর্ম্মদায়ামথোৎপন্নঃ সম্ভূতস্তস্য চাত্মজঃ।
সম্ভূতস্য তু দায়াদস্ত্রিধন্বা রিপুমর্দ্দনঃ ॥ ৯৬
রাজ্ঞস্ত্রিধন্বনস্ত্বাসীদ্বিদ্বাংস্ত্রয্যারুণঃ প্রভুঃ।
তস্য সত্যব্রতো নাম কুমারোঽভূন্মহাবলঃ ॥৯৭
পরিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিঘ্নং চক্রে সুদুর্ম্মতিঃ
যেন ভার্য্যা কৃতোদ্বাহা হৃতা চৈব পরস্য হ ॥ ৯৮
বাল্যাৎ কামাচ্চ মোহাচ্চ সাহসাচ্চাপলেন চ।
জহার কন্যাং কামার্ত্তঃ কস্যচিৎ পুরবাসিনঃ ॥৯৯
অধর্ম্মশঙ্কুনা তেন তং স ত্রয্যারুণোঽত্যজৎ।

তখন সেই মহাত্মা রাজাকে অনেকরূপ বর প্রদান করিলেন। ঋষির বরে রাজার অক্ষয় বিত্ত, শক্র কর্ত্তৃক অপরাজয়, সতত ধর্ম্মে রতি, অক্ষয় স্বর্গবাস এবং রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত পুত্রগণের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিল। কুবলাশ্বের যে তিন পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দৃঢ়াশ্ব এবং কনিষ্ঠ চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব। কুবলাশ্বের জ্যেষ্ঠপুত্র দৃঢ়াশ্বের হর্য্যশ্ব নামে এক পুত্র হয়। হর্য্যশ্বের পুত্র ক্ষাত্রধর্ম্ম-রত নিকুম্ভ। নিকুম্ভের পুত্র রণদক্ষ সংহতাশ্ব। সংহতাশ্বের দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব। তাঁহার একটী কন্যা ছিল; সেই কন্যার নাম হৈমবতী। হৈমবতী ত্রিলোকমধ্যে দৃষদ্বতী নামেও বিখ্যাতা ছিলেন। হৈমবতীর প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রসেনজিৎ গৌরী নামে এক ভার্য্যা লাভ করেন। গৌরী স্বামি-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বাহুদা নাম্নী নদী হইয়াছিলেন। রাজাধিরাজ যুবনাশ্ব প্রসেনজিতের পুত্র ছিলেন। যুবনাশ্বের মান্ধাতা নামে এক ত্রিলোকবিজয়ী পুত্র হয়। ৮২-৯৩। মান্ধাতা শশবিন্দু-সুতা চৈত্ররথীর পাণিগ্রহণ করেন। চৈত্ররথীর অপর নাম বিন্দুমতী। বিন্দুমতী সাধ্বী এবং অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। তাঁহার দশ সহস্র ভ্রাতা ছিল। তিনি তাহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। হে দ্বিজগণ! মান্ধাতা বিন্দুমতীর গর্ভে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম পুরুকুৎস এবং অপরের নাম মুচুকুন্দ। উক্ত দুই পুত্রই ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ছিলেন। পুরুকুৎসের পুত্র মহীপতি ত্রসদস্যু। ত্রসদস্যুর নর্ম্মদা নাম্নী পত্নীর গর্ভে সম্ভূত নামে এক পুত্র হয়। সম্ভূতের পুত্র রিপুমর্দ্দন ত্রিধন্বা। তাঁহার পুত্র বিদ্যা ও প্রভাব-সম্পন্ন ত্রয্যারুণ। ত্রয্যারুণির সত্যব্রত নামে এক পুত্র হয়। সত্যব্রত কৌমারকাল হইতেই মহাবলসম্পন্ন। তিনি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ স্বীয় বিবাহ-ব্যাপারে মন্ত্রপাঠে বিঘ্ন উৎপাদন করেন, এবং তৎপূর্ব্বে তৎ-কর্ত্তৃক এক পরস্ত্রী অপহৃত হইয়াছিল। পরে তিনি বাল্যচাপল্য, কাম, মোহ ও

অপধ্বংসেতি বহুশো বদন্ ক্রোধসমন্বিতঃ॥
সোঽব্রবীৎ পিতরং ত্যক্তঃ ক্ক গচ্ছামীতি বৈ মুহুঃ।
পিতা চ তমথোবাচ শ্বপাকৈঃ সহ বর্ত্তয়॥ ১০১
নাহং পুত্রেণ পুত্রার্থী ত্বয়াদ্য কুলপাংসন।
ইত্যুক্তঃ স নিরাক্রামন্নগরাদ্বচনাৎ পিতুঃ॥
ন চ তং বারয়ামাস বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
স তু সত্যব্রতো বিপ্রাঃ শ্বপাকাবসথান্তিকে॥
পিত্রা ত্যক্তোঽবসদ্বীরঃ পিতাপ্যস্য বনং যযৌ
ততস্তস্মিংস্তু বিষয়ে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ॥১০৪
সমা দ্বাদশ ভো বিপ্রাস্তেনাধর্ম্মেণ বৈ তদা।
দারাংস্তু তস্য বিষয়ে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ॥
সংন্যস্য সাগরান্তে তু চকার বিপুলং তপঃ।
তস্য পত্নী গলে বদ্ধ্বা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্॥

সাহস বশতঃ জনৈক পুরবাসীর কন্যা অপহরণ করেন। এই অপরাধে রাজা ত্রয্যারুণি অধর্ম্ম-শঙ্কায় সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরিত্যাগকালে ক্রোধের সহিত বারবার 'অপধ্বংস অপধ্বংস' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন। পুত্র ত্যক্ত হইয়া তখন পিতাকে বলিল,—আমি কোথায় যাইব? পিতা তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তুই চণ্ডালগণের সহিত বাস কর্। রে কুলপাংসন! আমি তোর্ ন্যায় পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হইতে চাই না। পিতা এই কথা কহিলে, সত্যব্রত নগর হইতে নির্গত হইলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিও তাহাকে বারণ করিলেন না। হে বিপ্রগণ! সত্যব্রত পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চণ্ডালদিগের আবাসপ্রান্তে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সত্যব্রতের পিতা ত্রয্যারুণিও বনে গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর অধর্ম্মের প্রকোপে ইন্দ্র দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই রাজ্যে বর্ষণ করিলেন না; মহাতপা বিশ্বামিত্র সেই রাজ্যেরই কোন এক আশ্রমে নিজের পত্নী ও পুত্রাদি রাখিয়া সাগরতীরে গমনপূর্ব্বক বিপুল তপস্যা করিতেছিলেন।

শেষস্য ভরণার্থায় ব্যক্রীণাদ্গোশতেন বৈ।
তং চ বদ্ধং গলে দৃষ্ট্বা বিক্রয়ার্থং নৃপাত্মজঃ॥
মহর্ষিপুত্রং ধর্ম্মাত্মা মোক্ষয়ামাস ভো দ্বিজাঃ।
সত্যব্রতো মহাবাহুর্ভরণং তস্য চাকরোৎ॥১০৮
বিশ্বামিত্রস্য তুষ্ট্যর্থমনুকম্পার্থমেব চ।
সোঽভবদ্গালবো নাম গলে বদ্ধো মহাতপাঃ॥
মহর্ষিঃ কৌশিকো ধীমাংস্তেন বীরেণ মোক্ষিতঃ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সূর্য্যবংশনিরূপণং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

সত্যব্রতস্তু ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া।
বিশ্বামিকলত্রং তু বভার বিনয়ে স্থিতঃ॥ ১
হত্বা মৃগান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ বনেচরান্।

রাজ্যমধ্যে দারুণ অন্নাভাব উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বামিত্রের পত্নী তাঁহার মধ্যম পুত্রটীর গলে রজ্জু বাঁধিয়া অন্যান্য সন্তানদিগকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে গোশত-বিনিময়ে বিক্রয় করিলেন। ধর্ম্মাত্মা নৃপনন্দন সত্যব্রত সেই মহর্ষিপুত্রের গলদেশ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ দেখিয়া বিশ্বামিত্রের তুষ্টির জন্য তাহাকে মোচন করেন। গলদেশ বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া সেই মহাতপা গালব নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। বীর্য্যশালী রাজপুত্র সত্যব্রত উক্ত কার্য্য দ্বারা মহর্ষি কৌশককে মোচন করিয়াছিলেন। ৯৩—১০৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন, মহাত্মা সত্যব্রত স্বীয় স্বাভাবিক কৃপা, ভক্তি ও প্রতিশ্রুতি বশে বিনীতভাবে বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গ

বিশ্বামিত্রাশ্রমাভ্যাসে মাংসং বৃক্ষে ববন্ধ চ ॥২
উপাংশুব্রতমাস্থায় দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
পিতুর্নিয়োগাদবসত্তস্মিন্ বনগতে নৃপে ॥ ৩
অযোধ্যাং চৈব রাজ্যং চ তথৈবান্তঃপুরং মুনিঃ
যাজ্যোপাধ্যায়সংযোগাদ্বসিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥ ৪
সত্যব্রতস্ত বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ
বসিষ্ঠেঽভ্যধিকং মন্যুং ধারয়ামাস নিত্যশঃ ॥৫
পিত্রা হি তং তদা রাষ্ট্রাত্ত্যজ্যমানং প্রিয়ং সুতম্।
নিবারয়ামাস মুনির্বহুনা কারণেন নঃ ॥ ৬
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে।
ন চ সত্যব্রতস্তস্মাদ্ধৃতবান্ সপ্তমে পদে ॥ ৭
জানন্ ধর্ম্মংবসিষ্ঠস্ত ন মাং ত্রাতীতি ভো দ্বিজাঃ
সত্যব্রতস্তদা রোষং বসিষ্ঠে মনসাকরোৎ ॥ ৮
গুণবুদ্ধ্যা তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তথা।
ন চ সত্যব্রতস্তস্য তমুপাংশুমমুধ্যত ॥ ৯
তস্মিন্নপরিতোষশ্চ পিতুরাসীন্মহাত্মনঃ।
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০
তেন ত্বিদানীং বিহিতাং দীক্ষাং তাং দুর্বহাং ভুবি।
কুলস্য নিষ্কৃতির্বিপ্রাঃ কৃতা সা বৈ ভবেদিতি ॥১১
ন তং বসিষ্ঠো ভগবান্ পিত্রা ত্যক্তং ন্যবারয়ৎ
অভিষেক্ষ্যাম্যহং পুত্রমস্যেত্যেবংমতির্ম্মুনিঃ ॥
স তু দ্বাদশ বর্ষাণি তাং দীক্ষামবহদ্বলী।
অবিদ্যমানে মাংসে তু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩
সর্ব্বকামদুঘাং দোগ্ধ্রীং স দদর্শ নৃপাত্মজঃ।
তাং বৈ ক্রোধাচ্চ মোহাচ্চ শ্রমাচ্চৈব ক্ষুধান্বিতঃ
দেশধর্ম্মগতো রাজা জঘান মুনিসত্তমাঃ।

প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি বনেচর মৃগ, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি নিহত করিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমসমীপস্থ এক মহীরুহে বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিতেন। পিতার নিয়োগক্রমে তিনি বনে আসিয়া দীক্ষাগ্রহণান্তে উপাংশুব্রত অবলম্বন করেন। দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত সেই নিয়মে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়। সত্যব্রতের পিতা বনগমন করিলে, পৌরোহিত্য ও অধ্যাপকতা সম্পর্কে মুনিবর বশিষ্ঠই অযোধ্যাপুরী, রাজকীয় অন্তঃপুর ও সমস্ত রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। সত্যব্রত বাল্যকাল হইতেই ভবিতব্যতা-বশে বশিষ্ঠের প্রতি অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইবার প্রবল কারণ এই যে, তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন, তাহাতে বশিষ্ঠ তখন কোন বাধা প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ সপ্তপদ গমন হইলেই বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সত্যব্রত তাহা করেন নাই; কিন্তু বশিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও তাঁহাকে সেই অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করেন নাই। এই দুই কারণেই বশিষ্ঠের প্রতি সত্যব্রত মনে মনে জাত-ক্রোধ হইয়াছিলেন। এদিকে ভগবান্ বশিষ্ঠ কিন্তু মঙ্গলবুদ্ধিতেই তৎসমস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যব্রত সে রহস্য বুঝিতে পারেন নাই, না বুঝিয়াই বশিষ্ঠের প্রতি তাঁহার কোপ হয়। ১—৯। এদিকে সত্যব্রতের প্রতি তৎপিতা মহাত্মা ত্র্যয্যারুণির দারুণ ক্রোধ জন্মে। এই সকল কারণে পাকশাসন রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ বর্ষণ করেন না। এই দৈব কোপ প্রশমিত করিয়া নিজ কুলের নিষ্কৃতি করিবার জন্যই সত্যব্রত কঠোর দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত দীক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছেন; একদা তাঁহার মাংসাভাব হইল। তিনি তখন বশিষ্ঠমুনির একটী সর্ব্বকামপ্রদা দুগ্ধবতী গাভী দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে ভাবিলেন, বশিষ্ঠ আমার অনিষ্ট করিয়াছেন, আমার বন-নির্ব্বাসন-ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি করেন নাই অথবা আমাকে যে আর কখন আমার পৈতৃকরাজ্যে অভিষেক করিবেন, সে বিষয়েও কোন মত প্রকাশ করিতেছেন না। হে মুনিবরগণ! সেই রাজপুত্র সত্যব্রত এই সকল ভাবিয়া ক্ষুধিতভাবে ক্রোধে,

তন্মাংসং স স্বয়ং চৈব বিশ্বামিত্রস্য চাত্মজান্ ॥১৫
ভোজয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা বসিষ্ঠোঽপ্যস্য চুক্রুধে ॥১৬
বসিষ্ঠ উবাচ।
পাতয়েয়মহং ক্রূর তব শঙ্কুমসংশয়ম্।
যদি তে দ্বাবিমৌ শঙ্কূ ন স্যাতাং বৈ কৃতৌ পুনঃ
পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরুদোগ্ধ্রীবধেন চ।
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ
এবং ত্রীণ্যস্য শঙ্কূনি তানি দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ।
ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন স স্মৃতঃ ॥১৭
বিশ্বামিত্রস্য দারাণামনেন ভরণং কৃতম্।
তেন তস্মৈ বরং প্রাদান্মুনিঃ প্রীতস্ত্রিশঙ্কবে।
ছন্দ্যমানো বরেণাথ বরং বব্রে নৃপাত্মজঃ।
সশরীরো ব্রজে স্বর্গমিত্যেবং যাচিতো বরঃ ॥
অনাবৃষ্টিভয়ে তস্মিন্ গতে দ্বাদশবার্ষিকে।
পিত্র্যে রাজ্যেঽভিষিচ্যাথ যাজয়ামাস পার্থিবম্
মিষতাং দেবতানাং চ বসিষ্ঠস্য চ কৌশিকঃ।
দিবমারোপয়ামাস সশরীরং মহাতপাঃ ॥ ২৩
তস্য সত্যরথা নাম পত্নী কৈকেয়বংশজা।
কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকল্মষম্ ॥ ২৪
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্রস্ত্রৈশঙ্কব ইতি স্মৃতঃ।
আহর্ত্তা রাজসূয়স্য সম্রাড়িতি হ বিশ্রুতঃ ॥ ২৫
হরিশ্চন্দ্রস্য পুত্রোঽভূদ্রোহিতো নাম পার্থিবঃ।
হরিতো রোহিতস্যাথ চঞ্চুর্হারিত উচ্যতে ॥২৬
বিজয়শ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চঞ্চুপুত্রো বভূব হ।
জেতা স সর্ব্বপৃথিবীং বিজয়স্তেন স স্মৃতঃ ॥৩৭
রুরুকস্তনয়স্তস্য রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ।
রুরুকস্য বৃকঃ পুত্রো বৃকাদ্বাহুস্তু জজ্ঞিবান্ ॥২৮
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ নিরস্যন্তি স্ম তং নৃপম্।
তৎপত্নী গর্ভমাদায় ঔর্ব্বস্যাশ্রমমাবিশৎ ॥ ২৯

মোহে, ও শ্রমে অভিভূত হইয়া বশিষ্ঠ মুনির সেই দুগ্ধবতী গাভীকে হত্যা করিলেন। পরে নিজে তাহার মাংস খাইলেন এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রগণকেও সেই মাংস খাওয়াইলেন। মুনিবর বশিষ্ঠ এই গোহত্যা ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন,—রে ক্রূর! আমার শাপে অবশ্যই তুই অধঃপতিত হইবি। পিতার অপরিতোষ আর এই গুরুর গোহত্যা, তোর যে কেবল এই দ্বিবিধ শঙ্কু হইয়াছে, তাহা নয়, অপ্রোক্ষিতের উপযোগ হেতু তোর এক্ষণে এই ত্রিবিধ শঙ্কু উপস্থিত। মহাতপা বশিষ্ঠ এইরূপে তাহার ত্রিবিধ শঙ্কু দেখিয়া তাহাকে ত্রিশঙ্কুর নামে অভিহিত করিলেন। সেই হইতে সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু আখ্যায় বিখ্যাত হইলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গ পালন করিয়াছিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আগমনপূর্ব্বক প্রীত হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বর প্রদান করেন। ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গগমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সেই বরই দান করিলেন। অনন্তর দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিভয় অপগত হইলে বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কুকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং তাঁহার পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। পরে দেবগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠকে অবজ্ঞা করিয়া ত্রিশঙ্কু রাজাকে মহাতপা বিশ্বামিত্র সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কেকয়রাজ-নন্দিনী সত্যরথা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ত্রিশঙ্কুর হরিশ্চন্দ্র নামে এক নিষ্পাপ পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই হরিশ্চন্দ্রই পরে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ উপাধি লাভ করেন। ১০—২৫। হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে এক পুত্র হয়। রোহিতের হরিত, চঞ্চু ও হারীত নামে তিন পুত্র জন্মে। তাহাদের মধ্যে চঞ্চুর এক পুত্র হয়। সেই পুত্রের নাম বিজয়। ইনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া বিজয় নাম প্রাপ্ত হন। বিজয়ের পুত্র রুরুক। রুরুক নিখিল রাজধর্ম্মে বিচক্ষণ ছিলেন। রুরুকের পুত্র বৃক। বৃকের পুত্র বাহু। হৈহয় ও তালজঙ্ঘ রাজগণ যুদ্ধে বাহুকে বিনাশ করেন। বাহুর গর্ভবতী পত্নী পলায়নপূর্ব্বক, ঔর্ব্বের আশ্রয়ে গিয়া

নাত্যোর্থং ধার্ম্মিকশ্চৈব স হ ধর্ম্মযুগেঽভবৎ।
সগরস্তু সুতো বাহোর্যজ্ঞে সহ গরেণ বৈ ॥ ৩০
ঔর্ব্বস্যাশ্রমমাসাদ্য ভার্গবেণাভিরক্ষিতঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধা চ ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ ॥৩১
জিগায় পৃথিবীং হত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্।
শকানাং পহ্লবানাং চ ধর্ম্মং নিরসদচ্যুতঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পারদানাং চ ধর্ম্মবিৎ ॥৩২

মুনয় উচুঃ।

কথং স সগরো জাতো গরেণৈব সহাচ্যুতঃ।
কিমর্থং চ শকাদীনাং ক্ষত্রিয়াণাং মহৌজসাম্ ॥
ধর্ম্মান্কুলোচিতান্ রাজা ক্রুদ্ধো নিরসদচ্যুতঃ।
এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ বিস্তরেণ মহামতে ॥ ৩৪

লোমহর্ষণ উবাচ।

বাহোর্ব্যসনিনঃ পূর্ব্বং হৃতং রাজ্যমভূৎ কিল।
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ শকৈঃ সার্দ্ধং দ্বিজোত্তমাঃ
যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাম্বোজাঃ পহ্লবাস্তথা।
এতে হ্যপি গণাঃ পঞ্চ হৈহয়ার্থে পরাক্রমন্ ॥ ৩৬
হৃতরাজ্যস্তদা রাজা স বৈ বাহুর্বনং যযৌ।
পত্ন্যা চানুগতো দুঃখী তত্র প্রাণানবাসৃজৎ ॥
পত্নী তু যাদবী তস্য সগর্ভা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
সপত্ন্যা চ গরস্তস্যৈ দত্তঃ পূর্ব্বং কিলানঘাঃ ॥৩৮
সা তু ভর্ত্তুশ্চিতাং কৃত্বা বনে তামভ্যরোহত।
ঔর্ব্বস্তাং ভার্গবো বিপ্রাঃ কারুণ্যাৎ সমবারয়ৎ
তস্যাশ্রমে চ গর্ভঃ স গরেণৈব সহাচ্যুতঃ।
ব্যজায়ত মহাবাহুঃ সগরো নাম পার্থিবঃ ॥ ৪০
ঔর্ব্বস্তু জাতকর্ম্মাদীংস্তস্য কৃত্বা মহাত্মনঃ।
অধ্যাপ্য বেদশাস্ত্রাণি ততোঽস্ত্রং প্রত্যপাদয়ৎ
আগ্নেয়ং তু মহাভাগা অমরৈরপি দুঃসহম্।
স তেনাস্ত্রবলেনাজৌ বলেন চ সমন্বিতঃ ॥ ৪২
হৈহয়ান্ বিজঘানাশু ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব।

আত্মরক্ষা করেন। বাহুরাজ সেই ধর্ম্মযুগে তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অত্যধিক ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন না। গরের সহিত সগর নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করে। মহর্ষি ভার্গব ঔর্ব্ব তাহাকে রক্ষা করেন। সগর ভার্গবের নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে হৈহয়গণ সহ সমস্ত তালজঙ্ঘদিগকে নিহত করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে সমস্ত পৃথিবী সগরের বশীভূত হয়। তিনি শক, পহ্লব ও পারদ ক্ষত্রিয়দিগকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া দেন। ২৬—৩২। মুনিগণ কহিলেন,—কিরূপে সগর রাজা বনমধ্যে গর সহ উৎপন্ন হইলেন? এবং কি জন্যই বা তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপ্রভাব-সম্পন্ন শক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণের স্ব স্ব কুলোচিত ধর্ম্ম দূরীকৃত করিলেন? হে মহামতে! এই সকল আমাদিগের নিকট বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করুন। লোমহর্ষণ কহিলেন,—বাহুরাজ অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িলে, তদীয় সমস্ত রাষ্ট্র বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণ এই রাজ্যহরণ ব্যাপারে প্রধানতঃ লিপ্ত হইয়াছিল। শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ, ও পহ্লবগণ এই কার্য্যে হৈহয়গণর সহায়তা করিয়াছিল। বাহুরাজের রাজ্য অপহৃত হইলে তিনি পত্নীর সহিত দুঃখিতভাবে বনগমন করেন এবং সেইখানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তৎপত্নী যাদবী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি সেই অবস্থাতেই পতির অনুগমন করেন। তাঁহার সপত্নী পূর্ব্বে তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করিয়াছিল। তিনি পতির চিতাসজ্জা করিয়া নিজেও তাহাতে আরোহণ করিতে উদ্যত হয়েন। কিন্তু ভার্গব ঔর্ব্ব কারুণ্যবশতঃ তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত করেন। পরে তিনি সেই ঔর্ব্বাশ্রমেই গরসহ এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র শেষে সগর নামে বিখ্যাত রাজা হন। ঔর্ব্ব সেই মহাত্মার জাত-কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে যথারীতি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। অনন্তর সগরকে তিনি আগ্নেয়াদি অস্ত্রে শিক্ষিত করেন। ৩৩—৪১। হে মহাভাগগণ! এই আগ্নেয়া-

আজহার চ লোকেষু কীর্ত্তিং কীর্ত্তিমতাং বরঃ ॥
ততঃ শকাংশ্চ যবনান্ কাম্বোজান্ পারদাংস্তথা
পহ্লবাংশ্চৈব নিঃশেষান্ কর্ত্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ
তে বধ্যমানা বীরেণ সগরেণ মহাত্মনা।
বসিষ্ঠং শরণং গত্বা প্রণিপেতুর্মনীষিণম্ ॥ ৪৫
বসিষ্ঠস্ত্বথ তান্ দৃষ্ট্বা সময়েন মহাদ্যুতিঃ।
সগরং বারয়ামাস তেষাং দত্ত্বাভয়ং তদা ॥ ৪৬
সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং তু গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশানন্যাংশ্চকার হ ॥
অৰ্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা ॥ ৪৭
শকা যবনকাম্বোজাঃ পারদাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
কোণিসর্পা মাহিষকা দর্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ।
সর্ব্বে তে ক্ষত্রিয়া বিপ্রা ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ
বসিষ্ঠবচনাদ্রাজ্ঞা সগরেণ মহাত্মনা ॥ ৫২
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্ ।
অশ্বং প্রচারয়ামাস বাজিমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ৫৩
তস্য চারয়তঃ সোঽশ্বঃ সমুদ্রে পূর্ব্বদক্ষিণে।
বেলাসমীপেঽপহৃতো ভূমিং চৈব প্রবেশিতঃ ॥
স তং দেশং তদা পুত্রৈঃ খানয়ামাস পার্থিবঃ।
আসেদুস্তে তদা তত্র খন্যমানে মহার্ণবে ॥ ৫৪
তমাদিপুরুষং দেবং হরিং কৃষ্ণং প্রজাপতিম্।
বিষ্ণুং কপিলরূপেণ স্বপন্তং পুরুষং তদা ॥ ৫৫
তস্য চক্ষুঃসমুত্থেন তেজসা প্রতিবুধ্যতঃ।
দগ্ধাঃ সর্ব্বে মুনিশ্রেষ্ঠাশ্চত্বারস্ত্ববশেষিতাঃ ॥ ৫৬
বর্হিকেতুঃ সুকেতুশ্চ তথা ধর্ম্মরথো নৃপঃ।
শূরঃ পঞ্চনদশ্চৈব তস্য বংশকরা নৃপাঃ ॥ ৫৭

স্ত্রের প্রতাপ অমরগণেরও দুঃসহ। বলবান্ সগর ক্রুদ্ধ হইয়া সেই প্রধান অস্ত্রের প্রভাবে সংগ্রামে হৈহয়গণকে সংহার করেন। তাঁহার সেই সংহারকার্য্য ক্রুদ্ধ রুদ্রকৃত পশুগণের সংহারের ন্যায় হইয়াছিল। সেই কীর্ত্তিশালীদিগের অগ্রণী সগর ত্রিলোক-মধ্যে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হৈহয়গণের নিধন সাধনের পর তিনি শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবদিগকে নির্ম্মুল করিতে উদ্যত হয়েন। মহাত্মা সগর কর্তৃক তাহারা হন্যমান হইয়া মনীষী বশিষ্ঠের শরণ লইল এবং তাঁহাকে প্রণিপাত করিল। মহাদ্যুতি বশিষ্ঠ তাহাদিগকে শরণাগত দেখিয়া অভয় দানপূর্ব্বক সগরকে তাহাদিগের নিধন ব্যাপার হইতে নিবারিত করিলেন। সগর গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মনাশ ও বেশবিন্যাস-ব্যত্যয় করিয়া দিলেন। তিনি শকদিগের মস্তকার্দ্ধ এবং কাম্বোজ ও যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিতাড়িত করিলেন। তাঁহার প্রভাবে পারদগণ মুক্তকেশ ও পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী হইল। শক, যবন, কাম্বোজ ও পারদগণের স্বাধ্যায় ও বষট্কার প্রভৃতি কিছুই রহিল না। সগর সে সকল রহিত করিয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন বশিষ্ঠের আদেশ অনুসারে কোণসর্প, মাহিষক, দর্ব্ব, চোল ও কেরল প্রভৃতি আরও কতিপয় ক্ষত্রিয়বংশ তৎকালে অস্ত্রধারী মহাত্মা সাগর কর্ত্তৃক স্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই ধর্ম্মবিজয়ী রাজা সগর এইরূপে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধে দীক্ষিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ যজ্ঞীয় অশ্ব নির্ম্মুক্ত হইল। অশ্ব যাইতে যাইতে পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে সমুদ্র-বেলার সমীপে উপস্থিত হইলে, সেখান হইতে সে অপহৃত ও ভূগর্ভে প্রবেশিত হইল। তখন সগরের পুত্রগণ পিতার আদেশে সেই দেশ খনন করিলেন। মহাসাগর খনিত হইলে তাঁহারা সেখানে আদিদেব কৃষ্ণ বিষ্ণু প্রজাপতি কপিলরূপী স্বয়ম্ভু ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষ হরিকে প্রাপ্ত হইলেন। সেই পরম পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি নেত্র-তেজে সগরসন্তানদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সগরের সন্তানগণের মধ্যে চারিজন মাত্র দগ্ধাবশিষ্ট ছিলেন। ৪২—৫৬। সেই চারিজনের নাম,—বর্হি-

প্রাদাচ্চ তস্মৈ ভগবান্ হরির্নারায়ণো বরম্।
অক্ষয়ং বংশমিক্ষ্বাকোঃ কীর্ত্তিং চাপ্যনিবর্ত্তিনীম্
পুত্রং সমুদ্রং চ বিভুঃ স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্।
সমুদ্রশ্চার্ঘ্যমাদায় ববন্দে তং মহীপতিম্ ॥ ৫৯
সাগরত্বং চ লেভে স কর্ম্মণা তেন তস্য হ।
তঞ্চাশ্বমেধিকং সোহশ্বং সমুদ্রাদুপলব্ধবান্ ॥ ৬০
আজহারাশ্বমেধানাং শতং স সুমহাতপাঃ।
পুত্রাণাং চ সহস্রাণি ষষ্টিস্তস্যেতি নঃ শ্রুতম্ ॥

মুনয়ঃ উচুঃ।

সগরাস্যাত্মজা বীরাঃ কথং জাতা মহাবলাঃ।
বিক্রান্তাঃ ষষ্টিসাহস্রা বিধিনা কেন সত্তম ॥ ৬২

লোমহর্ষণ উবাচ।

দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাস্তাং তপসা দগ্ধকিল্বিষে।
জ্যেষ্ঠা বিদর্ভদুহিতা কেশিনী নাম নামতঃ ॥
কনীয়সী তু মহতী পত্নী পরমধর্ম্মিণী।
অরিষ্টনেমিদুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৬৪
ঔর্ব্বস্তাভ্যাং বরং প্রাদাত্তদ্বুধ্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি গৃহ্ণাত্বেকা নিতম্বিনী ॥ ৬৫
একং বংশধরং ত্বেকা যথেষ্টং বরয়ত্বিতি।
তত্রৈকা জগৃহে পুত্রান্ ষষ্টিসাহস্রসম্মিতান্ ॥ ৬৬
একং বংশধরং ত্বেকা তথেত্যাহ ততো মুনিঃ
রাজা পঞ্চজনো নাম বভূব স মহাদ্যুতিঃ ॥ ৬৭
ইতরা সুষুবে তুম্বীং বীজপূর্ণামিতি শ্রুতিঃ।
তত্র ষষ্টিসহস্রাণি গর্ভাস্তে তিলসম্মিতাঃ ॥ ৬৮
সম্বভূবুর্যথাকালং ববৃধুশ্চ যথাসুখম্।
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু তান্ গর্ভান্নিদধে ততঃ ॥ ৬৯
ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রাদাত্তাবতীঃ পোষণে নৃপঃ।

কেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন। এই চারি পুত্র হইতে সগরবংশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ভগবান্ নারায়ণ সগরকে বর দিয়া বলিয়াছিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশ অক্ষয় হইবে। তাঁহার কীর্ত্তি কখন বিলুপ্ত হইবে না। তুমি সমুদ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিবে এবং অন্তে তোমার অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে। নারায়ণের বর প্রদানের পর সমুদ্র অর্ঘ্য লইয়া সেই মহীপতি সগরকে বন্দনা করেন। এই কর্ম্মহেতু তিনি সাগরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সগর সেই আশ্বমেধিক অশ্ব সমুদ্রের নিকট হইতেই লাভ করেন। পরে সেই মহাযশা এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সগররাজের ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ৫৭—৬১। মুনিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! আপনি বলুন, সগররাজের পুত্রগণ এরূপ বীর্য্যশালী, বলবান্ ও বিক্রান্ত হইয়াছিলেন কিরূপে? এবং সগররাজই বা কোন্ বিধিবলে ষষ্টি সহস্র পুত্র লাভ করেন? লোমহর্ষণ কহিলেন,—সগররাজের দুই ভার্য্যা। উভয়েই তপঃপূতা। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা বিদর্ভরাজের দুহিতা। তাঁহার নাম কৌশিকী। কনিষ্ঠা ভার্য্যা অরিষ্টনেমির কন্যা। তিনি পরম ধর্ম্মচারিণী ছিলেন। রূপে গুণে তাঁহার ন্যায় রমণী ভূতলে প্রায় ছিল না। হে দ্বিজগণ! মহর্ষি ঔর্ব্ব সগরের সেই দুই পত্নীকে বরদানে উদ্যত হইয়া বলেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজনে ষষ্টিসহস্র পুত্র এবং অপর জন একটী মাত্র বংশকর পুত্র লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তোমাদের যাহার যেরূপ অভিলাষ, প্রার্থনা কর। তখন মুনির আদেশ অনুসারে একজনে ষষ্টিসহস্র পুত্র ও অন্য জনে একটী মাত্র পুত্র প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। ঔর্ব্ব ঋষি বলিলেন—'তথাস্তু'। অনন্তর কেশিনী সগর হইতে পঞ্চজন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। সগরের অপর পত্নী এক তুম্বী প্রসব করেন। শুনিয়াছি, সেই তুম্বী বীজে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাতে তিলের আকারে ষষ্টি সহস্র গর্ভ অবস্থিত ছিল। ঐ সকল গর্ভ যথাকালে উৎপন্ন এবং বর্দ্ধিত হয়। ঘৃত-পরিপূর্ণ কুম্ভসমূহে ঐ গর্ভ সকল রক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর যথাকালে যথাক্রমে এক একটী কুমার আবির্ভূত হইতে

ততো দশসু মাসেষু সমুত্তস্থুর্যথাক্রমম্ ॥ ৭০
কুমারাস্তে যথাকালং সগরপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি তস্যৈবমভবন্ দ্বিজাঃ ॥ ৭১
গর্ভাদলাবুমধ্যাদ্বৈ জাতানি পৃথিবীপতেঃ।
তেষাং নারায়ণং তেজঃ প্রবিষ্টানাং মহাত্মনাম্
একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ।
শূরঃ পঞ্চজনস্যাসীদংশুমান্নাম বীর্য্যবান্ ॥ ৭৩
দিলীপস্তস্য তনয়ঃ খট্বাঙ্গ ইতি বিশ্রুতঃ।
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্ত্তং প্রাপ্য জীবিতম্ ॥
ত্রয়োঽভিসন্ধিতা লোকা বুদ্ধ্যা সত্যেন চানঘাঃ
দিলীপস্য তু দায়াদো মহারাজো ভগীরথঃ ॥৭৫
যঃ স গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠামবাতারয়ত প্রভুঃ।
সমুদ্রমানয়চ্চৈনাং দুহিতৃত্বেঽপ্যকল্পয়ৎ ॥ ৭৬
তস্মাদ্ভাগীরথী গঙ্গা কথ্যতে বংশচিন্তকৈঃ।
ভগীরথসুতো রাজা শ্রুত ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥৭৭

লাগিল। তাহাদের প্রত্যেকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক একটী ধাত্রী নিযুক্ত হইল। সেই সকল পুত্র দর্শনে সগরের আর আনন্দের অবধি রহিল না। হে দ্বিজগণ! অলাবুমধ্যস্থ গর্ভ হইতে এইরূপে সগররাজের ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। কপিলরূপী নারায়ণের তেজে সেই সকল মহাত্মা সগর-সন্তান বিলীন হইলে, কেশিনীর একমাত্র পুত্র পঞ্চজনই রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্। তৎপুত্র দিলীপ। ইনি খট্বাঙ্গ নামে বিশ্রুত ছিলেন। এই খট্বাঙ্গই স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমাত্র জীবন পাইয়া সত্যবলে লোকত্রয় অভিসন্ধিত করিয়াছিলেন। দিলীপ হইতে মহারাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন। এই ভগীরথই সরিদ্বরা গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতারিত করেন এবং সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত করিয়া তাঁহাকে দুহিতৃত্বে কল্পনা করিয়া লয়েন। এই কারণে গঙ্গা ভাগীরথী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভগীরথের পুত্র শ্রুত। ইনি একজন বিখ্যাত রাজা

নাভাগস্তু শ্রুতস্যাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
অম্বরীষস্তু নাভাগিঃ সিন্ধুদ্বীপপিতাভবৎ ॥ ৭৮
অযুতাজিত্তু দায়াদঃ সিন্ধুদ্বীপস্য বীর্য্যবান্।
অযুতাজিৎসুতস্ত্বাসীদৃতুপর্ণো মহাযশাঃ ॥ ৭৯
দিব্যাক্ষহৃদয়জ্ঞো বৈ রাজা নলসখো বলী।
ঋতুপর্ণসুতস্ত্বাসীদার্ত্তপর্ণির্মহাযশাঃ ॥ ৮০
সুদাসস্তস্য তনয়ো রাজা ইন্দ্রসখোঽভবৎ।
সুদাসস্য সুতঃ প্রোক্তঃ সৌদাসো নাম পার্থিবঃ
খ্যাতঃ কল্মাষপাদো বৈ রাজা মিত্রসহোঽভবৎ
কল্মাষপাদস্য সুতঃ সর্ব্বকর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৮২
অনরণ্যস্তু পুত্রোঽভূদ্বিশ্রুতঃ সর্ব্বকর্ম্মণঃ।
অনরণ্যসুতো নিঘ্নো নিঘ্নোতো দ্বৌ বভূবতুঃ
অনমিত্রো রঘুশ্চৈব পার্থিবর্ষভসত্তমৌ।
অনমিত্রসুতো রাজা বিদ্বান্ দুলিদুহোঽভবৎ ॥
দিলীপস্তনয়স্তস্য রামস্য প্রপিতামহঃ।
দীর্ঘবাহুর্দিলীপস্য রঘুর্নাম্না সুতোঽভবৎ ॥ ৮৫
অযোধ্যায়াং মহারাজো যঃ পুরাসীন্মহাবলঃ।
অজস্তু রাঘবো জজ্ঞে তথা দশরথোঽপ্যজাৎ ॥
রামো দশরথাজ্জজ্ঞে ধর্ম্মাত্মা সুমহাযশাঃ।

ছিলেন। শ্রুতের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নাভাগ। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তৎপুত্র বীর্য্যবান্ অযুতাজিৎ। তৎপুত্র মহাযশা ঋতুপর্ণ। ঋতুপর্ণ দিব্য অক্ষ-হৃদয়জ্ঞ ও নলরাজের সখা ছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র যশস্বী আর্ত্তিপর্ণি। তৎপুত্র সুদাস। ইনি ইন্দ্রের সখা ছিলেন। সুদাসের পুত্র রাজা সৌদাস। ইনি কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা। তৎপুত্র বিখ্যাত অনরণ্য। তৎপুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের দুই পুত্র অনমিত্র ও রঘু। ইহাঁরা দুইজনেই মহীপতিদিগের অগ্রণী ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র বিদ্বান্ দুলিদুহ। ৬২—৮৪। তৎপুত্র দিলীপ। ইনি রামচন্দ্রের প্রপিতামহ ছিলেন। দিলীপের পুত্র মহাবাহু রঘু। মহাবল রঘু অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র অজ। অজের পুত্র দশরথ।

রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিসংজ্ঞিতঃ॥
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে ধর্ম্মাত্মা সুমহাযশাঃ।
অতিথেস্ত্বভবৎপুত্রো নিষধো নাম বীর্য্যবান্॥
নিষধস্য নলঃ পুত্রো নভঃ পুত্রো নলস্য তু।
নভস্য পুণ্ডরীকস্তু ক্ষেমধন্বা ততঃ স্মৃতঃ॥ ৮৯
ক্ষেমধন্বসুতস্ত্বাসীদ্দেবানীকঃ প্রতাপবান্।
আসীদহীনগুর্নাম দেবানীকাত্মজঃ প্রভুঃ॥ ৯০
অহীনগোস্তু দায়াদঃ সুধন্বা নাম পার্থিবঃ।
সুধন্বনঃ সুতশ্চাপি ততো জজ্ঞে শলো নৃপঃ॥
উক্যো নাম স ধর্ম্মাত্মা শলপুত্রো বভূব হ।
বজ্রনাভঃ সুতস্তস্য নলস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ৯২
নলৌ দ্বাবেব বিখ্যাতৌ পুরাণে মুনিসত্তমাঃ।
বীরসেনাত্মজশ্চৈব যশ্চেক্ষ্বাকুকুলোদ্বহঃ॥ ৯৩
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতে বিবস্বতো বংশে রাজানো ভূরিতেজসঃ
পঠন্ সম্যগিমাং সৃষ্টিমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
শ্রাদ্ধদেবস্য দেবস্য প্রজানাং পুষ্টিদস্য চ।
প্রজাবানেতি সাযুজ্যমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ॥ ৯৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে আদিত্যবংশানু-
কীর্ত্তনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিমান্ রাম। রামের পুত্র বিখ্যাত কুশ। তৎপুত্র অতিথি। অতিথির পুত্র নিষধ। তৎপুত্র নল। তৎপুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু। তৎপুত্র রাজা সুধন্বা। তৎপুত্র নরপতি শল। শলপুত্র ধর্ম্মাত্মা উক্য। তৎপুত্র বজ্রনাভ। মহাত্মা বজ্রনাভের পুত্র নল। পুরাণপ্রস্তাবে নল নামে দুইজন রাজা বিখ্যাত ছিলেন। যিনি এক্ষণে ইক্ষ্বাকুকুলের বংশধর, তিনি এবং অপর জন বীরসেনের পুত্র। এই আমি প্রধানতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের বিবরণ ব্যক্ত করিলাম। এই সকল ভূরিতেজা রাজা সূর্য্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি বিবস্বান্ আদিত্য ও প্রজাপতি শ্রাদ্ধদেব প্রভৃতির এই সৃষ্টিবার্ত্তা পাঠ করে, সে প্রজাবান্ হয় এবং সূর্য্যলোক লাভ করিয়া থাকে। ৮৫—৯৫।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

পিতা সোমস্য ভো বিপ্রা জজ্ঞেঽত্রির্ভগবানৃষিঃ
ব্রহ্মণো মানসাৎপূর্ব্বং প্রজাসর্গং বিধিৎসতঃ॥
অনুত্তরং নাম্ন তপো যেন তপ্তং হি তৎপুরা।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানীতি হি নঃ শ্রুতম্॥২
ঊর্দ্ধমাচক্রমে তস্য রেতঃ সোমত্বমীযিবৎ।
নেত্রাভ্যাং বারি সুস্রাব দশধা দ্যোতয়ন্ দিশঃ
তং গর্ভং বিধিনাদিষ্টা দশ দেব্যো দধুস্ততঃ।
সমেত্য ধারয়ামাসুর্ন চ তাঃ সমশক্নুবন্॥ ৪
যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্য গর্ভস্য তা দিশঃ।
ততস্তাভিঃ স ত্যক্তস্তু নিপপাত বসুন্ধরাম্॥ ৫
পতিতং সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৬

নবম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! ভগবান্ অত্রি ঋষি সোমের পিতা ছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে সমুৎসুক হইলে তদীয় মানস হইতে অত্রির উৎপত্তি হয়। পুরাকালে অত্রি অতি মহৎ তপস্যা করেন। তদীয় রেতঃ ঊর্দ্ধ প্রসর্পিত হয়; সেই রেতই সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অত্রির নেত্রযুগল হইতে দশদিক্ বিদ্যোতিত করিয়া তেজ বিনির্গত হয়। বিধিবিহিত দশ দিগ্দেবতা সেই তেজ গর্ভে ধারণ করেন। তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ধরিলেন, তথাচ সে তেজ অধিক কাল ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেন না। দশ দিক্ যখন একান্তই গর্ভ ধারণে অক্ষম হইয়া পড়িলেন, তখন তাহারা সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে তাহা ভূপতিত হইল। এই গর্ভ স্বয়ং

তস্মিন্নিপতিতে দেবাঃ পুত্রেঽত্রেঃ পরমাত্মনি।
তুষ্টুবুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তথান্যে মুনিসত্তমাঃ॥ ৭
তস্য সংস্তূয়মানস্য তেজঃ সোমস্য ভাস্বতঃ।
আপ্যায়নায় লোকানাং ভাবয়ামাস সর্ব্বতঃ॥ ৮
স তেন রথমুখ্যেন সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽতিযশাশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণাম্॥
তস্য যচ্চরিতং তেজঃ পৃথিবীমন্বপদ্যত।
ওষধ্যস্তাঃ সমুদ্ভূতা যাভিঃ সন্ধার্যতে জগৎ॥
স লব্ধতেজা ভগবান্ সংস্তবৈশ্চ স্বকর্ম্মভিঃ।
তপস্তেপে মহাভাগঃ পদ্মানাং দর্শনায় সঃ॥১১
ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
বীজৌষধীনাং বিপ্রাণামপাং চ মুনিসত্তমাঃ॥১২
স তৎপ্রাপ্য মহারাজ্যং সোমঃ সৌম্যবতাংবরঃ
সমাজহ্রে রাজসূয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্॥ ১৩
দক্ষিণামদদাৎ সোমস্ত্রীঁল্লোকানিতি নঃ শ্রুতম্।
তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ বৈ
দ্বিজাঃ॥ ২৪
হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাত্রির্ভৃগুশ্চ ঋত্বিজোঽভবৎ।
সদস্যোঽভূদ্ধরিস্তত্র মুনিভির্বহুভির্বৃতঃ॥ ২৫
তং সিনীশ্চ কুহূশ্চৈবদ্যুতিঃ পুষ্টিঃপ্রভা বসুঃ।
কীর্ত্তির্ধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যঃ সিষেবিরে॥১৬
প্রাপ্যাবভৃথমপ্যগ্র্যং সর্ব্বদেবর্ষিপূজিতঃ।
বিররাজাধিরাজেন্দ্রো দশধা ভাসয়ন্ দিশঃ॥১৭
তস্য তৎপ্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্য্যমৃষিসৎকৃতম্।
বিবভ্রাম মতিস্তাতাবিনয়াদনয়াহৃতা॥ ১৮
বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমদমোহিতঃ।
জহার তরসা সোমো বিমত্যাঙ্গিরসঃ সুতম্॥

সোমরূপে আবির্ভূত; তদ্দর্শনে লোকপিতামহ ব্রহ্মা জগতের হিতকামনায় স্বীয় রথে সোমকে আরোপিত করিলেন। অত্রিনন্দন সোমদেব ভূপতিত হইলে সুমহাত্মা দেবগণ, ব্রহ্মপুত্রগণ এবং মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দীপ্তিশালী সোমদেব সংস্তুত হইতে লাগিলে লোকসকলের আপ্যায়নের জন্য তদীয় তেজ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সোমদেব যশস্বী ব্রহ্মার রথে আরোহণ করিয়া সাগরাবধি বসুধাকে ত্রিঃসপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহার যে সকল তেজ ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত ওষধিরূপে সমুদ্ভূত হইল। সেই ওষধিসমূহ দ্বারা এই জগৎস্থিতি সমাহিত হইতেছে। হে মহাভাগগণ! ভগবান্ সোম, দেব ও ঋষিবর্গের স্তবে ও স্বীয় লোকহিতকর কর্ম্মে তেজোলাভ করিয়া শত পদ্ম বৎসর যাবৎ তপস্যা করেন। অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞবর ব্রহ্মা তাঁহাকে রাজ্য দান করেন। তখন হইতে তিনি যাবতীয় বীজ, ওষধি, বিপ্র ও জলরাশির আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। হে মুনিবরগণ! সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরাকৃতি সোম, সেই মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শত সহস্র দক্ষিণান্বিত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞে বহু ব্রহ্মর্ষি সদস্য ছিলেন। সোমদেব তাঁহাদিগকে এই ত্রিভুবনই দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অত্রি ও ভৃগু ইহাঁরা সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ ছিলেন এবং সাক্ষাৎ হরি উহার সদস্যকর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। সোমদেব বহু মুনিগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিত ছিলেন। সিনী, কুহূ, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি ও লক্ষ্মী এই নব দেবী তাঁহাকে সেবা করিতেছিলেন। যজ্ঞ সুসম্পূর্ণ হইলে, তিনি নিখিল দেবর্ষিগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া দশ দিকে স্বীয় প্রভাব বিস্তারিত করত রাজাধিরাজরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।১-১৭। তিনি অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন। ঋষিসমাজ তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিলেন। কাজেই অতি ঐশ্বর্য্যে তাঁহার মতিভ্রম ঘটিল। তিনি বিনয়-ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইলেন। ঐশ্বর্য্যমদে বিমোহিত হইয়া সোম তখন বৃহস্পতি-বনিতা তারাকে হরণ করিলেন। সোমের এই কার্য্যে বৃহ-

স যাচ্যমানো দেবৈশ্চ তথা দেবর্ষিভির্মুহুঃ।
নৈব ব্যসর্জ্জয়ত্তারাং তস্মা আঙ্গিরসে তদা ॥২০
উশনা তস্য জগ্রাহ পার্ষ্ণিমাঙ্গিরসস্তথা।
রুদ্রশ্চ পার্ষ্ণিং জগ্রাহ গৃহীত্বাজগবং ধনুঃ॥ ২১
তেন ব্রহ্মশিরো নাম পরমাস্ত্রং মহাত্মনা।
উদ্দিশ্য দেবানুৎসৃষ্টং যেনৈষাং নাশিতং যশঃ॥
তত্র তদ্যুদ্ধমভবৎ প্রখ্যাতং তারকাময়ম্।
দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ॥ ৩১
তত্র শিষ্টাস্তু যে দেবাস্তুষিতাশ্চৈব যে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুরাদিদেবং সনাতনম্॥ ২৪
তদা নিবার্য্যোশনসং তং বৈ রুদ্রঞ্চ শঙ্করম্।
দদাবাঙ্গিরসে তারাং স্বয়মেব পিতামহঃ॥ ২৫
তামন্তঃপ্রসবাং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ প্রাহ বৃহস্পতিঃ।
মদীয়ায়াং ন তে যোনৌ গর্ভো ধার্য্যঃ কথঞ্চন॥
ইষীকাস্তম্বমাসাদ্য গর্ভং সা চোৎসসর্জ্জ হ।
জাতমাত্রঃ স ভগবান্ দেবানামাক্ষিপদ্বপুঃ॥২৭
ততঃ সংশয়মাপন্নাস্তারামূচুঃ সুরোত্তমাঃ।
সত্যং ব্রূহি সুতঃ কস্য সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ॥
পৃচ্ছ্যমানা যদা দেবৈর্নাহ সা বিবুধান্ কিল।
তদা তাং শপ্তুমারব্ধঃ কুমারো দস্যুহন্তমঃ॥২৯
তং নিবার্য্য ততো ব্রহ্মা তারাং পপ্রচ্ছ সংশয়ম্
যদত্র তথ্যং তদ্ব্রূহি তারে কস্য সুতস্ত্বয়ম্॥৩০
উবাচ প্রাঞ্জলিঃ সা তং সোমস্যেতি পিতামহম্।
তদা তং মূর্দ্ধ্নিচাঘ্রায় সোমো রাজা সুতংপ্রতি॥
বুধ ইত্যকরোন্নাম তস্য বালস্য ধীমতঃ।
প্রতিকূলঞ্চ গগনে সমভ্যুত্তিষ্ঠতে বুধঃ॥ ৩২
উৎপাবয়ামাস তদা পুত্রং বৈ রাজপুত্রিকম্।
তস্যাপত্যং মহাতেজা বভূবৈলঃ পুরূরবাঃ॥৩৩
উর্ব্বশ্যাং জজ্ঞিরে যস্য পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ।

স্পতি অবমানিত হইলেন। দেব ও ঋষি-সমাজ তারাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সোমদেবকে যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বৃহস্পতির হস্তে তখন তারাকে আর তিনি কিছুতেই প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন উশনা বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং রুদ্রদেবও আজগব ধনু গ্রহণ করিয়া বৃহস্পতির সাহায্য করিতে সমাগত হইলেন। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা শুক্র, দেবগণের প্রতি ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের তাপে দেবগণের যশোরাশি বিলুপ্ত হইল। সেই দেব-দানব-গণের লোকক্ষয়-কর ভীষণ যুদ্ধ তারকাময় নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। তখন বিশিষ্ট দেব ও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা আসিয়া উশনা ও শঙ্কর রুদ্রকে নিবারিত করিয়া নিজেই চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে আনয়নপূর্ব্বক বৃহস্পতিহস্তে সমর্পণ করিলেন।১৮—২৫। বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন, মদীয় জায়ার যোনিতে অন্যের বীর্য্য কিছুতেই ধার্য্য হইতে পারে না। তৎশ্রবণে তারা এক ইষীকাস্তম্বসমীপে গমন করিয়া তদুপরি স্বীয় গর্ভ মোচন করিলেন। তাহাতে এক মহাপ্রভাব-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্র জন্মিবা মাত্র স্বীয় রূপে দেবগণের রূপ-রাশি তিরস্কৃত করিল। তখন সুরশ্রেষ্ঠগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে কহিলেন,—তারা! সত্য বল, এই পুত্র সোমের না—বৃহস্পতির? বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেও তারা যখন কোনই উত্তর দিলেন না, তখন সেই নবজাত পুত্র নিজেই তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা কুমারকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই একবার তারাকে জিজ্ঞাসিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, বল তারা! সত্য করিয়া বল—এই পুত্র কাহার? তারা তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতামহকে বলিলেন,—'এই পুত্র সোমের।' তৎশ্রবণে প্রজাপতি সোম সেই বালকের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাহাকে বুধ নামে অভিহিত করিলেন। সেই বুধই প্রতিকূলভাবে গগনে সমুদিত হইয়া থাকেন। রাজপুত্রী ইলা সেই বুধের ঔরসে এক পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্র মহাপ্রভাবশালী পুরূরবা নামে বিখ্যাত। পুরূরবা উর্ব্বশীর গর্ভে সপ্ত পুত্র

এতৎ সোমস্য বো জন্ম কীর্ত্তিতং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥
বংশমস্য মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কীর্ত্যমানং নিবোধত ।
ধন্যমায়ুষ্যমারোগ্যং পুণ্যং সঙ্কল্পসাধনম্ ॥ ৩৫
সোমস্য জন্ম শ্রুত্বৈব পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমোৎপত্তিকথনং

নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বুধস্য তু মুনিশ্রেষ্ঠা বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরূরবাঃ ।
তেজস্বী দানশীলশ্চ যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ১
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তঃ শত্রুভির্যুধি দুর্দ্দমঃ ।
আহর্ত্তা চাগ্নিহোত্রস্য যজ্ঞানাঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ২
সত্যবাদী পুণ্যমতিঃ সম্যক্ সংবৃতমৈথুনঃ ।
অতীব ত্রিষু লোকেষু যশসাপ্রতিমঃ সদা ॥ ৩
তং ব্রহ্মবাদিনং শান্তং ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্ ।
উর্ব্বশী বরয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥ ৪
তয়া সহাবসদ্রাজা দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ।
ষট্‌পঞ্চ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ চাষ্টৌ চ ভো দ্বিজাঃ
বনে চৈত্ররথে রম্যে তথা মন্দাকিনীতটে ।
অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥৬
উত্তরান্ স কুরূন্ প্রাপ্য মনোরমফলদ্রুমান্ ।
গন্ধমাদনপাদেষু মেরুশৃঙ্গে তথোত্তরে ॥ ৭
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাচরিতেষু চ ।
উর্ব্বশ্যা সহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা ॥ ৮
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে ।
রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ॥৯
এবম্প্রভাবো রাজাসীদৈলস্তু নরসত্তমঃ ১০ ॥*

লোমহর্ষণ উবাচ ।

ঐলপুত্রা বভুবুস্তে সপ্ত দেবসুতোত্তমাঃ ।
গন্ধর্ব্বলোকে বিদিতা আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ ॥ ১১

উৎপাদন করেন। সেই পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা ছিলেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তিবর্দ্ধন সোমজন্ম কীর্ত্তন করিলাম। হে মুনিবরগণ! অধুনা সোমের বংশ পরম্পরা বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সোমজন্ম বিবরণ শ্রবণ করিলে, ধন, আরোগ্য, আয়ু, পুণ্য ও সঙ্কল্পসিদ্ধি হয়, এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।২৬-৩৬।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! বুধের পুত্র বিদ্বান্ পুরূরবা তেজস্বী, দানশীল, ব্রহ্মবাদী, যজ্ঞ ও প্রচুর দক্ষিণাদাতা ছিলেন। তাঁহার এত পরাক্রম ছিল যে, শত্রুগণ যুদ্ধে তাঁহাকে কিছুতেই পরাভূত করিতে পারিত না। তিনি অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞসমূহের আহর্ত্তা, সত্যবাদী, পুণ্যচেতা ও গূঢ় মৈথুনাচারী ছিলেন। ত্রিভুবনে তাঁহার ন্যায় যশস্বী ব্যক্তি কেহই ছিলনা। যশস্বিনী আপনার স্বর্গীয় সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া সেই সত্যবাদী শান্ত ধর্ম্মজ্ঞ রাজাকে বরণ করিয়াছিল। রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত ক্রমান্বয়ে পঞ্চদশ পঞ্চষট্ ও সপ্তাষ্টবর্ষ বাস করেন। হে দ্বিজগণ! কখন চৈত্ররথ বনে, কখন মন্দাকিনীতটে, কখন অলকায়, কখন বিশালায়, কখন বনশ্রেষ্ঠ নন্দনে, কখন উত্তর কুরুদেশে, কখন কল্পদ্রুমতলে, কখন গন্ধমাদন শৈলের পাদমূলে এবং কখন বা উত্তর মেরুপৃষ্ঠে গমন পূর্ব্বক পরম প্রীতিসহকারে রাজা উর্ব্বশীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণপ্রশংসিত পুণ্যতম প্রয়াগ-ভূমি তাঁহার রাজধানী ছিল। সেই পৃথিবীপতি পুরূরবা সেইখানে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন।১-৯। লোমহর্ষণ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! ইলানন্দন রাজা পুরূরবার প্রভাব প্রতিপত্তি এইরূপই ছিল। উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার

---

* অংপরং 'উত্তরে জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠানে মহাযশাঃ ॥' ইতি পদ্যার্দ্ধং ক্বচিদধিকং লক্ষ্যতে।

বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা শ্রুতায়ুশ্চ তথাপরঃ।
দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ বহ্বায়ুশ্চোর্ব্বশীসুতাঃ॥ ১২
অমাবসোস্তু দায়াদো ভীমো রাজাথ রাজরাট্
শ্রীমান্ ভীমস্য দায়াদো রাজাসীৎকাঞ্চনপ্রভঃ॥
বিদ্বাংস্তু কাঞ্চনস্যাপি সুহোত্রোঽভূন্মহাবলঃ।
সুহোত্রস্যাভবজ্জহ্নুঃ কেশিন্যা গর্ভসম্ভবঃ॥১৪
আজহ্রে যো মহৎ সত্রং সর্ব্বমেধং মহামখম্।
পতিলোভেন যং গঙ্গা পতিত্বেন সসার হ॥ ২৫
নেচ্ছতঃ প্লাবয়ামাস তস্য গঙ্গা তদা সদঃ।
স তয়া প্লাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমন্ততঃ॥ ১৬
সৌহোত্রিরশপদ্গঙ্গাং ক্রুদ্ধো রাজা দ্বিজোত্তমাঃ
এষ তে বিফলং যত্নং পিবন্নম্ভঃ করোম্যহম্॥১৭
অস্য গঙ্গেঽবলেপস্য সদ্যঃ ফলমবাপ্নুহি।
জহ্নুরাজর্ষিণা পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ॥১৮
উপনিন্যুর্ম্মহাভাগাং দুহিতৃত্বেন জাহ্নবীম্।
যুবনাশ্বস্য পুত্রীং তু কাবেরীং জহ্নুরাবহৎ॥১৯
যুবনাশ্বস্য শাপেন গঙ্গার্দ্ধেন বিনির্গতা।
কাবেরীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং জহ্নোর্ভার্য্যামনিন্দিতাম্॥ ২০
জহ্নুস্তু দয়িতং পুত্রং সুনন্দং নাম ধার্ম্মিকম্।
কাবের্য্যাং জনয়ামাস অজকস্তস্য চাত্মজঃ॥২১
অজকস্য তু দায়াদো বলাকাশ্বো মহীপতিঃ।
বভূব মৃগয়াশীলঃ কুশস্তস্যাত্মজোঽভবৎ॥ ২২
কুশপুত্রা বভূবুর্হি চত্বারো দেববর্চ্চসঃ।
কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাম্বো মূর্ত্তিমাংস্তথা॥ ২৩
বল্লবৈঃ সহ সংবৃদ্ধো রাজা বনচরঃ সদা।
কুশিকস্তু তপস্তেপে পুত্রমিন্দ্রসমং প্রভুঃ॥ ২৪
লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জজ্ঞিবান্।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে বৈ ততঃ শক্রো হ্যপশ্যত॥২৫
অত্যুগ্রতপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।

দেবকুমার তুল্য সাতটী পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের নাম যথাক্রমে, আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, ও বহ্বায়ু। তন্মধ্যে অমাবসুর পুত্র ভীম। ইনি রাজাধিরাজ ছিলেন। ভীমের পুত্র রাজা শ্রীমান্ কাঞ্চনপ্রভ। তৎপুত্র মহাবলশালী বিদ্বান্ সুহোত্র। সুহোত্রের কেশিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে জহ্নু নামে একপুত্র হয়। জহ্নু সর্ব্বমেধ নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। গঙ্গাদেবী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু জহ্নু তাহাতে অসম্মত হইলে, তিনি তদীয় যজ্ঞভূমি জল দ্বারা প্লাবিত করেন। হে দ্বিজগণ! জহ্নু যজ্ঞভূমি জলপ্লাবিত দেখিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন, গঙ্গে! আমি সমস্ত জল পান করিয়া, তোমার সর্ব্ব চেষ্টা বিফল করিব। অদ্যই তোমার এই উদ্ধত স্বভাবের ফল তুমি প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সেই রাজর্ষি গঙ্গাকে পান করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ গঙ্গাকে জহ্নুর দুহিতারূপে উপনীত করিলেন। তখন হইতে গঙ্গার নাম হইল জাহ্নবী। জহ্নু যুবনাশ্বনন্দিনী কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। এই কাবেরী যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গার অর্দ্ধভাগ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই অনিন্দিতা জহ্নুভার্য্যা কাবেরী সরিৎসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কাবেরীর গর্ভে জহ্নুরাজা সুনন্দ নামে এক প্রিয়তম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সুনন্দের পুত্র অজক; তৎপুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব; ইনি মৃগয়া ব্যাপারে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কুশনামে ইহার এক পুত্র হয়। ১০—২২। কুশের দেবপ্রতিম চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান্। কুশিক রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বনবাসী হইয়া বল্লবগণ সহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং একটী ইন্দ্রতুল্য অমিতপ্রভাবশালী পুত্রলাভ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা করিতে থাকেন। তাঁহার তপস্যায় ইন্দ্রের ত্রাস জন্মিল। অনন্তর কুশিকের তপস্যা কাল সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে ইন্দ্র দেখিলেন, কুশিক অতি তীব্র তপস্যায় নিমগ্ন এবং তাঁহার সঙ্কল্পানুরূপ পুত্র উৎপাদনেও তিনি বিলক্ষণ সমর্থ। তদ্দর্শনে সহস্রাক্ষ পুরন্দর

সমর্থঃ পুত্রজননে স্বয়মেবাস্তু শাশ্বতঃ ॥ ২৬
পুত্রার্থং কল্পয়ামাস দেবেন্দ্রঃ সুরসত্তমঃ।
স গাধিরভবদ্রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বয়ম্ ॥২৭
পৌরকুৎসাভবদ্ভার্য্যা গাধিস্তস্যামজায়ত।
গাধেঃ কন্যা মহাভাগা নাম্না সত্যবতী শুভা।
তাং গাধিঃ কাব্যপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ।
তস্যাঃ প্রীতঃ স বৈ ভর্ত্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ
পুত্রার্থং সাধয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ।
উবাচাহুয় তাং ভার্য্যামৃচীকো ভার্গবস্তদা ॥ ৩০
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রা স্বয়ং শুভে।
তস্যাং জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমানক্ষত্রিয়র্ষভঃ॥
অজেয়ঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ।
তবাপি পুত্রং কল্যাণি ধৃতিমন্তং তপোধনম্ ॥
শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি।
এবমুক্ত্বা তু তাং ভার্য্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ ॥৩৩
তপস্যভিরতো নিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ।
গাধিঃ সদারস্তু তদা ঋচীকাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ ৩৪
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুতাং দ্রষ্টুং নরেশ্বরঃ।
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা সা ঋষেঃ সত্যবতী তদা।
চরুমাদায় যত্নেন সা তু মাত্রে ন্যবেদয়ৎ।
মাতা তু তস্যা দৈবেন দুহিত্রে স্বং চরুং দদৌ
তস্যাশ্চরুমথাজ্ঞানাদাত্মসংস্থং চকার হ ॥
অথ সত্যবতী সদ্যঃ ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা ॥ ৩৭
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনা।
তামৃচীকস্ততো দৃষ্ট্বা যোগেনাভ্যুপসৃত্য চ ॥৩৮
ততোঽব্রবীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বাং ভার্য্যাং বরবর্ণিনীম্
মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চরুব্যত্যাসহেতুনা ॥৩৯
জনিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রূরকর্ম্মাতিদারুণঃ।
ভ্রাতা জনিষ্যতে চাপি ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ ॥৪০
বিশ্বং হি ব্রহ্ম তপসা ময়া তস্মিন্ সমর্পিতম্।

নিজেই আসিয়া তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। স্বয়ং কৌশিক কুশিকরাজের পুত্র হইয়া গাধি নামে রাজা হইয়াছিলেন। কুশিকের ভর্য্যার নাম পৌরকুৎসা। সেই পৌরিকুৎসার গর্ভেই গাধি জন্মগ্রহণ করেন। গাধির কন্যার নাম সত্যবতী। তিনি মহাভাগ্যবতী ছিলেন। গাধিরাজ সত্যবতীকে কাব্য-নন্দন ঋচীকের করে সম্প্রদান করেন। ভৃগুনন্দন পত্নী সত্যবতীর প্রতি অতি প্রীতিমান্ ছিলেন। তিনি আপনার এবং শ্বশুর গাধির পুত্রোৎপত্তির জন্য চরু প্রস্তুত করেন। অনন্তর ভার্গব ঋচীক তাঁহার পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—তুমি এবং তোমার মাতা, তোমরা এই চরু ভক্ষণ কর। এই চরু ভক্ষণে তোমার মাতার গর্ভে এক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্র বিপক্ষ ক্ষত্রিয় রাজন্যগণকে নিহত করিতে পারিবে এবং জগতে অজেয় হইবে। আর, হে কল্যাণি! তুমি যে চরু খাইবে, উহার প্রভাবে তোমার এক ধৃতিমান্ তপোধন শমগুণপ্রধান পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্র দ্বিজগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে।

ভৃগুনন্দন ঋচীক ভার্য্যাকে এই বলিয়া তপশ্চরণার্থ অরণ্য আশ্রয় করিলেন। কিয়দ্দিন পরে গাধিরাজ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কন্যাকে দেখিবার জন্য ঋচীকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঋষি-প্রদত্ত চরু গ্রহণ করিয়া গাধিনন্দিনী সত্যবতী সযত্নে মাতাকে সমর্পণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মাতা সেই চরুদ্বয় অভিন্ন বোধে স্বীয় চরু কন্যাকে দিলেন এবং না জানিয়া কন্যার চরুভাগ নিজে উদরস্থ করিলেন। কালক্রমে সত্যবতী ক্ষত্রিয়ান্তক গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহপ্রভা প্রদীপ্ত হইল। তিনি ভীষণ আকারে পরিণত হইলেন। অনন্তর ঋচীক তাঁহাকে দেখিয়া যোগবলে সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। তখন দ্বিজবর তাঁহার বরবর্ণিনী ভার্য্যাকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি তোমার মাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ। চরুব্যত্যয় ঘটিয়াছে। এই চরুবিনিময়ের ফলে তোমার এক ক্রূরকর্ম্মা অতি ভয়ঙ্কর পুত্র উৎপন্ন হইবে। আর যিনি তোমার ভ্রাতা জন্মিবেন, তিনি এক তপোধন ব্রাহ্মণ

এবমুক্তা মহাভাগা ভর্ত্রা সত্যবতী তদা ॥ ৪১
প্রসাদয়ামাস পতিং পুত্রো মে নেদৃশো ভবেৎ
ব্রাহ্মণাপসদস্তত্ত ইত্যুক্তো মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪২
ঋচীক উবাচ।
নৈষ সঙ্কল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথাস্থিতি।
উগ্রকর্ম্মা ভবেৎ পুত্রঃ পিতুর্ম্মাতুশ্চ কারণাৎ ॥
পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তাব্রবীদিদম্‌।
ইচ্ছন্নেঁকানপি মুনে স্জেথাঃ কিং পুনঃ সুতম্‌
শমাত্মকমৃজুং ত্বং মে পুত্রং দাতুমিহার্হসি।
কামমেবংবিধঃ পৌত্রো মম স্যাত্তব চ প্রভো ॥
যদ্যন্যথা ন শক্যং বৈ কর্ত্তুমেতদ্দ্বিজোত্তম।
ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তস্যাস্তপসো বলাৎ ॥
পুত্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে বা বরবর্ণিনি
ত্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৪৭

ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্‌।
তপস্যভিরতং দান্তং জমদগ্নিং শমাত্মকম্‌ ॥ ৪৮
ভৃগোর্জগত্যাং বংশেঽস্মিঞ্জমদগ্নিরজায়ত।
সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যধর্ম্মপরায়ণা ॥ ৪৯
কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ং মহানদী।
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রেণুর্নাম নরাধিপঃ ॥ ৫০
তস্য কন্যা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা।
রেণুকায়াং তু কামল্যাং তপোবিদ্যাসমন্বিতঃ ॥
আর্চীকো জনয়ামাস জামদগ্ন্যং সুদারুণম্‌।
সর্ব্ববিদ্যান্তগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্ব্বেদস্য পারগম্‌ ॥ ৫২
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্‌।
ঔর্বস্যৈবমৃচীকস্য সত্যবত্যাং মহাযশাঃ ॥৫৩
জমদগ্নিস্তপোবীর্য্যাজ্জজ্ঞে ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
মধ্যমশ্চ শুনঃশেফঃ শুনঃপুচ্ছঃ কনিষ্ঠকঃ ॥ ৫৪
বিশ্বামিত্রং তু দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ।
জনয়ামাস পুত্রং তু তপোবিদ্যাশমাত্মকম্‌ ॥ ৫৫

হইবেন। তাঁহার তপস্যায় বিশ্বের হিতসাধন হইবে। আমি তাঁহাতেই ব্রহ্মার্পণ করিয়াছি। ভর্ত্তা এই কথা কহিলে, মহা ভাগ্যবতী সত্যবতী স্বামীকে প্রসাদিত করিয়া কহিলেন,—প্রভো! ব্রাহ্মণ আপনি; আপনা হইতে আমার যেন ঈদৃশ ব্রাহ্মণাধম দারুণ পুত্র উৎপন্ন হয় না। তৎশ্রবণে ভর্ত্তা ঋচীক বলিলেন,—ভদ্রে! উক্ত সঙ্কল্পিত বিষয় আমি অন্যথা করিতে পারি না; অতএব উহা ঐরূপই হইবে। দেখ, পিতামাতার কারণেই সন্তান ক্রূরকর্ম্মা হয়। ভর্ত্তার কথায় সত্যবতী পুনরায় কহিলেন—হে মুনে! আপনি ইচ্ছা করিলে, এই সমস্ত জগৎ সৃজন করিতে পারেন; এ অবস্থায় কি একটী পুত্র সন্তান সৃষ্ট করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হইবে? অতএব আপনি আমাকে একটী সরলস্বভাব শমগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করুন। যদি দারুণপ্রকৃতির পুত্র হওয়া একান্তই অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে হে প্রভো! আমার প্রার্থনা, সেই পুত্র যেন আমাদের পৌত্র হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। অনন্তর ঋষি প্রসন্ন হইলেন এবং তপোবলে পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন বলিলেন—ভদ্রে! যদিও পুত্রে আর পৌত্রে পার্থক্য কিছুই নাই; তথাপি প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে।২৩—৪৭। অনন্তর সত্যবতী পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র শমদমগুণাবলম্বী তপস্বী হইলেন। ইঁহার নাম হইল ভার্গব জমদগ্নি। সেই সত্যবতী অতি পুণ্যবতী ও সত্যধর্ম্মে নিরতা ছিলেন। তিনি মহানদী কৌশিকী নামে বিখ্যাত হইয়া এক্ষণে প্রবাহিত হইতেছেন। রেণু নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক নরপতি ছিলেন। রেণুকা নামে তাঁহার এক মহাভাগ্যবতী কন্যা ছিল। তপোবিদ্যাসম্পন্ন ঋচীকনন্দন জমদগ্নি তাহার পাণিগ্রহণ করেন। সেই পত্নীর গর্ভে জমদগ্নির এক দারুণ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র সর্ব্ববিদ্যা ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী ছিলেন। ইনি নিখিল ক্ষত্রিয়কুলের সংহারক। ইঁহার নাম পরশুরাম। ইনি প্রদীপ্ত পাবকবৎ দেদীপ্যমান ছিলেন। ঔর্ব্ববংশধর ঋচীকের পত্নী সত্যবতীর গর্ভে মহাযশা জমদগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তপোবীর্য্যে ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরেণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম শুনঃশেফ ও কনিষ্ঠ শুনঃপুচ্ছ। কুশিক-

প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং যোঽয়ং ব্রহ্মর্ষিতাং গতঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা নাম্না বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ॥ ৫৬
জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাদ্বংশবর্দ্ধনঃ।
বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৭
প্রখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামান্যতঃ পরম্
দেবরাতঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ
শালাবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণুর্জজ্ঞেঽথ রেণুকঃ
সঙ্কৃতির্গালবশ্চৈব মুদ্গলশ্চৈব বিশ্রুতঃ॥ ৫৯
মধুচ্ছন্দো জয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ।
কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য তে সুতাঃ॥
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্।
পাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ॥ ৬১
পার্থিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়নবাষ্কলাঃ।
লোহিতা যমদূতাশ্চ তথা কারূষকাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬২
পৌরবস্য মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য চ।
সম্বন্ধোঽপ্যস্য বংশেঽস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুত
বিশ্বামিত্রাত্মজানাং তু শুনঃশেফোঽগ্রজঃ স্মৃতঃ।
ভার্গবঃ কৌশিকত্বং হি প্রাপ্তঃ স মুনিসত্তমঃ॥
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রস্তু শুনঃশেফোঽভবৎ কিল।
হরিদশ্বস্য যজ্ঞে তু পশুত্বে বিনিয়োজিতঃ॥ ৬৫
দেবৈর্দত্তঃ শুনঃশেফো বিশ্বামিত্রায় বৈ পুনঃ।
দেবৈর্দত্তঃ স বৈ যস্মাদ্দেবরাতস্ততোঽভবৎ॥
দেবরাতাদয়ঃ সপ্ত বিশ্বামিত্রস্য বৈ সুতাঃ।
দৃষদ্বতীসুতশ্চাপি বৈশ্বামিত্রাস্তথাষ্টকঃ॥ ৬৭
অষ্টকস্য সুতো লৌহিঃ প্রোক্তো জহ্নুগণো ময়া।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বংশমায়োর্মহাত্মনঃ॥৬৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশোঽমাবসুবংশানুকীর্ত্তনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

নন্দন গাধি বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্র তপস্যা বিদ্যা ও শান্তির আধার ছিলেন। ইনি ব্রহ্মর্ষিগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া পরে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র বিশ্বরথ নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ভৃগুর প্রসাদে তিনি কুশিকনন্দন গাধির বংশধর রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রমুখ কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রগণ সকলেই ত্রিভুবনে প্রখ্যাতকীর্ত্তি ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম প্রথমতঃ দেবশ্রবা, ও কতি, এই কতি হইতেই কাত্যায়নগণের উৎপত্তি। এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের শালবতী পত্নীর গর্ভজাত অন্যান্য পুত্রের নাম হিরণ্যাক্ষ, রেণু, রেণুক, সঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দ, জয়, অষ্টক, কচ্ছপ, দেবল ও হারীত। মহাত্মা কৌশিকের অপত্যবর্গের মধ্যে পাণি, বভ্র, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, বাষ্কল, লোহিত, যমদূত, ও কারূষক, প্রভৃতি সবিশেষ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই বংশে পৌরব ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; তাই উহা ব্রহ্মক্ষত্র নামে বিখ্যাত। বিশ্বামিত্রের সন্তানসমূহের মধ্যে শুনঃশেফই জ্যেষ্ঠ। হে মুনিগণ! শুনঃশেফ ভৃগু ও কৌশিক এই উভয়ের ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই বিশ্বামিত্র-পুত্র শুনঃশেফই হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুত্বে কল্পিত হন। পরে দেবগণ তাঁহাকে পুনরায় বিশ্বামিত্রসমীপে প্রেরণ করেন। দেবতারা দিয়াছিলেন এইজন্য শুনঃশেফ দেবরাত নামে অভিহিত হন। বিশ্বামিত্রের দেবরাতপ্রমুখ সপ্ত পুত্র ও দৃষদ্বতী নাম্নী আর এক পত্নী ছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের অষ্টক নামে যে পুত্র ছিলেন তাঁহার লৌহি নামে এক পুত্র হয়। এই আমি জহ্নুবংশ বিবৃত করিলাম। অতঃপর মহাত্মা আয়ুর বংশ বর্ণন করিব। ৪৮—৬৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

আয়োঃ পুত্রাশ্চ তে পঞ্চ সর্ব্বে বীরা মহারথাঃ
স্বর্ভানুতনয়ায়াং চ প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপাঃ ॥১
নহুষঃ প্রথমং জজ্ঞে বৃদ্ধশর্ম্মা ততঃ পরম্।
রম্ভো রজিরনেনাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ।
রজিঃ পুত্রশতানীহ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ।
রাজেয়মিতি বিখ্যাতং ক্ষত্রমিন্দ্রভয়াবহম্ ॥৩
যত্র দৈবাসুরে যুদ্ধে সমুৎপন্নে সুদারুণে।
দেবাশ্চৈবাসুরাশ্চৈব পিতামহমথাব্রুবন্॥ ৪

দেবাসুরা ঊচুঃ।

আবয়োর্ভগবন্ যুদ্ধে কো বিজেতা ভবিষ্যতি।
ব্রূহি নঃ সর্ব্বভূতেশ শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ ॥৫

ব্রহ্মোবাচ।

যেষামর্থায় সংগ্রামে রজিরাত্তায়ুধঃ প্রভুঃ।
যোৎস্যতে তে বিজেষ্যন্তি ত্রীল্লোঁকান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬
যতো রজির্ধৃতিস্তত্র শ্রীশ্চ তত্র যতো ধৃতিঃ।
যতো ধৃতিশ্চ শ্রীশ্চৈব ধর্ম্মস্তত্র জয়স্তথা॥ ৭
তে দেবা দানবাঃ প্রীতা দেবেনোক্তা রজিংতদা
অভ্যয়ুর্জয়মিচ্ছন্তো বৃণানাস্তং নরর্ষভম্॥ ৮
স হি স্বর্ভানুদৌহিত্রঃ প্রভায়াং সমপদ্যত।
রাজা পরমতেজস্বী সোমবংশবিবর্দ্ধনঃ॥ ৯
তে হৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে রজিং বৈ দেবদানবাঃ।
ঊচুরস্মজ্জয়ায় ত্বং গৃহাণ বরকার্ম্মুকম্॥ ১০
অথোবাচ রজিস্তত্র তয়োর্বৈ দেবদৈত্যয়োঃ।
অর্থজ্ঞঃ স্বার্থমুদ্দিশ্য যশঃ স্বং চ প্রকাশয়ন্॥ ১১

রজিরুবাচ।

যদি দৈত্যগণান্ সর্ব্বান্ জিত্বা বীর্য্যেণ বাসবঃ।
ইন্দ্রো ভবামি ধর্ম্মেণ ততো যোৎস্যামি সংযুগে
দেবাঃ প্রথমতো বিপ্রাঃ প্রতীয়ুর্হৃষ্টমানসাঃ।

একাদশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—আয়ুর পাঁচ পুত্র। পাঁচ জনই মহারথ, বীর নরপতি ছিলেন। স্বর্ভানুনন্দিনী প্রভার গর্ভে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নহুষের, পরে বৃদ্ধশর্ম্মার, অনন্তর রম্ভ, রজি ও অনেনার জন্ম হয়। ইহাঁরা সকলেই ত্রিলোক-বিখ্যাত ছিলেন। রাজা রজির একশত পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই বিশাল ক্ষত্রিয়বংশ রাজেয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অন্যের কথা কি, স্বয়ং ইন্দ্রও ইহাদিগকে ভয় করিতেন। পুরাকালে দারুণ দেবাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, দেব ও অসুর উভয় পক্ষই পিতামহের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, হে ভগবন্! আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ বিজয়ী হইবে, আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন। হে ভূতপতে! আমরা আপনার নিকট তাহা যথাযথরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা রজি যাহাদিগের পক্ষে থাকিয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন, তাহারাই নিশ্চয় ত্রিলোকবিজয়ী হইবে। যেখানে রাজা রজি, সেইখানে ধৃতি, এবং যেখানে ধৃতি, সেইখানে লক্ষ্মী। এইরূপে ধৃতি ও লক্ষ্মী যেখানে বিরাজমানা, সেইখানে ধর্ম্ম এবং সেইখানেই জয়। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, সেই দেব ও অসুরগণ সকলেই জয়াভিলাষে রজিকে বরণ করিবার জন্য গমন করিলেন। রজি স্বর্ভানুর দৌহিত্র; প্রভার গর্ভে তাঁহার জন্ম। তিনি একজন সুধাংশুবংশের ধুরন্ধর নরপতি ছিলেন। দেব ও দৈত্যপক্ষ হৃষ্টমনে রজির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—রাজন্! আমাদের জয়ের নিমিত্ত আপনি আমাদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করুন।১—১০। রাজা রজি উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া স্বার্থ সাধনের উদ্দেশে এবং আপনার যশঃপ্রকাশের অভিপ্রায়ে প্রথমে দেবপক্ষকে কহিলেন,— হে বাসব! আমি যদি বীর্য্যবলে দৈত্যগণকে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মানুসারে স্বর্গের ইন্দ্র হইতে পারি, তাহা হইলেই আমি যুদ্ধ করিব। রাজা রজি এই কথা কহিবামাত্র দেবগণ

এবং যথেষ্টং নৃপতে কামঃ সম্পদ্যতাং তব ॥ ১৩
শ্রুত্বা সুরগণানাস্তু বাক্যং রাজা রজিস্তদা।
পপ্রচ্ছাসুরমুখ্যাংস্তু যথা দেবানপৃচ্ছত ॥ ১৪
দানবা দর্পসম্পূর্ণাঃ স্বার্থমেবাবগম্য হ।
প্রত্যুচুস্তং নৃপবরং সাভিমানমিদং বচঃ ॥ ১৫
দানবা উচুঃ।
অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদো যস্যার্থে বিজয়ামহে।
অস্মিংস্তু সমরে রাজংস্তিষ্ঠ ত্বং রাজসত্তম ॥১৬
স তথেতি ব্রুবন্নেব দেবৈরপ্যতিচোদিতঃ।
ভবিষ্যসীন্দ্রো জিত্বৈনং দেবৈরুক্তস্তু পার্থিবঃ॥
জঘান দানবান্ সর্ব্বান্ যেঽবধ্যা বজ্রপাণিনঃ।
স বিপ্রনষ্টাং দেবানাং পরমশ্রীঃ শ্রিয়ং বশী ॥ ১৮
নিহত্য দানবান্ সর্ব্বানাজহার রজিঃ প্রভুঃ।
ততো রজিং মহাবীর্য্যং দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ ॥
রজিপুত্ত্রোঽহমিত্যুক্ত্বা পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ।
ইন্দ্রোঽসি তাত দেবানাং সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়
যস্যাহমিন্দ্রঃ পুত্রস্তে খ্যাতিং যাস্যামি কর্ম্মভিঃ।
স তু শক্রবচঃ শ্রুত্বা বঞ্চিতস্তেন মায়য়া ॥ ২১
তথৈবেত্যব্রবীদ্রাজা প্রীয়মাণঃ শতক্রতুম্।
তস্মিংস্তু দেবৈঃ সদৃশে দিবং প্রাপ্তে মহীপতৌ
দায়াদ্যমিন্দ্রাদাজহ্রু রাজ্যং তত্তনয়া রজেঃ।
পঞ্চ পুত্রশতান্যস্য তদ্বৈ স্থানং শতক্রতোঃ ॥২৩
সমাক্রামন্ত বহুধা স্বর্গলোকং ত্রিবিষ্টপম্।
তে যদা তু সুসম্মূঢ়া রাগোন্মত্তা বিধর্ম্মিণঃ ॥২৪
ব্রহ্মদ্বিষশ্চ সংবৃত্তা হতবীর্য্যপরাক্রমাঃ।
ততো লেভে স্বমৈশ্বর্য্যমিন্দ্রঃ স্থানং তথোত্তমম্
হত্বা রজিসুতান্ সর্ব্বান্ কামক্রোধপরায়ণান্।

হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইলেন ;—বলিলেন,—নরনাথ! আপনি যাহা কামনা করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট সম্পাদিত হইবে, আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। রাজা রজি দেবপক্ষের উত্তর শুনিয়া দেবগণকে যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, অসুরদিগকেও পরে তাহাই জিজ্ঞাসিলেন। কিন্তু দর্পিত দানবেরা তাঁহার স্বার্থসাধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রত্যুত্তরে সাভিমান বাক্যে তাঁহাকে এই কথা বলিল যে, আপনার প্রস্তাব আমরা গ্রাহ্য করি না; আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ; আমরা তাঁহারই জন্য বিজয় বাসনা করি। হে রাজন্! যদি ইচ্ছা হয়, আপনি এই সমরে আমাদের প্রতিকূলেই অবস্থান করুন। রাজা বলিলেন,—তাহাই হউক। এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধ জয়ের পর দেবগণের নিকট হইতে ভাবী ইন্দ্র হইবার আদেশ পাইবামাত্র রাজা রজি ইন্দ্রের অবধ্য সেই দানবদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি দানবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দেবগণের প্রনষ্ট জয়শ্রীকে পুনরায় উদ্ধার করিলেন। অনন্তর সুরগণসমভিব্যাহারী স্বয়ং শতক্রতু বলিলেন,—আমি রজির পুত্র হইলাম। এই কথা কহিয়া পুনরায় রজিকে বলিলেন,—হে তাত! আপনি এক্ষণে নিঃসন্দেহ দেবগণের ইন্দ্র হইলেন। আমি দেবেন্দ্র ছিলাম। আমি আপনার পুত্র হইলাম। আপন কর্ম্ম দ্বারা আমি খ্যাতি লাভ করিব। দেবমায়ায় বঞ্চিত হইয়া রাজা রজি প্রীতচিত্তে ইন্দ্রের কথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে রাজর্ষি রজি দেহত্যাগান্তে স্বর্গগতি লাভ করিলেন। ১১-২২। তখন রজি-রাজার পুত্রগণ ঐন্দ্র পদ অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। রজির পঞ্চশত পুত্র এক যোগে ইন্দ্রাধিকৃত স্বর্গ স্থান আক্রমণ করিলেন। কেবল স্বর্গ নয়—তাঁহারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই উভয় ভূমিই অধিকার করিয়া রাখিলেন। ক্রমে রজি-রাজার তনয়গণ মোহাচ্ছন্ন ও বিষয়সেবায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা দেব-ব্রাহ্মণে দ্বেষ করিতে লাগিলেন। এই সকল দুর্ন্নয়ে তাঁহাদের বীর্য্য ও পরাক্রম একেবারেই নষ্ট হইল। তাঁহাদের রাজ্যৈশ্বর্য্য কিছুই রহিল না। ইন্দ্র পুনরায় নিজ স্বর্গ স্থান ও সুরগণের আধিপত্য লাভ করিলেন। কাম-ক্রোধ-

য ইদং চ্যাবনং স্থানাৎপ্রতিষ্ঠানং শতক্রতোঃ
শৃণুয়াদ্ধারয়েদ্বাপি ন স দৌর্গত্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
লোমহর্ষণ উবাচ।
রম্ভোঽনপত্যস্ত্বাসীচ্চ বংশং বক্ষ্যাম্যনেনসঃ।
অনেনসঃ সুতো রাজা প্রতিক্ষত্রো মহাযশাঃ ॥
প্রতিক্ষত্রসুতশ্চাসীৎ সঞ্জয়ো নাম বিশ্রুতঃ।
সঞ্জয়স্য জয়ঃ পুত্রো বিজয়স্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৮
বিজয়স্য কৃতিঃ পুত্রস্তস্য হর্য্যত্বতঃ সুতঃ।
হর্য্যত্বতসুতো রাজা সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৯
সহদেবস্য ধর্ম্মাত্মা নদীন ইতি বিশ্রুতঃ।
নদীনস্য জয়ৎসেনো জয়ৎসেনস্য সঙ্কৃতিঃ ॥ ৩০
সঙ্কৃতেরপি ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রবৃদ্ধো মহাযশাঃ।
অনেনসঃ সমাখ্যাতাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্য চাপরঃ ॥ ৩১
ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজস্তত্র সুনহোত্রো মহাযশাঃ।
সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরধার্ম্মিকাঃ ॥ ৩২
কাশঃ শলশ্চঃ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ।
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।
শলাত্মজ আর্ষ্টিসেনস্তনয়স্তস্য কাশ্যপঃ ॥ ৩৪
কাশস্য কাশিপো রাজা পুত্রো দীর্ঘতপাস্তথা।
ধনুস্তু দীর্ঘতপসো বিদ্বান্ ধন্বন্তরিস্ততঃ ॥ ৩৫
তপসোঽন্তে সুমহতো জাতো বৃদ্ধস্য ধীমতঃ।
পুনর্ধন্বন্তরির্দেবো মানুষেম্বিহ জন্মনি ॥ ৩৬
তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ ৩৭
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ স ভিষক্‌ক্রিয়ঃ
তমষ্টধা পুনর্ব্যস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥
ধন্বন্তরেস্তু তনয়ঃ কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ।
অথ কেতুমতঃ পুত্রো বীরো ভীমরথঃ স্মৃতঃ ॥
পুত্রো ভীমরথস্যাপি দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ।
দিবোদাসস্তু ধর্ম্মাত্মা বারাণস্যধিপোঽভবৎ ॥ ৪০
এতস্মিনেব কালে তু পুরীং বারাণসীং দ্বিজাঃ
শূন্যাং নিবেশয়ামাস ক্ষেমকো নাম রাক্ষসঃ ॥

পরায়ণ রজি-নন্দনগণ সকলেই ইন্দ্রের হস্তে নিহত হইল। শতক্রতুর এই রাজ্যচ্যুতি ও পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রতিষ্ঠা-বিবরণ যে ব্যক্তি শ্রবণ ও ধারণা করে, তাহার কখনও দুর্গতিপ্রাপ্তি হয় না।২৩—২৬। লোমহর্ষণ কহিলেন,—রম্ভ অনপত্য ছিলেন; সুতরাং এক্ষণে অনেনার বংশবৃত্তান্ত বলিতেছি। অনেনার পুত্র প্রতিক্ষত্র রাজা হইয়াছিলেন। তিনি মহাযশস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত সঞ্জয়। সঞ্জয়ের পুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়; তৎপুত্র কৃতি; তৎপুত্র রাজা হর্য্যত্বত; তাঁহার পুত্র প্রতাপবান্ সহদেব; তৎপুত্র নদীন। ইনি অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। ইহাঁর পুত্র জয়ৎসেন; তৎপুত্র সঙ্কৃতি; তৎপুত্র ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রবৃদ্ধ। ইনি ইহাঁর উর্দ্ধতন পুরুষ অনেনার ন্যায় খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র মহাযশা সুনহোত্র। সুনহোত্রের তিন জন পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম—কাশ, শল ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক। শুনকের পুত্র শৌনক। শুনক হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের পুত্রই উৎপন্ন হইয়াছিল। শলের পুত্র আর্ষ্টিষেণ, তৎপুত্র কাশ্যপ; কাশের পুত্র রাজা কাশিপ; তৎপুত্র দীর্ঘতপা; তৎপুত্র ধনুঃ, ইনি ধন্বন্তরি নামে বিখ্যাত হন। দীর্ঘতপা বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলেই তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে ধন্বন্তরি দেব মনুষ্যলোকে আসিয়া তদীয় পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্বরোগনাশক ধন্বন্তরি মহারাজ কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা করিয়া পরে তাহা অষ্টধা বিভাগপূর্ব্বক শিষ্যসম্প্রদায় মধ্যে প্রচার করেন। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্ নামে বিখ্যাত। তৎপুত্র বীর্য্যশালী ভীমরথ। তৎপুত্র দিবোদাস; ইনি একজন বিশিষ্ট প্রজাপালক রাজা ছিলেন। পবিত্র বারাণসীপুরী ইহাঁর রাজধানী ছিল। হে দ্বিজগণ! একদা ক্ষেমক নামক একটা রাক্ষস আসিয়া

শপ্তা হি সা মতিমতা নিকুম্ভেন মহাত্মনা।
শূন্যা বর্ষসহস্রং বৈ ভবিত্রী তু ন সংশয়ঃ॥ ৪২
তস্যাং হি শপ্তমাত্রায়াং দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ
বিষয়ান্তে পুরীং রম্যাং গোমত্যাং সংন্যবেশয়ৎ
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পূর্ব্বং তু পুরী বারাণসী অভূৎ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্॥ ৪৪
হত্বা নিবেশয়ামাস দিবোদাসো নরাধিপঃ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য তদ্রাজ্যং হৃতং যেন বলীয়সা॥ ৪৫
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রস্তু দুর্দমো নাম বিশ্রুতঃ।
দিবোদাসেন বালেতি ঘৃণয়া স বিসর্জিতঃ॥ ৪৬
হৈহয়স্য তু দায়াদ্যং হৃতবান্ বৈ মহীপতিঃ।
আজহ্রে পিতৃদায়াদ্যং দিবোদাসহৃতং বলাৎ॥
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রেণ দুর্দমেন মহাত্মনা।
বৈরস্যান্তো মহাভাগাঃ কৃতশ্চাত্মীয়তেজসা ৪৮
দিবোদাসাদ্দৃষদ্বত্যাং বীরো জজ্ঞে প্রতর্দনঃ।
তেন বালেন পুত্রেণ প্রহৃতং তু পুনর্বলম্॥ ৪৯
প্রতর্দনস্য পুত্রৌ দ্বৌ বৎসভর্গৌ সুবিশ্রুতৌ।
বৎসপুত্রো হ্যলর্কস্তু সন্নতিস্তস্য চাত্মজঃ॥ ৫০
অলর্কস্তস্য পুত্রস্তু ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।
অলর্কং প্রতি রাজর্ষিং শ্লোকো গীতঃ পুরাতনৈঃ
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
যুবা রূপেণ সম্পন্নঃ প্রাগাসীচ্চ কুলোদ্বহঃ॥ ৫২
লোপমুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাপ্তবান্।
তস্যাসীৎ সুমহদ্রাজ্যং রূপযৌবনশালিনঃ॥ ৫৩
শাপস্যান্তে মহাবাহুর্হত্বা ক্ষেমকরাক্ষসম্।
রম্যাং নিবেশয়ামাস পুরীং বারাণসীং পুনঃ॥৫৪
সন্নতেরপি দায়াদঃ সুনীথো নাম ধার্ম্মিকঃ।

সমগ্র বারাণসীপুরী জনশূন্য করিয়া ফেলে। মহাত্মা মতিমান্ নিকুম্ভ এক সময় বারাণসী-পুরীর প্রতি এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, এই পুরী সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জনশূন্য হইয়া থাকিবে। বারাণসীর প্রতি ঐরূপ অভিশাপ প্রদত্ত হইবামাত্র প্রজাপালক দিবোদাস অবিলম্বে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে দিবোদাস রাজার নব-নির্ম্মিত রম্য রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা দিবোদাস পূর্ব্বে বারাণসীধামে যে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, ঐ প্রদেশ ভদ্রশ্রেণ্য নামক জনৈক রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। দিবোদাস নরপতি ভদ্রশ্রেণ্য রাজার এক শত প্রকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা পুত্র নিহত করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ভদ্রশ্রেণ্য রাজার সমস্ত রাজ্যই প্রবল দিবোদাস নৃপতি অধিকার করিয়া লয়েন। দুর্দ্দম নামে ভদ্র-ভদ্রশ্রেণ্যরাজের অপর এক বিখ্যাত পুত্র ছিল। দিবোদাস রাজা তাহাকে বালক জ্ঞানে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে সেই দুর্দ্দম হৈহয়রাজ্য অধিকার করিয়া রাজা হইলেন এবং দিবোদাস নরপতির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক স্বীয় পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিলেন। হে মুনিবরগণ! ভদ্রশ্রেণ্য-তনয় মহাত্মা দুর্দ্দম আপনার অসাধারণ প্রভাবে এইরূপে বৈর নির্য্যাতন করিয়াছিলেন! ২৭—৪৮। দিবোদাসরাজের দৃষদ্বতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতর্দ্দন নামে এক বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রতর্দ্দন বালক বয়সেই পিতার নষ্ট রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করেন। প্রতর্দ্দনের বৎস ও ভর্গ নামে দুই বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎস হইতে অলর্ক; তৎপুত্র সন্নতি; তৎপুত্র অলর্ক সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। প্রাচীনগণ রাজর্ষি অলর্কের উদ্দেশে এইরূপ একটী শ্লোক গান করিয়া থাকেন যে, রাজা অলর্ক যৌবন অবস্থাতেই ষষ্টি সহস্র ষষ্টি শত বর্ষ পর্য্যন্ত কাশিপকুলের ধুরন্ধর রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। তিনি লোপামুদ্রার অনুগ্রহে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেন। অলর্ক অতিবড় রূপ-যৌবনশালী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। বারাণসী নগরীর অভিশাপ কালের অবসান হইলে তিনি ক্ষেমক রাক্ষসকে নিহত করিয়া পুনরায় বারাণসী পুরীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ৪৯—৫৪। ভূপতি সন্নতির আর এক

সুনীথস্য তু দায়াদঃ ক্ষেমো নাম মহাযশাঃ ॥৫৫
ক্ষেমস্য কেতুমান্ পুত্রঃ সুকেতুস্তস্য চাত্মজঃ।
সুকেতোস্তনয়শ্চাপি ধর্ম্মকেতুরিতি স্মৃতঃ ॥৫৬
ধর্ম্মকেতোস্তু দায়াদঃ সত্যকেতুর্মহারথঃ।
সত্যকেতুসুতশ্চাপি বিভুর্নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৫৭
আনর্ত্তস্তু বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমারশ্চ তৎসুতঃ।
সুকুমারস্য পুত্রস্তু ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৮
ধৃষ্টকেতোস্তু দায়াদো বেণুহোত্রঃ প্রজেশ্বরঃ।
বেণুহোত্রসুতশ্চাপি ভার্গো নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৫৯
বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গজঃ।
এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গব ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ।
ইত্যেতে কাশ্যপাঃ প্রোক্তা নহুষস্য নিবোধত ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশে বৃদ্ধক্ষত্রপ্রসৃতিনিরূপণং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পুত্র সুনীথ; তৎপুত্র ক্ষেম; তৎপুত্র কেতুমান্; তৎপুত্র সুকেতু; তৎপুত্র ধর্ম্মকেতু; তৎপুত্র মহারথ সত্যকেতু; তৎপুত্র বিভু; তৎপুত্র আনর্ত্ত; তৎপুত্র সুকুমার; তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু; তৎপুত্র বেণুহোত্র; তৎপুত্র ভার্গ; ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজাপালক রাজা ছিলেন। বৎসের বৎসভূমি এবং ভার্গ হইতে ভার্গভূমির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই আমি অঙ্গিরা, ভার্গব ও কাশ্যপবংশীয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বহু বিস্তৃত বংশবিবরণ ব্যক্ত করিলাম; অতঃপর নাহুষ বংশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ৫৫—৬১।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

উৎপন্নাঃ পিতৃকন্যায়াং বিরজায়াং মহৌজসঃ।
নহুষস্য তু দায়াদাঃ ষড়িন্দ্রোপমতেজসঃ ॥ ১
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরাযাতির্যাতিরেব চ।
সুযাতিঃ ষষ্ঠস্তেষাং বৈ যযাতিঃ পার্থিবোঽভবৎ
ককুৎস্থকন্যাং গাং নাম লেভে পরমধার্ম্মিকঃ।
যতিস্তু মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোঽভবন্মুনিঃ ॥ ৩
তেষাং যযাতিঃ পঞ্চানাং বিজিত্য বসুধামিমাম্
দেবযানীমুশনসঃ সুতাং ভার্য্যামবাপ সঃ ॥ ৪
শর্ম্মিষ্ঠামাসুরীং চৈব তনয়াং বৃষপর্ব্বণঃ।
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত ॥ ৫
দ্রুহ্যং চানুং চ পূরুং চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
তস্মৈ শক্রো দদৌ প্রীতো রথং পরমভাস্বরম্
অঙ্গদং কাঞ্চনং দিব্যং দিব্যৈঃ পরমবাজিভিঃ
যুক্তং মনোজবৈঃ শুভ্রৈর্যেন কার্য্যং সমুদ্বহন্ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—পিতৃনন্দিনী বিরজার গর্ভে মহাপ্রভাব নহুষের ইন্দ্র ও উপেন্দ্র তুল্য তেজস্বী ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম,—যতি, যযাতি, সযাতি, অযাতি, যাতি ও সুযাতি এই ছয় পুত্রের মধ্যে যতি জ্যেষ্ঠ হইলেও তৎকনিষ্ঠ যযাতিই রাজা হইয়াছিলেন! পরধার্ম্মিক যযাতি ককুৎস্থকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। যতি মোক্ষধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক মুনি হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান করিলেন। অন্যান্য পঞ্চভ্রাতার মধ্যে যযাতিই এই বসুধামণ্ডল জয় করিয়া লইলেন। তিনি শুক্রাচার্য্য-নন্দিনী দেবযানীকে এবং বৃষপর্ব্ব-নন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যযাতি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তাঁহার দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। শুক্রাচার্য্য প্রীত হইয়া যযাতিকে এক পরম দীপ্তিশালী কাঞ্চনময়

স তেন রথমুখ্যেন ষড়্‌রাত্রেণাজয়ন্মহীম্।
যযাতির্যুধি দুর্দ্ধর্ষস্তথা দেবান্ সদানবান্॥ ৮
স রথঃ কৌরবাণাং তু সর্ব্বেষামভবত্তদা।
সংবর্ত্তবসুনাম্নস্তু কৌরবাজ্জনমেজয়াৎ॥ ৯
কুরোঃ পুত্রস্য রাজেন্দ্ররাজ্ঞঃ পারীক্ষিতস্য হ॥
জগাম স রথো নাশং শাপাদ্গার্গস্য ধীমতঃ॥
গর্গস্য হি সুতং বালং স রাজা জনমেজয়ঃ।
কালেন হিংসয়ামাস ব্রহ্মহত্যামবাপ সঃ॥ ১১
স লোহগন্ধো রাজর্ষিঃ পরিধাবন্নিতস্ততঃ।
পৌরজানপদৈস্ত্যক্তো ন লেভে শর্ম্ম কর্হিচিৎ
ততঃ স দুঃখসন্তপ্তো নালভৎসংবিদং ক্বচিৎ।
বিপ্রেন্দ্রং শৌনকং রাজা শরণং প্রত্যপদ্যত॥
যাজয়ামাস চ জ্ঞানী শৌনকো জনমেজয়ম্।
অশ্বমেধেন রাজানং পাবনার্থং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৪

স লোহগন্ধো ব্যনশত্তস্যাবভৃথমেত্য হ।
স চ দিব্যরথো রাজ্ঞো বশশ্চেদিপতেস্তদা॥১৫
দত্তঃ শক্রেণ তুষ্টেন লেভে তস্মাদ্‌বৃহদ্রথঃ।
বৃহদ্রথাৎক্রমেণৈব গতো বার্হদ্রথং নৃপম্॥ ১৬
ততো হত্বা জরাসন্ধং ভীমস্তং রথমুত্তমম্।
প্রদদৌ বাসুদেবায় প্রীত্যা কৌরবনন্দনঃ॥১৭
সপ্তদ্বীপাং যযাতিস্তু জিত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্।
বিভজ্য পঞ্চধা রাজ্যং পুত্রাণাং নাহুষস্তদা॥১৮
যযাতির্দিশি পূর্ব্বস্যাং যদুং জ্যেষ্ঠং ন্যযোজয়ৎ।
মধ্যে পুরুং চ রাজানমভ্যষিঞ্চৎ স নাহুষঃ॥১৯
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং মতিমান্নৃপঃ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা॥ ২০
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে।
প্রজাস্তেষাং পুরস্তাত্তু বক্ষ্যামি মুনিসত্তমাঃ॥

দিব্য রথ প্রদান করেন। ঐ রথে মনোবেগগামী শুভ্রবর্ণ স্বর্গীয় উত্তম অশ্ব সকল যোজিত ছিল; সেই রথ দ্বারা সহজেই কার্য্য সিদ্ধ হইত। যযাতি সেই রথবরে আরোহণ করিয়া ছয় রাত্র মধ্যে এই মহীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন এবং বহু বর্ষ যাবৎ দেব ও দানবগণের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে নিরত ছিলেন। ক্রমে সেই রথ পুরুবংশীয় সমস্ত রাজারই ব্যবহার্য্য হইয়াছিল। কুরুবংশধর পরীক্ষিত-নন্দন জনমেজয়ের পরবর্ত্তী কালেই সেই রথ ধীমান্ গর্গের শাপে বিনষ্ট হইয়া যায়। একদা রাজা জনমেজয় গর্গের একটী শিশু পুত্রকে হিংসা করেন। তাহাতে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েন। সেই রাজর্ষির সর্ব্বগাত্র হইতে লোহগন্ধ নির্গত হইতে থাকে। তিনি ইতস্তত ধাবিত হইয়াও কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারেন না। পুরবাসী এবং জনপদবাসীরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া কোথাও শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর তিনি শৌনকের শরণাপন্ন হয়েন। হে দ্বিজগণ! জ্ঞানী শৌনক, রাজার পবিত্রতার জন্য তাঁহা দ্বারা এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞান্তে রাজার গাত্র হইতে লোহগন্ধ অপনীত হয়। সেই পূর্ব্বোল্লিখিত দিব্য রথ পরবর্ত্তী কালে চেদিপতির বশীভূত হইয়াছিল। ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া সেই রথ দান করেন। ভূপতি বৃহদ্রথ ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে বৃহদ্রথ হইতে বার্হদ্রথ জরাসন্ধ রাজার আয়ত্ত হয়। কৌরবনন্দন ভীমসেন জরাসন্ধকে নিহত করিয়া সেই উত্তম রথ বাসুদেবকে প্রীতি-উপহার প্রদান করেন। ১-১৭। ধীমান্ রাজা যযাতি সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করিয়া পরে স্বীয় রাজ্য পুত্রগণকে পঞ্চধা বিভাগ করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ জ্যেষ্ঠ যদুকে, মধ্য ভাগ পুরুকে, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ তুর্ব্বসুকে এবং উত্তর ও পশ্চিম দিক্ দ্রুহ্য ও অনুকে অর্পণ করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি সেই বিভাগ ক্রমে দ্বীপ-পত্তন-শালিনী সমগ্র মেদিনী ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ সকল ভূপতির প্রজাদিগের বৃত্তান্ত [illegible]মি পরে বর্ণন

ধনুর্ন্যস্ত পৃথক্‌কাংশ্চ পঞ্চভিঃ পুরুষর্ষভৈঃ।
জরাবানভবদ্রাজা ভারমাবেশ্য বন্ধুষু॥ ২২
নিক্ষিপ্তশস্ত্রঃ পৃথিবীং চচার পৃথিবীপতিঃ।
প্রীতিমানভবদ্রাজা যযাতিরপরাজিতঃ॥ ২৩
এবং বিভজ্য পৃথিবীং যযাতির্যদুমব্রবীৎ।
জরাং মে প্রতিগৃহ্ণীষ পুত্র কৃত্যান্তরেণ বৈ॥
তরুণস্তব রূপেণ চরেয়ং পৃথিবীমিমাম্।
জরাং ত্বয়ি সমাধায় তং যদুঃ প্রত্যুবাচ হ॥২৫
যদুরুবাচ।
অনির্দ্দিষ্টা ময়া ভিক্ষা ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতা।
অনপাকৃত্য তাং রাজন্ন গ্রহীষ্যামি তে জরাম্
জরায়াং বহবো দোষাঃ পানভোজনকারিতাঃ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীতুমহমুৎসহে॥২৭
সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মত্তঃ প্রিয়তরা নৃপ।
প্রতিগ্রহীতুং ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রমন্যং বৃণীষ বৈ॥ ২৮
স এবমুক্তো যদুনা রাজা কোপসমন্বিতঃ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো যযাতির্গর্হয়ন্ সুতম্॥২৯
যযাতিরুবাচ।
ক আশ্রমস্তবান্যোঽস্তি কো বা ধর্ম্মো বিধীয়তে
মামনাদৃত্য দুর্ব্বুদ্ধে যদহং তব দেশিকঃ॥ ৩০
এবমুক্ত্বা যদুং বিপ্রাঃ শশাপৈনং স মন্যুমান্।
অরাজ্যা তে প্রজা মূঢ় ভবিত্রীতি ন সংশয়ঃ॥
দ্রুহ্যুং চ তুর্ব্বসুং চৈবাপ্যনুং চ দ্বিজসত্তমাঃ।
এবমেবাব্রবীদ্রাজা প্রত্যাখ্যাতশ্চ তৈরপি॥ ৩২
শশাপ তানতিক্রুদ্ধো যযাতিরপরাজিতঃ।
যথাবৎ কথিতং সর্ব্বং ময়াস্য দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩৩

করিব। কালক্রমে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন। তিনি আপনার ধনুর্বাণাদি পরিত্যাগ করিলেন। পাঁচটী পুরুষপ্রবর পুত্র তাঁহার যোগ্য হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন। তিনি সমুদায় শস্ত্রব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া প্রীতিমান হইলেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র তিনি বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জরাগ্রস্ত হইয়া। শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাকে পরাজয় করিবার অবকাশ কাহারও রহিল না। এইরূপে যযাতি রাজা সমস্ত পুত্রকে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়া একদা জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি আমার এই জরাগ্রহণ কর; আমি কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তোমাকে আমার জরা অর্পণ করিয়া তোমার এই যৌবন দ্বারা যুবক হইয়া এই পৃথিবী ভ্রমণ করিব। তৎশ্রবণে যদু বলিলেন,—হে রাজন্! আমি কোন ব্রাহ্মণকে কোন একটী অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, এই যৌবন দ্বারা আমি সে কার্য্য সম্পাদন না করিয়া আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারি না। জরায় বহু দোষ আছে। পান-ভোজনাদি ব্যাপার জরাবস্থায় সুচারুরূপে হয় না। অতএব হে রাজন! আপনার জরা গ্রহণে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। হে নৃপ! আমা অপেক্ষা আপনার আরও অনেক প্রিয় পুত্র আছে; হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহাদিগের মধ্যে কোন এক জনকে আপনি এই জরাগ্রহণে নিয়োগ করুন। যদু এই কথা কহিলে, যযাতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তখন পুত্র যদুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ওরে দুর্ব্বুদ্ধে! আমি তোমার গুরু, তুমি আমায় যখন অবজ্ঞাত করিলে, তখন তোমার আশ্রমই বা কি আর ধর্ম্মই বা কি? এই বলিয়া যযাতি সক্রোধে সুতের প্রতি এই রূপে অভিশাপ দিলেন যে, রে মূঢ়! তোমার সন্তান-সন্ততিগণ কখন রাজ্যলাভ করিতে পারিবে না। যদুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি অতঃপর দ্রুহ্য, তুর্ব্বসু ও অনুকে যথাক্রমে তদীয় জরাগ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারাও ঐরূপ কথা কহিয়া পিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন যযাতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বের ন্যায় অভিসম্পাত করেন। হে দ্বিজগণ! এই আমি যযাতি-প্রদত্ত শাপ-বিবরণ যথাযথ বলিলাম। যযাতি এইরূপে পুরুর অগ্রজাত সমস্ত পুত্রকেই শাপ-

এবং শপ্ত্বা সুতান্ সর্ব্বাংশ্চতুরঃ পুরুপূর্ব্বজান্
তদেব বচনং রাজা পুরুমপ্যাহ ভো দ্বিজাঃ॥
তরুণস্তব রূপেণ চরেয়ং পৃথিবীমিমাম্।
জরাং ত্বয়ি সমাধায় ত্বং পুরো যদি মন্যসে॥৩৫
স জরাং প্রতিজগ্রাহ পিতুঃ পুরুঃ প্রতাপবান্।
যযাতিরপি রূপেণ পুরোঃ পর্য্যচরন্ মহীম্॥৩৬
স মার্গমাণঃ কামানামন্তং নৃপতিসত্তমঃ।
বিশ্বাচ্যা সহিতো রেমে বনে চৈত্ররথে প্রভুঃ॥
যদা স তৃপ্তঃ কামেষু ভোগেষু চ নরাধিপঃ।
তদা পুরোঃ সকাশাদ্বৈ স্বাং জরাং প্রত্যপদ্যত
যত্র গাথা মুনিশ্রেষ্ঠা গীতাঃ কিল যযাতিনা।
যাভিঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্ সর্ব্বতোঽঙ্গানি
কূর্ম্মবৎ॥৩৯
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥৪০

যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি কৃত্বা ন মুহ্যতি॥৪১
যদা ভাবং ন কুরুতে সর্ব্বভূতেষু পাপকম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥৪২
যদা তেভ্যো ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥৪৩
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং
ত্যজতঃ সুখম্॥৪৪
জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হন্তি ষোড়শীং কলাম্॥
এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রাবিশদ্বনম্।

গ্রস্ত করিয়া অবশেষে পুরুকে তাঁহার জরাগ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি পুরুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরো! তোমার যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তোমাতে আমার জরা ন্যস্ত করিয়া তোমার তরুণ রূপে আমি তরুণ হইয়া এই সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করি। পিতার কথায় প্রতাপবান্ পুরু যযাতির জরা গ্রহণ করিলেন। তখন যযাতি পুরুর তরুণ রূপ গ্রহণ করিয়া কামোপভোগের চরম সীমা পাইবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্বাচীর সহিত বহুকাল চৈত্ররথ বনে বিহার করিলেন। কিন্তু যখন কামোপভোগে কিছুতেই তৃপ্তি শেষ হইল না, তখন তিনি পুরুর নিকট আসিয়া স্বীয় জরা গ্রহণ করিলেন। হে মুনিগণ! যিনি কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে সকল কামনা প্রত্যাহৃত করিয়াছিলেন সেই রাজা যযাতি কর্ত্তৃক তৎকালে এইরূপ গাথা গীত হইয়াছিল যে, কাম্য বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কাম কখন উপশম প্রাপ্ত হয় না; বস্তুতঃ ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১৮—৪০। পৃথিবীতে যত কিছু ব্রীহি, যব, হিরণ্য, ও স্ত্রী আছে সে সকল একজনেরও পর্য্যাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ মনে করিয়া সে সকলের জন্য মোহিত হওয়া উচিত নহে। যখন কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারাও সর্ব্বভূতের প্রতি কোনরূপ পাপজ ভাব পোষণ করা হয় না, তখনই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি অন্যের নিকট হইতে ভীত হয়েন না; অন্যেও যখন তাঁহার নিকট হইতে ভীত হয় না, যখন ইচ্ছা বা দ্বেষ কিছুই থাকে না, তখনই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, স্বীয় আধার জীর্ণ হইলেও যাহা যখন জীর্ণ হয় না, যাহা মানুষের প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণা যিনি ত্যাগ করিতে পারেন; প্রকৃত সুখ তাঁহারই হইয়া থাকে। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশরাশি জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয়, কিন্তু ধনাশা আর যে জীবনাশা, এ দুইটী কিছুতেই জীর্ণ হইবার নয়। জগতে যাহা কিছু কামসুখ আর যাহা কিছু স্বর্গীয়সুখ, তাহা একমাত্র তৃষ্ণাক্ষয়রূপ সুখের ষোড়শ ভাগের একভাগেরও সমান নয়। সেই

কালেন মহতা চায়ং চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৪৭
ভৃগুতুঙ্গে গতিং প্রাপ তপসোঽন্তে মহাযশাঃ।
অনশ্নন্ দেহমুৎসৃজ্য সদারঃ স্বর্গমাপ্তবান্ ॥ ৪৮
তস্য বংশে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চ রাজর্ষিসত্তমাঃ।
যৈর্ব্যাপ্তা পৃথিবী সর্ব্বা সূর্য্যস্যেব গভস্তিভিঃ ॥
যদোস্তু বংশং বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং রাজসৎকৃতম্।
যত্র নারায়ণো জজ্ঞে হরির্বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ ॥ ৫০
স্বস্থঃ প্রজাবানায়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবেন্নরঃ।
যযাতিচরিতং নিত্যমিদং শৃণ্বন্ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশ
যযাতিচরিতনিরূপণং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

রাজর্ষি যযাতি এই কথা বলিতে বলিতে সস্ত্রীক বনে গমন করেন। তিনি বহুকাল বনে থাকিয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। পরে ভৃগুতুঙ্গে তপস্যা করিয়া সেই তপস্যার পর অনশনে দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার বংশধর পাঁচ রাজর্ষি ছিলেন। সূর্য্যের কিরণপটলের ন্যায় তাঁহাদের দ্বারাই এই সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হে মুনিগণ! যে বংশে বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর স্বয়ং হরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই যদুবংশবিবরণ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে নর নিত্য এই যযাতি-চরিত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি আয়ুষ্মান্ ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকেন। ৪১—৫১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।
পুরোর্বংশং বয়ং সূত শ্রোতুমিচ্ছাম তত্ত্বতঃ।
দ্রুহ্যস্যানোর্যদোশ্চৈব তুর্বসোশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১

লোমহর্ষণ উবাচ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ পুরোর্বংশং মহাত্মনঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ প্রথমং বদতো মম ॥ ২
পুরোঃ পুত্রঃ সুবীরোঽভূন্মনস্যুস্তস্য চাত্মজঃ।
রাজা চাভয়দো নাম মনস্যোরভবৎ সুতঃ ॥ ৩
তথৈবাভয়দস্যাসীৎ সুধন্বা নাম পার্থিবঃ।
সুধন্বনঃ সুবাহুশ্চ রৌদ্রাশ্বস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৪
রৌদ্রাশ্বস্য দশার্ণেয়ুঃ কৃকণেয়ুস্তথৈব চ।
কক্ষেয়ুস্থণ্ডিলেয়ুশ্চ সন্নতেয়ুস্তথৈব চ ॥ ৫
ঋচেয়ুশ্চ জলেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চ মহাবলঃ।
ধনেয়ুশ্চ বনেয়ুশ্চ পুত্রকাশ্চ দশ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬
ভদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ শলদা মলদা তথা।
খলদা চ ততো বিপ্রা নলদা সুরসাপি চ ॥ ৭
তথা গোচপলা চ স্ত্রীরত্নকূটা চ তা দশ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে সূত! আমরা পুরু, দ্রুহ্য, অনু, যদু ও তুর্ব্বসুর বংশ-বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি প্রথমে মহাত্মা পুরুর বংশ বিস্তৃতরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। পুরুর পুত্র সুবীর; তৎপুত্র মনস্যু; মনুস্যুর পুত্র রাজা অভয়দ। তাঁহার পুত্র মহীপতি সুধন্বা; তৎপুত্র সুবাহু; তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব; এই রৌদ্রাশ্ব রাজার দশজন পুত্র ও দশ কন্যা সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণের নাম যথা—দশার্ণেয়ু, কৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, ঋচেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, ধনেয়ু, ও বনেয়ু। তদীয় কন্যাগণের নাম যথা—ভদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, শলদা, মলদা, খলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা ও রত্নকূটা। অত্রিবংশে

ঋষির্জাতোঽত্রিবংশে চ তাসাং ভর্ত্তা প্রভাকরঃ।
ভদ্রায়াং জনয়ামাস সুতং সোমং যশস্বিনম্।
স্বর্ভানুনা হতে সূর্য্যে পতমানে দিবো মহীম্ ॥৯
তমোভিভূতে লোকে চ প্রভা যেন প্রবর্ত্তিতা।
স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চোক্তো বৈ পতমানো দিবাকরঃ
বচনাত্তস্য বিপ্রর্ষের্ন পপাত দিবো মহীম্।
অত্রিশ্রেষ্ঠানি গোত্রাণি যশ্চকার মহাতপাঃ ॥১১
যজ্ঞেষ্বত্রের্বলঞ্চৈব দেবৈর্যস্য প্রতিষ্ঠিতম্।
স তাসু জনয়ামাস পুত্রিকাস্বাত্মকামজান্ ॥ ১২
দশ পুত্রান্ মহাসত্ত্বাংস্তপস্যুগ্রে রতাংস্তথা।
তে তু গোত্রকরা বিপ্রা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥
স্বস্ত্যাত্রেয়া ইতি খ্যাতাঃ কিঞ্চ ত্রিধনবর্জ্জিতাঃ
কক্ষেয়োস্তনয়াস্ত্বাসংস্ত্রয় এব মহারথাঃ ॥ ১৪
সভানরশ্চাক্ষুষশ্চ পরমন্যুস্তথৈব চ।
সভানরস্য পুত্রস্তু বিদ্বান্ কালানলো নৃপঃ ॥১৫
কালানলস্য ধর্ম্মজ্ঞঃ সৃঞ্জয়ো নাম বৈ সুতঃ।
সৃঞ্জয়স্যাভবৎ পুত্রো বীরো রাজা পুরঞ্জয়ঃ ॥১৬
জনমেজয়ো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুরঞ্জয়সুতোঽভবৎ।
জনমেজয়স্য রাজর্ষের্মহাশালোঽভবৎ সুতঃ।
দেবেষু স পরিজ্ঞাতঃ প্রতিষ্ঠিতযশা ভুবি।
মহামনা নাম সুতো মহাশালস্য বিশ্রুতঃ ॥ ১৮
জজ্ঞে বীরঃ সুরগণৈঃ পূজিতঃ সুমহামনাঃ।
মহামনাস্তু পুত্রৌ দ্বৌ জনয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥১৯
উশীনরঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং তিতিক্ষুঞ্চ মহাবলম্।
উশীনরস্য পত্ন্যস্তু পঞ্চ রাজর্ষিবংশজাঃ ॥ ২০
নৃগা কৃমির্নবা দর্ব্বা পঞ্চমী চ দৃষদ্বতী।
উশীনরস্য পুত্রাস্তু পঞ্চ তাসু কুলোদ্বহাঃ ॥ ২১
তপসা চৈব মহতা জাতা বৃদ্ধস্য চাত্মজাঃ।
নৃগায়াস্তু নৃগঃ পুত্রঃ কৃম্যাং কৃমিরজায়ত ॥ ২২
নবায়াস্তু নবঃ পুত্রো দর্ব্বায়াঃ সুব্রতোঽভবৎ।
দৃষদ্বত্যাস্তু সঞ্জজ্ঞে শিবিরৌশীনরো নৃপঃ ॥২৩
শিবেস্তু শিবয়ো বিপ্রা যৌধেয়াস্তু নৃগস্য হ।
নবস্য নবরাষ্ট্রন্তু কৃমেস্তু কৃমিলা পুরী ॥ ২৪

প্রভাকর নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি ঐ ভদ্রা প্রভৃতি দশ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভদ্রা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে যশস্বী সোম তাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েন। রাহু কর্ত্তৃক আহত হইয়া সূর্য্য স্বর্গ হইতে মহীপৃষ্ঠে পতনোন্মুখ হইলে, অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তখন ঐ প্রভাকর ঋষি কর্ত্তৃক প্রভা প্রবর্ত্তিত হয়। দিবাকর পতিত হইতে থাকিলে তিনিই তাঁহাকে 'তোমার স্বস্তি হউক' বলিয়া সমাশ্বস্ত করিয়াছিলেন; তখন সেই বিপ্রর্ষির কথানুসারেই দিবাকরকে আর মহীপৃষ্ঠে পতিত হইতে হয় নাই। তাঁহা হইতেই অত্রিশ্রেষ্ঠ গোত্র সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যজ্ঞসমূহে দেবগণকর্ত্তৃক অত্রির বল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁহার দশ স্ত্রীর গর্ভেই ক্রমান্বয়ে দশপুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণ সকলেই মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন ও উগ্র তপস্যায় নিরত ছিলেন। সেই সকল পুত্রই গোত্রকর, ঋষি, বেদপারগ ও আত্রেয় আখ্যায় অভিহিত। কক্ষেয়ুর তিন পুত্র সভানর, চাক্ষুষ ও পরমন্যু। হে মুনিপ্রবরগণ সভানরের পুত্র বিদ্বান্ কালানল। তৎপুত্র ধর্ম্মজ্ঞ সৃঞ্জয়; তৎপুত্র রাজা পুরঞ্জয়; তৎপুত্র জনমেজয়। রাজর্ষি জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল। ইনি দেব সমাজে সবিশেষ পরিচিত ও প্রথিতযশা ছিলেন। ইহাঁর পুত্র ধার্ম্মিক মহামনা। ইনিও সুরসমাজে বিলক্ষণ সম্মানিত ছিলেন। হে দ্বিজগণ! মহামনার ধর্ম্মজ্ঞ উশীনর ও মহাবল তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। উশীনরের রাজর্ষিবংশসম্ভূত পাঁচটী পত্নী ছিল। তাহাদের নাম—নৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতী। উশীনর বহু তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে ঐ পাঁচটী পত্নীর গর্ভে পাঁচটী সন্তান জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে নৃগার পুত্র নৃগ, কৃমির পুত্র কৃমি, নবার পুত্র নব এবং দার্ব্বার পুত্র সুব্রত। পঞ্চমী পত্নী দৃষদ্বতীর গর্ভে ঔশীনর শিবি রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ১—২৩। হে বিপ্রগণ! শিবির শিবিগণ, নৃগের, যৌধেয়গণ, নবের নবরাষ্ট্র, সুব্রতের অম্বষ্ঠা

সুব্রতস্য তথাম্বষ্ঠাঃ শিবিপুত্রান্নিবোধত।
শিবেস্ত শিবয়ঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥২৫
বৃষদর্ভঃ সুবীরশ্চ কেকয়ো মদ্রকস্তথা।
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতা কেকয় মদ্রকাস্তথা ॥২৬
বৃষদর্ভাঃ সুবীরাশ্চ তিতিক্ষোস্ত প্রজাস্ত্বিমাঃ।
তিতিক্ষুরভবদ্রাজা পূর্ব্বস্যাং দিশি ভো দ্বিজাঃ ॥
উষদ্রথো মহাবীর্য্যঃ ফেনস্তস্য সুতোঽভবৎ।
ফেন— সুতপা যজ্ঞে ততঃ সুতপসো বলিঃ ॥২৮
জাতো মানুষযোনৌ তু স রাজা কাঞ্চনেষুধিঃ।
মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা ॥ ২৯
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভুবি।
অঙ্গঃ প্রথমতো যজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ ॥ ৩০
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি ॥৩১
বলেশ্চ ব্রহ্মণা দত্তো বরঃ প্রীতেন ভো দ্বিজাঃ।
মহাযোগিত্বমায়ুশ্চ কল্পস্য পরিমাণতঃ ॥ ৩২
বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনম্।
সংগ্রামে চাপ্যজেয়ত্বং ধর্ম্মে চৈব প্রধানতাম্ ॥
ত্রৈলোক্যদর্শনঞ্চাপি প্রাধান্যং প্রসবে তথা।
চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্ত্বঞ্চ স্থাপয়িতেতি চ ॥৩৪
ইত্যুক্তো বিভুনা রাজা বলিঃ শান্তিং পরাং যযৌ।
কালেন মহতা বিপ্রাঃ স্বঞ্চ স্থানমুপাগমৎ ॥ ৩৫
তেষাং জনপদাঃ পঞ্চ অঙ্গা বঙ্গাঃ সসুহ্মকাঃ।
কলিঙ্গাঃ পুণ্ড্রকাশ্চৈব প্রজাস্ত্বঙ্গস্য সাম্প্রতম্ ॥৩৬
অঙ্গপুত্রো মহানাসীদ্রাজেন্দ্রো দধিবাহনঃ।
দধিবাহনপুত্রস্তু রাজা দিবিরথোঽভবৎ ॥ ৩৭
পুত্রো দিবিরথস্যাসীচ্ছক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
বিদ্বান্ ধর্ম্মরথো নাম তস্য চিত্ররথঃ সুতঃ ॥ ৩৮
তেন ধর্ম্মরথেনাথ তদা কালঞ্জরে গিরৌ।
যজতা সহ শক্রেণ সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥৩৯

এবং কৃমির কৃমিলা পুরী প্রসিদ্ধ। এক্ষণে শিবির পুত্রগণের কথা শ্রবণ করুন। শিবির লোক-বিশ্রুত চারি পুত্র ছিল। সেই পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক। এই চারি পুত্রেরই কৈকেয়, মদ্রক বৃষদর্ভ ও সুবীর নামে চারিটী সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। হে দ্বিজ-গণ! এক্ষণে তিতিক্ষুর সন্তান সন্ততিগণের কথা শ্রবণ করুন। তিতিক্ষু পূর্ব্বদিকে রাজত্ব করিতেন। তিতিক্ষুর পুত্র মহাবীর্য্য উষদ্রথ; ইঁহার ফেন নামে এক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র সুতপা; তৎপুত্র বলি; বলিরাজা মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহাযোগী পুরুষ হয়েন। ইনি পাঁচটী বংশকর পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের মধ্যে অঙ্গ জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বঙ্গ; এইরূপে সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে বলির পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। বলির এই পঞ্চ পুত্রই বালেয় নামে বিখ্যাত ছিলেন। বালেয় নামক ব্রাহ্মণগণও বলিরাজের বংশধর বলিয়া ভূতলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুরাকালে ব্রহ্মা বলির প্রতি প্রীত হইয়া এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে বলে! তুমি মহাযোগী হইবে, কল্প কাল পর্য্যন্ত তোমার পরমায়ু, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অসাধারণ তত্ত্বার্থ দৃষ্টি, সংগ্রামে অজেয়ত্ব, ধর্ম্মে প্রাধান্য, ত্রৈলোক্য দর্শনের ক্ষমতা এবং পুত্র জননে প্রাধান্য হইবে। তুমি চতুর্ব্বিধবর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রভু ব্রহ্মা এইরূপ বর দান করিলে, বলিরাজা সংসারে শান্তিলাভ করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, তিনি স্বর্গস্থানে উপনীত হইলেন। তদীয় পঞ্চপুত্রের পাঁচটী জনপদই অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্প্রতি অঙ্গরাজের বংশবিবরণ বলিতেছি। দধিবাহন নামে অঙ্গরাজের এক প্রধান পুত্র ছিলেন। ইনি রাজেন্দ্র বিশেষণে অভিহিত হইতেন। ইহার পুত্র রাজা দিবিরথ; তৎপুত্র ধর্ম্মরথ। ইনি ইন্দ্রপ্রতিম পরাক্রমশালী ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম চিত্ররথ। ২৪—৩৮। ইনি ধর্ম্মানুষ্ঠানকামনায় কালঞ্জরগিরিতে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহাত্মা ইন্দ্র সেই যজ্ঞে

অথ চিত্ররথস্যাপি পুত্রো দশরথোঽভবৎ।
লোমপাদ ইতি খ্যাতো যস্য শান্তা সুতাভবৎ
তস্য দাশরথির্বীরশ্চতুরঙ্গো মহাযশাঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গপ্রসাদেন জজ্ঞে বংশবিবর্দ্ধনঃ॥ ৪১
চতুরঙ্গস্য পুত্রস্তু পৃথুলাক্ষ ইতি স্মৃতঃ।
পৃথুলাক্ষসুতো রাজা চম্পো নাম মহাযশাঃ॥৪২
চম্পস্য তু পুরী চম্পা যা মালিন্যভবৎ পু''।
পূর্ণভদ্রপ্রসাদেন হর্য্যঙ্গোঽস্য সুতোঽভবৎ॥৪৩
ততো বৈভাণ্ডকিস্তস্য বারণং শক্রবারণম্।
অবতারয়ামাস মহীং মন্ত্রৈর্বাহনমুত্তমম্॥ ৪৪
হর্য্যঙ্গস্য সুতস্তত্র রাজা ভদ্ররথঃ স্মৃতঃ।
পুত্রো ভদ্ররথস্যাসীদ্বৃহৎকর্ম্মা প্রজেশ্বরঃ॥ ৪৫
বৃহদ্দর্ভঃ সুতস্তত্র যস্মাজ্জজ্ঞে বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মনাস্তু রাজেন্দ্রো জনয়ামাস বৈ সুতম্॥৪৬
নাম্না জয়দ্রথং নাম যস্মাদ্দৃঢ়রথো নৃপঃ।
আসীদ্দৃঢ়রথস্যাপি বিশ্বজিজ্জনমেজয়ী॥ ৪৭

সোমপান করিয়াছিলেন। রাজা চিত্ররথের পুত্র দশরথ। ইনি লোমপাদ নামে অভিহিত হইতেন। শান্তা নামে ইহাঁর একটি কন্যা সন্তান ছিল। দশরথের পুত্র মহাযশা চতুরঙ্গ। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির অনুগ্রহে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই চতুরঙ্গরাজের পুত্র পৃথুলাক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইহাঁর পুত্র মহাযশা চম্প। ইনিও একজন রাজা হইয়াছিলেন। চম্পরাজের চম্পা নামে রাজধানী ছিল, এই রাজপুরীর পূর্ব্ব-নাম ছিল মালিনী। পূর্ণভদ্রের প্রসাদে চম্প-রাজের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র হয়। ইনি মন্ত্রবলে ঐরাবতপ্রতিম বৈভাণ্ডকি নামক এক হস্তীকে মহীপৃষ্ঠে অবতারিত করেন। এই হস্তী তাঁহার শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল। ভদ্ররথ বিখ্যাত রাজা হর্য্যঙ্গের পুত্র। ভদ্ররথের পুত্র প্রজানাথ বৃহৎকর্ম্মা। তৎপুত্র বৃহদ্দর্ভ, রাজাধিরাজ তৎপুত্র বৃহন্মনা; ইনি এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাহার নাম জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র দৃঢ়রথ; তৎপুত্র বিশ্বজিৎ

দায়াদস্তস্য বৈকর্ণো বিকর্ণস্তস্য চাত্মজঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদঙ্গানাং কুলবর্দ্ধনম্॥ ৪৮
এতেঽঙ্গবংশজাঃ সর্ব্বে রাজানঃ কীর্ত্তিতা ময়া।
সত্যব্রতা মহাত্মানঃ প্রজাবন্তো মহারথাঃ॥৪৯
ঋচেয়োস্তু মুনিশ্রেষ্ঠা রৌদ্রাশ্বতনয়স্য বৈ।
শৃণুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি বংশং রাজ্ঞস্তু ভো দ্বিজাঃ
ঋচেয়োস্তনয়ো রাজা মতিনারো মহীপতিঃ।
মতিনারসুতাস্ত্বাসংস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ॥ ৫১
বসুরোধঃ প্রতিরথঃ সুবাহুশ্চৈব ধার্ম্মিকঃ।
সর্ব্বে বেদবিদশ্চৈব ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ॥৫২
ইলা নাম তু যস্যাসীৎ কন্যা বৈ মুনিসত্তমাঃ।
ব্রহ্মবাদিন্যধিস্ত্রী সা তংসুস্তামভ্যাগচ্ছত॥ ৫৩
তংসোঃ সুতোঽথ রাজর্ষির্ধর্ম্মনেত্রঃ প্রতাপবান্
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তস্তস্য ভার্য্যোপদানবী॥ ৫৪
উপদানবী ততঃ পুত্রাংশ্চতুরোঽজনয়চ্ছুভান্।
দুষ্মন্তমথ সুষ্মন্তং প্রবীরমনঘং তথা॥ ৫৫

জনমেজয়; তৎপুত্র বৈকর্ণ; তৎপুত্র বিকর্ণ। বিকর্ণের একশত বংশধর পুত্র উৎপন্ন হয়। এই আমি অঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম, ইহাঁরা সকলেই সত্যব্রত, মহাত্মা, পুত্রশালী ও মহারথ ছিলেন। হে মুনিবরগণ! এক্ষণে রৌদ্রাশ্বনন্দন ঋচেয়ু রাজার বংশবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঋচেয়ু রাজার পুত্র মহীপতি মতিনার। মতিনার নরপতির তিনটী ধার্ম্মিক পুত্র উৎ-পন্ন হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে বসুরোধ প্রতিরথ ও সুবাহু। এই পুত্রগণ সকলেই সত্যবাদী, ধর্ম্মজ্ঞ, বেদবিৎ ও ব্রহ্ম-পরায়ণ ছিলেন। ৩৯—৫২। হে মুনিগণ! পূর্ব্বে যে ইলা নাম্নী কন্যার উৎপত্তি-কথা কহিয়াছি, তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন। রাজা তংসু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তংসুর তনয় প্রতাপবান্ রাজর্ষি ধর্ম্মনেত্র। ইনি ব্রহ্মবাদী ও পরাক্রমশালী ছিলেন। ইহাঁর ভার্য্যার নাম ছিল উপদানবী। উপদানবীর গর্ভে ধর্ম্মনেত্রের দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারিটী পুত্র উৎপন্ন

দুষ্মন্তস্য তু দায়াদো ভরতো নাম বীর্য্যবান্ ।
স সর্ব্বদমনো নাম নাগাযুতবলো মহান্ ॥ ৫৬
চক্রবর্ত্তী সুতো জজ্ঞে দুষ্মন্তস্য মহাত্মনঃ ।
শকুন্তলায়াং ভরতো যস্য নাম্না তু ভারতাঃ ॥
ভরতস্য বিনষ্টেষু তনয়েষু মহীপতেঃ ।
মাতৄণাং তু প্রকোপেণ ময়া তৎকথিতং পুরা ॥
বৃহস্পতেরঙ্গিরসঃ পুত্রো বিপ্রো মহামুনিঃ ।
অযাজয়ন্তরদ্বাজো মহদ্ভিঃ ক্রতুভির্বিভুঃ ॥ ৫৯
পূর্ব্বং তু বিতথে তস্য কৃতে বৈ পুত্রজন্মনি ।
ততোঽথ বিতথো নাম ভরদ্বাজাৎসুতোঽভবৎ
ততেঽথ বিতথে জাতে ভরতস্ত দিবং যযৌ ॥
বিতথং চাভিষিচ্যাথ ভরদ্বাজো বনং যযৌ ॥ ৬১
স চাপি বিতথঃ পুত্রান্ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ ।
সুহোত্রঞ্চ সুহোতারং গয়ং গর্গং তথৈব চ ॥৬২
কপিলঞ্চ মহাত্মানং সুহোত্রস্য সুতদ্বয়ম্ ।
কাশিকঞ্চ মহাসত্ত্বং তথা গৃৎসমতিং নৃপম্ ॥৬৩
তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ ।

কাশিকস্য তু কাশেয়ঃ পুত্রো দীর্ঘতপাস্তথা ॥৬৪
বভূব দীর্ঘতপসো বিদ্বান্ ধন্বন্তরিঃ সুতঃ ।
ধন্বন্তরেস্তু তনয়ঃ কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৬৫
তথা কেতুমতঃ পুত্রো বিদ্বান্ ভীমরথঃ স্মৃতঃ ।
পুত্রো ভীমরথস্যাপি বারাণস্যধিপোঽভবৎ ॥৬৬
দিবোদাস ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বক্ষত্রপ্রণাশনঃ ।
দিবোদাসস্য পুত্রস্তু বীরো রাজা প্রতর্দ্দনঃ ॥৬৭
প্রতর্দ্দনস্য পুত্রৌ দ্বৌ বৎসো ভার্গব এব চ ।
অলর্কো রাজপুত্রস্তু রাজা সন্নতিমান্ ভুবি ॥৬৮
হৈহয়স্য তু দায়াদ্যং হৃতবান্ বৈ মহীপতিঃ ।
আজহ্রে পিতৃদায়াদ্যং দিবোদাসহৃতং বলাৎ ॥
ভদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রেণ দুর্দ্দমেন মহাত্মনা ।
দিবোদাসেন বালেতি ঘৃণয়াসৌ বিসর্জ্জিতঃ ॥
অষ্টারথো নাম নৃপঃ সুতো ভীমরথস্য বৈ ।
তেন পুত্রেণ [illegible]লস্য প্রহৃতং তস্য ভো দ্বিজাঃ ॥
বৈরস্যান্তং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ ক্ষত্রিয়েণ বিধিৎসতা ।
অলর্কঃ কাশিরাজস্তু ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৭২

হয়। দুষ্মন্তের ভরত নামে এক বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরত অযুত নাগ তুল্য বলশালী ছিলেন; ইঁহার অপর নাম সর্ব্বদমন। ইনি মহাত্মা দুষ্মন্তের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া চক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হন। শকুন্তলা ভরতের জননী ছিলেন। ভরতের নামানুসারেই ভারত নাম প্রসিদ্ধ। মাতৃগণের প্রকোপে ভরতনন্দনগণ প্রনষ্ট হইয়াছিল। একথা পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি। হে বিপ্রগণ! বার্হস্পত্য আঙ্গিরস ভরদ্বাজ ভরত দ্বারা এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে পুত্র জন্ম বিতথ অর্থাৎ বিফল হয়; সেই জন্য ভরদ্বাজ বিতথ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন, বিতথ জন্মিবার পর ভরত স্বর্গগমন করেন। এ দিকে বিতথের রাজ্যাভিষেক হইবার পর ভরদ্বাজও বনে প্রস্থান করেন। যথাকালে বিতথের সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল নামে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সুহোত্রের মহাসত্ত্ব কাশিক ও গৃৎসমতি নামে দুইপুত্র জন্মগ্রহণ করে। গৃৎসমতির যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ ক্ষত্রিয় এবং কেহ কেহ বৈশ্য হইয়াছিল। কাশিকের পুত্র কাশেয় দীর্ঘতপা। তৎপুত্র বিদ্বান্ ধন্বন্তরি, তৎপুত্র বিখ্যাত কেতুমান্। তৎপুত্র বিজ্ঞ ভীমরথ, তৎপুত্র বারাণসীপতি সর্ব্বক্ষত্রজয়ী দিবোদাস। তৎপুত্র রাজা প্রতর্দ্দন। তাঁহার বৎস ও ভার্গব নামে দুই পুত্র হয়। রাজপুত্র অলর্ক এবং রাজা সন্নতিমান্, ইঁহারা হৈহয় নরপতির রাজ্য হরণ করেন। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র মহাত্মা দুর্দ্দম, রাজা দিবোদাস কর্ত্তৃক হৃত তদীয় পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এই দুর্দ্দম রাজাকে পূর্ব্বে দিবোদাস বালক জ্ঞানে ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।৫৩-৭০। ভীমরথের অষ্টারথ নামে আর এক পুত্র ছিল। এই পুত্র বৈর-প্রতিযাতনার্থ পূর্ব্বোক্ত বালকের রাজ্য অপহরণ করে। কাশিরাজ অলর্ক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
যুবা রূপেণ সম্পন্ন আসীৎকাশিকুলোদ্বহঃ ॥৭৩
লোপামুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাপ সঃ।
বয়সোঽন্তে মুনিশ্রেষ্ঠা হত্বা ক্ষেমকরাক্ষসম্ ॥ ৭৪
রম্যাং নিবেশয়ামাস পুরীং বারাণসীং নৃপঃ।
অলর্কস্য তু দায়াদঃ ক্ষেমকো নাম পার্থিবঃ ॥৭৫
ক্ষেমকস্য তু পুত্রো বৈ বর্ষকেতুস্ততোঽভবৎ।
বর্ষকেতোশ্চ দায়াদো বিভুর্নাম প্রজেশ্বরঃ ॥৭৬
আনর্ত্তস্তু বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমারস্ততোঽভবৎ।
সুকুমারস্য পুত্রস্তু সত্যকেতুর্মহারথঃ ॥ ৭৭
সুতোঽভবন্মহাতেজা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভর্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ ॥ ৭৮
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তমাঃ ॥৭৯
আজমীঢ়োঽপরো বংশঃ শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ
সুহোত্রস্য বৃহৎপুত্রো বৃহতস্তনয়াস্ত্রয়ঃ ॥ ৮০
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ বীর্য্যবান্।
অজমীঢ়স্য পত্ন্যস্তু তিস্রো বৈ যশসান্বিতাঃ ॥৮১
নীলী চ কেশিনী চৈব ধূমিনী চ বরাঙ্গনাঃ।
অজমীঢ়স্য কেশিন্যাং জজ্ঞে জহ্নুঃ প্রতাপবান্
আজহ্রে যো মহাসত্রং সর্ব্বমেধমখং বিভুঃ।
পতিলোভেন যং গঙ্গা বিনীতেব সসার হ ॥৮৩
নেচ্ছতঃ প্লাবয়ামাস তস্য গঙ্গা চ তৎসদঃ।
তত্তয়া প্লাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমন্ততঃ ॥ ৮৪
জহ্নুরপ্যব্রবীদ্গঙ্গাং ক্রুদ্ধো বিপ্রাস্তদা নৃপঃ।
এষ তে ত্রিষু লোকেষু সংক্ষিপ্যাপঃ পিবাম্যহম্॥
অস্য গঙ্গেঽবলেপস্য সদ্যঃ ফলমবাপ্নুহি ॥ ৮৫
ততঃ পীতাং মহাত্মানো দৃষ্ট্বা গঙ্গাং মহর্ষয়ঃ।
উপনিন্যুর্মহাভাগা দুহিতৃত্বেন জাহ্নবীম্ ॥ ৮৬
যুবনাশ্বস্য পুত্রীং তু কাবেরীং জহ্নুরাবহৎ।
গঙ্গাশাপেন দেহার্দ্ধং যস্যাঃ পশ্চান্নদীকৃতম্॥
জহ্নোস্তু দয়িতঃ পুত্রো অজকো নাম বীর্য্যবান্
অজকস্য তু দায়াদো বলাকাশ্বো মহীপতিঃ ॥৮৮
বভূব মৃগয়াশীলঃ কুশিকস্তস্য চাত্মজঃ।
পহ্লবৈঃ সহ সংবৃদ্ধো রাজা বনচরৈঃ সহ ॥ ৮৯
কুশিকস্তু তপস্তেপে পুত্রমিন্দ্রসমং বিভুম্।
লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জজ্ঞিবান্ ॥

ইনি ষষ্টিসহস্র বর্ষ ও ষষ্টি শত বর্ষ যাবৎ যুবকরূপেই কাশিকুলের ধুরন্ধর ছিলেন। লোপামুদ্রাপ্রসাদে ইঁহার দীর্ঘায়ু লাভ হয়; অনেক বয়সে ইনি ক্ষেমক রাক্ষসীকে নিহত করিয়া রম্য বারাণসী পুরীর পুনঃ স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র ক্ষেমক, তৎপুত্র বর্ষকেতু, বর্ষকেতুর পুত্র প্রজাপতি বিভু, তৎপুত্র আনর্ত্ত, তৎপুত্র সুকুমার, তৎপুত্র সত্যকেতু, তৎপুত্র মহারথ। ইনি মহাতেজা রাজা ছিলেন। বৎস হইতে বৎসভূমি ও ভর্গ হইতে ভর্গভূমির উৎপত্তি। হে মুনিগণ! এই সকল পুত্র অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন। এক্ষণে অপর আজমীঢ় বংশ শ্রবণ করুন। সুহোত্র হইতে বৃহৎ নামে পুত্র হয়। তাহার তিন পুত্র—অজমীঢ় দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়; অজমীঢ়ের তিন স্ত্রী—নালী, কেশিনী ও ধূমিনী। কেশিনীর গর্ভে জহ্নুর জন্ম হয়। ইনি সর্ব্বমেধ নামে এক মহাযজ্ঞ আহরণ করেন। গঙ্গাদেবী ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য বিনীতভাবে আগমন করেন। জহ্নু অসম্মত হয়েন। তখন গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া দেন। হে বিপ্রগণ! জহ্নু তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলেন, আমি ত্রিলোকমধ্যে তোমার প্রসার সঙ্কোচ করিবার জন্য তোমার জলরাশি পান করিব। হে গঙ্গে! তোমার এই দুর্ব্ব্যবহারের ফল সদ্যই পাইবে। তখন মহর্ষিগণ গঙ্গাকে পীত হইতে দেখিয়া তাহাকে জহ্নুর দুহিতৃরূপে উপনীত করিলেন। জহ্নু যুবনাশ্বের কাবেরী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জহ্নুর প্রিয়পুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ্ব, তৎপুত্র কুশিক; ইনি মৃগয়াশীল ছিলেন। বনচর পহ্লবগণের সহিত ইনি সম্বর্দ্ধিত হয়েন। পরে ইনি ইন্দ্রতুল্য পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করেন, ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার

স গাধিরভবদ্রাজা মঘবা কৌশিকঃ স্বয়ম্।
বিশ্বামিত্রস্ত গাধেয়ো বিশ্বামিত্রাত্তথাষ্টকঃ ॥ ৯১
অষ্টকস্য সুতো লৌহিঃপ্রোক্তোজহ্নুগণো ময়া
আজমীঢ়োঽপরো বংশঃ শ্রূয়তাং মুনিসত্তমাঃ ॥
অজমীঢ়াত্তু নীল্যাং বৈ সুশান্তিরুদপদ্যত।
পুরুজাতিঃ সুশান্তেশ্চ বাহ্যাশ্বঃ পুরুজাতিতঃ ॥
বাহ্যাশ্বতনয়াঃ পঞ্চ স্ফীতা জনপদাবৃতাঃ।
মুদ্গলঃ সৃঞ্জয়শ্চৈব রাজা বৃহদিষুস্তথা ॥ ৯৪
যবীনরশ্চ বিক্রান্তঃ কৃমিলাশ্বশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চৈতে রক্ষণায়ালং দেশানামিতি বিশ্রুতাঃ ॥
পঞ্চানাং তে তু পঞ্চালাঃ স্ফীতা জনপদাবৃতাঃ
অলং সংরক্ষণে তেষাং পঞ্চালা ইতি বিশ্রুতাঃ
মুদ্গলস্য তু দায়াদো মৌদ্গল্যঃ সুমহাযশাঃ।
ইন্দ্রসেনা যতো গর্ভং বধ্র্যশ্বং চ প্রত্যপদ্যত ॥৯৭
আসীৎ পঞ্চজনঃ পুত্রঃ সৃঞ্জয়স্য মহাত্মনঃ।
সুতঃ পঞ্চজনস্যাপি সোমদত্তো মহীপতিঃ ॥৯৮

সোমদত্তস্য দায়াদঃ সহদেবো মহাযশাঃ।
সহদেবসুতশ্চাপি সোমকো নাম বিশ্রুতঃ ॥৯৯
অজমীঢ়সুতো জাতঃ ক্ষীণে বংশে তু সোমকঃ
সোমকস্য সুতো জন্তুর্যস্য পুত্রশতং বভৌ ॥
তেষাং যবীয়ান্ পৃষতো দ্রুপদস্য পিতা প্রভুঃ।
আজমীঢ়াঃ স্মৃতাশ্চৈতে মহাত্মানস্ত সোমকাঃ ॥
মহিষী ত্বজমীঢ়স্য ধূমিনী পুত্রগৃদ্ধিনী।
পতিব্রতা মহাভাগা কুলজা মুনিসত্তমাঃ ॥ ১০২
সা চ পুত্রার্থিনী দেবী ব্রতচর্য্যসমন্বিতা।
ততো বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ১০৩
হুত্বাগ্নিং বিধিবৎ সা তু পবিত্রা মিতভোজনা।
অগ্নিহোত্রকুশেষেব সুষাপ মুনিসত্তমাঃ ॥ ১০৪
ধূমিন্যা স তয়া দেব্যা ত্বজমীঢ়ঃ সমীযিবান্।
ঋক্ষং সঞ্জনয়ামাস ধূম্রবর্ণং সুদর্শনম্ ॥ ১০৫
ঋক্ষাৎ সম্বরণো জজ্ঞে কুরুঃ সম্বরণাত্তথা।
যঃ প্রয়াগাদতিক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ ॥১০৬

পুত্র হইয়া জন্ম লয়েন। এই কৌশিক পুত্র গাধি নামে রাজা হইয়াছিলেন। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টক, তৎপুত্র লৌহি। এই জহ্নুবংশ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মুনিসত্তমগণ! অধুনা আজমীঢ় বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। আজমীঢ় হইতে নীলার গর্ভে সু-শান্তি, সুশান্তি হইতে পুরুজাতি এবং পুরুজাতি হইতে বাহ্যাশ্বের জন্ম হয়। বাহ্যাশ্বের পাঁচ পুত্র। পাঁচ জনই পাঁচটী দেবকুমারের ন্যায় ছিলেন। তাঁহাদের নাম মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিলাশ্ব। দেশ রক্ষা বিষয়ে ইঁহারা পাঁচজন বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চ রাজ-কুমারের অধিকৃত জনপদ পঞ্চালাখ্যায় অভিহিত, এই জনপদ অতি সুসমৃদ্ধ ছিল। ৭১—৯৭। মুদ্গলের মৌদগল্য নামে এক মহাযশা পুত্র উৎপন্ন হয়। মৌদগল্য ইন্দ্রসেনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বধ্র্যশ্ব নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা সৃঞ্জয়ের পুত্র পঞ্চজন। তৎপুত্র মহীপতি সোমদত্ত।

তৎপুত্র মহাযশা সহদেব। সোমক নামে সহদেবের এক বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অজমীঢ় বংশ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে তখন তদীয় বংশে সোমকের জন্ম হয়। সোমকের পুত্রের নাম জন্তু। জন্তুর একশত পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত। পৃষত দ্রুপদের পিতা। এই আজমীঢ় বংশ-ধর রাজগণ সকলেই মহাত্মা ছিলেন। রাজা অজমীঢ়ের ধূমিনী নাম্নী এক মহিষী পুত্রার্থিনী হইয়া অযুত বর্ষ যাবৎ কঠোর তপস্যা করেন। ধূমিনী সাধ্বী, সৌভাগ্য-বতী ও সৎকুলসম্ভবা ছিলেন। পুত্রকামনায় ইনি অনেক ব্রতচর্য্যা করেন। হে মুনিগণ! ধূমিনী একদা বিধিমত অগ্নিতে আহুতি দিয়া অগ্নিহোত্রশালায় কুশশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এই সময় অজমীঢ় আসিয়া তাঁহার সহিত সঙ্গত হয়েন। এই সঙ্গতের ফলে ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ নামে এক ধূম্রবর্ণ সুন্দর পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ, তৎপুত্র কুরু। এই কুরু রাজা প্রয়াগ

পুণ্যং চ রমণীয়ং চ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্।
তস্যান্ববায়ঃ সুমহান্ যস্য নাম্নাথ কৌরবাঃ॥১০৭
কুরোশ্চ পুত্রাশ্চত্বারঃ সুধন্বা সুধনুস্তথা॥
পরীক্ষিচ্চ মহাবাহুঃ প্রবরশ্চারিমেজয়ঃ॥ ১০৮
পরীক্ষিতস্তু দায়াদো ধার্ম্মিকো জনমেজয়ঃ। *

অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র নামে এক পুণ্য স্থান আবিষ্কার করেন। কুরুক্ষেত্র পবিত্র, পুণ্যকারীদিগের সেব্য এবং দেখিতে অতি রমণীয়। কুরুর বিশাল বংশ তাঁহারই নামানুসারে কৌরব আখ্যায় অভিহিত। কুরুর চারি পুত্র, সুধন্বা, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও অরিমেজয়।

---

* অতঃপরমেতে ক্বচিদধিকাঃ শ্লোকা দৃশ্যন্তে ন চৈতে বহুপুস্তকসম্মতা ইতি নিম্নে সন্নিবেশিতাঃ।

"সুধন্বনস্তু দায়াদঃ সুহোত্রো মতিমান্ স্মৃতঃ।
চ্যবনস্তস্য পুত্রস্তু রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ॥
চ্যবনাৎ কৃতযজ্ঞস্তু ইষ্ট্বা যজ্ঞৈস্তু ধর্ম্মবিৎ।
বিশ্রুতং জনয়ামাস পুত্রমিন্দ্রসখং নৃপম্॥
চৈদ্যোপরিচরং বীরং বসুং নাম্নান্তরিক্ষগম্।
চৈদ্যোপরিচরাজ্জজ্ঞে গিরিকা সপ্ত মানবান্॥
মহারথো মগধ ইতি বিশ্রুতো যো বৃহদ্রথঃ।
প্রত্যগ্রথঃ ক্রথশ্চৈব যমাহুর্মণিবাহনম্॥
সাকলশ্চ চতুশ্চৈব মৎস্য কালী চ সপ্তমঃ।
বৃহদ্রথস্য দায়াদঃ কুশাগ্রো নাম বিশ্রুতঃ॥
কুশাগ্রস্যাত্মজো বিদ্বানৃষভোনাম বীর্য্যবান্।
জহ্নোস্তু কথয়িষ্যামি বংশং সর্ব্বগুণান্বিতম্॥
জহ্নুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রং সুরথোনাম ভূমিপম্।

এই অংশের অনুবাদ যথা—

সুধন্বার পুত্র মতিমান্ সুহোত্র। তৎপুত্র ধর্ম্মার্থকোবিদ চ্যবন। চ্যবনের পুত্র ধার্ম্মিক কৃতযজ্ঞ। ইনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া উপরিচরবসু নামে এক আকাশচর পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন। এই উপরিচর হইতে গিরিকার গর্ভে সপ্ত মানব পুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহারথ বৃহদ্রথ। ইনি বিখ্যাত মগধাধিপতি ছিলেন। ইঁহার

শ্রুতসেনোঽগ্রসেনশ্চ ভীমসেনশ্চ নামতঃ॥১০৯
এতে সর্ব্বে মহাভাগা বিক্রান্তা বলশালিনঃ।
জনমেজয়স্য পুত্রস্তু সুরথো মতিমাংস্তথা॥১১০
সুরথস্য তু বিক্রান্তঃ পুত্রো জজ্ঞে বিদূরথঃ।
বিদূরথস্য দায়াদ ঋক্ষ এব মহারথঃ॥ ১১১
দ্বিতীয়স্তু ভরদ্বাজান্নাম্না তেনৈব বিশ্রুতঃ।
দ্বাবৃক্ষৌ সোমবংশেঽস্মিন্ দ্বাবেব চ পরীক্ষিতৌ।
ভীমসেনাস্ত্রয়ো বিপ্রা দ্বৌ চাপি জনমেজয়ৌ।
ঋক্ষস্য তু দ্বিতীয়স্য ভীমসেনোঽভবৎসুতঃ॥
প্রতীপো ভীমসেনাত্তু প্রতীপস্য তু শান্তনুঃ।
দেবাপির্বাহ্লিকশ্চৈব ত্রয় এব মহারথাঃ॥১১৪
শান্তনোস্ত্বভবদ্ভীষ্মস্তস্মিন্ বংশে দ্বিজোত্তমাঃ।
বাহ্লিকস্য তু রাজর্ষের্ব্বংশং শৃণুত ভো দ্বিজাঃ

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ইহারা সকলেই মহাভাগ্যধর এবং বিক্রম ও বলশালী ছিলেন। জনমেজয়ের দুই পুত্র সুরথ ও মতিমান্। সুরথের পুত্র বিক্রান্ত বিদূরথ। তৎপুত্র মহাবল ঋক্ষ। সোমবংশে ঋক্ষ ও পরীক্ষিৎ নামে দুই দুইজন রাজা হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন ভীমসেন নামে তিনজন, এবং জনমেজয় নামে দুইজন রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় ঋক্ষরাজের ভীমসেন নামে এক পুত্র হয়। ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ, তৎপুত্র শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক। এই তিন পুত্রই মহারথ ছিলেন। ৯৭—১১৪। ইঁহাদিগের মধ্যে শান্তনুই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত ভীষ্ম। বাহ্লিকের পুত্রের নাম

জন্মের পর প্রত্যগ্রথ, ক্রথ বা মণিবাহন, শাকল, যদু, মৎস্য ও কালী নামে গিরিকার আরও ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বৃহদ্রথের পুত্র বিখ্যাত কুশাগ্র এবং তৎপুত্র ঋষভ। এক্ষণে রাজা জহ্নুর সর্ব্বগুণান্বিত বংশ বৃত্তান্ত বলিতেছি, জহ্নুর পুত্র ভূপতি সুরথ।

বাহ্লিকস্তু সুতশ্চৈব সোমদত্তো মহাযশাঃ।
জজ্ঞিরে সোমদত্তাত্তু ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ॥
উপাধ্যায়স্তু দেবানাং দেবাপিরভবন্মুনিঃ।
চ্যবনপুত্রঃ কৃতক ইষ্ট আসীন্মহাত্মনঃ॥ ১১৭
শান্তনুস্ত্বভবদ্রাজা কৌরবাণাং ধুরন্ধরঃ।
শান্তনোঃ সম্প্রবক্ষ্যামি বংশং ত্রৈলোক্য-
বিশ্রুতম্॥ ১১৮
গাঙ্গং দেবব্রতং নাম পুত্রং সোঽজনয়ৎ প্রভুঃ
স তু ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ
কালী বিচিত্রবীর্য্যং তু জনয়ামাস ভো দ্বিজাঃ।
শান্তনোর্দয়িতং পুত্রং ধর্ম্মাত্মানমকল্মষম্॥ ১২০
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাচ্চৈব ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীর্য্যকে।
ধৃতরাষ্ট্রং চ পাণ্ডুং চ বিদুরং চাপ্যজীজনৎ॥১২১
ধৃতরাষ্ট্রস্তু গান্ধার্য্যাং পুত্রানুৎপাদয়চ্ছতম্।
তেষাং দুর্য্যোধনঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষামপি স প্রভুঃ॥
পাণ্ডোর্ধনঞ্জয়ঃ পুত্রঃ সৌভদ্রস্তস্য চাত্মজঃ।

মহাযশা সোমদত্ত। সোমদত্ত হইতে ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দেবাপি দেবগণের উপাধ্যায় ছিলেন। মহাত্মা চ্যবনের কৃতক নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্রই তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিল। কৌরব-ধুরন্ধর শান্তনু রাজা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ত্রিলোক-বিশ্রুত বংশবার্ত্তা বর্ণন করিতেছি। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর দেবব্রত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। দেবব্রত পাণ্ডবদিগের পিতামহ এবং ভীষ্ম আখ্যায় অভিহিত। কালী নাম্নী পত্নীর গর্ভে শান্তনুর আর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহার নাম বিচিত্র-বীর্য্য। এই ধর্ম্মাত্মা নিষ্পাপ পুত্র বিচিত্রবীর্য্য, শান্তনুর অতি প্রিয়তম ছিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রগণের মধ্যে দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রভু। পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয়। তৎপুত্র সৌভদ্র অভিমন্যু।

অভিমন্যোঃ পরীক্ষিত্তু পিতা পারীক্ষিতস্য হ॥
পারীক্ষিতস্য কাশ্যায়াং দ্বৌ পুত্রৌ সম্বভূবতুঃ।
চন্দ্রাপীড়স্তু নৃপতিঃ সূর্য্যাপীড়শ্চ মোক্ষবিৎ॥
চন্দ্রপীড়স্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্।
জানমেজয়মিত্যেবং ক্ষাত্রং ভুবি পরিশ্রুতম্॥
তেষাং জ্যেষ্ঠস্তু তত্রাসীৎ পুরে বারণসাহ্বয়ে।
সত্যকর্ণো মহাবাহুর্যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ॥ ১২৬
সত্যকর্ণস্য দায়াদঃ শ্বেতকর্ণঃ প্রতাপবান্।
অপুত্রঃ স তু ধর্ম্মাত্মা প্রবিবেশ তপোবনম্॥
তস্মাদ্বনগতা গর্ভং যাদবী প্রত্যপদ্যত।
সুচারোর্দুহিতা সুরূর্মালিনী গ্রাহমালিনী॥১২৮
সম্ভূতে স চ গর্ভে চ শ্বেতকর্ণঃ প্রজেশ্বরঃ।
অন্বগচ্ছৎ কৃতং পূর্ব্বং মহাপ্রস্থানমচ্যুতম্॥১২৯
সা তু দৃষ্ট্বা প্রিয়ং তং চ মালিনী পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ
সুচারোর্দুহিতা সাধ্বী বনে রাজীবলোচনা॥
পথি সা সুষুবে বালা সুকুমারং কুমারকম্।
তমপাস্যাথ তত্রৈব রাজানং সান্বগচ্ছত॥ ১৩১
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদীব পুরা সতী।

তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, কাশ্যানাম্নী পত্নীর গর্ভে পরীক্ষিতের চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে চন্দ্রা-পীড়ের একশত ধনুর্দ্ধর পুত্র উৎপন্ন হয়। পরীক্ষিৎ-নন্দন জনমেজয়ের বংশ ভূতলে প্রখ্যাত! চন্দ্রাপীড়ের শতপুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ সত্যকর্ণ, ইনি হস্তিনাপুরে এক বহু-দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ করেন। তৎ-পুত্র প্রতাপবান্ শ্বেতকর্ণ। ইনি অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; পরন্তু ইহাঁর পুত্র সন্তান কিছুই ছিল না। ইনি রাজ্য ছাড়িয়া বনে গমন করেন। ইহাঁর পত্নী সাধ্বী সুবাহুনন্দিনী যাদবী মালিনী স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। বনবাস-যাত্রায় পথে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়। পথি মধ্যে তিনি এক সুকুমারাকৃতি কুমার প্রসব করেন এবং এই নবজাত কুমারকে পরি-ত্যাগ করিয়াই রাজার পশ্চাদনুসরণ করেন। মহিষী দ্রৌপদীর ন্যায় পতিব্রতা ও মহা-

কুমারঃ সুকুমারোঽসৌ গিরিপৃষ্ঠে রুরোদ হ ॥
দয়ার্থং তস্য মেঘাস্তু প্রাদুরাসন্মহাত্মনঃ।
শ্রবিষ্ঠায়াস্তু পুত্রৌ দ্বৌ পৈপ্পলাদিশ্চ কৌশিকঃ ॥
দৃষ্ট্বা কৃপান্বিতৌ গৃহ্য তৌ প্রাক্ষালয়তাং জলে।
নিঘৃষ্টৌ তস্য পার্শ্বৌ তু শিলায়াং রুধিরপ্লুতৌ
অজশ্যামঃ স পার্শ্বাভ্যাং ঘৃষ্টাভ্যাং সুসমাহিতঃ
অজশ্যামৌ তু তৎপার্শ্বৌ দেবেন সম্বভূবতুঃ ॥
অথাজপার্শ্ব ইতি বৈ চক্রাতে নাম তস্য তৌ।
স তু রেমকশালায়াং দ্বিজাভ্যামভিবর্দ্ধিতঃ ॥
রেমকস্য তু ভার্য্যা তমুদ্বহৎ পুত্রকারণাৎ।
রেমত্যাঃ স তুপুত্রোঽভূদ্ব্রাহ্মণৌসচিবৌতুতৌ
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যুগপত্তুল্যজীবিনঃ।
স এষ পৌরবো বংশঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥

ভাগ্যবতী ছিলেন। সুকুমারাকৃতি কুমার জন্মিবা মাত্র গিরিকুঞ্জমধ্যে রোদন করিতে লাগিল। তখন তৎপ্রতি দয়া প্রকাশে মেঘ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। পৈপ্পলাদি ও কৌশিক নামক শ্রবিষ্ঠার পুত্রদ্বয় সেই বালকের প্রতি দয়া-পরবশ হইলেন। তাঁহারা কৃপাকুল-চিত্তে বালকটীকে গ্রহণ করিয়া অগ্রে জলে প্রক্ষালন করিলেন এবং পরে উহার পার্শ্ব-ভাগ শিলাতলে পেষণ করিতে লাগিলেন। শিলাতল রুধিরাপ্লুত হইয়া গেল। পার্শ্বদ্বয় ঘর্ষণে বালকের আকৃতি অজার ন্যায় শ্যামবর্ণ হইল। দৈবক্রমে তাহার পার্শ্বদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই অজার ন্যায় শ্যামবর্ণ হয়। এই কারণে ঐ বালককে তাঁহারা অজপার্শ্ব নামে অভিহিত করেন। ঘটনাক্রমে তিনি রেমকগৃহে দ্বিজদ্বয় কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে থাকেন। রেমক-পত্নী তাঁহাকে আপনার পুত্র করিবার জন্যই লালন পালন করেন। তিনিও রেমকীর পুত্ররূপেই কালাতিপাত করেন। কালক্রমে প্রতিপালক সেই দুই ব্রাহ্মণ তদীয় সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহাদের পুত্র ও পৌত্রগণে পুরু-বংশ ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে। পাণ্ডব-গণই এই পৌরববংশের প্রতিষ্ঠা। নহুষ-

শ্লোকোঽপি চাত্র গীতোঽয়ং নাহুষেণ যযাতিনা
জরাসংক্রমণে পূর্ব্বং তদা প্রীতেন ধীমতা ॥১৩৯
অচন্দ্রার্কগ্রহা ভূমির্ভবেদিয়মসংশয়ম্।
অপৌরবা মহী নৈব ভবিষ্যতি কদাচন ॥১৪০
এষ বঃ পৌরবো বংশো বিখ্যাতঃ কথিতো ময়া
তুর্ব্বসোস্তু প্রবক্ষ্যামি দ্রুহ্যোশ্চানোর্যদোস্তথা ॥
তুর্ব্বসোস্তু সুতো বহ্নির্গোভানুস্তস্য চাত্মজঃ।
গোভানোস্তু সুতো রাজা ঐশানুরপরাজিতঃ
করন্ধমস্তু ঐশানের্মরুত্তস্তস্য চাত্মজঃ।
অন্যস্ত্বাবিক্ষিতো রাজা মরুত্তঃ কথিতো ময়া ॥
অনপত্যোঽভবদ্রাজা যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ।
দুহিতা সম্মতা নাম তস্যাসীৎ পৃথিবীপতেঃ ॥
দক্ষিণার্থং তু সা দত্তা সংবর্ত্তায় মহাত্মনে।
দুষ্মন্তং পৌরবং চাপি লেভে পুত্রমকল্মষম্ ॥
এবং যযাতিশাপেন জরাসংক্রমণে তদা।
পৌরবং তুর্ব্বসোর্বংশং প্রবিবেশ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
দুষ্মন্তস্য তু দায়াদঃ করূরোমঃ প্রজেশ্বরঃ।

নন্দন ধীমান্ যযাতি পূর্ব্বে জরাক্রান্ত ও প্রীত হইয়া এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক গান করিয়াছিলেন, যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, ও ভূমি যতদিন থাকিবে, এ মহীমণ্ডল ততকালের মধ্যে কদাচ পৌরবশূন্য হইবে না।১১৫-১৪০। এই আমি আপনাদিগের নিকট বিখ্যাত পৌরব বংশের বিবরণ কহিলাম, এক্ষণে তুর্ব্বসু, অনু ও যদুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র গোভানু, তৎ-পুত্র অপরাজিত ঐশানু, তৎপুত্র করন্ধম, তৎপুত্র মরুত্ত। এই মরুত্তের অপর নাম অবিক্ষিত। ইহাঁর পুত্র সন্তান কিছুই ছিল না। ইনি যজ্বা বিপুলদক্ষিণান্বিত যজ্ঞকর্ত্তা ছিলেন। মহীপতি মরুত্তের সংযতা নাম্নী এক দুহিতা ছিল। তিনি মহাত্মা সংবর্ত্তকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ সেই কন্যা সম্প্রদান করেন এবং পৌরব দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। এইরূপে যযাতিকর্ত্তৃক শাপদানপূর্ব্বক জরাসংক্রমিত হইবার পর নৃপশ্রেষ্ঠ পৌরব দুষ্মন্ত তুর্ব্বসুর

কক্ররোমাদথাহ্রীদশ্চত্বারস্তস্য চাত্মজাঃ॥ ১৪৭
পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পার্থিবঃ॥
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো রাজন্ বভ্রুসেতুশ্চ পার্থিবঃ॥
অঙ্গারসেতুস্তৎপুত্রো মরুতাং পতিরুচ্যতে।
যৌবনাশ্বেন সমরে কৃচ্ছ্রেণ নিহতো বলী॥ ১৪৯
যুদ্ধং সুমহদপ্যাসীন্মাসান্ পরি চতুর্দ্দশ।
অঙ্গারসেতোর্দায়াদো গান্ধারো নাম পার্থিবঃ।
খ্যায়তে যস্য নাম্না বৈ গান্ধারবিষয়ো মহান্।
গান্ধারদেশজাশ্চৈব তুরগা বাজিনাং বরাঃ॥
অনোস্তুপুত্রো ধর্ম্মোঽভূদদ্যুতস্তস্যাত্মজোঽভবৎ
দ্যুতাদনহুহো জজ্ঞে প্রচেতাস্তস্য চাত্মজঃ॥
প্রচেতসঃ সুচেতাস্তু কীর্তিতাস্তনবো ময়া।
বভ্রুরুস্তু যদোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ॥
সহস্রাদঃ পয়োদশ্চ ক্রোষ্টা নীলোঽঞ্জিকস্তথা।
সহস্রাদস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ॥ ১৫৪
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজা বেণুহয়স্তথা।
হৈহয়স্যাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মনেত্র ইতি শ্রুতঃ॥
ধর্ম্মনেত্রস্য কার্ত্তস্তু সাহঞ্জস্তস্য চাত্মজঃ।
সাহঞ্জনী নাম পুরী তেন রাজ্ঞা নিবেশিতা॥
আসীন্মহিষ্মতঃ পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যঃ প্রতাপবান্।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য দায়াদো দুর্দমো নাম বিশ্রুতঃ॥
দুর্দমস্য সুতো ধীমান্ কনকো নাম নামতঃ।
কনকস্য তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ॥
কৃতবীর্য্যঃ কৃতৌজাশ্চ কৃতধন্বা তথৈব চ।
কৃতাগ্নিস্তু চতুর্থোঽভূৎ কৃতবীর্য্যাদথার্জ্জুনঃ॥
যোঽসৌ বাহুসহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ।
জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্চ্চসা॥ ১৬০
স হি বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্।
দত্তমারাধয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যোঽত্রিসম্ভবম্॥ ১৬১
তস্মৈ দত্তো বরান্ প্রাদাচ্চতুরো ভূরিতেজসঃ
পূর্ব্বং বাহুসহস্রং তু প্রার্থিতং সুমহদ্বরম্॥ ১৬২
অধর্ম্মেঽধীয়মানস্য সদ্ভিস্তত্র নিবারণম্।

বংশে প্রবেশ করেন। দুষ্মন্তের পুত্র কক্ররোম। কক্ররোমের পুত্র অহ্রীদ; তাহা হইতে পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রগণ! দ্রুহ্যুর তনয় বভ্রু ও সেতু। সেতুর পুত্র অঙ্গার-সেতু। ইঁনি মরুৎপতি নামে অভিহিত ছিলেন। রাজা যৌবনাশ্ব চতুর্দ্দশ বর্ষ ও চতুর্দ্দশ মাস পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বহুকষ্টে অঙ্গারসেতুকে নিহত করেন। ঐ অঙ্গারসেতুর গান্ধার নামে এক পুত্র ছিল। এই পুত্রের নামানুসারে গান্ধাররাজ্যের নামকরণ হয়। এই গান্ধার-দেশজাত অশ্ব অতি প্রসিদ্ধ। অনুর পুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র দ্যুত, তৎপুত্র অনহুহ তৎপুত্র প্রচেতা এবং তৎপুত্র সুচেতা। এই অনুবংশ কীর্ত্তিত হইল। যদুর সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, অনিল ও অঞ্জিক নামে পাঁচটী দেবকুমার তুল্য পুত্র হয়। তন্মধ্যে সহস্রদের হৈহয়, হয় ও বেণুহয় নামে তিনটী পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। হৈহয়ের ধর্ম্মনেত্র নামে একটী বিখ্যাত পুত্র হয়। ১৪১—১৫৫। ধর্ম্মনেত্রের তনয় কার্ত্ত, তৎসুত সাহঞ্জ। এই সাহঞ্জ রাজার নামানুসারে সাহঞ্জনীপুরী প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে যে ভদ্রশ্রেণ্য রাজার নামোল্লেখ করিয়াছি, তিনি মহিষ্মান্ রাজের পুত্র ছিলেন। দুর্দ্দম নামে তাঁহার এক বিখ্যাত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দুর্দ্দমের কনক নামে ধীমান্ পুত্র উৎপন্ন হয়। কনক হইতে কৃতবীর্য্য, কৃতৌজা, কৃতকর্ম্মা ও কৃতাগ্নি নামে চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে কৃতবীর্য্যের এক পুত্র হয়, ঐ পুত্র সহস্রবাহু অর্জ্জুন নামে খ্যাতি লাভ করেন। সমগ্র সপ্ত দ্বীপে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাকীই এক সূর্য্যকরবৎ প্রভাশালী রথে আরোহণ করিয়া এই সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী জয় করেন। কার্ত্তবীর্য্য অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে দত্তাত্রেয় তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া চারিটী বর প্রদান করেন। যথা— রাজ্য মধ্যে কেহ অধর্ম্ম বিষয় চিন্তা করিলে কার্ত্তবীর্য্য ভূপতির নাম স্মরণেই তাহার

উগ্রেণ পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্মেণৈবানুরঞ্জনম্ ॥১৬৩
সংগ্রামান্ সুবহূন্ জিত্বা হত্বা চারীন্ সহস্রশঃ।
সংগ্রামে বর্ত্তমানস্য বধং চাভ্যধিকাদ্রণে ॥ ১৬৪
তস্য বাহুসহস্রং তু যুধ্যতঃ কিল ভো দ্বিজাঃ।
যোগাদ্‌যোগীশ্বরস্যেব প্রাদুর্ভবতি মায়য়া ॥ ১৬৫
তেনেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
সসমুদ্রা সনগরা উগ্রেণ বিধিনা জিতা ॥ ১৬৬
তেন সপ্তসু দ্বীপেষু সপ্ত যজ্ঞশতানি বৈ।
প্রাপ্তানি বিধিনা রাজ্ঞা শ্রূয়ন্তে মুনিসত্তমাঃ ॥
সর্ব্বে যজ্ঞা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সহস্রশতদক্ষিণাঃ।
সর্ব্বে কাঞ্চনযূপাশ্চ সর্ব্বে কাঞ্চনবেদয়ঃ ॥ ১৬৮
সর্ব্বে দেবৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠা বিমানস্থৈরলঙ্কৃতৈঃ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ নিত্যমেবোপশোভিতাঃ ॥
যস্য যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা।
বরীদাসাত্মজো বিদ্বান্মহিম্না তস্য বিস্মিতঃ ॥১৭০

নারদ উবাচ।
ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ ॥১৭১
স হি সপ্তসু দ্বীপেষু চর্ম্মী খড়্গী শরাসনী।
রথী দ্বীপাননুচরন্ যোগী সংদৃশ্যতে নৃভিঃ ॥
অনষ্টদ্রব্যতা চৈব ন শোকো ন চ বিভ্রমঃ।
প্রভাবেণ মহারাজ্ঞঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ॥১৭৩
স সর্ব্বরত্নভাক্ সম্রাট্‌চক্রবর্ত্তী বভূব হ।
স এব পশুপালোঽভূৎ ক্ষেত্রপালঃ স এব চ ॥
স এব বৃষ্ট্যা পর্জন্যো যোগিত্বাদর্জ্জুনোঽভবৎ।
স বৈ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনত্বচা ॥ ১৭৫
ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শরদীব চ ভাস্করঃ।
স হি নাগান্মনুষ্যেষু মাহিষ্মত্যাং মহাদ্যুতিঃ ॥

অধর্ম্ম কার্য্য হইতে নিবৃত্তি ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ অত্যধিক ধর্ম্মবলে পৃথিবী জয় করিয়া পরে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনে তিনি সমর্থ হইবেন। তৃতীয়তঃ সংগ্রাম স্থলে সহস্র সহস্র শত্রু সৈন্য তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইবে। চতুর্থতঃ অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই তাঁহার সহস্র বাহু উৎপন্ন হইবে। যোগেশ্বর দত্তাত্রেয় যে যে বর দান করিয়াছিলেন, যেন যোগের প্রভাবেই অর্জ্জুনের পক্ষে তৎসমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ১৫৬—১৬৫। বর প্রাপ্তির পরই অর্জ্জুন এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী জয় করেন। সরিৎ, সমুদ্র, শৈল ও নগর প্রভৃতির কিছুই তাঁহার অজেয় হয় নাই। সমস্তই তিনি দণ্ড প্রভাবে জয় করিয়াছিলেন। হে মুনিবরগণ! শুনিয়াছি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বিধিপূর্ব্বক সপ্তদ্বীপে শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে শত-সহস্রসংখ্যক দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল যজ্ঞের যূপ ও বেদিসমূহ কাঞ্চনময় হইয়াছিল। বিমানস্থ দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল যজ্ঞবেদি অলঙ্কৃত হইয়াছিল। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মাহাত্ম্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিদ্বান্ নারদ তদীয় যজ্ঞস্থলে এইরূপ এক গাথা গান করিয়াছিলেন যে, যজ্ঞে, দানে, তপস্যায়, বিক্রমে বা শাস্ত্রজ্ঞানে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য পদবী কোন রাজাই প্রাপ্ত হইবেন না। বস্তুতঃ সপ্তদ্বীপের সর্ব্বত্রই লোকে তাঁহাকে বাগ্মী, খড়্গী, শরাসনধারী, রথী এবং কখন বা যোগী বেশে অবলোকন করিত। সেই মহামহিমান্বিত রাজার প্রভাবে কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না, এবং শোক বা বিভ্রম কাহারও কিছুই ছিল না; তিনি প্রজাগণকে ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করিতেন। তাঁহার কোন প্রকার ধনরত্নের অভাব ছিল না; তিনি সর্ব্ব-সুখভোগে সমন্বিত চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। নিজেই তিনি পশুপাল, ক্ষেত্রপাল ও বর্ষণার্থ পর্জ্জন্যরূপে বিরাজ করিতেন। তদীয় বাহুসহস্রের চর্ম্ম জ্যাঘাতে কঠিন হইয়াছিল। তিনি যখন সেই সহস্র বাহু ধারণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেন, তখন শারদীয় সহস্ররশ্মিশালী ভাস্করের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। সেই মহাপ্রভাব মহীপতি কর্কোটকনন্দন নাগদিগকে জয় করিয়া মাহিষ্মতী-

কর্কোটকসুতান্‌ জিত্বা পুর্য্যাং তস্যাং ন্যবেশয়ৎ,
স বৈ বেগং সমুদ্রস্য প্রাবৃট্‌কালেঽম্বুজেক্ষণঃ ॥
ক্রীড়ন্নিব ভুজোদ্ভিন্নং প্রতিস্রোতশ্চকার হ ।
লুণ্ঠিতা ক্রীড়তা তেন নদী তদ্‌গ্রামমালিনী ॥
চলদূর্ম্মিসহস্রেণ শঙ্কিতাভ্যেতি নর্ম্মদা ।
তস্য বাহুসহস্রেণ ক্ষিপ্যমাণে মহোদধৌ ॥১৭৯
ভয়ান্নিলীনা নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ ।
চূর্ণীকৃতমহাবীচিং চলন্মীনমহাতিমিম্‌ ॥ ১৮০
মারুতাবিদ্ধফেনৌঘমাবর্ত্তক্ষোভসঙ্কুলম্‌ ॥
প্রাবর্ত্তয়ত্তদা রাজা সহস্রেণ চ বাহুনা ॥ ১৮১
দেবাসুরসমাক্ষিপ্তঃ ক্ষীরোদমিব মন্দরঃ ।
মন্দরক্ষোভচকিতা অমৃতোৎপাদশঙ্কিতাঃ ॥
সহসোৎপতিতা ভীতা ভীমং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তমম্‌
নতা নিশ্চলমূর্দ্ধানো বভূবুস্তে মহোরগাঃ ॥১৮৩

সায়াহ্নে কদলীখণ্ডাঃ কম্পিতা ইব বায়ুনা ।
স বৈ বদ্ধা ধনুর্জ্যাভিরুৎসিক্তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ
লঙ্কেশং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ ।
নির্জিত্য বশমানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ তম্‌ ॥
শ্রুত্বা তু বদ্ধং পৌলস্ত্যং রাবণং ত্বর্জ্জুনেন চ ।
ততো গত্বা পুলস্ত্যস্তমর্জ্জুনং দদৃশে স্বয়ম্‌ ॥
মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনাভিযাচিতঃ ।
যস্য বাহুসহস্রস্য বভূব জ্যাতলস্বনঃ ॥ ১৮৭
যুগান্তে তোয়দস্যেব স্ফুটতো হ্যশনেরিব ।
অহো বত মৃধে বীর্য্যং ভার্গবস্য যদচ্ছিনৎ ॥
রাজ্ঞো বাহুসহস্রস্য হৈমং তালবনং যথা ।
তৃষিতেন কদাচিৎ স ভিক্ষিতশ্চিত্রভানুনা ॥১৮৯
স ভিক্ষামদদাদ্বীরঃ সপ্ত দ্বীপান্‌ বিভাবসোঃ ।
পুরাণি গ্রামঘোষাংশ্চ বিষয়াংশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥

পুরীতে সন্নিবেশিত করেন। তিনি বর্ষাকালে সমুদ্রের স্রোতোবেগ নিরোধ করিয়া যেন ক্রীড়া সহকারেই হস্ত দ্বারা ফিরাইয়া দিতেন, রাজা কার্ত্তবীর্য্য যখন জলকেলি করিবার জন্য নর্ম্মদায় অবতীর্ণ হইতেন, তখন সহস্র সহস্র চঞ্চলোর্ম্মিশালিনী নর্ম্মদা নদী বিবিধ মাল্যদামে বিভূষিত হইয়া যেন শঙ্কিতভাবে প্রবাহিত হইত। তদীয় বাহুসহস্রের আঘাতে মহোদধি ক্ষিপ্ত হইলে পাতালস্থ মহাসুরগণ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া লুক্কায়িত হইত। তিনি যখন বাহুসহস্র দ্বারা সমুদ্রজল আলোড়ন করিতেন, তখন সমুদ্রের মহোর্ম্মি সকল চূর্ণীকৃত হইত, তিমি প্রভৃতি মহামীনগণ আকুল হইয়া পড়িত, বায়ু কর্ত্তৃক ফেনরাজি পুঞ্জীভূত হইত এবং আবর্ত্ত-ক্ষোভে সলিলরাশি সঙ্কুল হইয়া উঠিত। মনে হইত, দেব ও অসুরগণ কর্ত্তৃক ক্ষীরোদ সাগরে বুঝি মন্দরাচল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রস্থ মহোরগগণ সেই জল-ক্ষোভে চকিত হইত, এবং মন্দর-ক্ষোভে আবার বুঝি সুধার জন্য সমুদ্রমন্থন হয়, এইরূপ আশঙ্কায় সহসা ভীতচিত্তে উৎপতিত হইয়া যেমন ভীতি-জনক রাজাকে দেখিত, অমনি নত ও নিশ্চলশিরে অবস্থান করিত। তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত, যেন বায়ুভরে সায়ংকালে কদলীখণ্ড সকল কম্পিত হইতেছে। তিনি ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক জ্যাকর্ষণে পাঁচটী মাত্র শর লঙ্কাপতি রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, রাবণ তাহাতেই নিগৃহীত ও বশীভূত হইয়া সসৈন্যে মাহিষ্মতী পুরীতে বন্দী হইয়াছিল। ১৬৫—১৮৫। মহর্ষি পুলস্ত্য যখন শুনিলেন, স্বীয় পৌত্র রাবণ অর্জ্জুনের শরে বন্ধনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই তিনি অর্জ্জুনের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া রাবণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করাইয়া দেন। সেই সহস্রবাহু অর্জ্জুনের জ্যানির্ঘোষ যুগান্তকালীন জলদ-নাদ বা বিস্ফারিত বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রতীত হইত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ভার্গব ঋষির বীর্য্য এমনই অসাধারণ যে, সেই অর্জ্জুন রাজার বাহুসহস্র তিনি হেমময় তালবনের ন্যায় ছেদন করিয়া ছিলেন। একদা অগ্নিদেব তৃষিত হইয়া রাজা অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। তাহাতে সেই বীরবর অর্জ্জুন তাঁহাকে এইসপ্তদ্বীপা পৃথিবীই ভিক্ষাস্বরূপ দান করিলেন। তখন অগ্নি সমস্ত নগর, গ্রাম

জজ্বাল তস্য সর্ব্বাণি চিত্রভানুর্দিদৃক্ষয়া।
স তস্য পুরুষেন্দ্রস্য প্রভাবেণ মহাত্মনঃ॥ ১৯১
দদাহ কার্ত্তবীর্য্যস্য শৈলাংশ্চৈব বনানি চ।
সশূন্যমাশ্রমং রম্যং বরুণস্যাত্মজস্য বৈ॥ ১৯২
দদাহ বলবদ্ভীতশ্চিত্রভানুঃ সহৈহয়ঃ।
যং লেভে বরুণঃ পুত্রং পুরা ভাস্বন্তমুত্তমম্॥
বসিষ্ঠং নাম স মুনিঃ খ্যাত আপব ইত্যুত।
তত্রাপবস্তু তং ক্রোধাচ্ছপ্তবানর্জ্জুনং বিভুঃ॥
যস্মান্ন বর্জ্জিতমিদং বনং তে মম হৈহয়।
তস্মাত্তে দুষ্করং কর্ম্ম কৃতমন্যো হনিষ্যতি॥১৯৫
রামো নাম মহাবাহুর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
ছিত্ত্বা বাহুসহস্রন্তে প্রমথ্য তরসা বলী॥ ১৯৬
তপস্বী ব্রাহ্মণস্ত্বাং তু হনিষ্যতি স ভার্গবঃ।

এমন কি সমস্ত রাজ্যই দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্নির প্রভাবে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের যাবতীয় রাজ্যই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অগ্নিদেব কার্ত্তবীর্য্যের ক্রীড়াশৈল ও ক্রীড়া কানন প্রভৃতি সকলই দগ্ধ করিলেন। বরুণনন্দন বশিষ্ঠের এক রমণীয় শূন্য আশ্রম ছিল, চিত্রভানু হৈহয়গণের সহিত ভীতভীতভাবে সেই আশ্রমও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যে মহাপ্রভাব মুনির আশ্রম দগ্ধ হইল, বরুণদেব পুরাকালে সেই তেজস্বী মুনিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই পুত্র বশিষ্ঠ ও আপব নামে বিখ্যাতি লাভ করেন। আশ্রম দগ্ধ হইলে আপব মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তখন অর্জ্জুনকে এইরূপ অভিসম্পাত করেন যে, হে হৈহয়! যেহেতু তুমি আমার এই আশ্রম পরিত্যাগ করিলে না, ইহাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করাইলে, এই যে তোমার দুষ্কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, ইহার জন্য মদীয় শাপে তুমি জমদগ্নিনন্দন মহাবাহু পরশুরামের হস্তে নিহত হইবে। সেই ভৃগুবংশীয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ তোমার বাহুসহস্র ছেদন করিবে, তোমাকে সবলে মথিত করিবে এবং অবশেষে তোমার বধ সাধন করিবে। হে

অনষ্টদ্রব্যতা যস্য বভূবামিত্রকর্ষিণঃ॥ ১৯৭
প্রতাপেন নরেন্দ্রস্য প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ।
প্রাপ্তস্ততোঽস্য মৃত্যুর্বৈ তস্য শাপান্মহামুনেঃ॥
বরস্তথৈব ভো বিপ্রাঃ স্বয়মেব বৃতঃ পুরা।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীৎ পঞ্চ শেষা মহাত্মনঃ॥১৯
কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাত্মানো যশস্বিনঃ।
শূরসেনশ্চ শূরশ্চ বৃষণো মধুপধ্বজঃ॥ ২০০
জয়ধ্বজশ্চ নাম্নাসীদাবন্ত্যো নৃপতির্মহান্।
কার্ত্তবীর্য্যস্য তনয়া বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ॥২০১
জয়ধ্বজস্য পুত্রস্তু তালজঙ্ঘো মহাবলঃ।
তস্য পুত্রশতং খ্যাতাস্তালজঙ্ঘা ইতি স্মৃতাঃ॥
তেষাং কুলে মুনিশ্রেষ্ঠা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
বীতিহোত্রাঃ সুব্রতাশ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥
তৌণ্ডিকেরাশ্চ বিখ্যাতাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ।
ভরতাশ্চ সুজাতাশ্চ বহুত্বান্নানুকীর্ত্তিতাঃ॥ ২০৪
বৃষপ্রভৃতয়ো বিপ্রা যাদবাঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ।

দ্বিজগণ! ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকর্ত্তা সেই অরিন্দম রাজেন্দ্রের রাজ্য শাসন কালে কাহারও কোন দ্রব্য নষ্ট হইত না। তাঁহার প্রতাপে দুর্ব্বৃত্ত দল দমিত থাকিত। কালক্রমে এ হেন রাজাও মহামুনি বশিষ্ঠের শাপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সেই রাজা পূর্ব্বে একটী বর লাভ করিয়াছিলেন। সেই বরের প্রভাবে তাঁহার শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই শত পুত্র মধ্যে শূরসেন, শূর, বৃষণ, মধুপধ্বজ ও জয়ধ্বজ নামে পঞ্চ পুত্র জীবিত ছিল। ঐ পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা, কৃতাস্ত্র, বলবান্ ও যশস্বী ছিলেন। মহীপতি জয়ধ্বজ অবন্তীদেশে রাজত্ব করেন। তালজঙ্ঘ নামে তাঁহার এক মহাবলসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। তালজঙ্ঘের শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। উঁহারাও তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। মহাত্মা হৈহয়দিগের মহাবীর্য্যশালী বংশধরগণই ক্রমে বীতিহোত্র, সুব্রত, ভোজ, অবন্তি, তৌণ্ডিকের, তালজঙ্ঘ, ভারত ও সুজাত প্রভৃতি বহু বংশে বিভক্ত ও বিখ্যাত হয়েন। বৃষ

বৃষো বংশধরস্তত্র তস্য পুত্রোঽভবন্মধুঃ ॥ ২০৫
মধোঃ পুত্রশতং ত্বাসীদ্বৃষণস্তস্য বংশকৃৎ।
বৃষণাদ্বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে মধোস্তু মাধবাঃ স্মৃতাঃ ॥
যাদবা যদুনাম্না তে নিরুচ্যন্তে চ হৈহয়াঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টং প্রতিলভেচ্চ সঃ ॥
কার্ত্তবীর্য্যস্য যো জন্ম কথয়েদিহ নিত্যশঃ।
এতে যযাতিপুত্রাণাং পঞ্চ বংশা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
কীর্ত্তিতা লোকবীরাণাং যে লোকান্ ধারয়ন্তি বৈ
ভূতানীব মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চ স্থাবরজঙ্গমান্ ॥২০৯
শ্রুত্বা পঞ্চ বিসর্গাংস্তু রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ।
বশী ভবতি পঞ্চানামাত্মজানাং তথেশ্বরঃ ॥ ২১০
লভেৎ পঞ্চ বরাংশ্চৈব দুর্লভানিহ লৌকিকান্।
আয়ুঃ কীর্ত্তিং তথা পুত্রানৈশ্বর্য্যং ভূতিমেব চ ॥
ধারণাচ্ছ্রবণাচ্চৈব পঞ্চবর্গস্য ভো দ্বিজাঃ।

প্রযুক্ত তাঁহাদের যথাযথ বংশবিবরণ কীর্ত্তিত হইল না। হে বিপ্রগণ! বৃষ প্রভৃতি যদু-বংশীয় রাজগণ সকলেই পুণ্যকর্ম্মা ছিলেন। বৃষই একমাত্র বংশধর পুত্র হয়েন। তৎ-পুত্র মধু, মধুর শত পুত্র; তন্মধ্যে বৃষণ নামক পুত্র বংশধর ছিলেন। বৃষণ হইতে বৃষ্ণি, মধু হইতে মাধব এবং যদু হইতে যাদব-গণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই হৈহয় বংশের শাখা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। রাজা কার্ত্তবীর্য্যের জন্মবিবরণ যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য কীর্ত্তন করে, তাহার বিত্তনাশ হয় না; সে নষ্ট দ্রব্য পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজবরগণ! যাঁহাদের বীরত্ব লোক-বিখ্যাত, যাঁহারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত লোক ধারণ করেন, এই আমি সেই যযাতিপুত্রগণের পঞ্চ বংশ-বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। এই পঞ্চ জন্ম বার্ত্তাদি শ্রবণ করিলে ভূপতিগণ অর্থ ও ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। এমন কি উহা শ্রবণ ও ধারণা করিলে ঈশ্বরও বশ হইয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পাঁচটী দুর্লভ বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে আয়ু, কীর্ত্তি, পুত্র, বিবিধ ধন ও

ক্রোষ্টোর্ব্বংশং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং গদতো মম ॥
যদোর্ব্বংশধরস্যাথ যজ্বিনঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ।
ক্রোষ্টোর্ব্বংশং হি শ্রুত্বৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
যস্যান্ববায়জো বিষ্ণুর্হরির্বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ ॥ ২১৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে যযাতিবংশানু
কীর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়।

লোমহর্ষণ উবাচ।

গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোষ্টোর্ভার্য্যে বভূবতুঃ।
গান্ধারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্ ॥ ১
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততোঽন্যং দেবমীঢুষম্
তেষাং বংশস্ত্রিধা ভূতো বৃষ্ণীনাং কুলবর্দ্ধনঃ ॥২
মাদ্র্যাঃ পুত্রৌ তু জজ্ঞাতে শ্রুতৌবৃষ্ণ্যন্ধকাবুভে

ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এক্ষণে আমি ক্রোষ্টুর বংশ বর্ণন করিতেছি, ইনি যদুর বংশধর, যজ্বা ও পুণ্যকর্ম্মা ছিলেন, ইঁহার বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। এই ক্রোষ্টুবংশ শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই ক্রোষ্টুরাজেরই অন্বয়ে বৃষ্ণিকুল-ধুরন্ধর ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৮৬—২১৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ক্রোষ্টুর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে গান্ধারীর গর্ভে মহাবল অনমিত্র নামে এক পুত্র এবং মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেব-মীঢ়ুষ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্রত্রয়ের বংশ দ্বারাই বৃষ্ণিগণের কুলোজ্জ্বল হইয়াছিল। বৃষ্ণি ও অন্ধক নামে মাদ্রীর গর্ভে আরও দুইটী সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বৃষ্ণির

জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃষ্ণেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকস্তথা ॥ ৩
শ্বফল্কস্ত মুনিশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মাত্মা যত্র বর্ত্ততে ।
নাস্তি ব্যাধিভয়ং তত্র নাবর্ষস্তাপমেব চ ॥ ৪
কদাচিৎ কাশিরাজস্য বিষয়ে মুনিসত্তমাঃ ।
ত্রীণি বর্ষাণি পূর্ণানি নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ৫
স তত্র চানয়ামাস শ্বফল্কং পরমার্চ্চিতম্ ।
শ্বফল্কপরিবর্ত্তেন ববর্ষ হরিবাহনঃ ॥ ৬
শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত ।
গান্দিনীং নাম গাং সা চ দদৌ বিপ্রায় নিত্যশঃ
দাতা যজ্বা চ বীরশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ ।
অক্রূরঃ সুষুবে তস্মাচ্ছ্বফল্কাদ্ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ৮
উপমদ্গুস্তথা মদ্গুর্ম্মেদুরশ্চারিমেজয়ঃ ।
অবিক্ষিতস্তথাক্ষেপঃ শত্রুঘ্নশ্চারিমর্দ্দনঃ ॥ ৯
ধর্ম্মধৃগ যতিধর্ম্মা চ ধর্ম্মোক্ষান্ধকরুস্তথা ।
আবাহপ্রতিবাহৌ চ সুন্দরী চ বরাঙ্গনা ॥ ১০

অক্রূরেণোগ্রসেনায়াং সুগাত্র্যাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
প্রসেনশ্চোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্চ্চসৌ ॥ ১১
চিত্রকস্যাভবন্ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ।
অশ্বগ্রীবোঽশ্ববাহুশ্চ স্বপার্শ্বকগবেষণৌ ॥ ১২
অরিষ্টনেমিরশ্বশ্চ সুধর্ম্মা ধর্ম্মভৃত্তথা ।
সুবাহুর্ব্বহুবাহুশ্চ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণে স্ত্রিয়ৌ ॥ ১৩
অসিক্ন্যাং জনয়ামাস শূরং বৈ দেবমীঢ়ুষম্ ।
মহিষ্যাং জজ্ঞিরে শূরা ভোজ্যায়াং পুরুষা দশ ॥
বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ব্বমানকদুন্দুভিঃ ।
জজ্ঞে যস্য প্রসূতস্য দুন্দুভ্যঃ প্রাণদন্ দিবি ॥
আনকানাং চ সংহ্রাদঃ সুমহানভবদ্দিবি ।
পপাত পুষ্পবর্ষশ্চ শূরস্য জননে মহান্ ॥ ১৬
মনুষ্যলোকে কৃৎস্নেঽপি রূপে নাস্তি সমো ভুবি
যস্যাসীৎপুরুষাগ্র্যস্য কান্তিশ্চন্দ্রমসো যথা ।
দেবভাগস্ততো জজ্ঞে তথা দেবশ্রবাঃ পুনঃ ।
অনাধৃষ্টিঃ কনবকো বৎসবানথ গৃঞ্জমঃ ॥ ১৮

শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ধর্ম্মাত্মা শ্বফল্ক যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে ব্যাধি বা অনাবৃষ্টি-ভয় থাকিত না। একদা কাশি-রাজের রাজ্যমধ্যে—তিন বর্ষ পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইল। পাকশাসন সে রাজ্যে বর্ষণ করিলেন না। এই জন্য কাশিরাজ শ্বফল্ককে সসম্মানে স্বীয় রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। শ্বফল্কের অবস্থান হেতু ইন্দ্র কাশিরাজের রাজ্যমধ্যে বারি বর্ষণ করেন। শ্বফল্ক কাশিরাজনন্দিনী গান্দি-নীর পাণিগ্রহণ করেন। গান্দিনী নিত্য নিত্য বিপ্রগণকে এক একটী গোদান করি-তেন। শফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অক্রূর দাতা, যজ্বা, বীর, শ্রুতবান্, অতিথিপ্রিয় ও ভূরি-দক্ষিণ ছিলেন। অক্রূরের উপমদ্গু, মদ্গু, মেদুর, অরিমেজয়, অবিক্ষিত, আক্ষেপ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, যতিধর্ম্মা, ধর্ম্মোক্ষা, অন্ধকরু, আবহ ও প্রতিবাহ প্রভৃতি পুত্র ও সুন্দরী নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হয়।

অক্রূর হইতে উগ্রসেনা নাম্নী শোভনাঙ্গী ভার্য্যার গর্ভে প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, স্বপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু প্রভৃতি পুত্রগণ এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দেবমীঢ়ুষ অসিক্নী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে শূর নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। শূর হইতে তদীয় মহিষী ভোজনন্দিনীর গর্ভে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বসুদেব নামে এক মহাবাহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার অপর নাম আনকদুন্দুভি। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল। আনকাদি বাদ্য যন্ত্র হইতে স্বর্গে সুমহান্ ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। শূরভবনে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি সকল নিপতিত হইল। ১—১৬। সমগ্র মনুষ্যলোকেও তৎ-সদৃশ রূপবান্ কেহই রহিল না। সেই পুরুষ-প্রবরের কান্তি চন্দ্রতুল্য আহ্লাদকর হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ অনা-

শ্যামঃ শমীকো গণ্ডূষঃ পঞ্চ চাস্য বরাঙ্গনাঃ।
পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথা চৈব শ্রুতদেবা শ্রুতশ্রবাঃ॥ ১৯
রাজাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতরঃ।
শ্রুতশ্রবায়াং চৈদ্যস্তু শিশুপালোঽভবন্নৃপঃ॥২০
হিরণ্যকশিপুর্যোঽসৌ দৈত্যরাজোঽভবৎপুরা।
পৃথুকীর্ত্ত্যাং তু সঞ্জজ্ঞে তনয়ো বৃদ্ধশর্ম্মণঃ॥২১
করূষাধিপতির্বীরো দন্তবক্রো মহাবলঃ।
পৃথাং দুহিতরং চক্রে কুন্তিস্তাং পাণ্ডুরাবহৎ॥২২
যস্যাং স ধর্ম্মবিদ্রাজা ধর্ম্মো জজ্ঞে যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনস্তথা বাতাদিন্দ্রাচ্চৈব ধনঞ্জয়ঃ॥ ২৩
লোকেঽপ্রতিরথো বীরঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্‌বৃষ্ণিনন্দনাৎ॥ ২৪
শৈনেয়ঃ সত্যকস্তস্মাদ্‌যুধানশ্চ সাত্যকিঃ।
উদ্ধবো দেবভাগস্য মহাভাগঃ সুতোঽভবৎ॥
পণ্ডিতানাং পরং প্রাহুর্দেবশ্রবসমুত্তমম্।

ধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জম, শ্যাম, শমীক, ও গণ্ডূষ নামে নয় পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নামে পঞ্চ বীরজননী কন্যা উৎপন্ন হয়েন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে চেদিরাজ শিশুপাল জন্ম গ্রহণ করে। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে যে দৈত্যরাজের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তিনি বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে জন্ম লাভ করেন। করূষাধিপতি মহাবল দন্তবক্রের পৃথা ও কুন্তী এই উভয় নামে এক দুহিতা ছিল; রাজা পাণ্ডু তাহার পাণি গ্রহণ করেন। সেই পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীমসেন এবং ইন্দ্র হইতে ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করেন। জগতে ধনঞ্জয়ের ন্যায় বীর যোদ্ধা কেহই ছিল না। তিনি ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। কনিষ্ঠ বৃষ্ণিনন্দন অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনি হইতে সত্যক এবং তাঁহা হইতে সাত্যকি যুযুধান জন্ম গ্রহণ করেন। দেবভাগ হইতে মহাভাগ্যশালী উদ্ধব উৎপন্ন হয়েন। এই উদ্ধব একজন পরম পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

অশ্মক্যং প্রাপ্তবান্ পুত্রমনাধৃষ্টির্যশস্বিনম্॥ ২৫
নিবৃত্তশত্রুং শত্রুঘ্নং শ্রুতদেবা ত্বজায়ত।
শ্রুতদেবাত্মজাস্তে তু নৈষাদির্যঃ পরিশ্রুতঃ॥ ২৭
একলব্যো মুনিশ্রেষ্ঠা নিষাদৈঃ পরিবর্দ্ধিতঃ।
বৎসবতে ত্বপুত্রায় বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
অদ্ভির্দদৌ সুতং বীরং শৌরিঃকৌশিকমৌরসম্
গণ্ডূষায় হ্যপুত্রায় বিষ্বক্‌সেনো দদৌ সুতান্।
চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ পঞ্চালং কৃতলক্ষণম্॥২৯
অসংগ্রামেণ যো বীরো নাবর্ত্তত কদাচন।
রৌক্মিণেয়ো মহাবাহুঃ কনীয়ান্ দ্বিজসত্তমাঃ॥
বায়সানাং সহস্রাণি যং যান্তং পৃষ্ঠতোঽন্বযুঃ।
চারুনজোপভোক্ষ্যামশ্চারুদেষ্ণহতানিতি॥ ৩১
তন্ত্রিজস্তন্ত্রিপালশ্চ সুতৌ কনবকস্য তৌ।
বীরুশ্চাশ্বহনুশ্চৈব বীরৌ তাবথ গৃঞ্জিমৌ॥ ৩২
শ্যামপুত্রঃ শমীকস্তু শমীকো রাজ্যমাবহৎ।
জুগুপ্সমানো ভোজত্বাদ্রাজসূয়মবাপ সঃ॥ ৩৩
অজাতশত্রুঃ শত্রূণাং জজ্ঞে তস্য বিনাশনঃ।

অনাধৃষ্টির অশ্মক্য নামে এক যশস্বী পুত্র উৎপন্ন হয়। শ্রুতদেবা শত্রুঘ্ন নামে এক শত্রুজয়ী পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্র নৈষাদি একলব্য আখ্যায় অভিহিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ একলব্য নিষাদগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। প্রতাপবান্ বাসুদেব অপুত্রক বৎসবৎ রাজাকে কৌশিক নামক স্বীয় ঔরসজাত পুত্র জল প্রোক্ষণপূর্ব্বক সমর্পণ করেন। বিষ্বক্‌সেন, অপুত্রক গণ্ডূষকে চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, ও পঞ্চাল প্রভৃতি পুত্র দান করেন। হে দ্বিজগণ! যিনি কখন যুদ্ধ না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতেন না, যিনি গমন করিতে থাকিলে সহস্র সহস্র বায়স তাঁহার অনুগমন করিত, সেই মহাবাহু রৌক্মিণেয় সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। কনবকের দুই পুত্রের নাম তন্ত্রিজিৎ ও তন্ত্রিপাল। শ্যামের পুত্র শমীক; শমীক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ভোজবংশীয় বলিয়া নিন্দিত ছিলেন, তাই গৌরবার্থ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ১৭-৩৩। তাঁহার এক শত্রুসূদন

বসুদেবসুতান্ বীরান্ কীর্ত্তয়িষ্যাম্যতঃপরম্ ॥
বৃষ্ণেস্ত্রিবিধমেবস্তু বহুশাখং মহৌজসম্ ।
ধারয়ন্ বিপুলং বংশং নানর্থৈরিহ যুজ্যতে ॥৩৫
যাঃ পত্ন্যো বসুদেবস্য চতুর্দ্দশ বরাঙ্গনাঃ ।
পৌরবী রোহিণী নাম মদিরাদিস্তথাপরা ॥৩৬
বৈশাখী চ তথা ভদ্রা সুনাম্নী চৈব পঞ্চমী ।
সহদেবা শান্তিদেবা শ্রীদেবী দেবরক্ষিতা ॥৩৭
বৃকদেব্যুপদেবী চ দেবকী চৈব সপ্তমী
সুতনুর্বড়বা চৈব দ্বে এতে পরিচারিকে ॥ ৩৮
পৌরবী রোহিণী নাম বাহ্লিকস্যাত্মজাভবৎ ।
জ্যেষ্ঠা পত্নী মুনিশ্রেষ্ঠা দয়িতানকদুন্দুভেঃ ॥৩৯
লেভে জ্যেষ্ঠং সুতং রামং শরণ্যং শঠমেব চ ।
দুর্দ্দমং দমনং শুভ্রং পিণ্ডারকমুশীনরম্ ॥ ৪০
পিত্রা নাম কুমারী চ রোহিণীতনয়া নব ।
চিত্রা সুভদ্রেতি পুনর্বিখ্যাতা মুনিসত্তমাঃ ॥৪১
বসুদেবাচ্চ দেবক্যাং জজ্ঞে শৌরির্মহাযশাঃ ।
রামাচ্চ নিশঠো জজ্ঞে রেবত্যাং দয়িতঃ সুতঃ
সুভদ্রায়াং রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত ।
অক্রূরাৎকাশিকন্যায়াং সত্যকেতুরজায়ত ॥৪
বসুদেবস্য ভার্য্যাসু মহাভাগাসু সপ্তসু ।
যে পুত্রা জজ্ঞিরে শূরাঃ সমস্তাংস্তান্নিবোধত ॥
ভোজশ্চ বিজয়শ্চৈব শান্তিদেবাসুতাবুভৌ ।
বৃকদেবঃ সুনামায়াং গদশ্চাস্তাং সুতাবুভৌ ॥
অগাবহং মহাত্মানং বৃকদেবী ব্যজায়ত ।
কন্যা ত্রিগর্ত্তরাজস্য ভার্য্যা বৈ শিশিরায়ণেঃ ॥
জিজ্ঞাসাং পৌরুষে চক্রে ন চস্কন্দে চ পৌরুষম্
কৃষ্ণায়সসমপ্রখ্যো বর্ষে দ্বাদশমে তথা ॥ ৪৭
মিথ্যাভিশস্তো গার্গ্যস্তু মন্যুনাতিসমীরিতঃ ।
ঘোষকন্যামুপাদায় মৈথুনায়োপচক্রমে ॥ ৪৮
গোপালী চাপ্সরাস্তস্য গোপস্ত্রীবেশধারিণী ।

পুত্র উৎপন্ন হয়, এই পুত্রের নাম অজাতশত্রু। অতঃপর আমি বসুদের সুতগণের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি। বৃষ্ণির তিনটী বংশেরই শাখা প্রশাখা বহু বিস্তৃত। ঐ ত্রিবিধ বংশই মহাপরাক্রান্ত ছিল; কদাচ উহারা অনর্থে লিপ্ত হয় নাই। বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, বৈশাখী, ভদ্রা, সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবী, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী প্রধান পত্নী ছিলেন। সুতনু ও বড়বা নামে ইহাঁদের দুই পরিচারিকা ছিল। বসুদেবের পত্নীগণের মধ্যে দেবকী সপ্তমস্থানীয়া এবং বাহ্লিকনন্দিনী রোহিণী জ্যেষ্ঠা পত্নী ছিলেন। রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের রাম, শরণ্য, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর প্রভৃতি পুত্র ও চিত্রা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। হে মুনিবরগণ! এই চিত্রা নাম্নী কন্যা পশ্চাৎ সুভদ্রা নামে বিখ্যাত হয়। বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে মহাযশা শৌরি জন্মগ্রহণ করেন। রাম হইতে রেবতীর গর্ভে নিশঠ নামে এক প্রিয় পুত্র উৎপন্ন হয়। পার্থ হইতে সুভদ্রার গর্ভে মহারথ অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করেন। অক্রূর হইতে কাশিকন্যার গর্ভে সত্যকেতুর জন্ম হয়। বসুদেবের সপ্ত পত্নী মহাভাগ্যবতী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে যে সকল শৌর্য্যশালী পুত্র উৎপন্ন হয়েন, তাঁহাদের সমস্তেরই বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৪—৪৪। বসুদেবের শান্তিদেবী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ভোজ ও বিজয় নামে দুই পুত্র; সুনামার গর্ভে বৃকদেব ও গদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বৃকদেবীর গর্ভে মহাত্মা অবগাহ উৎপন্ন হয়েন। ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা জিজ্ঞাসা, রাজা শিশিরায়ণির ভার্য্যা ছিলেন। রাজার পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি তাঁহার পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনার্থ গর্গমুনিকে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণায়সপ্রতিম গার্গ্য দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাতে সঙ্গত ছিলেন; কিন্তু দীর্ঘকালেও বীর্য্যপাত হইল না। তিনি মিথ্যাপৌরুষ হইয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত হইলেন এবং তখন এক ঘোষকন্যাকে গ্রহণ করিয়া মৈথুন আরম্ভ করিলেন। ঐ গোপকন্যা গোপবেশধারিণী কোন এক অপ্সরা ছিল। ভগবান্ শূল-

ধারয়ামাস গার্গ্যস্তু গর্ভং দুর্দ্ধরমচ্যুতম্ ॥ ৪৯
মানুষ্যাং গর্গভার্য্যায়াং নিয়োগাচ্ছূলপাণিনঃ।
স কালযবনো নাম যজ্ঞে রাজা মহাবলঃ ॥ ৫০
বৃত্তপূর্ব্বার্দ্ধকায়স্তু সিংহসংহননো যুবা।
অপুত্রস্য স রাজ্ঞস্তু ববৃধেঽন্তঃপুরে শিশুঃ ॥৫১
যবনস্য মুনিশ্রেষ্ঠাঃ স কালযবনোঽভবৎ।
আয়ুধ্যমানো নৃপতিঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্দ্বিজোত্তমম্ ॥৫২
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং তস্য নারদোঽকথয়দ্বিভুঃ।
অক্ষৌহিণ্যা তু সৈন্যস্য মথুরামভ্যয়াত্তদা ॥ ৫৩
দূতং সম্প্রেষয়ামাস বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনম্।
ততো বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কৃষ্ণং পুরস্কৃত্য মহামতিম্ ॥
সমেতা মন্ত্রয়ামাসুর্যবনস্য ভয়াত্তদা।
কৃত্বা বিনিশ্চয়ং সর্ব্বে পলায়নমরোচয়ন্ ॥ ৫৫
বিহায় মথুরাং রম্যাং মানয়ন্তঃ পিনাকিনম্।
কুশস্থলীং দ্বারবতীং নিবেশয়িতুমীপ্সবঃ ॥ ৫৬
ইতি কৃষ্ণস্য জন্মেদং যঃ শুচির্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
পর্ব্বসু শ্রাবয়েদ্বিদ্বাননৃণঃ স সুখী ভবেৎ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে কৃষ্ণজন্মানুকীর্ত্তনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পাণির নিয়োগে ঐ অপ্সরা মানুষী-বেশে গর্গ মুনির ভার্য্যা হয় এবং সেই অবস্থায় গর্গমুনির সংসর্গে এক দুর্দ্ধর্ষ গর্ভ ধারণ করে। সেই গর্ভ হইতেই মহাবল কালযবন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ সুবৃত্ত ছিল। ইনি সিংহ-সদৃশ পরাক্রান্ত যুবাপুরুষ ছিলেন। হে মুনিবরগণ! কাল-যবন জন্মগ্রহণান্তে শিশুরূপে সেই অপুত্রক রাজার অন্তঃপুরে পরিবর্দ্ধিত হয়েন। কাল ক্রমে তিনি কালযবন নামে রাজা হইলেন এবং যুদ্ধোদ্যত হইয়া দ্বিজবর নারদকে প্রতি-যোদ্ধাদিগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। নারদ তাঁহাকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন। তখন কালযবন অক্ষৌহিণী-সেনা-পরিবৃত হইয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের আবাসে এক দূত প্রেরণ করিলেন। তখন বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ একযোগে মহামতি কৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কালযবন-ভয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন, এক্ষণে আমাদিগের সকলেরই পলায়ন করা কর্ত্তব্য। কার্য্যেও তাহাই হইল, তাঁহারা কালযবনভয়ে সুরম্য মথুরানগরী পরিত্যাগ করিয়া পিনাকপাণি মহাদেবের অর্চ্চনাপুরঃসর কুশস্থলী দ্বার-বতী পুরীতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপনে মনস্থ করিলেন। যিনি পবিত্র ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এই কৃষ্ণজন্ম-বিবরণ প্রতি পর্ব্বে শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি বিদ্বান্ ও অঋণী হইয়া সুখী হইবেন। ৪৫—৫৭।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

ক্রোষ্টোরথাভবৎ পুত্রো বৃজিনীবান্মহাযশাঃ।
বার্জ্জিনীবতমিচ্ছন্তি স্বাহিং স্বাহাকৃতাং বরম্ ॥
স্বাহিপুত্রোঽভবদ্রাজা উষদ্গুর্ব্বদতাং বরঃ।
মহাক্রতুভিরীজে যো বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২
ততঃ প্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ উষদ্গুঃসোঽগ্র্যমাত্মজম্
জজ্ঞে চিত্ররথস্তস্য পুত্রঃ কর্ম্মভিরন্বিতঃ ৩

পঞ্চদশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—বৃজিনীবান্ নামে ক্রোষ্টুর অপর এক মহাযশা পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র যজ্ঞানুষ্ঠাতাদিগের অগ্রণী বর্জ্জিনীবান্ স্বাহি। স্বাহির পুত্র বাগ্মিবর উষদ্গু; ইনি রাজা হইয়া পুত্রকামনায় ভূরি-দক্ষিণান্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। চিত্ররথ নামে তাঁহার এক শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র দ্বারা নানাবিধ সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চিত্ররথের শশবিন্দু নামে এক পুত্র হয়। ইনি রাজর্ষি-

আসীচ্চৈত্ররথির্বীরো যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ।
শশবিন্দুঃ পরং বৃত্তং রাজর্ষীণামনুষ্ঠিতঃ॥ ৪
পৃথুশ্রবাঃ পৃথুযশা রাজাসীচ্ছাশবিন্দবঃ।
শংসন্তি চ পুরাণজ্ঞাঃ পার্থশ্রবসমন্তরম্॥ ৫
অন্তরস্য সুযজ্ঞস্তু সুযজ্ঞতনয়োঽভবৎ।
উষতো যজ্ঞমখিলং স্বধর্ম্মে চ কৃতাদরঃ॥ ৬
শিনেয়ুরভবৎ পুত্র উষতঃ শত্রুতাপনঃ।
মরুতস্তস্য তনয়ো রাজর্ষিরভবন্নৃপঃ॥ ৭
মরুতোঽলভত জ্যেষ্ঠং সুতং কম্বলবর্হিষম্।
চচার বিপুলং ধর্ম্মমমর্ষাৎ প্রেত্যভাগপি॥ ৮
স সৎপ্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ সুতং কম্বলবর্হিষঃ।
বভূব রুক্মকবচঃ শতপ্রসবতঃ সুতঃ॥ ৯
নিহত্য রুক্মকবচঃ শতং কবচিনাং রণে।
ধন্বিনাং নিশিতৈর্বাণৈরবাপ শ্রিয়মুত্তমাম্॥ ১০
জজ্ঞে চ রুক্মকবচাৎ পরাজিৎপরবীরহা।
জজ্ঞিরে পঞ্চ পুত্রাস্তু মহাবীর্য্যাঃ পরাজিতঃ॥
রুক্মেষুঃ পৃথুরুক্মশ্চ জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ।
পালিতং চ হরিং চৈব বিদেহেভ্যঃ পিতা দদৌ
রুক্মেষুরভবদ্রাজা পৃথুরুক্মস্য সংশ্রয়াৎ।
তাভ্যাং প্রব্রাজিতো রাজা জ্যামঘোঽবসদাশ্রমে
প্রশান্তশ্চ তদা রাজা ব্রাহ্মণৈশ্চাববোধিতঃ।
জগাম ধনুরাদায় দেশমন্যং ধ্বজী রথী॥ ১৪
নর্ম্মদাকূলমেকাকী মেকলাং মৃত্তিকাবতীম্।
ঋক্ষবন্তং গিরিং জিত্বা শুক্তিমত্যামুবাস সঃ॥
জ্যামঘস্যাভবদ্ভার্য্যা শৈব্যা বলবতী সতী।
অপুত্রোঽপি স রাজা বৈ নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত
তস্যাসীদ্বিজয়ো যুদ্ধে তত্র কন্যামবাপ সঃ।
ভার্য্যামুবাচ সন্ত্রস্তঃ স্নুষেতি স জনেশ্বরঃ॥১৭
এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীদ্দেবী কস্য দেব স্নুষেতি বৈ।
অব্রবীত্তদুপশ্রুত্য জ্যামঘো রাজসত্তমঃ॥ ১৮

গণের পদানুবর্ত্তী, বিপুলদাক্ষিণান্বিত যজ্ঞানুষ্ঠাতা ছিলেন। ইঁহার পুত্র পৃথুকীর্ত্তিশালী পৃথুশ্রবাঃ। পুরাণজ্ঞগণ বলিয়াছেন, ঐ পৃথুশ্রবা হইতে অন্তর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অন্তরের পুত্র সুযজ্ঞ, তৎপুত্র উষত। ইনি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ও স্বধর্ম্মে সমধিক শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। উষত হইতে শিনেয়ু নামে এক অরিন্দম পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার পুত্র মারুত। ইনি রাজর্ষি ছিলেন। রাজর্ষি মারুত কম্বলবর্হিষ নামে এক শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করেন। রাজা কম্বলবর্হিষ একটী সৎপুত্র-কামনায় প্রভূত ধর্ম্মাচরণ করেন। তাহার ফলে তাঁহার রুক্মকবচ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই পুত্র সমরক্ষেত্রে নিশিত শরনিকর বর্ষণে শত শত কবচী ও ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া উত্তম জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। রুক্মকবচের পুত্র শত্রুজয়ী পরজিৎ। পরজিতের পাঁচ পুত্র— রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। এইপুত্রগণ সকলেই মহাবীর্য্যশালী ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে পালিত ও হরিকে বিদেহ দেশের আধিপত্য প্রদত্ত হয়। রুক্মেষু, ভ্রাতা পৃথুরুক্মের সাহিত স্বরাজ্যে আধিপত্য করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় একযোগে অপর ভ্রাতা জ্যামঘকে নির্ব্বাসিত করিলে, তিনি এক আশ্রমে গিয়া বাস করেন। ১—১৩। প্রশান্ত-চিত্ত জ্যামঘ তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অববোধিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক রথ ধ্বজাদি সমভিব্যাহারে দেশান্তরে প্রয়াণ করিলেন। তিনি একাকীই নর্ম্মদাকূলবর্ত্তী মেকলা ও মৃত্তিকাবতী পুরী এবং ঋক্ষবান্ গিরি জয় করিয়া শুক্তিমতী নগরীতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম ছিল শৈব্যা। শৈব্যা বলিষ্ঠা ও পতিব্রতা ছিলেন। সেই পত্নীর গর্ভে রাজার কোনই পুত্র সন্তান জন্মে না; তথাপি রাজা জ্যামঘ দারান্তর পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি একদা কোন যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া একটী কন্যা লাভ করেন। নরপতি সেই কন্য পত্নীকে বলেন যে, বধূ হইবে। রা রাজাকে কহি

রাজোবাচ।

যস্তে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্য ভার্য্যোপপাদিতা ॥১৯

লোমহর্ষণ উবাচ।

উগ্রেণ তপসা তস্যাঃ কন্যায়াঃ সা ব্যজায়ত।
পুত্রং বিদর্ভং সুভগা শৈব্যা পরিণতা সতী ॥২০
রাজপুত্র্যাংতুবিদ্বাংসৌ স্নুষায়াং ক্রথকৈশিকৌ
পশ্চাদ্বিদর্ভোঽজনয়চ্ছূরৌ রণবিশারদৌ ॥ ২১
ভীমো বিদর্ভস্য সুতঃ কুন্তিস্তস্যাত্মজোঽভবৎ
কুন্তের্ধৃষ্টঃ সুতো জজ্ঞে রণধৃষ্টঃ প্রতাপবান ॥২২
ধৃষ্টস্য জজ্ঞিরে শূরাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
আবন্তশ্চ দশার্হশ্চ বলী বিষহরশ্চ সঃ ॥ ২৩
দশার্হস্য সুতো ব্যোমা ব্যোম্নো জীমূত উচ্যতে
জীমূতপুত্রো বিকৃতিস্তস্য ভীমরথঃ স্মৃতঃ ৷ ২৪
অথ ভীমরথস্যাসীৎ পুত্রো নবরথস্তথা।
তস্য চাসীদ্দশরথঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৫
তস্মাৎকরম্ভঃ-কারম্ভির্দেবরাতোঽভবন্নৃপঃ।
দেবক্ষত্রোঽভবত্তস্য বৃদ্ধক্ষত্রো মহাযশাঃ ॥২৬
দেবগর্ভসমো জজ্ঞে দেবক্ষত্রস্য নন্দনঃ।
মধূনাং বংশকৃদ্রাজা মধুর্মধুরবাগপি ॥ ২৭
মধোর্জজ্ঞেঽথ বৈদর্ভ্যাং পুরুদ্বান্‌পুরুষোত্তমঃ
ঐক্ষ্বাকী চাভবদ্ভার্য্যা মধোস্তস্যাং ব্যজায়ত ॥২৮
সত্বান্ সর্ব্বগুণোপেতঃ সাত্বতাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
ইমাং বিসৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্য মহাত্মনঃ ॥
যুজ্যতে পরমপ্রীত্যা প্রজাবাংশ্চ ভবেৎ সদা ॥

লোমহর্ষণ উবাচ।

সত্বতঃ সত্বসম্পন্নান্ কৌশল্যা সুষুবে সুতান্।
ভাগিনং ভজমানং চ দিব্যং দেবাবৃধং নৃপম্ ॥
অন্ধকং চ মহাবাহুং বৃষ্ণিং চ যদুনন্দনম্।
তেষাং বিসর্গাশ্চত্বারো বিস্তরেণেহ কীর্ত্তিতাঃ ॥
ভজমানস্য সৃঞ্জয্যৌ বাহ্যকাথোপবাহ্যকা।
আস্তাং ভার্য্যে তয়োস্তস্মাজ্জজ্ঞিরেবহবঃসুতাঃ

পুত্রবধূ হইবে? পত্নীর কথায় রাজশ্রেষ্ঠ জ্যামঘ উত্তর করিলেন,—তোমার যে পুত্র হইবে, এই কন্যা তাহারই ভার্য্যা হইবে। ১৪—১৯। লোমহর্ষণ কহিলেন,—রাজা জ্যামঘ যুদ্ধ জয় করিয়া যে কন্যাটীকে আনিয়াছিলেন, সেই কন্যা উগ্র তপস্যা আচরণ করেন; সেই তপস্যার ফলে শৈব্যা বৃদ্ধ বয়সে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র বিদর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিদর্ভ হইতে সেই বিজয়-লব্ধ কন্যার গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রদ্বয় বিদ্বান্, শূর ও রণবিশারদ ছিলেন। বিদর্ভের ভীম নামে অপর এক পুত্র হয়। ভীমের কুন্তি নামে এক পুত্র জন্মে। কুন্তির ...ত্রর নাম ধৃষ্ট। ধৃষ্ট রণধৃষ্ট ও প্রতাপ-... ছিলেন। ধৃষ্টর পরম ধার্ম্মিক তিন ...ৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম,—আবন্ত, ... বিষহর; তন্মধ্যে দশার্হের ব্যোমা, ...ত, জীমূতের বিকৃতি, বিকৃতির ...র নররথ, নররথের দশ-রথ, দশরথের শকুনি, শকুনির করম্ভ, করম্ভের দেবরাত, দেবরাতের দেবক্ষত্র, এবং দেবক্ষত্রের বৃদ্ধক্ষত্র নামে পুত্র হইয়াছিল। বৃদ্ধক্ষত্র রাজার দেবকুমারপ্রতিম একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম মধু; মধু অতি মিষ্টভাষী ছিলেন। এই মধু রাজাই মধুদিগের বংশধর। মধু হইতে বৈদর্ভীর গর্ভে পুরুষবর পুরুদ্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। মধুর অপর ভার্য্যার নাম ঐক্ষ্বাকী। ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে সত্বান্ নামে এক সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। এই সত্বান্ হইতেই কীর্ত্তিবর্দ্ধন সাত্বতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। মহাত্মা জ্যামঘ রাজার এই বংশবিস্তৃতির বিবরণ বিদিত হইলে মানব মাত্রেই পরম প্রীতিমান ও প্রজাবান্ হইতে পারে।২০—২৯। লোমহর্ষণ কহিলেন,—মধুনন্দন সত্বান্ হইতে কৌশল্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভে কতিপয় সত্ব-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রগণের নাম—ভাগিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণি। ইহাঁদিগের মধ্যে চারিজনের বংশবিবরণ এই পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রিমিশ্চ ক্রমণশ্চৈব ধৃষ্টঃ শূরঃ পুরঞ্জয়ঃ।
এতে বাহ্যকস্থঞ্জয্যাং ভজমানাদ্বিজজ্ঞিরে ॥ ৩৩
আয়ুতাজিৎ সহস্রাজিচ্ছতাজিত্বথ দাসকঃ।
উপবাহ্যকস্থঞ্জয্যাং ভজমানাদ্বিজজ্ঞিরে ॥ ৩৪
যজ্বা দেবাবৃধো রাজা চচার বিপুলং তপঃ।
পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতো মম স্যাদিতি নিশ্চিতঃ ॥
সংযুজ্যমানস্তপসা পর্ণাশায়া জলং স্পৃশন্।
সদোপস্পৃশতস্তস্য চকার প্রিয়মাপগা ॥ ৩৬
চিন্তয়াভিপরীতা সা ন জগামৈব নিশ্চয়ম্।
কল্যাণত্বান্নরপতেস্তস্য সা নিম্নগোত্তমা ॥ ৩৭
নাধ্যগচ্ছত্তু তাং নারী যস্যামেবং বিধঃ সুতঃ।
ভবেত্তস্মাৎ স্বয়ং গত্বা ভবাম্যস্য সহানুগা ॥ ৩৮
অথ ভূত্বা কুমারী সা বিভ্রতী পরমং বপুঃ।
বরয়ামাস নৃপতিং তামিয়েষ চ স প্রভুঃ ॥ ৩৯
তস্যামাধত্ত গর্ভং স তেজস্বিনমুদারধীঃ।
অথ সা দশমে মাসি সুষুবে সরিতাং বরা ॥৪০
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং বভ্রুং দেবাবৃধং দ্বিজাঃ।
অত্র বংশে পুরাণজ্ঞা গায়ন্তীতি পরিশ্রুতম্ ॥৪১
গুণান্ দেবাবৃধস্যাপি কীর্ত্তয়ন্তো মহাত্মনঃ।
যথৈবাগ্রে তথা দূরাৎপশ্যামস্তাবদন্তিকাৎ ॥৪২
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
ষষ্টিশ্চ ষট্ চ পুরুষাঃ সহস্রাণি চ সপ্ত চ ॥৪৩
এতেঽমৃতত্বং প্রাপ্তা বৈ বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি।
যজ্বা দানপতির্ধীমান্ ব্রহ্মণ্যঃ সুদৃঢ়ায়ুধঃ ॥ ৪৪
তস্যান্বয়ঃ সুমহান্ ভোজা যে মার্ত্তিকাবতাঃ
অন্ধকাৎকাশ্যদুহিতা চতুরোঽলভতাত্মজান্ ॥
কুকুরং ভজমানং চ সসকং বলবর্হিষম্।
কুকুরস্য সুতো বৃষ্টির্বৃষ্টেস্তু তনয়স্তথা ॥ ৪৬
কপোতরোমা তস্যাথ তিলিরিস্তনয়োঽভবৎ।
জজ্ঞে পুনর্ব্বসুস্তস্মাদভিজিচ্চ পুনর্ব্বসোঃ ॥৪৭
তথা বৈ পুত্রমিথুনং বভূবাভিজিতঃ কিল।

ভজমানের দুই ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের একের নাম স্থঞ্জয়ী বাহ্যকা ও অপরার নাম স্থঞ্জয়ী উপবাহ্যকা। এই দুই ভার্য্যার গর্ভে ভজমানের বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ভজমান হইতে স্থঞ্জয়ী বাহ্যকার গর্ভে ক্রিমি, ক্রমণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় এবং স্থঞ্জয়ী উপবাহ্যকার গর্ভে অযুতাজিৎ, সহস্রজিৎ, শতাজিৎ ও দাসক নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। রাজা দেবাবৃধ একটী সর্ব্বগুণযুক্ত পুত্র-লাভ-কামনায় বিপুল যাগ যজ্ঞ ও তপশ্চর্য্যা করেন। তিনি পর্ণাশা নদীর জল স্পর্শ করিয়া তপস্যা করিতেন। সেই নদীও সর্ব্বদা উপস্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিত। একদা সরিদ্বরা পর্ণাশা নরপতির কল্যাণার্থ অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না এবং যে নারীর গর্ভে নরপতির সর্ব্বগুণ-ভূষিত পুত্ররত্ন উৎপন্ন হইবে, এমন নারী কে আছে? তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না; তখন তিনি স্থির করিলেন, আমি নিজেই গিয়া নরপতির ভার্য্যা হই। এইরূপ স্থির করিয়া সেই সরিদ্বরা এক পরম সুন্দর কুমারীরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই নরপতিকে পতিত্বে বরণ করিলেন। উদারচেতা রাজা দেবাবৃধও তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই সরিদ্বরা দশম মাসে এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র বভ্রু নামে বিখ্যাত হইল। পুরাণজ্ঞগণ এই বভ্রুবংশের ও মহাত্মা দেবাবৃধের গুণগাথা গান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, নরশ্রেষ্ঠ দেবাবৃধ ও তৎপুত্র বভ্রুর গুণকীর্ত্তি আমরা দূর হইতেও যেমন শুনিয়া থাকি, নিকটে আসিয়াও সেইরূপ পরিচয়ই পাই। ইঁহাদের [illegible]শ ষট্‌সপ্তষষ্টি সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত অ[illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বংশীয় নৃপগ[illegible] বুদ্ধিতে ধনুর্বিদ্যায় দানে যজ্ঞে [illegible] প্রধান স্থান অধিকার করেন। অন্ধ[illegible]তে কাশ্যদুহিতা চারিপুত্র লাভ করেন। এই পুত্রগণের নাম—কুকুর, ভজমান, সসক ও বলবর্হিষ। কুকুরের পুত্র বৃষ্টি, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র তিলিরি, তৎপুত্র পুনর্ব্বসু, তৎপুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের দুইটী যমজ পুত্র

আহুকঃ শ্রাহুকশ্চৈব খ্যাতৌ খ্যাতিমতাং বরৌ
ইমাং চোদাহরন্ত্যত্র গাথাং প্রতি তমাহুকম্।
শ্বেতেন পরিবারেণ কিশোরপ্রতিমো মহান্॥
অশীতিবর্ম্মণা যুক্ত আহুকঃ প্রথমং ব্রজেৎ।
নাপুত্রবান্নাশতদো নাসহস্রশতায়ুষঃ॥ ৫০
নাশুদ্ধকর্ম্মা নাযজ্বা যো ভোজমভিতো ব্রজেৎ।
পূর্ব্বস্যাং দিশি নাগানাং ভোজস্য প্রযযুঃ কিল
সোমাৎসঙ্গানুকর্ষাণাং ধ্বজিনাং সবরূথিনাম্।
রথানাং মেঘঘোষাণাং সহস্রাণি দশৈব তু॥৫২
রৌপ্যকাঞ্চনকক্ষাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
তাবন্ত্যেব সহস্রাণি উত্তরস্যাং তথা দিশি॥৫৩
আভূমিপালা ভোজাস্তু সন্তি জ্যাকিঙ্কিণীকিনঃ।
আহুঃ কিং চাপ্যবন্তিভ্যঃ স্বসারং দত্তরন্ধকাঃ॥
আহুকস্য তু কাশ্যায়াং দ্বৌ পুত্রৌ সম্বভূবতুঃ।
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ॥ ৫৫
দেবকস্যাভবন্ পুত্রাশ্চত্বারস্ত্রিদশোপমাঃ।
দেববানুপদেবশ্চ সন্দেবো দেবরক্ষিতঃ॥ ৫৬
কুমার্য্যঃ সপ্ত চাপ্যথ বসুদেবায় তা দদৌ।
দেবকী শান্তিদেবা চ সুদেবা দেবরক্ষিতা॥
বৃকদেব্যুপদেবী চ সুনাম্নী চৈব সপ্তমী।
নবোগ্রসেনস্য সুতাস্তেষাং কংসস্তু পূর্ব্বজঃ॥৫৮
ন্যগ্রোধশ্চ সুনামা চ তথা কঙ্কঃ সুভূষণঃ।
রাষ্ট্রপালোঽথ সুতনুরনাবৃষ্টিস্তু পুষ্টিমান্॥৫৯
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাসন্ কংসা কংসবতী তথা।
সুতনূ রাষ্ট্রপালী চ কঙ্কা চৈব বরাঙ্গনা॥ ৬০
উগ্রসেনঃ সহাপত্যো ব্যাখ্যাতঃ কুকুরোদ্ভবঃ।
কুকুরাণামিমং বংশং ধারয়ন্নমিতৌজসাম্॥ ৬১
আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজাবানাপ্নুয়ান্নরঃ॥৬২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে বৃষ্ণিবংশ-
নিরূপণং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥১৫॥

হয়; তাহারা আহুক ও শ্রাহক নামে বিখ্যাত। অভিজ্ঞগণ আহুকের প্রতি এইরূপ গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, এই আহুক অশীতিবর্ম্মে সমাবৃত হইয়া যুদ্ধাভিযান করিবেন। ইঁহার বংশে এমন কেহই জন্মিবে না, যিনি ভূরিদাতা না হইবেন, শত সহস্র বর্ষ পরমায়ু লাভ না করিবেন, শুদ্ধকর্ম্মা বা যজ্বা না হইবেন এবং ভোজাতিমুখে না প্রয়াণ করিবেন; বস্তুতঃ সকলেই পূর্ব্বদিক্‌স্থিত ভোজরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। অনেকে দশ সহস্র ধ্বজাধারী রথী ও পদাতি সৈন্য লইয়া রৌপ্য-কাঞ্চন-কক্ষময় একবিংশতি সহস্র মেঘনির্ঘোষী রথ সমভিব্যাহারে উত্তর দিকে অভিযান করিয়াছিলেন। আহুকবংশীয়দিগের আক্রমণে ভোজগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, অন্ধকগণ স্বীয় ভগিনীকে অবন্তীরাজের করে সমর্পণ করেন। কাশ্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভে আহুকের দেবতুল্য দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের নাম—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেবপ্রতিম চারি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাদের নাম দেববান্, উপদেব সংদেব ও দেবরক্ষিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সাতটী কন্যা সন্তানও জন্মিয়াছিল; ঐ সপ্ত কন্যাই বসুদেব-করে সমর্পিত হয়। সেই কন্যাগণের নাম—দেবকী, শান্তিদেবা, সুদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনাম্নী। উগ্রসেনের নয় পুত্র; তন্মধ্যে কংস জ্যেষ্ঠ। অপরাপর পুত্রগণের নাম—ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, সুভূষণ, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাবৃষ্টি ও পুষ্টিমান্। এই সকল পুত্র ব্যতীত উগ্রসেনের পাঁচ কন্যা ছিল। তাহাদিগের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও বরাঙ্গনা কঙ্কা। সন্তান সন্ততিগণের সহিত উগ্রসেন কুকুরবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অমিততেজা কুকুরগণের এইবংশ বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে লোক প্রজাবান্ হইয়া বিপুল বংশ বিস্তার করিতে পারে। ৩০—৬২॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

ভজমানস্য পুত্রোঽথ রথমুখ্যো বিদূরথঃ।
রাজাধিদেবঃ শূরস্তু বিদূরথসুতোঽভবৎ॥ ১
রাজাধিদেবস্য সুতা জজ্ঞিরে বীর্য্যবত্তরাঃ।
দত্তাতিদত্তৌ বলিনৌ শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ॥ ২
শমী চ দণ্ডশর্ম্মা চ দন্তশত্রুশ্চ শত্রুজিৎ।
শ্রবণা চ শ্রবিষ্ঠা চ স্বসারৌ সম্বভূবতুঃ॥ ৩
শমিপুত্রঃ প্রতিক্ষত্রঃ প্রতিক্ষত্রস্য চাত্মজঃ।
স্বয়ম্ভোজঃ স্বয়ম্ভোজাদ্ধৃদিকঃ সম্বভূব হ॥ ৪
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি সর্ব্বে ভীমপরাক্রমাঃ।
কৃতবর্ম্মাগ্রজস্তেষাং শতধন্বা তু মধ্যমঃ॥ ৫
দেবান্তশ্চ নরান্তশ্চ ভিষগ্বৈতরণশ্চ যঃ।
সুদান্তশ্চাতিদান্তশ্চ নিকাশ্যঃ কামদম্ভকঃ॥ ৬
দেবান্তস্যাভবৎ পুত্রো বিদ্বান্ কম্বলবর্হিষঃ।
অসমৌজাঃ সুতস্তস্য নাসমৌজাশ্চ তাবুভৌ॥
অজাতপুত্রায় সুতান্ প্রদদাবসমৌজসে।
সুদংষ্ট্রশ্চ সুচারুশ্চ কৃষ্ণ ইত্যন্ধকাঃ স্মৃতাঃ॥ ৮
গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোষ্টুভার্য্যে বভূবতুঃ।
গান্ধারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্॥ ৯
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততো বৈ দেবমীঢ়ুষম্।
অনমিত্রমমিত্রাণাং জেতারমপরাজিতম্॥ ১০
অনমিত্রসুতো নিম্নো নিম্নতো দ্বৌ বভূবতুঃ।
প্রসেনশ্চাথ সত্রাজিচ্ছত্রুসেনাজিতাবুভৌ॥ ১১
প্রসেনো দ্বারবত্যাং তু নিবসন্ যে মহামণিম্।
দিব্যং স্যমন্তকং নাম স সূর্য্যাদুপলব্ধবান্॥ ১২
তস্য সত্রাজিতঃ সূর্য্যঃ সখা প্রাণসমোঽভবৎ।
স কদাচিন্নিশাপায়ে রথেন রথিনাং বরঃ॥ ১৩
তোয়কূলমপঃ স্প্রষ্টুমুপস্থাতুং যযৌ রবিম্।
তস্যোপতিষ্ঠতঃ সূর্য্যং বিবস্বানগ্রতঃ স্থিতঃ॥ ১৪
বিস্পষ্টমূর্ত্তির্ভগবাংস্তেজোমণ্ডলবান্ বিভুঃ।
অথ রাজা বিবস্বন্তমুবাচ স্থিতমগ্রতঃ॥ ১৫
যথৈব ব্যোম্নি পশ্যামি সদা ত্বাং জ্যোতিষাং পতে।
তেজোমণ্ডলিনং দেবং তথৈব পুরতঃ স্থিতম্॥
কো বিশেষোঽস্তি মে ত্বত্তঃ সখ্যেনোপগতস্য বৈ।

ষোড়শ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ভজমানের এক-পুত্র রথশ্রেষ্ঠ বিদূরথ, তৎপুত্র বলবান্ রাজাধিদেব; তাঁহার অনেকগুলি বীর্য্যশালী পুত্র সন্তান ও দুইটী কন্যা ছিল। পুত্রগণের নাম—দত্ত, অতিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দণ্ডশর্ম্মা, দন্তশত্রু ও শত্রুজিৎ। কন্যাদ্বয়ের নাম—শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা। শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র স্বয়ম্ভোজ, তৎপুত্র ভদিক; ভদিকের বহুপুত্র ছিল। সেই পুত্রেরা সকলেই বিপুল পরাক্রমসম্পন্ন। তাহাদের নাম—কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবান্ত, নরান্ত, ভিষক্, বৈতরণ, সুদান্ত, অতিদান্ত, নিকাশ্য ও কামদম্ভ। তন্মধ্যে দেবান্তের পুত্র বিদ্বান্ কম্বলবর্হিষ। তৎপুত্র অসমৌজা ও নাসমৌজাঃ। অসমৌজা অপুত্রক ছিলেন। সুদংষ্ট্র, সুচারু ও কৃষ্ণ নামে তিন পুত্র তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। এই সমস্তই অন্ধক-বংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। ১—৮। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্রোষ্টুর দুই ভার্য্যা গান্ধারী ও মাদ্রী। তন্মধ্যে গান্ধারীর গর্ভে অনমিত্র নামে এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। মাদ্রী যুধাজিৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। যুধাজিতের পুত্র দেবমীঢ়ষ। অনমিত্র অমিত্রজয়ী ছিলেন। তাঁহার পুত্র নিম্ন; নিম্নের দুই পুত্র, প্রসেন ও সত্রাজিৎ। তাঁহারা উভয়েই শত্রুজয়ী ছিলেন। প্রসেন দ্বারকাপুরে বাস করিতেন। তিনি সূর্য্যের নিকট হইতে স্যমন্তক নামে এক দিব্যমণি লাভ করেন। সূর্য্যদেব সত্রাজিতের প্রাণসম সখা ছিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ সত্রাজিৎ একদা নিশাবসানে রথারোহণপূর্ব্বক তোয়-কূল নদীর জল স্পর্শ করত সূর্য্যোপস্থান করিতে গমন করেন। তিনি সূর্য্যোপস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ তেজোমণ্ডল-

এতচ্ছ্রুত্বা তু ভগবান্মণিরত্নং স্যমন্তকম্ । ১৭
স্বকণ্ঠাদবমুচ্যাথ একান্তে ন্যস্তবান্ বিভুঃ।
ততো বিগ্রহবন্তং তং দদর্শ নৃপতিস্তদা ॥ ১৮
প্রীতিমানথ তং দৃষ্ট্বা মুহূর্ত্তং কৃতবান্ কথাম্।
তমভিপ্রস্থিতং ভূয়ো বিবস্বন্তং স সত্রাজিৎ ॥ ১৯
লোকান্ ভাসয়সে সর্ব্বান্ যেন ত্বং সততং প্রভো
তদেতন্মণিরত্নং মে ভগবন্ দাতুমর্হসি ॥ ২০
ততঃ স্যমন্তকমণিং দত্তবান্ ভাস্করস্তদা।
স তমাবধ্য নগরীং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ॥ ২১
তং জনাঃ পর্য্যধাবন্ত সূর্য্যোঽয়ং গচ্ছতীতি হ
স্বাং পুরীং স বিসিস্ময় রাজা ত্বন্তঃপুরং তথা।
তং প্রসেনজিতং দিব্যং মণিরত্নং স্যমন্তকম্।
দদৌ ভ্রাত্রে নরপতিঃ প্রেম্ণা সত্রাজিদুত্তমম্ ॥
স মণিং স্যন্দতে রুক্মং বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনে।
কালবর্ষী চ পর্জ্জন্যো ন চ ব্যাধিভয়ং হ্যভূৎ ॥২৪
লিপ্সাং চক্রে প্রসেনস্য মণিরত্নে স্যমন্তকে।
গোবিন্দো ন চ তং লেভে শক্তোঽপি ন জহার সঃ ॥ ২৫
কদাচিন্মৃগয়াং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষিতঃ।
স্যমন্তককৃতে সিংহাদ্বধং প্রাপ বনেচরাৎ ॥ ২৬
অথ সিংহং প্রধাবন্তমৃক্ষরাজো মহাবলঃ।
নিহত্য মণিরত্নং তদাদায় প্রাবিশদ্গুহাম্ ॥ ২৭
ততো বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কৃষ্ণং প্রসেনবধকারণাৎ।
প্রার্থনাং তাং মণের্ব্বুদ্ধ্বা সর্ব্ব এব শশঙ্কিরে ॥২৮

বান্ বিবস্বান্ স্বীয় মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর রাজা সম্মুখবর্ত্তী সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে জ্যোতিঃপতে! আমি গগনমণ্ডলে আপনাকে যেমন তেজোমণ্ডল-শালী অবলোকন করি, এই আমার সম্মুখেও ত আপনাকে সেইরূপই দেখিতেছি। আপনি সখিভাবে আমার নিকট আসিলেন অথচ আপনার মূর্ত্তির বিশেষত্ব কৈ কিছুই ত নাই? ভগবান্ সূর্য্যদেব তৎশ্রবণে নিজের কণ্ঠ হইতে স্যমন্তক নামক মণিরত্ন উন্মোচন করিয়া একান্তে রাখিয়া-দিলেন; তখন নৃপতি তাঁহাকে সৌম্যমূর্ত্তি-সম্পন্ন অবলোকন করিয়া প্রীত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মাত্র তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর সূর্য্য গমনোদ্যত হইলে রাজা সত্রাজিৎ উঁহাকে কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যাহার প্রভাবে সর্ব্বদা সমস্ত লোক সমুদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, হে ভগবন্! এই সেই মণিরত্নটী আমাকে সমর্পণ করিয়া যাউন। সত্রাজিতের প্রার্থনায় ভাস্কর তাঁহাকে সেই স্যমন্তক মণি দান করিলেন। সত্রাজিৎ মণি লইয়া স্বনগরে আগমন করিলেন। তাঁহার নগর প্রবেশ-কালে লোক সকল 'এই সূর্য্য যাইতেছেন, এই সূর্য্য যাইতেছেন' বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। বস্তুতঃ সেই মণির প্রভাবে সত্রাজিৎ সমস্ত রাজপুরী এবং স্বীয় অন্তঃপুর সর্ব্বত্রই বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে নরপতি সত্রাজিৎ সেই দিব্য স্যমন্তক মণিরত্নটী স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে প্রেমভরে সমর্পণ করেন। সেই মণি বৃষ্ণি ও অন্ধক-দিগের আবাসে স্যন্দিত হইতে লাগিল। তাহার প্রভাবে পর্জ্জন্য দেব যথাকালে বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কোথাও কোন ব্যাধি-ভয় রহিল না সর্ব্বত্র সুখ শান্তি বিরাজ করিল। ক্রমে সেই মণির প্রতি গোবিন্দের লালসা জন্মিল; কিন্তু তিনি তাহা লাভ করিতে পারিলেন না, অথচ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা কাড়িয়া লইলেন না। ৯—২৫। একদা প্রসেন সেই মণি দ্বারা মণ্ডিত হইয়া মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। এক বনেচর সিংহ সেই স্যমন্তক মণির লোভে তাঁহাকে বধ করিল। সিংহ মণি লইয়া যাইতেছিল, মহাবল ঋক্ষ-রাজ তাহাকে হত্যা করিয়া সেই মণিরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক গিরিগুহামধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর প্রসেনের বধবার্ত্তা প্রচারিত হইলে, বৃষ্ণি এবং অন্ধকগণ সকলেই সেই মণির প্রতি কৃষ্ণের পূর্ব্ব লালসার বিষয় মনে করিয়া তাঁহাকে প্রসেনের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ

স শঙ্ক্যমানো ধর্ম্মাত্মা অকারী তস্য কর্ম্মণঃ।
আহরিষ্যে মণিমিতি প্রতিজ্ঞায় বনং যযৌ ॥২৯
যত্র প্রসেনো মৃগয়াং ব্যচরত্তত্র চাপ্যথ।
প্রসেনস্য পদং গৃহ্য পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ৩০
ঋক্ষবন্তং গিরিবরং বিন্ধ্যং চ গিরিমুত্তমম্।
অন্বেষয়ন্ পরিশ্রান্তঃ স দদর্শ মহামনাঃ ॥ ৩১
সাশ্বং হতং প্রসেনং তু নাবিন্দত চ তন্মণিম্।
অথ সিংহঃ প্রসেনস্য শরীরস্যাবিদূরতঃ ॥ ৩২
ঋক্ষেণ নিহতো দৃষ্টঃ পদৈশ্চর্ক্ষস্য সূচিতঃ।
পদৈস্তৈরন্বিয়াযাথ গুহামৃক্ষস্য মাধবঃ ॥ ৩৩
স হি ঋক্ষবিলে বাণীং শুশ্রাব প্রমদেরিতাম্।
ধাত্র্যা কুমারমাদায় সুতং জাম্ববতো দ্বিজাঃ ॥
ক্রীড়য়ন্ত্যা চ মণিনা মা রোদীরিত্যথেরিতাম্

ধাত্র্যুবাচ।
সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ৩৬
ব্যক্তিতস্তস্য শব্দস্য তূর্ণমেব বিলং যযৌ।
প্রবিশ্য তত্র ভগবাংস্তদৃক্ষবিলমঞ্জসা ॥ ৩৭
স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারে যদূন্ লাঙ্গলিনা সহ।
শার্ঙ্গধন্বা বিলস্থং তু জাম্ববন্তং দদর্শ সঃ ॥ ৩৮
যুযুধে বাসুদেবস্তু বিলে জাম্ববতা সহ।
বাহুভ্যামেব গোবিন্দো দিবসানেকবিংশতিম্
প্রবিষ্টেঽথ বিলে কৃষ্ণে বলদেবপুরঃসরাঃ।
পুরীং দ্বারবতীমেত্য হতং কৃষ্ণং ন্যবেদয়ন্ ॥
বাসুদেবোঽপি নির্জিত্য জাম্ববন্তং মহাবলম্।
লেভে জাম্ববতীং কন্যামৃক্ষরাজস্য সম্মতাম্ ॥৪১
মণিং স্যমন্তকং চৈব জগ্রাহাত্মবিশুদ্ধয়ে।

করিতে লাগিল; বস্তুতঃ ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণ এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না, তথাপি জনসাধারণ তাঁহার প্রতি এইরূপ অমূলক সন্দেহ করিতে লাগিলে, তিনি মণি আহরণার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া বনগমন করিলেন। প্রসেন যেখানে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাহার পদানুসরণ করিয়া বিশ্বস্ত অনুচরগণ সমভিব্যাহারে মহামনা কৃষ্ণ সেইদিকে চলিলেন। ক্রমে গিরিবর ঋক্ষবান্ ও বিন্ধ্যাচলের নানা স্থান অন্বেষণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং দেখিলেন, এক স্থানে অশ্বসহ প্রসেন নিহত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার সেই মণি তথায় দেখিতে পাইলেন না। একটু পরেই দেখিলেন—প্রসেনের মৃত দেহের অদূরে ঋক্ষনিহত এক সিংহ সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। পদচিহ্নে সিংহহন্তাকে শ্রীকৃষ্ণ ঋক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। মাধব সেই সকল পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়াই ঋক্ষরাজের গুহার পার্শ্বে গিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সেই ঋক্ষনিবাস গহ্বরের মধ্য হইতে বামাকণ্ঠোত্থিত শব্দ শুনিতে পাইলেন। হে দ্বিজগণ! জাম্ববানের পুত্রকে লইয়া তদীয় ধাত্রী সেই মণি দ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে বলিতেছিল,"বৎস! তুমি রোদন করিও না।' ধাত্রী আরও বলিতেছিল, "হে সুকুমারক! সিংহ প্রসনকে বধ করিয়াছিল; তোমার পিতা জাম্ববান্ সেই সিংহকে নিহত করিয়া এই মণি আনিয়াছেন, অতএব তুমি রোদন করিও না; এই স্যমন্তক মণি তোমারই।" ২৬-৩৬। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঋক্ষগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। গহ্বরদ্বারে বলরামসহ কতিপয় যদুনন্দনকে রাখিয়া গেলেন। শার্ঙ্গপাণি বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তথায় জাম্ববানকে দেখিতে পাইলেন। তখন জাম্ববানের সহিত বাসুদেবের ঘোর বাহুযুদ্ধ বাধিল। ক্রমাগত একুশ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল। এদিকে বলদেব প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি বিলদ্বা রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিলপ্রবেশের পরই দ্বারকায় আসিয়া তদীয় নিধনবার্ত্তা প্রচার করিলেন। অনন্তর কয়েকদিন পরেই শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্কে পরাজিত করিয়া তদীয় সুন্দরী কন্যা জাম্ববতীকে গ্রহণ করিলেন এবং আত্মবিশুদ্ধির জন্য স্যমন্তক মণি গ্রহণপূর্ব্বক ঋক্ষরাজকে অনুনয়

অমুনীয়র্ক্ষরাজং তু নির্যযৌ চ ততো বিলাৎ ॥
উপাযাদ্দ্বারকাং কৃষ্ণঃ স বিনীতৈঃ পুরঃসরৈঃ।
এবং স মণিমাহৃত্য বিশোধ্যাত্মানমচ্যুতঃ ॥ ৪৩
দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ সর্ব্বসাত্বতসংসদি।
এবং মিথ্যাভিশস্তেন কৃষ্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥ ৪৪
আত্মা বিশোধিতঃ পাপাদ্বিনির্জিত্য স্যমন্তকম্।
সত্রাজিতো দশ হ্যাসন্ ভার্য্যাস্তাসাং শতং সুতাঃ ॥ ৪৫
খ্যাতিমন্তস্ত্রয়স্তেষাং ভঙ্গকারস্তু পূর্ব্বজঃ।
বীরো বাতপতিশ্চৈব বসুমেধস্তথৈব চ ॥ ৪৬
কুমার্য্যশ্চাপি তিস্রো বৈ দিক্ষু খ্যাতা দ্বিজোত্তমাঃ।
সত্যভামোত্তমা তাসাং ব্রতিনী চ দৃঢ়ব্রতা ॥ ৪৭
তথা প্রস্বাপিনী চৈব ভার্য্যাঃ কৃষ্ণায় তা দদৌ
সভাক্ষো ভঙ্গকারিস্তু নাবেয়শ্চ নরোত্তমৌ ॥ ৪৮
জজ্ঞাতে গুণসম্পন্নৌ বিশ্রুতৌ রূপসম্পদা।
মাদ্র্যাঃ পুত্রোঽথ জজ্ঞেঽথ বৃষ্ণিপুত্রো যুধাজিতঃ
জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃষ্ণেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকস্তথা।
শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত ॥ ৫০
গান্দিনীং নাম তস্যাশ্চ গাঃ সদা প্রদদৌ পিতা
তস্যাং জজ্ঞে মহাবাহুঃ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ ॥ ৫১
অক্রূরোঽথ মহাভাগো জজ্ঞে বিপুলদক্ষিণঃ।
উপমদ্গুস্তথা মদ্গুর্ম্মৃদরশ্চারিমর্দনঃ ॥ ৫২
আরিক্ষেপস্তথোপেক্ষঃ শত্রুহা চারিমেজয়ঃ।
ধর্ম্মভৃচ্চাপি ধর্ম্মা চ গৃধ্রভোজান্ধকস্তথা ॥ ৫৩
আবাহপ্রতিবাহৌ চ সুন্দরী চ বরাঙ্গনা।
বিশ্রুতাশ্বস্য মহিষী কন্যা চাস্য বসুন্ধরা ॥ ৫৪
রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বসত্ত্বমনোহরা।
অক্রূরেণোগ্রসেনায়াং সুতৌ বৈ কুলনন্দনৌ ॥
বসুদেবশ্চোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্চ্চসৌ।
চিত্রকস্যাভবন্ পুত্রাঃ পৃথুর্ব্বিপৃথুরেব চ ॥ ৫৬
অশ্বগ্রীবোঽশ্ববাহুশ্চ সুপার্শ্বকগবেষণৌ।
অরিষ্টনেমিশ্চ সুতা ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃদেব চ ॥ ৫৭

করত বিল হইতে বিনির্গত হইলেন। পরে কৃষ্ণ বিনীত সহচরগণসহ দ্বারকায় আসিলেন। এইরূপে অচ্যুত মণি আহরণপূর্ব্বক আত্মশোধন করিলেন এবং সমস্ত সাত্বতগণের সম্মুখে সেই মণি সত্রাজিৎকে সমর্পণ করিলেন। অরিন্দম শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে মিথ্যাপ্রবাদ-গ্রস্ত হইয়া স্যমন্তক মণির আহরণে আত্মাকে পাপ প্রবাদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সত্রাজিতের দশটী ভার্য্যা এবং একশত পুত্র ছিল। শত পুত্রের মধ্যে তিন জন সবিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁহাদের নাম—ভঙ্গকার, বাতপাত ও বসুমেধ। হে দ্বিজগণ! সত্রাজিতের ঐ সকল পুত্র ব্যতীত তিনটী দিগন্তবিখ্যাত কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্যভামাই শ্রেষ্ঠা, ব্রতধারিণী ও দৃঢ়ব্রতা। সত্রাজিতের সেই তিন কন্যাই কৃষ্ণের করে সমর্পিত হয়। সত্রাজিৎ নন্দন ভঙ্গকারের দুই পুত্র সভাক্ষ, নাবেয়; এই পুত্রদ্বয় রূপে গুণে জনসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিতের বৃষ্ণি নামে এক পুত্র জন্মে। শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে বৃষ্ণির দুই পুত্র হয়। শ্বফল্ক কাশিরাজ-দুহিতা গান্দিনীর পাণি গ্রহণ করেন। গান্দিনী-পিতা সর্ব্বদা গোদান করিতেন। গান্দিনীর গর্ভে শাস্ত্রজ্ঞ অতিথি-প্রিয়, ভূরিদাতা, মহাবাহু মহাভাগ্যধর অক্রূর জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন গান্দিনীর গর্ভে উপমদ্গু, মদ্গু, অরিমর্দ্দন, আরিক্ষেপ, উপেক্ষ, শত্রুহা, অরিমেজয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধর্ম্মা, গৃধ্রভোজান্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহ নামে কাতপয় পুত্র ও সুন্দরী নাম্নী এক শ্রেষ্ঠ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যা সুন্দরী বিশ্রুতাশ্বের মহিষী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে বিশ্রুতাশ্বের বসুন্ধরা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। এই কন্যা রূপে, যৌবনে ও সর্ব্ববিধ দৈহিক ও মানসিক বলে সকলেরই মনোহারিণী ছিলেন। উগ্রসেনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে অক্রূরের বসুদেব ও উপদেব নামে দুইটী দেবতুল্য তেজস্বী কুলনন্দন পুত্র উৎপন্ন হয়। চিত্রকের দুই স্ত্রী—শ্রাবিষ্ঠা ও শ্রবণা। তাহাদের গর্ভে চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব,

সুবাহুর্বহুবাহুশ্চ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণে স্ত্রিয়ৌ।
ইমাং মিথ্যাভিশস্তিং যঃ কৃষ্ণস্য সমুদাহৃতম্॥
বেদ মিথ্যাভিশাপাস্তং ন স্পৃশন্তি কদাচন॥৫৯

ইতি স্যমন্তকপ্রত্যানয়ননিরূপণং নাম
শোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

যত্তু সত্রাজিতে কৃষ্ণো মণিরত্নং স্যমন্তকম্।
দদাবহারযদ্বভ্রুর্ভোজেন শতধন্বনা॥ ১
সদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামামনিন্দিতাম্।
অক্রূরোঽন্তরমন্বিষ্যন্মণিং চৈব স্যমন্তকম্॥ ২
সত্রাজিতং ততো হত্বা শতধন্বা মহাবলঃ।
রাত্রৌ তং মণিমাদায় ততোঽক্রূরায় দত্তবান্॥
অক্রূরস্ত তদা বিপ্রা রত্নমাদায় চোত্তমম্।
সময়ং কারয়াঞ্চক্রে নাবেদ্যোঽহং ত্বয়েত্যুত॥৪
বয়মভ্যুৎপ্রপৎস্যামঃ কৃষ্ণেন ত্বাং প্রধর্ষিতম্।
মমাদ্য দ্বারকা সর্ব্বা বসে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্॥ ৫
হতে পিতরি দুঃখার্ত্তা সত্যভামা মনস্বিনী।
প্রযযৌ রথমারুহ্য নগরং বারণাবতম্॥ ৬
সত্যভামা তু তদ্বৃত্তং ভোজস্য শতধন্বনঃ।
ভর্ত্তুর্নিবেদ্য দুঃখার্ত্তা পার্শ্বস্থাশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥ ৭
পাণ্ডবানাং চ দগ্ধানাং হরিঃ কৃত্বোদকক্রিয়াম্।
কুল্যার্থে চাপি পাণ্ডূনাং স্যযোজয়ত সাত্যকিম্॥
ততস্ত্বরিতমাগম্য দ্বারকাং মধুসূদনঃ।
পূর্ব্বজং হলিনং শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

হতঃ প্রসেনঃ সিংহেন সত্রাজিচ্ছতধন্বনা।

অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি; ধর্ম্ম, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে একাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত মিথ্যা প্রবাদ অবগত হয়, মিথ্যাভিশাপ কদাচ তাহাকে স্পর্শ করিতে কোনরূপ পারে না। ৩৭—৫৯।

যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—অক্রূর সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামাকে বহুদিন হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। পরে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে যে স্যমন্তক মণি আনিয়া দিয়াছিলেন, ভোজবংশীয় শতধন্বার সাহায্যে সেই মণি তিনি অপহরণ করিয়া লয়েন। অক্রূর সত্রাজিতের নিকট হইতে মণি লইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর ছিলেন। মহাবল শতধন্বা একদা নিশাকালে সত্রাজিৎকে হত্যা করিয়া সেই মণি আনিয়া অক্রূরকে অর্পণ করে। হে বিপ্রগণ! অক্রূর সেই মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া শতধন্বাকে শপথ করাইয়া লইলেন যে, তিনি যেন এই ঘটনা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। আর এক কথা, এই মণির প্রভাবে অদ্য হইতে দ্বারকাপুরী আমারই বশীভূত হইবে। সুতরাং কৃষ্ণ যদি তোমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলে আমরা তোমার পক্ষ অবলম্বন করিব। ১—৫। এদিকে মনস্বিনী সত্যভামা পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া রথারোহণে বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ বারণাবতে ছিলেন। সত্যভামা ভর্ত্তার নিকট গিয়া শতধন্বা কর্ত্তৃক পিতার বধবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন এবং তদীয় পার্শ্বভাগে থাকিয়া দুঃখার্ত্ত ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ হরি তখন তৎশ্রবণে নিহত পাণ্ডব-নন্দনগণের উদকক্রিয়া সমাধা করিয়া পাণ্ডবগণের অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সাত্যকিকে নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সত্বর দ্বারকা পুরীতে আগমন করিয়া জ্যেষ্ঠ হলধরকে এই কথা কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে বিভো! সিংহ প্রসেনকে

স্যমন্তকস্য মদ্গামী তস্য প্রভুরহং বিভো॥ ১০
তদারোহ রথং শীঘ্রং ভোজং হত্বা মহারথম্।
স্যমন্তকো মহাবাহো অস্মাকং স ভবিষ্যতি॥
লোমহর্ষণ উবাচ।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধং তুমুলং ভোজকৃষ্ণয়োঃ।
শতধন্বা ততোহক্রূরং সর্ব্বতোদিশমৈক্ষত॥১২
সংরব্ধৌ তাবুভৌ তত্র দৃষ্ট্বা ভোজজনার্দ্দনৌ।
শক্তোহপি শাপাদ্ধার্দিক্যমক্রূরো নাভ্যপদ্যত॥
অপযানে ততো বুদ্ধিং ভোজশ্চক্রে ভয়ার্দ্দিতঃ।
যোজনানাং শতং সাগ্রং হৃদয়া প্রত্যপদ্যত॥১৪
বিখ্যাতা হৃদয়া নাম শতযোজনগামিনী॥
ভোজস্য বড়বা বিপ্রা যয়া কৃষ্ণমযোধয়ৎ॥ ১৫
ক্ষীণাং জবেন হৃদয়ামধ্বনঃ শতযোজনে।
দৃষ্ট্বা রথস্য স্বাং বুদ্ধিং শতধন্বানমর্দ্দয়ৎ॥ ১৬

এবং শতধন্বা সত্রাজিৎকে নিহত করিয়াছে। স্যমন্তক এখন আমারই প্রাপ্য, আমিই উহার প্রভু। অতএব শীঘ্র রথারোহণ করুন। হে মহাবাহো! মহারথ ভোজ-নন্দনকে নিহত করিয়া আমরাই এক্ষণে স্যমন্তক মণির অধিকারী হইব। লোমহর্ষণ কহিলেন, তখন ভোজ ও কৃষ্ণ উভয়ে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শতধন্বা অক্রূরের সহায্য লাভার্থ চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অক্রূর ভোজ ও জনার্দ্দন উভয়কেই অত্যন্ত সংরব্ধ দেখিয়া সামর্থ্য সত্বেও শতধন্বার পক্ষাবলম্বন করিতে পারিলেন না। অক্রূরের অপযানে ভোজ শতধন্বা ভয়ার্দ্দিত হইয়া এক বুদ্ধি করিলেন। তাঁহার শতযোজনগামিনী হৃদয়া নাম্নী এক বিখ্যাত বড়বা ছিল। হে বিপ্রগণ! তিনি সেই বড়বার সাহায্যে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, শত্রুর বড়বা হৃদয়া বেগে শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এবং আত্মপক্ষীয় রথাদি বিলক্ষণ সুদৃঢ় রহিয়াছে। তদ্দর্শনে শতধন্বাকে তিনি তখন মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ!

ততস্তস্যা হতায়াস্তু শ্রমাৎ খেদাচ্চ ভো দ্বিজাঃ
খমুৎপেতুরথ প্রাণাঃ কৃষ্ণো রামমথাব্রবীৎ॥১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
তিষ্ঠেহ ত্বং মহাবাহো দৃষ্টদোষা হয়া ময়া।
পদ্ভ্যাং গত্বা হরিষ্যামি মণিরত্নং স্যমন্তকম্॥১৮
পদ্ভ্যামেব ততো গত্বা শতধন্বানমচ্যুতঃ।
মিথিলামভিতো বিপ্রা জঘান পরমাস্ত্রবিৎ॥১৯
স্যমন্তকং চ নাপশ্যদ্ধত্বা ভোজং মহাবলম্।
নিবৃত্তং চাব্রবীৎ কৃষ্ণং মণিং দেহীতি লাঙ্গলী
নাস্তীতি কৃষ্ণশ্চোবাচ ততো রামো রুষান্বিতঃ
ধিক্‌শব্দপূর্ব্বমসকৃৎ প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনম্॥ ২১
বলরাম উবাচ।
ভ্রাতৃত্বান্মর্ষয়াম্যেষ স্বস্তি তেহস্তু ব্রজাম্যহম্।
কৃত্যং ন মে দ্বারকায়া ন ত্বয়া ন চ বৃষ্ণিভিঃ॥
প্রবিবেশ ততো রামো মিথিলামরিমর্দ্দনঃ।
সর্ব্বকামৈরুপহৃতৈর্মৈথিলেনাভিপূজিতঃ॥ ২৩

ইতিমধ্যে অত্যধিক শ্রমে ও খেদে বড়বা হৃদয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল। তাহার প্রাণবায়ু আকাশে উড়িয়া গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলিলেন,—হে মহাবাহো! আপনি এইখানে অবস্থান করুন। আমি দেখিতেছি, আমাদের অশ্বদল দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আমি পদ দ্বারাই গমন করিয়া মণি-রত্ন স্যমন্তক হরণ করিয়া আনি। এই বলিয়া পরমাস্ত্রজ্ঞ অচ্যুত পদব্রজেই মিথিলাভিমুখে গমন করিয়া শতধন্বাকে নিহত করিলেন। মহাবল ভোজরাজকে নিহত করিলেন বটে, কিন্তু স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন। হলধর তাঁহার নিকট মণি চাহিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন—মণি নাই। তখন বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ ধিক্কার দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—তুমি ভ্রাতা বলিয়া তোমায় আমি ক্ষমা করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম। তুমি, বৃষ্ণিগণ কিম্বা দ্বারকা নগরী কাহারও দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই।

এতস্মিন্নেব কালে তু বক্রর্মতিমতাং বরঃ।
নানারূপান্ ক্রতূন্ সর্ব্বানাজহার নিরর্গলান্ ॥ ২৪
দীক্ষাময়ং স কবচং রক্ষার্থং প্রবিবেশ হ।
স্যমন্তককৃতে প্রাজ্ঞো গান্দীপুত্রো মহাযশাঃ ॥
অথ রত্নানি চান্যানি ধনানি বিবিধানি চ।
ষষ্টিং বর্ষাণি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞেষ্বেব ন্যযোজয়ৎ ॥ ২৬
অক্রূরযজ্ঞা ইতি তে খ্যাতাস্তস্য মহাত্মনঃ।
বহ্বন্নদক্ষিণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামপ্রদায়িনঃ ॥ ২৭
অথ দুর্য্যোধনো রাজা গত্বা স মিথিলাং প্রভুঃ।
গদাশিক্ষাং ততো দিব্যাং বলদেবাদবাপ্তবান্
সম্প্রসাদ্য ততো রামো বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৈঃ।
আনীতো দ্বারকামেব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ॥ ২৯
অক্রূরশ্চান্ধকৈঃ সার্দ্ধমায়াতঃ পুরুষর্ষভঃ।
হত্বা সত্রাজিতং সুপ্তং সহবন্ধুং মহাবলঃ ॥ ৩০
জ্ঞাতিভেদভয়াৎকৃষ্ণস্তমুপেক্ষিতবাংস্তদা।
অপযাতে তদাক্রূরে নাবর্ষৎপাকশাসনঃ ॥ ৩১
অনাবৃষ্ট্যা তদা রাষ্ট্রমভবদ্বহুধা কৃশম্।
ততঃ প্রসাদয়ামাসুরক্রূরং কুকুরান্ধকাঃ ॥ ৩২
পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তে তস্মিন্ দানপতৌ ততঃ
প্রববর্ষ সহস্রাক্ষঃ কক্ষে জলনিধেস্তদা ॥ ৩৩
কন্যাং চ বাসুদেবায় স্বসারং শীলসম্মতাম্।
অক্রূরঃ প্রদদৌ ধীমান্ প্রীত্যর্থং মুনিসত্তমাঃ ॥
অথ বিজ্ঞায় যোগেন কৃষ্ণো বভ্রুগতং মণিম্।
সভামধ্যগতঃ প্রাহ তমক্রূরং জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

যত্তদ্রত্নং মণিবরং তব হস্তগতং বিভো।
তৎপ্রযচ্ছ চ মানার্হ ময়ি মানার্য্যকং কৃথাঃ ॥ ৩৬
ষষ্টিবর্ষগতে কালে যো রোষোঽভূন্মমানঘ।

এই কথা কহিয়া অরিন্দম বলরাম মিথিলা-পুরে প্রবেশ করিলেন। মিথিলেশ্বর বিবিধ উপহার দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।৬—২৩। এদিকে এই সময় মহাবুদ্ধি অক্রূর নিরন্তর নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যশস্বী গান্দীনন্দন বিজ্ঞ অক্রূর স্যমন্তক মণির জন্য পাছে জীবন হারাইতে হয়, এই ভয়ে আত্ম-রক্ষার্থ দীক্ষাময় দিব্য কবচ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা অক্রূর ক্রমাগত ষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত প্রভূত ধন রত্ন যজ্ঞকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। সেই মহাত্মার অনুষ্ঠিত সেই সকল যজ্ঞ তখন হইতে 'অক্রূরযজ্ঞ' নামে বিখ্যাত হয়। ঐ সকল যজ্ঞে প্রচুর অন্ন ও প্রভূত দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল এবং অর্থীদিগের কোন কামনাই অপূর্ণ ছিল না। ২৪—২৭। রাজা দুর্য্যোধন ঐ সময় মিথিলায় গিয়া বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বলরামকে প্রসাদিত করিয়া মিথিলা হইতে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। দিকে প্রসুপ্ত সত্রাজিতের হত্যা সাধনকারী মহাবল অক্রূরও অন্ধকগণের সহিত দ্বারকা-পুরী পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ এই ঘটনা দেখিলেন, কিন্তু দেখিয়াও জ্ঞাতিভেদ-ভয়ে তাঁহাকে তখন উপেক্ষা করিলেন। অক্রূর চলিয়া গেলে ইন্দ্র আর বর্ষণ করিলেন না; অনাবৃষ্টিনিবন্ধন রাজ্যের নানাপ্রকাব ক্ষতি উপস্থিত হইল। তখন কুকুর ও অন্ধকগণ অক্রূরকে প্রসাদিত করিয়া দ্বারকায় আনিলেন। দান-পতি অক্রূরের পুনরাগমনে দ্বারবতী নগরী আবার পূর্ব্বসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সহস্রাক্ষ বারি বর্ষণ করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ধীমান্ অক্রূর কিয়দ্দিন পরে বাসুদেবের প্রীতির নিমিত্ত স্বীয় শীলসম্মতা কন্যা ও ভগিনীকে তদীয় করে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ যোগবলে জানিলেন;—স্যমন্তক মণি অক্রূরের হস্তগত হইয়াছে। ইহা জানিয়া একদা সভামধ্যে জনার্দ্দন অক্রূরকে কহিলেন—হে বিভো! আমি জানিতে পারিয়াছি, সেই মণিপ্রবর স্যমন্তক আপ-নারই হস্তগত হইয়াছে; অতএব হে মানার্হ! আপনি আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিবেন না; মণি আমাকে অর্পণ করুন। হে অনঘ!

স সংরুদ্ধোহভবৎ প্রাপ্তস্ততঃ কালাত্যয়ো মহান্।
স ততঃ কৃষ্ণবচনাৎ সর্ব্বসাত্বতসংসদি।
প্রদদৌ তং মণিং বভ্রুরক্লেশেন মহামতিঃ ॥৩৮
ততস্তমার্জ্জবাৎ প্রাপ্তং বভ্রোর্হস্তাদরিন্দমঃ।
দদৌ হৃষ্টমনাঃ কৃষ্ণস্তং মণিং বভ্রবে পুনঃ ॥ ৩৯
স কৃষ্ণহস্তাৎ সম্প্রাপ্তং মণিরত্নং স্যমন্তকম্।
আবধ্য গান্দিনীপুত্রো বিররাজাংশুমানিব ॥৪০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সোমবংশথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

অহো স্যুমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীর্ত্তিতম্।
ভারতানাং চ সর্ব্বেষাং পার্থিবানাং তথৈব চ ॥

এই মণির জন্য গত ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত আমার যে ক্রোধোদ্রেক হয়, তাহা এক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া নানাকারে ব্যক্ত হইবার উপক্রম করিতেছে। অনেক কাল গিয়াছে আর অপেক্ষার সময় নাই। কৃষ্ণ এই পর্য্যন্ত বলিবার পরই মহামতি অক্রূর সমস্ত সাত্বতদিগের সমক্ষে সেই মণি অনায়াসে সমর্পণ করিলেন। অরিন্দম সহজেই সেই মণি প্রাপ্ত হইয়া হইলেন এবং পুনরায় অক্রূরকেই তাহা ফিরাইয়া দিলেন। সেই মণিশ্রেষ্ঠ স্যমন্তক শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া গান্দিনীনন্দন অক্রূর তৎপ্রভাবে অংশুমালীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮—৪০ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—অহো! তুমি অতি সুমহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিলে। হে মহা-

দেবানাং দানবানাং চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
দৈত্যানামথ সিদ্ধানাং গুহ্যকানাং তথৈব চ ॥২
অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি বিক্রমা ধর্ম্মনিশ্চয়াঃ।
বিবিধাশ্চ কথা দিব্যা জন্ম চাগ্র্যমনুত্তমম্ ॥ ৩
সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ সম্যক্ত্বয়া প্রোক্তা মহামতে।
প্রজাপতীনাং সর্ব্বেষাং গুহ্যকাপ্সরসাং তথা ॥
স্থাবরং জঙ্গমং সর্ব্বমুৎপন্নং বিবিধং জগৎ।
ত্বয়া প্রোক্তং মহাভাগ শ্রুতং চৈতন্মনোহরম্ ॥৫
কথিতং পুণ্যফলদং পুরাণং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
মনঃকর্ণসুখং সম্যক্ প্রীণাত্যমৃতসম্মিতম্ ॥ ৬
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৭
যাবন্তঃ সাগরা দ্বীপাস্তথা বর্ষাণি পর্ব্বতাঃ।
বনানি সরিতঃ পুণ্যদেবাদীনাং মহামতে ॥ ৮

মতে! ভরতবংশীয় সমস্ত রাজা, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য, সিদ্ধ ও গুহ্যক ইহাঁদিগের অত্যদ্ভুত কর্ম্ম সকল, বিক্রম, ধর্ম্মনিশ্চয়, বিবিধ দিব্য দিব্য কথা ও অপূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত, এবং প্রজাপতির সৃষ্টিবার্ত্তা, এ সকলই তুমি যথাযথ বর্ণন করিয়াছ। হে মহাভাগ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রজাপতিগণ এবং গুহ্যক ও অপ্সরোদিগের সৃষ্টিবৃত্তান্ত এবং স্থাবর-জঙ্গমাদি বিবিধ জগতের উৎপত্তিবিবরণ তুমি ব্যক্ত করিয়াছ। আমরা ভবদ্বর্ণিত এই সকল মনোহর কথা শ্রবণ করিয়াছি। তুমি অতি প্রাঞ্জলভাষায় পুণ্যফলপ্রদ পৌরাণিক কথা বিবৃত করিয়াছ; মন ও শ্রবণ-সুখদ পুরাণ-কথা সুধার ন্যায় সম্যক্রূপে আমাদের প্রীতি বিধান করিতেছে। হে সর্ব্বজ্ঞ! এক্ষণে আমরা সমগ্র ভূমণ্ডলের বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি তাহা বর্ণন কর। উহা শুনিবার জন্য আমাদের একান্তই কৌতূহল হইয়াছে। হে মহামতে! এই ভূমণ্ডলে যে সকল সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, বন, উপবন ও পূতচরিত্র দেবতাদিগের সরোবর আছে এবং এই

যৎপ্রমাণমিদং সর্ব্বং যদাধারং যদাত্মকম্।
সংস্থানমস্য জগতো যথাবদ্বক্তু মর্হসি ॥ ৯
লোমহর্ষণ উবাচ।
মুনয়ঃ শ্রূয়তামেতৎ সংক্ষেপাদ্বদতো মম।
নাস্য বর্ষশতেনাপি বক্তুং শক্যোঽতিবিস্তরঃ
জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলশ্চাপরো দ্বিজাঃ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥১১
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্ ॥ ১২
জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ।
তস্যাপি মধ্যে বিপ্রেন্দ্রা মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ ॥
চতুরশীতিসাহস্রৈর্যোজনৈস্তস্য চোচ্ছ্রয়ঃ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥১৪
মূলে ষোড়শসাহস্রৈর্বিস্তারস্তস্য সর্ব্বতঃ।
ভূপদ্মস্যাস্য শৈলোঽসৌ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধস্তস্য দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥১৬
লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যে দশহীনাস্তথাপরে।
সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়াস্তাবদ্বিস্তারিণশ্চ তে ॥ ১৭
ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিংপুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দ্দক্ষিণতো দ্বিজাঃ ॥১৮
রম্যকং চোত্তরং বর্ষং তস্যৈব তু হিরণ্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥ ১৯
নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তমাঃ।
ইলাবৃতং চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরুচ্ছ্রিতঃ ॥২০
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তৃতম্।
ইলাবৃতং মহাভাগাশ্চত্বারশ্চাত্র পর্ব্বতাঃ ॥ ২১
বিষ্কম্ভা বিততা মেরোর্যোজনাযুতবিস্তৃতাঃ।
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ॥ ২২
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্থিতঃ।
কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এব চ ॥ ২৩

জগতের সংস্থান যত-পরিমাণ, যদাধার ও যদাত্মক, এ সকল যথাযথ কীর্ত্তন কর।১—৯। লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিগণ! শ্রবণ করুন; আমি ইহা সংক্ষেপেই বর্ণন করিতেছি। কেননা, এই সকল বিস্তৃতরূপে বলিতে হইলে শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করা যায় না। হে দ্বিজগণ! এই ভূমণ্ডলে সাতটী দ্বীপ আছে, তাহাদের নাম—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। এই সপ্ত দ্বীপ—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জলাভিধেয় সপ্ত সাগরে পরিবৃত। জম্বুদ্বীপ সমস্ত দ্বীপের মধ্যভাগে বিরাজিত। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ঐ জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে কনকাচল মেরু বিরাজমান। উহার উচ্ছ্রায় চতুরশীতি সহস্র যোজন। উহা অধোদিকে ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট এবং উহার শিরোভাগ দ্বাত্রিংশ যোজন বিস্তৃত। মেরুর মূলভাগের বিস্তার চারিদিকে ষোড়শ সহস্র যোজন। মেরুপর্ব্বত ভূ-পদ্মের কর্ণিকাকারে বিরাজ করিতেছে। উহার দক্ষিণ দিকে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তর দিকে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী নামক বর্ষ পর্ব্বত সকল বিরাজমান। ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দুইটী পর্ব্বতের প্রমাণ লক্ষ যোজন; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পর্ব্বত সকলের প্রমাণ উহা অপেক্ষা দশ যোজন হীন। ঐ সমস্ত বর্ষ পর্ব্বতেরই উচ্ছ্রায় দুই সহস্র যোজন এবং বিস্তারও তৎপরিমাণ। বর্ষসমূহের মধ্যে প্রথম বর্ষ ভারত, দ্বিতীয় কিম্পুরুষ ও তৃতীয় হরিবর্ষ। হে দ্বিজগণ! হরিবর্ষ মেরুর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। রম্যকবর্ষ মেরুর উত্তরদিকে। তৎপরে হিরণ্ময়; তদনন্তর উত্তর কুরু। এই উত্তর কুরু ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাজমান। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! উল্লিখিত সমস্ত বর্ষই প্রত্যেকে নব সহস্র-যোজন বিস্তৃত। ইহার পর ইলাবৃত বর্ষ। এই বর্ষমধ্যে কনকাচল মেরু সমুন্নত।১০—২০। এই মেরুপর্ব্বতের চারিদিক্ নব সহস্র যোজন বিস্তৃত। হে মহাভাগগণ! ইলাবৃত বর্ষে চারিটী পর্ব্বত আছে। মেরু-গিরির বিস্তৃত বিষ্কম্ভের পরিমাণ—অযুত-যোজন। ইলাবৃতের পূর্ব্বে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব পর্ব্বত

একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ।
জম্বুদ্বীপস্য সা জম্বুর্নামহেতুর্দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৪
মহাগজপ্রমাণানি জম্বাস্তস্যাঃ ফলানি বৈ।
পতন্তি ভূভৃতঃ পৃষ্ঠে শীর্য্যমাণানি সর্ব্বতঃ॥ ২৫
রসেন তেষাং বিখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ।
সরিৎ প্রবর্ত্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ॥
ন খেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
তৎপানস্বস্থমনসাং জনানাং তত্র জায়তে॥ ২৭
তীরমৃত্তদ্রসং প্রাপ্য সুখবায়ুবিশোষিতা।
জাম্বূনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্॥ ২৮
ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে
বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠাস্তয়োর্ম্মধ্যে ত্বিলাবৃতম্॥

বিরাজমান। এই চারি পর্ব্বতে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট নামে চারিটী বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে। এই সকল বৃক্ষের আয়াম একাদশ শত যোজন। ইহারা যেন উক্ত গিরিচতুষ্টয়ের কেতনরূপে বিদ্যমান। হে দ্বিজগণ! জম্বুবৃক্ষের নামানুসারেই জম্বুদ্বীপ বিখ্যাত। এই জম্বুবৃক্ষের এক একটী ফলের প্রমাণ এক একটী মহাগজের অনুরূপ। এই ফল সকল পর্ব্বত পৃষ্ঠে পড়িয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়; উহাদের রস প্রবাহে জম্বুনদী নামে এক নদীর উৎপত্তি হয়। তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ সেই নদীর জল পান করে। জল-পানে তথাকার লোকদিগের মন প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্য উত্তম হয় এবং জলপান-নিবন্ধন কদাচ তাহাদিগের খেদ, দৌর্গন্ধ্য, জরা বা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ঘটে না। ঐ নদীতীরের মৃত্তিকা-গুলি সেই রস-সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সুখ-সমীরণে বিশোষিত হয়, তাহাতে জাম্বুনদ নামে এক প্রকার বিশুদ্ধ সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ-সম্প্রদায় সেই সুবর্ণ ভূষণার্থ ব্যবহার করেন। মেরুর পূর্ব্বদিগ্-বর্ত্তী বর্ষের নাম—ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমদিগ্-বর্ত্তী বর্ষ কেতুমান্ আখ্যায় অভিহিত। হে মুনিপুঙ্গবগণ! ঐ দুই বর্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থান

বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমে তদ্বদুত্তরে নন্দনং স্মৃতম্॥৩০
অরুণোদং মহাভদ্রমসিতোদং সমানসম্।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা॥৩১
শান্তবাংশ্চক্রকুঞ্জশ্চ কুররী মাল্যবাংস্তথা।
বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্ব্বতঃ কেসরাচলাঃ॥৩৩
ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা।
নিষধাদয়ো দক্ষিণতস্তস্য কেসরপর্ব্বতাঃ॥ ৩৩
শিখিবাসঃ সবৈদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ।
জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ পশ্চিমে কেসরাচলাঃ॥ ৩৪
মেরোরনন্তরাস্তে চ জঠরাদিষ্ববস্থিতাঃ।
শঙ্খকূটোঽথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরাঃ॥
কালঞ্জরাদ্যাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী॥ ৩৬
মেরোরুপরি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মণঃ কথিতা দিবি।
তস্যাং সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ॥৩৭
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ

ইলাবৃত বর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বদিকে চৈত্র-রথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ এবং উত্তরে নন্দনবন বিখ্যাত।২১—৩০।সরোবর চারিটী প্রসিদ্ধ; তাহাদের নাম—অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ, ও মানস। এই সকল সরোবর সর্ব্বদাই সুরজন-ভোগ্য। শান্তবান্, চক্রকুঞ্জ, কুররী, রুচক ও বৈকঙ্ক প্রমুখ পর্ব্বত মেরুর পূর্ব্বদিকের কেসরাচল; ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক ও নিষধ প্রভৃতি মেরুর দক্ষিণদিকের; শিখিবাস, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জারুধি প্রভৃতি পশ্চিম-দিকের এবং শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ ও কালঞ্জর, প্রভৃতি মেরুর উত্তরদিকের কেসরাচলরূপে বিরাজিত। হে বিপ্রেন্দ্র-গণ! মেরুর উপরি স্বর্গভূমে ব্রহ্মার এক মহা-পুরী বিদ্যমান। ঐ মহাপুরী চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দ্দিকস্থ দিক্ ও বিদিক্ ব্যাপিয়া ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্-পালের আটটী প্রখ্যাত পুরী বিরাজমান।

বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়ন্তীন্দুমণ্ডলম্ ॥ ৩৮
সমন্তাদ্ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাং গঙ্গা পততি বৈ দিবি।
সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্ধা প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৯
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ।
পূর্ব্বেণ সীতা শৈলাচ্চ শৈলং যাত্যন্তরিক্ষগা ॥
ততশ্চ পূর্ব্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনেতি সার্ণবম্।
তথৈবালকনন্দা চ দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্ ॥৪১
প্রযাতি সাগরং ভূত্বা সপ্তভেদা দ্বিজোত্তমাঃ।
চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীনতীত্য সকলাংস্ততঃ ॥ ৪২
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষমন্বেতি সার্ণবম্।
ভদ্রা তথোত্তরগিরীনুত্তরাংশ্চ তথা কুরূন্ ॥ ৪৩
অতীত্যোত্তরমম্ভোধিং সমভ্যেতি দ্বিজোত্তমাঃ
আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদ্গন্ধমাদনৌ ॥ ৪৪
তয়োর্ম্মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ।
ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা ॥৪৫
পত্রাণি লোকশৈলাখ্য-মর্য্যাদাশৈলবাহ্যতঃ।
জঠরো দেবকূটশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ ॥ ৪৬
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তৌ।
গন্ধমাদনকৈলাসৌ পূর্ব্বপশ্চাত্তু তাবুভৌ ॥ ৪৭
অশীতিযোজনায়ামাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ।
নিষধঃ পারিযাত্রশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ ॥ ৪৮
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তৌ।
মেরোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে যথাপূর্ব্বৌ তথা স্থিতৌ
ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈব উত্তরৌ বর্ষপর্ব্বতৌ।
পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥ ৫০
ইত্যেতে হি ময়া প্রোক্তা মর্য্যাদাপর্ব্বতাদ্বিজাঃ
জঠরাবস্থিতা মেরোর্যেষাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দ্দিশম্
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং যে তু প্রোক্তাঃ কেসরপর্ব্বতাঃ
শীতান্তাদ্যা দ্বিজাস্তেষামতীব হি মনোহরাঃ ॥৫২

বিষ্ণু-পাদ-বিনিষ্ক্রান্তা ভগবতী গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করত ব্রহ্মপুরীর চারিদিক্ দিয়া স্বর্গ-ভূমে পতিত হইয়াছেন। তিনি তথায় পতিত হইয়া চারিদিকে চতুর্দ্ধা প্রবিভক্ত হইতেছেন। গঙ্গার সেই চারিধারার নাম—যথাক্রমে সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। প্রথম ধারা সীতা পূর্ব্বদিক্ দিয়া শৈল হইতে শৈলান্তরে উপনীত হইয়া অন্তরীক্ষ-পথে পতিত ও ভদ্রাশ্বনামক পূর্ব্ব বর্ষের মধ্য দিয়া সাগরে মিলিত হইতেছে! হে দ্বিজগণ! অলকনন্দা দক্ষিণদিক্ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সপ্ত ধারায় সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। চক্ষু নাম্নী তৃতীয় ধারা পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী সমস্ত পর্ব্বত অতিক্রম করত কেতুমাল নামক পশ্চিম বর্ষের মধ্য দিয়া সাগরে গিয়া মিলিত হইতেছে। ভদ্রা নাম্নী চতুর্থ ধারা উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বত সকল ও উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করত সাগরে আসিয়া মিলিত হইতেছে। মাল্যবান্ এবং গন্ধমাদন এই দুই পর্ব্বত ও নিষধাচলের ন্যায় আয়ত। ঐ উভয় পর্ব্বতের মধ্যভাগে মেরুপর্ব্বত কর্ণিকাকারে বিরাজিত। ভারত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব ও কুরুবর্ষ লোকশৈলনামক মর্য্যাদা শৈলের বহির্দ্দিকে পত্রস্বরূপে শোভমান। জঠর ও দেবকূট এই দুইটী পর্ব্বতও মর্য্যাদা পর্ব্বত। উহারা দক্ষিণোত্তর দিকে আয়ত এবং উহাদিগের [আ]য়াম পরিমাণ নীল ও নিষধাচলের [ন্যা]য়। গন্ধমাদন ও কৈলাস শৈল মেরুর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত। উহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ অশীতি যোজন। উহারা সাগরান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিষধ ও পরিযাত্র মর্য্যাদা পর্ব্বত। নীল ও নিষধাচলের আয়াম-পরিমাণে উহারা দক্ষিণ ও উত্তর দিকে আয়ত এবং পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় পশ্চিমদিগ্‌ভাবে অবস্থিত। ত্রিশৃঙ্গ এবং জারুধি উত্তর বর্ষপর্ব্বত নামে অভিহিত। উহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে আয়ত এবং সাগরান্ত পর্য্যন্ত ব্যবস্থিত।৩১—৫০। হে দ্বিজগণ! এই আমি মর্য্যাদা পর্ব্বতগুলির উল্লেখ করিলাম। উহাদের মধ্যে দুই দুইটী করিয়া মেরুর চারিদিকে বিরাজিত। মেরুর চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী অন্যান্য যে সকল কেসরাচলের উল্লেখ করিয়াছি, হে দ্বিজগণ! সেই সকল শৈলের সিদ্ধ-চারণ-

শৈলানামন্তরদ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।
সুরম্যাণি তথা তাসু কাননানি পুরাণি চ ॥৫৩
লক্ষ্মীবিষ্ণ্বগ্নিসূর্য্যেন্দ্রদেবানাং মুনিসত্তমাঃ।
তাস্বায়তনবর্ষাণি জুষ্টানি নরকিন্নরৈঃ ॥ ৫৪
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি তথাঃ দৈতেয়দানবাঃ।
ক্রীড়ন্তি তাসু রম্যাসু শৈলদ্রোণীষ্বহর্নিশম্ ॥
ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ধর্ম্মিণামালয়া দ্বিজাঃ
নৈতেষু পাপকর্ত্তারো যান্তি জন্মশতৈরপি ॥৫৬
ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুরাস্তে হয়শিরা দ্বিজাঃ।
বারাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্ ॥৫৭
মৎস্যরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুষ্বাস্তে সনাতনঃ।
বিশ্বরূপেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ৫৮
সর্ব্বস্যাধারভূতোঽসৌদ্বিজাআস্তেঽখিলাত্মকঃ
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ন তেষু শোকোনাযাসোনোদ্বেগঃক্ষুদ্ভয়াদিকম্।
সুস্থাঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ ॥৬০
দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরায়ুষঃ।
নৈতেষু ভৌমাস্তস্যানি ক্ষুৎপিপাসাদিনি দ্বিজাঃ ॥
কৃতত্রেতাদিকা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা।
সর্ব্বেষ্বেতেষু বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ ॥
নদ্যশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ভুবনকোশদ্বীপ-
বর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

উত্তরেণ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণে।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥ ১
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।

সেবিত শীতান্তপ্রমুখ অন্তরদ্রোণী সকল অতীব মনোহর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ সকল অন্তরদ্রোণী মধ্যে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দেবগণের রম্য রম্য পুর ও কানন বিরাজমান। ঐ সকল দ্রোণী-স্থিত অনেক উত্তম উত্তম আয়তন নর ও কিন্নরগণের অধিকৃত। ঐ সকল রম্য রম্য দ্রোণী-সমূহের অভ্যন্তরে কত যক্ষ, কত গন্ধর্ব্ব, কত রাক্ষস, কত দৈত্য-দানব ক্রীড়া করিতেছে। হে দ্বিজগণ! ঐ সকল শৈল-দ্রোণীই ধার্ম্মিকদিগের ভৌম স্বর্গ-নিবাস। পাপকারীরা শত শত জন্মেও ঐ সকল স্থানে যাইতে পারে না। হে দ্বিজগণ! ভদ্রাশ্ব বর্ষে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং হয়গ্রীবরূপে বিরাজমান। তিনি কেতুমাল বর্ষে বরাহ, ভারতবর্ষে কূর্ম্ম, কুরুবর্ষে মৎস্য এবং অন্যান্য সর্ব্বস্থানে বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই সনাতন গোবিন্দ হরিই সকলের অধীশ্বর এবং তিনিই সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র সকলের আধার হইয়া অধিষ্ঠিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! কিম্পুরুষাদি অষ্টবর্ষে শোক, ক্লেশ, উদ্বেগ, ক্ষুধা বা ভয়াদির লেশ মাত্র নাই। সেখানকার সমস্ত প্রজা সুস্থ, নিরাতঙ্ক ও সর্ব্বদুঃখ হইতে পরিমুক্ত। তত্রত্য প্রজাগণের আয়ুঃপরিমাণ কর্ম্মানুসারে দশ ও দ্বাদশ সহস্র বর্ষ নিশ্চিত। হে দ্বিজগণ! ঐ সকল প্রজা ক্ষুৎপিপাসাদি ভৌম দুঃখ বা অন্য কোনও রূপ দুঃখে লিপ্ত হয় না। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি কোন যুগ-কল্পনা ঐ ঐ সকল বর্ষে নাই। উল্লিখিত সপ্ত বর্ষেই সপ্ত সপ্ত কুলাচল বিরাজমান। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ সকল কুলাচল হইতে শত শত নদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ৫১—৬২ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমাচলের দক্ষিণে যে বর্ষ বিরাজমান, তাহার নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষই ভারতী প্রজার বাসভূমি। হে দ্বিজগণ! এই ভারতবর্ষের বিস্তার পরিমাণ নবসহস্র

কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ ইচ্ছতাম্ ॥ ২
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৩
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়াতি বৈ
তির্য্যক্ত্বং নরকং চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা দ্বিজাঃ
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যং চান্তে চ গচ্ছতি।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে ॥ ৫
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুমাংস্তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্ ॥ ৬
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ ৭
যোজনানাং সহস্রং চ দ্বীপোঽয়ংদক্ষিণোত্তরাৎ
পূর্ব্বে কিরাতাস্তিষ্ঠন্তি পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাদ্যৈর্বৃত্তিমন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৯
শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ।
বেদস্মৃতিমুখাশ্চান্যাঃ পারিযাত্রোদ্ভবা মুনে ॥১০
নর্ম্মদাসুরমাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যবিনিঃসৃতাঃ।
তাপীপয়োষ্ণীনির্ব্বিন্ধ্যাকাবেরীপ্রমুখা নদীঃ ॥
ঋক্ষপাদোদ্ভবা হ্যেতাঃ শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ
গোদাবরীভীমরথীকৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা ॥ ১২
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ।
কৃতমালাতাম্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ ॥ ১৩
ত্রিসামাদ্যঋষিকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যাকুমারাদ্যাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ ॥১৪
আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তাস্বিমে কুরুপঞ্চালমধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥ ১৫
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ।
পৌণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥
তথাপরান্ত্যাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূদ্রাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ

যোজন। যাঁহারা স্বর্গ এবং অপবর্গ ইচ্ছা করেন, এই ভারতবর্ষই তাঁহাদের কর্ম্মভূমি। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিযাত্র নামে সাতটী কুলাচল বিদ্যমান। এখান হইতেই স্বর্গ এবং এখান হইতেই মুক্তি প্রাপ্তি হয়। আবার এইখান হইতেই পুরুষেরা কর্ম্মানুসারে তির্য্যগ যোনি অথবা নিরয়গতি লাভ করিয়া থাকে। মর্ত্ত্যবাসীদিগের স্বর্গ, মোক্ষ কিম্বা মধ্যম ও অন্ত্যগতি এই ভারতবর্ষ হইতেই হয়; অন্য কোন্ কর্ম্মভূমিতে ঐ সকল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই ভারতবর্ষে নয়টী বিভিন্ন দ্বীপ বিদ্যমান; তাহাদের নাম সকল শ্রবণ করুন। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান্, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব ও বারুণ; এতদ্ভিন্ন নবম দ্বীপ সাগর-সংবৃত। এই দ্বীপের পরিমাণ দক্ষিণ ও উত্তরদিক ক্রমে সহস্র যোজন। ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে কিরাত এবং পশ্চিমে যবনগণের বাস; এই বর্ষ মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাযথ ভাগক্রমে অবস্থিত। ইজ্যা, যুদ্ধ ও বাণিজ্য প্রভৃতি—উক্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের বৃত্তি।১-৯। শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে, বেদস্মৃতি প্রভৃতি নদীনিচয় পারযাত্র হইতে, নর্ম্মদা ও সুরমাপ্রমুখ সরিদ্‌গণ বিন্ধ্যাচল হইতে এবং তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা ও কাবেরী প্রভৃতি নদীগণ ঋক্ষপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল নদীর নাম শ্রবণেও পাপ নষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণ্যা প্রভৃতি যে সকল নদী সহ্যাদ্রির পাদ-দেশ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহারাও পাপ-ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। মলয়াদ্রি হইতে কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি, মহেন্দ্রাচল হইতে ত্রিসামাদ্য নদ ও ঋষিকুল্যাদি নদী এবং শুক্তিমান্ শৈলের পাদদেশ হইতে ঋষিকুল্যা ও কুমারাদি নানা নদ নদী বিনির্গত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও সহস্র সহস্র নদী এবং উপনদী আছে। সেই সকল নদীর তীরভাগে কুরু, পাঞ্চাল ও মধ্য দেশাদি জনপদ বিরাজমান। কামরূপনিবাসী পূর্ব্বদেশীয়গণ পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ, দাক্ষিণাত্য, অপরান্ত্য,

মারুকা মালবাশ্চৈব পারিযাত্রনিবাসিনঃ ॥ ১৭
সৌবীরাঃ সৈন্ধবাপন্নাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা ॥ ১৮
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমোপেতা মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ ॥১৯
বসন্তি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ ॥
তপস্তপ্যন্তি যতয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥ ২১
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা ॥ ২৩
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা যতোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥ ২৪

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদহেতুভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষা মনুষ্যাঃ ॥ ২৫
কর্ম্মাণ্যসংকল্পিততৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিল্লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি ॥ ২৬
জানীম নো তত্তু বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যন্তি ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতেনেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ ॥ ২৭
নববর্ষং তু ভো বিপ্রা জম্বুদ্বীপমিদং ময়া।
লক্ষযোজনবিস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং দ্বিজাঃ
জম্বুদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ।
ভো দ্বিজা বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষীরোদধির্বহিঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে জম্বুদ্বীপনিরূপণং
নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

সৌরাষ্ট্র, শূদ্র, আভীর, অর্ব্বুদ, মারুক ও পারিযাত্রনিবাসী মালবগণ, এতদ্ভিন্ন সৌবীর, সৈন্ধব, শাল্ব, শাকলবাসী মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি নানাদেশবাসী নানা জাতীয় জনগণ উল্লিখিত নদীনিচয়ের জল পান করে এবং ঐ সকল নদীতীরে বসবাস করিয়া থাকে। হে মহাভাগগণ! ভারতবর্ষের অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় এবং এখানকার জনপদসকল হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিবৃত। হে মহামুনিগণ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগ এখানে বিদ্যমান। অন্য কোথাও এই যুগচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব নাই। এই ভারতবর্ষেই তাপসেরা তপশ্চর্য্যা এবং যজ্ঞা সকল আহুতিদান করেন। পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পুরুষেরা এখানে শ্রদ্ধার সহিত ধনদান করে। জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু সর্ব্বদাই পূজিত হইয়া থাকেন এবং অন্যান্য দ্বীপেও যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করা হয়। হে দ্বিজগণ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ। কেননা, ইহাই হইল কর্ম্মভূমি। অন্য সককল বর্ষ ভোগভূমি নামে অভিহিত। এখানে সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ কোন জীব পুণ্যার্জ্জনফলে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দেবগণ এইরূপ গান করিয়া থাকেন যে, যাঁহারা স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের হেতুভূত ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করেন, জগতে সেই সকল মনুষ্যই ধন্য। যাঁহারা কর্ম্ম সকল ও সঙ্কল্পিত কর্ম্মের ফলসমূহ পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে সমর্পণ করেন, তাঁহারাই কর্ম্মভূমি ভারতে আসিয়া পুনরায় তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। যে সকল ইন্দ্রিয়জয়ী লোক স্বর্গপ্রদ কর্ম্মসমূহ বিষ্ণুতে বিলীন হইলে পুনরায় ভারতে আসিয়া দেহবন্ধ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারাও ধন্য পুরুষ। আমরা তাঁহাদের তত্ত্ব জানি না। হে বিপ্রগণ! এই জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত এবং ইহা লক্ষ যোজন বিস্তৃত। আমি এই দ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

ক্ষারোদেন যথা দ্বীপো জম্বুসংজ্ঞোঽভিবেষ্টিতঃ
সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং প্লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ॥১
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শতসাহস্রসম্মিতঃ।
স এব দ্বিগুণো বিপ্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেঽপ্যুদাহৃতঃ॥
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরস্য বৈ।
শ্রেষ্ঠঃ শান্তময়ো নাম শিশিরস্তদনন্তরম্॥৩
সুখোদয়স্তথানন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ।
ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেষাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা হি তে॥৪
পূর্ব্বং শান্তময়ং বর্ষং শিশিরং সুখদং তথা।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকং ধ্রুবমেব চ।
মর্য্যাদাকারকাস্তেষাং তথান্যে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
সপ্তৈব তেষাং নামানি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ॥৬
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা।

করিলাম। ইহার বহির্ভাগে লবণাব্ধি বলয়াকারে বিদ্যমান॥ ২০—২৮॥

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন, লবণাব্ধি যেমন জম্বুদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে, প্লক্ষ দ্বীপ তেমনি ঐ লবণাব্ধিকে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। জম্বুদ্বীপের বিস্তার এক লক্ষ যোজন। প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার তদপেক্ষা দ্বিগুণ। প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথি। তাঁহার সাত পুত্র—শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, অনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব। পিতা মেধাতিথির অবসানে ইঁহারাই প্লক্ষদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্লক্ষ দ্বীপে মেধাতিথির উল্লিখিত সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই সাতটী বর্ষ বিদ্যমান। ঐ সপ্ত বর্ষের সীমারূপ সাতটী বর্ষ পর্ব্বত অবস্থিত। তাহাদের নাম—গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি,

সোমকঃ সুমনাঃ শৈলো বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ॥
বর্ষাচলেষু রম্যেষু বর্ষেষ্বেতেষু চানঘাঃ।
বসন্তি দেবগন্ধর্ব্বসহিতাঃ সহিতং প্রজাঃ॥৮
তেষু পুণ্যা জনপদা বীরা ন ম্রিয়তে জনঃ।
নাধয়ো ব্যাধয়ো বাপি সর্ব্বকালসুখং হি তৎ॥৯
তেষাং নদ্যশ্চ সপ্তৈব বর্ষাণাস্তু সমুদ্রগাঃ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ
অনুতপ্তা শিখা চৈব বিপ্রাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ॥১১
এতে শৈলাস্তথা নদ্যঃ প্রধানাঃ কথিতা দ্বিজাঃ
ক্ষুদ্রনদ্যস্তথা শৈলস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ॥ ১২
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে।
অবসর্পিণী নদী তেষাং ন চৈবোৎসর্পিণী দ্বিজাঃ
ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা তেষু স্থানেষু সপ্তসু।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদৈব দ্বিজোত্তমাঃ॥১৪

সোমক, সুমনা, শৈল ও বৈভ্রাজ। এই সকল বর্ষ ও বর্ষ পর্ব্বতে প্রজাগণ—দেব ও গন্ধর্ব্বগণ সহ মহাসুখে বাস করিতেছে। অত্রত্য জনপদগুলি পুণ্যময় ও বীরজনের আশ্রয়। এখানে লোকের মৃত্যু নাই; এবং আধি ব্যাধি প্রভৃতি কোন উপদ্রব নাই। এখানকার লোকের সর্ব্বদাই সুখ। ১—৯। উক্ত সপ্তবর্ষে সাতটী সমুদ্রগামিনী নদী আছে। তাহাদের নাম সকল বলিতেছি, বিপ্রাশা, শ্রবণে পাপক্ষয় হইবে। অনুতপ্তা, শিখা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা; এই সপ্ত নদী উক্ত সপ্ত বর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। হে দ্বিজগণ! প্লক্ষদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান গিরি ও নদী সকলের কথা কহিলাম, এতদ্ভিন্ন সেখানে আরও বহু সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অচল ও নদ নদী বিদ্যমান। তত্রত্য জনপদবাসীরা সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে ঐ সকল নদীর জল পান করে। সমস্ত নদীই অবসর্পিণী; কোন নদীই উৎসর্পিণী নহে। সেই সপ্ত বর্ষের কুত্রাপি যুগাবস্থা নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেখানে ত্রেতাযুগের ন্যায় কাল সর্ব্বদাই বিরাজমান। প্লক্ষদ্বীপ ও

প্লক্ষদ্বীপাদিকে বিপ্রাঃ শাকদ্বীপান্তিকেষু বৈ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ ১৫
ধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধস্তেষু বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ।
বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান্ বুধাঃ প্রবদামি বঃ ॥১৬
আর্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিশা ভাবিনশ্চ যে।
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৭
জম্বুবৃক্ষপ্রমাণস্তু তন্মধ্যে সুমহাতরুঃ।
প্লক্ষস্তন্নামসংজ্ঞোঽয়ং প্লক্ষদ্বীপো দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্ব্বর্ণৈরার্য্যকাদিভিঃ।
সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥১৯
প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেষানুকারিণা ॥ ২০
ইত্যেতদ্ বো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ।
সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাল্মলং তং নিবোধত ॥২১
শাল্মলস্যেশ্বরো বীরো বপুষ্মাংস্তৎসুতা দ্বিজাঃ
তেষান্তু নাম সংজ্ঞানি সপ্ত বর্ষাণি তানি বৈ ॥

শাকদ্বীপের অধিবাসী জনগণ পঞ্চ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত নিরাময় হইয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের বিভাগক্রমে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মই বিরাজিত। সেখানে চারি বর্ণেরই বাস আছে। হে বুধগণ! আপনাদের নিকট অধুনা তাহাদের বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ প্লক্ষদ্বীপে আর্য্যক, কুরু, বিবিশ ও ভাবী এই চারি প্রকার নামে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় বাস করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত জম্বুদ্বীপস্থ জম্বু বৃক্ষের পরিমাণে ঐ দ্বীপ মধ্যে এক প্লক্ষ বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের নামানুসারেই এই দ্বীপ প্লক্ষদ্বীপ হইয়াছে। এখানে উক্ত আর্য্যকাদি বর্ণচতুষ্টয় কর্ত্তৃক ভগবান্ সোমরূপী সর্ব্বেশ্বর হরি পূজিত হইয়া থাকেন। এই প্লক্ষদ্বীপ তৎপ্রমাণপরিধি ইক্ষুসাগরজলে পরিবেষ্টিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই ত সংক্ষেপতঃ প্লক্ষদ্বীপের কথা কহিলাম; এক্ষণে শাল্মলদ্বীপের বিবরণ শ্রবণ করুন। ১০—২১। শাল্মল

শ্বেতোঽথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৩
শাল্মলশ্চ সমুদ্রোঽহসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ।
বিস্তারাদ্দ্বিগুণেনাথ সর্ব্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥২৪
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ।
বর্ষাভিব্যঞ্জকাস্তে তু তথা সপ্তৈব নিম্নগাঃ ॥২৫
কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব তৃতীয়স্তু বলাহকঃ।
দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহীধরঃ ॥২৬
কঙ্কস্তু পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা।
ককুদ্মান্ পর্ব্বতবরঃ সরিন্নামান্যতো দ্বিজাঃ ॥২৭
শ্রোণী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্রা বিমোচনী।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাস্তাঃ পাপশান্তিদাঃ
শ্বেতঞ্চ লোহিতঞ্চৈব জীমূতং হরিতং তথা।
বৈদ্যুতং মানসঞ্চৈব সুপ্রভং নাম সপ্তমম্ ॥২৮
সপ্তৈতানি তু বর্ষানি চাতুর্ব্বর্ণ্যযুতানি চ।
বর্ণাশ্চ শাল্মলে যে চ বসন্ত্যেষু দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩০
কপিলাশ্চারুণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজন্তি তম্
ভগবন্তং সমস্তস্য বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ম্।

দ্বীপের অধিপতির নাম বপুষ্মান্। তাঁহার সাত পুত্র; তাহাদের নাম—শ্বেত, হরিত; জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। এই সাত পুত্রের নামানুসারেই তথায় সপ্তবর্ষ বিভক্ত। দ্বিগুণ-বিস্তার ইক্ষুরসোদ সাগরে এই শাল্মল দ্বীপ সর্ব্বতঃ সংবৃত। এই দ্বীপেও সাতটী রত্নাকর বর্ষপর্ব্বত আছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় এখান হইতেও সাতটী নদী প্রবাহিত হইতেছে। সপ্ত বর্ষপর্ব্বতের নাম—কুমুদ, উন্নত, বলাহক, মহৌষধিময় দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্মান্। সপ্ত নদী যথা—শ্রোণী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমোচনী ও নিবৃত্তা। এই সপ্ত নদীর নাম স্মরণে পাপ শান্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্বেত হরিত প্রভৃতি সপ্ত বর্ষে চারি বর্ণেরই বসবাস আছে। শাল্মলদ্বীপের অধিবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি—কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ এই

বায়ুভূতং মখশ্রেষ্ঠৈর্যজ্ঞানো যজ্ঞসংস্থিতম্ ॥ ৩২
দেবানামত্র সান্নিধ্যমতীব সুমনোহরে।
শাল্মলিশ্চ মহাবৃক্ষো নামনিবৃত্তিকারকঃ ॥ ৩৩
এষ দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাবৃতঃ।
বিস্তারাচ্ছাল্মলেশ্চৈব সমেন তু সমন্ততঃ ॥ ৩৪
সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্ব্বতঃ।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ৩৫
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে শৃণুধ্বং তস্য পুত্রকান্।
উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব স্বৈরথো রন্ধনো ধৃতিঃ ॥
প্রভাকরোঽথ কপিলস্তন্নাম্না বর্ষপদ্ধতিঃ।
তস্যাং বসন্তি মনুজৈঃ সহ দৈতেয়দানবাঃ ॥৩৭
তথৈব দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষকিম্পুরুষাদয়ঃ।
বর্ণাস্তত্রাপি চত্বারো নিজানুষ্ঠানতৎপরাঃ ॥ ৩৮
দমিনঃ শুষ্মিণঃ স্নেহা মান্দ্যহাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥
যথোক্তকর্ম্মকর্ত্তৃত্বাৎ স্বাধিকারক্ষয়ায় তে।
তত্র তে তু কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনার্দ্দনম্ ॥৪০
যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যুগ্রমধিকারফলপ্রদম্।
বিদ্রুমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্টিমাংস্তথা ॥
কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ।
বর্ষাচলাস্তু সপ্তৈতে দ্বীপে তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥
নদ্যশ্চ সপ্ত তাসাং তু বক্ষ্যে নামান্যনুক্রমাৎ।
ধূতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মতিস্তথা ॥ ৪৩
বিদ্যুদম্ভো মহী চান্যা সর্ব্বপাপহরাস্ত্বিমাঃ।
অন্যাঃ সহস্রশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যস্তথাচলাঃ ॥ ৪৪
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজ্ঞয়া তস্য তৎস্মৃতম্।
তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ ॥৪৫
ঘৃতোদশ্চ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রূয়তাং চাপরো মহান্
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণো যস্য বিস্তরঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ ॥
তন্নামানি চ বর্ষাণি তেষাং চক্রে মহামনাঃ।

চতুর্ব্বিধ বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে বিরাজমান। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বাত্মা, বায়ুভূত, যজ্ঞপতি ভগবান্ বিষ্ণুকে মহাযজ্ঞে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই মনোহর দ্বীপে দেবগণ সর্ব্বদাই সন্নিহিত। এখানে শাল্মলি নামে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিদ্যমান। সেই বৃক্ষের নামানুসারেই এই শাল্মলদ্বীপের নাম। এই দ্বীপ সুরোদ সমুদ্রে বেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তার চারি দিকে শাল্মলদ্বীপের সমান। কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মান্। তাঁহার পুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন; উদ্ভিদ, বেণুমান্, স্বৈরথ, রন্ধন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। এই সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই তথায় সপ্ত বর্ষ ও বর্ষ-পর্ব্বত বিরাজিত। মানবগণের সহিত দৈত্য ও দানবগণ তথায় বাস করিতেছে। এতদ্ভিন্ন দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষাদিও সেখানে বাস করিয়া থাকেন। এখানেও চারি বর্ণ স্ব-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত। এখানের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা যথাক্রমে দমী, শুষ্মী, স্নেহ ও মন্দেহ নামে পরিচিত। কুশদ্বীপস্থ সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত ও আপন আপন অধিকার ক্ষয়ের নিমিত্ত অধিকার-ফলদাতা ব্রহ্মরূপী ভগবান্ জনার্দ্দনের অর্চ্চনাপুরঃসর কঠোর কাল কর্ত্তন করিতেছেন। হে দ্বিজগণ! এই কুশদ্বীপে বিদ্রুম, হেম, দ্যুতিমান, পুষ্টিমান, কুশেশয়, হরি ও মন্দরাচল নামে সাতটী প্রধান পর্ব্বত বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন তত্রত্য সপ্ত নদীর সপ্ত নাম বলিতেছি,—ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুৎ, অম্ভঃ ও মহী, এইসকল নদী সর্ব্বপাপহারিণী। ইহা ভিন্ন আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও নগ বিদ্যমান। কুশদ্বীপে কুশস্তম্ব আছে; তাহারই নামানুসারে এই দ্বীপ কুশদ্বীপ হইয়াছে। এই দ্বীপ তৎপরিমাণ ঘৃতোদ সাগরে বেষ্টিত। এই ঘৃতোদ সাগর আবার ক্রৌঞ্চদ্বীপে পরিবৃত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই ক্রৌঞ্চদ্বীপ অন্যতম মহাদ্বীপ। ইহার বিবরণ শ্রবণ করুন।২২—৪৬। এই দ্বীপের বিস্তার পূর্ব্বোক্ত কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। ইহার অধিপতি রাজা দ্যুতিমান্। তাঁহার সপ্ত

কুশগো মন্দগশ্চোষ্ণঃ পীবরোহন্ধকারকঃ ॥
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা দ্বিজাঃ ।
তত্রাপি দেবগন্ধর্ব্বসেবিতাঃ সুমনোরমাঃ ॥ ৪৯
বর্ষাচলা মুনিশ্রেষ্ঠাস্তেষাং নামানি ভো দ্বিজাঃ ।
ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চান্ধকারকঃ ॥ ৫০
দেবব্রতো ধর্ম্মশ্চৈব তথান্যঃ পুণ্ডরীকবান্ ।
দুন্দুভিশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণাস্তে পরস্পরম্ ॥
দ্বীপাদ্দ্বীপেষু যে শৈলাস্তথা দ্বীপানি তে তথা
বর্ষেষ্বেতেষু রম্যেষু বর্ষশৈলবরেষু চ । ৫২
নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহ দেবগণৈঃ প্রজাঃ ।
পুষ্কলা পুষ্করা ধন্যাস্তে খ্যাতাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ
তত্র নদ্যো মুনিশ্রেষ্ঠা যাঃ পিবন্তি তু তে সদা ॥
সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্তথান্যাঃ ক্ষুদ্রনিম্নগাঃ ।
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্ম্মনোজবা ৫৫

খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ।
তত্রাপি বর্ণৈর্ভগবান্ পুষ্করাদ্যৈর্জ্জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৬
ধ্যানযোগৈ রুদ্ররূপ ইজ্যতে যজ্ঞসন্নিধৌ ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন তু ॥ ৫৭
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপতুল্যেন মানতঃ ।
দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ ॥ ৫৮
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তার-দ্বিগুণেন দ্বিজোত্তমাঃ ।
শাকদ্বীপেশ্বরস্যাপি ভব্যস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ৫৯
সপ্তৈব তনয়াস্তেষাং দদৌ বর্ষাণি সপ্ত সঃ ।
জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মনীরকঃ ॥ ৬০
কুসমোদশ্চ মোদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাদ্রুমঃ ।
তৎসংজ্ঞান্যেব তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ ॥
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বর্ষবিচ্ছেদকারকাঃ ।
পূর্ব্বস্তত্রোদয়গিরির্জ্জলধারস্তথাপরঃ ॥ ৬২
তথা রৈবতকঃ শ্যামস্তথৈবাস্তোগিরির্দ্বিজাঃ ।
আম্বিকেয়স্তথা রম্যঃ কেসরী পর্ব্বতোত্তমঃ ॥৬৫

পুত্র। সেই পুত্রগণের নামানুসারেই এই দ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত। মহামনা দ্যুতিমান্ স্বীয় পুত্রগণকে কুশগ, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভিনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই দ্বীপেও দেব গন্ধর্ব্ব-সেবিত সাতটী সুরম্য বর্ষ পর্ব্বত বিদ্যমান। হে মুনিগণ! তাহাদিগের নাম যথা—ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবব্রত, ধর্ম্ম, পুণ্ডরীকবান্ ও মহাশৈল দুন্দুভি। এই সকল পর্ব্বত পরস্পর অপেক্ষা পরস্পর দ্বিগুণ। দ্বীপ দ্বীপান্তরে যে সকল শৈল ও দ্বীপ আছে, তৎসমস্ত উল্লিখিত রম্য রম্য বর্ষ ও বর্ষশৈলের অন্তর্ভূত। হে দ্বিজগণ! ঐ সকল বর্ষে প্রজাগণ ও দেবগণ সদা নিরাতঙ্ক হইয়া বাস করেন। এই দ্বীপনিবাসী সমস্ত প্রজাই হৃষ্টপুষ্ট, ধন্য ও খ্যাতিমন্ত। এখানকার বর্ণগণ পুষ্করাখ্যায় অভিহিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এখানে যথাক্রমে বাস [illegible] হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই দ্বীপে পরিধি ইক্ষুসাগর [illegible]ছ, প্রজাগণ সর্ব্বদা তৎ মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এ[illegible] করে। ঐ সকল নদীর দ্বীপের কথা কহিলাম [illegible]ধান ; তদ্ভিন্ন অপরাপর বিবরণ শ্রবণ করুন

নদীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। গৌরী, কুমুদ্বতী সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি, ও পুণ্ডরীকা, এই সাতটী প্রধান নদী পূর্ব্বোক্ত সপ্তবর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বর্ণগণ এখানে ধ্যানযোগে যজ্ঞ করিয়া পুষ্করাদি দ্বারা রুদ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই ক্রৌঞ্চ দ্বীপ তৎপরিমাণ দধিমণ্ডোদ-সাগরে চারিদিকে পরিবৃত। ঐ দধিমণ্ডোদ-সাগর আবার পরবর্ত্তী শাক দ্বীপে সমাবৃত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই শাকদ্বীপ ক্রৌঞ্চ দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তার। শাক দ্বীপের অধীশ্বর সুমহাত্মা ভব্য। তাঁহার সপ্ত পুত্র। সেই সপ্ত পুত্রকে তিনি সপ্তবর্ষের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। সেই পুত্রগণের নাম—জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীরক, কুসমোদ, মোদাকি ও মহাদ্রুম। ইহাঁ-দিগের অধিকৃত সপ্ত বর্ষ ইহাঁদিগেরই নামে প্রসিদ্ধ।৪৭—৬১। ঐ সপ্তবর্ষের সীমা নিরূপণে সাতটী বর্ষ পর্ব্বত বিরাজমান। তাহাদিগের নাম যথাক্রমে উদয়াচল, জলধর, রৈবতক, শ্যাম, অস্তোগিরি, আম্বিকেয় ও পর্ব্বতোত্তম

শাকশ্চাত্র মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ।
যৎপত্রবাতসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পরঃ ॥ ৬৪
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বর্ণ্যসমন্বিতাঃ ।
নিবসন্তি মহাত্মানো নিরাতঙ্কা নিরাময়াঃ ॥ ৬৫
নদ্যশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপভয়াপহাঃ ।
সুকুমারী কুমারী চ নলিনী রেণুকা চ যা ॥ ৬৬
ইক্ষুশ্চ ধেনুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা ।
অন্যাস্ত্বযুতশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৭
মহীধরাস্তথা সন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
তাঃ পিবন্তি মুদা যুক্তা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥
বর্ষেষু যে জনপদাশ্চতুর্গার্থসমন্বিতাঃ ।
নদ্যশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ স্বর্গাদভ্যেত্য মেদিনীম্ ॥
ধর্ম্মহানির্ন তেষস্তি ন সংহর্ষো ন শুক্ তথা ।
মর্য্যাদাব্যুৎক্রমশ্চাপি তেষু দেশেষু সপ্তসু ॥

রমণীয় কেশরী। এই দ্বীপে শাক নামে এক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব-সেবিত মহাবৃক্ষ বিদ্যমান। ঐ মহাবৃক্ষের পত্রবায়ুর সংস্পর্শে এক অপূর্ব্ব আমোদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে চতুর্বর্ণবিশিষ্ট পুণ্য জনপদ সকল রহিয়াছে। সেই সেই জনপদবাসী প্রজাগণের চিত্ত মহাভাবে অনুপ্রাণিত; তাহারা সর্ব্বদা নিরাতঙ্ক ও নিরাময়। এই দ্বীপে নিখিল দুরিত-ভয়-দারিণী মহাপুণ্যজননী সপ্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহাদিগের নাম সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, ইক্ষু, ধেনুকাও গভস্তী। হে দ্বিজগণ! ইহা ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযুত অযুত নদী শাকদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। পূর্ব্বোক্ত সপ্ত বর্ষাচল ব্যতীত আরও শত শত সহস্র সহস্র ভূধর এই দ্বীপে বিরাজমান। শাকদ্বীপস্থ বর্ষসমূহের অধিবাসীরা পূর্ব্বোক্ত নদীনিচয়ের জলপান করিয়া থাকে। এখানকার নদী সকল মহাপুণ্যজনক। উহারা [illegible]র্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছে। [illegible]কদ্বীপবাসীদিগের অধর্ম্ম নাই, সন্তর্ষ নাই [illegible] কোন শোক নাই। তাহারা পরস্পর [illegible]ই স্ব স্ব মর্য্যাদা অতিক্রম করে না।

মগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা ।
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তু তে ॥ ৭১
বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রা জ্ঞেয়াস্তু মন্দগাঃ ।
শাকদ্বীপে স্থিতৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো হরিঃ ॥
যথোক্তৈরিজ্যতে সম্যক্কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ ।
শাকদ্বীপস্ততো বিপ্রাঃ ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ ॥
শাকদ্বীপপ্রমাণেন বলয়েনেব বেষ্টিতঃ ।
ক্ষীরাব্ধিঃ সর্ব্বতো বিপ্রাঃ পুষ্করাখ্যেন বেষ্টিতঃ
দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ।
পুষ্করে সবনস্যাপি মহাবীতোঽভবৎ সুতঃ ॥ ৭৫
ধাতকিশ্চ তয়োস্তদ্বদ্দ্বে বর্ষে নামসংজ্ঞিতে ।
মহাবীতং তথৈবান্যদ্ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭৬
একশ্চাত্র মহাভাগাঃ প্রখ্যাতো বর্ষপর্ব্বতঃ ।
মানসোত্তরসংজ্ঞো বৈ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ ॥ ৭৭
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ।
তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ৭৮

এই দ্বীপবাসী ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ যথাক্রমে মগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ নামে অভিহিত। ভগবান বিষ্ণু সূর্য্যরূপ ধারণ করিয়া শাক-দ্বীপে বিরাজমান। উল্লিখিত বর্ণচতুষ্টয় নিয়ত-চিত্তে সর্ব্বদাই তাঁহার পূজা-পরায়ণ। হে বিপ্রগণ! এই শাকদ্বীপের চারিদিক তৎপরিমাণ ক্ষীরোদ সাগর দ্বারা বলয়াকারে বেষ্টিত। এই ক্ষীরাব্ধি আবার চতুর্দ্দিকস্থ পুষ্করদ্বীপে পরিবৃত। এই পুষ্কর-দ্বীপ পূর্ব্বোক্ত শাকদ্বীপ অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণ। এই দ্বীপের অধিপতি সবনের দুই পুত্র মহাবীত ও ধাতকি। উক্ত পুত্র-দ্বয়ের নামানুসারে এখানে দুইটী বর্ষ বিদ্যমান। ঐ বর্ষ দ্বয়ের নাম মহাবীত ও ধাতকীখণ্ড। হে মহাভাগগণ! এই দ্বীপে একটী মাত্র বর্ষ পর্ব্বত বিরাজমান, তাহার নাম মানসোত্তর। এই বর্ষগিরি দ্বীপ মধ্যে বলয়াকারে বিরাজিত। ইহা সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং ঊর্দ্ধে পঞ্চাশ যোজন উচ্ছ্রিত। উহার পরিমিমণ্ডল সর্ব্ব-দিকে ঐ পরিমাণ বিস্তীর্ণ; এই বর্ষগিরি

পুষ্করদ্বীপবলয়ং মধ্যেন বিভজন্নিব ।
স্থিতোঽসৌ তেন বিচ্ছিন্নংজাতং বর্ষদ্বয়ং স্থিতৎ
বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্মধ্যে মহাগিরিঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ৮০
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ ।
অধমোত্তমৌ ন তেষাস্তাং ন বধ্যবধকৌ দ্বিজাঃ
নের্ষ্যাসূয়া ভয়ং রোষোদোষোলোভাদিকং ন চ
মহাবীতং বহির্ব্বর্ষং ধাতকীখণ্ডমন্ততঃ ॥ ৮২
মানসোত্তরশৈলস্য দেবদৈত্যাদিসেবিতম্ ।
সত্যানৃতে ন তত্রাস্তাং দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে ॥
ন তত্র নদ্যঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদ্বয়ান্বিতে ।
তুল্যবেষাস্তু মনুজা দেবৈস্তত্রৈকরূপিণঃ ॥ ৮৪
বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণবর্জ্জিতম্ ।
ত্রয়ীবার্ত্তাদণ্ডনীতিশুশ্রূষারহিতং চ তৎ ॥ ৮৫
বর্ষদ্বয়ং ততো বিপ্রা ভৌমস্বর্গোঽয়মুত্তমঃ ।
সর্ব্বস্য সুখদঃ কালো জরারোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮৬
পুষ্করে ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে চ বৈ দ্বিজাঃ ।
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্ ॥৮৭
তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ।
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৮৮
সমেন পুষ্করস্যৈব বিস্তারান্মণ্ডলাত্তথা ।
এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রেস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ ॥ ৮৯
দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানৌ দ্বিগুণৌ পরৌ ।
পয়াংসি সর্ব্বদা সর্ব্বসমুদ্রেষু সমানি বৈ ॥ ৯০
ন্যূনাতিরিক্ততা তেষাং কদাচিন্নৈব জায়তে ।
স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা ॥ ৯১
তথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তমাঃ ।
অন্যূনানতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হসন্তি চ ॥৯২
উদয়াস্তমনে ত্বিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ।
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি চ ॥৯৩
অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং দ্বিজোত্তমাঃ

পুষ্করদ্বীপকে যেন মধ্যভাগে বিভাগ করিয়াই বিরাজমান। উহা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পুষ্কর দ্বীপ দুইটী বর্ষে বিভক্ত হইয়াছে। উহার এক একটী বর্ষ বলয়াকারে বিরাজিত। সেই বর্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে মহাগিরি দণ্ডায়মান। ঐ দ্বীপবাসী মানবগণ দশ সহস্র বর্ষ জীবন ধারণ করে। তাহারা নিরাময়, শোকশূন্য ও রাগ-দ্বেষাদি হইতে পরিমুক্ত। হে দ্বিজগণ! তাহাদিগের মধ্যে অধমোত্তম বা বধ্য-বধক নাই। ঈর্ষ্যা, অসূয়া, রোষ, ভয়, বা লোভাদি দোষও তাহাদের নাই। অত্রত্য মানসোত্তর শৈলের অন্ত ও বহিঃস্থ বর্ষদ্বয় মহাবীত ও ধাতকীখণ্ড। এই দুই বর্ষই দেব ও দৈত্যগণে অধ্যুষিত। এই দ্বীপের কুত্রাপি সত্যানৃত নাই। এখানকার দুই বর্ষেরই অভ্যন্তরে কোথাও অন্য কোন নদী বা শৈলাদির সংস্থান নাই। এই দ্বীপে দেব ও মানুষ উভয়ই তুল্যাকার ও তুল্যবেশ। এখানে বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম সঙ্গত অনুষ্ঠান এবং ত্রয়ীবর্ত্তা, দণ্ডনীতি বা শুশ্রূষাদি কিছুই নাই; তথাপি এই বর্ষদ্বয় উত্তম ভৌম স্বর্গ নামে পরিচিত। এখানকার কাল সর্ব্বসুখপ্রদ এবং জরারোগবিবর্জ্জিত। ৮২—৮৬। হে দ্বিজগণ! ধাতকীখণ্ড ও মহাবীত নামক বর্ষদ্বয়-বিশিষ্ট উক্ত পুষ্করদ্বীপে এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বিদ্যমান। এই বৃক্ষ ব্রহ্মার অত্যুৎকৃষ্ট নিবাসস্থান। ব্রহ্মা সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া ঐ বৃক্ষে বাস করিয়া থাকেন। পুষ্করদ্বীপ স্বসম-পরিমাণ স্বাদূদক সাগরে পরিবৃত। এইরূপে সপ্তদ্বীপই পর পর সপ্ত সাগরে পরিবেষ্টিত। দ্বীপ এবং সাগর পরস্পরাপেক্ষা পরস্পর দ্বিগুণ। ঐ সপ্তসাগরের জলরাশি সর্ব্বদাই সমান। উহাদিগের ন্যূনাতিরিক্ততা কদাচ হয় না। অগ্নিতাপে স্থালীস্থ সমুদ্রিক্ত সলিলের ন্যায় চন্দ্রকলার উপচয়ে সেই সকল সাগরজল উচ্ছ্বসিত হয় বটে; কিন্তু হ্রাস বৃদ্ধি নাই। জলরাশি উপচিত হইয়া সদাই হাস্য করিতে থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষে চন্দ্রের উদয় ও অস্তমনে সমুদ্রের একশত পঞ্চদশ অঙ্গুলি পরিমাণ জলের বৃদ্ধি ও

ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ৯৪
ভুঞ্জন্তি ষড্রসং বিপ্রাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সদৈব হি।
স্বাদূদকস্য পরিতো দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ ॥৯৫
দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতা।
লোকালোকস্ততঃ শৈলো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ ॥
উচ্ছ্রয়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যাবলোহি সঃ।
ততস্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্ব্বতঃ স্থিতম্ ॥
তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্।
পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেয়মুর্ব্বী দ্বিজোত্তমাঃ ॥
সহৈবাণ্ডকটাহেন সদ্বীপা সমহীধরা।
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ সর্ব্বভূতগুণাধিকা।
আধারভূতা জগতাং সর্ব্বেষাং সা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সমুদ্রদ্বীপপরিমাণ-
বর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ক্ষয় দৃষ্ট হয়। পুষ্কর দ্বীপে ভোজ্য বস্তু নিজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। হে বিপ্রগণ! এই দ্বীপের সকল প্রজাই সর্ব্বদা ষড্রসময় পান ভোজন করে। স্বাদূদকের পরপারেও লোকসংস্থান দৃষ্ট হয়। সেখানকার ভূমি কাঞ্চনময়ী। উহার বিস্তার পুষ্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ। সেখানে কোন জীবজন্তুর বসবাস নাই। অনন্তর অযুত যোজন-বিস্তৃত লোকালোক পর্ব্বত বিরাজমান। এই পর্ব্বতের উচ্ছ্রায় উহার বিস্তার-পরিমাণের সমান। ঘোর তমস্তোম ঐ পর্ব্বতকে আবৃত করিয়া সর্ব্বদিকে অবস্থিত। ঐ তমস্তোম চারিদিকের অণ্ড-কটাহে পরিবৃত। হে দ্বিজোত্তম সকল! এইরূপে সেই এই পৃথিবী—দ্বীপ, মহীধর ও অণ্ডকটাহাদি সহ পঞ্চাশৎ কোটিযোজন বিস্তৃত। ইনিই ধাত্রী, বিধাত্রী; সর্ব্বভূত-গুণাধিকা ও সর্ব্বজগতের আধারভূতা ৮৭—৯১।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

বিস্তারঃ এষ কথিতঃ পৃথিব্যা মুনিসত্তমাঃ।
সপ্ততিস্তু সহস্রাণি তদুচ্ছ্রায়োঽপি কথ্যতে ॥১
দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তমাঃ ॥
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলং সুতলং তথা ॥ ২
তলাতলং রসাতলং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্।
কৃষ্ণা শুক্লারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনী ॥ ৩
ভূময়ো যত্র বিপ্রেন্দ্রা বরপ্রাসাদশোভিতাঃ।
তেষু দানবদৈতেয়-জাতয়ঃ শতশঃ স্থিতাঃ ॥ ৪
নাগানাঞ্চ মহাঙ্গানাং জ্ঞাতয়শ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ ॥৫
প্রাহ স্বর্গসদোমধ্যে পাতালেভ্যো গতো দিবম্
আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ ॥৬
নাগাভরণভূষাশ্চ পাতালং কেন তৎসমম্।
দৈত্যদানবকন্যাভিরিতশ্চেতশ্চ শোভিতে ॥৭

একবিংশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি পৃথিবীর বিস্তার-পরিমাণ বলিলাম। উহার উচ্ছ্রায়—সপ্ততি সহস্র-যোজন বলিয়া অভিহিত। হে মুনিবরগণ! অতল বিতল, নিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল নামে সপ্ত পাতাল বিদ্যমান। এই সকল পাতালে কৃষ্ণা, শুক্লা, অরুণা, পীতা,শর্করা ও শৈলকাঞ্চনী ভূমি বিরাজিত। এই সমস্ত ভূমিই উচ্চ উচ্চ প্রাসাদে পরিশোভিত। এই প্রাসাদসমূহে শত শত দৈত্য, দানব ও বিপুলাঙ্গ নাগপরিবার অবস্থিত। হে দ্বিজবরগণ! একদা মু[illegible] নারদ পাতাল পরিভ্রমণান্তে স্বর্গের সভা[illegible] গিয়া বলিলেন, আমি পাতাল দেখিয়া আ[illegible] য়াছি, তাহা স্বর্গ লোক হইতেও রমণীয়। সেখানে চিত্তাহ্লাদকর শুভ্র সুপ্রভ অনন্ত মণি বিরাজমান। ঐ সকল মণি নাগগণের দেহভূষণ; সুতরাং পাতাল কাহার সহিত তুলিত? যাহার নানাস্থলে দৈত্য ও দানব-

পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে।
দিবার্করশ্ময়ো যত্র প্রভাস্তন্বন্তি নাতপম্ ॥ ৮
শশিনশ্চ ন শীতায় নিশি দ্যোতায় কেবলম্।
ভক্ষ্যভোজ্যমহাপানমদমত্তৈশ্চ ভোগিভিঃ ॥৯
যত্র ন জ্ঞায়তে কালো গতোঽপি দনুজাদিভিঃ
বনানি নদ্যো রম্যাণি সরাংসি কমলাকরাঃ ॥১০
পুংস্কোকিলাদিলাপাশ্চ মনোজ্ঞান্যম্বরাণি চ।
ভূষণান্যতিরম্যাণি গন্ধাঢ্যঞ্চানুলেপনম্ ॥ ১১
বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং নিঃস্বনাশ্চ সদা দ্বিজাঃ।
এতান্যন্যানি রম্যাণি ভাগ্যভোগ্যানি দানবৈঃ
দৈত্যোরগৈশ্চ ভুজ্যন্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ
পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ ॥
শেষাখ্যা যদ্গুণান্বক্তুং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ

যোঽনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবদেবর্ষিপূজিতঃ ॥১৪
সহস্রশিরসা ব্যক্তঃ স্বস্তিকামলভূষণঃ।
ফণামণিসহস্রেণ যঃ স বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ ॥ ১৫
সর্ব্বান্ করোতি নির্বীর্য্যান্ হিতায় জগতোঽসুরান্
মদাঘূর্ণিতনেত্রোঽসৌ যঃ সদৈবৈককুণ্ডলঃ ॥১৬
কিরীটী স্রগ্ধরো ভাতি সাগ্নিশ্বেত ইবাচলঃ।
নীলবাসা মদোৎসিক্তঃ শ্বেতহারোপশোভিতঃ
সাভ্রগঙ্গাপ্রপাতোঽসৌ কৈলাসাদ্রিরিবোত্তমঃ।
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মুষলমুত্তমম্ ॥ ১৮
উপাস্যতে স্বয়ং কান্তা যো বারুণ্যা চ মূর্ত্তয়া।
কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ ॥
সংকর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্।
স বিভ্রচ্ছিখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥ ২০
আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষসুরার্চ্চিতঃ
তস্য বীর্য্যং প্রভাবশ্চ স্বরূপং রূপমেব চ ॥ ২১

কন্যাগণ বিচরণ করিতেছে, তাদৃশ পাতালে কোন্ মুক্ত পুরুষেরও না প্রীতি হইয়া থাকে? যেখানে দৈনন্দিন সূর্য্যরশ্মি সকল প্রকাশিত হয়; কিন্তু আতপতাপ বিতরণ করে না, যথায় প্রতিরাত্র শশধর কেবল শোভার জন্যই সমুদিত হয়েন; পরন্তু সমধিক শৈত্য বিস্তার করেন না, যেখানে সুখভোগ-পরায়ণ দনুনন্দনগণ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও উত্তম উত্তম পানীয় পান নিবন্ধন মদমত্ত হইয়া কালের গতি কিছুই অনুভব করিতে পারে না, যেস্থানে রম্য রম্য বন, রম্য রম্য নদী ও কমলকুল সমুল্লাসিত সরোবর সকল বিরাজমান, যেখানে পুংস্কোকিলাদি বিহঙ্গমগণের কলকলালাপ পরিশ্রুত হইতেছে, যেখানকার অম্বর-তল মনোজ্ঞ, ভূষণ সকল রমণীয় এবং অনুলেপন সকল সৌরভময়, যথায় বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি সদা সমুত্থিত, সেই পাতালতল কাহার না প্রিয়তম? হে দ্বিজগণ! পাতাল-তলাধিবাসী দানব, দৈত্য ও উরগগণ এই সকল এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রম্যতম ভাগ্যোপচিত ভোগ্য সকল সর্ব্বদা ভোগ করিতেছে। পাতালের অধোদেশে বিষ্ণুর যে শেষনাম্নী তামসী তনু আছে, দৈত্যদানবেরা যাহার গুণরাশি বর্ণন করিতে সক্ষম নহে, যিনি অনন্ত আখ্যায় অভিহিত, যাঁহাকে সিদ্ধ, দেব ও দেবর্ষিসম্প্রদায় পূজা করিয়া থাকেন, যিনি সহস্রশিরা, ব্যক্তমূর্ত্তি, নানা মাঙ্গল্য ভূষণে ভূষিত হইয়া সহস্র ফণামণি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিতেছেন, জগতের হিতের নিমিত্ত যিনি অসুরদিগকে বীর্য্য-বিহীন করিতেছেন, যাঁহার নেত্র মদাবেশে ঘূর্ণিত, যিনি সর্ব্বদা এককুণ্ডলে অবস্থিত, যিনি স্রগ্ধারী ও কিরীটী হইয়া বহ্নিযুক্ত শ্বেতাচলের ন্যায় প্রতিভাত, যাঁহার পরিধান নীল বসন, যিনি মদভরে গর্ব্বিত, শ্বেতহারে শোভিত ও সুর-শৈবলিনীর প্রপাতযুত কৈলাসশৈলের ন্যায় বিরাজিত, যাঁহার হস্তাগ্র লাঙ্গলে সমাসক্ত, যিনি ভীষণ মুসল ধারণ করিতেছেন, মূর্ত্তিমতী কান্তি ও বারুণী যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন, কল্পাবসানে যদীয় বক্ত্রসমূহ হইতে বিষানল-সমুজ্জ্বল সঙ্কর্ষণাখ্য রুদ্রদেব নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ গ্রাস করিয়া থাকেন, সেই অশেষ সুরসমূহ-পূজিত শেষদেব শিখরীভূত অশেষ ভূমণ্ডল ধারণ করত পাতালমূলে অবস্থান

ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি।
যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী ফণামণিশিখারুণা ॥ ২২
আস্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীর্য্যং বদিষ্যতি।
যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ ॥ ২৩
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াধিকাননা।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগবারণাঃ ॥ ২৪
নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি ততোঽনন্তোঽয়মব্যয়ঃ।
যস্য নাগবধূহস্তৈর্লাপিতং হরিচন্দনম্ ॥ ২৫
মুহুঃ শ্বাসানিলায়স্তং যাতি দিক্‌পটবাসতাম্।
যমারাধ্য পুরাণর্ষির্গর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ॥
জ্ঞাতবান্ সকলং চৈব নিমিত্তপঠিতং ফলম্।
তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী।
বিভর্ত্তি সকলাল্লোঁকান্ স দেবাসুরমানুষান্॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পাতালপ্রমাণ-
কীর্ত্তনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

করিতেছেন।১—২১। তাঁহার বীর্য্য, প্রভাব, স্বরূপ বা রূপ বিদিত হইতে বা বর্ণন করিতে ত্রিদশগণও অক্ষম। এই সমগ্র পৃথ্বী তাঁহারই ফণামণি-শিখায় অরুণিত কুসুম-মালার ন্যায় বিরাজিত, কে তাঁহার বীর্য্যবত্তা বর্ণন করিতে সমর্থ? সেই অনন্ত যখন মদাঘূর্ণিতনেত্রে বিজৃম্ভণ করেন, তখনই এই সশৈল-জল-কানন৷ ধরিত্রী বিচলিত হইয়া থাকেন। গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অপ্সর কিন্নর ও উরগগণ তাঁহার গুণগণের অন্ত করিতে পারেন না, তাই সেই অব্যয় পুরুষ অনন্ত আখ্যায় অভিহিত। নাগবধূগণ যাঁহার গাত্রে হস্তে করিয়া হরি চন্দন লেপিয়া দিলে শ্বাসানিলে বারবার তাহা দূর-নীত হইয়া দিক্‌পট-বাসতা প্রাপ্ত হয়, পুরাণ ঋষি গর্গ যাঁহাকে আরাধনা করিয়া জ্যোতিস্তত্ত্ব সকল জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই নাগশ্রেষ্ঠ মস্তক দ্বারা এই মহী ধারণ করিতেছেন এবং তিনিই এই সুরাসুরনর-পরিবৃত লোক-সকল পালন করিতেছেন ॥ ২২—২৭ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

ততশ্চানন্তরং বিপ্রা নরকা রৌরবাদয়ঃ।
পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তাংশৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ॥
রৌরবঃ শোকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা।
মহাজালস্তপ্তকুড্যো মহালোভো বিমোহনঃ॥
রুধিরান্ধো বসাতপ্তঃ কৃমীশঃ কৃমিভোজনঃ।
অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালাভক্ষশ্চ দারুণঃ ॥ ৩
তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃশিরাঃ।
সদংশঃ কৃষ্ণসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ ॥ ৪
শ্বভোজনোঽথাপ্রতিষ্ঠোমাবীচিশ্চ তথাপরঃ।
ইত্যেবমাদয়শ্চান্যে নরকা ভৃশদারুণাঃ ॥ ৫
যমস্য বিষয়ে ঘোরাঃ শস্ত্রাগ্নিবিষদর্শিনঃ।
পতন্তি যেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে ॥ ৬
কূটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ।
যশ্চান্যদনৃতং বক্তি স নরো যাতি রৌরবম্॥৭
ভ্রূণহা পুরহন্তা চ গোঘ্নশ্চ মুনিসত্তমাঃ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পাপিগণ যে সকল নরকে নিপতিত হইয়া থাকে, অতঃপর আমি সেই রৌরবাদি নরক-বিবরণ বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। রৌরব, শোকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজাল, তপ্তকুড্য, মহালোভ, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বসাতপ্ত, কৃমীশ, কৃমি-ভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, দারুণ, যূপবহ, পাপ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরাঃ, সন্দংশ, কৃষ্ণসূত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও মারীচি এই সকল এবং অন্যান্য আরও অতি দারুণ নরক-নিকর যমরাজের অধিকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সকল ঘোর নরক শস্ত্র, অগ্নি ও বিষময়াকারে লক্ষিত। পাপরত পুরুষেরা উল্লিখিত নরক-নিচয়ে নিপতিত হইয়া থাকে।১—৬। যাহারা কূট সাক্ষ্যদাতা,কোন পক্ষাশ্রয় করিয়া অসত্য বক্তা, সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী, ভ্রূণহত্যাকারী,

যান্তি তে রৌরবং ঘোরং যশ্চোচ্ছ্বাসনিরোধক
সুরাপো ব্রহ্মহা হর্ত্তা সুবর্ণস্য চ শূকরে ।
প্রযাতি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ ॥ ৯
রাজন্যবৈশ্যহা চৈব তথৈব গুরুতল্পগঃ ।
তপ্তকুম্ভে স্বসৃগামী হন্তি রাজভটঞ্চ যঃ ॥১০
মাধ্বীবিক্রয়কৃদ্বধ্যপালঃ কেসরবিক্রয়ী ।
তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ
সুতাং স্নুষাঞ্চাপি গত্বা মহাজ্বালে নিপাত্যতে
অবমন্তা গুরূণাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ ॥১২
বেদদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কশ্চ যঃ ।
অগম্যগামী যশ্চ স্যাৎ তেযান্তি শবলং দ্বিজাঃ
চৌরো বিমোহে পততি মর্য্যাদাদূষকস্তথা।
দেবদ্বিজপিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ ॥ ১৪
স যাতি কৃমিভক্ষ্যে বৈ কৃমীশে তু দুরিষ্টিকৃৎ ।
পিতৃদেবাতিথীন্ যস্তু পর্য্যশ্নাতি নরাধমঃ ॥১৫
লালাভক্ষে স যাত্যুগ্রে শরকর্ত্তা চ বেধকে ।
করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খড়্গাদিকৃন্নরঃ ॥১৬
প্রযান্ত্যেতে বিশসনে নরকে ভৃশদারুণে ।
অসৎপ্রতিগ্রহীতা চ নরকে যাত্যধোমুখে ॥১৭
অযাজ্যযাজকস্তত্র তথা নক্ষত্রসূচকঃ ।
কৃমিপূয়ে নরশ্চৈকো যাতি মিষ্টান্নভুক্ সদা ॥১৮
লাক্ষামাংসরসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ ।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যাতি তমেব নরকং দ্বিজাঃ ॥
মার্জ্জারকুক্কুটচ্ছাগশ্ববরাহবিহঙ্গমান্ ।
পোষয়ন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২০
রঙ্গোপজীবী কৈবর্ত্তঃ কুণ্ডাশী গরদস্তথা ।
সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্ব্বগামী চ যো দ্বিজঃ ॥২২
অগারদাহী মিত্রঘ্নঃ শকুনিগ্রামযাজকঃ ।
রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে
মধুহা গ্রামহন্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ ।
রেতঃপানাদিকর্ত্তারো মর্য্যাদাভেদিনশ্চ যে ॥২'
তে কৃচ্ছ্রে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে !
অসিপত্রবনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ ॥ ২৪
ঔরভ্রিকা মৃগব্যাধা বহ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ ।
যান্তি তত্রৈব তে বিপ্রা যশ্চাপাকেষু বহ্নিদঃ ॥
ব্রতোপলোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ যঃ ।
সন্দংশয়াতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি ॥ ২৬
দিবা স্বপ্নেষু স্কন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ ।

পুর-বিধ্বংসী অথবা গোবধকারী, হে দ্বিজগণ! তাহারাই ঘোর রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। যাহারা সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণস্তেয়ী, অথবা ঐ সকল পাপীর সংসর্গকারী, তাহারা শূকর নরকে; যাহারা রাজন্য বা বৈশ্য-হত্যাকারী, গুরুতল্পগামী, স্বসৃ-গামী অথবা রাজসৈন্যঘাতী, তাহারা তপ্ত কুম্ভে; যাহারা মধুবিক্রয়ী, বধ্য পশু-পরিপালক, কেসর-বিক্রয়ী অথবা ভক্ত জন-পরিত্যাগী, তাহারা তপ্তলৌহে; যাহারা সুতা বা পুত্রবধূগামী, তাহারা মহাজ্বালে; গুরুজনের অবমাননা বা আক্রোশকারী, বেদদূষক, বেদবিক্রয়ী বা অগম্যগামী বিবিধ মিশ্রনরকে; চোর বা মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী বিমোহে; দেব, দ্বিজ ও পিতৃদ্বেষী, রত্নদূষক ব্যক্তি কৃমিভক্ষ্যে; কুযজ্ঞকারী কৃমীশে; পিতৃদেব-অতিথি-পরিভাবক ব্যক্তি লালাভক্ষ্যে; শর-নির্ম্মাণ কর্ত্তা উৎকট বেধকে; খড়্গাদি অস্ত্রকর্ত্তা প্রভৃতি অতিভীষণ বিশসনে; অসৎ-প্রতিগ্রহকর্ত্তা অধোমুখে; অযাজ্য-যাজক নক্ষত্রবক্তা বা একাকী মিষ্টান্নভোক্তা, ইহারা কৃমিপূযে; লাক্ষা, মাংস, রস, তিল বা লবণ-বিক্রেতা এবং মার্জ্জার, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ বা বিহঙ্গ-পোষণকর্ত্তা ব্রাহ্মণও পূর্ব্বোক্ত নরকে; রঙ্গোপজীবী, কৈবর্ত্ত-ব্যবসায়ী, কুণ্ডাশী, বিষপ্রয়োক্তা, সূচক, মাহিষক, পর্ব্বদিনে স্ত্রী-সঙ্গমকারী, গৃহদাহী, মিত্রঘাতী, গ্রামযাজী বা সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ রুধিরান্ধ নরকে; মধুহা বা গ্রামহন্তা ব্যক্তি বৈতরণী নদীতে; রেতঃপানকর্ত্তা, মর্য্যাদাভেত্তা বা অশুচি, কুহক জীবিগণ কৃচ্ছ্র নরকে, বৃথা বনচ্ছেদী অসি-পত্র বনে; ঔরভ্রিক বা মৃগব্যাধগণ বহ্নিজ্বালে; অপাকে বহ্নিদানকর্ত্তা ব্রাহ্মণও পূর্ব্বোক্ত নরকে; ব্রতলোপী বা স্বীয় আশ্রম-ভ্রষ্ট ব্যক্তি সন্দংশযাতনায় এবং দিবা স্বপ্নে

পুত্ত্রৈরধ্যাপিতা যে তু তে পতন্তি শ্বভোজনে॥
এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
যেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ॥ ২৮
তথৈব পাপান্যেতানি তথান্যানি সহস্রশঃ।
ভুজ্যন্তে জাতিপুরুষৈর্নরকান্তরগোচরৈঃ॥২৯
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে॥ ৩০
অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দিবি দেবতাঃ।
দেবাশ্চধোমুখান্ সর্ব্বানধঃ পশ্যন্তি নারকান্॥
স্থাবরাঃ কৃময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ
ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্॥ ৩২
সহস্রভাগঃ প্রথমাদ্দ্বিতীয়োঽনুক্রমাত্তথা।
সর্ব্বে হ্যেতে মহাভাগা যাবন্মুক্তিসমাশ্রয়াঃ॥৩৩
যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকে কৈসঃ।
পাপকৃদ্যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ॥ ৩৪
পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্যথা।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ॥
পাপে গুরূণি গুরুণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি বিপ্রেন্দ্রা জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ॥৩৬
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥৩৭
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্॥৩৮
প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ান্নরঃ॥ ৩৯
বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি ভো বিপ্রা
বিষ্ণোস্তস্যানুকীর্ত্তনাৎ॥ ৪০
বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু।
তস্যান্তরায়ো বিপ্রেন্দ্রা দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্

রেতঃপাতয়িতা ব্রহ্মচারী ও পুত্রের নিকট অধ্যয়নকারী পিতা, এই উভয়েই শ্বভোজন নরকে; নিপাতিত হইয়া থাকে। ৭—২৭। এইরূপ এবং অন্যরূপ আরও অনেক ভীষণ নরক আছে; দুষ্কৃতকারীরা সেই সকল নরকে গিয়া বিষম যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যত প্রকার পাপ উক্ত হইল, ঐরূপ আরও সহস্র সহস্র পাপ আছে। নরক-নিমগ্ন স্ত্রী-পুরুষেরা সেই সকল পাপের ফলভোগ করিয়া থাকে। যাহারা কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই সকল লোক নিরয়-নিমগ্ন হয়। নারকী লোকেরা অধঃশিরা হইয়া স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা দেবতাদিগকে অবলোকন করে এবং স্বর্গবাসীরা নারকীদিগকে অধোমুখস্থিত অবলোকন করেন। হে মহাভাগগণ! স্থাবর, জঙ্গম, কৃমি, জলজ, স্থলজ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, ইহারা সকলেই কর্ম্মানুসারে ধার্ম্মিক হইতে পারে, এমন কি, দেবত্বও মুক্তি পর্য্যন্তও উহাদের কর্ম্মায়ত্ত হইয়া থাকে। যত জীব স্বর্গে আছে, নরকেও তত সংখ্যক জীব বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল পাপকর্ত্তা প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, তাহারাই নরক ভোগ করে। পরমর্ষিগণ অনেক চিন্তা করিয়া পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। গুরুতর পাপে গুরুতর এবং স্বল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! স্বায়ম্ভুব প্রভৃতিরা তপস্যা ও কর্ম্মাত্মক অশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে কৃষ্ণানুস্মরণই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিয়া যে ব্যক্তির অনুতাপ জন্মে, প্রায়শ্চিত্তও তাহারই পক্ষে বিহিত। সেই প্রায়শ্চিত্ত এক মাত্র হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ। পাপী নর প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও নিশাযোগে নারায়ণ নাম স্মরণ করিলে সদ্য সদ্য তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন কি, বিষ্ণুস্মরণে তাহার সর্ব্বপাপ ও পাপজনিত ক্লেশরাশি ক্ষয় হইয়া গেলে বিষ্ণুনাম-কীর্ত্তনে সে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি ব্যাপারে বাসুদেবে যাঁহার মন, মুক্তিলাভের প্রতি দেবেন্দ্রত্বাদি ফল লাভ তাঁহার বিঘ্ন

ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্ ।
ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্ ॥ ৪২
তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো দ্বিজঃ ।
ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংক্ষীণাখিলপাতকঃ ॥৪৩
মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৪
বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ের্ষ্যোদয়ায় চ ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্বস্তু দুঃখাত্মকং কুতঃ ॥ ৪৫
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে ।
তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে ॥৪৬
তস্মাদ্দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎসুখাত্মকম্ ।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ ॥ ৪৭
জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্মাজ্ঞানং বন্ধায় চেষ্যতে ।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্বিদ্যতে পরম্ ॥
বিদ্যাবিদ্যে হি ভো বিপ্রা জ্ঞানমেবাবধার্য্যতাম্
এবমেতন্ময়াখ্যাতং ভবতাং মণ্ডলং ভুবঃ । ৪৯
পাতালানি চ সর্ব্বাণি তথৈব নরকা দ্বিজাঃ ।
সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চৈব দ্বীপা বর্ষাণি নিম্নগাঃ ॥
সংক্ষেপাৎ সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পাতালনরককীর্ত্তনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

স্বরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে ।২৮-৪১। কোথায় পুনরায় সংসার-পতন-লক্ষণ নাক-পৃষ্ঠগমন আর কোথায়ই বা মুক্তিনিদান বাসুদেব-মন্ত্র জপ ? ফলতঃ ঐ উভয়ের পার্থক্য বিস্তর। অতএব ব্রাহ্মণ রাত্রিদিন বিষ্ণুস্মরণ করিবে, বিষ্ণুস্মরণে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইলে কাহারও নরক প্রাপ্তি ঘটে না। হে দ্বিজগণ! স্বর্গ মানুষের মনঃপ্রীতিকর, নরক তাহার বিপরীত, পাপ ও পুণ্য এই দুইটীকেই নরক ও স্বর্গ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। একই বস্তু একবার সুখ, একবার দুঃখ, এইরূপে কোপ, ঈর্ষা, দয়া, প্রীতি ও প্রসন্নতার নিমিত্ত হইয়া থাকে; সুতরাং কিছুই দুঃখাত্মক বা কিছুই সুখাত্মক নয়। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কেবল মনেরই পরিণতি মাত্র। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম, আর অজ্ঞানই বন্ধের কারণ। এই বিশ্ব জ্ঞানাত্মক, জ্ঞান হইতে পরম বস্তু আর কিছুই নাই। হে বিপ্রগণ! জ্ঞানকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারিত করুন। হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদের নিকট সমস্ত পাতাল ভূমণ্ডল, সমস্ত নরক, যাবতীয় সাগর, শৈল, দ্বীপ, বর্ষ ও সরিৎ প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করিলাম; এই সকলই সংক্ষেপে কথিত হইল; আর কি আপনারা শুনিতে ইচ্ছা করেন? ৪২—৫০।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কথিতং ভবতা সর্ব্বমস্মাকং সকলং তথা ।
ভুবর্লোকাদিকাংল্লোঁকান্ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্
তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা ।
সমাচক্ষ্ব মহাভাগ যথাবল্লোমহর্ষণ ॥ ২

লোমহর্ষণ উবাচ ।

রবিচন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাস্যতে ।
সসমুদ্রসরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥ ৩
যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলা ।
নভস্তাবৎপ্রমাণং হি বিস্তারপরিমণ্ডলম্ ॥ ৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ, লোমহর্ষণ! আপনি আমাদিগের নিকট সকলই কহিয়াছেন; এক্ষণে ভুবর্লোকাদি লোকসমূহের বিবরণ, গ্রহ-সংস্থান ও প্রমাণাদি যথাযথ বলুন, শুনিতে ইচ্ছা করি। লোমহর্ষণ কহিলেন,—রবি ও চন্দ্রের ময়ূখমালায় যাবৎ পর্য্যন্ত অবভাসিত হয়, এই সরিৎ-সমুদ্র-শৈল-সমন্বিতা পৃথিবী তাবৎ পর্য্যন্তই নির্ণীত। পৃথিবীর বিস্তার প্রমাণ যত, ঐ আকাশও তত পরিমাণই বিস্তৃত। হে বিপ্রগণ!

ভূমের্যোজনলক্ষে তু সৌরং বিপ্রাস্ত মণ্ডলম্।
লক্ষে দিবাকরাচ্চাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্॥
পূর্ণে শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে॥ ৬
দ্বিলক্ষে চোত্তরে বিপ্রা বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ।
তাবৎ প্রমাণভাগে তু বুধস্যাপ্যুশনা স্থিতঃ॥ ৭
অঙ্গারকোঽপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ॥ ৮
সৌরির্বৃহস্পতেরূর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সমবস্থিতঃ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাল্লক্ষমেকং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৯
ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ।
মেঢ়ীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ॥
ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতং সংক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ
ইজ্যাফলস্য ভূরেষা ইজ্যা চাত্র প্রতিষ্ঠিতা॥ ১১
ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ।
একযোজনকোটী তু মহর্লোকো বিধীয়তে॥ ১২
দ্বে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ
[illegible]ঃ।
সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা বিপ্রাশ্চামলচেতসঃ॥ ১৩
চতুর্গুণোত্তরং চোর্দ্ধং জনলোকাত্তপঃ স্মৃতম্।
বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দেহবিবর্জ্জিতাঃ॥
ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে
অপুনর্ম্মারকং যত্র সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্॥ ১৫
পাদগম্যং তু যৎ কিঞ্চিদ্বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ম্।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য মযোদিত
ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তমাঃ
ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যত্তু নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
স্বর্লোকঃ সোঽপি কথিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ
ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং বিপ্রেশ্চ পরিপঠ্যতে
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্॥ ১৯
কৃতকাকৃতকো মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽন্তং ন চ বিনশ্যতি

পৃথিবীর লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সৌরমণ্ডল অধিষ্ঠিত। চন্দ্রমণ্ডল দিবাকর হইতেও লক্ষ যোজন অন্তরে বিরাজিত। নিশাকর হইতে পূর্ণ শত সহস্র যোজন উপরিভাগে সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডল প্রকাশিত। নক্ষত্র মণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বুধগ্রহ বিরাজিত; আবার বুধ গ্রহ হইতেও তত পরিমাণ ঊর্দ্ধে শুক্র, শুক্রের তত প্রমাণে মঙ্গল, মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শনৈশ্চর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ শনৈশ্চরের এক লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল বিরাজমান। সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে শত সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্রীভূত ধ্রুব মণ্ডল অবস্থিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আমি সংক্ষেপতঃ ত্রৈলোক্যবার্ত্তা বিবৃত করিলাম। এই ভূমি ইজ্যাফলের আধার, ইজ্যা এখানে অধিষ্ঠিত। ধ্রুবস্থানের ঊর্দ্ধে মহর্লোক, এই লোকে কল্পবাসিগণের বাস। ঐ মহর্লোকের পরিমাণ এক কোটি যোজন। ১—১২।

জনলোক দুই কোটি যোজন; এই লোক সনন্দনাদি বিমলচিত্ত ব্রহ্মনন্দনগণের বাস ভূমি বলিয়া নির্ণীত। জনলোক হইতে চারিগুণ ঊর্দ্ধে তপোলোক অবস্থিত। এই লোকে বৈরাজ নামক দেহ-বিহীন দেবগণ বিরাজমান। তপোলোক হইতে ছয়গুণ ঊর্দ্ধে সত্যলোক বিরাজিত। এই লোকে সিদ্ধ মুনিগণের বাস। এখানে আসিলে পুনরায় আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে কিছু পাদগম্য পার্থিব বস্তু আছে, তাহা ভূর্লোক আখ্যায় অভিহিত। এই ভূর্লোকের বিস্তার আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হে দ্বিজগণ! ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যভাগে যে সিদ্ধ মুনি-সেবিত স্থান, তাহার নাম ভুবর্লোক; ধ্রুব ও সূর্য্যের অন্তরালে যে চতুর্দ্দশ নিযুত-যোজন স্থান, লোকস্থিতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে তাহার নাম স্বর্লোক। বিপ্রগণ এই ত্রৈলোক্যকে কৃতক এবং জন, তপ ও সত্য এই লোকত্রয়কে অকৃতক আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐ ত্রৈলোক্য

এতে সপ্ত মহালোকা ময়া বঃ কথিতা দ্বিজাঃ।
পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডস্যৈষ বিস্তরঃ ॥২১
এতদণ্ডকটাহেন তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
কপিত্থস্য যথা বীজং সর্ব্বতো বৈ সমাবৃতম্ ॥২২
দশোত্তরেণ পয়সা দ্বিজাশ্চাণ্ডঞ্চ তদ্বৃতম্।
স চাম্বুপরিবারোঽসৌ বহ্নিনা বেষ্টিতো বহিঃ॥
বহ্নিস্তু বায়ুনা বায়ুর্বিপ্রাস্তু নভসাবৃতঃ।
আকাশোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠা মহতা পরিবেষ্টিতঃ ॥২৪
দশোত্তরাণ্যশেষাণি বিপ্রাশ্চৈতানি সপ্ত বৈ।
মহান্তঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্ ॥ ২৫
অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানং চাপি বিদ্যতে।
তদনন্তমসংখ্যাতং প্রমাণেনাপি বৈ যতঃ ॥ ২৭
হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা দ্বিজাঃ।
অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ ॥ ২৭
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ।
দারুণ্যগ্নির্যথা তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানিহ ॥২৮
প্রধানেঽবস্থিতো ব্যাপী চেতনাত্মাত্মবেদনঃ।
প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতানুভূতয়া ॥ ২৯
বিষ্ণুশক্ত্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধৃতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ।
তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাবে কারণং সংশ্রয়স্য চ ॥৩০
ক্ষোভকারণভূতা চ সর্গকালে দ্বিজোত্তমাঃ।
যথা শৈত্যং জলে বাতো বিভর্ত্তি কণিকাগতম্
জগচ্ছক্তিস্তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মকম্।
যথা চ পাদপো মূলস্কন্ধশাখাদিসংযুতঃ ॥ ৬২
আদ্যবীজাৎ প্রভবতি বীজান্যন্যানি বৈ ততঃ।
প্রভবন্তি ততস্তেভ্যো ভবন্ত্যন্যে পরে দ্রুমাঃ
তেঽপি তল্লক্ষণদ্রব্যকারণানুগতা দ্বিজাঃ।
এবমব্যাকৃতাৎ পূর্ব্বং জায়ন্তে মহদাদয়ঃ ॥৩৪
বিশেষান্তাস্ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্তি সুরাদয়ঃ।
তেভ্যশ্চ পুত্রাস্তেষাং তু পুত্রাণাং পরমে সুতা

ও জন-তপঃপ্রভৃতি লোকত্রয়, ইহার মধ্য-ভাগে মহর্লোক কৃতকাকৃতক নামে কথিত। এই লোক শূন্যময়, কিন্তু কল্লান্তে ইহার নাশ নাই। হে দ্বিজগণ! এই সপ্ত মহালোক, সপ্ত পাতাল ও ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই ব্রহ্মাণ্ড তির্য্যক্ ও অধোভাবে কপিত্থবীজের ন্যায় অণ্ডকটাহ দ্বারা সর্ব্বতঃ সমাবৃত।১৩—২২। এই অণ্ড-কটাহ আবার দশ গুণাধিক জল দ্বারা, সেই জলবেষ্টন আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক বহ্নি দ্বারা, সেই বহ্নি আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক বায়ু দ্বারা, সেই বায়ু আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক আকাশ দ্বারা এবং সেই আকাশ আবার তদপেক্ষা দশগুণাধিক মহত্তত্ত্ব দ্বারা আবৃত। এই মহত্তত্ত্ব বেষ্টনপূর্ব্বক প্রধান বা প্রকৃতি অবস্থিত। এই প্রকৃতি অনন্ত; ইহার অন্ত কিম্বা সংখ্যা হয় না। কেন না প্রমাণ দ্বারা উহা অসংখ্যেয়। হে দ্বিজগণ! ঐ পরম প্রকৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের হেতুভূত। উল্লিখিত রূপ সহস্র সহস্র শত শত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঐ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত। দারুতে অগ্নির ন্যায় এবং তিলে তৈলের ন্যায় চৈতন্যাত্মা সর্ব্বব্যাপী পুরুষ এই প্রকৃতিতে সম্মিলিতভাবে অবস্থিত। এইরূপে পরস্পর সংশ্রয়ধর্ম্মী প্রধান এবং পুরুষ সর্ব্বভূতানুভূত বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বিধৃত। উক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি পুরুষ হইতে পৃথক্ ভাবে সকলের কারণ হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐ প্রকৃতিই ক্ষোভ-কারণভূত হয়। বায়ু যেমন জল কণিকাগত শৈত্যগুণ ধারণ করে, উল্লিখিত বিষ্ণুশক্তি তেমনি প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎকে ধারণ করিয়া থাকেন। যেমন মূল, স্কন্ধ ও শাখাদিসমন্বিত পাদপ আদ্য বীজ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, ঐ পাদপ হইতে অন্যান্য বীজসমষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সকল বীজ হইতে আবার অন্যান্য দ্রুমরাজি প্রাদুর্ভূত হয়, এবং এই দ্রুমরাজি আবার তত্তৎ লক্ষণসম্পন্ন দ্রব্য ও কারণের অনুগত হইয়া থাকে; এইরূপে অবিকৃত মূলপ্রকৃতি হইতেই মহদাদি বিশেষান্ত প্রাদুর্ভূত হয় এবং সেই সকল হইতেই সুরাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন। সেই সুরাদি হইতেই পরপর তাঁহাদের পুত্র-

বীজাদ্বৃক্ষপ্ররোহেণ যথা নাপচয়াস্তরোঃ।
ভূতানাং ভূতসর্গেণ নৈবাস্ত্যপচয়স্তথা॥ ৩৬
সন্নিধানাদ্যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ।
তথৈবাপরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ॥ ৩৭
ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডকোষাস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলঃ॥
তুষাঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতুসামগ্র্যমাসাদ্য মুনিসত্তমাঃ॥৩৯
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ।
বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ॥ ৪০
স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিন্বিলয়মেষ্যতি॥ ৪১
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম সদসৎ পরমং পদম্।
যস্য সর্ব্বমভেদেন জগদেতচ্চরাচরম্॥ ৪২
স এব মূলপ্রকৃতির্ব্যক্তরূপী জগচ্চ সঃ।
তস্মিন্নেব লয়ং সর্ব্বং যাতি তত্র চ তিষ্ঠতি॥ ৪৩
কর্ত্তা ক্রিয়াণাং স চ ইজ্যতে ক্রতুঃ
স এব তৎ কর্ম্মফলঞ্চ তস্য যৎ।
যুগাদি যস্মাচ্চ ভবেদশেষতো
হরের্ন কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি তৎ॥ ৪৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ভূর্ভুবঃস্বরাদি-
কীর্ত্তনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করে। বৃক্ষের বীজ হইতে বৃক্ষপ্ররোহ প্রাদুর্ভূত হইলে যেমন ঐ বীজজনক বৃক্ষের বিনাশ হয় না, তেমনি ভূত হইতে ভূতসৃষ্টিতে ভূতাপচয় ঘটে না। যেমন সন্নিধানবশতঃ আকাশ ও কালাদি তরুর কারণ হয়, তেমনি ভগবান্ হরিই অপরিণামক্রমে এই দৃশ্য বিশ্বের কারণ। যেমন একমাত্র ব্রীহিবীজ হইতে মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা সকল সমুৎপন্ন, তেমনি আত্মা হইতেই এই সমস্ত দৃশ্য বিশ্ব আবির্ভূত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! প্ররোহহেতু সমষ্টি প্রাপ্ত হইয়া দেবাদি দেহ সকল বিবিধ কর্ম্ম-পরম্পরাতেই বিরাজিত। উহারা বিষ্ণু-শক্তি প্রাপ্ত হইয়াই প্ররোহ প্রাপ্ত হয়। সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই সর্ব্ব-জগৎ সমুদ্ভূত। তিনিই জগন্ময়, তাঁহাতেই জগৎ অবস্থিত এবং তাঁহাতেই আবার লয় প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্মই সৎ ও অসৎস্বরূপ পরম বস্তু। এই চরাচর সমগ্র জগৎ তাঁহা হইতে অভিন্নাকারে বিরাজমান। তিনিই মূল প্রকৃতি, এই জগৎ তাঁহারই ব্যক্তাকৃতি। তাঁহাতে সমস্ত লয় পায় এবং তাঁহাতেই সকল অবস্থান করে। তিনি সর্ব্বক্রিয়ার কর্ত্তা; তিনিই ক্রতুরূপে পূজ্য, ক্রতুর যাহা কর্ম্মফল, তাহাও তিনিই, যুগাদি যাহা কিছু, সকলই সেই অনন্ত হরি হইতে আবির্ভূত। তাঁহা হইতে কিছুই ব্যতিরিক্ত নয়। ২৩—৪৪।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ॥

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবি রূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ॥
সৈষ ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্।
ভ্রমন্তমনু তং যান্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।
বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈর্ধ্রুবে বদ্ধানি তানি বৈ॥ ৩

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু হরির যে তারকাময় স্বর্গীয় শিশুমারাকৃতি রূপ, তাহার পুচ্ছদেশে ধ্রুব অবস্থিত। তিনি ভ্রমণ করিতে থাকিলে রবি চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণও ভ্রমিত হইয়া থাকে। তদীয় ভ্রমণ-কালীন নক্ষত্রপুঞ্জ চক্রের ন্যায় তাঁহার অনু-সরণ করে। সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও নক্ষত্র-নিকর, অন্যান্য গ্রহগণ সহ বাতানীকময়

শিশুমারাকৃতি প্রোক্তং যদ্রূপং জ্যোতিষাং দিবি।
নারায়ণঃ পরং ধাম তস্যাধারঃ স্বয়ং হৃদি ॥ ৪
উত্তানপাদতনয়স্তমারাধ্য প্রজাপতিম্।
স তারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥৫
আধারঃ শিশুমারস্য সর্ব্বাধ্যক্ষো জনার্দ্দনঃ।
ধ্রুবস্য শিশুমারশ্চ ধ্রুবে ভানুর্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬
তদাধারং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্।
যেন বিপ্রা বিধানেন তন্মে শৃণুত সাম্প্রতম্ ॥৭
বিবস্বানষ্টভির্মাসৈগ্র্যস্ত্যপো রসাত্মিকাঃ।
বর্ষত্যম্বু ততশ্চান্নমন্নাদমখিলং জগৎ ॥ ৮
বিবস্বানংশুভিস্তীক্ষ্ণৈরাদায় জগতো জলম্।
সোমং পুষ্যত্যথেন্দুশ্চ বায়ুনাড়ীময়ৈর্দিব ॥ ৯
জলৈর্বিক্ষিপ্যতেঽভ্রেষু ধূমাগ্ন্যনিলমূর্ত্তিষু।
ন ভ্রশ্যন্তি যতস্তেভ্যো জলান্যভ্রাণি তান্যতঃ
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সংস্কারং কালজনিতং বিপ্রাশ্চাসাঞ্চ নির্ম্মলাঃ ॥
সরিৎসমুদ্রা ভৌমাস্তু তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ।
চতুষ্প্রকারা ভগবানাদত্তে সবিতা দ্বিজাঃ ॥ ১২
আকাশগঙ্গাসলিলং তথাহৃত্য গভস্তিমান্।
অনভ্রগতমেবোর্ব্ব্যাং সদ্যঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥
তস্য সংস্পর্শনির্ধৃতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তমাঃ।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যো দিব্যং স্নানং হি তৎস্মৃতম্ ॥ ১৪
দৃষ্টসূর্য্যং হি তদ্বারি পতত্যভ্রৈর্বিনা দিবঃ।
আকাশগঙ্গাসলিলং তদ্গোভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ
কৃত্তিকাদিষু ঋক্ষেষু বিষমেষ্বম্বু যদ্দিবঃ।
দৃষ্টার্কং পতিতং জ্ঞেয়ং তদ্গাঙ্গং দিগ্গজোদ্ধৃতম্ ॥ ১৬
যুগ্মর্ক্ষেষু তু যত্তোয়ং পতত্যর্কোদ্ধৃতং দিবঃ।

পাশ বন্ধনে ধ্রুবের সহিত আবদ্ধ। স্বর্গে যে শিশুমারাকৃতি জ্যোতিষ্ক রূপ বর্ণিত আছে, পরম ধাম স্বয়ং নারায়ণই তাহার আধার। উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুব সেই প্রজাপতিকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তিনি সেই তারাময় শিশুমারের পুচ্ছদেশে স্থান প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বাধ্যক্ষ জনার্দ্দন শিশুমারের আধার। ধ্রুবের আধার শিশুমার এবং ভানুর আধার ধ্রুব। ধ্রুবেই ভানুর অবস্থান। হে বিপ্রগণ! যেরূপ ক্রমে এই সুরাসুর-নর-পরিবৃত জগৎ ঐ ভানুতে বিরাজমান, তাহা এক্ষণে আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। বিবস্বান্ ক্রমাগত আটমাস যাবৎ রস গ্রহণপূর্ব্বক অনন্তর সেই রসাত্মক জল বর্ষণ করেন। সেই জল হইতে অন্ন হয় এবং সেই অন্ন দ্বারাই নিখিল জগৎ পরিপালিত হইয়া থাকে। বিবস্বান্ আপনার তীক্ষ্ণ করনিকর দ্বারা জগৎ হইতে জল গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা চন্দ্রকে পরিপুষ্ট করেন। সেই চন্দ্র, বায়ুনাড়ীময় জল দ্বারা ধূম, জ্যোতি ও বায়ুমূর্ত্তিময় অভ্রবৃন্দে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ অভ্রবৃন্দ হইতে জলরাশি ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া তাহার নাম অভ্র। অভ্রবৃন্দে যে সকল জল অবস্থিত, উহারা কালজনিত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল হয় এবং বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পতিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! জল চতুর্ব্বিধ; সরিৎসংস্থিত, সামুদ্রিক, ভৌম ও প্রাণিসম্ভব। ভগবান সবিতা এই চারি প্রকার জলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১—১২। এতদ্ভিন্ন দিনকর আকাশগঙ্গার জল আহরণ করত স্বীয় রশ্মি সহযোগে সদ্যই ভূতলে নিক্ষেপ করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই জল সংস্পর্শে কোন কোন মানবের পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া যায় এবং তাহাতেই তাহাদের স্বর্গীয় স্নান সম্পন্ন হয়; এইজন্য তাহাদিগকে আর নরকনিমগ্ন হইতে হয় না। ঐ আকাশগঙ্গার জল সূর্য্যসংস্পৃষ্ট হইয়া বিনা মেঘেই স্বর্গ হইতে পতিত হয়। ফলতঃ সৌরকর সাহায্যেই ভূতলে উহা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কৃত্তিকাদি বিষম নক্ষত্রে আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহা দিগ্গজোৎক্ষিপ্ত সূর্য্যস্পৃষ্ট স্বর্গগঙ্গার জল বলিয়াই জানিবেন। যুগ্ম নক্ষত্রে আকাশ

তৎসূর্য্যরশ্মিভিঃ সদ্যঃ সমাদায় নিরস্যতে ॥১৭
উভয়ং পুণ্যমত্যর্থং নৃণাং পাপহরং দ্বিজাঃ।
আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যং স্নানং দ্বিজোত্তমাঃ
যত্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎ প্রাণিনাং দ্বিজাঃ।
পুষ্ণাত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা জীবনায়ামৃতং হি তৎ ॥
তেন বৃদ্ধিং পরাং নীতঃ সকলশ্চৌষধীগণঃ।
সাধকঃ ফলপাকান্তঃ প্রজানান্ত প্রজায়তে ॥২০
তেন যজ্ঞান্ যথাপ্রোক্তান্মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ।
কুর্ব্বতেঽহরহশ্চৈব দেবানাপ্যায়য়ন্তি তে ॥ ২১
এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপূর্ব্বকাঃ।
সর্ব্বদেবনিকায়াশ্চ পশুভূতগণাশ্চ যে ॥ ২২
বৃষ্ট্যা ধৃতমিদং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
সাপি নিষ্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সবিত্রা মুনিসত্তমাঃ ॥২৩
আধারভূতঃ সবিতুর্ধ্রুবো মুনিবরোত্তমাঃ।

হইতে যে সূর্য্যোদ্ধৃত জল পতিত হয়, জানিতে হইবে, তাহা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সদ্যই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। হে দ্বিজবরগণ! আকাশগঙ্গার উল্লিখিত উভয়বিধ জলই অতীব পবিত্র ও পাপহর এবং ঐ জল স্পর্শই দিব্য স্নান। এতদ্ভিন্ন যে জল মেঘ দ্বারা সমুৎসৃষ্ট হয়, তাহাতে ওষধি সকল পরিপুষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রাণীদিগের জীবনধারণ বিষয়ে তাহা অমৃতস্বরূপ হয়। সমস্ত ওষধিই তাহা দ্বারা সবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফল পাকিলেই ওষধির অবসান হয়; ওষধিই প্রজাগণের জীবনধারণের প্রধান উপায়। শাস্ত্রদর্শী মানবগণ ওষধি দ্বারাই যথাবিধি যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং অহরহ দেবগণের তৃপ্তিবিধান করেন। এইরূপ কি যজ্ঞ, কি বেদ, কি দ্বিজাদি বর্ণচতুষ্টয়, কি দেবগণ, কি পশু ও ভূত প্রভৃতি সকলেই সেই ওষধি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব এই চরাচর সমগ্র জগৎ একমাত্র বৃষ্টি দ্বারাই ধৃত এবং সেই বৃষ্টি সূর্য্য হইতেই নিষ্পন্ন। হে মুনিবরগণ! সেই সূর্য্য

ধ্রুবস্য শিশুমারোঽসৌ সোঽপি নারায়ণাশ্রয়ঃ
হৃদি নারায়ণস্তস্য শিশুমারস্য সংস্থিতঃ।
বিভর্ত্তা সর্ব্বভূতানামাদিভূতঃ সনাতনঃ ॥ ২৫
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাণ্ডং সমুদাহৃতম্।
ভূসমুদ্রাদিভির্যুক্তং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ২৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ধ্রুবসংস্থিতি-
নিরূপণং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
বক্তুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ শ্রোতুং নো বর্ত্ততে মনঃ ॥ ১
লোমহর্ষণ উবাচ।
যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ২

ধ্রুবাধারে অধিষ্ঠিত। ধ্রুবের আধার শিশুমার এবং তাহার আধার নারায়ণ। নারায়ণ শিশুমারের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই সর্ব্বভূতের বিধাতা, এবং তিনিই আদিভূত সনাতন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি ভূ-সাগরাদি-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম; বলুন,—আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ১৩—২৬।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, তাহা শুনিবার জন্য আমাদের মন ব্যগ্র হইয়াছে, তুমি এক্ষণে সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল। লোমহর্ষণ কহিলেন,—যাঁহার বিদ্যা, কীর্ত্তি ও তপশ্চর্য্যা আছে, এবং যাঁহার হস্ত, পদ ও মন সুসংযত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই

মনো বিশুদ্ধং পুরুষস্য তীর্থং
বাচাং তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চ।
এতানি তীর্থানি শরীরজানি
স্বর্গস্য মার্গং প্রতিবোধয়ন্তি ॥ ৩
চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানৈর্ন শুধ্যতি।
শতশোঽপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচি ॥
ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ।
দুষ্টাশয়ং দম্ভরুচিং পুনন্তি ব্যুত্থিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫
ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র যত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা ॥ ৬
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ।
সংক্ষেপেণ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পৃথিব্যাং যানিকানি বৈ
বিস্তরেণ ন শক্যন্তে বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
প্রথমং পুষ্করং তীর্থং নৈমিষারণ্যমেব চ।
প্রয়াগঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মারণ্যং দ্বিজোত্তমাঃ।
ধেনুকং চম্পকারণ্যং সৈন্ধবারণ্যমেব চ ॥ ৯
পুণ্যঞ্চ মগধারণ্যং দণ্ডকারণ্যমেব চ।
গয়া প্রভাসং শ্রীতীর্থং দিব্যং কনখলং তথা ॥
ভৃগুতুঙ্গং হিরণ্যাক্ষং ভীমারণ্যং কুশস্থলীম্।
লোহাকুলং সকেদারং মন্দরারণ্যমেব চ ॥ ১১
মহাবলং কোটিতীর্থং সর্ব্বপাপহরং তথা।
রূপতীর্থং শূকরবং চক্রতীর্থং মহাফলম্ ॥ ১২
যোগতীর্থং সোমতীর্থং তীর্থং সাহোটকং তথা।
তীর্থং কোকামুখং পুণ্যং বদরীশৈলমেব চ ॥
সোমতীর্থং তুঙ্গকূটং তীর্থং স্কন্দাশ্রমং তথা।
কোটিতীর্থঞ্চাগ্নিপদং তীর্থং পঞ্চশিখং তথা ॥১৪
ধর্ম্মোদ্ভবং কোটিতীর্থং তীর্থং বাধপ্রমোচনম্।
গঙ্গাদ্বারং পঞ্চকূটং মধ্যকেসরমেব চ ॥ ১৫
চক্রপ্রভং মতঙ্গঞ্চ কুশদণ্ডঞ্চ বিশ্রুতম্।
দংষ্ট্রাকুণ্ডং বিষ্ণুতীর্থং সার্ব্বকামিকমেব চ ॥ ১৬
তীর্থং মৎস্যতিলঞ্চৈব বদরী সুপ্রভং তথা।
ব্রহ্মকুণ্ডং বহ্নিকুণ্ডং তীর্থং সত্যপদং তথা ॥১৭
চতুঃস্রোতশ্চতুঃশৃঙ্গং শৈলং দ্বাদশধারকম্।
মানসং স্থূলশৃঙ্গঞ্চ স্থূলদণ্ডং তথোর্ব্বশী ॥ ১৮
লোকপালং মনুবরং সোমাহ্বশৈলমেব চ।
সদাপ্রভং মেরুকুণ্ডং তীর্থং সোমাভিষেচনম্ ॥

তীর্থফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ মন, বাক্যসংযম এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই কয়টীই পুরুষের শরীর-সম্ভূত তীর্থ; এই সকল তীর্থই স্বর্গমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যাহার চিত্ত অবিশুদ্ধ বা দুষ্ট, জল দ্বারা শত ধৌত অশুচি সুরাভাণ্ডের ন্যায় তীর্থস্নানে তাহার শুদ্ধিলাভ কখনই হয় না। তীর্থ, দান, ব্রত বা আশ্রম, ইহার কিছু দ্বারাই ইন্দ্রিয়াসক্ত দাম্ভিক লোকের বিশুদ্ধি ঘটে না। ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করিয়া নর যেখানেই কেন বাস করুক না, সেই সেই স্থানই তাঁহার পক্ষে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্কর তীর্থস্বরূপ হয়। যাহা হউক, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অতঃপর আপনারা পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, তৎসমস্তের নাম শ্রবণ করুন। পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বলা, শতবর্ষেরও কর্ম্ম নয়; অতএব সংক্ষেপতঃই ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে পুষ্কর তীর্থ, অনন্তর নৈমিষারণ্য; এইরূপে প্রয়াগ, ধর্ম্মারণ্য, ধেনুক, চম্পকারণ্য, সৈন্ধবারণ্য, পবিত্র মগধারণ্য, দণ্ডকারণ্য, গয়া, প্রভাস, শ্রীতীর্থ,দিব্য কনখল, ভৃগুতুঙ্গ, হিরণ্যাক্ষ, ভীমারণ্য, কুশস্থলী, লোহাকুল, কেদার, মন্দরারণ্য, মহাবল, সর্ব্বপাপহর, কোটিতীর্থ, রূপতীর্থ, শূকরব, মহাফল চক্রতীর্থ, যোগতীর্থ, সোমতীর্থ, সাহোটক, কোকামুখ, পবিত্র বদরীশৈল, সোমতীর্থ, তুঙ্গকূট, স্কন্দাশ্রম, কোটিতীর্থ অগ্নিপদ, পঞ্চশিখ তীর্থ, কোটিতীর্থ ধর্ম্মোদ্ভব, বাধপ্রমোচন, গঙ্গাদ্বার, পঞ্চকূট, পঞ্চশিখ, মধ্যকেশর। ১—১৫। চক্রপ্রভ, মতঙ্গ, কুশদণ্ড, দংষ্ট্রাকুণ্ড, সর্ব্বকামপ্রদ বিষ্ণুতীর্থ, মৎস্যতিল, সুপ্রভ, ব্রহ্মকুণ্ড, বহ্নিকুণ্ড, সত্যপদ, চতুঃস্রোতঃ, চতুঃশৃঙ্গ, দ্বাদশধারক, মানস, স্থূলশৃঙ্গ, স্থূলদণ্ড, উর্ব্বশী তীর্থ, লোকপাল, মনুবর, সোমাহ্ব শৈল,

মহাস্রোতং কোটরকং পঞ্চধারং ত্রিধারকম্।
সপ্তধারৈকধারঞ্চ তীর্থং চামরকন্টকম্ ॥ ২০
শালগ্রামং চক্রতীর্থং কোটিক্রমমনুত্তমম্।
বিশ্বপ্রভং দেবহ্রদং তীর্থং বিষ্ণুহ্রদং তথা ॥ ২১
শঙ্খপ্রভং দেবকুণ্ডং তীর্থং বজ্রায়ুধং তথা।
অগ্নিপ্রভঞ্চ পুন্নাগং দেবপ্রভমনুত্তমম্ ॥ ২২
বিদ্যাধরং সগান্ধর্ব্বং শ্রীতীর্থং ব্রহ্মণো হ্রদম্।
সাতীর্থং লোকপালাখ্যং মণিপুরগিরিং তথা ॥
তীর্থং পঞ্চহ্রদঞ্চৈব পুণ্যং পিণ্ডারকং তথা।
মলব্যং গোপ্রভাবঞ্চ গোবরং বটমূলকম্ ॥ ২৪
স্নানদণ্ডং প্রয়াগঞ্চ গুহ্যং বিষ্ণুপদং তথা।
কন্যাশ্রমং বায়ুকুণ্ডং জম্বুমার্গং তথোত্তমম্ ॥২৫
গভস্তিতীর্থঞ্চ তথা যযাতিপতনং শুচি।
কোটীতীর্থং ভদ্রবটং মহাকালবনং তথা ॥ ২৬
নর্ম্মদাতীর্থমপরং তীর্থবজ্রং তথার্ব্বুদম্।
পিঙ্গুতীর্থং সবাসিষ্ঠং তীর্থঞ্চ পৃথুসঙ্গমম্ ॥২৭
তীর্থং দৌর্ব্বাসিকং নাম তথা পিঙ্গরকং শুভম্।
ঋষিতীর্থং ব্রহ্মতুঙ্গং বসুতীর্থং কুমারিকম্ ॥২৮
শক্রতীর্থং পঞ্চনদং রেণুকাতীর্থমেব চ।
পৈতামহঞ্চ বিমলং রুদ্রপাদং তথোত্তমম্ ॥ ২৯
মণিমন্তঞ্চ কামাখ্যং কৃষ্ণতীর্থং কুশাবিলম্।
যজনং যাজনঞ্চৈব তথৈব ব্রহ্মবালুকম্ ॥ ৩০
পুষ্পন্যাসং পুণ্ডরীকং মণিপুরং তথোত্তরম্।
দীর্ঘসত্রং হয়পদং তীর্থং চানশনং তথা ॥ ৩১
গঙ্গোদ্ভেদং শিবোদ্ভেদং নর্ম্মদোদ্ভেদমেব চ।
বস্ত্রাপদং দারুবলং ছায়ারোহণমেব চ ॥ ৩২
সিদ্ধেশ্বরং মিত্রবলং কালিকাশ্রমমেব চ।
বটাবটং ভদ্রবটং কৌশাম্বী চ দিবাকরম্ ॥৩৩
দ্বীপং সারস্বতঞ্চৈব বিজয়ং কামদং তথা।
রুদ্রকোটিং সুমনসং তীর্থং সদ্রাবনামিতম্ ॥ ৩৪
স্যমন্তপঞ্চকং তীর্থং ব্রহ্মতীর্থং সুদর্শনম্।
সততং পৃথিবীসর্গং পারিপ্লবপৃথূদকৌ ॥ ৩৫
দশাশ্বমেধিকং তীর্থং সর্পিজং বিষয়ান্তিকম্।
কোটিতীর্থং পঞ্চনদং বারাহং যক্ষিণীহ্রদম্ ॥৩৬
পুণ্ডরীকং সোমতীর্থং মুঞ্জবটং তথোত্তমম্।
বদরীবনমাসীনং রত্নমূলকমেব চ ॥ ৩৭
লোকদ্বারং পঞ্চতীর্থং কপিলাতীর্থমেব চ।
সূর্য্যতীর্থং শঙ্খিনী চ গবাং ভবনমেব চ ॥ ৩৮
তীর্থঞ্চ যক্ষরাজস্য ব্রহ্মাবর্ত্তং সুতীর্থকম্।
কামেশ্বরং মাতৃতীর্থং তীর্থং শীতবনং তথা ॥ ৩৯
স্নানলোমাপহঞ্চৈব মাসসংসরকং তথা।
দশাশ্বমেধং কেদারং ব্রহ্মোডুম্বরমেব চ ॥ ৪০

সদাপ্রভ মেরুকুণ্ড, সোমাভিষেক, মহাস্রোত, কোটরক, পঞ্চধার, ত্রিধারক, সপ্তধার, একধার, অমরকণ্টক, শালগ্রাম চক্রতীর্থ, কোটিক্রম, বিশ্বপ্রভ, দেবহ্রদ, বিষ্ণুহ্রদ, শঙ্খপ্রভ, দেবকুণ্ড, বজ্রায়ুধ, অগ্নি প্রভ, পুন্নাগ, দেবপ্রভ, বিদ্যাধর, গান্ধর্ব্ব, শ্রীতীর্থ, ব্রহ্মহ্রদ, লোকপাল তীর্থ, মণিপুরগিরি, পঞ্চহ্রদ, পবিত্র পিণ্ডারক, মালব্য, গোপ্রভাব, গোবর, বটমূলক, স্নানদণ্ড, প্রয়াগ, গুহ্য বিষ্ণুপদ, কন্যাশ্রম, বায়ুকুণ্ড, জম্বুমার্গ, গভস্তি তীর্থ, যযাতি-পতন, কোটিতীর্থ ভদ্রবট, মহাকালবন, নর্ম্মদাতীর্থ, বজ্রতীর্থ, অর্ব্বুদ, পিঙ্গু, বাশিষ্ঠ, পৃথু সঙ্গম, দৌর্ব্বাসিক, পিঙ্গরক, ঋষিতীর্থ, ব্রহ্মতুঙ্গ, বসুতীর্থ, কুমারিক, শক্রতীর্থ, পঞ্চনদ, রেণুকাতীর্থ, বিমল পৈতামহ, উত্তম রুদ্রপাদ, মণিমন্ত, কামাখ্য কৃষ্ণতীর্থ, কুশাবিল, যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক। পুষ্পন্যাস, পুণ্ডরীক, মণিপুর, উত্তর দীর্ঘসত্র, হয়পদ, অনশন, গঙ্গোদ্ভব, শিবোদ্ভেদ, নর্ম্মদোদ্ভেদ, বস্ত্রাপদ, দারুবল, ছায়ারোহণ, সিদ্ধেশ্বর, মিত্রবল, কালিকাশ্রম, বটাবট, ভদ্রবট, কৌশাম্বী, দিবাকর, সারস্বত দ্বীপ, বিজয়, কামদ, রুদ্রকোটি, সুমনস, সদ্রাবনামিত, স্যমন্তপঞ্চক, ব্রহ্মতীর্থ, সুদর্শন, পৃথিবীসর্গ, পারিপ্লব, পৃথূদক, দশাশ্বমেধিক, সর্পিজ, বিষয়ান্তিক, কোটিতীর্থ পঞ্চনদ, বরাহ, যাক্ষিণীহ্রদ, পুণ্ডরীক, সোমতীর্থ মুঞ্জবট, বদরীবন, রত্নমূলক, লোকদ্বার, পঞ্চতীর্থ, কপিলাতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, শঙ্খিনীতীর্থ, গোভবনতীর্থ, যক্ষরাজ তীর্থ, সুতীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কামেশ্বর মাতৃতীর্থ, শীতবন, স্নানলোমাপহ, মাসসংসরক, দাশ্বমেধ, কেদার,

সপ্তর্ষিকুণ্ডঞ্চ তথা তীর্থং দেব্যাঃ সুজম্বুকম্।
ঈহাস্পদং কোটিকূটং কিন্দানং কিঞ্জপং তথা ॥ ৪১
কারণ্ডবং চাবেধ্যঞ্চ ত্রিবিষ্টপমথাপরম্।
পাণিখাতং মিশ্রকঞ্চ মধুবটমনোজবৌ ॥ ৪২
কৌশিকী দেবতীর্থঞ্চ তীর্থঞ্চ ঋণমোচনম্।
দিব্যঞ্চ নৃগধূমাখ্যং তীর্থং বিষ্ণুপদং তথা ॥ ৪৩
অমরাণাং হ্রদং পুণ্যং কোটিতীর্থং তথাপরম্।
শ্রীকুঞ্জং শালিতীর্থঞ্চ নৈমিষেয়ঞ্চ বিশ্রুতম্ ॥ ৪৪
ব্রহ্মস্থানং সোমতীর্থং কন্যাতীর্থং তথৈব চ।
ব্রহ্মতীর্থং মনস্তীর্থং তীর্থং বৈ কারুপাবনম্ ॥৪৫
সৌগন্ধিকবনঞ্চৈব মণিতীর্থং সরস্বতী।
ঈশানতীর্থং প্রবরং পাবনং পাঞ্চযজ্ঞিকম্ ॥৪৬
ত্রিশূলধারং মাহেন্দ্রং দেবস্থানং কৃতালয়ম্।
শাকম্ভরী দেবতীর্থং সুবর্ণাক্ষং কলিং হ্রদম্ ॥৪৭
ক্ষীরস্রবং বিরূপাক্ষং ভৃগুতীর্থং কুশোদ্ভবম্।
ব্রহ্মতীর্থং ব্রহ্মযোনিং নীলপর্ব্বতমেব চ ॥ ৪৮
কুব্জাম্রকং ভদ্রবটং বসিষ্ঠপদমেব চ।
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং কালিকাশ্রমমেব চ ॥ ৪৯
রুদ্রাবর্ত্তং সুগন্ধাশ্বং কপিলাবনমেব চ।
ভদ্রকর্ণহ্রদঞ্চৈব শঙ্কুকর্ণহ্রদং তথা ॥ ৫০
সপ্তসারস্বতঞ্চৈব তীর্থমৌশনসং তথা।
কপালমোচনঞ্চৈব অবকীর্ণঞ্চ কাম্যকম্ ॥ ৫১
চতুঃসামুদ্রিকঞ্চৈব শতিকঞ্চ সহস্রিকম্।
রেণুকং পঞ্চবটকং বিমোচনমথৌজসম্ ॥ ৫২
স্থাণুতীর্থং কুরোস্তীর্থং স্বর্গদ্বারং কুশধ্বজম্।
বিশ্বেশ্বরং মানবকং কূপং নারায়ণাশ্রয়ম্ ॥ ৫৩
গঙ্গাহ্রদং বটঞ্চৈব বদরীপাটনং তথা।
ইন্দ্রমার্গমেকরাত্রং ক্ষীরকাবাসমেব চ ॥ ৫৪
সোমতীর্থং দধীচঞ্চ শ্রুততীর্থঞ্চ ভো দ্বিজাঃ।
কোটিতীর্থস্থলীঞ্চৈব ভদ্রকালীহ্রদং তথা ॥ ৫৫
অরুন্ধতীবনঞ্চৈব ব্রহ্মাবর্ত্তং তথোত্তমম্।
অশ্ববেদী কুব্জাবনং যমুনাপ্রভবং তথা ॥ ৫৬
বীরং প্রমোক্ষং সিন্ধুত্থমৃষিকুল্যা সকৃত্তিকম্।
উর্ব্বীসংক্রমণঞ্চৈব মায়াবিদ্যোদ্ভবং তথা ॥ ৫৭
মহাশ্রমো বৈতসিকারূপং সুন্দরিকাশ্রমম্।
বাহুতীর্থং চারুনদীং বিমলাশোকমেব চ ॥ ৫৮
তীর্থং পঞ্চনদঞ্চৈব মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
সোমতীর্থং সিতোদঞ্চ তীর্থং মৎস্যোদরী তথা
সূর্য্যপ্রভং সূর্য্যাতীর্থমশোকবনমেব চ।
অরুণাস্পদং কামদঞ্চ শুক্রতীর্থং সবালুকম্ ॥৬
পিশাচমোচনঞ্চৈব সুভদ্রাহ্রদমেব চ।
কুণ্ডং বিমলদণ্ডস্য তীর্থং চণ্ডেশ্বরস্য চ ॥ ৬১

ব্রহ্মোদুম্বর, সপ্তর্ষিকুণ্ড, দেবীতীর্থ, সুজম্বুক, ঈটাস্পদ, কোটিকূট, কিন্দান, কিঞ্জপ, কারাণ্ডব, অবেধ্য, ত্রিবিষ্টপ, পাণিখাত, মিশ্রক, মধুবট, মনোজব, কৌশিকী, দেবতীর্থ, ঋণমোচন, মৃগধূম, বিষ্ণুপদ, কোটিতীর্থ অমরহ্রদ, শ্রীকুঞ্জ, শালিতীর্থ, নৈমিষেয়, ব্রহ্মস্থান, সোমতীর্থ, কন্যাতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, মনস্তীর্থ, কুরুপাবন ; সৌগন্ধিকবন, মণিতীর্থ, সরস্বতীতীর্থ, ঈশানতীর্থ, পাঞ্চযজ্ঞিক, ত্রিশূলধার, মাহেন্দ্র, দেবস্থান, কৃতালয়, দেবতীর্থ, শাকম্ভরী, সুবর্ণতীর্থ, কালীহ্রদ, ক্ষীরস্রব, বিরূপাক্ষ, ভৃগুতীর্থ, কুশোদ্ভব, ব্রহ্মতীর্থ, ব্রহ্মযোনি, নীলাচল, কুব্জাম্রক, ভদ্রবট, বাশিষ্ঠপদ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, কালিকাশ্রম, রুদ্রাবর্ত্ত, সুগন্ধাশ্ব, কপিলাবন, ভদ্রকর্ণহ্রদ, শঙ্কুকর্ণহ্রদ।৩৬-৫০। সপ্তসারস্বত, ঔশনস, কপালমোচন, অবকীর্ণ, কাম্যক, চতুঃসামুদ্রিক, শতিক, সহস্রিক, রেণুক, পঞ্চবটক, বিমোচন, ঔজস, স্থাণুতীর্থ, কুরুতীর্থ, স্বর্গদ্বার, কুশধ্বজ, বিশ্বেশ্বর, মানবক কূপ, নারায়ণাশ্রম, গঙ্গাহ্রদ, বট, বদরীপাটন, ইন্দ্রমার্গ, একরাত্র, ক্ষীরকাবাস, সোমতীর্থ, দধীচতীর্থ, শ্রুততীর্থ, কোটিতীর্থস্থলী, ভদ্রকালীহ্রদ, অরুন্ধতীবন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, অশ্ববেদী, কুব্জাবন, যমুনাপ্রভব, বীরপ্রমোক্ষ, সিন্ধুত্থ, ঋষিকুল্যা, কৃত্তিকা, উর্ব্বীসংক্রমণ, মায়াবিদ্যোদ্ভব, মহাশ্রম বৈতসিকারূপ, সুন্দরিকাশ্রম, বাহুতীর্থ, চারুনদী, বিমলাশোক, পঞ্চনদ, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়ের সোমতীর্থ, সিতোদ, মৎস্যোদরী, সূর্য্যপ্রভ, সূর্য্যতীর্থ, অশোকবন, অরুণাস্পদ, কামদ, শুক্রতীর্থ, বালুক, পিশাচমোচন, সুভদ্রাহ্রদ, বিমলদণ্ড-কুণ্ড,

জ্যেষ্ঠস্থানহ্রদঞ্চৈব পুণ্যং ব্রহ্মসরং তথা।
জৈগীষব্যগুহা চৈব হরিকেশবনং তথা॥ ৬২
অজামুখসরঞ্চৈব ঘণ্টাকর্ণহ্রদং তথা।
পুণ্ডরীকহ্রদঞ্চৈব বাপী কর্কোটকস্য চ॥ ৬৩
সুবর্ণাস্যোদপানঞ্চ শ্বেততীর্থহ্রদং তথা।
কুণ্ডং ঘর্ঘরিকায়াশ্চ শ্যামাকূপঞ্চ চন্দ্রিকা॥ ৬৪
শ্মশানস্তম্ভকূপঞ্চ বিনায়কহ্রদং তথা।
কূপং সিন্ধূদ্ভবঞ্চৈব পুণ্যং ব্রহ্মসরং তথা॥ ৪৫
রুদ্রাবাসং তথা তীর্থং নাগতীর্থং পুলোমকম্।
ভক্তহ্রদং ক্ষীরসরঃ প্রেতাধারং কুমারকম্॥৬৬
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুশাবর্ত্তং দধিকর্ণোদপানকম্।
শৃঙ্গতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থশ্রেষ্ঠা মহানদী॥ ৬৭
দিব্যং ব্রহ্মসরং পুণ্যং গয়াশীর্ষাক্ষয়ং বটম্।
দক্ষিণং চোত্তরঞ্চৈব গোময়ং রূপশীতিকম্॥৬৮
কপিলাহ্রদং গৃধ্রবটং সাবিত্রীহ্রদমেব চ।
প্রভাসনং সীতবনং যোনিদ্বারঞ্চ ধেনুকম্॥ ৬৯
ধন্যকং কোকিলাখ্যঞ্চ মতঙ্গহ্রদমেব চ।
পতৃকূপং রুদ্রতীর্থং শক্রতীর্থং সুমালিনম্॥৭০
ব্রহ্মস্থানং সপ্তকুণ্ডং মণিরত্নহ্রদং তথা॥
কৌশিক্যং ভরতঞ্চৈব তীর্থং জ্যেষ্ঠালিকা তথা
বিশ্বেশ্বরং কল্পসরঃ কন্যাসংবেদ্যমেব চ।

নিশ্চীবাপ্রভবশ্চৈব বসিষ্ঠাশ্রমমেব চ॥ ৭২
দেবকূটঞ্চ কূপঞ্চ বসিষ্ঠাশ্রমমেব চ।
বীরাশ্রমং ব্রহ্মসরো ব্রহ্মবীরাবকাপিলী॥ ৭৩
কুমারধারা শ্রীধারা গৌরীশিখরমেব চ।
শুনঃ কুণ্ডোঽথ তীর্থঞ্চ নন্দিতীর্থং তথৈব চ॥৭৪
কুমারবাসং শ্রীবাসমৌবীশীতার্থমেব চ।
কুম্ভকর্ণহ্রদঞ্চৈব কৌশিকীহ্রদমেব চ॥ ৭৫
ধর্ম্মতীর্থং কামতীর্থং তীর্থমুদ্দালকং তথা।
সন্ধ্যাতীর্থং কারতোয়ং কপিলং লোহিতার্ণবম্
শোণোদ্ভবং বংশগুল্মমৃষভং কলতীর্থকম্।
পুণ্যাবতীহ্রদং তীর্থং তীর্থং বদরিকাশ্রমম্॥ ৭৭
রামতীর্থং পিতৃবনং বিরজাতীর্থমেব চ।
মার্কণ্ডেয়বনঞ্চৈব কৃষ্ণতীর্থং তথা বটম্॥ ৭৮
রোহিণীকূপপ্রবরমিন্দ্রদ্যুম্নসরঞ্চ যৎ।
সানুগর্ত্তং সমাহেন্দ্রং শ্রীতীর্থং শ্রীনদং তথা॥৭৯
ইষুতীর্থং বার্ষভঞ্চ কাবেরীহ্রদমেব চ।
কন্যাতীর্থঞ্চ গোকর্ণং গায়ত্রীস্থানমেব চ॥ ৮০
বদরীহ্রদমন্যচ্চ মধ্যস্থানং বিকর্ণকম্।
জাতীহ্রদং দেবকূপং কুশপ্রবণমেব চ॥ ৮১
সর্ব্বদেবব্রতঞ্চৈব কন্যাশ্রমহ্রদং তথা।
তথান্যদ্বালখিল্যানাং সপূর্ব্বাণাং তথাপরম্॥৮২
তথান্যচ্চ মহর্ষীণামথখণ্ডিতহ্রদং তথা।

চণ্ডেশ্বরতীর্থ, জ্যেষ্ঠস্থানহ্রদ, পুণ্য ব্রহ্মসর, জগীষব্যগুহা, ঘণ্টাকর্ণহ্রদ, পুণ্ডরীকহ্রদ, কর্কোটকবাপী, সুবর্ণোদপান, শ্বেততীর্থহ্রদ, ঘর্ঘরিকাকুণ্ড, শ্যামাকূপ, চন্দ্রিকাতীর্থ, শ্মশান-স্তম্ভকূপ, বিনায়ক হ্রদ, সিন্দূদ্ভব কূপ, রুদ্রবাস, নাগতীর্থ, পুলোমক, ভক্তহ্রদ, ক্ষীরসরঃ, প্রেতাধার, কুমারক, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুশাবর্ত্ত, দধিকর্ণোদপানক, শৃঙ্গতীর্থ, মহাতীর্থ, তীর্থশ্রেষ্ঠ মহানদী, দিব্যপুণ্য ব্রহ্মসরঃ, গয়াশীর্ষ, অক্ষয়বট, দক্ষিণ ও উত্তরগোময়, রূপশীতিক, কপিলাহ্রদ, গৃধ্রবট, সাবিত্রীহ্রদ, প্রভাসন, সীতবন, যোনিদ্বার, ধেনুক, ধন্যক, কোকিলা, মতঙ্গহ্রদ, পিতৃ-কূপ, রুদ্রতীর্থ, শক্রতীর্থ, সুমালী, ব্রহ্ম-স্থান, সপ্তকুণ্ড, মণিরত্নহ্রদ, কৌশিক্য, জ্যেষ্ঠালিকা, বিশ্বেশ্বর, কল্পসরঃ, কন্যাসংবেদ, নিশ্চিবাপ্রভব, বশিষ্ঠাশ্রম, দেবকূট, বশিষ্ঠা-শ্রমকূপ, বীরাশ্রম, ব্রহ্মবীর, অবকাপিলী, কুমার-ধারা, শ্রীধারা, গৌরীশিখর, শ্বকুণ্ড, নন্দি-তীর্থ, কুমারবাস, শ্রীবাস, কুম্ভকর্ণহ্রদ, কৌশিকীহ্রদ, ধর্ম্মতীর্থ, কামতীর্থ, উদ্দালক তীর্থ, সন্ধ্যাতীর্থ, কারতোয়, কপিল, লোহিতা-র্ণব, শোণোদ্ভব, বংশগুল্ম, ঋষভ, কলতীর্থ, পুণ্যাবতীহ্রদ, বদরিকাশ্রম, রামতীর্থ, পিতৃবন, বিরজাতীর্থ, মার্কণ্ডেয় বন, কৃষ্ণতীর্থ, রোহিণীকূপ প্রবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সর, সানুগর্ত্ত, মাহেন্দ্র, শ্রীতীর্থ, শ্রীনদ, ইষুতীর্থ, ঋষভতীর্থ, কাবেরীহ্রদ, কন্যাতীর্থ, গোকর্ণ, গায়ত্রীস্থান, বদরীহ্রদ, মধ্যস্থান, বিকর্ণ, জাতীহ্রদ, দেবকূপ, কুশপ্রবণ, সর্ব্বদেবব্রত, কন্যাশ্রম-হ্রদ, বালখিল্যহ্রদ, মহর্ষিহ্রদ ও অখণ্ডিতহ্রদ।

তীর্থেষ্বেতেষু বিধিবৎ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥৮৩
স্নানং করোতি যো মর্ত্ত্যঃ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দেবানৃষীন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ সন্তর্প্য চ ক্রমাৎ ॥
অভ্যর্চ্চ্য দেবতাস্তত্র স্থিত্বা চ রজনীত্রয়ম্।
পৃথক্ পৃথক্ ফলং তেষু প্রতিতীর্থেষু ভো দ্বিজাঃ ॥৮৫
প্রাপ্নোতি হয়মেধস্য নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যস্ত্বিদং শৃণুয়ান্নিত্যং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥
পঠেচ্চ শ্রাবয়েদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে তীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

পৃথিব্যামুত্তমাং ভূমিং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্।
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রূহি নো বদতাং বর ॥১

লোমহর্ষণ উবাচ।

ইমং প্রশ্নং মম গুরুং পপ্রচ্ছুর্ম্মুনয়ঃ পুরা।
তমহং সম্প্রবক্ষ্যামি যৎপৃচ্ছধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥২
স্বাশ্রমে সুমহাপুণ্যে নানাপুষ্পোপশোভিতে।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণে নানামৃগগণৈর্যুতে ॥ ৩
পুন্নাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ সরলৈর্দেবদারুভিঃ।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ পনসৈর্ধবখাদিরৈঃ ॥ ৪
পাটলাশোকবকুলৈঃ করবীরৈঃ সচম্পকৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈর্নানাপুষ্পোপশোভিতৈঃ
কুরুক্ষেত্রে সমাসীনং ব্যাসং মতিমতাং বরম্।
মহাভারতকর্ত্তারং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ৬
অধ্যাত্মনিষ্ঠং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বভূতহিতে রতম্।
পুরাণাগমবক্তারং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ৭
পরাশরসুতং শান্তং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
দ্রষ্টুমভ্যাযযুঃ প্রীত্যা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৮

যে সকল জিতেন্দ্রিয় মানব উপবাস করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল তীর্থে স্নান, দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে ক্রমশঃ তর্পণ ও দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া প্রতি তীর্থে তিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করে, হে দ্বিজগণ! সেই তীর্থসেবী ব্যক্তিগণের প্রতিতীর্থে পৃথক্ পৃথক্ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই উত্তম তীর্থ মহাত্ম্য শ্রবণ করে, পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ করায়, তাহার সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটে। ৭১—৮৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে বাগ্মিবর! পৃথিবী মধ্যে যাহা ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষপ্রদ উত্তম ভূমি এবং যাহা তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান, তুমি এক্ষণে তাহাই আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যে প্রশ্ন করিলেন, অতি পূর্ব্বকালে মুনিগণ মিলিত হইয়া মদীয় গুরুদেবের নিকট এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি ইহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা মহর্ষি বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রস্থ স্বীয় আশ্রমে সমাসীন ছিলেন। তদীয় মহাপুণ্যজনক আশ্রম নানা তরুলতায় সমাকীর্ণ ও নানা জাতীয় কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত; নানা জাতীয় মৃগ তথায় বিচরণশীল এবং পুন্নাগ, কর্ণিকার, সরল, দেবদারু, শাল, তাল, তামাল, পনস, ধব, খদির, পাটল, অশোক, বকুল, করবীর, চম্পক ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষে সে আশ্রম পরিশোভিত ছিল। মদীয় গুরু বেদব্যাস মতিমান্‌গণের বরেণ্য, মহাভারতের প্রণেতা, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, অধ্যাত্মজ্ঞানে তৎপর, সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, সর্ব্বভূত-হিতৈনিরত, পুরাণ ও আগমের প্রবক্তা এবং বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। সেই সমগুণাবলম্বী পদ্মপলাশ-লোচন পরাশরনন্দনকে প্রীতি

কশ্যপো জমদগ্নিশ্চ ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
বসিষ্ঠো জৈমিনির্ধৌম্যো মার্কণ্ডেয়োঽথ বাল্মিকিঃ॥ ৯
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো বাৎস্যো গার্গ্যোঽথ আসুরিঃ।
সুমন্তুর্ভার্গবো নাম কণ্বো মেধাতিথির্গুরুঃ॥১০
মাণ্ডব্যশ্চ্যবনো ধূম্রো হ্যসিতো দেবলস্তথা।
মৌদ্গল্যস্তৃণযজ্ঞশ্চ পিপ্পলাদোঽকৃতব্রণঃ॥ ১১
সম্বর্ত্তঃ কৌশিকো রৈভ্যো মৈত্রেয়ো হরিতস্তথা
শাণ্ডিল্যশ্চ বিভাণ্ডশ্চ দুর্ব্বাসা লোমশস্তথা॥১২
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব বৈশম্পায়নগালবৌ।
ভাস্করিঃ পূরণঃ সূতঃ পুলস্ত্যঃ কপিলস্তথা॥১৩
উলূকঃ পুলহো বায়ুর্দেবস্থানশ্চতুর্ভুজঃ।
সনৎকুমারঃ পৈলশ্চ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণানুভৌতিকঃ॥১৪
এতৈর্মুনিবরৈশ্চান্যৈর্বৃতঃ সত্যবতীসুতঃ।
ররাজ স মুনিঃ শ্রীমান্ নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ॥১৫
তানাগতান্মুনীন্ সর্ব্বান্ পূজয়ামাস বেদবিৎ।
তেঽপি তং প্রতিপূজ্যৈব কথাং চক্রুঃ পরস্পরম্

কথান্তে তে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণং সত্যবতীসুতম্।
পপ্রচ্ছুঃ সংশয়ং সর্ব্বে তপোবননিবাসিনঃ॥ ১৮

মুনয় উচুঃ।

মুনে বেদাংশ্চ শাস্ত্রাণি পুরাণাগমভারতম্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং জানাসি বাঙ্ময়ম্।
কষ্টেঽস্মিন্ দুঃখবহুলে নিঃসারে ভবসাগরে।
রাগগ্রাহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে॥ ১৯
ইন্দ্রিয়াবর্ত্তকলিলে দৃষ্টোর্ম্মিশতসঙ্কুলে।
মোহপঙ্কাবিলে দুর্গে লোভগম্ভীরদুস্তরে॥ ২০
নিমজ্জজ্জগদালোক্য নিরালম্বমচেতনম্।
পৃচ্ছামস্ত্বাং মহাভাগং ব্রূহি নো মুনিসত্তম॥২১
শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে ভৈরবে লোমহর্ষণে।
উপদেশপ্রদানেন লোকানুদ্ধর্ত্তুমর্হসি॥ ২২
দুর্লভং পরমং ক্ষেত্রং কর্ত্তুমর্হসি মোক্ষদম্।
পৃথিব্যাং কর্ম্মভূমিঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্॥২৩

সহকারে দেখিবার জন্য একদা সংশিতব্রত মুনিগণ আগমন করেন। সেই সমাগত মুনিগণের মধ্যে কশ্যপ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, জৈমিনি, ধৌম্য, মার্কণ্ডেয়, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, বাৎস্য, গার্গ্য, আসুরি, সুমন্তু, ভার্গব, কণ্ব, মেধাতিথি, মাণ্ডব্য, চ্যবন, ধূম্র, অসিত, দেবল, মৌদ্গল্য, তৃণযজ্ঞ, পিপ্পলাদ, অকৃতব্রণ, সম্বর্ত্ত, কৌশিক, রৈভ্য, মৈত্রেয়, হরিত, শাণ্ডিল্য, বিভাণ্ড, দুর্ব্বাসা, লোমশ, নারদ, পর্ব্বত, বৈশম্পায়ন, গালব, ভাস্করি, পূরণ, সূত, পুলস্ত্য, কপিল, উলূক, পুলহ, বায়ু, দেবস্থান, চতুর্ভুজ, সনৎকুমার, পৈল, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণানুভৌতিক এই সকল মুনির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত এবং অন্যান্য মুনিশ্রেষ্ঠগণে পরিবৃত হইয়া পরাশর-সুত ব্যাসদেব নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১—১৫। বেদজ্ঞ ব্যাসদেব সেই সমাগত মুনিগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন এবং মুনিগণও তাঁহাকে প্রতিপূজিত করিয়া পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথাবসানে সেই সকল তপোবনবাসী মুনিশ্রেষ্ঠগণ সত্যবতীনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আপনাদের সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ কহিলেন, হে মুনে! আপনি নিখিল বেদশাস্ত্র, পুরাণ, আগম ও যাবতীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ। এই সংসার দুঃখময়। এ ভব-সাগরে সার কিছুই নাই। ইহা বিষয়সলিলে পরিপূর্ণ, রাগরূপ গ্রাহগণে সমাকুল, ইহাতে ইন্দ্রিয়রূপ আবর্ত্ত, যাবতীয় দৃশ্য প্রপঞ্চ ইহার উর্ম্মিমালা, মোহরূপ পঙ্কে ইহা কলুষিত এবং লোভরূপ গাম্ভীর্য্য বশতঃ দুরবগাহ। আমরা এ হেন ভীষণ ভবসাগরে এই নিরাশ্রয় জড় জগৎকে নিমগ্ন দেখিয়া, হে মুনিসত্তম! ভবাদৃশ মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই ভীষণ লোমহর্ষণ সংসারে প্রকৃত মঙ্গল কি? আপনি সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া লোকদিগকে উদ্ধার করুন। পৃথিবী মধ্যে মোক্ষপ্রদ অথচ

কৃত্বা কিল নরঃ সম্যক্ কর্ম্ম ভূমৌ যথোদিতম্।
প্রাপ্নোতি পরমাং সিদ্ধিং নরকঞ্চ বিকর্ম্মতঃ॥
মোক্ষক্ষেত্রে তথা মোক্ষং প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সুধীঃ।
তস্মাদ্‌ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ যৎপৃষ্টোঽসি দ্বিজোত্তম
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
ব্যাসঃ প্রোবাচ ভগবান্‌ভূতভব্যভবিষ্যবিৎ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে বক্ষ্যামি যদি পৃচ্ছথ।
যঃ সংবাদোঽভবৎ পূর্ব্বমৃষীণাং ব্রহ্মণা সহ॥২৭
মেরুপৃষ্ঠে তু বিস্তীর্ণে নানারত্নবিভূষিতে।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে॥
নানাপক্ষিরুতে রম্যে নানাপ্রস্রবনাকুলে।
নানাসত্ত্বসমাকীর্ণে নানাশ্চর্য্যসমন্বিতে॥ ২৯
নানাবর্ণশিলাকীর্ণে নানাধাতুবিভূষিতে।
নানামুনিজনাকীর্ণে নানাশ্রমসমন্বিতে॥ ৩০
তত্রাসীনং জগন্নাথং জগদ্‌যোনিং চতুর্ম্মুখম্।
জগৎপতিং জগদ্বন্দ্যং জগদাধারমীশ্বরম্॥ ৩১
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ।
মুনিসিদ্ধাপ্সরোভিশ্চ বৃতমন্যৈর্দিবালয়ৈঃ॥ ৩২
কেচিৎ স্তুবন্তি তং দেবং কেচিদ্গায়ন্তি চাগ্রতঃ
কেচিদ্বাদ্যানি বাদ্যন্তে কেচিন্নৃত্যন্তি চাপরে॥৩৩
এবং প্রমুদিতে কালে সর্ব্বভূতসমাগমে।
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যে দক্ষিণানিলসেবিতে॥ ৩৪
ভৃগ্বাদ্যাস্তং তদা দেবং প্রণিপত্য পিতামহম্।
ইমমর্থমৃষিবরাঃ পপ্রচ্ছুঃ পিতরং দ্বিজাঃ॥ ৩৫

ঋষয় ঊচুঃ।

ভগবন্‌শ্রোতুমিচ্ছামঃ কর্ম্মভূমিং মহাবলে।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মোক্ষক্ষেত্রঞ্চ দুর্লভম্॥ ৩৬

ব্যাস উবাচ।

তেষাং বচনমাকর্ণ্য প্রাহ ব্রহ্মা সুরেশ্বরঃ।

কর্ম্মভূমি ঈদৃশ দুর্লভ ক্ষেত্র কি, তাহা আপনি ব্যক্ত করুন। আমরা শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! লোক সকল যে ক্ষেত্রে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরম সিদ্ধি ও অনুষ্ঠান না করিয়া নরকপ্রাপ্ত হয় এবং সুধী পুরুষেরা যাদৃশ মোক্ষক্ষেত্রে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন, আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। হে দ্বিজোত্তম! আপনাকে আমরা সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছি। ১৬—২৫। ভূত, ভব্য ও ভবিষ্যবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস সেই সকল ভাবিতাত্মা মুনিদিগের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সে বিষয়ে আপনাদের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ করুন। যে স্থান নানারত্নে ভূষিত, নানা দ্রুমলতায় সমাকীর্ণ, নানা পুষ্পে উপশোভিত, বিবিধ বিহঙ্গগণে অনুনাদিত, অসংখ্য সত্ত্বসমূহে পরিব্যাপ্ত, নানা আশ্চর্য্য ব্যাপারে পরিপূর্ণ, নানাবিধ শিলাখণ্ডে সমলঙ্কৃত ও নানা মুনি ও নানা আশ্রমে পরিবৃত, তথাবিধ সুবিস্তীর্ণ রমণীয় মেরুপৃষ্ঠে জগন্নাথ জগদ্‌যোনি চতুর্ব্বক্ত্র ব্রহ্মা একদা সমাসীন ছিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, উরুগ, মুনি, সিদ্ধ ও অপ্সরা এবং অন্যান্য স্বর্গবাসীরা সেই জগৎপতি জগদ্বন্দ্য জগদাধার প্রভুর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া কেহ কেহ স্তব ও কেহ কেহ তাঁহার গুণগান করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা ভাবভরে বিবিধ বাদ্য বাজাইতেছিলেন এবং কেহ কেহ বা নৃত্য করিতেছিলেন। এইরূপে সেই রমণীয় সময়ে সে স্থানে সর্ব্বপ্রাণীর সমাগম ঘটিলে এবং বিবিধ কুসুম গন্ধ লইয়া দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতে থাকিলে, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা সেই পিতামহ দেবকে প্রণামপুরঃসর এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন, হে দেবেশ! মহীতল মধ্যে যাহা কর্ম্মভূমি অথচ দুর্লভ মোক্ষক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত, আমরা তাহা শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সুরেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই

প্রচ্ছুস্তে যথা প্রশ্নং তৎসর্ব্বং মুনিসত্তমাঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভূব্রহ্মর্ষিসংবাদে প্রশ্ননিরূপণং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে যন্মো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্।
পুরাণং বেদসম্বন্ধং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥১
পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং কর্ম্মভূমিরুদাহৃতা।
কর্ম্মণঃ ফলভূমিশ্চ স্বর্গঞ্চ নরকং তথা ॥ ২
তস্মিন্ বর্ষে নরঃ পাপং কৃত্বা ধর্ম্মঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
অবশ্যং ফলমাপ্নোতি অশুভস্য শুভস্য চ ॥ ৩
ব্রাহ্মণাদ্যাঃ স্বকং কর্ম্ম কৃত্বা সম্যক্সুসংযতাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি পরাং সিদ্ধিং তস্মিন্বর্ষে ন সংশয়ঃ ॥৪
ধর্ম্মঞ্চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সর্ব্বং তস্মিন্ বর্ষে সুসংযতঃ
ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে তস্মিন্ বর্ষে দ্বিজো-
ত্তমাঃ।
কৃত্বা সুশোভনং কর্ম্ম দেবত্বং প্রতিপেদিরে ॥৬
অন্যেঽপি লেভিরে মোক্ষং পুরুষাঃ
সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
তস্মিন্ বর্ষে বুধাঃ শান্তা বীতরাগা বিমৎসরাঃ
যে চাপি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি বিমানেন গতজ্বরাঃ।
তেঽপি কৃত্বা শতং কর্ম্ম তস্মিন্ বর্ষে দিবং
গতাঃ ॥ ৮
নিবাসং ভারতে বর্ষে আকাঙ্ক্ষন্তি সদা সুরাঃ।
স্বর্গাপবর্গফলদে তৎপশ্যামঃ কদা বয়ম্ ॥ ৯

মুনয় উচুঃ।

যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং কর্ম্ম নান্যত্র পুণ্যদম্।
পাপায় বা সুরশ্রেষ্ঠ বর্জ্জয়িত্বা চ ভারতম্ ॥ ১০
ততঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যমং তচ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে ॥১১

কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তের সমুচিত উত্তর প্রদান করিলেন। ২৬—৩৭।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মুনিগণ! শ্রবণ করুন, আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অধুনা সেই ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ বেদমতানুগত মঙ্গলাবহ পুরাণপ্রস্তাব কীর্ত্তন করিতেছি। পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত। কেবল কর্ম্মভূমি নয়, ভারতে কর্ম্মজন্য স্বর্গ নরকাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া উহা কর্ম্মফলভূমি নামেও কীর্ত্তিত। হে দ্বিজগণ! ঐ বর্ষে নরগণ পাপ বা পুণ্য করিয়া অবশ্যই তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করে। ভারতবর্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা সুসংযত হইয়া স্ব স্ব বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ বর্ষবাসী সুসংযত পুরুষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল লাভ করেন, অধিক কি, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও ঐ ভারত-বর্ষেই শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্য আরও কত যে জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, বীতরাগ, বিমৎসর বুধজন ঐ ভারতবর্ষে মোক্ষলাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বর্গভূমে যে সকল বিগতজ্বর বিমানচারী বিহার করেন। তাঁহারাও ভারবর্ষে শুভকর্ম্ম করিয়াই স্বর্গগত হইয়াছেন। সুরগণ সর্ব্বদাই স্বর্গ ও অপবর্গ-ফল-জনক ভারতবর্ষে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাঁহারা মনে মনে এইরূপ কামনা করিয়া থাকেন যে, কবে আমরা ভারতবর্ষ অবলোকন করিব? মুনিগণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি যে বলিলেন, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও পাপ বা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, এবং ভারতেই স্বর্গ, মোক্ষ ও মধ্যগতি প্রাপ্ত

তস্মাদ্বিস্তরতো ব্রহ্মন্নস্মাকং ভারতং বদ।
যদি তেঽস্তি দয়াস্মাসু যথাবস্থিতিরেব চ॥ ১২
তস্মাদ্বর্ষমিদং নাথ যে বাস্মিন্ বর্ষপর্ব্বতাঃ।
ভেদাশ্চ তস্য বর্ষস্য ব্রূহি সর্ব্বানশেষতঃ॥ ১৩
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং ভারতং বর্ষং নবভেদেন ভো দ্বিজাঃ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে সমাশ্চ পরস্পরম্॥ ১৪
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বো বারুণস্তথা॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রং বৈদ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরঃ
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যাসন্ পশ্চিমে যবনাস্তথা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তে স্থিতা দ্বিজাঃ॥ ১৭
ইজ্যাযুদ্ধবাণিজ্যাদ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতপাবনাঃ।
তেষাং সংব্যবহারশ্চ এভিঃ কর্ম্মভিরিষ্যতে॥
স্বর্গাপবর্গহেতুশ্চ পুণ্যং পাপঞ্চ বৈ তথা।
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ॥ ১৯
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ।
তেষাং সহস্রশশ্চান্যে ভূধরা যে সমীপগাঃ॥২০
বিস্তারোচ্ছ্রয়িণো রম্যা বিপুলাশ্চিত্রসানবঃ।
কোলাহলঃ স বৈভ্রাজো মন্দরো দর্দ্দরাচলঃ॥২১
বাতন্ধয়ো বৈদ্যুতশ্চ মৈনাকঃ সুরসস্তথা।
তুঙ্গপ্রস্থো নাগগিরির্গোধনঃ পাণ্ডরাচলঃ॥ ২২
পুষ্পগিরির্বৈজয়ন্তো রৈবতোঽর্ব্বুদ এব চ।
ঋষ্যমূকঃ স গোমন্থঃ কৃতশৈলঃ কৃতাচলঃ॥ ২৩
শ্রীপার্ব্বতশ্চকোরশ্চ শতশোঽন্যে চ পর্ব্বতাঃ।
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা ম্লেচ্ছাদ্যাশ্চৈব ভাগশঃ॥২৪
তৈঃ পীয়ন্তে সরিচ্ছ্রেষ্ঠাস্তা বুধ্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ
গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধুশ্চন্দ্রভাগা তথাপরা॥ ২৫

হওয়া যায়; অন্য কোন ভূমিতে মর্ত্ত্যবাসীদিগের শুভাশুভ কর্ম্ম বিহিত বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। ১—১১। অতএব ব্রহ্মন্! আপনি আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে ভারত-কথাই কীর্ত্তন করুন। যদি আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, হে নাথ! ভারতবর্ষের অবস্থান, তত্রত্য বর্ষ পর্ব্বত সকল এবং ঐ বর্ষের যত প্রকার ভেদ, তৎসমস্ত নিঃশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। ১—১৩। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! নবধা ভিন্ন ভারতবর্ষের বিবরণ শ্রবণ করুন। ভারতবর্ষে নয়টী দ্বীপ আছে। ঐ সকল দ্বীপ সাগরে সমাবৃত ও পরস্পর সমভাবে বিরাজিত। ঐ দ্বীপগুলির নাম—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ ও সাগরসংবৃত। এই শেষোক্ত দ্বীপ দক্ষিণোত্তর দিকে অবস্থিত এবং সহস্র যোজন বিস্তৃত। ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে কিরাত ও পশ্চিমে যবনগণের বাস। উহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের অবস্থান। ইজ্যা, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বদাই ঐ বর্ণচতুষ্টয় পবিত্র এবং ঐ সকল কর্ম্মেই তাহাদিগের ব্যবহার-পরম্পরা বিহিত। ভারতবর্ষ স্বর্গ ও অপবর্গের হেতু এবং পুণ্য অথবা পাপ ফলের উৎপত্তি স্থান। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র এই সকল ভারতবর্ষীয় কুলাচল। এই কুলাচলগণের সমীপে অন্যান্য আরও সহস্র সহস্র ভূধর বিদ্যমান। সেই সকল ভূধরও বিস্তৃত, উচ্ছ্রিত, রম্য, বিপুল ও বিচিত্র সানুসমূহে সমন্বিত। কোলাহল, মন্দর, দর্দ্দুর, বাতন্ধয়, বৈদ্যুত, মৈনাক, সুরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, গোবর্দ্ধন, পাণ্ডর, পুষ্পগিরি, বৈজয়ন্ত, রৈবত, অর্ব্বুদ, ঋষ্যমূক, গোমন্থ, কৃতশৈল, কৃতাচল, শ্রীপর্ব্বত, চকোর, ইত্যাদি শত শত পর্ব্বত ভারতবর্ষে বিরাজমান। এই সকল পর্ব্বতের পার্শ্বে, অন্তে এবং কোথাও বা মধ্যে মধ্যে অসংখ্য জনপদ অবস্থিত। এই সমস্ত জনপদে ম্লেচ্ছাদি জাতি পৃথক্ পৃথক্ রূপে বাস করিয়া থাকে। ১২—২৪। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ সকল জনপদবাসীরা যে সমস্ত নদীর জল পান করে, তাহাদের নাম শ্রবণ করুন। গঙ্গা,

যমুনা শতদ্রুর্বিপাশা বিতস্তৈরাবতী কুহূঃ ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী ॥ ২৬
বিপাশা দেবিকা চক্ষুর্নিষ্ঠীবা গণ্ডকী তথা ।
কৌশিকী চাপগা চৈব হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ ॥২৭
দেবস্মৃতির্দেববতী বাতঘ্নী সিন্ধুরেব চ ।
বেণ্যা তু চন্দনা চৈব সদানীরা মহী তথা ॥ ২৮
চর্ম্মণ্বতী বৃষী চৈব বিদিশা বেদবত্যপি ।
সিপ্রা হ্যবন্তী চ তথা পারিযাত্রানুগাঃ স্মৃতাঃ ॥
শোণা মহানদী চৈব নর্ম্মদা সুরথা ক্রিয়া ।
মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথাপরা । ৩০
চিত্রোৎপলা বেত্রবতী করমোদা পিশাচিকা ।
তথান্যাতিলঘুশ্রোণী বিপাপ্মা শৈবলা নদী ॥৩১
সধেরুজা শুক্তিমতী শকুনী ত্রিদিবা ক্রমুঃ ।
ঋক্ষপাদপ্রসূতা বৈ তথান্যা বেগবাহিনী ॥ ৩২
সিপ্রা পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা তাপী চৈব সরিদ্বরা ।
বেণা বৈতরণী চৈব সিনীবালী কুমুদ্বতী ॥ ৩৩
তোয়া চৈব মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃশিলা তথা ।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তা নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥

সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিপাশা, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, দেবিকা, চক্ষু, নিষ্ঠীবা, গণ্ডকী ও কৌশিকী, এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নিঃসৃত। দেবস্মৃতি, দেববতী, বাতঘ্নী, সিন্ধু, বেণ্যা, চন্দনা, সদানীরা, মহী, চর্ম্মণ্বতী, বৃষী, বিদিশা, বেদবতী, সিপ্রা ও অবন্তী এই সকল নদী পারিযাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। শোণা, মহানদী নর্ম্মদা, সুরথা, ক্রিয়া, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, চিত্রোৎপলা, বেত্রবতী, করমোদা, পিশাচিকা, অতিলঘুশ্রোণী, বিপাপ্মা, শৈবলা, সধেরুজা, শুক্তিমতী, শকুনী, ত্রিদিবা, ক্রমু ও বেগবাহিনী এই সমস্ত নদী ঋক্ষপাদ হইতে উদ্ভূত। সিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, তাপী, বেণা, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশিলা এই সকল নদী বিন্ধ্যাদ্রির পাদদেশ হইতে নিঃসৃত।

গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণা তথাপগা
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা তথান্যা পাপনাশিনী ॥ ৩৫
সহ্যপাদবিনিষ্ক্রান্তা ইত্যেতাঃ সরিতাং বরাঃ ।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্যজা প্রত্যলাবতী ॥ ৩৬
মলয়াদ্রিসমুদ্ভূতাঃ পুণ্যাঃ শীতজলাস্ত্বিমাঃ ।
পিতৃসোমর্ষিকুল্যা চ বঞ্জুলা ত্রিদিবা চ যা ॥ ৩৭
লাঙ্গুলিনী বংশকরা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।
সুবিকালা কুমারী চ মনূগা মন্দগামিনী ॥ ৩৮
ক্ষয়াপলাসিনী চৈব শুক্তিমৎপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।
সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ ॥
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাঃ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ ।
অন্যাঃ সহস্রশঃ প্রোক্তাঃ ক্ষুদ্রনদ্যো দ্বিজোত্তমাঃ
প্রাবৃট্কালবহাঃ সন্তি সদাকালবহাশ্চ যাঃ ।
মৎস্যা মুকুটকুল্যাশ্চ কুন্তলা কাশিকোশলাঃ ॥৪১
অন্ধ্রকাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ শমকাশ্চ বৃকৈঃ সহ ।

এই নদীনিচয়ের জল হিত ও পুণ্যপ্রদ। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও পাপনাশিনী, এই সকল শ্রেষ্ঠ নদী সহ্যাদ্রির পাদদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত। কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্যজা ও প্রত্যলাবতী, এই নদীগুলি পবিত্র ও শীতল জলে পরিপূর্ণ। ইহারা মলয়াদ্রি হইতে উদ্ভূত। পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, বঞ্জুলা, ত্রিদিবা, লাঙ্গলিনী ও বংশকরা, এই সকল নদী মহেন্দ্রাচল হইতে নির্গত। সুবিকালা, কুমারী, মনূগা, মন্দগামিনী ও ক্ষয়াপলাসিনী এইসকল নদী শুক্তিমান্ শৈল হইতে সম্ভূত। উল্লিখিত সমস্ত নদীই পুণ্যজনক, সকলেই সরস্বতী ও গঙ্গার সমকক্ষ এবং সকলেই সমুদ্রগামিনী। ২৫—৩৮। ঐ সকল নদীই জগতের মাতৃরূপিণী, এবং সকলেই পাপহারিণী। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ সকল নদী ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র নদী বিদ্যমান। এই নদীনিচয়ের মধ্যে কতকগুলি নদী বর্ষাকালে প্রবাহিত হয় এবং কতকগুলি সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইয়া থাকে। মৎস্য, মুকুটকুল্য, কুন্তল, কাশী,

মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শোঽমী প্রকীর্ত্তিতাঃ
সহ্যস্য চোত্তরে যস্তু যত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামপি কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ॥
গোবর্দ্ধনপুরং রম্যং ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
বাহীকা বাটধানাশ্চ স্নুতীরাঃ কালতোয়দাঃ॥৪৪
অপরান্তাশ্চ শূদ্রাশ্চ বাহ্লিকাশ্চ সকেরলাঃ।
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ॥ ৪৫
শতদ্রুহাঃ কলিঙ্গাশ্চ পারদা হারমূষিকাঃ।
মাঠরাশ্চৈব কনকাঃ কৈকেয়া দম্ভমালিকাঃ॥৪৬
ক্ষত্রিয়োপমদেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ।
কাম্বোজাশ্চৈব বিপ্রেন্দ্রা বর্ব্বরাশ্চ সলৌকিকাঃ
বীরাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহ্লবাধায়তা নরাঃ।
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ পুষ্কলাশ্চ দশেরকাঃ॥৪
লম্পকাঃ শুনশোকাশ্চ কুলিকা জাঙ্গলৈঃ সহ।
ঔষধ্যশ্চলচন্দ্রা চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ॥ ৪৯
তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাঃ করুণাস্তথা।
শূলিকাঃ কুহকাশ্চৈব মাগধাশ্চ তথৈব চ॥ ৫০
এতে দেশা উদীচ্যাস্তু প্রাচ্যান্ দেশান্নিবোধত
অঙ্গা বামঙ্কুরাকাশ্চ বল্লকাশ্চ মখান্তকাঃ॥ ৫১
তথাপরেঽঙ্গা বঙ্গাশ্চ মলদা মালবর্ত্তিকাঃ।
ভদ্রতুঙ্গাঃ প্রতিজয়া ভার্য্যাঙ্গাশ্চাপমর্দ্দকাঃ॥৫২
প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ
মল্লা মগধকা নন্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাস্তথা॥ ৫৩
তথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
পূর্ণাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গুলাস্তথৈব চ॥ ৫৪
ঋষিকা মুষিকাশ্চৈব কুমারা রামঠাঃ শকাঃ।
মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥৫৫
আভীরাঃ সহ বৈশিক্যা অটব্যাঃ সরবাশ্চ যে
পুলিন্দাশ্চৈব মৌলেয়া বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ॥৫৬
পৌলিকা মৌলিকাশ্চৈব অশ্মকা ভোজবর্দ্ধনাঃ
কৌলিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব দম্ভকা নীলকালকাঃ॥
দাক্ষিণাত্যাস্ত্বমী দেশা অপরান্তান্নিবোধত।
শূর্পারকাঃ কালিধনা লোলাস্তালকটৈঃ সহ॥৫৮
ইত্যেতে হ্যপরান্তাশ্চ শৃণুধ্বং বিন্ধ্যবাসিনঃ।
মলজাঃ কর্কশাশ্চৈব মেলকাশ্চোলকৈঃ সহ॥৫৯
উত্তমার্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজাঃ কিষ্কিন্ধ্যকৈঃ সহ।
তোষলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশাস্তথা

কোশল, অন্ধ্রক, কলিঙ্গ, শমক ও বৃক প্রভৃতি ভারতবর্ষের মধ্যদেশীয় জনপদ বলিয়া কীর্ত্তিত। সহ্যাদ্রির উত্তরদিকে যে দেশ আছে, যথায় গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই প্রদেশ অতি মনোরম। ঐ স্থানে মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্দ্ধনপুর বিরাজমান। বাহীকর, বাটধান, স্নুতীর, কালতোয়দ, অপরান্ত, শূদ্র, বাহ্লিক, কেরল, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শতদ্রুহ, কলিঙ্গ, পারদ, হারমুষিক, মাঠর, কনক, কৈকেয়, দণ্ডমালিক, ক্ষত্রিয়োপম দেশ, বৈশ্য ও শূদ্রকুল, কাম্বোজ, বর্ব্বর, লৌকিক, বীর, তুষার, পহ্লব, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, পুষ্কল, দশেরক, লম্পক, শুনঃশেক, কুলিক, জাঙ্গল, ঔষধ্য, চলচন্দ্র, কিরাতজাতি, তোমর, হংসমার্গ, কাশ্মীর, করুণ, শূলিক, কুহক, ও মাগধ, এই সকল উদীচ্য দেশ। এক্ষণে প্রাচ্য দেশের নাম শ্রবণ করুন। অঙ্গ, বামঙ্কুরীক, বল্লক, মখান্তক, অঙ্গ, বঙ্গ, মলদ, মালবর্ত্তিক, ভদ্রতুঙ্গ, প্রতিজয়, ভার্য্যাঙ্গ, চাপমর্দ্দক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মদ্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মল্ল,মাগধক,ও নন্দ,এই সকল প্রাচ্য জনপদ। ৩৯—৫৩। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণাপথবর্ত্তী অনেক জনপদ আছে। তাহাদের নাম—পূর্ণ, কেরল, গোলাঙ্গুল, ঋষিক, মুষিক, কুমার, রামঠ, শক, মহারাষ্ট্র মাহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈশিক্য, অটব্য, সরব, পুলিন্দ, মৌলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌলিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোজবর্দ্ধন, কৌলিক, কুন্তল, দম্ভক, নীলকালক, এই সকল দাক্ষিণাত্য দেশ। অপরান্ত দেশ সকল শ্রবণ কর। শূর্পারক, কালিধন, লোল ও তালকট এই সমস্ত অপরান্ত দেশ। এক্ষণে বিন্ধ্যাচলস্থ দেশসমূহের নাম শ্রবণ কর। মলজ, কর্কশ, মেলক, চোলক, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্য, তোষল, কোশল, ত্রৈপুর,

তুম্বুরাশ্চ চরাশ্চৈব যবনাঃ পবনৈঃ সহ।
অভয়া রুণ্ডিকেরাশ্চ চর্চ্চরা হোত্রধর্ত্তয়ঃ॥ ৬১
এতে জনপদাঃ সর্ব্বে তত্র বিন্ধ্যনিবাসিনঃ।
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বতাশ্রয়িণশ্চ যে॥
নীহারাস্তুষমার্গাশ্চ কুরবস্তঙ্গণাঃ খসাঃ।
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব ঊর্ণা দর্ঘাঃ সকুন্তকাঃ॥ ৬৩
চিত্রমার্গা মালবাশ্চ কিরাতাস্তোমরৈঃ সহ।
কৃতত্রেতাদিকশ্চাত্র চতুর্যুগকৃতো বিধিঃ॥ ৬৪
এবং তু ভারতং বর্ষং নবসংস্থানসংস্থিতম্।
দক্ষিণে পরতো যস্য পূর্ব্বে চৈব মহোদধিঃ॥৬৫
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্ম্মুকস্য যথা গুণঃ।
তদেতদ্ভারতং বর্ষং সর্ব্ববীজং দ্বিজোত্তমাঃ॥৬৬
ব্রহ্মত্বমমরেশত্বং দেবত্বং মরুতাং তথা।
মৃগযক্ষাপ্সরোযোনিং তদ্বৎ সর্পসরীসৃপাঃ॥ ৬৭
স্থাবরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামিতো বিপ্রাঃ শুভাশুভৈঃ
প্রয়ান্তি কর্ম্মভূর্বিপ্রা নান্যা লোকেষু বিদ্যতে॥
দেবানামপি ভো বিপ্রাঃ সদৈবৈষ মনোরথঃ।
অপি মানুষ্যমাপ্স্যামো দেবত্বাৎ প্রচ্যুতাঃ ক্ষিতৌ॥ ৬৯
মনুষ্যঃ কুরুতে যত্তু তন্ন শক্যং সুরাসুরৈঃ।
তৎকর্ম্মনিগড়গ্রস্তৈস্তৎকর্ম্মক্ষপণোন্মুখৈঃ॥৭০
ন ভারতসমং বর্ষং পৃথিব্যামস্তি ভো দ্বিজাঃ।
যত্র বিপ্রাদয়ো বর্ণাঃ প্রাপ্ন বন্ত্যভিবাঞ্ছিতম্॥৭১
ধন্যাস্তে ভারতে বর্ষে জায়ন্তে যে নরোত্তমাঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্ন বন্তি মহাফলম্॥৭২
প্রাপ্যতে যত্র তপসঃ ফলং পরমদুর্লভম্।
সর্ব্বদানফলঞ্চৈব সর্ব্বযজ্ঞফলং তথা॥ ৭৩
তীর্থযাত্রাফলঞ্চৈব গুরুসেবাফলং তথা।
দেবতারাধনফলং স্বাধ্যায়স্য ফলং দ্বিজাঃ॥৭৪
যত্র দেবাঃ সদা হৃষ্টা জন্ম বাঞ্ছন্তি শোভনম্।
নানাব্রতফলঞ্চৈব নানাশাস্ত্রফলং তথা॥ ৭৫
অহিংসাদিফলং সম্যক্ফলং সর্ব্বাভিবাঞ্ছিতম্।
ব্রহ্মচর্য্যফলঞ্চৈব গার্হস্থ্যেন চ যৎফলম্॥ ৭৬
যৎ ফলং বনবাসেন সন্ন্যাসেন চ যৎফলম্।
ইষ্টাপূর্ত্তফলঞ্চৈব তথান্যচ্ছুভকর্ম্মণাম্॥ ৭৭

বৈদিশ, তুম্বুর, চর, যবন, পবন, অভয়, রুণ্ডিকের, চর্চ্চর, হোত্রধর্ত্তি, এই সকল বিন্ধ্যাচলস্থ জনপদ। অনন্তর পর্ব্বতাশ্রিত দেশগুলির কথা কহিতেছি; নীহার, তুষমার্গ, কুরব, তঙ্গণ, খস, কর্ণপ্রাবরণ, ঊর্ণ, দর্ঘ, কুন্তক, চিত্রমার্গ, মালব, কিরাত ও তোমর, এইগুলি পর্ব্বতাশ্রিত দেশ। এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের বিধিব্যবস্থা প্রচলিত। এইরূপে এই ভারতবর্ষ নবসংস্থানে সংস্থিত। ইহার দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে মহোদধি বিরাজিত এবং উত্তরদিকে ধনুর্গুণাকারে হিমবান্ বিদ্যমান। হে দ্বিজোত্তমগণ! সর্ব্বোচ্চ-পদের নিদানভূত এই সেই ভারতবর্ষ। ব্রহ্মত্ব, অমরেশত্ব ও দেবত্ব প্রভৃতি এই ভারতবর্ষ হইতেই ঘটে। এইখানেই শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবদিগের মৃগ, যক্ষ, অপ্সরা, সরীসৃপ ও স্থাবর প্রভৃতি যোনি-প্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রবর্গ! জগতে ইহা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মভূমিই নাই। হে বিপ্রগণ! দেবগণও চিরকাল এইরূপ অভি-লাষ করিয়া থাকেন যে, অমরা যখন দেবত্ব হইতে প্রচ্যুত হইব, তখন ভারতভূমিতে গিয়াই মনুষ্যত্ব লাভ করিব। ভারতীয় মনুষ্যগণ যাহা করিতে পারে, কর্ম্মশৃঙ্খলা-বদ্ধ ও কর্ম্মক্ষয়ে পতনোন্মুখ সুরাসুরগণ তাহা করিতে পারেন না। হে দ্বিজগণ! পৃথিবীতে যত বর্ষ আছে, তন্মধ্যে ভার-তের ন্যায় কোন বর্ষই নয়। এই ভারত-বর্ষেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ভারত-বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষেই পরম দুর্লভ তপস্যা, সর্ব্বদান, সর্ব্বযজ্ঞ, তীর্থযাত্রা, গুরুসেবা, দেবারাধনা ও স্বাধ্যায়ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেবগণ হৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা ভারত-বর্ষেই শুভ জন্ম কামনা করেন। হে দ্বিজো-ত্তমগণ! বিবিধ ব্রত, নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন,

প্রাপ্যন্তে ভারতে বর্ষে ন চান্যত্র দ্বিজোত্তমাঃ
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং ভারতস্যাখিলান্দ্বিজাঃ
এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং ভারতং বর্ষমুত্তমম্ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ধন্যং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭৯
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৮০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ভারতবর্ষানুকীর্ত্তনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তত্রাস্তে ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ ।
ওড্রদেশ ইতি খ্যাতঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কঃ ॥ ১
সমুদ্রাদুত্তরং তাবদ্যাবদ্বিরজমণ্ডলম্ ।
দেশোঽসৌ পুণ্যশীলানাং গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতঃ
তত্র দেশপ্রসূতা যে ব্রাহ্মণাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
তপঃস্বাধ্যায়নিরতা বন্দ্যাঃ পূজ্যাশ্চ তে সদা ॥
শ্রাদ্ধে দানে বিবাহে চ যজ্ঞে বাচার্য্যকর্ম্মণি ।
প্রশস্তাঃ সর্ব্বকার্য্যেষু তত্রদেশোদ্ভবা দ্বিজাঃ ॥ ৪
ষট্কর্ম্মনিরতাস্তত্র ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
ইতিহাসবিদশ্চৈব পুরাণার্থবিশারদাঃ ॥ ৫
সর্ব্বশাস্ত্রার্থকুশলা যজ্বানো বীতমৎসরাঃ ।
অগ্নিহোত্ররতাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্মার্ত্তাগ্নিতৎপরাঃ
পুত্রদারধনৈর্যুক্তা দাতারঃ সত্যবাদিনঃ ।
নিবসন্ত্যুৎকলে পুণ্যে যজ্ঞোৎসববিভূষিতে ॥ ৭
ইতরেঽপি ত্রয়ো বর্ণাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ সুসংযতাঃ
স্বকর্ম্মনিরতাঃ শান্তাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৮
কোণাদিত্য ইতি খ্যাতস্তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থিতঃ
যং দৃষ্ট্বা ভাস্করং মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯

মুনয় ঊচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছাম তদ্ব্রূহি ক্ষেত্রং সূর্য্যস্য সাম্প্রতম্

অহিংসা, সর্ব্বাভীষ্ট, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যসেবা, বনবাস, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত ও অন্যান্য শুভকর্ম্ম সমস্তেরই এখানে ফললাভ করা যায়। ভারতের অন্যত্র কোন বর্ষে এ সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হে দ্বিজগণ! ভারতবর্ষের যত গুণ তাহা বর্ণন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আমি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের বিষয় বর্ণন করিলাম। এই ভারতাখ্যান সর্ব্বপাপহর, পবিত্র, ধন্য ও বুদ্ধিবিবর্দ্ধন। যে ব্যক্তি নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য ইহা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে। ৫৪—৮০।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই ভারতবর্ষে দক্ষিণাব্ধির সমীপে ওড্র নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে। ঐ দেশ স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ। সমুদ্রের উত্তর ভাগে বিরজমণ্ডল পর্য্যন্ত যে ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা পুণ্যচারী জনগণের অধ্যুষিত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই দেশে যে সকল জিতেন্দ্রিয় ও তপঃস্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই সর্ব্বসাধারণের বন্দ্য ও পূজ্য এবং শ্রাদ্ধ, দান, বিবাহ, যজ্ঞ ও আচার্য্যকার্য্যে তাঁহারা সবিশেষ প্রশস্ত। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ ষট্কর্ম্মে নিরত, বেদজ্ঞ, ইতিহাসবেত্তা, পুরাণমর্ম্মাভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-পারদর্শী, যাগশীল ও মাৎসর্য্যবিহীন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অগ্নিহোত্র-রত এবং অনেকে স্মার্ত্তাগ্নি-তৎপর। ব্রাহ্মণগণ দাতা, সত্যবাদী ও স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-সম্পন্ন হইয়া যজ্ঞোৎসবময় উৎকল দেশে বাস করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণত্রয়ও স্ব স্ব কর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া তথায় বাস করিয়া থাকেন। সেই দেশে কোণাদিত্য নামে এক ভাস্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মর্ত্ত্যবাসীরা তদ্দর্শনে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১—৯। মুনিগণ কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! সেই

তস্মিন্ দেশে সুরশ্রেষ্ঠ যত্রাস্তে স দিবাকরঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

লবণস্যোদধেস্তীরে পবিত্রে সুমনোহরে।
সর্ব্বত্র বালুকাকীর্ণে দেশে সর্ব্বগুণান্বিতে॥ ১১
চম্পকাশোকবকুলৈঃ করবীরৈঃ সপাটলৈঃ।
পুন্নাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেসরৈঃ॥ ১২
তগরৈর্ধববাণৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ সকুব্জকৈঃ।
মালতীকুন্দপুষ্পৈশ্চ তথান্যৈর্মল্লিকাদিভিঃ॥ ১৩
কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলৈঃ।
কদম্বৈর্লকুচৈঃ শালৈঃ পনসৈর্দেবদারুভিঃ॥১৪
সরলৈর্মুচুকুন্দৈশ্চ চন্দনৈশ্চ সিতেতরৈঃ।
অশ্বত্থৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ আম্রৈরাম্রাতকৈস্তথা॥১৫
তালৈঃ পূগফলৈশ্চৈব নারিকেলৈঃ কপিত্থকৈঃ
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ১৬
ক্ষেত্রং তত্র রবেঃ পুণ্যমাস্তে জগতি বিশ্রুতম্
সমন্তাদ্যোজনং সাগ্রং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥১৭

আস্তে তত্র স্বয়ং দেবঃ সহস্রাংশুর্দিবাকরঃ।
কোণাদিত্য ইতি খ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং সংযতেন্দ্রিয়ঃ
কৃতোপবাসো যস্তত্র স্নাত্বা তু মকরালয়ে॥১৯
কৃতশৌচো বিশুদ্ধাত্মা স্মরন্ দেবং দিবাকরম্
সাগরে বিধিবৎ স্নাত্বা শর্ব্বর্য্যন্তে সমাহিতঃ॥২০
দেবানৃষীন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ সন্তর্প্য চ দ্বিজাঃ।
উত্তীর্য্য বাসসী ধৌতে পরিধায় সুনির্ম্মলে॥২১
আচম্য প্রযতো ভূত্বা তীরে তস্য মহোদধেঃ।
উপবিশ্যোদয়ে কালে প্রাঙ্মুখঃ সবিতুস্তদা॥ ২২
বিলিখ্য পদ্মং মেধাবী রক্তচন্দনবারিণা।
অষ্টপত্রং কেসরাঢ্যং বর্ত্তুলং চোর্দ্ধকর্ণিকম্॥ ২৩
তিলতণ্ডুলতোয়ঞ্চ রক্তচন্দনসংযুতম্।
রক্তপুষ্পং সদর্ভঞ্চ প্রক্ষিপেত্তাম্রভাজনে॥২৪
তাম্রাভাবেঽর্কপত্রস্য পুটে কৃত্বা তিলাদিকম্।
পিধায় তন্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পাত্রং পাত্রেণ বিন্যসেৎ॥

দেশের যেখানে ভাস্করদেব অবস্থান করিতেছেন, সে কোন্ ক্ষেত্র? তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—লবণোদধির পবিত্র তীরদেশে দিবাকরের মনোহর ক্ষেত্র বিরাজিত। ঐ ক্ষেত্রের সর্ব্বদিক্ সৈকতস্তূপে সমাকীর্ণ, ও সর্ব্বগুণে অন্বিত। চম্পক, অশোক, বকুল, করবীর, পাটল, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, নাগকেসর, তগর, ধববাণ, অতিমুক্ত, কুব্জক, মালতী, কুন্দ ও মল্লিকা প্রভৃতি এবং সর্ব্বঋতু-সমুৎপন্ন কুসুমসমূহে সমুজ্জ্বল; কেতকীবনখণ্ড, কদম্ব, লকুচ, শাল, পনস, দেবদারু, সরল, মুচুকুন্দ, চন্দন, অশ্বত্থ, সপ্তপর্ণ, আম্র, আম্রাতক, তাল, পূগফল, নারিকেল, কপিত্থক ও অন্যান্য নানাজাতীয় বৃক্ষসমূহে উহার সর্ব্বদিক্ সমলঙ্কৃত। দিবাকরের তত্রত্য পুণ্য ক্ষেত্র সর্ব্বজগতে প্রসিদ্ধ। উহার চতুর্দ্দিকের বিস্তৃতি-পরিমাণ এক যোজন। উহা ভোগ ও মোক্ষের প্রদায়ক। স্বয়ং সহস্ররশ্মি দিবাকর ঐ ক্ষেত্রে কোণাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

তিনি সাধকদিগকে ভোগ ও মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকেন। ১০—১৮। মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি সমুদ্রে স্নানপূর্ব্বক শৌচাচারে বিশুদ্ধ হইয়া সেই দিন দিবাকরকে স্মরণ করিতে হয়। পর দিন রাত্রিপ্রভাতে সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার সাগরজলে বিধিমত স্নান এবং দেব, পিতৃ, ঋষি ও মনুষ্যদিগকে তর্পণান্তে জল হইতে তীরে উত্থিত হইয়া বিশুদ্ধ নির্ম্মল বস্ত্রদ্বয় পরিধানপূর্ব্বক কৃতাচমন ও প্রযত হইয়া সেই মহোদধিতীরে উপবেশন করিবে এবং সূর্য্যোদয়কালে প্রাঙ্মুখ হইয়া রক্তচন্দন-দ্রব দ্বারা এক সৌর পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্ম অষ্ট পত্র ও কেশর-সমন্বিত হইবে। উহার কর্ণিকাগুলি উর্দ্ধদিকে থাকিবে। ঐ পদ্মোপরি একটী তাম্রপাত্র রাখিয়া তাহাতে তিল, তণ্ডুল, জল, রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও কুশ প্রক্ষেপ করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাম্রপাত্রের অভাব হইলে অর্কপত্রপুটে তিলাদি রাখিয়া পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদন-

করন্যাসাঙ্গবিন্যাসং কৃত্বাঙ্গৈর্হৃদয়াদিভিঃ।
আত্মানং ভাস্করং ধ্যাত্বা সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ
মধ্যে চাগ্নিদলে ধীমান্নৈর্ঋতে শ্বাসনে দলে।
কীমারিগোচরে চৈব পুনর্মধ্যে চ পূজয়েৎ ॥২৭
প্রভূতং বিমলং সারমারাধ্যং পরমং সুখম্।
সম্পূজ্য পদ্মমাবাহ্য গগনাত্তত্র ভাস্করম্ ॥ ২৮
কর্ণিকোপরি সংস্থাপ্য ততো মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।
কৃত্বা স্নানাদিকং সর্ব্বং ধ্যাত্বা তং সুসমাহিতঃ ॥
সিতপদ্মোপরি রবিং তেজোবিম্বে ব্যবস্থিতম্।
পিঙ্গাক্ষং দ্বিভুজং রক্তং পদ্মপত্রারুণাম্বরম্ ॥৩০
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
সুরূপং বরদং শান্তং প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৩১
উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্ট্বা সান্দ্রসিন্দূরসন্নিভম্।
ততস্তৎপাত্রমাদায় জানুভ্যাং ধরণীং গতঃ ॥৩২
কৃত্বা শিরসি তৎপাত্রমেকচিত্তস্তু বাগ্‌যতঃ।
ত্র্যক্ষরেণ তু মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥

পূর্ব্বক এক স্থানে রাখিয়া দিবে। অনন্তর বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদি করিয়া পরে আত্মাকে ভাস্কর-মূর্ত্তিরূপে ধ্যানপূর্ব্বক ধীমান্ সাধক অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে এবং মধ্য-ভাগে ভাস্করকে পূজা করিবেন। পরম সুখস্বরূপ পরমারাধ্য বিমল ভাস্করকে গগন হইতে পদ্মোপরি আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া পরে কর্ণিকার উপর স্থাপ-নান্তে মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। অনন্তর স্নানাদি সর্ব্বকার্য্য সমাধানান্তে সমাহিত হইয়া রবিকে এইরূপে ধ্যান করিবে; যথা—তেজোবিম্বরূপ শুক্লপদ্মোপরি রবি অবস্থিত আছেন। তিনি পিঙ্গাক্ষ, দ্বিভুজ, রক্তবর্ণ; পদ্মপত্রের ন্যায়, অরুণবর্ণ অম্বর তাঁহার পরিধান। তিনি সর্ব্বলক্ষণে সমন্বিত, সর্ব্বাভরণে ভূষিত, সুরূপ, বরদ, শান্ত ও প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত। অনন্তর সান্দ্র সিন্দূর-সদৃশ ভাস্করকে সমুদ্ভত দেখিয়া সেই পূর্ব্বকল্পিত অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক নতজানু হইয়া আপন মস্তকোপরি ঐ পাত্র

অদীক্ষিতস্তু তস্যৈব নাম্নৈবার্ঘ্যং প্রযচ্ছতি।
শ্রদ্ধয়া ভাবযুক্তেন ভক্তিগ্রাহ্যো রবির্যতঃ ॥ ৩৪
অগ্নিনির্ঋতিবায়ীশমধ্যপূর্ব্বাদিদিক্ষু চ।
হৃচ্ছিরশ্চ শিখাবর্ম্মনেত্রাণ্যস্ত্রঞ্চ পূজয়েৎ ॥৩৫
দত্তার্ঘ্যং গন্ধধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
জপ্ত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্বা মুদ্রাং বদ্ধা বিসর্জ্জয়েৎ ॥৩৬
যে বার্ঘ্যং সম্প্রযচ্ছন্তি সূর্য্যায় নিয়তেন্দ্রিয়াঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ সংযতাঃ
ভক্তিভাবেন সততং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
তে ভুক্ত্বাভিমতান্ কামান্ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩৮
ত্রৈলোক্যদীপকং দেবং ভাস্করং গগনেচরম্।
যে সংশ্রয়ন্তি মনুজাস্তে স্যুঃ সুখস্য ভাজনম্ ॥
যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় যথোদিতম্।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা সুরেশ্বরম্ ॥৪০

ধারণান্তে একচিত্তে মৌনভাবে ত্র্যক্ষর মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। অর্ঘ্যদাতা যদি অদীক্ষিত থাকেন, তাহা হইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভাবযুক্ত হইয়া মাত্র সূর্য্যদেবের নামোচ্চারণ করিয়াই অর্ঘ্যদান করিবেন; তাহাতেই অর্চ্চনা সুসম্পন্ন হইবে। কেননা, সূর্য্যদেব ভক্তিযোগেই লভ্য হইয়া থাকেন। তৎপরে অগ্নি, নৈর্ঋতি, বায়ু ও ঈশানকোণে এবং মধ্য ও পূর্ব্বাদিদিগ্দলে তত্তৎদিগধিপতি-দিগকে এবং হৃদয়, শির, শিখা, বর্ম্ম ও নেত্রাদি অঙ্গের পূজা করিবে। পরে গন্ধ, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য নিবেদনান্তে জপ, স্তব, নমস্কার ও মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ১৯—৩৬। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বা স্ত্রী যেই কেন হউক না, যদি ভক্তিভাবে বিশুদ্ধচিত্তে নিয়তে-ন্দ্রিয় হইয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করে, তাহা হইলে ইহলোকে পরম সুখভোগ করিয়া অন্তে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি ত্রৈলোক্যের প্রদীপস্বরূপ গগনচারী ভাস্কর, যে সকল মানুষেরা তাঁহাকে আশ্রয় করে, তাহারা পরম সুখের ভাজন হইয়া থাকে।

তস্মাৎ প্রযত্নমাস্থায় দদ্যাদর্ঘ্যং দিনে দিনে।
আদিত্যায় শুচির্ভূত্বা পুষ্পৈর্গন্ধৈর্মনোরমৈঃ ॥ ৪১
এবং দদাতি যশ্চার্ঘ্যং সপ্তম্যাং সুসমাহিতঃ।
আদিত্যায় শুচিঃ স্নাতঃ স লভেদীপ্সিতং ফলম্
রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী বিত্তার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যাং প্রাপ্নোতি বিদ্যার্থী সুতার্থী পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ৪২
যং যং কামমভিধ্যায়ন্ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং প্রযচ্ছতি।
তস্য তস্য ফলং সম্যক্ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সুধীঃ
স্নাত্বা বৈ সাগরে দত্ত্বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং প্রণম্য চ।
নরো বা যদি বা নারী সর্ব্বকামফলং লভেৎ ॥
ততঃ সূর্য্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগ্যতঃ।
প্রবিশ্য পূজয়েত্তাম্মুং কৃত্বা তু ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ ॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা কোণার্কং মুনিসত্তমাঃ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা দীপৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যকৈরপি ॥
দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথা স্তবৈঃ।
এবং সম্পূজ্য তং দেবং সহস্রাংশুং জগৎপতিম্
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যুবা দিব্যবপুর্নরঃ ॥ ৪৯
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্ বংশানুদ্ধৃত্য তো দ্বিজাঃ
বিমানেনার্কবর্ণেন কামগেন সুবর্চ্চসা ॥ ৫০
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈঃ সূর্য্যলোকং স গচ্ছতি
ভুক্তা তত্র বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥
পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতঃ প্রবরে যোগিনাং কুলে।
চতুর্ব্বেদো ভবেদ্বিপ্রঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ ॥ ৫২
যোগং বিবস্বতঃ প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে যাত্রাং দমনভঞ্জিকাম্ ॥
যঃ করোতি নরস্তত্র পূর্ব্বোক্তং স ফলং লভেৎ
শয়নোত্থাপনে ভানোঃ সংক্রান্ত্যাং বিষুবায়নে ॥
বারে রবেস্তিথৌ চৈব পর্ব্বকালেঽথবা দ্বিজাঃ।

যাবৎ না ভাস্করকে যথাবিধি অর্ঘ্যদান করা হয়, তাবৎকালের মধ্যে বিষ্ণু, শঙ্কর বা সুরেশ্বর কাহারই পূজা করা বিধেয় নহে। অতএব প্রযত্ন পূর্ব্বক প্রতিদিন পবিত্র হইয়া মনোহর পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা আদিত্যকে অর্ঘ্য দান করিবে। যে ব্যক্তি সপ্তমীতিথিতে সুসমাহিত হইয়া এইরূপে স্নানান্তে শুচিভাবে আদিত্যকে অর্ঘ্যদান করে, তাহার অভীষ্ট ফল লাভ হয়। এই সূর্য্যার্ঘ্যদানের ফলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, বিত্তার্থী বিত্ত লাভ করে, বিদ্যার্থী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে। সুধী পুরুষ যে যে কামনা করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করেন, তিনি সেই সেই কাম্য ফল সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নর কিম্বা নারী সাগরে স্নান করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিলে সর্ব্বকাম-ফল প্রাপ্ত হয় ।৩৭—৪৪। হে মুনিসত্তমগণ! শ্রদ্ধাবান্ নর বাক্যসংযমপূর্ব্বক হস্তে পুষ্প লইয়া সূর্য্যালয়ে গমন করিবেন এবং তথায় প্রবেশপূর্ব্বক তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদেবকে অর্চ্চনা করিবেন। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত, জয়শব্দ উচ্চারণ ও স্তব দ্বারা জগৎপতি সহস্ররশ্মিকে অর্চ্চনা করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য যুব-দেহ ধারণ করে এবং দশাশ্বমেধ-জনিত ফললাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! মানব কোণাদিত্যের অর্চ্চনার ফলে ঊর্দ্ধ ও অধঃ সপ্ত পুরুষ উদ্ধার করিয়া অর্কপ্রতিম কামগামী উজ্জ্বল বিমানারোহণে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সূর্য্যলোকে উপনীত হইয়া থাকেন এবং সেখানে গিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিবিধ দিব্য ভোগ্য বস্তু উপভোগ করেন এবং পশ্চাৎ পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যে আসিয়া যোগীদিগের উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদবিৎ, স্বধর্ম্মনিরত, পবিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন; পরে সূর্য্য সহ মিলিত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে যে দমনভঞ্জিকা নামে যাত্রা আছে। যে নর ঐ যাত্রার অনুষ্ঠান করে, পূর্ব্বোক্ত সকল ফলই তাহার হস্তগত হইয়া থাকে। তাঁহার শয়ন, উত্থান, বিষুব সংক্রান্তি, রবিবার সপ্তমী তিথিতে অথবা কোন পর্ব্বকালে যে সকল

যে তত্র যাত্রাং কুর্ব্বন্তি শ্রদ্ধয়া সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
বিমানেনার্কবর্ণেন সূর্য্যলোকং ব্রজন্তি তে।
আস্তে তত্র মহাদেবস্তীরে নদনদীপতেঃ ॥৫৬
রামেশ্বর ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।
যে তং পশ্যন্তি কামারিং স্নাত্বা সম্যঙ্‌মহোদধৌ
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যকৈর্ব্বরৈঃ।
প্রণিপাতৈস্তথা স্তোত্রৈর্গীতৈর্বাদ্যৈর্মনোহরৈঃ॥
রাজসূয়ফলং সম্যগ্বাজিমেধফলং তথা।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং তথা ॥৫৯
কামগেন বিমানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
উপগীয়মানা গন্ধর্ব্বৈঃ শিবলোকং ব্রজন্তি তে॥
আভূতসংপ্লবং যাবদ্ভুক্‌ত্বা ভোগান্মনোরমান্।
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য চাতুর্ব্বেদা ভবন্তি তে ॥৬১
শাঙ্করং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষং ব্রজন্তি তে
যস্তত্র সবিতুঃ ক্ষেত্রে প্রাণাংস্ত্যজতি মানবঃ॥

লোক জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঐ যাত্রানুষ্ঠান করে, তাহারা আর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া সূর্য্যলোকে উপনীত হয়। সেই সমুদ্রতীরে মহাদেব আছেন, ইনি সর্ব্বকামপ্রদ রামেশ্বর শিব নামে বিখ্যাত। যে সকল লোক যথাবিধি মহোদধিতে স্নান করিয়া সেই কামারিকে দর্শন করেন এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, প্রণিপাত, স্তোত্র, গীত ও মনোহর বাদ্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাত্মারা বাজিমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করেন; এমন কি, তাঁহারা পরম সিদ্ধি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাঁহারা কিঙ্কিণীজাল-মালিত কামগামী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শিবলোকে উপনীত হইয়া থাকেন এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত মনোরম ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করিয়া পশ্চাৎ পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যধামে আগমনপূর্ব্বক চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পরে শৈব যোগ অবলম্বনে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। যে মানব সেই সূর্য্যদেবের প্রাণ

স সূর্য্যলোকমাস্থায় দেববন্মোদতে দিবি।
পুনর্মানুষতাং প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥৬৩
যোগং রবেঃ সমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রোক্তং ক্ষেত্রং সুদুর্লভম্
কোণার্কস্যোদধেস্তীরে ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভু-ঋষিসংবাদে কোণাদিত্যমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

শ্রুতোঽস্মাভিঃ সুরশ্রেষ্ঠ ভবতা যদুদাহৃতম্।
ভাস্করস্য পরং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥১
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামঃ শৃণ্বন্তঃ সুখদাং কথাম্।
তব বক্ত্রোদ্ভবাং পুণ্যামাদিত্যস্যাঘনাশিনীম্ ॥২
অতঃ পরং সুরশ্রেষ্ঠ ব্রূহি নো বদতাং বর।
দেবপূজাফলং যচ্চ যচ্চ দানফলং প্রভো॥ ৩

পরিত্যাগ করে, সে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ-ভূমিতে দেববৎ বিহার করিতে থাকে; অনন্তর মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা হয় এবং অন্তে রবির সহিত মিলিত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি উদধিতীরস্থিত ভুক্তি-মুক্তি-ফল-প্রদাতা কোণার্কের সুদুর্লভ ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিলাম।৪৫—৬৫।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ভাস্কর-ক্ষেত্রের কথা কহিলেন, সেই সুখদায়িনী পাপনাশিনী ভবন্মুখ নিঃসৃত পবিত্র কথা সকলই শুনি, কিছুতেই আমাদের আর তৃপ্তি বোধ হয় না; হে সুরবর। ভক্তগণ ...

প্রণিপাতে নমস্কারে তথা চৈব প্রদক্ষিণে।
দীপধূপপ্রদানে চ সংমার্জ্জনবিধৌ চ যৎ ॥ ৪
উপবাসে চ যৎ পুণ্যং যৎ পুণ্যং নক্তভোজনে।
অর্ঘ্যশ্চ কীদৃশঃ প্রোক্তঃ কুত্র বা সংপ্রদীয়তে ॥
কথঞ্চ ক্রিয়তে ভক্তিঃ কথং দেবঃ প্রসীদতি।
এতৎ সর্ব্বং সুরশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥৬

ব্রহ্মোবাচ।

অর্ঘ্যং পূজাদিকং সর্ব্বং ভাস্করস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
ভক্তিং শ্রদ্ধাং সমাধিঞ্চ কথ্যমানং নিবোধত ॥ ৭
মনসা ভাবনা ভক্তিরিষ্টা শ্রদ্ধা চ কীর্ত্ত্যতে।
ধ্যানং সমাধিরিত্যুক্তং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ৮
তৎকথাং শ্রাবয়েদ্‌যস্তু তদ্ভক্তান্ পূজয়ীত বা।
অগ্নিশুশ্রূষকশ্চৈব স বৈ ভক্তঃ সনাতনঃ ॥ ৯
তচ্চিত্তস্তন্মনাশ্চৈব দেবপূজারতঃ সদা।
তৎকর্ম্মকৃদ্ভবেদ্‌যস্তু স বৈ ভক্তঃ সনাতনঃ ॥১০
দেবার্থে ক্রিয়মাণানি যঃ কর্ম্মাণ্যনুমন্যতে।
কীর্ত্তনাদ্বা পরো বিপ্রাঃ স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥
নাভ্যসূয়েত তদ্ভক্তান্ন নিন্দ্যাচ্চান্যদেবতাম্।
আদিত্যব্রতচারী চ স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥ ১২
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপঞ্জিঘ্রন্ন্ মিষন্নিমিষন্নপি।
যঃ স্মরেদ্ভাস্করং নিত্যং স বৈ ভক্ততরো নরঃ ॥
এবংবিধা স্বিয়ং ভক্তিঃ সদা কার্য্যা বিজানতা।
ভক্ত্যা সমাধিনা চৈব স্তবেন মনসা তথা ॥ ১৪
ক্রিয়তে নিয়মো যস্তু দানং বিপ্রায় দীয়তে।
প্রতিগৃহ্নন্তি তং দেবা মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা ॥১৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যদ্ভক্ত্যা সমুপাহৃতম্।
প্রতিগৃহ্নন্তি তদ্দেবা নাস্তিকান্ বর্জ্জয়ন্তি চ ॥১৬
ভাবশুদ্ধিঃ প্রয়োক্তব্যা নিয়মাচারসংযুতা।
ভাবশুদ্ধ্যা ক্রিয়তে যত্তৎ সর্ব্বং সকলং ভবেৎ ॥

পূজাফল, দানফল, এবং প্রণিপাত, নমস্কার, প্রদক্ষিণ, ধূপ-দীপ-প্রদান, সম্মার্জ্জন-প্রণালী, উপবাস ও নক্ত ভোজন, এই সকল ব্যাপারে যে যেরূপ পুণ্য, এতদ্ভিন্ন কিরূপ অর্ঘ্য কোথায় কিরূপে দিতে হয়; কিরূপে ভক্তি করা হয় এবং কিরূপে ভানুদেব প্রসন্ন হয়েন? আমরা এই সকল বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান্ ভাস্করের অর্ঘ্য ও পূজাদি বিধি এবং ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমাধির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মন দ্বারা ভগবদ্বিষয়ে যে ভাবনা, তাহা ভক্তি এবং তদ্বিষয়ে যে মানসিক ইচ্ছা, তাহা শ্রদ্ধা আখ্যায় অভিহিত! এতদ্ভিন্ন যাহা ধ্যান, তাহার নাম সমাধি। হে মুনিগণ! আপনারা সমাহিত হইয়া ভক্তিবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করুন। যিনি ভগবৎকথা শ্রবণ করেন ও করান, ভগবদ্ভক্তদিগকে পূজা করেন, অথবা অগ্নি পরিচর্য্যা করেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত নর। যাঁহার চিত্ত ও মন ভগবানে নিবিষ্ট, এবং যিনি সর্ব্বদা দেবপূজা ও দেবকর্ম্মে নিরত, তিনিই প্রকৃত ভক্ত। যিনি দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের অনুমোদন করেন, কিম্বা সতত ভগবৎনাম কীর্ত্তন করেন, তিনিই নরই ভক্ততর। যিনি ভগবদ্ভক্তের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন না, কিম্বা অন্য দেবতার নিন্দা না করেন, এবং যিনি আদিত্যব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত নর। যিনি গমন, অবস্থান, নিদ্রা, ঘ্রাণ, উন্মেষ ও নিমেষ এই সকল ব্যাপারে সর্ব্বদাই ভাস্করকে স্মরণ করেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ততর। ১—১৩। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভগবানে এইরূপ ভক্তিই প্রকাশ করিবেন। ভক্তি, ধ্যান ও স্তব দ্বারা নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেব ও পিতৃ প্রীতির জন্য যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, দেব ও পিতৃগণ তাহা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। ভক্তির সহিত পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, যা কিছু দেবোদ্দেশে উপহার দেওয়া যায়, দেবগণ তাহা প্রতিগ্রহ করেন; পরন্তু নাস্তিকগণের দেয় কিছুই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। নিয়ম ও আচার সহকারে ভাবশুদ্ধি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; যাহা ভাবশুদ্ধি দ্বারা করা হয়,

স্তুতিজপ্যোপহারেণ পূজয়াপি বিবস্বতঃ।
উপবাসেন ভক্ত্যা বৈ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৮
প্রণিধায় শিরো ভূম্যাং নমস্কারং করোতি যঃ।
তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
ভক্তিযুক্তো নরো যোঽসৌ রবেঃ
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥ ২০
সূর্য্যং মনসি যঃ কৃত্বা কুর্য্যাদ্ব্যোমপ্রদক্ষিণাম্।
প্রদক্ষিণীকৃতাস্তেন সর্ব্বে দেবা ভবন্তি হি॥ ২১
একাহারো নরো ভূত্বা ষষ্ঠ্যাং যোঽর্চ্চয়তে
রবিম্।
নিয়মব্রতচারী চ ভবেদ্ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ২২
সপ্তম্যাং বা মহাভাগাঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
অহোরাত্রোপবাসেন পূজয়েদ্‌যস্তু ভাস্করম্ ॥২৩
সপ্তম্যামথবা ষষ্ঠ্যাং স যাতি পরমাং গতিম্।
কৃষ্ণপক্ষস্য সপ্তম্যাং সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সর্ব্বরত্নোপহারেণ পূজয়েদ্‌যস্তু ভাস্করম্।
পদ্মপ্রভেণ যানেন সূর্য্যলোকং স গচ্ছতি॥ ২৫
শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যামুপবাসপরো নরঃ।
সর্ব্বশুক্লোপহারেণ পূজয়েদ্‌যস্তু ভাস্করম্॥ ২৬
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যলোকং স গচ্ছতি।
অর্কসম্পুটসংযুক্তমুদকং প্রসৃতং পিবেৎ॥ ২৭
ক্রমবৃদ্ধ্যা চতুর্ব্বিংশমেকৈকং ক্ষপয়েৎ পুনঃ।
দ্বাভ্যাং সংবৎসরাভ্যান্তু সমাপ্তনিয়মো ভবেৎ
সর্ব্বকামপ্রদা হ্যেষা প্রশস্তা হ্যর্কসপ্তমী।
শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং যদাদিত্যদিনং ভবেৎ॥
সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহৎ ফলম্।
স্নানং দানং তপো হোম উপবাসস্তথৈব চ॥
সর্ব্বং বিজয়সপ্তম্যাং মহাপাতকনাশনম্।
যে চাদিত্যদিনে প্রাপ্তে শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ
যজন্তি চ মহাশ্বেতং তে লভন্তে যথেপ্সিতম্।
যেষাং ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সদৈবোদ্দিশ্য
ভাস্করম্॥ ৩২

তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক উপবাস করিয়া স্তুতি, জপ ও পূজোপহার দ্বারা তাঁহারে আরাধনা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, যে ব্যক্তি ভূতলে মস্তক নত করিয়া সূর্য্যোদ্দেশে নমস্কার করে, সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া রবিকে প্রদক্ষিণ করে, এই সপ্তদ্বীপা বসুধাই তাহার প্রদক্ষিণীকৃত হয়। মনে মনে সূর্য্যকে ধ্যান করিয়া যে নর ব্যোমমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদেবতাই প্রদক্ষিণীকৃত হয়েন। যে নর ভক্তিসহকারে একাহারী হইয়া ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্যকে অর্চ্চনা করে ও নিয়ত ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হয়, অথবা যে ব্যক্তি অষ্টমীতিথিতে অহোরাত্র উপবাস করিয়া ভাস্করকে পূজা করে, হে মহাভাগগণ! তাহারা সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। সপ্তমীতে হউক, কিম্বা ষষ্ঠীতেই হউক, সূর্য্যের অর্চ্চনায় পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতিথিতে উপবাসী হইয়া সর্ব্ববিধ রত্নোপাহার দ্বারা ভাস্করকে পূজা করেন, তিনি পদ্মপত্রপ্রভ যানারোহণে সূর্য্যলোকে উপনীত হইয়া থাকেন।১৪—২৫। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে উপবাস তৎপর হইয়া সর্ব্ববিধ শুক্ল উপহার দ্বারা ভাস্করকে অর্চ্চনা করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে প্রস্থান করিয়া থাকেন। অর্ক-পত্রের সম্পুটকে করিয়া প্রতি সপ্তমী তিথিতে ক্রমশঃ একৈকবৃদ্ধি ক্রমে চতুর্ব্বিংশ প্রসৃত উদকপানে দুই বৎসর যাবৎ নিয়ম পালন করিতে হয়, ইহার নাম অর্কসপ্তমী ব্রত; এই সপ্তমী প্রশস্ত ও সর্ব্বকামপ্রদ। রবিবার যদি শুক্ল সপ্তমী হয়, তাহা হইলে সেই সপ্তমী বিজয়া নামে খ্যাত। এই বিজয়া সপ্তমীতে স্নান, দান, তপ, হোম ও উপবাসাদি যাহা কিছু করা যায়, তাহাতে মহাফল উৎপন্ন হয়। এমন কি, মহাপাতক পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়া যায়। যে সকল মানব রবিবারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা দেবার্চ্চনা করে, তাহারা যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত

ন কুলে জায়তে তেষাং দরিদ্রো
ব্যাধিতোঽপি বা।
শ্বেতয়া রক্তয়া বাপি পীতমৃত্তিকয়াপি বা ॥ ৩৩
উপলেপনকর্ত্তা তু চিন্তিতং লভতে ফলম্।
চিত্রভানুং বিচিত্রৈস্ত কুসুমৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৩৪
পূজয়েৎ সোপবাসো যঃ স কামানীপ্সিতাল্লঁভেৎ
ঘৃতেন দীপং প্রজ্বাল্য তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥
আদিত্যং পূজয়েদ্যস্ত চক্ষুষা ন স হীয়তে।
দীপদাতা নরো নিত্যং জ্ঞানদীপেন দীপ্যতে
তিলাঃ পবিত্রং তৈলং বা তিলগোদানমুত্তমম্।
অগ্নিকার্য্যে চ দীপে চ মহাপাতকনাশনম্ ॥৩৭
দীপং দদাতি যো নিত্যং দেবতায়তনেষু চ।
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু রূপবান্ সুভগো ভবেৎ ॥
হবির্ভিঃ প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ।
বসামেদোঽস্থিনির্য্যাসৈর্ন তু দেয়ং কথঞ্চন ॥ ৩৯

হয়। যাহাদের যে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম, সকলই আদিত্যোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের কুলে কেহই দরিদ্র বা ব্যাধিত হয় না। শ্বেত, রক্ত বা পীত মৃত্তিকা দ্বারা যাহারা সূর্য্যস্থান উপলেপন করে, তাহারাও অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া বিচিত্র পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা চিত্রভানুকে পূজা করে, সে ঈপ্সিত কামনা লাভ করিয়া থাকে। যে জন ঘৃত কিম্বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া আদিত্যকে অর্চ্চনা করে, তাহার কখনও চক্ষু নষ্ট হয় না। দীপদাতা নর সর্ব্বদাই জ্ঞান-দীপে উদ্ভাসিত হয়েন। তিলরাশি, পবিত্র তৈল এবং তিলধেনু এই তিনটী দান প্রশস্ত; তিলদ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিলে এবং তিল তৈলে দীপ জ্বালিয়া দেবগৃহে অর্পণ করিলে, মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। মানব চতুষ্পথ ও দেবায়তন প্রভৃতিতে নিত্য দীপ দান করিলে রূপবান্ ও সুভগ হইয়া থাকে। ঘৃত দ্বারা দীপদানই প্রথম কল্প; ওষধিরসে দীপদান দ্বিতীয় কল্প; পরন্ত বসা-মেদ ও অস্থি প্রভৃতি দ্বারা কদাচ দীপ দান

ভবেদূর্দ্ধগতির্দীপো ন কদাচিদধোগতিঃ।
দাতা দীপ্যতি চাপ্যেবং ন তির্য্যগ্গতিমাপ্নুয়াৎ
জ্বলমানং সদা দীপং ন হরেন্নাপি নাশয়েৎ।
দীপহর্ত্তা নরো বন্ধং নাশং ক্রোধং তমো ব্রজেৎ
দীপদাতা স্বর্গলোকে দীপমালেব রাজতে।
যঃ সমালভতে নিত্যং কুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ ॥ ৪১
সম্পদ্যতে নরঃ প্রেত্য ধনেন যশসা শ্রিয়া।
রক্তচন্দনসংমিশ্রৈ রক্তপুষ্পৈঃ শুচির্নরঃ ॥ ৪৩
উদয়েঽর্ঘ্যং সদা দত্ত্বা সিদ্ধিং সংবৎসরাল্লভেৎ।
উদয়াৎ পরিবর্ত্তেত যাবদস্তমনে স্থিতঃ ॥ ৪৪
জপন্নভিমুখঃ কিঞ্চিন্মন্ত্রং স্তোত্রমথাপি বা।
আদিত্যব্রতমেতত্তু মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪৫
অর্ঘ্যেণ সহিতঞ্চৈব সর্ব্বং সাঙ্গং প্রদাপয়েৎ।
উদয়ে শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৬
সুবর্ণধেন্বনড়ুহবসুধাবস্ত্রসংযুতম্।
অর্ঘ্যপ্রদাতা লভতে সপ্তজন্মানুগং ফলম্ ॥৪৭

বিধেয় নহে। দীপ উর্দ্ধগতি হইবে, কদাচ উহা অধোগতি হওয়া উচিত নহে। দীপদাতা দীপের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন; কদাচ তিনি তির্য্যক্গতি প্রাপ্ত হয়েন না। দীপ জ্বলিতে থাকিলে, কখন তাহা হরণ বা নাশন করিবে না। দীপহর্ত্তা ব্যক্তি বধ, বন্ধন, ক্রোধ ও তমোভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬—৪০। দীপদাতা নর স্বর্গে গিয়া দীপমালার ন্যায় বিরাজ করেন। যে ব্যক্তি নিয়ত কুঙ্কুম ও অগুরু চন্দন লেপন করে, তাদৃশ নর পরজন্মে যশস্বী ও ধনী হইয়া থাকে। যে নর শুচি হইয়া সূর্য্যোদয় কালে রক্ত চন্দন-মিশ্রিত রক্ত পুষ্প দ্বারা সর্ব্বদা অর্ঘ্য দান করে, সে সম্বৎসরান্তে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া যে কোন মন্ত্র জপ বা স্তোত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অনুষ্ঠানের নাম আদিত্যব্রত, এই ব্রতাচরণে মহাপাতকরাশি বিনষ্ট হয়। সূর্য্যের উদয়কালে শ্রদ্ধার সহিত অর্ঘ্যদান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সূর্য্যার্ঘ্য

অগ্নৌ তোয়েঽন্তরিক্ষে চ শুচৌ ভূম্যাং তথৈব চ
প্রতিমায়াং তথা পিণ্ড্যাং দেয়মর্ঘ্যং প্রযত্নতঃ ॥
নাপসব্যং ন সব্যঞ্চ দদ্যাদভিমুখঃ সদা।
সঘৃতং গুগ্গুলং বাপি রবের্ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৪৯
তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ
শ্রীবাসং চতুরস্রঞ্চ দেবদারুং তথৈব চ ॥ ৫০
কর্পূরাগুরুধূপানি দত্ত্বা বৈ স্বর্গগামিনঃ।
অয়নে তূত্তরে সূর্য্যমথবা দক্ষিণায়নে ॥ ৫১
পূজয়িত্বা বিশেষেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
বিষুবেষূপরাগেষু ষড়শীতিমুখেষু চ ॥ ৫২
পূজয়িত্বা বিশেষেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এবং বেলাসু সর্ব্বাসু সর্ব্বকালঞ্চ মানবঃ ॥ ৫৩
ভক্ত্যা পূজয়তে যোঽর্কং সোঽর্কলোকে মহীয়তে।
কৃসরৈঃ পায়সৈঃ পূপৈঃ ফলমূলঘৃতৌদনৈঃ ॥ ৫৪
বলিং কৃত্বা তু সূর্য্যায় সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
ঘৃতেন তর্পণং কৃত্বা সর্ব্বসিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫
ক্ষীরেণ তর্পণং কৃত্বা মনস্তাপৈর্ন যুজ্যতে।
দধ্না তু তর্পণং কৃত্বা কার্য্যসিদ্ধিং লভেন্নরঃ ॥ ৫৬
স্নানার্থমাহরেদ্যস্তু জলং ভানোঃ সমাহিতঃ।
তীর্থেষু শুচিতাপন্নঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৭
ছত্রং ধ্বজং বিতানং বা পতাকাং চামরাণি চ।
শ্রদ্ধয়া ভানবে দত্ত্বা গতিমিষ্টামবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮
যদ্যদ্দ্রব্যং নরো ভক্ত্যা আদিত্যায় প্রযচ্ছতি
তত্তস্য শতসাহস্রমুৎপাদয়তি ভাস্করঃ ॥ ৫৯
মানসং বাচিকং বাপি কায়জং যচ্চ দুষ্কৃতম্।
সর্ব্বং সূর্য্যপ্রসাদেন তদশেষং ব্যপোহতি ॥ ৬০
একাহেনাপি যদ্ভানোঃ পূজায়াঃ প্রাপ্যতে ফলম্
যথোক্তদক্ষিণৈর্বিপ্রৈর্ন তৎ ক্রতুশতৈরপি ॥ ৬১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সূর্য্যপূজাদি নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

দানকর্ত্তা সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত সুবর্ণ, ধেনু, বলদ, বসুধা ও বিবিধ বস্ত্র লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি, জল, অন্তরীক্ষ, পুণ্যভূমি ও প্রতিমা প্রভৃতিতে যত্নের সহিত সূর্য্যার্ঘ্য দান করা কর্ত্তব্য। সব্য বা অপসব্য ক্রমে না দিয়া ভক্তির সহিত ঠিক সূর্য্যাভিমুখেই ঘৃত গুগ্গুলাদি সহ সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে। এই-রূপ অর্ঘ্য দানে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সূর্য্যকে শ্রীবাস, দেবদারু, কর্পূর, অগুরু ও ধূপ প্রভৃতি দান করিলে স্বর্গলাভ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অয়নেই সূর্য্য পূজা করিলে সর্ব্বপাপ প্রনষ্ট হইয়া যায়। বিষুব সংক্রান্তি ও উপরাগাদি উপলক্ষে বিশিষ্টরূপে সূর্য্য পূজা দ্বারা সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্তি ঘটে। যে মানব সর্ব্ব-বেলায় সর্ব্বকালে ভক্তিপূর্ব্বক অর্ক পূজা করে, তাহার অর্কলোকে গতি হয়। কৃসর, পায়স, পূপ, ফল, মূল ও ঘৃতৌদন দ্বারা সূর্য্যকে উপহার প্রদানে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূর্য্যকে ঘৃত দ্বারা তর্পণ করিয়া মানব সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ক্ষীর দ্বারা তর্পণ করিলে কদাচ মনস্তাপ ভোগ করে না। দধি দ্বারা তর্পণে কার্য্য-সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া সূর্য্যকে স্নান করাইবার জন্য জল আহরণ করে, সে সর্ব্ব-তীর্থে শুচি হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ছত্র, ধ্বজ, বিতান, পতাকা বা চামর এই সকল বস্তু শ্রদ্ধার সহিত সূর্য্যকে সমর্পণ করিলে ইষ্ট-গতি লাভ করা যায়। মনুষ্য ভক্তির সহিত ভানুকে যে যে দ্রব্য দান করে, ভানু তাহার সেই সেই দ্রব্য শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। মানসিক, বাচিক, বা কায়িক যে কোন দুষ্কৃতই হউক, সূর্য্যের প্রসাদে তৎ-সমস্ত আমূলতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। একটী মাত্র দিনে ভানু পূজা করিলে যে ফললাভ করা যায়, যথাযোগ্য দক্ষিণাসম্পন্ন শত শত ক্রতু দ্বারাও সে ফল সমধিগত হওয়া যায় না। ৪১—৬১।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

অহো দেবস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতমেবং জগৎপতে।
ভাস্করস্য সুরশ্রেষ্ঠ বদতস্তেষু দুর্লভম্॥ ১
ভূয়ঃ প্রব্রূহি দেবেশ যৎ পৃচ্ছামো জগৎপতে
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কৌতূহলং হি নঃ
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
য ইচ্ছেন্মোক্ষমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ
কুতো হ্যস্যাক্ষয়ঃ স্বর্গঃ কুতো নিঃশ্রেয়সং পরম্।
স্বর্গতশ্চৈব কিং কুর্য্যাদ্যেন ন চ্যবতে পুনঃ ॥৪
দেবানাং চাত্র কো দেবঃ পিতৃণাঞ্চৈব কঃ পিতা
যস্মাৎ পরতরং নাস্তি তন্মে ব্রূহি সুরেশ্বর ॥৫
কুতঃ সৃষ্টমিদং বিশ্বং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
প্রলয়ে চ কমভ্যেতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ।

উদ্যন্নেবৈষ কুরুতে জগদ্বিতিমিরং করৈঃ।
নাতঃ পরতরো দেবঃ কশ্চিদন্যো দ্বিজোত্তমাঃ
অনাদিনিধনো হ্যেষ পুরুষঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
তাপয়ত্যেষ ত্রীল্লোঁকান্ ভবন্রশ্মিভিরুল্বণৈঃ ॥৮
সর্ব্বদেবময়ো হ্যেষ তপতাং তপনো বরঃ।
সর্ব্বস্য জগতো নাথঃ সর্ব্বসাক্ষী জগৎপতিঃ ॥ ৯
সংক্ষিপত্যেষ ভূতানি তথা বিসৃজতে পুনঃ।
এষ ভাতি তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ॥
এষ ধাতা বিধাতা চ ভূতাদির্ভূতভাবনঃ।
ন হ্যেষ ক্ষয়মায়াতি নিত্যমক্ষয়মণ্ডলঃ॥ ১১
পিতৃণাং চ পিতা হ্যেষ দেবতানাং হি দেবতা।
ধ্রুবং স্থানং স্মৃতং হ্যেতদ্যস্মান্ন চ্যবতে পুনঃ॥
সর্গকালে জগৎ কৃৎস্নমাদিত্যাৎ সম্প্রসূয়তে।
প্রলয়ে চ তমভ্যেতি ভাস্করং দীপ্ততেজসম্॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে! হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি ভাস্করদেবের দুর্লভ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, আপনার মুখে আমরা তাহা শ্রবণ করিলাম; কিন্তু হে ব্রহ্মন্! আমাদের প্রবল শ্রবণ-কৌতূহল এখনও নিবৃত্ত হয় নাই; অতএব আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পুনরায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অথবা ভিক্ষু, ইহাঁদের মধ্যে কেহ যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কোন্ দেবতার আরাধনা করিবেন? কিরূপে তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়, কি করিলেই বা সে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে এবং স্বর্গগত ব্যক্তিই বা এমন কি কার্য্য করিবেন, যাহাতে পুনরায় আর তাঁহাকে তথা হইতে ভ্রষ্ট হইতে না হয়? যিনি দেবগণের দেব ও পিতৃগণের পিতা, যাঁহা হইতে পরতর আর কেহই নাই, হে সুরেশ্বর! তিনি কে? তাহা আমাদিগকে বলুন। অপিচ, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব যাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালেও আবার যাঁহাকে আশ্রয় করিবে, ইহাও আপনি কীর্ত্তন করুন। ১—৬। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! এই যে দেব উদিত হইয়া স্বীয় করনিকরে জগদন্ধকার অপনীত করেন, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব অন্য কেহই নাই। কারণ ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইনিই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ। ইনিই প্রখর রূপ ধারণ করিয়া রশ্মিনিচয় দ্বারা এই ত্রিভুবন তাপিত করিতেছেন। ইনি সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাপদাতা, সর্ব্ব জগতের নাথ, সর্ব্বলোকের সাক্ষী এবং সর্ব্ব জগতের পতি। ইনিই ভূতবর্গ সৃজন করেন এবং পুনরায় সংহার করিয়া থাকেন। ইনি কিরণরাজি বিস্তার করিয়া প্রতিভাত হন এবং তাপন ও বর্ষণ করিয়া থাকেন। ইনি ধাতা, বিধাতা ভূতাদি ও ভূতভাবন। ইনি কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েন না; ইহাঁর মণ্ডল নিয়তই অক্ষয়। ইনিই পিতৃগণের পিতা এবং ইনিই দেবগণের দেবতা। ইনিই সেই প্রসিদ্ধ ধ্রুবস্থান। ইহা হইতে আর বিচ্যুত হইতে হয় না। সৃষ্টিকালে সমস্ত জগৎ আদিত্য হইতে প্রসূত হয় এবং প্রলয়ে আবার

যোগিনশ্চাপ্যসংখ্যাতাস্ত্যক্ত্বা গৃহকলেবরম্।
বায়ুর্ভূত্বা বিশন্ত্যস্মিংস্তেজোরাশৌ দিবাকরে
অস্য রশ্মিসহস্রাণি শাখা ইব বিহঙ্গমাঃ।
বসন্ত্যাশ্রিত্য মুনয়ঃ সংসিদ্ধা দৈবতৈঃ সহ ॥১৫
গৃহস্থা জনকাদ্যাশ্চ রাজানো যোগধর্ম্মিণঃ।
বালখিল্যাদয়শ্চৈব ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১৬
বানপ্রস্থাশ্চ যে চান্যে ব্যাসাদ্যা ভিক্ষবস্তথা।
যোগমাস্থায় সর্ব্বে তে প্রবিষ্টাঃ সূর্য্যমণ্ডলম্॥
শুকো ব্যাসসুতঃ শ্রীমান্‌যোগধর্ম্মমবাপ্য সঃ।
আদিত্যকিরণান্ গত্বা হ্যপুনর্ভাবমাস্থিতঃ॥১৮
শব্দমাত্রশ্রুতিমুখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
প্রত্যক্ষোঽয়ং পরো দেবঃ সূর্য্যস্তিমিরনাশনঃ
তস্মাদন্যত্র ভক্তির্হি ন কার্য্যা শুভমিচ্ছতা।
যস্মাদৃষ্টৈরগম্যাস্তে দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ॥ ২০
অতো ভবদ্ভিঃ সততমভ্যর্চ্চ্যো ভগবান্ রবিঃ
স হি মাতা পিতা চৈব কৃৎস্নস্য জগতো গুরুঃ
অনাদ্যো লোকনাথোঽসৌ রশ্মিমালী জগৎপতিঃ।
মিত্রত্বে চ স্থিতো যস্মাত্তপস্তেপে দ্বিজোত্তমাঃ
অনাদিনিধনো ব্রহ্মা নিত্যশ্চাক্ষয় এব চ।
সৃষ্ট্বা সসাগরান্ দ্বীপান্ ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥২৩
লোকানাং স হিতার্থায় স্থিতশ্চন্দ্রসরিত্তটে।
সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ সর্ব্বান্‌সৃষ্ট্বা চ বিবিধাঃ প্রজাঃ
ততঃ শতসহস্রাংশুরব্যক্তশ্চ পুনঃ স্বয়ম্।
কৃত্বা দ্বাদশধাত্মানমাদিত্যমুপপদ্যতে॥ ২৫
ইন্দ্রো ধাতাথ পর্জন্যস্ত্বষ্টা পূষার্য্যমা ভগঃ।
বিবস্বান্ বিষ্ণুরংশশ্চ বরুণো মিত্র এব চ॥২৬
আভির্দ্বাদশভিস্তেন সূর্য্যেণ পরমাত্মনা।
কৃৎস্নং জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্ত্তিভিশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
তস্য যা প্রথমা মূর্ত্তিরাদিত্যস্যেন্দ্রসংজ্ঞিতা।
স্থিতা সা দেবরাজত্বে দেবানাং রিপুনাশিনী॥

দীপ্ততেজা ভাস্করেই উহা বিলীন হইয়া যায়। অসংখ্য যোগী পুরুষ, স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ু হইয়া এই তেজোরাশি দিবাকরেই প্রবেশ করিয়াছেন। আকাশ-প্রসারিত তরুশাখার ন্যায় ইহাঁরই সহস্র সহস্র রশ্মি আশ্রয় করিয়া দেবগণ সহ সিদ্ধ-মুনিগণ বাস করিতেছেন। গৃহস্থ অথচ যোগমার্গাবলম্বী জনকাদি রাজগণ, বাল-খিল্যাদি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ, অন্যান্য বান-প্রস্থাবলম্বী মুনিগণ, এবং ব্যাসপ্রমুখ সর্ব্ব-ত্যাগী সাধুপুরুষগণ, ইহাঁরা সকলেই যোগ-পথ অবলম্বন করিয়া সৌর মণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্যাসনন্দন শ্রীমান্ শুকও যোগ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আদিত্য কিরণ লাভ করত পুনর্জ্জন্ম জয় করিয়াছেন। ৭—১৮। বেদমূর্ত্তি ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ সকলেই এই প্রত্যক্ষ পরম দেব তিমিরধ্বংসী সূর্য্য বৈ আর কেহই নহেন। অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অন্যত্র ভক্তি করা বিধেয় নহে; কেননা, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল দেব, তাঁহারা কেহই দৃষ্টিগম্য নহেন; এই কারণে আপনারা সর্ব্বদা ভগবান্ ভাস্করকেই অর্চ্চনা করিবেন! সেই ভাস্করই মাতা, পিতা এবং কৃৎস্ন জগতের গুরু। তিনিই অনাদি, লোকনাথ, রশ্মিমালী ও জগৎপতি। তিনিই সকলের মিত্ররূপে বিরাজিত। যিনি অনাদি নিধন, নিত্য অব্যয় ব্রহ্মা, তিনিও সেই সূর্য্য বৈ আর কেহই নহেন। সূর্য্যদেবই সাগর ও দ্বীপাদি সহ চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিয়া লোকনিবহের হিতের নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন এবং সেই অব্যক্তমূর্ত্তি ভগবান্ সহস্ররশ্মিই পুনরায় সমস্ত প্রজাপতি ও বিবিধ প্রজা-মণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়া আত্মাকে দ্বাদশধা বিভক্ত করত আদিত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা, পূষা, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান্, বিষ্ণু, অংশ, বরুণ ও মিত্র, এই দ্বাদশ মূর্ত্তি দ্বারা পরমাত্মা, সূর্য্যদেবই এই কৃৎস্ন জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই আদিত্যের যে ইন্দ্রনামক প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই দেবগণের শত্রু-সংহার করত দেবরাজত্বে

দ্বিতীয়া তস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না ধাতেতি কীর্ত্তিতা।
স্থিতা প্রজাপতিত্বেন বিবিধাঃ সৃজতে প্রজাঃ
তৃতীয়ার্কস্য যা মূর্ত্তিঃ পর্জ্জন্য ইতি বিশ্রুতা।
মেঘেষ্বেব স্থিতা সা তু বর্ষতে চ গভস্তিভিঃ॥
চতুর্থী তস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না ত্বষ্টেতি বিশ্রুতা।
স্থিতা বনস্পতৌ সা তু ওষধীষু চ সর্ব্বতঃ॥৩১
পঞ্চমী তস্য যা মূর্ত্তির্নাম্না পূষেতি বিশ্রুতা।
অন্নে ব্যবস্থিতা সা তু প্রজাং পুষ্ণাতি নিত্যশঃ
মূর্ত্তিঃ ষষ্ঠী রবের্যা তু অর্য্যমা ইতি বিশ্রুতা।
বায়োঃ সংসরণা সা তু দেবেষ্বেব সমাশ্রিতা॥৩৩
ভানোর্যা সপ্তমী মূর্ত্তির্নাম্না ভগেতি বিশ্রুতা।
ভূমিষ্ববস্থিতা সা তু শরীরেষু চ দেহিনাম্॥৩৪
মূর্ত্তির্যা ত্বষ্টমী তস্য বিবস্বানিতি বিশ্রুতা।
অগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতা সা তু পচত্যন্নং শরীরিণাম্॥
নবমী চিত্রভানোর্যা মূর্ত্তির্বিষ্ণুশ্চ নামতঃ।
প্রাদুর্ভবতি সা নিত্যং দেবানামরিসূদনী॥
দশমী তস্য যা মূর্ত্তিরংশুমানিতি বিশ্রুতা।
বায়ৌ প্রতিষ্ঠিতা সা তু প্রহ্লাদয়তি বৈ প্রজাঃ
মূর্ত্তিস্ত্বেকাদশী ভানোর্নাম্না বরুণসংজ্ঞিতা।
জলেষ্ববস্থিতা সা তু প্রজাং পুষ্ণাতি নিত্যশঃ॥
মূর্ত্তির্যা দ্বাদশী ভানোর্নাম্না মিত্রেতি সংজ্ঞিতা।
লোকানাং সা হিতার্থায় স্থিতা চন্দ্রসরিত্তটে॥
বায়ুভক্ষস্তপস্তেপে স্থিত্বা মৈত্রেণ চক্ষুষা।
অনুগৃহ্নন্ সদা ভক্তান্ বরৈর্নানাবিধৈস্তু সঃ॥৪০
এবং সা জগতাং মূর্ত্তির্হিতায় বিহিতা পুরা।
তত্র মিত্রঃ স্থিতো যস্মাত্তস্মান্মিত্রং পরং স্মৃতম্॥
আভির্দ্বাদশভিস্তেন সবিত্রা পরমাত্মনা।
কৃৎস্নং জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্ত্তিভিশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
তস্মাদ্ধ্যেয়ো নমস্যশ্চ দ্বাদশস্থাসু মূর্ত্তিষু।
ভক্তির্মাদ্ভির্নরৈর্নিত্যং তদ্গতেনান্তরাত্মনা॥৪৩
ইত্যেবং দ্বাদশাদিত্যান্নমস্কৃত্য তু মানবঃ।
নিত্যং শ্রুত্বা পঠিত্বা চ সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥

মুনয় উচুঃ।

যদি তাবদয়ং সূর্য্যশ্চাদিদেবঃ সনাতনঃ।
ততঃ কস্মাত্তপস্তেপে বরেপ্সুঃ প্রাকৃতো যথা

বিরাজমান। তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধাতা প্রজাপতিত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। পর্জ্জন্য নামক প্রসিদ্ধ তদীয় তৃতীয় মূর্ত্তি, মেঘরূপে অবস্থিত হইয়া বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার ত্বষ্টৃ নামক চতুর্থী মূর্ত্তি বনস্পতি ও ওষধি-সমূহে বিরাজিত রহিয়াছে। পূষাখ্য পঞ্চমী মূর্ত্তি অন্নে অবস্থিত হইয়া প্রতিনিয়ত প্রজাপুঞ্জকে পোষণ করিতেছেন। অর্য্যমা নাম্নী ষষ্ঠী মূর্ত্তি বায়ুর আকারে সংসরণশীল হইয়া দেবদেহ আশ্রয় করিয়াছে। ভানুর ভগ নাম্নী সপ্তমী মূর্ত্তি ভূতলে এবং দেহিগণের দেহ মধ্যে বিরাজ করিতেছে। বিবস্বান্ নামে অষ্টমী মূর্ত্তি অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া শরীরিগণের ভুক্তান্ন পরিপাক করিতেছে। বিষ্ণু নাম্নী নবমী মূর্ত্তি দেবগণের রিপু সংহারের জন্য নিত্য প্রাদুর্ভূত হইতেছে। তাহার অংশুমান্ নামে দশমী মূর্ত্তি বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজাপুঞ্জকে আহ্লাদিত করিতেছে! ভানুর বরুণ নাম্নী একাদশ মূর্ত্তি জলে অবস্থান করিয়া নিয়ত প্রজা পোষণ করিতেছে। ভানুর মিত্র নামে যে দ্বাদশ মূর্ত্তি, তাহা লোকদিগের হিতের নিমিত্ত চন্দ্রসরিত্তটে অবস্থান করিতেছে। মিত্র বায়ু-অশনে কালাতিপাত করত তপস্যা করিতেছেন এবং মৈত্র-নেত্রে অবলোকন করিয়া ভক্তবৃন্দকে বিবিধ বরে অনুগৃহীত করিতেছেন। ১৯—৪০। এইরূপে সেই মিত্রমূর্ত্তি জগতের হিতার্থে বিহিত রহিয়াছে। তিনি মিত্র নামে অবস্থিত, তাই তিনিই সকলের পরম মিত্র। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পরমাত্মা সবিতা এই দ্বাদশবিধ মূর্ত্তি দ্বারাই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমান। এই জন্য নিত্যই ভক্তিমান্ নরগণ তদ্গতমনে তাঁহাকে দ্বাদশ মূর্ত্তিরূপে ধ্যান ও নমস্কার করিবেন। মানব এইরূপে দ্বাদশাদিত্যকে নমস্কারপূর্ব্বক তদীয় দ্বাদশ নাম শ্রবণ ও পাঠ করিলে অন্তে সূর্য্যলোকে পূজিত হইয়া থাকে। মুনিগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই সূর্য্যই যদি আদিদেব সনাতন

ব্রহ্মোবাচ।

এতদ্বঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পরং গুহ্যং বিভাবসোঃ।
পৃষ্টং মিত্রেণ যৎ পূর্ব্বং নারদায় মহাত্মনে ॥৪৬
প্রাগুক্তানি তু যুষ্মভ্যং রবের্দ্বাদশ মূর্ত্তয়ঃ।
মিত্রশ্চ বরুণশ্চোভৌ তাসাং তপসি সংস্থিতৌ
অব্ভক্ষো বরুণস্তাসাং তস্থৌ পশ্চিমসাগরে।
মিত্রো মিত্রবনে চাস্মিন্ বায়ুভক্ষোঽভবত্তদা ॥৪৮
অথ মেরুগিরেঃ শৃঙ্গাৎ প্রচ্যুতো গন্ধমাদনাৎ।
নারদস্তু মহাযোগী সর্ব্বাল্লোঁকাংশ্চরন্ বশী ॥৪৯
আজগামাথ তত্রৈব যত্র মিত্রোঽচরত্তপঃ।
তং দৃষ্ট্বা তু তপস্যন্তং তস্য কৌতূহলং হ্যভূৎ ॥
যোঽক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ।
ধৃতমেকাত্মকং যেন ত্রৈলোক্যং সুমহাত্মনা ॥৬১
যঃ পিতা সর্ব্বদেবানাং পরাণামপি যঃ পরঃ।
অযজদ্দেবতাঃ কাস্তু পিতৄন্ বা কানসৌ যজেৎ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তং দেবং নারদোঽব্রবীৎ

নারদ উবাচ।

বেদেষু স পুরাণেষু সাঙ্গোপাঙ্গেষু গীয়সে।
ত্বমজঃ শাশ্বতো ধাতা ত্বং নিধানমনুত্তমম্ ॥৫৩
ভূতং ভব্যং ভবচ্চৈব ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
চত্বারশ্চাশ্রমা দেব গৃহস্থাদ্যাস্তথৈব হি ॥ ৫৪
যজন্তি ত্বামহরহস্ত্বাং মূর্ত্তিস্থং সমাশ্রিতম্।
পিতা মাতা চ সর্ব্বস্য দৈবতং ত্বং হি শাশ্বতম্ ॥
যজসে পিতরং কং ত্বং দেবং বাপি ন বিদ্মহে

মিত্র উবাচ।

অবাচ্যমেতদ্বক্তব্যং পরং গুহ্যং সনাতনম্।
ত্বয়ি ভক্তিমতি ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি যথাতথম্ ॥
যত্তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়মব্যক্তমচলং ধ্রুবম্।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সর্ব্বভূতৈর্বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৮
স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চৈব কথ্যতে।
ত্রিগুণাদ্ব্যতিরিক্তোঽসৌ পুরুষশ্চৈব কল্পিতঃ ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ সৈব বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ।

পুরুষ, তবে কি জন্য বর-প্রার্থী হইয়া প্রকৃত-জনের ন্যায় তপস্যা করিলেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—বিভাবসু সম্বন্ধে পূর্ব্বে মিত্রদেব মহাত্মা নারদকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে সেই গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি। রবির দ্বাদশ মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি; সেই মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে মিত্র ও বরুণ এই দুই জন তপস্যায় নিরত হয়েন। তন্মধ্যে বরুণ মাত্র জলাহার করত পশ্চিম সাগরে আর মিত্র অত্রত্য মিত্রবনে মাত্র বায়ুভক্ষ হইয়া বিরাজ করেন। একদা মহাযোগী নারদ মেরুগিরির শৃঙ্গ গন্ধমাদন হইতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে করিতে, মিত্র যথায় তপস্যা করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ মিত্রকে তপস্যা করিতে দেখিয়া একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত-মনে ভাবিতে লাগিলেন, যিনি অক্ষয়, অব্যয়, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন পুরুষ, যে মহাত্মা একাকী এই ত্রৈলোক্য ধারণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদেবের পিতা ও পরাৎপর প্রভু, তিনি আবার কোন্ কোন্ দেব ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিতেছেন? নারদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দেব! আপনি অঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদ ও পুরাণ সর্ব্বশাস্ত্রেই অজ, শাশ্বত, ধাতা ও উত্তম নিধান বলিয়া কীর্ত্তিত।৪১—৫৩। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। গার্হস্থ্যাদি চতুরাশ্রমবাসীরা আপনাকেই অহরহ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আপনি সকলের পিতা, মাতা, ও শাশ্বত দৈবত। জানি না, আপনি আবার কোন্ দেব বা পিতৃপুরুষকে পূজা করিতেছেন? মিত্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি এরূপ কথা বলিবেন না; পরন্তু যাহা সনাতন গুহ্য পরমপদ, তাহা আমি ভবাদৃশ ভক্ত জনের নিকট যথাযথ বর্ণন করিতেছি। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল ও ধ্রুব বস্তু; ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ বা সর্ব্বভূতের যিনি অগোচর, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলিয়া অভিহিত, তিনি ত্রিগুণাতীত ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, তিনিই বুদ্ধি নামে

মহানিতি চ যোগেষু প্রধানমিতি কথ্যতে ॥৬০
সাংখ্যে চ কথ্যতে যোগে নামভির্বহুধাত্মকঃ।
স চ ত্রিরূপো বিশ্বাত্মা শর্ব্বোঽক্ষর ইতি স্মৃতঃ
ধৃতমেকাত্মকং তেন ত্রৈলোক্যমিদমাত্মনা।
অশরীরঃ শরীরেষু সর্ব্বেষু নিবসত্যসৌ ॥ ৬২
বসন্নপি শরীরেষু ন স লিপ্যেত কর্ম্মভিঃ।
মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ ॥৬৩
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ
কেনচিৎ ক্বচিৎ।
সগুণো নির্গুণো বিশ্বো জ্ঞানগম্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৬৫
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি বৈ ক্ষেত্রে স্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥৬৬
ক্ষেত্রাণীহ শরীরাণি তেষাঞ্চৈব যথাসুখম্।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে

অব্যক্তে চ পুরে শেতে পুরুষস্তেন চোচ্যতে
বিশ্বং বহুবিধং জ্ঞেয়ং স চ সর্ব্বত্র উচ্যতে ॥৬৮
তস্মাৎ স বহুরূপত্বাদ্বিশ্বরূপ ইতি স্মৃতঃ।
তস্যৈকস্য মহত্ত্বং হি স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥৬৯
মহাপুরুষশব্দং হি বিভর্ত্যেকঃ সনাতনঃ।
স তু বিধিক্রিয়ায়ত্তঃ সৃজত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ৭০
শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা।
কোটিশশ্চ করোত্যেষ প্রত্যগাত্মানমাত্মনা ॥ ৭১
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যাতি স্বাদন্তরং যথা
ভূমে রসবিশেষেণ তথা গুণরসাত্তু সঃ ॥ ৭২
এক এব যথা বায়ুর্দেহেষেব হি পঞ্চধা।
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথা তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩
স্থানান্তরবিশেষাচ্চ যথাগ্নির্লভতে পরাম্।
সংজ্ঞাং তথা মুনে সোঽয়ং ব্রহ্মাদিষু তথাপ্নুয়াৎ
যথা দীপসহস্রাণি দীপ একঃ প্রসূয়তে।

নির্ণীত। তিনি মহান্ এবং তিনিই প্রধান বলিয়া কথিত। সাংখ্যমতবাদীরা যোগ-শাস্ত্রে তাঁহার বাহু নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ত্রিরূপী, বিশ্বাত্মা, শর্ব্ব ও অক্ষর নামে নির্দ্দিষ্ট। এই একাত্মক ত্রৈলোক্যকে তিনি আত্মা দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিজে অশরীরী হইয়াও সর্ব্ব শরীরে বাস করেন। শরীর মধ্যে বাস করিয়াও কর্ম্মসমূহে তিনি লিপ্ত হয়েন না। তুমি আমি ও অন্যান্য দেহধারী সকলেরই তিনি সাক্ষীভূত অন্তরাত্মা। তাঁহাকে কেহই কখন গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি সগুণ অথচ নির্গুণ; একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। তাঁহার সর্ব্বদিকে পাণি, পাদ, সর্ব্বত্র নেত্র, মস্তক, মুখ, এবং সর্ব্বদিকে তিনি শ্রুতিসম্পন্ন; জগতের সমুদায় আচ্ছাদন করিয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন। তিনি বিশ্বমূর্দ্ধা, বিশ্ব-ভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক। তিনি একাকীই স্বেচ্ছায় এই শরীর মধ্যে যথাসুখে বিচরণ করিতেছেন। শরীরসমূহই ক্ষেত্র আখ্যায় অভিহিত। ঐ যোগাত্মা পুরুষের সেই সমস্ত শরীর বিদিত, তাই তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সতত অব্যক্ত পুরে শয়ান রহিয়াছেন; বিশ্ব বহুবিধ বলিয়া বিদিত। সেই বিশ্বের সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজিত, এই জন্য বহু-রূপত্ব হেতু তিনি বিশ্বরূপ নামে কথিত। তাঁহাতেই মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তিনিই একমাত্র পুরুষ বিশ্রুত। সেই একমাত্র সনাতন পুরুষই মহাপুরুষ নামে অভিহিত। তিনিই বিধাতৃকর্ম্মে সচেষ্ট হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে শতধা, সহস্রধা, শতসহস্রধা ও কোটি কোটিরূপে সৃজন করিতেছেন। ৫৪—৭১। আকাশ হইতে পতিত জল যেমন মৃত্তিকার রস ভেদে পৃথক্ স্বাদবিশিষ্ট হয়, সেই পুরুষ তেমনি গুণভেদে বিভিন্নাকারে প্রতীত হইয়া থাকেন। যেমন একই বায়ু দেহসমূহে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত, তেমনি একত্ব ও পৃথক্ত্ব উভয়ই তাঁহাতে বিরাজিত। স্থানভেদে অগ্নি যেমন নানা সংজ্ঞা লাভ করেন, হে মুনে! ঐ সনাতন পুরুষও তেমনি হরি প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন

তথা রূপসহস্রাণি স একঃ সম্প্রদৃশ্যতে ॥ ৭৫
যদা স বুধ্যত্যাত্মানং তদা ভবতি কেবলঃ ।
একত্বপ্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৬
নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
অক্ষয়শ্চাপ্রমেয়শ্চ সর্ব্বগশ্চ স উচ্যতে ॥ ৭৭
তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তমাঃ ।
অব্যক্তাব্যক্তভাবস্থা যা সা প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৭৮
তাং যোনিং ব্রহ্মণো বিদ্ধি যোহসৌ সদসদাত্মকঃ ।
লোকে চ পূজ্যতে যোহসৌ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ॥ ৭৯
নাস্তি তস্মাৎ পরো হ্যন্যঃ পিতা দেবোহপি বা দ্বিজাঃ ।
আত্মনা স তু বিজ্ঞেয়স্ততস্তং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৮০
স্বর্গেষ্বপি হি যে কেচিত্তং নমস্যন্তি দেহিনঃ ।
তেন গচ্ছন্তি দেবর্ষে তেনোদ্দিষ্টফলাং গতিম্
তং দেবাঃ স্বাশ্রমস্থাশ্চ নানামূর্ত্তিসমাশ্রিতাঃ ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়ন্ত্যাদ্যং গতিশ্চৈষাং দদাতি সঃ
স হি সর্ব্বগতশ্চৈব নির্গুণশ্চৈব কথ্যতে ।
এবং মত্বা যথাজ্ঞানং পূজয়ামি দিবাকরম্ ॥ ৮৩
যে চ তদ্ভাবিতা লোক একতত্ত্বং সমাশ্রিতাঃ ।
এতদপ্যধিকং তেষাং যদেকং প্রবিশন্ত্যুত ॥ ৮৪
ইতি গুহ্যসমুদ্দেশস্তব নারদ কীর্ত্তিতঃ ।
অস্মদ্ভক্ত্যাপি দেবর্ষে ত্বয়াপি পরমং স্মৃতম্ ॥
সুরৈর্ব্বা মুনিভির্ব্বাপি পুরাণৈর্ব্বরদং স্মৃতম্ ।
সর্ব্বে চ পরমাত্মানং পূজয়ন্তি দিবাকরম্ ॥ ৮৬

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমেতৎ পুরাখ্যাতং নারদায় তু ভানুনা ।
ময়াপি চ সমাখ্যাতা কথা ভানোর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ইদমাখ্যানমাখ্যেয়ং ময়াখ্যাতং দ্বিজোত্তমাঃ ।
ন হ্যনাদিত্যভক্তায় ইদং দেয়ং কদাচন ॥ ৮৮

একই দীপ হইতে সহস্র সহস্র দীপ প্রবর্ত্তিত হয়, তেমনি সেই একই সনাতন পুরুষ হইতে সহস্র সহস্র সৃষ্টি বিস্তৃত হইতেছে। তিনি যখন আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন কৈবল্যভাবে উপগত হয়েন। একত্বের বিলয়ে তাঁহায় আবার বহুত্ব প্রবর্ত্তিত হয়। এ জগতে চরাচর কোন বস্তুই নিত্য নয়, সেই একমাত্র অক্ষয় অপ্রমেয় সর্ব্বব্যাপী সনাতন পুরুষই নিত্য বলিয়া নিরূপিত। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! তাঁহা হইতেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুৎপন্ন। যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত, তিনিই প্রকৃতি নামে কথিত জানিবে, সেই প্রকৃতিই ব্রহ্মযোনি। যিনি সৎ ও অসৎ স্বরূপে বিদ্যমান; দৈব ও পিত্র্য কর্ম্মে জগতে যিনি পূজ্যমান, হে দ্বিজগণ! তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব বা পিতা অন্য কেহই নাই। মাত্র আত্মা দ্বারাই তিনি বিজ্ঞেয়; সুতরাং তাঁহাকেই আমি পূজা করিতেছি। হে দেবর্ষে! স্বর্গবাসী শরীরীদিগের মধ্যেও যে কেহ তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই তদুদ্দিষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নানা মূর্ত্তিধারী দেবগণ স্ব স্ব আশ্রমে থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই আদ্য আদিত্য দেবের পূজা করেন, তিনিও তাহাদিগকে ইষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্যদেবই সর্ব্বগামী ও নির্গুণ বলিয়া কথিত। আমি দিবাকরকে এইরূপ মনে করিয়া জ্ঞানতঃ তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছি। যাঁহারা তদ্ভাবনায় ভাবিত হইয়া এক তত্ত্ব আশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই অধিক যে, তাঁহারা একই পদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। হে নারদ! তোমার নিকট এই আমি গূঢ় বিষয় বর্ণন করিলাম। হে দেবর্ষে! আমাদিগের ভক্তি অনুসারে আপনিও তাঁহাকে পরম পদ বলিয়াই বিদিত আছেন। সুরগণ ও প্রাচীন মুনিগণ সকলেই তাঁহাকে বরপ্রদ পরম পুরুষ বলিয়া জানেন এবং সকলেই সেই পরমাত্মদেব দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।৭২—৮৮। ব্রহ্মা কহি-লেন,হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে ভানুদেব নিজেই নারদকে যে সকল রহস্য কথা কহিয়াছিলেন, আমিও আপনাদিগকে সেই সকল কথাই কহিলাম। মৎকথিত এই আখ্যান আদিত্য

যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েন্নিত্যং যশ্চৈব শৃণুয়ান্নরঃ।
স সহস্রার্চিষং দেবং প্রবিশেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮৯
মুচ্যেতার্ত্তস্তথা রোগাচ্ছ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্।
জিজ্ঞাসুর্লভতে জ্ঞানং গতিমিষ্টাং তথৈব চ॥
ক্ষণেন লভতেঽধ্যানমিদং যঃ পঠতে মুনে।
যো যং কাময়তে কামং স তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্
তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ সততং স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ রবিঃ।
স চ ধাতা বিধাতা চ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ॥ ৯২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে আদিত্যমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
আদিত্যমূলমখিলং ত্রৈলোক্যং মুনিসত্তমাঃ।
ভবত্যস্মাজ্জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ১

ভক্তি-বিহীন ব্যক্তিদিগের নিকট কদাপি আখ্যেয় বা প্রদেয় নহে। যে নর এই এই আখ্যান শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে নিশ্চয় ভগবান্ সহস্ররশ্মির দেহে বিলীন হইয়া থাকে। এই আদিত্য কথা আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া আর্ত্ত ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং জিজ্ঞাসু জন জ্ঞান ও ইষ্ট-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! যে ব্যক্তি এই আদিত্যাখ্যান পাঠ করে, অল্পকাল মধ্যেই তাহার সদ্গতি লাভ হয়। অধিক কি, স্তবপাঠকর্ত্তা যে ব্যক্তিই যাহা প্রার্থনা করুক, তাহার সে কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। অতএব আপনারা সর্ব্বদা ভগবান্ রবিকে স্মরণ করিবেন। সেই রবিই সর্ব্ব জগতের ধাতা, বিধাতা ও প্রভু। ৩০—৯২।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আদিত্যই নিখিল ত্রৈলোক্যের মূল। সুরাসুর-

রুদ্রোপেন্দ্রমহেন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্র ত্রিদিবৌকসাম্
মহাদ্যুতিমতাঞ্চৈব তেজোঽয়ং সার্ব্বলৌকিকম্।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ
সূর্য্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্॥ ৩
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥৪
সূর্য্যাৎ প্রসূয়তে সর্ব্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে।
ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌ পুরা।
এতত্তু ধ্যানিনাং ধ্যানং মোক্ষশ্চাপ্যেষ
মোক্ষিণাম্।
তত্র গচ্ছন্তি নির্ব্বাণং জায়ন্তেঽস্মাৎ পুনঃ পুনঃ
ক্ষণা মুহূর্ত্তা দিবসা নিশা পক্ষাশ্চ নিত্যশঃ।
মাসাঃ সম্বৎসরাশ্চৈব ঋতবশ্চ যুগানি চ॥ ৭
অথাদিত্যাদৃতে হ্যেষাং কালসংখ্যা ন বিদ্যতে
কালাদৃতে ন নিয়মো নাগ্নৌ বিহরণক্রিয়া॥ ৮

নর-পরিবৃত সমস্ত জগৎ আদিত্য হইতেই উৎপন্ন। হে বিপ্রেন্দ্র! এই সূর্য্যই রুদ্র, উপেন্দ্র ও মহেন্দ্র প্রভৃতি মহাদ্যুতিশালী ত্রিদিববাসীদিগের সার্ব্বলৌকিক তেজ। সূর্য্যই সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বলোকেশ, দেবদেব ও প্রজাপতি। তিনিই একমাত্র পরম দৈবত ও ত্রিলোকের মূলীভূত। অগ্নিতে সম্যক্ প্রদত্ত আহুতি দ্বারা আদিত্য তৃপ্ত হয়েন; আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন দ্বারা প্রজাগণ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতেই সমস্ত প্রসূত এবং সূর্য্যেই সকল প্রলীন হয়। লোক-দিগের ভাবাভাব যে কিছু, সকলই পুরাকালে আদিত্য হইতে নিঃসৃত হইয়া-ছিল। একমাত্র সূর্য্যই ধ্যানীদিগের ধ্যান ও মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ। নির্ব্বাণ-পদ-প্রেপ্সু ব্যক্তিগণ তাঁহাতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন এবং পুনঃপুনঃ তাঁহা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। আদিত্য ব্যতীত ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সম্বৎসর, ঋতু ও যুগ, ইহাদের কালসংখ্যা নাই। কাল ব্যতীত নিয়ম নির্দ্দেশ কিছুরই থাকে না,

ঋতুনামবিভাগশ্চ ততঃ পুষ্পফলং কুতঃ।
কুতো বৈ শস্যনিষ্পত্তিস্তৃণৌষধিগণঃ কুতঃ॥ ৯
অভাবো ব্যবহারাণাং জন্তূনাং দিবি চেহ চ।
জগৎপ্রভাবাদ্বিশতে ভাস্করাদ্বারিতস্করাৎ॥১০
নাবৃষ্ট্যা তপতে সূর্য্যো নাবৃষ্ট্যা পরিশুষ্যতি।
নাবৃষ্ট্যা পরিধিং ধত্তে বারিণা দীপ্যতে রবিঃ॥
বসন্তে কপিলঃ সূর্য্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসন্নিভঃ।
শ্বেতো বর্ষাসু বর্ণেন পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ॥১২
হেমন্তে তাম্রবর্ণাভঃ শিশিরে লোহিতো রবিঃ
ইতি বর্ণাঃ সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যস্য ঋতুসম্ভবাঃ॥১৩
ঋতুস্বভাববর্ণৈশ্চ সূর্য্যঃ ক্ষেমসুভিক্ষকৃৎ।
অথাদিত্যস্য নামানি সামান্যানি দ্বিজোত্তমাঃ॥
দ্বাদশৈব পৃথক্ত্বেন তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যো মিহিরোঽর্কঃ প্রভাকর
মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো ভানুশ্চিত্রভানুর্দিবাকরঃ।
রবির্দ্বাদশভিস্তেষাং জ্ঞেয়ঃ সামান্যনামভিঃ॥১৬

বিষ্ণুর্ধাতা ভগঃ পূষা মিত্রেন্দ্রৌ বরুণোঽর্য্যমা।
বিবস্বানংশুমাংস্ত্বষ্টা পর্জ্জন্যো দ্বাদশঃ স্মৃতঃ॥ ১৭
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্ত্বেন ব্যবস্থিতাঃ
উত্তিষ্ঠন্তি সদা হ্যেতে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ
বিষ্ণুস্তপতি চৈত্রে তু বৈশাখে চার্য্যমা তথা।
বিবস্বান্ জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংশুমান্ স্মৃতঃ॥ ১৯
পর্জ্জন্যঃ শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রৌষ্ঠসংজ্ঞকে।
ইন্দ্র আশ্বযুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে॥২০
মার্গশীর্ষে তথা মিত্রঃ পৌষে পূষা দিবাকরঃ।
মাঘে ভগস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্বষ্টা তপতি ফাল্গুনে॥২১
শতৈর্দ্বাদশভির্বিষ্ণু রশ্মিভির্দীপ্যতে সদা।
দীপ্যতে গোসহস্রেণ শতৈশ্চ ত্রিভিরর্য্যমা॥ ২২
দ্বিঃসপ্তকৈর্বিবস্বাংস্তু অংশুমান্ পঞ্চভিস্ত্রিভিঃ।
বিবস্বানিব পর্জ্জন্যো বরুণশ্চার্য্যমা তথা॥ ২৩
মিত্রবদ্ভগবাংস্ত্বষ্টা সহস্রেণ শতেন চ।
ইন্দ্রস্তু দ্বিগুণৈঃ ষড়্ভির্ধাতৈকাদশভিঃ শতৈঃ
সহস্রেণ তু মিত্রো বৈ পূষা তু নবভিঃ শতৈঃ॥

এমন কি; অগ্নিরও বিহরণক্রিয়া লুপ্ত হয়, ঋতুসমূহের বিভাগক্রম থাকে না; সুতরাং পুষ্প-ফলের উৎপত্তি, শস্য-সমূহের নিষ্পত্তি অথবা তৃণৌষধিবর্গের স্থিতি কেমন করিয়া হইবে? কালাভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় দেশস্থ দেহধারীদিগেরই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। জগৎকারণ জলতস্কর ভাস্কর হইতেই তাঁহাদের সে অভাব পূরণ হয়। ১—১০। সূর্য্য বর্ষণ না করিয়া উত্তাপ দান, শোষণ বা পরিধি ধারণ করেন না; ফলে বারি বর্ষণ দ্বারাই রবিদেব প্রদীপ্ত হইয়া থাকেন। সূর্য্যদেব বসন্তে কপিল, গ্রীষ্মে কাঞ্চন, বর্ষায় শ্বেত, শরতে পাণ্ডু, হেমন্তে তাম্র এবং শিশিরে লোহিত-বর্ণ-প্রভা ধারণ করেন। সূর্য্যের ঋতুকালজাত বিশেষ বর্ণের কথা উল্লিখিত হইল। সূর্য্য ঋতুস্বভাবের অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট হইয়া মঙ্গল ও সুভিক্ষ সম্পাদন করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সামান্যতঃ আদিত্যের দ্বাদশটী বিভিন্ন নাম আছে, তৎসমস্ত যথাযথ বলিতেছি; যথা—আদিত্য, সবিতা সূর্য্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর ও রবি, এই দ্বাদশটী সাধারণ নামে সূর্য্য সবিশেষ পরিচিত। এতদ্ভিন্ন সূর্য্যের আরও দ্বাদশটী নাম আছে যথা—বিষ্ণু, ধাতা, ভগ, পূষা, মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, অংশুমান্, ত্বষ্টা ও পর্জ্জন্য। এই দ্বাদশ আদিত্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত। দ্বাদশ মাসে ক্রমশঃ ঐ দ্বাদশ সূর্য্যের অভ্যুদয় ঘটে; তন্মধ্যে বিষ্ণু চৈত্রে, অর্য্যমা বৈশাখে, বিবস্বান্ জ্যৈষ্ঠে, অংশুমান্ আষাঢ়ে, পর্জ্জন্য শ্রাবণে, বরুণ ভাদ্রে, ইন্দ্র আশ্বিনে, ধাতা কার্ত্তিকে, মিত্র মার্গশীর্ষে, পূষা পৌষে, ভগ মাঘে এবং ত্বষ্টা ফাল্গুন মাসে তাপ দান করেন। বিষ্ণু দ্বাদশ শত, আর্য্যমা একসহস্র তিন শত, বিবস্বান্ দ্বিসপ্ত, অংশুমান্ পঞ্চদশ, পর্জ্জন্য দ্বিসপ্ত, বরুণ এক সহস্র তিন শত, ত্বষ্টা মিত্রবৎ একসহস্র একশত, ইন্দ্র তাহার দ্বিগুণ, ধাতা একাদশ শত, মিত্র একসহস্র এবং পূষা নয় শত রশ্মি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। সূর্য্য-

উত্তরোপক্রমেঽর্কস্য বর্দ্ধন্তে রশ্ময়স্তথা ॥ ২৫
দক্ষিণোপক্রমে ভূয়ো হ্রসন্তে সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
এবং রশ্মিসহস্রন্তু সূর্য্যলোকাদনুগ্রহম্ ॥ ২৬
এবং নাম্নাং চতুর্বিংশদেক এষাং প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিস্তরেণ সহস্রন্তু পুনরন্যৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৭
মুনয় ঊচুঃ।
যে তন্নামসহস্রেণ স্তবন্ত্যর্কং প্রজাপতে।
তেষাং ভবতি কিং পুণ্যং গতিশ্চ পরমেশ্বর ॥
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ সারভূতং সনাতনম্।
অলং নামসহস্রেণ পঠন্নেবং স্তবং শুভম্ ॥ ২৯
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং ভাস্করস্য বৈ ॥
বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোঁকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ ॥৩১
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ৩২
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা রবেঃ ॥৩৩
শরীরারোগ্যদশ্চৈব ধনবৃদ্ধিযশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥৩৪
য এতেন দ্বিজশ্রেষ্ঠা দ্বিসন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি সূর্য্যং শুচির্ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
মানসং বাচিকং বাপি দেহজং কর্ম্মজং তথা।
একজপ্যেন তৎসর্ব্বং নশ্যত্যর্কস্য সন্নিধৌ ॥ ৩৬
একজপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
ধূপমন্ত্রার্ঘ্যমন্ত্রশ্চ বলিমন্ত্রস্তথৈব চ ॥ ৩৭
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বপাপহরঃ শুভঃ ॥ ৩৮
তস্মাদ্যূয়ং প্রযত্নেন স্তবেনানেন বৈ দ্বিজাঃ।
স্তবীধ্বং বরদং দেবং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মার্ত্তণ্ডৈক-
বিংশতিনামানুকীর্ত্তনং নাম এক-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

রশ্মিসমূহ সকল উত্তরায়ণে বর্দ্ধিত হয় এবং পুনরায় দক্ষিণায়ণে হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপে সূর্য্যলোক হইতে সহস্র সহস্র রশ্মি পাত হয়। উল্লিখিতরূপে চতুর্ব্বিংশতিটী নাম কীর্ত্তিত হইল। এতদ্ভিন্ন সূর্য্যের অন্য এক সহস্র নাম বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত আছে। মুনিগণ কহিলেন, হে প্রজাপতে! উক্ত সহস্র নাম দ্বারা সূর্য্যকে যাহারা স্তব করে, তাহাদের কি পুণ্য বা কিরূপ গতি হয়, বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই সারভূত সনাতন স্তব শ্রবণ করুন; এই শুভ স্তব শ্রবণ করিলে অন্য নাম সহস্রের আর প্রয়োজন হয় না। ভাস্করের যে সকল নাম, গুহ্য, পবিত্র ও শুভ, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। বিকর্ত্তন, বিবস্বান, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্ত্তা, হর্ত্তা, তমিস্রহা, তাপন, তপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা ও সর্ব্বদেবনমস্কৃত, এই একবিংশতিনামাত্মক স্তব রবির সদা-প্রিয়। এই স্তবরাজ লোকত্রয়ে বিশ্রুত। ইহা দৈহিক আরোগ্য, ধনবৃদ্ধি ও যশস্কর, যে ব্যক্তি ইহা দ্বারা দুই সন্ধ্যা—উদয় ও অস্তকালে শুচি হইয়া সূর্য্যকে স্তব করে, তাহার সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটে। এই স্তব সূর্য্যসমীপে একবার মাত্র পাঠ করিলেই কায়িক, বাচিক, মানসিক বা কর্ম্ম জন্য যে কিছু পাপ, তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। এই স্তবই এক মাত্র জপ্য, হোম, সন্ধ্যোপাসনা, ধূপমন্ত্র, অর্ঘ্যমন্ত্র ও বলিমন্ত্রস্বরূপ। অন্নদান, ধনদান, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ ব্যাপারে এই সর্ব্বপাপহর শুভ মহামন্ত্রই প্রশস্ত। হে দ্বিজগণ! এই জন্যই বলিতেছি, এই স্তব পাঠ করিয়া আপনারা সর্ব্বকামফলপ্রদ বরদ সূর্য্যদেবকে স্তব করুন ॥ ১১—৩৯ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মুনয় উচুঃ॥

নির্গুণঃ শাশ্বতো দেবস্ত্বয়া প্রোক্তো দিবাকরঃ।
পুনর্দ্বাদশধা জাতঃ শ্রুতোঽস্মাভিস্ত্বয়োদিতঃ
স কথং তেজসো রশ্মিঃ স্ত্রিয়া গর্ভে মহাদ্যুতিঃ
সম্ভূতো ভাস্করো জাতস্তত্র নঃ সংশয়ো মহান্

ব্রহ্মোবাচ।

দক্ষস্য হি সুতাঃ শ্রেষ্ঠা বভূবুঃ ষষ্টি শোভনাঃ।
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব বিনতাদ্যাস্তথৈব চ॥ ৩
দক্ষস্তাঃ প্রদদৌ কন্যাঃ কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
অদিতির্জনয়ামাস দেবাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্॥ ৪
দৈত্যান্দিতির্দনুশ্চোগ্রান্দানবান্ বলদর্পিতান্।
বিনতাদ্যাস্তথা চান্যাঃ সুষুবুঃ স্থাণুজঙ্গমান্॥ ৫
তস্যাথ পুত্রদৌহিত্রৈঃ পৌত্রদৌহিত্রকাদিভিঃ।
ব্যাপ্তমেতজ্জগৎ সর্ব্বং তেষাং তাসাং চ বৈ মুনে
তেষাং কশ্যপপুত্রাণাং প্রধানা দেবতাগণাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চান্যে তামসাশ্চ গণাঃ স্মৃতাঃ
দেবান্যজ্ঞভুজশ্চক্রে তথা ত্রিভুবনেশ্বরান্।
স্রষ্টা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥৮
তানবাধন্ত সহিতাঃ সাপত্ন্যাদ্দৈত্যদানবাঃ।
ততো নিরাকৃতান্ পুত্রান্দৈতেয়ৈর্দানবৈস্তথা॥
হৃতং ত্রিভুবনং দৃষ্ট্বা অদিতির্মুনিসত্তমাঃ।
আচ্ছিনদ্যজ্ঞভাগাংশ্চ ক্ষুধাসম্পীড়িতান্ ভৃশম্
আরাধনায় সবিতুঃ পরং যত্নং প্রচক্রমে।
একাগ্রা নিয়তাহারা পরং নিয়মমাশ্রিতা॥ ১১
তুষ্টাব তেজসাং রাশিং গগনস্থং দিবাকরম্॥

অদিতিরুবাচ।

নমস্তভ্যং পরং সূক্ষ্মং সুপুণ্যং বিভ্রতেঽতুলম্
ধাম ধামবতামীশং ধামাধারং চ শাশ্বতম্॥১২
জগতামুপকারায় ত্বামহং স্তৌমি গোপতে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি দিবাকরকে নির্গুণ শাশ্বত দেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায় ভগবৎকথিত তদীয় দ্বাদশ মূর্ত্তির বিষয়ও শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের এই এক গুরুতর সংশয় আছে যে, সেই তেজোরাশি মহাদ্যুতি ভাস্কর কিরূপে রমণীগর্ভে উৎপন্ন হইলেন? ব্রহ্মা কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতির অদিতি, দিতি, দনু ও বিনতা প্রভৃতি ষষ্টিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কন্যাগণ সকলেই সুন্দরী ছিলেন। দক্ষ তন্মধ্যে ত্রয়োদশটী কন্যা কশ্যপকে দান করেন। অদিতি কশ্যপের ঔরসে স্বীয় গর্ভে তিনটী ত্রিভুবনেশ্বর পুত্র প্রসব করেন। এইরূপে কশ্যপ হইতে দিতি দৈত্যগণ, দনু বলদর্পিত দানবগণ এবং বিনতাদি অন্যান্য পত্নীগণ স্থাবর জঙ্গমাদি বিবিধ পুত্র প্রসব করেন। সেই কশ্যপেরই পুত্র দৌহিত্র প্রভৃতি দ্বারা এই সর্ব্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কশ্যপ পুত্রগণের মধ্যে সত্ত্বগুণবহুল দেবগণই প্রধান। এতদ্ভিন্ন তদীয় রজঃ ও তমোগুণ-বহুল আরও অনেক পুত্র হয়। দেবগণ যজ্ঞভাগী ও ত্রিভুবনের প্রভুত্বপদে উন্নীত হয়েন, তন্মধ্যে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মবিদ্-গণের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বভূতের স্রষ্টা। ১—৮। দৈত্য ও দানবগণ শত্রুতাবশতঃ দেবগণকে সর্ব্বদাই উৎপীড়িত করিত। অদিতি দেখিলেন, দৈত্য ও দানবেরা তাঁহার পুত্রদিগকে সর্ব্ব-স্থান হইতে বিতাড়িত করিতেছে। সমস্ত ত্রিভুবনই দৈত্যগণের অধিকৃত হইয়াছে। নিজের পুত্র দেবগণ ক্ষুধায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি স্বীয় পুত্রগণের জন্য যজ্ঞভাগ আহরণ করিলেন এবং সবিতৃ দেবের আরাধনার্থ সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। অদিতি একাগ্রমনে সংযতাহারে পরম নিয়ম অবলম্বন করিয়া গগনস্থ তেজোরাশি দিবাকরকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অদিতি বলি-লেন,—হে গোপতে! তুমি পরম সূক্ষ্ম পদার্থ হইয়াও পবিত্র অতুল তেজ ধারণ করিতেছ। তুমি তেজস্বীদিগের ঈশ্বর ও সর্ব্বতেজের আধার নিত্য পুরুষ, তোমাকে

আদদানস্য যদ্রূপং তীব্রং তস্মৈ নমাম্যহম্ ॥১৩
গ্রহীতুমষ্টমাসেন কালেনাম্বুময়ং রসম্।
বিভ্রতস্তব যদ্রূপমতিতীব্রং নতাস্মি তৎ ॥ ১৪
সমেতমগ্নিষোমাভ্যাং নমস্তস্মৈ গুণাত্মনে।
যদ্রূপমৃগ্‌যজুঃ সাম্নামৈক্যেন তপতে তব ॥১৫
বিশ্বমেতত্ত্রয়ীসংজ্ঞং নমস্তস্মৈবিভাবসো।
যত্তু তস্মাৎপরং রূপমোমিত্যুক্তাভিসংহিতম্ ॥
অস্থূলং স্থূলমমলং নমস্তস্মৈ সনাতন ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ।

এবং সা নিয়তা দেবী চক্রে স্তোত্রমহর্নিশম্।
নিরাহারা বিবস্বন্তমারিরাধয়িষুর্দ্বিজাঃ ॥ ১৭
ততঃ কালেন মহতা ভগবাংস্তপনো দ্বিজাঃ।
প্রত্যক্ষতামগাত্তস্যা দাক্ষায়ণ্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৮
সা দদর্শ মহাকূটং তেজসোঽম্বরসংবৃতম্।
ভূমৌ চ সংস্থিতং ভাস্বজ্জ্বালাভিরতিদুর্দৃশম্ ॥
তং দৃষ্ট্বা চ ততো দেবী সাধ্বসং পরমং গতা ॥

অদিতিরুবাচ।

জগদাদ্য প্রসীদেতি ন ত্বাং পশ্যামি গোপতে ॥
প্রসাদং কুরু পশ্যেয়ং যদ্রূপং তে দিবাকর ॥২১
ভক্তানুকম্পক বিভো ত্বদ্ভক্তান্ পাহি মে সুতান্

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ স তেজসস্তস্মাদাবির্ভূতো বিভাবসুঃ।
অদৃশ্যত তদাদিত্যস্তপ্তাম্রোপমঃ প্রভুঃ ॥ ২২
ততস্তাং প্রণতাং দেবীং তস্যাসন্দর্শনে দ্বিজাঃ
প্রাহ ভাস্বান্ বৃণুষ্বৈকং বরং মত্তো যমিচ্ছসি ॥২৩
প্রণতা শিরসা সা তু জানুপীড়িতমেদিনী।
প্রত্যুবাচ বিবস্বন্তং বরদং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৪

অদিতিরুবাচ।

দেব প্রসীদ পুত্রাণাং হৃতং ত্রিভুবনং মম।
যজ্ঞভাগাশ্চ দৈতেয়ৈর্দানবৈশ্চ বলাধিকৈঃ ॥২৫

নমস্কার। আমি জগতের উপকারের জন্য তোমার স্তব করিতেছি। তুমি তীব্ররূপ ধারী, আমি তোমার সেই রূপ উদ্দেশেই নমস্কার করিতেছি। অষ্টমাসকাল অম্বুময় রসগ্রহণকালে তোমার যে অতি তীব্র রূপ হয়, আমি সেই রূপের সমীপে প্রণত হইতেছি; তোমার যে অগ্নীষোম-সমভিব্যাহারী গুণাত্মক রূপ, যাহা ঋক্ যজু ও সামসমূহের একত্বে প্রতিভাত, তাহাকে আমার নমস্কার। হে বিভাবসো। তোমার যে এই ত্রয়ীসংজ্ঞক বিশ্বরূপ, তাহাকে আমার নমস্কার। তোমার যে তৎপরবর্ত্তী ওঁকার সংজ্ঞক রূপ, তাহাকেও আমার নমস্কার। হে সনাতন! তোমার যে রূপ অস্থূল, স্থূল ও অমল, তাহাকে আমি নমস্কার করি।৯—১৬। ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে সেই অদিতি দেবী বিবস্বান্‌কে আরাধনা করিবার জন্য নিয়ত ও নিরাহার হইয়া অহর্নিশ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে ভগবান্ তপনদেব সেই দক্ষ-দুহিতা অদিতির দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। অদিতি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী ভূভাগে অম্বর আবৃত করিয়া যেন বিপুল শৈল-শৃঙ্গাকার তেজোরাশি আবির্ভূত হইল। তাহার জ্বালামালা এত উজ্জ্বল যে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কষ্টকর! দেবী অদিতি সেই তেজোরাশি দেখিয়া অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে বলিলেন, হে জগদাদি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। হে দিবাকর! তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার প্রকৃত রূপ অবলোকন করি। হে ভক্তানুকম্পিন্! হে বিভো! তোমার ভক্ত মদীয় পুত্রগণকে রক্ষা কর। ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর সেই তেজোরাশি হইতে বিভাবসু আবির্ভূত হইলেন। তখন তাঁহাকে তপ্ত তাম্রের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! ঐ সময় ভাস্কর সেই প্রণত অদিতিকে বলিলেন,—দেবি! তুমি আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। অদিতি তখন নত-জানু হইয়া ভূতলে মস্তক অবনত করত বরদাতা বিবস্বান্‌কে বলিলেন,—হে দেব!

তন্নিমিত্তঃ প্রসাদং ত্বং কুরুষ মম গোপতে।
অংশেন তেষাং ভ্রাতৃত্বং গত্বা তান্নাশয়ে রিপূন্
যথা মে তনয়া ভূয়ো যজ্ঞভাগভুজঃ প্রভো।
ভবেয়ুরধিপাশ্চৈব ত্রৈলোক্যস্য দিবাকর॥ ২৭
তথানুকল্পং পুত্রাণাং সুপ্রসন্নো রবে মম।
কুরু প্রসন্নার্ত্তিহর কার্য্যং কর্ত্তা ত্বমুচ্যতে॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ।

ততস্তামাহ ভগবান্ ভাস্করো বারিতস্করঃ।
প্রণতামদিতিং বিপ্রাঃ প্রসাদসুমুখো বিভুঃ॥ ২৯

সূর্য্য উবাচ।

সহস্রাংশেন তে গর্ভঃ সম্ভূয়াহমশেষতঃ।
ত্বৎপুত্রশত্রূন্ দক্ষোঽহং নাশয়াম্যাশু নির্বৃতঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তা ভগবান্ ভাস্বানন্তর্ধানমুপাগতঃ।
নিবৃত্তা সাপি তপসঃ সম্প্রাপ্তাখিলবাঞ্ছিতা ৩১
ততো রশ্মিসহস্রাত্তু সুষুম্নাখ্যো রবেঃ করঃ।
ততঃ সম্বৎসরস্যান্তে তৎকামপূরণায় সঃ॥ ৩২
নিবাসং বসিতা চক্রে দেবমাতুস্তদোদরে।
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীংশ্চ সা চক্রে সুসমাহিতা॥ ৩৩
শুচিনা ধারয়াম্যেনং দিব্যং গর্ভমিতি দ্বিজাঃ।
ততস্তাং কশ্যপঃ প্রাহ কিঞ্চিৎকোপপ্লুতাক্ষরম্

কশ্যপ উবাচ।

কিং মারয়সি গর্ভাণ্ডমিতি নিত্যোপবাসিনী।

ব্রহ্মোবাচ।

সা চ তং প্রাহ গর্ভাণ্ডমেতৎপশ্যেতি কোপনা।
ন মারিতং বিপক্ষাণাং মৃত্যুরেব ভবিষ্যতি॥৩৫
ইত্যুক্তা তং তদা গর্ভমুৎসসর্জ সুরারণিঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃ পত্যুর্বচনকোপিতা॥
তং দৃষ্টা কশ্যপো গর্ভমুদ্যদ্ভাস্করবর্চ্চসম্।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা বাগ্ভিরাদ্যাভিরাদরাৎ

আপনি প্রসন্ন হউন। প্রবল দৈত্যগণ আমার পুত্রদিগের ত্রিভুবনরাজ্য হরণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে যজ্ঞ ভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। হে গোপতি! এই জন্য আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি অংশক্রমে মদীয় পুত্রগণের ভ্রাতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল রিপুকে বিনাশ করুন। হে প্রভো! আমার তনয়গণ যাহাতে পুনর্ব্বার যজ্ঞভাগভোজী ও ত্রৈলোক্যাধিপতি হয়, প্রতিকল্পে আপনি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া—হে প্রপন্নার্ত্তিহর দিবাকর! সেইরূপ কার্য্যই করুন; কেননা, আপনিই ত সকলের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ১৭—২৯। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! অনন্তর ভগবান্ বারিতস্কর ভাস্কর প্রসাদ-সুমুখ হইয়া সেই প্রণতা অদিতিকে কহিলেন, আমি সহস্রাংশে তোমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া নিরাকুলচিত্তে ভবদীয় পুত্রগণের শত্রুদিগকে সংহার করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ ভাস্কর এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে অদিতিও সূর্য্য হইতে নিখিল বাঞ্ছিত হইয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সম্বৎসর অতীত হইলে রবির সহস্র করের মধ্য হইতে সুষুম্না নামক একটী কর অদিতির কামনা পূরণে প্রবৃত্ত হইল। সূর্য্য সেই কররূপে সুরমাতার গর্ভে বাস করিতে লাগিলেন। তখন অদিতি 'আমি শুচিভাবে গর্ভধারণ করিব' এই মনে করিয়া সুসমাহিতভাবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে কশ্যপ একদা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধস্বরে অদিতিকে কহিলেন,—তুমি এইরূপে নিত্য নিত্য উপবাস করিয়া তোমার গর্ভাণ্ড কি বিনাশ করিবে? ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন অদিতিও ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন,—স্বামিন্! এই গর্ভাণ্ড অবলোকন করুন, আমি ইহা বিনাশ করি নাই। এই গর্ভাণ্ড হইতে শত্রুকুলই বিনষ্ট হইবে। পতিবচন-কুপিতা সুরমাতা এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তেজ প্রদীপ্ত স্বীয় গর্ভ মোচন করিলেন। কশ্যপ তখন উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় সেই তেজঃপুঞ্জময় গর্ভ দেখিয়া প্রণতভাবে শ্রদ্ধার সহিত উদার বাক্যাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।

সংস্তূয়মানঃ স তদা গর্ভাণ্ডাৎ প্রকটোঽভবৎ ।
পদ্মপত্রসবর্ণাভস্তেজসা ব্যাপ্তদিঙ্মুখঃ ॥ ৩৮
অথান্তরিক্ষাদাভাষ্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ।
সতোয়মেঘগম্ভীরা বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৩৯

বাগুবাচ ।

মারিতমিতিযৎ প্রোক্তমেতদণ্ডং ত্বয়াদিতেঃ ।
তস্মান্মুনে সুতস্তেঽয়ং মার্ত্তণ্ডাখ্যো ভবিষ্যতি
হনিষ্যত্যসুরাংশ্চায়ং যজ্ঞভাগহরানরীন্ ।
দেবা নিশম্যেতি বচো গগনাৎ সমুপাগতম্ ॥
প্রহর্ষমতুলং যাতা দানবাশ্চ হতৌজসঃ ।
ততো যুদ্ধায় দৈতেয়ানাজুহাব শতক্রতুঃ ॥ ৪২
সহ দেবৈর্মুদা যুক্তো দানবাশ্চ তমভ্যয়ুঃ ।
তেষাং যুদ্ধমভূদ্ঘোরং দেবানামসুরৈঃ সহ ॥৪৩
শস্ত্রাস্ত্রবৃষ্টিসন্দীপ্তসমস্তভুবনান্তরম্ ।
তস্মিন্ যুদ্ধে ভগবতা মার্ত্তণ্ডেন নিরীক্ষিতাঃ ॥
তেজসা দহ্যমানাস্তে ভস্মীভূতা মহাসুরাঃ ।
ততঃ প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥
তুষ্টুবুস্তেজসাং যোনিং মার্ত্তণ্ডমদিতিং তথা ।
স্বাধিকারাংস্ততঃ প্রাপ্তা যজ্ঞভাগাংশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥
ভগবানপি মার্ত্তণ্ডঃ স্বাধিকারমথাকরোৎ ।
কদম্বপুষ্পবদ্ভাস্বানধশ্চোর্দ্ধঞ্চ রশ্মিভিঃ ।
বৃতোঽগ্নিপিণ্ডসদৃশো দধ্রে নাতিস্ফুটং বপুঃ ॥

মুনয় ঊচুঃ ।

কথং কান্ততরং পশ্চাদ্রূপং সংলব্ধবান্ রবিঃ ।
কদম্বগোলকাকারং তন্মে ব্রূহি জগৎপতে ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্বষ্টা তস্মৈ দদৌ কন্যাং সংজ্ঞাং নাম
বিবস্বতে ।
প্রসাদ্য প্রণতো ভূত্বা বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ॥৪৯
ত্রীণ্যপত্যান্যসৌ তস্যাং জনয়ামাস গোপতিঃ
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাভাগৌ কন্যাঞ্চ যমুনাং তথা ॥

কশ্যপ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া তৎকালে সেই গর্ভাণ্ড হইতে এক পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল, ঐ পুত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন এবং উঁহার তেজে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত। ঐ পুত্র জন্মিবার পরমুহূর্ত্তেই মুনিবর কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া এক সজল জলদ-গম্ভীরা অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ বাণী বলিল,—হে মুনে! যেহেতু আপনি কুপিতভাবে অদিতির প্রতি গর্ভাণ্ড মারিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আপনার এই পুত্র মার্ত্তণ্ড নামে বিখ্যাত হইবেন; ইনি যজ্ঞভাগহর অসুর-দিগকে বিনাশ করিবেন। দেবগণ এই গগনাগত বাণী শ্রবণে অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং অসুরগণ তেজোহীন হইয়া পড়িল। অনন্তর দেবগণ-পরিবৃত আনন্দিত ইন্দ্র যুদ্ধার্থ দৈত্যদিগকে আহ্বান করিলেন, দৈত্যগণও রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। তখন অসুরগণসহ দেবগণের ঘোর যুদ্ধ বাধিল। শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণে সমস্ত ভুবনাভ্যন্তর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ দলের প্রতি ভগবান্ মার্ত্তণ্ড দৃষ্টিপাত করিলেন। তদীয় তেজে মহাসুর সকল ভস্মীভূত হইল। তখন দেবগণ পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তেজোরাশি মার্ত্তণ্ডও অদিতিকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব অধিকৃত স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ভগবান্ মার্ত্তণ্ডও আপন অধিকার স্থাপন করিলেন। ভাস্কর স্বীয় রশ্মিনিচয় দ্বারা কদম্বপুষ্পের ন্যায় অধ ও ঊর্দ্ধ দেশ আবৃত করিয়া অগ্নিপিণ্ডসদৃশ নাতিস্ফুট বপু ধারণ করিলেন। ৩০—৪৭। মুনিগণ কহিলেন, হে জগৎপতে! ভগবান্ রবির সেই কদম্ব-গোলাকাররূপ পশ্চাৎ কিরূপে কান্ততর হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা প্রণত হইয়া বিবস্বান্‌কে প্রসাদিত করত স্বীয় সংজ্ঞানাম্নী কন্যাকে তদীয় করে সম্প্রদান করেন। বিবস্বান্ সংজ্ঞার গর্ভে তিনটী অপত্য উৎপাদন করেন; তন্মধ্যে দুইটী পুত্র এবং একটী কন্যা। কন্যার নাম যমুনা।

যত্তেজোঽত্যধিকং তস্য মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ।
তেনাতি তাপয়ামাস ত্রীঁল্লোঁকান্ সচরাচরান্
তদ্রূপং গোলকাকারং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞাং বিবস্বতঃ।
অসহন্তী মহত্তেজঃ স্বাং ছায়াং বাক্যমব্রবীৎ॥
সংজ্ঞোবাচ।
অহং যাস্যামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ।
নির্ব্বিকারং ত্বয়াত্রৈব স্থেয়ং মচ্ছাসনাচ্ছুভে॥৫
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চ বরবর্ণিনী।
সম্ভাব্যা নৈব চাখ্যেয়মিদং ভগবতে ত্বয়া॥৫৪
ছায়োবাচ।
আ কচগ্রহণাদ্দেবি আ শাপান্নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গম্য তাং যত্র বাঞ্ছিতম্॥ ৫৫
ইত্যুক্তা ব্রীড়িতা সংজ্ঞা জগাম পিতৃমন্দিরম্।
বৎসরাণাং সহস্রন্তু বসমানা পিতুর্গৃহে॥ ৫৬
পং যাহীতি পিত্রোক্তা সা পুনঃ পুনঃ
আগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বা কুরূনথোত্তরাংস্ততঃ॥ ৫৭
তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহারা দ্বিজোত্তমাঃ
পিতুঃ সমীপং যাতায়াং সংজ্ঞায়াং বাক্যতৎপরা॥
তদ্রূপধারিণী ছায়া ভাস্করং সমুপস্থিতা।
তস্যাঞ্চ ভগবান্ সূর্য্যঃ সংজ্ঞেয়মিতি চিন্তয়ন্॥
তথৈব জনয়ামাস দ্বৌ পুত্রৌ কন্যকাং তথা।
সংজ্ঞা তু পার্থিবী তেষামাত্মজানাং তথাকরোৎ॥ ৬০
স্নেহং ন পূর্ব্বজাতানাং তথা কৃতবতী তু সা।
মনুস্তৎক্ষান্তবাংস্তস্যা যমস্তস্যা ন চক্ষমে॥ ৬১
বহুধা পীড্যমানস্তু পিতুঃ পত্যা সুদুঃখিতঃ।
স বৈ কোপাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ।
পদা সন্তর্জ্জয়ামাস ন তু দেহে ন্যপাতয়ৎ॥ ৬২
ছায়োবাচ।
পদা তর্জ্জয়সে যস্মাৎপিতুর্ভার্য্যাং গরীয়সীম্।
তস্মাত্তবৈষ চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৬৩

মার্ত্তণ্ডের তেজ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তিনি সেই তেজ দ্বারা চরাচর ত্রৈলোক্য তাপিত করেন। সূর্য্যের সেই গোলাকার রূপ দর্শনে তদীয় তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা আপনার ছায়াকে বলিলেন,—হে শুভে! তোমার মঙ্গল হউক। আমি নিজ পিতৃভবনে গমন করিব; তুমি আমার শাসন অনুসারে এইখানে নির্ব্বিকারচিত্তে অবস্থান কর। আমার এই দুইটী বালক ও একটী কন্যা রহিল, ইঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবে; আমার এই গমনবৃত্তান্ত ভগবান্ সূর্য্যকে কখন বলিবে না। ছায়া কহিলেন, দেবি! যতক্ষণ আমার কেশ গ্রহণ বা মৎপ্রতি অভিশাপ দেওয়া না হইবে, তাবৎ আমি এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব না; আপনি যথেচ্ছ গমন করিতে পারেন। ৩১—৫৫। ছায়া এই কথা কহিলে সংজ্ঞা ব্রীড়িত হইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। এক সহস্রবৎসর পিতৃগৃহে বাস করিবার পর জনীয় পিতা বারম্বার তাঁহাকে স্বামীর গৃহে যাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সাধ্বী সংজ্ঞা বড় বা হইয়া উত্তর কুরুদেশে গমনপূর্ব্বক অনশনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংজ্ঞা পিতৃগৃহে প্রস্থান করিবার পর বাক্যাভিজ্ঞা ছায়া সংজ্ঞার রূপ ধারণপূর্ব্বক ভাস্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকেই সংজ্ঞা বলিয়া ভাবিলেন এবং তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। সংজ্ঞা স্বীয় সন্তানগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেন, ছায়া কিন্তু তাঁহাদিগকে সেরূপ স্নেহ করিতে লাগিলেন না। মনু ছায়ার এই অস্নেহ ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বহু প্রকারে ছায়া কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন যম বাল্য চাপল্য, ক্রোধ ও ভাবী অর্থের গৌরব বশতঃ পদ উত্তোলন করিয়া ছায়াকে তর্জ্জিত করিলেন; পরন্তু তাহার দেহে পদাঘাত করিলেন না। যমের এই ব্যবহারে ছায়া কহিলেন, যেহেতু গরীয়সী পিতৃভার্য্যাকে তুমি পদ উত্তোলনপূর্ব্বক তর্জ্জিত

ব্রহ্মোবাচ।

যমস্তু তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ।
মনুনা সহ ধর্ম্মাত্মা পিত্রে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৬৪

যম উবাচ।

স্নেহেন তুল্যমস্মাসু মাতা দেব ন বর্ত্ততে।
বিসৃজ্য জ্যায়সং ভক্ত্যা কনীয়াংসং বুভুষতি॥
তস্যাং ময়োদ্যতঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ
বাল্যাদ্বা যদি বা মোহাত্তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হসি॥ ৬৬
শপ্তোঽহং তাত কোপেন জনন্যা তনয়ো যতঃ
ততো মন্যে ন জননীমিমাং বৈ তপতাং বর॥
তব প্রসাদাচ্চরণো ভগবন্ ন পতেদ্‌যথা।
মাতৃশাপাদয়ং মেঽদ্য তথা চিন্তয় গোপতে॥

রবিরুবাচ।

অসংশয়ং মহৎপুত্র ভবিষ্যত্যত্র কারণম্।
যেন ত্বামাবিশৎক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মশালিনম্॥
সর্ব্বেষামেব শাপানাং প্রতিঘাতো হি বিদ্যতে
ন তু মাত্রাভিশপ্তানাং কচিচ্ছাপনিবর্ত্তনম্॥ ৭০
ন শক্যমেতন্মিথ্যা তু কর্ত্তুং মাতুর্বচস্তব।
কিঞ্চিত্তেঽহং বিধাস্যামি পুত্রস্নেহাদনুগ্রহম্॥ ৭১
কৃময়ো মাংসমাদায় প্রযাস্যন্তি মহীতলম্।
কৃতং তস্যা বচঃ সত্যং ত্বঞ্চ ত্রাতা ভবিষ্যসি॥

ব্রহ্মোবাচ।

আদিত্যস্ত্বব্রবীচ্ছায়াং কিমর্থং তনয়েষু বৈ।
তুল্যেষপ্যধিকঃ স্নেহ একং প্রতি কৃতস্ত্বয়া॥৭৩
নূনং নৈষাং ত্বং জননী সংজ্ঞা কাপি ত্বমাগতা।
নির্গুণেষপ্যপত্যেষু মাতা শাপং ন দাস্যতি॥৭৪
সা তৎপরিহরন্তী চ শাপাদ্ভীতা তদা রবেঃ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং স শ্রুত্বা শ্বশুরং যযৌ॥ ৭৫
স চাপি তং যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা তদা রবিম্।
নির্দগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ানস্তমব্রবীৎ॥ ৭৬

করিলে, এই অপরাধে নিশ্চয়ই তোমার চরণ পতিত হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, ছায়ার শাপে যমের মন বড়ই দুঃখিত হইল, তিনি ভ্রাতা মনুর সহিত পিতার নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন। যম কহিলেন, হে দেব! মাতা আমাদের প্রতি তুল্য স্নেহ করেন না; তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ সন্তানদিগকেই অধিক স্নেহ করেন; এইজন্য আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পদ উত্তোলন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার দেহে পাতিত করি নাই। আমার এই ব্যবহার বাল্যে বা মোহক্রমেই হউক, আপনি ইহা ক্ষমা করিবেন। হে তাত! জননী আমায় সকোপে শাপ প্রদান করিয়াছেন, হে তপনবর! এই ঘটনায় আমার মনে হয়, তিনি আমাদের জননী নহেন। হে ভগবন্ গোপতে! মাতৃশাপে আমার চারণ যাহাতে পতিত না হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া অধুনা সেই বিষয়ই চিন্তা করুন। রবি কহিলেন,—হে পুত্র! তোমার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মশীল জনেরও যখন ক্রোধোদ্রেক হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই এ বিষয়ের কোন একটা গূঢ় কারণ আছে। সমস্ত শাপেরই প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু মাতৃশাপের প্রত্যাহার কখনও হইবার নয়। তোমার এই মাতৃশাপ অন্যথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই; তথাপি আমি তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিব। কৃমিগণ তোমার মাংস লইয়া মহীতলে যাইবে; ইহাতে তোমার মাতার কথাও সত্য হইবে এবং তুমিও পরিত্রাণ পাইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, তখন আদিত্য ছায়াকে জিজ্ঞাসিলেন, সন্তানগণ সমস্তই তুল্য, অথচ তুমি একের প্রতি অধিক স্নেহ করিতেছ কেন? নিশ্চয়ই তুমি ইঁহাদিগের জননী সংজ্ঞা নহ। নিশ্চয়ই তুমি অন্য কেহ আসিয়াছ, কেননা, মাতা কখনই অপত্য নির্গুণ হইলেও তাহাকে শাপ দিতে পারে না। ছায়া তখন স্বামী রবির নিকট অভিশপ্ত হইবার ভয়ে স্বীয় দোষ পরিহারপূর্ব্বক সমস্ত আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রবি তৎশ্রবণে শ্বশুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন।৬৩-৭৫ শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন; রবি কিন্তু রোষভরে তাঁহাকে

বিশ্বকর্ম্মোবাচ।
ভবাতিতেজসা ব্যাপ্তমিদং রূপং সুদুঃসহম্।
অসহন্তী তু তৎসংজ্ঞা বনে চরতি বৈ তপঃ ॥৭৭
দ্রক্ষ্যতে তাং ভবানদ্য স্বাং ভার্য্যাং
শুভচারিণীম্।
রূপার্থং ভবতোঽরণ্যে চরন্তীং সুমহত্তপঃ ॥ ৭৮
শ্রুতং মে ব্রহ্মণো বাক্যং তব তেজোঽবরোধনে
রূপং নিবর্ত্তয়ামদ্য তব কান্তং দিবস্পতে ॥ ৭৯
ব্রহ্মোবাচ।
ততস্তথেতি তং প্রাহ ত্বষ্টারং ভগবান্ রবিঃ।
ততো বিবস্বতো রূপং প্রাগাসীৎপরিমণ্ডলম্ ॥
বিশ্বকর্ম্মা ত্বনুজ্ঞাতঃ শাকদ্বীপে বিবস্বতা।
ভ্রমিমারোপ্য তত্তেজঃশাতনায়োপচক্রমে ॥ ৮১
ভ্রমতাশেষজগতাং নাভিভূতেন ভাস্বতা।
সমুদ্রাদ্রিবনোপেতা ত্বারুরোহ মহী নভঃ ॥৮২
গগনঞ্চাখিলং বিপ্রাঃ সচন্দ্রগ্রহতারকম্।
অধো গতং মহাভাগা বভূবাক্ষিপ্তমাকুলম্ ॥৮৩
বিক্ষিপ্তসলিলাঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চ তথার্ণবাঃ।
ব্যভিদ্যন্ত মহাশৈলাঃ শীর্ণসানুনিবন্ধনাঃ ॥ ৮৪
ধ্রুবাধারাণ্যশেষাণি ধিষ্ণ্যানি মুনিসত্তমাঃ।
ত্রুট্যদ্রশ্মিনিবন্ধীনি বন্ধনানি অধো যযুঃ ॥ ৮৫
বেগভ্রমণসম্পাতবায়ুক্ষিপ্তাঃ সহস্রশঃ।
ব্যশীর্য্যন্ত মহামেঘা ঘোরারাববিরাবিণঃ ॥৮৬
ভাস্বদ্ভ্রমণবিভ্রান্তভূম্যাকাশরসাতলম্।
জগদাকুলমত্যর্থং তদাসীন্মুনিসত্তমাঃ ॥ ৮৭
ত্রৈলোক্যমাকুলং বীক্ষ্য ভ্রমমাণং সুরর্ষয়ঃ।
দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ভাস্বন্তমভিতুষ্টুবুঃ ॥ ৮৮
আদিদেবোঽসি দেবানাং জাতস্ত্বং ভূতয়ে ভুবঃ
স্বর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠসি ॥ ৮৯
স্বস্তি তেঽস্তু জগন্নাথ ঘর্ম্মবর্ষ দিবাকর।

দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক কহিলেন,—দেব! আপনার অতি তেজে এ জগৎ পরিব্যাপ্ত, মৎকন্যা সংজ্ঞা ভবদীয় দুঃসহ রূপ সহ্য করিতে না পারিয়াই বনে গিয়া তপস্যা করিতেছে, আপনি অদ্যই তাহাকে দেখিতে পাইবেন, দেখিবেন—সেই শুভচারিণী সংজ্ঞা আপনারই সুরূপত্ব সাধনের জন্য কঠোর তপস্যায় নিরত রহিয়াছে' আপনার তেজের তীব্রতা হ্রাস করাইবার জন্যই যে তাহার এই তপস্যা, এ কথা আমি ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। হে দিবস্পতে! আপনি বলেন ত, আমিই আপনার রূপ কমনীয় করিয়া দেই। ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্ রবি বিশ্বকর্ম্মার কথায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে সেইরূপ করিতে অনুমতি দিলেন। পূর্ব্বে সূর্য্যের রূপ ছিল পরিমণ্ডলাকার; বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে শাকদ্বীপে লইয়া গেলেনএবং ভ্রমিযন্ত্রে সমারোপিত করিয়া তদীয় তেজ ক্ষীণ করিয়া দিলেন। অশেষ জগতের নাভিস্বরূপ ভগবান্ ভাস্কর ভ্রমণ করিতে থাকিলে, শৈল-সাগর-কানন-পরিবৃত সমগ্র মহীমণ্ডল নভঃপ্রদেশে সমারূঢ় হইল। হে বিপ্রগণ! চন্দ্র গ্রহ ও তারকাস্তবক সহ নিখিল গগন তখন অধোগত হইয়া আক্ষিপ্তও আকুল হইয়া উঠিল। সাগর-সমূহের সলিলরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। মহা-শৈলকুল বিভিন্ন হইল, তাহাদের সানুবন্ধন সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। যাবতীয় ধ্রুবাধার স্থান সকলের রশ্মিবন্ধননিচয় ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তৎসমস্ত অধোদিকে নিপতিত হইল। গর্জ্জনকারী সহস্র সহস্র মহামেঘবৃন্দ বেগ-ভ্রমণপতিত পবন সংক্ষোভে ইতস্ততঃ চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। ভাস্করের ভ্রমণে ভূমি, আকাশ ও রসাতল সকলই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে জগৎ তখন একান্তই আকুল হইয়া উঠিল। সুরর্ষি ও দেবগণ ত্রৈলোক্যকে আকুল ও ভ্রমণশীল দেখিয়া ব্রহ্মার সহিত ভাস্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব! তুমি সকলের আদিদেব, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই তোমার আবির্ভাব। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই কালত্রয়ে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর

ইন্দ্রাদয়স্তদা দেবা লিখ্যমানমথাব্রুবন্ ॥ ৯০
জয় দেব জগৎস্বামিন্ জয়াশেষ জগৎপতে।
ঋষয়শ্চ ততঃ সপ্ত বসিষ্ঠাত্রিপুরোগমাঃ ॥ ৯১
তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তি স্বস্তীতিবাদিনঃ।
বেদোক্তিভিরথাগ্র্যাভির্বালখিল্যাশ্চ তুষ্টুবুঃ ॥
অগ্নিরাদ্যাশ্চ ভাস্বন্তং লিখ্যমানং মুদা যুতাঃ।
ত্বং নাথ মোক্ষিণাং মোক্ষো ধ্যেয়স্ত্বং ধ্যানিনাং পরঃ ॥ ৯৩
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মকাণ্ডবিবর্ত্তিনাম্।
সম্পূজ্যস্ত্বং তু দেবেশ শং নোঽস্তু জগতাং পতে ॥ ৯৪
শং নোঽস্তু দ্বিপদে নিত্যং শং নশ্চাস্তু চতুষ্পদে
ততো বিদ্যাধরগণা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ৯৫
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণতা রবিম্
ঊচুস্তে বিবিধা বাচো মনঃশ্রোত্রসুখাবহাঃ ॥ ৯৬
সহ্যং ভবতু তেজস্তে ভূতানাং ভূতভাবন।
ততো হাহাহুহুশ্চৈব নারদস্তুম্বুরুস্তথা ॥
উপগায়িতুমারব্ধা গান্ধর্ব্বকুশলা রবিম্।
ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারগানত্রয়বিশারদাঃ ॥ ৯৮
মূর্চ্ছনাভিশ্চ তালৈশ্চ সম্প্রয়োগৈঃ সুখপ্রদম্।
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উর্ব্বশ্যথ তিলোত্তমাঃ ॥ ৯৯
মেনকা সহজন্যা চ রম্ভা চাপ্সরসাং বরা।
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ১০০
ভাবহাববিলাসাঢ্যান্ কুর্ব্বত্যোঽভিনয়ান্ বহূন্।
প্রাবাদ্যন্ত ততস্তত্র বীণা বেণ্বাদিঝর্ঝরাঃ ॥ ১০১
পণবাঃ পুষ্করাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ।
দেবদুন্দুভয়ঃ শঙ্খাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০২
গায়দ্ভিশ্চৈব নৃত্যদ্ভির্গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
তূর্য্যবাদিত্রঘোষৈশ্চ সর্ব্বং কোলাহলীকৃতম্ ॥
ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটা ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
লিখ্যমানং সহস্রাংশুং প্রণেমুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥
ততঃ কোলাহলে তস্মিন্ সর্ব্বদেবসমাগমে।

এই ত্রিবিধরূপে বিরাজ কর। হে ধর্ম্মবর্য্য, জগন্নাথ দিবাকর! তোমার স্বস্তি হউক। ইন্দ্রাদি দেবগণও তৎকালে স্তব করিয়া বলিলেন, হে দেব, জগৎস্বামিন্! তোমার জয় হউক। হে অশেষ জগৎপতে! তোমার জয় হউক। বশিষ্ঠ অত্রি প্রমুখ সপ্তঋষিরাও তখন বিবিধ স্তবে 'স্বস্তি স্বস্তি' বলিয়া তাঁহার স্তব করিলেন। বালখিল্য ঋষিগণ বিবিধ বেদোক্ত স্তবে স্তব করিতে লাগিলেন। অগ্নিপ্রমুখ দেবগণও তখন হৃষ্টচিত্তে সূর্য্যদেবের স্তব করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে নাথ! তুমি মোক্ষমার্গাবলম্বীদিগের মোক্ষ. ধ্যানপরায়ণ যোগিগণের পরম ধ্যেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড-নিরত সর্ব্বভূতের গতি। হে দেবেশ! হে জগৎপতে! তুমি সকলেরই পূজ্য। তোমার কৃপায় আমাদের মঙ্গল হউক। আমাদিগের দ্বিপদে তথা চতুষ্পদে নিত্যই মঙ্গল হউক। এই সময় বিদ্যাধর যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত-কন্ধরে মন ও কর্ণসুখাবহ বিবিধ বাক্যে বলিলেন, হে ভূতভাবন তোমার তেজ ভূতগণের সহ্য হউক। অনন্তর ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধারাদি ত্রিবিধ গানতত্ত্বজ্ঞ হাহা, হুহু, নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতি গান্ধর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ মূর্চ্ছনা, তাল ও সুন্দর স্বর-সম্প্রয়োগে মধুরভাবে রবি-কীর্ত্তি গান করিতে লাগিলেন। জগৎপতি দিবাকর শাতিত হইবার সময় বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, মেনকা, সহজন্যা ও রম্ভা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল হাব, ভাব ও বিলাসাদির সহিত বহুবিধ অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন শত শত সহস্র সহস্র বেণু, বীণা, ঝর্ঝর, পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, দেবদুন্দুভি ও শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল। তৎকালে নৃত্য-গীত-পরায়ণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে এবং তূর্য্যাদি বাদিত্র-নির্ঘোষে সর্ব্বস্থান কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অনন্তর সমগ্র দেবসমাজ ভক্তিভরে নত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রাংশুকে স্তব করিতে লাগিলেন। নিখিল দেবগণের সমাগম-জনিত সেই ভীষণ কোলাহলের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃ শনৈঃ
আজান্বলিখিতশ্চাসৌ নিপুণং বিশ্বকর্ম্মণা।
নাভ্যনন্দত্তু লিখনং ততস্তেনাবতারিতঃ॥ ১০৬
ন তু নির্ভৎসিতং রূপং তেজসো হননেন তু।
কান্তাৎকান্ততরং রূপমধিকং শুশুভে ততঃ॥১০৭

ইতি হিমজলঘর্ম্মকালহেতো-
র্হরকমলাসনবিষ্ণুসংস্তুতস্য।
তদুপরি লিখনং নিশম্য ভানো-
র্ব্রজতি দিবাকরলোকমায়ুষোঽন্তে॥ ১০৮

এবং জন্ম রবেঃ পূর্ব্বং বভূব মুনিসত্তমাঃ।
রূপঞ্চ পরমং তস্য ময়া সম্পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১০৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মার্ত্তণ্ডজন্মশরীরলিখনং
নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ধীরে ধীরে শাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষ নিপুণভাবে সূর্য্যের জানু পর্য্যন্ত উল্লেখন করিলেন, কিন্তু তাহা মনোমত হইল না, তখন তিনি সর্ব্বাবয়বের তেজঃ ক্ষীণ করিয়া দিলেন। তেজঃশাতনে তাঁহার রূপের অল্পতা কিছুই হইল না, বরং তাহার রূপ কমনীয় হইতেও কমনীয়তর হইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিল। হরি, হর ও বিরিঞ্চি যাঁহার স্তব করেন, যিনি শীত, গ্রীষ্মাদি সর্ব্বকালের হেতু, সেই ভানুদেবের এই তেজঃশাতনের বিষয় যিনি শ্রবণ করেন, দেহান্তে তাঁহার দিবাকর-লোকে গতি হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে রবির জন্ম ও পরম রূপ প্রাপ্তি এই-রূপই ঘটিয়াছিল, আমি ইহা কীর্ত্তন করিলাম। ১০৯।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

ভূয়োঽপি কথয়াস্মাকং কথাং সূর্য্যসমাশ্রিতাম্।
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামঃ শৃণ্বন্তস্তাং কথাং শুভাম্॥
যোঽয়ং দীপ্তো মহাতেজা বহ্নিরাশিসমপ্রভঃ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ প্রভাবোঽস্য কুতঃ প্রভো

ব্রহ্মোবাচ।

তমোভূতেষু লোকেষু নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
প্রকৃতের্গুণহেতুস্তু পূর্ব্বং বুদ্ধিরজায়ত॥ ৩
অহঙ্কারস্ততো জাতো মহাভূতপ্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুগ্নিরাপঃ খং ভূমিস্ততস্তুণ্ডমজায়ত॥ ৪
তস্মিন্নণ্ডে স্থিমে লোকাঃ সপ্ত চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ
পৃথিবী সপ্তভির্দ্বীপৈঃ সমুদ্রৈশ্চৈব সপ্তভিঃ॥ ৫
তত্রৈবাবস্থিতো হ্যাসীদহং বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ।
বিমূঢ়াস্তামসাঃ সর্ব্বে প্রধ্যায়ন্তি তমীশ্বরম্॥ ৬
ততো বৈ সুমহাতেজাঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোনুদঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি পুনরায় আমাদিগের নিকট সূর্য্যবিষয়িণী কথা প্রকাশ করুন। আমরা ঐ শুভ কথা শুনিয়া শুনিয়া কিছুতেই তৃপ্তির শেষ সীমা প্রাপ্ত হইতেছি না। ঐ যিনি পাবক-পুঞ্জপ্রতিম মহাতেজা দীপ্তি পাইতেছেন, হে প্রভো! উঁহার প্রভাব কি প্রকার, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা কহিলেন, যখন সমস্ত লোক তমঃপুঞ্জে পরিবৃত ও স্থাবর জঙ্গম বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তখন প্রকৃতি হইতে সর্ব্বাগ্রে গুণহেতু বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি হইতে মহাভূতপ্রবর্ত্তক অহঙ্কার, পরে বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ ও ভূমি, তৎপশ্চাৎ অণ্ড আবির্ভূত হয়। ঐ অণ্ডেই সপ্তলোক প্রতি-ষ্ঠিত এবং সপ্ত দ্বীপ ও সপ্তসাগর-পরিবৃতা পৃথিবী বিরাজিত। আমি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, আমরা তিনজনে সেই অণ্ডেই অবস্থিত ছিলাম। তমঃপরিবৃত বিমূঢ় লোক সকল তখন ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হয়।

ধ্যানযোগেন চাস্মাভির্বিজ্ঞাতং সবিতা তদা ॥ ৭
জ্ঞাত্বা চ পরমাত্মানং সর্ব্ব এব পৃথক্ পৃথক্।
দিব্যাভিস্তুতিভির্দেবঃ স্তুতোঽস্মাভিস্তদেশ্বরঃ
আদিদেবোঽসি দেবানামৈশ্বর্য্যাচ্চ ত্বমীশ্বরঃ।
আদিকর্ত্তাসি ভূতানাং দেবদেবো দিবাকরঃ ॥৯
জীবনঃ সর্ব্বভূতানাং দেবগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
মুনিকিন্নরসিদ্ধানাং তথৈবোরগপক্ষিণাম্ ॥ ১০
ত্বং ব্রহ্মা ত্বং মহাদেবস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
বায়ুরিন্দ্রশ্চ সোমশ্চ বিবস্বান্‌বরুণস্তথা ॥ ১১
ত্বং কালঃ সৃষ্টিকর্ত্তা চ হর্ত্তা ভর্ত্তা তথা প্রভুঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা বিদ্যুদিন্দ্রধনূংষি চ ॥ ১২
প্রলয়ঃ প্রভবশ্চৈব ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ।
ঈশ্বরাৎপরতো বিদ্যা বিদ্যায়াঃ পরতঃ শিবঃ ॥
শিবাৎপরতরো দেবস্ত্বমেব পরমেশ্বরঃ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ ॥১৪
সহস্রাংশুঃ সহস্রাস্যঃ সহস্রচরণেক্ষণঃ।

অনন্তর মহাতেজা তিমিরবারি প্রাদুর্ভূত হয়েন, আমরা তখন ধ্যানযোগে তাঁহাকে সবিতা বলিয়া বিদিত হইলাম এবং সকলেই তাঁহাকে পরমাত্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বিভিন্ন দিব্য দিব্য স্তবে তাঁহার স্তব করিলাম। বলিলাম,—হে দেব! তুমি দেবগণের আদি দেব, ঐশ্বর্য্য বশতঃ তুমি ঈশ্বর, তুমি ভূতবৃন্দের আদিকর্ত্তা, দেবদেব ও দিবাকর, তুমি সর্ব্বভূত, দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, মুনি, কিন্নর, সিদ্ধ, উরগ ও পক্ষীদিগের জীবন। ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রজাপতি, বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, সোম, বিবস্বান্, বরুণ, কাল, সৃষ্টিকর্ত্তা, হর্ত্তা, ভর্ত্তা, প্রভু, সরিৎ, সাগর, শৈল, বিদ্যুৎ, ইন্দ্রধনু, প্রলয়, প্রভব, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন প্রভৃতি তোমারই নাম, তুমিই ঐ সকল রূপে প্রতিভাত। ঈশ্বর হইতে বিদ্যা, বিদ্যা হইতে শিব এবং শিব হইতে পরতর পরমেশ্বর দেব তুমিই। তোমার সর্ব্বদিকেই পাণিপাদ এবং সর্ব্ব দিকেই অক্ষিশির ও মুখ। তুমি সহস্রাংশু, সহস্রাস্য, সহস্রচরণ ও সহস্রদর্শন। তুমি

ভূতাদির্ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ মহঃ সত্যং তপো জনঃ ॥১৫
প্রদীপ্তং দীপনং দিব্যং সর্ব্বলোকপ্রকাশকম্।
দুর্নিরীক্ষ্যং সুরেন্দ্রাণাং যদ্রূপং তস্য তে নমঃ ॥
সুরসিদ্ধগণৈর্জুষ্টং ভৃগ্বত্রিপুলহাদিভিঃ।
স্তুতং পরমমব্যক্তং যদ্রূপং তস্য তে নমঃ ॥ ১৭
বেদ্যং বেদবিদাং নিত্যং সর্ব্বজ্ঞানসমন্বিতম্।
সর্ব্বদেবাতিদেবস্য যদ্রূপং তস্য তে নমঃ ॥ ১৮
বিশ্বকৃদ্বিশ্বভূতং চ বৈশ্বানরসুরার্চ্চিতম্।
বিশ্বস্থিতমচিন্ত্যং চ যদ্রূপং তস্য তে নমঃ ॥ ১৯
পরং যজ্ঞাৎ পরং দেবাৎ পরং লোকাৎ পরং দিবঃ।
পরমাত্মেত্যভিখ্যাতং যদ্রূপং তস্য তে নমঃ ॥
অবিজ্ঞেয়মনালক্ষ্যমধ্যানগতমব্যয়ম্।
অনাদিনিধনং চৈব যদ্রূপং তস্য তে নমঃ ॥ ২০
নমো নমঃ কারণকারণায়
নমো নমঃ পাপবিমোচনায়।
নমো নমস্তে দিতিজার্দ্দনায়
নমো নমো রোগবিমোচনায় ॥ ২২
নমো নমঃ সর্ব্ববরপ্রদায়
নমো নমঃ সর্ব্বসুখপ্রদায়।

ভূতের আদি এবং ভূ, ভুব, স্ব, মহ, সত্য, তপ ও জন এ সকলও তুমি।১—১৫ তোমার যে সর্ব্বলোকপ্রকাশক দিব্য দীপ্ত রূপ যাহা সুরেন্দ্রগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য, সেই রূপকে আমরা নমস্কার করি। সুর ও সিদ্ধগণ যাহার সেবা করেন, এবং ভৃগু, অত্রি ও পুলহ প্রভৃতি যাহাকে স্তব করিয়া থাকেন, তোমার সেই অব্যক্ত রূপকে নমস্কার। যাহা বেদ-বিদ্গণের নিত্য বেদ্য ও সর্ব্বজ্ঞানময়; সেই রূপকে নমস্কার। যাহা বিশ্বকৃৎ, বিশ্বভূত, বৈশ্বানরার্চ্চিত, বিশ্বস্থিত ও অচিন্ত্য, যাহা যজ্ঞ হইতে, বেদ হইতে, লোক হইতে ও স্বর্গ হইতেও পরাৎপর, যাহা পরমাত্মা নামে অভিহিত, অবিজ্ঞেয় অনালক্ষ্য, অবধ্য ও অব্যয়, যাঁহার আদি অন্ত নাই, ভবদীয় তথাবিধ রূপকে আমরা নমস্কার করি। তুমি সর্ব্ব কারণের কারণ,

নমো নমঃ সর্ব্বধনপ্রদায়
নমো নমঃ সর্ব্বমতিপ্রদায় ॥ ২৩
ততঃ স ভগবানেবং তৈজসং রূপমাস্থিতঃ।
উবাচ বাচা কল্যাণ্যা কো বরো বঃ প্রদীয়তাম্

দেবা ঊচুঃ।

তবাতিতৈজসং রূপং ন কশ্চিৎসোঢ়ুমুৎসহেৎ।
সহনীয়ং তদ্ভবতু হিতায় জগতঃ প্রভো ॥ ২৫
এবমস্ত্বিতি সোঽপ্যুক্ত্বা ভগবানাদিকৃৎ প্রভুঃ।
লোকানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং ঘর্ম্মবর্ষহিমপ্রদঃ ॥ ২৬
ততঃ সাংখ্যাশ্চ যোগাশ্চ যে চান্যে মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ।
ধ্যায়ন্তি ধ্যায়িনো দেবং হৃদয়স্থং দিবাকরম্ ॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
সর্ব্বঞ্চ তরতে পাপং দেবমর্কং সমাশ্রিতঃ ॥ ২৮
অগ্নিহোত্রঞ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
ভানোর্ভক্তিনমস্কারকলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
তীর্থানাং পরমং তীর্থং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং প্রপদ্যন্তে দিবাকরম্ ॥ ৩০
শক্রাদ্যৈঃ সংস্তুতং দেবং যে নমস্যন্তি ভাস্করম্
সর্ব্বকিল্বিষনির্ম্মুক্তাঃ সূর্য্যলোকং ব্রজন্তি তে ॥

মুনয় ঊচুঃ।

চিরাৎপ্রভৃতি নো ব্রহ্মন্‌শ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে
নাম্নামষ্টশতং ব্রূহি যত্ত্বয়োক্তং পুরা রবেঃ ॥৩২

ব্রহ্মোবাচ।

অষ্টোত্তরশতং নাম্নাং শৃণুধ্বং গদতো মম।
ভাস্করস্য পরং গুহ্যং স্বর্গমোক্ষপ্রদং দ্বিজাঃ ॥৩৩
ওঁ সূর্য্যোঽর্য্যমা ভগস্ত্বষ্টা পূষার্কঃ সবিতা রবিঃ
গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ ॥ ৩৪
পৃথিব্যাপশ্চ তেজশ্চ খং বায়ুশ্চ পরায়ণম্।
সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো বুধোঽঙ্গারক এব চ
ইন্দ্রো বিবস্বান্দীপ্তাংশুঃ শুচিঃশৌরিঃশনৈশ্চরঃ
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্কন্দো বৈশ্রবণো যমঃ ॥৩৬

সর্ব্বপাপবিমোচন, দৈত্যনাশন, রোগ-বিমোচন এবং সর্ব্ব-বর, সর্ব্বসুখ, সর্ব্বধন ও সর্ব্ব-মতি-প্রদায়ক, তোমাকে আমাদের বারম্বার নমস্কার।১৬—২৩। ভগবান্ এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তৈজস রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক কল্যাণ-কর বাক্যে বলিলেন, তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব? দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! তোমার অত্যুজ্জ্বল রূপ কেহই সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং জগতের হিতের নিমিত্ত ভবদীয় রূপ সকলের সহনীয় হউক। আদিকর্ত্তা ভগবান্ তখন 'তথাস্তু' বলিয়া লোকদিগের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সে কথায় সম্মত হইলেন। এইরূপে যাঁহারা সাংখ্যমতবাদী, যোগমার্গাবলম্বী বা ধ্যান-নিষ্ঠ, তাঁহারা এবং অন্যান্য মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সকলেই দিবাকর দেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন। লোক সর্ব্বলক্ষণে হীন ও সর্ব্বপাতকে অন্বিত হইলেও দিবাকরের শরণ লইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। অগ্নিহোত্র বল, বেদাভ্যাস বল বা বহু দক্ষিণান্বিত যজ্ঞই বল, ভানুভক্তি ও ভানুকে নমস্কার করিলে যে ফল হয়, ঐ সকল দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশ ফলও পাওয়া যায় না। যাহারা ইন্দ্রাদি সুরবন্দিত সূর্য্যদেবের শরণ লয় বা তাঁহাকে নমস্কার করে, তাহাদের পরম তীর্থ সেবা, পরম মঙ্গল সেবা ও পরম পবিত্রতা লাভ হয় এবং তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সৌরলোকে গমন করে। ২৪—৩১। মুনিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বহুদিন হইতে আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি পূর্ব্বে যে রবির অষ্টোত্তর শত নাম বলিয়াছিলেন, তাহা আবার বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি রবির অষ্টোত্তর শত নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সকল নান পরম গুহ্য এবং স্বর্গ ও মোক্ষ-প্রদ। সূর্য্য, অর্যম্যা, ভগবান্, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজঃ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজ, আকাশ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র

বৈদ্যুতো জাঠরশ্চাগ্নিরৈন্ধনস্তেজসাং পতিঃ।
ধর্ম্মধ্বজো বেদকর্ত্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ॥ ৩৭
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিঃ সর্ব্বামরাশ্রয়ঃ।
কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তাশ্চ ক্ষপা যামাস্তথা ক্ষণাঃ॥৩৮
সম্বৎসরকরোঽশ্বত্থঃ কালচক্রো বিভাবসুঃ।
পুরুষঃ শাশ্বতো যোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ
কালাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্ম্মা তমোনুদঃ।
বরুণঃ সাগরোঽংশশ্চ জীমূতোজীবনোঽরিহা
ভূতাশ্রয়ো ভূপপতিঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
স্রষ্টা সম্বর্ত্তকো বহ্নিঃ সর্ব্বস্যাদিরলোলুপঃ॥৩৯
অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
জয়ো বিশালো বরদঃ সর্ব্বভূতনিষেবিতঃ॥৪২
মনঃ সুপর্ণো ভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারণঃ।
ধন্বন্তরির্ধূমকেতুরাদিদেবোঽদিতেঃ সুতঃ॥৪৩
দ্বাদশাত্মা রবির্দক্ষঃ পিতা মাতা পিতামহঃ।
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্॥৪৪
দেহকর্ত্তা প্রশান্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেয়ঃ করুণান্বিতঃ॥ ৪৬

এতদ্বৈ কীর্ত্তনীয়স্য সূর্য্যস্যামিততেজসঃ।
নাম্নামষ্টশতং রম্যং ময়া প্রোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ॥
সুরগণপিতৃযক্ষসেবিতং
হ্যসুরনিশাকরসিদ্ধবন্দিতম্।
বরকনকহুতাশনপ্রভং
প্রণিপতিতোঽস্মি হিতায় ভাস্করম্॥ ৪৭
সূর্য্যোদয়ে যঃ সুসমাহিতঃ পঠেৎ,
সপুত্রদারান্ ধনরত্নসঞ্চয়ান্।
লভেত জাতিস্মরতাং নরঃ স তু
স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ স বিন্দতে পরাম্॥ ৪৮
ইমং স্তবং দেববরস্য যো নরঃ
প্রকীর্ত্তয়েচ্ছুদ্ধমনাঃ সমাহিতঃ।
বিমুচ্যতে শোকদবাগ্নিসাগরা-
ল্লভেত কামান্মনসা যথেপ্সিতান্॥ ৪৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সূর্য্যনামাষ্টোত্তর-
শতং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম, বৈদ্যুত, জাঠর, ঐন্ধন, অগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সর্ব্বসুরাশ্রয়, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম ও ক্ষণ, সম্বৎসর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, শাশ্বত পুরুষ ও যোগী, ব্যক্তা-ব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্ব-কর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্ব্ব-লোক-নমস্কৃত, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, সর্ব্বতোমুখ, জয়, বিশাল, বরদ, সর্ব্বভূত-সেবিত, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণ-ধারণ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, অদিতি-নন্দন, দ্বাদশাত্মা, রবি, দক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, মৈত্রেয় এবং করুণান্বিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অমিত-তেজা সূর্য্যের এই অষ্টশত রমণীয় নাম আমি কীর্ত্তন করিলাম। যিনি সুর, পিতৃ ও যক্ষগণ কর্ত্তৃক সেবিত, অসুর, নিশাচর ও সিদ্ধগণ যাঁহাকে বন্দনা করেন, সেই প্রবর কনক ও হুতাশনপ্রভ ভাস্করকে আমি জগতের হিতের নিমিত্ত প্রণিপাত করিতেছি। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া সূর্য্যোদয়ে এই অষ্টশত নাম পাঠ করেন, তিনি পুত্র, দার, ধন, রত্ন, জাতিস্মরতা, স্মৃতি ও পরম মেধা লাভ করিয়া থাকেন। দেববর দিবাকরের এই স্তব যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে সমাহিত হইয়া পাঠ করে, শোকরূপ দাবাগ্নিময় সাগর হইতে তাহার মুক্তি ঘটে এবং সে মনঃপ্রার্থিত সর্ব্বকামনা প্রাপ্ত হয়॥ ৩২—৪৯॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

যোঽসৌ সর্ব্বগতো দেবস্ত্রিপুরারিস্ত্রিলোচনঃ।
উমাপ্রিয়করো রুদ্রশ্চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরঃ॥ ১
বিদ্রাব্য বিবুধান্ সর্ব্বান্ সিদ্ধবিদ্যাধরানৃষীন্।
গন্ধর্ব্বযক্ষনাগাংশ্চ তথান্যাংশ্চ সমাগতান্॥ ২
জঘান পূর্ব্বং দক্ষস্য যজতো ধরণীতলে।
যজ্ঞং সমৃদ্ধং রত্নাঢ্যং সর্ব্বসম্ভারসংভৃতম্॥ ৩
যস্য প্রতাপসন্তপ্তাঃ শক্রাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
শান্তিং ন লেভিরে বিপ্রাঃ কৈলাসং শরণংগতাঃ
স আস্তে তত্র বরদঃ শূলপাণির্বৃষধ্বজঃ।
পিনাকপাণির্ভগবান দক্ষযজ্ঞবিনাশনঃ॥ ৫
মহাদেবোৎকলে দেশে কৃত্তিবাসা বৃষধ্বজঃ।
একাম্রকে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বকামপ্রদো হরঃ॥ ৬

মুনয় ঊচুঃ।

কিমর্থং স ভবো দেবঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
জঘান যজ্ঞং দক্ষস্য দেবৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতম্॥ ৭
ন হ্যল্পং কারণং তত্র প্রভো মন্যামহে বয়ম্।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দক্ষস্যাসন্নষ্ট কন্যা যাশ্চৈবং পতিসঙ্গতাঃ।
স্বেভ্যো গৃহেভ্যশ্চানীয় তাঃ
পিতাভ্যর্চ্চয়দ্‌গৃহে॥ ৯
ততস্ত্বভ্যর্চ্চিতা বিপ্রা ন্যবসংস্তাঃ পিতুর্গৃহে।
তাসাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী যা ত্র্যম্বকস্য বৈ
নাজুহাবাত্মজাং তাং বৈ দক্ষো রুদ্রমভিদ্বিষন্।
অকরোৎসন্নতিং দক্ষে ন চ কাঞ্চিন্মহেশ্বরঃ॥১১
জামাতা শ্বশুরে তস্মিন্ স্বভাবাত্তেজসি স্থিতঃ।
ততো জ্ঞাত্বা সতী সর্ব্বাস্তাস্তু প্রাপ্তাঃ
পিতুর্গৃহম্॥ ১২
জগাম সাপ্যনাহূতা সতী তু স্বপিতুর্গৃহম্।
তাভ্যো হীনাং পিতা চক্রে সত্যাঃ
পূজামসম্মতাম্॥ ১৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যিনি সর্ব্বব্যাপী, দেবদেব, ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন, উমাপতি, চন্দ্রমৌলি, রুদ্র, যাঁহার ভয়ে দক্ষ-যজ্ঞে সমাগত বিবুধ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও নাগ প্রভৃতি পুরাকালে পলায়ন করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বসম্ভার-পরিপূর্ণ সর্ব্বরত্ন-সমৃদ্ধ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন, যাঁহার প্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই এবং কৈলাসশৈলে গিয়া যাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, সেই বরপ্রদাতা পিনাকপাণি, শূল-পাণি, দক্ষযজ্ঞধ্বংসী ভগবান্ বৃষধ্বজ, সেই উৎকলদেশস্থ একাম্রকাননে সর্ব্বকামনা প্রদান করত অবস্থান করিতেছেন। ১—৬। মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব! কি কারণে সেই সর্ব্বভূতহিতৈষী ভবদেব সেই সর্ব্ব-দেবময় সুসমৃদ্ধ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন? হে প্রভো! আমরা মনে করি, এইরূপ কার্য্য কখনই অল্পকারণে হয় নাই; অতএব আমাদের শুনিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি বিস্তৃতরূপে উহা বর্ণন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতির আটটী কন্যা পতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। একদা যজ্ঞোপলক্ষে দক্ষ সেই সকল কন্যাকে পতিগৃহ হইতে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া বিশেষরূপে পান, ভোজন ও আচ্ছাদনাদি দ্বারা সম্মানিত করেন। কন্যাগণ আপ্যায়িত হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম সতী; সতী ত্র্যম্বকের পত্নী। দক্ষ রুদ্রের প্রতি দ্বেষ করিয়া সেই জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আহ্বান করিলেন না; কিন্তু স্বভাব-তেজস্বী জামাতা মহেশ্বরও শ্বশুর দক্ষের প্রতি কোন-রূপ বিনয় প্রকাশ করেন নাই। অনন্তর সতী জানিতে পারিলেন, তাঁহার অন্যান্য ভগ্নীগণ সকলেই পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। সতী এই সংবাদ পাইয়া বিনা আহ্বানেই পিতৃগৃহে প্রস্থান করিলেন।

ততোঽব্রবীৎসা পিতরং দেবী ক্রোধসমাকুলা

সত্যুবাচ।

বরীয়সীভ্যঃ শ্রেষ্ঠাহং কিং ন পূজসি মাং প্রভো

অসৎকৃতামবস্থাং যঃ কৃতবানসি গর্হিতাম্ ॥১৪

অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ মাং ত্বং সৎকর্ত্তুমর্হসি ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ ॥

দক্ষ উবাচ।

ত্বত্তঃ শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠাশ্চ পূজ্যা বালাঃ সুতা মম।

তাসাং যে চৈব ভর্ত্তারস্তে মে বহুমতাঃ সতি ॥

ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চ ব্রতস্থাশ্চ মহাযোগাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।

গুণৈশ্চৈবাধিকাঃ শ্লাঘ্যাঃ সর্ব্বে তে ত্র্যম্বকাৎ সতি ॥ ১৭

বসিষ্ঠোঽত্রিঃ পুলস্ত্যশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ

ভৃগুর্ম্মরীচিশ্চ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥ ১৮

তৈশ্চাপি স্পর্দ্ধতে শর্ব্বঃ সর্ব্বে তে চৈব তংপ্রতি

তেন ত্বাং ন বুভূষামি প্রতিকূলো হি মে ভবঃ ॥

ইত্যুক্তবাংস্তদা দক্ষঃ সম্প্রমূঢ়েন চেতসা।

শাপার্থমাত্মনশ্চৈব যেনোক্তা বৈ মহর্ষয়ঃ।

তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুদ্ধা দেবী তমব্রবীৎ

সত্যুবাচ।

বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্যস্মাদদুষ্টাং মাং বিগর্হসি।

তস্মাত্ত্যজাম্যহং দেহমিমং তাত তবাত্মজম্ ॥২১

ব্রহ্মোবাচ।

ততস্তেনাপমানেন সতী দুঃখাদমর্ষিতা।

অব্রবীদ্বচনং দেবী নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে ॥ ২২

সত্যুবাচ।

যেনাহমপদেহা বৈ পুনর্দেহেন ভাস্বতা।

তত্রাপ্যহমসম্মূঢ়া সম্ভূতা ধার্ম্মিকী পুনঃ।

গচ্ছেয়ং ধর্ম্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকস্যৈব ধীমতঃ ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ।

তত্রৈবাথ সমাসীনা রুষ্টাত্মানং সমাদধে।

সতী আসিলেন; কিন্তু দক্ষ তাঁহাকে অন্যান্য কন্যা অপেক্ষা হীনভাবে অশ্রদ্ধার সহিত সৎকার করিলেন। সতী এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধা হইয়া পিতাকে বলিলেন,—হে প্রভো! আমি আমার অন্যান্য ভগ্নীগণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমাকে আপনি যথাযোগ্য সমাদর করিতেছেন না কেন? প্রত্যুত আপনার নিকট অতি গর্হিতভাবে অদ্য আমি অসৎকৃতই হইলাম। আমি আবার বলি, আমি জ্যেষ্ঠা এবং বরিষ্ঠা, আমাকে আপনি সৎকার করুন। ৭—১৪। ব্রহ্মা কহিলেন, সতী এই কথা কহিলে, ক্রোধে দক্ষের নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দক্ষ কহিলেন, আমার অন্যান্য কন্যারা তোমা অপেক্ষা সকলেই শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ এবং পূজ্য। হে সতি! যাঁহারা আমার ঐ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও আমার নিকট বহুমানাস্পদ। তাঁহারা সকলেই [illegible]মার পতি ত্র্যম্বক অপেক্ষা ব্রহ্মনিষ্ঠ, [illegible]ষ্ঠ, মহাযোগরত, ধর্ম্মপরায়ণ, গুণশ্রেষ্ঠ, ও [illegible]। বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, [illegible]লহ, ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি, ইঁহারা আমার জামাতা। তোমার পতি শর্ব্ব সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত স্পর্দ্ধা করে এবং তাঁহারা শর্ব্বের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। সেইজন্য তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি না, আর তোমার পতি ভব,—সে ত আমার শত্রু। দক্ষ এইরূপে মূঢ়চিত্তে আত্মাকে অভিশপ্ত করিবার জন্যই. তৎকালে সতীর প্রতি ঐ সকল কথা কহিলেন। সতী দেবী পিতার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে তাত! আমি বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা অদুষ্ট হইলেও তুমি আমাকে এইরূপ কটূক্তি করিলে; অতএব আমি তোমা হইতে উৎপন্ন মদীয় এই দেহ পরিত্যাগ করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, সতী তখন পিতৃ-কৃত অপমানে দুঃখভরে অমর্ষিত হইয়া স্বয়ম্ভুকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার উজ্জ্বল দেহ ধারণপূর্ব্বক ধার্ম্মিক ও অসম্মূঢ় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব এবং আবার আমি ধীমান্ ত্র্যম্বকের ধর্ম্মপত্নীত্ব প্রাপ্ত হইব। ব্রহ্মা

ধারয়ামাস চাগ্নেয়ীং ধারণামাত্মনাত্মনি। ২৪
ততঃ স্বাত্মানমুত্থাপ্য বায়ুনা সমুদীরিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহ্নির্ভস্ম চকার তাম্
তদুপশ্রুত্য নিধনং সত্যা দেব্যাঃ স শূলধৃক্॥
সংবাদঞ্চ তয়োর্বুদ্ধ্বা যথাতথ্যেন শঙ্করঃ।
দক্ষস্য চ বিনাশায় চুকোপ ভগবান্ প্রভুঃ॥ ২৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

যস্মাদবমতা দক্ষ সহসৈবাগতা সতী।
প্রশস্তাশ্চেতরাঃ সর্ব্বাস্তৎসুতা ভর্তৃভিঃ সহ॥২৭
তস্মাদ্বৈবস্বতে প্রাপ্তে পুনরেতে মহর্ষয়ঃ।
উৎপৎস্যন্তি দ্বিতীয়ে বৈ তবযজ্ঞে হ্যযোনিজাঃ
হুতে বৈ ব্রহ্মণঃ সত্রে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
অভিব্যাহৃত্য সপ্তর্ষীন্ দক্ষং সোঽভ্যশপৎ পুনঃ॥ ২৯
ভবিতা মানুষো রাজা চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ॥৩০
দক্ষ ইত্যেব নাম্না ত্বং মারিষায়াং জনিষ্যসি।
কন্যায়াং শাখিনাঞ্চৈব প্রাপ্তে বৈ চাক্ষুষান্তরে॥
অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্ম্মতে।
ধর্ম্মকামার্থযুক্তেষু কর্ম্মস্বিহ পুনঃ পুনঃ॥ ৩২
ততো বৈ ব্যাহৃতো দক্ষো রুদ্রং সোঽভ্যশপৎ পুনঃ॥৩৩

দক্ষ উবাচ।

যস্মাত্ত্বং মৎকৃতে ক্রূর ঋষীন্ ব্যাহৃতবানসি।
তস্মাৎ সার্দ্ধং সুরৈর্যজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ॥ ৩৪
কৃত্বাহুতিং তব ক্রূর অপঃ স্পৃশন্তি কর্ম্মসু।
ইহৈব বৎস্যসে লোকে দিবং হিত্বা যুগক্ষয়াৎ॥
ততো দেবৈস্তু তে সার্দ্ধং ন তু পূজা ভবিষ্যতি

রুদ্র উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যন্তু দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে।
ন ভোক্ষ্যে সহিতস্তৈস্তু ততো ভোক্ষ্যাম্যহং পৃথক্ ৩৬

বলিলেন, সতী এই কথার পর রোষভরে সেইখানে সমাসীন হইয়া আত্মাকে সমাধি-মগ্ন করিলেন এবং আত্মা দ্বারা আত্মাতে আগ্নেয়ী ধারণা অবলম্বন করিলেন। অনন্তর বায়ু-সমুদ্দীপ্ত বহ্নি সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া আত্ম প্রকাশ করত সেই সতীকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। এদিকে শূলপাণি সতীর এই নিদারুণ নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। পিতা ও কন্যার সমস্ত সংবাদই যথাযথ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তখন ভগবান্ শঙ্কর দক্ষবিনাশার্থ কুপিত হইলেন।১৫—২৬। শঙ্কর কহিলেন, হে দক্ষ! সতী আপনা হইতে এখানে আসিয়া তোমাকর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন; আর তোমার অন্যান্য কন্যারা স্ব স্ব ভর্ত্তার সহিত এখানে সম্মানিত হইলেন। এই কার্য্যের জন্য তোমার এই জামাতা মহর্ষিগণ চাক্ষুষ মনুর অন্তরে বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে ভবদনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যজ্ঞে অযোনিজ হইয়া উৎপন্ন হইবেন। শঙ্কর সপ্তর্ষিদিগকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় দক্ষকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে তুমি মনুষ্যরাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং প্রাচীন বর্হির পৌত্র এবং প্রচেতার পুত্র হইয়া বৃক্ষনন্দিনী মারিষার গর্ভে উৎপন্ন হইবে। তখনও তুমি দক্ষ নাম ধারণ করিবে। হে দুর্ম্মতে! তখনও তুমি ধর্ম্ম-কামার্থ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, আমি সেই সমুদায়ে পুনঃ পুনঃ তোমার বিঘ্ন উৎপাদন করিব। অনন্তর দক্ষ প্রজাপতিও রুদ্রকে অভিশাপ দিলেন। দক্ষ বলিলেন,—হে ক্রূর! যে হেতু তুমি আমার কৃত কর্ম্মের জন্য ঋষিদিগকে ঐ কথা কহিলে, এই কারণে দ্বিজগণ সুরগণের সহিত যজ্ঞে তোমার অর্চ্চনা করিবেন না। হে ক্রূর! যজ্ঞ কর্ম্মে তোমায় আহুতি দিয়া হোতৃগণ জল স্পর্শ করিবেন। যুগক্ষয়ে স্বর্গ-ত্যাগ করিয়া তুমি এই লোকেই বাস করিবে। দেবগণের সহিত কখনই তোমার পূজা হইবে না। রুদ্র কহিলেন,—দেবগণের মধ্যে চতুর্বর্ণ সংস্থান আছে, তাঁহারা এক

সর্ব্বেষাঞ্চৈব লোকানামাদির্ভূর্লোক উচ্যতে।
তমহং ধারয়াম্যেকঃ স্বেচ্ছয়া ন তবাজ্ঞয়া ॥৩৭
তস্মিন্ ধৃতে সর্ব্বলোকাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি শাশ্বতাঃ
তস্মাদহং বসামীহ সততং ন তবাজ্ঞয়া ॥ ৩৮
ব্রহ্মোবাচ।
ততোঽভিব্যাহৃতো দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা
স্বায়ম্ভুবীং তনুং ত্যক্ত্বা উৎপন্নো মানুষেষ্বিহ ॥
যদা গৃহপতির্দক্ষো যজ্ঞানামীশ্বরঃ প্রভুঃ।
সমস্তেনেহ যজ্ঞেন সোঽযজদ্দৈবতৈঃ সহ ॥ ৪০
অথ দেবী সতী জজ্ঞে প্রাপ্তে বৈবস্বতেঽন্তরে
মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ॥
সা তু দেবী সতী পূর্ব্বমাসীৎ পশ্চাদুমাভবৎ।
সহব্রতা ভবস্যৈষা নৈতয়া মুচ্যতে ভবঃ ॥ ৪২
যাবদিচ্ছতি সংস্থানং প্রভুর্মন্বন্তরেষ্বিহ।
মারীচং কশ্যপং দেবী যথাদিতিরনুব্রতা ॥ ৪৩
সার্দ্ধং নারায়ণং শ্রীস্তু মঘবন্তং শচী যথা।
বিষ্ণুং কীর্ত্তিরুষা সূর্য্যং বসিষ্ঠং চাপ্যরুন্ধতী ॥
নৈতাংস্তু বিজহত্যেতা ভর্ত্তৄন্ দেব্যঃ কথঞ্চন।
এবং প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসাম্।
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াঃ পুনর্নৃপ ॥
জজ্ঞে রুদ্রাভিশাপেন দ্বিতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্।
ভৃগ্বাদয়স্তু তে সর্ব্বে জজ্ঞিরে বৈ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৭
আদ্যে ত্রেতাযুগে পূর্ব্বং মনোর্বৈবস্বতস্য হ।
দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্ ॥৪৮
ইত্যেষোঽনুশয়ো হ্যাসীত্তয়োর্জাত্যন্তরে গতঃ
প্রজাপতেশ্চ দক্ষস্য ত্র্যম্বকস্য চ ধীমতঃ ॥ ৪৯
তস্মান্নানুশয়ঃ কার্য্যো বরেষ্বিহ কদাচন।
জাত্যন্তরগতস্যাপি ভাবিতস্য শুভাশুভৈঃ।
জন্তোর্ন ভূতয়ে খ্যাতিস্তন্ন কার্য্যং বিজানতা ॥

ভোজন করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগের সহিত ভোজন করিব না, পৃথক্‌ভাবেই করিব। সর্ব্বলোকের মধ্যে ভূর্লোকই আদি লোক। আমি একাকীই স্বেচ্ছাক্রমে সেই লোক ধারণ করিতেছি; তোমার আজ্ঞায় নহে। আমি এই লোক ধারণ করিলে, সর্ব্বলোকই ইহাতে অবস্থান করে; সুতরাং আমি সর্ব্বদা এই লোকেই বাস করি; তোমার আজ্ঞায় করি না। ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর অমিততেজা রুদ্রের কথানুসারে দক্ষ স্বায়ম্ভুব দেহ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ-যোনিতে উৎপন্ন হইলেন। গৃহপতি দক্ষ যখন সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণ সহ যজ্ঞেশ্বর প্রভুকে অর্চ্চনা করেন, সেই সময় বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে সতী দেবী শৈলরাজ হিমালয় হইতে মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হয়েন। পূর্ব্বে তিনি সতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন, এই পতিত তিনি উমানামে পরিচিতা হইলেন; করিয়া ভবের সহিত সদাই সম্মিলিকর, তাহা সতী হইতে চির অবিযুক্ত মুক্ত হইতে কাল ইচ্ছা, সর্ব্বমন্বন্তর ভিন্ন অন্য কোন

বিরাজিত। পতিব্রতা অদিতি দেবী পতি কশ্যপকে, শ্রীদেবী নারায়ণকে, শচী দেবী মঘবাকে, কীর্ত্তি বিষ্ণুকে, উষা দেবী সূর্য্যকে এবং দেবী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না, সতী দেবী তেমনি কস্মিন্‌কালেও শিবের সঙ্গ হইতে বিযুক্ত নহেন। আমরা শুনিয়াছি, রুদ্রের অভিশাপে এইরূপে দক্ষ প্রজাপতি চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রাচীন বর্হির পৌত্র ও দশ প্রচেতাগণের পুত্র হইয়া মারিষার গর্ভে দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরাও সেইরূপে উৎপন্ন হয়েন। এ দিকে বৈবস্বত মন্বন্তরের পূর্ব্বে ত্রেতাযুগের আদিতে যজ্ঞস্থলে মহাদেব বারুণী তনু ধারণ করেন। এইরূপে প্রজাপতি দক্ষ ও ধীমান্ ত্র্যম্বক উভয়েই বিভিন্ন জাতিতে হে সুব্রত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব যাছি; আপ্রাপ্ত ও শুভাশুভে ভাবিত হইয়া বল, তোমার ও অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। লেন,—ভগবন্! অভিজ্ঞ জন কখন সেরূপ

মুনয় ঊচুঃ।
কথং রোষেণ সা পূর্ব্বং দক্ষস্য দুহিতা সতী।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জাতা গিরিরাজগৃহে প্রভো॥
দেহান্তরে কথং তস্যাঃ পূর্ব্বদেহো বভূব হ।
ভবেন সহ সংযোগঃ সংবাদশ্চ তয়োঃ কথম্॥
স্বয়ম্বরঃ কথং বৃত্তস্তস্মিন্ মহতি জন্মনি।
বিবাহশ্চ জগন্নাথ সর্ব্বাশ্চর্য্যসমন্বিতঃ॥ ৫৩
তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্ব্রহ্মন্ বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামহে পুণ্যাং কথাং চাতিমনোহরাম্
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
উমাশঙ্করয়োঃ পুণ্যাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্॥৫৫
কদাচিৎ স্বগৃহাৎ প্রাপ্তং কশ্যপং দ্বিপদাং বরম্
অপৃচ্ছদ্ধিমবান্ বৃত্তং লোকে খ্যাতিকরং হিতম্
কেনাক্ষয়াশ্চ লোকাঃ স্যুঃ খ্যাতিশ্চ পরমা
মুনে।
তথৈব চার্চ্চনীয়ত্বং সৎসু তৎকথয়স্ব মে॥ ৫৭
কশ্যপ উবাচ।
অপত্যেন মহাবাহো সর্ব্বমেতদবাপ্যতে।
ময়াখ্যাতিরপত্যেন ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সহ॥ ৫৮
কিং ন পশ্যসি শৈলেন্দ্র যতো মাং পরিপৃচ্ছসি
বর্ত্তয়িষ্যামি যচ্চাপি যথাদৃষ্টং পুরাচল॥ ৫৯
বারাণসীমহং গচ্ছন্নপশ্যং সংস্থিতং দিবি।
বিমানং সুনবং দিব্যমনৌপম্যং মহর্দ্ধিমৎ॥৬০
তস্যাধস্তাদার্ত্তনাদং গর্ত্তস্থানে শৃণোম্যহম্।
তমহং তপসা জ্ঞাত্বা তত্রৈবান্তর্হিতঃ স্থিতঃ॥ ৬১
অথাগাত্তত্র শৈলেন্দ্র বিপ্রো নিয়মবান্ শুচিঃ।
তীর্থাভিষেকপূতাত্মা পরে তপসি সংস্থিতঃ॥৬২
অথ স ব্রজমানস্তু ব্যাঘ্রেণাভীষিতো দ্বিজঃ।

করিবেন না। ২৭—৫০। মুনিগণ কহিলেন,—হে প্রভো! পূর্ব্বকালে দক্ষদুহিতা সতী কিরূপে রোষভরে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গিরিরাজ-গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন? কিরূপে দেহান্তরেও তাঁহার পূর্ব্বদেহ উপস্থিত হইয়াছিল? ভবের সহিত কিরূপে তাঁহার সংযোগ ঘটে? তাঁহাদের পরস্পরের সংবাদ কিরূপ? কিরূপে সেই মহাজন্মে তাঁহাদের স্বয়ম্বর সংঘটিত হয় এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য-জনক বিবাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ হয়? হে জগন্নাথ! হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি সে সকল বিস্তৃত-রূপে প্রকাশ করিয়া বলুন, আমরা সেই মনোহারিণী পুণ্য কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ! আপনারা উমা-শঙ্করের সেই সর্ব্ব-কাম-ফলদায়িনী পাপনাশিনী পাবনী কথা শ্রবণ করুন। একদা সর্ব্ব-জন-শ্রেষ্ঠ কশ্যপ স্বীয় গৃহ হইতে হিমালয়ে আগমন করি হইয়া হিমবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ঋষিদিগকে জগতে হিত ও খ্যাতিকর ক কে অভিশাপ অধিকার কালে কার্য্য করিলে অক্ষয় লোক, পরম কীর্ত্তি ও সাধুসামাজে পূজ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায়? আপনি তাহা আমায় বলুন। কশ্যপ কহি-লেন, হে মহাবাহো! আপনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলেন, একমাত্র অপত্য দ্বারাই তৎসমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে শৈলেন্দ্র! আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করি-লেন, কিন্তু আপনি কি দেখিতেছেন না যে, আমাকে এবং অপরাপর ঋষিগণকে অপত্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা কিরূপ খ্যাতি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন? হে অচল! এ সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি-তেছি। আমি এক সময় বারাণসী ধামে গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম,—অন্তরীক্ষে এক সুন্দর বিমান রহিয়াছে; উহা দিব্য, অনুপম ও মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন। তাহার নিম্নে এক গর্ত্ত ছিল। সেই গর্ত্ত মধ্যে একটা আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। আমি যজ্ঞ লে তাহার বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া জল র রহিলাম। হে শৈলেন্দ্র! তখন করিয়া তী র-পূত পরম তপস্বী, নিয়ম-দেবগণের স্থানে আগমন করিলেন। হইবে না। তে ভীত হইয়াছিলেন মধ্যে চতুর্ব্বর্ণ সং

বিবেশ তং তদা দেশং স গত্তো যত্র ভূধরঃ ॥
গর্ত্তায়াং বীরণস্তম্বে লম্বমানাংস্তদা মুনীন্।
অপশ্যদার্ত্তোদুঃখার্ত্তাংস্তানপৃচ্ছচ্চ স দ্বিজঃ ॥৬৪
দ্বিজ উবাচ।
কে যূয়ং বীরণস্তম্বে লম্বমানা হ্যধোমুখাঃ।
দুঃখিতাঃ কেন মোক্ষশ্চ যুষ্মাকং ভবিতানঘাঃ ॥
পিতর উচুঃ।
বয়ং তে কৃতপুণ্যস্য পিতরঃ সপিতামহাঃ।
প্রপিতামহাশ্চ ক্লিশ্যামস্তব দুষ্টেন কর্ম্মণা ॥৬৬
নরকোঽয়ং মহাভাগ গর্ত্তরূপেণ সংস্থিতঃ।
ত্বং চাপি বীরণস্তম্বস্ত্বয়ি লম্বামহে বয়ম্ ॥ ৬৭
যাবত্ত্বং জীবসে বিপ্র তাবদেব বয়ং স্থিতাঃ।
মৃতে ত্বয়ি গমিষ্যামো নরকং পাপচেতসঃ ॥ ৬৮
যদি ত্বং দারসংযোগং কৃত্বাপত্যং গুণোত্তরম্।
উৎপাদয়সি তেনাস্মান্ মুচ্যেম বয়মেনসঃ ॥৬৯
নান্যেন তপসা পুত্র তীর্থানাঞ্চ ফলেন চ।
এতৎ কুরু মহাবুদ্ধে তারয়স্ব পিতৄন্ ভয়াৎ ॥৭০
কশ্যপ উবাচ।
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় আরাধ্য বৃষভধ্বজম্।
পিতৄন্ গর্ত্তাৎসমুদ্ধৃত্য গণপান্ প্রচকার হ ॥৭১
স্বয়ং রুদ্রস্য দয়িতঃ সুবেশো নাম নামতঃ।
সম্মতো বলবাংশ্চৈব রুদ্রস্য গণপোঽভবৎ ॥৭২
তস্মাৎ কৃত্বা তপো ঘোরমপত্যং গুণবদ্ভৃশম্
উৎপাদয়স্ব শৈলেন্দ্র সুতাং ত্বং বরবর্ণিনীম্ ॥৭৩
ব্রহ্মোবাচ।
স এবমুক্ত ঋষিণা শৈলেন্দ্রো নিয়মস্থিতঃ।
তপশ্চকারাপ্যতুলং যেন তুষ্টিরভূন্মম ॥ ৭৪
তদা তমুৎপপাতাহং বরদোঽস্মীতি চাব্রবম্।
ব্রূহি তুষ্টোঽস্মি শৈলেন্দ্র তপসানেন সুব্রত ॥
হিমবানুবাচ।
ভগবন্ পুত্রমিচ্ছামি গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতম্।
এবং বরং প্রযচ্ছস্ব যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো

বলিয়া তখন সেই গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করেন। অনন্তর সেই দ্বিজ দেখিলেন, সেই গর্ত্তস্থিত বীরণস্তম্বে অনেক দুঃখার্ত্ত মুনি লম্বমান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেই অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনারা দুঃখিত হইয়া অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছেন? হে অনঘগণ! কি কার্য্য করিলে আপনাদের দুঃখ মোচন হয়? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা তোমার ন্যায় কৃতপুণ্য ব্যক্তির পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ তোমারই দুষ্ট কর্ম্মে কষ্ট পাইতেছি। হে মহাভাগ! এই গর্ত্তরূপ নরক অবস্থিত আছে। তুমিই এই বীরণস্তম্ব; তোমাকেই ধরিয়াই আমরা লম্বমান রহিয়াছি। বিপ্র! তুমি যতদিন আছ, আমরাও ততদিনই জীবিত থাকিব। তুমি মরিলে, আমরাও পাপচিত্তে নরকে নিপতিত হইব। যদি তুমি দার সংগ্রহ করিয়া একটী গুণশালী পুত্র উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। হে পুত্র! ইহা ভিন্ন, অন্য কোন তপস্যা বা তীর্থ ফল দ্বারা আমাদের উদ্ধারের উপায় নাই। হে মহাবুদ্ধে! আমাদের আদিষ্ট কার্য্য কর এবং আমাদিগকে ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া দাও।৫১—৭০। কশ্যপ কহিলেন, সেই বিপ্র পিতৃপুরুষগণের কথায় সম্মত হইয়া বৃষভধ্বজের আরাধনাপূর্ব্বক পিতৃগণকে সেই গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দিলেন। নিজে সুবেশ নামে রুদ্রের প্রিয়তম গণাধিপতি হইলেন। হে শৈলেন্দ্র! এই জন্যই বলিতেছি, তুমি ঘোরতর তপস্যা করিয়া গুণবান্ পুত্র ও বরবর্ণিনী কন্যা উৎপাদন কর। ব্রহ্মা কহিলেন, কশ্যপ ঋষি এই কথা কহিলে শৈলরাজ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক অতুল তপস্যা করিলেন। তাহাতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। তখন তাঁহাকে গিয়া বলিলাম,—হে সুব্রত! আমি বরদান করিতে আসিয়াছি; আমি এই তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, বল, তোমার প্রার্থনা কি? হিমবান্ কহিলেন,—ভগবন্! আমি একটী সর্ব্বগুণালঙ্কৃত

ব্রহ্মোবাচ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজস্য ভো দ্বিজাঃ।
তদা তস্মৈ বরং চাহং দত্তবান্মনসেপ্সিতম্॥
কন্যা ভবিত্রী শৈলেন্দ্র তপসানেন সুব্রত।
যস্যাঃ প্রভাবাৎসর্ব্বত্র কীর্ত্তিমাপ্স্যসি শোভনাম্
অর্চ্চিতঃ সর্ব্বদেবানাং তীর্থকোটিসমাবৃতঃ।
পাবনশ্চৈব পুণ্যেন দেবানামপি সর্ব্বতঃ॥ ৭৯
জ্যেষ্ঠা চ সা ভবিত্রী তে অন্যে চাত্র ততঃ শুভে
সোঽপি কালেন শৈলেন্দ্রো মেনায়ামুদপাদয়ৎ
অপর্ণামেকপর্ণাঞ্চ তথা চৈবৈকপাটলাম্॥ ৮১
ন্যগ্রোধমেকপর্ণন্তু পাটলঞ্চৈকপাটলাম্।
অশিত্বা ত্বেকপর্ণান্তু অনিকেতস্তপোঽচরৎ ॥৮২
শতং বর্ষসহস্রাণং দুশ্চরং দেবদানবৈঃ।
আহারমেকপর্ণন্তু একপর্ণা সমাচরৎ॥ ৮৩
পাটলেন তথৈকেন বিদধে চৈকপাটলা।
পূর্ণ বর্ষসহস্রং তু আহারং তে প্রচক্রতুঃ॥ ৮৪
অপর্ণা তু নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যভাষত।
নিষেধয়ন্তী চোমেতি মাতৃস্নেহেন দুঃখিতা॥ ৮৫
সা তথোক্তা তয়া মাত্রা দেবী দুশ্চরচারিণী।
তেনৈব নাম্না লোকেষু বিখ্যাতা সুরপূজিতা॥
এতত্তু ত্রিকুমারীকং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
এতাসাং তপসাং বৃত্তং যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি ॥৮৭
তপঃশরীরাস্তাঃ সর্ব্বাস্তিস্রো যোগং সমাশ্রিতাঃ
সর্ব্বাশ্চৈব মহাভাগাস্তথা চ স্থিরযৌবনাঃ ॥৮৮
তা লোকমাতরশ্চৈব ব্রহ্মচারিণ্য এব চ।
অনুগৃহ্ণন্তি লোকাংশ্চ তপসা স্বেন সর্ব্বদা॥ ৮৯
উমা তাসাং বরিষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ বরবর্ণিনী।
মহাযোগবলোপেতা মহাদেবমুপস্থিতা॥ ৯০
দত্তকশ্চোশনা তস্য পুত্রঃ স ভৃগুনন্দনঃ।
আসীত্তস্যৈকপর্ণা তু দেবলং সুষুবে সুতম্ ॥৯১
যা তু তাসাং কুমারীণাং তৃতীয়া হ্যেকপাটলা।

পুত্র প্রার্থনা করি; যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় সেই বরই দান করুন। হে দ্বিজগণ! গিরিরাজের সেই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে সেইরূপ বরই দান করিলাম। বলিলাম,—হে সুব্রত! শৈলেন্দ্র! এই তপস্যার ফলে তোমার একটী কন্যা সন্তান হইবে। সেই কন্যার প্রভাবে তুমি সর্ব্বত্র বিমলকীর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তুমি কোটি কোটি তীর্থে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদেবের অর্চ্চিত ও সর্ব্বথা সর্ব্বপুণ্যে পবিত্র হইবে। তোমার তিনটী শুভ কন্যা জন্মিবে, তন্মধ্যে এই তপোলব্ধ কন্যাটীই জ্যেষ্ঠা হইবে। কালক্রমে শৈলরাজ তাঁহার মেনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা নামে তিনটী কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে কন্যা একপর্ণা একটী ন্যগ্রোধপত্র ও একটী পাটলপর্ণ মাত্র আহার করিয়া শত সহস্র বর্ষ যাবৎ যাহা দেবদানবেরও দুশ্চর, এরূপ তপস্যা আচরণ করেন। কন্যা একপাটলা একটী মাত্র পাটল পত্র আহার করিয়া পূর্ণ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত তপোরতা হয়েন; পরন্তু কন্যা অপর্ণা নিরাহারে থাকিয়াই কঠোর তপস্যা করেন। মাতা মেনা স্নেহভরে 'উমা' বলিয়া তাঁহাকে তপস্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; মাতার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি কঠোর তপস্যা করেন; এই জন্য উত্তরকালে তিনি উমা নামেই প্রথিতা হয়েন। এই চরাচর জগতে ঐ কুমারীত্রয়ের নাম বিঘোষিত হয়। উহাদিগের তপস্যা-বৃত্তান্ত যতদিন পৃথিবী আছে, থাকিবে। ৭১—৮৭। সেই তিন তপশ্চারিণী হিমালয়-দুহিতা যোগাবলম্বন করেন। তাঁহারা সকলেই মহাভাগ্যবতী ও সকলেই স্থির যৌবনশালিনী ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বলোকজননী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া স্বয়ং তপস্যা দ্বারা সর্ব্বদা এই সমস্ত লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বরবর্ণিনী উমাদেবী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন। উমা মহাযোগপ্রভাবে মহাদেবের আরাধনা করেন। ভৃগুনন্দন উশনা তাঁহার দত্তক পুত্র ছিলেন। তাঁহা হইতে এক-পর্ণার গর্ভে দেবল নামে এক পুত্র উৎপন্ন

পুত্রং সা তমলর্কস্য জৈগীষব্যমুপস্থিতা ॥ ৯২
তস্যাশ্চ শঙ্খলিখিতৌ স্মৃতৌ পুত্রাবযোনিজৌ
উমা তু যা ময়া তুভ্যং কীর্ত্তিতা বরবর্ণিনী ॥৯৩
অথ তস্যাস্তপোযোগাত্রৈলোক্যমখিলং তদা।
প্রধূপিতমিহালক্ষ্য বচস্তামহমব্রবম্ ॥ ৯৪
দেবি কিং তপসা লোকাংস্তাপয়িষ্যসি শোভনে
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং মা কৃত্বা তদ্বিনাশয় ॥ ৯৫
ত্বং হি ধারয়সে লোকানিমান্ সর্ব্বান্ স্বতেজসা
ব্রূহি কিং তে জগন্মাতঃ প্রার্থিতং সম্প্রতীহ নঃ

দেব্যুবাচ।

যদর্থং তপসো হ্যস্য চরণং মে পিতামহ।
ত্বমেব তদ্বিজানীষে ততঃ পৃচ্ছসি কিং পুনঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ততস্তামব্রবং চাহং যদর্থং তপ্যসে শুভে।
স ত্বাং স্বয়মুপাগম্য ইহৈব বরয়িষ্যতি ॥ ৯৮

হয়। তৃতীয় এক পাটলা অলর্কনন্দন জৈগীষব্যের নিকট উপস্থিতা হয়েন। তাঁহার শঙ্খ ও লিখিত নামে দুইটী অযোনিজ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্বে যে উমা নাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যার কথা কহিয়াছি, তাঁহার তপঃপ্রভাবে নিখিল জগৎ পরিতপ্ত হইয়াছিল; আমি তদ্দর্শনে তাঁহাকে গিয়া বলিলাম,—হে দেবি! হে শোভনে! কি কারণে তুমি লোক সকল পরিতপ্ত করিতেছ? এ জগৎ তোমারই সৃষ্টি; তুমি ইহাকে বিনাশ করিও না। আমি জানি, তুমিই স্বীয় তেজে এই সকল লোক ধারণ করিতেছ; হে জগন্মাতঃ! সম্প্রতি তোমার প্রার্থনা কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। দেবী কহিলেন,—হে পিতামহ! আমি যে জন্য এই তপস্যাচরণ করিতেছি, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই, তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর আমি কহিলাম,—হে শুভে! যাহার জন্য তুমি তপস্যা করিতেছ, তিনি নিজেই এখানে আসিয়া তোমায় বরণ করিবেন। হে শুভে!

শর্ব্ব এব পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
বয়ং সদৈব যস্যেমে বশ্যা বৈ কিঙ্করাঃ শুভে ॥
স দেবদেবঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়ং
স্বয়ম্ভুরায়াস্যতি দেবি তেঽন্তিকম্।
উদাররূপো বিকৃতাদিরূপঃ
সমানরূপোঽসি ন যস্য কস্যচিৎ ॥ ১০০
মহেশ্বরঃ পর্ব্বতলোকবাসী
চরাচরেশঃ প্রথমোঽপ্রমেয়ঃ।
বিনেন্দুনা হীন্দ্রসমানবর্চ্চসা
বিভীষণং রূপমিবাস্থিতো যঃ ॥ ১০১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভু-ঋষি-সংবাদে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ততস্তামব্রুবন্ দেবাস্তদা গত্বা তু সুন্দরীম্।
দেবি শীঘ্রেণ কালেন ধূর্জ্জটির্নীললোহিতঃ ॥ ১

শর্ব্বই সর্ব্বলোকের ঈশ্বর; তিনিই শ্রেষ্ঠ-পতি। আমরা সর্ব্বদা তাঁহারই বশীভূত কিঙ্কর। হে দেবি! সেই দেবদেব পরমেশ্বর স্বয়ম্ভু স্বয়ংই তোমার নিকটে আগমন করিবেন। তিনি উদারমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ, আদিদেব। তাঁহার তুল্য রূপ কাহারও নাই। তিনি মহেশ; পর্ব্বতলোকে তাঁহার বাস! তিনি চরাচরের ঈশ্বর, তিনিই আদি ও অপ্রমেয়। ইন্দ্র-সমানদ্যুতি চন্দ্র ব্যতীত তিনিই যেন ভীষণরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ৮৮—১০১।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর সুরগণ আসিয়া তৎকালে সেই শোভনাঙ্গী দেবীকে বলিলেন, দেবি! অচিরকাল মধ্যেই নীল-

স ভর্ত্তা তব দেবেশো ভবিতা মা তপঃ কৃথাঃ
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দেবা বিপ্রা গিরেঃ সুতাম্‌
জগ্মুশ্চাদর্শনং তস্যাঃ স চাপি বিররাম হ।
সা দেবী সুক্তমিত্যেবমুক্ত্বা স্বস্যাশ্রমে শুভে ॥৩
দ্বারি জাতমশোকঞ্চ সমুপাশ্রিত্য চাস্থিতা।
অথাগাচ্চন্দ্রতিলকস্ত্রিদশার্ত্তিহরো হরঃ॥ ৪
বিকৃতং রূপমাস্থায় হ্রস্বো বাহুক এব চ।
বিভগ্ননাসিকো ভূত্বা কুব্জঃ কেশান্তপিঙ্গলঃ॥ ৫
উবাচ বিকৃতাস্যশ্চ দেবি ত্বাং বরয়াম্যহম্‌।
অথোমা যোগসংসিদ্ধা জ্ঞাত্বা শঙ্করমাগতম্‌ ॥৬
অন্তর্ভাববিশুদ্ধাত্মা কৃপানুষ্ঠানলিপ্সয়া।
তমুবাচার্ঘ্যপাদ্যাভ্যাং মধুপর্কেণ চৈব হ ॥ ৭
সম্পূজ্য সুমনোভিস্তং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণপ্রিয়া ॥৮

দেব্যুবাচ।

ভগবন্ন স্বতন্ত্রাহং পিতা মে ত্বপ্রণীর্গৃহে।
স প্রভুর্মম দানে বৈ কন্যাহং দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৯
গত্বা যাচস্ব পিতরং মম শৈলেন্দ্রমব্যয়ম্‌।
স চেদ্দদাতি মাং বিপ্র তুভ্যং তদ্রুচিতং মম ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ স ভগবান্‌ দেবস্তথৈব বিকৃতঃ প্রভুঃ।
উবাচ শৈলরাজানং সুতাং মে যচ্ছ শৈলরাট্‌
স তং বিকৃতরূপেণ জ্ঞাত্বা রুদ্রমথাব্যয়ম্‌।
ভীতঃ শাপাচ্চ বিমনা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

শৈলেন্দ্র উবাচ।

ভগবন্নাবমন্যেঽহং ব্রাহ্মণান্‌ ভুবি দেবতাঃ।
মনীষিতন্তু যৎ পূর্ব্বং তচ্ছৃণুষ মহামতে ॥ ১৩
স্বয়ম্বরো মে দুহিতুর্ভবিতা বিপ্রপূজিতঃ।
বরয়েদ্‌যং স্বয়ং তত্র স ভর্ত্তাস্যা ভবিষ্যতি ॥ ১৪
তচ্ছ্রুত্বা শৈলবচনং ভগবান্‌ বৃষভধ্বজঃ।
দেব্যা সমীপমাগত্য ইদমাহ মহামনাঃ ॥ ১৫

শিব উবাচ।

দেবি পিত্রা ত্বনুজ্ঞাতঃ স্বয়ম্বর ইতি শ্রুতিঃ।

লোহিত ধূর্জ্জটি আপনার ভর্ত্তা হইবেন; অতএব আপনি আর তপস্যা করিবেন না। হে বিপ্রগণ! অনন্তর দেবগণ গিরিনন্দিনীকে প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। 'দেবগণ উত্তম কথা বলিলেন' এই বলিয়া দেবী তখন তপস্যা হইতে বিরতা হইলেন। তাঁহার আশ্রমদ্বারে একটী অশোক তরু ছিল; তিনি সেই তরুর তলদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিদশগণের আর্ত্তিহর চন্দ্রমৌলি হর বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া সেইখানে আসিলেন। তাঁহার বাহু হ্রস্ব, নাসিকা ভগ্ন। তিনি পিঙ্গলাভ কেশাগ্র ধারণ করত কুব্জভাবে বিকৃতমুখে বলিলেন, দেবি! তোমাকে আমি বরণ করিতেছি। যোগসিদ্ধা ব্রাহ্মণপ্রিয়া উমা তখন শঙ্কর আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া, ভাববিশুদ্ধ অন্তরে তদীয় কৃপালাভ-লালসায় অর্ঘ্য, পাদ্য, মধুপর্ক ও পুষ্পসমূহ দ্বারা সেই সমাগত ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্‌! আমি স্বাধীন নহি। আমার শ্রেষ্ঠ নেতা পিতা গৃহে আছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কন্যা আমি, মদীয় দান ব্যাপারের তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। হে বিপ্র! আমার পিতা শৈলরাজ! তাঁহাকে গিয়া আপনি প্রার্থনা করুন; তিনি যদি আপনাকে আমায় দান করেন; তাহা হইলে তাহাই আমার পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হইবে।১-১০। ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর সেই দেবদেব ভগবান্‌ বিরূপাকৃতি ব্রাহ্মণবেশে শৈলরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাকে আপনি কন্যা দান করুন। শৈলরাজ তখন বিকৃতরূপে সমাগত অব্যয় রুদ্রকেই জানিতে পারিয়া শাপভয়ে ভীত হইলেন এবং বিমনা হইয়া উত্তর করিলেন, ভগবন্‌! ভূদেব ব্রাহ্মণদিগকে আমি অবমাননা করি না; তবে এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি, হে মহামতে! তাহা আপনি শ্রবণ করুন। মদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ ব্যাপারে এক স্বয়ম্বর সভা আহূত হইবে; সে সভায় ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিবেন। সেই স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে মদীয় কন্যা স্বয়ং যাঁহাকে বরণ করিবে, তিনিই তাহার

তত্র ত্বং বরয়িত্রী যং স তে ভর্ত্তা ভবেদিতি॥
তদাপৃচ্ছ্য গমিষ্যামি দুর্লভাং ত্বাং বরাননে।
রূপবন্তং সমুৎসৃজ্য বৃণোষ্যসদৃশং কথম্॥ ১৭
ব্রহ্মোবাচ।
তেনোক্তা সা তদা তত্র ভাবয়ন্তী তদীরিতম্।
ভাবঞ্চ রুদ্রনিহিতং প্রসাদং মনসস্তথা॥ ১৮
সম্প্রাপ্যোবাচ দেবেশ মা তেঽভূদ্বুদ্ধিরন্যথা।
অহং ত্বাং বরয়িষ্যামি নাদ্ভুতন্ত কথঞ্চন॥ ১৯
অথবা তেঽস্তি সন্দেহো ময়ি বিপ্র কথঞ্চন।
ইহৈব ত্বাং মহাভাগ বরয়ামি মনোগতম্॥ ২০
ব্রহ্মোবাচ।
গৃহীত্বা স্তবকং সা তু হস্তাভ্যাং তত্র সংস্থিতা।
স্কন্ধে শম্ভোঃ সমাধায় দেবী প্রাহ বৃতোঽসি মে

ভর্ত্তা হইবেন। ভগবান্ বৃষভধ্বজ শৈলরাজের ঈদৃশ কথা শ্রবণপূর্ব্বক দেবীর নিকট আসিয়া কহিলেন,—হে দেবি! শুনিলাম, পিতা তোমার স্বয়ম্বর করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে আসিয়া যাঁহাকে তুমি বরণ করিবে, তিনিই তোমার ভর্ত্তা হইবেন। হে বরাননে! এই জন্য তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছি, তুমি তখন রূপবান বর পরিত্যাগ করিয়া অযোগ্য বরকে বরণ করিবে কি? ব্রহ্মা কহিলেন, ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, তিনি তখন তদীয় কথা ভাবিতে ভাবিতে রুদ্রার্পিত স্বীয় মনোভাবের বিষয় আলোচনা করত তৎপ্রতি আপন মনঃপ্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে দেবেশ! তোমার বুদ্ধি যেন অন্যথা না হয়; আমি তোমাকেই বরণ করিব। ইহার কখনই ব্যত্যয় হইবে না। অথবা হে বিপ্র! এ বিষয়ে তোমার যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে হে মহাভাগ! এখানেই আমি তোমায় বরণ করি। ১১—২০। ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন উমা দেবী হস্ত দ্বারা অশোকস্তবক গ্রহণ করিয়া শম্ভুর স্কন্ধে অর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমায় বরণ করিলাম! এইরূপে উমা দেবী কর্ত্তৃক

ততঃ স ভগবান্ দেবস্তয়া দেব্যা বৃতস্তদা।
উবাচ তমশোকং বৈ বাচা সঞ্জীবয়ন্নিব॥ ২২
শিব উবাচ।
যস্মাত্তব সুপুণ্যেন স্তবকেন বৃতোঽস্ম্যহম্।
তস্মাত্ত্বং জরয়া ত্যক্তস্ত্বমরঃ সম্ভবিষ্যসি॥ ২৩
কামরূপী কামপুষ্পঃ কামদো দয়িতো মম।
সর্ব্বাভরণপুষ্পাঢ্যঃ সর্ব্বপুষ্পফলোপগঃ॥ ২৪
সর্ব্বান্নভক্ষকশ্চৈব অমৃতস্বাদ এব চ।
সর্ব্বগন্ধশ্চ দেবানাং ভবিষ্যসি দৃঢ়প্রিয়ঃ॥ ২৫
নির্ভয়ঃ সর্ব্বলোকেষু ভবিষ্যসি সুনির্বৃতঃ।
আশ্রমং বেদমত্যর্থং চিত্রকূটেতি বিশ্রুতম্॥ ২৬
যো হি যাস্যতি পুণ্যার্থী সোঽশ্বমেধমবাপ্স্যতি।
যস্তু তত্র মৃতশ্চাপি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥২৭
যশ্চাত্র নিয়মৈর্যুক্তঃ প্রাণান্ সম্যক্ পরিত্যজেৎ
স দেব্যাস্তপসা যুক্তো মহাগণপতির্ভবেৎ॥২৮
ব্রহ্মোবাচ।
এবমুক্ত্বা তদা দেব আপৃচ্ছ্য হিমবৎসুতাম্।

বৃত হইলে দেবদেব ভগবান্ তখন বাক্য দ্বারা সেই অশোকতরুকে যেন সঞ্জীবিত করিয়াই কহিলেন, হে অশোক! যে হেতু তোমার সুপবিত্র স্তবক দ্বারা আমি বৃত হইলাম, এই জন্য তুমি জরাবর্জ্জিত ও অমর হইবে। তুমি কামরূপী, কামপুষ্প, আমার সদাপ্রিয় হইলে। দেবগণের নিকট তুমি সর্ব্বাভরণ পুষ্প ও সর্ব্ব পুষ্পফলে উপগত, সর্ব্বান্নভক্ষ, অমৃতাস্বাদ এবং সর্ব্বগন্ধবহরূপে প্রতিভাত হইবে। দেবগণ তোমায় একান্তই শ্রদ্ধা করিবেন। তুমি সর্ব্বলোকে নির্ভীক ও নির্বৃত হইয়া রহিবে। এই আশ্রম চিত্রকূট আখ্যায় অভিহিত হইবে। যে ব্যক্তি পুনসঞ্চয়ার্থ এখানে আগমন করিবে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে এবং এখানে মরিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি এই আশ্রমস্থানে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে, উমাদেবীর তপস্যায় অন্বিত হইয়া মহাগণপতি-পদে অধিরূঢ় হয়। ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর জগদ্বিধাতা

অন্তর্দ্দধে জগৎস্রষ্টা সর্ব্বভূতপ ঈশ্বরঃ ॥ ২৯
সাপি দেবী গতে তস্মিন্ ভগবত্যমিতাত্মনি।
তত এবোন্মুখী ভূত্বা শিলায়াং সম্বভূব হ ॥ ৩০
উন্মুখী সা ভবে তস্মিন্ মহেশে জগতাংপ্রভৌ
নিশেব চন্দ্ররহিতা ন বভৌ বিমনাস্তদা ॥ ৩১
অথ শুশ্রাব শব্দঞ্চ বালস্যার্ত্তস্য শৈলজা।
সরস্যুদকসম্পূর্ণে সমীপে চাশ্রমস্য চ ॥ ৩২
স কৃত্বা বালরূপন্তু দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ।
ক্রীড়াহেতোঃ সরোমধ্যে গ্রাহগ্রস্তোঽভবত্তদা
যোগমায়াং সমাস্থায় প্রপঞ্চোদ্ভবকারণম্।
তদ্রূপং সরসো মধ্যে কৃত্বৈবং সমভাষত ॥ ৩৪
বাল উবাচ।
ত্রাতু মাং কশ্চিদিত্যাহ গ্রাহেণ হৃতচেতসম্।
ধিক্কষ্টং বাল এবাহমপ্রাপ্তার্থমনোরথঃ ॥ ৩৫
প্রয়ামি নিধনং বক্ত্রে গ্রাহস্যাস্য দুরাত্মনঃ।
শোচামি ন স্বকং দেহং গ্রাহগ্রস্তঃ সুদুঃখিতঃ ॥
যথা শোচামি পিতরং মাতরঞ্চ তপস্বিনীম্।
গ্রাহগৃহীতং মাং শ্রুত্বা প্রাপ্তং নিধনমুৎসুকৌ ॥
প্রিয়পুত্ত্রাবেকপুত্রৌ প্রাণান্ নূনং ত্যজিষ্যতঃ
অহো বত সুকষ্টং বৈ যোঽহংবালোঽকৃতাশ্রমঃ
অন্তগ্রাহেণ গ্রস্তস্ত যাস্যামি নিধনং কিল ॥৩৮
ব্রহ্মোবাচ।
শ্রুত্বা তু দেবী তং নাদং বিপ্রস্যার্ত্তস্য শোভনা
উত্থায় প্রস্থিতা তত্র যত্র তিষ্ঠত্যসৌ দ্বিজঃ ॥ ৩৯
সাপশ্যদিন্দুবদনা বালকং চারুরূপিণম্।
গ্রাহস্য মুখমাপন্নং বেপমানমবস্থিতম্ ॥ ৪০
সোঽপি গ্রাহবরঃ শ্রীমান্ দৃষ্ট্বা দেবীমুপাগতাম্,
তং গৃহীত্বা দ্রুতং যাতো মধ্যং সরস এব হি ॥
স কৃষ্যমাণস্তেজস্বী নাদমার্ত্তং তদাকরোৎ।
অথাহ দেবি দুঃখার্ত্তা বালং দৃষ্ট্বা গ্রাহাবৃতম্ ॥৪২
পার্ব্বত্যুবাচ।
গ্রাহরাজ মহাসত্ত্ব বালকং হ্যেকপুত্রকম্।

ভূতপতি দেবদেব গিরিনন্দিনীকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। অমিতাত্মা দেবদেব প্রস্থান করিলে, গিরিজা তখন সেই জগৎপতির উদ্দেশে উন্মুখী হইয়া শিলা খণ্ডোপরি বসিয়া রহিলেন। তিনি বিমনা হইয়া নিশাকর-হীনা নিশার ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়িলেন। এই সময় শৈলনন্দিনী আশ্রমের অদূরে সরোবর মধ্যে একটী আর্ত্ত বালকের ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। দেবদেব শিব নিজেই ক্রীড়াহেতু বালকরূপ ধারণ করিয়া সরোবরমধ্যে গ্রাহগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক নিখিল প্রপঞ্চের উদ্ভবহেতু সেই বালকবপু আশ্রয় করিয়া কহিলেন, আমি গ্রাহকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছি, আমায় কেহ পরিত্রাণ কর। অহো কি কষ্ট! আমি বালক, এখনও কোন মনোরথই পূর্ণ হয় নাই। আমি এই দুরাত্মা গ্রাহের মুখে পতিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইলাম। গ্রাহ আমায় গ্রাস করিয়াছে; আমি একান্তই দুঃখিত হইয়াছি; আমার দীন পিতা ও দুঃখিনী মাতার জন্য যতদূর শোক হইতেছে, আমি আমার নিজের জন্য তত শোক করি না। হায়! আমার পিতামাতার আমিই একমাত্র পুত্র; আমার প্রতি তাঁহারা একান্তই স্নেহশীল; মদীয় এহেন নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। অহো, কি দারুণ কষ্ট! আমি বালক, কোন আশ্রমচর্য্যা না করিয়াই আমি গ্রাহগ্রস্ত হইয়া মরিতে বসিলাম। ২১—৩৮। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী শৈলসুত বিপ্রবালকের ঈদৃশ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দ্রুতপদে সেই বালকের নিকট গমন করিলেন। ইন্দুবদনা গিরিজা তথায় গিয়া দেখিলেন, বালকের আকৃতি বড়ই সুন্দর; বালক গ্রাহগ্রস্ত হইয়া কম্পিত হইতেছে। তখন উমা দেবী আসিয়াছেন দেখিয়া, শ্রীমান্ গ্রাহবর সেই বালককে লইয়া দ্রুতবেগে একেবারে সরোবরের মধ্যভাগে উপনীত হইল। বালক তেজস্বী হইলেও প্রবল গ্রাহের আকর্ষণে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। গিরিজা দেবী

বিমুঞ্চেমং মহাদংষ্ট্র ক্ষিপ্রং ভীমপরাক্রম ॥ ৪৩

গ্রাহ উবাচ।

যো দেবি দিবসে ষষ্ঠে প্রথমং সমুপৈতি মাম্।
স আহারো মম পুরা বিহিতো লোককর্তৃভিঃ ॥
সোঽয়ং মম মহাভাগে ষষ্ঠেঽহনি গিরীন্দ্রজে।
ব্রহ্মণা প্রেরিতো নূনং নৈনং মোক্ষ্যে কথঞ্চন ॥

দেব্যুবাচ।

যন্ময়া হিমবচ্ছৃঙ্গে চরিতং তপ উত্তমম্।
তেন বালমিমং মুঞ্চ গ্রাহরাজ নমোঽস্তু তে ॥৪৬

গ্রাহ উবাচ।

মা ব্যয়স্তপসো দেবি ভৃশং বালে শুভাননে।
যদ্‌ব্রবীমি কুরু শ্রেষ্ঠে তথা মোক্ষমবাপ্স্যতি ॥

দেব্যুবাচ।

গ্রাহাধিপ বদস্বাশু যৎ সতামবিগর্হিতম্।
তৎ কৃতংনাত্র সন্দেহো যতো মে ব্রাহ্মণাঃপ্রিয়াঃ

তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব গ্রহরাজ! এই বালককে পরিত্যাগ কর। হে মহাদংষ্ট্র! হে ভীমবিক্রম! ইহাকে শীঘ্র তুমি ছাড়িয়া দাও। গ্রাহ কহিল, দেবি! যে ষষ্ঠ বেলায় আমার নিকট আসিবে, তাহাকেই আমি আহার করিব। পূর্ব্বকালে লোককর্ত্তারা আমার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। হে শৈলসুতে! হে মহাভাগে! এই ব্যক্তি অদ্য ষষ্ঠ বেলায় আমার নিকট আসিয়াছে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মা ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব ইহাকে আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। দেবী কহিলেন, হে গ্রাহরাজ! আমি তোমায় নমস্কার করি। আমি হিমালয়ের শৃঙ্গে থাকিয়া যে উত্তম তপস্যা করিয়াছি, তাহারই বলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। গ্রাহ কহিল, হে দেবি! হে শুভে! তুমি তপোব্যয় করিও না, যাহা বলি, তাহা কর, তাহাতেই এই বালক মুক্ত হইবে। দেবী কহিলেন, হে গ্রাহপতে! ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয়; সুতরাং সাধুজন-সম্মত যে কার্য্যই হউক, তুমি বল, আমি ব্রাহ্মণবালকের

গ্রাহ উবাচ।

যৎ কৃতং বৈ তপঃ কিঞ্চিদ্ভবত্যা স্বল্পমুত্তমম্।
তৎ সর্ব্বং মে প্রযচ্ছাশু ততো মোক্ষমবাপ্স্যতি

দেব্যুবাচ।

জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং মহাগ্রাহ কৃতং ময়া।
তত্তে সর্ব্বং ময়া দত্তং বালং মুঞ্চ মহাগ্রহ ॥ ৫০

ব্রহ্মোবাচ।

প্রজজ্বাল ততো গ্রাহস্তপসা তেন ভূষিতঃ।
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে দুর্নিরীক্ষ্যস্তদাভবৎ ॥
উবাচ চৈবং তুষ্টাত্মা দেবীং লোকস্য ধারিণীম্ ॥

গ্রাহ উবাচ।

দেবি কিং কৃত্যমেতত্তে সুনিশ্চিত্য মহাব্রতে।
তপসোঽপ্যর্জ্জনং দুঃখং তস্য ত্যাগো ন শস্যতে
গৃহাণ তপ এব ত্বং বালঞ্চেমং সুমধ্যমে।
তুষ্টোঽস্মি তে বিপ্রভক্ত্যা বরং তস্মাদ্দদামি তে
সা ত্বেবমুক্তা গ্রাহেণ উবাচেদং মহাব্রতা ॥ ৫৩

দেব্যুবাচ।

দেহেনাপি ময়া গ্রাহ রক্ষ্যো বিপ্রঃ প্রযত্নতঃ।

রক্ষার নিমিত্ত নিশ্চয়ই তাহা করিব। গ্রাহ কহিল, তুমি যে কিছু উত্তম তপস্যা করিয়াছ, তাহা আমায় অর্পণ কর; আমি বালককে মোচন করিতেছি। দেবী বলিলেন, হে মহাগ্রাহ! আমি আজন্ম যে কিছু পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, তাহা তোমায় অর্পণ করিলাম, তুমি বালককে ছাড়িয়া দাও। ব্রহ্মা কহিলেন, শৈলসুতা এই কথা বলিবামাত্র সেই গ্রাহ তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তদীয় আকৃতি একান্তই দুর্লক্ষ্য হইল। সে, তুষ্ট হইয়া লোকধরিত্রী শৈলপুত্রীকে কহিল, দেবি! তুমি ইহা কি করিলে? ভাবিয়া দেখ, তপস্যাসঞ্চয় বহু দুঃখে হয়; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করা কখনই সঙ্গত হয় নাই! অতএব আমি তোমার এই বিপ্রভক্তিতে তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় বরদান করিতেছি, তুমি তোমার তপস্যা এবং এই বালক উভয়ই গ্রহণ কর। তখন মহাব্রতা উমা কহি-

তপঃ পুনর্ময়া প্রাপ্যং ন প্রাপ্যো ব্রাহ্মণঃ পুনঃ ॥
সুনিশ্চিত্য মহাগ্রাহ কৃতং বালস্য মোক্ষণম্।
ন বিপ্রেভ্যস্তপঃ শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠা মে ব্রাহ্মণা মতাঃ
দত্ত্বা চাহং ন গৃহ্লামি গ্রাহেন্দ্র বিহিতং হি তে।
ন হি কশ্চিন্নরো গ্রাহ প্রদত্তং পুনরাহরেৎ ॥৫৬
দত্তমেতন্ময়া তুভ্যং নাদদানি হি তৎ পুনঃ।
ত্বয্যেব রমতামেতদ্বালশ্চায়ং বিমুচ্যতাম্ ॥ ৫৭
ব্রহ্মোবাচ।
তথোক্তস্তাং প্রশস্যাথ মুক্ত্বা বালং নমস্য চ।
দেবীমাদিত্যাবভাসস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৮
বালোঽপি সরসস্তীরে মুক্তো গ্রাহেণ বৈ তদা
স্বপ্নলব্ধ ইবার্থোঘস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৯
তপসোঽপচয়ং মত্বা দেবী হিমগিরীন্দ্রজা।
ভূয় এব তপঃ কর্ত্তুমারেভে নিয়মস্থিতা ॥ ৬০
কর্ত্তুকামাং তপো ভূয়ো জ্ঞাত্বা তাং শঙ্করঃ স্বয়ম্
প্রোবাচ বচনং বিপ্রা মা কৃথাস্তপ ইত্যুত ॥ ৬
মহ্যমেতত্তপো দেবি ত্বয়া দত্তং মহাব্রতে।
তত্তেনৈবাক্ষয়ং তুভ্যং ভবিষ্যতি সহস্রধা ॥ ৬
ইতি লব্ধা বরং দেবী তপসোঽক্ষয়মুত্তমম্।
স্বয়ম্বরমুদীক্ষন্তী তস্থৌ প্রীতা মুদা যুতা ॥ ৬৩
ইদং পঠেদ্যো হি নরঃ সদৈব
বালানুভাবাচরণং হি শম্ভোঃ।
স দেহভেদং সমবাপ্য পূতো
ভবেদ্গণেশস্য কুমারতুল্যঃ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভুঋষি-
সংবাদে পার্ব্বত্যাঃ সত্ত্বদর্শনং নাম
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
বিস্তৃতে হিমবৎপৃষ্ঠে বিমানশতসঙ্কুলে।
অভবৎ স তু কালেন শৈলপুত্র্যাঃ স্বয়ম্বরঃ ॥১

লেন,—হে গ্রাহ! দেহপাত করিয়াও ব্রাহ্মণ রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। যত্ন করিলে, তপঃসঞ্চয় আবার করা যাইবে; কিন্তু এই বিপ্রবালককে ত আর পাইতাম না। আমি এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বালকেরই মুক্তি করিয়াছি। কেননা, বিপ্র হইতে তপস্যা কখনই শ্রেষ্ঠ নয়; আমার মতে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। হে গ্রহরাজ! আমি তপস্যা দান করিয়াছি; দিয়া আর তাহা গ্রহণ করিব না। দেখ, কোন লোকই দত্ত বস্ত পুনরায় গ্রহণ করে না। আমি তোমায় ইহা দিয়াছি; সুতরাং আর ফিরাইয়া লইব না; এই তপস্যা তোমাতেই প্রতিভাত হউক; আমি চাই,—বালককে তুমি ছাড়িয়া দাও। ব্রহ্মা কহিলেন, গিরিবালা এই কথা কহিলে আদিত্যবৎ উজ্জ্বলাভ গ্রাহ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বালককে মোচনপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিল। গ্রাহমুক্ত বালকও সেই সরোবর-তীরে স্বপ্নলব্ধ ঔষধের ন্যায় অন্তর্হিত হইল। এদিকে শৈলসুতা আপনার তপঃক্ষয় হইয়াছে মনে করিয়া পুনরায় তপশ্চরণার্থ নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তখন শঙ্কর তাঁহাকে তপশ্চরণে উদ্যতা দেখিয়া বলিলেন,—প্রিয়ে! তোমাকে আর তপস্যা করিতে হইবে না; হে মহাব্রতে! আমাকেই তুমি তোমার সেই তপোরাশি দান করিয়াছ দানের ফলে সেই তপস্যা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া তোমারই অক্ষয় হইয়া রহিল গিরিজাদেবী এইরূপে তপস্যার অক্ষয়ত্ব লাভ করিয়া স্বীয় স্বয়ম্বর-ব্যাপার দেখিবার জন্য প্রীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন যে ব্যক্তি শম্ভুর এই বালভাব আচরণ পাঠ করে, দেহান্তে সে, কুমারপ্রতিম গণাধিপতি হয়। ৩৯—৬৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, কালক্রমে শৈলসুতার স্বয়ম্বর দিন উপস্থিত হইল। বিস্তৃত

অথ পর্ব্বতরাজোঽসৌ হিমবান্ ধ্যানকোবিদঃ।
দুহিতুর্দেবদেবেন জ্ঞাত্বা তদভিমন্ত্রিতম্ ॥ ২
জানন্নপি মহাশৈলঃ সময়ারক্ষণেপ্সয়া।
স্বয়ম্বরং ততো দেব্যাঃ সর্ব্বলোকেষ্বঘোষয়ৎ ॥
দেবদানবসিদ্ধানাং সর্ব্বলোকনিবাসিনাম্।
বৃণুয়াৎ পরমেশানং সমক্ষং যদি মে সুতা ॥ ৪
তদেব সুকৃতং শ্লাঘ্যং মমাভ্যুদয়সম্মতম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য শৈলেন্দ্রঃ কৃত্বা হৃদি মহেশ্বরম্ ॥ ৫
আব্রহ্মকেষু দেবেষু দেব্যাঃ শৈলেন্দ্রসত্তমঃ।
কৃত্বা রত্নাকুলং দেশং স্বয়ম্বরমচীকরৎ ॥ ৬
অথৈবমাঘোষিতমাত্র এব
স্বয়ম্বরে তত্র নগেন্দ্রপুত্র্যাঃ।
দেবাদয়ঃ সর্ব্বজগন্নিবাসাঃ
সমাযযুস্তত্র গৃহীতবেশাঃ ॥ ৭
প্রফুল্লপদ্মাসনসন্নিবিষ্টঃ
সিদ্ধৈর্বৃতো যোগিভিরপ্রমেয়ৈঃ।
বিজ্ঞাপিতস্তেন মহীধ্ররাজ্ঞা-
গতস্তদাহং ত্রিদিবৈরুপেতঃ ॥ ৮
অক্ষ্ণাং সহস্রং সুররাট্ স বিভ্রদ্-
দিব্যাঙ্গহারস্রগুদাররূপঃ।
ঐরাবতং সর্ব্বগজেন্দ্রমুখ্যং
স্রবন্মদাসারকৃতপ্রবাহম্ ॥ ৯
আরুহ্য সর্ব্বামররাট্ স বজ্রং
বিভ্রৎ সমাগাৎ পুরতঃ সুরাণাম্ ॥
তেজঃপ্রভাবাধিকতুল্যরূপী
প্রোদ্ভাসয়ন্ সর্ব্বদিশো বিবস্বান্ ॥ ১০
হৈমং বিমানং স বলৎপতাক-
মারূঢ় আগাত্ত্বরিতং জবেন।
মণিপ্রদীপ্তোজ্জ্বলকুণ্ডলশ্চ
বহ্ন্যর্কতেজঃপ্রতিমে বিমানে ॥ ১১
সমভ্যগাৎ কশ্যপসূনুরেক
আদিত্যমধ্যাহ্নভগনামধারী।
পীনাঙ্গযষ্টিঃ সুকৃতাঙ্গহার-
তেজোবলাজ্ঞাসদৃশপ্রভাবঃ ॥ ১২
দণ্ডং সমাগৃহ্য কৃতান্ত আগাদা-
রুহ্য ভীমং মহিষং জবেন।

হিমাচল-পৃষ্ঠ শত শত বিমানে সমাকুল হইল। শৈলরাজ হিমাচল ধ্যান-যোগে দেবদেবের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ-ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছে, জানিয়াও আপন প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সর্ব্বলোকমধ্যে দেবী পার্ব্বতীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। তিনি মনে করিলেন, সর্ব্বলোকনিবাসী দেব, দানব ও সিদ্ধগণের সমক্ষে যদি আমার কন্যা দেবদেব ঈশানকে বরিয়া লয়, তাহা হইলেই আমি তাহা শ্লাঘ্য সুকৃত বলিয়া মনে করিব এবং তাহাই আমার অভ্যুদয়-সম্মত হইবে। শৈলেন্দ্র মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে মহেশ্বরকে ভাবনা করত স্বীয় অধিকৃত সমস্ত দেশ রত্নসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া ব্রহ্মাদি সমগ্র সুর-সমাজে স্বীয় দুহিতার স্বয়ম্বরবার্ত্তা প্রচার করিলেন। অনন্তর শৈলসুতার স্বয়ম্বরসংবাদ ঘোষিত হইবামাত্র সর্ব্বজগতের নিবাসভূত দেবগণ বিবিধ বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক হিমালয়গৃহে আগমন করিলেন। শৈলরাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া আমি আমার প্রফুল্ল পদ্মাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক সিদ্ধগণ, যোগিগণ ও দেবগণসহ সেইখানে আগমন করিলাম। ১—৮। মহনীয়মূর্ত্তি সহস্রনেত্র ইন্দ্র অপূর্ব্ব হার-মাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক মদজল-ধারাবর্ষী গজরাজ ঐরাবতে আরোহণ করত বজ্রহস্তে সুরগণের অগ্রে অগ্রে আগমন করিলেন। ইন্দ্রের তেজঃপ্রভাব অপেক্ষা অধিক তেজস্বী বিবস্বান্ সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া পতাকালম্বিত হৈমবিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক অতিবেগে আগমন করিলেন। মণিময় উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী ভগনামধেয় কশ্যপ-নন্দন আদিত্য একাকী মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রভার ন্যায় প্রদীপ্ত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহার প্রভাব—তেজ, বল ও আজ্ঞার অনুরূপ, সেই পীবরদেহ দণ্ডপাণি যম ভীষণ

মহামহীধ্রোচ্ছ্রয়পীনগাত্রঃ
স্বর্ণাদিরত্নাঙ্কিতচারুবেশঃ ॥ ১৩
সমীরণঃ সর্ব্বজগদ্বিভর্ত্তা
বিমানমারুহ্য সমভ্যগাদ্ধি ।
সন্তাপয়ন্ সর্ব্বসুরাসুরেশাং-
স্তেজোধিকস্তেজসি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ১৪
বহ্নিঃ সমভ্যেত্য সুরেন্দ্রমধ্যে
জ্বলন্ প্রতস্থৌ বরবেশধারী ।
নানামণিপ্রজ্বলিতাঙ্গযষ্টি-
র্জগদ্বরং দিব্যবিমানমগ্র্যম্ ॥ ১৫
আরুহ্য সর্ব্বদ্রবিণাধিপেশঃ
স রাজরাজস্ত্বরিতোঽভ্যগাচ্চ ।
আপ্যায়য়ন্ সর্ব্বসুরাসুরেশান্
কান্ত্যা চ বেশেন চ চারুরূপঃ ॥ ১৬
জ্বলন্মহারত্নবিচিত্ররূপং
বিমানমারুহ্য শশী সমায়াৎ ।
শ্যামাঙ্গযষ্টিঃ সুবিচিত্রবেশঃ
সর্ব্বাঙ্গ আবদ্ধসুগন্ধিমাল্যঃ ॥ ১৭
তার্ক্ষ্যং সমারুহ্য মহীধ্রকল্পং
গদাধরোঽসৌ ত্বরিতঃ সমেতঃ ।
অথাশ্বিনৌ চাপি ভিষগ্বরৌ দ্বা-
বেকং বিমানং ত্বরয়াধিরুহ্য ॥ ১৮
মনোহরৌ প্রজ্বলচারুবেশৌ
আজগ্মতুর্দেববরৌ সুবীরৌ ।
সহস্রনাগঃ স্ফুরদগ্নিবর্ণং
বিভ্রত্তদানীং জ্বলনার্কতেজাঃ ॥ ১৯
সার্দ্ধং স নাগৈরপরৈর্ম্মহাত্মা
বিমানমারুহ্য সমভ্যগাচ্চ ।
দিতেঃ সুতানাঞ্চ মহাসুরাণাং
বহ্ন্যর্কশক্রানিলতুল্যভাসাম্ ॥ ২০
বরানুরূপং প্রবিধায় বেশং
বৃন্দং সমাগাৎ পুরতঃ সুরাণাম্ ।
গন্ধর্ব্বরাজঃ স চ চারুরূপী
দিব্যাঙ্গদো দিব্যবিমানচারী ॥ ২১
গন্ধর্ব্বসঙ্ঘৈঃ সহিতোঽপ্সরোভিঃ
শক্রাজ্ঞয়া তত্র সমাজগাম ।
অন্যে চ দেবাস্ত্রিদিবাস্তদানীং
পৃথক্ পৃথক্ চারুগৃহীতবেশাঃ ॥ ২২
আজগ্মুরারুহ্য বিমানপৃষ্ঠং
গন্ধর্ব্বযক্ষোরগকিন্নরাশ্চ ।

মহিষ আরোহণে সবেগে আগমন করিলেন। মহামহীধরের ঔন্নত্যের ন্যায় পীনগাত্র সর্ব্বজগতের বিভর্ত্তা সমীরণ স্বর্ণাদি রত্ন দ্বারা স্বীয় সুন্দরবেশ আরও সুসজ্জিত করিয়া বিমানারোহণে উপস্থিত হইলেন। তেজঃ-প্রধান তেজঃসি বিষ্ট হুতাশন সুন্দর বেশ ধারণপূর্ব্বক সমস্ত সুরাসুরদিগকে সন্তাপিত করত সুরেন্দ্রগণ মধ্যে সমাগত হইয়া প্রদ্যোতিত হইতে লাগিলেন। যাঁহার অঙ্গযষ্টি নানা মণি দ্বারা প্রজ্বলিত, সেই সর্ব্বধনাধিপতি রাজরাজ দিব্য বিমানবরে আরোহণ করিয়া সত্বর সমাগত হইলেন। সুন্দরবপু শশধর স্বীয় মনোজ্ঞ কান্তি ও বেশ দ্বারা সমস্ত সুরাসুরদিগকে আপ্যায়িত করত প্রদীপ্ত মহারত্নখচিত বিমানারোহণে আগমন করিলেন। সুবিচিত্র বেশধারী শ্যামাঙ্গ গদাধর সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি মাল্য ধারণ করিয়া শৈলসন্নিভ গরুড়বাহনে সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উজ্জ্বল চারু বেশধর ভিষগ্বর দেবপ্রবর মনোহর অশ্বিনীকুমারদ্বয় একই বিমানবরে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। অগ্নি ও অর্কের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা সহস্রনাগ অপরাপর নাগগণ সমভিব্যাহারে বিমান আরোহণ করিয়া স্বয়ম্বরে সমাগত হইলেন। অনন্তর বহ্নি, সূর্য্য, শক্র ও অনিলের ন্যায় দীপ্তিশালী দিতিনন্দন মহাসুরগণ বরানুরূপ বেশ ধারণ করিয়া সুরগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। তখন সুচারু রূপধর গন্ধর্ব্বরাজ দিব্যাঙ্গদে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমান আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে অন্যান্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের সহিত সেইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অন্যান্য দেবগণ এবং

শচীপতিস্তত্র সুরেন্দ্রমধ্যে
ররাজ রাজাধিকলক্ষ্যমূর্ত্তিঃ ॥ ২৩
আজ্ঞাবলৈশ্বর্য্যকৃতপ্রমোদঃ
স্বয়ম্বরং তং সমলঞ্চকার।
হেতুস্ত্রিলোকস্য জগৎপ্রসূতে-
র্মাতা চ তেষাং স সুরাসুরাণাম্ ॥ ২৪
পত্নী চ শম্ভোঃ পুরুষস্য ধীমতো
গীতা পুরাণে প্রকৃতিঃ পরা যা।
দক্ষস্য কোপাদ্ধিমবদ্গৃহং সা
কার্য্যার্থমায়াত্রিদিবৌকসাং হি ॥ ২৫
বিমানপৃষ্ঠে মণিহেমজুষ্টে
স্থিতা বলচ্চামরবীজিতাঙ্গী।
সর্ব্বর্তুপুষ্পাং সুসুগন্ধমালাং
প্রগৃহ্য দেবী প্রসভং প্রতস্থে ॥ ২৬
ব্রহ্মোবাচ।
মালাং প্রগৃহ্য দেব্যাস্ত স্থিতায়াং দেবসংসদি।
শক্রাদ্যৈরাগতৈর্দেবৈঃ স্বয়ম্বর উপাগতে ॥ ২৭

গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, ও কিন্নরগণ বিভিন্ন মনোজ্ঞ বেশ ধারণ করত ত্রিদিব হইতে বিমানারোহণে হিমালয়ে আগমন করিলেন। সমস্ত সুরশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে সুররাজ শচীপতি সর্ব্বাধিক উজ্জ্বলরূপে লক্ষিত হইয়া বিরাজমান হইলেন এবং আজ্ঞা, বল ও ঐশ্বর্য্যে সকলকে প্রমোদিত করিয়া সেই স্বয়ম্বরস্থল অলঙ্কৃত করিলেন। যিনি ত্রিলোকের হেতু, জগতের প্রসূতি, সুরাসুরগণের মাতা, পুরুষপ্রধান শম্ভুর পত্নী ও পুরাণকীর্ত্তিত পরাপ্রকৃতি, সেই ভগবতী সতী দেবী দক্ষের কোপে ত্রিদিববাসীদিগের কার্য্য সাধনের জন্য হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সেই গিরিবালা তখন মণিহেমময় বিমানপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক চামর দ্বারা বীজিত হইয়া সর্ব্বঋতুসম্ভূত পুষ্পময়ী সুগন্ধমালা গ্রহণ করত স্বয়ম্বর স্থানে আগমন করিলেন। ৯—২৬। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী গিরিবালা মালা গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ-পরিবৃত স্বয়ম্বর-

দেব্যা জিজ্ঞাসয়া শম্ভুর্ভূত্বা পঞ্চশিখঃ শিশুঃ।
উৎসঙ্গতলসংসুপ্তো বভূব সহসা বিভুঃ ॥ ২৮
ততো দদর্শ তং দেবী শিশুং পঞ্চশিখং স্থিতম্
জ্ঞাত্বা তং সমবধ্যানাজ্জগৃহে প্রীতিসংযুতা ॥ ২৯
অথ সা শুদ্ধসঙ্কল্পা কাঙ্ক্ষিতং প্রাপ্য সৎপতিম্।
নিবৃত্তা চ তদা তস্থৌ কৃত্বা সা হৃদি তং বিভুম্
ততো দৃষ্ট্বা শিশুং দেবা দেব্যা উৎসঙ্গবর্ত্তিনম্
কোঽয়মত্রেতি সংমন্ত্র্য চুক্রুশুর্ভৃশমোহিতাঃ ॥ ৩১
বজ্রমাহারয়ত্তস্য বাহুমুৎক্ষিপ্য বৃত্রহা।
স বাহুরুত্থিতস্তস্য তথৈব সমতিষ্ঠত ॥ ৩২
স্তম্ভিতঃ শিশুরূপেণ দেবদেবেন শম্ভুনা।
বজ্রং ক্ষেপ্তুং ন শশাক বৃত্রহা চলিতুং ন চ ॥ ৩৩
ভগো নাম ততো দেব আদিত্যঃ কাশ্যপো বলী
উৎক্ষিপ্য আয়ুধং দীপ্তং ছেত্তুমিচ্ছন্ বিমোহিতঃ
তস্যাপি ভগবান্ বাহুং তথৈবাস্তম্ভয়ত্তদা।

সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, শম্ভু তাঁহার মনোভিপ্রায় বুঝিবার নিমিত্ত একটী পঞ্চশিখ শিশু হইয়া দেবীর ক্রোড়দেশে সুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবী সেই পঞ্চশিখ শিশুকে দেখিলেন এবং ধ্যানবলে তাঁহাকে জানিতে পারিয়া প্রীতচিত্তে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই শুদ্ধসঙ্কল্পা গিরিবালা স্বীয় কাঙ্ক্ষিত পতিকে প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দেবগণ সেই শিশুকে দেবীর ক্রোড়স্থিত দেখিয়া 'এ কে?' বলিয়া মোহবশে বিষম আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিশুকে আহত করিবার জন্য বজ্রপাণি হস্তে ধরিয়া তাঁহার বজ্র উত্তোলন করিলেন। তাঁহার সেই উত্থিত হস্ত সেই ভাবেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শিশুরূপী শম্ভুর প্রভাবেই ইন্দ্রের ঐরূপ হস্তস্তম্ভন ঘটিল। বৃত্রহা বজ্রক্ষেপ করিতে পারিলেন না; অধিকন্তু তাঁহার গতিশক্তিও রোধ হইল। তখন ভগনামক বলবান্ আদিত্য দীপ্ত আয়ুধ উত্তোলন করিয়া মোহক্রমে সেই শিশুকে ছেদন করিতে উদ্যত

বলং তেজশ্চ যোগশ্চ তথৈবাস্তম্ভয়দ্বিভুঃ ॥৩৫
শিরঃ প্রকম্পয়ন্ বিষ্ণুঃ শঙ্করং সমবৈক্ষত।
অথ তেষু স্থিতেষ্বেবং মন্যুমৎসু সুরেষু চ ॥৩৬
অহং পরমসংবিগ্নো ধ্যানমাস্থায় সাদরম্।
বুদ্ধবান্ দেবদেবেশমুমোৎসঙ্গে সমাস্থিতম্ ॥৩৭
জ্ঞাত্বাহং পরমেশানং শীঘ্রমুত্থায় সাদরম্।
ববন্দে চরণং শম্ভোঃ স্তুতবাংস্তমহং দ্বিজাঃ ॥৩৮
পুরাণৈঃ সামসঙ্গীতৈঃ পুণ্যাখ্যৈর্গুহ্যনামভিঃ।
অজস্ত্বমজরো দেবঃ স্রষ্টা বিভুঃ পরাপরম্ ॥৩৯
প্রধানং পুরুষো যস্তং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং তদক্ষরম্।
অমৃতং পরমাত্মা চ ঈশ্বরঃ কারণং মহৎ ॥ ৭০
ব্রহ্মসৃক্ প্রকৃতেঃ স্রষ্টা সর্ব্বকৃৎপ্রকৃতেঃ পরঃ।
ইয়ঞ্চ প্রকৃতির্দেবী সদা তে সৃষ্টিকারণম্ ॥ ৪১
পত্নীরূপং সমাস্থায় জগৎকারণমাগতা।
নমস্তুভ্যং মহাদেব দেব্যা বৈ সহিতায় চ ॥ ৪২
প্রসাদাত্তব দেবেশ নিয়োগাচ্চ ময়া প্রজাঃ।
দেবাদ্যাস্ত ইমাঃ সৃষ্টা মূঢ়াস্তদ্‌যোগমায়য়া ॥৪৩
কুরু প্রসাদমেতেষাং যথাপূর্ব্বং ভবন্তিমে।
তত এবমহং বিপ্রা বিজ্ঞাপ্য পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪
স্তম্ভিতান্ সর্ব্বদেবাংস্তানিদং চাহং তদোক্তবান্
মূঢ়াশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বা নৈনং বুধ্যত শঙ্করম্ ।৪৫
গচ্ছধ্বং শরণং শীঘ্রমেনমেব মহেশ্বরম্।
সার্দ্ধং ময়ৈব দেবেশং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪৬
ততস্তে স্তম্ভিতাঃ সর্ব্বে তথৈব ত্রিদিবৌকসঃ।
প্রণেমুর্ম্মনসা সর্ব্বং ভাবশুদ্ধেন চেতসা ॥ ৪৭
অথ তেষাং প্রসন্নোঽভূদ্দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
যথাপূর্ব্বং চকারাশু দেবতানাং তনূস্তদা ॥ ৪৮
তত এবং প্রবৃত্তে তু সর্ব্বদেবনিবারণে।
বপুশ্চকার দেবেশস্ত্র্যক্ষং পরমমদ্ভুতম্ ॥ ৪৯

হইলেন। ভগবান্ শম্ভু তাঁহাকে এবং তদীয় বল, তেজ ও যোগপ্রভাবকেও স্তম্ভিত করিলেন। বিষ্ণু তখন শিরঃকম্পন করত শঙ্করকে দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত সুরসমাজই একরূপ ক্রুদ্ধভাবে অবস্থান করিলে, আমি পরমোদ্বিগ্ন হইয়া ধ্যানাবলম্বনে বুঝিলাম, দেবদেব শঙ্করই শৈলজার ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে জানিতে পারিয়া শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাদরে শম্ভুর চরণ বন্দনা করিলাম। হে দ্বিজগণ! অবশেষে আমি বহু প্রাচীন সামসঙ্গীত এবং বিবিধ পুণ্যাখ্যান ও অতি গুহ্য নামসমূহ দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলাম। বলিলাম,—হে দেব! আপনি অজ, অজর, স্রষ্টা, বিভু, পরাৎপর, প্রধান, পুরুষ এবং ধ্যেয় অক্ষর পরব্রহ্ম। আপনার মরণ কখন নাই। আপনি পরমাত্মা, পরম কারণ ঈশ্বর। ব্রহ্মারও আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা। আপনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী সর্ব্বকৃৎ, সর্ব্বস্রষ্টা। এই প্রকৃতি দৈবী সৃষ্টিহেতু আপনারই পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র জগতের কারণরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। হে মহাদেব! দেবীর সহিত আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবেশ! আপনার নিয়োগক্রমে, আপনারই অনুগ্রহে আমি এই দেবাদি নিখিল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি। আপনারই যোগমায়ায় এই প্রজাপুঞ্জ বিমূঢ়। অতএব হে দেব! আপনি প্রসন্ন হউন। ইহাঁরা আবার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হউন। হে বিপ্রগণ! আমি তখন মহেশ্বরসমীপে এইরূপ নিবেদন করিয়া সেই সমস্ত স্তম্ভিতাকৃতি দেবগণকে কহিলাম,—ওহে দেবগণ! তোমরা সকলেই মূঢ় হইয়াছ। ইনি দেবদেব শঙ্কর; ইহাঁকে তোমরা জানিতে পার নাই। অতএব আমার সহিত সকলে আসিয়া সত্বর এই দেবদেব পরমাত্মা অব্যয় মহেশ্বরের শরণাপন্ন হও। অনন্তর সেই সমস্ত স্তম্ভিত ত্রিদিববাসী সম্মিলিত হইয়া ভাবশুদ্ধ-চিত্তে মনঃসংযোগের সহিত সেই ভগবান্ শর্ব্বকে প্রণাম করিলেন। তখন দেবদেব মহেশ্বর তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি দেবগণের দেহসংস্থান পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া দিলেন। ২৭-৪৮। এইরূপে দেবগণ মধ্যে শান্তিস্থাপিত হইলে, দেবদেব পরম অদ্ভুত ত্রিলোচনরূপ

তেজসা তস্য তে ধ্বস্তাশ্চক্ষুঃ সর্ব্বে ন্যমীলয়ন্‌।
তেভ্যঃ স পরমং চক্ষুঃ স্ববপুর্দৃষ্টিশক্তিমৎ ॥ ৫০
প্রাদাৎ পরমদেবেশমপশ্যংস্তে তদা বিভুম্‌।
তে দৃষ্ট্বা পরমেশানং তৃতীয়েক্ষণধারিণম্‌ ॥ ৫১
শক্রাদ্যা মেনিরে দেবাঃ সর্ব্ব এব সুরেশ্বরাঃ।
তস্য দেবী তদা হৃষ্টা সমক্ষং ত্রিদিবৌকসাম্‌ ॥
পাদয়োঃ স্থাপয়ামাস স্রগ্মালামমিতদ্যুতিঃ।
সাধু সাধ্বিতি তে হোচুঃ সর্ব্বে দেবাঃ পুনর্বিভুম্‌
সহ দেব্যা নমশ্চক্রুঃ শিরোভির্ভূতলাশ্রিতৈঃ।
অথাস্মিন্নন্তরে বিপ্রাস্তমহং দৈবতৈঃ সহ ॥ ৫৪
হিমবন্তং মহাশৈলমুক্তবাংশ্চ মহাদ্যুতিম্‌।
শ্লাঘ্যঃ পূজ্যশ্চ বন্দ্যশ্চ সর্ব্বেষাং ত্বং মহানসি ॥
শর্ব্বেণ সহ সম্বন্ধো যস্য তেঽভ্যুদয়ো মহান্‌।
ক্রিয়তাং চারুরুদ্বাহঃ কিমর্থং স্থীয়তে পরম্‌ ॥
ততঃ প্রণম্য হিমবাংস্তদা মাং প্রত্যভাষত ॥৫৬

হিমবানুবাচ।

ত্বমেব কারণং দেব যস্য সর্ব্বোদয়ে মম।
প্রসাদঃ সহসোৎপন্নো হেতুশ্চাপি ত্বমেব হি ॥
উদ্বাহস্ত যদা যাদৃক্‌ তদ্বিধৎস্ব পিতামহ ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ।

তত এবং বচঃ শ্রুত্বা গিরিরাজস্য ভো দ্বিজাঃ
উদ্বাহঃ ক্রিয়তাং দেব ইত্যহং চোক্তবান্‌ বিভুম্‌
মামাহ শঙ্করো দেবো যথেষ্টমিতি লোকপঃ।
তৎক্ষণাচ্চ ততো বিপ্রা অস্মাভির্নির্ম্মিতং পুরম্‌
উদ্বাহার্থং মহেশস্য নানারত্নোপশোভিতম্‌।
রত্নানি মণয়শ্চিত্রা হেমমৌক্তিকমেব চ ॥ ৬০
মূর্ত্তিমন্ত উপাগম্য অলঞ্চক্রুঃ পুরোত্তমম্‌।
চিত্রা মারকতী ভূমিঃ সুবর্ণস্তম্ভশোভিতা ॥৬১
ভাস্বৎস্ফাটিকভিত্তিশ্চ মুক্তাহারপ্রলম্বিতা ॥
তস্মিন্‌ দ্বারি পুরে রম্য উদ্বাহার্থং বিনির্ম্মিতা ॥

ধারণ করিলেন। তাঁহার তেজে সর্ব্ব চক্ষু প্রতিহত হইল। সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মহেশ্বর—যাহাতে তাঁহার স্বীয় বপু প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেই সভাস্থ দেবগণকে তাদৃশ পরম চক্ষু দান করিলেন। তখন সকলেই সেই বিভুকে দেখিতে লাগিলেন। শক্রাদি সুরেশ্বরগণ সকলেই সেই পরমেশ্বরকে দেখিয়া ত্রিলোচন বলিয়া মনে করিলেন। তখন ভবপত্নী গিরিজাদেবী দেবগণ সমক্ষে পরম হৃষ্ট হইয়া দেবদেবের পাদপদ্মে বরমাল্য স্থাপন করিলে তাহাতে সমস্ত দেবসমাজই এককালে সাধু সাধু করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভূতল-চুম্বিত মস্তক দ্বারা দেবীসহ সেই দেবদেবকে নমস্কার করিলেন। হে বিপ্রগণ! এই সময় আমি দেবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহাদ্যুতি মহাশৈল হিমাচলকে বলিলাম,—শৈলরাজ! ভগবান্‌ শর্ব্বের সহিত জামাতৃ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল; ইহাতে আপনার মহান্‌ অভ্যুদয় ঘটিল। আপনি সকলেরই শ্লাঘ্য, পূজ্য, ও বন্দনীয় হইলেন। আপনি প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি। এখন আর কালক্ষেপ করিতেছেন কেন? শুভ বিবাহ সমাধা করুন। অনন্তর হিমবান্‌ আমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে দেব! আপনি আমার সমস্ত অভ্যুদয়ের কারণ। আমার এই যে এক্ষণে আত্ম-প্রসাদ জন্মিল, ইহার হেতু আপনিই। অতএব যেরূপ সময়ে যে প্রকারে উদ্বাহ বিধি সমাধা করিতে হইবে, হে পিতামহ! আপনিই তাহা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! অনন্তর আমি গিরিরাজের ঐরূপ কথা শুনিয়া দেবদেবকে বলিলাম, উদ্বাহবিধি অনুষ্ঠান করুন। লোকপতি দেবদেব শঙ্কর তদুত্তরে আমাকে বলিলেন,—"যথেষ্ট।" হে বিপ্রগণ! মহেশের বিবাহার্থ তৎক্ষণাৎ আমরা এক নানারত্নময়-পুর নির্ম্মাণ করিলাম। সমস্ত রত্ন, সমস্ত বিচিত্র মণি, এবং সমস্ত হেমমুক্তা যেন মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আগমন করত সেই শ্রেষ্ঠ পুরকে অলঙ্কৃত করিল। বিচিত্র মরকতভূমি সুবর্ণস্তম্ভে সুশোভিত হইল। সে পুরের স্ফটিকময় উজ্জ্বলভিত্তি সকল মুক্তাহারে লম্বিত হইল।* দেবদেব মহাত্মা মহেশের উদ্বাহার্থ সেই পুরী নির্ম্মিত হইয়া সমধিক

শুশুভে দেবদেবস্য মহেশস্য মহাত্মনঃ।
সোমাদিত্যৌ সমং তত্র তাপয়ন্তৌ মহামণী ॥
সৌরভেয়ং মনোরম্যং গন্ধমাদায় মারুতঃ।
প্রববৌ সুখসংস্পর্শো ভবভক্তিং প্রদর্শয়ন্ ॥৬৪
সমুদ্রাস্তত্র চত্বারঃ শক্রাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ।
দেবনদ্যো মহানদ্যঃ সিদ্ধা মুনয় এব চ ॥ ৬৫
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্বে নাগা যক্ষাঃ সরাক্ষসাঃ।
ঔদকাঃ খেচরাশ্চান্যে কিন্নরা দেবচারণাঃ ॥ ৬৬
তুম্বুরুর্নারদো হাহা হুহুশ্চৈব তু সামগাঃ।
রম্যাণ্যাদায় বাদ্যানি তত্রাজগ্মুস্তদা পুরম্ ॥৬৭
ঋষয়স্ত কথাস্তত্র বেদগীতাস্তপোধনাঃ।
পুণ্যান্ বৈবাহিকান্মন্ত্রাঞ্জেপুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ ॥
জগতো মাতরঃ সর্ব্বা দেবকন্যাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গায়ন্তি হর্ষিতাঃ সর্ব্বা উদ্বাহে পরমেষ্ঠিনঃ ॥৬৯
ঋতবঃ ষট্ সমং তত্র নানাগন্ধসুখাবহাঃ।
উদ্বাহঃ শঙ্করস্যেতি মূর্ত্তিমন্ত উপস্থিতাঃ ॥ ৭০

নীলজীমূতসঙ্কাশৈর্মন্দ্রধ্বনিপ্রহর্ষিভিঃ।
কেকায়মানৈঃ শিখিভির্নৃত্যমানৈশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৭১
বিলোলপিঙ্গলস্পষ্টবিদ্যুল্লেখাবিহাসিতা।
কুমুদাপীড়শুক্লাভির্বলাকাভিশ্চ শোভিতা ॥ ৭২
প্রত্যগ্রসঞ্জাতশিলীন্ধ্রকন্দলী-
লতাক্রমাদ্যুদ্গতপল্লবা শুভা।
শুভাম্বুধারাপ্রণয়প্রবোধিতৈ-
র্মহালসৈর্ভেকগণৈশ্চ নাদিতা ॥ ৭৩
প্রিয়েষু মানোদ্ধতমানসানাং
মনস্বিনীনামপি কামিনীনাম্।
ময়ূরকেকাভিরুতৈঃ ক্ষণেন
মনোহরৈর্মানবিভঙ্গহেতুভিঃ ॥ ৭৪
তথা বিবর্ণোজ্জ্বলচারুমূর্ত্তিনা
শশাঙ্কলেখাকুটিলেন সর্ব্বতঃ।
পয়োদসজ্ঞাতসমীপবর্ত্তিনা
মহেন্দ্রচাপেন ভৃশং বিরাজিতা ॥ ৭৫

শোভিত হইতে লাগিল। সেই রমণীয় পুরদ্বারে দুইটী মহামণি চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় বিরাজিত হইয়া যথাক্রমে শৈত্য ও তাপ বিতরণ করিতে লাগিল। তখন সুখস্পর্শ সমীরণ যেন ভবভক্তি প্রদর্শন করত মনোমদ গন্ধ আহরণ করিয়া প্রবাহিত হইল। ৪৯—৬৪। সাগরচতুষ্টয়, শক্রাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ, সমস্ত দেবনদী, মহানদী, সিদ্ধ ও মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, ও রাক্ষসগণ, জলচর, খেচর, কিন্নর ও দেবচারণগণ, এবং নারদ, তুম্বুরু, হাহা ও হু হু প্রভৃতি সামগায়ী গন্ধর্ব্ববিদ্যাবিদ্‌গণ বিবিধ মধুর বাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক তৎকালে সেই পুরে আগমন করিলেন। তপোধন ঋষিগণ বেদ-সম্মত নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন, এবং অনেক ঋষি হৃষ্টচিত্তে পবিত্র বৈবাহিক মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই পরমেষ্ঠীর উদ্বাহদিনে জগন্মাতা দেবকন্যারা হর্ষভরে বিবিধ মাঙ্গলিক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। শঙ্করের উদ্বাহ হইবে বলিয়া একই সময়ে ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হইল এবং স্ব-স্ব-কালোচিত বিবিধ গন্ধসুখ বহন করিতে লাগিল। তখন নীল-নীরদ-নিভ শিখিকুল মন্দ্রধ্বনি শ্রবণে প্রহৃষ্ট হইয়া চারিদিকে কেকারব তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় বর্ষা আসিয়া বিলোল, পিঙ্গলবর্ণ, সুস্পষ্ট বিদ্যুল্লেখার ন্যায় বিভাসিত হইয়া উঠিল। কুমুদ-কুসুম-রচিত শুক্লবর্ণ শিরোভূষণের ন্যায় শুক্লবর্ণ বলাকাশ্রেণী গগনতলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে শিলিন্ধ্র, কদলী প্রভৃতি নানাজাতীয় তরু-লতাদির নবোদ্ভিন্ন পল্লবসকল সুশোভিত হইতে লাগিল। কোথাও নিতান্ত অলস ভেকগণ, নবাম্বুধারার প্রণয়ে প্রবোধিত হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল। কোথাও ময়ূরগণ, মনোহর কেকারব করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে প্রিয়তমের প্রতি মানময়চিত্তা মনস্বিনী কামিনীগণের মান ক্ষণকাল মধ্যেই ভঙ্গ হইতে লাগিল। তখন শশাঙ্ক-লেখার ন্যায় কুটিলাকৃতি বিবিধবর্ণোজ্জ্বল চারুদর্শন ইন্দ্রধনু জীমূতবৃন্দের সমীপে সমধিক শোভিত হইল।

বিচিত্রপুষ্পাম্বুভবৈঃ সুগন্ধিভি-
র্ঘনাম্বুসম্পর্কতয়া সুশীতলৈঃ।
বিকম্পয়ন্তী পবনৈর্ম্মনোহরৈঃ
সুরাঙ্গনানামলকাবলীঃ শুভাঃ॥ ৭৬
গর্জ্জৎপয়োদস্থগিতেন্দুবিম্বা
নবাম্বুসিক্তোদকচারুদূর্ব্বা।
নিরীক্ষিতা সাদরমুৎসুকাভি-
র্নিশ্বাসধূম্রং পথিকাঙ্গনাভিঃ॥ ৭৭
হংসনূপুরশব্দাঢ্যা সমুন্নতপয়োধরা।
চলদ্বিদ্যুল্লতাহারা স্পষ্টপদ্মবিলোচনা॥ ৭৮
অসিতজলদধীরধ্বানবিত্রস্তহংসা
বিমলসলিলধারোৎপাতনম্রোৎপলাগ্রা।
সুরভিকুসুমরেণুরুপ্তসর্ব্বাঙ্গশোভা
গিরিদুহিতৃবিবাহে প্রাবৃড়াবির্ব্বভূব॥ ৭৯
মেঘকঞ্চুকনির্ম্মুক্তা পদ্মকোশোন্তবস্তনী।
হংসনূপুরনির্হ্রাদা সর্ব্বশস্যদিগন্তরা॥ ৮০
বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণী কূজৎসারসমেখলা।
প্রফুল্লেন্দীবরশ্যামবিলোচনমনোহরা॥ ৮১
পক্কবিম্বাধরপুটা কুন্দদন্তপ্রহাসিনী।
নবশ্যামলতাশ্যাম-রোমরাজিপুরস্কৃতা॥ ৮২
চন্দ্রাংশুহারবর্গেণ কণ্ঠোরস্থলগামিনা।
প্রহ্লাদয়ন্তী চেতাংসি সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্‌
সমদালিকুলোদ্গীত-মধুরস্বরভাষিণী।
চলৎকুমুদসংঘাতচারুকুণ্ডলশোভিনী॥ ৮৪
রক্তাশোকপ্রশাখোত্থ-পল্লবাঙ্গুলিধারিণী।
তৎপুষ্পসঞ্চয়ময়ৈর্বাসোভিঃ সমলঙ্কৃতা॥ ৮৫
রক্তোৎপলাগ্রচরণা জাতীপুষ্পনখাবলী।
কদলীস্তম্ভবামোরুঃ শশাঙ্কবদনা তথা॥ ৮৬
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।

বিচিত্র পুষ্পাম্বুসম্ভূত সুগন্ধি সমীরণ, ঘনাম্বু-সম্পর্কে সুশীতল হইয়া অতি মধুরভাবে প্রবাহিত হইল। সুরাঙ্গনাগণের সুন্দর অলকাবলী কম্পিত হইতে লাগিল। শব্দায়মান পয়োদবৃন্দে ইন্দুবিম্ব ঢাকিয়া গেল। তত্রত্য শুভ জল ও দূর্ব্বাদল সকল নবাম্বুপাতে সিক্ত হইল। পথিকাঙ্গনারা উৎকণ্ঠিত হইয়া নিশ্বাসপাত সহকারে সাদরে সেই বর্ষাসমাগম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বর্ষা যেন রমণীর ন্যায় শোভিত হইল। হংসনিনাদ,—নূপুরধ্বনি, সমুন্নত পয়োধর—পয়োধর; চঞ্চল বিদ্যুদ্বল্লী—হার; এবং স্পষ্ট পদ্ম উঁহার লোচনের ন্যায় বিরাজিত হইল। নীল নীরদবৃন্দের ধীর-ধ্বনি শুনিয়া হংসগণ, বিত্রস্ত হইল। নিরন্তর বিমল বারিধারা পতনে উৎপলের অগ্রভাগ সকল নম্র হইয়া পড়িল। সুরভি কুসুম-রেণুসমূহে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত হইয়া গেল। গিরি-নন্দিনীর বিবাহ দিনে এমনি ভাবে বর্ষাসমাগম ঘটিল। ৬৫—৭৯। বর্ষা চলিয়া গেল, পুনরায় অনুরাগিণী মনোহারিণী কামিনীর ন্যায় শরৎ আসিয়া উপস্থিত হইল! মেঘ-কঞ্চুক উন্মুক্ত হইল। স্তনের ন্যায় কমলকোষ ফুটিয়া উঠিল। নূপুর-ধ্বনির ন্যায় হংসনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। পুলিনরূপ শ্রোণিদেশ বিস্তীর্ণ হইল। শব্দায়মান সারস-মালা মেখলার ন্যায় শোভিত হইল। প্রফুল্ল ইন্দীবররূপ নীলনয়নে শরৎ-বধূ মনোজ্ঞ শোভা ধারণ করিল। পক্ক বিম্বফল অধরশ্রীর অনুকরণ করিল। কুন্দবৃন্দ, দন্ত-শোভা ধারণ করিল। নবোদ্ভিন্ন শ্যামলতা সকল তদীয় শ্যামায়মান রোম-রাজির ন্যায় প্রতিভাত হইল। চন্দ্রাংশু সকল, গলবিলম্বী হারগুচ্ছের অনুকরণ করিল। শরৎবধূর সন্দর্শনে সমস্ত স্বর্গবাসীরই চিত্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। মদমত্ত অলিকুলের গীতঝঙ্কার, যেন শরৎ-কামিনীর সুমধুর সম্ভাষণ হইল। চঞ্চল কুমুদশ্রেণী যেন চারু কুণ্ডল, রক্তাশোকের শাখাসমুত্থিত পল্লব সকল যেন অঙ্গুলীদল, অশোকের সুপ্রসারিত পুষ্পপুঞ্জ যেন বসন-রাশি, রক্তোৎপল যেন চরণাগ্র, জাতি-পুষ্পশ্রেণী যেন নখাবলী, কদলীস্তম্ভ যেন সুন্দর উরু এবং সমুদিত শশাঙ্ক যেন ঐ শরৎ-কামিনীর সৌম্য বদনের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইতে লাগিল; সত্য সত্যই

প্রেম্ণা স্পৃশতি কান্তেব সানুরাগা মনোরমা ॥৮৭
নির্ম্মুক্তাসিতমেঘকঞ্চুকপটা পূর্ণেন্দুবিম্বাননা
নীলাম্ভোজবিলোচনা রবিকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মস্তনী
নানাপুষ্পরজঃসুগন্ধিপবনপ্রহ্লাদনী চেতসাং
তত্রাসীৎ কলহংসনূপুররবা দেব্যা বিবাহে
শরৎ ॥ ৮৮
অত্যর্থশীতলাম্ভোভিঃ প্লাবয়ন্তৌ দিশঃ সদা।
ঋতু হেমন্তশিশিরৌ আজগ্মতুরতিদ্যুতী ॥ ৮৯
তাভ্যামৃতুভ্যাং সম্প্রাপ্তো হিমবান্ স নগোত্তমঃ
প্রালেয়চূর্ণবর্ষিভ্যাং ক্ষিপ্রং রৌপ্যহরো বভৌ ॥
তেন প্রালেয়বর্ষেণ ঘনেনৈব হিমালয়ঃ।
অগাধেন তদা রেজে ক্ষীরোদ ইব সাগরঃ ॥
ঋতুপর্য্যায়সম্প্রাপ্তো বভূব স মহাগিরিঃ।
সাধূপচারাৎ সহসা কৃতার্থ ইব দুর্জ্জনঃ ॥ ৯২
প্রালেয়পটলচ্ছন্নৈঃ শৃঙ্গৈস্ত শুশুভে নগঃ।
ছত্রৈরিব মহাভাগৈঃ পাণ্ডরৈঃ পৃথিবীপতিঃ ॥
মনোভবোদ্রেককরাঃ সুরাণাং
সুরাঙ্গনানাঞ্চ মুহুঃ সমীরাঃ।
স্বচ্ছাম্বুপূর্ণাশ্চ তথা নলিন্যঃ
পদ্মোৎপলানাং কুসুমৈরুপেতাঃ ॥ ৯৪
বিবাহে শুক্রকন্যায়া বসন্তঃ সমগাদৃতুঃ ॥ ৯৫
ঈষৎসমুদ্ভিন্নপয়োধরাগ্রা
নার্য্যো যথা রম্যতরা বভূবুঃ।
নাত্যুষ্ণশীতানি পয়ঃসরাংসি
কিঞ্জল্কচূর্ণৈঃ কপিলীকৃতানি ॥
চক্রাহ্বযুগ্মৈরুপনাদিতানি
যযুঃ প্রহৃষ্টাঃ সুরদন্তিমুখ্যাঃ ॥ ৯৬
প্রিয়ঙ্গুঃশ্চূততরবশ্চূতাংশ্চাপি প্রিয়ঙ্গবঃ।
তর্জ্জয়ন্ত ইবান্যোন্যং মঞ্জরীভিশ্চকাশিরে ॥৯৭
হিমশৃঙ্গেষু শুক্লেষু তিলকাঃ কুসুমোৎকরাঃ।
শুশুভুঃ কার্য্যমুদ্দিশ্য বৃদ্ধা ইব সমাগতাঃ ॥ ৯৮
ফুল্লাশোকলতাস্তত্র রেজিরে শালসংশ্রিতাঃ।
কামিন্য ইব কান্তানাং কণ্ঠালম্বিতবাহবঃ ॥ ৯৯

শরৎ যেন সর্ব্বলক্ষণযুতা সর্ব্বভূষণ-ভূষিতা প্রেমিকা কামিনীর ন্যায় সকলের মন আকর্ষণ করিল। দেবীর বিবাহ দিনে মেঘাবরণহীনা পূর্ণেন্দুবদনা, নীলপদ্ম-নয়না রবিকরোল্লিখিত কমলস্তনী, পুষ্প-সুগন্ধিনী, চিত্তপ্রসাদনী শরৎকামিনী, হংসনাদরূপ নূপুররবে সর্ব্বদিক মুখরিত করিয়া অবতীর্ণ হইল। অনন্তর অতিপ্রখর হেমন্ত ও শিশির ঋতু একান্ত শীতজলে দশ-দিক্ প্লাবিত করিয়া আগমন করিল। তখন অতি সত্বর সর্ব্বত্র তুষার চূর্ণ সকল বর্ষিত হইতে লাগিল। সেই অতিঘন তুষার-বর্ষণে হিমাচল, ক্ষীরসাগরের ন্যায় বিরাজিত হইল। এইরূপে সেই মহাগিরি সাধু জনের উপচার বশত কৃতার্থম্মন্য দুর্জ্জনের ন্যায় সহসা ঋতুবিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইল। সে গিরির শৃঙ্গশ্রেণী তুষারপটলে আচ্ছন্ন হইল। দেখিয়া মনে হইল,—নর-পতি যেন পাণ্ডুরবর্ণ বিপুল ছত্রসমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া সুশোভিত হইলেন।৮০-৯৩ এই সময় সুর ও সুরকামিনীগণের মদনো-দ্দীপক সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল এবং সরসী সকল স্বয়ং সলিলে পরিপূর্ণ, ও পদ্মোৎপলাদি কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত হইল। শৈলসুতার বিবাহে এবার বসন্ত ঋতুর সমাগম হইল। তখন রমণীগণের পয়োধরের অগ্রভাগ সকল ঈষৎ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল। সকল রমণীই রম্য শোভা ধারণ করিল। সরোবরসমূহের সলিল-রাশি নাতিশীতোষ্ণ হইয়া কমল-কিঞ্জল্কের চূর্ণপুঞ্জে কপিলবর্ণ হইয়া উঠিল। জলাশয় সকলে চক্রবাকদম্পতীরা নিনাদ করিতে লাগিল। সুরগণের গজেন্দ্র সকল হৃষ্ট হইয়া চলিতে লাগিল। প্রিয়ঙ্গু এবং চূত-তরু সকল স্ব স্ব মঞ্জরী দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া বিকসিত হইল। শুভ্রবর্ণ হিমশৃঙ্গসমূহে কুসুমবর্ষী তিলকতরু সকল, কার্য্যোপলক্ষে সমাগত বৃদ্ধজনগণের ন্যায় শোভিত হইল। শালবৃক্ষাশ্রয়িণী প্রফুল্ল অশোকবল্লী সকল কান্ত-কণ্ঠাবলম্বিনী

তস্মিন্নতো শুভ্রকদম্বনীপা-
স্তালাঃ স্তমালাঃ সরলাঃ কপিত্থাঃ ॥ ১০০
অশোকসর্জ্জার্জ্জুনকোবিদারাঃ
পুন্নাগনাগেশ্বরকর্ণিকারাঃ।
লবঙ্গতালাগুরুসপ্তপর্ণা
ন্যগ্রোধশোভাঞ্জননারিকেলাঃ ॥ ১০১
বৃক্ষাস্তথান্যে ফলপুষ্পবন্তো
দৃষ্টা বভূবুঃ সুমনোহরাঙ্গাঃ।
জলাশয়াশ্চৈব সুবর্ণতোয়া-
শ্চক্রাঙ্গকারণ্ডবহংসজুষ্টাঃ ॥ ১০২
কোযষ্টিদাত্যুহবলাকযুক্তা
দৃষ্টাস্তু পদ্মোৎপলমীনপূর্ণাঃ।
খগাশ্চ নানাবিধভূষিতাঙ্গা
দৃষ্টাস্তু বৃক্ষেষু সুচিত্রপক্ষাঃ ॥ ১০৩
ক্রীড়াসু যুক্তানথ তর্জ্জয়ন্তঃ
কুর্ব্বন্তি শব্দং মদনেরিতাঙ্গাঃ।
তস্মিন্ গিরাবদ্রিসুতাবিবাহে
ববুশ্চ বাতাঃ সুখশীতলাঙ্গাঃ ॥ ১০৪

পুষ্পাণি শুভ্রাণ্যপি পাতয়ন্তঃ
শনৈর্নগেভ্যো মলয়াদ্রিজাতাঃ।
তথৈব সর্ব্বে ঋতবশ্চ পুণ্যা-
শ্চকাশিরেঽন্যোন্যবিমিশ্রিতাঙ্গাঃ ॥ ১০৫
যেষাং স্বলিঙ্গানি চ কীর্ত্তিতানি
তে তত্র আসন্ সুমনোজ্ঞরূপাঃ ॥ ১০৬
সমদালিকুলোদ্গীতৈর্শিলাকুসুমসঞ্চয়ৈঃ।
পরস্পরং হি মালত্যো ভাবয়ন্ত্যো বিরেজিরে
নীলানি নীলাম্বুরুহৈঃ পয়াংসি
গৌরাণি গৌরৈশ্চ মৃণালদণ্ডৈঃ।
রক্তৈশ্চ রক্তানি ভৃশং কৃতানি
মত্তদ্বিরেফাবলিজুষ্টপত্রৈঃ ॥ ১০৮
হৈমানি বিস্তীর্ণজলেষু কেষুচি-
ন্নিরন্তরং চারুতরাণি কেষুচিৎ।
বৈদূর্য্যনালানি সরঃসু কেষুচিৎ-
প্রজজ্ঞিরে পদ্মবনানি সর্ব্বতঃ ॥ ১০৯
বাপ্যস্তত্রাভবনরম্যাঃ কমলোৎপলপুষ্পিতাঃ।
নানাবিহঙ্গসংজুষ্টা হৈমসোপানপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ১১০

কামিনীগণের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। বসন্ত-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে কদম্ব, নীপ, তাল, তমাল, সরল, অশোক, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, কোবিদার, পুন্নাগ, নাগেশ্বর, কর্ণিকার, লবঙ্গ, অগুরু, সপ্তপর্ণ, ন্যগ্রোধ, শোভাঞ্জন ও নারিকেল প্রভৃতি পাদপ সকল ফলে ফুলে সমুল্লাসিত হইয়া মনোজ্ঞরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। জলাশয়সমূহের জলরাশি স্বচ্ছ শোভা ধারণ করিল। চক্রপাক, কারণ্ডব, হংস, কোযষ্টি দাত্যুহ ও বলাকশ্রেণী ঐ সকল জলাশয় মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। সকল জলাধারই পদ্ম, উৎপল ও মীনগণে পরিপূর্ণ হইল। বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গমগণের অঙ্গ সকল যেন নানা ভূষণে ভূষিত বলিয়া লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহারা মদনাবেশে ব্যাকুল হইয়া ক্রীড়াসক্ত অন্যান্য বিহঙ্গম-দিগকে যেন অসহিষ্ণুভাবে তর্জ্জন করত কূজন করিতে লাগিল। শৈলসুতার বিবাহোৎসবে সুখশীতল মলয়ানিল নগ-নিচয় হইতে শুভ্র শুভ্র কুসুমরাশি পাতিত করত মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত ঋতুই পরস্পর সম্মিশ্রিত হইয়া অতি পবিত্রভাবে প্রবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে যে সকল ঋতুর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই তখন মনোজ্ঞরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মালতী লতা সকল মদমত্ত অলিকুল-গুঞ্জরিত শিলাতলে সঞ্চিত কুসুমরাশি দ্বারা যেন পরস্পর পরস্পরের শোভার বিষয় চিন্তা করত বিরাজ করিতে লাগিল। জলাশয়ের জলরাশি কোথাও মত্ত মধুকর-বেষ্টিত নীল পদ্মে নীলবর্ণ, কোথাও গৌরবর্ণ মৃণালদণ্ডে গৌরবর্ণ এবং কোথাও বা রক্তোৎপলে রক্ত-বর্ণ হইয়া সুশোভিত হইল। প্রভূতজল জলাশয় মধ্যে পদ্মবনশ্রেণী কোথাও কনকবর্ণ, কোথাও চারুতর এবং কোথাও বা বৈদূর্য্য মণিময় নালযুক্ত হইয়া সমুদ্ভূত হইল। তখন বাপী সকল নানাবিধ কমলোৎপলে মণ্ডিত

শৃঙ্গাণি তস্য তু গিরেঃ কর্ণিকারৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ
সমুচ্ছ্রিতান্যবিরলৈর্হৈমানীব বভুর্দ্বিজাঃ॥১১১
ঈষদ্বিভিন্নকুসুমৈঃ পাটলৈশ্চাপি পাটলাঃ।
সংবভুবুর্দিশঃ সর্ব্বাঃ পবনাকম্পিমূর্ত্তিভিঃ॥১১২
কৃষ্ণার্জ্জুনা দশগুণা নীলাশোকমহীরুহাঃ।
গিরৌ ববৃধিরে ফুল্লাঃ স্পর্দ্ধয়ন্তঃ পরস্পরম্॥
চারুরাববিজুষ্টানি কিংশুকানাং বনানি চ।
পর্ব্বতস্য নিতম্বেষু সর্ব্বেষু চ বিরেজিরে॥১১৪
তমালগুল্মৈস্তস্যাসীচ্ছোভা হিমবতস্তদা।
নীলজীমুতসঙ্ঘাতৈর্নিলীনৈরিব সন্ধিষু॥১১৫
নিকামপুষ্পৈঃ সুবিশালশাখৈঃ
সমুচ্ছ্রিতৈশ্চন্দনচম্পকৈশ্চ।
প্রমত্তপুংস্কোকিলসম্প্রলাপৈ-
র্হিমাচলোঽতীব তদা ররাজ॥১১৬
শ্রুত্বা শব্দং মৃদুমদকলং সর্ব্বতঃ কোকিলানাং
চঞ্চৎপক্ষাঃ সুমধুরতরং নীলকণ্ঠা বিনেদুঃ।
তেষাং শব্দৈরুপচিতবলঃ পুষ্পচাপেষুহস্তঃ
সজ্জীভূতস্ত্রিদশবনিতা বেদ্ধুমঙ্গেঘনঙ্গঃ॥১১৭
পটুঃ সূর্য্যাতপশ্চাপি প্রায়শোঽল্পজলাশয়ঃ।
দেবীবিবাহসময়ে গ্রীষ্ম আগাদ্ধিমাচলম্॥১১৮
স চাপি তরুভিস্তত্র বহুভিঃ কুসুমোৎকরৈঃ।
শোভয়ামাস শৃঙ্গাণি প্রালেয়াদ্রেঃ সমন্ততঃ॥
তথাপি চ গিরৌ তত্র বায়বঃ সুমনোহরাঃ।
ববুঃ পাটলবিস্তীর্ণকদম্বার্জ্জুনগন্ধিনঃ॥১২০
বাপ্যঃ প্রফুল্লপদ্মৌঘকেসরারুণমূর্ত্তয়ঃ।
অভবংস্তটসংঘুষ্টকলহংসকদম্বকাঃ॥১২১
তথা কুরবকাশ্চাপি কুসুমাপাণ্ডুমূর্ত্তয়ঃ।
সর্ব্বেষু নগশৃঙ্গেষু ভ্রমরাবলিসেবিতাঃ॥১২২
বকুলাশ্চ নিতম্বেষু বিশালেষু মহীভৃতঃ।
উৎসসর্জ্জ মনোজ্ঞানি কুসুমানি সমন্ততঃ॥১২৩

নানা বিহঙ্গগণে পরিবৃত এবং সুন্দর হেম-সোপান-পঙক্তিতে সমলঙ্কৃত হইল। হে দ্বিজগণ! হিমালয়ের হেমশৃঙ্গ সকল ঘন পুষ্পিত কর্ণিকারসমূহে সমুচ্ছ্রিত হইয়া প্রতিভাত হইল, পবন-সঞ্চিত ঈষদ্বিকশিত পাটলের প্রভায় দিক সকল পাটলবর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণবর্ণ অর্জ্জুন বৃক্ষ ও নীলবর্ণ অশোকতরু সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে যেন দশ দশ গুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গমগণের চারুরবে মুখরিত হইয়া অশোকবনশ্রেণী পর্ব্বতের প্রত্যেক নিতম্বে বিরাজ করিতে লাগিল। তৎকালে রাশি রাশি তমালগুল্মে হিমালয়ের এমনই শোভা হইল, মনে হইতে লাগিল উহার যেন প্রত্যেক সন্ধি-স্থলে নীল নীরদবৃন্দ নিলীন হইয়া রহিয়াছে। ৯৪-১১৫। তখন হিমালয়স্থ চন্দন ও চম্পক তরু সকল প্রচুর পুষ্পময় বিশাল শাখায় সমুচ্ছ্রিত হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে প্রমত্ত পুংস্কোকিলের কল কাকলী শ্রুত হইতে লাগিল। তাহাতে হিমাচল অতীব শোভা ধারণ করিল। তথায় ইতস্ততঃ কোকিলগণের মৃদু মদকল ধ্বনি শুনিয়া চঞ্চলপক্ষ নীলকণ্ঠগণ সুমধুর কেকারব করিতে লাগিল। তাহাদের সেই শব্দে বল সঞ্চয় করিয়া অনঙ্গদেব স্বীয় কুসুমচাপ ধারণ করত দেবাঙ্গনাদিগকে বিদ্ধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ক্রমে সূর্য্যাতপ প্রখর হইল। জলাশয় শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিল। দেবীর বিবাহকালে হিমাচলে গ্রীষ্ম আসিয়া উপস্থিত হইল। এই গ্রীষ্মের দিনেও হিমাদ্রির শৃঙ্গ-সকল বিবিধ কুসুম-সমুল্লাসিত তরুনিকরে সুশোভিত হইল। পাটল-কদম্ব ও অর্জ্জুনাদি বিবিধ তরুর সঙ্গগুণে সুগন্ধি হইয়া মনোহর মন্দ মারুত পূর্ব্ববৎ হিমাচলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বাপী সকল প্রফুল্ল পদ্মসমূহের কেশরপাতে অরুণিত হইয়া উঠিল। উহাদের তটদেশে কলহংসাদি জলচরপক্ষী নিনাদ করিতে লাগিল। কুরবক সকল কুসুমশোভায় পাণ্ডুবর্ণ ও ভ্রমরনিকরে নিষেবিত হইয়া সমস্ত নগশৃঙ্গে বিরাজিত হইল। বকুল সকল মহীধরের বিশাল নিতম্বদেশে ইতস্ততঃ

ত কুসুমবিচিত্রসর্ব্ববৃক্ষা
বিবিধবিহঙ্গমনাদরম্যদেশাঃ।
হিমগিরিতনয়াবিবাহভূত্যৈ
ষড়ুপযযুর্ঋতবো মুনিপ্রবীরাঃ॥ ১২৪
তত এবং প্রবৃত্তে তু সর্ব্বভূতসমাগমে।
নানাবাদ্যসমাকীর্ণে অহং তত্র দ্বিজাতয়ঃ॥১২৫
শৈলপুত্রীমলঙ্কৃত্য যোগ্যাভরণসম্পদা।
পুরং প্রবেশিতবাংস্তাং স্বয়মাদায় ভো দ্বিজাঃ॥
ততস্তু পুনরেবেশমহং চৈবোক্তবান্ বিভুম্।
হবির্জ্জুহোমি বহ্নৌ তে উপাধ্যায়পদে স্থিতঃ॥
দদাসি মহ্যং যদ্যাজ্ঞাং কর্ত্তব্যোঽহয়ং ক্রিয়াবিধিঃ
মামাহ শঙ্করশ্চৈবং দেবদেবো জগৎপতিঃ॥১২৮
শিব উবাচ।
যত্বদিষ্টং সুরেশান তৎকুরুষ্ব যথেপ্সিতম্।
কর্ত্তাস্মি বচনং সর্ব্বং ব্রহ্মংস্তব জগদ্বিভো॥১২৯

ব্রহ্মোবাচ।
ততশ্চাহং প্রহৃষ্টাত্মা কুশানাদায় সত্বরম্।
হস্তং দেবস্য দেব্যাশ্চ যোগবন্ধেন যুক্তবান্॥
জ্বলনশ্চ স্বয়ং তত্র কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ।
শ্রুতিগীতৈর্মহামন্ত্রৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাস্থিতৈঃ॥ ১৩১
যথোক্তবিধিনা হুত্বা সর্পিস্তদমৃতং হবিঃ।
ততস্তং জ্বলনং সর্ব্বং কারয়িত্বা প্রদক্ষিণম্॥১৩২
মুক্ত্বা হস্তসমাযোগং সহিতঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ।
পুত্রৈশ্চ মানসৈঃ সিদ্ধৈঃ প্রকৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥
বৃত্ত উদ্বাহকালে তু প্রণম্য চ বৃষধ্বজম্।
যোগেনৈব তয়োর্বিপ্রাস্তত্বমাপরমেশয়োঃ॥১৩৪
উদ্বাহঃ স পরো বৃত্তো যং দেবা ন বিদুঃ ক্বচিৎ
ইতি বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং স্বয়ম্বরমিদং শুভম্॥
উদ্বাহশ্চৈব দেবস্য শৃণুধ্বং পরমাদ্ভুতম্॥ ১৩৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে উমামহেশ্বরয়োর্বিবাহনিরূপণং নাম ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

মনোজ্ঞ কুসুমরাশি ঢালিতে লাগিল। সর্ব্বজাতীয় বৃক্ষ তখন কুসুমসমূহে বিচিত্র শোভা ধারণ করিল, নানাজাতীয় বিহঙ্গমের মধুর নাদে প্রত্যেক প্রদেশ রমণীয় হইয়া উঠিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে পার্ব্বতীর সেই বিবাহ মহোৎসবে ছয় ঋতুযোগদ সমাবেশ হইল। ক্রমে সর্ব্ব প্রাণীর সমাগম হইল। নানা বাদ্যোদ্যমে বিবাহ বাটিকা পূর্ণ হইল। হে দ্বিজগণ! আমি তখন শৈলসুতাকে যথাযোগ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া নিজেই তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক সেই বিবাহ বাটিকায় প্রবেশ করাইলাম। তৎকালে সেই বিভুকে আমি পুনরায় বলিলাম,—হে দেব। আপনার উপাধ্যায়পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনলে আমি ঘৃতাহুতি প্রদান করি। যদি আমায় আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি এই ক্রিয়াবিধি সমস্তই নির্ব্বাহ করিতে পারি। দেবদেব জগৎপতি শঙ্কর আমাকে বলিলেন, হে সুরেশ্বর! আপনি যাহা যাহা উল্লেখ করিলেন, তৎসমস্ত যথেচ্ছ সমাধা করুন। হে ব্রহ্মন্! হে জগদ্বিধাতঃ! আমি আপনার কথামত সমস্ত কার্য্যই করিব। ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন আমি হৃষ্ট হইয়া সত্বর কুশমুষ্টি আনয়নপূর্ব্বক দেব ও দেবীর হস্তদ্বয় যোগবন্ধনে আবদ্ধ করিলাম। হুতাশন নিজেই তথায় কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত ছিলেন। শ্রুতিগীতি ও মহামন্ত্র সকল মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উপাসনা করিতেছিল। আমি যথাবিধি হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহাদিগকে সেই বৈবাহিক বহ্নি প্রদক্ষিণ করাইলাম এবং দেবগণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদের হস্তবন্ধন মোচন করিয়া দিলাম। অনন্তর বিবাহবিধি সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বৃষধ্বজকে প্রণাম করিলাম। এইরূপে যোগবলেই সেই উমা-মহেশ্বরের উদ্বাহব্যাপার সমাহিত হইল; কিন্তু দেবগণ এ তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন না। এই আমি আপনাদিগের নিকট সতীর স্বয়ম্বরবার্ত্তা কীর্ত্তন করিলাম; দেবদেবের বিবাহসম্বন্ধে আরও অতি অপূর্ব্ব কথা আছে, শ্রবণ করুন। —১৩৫।

ষট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অথ বৃত্তে বিবাহে তু ভবস্যামিততেজসঃ।
প্রহর্ষমতুলং গত্বা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ॥
তুষ্টুবুর্বাগ্ভিরাদ্যাভিঃ প্রণেমুস্তে মহেশ্বরম্।

দেবা ঊচুঃ।

নমঃ পর্ব্বতলিঙ্গায় পর্ব্বতেশায় বৈ নমঃ।
নমঃ পবনবেগায় বিরূপায়াজিতায় চ॥ ২
নমঃ ক্লেশবিনাশায় দাত্রে চ শুভসম্পদাম্॥
নমো নীলশিখণ্ডায় অম্বিকাপতয়ে নমঃ।
নমঃ পবনরূপায় শতরূপায় বৈ নমঃ॥ ৩
নমো ভৈরবরূপায় বিরূপনয়নায় চ।
নমঃ সহস্রনেত্রায় সহস্রচরণায় চ॥ ৪
নমো দেববয়স্যায় বেদাঙ্গায় নমো নমঃ।
বিষ্টম্ভনায় শক্রস্য বাহ্বোর্ব্বেদাঙ্কুরায় চ॥ ৫
চরাচরাধিপতয়ে শমনায় নমো নমঃ।
সলিলাশয়লিঙ্গায় যুগান্তায় নমো নমঃ॥ ৬
নমঃ কপালমালায় কপালসূত্রধারিণে।
নমঃ কপালহস্তায় দণ্ডিনে গদিনে নমঃ॥ ৭
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় পশুলোকরতায় চ।
নমঃ খট্বাঙ্গহস্তায় প্রমথার্ত্তিহরায় চ॥ ৮
নমো যজ্ঞশিরোহন্ত্রে কৃষ্ণকেশাপহারিণে।
ভগনেত্রনিপাতায় পূষ্ণো দন্তহরায় চ॥ ৯
নমঃ পিনাকশূলাসিখড়্গমুদ্গারধারিণে।
নমোঽস্তু কালকালায় তৃতীয়নয়নায় চ॥ ১০
অন্তকান্তকৃতে চৈব নমঃ পর্ব্বতবাসিনে।
সুবর্ণরেতসে চৈব নমঃ কুণ্ডলধারিণে॥ ১১
দৈত্যানাং যোগনাশায় যোগিনাং গুরবে নমঃ
শশাঙ্কাদিত্যনেত্রায় ললাটনয়নায় চ॥ ১২
নমঃ শ্মশানরতয়ে শ্মশানবরদায় চ।
নমো দৈবতনাথায় ত্র্যম্বকায় নমো নমঃ॥ ১৩
গৃহস্থসাধবে নিত্যং জটিলে ব্রহ্মচারিণে।
নমো মুণ্ডার্দ্ধমুণ্ডায় পশূনাং পতয়ে নমঃ॥ ১৪
সলিলে তপ্যমানায় যোগৈশ্বর্য্যপ্রদায় চ।
নমঃ শান্তায় দান্তায় প্রলয়োৎপত্তিকারিণে॥ ১৫
নমোঽনুগ্রহকর্ত্রে চ স্থিতিকর্ত্রে নমো নমঃ।
নমো রুদ্রায় বসব আদিত্যায়াশ্বিনে নমঃ॥ ১৭
নমঃ পিত্রেঽথ সাঙ্খ্যায় বিশ্বেদেবায় বৈ নমঃ।
নমঃ শর্ব্বায় উগ্রায় শিবায় বরদায় চ॥ ১৭
নমো ভীমায় সেনান্যে পশূনাং পতয়ে নমঃ।
শুচয়ে বৈরিহানায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ॥ ১৮
মহাদেবায় চিত্রায় বিচিত্রায় চ বৈ নমঃ।
প্রধানায়াপ্রমেয়ায় কার্য্যায় কারণায় চ॥ ১৯

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে অমিততেজা ভবের বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে, ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ পরম প্রহৃষ্ট হইয়া অতি প্রাচীন বাগ্‌বিস্তর দ্বারা মহেশ্বরকে স্তব ও প্রণাম করিলেন। দেবগণ কহিলেন, পর্ব্বতলিঙ্গ, পর্ব্বতেশ, পবনবেগ, বিরূপ, অজিত, ক্লেশনাশন, শুভসম্পত্তি-দাতা, নীলশিখণ্ড, অম্বিকাপতিকে আমরা নমস্কার করি। যিনি পবনরূপ, শতরূপ, সহস্রনেত্র, সহস্রচরণ, দেববয়স্য, ভৈরবরূপ, বিরূপনয়ন বেদাঙ্গ, ইন্দ্রবাহুস্তম্ভন, বেদাঙ্কুর, চরাচরাধিপতি, শমন, সলিলশয়লিঙ্গ, যুগান্ত, কপালমাল, কপালসূত্রধারী, কপালহস্ত, দণ্ডী, গদী, ত্রৈলোক্যনাথ, পশুলোকরত, খট্বাঙ্গহস্ত, ও প্রমথার্ত্তিহর, তাঁহাকে আমাদের বারবার নমস্কার। যিনি যজ্ঞশিরোহন্তা, কৃষ্ণকেশাপহারী, ভগনেত্রনিপাত, পূষার দন্তহর, পিণাক, শূল, অসি, খড়্গ, ও মুদ্গারধারী, কালকাল, তৃতীয়নয়ন, অন্তকান্তকৃৎ, পর্ব্বতবাসী, সুবর্ণরেতা, কুণ্ডলধারী, দৈত্যগণের যোগনাশন, যোগিগুরু; শশাঙ্ক ও আদিত্যনেত্র, ললাটনেত্র, গৃহস্থসাধু, শ্মশানরত, শ্মশানবরদ, দৈবতনাথ, ত্র্যম্বক, জটিল, ব্রহ্মচারী, মুণ্ডার্দ্ধমুণ্ড, পশুপতি, সলিলে তপ্যমান, যোগৈশ্বর্য্যপ্রদ, শান্ত, দান্ত, রুদ্র, বসু, আদিত্য, পিতৃ, সাংখ্য, বিশ্বদেব, শর্ব্ব, উগ্র, শিব, বরদ, ভীম, সেনানী, প্রধান, অপ্রমেয়, শুচি, বৈরিহান, সদ্যোজাত, কার্য্য, কারণ, মহাদেব,

... স্তেঽস্ত পুরুষেচ্ছাকরায় চ।
নমঃ পুরুষসংযোগপ্রধানগুণকারিণে॥ ২০
প্রবর্ত্তকায় প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ সর্ব্বশঃ।
কৃতাকৃতস্য সৎকর্ত্রে ফলসংযোগদায় চ॥ ২১
কালজ্ঞায় চ সর্ব্বেষাং নমো নিয়মকারিণে।
নমো বৈষম্যকর্ত্রে চ গুণানাং বৃত্তিদায় চ॥ ২২
নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে ভূতভাবন।
শিব সৌম্যমুখো দ্রষ্টুং ভব সৌম্যো হি নঃ প্রভো॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ।

এবং স ভগবান্ দেবো জগৎপতিরুমাপতিঃ।
স্তূয়মানঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈরমরানিদমব্রবীৎ॥ ২৪

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

দ্রষ্টুং সুখশ্চ সৌম্যশ্চ দেবানামস্মি ভোঃ সুরাঃ
বরং বরয়ত ক্ষিপ্রং দাতাস্মি তমসংশয়ম্॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ।

ততস্তে প্রণতাঃ সর্ব্বে সুরা ঊচুস্ত্রিলোচনম্॥

দেবা ঊচুঃ।

তবৈব ভগবন্ হস্তে বর এষোঽবতিষ্ঠতাম্।
যদা কার্য্যং তদা নস্ত্বং দাস্যসে বরমীপ্সিতম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবমস্ত্বিতি তানুক্ত্বা বিসৃজ্য চ সুরান্ হরঃ।
লোকাংশ্চ প্রমথৈঃ সার্দ্ধং বিবেশ ভবনং স্বকম্
যস্ত হরোৎসবমদ্ভুতমেনং
গায়তি দৈবতবিপ্রসমক্ষম্।
সোঽপ্রতিরূপগণেশসমানো
দেহবিপর্য্যয়মেত্য সুখী স্যাৎ॥ ২৯

ব্রহ্মোবাচ।

বিপ্রবর্য্যাঃ স্তবং হীমং শৃণুয়াদ্বা পঠেচ্চ যঃ।
স সর্ব্বলোকগো দেবৈঃ পূজ্যতেঽমররাড়িব॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে শিবস্তুতিনিরূপণং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

প্রবিষ্টে ভবনং দেবে স্বপবিষ্টে বরাসনে।
স বক্রো মন্মথঃ ক্রূরো দেবং বেদ্ধুমনা ভবৎ॥

চিত্র, বিচিত্র, পুরুষ, পুরুষেচ্ছাকর, পুরুষসংযোগ প্রধান গুণকর্ত্তা, প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, কৃতাকৃতের সৎকর্ত্তা, ফলসংযোগদাতা, কালজ্ঞ, সর্ব্বনিয়মকারী, বৈষম্যকর্ত্ত, ও গুণবৃত্তিদাতা, তাঁহাকে আমরা বারম্বার নমস্কার করি। হে দেবেশ! হে ভূতভাবন! হে সৌম্যমুখ! হে প্রভো! আমাদিগের দৃষ্টিতে তুমি সৌম্যভাবে অবস্থান কর। ১—২৩। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ জগৎপতি উমাপতি এইরূপে দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সুরগণ! দেবগণের দর্শনে সর্ব্বদাই আমি সৌম্য ও সুখদ। তোমরা বর গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই আমি তাহা দান করিব। ব্রহ্মা কহিলেন,—সুরগণ তখন প্রণত হইয়া ত্রিলোচনকে বলিলেন, হে ভগবন্! এই বর এক্ষণে আপনারই হস্তে থাকুক, আমাদের যখন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখনই আমরা ঐ ঈপ্সিত বর আপনার নিকট হইতে চাহিয়া লইব। ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্ হর তাঁহাদিগকে 'এবমস্ত' এই বলিয়া বিদায় দিলেন এবং প্রমথগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। যে ব্যক্তি এই অপূর্ব্ব হর-বিবাহোৎসব দেবগণ-সমক্ষে গান করে, সে দেহবিপর্য্যয়ে গণেশতুল্য হইয়া সুখী হয়। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! যে জন এই স্তব শ্রবণ বা পাঠ করে, দেবগণ কর্ত্তৃক অমরপতির ন্যায় সর্ব্বত্রই সে স্তুত হইয়া থাকে। ২২—৩০।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবদেব স্ব-ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক বরাসনে উপবিষ্ট হইলে, সেই ক্রূরমনা মন্মথ তাঁহাকে প্রহার করিতে মনস্থ

তমনাচারসংযুক্তং দুরাত্মানং কুলাধমম্।
লোকান্ সর্ব্বান্ পীড়য়ন্তং সর্ব্বাঙ্গাবরণাত্মকম্ ॥২
ঋষীণাং বিঘ্নকর্ত্তারং নিয়মানাং ব্রতৈঃ সহ।
চক্রাহ্বয়স্য রূপেণ রত্যা সহ সমাগতম্ ॥ ৩
অথাততায়িনং বিপ্রা বেদ্ধুকামং সুরেশ্বরঃ।
নয়নেন তৃতীয়েন সাবজ্ঞং সমবৈক্ষত ॥ ৪
ততোহস্য নেত্রজো বহ্নির্জ্বালামালাসহস্রবান্।
সহসা রতিভর্ত্তারমদহৎ সপরিচ্ছদম্ ॥ ৫
স দহ্যমানঃ করুণমার্ত্তোঽক্রোশত বিস্বরম্।
প্রসাদয়ংশ্চ তং দেবং পপাত ধরণীতলে ॥ ৬
অথ সোঽগ্নিপরীতাঙ্গো মন্মথো লোকতাপনঃ।
পপাত সহসা মূর্চ্ছাং ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ৭
পত্নী তু করুণং তস্য বিললাপ সুদুঃখিতা।
দেবীং দেবঞ্চ দুঃখার্ত্তা অযাচৎ করুণাবতী ॥৮
তস্যাশ্চ করুণং জ্ঞাত্বা দেবৌ তৌ করুণাত্মকৌ
তাং সমালোক্য সমাশ্বাস্য চ দুঃখিতাম্ ॥

উমামহেশ্বরাবূচতুঃ।
দগ্ধ এব ধ্রুবং ভদ্রে নাস্যোৎপত্তিরিহেষ্যতে।
অশরীরোঽপি তে ভদ্রে কার্য্যং সর্ব্বং করিষ্যতি
যদা তু বিষ্ণুর্ভগবান্ বসুদেবসুতঃ শুভে।
তদা তস্য সুতো যশ্চ পতিস্তে সম্ভবিষ্যতি ॥১০

ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ সা তু বরং লব্ধ্বা কামপত্নী শুভাননা।
জগামেষ্টং তদা দেশং প্রীতিযুক্তা গতক্লমা ॥১২
দগ্ধ্বা কামং ততো বিপ্রাঃ স তু দেবো বৃষধ্বজঃ
রেমে তত্রোময়া সার্দ্ধং প্রহৃষ্টস্তু হিমাচলে ॥১৩
কন্দরেষু চ রম্যেষু পদ্মিনীষু গুহাসু চ।
নির্ঝরেষু চ রম্যেষু কর্ণিকারবনেষু চ ॥ ১৪
নদীতীরেষু কান্তেষু কিন্নরাচরিতেষু চ।
শৃঙ্গেষু শৈলরাজস্য তড়াগেষু সরঃসু চ ॥ ১৫
বনরাজিষু রম্যাসু নানাপক্ষিরুতেষু চ।
তীর্থেষু পুণ্যতোয়েষু মুনীনামাশ্রমেষু চ ১৬
এতেষু পুণ্যেষু মনোহরেষু
দেশেষু বিদ্যাধরভূষিতেষু।

করিল। ঐ মন্মথ দুরাচার, দুরাত্মা ও কুলাধম; সর্ব্বলোককে পীড়ন করাই উহার স্বভাব; উহা ঋষিগণের ব্রত ও নিয়মের বিঘ্নকর। মন্মথ তখন চক্রবাকদম্পতির রূপ ধরিয়া রতির সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হে বিপ্রগণ! সুরেশ্বর সেই আততায়ীকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া অবজ্ঞার সহিত তৃতীয় নয়ন দ্বারা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর তাঁহার নেত্রজাত হুতাশন সহস্র সহস্র জ্বালামালায় প্রদীপ্ত হইয়া সহসা সেই রতিপতিকে সপরিচ্ছদে ভস্মীভূত করিল। মদন তখন দহ্যমান হইয়া করুণকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল এবং দেবদেবকে প্রসাদিত করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই অগ্নিব্যাপ্তদেহ, লোকতাপন মন্মথ ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইল। মদনপত্নী রতি তখন অতি দুঃখে, বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ ও ভগবতীর নিকট পতির প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। তাঁহাকে দুঃখার্ত্ত দেখিয়া দেব ও দেবী দয়া-

পরবশ হইয়া আশ্বাসদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভদ্রে! তোমার পতি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার আর উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু শরীরবিহীন হইয়াও তোমার পতি সমস্ত কার্য্য করিবে। হে শুভে! যখন ভগবান্ বিষ্ণু বসুদেব-সুত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন তাঁহার পুত্র তোমার পতি হইবেন।১—১০। ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর শুভাননা কামপত্নী বর লাভ করিয়া মুদিত ও বিগতক্লম হইয়া অভীষ্ট দিকে প্রস্থান করিলেন। হে বিপ্রগণ! এদিকে বৃষধ্বজ কামকে দগ্ধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে উমার সহিত হিমাচলে রমণ করিতে লাগিলেন। রম্য রম্য কন্দর, জলাশয়, গুহা, নির্ঝর, রমণীয় কর্ণিকার বন, কমনীয় নদীতীর, কিন্নরসেবিত রম্য দেশ, শৈলরাজের শৃঙ্গসমূহ, তড়াগ, সরোবর সকল, রমণীয় বনরাজি, নানাপক্ষি-নাদিত পুণ্য জলময় তীর্থসকল ও পবিত্র মুনিজনাশ্রম, এই সকল পুণ্যময় মনোহর

গন্ধর্ব্বযক্ষামরসেবিতেষু
রেমে স দেব্যা সহিতস্ত্রিনেত্রঃ ॥ ১৭
দেবৈঃ সহেন্দ্রৈর্ম্মুনিযক্ষসিদ্ধৈ-
র্গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরদৈত্যমুখ্যৈঃ।
অন্যৈশ্চ সর্ব্বৈর্বিবিধৈর্ব্বৃতোঽসৌ
তস্মিন্নগে হর্ষমবাপ শম্ভুঃ ॥ ১৮
নৃত্যন্তি তত্রাপ্সরসঃ সুরেশা
গায়ন্তি গন্ধর্ব্বগণাঃ প্রহৃষ্টাঃ।
দিব্যানি বাদ্যান্যথ বাদয়ন্তি
কেচিদ্দ্রুতং দেববরং স্তবন্তি ॥ ১৯
এবং স দেবঃ স্বগণৈরুপেতো
মহাবলৈঃ শক্রযমাগ্নিতুল্যৈঃ।
দেব্যাঃ প্রিয়ার্থং ভগনেত্রহন্তা
গিরিং ন তত্যাজ তদা মহাত্মা ॥ ২০

ঋষয় উচুঃ।

দেব্যা সমং তু ভগবাংস্তিষ্ঠংস্তত্র স কামহা।
অকরোৎ কিং মহাদেব এতদিচ্ছাম বেদিতুম্

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবান্ হিমবচ্ছৃঙ্গে স হি দেব্যাঃ প্রিয়েচ্ছয়া।
গণৈশ্চৈর্বিবিধাকারৈর্হাসং সঞ্জনয়ন্ মুহুঃ ॥ ২২
দেবীং বালেন্দুতিলকো রময়ংশ্চ ররাম চ।
মহানুভাবৈঃ সর্ব্বজ্ঞৈঃ কামরূপধরৈঃ শুভৈঃ ॥২৩
অথ দেব্যাসসাদৈকা মাতরং পরমেশ্বরী।
আসীনাং কাঞ্চনে শুভ্র আসনে পরমাদ্ভুতে ॥
অথ দৃষ্ট্বা সতীং দেবীমাগতাং সুররূপিণীম্।
আসনেন মহার্হেণাসম্পাদয়দনিন্দিতাম্ ॥
আসীনাং তামথোবাচ মেনা হিমবতঃ প্রিয়া।

মেনোবাচ।

চিরস্যাগমনং তেঽদ্য বদ পুত্রি শুভেক্ষণে।
দরিদ্রা ক্রীড়নৈস্ত্বং হি ভর্ত্রা ক্রীড়সি সঙ্গতা ॥
যে দরিদ্রা ভবন্তি স্ম তথৈব চ নিরাশ্রয়াঃ।
উমে ত এবং ক্রীড়ন্তি যথা তব পতিঃ শুভে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সৈবমুক্তাথ মাত্রা তু নাতিহৃষ্টমনাভবৎ।
মহত্যা ক্ষময়া যুক্তা ন কিঞ্চিত্তামুবাচ হ ॥

-দেশে এবং এতদ্ভিন্ন বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অমরসেবিত অন্যান্য রম্য প্রদেশে ত্রিনেত্র গিরিপুত্রীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিগণ, যক্ষ-গণ, সিদ্ধগণে, বিদ্যাধরগণ ও প্রধান প্রধান দৈত্যগণ পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শম্ভু, সেই হিমাচলে [illegible] প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। [illegible] নৃত্য করিতে লাগিল। [illegible] ন। গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ [illegible] রে গান করিতে লাগিল [illegible] দেবদেবকে স্তব করিতে [illegible] ইরূপে সেই মহাত্মা ভগনেত্র-[illegible] ন্দ্র, যম ও অনলতুল্য মহাবল [illegible] রবৃত হইয়া দেবীর প্রীতির নিমিত্ত হিমগিরিকে আর পরিত্যাগ করিলেন না। ১৭—২০। ঋষিগণ কহিলেন, ভগবান্ কামনিষূদন মহাদেব দেবীর সহিত সেখানে বাস করিয়া কি কার্য্য করিলেন? তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ চন্দ্রমৌলি দেবীর প্রিয়-কামনায় সেই হিমাচলশৃঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ গণেশমূর্ত্তি ধারণ করত পুনঃপুনঃ তদীয় হর্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল কামমূর্ত্তিধর মহানুভব সর্ব্বজ্ঞ গণেশমূর্ত্তি দ্বারা দেবীকে আনন্দিত করত নিজেও আনন্দিত হইলেন। একদা পরমে-শ্বরী অপূর্ব্ব হৈমাসনে সমাসীনা স্বীয় মাতা-মেনার নিকট গমন করিলেন। মেনা সেই সুররূপিণী সতীকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার বসিবার নিমিত্ত এক মহামূল্য আসন প্রদান করিলেন। হরপ্রিয়া উপবেশন করিলে, হিমাচল-প্রিয়া তাঁহাকে বলিলেন, অয়ি প্রিয়-দর্শনে পুত্রি! তুমি আজ অনেক দিন পরে আসিলে; বল, তোমাদের মঙ্গল সংবাদ বল। তুমি দরিদ্রা হইয়াও ভর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাক ত? হে উমে! যাহারা নিরাশ্রয় দরিদ্র হয়, হে শুভে! তোমার পতির ন্যায় তাহারা ক্রীড়া করিয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন, মাতা এই কথা

বিসৃষ্টা চ তদা মাত্রা গত্বা দেবমুবাচ হ ॥ ২৮

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ নেহ বৎস্যামি ভূধরে।
অন্যং কুরু মমাবাসং ভুবনেষু মহাদ্যুতে ॥ ২৯

দেব উবাচ।

সদা ত্বমুচ্যমানা বৈ ময়া বাসার্থমীশ্বরি।
অন্যং ন রোচিতবতী বাসং বৈ দেবি কর্হিচিৎ
ইদানীং স্বয়মেব ত্বং বাসমন্যত্র শোভনে।
কস্মান্মৃগয়সে দেবি ব্রূহি তন্মে শুচিস্মিতে ॥

দেব্যুবাচ।

গৃহং গতাস্মি দেবেশপিতুরদ্য মহাত্মনঃ।
দৃষ্টা চ তত্র মে মাতা বিজনে লোকভাবনে ॥৩২
আসনাদিভিরভ্যর্চ্চ্য সা মামেবমভাষত।
উমে তব সদা ভর্ত্তা দরিদ্রঃ ক্রীড়নৈঃ শুভে॥৩৩
ক্রীড়তে ন হি দেবানাং ক্রীড়া ভবতি তাদৃশী
যৎ কিল ত্বং মহাদেব গণৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ॥
রমসে তদনিষ্টং হি মম মাতুর্বৃষধ্বজ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

ততো দেবঃ প্রহস্যাহ দেবীং হাসয়িতুং প্রভুঃ ॥

দেব উবাচ।

এবমেব ন সন্দেহঃ কস্মান্মন্যুরভূত্তব।
কৃত্তিবাসা হ্যবাসাশ্চ শ্মশাননিলয়শ্চ হ ॥ ৩৬
অনিকেতো হ্যরণ্যেষু পর্ব্বতানাং গুহাসু চ।
বিচরামি গণৈর্নগ্নৈর্বৃতোঽম্ভোজবিলোচনে ॥ ৩৭
মা ক্রুধো দেবি মাত্রে ত্বং তথ্যং মাতাবদত্তব।
ন হি মাতৃসমো বন্ধুর্জন্তূনামস্তি ভূতলে ॥ ৩৮

দেব্যুবাচ।

ন মেঽস্তি বন্ধুভিঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং সুরবরেশ্বর।
তথা কুরু মহাদেব যথাহং সুখমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বা স দেব্যা বচনং সুরেশ-
স্তস্যাঃ প্রিয়ার্থে স্বগিরিং বিহায়।

কহিলে, সতী নীতিহৃষ্টমনে মহতী ক্ষমার সহিত কোনই উত্তর করিলেন না; তিনি মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব-ভবনে গমনপূর্ব্বক পতিদেবের সমীপে গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্ দেবদেব! আমি এ ভূধরে আর বাস করিব না; হে মহাদ্যুতে! ভুবন মধ্যে আরও কত স্থান আছে, আমার অনুরোধে আপনি তাহারই কোন এক স্থানে গিয়া বাস করুন। দেবদেব বলিলেন, হে ঈশ্বরি! অন্যত্র বাস করিবার জন্য আমি তোমায় সর্ব্বদাই বলিতাম; কিন্তু তোমার তখন অন্যত্র বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। এখন তুমি নিজেই আবার অন্য স্থানে গিয়া বাস করিতে চাহিতেছ; বল দেবি! কেন সহসা তোমার এরূপ রুচিপরিবর্ত্তন হইল? দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি অদ্য মহাত্মা পিতার গৃহে গিয়াছিলাম। মাতা আমাকে নির্জ্জন স্থানে দেখিতে পাইয়া আসনাদি-দানে সমাদরপূর্ব্বক কহিলেন, হে শুভে! তোমার ভর্ত্তা চির দরিদ্র হইয়াও ক্রীড়া করেন, কিন্তু দেবসমাজের মধ্যে তাদৃশ ক্রীড়া কেহই করেন না। হে বৃষভ-ধ্বজ! আপনি গণসমূহ দ্বারা যে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আমার মাতার তাহা একা-ন্তই অনভিপ্রেত। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগ-বান্ মহাদেব তখন হাস্য করিয়া দেবীকে হাসাইবার নিমিত্ত বলিলেন, তোমার মাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার ইহাতে দৈন্য বা ক্রোধ হয় কেন? আমি ত চিরদিনই কৃত্তিবাস, দিগম্বর ও শ্মশানবাসী, আমার কোথাও গৃহ নাই। আমি চিরকালই বনে বনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে উলঙ্গ ভূতগণ লইয়া বিচরণ করি। অতএব হে নলিননেত্রে! তুমি মাতার উপর ক্রোধ করিও না; তিনি ত সত্য; কথাই বলিয়াছেন। জানিবে—[illegible] মাতার সমান বন্ধু নাই। দেবী কহিলেন, হে সুরবর-পতে! আমার বন্ধুবান্ধবে প্রয়োজন নাই; যাহাতে আমি সুখে বাস করিতে পারি, হে মহাদেব! তাহাই আপনি করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবীর কথা শুনিয়া মহাদেব তাঁহার

জগাম মেরুং সুরসিদ্ধসেবিতং
ভার্য্যাসহায়ঃ স্বগণৈশ্চ যুক্তঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে উমা-মহেশ্বরয়োর্হিমবৎ-
পরিত্যাগো নামাষ্টত্রিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রাচেতসস্য দক্ষস্য কথং বৈবস্বতেঽন্তরে।
বিনাশমগমদ্ ব্রহ্মন্ হয়মেধঃ প্রজাপতেঃ ॥ ১
দেব্যা মন্যুকৃতং বুদ্ধা ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বাত্মকঃ প্রভুঃ।
কথং বিনাশিতো যজ্ঞো দক্ষস্যামিততেজসঃ ॥ ২
মহাদেবেন রোষাদ্বৈ তন্নঃ প্রব্রূহি বিস্তরাৎ।

ব্রহ্মোবাচ।

বর্ণয়িষ্যামি বো বিপ্রা মহাদেবেন বৈ যথা।
ক্রোধাদ্বিধ্বংসিতো যজ্ঞোদব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া
পুরা মেরোর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যপূজিতম্
জ্যোতিঃস্থলং নাম চিত্রং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
তত্র দেবো গিরিতটে সর্ব্বধাতুবিচিত্রিতে ॥ ৫
পর্য্যঙ্ক ইব বিস্তীর্ণ উপবিষ্টো বভূব হ।
শৈলরাজসুতা চাস্য নিত্যং পার্শ্বস্থিতাভবৎ ॥ ৬
আদিত্যাশ্চ মহাত্মানো বসবশ্চ মহৌজসঃ।
তথৈব চ মহাত্মানাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥ ৭
তথা বৈশ্রবণো রাজা গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ।
যক্ষাণামীশ্বরঃ শ্রীমান্ কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৮
উপাসতে মহাত্মানমুশনা চ মহামুনিঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ৯
অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা দেবর্ষয়োঽপি চ।
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথা নারদপর্ব্বতৌ ॥ ১০
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্চ সমাজগ্মুরনেকশঃ।
ববৌ সুখশিবো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ১১
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতঃ পুষ্পবন্তোঽভবন্ দ্রুমাঃ।
তথা বিদ্যাধরাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চৈব তপোধনাঃ
মহাদেবং পশুপতিং পর্য্যুপাসত তত্র বৈ।
ভূতানি চ তথান্যানি নানারূপধরাণ্যথ ॥ ১৩

প্রিয়কামনায় স্বীয় গিরি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়া ও প্রিয়পরিজন গণবৃন্দ সহ সুরসিদ্ধ-সেবিত সুমেরু শৈলে প্রস্থান করিলেন। ২১—৪০।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষপ্রজাপতির অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল? সর্ব্বাত্মা দেবদেব, দেবীর দৈন্য ও ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে কিরূপে অমিততেজা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন? ভগবন্! তাহা আমাদিগকে বিস্তৃতরূপে বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন হে বিপ্রগণ! দেবীর প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যে প্রকারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সুমেরুগিরির জ্যোতিঃস্থল নামে এক সর্ব্বরত্নমণ্ডিত বিচিত্র শৃঙ্গ আছে। ঐ শৃঙ্গ ত্রিলোকপূজ্য, অপ্রমেয়, অনাধৃষ্য ও সর্ব্বজনের নমস্কৃত। পুরাকালে দেবদেব শঙ্কর ঐ সর্ব্বধাতুচিত্রিত পর্য্যঙ্কবৎ সুবিস্তীর্ণ গিরিতটে একদা একাকী উপবিষ্ট আছেন। নিয়তসন্নিহিতা গিরিনন্দিনীও তাঁহার পার্শ্বভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন। মহাত্মা আদিত্যগণ, মহৌজা বসুগণ, ভিষগ্বর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং গুহ্যক-পরিবৃত যক্ষপতি কৈলাসবাসী রাজা বৈশ্রবণ তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতেছেন। এই সময় মহামুনি উশনা, সনৎকুমারপ্রমুখ মহর্ষিগণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ এবং গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত, ও অপ্সরোগণ, সেখানে সমাগত হইলেন। নানাগন্ধবহ পবিত্র সুখস্পর্শ শুভ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। দ্রুমরাজি সর্ব্ব ঋতুর কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করিল। বিদ্যাধর, সিদ্ধ, সাধ্য, তপোধন এবং নানারূপধারী অন্যান্য ভূতগণ,

রাক্ষসাশ্চ মহারৌদ্রাঃ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
বহুরূপধরা ধৃষ্টা নানাপ্রহরণায়ুধাঃ ॥ ১৪
দেবস্যানুচরাস্তত্র তস্থুর্বৈশ্বানরোপমাঃ।
নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ দেবস্যানুমতে স্থিতঃ ॥১৫
প্রগৃহ্য জ্বলিতং শূলং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভবা ॥১৬
পর্য্যুপাসন্ত তং দেবং রূপিণী দ্বিজসত্তমাঃ।
এবং স ভগবাংস্তত্র পূজ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ ॥ ১৭
দেবৈশ্চ সুমহাভাগৈর্মহাদেবো ব্যতিষ্ঠত।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥১৮
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন যক্ষ্যমাণোঽভ্যপদ্যত।
ততস্তস্য মখে দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ ॥১৯
স্বর্গস্থানাদথাগম্য দক্ষমাপেদিরে তথা।
তে বিমানৈর্মহাত্মানো জ্বলদ্ভির্জ্বলনপ্রভাঃ ॥২০
দেবস্যানুমতেঽগচ্ছন্ গঙ্গাদ্বারমিতি শ্রুতিঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাকীর্ণং নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥ ২১
ঋষিসিদ্ধৈঃ পরিবৃতং দক্ষং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ যে চ স্বর্লোকবাসিনঃ ॥২২
সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সর্ব্বে মরুদ্গণাঃ
বিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব্ব আগতা যজ্ঞভাগিনঃ।
উষ্মপা ধূমপাশ্চৈব আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা ॥২৪
অশ্বিনৌ মরুতশ্চৈব নানাদেবগণৈঃ সহ।
এতে চান্যে চ বহবো ভূতগ্রামাস্তথৈব চ ॥২৫
জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব তথৈব স্বেদজোদ্ভিদঃ।
আগতাঃ সত্রিণঃ সর্ব্বে দেবাঃস্ত্রীভিঃ সহর্ষিভিঃ
বিরাজন্তে বিমানস্থা দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা মন্যুনাবিষ্টো দধীচির্বাক্যমব্রবীৎ॥২৭

দধীচিরুবাচ।

অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা তু বিপ্রর্ষিঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ২৯

দধীচিরুবাচ।

পূজ্যঞ্চ পশুভর্ত্তারং কস্মান্নার্চ্চয়সে প্রভুম্ ॥৩০

মহারৌদ্র রাক্ষসগণ, মহাবল পিশাচগণ, নানাপ্রহরণধারী নানাকার বৈশ্বানরপ্রতিম দেবানুচরগণ, প্রজ্বলিত শূলধারী মহাদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী ভগবান্ নন্দীশ্বর ও সর্ব্বতীর্থ-জলময়ী মূর্ত্তিমতী সরিদ্বরা গঙ্গা, ইঁহারা সকলেই পশুপতি মহাদেবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে ভগবান্ দেবদেব সুরর্ষি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া অবস্থান করিতে-ছিলেন। এই কালে দক্ষ প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত বিধানে যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতারা স্বর্গ স্থান হইতে আগমনপূর্ব্বক দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলেন। শুনিয়াছি, সেই সকল অনলোপম মহাত্মগণ বিমানসমূহে আরোহণ করিয়া নানা দ্রুম-লতাকীর্ণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোধিষ্ঠিত গঙ্গা-দ্বারে আগমন করেন। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ তখন ঋষি ও সিদ্ধগণে পরিবৃত হইলেন। ভূতলে, আকাশে ও স্বর্গলোকে যে সকল লোক বাস করেন, তাঁহারা সকলেই প্রাঞ্জলি হইয়া দক্ষ প্রজাপতির উপাসনা করিতে লাগিলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুৎ প্রভৃতি যে সকল যজ্ঞভাগী দেবগণ, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর সহিত আগমন করি-লেন। উষ্মপা, ধূমপা, আজ্যপা সোমপা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণ, এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি অন্যান্য বহু ভূতগ্রাম দেবগণ সহ সমাগত হইলেন। যজ্ঞকর্ত্তা ঋষিগণ এবং সস্ত্রীক বহুদেবতা আসিলেন; তাঁহারা বিমানস্থ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই সমাগত যজ্ঞদর্শকদিগকে দেখিয়া দধীচি মুনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,— অপূজ্যের পূজা এবং পূজ্য জনের পূজা না করিলে লোকে মহাপাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।১-২৮ ব্রহ্মা কহিলেন, বিপ্রর্ষি এই কথা কহিয়া পুনরায় দক্ষকে বলিলেন,— পশুপতি সর্ব্বপূজ্য; তাঁহার পূজা করিতেছ

দক্ষ উবাচ।
সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ।
একাদশস্থানগতা নান্যং বিদ্মো মহেশ্বরম্‌ ॥ ৩১
দধীচিরুবাচ।
সর্ব্বেষামেকমন্ত্রোঽয়ং মমেশো ন নিমন্ত্রিতঃ।
যথাহং শঙ্করাদূর্দ্ধং নান্যং পশ্যামি দৈবতম্‌।
তথা দক্ষস্য বিপুলো যজ্ঞোঽয়ং ন ভবিষ্যতি ॥
দক্ষ উবাচ।
বিষ্ণোশ্চ ভাগা বিবিধাঃ প্রদত্তা-
স্তথা চ রুদ্রেভ্য উত প্রদত্তাঃ।
অন্যেঽপি দেবা নিজভাগযুক্তা
দদামি ভাগং ন তু শঙ্করায় ॥ ৩৩
ব্রহ্মোবাচ।
গতাস্তু দেবতা জ্ঞাত্বা শৈলরাজসুতা তদা।
উবাচ বচনং শর্ব্বং দেবং পশুপতিং পতিম্‌ ॥৩৪
উমোবাচ।
ভগবন্‌ কুত্র যান্ত্যেতে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
ব্রূহি তত্ত্বেন তত্ত্বজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্‌ ॥ ৩৫

মহেশ্বর উবাচ।
দক্ষো নাম মহাভাগো প্রজানাং পতিরুত্তমঃ।
হয়মেধেন যজতে তত্র যান্তি দিবৌকসঃ ॥ ৩৬
দেব্যুবাচ।
যজ্ঞমেতং মহাভাগ কিমর্থং নানুগচ্ছসি।
কেন বা প্রতিষেধেন গমনং তে ন বিদ্যতে ॥
মহেশ্বর উবাচ।
সুরৈরেব মহাভাগে সর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতম্‌।
যজ্ঞেষু মম সর্ব্বেষু ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥ ৩৮
পূর্ব্বাগতেন গন্তব্যং মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ ॥৩৯
উমোবাচ।
ভগবন্‌ সর্ব্বদেবেষু প্রভাবাত্যধিকো গুণৈঃ।
অজেয়শ্চাপ্যধৃষ্যশ্চ তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ৪০
অনেন তু মহাভাগ প্রতিষেধেন ভাগতঃ।
অতীব দুঃখমাপন্না বেপথুশ্চ মহানয়ম্‌ ॥ ৪১
কিং নাম দানং নিয়মং তপো বা
কুর্য্যামহং যেন পতির্মমাদ্য।

না কেন? দক্ষ কহিল, আমার এখানে বহু রুদ্র আছেন, তাঁহারাও সকলেই শূলী ও কপর্দ্দী, তাঁহাদের সংখ্যা একাদশ, তাঁহাদিগকেই জানি, তদ্ভিন্ন মহেশ্বরকে আমি জানি না। দধীচি কহিলেন, সকলেরই পরমারাধ্য মদীয় ঈশ্বর শঙ্কর নিমন্ত্রিত হন নাই, আমি যদি শঙ্কর ভিন্ন অন্য দেবতাকে না জানিয়া থাকি তাহা হইলে আমার সেই সত্যবলে দক্ষের এই বিপুল যজ্ঞ স্থায়ী হইবে না। দক্ষ কহিলেন, বিষ্ণুর বিবিধ ভাগ প্রদত্ত হইয়াছে এবং রুদ্রদিগকে যজ্ঞভাগ দান করিয়াছি, অন্যান্য দেবগণও স্ব স্ব ভাগ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করকে আমি তদীয় ভাগ দান করিব না। ব্রহ্মা কহিলেন,—এদিকে পিতৃযজ্ঞে সকল দেবতাই গিয়াছেন, শৈলসুতা এ কথা জানিতে পারিয়া স্বীয় পতি পশুপতিকে বলিলেন, ভগবন্‌! এই ইন্দ্রাদি সুরগণ কোথায় যাইতেছেন। হে তত্ত্বজ্ঞ! আপনি তাহা যথাযথ বলুন, আমার এ বিষয়ে মহাসংশয় উপস্থিত। মহেশ্বর কহিলেন, হে মহাভাগে! প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, দেবগণ সেই যজ্ঞক্ষেত্রে যাইতেছেন। দেবী কহিলেন, হে মহাভাগ! এ যজ্ঞে আপনি যাইতেছেন না কেন? আপনার গমনে কোন্‌ বিঘ্ন উপস্থিত? মহেশ্বর কহিলেন, সুরগণ সকলে মিলিয়াই এই সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সর্ব্বযজ্ঞেই আমরা ভাগ কল্পনা রহিত হইয়াছে। হে বরবর্ণিনি! পূর্ব্বাগত পথেই আমাকে চলিতে হইবে। সুরগণ আমায় যজ্ঞভাগ দান করিবেন না। উমা কহিলেন, ভগবন্‌! গুণে এবং প্রভাবে সর্ব্বদেব মধ্যে আপনিই প্রধান। তেজ, যশ ও শ্রী দ্বারা সকলেরই আপ[illegible], অজেয় এবং অধৃষ্য। হে মহাভা[illegible]পনাকে এই যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত[illegible] আমি অতি দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম এবং আমার দেহে মহাকম্প উপস্থিত হইল। আমি এমন কি দান, নিয়ম বা তপস্যা করিব

লভেত ভাগং ভগবানচিন্ত্যো
যজ্ঞস্য চেন্দ্রাত্তমরৈর্বিভক্তম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মোবাচ।
এবং ব্রুবাণাং ভগবান্ বিচিন্ত্য
পত্নীং প্রহৃষ্টঃ ক্ষুভিতামুবাচ।
মহেশ্বর উবাচ।
ন বেৎসি মাং দেবি কৃশোদরাঙ্গি
কিং নাম যুক্তং বচনং তবেদম্ ॥ ৪৩
অহং বিজানামি বিশালনেত্রে
ধ্যানেন সর্ব্বে চ বিদন্তি সন্তঃ।
মমাত্ত মোহেন সহেন্দ্রদেবা
লোকত্রয়ং সর্ব্বমথো বিনষ্টম্ ॥ ৪৪
মামধ্বরেশং নিতরাং স্তবন্তি
রথন্তরং সাম গায়ন্তি মহ্যম্।
মাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মমন্ত্রৈর্যজন্তি
মমাধ্বর্য্যবঃ কল্পয়ন্তে চ ভাগম্ ॥ ৪৫
দেব্যুবাচ।
বিকত্থসে প্রাকৃতবৎ শর্ব্ব স্ত্রীজনসংসদি।
স্তৌষি গর্ব্বায়সে চাপি স্বমাত্মানং ন সংশয়ঃ ॥

ভগবানুবাচ।
নাত্মানং স্তৌমি দেবেশি যথা ত্বমনুগচ্ছসি।
সংস্রক্ষ্যামি বরারোহে ভাগার্থে বরবর্ণিনি ॥ ৪৭
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ পত্নীমুমাং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্।
সোঽসৃজদ্ভগবান্ বক্ত্রাদ্ভূতং ক্রোধাগ্নিসম্ভবম্ ॥
তমুবাচ মখং গচ্ছ দক্ষস্য ত্বং মহেশ্বর।
নাশয়াশু ক্রতুং তস্য দক্ষস্য মদনুজ্ঞয়া ॥ ৪৯
ব্রহ্মোবাচ।
ততো রুদ্রপ্রযুক্তেন সিংহবেষেণ লীলয়া।
দেব্যা মন্যুকৃতং জ্ঞাত্বা হতো দক্ষস্য স ক্রতুঃ ॥
মন্যুনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।
আত্মনঃ কর্ম্মসাক্ষিত্বে তেন সার্দ্ধং সহানুগা ॥৫১
স এষ ভগবান্ ক্রোধঃ প্রেতাবাসকৃতালয়ঃ।
বীরভদ্রেতি বিখ্যাতো দেব্যা মন্যুপ্রমার্জ্জকঃ
সোঽসৃজদ্রোমকূপেভ্য আত্মনৈব গণেশ্বরান্।
রুদ্রানুগানগণান্রৌদ্রানরুদ্রবীর্য্যপরাক্রমান ॥
রুদ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রুদ্রপরাক্রমাঃ।

যাহাতে আমার অচিন্ত্যমূর্ত্তি ভগবান্ ভূতপতি ইন্দ্রাদি দেবগণসহ যজ্ঞভাগ্ লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মা কহিলেন, পত্নী এইরূপ কহিয়া ক্ষুভিত-হৃদয়ে অবস্থান করিলে ভগবান্ হর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অয়ি দেবি, কৃশোদরি! তুমি আমার তত্ত্ব জান না। তোমার এরূপ কথা বলা কি যুক্তিযুক্ত হইল? হে বিশালনয়নে! আমি বিলক্ষণ জানি, ইন্দ্রাদি দেবগণসহ সমস্ত সাধু পুরুষেরাই ধ্যান দ্বারা মদীয় তত্ত্ব বিদিত হইয়া থাকেন। আমার কোপে সমস্ত ত্রিলোকই বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণ আমাকেই যজ্ঞেশ্বররূপে স্তব করেন। আমারই উদ্দেশে রথন্তর সাম গীত হয় এবং অধ্বর্য্যুগণ ব্রহ্মমন্ত্রে আমার অর্চ্চনা করেন ও আমার জন্য যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন। দেবী কহিলেন,—হে শর্ব্ব! তুমি স্ত্রী-সমাজে প্রাকৃত জনের ন্যায় আত্মশ্লাঘা করিতেছ এবং নিজেই নিজকে স্তব করিতেছ, ও গর্ব্ব করিতেছ। ২৯-৪৬। ভগবান্ কহিলেন, হে দেবেশি! আমি আত্ম-স্তুতি করিতেছি না, হে বরারোহে! তুমি দেখ, এখনি আমি মদীয় ভাগ রক্ষার্থ এক প্রাণী সৃষ্টি করিতেছি। ব্রহ্মা কহিলেন, —ভগবান মহেশ্বর প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে এই কথা কহিয়া বক্ত্র হইতে স্বীয় ক্রোধাগ্নি-সম্ভূত এক ভূত সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—তুমি আমার আজ্ঞায় দক্ষযজ্ঞে যাও, যাইয়া সত্বর সেই যজ্ঞ ধ্বংস কর। ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর রুদ্রপ্রযুক্ত সিংহবেশধারী সেই ভূত গমনোদ্যত হইলে, মনে হইল—দক্ষের যজ্ঞ যেন তখনি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। মহাভীমা মহেশ্বরী ভদ্রকালী স্বীয় কর্ম্মসাক্ষিরূপে তাহার সহচারিণী হইলেন। সেই শ্মশানবাস-নিরত মূর্ত্তিমান ভগবান্ ক্রোধ বীরভদ্র আখ্যায় অভিহিত হইলেন। বীরভদ্র, নিজেই নিজের রোমকূপ হইতে বহু সংখ্যক রুদ্রানুচর রুদ্র প্রকৃতি রুদ্রবীর্য্যশালী

ন্তে নিপেতুস্তত্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৬৪
ততঃ কিলকিলাশব্দ আকাশং পূরয়ন্নিব।
সমভূৎ সুমহান্ বিপ্রাঃ সর্ব্বরুদ্রগণৈঃ কৃতঃ॥
তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
পর্ব্বতাশ্চ ব্যশীর্য্যন্ত চকম্পে চ বসুন্ধরা॥ ৫৬
মরুতশ্চ ববুঃ ক্রূরাশ্চুক্ষুভে বরুণালয়ঃ।
অগ্নয়ো বৈ ন দীপ্যন্তে ন চাদীপ্যত ভাস্করঃ॥
গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ।
ঋষয়ো ন প্রভাসন্তে ন দেবা ন চ দানবাঃ॥৫৮
এবং হি তিমিরীভূতে নির্দ্দহন্তি গণেশ্বরাঃ।
প্রভঞ্জন্ত্যপরে যূপান্ ঘোরানুৎপাটয়ন্তি চ॥ ৫৯
প্রণদন্তি তথা চান্যে বিকুর্ব্বন্তি তথা পরে।
ত্বরিতং বৈ প্রধাবন্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ॥৬০
চূর্ণ্যন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যজ্ঞস্যায়তনানি চ।
শীর্য্যমাণান্যদৃশ্যন্ত তারা ইব নভস্তলাৎ॥ ৬১
দিব্যান্নপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
ক্ষীরনদ্যস্তথা চান্যা ঘৃতপায়সকর্দ্দমাঃ॥ ৬২
মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ।
ষড় রসান্নিবহন্ত্যন্যা গুড়কুল্যা মনোরমাঃ॥৬৩
উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
যানি কানি চ দিব্যানি লেহ্যচোষ্যাণি যানি চ
ভুঞ্জন্তি বিবিধৈর্বক্ত্রৈর্বিলুম্পন্তি ক্ষিপন্তি চ।
রুদ্রকোপা মহাকোপাঃ কালাগ্নিসদৃশোপমাঃ॥
ভক্ষয়ন্তোঽথ শৈলাভা ভীষয়ন্তশ্চ সর্ব্বতঃ।
ক্রীড়ন্তি বিবিধাকারাশ্চিক্ষিপুঃ সুরযোষিতঃ॥
এবং গণাশ্চ তৈর্যুক্তো বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্।
রুদ্রকোপপ্রযুক্তশ্চ সর্ব্বদেবৈঃ সুরক্ষিতম্॥ ৬৭
তং যজ্ঞমদহচ্ছীঘ্রং ভদ্রকাল্যাঃ সমীপতঃ।
চক্রুরন্যে তথা নাদান্ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করান্॥৬৮

গণেশ্বরকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ গণেশ্বরগণ সকলেই রুদ্রানুচর, এবং সকলেই রুদ্রতুল্য পরাক্রম-সম্পন্ন। তাহারা শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় কিলকিলা শব্দে আকাশদেশ পূর্ণ করিয়া অতি সত্বর ধাবিত হইল। সমগ্র রুদ্রগণের তখন এক ভীষণ অভিযান ঘটিল। তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর শব্দে সমস্ত স্বর্গবাসী বিত্রস্ত হইলেন। শৈলকুল, বিশীর্ণ হইল। বসুন্ধরা, কাঁপিতে লাগিল। বায়ু, ক্রূরভাবে বহিতে লাগিল। অম্বুরাশি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অগ্নিগণ, দীপ্তিহীন হইল। ভাস্করের প্রভা পরিম্লান হইয়া পড়িল। গ্রহ, নক্ষত্র কিম্বা তারকাপুঞ্জ ইহাদের কেহই তখন প্রকাশিত হইল না এবং ঋষি, দেব বা দানব সকলেই নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সর্ব্বত্র নিবিড় তিমিরে পরিবৃত হইলে, গণেশ্বরগণ যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞীয় যূপ সকল উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। একদল সিংহনাদ করিতে লাগিল। অপর দল, ভীষণ অঙ্গভঙ্গী করিয়া বায়ুবেগে প্রধাবিত হইল। তাহারা যজ্ঞপাত্র সকল চূর্ণ করিল। যজ্ঞায়তন সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পর্ব্বতোপম দিব্য অন্ন, পান ও ভক্ষ্যরাশি, কত ক্ষীরনদী, কত ঘৃত পায়-সের পঙ্করাশি, কত মধুমণ্ডোদক, কত খণ্ড শর্করচূর্ণ, কত মনোহর গুড়কুল্যা, কত ষড়্-রসবাহিনী নদী, কত উচ্চাবচ মাংসস্তূপ, কত দিব্য দিব্য চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী, সে যজ্ঞে সংগৃহীত ছিল, ঐ রুদ্রানুচর গণেশ্বরগণ, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিল, অপবিত্র করিল এবং ইতঃ-স্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিল। সেই রুদ্রকোপ-জাত গণগণ মহাকোপশালী ও কালাগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ঙ্কর শৈলাকর, কেহ কেহ ভক্ষণপটু, এবং কেহ কেহ ভয়প্রদ। কেহ কেহ খাইতে লাগিল; কেহ কেহ সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল; কেহ কেহ বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ সুরসুন্দরীদিগকে ধরিয়া ধরিয়া নানাদিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৪৭-৬৬।রুদ্রকোপ-প্রেরিত প্রতাপবান্ বীরভদ্র, এইরূপে সেই সকল দুর্দ্ধর্ষ রুদ্রানু-চরে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদেব-সুরক্ষিত সেই দক্ষযজ্ঞ ভদ্রকালীর সাক্ষাতেই দগ্ধ করিয়া

ছিত্বা শিরোহস্তে যজ্ঞস্য ব্যনদন্ত ভয়ঙ্করম্।
ততঃ শক্রাদয়ো দেবা দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কথ্যতাং কো ভবানিতি
বীরভদ্র উবাচ।
নাহং দেবো ন দৈত্যো বা ন চ ভোক্তুমিহাগতঃ
নৈব দ্রষ্টুঞ্চ দেবেন্দ্রো ন চ কৌতুহলান্বিতঃ॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থং সম্প্রাপ্তোঽহং সুরোত্তমাঃ।
বীরভদ্রেতি বিখ্যাতো রুদ্রকোপাদ্বিনিঃসৃতঃ
ভদ্রকালী চ বিখ্যাতা দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বিনির্গতা
প্রেষিতা দেবদেবেন যজ্ঞান্তিকমুপাগতা॥ ৭২
শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবদেবমুমাপতিম্।
বরং ক্রোধোঽপি দেবস্য ন বরঃ পরিচারকৈঃ
ব্রহ্মোবাচ।
নিখাতোৎপাটিতৈর্যূপৈরপবিদ্ধৈস্ততস্ততঃ।
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ গৃধ্রৈরামিষগৃধ্নুভিঃ॥ ৭৪
পক্ষবাতবিনির্ধূতৈঃ শিবারুতবিনাদিতৈঃ।
স তস্য যজ্ঞো নৃপতের্বাধ্যমানস্তদা গণৈঃ॥ ৭৫
আস্থায় মৃগরূপং বৈ খমেবাভ্যপতত্তদা।
তন্তু যজ্ঞং তথারূপং গচ্ছন্তমুপলভ্য সঃ॥ ৭৬
ধনুরাদায় বাণঞ্চ তদন্বগমৎ প্রভুঃ।
ততস্তস্য গণেশস্য ক্রোধাদমিততেজসঃ॥ ৭৭
ললাটাৎ প্রসৃতো ঘোরঃ স্বেদবিন্দুর্বভুব হ।
তস্মিন্ পতিতমাত্রে চ স্বেদবিন্দৌ তদা ভুবি॥
প্রাদুর্ভূতো মহানগ্নির্জ্জ্বলৎকালানলোপমঃ।
তত্রোদপদ্যত তদা পুরুষো দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৭৯
হ্রস্বোঽতিমাত্রো রক্তাক্ষো হরিশ্মশ্রুর্বিভীষণঃ
ঊর্দ্ধকেশোঽতিরোমাঙ্গঃ শোণকর্ণস্তথৈব চ॥
করালকৃষ্ণবর্ণশ্চ রক্তবাসাস্তথৈব চ।

ফেলিলেন। রুদ্রানুচরগণ সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া উঠিল। দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন হইল। রুদ্রানুচরেরা জয়োল্লাসে গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অনন্তর শক্রাদি দেবগণ এবং স্বয়ং দক্ষ প্রজাপতি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বীরভদ্রকে বলিলেন, 'বলুন—আপনি কে?' বীরভদ্র বলিলেন,—আমি দেব নহি, দৈত্য নহি, বা কোন কিছু ভোগ করিতেও এখানে আসি নাই; আমার কিছুই দ্রষ্টব্য নাই, আমি দেবেন্দ্র নহি, কিম্বা কোন কৌতূহল বশতঃ আমি এখানে আগমন করি নাই; দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করাই আমার উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই এখানে আমি উপস্থিত হইয়াছি। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমার নাম বীরভদ্র; রুদ্রকোপ হইতে আমার জন্ম, আর ইনি দেবীর ক্রোধ হইতে নির্গত—ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত। এই ভদ্রকালী দেবদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এক্ষণে এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমি সত্বর দেবদেব উমাপতির শরণাপন্ন হও। কেন না, উমাপতির ক্রোধও বরং ভাল; পরন্তু তদীয় অনুচরগণের অনুগ্রহও ইষ্ট নহে। ৬৭—৭৩। ব্রহ্মা কহিলেন,—দক্ষের যজ্ঞ তখন একেবারেই বিধ্বস্ত হইল। যজ্ঞীয় যুপ সকল উৎপাটিত ও ভগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। আমিষলোলুপ গৃধ্রগণ, চতুর্দ্দিকে উৎপতিত ও পতিত হইতে লাগিল। শিবাগণ নানাস্থানে অশিব রব করিতে লাগিল। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ এইরূপেই প্রমথগণ কর্ত্তৃক তৎকালে বিধ্বস্ত হইল। তখন যজ্ঞ মৃগরূপ ধরিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলে গণেশ্বর, তাহা বুঝিতে পারিয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অমিততেজা গণপতির ক্রোধ বশতঃ ললাট হইতে এক স্বেদবিন্দু পতিত হইল। সেই স্বেদবিন্দু ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবামাত্র প্রজ্বলিত কালানলনিভ মহান্ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই অগ্নিমধ্য হইতে তখন এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার আকৃতি অতিশয় হ্রস্ব; অক্ষি রক্তবর্ণ, শ্মশ্রুরাশি হরিদাভ, কেশপাশ ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত, এবং তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। সেই পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ রোমরাজিতে পরিব্যাপ্ত, কর্ণদ্বয় রক্তবর্ণ, গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ,

তং যজ্ঞং স মহাসত্ত্বোঽদহৎ কক্ষমিবানলঃ ॥৮১
দেবাশ্চ প্রক্রতাঃ সর্ব্বে গতা ভীতা দিশো দশ
তেন তস্মিন্ বিচরতা বিক্রমেণ তদা তু বৈ ॥
পৃথিবী ব্যচলৎ সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সমন্ততঃ।
মহাভূতে প্রবৃত্তে তু দেবলোকভয়ঙ্করে ॥ ৮৩
তদা চাহং মহাদেবমব্রবং প্রতিপূজয়ন্।
ভবতেহপি সুরাঃ সর্ব্বে ভাগং দাস্যন্তি বৈ প্রভো ॥ ৮৪
ক্রিয়তাং প্রতিসংহারঃ সর্ব্বদেবেশ্বর ত্বয়া।
ইমাশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বা ঋষয়শ্চ সহস্রশঃ ॥ ৮৫
তব ক্রোধান্মহাদেব ন শান্তিমুপলেভিরে।
যশ্চৈষ পুরুষো জাতঃ স্বেদজস্তে সুরর্ষভ ॥৮৬
জ্বরো নামৈষ ধর্ম্মজ্ঞ লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
একীভূতস্য ন হ্যস্য ধারণে তেজসঃ প্রভো ॥৮৭
সমর্থা সকলা পৃথ্বী বহুধা সৃজ্যতাময়ম্।
ইত্যুক্তঃ স ময়া দেবো ভাগে চাপি প্রকল্পিতে
ভগবান্ মাং তথেত্যাহ দেবদেবঃ পিনাকধৃক্।
পরাঞ্চ প্রীতিমগমৎ স স্বয়ঞ্চ পিনাকধৃক্ ॥ ৮৯
দক্ষোঽপি মনসা দেবং ভবং শরণমন্বগাৎ।
প্রাণাপানৌ সমারুধ্য চক্ষুঃস্থানে প্রযত্নতঃ ॥ ৯০
বিধার্য্য সর্ব্বতো দৃষ্টিং বহুদৃষ্টিরমিত্রজিৎ।
স্মিতং কৃত্বাব্রবীদ্বাক্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে
শ্রাবিতে চ মহাখ্যানে দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা দক্ষো দেবং প্রজাপতিঃ ॥
ভীতঃ শঙ্কিতচিত্তস্তু সবাষ্পবদনেক্ষণঃ ॥ ৯২

দক্ষ উবাচ।

যদি প্রসন্নো ভগবান্ যদি বাহং তব প্রিয়ঃ।
যদি চাহমনুগ্রাহ্যো যদি দেয়ো বরো মম ॥ ৯৩
যদ্ভক্ষ্যং ভক্ষিতং পীতং ত্রাসিতং যচ্চ নাশিতম্
চূর্ণীকৃতাপবিদ্ধঞ্চ যজ্ঞসম্ভারমীদৃশম্ ॥ ৯৪
দীর্ঘকালেন মহতা প্রযত্নেন চ সঞ্চিতম্।
ন চ মিথ্যা ভবেন্মহ্যং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ৯৫

এবং পরিধানে রক্ত বসন। সেই মহাসত্ত্বশালী পুরুষ, অগ্নির ন্যায় ঐ পলায়মান যজ্ঞকে দগ্ধ করিলেন। তখন দেবগণ ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সেই পুরুষ সেইখানে বিক্রমের সহিত বিচরণ করিতে থাকিলে সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। দেবলোকের ভয়াবহ মহাভূতসকল চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন আমি মহাদেবকে পূজা করিয়া বলিলাম,—প্রভো! সমস্ত দেবই আপনাকে যজ্ঞভাগ দান করিবেন। হে দেব দেবপতে! আপনি ক্রোধ প্রত্যাহার করুন। এই সকল দেব ও সহস্র সহস্র ঋষি আপনার ক্রোধবশতঃ শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। হে সুরবর! এই যে পুরুষ ভবদীয় স্বেদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা জ্বর নামে লোকসমাজে প্রচলিত হইবে। আপনার এই তেজ-অংশ একীভূত থাকিলে সকল পৃথ্বী একত্র হইলেও উহা ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না; অতএব উহাকে বহুধা বিভক্ত করুন। আমি এই কথা কহিলে, দেবদেব পিনাকপাণি তখন পরম প্রীত হইয়া আমার কথায় সম্মত হইলেন। সেই ক্রোধজ জ্বর বহু ভাগে বিভক্ত হইল। দেবদেবের যজ্ঞভাগও নির্দ্ধারিত হইল। দক্ষ মনে মনে প্রাণাপান বায়ু সকল নিরোধ করিয়া ভগবান্ ভবের শরণাপন্ন হইলেন। ৭৮—৯০। শক্রজিৎ ভব সর্ব্বতঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সহাস্যমুখে বলিলেন, বল, তোমার কি কার্য্য করিব? দক্ষ প্রজাপতি তখন অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক ভীত-ভীত-ভাবে সবাষ্পনেত্রে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি যদি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র হই, তাহা হইলে, এই যজ্ঞোপলক্ষে আমি যে দীর্ঘকাল ধরিয়া অতি যত্নে রাশি রাশি অন্নপানাদি ও বিবিধ ভক্ষ্য, ভোগ্য, দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলাম, যাহা আপনার অনুচরেরা চূর্ণ করিয়াছে, ফেলিয়া দিয়াছে, ভক্ষণ করিয়াছে, পান করিয়াছে ও নষ্ট করিয়াছে, তাহা যেন আমার ভবৎপ্রসাদে

ব্রহ্মোবাচ।

তথাস্থিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষং মহাদেবং ত্র্যম্বকঞ্চ প্রজাপতিঃ॥৯৬
জানুভ্যামবনীং গত্বা দক্ষো লব্ধা ভবাদ্বরম্।
নাম্নাং চাষ্টসহস্রেণ স্তুতবান্ বৃষভধ্বজম্॥ ৯৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনং নামৈ-
কোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

এবং দৃষ্ট্বা তদা দক্ষঃ শম্ভোবীর্য্যং দ্বিজোত্তমাঃ
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা সংস্তোতুমুপচক্রমে॥১

দক্ষ উবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তেঽন্ধকসূদন।
দেবেন্দ্র ত্বং বলশ্রেষ্ঠ দেবদানবপূজিত॥ ২
সহস্রাক্ষ বিরূপাক্ষ ত্র্যক্ষ যক্ষাধিপপ্রিয়।
সর্ব্বতঃপাণিপাদস্ত্বং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ॥
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠসি।
শঙ্কুকর্ণো মহাকর্ণঃ কুম্ভকর্ণোঽর্ণবালয়ঃ॥ ৪
গজেন্দ্রকর্ণো গোকর্ণঃ শতকর্ণো নমোঽস্তু তে
শতোদরঃ শতাবর্ত্তঃ শতজিহ্বঃ সনাতনঃ॥ ৫
গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণো অর্চ্চয়ন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
দেবদানবগোপ্তা চ ব্রহ্মা চ ত্বং শতক্রতুঃ॥ ৬
মূর্ত্তিমাংস্ত্বং মহামূর্ত্তিঃ সমুদ্রঃ সরসাং নিধিঃ।
ত্বয়ি সর্ব্বা দেবতা হি গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে॥
ত্বত্তঃ শরীরে পশ্যামি সোমমগ্নিজলেশ্বরম্।
আদিত্যমথ বিষ্ণুঞ্চ ব্রহ্মাণং সবৃহস্পতিম্॥ ৮
ক্রিয়া করণকার্য্যে চ কর্ত্তা কারণমেব চ।
অসচ্চ সদসচ্চৈব তথৈব প্রভবাব্যয়ৌ॥ ৯
নমো ভবায় শর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ।
পশূনাং পতয়ে চৈব নমোঽস্ত্বন্ধকঘাতিনে॥ ১০
ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে।
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ॥ ১১
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় বিশ্বচণ্ডধরায় চ।
দণ্ডিনে শঙ্কুকর্ণায় দণ্ডিদণ্ডায় বৈ নমঃ॥ ১২
নমোঽর্দ্ধদণ্ডিকেশায় শুষ্কায় বিকৃতায় চ।
বিলোহিতায় ধূম্রায় নীলগ্রীবায় বৈ নমঃ॥ ১৩

ব্যর্থ হয় না। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগনেত্রহর হর তখন দক্ষের কথায় 'তথাস্তু' বলিলেন। দক্ষ প্রজাপতি বর প্রাপ্ত হইয়া তৎকালে সেই ত্র্যম্বক ধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাদেব বৃষধ্বজকে ভূতলে নতজানু হইয়া অষ্টোত্তর সহস্র নামোচ্চারণে স্তব করিতে লাগিলেন।৯-৯৭।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৯॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দক্ষ প্রজাপতি শম্ভুর ঈদৃশ বীর্য্য অবলোকন-পূর্ব্বক প্রাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, হে সহস্রাক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যক্ষ, যক্ষাধিপপ্রিয়! তোমার সর্ব্বদিকে পাণিপাদ, সর্ব্বদিকে অক্ষি, মস্তক, মুখ, এবং সর্ব্বদিকেই তুমি শ্রুতিমান। এ জগতে তুমি সর্ব্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ, শতকর্ণ, তোমায় নমস্কার। তুমি শতোদর, শতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব ও সনাতন। বেদগাতৃগণ তোমারই গান করেন, সূর্য্যোপাসকগণ তোমাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি দেব-দানবগণের রক্ষক, তুমি ব্রহ্মা; তুমি শতক্রতু। তুমি মূর্ত্তিমান, মহামূর্ত্তি ও জলনিধি। গোগণ যেমন গোষ্ঠে বাস করে, তেমনি তোমাতেই সর্ব্বদেব অধিষ্ঠিত। সোম, অগ্নি, বরুণ, আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ক্রিয়া, করণ, কার্য্য, কর্ত্তা, কারণ, অসৎ, সৎ, সদসৎ, প্রভব ও অব্যয়, সকলই আপনার দেহে অবলোকন করিতেছি। তুমি ভব, শর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি,অন্ধকনাশন, ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলী, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিপুরঘ্ন, তোমায় আমি বারবার নমস্কার করি। ১—১১। তুমি চণ্ড, মুণ্ড, বিশ্বচণ্ডধর, দণ্ডী, শঙ্কুকর্ণ, দণ্ডিদণ্ড, অর্দ্ধদণ্ডিকেশ, শুষ্ক, বিকৃত, বিলোহিত, ধূম্র, নীলগ্রীব, অপ্রতি-

নমোঽস্বপ্রতিরূপায় বিরূপায় শিবায় চ।
সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সূর্য্যধ্বজপতাকিনে॥ ১৪
নমঃ প্রমথনাশায় বৃষস্কন্ধায় বৈ নমঃ।
নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ॥ ১৫
হিরণ্যকৃতচূড়ায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ।
শক্রঘাতায় চণ্ডায় পর্ণসজ্ঘশয়ায় চ॥ ১৬
নম স্তয়ায় স্তুতয়ে স্তূয়মানায় বৈ নমঃ।
সর্ব্বায় সর্ব্বভক্ষায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে॥ ১৭
নমো হোমায় মন্ত্রায় শুক্রধ্বজপতাকিনে।
নমোঽনম্যায় নম্যায় নমঃ কিলকিলায় চ॥১৮
নমস্ত্বাং শয়মানায় শয়িতায়োত্থিতায় চ।
স্থিতায় ধাবমানায় কুব্জায় কুটিলায় চ॥ ১৯
নমো নর্ত্তনশীলায় মুখবাদিত্রকারিণে।
বাধাপহায় লুব্ধায় গীতবাদিত্রকারিণে॥ ২০
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলপ্রমথনায় চ।
উগ্রায় চ নমো নিত্যং নমশ্চ দশবাহবে॥ ২১
নমঃ কপালহস্তায় সিতভস্মপ্রিয়ায় চ।
বিভীষণায় ভীমায় ভীষ্মব্রতধরায় চ॥ ২২
নানাবিকৃতবক্ত্রায় খড়্গজিহ্বোগ্রদংষ্ট্রিণে।
পক্ষমাসলবার্দ্ধায় তুম্বীবীণাপ্রিয়ায় চ॥ ২৩
অঘোরঘোররূপায় ঘোরাঘোরতরায় চ।
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততমায় চ॥ ২৪

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় সংবিভাগপ্রিয়ায় চ।
পবনায় পতঙ্গায় নমঃ সাংখ্যপরায় চ॥ ২৫
নমশ্চণ্ডৈকঘণ্টায় ঘণ্টাজল্পায় ঘণ্টিনে।
সহস্রশতঘণ্টায় ঘণ্টামালাপ্রিয়ায় চ॥ ২৬
প্রাণদণ্ডায় নিত্যায় নমস্তে লোহিতায় চ॥
হুহুঙ্কারায় রুদ্রায় ভগাকারপ্রিয়ায় চ॥ ২৭
নমোঽপারবতে নিত্যং গিরিবৃক্ষপ্রিয়ায় চ।
নমো যজ্ঞাধিপতয়ে ভূতায় প্রস্তুতায় চ॥ ২৮
যজ্ঞবাহায় দান্তায় তপ্যায় চ ভগায় চ।
নমস্তটায় তট্যায় তটিনীপতয়ে নমঃ॥ ২৯
অন্নদায়ান্নপতয়ে নমস্ত্বন্নভুজায় চ।
নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চ॥ ৩০
সহস্রোদ্ধতশূলায় সহস্রনয়নায় চ।
নমো বালার্কবর্ণায় বালরূপধরায় চ॥ ৩১
নমো বালার্করূপায় কালক্রীড়নকায় চ।
নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় ক্ষোভণায় ক্ষয়ায় চ॥ ৩২
তরঙ্গাঙ্কিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ।
নমঃ ষট্কর্ম্মনিষ্ঠায় ত্রিকর্ম্মনিয়তায় চ॥ ৩৩
বর্ণাশ্রমাণাং বিধিবৎ পৃথগ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে।
নমঃ শ্রেষ্ঠায় জ্যেষ্ঠায় নমঃ কলকলায় চ॥৩৪
শ্বেতপিঙ্গলনেত্রায় কৃষ্ণরক্তেক্ষণায় চ।
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষায় ক্রথায় ক্রথনায় চ॥ ৩৫

রূপ, বিরূপ, শিব, সূর্য্য, সূর্য্যপতি, সূর্য্যধ্বজপতাকী, প্রমথনাশন, বৃষস্কন্ধ, হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যকৃত-চূড়, হিরণ্যপতি, শক্রঘাত, চণ্ড, পর্ণসজ্ঘশয়, স্তুত, স্তুতি, স্তূয়মান, সর্ব্ব, সর্ব্বভক্ষ, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, হোম, মন্ত্র, শুক্র ধ্বজপতাকী, অনম্য, নম্য ও কিলকিলা, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। তুমি শয়মান, শয়িত, উত্থিত, স্থিত, ধাবমান, কুব্জ, কুটিল, নর্ত্তনশীল, মুখবাদ্যকারী, বাধাপহ, লুব্ধ, গীতবাদ্যকারী, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলপ্রমথন, উগ্র ও দশবাহু, তোমাকে বারবার নমস্কার। তুমি কপালহস্ত, শুভ্রভস্মপ্রিয়, বিভীষণ, ভীম, ভীষ্ম, ব্রতধর, নানা বিকৃতবক্ত্র, খড়্গজিহ্ব, উগ্রদংষ্ট্রী, পক্ষ, মাস, লব, তুম্বীবীণাপ্রিয়, অঘোর, ঘোররূপ, ঘোরাঘোরতর, শিব, শান্ত, শান্ততম, বুদ্ধ, শুদ্ধ, সম্বিভাগপ্রিয়, পবন, পতঙ্গ, সাংখ্যপর, চণ্ডৈকঘণ্ট, ঘণ্টাজল্প, ঘণ্টী, সহস্রশতঘণ্ট, ঘণ্টামালাপ্রিয়, বাণদণ্ড, নিত্য, লোহিত, হুহুঙ্কার, রুদ্র, ভগাকারপ্রিয়, অপারবান্, গিরিবৃক্ষপ্রিয়, যজ্ঞাধিপতি, ভূত, প্রস্তুত, যজ্ঞবাদ, দান্ত, তপ্য, ভগ, তট, তট্য, তটিনীপতি, অন্নদ, অন্নপতি, অন্নভুজ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রোদ্ধতশূল, সহস্রনয়ন, বালার্কবর্ণ, বালরূপধর,বালার্করূপ, বালক্রীড়নক, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ক্ষোভণ, ক্ষয়, তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুক্তকেশ, ষট্কর্ম্মনিষ্ঠ, ত্রিকর্ম্মনিরত, বর্ণাশ্রমসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, কলকল, শ্বেতপিঙ্গলনেত্র, কৃষ্ণরক্তেক্ষণ, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ, ক্রথ,

সাঙ্খ্যায় সাঙ্খ্যমুখ্যায় যোগাধিপতয়ে নমঃ।
নমো রথ্যাধিরথ্যায় চতুষ্পথপথায় চ॥ ৩৬
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
ঈশান রুদ্রসঙ্ঘাত হরিকেশ নমোঽস্তু তে॥৩৭
ত্র্যম্বকায়াম্বিকানাথ ব্যক্তাব্যক্ত নমোঽস্তু তে।
কাল কামদ কামঘ্ন দুষ্টোদ্বৃত্তনিষূদন॥ ৩৮
সর্ব্বগর্হিত সর্ব্বঘ্ন সদ্যোজাত নমোঽস্তু তে।
উন্মাদনশতাবর্ত্ত গঙ্গাতোয়ার্দ্র মূর্দ্ধজ॥ ৩৯
চন্দ্রার্দ্ধসংযুগাবর্ত্ত মেঘাবর্ত্ত নমোঽস্তু তে।
নমোঽন্নদানকর্ত্রে চ অন্নদপ্রভবে নমঃ॥ ৪০
অন্নভোক্ত্রে চ গোপ্ত্রে চ ত্বমেব প্রলয়ানল।
জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জ এব চ॥ ৪১
ত্বমেব দেবদেবেশ ভূতগ্রামশ্চতুর্বিধঃ।
চরাচরস্য স্রষ্টা ত্বং প্রতিহর্ত্তা ত্বমেব চ॥ ৪২
ত্বমেব ব্রহ্মা বিশ্বেশ অপ্স ব্রহ্ম বদন্তি তে।
সর্ব্বস্য পরমাংযোনিঃ সুধাংশো জ্যোতিষাং॥
নিধিঃ॥ ৪৩
ঋক্‌সামানি তথোঙ্কারমাহুস্ত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ।
হায়ি হায়ি হরে হায়ি হুবাহাবেতি বাসকৃৎ॥
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠাঃ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ।
যজুর্ম্ময় ঋঙ্ময়শ্চ সামাথর্ব্বযুতস্তথা॥ ৪৫
পঠ্যসে ব্রহ্মবিদ্ভিস্ত্বং কল্পোপনিষদাং গণৈঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণাশ্রমাশ্চ যে॥
ত্বমেবাশ্রমসঙ্ঘাশ্চ বিদ্যুৎস্তনিতমেব চ।
সংবৎসরস্ত্বমৃতবো মাসা মাসার্দ্ধমেব চ॥ ৪৭
কলা কাষ্ঠা নিমেষাশ্চ নক্ষত্রাণি যুগানি চ।
বৃষাণাং ককুদং ত্বং হি গিরীণাং শিখরাণি চ॥
সিংহো মৃগাণাং পতয়স্তক্ষকানন্তভোগিনাম্।
ক্ষীরোদো হ্যুদধীনাঞ্চ মন্ত্রাণাং প্রণবস্তথা॥ ৪৮
বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমেব চ।
ত্বমেবেচ্ছা চ দ্বেষশ্চ রাগো মোহঃ শমঃ ক্ষমা
ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্রোধৌ জয়াজয়ৌ
ত্বং গদী ত্বং শরী চাপী খট্বাঙ্গী মুদ্গরী তথা
ছেত্তা ভেত্তা প্রহর্ত্তা চ নেতা মন্তাসি নো মতঃ
দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্ম্মোঽর্থঃ কাম এব চ॥৫২
ইন্দুঃ সমুদ্রঃ সরিতঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
লতাবল্যস্তৃণৌষধ্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ॥ ৫৩

ক্রথন, সাংখ্য, সাংখ্যমুখ্য, যোগাধিপতি, রথ্য, অধিরথ্য চতুষ্পথ, পথ, কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়, ব্যালযজ্ঞোপবীতী, ঈশান, রুদ্র, সঙ্ঘাত, হরিকেশ, ত্র্যম্বক, অম্বিকানাথ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, কাল, কামদ, কামঘ্ন, দুষ্টনিষূদন, সর্ব্ব, সর্ব্বগর্হিতঘ্ন, ও সদ্যোজাত, তোমায় বারম্বার নমস্কার করি। তুমি উন্মাদ, শতাবর্ত্ত, গঙ্গাজলে আর্দ্রমূর্দ্ধজ, চন্দ্রার্দ্ধসংযুগাবর্ত্ত, মেঘাবর্ত্ত, অন্নদানকর্ত্তা, অন্নদানপ্রভু, অন্নভোক্তা, গোপ্তা, প্রলয়ানল, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ, তোমায় অশেষরূপে নমস্কার করি। হে দেবদেবেশ! তুমিই চতুর্বিধ ভূতগ্রাম, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা। তুমিই ব্রহ্মা, বিশ্বেশ, ব্রহ্ম, সকলের পরমযোনি, সুধাংশু ও জ্যোতির্নিধি। ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই ঋক্ সাম ও ওঙ্কারনামে অভিহিত করেন, সুরশ্রেষ্ঠগণ ও সামগায়ী ব্রহ্মবেদিগণ হায়ি, হায়ি, হরে হায়ি, হুব, হাব, ইত্যাদি মন্ত্রে তোমারই নাম বারবার গান করিয়া থাকেন। তুমি কল্প ও উপনিষৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞগণ কর্ত্তৃক যজুর্ম্ময়, ঋঙ্ময়, সাম ও অথর্ব্বময় নামে কীর্ত্তিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি আশ্রমের তুমিই আশ্রমী। তুমি বিদ্যুৎ, তুমি স্তনিত, এবং তুমিই সম্বৎসর। ঋতু, মাস, মাসার্দ্ধ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, নক্ষত্র, ও যুগ তুমিই। তুমিই বৃষসমূহের ককুদ, গিরিগণের শিখর, মৃগবৃন্দের সিংহ, তক্ষক, ও অনন্ত প্রভৃতি ভোগীদিগের পতি, উদধিসমূহের ক্ষীরোদ, মন্ত্রগণের প্রণব। ২২—৪৮। তুমি প্রহরণসমূহের বজ্র ও ব্রতনিচয়ের মধ্যে সত্য। ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ, মোহ, শম, ক্ষমা, ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম, ক্রোধ, জয় ও অজয় এ সকল তুমিই এবং তুমিই গদী, শরী, চাপী, খট্বাঙ্গী, মুদ্গরী, ছেত্তা, ভেত্তা, প্রহর্ত্তা, নেতা ও মন্তা। তুমি দশ লক্ষণান্বিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং তুমিই

দ্রব্যকর্ম্মগুণারম্ভঃ কালপুষ্পফলপ্রদঃ।
আদিশ্চান্তশ্চ মধ্যশ্চ গায়ত্র্যোঙ্কার এব চ ॥৫৪
হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতস্তথারুণঃ।
কদ্রুশ্চ কপিলো বভ্রুঃ কপোতো মৎস্যকস্তথা
সুবর্ণরেতা বিখ্যাতঃ সুবর্ণশ্চাপ্যথো মতঃ।
সুবর্ণনামা চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ ॥ ৫৬
ত্বমিন্দ্রশ্চ যমশ্চৈব বরুণো ধনদোঽনলঃ।
উৎফুল্লশ্চিত্রভানুশ্চ স্বর্ভানুর্ভানুরেব চ ॥ ৫৭
হোত্রং হোতা চ হোম্যঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রভুঃ
ত্রিসৌপর্ণস্তথা ব্রহ্মন্ যজুষাং শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৫৮
পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
প্রাণশ্চ ত্বং রজশ্চ ত্বং তমঃ সত্ত্বযুতস্তথা ॥ ৫৯
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।
উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ ক্ষুত্তৃড়্জৃম্ভা তথৈব চ ॥৬০
লোহিতাঙ্গশ্চ দংষ্ট্রী চ মহাবক্ত্রো মহোদরঃ।
শুচিরোমা হরিশ্মশ্রুরূর্দ্ধকেশশ্চলাচলঃ ॥ ৬১
গীতবাদিত্রনৃত্যাঙ্গো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ।
মৎস্যো জালো জলোঽজয্যো জলব্যালঃ
কুটীচরঃ ॥ ৬২

বিকালশ্চ সুকালশ্চ দুষ্কালঃ কালনাশনঃ।
মৃত্যুশ্চৈবাক্ষয়োঽন্তশ্চ ক্ষমামায়াকরোৎকরঃ ॥
সম্বর্ত্তো বর্ত্তকশ্চৈব সম্বর্ত্তকবলাহকৌ।
ঘণ্টাকী ঘণ্টকী ঘণ্টী চূড়ালো লবণোদধিঃ ॥৬৪
ব্রহ্মা কালাগ্নিবক্ত্রশ্চ দণ্ডী মুণ্ডস্ত্রিদণ্ডধৃক্।
চতুর্যুগশ্চতুর্ব্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুষ্পথঃ ॥ ৬৫
চাতুরাশ্রম্যনেতা চ চাতুর্ব্বর্ণ্যকরশ্চ হ।
ক্ষরাক্ষরঃ প্রিয়ো ধূর্ত্তো গণৈর্গণ্যো গণাধিপঃ ॥
রক্তমাল্যাম্বরধরো গিরীশো গিরিপ্রিয়ঃ।
শিল্পীশঃ শিল্পিনঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশিল্পিপ্রবর্ত্তকঃ ॥৬৭
ভগনেত্রান্তকশ্চণ্ডঃ পূষ্ণো দন্তবিনাশনঃ।
স্বাহা স্বধা বষট্‌কারো নমস্কার নমোঽস্তু তে ॥
গূঢ়ব্রতশ্চ গূঢ়শ্চ গূঢ়ব্রতনিষেবিতঃ।
তরুণস্তারণশ্চৈব সর্ব্বভূতেষু তারণঃ ॥ ৬৮
ধাতা বিধাতা সন্ধাতা নিধাতা ধারণো ধরঃ।
তপো ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যং তথার্জ্জবম্।
ভূতাত্মা ভূতকৃদ্ভূতো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ।
ভূর্ভুবঃ স্বরিতশ্চৈব ভূতো হ্যগ্নির্মহেশ্বরঃ ॥ ৩১
ব্রহ্মাবর্ত্তঃ সুরাবর্ত্তঃ কামাবর্ত্ত নমোঽস্তু তে।
কামবিম্বনির্হন্তা কর্ণিকারস্রজপ্রিয়ঃ ॥ ৩১

ইন্দ্র, সমুদ্র, সরিৎ, পল্বল, সরোবর, লতা-বল্লী, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগ, পক্ষী এবং দ্রব্য কর্ম্ম ও গুণের আরম্ভ, এবং কালানুসারে ফলপুষ্পপ্রদ। তুমি আদি, অন্ত, মধ্য গায়ত্রী, ওঙ্কার, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, অরুণ, কদ্রু, কপিল, বভ্রু, কপোত, মৎস্যক, সুবর্ণরেতা, সুবর্ণ, সুবর্ণনামা, সুবর্ণপ্রিয়, ইন্দ্র, যম, বরুণ, ধনদ, অনল, উৎফুল্ল, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, ভানু, হোত্র, হোতা, হোম্য, হুত, প্রভু, ত্রিসৌপর্ণ, যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রিয়, এবং পবিত্রসমূহের পবিত্র ও মঙ্গলনিবহের মঙ্গল। তুমি প্রাণ, রজ, তম ও সত্ত্বযুত, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও জৃম্ভা। তুমি লোহিতাঙ্গ, দংষ্ট্রী, মহাবক্ত্র, মহোদর, শুচিরোমা, হরিৎশ্মশ্রু, উর্দ্ধ কেশ, চলাচল, গীত-বাদিত্র-নর্ত্তনাদি, গীতবাদনকপ্রিয়, মৎস্য, জাল, জল, অজয্য, জলব্যাল, কুটীচর, বিকাল, সুকাল, দুষ্কাল, কালনাশন, মৃত্যু, অক্ষয়, অন্ত, ক্ষমাকর, মায়াকর, সম্বর্ত্ত, বর্ত্তক, সম্বর্ত্তক, বলাহক, ঘণ্টাকী, ঘণ্টকী, ঘণ্টী, চূড়াল, লবণোদধি, ব্রহ্মা, কালাগ্নিবক্ত্র, মুণ্ড, ত্রিদণ্ডধৃক্, চতুর্যুগ, চতুর্ব্বেদ, চতুর্হোত্র, চতুষ্পথ, চতুরাশ্রমের নেতা, চতুর্ব্বর্ণ্যকর, ক্ষর, অক্ষর, প্রিয়, ধূর্ত্ত, গণ, গণ্য, গণাধিপ, রক্তমাল্যাম্বরধর, গিরীশ, গিরিজাপ্রিয়, শিল্পীশ, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশিল্পিপ্রবর্ত্তক, ভগনেত্রান্তক, চণ্ড, পূষার দন্তবিনাশন, স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার, নমস্কার, গূঢ়ব্রত, গূঢ়, গূঢ়ব্রতনিষেবিত, তরুণ, তারণ। ৪৯-৬৮। তুমি ধাতা, বিধাতা, সংধাতা, নিধাতা, ধরণ, ধর, তপস্যা, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অকৌটিল্য, ভূতাত্মা, ভূতকৃৎ, ভূত, ভব্য, ভব, উদ্ভব, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, স্বরিত, ভূত, অগ্নি, মহেশ্বর, ব্রহ্মাবর্ত্ত, সুরাবর্ত্ত, কামাবর্ত্ত, কামবিঘ্ন-বিনিহন্তা, কর্ণি-

গোনেতা গোপ্রচারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ ।
ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো গোপ্তা গোগর্গ এব চ ॥ ৭৩
অখণ্ডচন্দ্রাভিমুখঃ সুমুখো দুর্ম্মুখোঽমুখঃ ।
চতুর্ম্মুখো বহুমুখো রণেষ্বভিমুখঃ সদা ॥ ৭৪
হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্ধনদোঽর্থপতির্বিরাট্ ।
অধর্ম্মহা মহাদক্ষো দণ্ডধারো রণপ্রিয়ঃ ॥ ৭৫
তিষ্ঠন্ স্থিরশ্চ স্থাণুশ্চ নিষ্কম্পশ্চ সুনিশ্চলঃ ।
দুর্ব্বারণো দুর্বিষহো দুঃসহো দুরতিক্রমঃ ॥ ৭৬
দুর্দ্ধরো দুর্ব্বশো নিত্যো দুর্দ্দর্পো বিজয়ো জয়ঃ
শশঃ শশাঙ্কনয়নঃ শীতোষ্ণঃ ক্ষুত্তৃষা জরা ॥ ৭৭
আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ব্যাধিহা ব্যাধিপশ্চ যঃ ।
সহ্যো যজ্ঞমৃগব্যাধো ব্যাধিনামাকরোঽকরঃ ॥ ৭৮
শিখণ্ডী পুণ্ডরীকশ্চ পুণ্ডরীকাবলোকনঃ ।
দণ্ডধৃক্ চক্রদণ্ডশ্চ রৌদ্রভাগবিনাশনঃ ॥ ৭৯
বিষপোঽমৃতপশ্চৈব সুরাপঃ ক্ষীরসোমপঃ ।
মধুপশ্চাপপশ্চৈব সর্ব্বপশ্চ বলাবলঃ ॥ ৮০
বৃষাঙ্গরাম্ভো বৃষভস্তথা বৃষভলোচনঃ ।
বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসংস্কৃতঃ
চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুষী তে হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ।

কারমালাপ্রিয়, গোনেতা, গোপ্রচার, গো-বৃষেশ্বরবাহন, ত্রৈলোক্যগোপ্তা, গোবিন্দ, গোপ্তা, গোবর্গ, অখণ্ডচন্দ্রাভিমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, অমুখ, চতুর্ম্মুখ, বহুমুখ, সদারণাভিমুখ, হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, ধনদ, অর্থপতি, বিরাট্, অধর্ম্মহা, মহাদক্ষ, দণ্ডধর, রণপ্রিয়, স্থিত, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প, সুনিশ্চল, দুর্ব্বারণ, দুর্ব্বিষহ, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুর্দ্ধর, দুর্ব্বশ, নিত্য, দুর্দ্দর্প, বিজয়, জয়, শশ, শশাঙ্কনয়ন, শীতোষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা আধি, ব্যাধি, ব্যাধিহা, ব্যাধিপ, সহ্য, যজ্ঞমৃগব্যাধ, ব্যাধি-নাম, কারোৎকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীক, পুণ্ড-রীকাবলোকন, দণ্ডধৃক্, চক্রদণ্ড, রৌদ্রভাগ-বিনাশন, বিষপ, অমৃতপ, সুরাপ, ক্ষীর-সোমপ, মধুপ, আপপ, সর্ব্বপ, বলাবল, বৃষাঙ্গরাম্ভ, বৃষভ, বৃষভলোচন, বৃষভ, লোক-বিখ্যাত ও লোকনমস্কৃত। চন্দ্রাদিত্য

অগ্নিষ্টোমস্তথা দেহো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিতঃ ॥ ৮২
ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পুরাণঋষয়ো ন চ ।
মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যাথাতথ্যেন তে শিব
শিবা যা মূর্ত্তয়ঃ সূক্ষ্মাস্তে মহ্যং যান্তু দর্শনম্ ।
তাভির্ম্মাং সর্ব্বতো রক্ষ পিতাপুত্রমিবৌরসম্ ॥
রক্ষ মাং রক্ষণীয়োঽহং তবানঘ নমোঽস্তু তে
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তশ্চাহং সদা ত্বয়ি ॥৮৫
যঃ সহস্রাণ্যনেকানি পুংসামাবৃত্য দুর্দ্দৃশাম্ ।
তিষ্ঠত্যেকঃ সমুদ্রান্তে স মে গোপ্তাস্তু নিত্যশঃ
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ
সংভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে ।
যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেঽম্বুশায়িনম্ ॥
প্রবিশ্য বদনং রাহোর্যঃ সোমং পিবতে নিশি ।

তোমার চক্ষুদ্বয়, পিতামহ হৃদয়, ধর্ম্মকর্ম্ম-প্রসাধিত অগ্নিষ্টোম তোমার দেহ। ব্রহ্মা, গোবিন্দ এবং পুরাণ ঋষিগণ কেহই তোমার মাহাত্ম্য যথাযথরূপে জানেন না। হে শিব! তোমার যে সকল সূক্ষ্ম শিবমূর্ত্তি, তাহা আমার দৃষ্টিগোচর হউক। পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে রক্ষা করেন, তুমি তেমনি ঐ সকল মূর্ত্তিদ্বারা আমাকে রক্ষা কর। হে অনঘ! আমি তোমার রক্ষণীয়; তুমি রক্ষা কর; তোমায় নমস্কার করি। তুমি ভগবান্ ভক্তানুকম্পী, আমি সদাই তোমার ভক্ত। যিনি অনেক সহস্র দুর্দ্দর্শ পুরুষ-দিগকে আবৃত করিয়া একাকী সমুদ্রান্তে অবস্থান করেন, তিনি নিত্য আমার রক্ষক হউন। জিতনিদ্র জিতশ্বাস সমদর্শী সত্ত্ব-গুণাবলম্বী সাধুগণ যোগরত হইয়া যে জ্যোতিঃপদার্থ অবলোকন করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি যুগান্ত-কালে সর্ব্বভূত ভক্ষণ করিয়া জলমধ্যে শয়ন করেন, সেই জলশায়ী পুরুষের শরণাপন্ন হইলাম। ৬৯—৮৮। যিনি পূর্ণিমাতিথিতে রাহুর বদনে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকে এবং

গ্রসত্যর্কং চ স্বর্ভানুর্ভূত্বা সোমাগ্নিরেব চ ॥ ৮৯
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থাঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
রক্ষন্তু তে চ মাং নিত্যং নিত্যং চাপ্যায়য়ন্তু মাম্
যেনাপ্যুৎপাদিতা গর্ভা তপো ভাগগতাশ্চ যে
তেষাং স্বাহা স্বধা চৈব আপ্নুবন্তি স্বদন্তি চ ॥ ৯১
যেন রোহন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ।
হর্ষয়ন্তি ন কৃষ্যন্তি নমস্তেভ্যস্তু নিত্যশঃ ॥ ৯২
যে সমুদ্রে নদীদুর্গে পর্ব্বতেষু গুহাসু চ।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ৯৩
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চত্বরেষু সভাসু চ।
হস্ত্যশ্বরথশালাসু জীর্ণোদ্যানালয়েষু চ ॥ ৯৪
যেষু পঞ্চসু ভূতেষু দিশাসু বিদিশাসু চ।
ইন্দ্রার্কয়োর্মধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিষু ॥ ৯৫
রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎপরং গতাঃ।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যস্তু সর্ব্বশঃ ॥
সর্ব্বস্ত্বং সর্ব্বগো দেবঃ সর্ব্বভূতপতির্ভবঃ।
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা চ তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ৯৭
ত্বমেব চেজ্যসে দেব যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
ত্বমেব কর্ত্তা সর্ব্বস্য তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥৯৮
অথবা মায়য়া দেব মোহিতঃ সূক্ষ্ময়া তব।
তস্মাত্তু কারণাদ্বাপি ত্বং ময়া ন নিমন্ত্রিতঃ ॥৯৯
প্রসীদ মম দেবেশ ত্বমেব শরণং মম।
ত্বং গতিস্ত্বং প্রতিষ্ঠা চ ন চান্যোঽস্তীতি মে মতিঃ ॥ ১০০

ব্রহ্মোবাচ।

স্তুত্বৈবং স মহাদেবং বিররাম প্রজাপতিঃ।
ভগবানপি সুপ্রীতঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ১০১

শ্রীভগবানুবাচ।

পরিতুষ্টোঽস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সুব্রত।
বহুনা তু কিমুক্তেন মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥১০২

ব্রহ্মোবাচ।

তথৈবমব্রবীদ্বাক্যং ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ।
কৃত্বাশ্বাসকরং বাক্যং সর্ব্বজ্ঞো বাক্যসংহিতম্ ॥

শ্রীশিব উবাচ।

দক্ষ দুঃখং ন কর্ত্তব্যং যজ্ঞবিধ্বংসনং প্রতি।

অমাবস্যায় স্বর্ভানু হইয়া ভানুকে গ্রাস করেন, এবং যিনি সর্ব্বদেহীর দেহস্থ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষরূপে বিরাজমান, তাঁহারা আমায় প্রতিনিয়ত রক্ষা করুন এবং আপ্যায়িত করুন। যৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন গর্ভ সকল স্বাহা ও স্বধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়া রোদন, হর্ষ ও বিষাদ ভোগ করে, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার করি। সমুদ্র, নদীদুর্গ, পর্ব্বত, পর্ব্বতগুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, গহন-কান্তার, চতুষ্পথ; রথ্যা, চত্বর, সভা, হস্তী, অশ্ব ও রথশালা, জীর্ণ উদ্যানালয়, পঞ্চভূত, দিক্, বিদিক্, ইন্দ্র ও অর্কমধ্য, চন্দ্র ও অর্ক-রশ্মি এবং রসাতল প্রদেশ, এই সকল স্থানে ভবদীয় যে যে অংশ বিরাজিত, এবং যে যে অংশ সেই সেই স্থানেরও ঊর্দ্ধে প্রসর্পিত, আমি সর্ব্বপ্রকারে বারম্বার তাহাদিগকে নমস্কার করি। হে দেব! তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বগ, সর্ব্বভূতপতি, ভব ও সর্ব্ব-ভূতেরই অন্তরাত্মা; এইজন্য তোমায় আমি পৃথক্ নিমন্ত্রণ করি নাই। দেব! তুমিই ত বিবিধ দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাক। তুমিই সকলের কর্ত্তা; সুতরাং তোমায় পৃথক্ নিমন্ত্রণ করি নাই। অথবা হে দেব! তোমারই সূক্ষ্ম মায়ায় আমি মোহিত হইয়াছিলাম, তাই তোমায় আমি নিমন্ত্রণ করি নাই। হে দেবেশ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তুমিই আমার শরণ্য। তুমি গতি এবং তুমিই প্রতিষ্ঠা; আমি জানি, তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই। ৮৯—১০০। ব্রহ্মা কহিলেন, দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিয়া বিরত হই-লেন এবং ভগবান্ ভব সুপ্রীত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, হে দক্ষ! হে সুব্রত! এই স্তব দ্বারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইলাম। অধিক আর কি বলিব, তুমি আমার সালোক্য লাভ করিবে। ব্রহ্মা কহিলেন,— ত্রৈলোক্যাধিপতি সর্ব্বজ্ঞ ভব এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য বলিয়া পুনরায় কহিলেন,

অহং যজ্ঞহনন্তভ্যাং দৃষ্টমেতৎ পুরানঘ ॥ ১০৪
ভূয়শ্চ ত্বং বরমিমং মত্তো গৃহ্লীষ্ব সুব্রত ।
প্রসন্নসুমুখো ভূত্বা মমৈকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ১০৫
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য বৈ ।
প্রজাপতে মৎপ্রসাদাৎফলভাগী ভবিষ্যসি ॥
বেদান্ ষড়ঙ্গান্ বুধ্যস্ব সাংখ্যযোগাংশ্চ কৃৎস্নশঃ
তপশ্চ বিপুলং তপ্ত্বা দুশ্চরং দেবদানবৈঃ ॥১০৭
অব্দৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং গূঢ়মপ্রজ্ঞনিন্দিতম্ ।
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্ম্মৈর্বিনীতং ন কচিৎকচিৎ ॥১০৮
সমাগতং ব্যবসিতং পশুপাশবিমোক্ষণম্ ।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং চ ময়া পাশুপতং ব্রতম্ ॥ ১০৯
উৎপাদিতং দক্ষ শুভং সর্ব্বপাপবিমোচনম্ ।
অস্য চীর্ণস্য যৎসম্যক্‌ফলং ভবতি পুষ্কলম্ ।
তচ্চাস্তু সুমহাভাগ মানসস্ত্যজ্যতাং জ্বরঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু দেবেশঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ ।
অদর্শনমনুপ্রাপ্তো দক্ষস্যামিততেজসঃ ॥ ১১১

অবাপ্য চ তথা ভাগং যথোক্তং চোময়া ভবঃ ।
জ্বরং চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো বহুধা ব্যভজত্তদা ॥ ১১২
শান্ত্যর্থং সর্ব্বভূতানাং শৃণুধ্বমথ বৈ দ্বিজাঃ ।
শিখাভিতাপো নাগানাং পর্ব্বতানাং শিলাজতু
অপাং তু নীলিকাং বিদ্যান্নির্ম্মোকো ভুজগেষু চ
খোরকঃ সৌরভেয়াণামুখরঃ পৃথিবীতলে ॥ ১১৪
শুনামপি চ ধর্ম্মজ্ঞা দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্ ।
রন্ধ্রাগতমথাশ্বানাং শিখোদ্ভেদশ্চ বর্হিণাম্ ॥ ১১৫
নেত্ররাগঃ কোকিলানাং দ্বেষঃ প্রোক্তোমহাত্মনাম্
জনানামপি ভেদশ্চ সর্ব্বেষামিতি নঃ শ্রুতম্ ।
শুকানামপি সর্ব্বেষাং হিক্কিকা প্রোচ্যতে জ্বরঃ ।
শার্দ্দূলেষ্বথ বৈ বিপ্রাঃ শ্রমো জ্বর ইহোচ্যতে
মানুষেষু চ সর্ব্বজ্ঞা জ্বরো নামৈষ কীর্ত্তিতঃ ।
মরণে জন্মনি তথা মধ্যে চাপি নিবেশিতঃ ॥
এতন্মাহেশ্বরং তেজো জ্বরো নাম সুদারুণঃ ।
নমস্যশ্চৈব মান্যশ্চ সর্ব্বপ্রাণিভিরীশ্বরঃ ॥১১৯
ইমাং জ্বরোৎপত্তিমদীনমানসঃ
পঠেৎ সদা যঃ সুসমাহিতো নরঃ ।
বিমুক্তরোগঃ স নরো মুদা যুতো
লভেত কামাংশ্চ যথামনীষিতান্ ॥ ১২০

দক্ষ! তোমার যজ্ঞ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না। হে সুব্রত! তুমি পুনরায় আমার নিকট হইতে এই বর গ্রহণ কর এবং প্রসন্নতায় প্রফুল্লমুখ হইয়া একাগ্রমনে শ্রবণ কর। হে প্রজাপতে! তুমি মৎপ্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। তুমি ষড়ঙ্গ বেদ ও সাংখ্যযোগ অধ্যয়ন কর। আমি দ্বাদশ বৎসর যাবৎ দেব ও দানবগণের দুষ্কর বিপুল তপস্যা করিয়া যে গূঢ় অনিন্দিত বর্ণাশ্রমের অবিরোধী পশুপাশ-বিমোক্ষণ, সর্ব্বাশ্রম-সম্মত, সর্ব্ব-পাপহর, শুভ, পাশুপত ব্রত আবিষ্কার করিয়াছি, এই ব্রত যথাযথ অনুষ্ঠান করিলে যে বিপুল ফল হয়, হে সুমহাভাগ! তোমার সেই ফল লাভ হউক এবং তুমি মানস জ্বর পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবদেব এই কথা কহিয়া স্বীয় পত্নী ও অনুচরগণসহ অমিততেজা দক্ষের সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎকালে

যথাযোগ্য যজ্ঞভাগ পাইয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শিব সর্ব্বভূতের শান্তির নিমিত্ত শৈব জ্বরকে বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে নাগগণের জ্বর শিখাভিতাপ, পর্ব্বতের শিলাজতু, জলের নীলিকা, ভুজগের নির্ম্মোক, সুরভির খোরক, পৃথিবীতলে উখর, কুক্কুরের দৃষ্টি-প্রতিরোধ, অশ্বদিগের রন্ধ্রগত, বর্হিগণের শিখোদ্ভেদ, কোকিলগণের নেত্ররাগ, মহাত্মাদিগের দ্বেষ, শুকদিগের হিক্কিকা, এবং শার্দ্দূলদিগের শ্রমই জ্বর বলিয়া বিখ্যাত। ১০১—১১৭। মানুষদিগের মধ্যে উহা জ্বর নামেই কীর্ত্তিত। জন্ম, স্থিতি, ও মরণ সর্ব্বসময়েই ঐ জ্বর মানুষদেহে নিবিষ্ট। এই সুদারুণ জ্বরনামক মাহেশ্বর তেজ সর্ব্বপ্রাণীর মান্য এবং নমস্য। যে নর অদীনমনে সুসমাহিত হইয়া এই জ্বরোৎ-পত্তি-বার্ত্তা সর্ব্বদা পাঠ করে, সে বিমুক্ত-

দক্ষপ্রোক্তং স্তবং চাপি কীর্ত্তয়েদ্‌যঃ শৃণোতি বা।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥
যথা সর্ব্বেষু দেবেষু বরিষ্ঠো ভগবান্ ভবঃ।
তথা স্তবো বরিষ্ঠোঽয়ং স্তবানাং দক্ষনির্ম্মিতঃ॥
যশঃস্বর্গসুরৈশ্বর্য্যবিত্তাদিজয়কাঙ্ক্ষিভিঃ।
তথা স্তোতব্যো ভক্তিমাস্থায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ॥ ১২৩
ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনো নরো গ্রস্তো ভয়াদিভিঃ।
রাজকার্য্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ॥
অনেনৈব চ দেহেন গণানাঞ্চ মহেশ্বরাৎ।
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য গণরাড়ুপজায়তে॥
ন যক্ষা ন পিশাচা বা ন নাগা ন বিনায়কাঃ।
কুর্য্যুর্বিঘ্নং গৃহে তস্য যত্র সংস্তূয়তে ভবঃ॥১২৬
শৃণুয়াদ্বা ইদং নারী ভক্ত্যাথ ভবভাবিতা।
পিতৃপক্ষে ভর্তৃপক্ষে পূজ্যা ভবতি চৈব হ॥
শৃণুয়াদ্বা ইদং সর্ব্বং কীর্ত্তয়েদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
তস্য সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যবিঘ্নতঃ॥
মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচাপ্যুদাহৃতম্।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবস্যাস্যানুকীর্ত্তনাৎ॥
দেবস্য সগুহস্যাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্য চ।
বলিং বিভাগতঃ কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ॥
ততঃ প্রযুক্তো গৃহ্ণীয়ান্নামান্যাশু যথাক্রমম্।
ঈপ্সিতাল্লভতেঽত্যর্থান্ কামান্ ভোগাংশ্চ মানবঃ॥ ১৩১
মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি স্ত্রীসহস্রসমাবৃতঃ।
সর্ব্বকামসুযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ॥
পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মৃতশ্চ গণসাযুজ্যং পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ॥১৩৩
বৃষেণ বিনিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে।
আভূতসংপ্লবস্থায়ী রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ॥১৩৪
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
নৈতদ্বেদয়তে কশ্চিন্নেতচ্ছ্রাব্যঞ্চ কস্যচিৎ॥১৩৫

রোগ হইয়া সহর্ষে সর্ব্বকামনা লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দক্ষ-প্রোক্ত শিবস্তব কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহার কিছুই অশুভ হয় না, সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করে। যেমন সমস্ত দেবমধ্যে ভগবান্ ভবই বরিষ্ঠ, তেমনি সর্ব্বস্তবমধ্যে এই দক্ষ-কথিত স্তোত্রই শ্রেষ্ঠ। যশঃ, স্বর্গ, দেবৈশ্বর্য্য, বিত্ত ও বিদ্যাভিলাষী জন সযত্নে ও ভক্তির সহিত এই স্তোত্র পাঠ করিবে। ব্যাধিত, দুঃখিত, ভয়াদিগ্রস্ত বা রাজকার্য্যে নিযুক্তই হউ , লোক এই স্তবপাঠে মহাভয় হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। এই স্তবপাঠক ব্যক্তি গণেশ্বর মহাদেব হইতে সুখলাভ করিয়া গাণপত্য লাভ করিতে পারে। যে গৃহে এই ভবস্তব পঠিত হয়, যক্ষ, পিশাচ, নাগ বা বিনায়ক সেখানে কোনই বিঘ্ন আচরণ করিতে সক্ষম হয় না। যে রমণী অপরপক্ষে ভবের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করে, সে ভর্ত্তার নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে। এই স্তব যিনি আমূলতঃ শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়। এই স্তবানুকীর্ত্তনের ফলে যিনি যাহা মনে মনে চিন্তা করেন বা বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করেন, তাঁহার তাহা সুসম্পন্ন হয়। দান্ত ও নিয়মযুত হইয়া গুহ ও নন্দীশ্বরের সহিত দেবদেব মহেশ্বরকে বলি প্রদানপূর্ব্বক পশ্চাৎ যথাক্রমে এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতে হয়। মানব এইরূপ করিলে সমস্ত অভীষ্ট ভোগই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মরণান্তে স্ত্রীসহস্রে সমাবৃত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। মানুষ সর্ব্ববিধ পাতকগ্রস্ত হইলেও এই দক্ষস্তোত্র পাঠে তাহার সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্তি ঘটে এবং মরণের পর সুরাসুরগণে পূজ্যমান হইয়া গণসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। এই স্তবপাঠকর্ত্তা বৃষযুক্ত বিমানে বিরাজ করত কল্পান্ত পর্য্যন্ত রুদ্রের অনুচর হইয়া থাকে। ভগবান্ পরাশরনন্দন ব্যাস মুনিদিগকে এই সকল বিষয় বলিলেন। তিনি ভিন্ন আর কেহই ইহা জানিত না এবং আর

শ্রুত্বেমং পরমং গুহ্যং যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ
বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়শ্চ শূদ্রাশ্চ রুদ্রলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৩৬
শ্রাবয়েদ্যশ্চ বিপ্রেভ্যঃ সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি দ্বিজো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে স্বয়ম্ভুঋষি-
সংবাদে দক্ষস্তবনিরূপণং নাম
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

শ্রুত্বৈবং বৈ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্
রুদ্রক্রোধোদ্ভবাং পুণ্যাং ব্যাসস্য বদতো দ্বিজাঃ
পার্ব্বত্যাশ্চ তথা রোষং ক্রোধং শম্ভোশ্চ
দুঃসহম্।
উৎপত্তিং বীরভদ্রস্য ভদ্রকাল্যাশ্চ সম্ভবম্ ॥ ২
দক্ষযজ্ঞবিনাশঞ্চ বীর্য্যং শম্ভোস্তথাদ্ভুতম্।
পুনঃ প্রসাদং দেবস্য দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ৩
যজ্ঞভাগঞ্চ রুদ্রস্য দক্ষস্য চ ফলং ক্রতোঃ।
হৃষ্টা বভূবুঃ সম্প্রীতা বিস্মিতাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥
পপ্রচ্ছুশ্চ পুনর্ব্যাসং কথাশেষং তথা দ্বিজাঃ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ তান্ ব্যাসঃ ক্ষেত্রমেকাম্রকং পুনঃ

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মপ্রোক্তাং কথাং পুণ্যাং শ্রুত্বা তু ঋষিপুঙ্গবাঃ
প্রশশংসুস্তদা হৃষ্টা রোমাঞ্চিততনূরুহাঃ ॥ ৬

ঋষয় উচুঃ।

অহো দেবস্য মাহাত্ম্যং ত্বয়া শম্ভোঃ প্রকীর্ত্তিতম্
দক্ষস্য চ সুরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞবিধ্বংসনং তথা ॥ ৭
একাম্রকং ক্ষেত্রবরং বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কৌতূহলং হি নঃ

ব্যাস উবাচ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা লোকনাথশ্চতুর্মুখঃ।
প্রোবাচ শম্ভোস্তৎ ক্ষেত্রং ভূতলে দুষ্ক তচ্ছদম্

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥ ১০

কাহারও নিকট ইহা শুনাও যায় নাই! এই পরম গুহ্য কথা শ্রবণে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী বা অপর যে কোন পাপযোনিই হউক, রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ প্রতিপর্ব্বে এই স্তোত্র অন্যান্য ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে শ্রবণ করান, তাঁহার রুদ্রলোক প্রাপ্তি নিশ্চিতই ঘটিয়া থাকে। ১১৮—১৭।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—এই ব্যাসপ্রোক্ত রুদ্রকোপ-সম্ভূত পাপপ্রণাশিনী পবিত্র কথা, পার্ব্বতীর রোষ, শম্ভুর দুঃসহ ক্রোধ, বীরভদ্রের উৎপত্তি, ভদ্রকালীর উদ্ভব, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ, শম্ভুর অদ্ভুত বীর্য্যবৈভব, সুমহাত্মা দেবদেবের পুনঃপ্রসন্নতা, রুদ্রের যজ্ঞভাগ ও দক্ষের ক্রতুর ফল, এই সকল শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রীত, প্রহৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া ব্যাসদেবকে পুনঃপুনঃ কথা শেষ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন! ব্যাস—মুনিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পুনরায় একাম্র-ক্ষেত্রের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ১—৫। ব্যাস কহিলেন, সেই ঋষিপুঙ্গবেরা ব্রহ্ম-প্রোক্ত পুণ্য কথা শুনিয়া তৎকালে হৃষ্ট ও রোমাঞ্চিত-দেহে প্রশংসা করিতে লাগি-লেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অহো, আপনি দেবদেব শম্ভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! দক্ষের যজ্ঞ-ধ্বংসের কথাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। সম্প্রতি একাম্রক্ষেত্রের বিবরণ ব্যক্ত করুন, তাহা শ্রবণ করিতে আমাদের একান্তই ইচ্ছা হইয়াছে। ব্যাস কহিলেন, লোকনাথ চতু-র্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, শম্ভুর সেই ক্ষেত্র ভূতলে দুষ্কৃতি-হর। এই বলিয়া ব্রহ্মা আবার বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূলগণ! সেই সর্ব্বপাপহর পরম দুর্লভ পুণ্যক্ষেত্রের কথা সংক্ষেপতঃ

লিঙ্গকোটিসমাযুক্তং বারাণসীসমং শুভম্ ।
একাম্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমন্বিতম্ ॥ ১১
একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরা কল্পে দ্বিজোত্তমাঃ ।
নাম্না তস্যৈব তৎ ক্ষেত্রমেকাম্রকমিতি শ্রুতম্ ॥
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং নরনারীসমন্বিতম্ ।
বিদ্বাবদ্গণভূয়িষ্ঠং ধনধান্যাদিসংযুতম্ ॥ ১৩
গৃহগোপুরসম্বাধং ত্রিকচাদ্বারভূষিতম্ ।
নানাবণিক্সমাকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতম্ ॥
পুরাট্টালকসংযুক্তং রথিভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
রাজহংসনিভৈঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্
মার্গগদ্বারসংযুক্তং সিতপ্রাকারশোভিতম্ ।
রক্ষিতং শস্ত্রসজ্যৈশ্চ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৬
সিতরক্তৈস্তথা পীতৈঃ কৃষ্ণশ্যামৈশ্চ বর্ণকৈঃ ।
সমীরণোদ্ধতাভিশ্চ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৭
নিত্যোৎসবপ্রমুদিতং নানাবাদিত্রনিস্বনৈঃ ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গৈশ্চ ক্ষেপণীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৮
দেবতায়তনৈর্দিব্যৈঃ প্রাকারোদ্যানমণ্ডিতৈঃ ।
পূজাবিচিত্ররচিতৈঃ সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৯
স্ত্রিয়ঃ প্রমুদিতাস্তত্র দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমাঃ ।
হারৈরলঙ্কৃতগ্রীবাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥ ২০
পীনোন্নতকুচাঃ শ্যামাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।
স্থিরালকাঃ সুকপোলাঃ কাঞ্চীনূপুরনাদিতাঃ ॥
সুকেশ্যশ্চারুজঘনাঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ২২
দিব্যবস্ত্রধরাঃ শুভ্রাঃ কাশ্চিৎ কাঞ্চনসন্নিভাঃ ।
হংসবারণগামিন্যঃ কুচভারাবনামিতাঃ ॥ ২৩
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাঃ কর্ণাভরণভূষিতাঃ ।
মদালসাশ্চ সুশ্রোণ্যো নিত্যং প্রহসিতাননাঃ ॥
ঈষদ্বিস্পষ্টদশনা বিম্বোষ্ঠা মধুরস্বরাঃ ।
তাম্বুলরঞ্জিতমুখা বিদগ্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ২৫

কহিতেছি,—শ্রবণ করুন। একাম্র নামক বিখ্যাত ক্ষেত্র অষ্টতীর্থে সমন্বিত। উহা কোটিলিঙ্গযুত বারাণসীর ন্যায় পবিত্র। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ ক্ষেত্রে পূর্ব্বে এক আম্রবৃক্ষ ছিল। সেই আম্র বৃক্ষের নামানুসারেই উহার নাম একাম্র আখ্যায় বিখ্যাত। ঐ ক্ষেত্র হৃষ্ট পুষ্ট জনে সমাকীর্ণ, নানা নরনারীগণে অধিষ্ঠিত, বিদ্বান জনে পরিপূর্ণ, ধন-ধান্যাদিতে সমৃদ্ধ, গৃহ গোপুরে পরিবৃত, নানা মণিগণে সমলঙ্কৃত, নানারত্নে উপশোভিত, পুর ও অট্টালকে অন্বিত, রথিগণে বিভূষিত, রাজহংসনিভ শুভ্র প্রাসাদমালায় পরিশোভিত, বিবিধ পথদ্বারে পরিবৃত, শুভ্র শুভ্র প্রাকারে পরিবেষ্টিত, নানা শস্ত্রসজ্যে সুরক্ষিত এবং নানা পরিখায় পরিগত। সিত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণবর্ণ পতাকা সকল পবনবেগে পরিচালিত হইয়া ঐ ক্ষেত্রের শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ ক্ষেত্র সর্ব্বদাই উৎসব ও আনন্দময়; উহার স্থানে স্থানে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি এবং কোথায় বা বীণা-বেণু ও মৃদঙ্গরব পরিশ্রুত হয়। ঐ স্থানে প্রাকার ও উদ্যানে মণ্ডিত দিব্য দিব্য দেবভবন বিরাজমান।৬—১৯। তথায় ক্ষীণ-কটি তনুমধ্যা রমণীগণ প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করিতেছে; ঐ রমণীগণের গ্রীবাদেশ হার-গুচ্ছে অলঙ্কৃত; উহাদের নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত; উহারা পীনোন্নতস্তনী, নবযৌবনবতী, পূর্ণচন্দ্রাননা, স্থিরালক-শোভিনী, সুকপোলা, কাঞ্চী ও নূপুর-ধ্বনিকারিণী, সুকেশী, চারুজঘনা, কর্ণান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত নয়না, সর্ব্বসুলক্ষণা, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, ও দিব্য বসনধারিণী। উহাদের মধ্যে কতিপয় রমণী গৌরাঙ্গী, কতিপয়ের বর্ণ স্বর্ণসন্নিভ, কেহ কেহ রাজহংসের ন্যায় গতিশীলা ও কেহ কেহ স্তন-ভরে নম্রা; ঐ রমণীগণের সর্ব্বাঙ্গ দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত; উহারা স্বর্ণাভরণে ভূষিতা, মদভরে অলসা, সুচারু জঘনে অন্বিতা এবং নিয়ত সহাস্যবদনা। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দশন ঈষৎ বিকশিত, কণ্ঠস্বর মধুর, ওষ্ঠ বিম্বসদৃশ ও বদন তাম্বুলরাগে রঞ্জিত; উহারা সকলেই পণ্ডিতা,

সুভগাঃ প্রিয়বাদিন্যো নিত্যং যৌবনগর্ব্বিতা
দিব্যবস্ত্রধরাঃ সর্ব্বাঃ সদা চারিত্রমণ্ডিতাঃ ॥২৬
ক্রীড়ন্তি তাঃ সদা তত্র স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ।
স্বে স্বে গৃহে প্রমুদিতা দিবা রাত্রৌ বরাননাঃ ॥
পুরুষাস্তত্র দৃশ্যন্তে রূপযৌবনগর্ব্বিতাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥ ২৮
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তমাঃ।
স্বধর্ম্মনিরতাস্তত্র নিবসন্তি সুধার্ম্মিকাঃ ॥ ২৯
অন্যাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি বারমুখ্যাঃ সুলোচনাঃ।
ঘৃতাচীমেনকাতুল্যাস্তথা সমতিলোত্তমাঃ ॥ ৩০
উর্ব্বশীসদৃশাশ্চৈব বিপ্রচিত্তিনিভাস্তথা।
বিশ্বাচীসহজন্তাভাঃ প্রম্লোচাসদৃশাস্তথা ॥ ৩১
সর্ব্বাস্তাঃ প্রিয়বাদন্যঃ সর্ব্বা বিহসিতাননাঃ।
কলাকৌশলসংযুক্তাঃ সর্ব্বাস্তা গুণসংযুতাঃ ॥ ৩২
এবং পণ্যস্ত্রিয়স্তত্র নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
নিবসন্তি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বস্ত্রীগুণগর্ব্বিতাঃ ॥ ৩৩
প্রেক্ষণালাপকুশলাঃ সুন্দর্য্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
ন রূপহীনা দুর্ব্বৃত্তা ন পরদ্রোহকারিকাঃ ॥ ৩৩

সকলেই প্রিয়দর্শনা,সকলেই সুভগা, সকলেই প্রিয়বাদিনী সকলেই স্থিরযৌবনগর্ব্বিতা। সকলেই সুচরিত্রা এবং সকলেই দিব্য দিব্য মাল্যদামে মণ্ডিতা। ঐ অপ্সরোনিভা বরবদনা, বরাঙ্গনাগণ দিবারাত্র সর্ব্বদাই সেখানে স্ব স্ব গৃহে ক্রীড়া করিতেছে। রমণী ভিন্ন সেখানে রূপ-যৌবন-গর্ব্বিত, সুলক্ষণান্বিত উজ্জ্বল মণিকুণ্ডলধারী বহুপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলে সেখানে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত হইয়া বাস করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ঘৃতাচী প্রম্লোচা ও মেনকাতুল্য বহু বারবনিতারাও তথায় বাস করে। উহারা সকলেই প্রিয়বাদিনী, সহাস্যমুখী, কলাকৌশলশালিনী, ও সর্ব্বগুণবতী। হে মুনিগণ! এইরূপে নৃত্যগীত-নিপুণা গুণগণমণ্ডিতা পণ্যস্ত্রী সকল সেখানে বাস করিতেছে। ঐ সকল পণ্যস্ত্রী দর্শন ও আলাপনে কুশলা, প্রিয়দর্শনা ও শোভনা। উহাদের মধ্যে কেহই

যাসাং কটাক্ষপাতেন মোহং গচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন তত্র নির্দ্ধনাঃ সন্তি ন মূর্খা ন পরদ্বিষঃ ॥ ৩৫
ন রোগিণো ন মলিনা ন কদর্য্যা ন মায়িনঃ।
ন রূপহীনা দুর্ব্বৃত্তা ন পরদ্রোহকারিণঃ ॥ ৩৬
তিষ্ঠন্তি মানবাস্তত্র ক্ষেত্রে জগতি বিশ্রুতে।
সর্ব্বত্র সুখসঞ্চারং সর্ব্বসত্ত্বসুখাবহম্ ॥ ৩৭
নানাজনসমাকীর্ণং সর্ব্বশস্যসমন্বিতম্।
কর্ণিকারৈশ্চ পনসৈশ্চম্পকৈর্নাগকেশরৈঃ ॥ ৩৮
পাটলাশোকবকুলৈঃ কপিত্থৈর্ব্বহুলৈর্ধবৈঃ।
চূতনিম্বকদম্বৈশ্চ তথান্যৈঃ পুষ্পজাতিভিঃ ॥ ৩৯
নীপকৈর্খদিরৈর্লতাভিশ্চ বিরাজিতম্।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ নারিকেলৈঃ শুভাঞ্জনৈঃ
অর্জ্জুনৈ সমপর্ণৈশ্চ কোবিদারৈঃ সপিপ্পলৈঃ।
লকুচৈঃ সরলৈর্লোধ্রৈর্হিন্তালৈর্দেবদারুভিঃ ॥৪১
পলাশৈর্মুচুকুন্দৈশ্চ পারিজাতৈঃ সকুব্জকৈঃ।
কদলীবনখণ্ডৈশ্চ জম্বুপূগফলৈস্তথা ॥ ৪২
কেতকীকরবীরৈশ্চ অতিমুক্তৈশ্চ কিংশুকৈঃ।

রূপবিহীনা দুর্ব্বৃত্তা বা পরদ্রোহকারিণী নয়। মানবগণ উহাদের কটাক্ষমাত্রেই মোহ প্রাপ্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে রূপবিহীন দুর্ব্বৃত্ত বা পরদ্রোহকারিণী কোন রমণী ছিল না। তত্রত্য রমণীগণের কটাক্ষপাতে মানবেরা মোহপ্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন সেই বিশ্ববিশ্রুত ক্ষেত্রে কোন পুরুষই নির্ধন, মুর্খ, পরদ্বেষী, রোগী, মলিন, মায়াবী, রূপহীন, দুর্ব্বৃত্ত বা পরদ্রোহকারী নাই। ২০—৩৬ ৷৷ সেখানকার অধিবাসীরা সর্ব্বদাই সুখমগ্ন; সেখানে নানাজাতীয় জনগণের বাস, এবং সর্ব্বস্থান সর্ব্ব শস্যে পরিপূর্ণ। সে ক্ষেত্রের নানা স্থানে কর্ণিকার, পনস, চম্পক, নাগকেশর, পাটল, অশোক, বকুল, কপিত্থ, বিবিধ ধব, চুত, নিম্ব, কদম্ব, নীপক, খদির, ও বিবিধ পুষ্পময়ী লতা বিরাজমান। এতদ্ভিন্ন শাল, তাল, তমাল, নারিকেল, শোভাঞ্জন, অর্জ্জুন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, পিপ্পল, লকুচ, সরল, লোধ্র, হিন্তাল, দেবদারু, পলাশ, মুচুকুন্দ, পারিজাত, কুব্জক, কদলী, জম্বু, পুগ,

মন্দারকুন্দপুষ্পৈশ্চ তথান্যৈঃ পুষ্পজাতিভিঃ ॥
নানাপক্ষিরুতৈঃ সেব্যৈরুদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ।
ফলভারানতৈর্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোৎকরৈঃ ॥৪৪
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ কোকিলৈঃ
কলবিঙ্কৈর্ময়ূরৈশ্চ প্রিয়পুত্রৈঃ শুকৈস্তথা ॥ ৪৫
জীবঞ্জীবকহারীতৈশ্চাতকৈর্বনবেষ্টিতৈঃ।
নানাপক্ষিগণৈশ্চান্যৈঃ কূজদ্ভির্মধুরস্বরৈঃ ॥ ৪৬
দীর্ঘিকাভিস্তড়াগৈশ্চ পুষ্করিণীভিশ্চ বাপিভিঃ।
নানাজলাশয়ৈশ্চান্যৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ॥৪৭
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ ॥ ৪৮
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈস্তথান্যৈর্জলচারিভিঃ।
এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্বরৈঃ ॥
নানাজলাশয়ৈঃ পুণ্যৈঃ শোভিতং তৎসমন্ততঃ
আস্তে তত্র স্বয়ং দেবঃ কৃত্তিবাসা বৃষধ্বজঃ ॥
হিতায় সর্ব্বলোকস্য ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ শিবঃ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥
পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি বাপ্যঃ কূপাশ্চ সাগরাঃ।
তেভ্যঃ পূর্ব্বং সমাহৃত্য জলবিন্দূন্ পৃথক্ পৃথক্
সর্ব্বলোকহিতার্থায় রুদ্রঃ সর্ব্বসুরৈঃ সহ।
তীর্থং বিন্দুসরো নামতস্মিন্ ক্ষেত্রেদ্বিজোত্তমাঃ
চকার ঋষিভিঃ সার্দ্ধং তেন বিন্দুসরঃ স্মৃতম্।
অষ্টম্যাং বহুলে পক্ষে মার্গশীর্ষে দ্বিজোত্তমাঃ ॥
যস্তত্র যাত্রাং কুরুতে বিষুবে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিধিবদ্বিন্দুসরসি স্নাত্বা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৫৫
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ সন্তর্প্য বাগ্যতঃ
তিলোদকেন বিধিনা নামগোত্রবিধানবিৎ ॥৫৬
স্নাত্বৈবং বিধিবত্তত্র সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।
গ্রহোপরাগে বিষুবে সংক্রান্ত্যাময়নে তথা ॥৫৭
যুগাদিষু ষড়শীত্যাং তথান্যত্র শুভে তিথৌ।
যে তত্র দানং বিপ্রেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি ধনাদিকম্ ॥
অন্যতীর্থাচ্ছতগুণং ফলং তে প্রাপ্নুবন্তি বৈ।

কেতকী, করবীর, অতিমুক্ত, কিংশুক, মন্দার, কুন্দ, এবং অন্যান্য পুষ্পপ্রধান তরুলতায় সে ক্ষেত্র অলঙ্কৃত। সেখানে নানা পক্ষী কূজন করিতেছে, নন্দনবনের ন্যায় কত উদ্যান শোভমান রহিয়াছে। বৃক্ষগণ সর্ব্ব-ঋতুজাত কুসুমে সুশোভিত ও ফলভরে আনত রহিয়াছে। চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গ-রাজ, কোকিল, কলবিঙ্ক, ময়ূর, প্রিয়পুত্র, শুক, জীবঞ্জীবক, হারীত, চাতক, প্রভৃতি বিবিধ পক্ষী মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। কত দীর্ঘিকা, কত তড়াগ, কত পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় পদ্মিনীখণ্ডে মণ্ডিত হইয়া সুশোভিত হইতেছে। ঐ সকল জলাশয়ে কত কুমুদ,পুণ্ডরীক ও সুন্দর সুন্দর নীলোৎ-পল ফুটিয়া আছে এবং কাদম্ব, চক্রবাক, জল-কুক্কুট, কারণ্ডব, ও হংস প্রভৃতি নানা জল-চর বিহঙ্গম বিচরণ করিতেছে। এইরূপে সেই একাম্রক্ষেত্রের সর্ব্বস্থান নানাবিধ বৃক্ষ, নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্প ও নানাবিধ পুণ্য জলাশয়ে পরিশোভিত। সেখানে স্বয়ং ভুক্তি ও মুক্তিদাতা, কৃত্তিবাস বৃষধ্বজ শিব, সর্ব্বলোকের হিতের জন্য অবস্থান করিতে-ছেন। পৃথিবীতে যে সকল পুণ্যতীর্থ আছে এবং যত কিছু নদ, নদী, সরোবর, পুষ্করিণী, তড়াগ, বাপী, কূপ ও সাগর আছে, রুদ্রদেব তৎসমুদায় হইতে পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিন্দু বিন্দু জল আহরণ করিয়া লোকসমূ-হের হিতের জন্য সেই ক্ষেত্রে ঋষিগণের সহিত একযোগে একটী তীর্থ নির্ম্মাণ করি-য়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! রুদ্র-নির্ম্মিত সেই তীর্থের নাম বিন্দুসর। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বা বিষুব সংক্রান্তিতে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া যথাবিধি বিন্দুসর তীর্থে যাত্রা করে এবং শ্রদ্ধার সহিত তথায় স্নান, এবং দেব, ঋষি, পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগকে তিলোদক দ্বারা নাম, গোত্র উল্লেখ করিয়া তর্পণ করে, তাহার অশ্বমেধজন্য ফললাভ হয়। চন্দ্র-সূর্য্যাদির গ্রহণ, ষড়শীতিসংক্রান্তি, যুগাদ্যা, কোন যাগ যজ্ঞ অথবা অন্য কোন পুণ্যতিথি উপলক্ষে তথায় ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দান করিলে অন্যান্য তীর্থাপেক্ষা শতগুণ অধিক

পিণ্ডং যে সম্প্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ সরসস্তটে ॥৫৯
পিতৃণামক্ষয়াং তৃপ্তিং তে কুর্ব্বন্তি ন সংশয়ঃ।
ততঃ শম্ভোর্গৃহং গত্বা বাগ্‌যতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
প্রবিশ্য পূজয়েৎ সর্ব্বং কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্
ঘৃতক্ষীরাদিভিঃ স্নানং কারয়িত্বা ভবং শুচিঃ ॥
চন্দনেন সুগন্ধেন বিলিপ্য কুঙ্কুমেন চ।
ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং চন্দ্রমৌলিমুমাপতিম্ ॥৬২
পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্মেধ্যৈর্বিল্বার্ককমলাদিভিঃ।
আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ শঙ্করম্ ॥
অদীক্ষিতস্তু নাম্নৈব মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ।
এবং সম্পূজ্য তং দেবং গন্ধপুষ্পানুরাগিভিঃ ॥
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈরুপহারৈস্তথা স্তবৈঃ।
দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ গীতৈর্বাদ্যৈর্মনোহরৈঃ ॥
নৃত্যজপ্যনমস্কারৈর্জয়শব্দৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ।
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবদেবমুমাপতিম্ ॥ ৬৬
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রূপযৌবনগর্ব্বিতঃ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৬৭
সৌবর্ণেন বিমানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরলঙ্কৃতঃ ॥ ৬৮
উদ্যোতয়ন দিশঃ সর্ব্বাঃ শিবলোকং স গচ্ছতি
ভুক্ত্বা তত্র সুখং বিপ্রা মনসঃ প্রীতিদায়কম্ ॥
তল্লোকবাসিভিঃ সার্দ্ধং যাবদাভূতসংপ্লবম্।
ততস্তস্মাদিহায়াতঃ পৃথিব্যাং পুণ্যসংক্ষয়ে ॥
জায়তে যোগিনাং গেহে চতুর্ব্বেদী দ্বিজোত্তমাঃ
যোগং পাশুপতং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ
শয়নোত্থাপনে চৈব সংক্রান্ত্যাময়নে তথা।
অশোকাখ্যাং তথাষ্টম্যাং পাবিত্রারোপণেতথা
যে চ পশ্যন্তি তং দেবং কৃত্তিবাসসমুত্তমম্।
বিমানেনার্কবর্ণেন শিবলোকং ব্রজন্তি তে ॥৭৩
সর্ব্বকালেঽপি তং দেবং যে পশ্যন্তি সুমেধসঃ।
তেঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ শিবলোকং ব্রজন্তি বৈ
দেবস্য পশ্চিমে পূর্ব্বে দক্ষিণে চোত্তরে তথা।
যোজনদ্বিতয়ং সার্দ্ধং ক্ষেত্রং তদ্ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে লিঙ্গং ভাস্করেশ্বরসংজ্ঞিতম্।

ফললাভ হয়। এই বিন্দুসরের তীরে যাহারা পিতৃলোককে পিণ্ড দান করে, তাহাদের পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়, সংশয় নাই। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও মৌনী হইয়া শম্ভুমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শম্ভুকে তিন বার প্রদক্ষিণান্তে ঘৃত ও ক্ষীরাদি দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিবে। চন্দন ও কুঙ্কুমাদি সুগন্ধ অনুলেপন, বিবিধ পুষ্প, প্রচুর বিল্ব ও অর্কপত্র ও আমলকফল দ্বারা আগমোক্ত মন্ত্রে চন্দ্রমৌলি উমাপতির অর্চ্চনা করিতে হয়। অদীক্ষিত ব্যক্তি কেবল নাম মাত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে। এইরূপে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি উপহার দ্বারা পূজা করিয়া, পরে দণ্ডবৎ প্রণিপাত, গীত, বাদ্য, নৃত্য, নানাস্তব, জয়শব্দ উচ্চারণ ও প্রদক্ষিণ করিবে। এইরূপে দেবদেব উমাপতিকে বিধিবৎ পূজা করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত ও রূপ-যৌবনে গর্ব্বিত এবং সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া কিঙ্কিণীজালমালী সুবর্ণবিমানে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্তৃক উপগীয়মান হইয়া দিক্ সকল বিদ্যোতিত করত শিবলোকে উপনীত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! তথায় মনঃপ্রীতিকর সুখ সকল উপভোগ করিয়া শিবলোকবাসীদিগের সহিত আকল্পকাল বাস করে। অনন্তর পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে আসিয়া চতুর্ব্বেদবিৎ যোগীদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, তৎপরে পাশুপত যোগ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যাহারা শয়ন, উত্থান, সংক্রান্তি, অয়ন, অশোকাষ্টমী ও পবিত্রারোপণ দিনে কৃত্তিবাসকে দর্শন করে, অর্কবর্ণ বিমানারোহণে তাহারা শিবলোকে উপনীত হয়। ৩৭—৭৪। যে সকল সুধী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সেই দেবদেবকে দর্শন করেন, তাঁহাদেরও শিবলোকে গতি হয়। দেবদেবের পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে সার্দ্ধ দুই যোজন পরিমিত ক্ষেত্র ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক। সেই ক্ষেত্রে ভাস্করেশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছে পুরা-

পশ্যন্তি যে তু তং দেবং স্নাত্বা কুণ্ডে মহেশ্বরম্
আদিত্যেনার্চিতং পূর্ব্বং দেবদেবং ত্রিলোচনম্
সর্ব্বপাপগবিনির্মুক্তা বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৭৭
উপগীয়মানা গন্ধর্ব্বৈঃ শিবলোকং ব্রজন্তি তে
তিষ্ঠন্তি তত্র মুদিতাঃ কল্পমেকং দ্বিজোত্তমাঃ॥
ভুক্ত্বা তু বিপুলান্ ভোগান্ শিবলোকে
মনোরমান্।
পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতা জায়ন্তে প্রবরে কুলে ॥ ৭৯
অথবা যোগিনাং গেহে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
উৎপদ্যন্তে দ্বিজবরাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৮০
মোক্ষশাস্ত্রার্থকুশলাঃ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
যোগং শম্ভোর্ব্বরং প্রাপ্য ততো মোক্ষং
ব্রজন্তি তে ॥ ৮১
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে লিঙ্গং যদ্দৃশ্যতে দ্বিজাঃ
পূজ্যাপূজ্যং চ সর্ব্বত্র বনে রথ্যান্তরেঽপি বা
চতুষ্পথে শ্মশানে বা যত্র কুত্র চ তিষ্ঠতি।
দৃষ্ট্বা তল্লিঙ্গমব্যগ্রং শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ ॥ ৮৩
স্নাপয়িত্বা তু তং ভক্ত্যা গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্মনোহরৈ
ধূপৈর্দীপৈঃ সনৈবেদ্যৈর্নমস্কারৈস্তথা স্তবৈঃ ॥৮৪
দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা।
সম্পূজ্যৈবং বিধানেন শিবলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥
নারী বা দ্বিজশার্দ্দূলাঃ সম্পূজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
পূর্ব্বোক্তং ফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং সমগ্রান্মুনিসত্তমাঃ।
তস্য ক্ষেত্রবরস্যাথ ঋতে দেবান্মহেশ্বরাৎ ॥৮৭
তস্মিন ক্ষেত্রোত্তমে গত্বা শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়াপি বা।
মাধবাদিষু মাসেষু নরো বা যদিবাঙ্গনা ॥ ৮৮
যস্মিন্ যস্মিংস্তিথৌ বিপ্রাঃ স্নাত্বা বিন্দুসরোম্ভসি
পশ্যেদ্দেবং বিরূপাক্ষং দেবীং চ বরদাং শিবাম্
গণং চণ্ডং কার্ত্তিকেয়ং গণেশং বৃষভং তথা।
কল্পদ্রুমং চ সাবিত্রীং শিবলোকং চ গচ্ছতি ॥
স্নাত্বা চ কাপিলং তীর্থং বিধিবৎ পাপনাশনম্।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্কামান্শিবলোক স গচ্ছতি
যঃ স্নাত্বা তত্র বিধিবৎ করোতি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ

কালে আদিত্যদেব উঁহার অর্চ্চনা করিয়া ছিলেন। মানবেরা তত্রত্য কুণ্ডে স্নান করিয়া দেবদেব মহেশ্বরকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগান্তে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া শিবলোকে আগমন করে ও তথায় এক কল্পকাল যাবৎ মুদিতচিত্তে অবস্থিত হয়। পরে শিবলোকে থাকিয়া বিবিধ মনোরম ভোগ উপভোগ করিবার পর পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় ইহলোকে উত্তমকুলে জন্ম গ্রহণ করে অথবা যোগীদিগের কুলে জন্মিয়া বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী সর্ব্বভূতহিতৈষী মোক্ষশাস্ত্রদর্শী সমবুদ্ধি-সম্পন্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া শাম্ভবযোগ লাভান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সেই পবিত্র ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র বনে, রথ্যামধ্যে, চতুষ্পথে বা শ্মশানাদিতে যে কোন স্থানে যত কিছু পূজ্য কিংবা অপূজ্য শিবলিঙ্গ আছে, মানব তদ্দর্শনে অব্যগ্রচিত্তে সুসমাহিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাহাকে স্নান করাইবে এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার, স্তব, ও দণ্ডবৎ প্রণিপাত দ্বারা নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদম সহকারে যথাবিধি তদীয় পূজা করিবে। এইরূপ পূজা করিলেও শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! স্ত্রীলোকেরাও শ্রদ্ধাসহকারে শিবপূজা করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! একমাত্র দেব মহেশ্বর ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রবরের নিখিল গুণ বর্ণন করিতে পারে? শ্রদ্ধায় হউক, আর অশ্রদ্ধায়ই হউক, নর কিংবা নারী যদি বৈশাখাদি মাসে সেই উত্তমক্ষেত্রে গিয়া যে কোন তিথিতে বিন্দুসরের জলে স্নান করিয়া তত্রত্য দেবদেব বিরূপাক্ষ, দেবী বরদা, শিবা, চণ্ডাখ্য গণ, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, বৃষভ, কল্পদ্রুম, ও সাবিত্রীকে সন্দর্শন করে, তাহার শিবলোক-প্রাপ্তি হয়। তথাকার পাপ-হর কাপিলতীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া অভিমত ফললাভ করত শিব

কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য শিবলোকং স গচ্ছতি ॥৯২
একাম্রকে শিবক্ষেত্রে বারাণসীসমে শুভে।
স্নানং করোতি যস্তত্র মোক্ষং স লভতে ধ্রুবম্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভু ঋষিসংবাদ একাম্রক্ষেত্র-মাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

বিরজে বিরজা মাতা ব্রহ্মাণী সম্প্রতিষ্ঠিতা।
যস্যাঃ সন্দর্শনান্মর্ত্ত্যঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥
সকৃদ্দৃষ্ট্বা তু তাং দেবীংভক্ত্যা পূজ্য প্রণম্য চ
নরঃ স্ববংশমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ২
অন্যাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি বিরজে লোকমাতরঃ।
সর্ব্বপাপহরা দেব্যো বরদা ভক্তিবৎসলাঃ ॥ ৩
আস্তে বৈতরণী তত্র সর্ব্বপাপহরা নদী
যস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
আস্তে স্বয়ম্ভুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা পরং বিষ্ণুং ব্রজন্তি তে
কাপিলে গোগ্রহে সোমে তীর্থে চালাবুসংজ্ঞিতে
মৃত্যুঞ্জয়ে ক্রোড়তীর্থে বাসুকে সিদ্ধকেশ্বরে ॥
তীর্থেষেতেষু মতিমান্ বিরজে সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
গত্বাষ্টতীর্থং বিধিবৎস্নাত্বা দেবান্প্রণম্য চ ॥ ৭
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্মম লোকে মহীয়তে ॥ ৮
বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং করোতি বৈ
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৄণাং নাত্র সংশয়ঃ
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠা বিরজে যে কলেবরম্।
পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ॥
স্নাত্বা যঃ সাগরে মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা চ কপিলং হরিম্

লোক লাভ হয়। যে জন জিতেন্দ্রিয় ভাবে তথায় স্তম্ভারোপণ করে, সে একবিংশতিকুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে উপনীত হইয়া থাকে। একাম্রক শিবক্ষেত্র বারাণসীতুল্য পবিত্র। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ৭৫—৯৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন, বিরজক্ষেত্রে বিরজা নাম্নী জগন্মাতা ব্রহ্মাণী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই মানব স্বীয় সপ্ত কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে। নরগণ একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন, ভক্তিপূর্ব্বক পূজন ও প্রণাম করিলেও স্বীয় বংশের উদ্ধার সাধন করিয়া মদীয় লোকে উপনীত হইতে পারে। ঐ বিরজাক্ষেত্রে আরও অনেক লোকমাতা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বপাপহারিণী, বরদায়িনী ও ভক্তবৎসলা। তথায় বৈতরণী নামে এক সর্ব্বপাপহারিণী নদী আছে, ঐ নদীতে স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সেখানে স্বয়ম্ভূ বরাহ-মূর্ত্তি হরি স্বয়ং বিরাজমান; ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম ও দর্শন করিলে বিষ্ণুর পরম ধামে উপনীত হওয়া যায়। বিরজা-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কাপিল, গোগ্রহ, সোম, অলাবু, মৃত্যুঞ্জয়, ক্রোড়, বাসুক ও সিদ্ধেশ্বর তীর্থ নামে আরও অষ্টতীর্থ বিদ্যমান। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ঐ অষ্টতীর্থে গমন, বিধি-বৎ স্নান ও তত্রত্য দেবগণকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অন্তে বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া মদীয় লোকে বিহার করিয়া থাকে। বিরজাখ্য মদীয় ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পিণ্ড দান করে, সে নিশ্চয়ই পিতৃগণের অক্ষয়া তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। মদীয় বিরজাক্ষেত্রে যাহারা কলেবর পরিত্যাগ করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মোক্ষলাভ ঘটে। ১—১০। যে ব্যক্তি সাগরে স্নানপূর্ব্বক কপিল দেবকে সন্দর্শন করিয়া বারাহী

পশ্যেদ্দেবীং চ বারাহীং স যাতি ত্রিদশালয়ম্ ॥
সন্তি চান্যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
তৎকালে তু মুনিশ্রেষ্ঠা বেদিতব্যানি তানি বৈ
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে তস্মিন্‌দেশে দ্বিজোত্তমাঃ
আস্তে গুহ্যং পরং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পাপনাশনম্
সর্ব্বত্র বালুকাকীর্ণং পবিত্রং সর্ব্বকামদম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥ ১৪
অশোকার্জ্জুনপুন্নাগৈর্বকুলৈঃ সরলদ্রুমৈঃ।
পনসৈর্নারিকেলৈশ্চ শালৈস্তালৈঃ কপিত্থকৈঃ ॥
চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ চূতবিল্বৈঃ সপাটলৈঃ।
কদম্বৈঃ কোবিদারৈশ্চ লকুচৈর্নাগকেসরৈঃ ॥ ১৬
প্রাচীনামলকৈর্লোধ্রৈর্নারঙ্গৈর্ধবখাদিরৈঃ।
সর্জ্জভূর্জ্জাশ্বকর্ণৈশ্চ তমালৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ১৭
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ ন্যগ্রোধাগুরুচন্দনৈঃ।
খর্জ্জুরাম্রাতকৈঃ সিদ্ধৈর্মুচুকুন্দৈঃ সকিংশুকৈঃ ॥
অশ্বত্থৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ মধূধারশুভাঞ্জনৈঃ।
শিংশপামলকৈর্নীপৈর্নিম্বতিন্দুবিভীতকৈঃ ॥ ১৯
সর্ব্বর্ত্তুফলগন্ধাঢ্যৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলৈঃ।
মনোহ্লাদকরৈঃ শুভ্রৈর্নানাবিহগনাদিতৈঃ ॥ ২০
শ্রোত্ররম্যৈঃ সমধুরৈর্বলনির্ম্মদনেরিতৈঃ।
মনসঃ প্রীতিজনকৈঃ শব্দৈঃ খগমুখেরিতৈঃ ॥ ২১
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ।
কোকিলৈঃ কলবিঙ্কৈশ্চ হারীতৈর্জীবজীবকৈঃ ॥
প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথান্যৈর্মধুরস্বরৈঃ।
শ্রোত্ররম্যৈঃ প্রিয়করৈঃ কূজদ্ভিশ্চাধিষ্ঠিতৈঃ ॥
কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ সকুব্জকৈঃ।
মালতীকুন্দবাণৈশ্চ করবীরৈঃ সিতেতরৈঃ ॥ ২৪
জম্বীরককরুণাঙ্কোলৈর্দাড়িমৈর্বীজপূরকৈঃ।
মাতুলুঙ্গৈঃ পূগফলৈর্হিন্তালৈঃ কদলীবনৈঃ ॥ ২৫
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈশ্চান্যৈর্মনোহরৈঃ
লতাবিতানগুল্মৈশ্চ বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈঃ ॥ ২৬
দীর্ঘিকাভিস্তড়াগৈশ্চ পুষ্করিণীভিশ্চ বাপিভিঃ।
নানাজলাশয়ৈঃ পুণ্যৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ॥ ২৭
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ
কহ্লারৈঃ কমলৈশ্চাপি আচিতানি সমন্ততঃ।

দেবীকে দর্শন করে, তাহার স্বর্গগতি হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মদীয় ক্ষেত্রে আরও বহুতর পুণ্য তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, সে সকল সকলেরই বেদিতব্য। হে দ্বিজগণ! সমুদ্রের উত্তর তীরে এক পরম গুহ্য পাপহর মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র আছে, তাহার সমস্ত স্থানই বালুকাময়; ঐ ক্ষেত্র পবিত্র ও সর্ব্ব-কামপ্রদ। উহার বিস্তার দশ যোজন-পরিমিত; উহা মনুষ্যলোকে পরম দুর্লভ। ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে অশোক, অর্জ্জুন, পুন্নাগ, বকুল, সরল, পনস, নারিকেল, শাল, তাল, কপিত্থ, চম্পক, কর্ণিকার, চূত, বিল্ব, পাটল, কদম্ব, কোবিদার, লকুচ, নাগকেশর, প্রাচীনামলক, লোধ্র, নারঙ্গ, ধব, খদির, সর্জ্জ, ভূর্জ্জ, অশ্বকর্ণ, তমাল, দেবদারু, মন্দার, পারিজাত, ন্যগ্রোধ, অগুরু, চন্দন, খর্জ্জুর, আম্রাতক, সিদ্ধ, মুচুকুন্দ, কিংশুক, অশ্বত্থ, সপ্তপর্ণ, মধূধার শোভাঞ্জন, শিংশপা, আমলক, নীপ, নিম্ব, তিন্দু ও বিভীতক প্রভৃতি সর্ব্ব ঋতুজাত ফল-কুসুম-গন্ধান্বিত, মনঃপ্রীতিকর, নানা বিহগ-নাদিত, পাদপরাজি বিরাজমান। ঐ সকল পাদপোপরি চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীব-জীবক, প্রিয়পুত্র, চাতক, ও অন্যান্য মধুরকণ্ঠ শ্রবণ-মনোহর কূজন-পরায়ণ পক্ষিকুল উপবিষ্ট। সেখানে কত কেতকী বনখণ্ড, কত অতিমুক্ত, কুব্জক, মালতী, কুন্দ, করবীর, জম্বীর, করুণ, অঙ্কোল, দাড়িম, বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, পূগ, হিন্তাল ও কদলীবন এবং এতদ্ভিন্ন কত বিবিধ মনোজ্ঞ কুসুম-সমুদ্ভাসিত বৃক্ষ ও লতা-গুল্মাদি বিরাজমান; পদ্মিনী খণ্ডমণ্ডিত কত পুণ্য জলাশয়, কত পুষ্করিণী, কত দীর্ঘিকা ও কত তড়াগাদি বিদ্যমান। ১১—২৭। ঐ সকল জলাশয়ই মনোজ্ঞ ও প্রসন্নসলিলে পরিপূর্ণ। কুমুদ, পুণ্ডরীক, নীলোৎপল, কহ্লার ও কমল সকল ঐ জলাশয়সমূহের

কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ॥ ২৯
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কূর্ম্মৈর্মৎস্যৈশ্চ মদ্গুভিঃ
দাত্যুহসারসাকীর্ণৈঃ কোযষ্টিবকশোভিতৈঃ ॥৩০
এতৈশ্চান্যৈশ্চ কূজদ্ভিঃ সমন্তাজ্জলচারিভিঃ।
খগৈর্জ্জলচরৈশ্চান্যৈঃ কুসুমৈশ্চ জলোদ্ভবৈঃ॥
এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈঃ স্থলজলোদ্ভবৈঃ
ব্রহ্মচারিগৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ॥ ৩২
স্বধর্ম্মনিরতৈর্বর্ণৈস্তথান্যৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং নরনারীসমাকুলম্॥ ৩৩
অশেষবিদ্যানিলয়ং সর্ব্বধর্ম্মগুণাকরম্।
এবং সর্ব্বগুণোপেতং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥৩৪
আস্তে তত্র মুনিশ্রেষ্ঠা বিখ্যাতঃ পুরুষোত্তমঃ।
যাবদুৎকলমর্যাদা দিক্‌ক্রমেণ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩৫
তাবৎ কৃষ্ণপ্রসাদেন দেশঃ পুণ্যতমো হি সঃ।
যত্র তিষ্ঠতি বিশ্বাত্মা দেশে স পুরুষোত্তমঃ॥
জগদ্ব্যাপী জগন্নাথস্তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
অহং রুদ্রশ্চ শক্রশ্চ দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ॥ ৩৭
নিবসামো মুনিশ্রেষ্ঠাস্তস্মিন্ দেশে সদা বয়ম্।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সর্ব্বাঃ পিতরো দেবমানুষাঃ॥ ৩৮
যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ কশ্যপাদ্যাঃ প্রজেশ্বরাঃ
সুপর্ণাঃ কিন্নরা নাগাস্তথান্যে স্বর্গবাসিনঃ।
সাঙ্গাশ্চ চতুরো বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥
ইতিহাসপুরাণানি যজ্ঞাশ্চ বরদক্ষিণাঃ।
নদ্যশ্চ বিবিধাঃ পুণ্যাস্তীর্থান্যায়তনানি চ॥ ৪১
সাগরাশ্চ তথা শৈলাস্তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থিতাঃ
এবং পুণ্যতমে দেশে দেবর্ষিপিতৃসেবিতে ॥৪২
সর্ব্বোপভোগসহিতে বাসঃ কস্য ন রোচতে।
শ্রেষ্ঠত্বং কস্য দেশস্য কিং চান্যদধিকং ততঃ ॥৪৩
আস্তে যত্র স্বয়ং দেবো মুক্তিদঃ পুরুষোত্তমঃ।
ধন্যাস্তে বিবুধপ্রখ্যা যে বসন্ত্যুৎকলে নরাঃ॥
তীর্থরাজজলে স্নাত্বা পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্।
স্বর্গে বসন্তি তে মর্ত্ত্যা ন তে যান্তি যমালয়ে ॥৪৫
যে বসন্ত্যুৎকলে ক্ষেত্রে পুণ্যে শ্রীপুরুষোত্তমে

সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। কাদম্ব, চক্রবাক, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য মদ্গু, দাত্যুহ, সারস ও কোযষ্টিক প্রভৃতি এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কূজন-পরায়ণ জলচর বিহঙ্গম ও অন্যান্য জলজাত কুসুমরাশি ঐ সকল জলাশয়ে বিরাজিত। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু প্রভৃতি স্বধর্ম্ম-নিরত চতুর্ব্বিধ আশ্রমী লোক সেই ক্ষেত্রে অবস্থিত। উহা হৃষ্টপুষ্ট জনে আকীর্ণ, নরনারীগণে পরিপূর্ণ, সর্ব্ববিধ বিদ্যাচর্চ্চার আধারস্থান ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম ও সর্ব্ব-গুণের আকর। এইরূপে সেই সর্ব্বগুণযুত ক্ষেত্র জগতে পরম দুর্লভ। ২৮—৩৪। হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ! সেই ক্ষেত্রে বিখ্যাত পুরুষোত্তম বিরাজমান। দিগ্‌বিভাগ অনুসারে যত-দূর পর্য্যন্ত উৎকল দেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, যথায় বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম বিরাজ-মান, ভগবান্ কৃষ্ণের প্রসাদে সেই দেশই পরম পুণ্যতম্। জগদ্ব্যাপী জগন্নাথ সেই-স্থানেই অবস্থিত। আমি, রুদ্র, ইন্দ্র ও অগ্নি-প্রমুখ অন্যান্য দেবগণ, আমরা সকলেই তথায় সর্ব্বদা বাস করি। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, পিতৃ, দেব ও মানুষগণ, যক্ষগণ, বিদ্যাধর-গণ, সিদ্ধগণ, সংশিতব্রত মুনিগণ, বাল-খিল্যাদি ঋষিগণ, কশ্যপাদি প্রজাপতিগণ, সুপর্ণ ও কিন্নরগণ, নাগগণ অন্যান্য স্বর্গ-বাসিগণ, সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ, বিবিধ শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ বহুদক্ষিণান্বিত যজ্ঞসকল, বিবিধ পুণ্য নদীগণ, নানা তীর্থ ও আয়তন সকল, সাগরসমূহ এবং শৈলবৃন্দ, ইহারা সকলেই তথায় বিদ্যমান। ফলতঃ দেবর্ষি-পিতৃ-সেবিত সর্ব্বোপভোগ-ময় পবিত্র দেশে কাহার না বাস করিতে ইচ্ছা হয়? এই দেশ হইতে অন্য কোন্ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে? এই পুণ্য দেশে স্বয়ং মুক্তিপ্রদাতা পুরুষোত্তম দেব অবস্থিত। যে সকল নর উৎকল দেশে বাস করে, সেই বিবুধপ্রতিম নরগণই জগতে ধন্য। এখানকার প্রধান তীর্থ-জলে স্নান করিয়া যাহারা পুরুষোত্তমকে

সফলং জীবিতং তেষামুৎকলানাং সুমেধসাম্ ॥
যে পশ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠং প্রসন্নায়তলোচনম্ ।
চারুভ্রূকেশমুকুটং চারুকর্ণাবতংসকম্ ॥ ৪৭
চারুস্মিতং চারুদন্তং চারুকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
সুনাসং সুকপোলঞ্চ সুললাটং সুলক্ষণম্ ॥৪৮
ত্রৈলোক্যানন্দজননং কৃষ্ণস্য মুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে উৎকলক্ষেত্র বর্ণনং নাম
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্রাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
বভূব নৃপতিঃ শ্রীমানিন্দ্রদ্যুম্ন ইতি শ্রুতঃ ॥ ১
সত্যবাদী শুচির্দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
রূপবান্ সুভগঃ শূরো দাতা ভোক্তা প্রিয়ংবদঃ
যষ্টা সমস্তযজ্ঞানাং ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ শাস্ত্রে চ নিপুণঃ কৃতী ॥৩
বল্লভো নরনারীণাং পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শত্রুসঙ্ঘভয়ঙ্করঃ ॥ ৪
বৈষ্ণবঃ সত্ত্বসম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অধ্যেতা যোগসাংখ্যানাং মুমুক্ষুর্ধর্ম্মতৎপরঃ ॥৫
এবং স পালয়ন্ পৃথ্বীং রাজা সর্ব্বগুণাকরঃ ।
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না হরেরারাধনং প্রতি ॥ ৬
কথমারাধয়িষ্যামি দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ।
কস্মিন্ক্ষেত্রেঽথবা তীর্থে নদীতীরে তথাশ্রমে
এবং চিন্তাপরঃ সোঽথ নিরীক্ষ্য মনসা মহীম্
আলোক্য সর্ব্বতীর্থানি ক্ষেত্রাণ্যথ পুরাণ্যপি ॥
তানি সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্য জগামায়তনং পুনঃ ।
বিখ্যাতং পরমং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্ ।
স গত্বা তৎক্ষেত্রবরং সমৃদ্ধবলবাহনঃ ।
অযজচ্চাশ্বমেধেন বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১০

দর্শন করে, সেই মর্ত্ত্যগণ কখন যমালয়ে যায় না, তাহারা স্বর্গধামেই গমন করিয়া থাকে। যাহারা পবিত্র উৎকল দেশস্থ পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করে, সেই সকল সুমেধা উৎকলবাসীদিগের জীবনই সফল। যাহার লোচন প্রসন্ন ও আয়ত, যাহা চারু ভ্রূ, কেশ ও মুকুটে সুশোভিত, যাহার চারু হাস্য, ও চারু দন্ত, যাহা চারু কুণ্ডলে মণ্ডিত, যাহার সুনাসা, সুকপোল ও সুললাট, শ্রীকৃষ্ণের সেই সুলক্ষণান্বিত ত্রৈলোক্যানন্দজনক মুখপঙ্কজ যাহারা অবলোকন করে, জগতে তাহারাই ধন্য পুরুষ। ৩৫—৪৯।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! সত্যযুগে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক শ্রীমান্ নরপতি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, যষ্টা, শুচি, দক্ষ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, রূপবান, সৌভাগ্যশালী, শূর, দাতা, ভোক্তা, প্রিয়ম্বদ, ধনুর্ব্বেদ ও অন্যান্য সর্ব্ববেদে পারদর্শী, পূর্ণচন্দ্রবৎ নর-নারীগণের বল্লভ, আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য, শত্রুসঙ্ঘের ভয়ঙ্কর, বিষ্ণু-ভক্ত, সত্ত্বসম্পন্ন, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, সাংখ্যযোগের অধ্যেতা, ধর্ম্মতৎপর, ও মুমুক্ষু, বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই সর্ব্বগুণাকর রাজা পৃথিবীপালনে নিরত হইবার পর একদা হরির আরাধনার্থ তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষিত হইল। তিনি ভাবিলেন, আমি কিরূপে কোন্ ক্ষেত্রে, তীর্থে অথবা কোন্ নদীর তীরে বা আশ্রমে দেবদেব জনার্দ্দনকে আরাধনা করিব? এইরূপে তিনি চিন্তাক্রান্ত হইয়া মনে মনে সমস্ত মহী ও মহীস্থ সর্ব্ব তীর্থক্ষেত্র ও পুরনগরাদি অবলোকন করিলেন। ১—৮। পরিদর্শনান্তে তিনি সে সকল স্থানই পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিপ্রদ বিখ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিলেন। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন বলবাহনাদি সমৃদ্ধি-

কারয়িত্বা মহোৎসেধং প্রাসাদঞ্চৈব বিশ্রুতম্
তত্র সঙ্কর্ষণং কৃষ্ণং সুভদ্রাং স্থাপ্য বীর্য্যবান্ ॥
পঞ্চতীর্থঞ্চ বিধিবৎ কৃত্বা তত্র মহীপতিঃ।
স্নানং দানং তপো হোমং দেবতাপ্রেক্ষণং তথা
ভক্ত্যা চারাধ্য বিধিবৎ প্রত্যহং পুরুষোত্তমম্
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য ততো মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥১৩
মার্কণ্ডেয়ঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামঞ্চ ভো দ্বিজাঃ।
সাগরে চেন্দ্রদ্যুম্নাখ্যে স্নাত্বামোক্ষং লভেদ্ধ্রুবম্
মুনয় উচুঃ।
কস্মাৎ স নৃপতিঃ পূর্ব্বমিন্দ্রদ্যুম্নো জগৎপতিঃ।
জগাম পরমং ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্ ॥
গত্বা তত্র সুরশ্রেষ্ঠ কথং স নৃপসত্তমঃ।
বাজিমেধেন বিধিবদিষ্টবান্ পুরুষোত্তমম্ ॥১৬
কথং স সর্ব্বফলদে ক্ষেত্রে পরমদুর্ল্লভে।
প্রাসাদং কারয়ামাস চেষ্টং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥
কথং স কৃষ্ণং রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ প্রজাপতে।
নির্ম্মমে রাজশার্দ্দূলঃ ক্ষেত্রং রক্ষিতবান্ কথম্
কথং তত্র মহীপালঃ প্রাসাদে ভুবনোত্তমে।
স্থাপয়ামাস মতিমান্ কৃষ্ণাদীংস্ত্রিদশার্চ্চিতান্ ॥
এতৎ সর্ব্বং সুরশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ যথাতথম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ চরিতং তস্য ধীমতঃ ॥ ২০
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামস্তব বাক্যামৃতেন বৈ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃচ্ছধ্বং পুরাতনম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥২২
বক্ষ্যামি তস্য চরিতং যথা বৃত্তং কৃতে যুগে।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রযতাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥
অবন্তী নাম নগরী মালবে ভুবি বিশ্রুতা।
বভূব তস্য নৃপতেঃ পৃথিবী ককুদোপমা ॥ ২৪
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা দৃঢ়প্রাকারতোরণা।

ব্যাহারে সেই প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া প্রভূত দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে সেখানে এক মহোচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে স্থাপন করত পরে যথাবিধি পঞ্চতীর্থ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্নান, দান, তপস্যা, হোম ও দেবদর্শনাদি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ যথাবিধি পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া দেব দেবের অনুগ্রহে অন্তে মোক্ষলাভ করেন। হে দ্বিজগণ! সেখানে মার্কণ্ডেয়, কৃষ্ণ ও বলরাম আছেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইন্দ্র দ্যুম্নাখ্য সাগরে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়। ৯—১৪। মুনিগণ কহিলেন,পৃথিবীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন কি নিমিত্ত সেই মুক্তিপ্রদ পরম ক্ষেত্র পুরুষোত্তমধামে গমন করিয়াছিলেন? হে সুরশ্রেষ্ঠ! তিনি সেখানে গিয়া কিরূপে বাজিমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, যথাবিধি পুরুষোত্তম দেবের অর্চ্চনা, কিরূপে সর্ব্বফলপ্রদ পরম দুর্লভ ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত প্রাসাদ নির্ম্মাণ, কি প্রকারে কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রামূর্ত্তি বিধান, কি করিয়া ক্ষেত্র রক্ষা এবং কি প্রকারেই বা সেই সর্ব্বোত্তম প্রাসাদমধ্যে সুরগণ-পূজিত কৃষ্ণ প্রভৃতিকে স্থাপন করেন? হে সুরবর! এতৎসমস্ত এবং সেই ধীমান্ নরপতির কার্য্যকলাপ যথাযথ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। হে ব্রহ্মন্! আমরা আপনার বাক্যামৃতপানে কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছি না; আপনার কথা শ্রবণে একান্তই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যে সর্ব্বপাপহর ভোগমোক্ষপ্রদ পৌরাণিক পুণ্য বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদিগকেআমি বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করি। হে মুনিবরগণ! আপনারা প্রযত হইয়া একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। আমি সেই সত্যযুগের যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। মালবদেশে অবন্তী নামে এক ভুবনবিশ্রুত নগরী আছে। সেই নগরী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী ছিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সমস্ত পৃথিবীরই অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজধানী অবন্তীনগরী হৃষ্টপুষ্ট জনে আকীর্ণ, সুদৃঢ় প্রাকার, তোরণ,

দৃঢ়যন্ত্রার্গলদ্বারা পরিখাভিরলঙ্কৃতা ॥ ২৫
নানাবণিক্‌সমাকীর্ণা নানাভাণ্ডসুবিক্রিয়া।
রথ্যাপণবতী রম্যা সুবিভক্তচতুষ্পথা ॥ ২৬
গৃহগোপুরসম্বাধা বীথীভিঃ সমলঙ্কৃতা।
রাজহংসনিভৈঃ শুভ্রৈশ্চিত্রগ্রীবৈর্মনোহরৈঃ ॥২৭
অনেকশতসাহস্রৈঃ প্রাসাদৈঃ সমলঙ্কৃতা।
যজ্ঞোৎসবপ্রমুদিতা গীতবাদিত্রনিস্বনা ॥ ২৮
নানাবর্ণপতাকাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতা।
হস্ত্যশ্বরথসঙ্কীর্ণা পদাতিগণসঙ্কুলা ॥ ২৯
নানাযোধসমাকীর্ণা নানাজনপদৈর্যুতা।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চৈব দ্বিজাতিভিঃ
সমৃদ্ধা সা মুনিশ্রেষ্ঠা বিদ্বদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতা।
ন তত্র মলিনাঃ সন্তি ন মূর্খা নাপি নির্দ্ধনাঃ ॥ ৩১
ন রোগিণো ন হীনাঙ্গা ন দ্যূতব্যসনান্বিতাঃ।
সদা হৃষ্টাঃ সুমনসো দৃশ্যন্তে পুরুষাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৩২
ক্রীড়ন্তি স্ম দিবা রাত্রৌ হৃষ্টাস্তত্র পৃথক্ পৃথক্
সুবেষাঃ পুরুষাস্তত্র দৃশ্যন্তে মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ॥ ৩৩
সুরূপাঃ সুগুণাশ্চৈব দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ।
কামদেবপ্রতীকাশাঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥ ৩৪
সুকেশাঃ সুকপোলাশ্চ সুমুখাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
জ্ঞাতারঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ভেত্তারঃ শত্রুবাহিনীম্
দাতারঃ সর্ব্বরত্নানাং ভোক্তারঃ সর্ব্বসম্পদাম্।
স্ত্রিয়স্তত্র মুনিশ্রেষ্ঠা দৃশ্যন্তে সুমনোহরাঃ ॥ ৩৬
হংসবারণগামিন্যঃ প্রফুল্লাম্ভোজলোচনাঃ।
সুমধ্যমাঃ সুজঘনাঃ পীনোন্নতপয়োধরাঃ ॥৩৭
সুকেশাশ্চারুবদনাঃ সুকপোলাঃ স্থিরালকাঃ।
হাবভাবানতগ্রীবাঃ কর্ণাভরণভূষিতাঃ ॥ ৩৮
বিম্বোষ্ঠ্যো রঞ্জিতমুখাস্তাম্বূলেন বিরাজিতাঃ।
সুবর্ণাভরণোপেতাঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৩৯
শ্যামাবদাতাঃ সুশ্রোণ্যঃ কাঞ্চীনূপুরনাদিতাঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ॥৪০
বিদগ্ধাঃ সুভগাঃ কান্তাশ্চার্বঙ্গ্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
রূপলাবণ্যসংযুক্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রহসিতাননাঃ ॥ ৪১
ক্রীড়ন্ত্যশ্চ মদোন্মত্তাঃ সভাসু চত্বরেষু চ।

যন্ত্র, অর্গল, দ্বার ও পরিখাসমূহে সুশোভিত ও সুরক্ষিত। সেখানে নানাদেশীয় বণিক্‌-সম্প্রদায়, নানাবিধ রাশি রাশি দ্রব্যসম্ভার, নানা রথ্যা ও নানা আপণ বিদ্যমান। তথায় কত চতুষ্পথ, কত গৃহ, গোপুর ও বীথী বিরাজমান। রাজহংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, চিত্র বিচিত্র মনোহর শত শত সহস্র সহস্র প্রাসাদের দ্বারা ঐ নগরী অলঙ্কৃত। সেখানে যে কত হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এবং নানাবর্ণ ধ্বজ, পতাকা, নানাবিধ যোদ্ধা ও নানাদেশীয় জনতাপরিপূর্ণ, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ নগরী সর্ব্বদাই যজ্ঞোৎসবে আমোদিত এবং গীত ও বাদিত্ররবে মুখরিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রাদি নানাজাতির তথায় বাস। এইজন্য ঐ নগরী সদাই সমৃদ্ধ। বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি তথায় বিরাজমান। সেখানে মলিন, মূর্খ, নির্দ্ধন, রোগী, হীনাঙ্গ, ও দ্যূতাদি ব্যসনসম্পন্ন লোক কেহই নাই, সেখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলেই সর্ব্বদা হৃষ্ট-চিত্তে দিবারাত্র ক্রীড়া-নিরত। পুরুষগণ সকলেই সুবেশ, সুকুণ্ডলধর, সুরূপ, শোভন-গুণ, দিব্যাভরণ-ভূষিত, কন্দর্পকান্তি, সুলক্ষণ, সুকেশ, সুকপোল, সুমুখ, শ্মশ্রু-ধারী, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, শত্রুসৈন্যভেদী, সর্ব্বধন-দাতা, ও সর্ব্বসম্পদ্-ভোক্তা। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ তত্রত্য স্ত্রীগণ বড়ই মনোহর। ১৫—৩৬। তাহারা হংস ও বারণের ন্যায় গমনশীলা; তাহাদের নয়ন প্রফুল্ল অম্বুজবৎ, কটি ও জঘন সুন্দর, পয়োধর পীনোন্নত; তাহারা সুকেশ, চারুবদন, সুকপোল, ও স্থিরালক; হাবভাব-ভরে তাহাদের গ্রীবাদেশ আনত-ও কর্ণাভরণে ভূষিত; তাহারা বিম্বোষ্ঠী, তাহাদের মুখ তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত, সর্ব্বগাত্র সর্ব্ববিধ সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত; কাঞ্চী ও নূপুররবে শব্দিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য অম্বরে ভূষিত, এবং দিব্য গন্ধে অনুলে-পিত, তাহারা সকলেই চতুরা, সকলেই সুভগা, সকলেই কান্তা, সকলেই প্রিয়-দর্শনা, সকলেই রূপলাবণ্যবতী; স্মেরাননা,

গীতবাদ্যকথালাপৈ রময়ন্ত্যশ্চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২
বারমুখ্যাশ্চ দৃশ্যন্তে নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
প্রেক্ষণালাপকুশলাঃ সর্ব্বযোষিদ্‌গুণান্বিতাঃ ॥
অন্যাশ্চ তত্র দৃশ্যন্তে গুণাচার্য্যাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতাশ্চ সুভগা গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৪
বনৈশ্চোপবনৈঃ পুণ্যৈরুদ্যানৈশ্চ মনোরমৈঃ।
দেবতায়তনৈর্দিব্যৈর্নানাকুসুমশোভিতৈঃ ॥৪৫
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেসরৈঃ।
পিপ্পলৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ চন্দনাগুরুচম্পকৈঃ ॥৪৬
পুন্নাগৈর্নারিকেলৈশ্চ পনসৈঃ সরলদ্রুমৈঃ।
নারঙ্গৈর্লকুচৈর্লোধ্রৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ শুভাঞ্জনৈঃ ॥
চূতবিল্বকদম্বৈশ্চ শিংশপৈর্ধবখাদিরৈঃ।
পাটলাশোকতগরৈঃ করবীরৈঃ সিতেতরৈঃ ॥
পীতার্জ্জুনকভল্লাতৈঃ সিদ্ধৈরাম্রাতকৈস্তথা।
ন্যগ্রোধাশ্বত্থকাশ্মর্য্যৈঃ পলাশৈর্দেবদারুভিঃ ॥
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ তিন্তিড়ীকবিভীতকৈঃ
প্রাচীনামলকৈঃ প্লক্ষৈর্জম্বুশিরীষপাদপৈঃ ॥৫০
কালেয়ৈঃ কাঞ্চনারৈশ্চ মধুজম্বীরতিন্দুকৈঃ।
খর্জ্জূরাগস্ত্যবকুলৈঃ শাখোটকহরীতকৈঃ ॥৫১
কঙ্কোলৈর্মুচুকুন্দৈশ্চ হিন্তালৈর্বীজপূরকৈঃ।
কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ সকুব্জকৈঃ ॥৫২
মল্লিকাকুন্দবাণৈশ্চ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ।
মাতুলুঙ্গৈঃ পূগফলৈঃ করুণৈঃ সিন্ধুবারকৈঃ ॥
বহুবারৈঃ কোবিদারৈর্বদরৈঃ সকরঞ্জকৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পবৃক্ষৈশ্চান্যৈর্মনোহরৈঃ ॥
লতাগুল্মৈর্বিতানৈশ্চ উদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ।
সদা কুসুমগন্ধাঢ্যৈঃ সদা ফলভরানতৈঃ ॥ ৫৫
নানাপক্ষিরুতে রম্যৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ।
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গারৈঃ প্রিয়পুত্রকৈঃ ॥
কলবিঙ্কৈর্ময়ূরৈশ্চ শুকৈঃ কোকিলকৈস্তথা।
কপোতৈঃ খঞ্জরীটৈশ্চ শ্যেনৈঃ পারাবতৈস্তথা
খগৈশ্চান্যৈর্বহুবিধৈঃ শ্রোত্ররম্যৈর্মনোরমৈঃ।
সরিতঃ পুষ্করিণ্যশ্চ সরাংসি সুবহূনি চ ॥ ৫৮
অন্যৈর্জলাশয়ৈঃ পুণ্যৈঃ কুমুদোৎপলমণ্ডিতৈঃ
পদ্মৈঃ সিতেতরৈঃশুভ্রৈঃ কহ্লারৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ

ক্রীড়ানিরতা, ও মদোন্মত্তা। তাহারা সভা বা প্রাঙ্গণ ক্ষেত্রে গীত, বাদ্য ও মধুর আলাপে সকলের প্রতি উৎপাদন করে। তত্রত্য বারবিলাসিনীরা নৃত্য, গীত, ও বাদ্য বিদ্যায় দক্ষ, দর্শন ও সম্ভাষণে সুনিপুণ, ও সর্ব্ববিধ স্ত্রীগুণে সমন্বিত। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বগুণশালিনী পতিব্রতা সুভগা অন্যান্য বহু কুলকামিনী তথায় দৃশ্যমান। সেখানে কত যে নানা কুসুম-শোভিত দিব্য দিবা দেবায়তন, পবিত্র বন ও উপবন এবং মনোরম উদ্যান বিদ্যমান, তাহার ইয়ত্তা নাই। শাল, তাল, তমাল, বকুল, নাগকেশর, পিপ্পল, কর্ণিকার, চন্দন, অগুরু, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, পনস, সরলদ্রুম, নারঙ্গ, লকুচ, লোধ্র, সপ্তপর্ণ, শুভাঞ্জন, চূত, বিল্ব, কদম্ব, শিংশপ, ধব, খদির, পাটল, অশোক, তগর, সিতেতর, করবীর, পীত, অর্জ্জুন, ভল্লাতক, সিদ্ধ আম্রাতক, ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, অর্ঘ্য. পলাশ, দেবদারু, মন্দার, পারিজাত, তিন্তিড়ীক, বিভীতক, প্রাচীন আমলক, প্লক্ষ, জম্বু, শিরীষ, কালেয়, কাঞ্চনার, মধুজম্বীর, তিন্দুক, খর্জ্জুর, অগস্ত্য, বকুল, শাখোটক, হারীতক, কঙ্কোল, মুচুকুন্দ, হিন্তাল, বীজ-পূর, কেতকীবন, অতিমুক্ত, কুব্জক, মল্লিকা, কুন্দ, বাণ, কদলীখণ্ড, মাতুলুঙ্গ. পুগফল, করুণ, সিন্ধুবার, বহুবার, কোবিদার, বদর, করঞ্জ, এবং অন্যান্য বিবিধ বনজাত পুষ্প-বৃক্ষ ও নানা জাতীয় লতা, গুল্ম, ও নন্দন-বননিভ অনেক উদ্যানসমূহে সে নগরী সমলঙ্কৃত। পূর্ব্ব-বর্ণিত বৃক্ষ সকল সর্ব্বদা কুসুমগন্ধে অন্বিত ও ফলভরে আনত এবং চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গার, প্রিয়পুত্র, কলবিঙ্ক, ময়ূর, শুক, কোকিল, কপোত, খঞ্জরীট, শ্যেন, ও পারাবত প্রভৃতি নানাজাতীয় শ্রবণ মনোরম-নিনাদী বহু বিহঙ্গমরবে মুখরিত ও নানা মৃগগণে পরিবৃত। এতদ্ভিন্ন কুমুদ, উৎপল, শুভ্র পদ্ম, সুগন্ধি কহ্লার,

অন্যৈর্বহুবিধৈঃ পুষ্পৈর্জলজৈঃ সুমনোহরৈঃ।
গন্ধামোদকরৈর্দিব্যৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলৈঃ॥৬০
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ।
সারসৈশ্চ বলাকৈশ্চ কূর্ম্মৈর্ম্মৎস্যৈঃ সনক্রকৈঃ॥
জালপাদৈঃ কদম্বৈশ্চ প্লবৈশ্চ জলকুক্কুটৈঃ।
খগৈর্জ্জলচরৈশ্চান্যৈর্নানারববিভূষিতৈঃ॥ ৬২
নানাবর্ণৈঃ সদা হৃষ্টৈরঞ্চিতানি সমন্ততঃ।
এবং নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈঃ॥
বিবিধৈঃ পাদপৈঃ পুণ্যৈরুদ্যানৈর্বিবিধৈস্তথা।
জলস্থলচরৈশ্চৈব বিহগৈশ্চার্ব্বধিষ্ঠিতৈঃ॥ ৬৪
দেবতায়তনৈর্দিব্যৈঃ শোভিতা সা মহাপুরী।
তত্রাস্তে ভগবান্ দেবস্ত্রিপুরারিস্ত্রিলোচনঃ॥৬৫
মহাকালেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বকামপ্রদঃ শিবঃ।
শিবকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা বিধিবৎ পাপনাশনে॥৬৬
দেবান্ পিতৃনৃষীংশ্চৈব সন্তর্প্য বিধিবদ্বুধঃ।
গত্বা শিবালয়ং পশ্চাৎকৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্
প্রবিশ্য সংযতো ভূত্বা ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নানৈঃ পুষ্পৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈদীপৈশ্চ ভক্তিতঃ

নৈবেদ্যৈরুপহারৈশ্চ গীতবাদ্যৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ
দণ্ডবৎপ্রণিপাতৈশ্চ নৃত্যৈঃ স্তোত্রৈশ্চ শঙ্করম্
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা মহাকালং সকৃচ্ছিবম্।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৭০
পাপৈঃ সর্ব্বৈর্বিনির্ম্মুক্তো বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ
আরুহ্য ত্রিদিবং যাতি যত্র শম্ভোর্নিকেতনম্॥
দিব্যরূপধরঃ শ্রীমান্ দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ।
ভুঙ্ক্তে তত্র বরান্‌ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্
শিবলোকে মুনিশ্রেষ্ঠা জরামরণবর্জ্জিতঃ।
পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতঃ প্রবরে ব্রাহ্মণে কুলে॥৭৩
চতুর্ব্বেদী ভবেদ্বিপ্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
যোগং পাশুপতং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ
আস্তে তত্র নদী পুণ্যা শিপ্রা নামেতি বিশ্রুতা
তস্যাং স্নাতস্তু বিধিবৎসন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ।

ও অন্যান্য গন্ধামোদবর্ষী জলজাত নানা মনোজ্ঞ পুষ্পসমূহে সমলঙ্কৃত কত শত পবিত্র সরিৎ, সরোবর প্রভৃতি জলাধার তথায় বিরাজমান। ঐ সকল জলাশয়ের সর্ব্বদিক্ হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস, বলাক, কূর্ম্ম, মৎস্য, নক্র, জালপাদ, কাদম্ব, প্লব, জলকুক্কুট প্রভৃতি বিবিধ ধ্বনিকারী, বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট, সদাহৃষ্ট নানা জলচর জীবগণে সমাকীর্ণ। এইরূপে বহুবিধ প্রিয়-দর্শন পাদপ, নানা পুষ্পময় জলাশয়, বিবিধ উদ্যান, স্থল ও জলচর বিহঙ্গম ও নানাবিধ দিব্য দিব্য দেবায়তনে সেই পুরী শোভ-মান। তথায় মহাকাল নামে ত্রিপুরারি ত্রিলোচন ভগবান্ সর্ব্বকামপ্রদ শিব বিরাজ-মান। তত্রত্য পাপহর শিবকুণ্ডে যথাবিধি স্নান করিয়া বিজ্ঞ নর দেব, ঋষি ও পিতৃ-গণের তর্পণ করত সাক্ষাৎ শিবালয়ে গিয়া তিনবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ধৌতবাসা, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শিবমন্দিরে প্রবেশান্তে স্নান জল, পুষ্পসম্ভার, গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, উপহার, গীত, বাদ্য, প্রদক্ষিণ, দণ্ডবৎ প্রণি-পাত, নৃত্য ও স্তব দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মহাকালাখ্য শঙ্করকে একবার মাত্র অর্চ্চনা করিলেও সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। ৫৭—৭০। তাহার সর্ব্বপাপ বিদূরিত হইয়া যায়। সে সর্ব্বকামপ্রদ বিমানে আরোহণ করিয়া শিবালয়ে গমন করিয়া থাকে। সেখানে গিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত উত্তম ভোগ সকল উপভোগ করে। হে মুনিবরগণ! শিবলোকে উপনীত ব্যক্তির জরামরণ থাকে না, পুণ্য ক্ষয় হইলে তাহাকে এই মর্ত্ত্যধামে আসিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লইতে হয়। তখন সে চতুর্ব্বেদবিৎ ও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া পাশুপত যোগ অবলম্বন করত মোক্ষ লাভ করে। সেই পুরের সন্নিকট দিয়া শিপ্রা নাম্নী বিশ্ববিশ্রুতা পূত-তোয়া নদী প্রবাহিত। নরবরগণ সেই নদীতে স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃ ও দেব-গণকে সন্তর্পিত করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক

ভুঙ্‌ক্তে বহুবিধান্‌ভোগান্‌স্বর্গলোকে নরোত্তমঃ
আস্তে তত্রৈব ভগবান্‌দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
গোবিন্দস্বামিনামাসৌ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো হরিঃ॥
তং দৃষ্ট্বা ভুক্তিমাপ্নোতি ত্রিসপ্তখুলসংযুতঃ।
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা॥ ৭৮
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেন কামগেনাস্থিরেণ চ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৭৯
ভুঙ্‌ক্তে চ বিবিধান্‌কামান্নিরাতঙ্কো গতজ্বরঃ।
আভূতসংপ্লবং যাবৎ সুরূপঃ সুভগঃ সুখী॥৮০
কালেনাগত্য মতিমান্ ব্রাহ্মণঃ স্যান্মহীতলে।
প্রবরে যোগিনাং গেহে বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ॥৮১
বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
বিক্রমস্বামিনামানং বিষ্ণুং তত্রৈব ভো দ্বিজাঃ॥
দৃষ্ট্বা নরো বা নারী বা ফলং পূর্ব্বোদিতংলভেৎ
অন্যেঽপি তত্র তিষ্ঠন্তি দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
মাতরশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ।
দৃষ্ট্বা তান্ বিধিবদ্ভক্ত্যা সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো নরো যাতি ত্রিবিষ্টপম্।
এবং সা নগরী রম্যা রাজসিংহেন পালিতা॥৮৫
নিত্যোৎসবপ্রমুদিতা যথেন্দ্রস্যামরাবতী।
পুরাষ্টাদশসংযুক্তা সুবিস্তীর্ণচতুষ্পথা॥ ৮৬
ধনুর্জ্যাঘোষনিনদা সিদ্ধসঙ্গমভূষিতা।
বিদ্যাবদ্গণভূয়িষ্ঠা বেদনির্ঘোষনাদিতা॥ ৮৭
ইতিহাসপুরাণানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
কাব্যালাপকথাশ্চৈব শ্রূয়ন্তেঽহর্নিশং দ্বিজাঃ॥
এবং ময়া গুণাঢ্যা সোজ্জয়িনী সমুদাহৃতা।
যস্যাং রাজাভবৎপূর্ব্বমিন্দ্রদ্যুম্নো মহামতিঃ॥৮৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভূঋষিসংবাদেঽবন্তিকা-
বর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪৩॥

বহুবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। তথায় গোবিন্দস্বামী নামে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ দেবদেব ভগবান্ জনার্দ্দন হরি বিরাজমান। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই লোক এক-বিংশতি পুরুষের সহিত মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে এবং তথায় গিয়া নিরাতঙ্ক, গত-জ্বর, সুভগ, সুরূপ ও সুখী হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত বিবিধ কাম ভোগ করে। অনন্তর কালক্রমে মহীমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক উত্তম যোগি-গৃহে বেদশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম-গ্রহণ করত বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! তথায় বিক্রম-স্বামী নামে বিষ্ণু বিরাজমান। নর কিম্বা নারী তাঁহাকে দর্শন করিলেও পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সেখানে ইন্দ্রপ্রমুখ অন্যান্য দেবগণ ও সর্ব্ব-কাম-ফলপ্রদ মাতৃগণ অবস্থিত। তাঁহা-দিগকে বিধিবৎ দর্শন, পূজন ও প্রণিপাত করিলে লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। এইরূপে উৎসবে প্রমু-দিত ও অষ্টাদশ পুরে পরিবৃত সেই রম্য নগরী, সেই রাজশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় নিত্য বিরাজিত। তথায় দীর্ঘ দীর্ঘ চতুষ্পথ সুবিস্তীর্ণ, এবং ধনুঃ ও জ্যা-নিনাদ পরিশ্রুত। ঐ নগরী সিদ্ধ সম্প্রদায়ের সমাগমে সমলঙ্কৃত, বহু বিদ্বান্ ও গুণিগণে বিভূষিত, ও বেদধ্বনিতে নিনাদিত। হে দ্বিজগণ! তথায় নিয়ত ইতিহাস, পুরাণ ও কাব্যালাপ কথা পরিশ্রুত হয়। আমি সেই উজ্জয়িনী পুরীকে এইরূপ গুণশালিনী বলিয়াই অভিহিত করিলাম, মহামতি ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই পুরেই পূর্ব্বে রাজা হইয়াছিলেন। ৭১—৮৯।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

তস্যাং স নৃপতিঃ পূর্ব্বং কুর্ব্বন্ রাজ্যমনুত্তমম্।
পালয়ামাস মতিমান প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্॥
সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞঃ শূরঃ সর্ব্বগুণাকরঃ।
মতিমান্ ধর্ম্মসম্পন্নঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ২
সত্যবান্ শীলবান্ দান্তঃ শ্রীমান্ পরপুরঞ্জয়ঃ।
আদিত্য ইব তেজোভী রূপেরশ্বিনয়োরিব॥
বর্দ্ধমানসুরাশর্য্যঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
শারদেন্দুরিবাভাতি লক্ষণৈঃ সমলঙ্কৃতঃ॥ ৪
আহর্ত্তা সর্ব্বযজ্ঞানাং হয়মেধাদিকস্তথা।
দানৈর্যজ্ঞৈস্তপোভিশ্চ তত্তুল্যো নাস্তি ভূপতিঃ
সুবর্ণমণিমুক্তানাং গজাশ্বানাঞ্চ ভূপতিঃ।
প্রদদৌ বিপ্রমুখ্যেভ্যো যাগে যাগে মহাধনম্॥
হস্ত্যশ্বরথমুখ্যানাং কম্বলাজিনবাসসাম্।
রত্নানাং ধনধান্যানামন্তস্তস্য ন বিদ্যতে॥ ৭
এবং সর্ব্বধনৈর্যুক্তো গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতঃ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা কুর্ব্বন্ রাজ্যমকণ্টকম্॥ ৮
তস্যেয়ং মতিরুৎপন্না সর্ব্বযোগেশ্বরং হরিম্।
কথমারাধয়িষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদং প্রভুম্॥ ৯
বিচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি তন্ত্রাণ্যাগমবিস্তরম্।
ইতিহাসপুরাণাদি বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ॥ ১০
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নিয়মানৃষিভাষিতান্।
বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি বিদ্যাস্থানানি যানি চ॥
গুরুং সংসেব্য যত্নেন ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
আধায় পরমাং কাষ্ঠাং কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা॥
সম্প্রাপ্য পরমং তত্ত্বং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাদতীতস্তু মুমুক্ষুঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৩
কথমারাধয়িষ্যামি দেবদেবং সনাতনম্।
পীতবস্ত্রং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ১৪
বনমালাবৃতোরস্কং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
শ্রীবৎসোরঃসমাযুক্তং মুকুটাঙ্গদশোভিতম্॥ ১৫
স্বপুরাৎ স তু নিষ্ক্রান্ত উজ্জয়িন্যাঃ প্রজাপতিঃ।
বলেন মহতা যুক্তঃ সভৃত্যঃ সপুরোহিতঃ॥ ১৬

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, মতিমান্ নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন পূর্ব্বে সেই পুরে থাকিয়া অত্যুত্তম রাজ্যশাসন করত ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রজা পালন করেন। তিনি সত্যবাদী, মহাপ্রাজ্ঞ, শূর, সর্ব্বগুণাকর, ধার্ম্মিক, প্রশস্তবুদ্ধি, সর্ব্বশস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ, সত্য ও শীলসম্পন্ন, দান্ত, শ্রীমান্ ও পরপুরঞ্জয় ছিলেন। তিনি তেজে আদিত্য, রূপে অশ্বিনীকুমার, প্রজ্ঞায় সুরাচার্য্য, পরাক্রমে শক্র এবং সুলক্ষণে শারদ সুধাকরের ন্যায় বিরাজ করিতেন। তিনি অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের আহরণকর্ত্তা ছিলেন। কি দান, কি যজ্ঞ, কি তপস্যা, কোন বিষয়েই তাঁহার ন্যায় আর কোন ভূপতিই ছিলেন না। তিনি প্রাত যজ্ঞেই বিপ্রবর্য্যদিগকে সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, গজ ও অশ্ব প্রভৃতি মহাধন দান করিতেন। হস্তী, অশ্ব, রথবর, কম্বল, অজিন, বস্ত্র, রত্নরাশি, ধন ও ধান্যাদি যে তাঁহার কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এইরূপে সেই সর্ব্বকামসমৃদ্ধ ভূপতি সর্ব্বগুণে ও সর্ব্বধনে সমন্বিত হইয়া নিষ্কলঙ্কভাবে রাজ্য পালন করেন। তাঁহার একদা এই প্রকার মতি জন্মিল যে, আমি কিরূপে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ সর্ব্বযোগেশ্বর হরিকে আরাধনা করিব? এইরূপ ভাবিয়া তিনি সর্ব্বশাস্ত্র, নিখিল তন্ত্র, সমস্ত আগম-বিস্তর, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ, সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র, ঋষি-ভাষিত নিয়মনিচয় ও নানা বিদ্যাস্থান আলোচনা করত সযত্নে গুরু ও বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরনাস্তি উপাসনা করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। ১—১২। তিনি বাসুদেবাখ্য পরম অব্যয় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তিজ্ঞান হইতে অতীত, জিতেন্দ্রিয়, ও মুমুক্ষু হইলেন এবং কিরূপে আমি পীতবাসা, চতুর্ব্বাহু, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, বনমালা-মণ্ডিত, পদ্ম-পলাশলোচন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, মুকুটাঙ্গদ-ভূষণ সনাতন দেবদেবকে আরাধনা করিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া

অনুজগ্মুস্ত তং সর্ব্বে রথিনঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।
রথৈর্বিমানসঙ্কাশৈঃ পতাকাধ্বজসেবিতৈঃ ॥১৭
সাদিনশ্চ তথা সর্ব্বে প্রাসতোমরপাণয়ঃ ।
অশ্বৈঃ পবনসঙ্কাশৈরনুজগ্মুস্ত তং নৃপম্ ॥ ১৮
হিমবৎসম্ভবৈর্মত্তৈর্বারণৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ।
ঈষাদন্তৈঃ সদামত্তৈঃ প্রচণ্ডৈঃ ষষ্টিহায়নৈঃ ॥১৯
হেমকক্ষৈঃ সপতাকৈর্ঘণ্টারবাবভূষিতৈঃ ।
অনুজগ্মুশ্চ তং সর্ব্বে গজযুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ২০
অসংখ্যেয়াশ্চ পাদাতা ধনুষ্প্রাসাসিপাণয়ঃ ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ॥ ২১
অনুজগ্মুশ্চ তং সর্ব্বে যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ।
সর্ব্বাস্ত্রকুশলাঃ শূরাঃ সদা সংগ্রামলালসাঃ ॥ ২২
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা স্বলঙ্কৃতাঃ ।
বিম্বোষ্ঠচারুদশনাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ২৩
দিব্যবস্ত্রধরাঃ সর্ব্বা দিব্যমাল্যবিভূষিতা ।
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাঃ শরচ্চন্দ্রনিভাননাঃ ॥২৪
সুমধ্যমাশ্চারুবেষাশ্চারুকর্ণালকাঞ্চিতাঃ ।
তাম্বূলরঞ্জিতমুখা রক্ষিভিশ্চ সুরক্ষিতাঃ ॥ ২৫

যানৈরুচ্চাবচৈঃ শুভ্রৈর্মণিকাঞ্চনভূষিতৈঃ ।
উপগীয়মানাস্তাঃ সর্ব্বা গায়নৈঃ স্তুতিপাঠকৈঃ ॥
বেষ্টিতাং শস্ত্রহস্তৈশ্চ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা অনুজগ্মুশ্চ তং নৃপম্ ॥
বণিগগ্রামগণাঃ সর্ব্বে নানাপুরনিবাসিনঃ ।
ধনৈ রত্নৈঃ সুবর্ণৈশ্চ সদারাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৮
অস্ত্রবিক্রয়কাশ্চৈব তাম্বূলপণ্যজীবিনঃ ।
তৃণবিক্রয়কাশ্চৈব কাষ্ঠবিক্রয়কারকাঃ ॥ ২৯
রঙ্গোপজীবিনঃ সর্ব্বে মাংসবিক্রয়িণস্তথা ।
তৈলবিক্রয়কাশ্চৈব বস্ত্রবিক্রয়কাস্তথা ॥ ৩০
ফলবিক্রয়িণশ্চৈব পত্রবিক্রয়িণস্তথা ।
তথা যবসহারাশ্চ রজকাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৩১
গোপালা নাপিতাশ্চৈব তথান্যে বস্ত্রসূচকাঃ ।
মেষপালাশ্চাজপালা মৃগপালাশ্চ হংসকাঃ ॥ ৩২
ধান্যবিক্রয়িণশ্চৈব সক্তুবিক্রয়িণশ্চ যে ।
গুড়বিক্রয়িকাশ্চৈব তথা লবণজীবিনঃ ॥ ৩৩
গায়না নর্ত্তকাশ্চৈব তথা মঙ্গলপাঠকাঃ ।
শৈলূষাঃ কথকাশ্চৈব পুরাণার্থবিশারদাঃ ॥ ৩৪
কবয়ঃ কাব্যকর্ত্তারো নানাকাব্যবিশারদাঃ ।

তিনি, প্রচুর বল বাহন, ভৃত্য ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে স্বীয় পুরী উজ্জয়িনী হইতে বহির্গত হইলেন। শস্ত্রপাণি রথিবৃন্দ পতাকা ও ধ্বজ দ্বারা বিভূষিত হইয়া বিমান-প্রতিম রথারোহণে তাঁহার অনুগামী হইল। প্রাস ও তোমর-হস্তে সাদিগণ পবনোপম অশ্ব-সমূহে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতির অনুগমন করিল। গজযুদ্ধনিপুণ যোধগণ, হিমালয়-জাত সদাপ্রমত্ত প্রচণ্ড ষষ্টিবর্ষীয় হেমকক্ষ সপতাক ঘণ্টারবকারী পর্ব্বত-প্রতিম বারণসমূহ সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগামী হইল। ধনু, প্রাস ও অসিহস্ত, দিব্য-মাল্যাম্বরধারী, দিব্যগন্ধানুলেপিত অসংখ্য পদাতি সৈন্য, মৃষ্ট কুণ্ডল-ধারী সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ সতত রণাভিলাষী শৌর্য্য-শালী যুবকদল, বিম্বোষ্ঠী চারুদশনা সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা দিব্য বসনা, দিব্য গন্ধানুলিপ্তা, শরচ্চন্দ্র-নিভাননা, সুমধ্যমা, সুবেশা, চারু কর্ণালক-শোভিতা তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত-বদনা রক্ষিগণ-সুরক্ষিতা, মণিকাঞ্চন-ভূষিত শুভ্র শুভ্র উত্তম মধ্যম যানাধিরূঢ়া, স্তুতিপাঠক গায়কগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মানা, পদ্মপলাশ-লোচনা, বেত্রপাণি পুরুষগণে পরিবেষ্টিতা অন্তঃপুরবাসিনী ললনাগণ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সেই নরপতির অনুগমন করিলেন। এতদ্ভিন্ন নানা নগরবাসী নানা ধন-রত্ন-সুবর্ণ সমভিব্যাহারী সস্ত্রীক সপরিচ্ছদ বণিক্‌সঙ্ঘ, সহস্র সহস্র অস্ত্রবিক্রয়ী, তাম্বূলপণ্যজীবী, তৃণবিক্রয়ী, কাষ্ঠবিক্রয়ী, রঙ্গোপজীবী, মাংসবিক্রয়ী, তৈল ও বস্ত্র-বিক্রয়ী, ফলবিক্রয়ী, পত্রবিক্রয়ী, রজক, গোপাল, নাপিত, বস্ত্রসূচক, মেষপাল, অজ-পাল, মৃগপাল, হংসপাল, ধান্যবিক্রয়ী সক্তু-বিক্রয়ী, গুড়বিক্রয়ী, লবণজীবী, গায়ক, নর্ত্তক, মঙ্গলপাঠক, শৈলূষ, পুরাণপণ্ডিত, কথক, কবি, কাব্যকর্ত্তা ও নানা কাব্য-

[...]য়া গারুড়াশ্চৈব নানারত্নপরীক্ষকাঃ॥ ৩৫
[...]ব্যোকারাস্তাম্রকারাশ্চ কাংস্যকারাশ্চ রঠকাঃ।
[...]যকারাশ্চিত্রকারাঃ কুন্দকারাশ্চ পাবকাঃ॥
[...]কারাশ্চাসিকারাঃ সুরাধুতোপজীবিনঃ।
[...]া দূতাশ্চ কায়স্থা যে চান্যে কর্ম্মকারিণঃ॥ ৩৭
[...]ন্তুবায়া রূপকারা বার্ত্তিকাস্তৈলপাঠকাঃ।
[...]বজীবাস্তৈত্তিরিকা মৃগপক্ষ্যুপজীবিনঃ॥ ৩৮
[...]জবৈদ্যাশ্চ বৈদ্যাশ্চ নরবৈদ্যাশ্চ যে নরাঃ।
বৃক্ষবৈদ্যাশ্চ গোবৈদ্যা যে চান্যে ছেদদাহকাঃ
এতে নাগরকাঃ সর্ব্বে যে চান্যে নানুকীর্ত্তিতাঃ
অনুজগ্মুস্ত রাজানাং সমস্তপুরবাসিনঃ॥ ৪০
যথা ব্রজন্তং পিতরং গ্রামান্তরং সমুৎসুকাঃ।
অনুযান্তি যথা পুত্রাস্তথা তং তেঽপি নাগরাঃ॥
এবং স নৃপতিঃ শ্রীমান্ বৃতঃ সর্ব্বৈর্মহাজনৈঃ।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈর্জ্জগাম চ শনৈঃ শনৈঃ॥ ৪২
এবং গত্বা স নৃপতির্দক্ষিণস্যোদধেস্তটম্।
সর্ব্বৈস্তৈর্দীর্ঘকালেন বলৈরনুগতঃ প্রভুঃ॥ ৪৩
দদর্শ সাগরং রম্যং নৃত্যন্তমিব চ স্থিতম্।

অনেকশতসাহস্রৈরূর্ম্মিভিশ্চ সমাকুলম্ ৪৪
নানারত্নালয়ং পুণ্যং নানাপ্রাণিসমাকুলম্।
বীচীতরঙ্গবহুলং মহাশ্চর্য্যসমন্বিতম্ ৪৫
তীর্থরাজং মহাশব্দমপারং সুভয়ঙ্করম্।
মেঘবৃন্দপ্রতীকাশমগাধং মকরালয়ম্॥ ৩৬
মৎস্যৈঃ কূর্ম্মৈশ্চ শঙ্খৈশ্চ শুক্তিকানক্রশঙ্কুভিঃ
শিশুমারৈঃ কর্কটৈশ্চ বৃতং সর্পৈর্মহাবিষৈঃ॥
লবণোদং হরেঃ স্থানং শয়নস্য নদীপতিম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদম্॥ ৪৮
অনেকাবর্ত্তগম্ভীরং দানবানাং সমাশ্রয়ম্।
অমৃতস্যারণিং দিব্যং দেবযোনিমপাং পতিম্॥
বিশিষ্টং সর্ব্বভূতানাং প্রাণিনাং জীবধারণম্।
সুপবিত্রং পবিত্রাণাং মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্॥৫০
তীর্থানামুত্তমং তীর্থমব্যয়ং যাদসাং পতিম্।
চন্দ্রবৃদ্ধিক্ষয়ৈশ্চৈব যস্য মানং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৫১
অভেদ্যং সর্ব্বভূতানাং দেবানামমৃতালয়ম্।
উৎপত্তিস্থিতিসংহারহেতুভূতং সনাতনম্॥ ৫২

কোবিদগণ, গারুড় বিষঘ্নগণ, নানা রত্ন-পরীক্ষক, তাম্রকার, কাংস্যকার, রঠক, কৌষকার, চিত্রকার, কুন্দকার, দণ্ড-কার, অসিকার, সুরাধুতোপজীবী ও মল্ল-গণ, কায়স্থগণ, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ, তন্তু-বায়গণ, রূপকার, বার্ত্তিক, তৈলপাঠক, লাবজীবী, তৈত্তিরিক, মৃগ ও বিহগোপজীবী, গজবৈদ্য, বৈদ্য, নরবৈদ্য, বৃক্ষবৈদ্য গোবৈদ্য এবং ছেদক ও দাহক এই সকল ও আরও অনেক অনির্দ্দিষ্ট নাগরিকগণ রাজা ইন্দ্র-দ্যুম্নের অনুসরণ করিল। যেমন পিতা গ্রামান্তর গমনে সমুদ্যত হইলে পুত্রগণ সমুৎসুক হইয়া তাঁহার অনুগমন করে, তেমনি সেই নাগরিকেরা নরপতির অনু-গামী হইল।৩৩—৪১। এইরূপে সেই শ্রীমান্ নরপতি সর্ব্ব মহাধনে পরিবৃত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে গমন করিলেন এবং বহু দিনের পর দক্ষিণাব্ধির তীরে গিয়া সাগর সন্দর্শন করিলেন। দেখিলেন সাগর যেন বহু শত সহস্র ঊর্ম্মি দ্বারা সমাকুল হইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। উহা নানা রত্নের আকর, অগাধ জলে পরিপূর্ণ, নানা প্রাণিগণে সমা-কুল, বহুল বীচি-তরঙ্গযুক্ত, মহাশ্চর্য্যময়, তীর্থ-প্রধান, মহাশব্দকারী, অপার, ভয়ঙ্কর, মেঘবৃন্দ-প্রতিম, অগাধ ও মকরাবাস। অসংখ্য মৎস্য, কূর্ম্ম, শঙ্খ, শুক্তি, নক্র, শঙ্কু, শিশুমার, কর্কট ও মহাবিষ সর্পসমূহে ঐ সাগর পরিবৃত। ঐ নদীপতি লবণাব্ধি হরির শয়ন-স্থান, সর্ব্বপাপহর, পবিত্র, সর্ব্ব বাঞ্ছা-ফলপ্রদ, অনেকাবর্ত্তযুত, গম্ভীর, দানবনিবাস, অমৃতের অরণি, দেবযোনি, জলপতি, নিখিল ভূতবৃন্দের প্রাণধারক, সর্ব্ব পবিত্রের পবিত্র, সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল, তীর্থসমূহের উত্তম তীর্থ, অব্যয় ও যাদঃ-পতি। চন্দ্রের বৃদ্ধি ও হ্রাস অনুসারে উহার পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত। সাগর সর্ব্ব-ভূতের অভেদ্য, দেবগণের অমৃতালয়,

উপজীব্যঞ্চ সর্ব্বেষাং পুণ্যং নদনদীপতিম্।
দৃষ্ট্বা তং নৃপতিশ্রেষ্ঠো বিস্ময়ং পরমং গতঃ॥ ৫৩
নিবাসমকরোত্তত্র বেলামাসাদ্য সাগরীম্।
পুণ্যে মনোহরে দেশে সর্ব্বভূমিগুণৈর্যুতে॥ ৫৪
বৃতং শালৈঃ কদম্বৈশ্চ পুন্নাগৈঃ সরলদ্রুমৈঃ।
পনসৈর্নারিকেলৈশ্চ বকুলৈর্নাগকেসরৈঃ॥ ৫৫
তালৈঃ পিপ্পলৈঃ খর্জ্জূরৈর্নারঙ্গৈর্বীজপূরকৈঃ।
শালৈরাম্রাতকৈর্লোধ্রৈর্বকুলৈর্বহুবারকৈঃ॥ ৫৬
কপিত্থৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ।
দাড়িমৈশ্চ তমালৈশ্চ পারিজাতৈস্তথার্জ্জুনৈঃ॥
প্রাচীনামলকৈর্বিল্বৈঃ প্রিয়ঙ্গুবটখাদিরৈঃ।
ইঙ্গুদীসপ্তপর্ণৈশ্চ অশ্বত্থাগস্ত্যজম্বুকৈঃ॥ ৫৮
মধুকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বহুবারৈঃ সতিন্দুকৈঃ।
পলাশবদরৈর্নীপৈঃ সিদ্ধনিম্বশুভাঞ্জনৈঃ॥ ৫৯
বারকৈঃ কোবিদারৈশ্চ ভল্লাতামলকৈস্তথা।
ইতি হিন্তালকাঙ্কোলৈঃ করঞ্জৈঃ সবিভীতকৈঃ॥
সসর্জ্জমধুকাশ্চর্য্যৈঃ শাল্মলীদেবদারুভিঃ।
শাখোটকৈর্নিম্ববটৈঃ কুম্ভীকোষ্ঠহরীতকৈঃ॥ ৬১
গুগ্‌গুলৈশ্চন্দনৈর্বৃক্ষৈস্তথৈবাগুরুপাটলৈঃ।
জম্বীরককরুণৈর্বৃক্ষৈস্তিন্তিড়ীরক্তচন্দনৈঃ॥ ৬২
এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈস্তথান্যৈর্বহুপাদপৈঃ।
কল্পদ্রুমৈর্নিত্যফলৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোৎকরৈঃ॥ ৬৩
নানাপক্ষিরুতৈর্দিব্যৈর্মত্তকোকিলনাদিতৈঃ।
ময়ূরবরসংঘুষ্টৈঃ শুকসারিকসঙ্কুলৈঃ॥ ৬৪
হারীতৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ চাতকৈর্বহুপুত্রকৈঃ।
জীবঞ্জীবককাকোলৈঃ কলবিঙ্কৈঃ কপোতকৈঃ
খগৈর্নানাবিধৈশ্চান্যৈঃ শ্রোত্ররম্যৈর্মনোহরৈঃ।
পুষ্পিতাগ্রেষু বৃক্ষেষু কূজদ্ভিশ্চাধিষ্ঠিতৈঃ॥৬৬
কেতকীবনখণ্ডৈশ্চ সদা পুষ্পধরৈঃ সিতৈঃ।
মল্লিকাকুন্দকুসুমৈর্যূথিকাতগরৈস্তথা॥ ৬৭
কুটজৈর্বাণপুষ্পৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ সকুব্জকৈঃ।
মালতীকরবীরৈশ্চ তথা কদলকাঞ্চনৈঃ॥ ৬৮
অন্যৈর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চারুদর্শনৈঃ।
বনোদ্যানোপবনজৈর্নানাবর্ণৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥৬৯

সকলের উপজীব্য, উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের হেতুভূত, সনাতন, পবিত্র এবং নদ ও নদীগণের পতি। নরপতিপ্রবর ইন্দ্রদ্যুম্ন এবম্বিধ লবণাব্ধি দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং তাহার বেলাভূমিতে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস স্থাপন করিলেন। পরে তথাকার এক সর্ব্ববিধ ভূমি-গুণসম্পন্ন পবিত্র মনোহর দেশে একটী অপূর্ব্ব ত্রিলোক-বন্দিত স্থান দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, ঐ স্থান শাল, কদম্ব, পুন্নাগ, সরলদ্রুম, পনস, নারিকেল, বকুল, নাগকেসর, তাল, পিপ্পল, খর্জ্জুর, নারঙ্গ, বীজপুরক, শাল, আম্রাতক, লোধ্র, বকুল, বহুবারক, কপিত্থ, কর্ণিকার, পাটল, অশোক, চম্পক, দাড়িম, তমাল, পারিজাত, অর্জ্জুন, প্রাচীনামলক, বিল্ব, প্রিয়ঙ্গু, বট, খদির, ইঙ্গুদী, সপ্তপর্ণ, অশ্বত্থ, অগস্ত্য, জম্বুক, মধুক, কর্ণিকার, বহুধার, তিন্দুক, পলাশ, বদর, নীপ, সিদ্ধনিম্ব, শুভাঞ্জন, বারক, কোবিদার, ভল্লাতক, আমলক, হিন্তালক, অঙ্কোল, করঞ্জ, বিভীতক, সর্জ্জ, মধুক, আশ্চর্য্য, শাল্মলী, দেবদারু, শাখোটক, নিম্ব, বট, কুম্ভী, কোষ্ঠ, হরীতক, গুগ্‌গুল, চন্দন, অগুরু, পাটল, জম্বীর, করুণ, তিন্তিড়ী, ও রক্তচন্দন, ইত্যাদি বহু পাদপ এবং সর্ব্ব ঋতুজাত কুসুমাকীর্ণ সদা ফলসমন্বিত কল্পদ্রুমসমূহে পরিবৃত।৪২—৬৩। ঐ সকল বৃক্ষের উপর মত্ত কোকিলাদি নানা পক্ষী রব করিতেছে; ময়ূরগণের কেকারব উত্থিত হইতেছে; শুক, সারিকা, হারীত, ভৃঙ্গরাজ, চাতক, বহুপুত্রক, জীবঞ্জীবক, কাকোল, কলবিঙ্ক, কপোত এবং শ্রবণমনোহর ধ্বনিকারী অন্যান্য আরও বহু পক্ষী তত্রত্য পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষসমূহে বসিয়া কূজন করিতেছে; কত সদা পুষ্পশালী শুভ্র কেতকীবনখণ্ড, কত মল্লিকা ও কুন্দকুসুম এবং কত যূথিকা, তগর, কুটজ, বাণপুষ্প, অতিমুক্ত, কুব্জক, মালতী, করবীর, কদল ও কাঞ্চন প্রভৃতি নানা উপবনজাত নানাবর্ণ সুগন্ধি সুন্দরদর্শন বহুবিধ পুষ্পসমূহে

বিদ্যাধরগণাকীর্ণৈঃ সিদ্ধচারণসেবিতৈঃ।
গন্ধর্ব্বোরগরক্ষোভির্ভূতাপ্সরসকিন্নরৈঃ॥ ৭০
মুনিযক্ষগণাকীর্ণৈর্নানাসত্ত্বনিষেবিতৈঃ।
মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ সিংহৈর্বরাহমহিষাকুলৈঃ॥৭১
তথান্যৈঃ কৃষ্ণসারাদ্যৈর্ম্মৃগৈঃ সর্ব্বত্র শোভিতৈঃ
শার্দ্দূলৈর্দীপ্তমাতঙ্গৈস্তথান্যৈর্বনচারিভিঃ॥ ৭২
এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈরুদ্যানৈর্নন্দনোপমৈঃ।
লতাগুল্মবিতানৈশ্চ বিবিধৈশ্চ জলাশয়ৈঃ॥ ৭৩
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ।
কাদম্বৈশ্চ প্লবৈর্হংসৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ॥
কমলৈঃ শতপত্রৈশ্চ কহ্লারৈঃ কুমুদোৎপলৈঃ।
খগৈর্জ্জলচরৈশ্চান্যৈঃ পুষ্পৈর্জ্জলসমুদ্ভবৈঃ॥ ৭৫
পর্ব্বতৈর্দীপ্তশিখরৈশ্চারুকন্দরমণ্ডিতৈঃ।
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণৈর্নানাধাতুবিভূষিতৈঃ॥ ৭৬
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সর্ব্বভূতালয়ৈঃ শুভৈঃ।
সর্ব্বৌষধিসমাযুক্তৈর্বিপুলৈশ্চিত্রসানুভিঃ॥ ৭৭
এবং সর্ব্বৈঃ সমৃদ্ধিতৈঃ শোভিতং সুমনোহরৈঃ
দদর্শ স মহীপালঃ স্থানং ত্রৈলোক্যপূজিতম্॥
দশযোজনবিস্তীর্ণং পঞ্চযোজনমায়তম্।
নানাশ্চর্য্যসমাযুক্তং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্॥ ৭৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ক্ষেত্রদর্শনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

সেই স্থান সমলঙ্কৃত। তথায় বিদ্যাধর, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ভূত, অপ্সরা, কিন্নর, মুনি ও যক্ষগণ বিচরণ করিতেছেন; নানাবিধ প্রাণী, মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, বরাহ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শার্দ্দূল, প্রচণ্ড মাতঙ্গ এবং অন্যান্য বনচারী জন্তুগণে সে স্থান সমাকীর্ণ রহিয়াছে; এইরূপ নানাবিধ বৃক্ষ, নন্দনোপম উদ্যান, নানা লতা ও গুল্মবিতান, বিবিধ হংস-কারণ্ডবাকীর্ণ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত, কাদম্ব-প্লব-হংস ও চক্রবাক-পরিশোভিত, কমল, শতপত্র, কহ্লার, কুমুদোৎপল প্রভৃতি নানা জল-জাত পুষ্প-বিরাজিত নানাবিধ জলাশয়, এবং দীপ্ত-শিখরসম্পন্ন চারুকন্দর-শালী নানা বৃক্ষ-সমাকীর্ণ নানা ধাতু-বিভূষিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বভূতনিলয় সর্ব্বৌষধিময়, চিত্র সানুবিশিষ্ট বহুতর পর্ব্বত তথায় বিরাজমান। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বমনোহর দশ যোজনবিস্তীর্ণ পঞ্চ যোজন-আয়ত নানা আশ্চর্য্যময়, পরম দুর্লভ ক্ষেত্র অবলোকন করিলেন। ৬৪—৭৯।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে বৈষ্ণবে পুরুষোত্তমে
কিং তত্র প্রতিমা পূর্ব্বং ন স্থিতা বৈষ্ণবী প্রভো
যেনাসৌ নৃপতিস্তত্র গত্বা সবলবাহনঃ।
স্থাপয়ামাস কৃষ্ণঞ্চ রামং ভদ্রাং শুভপ্রদাম্॥ ২
সংশয়ো নো মহানত্র বিস্ময়শ্চ জগৎপতে।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সর্ব্বং ব্রূহি তৎকারণঞ্চ নঃ॥৩
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং পূর্ব্বসংবৃত্তাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন শ্রিয়া পৃষ্টঃ পুরা হরিঃ॥৪

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে প্রভো! নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন বল-বাহন-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই পবিত্র বৈষ্ণব ক্ষেত্র পুরুষোত্তমে কি কোন বৈষ্ণবী প্রতিমা ছিল না? এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, হে জগৎপতে! এ সম্বন্ধে আমাদের মহান্ সংশয় ও বিস্ময় জন্মিয়াছে; আমরা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিতে সমুৎসুক হইয়াছি, আপনি আমাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনিগণ! আপনারা পাপপ্রণাশিনী প্রাচীন কথা শ্রবণ করুন। পুরাকালে লক্ষ্মীদেবী

সুমেরোঃ কাঞ্চনে শৃঙ্গে সর্ব্বাশ্চর্য্যসমন্বিতে।
সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্যক্ষৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতে॥৫
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্নাগৈরপ্সরসাং গণৈঃ।
মুনিভির্গুহ্যকৈঃ সিদ্ধৈঃ সৌপর্ণৈঃ সমরুদ্গণৈঃ।
অন্যৈর্দেবালয়ৈঃ সাধ্যৈঃ কশ্যপাদ্যৈঃ প্রজেশ্বরৈঃ
বালখিল্যাদিভিশ্চৈ শোভিতে সুমনোহরে॥
কর্ণিকারবনৈর্দিব্যৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোৎকরৈঃ।
জাতরূপপ্রতীকাশৈর্ভূষিতে সূর্য্যসন্নিভৈঃ॥ ৮
অন্যৈশ্চ বহুভির্বৃক্ষৈঃ শালতালাদিভির্ব্বনৈঃ।
পুন্নাগাশোকসরলন্যগ্রোধাম্রাতকার্জ্জুনৈঃ॥ ৯
পারিজাতাম্রখদিরনীপবিল্বকদম্বকৈঃ।
ধবখাদিরপালাশশীধামলকতিন্দুকৈঃ॥ ১০
নারিঙ্গকোলবকুললোধ্রদাড়িমদারুকৈঃ।
সর্জ্জৈশ্চ কর্ণৈস্তগরৈঃ শিশিভূর্জ্জকনিম্বকৈঃ॥১১
অন্যৈশ্চ কাঞ্চনৈশ্চৈব ফলভারৈশ্চ নামিতৈঃ।
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যৈর্ভূষিতে পুষ্পপাদপৈঃ॥ ১২
মালতীযূথিকামল্লীকুন্দবাণকুরুণ্টকৈঃ।
পাটলাগস্ত্যকুটজমন্দারকুসুমাদিভিঃ॥ ১৩
অন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মনসঃ প্রীতিদায়কৈঃ।
নানাবিহগসঙ্ঘৈশ্চ কূজদ্ভির্ম্মধুরস্বরৈঃ॥ ১৪
পুংস্কোকিলরুতৈর্দিব্যৈর্মত্তবর্হিণনাদিতৈঃ।
এবং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা॥১৫
খগৈর্নানাবিধৈশ্চৈব শোভিতে সুরসেবিতে।
তত্র স্থিতং জগন্নাথং জগৎস্রষ্টারমব্যয়ম্॥ ১৬
সর্ব্বলোকবিধাতারং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
প্রণম্য শিরসা দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়া।
পপ্রচ্ছেমং মহাপ্রশ্নং পদ্মজা তমনুত্তমম্॥ ১৭

শ্রীরুবাচ।

ব্রূহি ত্বং সর্ব্বলোকেশ সংশয়ং মে হৃদি স্থিতম্
মর্ত্ত্যলোকে মহাশ্চর্য্যে কর্ম্মভূমৌ সুদুর্লভে॥১৮
লোভমোহগ্রহগ্রস্তে কামক্রোধমহার্ণবে।
যেন মুচ্যেত দেবেশ অস্মাৎ সংসারসাগরাৎ॥

ভগবান্ হরিকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। সুমেরু-শৈলের সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় কাঞ্চনশৃঙ্গে বিশ্ববিদিত কত সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মুনি, গুহ্যক, সিদ্ধ, সৌপর্ণ ও মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবভূমিবাসী সাধ্যগণ কশ্যপাদি প্রজাপতিগণ ও বাল-খিল্যাদি মুনিগণ, সেই সুমেরু-শৃঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। সর্ব্বঋতু-জাত কুসুমসমূহবর্ষী স্বর্ণকান্তি সূর্য্যপ্রভা, দিব্য কর্ণিকার বন, অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষশ্রেণী, কত শাল ও তালবন, পুন্নাগ, অশোক, সরল, ন্যগ্রোধ, অম্রাতক, অর্জ্জুন, পারিজাত, আম্র, খদির, নীপ, বিল্ব, কদম্ব, ধব, খাদির, পলাশ, শীধ, আমলক, তিন্দুক, নারিকেল, বকুল, লোধ্র, দারুক, সর্জ্জ, কর্ণ, টগর, শিশি, ভূর্জ্জ, নিম্বক, ও অন্যান্য ফলভার-নত নানা কুসুমগন্ধযুত পুষ্পপাদপ এবং মালতী, যুথিকা, মল্লী, কুন্দ, বাণ, কুরুণ্টক, পাটল, অগস্ত্য, কুটজ, কন্দরাদির কুসুমসমূহদ্বারা সেই শৃঙ্গ সমলঙ্কৃত। এতদ্ভিন্ন আরও কত যে মনঃপ্রীতিকর কুসুমরাশি তথায় প্রস্ফুটিত, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সেখানে নানা মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমেরা কূজন করিতেছে। পুংস্কোকিলগণের কল-কলালাপে এবং মত্ত ময়ূরগণের কেকারবে সেইস্থান মুখরিত হইতেছে। এইরূপে নানাবৃক্ষ, নানা পুষ্প ও নানা বিহগবৃন্দে সুশোভিত। সেই সুর-সেবিত সুমেরু শৃঙ্গে একদা জগদ্বিধাতা জগন্নাথ অব্যয় পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব অবস্থিত ছিলেন। তখন ভগবতী কমলালয়া মস্তক দ্বারা প্রণিপাতপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতকামনায় তাঁহার নিকট এই এক উত্তম মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীদেবী কহিলেন, হে সর্ব্বলোকপতি! আমার হৃদয়ে একটী সংশয় আছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। এই মহাশ্চর্য্যময় সুদুর্লভ কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যলোক লোভ, মোহ, ও কাম, ক্রোধাদি জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ হইয়া মহাসাগরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। হে দেবেশ

আচক্ষ সর্ব্বদেবেশ প্রণতাং যদি মন্যসে।
ত্বদৃতে নাস্তি লোকেঽস্মিন্ বক্তা সংশয়নির্ণয়ে॥

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যা দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
প্রোবাচ পরয়া প্রীত্যা পরং সারামৃতোপমম্ ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ।

সুখোপায়ঃ সুসাধ্যশ্চাভিরামশ্চ সুসৎফলঃ।
আস্তে তীর্থবরে দেবি বিখ্যাতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
ন তেন সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
কীর্ত্তনাদ্যস্য দেবেশি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥২৩
ন বিজ্ঞাতোঽমরৈঃ সর্ব্বৈর্ন দৈত্যৈর্ন চ দানবৈঃ
মরীচ্যাদ্যৈর্মুনিবরৈর্গোপিতং মে বরাননে॥ ২৪
ততোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থরাজঞ্চ সাম্প্রতম্
ভাবেনৈকেন সুশ্রোণি শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি॥ ২৫
আসীৎ কল্পে সমুৎপন্নে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
প্রলীনা দেবগন্ধর্ব্বদৈত্যবিদ্যাধরোরগাঃ॥২৬
তমোভূতমিদং সর্ব্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তস্মিন্ জাগর্ত্তি ভূতাত্মা পরমাত্মা জগদ্গুরুঃ॥২৭
শ্রীমাংস্ত্রিমূর্ত্তিরুদ্দেবো জগৎকর্ত্তা মহেশ্বরঃ।
বাসুদেবেতি বিখ্যাতো যোগাত্মা হরিরীশ্বরঃ
সোঽসৃজদ্‌যোগানদ্রান্তে নাভ্যন্তোরুহমধ্যগম্
পদ্মকেশরসঙ্কাশং ব্রহ্মাণং ভূতমব্যয়ম্॥ ২৯
তাদৃগ্ ভূতস্ততো ব্রহ্মা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
পঞ্চভূতসমাযুক্তং সৃজতে চ শনৈঃ শনৈঃ॥৩০
মাত্রাযোনীনি ভূতানি স্থূলসূক্ষ্মাণি যানি চ।
চতুর্বিধানি সর্ব্বাণি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৩১
ততঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মা চক্রে সর্ব্বং চরাচরম্।
সঞ্চিন্ত্য মনসাত্মানং সসর্জ বিবিধাঃ প্রজাঃ॥ ৩২
মরীচ্যাদীন্মুনীন্ সর্ব্বান্ দেবাসুরপিতৄনপি।
যক্ষবিদ্যাধরাংশ্চান্যান্ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা॥
নরবানরসিংহাংশ্চ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
জরায়ুনণ্ডজান্ দেবি স্বেদজোদ্ভিজ্জাংস্তথা॥৩৪

এই সংসারসাগর হইতে কিরূপে লোক সকল মুক্ত হইবে? হে সর্ব্বদেবাধিপ! যদি আমাকে বিনীত বলিয়া মনে করেন, তবে উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। এ জগতে আপনি ব্যতীত সংশয় নির্ণয়ে বক্তা কেহই নাই। ১—২০। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবদেব জনার্দ্দন শ্রীদেবীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে অমৃতোপম পরম সার কথা প্রকাশ করিলেন। ভগবান কহিলেন, হে দেবি! যত শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তন্মধ্যে পুরুষোত্তমই সুখোপায়, সুসাধ্য, মনোরম ও সৎফল-জনক বলিয়া বিখ্যাত। সেই পুরুষোত্তমের তুল্য তীর্থ ত্রিভুবনে আর নাই। হে দেবেশি! সেই তীর্থের নাম কীর্ত্তনেও সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত দেব দৈত্য, দানব ও মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিরাও এই তীর্থের বিষয় বিদিত নহেন। হে বরাননে! ইহা আমার অতি গোপনীয় তীর্থ। সম্প্রতি আমি সেই তীর্থশ্রেষ্ঠের বিবরণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, হে সুশ্রোণি! তুমি একাগ্রতার সহিত শ্রবণ কর। পুরাকালে কল্পকাল উপস্থিত হইলে, চরাচর সকলই বিনষ্ট হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, বিদ্যাধর ও উরগগণ সকলেই বিলীন হইলেন। সমগ্র বিশ্ব তমোময় হইল। কিছুই জ্ঞানগম্য হইতে লাগিল না। তখন এক-মাত্র ভূতাত্মা পরমাত্মা জগদ্গুরু, জগৎকর্ত্তা, ত্রিমূর্ত্তিধর বাসুদেবাখ্য মহেশ্বর যোগাত্মা হরিই জাগ্রত ছিলেন। তিনি যোগানিদ্রার অবসানে নাভিপদ্ম-মধ্যগত পদ্মকেশর-সঙ্কাশ অব্যয় ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। সর্ব্ব-লোকমহেশ্বর ব্রহ্মা তথাবিধ ভাবে সমুৎপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে পঞ্চভূতাত্মক চরাচর সমস্ত সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম চতুর্ব্বিধ ভূতবৃন্দ তন্মাত্র হইতে সমুৎপন্ন হইল। ক্রমে প্রজাপতি ব্রহ্মা সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিয়া মনে মনে আত্ম-চিন্তা করত বিবিধ প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া মরীচি প্রভৃতি মুনিবৃন্দ, সমস্ত দেব, অসুর, পিতৃ, যক্ষ, বিদ্যাধর, গঙ্গাদি সরিৎসকল, নর, বানর, সিংহ, বিবিধ বিহঙ্গম, জরায়ুজ,

ব্রহ্মক্ষত্রং তথা বৈশ্যং শূদ্রং চৈব চতুষ্টয়ম্।
অন্ত্যজাতাংশ্চ ম্লেচ্ছাংশ্চ সসর্জ বিবিধান্ পৃথক্
যৎকিঞ্চিজ্জীবসংজ্ঞং তু তৃণগুল্মপিপীলিকম্।
ব্রহ্মা ভূত্বা জগৎ সর্ব্বং নির্ম্মমে সচরাচরম্ ॥ ৩৬
দক্ষিণাঙ্গে তথাত্মানং সঞ্চিন্ত্য পুরুষং স্বয়ম্।
বামে চৈব তু নারীং স দ্বিধা ভূতমকল্পয়ৎ ॥ ৩৭
ততঃ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ
অধমোত্তমমধ্যাশ্চ মম ক্ষেত্রাণি যানি চ ॥ ৩৮
এবং সঞ্চিন্ত্য দেবোঽসৌ পুরা সলিলযোনিজঃ
জগাম ধ্যানমাস্থায় বাসুদেবাত্মিকাং তনুম্ ॥৩৯
ধ্যানমাত্রেণ দেবেন স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ।
তস্মিন্ ক্ষণে সমুৎপন্নঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
সলিলধ্বান্তমেঘাভঃ শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষণঃ ॥৪১
অপশ্যৎ সহসা তং তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
আসনৈরর্ঘ্যপাদ্যৈশ্চ অক্ষতৈরভিনন্দ্য চ ॥ ৪২
তুষ্টাব পরমৈঃ স্তোত্রৈর্বিরিঞ্চিঃ সুসমাহিতঃ।

ততোঽহমুক্তবান্ দেবং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ ॥
কারণং বদ মাং তাত মম ধ্যানস্য সাম্প্রতম্।

ব্রহ্মোবাচ।

জগদ্ধিতায় দেবেশ মর্ত্ত্যলোকেশ্চ দুর্লভম্।
স্বর্গদ্বারস্য মার্গাণি যজ্ঞদানব্রতানি চ ॥ ৪৪
যোগঃ সত্যং তপঃ শ্রদ্ধা তীর্থানি বিবিধানি চ।
বিহায় সর্ব্বমেতেষাং সুখং তৎসাধনং বদ ॥ ৪৫
স্থানং জগৎপতে মহ্যমুৎকৃষ্টং চ যদুচ্যতে।
সর্ব্বেষামুত্তমং স্থানং ব্রূহি মে পুরুষোত্তম ॥৪৬
বিধাতুর্বচনং শ্রুত্বা ততোঽহং প্রোক্তবানপ্রিয়ে
শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি নির্ম্মলং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ৪
উত্তমং সর্ব্বক্ষেত্রাণাং ধন্যং সংসারতারণম্।
গোব্রাহ্মণহিতং পুণ্যং চাতুর্বর্ণ্যসুখোদয়ম্ ॥ ৪৮
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
মহাপুণ্যং তু সর্ব্বেষাং সিদ্ধিদং বৈ পিতামহ ॥৪৯
তস্মাদাসীৎ সমুৎপন্নং তীর্থরাজং সনাতনম্।
বিখ্যাতং পরমং ক্ষেত্রং চতুর্যুগনিষেবিতম্ ॥ ৫০

অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিবৃন্দ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ম্লেচ্ছাদি অন্যান্য বিবিধ অন্ত্যজ জাতি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে তৃণ ও গুল্ম এবং পিপীলিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবপুঞ্জময় সমগ্র চরাচর জগৎ ব্রহ্মরূপী মহেশ্বর হইতে সৃষ্ট হইল। পরে ব্রহ্মা স্বয়ং আত্মাকে চিন্তা করিয়া দক্ষিণাঙ্গে পুরুষ ও বামে নারী এই দ্বিবিধ ভূত কল্পনা করিলেন। সেই হইতে উত্তম মধ্যম ও অধমশ্রেণীর প্রজাগণ জগতে মৈথুন-সম্ভূত হইতে লাগিল। দেবদেব ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে এইরূপে সৃষ্টি চিন্তা করিয়া ধ্যানাবলম্বনে বাসুদেব মূর্ত্তির চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ধ্যান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ সহস্রশীর্ষা পুণ্ডরীকাক্ষ সজল-জলদ-প্রভ শ্রীবৎসলক্ষণ শ্রীমান্ জনার্দন আবির্ভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিবামাত্র পাদ্য, অর্ঘ্য, ও আসনাদি দানে অভিনন্দিত করিয়া সুসমাহিত-চিত্তে উত্তম স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আমি কমলযোনি ব্রহ্মাকে বলিলাম, হে তাত! সম্প্রতি আমাকে ধ্যান করিবার কারণ কি, তাহা আমার নিকট বলুন, ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবেশ! স্বর্গদ্বারের পথস্বরূপ যে সকল যজ্ঞ, দান, ব্রত, যোগ, সত্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা ও বিবিধ তীর্থ আছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও যেখানে অনায়াসে ঐ সকলের ফললাভ করা যায়, এবং যাহা জগতে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত, হে পুরুষোত্তম! জগতের হিতের নিমিত্ত মর্ত্ত্য-লোকদুর্লভ স্থান কোন্‌টী, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।২৮—৪৬। বিধাতার কথা শুনিয়া—হে প্রিয়ে! আমি তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলাম, হে ব্রহ্মন্! যাহা জগতে দুর্লভ ও নির্ম্মল, যাহা সর্ব্ব-ক্ষেত্র মধ্যে উত্তম, সংসার-তারক, ধন্য, পুণ্য, গোব্রাহ্মণের হিতকর, চতুর্ব্বর্ণের সুখবর্দ্ধক, নরগণের পরমদুর্লভ-ভোগ-মোক্ষপ্রদ সিদ্ধিপ্রদ ও মহাপুণ্যজনক—হে পিতামহ! সেই ক্ষেত্রের কথা কহিতেছি,

সর্ব্বেষামেব দেবানামৃষীণাং ব্রহ্মচারিণাম্।
দৈত্যদানবসিদ্ধানাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্ ॥৫১
নাগবিদ্যাধরাণাং চ স্থাবরস্য চরস্য চ।
উত্তমঃ পুরুষো যস্মাত্তস্মাৎ স পুরুষোত্তমঃ ॥৫২
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ন্যগ্রোধো যত্র তিষ্ঠতি।
দশযোজনবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥ ৫৩
যস্তু কল্পে সমুৎপন্নে মহদুল্কানিবর্হণে।
বিনাশং নৈবমভ্যেতি স্বয়ং তত্রৈবমাস্থিতঃ ॥৫৪
দৃষ্টমাত্রে বটে তস্মিংশ্ছায়ামাক্রম্য চাসকৃৎ।
ব্রহ্মহত্যাৎ প্রমুচ্যেত পাপেষন্যেষু কা কথা ॥৫৫
প্রদক্ষিণা কৃতা যৈস্তু নমস্কারশ্চ জন্তুভিঃ।
সর্ব্বে বিধূতপাপ্মানস্তে গতাঃ কেশবালয়ম্ ॥৫
ন্যগ্রোধস্যোত্তরে কিঞ্চিদ্দক্ষিণে কেশবস্য তু।
প্রাসাদস্তত্র তিষ্ঠেত্তু পদং ধর্ম্মময়ং হি তৎ ॥ ৫৭
প্রতিমাং তত্র বৈ দৃষ্ট্বা স্বয়ং দেবেন নির্ম্মিতাম্
অনায়াসেন বৈ যান্তি ভুবনং মে ততো নরাঃ ॥
গচ্ছমানাংস্তু তান্ প্রেক্ষ্য একদা ধর্ম্মরাট্ প্রিয়ে
মদন্তিকমনুপ্রাপ্য প্রণম্য শিরসাব্রবীৎ ॥ ৫৯

যম উবাচ

নমস্তে ভগবন্ দেব লোকনাথ জগৎপতে।
ক্ষীরোদবাসিনং দেবং শেষভোগানুশায়িনম্॥
বরং বরেণ্যং বরদং কর্ত্তারমকৃতং প্রভুম্।
বিশ্বেশ্বরমজং বিষ্ণুং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্ ॥ ৬১
নীলোৎপলদলশ্যামং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
সর্ব্বজ্ঞং নির্গুণং শান্তং জগদ্ধাতারমব্যয়ম্ ॥ ৬২
সর্ব্বলোকবিধাতারং সর্ব্বলোকসুখাবহম্।
পুরাণং পুরুষং বেদ্যং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্
পরাবরাণাং স্রষ্টারং লোকনাথং জগদ্গুরুম্।
শ্রীবৎসোরস্কসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৬৪
পীতবস্ত্রং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
হারকেয়ূরসংযুক্তং মুকুটাঙ্গদধারিণম্ ॥ ৬৫
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
কূটস্থমচলং সূক্ষ্মং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥৬৬

শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক-বিখ্যাত চতুর্যুগ-নিষেবিত এক সনাতন তীর্থ-প্রধান পরম ক্ষেত্র আবির্ভূত হইয়াছিল। ঐ ক্ষেত্র সমস্ত দেব, ঋষি, ব্রহ্মচারী, দৈত্য, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, নাগ, বিদ্যাধর, ও নিখিল চরাচর মধ্যে উত্তম পুরুষবৎ প্রতিভাত; এইজন্য তাহা পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত। দক্ষিণসাগরের তীরে যথায় নগ্রোধ বৃক্ষ বিরাজমান, তথায় সেই দশ যোজনবিস্তৃত পরম দুর্লভ পুরুষোত্তমক্ষেত্র অবস্থিত। ঐ ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ কল্পকালের মহতীউল্কা-পাতেও বিনষ্ট হয় না। আমি স্বয়ংই তথায় অবস্থান করিয়া থাকি। সেই বটবৃক্ষ দর্শন ও তদীয় ছায়া অসকৃৎ অক্রমণ করিলে অন্যান্য পাপের কথা কি, ব্রহ্মহত্যা হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যে সকল জীব ঐ বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করে; তাহারা সকলেই পাপ পরিমুক্ত হইয়া কেশবালয়ে উপনীত হইয়া থকে। ঐ ন্যগ্রোধবৃক্ষের উত্তরে ও কেশবালয়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পুরুষোত্তম প্রাসাদ বিরাজমান। সেই প্রাসাদই ধর্ম্মময় পদ। তন্মধ্যে স্বয়ং দেবনির্ম্মিত প্রতিমা আছে, তদ্দর্শনে লোক সকল অনায়াসেই মদীয় ভবনে উপনীত হয়। হে প্রিয়ে! একদা ধর্ম্মরাজ যম লোকদিগকে মদীয় ভবনে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা প্রণামান্তে আমাকে বলিলেন,—হে ভগবন্, লোকনাথ, জগৎপতে! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ক্ষীরোদবাসী, শেষভোগশায়ী, বর, বরেণ্য, বরদ, কর্ত্তা অকৃত, প্রভু, বিশ্বেশ্বর, অজ, বিষ্ণু, সর্ব্বজ্ঞ, অপরাজিত, নীলোৎপলনিভ শ্যামবর্ণ, পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, নির্গুণ, শান্ত, জগদ্বিধাতা, অব্যয়, সর্ব্বলোক-বিধাতা, সর্ব্বলোক-সুখাবহ, পুরাণ পুরুষ, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, পরাপর স্রষ্টা, লোকনাথ, জগদ্গুরু, শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষা, বনমালামণ্ডিত, পীতবস্ত্র, চতুর্ব্বাহু, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, হারকেয়ূর, ভূষিত, মুকুটাঙ্গদমণ্ডন, সর্ব্ব লক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিরহিত, কূটস্থ,

ভাবাভাববিনির্মুক্তং ব্যাপিনং প্রকৃতেঃ পরম্।
নমস্যামি জগন্নাথমীশ্বরং সুখদং প্রভুম্॥ ৬৭
ইত্যেবং ধর্ম্মরাজস্তু পুরা ন্যগ্রোধসন্নিধৌ।
স্তুত্বা নানাবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণামমকরোত্তদা॥
তং দৃষ্ট্বা তু মহাভাগে প্রণতং প্রাঞ্জলিস্থিতম্।
স্তোত্রস্য কারণং দেবি পৃষ্টবানহমন্তকম্॥ ৬৯
বৈবস্বত মহাবাহো সর্ব্বদেবোত্তমো হ্যসি।
কিমর্থং স্তুতবান্মাং ত্বং সংক্ষেপাত্তদ্‌ব্রবীহি মে॥
ধর্ম্মরাজ উবাচ।
অস্মিন্নায়তনে পুণ্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে।
ইন্দ্রনীলময়ী শ্রেষ্ঠা প্রতিমা সার্ব্বকামিকী॥ ৭১
তাং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষ ভাবেনৈকেন শ্রদ্ধয়া।
শ্বেতাখ্যং ভবনং যান্তি নিষ্কামাশ্চৈব মানবাঃ॥
অতঃ কর্ত্তুং ন শক্নোমি ব্যাপারমরিসূদন।
প্রসীদ সুমহাদেব সংহর প্রতিমাং বিভো॥৭৩
শ্রুত্বা বৈবস্বতস্যৈতদ্বাক্যমেতদুবাচ হ।
যম তাং গোপয়িষ্যামি সিকতাভিঃ সমন্ততঃ॥৭৪
ততঃ সা প্রতিমা দেবি বল্লিভির্গোপিতা ময়া।
যথা তথা ন পশ্যন্তি মনুজাঃ স্বর্গকাঙ্ক্ষিণঃ॥৭৫
প্রচ্ছাদ্য বল্লিকৈর্দেবি জাতরূপপরিচ্ছদৈঃ।
যমং প্রস্থাপয়ামাস স্বাং পুরীং দক্ষিণাং দিশম্॥
ব্রহ্মোবাচ।
লুপ্তায়াং প্রতিমায়াং তু ইন্দ্রনীলস্য ভো দ্বিজাঃ
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে
যো ভূতস্তত্র বৃত্তান্তো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
তং সর্ব্বং কথয়ামাস স তস্যৈ ভগবান্ পুরা॥৭৮
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য গমনং ক্ষেত্রদসন্দর্শনং তথা।
ক্ষেত্রস্য বর্ণনং চৈব প্রাসাদকরণং তথা॥ ৭৯
হয়মেধস্য যজনং স্বপ্নদর্শনমেব চ।
লবণস্যোদধেস্তীরে কাষ্ঠস্য দর্শনং তথা॥ ৮০
দর্শনং বাসুদেবস্য শিল্পিরাজস্য চ দ্বিজাঃ।

অচল, জ্যোতীরূপ, সনাতন, ভাবাভাব, পরিমুক্ত, সর্ব্বব্যাপী, প্রকৃতির পরবর্ত্তী, সুখদ, ঈশ্বর, জগন্নাথ ও প্রভু, আপনাকে প্রণাম করি। ধর্ম্মরাজ পুরাকালে এইরূপে সেই ন্যগ্রোধতরুসমীপে আমাকে নানাবিধ স্তোত্রে স্তব করিয়া প্রণিপাত করিলেন। হে মহাভাগে! আমি তখন যমরাজকে যুক্তকরে প্রণত দেখিয়া স্তব করিবার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিলাম—হে মহাবাহো! সর্ব্বোত্তম বৈবস্বত! আপনি সর্ব্বদেবের উত্তম। কি জন্য আমাকে আপনি স্তব করিলেন, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলুন।৪৭—৭০। ধর্ম্মরাজ কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই বিখ্যাত পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ইন্দ্রনীলময়ী শ্রেষ্ঠপ্রতিমা আছে, শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণ নিষ্কাম হইয়া শ্বেতাখ্য ভবনে গমন করিয়া থাকে। অতএব হে মধুসূদন! আমি আমার পদোচিত কার্য্য করিতে পারিতেছি না;—হে মহাদেব, হে প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন এবং এই প্রতিমাখানি এস্থান হইতে অপসারিত করুন। যমের এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, হে যম! আমি ঐ প্রতিমা বালুকারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিব। হে দেবি! অনন্তর আমি সেই প্রতিমাকে যাহাতে স্বর্গকাঙ্ক্ষী লোকেরা দেখিতে না পারে, সেইরূপভাবে গোপন করিয়া রাখিলাম। হে দেবি! আমি তখন স্বর্ণকান্তি বালুকাপ্রভৃতি দ্বারা সেই প্রতিমা আচ্ছাদিত করিয়া যমকে তাঁহার দাক্ষিণদিকৃস্থিত স্বীয় পুরীতে প্রেরণ করিলাম। ৭১——৭৬। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! সেই ইন্দ্রনীল-প্রতিমা বিলুপ্ত হইলে, সেই প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র পুরুষোত্তমে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, দেবদেব ভগবান্ জনার্দ্দন তৎসমস্ত পূর্ব্বকালে শ্রীদেবীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত ঘটনাবলী যথা,—ইন্দ্রদ্যুম্নের গমন, ক্ষেত্রদর্শন, ক্ষেত্রবর্ণন, প্রাসাদ-নির্ম্মাণ, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান, স্বপ্ন সন্দর্শন, লবণসাগরতীরে কাষ্ঠদর্শন, সিল্পিরাজ বাসুদেবের দর্শন, প্রতিমানির্ম্মাণ

নির্ম্মাণং প্রতিমায়াস্ত যথাবর্ণং বিশেষতঃ ॥ ৮১
স্থাপনং চৈব সর্ব্বেষাং প্রাসাদে ভুবনোত্তমে।
যাত্রাকালে চ বিপ্রেন্দ্রাঃ কল্পসঙ্কীর্ত্তনং তথা ॥৮২
মার্কণ্ডেয়স্য চরিতং স্থাপনং শঙ্করস্য চ।
পঞ্চতীর্থস্য মাহাত্ম্যং দর্শনং শূলপাণিনঃ ॥ ৮৩
বটস্য দর্শনং চৈব ব্যুষ্টিং তস্য চ ভো দ্বিজাঃ।
দর্শনং বলদেবস্য কৃষ্ণস্য চ বিশেষতঃ ॥ ৮৪
সুভদ্রায়াশ্চ তত্রৈব মাহাত্ম্যং চৈব সর্ব্বশঃ।
দর্শনং নরসিংহস্য ব্যুষ্টিসঙ্কীর্ত্তনং তথা ॥ ৮৫
অনন্তবাসুদেবস্য দর্শনং গুণকীর্ত্তনম্।
শ্বেতমাধবমাহাত্ম্যং স্বর্গদ্বারস্য দর্শনম্ ॥ ৮৬
উদধের্দর্শনং চৈব স্নানং তর্পণমেব চ।
সমুদ্রস্নানমাহাত্ম্যমিন্দ্রদ্যুম্নস্য চ দ্বিজাঃ ॥ ৮৭
পঞ্চতীর্থফলং চৈব মহাজ্যেষ্ঠ্যং তথৈব চ।
স্নানং কৃষ্ণস্য হলিনঃ পর্ব্বযাত্রাফলং তথা ॥ ৮৮
বর্ণনং বিষ্ণুলোকস্য ক্ষেত্রস্য চ পুনঃপুনঃ।
পূর্ব্বং কথিতবান্ সর্ব্বং তস্মৈ স পুরুষোত্তমঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পূর্ব্ববৃত্তানুবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ভুবনোত্তম প্রাসাদে সমস্ত প্রতিমাস্থাপন, যাত্রাকালে কল্প সঙ্কীর্ত্তন, মার্কণ্ডেয়-চরিত, শঙ্করপ্রতিষ্ঠা, বলদেব ও কৃষ্ণ দর্শন, সুভদ্রার মাহাত্ম্য, নরসিংহ দর্শন, ব্যুষ্টি সংকীর্ত্তন, অনন্ত বাসুদেব দর্শন, ও গুণকীর্ত্তন, শ্বেতমাধবীয় মাহাত্ম্য, স্বর্গদ্বার-দর্শন, উদধিদর্শন, তাহাতে স্নান, তর্পণ, সমুদ্র স্নানের ও ইন্দ্রদ্যুম্নের মাহাত্ম্য, পঞ্চ-তীর্থ ফল, মহাজ্যেষ্ঠস্নান, কৃষ্ণ ও বলরামের পর্ব্বযাত্রাফল, বিষ্ণুলোক বর্ণন, এবং বারম্বার ক্ষেত্রের কথা কীর্ত্তন, এই সকল ঘটনা পূর্ব্বে শ্রীদেবীকে স্বয়ং পুরুষোত্তম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৪৫

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব কথাশেষং মহীপতেঃ।
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে গত্বা কিং চকার নরাধিপঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
ক্ষেত্রসন্দর্শনং চৈব কৃত্যং তস্য চ ভূপতেঃ ॥২
গত্বা তত্র মহীপালঃ ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে
দদর্শ রমণীয়ানি স্থানানি সরিতস্তথা ॥ ৩
নদী তত্র মহাপুণ্যা বিন্ধ্যপাদবিনির্গতা।
চিত্রোপলেতি বিখ্যাতা সর্ব্বপাপহরা শিবা ॥৪
গঙ্গাতুল্যা মহাস্রোতা দক্ষিণার্ণবগামিনী।
মহানদীতি নাম্না সা পুণ্যতোয়া সরিদ্বরা ॥ ৫
দক্ষিণস্যোদধের্গর্ভং গতাবর্ত্তাতিশোভিতা।
উভয়োস্তটয়োর্যস্যা গ্রামাশ্চ নগরাণি চ ॥ ৬
দৃশ্যন্তে মুনিশার্দ্দূলাঃ সুশস্যাঃ সুমনোহরাঃ।

ষট্‌ চত্বারিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব! আমরা মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা-শেষ শুনিতে ইচ্ছা করি। সেই নরপতি সেই উত্তম ক্ষেত্রে গিয়া কি করিয়াছিলেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি সেই ভূপতির ক্ষেত্রদর্শন কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই মহীপাল সেই ত্রিলোক-বিশ্রুত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রমণীয় স্থান ও নদীনিচয় দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তথায় বিন্ধ্যপাদ হইতে বিনির্গতা মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপহরা, শিবজলা গঙ্গার ন্যায় মহাস্রোতা, মহানদী নাম্নী দক্ষিণ সাগরগামিণী সরিদ্বরা প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সরিদ্বরা চিত্রো-পলা নামেও বিখ্যাতা। উহা দক্ষিণাব্ধির গর্ভে পতিত হইয়া সাতিশয় শোভিতা হইতেছে। হে মুনিবরগণ! ঐ মহা-নদীর উভয় তীরে কত গ্রাম ও কত নগর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রাম-

হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৭
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তত্র পৃথক্‌পৃথক্‌।
স্বধর্ম্মনিরতাঃ শান্তা দৃশ্যন্তে শুভলক্ষণাঃ ॥ ৮
তাম্বুলপূর্ণবদনা মাল্যদামবিভূষিতাঃ।
বেদপূর্ণমুখা বিপ্রাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ ॥ ৯
অগ্নিহোত্ররতাঃ কেচিৎ কেচিদৌপাসনক্রিয়াঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থকুশলা যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ১০
চত্বরে রাজমার্গেষু বনেষুপবনেষু চ।
সভামণ্ডলহর্ম্ম্যেষু দেবতায়তনেষু চ ॥ ১১
ইতিহাসপুরাণানি বেদাঃ সাঙ্গাঃ সুলক্ষণাঃ।
কাব্যশাস্ত্রকথাস্তত্র শ্রূয়ন্তে চ মহাজনৈঃ ॥ ১২
স্ত্রিয়স্তদ্দেশবাসিন্যো রূপযৌবনগর্ব্বিতাঃ।
সম্পূর্ণলক্ষণোপেতা বিস্তীর্ণশ্রোণিমণ্ডলাঃ ॥ ১৩
সরোরুহমুখাঃ শ্যামাঃ শরচ্চন্দ্রনিভাননাঃ।
পীনোন্নতস্তনাঃ সর্ব্বাঃ সমৃদ্ধ্যা চারুদর্শনাঃ ॥১৪
সৌবর্ণবলয়াক্রান্তা দিব্যৈর্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাঃ।
কদলীগর্ভসঙ্কাশাঃ পদ্মকিঞ্জল্কসপ্রভাঃ ॥ ১৫
বিম্বাধরপুটাঃ কান্তাঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ।
সুমুখাশ্চারুকেশাশ্চ হাবভাবাবনামিতাঃ ॥ ১৬
কাশ্চিৎ পদ্মপলাশাক্ষ্যঃ কাশ্চিদিন্দীবরেক্ষণাঃ
বিদ্যুদ্বিস্পষ্টদশনাস্তন্বঙ্গ্যশ্চ তথাপরাঃ ১৭
কুটিলালকসংযুক্তাঃ সীমন্তেন বিরাজিতাঃ।
গ্রীবাভরণসংযুক্তা মাল্যদামবিভূষিতাঃ ॥ ১৮
কুণ্ডলৈ রত্নসংযুক্তৈঃ কর্ণপূরৈর্ম্মনোহরৈঃ।
দেবযোষিৎপ্রতীকাশা দৃশ্যন্তে শুভলক্ষণাঃ ॥
দিব্যগীতবরৈর্ধ্বন্যৈঃ ক্রীড়মানা বরাঙ্গনাঃ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গৈশ্চ পণবৈশ্চৈব গোমুখৈঃ ॥ ২০
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্নানাবাদ্যমনোহরৈঃ।
ক্রীড়ন্ত্যস্তাঃ সদা হৃষ্টা বিলাসিন্যঃ পরস্পরম্ ॥
এবমাদি তথানেকগীতবাদ্যবিশারদাঃ।
দিবা রাত্রৌ সমাযুক্তাঃ কামোন্মত্তা বরাঙ্গনাঃ ॥
ভিক্ষুবৈখানসৈঃ সিদ্ধৈঃ স্নাতকৈর্ব্রহ্মচারিভিঃ।
মন্ত্রসিদ্ধৈস্তপঃসিদ্ধৈর্যজ্ঞসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্ ॥ ২৩

নগর সুশস্যে পরিপূর্ণ, মনোহর এবং হৃষ্টপুষ্ট জনে আকীর্ণ। ঐ গ্রাম ও নগরসমূহে স্ব স্ব ধর্ম্মে-নিরত, শান্ত, বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিত, সুলক্ষণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছে। তত্রত্য অধিবাসীদিগের বদন তাম্বুলপূর্ণ, গলদেশ মাল্যদামে মণ্ডিত। ব্রাহ্মণগণের বাণী বেদময়ী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিহোত্র-রত, কেহ কেহ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-নিপুণ, কেহ কেহ যাগশীল, ও কেহ কেহ ভূরিদক্ষিণ। ১—১০। তথাকার যে সকল চত্বর, রাজপথ, বন, উপবন, সভামণ্ডপ, হর্ম্ম্যশ্রেণী ও দেবায়তন তাহার সর্ব্বত্রই মহাজনগণ মিলিত হইয়া পরস্পর ইতিহাস, পুরাণ, সাঙ্গ বেদ ও বিবিধ কাব্য-শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করেন। তদ্দেশবাসিনী রমণীগণ রূপ ও যৌবনে গর্ব্বিত, সর্ব্বসুলক্ষণে সম্পন্ন, ও বিপুল জঘনমণ্ডলে মণ্ডিত। তাহাদের বদনমণ্ডল শরচ্চন্দ্র ও সরোরুহের ন্যায় মনোজ্ঞ, স্তনযুগ্ম পীনোন্নত, আকৃতি চারুদর্শন, হস্ত সুবর্ণবলয়ে অলঙ্কৃত, দেহ দিব্যবসনে ভূষিত, বর্ণপ্রভা পদ্ম-কিঞ্জল্ক-নিভ, বিম্বাধরপুট কমনীয়, ও লোচন কর্ণান্তবিশ্রান্ত। তাহারা সকলেই সুমুখী, সুকেশী, ও হাবভাবে বিনম্র। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পদ্মপলাশনয়না, কেহ কেহ ইন্দীবরনেত্রা, কেহ কেহ বিদ্যুতের ন্যায় বিস্পষ্টদর্শনা, কেহ তন্বঙ্গী, কেহ কুটিলালকধারিণী, এবং কেহ কেহ গ্রীবাভরণশালিনী। তাহারা মাল্যদামে অলঙ্কৃত, মনোহর রত্নকুণ্ডলে মণ্ডিত, সর্ব্বশুভলক্ষণে অন্বিত এবং সুরকামিনীবৎ প্রতিভাত। সেই সকল বিলাসিনী বরাঙ্গণাগণ দিব্য দিব্য গীতধ্বনি, এবং বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, পণব, গোমুখ ও শঙ্খ প্রভৃতি নানা বিবিধ মনোহর বাদ্যনিনাদে সর্ব্বদা হৃষ্ট হইয়া পরস্পর ক্রীড়া-নিরতা। এইরূপে তথায় গীতবাদ্য-নিপুণা বহু বারাঙ্গনা কামোন্মত্তা হইয়া দিবারাত্র নানা সম্ভোগসুখে নিমগ্না। এতদ্ভিন্ন তথায় বহু ভিক্ষু, বৈখানস, সিদ্ধ, স্নাতক, ব্রহ্মচারী ও মন্ত্রসিদ্ধ,

ইত্যেবং দদৃশে রাজা ক্ষেত্রং পরমশোভনম্।
অত্রৈবারাধয়িষ্যামি ভগবন্তং সনাতনম্॥
জগদ্‌গুরুং পরং দেবং পরং পারং পরং পদম্।
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং বিষ্ণুমনন্তমপরাজিতম্॥ ২৫
ইদং তন্মানসং তীর্থং জ্ঞাতং মে পুরুষোত্তমম্
কল্পবৃক্ষো মহাকায়ো ন্যগ্রোধো যত্র তিষ্ঠতি॥
প্রতিমা চেন্দ্রনীলাখ্যা স্বয়ং দেবেন গোপিতা।
ন চাত্র দৃশ্যতে চান্যা প্রতিমা বৈষ্ণবী শুভা॥২৭
তথা যত্নং করিষ্যামি যথা দেবো জগৎপতিঃ।
প্রত্যক্ষং মম চাভ্যেতি বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ॥
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ হোমৈর্ধ্যানৈস্তথার্চ্চনৈঃ
উপবাসৈশ্চ বিধিবচ্চরেয়ং ব্রতমুত্তমম্॥ ২৯
অনন্যমনসা চৈব তন্মনা নান্যমানসঃ।
বিষ্ণ্বায়তনবিন্যাসে প্রারম্ভং চ করোম্যহম্॥ ৩০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভূঋষিসংবাদে ক্ষেত্রবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬॥

তপঃসিদ্ধ, যজ্ঞসিদ্ধ, অসংখ্য সাধুপুরুষ বিরাজমান। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এবম্বিধ পরমশোভন ক্ষেত্র দেখিয়া স্থির করিলেন, এইখানেই আমি ভগবান্, সনাতন, জগদ্‌গুরু, পরমদেব পরমপদ সর্ব্বেশ্বর অপরাজিত অনন্ত বিষ্ণুকে আরাধনা করিব। এই সেই মানস-তীর্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আমি জানিতে পারিলাম। ঐ বিপুল বিশাল কল্পবৃক্ষ ন্যগ্রোধ যথায় বিরাজিত, ঐখানেই স্বয়ং দেবদেব ইন্দ্রনীল-প্রতিমা গোপনে রাখিয়াছেন। এইস্থানে আর কোন শুভ বৈষ্ণবী প্রতিমা পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব আমি এরূপ যত্ন করিব যাহাতে দেবদেব জগৎপতি সত্যপরাক্রম বিষ্ণু আমার প্রত্যক্ষ হইবেন। আমি এক্ষণে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, অধ্যয়ন, অর্চ্চন, উপবাস ও বিধিবৎ-উত্তম ব্রতানুষ্ঠানাদি দ্বারা অনন্যমনে ভগবৎপরায়ণ হইয়া এক বিষ্ণুভবন নির্ম্মাণ করিতে প্রযত্ন প্রকাশ করিব। ১১—৩০।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

এবং স পৃথিবীপালশ্চিন্তয়িত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রাসাদার্থং হরেস্তত্র প্রারম্ভমকরোত্তদা॥ ১
আনায্য গণকান্‌সর্ব্বানাচার্য্যং শাস্ত্রপারগান্।
ভূমিং সংশোধ্য যত্নেন রাজা তু পরয়া মুদা॥
ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞানসম্পন্নৈর্বেদশাস্ত্রার্থপারগৈঃ।
অমাত্যৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বাস্তুবিদ্যাবিশারদৈঃ॥ ৩
তৈঃ সার্দ্ধং স সমালোচ্য সুমুহূর্ত্তে শুভে দিনে
সুচন্দ্রতারসংযোগে গ্রহানুকূল্যসংযুতে॥ ৪
জয়মঙ্গলশব্দৈশ্চ নানাবাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
বেদাধ্যয়ননির্ঘোষৈর্গীতৈঃ সুমধুরস্বরৈঃ॥ ৫
পুষ্পলাজাক্ষতৈর্গন্ধৈঃ পূর্ণকুম্ভৈঃ সদীপকৈঃ।
দদাবর্ঘ্যং ততো রাজা শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ॥ ৬
দত্ত্বৈবমর্ঘ্যং বিধিবদানায্য স মহীপতিঃ।
কলিঙ্গাধিপতিং শূরমুৎকলাধিপতিং তথা।
কোশলাধিপতিঞ্চৈব তানুবাচ তদা নৃপঃ॥ ৭

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই পৃথিবীপাল ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপ চিন্তা করিয়া হরির প্রাসাদ-নির্ম্মাণে সমুদ্যত হইলেন। তিনি পরম প্রীতিসহকারে বহু শাস্ত্রজ্ঞ গণক আচার্য্যদিগকে আনয়নপূর্ব্বক সযত্নে ভূমি শোধন করিয়া বেদজ্ঞ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অমাত্য, মন্ত্রী ও বাস্তুবিদ্যা-বিশারদ অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকের সহিত স্থানের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করত চন্দ্র-তারা-শুদ্ধ সুগ্রহের আনুকূল্যযুত শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে জয়মঙ্গলধ্বনি, মনোহর বাদ্যোদ্যম, বেদনির্ঘোষ ও মধুর স্বর সঙ্গীত সহকারে পূর্ণকুম্ভ ও প্রদীপ স্থাপনান্তে পুষ্প, লাজ, অক্ষত ও গন্ধাদি দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সহিত সুসমাহিত হইয়া অর্ঘ্য দান করিলেন। ১—৬। মহীপতি যথাবিধি অর্ঘ্য দানান্তে কলিঙ্গ, উৎকল ও কোশলাধিপতিকে

রাজোবাচ।
গচ্ছধ্বং সহিতাঃ সর্ব্বে শিলার্থে সুসমাহিতাঃ
গৃহীত্বা শিল্পিমুখ্যাংশ্চ শিলাকর্ম্মবিশারদান্ ॥৮
বিন্ধ্যাচলং সুবিস্তীর্ণং বহুকন্দরশোভিতম্।
নিরূপ্য সর্ব্বসানূনি ছেদয়িত্বা শিলাঃ শুভাঃ।
সংবাহয়ন্তাশ্চ শকটৈর্নৌকাভির্মা বিলম্বথ ॥ ৯
ব্রহ্মোবাচ।
এবং গন্তুং সমাদিশ্য তান্ নৃপান্ স মহীপতিঃ।
পুনরেবাব্রবীদ্বাক্যং সামাত্যান্ স পুরোহিতান্
রাজেবাচ।
গচ্ছন্তু দূতাঃ সর্ব্বত্র মমাজ্ঞাং প্রবদন্তু বৈ।
যত্র তিষ্ঠন্তি রাজানঃ পৃথিব্যাং তান্ সুশীঘ্রগাঃ
হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈঃ সামাত্যৈঃ সপুরোহিতৈঃ।
গচ্ছত সহিতাঃ সর্ব্ব ইন্দ্রদ্যুম্নস্য শাসনাৎ ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ।
এবং দূতাঃ সমাজ্ঞাতা রাজ্ঞা তেন মহাত্মনা।
গত্বা তদা নৃপান্নুচুর্বচনং তস্য ভূপতেঃ ॥ ১৩

শ্রুত্বা তু তে তথা সর্ব্বে দূতানাং বচনং নৃপাঃ।
আজগ্মুস্ত্বরিতাঃ সর্ব্বে স্বসৈন্যৈঃ পরিবারিতাঃ
যে নৃপাঃ সর্ব্বদিগ্‌ভাগে যে চ দক্ষিণতঃ স্থিতাঃ
পশ্চিমায়াং স্থিতা যে চ উত্তরাপথসংস্থিতাঃ ॥
প্রত্যন্তবাসিনো যেঽপি যে চ সন্নিধিবাসিনঃ।
পার্ব্বতীয়াশ্চ যে কেচিৎ তথা দ্বীপনিবাসিনঃ ॥
রথৈর্নাগৈঃ পদাতৈশ্চ বাজিভির্ধনবিস্তরৈঃ।
সম্প্রাপ্তা বহুশো বিপ্রাঃ শ্রুত্বেন্দ্রদ্যুম্নশাসনম্ ॥
তানাগতান নৃপান্ দৃষ্ট্বা সামাত্যান্ সপুরোহিতান্
প্রোবাচ রাজা হৃষ্টাত্মা কার্য্যমুদ্দিশ্য সাদরম্ ॥
রাজোবাচ।
শৃণুধ্বং নৃপশার্দ্দূলা যথা কিঞ্চিদ্‌ব্রবীম্যহম্।
অস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে
হয়মেধং মহাযজ্ঞং প্রাসাদঞ্চৈব বৈষ্ণবম্।
কথং শক্নোম্যহং কর্ত্তুমিতি চিন্তাকুলং মনঃ ॥২০
ভবদ্ভিঃ সুসহায়ৈস্তু সর্ব্বমেতৎ করোম্যহম্।
যদি যূয়ং সহায়া মে ভবধ্বং নৃপসত্তমাঃ ॥ ২১

আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন,—রাজগণ! আপনারা তৎপরতার সহিত অনুচরগণ সহ শীঘ্র শিলাসংগ্রহার্থ গমন করুন। শিলা-কর্ম্মনিপুণ শিল্পিশ্রেষ্ঠদিগকে সঙ্গে লইয়া বহু কন্দর-মণ্ডিত সুবিস্তীর্ণ বিন্ধ্যাচলে গিয়া তদীয় সমস্ত সানুদেশ বিশেষরূপে দেখিয়া উত্তম উত্তম শিলা সকল ছেদনান্তে শকট ও নৌকা যোগে প্রেরণ করিতে থাকুন, বিলম্ব করিবেন না। ব্রহ্মা কহিলেন, মহীপতি এইরূপে তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়া পুনরায় অমাত্য ও পুরোহিতদিগকে বলিলেন—পৃথিবীর যে যেখানে রাজন্যগণ আছেন, দূতগণ সর্ব্বত্র গমনপূর্ব্বক মদীয় আজ্ঞা ঘোষণা করুক এবং আপনারা সকলেই মদীয় শাসন অনুসারে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের সহিত গমন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, মহীপতি মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দূতগণ অন্যান্য নরপতি-গণের নিকট গমনপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করিল। রাজন্যগণ সকলেই দূতমুখে ইন্দ্রদ্যুম্ন-ভূপতির আদেশ শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে সত্বর আগমন করিলেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিগ্-নিবাসী নরপতিগণ, প্রত্যন্ত-বাসী রাজগণ, নিকটবর্ত্তী নৃপগণ এবং পর্ব্বত ও দ্বীপাধিপতি ভূপতিগণ সকলেই রথ, অশ্ব, গজ, পদাতি ও অন্যান্য বহু ধন-রত্ন লইয়া মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশ শ্রবণ মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পুরোহিত ও অমাত্যাদিসহ সমাগত দেখিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হৃষ্টচিত্তে স্বীয় কার্য্যের উদ্দেশে সাদরে বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা বলি, শ্রবণ করুন, আমি এই ভোগ-মোক্ষ-প্রদ মঙ্গলময় ক্ষেত্রে অশ্বমেধাখ্য মহাযজ্ঞ ও এক বৈষ্ণব প্রাসাদ কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইব, এই ভাবিয়া আমার চিত্ত চিন্তাকুল হইয়াছে। হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ! আমি আশা করি, আপনারা যদি আমার সাহায্য করেন, তাহা

ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যেবং বদমানস্য রাজরাজস্য ধীমতঃ।
সর্ব্বে প্রমুদিতা হৃষ্টা ভূপাস্তে তস্য শাসনাৎ॥
ববৃষুর্ধনরত্নৈশ্চ সুবর্ণমণিমৌক্তিকৈঃ।
কম্বলাজিনরত্নৈশ্চ রাঙ্কবাস্তরণৈঃ শুভৈঃ॥ ২৩
বজ্রবৈদূর্য্যমাণিক্যৈঃ পদ্মরাগেন্দ্রনীলকৈঃ।
গজৈরশ্বৈর্ধনৈশ্চান্যৈ রথৈশ্চৈব করেণুভিঃ॥২৪
অসংখ্যেয়ৈর্বহুবিধৈর্দ্রব্যৈরুচ্চাবচৈস্তথা।
শালিব্রীহিযবৈশ্চৈব মাষমুদ্গাতিলৈস্তথা॥ ২৫
সিদ্ধার্থচণকৈশ্চৈব গোধূমৈর্মসুরাদিভিঃ।
শ্যামাকৈর্মধুকৈশ্চৈব নীবারৈঃ সকুলত্থকৈঃ॥ ২৬
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধান্যৈর্গ্রাম্যারণ্যৈঃ সহস্রশঃ।
বহুধান্যসহস্রাণাং তণ্ডুলানাঞ্চ রাশিভিঃ॥ ২৭
গব্যস্য হবিষঃ কুম্ভৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তথান্যৈর্বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনৈঃ
রাজানঃ পূরয়ামাসুর্যৎ কিঞ্চিদ্দ্রব্যসম্ভবৈঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা যজ্ঞসম্ভারান্ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতান্॥
যজ্ঞকর্ম্মবিদো বিপ্রান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্।
শাস্ত্রেষু নিপুণান্ দক্ষান্ কুশলান্ সর্ব্বকর্ম্মসু॥৩০
ঋষীংশ্চৈব মহর্ষীংশ্চ দেবর্ষীংশ্চৈব তাপসান্।
ব্রহ্মচারিগৃহস্থাংশ্চ বানপ্রস্থান্ যতীংস্তথা॥ ৩১
স্নাতকান্ ব্রাহ্মণাংশ্চান্যানগ্নিহোত্রে সদা স্থিতান্
আচার্য্যোপাধ্যায়বরান্ স্বাধ্যায়তপসান্বিতান্॥
সদস্যান্ শাস্ত্রকুশলাংস্তথান্যান্ পাবকান্ বহূন্।
দৃষ্ট্বা তান্ নৃপতিঃ শ্রীমানুবাচ স্বং পুরোহিতম্॥

রাজোবাচ।
ততঃ প্রয়ান্তু বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
বাজিমেধার্থসিদ্ধ্যর্থং দেশং পশ্যন্তু যজ্ঞিয়ম্॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তথা চক্রে বচনং তস্য ভূপতেঃ।
হৃষ্টঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং তদা রাজপুরোহিতঃ॥
ততো যযৌ পুরোধাশ্চ প্রাজ্ঞঃ স্বপতিভিঃ সহ
ব্রাহ্মণানগ্রতঃ কৃত্বা কুশলান্ যজ্ঞকর্ম্মণি॥ ৩৬
তং দেশং ধীবরগ্রামং সপ্রতোলিবিটঙ্কিনম্।
কারয়ামাস বিপ্রোঽসৌ যজ্ঞবাটং যথাবিধি॥

হইলে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সুসহায়তায় এ সকল কার্য্য সমাধা করিতে পারিব। ৭—২১। ব্রহ্মা কহিলেন, রাজাধিরাজ ধীমান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে সকল নরপতিই প্রমুদিত ও হৃষ্ট হইলেন এবং অসংখ্য ধন রত্ন, সুবর্ণ ও মণি-মুক্তা সকল বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উত্তম উত্তম কম্বল, অজিন, রত্ন, রাঙ্কব অস্তরণ, হীরক, বৈদূর্য্য, মাণিক্য, পদ্মরাগ ও ইন্দ্র,-নীলমণি এবং গজ, অশ্ব, ধন, ধান্য, রথ, করেণু, অন্যান্য বহু বিধ উত্তম উত্তম দ্রব্য-সম্ভার, শালি, ব্রীহি, যব, মাষ, মুদ্গা, তিল, সিদ্ধার্থ, চণক, গোধূম, মসুর, শ্যামাক, মধুক, নীবার, কুলত্থ, অপরাপর গ্রাম্যারণ্য সহস্র সহস্র বিবিধ খাদ্য সামগ্রী, সহস্র সহস্র রাশি রাশি তণ্ডুলস্তূপ, শত শত সহস্র সহস্র মহিষ ও গব্য কুম্ভ, এবং অন্যান্য বহুবিধ শত শত সহস্র সহস্র ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অনুলেপন দ্বারা সত্বর সেই যজ্ঞস্থান পূর্ণ করিলেন। তখন শ্রীমান নরপতি সেই সকল সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞসম্ভার এবং যজ্ঞ কর্ম্মজ্ঞ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, শাস্ত্রসেবী, সর্ব্বকর্ম্মক্ষম বিপ্র, ঋষি, মহর্ষি, তাপস, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, যতি, স্নাতক, দ্বিজ, অন্যান্য অগ্নিহোত্রী, তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন আচার্য্য, উপাধ্যায়, শাস্ত্রজ্ঞ, সদস্য ও বহুবিধ পাবকগণকে অবলোকন করিয়া স্বীয় পুরোহিতকে কহিলেন, বিদ্বান্ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিবার জন্য গমন করুন এবং যজ্ঞীয় দেশ পরিদর্শন করিয়া লউন। ২২—৩৪। ব্রহ্মা কহিলেন, নরপতি এই কথা কহিলে, রাজ-পুরোহিত হৃষ্ট হইয়া মন্ত্রিগণ সহ তদীয় আদেশ পালন করিলেন। প্রাজ্ঞ পুরোধা যজ্ঞকর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহীপতিগণসহ যজ্ঞস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন এবং তথায় প্রতোলী ও বিটঙ্কাদি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞবাট প্রস্তুত করিলেন। সেখানে ইন্দ্রমন্দির-প্রতিম নানা হেমরত্ন ও

প্রাসাদশতসম্বাধং মণিপ্রবরশোভিতম্।
ইন্দ্রসদ্মনিভং রম্যং হেমরত্নবিভূষিতম্॥ ৩৮
স্তম্ভান্ কনকচিত্রাংশ্চ তোরণানি বৃহন্তি চ।
যজ্ঞায়তনদেশেষু দত্ত্বা শুদ্ধঞ্চ কাঞ্চনম্॥ ৩৯
অন্তঃপুরাণি রাজ্ঞাঞ্চ নানাদেশনিবাসিনাম্।
কারয়ামাস ধর্ম্মাত্মা তত্র তত্র যথাবিধি॥ ৪০
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৈশ্যানাং নানাদেশসমীয়ুষাম্।
কারয়ামাস বিধিবচ্ছালাস্তত্রাপ্যনেকশঃ॥ ৪১
প্রিয়ার্থং তস্য নৃপতেরাযযুর্নৃপসত্তমাঃ।
রত্নান্যনেকান্যাদায় স্ত্রিয়শ্চাযযুরুৎসবে॥ ৪২
তেষাং নির্ব্বিশতাং স্বেষু শিবিরেষু মহাত্মনাম্
নদতঃ সাগরস্যেব দিবিস্পৃগভবদ্ধ্বনিঃ॥ ৪৩
তেষামভ্যাগতানাঞ্চ স রাজা মুনিসত্তমাঃ।
ব্যাদিদেশায়তনানি শয্যাশ্চাপ্যুপচারতঃ॥ ৪৪
ভোজনানি বিচিত্রাণি শালীক্ষুযবগোরসৈঃ।
উপেত্য নৃপতিশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ স্বয়ং তদা॥ ৪৫
তথা তস্মিন্ মহাযজ্ঞে বহবো ব্রহ্মবাদিনঃ।
যে চ দ্বিজাতিপ্রবরাস্তত্রাসন্ দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৪৬
সমাজগ্মুঃ সশিষ্যাস্তান্ প্রতিজগ্রাহ পার্থিবঃ।
সর্ব্বাংশ্চ তাননুযযৌ যাবদাবসথানিতি॥ ৪৭
স্বয়মেব মহাতেজা দম্ভং ত্যক্ত্বা নৃপোত্তমঃ।
ততঃ কৃত্বা স্বশিল্পঞ্চ শিল্পিনোঽন্যে চ যে তদা॥
কৃৎস্নং যজ্ঞবিধিং রাজ্ঞে তদা তস্মৈ ন্যবেদয়ন্।
ততঃ শ্রুত্বা নৃপশ্রেষ্ঠঃ কৃতং সর্ব্বমতন্দ্রিতঃ।
হৃষ্টরোমাভবদ্রাজা সহ মন্ত্রিভিরচ্যুতঃ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ।

তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিভিঃ
হেতুবাদান্ বহূনাহুঃ পরস্পরজিগীষবঃ॥ ৫০
দেবেন্দ্রস্যেব বিহিতং রাজসিংহেন ভো দ্বিজাঃ
দদৃশুস্তোরণান্যত্র শাতকুম্ভময়ানি চ॥ ৫১
শয্যাসনবিকারাংশ্চ সুবহূন্ রত্নসঞ্চয়ান্।
ঘটপাত্রীকটাহানি কলশান্ বর্দ্ধমানকান্॥ ৫২
ন হি কিঞ্চিদসৌবর্ণমপশ্যন্ বসুধাধিপঃ।

মণিপ্রবর শোভিত শত শত প্রাসাদ, কনক-চিত্রিত অসংখ্য স্তম্ভ ও বৃহৎ বৃহৎ তোরণ সকল নির্ম্মিত হইল। ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত সমস্ত যজ্ঞায়তন বিশুদ্ধ কাঞ্চন দ্বারা প্রস্তুত করিয়া নানা দেশীয় রাজন্যগণের অন্তঃপুর সকল ও নানা দেশবাসী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-দিগের বহুসংখ্যক নিকেতন সেই সেই স্থানে যথাবিধি নির্ম্মাণ করাইলেন।৩৮—৪১। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রিয়সাধনার্থ দেশ বিদেশ হইতে কত প্রধান প্রধান রাজা ও রমণীগণ বিবিধ রত্ন লইয়া সেই উৎসবে আসিয়া যোগদান করিলেন। সেই মহাত্ম-গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিতে থাকিলে, গর্জ্জনশীল সাগরের ন্যায় এক ব্যোমস্পর্শী ধ্বনি উত্থিত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বয়ংই অভ্যাগতদিগকে যথাযোগ্য স্থান, আসন ও শয্যা এবং শালি, ইক্ষু, যব ও গোরস-প্রস্তুত উত্তম উত্তম পান ভোজন প্রদান করিবার আদেশ করিলেন। সেই মহাযজ্ঞে বহু ব্রহ্মবাদী দ্বিজাতিপ্রবরগণ স্ব স্ব শিষ্যসম্প্রদায় সহ সমাগত হইলেন। মহাতেজা মহীপতি তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের আবাস স্থান পর্য্যন্ত দম্ভ পরিহার করিয়া নিজেই অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিল্পিগণ তৎকালে স্ব স্ব শিল্পকার্য্য সমাধা করিয়া রাজাকে যাবতীয় যজ্ঞবিধি বিজ্ঞাপন করিল। ভূপতিশ্রেষ্ঠ কার্য্যসকল সম্পা-দিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণসহ নিশ্চিন্ত ও হৃষ্ট হইলেন। ৪২—৪৯। ব্রহ্মা কহিলেন, সেই যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ হইলে, হেতুবাদী বাগ্মিগণ পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া বিবিধ হেতুবাদ উত্থাপন করত বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। হে দ্বিজগণ! সেই রাজসিংহের কার্য্যকলাপ সমস্তই তখন দেবেন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। নরপতিগণ তথায় শাতকুম্ভময় তোরণশ্রেণী, প্রচুর শয্যা, আসন, কম্বল, রাশি রাশি রত্ন-ঘট, পাত্রী, কটাহ ও বহুসংখ্যক মঙ্গল-কলস সকলই সুবর্ণময় অবলোকন করিতে

যূপাংশ্চ শাস্ত্রপঠিতান্ দারবান্ হেমভূষিতান্॥
উপক্লিপ্তান্ যথাকালং বিধিবদ্ভূরিবর্চ্চসঃ।
স্থলজা জলজা যে চ পশবঃ কেচন দ্বিজাঃ॥৫৪
সর্ব্বানেব সমানীতানপশ্যংস্তত্র তে নৃপাঃ।
গাশ্চৈব মহিষীশ্চৈব তথা বৃদ্ধস্ত্রিয়োঽপি চ॥৫৫
ঔদকানি চ সত্বানি শ্বাপদানি বয়াংসি চ।
জরায়ুজাণ্ডজাতানি স্বেদজান্যুদ্ভিদানি চ॥ ৫৬
পর্ব্বতান্যুপধান্যানি ভূতানি দদৃশুশ্চ তে।
এবং প্রমুদিতং সর্ব্বং পশুতো ধনধান্যতঃ॥ ৫৭
যজ্ঞবাটং নৃপা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
ব্রাহ্মণানাং বিশাঞ্চৈব বহুমিষ্টান্নমৃদ্ধিমৎ॥ ৫৮
পূর্ণে শতসহস্রে তু বিপ্রাণাং তত্র ভুঞ্জতাম্।
দুন্দুভির্মেঘনির্ঘোষান্ মুহুর্মুহুরথাকরোৎ॥৫৯
বিননাদাসকৃচ্চাপি দিবসে দিবসে গতে।
এবং স ববৃধে যজ্ঞস্তস্য রাজ্ঞস্য ধীমতঃ॥ ৬০
অন্নস্য সুবহূন্ বিপ্রা উৎসর্গান্নির্গতোপমান্।
দধিকুল্যাশ্চ দদৃশুঃ পয়সশ্চ হ্রদাংস্তথা॥ ৬১
জম্বুদ্বীপো হি সকলো নানাজনপদৈর্যুতঃ।
দ্বিজাশ্চ তত্র দৃশ্যন্তে রাজ্ঞস্তস্য মহামখে॥ ৬২
তত্র যানি সহস্রাণি পুরুষাণাং ততস্ততঃ।
গৃহীত্বা ভাজনং জগ্মুর্বহূনি দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৬৩
স্রাবিণশ্চাপি তে সর্ব্বে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
পর্য্যবেষয়ন্ দ্বিজাতীন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
বিবিধান্যনুপানানি পুরুষা যেঽনুপায়িনঃ।
তে বৈ নৃপোপভোজ্যানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সহ॥ ৬৫
সমাগতান্ বেদবিদো রাজ্ঞশ্চ পৃথিবীশ্বরান্।
পূজাঞ্চক্রে তদা তেষাং বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণঃ॥৬৬
দিগ্দেশাদাগতান্ রাজ্ঞো মহাসংগ্রামশালিনঃ।
নটনর্ত্তককাদীংশ্চ গীতস্তুতিবিশারদান্॥ ৬৭
পত্ন্যো মনোরমাস্তস্য পীনোন্নতপয়োধরাঃ।
ইন্দীবরপলাশাক্ষ্যঃ শরচ্চন্দ্রনিভাননাঃ॥ ৬৮

লাগিলেন। সেই যজ্ঞের কোন বস্তুই কোন রাজা সুবর্ণহীন দেখিতে পাইলেন না। দেখা গেল, তথায় হেমভূষিত যজ্ঞীয় যূপসকল মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রোথিত হইতেছে। স্থল ও জলজাত যাবতীয় পশুপাল তথায় সমানীত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন, গো, মহিষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, জল ও স্থল-জাত প্রাণিপুঞ্জ, নানা শ্বাপদ, বিহঙ্গম, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, প্রভৃতি অবস্থিত রহিয়াছে। রাজগণ এইরূপে সমস্ত যজ্ঞ-স্থল পশু, ও ধন-ধান্যাদির দ্বারা সুসমৃদ্ধ দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ বহুমূল্য প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন-ব্যাপার সমাধা হইবামাত্র মুহুর্মুহু মেঘবৎ গম্ভীর দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। প্রত্যেক দিবসই দুন্দুভি বারম্বার নিনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই ধীমান্ নরপতির যজ্ঞ কার্য্য সুসম্পাদিত হইল। ৫০—৬০। হে বিপ্রগণ! সেই যজ্ঞে সমাগত রাজগণ পর্ব্বতপ্রমাণ প্রচুর অন্ন এবং বহুসংখ্যক দধিকুল্যা ও দুগ্ধকুল্যা প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপ নানা জনপদে পরিবৃত; দেখা গেল, সেই সকল জনপদের সমস্ত ব্রাহ্মণই সেই রাজকীয় মহাযজ্ঞে আগমন করিয়াছেন। সেখানে ইতস্ততঃ সহস্র সহস্র পুরুষ পরিদৃষ্ট হইল। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বহু ভাজন গ্রহণ করিয়া যজ্ঞস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুমার্জ্জিত মণিকুণ্ডলধারী শত শত সহস্র সহস্র পরিবেশক পুরুষ দ্বিজাতিদিগকে ভোজ্যসামগ্রী পরিবেশন করিতে লাগিল। তাহারা ব্রাহ্মণদিগের অনুগমনপূর্ব্বক রাজ-ভোগ্য বহুবিধ অন্নপান তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিল। যথাবিধি ভূরিদক্ষিণান্বিত রাজা অভ্যাগত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে এবং নানাদিগ্দেশাগত মহাযুদ্ধনিপুণ সমস্ত পৃথিবীপতি ও গীতিস্তুতি-বিশারদ নট নর্ত্তক প্রভৃতিকে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। সেই নরপতির এক সহস্র এক শত পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের পয়োধর পীনোন্নত, নয়ন ইন্দীবর-পলাশোপম, ও

কুলশীলগুণোপেতাঃ সহস্রৈকং শতাধিকম্।
এবং তদ্রূপপরমপত্নীগণসমন্বিতম্॥ ৬৯
রত্নমালাকুলং দিব্যং পতাকাধ্বজসেবিতম্।
রত্নহারযুতং রম্যং চন্দ্রকান্তিসমপ্রভম্॥ ৭০
করিণঃ পর্ব্বতাকারান্ মদসিক্তান্ মহাবলান্।
শতশঃ কোটিসংঘাতৈর্দন্তিভির্দন্তভূষণৈঃ॥ ৭১
বাতবেগজবৈরশ্বৈঃ সিন্ধুজাতৈঃ সুশোভনৈঃ।
শ্বেতাশ্বৈঃ শ্যামকর্ণৈশ্চ কোট্যনেকৈর্জবান্বিতৈঃ
সন্নদ্ধবদ্ধকক্ষৈশ্চ নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।
অসংখ্যেয়ৈঃ পদাতৈশ্চ দেবপুত্রোপমৈস্তথা॥৭৩
ইত্যেবং দদৃশে রাজা যজ্ঞসম্ভারবিস্তরম্।
মুদং লেভে তদা রাজা সংহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ॥

রাজোবাচ।

আনয়ধ্বং হয়শ্রেষ্ঠং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্।
চারয়ধ্বং পৃথিব্যাং বৈ রাজপুত্রাঃ সুসংযতাঃ॥
বিদ্বদ্ভির্দ্ধর্ম্মবিদ্ভিশ্চ অত্র ৬৫মো বিধীয়তাম্।
কৃষ্ণচ্ছাগঞ্চ মহিষং কৃষ্ণসারমৃগং দ্বিজান্॥ ৭৬
অনড্বাহঞ্চ গাশ্চৈব সর্ব্বাংশ্চ পশুপালকান্।
ইষ্টয়শ্চ প্রবর্ত্তন্তাং প্রাসাদং বৈষ্ণবং ততঃ॥ ৭৭
সর্ব্বমেতচ্চ বিপ্রেভ্যো দীয়তাং মনসেপ্সিতম্।
স্ত্রিয়শ্চ রত্নকোট্যশ্চ গ্রামাশ্চ নগরাণি চ॥ ৭৮
সম্যক্ সমৃদ্ধভূম্যশ্চ বিষয়াশ্চৈবমর্থিনাম্।
অন্যানি দ্রব্যজাতানি মনোজ্ঞানি বহূনি চ॥৭৯
সর্ব্বেষাং যাচমানানাং নাস্তি হ্যেতন্ন ভাষয়েৎ।
তাবৎ প্রবর্ত্ততাং যজ্ঞো যাবদ্দেবঃ পুরা ত্বিহ॥
প্রত্যক্ষং মম চাভ্যেতি যজ্ঞস্যাস্য সমীপতঃ॥৮৬

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা তদা বিপ্রা রাজসিংহো মহাভুজঃ।
দদৌ সুবর্ণসঙ্ঘাতং কোটীনাঞ্চৈব ভূষণম্॥৮১
করেণুশতসাহস্রং বাজিনো নিযুতানি চ।
অর্ব্বুদঞ্চৈব বৃষভং স্বর্ণশৃঙ্গীশ্চ ধেনুকাঃ॥৮২
সুরূপাঃ সুরভীশ্চৈব কাংস্যদোহাঃ পয়স্বিনীঃ।

বদনমণ্ডল শরচ্চন্দ্রসদৃশ। তাঁহারা সকলেই মনোরম এবং সকলেই কুলশীল ও গুণশালিনী। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন তাঁহার সেই সমস্ত পত্নীগণে পরিবৃত; তাঁহার কণ্ঠে রত্নমালা ও রত্নহার দোদুল্যমান। তিনি স্বর্গীয় বেশে শোভমান হইয়া চন্দ্র-সমান কান্তিমান; তাঁহার বাস-নিকেতনের চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা সমুচ্ছ্রিত। তিনি দেখিলেন, মদস্রাবী মহাবল শৈলাকার শত শত গজ দণ্ডায়মান। তাহাদিগের দীর্ঘ দীর্ঘ দন্তগুলি ভূষণবৎ লম্বমান। কত শত শত বাত-বেগগামী সিন্ধুদেশীয় সুন্দর সুন্দর অশ্ব; তাহাদের মধ্যে কেহ শ্বেত ও কেহ কেহ শ্যামবর্ণ, মহাবেগশালী। কত অসংখ্য দেবকুমার সদৃশ পদাতিসৈন্য সন্নদ্ধ ও বদ্ধকক্ষ হইয়া নানা প্রহরণ ধারণপূর্ব্বক বিরাজমান। নরপতি এইরূপে অন্যান্য বিস্তর যজ্ঞ সম্ভার দেখিয়া পরম প্রীত হই-লেন এবং হৃষ্টচিত্তে কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, তোমরা শীঘ্র সর্ব্ব লক্ষণান্বিত উত্তম অশ্ব আনয়ন কর এবং তাহাকে পর্য্যটনার্থ ছাড়িয়া দাও। তাহার রক্ষার্থ জিতেন্দ্রিয় রাজপুত্রগণ গমন করুন। বিদ্বান্ ধর্ম্মজ্ঞগণ এক্ষণে হোমকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। দ্বিজগণ, কৃষ্ণছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, এবং বলদ, গাভী ও আর আর সমস্ত পশু সংগৃহীত হউক। যজ্ঞকার্য্য প্রবর্ত্তিত ও বৈষ্ণব প্রাসাদ সুনির্ম্মিত হউক। স্ত্রী, রত্ন, গ্রাম, নগর, ও অন্যান্য অভীষ্ট দ্রব্য সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান কর। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অর্থীদিগের মধ্যে যে, যে কোন অভীষ্ট প্রচুর দ্রব্য প্রার্থনা করুক, তাহাদের কাহাকেও 'নাই' এ কথা বলিবে না। যতক্ষণ না দেবতা আমার প্রত্যক্ষ হইতেছেন বা এই যজ্ঞসমীপে উপস্থিত হইতেছেন, তাবৎকাল যজ্ঞ কার্য্য চলিতে থাকুক। ৬১—৮৬। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! মহাবাহু রাজ-সিংহ এই কথা কহিয়া তৎকালে কোটী কোটী সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। তিনি বেদ-বিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র করেণু, নিযুত-সংখ্যক বাজী, অর্ব্বুদ বৃষভ ও বহু সহস্র স্বর্ণশৃঙ্গী ধেনু, সুরূপা সুরভি প্রচুর

প্রাযচ্ছৎ স তু বিপ্রেভ্যো বেদবিদ্ভ্যো মুদা যুতঃ।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রাঙ্কবাস্তরণানি চ।
সুশুক্লানি চ শুভ্রাণি প্রবালমণিমুত্তমম্ ॥ ৮৪
অদদাৎ স মহাযজ্ঞে রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৮৫
বজ্রবৈদূর্য্যমাণিক্যমুক্তিকাদ্যানি যানি চ।
অলঙ্কারবতীঃ শুভ্রাঃ কন্যা রাজীবলোচনাঃ ॥
শতানি পঞ্চ বিপ্রেভ্যো রা-া হৃষ্টঃ প্রদত্তবান্
স্ত্রিয়ঃ পীনপয়োভারাঃ কঞ্চুকৈঃ স্বস্তনাবৃতাঃ ॥
মধ্যহীনাশ্চ সুশ্রোণ্যঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ।
হাবভাবান্বিতগ্রীবা বহ্বেভ্যো বলয়ভূষিতাঃ ॥ ৮৮
পাদনূপুরসংযুক্তাঃ পট্টদুকূলবাসসঃ।
একৈকশোঽদদাত্তস্মিন্ কাম্যাশ্চ কামিনীর্বসুঃ ॥
অর্থিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যো হয়মেধে দ্বিজোত্তমাঃ
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ সম্পূর্ণং নানাসম্ভারসংযুতম্ ॥
খণ্ডকাদ্যান্যনেকানি স্বিন্নপক্কাংশ্চ পিষ্টকান।
অন্নান্যন্যানি মেধ্যাংশ্চ ঘৃতপূরাংশ্চ খাণ্ডবান্ ॥
মধুরাংস্তর্জিতান্ পূপানন্নং মৃষ্টং সুপাকিকম্।
প্রীত্যর্থং সর্ব্বসত্ত্বানাং দীয়তেঽন্নং পুনঃপুনঃ ॥
দত্তস্য দীয়মানস্য ধনস্যান্তো ন বিদ্যতে
এবং দৃষ্ট্বা মহাযজ্ঞং দেবদৈত্যাঃ সচারণাঃ ॥ ৯৩
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধা ঋষয়শ্চ প্রজেশ্বরাঃ।
বিস্ময়ং পরমং যাতা দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং শুভম্ ॥৯৪
পুরোধা মন্ত্রিণো রাজা হৃষ্টাস্তত্রৈব সর্ব্বশঃ।
ন তত্র মলিনঃ কশ্চিন্ন দীনো ন ক্ষুধান্বিতঃ ॥৯৫
ন চোপসর্গো ন গ্লানির্নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা।
নাকালমরণং তত্র ন দংশো ন গ্রহা বিষম্ ॥ ৯৬
হৃষ্টপুষ্টজনাঃ সর্ব্বে তস্মিন্ রাজ্ঞো মহোৎসবে।
যে চ তত্র তপঃসিদ্ধা মুনয়শ্চিরজীবিনঃ ॥ ৯৭
ন জাতং তাদৃশং যজ্ঞং ধনধান্যসমন্বিতম্।
এবং স রাজা বিধিবদ্বাজিমেধং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ক্রতুং সমাপয়ামাস প্রাসাদং বৈষ্ণবং তথা ॥ ৯৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুঋষিসংবাদে প্রাসাদ-করণং সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

পয়স্বিনী দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুমূল্য বসন সকল, শুভ্র শুভ্র রাঙ্কবাস্তরণ, উত্তম উত্তম প্রবাল মণি, নানাবিধ রত্নরাজি, হীরক, বৈদূর্য্য, মাণিক্য ও অলঙ্কৃতা পদ্মপলাশ-নয়না পঞ্চ শত কন্যা, ব্রাহ্মণদিগকে প্রহৃষ্ট-চিত্তে প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেকে যে সকল কামিনীকে প্রাপ্ত হই-লেন, ঐ কামিনীগণ সকলেই পীনপয়োধর-ভারে অবনত, উহাদের স্তনমণ্ডল কঞ্চুকে আবৃত, মধ্যভাগ ক্ষীণ ও সুন্দর, নয়ন পদ্ম-পলাশবৎ আয়ত, পাদদ্বয় নূপুরে রণিত ও সর্ব্বাঙ্গ পট্টবস্ত্রে সংবৃত; উহারা হাব-ভাব-বিলাসে অন্বিত ও বলয়াদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হে বিপ্রগণ! রাজা সেই হয়মেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় অর্থিবৃন্দকেই নানা রসযুত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য, খণ্ডকাদি বহুবিধ প্রচুর মিষ্ট দ্রব্য, স্বিন্নপক্ক প্রচুর পিষ্টক, বহু অন্ন, ঘৃতপক্ক নানাবিধ পবিত্র খাণ্ডব ও মধুররসময় পিষ্টকপ্রায় অন্যান্য দ্রব্য দান করিলেন। সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতির জন্য বারম্বার প্রচুর সুপক্ক মিষ্টঅন্ন প্রদত্ত হইতে লাগিল! যত ধন প্রদত্ত হইল ও যত অর্থ দীয়মান হইতে লাগিল, তাহার আর সীমা রহিল না। দেব, দৈত্য, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, ঋষি ও প্রজাপতিগণ তাদৃশ মহাযজ্ঞ দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সেই ক্রতুশ্রেষ্ঠ সুসম্পন্ন হইতেছে দেখিয়া পুরোহিত, মন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজাও সর্ব্বান্তঃকরণে হৃষ্ট হইলেন সেখানে, কাহাকেও মলিন দীন বা ক্ষুধান্বিত দৃষ্ট হইল না; কোন উপসর্গ, গ্লানি, আধি ব্যাধি, অকালমৃত্যু, দংশ, গ্রহ অথবা বিষের প্রকোপ রহিল না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সেই যজ্ঞ-মহোৎ-সবে যে সকল তপঃসিদ্ধ মুনি বা অন্য লোক ছিলেন তাঁহারা সকলেই হৃষ্টপুষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাদৃশ ধনধান্য সমন্বিত যজ্ঞ আর কখন হয় নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে সেই রাজা বিধিপূর্ব্বক বাজি-

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

ব্রূহি নো দেবদেবেশ যৎপৃচ্ছামঃ পুরাতনম্।
যথা তাঃ প্রতিমাঃ পূর্ব্বমিন্দ্রদ্যুম্নেন নির্ম্মিতাঃ॥ ১
কেন চৈব প্রকারেণ তুষ্টস্তস্মৈ স মাধবঃ।
তৎ সর্ব্বং বদ চাস্মাকং পরং কৌতূহলং হি নঃ

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ পুরাণং দেবসম্মিতম্।
কথয়ামি পুরা বৃত্তং প্রতিমানাঞ্চ সম্ভবম্॥ ৩
প্রবৃত্তে চ মহাযজ্ঞে প্রাসাদে চৈব নির্ম্মিতে।
চিন্তা তস্য বভূবাথ প্রতিমার্থমহর্নিশম্॥ ৪
ন বোদ্মি কেন দেবেশং সর্ব্বেশং লোকপাবনম্।
সর্গস্থিত্যন্তকর্ত্তারং পশ্যামি পুরুষোত্তমম্॥ ৫
চিন্তাবিষ্টস্তভূদ্রাজা শেতে রাত্রৌ দিবাপি ন।
ন ভুঙ্ক্তে বিবিধান্ ভোগান্ন চ স্নানং প্রসাধনম্
নৈব বাদ্যৈর্ন গন্ধেন গায়নৈর্বর্ণকৈরপি।
ন গজৈর্ম্মদযুক্তৈশ্চ ন চান্যৈর্হয়ান্বিতৈঃ॥ ৭
নেন্দ্রনীলৈর্ম্মহানীলৈঃ পদ্মরাগময়ৈর্ন চ।
সুবর্ণরজতাদ্যৈশ্চ বজ্রস্ফটিকসংযুতৈঃ॥ ৮
বহুরাগার্থকামৈর্ব্বা ন বন্যৈরন্তরিক্ষগৈঃ।
বভূব তস্য নৃপতের্ম্মনসন্তুষ্টিবর্দ্ধনম্॥ ৯
শৈলমৃদ্দারুজাতেষু প্রশস্তং কিং মহীতলে।
বিষ্ণুপ্রতিমাযোগ্যঞ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্॥ ১০
এতৈরেব ত্রয়াণান্তু দয়িতং স্যাৎ সুরার্চ্চিতম্
স্থাপিতে প্রীতিমভ্যেতি ইতি চিন্তাপরোঽভবৎ
পঞ্চরাত্রবিধানেন সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্।
চিন্তাবিষ্টো মহীপালঃ সংস্তোতুমুপচক্রমে॥ ১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে প্রতিমানির্ম্মাণবিধানং
নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

মেধ যজ্ঞ ও বৈষ্ণব প্রাসাদ নির্ম্মাণ সমাপন করেন। ৮৭—৯৮।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অস্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেবদেবেশ! মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যেরূপে সেই সকল প্রতিমা পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আমরা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি সেই পুরাতনবার্ত্তা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! যেরূপে সেই পূর্ব্বতন প্রতিমা নির্ম্মাণ হইয়াছিল, আমি সেই প্রাচীন ঘটনা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। যখন সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল এবং বিষ্ণুর সেই প্রাসাদ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়া গেল, তখন মহীপতি দিবারাত্র প্রতিমা নির্ম্মাণার্থ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি জানি না, কিরূপে সেই দেবেশ সর্ব্বেশ লোকপাবন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণ পুরুষোত্তমকে অবলোকন করিব? রাজা এইরূপে চিন্তাবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি মধ্যে এক সময়েও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; তাঁহার আহার পরিত্যক্ত হইল; কোনরূপ ভোগ্য বস্তু তিনি ভোগ করিতে লাগিলেন না, এমন কি স্নান ভূষণাদিও তিনি পরিত্যাগ করিলেন। বাদ্য, গান, গন্ধদ্রব্য, বর্ণক, মদান্বিত মাতঙ্গ, বহু অশ্ব, পদ্মরাগময়, মহানীল, ইন্দ্রনীলমণি, সুবর্ণ, রজতাদি বা হীরক স্ফটিক প্রভৃতি কোন দ্রব্য কিম্বা অন্তরীক্ষগামী বা বন-চারী কোন বিহঙ্গমাদি দ্বারাও তাঁহার মনের তুষ্টি হইতে লাগিল না। তিনি কেবল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শৈল, মৃত্তিকা ও দারুময় প্রতিমার মধ্যে কোনটী প্রশস্ত এবং কোনটীই বা সর্ব্বলক্ষণান্বিত বিষ্ণুর প্রতিমাযোগ্য? উক্ত ত্রিবিধ প্রতিমার মধ্যে কোন্ প্রতিমা সুরার্চ্চিত ও দয়িত এবং কাহার স্থাপনা করিলেই বা ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হইবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া পঞ্চরাত্র-বিধানে বিষ্ণুর অর্চ্চনান্তে মহীপাল কিছু কাল

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

বাসুদেব নমস্তেঽস্তু নমস্তে মোক্ষকারণ।
ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ জন্মসংসারসাগরাৎ ॥১
নির্ম্মলাম্বরসঙ্কাশ নমস্তে পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণ নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ধরণীধর ॥ ২
নমস্তে হেমগর্ভাভ নমস্তে মকরধ্বজ।
রতিকান্ত নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং সম্বরান্তক ॥ ৩
নমস্তেঽঞ্জনসঙ্কাশ নমস্তে ভক্তবৎসল।
অনিরুদ্ধ নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং বরদো ভব ॥৪
নমস্তে বিবুধাবাস নমস্তে বিবুধপ্রিয়।
নারায়ণ নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৫
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে লাঙ্গলায়ুধ।
চতুর্ম্মুখ জগদ্ধাম ত্রাহি মাং প্রপিতামহ ॥ ৬
নমস্তে নীলমেঘাভ নমস্তে ত্রিদশার্চ্চিত।
ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ মগ্নং মাং ভবসাগরে ॥ ৭
প্রলয়ানলসঙ্কাশ নমস্তে দিতিজান্তক।
নরসিংহ মহাবীর্য্য ত্রাহি মাং দীপ্তলোচন ॥ ৮
যথা রসাতলাদুর্ব্বী ত্বয়া দংষ্ট্রোদ্ধৃতা পুরা।
তথা মহাবরাহস্ত্বং ত্রাহি মাং দুঃখসাগরাৎ ॥ ৯
তবৈতা মূর্ত্তয়ঃ কৃষ্ণ বরদাঃ সংস্তুতা ময়া।
তবেমে বলদেবাদ্যাঃ পৃথগ্রূপেণ সংস্থিতাঃ ॥১০
অঙ্গানি তব দেবেশ গরুত্মাদ্যাস্তথা প্রভো।
দিক্‌পালাঃ সায়ুধাশ্চৈব কেশবাদ্যাস্তথাচ্যুত ॥
যে চান্যে তব দেবেশ ভেদাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
তেঽপি সর্ব্বে জগন্নাথ প্রসন্নায়তলোচন ॥ ১২
ময়ার্চ্চিতাঃ স্তুতাঃ সর্ব্বে তথা যূয়ং নমস্কৃতাঃ।
প্রযচ্ছত বরং মহ্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ১৩
ভেদাস্তে কীর্ত্তিতা যে তু হরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।

চিন্তার পর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১—১২।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে বাসুদেব! হে মোক্ষকারণ! তোমাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বলোকেশ! তুমি ভবসংসার-সাগর হইতে আমায় পরিত্রাণ কর। হে নির্ম্মল নভোনিভ, পুরুষোত্তম, সঙ্কর্ষণ, ধরণীশ্বর! তোমায় নমস্কার, আমায় পরিত্রাণ কর। হে হেমগর্ভাভ, মকরধ্বজ, রতিকান্ত, সম্বরান্তক! তোমাকে বারম্বার নমস্কার; আমায় তুমি পরিত্রাণ কর। হে অঞ্জনসঙ্কাশ, ভক্তবৎসল, অনিরুদ্ধ! তোমায় নমস্কার, আমায় ত্রাণ কর, আমার প্রতি বরদ হও। হে বিবুধাবাস, বিবুধপ্রিয়, নারায়ণ! তোমায় বারম্বার নমস্কার; আমি শরণাগত—আমায় ত্রাণ কর। হে বলিশ্রেষ্ঠ, লাঙ্গলায়ুধ, চতুর্ম্মুখ, জগদ্ধাম, প্রপিতামহ! তোমায় নমস্কার; আমায় ত্রাণ কর। হে নীলমেঘাভ, ত্রিদশার্চ্চিত, জগন্নাথ, বিষ্ণো! আমি ভবসাগরে মগ্ন; আমায় ত্রাণ কর। হে প্রলয়ানল-সঙ্কাশ, দিতিজান্তক নরসিংহ, মহাবীর্য্য, দীপ্তলোচন! তোমায় নমস্কার; আমায় ত্রাণ কর। পুরাকালে রসাতল হইতে তুমিই মহাবরাহরূপে উর্ব্বীকে উদ্ধার করিয়াছ; আমাকে দুঃখসাগর হইতে ত্রাণ কর। হে কৃষ্ণ! তোমার এই সকল বরপ্রদ মূর্ত্তিকে আমি স্তব করিলাম। বলদেবাদি যে কিছু দেব, সকলই তুমি; তুমিই ঐ সকল রূপে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। হে প্রভো, দেবেশ! গরুড়াদি তোমার অঙ্গ, এবং কেশবাদি দিক্‌পাল তোমার আয়ুধসকল। হে অচ্যুত! হে দেবেশ! মনীষিগণ কর্ত্তৃক তোমার যে সকল বিভিন্ন মূর্ত্তি নির্ণীত হইয়াছে, হে জগন্নাথ! হে প্রসন্ন সৌম্যদর্শন! আমি তোমার সেই সমস্ত দেবমূর্ত্তিরই অর্চ্চনা, স্তব ও নমস্কার করিয়াছি। আপনি সেই সকল রূপে আমাকে ধর্ম্ম, কাম, ও মোক্ষপ্রদ বর প্রদান করুন। হে হরে!

তব পূজার্থসম্ভূতাস্ততস্ত্বয়ি সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৪
ন ভেদস্তব দেবেশ বিদ্যতে পরমার্থতঃ।
বিবিধং তব যদ্রূপমুক্তং তদুপচারতঃ ॥ ১৫
অদ্বৈতং ত্বাং কথং দ্বৈতংবক্তুং শক্নোতি মানবঃ
একস্ত্বং হি হরে ব্যাপী চিৎস্বভাবো নিরঞ্জনঃ ॥
পরমং তব যদ্রূপং ভাবাভাববিবর্জ্জিতম্।
নির্লেপং নির্গুণং শ্রেষ্ঠং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥১৭
সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং সত্তামাত্রব্যবস্থিতম্।
তদ্দেবাশ্চ ন জানন্তি কথং জানাম্যহং প্রভো ॥
অপরং তব যদ্রূপং পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিমুকুটাঙ্গদধারিণম্ ॥ ১৯
শ্রীবৎসোরস্কসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্।
তদর্চ্চয়ন্তি বিবুধা যে চান্যে তব সংশ্রয়াঃ ॥ ২০
দেবদেব সুরশ্রেষ্ঠ ভক্তানামভয়প্রদ।
ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষ মগ্নং বিষয়সাগরে ॥ ২১
নান্যং পশ্যামি লোকেশ যস্যাহং শরণং ব্রজে।
ত্বামৃতে কমলাকান্ত প্রসীদ মধুসূদন ॥ ২২
জরাব্যাধিশতৈর্যুক্তো নানাদুঃখৈর্নিপীড়িতঃ।
হর্ষশোকান্বিতো মূঢ়ঃ কর্ম্মপাশৈঃসুযন্ত্রিতঃ ॥২৩
পতিতোঽহং মহারৌদ্রে ঘোরে সংসারসাগরে
বিষমোদকদুষ্পারে রাগদ্বেষঝষাকুলে ॥ ২৪
ইন্দ্রিয়াবর্ত্তগম্ভীরে তৃষ্ণাশোকোর্ম্মিসঙ্কুলে।
নিরাশ্রয়ে নিরালম্বে নিঃসারেঽত্যন্তচঞ্চলে ॥২৫
মায়য়া মোহিতস্তত্র ভ্রমামি সুচিরং প্রভো।
নানাজাতিসহস্রেষু জায়মানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২৬
ময়া জন্মান্যনেকানি সহস্রাণ্যযুতানি চ।
বিবিধান্যনুভূতানি সংসারেঽস্মিন্ জনার্দ্দন ॥২৭

তোমার অর্চ্চনার নিমিত্ত ভবদীয় সঙ্কর্ষণাদি যে সকল ভিন্ন মূর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমস্ত তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে দেবেশ! পরমার্থদৃষ্টিতে তোমায় কোন ভেদই নাই। তবে যে তোমায় বিবিধ রূপ—তাহা কেবল উপচারতই কল্পিত হইয়াছে! তুমি প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত। মানবেরা কিরূপে তোমার দ্বৈত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? হে হরে! তুমি একাদ্বয়, সর্ব্বব্যাপী, চিৎস্বভাব, নিরঞ্জন, তোমার পরম রূপ—ভাবাভাব-বিরহিত, নির্লেপ, নিগুর্ণ, শ্রেষ্ঠ, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, সর্ব্বোপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত এবং সত্তামাত্রে বিরাজিত। দেবগণও তোমার সে রূপের তত্ত্ব জানেন না। আমি মানব, প্রভো! কিরূপে তাহা বিদিত হইব? তোমার যে আর এক রূপ, তাহা পীতবসনধারী, ভুজচতুষ্টয়শালী, শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি, মুকুটাঙ্গদধারী, শ্রীবৎসবক্ষ ও বনমালা-মণ্ডিত। বিবুধগণ এবং তোমার আশ্রিত জনগণ তোমার সেই রূপেরই অর্চ্চনা করেন। ১—২০। হে দেবদেব! হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে ভক্তজনের অভয়প্রদ! হে পদ্মপত্রাক্ষ! আমি বিষয়ার্ণবে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আমায় পরিত্রাণ কর। হে লোকেশ! আমি শরণ লইতে পারি, তোমা ভিন্ন এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না; অতএব হে কমলাকান্ত! হে মধুসূদন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি শত শত আধি ব্যাধি ও জরাজালে জড়িত হইয়াছি, নানা দুঃখে নিপীড়িত হইতেছি, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ-শোকে আমি বিমূঢ়; অসংখ্য কর্ম্মপাশ আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমি অতি ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত হইয়াছি। এই সংসারসাগর বিবিধ বিষম দুঃখজালে দুষ্পার, রাগদ্বেষাদি নানা মীনে সমাকুল, ইন্দ্রিয়াবর্ত্তে সুগম্ভীর এবং তৃষ্ণা ও শোকরূপ শত শত উর্ম্মিজলে সমাকুল। ইহাতে কোন আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, বা সার নাই। ইহা অত্যন্তই চঞ্চল। হে প্রভো! আপনার মায়ায় মোহিত হইয়াই এই সংসার-সাগরে দীর্ঘ দিন আমি ভ্রমণ করিতেছি; সহস্র সহস্র বিভিন্ন যোনিতে বারম্বার জন্মিতেছি। কত যে সহস্র সহস্র অযুত অযুত ভিন্ন ভিন্ন জন্ম আমি এ সংসারে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার

বেদাঃ সাঙ্গা ময়াধীতাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ইতিহাসপুরাণানি তথা শিল্পান্যনেকশঃ॥ ২৮
অসন্তোষাশ্চ সন্তোষাঃ সঞ্চয়াপচয়া ব্যয়াঃ।
ময়া প্রাপ্তা জগন্নাথ ক্ষয়বৃদ্ধ্যক্ষয়েতরাঃ॥ ২৯
ভার্য্যারিমিত্রবন্ধূনাং বিয়োগাঃ সঙ্গমাস্তথা।
পিতরো বিবিধা দৃষ্টা মাতরশ্চ তথা ময়া॥৩০
দুঃখানি চানুভূতানি যানি সৌখ্যান্যনেকশঃ।
প্রাপ্তাশ্চ বান্ধবাঃ পুত্রা ভ্রাতরো জ্ঞাতয়স্তথা।
ময়োষিতং তথা স্ত্রীণাং কোষ্ঠে বিণ্মূত্রপিচ্ছলে
গর্ভবাসে মহাদুঃখমনুভূতং তথা প্রভো। ৩২
দুঃখানি যান্যনেকানি বাল্যযৌবনগোচরে।
বার্দ্ধকে চ হৃষীকেশ তানি প্রাপ্তানি বৈ ময়া॥
মরণে যানি দুঃখানি যমমার্গে যমালয়ে।
ময়া তান্যনুভূতানি নরকে যাতনাস্তথা॥ ৩৪

ক্রিমিকীটদ্রুমাণাঞ্চ হস্ত্যশ্বমৃগপক্ষিণাম্।
মহিষোষ্ট্রগবাঞ্চৈব তথান্যেষাং বনৌকসাম্॥৩৫
দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোনিষু।
ধনিনাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ দরিদ্রাণাং তপস্বিনাম্॥৩৬
নৃপাণাং নৃপভৃত্যানাং তথান্যেষাঞ্চ দেহিনাম্।
গৃহেষু তেষাৎমুৎপন্নো দেব চাহং পুনঃপুনঃ॥ ৩৭
গতোঽস্মি দাসতাং নাথ ভৃত্যানাং বহুশো
নৃণাম্।
দরিদ্রত্বং চেশ্বরত্বং স্বামিত্বঞ্চ তথা গতঃ॥ ৩৮
হতো ময়া হতাশ্চান্যে ঘাতিতো ঘাতিতাস্তথা
দত্তং মমান্যৈরন্যেভ্যো ময়া দত্তমনেকশঃ॥৩৯
পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃকলত্রাণাং কৃতেন চ।
ধনিনাং শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ দরিদ্রাণাং তপস্বিনাম্॥৪০
উক্তং দৈন্যঞ্চ বিবিধং ত্যক্ত্বা লজ্জাং জনার্দ্দন।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যেষু স্থাবরেষু চরেষু চ॥ ৪১

ইয়ত্তা নাই। হে জনার্দ্দন! আমি সমস্ত সাঙ্গ বেদ, বিবিধ শাস্ত্র, নানা ইতিহাস, পুরাণ এবং বহুবিধ শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। হে জগন্নাথ! কত ক্ষয়, বৃদ্ধি, ও স্থিতিশীল; সন্তোষ, অসন্তোষ, সঞ্চয়, অপচয়, ও ব্যয় প্রাপ্ত হইয়াছি। কত ভার্য্যা, শত্রু, মিত্র ও বন্ধুবর্গের বিয়োগ-সঙ্গম অনুভব করিয়াছি। কতবার কত বিবিধ পিতামাতা আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। আমি দুঃখ অনেক অনুভব করিয়াছি এবং সুখও আমি প্রচুর পাইয়াছি। ভ্রাতা, পুত্র বান্ধব, জ্ঞাতি এ সকল আমার অনেক লব্ধ হইয়াছে। আমি বহুবার বহু স্ত্রীলোকের বিষ্ঠা-মূত্র-পিচ্ছিল গর্ভকোষে বাস করিয়াছি। হে প্রভো! সেই সেই গর্ভবাস কালে আমি মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছি। হে প্রভো! আমি বাল্য এবং যৌবনকালে যে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছি, হে হৃষীকেশ! বার্দ্ধক্যেও আমার সেই সেই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। মরণের পর যমালয়ে যমমার্গে যে যে দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, সেই সকল দুঃখই আমার অনুভূত হইয়াছে এবং নরকে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাও আমার অবিদিত নাই। কৃমি, কীট, দ্রুম, হস্তী, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, মহিষ, উষ্ট্র, গো, ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণের যোনিতে এবং সমস্ত দ্বিজাতি, সমস্ত শূদ্র, ধনাঢ্য, ক্ষত্রিয় ও দীন দরিদ্র গৃহস্থ এবং বহু নৃপ, নৃপভৃত্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের গৃহে আমি বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; হে দেব! আমি অনেকবার অনেক ভৃত্যজাতীয় লোকেরও দাসত্ব করিয়াছি। কখন দরিদ্র, কখন ঈশ্বর এবং কখন প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমি কখনও এক ব্যক্তিকে এবং কখন বা বহু ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছি আবার কখন একজনকে এবং কখন বহুজনকে নিহত করাইয়াছি। অনেকে আমায় দান করিয়াছে এবং আমিও অনেককে অনেকবার দান করিয়াছি। হে জনার্দ্দন! আমি ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ভ্রাতা ও কলত্রবর্গের নিমিত্ত অনেকবার অনেক ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বিবিধ কাতরোক্তি করিয়াছি। হে প্রভো! দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য ও চরাচরমধ্যে এমন স্থান নাই,

ন বিদ্যতে তথা স্থানং যত্রাহং ন গতঃ প্রভো
কদা মে নরকে বাসঃ কদা স্বর্গে জগৎপতে ॥৪২
কদা মনুষ্যলোকেষু কদা তির্য্যগ্‌গতেষু চ।
জলযন্ত্রে যথা চক্রে ঘটী রজ্জুনিবন্ধনা ॥ ৪৩
যাতি চোর্দ্ধমধশ্চৈব কদা মধ্যে চ তিষ্ঠতি।
তথা চাহং সুরশ্রেষ্ঠ কর্ম্মরজ্জুসমাবৃতঃ ॥ ৪৪
অধশ্চোর্দ্ধং তথা মধ্যে ভ্রমন্ গচ্ছামি যোগতঃ
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভৈরবে রোমহর্ষণে ॥
ভ্রমামি সুচিরং কালং নান্তং পশ্যামি কর্হিচিৎ।
ন জানে কিং করোম্যত্র হরে ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
শোকতৃষ্ণাভিভূতোঽহং কান্দিশীকো বিচেতনঃ
ইদানীং ত্বামহং দেব বিহ্বলঃ শরণং গতঃ ॥৪৭
ত্রাহি মাং দুঃখিতং কৃষ্ণ মগ্নং সংসারসাগরে।
কৃপাং কুরু জগন্নাথ ভক্তং মাং যদি মন্যসে ॥
ত্বদৃতে নাস্তি মে বন্ধুর্যোঽসৌ চিন্তাং করিষ্যতি
দেব ত্বাং নাথমাসাদ্য ন ভয়ং মেঽস্তি কুত্রচিৎ
জীবিতে মরণে চৈব যোগক্ষেমেঽথ বা প্রভো
যে তু ত্বাং বিধিবদ্দেব নার্চ্চয়ন্তি নরাধমাঃ ॥ ৫০
সুগতিস্তু কথং তেষাং ভবেৎ সংসারবন্ধনাৎ।
কিং তেষাং কুলশীলেন বিদ্যয়া জীবিতেন চ ॥
যেষাং ন জায়তে ভক্তির্জগদ্ধাতরি কেশবে।
প্রকৃতিং ত্বাসুরীং প্রাপ্য যে ত্বাং নিন্দন্তি মোহিতাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ।
ন তেষাং নিষ্কৃতিস্তস্মাদ্বিদ্যতে নরকার্ণবাৎ ॥
যে দূষয়ন্তি দুর্ব্বৃত্তাস্ত্বাং দেব পুরুষাধমাঃ।
যত্র যত্র ভবেজ্জন্ম মম কর্ম্মনিবন্ধনাৎ ॥ ৫৪
তত্র তত্র হরে ভক্তিস্ত্বয়ি চাস্তু দৃঢ়া সদা।
আরাধ্য ত্বাং সুরা দৈত্যা নরাশ্চান্যেঽপি সংযতাঃ।

যেখানে আমি যাই নাই। জগৎপতে! এই-রূপে কখন আমি নরকে এবং কখন স্বর্গে বাস করিয়াছি। কখন মনুষ্যলোকে, কখন তির্য্যগ্‌যোনিতে আমি ভ্রমণ করিয়াছি। জলযন্ত্রে রজ্জুনিবদ্ধ ঘটী যেমন কখন ঊর্দ্ধে কখন মধ্যে এবং কখন কখন নিম্নদিকে গমন করে, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমিও তেমনি কর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া অধঃ ঊর্দ্ধ ও মধ্য ভাগে ভ্রমণ করত যাতায়াত করিতেছি। এইরূপে আমি এই ভীষণ লোমহর্ষণ সংসার-চক্রে সুচিরকাল ভ্রমণ করত ইহার অন্ত কোথাও দেখিতেছি না। হে হরে! আমি ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি, আমার এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা আমি জানি না। শোকে ও তৃষ্ণায় আমি অভিভূত; আমার চৈতন্য বিলুপ্ত। আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। হে দেব! অধুনা আমি বিহ্বল হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। হে কৃষ্ণ! আমি দুঃখিত ও সংসারসাগরে মগ্ন; আমায় যদি আপনি ভক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে হে জগন্নাথ! আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন।২১—৪৮। আপনি ভিন্ন আমার আর এমন বন্ধু নাই, যিনি আমার বিষয় চিন্তা করিবেন। হে দেব! আপনার ন্যায় পরিত্রাণকর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; এখন আর আমার জীবন মরণ বা যোগক্ষেম, কোথাও কোন ভয় নাই। হে প্রভো। হে দেব! যে সকল নরাধমেরা তোমার যথাবিধি অর্চ্চনা করে না, এই সংসারবন্ধন হইতে তাহাদিগের মুক্তিপ্রাপ্তি কেমন করিয়া ঘটিবে? জগদ্ধারণকর্ত্তা কেশবে যাহাদিগের ভক্তি উৎপন্ন হয় না, তাহাদগের কুল, শীল, বিদ্যা ও জীবন ধারণে ফল কি? যাহারা আসুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মূঢ়ভাবে আপনার নিন্দাবাদ করে, তাহারা বারম্বার জন্ম লইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়। হে দেব! যে সকল দুর্ব্বৃত্ত নরাধমেরা আপনার প্রতি দোষারোপ করে, সেই নরকার্ণব হইতে তাহাদের আর নিষ্কৃতি-লাভ ঘটে না। হে হরে! আমি প্রার্থনা করি, আমার কর্ম্মানুসারে যে যেখানেই জন্ম লাভ হউক, আমি যেন সেই সেইখানেই সর্ব্বদা আপনার প্রতি সুদৃঢ় ভক্তিমান্ হইতে পারি। দেব, দৈত্য ও নরগণ সকলেই

অবাপ্নুঃ পরমাং সিদ্ধিং কস্তাং দেব ন পূজয়েৎ
ন শক্নুবন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তোতুং ত্বাং ত্রিদশা হরে
কথং মানুষবুদ্ধ্যাহং স্তৌমি ত্বাং প্রকৃতেঃ পরম্
তথা চাজ্ঞানভাবেন সংস্তুতোঽসি ময়া প্রভো॥
তৎ ক্ষমস্বাপরাধং মে যদি তেঽস্তি দয়া ময়ি।
কৃতাপরাধেঽপি হরে ক্ষমাং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥
তস্মাৎ প্রসীদ দেবেশ ভক্তস্নেহং সমাশ্রিতঃ।
স্তুতোঽসি যন্ময়া দেব ভক্তিভাবেন চেতসা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং বাসুদেব নমোঽস্তু তে

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্থং স্তুতস্তদা তেন প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ।
দদৌ তস্মৈ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সকলং মনসেপ্সিতম্॥
যঃ সম্পূজ্য জগন্নাথং প্রত্যহং স্তৌতি মানবঃ
স্তোত্রেণানেন মতিমান্ স মোক্ষং লভতে ধ্রুবম্

সুসংযতভাবে আপনার আরাধনা করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব দেব! কে না আপনাকে অর্চ্চনা করিবে? হে হরে! ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ নহেন। আমি মানুষ; আমার বুদ্ধি দিয়া প্রকৃতির পরবর্ত্তী তোমাকে আমি কিরূপে স্তব করিব? হে প্রভো! তথাপি আমি অজ্ঞতা সহকারে তোমার যে স্তব করিয়াছি, তাহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তুমি দয়া করিয়া সে অপ-রাধ ক্ষমা কর। হে হরে। সাধুগণ কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমাই করিয়া থাকেন। অতএব হে দেবেশ! তুমি ভক্তবৎসল হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে দেব! আমি ভক্তিযুক্ত-চিত্তে তোমার যে স্তব করিয়াছি, ভবৎপ্রসাদে তাহা আমার সাঙ্গ হউক। হে বাসুদেব! তোমায় আমার নমস্কার। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনিবরগণ! গরুড়ধ্বজ এইরূপে স্তুত হইয়া তৎকালে প্রসন্ন হইলেন। তিনি রাজাকে সর্ব্বমনোভীষ্ট প্রদান করিলেন। ৪৯—৬০। যে মানব প্রত্যহ জগন্নাথকে পূজা করিয়া এই স্তব পাঠ করে, নিশ্চয়ই তাহার

ত্রিসন্ধ্যং যো জপেদ্বিদ্বানিদং স্তোত্রবরং শুচিঃ
ধর্ম্মঞ্চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ লভতে নরঃ॥৬২
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ।
স লোকং শাশ্বতং বিষ্ণোর্যাতি নির্ধৃতকল্মষঃ
ধন্যং পাপহরঞ্চেদং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শিবম্।
গুহ্যং সুদুর্লভম্ পুণ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥
ন নাস্তিকায় মূর্খায় ন কৃতঘ্নায় মানিনে।
ন দুষ্টমতয়ে দদ্যান্নাভক্তায় কদাচন॥ ৬৫
দাতব্যং ভক্তিযুক্তায় গুণশীলান্বিতায় চ।
বিষ্ণুভক্তায় শান্তায় শ্রদ্ধানুষ্ঠানশালিনে॥ ৬৬

ইদং সমস্তাঘবিনাশহেতুঃ
কারুণ্যসংজ্ঞং সুখমোক্ষদঞ্চ।
অশেষবাঞ্ছাফলদং বরিষ্ঠং
স্তোত্রং ময়োক্তং পুরুষোত্তমস্য॥ ৬৭
যে তং সুসূক্ষ্মং বিমলা মুরারিং
ধ্যায়ন্তি নিত্যং পুরুষং পুরাণম্।
তে মুক্তিভাজঃ প্রবিশন্তি বিষ্ণুং
মন্ত্রৈর্যথাজ্যং হুতমধ্বরাগ্নৌ॥ ৬৮

মোক্ষ লাভ হয়। যে অভিজ্ঞ জন পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাত্রয়ে এই স্তোত্রবর পাঠ করে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ,কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে অথবা করায়, সে নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুর নিত্যধামে উপনীত হয়। এই ধন্য, পাপঘ্ন, ভক্তিমুক্তিপ্রদ, মঙ্গলময়, গোপ-নীয়, সুদুর্লভ, পুণ্যস্তোত্র, যাহাকে তাহাকে অর্পণ করিতে নাই। নাস্তিক, মূর্খ, কৃতঘ্ন, অভিমানী, দুষ্টবুদ্ধি কিম্বা অভক্ত ব্যক্তিকে এই স্তব কদাচ প্রদান করিবে না। যে জন ভক্তিযুক্ত, গুণশীলশালী, বিষ্ণুভক্ত, শান্ত ও শ্রদ্ধানুষ্ঠান-নিরত তাদৃশ ব্যক্তিকেই এই স্তোত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৬১—৬৬। এই সর্ব্বপাপহর পুরুষোত্তম স্তোত্র আমি কীর্ত্তন করিলাম। ইহা কারুণ্যাখ্য, সুখ-মোক্ষপ্রদ, অশেষ ইষ্টফলদ ও বরিষ্ঠ। যে সকল নির্ম্মলচিত্ত মানবেরা সেই অতি-সূক্ষ্ম নিত্য পুরাণ পুরুষ মুরারিকে ধ্যান

একঃ স দেবো ভবদুঃখহন্তা
পরঃ পরেষাং ন ততোঽস্তি চান্যৎ।
স্রষ্টা স পাতা স তু নাশকর্ত্তা
বিষ্ণুঃ সমস্তাখিলসারভূতঃ॥ ৬৯
কিং বিদ্যয়া কিং স্বগুণৈশ্চ তেষাং
যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ তপোভিরুগ্রৈঃ।
যেষাং ন ভক্তির্ভবতীহ কৃষ্ণে
জগদ্গুরৌ মোক্ষসুখপ্রদে চ॥ ৭০
লোকে স ধন্যঃ স শুচিঃ স বিদ্বান্
মখৈস্তপোভিঃ স গুণৈর্বরিষ্ঠঃ।
জ্ঞাতা স দাতা স তু সত্যবক্তা
যস্যাস্তি ভক্তিঃ পুরুষোত্তমাখ্যে॥ ৭১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কারুণ্যস্তববর্ণনং নামৈকোন পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৯॥

করেন, তাঁহারা মুক্তিভাগী হইয়া যজ্ঞাগ্নিতে মন্ত্রাহুত ঘৃতের ন্যায় বিষ্ণুতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। সেই একমাত্র পরাৎপর পরম দেবই ভবদুঃখের হন্তা। তিনি ভিন্ন আর কর্ত্তৃপুরুষ কেহই নাই। তিনিই স্রষ্টা, পাতা ও নাশকর্ত্তা এবং তিনিই নিখিল সংসারের সারভূত বিষ্ণু। মোক্ষসুখপ্রদ জগদ্গুরু কৃষ্ণে যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বিদ্যা, গুণ, যজ্ঞ, দান ও তীব্র তপস্যায় কি ফল হইবে? পরন্তু পুরুষোত্তমাখ্য পরম পুরুষে যাঁহার ভক্তি আছে, এ জগতে তিনিই ধন্য, শুচি, বিদ্বান্, এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও গুণগণে গরিষ্ঠ এবং তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা, দাতা ও সত্যবক্তা। ৭৭—৭১।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

স্তুত্বৈবং মনিশার্দ্দূলাঃ প্রণম্য চ সনাতনম্।
বাসুদেবং জগন্নাথং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১
চিন্তাবিষ্টো মহীপালঃ কুশানাস্তীর্য্য ভূতলে।
বস্ত্রঞ্চ তন্মনা ভূত্বা সুষাপ ধরণীতলে॥ ২
কথং প্রত্যক্ষমভ্যেতি দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
মম চার্ত্তিহরো দেবস্তদাসাবিতি চিন্তয়ন্॥ ৩
সুপ্তস্য তস্য নৃপতের্ব্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস শঙ্খচক্রগদাভৃতম্॥ ৪
স দদর্শ তু সপ্রেম দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
শঙ্খচক্রধরং দেবং গদাচক্রোগ্রপাণিনম্॥ ৫
শার্ঙ্গবাণধরং দেবং জ্বলত্তেজোঽতিমণ্ডলম্।
যুগান্তাদিত্যবর্ণাভং নীলবৈদূর্য্যসন্নিভম্॥ ৬
সুপর্ণাংসে তমাসীনং ষোড়শার্দ্ধভুজং শুভম্।
স চাস্মৈ প্রাব্রবীদ্ধীরাঃ সাধু রাজন্ মহামতে॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সর্ব্বকামফলপ্রদ সনাতন বাসুদেব জগন্নাথকে এইরূপে স্তুতি ও প্রণতি করিয়া চিন্তাবিষ্ট মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূতলে কুশ ও বসন আস্তরণপূর্ব্বক তন্মনা হইয়া শয়ন করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কিরূপে সেই দেবদেব জনার্দ্দন আমার প্রত্যক্ষ হইবেন? তিনি ব্যতীত আমার ত আর আর্ত্তিহর দেব কেহই নাই। নৃপতি সুপ্ত হইয়া এইরূপে চিন্তা করিতেছেন; ঐ সময় জগদ্গুরু বাসুদেব শঙ্খ-চক্র-গদাধররূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ হইলেন। নরপতি প্রেমভরে সেই শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-ধর জগদ্গুরু দেবদেবকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তিনি গরুড়পৃষ্ঠে সমাসীন; তাঁহার বর্ণপ্রভা যুগান্তকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রতিভাত; তিনি নীলবর্ণ বৈদূর্য্যমণির সমান কান্তি ধারণ করিতেছেন। তিনি অষ্টভুজ ও শার্ঙ্গবাণধর; তাঁহার আকৃতি যেন প্রদীপ্ত জ্যোতি-

ক্রতুনানেন দিব্যেন তথা ভক্ত্যা চ শ্রদ্ধয়া।
তুষ্টোঽস্মি তে মহীপাল বৃথা কিমনুশোচসি ॥৮
যদত্র প্রতিমা রাজন্ জগৎপূজ্যা সনাতনী।
যথা সা প্রাপ্যতে ভূপ তদুপায়ং ব্রবীমি তে ॥৯
গতায়ামদ্য শর্ব্বর্য্যাং নির্ম্মলে ভাস্করোদিতে।
সাগরস্থ জলস্থান্তে নানাদ্রুমবিভূষিতে ॥ ১০
জলং তথৈব বেলায়াং দৃশ্যতে তত্র বৈ মহৎ।
লবণাম্ভোদধে রাজংস্তরঙ্গৈঃ সমভিপ্লুতম্ ॥ ১১
কূলান্তে হি মহাবৃক্ষঃ স্থিতঃ স্থলজলেষু চ।
বেলাভির্হন্যমানশ্চ ন চাসৌ কম্পতে দ্রুমঃ ॥১২
পরশুমাদায় হস্তেন ঊর্ম্মেরন্তস্ততো ব্রজ।
একাকী বিহরন্ রাজন্ স ত্বং পশ্যসি পাদপম্
ঈদৃক্ চিহ্নং সমালোক্য ছেদয় ত্বমশঙ্কিতঃ।
ছেদ্যমানস্তু তং বৃক্ষং প্রাতরদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা তেনৈব সঞ্চিন্ত্য ততো ভূপাল দর্শনাৎ।
কুরু তাং প্রতিমাং দিব্যাং জহি চিন্তাং বিমোহিনীম্ ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাভাগো জগামাদর্শনং হরিঃ।
স চাপি স্বপ্নমালোক্য পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১৬
তাং নিশাং স সমুদ্বীক্ষ্য স্থিতস্তদ্গতমানসঃ।
ব্যাহরন্ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ সূক্তঞ্চৈব তদাত্মকম্
প্রগতায়াং রজন্যান্তু উত্থিতো নান্যমানসঃ।
স স্নাত্বা সাগরে সম্যগ্‌যথাবদ্বিধিনা ততঃ ॥১৮
দত্ত্বা দানঞ্চ বিপ্রেভ্যো গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ।
কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকং কর্ম্ম জগাম স নৃপোত্তমঃ ॥১৯
ন চাশ্বো ন পদাতিশ্চ ন গজো ন চ সারথিঃ।
একাকী স মহাবেলাং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ॥ ২০
তং দদর্শ মহাবৃক্ষং তেজস্বন্তং মহাদ্রুমম্।
মহাতিগমহারোহং পুণ্যং বিপুলমেব চ ॥ ২১

র্মণ্ডল! হে বীরগণ! সেই বাসুদেব রাজাকে বলিলেন,—হে মহামতে রাজন্! তোমায় ধন্যবাদ। তোমার এই দিব্য যজ্ঞ এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি। হে মহীপাল! তুমি বৃথা কেন অনুশোচনা করিতেছ। হে রাজন্! এই স্থানে যে জগৎপূজ্যা সনাতনী প্রতিমা আছে, তাহা তুমি যে উপায়ে প্রাপ্ত হইবে, বলিতেছি। হে ভূপ! অদ্য নিশাবসানে নির্ম্মল রবিমণ্ডল সমুদিত হইলে লবণাব্ধির তটসন্নিকটে নানাদ্রুম-বিভূষিত জলপ্রান্তে এক তরঙ্গ-পরিপ্লুত মহাজলরাশি দৃষ্ট হইবে। সেই জলের কূলসমীপে কিয়দংশ স্থলে ও কিয়দংশ জলে এক মহাপাদপ অবস্থান করিতেছে। ঐ পাদপ সাগর-তরঙ্গে আহত হইয়াও কম্পিত হয় না। তুমি কুঠারহস্তে একাকী সেই তরঙ্গমধ্যে গমন কর, তাহা হইলেই সেই বৃক্ষ তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা সেই বৃক্ষকে তুমি চিনিয়া লইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে তাহাকে ছেদন করিবে; দেখিবে, প্রভাত হইবা মাত্র সেই ছিন্ন বৃক্ষ এক অদ্ভুত আকারে পরিণত হইবে। হে ভূপাল! তদ্দর্শনে চিন্তাসহকারে সেই বৃক্ষ দ্বারা তুমি দিব্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। সুতরাং এই বর্ত্তমান বিমোহিনী চিন্তা এক্ষণে পরিত্যাগ কর। ১—১৫। ব্রহ্মা কহিলেন, মহাভাগ হরি রাজাকে এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে রাজাও স্বপ্ন দেখিয়া পরম বিস্ময় বোধ করিলেন। পরে তিনি তখনও নিশা শেষ হয় নাই দেখিয়া তদ্গতমনে বৈষ্ণব মন্ত্র ও বৈষ্ণবসূক্ত উচ্চারণপূর্ব্বক সে রাত্রি অতিপাতিত করিলেন। অনন্তর যখন নিশাবসান হইল, তখন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অনন্যমনে সাগর-সলিলে গিয়া যথাবিধি স্নান ও ব্রাহ্মণদিগকে ধন, গ্রাম ও নগরাদি দান করিয়া পৌর্ব্বাহ্নিক কর্ম্ম সমাপনান্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে গজ, অশ্ব, সারথি বা পদাতি কেহই গেল না। তিনি একাকীই সেই সাগরের মহাবেলায় প্রবেশ করিলেন। ১৬—২০। তখন সেই তেজস্বী মহাবৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেখিলেন,—ঐ বৃক্ষ

মহোৎসেধং মহাকায়ং প্রসুপ্তঞ্চ জলান্তিকে
সান্দ্রমাঞ্জিষ্ঠবর্ণাভং নামজাতিবিবর্জ্জিতম্॥ ২২
নরনাথস্তদা বিপ্রা ক্রমং দৃষ্ট্বা মুদান্বিতঃ।
পরশুনা শাতয়ামাস নিশিতেন দৃঢ়েন চ॥ ২৩
দ্বৈধীকর্ত্তুমনাস্তত্র বভূবেন্দ্রসখঃ স চ।
নিরীক্ষ্যমাণে কাষ্ঠে তু বভূবাদ্ভুতদর্শনম্॥ ২৪
বিশ্বকর্ম্মা চ বিষ্ণুশ্চ বিপ্ররূপধরাবুভৌ।
আজগ্মতুর্মহাভাগৌ তদা তুল্যাগ্রজন্মনৌ॥ ২৫
জ্বলমানৌ স্বতেজোভির্দিব্যস্রগনুলেপনৌ।
অথ তৌ তং সমাগম্য নৃপমিন্দ্রসখং তদা॥ ২৬
তাবূচতুর্মহারাজ কিমত্র ত্বং করিষ্যসি।
কিমর্থঞ্চ মহাবাহো শাতিতশ্চ বনস্পতিঃ॥ ২৭
অসহায়ো মহাদুর্গে নির্জ্জনে গহনে বনে।
মহাসিন্ধুতটে চৈব কথং বৈ শাতিতো ক্রমঃ॥২৮

মহোৎসেধ, মহারোহ, পবিত্র, সুবিশাল, মহাকায়, নাম-জাতি-বিরহিত ও গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট· উহা যেন জলমধ্যে প্রসুপ্ত হইয়াই রহিয়াছে। হে বিপ্রগণ! নরনাথ তৎকালে সেই ক্রম দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং নিশিত পরশু দ্বারা উহাকে কর্ত্তন করিলেন। পরে ইন্দ্রসখা রাজা যখন ঐ বৃক্ষকে দ্বিধা করিতে মনস্থ করিয়া কাষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখনকার দৃশ্য বড়ই অপূর্ব্ব হইল। সহসা বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া মহাভাগ বিশ্বকর্ম্মা ও বিষ্ণু সেই স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহারা যেন স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইতেছিলেন, তাহাদের গলে দিব্য মালা ও গাত্রে দিব্য অনুলেপন বিভূষিত হইতেছিল। তাঁহারা সেই ইন্দ্রসখা রাজার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনি এখানে কি করিবেন? আর হে মহাবাহো! কি জন্যই বা আপনি এই বনস্পতিকে ছেদন করিলেন? এই মহাসিন্ধু-তটস্থিত মহাদুর্গম নিবিড় নির্জ্জন কাননে এই একটী মাত্র বনস্পতি ছিল, ইহাকে

ব্রহ্মোবাচ।
তয়োঃ শ্রুত্বা বচো বিপ্রাঃ স তু রাজা মুদান্বিতঃ
বভাষে বচনং তাভ্যাং মৃদুলং মধুরং তথা॥ ২৯
দৃষ্ট্বা তৌ ব্রাহ্মণৌ তত্র চন্দ্রসূর্য্যাবিবাগতৌ।
নমস্কৃত্য জগন্নাথাববাঙ্মুখমবস্থিতঃ॥ ৩০
রাজোবাচ।
দেবদেবমনাদ্যন্তমনন্তং জগতাং পতিম্।
আরাধয়িতুং প্রতিমাং করোমীতি মতির্মম॥৩১
অহং স দেবদেবেন পরমেণ মহাত্মনা।
স্বপ্নান্তে চ সমুদ্দিষ্টো ভবদ্ভ্যাং শ্রাবিতং ময়া॥
ব্রহ্মোবাচ।
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা দেবেন্দ্রপ্রতিমস্য চ।
প্রহস্য তস্মৈ বিশ্বেশস্তুষ্টো বচনমব্রবীৎ॥ ৩৩
বিষ্ণুরুবাচ।
সাধু সাধু মহীপাল যদেতন্মতমুত্তমম্।
সংসারসাগরে ঘোরে কদলীদলসন্নিভে॥ ৩৪
নিঃসারে দুঃখবহুলে কামক্রোধসমাকুলে।
ইন্দ্রিয়াবর্ত্তকলিলে দুস্তরে রোমহর্ষণে॥ ৩৫

আপনি কি কারণে শাতিত করিলেন?। ২১—২৮। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণে রাজা মুদান্বিত হইয়া সেই দুই চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ সমাগত ব্রাহ্মণদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করত নতমস্তকে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মৃদুল মধুর বচনে বলিলেন, আমি দেবদেব অনাদি অনন্ত জগৎপতিকে আরাধনা করিবার জন্য একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমি দেবদেব পরমাত্মা কর্ত্তৃক স্বপ্ন সময়ে এইরূপই আদিষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন, সেই দেবেন্দ্রপ্রতিম রাজেন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া সেই বিশ্ববিধাতা হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহীপাল! তোমার যে এই মতি জন্মিয়াছে, ইহাতে তোমায় শত শত সাধুবাদ প্রদান করি। এই কদলীদল-সন্নিভ চঞ্চল সংসার-সাগর অতীব ভয়াবহ। ইহাতে কোনই

নানাব্যাধিশতাবর্ত্তে জলবুদ্বুদসন্নিভে।
যতস্তে মতিরুৎপন্না বিষ্ণোরারাধনায় বৈ ॥ ৩৬
ধন্যস্ত্বং নৃপশার্দ্দূল গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতঃ।
সপ্রজা পৃথিবী ধন্যা সশৈলবনকাননা ॥ ৩৭
সপুরগ্রামনগরা চতুর্বর্ণৈরলঙ্কৃতা।
যত্র ত্বং নৃপশার্দ্দূল প্রজাঃ পালয়িতা প্রভুঃ ॥ ৩৮
এহ্যেহি সুমহাভাগ দ্রুমেঽস্মিন্ সুখশীতলে।
আবাভ্যাং সহ তিষ্ঠ ত্বং কথাভির্ধর্ম্মসংশ্রিতঃ ॥
অয়ং মম সহায়স্তু আগতঃ শিল্পিনাং বরঃ।
বিশ্বকর্ম্মসমঃ সাক্ষান্নিপুণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
মদাদিষ্টাস্তু প্রতিমাং করোত্যেষ তটং ত্যজ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বৈবং বচনং তস্য তদা রাজা দ্বিজন্মনঃ।
সাগরস্য তটং ত্যক্ত্বা গত্বা তস্য সমীপতঃ ॥ ৪১
তস্থৌ স নৃপতিশ্রেষ্ঠো বৃক্ষচ্ছায়ে সুশীতলে।

সার নাই; ইহা কাম, ক্রোধ ও দুঃখ-পরম্পরায় সমাকুল,—ইন্দ্রিয়রূপ আবর্ত্তে পরিপূর্ণ, দুস্তর রোমহর্ষণ, জলবুদ্বুদপ্রায় অস্থির ও শত শত বিবিধ ব্যাধিনিচয়ে পরিপূর্ণ। এ হেন সংসারে থাকিয়া বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তোমার যে এই মতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে তুমি প্রকৃতই ধন্যবাদার্হ। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্ব-গুণে অলঙ্কৃত, তোমার ন্যায় প্রজাপালক পাইয়া এই প্রজাপরিপূর্ণা সশৈলকাননা সপুরপত্তনা চতুর্ব্বর্ণাধিষ্ঠিতা পৃথ্বীও ধন্য হইয়াছে। হে মহাভাগ! এস, এস, আমাদের সহিত নানা কথালাপে এই সুখ-শীতল পাদপে তুমি উপবেশন কর। এই যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় প্রধান শিল্পী এবং সর্ব্বকর্ম্মে সুদক্ষ। আমার আদেশে ইনিই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবেন। অতএব তুমি এই তট পরিত্যাগ কর। ২৯-৪০। ব্রহ্মা কহিলেন, তৎকালে রাজা সেই দ্বিজন্মার কথা শ্রবণ করিয়া সাগরতট পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদীয় সমীপে সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায়

ততস্তস্মৈ স বিশ্বাত্মা দদাবাজ্ঞাং দ্বিজাকৃতিঃ
শিল্পিমুখ্যায় বিপ্রেন্দ্রাঃ কুরুষ প্রতিমা ইতি।
কৃষ্ণরূপং পরং শান্তং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥ ৪৩
শ্রীবৎসকৌস্তুভধরং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
গৌরাঙ্গং ক্ষীরবর্ণাভং দ্বিতীয়ং স্বস্তিকাঙ্কিতম্
লাঙ্গলাস্ত্রধরং দেবমনন্তাখ্যং মহাবলম্।
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥ ৪৫
ন বিজ্ঞাতো হি তস্যান্তস্তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ।
ভগিনীং বাসুদেবস্য রুক্মবর্ণাং সুশোভনাম্ ॥
তৃতীয়াং বৈ সুভদ্রাঞ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য বিশ্বকর্ম্মা সুকর্ম্মকৃৎ।
তৎক্ষণাৎ কারয়ামাস প্রতিমাঃ শুভলক্ষণাঃ ॥ ৪৮
প্রথমং শুক্লবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্।
আরক্তাক্ষং মহাকায়ং স্ফটাবিকটমস্তকম্ ॥ ৪৯
নীলাম্বরধরং চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং গদামুষলধারিণম্ ॥ ৫০

উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! তখন দ্বিজাকৃতি বিশ্বাত্মা সেই শিল্পিশ্রেষ্ঠকে আদেশ করিলেন যে, তুমি প্রতিমা নির্ম্মাণ কর। প্রথম প্রতিমা—কৃষ্ণ-মূর্ত্তি, ইহা পরম শান্ত, পদ্মপত্রায়ত-নেত্র ও শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-শঙ্খ-চক্র-গদাধর হইবে। দ্বিতীয় প্রতিমা,—অনন্তমূর্ত্তি, ইহা গৌরাঙ্গ, ক্ষীরবর্ণাভ, স্বস্তিকাদিচিহ্নিত ও লাঙ্গল-ধর হইবে; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর ও উরগগণ ইঁহার অন্ত অবগত হইতে পারেন না, তাই ইনি অনন্ত আখ্যায় অভিহিত। অতঃপর তৃতীয় প্রতিমা—সুভদ্রামূর্ত্তি; ইহা রুক্মবর্ণ, সুশোভন ও সর্ব্বলক্ষণে লক্ষিত হইবে। এই সুভদ্রা বাসুদেবের ভগিনী। ৪১—৪৭। ব্রহ্মা কহিলেন, সুকর্ম্ম-কর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সুভলক্ষণা প্রতিমা-সকল নির্ম্মাণ করিলেন। প্রথমে শুক্লবর্ণ, শরচ্চন্দ্র-সমদ্যুতি, আরক্তনেত্র, মহাকায়, ফণিফণাকুল-মস্তক, নীলাম্বর-ধর বলমদ-

দ্বিতীয়ং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলজীমূতসন্নিভম্।
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্॥ ৫১
পীতবাসসমত্যুগ্রং শুভং শ্রীবৎসলক্ষণম্।
চক্রপূর্ণকরং দিব্যং সর্ব্বপাপহরং হরিম্॥ ৫২
তৃতীয়াং স্বর্ণবর্ণাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিচিত্রবস্ত্রসঞ্ছন্নাং হারকেয়ূরভূষিতাম্॥ ৫৩
বিচিত্রাভরণোপেতাং রত্নহারাবলম্বিতাম্।
পীনোন্নতকুচাং রম্যাং বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মমে॥ ৫৪
স তু রাজাদ্ভুতং দৃষ্ট্বা ক্ষণেনৈকেন নির্ম্মিতাঃ।
দিব্যবস্ত্রযুগচ্ছন্না নানারত্নৈরলঙ্কৃতাঃ॥ ৫৫
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ প্রতিমাঃ সুমনোহরাঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
কিং দেবৌ সমনুপ্রাপ্তৌ দ্বিজরূপধরাবুভৌ।
উভৌ চাদ্ভুতকর্ম্মাণৌ দেববৃত্তাবমানুষৌ॥ ৫৭
দেবৌ বা মানুষৌ বাপি যক্ষবিদ্যাধরৌ যুবাম্
কিং নু ব্রহ্মহৃষীকেশৌ কিংবস্থ কিমুতাশ্বিনৌ॥
ন বেদ্মি সত্যসদ্ভাবৌ মায়ারূপেণ সংস্থিতৌ।
যুবাং গতো২স্মি শরণমাত্মা তু মে প্রকাশ্যতাম্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভু-ঋষিসংবাদে প্রতিমোৎপত্তিকথনং নাম পঞ্চাশো২ধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশো২ধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।
নাহং দেবো ন যক্ষো বা ন দৈত্যো ন চ দেবরাট্
ন ব্রহ্মা ন চ রুদ্রো২হং বিদ্ধি মাং পুরুষোত্তমম্
অর্ত্তিহা সর্ব্বলোকানামনন্তবলপৌরুষঃ।
আরাধনীয়ো ভূতানামন্তো যস্য ন বিদ্যতে॥২
পঠ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু বেদান্তেষু নিগদ্যতে।
যমাহুর্জ্ঞানগম্যেতি বাসুদেবেতি যোগিনঃ॥ ৩
অহমেব স্বয়ং ব্রহ্মা অহং বিষ্ণুঃ শিবো২প্যহম্
ইন্দ্রো২হং দেবরাজশ্চ জগৎসংযমনো যমঃ॥৪
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি ত্রেতাগ্নিহুর্তভুঙ্নৃপ।

গর্ব্বিত, এককুণ্ডলধারী, গদামুষলপাণি বলদেব; দ্বিতীয়—নীল-জীমূত-সন্নিভ পুণ্ডরীক-নয়ন, অতসীপুষ্পসঙ্কাশ, পদ্ম-পত্রায়ত-নেত্র, পীতবাসা, শ্রীবৎসবক্ষা, সৌম্য-বপু, চক্রধারী, সর্ব্বপাপহারী হরি; এবং তৃতীয়—স্বর্ণবর্ণাভ, পদ্মপলাশনেত্র, বিচিত্র-বস্ত্র-পরিহিত, হার-কেয়ূর-ভূষিত, বিচিত্রা-ভরণযুত, রত্নাহারধারিণী, পীনোন্নত-স্তনী, মনোহারিণী সুভদ্রাকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিলেন। রাজা দেখিলেন, দিব্য বস্ত্রযুগে আচ্ছন্ন, নানা রত্নে সমলঙ্কৃত, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন, মনোরম প্রতিমাত্রয় ক্ষণকাল মধ্যেই নির্ম্মিত হইল। তিনি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—আপনারা কি দ্বিজরূপী দেব? অথবা অদ্ভুত-কর্ম্মা দেবচরিত্র মনুষ্য? ফলতঃ আপনারা দেব, মানুষ, যক্ষ, বিদ্যাধর, ব্রহ্মর্ষি, কিম্বা অশ্বিনীকুমার, যাহাই কেন হউন না, আপনাদের তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। আপনারা মায়ারূপে অবস্থিত; আপনা-দের আমি শরণাপন্ন হইলাম। আপনারা আত্মপ্রকাশ করুন॥ ৪৮—৫৯॥

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥

এক পঞ্চাশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন,—আমি দেব, যক্ষ, দৈত্য, দেবরাজ, ব্রহ্মা বা রুদ্র, কেহই নহি। আমাকে তুমি পুরুষোত্তম বলিয়াই জানিবে। আমি পুরুষোত্তম,—সকলেরই আর্ত্তিহারী; আমার বল ও পৌরুষ অনন্ত। আমি সর্ব্ব-ভূতের আরাধনীয়; আমার অন্ত নাই। আমি সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত; বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের আমিই প্রতিপাদ্য। যোগিগণ আমাকেই জ্ঞানগম্য ও বাসুদেব নামে নির্দ্দেশ করেন। আমিই স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং আমিই দেবরাজ ইন্দ্র ও জগৎ-সংযময়িতা যম। হে নৃপ! পৃথিব্যাদি

বরুণোঽপাং পতিশ্চাহং ধরিত্রী চ মহীধরঃ ॥৫
যৎ কিঞ্চিদ্বাঙ্ময়ং লোকে জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
চরাচরঞ্চ যদ্বিশ্বং মদন্যন্নাস্তি কিঞ্চন ॥ ৬
প্রীতোঽহং তে নৃপশ্রেষ্ঠ বরং বরয় সুব্রত।
যদিষ্টং তৎ প্রযচ্ছামি হৃদি যত্তে ব্যবস্থিতম্ ॥৭
মদ্দর্শনমপুণ্যানাং স্বপ্নান্তেঽপি ন জায়তে।
ত্বং পুনর্দৃঢ়ভক্তিত্বাৎ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবানসি ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বৈবং বাসুদেবস্য বচনং তস্য ভো দ্বিজাঃ।
রোমাঞ্চিততনুর্ভূত্বা ইদং স্তোত্রং জগৌ নৃপঃ ॥৯

রাজোবাচ।

শ্রিয়ঃ কান্ত নমস্তেঽস্তু শ্রীপতে পীতবাসসে।
শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস নমস্তে শ্রীনিকেতন ॥ ১০
আদ্যং পুরুষমীশানং সর্ব্বেশং সর্ব্বতোমুখম্।
নিষ্কলং পরমং দেবং প্রণতোঽস্মি সনাতনম্ ॥

সর্ব্বভূত, ত্রেতাগ্নি, হুতভুক্, জলপতি বরুণ, ধরিত্রী ও মহীধর প্রভৃতি সমস্তই আমি। ত্রিভুবনে যে কিছু বাঙ্ময়, যে কিছু স্থাবর-জঙ্গম জগৎ এবং যে কিছু চরাচর বিশ্ব, সে সকল আমিই; আমি ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! হে সুব্রত! আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর; তোমার যাহা অভীষ্ট, তুমি যাহা হৃদয়ে ধারণা করিয়াছ, তাহা তোমায় প্রদান করিতেছি। অকৃতপুণ্য ব্যক্তিরা স্বপ্নান্তেও আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। তুমি দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন; তাই তুমি আমায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছ। ১—৮। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া নরপতি রোমাঞ্চিত-কলেবরে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, হে শ্রীকান্ত, শ্রীপতে! তুমি পীতবাসা, তোমায় আমার নমস্কার। হে শ্রীদ, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিকেতন! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আদ্য, ঈশান, পুরুষ, সর্ব্বেশ, সর্ব্বতোমুখ, নিষ্কল, সনাতন, পরমদেব; তোমায় আমি প্রণাম করি।

শব্দাতীতং গুণাতীতং ভাবাভাববিবর্জ্জিতম্।
নির্লেপং নির্গুণং সূক্ষ্মং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বভাবনম্ ॥১
প্রাবৃণ্মেঘপ্রতীকাশং গোব্রাহ্মণহিতে রতম্।
সর্ব্বেষামেব গোপ্তারং ব্যাপিনং সর্ব্বভাবিনম্ ॥
শঙ্খচক্রধরং দেবং গদামুষলধারিণম্।
নমস্তে বরদং দেবং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥১৪
নাগপর্য্যঙ্কশয়নং ক্ষীরোদার্ণবশায়িনম্।
নমস্তেঽহং হৃষীকেশং সর্ব্বপাপহরং হরিম্ ॥ ১৫
পুনস্ত্বাং দেবদেবেশং নমস্তে বরদং বিভুম্।
সর্ব্বলোকেশ্বরং বিষ্ণুং মোক্ষকারণমব্যয়ম্ ॥১৬২

ব্রহ্মোবাচ।

এবং স্তুত্বা তু তং দেবং প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা নিপত্য ধরণীতলে ॥ ১৭

রাজোবাচ।

প্রীতোঽসি যদি মে নাথ বৃণোমি বরমুত্তমম্।
দেবাসুরাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরক্ষোমহোরগাঃ ॥১৮
সিদ্ধবিদ্যাধরাঃ সাধ্যাঃ কিন্নরা গুহ্যকাস্তথা।
ঋষয়ো যে মহাভাগা নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥১৯

তুমি শব্দাতীত, গুণাতীত, ভাবাভাব-বিরহিত, নির্লেপ, নির্গুণ, সূক্ষ্ম, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বভাবন, প্রাবৃট্-পয়োধরসঙ্কাশ, গো-ব্রাহ্মণ-হিতেরত, সর্ব্বগোপ্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভাবন, শঙ্খচক্র-ধর, গদামুসলধারী, নীলোৎপল-দলকান্তি, বরদ ও দেবদেব, তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি ক্ষীরোদার্ণবে, ভুজঙ্গ-পর্য্যঙ্ক-শায়ী হৃষীকেশ, সর্ব্বপাপহর হরি, তোমায় নমস্কার করি। হে দেবদেবেশ! তুমি বরদ, বিভু, সর্ব্বলোকেশ, মোক্ষকারণ, অব্যয় বিষ্ণু, তোমাকে আমার পুনঃপুনঃ নমস্কার। ৯-১৬। ব্রহ্মা কহিলেন, রাজা এইরূপে স্তব করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-করে সবিনয়ে ভূপতিত হইয়া বলিলেন, হে নাথ! আপনি যদি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রার্থনা করি যে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মহোরগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, সাধ্য, কিন্নর, গুহ্যক, মহাভাগ ঋষি এবং নানা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুগণ, পরিব্রাজক, যোগিগণ, ও

পরিব্রাড়ুয়োগযুক্তাশ্চ বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ।
মোক্ষমার্গবিদো যেহন্তে ধ্যায়ন্তি পরমং পদম্‌॥
নির্গুণং নির্ম্মলং শান্তং যৎ পশ্যন্তি মনীষিণঃ।
তৎপদং গন্তুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুদুর্লভম্‌॥
শ্রীভগবানুবাচ।
সর্ব্বং ভবতু ভদ্রং তে যথেষ্টং সর্ব্বমাপ্নুহি।
ভবিষ্যতি যথাকামং মৎপ্রসাদাৎ ন সংশয়ঃ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি তথা নব শতানি চ।
অবিচ্ছিন্নং মহারাজ্যং কুরু ত্বং নৃপসত্তম॥২৩
প্রযাস্যসি পদং দিব্যং দুর্ল্লভং যৎ সুরাসুরৈঃ।
পূর্ণমনোরথং শান্তং গুহ্যমব্যক্তমব্যয়ম্‌॥ ২৪
পরাৎপরতরং সূক্ষ্মং নির্লেপং নিষ্কলং ধ্রুবম্‌।
চিন্তাশোকবিনির্মুক্তং ক্রিয়াকারণবর্জ্জিতম্‌॥ ২৫
তদহং দর্শয়িষ্যামি জ্ঞেয়াখ্যং পরমং পদম্‌।
যং প্রাপ্য পরমানন্দং প্রাপ্স্যসে পরমাং গতিম্‌
কীর্ত্তিশ্চ তব রাজেন্দ্র ভবত্যত্র মহীতলে।
যাবদ্‌ঘনা নভো যাবদ্‌যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্‌॥ ২৭
যাবৎ সমুদ্রাঃ সপ্তৈব যাবন্মের্ব্বাদিপর্ব্বতাঃ।
তিষ্ঠন্তি দিবি দেবাশ্চ তাবৎ সর্ব্বত্র চাব্যয়াঃ॥২৮
ইন্দ্রদ্যুম্নসরো নাম তীর্থং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবম্‌।
যত্র স্নাত্বা সকৃল্লোকঃ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ॥২৯
দাপয়িষ্যতি যঃ পিণ্ডাংস্তটেহস্মিন্‌ সরসঃ শুভে
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য শক্রলোকং গমিষ্যতি॥ ৩০
পূজ্যমানোহপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্গীতনিস্বনৈঃ।
বিমানেন বসেত্তত্র যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৩১
সরসো দক্ষিণে ভাগে নৈর্ঋত্যাস্তু সমাশ্রিতে
ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতে তত্র তৎসমীপে তু মণ্ডপঃ॥৩২
কেতকীবনসঙ্ছন্নো নানাপাদপসঙ্কুলঃ।
নারিকেলৈরসংখ্যেয়ৈশ্চম্পকৈর্বকুলাবৃতৈঃ॥৩৩
অশোকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পুন্নাগৈর্নাগকেসরৈঃ।
পাটলাম্রাতসরলৈশ্চন্দনৈর্দেবদারুভিঃ॥ ৩৪
ন্যগ্রোধাশ্বত্থখদিরৈঃ পারিজাতৈঃ সহার্জ্জুনৈঃ।
হিন্তালৈশ্চৈব তালৈশ্চ শিংশপৈর্বদরৈস্তথা॥৩৫
করঞ্জৈর্লকুচৈঃ প্লক্ষৈঃ পনসৈর্বিল্বধাতুকৈঃ।
অন্যৈর্বহুবিধৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতঃ সমলঙ্কৃতঃ॥৩৬

অন্যান্য বেদতত্ত্বার্থ-চিন্তক মোক্ষমার্গদর্শী মনীষিগণ যে নির্গুণ নির্ম্মল শান্ত পরমপদকে ধ্যান ও দর্শন করিয়া থাকেন, আমি ভবৎ-প্রসাদে সেই সুদুর্লভ পরমপদই প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। ভগবান্‌ কহিলেন, তোমার সকল মঙ্গল হউক। তুমি সকল ইষ্ট বস্তুই প্রাপ্ত হও। আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি দশসহস্র নবশত বর্ষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে মহারাজ্য ভোগ কর। পরে তুমি সুরাসুরগণের সুদুর্লভ দিব্য পদ প্রাপ্ত হইবে। যাহা পূর্ণ, শান্ত, গুহ্য, বক্তা ব্যক্ত, পরাৎপর, সূক্ষ্ম, নির্লেপ, নিষ্কল, ধ্রুব, চিন্তাশোক-বিরহিত ও ক্রিয়া-কারণবর্জ্জিত এবং যাহা পাইলে তুমি পরমানন্দময় পরম গতি লাভ করিতে পারিবে, সেই জ্ঞেয়াখ্য পরমপদ তোমায় প্রদর্শন করিব। ১৭—২৬। হে রাজেন্দ্র! যতদিন পর্য্যন্ত আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, অর্ক, তারকা, সপ্তসমুদ্র ও মেরু প্রভৃতি শৈলবৃন্দ থাকিবে এবং স্বর্গে দেবগণ যতদিন অবস্থান করিবেন, তাবৎকাল এই মহী-মণ্ডলের সর্ব্বত্র তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর নামে এক যজ্ঞাঙ্গ-সম্ভূত তীর্থ প্রখ্যাত হইবে, তাহাতে একবার মাত্র স্নান করিয়াই মানবেরা ইন্দ্রলোকে উপনীত হইতে পারিবে এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্য্যন্ত অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও গন্ধর্ব্বগণের গীতস্বনে আপ্যায়িত হইয়া বিমানবিহারে ঐ লোকে বাস করিবে। ঐ সরোবরের দক্ষিণভাগে নৈঋত কোণে যে এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে, তাহার সমীপস্থ মণ্ডপ কেতকী-বনে সমাচ্ছন্ন ও নানা পাদপে সমাকুল; অসংখ্য নারিকেল, চম্পক, বকুল, অশোক, কর্ণিকার, পুন্নাগ, নাগকেশর, পাটল, আম্রাত, সরল, চন্দন, দেবদারু, ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, খদির, পারিজাত, অর্জ্জুন, হিন্তাল, তাল, শিংশপ, বদর, করঞ্জ, লকুচ, প্লক্ষ, পনস, বিল্ব, ধাতুক, এবং অন্যান্য বহু বৃক্ষে

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং পিতৃদৈবতে।
ঋক্ষে নেষ্যন্তি নস্তত্র নীত্বা সপ্ত দিনানি বৈ॥
মণ্ডপে স্থাপয়িষ্যন্তি সুবেশ্যাভিঃ সুশোভনৈঃ
ক্রীড়াবিশেষবহুলৈর্নৃত্যগীতমনোহরৈঃ॥৩৮
চামরৈঃ স্বর্ণদণ্ডৈশ্চ ব্যজনৈ রত্নভূষণৈঃ।
বীজয়ন্তস্তথাস্মভ্যং স্থাপয়িষ্যন্তি মঙ্গলাঃ॥ ৩৯
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব স্নাতকাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
বানপ্রস্থা গৃহস্থাশ্চ সিদ্ধাশ্চান্যে চ ব্রাহ্মণাঃ॥ ৪০
নানাবর্ণপদৈঃ স্তোত্রৈঋগ্‌যজুঃসামনিস্বনৈঃ।
করিষ্যন্তি স্তুতিং রাজন্ রামকেশবয়োঃ পুনঃ॥
ততঃ স্তুত্বা চ দৃষ্ট্বা চ সম্প্রণম্য চ ভক্তিতঃ।
নরো বর্ষাযুতং দিব্যং শ্রীমদ্ধরিপুরে বসেৎ॥
পূজ্যমানোঽপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈর্গীতনিস্বনৈঃ।
হরেরনুচরস্তত্র ক্রীড়তে কেশবেন বৈ॥ ৪৩
বিমানেনার্কবর্ণেন রত্নহারেণ ভাজতা।
সর্ব্বকামৈর্মহাভোগৈস্তিষ্ঠতে ভুবনোত্তমে॥৪৪
তপঃক্ষয়াদিহাগত্য মনুষ্যো ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
কোটীধনপতিঃ শ্রীমাংশ্চতুর্বেদবী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা কৃত্বা চ সময়ং হরিঃ।
জগামাদর্শনং বিপ্রাঃ সহিতো বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৪৬
স তু রাজা তদা হৃষ্টো রোমাঞ্চিততনূরুহঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে সন্দর্শনাদ্ধরেঃ॥ ৪৭
ততঃ কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ বরপ্রদাম্।
রথৈর্বিমানসঙ্কাশৈর্ম্মণিকাঞ্চনচিত্রিতৈঃ॥ ৪৮
সম্বাহ্য তাস্তদা রাজা মহামঙ্গলনিঃস্বনৈঃ।
আনয়ামাস মতিমান্ সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ॥
নানাবাদিত্রনির্ঘোষৈর্নানাবেদস্বনৈঃ শুভৈঃ।
সংস্থাপ্য চ শুভে দেশে পবিত্রে সুমনোহরে॥
ততঃ শুভতিথৌ কালে নক্ষত্রে শুভলক্ষণে।
প্রতিষ্ঠাং কারয়ামাস সুমুহূর্ত্তে দ্বিজৈঃ স হ॥৫১

ঐ মণ্ডপ শোভিত ও সমলঙ্কৃত। আষাঢ়-মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে মঘা নক্ষত্রে ঐ মণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া গিয়া সপ্তদিন যাবৎ তথায় স্থাপনা করিবে এবং মঙ্গলভাজন মনুষ্যেরা বিবিধ সুন্দর বেশ-ভূষায় আমাদিগকে ভূষিত, মনোহর ক্রীড়া, নৃত্য ও গীতবিশেষ দ্বারা আপ্যায়িত এবং স্বর্ণদণ্ড রত্নভূষণ চামর দ্বারা বীজিত করিয়া স্থাপনা করিবে। তৎকালে ব্রহ্মচারী, যতি, স্নাতক, দ্বিজবর, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, সিদ্ধ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা নানাবর্ণ-পদময় স্তোত্রে ও ঋক্ যজুঃ ও সাম-নির্ঘোষে আমাদিগকে স্তব করিবেন। অনন্তর হে রাজন্! নরগণ রাম ও কেশবকে দর্শন, প্রণাম ও ভক্তি-ভরে স্তব করিলে দিব্য অযুত বর্ষ যাবৎ হরিপুরে বাস করিবে এবং হরির অনুচর-রূপে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও গন্ধর্ব্ব-গণের গীত-নিস্বনে আপ্যায়িত হইয়া তাহারা কেশব সহ সেখানে ক্রীড়া করিতে থাকিবে। সেই ভুবনোত্তমে অর্কবর্ণ বিমান, উজ্জ্বল রত্নহার, ও সর্ব্ববিধ ইষ্ট মহাভোগ উপ-ভোগের পর তপঃক্ষয়ে মানব এই মর্ত্ত্যে আসিয়া কোটি ধনপতি শ্রীমান্ চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ২৭—৪৫। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! ভগবান্ হরি এই-রূপে তাঁহাকে বর দান করিয়া বিশ্বকর্ম্মার সহিত অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হরির দর্শন-লাভে হৃষ্ট ও রোমা-ঞ্চিত হইয়া আত্মাকে যেন কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর অমাত্য ও পুরোহিত সহ মতিমান্ নরপতি কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে মণিকাঞ্চন-চিত্রিত বিমানপ্রতিম রথসমূহে বাহিত করিয়া মহা মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে আনয়ন করিলেন। পরে নানাবাদিত্র নির্ঘোষে ও বেদধ্বনি সহকারে শুভ পবিত্র দেশে স্থাপনপূর্ব্বক দ্বিজগণ সহ শুভ তিথি, শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত্তে যথাবিধি সেই সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি-লেন। মহীপতি আচার্য্যগণের মতানুসারে সমস্ত ক... নির্ব্বাহ করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহা-দিগকে ও আচার্য্যদিগকে দক্ষিণা দান করিলেন। এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অন্যান্য বহু অর্থীকেও ধন প্রদত্ত হইল। বিধিমত

যথোক্তেন বিধানেন বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
আচার্য্যাস্থমতেনৈব সর্ব্বং কৃত্বা মহীপতিঃ ॥৫২
আচার্য্যায় তদা দত্বা দক্ষিণাং বিধিবৎ প্রভুঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যশ্চ বিধানেন তথান্যেভ্যো ধনং দদৌ
কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং বিধিবৎ প্রাসাদে ভবনোত্তমে।
স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৫৪
ততঃ সম্পূজ্য বিধিনা নানাপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ
সুবর্ণমণিমুক্তাদ্যৈর্নানাবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ৫৫
রত্নৈশ্চ বিবিধৈর্দিব্যৈরাসনৈর্গ্রামপত্তনৈঃ।
দদৌ চান্যান্ স বিষয়ান্ পুরাণি নগরাণি চ ॥৫৬
এবং বহুবিধং দত্বা রাজ্যং কৃত্বা যথোচিতম্।
ইষ্ট্বা চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্দত্বা দানান্যনেকশঃ ॥ ৫৭
কৃতকৃত্যস্ততো রাজা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
জগাম পরমং স্থানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথিতো বো নৃপোত্তমঃ।
ক্ষেত্রস্য চৈব মাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ৫৯

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্রুত্বৈবং বচনং তস্য ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
আশ্চর্য্যং মেনিরে বিপ্রাঃ পপ্রচ্ছুশ্চ পুনর্মুদা ॥৬০

মুনয় উচুঃ।

কস্মিন্ কালে সুরশ্রেষ্ঠ গন্তব্যং পুরুষোত্তমম্।
বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং পঞ্চতীর্থমিতি প্রভো ॥৬১
একৈকস্য চ তীর্থস্য স্নানদানস্য যৎফলম্।
দেবতাপ্রেক্ষণে চৈব ব্রূহি সর্ব্বং পৃথক্ পৃথক্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নিরহারঃ কুরুক্ষেত্রে পাদেনৈকেন যস্তপেৎ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ সপ্তসংবৎসরাযুতম্ ॥
দৃষ্ট্বা সদা জ্যেষ্ঠশুক্লদ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্।
কৃতোপবাসঃ প্রাপ্নোতি ততোঽধিকতরং ফলম্
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রযত্নেন সুসংযতৈঃ।
স্বর্গলোকেপ্সুবিপ্রাদ্যৈর্দ্রষ্টব্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
পঞ্চতীর্থন্তু বিধিবৎ কৃত্বা জ্যেষ্ঠে নরোত্তমঃ।
শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশ্যাং পশ্যেত্তং পুরুষোত্তমম্ ॥
যে পশ্যন্ত্যব্যয়ং দেবং দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্।
তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ন চ্যবন্তে কদাচন ॥৬৭

প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিদৃষ্ট কর্ম্মানুসারে সেই প্রতিমা সকল উত্তম প্রাসাদে স্থাপনপূর্ব্বক নানা সুগন্ধি পুষ্প, সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, নানা সুশোভন বস্ত্র, নানা রত্ন, দিব্য আসন, গ্রাম ও পত্তন এবং অন্যান্য নানা বিষয়, পুর ও নগরাদি বহুবিধ বস্তু দানান্তে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানান্তে অনেক প্রকার দান কার্য্য করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। অনন্তর তিনি কালে সর্ব্বপরিগ্রহ পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরম পদলাভ করিলেন।৪৬—৫৮। হে মুনিবরগণ! এই আমি নৃপশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবরণ ও ক্ষেত্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? বিষ্ণু বলিলেন, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বিপ্রগণ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং প্রীতিভরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! কোন্ কালে পুরুষোত্তমে গমন করিতে হয় এবং হে প্রভো! কোন্ বিধি অনুসারেই বা পঞ্চতীর্থকৃত্য করিতে হয়? উহাদের এক একটী তীর্থে স্নান, দান ও দেবতা দর্শন করিলে যে যে ফল হয়, তৎসমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কীর্ত্তন করুন। ৫৯—৬২। ব্রহ্মা কহিলেন, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া সপ্ত অযুত বৎসর কুরুক্ষেত্রে তপশ্চরণ এবং জ্যেষ্ঠে শুক্লদ্বাদশী দিনে উপবাসী থাকিয়া পুরুষোত্তম দর্শন করে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকফল প্রাপ্তি হয়। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! স্বর্গলোকলিপ্সু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ যত্নপূর্ব্বক সুসংযত হইয়া জ্যেষ্ঠ দ্বাদশীদিনে পুরুষোত্তম দর্শন করিবেন। তীর্থ-সেবী নরবর বিধিপূর্ব্বক পঞ্চতীর্থের সেবা করিবেন। এবং শুক্লদ্বাদশীতে পুরুষোত্তম দর্শন করিবেন। যাহারা দ্বাদশীতে অব্যয় দেব পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া কদাচ তথা হইতে ভ্রষ্ট

তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠে প্রযত্নেন গন্তব্যং ভো দ্বিজোত্তমাঃ
কৃত্বা তস্মিন্ পঞ্চতীর্থং দ্রষ্টব্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
সুদূরস্থোঽপি যো ভক্ত্যা কীর্তয়েৎ পুরুষোত্তমম্
অহন্যহনি শুদ্ধাত্মা সোঽপি বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ
যাত্রাং করোতি কৃষ্ণস্য শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ॥৭০
চক্রং দৃষ্ট্বা হরের্দূরাৎ প্রাসাদোপরি সংস্থিতম্।
সহসা মুচ্যতে পাপান্নরো ভক্ত্যা প্রণম্য তৎ ॥৭১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পুরুষোত্তমবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

আসীৎকালশ্চোগ্রতরঃ * সম্প্রবৃত্তে মহাক্ষয়ে।
নষ্টেঽর্কচন্দ্রে পবনে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১
উদিতে প্রলয়াদিত্যে প্রচণ্ডে ঘনগর্জ্জিতে।
বিদ্যুদুৎপাতসঙ্ঘাতৈঃ সম্ভগ্নে তরুপর্ব্বতে ॥ ২
লোকে চ সংহৃতে সর্ব্বে মহদুল্কানিবর্হণে।
শুষ্কেষু সর্ব্বতোয়েষু সরঃসু চ সরিৎসু চ ॥৩
ততঃ সংবর্ত্তকো বহ্নির্ব্বায়ুনা সহ ভো দ্বিজাঃ।
লোকং তু প্রাবিশৎ সর্ব্বমাদিত্যৈরুপশোভিতম্
পশ্চাৎ স পৃথিবীং ভিত্বা প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দেবদানবযক্ষাণাং ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥ ৫
নির্দ্দহন্নাগলোকঞ্চ যচ্চ কিঞ্চিৎক্ষিতাবিহ।
অধঃস্থান্মুনিশার্দ্দূলাঃ সর্ব্বং নাশয়তে ক্ষণাৎ ॥
ততো যোজনবিংশানাং সহস্রাণি শতানি চ।
নির্দহত্যাশুগো বায়ুঃ স চ সংবর্ত্তকোঽনলঃ।
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্।
ততো দহতি সন্দীপ্তঃ সর্ব্বমেব জগৎপ্রভুঃ ॥৮

হয় না। হে দ্বিজগণ! মহা জ্যেষ্ঠকালে যত্নের সহিত পুরুষোত্তমে গমন করা কর্ত্তব্য এবং গিয়া পঞ্চতীর্থ-কৃত্য অনুষ্ঠানের পর পুরুষোত্তম দর্শন করা বিধেয়। যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও প্রতিদিন শুদ্ধচিত্তে ভক্তি-ভরে পুরুষোত্তম নাম কীর্ত্তন করে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বিষ্ণুযাত্রা বিধান করে, তাহারও বিষ্ণুপ্রাপ্তি হয় এবং সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয়। পুরুষোত্তমের প্রাসাদোপরি যে চক্র আছে, মানব দূর হইতে উহা দর্শনপূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৬৩—৭১।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—পুরাকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, কাল অতি ভীষণ হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, স্থাবর জঙ্গম কিছুই ছিল না; তখন প্রলয়াদিত্য সমুদিত হইল। প্রচণ্ড ঘন-গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। বৈদ্যুতাগ্নিপাতে তরু-পর্ব্বত সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। লোক সকল বিনষ্ট হইয়া গেল। বৃহৎ বৃহৎ উল্কাপাত হইতে লাগিল। সরিৎসরোবরাদি সমস্ত জলাশয় শুষ্ক হইয়া গেল। হে দ্বিজগণ! ঐ সময় পবন ও প্রভাকর-সহযোগে ভীষণ সম্বর্ত্তক বহ্নি সর্ব্বত্র আবির্ভূত হইল। ঐ বহ্নি পরে পৃথিবী ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ-পূর্ব্বক দেব, দানব ও যক্ষদিগের মহা ভয় উৎপাদন করিল। তাহার প্রভাবে নাগ-লোক দগ্ধ হইল এবং এই ক্ষিতিতলে যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তও ভস্মীভূত হইয়া গেল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অধঃ ঊর্দ্ধ যেখানে যাহা ছিল, সকলই সেই বহ্নির প্রকোপে ক্ষণমধ্যে নষ্ট হইয়া গেল। তখন ক্ষিপ্র-গামী বায়ু ও সেই সম্বর্ত্তক অনল, অল্পকাল মধ্যেই শত শত সহস্র সহস্র যোজন স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিল। দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, উরগ, সমস্ত জগৎপ্রাণীই সেই প্রদীপ্ত সম্বর্ত্তক-পাবকে দগ্ধ হইয়া গেল।

* "আসীৎ কল্পে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ

প্রদীপ্তোঽসৌ মহারৌদ্রঃ কল্পাগ্নিরিতিসংশ্রুতঃ
মহাজ্বালো মহার্চ্চিষ্মান্ সম্প্রদীপ্তমহাস্বনঃ ॥ ৯
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো জ্বলন্নিব স তেজসা।
ত্রৈলোক্যং চাদহত্তূর্ণং সসুরাসুরমানুষম্ ॥১০
এবংবিধে মহাঘোরে মহাপ্রলয়দারুণে।
ঋষিঃ পরমধর্ম্মাত্মা ধ্যানযোগপরোঽভবৎ ॥
একঃ সন্তিষ্ঠতে বিপ্রা মার্কণ্ডেয়েতি বিশ্রুতঃ।
মোহরাশৈর্নিবদ্ধোঽসৌ ক্ষুৎতৃষ্ণাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
স দৃষ্ট্বা তং মহাবহ্নিং শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ।
তৃষ্ণার্ত্তঃ প্রস্খলন্ বিপ্রাস্তদাসৌ ভয়বিহ্বলঃ ॥১৩
বভ্রাম পৃথিবীং সর্ব্বাং কান্দিশীকো বিচেতনঃ।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্ বৈ ইতশ্চেতশ্চ ধাবতি ॥১৪
ন লেভে চ তদা শর্ম্ম যত্র বিশ্রাম্যতা দ্বিজাঃ।
করোমি কিং ন জানামি যস্যাহং শরণং ব্রজে

কথং পশ্যামি তং দেবং পুরুষেশং সনাতনম্ ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ দেবমেকাগ্রেণ সনাতনম্ ॥ ১৬
প্রাপ্তবাংস্তৎপদং দিব্যং মহাপ্রলয়কারণম্।
পুরুষেশমিতি খ্যাতং বটরাজং সনাতনম্ ॥
ত্বরাযুক্তো মুনিশ্চাসৌ ন্যগ্রোধস্যান্তিকং যযৌ।
আসাদ্য তং মুনিশ্রেষ্ঠাস্তস্য মূলে সমাবিশৎ ॥
ন কালাগ্নিভয়ং তত্র ন চাঙ্গারপ্রবর্ষণম্।
ন সংবর্ত্তাগমস্তত্র ন চ বজ্রাশনিস্তথা ॥ ১৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভূঋষিসংবাদে মার্কণ্ডেয়েন বটদর্শনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তড়িন্মালাবিভূষিতাঃ।
সমুত্তস্থুর্মহামেঘা নভস্যদ্ভুতদর্শনাঃ ॥ ১

আমরা শুনিয়াছি, ঐ কল্পাগ্নি অতি রৌদ্রাকারে প্রদীপ্ত হইতেছিল। উহা মহাজ্বাল, মহার্চ্চিষ্মান্ প্রদীপ্ত, ঘোরনিনাদী, কোটি সূর্য্যসঙ্কাশ, ও তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া সুরাসুর-নর-পরিবৃত সমগ্র ত্রৈলোক্য সহসা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। হে বিপ্রগণ! আমরা শুনিয়াছি, ঈদৃশ মহাঘোর মহা-প্রলয়-সঙ্কটে এক মাত্র পরমধর্ম্মা মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি মোহপাশে আবদ্ধ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। সেই মহাবহ্নি দর্শনে তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া তপস্যা হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং বিচেতনপ্রায় ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি কোথাও কোন ত্রাণকর্ত্তা প্রাপ্ত না হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎকালে মার্কণ্ডেয় ঋষি যেখানেই বিশ্রাম করেন, কোথাও সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এখন আমি কি করিব? কোথায় গিয়া কাহার শরণাপন্ন হইব? কিছুই জানিতে পারিতেছি না; কিরূপেই বা সেই সনাতন পুরুষোত্তম দেবকে অবলোকন করিব? এইরূপে একাগ্রতার সহিত মহাপ্রলয়কারণ সনাতন পরম পদ চিন্তা করত অদূরে পুরুষেশনামক এক শ্রেষ্ঠ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি ত্বরান্বিত হইয়া সেই ন্যগ্রোধ তরুর সমীপে গমন করিলেন এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় মূল দেশে উপবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, সেখানে কালাগ্নিভয়, অঙ্গার বর্ষণ, সম্বর্ত্তসমাগম বা বজ্রাশনিপাত কিছুই নাই। ১—১৯।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর তড়িন্মালামণ্ডিত গজেন্দ্রপ্রতিম অদ্ভুতাকার মহামেঘ সকল আকাশে সমুত্থিত হইল।

কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ।
কেচিৎকিঞ্জল্কসঙ্কাশাঃ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ
কেচিদ্ধরিতসঙ্কাশাঃ কাকাণ্ডসন্নিভাস্তথা।
কেচিৎ কমলপত্রাভাঃ কেচিদ্ধিঙ্গুলসন্নিভাঃ॥ ৩
কেচিৎপুরবরাকারাঃ কেচিদ্গিরিবরোপমাঃ।
কেচিদঞ্জনসঙ্কাশাঃ কেচিন্মরকতপ্রভাঃ॥ ৪
বিদ্যুন্মালাপিনদ্ধাঙ্গাঃ সমুত্তস্থুর্মহাঘনাঃ।
ঘোররূপা মহাভাগা ঘোরস্বননিনাদিতাঃ॥ ৫
ততো জলধরাঃ সর্বে সমাবৃণ্বন্নভস্তলম্।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপর্ব্বতবনাকরা॥ ৬
আপূরিতা দিশঃ সর্ব্বাঃ সলিলৌঘপরিপ্লুতাঃ।
ততস্তে জলদা ঘোরা বারিণা মুনিসত্তমাঃ॥৭
সর্ব্বতঃ প্লাবয়ামাসুশ্চোদিতাঃ পরমেষ্ঠিনা।
বর্ষমাণা মহাতোয়ং পূরয়ন্তো বসুন্ধরাম্॥ ৮
সুঘোরমশিবং রৌদ্রং নাশয়ন্তি স্ম পাবকম্॥
ততো দ্বাদশ বর্ষাণি পয়োদাঃ সমুপপ্লবে॥ ৯
ধারাভিঃ পূরয়ন্তো বৈ চোদ্যমানা মহাত্মনা।
ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাং বেলামতিক্রামন্তি ভো দ্বিজাঃ
পর্ব্বতাশ্চ ব্যশীর্য্যন্ত মহী চাপ্সু নিমজ্জতি।
সর্ব্বতঃ সুমহাভ্রান্তাস্তে পয়োদা নভস্তলম্॥ ১১
সংবেষ্টয়িত্বা নশ্যন্তি বায়ুবেগসমাহতাঃ।
ততস্তং মারুতং ঘোরং স বিষ্ণুর্মুনিসত্তমাঃ॥১২
আদিপদ্মালয়ো দেবঃ পীত্বা স্বপিতি ভো দ্বিজাঃ
তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে॥১৩
নষ্টে দেবাসুরনরে যক্ষরাক্ষসবর্জ্জিতে।
ততো মুনিঃ স বিশ্রান্তো ধ্যাত্বা চ পুরুষোত্তমম্
দদর্শ চক্ষুরুন্মীল্য জলপূর্ণাং বসুন্ধরাম্।
নাপশ্যত্তং বটং নোর্বীং ন দিগাদি ন ভাস্করম্
ন চন্দ্রার্কাগ্নিপবনং ন দেবাসুরপন্নগম্।
তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে তমোভূতে নিরাশ্রয়ে॥
নিমজ্জন স তদা বিপ্রাঃ সন্তর্তুমুপচক্রমে।

ঐ সকল মেঘের মধ্যে কতকগুলি নীলোৎপলবৎ শ্যামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদপ্রতিম, কতকগুলি কিঞ্জল্কতুল্য, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি হরিতাকার, কতকগুলি কাকাণ্ডনিভ, কতকগুলি পদ্মপলাশ-সঙ্কাশ, কতকগুলি হিঙ্গুলকান্তি, কতকগুলি পুরবরাকৃতি, কতকগুলি গিরিকল্প, কতকগুলি মরকতপ্রভ এবং কতকগুলির অঙ্গ বিদ্যুন্মালায় মণ্ডিত। হে মহাভাগগণ! ঐ সকল মহামেঘ গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে ঘোরাকারে সমুত্থিত হইল। তখন জলধরবৃন্দ একযোগে নভস্তল আবৃত করিল। এই সশৈল-কাননা সমস্ত ধরা ঐ সকল জলদজালে আপূরিত হইল। জলপ্রবাহে সর্ব্বদিক্ পরিপ্লুত হইয়া গেল। হে মুনিবরগণ! ঐ ঘোরাকৃতি জলদজাল বারিবর্ষণে সর্ব্বস্থান প্লাবিত করিয়া ফেলিল। পরমেষ্ঠী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহারা মহাজলবর্ষণে বসুন্ধরাকে পরিপূরিত করত অশিবজনক ভীষণ পাবক প্রশমিত করিয়া দিল। ঐ জলদবৃন্দ দ্বাদশবর্ষ যাবৎ বারিবর্ষণ করত অজস্র ধারাপাতনে মহীমণ্ডল প্লাবিত করিল। হে দ্বিজগণ! অনন্তর সমুদ্র সকল স্বীয় বেলা অতিক্রম করিল। পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইল। মহী মহাজলরাশিমধ্যে মগ্ন হইয়া গেল। পয়োদমণ্ডল নভস্তলের সর্ব্বস্থান পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মুহুর্মুহু ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে প্রবল বায়ুবেগে সমাহত হইয়া তাহারা বিনষ্ট হইয়া গেল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আদি পদ্মালয় দেবদেব বিষ্ণু তখন ঐ সকল ভীষণ মারুত পান করিয়া সেই ভয়াবহ একার্ণবে শয়ন করিলেন। স্থাবর জঙ্গম তখন নষ্ট হইয়া গেল। দেব-অসুর, যক্ষ-রাক্ষস, কাহারই অস্তিত্ব রহিল না। তৎকালে সেই মার্কণ্ডেয় মুনি বিশ্রামলাভান্তে পুরুষোত্তমকে ধ্যান করিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন, বসুন্ধরা জলে জলাকার হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার সেই আশ্রিত বটবৃক্ষ, উর্ব্বী, দিক্ প্রভৃতি, ভাস্কর, চন্দ্র, অগ্নি, পবনদেব, অসুর কিম্বা পন্নগ কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। সেই ঘোর একার্ণবে কোনই আশ্রয় নাই; সর্ব্বত্রই তমোরাশি পরিব্যাপ্ত। বিপ্রগণ! তৎকালে

বভ্রামাসৌ মুনিশ্চার্ত্ত ইতশ্চেতশ্চ সংপ্লবন ॥১৭
নিমমজ্জ তদা বিপ্রাস্ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি।
এবং তং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা কৃপয়া পুরুষোত্তমঃ।
প্রোবাচ মুনিশার্দ্দূলাস্তদা ধ্যানেন তোষিতঃ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

বৎস শ্রান্তোঽসি বালস্ত্বং ভক্তস্ত্বং মম সুব্রত।
আগচ্ছাগচ্ছ শীঘ্রং ত্বং মার্কণ্ডেয় মমান্তিকম্ ॥
মা ত্বয়ৈব চ ভেতব্যং সম্প্রাপ্তোঽসি মমাগ্রতঃ
মার্কণ্ডেয় মুনে ধীর বালস্ত্বং শ্রমপীড়িতঃ ॥২০

ব্রহ্মোবাচ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনিঃ পরমকোপিতঃ।
উবাচ স তদা বিপ্রা বিস্মিতশ্চাভবন্মুহুঃ ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কোঽয়ং নাম্না কীর্ত্তয়তি তপঃ পরিভবন্নিব।
বহুবর্ষসহস্রাখ্যং ধর্ষয়ন্নিব মে বপুঃ ॥ ২২
ন হ্যেষ সমুদাচারো দেবেষ্বপি সমাহিত।
মাং ব্রহ্মা স চ দেবেশো দীর্ঘায়ুরিতি ভাষতে
কস্তপো ঘোরশিরসো মমাদ্য ত্যক্তজীবিতঃ।
মার্কণ্ডেয়েতি চোক্ত্বা মন্মৃত্যুং গন্তুমিহেচ্ছতি

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা তদা বিপ্রাশ্চিন্তাবিষ্টোঽভবন্মুনিঃ।
কিং স্বপ্নোঽয়ং ময়া দৃষ্টঃ কিং বা মোহোঽয়মাগতঃ ॥২৫
ইত্থং চিন্তয়তস্তস্য উৎপন্না দুঃখহা মতিঃ।
ব্রজামি শরণং দেবং ভক্ত্যাহং পুরুষোত্তমম্ ॥
স গত্বা শরণং দেবং মুনিস্তদ্গতমানসঃ।
দদর্শ তং বটং ভূয়ো বিশালং সলিলোপরি ॥২৭
শাখায়াং তস্য সৌবর্ণং বিস্তীর্ণায়াং মহাদ্ভুতম্।
রুচিরং দিব্যপর্য্যঙ্কং রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৮
বজ্রবৈদূর্য্যরচিতং মণিবিদ্রুমশোভিতম্।
পদ্মরাগাদিভির্জুষ্টং রত্নৈরন্যৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৯

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ একার্ণবজলে মগ্ন হইয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। তিনি আর্ত্তভাবে জলোপরি ভাসিতে ভাসিতে বহুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেন। তখন তিনি কোন ত্রাণকর্ত্তাকেই প্রাপ্ত না হইয়া জলধিজলে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। তাঁহাকে তথাবিধ বিহ্বল দেখিয়া ধ্যানতোষিত পুরুষোত্তম কৃপাপূর্ব্বক বলিলেন, হে বৎস, সুব্রত! বালক তুমি—শ্রান্ত হইয়াছ; তুমি আমার ভক্ত। এস—মার্কণ্ডেয়! শীঘ্র তুমি মৎসমীপে আগমন কর। হে ধীর, মার্কণ্ডেয় মুনে! বালক তুমি; শ্রম-পীড়িত হইয়াছ; তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমারই নিকটে আসিয়াছ। ১—২০। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি অত্যন্ত কোপিত হইলেন এবং বিস্ময়ের সহিত বারম্বার বলিলেন,—কে অদ্য মদীয় তপোবলের প্রতি অনস্থা প্রকাশ করিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিল? এই ব্যক্তি আমার বহুসহস্র বর্ষব্যাপী জীবিতকালের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিল। এ প্রকার নৈতিক ব্যবহার কৈ দেবসমাজেও ত দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবদেব ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কোন্ বিগতজীবন ব্যক্তি অদ্য আমায় মার্কণ্ডেয় নামে ডাকিয়া নিজের মৃত্যু কামনা করিল? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! মার্কণ্ডেয় এই কথা কহিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন, ভাবিলেন,—ইহা কি আমি স্বপ্ন দেখিলাম? কিম্বা আমার মোহ উপস্থিত হইল? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার তখন দুঃখধ্বংসিনী মতি প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি স্থির করিলেন, আমি ভক্তিপূর্ব্বক পুরুষোত্তম দেবের শরণ গ্রহণ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই মুনিবর তদ্গতমনে পুরুষোত্তম দেবের শরণ লইলেন; দেখিলেন; সেই বটবৃক্ষ পুনর্ব্বার সলিলোপরি ভাসমান রহিয়াছে। তাহার বিশাল শাখায় পরমাদ্ভুত দিব্য সৌবর্ণ পর্য্যঙ্ক বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত আছে। ঐ পর্য্যঙ্ক হীরক, প্রবাল, মণি, মুক্তা, পদ্মরাগ ও অন্যান্য বিবিধ রত্নে সমলঙ্কৃত, নানা

নানাস্তরণসংবীতং নানারত্নোপশোভিতম্।
নানাশ্চর্য্যসমাযুক্তং প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্॥ ৩০
তস্যোপরি স্থিতং দেবং কৃষ্ণং বালবপুর্দ্ধরম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং দীপ্যমানং সুবর্চ্চসম্॥
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ৩২
বনমালাবৃতোরস্কং দিব্যকুণ্ডলধারিণম্।
হারভারার্পিতগ্রীবং দিব্যরত্নবিভূষিতম্॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা তদা মুনির্দেবং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
রোমাঞ্চিততনুর্দেবং প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ॥৩৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
অহো চৈকার্ণবে ঘোরে বিনষ্টে সচরাচরে।
কথমেকো হ্যয়ং বালস্তিষ্ঠত্যত্র সুনির্ভয়ঃ॥৩৫
ব্রহ্মোবাচ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ জানন্নপি মহামুনিঃ।
ন বুবোধ তদা দৈবং মায়য়া তস্য মোহিতঃ।
যদা ন বুবুধে চৈনং তদা খেদাদুবাচ হ॥ ৩৬
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বৃথা মে তপসো বীর্য্যং বৃথা জ্ঞানং বৃথা ক্রিয়া।
বৃথা মে জীবিতং দীর্ঘং বৃথা মানুষ্যমেব চ॥৩৭
যোঽহং সুপ্তং ন জানামি পর্য্যঙ্কে দিব্যবালকম্
ব্রহ্মোবাচ।
এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিপ্রঃ প্লবমানো বিচেতনঃ।
ত্রাণার্থং বিহ্বলশ্চাসৌ নির্ব্বেদং গতবাংস্তদা॥
ততো বালার্কসঙ্কাশং স্বমহিম্না ব্যবস্থিতম্।
সর্ব্বতেজোময়ং বিপ্রা ন শশাকাভিবীক্ষিতুম্॥
দৃষ্ট্বা তং মুনিমায়ান্তং স বালঃ প্রহসন্নিব।
প্রোবাচ মুনিশার্দ্দূলাস্তদা মেঘৌঘনিস্বনঃ॥ ৪১
শ্রীভগবানুবাচ।
বৎস জানামি শ্রান্তং ত্বাং ত্রাণার্থং মামুপস্থিতম্
শরীরং বিশ মে ক্ষিপ্রং বিশ্রামস্তে ময়োদিতঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
শ্রুত্বা স বচনং তস্য কিঞ্চিন্নোবাচ মোহিতঃ।

আস্তরণে আচ্ছন্ন, নানা আশ্চর্য্য দৃশ্যে পরিপূর্ণ ও প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত। সেই পর্য্যঙ্কোপরি বালকবপুঃ শ্রীকৃষ্ণ দেব অবস্থান করিতেছেন। তদীয় দেহপ্রভা কোটি সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল: তিনি সুবর্চ্চা, চতুর্ভুজ, সুন্দরাঙ্গ, পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র ও শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর; তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎস ও বনমালায় মণ্ডিত; তিনি দিব্য কুণ্ডলধারী; তদীয় গ্রীবাদেশ হারোজ্জ্বল; তিনি নানাবিধ দিব্য রত্নে রাজিত। মুনিবর মার্কণ্ডেয় সেই দেবদেবকে দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে রোমাঞ্চিতগাত্রে প্রণিপাতপুরঃসর বলিলেন, অহো! এই ঘোর একার্ণবজলে চরাচর সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বালক একাকী এখানে কিরূপে নির্ভয়ে রহিল? ব্রহ্মা কহিলেন, মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ব্যাপারে অভিজ্ঞ হইয়াও দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া কিছুই তখন বুঝিতে পারিলেন না। যখন তিনি একান্তই সে তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিলেন না, তখন খেদের সহিত বলিতে লাগিলেন, আমার তপোবল, জ্ঞান, ক্রিয়া, দীর্ঘ জীবন ও মনুষ্যত্ব সকলই বৃথা। কেননা, আমার ঐ সকল সত্ত্বেও আমি অদ্য এই পর্য্যঙ্কশায়ী দিব্য বালককে বিদিত হইতে পারিলাম না।২১—৩৮। ব্রহ্মা কহিলেন, মুনি মার্কণ্ডেয় অচেতনপ্রায় হইয়া ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই মহার্ণবজলে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি ত্রাণলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার তখন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। হে বিপ্রগণ! সেই বালক স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত, বালার্কপ্রতিম ও সর্ব্বতেজোময়। মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলেন না। তখন সেই বালক মুনিকে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া সহাস্য-আস্যে মেঘগম্ভীরস্বরে বলিলেন, বৎস! আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি শ্রান্ত হইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমার শরণাপন্ন হইয়াছ; শীঘ্র মদীয় শরীরে প্রবেশ কর; তাহাতে তোমার বিশ্রাম লাভ

বিবেশ বদনং তস্য বিবৃতং চাবশো মুনিঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়প্রলয়-দর্শনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

স প্রবিশ্যোদরে তস্য বালস্য মুনিসত্তমঃ।
দদর্শ পৃথিবীং কৃৎস্নাং নানাজনপদৈর্বৃতাম্ ॥১
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলোদধীন্।
দদর্শ তান্ সমুদ্রাংশ্চ জম্বুং প্লক্ষঞ্চ শাল্মলম্ ॥২
কুশং ক্রৌঞ্চঞ্চ শাকঞ্চ পুষ্করঞ্চ দদর্শ সঃ।
ভারতাদীনি বর্ষাণি তথা সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান্ ॥৩
মেরুঞ্চ সর্ব্বরত্নাঢ্যমপশ্যৎ কনকাচলম্।
নানারত্নান্বিতৈঃ শৃঙ্গৈর্ভূষিতং বহুকন্দরম্ ॥ ৪
নানামুনিজনাকীর্ণং নানাবৃক্ষবনাকুলম্।
নানাসত্ত্বসমাযুক্তং নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্ ॥ ৫
ব্যাঘ্রৈঃ সিংহৈর্বরাহৈশ্চ চামরৈর্মহিষৈর্গজৈঃ।
মৃগৈঃ শাখামৃগৈশ্চান্যৈর্ভূষিতং সুমনোহরম্ ॥৬
শক্রাদ্যৈর্বিবিধৈর্দেবৈঃ সিদ্ধচারণপন্নগৈঃ।
মুনিযক্ষাপ্সরোভিশ্চ বৃতৈশ্চান্যৈঃ সুরালয়ৈঃ ॥৭
এবং সুমেরুং শ্রীমন্তমপশ্যন্মুনিসত্তমঃ।
পর্য্যটন্ স তদা বিপ্রস্তস্য বালস্য চোদরে ॥ ৮
হিমবন্তং হেমকূটং নিষধং গন্ধমাদনম্।
শ্বেতঞ্চ দুর্দ্দরং নীলং কৈলাসং মন্দরং গিরিম্ ॥
মহেন্দ্রং মলয়ং বিন্ধ্যং পারিযাত্রং তথার্বুদম্।
সহ্যঞ্চ শুক্তিমন্তঞ্চ মৈনাকং বক্রপর্ব্বতম্ ॥ ১০
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো যাবন্তঃ পৃথিবীধরাঃ।
ততস্তাংস্তু মুনিশ্রেষ্ঠঃ সোঽপশ্যদ্রত্নভূষিতান্ ॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ পাঞ্চালান্ মৎস্যান্ মদ্রান স কেকয়ান্।
বাহ্লীকান্ শূরসেনাংশ্চ কাশ্মীরাংস্তঙ্গণান্ খসান্
পার্ব্বতীয়ান্ কিরাতাংশ্চ কর্ণপ্রাবরণান মরূন্।
অন্ত্যজানন্ত্যজাতীংশ্চ সোঽপশ্যত্তস্য চোদরে ॥
মৃগান শাখামৃগান্ সিংহান্ বরাহান্ সৃমরান্ শশান্।
গজাংশ্চান্যাংস্তথা সত্ত্বান্ সোঽপশ্যত্তস্য চোদরে
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গ্রামাশ্চ নগরাণি চ।

ঘটিবে। ব্রহ্মা কহিলেন, মুনিবর তাঁহার কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, মোহবশে বিবশ হইয়া তদীয় বিবৃত বদনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৯—৪৩ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয় সেই বালকের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে নানা জনপদ-পরিবৃতা সমগ্র মেদিনী, লবণ-ইক্ষু-সুরা-সর্পি-দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি সপ্ত জলধি, জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মল-কুশ ক্রৌঞ্চ-শাক ও পুষ্কর প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ, ভারতাদি নানা বর্ষ, নিখিল পর্ব্বত এবং যাহা—সর্ব্বরত্নময় কনকমণ্ডিত, বহু কন্দরযুত, নানা মুনিজনাকীর্ণ, নানা তরুপরিপূর্ণ, নানা সত্ত্বসম্পন্ন, নানাশ্চর্য্যময়, ব্যাঘ্র-সিংহ-বরাহ-মহিষ-গজ ও শাখামৃগগণে পরিবৃত, শক্রাদি সুরবৃন্দ ও সিদ্ধ চারণ-পন্নগ-মুনি-যক্ষ ও অপ্সরাগণে অধিষ্ঠিত, এবং অন্যান্য সুরালয়ে সমলঙ্কৃত, তথাবিধ সুমনোহর সুমেরুগিরি সন্দর্শন করিলেন। এইরূপে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বালকের উদরে বিচরণ করিতে করিতে সুমেরু, হিমবান, হেমকূট, গন্ধমাদন, শ্বেত, দর্দ্দুর, নীল, কৈলাস, মন্দর, মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য, পারিযাত্র অর্ব্বুদ, শুক্তিমান্, মৈনাক ও বক্র প্রভৃতি পর্ব্বত এবং অন্যান্য যাবতীয় মহীধর দর্শন করিলেন। হে মুনিবরগণ! এতদ্ভিন্ন কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মৎস্য, মদ্র, কেকয়, বাহ্লীক, শূরসেন, কাশ্মীর, তঙ্গণ, খস, পার্ব্বত্য, কিরাত, কর্ণপ্রাবরণ ও মরুদেশ এবং অন্ত্যজ, অনন্ত্যজ, প্রভৃতি জাতি, মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, সৃমর, শশ, গজ ও

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়ণং তথা॥ ১৫
শক্রাদীন্ বিবুধান্ শ্রেষ্ঠাংস্তথান্যাংশ্চ দিবৌকসঃ
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষানৃষীংশ্চৈব সনাতনান্॥১৬
দৈত্যদানবসঙ্ঘাংশ্চ নাগাংশ্চ মুনিসত্তমাঃ।
সিংহিকাতনয়াংশ্চৈব যে চান্যে সুরশত্রবঃ॥১৭
যৎকিঞ্চিত্তেন লোকেঽস্মিন্ দৃষ্টপূর্ব্বং চরাচরম্
অপশ্যৎ স তদা সর্ব্বং তস্য কুক্ষৌ দ্বিজোত্তমাঃ
অথবা কিং বহূক্তেন কীর্ত্তিতেন পুনঃপুনঃ।
ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং যৎকিঞ্চিৎ স চরাচরম্॥১৯
ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যমতলং বিতলং তথা॥ ২০
পাতালং সুতলঞ্চৈব তলাতলং রসাতলম্।
মহাতলঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডমপশ্যত্তস্য চোদরে॥ ২১
অব্যাহতা গতিস্তস্য তদাভূদ্দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রসাদাত্তস্য দেবস্য স্মৃতিলোপশ্চ নাভবৎ॥২২
ভ্রমমাণস্তদা কুক্ষৌ কৃৎস্নং জগদিদং দ্বিজাঃ।
নান্তং জগাম দেহস্য তস্য বিষ্ণোঃ কদাচন॥ ২৩
যদাসৌ নাগতশ্চান্তং তস্য দেহস্য ভো দ্বিজাঃ
তদা তং বরদং দেবং শরণং গতবান্ মুনিঃ॥২৪
ততোঽসৌ সহসা বিপ্রা বায়ুবেগেন নিঃসৃতঃ
মহাত্মনো মুখাত্তস্য বিবৃতাৎ পুরুষস্য সঃ॥ ২৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়স্য ভগবৎকুক্ষিপরিবর্ত্তনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪॥

অন্যান্য সত্ত্ব, এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ, গ্রাম, নগর, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ক্রয়, বিক্রয়, ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠদেব, অন্যান্য দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, ঋষি, দৈত্য, দানব, নাগ, এবং সিংহিকানন্দনগণ, ও অন্যান্য সুরশত্রুগণ সমস্তই সেই বালকের উদরে তিনি দেখিতে পাইলেন। অধিক কি, জগতে যে কিছু চরাচর পদার্থ পূর্ব্বে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সে সকলই তিনি সেই বালকের কুক্ষিমধ্যে দেখিলেন। ১—১৮। অথবা পুনঃ পুনঃ অধিক বলিয়া কি হইবে? ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত যে কিছু চরাচর, সকলই সে উদরে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, মহর্লোক, জন তপ ও সত্যলোক, অতল, বিতল, পাতাল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল এবং ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই তদীয় উদরে তিনি দেখিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তৎকালে তাঁহার গতি অব্যাহত হইল এবং সেই দেবদেবের প্রসাদে স্মরণ শক্তি লোপ পাইল না। হে দ্বিজগণ! মুনিবর তদীয় উদরস্থ সকল জগতে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু সেই বিষ্ণুদেহের অন্ত তিনি কোন কালেই পাইলেন না। হে দ্বিজগণ। যখন তিনি কোনরূপেই তাহার অন্ত পাইতে পারিলেন না, তখন সেই বরদ দেবদেবের শরণাপন্ন হইলেন। শরণ লইবার পর-মুহূর্ত্তেই সেই মহাপুরুষের বিবৃত মুখবিবর হইতে সহসা মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডের বহির্গত হইয়া পড়িলেন। ১৯—২৫।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

স নিষ্ক্রম্যোদরাত্তস্য বালস্য মুনিসত্তমাঃ।
পুনশ্চৈকার্ণবামুর্ব্বীমপশ্যজ্জনবর্জ্জিতাম্॥ ১
পূর্ব্বদৃষ্টঞ্চ তং দেবং দদর্শ শিশুরূপিণম্।
শাখায়াং বটবৃক্ষস্য পর্য্যঙ্কোপরি সংস্থিতম্॥ ২
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মুনিপ্রবর মার্কণ্ডেয় সেই বালকের উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় জনপ্রাণি-হীন একার্ণবীকৃত উর্ব্বীকে অবলোকন করিলেন এবং সেই বটতরুর শাখাস্থ পর্য্যঙ্কোপরি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট শিশুরূপী দেবদেবকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—সেই

জগদাদায় তিষ্ঠন্তং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥ ৩
সোঽপি তং মুনিমায়ান্তং প্লবমানমচেতনম্।
দৃষ্ট্বা মুখাদ্বিনিষ্ক্রান্তং প্রোবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৪
শ্রীভগবানুবাচ।
কচ্চিত্ত্বয়োষিতং বৎস বিশ্রান্তঞ্চ মমোদরে।
ভ্রমমাণশ্চ কিং তত্র আশ্চর্য্যং দৃষ্টবানসি ॥ ৫
ভক্তোঽসি মে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রান্তোঽসি চ মমাশ্রিতঃ
তেন ত্বামুপকারায় সম্ভাষে পশ্য মামিহ ॥ ৬
ব্রহ্মোবাচ।
শ্রুত্বা স বচনং তস্য সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
দদর্শ তং সুদুষ্প্রেক্ষ্যং রত্নৈর্দিব্যৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭
প্রসন্না নির্ম্মলা দৃষ্টির্মুহূর্ত্তাত্তস্য ভো দ্বিজাঃ।
প্রসাদাত্তস্য দেবস্য প্রাদুর্ভূতা পুনর্নবা ॥ ৮
রক্তাঙ্গুলিতলৌ পাদৌ ততস্তস্য সুরার্চ্চিতৌ।
প্রণম্য শিরসা বিপ্রা হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৯
কৃতাঞ্জলিস্তদা হৃষ্টো বিস্মিতশ্চ পুনঃপুনঃ।
দৃষ্ট্বা তং পরমাত্মানং সংস্তোতুমুপচক্রমে ॥ ১০
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
দেবদেব জগন্নাথ মায়াবালবপুর্দ্ধর।
ত্রাহি মাং চারুপদ্মাক্ষ দুঃখিতং শরণাগতম্ ॥ ১১
সন্তপ্তোঽস্মি সুরশ্রেষ্ঠ সংবর্ত্তাখ্যেন বহ্নিনা।
অঙ্গারবর্ষভীতঞ্চ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১২
শোষিতশ্চ প্রচণ্ডেন বায়ুনা জগদায়ুনা।
বিহ্বলোঽহং তথা শ্রান্তস্ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥
তাপিতশ্চ তথাদিত্যৈঃ প্রলয়াবর্ত্তকাদিভিঃ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামি ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১
তৃষিতশ্চ ক্ষুধাবিষ্টো দুঃখিতশ্চ জগৎপতে।
ত্রাতারং নাত্র পশ্যামি ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥
অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে বিনষ্টে সচরাচরে।
ন চান্তমধিগচ্ছামি ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১৬
তবোদরে চ দেবেশ ময়া দৃষ্টং চরাচরম্।
বিস্মিতোঽহং বিষণ্ণশ্চ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীবৎসবক্ষ, পীতবাসা, চতুর্ভুজ দেব, জগৎ কবলিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এ দিকে সেই বালকবপু শ্রীকৃষ্ণও মুনিকে স্বীয় মুখবিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভাসিয়া আসিতে দেখিলেন, দেখিয়া হাস্য সহকারে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার উদরে বাস করিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছ কি? এবং তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে কোন আশ্চর্য্য তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভক্ত; শ্রান্ত হইয়া আমায় তুমি আশ্রয় করিয়াছ; তাই তোমার উপকারের নিমিত্ত তোমায় বলি, তুমি এখন আমায় অবলোকন কর। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া মুনিবর প্রহর্ষে পুলকিত হইলেন এবং সেই রত্নালঙ্কার-মণ্ডিত দুর্লক্ষ্য পুরুষকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। হে দ্বিজগণ! মুহূর্ত্ত মধ্যে তদীয় দৃষ্টি বিমল ও প্রসন্ন হইল। সেই দেবদেবের প্রসাদে তাঁহার দৃষ্টি যেন পুনরায় নবীভূত হইয়া প্রকাশ পাইল। হে বিপ্রগণ! মুনিবর মার্কণ্ডেয় ভগবানের রক্তাঙ্গুলিদল-মণ্ডিত সুরসেবিত পাদদ্বয়ে প্রণিপাতপূর্ব্বক যুক্তকরে বারম্বার বিস্ময়-সহকারে হর্ষগদ্গদ-বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১০। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে জগন্নাথ, মায়া-বালকবপুঃ, চারুপদ্মাক্ষ, দেবদেব! আমি শরণাগত, দুঃখিত, আমায় তুমি ত্রাণ কর। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি সম্বর্ত্ত-নামক বহ্নির প্রভাবে সন্তপ্ত হইয়াছি. অঙ্গারবর্ষণে ভীত হইয়াছি, হে পুরুষোত্তম! আমায় তুমি পরিত্রাণ কর। আমি অতি প্রচণ্ড জগদায়ু বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া বিহ্বল ও শ্রান্ত হইয়াছি, প্রলয়ের আদিত্য ও আবর্ত্তকাদি দ্বারা তাপিত হইয়া কোথাও কিঞ্চিৎ শান্তি পাইতেছি না, হে পুরুষোত্তম! আমায় ত্রাণ কর। হে জগৎপতে! আমি তৃষিত, ক্ষুধাবিষ্ট ও দুঃখিত হইয়া কাহাকেও আর ত্রাণকর্ত্তা দেখিতেছি না; পুরুষোত্তম! তুমি আমায় ত্রাণ কর। হে দেবেশ! তোমার উদরে এই চরাচর সমস্ত বস্তু আমি দেখিয়াছি, দেখিয়া বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়াছি;

সংসারেঽস্মিন্নিরালম্বে প্রসীদ পুরুষোত্তম।
প্রসীদ বিবুধশ্রেষ্ঠ প্রসীদ বিবুধপ্রিয় ॥ ১৮
প্রসীদ বিবুধাং নাথ প্রসীদ বিবুধালয়।
প্রসীদ সর্ব্বলোকেশ জগৎকারণকারণ ॥ ১৯
প্রসীদ সর্ব্বকৃদ্দেব প্রসীদ মম ভূধর।
প্রসীদ সলিলাবাস প্রসীদ মধুসূদন ॥ ২০
প্রসীদ কমলাকান্ত প্রসীদ ত্রিদশেশ্বর।
প্রসীদ কংসকেশিঘ্ন প্রসীদারিষ্টনাশন ॥ ২১
প্রসীদ কৃষ্ণ দৈত্যঘ্ন প্রসীদ দনুজান্তক।
প্রসীদ মথুরাবাস প্রসীদ যদুনন্দন ॥ ২২
প্রসীদ শক্রাবরজ প্রসীদ বরদাব্যয়।
ত্বং মহী ত্বং জলং দেব ত্বমগ্নিস্ত্বং সমীরণঃ ॥২৩
ত্বং নভস্ত্বং মনশ্চৈব ত্বমহঙ্কার এব চ।
ত্বং বুদ্ধিঃ প্রকৃতিশ্চৈব সত্ত্বাদ্যাস্ত্বং জগৎপতে ॥
পুরুষস্ত্বং জগদ্ব্যাপী পুরুষাদপি চোত্তমঃ।
ত্বমিন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি শব্দাদ্যা বিষয়া প্রভো ॥ ২৫
ত্বং দিক্পালাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ বেদা যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ
ত্বমিন্দ্রস্ত্বং শিবো দেবস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশনঃ ॥
ত্বং যমঃ পিতৃরাড়্দেব ত্বং রক্ষোঽধিপতিঃ স্বয়ম্
বরুণস্ত্বমপাং নাথ ত্বং বায়ুস্ত্বং ধনেশ্বরঃ ॥ ২৭
ত্বমীশানস্ত্বমনন্তস্ত্বং গণেশশ্চ ষণ্মুখঃ।
বসবস্ত্বং তথা রুদ্রাস্ত্বমাদিত্যাশ্চ খেচরাঃ ॥ ২৮
দানবাস্ত্বং তথা যক্ষাস্ত্বং দৈত্যাঃ সমরুদ্গণাঃ।
সিদ্ধাশ্চাপ্সরসো নাগা গন্ধর্ব্বাস্ত্বং সচারণাঃ ॥
পিতরো বালখিল্যাশ্চ প্রজানাং পতয়োঽচ্যুত
মুনয়স্ত্বমৃষিগণাস্ত্বমশ্বিনৌ নিশাচরাঃ ॥ ৩০
অন্যাশ্চ জাতয়স্ত্বং হি যৎকিঞ্চিজ্জীবসংজ্ঞিতম্।
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন ব্রহ্মাদিস্তম্বগোচরম্ ॥৩১
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্বং জগৎ সচরাচরম্।
যত্তে রূপং পরং দেব কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মাদ্যাস্তন্ন জানন্তি কথমন্যেঽল্পমেধসঃ।
দেব শুদ্ধস্বভাবোঽসি নিত্যস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ
অব্যক্তঃ শাশ্বতোঽনন্তঃ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ।
ত্বমাকাশঃ পরঃ শান্তো অজস্ত্বং বিভুরব্যয়ঃ ॥৩৪
এবং ত্বাং নির্গুণং স্তোতুং কঃ শক্নোতি নিরঞ্জনম্।

হে পুরুষোত্তম! আমায় তুমি ত্রাণ কর। এই আশ্রয়বিহীন সংসারে আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। হে বিবুধশ্রেষ্ঠ, বিবুধপ্রিয়, বিবুধনাথ, বিবুধালয়, সর্ব্বলোকেশ, জগৎ-কারণ কারণ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও হে সর্ব্বকৃৎ, ভূধর, সলিলাবাস, মধুসূদন, কমলা-কান্ত, ত্রিদশেশ্বর, কংসকেশিঘ্ন, অরিষ্টনাশন, দৈত্যঘ্ন, দনুজান্তক, কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হও। হে মথুরাবাস, যদুনন্দন, ইন্দ্রাবরজ, বরদ, অব্যয়! প্রসন্ন হও। হে দেব! তুমি মহী, জল, অগ্নি, সমীরণ, আকাশ ও নভস্তল এবং মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, সত্ত্বাদিগুণ, জগদ্ব্যাপী পুরুষ, পুরুষ হইতে উত্তম পুরুষ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, শব্দাদি বিষয়, দিক্, কাল, ধর্ম্ম, বেদ, সদক্ষিণ যজ্ঞ, ইন্দ্র, শিব, হবি, হুতাশন, পিতৃরাট্, যম, রাক্ষসাধি-পতি, জলপতি বরুণ, বায়ু, ধনেশ্বর, ঈশান, অনন্ত, গণেশ, ষণ্মুখ, বসু, রুদ্র, আদিত্য, খেচর, দানব, যক্ষ, দৈত্য, মরুদ্গণ, সিদ্ধ, অপ্সরা, নাগ, গন্ধর্ব্ব, চারণ, পিতৃগণ, বালখিল্যগণ, প্রজাপতিগণ, মুনিগণ, ঋষি-গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নিশাচরগণ, এবং অন্যান্য যে কিছু জাতি ও জীবসংজ্ঞক সকলই তুমি। অধিক কি ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যে কিছু আছে, সকলই তুমি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সমস্ত কাল ও কালিক ব্যবহার সকলই তুমি। হে দেব! তোমার যে কূটস্থ অচল ধ্রুব পরম রূপ, ব্রহ্মাদি দেব-গণই তাহা জানেন না; সুতরাং মাদৃশ অল্পমেধা জন, কি করিয়া তাহ বিদিত হইবে? হে দেব! তুমি শুদ্ধস্বভাব নিত্য, প্রকৃতির অতীত, অব্যক্ত, শাশ্বত, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, মহেশ্বর, পরম শান্ত, আকাশ, অজ, অব্যয়, বিভু; তুমি নির্গুণ ও নিরঞ্জন পুরুষ; কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ? হে

।১যন্ময়া দেব বিকলেনাল্পচেতসা।
তৎ সর্ব্বং দেবদেবেশ। ক্ষন্তুমর্হসি চাব্যয় ॥ ৩৫
ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুঋষিসংবাদে ভগবৎস্তব-
নিরূপণং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
ইত্থং স্তুতস্তদা তেন মার্কণ্ডেয়েন ভো দ্বিজাঃ।
প্রীতঃ প্রোবাচ ভগবান্মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥১
শ্রীভগবানুবাচ।
ব্রূহি কামং মুনিশ্রেষ্ঠ যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
দদামি সর্ব্বং বিপ্রর্ষে মত্তো যদভিবাঞ্ছসি ॥ ২
ব্রহ্মোবাচ।
শ্রুত্বা স বচনং বিপ্রাঃ শিশোস্তস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো মুনিস্তদ্গতমানসঃ ॥ ৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেব ত্বাং মায়াং বৈ তব চোত্তমাম্
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশ স্মৃতির্ন পরিহীয়তে ॥৪
দ্রুতমন্তঃ শরীরেণ সততং পর্য্যবর্ত্তিতম্।
ইচ্ছামি পুণ্ডরীকাক্ষ জ্ঞাতুং ত্বামহমব্যয়ম্ ॥ ৫
ইহ ভূত্বা শিশুঃ সাক্ষাৎ কিং ভবানবতিষ্ঠতে।
পীত্বা জগদিদং সর্ব্বমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬
কিমর্থঞ্চ জগৎ সর্ব্বং শরীরস্থং তবানঘ।
কিয়ন্তঞ্চ ত্বয়া কালমিহ স্থেয়মরিন্দম ॥ ৭
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেবেশ ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ বিস্তরেণ যথাতথম্।
মহদেতদচিন্ত্যঞ্চ যদহং দৃষ্টবান্ প্রভো ॥ ৮
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তদা তেন দেবদেবো মহাদ্যুতিঃ।
সান্ত্বয়ন্ স তদা বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৯
শ্রীভগবানুবাচ।
কামং দেবাশ্চ মাং বিপ্র নহি জানন্তি তত্ত্বতঃ।
তব প্রীত্যা প্রবক্ষ্যামি যথেদং বিসৃজাম্যহম্ ॥

দেব! আমি অল্পচেতা হইয়া তোমার এই যে কিঞ্চিৎ স্তব করিলাম, ইহার যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তৎসমস্ত—হে দেব-দেবেশ! তুমি ক্ষমা কর। ১১—৩৫।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজগণ! তৎকালে মার্কণ্ডেয় মুনি কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া ভগবান্ প্রীত হইলেন এবং মেঘ-গম্ভীর-স্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তোমার মনোভীষ্ট কি, তাহা প্রকাশ কর, আমি তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! সেই মহাত্মা শিশুর কথা শ্রবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি পরম প্রীত হইয়া তদ্গতমনে বলিলেন, হে দেব! ভবদীয় উত্তম মায়া আমি জানিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতিশক্তি যেন বিলুপ্ত হয় না। আমি তোমার অন্তরে অতি দ্রুত ভ্রমণ করিয়াছি। হে পুণ্ডরী-কাক্ষ! তুমি কে? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি! তুমি এখানে শিশুরূপে এই সকল জগৎ পান করিয়া কেন অবস্থান করিতেছ, তাহা আমায় বল। হে অনঘ! এই নিখিল জগৎ ভবদীয় দেহে কেন রহিয়াছে, আর কত কালই বা তুমি এখানে এইরূপে অবস্থান করিবে? হে অরিন্দম, দেবদেব! এ সকল আমি তোমার নিকট হইতে বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। হে কমল-পত্রাক্ষ! আমি যাহা দেখিলাম, তাহা মহৎ এবং অচিন্তনীয়। ১—৮। ব্রহ্মা কহিলেন, মার্কণ্ডেয় এই কথা কহিলে, মহাবক্তা মহা-দ্যুতি দেবদেব তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দান-পূর্ব্বক বলিলেন, হে বিপ্র! দেবগণও আমায় সম্যক্‌রূপে জানেন না; আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া—যেরূপে আমি এ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা তোমায় বলিতেছি। হে

পিতৃভক্তোঽসি বিপ্রর্ষে মামেব শরণং গতঃ।
ততো দৃষ্টোঽস্মি তে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তে মহৎ ॥ ১১
আপো নারা ইতি পুরা সংজ্ঞাকর্ম্ম কৃতং ময়া।
তেন নারায়ণোঽহস্ম্যুক্তো মম তাস্বয়নং সদা ॥
অহং নারায়ণো নাম প্রভবঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
বিধাতা সর্ব্বভূতানাং সংহর্ত্তা চ দ্বিজোত্তম॥১৩
অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রশ্চাপি সুরাধিপঃ।
অহং বৈশ্রবণো রাজা যমঃ প্রেতাধিপস্তথা ॥১৪
অহং শিবশ্চ সোমশ্চ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
অহং ধাতা বিধাতা চ যজ্ঞশ্চাহং দ্বিজোত্তমঃ ॥
অগ্নিরাস্যং ক্ষিতিঃপাদৌ চন্দ্রাদিত্যৌ চ লোচনে
দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং দিশঃ শ্রোত্রে তথাপঃ স্বেদসম্ভবাঃ
সদিশঞ্চ নভঃ কায়ো বায়ুর্ম্মনসি মে স্থিতঃ।
ময়া ক্রতুশতৈরিষ্টং বহুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ১৭
যজন্তে বেদবিদুষো মাং দেবযজনে স্থিতম্।
পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়েন্দ্রাশ্চ পার্থিবাঃ স্বর্গকাঙ্ক্ষিণঃ
যজন্তে মাং তথা বৈশ্যাঃ স্বর্গলোকজিগীষবঃ।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্তাং মেরুমন্দরভূষণাম্ ॥ ১৯
শেষো ভূত্বাহমেকো হি ধারয়ামি বসুন্ধরাম্
বারাহং রূপমাস্থায় মমেয়ং জগতী পুরা ॥ ২০
মজ্জমানা জলে বিপ্র বীর্য্যেণাস্মি সমুদ্ধৃতা।
অগ্নিশ্চ বাড়বো বিপ্র ভূত্বাহং দ্বিজসত্তম ॥ ২১
পিবাম্যপঃ সমাবিষ্টস্তাশ্চৈব বিসৃজাম্যহম্।
ব্রহ্ম বক্তুং ভুজৌ ক্ষত্রমূরূ মে সংশ্রিতা বিশঃ ॥
পাদৌ শূদ্রা ভবন্তীমে বিক্রমেণ ক্রমেণ চ।
ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ যজুর্ব্বেদস্ত্বথর্ব্বণঃ ॥ ২৩
মত্তঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যেতে মামেব প্রবিশন্তি চ।
যতয়ঃ শান্তিপরমা যতাত্মানো বুভুৎসবঃ ॥ ২৪
কামক্রোধদ্বেষমুক্তা নিঃসঙ্গা বীতকল্মষাঃ।
সত্ত্বস্থা নিরহঙ্কারা নিত্যমধ্যাত্মকোবিদাঃ ॥ ২৫
মামেব সততং বিপ্রাশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে।
অহং সংবর্ত্তকো জ্যোতিরহং সংবর্ত্তকোঽনলঃ
অহং সংবর্ত্তকঃ সূর্য্যস্ত্বহং সংবর্ত্তকোঽনিলঃ।

বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, বিশেষতঃ আমার শরণাগত; তাই তোমার প্রতি আমি তুষ্ট। তোমার যে অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্য, তাহাও আমার বিদিত। পুরাকালে আমি জলের 'নার' এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করি; সেই জন্য আমার নাম নারায়ণ। সেই নারসকল সদাই আমার অয়ন; আমি নারায়ণ নামে সকলেরই প্রভব। আমি অব্যয় শাশ্বত, সর্ব্বভূতের বিধাতা ও সৃষ্টি-কর্ত্তা। আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৈশ্রবণ, প্রেতপতি যমরাজ, শিব, সোম, প্রজাপতি কশ্যপ, ধাতা, বিধাতা, ও যজ্ঞ। অগ্নি আমার মুখ; ক্ষিতি আমার পাদদ্বয়; চন্দ্রার্ক লোচন; ঊর্দ্ধভূমি মস্তক; আকাশ ও দিক্ শ্রোত্র; জলরাশি স্বেদসঞ্চয়; দিক্ ও নভঃ কায়; বায়ু আমার চিত্তস্থ; আমি শত শত দক্ষিণান্বিত ক্রতুসমূহ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছি, বেদবিদ্গণ আমাকেই অর্চ্চনা করেন; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজগণ স্বর্গ-কামনায় এবং জিগীষু বৈশ্যগণ স্বর্গলোক-জিগীষায় আমাকে পূজা করিয়া থাকেন। এই মেরুমন্দরভূষণা চতুরুদধি-পর্য্যন্তা বসুন্ধরাকে আমিই শেষমূর্ত্তি হইয়া ধারণ করি; পুরাকালে এই জলমগ্না বসুধাকে আমিই বরাহরূপ ধরিয়া বীর্য্যবলে উদ্ধার করিয়াছিলাম। হে বিপ্র! বাড়বাখ্য অগ্নি হইয়া আমি জলরাশি পান করি, আবার তাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ আমার মুখ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আমার ভুজ ও উরু এবং শূদ্র আমার পদ। ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, ও অথর্ব্ববেদ এই চতুর্ব্বেদ আমা হইতেই প্রাদু-র্ভূত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হয়। যাঁহারা সমগুণাবলম্বী, যতাত্মা, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কাম-ক্রোধ-দ্বেষ-বিরহিত, সঙ্গহীন, নিষ্পাপ, সত্ত্ব-স্থিত, নিরহঙ্কার, ও নিয়ত অধ্যাত্ম-কোবিদ, তথাবিধ বিপ্রবর্গ তন্ময় ভাবনায় আমারই উপাসনা করেন। আমিই সম্বর্ত্তকাখ্য জ্যোতি, আমিই সম্বর্ত্তকনামক অনল।৯—২৬। আমিই সম্বর্ত্তক সূর্য্য এবং সম্বর্ত্তক অনিল।

তারারূপাণি দৃশ্যন্তে যান্যেতানি নভস্তলে ॥২৭
মম বৈ রোমকূপাণি বিদ্ধি ত্বং দ্বিজসত্তম।
রত্নাকরাঃ সমুদ্রাশ্চ সর্ব্ব এব চতুর্দ্দিশঃ ॥ ২৮
বসনং শয়নঞ্চৈব নিলয়ঞ্চৈব বিদ্ধি মে।
কামঃ ক্রোধশ্চ হর্ষশ্চ ভয়ং মোহস্তথৈব চ ॥ ২৯
মমৈব বিদ্ধি রূপাণি সর্ব্বাণ্যেতানি সত্তম।
প্রাপ্নুবন্তি নরা বিপ্র যৎকৃত্বা কর্ম্ম শোভনম্ ॥
সত্যং দানং তপশ্চোগ্রমহিংসাং সর্ব্বজন্তুষু।
মদ্বিধানেন বিহিতা মম দেহবিচারিণঃ ॥ ৩১
ময়াভিভূতবিজ্ঞানাশ্চেষ্টয়ন্তি ন কামতঃ।
সম্যগ্বেদমধীয়ানা যজন্তো বিবিধৈর্ম্মখৈঃ ॥ ৩২
শান্তাত্মানো জিতক্রোধাঃ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজাতয়ঃ
প্রাপ্তুং শক্যো ন চৈবাহং নরৈর্দুষ্কৃতকর্ম্মভিঃ ॥
লোভাভিভূতৈঃ কৃপণৈরনার্য্যৈরকৃতাত্মভিঃ।
তস্মাং মহাফলং বিদ্ধি নরাণাং ভাবিতাত্মনাম্
সুদুষ্প্রাপং বিমূঢ়ানাং মাং কুযোগনিষেবিণাম্।
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি সত্তম ॥ ৩৫
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
দৈত্যা হিংসানুরক্তাশ্চ অবধ্যাঃ সুরসত্তমৈঃ ॥
রাক্ষসাশ্চাপি লোকেঽস্মিন্ যদোৎপৎস্যন্তি দারুণাঃ।
তদাহং সম্প্রসূয়ামি গৃহেষু পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৭
প্রবিষ্টো মানুষং দেহং সর্ব্বং প্রশময়াম্যহম্।
সৃষ্ট্বা দেবমনুষ্যাংশ্চ গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসান্ ॥৩৮
স্থাবরাণি চ ভূতানি সংহরাম্যাত্মমায়য়া।
কর্ম্মকালে পুনর্দেহমনুচিন্ত্য সৃজাম্যহম্ ॥ ৩৯
আবিশ্য মানুষং দেহং মর্য্যাদাবন্ধকারণাৎ।
শ্বেতঃ কৃতযুগে ধর্ম্মঃ শ্যামস্ত্রেতাযুগে মম ॥ ৪০
রক্তো দ্বাপরমাসাদ্য কৃষ্ণঃ কলিযুগে তথা।
ত্রয়ো ভাগা হ্যধর্ম্মস্য তস্মিন্কালে ভবন্তি চ ॥
অন্তকালে চ সম্প্রাপ্তে কালো ভূত্বাতিদারুণঃ।
ত্রৈলোক্যং নাশয়াম্যেকঃ সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥

ঐ যে নভস্তলে তারকা সকল দৃষ্ট হইতেছে, হে দ্বিজসত্তম! উঁহাদিগকে মদীয় রোমকূপ বলিয়াই জানিবে। রত্নাকর সাগর, দিক্-চতুষ্টয়, বসন; শয়ন, নিলয়, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়, ও মোহ—হে সত্তম! এ সকল আমারই রূপ বলিয়া জানিবে। নরগণ যে সত্য, দান, উগ্র তপস্যা ও সর্ব্বভূতে অহিংসা প্রভৃতি কর্ম্মাচরণে মঙ্গল লাভ করে, আমিই তাহার মূল। দেহধারী সকল আমারই বিধানে বিহিত; আমারই মায়ায় তাহাদের তত্ত্ববিজ্ঞান তিরোহিত এবং আমারই ইচ্ছায় তাহারা চালিত। যাঁহারা সম্যগ্‌রূপে বেদাধ্যয়ন, ও বিবিধ যজ্ঞের অর্চ্চনা করেন, সেই সকল শান্তচিত্ত জিতক্রোধ দ্বিজাতিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দুষ্কতকারী নরগণ আমায় কদাচ লাভ করিতে পারে না এবং যাহারা লোভাভিভূত, কৃপণ, অনার্য্য ও অকৃতাত্মা, তাহারাও আমায় পায় না। ভাবিতাত্মা নরগণের যে মহাফল প্রাপ্য হইয়া থাকে, তাহা আমিই। পরন্তু কুযোগি-সেবী বিমূঢ়গণের আমি দুষ্প্রাপ্য। হে সত্তম! যে যে কালে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে, সেই সেই সময়েই আমি আবির্ভূত হইব। যৎকালে দৈত্যগণ হিংসাপরায়ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য হইয়া উঠিবে এবং দারুণপ্রকৃতি রাক্ষসেরা উৎপন্ন হইবে, তখন আমি পুণ্যকর্ম্মাদিগের গৃহে মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিব এবং সর্ব্ববাধা প্রশমিত করিয়া দিব। আমি দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ও চরাচর নিখিল বস্তু সৃষ্টি করিয়া পুনরায় আত্মমায়ায় তৎতাবৎ সংহার করিয়া থাকি। কর্ম্মকালে আবার দেহানুচিন্তায় ঐ সকল সৃষ্টি করি। ধর্ম্মমর্য্যাদা স্থাপনের জন্য আমিই মানুষদেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকি। সত্যযুগে মদীয় ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্বেত, ত্রেতাযুগে শ্যাম, দ্বাপরে রক্ত এবং কলিযুগে কৃষ্ণ। এই শেষোক্ত যুগে তিন ভাগই অধর্ম্ম। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে আমিই অতি দারুণ কাল হইয়া একাকী সমস্ত চরাচর ত্রৈলোক্য সংহার

অহং ত্রিধর্ম্মা বিশ্বাত্মা সর্ব্বলোকসুখাবহঃ।
অভিন্নঃ সর্ব্বগোঽনন্তো হৃষীকেশ উরুক্রমঃ॥
কালচক্রং নয়াম্যেকো ব্রহ্মরূপং মমৈব তৎ।
শমনং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতকৃতোদ্যমম্॥ ৪
এবং প্রণিহিতঃ সম্যঙ্মমাত্মা মুনিসত্তম।
সর্ব্বভূতেষু বিপ্রেন্দ্র ন চ মাং বেত্তি কশ্চন॥৪৫
সর্ব্বলোকে চ মাং ভক্তাঃ পূজয়ন্তি চ সর্ব্বশঃ।
যচ্চ কিঞ্চিত্ত্বয়া প্রাপ্তং ময়ি ক্লেশাত্মকং দ্বিজঃ॥
সুখোদয়ায় তৎসর্ব্বং শ্রেয়সে চ তবানঘ।
যচ্চ কিঞ্চিত্ত্বয়া লোকে দৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্॥৪৭
বিহিতঃ সর্ব্ব এবাসৌ ময়াত্মা ভূতভাবনঃ।
অহং নারায়ণো নাম শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৪৮
যাবদ্যুগানাং বিপ্রর্ষে সহস্রং পরিবর্ত্ততে।
তাবৎস্বপিমি বিশ্বাত্মা সর্ব্ববিশ্বানি মোহয়ন্॥৪৯
এবং সর্ব্বমহং কালমিহাসে মুনিসত্তম।
অশিশুঃ শিশুরূপেণ যাবদ্ব্রহ্মা ন বুধ্যতে॥৫০

করি। আমিই ত্রিধর্ম্মা, বিশ্বাত্মা, সর্ব্বলোকসুখাবহ, অভিন্ন, সর্ব্বগ, অনন্ত, হৃষীকেশ ও উরুক্রম।১৭—৪৩। আমিই কালচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি; আমিই ব্রহ্মস্বরূপ। আমিই সর্ব্বভূতের শময়িতা। হে মুনিসত্তম! মদীয় আত্মা সর্ব্বভূতে এইরূপেই প্রণিহিত। অথচ হে বিপ্রেন্দ্র! আমায় কেহ জানিতে পারে না। ভক্তগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পূজা করে। হে দ্বিজ! তুমি আমাতে যে কিছু ক্লেশ পাইয়াছ, হে অনঘ! সে সকলই তোমার সুখোদয় ও মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়াছে। জগতে স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু তুমি দেখিয়াছ, ভূতভাবন আমি—তাহার সর্ব্বত্রই বিরাজিত এবং সে সকল আমারই বিহিত। হে বিপ্রর্ষে! আমিই শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ। যাবৎ না যুগসহস্রের পরিবর্ত্তন হয়, তাবৎকাল বিশ্বাত্মা আমিই সমস্ত বিশ্ব বিমোহিত করিয়া শয়ন করিয়া থাকি। হে মুনিসত্তম! যাবৎ ব্রহ্মা না বিবোধিত হয়েন, তাবৎ আমি অশিশু হইয়াও শিশুরূপে এইভাবে

ময়া চ দত্তো বি[illegible]প্রেন্দ্র বরস্তে ব্রহ্মরূপিণা।
অসকৃৎ পরিতুষ্টেন বিপ্রর্ষিগণপূজিত॥ ৫১
সর্ব্বমেকার্ণবং কৃত্বা ন[illegible]ষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
নির্গতোঽসি ময়াজ্ঞাতঃ সতস্তে দর্শিতং জগৎ॥
অভ্যন্তরং শরীরস্থ প্রবিষ্টোঽসি যদা মম।
দৃষ্ট্বা লোকং সমস্তং হি বিস্মিতো নাববুধ্যসে॥
ততোঽসি বক্ত্রাদ্বিপ্রর্ষে দ্রুতং নিঃসারিতো ময়া।
আখ্যাতস্তে ময়া চাত্মা দুর্জ্ঞেয়ো হি সুরাসুরৈঃ
যাবৎ স ভগবান্ ব্রহ্মা ন বুধ্যেত মহাতপাঃ।
তাবত্ত্বমিহ বিপ্রর্ষে বিশ্রব্ধশ্চর বৈ সুখম্॥ ৫৫
ততো বিবুদ্ধে তস্মিংস্তু সর্ব্বলোকপিতামহে।
একো ভূতানি স্রক্ষ্যামি শরীরাণি দ্বিজোত্তম॥
আকাশং পৃথিবীং জ্যোতির্বায়ুং সলিলমেব চ।
লোকে যচ্চ ভবেৎ কিঞ্চিদিহ স্থাবরজঙ্গমম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা তদা বিপ্রাঃ পুনস্তং প্রাহ মাধবঃ।

সর্ব্বকাল অবস্থান করি। হে বিপ্রর্ষিগণের পূজিত! ব্রহ্মরূপী আমি—তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তোমায় বরদান করিতেছি। একার্ণবজলে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হইলে, মদীয় প্রেরণায় তুমি নির্গত হইয়া সমস্ত জগৎ দেখিয়াছ, পরে যখন তুমি মদীয় উদরে প্রবেশ করিলে, তখন সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলে; কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব তখনও তোমার অবিদিত ছিল। এইজন্য হে বিপ্রর্ষে! আমি সত্বর তোমায় আমার মুখবিবর দিয়া নিঃসারিত করিয়া দেই। আমার এই আত্মতত্ত্ব সুরাসুরগণের দুর্জ্ঞেয় হইলেও তোমার নিকট আমি প্রকাশ করিলাম। সেই মহাতপা ব্রহ্মা যাবৎ না প্রবুদ্ধ হয়েন, তাবৎ তুমি এখানে বিশ্বস্তভাবে সুখে বিচরণ কর। তারপর যখন সেই লোকপিতামহ প্রবুদ্ধ হইবেন, তখন আমি একাকীই সর্ব্বভূতের এবং আকাশ, পৃথ্বী, জ্যোতি, বায়ু ও সলিল, ইত্যাদি যে কিছু স্থাবর জঙ্গম বস্তু, সকলেরই পুনরায়

পূর্ণে যুগসহস্রে তু মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ ॥ ৫৮
শ্রীভগবানুবাচ।
মুনে ব্রূহি যদর্থং মাং স্তুতবান্ পরমার্থতঃ।
বরং বৃণীষ যচ্ছ্রেষ্ঠং দদামি নচিরাদহম্ ॥ ৫৯
আয়ুষ্মানসি দেবানাং মদ্ভক্তোঽসি দৃঢ়ব্রতঃ।
তেন ত্বমসি বিপ্রেন্দ্র পুনর্দীর্ঘায়ুরাপ্নুহি ॥ ৬০
ব্রহ্মোবাচ।
শ্রুত্বা বাণীং শুভাং তস্য বিলোক্য স তদা পুনঃ
মূর্দ্ধ্না নিপত্য সহসা প্রণম্য পুনরব্রবীৎ ॥ ৬১
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
দৃষ্টং পরং হি দেবেশ তব রূপং দ্বিজোত্তম।
মোহোঽয়ং বিগতঃ সদ্যং ত্বয়ি দৃষ্টে তু মে হরে।
এবমেবমহং নাথ ইচ্ছেয়ং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় নানাভাবপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৩
শৈবভাগবতানাঞ্চ বাদার্থপ্রতিষেধকম্।
অস্মিন্‌ক্ষেত্রবরে পুণ্যে নির্ম্মলে পুরুষোত্তমে ॥
শিবস্যায়তনং দেব করোমি পরমং মহৎ।
প্রতিষ্ঠেয় তথা তত্র তব স্থানে চ শঙ্করম্ ॥ ৬৫
ততো জ্ঞাস্যন্তি লোকেঽস্মিন্নেকমূর্ত্তী হরীশ্বরৌ
প্রত্যুবাচ জগন্নাথঃ স পুনস্তং মহামুনিম্ ॥ ৬৬
শ্রীভগবানুবাচ।
যদেতৎপরমং দেবং কারণং ভুবনেশ্বরম্।
লিঙ্গমারাধনার্থায় নানাভাবপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৭
মমাদিষ্টেন বিপ্রেন্দ্র কুরু শীঘ্রং শিবালয়ম্।
তৎপ্রভাবাচ্ছিবলোকে তিষ্ঠ ত্বঞ্চ তথাক্ষয়ম্ ॥
শিবে সংস্থাপিতে বিপ্র মম সংস্থাপনং ভবেৎ
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদেকভাবৌ দ্বিধা কৃতৌ ॥
যো রুদ্রঃ স স্বয়ং বিষ্ণুর্যো বিষ্ণু স মহেশ্বরঃ।
উভয়োরন্তরং নাস্তি পবনাকাশয়োরিব ॥ ৭০
মোহিতো নাভিজানাতি য এব গরুড়ধ্বজঃ।
বৃষধ্বজঃ স এবেতি ত্রিপুরঘ্নং ত্রিলোচনম্ ॥ ৭১
তব নামাঙ্কিতং তস্মাৎকুরু বিপ্র শিবালয়ম্।
উত্তরে দেবদেবস্য কুরু তীর্থং সুশোভনম্ ॥

সৃষ্টি বিস্তার করিব। ৪৪—৫৭। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! ভগবান মাধব এই কথা কহিয়া যুগসহস্র পূর্ণ হইলে পুনরায় মেঘ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হে মুনে! তুমি যে জন্য আমায় স্তব করিয়াছ, এবং যাহা তোমার প্রধান অভীপ্সিত, তাহা তুমি প্রকাশ কর, আমি সত্বর তোমায় সেই বর প্রদান করিতেছি। তুমি আয়ুষ্মান্ এবং মদীয় ভক্ত, তাই তোমায় পুনরায় বলি, তুমি আরও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হও। ব্রহ্মা কহিলেন, মার্কণ্ডেয় ভগবানের সেই শুভবাণী শ্রবণ করিয়া তৎকালে তাঁহাকে মস্তক দ্বারা প্রণতিপাত-পুরঃসর পুনরায় বলিলেন,—হে দেবেশ! তোমার পরম রূপ আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। হে হরে! তোমার দর্শনে আমার মোহ বিগত হইল। হে নাথ! তোমার প্রসাদে লোকের হিত ও নানাভাব প্রশমনের জন্য এই পুণ্য নির্ম্মল পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শৈব ও ভাগবতদিগের বিবাদপ্রতিষেধক একটী শিবায়তন নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই ভবদীয় ক্ষেত্রে শঙ্কর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে, লোক সকল তখন জানিতে পারিবে যে, হরিহর ভিন্ন নহেন; উঁহারা উভয়েই একমূর্ত্তি। তখন জগন্নাথ মুনি মার্কণ্ডেয়কে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আমার আদেশক্রমে নানাভাব প্রশমন ও আরাধনার জন্য পরম কারণ ভুবনেশ্বর দেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্বর শিবালয় নির্ম্মাণ কর। হে বিপ্র! শিবকে সংস্থাপন করিলে আমাকেও স্থাপন করা হইবে। হরি ও হর উভয়ের কোনই পার্থক্য নাই। আমরা একই মূর্ত্তি দ্বিধাকৃত হইয়াছি। যিনি রুদ্র, তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু; আর যিনি বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর। পবন ও আকাশের ন্যায় উভয়ের কোনই ভেদ নাই। মূঢ় ব্যক্তি জানে না যে, যিনি গরুড়ধ্বজ, তিনিই বৃষধ্বজ এবং তিনিই ত্রিপুরহন্তা ত্রিলোচন। অতএব হে বিপ্র! তোমারই নামাঙ্কিত এক শিবালয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবদেবের

মার্কণ্ডেয়হ্রদো নাম নরলোকেষু বিশ্রুতঃ।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ॥ ৭৩
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা স তদা দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
মার্কণ্ডেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ॥৭৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মার্কণ্ডেয়স্য শ্রীভগবদ্দর্শনং নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পঞ্চতীর্থবিধিং দ্বিজাঃ।
যৎফলং স্নানদানেন দেবতাপ্রেক্ষণেন চ॥ ১
মার্কণ্ডেয়হ্রদং গত্বা নরশ্চোদঙ্মুখঃ শুচিঃ।
নিমজ্জেত্তত্র বারাংস্ত্রীনিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ২
সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনম্।
ত্রাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তু তে॥
নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্॥ ৪
নাভিমাত্রে জলে স্নাত্বা বিধিবদ্দেবতা ঋষীন্।
তিলোদকেন মতিমান্‌পিতৄংশ্চান্যাংশ্চ তর্পয়েৎ
স্নাত্বা তথৈব চাচম্য ততো গচ্ছেচ্ছিবালয়ম্।
প্রবিশ্য দেবতাগারং কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্॥
মূলমন্ত্রেণ সম্পূজ্য মার্কণ্ডেয়স্য চেশ্বরম্।
অঘোরেণ চ ভো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ
ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ।
ত্রাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তু তে
মার্কণ্ডেয়হ্রদে ত্বেবং স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ শঙ্করম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৯
পাপৈঃসর্ব্বৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি।
তত্র ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্॥
ইহলোকং সমাসাদ্য ভবেদ্বিপ্রো বহুশ্রুতঃ।
শাঙ্করং যোগমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
কল্পবৃক্ষং ততো গত্বা কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্

উত্তর দিকে মার্কণ্ডেয় হ্রদ নামে এক তীর্থ স্থাপন কর। এই তীর্থ নরলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ঐ তীর্থসেবায় সর্ব্বপাপ প্রণষ্ট হইয়া যাইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনিগণ! সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দন মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই কথা কহিয়া তখনই অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৫৮—৭৪।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতঃপর পঞ্চতীর্থবিধি এবং ঐ সকল তীর্থে গিয়া স্নান দান ও দেবতা দর্শনে যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি। তীর্থসেবী নর প্রথমতঃ মার্কণ্ডেয়হ্রদে গমনপূর্ব্বক উদঙ্মুখ ও শুচিভাবে তিন বার তাহাতে নিমগ্ন হইবে এবং "সংসারসাগরে মগ্নং" ইত্যাদি (মূলোক্ত) মন্ত্র পাঠ করিবে। স্নানান্তে আনাভি জলে মগ্ন হইয়া বিধিপূর্ব্বক দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ এবং তিলোদক দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়া পুনঃস্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে শিবালয় যাত্রা করিবে। সেখানে গিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ ও তিনবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে মার্কণ্ডেয়েশ্বরকে পূজা করিয়া প্রণিপাত করত "ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু" ইত্যাদি (মূলোক্ত) মন্ত্রে তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে। এইরূপে মার্কণ্ডেয়হ্রদে স্নান করিয়া শঙ্করকে দর্শন করিলে মানব দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং সর্ব্ব পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শিবলোকে উপনীত হয়। সেখানে আপ্রলয় কাল, বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ সকল উপভোগের পর ইহলোকে আসিয়া বহুশ্রুত ব্রাহ্মণরূপে জন্ম লাভ করত শৈব যোগ অবলম্বনে মোক্ষ লাভ করে। ১—১১। অনন্তর কল্পতরুসমীপে উপনীত হইয়া

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন তং বটম্॥
ওঁ নমো ব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়কারিণে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমোঽস্তু তে॥ ১৩
অমরত্বং সদা কল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা নত্বা কল্পবটং নরঃ।
সহসা মুচ্যতে পাপাজ্জীর্ণত্বচ ইবোরগঃ॥ ১৫
ছায়াং তস্য সমাক্রম্য কল্পবৃক্ষস্য ভো দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মহত্যাং নরো জহ্যাৎ পাপেষ্বন্যেষু কা কথা
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতং ব্রহ্মতেজোময়ং পরম্।
ন্যগ্রোধাকৃতিকং বিষ্ণুং প্রণিপত্য চ ভো দ্বিজাঃ
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
তথা স্ববংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥১৮
বৈনতেয়ং নমস্কৃত্য কৃষ্ণস্য পুরতঃ স্থিতম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥ ১৯
দৃষ্ট্বা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্।
সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পরমাং গতিম্॥২০

প্রবিশ্যায়তনং বিষ্ণোঃ কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্
সঙ্কর্ষণং স্বমন্ত্রেণ ভক্ত্যাপূজ্য প্রসাদয়েৎ॥ ২১
নমস্তে হলধৃগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল॥ ২২
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ॥ ২৩
এবং প্রসাদ্য চানন্তমজেয়ং ত্রিদশার্চ্চিতম্।
কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্॥২৪
নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকটমস্তকম্।
মহাবলং হলধরং কুণ্ডলৈকবিভূষিতম্॥ ২৫
রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা লভেদভিমতং ফলম্
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥২৬
আভূতসংপ্লবং যাবদ্ ভুক্ত্বা তত্র সুখং নরঃ।
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রবরে যোগিনাং কুলে॥২৭
ব্রাহ্মণপ্রবরো ভূত্বা সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
জ্ঞানং তত্র সমাসাদ্য মুক্তিং প্রাপ্নোতি দুর্লভাম্
এবমভ্যর্চ্চ্য হলিনং ততঃ কৃষ্ণং বিচক্ষণঃ।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ॥ ২৯

তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করত পরম ভক্তি সহকারে 'ওঁ নমো ব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়-করিণে' ইত্যাদি (মুলোক্ত) মন্ত্রে পূজ করিবে। নর, কল্পবট-বৃক্ষকে ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিলেই জীর্ণত্বক্ হইতে উরগের ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। হে দ্বিজগণ! নর, কল্পবৃক্ষের ছায়া সংশ্রয় করিলেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, তাহাতে অন্য পাপের কথা আর কি বলিব? দ্বিজগণ! কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সম্ভূত, ব্রহ্মতেজোময়, ন্যগ্রোধাকৃতি বিষ্ণুকে প্রণিপাত করিলে, মানব রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয় এবং নিজের বংশ উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী বৈনতেয়কে নমস্কার করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-পুরে প্রস্থান করে। বটবৃক্ষ ও বৈনতেয়কে দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি পুরুষোত্তম, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া যথোক্ত মন্ত্রে ভক্তির সহিত হলধরের পূজা করিয়া 'নমস্তে হলধৃক্ রাম' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রসাদিত করিবে। এইরূপে অনন্ত, অজেয়, সুরার্চ্চিত, কৈলাসশিখরাকার, চন্দ্র হইতেও মনোজ্ঞমুখ, নীলবসনধারী, ফণাচ্ছন্ন-শিরা, কুণ্ডল-মণ্ডিত মহাবল, রৌহিণেয় হলধরকে ভক্তিভরে প্রসন্ন করিয়া মানব অভিমত ফল লাভ করে এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে। অনন্তর আপ্রলয় যাবৎ তথায় সুখভোগ করিয়া নর পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় ইহলোকে আগমনপূর্ব্বক যোগী-দিগের উত্তম কুলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্ম লাভ করত জ্ঞান লাভান্তে সুদুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১২—২৮। এইরূপে হলধরকে অর্চ্চনা করিবার পর বিচক্ষণতায় সুসমাহিত হইয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পুরুষোত্তম

দ্বিষট্‌কবর্ণমন্ত্রেণ ভক্ত্যা যে পুরুষোত্তমম্।
পূজয়ন্তি সদা ধীরাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ॥
ন তাং গতিং সুরা যান্তি যোগিনো নৈব সোমপাঃ।
যাং গতিং যান্তি ভো বিপ্রা দ্বাদশাক্ষরতৎপরাঃ
তস্মাৎ তেনৈব মন্ত্রেণ ভক্ত্যা কৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন।
জয় চাণূরকেশিঘ্ন জয় কংসনিষূদন॥ ৩৩
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্র গদাধর।
জয় নীলাম্বুদশ্যাম জয় সর্ব্বসুখপ্রদ॥ ৩৪
জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন।
জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ॥ ৩৫
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দুঃখফেনিলে।
ক্রোধগ্রাহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে॥৩৬
নানারোগোর্ম্মিকলিলে মোহাবর্ত্তসুদুস্তরে।
নিমগ্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম॥
এবং প্রসাদ্য দেবেশং বরদং ভক্তবৎসলম্।
সর্ব্বপাপহরং দেবং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৩৮
পীনাংসং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
মহোরস্কং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্॥ ৩৯
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্॥ ৪০
দৃষ্ট্বা নরোঽঞ্জলিং কৃত্বা দণ্ডবৎপ্রণিপত্য চ।
অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি বৈ দ্বিজাঃ
যৎফলং সর্ব্বতীর্থেষু স্নানে দানে প্রকীর্ত্তিতম্।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥৪২
যৎফলং সর্ব্বরত্নাদ্যৈরিষ্টে বহুসুবর্ণকে।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥৪৩
যৎফলং সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি নরঃ কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥৪৪
যৎফলং সর্ব্বদানেন ব্রতেন নিয়মেন চ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥৪৫
তপোভির্বিবিধৈরুগ্রৈর্যৎফলং সমুদাহৃতম্।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥ ৪৬
যৎফলং ব্রহ্মচর্য্যেণ সম্যক্‌চীর্ণেন তৎকৃতম্।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥ ৪৭
যৎফলঞ্চ গৃহস্থস্য যথোক্তাচারবর্ত্তিনঃ।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥৪৮
যৎফলং বনবাসেন বানপ্রস্থস্য কীর্ত্তিতম্।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥৪৯
সন্ন্যাসেন যথোক্তেন যৎফলং সমুদাহৃতম্।
নরস্তৎফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥৫০

দেবকে অর্চ্চনা করিবে। যে সকল ধীর ব্যক্তি ভক্তিভরে উক্ত মন্ত্রে পুরুষোত্তমকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে গতি লাভ করেন, সুরগণ, যোগিগণ, বা সোমপায়িগণ সে গতি কখন লাভ করিতে পারেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে ভক্তির সহিত গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা ও প্রণিপাত করিয়া 'জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ' 'জয় সর্ব্বাঘনাশন'ইত্যাদি (মূলোক্ত) মন্ত্রে তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে। এইরূপে প্রসাদিত করিয়া সেই দেবেশ,বরদ, ভক্তবৎসল, সর্ব্বপাপহর, সর্ব্বকামফলপ্রদ, পীনস্কন্ধ দ্বিভুজ, পদ্মপলাশনয়ন, মহোরস্ক, মহাবাহু, পীতবসন,শুভানন, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, মুকুটাঙ্গদ-মণ্ডিত, সর্ব্বসুলক্ষণ, বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করা যায়। হে দ্বিজগণ! সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সর্ব্ব দ্রব্য দান করিলে, যে ফল লাভ করা যায়, এক মাত্র কৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করিলেই নর সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৯—৪২। বিবিধ রত্ন ও বহু সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিলে, সর্ব্ব-বেদ অধ্যয়নে ও সর্ব্ব যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, সর্ব্বপ্রকার দান, ব্রত ও নিয়মাচরণে বিবিধ কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে, সম্যক্ অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যে, গৃহস্থ-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আচার অনুশীলনে, যথাবিধি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম-প্রতিপালনে, এবং যথাবিধি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনে, যে যে ফল হইয়া থাকে, তৎসমস্ত ফলই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম

কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন মাহাত্ম্যে তস্য ভো দ্বিজা
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং নরো ভক্ত্যা মোক্ষং প্রাপ্নোতি
দুর্লভম্॥ ৫১
পাপৈর্বিমুক্তঃ শুদ্ধাত্মা কল্পকোটিসমুদ্ভবৈঃ।
শ্রিয়া পরময়া যুক্তঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥৫২
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেন বিমানেন সুবর্চ্চসা।
ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥৫৩
তত্র কল্পশতং যাবদ্ ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরমান্
গন্ধর্ব্বাপ্সরসৈঃ সার্দ্ধং যথা বিষ্ণুশ্চতুর্ভুজঃ॥৫৪
চ্যুতস্তস্মাদিহায়াতো বিপ্রাণাং প্রবরে কুলে।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববেদী চ জায়তে গতমৎসরঃ॥ ৫৫
স্বধর্ম্মনিরতঃ শান্তো দাতা ভূতহিতে রতঃ।
আসাদ্য বৈষ্ণবং জ্ঞানং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ
ততঃ সম্পূজ্য মন্ত্রেণ সুভদ্রাং ভক্তবৎসলাম্।
প্রসাদয়েত্ততো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥
নমস্তে সর্ব্বগে দেবি নমস্তে শুভসৌখ্যদে।
ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে
এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং জগদ্ধিতাম্
বলদেবস্য ভগিনীং সুভদ্রাং বরদাং শিবাম্॥
কামগেন বিমানেন নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।
আভূতসংপ্লবং যাবৎ ক্রীড়িত্বা তত্র দেববৎ॥
ইহ মানুষতাং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণো বেদবিদ্ভবেৎ।
প্রাপ্য যোগং হরেস্তত্র মোক্ষঞ্চ লভতে ধ্রুবম্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃষ্ণদর্শনমাহাত্ম্যং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭॥

করিয়া মানবেরা প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! মহত্ত্ববিষয়ে অধিক বলিয়া কি হইবে? ভক্তিভরে তাঁহার দর্শন করিলেই মানবের সুদুর্লভ মোক্ষলাভও সুনিশ্চিত। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মাত্রেই মানব কল্পকোটিসম্ভূত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং শুদ্ধচিত্তে পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সর্ব্বগুণে বিভূষিত হইয়া স্বীয় ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধারপূর্ব্বক সর্ব্বকামসমৃদ্ধ উজ্জ্বল বিমান আরোহণে বিষ্ণুপুরে উপনীত হইয়া থাকে। সেখানে গিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণসহ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে শতকল্পকাল পর্য্যন্ত মনোরম ভোগ সকল উপভোগ করিবার পর পুণ্যক্ষয়ে সে স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া উত্তম বিপ্রকুলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববেদী, স্বধর্ম্মনিরত, মাৎসর্য্যহীন, শান্ত, সর্ব্বভূতহিতৈষী, ভূরিদাতা ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাৎ বৈষ্ণব জ্ঞান লাভ করত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর যথোক্ত মন্ত্রে ভক্তবৎসলা সুভদ্রা দেবীকে পূজা করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর কৃতাঞ্জলিকরে "নমস্তে সর্ব্বগে দেবি" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে। এইরূপে সেই বলদেবভগ্নী জগদ্ধাত্রী, ভদ্রদায়িনী সুভদ্রা দেবীকে প্রসাদিত করিলে, মানব কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে উপনীত হয় এবং সেখানে গিয়া আপ্রলয়কাল দেববৎ ক্রীড়া করত পশ্চাৎ মর্ত্তলোকে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণবযোগ আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৪৩—৬১।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
এবং দৃষ্ট্বা বলং কৃষ্ণং সুভদ্রাং প্রণিপত্য চ।
ধর্ম্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ লভতে ধ্রুবম্॥১
নিষ্ক্রম্য দেবতাগারাৎ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
প্রণম্যায়তনং পশ্চাদ্ ব্রজেৎ তত্র সমাহিতঃ॥২

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এইরূপে বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণিপাত করিয়া লোক, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর দেব-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতকৃত্য নর পুনর্ব্বার মন্দিরে নমস্কারপূর্ব্বক সুসমাহিত হইয়া

ইন্দ্রনীলময়ো বিষ্ণুর্যত্রাস্তে বালুকাবৃতঃ।
ানগতং নত্বা ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥
সর্ব্বদেবময়ো যোঽসৌ হতবানসুরোত্তমম্।
স আস্তে তত্র ভো বিপ্রাঃ সিংহার্দ্ধকৃতবিগ্রহঃ
ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা তু তং দেবং প্রণম্য নরকেসরীম্
মুচ্যতে পাতকৈর্ম্মর্ত্ত্যঃ সমস্তৈর্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫
নরসিংহস্য যে ভক্তা ভবন্তি ভুবি মানবাঃ।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ফলং স্যাযদ্
দীপ্সিতম্॥ ৬
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নরসিংহং সমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলং যস্মাৎ প্রযচ্ছতি॥৭
মুনয় ঊচুঃ।
মাহাত্ম্যং নরসিংহস্য সুখদং ভুবি দুর্লভম্।
যথা কথয়সে দেব তেন নো বিস্ময়ো মহান্॥৮
প্রভাবং তস্য দেবস্য বিস্তরেণ জগৎপতে।
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ॥
যথা প্রসীদেদ্দেবোঽসৌ নরসিংহো মহাবলঃ।
ভক্তানামুপকারায় ব্রূহি দেব নমোঽস্তু তে॥
প্রসাদান্নরসিংহস্য যা ভবন্ত্যত্র সিদ্ধয়ঃ।
ব্রূহি তাঃ কুরু চাস্মাকং প্রসাদং প্রপিতামহ॥
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং তস্য ভো বিপ্রাঃ প্রভাবং গদতো মম।
অজিতস্যাপ্রমেয়স্য ভুক্তিমুক্তিপ্রদস্য চ॥ ১২
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং সমস্তাংস্তস্য ভো
দ্বিজাঃ।
সিংহার্দ্ধকৃতদেহস্য প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ॥ ১৩
যাঃ কাশ্চিৎ সিদ্ধয়শ্চাত্র শ্রূয়ন্তে দৈবমানুষাঃ।
প্রসাদাৎ তস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সিদ্ধ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে দিক্ষু তোয়ে পুরে নগে
প্রসাদাৎ তস্য দেবস্য ভবত্যব্যাহতা গতিঃ॥
অসাধ্যং তস্য দেবস্য নাস্ত্যত্র সচরাচরে।

গমন করিবে। যেখানে ইন্দ্রনীলময় বিষ্ণু বালুকাস্তূপে আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন, তথায় নমস্কার করিলে, নর বিষ্ণুপুরে উপনীত হয়। যিনি অসুরপ্রবর হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বদেবময় নরসিংহমূর্ত্তি ভগবান তথায় অবস্থান করিতেছেন। হে বিপ্রগণ। সেই নরকেশরী দেবদেবকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিলে, মর্ত্ত্যবাসী মানব, সর্ব্বপাপ হইতে নিশ্চয় মুক্ত হয়। ভূতলে যে সকল মানব, নরসিংহ দেবের প্রতি ভক্তিমান হয়, তাহাদের কোনই দুষ্কৃতি থাকে না; পরন্তু তাহারা যে যে কামনা করে, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বযত্নে নরসিংহ দেবের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষফলের তিনিই একমাত্র প্রদাতা। মুনিগণ কহিলেন,—ভগবন্! নরসিংহ দেবের মর্ত্ত্য-দুর্লভ সুখদ মাহাত্ম্য কথা এই যাহা আপনি কহিলেন; ইহা শুনিয়াই আমার অত্যধিক বিস্ময় জন্মিয়াছে; অতএব হে জগৎপতে! আমরা সেই দেবপ্রবরের মাহাত্ম্য এক্ষণে বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আমাদের একান্ত কৌতূহল হইয়াছে, আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। হে প্রপিতামহ! সেই মহাবল নৃসিংহ দেব যে প্রকারে প্রসন্ন হইয়া ভক্তজনের উপকার করেন এবং তাঁহার প্রসাদে যেরূপে সিদ্ধি সকল ঘটিয়া থাকে, আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমস্ত ব্যক্ত করুন। হে দেব! আপনাকে আমরা নমস্কার করি। ১—১১। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিপ্রগণ! আমার নিকট সেই দেবদেবের মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করুন। তিনি অজিত, অপ্রমেয়, ও ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ; তাঁহার সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহার আছে? তথাপি হে দ্বিজগণ! সেই নরসিংহমূর্ত্তি ভগবানের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। যে কিছু দৈবী ও মানুষী সিদ্ধির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই নরসিংহদেবের প্রসাদে সেই সকল নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। সেই দেবদেবের প্রসাদেই স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, দিক্‌সকলে, জলে, পুরে ও পর্ব্বতে অব্যাহত

নরসিংহস্য ভো বিপ্রাঃ সদা ভক্তানুকম্পিনঃ ॥
বিধানং তস্য বক্ষ্যামি ভক্তানামুপকারকম্‌।
যেন প্রসীদেচ্চৈবাসৌ সিংহার্দ্ধকৃতবিগ্রহঃ ॥১৭
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ কল্পরাজং সনাতনম্‌।
নরসিংহস্য তত্ত্বঞ্চ যন্ন জ্ঞাতং সুরাসুরৈঃ ॥ ১৮
শাকযাবকমূলৈস্তু ফলপিণ্যাকশক্তুকৈঃ।
পয়োভক্ষ্যেণ বিপ্রেন্দ্রা বর্ত্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥
কৌশকৌপীনবাসাশ্চ ধ্যানযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
অরণ্যে বিজনে দেশে পর্ব্বতে সিন্ধুসঙ্গমে ॥
উষরে সিদ্ধক্ষেত্রে চ নরসিংহাশ্রমে তথা।
প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ং বাপি পূজাং কৃত্বা বিধানতঃ ॥
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য উপোষ্য মুনিপুঙ্গবাঃ।
জপেল্লক্ষাণি বৈ বিংশন্মনসা সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২
উপপাতকযুক্তশ্চ মহাপাতকসংযুতঃ।
মুক্তো ভবেত্ততো বিপ্রাঃ সাধকো নাত্র সংশয়
কৃত্বা প্রদক্ষিণং তত্র নরসিংহং প্রপূজয়েৎ।
পুণ্যগন্ধাদিভির্ধূপৈঃ প্রণম্য শিরসা প্রভুম্‌ ॥২৪
কর্পূরচন্দনাক্তানি জাতীপুষ্পাণি মস্তকে।
প্রদদ্যান্নরসিংহস্য ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২৫
ভগবান্‌ সর্ব্বকার্য্যেষু ন কচিৎ প্রতিহন্যতে।
তেজঃ সোঢ়ুং ন শক্তাঃ স্যুর্ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ সুরাঃ
কিং পুনর্দানবা লোকে সিদ্ধগন্ধর্ব্বমানুষাঃ।
বিদ্যাধরা যক্ষগণাঃ স কিন্নরমহোরগাঃ ॥ ২৭
মন্ত্রং যানাসুরান্‌ হন্তুং জপন্ত্যেকেহত্র সাধকাঃ
তে সর্ব্বে প্রলয়ং যান্তি দৃষ্ট্বাদিত্যাগ্নিবর্চ্চসঃ ॥২৮
সকৃজ্জপ্তং তু কবচং রক্ষেৎ সর্ব্বমুপদ্রবম্‌।
দ্বির্জপ্তং কবচং দিব্যং রক্ষতে দেবদানবাৎ ॥
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা যক্ষা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
ভূতাঃ পিশাচা রক্ষাংসি যে চান্যে পরিপন্থিনঃ ॥
ত্রির্জপ্তং কবচং দিব্যমভেদ্যঞ্চ সুরাসুরৈঃ।

গতি হইয়া থাকে। এই চরাচরে সেই সতত-ভক্তানুকম্পী নরসিংহ দেবের কিছুই অসাধ্য নাই। সেই সিংহার্দ্ধবপুঃ দেব যেরূপে ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই মঙ্গলকর বিধান বলিতেছি, হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ! সুরাসুরগণ যাহা জানেন না, নর-সিংহদেবের তথাবিধ সনাতন তত্ত্বকথা আপনারা শ্রবণ করুন। হে বিপ্রবরগণ! সাধকবর কৌপীনধারী, ধ্যাননিষ্ঠ ও জিতে-ন্দ্রিয় হইয়া জলমাত্র আহার করিয়া শাক, যাবক, মূল, ফল, পিণ্যাক ও শক্তু দ্বারা অরণ্যে, বিজন দেশে, পর্ব্বতে সিন্ধু-সঙ্গমে উষরে, সিদ্ধক্ষেত্রে কিম্বা প্রসিদ্ধ নরসিংহাশ্রমে সেই দেবদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতিথিতে উপবাস করত যতচিত্তে এক লক্ষ নৃসিংহমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে, সেই সাধক উপপাতক বা মহাপাতকযুক্তই হউক, নিশ্চয় সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। তৎকালে নরসিংহকে প্রদক্ষিণ, পুণ্য গন্ধ ও ধূপ দীপাদি দ্বারা পূজা এবং মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবে। সাধক ব্যক্তি নরসিংহ দেবের মস্তকে কর্পূর ও চন্দনাক্ত জাতী পুষ্প প্রদান করিলে, সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ভগবান নরসিংহ সর্ব্বকর্ম্ম সুসাধনে সুদক্ষ, তিনি কোথাও প্রতিহত হয়েন না। ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি সুরগণ তদীয় তেজ সহ্য করিতে সক্ষম নহেন; সুতরাং দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর বা মহোরগণ যে একেবারেই তাহাতে অক্ষম, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।১২—২৭। অসুর-দিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য যে সকল সাধকেরা এই নৃসিংহমন্ত্র জপ করেন, আদিত্য ও অগ্নির ন্যায় প্রভাবশালী সেই সাধকদিগকে দর্শনমাত্রেই অসুরদল বিনষ্ট হইয়া যায়। একবার মাত্র নৃসিংহকবচ জপ করিলেই সর্ব্ব উপদ্রব প্রশমিত হয়। দুইবার জপে দেব ও দানবের উপদ্রব নিবারিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, মহারোগ, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষস, এবং অন্যান্য যে কেহই পরিপন্থী হউক, তিনবার নৃসিংহকবচ জপ করিলে ঐ সকল হইতে অনিষ্টাশঙ্কা, বিদূরিত হইয়া

দ্বাদশাভ্যন্তরে চৈব যোজনানাং দ্বিজোত্তমাঃ॥
রক্ষতে ভগবান্ দেবো নরসিংহো মহাবলঃ।
ততো গত্বা বিলদ্বারমুপোষ্য রজনীত্রয়ম্॥ ৩২
পলাশকাষ্ঠৈঃ প্রজ্বাল্য ভগবন্তং হুতাশনম্।
পলাশসমিধস্তত্র জুহুয়াত্রিমধুপ্লুতাঃ॥ ৩৩
দ্বে শতে দ্বিজশার্দূলা বষট্কারেণ সাধকঃ।
ততো বিবরদ্বারং তু প্রকটং জায়তে ক্ষণাৎ
ততো বিশেত্তু নিঃশঙ্কং কবচী বিবরং বুধঃ।
গচ্ছতঃ সঙ্কটং তস্য তমোমোহশ্চ নশ্যতি॥ ৩৫
রাজমার্গঃ সুবিস্তীর্ণো দৃশ্যতে ভ্রমরাঞ্চিতঃ।
নরসিংহং স্মরংস্তত্র পাতালং বিশতে দ্বিজাঃ॥
গত্বা তত্র জপেত্তত্বং নরসিংহাখ্যমব্যয়ম্।
ততঃ স্ত্রীণাং সহস্রাণি বীণাবাদনকর্ম্মণাম্॥ ৩৭
নির্গচ্ছন্তি পুরো বিপ্রাঃ স্বাগতং তা বদন্তি চ।
প্রবেশয়ন্তি তা হস্তে গৃহীত্বা সাধকেশ্বরম্॥ ৩৮

ততো রসায়নং দিব্যং পায়য়ন্তি দ্বিজোত্তমাঃ॥
পীতমাত্রে দিব্যদেহো জায়তে সুমহাবলঃ॥ ৩৯
ক্রীড়তে সহ কন্যাভির্যাবদাভূতসংপ্লবম্।
ভিন্নদেহো বাসুদেবে লীয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
যদা ন রোচতে বাসস্তস্মান্নির্গচ্ছতে পুনঃ।
পট্টং শূলঞ্চ খড়্গঞ্চ রোচনাঞ্চ মণিং তথা॥ ৪১
রসং রসায়নং চৈব পাদুকাঞ্জনমেব চ।
কৃষ্ণাজিনং মুনিশ্রেষ্ঠা গুটিকাং চ মনোহরাম্॥
কমণ্ডলুং চাক্ষসূত্রং যষ্টিং সঞ্জীবনীং তথা।
সিদ্ধবিদ্যাঞ্চ শাস্ত্রাণি গৃহীত্বা সাধকেশ্বরঃ॥ ৪৩
জলদ্বহ্নিস্ফুলিঙ্গোর্ম্মিবেষ্টিতং ত্রিশিখং হৃদি।
সকৃন্ন্যস্তং দহেৎ সর্ব্বং বৃজিনং জন্মকোটিজম্॥
বিষে ন্যস্তং বিষং হন্যাৎ কুষ্ঠং হন্যাত্তনৌস্থিতম্
স্বদেহে ভ্রূণহত্যাদি কৃত্বা দিব্যেন শুধ্যতি॥ ৪৫
মহাগ্রহগৃহীতেষু জ্বলমানং বিচিন্তয়েৎ।
হৃদস্থে বৈ ততঃ শীঘ্রং নশ্যেয়ুর্দারুণা গ্রহাঃ॥ ৪৬

যায়। এমন কি দ্বাদশ যোজনের অভ্যন্তরেও সুর বা অসুরগণের কোনই উপদ্রব থাকিতে পারে না। মহাবল ভগবান নরসিংহ দেব স্বয়ং সে সকল স্থান রক্ষা করিয়া থাকেন। অনন্তর নর বিলদ্বারে যাইবে, সেখানে গিয়া তিন রাত্র উপবাস করিয়া পলাশ কাষ্ঠ দ্বারা ভগবান্ হুতাশনকে প্রজ্বলিত করত ত্রিমধু দ্বারা পরিপ্লুত দুইশত পলাশ সমিধ্ বষট্কার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিবে। এইরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ বিলদ্বার বিবৃত হইবে; অনন্তর কবচধারী বিচক্ষণ সাধক নিঃশঙ্কচিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। প্রবেশপথে তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন থাকিবে না; তদীয় তমোমোহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন এক সুবিস্তীর্ণ রাজপথ দৃষ্ট হইবে। হে দ্বিজগণ! তৎকালে নরসিংহদেবকে স্মরণ করিয়া সেই পথে পাতালে প্রবেশ করিবে এবং সেখানে গিয়া অব্যয় নরসিংহ-মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর বীণাবাদিনী সহস্র সহস্র রমণী সেই সাধকের সম্মুখে নির্গত হইয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবে

এবং তদীয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রবেশ করাইবে। পরে তাহারা দিব্য রসায়ন পান করাইলে সাধকবর সেইক্ষণে মহাবলশালী ও দিব্যদেহধারী হইয়া আপ্রলয় কাল রমণীজন সহ ক্রীড়া করিবেন এবং পরে দেহান্তে বাসুদেবে বিলীন হইবেন। ২৮—৪০। যখন সেই সাধকের তথায় বাস করিবার অভিরুচি হয় না, তখন তিনি তথা হইতে পুনরায় নির্গত হইবেন এবং পট্ট, শূল, খড়্গ, রোচনা, মণি, রস, রসায়ন, পাদুকা, অঞ্জন, কৃষ্ণাজিন, মনোহর গুটিকা, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র, সঞ্জীবনী যষ্টি, সিদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া স্ফুরদগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বেষ্টিত ত্রিশূলাকার নৃসিংহমন্ত্র একবার মাত্র হৃদয়ে ন্যস্ত করিলেই শতকোটি জন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপ দগ্ধ করিতে পারিবেন। উহা বিষে ন্যস্ত করিলে বিষ বিনষ্ট এবং দেহে ন্যস্ত করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। স্বীয় শরীরে ঐ মন্ত্র ন্যস্ত করিলে ভ্রূণহত্যাদি পাপ করিয়াও বিশুদ্ধি লাভ করা যায়। মহাগ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে ঐ মন্ত্র হৃদয়-

বালানাং কণ্ঠকে বদ্ধং রক্ষা ভবতি নিত্যশঃ।
গণ্ডপিণ্ডকলূতানাং নাশনং কুরুতে ধ্রুবম্ ॥ ৪
ব্যাধিজাতে সমিদ্ভিশ্চ ঘৃতক্ষীরেণ হোমযেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং মাসমেকং তু সর্ব্বরোগান্ বিনাশয়েৎ
অসাধ্যং তু ন পশ্যামি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
যাং যাং কাময়তে সিদ্ধিং তাং তাং প্রাপ্নোতি স ধ্রুবম্ ॥ ৪৯
অষ্টোত্তরশতং স্নেকে পূজয়িত্বা মৃগাধিপম্।
মৃত্তিকাঃ সপ্ত বল্মীকে শ্মশানে চ চতুষ্পথে ॥৫০
রক্তচন্দনসম্মিশ্রা গবাং ক্ষীরেণ লোড়য়েৎ।
সিংহস্য প্রতিমাং কৃত্বা প্রমাণেন ষড়ঙ্গুলাম্ ॥৫১
লিম্পেত্তথা ভূর্জপত্রে রোচনয়া সমালিখেৎ।
নরসিংহস্য কণ্ঠে তু বদ্ধা চৈব হি মন্ত্রবিৎ ॥৫২
জপেৎ সংখ্যাবিহীনস্তু পূজয়িত্বা জলাশয়ে।
যাবৎ সপ্তাহমাত্রং তু জপেৎ সংযমিতেন্দ্রিয়ঃ।
জলাকীর্ণা মুহূর্ত্তেন জায়তে সর্ব্বমেদিনী।
অথবা শুষ্ক বৃক্ষাগ্রে নরসিংহন্তু পূজয়েৎ ॥ ৫৪
জপ্ত্বা চাষ্টশতং তত্বং বর্ষন্তং বিনিবারয়েৎ।
তমেবং পিঞ্জকে বদ্ধা ভ্রাময়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥৫৫
মহাবাতো মুহূর্ত্তেন আগচ্ছেন্নাত্র সংশয়ঃ।
পুনশ্চ ধারয়েৎ ক্ষিপ্রং সপ্তসপ্তেন বারিণা ॥৫৬
অথ তাং প্রতিমাং দ্বারি নিখনেদ্‌যস্য সাধকঃ।
গোত্রোৎসাদো ভবেত্তস্য উদ্ধৃতে চৈব শান্তিদঃ
তস্মাত্ত্বং মুনিশার্দ্দূলা ভক্ত্যা সম্পূজয়েৎ সদা।
মৃগরাজং মহাবীর্য্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৫৮
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রান্ত্যজাতয়ঃ
সম্পূজ্য তং সুরশ্রেষ্ঠং ভক্ত্যা সিংহবপুর্ধরম্।
মুচ্যন্তে চাশুভৈর্দ্দুঃখৈর্জন্মকোটিসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৬০

মধ্যে উজ্জ্বলাকার চিন্তা করিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই সেই দারুণ গ্রহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। বালকদিগের কণ্ঠে উহা বন্ধন করিলে তাহাদের রক্ষা বিধান হয় এবং গণ্ডপিণ্ডক প্রভৃতি যাবতীয় শিশু-রোগ সত্বর বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্যাধি উৎপন্ন হইলে একমাস যাবৎ ত্রিসন্ধ্য ঘৃত ও ক্ষীর সহযোগে সমিৎসমূহ দ্বারা হোম করিবে। ইহাতেই সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইবে। এই মন্ত্রের প্রভাবে সচরাচর ত্রৈলোক্যে অসাধ্য কিছুই দেখি না। ফলে সাধক যে যে সিদ্ধি কামনা করেন, নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধক ব্যক্তি বল্মীক, শ্মশান এবং চতুষ্পথে সপ্ত মুষ্টি মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক উহা রক্তচন্দনে সংমিশ্রিত করত গো-ক্ষীর দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া নরসিংহ দেবের ষড়ঙ্গুল প্রমাণ প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতবার সেই দেবদেবকে পূজা করিবেন এবং ভূর্জ্জ-পত্রে রোচনা দ্বারা নরসিংহমন্ত্র লিখিয়া কবচাকারে কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক মন্ত্রজ্ঞ সাধক জলাশয়মধ্যে নরসিংহের পূজা করিয়া সপ্তাহ যাবৎ জিতেন্দ্রিয়ভাবে বিনা সং-খ্যায় তদীয় মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ করিলে, মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র মেদিনী জল-প্লাবিত হইতে পারে। অথবা শুষ্ক বৃক্ষের অগ্রভাগে যদি নরসিংহ দেবকে পূজা এবং অষ্টোত্তরশত বার তদীয় মন্ত্র জপ করা যায়, তাহা হইলে সাধক বারিবর্ষণ নিবা-রিত করিতে পারেন। সাধকশ্রেষ্ঠ ঐ মন্ত্র পিঞ্জকে আবদ্ধ করিয়া ভ্রমণ করাইলে মুহূর্ত্তমধ্যে নিশ্চয় প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়। পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক সাধক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রতিমা বারিসহযোগে যাহার গৃহদ্বারে নিখাত করি-বেন, অচিরে তাহার বংশ বিলোপ ঘটিবে. এবং পুনরুত্থাপিত হইলে শান্তি স্থাপন হইবে। ৪১—৫৭। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঈদৃশ প্রভাবসম্পন্ন, মহাবীর্য্য, সর্ব্বকামফল-দাতা, নরসিংহ দেবকে ভক্তিভরে সর্ব্বদাই পূজা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে পূজা করিলে লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে উপনীত হয়। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি স্ত্রী, কি শূদ্রাদি অন্ত্য জাতি, ভক্তিপূর্ব্বক সেই সুরশ্রেষ্ঠ নরসিংহ

সম্পূজ্য তং সুরশ্রেষ্ঠং প্রাপ্নুবন্ত্যভিবাঞ্ছিতম্।
দেবত্বমমরেশত্বং গন্ধর্ব্বত্বং চ ভো দ্বিজাঃ॥ ৬১
যক্ষবিদ্যাধরত্বং চ তথান্যচ্চাভিবাঞ্ছিতম্।
দৃষ্ট্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্বা সম্পূজ্য নরকেসরীম্॥ ৬২
প্রাপ্নুবন্তি নরা রাজ্যং স্বর্গং মোক্ষং চ দুর্লভম্
নরসিংহং নরো দৃষ্ট্বা লভেদভিমতং ফলম্॥৬৩
নির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
সকৃদ্দৃষ্ট্বা তু তং দেবং ভক্ত্যা সিংহবপুর্ধরম্॥ ৬৪
মুচ্যতে চাশুভৈর্দুঃখৈর্জন্মকোটিসমুদ্ভবৈঃ।
সংগ্রামে সঙ্কটে দুর্গে চোরব্যাঘ্রাদিপীড়িতে॥৬৫
কান্তারে প্রাণসন্দেহে বিষবহ্নিজলেষু চ।
রাজাদিভ্যঃ সমুদ্রেভ্যো গ্রহরোগাদিপীড়িতে
স্মৃত্বা তং পুরুষঃ সর্ব্বে রাজগ্রামৈর্বিমুচ্যতে।
সূর্য্যোদয়ে যথা নাশং তমোঽভ্যেতি মহত্তরম্
তথা সন্দর্শনে তস্য বিনাশং যান্ত্যুপদ্রবাঃ।
গুটিকাঞ্জনপাতালপাদুকে চ রসায়নম্॥ ৬৮
নরসিংহে প্রসন্নে তু প্রাপ্নোত্যন্যাংশ্চ বাঞ্ছিতান
যান্ যান্ কামানভিধ্যায়ন্ ভজতে নরকেসরীম্
তাংস্তান্ কামানবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং ভক্ত্যাপূজ্য প্রণম্য চ॥
দশানামশ্বমেধানাং ফলং দশগুণং লভেৎ।
পাপৈঃ সর্ব্বৈর্বিনির্ম্মুক্তো গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতঃ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা জরামরণবর্জ্জিতঃ।
সৌবর্ণেন বিমানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা॥ ৭২
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেন কামগেন সুবর্চ্চসা।
তরুণাদিত্যবর্ণেন মুক্তাহারাবলম্বিনা॥ ৭৩
দিব্যস্ত্রীশতযুক্তেন দিব্যগন্ধর্ব্বনাদিনা।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য দেববন্মুদিতঃ সুখী॥ ৭৪
স্তূয়মানোঽপ্সরোভিশ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ।
ভুক্ত্বা তত্র বরান ভোগান্ বিষ্ণুলোকে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭৫
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরৈর্যুক্তঃ কৃত্বা রূপং চতুর্ভুজম্।

দেবকে পূজা করিলে, সকলেই কোটি-জন্মার্জ্জিত দুরিত-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! সেই সুরশ্রেষ্ঠকে পূজা করিলে অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এমন কি, গন্ধর্ব্বত্ব, দেবত্ব বা দেবেন্দ্রত্ব লাভও তখন দুর্লভ হয় না। নর-কেশরীকে দর্শন, স্তবন, পূজন, এবং প্রণিপাত করিলে যক্ষত্ব, বিদ্যাধরত্বাদি অন্যান্য বাঞ্ছিত পদও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরগণ, নরসিংহার্চ্চনে রাজ্য, স্বর্গ এবং মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইতে পারে। একবারমাত্র তাঁহাকে দর্শন করিলেই নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। নরসিংহ দর্শনে নরগণের জন্মকোটি-সমুদ্ভূত অশুভরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। সংগ্রাম, সঙ্কট, দুর্গম প্রদেশ, চৌর ও ব্যাঘ্রাদির উৎপীড়ন, প্রাণসংশয়, বিষ, বহ্নি, জল, রাজাদি ও সমুদ্র হইতে ভয় সঙ্ঘটন, গ্রহ রোগাদির পীড়া ইত্যাদি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ সঙ্কটেই নরসিংহ দেবকে স্মরণ করিলে লোক মুক্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ে যেমন তমোরাশি নষ্ট হয়, তেমনি নরসিংহ দর্শনে সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া যায়। গুটিকা, অঞ্জন, পাতাল ও রসায়ন প্রভৃতি যাবতীয় বাঞ্ছিত বস্তু নরসিংহ-দেবের প্রসাদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নর, নরকেশরীকে ভজনা করিলে অন্যান্য যাবতীয় কাম্য বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। সেই দেবদেবকে দেখিয়া ভক্তিভরে পূজা ও প্রণাম করিলে শতাশ্বমেধের ফললাভ করিতে পারে। তাঁহার সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। সে সর্ব্ব গুণের আধার হইয়া থাকে। ৫৮—৭১। তাহার জরা-মরণ কিছুই থাকে না। সে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হয় এবং অন্তে কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ মুক্তাহার-মণ্ডিত কামগামী সমুজ্জ্বল শত সুর-সুন্দরীযুত দিব্যগন্ধর্ব্বনাদিত সুবর্ণবিমানে আরোহণ করিয়া একবিংশতিকুলের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক অমরবৎ মুদিতচিত্তে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে। সেখানে গিয়া গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণের

মনোহ্লাদকরং সৌখ্যং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৭৬
পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতঃ প্রবরে যোগিনাং কুলে।
চতুর্ব্বেদী ভবেদ্বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৭৭
বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষমাবাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে নরসিংহমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়।

ব্রহ্মোবাচ।
অনন্তাখ্যং বাসুদেবং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা প্রণম্য চ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো নরো যাতি পরং পদম্ ॥ ১
ময়া চারাধিতশ্চাসৌ শক্রেণ তদনন্তরম্।
বিভীষণেন রামেণ কস্তং নারাধয়েৎপুমান্ ॥ ২
শ্বেতগঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ শ্বেতমাধবম্।
মৎস্যাখ্যং মাধবং চৈব শ্বেতদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ৩

মুনয় উচুঃ।
শ্বেতমাধবমাহাত্ম্যং বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
বিস্তরেণ জগন্নাথ প্রতিমাং তস্য বৈ হরেঃ ॥ ৪
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে বিখ্যাতে জগতীতলে
শ্বেতাখ্যং মাধবং দেবং কস্তং স্থাপিতবান্ পুরা

ব্রহ্মোবাচ।
অভূৎ কৃতযুগে বিপ্রাঃ শ্বেতো নাম নৃপো বলী
মতিমান্ ধর্ম্মবিচ্ছূরঃ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৬
যস্য রাজ্যে তু বর্ষাণাং সহস্রং দশ মানবাঃ।
ভবন্ত্যায়ুষ্মন্তো লোকা বালস্তস্মিন্ন সীদতি ॥৭
বর্ত্তমানে তদা রাজ্যে কিঞ্চিৎকালেগতেদ্বিজাঃ
কপালগৌতমো নাম ঋষিঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৮
সুতোঽস্যাজাতদন্তশ্চ মৃতঃ কালবশাদ্দ্বিজাঃ।
তমাদায় ঋষির্ধীমান্ নৃপস্যান্তিকমানয়ৎ ॥ ৯
দৃষ্ট্বৈবং নৃপতিঃ সুপ্তং কুমারং গতচেতসম্।
প্রতিজ্ঞামকরোদ্বিপ্রা জীবনার্থং শিশোস্তদা ॥১০

সহিত চতুর্ভুজরূপে উত্তম উত্তম ভোগ সকল উপভোগ করত আপ্রলয় কাল মনঃপ্রীতিকর পরম সৌখ্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া যোগীদিগের উত্তম কুলে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মলাভ করত বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনে পরে মোক্ষলাভ করে ॥ ৭২—৭৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, মানবমাত্রেই অনন্তাখ্য বাসুদেবকে দর্শন ও ভক্তিভরে প্রণাম করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। প্রথমে আমি উহাঁকে আরাধনা করি; পশ্চাৎ ইন্দ্র, তদনন্তর বিভীষণ ও পরে রামচন্দ্র উহাঁর আরাধনা করেন। যে নর শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিয়া পশ্চাৎ শ্বেতমাধব ও মৎস্যাখ্য মাধবকে দর্শন করে, তাহার শ্বেতদ্বীপে গতি হইয়া থাকে। মুনিগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি শ্বেতমাধবের মাহাত্ম্য ও তদীয় প্রতিমা-বিবরণ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। আমরা আরও জানিতে ইচ্ছা করি যে, সেই জগদ্বিখ্যাত পবিত্র ক্ষেত্রে শ্বেতমাধব-দেবকে কে পুরাকালে স্থাপন করিয়া-ছিলেন? ব্রহ্মা কহিলেন, পূর্ব্বে সত্যযুগে শ্বেত নামে এক প্রবল রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মজ্ঞ, শূর, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মানবগণের দশসহস্র বৎসর পরমায়ু ছিল। বাল্যকালে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। এইরূপে তাঁহার রাজত্বকাল চলিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! কিয়ৎকাল অতীত হইলে কপালগৌতম নামক জনৈক পরম ধার্ম্মিক ঋষির একটি পুত্র দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ধীমান ঋষি তখন সেই মৃত পুত্র লইয়া শ্বেত নরপতির নিকটে গমন করিলেন। নরপতি সেই সুপ্ত ঋষিনন্দনকে চৈতন্যহীন

রাজোবাচ।
যাবদ্বালমহং ত্বেনং যমস্য সদনে গতম্।
নানয়ে সপ্তরাত্রেণ চিতাং দীপ্তাং সমারুহে॥
ব্রহ্মোবাচ।
এবমুক্ত্বাসিতৈঃ পদ্মৈঃ শতৈর্দশশতাদিকৈঃ।
সম্পূজ্য চ মহাদেবং রাজা বিদ্যাং পুনর্জপেৎ॥
অতিভক্তিং তু সঞ্চিন্ত্য নৃপস্য জগদীশ্বরঃ।
সান্নিধ্যমগমত্তুষ্টোঽস্মীত্যুবাচ সহোময়া॥ ১৩
শ্রুত্বৈবং গিরমীশস্য বিলোক্য সহসা হরম্।
ভস্মদিগ্ধং বিরূপাক্ষং শরৎকুন্দেন্দুবর্চ্চসম্॥১৪
শার্দ্দূলচর্ম্মবসনং শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধজম্।
মহীং নিপত্য সহসা প্রণম্য স তদাব্রবীৎ॥১৫
শ্বেত উবাচ।
কারুণ্যং যদি মে দৃষ্ট্বা প্রসন্নোঽসি প্রভো যদি
কালস্য বশমাপন্নো বালকো দ্বিজপুত্রকঃ॥ ১৬
জীবত্বেষ পুনর্ব্বাল ইত্যেবং ব্রতমাহিতম্।
অকস্মাচ্চ মৃতং বালং নিয়ম্য ভগবন্নস্বয়ম্।
যথোক্তায়ুষ্যসংযুক্তং ক্ষেমং কুরু মহেশ্বর॥ ১৭
ব্রহ্মোবাচ।
শ্বেতস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা মুদং প্রাপ হরস্তদা।
কালমাজ্ঞাপয়ামাস সর্ব্বভূতভয়ঙ্করম্॥ ১৮
নিয়ম্য কালং দুর্দ্ধর্ষং যমস্যাজ্ঞাকরং দ্বিজাঃ।
বালং সঞ্জীবয়ামাস মৃত্যোর্ম্মুখগতং পুনঃ॥ ১৯
কৃত্বা ক্ষেমং জগৎসর্ব্বং মুনেঃ পুত্রং স তংদ্বিজাঃ
দেব্যা সহোময়া দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ২০
এবং সঞ্জীবয়ামাস মুনেঃ পুত্রং নৃপোত্তমঃ॥ ২১
মুনয় ঊচুঃ।
দেবদেব জগন্নাথ ত্রৈলোক্যপ্রভবাব্যয়।
ব্রূহি নঃ পরমং তথ্যং শ্বেতাখ্যস্য চ সাম্প্রতম্
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতাবহম্।
প্রবক্ষ্যামি যথাতথ্যং যৎপৃচ্ছথ মমানঘাঃ॥ ২৩

দেখিয়া তাহার জীবন রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন। ১—১০। রাজা কহিলেন,—এই শমনসদনগত বালককে আমি যদি সপ্তরাত্র মধ্যে আনয়ন করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তখন দীপ্ত চিতায় আরোহণ করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, রাজা এই কথা কহিয়া একসহস্র একশত নীলপদ্ম দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া তদীয় মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জগদীশ্বর শম্ভু রাজার অতিভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া 'আমি তুষ্ট হইয়াছি' এই বলিয়া উমা সহ তদীয় সমীপে আগমন করিলেন। রাজা এই আশ্বাসবাক্য শুনিয়া সহসা দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, বিভূতিভূষিত, বিরূপাক্ষ, শারদ-কুন্দেন্দু-কান্তি, শার্দ্দূলচর্ম্মধারী, শশাঙ্কাঙ্কিত-শিরা ভগবান্ হর সাক্ষাৎ সমুপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সহসা ভূলুণ্ঠিত ভাবে প্রণিপাতপুরঃসর বলিলেন,—হে প্রভো! আমাকে দেখিয়া আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আপনার যদি করুণার উদ্রেক থাকে, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—এই যে, দ্বিজবালক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, এই বালক পুনরায় জীবিত হউক। হে মহেশ্বর! বালক সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ইহাকে আপনি জীবিত ও যথাযোগ্য আয়ুষ্কালে যোজিত করিয়া ইহার মঙ্গল বিধান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন.—শ্বেত নরপতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হর হর্ষাবিষ্ট হইলেন। তখন সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর যমকিঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ কালকে তিনি আজ্ঞা করিলেন এবং মৃত্যুমুখ-গত সেই শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎকালে হরের প্রসাদে সর্ব্ব জগৎ মঙ্গলময় হইল, ব্রাহ্মণের পুত্র জীবন পাইল। অনন্তর উমা সহ তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শ্বেত রাজা এইরূপে মুনিকুমারকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। ১১—২১। মুনিগণ কহিলেন, হে ত্রিভুবনের ভাবাভাবনিদান দেবদেব জগন্নাথ! আপনি সম্প্রতি শ্বেতমাধবের পরম তথ্য প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন;

মাধবস্য চ মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যচ্ছ্রুত্বাভিমতান্কামান্ধ্রুবং প্রাপ্নোতি মানবঃ
শ্রুতবানৃষিভিঃ পূর্ব্বং মাধবাখ্যস্য ভো দ্বিজাঃ।
শৃণুধ্বং তাং কথাং দিব্যাং ভয়শোকার্ত্তিনাশিনীম্
স কৃত্বা রাজ্যমেকাগ্র্যং বর্ষাণাং স সহস্রশঃ।
বিচার্য্য লৌকিকান্ধর্ম্মান্বৈদিকান্নিয়মাংস্তথা॥
কেশবারাধনে বিপ্রাঃ নিশ্চিতং ব্রতমাস্থিতঃ।
স গত্বা পরমং ক্ষেত্রং সাগরং দক্ষিণাশ্রয়ম্॥ ২৭
তটে তস্মিন্ শুভে রম্যে দেশে কৃষ্ণস্য চান্তিকে
শ্বেতোঽথ কারয়ামাস প্রাসাদং শুভলক্ষণম্॥
ধন্বন্তরশতং চৈকং দেবদেবস্য দক্ষিণে।
ততঃ শ্বেতেন বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্বেতশৈলময়েন চ॥
কৃতঃ স ভগবান্ শ্বেতো মাধবশ্চন্দ্রসন্নিভঃ।
প্রতিষ্ঠাং বিধিবচ্চক্রে যথোদ্দিষ্টাং স্বয়ং তু সঃ
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্যো দীনানাথতপস্বিনাম্।

হে নিষ্পাপগণ! আমি আপনাদের প্রশ্নানুসারে সর্ব্বভূতহিতজনক মাধব-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। এই মাহাত্ম্য-কথা সর্ব্ব পাপের প্রণাশক; ইহা শ্রবণে মানবেরা অভিমত কামনা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজগণ! পূর্ব্বে ঋষিগণ শ্বেতমাধবের যে মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিয়াছেন, আপনারা সেই ভয়-শোকার্ত্তি-হারিণী দিব্য কথা শ্রবণ করুন। সেই শ্বেত রাজা সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া বিবিধ লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্ম এবং নানা নিয়মাদি আলোচনা করত কেশবের আরাধনায় ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করিলেন এবং দক্ষিণ সাগরের তীরস্থ পরমক্ষেত্র পুরুষোত্তমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় শুভ রম্যদেশে কৃষ্ণসমীপে এক শুভলক্ষণান্বিত শতধনু-বিস্তৃত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। দেবদেবের দক্ষিণদিকে এ প্রাসাদ শ্বেতশৈলে নির্ম্মিত হইল। রাজা শ্বেত চন্দ্রপ্রতিম শুভ্র মাধবমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া সেই প্রাসাদ-মধ্যে যথাবিধি তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও

অথানন্তরতো রাজা মাধবস্য চ সন্নিধৌ॥৩১
মহীং নিপত্য সহসা ওঙ্কারং দ্বাদশাক্ষরম্।
জপন্ স মৌনমাস্থায় মাসমেকং সমাধিনা॥ ৩২
নিরাহারো মহাভাগঃ সম্যগ্বিষ্ণুপদে স্থিতঃ।
জপান্তে স তু দেবেশং সংস্তোতুমুপচক্রমে॥

শ্বেত উবাচ।

ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমো নারায়ণায় চ॥ ৩৪
নমোঽস্তু বহুরূপায় বিশ্বরূপায় বেধসে।
নির্গুণায়াপ্রতর্ক্যায় শুচয়ে শুক্লকর্ম্মণে॥ ৩৫
ওঁ নমঃ পদ্মনাভায় পদ্মগর্ভোদ্ভবায় চ।
নমোঽস্তু পদ্মবর্ণায় পদ্মহস্তায় তে নমঃ॥ ৩৬
ওঁ নমঃ পুষ্করাক্ষায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে।
নমঃ সহস্রপাদায় সহস্রভুজমন্যবে॥ ৩৭
ওঁ নমোঽস্তু বরাহায় বরদায় সুমেধসে।
বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় শরণ্যায়াচ্যুতায় চ॥ ৩৮
ওঁ নমো বালরূপায় বালপদ্মপ্রভায় চ।
বালার্কসোমনেত্রায় মুঞ্জকেশায় ধীমতে॥ ৩৯

অন্যান্য তপস্বীদিগকে বহু ধন দান করিলেন। অনন্তর রাজা শ্বেত মাধবসন্নিহিত মহীতলে প্রণিপাতপূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং সমাধিযোগে মৌনী হইয়া একমাস যাবৎ অনাহারে বিষ্ণু-পদ-ধ্যানে অবস্থান করিলেন। অনন্তর জপাবসানে তিনি সেই দেবদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন।২২—৩৩। শ্বেত কহিলেন, —বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণকে আমি প্রত্যেকতঃ নমস্কার করি। যিনি বহুরূপ, বিশ্বরূপ, বেধা নির্গুণ, অপ্রতর্ক্য, শুচি ও শুক্লকর্ম্মা, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পদ্মনাভ, পদ্মগর্ভোৎভব, পদ্মবর্ণ, ও পদ্মহস্ত, তাঁহাকে আমার বারম্বার নমস্কার। পুষ্করাক্ষ, সহস্রাক্ষ, মীঢ়ুষ, সহস্রপাদ, সহস্রভুজ, ও মন্যুকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। বরাহ, বরদ, সুমেধা, বরিষ্ঠ, বরেণ্য, শরণ্য, অচ্যুত, বালরূপ, বালপদ্মপ্রভ, বালসূর্য্য-সোমনেত্র, মুঞ্জকেশ, ধীমান্

কেশবায় নমো নিত্যং নমো নারায়ণায় চ।
মাধবায় বরিষ্ঠায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪০
ওঁ নমো বিষ্ণবে নিত্যং দেবায় বসুরেতসে।
মধুসূদনায় নমঃ শুদ্ধায়াংশুধরায় চ ॥ ৪১
নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় নমঃ শ্রীবৎসধারিণে।
ত্রিবিক্রমায় চ নমো দিব্যপীতাম্বরায় চ ॥ ৪২
সৃষ্টিকর্ত্রে নমস্তুভ্যং গোপ্ত্রে ধাত্রে নমো নমঃ।
নমোঽস্তু গুণভূতায় নির্গুণায় নমো নমঃ ॥ ৪৩
নমো বামনরূপায় নমো বামনকর্ম্মণে।
নমো বামননেত্রায় নমো বামনবাহিনে ॥ ৪৪
নমো রম্যায় পূজ্যায় নমোঽস্ত্বব্যক্তরূপিণে।
অপ্রতর্ক্যায় শুদ্ধায় নমো ভয়হরায় চ ॥ ৪৫
সংসারার্ণবপোতায় প্রশান্তায় স্বরূপিণে।
শিবায় সৌম্যরূপায় রুদ্রায়োত্তারণায় চ ॥ ৪৬
ভবভঙ্গকৃতে চৈব ভবভোগপ্রদায় চ।
ভবসঙ্ঘাতরূপায় ভবসৃষ্টিকৃতে নমঃ ॥ ৪৭
ওঁ নমো দিব্যরূপায় সোমাগ্নিশ্বসিতায় চ।
সোমসূর্য্যাংশুকেশায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ॥ ৪৮
ওঁ নম ঋক্স্বরূপায় পদক্রমস্বরূপিণে।
ঋক্স্তুতায় নমস্তুভ্যং নম ঋক্সাধনায় চ ॥ ৪৯
ওঁ নমো যজুষাং ধাত্রে যজূরূপধরায় চ।
যজুর্ষাজ্যায় জুষ্টায় যজুষাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫০
ওঁ নমঃ শ্রীপতে দেব শ্রীধরায় বরায় চ।
শ্রিয়ঃ কান্তায় দান্তায় যোগিচিন্ত্যায় যোগিনে ॥
ওঁ নমঃ সামরূপায় সামধ্বনিবরায় চ।
ওঁ নমঃ সামসৌম্যায় সামযোগবিদে নমঃ ॥ ৫২
সাম্নে চ সামগীতায় ওঁ নমঃ সামধারিণে।
সামযজ্ঞবিদে চৈব নমঃ সামকরায় চ ॥ ৫৩
নমস্ত্বথর্ব্বশিরসে নমোঽথর্ব্বস্বরূপিণে।
নমোঽস্ত্বথর্ব্বপাদায় নমোঽথর্ব্বকরায় চ ॥ ৫৪
ওঁ নমো বজ্রশীর্ষায় মধুকৈটভঘাতিনে।
মহোদধিজলস্থায় বেদাহরণকারিণে ॥ ৫৫
নমো দীপ্তস্বরূপায় হৃষীকেশায় বৈ নমঃ।
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় তে নমঃ ॥
নারায়ণ নমস্তুভ্যং নমো লোকহিতায় চ।
ওঁ নমো মোহনাশায় ভবভঙ্গকরায় চ ॥ ৫৭
গতিপ্রদায় চ নমো নমো বন্ধহরায় চ।
ত্রৈলোক্যতেজসাং কর্ত্রে নমস্তেজঃস্বরূপিণে ॥
যোগীশ্বরায় শুদ্ধায় রামায়োত্তরণায় চ।
সুখায় সুখনেত্রায় নমঃ সুকৃতধারিণে ॥ ৫৯
বাসুদেবায় বন্দ্যায় বামদেবায় বৈ নমঃ।
দেহিনাং দেহকর্ত্রে চ ভেদভঙ্গকরায় চ ॥ ৬০
দেবৈর্বন্দিতদেহায় নমস্তে দিব্যমৌলিনে।
নমো বাসনিবাসায় বাসবাবহরায় চ ॥ ৬১
ওঁ নমো বসুকর্ত্রে চ বসুবাসপ্রদায় চ।

কেশব, নারায়ণ, মাধব, বরিষ্ঠ ও গোবিন্দকে আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। যিনি বিষ্ণু, বসুরেতাঃ, মধুসূদন, শুদ্ধ, অংশুধর, অনন্ত, সূক্ষ্ম, শ্রীবৎসধারী, ত্রিবিক্রম, দিব্যপীতাম্বরধর, সৃষ্টিকর্ত্তা, গোপ্তা, ধাতা, গুণভূত, নির্গুণ, বামনরূপ, বামনকর্ম্মা, বামননেত্র, বামনবাহী, রম্য, পূজ্য, অব্যক্তরূপী, অপ্রতর্ক্য, শুদ্ধ, ভয়হর, সংসার-সাগর-পোত, প্রশান্ত, স্বরূপী, শিব, সৌম্যরূপ, রুদ্র, উত্তারণ, ভবভঙ্গকর্ত্তা, ভবভোগপ্রদ, ভবসঙ্ঘাতরূপ, ভবসৃষ্টিকর্ত্তা, দিব্যরূপ, সোমাগ্নিশ্বসিত, সোমসূর্য্যাংশুকেশ, গোব্রাহ্মণহিত, ঋক্স্বরূপ, পদক্রমস্বরূপী, ঋক্স্তুত, ঋক্সাধন, যজুর্দ্ধারণকর্ত্তা, যজুঃস্বরূপধর, যজুর্যাজ্য, জুষ্ট, যজুঃপতি, শ্রীপতি, শ্রীধর, বরেণ্য, শ্রীকান্ত, দান্ত, যোগিজন-চিন্ত্য, যোগী, সামরূপ, সামধ্বনিবর, সামসৌম্য, সামযোগ-বিৎ, সাম, সামগীত, সামধারী, সামযজ্ঞ-বিজ্ঞ, সামকর, অথর্ব্বশিরা, অথর্ব্ব-স্বরূপ, অথর্ব্বপাদ, অথর্ব্বকর, বজ্রশীর্ষ, মধুকৈটভঘাতী, মহোদধি জলশায়ী, বেদাহরণকারী, দীপ্তস্বরূপ, ও হৃষীকেশকে আমি বারম্বার নমস্কার করি। হে নারায়ণ! তুমি বাসুদেব, লোকহিতৈষী, মোহহর, ভবভঙ্গকর, গতিপ্রদ, বন্ধহর, ত্রৈলোক্য-তেজঃকর্ত্তা, তেজঃস্বরূপী, যোগীশ্বর, শুদ্ধ, রাম, উত্তারণ, সুখ, সুখনেত্র, সুকৃতধারী, বাসুদেব, বন্দ্য, বামদেব, দেহীদিগের দেহকর্ত্তা, ও ভেদভঙ্গকারী, তোমায় আমি নমস্কার করি। ৩৩—৬১। তুমি দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, দিব্য-

নমো যজ্ঞস্বরূপায় যজ্ঞেশায় চ যোগিনে.॥ ৬২
যতিযোগকরেশায় নমো যজ্ঞাঙ্গধারিণে।
সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ প্রলম্বমথনায় চ ॥ ৬৩
মেঘঘোষস্বনোত্তীর্ণবেগলাঙ্গলধারিণে।
নমোঽস্তু জ্ঞানিনাং জ্ঞান নারায়ণপরায়ণ ॥ ৬৪
ন মেঽস্তি ত্বামৃতে বন্ধুর্নরকোত্তারণ প্রভো।
অতস্ত্বাং সর্ব্বভাবেন প্রণতো নতবৎসল ॥
মলং যৎকায়জং বাপি মানসঞ্চৈব কেশব।
ন তস্যান্যোঽস্তি দেবেশ ক্ষালকস্ত্বামৃতেঽচ্যুত
সংসর্গাণি সমস্তানি বিহায় ত্বামুপস্থিতঃ।
সঙ্গো মেঽস্তু ত্বয়া সার্দ্ধমাত্মলাভায় কেশব ॥ ৬৭
কষ্টমাপৎ সুদুষ্পারং সংসারং বেদ্মি কেশব।
তাপত্রয়পরিক্লিষ্টস্তেন ত্বাং শরণং গতঃ ॥ ৬৮

এষণাভির্জগৎ সর্ব্বং মোহিতং মায়য়া তব।
আকর্ষিতঞ্চ লোভাদ্যৈরতস্ত্বামহমাশ্রিতঃ ॥ ৬৯
নাস্তি কিঞ্চিৎ সুখং বিষ্ণো সংসারস্থস্য দেহিনঃ
যথা যথা হি যজ্ঞেশ ত্বয়ি চেতঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৭০
তথা কলবিহীনং তু সুখমাত্যন্তিকং লভেৎ।
নষ্টো বিবেকশূন্যোঽস্মি দৃশ্যতে জগদাতুরম্‌ ॥
গোবিন্দ ত্রাহি সংসারান্মামুদ্ধর্ত্তুং ত্বমর্হসি।
মগ্নস্য মোহসলিলে নিরুত্তারে ভবার্ণবে।
উদ্ধর্ত্তা পুণ্ডরীকাক্ষ ত্বামৃতেঽন্যো ন বিদ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্থং স্তুতস্ততস্তেন রাজ্ঞা শ্বেতেন ভো দ্বিজাঃ
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে দিব্যে বিখ্যাতে পুরুষোত্তমে
ভক্তিং তস্য তু সঞ্চিন্ত্য দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ
আজগাম নৃপস্যাগ্রে সর্ব্বৈর্দেবৈর্বৃতো হরিঃ ॥
নীলজীমূতসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
দধৎ সুদর্শনং ধীমান্ করাগ্রে দীপ্তমণ্ডলম্ ॥৭৫
ক্ষীরোদজলসঙ্কাশো বিমলশ্চন্দ্রসন্নিভঃ।

মৌলী, বাসনিবাস, বাসব্যবহার, বসুকর্ত্তা, বসুবাসপ্রদ, যজ্ঞস্বরূপ, যজ্ঞেশ, যোগী, যতি, যোগকরেশ, যজ্ঞাঙ্গধারী, সঙ্কর্ষণ, প্রলম্বমথন, মেঘগম্ভীর-নিনাদ, বেগে লাঙ্গলধারী ও জ্ঞানীদিগের জ্ঞান; তোমায় আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি ব্যতীত নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন বন্ধু কেহই নাই। অতএব হে প্রণত-বৎসল! তোমার চরণে আমি সর্ব্বভাবে প্রণত হইলাম। হে কেশব! অচ্যুত! দেবেশ! তুমি ভিন্ন কায়িক ও মানসিক পাপ ক্ষালন করিবার আর কেহই নাই। আমি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তোমারই আশ্রয় লইয়াছি। হে কেশব! আত্মলাভের জন্য তোমারই সহিত আমার সঙ্গ হউক। হে কেশব! এই সুদুষ্পার সংসারকে আমি আপদ্ ও দুঃখবহুল বলিয়াই মনে করি। সংসারে থাকিয়া ত্রিবিধ তাপে সর্ব্বদাই আমি পরিক্লিষ্ট হইতেছি; তাই তোমার শরণ লইয়াছি। তোমারই মায়ায় এই সকল জগৎ বিমোহিত রহিয়াছে। লোভপ্রভৃতিরা সদাই ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে, তাই আমি তোমার শরণ লইয়াছি। হে বিষ্ণো! সংসারী লোকের কোনই সুখ নাই, হে যজ্ঞেশ! যেরূপ যেরূপ করিলে তোমাতে চিত্ত নিবিষ্ট হয় এবং কলহীন আত্যন্তিক সুখলাভ করা যায়, আমার এখন তাহাই অভিলাষ। আমার বিবেক নষ্ট হইয়াছে; আমি নিজেও নষ্ট হইয়াছি; এই সকল জগৎই আমি অবসাদ-গ্রস্ত দেখিতেছি। হে গোবিন্দ! আমায় সংসার হইতে ত্রাণ কর; আমাকে উদ্ধার কর। আমি দুষ্পার ভবার্ণবের মোহজলে মগ্ন রহিয়াছি,—হে পুণ্ডরী-কাক্ষ! তুমি ব্যতীত আমার আর উদ্ধারকর্ত্তা কেহই নাই। ৬২—৭২। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দ্বিজগণ! শ্বেত নরপতি এইরূপে সেই বিখ্যাত ক্ষেত্র পুরুষোত্তমে গিয়া স্তব করিলে জগদ্‌গুরু দেবদেব তদীয় ভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া সমস্ত দেবগণ সহ সেই ন্যগ্রোধতরুর সমীপে আগমন করিলেন! তাঁহার তাৎকালিক আকৃতি নীল জীমূত-নিভ শ্যাম; নয়ন পদ্মপত্রবৎ আয়ত; হস্তে সুদর্শনচক্র সুশোভিত; অথচ তাঁহাকে

স্বরাজ বামহস্তেঽস্য পাঞ্চজন্যো মহাদ্যুতিঃ ॥৭৬
পক্ষিরাজধ্বজঃ শ্রীমান্ গদাশার্ঙ্গাসিধৃক্ প্রভুঃ।
উবাচ সাধু ভো রাজন্ যস্য তে মতিরুত্তমা।
যদিষ্টং বর বদ্রন্তে প্রসন্নোঽস্মি তবানঘ ॥ ৭৭

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বৈবং দেবদেবস্য বাক্যং তৎপরমামৃতম্।
প্রণম্য শিরসোবাচ শ্বেতস্তদ্গতমানসঃ ॥ ৭৮

শ্বেত উবাচ।

যদ্যহং ভগবন্ ভক্তঃ প্রযচ্ছ বরমুত্তমম্।
আব্রহ্মভবনাদূর্দ্ধং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ম্ ॥ ৭৯
বিমলং বিরজং শুদ্ধং সংসারাসঙ্গবর্জ্জিতম্।
তৎপদং গন্তুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যৎপদং বিবুধাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সিদ্ধযোগিনঃ।
নাভিগচ্ছন্তি যদ্রম্যং পরং পদমনাময়ম্ ॥ ৮১
যাস্যসি পরমং স্থানং রাজ্যামৃতমুপাস্য চ।
সর্ব্বাল্লোঁকানতিক্রম্য মম লোকং গমিষ্যসি ॥৮২
কীর্ত্তিস্তবাত্র রাজেন্দ্র ত্রীল্লোঁকাংশ্চ গমিষ্যতি
সান্নিধ্যং মম চৈবাত্র সর্ব্বদৈব ভবিষ্যতি ॥৮৩
শ্বেতগঙ্গেতি গাস্যন্তি সর্ব্বে তে দেবদানবাঃ।
কুশাগ্রেণাপি রাজেন্দ্র শ্বেতগাঙ্গেয়মম্বু চ ॥৮৪
স্পৃষ্ট্বা স্বর্গং গমিষ্যন্তি মদ্ভক্তা যে সমাহিতাঃ।
যশ্চেমাং প্রতিমাং গচ্ছেন্মাধবাখ্যাং শশিপ্রভাং
শঙ্খগোক্ষীরসঙ্কাশামশেষাঘবিনাশিনীম্।
তাং প্রণম্য সকৃদ্ ভক্ত্যা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাম্
বিহায় সর্ব্বলোকান্ বৈ মম লোকে মহীয়তে।
মন্বন্তরাণি তত্রৈব দেবকন্যাভিরাবৃতঃ ॥ ৮৭
গীয়মানশ্চ মধুরং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ।
ভুনক্তি বিপুলান্ ভোগান্ যথেষ্টং মামকৈঃ সম্
চ্যুতস্তস্মাদিহাগত্য মনুষ্যো ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
বেদবেদাঙ্গবিচ্ছ্রীমান্ ভোগবাংশ্চিরজীবিতঃ ॥
গজাশ্বরথযানাঢ্যো ধনধান্যাবৃতঃ শুচিঃ।

দেখিতে ক্ষীরোদজলের ন্যায় শুভ্র; চন্দ্রের ন্যায় বিমল এবং তদীয় বামহস্তে পাঞ্চজন্য; তিনি মহাদ্যুতিশালী গরুড়ধ্বজ, শ্রীমান্ ও শার্ঙ্গ-গদা এবং অসিধারী। তিনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সাধু রাজন্! তোমার উত্তম মতি জন্মিয়াছে। আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা কহিলেন, শ্বেত নরপতি দেবদেবের সেই অমৃতায়মান বাণী শুনিয়া মস্তক দ্বারা প্রণিপাতপুরঃসর তদ্গত মনে বলিলেন—ভগবন্! আমি যদি ভবদীয় ভক্তমধ্যে গণ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমায় উত্তম বর দান করুন। হে জগৎপতে! যে বৈষ্ণবপদ ব্রহ্মভবনের ঊর্দ্ধে বিরাজিত, যাহা অব্যয়, বিরজ, শুদ্ধ ও সংসারসঙ্গ-বর্জ্জিত; আপনার প্রসাদে আমি সেই পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ভগবান্ কহিলেন, বিবুধগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধ যোগিগণ যে পদলাভে সমর্থ নহেন, সেই অনাময় পরম মনোরম পদ তুমি প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি রাজ্যসুখ ভোগ কর; পরে সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া মদীয় লোকে গমন করিবে। ৭৩—৮২। হে রাজেন্দ্র! ত্রিলোকে তোমার কীর্ত্তি বিস্তৃত হইবে এবং এখানে আমি সর্ব্বদাই সন্নিহিত থাকিব। দেব ও দানবগণ শ্বেতগঙ্গার নাম গান করিবেন। হে রাজেন্দ্র! এই শ্বেতগঙ্গার কুশাগ্রীয় জলও যে সকল ব্যক্তি স্পর্শ করিবে, তাহারা আমার ভক্ত; তাহাদের স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত। যে ব্যক্তি এই শশি-সমান-কান্তি অশেষ দুরিতহারিণী পুণ্ডরীকনয়না মাধবাখ্য প্রতিমাকে একবারও ভক্তিভরে প্রণাম করিবে, তাহারা সর্ব্বলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারই লোকে পূজিত হইবে। সেখানে মন্বন্তর কাল যাবৎ দেবকন্যগণে পরিবৃত ও সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণে সেবিত হইয়া মদীয় পার্শ্বচরগণ সহ বিপুল ভোগ সকল উপভোগ করিবে। অনন্তর সে স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গবিৎ ভগবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এই জন্মে তাহার গৃহ—গজাশ্বাদি বিবিধ

রূপবান্ বহুভাগ্যশ্চ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ॥ ৯০
পুরুষোত্তমং পুনঃ প্রাপ্য বটমূলেঽথ সাগরে।
ত্যক্ত্বা দেহং হরিং স্মৃত্বা ততঃ শান্তপদং ব্রজেৎ
ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্বেতমাধবমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈ-
কোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

শ্বেতমাধবমালোক্য সমীপে মৎস্যমাধবম্।
একার্ণবজলে পূর্ব্বং রোহিতং রূপমাস্থিতম্॥ ১
বেদানাং হরণার্থায় রসাতলতলে স্থিতম্।
চিন্তয়িত্বা ক্ষিতিং সম্যক্ তস্মিনস্থানে প্রতিষ্ঠিতম্
আদ্যাবতরণং রূপং মাধবং মৎস্যরূপিণম্।
প্রণম্য প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩
প্রযাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্বয়ম্।
কালে পুনরিহায়াতো রাজা স্যাৎ পৃথিবীতলে
বৎসমাধবমাসাদ্য দুরাধর্ষো ভবেন্নরঃ।
দাতা ভোক্তা ভবেদ্যজ্বা বৈষ্ণবঃ সত্যসঙ্গরঃ॥
যোগং প্রাপ্য হরেঃ পশ্চাৎ ততো মোক্ষ-
মবাপ্নুয়াৎ।
মৎস্যমাধবমাহাত্ম্যং ময়া সম্পরিকীর্ত্তিতম্॥
যং দৃষ্ট্বা মুনিশার্দ্দূলাঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৬

মুনয় উচুঃ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামো মার্জ্জনং বরুণালয়ে।
ক্রিয়তে স্নানদানাদি তস্যাশেষফলং বদ ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলা মার্জ্জনস্য যথাবিধি।
ভক্ত্যা তু তন্মনা ভূত্বা সম্প্রাপ্য পুণ্যমুত্তমম্ ॥
মার্কণ্ডেয়হ্রদে স্নানং পূর্ব্বকালে প্রশস্যতে।
চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষেণ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৯
তদ্বৎ স্নানং সমুদ্রস্য সর্ব্বকালং প্রশস্যতে।

বাহন ও অগণিত ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইবে। তিনি রূপবান্, ভাগ্যবান্ ও পুত্রপৌত্রাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবেন। পরে পুরুষোত্তমে আসিয়া বটমূলে বা সাগরসলিলে হরিধ্যানে দেহ পরিত্যাগ, পূর্ব্বক শান্ত পদ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৮৩—৯১ ॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, পূর্ব্বে একার্ণবজলে যিনি রোহিতমৎস্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং বেদ উদ্ধারের জন্য যিনি রসাতলে বাস করেন, সেই আদ্যাবতার মৎস্যরূপী মাধব ঐ শ্বেতমাধবের সমীপস্থ স্থানবিশেষে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। শ্বেত মাধবকে সন্দর্শন করিয়া তদীয় প্রতিষ্ঠা-স্থান সম্যক্‌রূপে চিন্তা করত তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে মানব সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হয় এবং যেখানে স্বয়ং হরি বিরাজমান, অন্তে তথায় উপনীত হইয়া থাকে; পশ্চাৎ এখানে আসিয়া ঐ মানব পৃথিবীরাজ্য লাভ করে। ঐ মৎস্য-মাধবকে প্রাপ্ত হইয়া, লোক দুরাধর্ষ হয় এবং দাতা, ভোক্তা, যজ্বা, বৈষ্ণব ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে; পরে বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক মোক্ষ-লাভ করে। এই আমি মৎস্য-মাধবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই মৎস্য-মাধবকে দর্শন মাত্রেই মানব সর্ব্ব কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—৬। মুনিগণ কহিলেন, হে ভগবান্! এক্ষণে মার্জ্জন-বিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; সাগর-সলিলে স্নান করিয়া দানাদি করিলে যে অশেষ ফল হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ করুন, যথাশাস্ত্র মার্জ্জনবিধি বলিতেছি। পুণ্যশালী মানবের পক্ষে সর্ব্ব প্রথম ভক্তিভাবে তন্মনা হইয়া মার্কণ্ডেয়হ্রদে স্নান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীতে ঐ হ্রদে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ প্রনষ্ট হইয়া যায়। সমুদ্রস্নান সর্ব্বকালেই প্রশস্ত।

পৌর্ণমাস্যাং বিশেষেণ হয়মেধফলং লভেৎ ॥১০
মার্কণ্ডেয়ং বটং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ং মহোদধিম্।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠমাসস্য জ্যেষ্ঠা ঋক্ষং যদা ভবেৎ।
তদা গচ্ছেদ্বিশেষেণ তীর্থরাজং পরং শুভম্॥
কায়বাঙ্মানসৈঃ শুদ্ধস্তদ্ভাবো নান্যমানসঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো বীতরাগো বিমৎসরঃ॥ ১৩
কল্পবৃক্ষবটং রম্যং তত্র স্নাত্বা জনার্দ্দনম্।
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বীত ত্রিবারং সুসমাহিতঃ॥ ১৪
যং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপাৎ সপ্তজন্মসমুদ্ভবাৎ।
পুণ্যং চাপ্নোতি বিপুলং গতিমিষ্টাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ।
তস্য নামানি বক্ষ্যামি প্রমাণঞ্চ যুগে যুগে।
যথাসংখ্যঞ্চ ভো বিপ্রাঃ কৃতাদিষু যথাক্রমম্॥
বটং বটেশ্বরং কৃষ্ণং পুরাণপুরুষং দ্বিজাঃ।
বটস্যৈতানি নামানি কীর্ত্তিতানি কৃতাদিষু ॥১৭
যোজনং পাদহীনঞ্চ যোজনার্দ্ধং তদর্দ্ধকম্।
প্রমাণং কল্পবৃক্ষস্য কৃতাদৌ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৮
যথোক্তেন তু মন্ত্রেণ নমস্কৃত্য তু তং বটম্।
দক্ষিণাভিমুখো গচ্ছেদ্ধন্বন্তরশতত্রয়ম্ ॥ ১৯
যত্রাসৌ দৃশ্যতে বিষ্ণুঃ স্বর্গদ্বারং মনোরমম্।
সাগরাম্ভঃ সমাকৃষ্টং কাষ্ঠং সর্ব্বগুণান্বিতম্ ॥ ২০
প্রণিপত্য ততস্তং ভোঃ পরিপূজ্য ততঃ পুনঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বরোগাদ্যৈস্তথা পাপৈর্গ্রহাদিভিঃ॥
উগ্রসেনং পুরা দৃষ্ট্বা স্বর্গদ্বারেণ সাগরম্।
গত্বাচম্য শুচিস্তত্র ধ্যাত্বা নারায়ণং পরম্। ২২
ন্যসেদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং পশ্চাদ্ধস্তশরীরয়োঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি যং বদন্তি মনীষিণঃ ॥২৩
কিং কার্য্যং বহুভির্মন্ত্রৈর্মনোবিভ্রমকারকৈঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ ২৪
আপো নরস্য সূনুত্বান্নারা ইতীহ কীর্ত্তিতাঃ
বিষ্ণোস্তাস্ত্বয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

বিশেষতঃ পৌর্ণমাসী তিথিতে সমুদ্রে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। মার্কণ্ডেয়হ্রদ, অক্ষয়বট, কৃষ্ণ-বলরাম, মহোদধি, ও ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর, এই পাঁচটীর নাম পঞ্চতীর্থ। জ্যৈষ্ঠ মাসের জেষ্ঠা নক্ষত্রযোগে পূর্ণিমা তিথিতে তীর্থ-শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমে গমন করিবে। এই সময়ে তীর্থযাত্রায় বাক্য, মন ও কায় শুদ্ধ হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে এবং তীর্থসেবী নর সর্ব্বদ্বন্দ্ব-বিনির্ম্মুক্ত, বীতরাগ ও বিমৎসর হইবেন। রমণীয় কল্পবৃক্ষসমীপে গমন করিয়া স্নানান্তে বটরূপী জনার্দ্দনকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। এই কল্পবটবৃক্ষ দর্শনে সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত এবং বিপুল পুণ্য ও ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজগণ! সেই কল্পবটের প্রতিযুগীয় নাম, প্রমাণ ও সংখ্যা যথাক্রমে বলিতেছি। বট, বটেশ্বর, কৃষ্ণ ও পুরাণ পুরুষ,—কৃতাদি চারিযুগে বটের এই চারিটি নাম কীর্ত্তিত হয়। কৃতাদি যুগচতুষ্টয়ে কল্পবৃক্ষের প্রমাণ যথাক্রমে এক যোজন, পাদোন যোজন, যোজনার্দ্ধ ও যোজনার্দ্ধের অর্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই কল্পবটকে নমস্কার করিয়া দক্ষিণাভিমুখে তিনশত ধনু ব্যবধানে গমন করিতে হয়। সেখানে ভগবান্ বিষ্ণু, মনোরম স্বর্গদ্বার ও সাগরজল-সমাকৃষ্ট সেই সর্ব্বগুণান্বিত কাষ্ঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! অনন্তর বিষ্ণুকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিলে সর্ব্ব পাপ ও সর্ব্বপাপ গ্রহের দৃষ্টি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৭—২১। পরে উগ্রসেনকে দর্শন করিয়া স্বর্গদ্বারপথে সাগরে গিয়া আচমনপূর্ব্বক শুচিভাবে পরম পুরুষ নারায়ণকে ধ্যানান্তে তদীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্র হস্ত ও সমস্ত শরীরে ন্যাস করিবে। মনীষিগণের মতে নারায়ণের ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র—"ওঁ নমো নারায়ণায়।" মনোভ্রান্তিকর অন্যান্য বহুতর মন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা কি হইবে? একমাত্র "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রই সর্ব্বার্থসাধক। আপ সকল নরের সূনু বলিয়া নারা নামে কীর্ত্তিত। পূর্ব্বে বিষ্ণুর সে সকল অয়ন ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরা দ্বিজাঃ।
নারায়ণপরা যজ্ঞা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২৬
নারায়ণপরা পৃথ্বী নারায়ণপরং জলম্।
নারায়ণপরো বহ্নির্নারায়ণপরং নভঃ॥ ২৭
নারায়ণপরো বায়ুর্নারায়ণপরং মনঃ।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ উভে নারায়ণাত্মকে॥ ২৮
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিজ্জীবসংজ্ঞিতম্
স্থূলং সূক্ষ্মং পরং চৈব সর্ব্বং নারায়ণাত্মকম্॥২৯
শব্দাদ্যা বিষয়াঃ সর্ব্বে শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি চ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব সর্ব্বে নারায়ণাত্মকাঃ॥৩০
জলে স্থলে চ পাতালে স্বর্গলোকেঽম্বরে নগে।
অবষ্টভ্য ইদং সর্ব্বমাস্তে নারায়ণঃ প্রভুঃ॥৩১
কিং চাত্র বহুনোক্তেন জগদেতচ্চরাচরম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং নারায়ণাত্মকম্॥ ৩২
নারায়ণাৎপরং কিঞ্চিন্নেহ পশ্যামি ভো দ্বিজাঃ
তেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং দৃশ্যাদৃশ্যং চরাচরম্॥৩৩
আপো হ্যায়তনং বিষ্ণোঃ স চ এবাম্ভসাং পতিঃ
তস্মাদপ্সু স্মরেন্নিত্যং নারায়ণমঘাপহম্॥ ৩৪
স্নানকালে বিশেষেণ চোপস্থায় জলে শুচিঃ।
স্মরেন্নারায়ণং ধ্যায়েদ্ধস্তে কায়ে চ বিন্যসেৎ॥
ওঙ্কারঞ্চ নকারঞ্চ অঙ্গুষ্ঠে হস্তয়োর্ন্যসেৎ।
শেষৈর্হস্ততলং যাবত্তর্জ্জন্যাদিষু বিন্যসেৎ॥৩৬
ওঙ্কারং বামপাদে তু নকারং দক্ষিণে ন্যসেৎ।
মোকারং বামকট্যাস্তু নাকারং দক্ষিণে ন্যসেৎ
রাকারং নাভিদেশে তু যকারং বামবাহুকে।
ণাকারং দক্ষিণে ন্যস্য যকারং মূর্দ্ধ্নি বিন্যসেৎ॥
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ হৃদয়ে পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতঃ।
ধ্যাত্বা নারায়ণং পশ্চাদারভেৎ কবচং বুধঃ॥ ৩৯
পূর্ব্বে মাং পাতু গোবিন্দো দক্ষিণে মধুসূদনঃ।
পশ্চিমে শ্রীধরো দেবঃ কেশবস্তু তথোত্তরে॥
পাতু বিষ্ণুস্তথাগ্নেয়ে নৈঋর্তে মাধবোঽব্যয়ঃ।
বায়ব্যে তু হৃষীকেশস্তথেশানে চ বামনঃ॥৪১
ভূতলে পাতু বারাহস্তথোর্দ্ধঞ্চ ত্রিবিক্রমঃ।
কৃত্বৈবং কবচং পশ্চাদাত্মানং চিন্তয়েত্ততঃ॥ ৪২
অহং নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
এবং ধ্যাত্বা তদাত্মানমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ৪৩
ত্বমগ্নির্দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কামদীপনঃ।

নারায়ণ। বেদগণ, দ্বিজগণ, যজ্ঞসকল, ক্রিয়াসমূহে, পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, অনিল ও মন, সকলই নারায়ণ-পরায়ণ। অহঙ্কার ও বুদ্ধি এ উভয়ও নারায়ণাত্মক; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে কিছু জীব-সংজ্ঞিত স্থূল সূক্ষ্ম ও পরম বস্তু সমস্তই নারায়ণাত্মক; জল, স্থল, পাতাল, স্বর্গ-লোক, অম্বর ও পর্ব্বত—সমস্ত ব্যাপিয়াই নারায়ণ বিরাজমান। এ সম্বন্ধে আর অধিক কি কহিব? ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত এই চরাচর সমুদায় জগৎই নারায়ণাত্মক। হে দ্বিজগণ! নারায়ণ হইতে এ জগতে শ্রেষ্ঠ কিছুই দেখি না। এই দৃশ্যাদৃশ্য চরা-চর সমস্তই তিনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। জল এবং জলপতি উভয়ই সেই নারায়ণের আয়তন। অতএব পাপহর নারায়ণকে জলমধ্যে নিয়ত স্মরণ করিবে। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ নর স্নানকালে নারায়ণকে পূজা করিয়া স্মরণ ও ধ্যানপূর্ব্বক হস্তে ও কায়ে বিন্যাস করিবে। যথা—অঙ্গুষ্ঠে, হস্তদ্বয়ে, ওঙ্কার ও নকার, এবং তর্জ্জনী হইতে অপরাপর অঙ্গুলিদলে অন্যান্য বর্ণ বিন্যাস করিতে হইবে। বামপদে ওঙ্কার, দক্ষিণপদে নকার, বামকটিতে মোকার, দক্ষিণ কটিতে নাকার, নাভিদেশে রাকার, বামবাহুতে যকার, দক্ষিণ বাহুতে ণাকার এবং মস্তকে য়কার বিন্যাস করিবে। অনন্তর অধঃ, ঊর্দ্ধ, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও অগ্রভাগে নারায়ণকে ধ্যান-পূর্ব্বক অভিজ্ঞ ব্যক্তি কবচ পাঠ করিবেন। যথা—গোবিন্দ আমার পূর্ব্বদিকে, মধুসূদন দক্ষিণে, শ্রীধর পশ্চিমে, কেশব উত্তরে, বিষ্ণু অগ্নিকোণে, মাধব নৈঋর্তে, হৃষীকেশ বায়ব্যে, বামন ঈশানকোণে, বরাহ ভূতলে, এবং ত্রিবিক্রম ঊর্দ্ধদিকে রক্ষা করুন। এইরূপে কবচ পাঠ করিয়া পরে 'আমিই শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ দেব' এইরূপে আপনাকে চিন্তা করিবে। এই প্রকার

প্রধানঃ সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥৪৪
অমৃতস্থারণিস্ত্বং হি দেবযোনিরপাং পতে।
বৃজিনং হর মে সর্ব্বং তীর্থরাজ নমোঽস্তু তে ॥
এবমুচ্চার্য্য বিধিবত্ততঃ স্নানং সমাচরেৎ।
অন্যথা ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্নানং তত্র ন শস্যতে
কৃত্বা তু বৈদিকৈর্ম্মন্ত্রৈরভিষেকঞ্চ মার্জ্জনম্।
অন্তর্জ্জলে জপেৎপশ্চাত্রিরাবৃত্ত্যাঘমর্ষণম্ ॥ ৪৭
হয়মেধো যথা বিপ্রাঃ সর্ব্বপাপহরঃ ক্রতুঃ।
তথাঘমর্ষণঞ্চাত্র সূক্তং সর্ব্বাঘনাশনম্ ॥ ৪৮
উত্তীর্য্য বাসসী ধৌতে নির্ম্মলে পরিধায় বৈ।
প্রাণানায়ম্য চাচম্য সন্ধ্যাং চোপাস্য ভাস্করম্ ॥
উপতিষ্ঠেত্ততশ্চোর্দ্ধং ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পজলাঞ্জলিম্।
উপস্থায়োর্দ্ধবাহুশ্চ তল্লিঙ্গৈর্ভাস্করং ততঃ ॥ ৫০
গায়ত্রীং পাবনীং দেবীং জপেদষ্টোত্তরং শতম্
অন্যাংশ্চ সৌরমন্ত্রাংশ্চ জপ্ত্বা তিষ্ঠন্ সমাহিতঃ ॥
কৃত্বা প্রদক্ষিণং সূর্য্যং নমস্কৃত্যোপবিশ্য চ।
স্বাধ্যায়ং প্রাঙ্মুখঃ কৃত্বা তর্পয়েদ্দেবতান্ ঋষীন্
মনুষ্যাংশ্চ পিতৄংশ্চান্যান্নামগোত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
তোয়েন তিলমিশ্রেণ বিধিবৎ সুসমাহিতঃ ॥৫৩
তর্পণং দেবতানাঞ্চ পূর্ব্বং কৃত্বা সমাহিতঃ।
অধিকারী ভবেৎ পশ্চাৎপিতৄণাং তর্পণে দ্বিজঃ
শ্রাদ্ধে হবনকালে চ পাণিনৈকেন নির্ব্বপেৎ।
তর্পণে তূভয়ং কুর্য্যাদেষ এব বিধিঃ সদা ॥ ৫৫
অন্বারব্ধেন সব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন তু।
তৃপ্যতামিতি সিঞ্চেত্তু নামগোত্রেণ বাগ্‌যতঃ ॥
কায়স্থৈর্যস্তিলৈর্ম্মোহাৎ করোতি পিতৃতর্পণম্।
তর্পিতাস্তেন পিতরস্ত্বঙ্মাংসরুধিরাস্থিভিঃ ॥ ৫৭
অঙ্গস্থৈর্ন তিলৈঃ কুর্য্যাদ্দেবতাপিতৃতর্পণম্।
রুধিরং তদ্ভবেত্তোয়ং প্রদাতা কিল্বিষী ভবেৎ
ভূম্যাং যদ্দীয়তে তোয়ং দাতা চৈব জলে স্থিতঃ
বৃথা তন্মুনিশার্দ্দূলা নোপতিষ্ঠতি কস্যচিৎ ॥ ৫৯

ধ্যানানন্তর এইমন্ত্র উচ্চারণ করিবে।২২—৪৩। যথা,—হে নাথ! তুমি দ্বিপদগণের অগ্নি, রেতোধাঃ, কামদীপন, সর্ব্বভূতের প্রধান ও জীবগণের অব্যয় প্রভু। তুমিই অমৃতের অরণি, দেবযোনি ও জলপতি, হে তীর্থরাজ! আমার পাপ হরণ কর; আমি তোমায় নমস্কার করি। এই মন্ত্র উচ্চারণান্তে বিধিমত স্নানাচরণ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সাগরে অন্য প্রকার স্নান করা প্রশস্ত নহে। বৈদিক মন্ত্রে অভিষেক ও মার্জ্জন করিয়া জলমধ্যে থাকিয়া তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবে। হে বিপ্রগণ! অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন সর্ব্বপাপহর, অঘমর্ষণ-সূক্ত তেমনি সর্ব্বাঘনাশন। অনন্তর জল হইতে তীরে উঠিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয় পরিধান-পূর্ব্বক প্রাণায়াম, আচমন, ও সন্ধ্যা-উপাসনা সমাপনান্তে, ভাস্করের আরাধনা করিবে। পরে ঊর্দ্ধদিকে ভাস্কর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ভাস্করের আরাধনার্থ অষ্টোত্তর শতবার পবিত্র গায়ত্রী ও অন্যান্য শৌর মন্ত্র জপান্তে সুসমাহিত হইয়া অবস্থান করিবে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারপূর্ব্বক উপবেশনান্তে প্রাঙ্মুখ হইয়া স্বাধ্যায় পাঠ এবং দেব, মনুষ্য, পিতৃ ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া তিলমিশ্র তোয় দ্বারা যথাবিধি তর্পণ করিবে। ব্রাহ্মণ, প্রথমে সুসমাহিতভাবে দেবতর্পণ করিলে, পশ্চাৎ পিতৃতর্পণে অধিকারী হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ এবং হোমাদি ব্যাপার একহস্তেই নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু তর্পণ ব্যাপার উভয় হস্তেই করিতে হইবে। ইহাই সর্ব্বকালিক বিধি। নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া বাগ্‌যতভাবে বাম ও দক্ষিণ পাণি দ্বারা "তৃপ্যতাম্" এই মন্ত্রে জলসিঞ্চন করিবে। যে ব্যক্তি মোহক্রমে স্বীয় অঙ্গ-বিশেষে তিল রাখিয়া পিতৃতর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ ত্বক্, মাংস, রুধির ও অস্থি দ্বারাই তর্পিত হইয়া থাকে; অতএব অঙ্গস্থিত তিলদ্বারা কদাপি দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে না। কেননা, তাদৃশ তিলমিশ্র জল রুধিরবৎ হয় এবং তর্পণ-কর্ত্তাও পাপী হইয়া থাকে। হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! দাতা ব্যক্তি জলে থাকিয়া

স্থলে স্থিত্বা জলে যস্তু প্রযচ্ছেদুদকং নরঃ।
পিতৃণাং নোপতিষ্ঠেত সলিলং তন্নিরর্থকম্‌ ॥৬০
উদকে নোদকং কুর্য্যাৎ পিতৃভ্যশ্চ কদাচন।
উত্তীর্য্য তু শুচৌ দেশে কুর্য্যাদুদকতর্পণম্‌ ॥৬১
নোদকেষু ন পাত্রেষু ন ক্রুদ্ধো নৈকপাণিনা।
নোপতিষ্ঠতি তত্তোয়ং যদ্ভূম্যাং ন প্রদীয়তে ॥
পিতৃণামক্ষয়ং স্থানং মহী দত্তা ময়া দ্বিজাঃ।
তস্মাত্তত্রৈব দাতব্যং পিতৃণাং প্রীতিমিচ্ছতা ॥
ভূমিপৃষ্ঠে সমুৎপন্না ভূম্যাঞ্চৈব চ সংস্থিতাঃ।
ভূম্যাঞ্চৈব লয়ং যাতা ভূমৌ দদ্যাত্ততো জলম্‌
আস্তীর্য্য চ কুশান্‌ সাগ্রাংস্তানাবাহ্য স্বমন্ত্রতঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু বৈ দেবান্‌ যাম্যাগ্রেষু তথা পিতৃন্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে সমুদ্রস্নানবিধি-
নিরূপণং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬০॥

ভূতলে যে জলদান করেন, তাহা বৃথা হইয়া যায়; তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হয় না। যে নর স্থলে থাকিয়া জলে জল-দান করে, সে জলও নিরর্থক হইয়া যায়; তাহা দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি হয় না। জলে থাকিয়া পিতৃগণকে কখন জলদান করিবে না; পরন্তু পবিত্র তীর দেশে উঠিয়া হইয়া জলতর্পণ করিবে। জলে, পাত্রে এবং ভূতলে তর্পণ করা নিষিদ্ধ। এবং ক্রুদ্ধ হইয়া অথবা এক হস্ত দ্বারা তর্পণ করাও অবৈধ। এরূপ তর্পণে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন না। হে দ্বিজগণ! মহীকেই আমি পিতৃগণের অক্ষয় স্থানরূপে দান করিয়াছি। অতএব পিতৃগণের প্রীতি-কামনায় সেইখানেই তর্পণজল দান করিবে। ভূমিপৃষ্ঠে জন্ম হইয়াছে, ভূমিতেই অব-স্থান করিতে হয়, ভূমিতেই লয় পাইতে হয়,অতএব ভূমিতেই জলদান করা কর্তব্য। তর্পণকালে সাগ্র কুশসমষ্টি আস্তৃত করিয়া স্ব স্ব মন্ত্রে দেব ও পিতৃগণকে আবাহনপূর্ব্বক প্রাচীনাগ্র কুশে দেবগণকে ও যাম্যাগ্র কুশে পিতৃগণকে তর্পণ করিবে। ৪৪—৬৫।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

দেবান্‌ পিতৃংস্তথা চান্যান্‌ সন্তর্প্যাচম্য বাগ্‌যতঃ
হস্তমাত্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্‌ ॥ ১
পুরং বিলিখ্য ভো বিপ্রাস্তীরে তস্য মহোদধেঃ
মধ্যে তত্র লিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্‌ ॥ ২
এবং মণ্ডলমালিখ্য পূজয়েত্তত্র ভো দ্বিজাঃ।
অষ্টাক্ষরবিধানেন নারায়ণমজং বিভুম্‌ ॥ ৩
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কায়শোধনমুত্তমম্‌।
অকারং হৃদয়ে ধ্যাত্বা চক্ররেখাসমন্বিতম্‌ ॥ ৪
জ্বলন্তং ত্রিশিখং চৈব দহন্তং পাপনাশনম্‌।
চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থং রাকারং মূর্দ্ধ্নি চিন্তয়েৎ ॥ ৫
শুক্লবর্ণং প্রবর্ষন্তমমৃতং প্লাবয়ন মহীম্‌।
এবং নির্ধূতপাপস্তু দিব্যদেহস্ততো ভবেৎ ॥ ৬

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! দেব, পিতৃ, ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে তর্পণ করিয়া আচমনান্তে বাগ্‌যতভাবে মহোদধির তীরে একটী মণ্ডল অঙ্কন করিবে। এই মণ্ডল হস্তমাত্র, চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার ও সুশোভন হইবে। তন্মধ্যে একটী সকর্ণিক অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে অজ, বিভু, নারায়ণকে তাহাতে পূজা করিবে। হে দ্বিজগণ! অতঃপর উত্তম কায়শুদ্ধি-বিধি বলিতেছি। হৃদয়ে চক্ররেখান্বিত ওঙ্কার ধ্যান করিয়া উজ্জল ত্রিশিখান্বিত দাহকারী পাপহর চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যস্থিত রাকার মস্তকে চিন্তা করিবে এবং আরও ভাবিবে যে, উহা যেন শুক্লবর্ণ সুধাবর্ষণে মহীমণ্ডল প্লাবিত করিতেছে। এইরূপে নিষ্পাপ

অষ্টাক্ষরং ততো মন্ত্রং ন্যসেদেবাত্মনো বুধঃ।
বামপাদং সমারভ্য ক্রমশশ্চৈব বিন্যসেৎ॥ ৭
পঞ্চাঙ্গং বৈষ্ণবং চৈব চতুর্ব্যূহং তথৈব চ।
করশুদ্ধিং প্রকুর্ব্বীত মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ॥ ৮
একৈকং চৈব বর্ণং তু অঙ্গুলীষু পৃথক্‌পৃথক্।
ওঁকারং পৃথিবীং শুক্লাং বামপাদে তু বিন্যসেৎ
নকারঃ শাম্ভবঃ শ্যামো দক্ষিণে তু ব্যবস্থিতঃ।
মোকারঃ কালমেবাহুর্ব্বামকট্যাং নিধাপয়েৎ॥
নাকারঃ সর্ববীজং তু দক্ষিণস্যাং ব্যবস্থিতঃ।
রাকারস্তেজ ইত্যাহুর্নাভিদেশে ব্যবস্থিতঃ।
বায়ব্যোহয়ং যকারস্তু বামস্কন্ধে সমাশ্রিতঃ।
ণাকারঃ সর্ব্বগো জ্ঞেয়ো দক্ষিণাংসে ব্যবস্থিতঃ
যকারোহয়ং শিরস্থশ্চ যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ শিরঃ।
ওঁ জ্বলনায় নমঃ শিখা।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ কবচম্।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ স্ফূরণং দিশো বন্ধায়।
ওঁ হুঁফড়স্ত্রম্।
ওঁ শিরসি শুক্লো বাসুদেব ইতি।
ওঁ আং ললাটে রক্তঃ সঙ্কর্ষণো
গরুত্মান্ বহ্নিস্তেজ আদিত্য ইতি।
ওঁ আং গ্রীবায়াং পীতঃ
প্রদ্যুম্নো বায়ুমেষ ইতি।
ওঁ আং হৃদয়ে কৃষ্ণোহনিরুদ্ধঃ
সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ইতি।
এবং চতুর্ব্যূহমাত্মানং কৃত্বা
ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ১৩
মমাগ্রেহবস্থিতো বিষ্ণুঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি কেশবঃ।
গোবিন্দো দক্ষিণে পার্শ্বে বামে তু মধুসূদনঃ॥
উপরিষ্টাত্তু বৈকুণ্ঠো বারাহঃ পৃথিবীতলে।
অবান্তরদিশো যাস্তু তাসু সর্ব্বাসু মাধবঃ॥১৫
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা।
নরসিংহকৃতা গুপ্তির্বাসুদেবময়ো হ্যহম্॥ ১৬
এবং বিষ্ণুময়ো ভূত্বা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ।
যথা দেহে তথা দেবে সর্ব্বতত্ত্বানি যোজয়েৎ॥
ততশ্চৈব প্রকুর্ব্বীত প্রোক্ষণং প্রণবেন তু।
ফট্‌কারান্তং সমুদ্দিষ্টং সর্ব্ববিঘ্নহরং শুভম্॥ ১৮
তত্রার্কচন্দ্রবহ্নীনাং মণ্ডলানি বিচিন্তয়েৎ।
পদ্মমধ্যে ন্যসেদ্বিষ্ণুং পবনস্যাম্বরস্য চ॥ ১৯
ততো বিচিন্ত্য হৃদয় ওঁকারং জ্যোতীরূপিণম্।

হইয়া দিব্য দেহ ধারণ করিবে। অনন্তর সাধক বামপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে অষ্টাক্ষর মন্ত্র ন্যাস করত পঞ্চাঙ্গ বৈষ্ণব চতুর্ব্যূহ সমাধানান্তে মূল মন্ত্র দ্বারা করশুদ্ধি করিবে। প্রত্যেক অঙ্গুলি-দলে ওঙ্কারের এক একটী বর্ণ বিন্যাস করত শুক্লবর্ণ পৃথ্বীবীজ বামপাদে বিন্যাস করিতে হইবে। শ্যামবর্ণ শাম্ভব বীজ নকার দক্ষিণে, কালবীজ মোকার বামকটিতে, সর্ব্ব বীজ নাকার দক্ষিণদিকে, তৈজসাখ্য রাকার নাভিদেশে, বায়ব্যবীজ যকার বামস্কন্ধে, সর্ব্বগ ণাকার দক্ষিণ স্কন্ধে এবং সর্ব্বলোক-প্রতিষ্ঠ য়াকার শিরোদেশে বিন্যাস করিবে। ১—১২। অনন্তর "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ শিরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সকল যথাযথ স্থলে বিন্যাস করত আমার অগ্রে বিষ্ণু, পৃষ্ঠে কেশব, দক্ষিণপার্শ্বে গোবিন্দ, বামে মধুসূদন, উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ, পৃথ্বীতলে বারাহ, এবং অন্যান্য সমস্ত অবান্তর দিকে মাধব অব-স্থিত। আমার গমন, অবস্থান, জাগ্রৎ, স্বপ্ন অবস্থায় নৃসিংহ আমার রক্ষক। আমি বাসুদেবময়। এই প্রকারে বিষ্ণুময় হইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। যেমন নিজ দেহে, তেমনি দেবদেহে সর্ব্বতত্ত্ব যোজনা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর প্রণব মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া সর্ব্ববিঘ্নহর শুভ ফট্‌কারান্ত মন্ত্র উচ্চারণান্তে তৎকালে সূর্য্য, চন্দ্র, ও ব্রহ্ম-মণ্ডল চিন্তা করিবে। পদ্মমধ্যে বিষ্ণুকে ন্যাস করিয়া পরে হৃদয়ে জ্যোতীরূপ ওঙ্কার চিন্তা করত কর্ণিকাস্থ সনাতন জ্যোতীরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথাক্রমে বিন্যাস করিবে। পরে ঐ মন্ত্র দ্বারা ব্যস্তসমস্ত ভাবে

কর্ণিকায়াং সমাসীনং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥
অষ্টাক্ষরং ততো মন্ত্রং বিন্যসেচ্চ যথাক্রমম্ ।
তেন ব্যস্তসমস্তেন পূজনং পরমং স্মৃতম্ ॥ ২১
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ যজেদ্দেবং সনাতনম্ ।
ততোঽবধার্য্য হৃদয়ে কর্ণিকায়াং বহির্ন্যসেৎ ॥
চতুর্ভুজং মহাসত্ত্বং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।
চিন্তয়িত্বা মহাযোগং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥
ততশ্চাবাহয়েন্মন্ত্রং ক্রমেণাচিন্ত্য মানসে ॥ ২৩
আবাহনমন্ত্রঃ —
মীনরূপো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ ।
আয়াতু দেবো বরদো মম নারায়ণোঽগ্রতঃ ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৪
স্থাপনমন্ত্রঃ—
কর্ণিকায়াং সুপীঠেঽত্র পদ্মকল্পিতমাসনম্ ।
সর্ব্বসত্ত্বহিতার্থায় তিষ্ঠ ত্বং মধুসূদন ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৫
অর্ঘ্যমন্ত্রঃ—
ওঁ ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে
দেবদেবায় হৃষীকেশায় বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৬
পাদ্যমন্ত্রঃ—
ওঁ পাদ্যং পাদয়োর্দেব পদ্মনাভ সনাতন ।
বিষ্ণো কমলপত্রাক্ষ গৃহাণ মধুসূদন ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৭

মধুপর্কমন্ত্রঃ—
মধুপর্কং মহাদেব ব্রহ্মাদ্যৈঃ কল্পিতং তব ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পুরুষোত্তম ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৮
আচমনীয়মন্ত্রঃ—
মন্দাকিন্যাঃ সিতং বারি সর্ব্বপাপহরং শিবম্ ।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ২৯
স্নানমন্ত্রঃ—
ত্বমাপঃ পৃথিবী চৈব জ্যোতিস্ত্বং বায়ুরেব চ ।
লোকেশ বৃত্তিমাত্রেণ বারিণা স্নাপয়াম্যহম্ ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩০
বস্ত্রমন্ত্রঃ—
দেব তত্ত্বসমাযুক্ত যজ্ঞবর্ণসমন্বিত ।
স্বর্ণবর্ণপ্রভে দেব বাসসী তব কেশব ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩১
বিলেপনমন্ত্রঃ—
শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং চৈব চ কেশব ।
ময়া নিবেদিতো গন্ধঃ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩২
উপবীতমন্ত্রঃ—
ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রেণ ত্রিবৃতং পদ্মযোনিনা ।
সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুক্তমুপবীতং তবার্পয়ে ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৩
অলঙ্কারমন্ত্রঃ—
দিব্যরত্নসমাযুক্ত বহ্নিভানুসমপ্রভ ।
গাত্রাণি তব শোভন্তু সালঙ্কারাণি মাধব ।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৪

বিশেষ পূজা কর্ত্তব্য এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা সনাতন দেবের পূজা করিবে। অনন্তর হৃদয়ে তাঁহাকে অবধারণান্তে কর্ণিকার বহির্ভাগে বিন্যাস করিবে। তৎপরে চতুর্ভুজ মহাসত্ত্ব কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ জ্যোতীরূপ সনাতন দেবকে চিন্তা করিয়া আবাহন করিবে। আবাহনমন্ত্র যথা,—"মীনরূপো বরাহশ্চ" ইত্যাদি। তৎপরে স্থাপনমন্ত্র যথা,—"কর্ণিকায়াং সুপীঠেঽত্র" ইত্যাদি। অনন্তর অর্ঘ্যদানমন্ত্র যথা—"ওঁ ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে" ইত্যাদি। পরে পাদ্যদান-মন্ত্র যথা—"ওঁ পাদ্যং পাদয়োর্দেব" ইত্যাদি। তৎপরে মধুপর্ক; মন্ত্র যথা—"মধুপর্কং মহাদেব" ইত্যাদি। অনন্তর আচমনীয়মন্ত্র যথা—"মন্দাকিন্যাঃ সিতং বারি" ইত্যাদি। তদনন্তর স্নান; মন্ত্র যথা—"ত্বমাপঃ পৃথিবী চৈব" ইত্যাদি। অনন্তর বস্ত্রদান; মন্ত্র যথা—"দেবতত্ত্বসমাযুক্ত" ইত্যাদি। পরে বিলেপন; মন্ত্র যথা—"শরীরং তে ন জানামি" ইত্যাদি। তৎপরে উপবীতদান; মন্ত্র যথা—"ঋগ্‌-

ওঁ নম ইতি প্রত্যক্ষরং সমস্তেন মূলমন্ত্রেণ বা পূজয়েৎ।

ধূপমন্ত্রঃ—

বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভিশ্চ তে।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৬

দীপমন্ত্রঃ—

সূর্য্যচন্দ্রসমো জ্যোতির্বিদ্যুদগ্নেস্তথৈব চ।
ত্বমেব জ্যোতিষাং দেব দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।

নৈবেদ্যমন্ত্রঃ—

অন্নং চতুর্ব্বিধঞ্চৈব রসৈঃ ষড়্‌ভিঃ সমন্বিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং তব কেশব।
ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ॥ ৩৮

পূর্ব্বে দলে বাসুদেবং যাম্যে সঙ্কর্ষণং ন্যসেৎ।
প্রদ্যুম্নং পশ্চিমে কুর্য্যাদনিরুদ্ধং তথোত্তরে ॥৩৯
বারাহঞ্চ তথাগ্নেয়ে নরসিংহঞ্চ নৈঋর্তে।
বায়ব্যে মাধবঞ্চৈব তথৈশানে ত্রিবিক্রমম্ ॥
তথাষ্টাক্ষরদেবস্য গরুড়ং পুরতো ন্যসেৎ।
বামপার্শ্বে তথা চক্রং শঙ্খং দক্ষিণতো ন্যসেৎ
তথা মহাগদাঞ্চৈব ন্যসেদ্দেবস্য দক্ষিণে।
ততঃ শার্ঙ্গং ধনুর্ব্বিদ্বান্ন্যসেদ্দেবস্য বামতঃ ॥৪২
দক্ষিণেনেষুধী দিব্যে খড়্গং বামে চ বিন্যসেৎ
শ্রিয়ং দক্ষিণতঃ স্থাপ্য পুষ্টিমুত্তরতো ন্যসেৎ ॥৪৩
বনমালাঞ্চ পুরতস্ততঃ শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
বিন্যসেদ্ধৃদয়াদীনি পূর্ব্বাদিষু চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৪৪
ততোঽস্ত্রং দেবদেবস্য কোণে চৈব তু বিন্যসেৎ।
ইন্দ্রমগ্নিং যমঞ্চৈব নৈঋর্তং বরুণং তথা ॥ ৪৫
বায়ুং ধনদমীশানমনন্তং ব্রহ্মণা সহ।
পূজয়েত্তান্ত্রিকৈর্মন্ত্রৈরধশ্চোর্দ্ধং তথৈব চ ॥ ৪৬
এবং সম্পূজ্য দেবেশং মণ্ডলস্থং জনার্দ্দনম্।
লভেদভিমতান্ কামান্নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৪৭
অনেনৈব বিধানেন মণ্ডলস্থং জনার্দ্দনম্।
পূজিতং যঃ সম্পশ্যেত স বিশেদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৪৮
সকৃদপ্যর্চ্চিতে যেন বিধিনানেন কেশবঃ।
জন্মমৃত্যুজরাং তীর্ত্বা স বিষ্ণোঃ পদমাপ্নুয়াৎ ॥
যঃ স্মরেৎ সততং ভক্ত্যা নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
অন্বহং তস্য বাসায় শ্বেতদ্বীপঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৫০
ওঙ্কারাদিসমাযুক্তং নমঃকারান্তদীপিতম্।
তন্নাম সর্ব্বতত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫১

যজুঃ সামমন্ত্রেণ” ইত্যাদি। অতঃপর অলঙ্কারমন্ত্র যথা—“দিব্যরত্নসমাযুক্ত ইত্যাদি। তদনন্তর ধূপদান; মন্ত্র যথা— “বনস্পতিরসো দিব্য” ইত্যাদি। তৎপশ্চাৎ দীপদান; মন্ত্র যথা—“সূর্য্যাচন্দ্রমসো-র্জ্যোতিঃ” ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে নৈবেদ্য-নিবেদন; মন্ত্র যথা—“অন্নং চতুর্ব্বিধং” ইত্যাদি। ৩৮। অনন্তর পূর্ব্বদলে বাসুদেব, দক্ষিণে সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমে প্রদ্যুম্ন, উত্তরে অনিরুদ্ধ, অগ্নিকোণে বরাহ, নৈঋর্তে নৃসিংহ, বায়ব্যে মাধব, এবং ঈশানে ত্রিবিক্রমকে বিন্যাস করিবে। এইরূপে বাসুদেবের সম্মুখে গরুড়, বামপার্শ্বে চক্র, দক্ষিণে শঙ্খ, ও মহাগদা, বামে শার্ঙ্গ ধনু, দক্ষিণ পার্শ্বে দিব্য ইষুধীদ্বয়, বামে খড়্গ, দক্ষিণে শ্রী, এবং উত্তরে পুষ্টিকে বিন্যাস করিবে। এতদ্ভিন্ন সম্মুখে বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ও কোণে দেবদেবের অস্ত্র বিন্যাস করিবে। অনন্তর ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে তান্ত্রিক মন্ত্রে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, বায়ু, ধনদ, ঈশান ও অনন্তকে পূজা করিবে। এইরূপে মণ্ডলস্থ দেবদেব জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া নিশ্চয়ই অভিমত কাম্য বস্তু সকল পাওয়া যায়। যিনি এইরূপ বিধানক্রমে মণ্ডলস্থ জনার্দ্দনকে পূজিত হইতে দেখেন, তিনি অব্যয় বিষ্ণু-দেহে বিলীন হইয়া থাকেন। যিনি এইরূপ বিধি অনুসারে একবারমাত্র কেশবের অর্চ্চনা করেন, তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু জয় করিয়া বিষ্ণুপদে উপনীত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে নিরলসভাবে প্রতি-দিন নারায়ণ স্মরণ করে, শ্বেতদ্বীপে তাহার বসতি হইয়া থাকে। প্রণবাদি

অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পং নিবেদয়েৎ।
একৈকস্ত প্রকুর্ব্বীত যথোদ্দিষ্টং ক্রমেণ তু ॥৫২
মুদ্রাস্ততো নিবধ্নীয়াদ্‌যথোক্তক্রমচোদিতাঃ।
জপঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ॥ ৫৩
অষ্টাবিংশতিমষ্টৌ বা শতমষ্টোত্তরং তথা।
কামেষু চ যথাপ্রোক্তং যথাশক্তি সমাহিতঃ॥
পদ্মং শঙ্খশ্চ শ্রীবৎসো গদা গরুড় এব চ।
চক্রং খড়্গশ্চ শার্ঙ্গঞ্চ অষ্টৌ মুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

বিসর্জ্জনমন্ত্রঃ—

গচ্ছ গচ্ছ পরংস্থানং পুরাণ পুরুষোত্তম।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা বিন্দন্তি পরমং পদম্॥ ৫৬
অর্চ্চনং যে ন জানন্তি হরের্মন্ত্রৈর্যথোদিতম্।
তে তত্র মূলমন্ত্রেণ পূজয়ন্ত্বচ্যুতং সদা॥ ৫৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভুঋষিসংবাদে পূজাবিধি-
কথনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১॥

নমোঽস্ত সর্ব্বতত্ত্বময় বাসুদেব নামই তদীয় মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারাই যথাক্রমে গন্ধ-পুষ্পাদি নিবেদন করিবে। অনন্তর যথাবিহিত ক্রমানুসারে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা সকল প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অষ্ট, অষ্টাবিংশতি, অষ্টোত্তরশত অথবা যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে। পদ্ম, শঙ্খ, শ্রীবৎস, গদা, গরুড়, চক্র, শার্ঙ্গ এই আটটী মুদ্রা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রাই প্রদর্শন করিতে হয়। তৎপরে বিসর্জ্জন; তন্মন্ত্র যথা—"গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং "ইত্যাদি।" যাহারা যথাযথ হরির অর্চ্চনা জানে না, তাহাদের পক্ষে মাত্র মূল মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য॥ ৩৯—৫৭॥

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমম্।
প্রণম্য শিরসা পশ্চাৎ সাগরঞ্চ প্রসাদয়েৎ॥১
প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে
তীর্থরাজ নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মামচ্যুতপ্রিয়॥ ২
স্নাত্বৈবং সাগরে সম্যক্ তস্মিন্‌ক্ষেত্রবরে দ্বিজাঃ
তীরে চাভ্যর্চ্চ্য বিধিবন্নারায়ণমনাময়ম্॥ ৩
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ প্রণিপত্য চ সাগরম্।
শতানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥৪
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ।
বৃন্দারক ইব শ্রীমান্ রূপযৌবনগর্ব্বিতঃ॥ ৫
বিমানেনার্কবর্ণেন দিব্যগন্ধর্ব্বনাদিনা।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৬
ভুক্ত্বা তত্র বরান্ ভোগান্ ক্রীড়িত্বা চাপ্সরৈঃ সহ।
মন্বন্তরশতং সাগ্রং জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ॥ ৭

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এইরূপে ভক্তিভাবে পুরুষোত্তম দেবকে বিধিমত পূজা করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণিপাতপুরঃসর পশ্চাৎ জলধিকে প্রসন্ন করিবে; বলিবে,—হে সরিৎপতে! তুমি সর্ব্বভূতের প্রাণ ও যোনি। হে তীর্থরাজ! হে অচ্যুতপ্রিয়! তোমায় নমস্কার করি; আমায় পরিত্রাণ কর। হে দ্বিজগণ! এই বলিয়া সাগরে স্নান করত তীরদেশে যথাবিধি অনাময় নারায়ণ, বলরাম, সুভদ্রা ও সাগরকে অর্চ্চনান্তে প্রণিপাত করিলে, মানব শতাশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। তাহার সর্ব্ব পাপ ও সর্ব্ব দুঃখ বিদূরিত হয়। সে দেববৎ শ্রীমান্ ও যৌবনগর্ব্বিত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের দিব্য সঙ্গীত-নাদিত অর্কবর্ণ বিমানারোহণে একবিংশতি কুলের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। সেখানে গিয়া শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত জরা-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি

পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতঃ কুলে সর্ব্বগুণান্বিতে।
রূপবান্ সুভগঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
বেদশাস্ত্রার্থবিদ্বিপ্রো ভবেদ্‌যজ্বা তু বৈষ্ণবঃ।
যোগঞ্চ বৈষ্ণবং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ
গ্রহোপরাগে সংক্রান্ত্যাময়নে বিষুবে তথা।
যুগাদিষু ষড়শীত্যাং ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে॥ ১০
আষাঢ়্যাঞ্চৈব কার্ত্তিক্যাং মাঘ্যাং বান্যে শুভে তিথৌ।
যে তত্র দানং বিপ্রেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি সুমেধসঃ
ফলং সহস্রগুণিতমন্যতীর্থাল্লভন্তি তে।
পিতৃণাং যে প্রযচ্ছন্তি পিণ্ডং তত্র বিধানতঃ॥
অক্ষয়াং পিতরস্তেষাং তৃপ্তিং সম্প্রাপ্নুবন্তি বৈ
এবং স্নানফলং সম্যক্ সাগরস্য ময়োদিতম্॥
দানস্য চ ফলং বিপ্রাঃ পিণ্ডদানস্য চৈব হি।
ধর্ম্মার্থমোক্ষফলদমায়ুঃকীর্ত্তিযশস্করম্॥ ১৪
ভুক্তিমুক্তিফলং নৃণাং ধন্যং দুঃস্বপ্ননাশনম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১৫
নাস্তিকায় ন বক্তব্যং পুরাণঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানিমাহাত্ম্যৈঃ স্বৈঃ পৃথক্‌পৃথক্
যাবন্ন তীর্থরাজস্য মাহাত্ম্যং বর্ণ্যতে দ্বিজাঃ।
পুষ্করাদীনি তীর্থানি প্রযচ্ছন্তি স্বকং ফলম্॥১৭
তীর্থরাজস্তু স পুনঃ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ।
ভূতলে যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ॥১৮
বিশন্তি সাগরে তানি তেনাসৌ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ
রাজা সমস্ততীর্থানাং সাগরঃ সরিতাং পতিঃ॥
তস্মাৎ সমস্ততীর্থেভ্যঃ শ্রেষ্ঠোঽসৌ সর্ব্বকামদঃ
তমো নাশং যথাভ্যেতি ভাস্করেঽভ্যুদিতে দ্বিজাঃ॥২০
স্নানেন তীর্থরাজস্য তথা পাপস্য সংক্ষয়ঃ।
তীর্থরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥২১

লাভ করিয়া বিবিধ দিব্য ভোগ উপভোগ, ও অপ্সরোগণ সহ ক্রীড়া করিয়া পশ্চাৎ পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যে আসিয়া কোন এক সর্ব্বগুণান্বিত কুলে রূপবান, সৌভাগ্যশালী, শ্রীমান, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদশাস্ত্রার্থজ্ঞ, যাগশীল, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এবং বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। গ্রহণ, সংক্রান্তি, অয়ন, বিষুব, যুগাদ্যা, ষড়শীতি, ব্যতীপাত এবং আষাঢ়, কার্ত্তিক, ও মাঘ মাসের শুভ দিনও শুভ তিথিতে যে সকল সুধী ব্যক্তি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দান করেন, তাঁহারা অন্য তীর্থ অপেক্ষা সহস্র গুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক তথায় পিতৃপিণ্ড দান করেন, তাঁহাদের পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! এইরূপে যথাবিধি সাগরস্নানে, ধনদানে ও পিণ্ডদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমি আপনাদিগকে যথাযথ বলিলাম। এই পৌরাণিক প্রস্তাব ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষফলপ্রদ; আয়ু, কীর্ত্তি ও যশস্কর এবং ভুক্তি ও মুক্তি-ফলজনক। ইহা ধন্য, পুণ্য সর্ব্বকামফলপ্রসূ, সর্ব্বপাপহর, ও দুঃস্বপ্ননাশন। ১—১৫। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই পুণ্য প্রস্তাব নাস্তিকের নিকট কদাচ বক্তব্য নহে। হে দ্বিজগণ! যাবৎ না এই তীর্থরাজের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, অন্যান্য তীর্থ সকল তত কালই স্ব স্ব মাহাত্ম্যে স্ব স্ব প্রতিপত্তি ঘোষণা করিয়া থাকেন। পুষ্করাদি অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে, তাহারা নিজ নিজ তীর্থসেবা জন্য ফলই বিতরণ করে, কিন্তু এই তীর্থরাজ পুরুষোত্তম একাধারে সর্ব্বতীর্থের ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ভূতলে যত কিছু সরিৎ সরোবরাদি তীর্থ আছে, তাহারা সকলেই সাগরে প্রবেশ করে; তাই সরিৎপতি সাগর, সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ রাজা। অতএব সর্ব্বকামপ্রদ সাগরই সমস্ত তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ! হে দ্বিজগণ! যেমন ভাস্করের অভ্যুদয়ে তমোরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি এই তীর্থরাজের স্নানে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। এই তীর্থরাজের সমান তীর্থ কখন ছিল না

অধিষ্ঠানং যদা যত্র প্রভোর্নারায়ণস্য বৈ।
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং তীর্থরাজস্য ভো দ্বিজাঃ
কোট্যো নবনবত্যস্তু যত্র তীর্থানি সন্তি বৈ।
তস্মাৎ স্নানঞ্চ দানঞ্চ হোমং জপ্যং সুরার্চ্চনম্
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তত্র চাক্ষয়ং ক্রিয়তে দ্বিজাঃ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সমুদ্রস্নানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবম্।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরো নাম যত্রাস্তে পাবনং শুভম্॥ ১
গত্বা তত্র শুচির্ধীমানাচম্য মনসা হরিম্।
ধ্যাত্বোপস্থায় চ জলমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ২
অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত তীর্থ সর্ব্বাঘনাশন।
স্নানং ত্বয়ি করোম্যদ্য পাপং হর নমোঽস্তু তে

এবং কথন হইবেও না। যেখানে সর্ব্বদা প্রভু নারায়ণের অধিষ্ঠান, হে দ্বিজগণ! সেই তীর্থরাজের গুণ বর্ণন করিতে কে সক্ষম? এই তীর্থশ্রেষ্ঠ সাগরে নবনবতি কোটি তীর্থ বিরাজমান; সুতরাং হে দ্বিজগণ! এখানে স্নান, দান, হোম, জপ, ও দেবার্চ্চনাদি যাহা কিছু করা যায়, সমস্তই অক্ষয় হয়॥ ১৬—২৩॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অনন্তর যজ্ঞাঙ্গসম্ভব তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে পরমপাবন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর বিরাজিত। সেখানে গিয়া ধীমান্ মানব, শুচিভাবে আচমনপূর্ব্বক মনে মনে হরিকে ধ্যান ও জলস্পর্শ করত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা—"অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত" ইত্যাদি।

এবমুচ্চার্য্য বিধিবৎ স্নাত্বা দেবানৃষীন্ পিতৄন্।
তিলোদকেন চান্যাংশ্চ সন্তর্প্যাচম্য বাগ্যতঃ॥
দত্ত্বা পিতৄণাং পিণ্ডাংশ্চ সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্
দশাশ্বমেধিকং সম্যক্ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্ বংশানুদ্ধৃত্য দেববৎ।
কামগেন বিমানেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৬
ভুক্ত্বা তত্র সুখান্ ভোগান্ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্
চ্যুতস্তস্মাদিহায়াতো মোক্ষঞ্চ লভতে ধ্রুবম্॥
এবং কৃত্বা পঞ্চতীর্থীমেকাদশ্যামুপোষিতঃ।
জ্যেষ্ঠশুক্লপঞ্চদশ্যাং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্॥
স পূর্ব্বোক্তং ফলং প্রাপ্য ক্রীড়িত্বা বাচ্যুতালয়ে
প্রয়াতি পরমং স্থানং যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ৯

মুনয় উচুঃ।

মাসানন্যান্ পরিত্যজ্য মাঘাদীন্ প্রপিতামহ।
প্রশংসসি কথং জ্যৈষ্ঠং ব্রূহি তৎকারণং প্রভো

ঐ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বিধিমত স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণকে তিলোদকে তর্পণ করিবে। পিতৃগণকে পিণ্ডদান, ও পুরুষোত্তমকে পূজা করিয়া মানব, শতাশ্বমেধজনিত ফললাভ করিয়া থাকে এবং ঊর্দ্ধ ও অধস্তন সপ্ত সপ্ত পুরুষ উদ্ধার করিয়া দেবতার ন্যায় কামগামী বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। সেখানে গিয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর সুখভোগ করত পুণ্যক্ষয়ে তথা হইতে বিচ্যুত হইয়া এই মর্ত্ত্যধামে আগমনপূর্ব্বক নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করে। এইরূপে একাদশীদিনে উপবাসী থাকিয়া যে নর পঞ্চতীর্থকৃত্য সম্পাদনান্তে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুরুষোত্তম দর্শন করে, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল সে প্রাপ্ত হয় এবং অচ্যুতালয়ে বিহার করিয়া এমন এক পরম স্থানে উপনীত হয় যে, সে স্থান হইতে আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না। মুনিগণ কহিলেন,—হে প্রপিতামহ! মাঘাদি অন্যান্য সমস্ত মাস পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রশংসা করিলেন কেন? হে প্রভো! ইহার

ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
জ্যেষ্ঠং মাসং যথা তেভ্যঃ প্রশংসামি পুনঃপুনঃ
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ।
পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি বাপ্যঃ কূপাস্তথা হ্রদাঃ॥১২
নানা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ সপ্তাহং পুরুষোত্তমে।
জ্যেষ্ঠশুক্লদশম্যাদি প্রত্যক্ষং যান্তি সর্ব্বদা॥১৩
স্নানদানাদিকং তস্মাদ্দেবতাপ্রেক্ষণং দ্বিজাঃ।
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তত্র তস্মিন্ কালেঽক্ষয়ং ভবেৎ॥১৪
শুক্লপক্ষস্য দশমী জ্যেষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তমাঃ।
হরতে দশ পাপানি তস্মাদ্দশহরা স্মৃতা॥১৫
যস্তস্যাং হলিনং কৃষ্ণং পশ্যেদ্ভদ্রাং সুসংযতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ॥১৬
উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাস্ত্বয়নে পুরুষোত্তমম্।
দৃষ্ট্বা রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ॥
নরো দোলাগতং দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্
ফাল্গুন্যাং প্রযতো ভূত্বা গোবিন্দস্য পুরং ব্রজেৎ
বিষুবদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থীং বিধানতঃ।
কৃত্বা সঙ্কর্ষণং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা ভদ্রাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ॥
নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রাপ্নোতি দুর্লভম্।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি॥
যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনরূষিতম্।
বৈশাখস্যাসিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্॥২১
জ্যৈষ্ঠ্যাং জ্যেষ্ঠর্ক্ষযুক্তায়াং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পঞ্চতীর্থীমাহাত্ম্যনিরূপণং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৩॥

কারণ কি? তাহা বলুন। ১—১০। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ করুন; আমি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতেছি; অন্যান্য মাস অপেক্ষা জ্যৈষ্ঠ মাসেরই আমি পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিলাম কেন? তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীতে যত কিছু সরিৎ সরোবর, পুষ্করিণী, তড়াগ, বাপী, কূপ, হ্রদ, নানা নদী ও সমুদ্রাদি তীর্থ আছে, তাহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-পক্ষীয় দশমী হইতে আরম্ভ করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই জন্য হে দ্বিজগণ! স্নান দান ও দেবতা-দর্শনাদি যে কিছু পুণ্যকার্য্য তৎকালে করা যায়, সকলই তখন তথায় অক্ষয় হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী দশসংখ্যক পাপ হরণ করে; এইজন্য উহা দশহরা আখ্যায় অভিহিত। যে ব্যক্তি সুসংযত হইয়া সেই দশমী তিথিতে বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে দর্শন করে তাহার সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয়; সে বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে বিপ্রগণ! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে পুরুষোত্তম, রাম ও সুভদ্রা দর্শনে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্তি ঘটে। যে ব্যক্তি ফাল্গুন মাসে প্রযত হইয়া পুরুষোত্তম গোবিন্দকে দোলারূঢ় দর্শন করে, তাহার গোবিন্দ-পুরে গতি হয়। হে দ্বিজগণ বিষুব-দিনে যথাবিধি পঞ্চতীর্থকৃত্য অনুষ্ঠান করিয়া সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ ও সুভদ্রা দর্শন করিলে সমস্ত যজ্ঞের সুদুর্লভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি ও অন্তে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে কৃষ্ণকে চন্দনচর্চ্চিত অবলোকন করে, সে অচ্যুত-মন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত দিবসে যে ব্যক্তি পুরুষো-ত্তম দর্শন করে, তাহার একবিংশতি কুলের সদ্গতি হয়; সে স্বয়ং বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১১—২২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৩।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

যদা ভবেন্মহাজ্যৈষ্ঠী রাশিনক্ষত্রযোগতঃ।
প্রযত্নেন তদা মর্ত্যৈর্গন্তব্যং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১
কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং রামং ভদ্রাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ।
নরো দ্বাদশযাত্রায়াঃ ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুষ্করে গয়ে।
গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৩
কোকামুখে শূকরে চ মথুরায়াং মরুস্থলে।
শালগ্রামে বায়ুতীর্থে মন্দরে সিন্ধুসাগরে ॥৪
পিণ্ডারকে চিত্রকূটে প্রভাসে কনখলে দ্বিজাঃ
শঙ্খোদ্ধারে দ্বারকায়াং তথা বদরিকাশ্রমে ॥৫
লোহকুণ্ডে চাশ্বতীর্থে সর্ব্বপাপপ্রমোচনে।
কামালয়ে কোটিতীর্থে তথা চামরকণ্টকে ॥ ৬
লোহার্গলে জম্বুমার্গে সোমতীর্থে পৃথূদকে।
উৎপলাবর্ত্তকে চৈব পৃথুতুঙ্গে সুকুব্জকে ॥ ৭
একাম্রকে চ কেদারে কাশ্যাঞ্চ বিরজে দ্বিজাঃ
কালঞ্জরে চ গোকর্ণে শ্রীশৈলে গন্ধমাদনে ॥৮
মহেন্দ্রে মলয়ে বিন্ধ্যে পারিযাত্রে হিমালয়ে।
সহ্যে চ শুক্তিমন্তে চ গোমন্তে চার্ব্বুদে তথা ॥৯
গঙ্গায়াং সর্ব্বতীর্থেষু যামুনেষু চ ভো দ্বিজাঃ।
সারস্বতেষু গোমত্যাং [illegible] সপ্তসু ॥ ১০
গোদাবরী ভীমরথী তুঙ্গভদ্রা চ নর্ম্মদা।
তাপী পয়োষ্ণী কাবেরী শিপ্রা চর্ম্মণ্বতী দ্বিজাঃ
বিতস্তা চন্দ্রভাগা চ শতদ্রুর্ব্বাহুদা তথা।
ঋষিকুল্যা কুমারী চ বিপাশা চ দৃষদ্বতী ॥ ১২
সরযূর্নাকগঙ্গা চ গণ্ডকী চ মহানদী।
কৌশিকী করতোয়া চ ত্রিস্রোতা মধুবাহিনী ॥
মহানদী বৈতরণী যাশ্চান্যা নানুকীর্ত্তিতাঃ।
অথবা কিং বহুক্তেন ভাষিতেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বেষ্বায়তনেষু চ।
সাগরেষু চ শৈলেষু নদীষু চ সরঃসু চ ॥১৫
যৎ ফলং স্নানদানেন রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং লভেন্নরঃ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গন্তব্যং পুরুষোত্তমে।
মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠা সর্ব্বকামফলেপ্সুভিঃ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যৎকালে রাশি-নক্ষত্রের যোগানুসারে মহাজ্যৈষ্ঠী হইবে, তখন সমস্ত মর্ত্ত্যবাসীরই যত্নের সহিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজগণ! মহাজ্যৈষ্ঠী দিনে যে নর রাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহার দ্বাদশ যাত্রা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ ঘটে। প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, গয়া, গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, কোকামুখ, শূকর, মথুরা, মরুস্থান, শালগ্রাম, বায়ুতীর্থ, মন্দর, সিন্ধুসাগর, পিণ্ডারক, চিত্রকূট, প্রভাস, কনখল, শঙ্খোদ্ধার, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, লোহকুণ্ড, অশ্বতীর্থ, সর্ব্বপাপপ্রমোচন, কমলালয়, কোটীতীর্থ, অমরকণ্টক, লোহার্গল, জম্বুমার্গ, সোমতীর্থ, পৃথূদক, উৎপলাবর্ত্তক, পৃথুতুঙ্গ, কুব্জক, একাম্রক, কেদার, কাশী, বিরজ, কালঞ্জর, গোকর্ণ, শ্রীশৈল, গন্ধমাদন, মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, হিমালয়, সহ্য, শুক্তিমান্, গোমান্, অর্ব্বুদ, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোমতী, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, নর্ম্মদা, তাপী, পয়োষ্ণী, কাবেরী, শিপ্রা, চর্ম্মণ্বতী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বাহুদা, ঋষিকুল্যা, কুমারী, বিপাশা, দৃষদ্বতী, সরযূ, নাকগঙ্গা, গণ্ডকী, মহানদী, কৌশিকী, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মধুবাহিনী এবং মহানদী বৈতরণী, এই সকল এবং অন্যান্য যে সমস্ত তীর্থ আছে,—অথবা আর অধিক বলিয়া কি হইবে, পৃথিবীস্থ সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্ব আয়তন, সর্ব্ব সাগর, সর্ব্ব শৈল, সর্ব্ব নদী ও সর্ব্ব সরোবরে এবং সূর্য্যগ্রহণে স্নান দানাদি করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহা-জ্যৈষ্ঠীতে কৃষ্ণ সন্দর্শনে সেই ফললাভ হয়। ১—১৭।

দৃষ্ট্বা রামং মহাজ্যৈ ং কৃষ্ণং সুভদ্রয়া সহ।
বিষ্ণুলোকং নরো যাতি সমুদ্ধৃত্য সমং কুলম্ ॥
ভুক্ত্বা তত্র বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য চতুর্ব্বেদী দ্বিজো ভবেৎ॥
স্বধর্ম্মনিরতঃ শান্তঃ কৃষ্ণভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাজ্যৈষ্ঠীপ্রশংসাবর্ণনং নাম
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

কস্মিন্ কালে ভবেৎ স্নানং কৃষ্ণস্য কমলোদ্ভব
বিধিনা কেন তদ্‌ব্রূহি ততো বিধিবিদাং বর॥১

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ স্নানং কৃষ্ণস্য বদতো মম।
রামস্য চ সুভদ্রায়াঃ পুণ্যং সর্ব্বাঘনাশনম্॥ ২

মাসি জ্যৈষ্ঠে চ সম্প্রাপ্তে নক্ষত্রে চন্দ্রদৈবতে
পৌর্ণমাস্যাং তদা স্নানং সর্ব্বকালং হরের্দ্বিজাঃ॥
সর্ব্বতীর্থময়ঃ কূপস্তত্রাস্তে নির্ম্মলঃ শুচিঃ।
তদা ভোগবতী তত্র প্রত্যক্ষা ভবতি দ্বিজাঃ॥৪
তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাং সমুদ্ধৃত্য হৈমাঢ্যৈঃ কলসৈর্জলম্
কৃষ্ণরামাভিষেকার্থং সুভদ্রায়াশ্চ ভো দ্বিজাঃ॥৫
কৃত্বা সুশোভনং মঞ্চং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
সুদৃঢ়ং সুখসঞ্চারং বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কৃতম্॥ ৬
বিস্তীর্ণং ধূপিতং ধূপৈঃ স্নানার্থং রামকৃষ্ণয়োঃ।
সিতবস্ত্রপরিচ্ছন্নং মুক্তাহারাবলম্বিতম্॥৭
তত্র নানাবিধৈর্ব্বাদ্যৈঃ কৃষ্ণং নীলাম্বরং দ্বিজাঃ
মধ্যে সুভদ্রাং চাস্থাপ্য জয়মঙ্গলনিস্বনৈঃ॥ ৮
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চান্যৈশ্চ
জাতিভিঃ।
অনেকশতসাহস্রৈর্বৃতঃ স্ত্রীপুরুষৈর্দ্বিজাঃ॥ ৯
গৃহস্থাঃ স্নাতকাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্নাপয়ন্তি তদা কৃষ্ণং মঞ্চস্থং সহলায়ুধম্॥ ১০

এই জন্যই হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মহাজ্যৈষ্ঠী দিনে সর্ব্ব প্রযত্নে পুরুষোত্তমে গমন করা কর্ত্তব্য। ঐ দিনে রাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রা সন্দর্শনে মানব, বিষ্ণুলোকে যায় এবং তাহার কুলের সদ্গতি হয়। তথায় গিয়া আপ্রলয়কাল বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ উপভোগান্তে পশ্চাৎ পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যে আসিয়া চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে; এই জন্মে সে স্বধর্ম্মনিরত, শান্ত, কৃষ্ণভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হয়। অন্তে বৈষ্ণব-যোগ অবলম্বনে তাহার মোক্ষলাভ ঘটে॥ ১৮—২০॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে কমলযোনে! হে বিধিজ্ঞগণের অগ্রণী! আপনি বলুন, কোন্ বিধি অনুসারে কোন্ কালে কৃষ্ণের স্নান প্রশস্ত? ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিগণ শ্রবণ করুন। আমি কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার সর্ব্বপাপহর পুণ্য স্নানবৃত্তান্ত বলিতেছি! হে দ্বিজগণ। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় চন্দ্রদৈবত নক্ষত্রে হরির স্নান প্রশস্ত। তৎকালে তত্রত্য কূপ, সর্ব্বতীর্থময়, নির্ম্মল ও শুচি হয়। সেখানে ভোগবতী তখন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। অতএব রাম-কৃষ্ণ ও সুভদ্রার স্নানের নিমিত্ত হেমকলসে করিয়া সেই কূপ হইতে জল তুলিয়া লইবে; পরে কৃষ্ণাদির স্নানার্থ এক মঞ্চ প্রস্তুত করিবে। ঐ মঞ্চ পতাকারাজিত, সুশোভিত, সুদৃঢ়, সুখ-সঞ্চার, বস্ত্র ও পুষ্পালঙ্কৃত, বিস্তীর্ণ, ধূপ-ধূপিত-সিত-বসনপরিবৃত ও মুক্তাহারে মণ্ডিত হইবে। অনন্তর সেই মঞ্চোপরি রাম, কৃষ্ণ ও তদুভয়ের মধ্যে সুভদ্রাকে সংস্থাপনপূর্ব্বক বিবিধ জয়মঙ্গল-ধ্বনি ও নানা বাদ্যোদ্যম সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি শত শত সহস্র সহস্র গৃহস্থ স্নাতক, যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক নরনারী মিলিত হইয়া মঞ্চস্থ কৃষ্ণ ও

তথা সমস্ততীর্থানি পূর্ব্বোক্তানি দ্বিজোত্তমাঃ।
স্বোদকৈঃ পুষ্পমিশ্রৈশ্চ স্নাপয়ন্তি পৃথক্ পৃথক্॥
পশ্চাৎ পটহশঙ্খাদ্যৈর্ভেরীমুরজনিস্বনৈঃ।
কাহলৈস্তালশব্দৈশ্চ মৃদঙ্গৈর্ঝর্ঝরৈস্তথা॥ ১২
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ব্বাদ্যৈর্ঘণ্টাস্বনবিভূষিতৈঃ।
স্ত্রীণাং মঙ্গলশব্দৈশ্চ স্তুতিশব্দৈর্ম্মনোহরৈঃ॥১৩
জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈর্বীণাবেণুনিনাদিতৈঃ।
শ্রূয়তে সুমহান্ শব্দঃ সাগরস্যেব গর্জ্জতঃ॥ ১৪
মুনীনাং বেদশব্দেন মন্ত্রশব্দৈস্তথাপরৈঃ।
নানাস্তোত্ররবৈঃ পুণ্যৈঃ সামশব্দোপবৃংহিতৈঃ
যতিভিঃ স্নাতকৈশ্চৈব গৃহস্থৈর্ব্রহ্মচারিভিঃ।
স্নানকালে সুরশ্রেষ্ঠ স্তুবন্তি পরয়া মুদা॥ ১৬
শ্যামৈর্বেশ্যাজনৈশ্চৈব কুচভারাবনামিভিঃ।
পীতরক্তাম্বরাভিশ্চ মাল্যদামাবনামিভিঃ॥ ১৭
সরত্নকুণ্ডলৈর্দ্দিব্যৈঃ সুবর্ণস্তবকান্বিতৈঃ।
চামরৈ রত্নদণ্ডৈশ্চ বীজ্যেতে রামকেশবৌ॥
যক্ষবিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈঃ কিন্নরৈশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
পরিবার্য্যাম্বরগতৈর্দেবগন্ধর্বচারণৈঃ॥ ১৯
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ
লোকপালাস্তথা চান্যে স্তুবন্তি পুরুষোত্তমম্॥
নমস্তে দেবদেবেশ পুরাণ পুরুষোত্তম।
সর্গস্থিত্যন্তকৃদ্দেব লোকনাথ জগৎপতে॥ ২১
ত্রৈলোক্যধারিণং দেবং ব্রহ্মণ্যং মোক্ষকারণম্
তং নমস্যামহে ভক্ত্যা সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ২২
স্তুত্বৈবং বিবুধাঃ কৃষ্ণং রামঞ্চৈব মহাবলম্।
সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাস্তদাকাশে ব্যবস্থিতাঃ॥ ২৩
গায়ন্তি দেবগন্ধর্ব্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসস্তথা।
দেবতূর্য্যাণ্যবাদ্যন্ত বাতা বান্তি সুশীতলাঃ॥২৪
পুষ্পমিশ্রং তদা মেঘা বর্ষন্ত্যাকাশগোচরাঃ।
জয়শব্দঞ্চ কুর্ব্বন্তি মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ॥ ২৫
শক্রাদ্যা বিবুধাঃ সর্ব্ব ঋষয়ঃ পিতরস্তথা।
প্রজানাং পতয়ো নাগা যে চান্যে স্বর্গবাসিনঃ।
ততো মঙ্গলসম্ভারৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্বা দেবতাগণাঃ॥২৭

বলরামকে স্নান করাইবে। এই সময় সমস্ত তীর্থই স্ব স্ব পুষ্পময় পবিত্র উদক দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া থাকেন। অনন্তর পটহ, শঙ্খ, ভেরী, মুরজ, কাহল, করতাল, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর অন্যান্য বিবিধ বাদ্য, ও ঘণ্টা প্রভৃতির মনোহরধ্বনি এবং স্ত্রী-কণ্ঠোত্থিত মঙ্গলশব্দ, স্তুতিগীতি, জয়শব্দ, স্তোত্র এবং বেণুবীণার নিনাদ, গর্জ্জনশীল সাগরের গভীর নির্ঘোষের ন্যায় পরিশ্রুত হয়। মুনিগণের উচ্চারিত বেদধ্বনি, মন্ত্রশব্দ, নানাবিধ স্তোত্র, ও পবিত্র সামগানে সেস্থান মুখরিত হইয়া উঠে। কত যতি, স্নাতক, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী সেই রামকৃষ্ণাদির স্নানকালে স্তব পাঠ করিতে থকেন। কুচভারনম্রা নবযৌবনবতী বারবনিতাগণ পীত ও রক্তবর্ণ অম্বর, নানাবিধ মাল্যদামে ও সুবর্ণ স্তবকযুত দিব্য দিব্য কুণ্ডলদলে সমলঙ্কৃত হইয়া রত্নদণ্ডযুত চামর দ্বারা রাম ও কেশবকে বীজন করে। তৎকালে যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কিন্নর, অপ্সরা,দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ ও লোকপাল সকল অম্বরে থাকিয়া পুরুষোত্তম দেবকে স্তব করিতে থাকেন। তাঁহারা বলেন, হে পুরাণপুরুষ, দেবদেব! তোমায় নমস্কার; তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা; হে লোকনাথ, জগৎপতে! তুমি ত্রৈলোক্যধারী, সর্ব্বকামপ্রদ, মোক্ষনিদান, ব্রহ্মণ্যদেব, তোমাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। বিবুধগণ কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে এইরূপে স্তব করিয়া অকাশে অবস্থান করেন।১—২৩। তখন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে থাকেন। অপ্সরা সকল নৃত্য করে, দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হয় এবং সুশীতল বায়ু বহিতে থাকে। তৎকালে মেঘগণ আকাশে থাকিয়া পুষ্পময় জল বর্ষণ করে এবং মুনি ও সিদ্ধচারণগণ জয়শব্দ উচ্চারণ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, সমস্ত ঋষিগণ, পিতৃগণ, প্রজাপতিগণ, নাগগণ, ও অন্যান্য স্বর্গবাসী দেবগণ সকলেই মঙ্গলসম্ভার সহযোগে বিধিমন্ত্র পুর-

ইন্দ্রো বিষ্ণুর্মহাবীর্য্যঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা।
ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ॥
পূষা ভগোঽর্য্যমা ত্বষ্টা অংশুনৈব বিবস্বতা।
পত্নীভ্যাং সহিতো ধীমান্ মিত্রেণ বরুণেন চ॥
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চ বৃতঃ প্রভুঃ।
বিশ্বৈর্দেবৈর্মরুদ্ভিশ্চ সাধ্যৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ॥৩০
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
দেবর্ষিভিরসংখ্যেয়ৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভির্বরৈঃ॥ ৩১
বৈখানসৈর্বালখিল্যৈর্বায়্বাহারৈর্মরীচিপৈঃ।
ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ সর্ব্ববিদ্যাসুনিষ্ঠিতৈঃ॥৩২
সর্ব্ববিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধিভিরাবৃতঃ।
পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ॥ ৩৩
অঙ্গিরাঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মরীচির্ভৃগুরেব চ।
ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুর্দক্ষস্তথৈব চ॥ ৩৪
ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতীংষি চ দ্বিজোত্তমাঃ
মূর্ত্তিমত্যশ্চ সরিতো দেবাশ্চৈব সনাতনাঃ॥ ৩৫
সমুদ্রাশ্চ হ্রদাশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ।
পৃথিবী দ্যৌর্দিশশ্চৈব পাদপাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
অদিতির্দেবমাতা চ হ্রীঃ শ্রীঃ স্বাহা সরস্বতী।
উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহূঃ॥ ৩৭
রাকা চ ধিষণা চৈব পত্ন্যশ্চান্যা দিবৌকসাম্।
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্॥ ৩৮
ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাকাষ্ঠাস্তথৈব চ।
মাসার্দ্ধং মাসঋতবস্তথা রাত্র্যহনী সমাঃ॥ ৩৯
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো নাগরাজশ্চ বামনঃ।
অরুণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ॥৪০
ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগ্মুর্হি সঙ্গতাঃ।
কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমস্যানুচরাশ্চ যে॥৪১
বহুলত্বাচ্চ নোক্তা যে বিবিধা দেবতাগণাঃ।
তে দেবস্যাভিষেকার্থং সমায়ান্তি ততস্ততঃ॥৪২
গৃহীত্বা তে তদা বিপ্রাঃ সর্ব্বে দেবা দিবৌকসঃ
আভিষেচনিকং দ্রব্যং মঙ্গলানি চ সর্ব্বশঃ॥ ৪৩
দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলশৈঃ কাঞ্চনৈর্দ্বিজাঃ।
সারস্বতীভিঃ পুণ্যাভির্দিব্যতোয়াভিরেব চ॥৪৪
তোয়ৈনাকাশগঙ্গায়াঃ কৃষ্ণং রামেণ সঙ্গতম্।
সপুষ্পৈঃ কাঞ্চনৈঃ কুম্ভৈঃ স্নাপয়ন্ত্যবনিস্থিতাঃ॥
সঞ্চরন্তি বিমানানি দেবানামম্বরে তথা।

স্কৃত আভিষেচনিক দ্রব্য সকল লইয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র,ধাতা, বিধাতা, অনল, অনিল, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ত্বষ্টা, অংশু, বিবস্বান্, সপত্নীক ধীমান্ মিত্রাবরুণ, ও রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ, রাক্ষস, ও পন্নগগণ, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ, বৈখানস বালখিল্যগণ, বায়্বাহারী ও মরীচিপ তাপসগণ, ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যাবিৎ মহর্ষিগণ, পবিত্র বিদ্যাধরগণ ও যোগসিদ্ধিসমূহে সমাবৃত পিতামহ ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতু, গ্রহ, জ্যোতিষ্কগণ, মূর্ত্তিমতী সরিদ্গণ, সনাতন সুরগণ, সমুদ্র, হ্রদ, ও সর্ব্বতীর্থগণ, পৃথিবী, দিক্ ও তরুগণ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, কুহূ, রাকা, ধিষণা প্রভৃতি দেবপত্নীগণ, হিমবান্, বিন্ধ্য, মেরু, সানুচর ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, দিন, সম্বৎসর, হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ, বামন, অরুণ, গরুড়, বৃক্ষ, ওষধি, ভগবান্ ধর্ম্মদেব. এবং কাল, যম, মৃত্যু ও যমের অন্যান্য অনুচরগণ সকলেই তৎকালে পুরুষোত্তম দেবের অভিষেকার্থ আগমন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের নাম সকল বলিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও যে কত বিবিধ দেব, সেই দেবাভিষেকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করেন, বহুত্বপ্রযুক্ত তাঁহাদের নাম-নিরুক্তি করা হইল না। ঐ সকল সমাগত দেব ব্রাহ্মণগণ মাঙ্গলিক আভিষেচনিক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই ভূতলস্থ হইয়া সপুষ্প কাঞ্চনকলসে পবিত্র সরস্বতীজল ও আকাশগঙ্গার দিব্য জল লইয়া রাম-কৃষ্ণকে অভিষেক

উচ্চাবচানি দিব্যানি কামগানি স্থিরাণি চ ॥ ৪৬
দিব্যরত্নবিচিত্রাণি সেবিতান্যপ্সরোগণৈঃ।
গীতৈর্বাদ্যৈঃ পতাকাভিঃ শোভিতানি সমন্ততঃ
এবং তদা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণং রামেণ সঙ্গতম্।
স্নাপয়িত্বা সুভদ্রাঞ্চ সংস্তবন্তি মুদান্বিতাঃ ॥৪৮

জয় জয় লোকপাল ভক্তরক্ষক জয় জয় প্রণতবৎসল জয় জয় ভূতচরণ জয় জয়াদি-দেব বহুকারণ জয় জয় বাসুদেব জয় জয়াসুরসংহরণ জয় জয় দিব্যমীন জয় জয় ত্রিদশবর জয় জয় জলবিশয়ন জয় জয় যোগিবর জয় জয় সূর্য্যনেত্র জয় জয় দেব-রাজ জয় জয় কৈটভারে জয় জয় বেদবর জয় জয় কূর্ম্মরূপ জয় জয় যজ্ঞবর জয় জয় কমলনাভ জয় জয় শৈলচর জয় জয় যোগ-শায়িন্ জয় জয় দেগধর জয় জয় বিশ্বমূর্ত্তে জয় জয় চক্রধর জয় জয় ভূতনাথ জয় জয় ধরণীধর জয় জয় শেষশায়িন্ জয় জয় পীত-বাসো জয় জয় সোমকান্ত জয় জয় যোগবাস জয় জয় দহনবক্ত্র জয় জয় ধর্ম্মবাস জয় জয় গুণনিধান জয় জয় শ্রীনিবাস জয় জয় গরুড়-গমন জয় জয় সুখনিবাস জয় জয় ধর্ম্মকেতো জয় জয় মহীনিবাস জয় জয় গহনচরিত্র জয় জয় যোগিগম্য জয় জয় মখনিবাস জয় জয় বেদবেদ্য জয় জয় শান্তিকর জয় জয় যোগি-চিন্ত্য জয় জয় পুষ্টিকর জয় জয় জ্ঞানমূর্ত্তে জয় জয় কমলাকর জয় জয় ভববেদ্য জয় জয় মুক্তিকর জয় জয় বিমলদেহ জয় জয় সত্ত্বনিলয় জয় জয় গুণসমৃদ্ধ জয় জয় যজ্ঞকর জয় জয় গুণবিহীন জয় জয় মোক্ষকর জয় জয় ভূশরণ্য জয় জয় কান্তিযুত জয় জয় লোকশরণ জয় জয় লক্ষ্মীযুত জয় জয় পঙ্কজাক্ষ জয় জয় সৃষ্টিকর জয় জয় যোগযুত জয় জয়াতসীকুসুমশ্যামদেহ জয় জয় সমুদ্র-বিষ্টদেহ জয় জয় লক্ষ্মীপঙ্কজষট্‌চরণ জয় জয় ভক্তবশ জয় জয় লোককান্ত জয় জয় পরম-শান্ত জয় জয় পরমসার জয় জয় চক্রধর জয় জয় ভোগিযুত জয় জয় নীলাম্বর জয় জয় শান্তিকর জয় জয় মোক্ষকর জয় জয় কলুষ-হর ॥ ৪৯

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সঙ্কর্ষণানুজ।
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ ॥ ৫০
জয় মালাবৃতোরস্ক জয় চক্রগদাধর।
জয় পদ্মালয়াকান্ত জয় বিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥৫১

ব্রহ্মোবাচ।

এবং স্তুত্বা তদা দেবাঃ শক্রাদ্যা হৃষ্টমানসাঃ।
সিদ্ধচারণসঙ্ঘাশ্চ যে চান্যে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ৫২
মুনয়ো বালখিল্যাশ্চ কৃষ্ণং রামেণ সঙ্গতম্।
সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রণিপত্যাম্বরে স্থিতাঃ ॥
দৃষ্ট্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্বা তদা তে ত্রিদিবৌকসঃ।
কৃষ্ণং রামং সুভদ্রাঞ্চ যান্তি স্বং স্বং নিবেশনম্
সঞ্চরন্তি বিমানানি দেবানামম্বরে তদা।
উচ্চাবচানি দিব্যানি কামগানি স্থিরাণি চ ॥৫৫

করিয়া থাকেন। তৎকালে উত্তম, মধ্যম, নানাবিধ দিবা দিব্য দেববিমানশ্রেণী আকাশপথে সঞ্চরণ করিতে থাকে। ঐ সকল বিমানে থাকিয়া অপ্সরোগণ গীত ও বাদ্য-ধ্বনি করে এবং উহারা দিব্য রত্নখচিত বিচিত্র পতাকাশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত হইতে থাকে। ২৪—৪৭। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে তখন কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে স্নান করাইয়া স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেব ও সিদ্ধসম্প্রদায় প্রহর্ষভরে পুরুষোত্তমের স্তব করেন। যথা—জয় জয় লোকপাল! ইত্যাদি। *

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তৎকালে শক্রাদি সুরগণ, সিদ্ধ, ও চারণগণ, অন্যান্য স্বর্গবাসিগণ এবং বাল-খিল্যাদি মুনিগণ এই প্রকারে প্রফুল্ল-মনে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে স্তব ও প্রণিপাত করিয়া অম্বরে অবস্থান করেন। অনন্তর দেবগণ, কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে দর্শন, স্তবন ও নমস্কার করিয়া স্ব স্ব স্থানে

---

* মূলাংশ অতি স্পষ্ট; অনুবাদ অপ্রয়োজন।

দিব্যরত্নবিচিত্রাণি সেবিতান্যপ্সরোগণৈঃ।
গীতৈর্বাদ্যৈঃ পতাকাভিঃ শোভিতানি সমন্ততঃ
তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৭
সুভদ্রারামসহিতং মঞ্চস্থং পুরুষোত্তমম্।
দৃষ্ট্বা নিরাময়ং স্থানং যান্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
কপিলাশতদানেন যৎ ফলং পুষ্করে স্মৃতম্।
তৎ ফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং সহলায়ুধম্ ॥৫৯
সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপ্নোতি শুভকৃন্নরঃ।
কন্যাশতপ্রদানেন যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥
সুবর্ণশতনিষ্কাণাং দানেন যৎফলং স্মৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥
গোসহস্রপ্রদানেন যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ
ভূমিদানেন বিধিবৎ যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥
যৎফলং চান্নদানেন অর্ঘ্যাতিথ্যেন কীর্ত্তিতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ ॥৬৪
বৃষোৎসর্গেণ বিধিবৎ যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥৬৫
যৎফলং তোয়দানেন গ্রীষ্মে বান্যত্র কীর্ত্তিতম্
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ ॥৬৬
তিলধেনুপ্রদানেন যৎফলং সম্প্রকীর্ত্তিতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥
গজাশ্বরথদানেন যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥৬৮
সুবর্ণশৃঙ্গীদানেন যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥৬৯
জলধেনুপ্রদানেন যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥৭০
দানেন ঘৃতধেন্বাশ্চ ফলং যৎ সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥৭১
চান্দ্রায়ণেন চীর্ণেন যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥
মাসোপবাসৈর্বিধিবৎ যৎফলং সমুদাহৃতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং লভতে নরঃ॥৭৩
অথ কিং বহুনোক্তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ।
তস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং মঞ্চস্থস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥
যৎফলং সর্ব্বতীর্থেষু ব্রতৈর্দানৈশ্চ কীর্ত্তিতম্।
তৎফলং কৃষ্ণমালোক্য মঞ্চস্থং সহলায়ুধম্।
সুভদ্রাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপ্নোতি শুভকৃন্নরঃ।
তস্মান্নরোঽথবা নারী পশ্যেত্তং পুরুষোত্তমম্॥

প্রস্থান করেন। দেবগণের প্রস্থানকালেও অম্বরে নানাবিধ কামগামী দিব্য রত্নখচিত পতাকাভূষিত সুরসুন্দরীগণের গীতবাদ্য-মুখরিত বিমানশ্রেণী চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করে। ঐ সময় যে সকল মর্ত্ত্যবাসী, পুরুষোত্তম, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহারা অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়। রাম ও সুভদ্রাসহ মঞ্চস্থ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে মানবগণ নিরাময় স্থান প্রাপ্ত হয়; এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পুষ্কর-ক্ষেত্রে শত শত কপিলা ধেনু দান করিলে যে ফল হয়, পুণ্যকারী মানব, সুভদ্রা ও বলদেবসহ কৃষ্ণ সন্দর্শনে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শত কন্যাসম্প্রদানে যেরূপ ফলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, মঞ্চস্থ কৃষ্ণ দর্শনে মানব, সেই ফল লাভ করে। শত নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দানে, সহস্র গো প্রদানে বিধিমত ভূমি দান করিলে, অতিথিদিগকে অর্ঘ্য ও অন্নদানে, বৃষোৎসর্গ করিলে, গ্রীষ্মকালে জলদান করিলে, তিলাধেনু দানে, গজাশ্বরথ-দানে, জলধেনু দানে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠানে, এবং বিধিমত একমাস উপবাসে যেরূপ যেরূপ ফল প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, মানব একমাত্র মঞ্চস্থ কৃষ্ণ সন্দর্শনেই সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই মঞ্চস্থ পুরুষোত্তম দেবের মাহাত্ম্য বিষয়ে বারংবার অধিক কি আর বলিব, সমস্ত তীর্থ, সমস্ত ব্রত, ও সমস্ত দান কার্য্যে যে ফল হয়, মঞ্চস্থ রাম, কৃষ্ণ, ও সুভদ্রা সন্দর্শনে পুণ্যবান্ লোক তাহাই পাইয়া থাকে।

ততঃ সমস্ততীর্থানাং লভেৎ স্নানাদিকং ফলম্
স্নানশেষেণ কৃষ্ণস্য তোয়েনাত্মাভিষেচ্যতে ॥৭৭
বন্ধ্যা মৃতপ্রজা যা তু দুর্ভগা গ্রহপীড়িতা।
রাক্ষসাদ্যৈর্গৃহীতা বা তথা রোগৈশ্চ সংহতাঃ ॥
সদ্যস্তাঃ স্নানশেষেণ উদকেনাভিষেচিতাঃ।
প্রাপ্নুবন্তীপ্সিতান্ কামান্ যান্ যান্ বাঞ্ছন্তি চেপ্সিতান্ ॥৭৯
পুত্রার্থিনী লভেৎ পুত্রান্ সৌভাগ্যঞ্চ সুখার্থিনী
রোগার্ত্তা মুচ্যতে রোগাদ্ধনঞ্চ ধনকাঙ্ক্ষিণী ॥৮০
পুণ্যানি যানি তোয়ানি তিষ্ঠন্তি ধরণীতলে।
তানি স্নানাবশেষস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
তস্মাৎ স্নানাবশেষং যৎকৃ কৃষ্ণস্য সলিলং দ্বিজঃ
তেনাভিষিঞ্চেদ্গাত্রাণি সর্ব্বকামপ্রদং হি তৎ ॥
স্নাতং পশ্যন্তি যে কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে তে ন সংশয়ঃ ॥৮৩
শাস্ত্রেষু যৎফলং প্রোক্তং পৃথিব্যাস্ত্রিপ্রদক্ষিণৈঃ
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্ ॥

সুতরাং নর কিংবা নারী তখন পুরুষোত্তমকে সন্দর্শন করিবে। এই দর্শনে তাহাদিগের সমস্ত তীর্থের ফল লাভ হইবে। কৃষ্ণের স্নান হইবার পর সেই জলে দেহ অভিষিক্ত করিবে। বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, দুর্ভগা, গ্রহপীড়িতা, রাক্ষসাবিষ্টা, অথবা রোগাক্রান্তা রমণীরা সেই স্নানশেষ জলে অভিষিক্ত হইয়া সদ্য সদ্যই বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে পুত্রার্থিনী পুত্র, সুখার্থিনী সৌভাগ্য, রোগার্ত্তা রোগমুক্তি এবং ধনার্থিনী ধন প্রাপ্ত হয়। অধিক কি, ধরণীতলে যে সকল পুণ্যজল আছে, তাহারা ঐ স্নানশেষ জলের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। অতএব হে দ্বিজগণ! শ্রীকৃষ্ণের স্নানাবশিষ্ট জল দ্বারা সর্ব্বদাই অভিষিক্ত করিবে; কেননা উহা সর্ব্বকামপ্রদ. স্নানের পর কৃষ্ণকে যাহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখে, ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্ব পাপ হইতে তাহাদের নিশ্চয় মুক্তি ঘটে। পৃথিবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ

তীর্থযাত্রাফলং যত্তু পৃথিব্যাং সমুদাহৃতম্।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্ ॥
বদর্য্যাং যৎফলং প্রোক্তং দৃষ্ট্বা নারায়ণং নরম্
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণাভিমুখম্
গঙ্গাদ্বারে কুরুক্ষেত্রে স্নানদানেন যৎফলম্।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্
প্রয়াগে চ মহামাঘ্যাং যৎফলং সমুদাহৃতম্।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্
শালগ্রামে মহাচৈত্র্যাং স্নানদানেন যৎফলম্।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্
মহাভিধানকার্ত্তিক্যাং পুষ্করে যৎফলং স্মৃতম্।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্
যৎফলং স্নানদানেন গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্
গ্রস্তে সূর্য্যে কুরুক্ষেত্রে স্নানদানেন যৎফলম্
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্
গঙ্গায়াং সর্ব্বতীর্থেষু যামুনেষু চ ভো দ্বিজাঃ।
সারস্বতেষু তীর্থেষু তথান্যেষু সরঃসু চ ॥ ৯৩
যৎফলং স্নানদানেন বিধিবৎ সমুদাহৃতম্।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্
পুষ্করে চাথ তীর্থেষু গয়ে চামরকণ্টকে।
নৈমিষাদিষু তীর্থেষু ক্ষেত্রেষায়তনেষু চ ॥ ৯৫
যৎফলং স্নানদানেন রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং দক্ষিণামুখম্

করিলে শাস্ত্রে যে ফল উল্লিখিত হইয়াছে, মানব, শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনে, বদরিকাশ্রমে গিয়া নারায়ণ সন্দর্শনে, কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গাদ্বারে স্নান দান করিলে, মহাভিধান কার্ত্তিকে পুষ্করগমনে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান-দান করিলে, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ও অন্যান্য পুণ্য সরোবরে স্নান-দান করিলে, এবং পুষ্কর, গয়া, অমরকণ্টক, নৈমিষাদি তীর্থক্ষেত্রাদিতে যথাবিধি স্নান দানে যে যে ফল সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং রাহুগ্রস্ত দিবাকরে স্নান-দান করিলে, যে ফল প্রাপ্ত হওয়া

অথ কিং পুনরুক্তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ।
যৎকিঞ্চিৎ কথিতং চাত্র ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ॥
বেদশাস্ত্রে পুরাণে চ ভারতে চ দ্বিজোত্তমাঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বেষু তথান্যত্র মনীষিভিঃ॥ ৯৮
দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং তৎফলং সহলায়ুধম্।
সকলং ভদ্রয়া সার্দ্ধং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্॥ ৯৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে কৃষ্ণস্নানমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

গুণ্ডি*বামণ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি রথে স্থিতম্
কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ॥১
যে পশ্যন্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্।
হলিনঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে॥২

মুনয় ঊচুঃ।

কেন সা নির্ম্মিতা যাত্রা দক্ষিণস্যাং জগৎপতে
যাত্রাফলঞ্চ কিং তত্র প্রাপ্যতে ব্রূহি মানবৈঃ॥
কিমর্থং সরস্তীরে রাজ্ঞস্তস্য জগৎপতে।
পবিত্রে বিজনে দেশে গত্বা তত্র চ মণ্ডপে॥৪
কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণশ্চৈব সুভদ্রা চ রথেন তে।
স্বস্থানং সম্পরিত্যজ্য সপ্তরাত্রং বসন্তি বৈ॥৫

ব্রহ্মোবাচ।

ইন্দ্রদ্যুম্নেন ভো বিপ্রাঃ পুরা বৈ প্রার্থিতো হরিঃ
সপ্তাহং সরসস্তীরে মম যাত্রা ভবত্বিতি॥৬
গুণ্ডিবা নাম দেবেশ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
তস্মৈ কিল বরঞ্চাসৌ দদৌ স পুরুষোত্তমঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সপ্তাহং সরসস্তীরে তব রাজন্ ভবিষ্যতি।
গুণ্ডিবা নাম যাত্রা মে সর্ব্বকামফলপ্রদা॥৮
যে মাং তত্রার্চ্চয়িষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া মণ্ডপে স্থিতম্
সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ বিধিবৎ সুসমাহিতাঃ॥৯
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ বৈ নৃপ

যায়, কৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিতে দেখিলে মানব, সেই সেই ফল লাভ করে। অথবা এ সম্বন্ধে বারংবার আর অধিক বলিয়া কি হইবে, বেদ-শাস্ত্রে, পুরাণে, ভারতে এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে মনীষিগণ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের যে কিছু ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, মানব—বলরাম ও সুভদ্রা সহ শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিলে, সেই সকল ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৮-৯৯।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গুণ্ডিবামণ্ডপে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথারোহণে যাহারা যাইতে দেখে, তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করে। যাহারা সেই মণ্ডপস্থ কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে তখন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সন্দর্শন করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে! কে সেই দক্ষিণ দিকের যাত্রা নির্ম্মাণ করিয়াছেন? সেখানে গিয়া মানবেরা কিরূপ যাত্রাফলই বা প্রাপ্ত হয়? কি জন্য সেই রাজকীয় সরোবরতীরে পবিত্র বিজন দেশস্থ মণ্ডপে গিয়া কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সপ্তরাত্র রথোপরি বাস করেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন হরির নিকট এরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, হে দেবেশ! মদীয় সরোবরতীরে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভবদীয় যাত্রা হউক, ঐ যাত্রা ভুক্তিমুক্তিফল প্রদানপূর্ব্বক গুণ্ডিনানামে বিখ্যাত হউক। তৎশ্রবণে পুরুষোত্তম তাঁহাকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া বলিলেন,—রাজন্! তোমার সরোবরতীরে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আমার গুণ্ডিবানাম্নী সর্ব্বকামফলদায়িনী যাত্রা হইবে। ১-৮। তথায় মণ্ডপস্থিত আমাকে, বলরামকে এবং

* গুণ্ডিচেতি উৎকলখণ্ডসম্মতঃ পাঠঃ

পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যকৈর্বরৈঃ ॥১০
উপহারৈর্বহুবিধৈঃ প্রণিপাতৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ।
জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈর্গীতৈর্বাদ্যৈর্মনোহরৈঃ ॥
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎফলং যস্য যদীপ্সিতম্
ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্। ১২
ব্রহ্মোবাচ।
এবমুক্ত্বা তু তং দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স তু রাজবরঃ শ্রীমান্কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা ॥১৩
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুণ্ডিবায়াং দ্বিজোত্তমাঃ।
সর্ব্বকামপ্রদং দেবং পশ্যেত্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৪
অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনো লভতে ধনম্।
রোগাচ্চ মুচ্যতে রোগী কন্যা প্রাপ্নোতি সৎপতিম্ ॥ ১৫
আয়ুঃ কীর্ত্তিং যশো মেধাং বলং বিদ্যাং ধৃতিং পশূন্।
নরঃ সন্ততির্মাপ্নোতি রূপযৌবনসম্পদম্ ॥ ১৬
যান্ যান্সমীহতে ভোগানদৃষ্ট্বাতং পুরুষোত্তমম্
নরো বাপ্যথবা নারী তাংস্তান্ প্রাপ্নোত্য-সংশয়ম্ ॥ ১৭
যাত্রাং কৃত্বা গুণ্ডিবাখ্যাং বিধিবৎ সুসমাহিতঃ।
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে নরো যোষিদথাপি বা ॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
দশপঞ্চাশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্ ॥
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্বংশানুদ্ধৃত্য চাত্মনঃ।
কামগেন বিমানেন সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতঃ ॥২০
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ সেব্যমানো যথোত্তরৈঃ।
রূপবান্ সুভগঃ শূরো নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ
তত্র ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা জরামরণবর্জিতঃ ॥ ২২
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য চতুর্ব্বেদী দ্বিজো ভবেৎ।
বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে গুণ্ডিবাযাত্রামাহাত্ম্যকথনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সুভদ্রাকে যাঁহারা সুসমাহিত হইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নানাবিধ উপহার, প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ, জয়শব্দ, স্তোত্র, গীত, ও মনোহর বাদ্যোদ্যম সহকারে যথাবিধি পূজা করিবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী কিম্বা শূদ্র যে জাতিই হউন, তাঁহাদের পক্ষে কোন ফলপ্রাপ্তি দুর্লভ হইবে না। তাঁহারা স্ব স্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মৎপ্রসাদে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—হরি এই কথা কহিয়া তখনই অন্তর্ধান করিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ ইন্দ্রদ্যুম্নও তৎকালে বর পাইয়া কৃতকৃত্য হইলেন। অতএব সর্ব্বযত্নের সহিত গুণ্ডিবায় গিয়া সর্ব্বকামদাতা পুরুষোত্তমকে দর্শন করিবে। হে দ্বিজগণ! তৎকালে পুরুষোত্তম দর্শনে অপুত্রক পুত্র, নির্ধন ধন, রোগী আরোগ্য এবং কুমারী সৎপতি প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন আয়ু, কীর্ত্তি, যশ, মেধা, বল, বিদ্যা, ধৃতি, পশু, রূপ, যৌবন, সম্পদ, ও অন্যান্য যে কিছু অভীষ্ট ভোগ্য বস্তু, সকলই পুরুষোত্তম দর্শনে নর ও নারীগণ নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে। আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে নর কিম্বা নারী সুসমাহিত ভাবে যথাবিধি গুণ্ডিবাখ্যা যাত্রা করিয়া কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে সন্দর্শন করিলে পঞ্চদশ অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় বিষ্ণুদর্শনকারী ঊর্দ্ধ, অধ, সপ্ত সপ্তলোক উদ্ধার করিয়া কামগামী বিমানারোহণে সর্ব্বরত্নে বিভূষিত এবং গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণে সেব্যমান হইয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করে। সেখানে গিয়া আ-প্রলয়কাল উত্তম উত্তম ভোগ সকল উপভোগ করতঃ সর্ব্বকামসমৃদ্ধ ও জরা-মরণবর্জ্জিত হইয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যে আসিয়া চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হয় এবং বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তে মোক্ষলাভ করে। ৯—২৩।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

একৈকস্যাস্তু যাত্রায়াঃ ফলং ব্রূহি পৃথক্‌পৃথক্।
যৎ প্রাপ্নোতি নরঃ কৃত্বা নারী বা তত্র সংযতা
ব্রহ্মোবাচ।
প্রতিযাত্রাফলং বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং গদতো মম।
যৎ প্রাপ্নোতি নরঃ কৃত্বা তস্মিন্ ক্ষেত্রে সুসংযতঃ॥ ২
গুণ্ডিবায়াং তথোত্থানে ফাল্গুন্যাং বিষুবে তথা
যাত্রাং কৃত্বা বিধানেন দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ॥৩
সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ লভেৎ সর্ব্বত্র বৈ ফলম্।
নরো গচ্ছেদ্বিষ্ণুলোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ॥ ৪
যাবদ্‌যাত্রাং জ্যেষ্ঠমাসে করোতি বিধিবন্নরঃ।
তাবৎ কল্পং বিষ্ণুলোকে সুখং ভুঙ্ক্তে ন সংশয়ঃ
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে রম্যে শ্রীপুরুষোত্তমে
ভুক্তিমুক্তিপ্রদে নৃণাং সর্ব্বসত্ত্বসুখাবহে॥ ৬
জ্যেষ্ঠে যাত্রাং নরঃ কৃত্বা নারী বা সংযতেন্দ্রিয়ঃ
যথোক্তেন বিধানেন দশ দ্বে চ সমাহিতঃ॥ ৭
প্রতিষ্ঠাং কুরুতে যস্তু শাঠ্যদম্ভবিবর্জ্জিতঃ।
স ভুক্ত্বা বিবিধান্ ভোগান্মোক্ষং চান্তে লভেদ্ধ্রুবম্॥ ৮
মুনয় ঊচুঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব প্রতিষ্ঠাং বদতস্তব।
বিধানং চার্চ্চনং দানং ফলং তত্র জগৎপতেঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রতিষ্ঠাং বিধিচোদিতাম্
যাং কৃত্বা তু নরো ভক্ত্যা নারী বা লভতে ফলম্
যাত্রা দ্বাদশ সম্পূর্ণা যদা স্যাত্তু দ্বিজোত্তমাঃ।
তদা কুর্ব্বীত বিধিবৎ প্রতিষ্ঠাং পাপনাশিনীম্
জ্যেষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে হ্যেকাদশ্যাং সমাহিতঃ
গত্বা জলাশয়ং পুণ্যমাচম্য প্রযতঃ শুচিঃ॥ ১২
আবাহ্য সর্ব্বতীর্থানি ধ্যাত্বা নারায়ণং তথা।
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত বিধিবৎ সুসমাহিতঃ॥ ১৩
যস্য যো বিধিরুদ্দিষ্ট ঋষিভিঃ স্নানকর্ম্মণি।
তেনৈব তু বিধানেন স্নানং তস্য বিধীয়তে॥১৪
স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন ততো দেবানৃষীন্ পিতৄন্

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! নর কিম্বা নারী সুসংযত হইয়া যাত্রা অনুষ্ঠান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, আপনি সেই এক একটী যাত্রার পৃথক্ পৃথক্ ফল বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মানবগণ সেই ক্ষেত্রে সুসংযতভাবে যাত্রানুষ্ঠানে যে ফল প্রাপ্ত হয়, আমি সেই প্রত্যেক যাত্রাফলই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উত্থানে, ফাল্গুনে, ও বিষুবে গুণ্ডিবায় যাত্রা করিয়া বিধিমত কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে নরগণ সর্ব্বফল লাভ করে এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। মানব যতকাল যাবৎ জ্যৈষ্ঠমাসে যথাবিধি যাত্রা করে, তত কল্প-কাল বিষ্ণুলোকে তাহার সুখভোগ হয়। সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, সর্ব্বজনসুখাবহ, পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে নারী বা নর, জ্যৈষ্ঠমাসে যথাবিধি যাত্রা করে এবং শাঠ্য ও দম্ভ-বর্জ্জিত হইয়া প্রতিষ্ঠা করে বিবিধ ভোগ উপভোগের পর নিশ্চয়ই তাহার মোক্ষ লাভ হয়। মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব! জগৎপতির প্রতিষ্ঠা, পূজাবিধি ও তৎ-প্রীতিকর দানফল শুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মানবগণ যাহার অনুষ্ঠান করিলে বিশিষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়, সেই বিধি-নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! যখন দ্বাদশ যাত্রা সম্পূর্ণ হইবে, তখন বিধি-পূর্ব্বক পাপনাশিনী প্রতিষ্ঠা করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর দিন সুসমাহিত হইয়া পবিত্র জলাশয়ে গমন ও শুচিভাবে আচমনপূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থ আবাহন করিয়া নারায়ণকে ধ্যান করত বিধিমত স্নান করিবে। ঋষিগণ স্নানসম্বন্ধে যাহার যেমন বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিধি অনুসারেই তাহার স্নান করা কর্ত্তব্য। ১—১৪। সম্যক্‌বিধি

সন্তর্পয়েত্তথান্যাংশ্চ নামগোত্রবিধানবিৎ ॥ ১৫
উত্তীর্য্য বাসসী ধৌতে নির্ম্মলে পরিধায় বৈ ।
উপস্পৃশ্য বিধানেন ভাস্করাভিমুখস্ততঃ ॥ ১৬
গায়ত্রীং পাবনীং দেবীং মনসা বেদমাতরম্ ।
সর্ব্বপাপহরাং পুণ্যাং জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥
পুণ্যাংশ্চ সৌরমন্ত্রাংশ্চ শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ ।
ত্রিঃপ্রদক্ষিণমাবৃত্য ভাস্করং প্রণমেত্ততঃ ॥ ১৮
বেদোক্তং ত্রিষু বর্ণেষু স্নানং জাপ্যমুদাহৃতম্ ॥
স্ত্রীশূদ্রয়োঃ স্নানজাপ্যং বেদোক্তবিধিবর্জ্জিতম্ ॥
ততো গচ্ছেদ্‌গৃহং মৌনী পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ উপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবং ক্ষীরেণ তদনন্তরম্ ।
মধুগন্ধোদকেনৈব তীর্থচন্দনবারিণা ॥ ২১
ততো বস্ত্রযুগং শ্রেষ্ঠং ভক্ত্যা তং পরিধাপয়েৎ
চন্দনাগুরুকর্পূরৈঃ কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ ॥ ২২
পূজয়েৎপরয়া ভক্ত্যা পদ্মৈশ্চ পুরুষোত্তমম্ ।
অন্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ পুষ্পৈরর্চ্চয়েন্মল্লিকাদিভিঃ ॥
সম্পূজ্যৈবং জগন্নাথং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং হরিম্ ।
ধূপঞ্চাগুরুসংযুক্তং দহেদ্দেবস্য চাগ্রতঃ ॥ ২৪
গুগ্‌গুলঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠা দহেদ্‌গন্ধসমন্বিতম্
দীপং প্রজ্বালয়েদ্ভক্ত্যা যথাশক্ত্যা ঘৃতেন বৈ ॥
অন্যাংশ্চ দীপকান্ দদ্যাদ্‌দ্বাদশৈব সমাহিতঃ ।
ঘৃতেন চ মুনিশ্রেষ্ঠাস্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥ ২৬
নৈবেদ্যে পায়সাপূপশষ্কুলীবটকং তথা ।
মোদকং ফাণিতং বাল্যং ফলানি চ নিবেদয়েৎ
এবং পঞ্চোপচারেণ সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ ।
নমঃ পুরুষোত্তমায়েতি জপেদষ্টোত্তরং শতম্
ততঃ প্রসাদয়েদ্দেবং ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমম্
নমস্তে সর্ব্বলোকেশ ভক্তানামভয়প্রদ ॥ ২৯
সংসারসাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ।
যাস্তে ময়া কৃতা যাত্রা দ্বাদশৈব জগৎপতে ॥
প্রসাদাত্তব গোবিন্দ সম্পূর্ণাস্তা ভবন্তু মে ।

অনুসারে স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে, এবং নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া অন্যান্য প্রাণীদিগকে তর্পণ করিবে। পরে তথা হইতে উত্থিত হইয়া ধৌত বসন পরিধানান্তে সূর্য্যাভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক মনে মনে নিখিল পাপহারিণী পাবনী বেদমাতা গায়ত্রী দেবীকে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। অনন্তর সুসমাহিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত পুণ্য সৌর মন্ত্র সকল জপ ও ভাস্করকে তিনবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের স্নান ও জপক্রম বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু স্ত্রী-শূদ্রাদির স্নান-জপাদি বেদোক্ত বিধির বহির্ভূত। যাহা হউক অতঃপর মৌনী হইয়া পুরুষোত্তমভবনে গমনপূর্ব্বক হস্তপাদ প্রক্ষালন ও আচমনান্তে যথাবিধি ঘৃত, ক্ষীর, মধু, গন্ধোদক, ও পবিত্র চন্দনবারি দ্বারা সেই পুরুষোত্তম দেবকে স্নান ও ভক্তিভরে উত্তম বস্ত্রযুগ্ম পরিধান এবং চন্দন, অগুরু, কর্পূর, ও কুঙ্কুম দ্বারা তদীয় গাত্রে লেপন করাইবে। এইরূপে ভক্তিভরে কমল ও মল্লিকাদি অন্যান্য বিষ্ণুপ্রিয় পুষ্প দ্বারা পুরুষোত্তমকে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ অর্চ্চনার পর সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ জগদীশ হরিকে অগুরুযুক্ত ধূপ ও গুগ্‌গুল এবং সুপ্রদীপ্ত ঘৃতপ্রদীপ নিবেদন করিবে। ঘৃত ভিন্ন তিলতৈলাদি অন্যান্য স্নেহ পদার্থ দ্বারাও দ্বাদশটি দীপদান কর্ত্তব্য। অনন্তর নৈবেদ্য, পায়স, অপূপ, শষ্কুলী, মোদক ফাণিত প্রভৃতি এবং উত্তম ফল সকল দেবদেবকে নিবেদন করিবে। এইরূপে পঞ্চোপচারে পুরুষোত্তমকে পূজা করিয়া "নমঃ পুরুষোত্তমায়" এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপ করিতে হইবে। অনন্তর ভক্তিভরে সেই পুরুষোত্তম দেবকে এই বলিয়া প্রসাদিত করিবে যে, হে সর্ব্বলোকেশ! হে ভক্তজনের অভয়প্রদ! তোমায় আমার নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! আমি সংসারসাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে জগৎপতে! আমি যে আপনার দ্বাদশ যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছি, হে

এবং প্রসাদ্য তং দেবং দণ্ডবৎপ্রণিপত্য চ ॥৩১
ততোঽর্চ্চয়েদ্গুরুং ভক্ত্যা পুষ্পবস্ত্রানুলেপনৈঃ
নানয়োরন্তরং যস্মাদ্বিদ্যতে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩২
দেবস্যোপরি কুর্বীত শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ।
নানাপুষ্পৈর্মুনিশ্রেষ্ঠা বিচিত্রং পুষ্পমণ্ডপম্ ॥৩৩
কৃত্বাবধারণং পশ্চাজ্জাগরং কারয়েন্নিশি।
কথাঞ্চ বাসুদেবস্য গীতিকাং চাপি কারয়েৎ ॥
ধ্যায়ন্ পঠন্ স্তবন্ দেবং প্রণয়েদ্রজনীং বুধঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈব তু ॥
নিমন্ত্রয়েদ্ব্রতস্নাতান্ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
ইতিহাসপুরাণজ্ঞান্ শ্রোত্রিয়ান্ সংযতেন্দ্রিয়ান্ ॥
স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নাপয়েৎ পূর্ব্ববত্তত্র পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৩৭
গন্ধৈঃ পুষ্পৈরুপহারৈর্নৈবেদ্যৈর্দীপকৈস্তথা।
উপচারৈর্বহুবিধৈঃ প্রণিপাতৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ॥৩৮
জাপ্যৈঃ স্তুতিনমস্কারৈর্গীতবাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
সম্পূজ্যৈবং জগন্নাথং ব্রাহ্মণান পূজযেত্ততঃ ॥
দ্বাদশৈব তু গাস্তেভ্যো দত্ত্বা কনকমেব চ।
ছত্রোপানদ্যুগঞ্চৈব শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ ॥৪০
ভক্ত্যা তু সধনং তেভ্যো দদ্যাদ্বস্ত্রাদিকং
দ্বিজাঃ।
সম্ভাবেন তু গোবিন্দস্তোষ্যতে পূজিতো যতঃ
আচার্য্যায় ততো দদ্যাদ্গোবস্ত্রং কনকং তথা।
ছত্রোপানদ্যুগং চান্যৎ কাংস্যপাত্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
ততস্তান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান ভোজ্যং পায়স-
পূর্ব্বকম্।
পক্বান্নং ভক্ষ্যভোজ্যঞ্চ গুড়সর্পিঃসমন্বিতম্ ॥
ততস্তানন্নতৃপ্তাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ স্বস্থমানসান্।
দ্বাদশৈবোদকুম্ভাংশ্চ দদ্যাত্তেভ্যঃ সমোদকান্
দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্ত্যা দদ্যাত্তেভ্যো বিমৎসরঃ
কুম্ভঞ্চ দক্ষিণাঞ্চৈব আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥৪৫
এবং সম্পূজ্য তান্ বিপ্রান্ গুরুং জ্ঞান-
প্রদায়কম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুতুল্যং দ্বিজোত্তমাঃ

গোবিন্দ! ভবৎপ্রসাদে তাহা আমার সম্পূর্ণ হৌক। হে মুনিগণ! এইরূপে দেবদেবকে প্রসাদিত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবে। অনন্তর পুষ্প, বস্ত্র, ও অনুলেপন দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিবে। কেননা গুরু ও পুরুষোত্তম এ উভয়ের ভেদ কিছুই নাই। ১৫—৩২। তারপর শ্রদ্ধার সহিত সুসমাহিত-ভাবে সেই দেবদেবের উপরিভাগে বিবিধ পুষ্প দ্বারা এক বিচিত্র পুষ্পমণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। পশ্চাৎ বাসুদেবসম্বন্ধিনী নানা কথা ও গীতিকা দ্বারা রাত্রি জাগরণ, দেব-দেবের ধ্যান ও স্তব পাঠে সমস্ত রাত্রি যাপন করিবে। অনন্তর নির্ম্মল প্রভাতে দ্বাদশ দিনে দ্বাদশটি বেদপারগ, ব্রত-স্নাত, ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, সংযতেন্দ্রিয়-শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সম্যক্ বিধানে স্নান করিয়া শুভ্রবসনে শুদ্ধমনে পুরুষোত্তমদেবকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, দীপ ও নানাবিধ উপচার, উপহার, প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ, জপ, স্তুতি, গীতি এবং মনোজ্ঞ বাদ্যোদ্যম সহকারে জগন্নাথ দেবের পূজা করাইয়া পরে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দ্বাদশটী গাভী, সুবর্ণ, ছত্র, চর্ম্মপাদুকা প্রভৃতি ধন ও বস্ত্র ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। হে দ্বিজগণ! ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণদিগকে ধন ও বস্ত্র দান করিবে, ব্রাহ্মণগণের সন্তোষে গোবিন্দ-দেব তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তর আচার্য্যকে ভক্তিপূর্ব্বক গো, বস্ত্র, সুবর্ণ, ছত্র, চর্ম্মপাদুকা, ও কাংস্যপাত্র অর্পণ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে পায়স, পক্বান্ন, গুড়, ও ঘৃতমিশ্রিত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও অন্নাদি ভোজনার্থ প্রদান করিবে। তাঁহা-দের ভোজনাবশেষে তাঁহারা তৃপ্ত ও সুস্থ-চিত্ত হইলে, তাঁহাদিগকে দ্বাদশটী জলপূর্ণ কুম্ভ ও যথাশক্তি দক্ষিণাদানপূর্ব্বক আচার্য্য-কেও জলকুম্ভ ও দক্ষিণাদান করিবে। এইরূপে বিপ্রবর্গকে পূজা করিয়া বিষ্ণুতুল্য

সুবর্ণবস্ত্রগোধান্যৈর্দ্রব্যৈশ্চান্যৈর্বৈর্বুধঃ ।
সম্পূজ্য তং নমস্কৃত্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৪৭
সর্বব্যাপী জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
অনাদিনিধনো দেবঃ প্রীয়তাং পুরুষোত্তমঃ ॥৪৮
ইত্যুচ্চার্য্য ততো বিপ্রাংস্ত্রিঃ কৃত্বা চ প্রদক্ষিণাম্‌
প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা আচার্য্যং তু বিসর্জয়েৎ
ততস্তান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ ভক্ত্যা চাসীমান্তমনুব্রজেৎ
অনুব্রজ্য তু তান্‌ সর্ব্বান্নমস্কৃত্য নিবর্ত্তয়েৎ ॥৫০
বান্ধবৈঃ স্বজনৈর্যুক্তস্ততো ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ।
অন্যৈশ্চোপাসকৈর্দীনৈর্ভিক্ষুকৈশ্চান্নকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
এবং কৃত্বা নরঃ সম্যঙ্‌ নারী বা লভতে ফলম্‌
অশ্বমেধসহস্রাণাং রাজসূয়শতস্য চ ॥ ৫২
অতীতং শতমাদায় পুরুষাণাং নরোত্তমাঃ ।
ভবিষ্যঞ্চ শতং বিপ্রাঃ স্বর্গত্যা দিব্যরূপধৃক্‌ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাত্মা দেববদ্বিগতজ্বরঃ ॥ ৫৪
রূপযৌবনসম্পন্নো গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতঃ ।
স্তূয়মানোঽপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥৫৫
বিমানেনার্কবর্ণেন কামগেন স্থিরেণ চ ।
পতাকাধ্বজযুক্তেন সর্ব্বৈরত্নৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৫৬
উদ্যোতয়ন্‌ দিশঃ সর্ব্বা আকাশে বিগতক্লমঃ ।
যুবা মহাবলো ধীমান্‌ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
তত্র কল্পশতং যাবদ্ভুঙ্‌ক্তে ভোগানযথেপ্সিতান্‌
সিদ্ধাপ্সরোভির্গন্ধর্ব্বৈঃ সুরবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥
স্তূয়মানো মুনিবরৈস্তিষ্ঠতে বিগতজ্বরঃ ।
যথা দেবো জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৫৯
তথাসৌ মুদিতো বিপ্রাঃ কৃত্বা রূপং চতুর্ভুজম্‌ ।
ভুক্ত্বা তত্র বরান্‌ ভোগান্‌ ক্রীড়াং কৃত্বা সুরৈঃ সহ ॥ ৬০
তদন্তে ব্রহ্মসদনমায়াতি সর্ব্বকামদম্‌ ।
সিদ্ধবিদ্যাধরৈশ্চাপি শোভিতং সুরকিন্নরৈঃ॥
কালং নবতিকল্পন্তু তত্র ভুক্ত্বা সুখং নরঃ ।
তস্মাদায়াতি বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদম্‌ ৬২
রুদ্রলোকং সুরগণৈঃ সেবিতং সুখমোক্ষদম্‌ ।
অনেকশতসাহস্রৈর্বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতম্‌ ॥ ৬৩

জ্ঞানপ্রদ গুরুকে সুবর্ণ, বস্ত্র, গো, ধান্য ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা—"সর্ব্বব্যাপী শঙ্খচক্র-গদাধর অনাদি অনন্ত পুরুষোত্তম জগন্নাথ দেব প্রীত হউন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবে; পরে ভক্তিভরে আচার্য্য ও সেই সেই ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে। তাঁহাদের গমনকালীন সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। অনন্তর বন্ধু, স্বজন, অন্যান্য সাধক, দীন, ভিক্ষুক ও অন্নপ্রার্থীদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। নর কিম্বা নারী এইরূপ অর্চ্চনাদি করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে এবং তাহাদের অতীত ও অনাগত শতপুরুষ উদ্ধার পাইয়া স্বর্গ গমন করে। ঐরূপে অর্চ্চনাকারী নর সর্ব্বলক্ষণ, সর্ব্বভূষণ ও সর্ব্বকামে সুসমৃদ্ধ এবং দেববৎ দিব্য দেহ, রূপ-যৌবন ও নানা সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত ও গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে স্তূয়মান হইয়া পতাকা-মণ্ডিত অর্কবর্ণ কামগবিমানে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বদিক্‌ উদ্ভাসিত করত বিনাক্লেশে যুবক-বেশে আকাশপথে যাইতে যাইতে বিষ্ণু-লোকে উপনীত হয়; সেখানে গিয়া শত কল্প-কাল যাবৎ বিবিধ ঈপ্সিত ভোগ উপভোগ করত সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সুর, উরগ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক নিত্য নিত্য স্তূয়মান হইয়া পরমসুখে বাস করিতে থাকে। ঐ ব্যক্তি তথায় বিষ্ণুর ন্যায় শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতু-র্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রমুদিতমনে সুরগণ সহ বহু ভোগ উপভোগ ও নানা ক্রীড়া করিবার পর অবশেষে সিদ্ধ-বিদ্যাধর-সুর-কিন্নর-শোভিত সর্ব্বকামপ্রদ ব্রহ্মসদনে গমন করে। সেখানে নবতিকল্পকাল বিবিধ ভোগসুখ করিবার পর সর্ব্বকামফলপ্রদ, সুখমোক্ষদায়ী শত শত সহস্র সহস্র বিমান-

সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্যক্ষৈর্ভূষিতং দৈত্যদানবৈঃ।
অশীতিকল্পকালন্তু তত্র ভুক্ত্বা সুখং নরঃ॥ ৬৪
তদন্তে যাতি গোলোকং সর্ব্বভোগসমন্বিতম্।
সুরসিদ্ধাপ্সরোভিশ্চ শোভিতং সুমনোহরম্॥
তত্র সপ্ততিকল্পাংস্তু ভুক্ত্বা ভোগমনুত্তমম্।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু স্বস্থচিত্তো যথামরঃ॥৬৬
তস্মাদাগচ্ছতে লোকং প্রাজাপত্যমনুত্তমম্।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসৈঃ সিদ্ধৈর্মুনিবিদ্যাধরৈর্বৃতঃ॥ ৬৭
ষষ্টিকল্পান্ সুখং তত্র ভুক্ত্বা নানাবিধং মুদা।
তদন্তে শক্রভবনং নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্॥ ৬৮
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈঃ সিদ্ধৈঃ সুরবিদ্যাধরোরগৈঃ
গুহ্যকাপ্সরসৈঃ সাধ্যৈর্বৃতৈশ্চান্যৈঃ সুরোত্তমৈঃ
আগত্য তত্র পঞ্চাশৎকল্পান্ ভুক্ত্বা সুখং নরঃ।
সুরলোকং ততো গত্বা বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতঃ॥৭০
চত্বারিংশত্তু কল্পাংস্তু ভুক্ত্বা ভোগান্ সুদুর্লভান্
আগচ্ছতে ততো লোকং নক্ষত্রাগ্যঃ সুদুর্লভম্॥
ততো ভোগান্ বরান ভুঙ্ক্তে ত্রিংশৎ কল্পান্
যথেপ্সিতান্।

তস্মাদাগচ্ছতে লোকং শশাঙ্কস্য দ্বিজোত্তমাঃ
যত্রাসৌ তিষ্ঠতে সোমঃ সর্ব্বৈর্দেবৈরলঙ্কৃতঃ॥
তত্র বিংশতিকল্পাংস্তু ভুক্ত্বা ভোগং সুদুর্লভম্॥
আদিত্যস্য ততো লোকমায়াতি সুরপূজিতম্।
নানাশ্চর্য্যময়ং পুণ্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসেবিতম্॥৭৪
তত্র ভুক্ত্বা শুভান্ ভোগানদশকল্পান্দ্বিজোত্তমা
তস্মাদায়াতি ভুবনং গন্ধর্ব্বাণাং সুদুর্লভম্॥৭৫
তত্র ভোগান সমস্তাংশ্চ কল্পমেকং যথাসুখম্।
ভুক্ত্বা চায়াতি মেদিন্যাং রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ
চক্রবর্ত্তী মহাবীর্য্যো গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ যজ্ঞৈরিষ্ট্বা সুদক্ষিণৈঃ॥৭৭
তদন্তে যোগিনাং লোকংগত্বা মোক্ষপ্রদংশিবম্
তত্র ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্॥
তস্মাদাগচ্ছতে চাত্র জায়তে যোগিনাং কুলে
প্রবরে বৈষ্ণবে বিপ্রা দুর্লভে সাধুসম্মতে॥৭৯
চতুর্ব্বেদী বিপ্রবরো যজ্ঞৈরিষ্ট্বা সুদক্ষিণৈঃ।

-সঙ্কুল, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, দৈত্য ও দানবগণের অধ্যুষিত, সুরজন-সেবিত রুদ্রলোকে উপনীত হয়। সেখানে অশীতিকল্পকাল নানাবিধ সুখভোগের পর সর্ব্বভোগসমন্বিত সুরসিদ্ধ-শোভিত সুমনোহর গোলোকে গমন করে। সেখানে সপ্ততি কল্পকাল ত্রিলোক-দুর্লভ উত্তম ভোগ্য-ভোগের পর সুস্থচিত্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-সুর-মুনি-বিদ্যাধর-সেবিত প্রাজাপত্য লোকে উপনীত হয়। সেখানে ষষ্টিকল্পকাল বিবিধ ভোগসুখের পর নানাশ্চর্য্যময় ইন্দ্রভবনে গমন করে; সেই ইন্দ্রপুরে কত কত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, গুহ্যক, অপ্সরা, সাধ্য ও সুরশ্রেষ্ঠগণ বিচরণ করেন। সেখানে আসিয়া পঞ্চাশৎ কল্পকাল নানা সুখভোগের পর বিমানসঙ্কুল সুরলোকে গমন করে। সেখানে গিয়া চত্বারিংশৎ কল্পকাল নানা সুদুর্লভ ভোগ-সুখ অনুভব করিবার পর নক্ষত্রলোকে উপনীত হয়। সেখানে ত্রিংশৎকল্পকাল নানা ইষ্ট ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিবার পর শশাঙ্কলোকে গমন করে। ৩৩-৭২। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐলোকে সর্ব্বদেবসমলঙ্কৃত সোমদেব বিরাজ করেন। সেখানে গিয়া বিংশতি কল্পকাল সুদুর্লভ ভোগ-সুখ অনুভব করিবার পর সুরপূজিত আদিত্যলোকে উপনীত হয়। ঐ লোক নানাশ্চর্য্যময় এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে সেবিত। সেখানে দশ কল্পকাল বিবিধ সুখভোগ করিবার পর সেখান হইতে দুর্লভ গন্ধর্ব্বপুরে গমন করে এবং তথায় এককল্প কাল যথাসুখে নানা ভোগ উপভোগ করিবার পর ধরণীতলে ধার্ম্মিক, চক্রবর্ত্তী, মহাবীর্য্য ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিয়া বহুদক্ষিণান্বিত বিপুল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তৎপশ্চাৎ মোক্ষপ্রদ শিবময় যোগিলোকে গমন করিয়া আপ্রলয়কাল তথায় নানা উত্তম ভোগ উপভোগ করিবার পর বৈষ্ণব যোগীদিগের সাধুসম্মত উত্তম গৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে চতুর্ব্বেদবিৎ

বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
এবং যাত্রাফলং বিপ্রা ময়া সম্যগুদাহৃতম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ॥৮১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে দ্বাদশযাত্রাফলমাহাত্ম্যকথনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব বিষ্ণুলোকমনাময়ম্।
লোকানন্দকরং কান্তং সর্ব্বাশ্চর্য্যসমন্বিতম্॥ ১
প্রমাণং তস্য লোকস্য ভোগং কান্তিং বলং প্রভো।
কর্ম্মণা কেন গচ্ছন্তি তত্র ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ২
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্বাপি তীর্থস্নানাদিনাপি বা।
বিস্তরাদ্ব্রূহি তত্ত্বেন পরং কৌতূহলং হি নঃ॥৩

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে যৎপরং পরমং পদম্।
ভক্তানামীহিতং ধন্যং পুণ্যং সংসারনাশনম্॥৪
প্রবরং সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণ্বাখ্যং বদতো মম।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং পুণ্যং স্থানং ত্রৈলোক্যপূজিতম্
অশোকৈঃ পারিজাতৈশ্চ মন্দারৈশ্চম্পকদ্রুমৈঃ
মালতীমল্লিকাকুন্দৈর্ব্বকুলৈর্নাগকেসরৈঃ॥ ৬
পুন্নাগৈরতিমুক্তৈশ্চ প্রিয়ঙ্গুতগরার্জ্জুনৈঃ।
পাটলাচূতখদিরৈঃ কর্ণিকারবনোজ্জ্বলৈঃ॥ ৭
নারঙ্গৈঃ পনসৈর্লোধ্রৈর্নিম্বদাড়িমসর্জ্জকৈঃ।
দ্রাক্ষালকুচখর্জ্জুরৈর্ম্মধুকেন্দ্রফলৈর্দ্রুমৈঃ॥৮
কপিত্থৈর্নারিকেলৈশ্চ তালৈঃ শ্রীফলসম্ভবৈঃ।
কল্পবৃক্ষৈরসংখ্যৈশ্চ বন্যৈরন্যৈঃ সুশোভনৈঃ॥
সরলৈশ্চন্দনৈর্নীপৈর্দেবদারুশুভাঞ্জনৈঃ।
জাতীলবঙ্গকঙ্কোলৈঃ কর্পূরামোদবাসিভিঃ॥১০
তাম্বুলপত্রনিচয়ৈস্তথা পূগীফলদ্রুমৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ব্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতৈঃ
পুষ্পৈর্নানাবিধৈশ্চৈব লতাগুচ্ছসমুদ্ভবৈঃ।
নানাজলাশয়ৈঃ পুণ্যৈর্নানাপক্ষিরুতৈর্ব্বরৈঃ॥১২

বিপ্রশ্রেষ্ঠ হইয়া বহুদক্ষিণান্বিত প্রচুর যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অন্তে বৈষ্ণব যোগ অবলম্বনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। হে বিপ্রগণ! এই আমি সম্যক্‌রূপে যাত্রাফল কীর্ত্তন করিলাম। ইহা নরগণের ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ। আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ৭৩—৮১

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দেব! সর্ব্বাশ্চর্য্যময় লোকানন্দজনক কমনীয় অনাময় বিষ্ণুলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো! ঐ লোকের প্রমাণ কত? সেখানকার ভোগ, কান্তি ও প্রভাবই বা কিরূপ? কিরূপ কর্ম্ম করিলে ধার্ম্মিক নরগণ তথায় গমন করেন, কোনরূপ তীর্থ দর্শন স্পর্শন ও স্নানাদি দ্বারা তথায় গমন করা যায়? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন, শুনিতে আমাদের একান্তই কৌতূহল হইয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন, মুনিগণ! যাহা ভক্তগণের অভীপ্সিত, ধন্য, পুণ্য ও সংসারহর, সেই পরাৎপর পরমপদ কি, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। ঐ বিষ্ণুলোক সর্ব্বলোকমধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, ত্রৈলোক্যপূজিত, পুণ্য স্থান। সেখানে সর্ব্বদা অশোক, পারিজাত, মন্দার, চম্পক, মালতী, মল্লিকা, কুন্দ, বকুল, নাগকেশর, পুন্নাগ, অতিমুক্ত, প্রিয়ঙ্গু, তগর, অর্জ্জুন, পাটল, চূত, খদির, কর্ণিকার, নারঙ্গ, পনস, লোধ্র, নিম্ব, দাড়িম, সর্জ্জ, দ্রাক্ষা, লকুচ, খর্জ্জুর মধুক, ইন্দ্রফল, কপিত্থ, নারিকেল, তাল, শ্রীফল, কল্পবৃক্ষ, সরল, চন্দন, নীপ, দেবদারু, শুভাঞ্জন, জাতী, লবঙ্গ, কঙ্কোল, কর্পূরামোদসুগন্ধী তাম্বুলপত্রসমূহ, পূগীফল দ্রুম এবং অন্যান্য সর্ব্বঋতুফল-শোভিত বিবিধ বৃক্ষ ও বল্লী বিরাজমান। এতদ্ভিন্ন লতাগুচ্ছ-সম্ভূত নানাবিধ পুষ্প, নানা জলা-

দীর্ঘিকাশতসঙ্ঘাতৈস্তোয়পূর্ণৈর্মনোহরৈঃ।
কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ পুষ্পৈঃ কোকনদৈর্বরৈঃ॥
রক্তনীলোৎপলৈঃ কান্তৈঃ কহ্লারৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
অন্যৈশ্চ জলজৈঃ পুষ্পৈর্নানাবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ।
কোযষ্টিকৈশ্চ দাত্যূহৈঃ কারণ্ডববরাকুলৈঃ॥১৫
চাতকৈঃ প্রিয়পুত্রৈশ্চ জীবঞ্জীবকজাতিভিঃ।
অন্যৈর্দিব্যৈর্জলচরৈর্বিহারমধুরস্বনৈঃ॥১৬
এবং নানাবিধৈর্দিব্যৈর্নানাশ্চর্য্যসমন্বিতৈঃ।
বৃক্ষৈর্জলাশয়ৈঃ পুণ্যৈর্ভূষিতং সুমনোহরৈঃ॥১৭
তত্র দিব্যৈর্বিমানৈশ্চ নানারত্নবিভূষিতৈঃ।
কামগৈঃ কাঞ্চনৈঃ শুভ্রৈর্দিব্যগন্ধর্বনাদিতৈঃ॥
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈরপ্সরোভিরলঙ্কৃতৈঃ।
হেমশয্যাসনযুতৈর্নানাভোগসমন্বিতৈঃ॥ ১৯
খেচরৈঃ সপতাকৈশ্চ মুক্তাহারাবলম্বিভিঃ।
নানাবর্ণৈরসংখ্যাতৈর্জাতরূপপরিচ্ছদৈঃ॥ ২০
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যৈশ্চন্দনাগুরুভূষিতৈঃ।
সুখপ্রচারবহুলৈর্নানাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ॥ ২১
মনোমারুততুল্যৈশ্চ কিঙ্কিণীস্তবকাকুলৈঃ।
বিহরন্তি পুরে তস্মিন্ বৈষ্ণবে লোকপূজিতে॥
নানাঙ্গনাভিঃ সততং গন্ধর্বাপ্সরসাদিভিঃ।
চন্দ্রাননাভিঃ কান্তাভির্যোষিদ্ভিঃ সুমনোহরৈঃ॥
পীনোন্নতকুচাগ্রাভিঃ সুমধ্যাভিঃ সমন্ততঃ।
শ্যামাবদাতবর্ণাভির্মত্তমাতঙ্গগামিভিঃ॥ ২৪
পরিবার্য্য নরশ্রেষ্ঠং বীজয়ন্তি স্ম তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
চামরৈ রুক্মদণ্ডৈশ্চ নানারত্নবিভূষিতৈঃ॥ ২৫
গীতনৃত্যৈস্তথা বাদ্যৈর্মোদমানৈর্মদালসৈঃ।
যক্ষবিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
সুরসঙ্ঘৈশ্চ ঋষিভিঃ শুশুভে ভুবনোত্তমম্।
তত্র প্রাপ্য মহাভোগান্ প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ॥
বটরাজসমীপে তু দক্ষিণস্যোদধেস্তটে।
দৃষ্টো যৈর্ভগবান্ কৃষ্ণঃ পুণ্ডরীকাক্ষো জগৎপতিঃ
ক্রীড়ন্ত্যপ্সরসৈঃ সার্দ্ধং যাবদাচন্দ্রতারকম্
প্রতপ্তহেমসঙ্কাশা জরামরণবর্জ্জিতাঃ॥ ২৯

শয়, নানাবিধ পবিত্র পক্ষিরব, শত শত জলপূর্ণ মনোজ্ঞ দীর্ঘিকা, কুমুদ, শতপত্র, কোকনদ, রক্ত ও নীলোৎপল, কমনীয় সুগন্ধ কহ্লার, অন্যান্য জলজাত নানাবর্ণ পুষ্প, হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, কোযষ্টিক, দাত্যূহ, চাতক, প্রিয়পুত্র, জীবঞ্জীবক, এবং অন্যান্য দিব্য দিব্য বিহার-মধুরস্বর জলচর তথায় সুশোভিত। এইরূপে নানাবিধ দিব্য দিব্য আশ্চর্য্যময় কত মনোহর বৃক্ষ ও কত পুণ্য জলাশয় তথায় বিরাজমান। ইহা ভিন্ন কাঞ্চনময় দিব্য বিমানশ্রেণী তথায় বিদ্যমান। ঐ সকল বিমান গন্ধর্বগণে নাদিত, নানারত্নে ভূষিত, অপ্সরোগণে অলঙ্কৃত, তরুণাদিত্যবৎ শোভিত, হেমময় শয্যা ও আসনে সমন্বিত ও নানাভোগে মণ্ডিত। ঐ বিমানসমূহে পতাকাসকল সমুচ্ছ্রিত ও মুক্তাহারশ্রেণী লম্বিত। উহারা বিবিধ সুবর্ণ পরিচ্ছদে পরিভূষিত, নানা-কুসুমগন্ধে আমোদিত, চন্দন ও অগুরু-সমূহে উদ্ভাসিত, নানা বাদিত্ররবে মুখরিত, বেগে মন ও মারুত তুল্য এবং কিঙ্কিণীজালে মালিত। ঐ বিমানশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া লোকপূজিত বিষ্ণুলোকে সতত সুর ও সুরসুন্দরীগণ বিহার করিয়া থাকেন।১—২২। গন্ধর্ব, কামিনী ও অপ্সরা প্রভৃতি নানাবিধ অঙ্গনা এবং অন্যান্য পীনোন্নতস্তনী সুমধ্যমা, চন্দ্রবদনা, মত্তমাতঙ্গগামিনী কামিনীরা সেই পুরে পুরুষোত্তমকে বেষ্টন করিয়া, নানা রত্নমণ্ডিত রুক্মদণ্ড চামর দ্বারা বীজন করিতেছে। যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সুরসঙ্ঘ, ও মহর্ষিগণের মনোহর গীত, নৃত্য, বাদ্যোদ্যম ও সদালাপে সেই ভুবনোত্তম সতত সুশোভিত হইতেছে। মনীষিগণ তথায় উপনীত হইয়া মহাভোগ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দক্ষিণোদধির তটে বটবৃক্ষ-নিকটে যাহারা ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বিশ্ব-বিধাতা কৃষ্ণকে দর্শন করেন, চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা অপ্সরোগণ সহ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেহপ্রভা

সর্ব্বদুঃখবিহীনাশ্চ তৃষ্ণাগ্লানিবিবর্জ্জিতাঃ।
চতুর্ভুজা মহাবীর্য্যা বনমালাবিভূষিতাঃ॥ ৩০
শ্রীবৎসলাঞ্ছনৈর্যুক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ।
কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎ কাঞ্চনসন্নিভাঃ
কেচিন্মরকতপ্রখ্যাঃ কেচিদ্বৈদূর্য্যসন্নিভাঃ।
শ্যামবর্ণাঃ কুণ্ডলিনস্তথান্যে বজ্রসন্নিভাঃ॥ ৩২
ন তাদৃক্সর্ব্বদেবানাং ভান্তি লোকা দ্বিজোত্তম
যাদৃগ্ভাতি হরের্লোকঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যসমন্বিতঃ॥৩৩
ন তত্র পুনরাবৃত্তির্গমনাজ্জায়তে দ্বিজাঃ।
প্রভাবাত্তস্য দেবস্য যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৩৪
বিচরন্তি পুরে দিব্যে রূপযৌবনগর্ব্বিতাঃ।
কৃষ্ণং রামং সুভদ্রাঞ্চ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমে॥৩৫
প্রতপ্তহেমসঙ্কাশং তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
পুরমধ্যে হরের্ভাতি মন্দিরং রত্নভূষিতম্॥ ৩৬
অনেকশতসাহস্রৈঃ পতাকৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
যোজনাযুতবিস্তীর্ণং হেমপ্রাকারবেষ্টিতম্॥ ৩৭

নানাবর্ণৈর্ধ্বজৈশ্চিত্রৈঃ কল্পিতৈঃ সুমনোহরৈঃ
বিভাতি শারদো যদ্বন্নক্ষত্রৈঃ সহ চন্দ্রমাঃ॥৩৮
চতুর্দ্বারং সুবিস্তীর্ণং কঞ্চুকীভিঃ সুরক্ষিতম্।
পুরসপ্তকসংযুক্তং মহোৎসেকং মনোহরম্॥৩৯
প্রথমং কাঞ্চনং তত্র দ্বিতীয়ং মরকতৈর্যুতম্।
ইন্দ্রনীলং তৃতীয়ং তু মহানীলং ততঃ পরম্॥
পুরং তু পঞ্চমং দীপ্তং পদ্মরাগময়ং পুরম্।
ষষ্ঠং বজ্রময়ং বিপ্রা বৈদূর্য্যং সপ্তমং পুরম্॥৪১
নানারত্নময়ৈর্হেমপ্রবালাঙ্কুরভূষিতৈঃ।
স্তম্ভৈরদ্ভুতসঙ্কাশৈর্ভাতি তদ্ভবনং মহৎ॥ ৪২
দৃশ্যন্তে তত্র সিদ্ধাশ্চ ভাসয়ন্তি দিশো দশ।
পৌর্ণমাস্যাং সনক্ষত্রো যথা ভাতি নিশাকরঃ॥
আরূঢ়স্তত্র ভগবান্ সলক্ষ্মীকো জনার্দ্দনঃ।
পীতাম্বরধরঃ শ্যামঃ শ্রীবৎসলক্ষ্মসংযুতঃ॥ ৪৪
জ্বলৎসুদর্শনং চক্রং ঘোরং সর্ব্বাস্ত্রনায়কম্।
দধার দক্ষিণে হস্তে সর্ব্বতেজোময়ং হরিঃ॥ ৪৫

প্রতপ্ত হেমসন্নিভ হয়। তাঁহারা জরা-মরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সর্ব্বদুঃখ ও সমস্ত তৃষ্ণা-গ্লানি বিদূরিত হইয়া যায়। তাঁহারা চতুর্ভুজধারী, মহাবীর্য্যশালী, বনমালী, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, ও শঙ্খচক্র গদাধর হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীলোৎপলবৎ শ্যামবর্ণ, কেহ কেহ কাঞ্চনকান্তি, কেহ কেহ মর্কটাভ, কেহ কেহ বৈদূর্য্যসন্নিভ, কেহ কেহ কুণ্ডলী, এবং কেহ কেহ বজ্রাকৃতি। হে দ্বিজগণ! সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় বিষ্ণুলোক যাদৃশরূপে প্রতিভাত, মনে হয়—সমস্ত দেবলোকও তাহার সমকক্ষ নহে। সে পুরে গেলে পুনরাবৃত্তি হয় না; সেই দেবদেবের প্রভাবে লোকসকল তদীয় দিব্য পুরে রূপযৌবনে গর্ব্বিত হইয়া আ-প্রলয়কাল বিচরণ করে এবং কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সন্দর্শন করিতে পারে। পুরমধ্যে হরির এক রত্নমণ্ডিত মন্দির আছে, উহা প্রতপ্ত হেম ও তরুণ প্রভাকরসন্নিভ, অনেক শতসহস্র পতাকায় সমলঙ্কৃত, অযুত যোজন বিস্তীর্ণ, এবং হৈমপ্রাকারে বেষ্টিত। ঐ মন্দির নানা বর্ণ মনোজ্ঞ বিচিত্র ধ্বজপতাকায় মণ্ডিত হইয়া নক্ষত্রপরিবৃত শারদ সুধাকরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। উহার চতুর্দ্বার,—সুবিস্তীর্ণ, কঞ্চুকিগণে সুরক্ষিত, সপ্তপুরে সমাযুক্ত, মহোচ্চ ও মনোহর। তন্মধ্যে প্রথমদ্বার কাঞ্চনময়, দ্বিতীয় মরকতময়, তৃতীয় ইন্দ্রনীলময়, এবং চতুর্থ মহানীলময়। দ্বারসংলগ্ন সপ্তপুরের পঞ্চম পুর দীপ্ত পদ্মরাগময়, ষষ্ঠ হিরণ্ময় এবং সপ্তম পুর বৈদূর্য্যময়। ২৩—৪১। বিষ্ণুভবনের উচ্চ উচ্চ স্তম্ভগুলি নানা রত্নময় এবং হেমপ্রবালাঙ্কুরে বিভূষিত হইয়া অদ্ভুতাকারে সুশোভন। সেই সকল স্তম্ভ দ্বারা বিষ্ণুর সেই মহাভবন সমধিক সুশোভিত। সেখানে সিদ্ধগণকে দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়, পূর্ণিমাদিনে সনক্ষত্র নিশাকর যেমন সুশোভিত হইয়া থাকেন, সেই ভবন-মধ্যস্থ ভগবান্ জনার্দ্দন তেমনি লক্ষ্মীসহ শোভা ধারণ করেন। তিনি পীতাম্বর, শ্যাম, শ্রীবৎসলাঞ্ছন ও সর্ব্বাস্ত্রনেতা ঘোর সুদর্শন

কুন্দেন্দুরজতপ্রখ্যং হারগোক্ষীরসন্নিভম্।
আদায় তং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সব্যহস্তেন কেশবঃ ॥৪৬
যস্য শব্দেন সকলং সংক্ষোভং জায়তে জগৎ।
বিশ্রুতং পাঞ্চজন্যেতি সহস্রাবর্ত্তভূষিতম্ ॥ ৪৭
দুষ্কৃতান্তকরীং রৌদ্রাং দৈত্যদানবনাশিনীম্।
জলদহ্নিশিখাকারাং দুঃসহাং ত্রিদশৈরপি ॥৪৮
কৌমোদকীং গদাং চাসৌ ধৃতবান্ দক্ষিণে করে
বামে বিস্ফুরতি যস্য শার্ঙ্গং সূর্য্যসমপ্রভম্ ॥৪৯
শরৈরাদিত্যসঙ্কাশৈর্জ্বালামালাকুলৈর্বরৈঃ।
যোঽসৌ সংহরতে দেবস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
সর্ব্বানন্দকরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
সর্ব্বলোকগুরুর্দেবঃ সর্ব্বৈর্দেবৈর্নমস্কৃতঃ ॥ ৫১
সহস্রমূর্দ্ধা দেবেশঃ সহস্রচরণেক্ষণঃ।
সহস্রাখ্যঃ সহস্রাঙ্গঃ সহস্রভুজবান্ প্রভুঃ ॥ ৫২
সিংহাসনগতো দেবঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
বিদ্যুদ্বিস্পষ্টসঙ্কাশো জগন্নাথো জগদ্গুরুঃ ॥৫৩
পরীতঃ সুরসিদ্ধৈশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
যক্ষবিদ্যাধরৈর্নাগৈর্মুনিসিদ্ধৈঃ সচারণৈঃ ॥ ৫৪
সুপর্ণৈর্দানবৈর্দৈত্যৈ রাক্ষসৈর্গুহ্যকিন্নরৈঃ।
অন্যৈর্দেবগণৈর্দিব্যৈঃ স্তূয়মানো বিরাজতে ॥
তত্রস্থা সততং কীর্ত্তিঃ প্রজ্ঞা মেধা সরস্বতী।
বুদ্ধির্মতিস্তথা ক্ষান্তিঃ সিদ্ধির্মূর্ত্তিস্তথা দ্যুতিঃ ॥৫৭
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী মঙ্গলা সর্ব্বমঙ্গলা।
প্রভা মতিস্তথা কান্তিস্তত্র নারায়ণী স্থিতা ॥৫৭
শ্রদ্ধা চ কৌশিকী দেবী বিদ্যুৎ সৌদামিনী তথা
নিদ্রা রাত্রিস্তথা মায়া তথান্যামরযোষিতঃ।
বাসুদেবস্য সর্ব্বাস্তা ভবনে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অথ কিং বহুনোক্তেন সর্ব্বং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৯
ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা সহজন্যা তিলোত্তমা।
উর্ব্বশী চৈব নিম্লোচা তথান্যা বামনা পরা ॥৬০
মন্দোদরী চ সুভগা বিশ্বাচী বিপুলাননা।
ভদ্রাঙ্গী চিত্রসেনা চ প্রম্লোচা সুমনোহরা ॥৬১
মুনিসম্মোহনী রামা চন্দ্রমধ্যা শুভাননা।
সুকেশী নীলকেশা চ তথা মন্মথদীপিনী ॥ ৬২
অলম্বুষা মিশ্রকেশী তথান্যা মুঞ্জিকস্থলা।
ক্রতুস্থলা বরাঙ্গী চ পূর্ব্বচিত্তিস্তথা পরা ॥ ৬৩
পরাবতী মহারূপা শশিলেখা শুভাননা।

চক্রধারী। তিনি সর্ব্বতোজোময়, কুন্দেন্দু-রজতাভ, হারগোক্ষীরসদৃশ উজ্জ্বল অস্ত্র দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিতেছেন। হে মুনি-গণ! যাহার শব্দে সমস্ত জগৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, সেই সহস্রাবর্ত্তময় বিখ্যাত পাঞ্চজন্য শঙ্খ তাঁহার সব্য হস্তে শোভমান। যাহা দুষ্কৃতরাশির বিনাশক ও যাহার প্রভাবে দৈত্য দানব বিনষ্ট হয়, সেই জলদগ্নি-শিখা-রূপিণী দেবদুঃসহ কৌমোদকী গদা এবং সূর্য্য-সঙ্কাশ শার্ঙ্গধনু তদীয় দক্ষিণ ও বাম করে বিরাজিত। যিনি সূর্য্যসদৃশ জ্বালামালাকুল শরনিকর দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্যের সংহার সাধন করেন, যিনি সর্ব্বানন্দকর, শ্রীমান্, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্ব জগদ্গুরু, সর্ব্বদেবনমস্য, সহস্রমূর্দ্ধা, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রাভিধান, সহস্রাঙ্গ, সহস্রবাহু, সিংহাসনগত, পদ্মপত্রায়ত-নয়ন, এবং বিদ্যুতের ন্যায় বিস্প
সেই সুরসিদ্ধ-সেবিত,চরাচরগুরু জগন্নাথ,-
যক্ষ, বিদ্যাধর, নাগ, মুনি, সিদ্ধ,চারণ, সুপর্ণ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গুহ্যক,কিন্নর ও অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃক দিব্য স্তবে স্তূয়মান হইয়া তথায় বিরাজমান। কীর্ত্তি, প্রজ্ঞা, মেধা, সরস্বতী, মতি, বুদ্ধি, সিদ্ধি, ক্ষান্তি, মূর্ত্তি, দ্যুতি, গায়ত্রী, সাবিত্রী, মঙ্গলা, সর্ব্বমঙ্গলা, প্রভা, কান্ত, নারায়ণী, শ্রদ্ধা, কৌষিকী, বিদ্যুৎ, সৌদামিনী, নিদ্রা, রাত্রি, মায়া, এবং অন্যান্য অমরকামিনীরা সেই বাসুদেবভবনে প্রতি-ষ্ঠিত। অথবা আর অধিক বলিব কি? সকলই সেখানে বিরাজিত। ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, সহজন্যা, তিলোত্তমা, নিম্লোচা, বামনা, মন্দো-দরী, সুভগা, বিশ্বাচী, বিপুলাননা, ভদ্রাঙ্গী, চিত্রসেনা, প্রম্লোচা,মনোহরা, মুনিমনোমোহিনী রামা, চিত্রমধ্যা, শুভাননা, সুকেশী, নীলকেশা, মন্মথোদ্দীপনী, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, মুঞ্জি-কস্থলা, ক্রতুস্থলা, বরাঙ্গী, পূর্ব্বচিত্তি, পরা-বতী, মহারূপা ও শশিলেখা [illegible]

হংসলীলানুগামিন্যো মত্তবারণগামিনী ॥ ৬৪
বিম্বোষ্ঠী নবগর্ভা চ বিখ্যাতাঃ সুরযোষিতঃ।
এতাশ্চান্যা অপ্সরসো রূপযৌবনগর্ব্বিতাঃ ॥৬৫
সুমধ্যাশ্চারুবদনাঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
গীতমাধুর্য্যসংযুক্তাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ ॥ ৬৬
গীতবাদ্যে চ কুশলাঃ সুরগন্ধর্ব্বযোষিতঃ।
নৃত্যন্ত্যনুদিনং তত্র যত্রাসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥৬৭
ন তত্র রোগো নো গ্লানির্ন মৃত্যুর্ন হিমাতপৌ।
ন ক্ষুৎপিপাসা ন জরা ন বৈরূপ্যং ন চাসুখম্ ॥
পরমানন্দজননং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
বিষ্ণুলোকাৎ পরং লোকং নাত্র পশ্যামি ভো দ্বিজাঃ ॥ ৬৯
যে লোকাঃ স্বর্গলোকে তু শ্রূয়ন্তে পুণ্যকর্ম্মণাম্
বিষ্ণুলোকস্য তে বিপ্রাঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্
এবং হরেঃ পুরস্থানং সর্ব্বভোগগুণান্বিতম্।
সর্ব্বসৌখ্যকরং পুণ্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দ্বিজাঃ ॥৭২
ন তত্র নাস্তিকা যান্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ।
ন কৃতঘ্না ন পিশুনা নো স্তেনা নাজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা ভক্ত্যা বাসুদেবং জগদ্‌গুরুম্-
তে তত্র বৈষ্ণবা যান্তি বিষ্ণুলোকং ন সংশয়ঃ ॥
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ক্ষেত্রে পরমদুর্লভে।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥৭৪
কল্পবৃক্ষসমীপে তু যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
তে তত্র মনুজা যান্তি মৃতা যে পুরুষোত্তমে ॥
বটসাগরয়োর্মধ্যে যঃ স্মরেৎ পুরুষোত্তমম্।
তেঽপি তত্র নরা যান্তি যে মৃতাঃ পুরুষোত্তমে
তেঽপি তত্র পরং স্থানং যান্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুলোকঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বানন্দকরঃ প্রোক্তো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥৭৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বিষ্ণুলোকানুকীর্ত্তনং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

হংসলীলানুগামিনী, মত্তবারণগতি বিম্বোষ্ঠী বিখ্যাত সুরকামিনীরা এবং রূপ-যৌবন-গর্ব্বিত অপ্সরারা সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সেই পুরুষোত্তমাধিষ্ঠিত স্থানে প্রত্যহ নৃত্য-গীত ও মধুর বাদ্যধ্বনি করে। ঐ সকল চারুবদনা সুমধ্যমা, সুলক্ষণা সুর ও গন্ধর্ব্ব সুন্দরীরা প্রত্যেকেই গীত বাদ্যে সুদক্ষ। সেই পুরুষোত্তমের বাস স্থানে রোগ, গ্লানি, মৃত্যু, হিম, আতপ, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, বৈরূপ্য বা অন্য কোনরূপ অশান্তি ও উপদ্রব নাই। বস্তুতঃ সেই লোক পরমানন্দজনক ও সর্ব্ববিধ কাম্যফলের প্রদায়ক। হে দ্বিজগণ! আমি বিষ্ণুলোক হইতে আর কোন লোকই শ্রেষ্ঠ দেখি নাই। স্বর্গলোকে পুণ্যকর্ম্মীদিগের যে সকল লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা বিষ্ণুলোকের ষোলভাগের এক ভাগের তুল্য নয়। হে দ্বিজগণ! সেই সর্ব্ব-গুণান্বিত, সর্ব্বসৌখ্যজনক, পবিত্র, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, হরি-পুর এইরূপই। নাস্তিক, বৈষয়িক, কৃতঘ্ন, পিশুন, চোর, বা ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিরা তথায় গমন করিতে পারে না। যাহারা সতত ভক্তিভরে চরাচরগুরু বাসু-দেবকে অর্চ্চনা করে, সেই বৈষ্ণবগণই নিশ্চয় বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। হে দ্বিজ-গণ। দক্ষিণাব্ধির তীরে পরম দুর্লভ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কৃষ্ণ, রাম ও সুভদ্রাকে সন্দর্শন করিয়া কল্পবৃক্ষনিকটে যাহারা কলেবর পরিহার করে, সেই পুরুষোত্তমে ত্যক্ত-জীবন পুরুষগণ বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। বটবৃক্ষ ও সমুদ্রের মধ্য-বর্ত্তী স্থানে থাকিয়া যে ব্যক্তি পুরুষোত্তমকে স্মরণ করে এবং যাহারা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারা সকলেই বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। তাহাদের যে তখন পরম স্থানপ্রাপ্তি ঘটে, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি সনা-তন বিষ্ণুলোকের কথা কহিলাম; ঐ লোক সর্ব্বানন্দজনক এবং সর্ব্ববিধ ভোগ ও মোক্ষ ফলের প্রদায়ক।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায় ।

মুনয় ঊচুঃ।

বহ্বাশ্চর্য্যস্ত্বয়া প্রোক্তো বিষ্ণুলোকো জগৎপতে
নিত্যানন্দকরঃ শ্রীমান্ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ১
ক্ষেত্রঞ্চ দুর্লভং লোকে কীর্ত্তিতং পুরুষোত্তমম্
ত্যক্ত্বা যত্র নরো দেহং যাতি সালোক্যতাং হরেঃ
সম্যক্ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং ত্বয়া সম্যক্প্রকীর্ত্তিতম্
যত্র স্বদেহসন্ত্যাগাদ্বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ৩
অহো মোক্ষস্য মার্গোঽয়ং দেহত্যাগস্ত্বয়োদিতঃ
নরাণামুপকারায় পুরুষাখ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৪
অনায়াসেন দেবেশ দেহং ত্যক্ত্বা নরোত্তমাঃ।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং বিষ্ণোঃ পদং যান্তি
নিরাময়ম্ ॥ ৫
শ্রুত্বা ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং বিস্ময়ো নো মহানভূৎ
প্রয়াগপুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ ॥ ৬
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ।
ন তথা তানি সর্ব্বাণি প্রশংসসি সুরোত্তম ॥ ৭
যথা প্রশংসসি ক্ষেত্রং পুরুষাখ্যং পুনঃপুনঃ।
জ্ঞাতোঽস্মাভিরভিপ্রায়স্তবেদানীং পিতামহ।
যেন প্রশংসসি ক্ষেত্রং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্।
পুরুষাখ্যসমং নূনং ক্ষেত্রং নাস্তি মহীতলে।
তেন ত্বং বিবুধশ্রেষ্ঠ প্রশংসসি পুনঃপুনঃ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠা ভবদ্ভিঃ সমুদাহৃতম্।
পুরুষাখ্যসমং ক্ষেত্রং নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥১০
সন্তি যানি তু তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
তানি শ্রীপুরুষাখ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
যথা সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥১২
আদিত্যানাং যথা বিষ্ণুঃ শ্রেষ্ঠত্বে সমুদাহৃতঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥১৩
নক্ষত্রাণাং যথা সোমঃ সরসাং সাগরো যথা।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে জগৎপতে! আপনি বহু আশ্চর্য্যময় নিত্যানন্দজনক, ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদায়ক, শ্রীমান্, বিষ্ণুলোকের বিষয় বর্ণন করিলেন এবং যথায় দেহত্যাগ করিয়া লোক হরিসালোক্য প্রাপ্ত হয়, সেই দুর্লভ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিষয়ও কীর্ত্তন করিলেন, এতদ্ভিন্ন ঐ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যে কি অপূর্ব্ব, তাহাও আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে নরগণ বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়। অহো! নিশ্চয়ই আপনি নরগণের উপকারের জন্য পুরুষোত্তম তীর্থে দেহত্যাগরূপ মোক্ষমার্গ নির্দ্দেশ করিলেন। হে দেবেশ! সে ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে নরগণ অনায়াসেই নিরাময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। আমরা এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শুনিয়া বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। হে সুরোত্তম! প্রয়াগ, পুষ্কর প্রভৃতি কত পুণ্য আয়তন তীর্থক্ষেত্র পৃথ্বীতলে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এতদ্ভিন্ন কত পুণ্যসরিৎ ও সরোবর রহিয়াছে, আপনি বারংবার এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের যেরূপ প্রশংসা করিলেন, কৈ ঐ সকল পুণ্য তীর্থের ত সেরূপ প্রশংসা একবারও করিলেন না। হে পিতামহ! আপনি যে জন্য মুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রসংশা করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে আপনার সে অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। প্রকৃতই পুরুষোত্তমের ন্যায় ক্ষেত্র পৃথ্বীতলে নাই। সেই জন্যই হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! আপনি বারংবার তাহার প্রশংসা করিতেছেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিগণ! আপনারা সত্য কথাই কহিয়াছেন, পুরুষোত্তমের ন্যায় তীর্থ পৃথ্বীতলে নাই। পৃথিবীতে যে কিছু পুণ্যায়তন তীর্থ আছে, তাহারা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নয়। ১—১১। সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু যেমন সর্ব্বলোকে পরম শ্রেষ্ঠ, তেমনি এই পুরুষোত্তম সর্ব্বতীর্থের বরিষ্ঠ। আদিত্যগণের বিষ্ণু, নক্ষত্রগণের চন্দ্রমা, অম্বুরাশির সাগর, বসুসমূহের পাবক, রুদ্রগণের শঙ্কর, বর্ণসমূহে

তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥১৪
বসূনাং পাবকো যদ্বদ্রুদ্রাণাং শঙ্করো যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৫
বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যদ্বদ্বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৬
শিখরিণাং যথা মেরুঃ পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥১৭
প্রমদানাং যথা লক্ষ্মীঃ সরিতাং জাহ্নবী যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৮
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং মহর্ষীণাং ভৃগুর্যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥১৯
সেনানীনাং যথা স্কন্দঃ সিদ্ধানাং কপিলো যথা
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২০
উচ্চৈঃশ্রবা যথাশ্বানাং কবীনামুশনা কবিঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥২১
মুনীনাঞ্চ যথা ব্যাসঃ কুবেরো যক্ষরক্ষসাম্।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২২
ইন্দ্রিয়াণাং মনো যদ্বদ্ভূতানামবনী যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং পবনঃ প্লবতাং যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৪
ভূষণানাস্তু সর্ব্বেষাং যথা চূড়ামণির্দ্বিজাঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৫
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ শস্ত্রাণাং কুলিশো যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৬
অকারঃ সর্ব্ববর্ণানাং গায়ত্রী ছন্দসাং যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৭
সর্ব্বাঙ্গেভ্যো যথা শ্রেষ্ঠমুত্তমাঙ্গং দ্বিজোত্তমাঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৮
অরুন্ধতী যথা স্ত্রীণাং সতীনাং শ্রেষ্ঠতাং গতা
তথা সমস্ততীর্থানাং শ্রেষ্ঠং তৎপুরুষোত্তমম্ ॥২৯
যথা সমস্তবিদ্যানাং মোক্ষবিদ্যা পরা স্মৃতা।
তথা সমস্ততীর্থানাং শ্রেষ্ঠং তৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
মনুষ্যাণাং যথা রাজা ধেনূনামপি কামধুক্।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩১
সুবর্ণং সর্ব্বরত্নানাং সর্পাণাং বাসুকির্যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩২
প্রহ্লাদঃ সর্ব্বদৈত্যানাং রামঃ শস্ত্রভৃতাং যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৩
ঝষাণাং মকরো যদ্বন্মৃগাণাং মৃগরাড় যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥৩৪
সমুদ্রাণাং যথা শ্রেষ্ঠঃ ক্ষীরোদঃ সরিতাং পতিঃ
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৫
বরুণো যাদসাং যদ্বদ্‌যমঃ সংযমিনাং যথা।
তথা সমস্ততীর্থাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৬
দেবর্ষীণাং যথা শ্রেষ্ঠো নারদো মুনিসত্তমাঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৭
ধাতুনাং কাঞ্চনং যদ্বৎ পাবত্রাণাঞ্চ দক্ষিণা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৮
প্রজাপতির্যথা দক্ষ ঋষীণাং কশ্যপো যথা।
তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৯
গ্রহাণাং ভাস্করো যদ্বন্মন্ত্রাণাং প্রণবো যথা।

ব্রাহ্মণ, বিহঙ্গমদিগের বৈনতেয়, শিখরীদিগের সুমেরু, পর্ব্বতগণের হিমালয়, প্রমদাবৃন্দের লক্ষ্মী, সরিৎসমূহের জাহ্নবী, গজেন্দ্রগণের ঐরাবত, মহর্ষিগণের ভৃগু, সেনানীসমূহের স্কন্দ, সিদ্ধসমূহের কপিল, অশ্বগণের উচ্চৈঃশ্রবা, কবিদিগের উশনা, মুনিগণের ব্যাস, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের কুবের, ইন্দ্রিয়গণের মন, ভূতবৃন্দের অবনী, বৃক্ষসমূহের অশ্বত্থ, প্রবহমাণদিগের পবন, সর্ব্বভূষণের চূড়ামণি, গন্ধর্ব্বগণের চিত্ররথ, শস্ত্রসমূহের বজ্র, সর্ব্ববর্ণের আকার, ছন্দোরাশির গায়ত্রী, অঙ্গসমূহের উত্তমাঙ্গ, স্ত্রীগণের সতীশিরোমণি অরুন্ধতী, সমস্ত বিদ্যার মোক্ষবিদ্যা, মনুষ্যগণের রাজা, ধেনুগণের কামধেনু, রত্নসমূহের সুবর্ণ, সর্পসঙ্ঘের বাসুকি,দৈত্যসম্প্রদায়ের প্রহ্লাদ, শস্ত্রধারীদিগের রাম, মীনগণের মকর, মৃগবৃন্দের মৃগরাজ, সমুদ্রসমূহের ক্ষীরোদসাগর, যাদোগণের বরুণ, সংযমীদিগের যম, দেবর্ষিগণের নারদ, ধাতুনিচয়ের কাঞ্চন, পবিত্রসমূহের দক্ষিণা, প্রজাপতিগণের দক্ষ, ঋষিসমাজের কশ্যপ, গ্রহগণের ভাস্কর, মন্ত্র-

তথা সমস্ততীর্থানাং বরিষ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥৪০
অশ্বমেধস্তু যজ্ঞানাং যথা শ্রেষ্ঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং ক্ষেত্রঞ্চ তদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥
ওষধীনাং যথা ধান্যং তৃণেষু তৃণরাড্ যথা।
তথা সমস্ততীর্থানামুত্তমং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪২
যথা সমস্ততীর্থানাং ধর্ম্মঃ সংসারতারকঃ।
তথা সমস্ততীর্থানাং শ্রেষ্ঠং তৎ পুরুষোত্তমম্ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যকীর্ত্তনং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সর্ব্বেষাঞ্চৈব তীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
জপহোমব্রতানাঞ্চ তপোদানফলানি চ ॥ ১
ন তৎ পশ্যামি ভো বিপ্রা যত্তেন সদৃশং ভুবি।
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ ॥ ২
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎ পরমং মহৎ
পুরুষাখ্যং সকৃদ্দৃষ্ট্বা সাগরান্তঃসমাপ্লুতম্ ॥ ৩
ব্রহ্মবিদ্যাং সকৃজ্জ্ঞাত্বা গর্ভবাসো ন বিদ্যতে
হরেঃ সন্নিহিতে স্থান উত্তমে পুরুষোত্তমে ॥ ৪
সংবৎসরমুপাসীত মাসমাত্রমথাপি বা।
তেন জপ্তং হুতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ
স যাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ।
ভুক্ত্বা ভোগান্বিচিত্রাংশ্চ দেবযোষিৎসমন্বিতঃ
কল্পান্তে পুনরাগত্য মর্ত্ত্যলোকে নরোত্তমঃ।
জায়তে যোগিনাং বিপ্রা জ্ঞানজ্ঞেয়োদ্যতো গৃহে
সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবং যোগং হরেঃ স্বচ্ছন্দতাং ব্রজেৎ
কল্পবৃক্ষস্য রামস্য কৃষ্ণস্য ভদ্রয়া সহ ॥ ৮
মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নস্য মাহাত্ম্যং মাধবস্য চ।
স্বর্গদ্বারস্য মাহাত্ম্যং সাগরস্য বিধিঃ ক্রমাৎ ॥৯
মার্জনস্য যথাকালে ভাগীরথ্যাঃ সমাগমম্।
সর্ব্বমেতন্ময়াখ্যাতং যৎপরং শ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ১০
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য মাহাত্ম্যমেতচ্চ কথিতং ময়া।

সমূহের প্রণব, যজ্ঞসমূহের অশ্বমেধ, ওষধিগণের ধান্য, তৃণপুঞ্জের তৃণরাজ, এবং যেমন সমস্ত তীর্থমধ্যে সংসারহর ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি ত্রিভুবনে যতকিছু তীর্থ আছে, তৎসমস্তের মধ্যে পুরুষোত্তমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব বরিষ্ঠ। ১২—৪৩।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! সমস্ত তীর্থে ও সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রে জপ, হোম, ব্রত, ও দান করিলে যাদৃশ ফল হয়, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! পুরুষোত্তমের ন্যায় পুণ্যফলজনক স্থান আমি ভূতলে কুত্রাপি দেখি নাই। এ সম্বন্ধে বারংবার অধিক বলিয়া আর কি হইবে? সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যে মহৎ, একথা সত্য, সত্য, সত্য। সাগরজলপ্লাবিত পুরুষোত্তমকে একবার দর্শন করিলে এবং একবার ব্রহ্মবিদ্যা বিদিত হইলে, মানুষের আর গর্ভবাস হয় না। হরির সান্নিহিত উত্তম পুরুষোত্তম স্থানে থাকিয়া সম্বৎসর অথবা একমাস মাত্র উপাসনা করিলে, তাদৃশ উপাসক জন স্থান-মাহাত্ম্যে জপ, হোম, ও তপস্যার মহৎফল প্রাপ্ত হইবে। যথায় যোগেশ্বর হরি বিরাজ করেন, তাহার সেই পরম স্থানে গতি হয়। সেখানে গিয়া সে বিচিত্র ভোগরাশি উপভোগ ও দেবাঙ্গনাসহ বিহার করত কল্পান্তে মর্ত্ত্যে আসিয়া পুনরায় যোগিজনের জ্ঞানোজ্জ্বল গৃহে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর বৈষ্ণব যোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ হরির ন্যায় মুক্ত পুরুষ হয়। কল্পবৃক্ষ, বলরাম, কৃষ্ণ, সুভদ্রা, মার্কণ্ডেয়, ইন্দ্রদ্যুম্ন, মাধব, ও স্বর্গদ্বারের মাহাত্ম্য এবং সাগরস্নান ও মার্জনবিধি এবং যথাকালে ভাগীরথীর সমাগম এ সকলই আমি তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম; তোমরা আর কি শুনিতে ইচ্ছা

সর্ব্বাশ্চর্য্যং সমাখ্যাতং রহস্যং পুরুষোত্তমম্ ॥
পুরাণং পরমং গুহ্যং ধন্যং সংসারমোচনম্ ॥১১
মুনয় উচুঃ।
নহি নস্তৃপ্তিরস্তীহ শৃণ্বতাং তীর্থবিস্তরম্।
পুনরেব পরং গুহ্যং বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
পরং তীর্থস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
ইমমেব পুরা প্রশ্নং পৃষ্টোঽস্মি দ্বিজসত্তমাঃ।
নারদেন প্রযত্নেন তদা তং প্রোক্তবানহম্ ॥১৩
নারদ উবাচ।
তপসো যজ্ঞদানানাং তীর্থানাং পবনং স্মৃতম্।
সর্ব্বং শ্রুতং ময়া ত্বত্তো জগদ্‌যোনে জগৎপতে
কিয়ন্তি সন্তি তীর্থানি স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতলে।
সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং সর্ব্বদা কিং বিশিষ্যতে ॥
ব্রহ্মোবাচ।
চতুর্ব্বিধানি তীর্থানি স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দৈবানি মুনিশার্দ্দূল আসুরাণ্যার্ষাণি চ ॥ ১৬
মানুষাণি ত্রিলোকেষু বিখ্যাতানি সুরাদিভিঃ।
মানুষেভ্যশ্চ তীর্থেভ্য আসুরং বহুপুণ্যদম্।
আসুরেভ্যস্তথা পুণ্যং দৈবং তৎসার্ব্বকামিকম্
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈশ্চৈব নির্ম্মিতং দৈবমুচ্যতে।
ত্রিভ্যো যদেকং জায়েত তস্মাম্নাতঃ পরং হি যৎ
ত্রয়াণামপি লোকানাং তীর্থং মেধ্যমুদাহৃতম্।
তত্রাপি জাম্ববং দ্বীপং তীর্থং বহুগুণোদয়ম্ ॥২০
জাম্ববে ভারতং বর্ষং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
কর্ম্মভূমির্যতঃ পুত্র তস্মাত্তীর্থং তদুচ্যতে ॥ ২১
তত্রৈব যানি তীর্থানি যান্যুক্তানি ময়া তব।
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে ষণ্নদ্যো দেবসম্ভবাঃ ॥২২
তথৈব দেবজা ব্রহ্মন্ দক্ষিণার্ণববিন্ধ্যয়োঃ।
এতা দ্বাদশ নদ্যস্তু প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২৩
অভিসম্পূজিতং যস্মাদ্ভারতং বহুপুণ্যদম্।
কর্ম্মভূমিরতো দেবৈর্বর্ষং তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
আর্ষাণি চৈব তীর্থানি দেবজানি ক্বচিৎ ক্বচিৎ।

কর? আমি ইন্দ্রদ্যুম্নের মাহাত্ম্যকথা বিস্তৃতরূপেই বলিয়াছি। এই প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের সর্ব্বাশ্চর্য্যময় রহস্য-কথাও ব্যক্ত করিয়াছি; ইহা—ধন্য, পরম গুহ্য, পুরাণ, ও সংসারমোচন। ১—১১। মুনিগণ কহিলেন,—এই তীর্থবিবরণ শ্রবণে এখন আমাদের তৃপ্তি নাই, পুনর্ব্বার পরম গুহ্যতীর্থমাহাত্ম্য অশেষরূপে বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! পুরাকালে নারদ আমাকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন; তাঁহাকে আমি যত্নের সহিত তখন ইহার উত্তর দিয়াছিলাম। নারদ বলিলেন,—হে জগৎকারণ! জগৎপতে! তপস্যা, যজ্ঞ, দান এবং তীর্থসমূহের মধ্যে যাহা পবিত্র তীর্থ, সে বিষয় সকলই আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু সমস্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে কতগুলি তীর্থ আছে, এবং সেই সকল তীর্থের মধ্যে কোন্ তীর্থই বা সর্ব্বদা বিশিষ্ট, তাহা এক্ষণে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে, চতুর্ব্বিধ তীর্থ বিদ্যমান; যথা,—দৈব, আসুর, আর্ষ, এবং মানুষ। তন্মধ্যে মানুষ তীর্থ হইতে আর্ষতীর্থ শ্রেষ্ঠ, আর্ষ হইতে আসুর বহু পুণ্যপ্রদ এবং আসুর হইতে দৈব তীর্থ সার্ব্বকামিক ও পবিত্র। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব কর্ত্তৃক দৈব তীর্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং সেই দেবত্রয় হইতে যাহার জন্ম, তাহা অপেক্ষা অন্য কিছু প্রধান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। সেই দেবত্রয়-নির্ম্মিত তীর্থই ত্রৈলোক্যে পবিত্রতীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঐ তীর্থ অপেক্ষা সমগ্র জম্বুদ্বীপ বহুগুণবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠ তীর্থ। জম্বুদ্বীপে যে ভারতবর্ষ, তাহা ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত প্রধান তীর্থ; কেননা, হে পুত্র! ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি বলিয়া উহাকে তীর্থ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। ভারতবর্ষস্থ যে সকল তীর্থের কথা আমি বলিয়াছি, তন্মধ্যে হিমবান্ ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী ছয়টী দেবনদী এবং দক্ষিণার্ণব ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যস্থ অপর ছয়টি দেবসম্ভবা নদী, সমষ্টিতে এই দ্বাদশটী নদীই প্রধান বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

আসুরৈরাবৃতান্তাসংস্তদেবাসুরমুচ্যতে ॥ ২৫
দৈবেষ্বেব প্রদেশেষু তপস্তপ্ত্বা মহর্ষয়ঃ।
দৈবপ্রভাবাত্তপস আর্ষাণ্যপি চ তান্যপি ॥ ২৬
আত্মনঃ শ্রেয়সে মুক্ত্যৈ পূজায়ৈ ভূতয়েঽথবা।
আত্মনঃ ফলভূত্যর্থং যশসোঽবাপ্তয়ে পুনঃ ॥২৭
মানুষৈঃ কারিতান্যাহুর্মানুষাণীতি নারদ।
এবং চতুর্ব্বিধো ভেদস্তীর্থানাং মুনিসত্তম ॥ ২৮
তেদং ন কশ্চিজ্জানাতি শ্রোতুং যুক্তোঽসি নারদ
বহবঃ পণ্ডিতম্মন্যাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
সুকৃতী কোঽপি জানাতি বক্তুং শ্রোতুং
নিজৈর্গুণৈঃ ॥ ২৯

নারদ উবাচ।

তেষাং স্বরূপং ভেদঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মন্ কৃতযুগাদৌ তু উপায়োঽন্যো ন বিদ্যতে
তীর্থসেবাং বিনা স্বল্পায়াসেনাভীষ্টদায়িনীম্ ॥৩১
ন ত্বয়া সদৃশো ধাতর্বক্তা জ্ঞাতাথবা কচিৎ।
ত্বং নাভিকমলে বিষ্ণোঃ সঞ্জাতোঽখিলপূর্ব্বজঃ

ব্রহ্মোবাচ।

গোদাবরী ভীমরথী তুঙ্গভদ্রা চ বেণিকা।
তাপী পয়োষ্ণী বিন্ধ্যস্য দক্ষিণে তু প্রকীর্ত্তিতা
ভাগীরথী নর্ম্মদা তু যমুনা চ সরস্বতী।
বিশোকা চ বিতস্তা চ হিমবৎপর্ব্বতাশ্রিতাঃ ॥৩৪
এতা নদ্যঃ পুণ্যতমা দেবতীর্থান্যুদাহৃতাঃ।
গয়ঃ কোল্লাসুরো বৃত্রস্ত্রিপুরো হ্যন্ধকস্তথা॥ ৩৫
হয়মূর্দ্ধা চ লবণো নমুচিঃ শৃঙ্গকস্তথা।
যমঃ পাতালকেতুশ্চ ময়ঃ পুষ্কর এব চ ॥ ৩৬
এতৈরাবৃততীর্থানি আসুরাণি শুভানি চ।
প্রভাসো ভার্গবোঽগস্তির্নরনারায়ণৌ তথা ॥৩
বসিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজো গোতমঃ কশ্যপো মনুঃ।
ইত্যাদিমনুজুষ্টানি ঋষিতীর্থানি নারদ ॥ ৩৮

দেবগণ বহু পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষকে যে হেতু বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; এজন্য উহা দেবতীর্থ আখ্যায় অভিহিত। কোথাও কোথাও আর্ষ ও দৈবতীর্থগুলি আসুরতীর্থে আবৃত হইয়াছিল; এই জন্য সে সকল আসুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহর্ষিগণ অনেক দৈবপ্রদেশে তপস্যা করিয়া দৈববলে ও তপঃসাহায্যে আর্য্য তীর্থ সকল নির্ম্মাণ করেন। হে নারদ! আত্মার মঙ্গল, মুক্তি, ও ভূতি অথবা দেবার্চ্চনা এবং ফল কামনা ও স্বীয় যশোলিপ্সায় মানুষেরা যে সকল তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছে, ঐ সকল তীর্থই মানুষ তীর্থ নামে নিরূপিত। হে মুনিবর! এই ত তীর্থসমূহের চতুর্ব্বা ভেদ ব্যাখ্যা করিলাম; এই ভেদবার্ত্তা অপর কেহই জানে না। তুমিই ইহা শুনিবার যোগ্য পাত্র। নারদ! বহু পণ্ডিতম্মন্য লোকই শ্রবণ করে এবং বলিয়া থাকে, কিন্তু নিজগুণে বলিতে এবং শুনিতে জানে এমন সুকৃতী লোকের সংখ্যা অতি অল্পই আছে। নারদ বলিলেন,—আমি তীর্থসমূহের স্বরূপ ও ভেদ যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি; আমার বিশ্বাস—ইহা শ্রবণে সর্ব্ব পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হওয়া যায়। ১২—৩০। হে ব্রহ্মন্! সত্যযুগাদিতে অল্পায়াসে অভীষ্টদায়িনী তীর্থসেবা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। হে বিধাতঃ! আপনার তুল্য বক্তা এবং জ্ঞাতা কুত্রাপি নাই। আপনি বিষ্ণুর নাভিকমলে জন্মিয়াছেন এবং আপনি সকলেরই পূর্ব্বজাত। ব্রহ্মা বলিলেন,—গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, বেণিকা, তাপী ও পয়োষ্ণী এই নদীগুলি বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণদিক্ দিয়া প্রবাহিত। ভাগীরথী, নর্ম্মদা, যমুনা, সরস্বতী, বিশোকা ও বিতস্তা এই নদীগুলি হিমালয় হইতে নির্গত। এই সকল নদী পুণ্যতম। ইহারা দেবতীর্থ নামে নিরূপিত। গয়, কোল্লাসুর, বৃত্র, ত্রিপুর, অন্ধক, হয়গ্রীব, লবণ, নমুচি, শৃঙ্গক, যম, পাতালকেতু, ময়, ও পুষ্কর এই সকল অসুরগণ কর্তৃক যে সকল তীর্থ আবৃত হইয়াছিল, তাহারা শুভ আসুর তীর্থ। প্রভাস, ভার্গব, অগস্তি, নর ও নারায়ণ, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, কশ্যপ,

অম্বরীষো হরিশ্চন্দ্রো মান্ধাতা মনুরেব চ ।
কুরুঃ কনখলশ্চৈব ভদ্রাশ্বঃ সগরস্তথা ॥ ৩৯
অশ্বযূপো নাচিকেতা বৃষাকপিররিন্দমঃ ।
ইত্যাদিমানুষৈর্বিপ্র নির্ম্মিতানি শুভানি চ ॥ ৪০
যশসঃ ফলভূত্যর্থং নির্ম্মিতানীহ নারদ ।
স্বতোদ্ভূতানি দৈবানি যত্র ক্বাপি জগত্রয়ে ।
পুণ্যতীর্থানি তান্যাহুস্তীর্থভেদো ময়োদিতঃ ॥৪১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থভেদ-বর্ণনং নাম
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ত্রিদৈবত্যং তু যত্তীর্থং সর্ব্বেভ্যো হ্যুত্তমুত্তমম্
তস্য স্বরূপভেদঞ্চ বিস্তরেণ ব্রবীতু মে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

তাবদন্যানি তীর্থানি তাবত্তাঃ পুণ্যভূময়ঃ ।
তাবদ্যজ্ঞাদয়ো যাবত্ত্রিদৈবত্যং ন দৃশ্যতে ॥ ২
গঙ্গেয়ং সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ।
ত্রিদৈবত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তদুৎপত্তিমতঃ শৃণু ॥ ৩
বর্ষাণামযুতাৎ পূর্ব্বং দেবকার্য্য উপস্থিতে ।
তারকো বলবানাসীন্মদ্বরাদতিগর্ব্বিতঃ ॥৪
দেবানাং পরমৈশ্বর্য্যং হৃতং তেন বলীয়সা ।
ততস্তে শরণং জগ্মুর্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥৫
ক্ষীরোদশায়িনং দেবং জগতাং প্রপিতামহম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটা দেবা বিষ্ণুমূচুরনন্যগাঃ ॥ ৬

দেবা উচুঃ ।

ত্বং ত্রাতা জগতাং নাথ দেবানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধন ॥
সর্ব্বেশ্বর জগদ্যোনে ত্রয়ীমূর্ত্তে নমোঽস্তু তে ॥
লোকস্রষ্টাসুরান হন্তা ত্বমেব জগতাং পতিঃ ।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশানাং কারণং ত্বং জগন্ময় ॥৮
ত্রাতা ন কোঽপ্যস্তি জগত্রয়েঽপি
শরীরিণাং সর্ব্ববিপদ্গতানাম্ ।

ও মনু প্রভৃতি মুনিগণের সেবিত স্থানগুলি ঋষিতীর্থ বা আর্য তীর্থ নামে নির্দ্দিষ্ট। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, মনু, কুরু, কনখল, ভদ্রাশ্ব, সরগ, অশ্বযূপ, নাচিকেতা, ও বৃষাকপি প্রভৃতি মানুষ রাজগণ যে সকল তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তৎসমস্ত শুভ মানুষ তীর্থ। হে নারদ! মানুষগণ যশোলাভের জন্য তীর্থনির্ম্মাণ করেন; কিন্তু ত্রিজগতে দৈব-তীর্থগুলি আপনা হইতেই উদ্ভূত। ঐ সকল তীর্থ পুণ্যজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; এই আমি তীর্থ ভেদ বলিলাম। ৩১—৪১।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যে ত্রিদেব-নির্দ্দিষ্ট তীর্থকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিলেন। অধুনা তাহার স্বরূপভেদ বিস্তৃত-রূপে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অন্যান্য তীর্থ, অন্যান্য পুণ্যভূমি ও যজ্ঞপ্রভৃতি তাবৎকালেই প্রশস্ত, যাবৎ না ত্রিদৈবত্য তীর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। এই যে নিখিল কামপ্রদায়িনী সরিদ্বরা গঙ্গা দেবী, ইনি ত্রিদৈবত্যা নামে নিরূপিতা। হে মুনিবর! অধুনা ইঁহার উৎপত্তি-বার্ত্তা শ্রবণ করুন। অযুত বর্ষ পূর্ব্বে একদা দেবকার্য্য উপস্থিত হইয়াছিল; তখন তারক নামে এক বলবান্ অসুর আমার বরে দর্পিত হইয়া দেবগণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করে। ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরুপায় হইয়া ক্ষীরোদশায়ী জগৎপ্রপিতামহ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেন এবং কৃতাঞ্জলিকরে অনন্যমনে আমাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবগণ বলেন,—হে দেবগণের নাথ, কীর্ত্তিবর্দ্ধন, জগৎকারণ, বেদমূর্ত্তি, দেব! আপনি জগতের পরিত্রাণকর্ত্তা। আপনাকে আমরা নমস্কার করি। হে জগন্ময়! আপনি লোকস্রষ্টা, অসুরহন্তা, জগৎপাতা, এবং স্থিতি, উৎপত্তি, ও বিনাশকর্ত্তা। এই ত্রিভুবনে আপনি

ত্বয়া বিনা বারিজপত্রনেত্র
তাপত্রয়াণাং শরণং ন চান্যৎ ॥ ৯
পিতা চ মাতা জগতোহখিলস্য
ত্বমেব সেবাসুলভোহসি বিষ্ণো।
প্রসীদ পাহীশ মহাভয়েভ্যো-
হস্মদার্ত্তিহন্তা বদ কস্ত্বদন্যঃ ॥১০
আদিকর্ত্তা বরাহস্ত্বং মৎস্যঃ কূর্ম্মস্তথৈব চ।
ইত্যাদিরূপভেদৈর্নো রক্ষসে ভয় আগতে ॥১১
হৃতস্বাম্যান্ সুরগণান্ হৃতদারান্ গতাপদঃ।
কস্মান্ন রক্ষসে দেব অনন্যশরণান্ হরে ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ শেষশায়ী জগৎপতিঃ
কস্মাচ্চ ভয়মাপন্নং তদ্‌ব্রুবন্তু গতজ্বরাঃ।
ততঃ শ্রিয়ঃ পতিং প্রাহুস্তং তারকবধং প্রতি ॥১৩
দেবা উচুঃ।
তারকাদ্ভয়মাপন্নং ভীষণং রোমহর্ষণম্।
ন যুদ্ধৈস্তপসা শাপৈর্হন্তুং নৈব ক্ষমা বয়ম্ ॥১৪
অর্ব্বাগ্দশাহাদ্যো বালস্তস্মান্মৃত্যুমবাপ্স্যতি।
তস্মাদেব ন চান্যেভ্যস্তত্র নীতির্বিধীয়তাম্ ॥১৫
ব্রহ্মোবাচ।
পুনর্নারায়ণঃ প্রাহ নাহং বলোৎকটঃ সুরাঃ।
ন মত্তো মদপত্যাচ্চ ন দেবেভ্যো বধো ভবেৎ
ঈশ্বরাদ্‌যদি জায়েত অপত্যং বহুশক্তিমৎ।
তস্মাদ্বধমবাপ্নোতি তারকো লোকদারুণঃ ॥১৭
তদ্গচ্ছামঃ সুরাঃ সর্ব্বে যতিভূর্মুনিভিঃ সহ।
ভার্য্যার্থং প্রথমো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ প্রভবিষ্ণুতঃ ॥
তথেত্যুক্ত্বা সুরগণা জগ্মুস্তে চ নগোত্তমম্।
হিমবন্তং রত্নময়ং মেনাং চ হিমবৎপ্রিয়াম্ ॥ ১৯
ইদমূচুঃ সর্ব্ব এব সভার্য্যং তুহিনং গিরিম্ ॥২০
দেবা উচুঃ।
দাক্ষায়ণী লোকমাতা যা শক্তিঃ সংস্থিতা শিবে

ব্যতীত বিপন্ন জনগণের ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তাপত্রয়ের তুমিই প্রশমনকর্ত্তা; তুমি ব্যতীত রক্ষাকর্ত্তা আর কেহই নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি অখিল জগতের পিতা মাতা; একমাত্র সেবা দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ঈশ! প্রসন্ন হও, আমাদিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কে আর আর্ত্তিহারী আছে বল? তুমি আদিকর্ত্তা; বরাহ, মৎস্য, ও কূর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্নরূপে তুমি আমাদিগকে ভয়কালে রক্ষা করিয়া থাক। এক্ষণে সুরগণের প্রভুত্ব, এমন কি স্ত্রীপুত্রাদিও অপহৃত হইয়াছে। তোমার সেই দেবগণ অধুনা সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন। হে হরে! সেই অনন্যাশ্রয় দেবগণকে কেন তুমি রক্ষা করিতেছ না? ব্রহ্মা বলিলেন, —শেষশায়ী ভগবান্ জগৎপতি তদুত্তরে বলিলেন, ভয় কাহা হইতে তোমাদের উৎপন্ন হইয়াছে? স্থিরচিত্তে তাহা প্রকাশ কর। তখন দেবগণ শ্রীপতিকে তারক-বধের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তারকাসুর হইতে আমাদিগের ভীষণ লোমহর্ষণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে যুদ্ধ, তপোবল, বা অভিশাপ প্রদান দ্বারা বিনাশ করিতে আমরা সমর্থ নহি। দশ দিবসের ন্যূনবয়স্ক বালক হইতেই তাহার মৃত্যু হইবে। অতএব দেব! অন্য কিছু হইতেই তাহার মৃত্যুসম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে যেরূপ নীতি প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়, করুন। ১—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের কথায় নারায়ণ উত্তর করিলেন, হে সুরগণ! আমি বলোৎকট নহি। আমি, আমার সন্তান বা অন্য কোন দেব হইতেই সেই অসুরের বধ সাধন হইবে না। যদি ঈশ্বর হইতে প্রভূত শক্তিযুক্ত অপত্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই অপত্য হইতেই লোকভয়ঙ্কর তারক নিধন প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে সুরগণ! চল —আমরা ঋষিগণ সহ মিলিত হইয়া তাঁহার ভার্য্যাপরিগ্রহার্থ যত্ন প্রকাশ করি। সুরগণ 'তথাস্তু' বলিয়া রত্নময় হিমালয়ে গমন করিলেন এবং হিমালয়প্রিয়া মেনাকে ও তৎপতি হিমগিরিবরকে সকলেই একবাক্যে

বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা ধৃতির্মেধা লজ্জা পুষ্টিঃ সরস্বতী ॥ ২১
এবং হ্যনেকধা লোকে যা স্থিতা লোকপাবনী
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং যুবযোর্গর্ভমাবিশৎ ॥ ২২
সমুৎপন্না জগন্মাতা শম্ভোঃ পত্নী ভবিষ্যতি ।
অস্মাকং ভবতাং চাপি পালনী চ ভবিষ্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হিমবানপি তদ্বাক্যং সুরাণামভিনন্দ্য চ ।
মেনা চাপি মহোৎসাহা অস্ত্বিত্যেবং বচোঽব্রবীৎ
ততোৎপন্না জগদ্ধাত্রী গৌরী হিমবতো গৃহে ।
শিবধ্যানরতা নিত্যং তন্নিষ্ঠা তন্মনোগতা ॥ ২৫
তাং বৈ প্রোচুঃ সুরগণা ঈশার্থে তপ আবিশ
তথা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গৌরী তেপে তপো মহৎ
পুনঃ সমন্ত্রয়ামাসুরীশো ধ্যায়তি তাং শিবাম্ ।
আত্মানং বা তথান্যদ্বা ন জানীমঃ কথং ভবঃ ॥
মেনকায়াঃ সুতায়াস্তু চিত্তং দধ্যাৎ সুরেশ্বরঃ ।
তত্র নীতির্বিধাতব্যা ততঃ শ্রেষ্ঠ্যমবাপ্স্যথ ॥
ততঃ প্রাহ মহাবুদ্ধির্বাচস্পতিরুদারধীঃ ॥ ২৮

বৃহস্পতিরুবাচ ।

যস্ত্বয়ং মদনো ধীমান্ কন্দর্পঃ পুষ্পচাপধৃক্ ।
স বিধ্যতু শিবং শান্তং বাণৈঃ পুষ্পময়ৈঃ শুভৈঃ
তেন বিদ্ধস্ত্রিনেত্রোঽপি ঈশায়াং বুদ্ধিমাদধেৎ
পরিণেষ্যত্যসৌ নূনং তদা তাং গিরিজাং হরঃ
জয়িনঃ পঞ্চবাণস্য ন বাণাঃ কাপি কুণ্ঠিতাঃ ।
তথোঢায়াং জগদ্ধাত্র্যাং শম্ভোঃপুত্রোভবিষ্যতি
জাতঃ পুত্রস্ত্রিনেত্রস্য তারকং স হনিষ্যতি ।
বসন্তঞ্চ সহায়ার্থং শোভিতং কুসুমাকরম্ ॥ ৩২
আহ্লাদনঞ্চ মনসা কামায়ৈনং প্রযচ্ছথ ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেত্যুক্ত্বা সুরগণা মদনং কুসুমাকরম্ ।
প্রেষয়ামাসুরব্যগ্রাঃ শিবান্তিকমরিন্দমাঃ ॥ ৩৪

বলিলেন, যে দক্ষনন্দিনী জগজ্জননী শক্তি শম্ভুর প্রণয়িনী ছিলেন, এবং যিনি বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, পুষ্টি, ও সরস্বতী ইত্যাদি বহুধারূপে জগৎ পবিত্র করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি দেবগণের কার্য্যাদির জন্য আপনাদের অপত্যরূপে উৎপন্ন হইবেন। সেই জগন্মাতা উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার শম্ভুর প্রণয়িনী হইবেন এবং আপনাদিগের ও আমাদিগের পালনকর্ত্রী হইবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হিমবান্ সুরগণের সেই বাক্য অভিনন্দিত করিলেন এবং তদীয় পত্নী মেনাও মহোল্লাসে 'অস্তু' এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অনন্তর জগদ্ধাত্রী গৌরী হিমালয়গৃহে জন্ম লইলেন। তিনি শিব-ধ্যানে নিরতা, নিয়ত তদেকান্তপরায়ণা ও তন্মনা হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। সুরগণ তাঁহাকে ঈশ্বরার্থে তপস্যাচরণে অনুরোধ করিলেন। গৌরী তদনুসারে হিমালয়পৃষ্ঠে গিয়া মহাতপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে দেবগণ আবার এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন যে, গৌরী ত শিব-লাভার্থ তপস্বিনী হইলেন, কিন্তু সেই শিব যাহাতে শিবাকে ধ্যান করেন, তাহার উপায় কি? আমরা তাহা জানিতেছি না। সেই ভগবান্ ভব কিরূপে মেনকানন্দিনী গৌরীতে চিত্ত-সমাবেশ করিবেন। অত-এব সে পক্ষে আমাদিগের নীতিপ্রয়োগ কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল লাভ নিশ্চিত। তখন মহাবুদ্ধি, উদারচেতা বৃহস্পতি প্রস্তাব করিলেন, এই যে পুষ্পচাপধারী, ধীশক্তিশালী, মন্মথ কন্দর্প, ইনি পুষ্পময় বাণ দ্বারা সেই শান্ত শিবকে বিদ্ধ করুন। মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া ত্রিলোচন নিশ্চিতই ঈশানীর প্রতি মনঃসংযোগ করিবেন এবং তখন গিরি-বালার পাণিগ্রহণও করিবেন। বিজয়ী পঞ্চবাণের বাণ কুত্রাপি কুণ্ঠিত হয় না। শম্ভু জগদ্ধাত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে তদীয় গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে; সেই ত্রিনেত্র-পুত্রই তারকাসুরের নিধনসাধন করিবে। অতএব এই মদনের সাহায্যার্থ কুসুমাকর বসন্তকে প্রেরণ কর। ১৮—৩৩। ব্রহ্মা বলি-লেন,—সুরগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া

স জগাম ত্বরা কামো ধৃতচাপো সমাধবঃ।
রত্যা চ সহিতঃ কামঃ কর্ত্তুং কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৩৫
গৃহীত্বা সশরং চাপমিদং তস্য মনোঽভবৎ।
ময়া বেধ্যস্ত্ববেধ্যো বৈ শম্ভুর্লোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥৩৬
ত্রৈলোক্যজয়িনো বাণাঃ শম্ভৌ মে কিং দৃঢ়া ন বা।
তেনাসৌ চাগ্নিনেত্রেণ ভস্মশেষস্তদা কৃতঃ ॥ ৩৭
তদেব কর্ম্ম সুদৃঢ়মীক্ষিতুং সুরসত্তমাঃ।
আজগ্মুস্তত্র যদ্বৃত্তং শৃণু বিস্ময়কারকম্ ॥৩৮
শম্ভুং দৃষ্ট্বা সুরগণা যাবৎ পশ্যন্তি মন্মথম্।
তাবচ্চ ভস্মসাদ্ভূতং কামং দৃষ্ট্বা ভয়াতুরাঃ ॥
তুষ্টুবুস্ত্রিদশেশানং কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সুরাঃ ॥ ৩৯

দেবা ঊচুঃ।

তারকাদ্ভয়মাপন্নং কুরু পত্নীং গিরেঃ সুতাম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বিদ্ধচিত্তো হরোঽপ্যাশু মেনে বাক্যং সুরোদিতম্।
অরুন্ধতীং বসিষ্ঠঞ্চ মাং তু চক্রধরং তথা ॥ ৪১
প্রেষয়ামাসুরমরা বিবাহায় পরস্পরম্।
সম্বন্ধোঽপি তথাপ্যাসীদ্ধিমবল্লোকনাথয়োঃ ॥৪২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শম্ভুবিবাহসম্ভবো নামৈক-
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

হিমবৎপর্ব্বতে শ্রেষ্ঠে নানারত্নবিচিত্রিতে।
নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে নানাদ্বিজনিষেবিতে ॥ ২
নদীনদসরঃকূপতড়াগাদিভিরাবৃতে।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাদিসিদ্ধচারণসেবিতে ॥ ২

মদন ও বসন্তকে শিবান্তিকে প্রেরণ করিলেম। মদন তখন রতি ও মাধবসহ ধনুর্ব্বাণহস্তে ত্বরিতপদে দুষ্কর কর্ম্ম সাধনার্থ যাত্রা করিলেন। মদন সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—চরাচরগুরু শম্ভু অবেধ্য হইলেও আমি তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিব। আমার ত্রিলোকবিজয়ী বাণ সকল কি শম্ভুর দেহে স্বীয় কাঠিন্য প্রকাশ করিবে না? মদন এই-রূপ স্থির করিলেন, বটে, কিন্তু শম্ভুর ভীষণ নেত্রানলে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। সেই কঠোর কর্ম্ম দেখিবার জন্য সুরশ্রেষ্ঠগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তখন যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। সুরগণ শম্ভুকে দেখিয়া যেমন মন্মথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; অমনি দেখিলেন কাম ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে দেবগণ ভয়াতুর হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে ত্রিদশপতিকে স্তব করিলেন। দেব-গণ বলিলেন,—হে দেব! তারকাসুর হইতে আমাদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি গিরিসুতার পাণিপীড়ন করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন—হর মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া-ছিলেন; সুতরাং তৎক্ষণাৎ সুরগণের বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন দেবগণ অরুন্ধতী, বসিষ্ঠ, আমি এবং চক্রপাণি বিষ্ণু, আমাদের এই কয়েকজনকে শিবের বিবাহ সম্পাদনার্থ প্রেরণ করিলেন। অবিলম্বে শৈলপতি হিমবান্ ও লোকপতি ঈশান এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল ॥ ৩৬—৪২ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হিমালয় পর্ব্বতগণের শ্রেষ্ঠ; উহা নানারত্নে চিত্রিত, নানা তরু-লতায় আকীর্ণ, ও নানা দ্বিজগণে নিষেবিত। উহার নানা স্থান কত নদী, নদ, সরোবর, কূপ ও তড়াগাদি দ্বারা পরিবৃত। উহাতে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, ও চারণগণ বিচরণ

সুখমারুতসম্পন্নে হর্ষোৎকর্ষৈককারণে।
মেরুমন্দরকৈলাসমৈনাকাদিনগৈর্বৃতে ॥ ৩
বশিষ্ঠাগস্ত্যপৌলস্ত্যলোমশাদিভিরাবৃতে।
মহোৎসবে বর্ত্তমানে বিবাহঃ সমজায়ত ॥ ৪
তত্র বেদী রত্নময়ী শোভিতা স্বর্ণভূষিতা।
বজ্রমাণিক্যবৈদূর্য্যতন্ময়স্তম্ভশোভিতা ॥ ৫
জয়ালক্ষ্মীশুভাকান্তিকীর্ত্তিপুষ্ট্যাদিসংবৃতা।
মেরুমন্দরকৈলাসরৈবতৈঃ পরিশোভিতৈঃ ॥৬
পূজিতো লোকনাথেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
মৈনাকঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো রেজেঽতীব হিরণ্ময়ঃ ॥৭
ঋষয়ো লোকপালাশ্চ আদিত্যাঃ সমরুদ্গণাঃ।
বিবাহে বেদিকাং চক্রুর্দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ৮
বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ত্বষ্টা বেদীং চক্রে সতোরণাম্।
সুরভী নন্দিনী নন্দা সুনন্দা কামদোহিনী ॥ ৯
আভিশ্চ শোভিতেশান্যা বিবাহঃ সমজায়ত।

সমুদ্রাঃ সরিতো নাগা ওষধ্যো লোকমাতরঃ ॥
সবনস্পতিবীজাশ্চ সর্ব্বে তত্র সমাযযুঃ।
ভুবঃ কর্ম্ম ইলা চক্রে ওষধ্যশ্চান্নকর্ম্ম চ ॥ ১১
বরুণঃ পানকর্ম্মাণি দানকর্ম্ম ধনাধিপঃ।
অগ্নিশ্চকার তত্রান্নং যচ্চেষ্টং লোকনাথয়োঃ ॥
তত্র তত্র পৃথক্ পূজাং চক্রে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
বেদাশ্চ সরহস্যা বৈ গায়ন্তি চ হসন্তি চ ॥ ১৩
নৃত্যন্ত্যপ্সরসঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
লাজাধৃক্‌চাপি মৈনাকো বভূব মুনিসত্তম ॥ ১৪
পুণ্যাহবাচনং বৃত্তমন্তর্বেশ্মনি নারদ।
বেদিকায়ামুপাবিষ্টৌ দম্পতী সুরসত্তমৌ ॥১৫
প্রতিষ্ঠাপ্যাগ্নিং বিধিবদশ্মানঞ্চাপি পুত্রক।
হুত্বা লাজাংশ্চ বিধিবৎ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥১৬
অশ্মনঃ স্পর্শহেতোশ্চ দেব্যঙ্গুষ্ঠং করেঽস্পৃশৎ
বিষ্ণুনা প্রেরিতঃ শম্ভুর্দক্ষিণস্য পদস্য চ ॥ ১৭
তামদর্শমহং তত্র হোমং কুর্ব্বন্ হরান্তিকে।

করিতে লাগিল। হর্ষোৎকর্ষের প্রধান কারণ সুখসমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। মেরু, মন্দর কৈলাশ, মৈনাকাদি নগনিচয়ে হিমবান্ পরিবৃত হইল। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, পৌলস্ত্য ও লোমশাদি ঋষিবর্গ সমাগত হইলেন। এইরূপে তখন হিমালয়ে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ মহোৎসব আরম্ভ হইল। সেখানে এক রত্নময়ী বিবাহবেদী নির্ম্মিত হইল। ঐ বেদীর স্তম্ভগুলি হীরক, মাণিক্য ও বৈদূর্য্যাদি মণি-রত্নে খচিত হইল। জয়া, লক্ষ্মী, শুভা, কান্তি, কীর্ত্তি ও তুষ্টি প্রভৃতি দেবীগণ সেই বেদীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। মেরু, মন্দর, কৈলাস, ও রৈবত প্রভৃতি পর্ব্বত ও স্বয়ং লোকপতি প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পর্ব্বতরাজ হেমময় মৈনাক সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। ঋষিগণ, লোকপালগণ, আদিত্যগণ ও মরুদ্গণ দেবদেব শূলপাণির বিবাহ-বেদিকা প্রস্তুত করিলেন। নিজে বিশ্বকর্ম্মা এক তোরণময়ী বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। ঈশানীর বিবাহোৎসবে সুরভি, নন্দিনী, নন্দা, সুনন্দা, কামদোহিনী,

সমুদ্র, সরিৎ, নগ, ঔষধি ও লোকমাতৃগণ বনস্পতি ও বীজাদিসহ সকলেই আসিয়া যোগদান করিলেন। ইলা ভূমিকর্ম্ম, ওষধিগণ অন্নক্রিয়া, বরুণ পানকর্ম্ম, ও ধনাধিপ, দানকর্ম্ম করিবার ভার লইলেন। অগ্নি স্বয়ং সেই লোকনাথদ্বয়ের অভীষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সনাতন বিষ্ণু পৃথক্ পৃথক্ পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সরহস্য বেদগণ গান আরম্ভ করিল। অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নরেরাও হাস্য, নৃত্য, ও সঙ্গীতধ্বনি করিতে লাগিল। মৈনাক লাজবর্ষণে নিযুক্ত হইলেন। হে নারদ! তখন গৃহাভ্যন্তরে পুণ্যাহবাচন হইতে লাগিল। সুরদম্পতি বিবাহবেদিকায় উপবেশন করিলেন। হে পুত্রক! তৎকালে যথাবিধি অগ্নি ও প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করিয়া লাজহোম সমাপনান্তে বিধিমত অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন।১—১৬। তৎপরে বিষ্ণুর প্রেরণায় শম্ভু প্রস্তরস্পর্শ সমাধানান্তে কর দ্বারা দেবীর অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। আমি

কৃষ্টেহংকৃতে দুষ্টবুদ্ধ্যা বীর্য্যং প্রস্রাব যে তদা॥
লজ্জয়া কলুষীভূতঃ স্বয়ং বীর্য্যমচূর্ণয়ম্।
মদ্বীর্য্যাচ্চূর্ণিতাৎ সূক্ষ্মাদ্বালখিল্যাস্ত জজ্ঞিরে॥
ততো মহানভূত্তত্র হাহাকার সুরোদিতঃ।
লজ্জয়া পরিভূতোহহং নির্গতস্ত তদাসনাৎ॥২০
গতবৎসু দেবসঙ্ঘেষু তূষ্ণীভূতেষু নারদ।
গচ্ছন্তং মাং মহাদেবো দৃষ্ট্বা নন্দিনমব্রবীৎ॥২১

শিব উবাচ।

ব্রহ্মাণমাহ্বয়স্বেহ গতপাপং করোম্যহম্।
কৃতাপরাধেহপি জনে সন্তঃ সকৃপমানসাঃ।
মোহয়ন্ত্যপি বিদ্বাংসং বিষয়াণামিয়ং স্থিতিঃ॥২২

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্তা স ভগবান্ উময়া সহিতঃ শিবঃ।
মমানুকম্পয়া চৈব লোকানাং হিতকাময়া॥২৩
এতচ্চকার লোকেশঃ শৃণু নারদ যত্নতঃ।
পাপিনাং পাপমোক্ষার্থং ভূমিরাপো ভবিষ্যতঃ।
তয়োশ্চ সারসর্বস্বমাহরিষ্যামি পাবনম্॥
এবং নিশ্চিত্য ভগবাংস্তয়োঃ সারং সমাহরৎ।
ভূমিং কমণ্ডলুং কৃত্বা তত্রাপঃ সন্নিবেশ্য চ।
পাবমান্যাদিভিঃ সূক্তৈরভিমন্ত্র্য চ যত্নতঃ॥২৬
ত্রিজগৎপাবনীং শক্তিং তত্র ধ্যাত্বার পাপহা।
মামুবাচ স লোকেশো গৃহাণেমং কমণ্ডলুম্॥২৭
আপো বৈ মাতরো দেব্যো ভূমির্মাতা তথাপরা।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশানাং হেতুত্বমুভয়োঃ স্থিতম্।
অত্র প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো হ্যত্র যজ্ঞঃ সনাতনঃ॥২৮
অত্র ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ স্থাবরং জঙ্গমং তথা॥২৯
স্মরণান্মানসং পাপং বচনাদ্বাচিকং তথা।
স্নানপানাভিষেকাচ্চ প্রণশ্যত্যপি কায়িকম্॥৩০
এতদেবামৃতং লোকে নৈতস্মাৎ পাবনং পরম্।
ময়াভিমন্ত্রিতং ব্রহ্মন্ গৃহাণেমং কমণ্ডলুম্॥৩১

তখন হোম করিতে করিতে হরাস্তিকে তাঁহাকে দর্শন করিলাম। দুষ্ট বুদ্ধিক্রমে তদীয় অঙ্গ দৃষ্ট হইবামাত্র আমার বীর্য্য ক্ষরিত হইল। আমি লজ্জায় কলুষীভূত হইয়া আমার সেই ক্ষরিত বীর্য্য নিক্ষেপ করিলাম; সেই নিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীর্য্য হইতে বালখিল্য মুনিগণ উৎপন্ন হইলেন; তৎকালে সুরগণমধ্যে একটা মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। আমি লজ্জায় আক্রান্ত হইলাম এবং সেই আসন হইতে সত্বর নির্গত হইলাম। দেবসমাজ অবাক্ হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হে নারদ! মহাদেব আমাকে যাইতে দেখিয়া নন্দীকে বলিলেন,—নন্দিন্! তুমি ব্রহ্মাকে ডাক; আমি উহাঁকে নিষ্পাপ করিয়া দিই। লোকে অপরাধ করিলেও সাধুগণ কৃপাপরবশ হইয়া থাকেন। বিষয় সকল বিদ্বদ্গণেরও মোহ উৎপাদন করে; ইহাই তাহাদিগের স্বভাব। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবান্ উমাপতি শিব আমার প্রতি অনুকম্পা বশতঃ এই কথা কহিয়া লোকনিচয়ের হিতকামনায় যে ব্যবস্থা করিলেন, হে নারদ! তাহা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তিনি বলিলেন,—ভূমি ও জল পাপিগণের পাপ-মোচনকর হইবে। আমি তাহাদিগের পবিত্র সারসর্ব্বস্ব আহরণ করিতেছি। ভগবান্ ভব মৎসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জল ও মৃত্তিকার সার আহরণ করিলেন। তৎপরে ভূমিকে কমণ্ডলু করিয়া তাহাতে জল স্থাপনান্তে পাবমানী সূক্ত দ্বারা সযত্নে অভিমন্ত্রিত করত তাহাতে ত্রিলোকপাবনী শক্তি ধ্যান করিয়া সেই লোকপতি আমাকে বলিলেন,—তুমি এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর। আপদেবী এবং ভূমি দেবী ইহাঁরা উভয়েই জগন্মাতা; স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশের হেতুত্ব ঐ উভয়েই প্রতিষ্ঠিত। এই আপ ও ভূমিময় কমণ্ডলু মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম, যজ্ঞ, ভুক্তি, মুক্তি, স্থাবর ও জঙ্গম অবস্থিত। এই কমণ্ডলুজল স্মরণে মানস পাপ, বচনে বাচিক পাপ এবং স্নান পান ও অভিষেকে কায়িক পাপ প্রনষ্ট হয়। জগতে এই জলই পরম পাবন অমৃতস্বরূপ; হে ব্রহ্মন্! আমি ইহা অভিমন্ত্রিত করিয়াছি, তুমি এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর।

অমৃতাং বারি যঃ কশ্চিৎস্মরেদপি পঠেদপি।
স সর্ব্বকামানাপ্নোতি গৃহাণেমং কমণ্ডলুম্ ॥৩২
ভূতেভ্যশ্চাপি পঞ্চভ্য আপো ভূতং মহোদিতম্
তাসামুৎকৃষ্টমেতস্মাদ্ গৃহাণেমং কমণ্ডলুম্ ॥ ৩৩
অত্র যদ্বারি শোভিষ্ঠং পুণ্যং পাবনমেব চ।
স্পৃষ্ট্বা স্মৃত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ব্রহ্মন্ পাপাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥
এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ প্রাদান্মম কমণ্ডলুম্।
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে ভক্ত্যা প্রোচুঃ সুরেশ্বরম্
আহ্লাদশ্চ মহাংস্তত্র জয়শব্দো ব্যবর্ত্তত ॥৩৫

দেবোৎসবে মাতুরজঃ পদাগ্রং
সমীক্ষ্য পাপাৎ পতিতত্বমাপ।
প্রাদাৎ কৃপালুঃ স্মরণাৎ পবিত্রাং
গঙ্গাং পিতা পুণ্যকমণ্ডলুস্থাম্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মে গঙ্গোৎপত্তৌ ব্রহ্মকমণ্ডলুদানং নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

এই কমণ্ডলুস্থিত সলিলের স্মরণ ও নাম কীর্ত্তন করিলেও নর সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ইহা তুমি গ্রহণ কর। পঞ্চভূতমধ্যে জলই মহোদয়শালী ও জলরাশি মধ্যে এই কমণ্ডলুর জলই উৎকৃষ্ট। অতএব এই কমণ্ডলু গ্রহণ কর। হে ব্রহ্মন্! এই কমণ্ডলু মধ্যে যে শুভ পুণ্য বারি আছে, তাহা স্পর্শন, স্মরণ ও দর্শন করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। মহাদেব এই কথা কহিয়া আমার হস্তে কমণ্ডলু অর্পণ করিলেন। তখন সুরগণের মহা আহ্লাদ হইল। তাঁহারা জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং ভক্তিভরে সেই সুরেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—দেবদেবের বিবাহোৎসবে পদ্মযোনি জগন্মাতার পাদাগ্র দেখিয়া পাপাশয়ে পাতিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জগৎপিতা কৃপা করিয়া তাঁহার পবিত্রতার জন্য স্মরণেও পুণ্যজননী পুণ্যকমণ্ডলুবাসিনী গঙ্গাকে প্রদান করিলেন। ৩১—৩৬।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কমণ্ডলুস্থিতা দেবী তব পুণ্যবিবর্দ্ধিনী।
যথা মর্ত্ত্যং গতা নাথ তন্মে বিস্তরতো বদ ॥১

ব্রহ্মোবাচ।

বলির্নাম মহাদৈত্যো দেবারিরপরাজিতঃ।
ধর্ম্মেণ যশসা চৈব প্রজাসংরক্ষণেন চ ॥ ২
গুরুভক্ত্যা চ সত্যেন বীর্য্যেণ চ বলেন চ।
ত্যাগেন ক্ষময়া চৈব ত্রৈলোক্যে নোপমীয়তে ॥
তস্যর্দ্ধিমুন্নতাং দৃষ্ট্বা দেবাশ্চিন্তাপরায়ণাঃ।
মিথঃ সমূচুরমরা জেষ্যামো বৈ কথং বলিম্ ॥৪
তস্মিন্ শাসতি রাজ্যন্তু ত্রৈলোক্যং হতকণ্টকম্
নারয়ো ব্যাধয়ো বাপি নাধয়ো বা কথঞ্চন ॥ ৬
অনাবৃষ্টিরধর্ম্মো বা নাস্তিশব্দো ন দুর্জ্জনঃ।
স্বপ্নেঽপি নৈব দৃশ্যেত বলৌ রাজ্যং প্রশাসতি
তস্যোন্নতিশরৈর্ভগ্নাঃ কীর্ত্তিখড়্গাদ্বিধাকৃতাঃ।
তস্যাজ্ঞাশক্তিভিন্নাঙ্গা দেবাঃ শর্ম্ম ন লেভিরে

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—গঙ্গাদেবী কমণ্ডলুমধ্যে থাকিয়া আপনার পুণ্যবর্দ্ধিনী হইয়াছেন। তিনি যেরূপে মর্ত্ত্যধামে উপনীত হইলেন; তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বলি নামে এক দেবশত্রু মহাদৈত্য ছিল; কুত্রাপি তাহার পরাজয় ঘটিত না। ধর্ম্ম, যশ, প্রজাপালন, গুরুভক্তি, সত্য, বীর্য্য, বল, ত্যাগ, ও ক্ষমা গুণে ত্রৈলোক্যে কেহই তাহার উপমাস্থান ছিল না। দেবগণ তাহার সমুন্নত সমৃদ্ধি দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কিরূপে বলিকে জয় করিবেন, সে সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এদিকে বলির রাজ্যশাসন কালে ত্রৈলোক্য নিষ্কণ্টক হইল। আধি, ব্যাধি, শত্রুভয়, অনাবৃষ্টি, অধর্ম্ম, অভাবজনিত আর্ত্তনাদ বা দুর্জ্জনের উপদ্রব, স্বপ্নেও কাহারও অনুভূত হইল না। দেবগণ বলির [illegible]

ততঃ সমন্ত্র্যমামাসুঃ কৃত্বা মাৎসর্য্যমগ্রতঃ।
তদ্যশোঽর্গ্নিপ্রদীপ্তাঙ্গা বিষ্ণুং জগ্মুঃ সুবিহ্বলাঃ
দেবা উচুঃ।
আর্ত্তাঃ স্ম গতসত্ত্বাঃ স্ম শঙ্খচক্রগদাধর।
অস্মদর্থে ভবান্ নিত্যমায়ুধানি বিভর্ত্তি চ॥ ৯
ত্বয়ি নাথে জগন্নাথ অস্মাকং দুঃখমীদৃশম্।
ত্বাং তু প্রণমতী বাণী কথং দৈত্যং নমস্ততি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা ত্বামেব শরণং গতাঃ।
ত্বদঙ্ঘ্রি শরণং সন্তঃ কথং দৈত্যং নমেমহি॥১১
যজামস্ত্বাং মহাযজ্ঞৈর্বদামো বাগ্‌ভিরচ্যুত।
ত্বদেকশরণাঃ সন্তঃ কথং দৈত্যং নমেমহি॥১২
ত্বদ্বীর্য্যমাশ্রিতা নিত্যং দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ।
ত্বয়া দত্তং পদং প্রাপ্য কথং দৈত্যং নমেমহি॥১৩
স্রষ্টা ত্বং ব্রহ্মমূর্ত্ত্যা তু বিষ্ণুর্ভূত্বা তু রক্ষসি।
সংহর্ত্তা রুদ্রশক্ত্যা ত্বং কথং দৈত্যং নমেমহি॥১৪
ঐশ্বর্য্যং কারণং লোকে বিনৈশ্বর্য্যন্তু কিং ফলম্।
হতৈশ্বর্য্যাঃ সুরেশান কথং দৈত্যং নমেমহি॥১৫
অনাদিস্ত্বং জগদ্ধাতরনন্তস্ত্বং জগদ্‌গুরুঃ।
অস্তবন্তমমুং শত্রুং কথং দৈত্যং নমেমহি॥ ১৬
তবৈশ্বর্য্যেণ পুষ্টাঙ্গা জিত্বা ত্রৈলোক্যমোজসা।
স্থিরাঃ স্মামঃ সুরেশান কথং দৈত্যং নমেমহি
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যেতদেব বচনং শ্রুত্বা দৈতেয়সূদনঃ।
উবাচ সর্ব্বানমরান্ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥১৮
শ্রীভগবানুবাচ।
মদ্ভক্তোঽসৌ বলির্দৈত্যো হ্যবধ্যোঽসৌ
সুরাসুরৈঃ।
যথা ভবন্তো মৎপোষ্যাস্তথা পোষ্যো বলির্মম
বিনা তু সঙ্গরং দেবা হৃত্বা রাজ্যং ত্রিবিষ্টপে।
বলিং নিবধ্য মন্ত্রোক্ত্যা রাজ্যং বঃ প্রদদাম্যহম্

চিত্ত, কীর্ত্তি-খড়্গে দ্বিধাকৃত, ও আজ্ঞা-প্রভাবে ভিন্নগাত্র হইয়া কুত্রাপি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তদীয় যশঃ-পাবকে প্রদীপ্তগাত্র ও বিহ্বল হইয়া মাৎ-সর্য্যবশে পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক বিষ্ণুর শরণা-পন্ন হইলেন। দেবগণ বলিলেন, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর! আমরা আর্ত্ত ও গতসত্ত্ব হই-য়াছি; আমাদের রক্ষার নিমিত্তই আপনি আয়ুধ সকল ধারণ করেন। আপনার ন্যায় রক্ষক সত্ত্বেও—হে জগন্নাথ! আমাদের ঈদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের যে বাণী আপনার প্রণামকারিণী, সে অধুনা দৈত্যকে নমস্কার করিবে কেমন করিয়া? আমরা কায়-মনোবাক্যে আপনাকেই শরণ লই-য়াছি; আপনার চরণাশ্রিত আমরা দৈত্যকে নমস্কার করিব কেমন করিয়া? হে অচ্যুত! আমরা মহাযজ্ঞ করিয়া আপনাকেই অর্চ্চনা করি এবং উদার-বাক্যে আপনাকেই স্তব করি; সেই ভবদাশ্রিত আমরা কি করিয়া দৈত্যকে নমস্কার করিব? ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ নিত্য তোমারই বীর্য্যের আশ্রিত। আমরা তোমার দত্ত উচ্চপদ পাইয়া এক্ষণে দৈত্যকে নমস্কার করিব কিরূপে? তুমি ব্রহ্মরূপে স্রষ্টা, বিষ্ণুরূপে রক্ষাকর্ত্তা, এবং রুদ্ররূপে সংহার-কর্ত্তা। আমরা তোমাকে ভিন্ন দৈত্যকে নমস্কার করি কিরূপে? জগতে ঐশ্বর্য্য-লাভই প্রয়োজন; বিনা ঐশ্বর্য্যে ফল কি? হে সুরেশ! আমরা হতৈশ্বর্য্য হইয়া কিরূপে দৈত্যকে নমস্কার করি? হে জগদ্বি-ধাতঃ! তুমি অনাদি, অনন্ত, চরাচরগুরু; তুমি থাকিতে এই বিনশ্বর শত্রু দৈত্যকে আমরা কিরূপে নমস্কার করিব? আমরা তোমার ঐশ্বর্য্যে পুষ্টাঙ্গ হইয়া সবলে ত্রৈলোক্য জয় করিয়া ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যলাভ করিব। সুতরাং হে সুরেশান! কেমনে দৈত্যকে নমস্কার করি? ১—১৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—দৈত্যসূদন ভগবান্ দেবগণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বলিলেন,—দেবগণ! বলি আমার ভক্ত; সুতরাং সুরাসুরগণের অবধ্য। বলি যেমন আমার প্রতিপাল্য, আপনারাও তেমনি আমার পরিপোষ্য; সুতরাং যুদ্ধ-ব্যতীত বলির রাজ্য লইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক তাহাকে বন্ধন করত তোমাদিগকে রাজ্য

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা সুরগণাঃ সঞ্জগ্মুর্দিবমেব হি।
ভগবানপি দেবেশো হ্যদিত্যা গর্ভমাবিশৎ॥
তস্মিন্ উৎপদ্যমানে তু উৎসবাশ্চ বভূবিরে।
জাতোঽসৌ বামনো ব্রহ্মন্ যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ
এতস্মিন্ন্নন্তরে ব্রহ্মন্ হয়মেধায় দীক্ষিতঃ।
বলির্বলবতাং শ্রেষ্ঠ ঋষিমুখ্যৈঃ সমাহিতঃ॥ ২৩
পুরোধসা চ শুক্রেণ বেদবেদাঙ্গবেদিনা।
মখে তস্মিন্ বর্ত্তমানে যজমানে বলৌ তথা॥
আর্ত্বিজ্য ঋষিমুখ্যে তু শুক্রে তত্র পুরোধসি।
হবির্ভাগার্থমাসন্নদেবগন্ধর্বপন্নগে॥ ২৫
দীয়তাং ভুজ্যতাং পূজা ক্রিয়তাঞ্চ পৃথক্পৃথক্
পরিপূর্ণং পুনঃ পূর্ণমেবং বাক্যে প্রবর্ত্তিতি॥ ২৬
শনৈস্তদ্দেশমভ্যাগাদ্বামনঃ সামগায়নঃ।
যজ্ঞবাটমনুপ্রাপ্তো বামনশ্চিত্রকুণ্ডলঃ॥ ২৭
প্রশংসমানস্তং যজ্ঞং বামনং প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।

ব্রহ্মরূপধরং দেবং বামনং দৈত্যসূদনম্॥ ২৮
দাতারং যজ্ঞতপসাং ফলং হন্তারং রক্ষসাম্।
জ্ঞাত্বা ত্বরন্নথোবাচ রাজানং ভূরিতেজসম্॥
জেতারং ক্ষত্রধর্ম্মেণ দাতারং ভক্তিতো ধনম্।
বলিং বলবতাং শ্রেষ্ঠং সভার্য্যং দীক্ষিতং মখে
ধ্যায়ন্তং যজ্ঞপুরুষমুৎসৃজন্তং হবিঃ পৃথক্।
তমাহ ভৃগুশার্দ্দূলঃ শুক্রঃ পরমবুদ্ধিমান্॥ ৩১

শুক্র উবাচ।

যোঽসৌ তব মখংপ্রাপ্তো ব্রাহ্মণো বামনাকৃতিঃ
নাসৌ বিপ্রো বলে সত্যং যজ্ঞেশো যজ্ঞবাহনঃ
শিশুস্ত্বাং যাচিতুং প্রাপ্তো নূনং দেবহিতায় হি
ময়া চ সহ সম্মন্ত্র্য পশ্চাদ্দেয়ং ত্বয়া প্রভো॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ।

বলিস্তু ভার্গবং প্রাহ পুরোধসমরিন্দমঃ॥ ৩৪

বলিরুবাচ।

ধন্যোঽহং মম যজ্ঞেশো গৃহমায়াতি মূর্ত্তিমান্।
আগত্য যাচতে কিঞ্চিৎ কিং মন্ন্যমবশিষ্যতে

অর্পণ করিব! ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ভগবান্ দেবেশও অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন। পরে যখন তিনি উৎপন্ন হইলেন, তখন সুরসমাজে একটা মহোৎসব পড়িয়া গেল। হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ তখন যজ্ঞেশ, যজ্ঞপুরুষ, বামন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। এদিকে ঐ সময় বলিশ্রেষ্ঠ বলি অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইল। বহু ঋষি আগমন করিলেন। বেদবেদাঙ্গবেদী শুক্রাচার্য্য পুরোহিত হইলেন। এইরূপে সেই বলির যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ঋষিশ্রেষ্ঠ পুরোহিত শুক্রাচার্য্য ঋত্বিক্‌কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য দেব, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগানিচয় উপস্থিত হইলেন। তখন দীয়তাম্, ভুজ্যতাম্ প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্বনি উত্থিত হইল। যজ্ঞক্রিয়া প্রায় সমাপ্ত হইল। যজ্ঞে 'পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ' এই বাক্য কেবল উচ্চারিত হইতেছিল। এই সময় বামনদেব চিত্রকুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া সামগান করিতে করিতে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ভৃগুনন্দন শুক্র সেই দৈত্যনিসূদন ব্রহ্মরূপধর বামনদেবকে দেখিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞ ও তপস্যার ফলদাতা ও রাক্ষসকুলের নিহন্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর ত্বরান্বিত হইয়া বিজয়ী, বলিশ্রেষ্ঠ, দানশীল, সস্ত্রীক, যজ্ঞদীক্ষিত, ভূরিতেজা রাজাকে বলিলেন, হে বলে! এই যে বামনাকৃতি বিপ্র তোমার যজ্ঞে আসিয়াছেন, ইনি বিপ্র নহেন। নিশ্চয়ই ইনি যজ্ঞবাহন যজ্ঞেশ্বর শিশুরূপে দেবগণের হিতার্থ তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন; অতএব হে প্রভো! আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া পরে ইহাঁকে যাহা দিতে হয় দান করিবেন। ব্রহ্মা কহিলেন, অরিন্দম বলিরাজ তৎশ্রবণে পুরোহিত ভার্গবকে বলিলেন, মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞেশ্বর আমার গৃহে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম। ইনি কিছু প্রার্থনা করিবেন, ইহাতে আর আমার কি

ব্রহ্মোবাচ।
এবমুক্তা সভার্য্যোঽসৌ শুক্রেণ চ পুরোধসা।
জগাম যত্র বিপ্রেন্দ্রো বামনোঽদিতিনন্দনঃ॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা কেনার্থিত্বং তদুচ্যতাম্।
বামনোঽপি তদা প্রাহ পদত্রয়মিতাং ভুবম্॥
দেহি রাজেন্দ্র নান্যেন কার্য্যমস্তি ধনেন কিম্।
তথেত্যুক্তা তু কলশান্নানারত্নবিভূষিতাৎ॥২৮
বারিধারাং পুরস্কৃত্য বামনায় ভুবং দদৌ।
পশ্যৎসু ঋষিমুখ্যেষু শুক্রে চৈব পুরোধসি॥ ৩৯
পশ্যৎসু লোকনাথেষু বামনায় ভুবং দদৌ।
পশ্যৎসু দৈত্যসঙ্ঘেষু জয়শব্দে প্রবর্ত্তিতি॥ ৪০
শনৈস্তু বামনঃ প্রাহ স্বস্তি রাজন্ সুখী ভব।
দেহি মে সম্মিতাং ভূমিং ত্রিপদামাশু গম্যতে॥
তথেত্যুবাচ দৈত্যেশো যাবৎ পশ্যতি বামনম্।
যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষশ্চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে॥
যথা স্থাতাং সুরা মূর্দ্ধি বভূবে বিক্রমাকৃতিঃ।
অনন্তশ্চাচ্যুতো দেবো বিক্রান্তো বিক্রমাকৃতিঃ
তং দৃষ্ট্বা দৈত্যরাট্ প্রাহ সভার্য্যো বিনয়ান্বিতঃ

বলিরুবাচ।
ক্রমস্ব বিষ্ণো লোকেশ যাবচ্ছক্ত্যা জগন্ময়।
জিতং ময়া সুরেশান সর্ব্বভাবেন বিশ্বকৃৎ॥৪৪

ব্রহ্মোবাচ।
তদ্বাক্যসমকালন্তু বিষ্ণুঃ প্রাহ মহাক্রতুঃ॥ ৪৫

বিষ্ণুরুবাচ।
দৈত্যেশ্বর মহাবাহো ক্রমিষ্যে পশ্য দৈত্যরাট্

ব্রহ্মোবাচ।
এবং বদন্তং স প্রাহ ক্রম বিষ্ণো পুনঃপুনঃ॥৪৭

ব্রহ্মোবাচ।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে পদং ন্যস্য বলিযজ্ঞে পদং ন্যসন্।
দ্বিতীয়ন্তু পদং প্রাপ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥
তৃতীয়স্য পদস্যাত্র স্থানং নাস্ত্যসুরেশ্বর।
ক ক্রমিষ্যে ভুবং দেহি বলিং তং হরিরব্রবীৎ

মন্ত্রণা অবশিষ্ট আছে? ব্রহ্মা কহিলেন, বলি ঐ কথা কহিয়া যেখানে অদিতিনন্দন বামন অবস্থান করিতেছিলেন, ভার্য্যা ও পুরোহিতের সহিত তথায় গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—আপনার প্রার্থনা কি? তৎশ্রবণে বামন কহিলেন,—রাজেন্দ্র! পদ-ত্রয়-পরিমিত ভূমি আমায় দান করুন; এত-ভিন্ন অন্যধনে আমার প্রয়োজন নাই। বলি "তথাস্ত" বলিয়া নানারত্নখচিত কলস হইতে বারিধারা অভ্যুক্ষণ করত বামনদেবকে ভূমি দান করিলেন। সমস্ত ঋষি স্বয়ং পুরো-হিত, প্রধান প্রধান দৈত্য ও লোকপ্রবর-দিগের সমক্ষেই বলি কর্ত্তৃক বামনকে ভূমি প্রদত্ত হইল। বামন তখন অস্বচ্ছ স্বরে 'স্বস্তি' বাক্য উচ্চারণ করিলেন এবং বলিলেন, রাজন্! আপনি সুখী হউন। আমাকে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি দান করুন; আমি এখনই যাইব। দৈত্যপতি 'তথাস্ত' বলিয়া যেমন তাঁহার দিকে তাকাই-লেন, অমনি দেখিলেন,—সেই বামন দেব বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; চন্দ্র ও সূর্য্যদেব তাঁহার স্তনের অন্তরালে এবং সুরগণ তাঁহার মস্তকে অবস্থিত; তিনি এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছেন যে, তাঁহার আকৃতির অন্ত হয় না; তিনি বিক্রান্ত, অচ্যুত, যজ্ঞপুরুষ ও বিক্রমাকৃতি। দৈত্য-রাজ তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রী সমভিব্যাহারে সবিনয়ে বলিলেন, হে জগন্ময়! বিষ্ণো! আপনি শক্তি অনুসারে যতদূর ইচ্ছা পাদ দ্বারা আক্রমণ করুন। হে সুরেশ্বর! আমি সর্ব্বভাবেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি। ২৮—৪৪ ব্রহ্মা কহিলেন, বলি সেই বাক্য বলিবামাত্র মহাক্রতু বিষ্ণু বলিলেন—হে দৈত্যেশ্বর! তুমি দেখ, আমি আক্রমণ করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন, বিষ্ণু এই কথা কহিলে, বলি পুনঃপুনঃ বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আপনি আক্রমণ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন বিষ্ণু কূর্ম্মপৃষ্ঠে পদন্যাসপূর্ব্বক বলিযজ্ঞে পদন্যাস করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পাদ সনাতন ব্রহ্মলোকে উপনীত হইল। তখন হরি কহিলেন,—হে অসুরেশ্বর! আমার তৃতীয় পদন্যাসের স্থান কৈ? স্থান নাই;

বিহস্য বলিরপ্যাহ সভার্য্যঃ স কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪৯
বলিরুবাচ।
ত্বয়া সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং ন স্রষ্টাহং সুরেশ্বর।
ত্বদ্দোষাদল্পমভবৎ কিং করোমি জগন্ময় ॥ ৫০
তথাপি নানৃতং পূর্ব্বং কদাচিদ্বচ্মি কেশব।
সত্যবাক্যঞ্চ মাং কুর্ব্বন্ মৎপৃষ্ঠে হি পদং ন্যস
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবাংস্ত্রয়ীমূর্ত্তিঃ সুরার্চ্চিতঃ॥
ভগবানুবাচ।
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ভক্ত্যা প্রীতোঽস্মি
দৈত্যরাট্ ॥ ৫৩
ব্রহ্মোবাচ।
স তু প্রাহ জগন্নাথং ন যাচে ত্বাং ত্রিবিক্রমম্।
স তু প্রাদাৎ স্বয়ং বিষ্ণুঃ প্রীতঃ সন্মনসেপ্সিতম্
রসাতলপতিত্বঞ্চ ভাবি চেন্দ্রপদং পুনঃ।
আত্মাধিপত্যঞ্চ হরিরবিনাশি যশো বিভুঃ ॥৫৫
এবং দত্বা বলেঃ সর্ব্বং সভূতং ভার্য্যয়ান্বিতম্।
রসাতলে হরিঃ স্থাপ্য বলিং অমরবৈরিণম্ ॥৫৬
শতক্রতোস্তথা প্রাদাৎ সুররাজ্যং যথাভবম্
এতস্মিন্নন্তরে তত্র পদং প্রাগাৎসুরার্চ্চিতম্ ॥
দ্বিতীয়ং তৎ পদং বিষ্ণোঃ পিতুর্মম মহামতে।
যৎ পদং সমনুপ্রাপ্তং গৃহং দৃষ্ট্বাপ্যচিন্তয়ম্ ॥৫৮
কিং কৃত্যং যচ্ছুভং মে স্যাৎ পদে বিষ্ণোঃ
সমাগতে।
সর্ব্বস্বঞ্চ সমালোক্য শ্রেষ্ঠো মে স্যাৎ কমণ্ডলুঃ॥
তদ্বারি যৎ পুণ্যতমং দত্তঞ্চ ত্রিপুরারিণা।
বরং বরেণ্যং বরদং বরং শান্তিকরং পরম্॥
শুভঞ্চ শুভদং নিত্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
মাতৃস্বরূপং লোকানামমৃতং ভেষজং শুচি ॥ ৬১
পবিত্রং পাবনং পূজ্যং জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং গুণান্বিতম্
স্মরণাদেব লোকানাং পাবনং কিং নু দর্শনাৎ
তাদৃগ্বারি শুচির্ভূত্বা কল্পয়েদর্ঘ্যায় মে পিতুঃ।

হে ব্রহ্মন্! আমি কোথায় ইহা রক্ষা করিব? তুমি ইহার স্থান দান কর। বলি তখন সস্ত্রীক কৃতাঞ্জলিকরে হাস্যপূর্ব্বক বলিল—হে সুরেশ্বর! আমি এ জগতের স্রষ্টা নহি। আপনিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; আপনার দৃষ্টিদোষেই ইহা ক্ষুদ্র হইয়াছে। হে জগন্ময়! আমার উহাতে করিবার কি আছে? হে কেশব! তথাপি আমি অসত্য বাক্য কদাচ কহি না। আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য সত্য হউক। আপনি আমার পৃষ্ঠে পদন্যাস করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—বেদমূর্ত্তি ভগবান্ তখন প্রসন্ন হইয়া বলিকে বলিলেন,—দৈত্যরাজ! আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি; আমার নিকট বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—বলি বলিল,—আমি ত্রিবিক্রম জগন্নাথের নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না। তখন বিষ্ণু প্রীত হইয়া নিজেই তদীয় মনোভীষ্ট দান করিলেন। তিনি বলিকে রসাতলের আধিপত্য, ভাবী কালে ইন্দ্রপদ, আত্মার উপর আধিপত্য এবং অবিনশ্বর যশ অর্পণ করিলেন। এইরূপে সস্ত্রীক বলিকে বর দিয়া "তাহাকে রসাতলে স্থাপনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে যথাপূর্ব্ব সুররাজ্য অর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে মদীয় কারণ বিষ্ণুর সেই সুরার্চ্চিত দ্বিতীয় পদ আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হে মহামতে! তদ্দর্শনে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম,—বিষ্ণুপদ উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আমার কিরূপ সৎকার করা কর্ত্তব্য"? এই ভাবিয়া আমি আমার যথাসর্ব্বস্বের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, মদীয় কমণ্ডলুই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু; তাহার জল পবিত্রতম; স্বয়ং ত্রিপুরারি তাহাতে বারি অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং আমি তখন সেই বর, বরণীয়, বরদ, শান্তিকর, পরম শুভ, শুভদ, নিত্য, ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ, মাতৃস্বরূপ, লোকসমূহের ভবব্যাধির অমৃতৌষধি, পবিত্র, পাবন, পূজ্য, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, গুণান্বিত, এবং স্মরণমাত্রেই পবিত্র কমণ্ডলুজল দ্বারা নিজে আমি পবিত্র হইয়া সেই মদীয় কারণ বিষ্ণুর অর্ঘ্য কল্পনা করিলাম।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তত্বারি গৃহীত্বার্ঘ্যায় কল্পিতম্ ॥
বিষ্ণোঃ পাদে তু পতিতমর্ঘবারি সুমন্ত্রিতম্।
তত্বারি পতিতং মেরৌ চতুর্দ্ধা ব্যগমদ্ভুবম্ ॥ ৬৪
পূর্ব্বে তু দক্ষিণে চৈব পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
দক্ষিণে যত্তু পতিতং জটাভিঃ শঙ্করো মুনে ॥
জগ্রাহ পশ্চিমে যত্তু পুনঃ প্রায়াৎকমণ্ডলুম্।
উত্তরে পতিতং যত্তু বিষ্ণুর্জগ্রাহ তজ্জলম্ ॥ ৬৬
পূর্ব্বস্মিন্ ঋষয়ো দেবা পিতরো লোকপালকাঃ
জগৃহুঃ শুভদং বারি তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠং তদুচ্যতে ॥৬৭
যা দক্ষিণাং দিশং প্রাপ্তা আপো বৈ লোকমাতরঃ।
বিষ্ণুপাদপ্রসূতাস্তা ব্রহ্মণ্যা লোকমাতরঃ ॥ ৬৮
মহেশ্বরজটাসংস্থাঃ পর্ব্বজ্ঞাতশুভোদয়াঃ।
তাসাং প্রভাবস্মরণাৎসর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে গঙ্গায়া মহেশ্বরজটাগমননিরূপণং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

আমি কমণ্ডলুজলের পবিত্রতার বিষয় চিন্তা করিয়া অর্ঘ্যকল্পনা করিলে সেই সুমন্ত্রিত অর্ঘ্য-বারি বিষ্ণুপদে পতিত হইল এবং তাহা পাদ-বিচ্যুত হইয়া মেরুপর্ব্বতোপরি পতিত ও চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া ভূতলে গমন করিল। সেই জল পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর, পশ্চিম, সকল দিকেই পতিত হইল। হে মুনে! দক্ষিণে যাহা পড়িল, শঙ্কর তাহা জটা দ্বারা ধারণ করিলেন। পশ্চিম দিকের জল পুনরায় কমণ্ডলুতে আসিল। উত্তরে যাহা পড়িয়াছিল, বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ব্বদিকের জল দেব, ঋষি, পিতৃ ও লোকপালেরা সুখপ্রদ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন; সুতরাং সেই বারিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। বিষ্ণুপদ হইতে বিগলিত হইয়া যে সকল জল দক্ষিণদিকে পতিত হইয়াছিল, তাহারা জগতের মাতৃস্বরূপ। এবং যাহারা মহেশ্বর-জটায় সংস্থিত, তাঁহাদিগের প্রভাবস্মরণে সর্ব্বকাম্য বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪৫—৬৯।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কমণ্ডলুস্থিতা দেবী মহেশ্বরজটাগতা।
শ্রুতা দেব যথা মর্ত্ত্যমাগতা তদ্ব্রবীতু মে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ।

মহেশ্বরজটাস্থা যা আপো দেব্যো মহামতে।
তাসাঞ্চ দ্বিবিধো ভেদ আহর্ত্তৃদ্বয়কারণাৎ ॥ ২
একাংশো ব্রাহ্মণেনাত্র ব্রতদানসমাধিনা।
গৌতমেন শিবং পূজ্য আহৃতো লোকবিশ্রুতঃ
অপরস্তু মহাপ্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয়েণ বলীয়সা।
আরাধ্য শঙ্করং দেবং তপোভির্নিয়মৈস্তথা ॥৪
ভগীরথেন ভূপেন আহৃতোঽংশোঽপরস্তথা।
এবং দ্বৈরূপ্যমভবদ্‌গঙ্গায়া মুনিসত্তম ॥ ৫

নারদ উবাচ।

মহেশ্বরজটাস্থা যা হেতুনা কেন গৌতমঃ।
আহর্ত্তা ক্ষত্রিয়েণাপি আহৃতা কেন তদ্বদ ॥ ৬

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে দেব! শুনিয়াছি, ভবদীয় কমণ্ডলু ও মহেশ্বরের জটামধ্যে গঙ্গা দেবী অবস্থিত। কিন্তু তিনি মর্ত্ত্যে আসিলেন কিরূপে? তদ্বিষয় বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামতে! যে সকল পূত গঙ্গাজল মহেশ্বরজটায় অবস্থিত ছিল, দুইজন আহরণকর্ত্তার জন্য তাহাদেরও ভাগদ্বয় হয়। উহার একভাগ গৌতম-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রত, দান ও সমাধি অবলম্বনে শিবারাধনা করিয়া ভূতলে আনয়ন করেন। উহা লোকমধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! অপর ভাগ প্রবল ক্ষত্রিয় রাজা ভগীরথ তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা শঙ্করের আরাধনাপূর্ব্বক ভূতলে আহরণ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এইরূপে গঙ্গার দ্বিবিধরূপ কল্পিত হইয়াছিল। নারদ বলিলেন,—দেব! গঙ্গাদেবী মহেশজটায় অবস্থিত ছিলেন, গৌতম তাহাকে কি নিমিত্ত ভূতলে আনিলেন? এবং ক্ষত্রিয় রাজা

ব্রহ্মোবাচ।
যথানীতা পুরা বৎস ব্রাহ্মণেনেতরেণ বা।
তৎসর্ব্বং বিস্তরেণাহং বদিষ্যে প্রীতয়ে তব ॥৭
যস্মিন্‌কালে সুরেশস্য উমা পত্ন্যভবৎ প্রিয়া।
তস্মিন্নেবাভবদ্গঙ্গা প্রিয়া শম্ভোর্মহামতে। ॥ ৮
মম দোষাপনোদায় চিন্তয়ানঃ শিবস্তদা।
উময়া সহিতঃ শ্রীমান্ দেবীং প্রেক্ষ্য বিশেষতঃ
রসবৃত্তৌ স্থিতো যস্মান্নির্মমে রসমুত্তমম্।
রসিকত্বাৎপ্রিয়ত্বাচ্চ স্ত্রৈণত্বাৎপাবনত্বতঃ ॥ ১০
সর্ব্বাভ্যো হ্যধিকপ্রীতির্গঙ্গাভূদ্দ্বিজসত্তম।
তামেব চিন্তয়ানোঽসৌ সর্ব্বদাস্তে মহেশ্বরঃ ॥
সৈবোদ্ভূতা জটামার্গাৎকস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে।
স তু সঙ্গোপয়ামাস গঙ্গাং শম্ভুর্জটাগতাম্ ॥১৩
শিরসা চ ধৃতাং জ্ঞাত্বা ন শশাক উমা তদা।
সোঢ়ুং ব্রহ্মন্‌জটাজুটে স্থিতাং দৃষ্ট্বা পুনঃপুনঃ ॥
অমর্ষেণ ভবং গৌরী প্রেরয়ত্যেতাবত।
নৈবাসৌ প্রৈরয়চ্ছম্ভুঃ রসিকো রসমুত্তমম্ ॥
জটাস্বেব তদা দেবীং গোপায়ন্তং বিমৃশ্য সা।
বিনায়কং জয়াং স্কন্দং রহো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫
নৈবায়ং ত্রিদশেশানো গঙ্গাং ত্যজতি কামুকঃ
সাপি প্রিয়া শিবস্যাস্য কথং ত্যজতি তাং প্রিয়াম্
এবং বিমৃশ্য বহুশো গৌরী চাহ বিনায়কম্ ॥
পার্ব্বত্যুবাচ।
ন দেবৈর্নাসুরৈর্যক্ষৈর্ন সিদ্ধৈর্ভবতাপি চ।
ন রাজভিরথান্যৈর্বা ন গঙ্গাং ত্যজতি প্রভুঃ ॥
পুনস্তপ্‌স্যামি বা গত্বা হিমবন্তং নগোত্তমম্।
অথবা ব্রাহ্মণৈঃ পুণ্যৈস্তপোভির্হিতকল্মষৈঃ ॥ ১৯
তৈর্ব্বা জটাস্থিতা গঙ্গা প্রার্থিতা ভুবমাপ্নুয়াৎ।

ভগীরথেরই বা গঙ্গা আনিবার কারণ কি? তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! পুরাকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক গঙ্গাদেবী যে জন্য ভূতলে আনীত হইয়াছিলেন, তোমার প্রীতির নিমিত্ত তাহা বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। হে মহামতে! যে কালে উমা দেবী মহেশ্বরের প্রণয়িনী হইয়াছিলেন; গঙ্গাদেবীও সেই সময় তাঁহার প্রণয় লাভ করেন। শ্রীমান্ শিব যখন উমার সহিত মদীয় দোষাপনোদনের জন্য চিন্তা করিতেছিলেন, তখন দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষরূপে রসবৃত্তি অবলম্বন করেন। সেই অবস্থায় তৎকর্ত্তৃক উত্তম রস নির্ম্মিত হয়। হে দ্বিজবর! রসিকত্ব, প্রিয়ত্ব, স্ত্রৈণত্ব, ও পাবনত্ব হেতুক সেই রসরূপিণী গঙ্গাদেবীই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণয়পাত্রী হয়েন। মহেশ্বর তাঁহাকে চিন্তা করিয়াই সর্ব্বদা অবস্থান করেন। তিনি তাঁহার জটাপথ হইতে কোন এক কারণে উৎপন্ন হয়েন। শম্ভু তাঁহাকে জটামধ্যে গোপন করেন। হে ব্রহ্মন্! উমাদেবী তখন সেই গঙ্গাকে শম্ভুর মস্তকেই জটাজুটে সর্ব্বদা অবস্থান করিতে দেখিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। গৌরী অমর্ষবশতঃ শঙ্করকে বারম্বার গঙ্গা-পরিত্যাগে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রসিকবর শম্ভু কিছুতেই সে রস পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি তাঁহাকে জটামধ্যেই গোপন করিয়া রাখিলেন। ভবানী তাহার সন্ধান পাইয়া একদা নির্জ্জনে গজানন, স্কন্দ ও জয়াকে বলিলেন,—দেখ, এই কামুক ত্রিদশপতি কিছুতেই গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিবেন না। গঙ্গা শিবের একান্তই প্রিয়া। সুতরাং কি করিয়াই বা তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন? এইরূপ বহু আলোচনার পর গৌরী বিনায়ককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বিনায়ক! স্বামী আমার কিছুতেই গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলেন না। দেব, অসুর, যক্ষ, সিদ্ধ, অন্যান্য রাজগণ, এমন কি তুমি পর্য্যন্ত অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব আমি পুনরায় হিমালয়ে গিয়া তপস্যা করিব। অথবা যদি কোন পুণ্যবান ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যা করিয়া শঙ্করের জটাজুটগত গঙ্গাকে প্রার্থনা

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মাতৃবাক্যং মাতরং প্রাহ বিঘ্নরাট্।
ভ্রাত্রা স্কন্দেন জয়য়া সম্মন্ত্র্যেহ চ যুজ্যতে ॥২১
তৎকুর্ম্মো মস্তকাদ্‌গঙ্গাং যথা ত্যজতি মে পিতা
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ননাবৃষ্টিরজায়ত ॥ ২২
দ্বিদ্বাদশসমা মর্ত্ত্যে সর্ব্বপ্রাণিভয়াবহা।
ততো বিনষ্টমভবজ্জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৩
বিনা তু গৌতমং পুণ্যমাশ্রমং সর্ব্বকামদম্।
স্রষ্টুকামঃ পুরা পুত্র স্থাবরং জঙ্গমং তথা ॥ ২৪
কৃতো যজ্ঞো ময়া পূর্ব্বং স দেবযজনো গিরিঃ।
মন্নামা তত্র বিখ্যাতস্ততো ব্রহ্মগিরিঃ সদা ॥২৫
তমাশ্রিত্য নগশ্রেষ্ঠং সর্ব্বদাস্তে স গৌতমঃ।
তস্মাশ্রমে মহাপুণ্যে শ্রেষ্ঠে ব্রহ্মগিরৌ শুভে ॥
আধয়ো ব্যাধয়ো বাপি দুর্ভিক্ষং বাপ্যবর্ষণম্।
ভয়শোকৌ চ দারিদ্র্যং ন শ্রূয়ন্তে কদাচন ॥২৭
তদাশ্রমং বিনান্যত্র হব্যং বা কব্যমেব বা।
নাস্তি পুত্র তথা দাতা হোতা যষ্টা তথৈব চ।
যদেব গৌতমো বিপ্রো দদাতি চ জুহোতি চ।
তদেবাপ্যায়নং স্বর্গে সুরাণামপি নান্যতঃ ॥২৯
দেবলোকেঽপি মর্ত্ত্যে বা শ্রূয়তে

গৌতমো মুনিঃ।

হোতা দাতা চ ভোক্তা চ স এবেতি জনা বিদুঃ
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে নানাশ্রমনিবাসিনঃ।
গৌতমাশ্রমমাপৃচ্ছন্নাগচ্ছন্তস্তপোধনাঃ ॥ ৩১
তেষাং মুনীনাং সর্ব্বেষামাগতানাং স গৌতমঃ
শিষ্যবৎ পুত্রবদ্ভক্ত্যা পিতৃবৎ পোষকোঽভবৎ।
যস্য যথেপ্সিতং কামং যথাযোগ্যং যথাক্রমম্।
যথানুরূপং সর্ব্বেষাং শুশ্রূষামকরোন্মুনিঃ ॥ ৩৩
আজ্ঞয়া গৌতমস্যাসন্নোষধ্যো লোকমাতরঃ।

করিয়া ভূতলে অবতারিত করেন, তবেই আমার শান্তি। ১—২০। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিঘ্নরাজ মাতার ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,—এ সম্বন্ধে ভ্রাতা স্কন্দ, ও জয়ার সহিত মন্ত্রণা করিয়া যেরূপ সঙ্গত হয় এবং পিতা যাহাতে মস্তক হইতে গঙ্গাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা আমরা করিব। হে ব্রহ্মন্! এই সময় চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপিনী ঘোর অনাবৃষ্টি মর্ত্ত্যে উপস্থিত হইল। তাহাতে স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু সেই বিপৎপাতেও গৌতমের সর্ব্বকামপ্রদ পুণ্যাশ্রম এবং গৌতম নিজে বিনষ্ট হইলেন না। তখন সেই প্রাচীন কালে পুনরায় আমি স্থাবর, জঙ্গম সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে দেবগিরিতে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলাম। সেই হেতু ঐ গিরি আমার নামানুসারে তৎকাল হইতে ব্রহ্মগিরি নামে বিখ্যাত হইল। গৌতম সেই গিরিশ্রেষ্ঠ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মগিরিস্থিত তদীয় মঙ্গলময় মহাপুণ্য আশ্রমবরে আধি, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, ভয়, শোক বা দারিদ্র্য প্রভৃতির অস্তিত্ববার্ত্তা কদাপি শ্রুত হয় নাই। তাঁহার আশ্রম ব্যতীত অন্যত্র হব্য কব্য ছিল না; গৌতম ব্রাহ্মণ যেমন দাতা, হোতা ও যষ্টা ছিলেন, সেরূপ আর কেহই কোথাও তখন ছিল না। তৎকালে গৌতমের কার্য্যে স্বর্গীয় সুরগণের যেরূপ আপ্যায়ন হইত, অন্যত্র কুত্রাপি সেরূপ হইত না। কি দেবলোক, কি মর্ত্ত্যলোক, সর্ব্বত্রই গৌতম মুনির নাম পরিশ্রুত হইত। তৎকালিক জনসাধারণ তাঁহাকেই হোতা, দাতা ও ভোক্তা বলিয়া জানিত। ক্রমে নানা আশ্রমবাসী মুনিগণ গৌতমের প্রভাবকথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে গৌতমাশ্রম কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আশ্রম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই সকল মুনি গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে, গৌতম কাহাকে শিষ্যবৎ, কাহাকে পুত্রবৎ এবং কাহাকে বা পিতৃবৎ পরিপোষণ করিলেন। যাঁহার যাহা অভীষ্ট, যাহার যথাযোগ এবং যাহার যাহা অনুরূপ, গৌতম তাহাকে তদনুগুণ ভোগ্য বস্তু দানে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। গৌতমের আদেশে

আরাধিতাঃ পুনস্তেন ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ
জায়ন্তে চ তদৌষধ্যো লূয়ন্তে চ তদৈব হি।
সম্পাৎস্যন্তে তদোপ্যন্তে গৌতমস্য তপোবলাৎ
সর্ব্বাঃ সমৃদ্ধয়স্তস্য সংসিধ্যন্তে মনোগতাঃ।
প্রত্যহং বক্তি বিনয়াদ্গৌতমস্ত্বাগতাম্মুনীন্॥
পুত্রবচ্ছিষ্যবচ্চৈব প্রেষ্যবৎ করবাণি কিম্।
পিতৃবৎ পোষয়ামাস সংবৎসরগণান্ বহূন্॥৩৭
এবং বসৎসু মুনিষু ত্রৈলোক্যে খ্যাতিরাশ্রয়াৎ
ততো বিনায়কঃ প্রাহ মাতরং ভ্রাতরং জয়াম্॥

বিনায়ক উবাচ।

দেবানাং সদনে মাতর্গীয়তে গৌতমো দ্বিজঃ।
যন্ন সাধ্যং সুরগণৈর্গৌতমঃ কৃতবানিতি॥৩৯
এবং শ্রুতং ময়া দেবি ব্রাহ্মণস্য তপোবলম্।
স বিপ্রশ্চালয়েদেনাং মাতর্গঙ্গাং জটাগতাম্॥
তপসা বান্যতো বাপি পূজয়িত্বা ত্রিলোচনম্।
স এব চ্যাবয়েদেনাং জটাস্থাং মে পিতুঃপ্রিয়াম্
তত্র নীতির্বিধাতব্যা তাং বিপ্রো যাচয়েদ্যথা।
তৎপ্রভাবাৎসরিচ্ছ্রেষ্ঠা শিরসোঽবতরত্যপি॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তা মাতরং ভ্রাত্রা জয়য়া সহ বিঘ্নরাট্।
জগাম গৌতমো যত্র ব্রহ্মসূত্রধরঃ কৃশঃ॥৪৩
বসন্ কতিপয়াহঃসু গৌতমাশ্রমমণ্ডলে।
উবাচ ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বাংস্তত্র তত্র চ বিঘ্নরাট॥৪৪
গচ্ছামঃ স্বমধিষ্ঠানমাশ্রমাণি শুচীনি চ।
পুষ্টাঃ স্ম গৌতমান্নেন পৃচ্ছামো গৌতমং মুনিম্
ইতি সম্মন্ত্র্য পৃচ্ছন্তি মুনয়ো মুনিসত্তমাঃ।
স তান্ নিবারয়ামাস স্নেহবুদ্ধ্যা মুনীন্ পৃথক্

ওষধি সকল জননীর ন্যায় জনগণের হিতৈষিণী হইল। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয়কে আরাধিত করিয়াছিলেন। গৌতমের তপঃপ্রভাবে ওষধি সকল এক কালেই জন্মিত, ছিন্ন হইত, এবং ভাবী কলের জন্য রোপিত হইত। তদীয় মনোভীষ্ট সমস্ত সমৃদ্ধি সিদ্ধ হইত। গৌতম সেই সমাগত মুনিগণকে প্রত্যহই বিনয়ের সহিত পুত্রবৎ, শিষ্যবৎ ও প্রেষ্যবৎ জিজ্ঞাসা করিতেন, আমি আপনাদের কি করিব? এইরূপে গৌতম তাঁহাদিগকে বহু বৎসর পালন করিলেন, মুনিগণ তাঁহার আশ্রমে যে সময়ে বাস করিতে থাকেন, তখন গৌতমখ্যাতি ত্রিলোকের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ঐ সময় বিনায়ক তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও জয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনায়ক বলিলেন, মাতঃ! দেবভবনে সর্ব্বদা গৌতমব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য গীত হইতেছে, আমি শুনিয়াছি, সুরগণও যাহা করিতে পারেন না, গৌতম তাহাও করিতে সক্ষম। হে দেবি! আমি ব্রাহ্মণের তপোবলের কথা আরও এইরূপ শুনিয়াছি যে, তিনি তপস্যা বা অন্য কোনরূপ অর্চ্চনা দ্বারা ত্রিলোচনকে তুষ্ট করিয়া তদীয় জটাজূটবিহারিণী গঙ্গাকে ভূতলে অবতারিত করিবেন। আমার বিশ্বাস, গৌতম হইতেই নিশ্চয় আমার পিতৃপ্রিয়া গঙ্গা ভূতলগামিনী হইবেন। অতএব তিনি যাহাতে গঙ্গাকে প্রার্থনা করেন, সেরূপ নীতি অবলম্বন করা আমাদের এক্ষণে কর্ত্তব্য। সেই গৌতমমুনির প্রভাবে গঙ্গাকে ভূতলে অবতরণ করিতেই হইবে। ২১—৪২। ব্রহ্মা কহিলেন, বিঘ্নরাজ জয়ার সহিত মাতাকে এই কথা কহিয়া যথায় ব্রহ্মসূত্রধারী কৃশকায় গৌতম মুনি অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে যাত্রা করিলেন। বিঘ্নরাজ সেই গৌতমাশ্রমে গিয়া কতিপয় দিবস বাস করিলেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে বলিলেন,—আমরা এক্ষণে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিব। আমাদের গমনকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব গৌতমান্নে যখন আমরা পরিপুষ্ট হইয়াছি, তখন তাঁহাকে জানাইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। মুনিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া গৌতমকে জানাইলেন; কিন্তু গৌতম স্নেহ সহকারে তাঁহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন।

গৌতম উবাচ।
কৃতাঞ্জলিঃ সবিনয়মাসধ্বমিহ চৈব হি।
যুষ্মচ্চরণশুশ্রূষাং করোমি মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৪৭
শুশ্রূষৌ পুত্রবন্নিত্যং ময়ি তিষ্ঠতি নোচিতম্।
ভবতাং ভূমিদেবানামাশ্রমান্তরসেবনম্॥ ৪৮
ইদমেবাশ্রমং পুণ্যং সর্ব্বেষামিতি মে মতিঃ।
অলমন্যেন মুনয় আশ্রমেণ গতেন বা॥ ৪৯
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং বিঘ্নকৃত্যমনুস্মরন্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ স গণাধিপঃ॥৫০
গণাধিপ উবাচ।
অন্নক্রীতা বয়ং কিং নো নিবারয়ত গৌতমঃ।
সাম্না নৈব বয়ং শক্তা গন্তুং স্বং স্বং নিবেশনম্॥
নায়মর্হতি দণ্ডং বা উপকারী দ্বিজোত্তমঃ।
তস্মাদ্বুদ্ধ্যা ব্যবস্যামি তৎসর্ব্বৈরনুমন্যতাম্॥
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ সর্ব্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্রিয়তামিত্যমনুব্রুবন্।
এতস্য তূপকারায় লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৫৩
ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং শ্রেয়ো যৎ তাত্ত্বা কুরু
ব্রাহ্মণানাং বচঃ শ্রুত্বা মেনে বাক্যং গণাধিপঃ॥
বিনায়ক উবাচ।
ক্রিয়তে গুণরূপং যদ্গৌতমস্য বিশেষতঃ॥ ৫৫
ব্রহ্মোবাচ।
অনুমান্য দ্বিজান্ সর্ব্বান্ পুনঃপুনরুদারধীঃ।
স্বয়ঞ্চ ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রণম্য ব্রাহ্মণান্ পুনঃ।
মাতুর্মতে স্থিতো বিদ্বান্ জয়াং প্রাহ গণেশ্বরঃ॥
বিনায়ক উবাচ।
যথা নান্যো বিজানীতে তথা কুরু শুভাননে।
গোরূপধারিণী গচ্ছ গৌতমো যত্র তিষ্ঠতি॥ ৫৭
শালীন্ খাদ বিনাশ্যাথ বিকারং কুরু ভামিনি।
কৃতে প্রহারে হুঙ্কারে প্রেক্ষিতে চাপি কিঞ্চন॥
পত দীনং স্বনং কৃত্বা ন ম্রিয়স্ব ন জীব চ॥ ৫৮

তিনি বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি কৃতাঞ্জলিকরে বিনীতভাবে আপনাদের চরণশুশ্রূষা করিব; আমার ন্যায় পুত্রতুল্য শুশ্রূষাকারী বর্ত্তমান থাকিতে ভবাদৃশ ভূমিদেবগণের আশ্রমান্তরে গমন করা উচিত হয় না। আমার এই যে পুণ্যাশ্রম— ইহা ত আপনাদেরই বলিয়া আমি মনে করি। অতএব হে মুনিগণ! আশ্রমান্তরে যাইবার আর প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, গণাধিপ গৌতমের সেই কথা শুনিয়া স্বীয় ইষ্ট কার্য্যের বিঘ্ন ঘটিল বলিয়া মনে করিলেন এবং প্রাঞ্জলি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, আমরা অন্নদাস হইয়া রহিয়াছি; গৌতম কেন আমাদিগকে নিবারণ করিতেছেন? আমরা সামপূর্ব্বক কেহই স্ব স্ব বাসস্থানে যাইতে পারিব না। এদিকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৌতম আমাদিগের উপকারী, ইনি দণ্ডার্হও নহেন। অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, আমি করি; আপনারা আমার কার্য্যে অনুমোদন করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, তখন সমস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠই এক বাক্যে তাঁহার কার্য্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অধিকন্তু বলিয়া দিলেন, যাহাতে মহাত্মা গৌতমের এবং সমস্ত লোকের উপকার হয় এবং সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী যাহা দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন, সেইরূপ কার্য্যই যেন তোমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া গণাধিপ বলিলেন, যাহাতে গৌতমের বিশেষরূপ উপকার হয়,তাহা আমি অবশ্যই করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—উদারধী গণাধিপ ব্রাহ্মণদিগের নিকট বারম্বার অনুমতি লইলেন। নিজে ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া মাতার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিতে স্থির নিশ্চয়পূর্ব্বক জয়াকে বলিলেন,—হে শুভাননে! যাহাতে অন্য কেহ জানিতে না পারে, এমন একটী কার্য্য তোমায় করিতে হইবে। তুমি গো-রূপ ধারণ করিয়া গৌতমের নিকট গমন কর; সেখানে গিয়া বিকৃতরূপে তত্রত্য শালিক্ষেত্রের শালি ভক্ষণ ও শালিধ্বংস করিতে থাকে। সেই সময় তোমায় যদি কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও প্রহার বা হুঙ্কার দ্বারা তাড়না করে,

ব্রহ্মোবাচ।

তথা চকার বিজয়া বিঘ্নেশ্বরমতে স্থিতা।
যত্রাসীদ্গৌতমো বিপ্রো জয়া গোরূপধারিণী ॥
জগাম শালীন্ খাদন্তী তাং দদর্শ স গৌতমঃ।
গাং দৃষ্ট্বা বিকৃতাং বিপ্রস্তাং তৃণেন ন্যবারয়ৎ ॥
নিবার্য্যমাণা সা তেন স্বনং কৃত্বা পপাত গৌঃ।
তস্যাস্তু পতিতায়াঞ্চ হাহাকারো মহানভূৎ ॥৬১
স্বনং শ্রুত্বা চ দৃষ্ট্বা চ গৌতমস্য বিচেষ্টিতম্।
ব্যথিতা ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্বিঘ্নরাজপুরস্কৃতাঃ ॥ ৬২

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

ইতো গচ্ছামহে সর্ব্বে ন স্থাতব্যং তবাশ্রমে।
পুত্রবৎ পোষিতাঃ সর্ব্বে পৃষ্টোঽসি মুনিপুঙ্গব ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা মুনির্বাক্যং বিপ্রাণাং গচ্ছতাং তদা।
বজ্রাহত ইবাসীৎ স বিপ্রাণাং পুরতোঽপতৎ ॥
তমূচুর্ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পশ্যেমাং পতিতাং ভুবি।
রুদ্রাণাং মাতরং দেবীং জগতাং পাবনীং প্রিয়াম্।
তীর্থদেবস্বরূপিণ্যামস্যাং গবি বিধের্বলাৎ।
পতিতায়াং মুনিশ্রেষ্ঠ গন্তব্যমবশিষ্যতে ॥ ৬৬
চীর্ণং ব্রতং ক্ষয়ং যাতি যথা বাসস্তদাশ্রমে।
বয়ং নান্যধনা ব্রহ্মন্ কেবলন্তু তপোধনাঃ ॥ ৬৭

ব্রহ্মোবাচ।

বিপ্রাণাং পুরতঃ স্থিত্বা বিনীতঃ প্রাহ গৌতমঃ

গৌতম উবাচ

ভবন্ত এব শরণং পূতং মাং ক[illegible]থ ॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বিঘ্নরাড্ব্রাহ্মণৈর্বৃতঃ।

বিঘ্নরাজ উবাচ

নৈবেয়ং ম্রিয়তে তত্র নৈব জীবতি তত্র কিম্।
যদাম্মোহস্মিন্ সুসন্দিগ্ধে নিষ্কৃতিং গতিমেব বা

তাহা হইলে, তুমি তখন এক আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া না-মৃত ও না-জীবিত-ভাবে পড়িয়া রহিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিঘ্নেশ্বরের মতানুবর্ত্তী হইয়া জয়া তাহাই করিলেন। যেখানে ব্রাহ্মণ গৌতম অবস্থান করিতেছিলেন, গো-রূপ ধরিয়া জয়া তাহারই নিকটস্থ শালিক্ষেত্রের শালি সকল ভক্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। বিপ্রবর গৌতম সেই বিকৃতাকার গাভী দেখিয়া তাহাকে তৃণ দ্বারা তাড়িত করিলেন। সেই গাভী তখন গৌতম কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া চীৎকার করত ভূপতিত হইল। গাভী পতিত হইবা মাত্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটা মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। গণেশ-পুরস্কৃত ব্রাহ্মণগণ গৌতমের চেষ্টা দেখিয়া এবং গাভীর চীৎকার শুনিয়া ব্যথিতভাবে বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! আমরা আর আপনার আশ্রমে থাকিব না। এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আপনি আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছেন, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসিয়া চলিলাম। ৪৩—৬৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম মুনি গমনোন্মুখ ব্রাহ্মণদিগের ঐ কথা শুনিয়া বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে পতিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ গৌতম মুনিকে বলিলেন, এই দেখুন—রুদ্রজননী জগৎপাবনী গো-দেবী ভূপতিত হইয়াছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দৈববলে এই দেব ও তীর্থরূপিণী গো-মাতা পতিত হওয়ায় আমাদের এখন গমন করাই কর্ত্তব্য। কেননা, আপনার এ আশ্রমে থাকিলে, আমাদের অনুষ্ঠিত ব্রত ক্ষয় হইয়া যাইবে। হে ব্রহ্মন্! আমরা অন্যধনে ধনবান্ নহি; আমরা কেবল তপোধন—তপস্যাই আমাদের ধন। ব্রহ্মা বলিলেন, গৌতম তখন বিপ্রবর্গের অগ্রে থাকিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, এক্ষণে আপনারাই আমার সহায় হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, তখন ব্রাহ্মণপরিবৃত ভগবান্ বিঘ্নরাজ বলিলেন, এই গাভী মৃত বা জীবিত, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না; সুতরাং এরূপ সন্দিগ্ধ স্থলে নিষ্কৃতি বা গতির বিষয় কিরূপে আমরা বলিতে পারি? গৌতম কহিলেন,

গৌতম উবাচ।

কথমুত্থাস্যতীয়ং গৌরথ চাস্মিংশ্চ নিষ্কৃতিম্।
বক্তুমর্হথ তৎসর্ব্বং করিষ্যেঽহমসংশয়ম্ ॥ ৭২

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

সর্ব্বেষাঞ্চ মতেনায়ং বদিষ্যতি চ বুদ্ধিমান্।
এতদ্বাক্যমথাস্মাকং প্রমাণং তব গৌতম ॥৭৩

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রাহ্মণৈঃ প্রের্য্যমাণোঽসৌ গৌতমেন বলীয়সা
বিঘ্নকৃদ্ব্রহ্মবপুষা প্রাহ সর্ব্বানিদং বচঃ ॥ ৭৪

বিঘ্নরাজ উবাচ।

সর্ব্বেষাঞ্চ মতেনাহং বদিষ্যামি যথার্থবৎ।
অনুমন্যন্তু মুনয়ো মদ্বাক্যং গৌতমোঽপি চ ॥৭৫
মহেশ্বরজটাজূটে ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
কমণ্ডলুস্থিতং বারি তিষ্ঠতীতি হি শুশ্রুম ॥ ৭৬
তদানয়স্ব তরসা তপসা নিয়মেন চ।
তেনাভিষিঞ্চ গামেতাং ভগবান্ ভুবমাশ্রিতাম্

ততো বৎস্যামহে সর্ব্বে পূর্ব্ববত্তব বেশ্মনি ॥৭৭

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তবতি বিপ্রেন্দ্রে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সংসদি।
তত্রাপতৎ পুষ্পবৃষ্টির্জয়শব্দো ব্যবর্দ্ধত।
ততঃ কৃতাঞ্জলির্নম্রো গৌতমো বাক্যমব্রবীৎ ॥

গৌতম উবাচ।

তপসাগ্নিপ্রসাদেন দেবব্রহ্মপ্রসাদতঃ।
ভবতাঞ্চ প্রসাদেন মৎসঙ্কল্পোঽনুসিধ্যতাম্ ॥৭৯

ব্রহ্মোবাচ।

এবমস্ত্বিতি তং বিপ্রা আপৃচ্ছন্ মুনিপুঙ্গবম্।
স্বানি স্থানানি তে জগ্মুঃ সমৃদ্ধান্যন্নবারিভিঃ ॥৮০
যাতেষু তেষু বিপ্রেষু ভ্রাত্রা সহ গণেশ্বরঃ।
জয়য়া সহ সুপ্রীতঃ কৃতকৃত্যো ন্যবর্ত্তত ॥ ৮১
গতেষু ব্রহ্মবৃন্দেষু গণেশে চ গতে তথা।
গৌতমোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠস্তপসা হতকল্মষঃ ॥ ৮২
ধ্যায়ংস্তদর্থং স মুনিঃ কিমিদং মম সংস্থিতম্।
ইত্যেবং বহুশো ধ্যায়ন্জ্ঞানেনজ্ঞাতবান্ দ্বিজঃ

এই গাভী কিরূপে উত্থিত বা কিরূপে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, এ কথা অবশ্য আপনারা বলিতে সক্ষম! এবং আমিও আপনাদের নির্দ্দিষ্ট সমস্ত কার্য্য করিতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, আমাদের সকলের মতানুসারে এই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই যেরূপ বলিতে হয় বলিবেন; ইহাঁর কথাই আমাদের প্রমাণ। ব্রহ্মা কহিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ ও প্রভাবশালী গৌতম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণরূপী বিঘ্নরাজ তখন বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, সকলের মতানুসারে আমি এ সম্বন্ধে বলিব, সুতরাং সমস্ত মুনি এবং স্বয়ং গৌতম আমার কথার অনুমোদন করুন। আমার কথা এই আমরা শুনিয়াছি, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার কমণ্ডলু-মধ্যস্থ পবিত্র জল মহেশ্বরের জটাজূটে অবস্থান করিতেছে। মুনিবর গৌতম তপস্যা ও নিয়মাবলম্বনে সেই জল এখানে আনয়ন করুন এবং তদ্দ্বারা এই গোমাতাকে অভিষিক্ত করুন। এইরূপ করিলে, হে ভগবন্ গৌতম! আমরা পূর্ব্ববৎ আপনার আশ্রমে বাস করিব। ৬৪—৭৭। ব্রহ্মা বলিলেন, সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজে এইরূপ মত ব্যক্ত করিলে, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং জয় শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন গৌতম কৃতাঞ্জলিকরে কহিলেন, মদীয় তপোবলে, অগ্নির অনুগ্রহে, ব্রহ্মণ্য দেবের কৃপায় এবং আপনাদের প্রসাদে আমার এ সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইবে! ব্রহ্মা বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ সকলেই 'তথাস্তু' বলিয়া গৌতমের সম্মতি লইয়া অন্নজল-সমৃদ্ধ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রস্থান করিলে গণপতি প্রীতচিত্তে স্বীয় ভ্রাতা ও জয়ার সহিত কৃতকৃত্য হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ ও গণপতি প্রস্থান করিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতমও তপোবলে নিষ্পাপ হইয়া মনে মনে সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'আমার এ কি হইল?' এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

নিশ্চিত্য দেবকার্য্যার্থমাত্মনঃ কিল্বিষাং গতিম্।
লোকানামুপকারঞ্চ শম্ভোঃ প্রীণনমেব চ ॥৮৪
উমায়াঃ প্রীণনঞ্চাপি গঙ্গানয়নমেব চ।
সর্ব্বং শ্রেয়স্করং মন্যে ময়ি নৈব চ কিল্বিষম্ ॥৮৫
ইত্যেবং মনসা ধ্যায়ন্ সুপ্রীতোঽভূদ্দ্বিজোত্তমঃ
আরাধ্য জগতামীশং ত্রিনেত্রং বৃষভধ্বজম্ ॥৮৬
আনয়িষ্যে সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং প্রীতাস্তু গিরিজা মম।
সপত্নী জগদম্বায়া মহেশ্বরজটাস্থিতা ॥ ৮৭
এবং হি সঙ্কল্প্য মুনিপ্রবীরঃ
স গৌতমো ব্রহ্মগিরের্জগাম।
কৈলাসমাধিষ্ঠিতমুগ্রধন্বনা
সুরার্চ্চিতং প্রিয়য়া ব্রহ্মবৃন্দৈঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে বিনায়কগৌতমব্যাপারনিরূপণং নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্ঞানদ্বারা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তখন নিজের পাপগতির প্রতি দেবকার্য্য, মহেশ্বর ও উমার প্রীতি এবং সর্ব্বসাধারণের উপকার সম্ভাবনা মনে করিয়া গঙ্গানয়নই শ্রেয়স্কর বলিয়া ধারণা করিলেন এবং ভাবিলেন, আমি প্রকৃতই পাপকার্য্য করি নাই। দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৌতম মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রীত হইলেন এবং আমি জগৎপতি ত্রিলোচন বৃষবাহনকে আরাধনা করিয়া সরিদ্বরা গঙ্গাকে আনয়ন করি; গিরিজাও ইহাতে আমার প্রতি প্রীত হইবেন। কেন না, সেই হরজটাবিহারিণী গঙ্গা সেই জগদম্বিকার সপত্নী। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মুনিপ্রবর গৌতম তখন ব্রহ্মগিরি হইতে সেই ব্রহ্মবৃন্দপরিপূজিত উমামহেশ্বর-শোভিত কৈলাসশৈলে প্রয়াণ করিলেন। ৭৮—৮৮।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
কৈলাসশিখরং গত্বা গৌতমো ভগবান্ ঋষিঃ।
কিং চকার তপো বাপি কাং চক্রে স্তুতিমুত্তমাম্

ব্রহ্মোবাচ।
গিরিং গত্বা ততো বৎস বাচং সংযম্য গৌতমঃ
আস্তীর্য্য স কুশান্ প্রাজ্ঞঃ কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে ॥ ২
উপবিশ্য শুচির্ভূত্বা স্তোত্রঞ্চেদং ততো জগৌ।
অপতৎপুষ্পবৃষ্টিশ্চ স্তূয়মানে মহেশ্বরে ॥ ৩

গৌতম উবাচ।
ভোগার্থিনাং ভোগমভীপ্সিতঞ্চ
দাতুং মহান্ত্যষ্টবপূংষি ধত্তে।
সোমো জনানাং গুণবন্তি নিত্যং
দেবং মহাদেবমিতি স্তুবন্তি ॥ ৪
কর্ত্তুং স্বকীয়ৈর্বিষয়ৈঃ সুখানি
ভর্ত্তুং সমস্তং সচরাচরঞ্চ।
সম্পত্তয়ে হ্যস্য বিবৃদ্ধয়ে চ
মহীময়ং রূপমিতীশ্বরস্য ॥ ৫

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ গৌতম ঋষি কৈলাসশিখরে গমন করিয়া কিরূপ তপস্যা বা কিরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ গৌতম কৈলাসশৈলে গমন করিয়া বাক্ সংযমপূর্ব্বক কুশরাশি আস্তৃত করত শুচিভাবে উপবেশন করিলেন এবং তিনি এই বক্ষ্যমাণ স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। তদীয় স্তব পাঠকালে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। স্তব যথা—গৌতম বলিলেন,—হে ঈশ! আপনি ভোগার্থী জনগণকে অভীষ্ট ভোগ দান করিবার জন্য গুণশালিনী মহতী অষ্টমূর্ত্তি ধারণ করেন। আপনি সৌম্যমূর্ত্তি, আপনাকে সকলে সর্ব্বদা মহাদেব নামে স্তব করিয়া থাকে। স্বীয় বিষয়ে সকলের সুখ-নি-

স্থষ্টেঃ স্থিতেঃ সংহরণায় ভূমে-
রাধারমাধাতুমপাং স্বরূপম্।
ভেজে শিবঃ শান্ততনুর্জনানাং
সুখায় ধর্ম্মায় জগৎপ্রতিষ্ঠিতম্॥ ৬
কালব্যবস্থামমৃতপ্রবর্ষ
জীবস্থিতিং সৃষ্টিমথো বিনাশনম্।
মুদং প্রজানাং সুখমুন্নতিঞ্চ
চক্রেঽর্কচন্দ্রাগ্নিময়ং শরীরম্॥ ৭
বৃদ্ধিং গতিং শক্তিমথাক্ষরাণি
জীবব্যবস্থাং মুদমপ্যনেকাম্।
স্রষ্টুং কৃতং বায়ুরিতীশরূপং
ত্বং বেৎসি নূনং ভগবন্ ভবন্তম্॥ ৮
ভেদৈর্বিনা নৈব কৃতির্ন ধর্ম্মো
নাত্মীয়মন্তন্ন দিশোঽন্তরিক্ষম্।
দ্যাবাপৃথিব্যৌ ন চ ভুক্তিমুক্তী
তস্মাদিদং ব্যোমবপুস্তবেশ॥ ৯
ধর্ম্মং ব্যবস্থাপয়িতুং ব্যবস্থ
ঋক্সামশাস্ত্রাণি যজুশ্চ শাখাঃ।
লোকে চ গাথাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণ-
মিত্যাদিশব্দাত্মকতামুপৈতি॥ ১০
যষ্টা ক্রতুর্যান্যপি সাধনানি
ঋত্বিক্প্রদেশং ফলদেশকালাঃ।
ত্বমেব শম্ভো পরমার্থবস্তুং
বদন্তি যজ্ঞাঙ্গময়ং বপুস্তে॥ ১১
কর্ত্তা প্রদাতা প্রতিভূঃ প্রদানং
সর্ব্বজ্ঞসাক্ষী পুরুষঃ পরশ্চ।
প্রত্যাত্মভূতঃ পরমার্থরূপ-
স্তুমেবসর্ব্বং কিমু বাখিলাদৈঃ॥ ১২
ন বেদশাস্ত্রৈর্গুরুভিঃ প্রদিষ্টো
ন নাসি বুদ্ধ্যাদিভিরপ্রধৃষ্যঃ।
অজোঽপ্রমেয়ঃ শিবশব্দবাচ্য-
স্তুমস্তি সত্যং ভগবন্নমস্তে॥ ১৩
আত্মৈকতাং স্বপ্রকৃতিং কদাচি-
দৈক্ষচ্ছিবঃ সম্পদিয়ং মমেতি।

ধান, সমস্ত চরাচর ভরণ এবং তাহার সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বর তুমি—তোমার এই মহীময় রূপ বিরাজিত। তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত এবং ভূমির আধার আধানার্থ জলস্বরূপ ভজনা কর। নিজে তুমি শিব ও শান্তস্বরূ। জনগণের শর্ম্ম ও ধর্ম্ম নিমিত্তই তোমা কর্তৃক এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। তোমারই চন্দ্রার্কময় বপুঃ কালব্যবস্থা, অমৃতবর্ষণ, জীবগণের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ এবং প্রজাগণের প্রহর্ষ, সৌখ্য ও উন্নতি বিধান করে। হে ভগবন্! তুমি বৃদ্ধি, গতি, শক্তি, জীবব্যবস্থা ও প্রচুর প্রমোদ বিতরণের নিমিত্ত বায়ুদেহ ধারণ কর; বস্তুতঃ তুমি নিজেই নিজেকে জান। তোমার তত্ত্ব আর কেহই জানে না। ভেদ ব্যতীত কোন কৃতি, ধর্ম্ম, দিক্, অন্তরীক্ষ, দ্যাবাপৃথ্বী, ভুক্তি-মুক্তি ও আত্মীয় অন্ত কিছুই হয় না; তাই তোমার এই ব্যোম-ময় বপুঃ বিরাজিত। তুমিই ধর্ম্মব্যবস্থার জন্য ঋক্, সাম, যজুঃ, ও অন্যান্য নানা বেদশাখা, বিবিধ লৌকিক গাথা এবং স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র বিভাগ করিয়া সেই সেই শব্দ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছ। হে শম্ভো!! যষ্টা, ক্রতু, বিবিধ সাধন, ঋত্বিক্, যজ্ঞীয় প্রদেশ, যজ্ঞের ফল, ও যজ্ঞীয় দেশ-কাল, এ সকল তুমিই। তোমারই যজ্ঞাদিময় বপু পরমার্থ তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তুমিই এ জগতে কর্ত্তা, প্রতিভূ, প্রদাতা, প্রদান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী, পরম পুরুষ, প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মস্বরূপ। অধিক আর কি বলিব? সমস্তই তুমি। বেদশাস্ত্র গুরূপদেশ কিম্বা বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুরই তুমি গোচর নহ। তুমি অজ, অপ্রমেয়, শিব ও সত্য; হে ভগবন্! তোমায় নমস্কার। ১—১৩
প্রকৃতির অপ্রকটাবস্থায় সমস্তই তুমি আত্মা—ভিন্নরূপে অবলোকন কর, আবার কখন স্বীয় প্রকৃতিকে ‘ইহা আমারই সম্পদ’ এইরূপে দর্শন কর। এরূপ অহঙ্কাবনাকালেই

পৃথক্‌ত্বৈবাত্তবদপ্রতর্ক্যা-
চিন্ত্যপ্রভাবো বহুবিশ্বমূর্ত্তিঃ॥ ১৪
ভাবেঽভিবৃদ্ধা চ ভবে ভবে চ
স্বকারণং কারণমাশ্রিতা চ।
নিত্যা শিবা সর্ব্বসুলক্ষণা বা
বিলক্ষণা বিশ্বকরস্য শক্তিঃ॥ ১৫
উৎপাদনং সংস্থিতিরন্নবৃদ্ধি-
লয়াঃ সতাং যত্র সনাতনাস্তে।
একৈব মূর্ত্তির্ন সমস্তি কিঞ্চি-
দসাধ্যমস্যা দয়িতা হরস্য॥ ১৬
যদর্থমন্নানি ধনানি জীবা
যচ্ছন্তি কুর্ব্বন্তি তপাংসি ধর্ম্মান্।
সাপীয়মম্বা জগতো জনিত্রী
প্রিয়া তু সোমস্য মহাসুকীর্ত্তিঃ॥ ১৭
যদীক্ষিতং কাঙ্ক্ষতি বাসবোঽপি
যন্নামতো মঙ্গলমাপ্নুয়াচ্চ।
যা ব্যাপ্য বিশ্বং বিমলীকরোতি
সৌম্যা সদা সোমসমানরূপা॥ ১৮

ব্রহ্মাদিজীবস্য চরাচরস্য
বুদ্ধ্যক্ষিচৈতন্যমনঃসুখানি।
যস্যাঃ প্রসাদাৎ ফলবন্তি নিত্যং
বাগীশ্বরী লোকগুরোঃ সুরম্যা॥ ১৯
চতুর্ম্মুখস্যাপি মনো মলীনং
কিমন্যজন্তোরিতি চিন্ত্য মাতা।
গঙ্গাবতারং বিবিধৈরুপায়ৈঃ
সর্ব্বং জগৎ পাবয়িতুং চকার॥ ২০
শ্রুতীঃ সমালক্ষ্য হরপ্রভুত্বং
বিশ্বস্য লোকঃ সকলৈঃ প্রমাণৈঃ।
কৃত্বা চ ধর্ম্মান্ বুভুজে চ ভোগান্
বিভূতিরেষা তু সদাশিবস্য॥ ২১
কার্য্যক্রিয়াকারকসাধনানাং
বেদোদিতানামথ লৌকিকানাম্।
যৎ সাধ্যমুৎকৃষ্টতমং প্রিয়ঞ্চ
প্রোক্তা চ [illegible]সিদ্ধিরনাদিকর্ত্তুঃ॥ ২২
ধ্যাত্বা বরং [illegible]পরং প্রধানং
যৎসারভূতং [illegible]সিতব্যম্।

তুমি পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হইয়া থাক; কেন না, তুমি বহু বিশ্বমূর্ত্তি, তোমার প্রভাব অচিন্ত্য ও অপ্রতর্ক্য। যিনি সংসারের উৎপত্তি ব্যাপারে উপচিত এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রাদুর্ভাবে যিনি কারণ পরম্পরা আশ্রিত, সেই নিত্যা সর্ব্বসুলক্ষণা। অথচ বিলক্ষণা শিবাই বিশ্ববিধাতার শক্তি। অনাদি কাল হইতে অনবরত যাহাতে উদ্ভব, স্থিতি, বৃদ্ধি ও লয় হয়, তাহা তোমারই অভিন্ন মূর্ত্তি; তোমার ঐ মূর্ত্তির অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি হর, তোমারই উহা দয়িতা। জীবগণ যাহার প্রীতির উদ্দেশে অন্ন ও ধনরাশি দান, ধর্ম্মাচরণ ও তপস্যানুষ্ঠান করে, ইনিই সেই জগজ্জননিত্রী,মহাযশস্বিনী, সোমপ্রিয়া অম্বা। দেবেন্দ্রও যাঁহার কৃপাকটাক্ষপাত কামনা করেন, এবং যাঁহার নামোচ্চারণে সকলেরই মঙ্গল হয়, যিনি জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমান, সেই সোমসমান-কান্তি উমাদেবী সর্ব্বদাই বিশ্বমণ্ডল বিমলীকৃত ক[illegible]ছেন। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল চরাচর জীবের বুদ্ধি, নেত্র, চৈতন্য, ও মনঃপ্রভৃতি যাঁহার প্রসাদে নিত্য সফল হইয়া থাকে, জগদ্‌গুরুর সেই মূর্ত্তিই যথার্থ সুন্দরী ও বাগীশ্বরী। "অন্য প্রাণীর কথা কি, স্বয়ং চতুর্ম্মুখেরও মন মালিন্যসম্পন্ন"—জগন্মাতা এইরূপ চিন্তা করিয়াই বিবিধ উপায়ে সর্ব্ব বিশ্ব পবিত্র করিবার জন্য গঙ্গাবতার স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ববাসী লোকসকল সমস্ত শ্রুতিবাক্য ও হরের প্রভুত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া বিবিধ প্রমাণ সহকারে ধর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যে নানা ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে,ইহা সদাশিবেরই বিভূতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ১৪—২১। সমস্ত বৈদিক এবং লৌকিক কার্য্য, ক্রিয়া, কারক, ও করণের যাহা উৎকৃষ্টতর সাধ্য, তাহা সেই অনাদি কর্ত্তারই সিদ্ধি বলিয়া অভিহিত। যাহা সারভূত এবং যাহা [illegible]

যৎ প্রাপ্য মুক্তা ন পুনর্ভবন্তি
সদ্‌যোগিনো মুক্তিরুমাপতিঃ সঃ ॥ ২৩
যথা যথা শম্ভুরমেয়মায়া-
রূপাণি ধত্তে জগতো হিতায়।
তদ্‌যোগযোগ্যানি তথৈব ধৎসে
পতিব্রতাত্বং ত্বয়ি মাতরেবম্॥ ২৪
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য পুরস্তাদ্‌বৃষভধ্বজঃ।
উময়া সহিতঃ শ্রীমান্ গণেশাদিগণৈর্বৃতঃ॥ ২৫
সাক্ষাদাগত্য তং শম্ভুঃ প্রসন্নো বাক্যমব্রবীৎ
শিব উবাচ।
কিং তে গৌতম দাস্যামি ভক্তিস্তোত্রব্রতৈঃ শুভৈঃ।
পরিতুষ্টোঽস্মি যাচস্ব দেবানামপি দুষ্করম্॥ ২৭
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি শ্রুত্বা জগন্মূর্ত্তের্বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
হর্ষবাষ্পপরীতাঙ্গো গৌতমঃ পর্য্যচিন্তয়ৎ॥ ২৮
অহো দৈবমহো ধর্ম্মো হ্যহো বৈ বিপ্রপূজনম্।
অহো লোকগতিশ্চিত্রা অহো ধাতর্নমোঽস্তু তে
গৌতম উবাচ।
জটাস্থিতাং শুভাং গঙ্গাং দেহি মে ত্রিদশার্চ্চিত
যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ ত্রয়ীধাম নমোঽস্তু তে
ঈশ্বর উবাচ।
ত্রয়াণামুপকারার্থঞ্চ লোকানাং যাচিতং ত্বয়া।
আত্মনস্তূপকারায় তদ্‌যাচস্বাকুতোভয়ঃ॥ ৩১
গৌতম উবাচ।
স্তোত্রেণানেন যে ভক্ত্যাত্বাঞ্চ দেবীং স্তুবন্তি বৈ
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাঃ স্যুরেতদ্ধি বরয়াম্যহম্॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ।
এবমস্ত্বিতি দেবেশঃ পরিতুষ্টোঽব্রবীদ্বচঃ।
অন্যানপি বরান্ মত্তো যাচস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩৩
এবমুক্তস্তু হর্ষেণ গৌতমঃ প্রাহ শঙ্করম্॥ ৩৪
গৌতম উবাচ।
ইমাং দেবীং জটাসংস্থাং পাবনীং লোকপাবনীম্

উপাসিতব্য, সেই পরম ব্রহ্মবস্তুকে ধ্যান করিয়া ও প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। যোগিগণের এই মুক্তিই সাক্ষাৎ সেই উমাপতি। ভগবান্ শম্ভু জগতের হিতের নিমিত্ত যে যে অমেয় মায়া-রূপ ধারণ করেন, হে মাতঃ! সেই সেই যোগ-যোগ্য রূপ আপনিও তেমনি ধারণ করিয়া থাকেন। আপনাতেই প্রকৃত পতিব্রতাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম এই প্রকার স্তব করিতেছেন, এই গণেশাদি-পরিবৃত উমা সহ উমাপতি বৃষধ্বজ তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন,—হে গৌতম! তোমায় আমি কি দান করিব? তোমার উত্তম ভক্তি, স্তোত্র ও ব্রতাচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। প্রার্থনা কর, যাহা দেবগণেরও দুষ্কর, তাহা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—বাক্যবিশারদ গৌতম বিশ্ববিধাতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষ-জনিত বাষ্পধারায় ব্যাপ্তগাত্র হইয়া চিন্তা করিলেন,—অহো! দৈব, ধর্ম্ম, বিপ্রার্চ্চনা, লোকগতি। সকলই বিচিত্র, অহো বিধাতঃ! তোমাকে আমার নমস্কার। গৌতম আরও বলিলেন,—হে সুরপূজ্য! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, ভবদীয় জটাজুট-স্থিত শুভ গঙ্গাকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। হে দেবেশ! হে ত্রয়ীধাম! তোমায় আমার নমস্কার। ঈশ্বর কহিলেন,—এই ত্রিলোকের এবং তোমার নিজের উপ-কারের জন্য তুমি গঙ্গাকে প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রার্থনা করিতে পার। গৌতম কহিলেন,—আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই—মৎকৃত এই স্তব দ্বারা যে ভক্তগণ আপনাকে এবং দেবীকে স্তব করিবে, তাহারা যেন সর্ব্বকামে সুসমৃদ্ধ হয়। ২২—৩২। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেব তখন পরিতুষ্ট হইয়া 'তথাস্তু' বলিলেন এবং পুনরপি কহিলেন,—তুমি বিগতজ্বর হইয়া অন্যান্য বর প্রার্থনা কর। গৌতম এই

তব প্রিয়াং জগন্নাথ উৎসৃজ ব্রহ্মণো গিরৌ।
সর্ব্বাসাং তীর্থভূতা তু যাবদ্গচ্ছতি সাগরম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি মনোবাক্কায়িকানি চ॥ ৩৬
স্নানমাত্রেণ সর্ব্বাণি বিলয়ং যান্তু শঙ্কর।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ অয়নে বিষুবে তথা॥ ৩৭
সংক্রান্তৌ বৈধৃতৌ পুণ্যতীর্থেষ্বন্যেষু যৎ ফলম্
অস্যাস্ত স্মরণাদেব তৎপুণ্যং জায়তাং হর॥ ৩৮
শ্লাঘ্যং কৃতে তপঃ প্রোক্তং ত্রেতায়াং যজ্ঞকর্ম্ম চ
দ্বাপরে যজ্ঞদানে চ দানমেব কলৌ যুগে॥ ৩৯
যুগধর্ম্মাশ্চ যে সর্ব্বে দেশধর্ম্মাস্তথৈব চ।
দেশকালাদিসংযোগে যো ধর্ম্মো যত্র শস্যতে॥
যদন্যত্র কৃতং পুণ্যং স্নানদানাদি সংযমৈঃ।
অস্যাস্ত স্মরণাদেব তৎ পুণ্যং জায়তাং হর॥
যত্র যত্র স্বিয়ং যাতি যাবৎ সাগরগামিনী।
তত্র তত্র ত্বয়া ভাব্যমেষ চাস্ত বরো বরঃ॥৪২
যোজনানাং তুপরি তু দশ যাবচ্চ সংখ্যয়া।
তদন্তরপ্রবিষ্টানাং মহাপাতকিনামপি॥ ৪৩
তৎ পিতৃণাঞ্চ তেষাঞ্চ স্নানায়াগচ্ছতাং শিব।
স্নানে চাপ্যন্তরে মৃত্যোর্মুক্তিভাজো ভবন্তু বৈ
একতঃ সর্ব্বতীর্থানি স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতলে।
এষা তেভ্যো বিশিষ্টা তু অলং শম্ভো
নমোঽস্ত তে ৪৫

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্গৌতমবচঃ শ্রুত্বা তথাস্ত্বিত্যব্রবীচ্ছিবঃ।
অস্যাঃ পরতরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদে চ পরিনিষ্ঠিতম্
সর্ব্বেষাং গৌতমীপুণ্যা ইত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত॥৪৭
ততো গতে ভগবতি লোকপূজিতে
তদাজ্ঞয়া পূর্ণবলঃ স গৌতমঃ।

কথায় হৃষ্ট হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,—হে জগন্নাথ! আপনার এই জটাবস্থিতা লোক-পাবনী প্রেয়সী গঙ্গাদেবীকে ব্রহ্মগিরিতে পরিত্যাগ করুন। ইনি সমস্ত নদী মধ্যে তীর্থভূত হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিবেন। ইঁহার জলে স্নানমাত্র মানসিক, বাচিক ও কায়িক—ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ, সমস্তই বিলয় পাইয়া যাউক। হে শঙ্কর! চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ, অয়ন, বিষুব ও বৈধৃতি প্রভৃতি যোগ উপলক্ষে অন্যান্য পুণ্য তীর্থে স্নান করিলে, যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইঁহার স্মরণমাত্রেই সেই ফল হউক। হে হর! সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় যজ্ঞকর্ম্ম, দ্বাপরে যজ্ঞ ও দান এবং কলিযুগে একমাত্র দানই শ্লাঘ্য। এই সকল যুগধর্ম্ম, সমস্ত দেশধর্ম্ম এবং দেশকালাদির যোগে যে ধর্ম্ম যথায় প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত এবং অন্য তীর্থে স্নান, দান ও সংযমাদি দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এই গঙ্গা নদীর স্মরণ মাত্রেই সেই সেই পুণ্য উৎপন্ন হউক। হে হর! এই সাগরগামিনী সুরতরঙ্গিণী যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইবেন, তথায় তথায় আপনারও অধিষ্ঠান প্রার্থনীয়; ইহাই আমার বর হউক। এই সুরনদীর তীর-ভূমি হইতে দশযোজন-পরিমিত ভূভাগ মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা মহাপাতকী হইলেও তাহাদের ও তাহাদের পিতৃপুরুষ-গণের এবং স্নানোদ্দেশ্যে গমনোদ্যত ব্যক্তি-গণের যদি স্নান করিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হয়, তবে তাহারাও মুক্তিভাজন হউক। হে শিব! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলমধ্যে সমস্ত তীর্থ একদিকে, আর সেই সকল তীর্থ হইতে বিশিষ্ট তীর্থ সুরনদী অন্যদিকে হউন; অর্থাৎ সমস্ত তীর্থস্নানে যে ফল হইবে, একমাত্র এই গঙ্গাস্নানেই সেই ফল হউক। ইহাই আমার প্রার্থনা। হে শম্ভো! আমার আর অধিক বক্তব্য নাই; তোমায় আমার নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শিব গৌতমের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—'তথাস্তু'। ইহা অপেক্ষা প্রধান তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি,—"সমস্ত নদী অপেক্ষা এই গৌতমী নদী পুণ্যতমা।" এই বলিয়া শঙ্কর অন্তর্হিত হইলেন। লোকপূজ্য ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিলে, পূর্ণকাম গৌতম

জটাং সমাদায় সরিদ্বরাং তাং
সুরৈর্বৃতো ব্রহ্মগিরিং বিবেশ ॥ ৪৮
ততস্ত গৌতমে প্রাপ্তে জটামাদায় নারদ।
পুষ্পবৃষ্টিরভূত্তত্র সমাজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ ॥ ৪৯
ঋষয়শ্চ মহাভাগা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
জয়শব্দেন তং বিপ্রং পূজয়ন্তো মুদান্বিতাঃ ॥৫০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বয়ম্ভু-ঋষিসংবাদে তীর্থমাহাত্ম্যে গৌতম্যানয়নং নাম পঞ্চসপ্ততিতমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

মহেশ্বরজটাজুটাদ্দগঙ্গামাদায় গৌতমঃ।
আগত্য ব্রহ্মণঃ পুণ্যে ততঃ কিমকরোদ্গিরৌ
ব্রহ্মোবাচ।
আদায় গৌতমো গঙ্গাং শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
পূজিতো দেবগন্ধর্বৈস্তথা গিরিনিবাসিভিঃ ॥ ১
গিরের্মূর্দ্ধ্নি জটাং স্থাপ্য স্মরন্ দেবং ত্রিলোচনম্
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গঙ্গাং স দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩
গৌতম উবাচ।
ত্রিলোচনজটোদ্ভূতে সর্বকামপ্রদায়িনি।
ক্ষমস্ব মাতঃ শান্তাসি সুখং যাহি হিতং কুরু ॥
ব্রহ্মোবাচ।
এবমুক্তা গৌতমেন গঙ্গা প্রোবাচ গৌতমম্।
দিব্যরূপধরা দেবী দিব্যস্রগনুলেপনা ॥ ৫
গঙ্গোবাচ।
গচ্ছেয়ং দেবসদনমথবাপি কমণ্ডলুম্।
রসাতলং বা গচ্ছেয়ং জাতস্থং সত্যবাগসি ।৬
গৌতম উবাচ।
ত্রয়াণামুপকারার্থং লোকানাং যাচিতা ময়া।
শম্ভুনা চ তথা দত্তা দেবি তন্নান্যথা ভবেৎ ॥৭
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্গৌতমবচঃ শ্রুত্বা গঙ্গা মেনে দ্বিজেরিতম্।
ত্রেধাত্মানং বিভজ্যাথ স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতলে ॥ ৮

সুরগণে পরিবৃত হইয়া সেই জটাস্থিত সরিদ্বরাকে লইয়া ব্রহ্মগিরিতে প্রবেশ করিলেন। হে নারদ! গৌতম সেই হরজটা লইয়া আগমন করিলে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন সুরগণ সকলেই এবং দেবগণ, ঋষিগণ, মহা-ভাগ ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষত্রিয়গণ সম্মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে জয় শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক সেই বিপ্রবর গৌতমকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ৩৩—৫০।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫।

ষ সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—গৌতম মহেশ্বরের জটাজুট হইতে গঙ্গাকে লইয়া পুণ্য ব্রহ্ম-গিরিতে আনয়নপূর্ব্বক কি করিয়াছিলেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম শুচি হইয়া প্রযত-মনে গঙ্গাকে আনিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও পর্ব্বত-বাসিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। তিনি সেই হর-জটা গিরিশিখরে স্থাপন করিয়া ত্রিলোচন দেবকে স্মরণ করত কৃতাঞ্জলি-করে গঙ্গাকে কহিলেন; হে হরজটাপ্রভবে, সর্ব্ব-কাম-দায়িনি মাতঃ! আপনি ক্ষমা করুন, শান্ত হউন, সুখে গমন করুন এবং সকলের হিতসাধন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা গৌতম কর্ত্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক দিব্য মাল্য ও অনুলেপনে ভূষিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! তুমি সত্যবাক্ হইলে; আমি এক্ষণে দেব-ভবনে অথবা ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে কিম্বা রসাতলে গমন করিব। গৌতম বলিলেন, —ত্রিলোকের উপকারের জন্য আমি আপ-নাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হে দেবি! শম্ভু আপনাকে দান করিয়াছেন; অতএব আমার প্রার্থিত বিষয়ের যেন অন্যথা না হয় না। ১-৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা গৌতমের বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিলেন এবং আত্মাকে

স্বর্গে চতুর্দ্ধা ব্যগমৎ সপ্তধা মর্ত্ত্যমণ্ডলে।
রসাতলে চতুর্দ্ধৈব সৈবং পঞ্চদশাকৃতিঃ ॥ ৯
সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতৈব সর্ব্বপাপবিনাশিনী।
সর্ব্বকামপ্রদা নিত্যং সৈব বেদে প্রগীয়তে ॥১০
মর্ত্ত্যা মর্ত্ত্যগতামেব পশ্যন্তি ন তলং গতাম্।
নৈব স্বর্গগতাং মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্ত্যজ্ঞানবুদ্ধয়ঃ ॥ ১১
যাবৎসাগরগা দেবী তাবদ্দেবময়ী স্মৃতা।
উৎসৃষ্টা গৌতমেনৈব প্রায়াৎ পূর্ব্বার্ণবং প্রতি
ততো দেবর্ষিভির্জুষ্টাং মাতরং জগতঃ শুভাম্
গৌতমো মুনিশার্দ্দূলঃ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥১২
ত্রিলোচনং সুরেশানং প্রথমং পূজ্য গৌতমঃ
উভয়োস্তীরয়োঃ স্নানং করোমীতি দধে মতিম্
স্মৃতমাত্রস্তদা তত্রাবিরাসীৎ করুণার্ণবঃ।
তত্র স্নানং কথং সিধ্যেদিত্যেবং শর্ব্বমব্রবীৎ ॥

ত্রিধা বিভক্ত করত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে গমন করিলেন। তাঁহার ত্রিলোকগামিনী ধারা স্বর্গে চতুর্দ্ধা, মর্ত্ত্যমণ্ডলে সপ্তধা এবং রসাতলে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইল। এইরূপে সর্ব্বসমেত তিনি পঞ্চদশ ধারায় বিভক্ত হইলেন। গঙ্গা সর্ব্বত্র সর্ব্বভূত-স্বরূপিণী, সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী এবং নিত্য নিখিল-কাম-দায়িনী বলিয়া বেদে গীত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যস্থ লোকেরা তাঁহার রসাতলগত মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। তাঁহার মর্ত্ত্যপ্রবাহিত রূপই তাহারা দর্শন করে। এইরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিহীন মর্ত্ত্যবাসীরা তাঁহার স্বর্গস্থ মূর্ত্তিও দর্শন করিতে পারে না। গৌতম কর্ত্তৃক অবতারিত হইয়া সাগরগামিণী গঙ্গাদেবী দেবময়ী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন এবং তিনি পূর্ব্বার্ণবে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর মুনিশার্দ্দূল গৌতম দেবর্ষিগণ-সেবিত পাবনী জগন্মাতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে তিনি ভাবিলেন,—আমি সুরেশ্বর ত্রিলোচনকে অর্চ্চনা করিয়া উভয় তীরে স্নান করিব। গৌতম স্মরণ করিবামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই করুণাসাগর শিব তথায় আবির্ভূত হইলেন। গৌতম তাঁহাকে কিরূপে স্নান-

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ভক্তিনম্রস্ত্রিলোচনম্ ॥ ১৬
গৌতম উবাচ।
দেবদেব মহেশান তীর্থস্নানবিধিং মম।
ব্রূহি সম্যঙ্মহেশান লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১৭
শিব উবাচ।
মহর্ষে শৃণু সর্ব্বঞ্চ বিধিং গোদাবরীভবম্।
পূর্ব্বং নান্দীমুখং কৃত্বা দেহশুদ্ধিং বিধায় চ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ তেষামাজ্ঞাং প্রগৃহ্য চ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ গচ্ছন্তি পতিতালাপবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯
যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ২০
ভাবদুষ্টিং পরিত্যজ্য স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ।
শ্রান্তসংবাহনং কুর্ব্বন্ দদ্যাদন্নং যথোচিতম্ ॥২১
অকিঞ্চনেভ্যঃ সাধুভ্যো দদ্যাদ্বস্ত্রাণি কম্বলান্
শৃণ্বন্ হরিকথাং দিব্যাং তথা গঙ্গাসমুদ্ভবাম্।
অনেন বিধিনা গচ্ছন্সম্যক্‌তীর্থফলং লভেৎ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে তীর্থমাহাত্ম্যে
ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সিদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌতম কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তি-নম্রভাবে ত্রিলোচনকে বলিলেন,—হে মহেশ্বর দেব-দেব! জগতের হিতের নিমিত্ত তীর্থ-স্নান-বিধি সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করুন। শিব বলিলেন,—হে মহর্ষে! গোদাবরী নদীর স্নান-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর। প্রথমতঃ নান্দীমুখ করিয়া দেহশুদ্ধি করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের আদেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক পতিত জনের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া লোক সকল তীর্থস্নানে গমন করিবে। যাহার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় ও মন সুসংযত হইয়াছে এবং যাহার বিদ্যা আছে, তপস্যা আছে, কীর্ত্তি আছে, তিনিই তীর্থফল প্রাপ্ত হন। স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ হইয়া ভাবদুষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থসেবী নর অকিঞ্চন সাধুদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও কম্বল দান করিবেন এবং গঙ্গার উৎপত্তিবিষয়ক দিব্য হরিকথা

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
ত্র্যম্বকশ্চ ইতি প্রাহ গৌতমং মুনিভির্বৃতম্।
শিব উবাচ।
দ্বিহস্তমাত্রে তীর্থানি সম্ভবিষ্যন্তি গৌতম।
সর্ব্বত্রাহং সন্নিহিতঃ সর্ব্বকামপ্রদস্তথা॥ ২
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ তথা সাগরসঙ্গমে।
এতেষু পুণ্যদা পুংসাং মুক্তিদা সা ভগীরথী॥৩
নর্ম্মদা তু সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
যমুনা সঙ্গতা তত্র প্রভাসে তু সরস্বতী॥ ৪
কৃষ্ণা ভীমরথী চৈব তুঙ্গভদ্রা তু নারদ।
তিসৃণাং সঙ্গমো যত্র তত্তীর্থং মুক্তিদং নৃণাম্॥
পয়োষ্ণী সঙ্গতা যত্র তত্রত্যা তচ্চ মুক্তিদম্।
ইয়ং তু গৌতমী বৎস যত্র ক্বাপি সমাশ্রয়া॥ ৬
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা নৃণাং স্নানান্মুক্তিং প্রদাস্যতি।
কিঞ্চিৎকালে পুণ্যতমং কিঞ্চিত্তীর্থং সুরাগম॥
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা তীর্থং গৌতমী নাত্র সংশয়ঃ।
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যোজনানাং শতদ্বয়ে
তীর্থানি মুনিশার্দ্দূল সম্ভবিষ্যন্তি গৌতম।
ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা গৌতমী বৈষ্ণবীতি চ॥ ৯
ব্রাহ্মী গোদাবরী নন্দা সুনন্দা কামদায়িনী।
ব্রহ্মতেজঃসমানীতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥ ১০
স্মরণাদেব পাপৌঘহন্ত্রী মম সদা প্রিয়া।
পঞ্চানামপি ভূতানামাপঃ শ্রেষ্ঠত্বমাগতাঃ॥ ১১
তত্রাপি তীর্থভূতাস্ত তস্মাদাপঃ পরাঃ স্মৃতাঃ।
তাসাং ভাগীরথী শ্রেষ্ঠা তাভ্যোঽপি গৌতমী তথা
আনীতা সজটা গঙ্গা অস্যা নান্যচ্ছুভাবহম্।
স্বর্গে ভুবি তলে বাপি তীর্থং সর্ব্বার্থদং মুনে॥

শ্রবণ করিবেন। এইরূপ বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি তীর্থে যায়, তাহার বিশিষ্ট তীর্থ-ফল লাভ হয়। ৮—২২।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ ত্র্যম্বক মুনি-গণ-পরিবৃত গৌতমকে বলিলেন,—হে গৌতম! গঙ্গার দ্বিহস্ত-পরিমিত স্থানে সমস্ত তীর্থই বিরাজ করিবেন। সর্ব্ব-কামপ্রদ আমিও সর্ব্বত্রই সন্নিহিত থাকিব। গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ এবং সাগরসঙ্গম এই স্থানত্রয়ে ভাগীরথী দেবী নরগণের পক্ষে পুণ্যদাত্রী ও মুক্তিদাত্রী হইয়া থাকেন। অমরকণ্টক পর্ব্বতে সরিদ্বরা নর্ম্মদা প্রবাহিতা। যমুনা তাঁহার সহিত মিলিতা। প্রভাসতীর্থে সরস্বতী প্রবাহিতা। হে নারদ! কৃষ্ণা, ভীমরথী ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমতীর্থ নরগণের মুক্তিপ্রদ। পয়োষ্ণী নদী যথায় সম্মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানও মুক্তিপ্রদ। কিন্তু হে বৎস! আমার আদেশে এই গৌতমী নদী যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই স্নানমাত্রে ইহা সমস্ত মানবের সর্ব্ব-কামফল ও মুক্তিপ্রদ। কোন কোন তীর্থ কালবিশেষে এবং কোন কোন তীর্থ দেব-সমাগমে পুণ্যতম হয়; কিন্তু ঐ গৌতমী নদী সর্ব্বকালেই সকলের নিকট পুণ্যতম; ইহাতে সংশয় নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, গৌতম! এই গৌতমী নদীর দুইশত যোজনের মধ্যে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ বিরাজ করিবে। এই গৌতমী গঙ্গা মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী, গোদাবরী, নন্দা, ও সুনন্দা নামে অভি-হিতা। ইহা ব্রহ্মতেজে আনীতা; সুতরাং কামদায়িনী ও সর্ব্বপাপনাশিনী।১—১০। এই নদী সদাই আমার প্রিয়া; ইহা স্মরণ মাত্রেই পাপরাশি-নাশিনী। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে জলই শ্রেষ্ঠ; তদুপরি তাহা আবার তীর্থভূত। সুতরাং জল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। এই জলের মধ্যে ভাগীরথী শ্রেষ্ঠ এবং ভাগীরথী অপেক্ষা গৌতমী আরও শ্রেষ্ঠা। হে মুনে! এই গঙ্গা হর-জটার সহিত আনীতা, সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর শুভাবহ তীর্থ নাই।

ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র গৌতমায় মহাত্মনে।
সাক্ষাদ্বরেণ তুষ্টেন ময়া তব নিবেদিতম্॥ ১৪
এবংসা গৌতমী গঙ্গা সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকা মতা
তৎস্বরূপঞ্চ কথিতং কুতোঽন্যা শ্রবণস্পৃহা॥১৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে তীর্থমাহাত্ম্যে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
দ্বিবিধা সৈব গদিতা একাপি সুরসত্তম।
একো ভেদস্ত কথিতো ব্রাহ্মণে নাহৃতো যতঃ॥
ক্ষত্রিয়েণাপরোঽপ্যংশো জটাস্বেব ব্যবস্থিতঃ
ভবস্য দেবদেবস্য আহৃতস্তদ্বদস্ব মে॥ ২
ব্রহ্মোবাচ।
বৈবস্বতান্বয়ে জাত ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভবঃ।
পুরা বৈ সগরো নাম রাজাসীদতিধার্ম্মিকঃ॥ ৩
যজ্বা দানপরো নিত্যং ধর্ম্মাচারবিচারবান্।
তস্য ভার্য্যাদ্বয়ং চাসীৎ পতিভক্তিপরায়ণম্॥৪
তস্য বৈ সন্ততির্নাভূদিতি চিন্তাপরোঽভবৎ।
বসিষ্ঠং গৃহমাহূয় সম্পূজ্য বিধিবত্ততঃ॥ ৫
উবাচ বচনং রাজা সন্ততেঃ কারণং প্রতি।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ধ্যাত্বা রাজানমব্রবীৎ॥ ৬
বসিষ্ঠ উবাচ।
সপত্নীকঃ সদা রাজন্নৃষিপূজাপরো ভব॥ ৭
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা স মুনির্বিপ্র যথাস্থানং জগাম হ।
একদা তস্য রাজর্ষের্গৃহমাগাত্তপোনিধিঃ॥ ৮
তস্মর্ষেঃ পূজনং চক্রে স সন্তুষ্টোঽব্রবীদ্বচঃ।
বরং ব্রূহি মহাভাগেত্যুক্তে পুত্রান্ স চাবৃণোৎ
স মুনিঃ প্রাহ রাজানমেকস্যাং বংশধারকঃ।

স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে, সর্ব্বত্রই এই গৌতমী-তীর্থ সর্ব্বার্থদায়ক। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র! সাক্ষাৎ হর মহাত্মা গৌতমের নিকট এই সকল কথা কহিয়াছিলেন। আমি তুষ্ট হইয়া তোমার নিকট বলিলাম। এইরূপে সেই গৌতমী গঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া বিদিত। আমি উহার স্বরূপ বর্ণন করিলাম। তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১১—১৫।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে সুরসত্তম! গঙ্গা এক হইয়াও যে দ্বিধাভিন্ন হইয়াছেন, তাহা আপনি বর্ণন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক আনীত তদীয় এক শাখার বিষয়ও আপনি উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্ত দেবদেব ভবের জটাবস্থিত গঙ্গার একাংশ ক্ষত্রিয় কর্তৃক যেরূপ আনীত হইয়াছিল,—তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরা কালে বৈবস্বত মনুর অন্বয়ে ইক্ষ্বাকু-কুলে সগর নামে এক অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি নিয়ত যজ্বা, দানশীল এবং ধর্ম্মসঙ্গত আচার ও বিচারবান্ ছিলেন। তাঁহার দুইটী ভার্য্যা; তাহারা ত
ছিল। রাজা সগরের সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। সেইজন্য তিনি চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। একদা রাজা স্বীয় গৃহে বসিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া বিধিমত পূজাপূর্ব্বক স্বীয় সন্ততি-সম্ভাবনার কারণ কি? তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বসিষ্ঠ তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি সস্ত্রীক হইয়া সর্ব্বদা ঋষিগণের পূজা-পরায়ণ হউন। ১—৬। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিপ্র! বসিষ্ঠ মুনি এই কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। একদা রাজর্ষি সগরের গৃহে জনৈক তপোনিধি আগমন করিলেন। রাজা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

পুত্রো ভূয়াত্তথান্যস্যাং ষষ্টিসাহস্রকং সুতাঃ ॥১০
বরং দত্ত্বা মুনৌ যাতে পুত্রা জাতাঃ সহস্রশঃ।
স যজ্ঞান্ সুবহূংশ্চক্রে হয়মেধান্ সুদক্ষিণান্ ॥
একস্মিন্ হয়মেধে বৈ দীক্ষিতো বিধিবন্নৃপঃ।
পুত্রান্ন্যযোজয়দ্রাজা সসৈন্যান্ হয়রক্ষণে ॥ ১২
কচিদন্তরমাসাদ্য হয়ং জহ্রে শতক্রতুঃ।
মার্গমাণাশ্চ তে পুত্রা নৈবাপশ্যন্ হয়ং তদা ॥১৩
সহস্রাণাং তথা ষষ্টির্নানাযুদ্ধবিশারদাঃ।
তেষু পশ্যৎসু রক্ষাংসি পুত্রেষু সগরস্য হি ॥১৪
প্রোক্ষিতং তদ্ধয়ং নীত্বা তে রসাতলমাগমন্।
রাক্ষসামায়য়া যুক্তান্নৈবাপশ্যন্ত সাগরাঃ ॥ ১৫
ন দৃষ্ট্বা তে হয়ং পুত্রাঃ সগরস্য বলীয়সঃ।
ইতশ্চেতশ্চরন্তস্তে নৈবাপশ্যন্ হয়ং তদা ॥ ১৬

হে মহাভাগ! বর গ্রহণ করুন। রাজা তাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন মুনি রাজাকে কহিলেন,—আপনার এক স্ত্রীর গর্ভে একটী বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং অপর স্ত্রীর গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মিবে। মুনি বর দিয়া চলিয়া গেলেন। মুনির কথানুসারে রাজারও সহস্র সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর রাজা সগর সুদক্ষিণান্বিত বহুসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তন্মধ্যে কোন এক অশ্বমেধ যজ্ঞে বিধিমত দীক্ষিত হইয়া রাজা সগর পুত্রদিগকে অশ্বরক্ষার জন্য সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে শতক্রতু কোন এক স্থান হইতে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়া লইলেন। সগরসুতগণ অশ্বের জন্য অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তখন সেই অশ্ব কোথাও দেখিতে পাইল না। তাহারা সংখ্যায় ষষ্টিসহস্র; তদুপরি নানা যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ। এ হেন সগরসন্তানেরা অশ্বান্বেষণে নিরত হইলে, কতকগুলি রাক্ষস সেই অশ্ব লইয়া রসাতলে গমন করিল। সগর-নন্দনেরা সেই মায়াবী রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইল না। সগরের সেই বলশালী পুত্রগণ অশ্ব

দেবলোকং তদা জগ্মুঃ পর্ব্বতাংশ্চ সরাংসি চ।
বনানি চ বিচিন্বন্তো নৈবাপশ্যন্ হয়ং তদা ॥ ১৭
কৃতস্বস্ত্যয়নো রাজা ঋত্বিগ্‌ভিঃ কৃতমঙ্গলঃ।
অদৃষ্ট্বা তু পশুং রম্যং রাজা চিন্তামুপেয়িবান্ ॥
অটন্তঃ সাগরাঃ সর্ব্বে দেবলোকমুপাগমন্।
হয়ং তমনুচিন্বন্তস্তত্রাপি ন হয়োঽভবৎ।
ততো মহীং সমাজগ্মুঃ পর্ব্বতাংশ্চ বনানি চ।
তত্রাপি চ হয়ং নৈব দৃষ্টবন্তো নৃপাত্মজাঃ ॥ ২০
এতাস্মিন্নন্তরে তত্র দৈবী বাগভবত্তদা।
রসাতলে হয়ো বদ্ধ আস্তে নান্যত্র সাগরাঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যং গন্তুকামা রসাতলম্।
অখনন্ পৃথিবীং সর্ব্বাং পরিতঃ সাগরাস্ততঃ ॥
তে ক্ষুধার্ত্তা মৃদং শুষ্কাং ভক্ষয়ন্তস্ত্বহর্নিশম্।
স্বখনংশ্চাপি জগ্মুশ্চ সত্বরাস্তে রসাতলম্ ॥২৩

অদর্শনে বহুত্র বহু অনুসন্ধান করিল। কোথাও অশ্বের সন্ধান মিলিল না। তখন তাহারা দেবলোকে গমন করিল। সেখান হইতে ক্রমে পর্ব্বত, সরোবর ও বনসমূহে বিচরণ করিয়াও কুত্রাপি অশ্বানুসন্ধান পাইল না। এদিকে রাজা ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন ও কৃতমঙ্গল হইয়া অশ্ব অদর্শনে চিন্তিত হইলেন। সগর-নন্দনেরা সকলেই তখন দেবলোকে উপস্থিত হইল। সেখানেও অনুসন্ধান করিয়া অশ্বদর্শন ঘটিল না। তখন তাহারা মহীমণ্ডলে আসিয়া সমস্ত পর্ব্বত ও বন-বিভাগে বহু অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সেই রাজকুমারেরা কোথাও অশ্ব দেখিতে পাইল না। ইত্যবসরে এইরূপ এক দৈববাণী হইল যে, হে সগরনন্দনগণ! তোমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব রসাতলে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই দৈববাণী শুনিয়া তৎকালে সেই রাজপুত্রেরা রসাতলগমনে সমুদ্যত হইল। এবং পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে খনন করিতে লাগিল। ৭—২২। তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শুষ্ক মৃত্তিকা ভক্ষণ ও রাত্রিদিন ভূমি খনন করত সত্বর রসাতলে উপনীত

তানাগতান্ ভূপসুতান্ সাগরান্বলিনঃ কৃতীন্
শ্রুত্বা রক্ষাংসি সন্ত্রস্তা ব্যগমন্ কপিলান্তিকম্।
কপিলোঽপি মহাপ্রাজ্ঞস্তত্র শেতে রসাতলে।
পুরা চ সাধিতং তেন দেবানাং কার্য্যমুত্তমম্ ॥২৫
বিনিদ্রেণ ততঃ শ্রান্তঃ সিদ্ধে কার্য্যে সুরান্প্রতি
অব্রবীৎ কপিলঃ শ্রীমান্নিদ্রাস্থানং প্রযচ্ছথ ॥২৬
রসাতলং দদুস্তস্মৈ পুনরাহ সুরান্ মুনিঃ।
যো মামুত্থাপয়েন্মন্দো ভস্মীভূয়াচ্চ সত্বরম্ ॥২৭
ততঃ শয়ে তলগতো নো চেন্ন স্বপ্ন এব হি।
তথেত্যুক্তঃ সুরগণৈস্তত্র শেতে রসাতলে ॥২৮
তস্য প্রভাবং তে জ্ঞাত্বা রাক্ষসা মায়য়া যুতাঃ।
সাগরাণাং চ সর্ব্বেষাং বধোপায়ং প্রচক্রিরে॥২৯
বিনা যুদ্ধেন তে ভীতা রাক্ষসাঃ সত্বরাস্তদা।
আগত্য যত্র স মুনিঃ কপিলঃ কোপনো মহান্

শিরোদেশে হয়ং তে বৈ বদ্ধাথ ত্বরয়ান্বিতাঃ।
দূরে স্থিত্বা মৌনিনশ্চ প্রেক্ষন্তঃ কিং ভবেদিতি
ততস্ত সাগরাঃ সর্ব্বে নির্ব্বিশন্তো রসাতলম্।
দদৃশুস্তে হয়ং বদ্ধং শয়ানং পুরুষং তথা ॥ ৩২
তং মেনিরে চ হর্ত্তারং ক্রতুহন্তারমেব চ।
এনং হত্বা মহাপাপং নয়ামোঽশ্বং নৃপান্তিকম্ ॥
কেচিদূচুঃ পশুং বদ্ধং নয়ামোঽনেন কিং ফলম্
তদাহুরপরে শূরা রাজানঃ শাসকা বয়ম্ ॥ ৩৪
উত্থাপ্যৈনং মহাপাপং হন্মঃ ক্ষাত্রেণ বর্চ্চসা।
তে তং জঘ্নুর্মুনিং পাদৈরুক্ত্বাস্তো নিষ্ঠুরাণি চ ॥
ততঃ কোপেন মহতা কপিলো মুনিসত্তমঃ।
সাগরানীক্ষয়ামাস তান্ কোপাদ্ভস্মসাৎ করোৎ
জজ্বলুস্তে ততস্তত্র সাগরাঃ সর্ব্ব এব হি।
তত্তু সর্ব্বং ন জানাতি দীক্ষিতঃ সগরো নৃপঃ ॥

হইল। সেই সকল বলবান্ কৃতিমান্ সগরনন্দনগণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া রাক্ষস সকল ত্রাসান্বিত ভাবে কপিল-সমীপে গমন করিল। মহাপ্রাজ্ঞ কপিলও সেই রসাতলে শয়ান ছিলেন। পুরা-কালে তিনি বিনিদ্র হইয়া দেবগণের বিশিষ্ট কার্য্য সাধন করেন। কার্য্য-সাধনান্তে শ্রীমান্ কপিল শ্রান্ত হইয়া সুর-গণকে বলেন যে, আমায় নিদ্রাস্থান অর্পণ করুন। তাঁহার এই কথায় দেবগণ তাঁহাকে রসাতল দান করেন। পরে কপিল মুনি সুরগণকে আবার বলেন, আপনারা জানিয়া রাখুন, যে ব্যক্তি আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিবে, সে সত্বরই ভস্মীভূত হইবে। যদি এই ব্যবস্থায় আপনারা সম্মত থাকেন, তবে আমি নিদ্রা যাই, নচেৎ আমার শয়নে প্রয়োজন নাই। সুরগণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন কপিলও রসাতলে শয়ন করিলেন। মায়াবী রাক্ষসেরা কপিলের প্রভাব জানিত, তাই তাঁহার পার্শ্বে গমন করিয়া বিনা যুদ্ধে তাহারা সমস্ত সগরনন্দনের বধোপায় উদ্ভাবন করিল। ভীত রাক্ষসেরা ক্ষিপ্রহস্তে কোপনস্বভাব

কপিলের শিরোদেশে সেই অশ্বটী বন্ধন করিয়া রাখিল। পরে তাহারা মৌনভাবে দূরে থাকিয়া 'কি হয়' তাহা দেখিতে লাগিল। ২৩—৩১। অনন্তর সগরপুত্রেরা রসাতলে প্রবেশ করিল এবং সেই অশ্ব ও তৎসমীপে শয়ান এক পুরুষকে দেখিতে পাইল। তাহারা স্থির করিল, এই ব্যক্তিই আমাদের অশ্বহর্ত্তা ও যজ্ঞহন্তা, অতএব ইহাকে বধ করিয়া নৃপসমীপে অশ্ব লইয়া যাই। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলিল, আমরা মাত্র পশুকেই লইয়া যাই, এই ব্যক্তিকে লইয়া আমাদের কি হইবে? সে কথায় প্রতিবাদ করিয়া অপর কেহ কেহ বলিল—সে কি কথা! আমরা হইলাম—শূর, শাসনকর্ত্তা ও রাজা। সুতরাং এই দুর্ব্বৃত্তকে উঠাইয়া আমাদের ক্ষত্রিয়োচিত স্বাভাবিক প্রভাবে ইহার বিনাশ বিধান করি। তাহারা সকলেই তখন একমত হইয়া পরুষ বাক্যে ভর্ৎসনা করত মুনিকে পাদদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। তখন কপিল কোপভরে সেই সাগরনন্দনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিলেন। কপি-লের নয়নানলে স্বকর্মেই তাহারা [illegible]

নারদঃ কথয়ামাস সগরায় মহাত্মনে।
কপিলস্য তু সংস্থানং হয়স্যাপি তু সংস্থিতিম্॥
রাক্ষসানাঞ্চ বিকৃতিং সাগরাণাঞ্চ নাশনম্।
ততশ্চিন্তাপরো রাজা কর্ত্তব্যং নাববুধ্যত॥৩৯
অপরোঽপি সুতস্তস্যাসীদসমঞ্জা ইতি শ্রুতঃ।
স তু বালাংস্তথা পৌরান্মৌর্খ্যাৎ ক্ষিপতি চাম্ভসি॥৪০
সগরোঽপ্যথ বিজ্ঞপ্তঃ পৌরৈঃ সম্মিলিতৈস্তদা।
দুর্নয়ং তস্য তং জ্ঞাত্বা ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীন্নৃপঃ
স্বানমাত্যাংস্তদা রাজা দেশত্যাগং করোত্বয়ম্
অসমঞ্জাঃ ক্ষত্রধর্ম্মত্যাগী বৈ বালঘাতকঃ॥৪২
সগরস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামাত্যাস্ত্বরান্বিতাঃ।
তত্যজুর্নৃপতেঃ পুত্রমসমঞ্জা গতো বনম্॥৪৩
সাগরা ব্রহ্মশাপেন নষ্টাঃ সর্ব্বে রসাতলে।
একোঽপি চ বনং প্রাপ্ত ইদানীং কা গতির্মম

অংশুমানিতি বিখ্যাতঃ পুত্রস্তস্যাসমঞ্জসঃ।
আনায্য বালকং রাজা কার্য্যং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ
কপিলঞ্চ সমারাধ্য অংশুমানপি বালকঃ।
সগরায় হয়ং প্রাদাত্ততঃ পূর্ণোঽভবৎ ক্রতুঃ॥৪৬
তস্যাপি পুত্রস্তেজস্বী দিলীপ ইতি ধার্ম্মিকঃ।
তস্যাপি পুত্রো মতিমান্ ভগীরথ ইতি শ্রুতঃ॥
পিতামহানাং সর্ব্বেষাং গতিং শ্রুত্বা সুদুঃখিতঃ
সগরং নৃপশার্দ্দূলং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ॥৪৮
সাগরাণান্তু সর্ব্বেষাং নিষ্কৃতিস্তু কথং ভবেৎ।
ভগীরথং নৃপঃ প্রাহ কপিলো বেত্তি পুত্রক॥৪৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বালঃ প্রায়াদ্রসাতলম্।
কপিলঞ্চ নমস্কৃত্বা সর্ব্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥৫০
স মুনিশ্চ চিরং ধ্যাত্বা তপসারাধ্য শঙ্করম্।

লাগিল। এদিকে যজ্ঞদীক্ষিত সগর রাজা এ ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন নারদ মহাত্মা সাগরের নিকট কপিলের সংস্থান, অশ্বরক্ষণ, রাক্ষসগণের চেষ্টা ও সগরসুতগণের বিনাশ ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন। তখন সগর রাজা চিন্তিত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অসমঞ্জা নামে অপর এক পুত্র ছিল, সেই পুত্র মূর্খতা বশতঃ পুরবাসীদিগের শিশুসন্তানগুলিকে ধরিয়া সলিলে নিক্ষেপ করিত। তখন পুরবাসীরা সম্মিলিত হইয়া একযোগে রাজার নিকট এই অত্যাচার-কাহিনী নিবেদন করিল। রাজা পুত্রের এই দুর্নয় ব্যবহার জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বীয় অমাত্যদিগকে বলিলেন, অচিরে পুত্র অসমঞ্জা এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক। অসমঞ্জা বালঘাতক; সুতরাং সে ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। রাজাদেশে অমাত্যবর্গ রাজপুত্র অসমঞ্জাকে রাজ্যত্যাগে বাধ্য করিলেন। অসমঞ্জা বনে গমন করিলেন। অমাত্য সগর-সন্তানেরা রসাতলে ব্রহ্মশাপে নষ্ট হইল। অপর পুত্র অসমঞ্জা বনে গেল। রাজা সগর ভাবিলেন, এক্ষণে আমার গতি কি হইবে? এইরূপ ভাবিয়া অসমঞ্জার বালক পুত্র অংশুমান্‌কে আনয়ন করিয়া তাহাকেই সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। অংশুমান্ বয়সে বালক হইলেও তিনি কপিলকে আরাধনা করিয়া অশ্ব আনিয়া পিতামহ সগরকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার আরব্ধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। অংশুমানের পুত্র তেজস্বী ও ধার্ম্মিক দিলীপ; তৎপুত্র মতিমান্ ভগীরথ। ভগীরথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতামহগণের দুর্গতির কথা শুনিলেন, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন তিনি বিনীতভাবে বৃদ্ধ রাজা সগরকে পিতামহগণের নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সগর প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—পুত্রক! এ সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বনীয়, তাহা রসাতলস্থ কপিলদেব বিদিত আছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বালক রসাতলে গেলেন। সেখানে গিয়া কপিলকে নমস্কারপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কপিলমুনি চিরদিন ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি

জটাজলেন স্বপিতৄনাপ্লাব্য নৃপসত্তম ॥ ৫১
ততঃ কৃতার্থো ভবিতা ত্বঞ্চ তে পিতরস্তথা।
তথা করোমীতি মুনিং প্রণম্য পুনরব্রবীৎ ॥ ৫২
ক গচ্ছেহহং মুনিশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যঞ্চাপি তদ্বদ ॥৫৩

কপিল উবাচ।

কৈলাসং ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গত্বা স্তুহি মহেশ্বরম্।
তপঃ কুরু যথাশক্তি ততশ্চেপ্সিতমাপ্স্যসি ॥৫৪

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা স মুনের্বাক্যং মুনিং নত্বা স্বগান্নগম্।
কৈলাসং স শুচির্ভূত্বা বালো বালক্রিয়ান্বিতঃ ॥
তপসে নিশ্চয়ং কৃত্বা উবাচ স ভগীরথঃ ॥ ৫৫

ভগীরথ উবাচ।

বালোহহং বালবুদ্ধিশ্চ বালচন্দ্রধর প্রভো।
নাহং কিমপি জানামি ততঃ প্রীতো ভব প্রভো
বাগ্মির্মনোভিঃ কৃতিভিঃ কদাচি-
ন্মমোপকুর্ব্বন্তি হিতে রতা যে।
তেভ্যো হিতার্থং ত্বিহ চামরেশ
সোমং নমস্যামি সুরাদিপূজ্যম্ ॥ ৫৭
উৎপাদিতো যৈরভিবর্দ্ধিতশ্চ
সমানগোত্রশ্চ সমানধর্ম্মা।
তেষামভীষ্টানি শিবঃ করোতু
বালেন্দুমৌলিং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ৫৮

ব্রহ্মোবাচ।

এবন্তু ব্রুবতস্তস্য পুরস্তাদভবচ্ছিবঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ানো বৈ ভগীরথমুবাচ হ ॥ ৫৯

শিব উবাচ।

যন্ন সাধ্যং সুরগণৈর্দেয়ং তত্তে ময়া ধ্রুবম্।
বদস্ব নির্ভয়ো ভূত্বা ভগীরথ মহামতে ॥ ৬০

ব্রহ্মোবাচ।

ভগীরথঃ প্রণম্যেশং হৃষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করম্ ॥৬১

ভগীরথ উবাচ।

জটাস্থিতাং পিতৄণাং যে পাবনায় সরিদ্বরাম্।
তামেব দেহি দেবেশ সর্ব্বমাপ্তং ততো ভবেৎ

তপস্যা করিয়া শঙ্করের আরাধনাপূর্ব্বক তদীয় জটাজলে স্বীয় পিতামহদিগকে আপ্লাবিত কর; তাহা হইলেই তোমার পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার পাইবেন। তুমি কৃতার্থ হইবে। ভগীরথ মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমি তাহাই করিব; কিন্তু হে মুনিবর! আমি কোথায় গিয়া কি করিব? তাহা আমায় বলিয়া দিউন। কপিল কহিলেন,—নরবর! তুমি কৈলাসে যাও, সেখানে গিয়া মহেশ্বরকে স্তব কর এবং যথাশক্তি তপস্যাচরণ কর; তাহা হইলে অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে।৩২—৫৪। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ,—মুনির উপদেশ পাইয়া তাঁহাকে নমস্কারপুরঃসর কৈলাস শৈলে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় গিয়া শুচিভাবে সেই বালকবয়সেই তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিলেন,—হে বালচন্দ্রধর প্রভো! আমি বালক; বালকের ন্যায় আমার বুদ্ধি। আমি তোমার তত্ত্ব কিছুই জানি না,—হে প্রভো! দয়া করিয়া আমার প্রতি তুমি প্রীত হও। বাক্য, মন ও ক্রিয়া দ্বারাও যাহারা কোন না কোন সময়ে আমার উপকার করিয়াছিলেন, আমার হিতে নিরত হইয়াছিলেন, হে অমরেশ! আমি তাঁহাদের হিতের নিমিত্ত সুরাসুর-পূজ্য সোমকে নমস্কার করি। যাঁহারা সমানগোত্র ও সমানধর্ম্মা আমাকে উৎপাদিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, ভগবান্ শিব তাঁহাদিগের অভীষ্ট সাধন করুন; আমি বালেন্দুমৌলির চরণে নিয়তই প্রণত আছি। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ এইরূপে শিবের স্তব করিতেছেন, ইত্যবসরে শিব তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বরদান-প্রস্তাবে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, হে মহামতে, ভগীরথ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, যাহা সুরগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি তোমায় তাহা নিশ্চয় অর্পণ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,— হে দেবেশ! মদীয় পিতৃপুরুষগণের পবিত্রতার জন্য আপনি আপনার জটাজূটবিহারিণী

ব্রহ্মোবাচ।
মহেশোঽপি বিহস্যাথ ভগীরথমুবাচ হ॥ ৬৩
শিব উবাচ।
দত্তা ময়েয়ং তে পুত্র পুনস্তাং স্তুহি সুব্রত॥৬৪
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্দেববচনং শ্রুত্বা তদর্থস্তু তপো মহৎ।
স্তুতিং চকার গঙ্গায়া ভক্ত্যা প্রয়তমানসঃ॥ ৬৫
তস্যা অপি প্রসাদঞ্চ প্রাপ্য বালোঽপ্যবালবৎ
গঙ্গাং মহেশ্বরাৎ প্রাপ্তামাদায়াগাদ্রসাতলম্॥
স্তবেদয়ৎ স মুনয়ে কপিলায় মহাত্মনে।
যথোদিতপ্রকারেণ গঙ্গাং সংস্থাপ্য যত্নতঃ॥ ৬৭
প্রদক্ষিণমথাবর্ত্ত্য কৃতাঞ্জলিপুটোঽব্রবীৎ॥৬৮
ভগীরথ উবাচ।
দেবি মে পিতরঃ শাপাৎ কপিলস্য মহামুনেঃ।
প্রাপ্তাস্তে বিগতিং মাতস্তস্মাত্তান্ পাতুমর্হসি
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা সুরনদী সর্ব্বেষামুপকারিকা।
লোকানামুপকারার্থং পিতৃণাং পাবনায় চ॥৭০
অগস্ত্যপীতস্যাম্ভোধেঃ পূরণায় বিশেষতঃ।
স্মরণাদেব পাপানাং নাশায় সুরনিম্নগা॥ ৭১
ভগীরথোদিতং চক্রে রসাতলতলে স্থিতান্।
ভস্মীভূতান্মপসুতান্ সাগরাংশ্চ বিশেষতঃ॥৭২
বিনির্দ্দগ্ধানথাপ্লাব্য খাতপূরমথাকরোৎ।
ততো মেরুং সমাপ্লাব্য স্থিতাং বলোঽব্রবীন্নৃপঃ
কর্ম্মভূমৌ ত্বয়া ভাব্যং তথেত্যাগাদ্ধিমালয়ম্
হিমবৎপর্ব্বতাৎপুণ্যাদ্ভারতং বর্ষমভ্যগাৎ॥ ৭৪
তন্মধ্যতঃ পুণ্যনদী প্রায়াৎ পূর্ব্বার্ণবং প্রতি।
এবমেষাপি তে প্রোক্তা গঙ্গা ক্ষাত্রা মহামুনে
মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী চ সৈব ব্রাহ্মী চ পাবনী।
ভাগীরথী দেবনদী হিমবচ্ছিখরাশ্রয়া॥ ৭৫
মহেশ্বরজটাবারি এবং দ্বৈবিধ্যমাগতম্।

সরিদ্বরাকে দান করুন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত প্রাপ্তি হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন, মহেশ্বর তৎশ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—বৎস! আমি তোমায় সেই সুরতরঙ্গিণীকে দান করিলাম; পরন্তু তুমি তাঁহাকে স্তব কর। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগীরথ দেবদেবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রযতমনে ভক্তিভরে গঙ্গাদেবীর প্রীতির নিমিত্ত কঠোর তপস্যা ও স্তব করিলেন। তিনি বালক হইয়াও অবালোচিত অধ্যবসায়ে সেই গঙ্গাদেবীর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলেন এবং মহেশ্বর হইতে প্রাপ্ত সেই গঙ্গাকে লইয়া রসাতলে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া মহামুনি কপিলের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন এবং যথাবিধি যত্নের সহিত গঙ্গাকে সংস্থাপনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিকরে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দেবি! মদীয় পিতৃপুরুষেরা মহামুনি কপিলের শাপে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন,—হে মাতঃ! আপনি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, তখন সকল-লোকহিতৈষিণী সুরতরঙ্গিণী ভগীরথের প্রার্থনা পূরণে সম্মতা হইয়া তদীয় পিতৃগণের পবিত্রতা, অগস্ত্যপীত পয়োনিধির পরিপূরণ এবং স্মরণমাত্রেই সর্ব্বজনের পাপনাশনের জন্য সুরলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করিলেন এবং ভগীরথের কথানুসারে রসাতলগত কপিল-ক্রোধে নির্দগ্ধ সগরসুতগণকে বিশেষরূপে প্লাবিত করিয়া সাগরখাত পূরণ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি সুমেরুকে প্লাবিত করিয়া অবস্থান করিলে, বালকভূপতি ভগীরথ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কর্ম্মভূমিতে অবস্থান করুন। পুণ্যনদী গঙ্গা তাহাতে সম্মত হইয়া হিমালয়ে উপনীত হইলেন, পরে হিমালয় হইতে ভারতবর্ষে অবতরণ করিলেন এবং ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া পূর্ব্বসাগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে মহামুনে! এই আমি তোমার নিকট ক্ষত্রিয়জন কর্ত্তৃক অবতারিত গঙ্গার বার্ত্তা ব্যক্ত করিলাম। এই গঙ্গাদেবীই মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী, পাবনী, হিমালয়-শিখরাশ্রিতা, ভাগীরথী এইরূপে মহেশ্বরের জটার জলে দ্বিধা বিভক্ত

বিন্ধ্যস্য দক্ষিণে গঙ্গা গৌতমী সা নিগদ্যতে ।
উত্তরে সাপি বিন্ধ্যস্য ভাগীরথ্যভিধীয়তে ॥৭৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ভাগীরথ্যবতরণং নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ন মনস্তৃপ্তিমাধত্তে কথাঃ শৃণ্বন্ধয়েরিতাঃ ।
পৃথক্তীর্থফলং শ্রোতুং প্রবৃত্তং মম মানসম্ ॥
ক্রমশো ব্রাহ্মণানীতাং গঙ্গাং মে প্রথমং বদ ।
পৃথক্তীর্থফলং পুণ্যং সেতিহাসং যথাক্রমম্ ॥২

ব্রহ্মোবাচ ।

তীর্থানাঞ্চ পৃথগ্ভাবং ফলং মাহাত্ম্যমেব চ ।
সর্ব্বং কর্ত্তুং ন শক্নোমি ন চ ত্বং শ্রবণে ক্ষমঃ ॥
তথাপি কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ।
যান্যুক্তানি চ তীর্থানি শ্রুতিবাক্যানি যানি চ ॥
তানি বক্ষ্যামি সংক্ষেপান্নমস্কৃত্য ত্রিলোচনম্ ।
যত্রাসৌ ভগবানাসীৎ প্রত্যক্ষস্ত্র্যম্বকো মুনে ॥
ত্র্যম্বকং নাম তত্তীর্থং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।
বারাহমপরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৬
তস্য রূপং প্রবক্ষ্যামি নাম বিষ্ণোর্যথাভবৎ ।
পুরা দেবান্ পরাভূয় যজ্ঞমাদায় রাক্ষসঃ ॥ ৭
রসাতলমনুপ্রাপ্তঃ সিন্ধুসেন ইতি শ্রুতঃ ।
যজ্ঞে তলমনুপ্রাপ্তে নির্যজ্ঞা হ্যভবন্মহী ॥ ৮
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো যজ্ঞে নষ্ট ইতীশ্বরাঃ
সুরাস্তমেব বিবিশূ রসাতলমনুদ্বিষম্ ॥ ৯
নাশক্নুবংস্ত তং জেতুং দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং গত্বা তস্মৈ ন্যবেদয়ন্ ॥১০
রাক্ষসস্য তু তৎ কর্ম্ম যজ্ঞভ্রংশমশেষতঃ ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণির্গত্বা চৈব রসাতলম্ ।

হইয়া একভাগ বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবাহিত গৌতমীগঙ্গা এবং অপরভাগ বিন্ধ্যাচলের উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিত ভাগীরথী গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে । ৫৫—৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮ ।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—ভগবন্ ! ভবন্মুখ-নিঃসৃত পুণ্যকথা সকল শুনিয়া শুনিয়া মদীয় মন কিছুতেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতেছে না ; মানস আমার বিভিন্ন তীর্থফলশ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছে । আপনি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণানীত গঙ্গার কথা ব্যক্ত করুন,এবং ইতিহাস উল্লেখ করিয়া যথাক্রমে তদীয় বিভিন্ন তীর্থ ও তীর্থ-ফল বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন, তীর্থসমূহের পার্থক্য, ফল ও মাহাত্ম্য সমস্ত আমি বলিতে পারি, এরূপ শক্তি আমার নাই এবং তোমারও শুনিবার ক্ষমতা নাই; তথাপি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ বলিতেছি, হে নারদ ! যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর । শ্রুতিবাক্যে যে সকল তীর্থের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আমি ত্রিলোচনকে নমস্কার করিয়া তৎসমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি । হে মুনে! যেখানে ভগবান্ ত্র্যম্বক প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন, তাহার নাম ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ত্র্যম্বকতীর্থ। অপর ত্রিলোক-বিশ্রুত বরাহতীর্থ । এই তীর্থ যেরূপে বিষ্ণুর নাম প্রাপ্ত হইল, বলিতেছি । পুরাকালে সিন্ধুসেন নামে একটা রাক্ষস দেবগণকে পরাস্ত করিয়া যজ্ঞ লইয়া রসাতলে গমন করে। যজ্ঞ রসাতলে নীত হইলে মহী একেবারে নির্যজ্ঞ হইল। যজ্ঞ নষ্ট হইলে ইহ-পরকালও নষ্ট হইল ভাবিয়া সুরগণ ব্যগ্রভাবে সেই শত্রুর উদ্দেশে রসাতলে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেই রাক্ষসকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না, তাঁহারা তখন পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণুর নিকট গিয়া রাক্ষস-কৃত যজ্ঞধ্বংস-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্

আনয়িষ্যে মখং পুণ্যং হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্ ॥ ১১
স্বঃ প্রয়ান্তু সুরাঃ সর্ব্বে ব্যেতু বো মানসো জ্বরঃ
যেন গঙ্গা তলং প্রাপ্তা পথা তেনৈব চক্রধৃক্ ॥
জগাম তরসা পুত্র ভুবং ভিত্ত্বা রসাতলম্ ।
স বরাহবপুঃ শ্রীমান্ রসাতলনিবাসিনঃ ॥ ১৪
রাক্ষসান্ দানবান্ হত্বা মুখে ধৃত্বা মহাধ্বরম্ ।
বারাহরূপী ভগবান্ মখমাদায় যজ্ঞভুক্ ॥ ১৫
যেন প্রাপ তলং বিষ্ণুঃ পথা তেনৈব শক্রজিৎ
মুখে ন্যস্য মহাযজ্ঞং নিশ্চক্রাম রসাতলাৎ ॥ ১৬
তত্র ব্রহ্মগিরৌ দেবাঃ প্রতীক্ষাং চক্রিরে হরেঃ
পথস্তস্মাদ্বিনিঃসৃত্য গঙ্গাস্রবণমভ্যগাৎ ॥ ১৭
প্রাক্ষালয়চ্চ স্বাঙ্গানি অসৃগ্লিপ্তানি নারদ ।
গঙ্গাম্ভসা তত্র কুণ্ডং বারাহমভবত্ততঃ ॥ ১৮
মুখে ন্যস্তং মহাযজ্ঞং দেবানাং পুরতো হরিঃ ।
দত্তবাংস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠো মুখাদ্‌যজ্ঞোঽভ্যজায়ত ॥ ১৯

তত্রঃ প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্গং প্রধানং স্রুব উচ্যতে ।
বারাহরূপমভবদেবং বৈ কারণান্তরাৎ ॥ ২০
তস্মাৎ পুণ্যতমং তীর্থং বারাহং সর্ব্বকামদম্ ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্ ॥ ২১
তত্র স্থিতোঽপি যঃ কশ্চিৎপিতৄন্‌স্মরতি পুণ্যকৃৎ
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পিতরঃ স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে বরাহতীর্থবর্ণনং
নমোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

বরাহ-বপু আশ্রয় করিয়া বলিলেন, আমি রসাতলে গিয়া সেই রাক্ষসবরের নিধন সাধনান্তে পবিত্র যজ্ঞ পুনরাহরণ করিব। অতএব সুরগণ সকলেই স্বর্গে যাউন, আপনাদের মানসজ্বর অপনীত হউক। হে পুত্র! চক্রধারী এই বলিয়া যে পথে গঙ্গা-দেবী রসাতলে গিয়াছিলেন, সেই পথে ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে গমন করিলেন। শ্রীমান্ বরাহ-বপুঃ ভগবান্ রসাতলস্থ দানব ও রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া বদনদ্বারা মহাযজ্ঞ ধারণপূর্ব্বক যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথেই রসাতল হইতে নির্গত হইলেন। ১—১৬। এদিকে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মগিরিতে দেবগণ হরির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হরি সেই পথ হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গার স্রোতঃ-প্রান্তে গমন করিলেন এবং তথায় স্বীয় রুধিরলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত করিয়া লইলেন। তখন হইতে সেই স্থানের নাম হইল—বরাহকুণ্ড। সুরবর হরি স্বীয় মুখন্যস্ত মহাযজ্ঞ দেবগণের অগ্রে স্থাপন করিলেন। তখন তদীয় মুখ হইতেই যজ্ঞ উৎপন্ন হইল। সেই হইতে স্রুব যজ্ঞের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ কারণবিশেষেই বরাহরূপ কল্পিত হয়। বরাহতীর্থ অতীব পুণ্যজনক ও সর্ব্ব-কামনা-সাধক। তথায় স্নান দান করিলে, সর্ব্ব যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয়। সেখানে থাকিয়া যে কোন পুণ্যবান্ লোক পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করে, তাহার পিতৃগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গধামে উপনীত হয়। ১৭—২২।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৯।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

কুশাবর্ত্তস্য মাহাত্ম্যমহং বক্তুং ন তে ক্ষমঃ।
তস্য স্মরণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১
কুশাবর্ত্তমিতি খ্যাতং নরাণাং সর্ব্বকামদম্ ।
কুশেনাবর্ত্তিতং যত্র গৌতমেন মহাত্মনা ॥ ২

অশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! কুশাবর্ত্ত তীর্থের মাহাত্ম্য যে কি পরিমাণ, তাহা তোমার নিকট বলিতে আমি সক্ষম নহি। সেই তীর্থের স্মরণ মাত্রেই মানব কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। কুশাবর্ত্ত তীর্থ মানবের সর্ব্বকামপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত। মহাত্মা গৌতম গঙ্গাকে তথায় কুশদ্বারা আবর্ত্তিত করিয়া-

কুশেনাবর্ত্তয়িত্বা তু আনয়ামাস তাং মুনিঃ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃণাং তৃপ্তিদায়কম্ ॥ ৩
নীলগঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নিঃসৃতা নীলপর্ব্বতান্।
তত্র স্নানাদি যৎকিঞ্চিৎ করোতি প্রযতো নরঃ
সর্ব্বং তদক্ষয়ং বিদ্যাৎ পিতৃণাং তৃপ্তিদায়কম্।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু কপোতং তীর্থমুত্তমম্ ॥
তস্য রূপঞ্চ বক্ষ্যামি মুনে শৃণু মহাফলম্।
তত্র ব্রহ্মগিরৌ কশ্চিদ্ব্যাধঃ পরমদারুণঃ ॥ ৬
হিনস্তি ব্রাহ্মণান্ সাধূন্ যতীন্গোপক্ষিণো মৃগান্
এবম্ভূতঃ স পাপাত্মা ক্রোধনোঽনৃতভাষণঃ ॥৭
ভীষণাকৃতিরত্যুগ্রো নীলাক্ষো হ্রস্ববাহুকঃ।
দন্তুরো নষ্টনাসাক্ষো হ্রস্বপাৎ পৃথুকুক্ষিকঃ ॥ ৮
হ্রস্বোদরো হ্রস্বভুজো বিকৃতো গর্দ্দভস্বনঃ।
পাশহস্তঃ পাপচিত্তঃ পাপিষ্ঠঃ সধনুঃ সদা ॥ ৯
তস্য ভার্য্যা তথাভূতা অপত্যান্যপি নারদ।
তয়া তু প্রের্য্যমাণোঽসৌ বিবেশ গহনং বনম্
স জঘান মৃগান্ পাপঃ পক্ষিণো বহুরূপিণঃ।

পঞ্জরে প্রাক্ষিপৎ কাংশ্চিজ্জীবমানাংস্তথেতরান্
ক্ষুধয়া পরিতপ্তাঙ্গো বিহ্বলস্তৃষয়া তথা।
ভ্রান্তদেশো বহুতরং স্ববর্ত্তত গৃহং প্রতি ॥ ১২
ততোঽপরাহ্নে সম্প্রাপ্তে নিবৃত্তে মধুমাধবে।
ক্ষণাত্তড়িদ্গর্জ্জিতঞ্চ সাভ্রঞ্চৈবাভবত্তদা ॥ ১৩
ববৌ বায়ুঃ সাশ্মবর্ষো বারিধারাতিভীষণঃ।
স গচ্ছল্লুঁব্ধকঃ শ্রান্তঃ পন্থানং নাববুধ্যত ॥ ১৪
জলং স্থলং গর্ত্তমথো পন্থানমথবা দিশঃ।
ন বুবোধ তদা পাপঃ শ্রান্তঃ শরণমপ্যথ ॥ ১৫
ক্ব গচ্ছামি ক্ব তিষ্ঠেয়ং কিং করোমীত্যচিন্তয়ৎ
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণানাহর্ত্তাহং যথান্তকঃ ॥
মমাপ্যন্তকরং ভূতং সম্প্রাপ্তং চাশ্মবর্ষণম্।

ছিলেন। মুনিবর কুশদ্বারা আবর্ত্তন করিয়াই গঙ্গাকে তথায় আনয়ন করেন। সেখানে স্নান-দান করিলে পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। সরিদ্বরা নীলগঙ্গা নীলাচল হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন। নরগণ প্রযত হইয়া তথায় স্নানাদি যে কিছু কর্ম্ম করে, তৎসমস্তই পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিজনক হয়। উত্তম কপোততীর্থ ত্রিলোক-বিখ্যাত। হে মুনে! সেই মহা-ফলজনক তীর্থস্বরূপ বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর। পুরাকালে ব্রহ্মগিরিতে এক দারুণপ্রকৃতির ব্যাধ কি বিপ্র, কি সাধু, কি পক্ষী, কি মৃগ, সমস্ত প্রাণীরই হত্যা সাধন করিত। সেই পাপাত্মা ব্যাধ অতি কোপন, অসত্যভাষী, ভীষণাকার, অতি উগ্র, বিকৃতাকার, হ্রস্ববাহু, নীলনেত্র, উন্নতদন্ত, হ্রস্বচরণ, হ্রস্বোদর, গর্দ্দভনাদী, পাশহস্ত, পাপচিত্ত, পাপিষ্ঠ ও সতত ধনুর্ব্বাণধারী ছিল। তাহার ভার্য্যা এবং পুত্রকন্যাদিও তাহারই অনুরূপ ছিল। একদা সেই ব্যাধ ভার্য্যা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। সেখানে সে বহু বিচিত্র মৃগ পক্ষী হনন করিয়া এবং অন্য কতক-গুলিকে জীবিতাবস্থাতেই ধরিয়া, পিঞ্জর-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া লইল। তখন বেলা অধিক হইয়াছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাহার দেহবৈকল্য ঘটিয়াছিল। সে বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন বৈশাখ মাসের শেষ অপ-রাহ্ণকাল উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে ক্ষণ-মধ্যেই মেঘে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। বিদ্যু-দ্বিকাশের পরক্ষণেই মেঘের গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। করকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বারিপাত আরম্ভ হইল। সেই লুব্ধক এ হেন দুঃসময়েও পথ চলিতেছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে পথ ভুলিয়া গেল। কোথায় জল, কোথায় স্থল, কোথায় গর্ত্ত, কোথায় পথ, তখন সেই পাপাত্মা তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না এবং কোথাও কোন আশ্রয়ও পাইল না। সে ভাবিল, আমি এখন কি করি, কোথায় যাই? অন্তকের ন্যায় আমি সকল প্রাণীর প্রাণ-হর্ত্তা; আজ আমারও অন্তকসদৃশ এই শিলাবর্ষণ উপস্থিত হইল। আমি অন্যন্য নিকটে কোন্ ত্রাণদাতাকে দেখিতে

ত্রাতারং নৈব পশ্যামি শিলাং বা বৃক্ষমন্তিকে ॥
এবং বহুবিধং ব্যাধো বিচিন্ত্যাপশ্যদন্তিকে।
বনে বনস্পতিমিব নক্ষত্রাণাং যথাত্রিজম্ ॥ ১৮
মৃগাণাঞ্চ যথা সিংহমাশ্রমাণাং গৃহাধিপম্।
ইন্দ্রিয়াণাং মন ইব ত্রাতারং প্রাণিনাং নগম্ ॥
শ্রেষ্ঠং বিটপিনং শুভ্রং শাখাপল্লবমণ্ডিতম্।
তমাশ্রিত্যোপবিষ্টোঽভূৎ ক্লিন্নবাসা স লুব্ধকঃ ॥
স্মরন্ ভার্য্যামপত্যানি জীবেয়ুরথবা ন বা।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র চাস্তং প্রাপ্তো দিবাকরঃ ॥২১
তমেব নগমাশ্রিত্য কপোতো ভার্য্যয়া সহ।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতো হ্যাস্তে তত্র নগোত্তমে
সুখেন নির্ভয়ো ভূত্বা সুতৃপ্তঃ প্রীত এব চ।
বহবো বৎসরা যাতা বসতস্তস্য পক্ষিণঃ ॥ ২৩
পতিব্রতা তস্য ভার্য্যা সুপ্রীতা তেব চৈব হি।
কোটরে তন্নগে শ্রেষ্ঠে জলবায়্বগ্নিবর্জ্জিতে ॥২৫
ভার্য্যাপুত্রৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বদাস্তে কপোতকঃ।

পাইতেছি না; একটী শিলা বা একটী বৃক্ষও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ব্যাধ এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া সম্মুখেই এক শাখাপল্লবমণ্ডিত অতি প্রবীণ বৃক্ষ দেখিতে পাইল। ঐ বৃক্ষ—বনে বনস্পতি, নক্ষত্রগণের চন্দ্রমা, মৃগগণের সিংহ, আশ্রমসমূহের মৃগাধিপ, ইন্দ্রিয়গণের মন এবং প্রাণিগণের আশ্রয়প্রদ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত। লুব্ধক তখন সেই বৃক্ষে আশ্রয় লইল। বর্ষার জলে তাহার বসন ক্লিন্ন হইয়াছিল। সে সেই বৃক্ষে বসিয়া তাহার স্ত্রী পুত্রদিগের বিষয় ভাবিতে লাগিল। ভাবিল—আমার সন্তানগুলি জীবিত আছে, কিম্বা নাই? ব্যাধ এইরূপ ভাবিতেছে, ইত্যবসরে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন। ঐ বৃক্ষে স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রে পরিবৃত হইয়া এক কপোত সুতৃপ্ত, প্রীত, ও নিঃশঙ্কভাবে বহুবৎসর যাবৎ মহাসুখে বাস করিতেছিল। তদীয় পতিব্রতা ভার্য্যা কপোতী জল, বায়ু, ও বহ্নি-ভয়বর্জ্জিত তরুবরের কোটরে পতির সহিত প্রীতচিত্তে

তস্মিন্ দিনে দৈববশাৎ কপোতশ্চ কপোতকী
ভক্ষ্যার্থং তু উভৌ যাতৌ কপোতো নগমভ্যগাৎ
সাপি দৈববশাৎ পুত্র পঞ্জরস্থৈব বর্ত্ততে ॥ ২৬
গৃহীতা লুব্ধকেনাথ জীবমানেব বর্ত্ততে।
কপোতকোঽপ্যপত্যানি মাতৃহীনান্যবেক্ষ্য চ ॥
বর্ষঞ্চ ভীষণং প্রাপ্তমস্তং যাতো দিবাকরঃ।
স্বকোটরং তয়া হীনমালোক্য বিললাপ সঃ ॥২৮
তাং বদ্ধাং পঞ্জরস্থাং বা ন বুবোধ কপোতরাট্
আরেভে কপোতো বৈ প্রিয়ায়া গুণকীর্ত্তনম্
নাদ্যাপ্যায়াতি কল্যাণী মম হর্ষবিবর্দ্ধিনী।
মম ধর্ম্মস্য জননী মম দেহস্য চেশ্বরী ॥ ৩০
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নৈব নিত্যং সহায়িনী।
তুষ্টে হসন্তী রুষ্টে চ মম দুঃখপ্রমার্জ্জনী ॥ ৩১
সখী মন্ত্রেষু সা নিত্যং মম বাক্যরতা সদা।

কাল কাটাইতেছিল; কপোত স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সর্ব্বদাই সেখানে বাস করিত। ঘটনাক্রমে ঐ দিন কপোত এবং কপোতী উভয়েই ভক্ষ্য-সংগ্রহার্থ বহির্গত হইয়াছিল। যথাকালে কপোত সেই বাসবৃক্ষে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু কপোতী দৈবক্রমে ঐ ব্যাধের পঞ্জরমধ্যে স্থান পাইল। লুব্ধক তাহাকে জীবিতাবস্থাতেই লইয়া আসিয়াছিল। কপোত তখন তাহার সন্তানগুলিকে মাতৃহীন দেখিয়া এবং ভীষণ বর্ষাপাত উপস্থিত, দিবাকর অস্তমিত, ও স্বীয় কোটর ভার্য্যাবিরহিত দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার ভার্য্যা যে সেই ব্যাধের পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ আছে; কপোত তাহা জানিতে পারিল না। সে তখন মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রেয়সীর গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। কপোত কহিল,—আমার হর্ষবর্দ্ধিনী কল্যাণী এখন পর্য্যন্ত আসিল না। আহা! সেই প্রিয়া আমার ধর্ম্মজননী, প্রাণেশ্বরী, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিত্য সহচরী। প্রিয়া আমার আমি তুষ্ট হইলে হাসিত এবং আমি রুষ্ট হইলে আমার দুঃখ দূর করিত। সে নিত্য আমার মন্ত্রণার সখা ছিল এবং

নাদ্যাপ্যায়াতি কল্যাণী সম্প্রযাতেঽপি ভাস্করে।
ন জানাতি ব্রতং মন্ত্রং দৈবং ধর্ম্মার্থমেব চ।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিমন্ত্রা পতিপ্রিয়া॥ ৩৩
নাদ্যাপ্যায়াতি কল্যাণী কিং করোমি ক যামি বা
কিং মে গৃহং কাননঞ্চ তয়া হীনং হি দৃশ্যতে॥
তয়া যুক্তং প্রিয়া যুক্তং ভীষণং বাপি শোভনম্
নাদ্যাপায়াতি মে কান্তা যয়া গৃহমুদীরিতম্॥
বিনানয়া ন জীবিষ্যে ত্যজে বাপি প্রিয়াং তনুম্
কিং কুর্ব্বন্তু স্বপত্যানি লুপ্তধর্ম্মস্ত্বহং পুনঃ॥ ৩৬
এবং বিলপতস্তস্য ভর্ত্তুর্বাক্যং নিশম্য সা।
পঞ্জরস্থৈব সা বাক্যং ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ॥ ৩৭

কপোতক্যুবাচ।

অত্রাহমস্মি বদ্ধৈব বিবশাস্মি খগোত্তম।
আনীতাহং লুব্ধকেন বদ্ধা পাশৈর্ম্মহামতে॥৩৮
ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি পতির্বক্তি গুণান্ মম।
সতো বাপ্যসতো বাপি কৃতার্থাহং ন সংশয়ঃ॥
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ
বিপর্য্যয়ে তু নারীণামবশ্যং নাশমাপ্নুয়াৎ॥ ৪০
ত্বং দৈবং ত্বং প্রভুর্ম্মহ্যং ত্বং সুহৃত্ত্বং পরায়ণম্।
ত্বং ব্রতং ত্বং পরং ব্রহ্ম স্বর্গো মোক্ষস্তমেব চ॥
মা চিন্তাং কুরু কল্যাণ ধর্ম্মে বুদ্ধিং স্থিরাং কুরু।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ ভুক্তা হি ভোগাশ্চ বিবিধা ময়া
অলং খেদেন মজ্জেন ধর্ম্মে বুদ্ধিং কুরু স্থিরাম্

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা প্রিয়াবাক্যমুত্ততার নগোত্তমাৎ।
যত্র সা পঞ্জরস্থা তু কপোতী বর্ত্ততে ত্বরন্॥
তামাগত্য প্রিয়াং দৃষ্ট্বা মৃতবচ্চাপি লুব্ধকম্।
মোচয়ামীতি তামাহ নিশ্চেষ্টো লুব্ধকোঽধুনা

সর্ব্বদা আমার কথানুসারে চলিত। ঐ ত ভাস্কর অস্তমিত হইলেন; আহা! এখনও সেই কল্যাণী আমার আসিল না। প্রেয়সী আমার জন্য কোন ব্রত, মন্ত্র, দৈবক্রিয়া বা ধর্ম্ম ও অর্থ কিছুই জানিত না। সে সতত পতিপ্রাণা, পতিব্রতা, পতিমন্ত্রা ও পতিপ্রিয়া ছিল। সেই কল্যাণী আমার এখনও আসিল না! আমি কি করিব কোথায় যাইব? এই ভার্য্যাহীন গৃহ কাননবৎ দেখা যাইতেছে। এ গৃহ আমার প্রিয়ার বাসেই লক্ষ্মীযুক্ত এবং ইহা ভীষণ হইলেও সুশোভন; গৃহিণীই গৃহ বলিয়া বিখ্যাত। আহা! আমার সেই কল্যাণী কামিনী গৃহিণী এখনও আগমন করিল না; আমি ভার্য্যা বিনা জীবন ধারণ করিব না, আমার এই প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আহা! আমি মরিলে আমার এই সন্তানগুলিই বা কি করিবে? কপোত এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, তদীয় ভার্য্যা কপোতী ব্যাধের পিঞ্জরে থাকিয়াই ভর্ত্তার বিলাপ শ্রবণে উত্তর করিল।১—২৩। কপোতী কহিল,—খগরাজ! আমি এই পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া বিবশভাবে পড়িয়া আছি। হে মহামতে! এক ব্যাধ আমাকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া আনিয়াছে। যাহা হউক, আমি ধন্যা এবং অনুগৃহীতা হইলাম, কেন না, পতি আমার গুণ বর্ণন করিতেছেন। আমার গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, আমি কৃতার্থ হইলাম, সন্দেহ নাই। কেননা ভর্ত্তা তুষ্ট হইলে, নারীগণের প্রতি সর্ব্ব দেবতাই তুষ্ট হইয়া থাকেন. আর ভর্ত্তার অসন্তোষে নারীগণের নাশ নিশ্চিতই ঘটে। তুমি স্বামী, তুমিই আমার দেবতা; তুমিই আমার প্রভু, তুমিই আমার সুহৃৎ, তুমিই আমার পরম আশ্রয়, তুমিই আমার ব্রত, তুমিই আমার পরম ব্রহ্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, এবং তুমিই আমার মোক্ষ। হে কল্যাণ! তুমি চিন্তা করিও না, ধর্ম্মে তোমার মতি স্থির কর। তোমার প্রসাদে আমি বিবিধ সুখ ভোগ করিয়াছি। আমার জন্য খেদ করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ধর্ম্মে মতি স্থির রাখ। ২৪—৪৩। ব্রহ্মা বলিলেন, কপোত তখন প্রিয়ার বাক্য শুনিয়া সেই বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পিঞ্জরমধ্যবর্ত্তিনী প্রিয়ার নিকট আগমন করিল এবং প্রিয়াকে তদবস্থ ও ব্যাধকে মৃতপ্রায় দেখিয়া বলিল,—প্রিয়ে! লুব্ধক এক্ষণে

মা মুঞ্চস্ব মহাভাগ জ্ঞাত্বা সম্বন্ধমস্থিরম্।
লুব্ধানাং খেচরা হ্যন্নং জীবো জীবস্য চাশনম্॥
নাপরাধং স্মরাম্যস্য ধর্ম্মবুদ্ধিং স্থিরাং কুরু।
গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥
পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ
অভ্যাগতমনুপ্রাপ্তং বচনৈস্তোষয়ন্তি যে॥ ৪৮
তেষাং বাগীশ্বরী দেবী তৃপ্তা ভবতি নিশ্চিতম্
তস্যান্নস্য প্রদানেন শক্রস্তৃপ্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৯
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ।
তস্যোপচারাদ্বৈ লক্ষ্মীর্বিষ্ণুনা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ॥
শয়নে সর্ব্বদেবাস্তু তস্মাৎ পূজ্যতমোঽতিথিঃ।
অভ্যাগতমনুপ্রাপ্তং সূর্য্যোঢং গৃহমাগতম্।
তং বিদ্যাদ্দেবরূপেণ সর্ব্বক্রতুফলো হ্যসৌ॥
অভ্যাগতং শ্রান্তমনুব্রজন্তি
দেবাশ্চ সর্ব্বে পিতরোঽগ্নয়শ্চ।
তস্মিন্ হি তৃপ্তে মুদমাপ্নুবন্তি
গতে নিরাশেঽপি চ তে নিরাশাঃ॥ ৫২
তস্মাৎসর্ব্বাত্মনা কান্ত দুঃখং ত্যক্ত্বা শমং ব্রজ
কৃত্বা তিষ্ঠ শুভাং বুদ্ধিং ধর্ম্মকৃত্যং সমাচর॥ ৫৩
উপকার্য্যোঽপকারী চ প্রবরাবিতি সম্মতৌ।
উপকারিষু সর্ব্বোঽপি করোত্যুপকৃতিং পুনঃ॥
অপকারিষু যঃ সাধুঃ পুণ্যভাক্ স উদাহৃতঃ॥
কপোত উবাচ।
আবয়োরনুরূপঞ্চ ত্বয়োক্তং সাধু মন্যসে।
কিন্তু বক্তব্যমপ্যস্তি তচ্ছৃণুষ্ব বরাননে॥ ৫৬
সহস্রং ভরতে কশ্চিচ্ছতমন্যো দশাপরঃ।
আত্মানঞ্চ সুখেনান্যো বয়ং কষ্টোদরম্ভরাঃ॥ ৫৭
গর্ত্তধান্যধনাঃ কেচিৎ কুশূলধনিনোঽপরে।

অচেতনপ্রায় রহিয়াছে, অতএব আমি তোমায় মোচন করিব। কপোতী কহিল,—মহাভাগ! তুমি আমায় মোচন করিবার প্রয়াস পাইও না; জান ত—প্রাণিগণের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী নহে। খেচরগণ ব্যাধদিগের খাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। বস্তুতঃ জীবই জীবের ভক্ষ্য। আমি ব্যাধের কোনই দোষ দেখিতেছি না, অতএব তুমি ধর্ম্মে মতি স্থির রাখ। দেখ, দ্বিজাতিগণের অগ্নি, বর্ণসমূহের ব্রাহ্মণ, স্ত্রীগণের পতি, এবং সর্ব্বজনেরই অভ্যাগত ব্যক্তি গুরু। যাহারা অভ্যাগত ব্যক্তিকে সুবচনে তুষ্ট করে, বাগীশ্বরী দেবী তাহাদিগের প্রতি নিশ্চিতই পরিতৃপ্ত থাকেন। অভ্যাগতকে অন্ন দান করিলে ইন্দ্র তৃপ্ত হইয়া থাকেন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দান করিলে পিতৃপুরুষগণ, অন্নাদি দানে প্রজাপতি, এবং উপচারাদি দানে বিষ্ণুসহ লক্ষ্মী প্রীত হইয়া থাকেন। অভ্যাগতকে শয়নীয় দানে সর্ব্বদেবতারই পরিতোষ হয়; অতএব অতিথি ব্যক্তি সর্ব্বদাই পূজ্য। সূর্য্যোঢ় শ্রান্ত অতিথি গৃহাগত হইলে তাহাকে দেবতা বলিয়াই জানিতে হইবে। ঐ অতিথির পরিচর্য্যাতেই সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ হয়। সমস্ত দেব, সমস্ত পিতৃপুরুষ এবং সমস্ত অগ্নিগণ শ্রান্ত অভ্যাগত অতিথির অনুগমন করেন। ঐ অভ্যাগত অতিথির তৃপ্তিতেই তাঁহাদের তৃপ্তি এবং তাহার নৈরাশ্যে তাঁহারাও নিরাশ হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, হে কান্ত! তুমি সর্ব্বদা দুঃখ পরিহার করিয়া শান্তি অবলম্বন কর। তোমার মতি কল্যাণকরী হউক। তুমি ধর্ম্ম কার্য্য পালন কর। উপকারী এবং অপকারী উভয়কে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। উপকারী জনের উপকার সকলেই করিয়া থাকে; কিন্তু যে পুরুষ অপকারী জনে সাধু ব্যবহার করেন, তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন বলিয়া অভিহিত।৪৪—৫৪। কপোত কহিল,—প্রিয়ে! তুমি আমাদের পতি পত্নীর অনুরূপ কথাই কহিয়াছ; তোমার মন্তব্য সাধু, সে পক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। কেহ সহস্র, কেহ শত এবং কেহ বা দশ জনের ভরণপোষণ করে, অপর কেহ সুখে আত্মপোষণ করিয়া থাকে। আমরা কষ্টে সৃষ্টে উদরপূরণ করি। কেহ কেহ গর্ত্তধান্যে ধনী, কেহ কেহ কুশূলধান্যে ধনী, এবং কেহ কেহ ঘটরক্ষিত

বটক্ষিপ্তধনাঃ কেচিচ্চঞ্চুক্ষিপ্তধনা বয়ম্॥ ৫৮
পূজয়ামি কথং শ্রান্তমভ্যাগতমিমং শুভে॥ ৫৯
কপোত্যুবাচ।
অগ্নিরাপঃ শুভা বাণী তৃণকাষ্ঠাদিকঞ্চ যৎ।
এতদপ্যর্থিনে দেয়ং শীতার্ত্তো লুব্ধকস্ত্বয়ম্॥ ৬০
ব্রহ্মোবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা প্রিয়াবাক্যং বৃক্ষমারুহ্য পক্ষিরাট্।
আলোকয়ামাস তদা বহ্নিং দূরং দদর্শ হ॥ ৬১
স তু গত্বা বহ্নিদেশং চঞ্চ্বোল্মুকমাহরৎ।
পুরোঽগ্নিং জ্বালয়ামাস লুব্ধকস্য কপোতকঃ॥
শুষ্ককাষ্ঠানি পর্ণানি তৃণানি চ পুনঃপুনঃ।
অগ্নৌ নিক্ষেপয়ামাস নিশীথে স কপোতরাট্॥
তমগ্নিং জ্বলিতং দৃষ্ট্বা লুব্ধকঃ শীতদুঃখিতঃ।
অবশানি স্বকাঙ্গানি প্রতাপ্য সুখমাপ্তবান্॥৬৪
ক্ষুধাগ্নিনা দহ্যমানং ব্যাধং দৃষ্ট্বা কপোতকী।
মা মুঞ্চস্ব মহাভাগ ইতি ভর্ত্তারমব্রবীৎ॥ ৬৫
স্বশরীরেণ দুঃখার্ত্তং লুব্ধকং প্রীণয়ামি তম্।
ইষ্টাতিথীনাং যে লোকাস্তাংস্ত্বং প্রাপ্নুহি সুব্রত
কপোত উবাচ।
ময়ি তিষ্ঠতি নৈবায়ং তব ধর্ম্মো বিধীয়তে।
ইষ্টাতিথির্ভবামীহ অনুজানীহি মাং শুভে॥৬৭
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বাগ্নিং ত্রিরাবর্ত্ত্য স্মরন্ দেবং চতুর্ভুজম্।
বিশ্বাত্মকং মহাবিষ্ণুং শরণ্যং ভক্তবৎসলম্॥৬৮
যথাসুখং জুষস্বেতি বদন্নগ্নিং তথাবিশৎ।
তং দৃষ্ট্বাগ্নৌ ক্ষিপ্তজীবং লুব্ধকো বাক্যমব্রবীৎ
লুব্ধক উবাচ।
অহো মানুষদেহস্য ধিগ্জীবিতমিদং মম।
যদিদং পক্ষিরাজেন মদর্থে সাহসং কৃতম্॥ ৭০
ব্রহ্মোবাচ।
এবং ব্রুবন্তং তং লুব্ধং পক্ষিণী বাক্যমব্রবীৎ॥
কপোতক্যুবাচ।
মাং ত্বং মুঞ্চ মহাভাগ দূরং যাত্যেষ মে পতিঃ

ধান্যে ধনী হয়; আমাদের কিন্তু চঞ্চুক্ষিপ্ত বস্তুই ধন। অতএব হে শুভে! কিরূপে আমি এই শ্রান্ত অতিথিকে অর্চ্চনা করিব? কপোতী কহিল,—এই লুব্ধক অতি শীতার্ত্ত হইয়াছে, অতএব অগ্নি, জল, শুভবাণী এবং তৃণ কাষ্ঠাদি যে কিছু বস্তু আছে, এই সকল অতিথিকে দান করিতে পার। ব্রহ্মা বলিলেন, পক্ষিরাজ প্রিয়ার বাক্য শুনিয়া তৎকালে বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল—দূরদেশে বহ্নি আছে। তদ্দর্শনে সে তখন সেই বহ্নিস্থানে উড়িয়া গিয়া চঞ্চুদ্বারা একটি জ্বলন্ত উল্মুক লইয়া আসিল এবং আসিয়া ব্যাধের সম্মুখে অগ্নি জ্বালিল। শুষ্ক কাষ্ঠ ও শুষ্ক তৃণ-পর্ণ আনিয়া বারম্বার সে সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শীতপীড়িত লুব্ধক সেই জলদগ্নি দর্শনে স্বীয় অবশ অঙ্গ প্রতাপিত করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইল। তখন কপোতী ব্যাধকে ক্ষুধানলে দহ্যমান দেখিয়া ভর্ত্তাকে বলিল,—মহাভাগ! আমায় মোচন করিয়া দাও। আমি স্বদেহ দ্বারা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাধের তৃপ্তি বিধান করি। হে সুব্রত! এইরূপ করিলে তুমি অতিথিসেবী জনগণের প্রাপ্তলোক সকল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কপোত কহিল,—হে শুভে! আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার পক্ষে এরূপ ধর্ম্মাচরণ সঙ্গত নহে। আমাকে অনুমতি দাও, আমিই অতিথির প্রিয়ানুষ্ঠান করি। ব্রহ্মা বলিলেন, কপোত এই বলিয়া তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ, বিশ্বাত্মক, শরণ্য, ভক্তবৎসল মহাবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে করিতে 'আমায় গ্রহণ কর,' এই বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। লুব্ধক তাহাকে অগ্নিমধ্যে প্রাণহীন অবস্থায় অবলোকন করিয়া বলিল, আহা! মানুষদেহধারী আমার জীবনে ধিক্! আমার এই দেহের জন্যই পক্ষিরাজ আজ জীবন বিসর্জ্জন করিল। ব্রহ্মা বলিলেন,—লুব্ধক এই কথা কহিলে, কপোতী কহিল,—হে মহাভাগ! তুমি আমায় মোচন করিয়া দাও। আমার

ব্রহ্মোবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা পঞ্জরস্থাং কপোতকীম্।
লুব্ধকো মোচয়ামাস তরসা ভীতবত্তদা ॥ ৭২
সাপি প্রদক্ষিণং কৃত্বা পতিমগ্নিং তদা জগৌ ॥

কপোত্যুবাচ।

স্ত্রীণাময়ং পরো ধর্ম্মো যদ্ভর্ত্তুরনুবেশনম্।
বেদে চ বিহিতো মার্গঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবং স্বনুগতা নারী সহ ভর্ত্রা দিবং ব্রজেৎ ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানুষে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।
নমস্কৃত্বা ভুবং দেবান্ গঙ্গাঞ্চাপি বনস্পতীন্।
আশ্বাস্য তান্যপত্যানি লুব্ধকং বাক্যমব্রবীৎ ॥

কপোত্যুবাচ।

ত্বৎপ্রসাদান্মহাভাগ উপপন্নং মমেদৃশম্।
অপত্যানাং ক্ষমস্বেহ ভর্ত্রা যামি ত্রিবিষ্টপম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পক্ষিণী সাধ্বী প্রবিবেশ হুতাশনম্।
প্রবিষ্টায়াং হুতবহে জয়শব্দো ন্যবর্ত্তত ॥ ৮০
গগনে সূর্য্যসঙ্কাশং বিমানমতিশোভনম্।
তদারূঢ়ৌ সুরনিভৌ দম্পতী দদৃশে ততঃ ॥৮১
হর্ষেণ প্রোচতুরুভৌ লুব্ধকং বিস্ময়ান্বিতম্ ॥ ৮২

দম্পতী উচতুঃ।

গচ্ছাবস্ত্রিদশস্থানমাপৃষ্টোঽসি মহামতে।
আবয়োঃ স্বর্গসোপানমতিথিস্ত্বং নমোঽস্তু তে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বিমানবরমারূঢ়ৌ তৌ দৃষ্ট্বা লুব্ধকোঽপি সঃ।
সধনুঃ পঞ্জরং ত্যক্ত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ৮৪

লুব্ধক উবাচ।

ন ত্যক্তব্যো মহাভাগৌ দেয়ং কিঞ্চিদজানতে
অহমত্রাতিথির্মান্যো নিষ্কৃতিং বক্তুমর্হথঃ ॥ ৮৫

পতি দূর গমন করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, লুব্ধক তৎকালে কপোতীর সেই কথা শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াই সসম্ভ্রমে তাহাকে মোচন করিয়া দিল। কপোতীও তখন পতির দগ্ধ দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিল। কপোতী কহিল, ভর্ত্তার অনুবেশন করাই স্ত্রী জাতির পরম ধর্ম্ম। বেদবাক্যে স্ত্রীলোকের ইহাই সৎপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং লোকসমাজেও এই পথ প্রশস্ত বলিয়া সমাদৃত। ব্যালগ্রাহী জন্তু যেমন সবলে বিল হইতে ব্যালকে উদ্ধার করে, তেমনি পতিব্রতানারী ভর্ত্তার সাহায্যে স্বর্গগমন করিয়া থাকে। যে নারী পতির অনুগামিনী হয়, মানুষের দেহে যে সার্দ্ধ ত্রি-কোটি রোম আছে, সেই রোমসংখ্যার অনুপাতে সে তত্তকাল যাবৎ স্বর্গধামে বাস করে। এই বলিয়া কপোতী ভূমি ও গঙ্গাদেবী এবং স্বীয় অধিষ্ঠান বনস্পতিকে নমস্কার করিয়া আপনার সন্তানগুলিকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক লুব্ধককে বলিল—হে মহাভাগ! তোমার প্রসাদে আমার অদ্য ঈদৃশ অবস্থা ঘটিল। তুমি আমার সন্তানগুলিকে ক্ষমা করিও; আমি স্বামী সহ স্বর্গে চলিলাম। ৫৪—৭৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—পতিব্রতা পক্ষিণী এই বলিয়া হুতাশনে প্রবেশ করিল। সেই হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যোম-মণ্ডলে জয়-ধ্বনি উচ্চারিত হইল। তখন সেই সুর-দম্পতি-সদৃশ পক্ষিদম্পতি সূর্য্যসন্নিভ অতি সুন্দর বিমানে আরূঢ় হইল। অনন্তর তাহারা হর্ষাবিষ্ট হইয়া বিস্ময়বিহ্বল ব্যাধকে বলিল,—হে মহামতে! আমরা দেবস্থানে চলিলাম; এক্ষণে তোমার সম্মতি লইতেছি। অতিথি তুমি—আমাদের স্বর্গগমনের সোপানস্বরূপ; তোমাকে আমরা নমস্কার করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎকালে সেই বিমানারূঢ় পক্ষিদম্পতিকে দেখিয়া সেই ব্যাধও স্বীয় ধনু ও পিঞ্জর দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল,—হে মহাভাগদ্বয়! আমাকে তোমরা ত্যাগ করিও না। অজ্ঞান জনকেও কিঞ্চিৎ দান করা কর্ত্তব্য। আমি এখানে তোমাদের মান্য অতিথি; আমার যাহাতে নিষ্কৃতি হইতে পারে, তাহা

দম্পতী উচতুঃ।
গৌতমীং গচ্ছ ভদ্রং তে তস্যাঃ পাপং নিবেদয়
তত্রৈবাপ্লবনাৎ পক্ষং সর্ব্বপাপৈর্বিমোক্ষ্যসে ॥৮৬
মুক্তপাপঃ পুনস্তত্র গঙ্গায়ামবগাহনে।
অশ্বমেধফলং পুণ্যং প্রাপ্য পুণ্যো ভবিষ্যসি॥
সরিদ্বরায়াং গৌতম্যাং ব্রহ্মবিষ্ণীশসম্ভুবি।
পুনরাপ্লবনাদেব ত্যক্ত্বা দেহং মলীমসম্ ॥ ৮৮
বিমানবরমারূঢ়ঃ স্বর্গং গন্তাস্যসংশয়ম্ ॥ ৮৯
ব্রহ্মোবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তাভ্যাং তথা চক্রে স লুব্ধকঃ।
বিমানবরমারূঢ়ো দিব্যরূপধরোঽভবৎ ॥ ৯০
দিব্যমাল্যাম্বরধরঃ পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ।
কপোতশ্চ কপোতী চ তৃতীয়ো লুব্ধকস্তথা।
গঙ্গায়াশ্চ প্রভাবেণ সর্ব্বে বৈ দিবমাক্রমন্ ॥ ৯১
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং কাপোতমিতি বিশ্রুতম্।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃপূজনমেব চ ॥ ৯২
জপযজ্ঞাদিকং কর্ম্ম তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কপোততীর্থবর্ণনং নাম
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

তোমরা বলিয়া যাও। পক্ষিদম্পতি কহিল,—তুমি গৌতমী নদীতে গমন কর। তোমার মঙ্গল হউক। তোমার যে কিছু পাপ আছে, তাহা ঐ নদীর নিকট নিবেদন কর। তুমি সেখানে পক্ষাবধি কাল জলাবগাহন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। তাহার পর পুনরায় সেই গঙ্গাবগাহনে মুক্তপাপ হইয়া পবিত্র অশ্বমেধফল লাভ করত একেবারে পুণ্যাত্মা হইতে পারিবে। সরিদ্বরা গৌতমী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশান হইতে সমুৎপন্না। তুমি তাহাতে তৎপশ্চাৎ একবার অবগাহন করিলেই, তোমার কলুষিত দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নিশ্চয়ই স্বর্গগমন করিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই লুব্ধক পক্ষিদম্পতির কথা শুনিয়া তাহাই করিল। পরে দিব্য বিমানে আরূঢ়, দিব্য রূপধর, দিব্য মাল্যাম্বরে ভূষিত ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পূর্ব্বগত কপোত-কপোতীর ন্যায় লুব্ধকও গঙ্গার প্রভাবে স্বর্গে গমন করিল। সেই হইতে তত্রত্য তীর্থ "কপোত" নামে প্রসিদ্ধ হইল। ঐ তীর্থে স্নান, দান, পিতৃ-পূজন ও জপ-যজ্ঞাদি যে কিছু কর্ম্ম করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। ৮০—৯৩।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৮০।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।
কার্ত্তিকেয়ং পরং তীর্থং কৌমারমিতি বিশ্রুতম্।
যন্নামশ্রবণাদেব কুলবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ১
নিহতে তারকে দৈত্যে স্বস্থে জাতে ত্রিবিষ্টপে
কার্ত্তিকেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং প্রীত্যা প্রোবাচ পার্ব্বতী ॥ ২
যথাসুখং ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্রৈলোক্যে মনসঃ প্রিয়ান্।
মমাজ্ঞয়া প্রীতমনাঃ পিতুশ্চৈব প্রসাদতঃ ॥ ৩
এবমুক্তঃ স বৈ মাত্রা বিশাখো দেবতাপ্রিয়ঃ।
যথাসুখং বলাদ্রেমে দেবপত্ন্যোঽপি রেমিরে ॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তিকেয় বা কৌমার নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের নাম শ্রবণেও নর কুলবান্ ও রূপবান্ হইতে পারে। পুরাকালে তারক দৈত্য নিহত এবং দেবগণ সুস্থ হইলে, পার্ব্বতী প্রীতিভরে জ্যেষ্ঠপুত্র কার্ত্তিকেয়কে কহিলেন,—পুত্র! ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে কিছু মনঃ-প্রিয় ভোগ্য বস্তু আছে, তৎসমস্ত তুমি আমার আজ্ঞায় ও তোমার পিতার প্রসাদে প্রীতমনে যথাসুখে ভোগ কর। মাতা এই কথা কহিলে, কার্ত্তিকেয় বলপূর্ব্বক মনের

ততঃ সম্ভুজ্যমানাস্তু দেবপত্নীষু নারদ।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং কার্ত্তিকেয়ং দিবৌকসঃ ॥ ৫
ততো নিবেদয়ামাসুঃ পার্ব্বত্যৈ পুত্রকর্ম্ম তৎ।
অসকৃদ্বার্য্যমাণোঽপি মাত্রা দেবৈঃ স শক্তিধৃক্
নৈবাসাবকরোদ্বাক্যং স্ত্রীম্বাসক্তস্ত ষণ্মুখঃ।
অভিশাপভয়াদ্ভীতা পার্ব্বতী পর্য্যচিন্তয়ৎ ॥ ৭
পুত্রস্নেহাত্তথৈবেশা দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
দেবপত্ন্যশ্চিরং রক্ষ্যা ইতি মত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ৮
যস্যাস্তু রমতে স্কন্দঃ পার্ব্বতী ত্বপি তাদৃশী।
তদ্রূপমাত্মনঃ কৃত্বা বর্ত্তয়ামাস পার্ব্বতী ॥ ৯
ইন্দ্রস্য বরুণস্যাপি ভার্য্যামাহূয় ষণ্মুখঃ।
যাবৎ পশ্যতি তস্যাং তু মাতৃরূপমপশ্যত ॥ ১০
তামপাস্য নমস্যাথ পুনরন্যামথাহ্বয়ৎ।
তস্যাং তু মাতৃরূপং স প্রেক্ষ্য লজ্জামুপেয়িবান্ ॥
এবং বহ্বীষু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা মাতৃময়ং জগৎ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য গাঙ্গেয়ো বৈরাগ্যমগমত্তদা ॥ ১২
স তু মাতৃকৃতং জ্ঞাত্বা প্রবৃত্তস্য নিবর্ত্তনম্।
নিবার্য্যশ্চেদহং ভোগাৎ কিন্নু পূর্ব্বং প্রবর্ত্তিতঃ
তস্মান্মাতৃকৃতং সর্ব্বং মম হাস্যাস্পদস্থিতি।
লজ্জয়া পরয়া যুক্তো গৌতমীমগমত্তদা ॥ ১৪
ইয়ঞ্চ মাতৃরূপা মে শৃণোতু মম ভাষিতম্।
ইতঃ স্ত্রীনামধেয়ং যন্মম মাতৃসমং মতম্ ॥ ১৫
এবং জ্ঞাত্বা লোকনাথঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
পুত্রং নিবারয়ামাস বৃত্তমিত্যব্রবীদ্গুরুঃ ॥ ১৬

সুখে দেবপত্নীগণকে রমণ করিতে লাগিলেন এবং দেবপত্নীরাও তাঁহার সহিত রতিক্রীড়ায় সমাসক্ত হইলেন। হে নারদ! তখন হইতে সমস্ত দেবপত্নীই কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইতে লাগিল। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে কিছুতেই সে কার্য্য হইতে নিবারিত করিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ পার্ব্বতীর নিকট গিয়া তদীয় পুত্রকৃত অপকর্ম্মের কথা নিবেদন করিলেন। কিন্তু শক্তিধর ষড়ানন রমণীরমণে এতদূর আসক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতা স্বয়ং পার্ব্বতীদেবী এবং অন্যান্য দেবগণ সকলেই তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তিনি কোনক্রমেই তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন পার্ব্বতী অভিশাপভয়েও পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া চিন্তাগ্রস্ত হইলেন; ভাবিলেন,—দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবপত্নীগণকে রক্ষা করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া নিজে তিনি বহুরূপে বিভক্ত হইলেন। স্কন্দ যে যে রমণীতে আসক্ত ছিলেন, পার্ব্বতী নিজেই সেই সেই রমণীর স্থানে অবস্থান করিলেন। এদিকে ষড়ানন—ইন্দ্র বা বরুণ, যে কোন দেবের ভার্য্যাতে রমণ করিতে উদ্যত হইয়া দৃষ্টিপাত করেন, দেখেন—সেই সেই রমণীই তাঁহার মাতা পার্ব্বতীর রূপে বিরাজমানা। কার্ত্তিকেয় যে রমণীর দিকেই দৃষ্টিপাত করেন, অমনি তাঁহার মাতাকে দেখিয়া নমস্কারান্তে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কোন রমণীকে আহ্বান করেন। সেই রমণীতেও তিনি তাঁহার মাতার মূর্ত্তিই দেখেন, অমনি লজ্জায় অবনত হয়েন। এইরূপে বহু স্ত্রীতেই তাঁহার মাতার মূর্ত্তি দেখিয়া এই জগৎসংসারই ষড়াননের মাতৃময় বলিয়া বোধ হইল। তখন তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল।১—১২। তিনি তখন ভোগপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি মাতারই কৃত বলিয়া বুঝিলেন; আবার ভাবিলেন, যদি মাতারই ইহা অভিপ্রেত, তাহা হইলে কি নিমিত্ত পূর্ব্বে তিনি আমায় ভোগপ্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। অতএব মাতৃকৃত সমস্তই আমার পক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়াছে। এই ভাবিয়া ষড়ানন তখন অতি লজ্জিতভাবে গৌতমী নদীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, ইনি মাতৃরূপিণী, আমার কথা শ্রবণ করুন, এখন হইতে স্ত্রী-নামধেয় যে কিছু, সকলই আমার মাতৃসম। লোকনাথ শঙ্কর পুত্রের এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া পার্ব্বতী সহ আগমনপূর্ব্বক তাহাকে নিবারিত করিলেন। এবং বলিলেন,—"আর না যথেষ্ট হইয়াছে।"

ততঃ সুরপতিঃ প্রীতঃ কিং দদামীতি চিন্তয়ন্।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্কন্দঃ পিতরং পুনরব্রবীৎ॥ ১৭

স্কন্দ উবাচ।

সেনাপতিঃ সুরপতিস্তব পুত্রোঽহমিত্যপি।
অলমেতেন দেবেশ কিং বরৈঃ সুরপূজিত॥১৮
অথবা দাতুকামোঽসি লোকানাং হিতকাম্যযা
যাচেঽহং নাত্মনা দেব তদনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৯
মহাপাতকিনঃ কেচিদ্ গুরুদারাভিগামিনঃ।
অত্রাপ্লবনমাত্রেণ ধৌতপাপা ভবন্তু তে॥ ২০
আপ্নুবন্তূত্তমাং জাতিং তির্যঞ্চোঽপি সুরেশ্বরঃ
কুরূপো রূপসম্পত্তিমত্র স্নানাদবাপ্নুয়াৎ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

এবমস্ত্বিতি তং শম্ভুঃ প্রত্যনন্দৎ সুতেরিতম্।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং কার্ত্তিকেয়মিতি শ্রুতম্॥
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্॥ ২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কুমারতীর্থবর্ণনং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

যৎ খ্যাতং কৃত্তিকাতীর্থং কার্ত্তিকেয়াদনন্তরম্।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সোমপানফলং লভেৎ॥ ১
পুরা তারকনাশায় ভবরেতোঽপিবৎ কবিঃ।
[illegible] কবিং দৃষ্ট্বা ঋষিপত্ন্যোঽস্পৃহন্ মুনে
সপ্তর্ষীণামৃতুস্নাতাং বর্জ্জয়িত্বা ত্বরুন্ধতীম্।
তাসু গর্ভঃ সমভবৎ ষট্সু স্ত্রীসু তদাগ্নিতঃ॥
তপ্যমানাস্তু শোভিষ্ঠা ঋতুস্নাতাস্তু তা মুনে।
কিং কুর্ম্মঃ ক নু গচ্ছামঃ কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ
ইত্যুক্ত্বা তা মিথো গঙ্গাং ব্যগ্রা গত্বা ব্যপীড়য়ন্
তাভ্যস্তে নিঃসৃতা গর্ভাঃ ফেনরূপাস্তদাম্ভসি॥

এই বলিয়া পিতা দেবদেব প্রীত হইয়া পুত্রকে কোন্ বর প্রদান করিবেন, এ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন স্কন্দ কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে কহিলেন,—হে সুরপূজিত! আমি সেনাপতি হইয়া সুরপতিরূপে বিরাজিত—বিশেষতঃ আপনার আমি পুত্র, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। হে দেবেশ! আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন কি? অথবা আপনি যদি একান্তই বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন; তাহা হইলে হে দেব! আমি নিজের জন্য নহে—জগতের হিতকামনায় যাহা প্রার্থনা করি, আপনি তাহাতে অনুমোদন করুন। আমার প্রার্থনা এই যে,—যাহারা গুরুপত্নী-গামী, মহাপাতকী, তাহারা এই গৌতমীজলে স্নানমাত্রেই ধৌতপাপ হউক। হে সুরেশ্বর! এখানে স্নান করিয়া তির্য্যক্ জাতিরাও উচ্চজাতি প্রাপ্ত হউক এবং অতি রূপসম্পত্তি লাভ করুক। ব্রহ্মা বলিলেন,—শম্ভু পুত্রের কথায় অনুমোদনপূর্ব্বক বলিলেন, "এবমস্তু।" তখন হইতে সেই তীর্থ কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইল। তথায় স্নান ও দান করিলে সমস্ত যজ্ঞফল লাভ করা যায়। ১৩—২২।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তিকেয় তীর্থের অনন্তর কৃত্তিকাতীর্থ বিখ্যাত। ঐ তীর্থে স্নানমাত্রেই সোমপানফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনে! পুরাকালে তারকনিষূদনের জন্য হুতাশন ভগবান্ ভবের শুক্র পান করেন। অগ্নিকে তদবস্থ দেখিয়া ঋষিপত্নীরা তৎপ্রতি স্পৃহাবতী হন। ঋতুস্নাতা অরুন্ধতী ব্যতীত অন্য সমস্ত ঋষিপত্নীরই তাহাতে স্পৃহা হইয়াছিল। তখন ছয়টী ঋষিপত্নী অগ্নি হইতে গর্ভধারণ করেন। হে মুনে! ঋতুস্নাতা ঋষি-পত্নীরা সকলেই তপোনিষ্ঠা ও বরিষ্ঠা ছিলেন। তাঁহারা গর্ভবতী হইয়া ভাবিলেন,—আমরা কি করিব? কোথায় যাইব? কি করিলে, আমাদের মঙ্গল হইবে?" তাঁহারা পরস্পর এই বলিয়া সকলেই ব্যগ্রভাবে গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হই-

অম্ভসা স্বেকতাং প্রাপ্তা বায়ুনা সর্ব্ব এব হি।
একরূপস্তদা তাভ্যঃ ষণ্মুখঃ সমজায়ত ॥ ৬
স্রাবয়িত্বা তু তান্ গর্ভানৃষিপত্ন্যো গৃহান্ যযুঃ
তাসাং বিকৃতরূপাণি দৃষ্ট্বা তে ঋষয়োঽব্রুবন্॥
গম্যতাং গম্যতাং শীঘ্রং স্বৈরী বৃত্তির্ন যুজ্যতে।
স্ত্রীণামিতি ততো বৎস নিরস্তাঃ পতিভিস্তু তাঃ
ততো দুঃখং সমাবিষ্টাস্ত্যক্তাঃ স্বপতিভিশ্চ ষট্।
তা দৃষ্ট্বা নারদঃ প্রাহ কার্ত্তিকেয়ো হরোদ্ভবঃ॥
গাঙ্গেয়োঽগ্নিভবশ্চেতি বিখ্যাতস্তারকান্তকঃ।
তং যান্তু নচিরাদেব প্রীতো ভোগং প্রদাস্যতি॥
দেবর্ষের্বচনাদেব সমভ্যেত্য চ ষণ্মুখম্।
কৃত্তিকাঃ স্বয়মেবৈতদ্যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ন ॥ ১১
তাভ্যো বাক্যং কৃত্তিকাভ্যঃ কার্ত্তিকেয়োঽন্বমন্য চ।
গৌতমীং যান্তু সর্ব্বাশ্চ স্নাত্বা পূজ্য মহেশ্বরম্॥
এষ্যামি চাহং তত্রৈব যাস্যামি সুরমন্দিরম্।
তথেত্যুক্ত্বা কৃত্তিকাশ্চ স্নাত্বা গঙ্গাঞ্চ গৌতমীম্
দেবেশ্বরঞ্চ সম্পূজ্য কার্ত্তিকেয়ানুশাসনাৎ।
দেবেশ্বরপ্রসাদেন প্রযযুঃ সুরমন্দিরম্ ॥ ১৪
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং কৃত্তিকাতীর্থমুচ্যতে।
কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে তত্র যঃ স্নানমাচরেৎ
সর্ব্বক্রতুফলং প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
তত্তীর্থস্মরণং বাপি যঃ করোতি শৃণোতি চ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥ ১৬
ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃত্তিকাতীর্থবর্ণনং নাম
দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮২॥

লেন। তখন তাঁহাদের সমস্তেরই গর্ভ নির্গত হইয়া কোনরূপে জলোপরি ভাসিতে লাগিল। বায়ুবশে সেই ফেনপুঞ্জ একীভূত হইলে তখন তাহা হইতে একরূপধর ষড়ানন জন্মগ্রহণ করিলেন। ঋষিপত্নীরা গর্ভ ত্যাগ করিয়াই গৃহে গেলেন। তাঁহাদের বিকৃত রূপ দেখিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—"দূর্ দূর্, শীঘ্র তোরা চলিয়া যা; স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতা কখনই সমর্থন করা যায় না।" হে বৎস নারদ! এইরূপে তখন সেই ঋষি-পত্নীরা তাঁহাদের স্ব স্ব পতি কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন। তখন সেই ছয় ঋষি-পত্নী একান্ত দুঃখাভিভূত হইলে, নারদ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—হরাত্মজ, কার্ত্তিকেয়, তারকান্তক নামে বিখ্যাত। তিনি গাঙ্গেয় এবং আগ্নেয় বলিয়াও অভিহিত। আপনারা গিয়া তাহারই শরণাপন্ন হউন। তিনি তুষ্ট হইয়া ইষ্ট ফল প্রদান করিবেন। দেবর্ষি নারদের কথায় তাঁহারা ষড়াননসমীপে সমাগত হইয়া যথাযথ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কার্ত্তিকেয় কৃত্তিকাদিগের মুখে সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলে গৌতমীতে গমন করুন এবং তথায় গিয়া স্নানপূর্ব্বক মহেশ্বরের অর্চ্চনায় নিরত হউন। আমি সেইস্থানেই আসিব; পরে সুরমন্দিরে গমন করিব। কৃত্তিকাগণ, কার্ত্তিকেয়ের কথানুসারে গৌতমী গঙ্গায় গিয়া স্নান ও মহেশ্বরের পূজা করিলেন। অনন্তর দেবদেবের প্রসাদে সুরমন্দিরে উপনীত হইলেন। তখন হইতে সেই তীর্থ কৃত্তিকাতীর্থ নামে বিখ্যাত। কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রযোগে যে জন তথায় স্নান করে, তাহার সমস্ত যজ্ঞ-ফল লাভ হয় এবং সে ধার্ম্মিক রাজা হইয়া থাকে। যে জন সেই তীর্থের স্মরণ কিম্বা নাম শ্রবণ করে, তাহারও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি ও দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্তি হয়। ৫—১৬।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮২।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়।

ব্রহ্মোবাচ।
দশাশ্বমেধিকং তীর্থং তচ্ছৃণুষ্ব মহামুনে।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ হয়মেধফলং লভেৎ॥ ১

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহামুনে! এক্ষণে দশাশ্বমেধিক তীর্থের কথা শ্রবণ কর। ইহার

বিশ্বকর্ম্মসুতঃ শ্রীমান্ বিশ্বরূপো মহাবলঃ।
তস্যাপি প্রথমঃ পুত্রস্তৎপুত্রো ভৌবনো বিভুঃ॥
পুরোধাঃ কশ্যপস্তস্য সর্ব্বজ্ঞানবিশারদঃ।
তমপৃচ্ছন মহাবাহুর্ভৌবনঃ সার্ব্বভৌবনঃ॥ ৩
যক্ষ্যেঽহং হয়মেধৈশ্চ যুগপদ্দশভির্মুনে।
ইত্যপৃচ্ছদ্ গুরুং বিপ্রং ক যক্ষ্যামি সুরানিতি
সোঽবদদ্দেবযজনং তত্র তত্র নৃপোত্তম।
যত্র যত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাবর্ত্তন্ত মহাক্রতূন্॥ ৫
তত্রাভবন্নৃষিগণা আত্বিজ্যে মখমণ্ডলে।
যুগপদ্দশ মেধানি প্রবৃত্তানি পুরোধসা॥ ৬
পূর্ণতাং নায়যুস্তানি দৃষ্ট্বা চিন্তাপরো নৃপঃ।
বিহায় দেবযজনং পুনরন্যত্র তান্ ক্রতূন্॥ ৭
উপাক্রামত্তথা তত্র বিঘ্নদোষাস্তমাযযুঃ।
দৃষ্ট্বাপূর্ণাংস্ততো যজ্ঞান্ রাজা গুরুমভাষত॥ ৮
রাজোবাচ।
দেশদোষাৎ কালদোষান্মম দোষাত্তবাপি বা।
পূর্ণতাং নাপ্নুবন্তি স্ম দশ মেধানি বাজিনঃ॥ ৯
ব্রহ্মোবাচ।
ততশ্চ দুঃখিতো রাজা কশ্যপেন পুরোধসা।
গীষ্পতের্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং গত্বা সংবর্ত্তমূচতুঃ॥ ১০
কশ্যপভৌবনাবূচতুঃ।
ভগবন্ যুগপৎকার্য্যাণ্যশ্বমেধানি মানদ।
দশ সম্পূর্ণতাং যান্তি তং দেশং তং গুরুং বদ॥
ব্রহ্মোবাচ।
ততো ধ্যাত্বা ঋষিশ্রেষ্ঠঃ সংবর্ত্তো ভৌবনং তদা
অব্রবীদ্গচ্ছ ব্রহ্মাণং গুরুং দেশং বদিষ্যতি॥
ভৌবনোঽপি মহাপ্রাজ্ঞঃ কশ্যপেন মহাত্মনা।
আগত্য মামব্রবীচ্চ গুরুং দেশাদিকঞ্চ যৎ॥ ১৩
ততোঽহমব্রবং পুত্র ভৌবনং কশ্যপং তথা।
গৌতমীং গচ্ছ রাজেন্দ্র স দেশঃ ক্রতুপুণ্যবান্
অয়মেব গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ কশ্যপো বেদপারগঃ।

শ্রবণ মাত্রেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বরূপ, তৎপুত্র—প্রথম, এবং তৎপুত্র—ভৌবন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ কশ্যপ ঐ ভৌবণের পুরোহিত ছিলেন। ভৌবন সার্ব্বভৌম হইয়া কশ্যপকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে মুনে! আমি যুগপৎ দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব; কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞ আমি কোথায় করিব?—আপনি যজ্ঞস্থান নির্দ্দেশ করুন। কশ্যপ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যে যে স্থানে মহাক্রতু সকল করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই দেবযজন বিধেয়। তখন তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যজ্ঞারম্ভ হইল। বহু ঋষি, ঋত্বিক্-কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। পুরোহিতের প্রেরণায় যুগপৎ দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞই প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞ কিছুতেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল না। তদ্দর্শনে রাজা চিন্তিত হইয়া সেস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র মহাযজ্ঞ সকল আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেখানেও বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তখন রাজা তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞগুলি অপূর্ণ দেখিয়া পুরোহিতকে বলিলেন,—আমার এই দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ—দেশ, কাল, কিম্বা আপনার বা আমার দোষেই পূর্ণ হইতেছে না। ব্রহ্মা বলিলেন, তখন রাজা ও পুরোহিত দুঃখিত হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বর্ত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন! আমরা যুগপৎ দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। ঐ সকল যজ্ঞ যথায় অনুষ্ঠিত হইলে সুসম্পূর্ণ হয়, আপনি সেই দেশ ও তাহার যোগ্য গুরু নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। ১—১২। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠ সম্বর্ত্তক তখন ধ্যান করিয়া ভৌবনকে বলিলেন,—যাও গুরু ব্রহ্মার নিকটে যাও; তিনি তোমাদের যজ্ঞীয় দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ ভৌবন মহাত্মা কশ্যপের সহিত আগমনপূর্ব্বক আমার নিকট গুরু ও যজ্ঞীয় দেশের বিষয় জিজ্ঞাসিলেন। অনন্তর হে পুত্র! আমি সেই ভৌবন ও কশ্যপকে বলিলাম;—হে রাজেন্দ্র, ও হে মুনীন্দ্র! তোমরা গৌতমীতে গমন কর। সেই স্থানই যজ্ঞপুণ্যে পরিপূর্ণ। আর পৃথক্

গুরোরস্য প্রসাদেন গৌতম্যাশ্চ প্রসাদতঃ ॥
একেন হয়মেধেন তত্র স্নানেন বা পুনঃ।
সেৎস্যন্তি তত্র যজ্ঞাশ্চ দশ মেধানি বাজিনঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভৌবনো রাজা গৌতমীতীরমভ্যগাৎ
কশ্যপেন সহায়েন হয়মেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ১৭
ততঃ প্রবৃত্তে যজ্ঞেশে হয়মেধে মহাক্রতৌ।
সম্পূর্ণে তু তদা রাজা পৃথিবীং দাতুমুদ্যতঃ ॥১৮
ততোঽন্তরিক্ষে বাগুচ্চৈরুবাচ নৃপসত্তমম্।
পূজয়িত্বা স্থিতং বিপ্রানৃত্বিজোঽথ সদস্পতীন ॥
আকাশবাগুবাচ।
পুরোধসে কশ্যপায় সশৈলবনকাননাম্।
পৃথিবীং দাতুকামেন দত্তং সর্ব্বং ত্বয়া নৃপঃ ॥২০
ভূমিদানস্পৃহাং ত্যক্ত্বা অন্নং দেহি মহাফলম্।
নান্নদানসমং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥
বিশেষতস্তু গঙ্গায়াঃ শ্রদ্ধয়া পুলিনে মুনে।
ত্বয়া তু হয়মেধোঽয়ং কৃতঃ সবহুদক্ষিণঃ ॥
কৃতকৃত্যোঽসি ভদ্রন্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তথাপি দাতুকামং তং মহী প্রোবাচ ভৌবনম্
পৃথিব্যুবাচ।
বিশ্বকর্ম্মজ সার্ব্বভৌম মা মাং দেহি পুনঃপুনঃ।
নিমজ্জেঽহং সলিলস্য মধ্যে তস্মান্ন দীয়তাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
ততশ্চ ভৌবনো ভীতঃ কিং দেয়মিতি চাব্রবীৎ
পুনশ্চোবাচ সা পৃথ্বী ভৌবনং ব্রাহ্মণৈর্বৃতম্ ॥
ভূম্যুবাচ।
তিলা গাবো ধনং ধান্যং যৎকিঞ্চিদ্‌গৌতমীতটে
সর্ব্বং তদক্ষয়ং দানং কিং মাং ভৌবন দাস্যসি
গঙ্গাতীরং সমাশ্রিত্য গ্রাসমেকং দদাতি যঃ।
তেনাহং সকলা দত্তা কিং মাং ভৌবন দাস্যসি

গুরুর আবশ্যক নাই। এই বেদপারগ কশ্যপই তোমার শ্রেষ্ঠ গুরু। এই গুরুর অনুগ্রহে এবং গৌতমী গঙ্গার প্রসাদে তথায় তোমার একটী অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইলেই দশাশ্বমেধ পরিপূর্ণ হইবে। রাজা ভৌবন তৎশ্রবণে কশ্যপসহ গৌতমীতীরে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া অশ্বমেধে দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞরাজ হয়মেধ আরব্ধ হইল এবং যথাকালে পূর্ণ হইল। তখন রাজা পৃথিবীদানে সমুদ্যত হইলেন। এই সময় এক আকাশবাণী সমুত্থিত হইয়া রাজাকে এবং ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সভাসদ্দিগকে সম্মানিত করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—হে নৃপ! আপনি যে আপনার পুরোহিত কশ্যপকে এই স-শৈল-বন-কাননা পৃথিবী দানে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতেই আপনার সমস্ত প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু আপনি ভূমিদানস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া মহাফলজনক অন্ন দান করুন। ত্রিলোকমধ্যে—বিশেষতঃ এই গঙ্গা-পুলিনে অন্নদান সমান পুণ্য নাই। শ্রদ্ধার সহিত অন্নদানে যে কি অসীম পুণ্য হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আপনি এই বহু দক্ষিণান্বিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছেন—করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন। আপনার মঙ্গললাভ নিশ্চিতই। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঐরূপ আকাশবাণীর পরও রাজা মহীদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহী স্বয়ং তাঁহাকে বলিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্মসুত সার্ব্বভৌম! আমায় আপনি দান করিবেন না। আমি সলিলাভ্যন্তরে নিমগ্ন হইব, সুতরাং আপনি এই দানকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হউন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভৌবন তখন ভীত হইয়া "কি দিব" এই কথা বলিলেন। তখন পৃথ্বী তাঁহাকে পুনরায় ব্রাহ্মণগণসমক্ষে বলিলেন,—হে ভৌবন! এই গৌতমীতটে তিল, গো, ধন, ধান্য, বা অন্য যে কিছু বস্তু প্রদত্ত হউক, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং কেন তুমি আমায় দান করিতেছ? এই গঙ্গাতীরে আসিয়া যে জন একটী মাত্র গ্রাস দান করে, তৎকর্ত্তৃক আমি সম্পূর্ণরূপেই প্রদত্ত হই। অতএব আমাকে

ব্রহ্মোবাচ।
তন্তুবো বচনং শ্রুত্বা ভৌবনঃ সার্ব্বভৌবনঃ।
তথেতি মত্বা বিপ্রেভ্যো হ্যন্নং প্রাদাৎসুবিস্তরম্।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং দশাশ্বমেধিকং বিদুঃ।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং স্নানাদবাপ্যতে॥ ২৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে দশাশ্বমেধতীর্থবর্ণনং নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
পৈশাচং তীর্থমপরং পূজিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি গৌতম্যা দক্ষিণে তটে॥
গিরিব্রহ্মগিরেঃ পার্শ্বে অঞ্জনো নাম নারদ।
তস্মিন্ শৈলে মুনিবর শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা॥ ২
অঞ্জনা নাম তত্রাসীদুত্তমাঙ্গেন বানরী।
কেসরী নাম তদ্ভর্ত্তা অদ্রিকেতি তথাপরা॥ ৩
সাপি কেসরিণো ভার্য্যা শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা।
উত্তমাঙ্গেন মার্জ্জারী সাপ্যাস্তেঽঞ্জনপর্ব্বতে॥
দক্ষিণার্ণবমভ্যাগাৎ কেসরী লোকবিশ্রুতঃ।
এতস্মিন্নন্তরেঽগস্ত্যোঽঞ্জনং পর্ব্বতমভ্যগাৎ॥
অঞ্জনা চাদ্রিকা চৈব অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।
পূজয়ামাসতুরুভে যথান্যায়ং যথাসুখম্॥ ৫
ততঃ প্রসন্নো ভগবানাহোভে ব্রিয়তাং বরঃ।
তে আহতুরুভেঽগস্ত্যং পুত্রৌ দেহি মুনীশ্বর॥
সর্ব্বেভ্যো বলিনৌ শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বলোকোপকরকৌ
তথেত্যুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো জগামাশাং স দক্ষিণাম্
ততঃ কদাচিত্তে কালে অঞ্জনা চাদ্রিকা তথা।
গীতং নৃত্যঞ্চ হাস্যঞ্চ কুর্ব্বত্যৌ গিরিমূর্দ্ধনি॥ ৯
বায়ুশ্চ নির্ঋতিশ্চাপি তে দৃষ্ট্বা সস্মিতৌ সুরৌ
কামাক্রান্তধিয়ৌ চোভৌ তদা সত্বরমীয়তুঃ॥ ১০
ভার্য্যে ভবেতামুভয়োরাবাং দেবৌ বরপ্রদৌ

আর কেন দান করিবেন? ব্রহ্মা বলিলেন, সার্ব্বভৌম ভৌবন পৃথিবীর সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন দান করিলেন। তখন হইতে সেই তীর্থ দশাশ্বমেধিক নামে নিরূপিত। সেই তীর্থে স্নান করিলে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। ১২—২৯।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অপর তীর্থ পৈশাচ; ইহা ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক পূজিত। গৌতমীর দক্ষিণতট-স্থিত ঐ তীর্থের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। হে নারদ! ব্রহ্মগিরির পার্শ্বে অঞ্জন নামে এক গিরি আছে। অঞ্জনা নামে এক প্রধান অপ্সরা শাপভ্রষ্ট হইয়া ঐ অঞ্জন-শৈলে বাস করিত। উহার উত্তমাঙ্গ দেখিলে উহাকে বানরী বলিয়া বোধ হইত, উহার ভর্ত্তার নাম কেশরী। ঐ কেশরীর অপর ভার্য্যার নাম অদ্রিকা। অদ্রিকা শাপভ্রষ্টা বরাপ্সরা; উহার উত্তমাঙ্গ মার্জ্জারীর ন্যায় ছিল। কেশরীর এই ভার্য্যাও সেই অঞ্জন শৈলে বাস করিত। একদা প্রখ্যাত-নামা কেশরী দক্ষিণার্ণবে গমন করে। ঐ সময় অগস্ত্য অঞ্জন পর্ব্বতে আগমন করেন। তখন অঞ্জনা ও অদ্রিকা ঋষি-সত্তম অগস্ত্যকে যথাবিধি পূজা করিল। ঋষি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তোমরা বর গ্রহণ কর। তাহারা বলিল,—হে মুনীশ্বর! সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও সর্ব্বলোকের হিতৈষী দুইটী পুত্র আমাদিগকে দান করুন। মুনি-শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য তাহাদের প্রার্থনায় ‘তথাস্তু’ বলিয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন।১—৮। অনন্তর কোন এক সময় অঞ্জনা ও অদ্রিকা পর্ব্বতোপরি নৃত্য গীত ও হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন বায়ু এবং নির্ঋতি তাহাদিগকে দেখিয়া সহাস্য-আস্যে কামা-ক্রান্তমনে সত্বর তাহাদের সমীপে আগমন করেন এবং বলেন,—আমরা বরপ্রদ

তে অপ্যচতুরস্থেতদ্রেমাতে গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ১১
অঞ্জনায়াং তথা বায়োর্হনুমান্ সমজায়ত ।
অদ্রিকায়াঞ্চ নির্ঋতেরদ্রির্নাম পিশাচরাট্ ॥১২
পুনস্তে আহতুরুভে পুত্রৌ জাতৌ মুনের্বরাৎ
আবয়োর্বিকৃতং রূপমুত্তমাঙ্গেন দূষিতম্ ॥ ১৩
শাপাচ্ছচীপতেস্তত্র যুবামাজ্ঞাতুমর্হথঃ ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বায়ুশ্চ নির্ঋতিস্তথা ॥১৪
গৌতম্যাং স্নানদানাভ্যাং শাপমোক্ষো ভবিষ্যতি ।
ইত্যুক্তা তাবুভৌ প্রীতৌ তত্রৈবান্তরধীয়তাম্
ততোঽঞ্জনাং সমাদায় অদ্রিঃ পৈশাচমূর্ত্তিমান্ ।
ভ্রাতুর্হনুমতঃ প্রীত্যৈ স্নাপয়ামাস মাতরম্ ॥১৬
তথৈব হনুমান্ গঙ্গামাদায়াদ্রিমতিত্বরন্ ।
মার্জ্জাররূপিণীং নীত্বা গৌতম্যাস্তীরমাপ্তবান্ ॥

দেবতা, তোমরা উভয়ে আমাদিগের ভার্য্যা হও। তাহারা বলিল,—'তথাস্তু' এই বলিয়া তাহারা উভয়ে তখন উভয়ের সহিত রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর অঞ্জনার গর্ভে বায়ু হইতে হনূমান্ উৎপন্ন হইল এবং নির্ঋতি হইতে অদ্রিকার গর্ভে অদ্রি নামে এক পিশাচপ্রবর জন্মিল। অনন্তর তাহারা উভয়ে পুনরায় বলিল,—মুনির বরপ্রভাবে আপনাদের উভয় হইতে আমাদের দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। পরন্তু শচীপতির শাপে আমাদের রূপ মস্তকাবচ্ছেদে বিকৃত ও দূষিত হইয়াছে। আপনারা আমাদের সেই দোষ-ক্ষালন বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করুন। তখন বায়ু এবং নির্ঋতি প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তোমরা গৌতমী-তীরে গমন কর। সেখানে স্নান দান করিলেই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। এই কথা কহিয়া তাঁহারা প্রীতচিত্তে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর পৈশাচমূর্ত্তি অদ্রি, ভ্রাতা হনূমানের প্রীতির জন্য বিমাতা অঞ্জনাকে লইয়া গিয়া গৌতমীজলে স্নান করাইল। এইরূপ হনূমানও স্বীয় বিমাতা মার্জ্জাররূপিণী অদ্রিকাকে লইয়া গৌতমী-তীরে উপনীত

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং পৈশাচং চাঞ্জনং তথা ।
ব্রহ্মণো গিরিমাসাদ্য সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ॥১৮
যোজনানাং ত্রিপঞ্চাশন্মার্জ্জারং পূর্ব্বতো ভবেৎ
মার্জ্জারসংজ্ঞিতাত্তস্মাদ্ধনূমন্তং বৃষাকপিম্ ॥ ১৯
ফেনাসঙ্গমমাখ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ।
তস্য স্বরূপং ব্যুষ্টিশ্চ তত্রৈব প্রোচ্যতে শুভা ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পৈশাচতীর্থবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়: ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ক্ষুধাতীর্থমিতি খ্যাতং শৃণু নারদ তন্মনাঃ ।
কথ্যমানং মহাপুণ্যং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্ ॥ ১
ঋষিরাসীৎ পুরা কণ্বস্তপস্বী বেদবিত্তমঃ ।
পরিভ্রমন্নাশ্রমাণি ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ ॥ ২

হইল। তখন হইতে সেই তীর্থ পৈশাচ এবং আঞ্জন এই উভয় নামেই পরিচিত। সর্ব্ব-কাম-প্রদ ব্রহ্মগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে ত্রিপঞ্চাশৎ যোজন যাবৎ স্থান মার্জ্জার এবং তৎপরবর্ত্তী স্থান হনূমান্ সংজ্ঞায় অভিহিত। গৌতমী নদীর ঐ উভয় স্থানের ফেনা-সঙ্গম স্থান সর্ব্ব-কাম-প্রদ এবং মঙ্গলাবহ। এই স্থানের প্রকৃত রূপ ও বিবরণ তখন হইতেই শুভ নামে নিরূপিত ॥ ৯—২০ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৪ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ! বিখ্যাত ক্ষুধাতীর্থের কথা শ্রবণ কর। এই তীর্থ নরগণের পক্ষে মহাপুণ্য ও সর্ব্বকামপ্রদ। পুরাকালে কণ্বনামে বেদবিদ্বর তপস্বী ঋষি ছিলেন। তিনি ক্ষুধাতুর হইয়া বহু আশ্রম পরিভ্রমণ করত অন্নপানীয় দ্বারা সুসমৃদ্ধ

গৌতমস্যাশ্রমং পুণ্যং সমৃদ্ধং চান্নবারিণা।
আত্মানঞ্চ ক্ষুধাযুক্তং সমৃদ্ধং চাপি গৌতমম্ ॥৩
বীক্ষ্য কণ্বোঽথ বৈষম্যং বৈরাগ্যমগমত্তদা।
গৌতমোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হ্যহং তপসি নিষ্ঠিতঃ
সমে ন যাচ্ঞা যুক্তা স্যাত্তস্মাদ্গৌতমবেশ্মনি।
ন ভোক্ষ্যেঽহং ক্ষুধার্ত্তোঽপি পীড়িতেঽপি কলেবরে ॥ ৫
গচ্ছেয়ং গৌতমীং গঙ্গামর্জ্জয়েয়ঞ্চ সম্পদম্।
ইতি নিশ্চিত্য মেধাবী গত্বা গঙ্গাঞ্চ পাবনীম্ ॥
স্নাত্বা শুচির্যতমনা উপবিশ্য কুশাসনে।
তুষ্টাব গৌতমীং গঙ্গাং ক্ষুধাঞ্চ পরমাপদম্ ॥৭

কণ্ব উবাচ।

নমোঽস্তু গঙ্গে পরমার্ত্তিহারিণি
নমঃ ক্ষুধে সর্ব্বজনার্ত্তিকারিণি।
নমো মহেশানজটোদ্ভবে শুভে
নমো মহামৃত্যুমুখাদ্বিনিঃসৃতে ॥ ৮

পুণ্যাত্মনাং শান্তরূপে ক্রোধরূপে দুরাত্মনাম্।
সরিদ্রূপেণ সর্ব্বেষাং তাপপাপাপহারিণি ॥ ৯
ক্ষুধারূপেণ সর্ব্বেষাং তাপপাপপ্রদে নমঃ
নমঃ শ্রেয়স্করী দেবি নমঃ পাপপ্রবর্দ্ধিনি।
নমঃ শান্তিকরী দেবি নমো দারিদ্র্যনাশিনি ॥১০

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য পুরস্তাদভবদ্বয়ম্।
একং গাঙ্গং মনোহারি হ্যপরং ভীষণাকৃতি।
পুনঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা নমস্কৃত্বা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১১

কণ্ব উবাচ।

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে ব্রাহ্মি মাহেশ্বরি শুভে।
বৈষ্ণবি ত্র্যম্বকে দেবি গোদাবরি নমোঽস্তু তে
ত্র্যম্বকস্য জটোদ্ভূতে গৌতমস্যাঘনাশিনি।
সপ্তধা সাগরং যান্তী গোদাবরি নমোঽস্তু তে
সর্ব্বপাপকৃতাং পাপে ধর্ম্মকামার্থনাশিনি।

পবিত্র গৌতমাশ্রমে উপনীত হইলেন। কণ্ব ঋষি নিজেকে ক্ষুধার্ত্ত এবং গৌতমকে সুসমৃদ্ধ দেখিয়া তৎকালে বিষম বৈরাগ্য আশ্রয় করিলেন। ভাবিলেন, গৌতমও দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং আমিও তপোনিষ্ঠ; সুতরাং সমধর্ম্মীর নিকট যাচ্ঞা করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়; অতএব আমার দেহের যদি অবসানও ঘটে, তথাপি ক্ষুধার্ত্ত আমি কিছুতেই গৌতমাশ্রমে যাচ্ঞা দ্বারা উদর পূরণ করিব না। আমি গৌতমী গঙ্গায় গমন করি; সেখানে গিয়া যেরূপেই হউক, অর্থ অর্জ্জন করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই মেধাবী ঋষি তখন গৌতমী গঙ্গায় গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে শুচি হইয়া প্রযতমনে কুশাসনে উপবেশন করত গৌতমী গঙ্গাকে ও পরমাপদ্ ক্ষুধাকে স্তব করিলেন। কণ্ব কহিলেন,—হে পরমার্ত্তিহারিণি,—গঙ্গে! তোমায় নমস্কার,—হে সর্ব্ব-জনক্লেশদায়িনি ক্ষুধে! তোমাকেও আমার নমস্কার! হে মহেশ-জটাসম্ভবে শিবে! তোমায় নমস্কার;—হে মহামৃত্যুর মুখকুহর হইতে বিনির্গতে, ক্ষুধে! তোমায়ও আমার নমস্কার। হে পুণ্যাত্মাদিগের শান্তিরূপিণি গঙ্গে! এবং হে দুরাত্মাদিগের ক্রোধরূপিণি ক্ষুধে! তোমাদের একজন সরিদাকারে সকলের পাপতাপহারিণী এবং অপরজন ক্ষুধারূপে সকলেরই পাপ-তাপপ্রদায়িনী। তোমাদের উভয়কেই আমার নমস্কার। হে শ্রেয়স্করি! পাপনাশিনি! শান্তিকরি! দারিদ্র্যহারিণি! গঙ্গে দেবি! তোমাকে আমার বারম্বার নমস্কার। ১—১০। ব্রহ্মা বলিলেন, কণ্ব মুনি এইরূপ স্তব করিলে, উভয়েই তখন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। উহাঁদের একজন মনোহারিণী গঙ্গা, অপরজন ভীষণাকৃতি ক্ষুধা। তৎকালে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, হে সকল মঙ্গল মাঙ্গল্যে! ব্রাহ্মি! মাহেশ্বরি! বৈষ্ণবি! ত্র্যম্বকে! দেবি,—গোদাবরি! তোমায় নমস্কার করি। তুমি ত্র্যম্বকের জটাজূট হইতে জন্মিয়া গৌতমের পাপ হরণ করিয়াছ, এবং সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছ, হে গোদাবরি! তোমায় আমার নমস্কার। অপিচ সমস্ত

দুঃখলোভময়ী দেবি ক্ষুধে তুভ্যং নমো নমঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তৎকণ্ববচনং শ্রুত্বা সুপ্রীতে আহতুর্দ্বিজম্ ॥১৫
গঙ্গাক্ষুধে ঊচতুঃ।
অভীষ্টং বদ কল্যাণ বরান্ বরয় সুব্রত ॥ ১৬
ব্রহ্মোবাচ।
প্রোবাচ প্রণতো গঙ্গাং কণ্বঃ ক্ষুধাং যথাক্রমম্
কণ্ব উবাচ।
দেহি দেবি মনোজ্ঞানি কামানি বিভবং মম।
আয়ুর্বিত্তঞ্চ ভুক্তিঞ্চ মুক্তিং গঙ্গে প্রযচ্ছ মে॥
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা গৌতমীং গঙ্গাং ক্ষুধাং চাহ দ্বিজোত্তমঃ
কণ্ব উবাচ।
ময়ি মদ্বংশজে চাপি ক্ষুধে তৃষ্ণে দরিদ্রিণি।
যাহি পাপতরে রুক্ষে ন ভূয়াস্তং কদাচন ॥ ২০
স্তবেনানেন যে বৈ ত্বাং স্তবন্তি ক্ষুধয়াতুরাঃ।
তেষাং দারিদ্র্যদুঃখানি ন ভবেয়ুর্বরোঽপরঃ ॥

অস্মিংস্তীর্থে মহাপুণ্যে স্নানদানজপাদিকম্।
যে কুর্ব্বন্তি নরা ভক্ত্যা লক্ষ্মীভাজো ভবন্তু তে
যস্ত্বিদং পঠতে স্তোত্রং তীর্থে বা যদি বা গৃহে।
তস্য দারিদ্র্যদুঃখেভ্যো ন ভয়ং স্যাদ্বরোঽপরঃ
ব্রহ্মোবাচ।
এবমস্ত্বিতি চোক্ত্বা তে কণ্বং যাতে স্বমালয়ম্।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং কাণ্বং গাঙ্গং ক্ষুধাভিধম্
সর্ব্বপাপহরং বৎস পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ক্ষুধাতীর্থবর্ণনং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
অস্তি ব্রহ্মন্ মহাতীর্থং চক্রতীর্থমিতি শ্রুতম্।
তত্র স্নানান্নরো ভক্ত্যা হরের্লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥
একাদশ্যান্তু শুক্লায়ামুপোষ্য পৃথিবীপতে।

পাপীদিগের পাপরূপিণি! ধর্ম্ম, কাম ও অর্থধ্বংসিনি, দুঃখ ও লোভময়ি! ক্ষুধে, দেবি! তোমাকেও আমি নমস্কার করি। ব্রহ্মা বলিলেন, দ্বিজবর কণ্বের কথা শুনিয়া গঙ্গা ও ক্ষুধা উভয়েই তখন প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুব্রত, কল্যাণ! তোমার অভীষ্ট কি, তাহা বল। ব্রহ্মা কহিলেন, কণ্ব প্রণত হইয়া তখন গঙ্গা ও ক্ষুধাকে যথাক্রমে বলিলেন, হে দেবি গঙ্গে! আপনি আমাকে মনোজ্ঞ কাম্য বস্তু, অপার বৈভব, আয়ু, বিত্ত ও ভুক্তি-মুক্তি দান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, দ্বিজোত্তম কণ্ব গৌতমী গঙ্গার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পরে ক্ষুধাকে বলিলেন,—হে পাপতরে! রুক্ষরূপিণি! দারিদ্র্যদায়িনি! তৃষ্ণাজননি! ক্ষুধে! তুমি আমাতে কিম্বা মদীয় বংশধরগণে কদাচ অবস্থান করিও না এবং মৎকৃত এই স্তব দ্বারা যে সকল ক্ষুধাতুর ব্যক্তি তোমার স্তব করিবে, তাহাদের যেন দারিদ্র্যদুঃখ হয় না। আর এক কথা—যাহারা এই মহাপুণ্য তীর্থে ভক্তিভরে স্নান, দান, কিম্বা জপাদি করিবে, তাহারাও লক্ষ্মীভাগী হইবে। যদি কোন ব্যক্তি তীর্থে কিম্বা গৃহে বসিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, দারিদ্র্য এবং দুঃখরাশি হইতে তাহার কোনই ভয় হইবে না; ইহাই আমার অন্যতম বরপ্রার্থনা। ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা এবং ক্ষুধা কণ্বের প্রার্থনায় স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন হইতে সেই তীর্থ কাণ্ব, গাঙ্গ অথবা ক্ষুধা নামে অভিহিত। হে বৎস! এই সর্ব্ব পাপহর তীর্থ পিতৃগণের একান্তই প্রীতিপ্রদ। ১১—২৫।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৫।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! চক্রতীর্থ নামে এক বিখ্যাত মহাতীর্থ আছে, তথায় ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে নর বিষ্ণুলোক

গণিকাসঙ্গমে স্নাত্বা প্রাপ্নুয়াদক্ষয়ং পদম্ ॥২
পুরা তত্র যথা বৃত্তং তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
আসীদ্বিশ্বধরো নাম বৈশ্যো বহুধনান্বিতঃ ॥ ৩
উত্তরে বয়সি শ্রেষ্ঠস্তস্য পুত্রোঽভবদ্‌দ্বিষে।
গুণবান্ রূপসম্পন্নো বিলাসী শুভদর্শনঃ ॥ ৪
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ঃ পুত্রঃ কালে পঞ্চত্বমাগতঃ
তথা দৃষ্ট্বা তু তং পুত্রং দম্পতী দুঃখপীড়িতৌ ॥৫
কুর্ব্বাতে স্ম তদা তেন সহৈব মরণে মতিম্।
হা পুত্র হন্ত কালেন পাপেন সুদুরাত্মনা ॥ ৬
যৌবনে বর্ত্তমানোঽপি নীতোঽসি গুণসাগর।
আবয়োশ্চ তথৈব ত্বং প্রাণেভ্যোঽপি সুদুর্লভঃ
ইত্থন্তু রুদিতং শ্রুত্বা দম্পত্যোঃ করুণং যমঃ।
ত্যক্ত্বা নিজপুরং তূর্ণং কৃপয়াবিষ্টমানসঃ ॥ ৮
গোদাবর্য্যাঃশুভে তীরে স্থিতো ধ্যায়ন্‌জনার্দ্দনম্
অপি স্বল্পেন কালেন প্রজা বৃদ্ধাঃ সমন্ততঃ ॥ ৯

ইয়ত্তা ইতি মে পৃথ্বী কথ্যতাং কেন পূরিতা।
ন কশ্চিন্ম্রিয়তে জন্তুর্ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা ॥১০
ততো দেবী গতা তূর্ণং বসুধা মুনিসত্তম।
যত্রাস্তি সুরসংযুক্তঃ শক্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
দৃষ্ট্বা বসুন্ধরামিন্দ্রঃ প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ ॥ ১১

ইন্দ্র উবাচ।

কিমাগমনকার্য্যং ত ইতি মে পৃথ্বি কথ্যতাম্

ধরোবাচ।

ভারেণ গুরুণা শক্র পীড়িতাহং বিনা বধম্।
কারণং প্রষ্টুমায়াতা কিমিদং কথ্যতাং মম ॥১৩

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা মহীবাক্যমিন্দ্রো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪

ইন্দ্র উবাচ।

কারণং যদি নাম স্যাত্তদানীং জ্ঞায়তে ময়া।
সুরাণাং হি পতির্যস্মাদহং সর্ব্বাসু মেদিনি ॥১৫

ব্রহ্মোবাচ।

অথ পৃথ্বী তদা বাক্যং শ্রুত্বা চাহ শচীপতিম্।

প্রাপ্ত হয়। শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া নর গণিকাসঙ্গমে স্নান করিলে অক্ষয় পদ লাভ করিতে পারে। পুরাকালে এই তীর্থ সম্বন্ধে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাচীনকালে বিশ্বধর নামে এক বহুধনসম্পন্ন বৈশ্য ছিল। তাহার বৃদ্ধ-বয়সে এক পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্র রূপবান্, গুণবান্, বিলাসবান্ ও প্রিয়দর্শন ছিল। কালক্রমে বিশ্বধরের সেই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তদ্দর্শনে বৈশ্যদম্পতি দুঃখপীড়িত হইয়া সেই পুত্রের সহিতই মরণে কৃতনিশ্চয় হইল। তাহারা আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল,—হা পুত্র! হা গুণসাগর! তুমি আমাদের প্রাণাপেক্ষাও দুর্লভ বস্তু ছিলে, দুরাত্মা পাপচিত্ত কাল তোমায় যৌবনকালেই অপহরণ করিল! যমরাজ দম্পতির তথাবিধ করুণ রোদন শ্রবণ করিয়া কৃপাকুলমনে সেই মৃতপুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি গোদাবরীর রম্য তীরে বসিয়া জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন অতি অল্পকাল মধ্যেই পৃথিবীস্থ প্রজাসকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পৃথ্বী ভাবিলেন,—তাই ত, কে আমায় এত প্রজা দিয়া পূরণ করিল? প্রকৃতই তখন কোন জীব মৃত্যুগ্রস্ত হইল না। বসুধা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। হে মুনিবর! তৎকালে অরিন্দম ইন্দ্র যথায় সুরগণসহ বিরাজ করিতেছেন, ভারার্ত্তা বসুধা দেবী সত্বর তথায় গমন করিলেন। ইন্দ্র বসুধাকে দেখিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পৃথ্বী দেবি! বলুন—আপনার আগমনকারণ কি? বসুধা বলিলেন,—হে ইন্দ্র! প্রজার মৃত্যু নাই, কাজেই আমি গুরুভার পীড়িত হইয়াছি। কেন এমন হইল তাহার কারণ জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি; ইহা কি আমায় বল। ১-১৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র বসুধার ঈদৃশ কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—এ বিষয়ে যে কারণ ঘটিয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়াছি। হে মেদিনি! আমি সুরগণের পতি, সুতরাং কোন বিষয়ই আমার

যম আদিশ্যতাং তর্হি যথা সংহরতে প্রজাঃ ॥১৬
ইতি শ্রুত্বা বচো মহ্যা আদিষ্টাঃ সিদ্ধকিন্নরাঃ।
যমস্যানয়নে শীঘ্রং মহেন্দ্রেণ মহামুনে ॥ ১৭
ততস্তে সত্বরং যাতাঃ সর্ব্বে বৈবস্বতং পুরম্।
নৈবাপশ্যন যমং তত্র তে সিদ্ধাঃ সহ কিন্নরৈঃ ॥
তথাগত্য পুনর্বেগাদ্বার্ত্তা শক্রে নিবেদিতা ॥১৮
সিদ্ধকিন্নরা উচুঃ ॥
যমো যমপুরে নাথ অস্মাভির্নাবলোকিতঃ।
মহতাপি সুযত্নেন বীক্ষ্যমাণঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং পৃষ্টঃ শক্রেণ বৈ তদা।
সবিতা স পিতা তস্য যমঃ কুত্রাস্ত ইত্যথ ॥ ২০
সূর্য্য উবাচ।
শক্র গোদাবরীতীরে কৃতান্তো বর্ত্ততেঽধুনা।
চরংস্তত্র তপস্তীব্রং ন জানে কিং নু কারণম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি শ্রুত্বা বচো ভানোঃ শক্রঃ শঙ্কামুপাবিশৎ
শক্র উবাচ।
অহো কষ্টং মহাকষ্টং নষ্টা মে সুরনাথতা।
গোদাবর্য্যাং তপঃ কুর্য্যাদ্‌যমো বৈ দুষ্টচেষ্টিতঃ ॥
জিঘৃক্ষুর্মৎপদং নূনং দেবা ইতি মতির্মম ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা সহসেন্দ্রেণ আহূতশ্চাপ্সরোগণঃ ॥২৪
ইন্দ্র উবাচ।
কা ভবতীষু কালস্য স্থিতস্য তপসি স্থিয়ঃ।
তপঃপ্রণাশনে শক্তা ইতি মে শীঘ্রমুচ্যতাম্ ॥২৫
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি শক্রবচঃ শ্রুত্বা নোচে কাপি মহামুনে।
অথ শক্রঃ প্রকোপেণ প্রত্যুবাচাপ্সরোগণম্ ॥
ইন্দ্র উবাচ।
উত্তরং নাব্রবীৎ কিঞ্চিদ্‌যামস্তর্হি বয়ং স্বয়ম্।
সজ্জা ভবন্তু বিবুধাঃ সৈন্যেরায়ান্তু মা চিরম্ ॥
ঘাতয়ামো বয়ং শক্রং তপসা স্বর্গকামুকম্ ॥ ২৭

অগোচর নহে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পৃথ্বী ইন্দ্রের কথা শুনিয়া তখন তাহাকে বলিলেন, তাহা হইলে যম যাহাতে প্রজা-সংহার করেন, আপনি এরূপ আদেশ প্রচার করুন! হে মুনিবর! বসুধার অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া সুরপতি তখন সত্বর যমকে আনিবার জন্য সিদ্ধ ও কিন্নরদিগকে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাহারা অতি শীঘ্র যম-পুরে উপস্থিত হইল; কিন্তু যমকে তথায় দেখিতে পাইল না। তখন সিদ্ধ কিন্নরেরা ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিল, হে সুরনাথ! আমরা যম-পুরে গিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু যমকে দেখিতে পাইলাম না। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র তাহাদের কথা শুনিয়া যমপিতা সবিতার নিকট 'যম কোথায় আছেন?' জিজ্ঞাসা করিলেন। সবিতা বলিলেন,—হে শক্র! কৃতান্ত অধুনা গোদাবরীতীরে গিয়া তীব্র তপস্যা করিতেছে, তাহার এই তপস্যার কারণ কি, তাহা আমি জানি না। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভানুর এই কথা শুনিয়া শক্র শঙ্কিত হইলেন এবং বলিলেন,—অহো কি কষ্ট! কি দারুণ দুঃখ! বুঝি আমার সুরাধিপত্য নষ্ট হইল! যম নিশ্চয়ই আমার পদ গ্রহণ করিবার বাসনায় দুরভিসন্ধি লইয়া গোদাবরী তীরে তপস্যা করিতেছে। হে দেবগণ! তাহার সম্বন্ধে ইহাই আমার ধারণা। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—আমার শত্রু কৃতান্ত তপস্যায় নিরত হইয়াছে, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছ, যে তাহার তপঃক্ষয়ে সক্ষম হইতে পার? শীঘ্র আমায় উত্তর প্রদান কর। হে মুনিবর! ইন্দ্রের এই কথায় কোন অপ্সরাই কোন উত্তর করিল না। তখন শক্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা কেহই আমার কথার উত্তর করিলে না? আচ্ছা, চল দেবগণ। সকলেই সজ্জিত হও। সত্বর সকলেই সসৈন্যে আগমন কর। আমরা নিজেরাই তথায় গমন করিব এবং সেই তপোবনে স্বর্গলিপ্সু শত্রুকে বিনাশ করিব। ১৮—২৭।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তে সতি দেবানাং সেনা প্রাদুর্ব্বভূব হ।
ইতীন্দ্রহৃদয়ং জ্ঞাত্বা হরিণা লোকধারিণা ॥ ২৮
প্রেষিতং চক্রিণা চক্রং রক্ষণায় যমস্য হি।
চক্রং যত্রাভবত্তত্র চক্রতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ২৯
অথেন্দ্রং মেনকা প্রাহ শঙ্কিতেতি বচস্তদা ॥৩০

মেনকোবাচ।

কালাবলোকনে নালং কাচিদস্তি সুরেশ্বর।
মরণঞ্চ বরং দেব ভবতো ন যমাৎ পুনঃ ॥ ৩১
রূপযৌবনমত্তেয়ং গণিকাযাচনং প্রভো।
প্রেষণং তৎ প্রযচ্ছেষা স্বামিত্বং মন্যতে ত্বয়া ॥৩২

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ শক্রঃ সুরবরেশ্বরঃ।
আদিদেশাবলাং ক্ষামাং সৎকৃত্য গণিকাং তথা ॥ ৩৩

শক্র উবাচ।

গণিকে গচ্ছ মে কার্য্যং কুরু সুন্দরি মা চিরম্
কৃতকৃত্যাগতা ভূয়ো বল্লভা মে যথা শচী ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ শক্রাদুৎপত্য গণিকা দিশঃ।
ক্ষণেন যমসান্নিধ্যমায়াতা চারুরূপিণী ॥ ৩৫
যমান্তিকমনুপ্রাপ্তা দ্যোতয়ন্তী দিশো দশ।
সলীলং ললিতং বালা জগৌ হিন্দোলচঞ্চলা॥
ততশ্চচাল কালস্য মনো লোলং চলাচলম্।
অথোন্মীল্য যমো নেত্রে কামপাবকপূরিতে ॥
তস্যাং ব্যাপারয়ামাস শ্রেয়ঃশক্রৌ মহামুনে।
ততো বিলীয় সা সদ্যঃ সরিত্ত্বমগমত্তদা ॥ ৩৮
গৌতম্যান্তু সমাগম্য গণিকাগণকিন্নরৈঃ।
গীয়মানা গতা স্বর্গে তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৩৯
গচ্ছন্তীং গণিকাং দৃষ্ট্বা বিমানস্থাং দিবং প্রতি
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তঃ কালস্তরললোচনঃ।
অথাদিত্যেন চাগত্য এবমুক্তো যমস্তদা ॥ ৪০

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র দেব-সেনা সুসজ্জিত হইল। এদিকে লোকরক্ষী হরি ইন্দ্রের অভিপ্রায় জানিয়া যমকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় চক্র প্রেরণ করিলেন। অনন্তর যথায় চক্র গিয়া উপস্থিত হইল, তাহা উত্তম চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। অতঃপর মেনকা শঙ্কিত হইয়া ইন্দ্রকে বলিল,—হে সুরেশ্বর! কালের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে কোন কামিনীই সক্ষম নহে। হে দেব! তোমার হস্তে মরণ বরং ভাল, তথাপি যেন যমের করে মৃত্যু হয় না। হে প্রভো! এই এক রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা গণিকা আছে, ইহার উপর আপনার প্রভুত্ব আছে। এ গণিকা যম-সমীপে যাইবার প্রার্থনা জানাইতেছে। অতএব ইহাকেই প্রেরণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরেশ্বর শক্র মেনকার সেই কথা শুনিয়া ঐ ক্ষীণাঙ্গী, অবলা, গণিকাকেই সৎকারপূর্ব্বক যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বলিলেন,—হে সুন্দরি! গণিকে! যাও—তুমি শীঘ্র আমার কার্য্যসাধন কর। তুমি কৃতকৃত্য হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলে শচীর ন্যায় আমার প্রণয়িনী হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—গণিকা ইন্দ্রের মুখে তাদৃশ আদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশ-পথে উৎপতিত হইয়া অচিরাৎ যম-সন্নিধানে উপনীত হইল। সেই চার্ব্বঙ্গী গণিকা যখন যম-সমীপে চলিতে লাগিল, তখন তাহার দেহের প্রভায় দশদিক্ দ্যোতিত হইয়া উঠিল। যেই চটুল-চঞ্চলা বালা হেলিয়া দুলিয়া ললিতলীলায় কালের কাছে আসিতে লাগিল, তখন কালের মনও চঞ্চল হইয়া পড়িল। কালও তখন কামাগ্নি-পূরিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া সেই সাধনার শক্র গণিকার প্রতি পাতিত করিলেন। তখন সেই গণিকা বিলয় পাইয়া সদ্যই সরিদাকার প্রাপ্ত হইল এবং গৌতমী-জলে সঙ্গত হইয়া তীর্থমাহাত্ম্যে অন্যান্য গণিকা ও কিন্নরগণে গীয়মান হইয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। তখন বিমানারোহণে গণিকাকে স্বর্গ-গমনে সমুদ্যত দেখিয়া কাল চঞ্চলনেত্রে নিরীক্ষণ করত

সূর্য্য উবাচ।

কুরু পুত্র নিজং কর্ম্ম প্রজানাং ত্বং পরিক্ষয়ম্।
পশ্য বাতং সদা বান্তং সৃজন্তং বেধসং প্রজাঃ॥
পর্য্যটন্তং ত্রিলোকীং মাং বহন্তীংবসুধাং প্রজাঃ

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা যমো বাক্যং পিতুর্বচনমব্রবীৎ॥৪২

যম উবাচ।

এতন্ন গর্হিতং কর্ম্ম কুর্য্যামহমিদং ধ্রুবম্।
কর্ম্মণ্যস্মিন্ মহাক্রূরে সমাদেষ্টুং ন বার্হসি॥৪৩
ইতি শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যং ভানুর্বচনমব্রবীৎ।
কিং নাম গর্হিতং কর্ম্ম তত্র কর্ত্তুমলং যম॥৪৪
কিং ন দৃষ্টা ত্বয়া যান্তী গণিকা গণকিন্নরৈঃ।
গীয়মানা দিবং সদ্যো গৌতমীতোয়মাপ্লুতা॥৪৫
ত্বয়া চাত্র তপস্তীব্রং কৃতং পুত্র সুদুষ্করম্।
নৈবান্তং তস্য পশ্যামি তস্মাদ্গচ্ছ নিজং পুরম্॥
ইত্যুক্তা ভগবান্ ভানুস্তত্র স্নাত্বা গতো দিবম্
যমোঽপি সঙ্গমে স্নাত্বা ততো নিজপুরং যযৌ॥
ভূতহাপি ততঃ শঙ্কাং তত্যাজ চ মহাত্মনে।
তথা দৃষ্ট্বা যমং যান্তং চক্রে চক্রং প্রমাণকম্॥
ভগবান যত্র গোবিন্দো বনমালাবিভূষিতঃ।
ইতি যঃ শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পঠেদ্বাপি সমাহিতঃ॥৪৯
আপদস্তস্য নশ্যন্তি দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥ ৫০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে চক্রতীর্থগণিকা
সঙ্গমবর্ণনং নাম ষড়শীতিতমোধ্যায়ঃ॥ ৮৬

অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তদীয় পিতা আদিত্য আসিয়া যমকে বলিলেন,—পুত্র! প্রজাক্ষয় করাই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তুমি সেই নিজ কর্ম্মে নিরত হও। এই দেখ—বায়ু সর্ব্বদাই বহিতেছে, বেধা সদা প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। আমি সতত ত্রিলোক পর্য্যটন করিতেছি এবং এই বসুধা সদাই প্রজা ধারণ করিতেছেন। অর্থাৎ সকলেরই স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হওয়াই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা বলিলেন,—যম পিতার এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—তপস্যা করা গর্হিত কর্ম্ম নয়; সুতরাং ইহা আমি নিশ্চয়ই নিত্যকাল অনুষ্ঠান করিব। প্রজাক্ষয়-রূপ মহাক্রূর কর্ম্মে আপনি আমায় আর নিয়োগ করিবেন না। ভানু স্বীয় সুত যমের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে যম! কি কাম গর্হিত আছে? আর কোন্ কর্ম্মই বা তুমি করিতে অক্ষম? তুমি কি দেখ নাই—কিছু পূর্ব্বেই কোন গণিকা গৌতমী-জলে আপ্লুত হইবার পরই কিন্নরগণে গীয়মান হইয়া স্বর্গ গমন করিল? ওহে পুত্র! তুমি এখানে তীব্র তপস্যা করিয়াছ, স্নানমাহাত্ম্যে তোমার সে তপস্যা অক্ষয় হইয়াছে। আমি তাহার অন্ত দেখিতে পাইতেছি না; অতএব তুমি নিজপুরে গমন কর। মুনিবর! অনন্তর কৃতান্ত স্বীয় শঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। যমকে যাইতে দেখিয়া বিষ্ণু-চক্র—ভগবান্ বনমালী গোবিন্দ যথায় অবস্থিত, সেই স্থানে প্রস্থান করিল। যে মর্ত্ত্যবাসী সমাহিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত আপদ্ নষ্ট হইবে। সে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিবে। ২৮—৫০।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অহল্যাসঙ্গমঞ্চেহ তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্।
শৃণু সমাহ্মুনিশ্রেষ্ঠ তত্র বৃত্তমিদং যথা॥ ১
কৌতুকেনাতিমহতা ময়া পূর্ব্বং মুনীশ্বর।
সৃষ্টা কন্যা বহুবিধা রূপবত্যো গুণান্বিতাঃ॥ ২
তাসামেকাং শ্রেষ্ঠতমাং নির্ম্মমে শুভলক্ষণাম্।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অহল্যাসঙ্গম নামে এখানে এক ত্রিলোকপাবন তীর্থ আছে। হে মুনিবর! সেই তীর্থ-বিবরণ শ্রবণ কর। হে মুনীশ্বর! পুরাকালে আমি একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রূপ-গুণ-যুতা বহুবিধ

তাং বালাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং দৃষ্ট্বা রূপগুণান্বিতাম্ ॥
কো বাস্যাঃ পোষণে শক্ত ইতি মে বুদ্ধিরাবিশৎ
ন দৈত্যানাং সুরাণাঞ্চ ন মুনীনাং তথৈব চ ॥ ৪
নাস্ত্যস্যাঃ পোষণে শক্তিরিতি মে বুদ্ধিরব্ভূৎ
গুণজ্যেষ্ঠায় বিপ্রায় তপোযুক্তায় ধীমতে ॥ ৫
সর্ব্বলক্ষণযুক্তায় বেদবেদাঙ্গবেদিনে।
গৌতমায় মহাপ্রাজ্ঞামদদাং পোষণায় তাম্ ॥৬
পালয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ যাবদাপ্নোতি যৌবনম্।
যৌবনস্থাং পুনঃ সাধ্বীমানয়েথা মমান্তিকম্ ॥ ৭
এবমুক্ত্বা গৌতমায় প্রাদাং কন্যাং সুমধ্যমাম্।
তামাদায় মুনিশ্রেষ্ঠ তপসা হতকল্মষঃ ॥ ৮
তাং পোষয়িত্বা বিধিবদলঙ্কৃত্য মমান্তিকম্।
নির্ব্বিকারো মুনিশ্রেষ্ঠো হ্যহল্যামানয়ত্তদা ॥ ৯
তাং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্ব্বে শক্রাগ্নিবরুণাদয়ঃ।
মম দেয়া সুরেশান ইত্যূচুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥১০
তথৈব মুনয়ঃ সাধ্যা দানবা যক্ষরাক্ষসাঃ।
তান্ সর্ব্বানাগতান্ দৃষ্ট্বা কন্যার্থমথ সঙ্গতান্ ॥
ইন্দ্রস্য তু বিশেষেণ মহাংশ্চাভূত্তদা গ্রহঃ।
গৌতমস্য তু মাহাত্ম্যং গাম্ভীর্য্যং ধৈর্য্যমেব চ ॥
স্মৃত্বা সুবিস্মিতো ভূত্বা মমৈবমভবৎ সুধীঃ।
দেয়েয়ং গৌতমায়ৈব নান্যযোগ্যা শুভাননা ॥
তস্মা এব তু তাং দাস্যে তথাপ্যেবমচিন্তয়ম্।
সর্ব্বেষাঞ্চ মতির্ধৈর্য্যং মথিতং বালয়ানয়া ॥ ১৪
অহল্যেতি সুরৈঃ প্রোক্তং ময়া চ ঋষিভিস্তদা
দেবানৃষীংস্তদা বীক্ষ্য ময়া তত্রোক্তমুচ্চকৈঃ ॥১৫
তস্মৈ সা দীয়তে সুভ্রূর্যঃ পৃথিব্যা প্রদক্ষিণাম্
কৃত্বোপতিষ্ঠতে পূর্ব্বং ন চান্যস্মৈ পুনঃপুনঃ ॥১৬

কন্যা সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তাহাদের মধ্যে একটী কন্যা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা। সেই রূপগুণবতী মনোহরাঙ্গী কন্যাটিকে দেখিয়া ভাবিলাম,—কে ইহাকে ভরণ-পোষণে সক্ষম হইবে? কি দৈত্য, কি সুর, কি মুনি, কোথাও কেহই ত ইহার ভরণ-পোষণে সক্ষম বলিয়া আমার মনে হয় না। অবশেষে আমি আমার সেই মহা-প্রজ্ঞা কন্যাটিকে তপোনিষ্ঠ, সর্ব্ব-সুলক্ষণযুত, বেদ-বেদাঙ্গ-বেদী, গুণজ্যেষ্ঠ, ধীমান্ গৌতমের নিকট পোষণার্থ সমর্পণ করিলাম; বলিলাম,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাবৎ না ইহার যৌবনাগম হয়, তাবৎ আপনি ইহাকে পালন করুন। পরন্তু যখন যুবতী হইবে, তখন এই সাধ্বীকে লইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন। এই বলিয়া সেই সুমধ্যমা কন্যাকে গৌতমহস্তে দান করিলাম। হে মুনিবর! তপস্যায় পূত-চেতা মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম নির্দ্দিষ্ট কাল কন্যাকে পোষণ করিয়া পরে তাহাকে বিধি-বৎ অলঙ্কৃত করত নির্ব্বিকারচিত্তে মমা-ন্তিকে লইয়া আসিলেন। সেই কন্যার নাম ছিল—অহল্যা। অহল্যাকে দেখিয়া ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণপ্রমুখ দেবগণ সকলেই আসিয়া আমায় বলিলেন,—হে সুরেশান! আমাকে অহল্যা দান করুন। এইরূপে সকলেই নিজের নিজের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনা করিলেন। তখন মুনিগণ, সাধ্য-গণ, দানবগণ এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণও আমার সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। আমি সেই সমস্ত কন্যাপ্রার্থীকে সম্মিলিত দেখিয়া—বিশেষতঃ ইন্দ্রের অত্যধিক আগ্রহ দর্শনেও তাঁহাদের কাহাকেই কন্যাদানে সমুৎসুক হইলাম না। পরন্তু গৌতমের মাহাত্ম্য, গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য স্মরণপূর্ব্বক সুবিস্মিত হইয়া মনে করিলাম, এই শুভাননা মম কন্যা অন্যের যোগ্যা নহেন; ইহাকে আমি গৌতমকরেই সমর্পণ করিব। ১—১৩। এইরূপ মনে করিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম যে,—সুরগণ, ঋষিগণ সকলেই বলিয়াছেন যে, আপনার এই কন্যা অহল্যা আমাদের সকলেরই মন এবং ধৈর্য্য মথিত করিয়াছে। আমি তাহাদের এই উক্তির বিষয় ভাবিয়া দেব ও ঋষিসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—যিনি এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ফিরিয়া আসিতে

ততঃ সর্ব্বে সুরগণাঃ শ্রুত্বা বাক্যং ময়েরিতম্।
অহল্যার্থং সুরা জগ্মুঃ পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে॥
গতেষু সুরসঙ্ঘেষু গৌতমোঽপি মুনীশ্বরঃ।
প্রযত্নমকরোৎকিঞ্চিদহল্যার্থমিমং তথা॥ ১৮
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ সুরভিঃ সর্ব্বকামধুক্।
অর্দ্ধপ্রসূতা হ্যভবত্তাং দদর্শ স গৌতমঃ॥ ১৯
তস্যাঃ প্রদক্ষিণঞ্চক্রে ইয়মুর্ব্বীতি সংস্মরন্।
লিঙ্গস্য চ সুরেশস্য প্রদক্ষিণমথাকরোৎ॥ ২০
তয়োঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা গৌতমো মুনিসত্তমঃ।
সর্ব্বেষামেব দেবানামেকস্যাপি প্রদক্ষিণম্॥ ২১
নৈবাভবদ্ভুবো গন্তুঃ সঞ্জাতং দ্বিতয়ং মম।
এবং নিশ্চিত্য স মুনির্মামন্তিকমথাভ্যগাৎ॥ ২২
নমস্কৃত্যাব্রবীদ্বাক্যং গৌতমো মাং মহামতিঃ।
কমলাসন বিশ্বাত্মন্ নমস্তেঽস্তু পুনঃপুনঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতা ব্রহ্মন্ ময়েয়ং বসুধাখিলা।
যদত্র যুক্তং দেবেশ জানীতে তদ্ভবান্ স্বয়ম্॥
ময়া তু ধ্যানযোগেন জ্ঞাত্বা গৌতমমব্রবম্।
তবৈব দীয়তে সুজ্ঞঃ প্রদক্ষিণমিদং কৃতম্॥ ২৫
ধর্ম্মং জানীহি বিপ্রর্ষে দুর্জ্ঞেয়ং নিগমৈরপি।
অর্দ্ধপ্রসূতা সুরভিঃ সপ্তদ্বীপবতী মহী॥ ২৬
কৃতা প্রদক্ষিণা তস্যাঃ পৃথিব্যাঃ সা কৃতা ভবেৎ
লিঙ্গং প্রদক্ষিণীকৃত্য তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ॥২৭
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মুনে গৌতম সুব্রত।
তুষ্টোঽহং তব ধৈর্য্যেণ জ্ঞানেন তপসা তথা॥
দত্তেয়মৃষিশার্দ্দূল কন্যা লোকবরা ময়া।
ইত্যুক্ত্বাহং গৌতমায় অহল্যামদদাং মুনে॥২৯
জাতে বিবাহে তে দেবাঃ কৃত্বেলায়াঃ প্রদক্ষিণম্
শনৈঃশনৈরথাগত্য দদৃশুঃ সর্ব্ব এব তে॥৩০
তং গৌতমমহল্যাঞ্চ দাম্পত্যং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
তে চাগত্যাথ পশ্যন্তো বিস্মিতাশ্চাভবন্ সুরাঃ

পারিবেন, মম নন্দিনী সুন্দরী অহল্যাকে আমি তাঁহারই করে সমর্পণ করিব। পরন্তু এই কার্য্যে যিনি অক্ষম, তাঁহাকে অহল্যা দেওয়া হইবে না। আমার এই কথা শ্রবণে সুরগণ সকলেই অহল্যা-লাভ-লালসায় পৃথিবীপ্রদক্ষিণার্থ নির্গত হইলেন। সুরগণ প্রস্থান করিলে, হে মুনিবর! গৌতমও অহল্যালাভার্থ সচেষ্ট হইলেন। এই সময় সর্ব্ব-কাম-দায়িনী অর্দ্ধপ্রসূতা সুরভি তথায় উপস্থিত হইলে, গৌতম তাঁহাকে দেখিয়া পৃথ্বী-জ্ঞানে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তত্রত্য দেবদেবের লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিলেন। মুনিসত্তম গৌতম তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভাবিলেন,—সমস্ত দেবগণের একবার মাত্র সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ না হইতেই দুইবার আমার প্রদক্ষিণ করা হইল। গৌতম মুনি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমার নিকট আগমন করিলেন এবং আমাকে নমস্কারপূর্ব্বক সেই মহামতি গৌতম আমায় বলিলেন,—হে কমলাসন! হে বিশ্বাত্মন! তোমায় বারম্বার নমস্কার। হে ব্রহ্মন! আমি এই নিখিল বসুধা প্রদক্ষিণ করিয়াছি। হে দেবেশ! এখন এ বিষয়ে যাহা যোগ্য হয়, আপনি নিজেই তাহা জানেন। আমি ধ্যানযোগে জানিয়া গৌতমকে বলিলাম, আপনি প্রকৃতই প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। অতএব মম নন্দিনীকে আপনারই করে সম্প্রদান করিব। হে বিপ্রর্ষে! যে ধর্ম্ম নিগমেরও দুজ্ঞেয়, আপনি তাহাতে অভিজ্ঞ। অর্দ্ধ প্রসূতা সুরভি প্রকৃতই সাক্ষাৎ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী। তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করা হয়; অপিচ দেবদেবের লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিলেও সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে সুব্রত! মুনে! গৌতম! আপনার ধৈর্য্য, জ্ঞান, ও তপঃপ্রভাবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীত হইয়াছি! হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! এই লোক-ললামভূতা মদীয় কন্যা আপনাকেই আমি দান করিলাম। এই বলিয়া আমি গৌতম-করে অহল্যা দান করিলাম। তাঁহাদের উভয়ের বিবাহ যখন নির্ব্বাহ হইয়া গেল,

অতিক্রান্তে বিবাহে তু সুরাঃ সর্ব্বে দিবং যযুঃ
সমৎসরঃ শচীভর্ত্তা তামীক্ষ্য চ দিবং যযৌ ॥৩২
ততঃ প্রীতমনাস্তস্মৈ গৌতমায় মহাত্মনে।
প্রাদাং ব্রহ্মগিরিং পুণ্যং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ॥
অহল্যায়াং মুনিশ্রেষ্ঠো রেমে তত্র স গৌতমঃ।
গৌতমস্য কথাং পুণ্যাং শ্রুত্বা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ।৩৪
তস্যাশ্রমং তঞ্চ মুনিং তস্য ভার্য্যামনিন্দিতাম্ ।
ভূত্বা ব্রাহ্মণবেষেণ দ্রষ্টুমাগাচ্ছতক্রতুঃ ॥ ৩৫
স দৃষ্ট্বা ভবনং তস্য ভার্য্যাঞ্চ বিভবং তথা।
পাপীয়সীং মতিং কৃত্বা অহল্যাং সমুদৈক্ষত ॥৩৬
আত্মানং ন পরং দেশং কালং শাপাদৃষের্ভয়ম্।
ন বুবোধ তদা বৎস কামাকৃষ্টঃ শতক্রতুঃ ॥৩৭
তদ্ধ্যানপরমো নিত্যং সুররাজেন গর্ব্বিতঃ।
সন্তপ্তাঙ্গঃ কথং কুর্য্যাং প্রবেশো মে কথং ভবেৎ
এবং বসন বিপ্ররূপো নান্তরং হ্যধ্যগচ্ছত।
স কদাচিন্মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্
সহিতো গৌতমঃ শিষ্যৈর্নির্গতশ্চাশ্রমাদ্বহিঃ।
আশ্রমং গৌতমীং বিপ্রান্ ধান্যানি বিবিধানি চ
দ্রষ্টুং গতো মুনিবর ইন্দ্রস্তং সমুদৈক্ষত।
ইদমন্তরমিত্যুক্ত্বা চক্রে কার্য্যং মনঃপ্রিয়ম্ ॥৪১
রূপং কৃত্বা গৌতমস্য প্রিয়েপ্সুঃ স শতক্রতুঃ।
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীমহল্যাং বাক্যমব্রবীৎ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

আকৃষ্টোঽহং তব গুণৈ রূপং স্মৃত্বা স্খলৎপদঃ।
ইতি ব্রুবন্ হসন্ হস্তমাদায়ান্তঃ সমাবিশৎ ॥ ৪৩
ন বুবোধ হ্যহল্যা তং জারং মেনে তু গৌতমম্

তখন সুরগণ একৈকক্রমে পৃথ্বী প্রদক্ষিণ করিয়া আগমনপূর্ব্বক সেই বিবাহব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। অনন্তর সেই গৌতম ও অহল্যার প্রীতিপ্রদ দাম্পত্য দর্শনে দেবগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং বিবাহব্যাপার সমাহিত হইলে তাঁহারা সকলেই স্বর্গীয় ধামে প্রস্থান করিলেন। শচীপতি অহল্যাকে দেখিয়া মাৎসর্য্য সহকারে স্বীয় পুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর আমি প্রীতচিত্তে সর্ব্ব-কাম-সুখাবহ মদীয় সুপবিত্র ব্রহ্মগিরি মহাত্মা গৌতমকে সমর্পণ করিলাম। মুনিবর গৌতম অহল্যার সহিত সেই সুরম্য গিরিশিখরোপরি বিহার করিতে লাগিলেন। একদা ইন্দ্র স্বর্গধামে গৌতমের পবিত্র কীর্ত্তি কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার আশ্রম, সেই আশ্রমস্বামী মুনি ও তদীয় অনিন্দিত ভার্য্যা অহল্যাকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। শতক্রতু গৌতমের আশ্রম, তদীয় ভার্য্যা ও বৈভবদর্শনে বিহ্বল হইয়া পাপাক্রান্ত- মনে অহল্যাকে দেখিলেন। হে বৎস! দৃষ্টিমাত্র শতক্রতু কামাকৃষ্ট হইলেন। তখন আত্ম, পর, দেশ, কাল বা ঋষির শাপভয়, কিছুই তাঁহার অন্তরে উদিত হইল না। তিনি সুরাধিপত্যে গর্ব্বিত হইয়া নিত্যই অহল্যাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সন্তপ্ত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—কি করিব, কি করিলে আমি সেই ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিব? ১৪—৩৮। ইন্দ্র এইরূপে গৌতমের শিষ্যসম্প্রদায়মধ্যে ব্রাহ্মণবেশে বাস করিয়াও অভীষ্টসাধনের অবকাশ পাইলেন না। একদা মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম পূর্ব্বাহ্ণিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া শিষ্যসমভিব্যাহারে আশ্রমের বহির্ভাগে গমন করিলেন। আশ্রমপ্রান্ত, গৌতমী গঙ্গা, অন্যান্য বিপ্রবর্গ, ও বিবিধ আশ্রমধান্যাদি পরিদর্শনার্থই মুনিবর সেদিন গমন করেন। দেবেন্দ্র তদ্দর্শনে 'ইহাই আমার অবসর' এই বলিয়া মনোভীষ্ট সাধনে সমুদ্যত হইলেন। শতক্রতু অবিকল গৌতমরূপ ধারণ করিলেন এবং সেই চারুগাত্রী অহল্যাকে দেখিয়া বলিলেন,—প্রিয়ে! তোমার গুণে আমি আকৃষ্ট হইয়াছি; তোমার রূপস্মরণে আমার পদে পদে পদস্খলন হইতেছে। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে অহল্যার হস্ত ধরিয়া শতক্রতু গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অহল্যা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই জারকেই

রমমাণা যথাসৌখ্যং প্রাগাচ্ছিষ্যৈঃ স গৌতমঃ
আগচ্ছন্তং নিত্যমেব অহল্যা প্রিয়বাদিনী।
প্রতিযাতি প্রিয়ং বক্তি তোষয়ন্তী চ তং গুণৈঃ
তামদৃষ্ট্বা মহাপ্রাজ্ঞো মেনে তন্মহদদ্ভুতম্।
দ্বারস্থিতং মুনিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বে পশ্যন্তি নারদ॥ ৪৬
অগ্নিহোত্রস্য শালায়া রক্ষিণো গৃহকর্ম্মিণঃ।
উচুর্মুনিবরং ভীতা গৌতমং বিস্ময়ান্বিতাঃ॥৪৭

রক্ষিণ উচুঃ।

ভগবন কিমিদং চিত্রং বহিরন্তশ্চ দৃশ্যসে।
প্রিয়য়ান্তঃ প্রবিষ্টোঽসি তথৈব চ বহির্ভবান্।
অহো তপঃপ্রভাবোঽয়ং নানারূপধরো ভবান্

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতস্তস্তঃ প্রবিষ্টঃ কো নু তিষ্ঠতি।
প্রিয়ে অহল্যে ভবতি কিং মাং ন প্রতিভাষসে

ইত্যাসের্বচনং শ্রুত্বা অহল্যা জারমব্রবীৎ॥ ৫০

অহল্যোবাচ।

কো ভবান্ মুনিরূপেণ পাপং ত্বং কৃতবানসি।
ইতি ব্রুবন্তী শয়নাদুত্থিতা সত্বরং ভয়াৎ॥৫১
স চাপি পাপকৃচ্ছক্রো বিড়ালোঽভূন্মুনের্ভয়াৎ।
ত্রস্তাঙ্গ বিকৃতাং দৃষ্ট্বা স্বপ্রিয়াং দূষিতাং তদা॥
উবাচ স মুনিঃ কোপাৎ কিমিদং সাহসং কৃতম্
ইতি ব্রুবন্তং ভর্ত্তারং সাপি নোবাচ লজ্জিতা॥
অন্বেষয়ংস্তু তং জারং বিড়ালং দদৃশে মুনিঃ।
কো ভবানিতি তং প্রাহ ভস্মীকুর্য্যাং মৃষাবদম্॥

ইন্দ্র উবাচ।

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা চৈবমাহ শচীপতিঃ।
শচীভর্ত্তা পুরাং ভেত্তা তপোধন পুরুষ্টুতঃ॥ ৫৫
মমেদং পাপমাপন্নং সত্যমুক্তং ময়ানঘ।
মহদ্বিগর্হিতং কর্ম্ম কৃতবানস্ম্যহং মুনে॥ ৫৬

গৌতম জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত রমণ করিলেন। এই সময় মহর্ষি গৌতম শিষ্যগণ সহ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। অন্যান্য দিন গৌতম গৃহে আসিলে প্রিয়বাদিনী অহল্যা প্রত্যুদ্গমন করেন এবং স্বীয় গুণপ্রকর্ষে গৌতমকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্য মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম আশ্রমে আসিয়া প্রিয়া অহল্যাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে দেখিলেন না; তিনি সে ব্যাপারে বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে নারদ! আশ্রমবাসীরা সকলেই দেখিল, মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তখন অগ্নিহোত্রশালার রক্ষিগণ ভীত অথচ বিস্মিত হইয়া মুনিবরকে বলিল,—ভগবন্! এ কি এ বিচিত্র ব্যাপার! আপনি আশ্রম-কুটীরের বাহিরে এবং অন্তরে উভয়ত্রই দৃষ্ট হইতেছেন। ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রিয়ার সহিত মিলিত আছেন, আবার বাহিরেও আপনি অবস্থান করিতেছেন! অহো! তপস্যার এ কি প্রভাব!—যেজন্য আপনি নানারূপধর। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিবর গৌতম তৎশ্রবণে গৃহমধ্যে কে আছে ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! অহল্যে! কেন তুমি আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? অহল্যা ঋষির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম গৌতমকে বলিলেন,—কে তুমি মুনিরূপ ধরিয়া পাপাচরণ করিলে? এই বলিয়া সত্বর সভয়ে শয়ন হইতে উত্থিত হইলেন। এদিকে সেই পাপকারী সুরেন্দ্রও মুনির ভয়ে মার্জ্জাররূপ ধারণ করিলেন। তখন মুনিবর স্বীয় প্রিয়াকে ত্রাসান্বিতা বিকৃতা, ও দূষিতাদর্শনে ক্রোধভরে বলিলেন,—তুমি এ কি সাহস করিয়াছ? ভর্ত্তার এই কথায় অহল্যা লজ্জিতা হইয়া কোন উত্তরই করিতে পারিলেন না। মুনি তখন তদীয় জারের অন্বেষণ করত সম্মুখে এক বিড়াল দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন,—কে তুমি, সত্য বল? মিথ্যা বলিলে ভস্ম করিয়া ফেলিব। ৩৯—৫৪। ইন্দ্র তখন কৃতাঞ্জলি-করে সবিনয়ে বলিলেন,—হে তপোধন! আমি শচীপতি, সুরপতি, পুরুহূত। হে অনঘ! সত্য বলিতেছি এই পাপকার্য্য আমিই করিয়াছি। হে মুনে! নিশ্চয়ই আমি অতি বড়

স্মরসায়কনির্ভিন্নহৃদয়াঃ কিং ন কুর্ব্বতে।
ব্রহ্মন্ময়ি মহাপাপে ক্ষমস্ব করুণানিধে॥ ৫৭
সন্তঃ কৃতাপরাধেঽপি ন রৌক্ষ্যং জাতু কুর্ব্বতে
নিশম্য তদ্বচো বিপ্রো হরিমাহ রুষান্বিতঃ॥৫৮
গৌতম উবাচ।
ভগভক্ত্যা কৃতং পাপং সহস্রভগবান্ ভব।
তামপ্যাহ মুনিঃ কোপাত্বঞ্চ শুষ্কনদী ভব॥ ৫৯
ততঃ প্রসাদয়ামাস কথয়ন্তী তদাকৃতিম্॥ ৬০
অহল্যোবাচ।
মনসাপ্যন্যপুরুষং পাপিষ্ঠাঃ কাময়ন্তি যাঃ।
অক্ষয়ান্ যান্তি নরকাংস্তাসাং সর্ব্বেঽপি পূর্ব্বজাঃ
ভূত্বা প্রসন্নো ভগবন্নবধারয় মদ্বচঃ।
তব রূপেণ চাগত্য মামগাৎ সাক্ষিণস্থিমে॥ ৫২
তথেতি রক্ষিণঃ প্রোচুরহল্যা সত্যবাদিনী।
ধ্যানেনাপি মুনিজ্ঞ্যাত্বা শান্তঃ প্রাহ পতিব্রতাম
গৌতম উবাচ।
যদা তু সঙ্গতা ভদ্রে গৌতম্যা সরিদীশয়া।
নদী ভূত্বা পুনা রূপং প্রাপ্স্যসে প্রিয়কৃন্মম॥৬৪
ইত্যেবেবচনং শ্রুত্বা তথা চক্রে পতিব্রতা॥ ৬৩
তয়া তু সঙ্গতা দেব্যা অহল্যা গৌতমপ্রিয়া॥
পুনস্তদ্রূপমভবদ্যন্ময়া নির্ম্মিতং পুরা।
ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ সুররাট্ প্রাহ গৌতমম্॥
ইন্দ্র উবাচ।
মাং পাহি মুনিশার্দ্দূল পাপিষ্ঠং গৃহমাগতম্।
পাদয়োঃ পতিতং দৃষ্ট্বা কৃপয়া প্রাহ গৌতমঃ॥
গৌতম উবাচ।
গৌতমীং গচ্ছ ভদ্রং তে স্নানং কুরু পুরন্দর।
ক্ষণান্নির্ধূতপাপস্ত্বং সহস্রাক্ষো ভবিষ্যসি॥ ৬৮
উভয়ং বিস্ময়করং দৃষ্টবানস্মি নারদ।

গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি। ফলতঃ স্মর-শরে যাহাদের হৃদয় নির্ভিন্ন হয়, তাহারা কি না করিয়া থাকে? হে ব্রহ্মন্! হে করুণানিধে! আমি মহাপাপী, আমায় ক্ষমা করুন। দেখুন, সাধুগণ কৃতাপরাধ জনেও কদাচ রূঢ় ব্যবহার করেন না। ইন্দ্রের দয়া-ভিক্ষায় ঋষির কোপ প্রশমিত হইল না। তিনি তাহার সে কথা শুনিয়া রোষ-ভরে বলিলেন,—ভগানুরক্তির ফলেই তুমি এই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তুমি সহস্রভগবান হও। মুনিবর অব-শেষে সকোপে অহল্যাকেও বলিলেন,—তুমি এক শুষ্ক নদী হইয়া অবস্থান কর। অহল্যা তখন মুনিবরকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলেন,—ভগবন্! যে কামিনীরা মনে মনেও অন্য পুরুষের কামনা করে, তাহারাও অক্ষয় নরকে যায় এবং তাহা-দের পূর্ব্বপুরুষগণেরও সেই গতি হয়। পরন্তু আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার বাক্যে প্রণিধান করুন। এই ব্যক্তি আপনারই রূপ ধরিয়া আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছিল! এই অগ্নি-শালার রক্ষিগণ সকলেই ইহার সাক্ষী আছে। রক্ষিগণও অহল্যাকে সত্য-বাদিনী বলিয়া সাক্ষ্য দিল। তখন মুনিবর ধ্যান দ্বারা অহল্যার সত্যবাদিত্ব বুঝিলেন। বুঝিয়া শান্ত হইয়া পতিব্রতাকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! যখন তুমি নদী হইয়া ভগবতী গৌতমীর সহিত সম্মিলিতা হইবে, তখন পুনরায় তুমি আমার প্রিয়কৃৎ রূপ প্রাপ্ত হইবে। পতিব্রতা অহল্যা ঋষির সেই কথা শুনিয়া নদী-রূপে গৌতমীর সহিত সঙ্গত হইলেন। তখন পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে যেমন নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, পুনরায় তিনি তাদৃশ রূপ ধারণ করি-লেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে সুররাজ গৌতমকে বলিলেন,—হে মুনিপ্রবর! আমি গৃহাগত, পাপিষ্ঠ, আমায় আপনি পরিত্রাণ করুন। এই বলিয়া ইন্দ্র তখন মহর্ষির পদতলে পতিত হইলেন। তদ্দ-র্শনে গৌতম কৃপা করিয়া বলিলেন,—পুরন্দর! তুমি গিয়া গৌতমী-জলে স্নান কর, তোমার পুণ্য হইবে। তুমি ক্ষণ-মধ্যেই পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া সহস্রাক্ষ হইবে। হে নারদ! অহল্যার পুনরাবির্ভাব ও শচীভর্ত্তার সহস্রাক্ষ লাভ, এই উভয়

অহল্যায়াঃ পুনর্ভাবং শচীভর্ত্তা সহস্রদৃক্ ॥ ৬৯
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমহল্যাসঙ্গমং শুভম্ ।
ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে অহল্যাসঙ্গমেন্দ্র-তীর্থবর্ণনং সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তস্মাদপ্যপরং তীর্থং জনস্থানমিতি শ্রুতম্ ।
চতুর্যোজনবিস্তীর্ণং স্মরণান্মুক্তিদং নৃণাম্ ॥ ১
বৈবস্বতান্বয়ে জাতো রাজাভূজ্জনকঃ পুরা ।
সোঽপাংপতেস্তু তনুজামুপযেমে গুণার্ণবাম্ ॥ ২
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং জনকাং জনকো নৃপঃ ।
অনুরূপগুণত্বাচ্চ তস্য ভার্য্যা গুণার্ণবা ॥ ৩
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিপ্রেন্দ্রস্তস্য রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ ।
তমপৃচ্ছন্নৃপশ্রেষ্ঠো যাজ্ঞবল্ক্যং পুরোহিতম্ ॥

জনক উবাচ ।

ভুক্তিমুক্তী উভে শ্রেষ্ঠে নির্ণীতে মুনিসত্তমৈঃ ।
দাসীদাসেভতুরগরথাদ্যৈর্ভুক্তিরুত্তমা ॥ ৫
কিং তু স্তবিরসা ভুক্তির্মুক্তিরেকা নিরত্যয়া ।
ভুক্তের্মুক্তিঃ শ্রেষ্ঠতমা ভুক্ত্যা মুক্তিঃ কথং ব্রজেৎ
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগান্মুক্তিপ্রাপ্তিঃ সুদুঃখতঃ ।
তদ্ব্রূহি দ্বিজশার্দ্দূল সুখান্মুক্তিঃ কথং ভবেৎ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

অপাং পতিস্তব গুরুঃ শ্বশুরঃ প্রিয়কৃত্তথা ।
তং গত্বা পৃচ্ছ নৃপতে উপদেক্ষ্যতি তে হিতম্
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জনকো রাজানং বরুণং তদা ।
গত্বা চোচতুরব্যগ্রৌ মুক্তিমার্গং যথাক্রমম্ ॥ ৯

বরুণ উবাচ ।

দ্বিধা তু সংস্থিতা মুক্তিঃ কর্ম্মদ্বারেঽপ্যকর্ম্মণি ।
বেদে চ নি[illegible] কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ

ব্যাপারই আমি বিস্ময়ের সহিত দর্শন করিয়াছি। সেই দিন হইতে অহল্যা-সঙ্গম একটী পবিত্র তীর্থমধ্যে পরিগণিত। উহা ইন্দ্রতীর্থনামেও বিখ্যাত। এ তীর্থ জনগণের সর্ব্বকাম-প্রদ। ৬৫—৭০।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎপরবর্ত্তী তীর্থ জনস্থান আখ্যায় অভিহিত। এই তীর্থ চতুর্যোজন বিস্তীর্ণ এবং স্মরণ মাত্রেই মানুষের মুক্তিপ্রদ। পুরাকালে বৈবস্বত-বংশে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের জনয়িত্রী, বরুণনন্দিনী গুণার্ণবার পাণি গ্রহণ করেন। গুণার্ণবা অনুরূপ রূপগুণবতী ছিলেন বলিয়াই জনকের ভার্য্যা হইয়াছিলেন। বিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য রাজার পুরোহিত ছিলেন। নৃপবর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! মুনিসত্তমেরা ভুক্তি এবং মুক্তি উভয়কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে দাসী, দাস, গজ, তুরগ ও রথাদি যান-বাহনে পরিবৃত হইয়া সুখানুভবই উত্তম ভুক্তি। কিন্তু এ ভুক্তি পরিণাম-বিরস। পরন্তু একমাত্র মুক্তিই নিরত্যয়া; সুতরাং ভুক্তি হইতে মুক্তিই শ্রেষ্ঠতমা। এখন জিজ্ঞাস্য, ভুক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ হয় কেমন করিয়া? সর্ব্ব-সঙ্গ পরিত্যাগে ও অতি কঠোর দুঃখ-ভোগেই মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বলুন, সুখ হইতে মুক্তি কিরূপে হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—জলপতি আপনার প্রিয়কর্ত্তা শ্বশুর;—সুতরাং তিনি আপনার গুরু। হে নৃপতে! আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন; তিনি আপনাকে হিতোপদেশ দিবেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য এবং জনক উভয়েই বরুণরাজের নিকট গিয়া যথাক্রমে ধীরভাবে মুক্তিমার্গের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—৯। বরুণ বলিলেন, মুক্তি দ্বিবিধ, এক—কর্ম্মপথে, অপর—

সর্ব্বঞ্চ কর্ম্মণা বদ্ধং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
অকর্ম্মণৈবাপ্যত ইতি মুক্তিমার্গো মৃষোচ্যতে
কর্ম্মণা সর্ব্বধর্ম্মানি সেৎস্যন্তি নৃপসত্তমঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা কর্ম্ম কর্ত্তব্যং বৈদিকং নৃভিঃ॥
তেন ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ প্রাপ্নুবন্তীহ মানবাঃ।
অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম পুণ্যং কর্ম্ম চাপ্যাশ্রমেষু চ॥ ১২
জাত্যাশ্রিতঞ্চ রাজেন্দ্র তত্রাপি শৃণু ধর্ম্মবিৎ।
আশ্রমাণি চ চত্বারি কর্ম্মদ্বারাণি মানদ॥ ১৪
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ গার্হস্থ্যং পুণ্যদং স্মৃতম্।
তস্মাদ্ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবতীতি মতির্মম॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু জনকো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বুদ্ধিমান।
বরুণং পূজয়িত্বা তু পুনর্বচনমূচতুঃ॥ ১৬
কো দেশঃ কিঞ্চ তীর্থং স্যাদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্
তদ্বদস্ব সুরশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞোঽসি নমোঽস্তু তে॥১৭

বরুণ উবাচ।

পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং দণ্ডকং তত্র পুণ্যদম্।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে কৃতং কর্ম্ম ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্
তীর্থানাং গৌতমী গঙ্গা শ্রেষ্ঠা মুক্তিপ্রদা নৃণাম্
তত্র যজ্ঞেন দানেন ভোগান্ মুক্তিমবাপ্স্যতি॥

ব্রহ্মোবাচ।

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জনকো বাচং শ্রুত্বা হ্যপাংপতেঃ।
বরুণেন হ্যনুজ্ঞাতৌ স্বপুরীং জগ্মতুস্তদা॥ ২০
অশ্বমেধাদিকং কর্ম্ম চকার জনকো নৃপঃ।
যাজয়ামাস বিপ্রেন্দ্রো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তং নৃপম্॥
গঙ্গাতীরং সমাশ্রিত্য যজ্ঞান্মুক্তিমবাপ রাট্।
তথা জনকরাজানো বহবস্তত্র কর্ম্মণা॥ ২২
মুক্তিং প্রাপুর্ম্মহাভাগা গৌতম্যাশ্চ প্রসাদতঃ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং জনস্থানেতি বিশ্রুতম্॥
জনকানাং যজ্ঞসদো জনস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্।
চতুর্যোজনবিস্তীর্ণং স্মরণাৎ সর্ব্বপাপনুৎ॥ ২৪

অকর্ম্ম-মার্গে অবস্থিত। অকর্ম্ম হইতে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ পথ; ইহা বেদবাক্যেও নির্ণীত। পুরুষার্থচতুষ্টয় কর্ম্ম দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ; সুতরাং অকর্ম্ম দ্বারা যে মুক্তিপথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা মিথ্যা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। হে নৃপবর! কর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্বধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নরগণের বৈদিক কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। মানবগণ কর্ম্মানুষ্ঠানেই ভুক্তি-ভুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! অকর্ম্ম হইতে কর্ম্মই শুভাবহ। সেই কর্ম্ম আশ্রম-ভেদে জাতিবিশেষে প্রতিষ্ঠিত। হে ধর্ম্ম-বিৎ! তৎসম্বন্ধেও বলিতেছি,—শ্রবণ করুন। হে মানদ! কর্ম্মের দ্বারস্বরূপ চারিটী আশ্রম আছে, সেই চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যই পুণ্যপ্রদ। তাহা হইতেই ভুক্তি-মুক্তি ঘটিয়া থাকে। ইহাই আমার ধারণা। ব্রহ্মা বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাহা শুনিয়া বরুণকে পূজাপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বলিলেন,—হে সুর-বর! কোন্ দেশ বা কোন্ তীর্থ ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ? আপান সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে নমস্কার; আপনি তাহা বলুন। বরুণ বলি-লেন,—পৃথিবীমধ্যে ভারতবর্ষ পুণ্যজনক; তন্মধ্যে দণ্ডকারণ্য আরও পুণ্যপ্রদ। সেই ক্ষেত্রে নরগণের কৃত কর্ম্মই ভুক্তি ও মুক্তি-ফলের প্রদায়ক। তীর্থ-সমূহের মধ্যে গৌতমী গঙ্গা, নরগণের পক্ষে প্রধানতঃ মুক্তিদায়িনী। তথায় স্নান-দানে ভুক্তি-মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মা বলিলেন,—যাজ্ঞ-বল্ক্য ও জনক জলপতির সেই কথা শুনিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া তৎকালে স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া জনক-রাজ অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিপ্রেন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে যাজন-করান। ঐ সকল যজ্ঞ গৌতমী গঙ্গার তীরে অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে রাজার মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে। জনক রাজার সেই কর্ম্মের প্রভাবে এবং গৌতমীর প্রসাদে আরও অনেক ভাগ্যবান্ পুরুষ মুক্তি লাভ করেন। সেই দিন হইতে এই তীর্থ স্থান জন স্থান নামে বিশ্রুত। ঐ জনস্থান জনক বংশীয়-দিগের যজ্ঞীয় সভাক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত

তত্র স্নানেন দানেন পিতৃণাং তর্পণেন তু।
তীর্থস্য স্মরণাদ্বাপি গমনাদ্ভক্তিসেবনাৎ॥ ২৫
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চ সমবাপ্নুয়াৎ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে জনস্থানতীর্থবর্ণনং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৮॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অরুণা বরুণা চৈব নদ্যৌ পুণ্যতরে শুভে।
তয়োশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো গঙ্গায়াং মুনিসত্তম॥ ১
তদুৎপত্তিং শৃণুষ্বেহ সর্ব্বপাপবিনাশিনীম্।
কশ্যপস্য সুতো জ্যেষ্ঠ আদিত্যো লোকবিশ্রুতঃ
ত্রৈলোক্যচক্ষুস্তীক্ষ্ণাংশুঃ সপ্তাশ্বো লোকপূজিতঃ
তস্য পত্নী উষা খ্যাতা ত্বাষ্ট্রী ত্রৈলোক্যসুন্দরী
ভর্ত্তুঃ প্রতাপতীব্রত্বমসহন্তী সুমধ্যমা।
চিন্তয়ামাস কিং কৃত্যং মম স্যাদিতি ভামিনী॥

উহা চতুর্যোজন বিস্তীর্ণ এবং স্মরণমাত্রেই পাপহর। তথায় স্নান, দান ও পিতৃতর্পণে এবং সেই তীর্থ স্মরণ, তথায় গমন ও ভক্তি-পূর্ব্বক তাহার নিষেবণ করিলে মানব সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয় এবং অন্তে মুক্তি পায়। ১০—২৬।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অরুণা ও বরুণা নামে দুইটী পুণ্যতরা শুভাবহা নদী ছিল। হে মুনিবর! তাহাদের গঙ্গাসহ সঙ্গমস্থান একান্ত পুণ্যজনক। এক্ষণে সর্ব্বপাপহারিণী তদুৎপত্তি শ্রবণ করুন। কশ্যপের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিত্য লোকবিশ্রুত। তিনি ত্রৈলোক্য-চক্ষু, তীক্ষ্ণাংশু, সপ্তাশ্ব ও লোকপূজ্য। তাঁহার পত্নী ত্রিলোক-সুন্দরী উষা ত্বষ্টার নন্দিনী। উষা ভর্ত্তার তীব্র প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া চিন্তা করিলেন,—"আমার এখন

তস্যাঃ পুত্রৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ মনুর্বৈবস্বতো যমঃ।
যমুনা চ নদী পুণ্যা শৃণু বিস্ময়কারণম্॥ ৫
সাকরোদাত্মনশ্ছায়ামাত্মরূপেণ যত্নতঃ।
তামব্রবীত্ততশ্চোষা ত্বঞ্চ মৎসদৃশী ভব॥ ৬
ভর্ত্তারং ত্বমপত্যানি পালয়স্ব মমাজ্ঞয়া।
যাবদাগমনং মে স্যাৎপত্যুস্তাবৎ প্রিয়া ভব॥ ৭
নাখ্যাতব্যং ত্বয়া ক্বাপি অপত্যানাং তথা প্রিয়ে
তথেত্যাহ চ সা ছায়া নির্জগাম গৃহাদুষা॥
ইত্যুক্তা সা জগামাশু শান্তং রূপমভীপ্সতী।
সা গত্বোষা গৃহং ত্বষ্টুঃ পিত্রে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ॥
ত্বষ্টাপি চকিতঃ প্রাহ তাং সুতা' সুতবৎসলঃ

ত্বষ্টোবাচ।

নৈতদ্যুক্তং ভর্ত্তৃমত্যা যৎ স্বৈরেণ প্রবর্ত্তনম্।
অপত্যানাং কথং বৃত্তির্ভর্ত্তুর্বা সবিতুস্তব।
বিভেমি ভদ্রে শিষ্টোঽহং ভর্ত্তুর্গেহং পুনর্ব্রজ॥

কর্ত্তব্য কি?" নারদ এই বিস্ময়কর ঘটনা শ্রবণ কর। বিশ্বকর্ম্ম-নন্দিনীর বৈবস্বত মনু ও যম নামে দুই মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র এবং যমুনানাম্নী এক পুণ্যনদী কন্যা ছিল। তিনি যত্নের সহিত আত্মতুল্য স্বীয় ছায়াকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—তুমি আমার সদৃশী হইয়া থাক। আমার আদেশে মদীয় ভর্ত্তার অপত্যসকল তুমি পালন কর। যতদিনে আমি না ফিরিয়া আসি, ততকাল তুমি আমার পতির প্রিয়া হইয়া থাক। তুমি আমার ভর্ত্তা বা অপত্য, কাহারও নিকট এ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিও না। ছায়া সম্মতা হইল। উষা গৃহ হইতে নির্গতা হইলেন। তিনি পতির সৌম্যরূপ কামনা করিয়া পিতৃ-গৃহে গমনপূর্ব্বক সর্ব্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করি-লেন। তৎশ্রবণে পিতা ত্বষ্টা চকিত হইয়া বলিলেন,—হে ভদ্রে! ভর্ত্তৃমতী রমণী-দিগের এ প্রকার স্বেচ্ছাচার সঙ্গত নহে। বল দেখি, তোমার ভর্ত্তা বা অপত্যদিগের বৃত্তিনির্ব্বাহ কিরূপে হইবে? বস্তুতঃ আমি ইহা ভাবিয়া ভীত হইতেছি। আমার উপদেশ শুন, তুমি পুনরায় ভর্ত্তার গৃহে

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্তা তু পিত্রা সা নেত্যুক্তা বৈ পুনঃপুনঃ।
উত্তরঞ্চ কুরোর্দেশং জগাম তপসে ত্বরা ॥ ১১
তত্র তেপে তপস্তীব্রং বড়বারূপধারিণী।
হৃৎপ্রেক্ষং তং স্বকং কান্তং ধ্যায়ন্তী নিশ্চলা উষা
এতস্মিন্নন্তরে তাত ছায়া চোষাস্বরূপিণী।
পত্যৌ সা বর্ত্তয়ামাস অপত্যান্তথ জজ্ঞিরে ॥১৩
সাবর্ণিশ্চ শনিশ্চৈব বিষ্টির্যা দুষ্টকন্যকা।
সা চ্ছায়া বর্ত্তয়ামাস বৈষম্যেনৈব নিত্যশঃ ॥১৪
স্বেষপত্যেষু চোষায়া যমস্তত্র চুকোপ হ।
বৈষম্যেণাথ বর্ত্তন্তীং ছায়াং তাং মাতরং তদা
তাড়য়ামাস পাদেন দক্ষিণাশাপতির্যমঃ।
পুত্রদৌর্জ্জন্যসংক্ষোভাচ্ছায়া বৈবস্বতং যমম্ ॥১৬
শশাপ পাপ তে পাদৌ বিশীর্য্যতু মমাজ্ঞয়া।
বিশীর্ণচরণো দুঃখাৎ রুদন্ পিতরমভ্যগাৎ।

সবিত্রে তচ্চ বৃত্তান্তং স্ববেদয়দশেষতঃ ॥ ১৭

যম উবাচ।

নেয়ং মাতা সুরশ্রেষ্ঠ যয়া শপ্তোহহমীদৃশঃ।
অপত্যেষু বিরুদ্ধেষু জননী নৈব কুপ্যতে ॥১৮
যদ্বাল্যাদব্রবং কিঞ্চিদথবা দুষ্কৃতং কৃতম্।
নৈব কুপ্যতি সা মাতা তস্মান্নেয়ং মমাম্বিকা ॥
যদপত্যকৃতং কিঞ্চিৎ সাধ্বসাধু যথা তথা।
মাতা ক্ষাং সর্ব্বমপ্যেতত্তস্মান্মাতেতি গীয়তে ॥
প্রধক্ষ্যন্তীব মাং তাত নিত্যং পশ্যতি চক্ষুষা।
বক্ত্যগ্নিকালসদৃশা বাচা নেয়ং মদম্বিকা ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

তৎ পুত্রবচনং শ্রুত্বা সবিতা চিন্তয়ত্ততঃ।
ইয়ং ছায়া নাস্য মাতা উষা মাতা তু সাম্প্রতঃ ॥
মম শান্তিমতীস্পস্তী দেশেহস্মিংস্তপোবনে

যাও। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতা এই কথা কহিলে, উষা বারংবার 'না-না' বলিয়া অসম্মতি জানাইলেন এবং সত্বর উত্তর কুরুদেশে তপস্যার্থ গমন করিলেন। সেখানে গিয়া বড়বা-রূপ ধারণ করিয়া তীব্র তপস্যা করিলেন, এবং নিশ্চলভাবে হৃদয়ে সেই স্বীয় দুর্নিরীক্ষ্য পতিদেবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই সময়ের মধ্যে উষারূপিণী ছায়া পতিপরিচর্য্যায় নিরতা থাকিয়া কতিপয় সন্তান প্রসব করিলেন। তাঁহার সন্তানগণের নাম—সাবর্ণি, শনি, ও বিষ্টি। ছায়া নিজ সন্তান এবং উষার সন্তান ইতরবিশেষভাবে দেখিয়া পালন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ নিজের সন্তান কয়টীর প্রতিই অধিক স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন। উষার সন্তান তাঁহার সেরূপ স্নেহের পাত্র হইল না। এই বৈষম্য দর্শনে যম ছায়া জননীর প্রতি কুপিত হইলেন এবং পদ দ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিলেন। পুত্রের দুর্জ্জনতায় সংক্রুদ্ধ হইয়া ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন যে, রে পাপ! আমার বচনে তোমার চরণ বিশীর্ণ হইবে। যম তখন বিশীর্ণচরণে দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট গেলেন, যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।১—১৭। যম বলিলেন,—হে সুরবর! ইনি আমাদের মাতা নহেন; কেননা, তাহা হইলে আমি এরূপভাবে অভিশপ্ত হইতাম না। বিশেষতঃ সন্তান বিরুদ্ধাচারী হইলেও জননী কখন কুপিত হন না। আমি বাল্যে কত কটু কথা কহিয়াছি, কত দুষ্কার্য্য করিয়াছি, কৈ আমার জননী ত কখন এরূপ কুপিত হন না? সুতরাং ইঁহাকে মাতা বলিয়া কখন ধারণা হইতেছে না। অপত্যজন সাধু কিংবা অসাধু যাহা কিছু করে, মাতৃজনে সে সমস্তই সহনীয় হয় বলিয়া তিনি মাতা নামে অভিহিত। হে তাত! এখন যিনি আমাদের মাতা, ইনি যেন নিত্যই আমায় নয়নানলে দগ্ধ করেন এবং সর্ব্বদাই বাক্‌-বহ্নি প্রয়োগ করেন। সুতরাং ইনি আমাদের মাতা কিছুতেই নন। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুত্রের কথা শুনিয়া সবিতা চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন—এ নিশ্চয়ই উষার ছায়া। যমের মাতা উষা এ প্রকার নহে। তাহার প্রকৃতি

উত্তরে চ কুরৌ ত্বাষ্ট্রী বড়বারূপধারিণী ॥ ২৩
তত্রাস্তে সা ইতি জ্ঞাত্বা জগামেশো দিবাকরঃ।
যত্র সা বর্ত্ততে কান্তা অশ্বরূপঃ স্বয়ং তদা ॥ ২৪
তাং দৃষ্ট্বা বড়বারূপাং পর্য্যধাবদ্ধয়াকৃতিঃ।
কামাতুরং হয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বৈ হ্রেষিতস্বনম্ ॥২৫
উষা পতিব্রতোপেতা পতিধ্যানপরায়ণা।
হয়ধর্ষণসম্ভীতা কো ময়ং চেত্যজানতী ॥ ২৬
অপলায়ৎপতৌ প্রাপ্তে দক্ষিণাভিমুখী ত্বরা।
কো নু মে রক্ষকোঽত্র স্যাদৃষয়ো বাথবা সুরাঃ
ধাবন্তীং তাং প্রিয়ামশ্বামশ্বরূপধরঃ স্বয়ম্।
পর্য্যধাবদ্‌যতো যাতি উষা ভানুস্ততস্ততঃ ॥২৮
স্মরগ্রহবশে জাতঃ কো দুশ্চেষ্টং ন চেষ্টতে।
ভাগীরথীং নদীশ্চান্যা বনান্যুপবনানি চ ॥ ২৯
নর্ম্মদাঞ্চাথ বিন্ধ্যঞ্চ দক্ষিণাভিমুখাবুভৌ।
অতিক্রম্য ভয়োদ্বিগ্না ত্বাষ্ট্র্যাগাচ্চ গৌতমীম্
তত্রাতারঃ সন্তি মুনয়ো জনস্থান ইতি শ্রুতম্।
ঋষীণামাশ্রমং সাশ্বা প্রবিষ্টা গৌতমীং তথা ॥
অনুপ্রাপ্তস্তথা চাশ্বো ভানুস্তদ্রূপবাংস্ততঃ।
অশ্বং নিবারয়ামাসুর্জ্জনস্থা মুনিদারকাঃ।
ততঃ কোপাদৃষীংস্তাংশ্চশশাপোষাপতিঃ প্রভুঃ
ভানুরুবাচ।
নিবারয়থ মাং যস্মাদ্বটা যূয়ং ভবিষ্যথ ॥ ৩৩
ব্রহ্মোবাচ।
জ্ঞানদৃষ্ট্যা তু মুনয়ো মেনিরেঽশ্বমুষাপতিম্।
অবন্তো দেবদেবেশং ভানুং তং মুনয়ো মুদা ॥
স্তূয়মানো মুনিগণৈরশ্বাং ভানুরথাগমৎ।
বড়বায়া মুখে লগ্নং মুখং চাশ্বস্বরূপিণম্ ॥ ৩৫
জ্ঞাত্বা ত্বাষ্ট্রী চ ভর্ত্তারং মুখাদ্বীর্য্যং প্রসুস্রুবে

অস্তরূপ। আমার তীব্রতর তাপের শান্তি-কামনায় সে দেশান্তরে গিয়া তপস্বিনী হইয়া কাল কাটাইতেছে। দিবাকর এইরূপ চিন্তা করিয়া বুঝিলেন,—বিশ্বকর্ম্ম-নন্দিনী উষা বড়বা-রূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুদেশে অবস্থান করিতেছে। দিবাকর এই ঘটনা বুঝিতে পারিয়া নিজেই অশ্বরূপ ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় কান্তার বিচরণ-স্থলে প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া তিনি সেই বড়বা দেখিয়া হয়রূপে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অশ্বকে কামাতুর দেখিয়া এবং তাহার হ্রেষাবর শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা পতি-ধ্যান রতা উষা অশ্ব-ধর্ষণায় ভীতা হইয়া—'ঐ অশ্ব কে?' তাহা জানিতে না পারিয়া, সত্বর দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন,—কে এমন ঋষি বা দেবতা আছেন, যিনি আমাকে অদ্য এ সঙ্কটে পরিত্রাণ করেন। এই ভাবিয়া উষা অশ্বীরূপ ধরিয়া যতই ধাবিত হইতে লাগিলেন; ভানুদেবও অশ্বরূপ ধরিয়া তেমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। বস্তুতঃ মদনাবেশে বিবশ হইয়া কে না কুচেষ্টায় চেষ্টিত হইয়া থাকে? তখন সেই বড়বা এবং অশ্ব দক্ষিণাভিমুখে যাইতে যাইতে ভাগীরথী, নর্ম্মদা, বিন্ধ্যাচল এবং অন্যান্য বন, উপবন ও নদী অতিক্রম করিল। বিশ্বকর্ম্ম-নন্দিনী বড়বা ভয়োদ্বিগ্না হইয়া তৎকালে গৌতমীজলে পতিত হইল। বড়বা শুনিয়াছিল,—জনস্থানে ঋষিগণের আশ্রম আছে এবং তত্রত্য মুনিগণ সকলেই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। এইরূপ জানা ছিল বলিয়া সে তখন গৌতমী-জলে প্রবেশ করিল। তখন অশ্বরূপধারী সূর্য্যও তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জনস্থানস্থ মুনিবালকেরা অশ্বকে নিবারণ করিল। তখন উষাপতি কুপিত হইয়া সেই সকল মুনিবালককে অভিশাপ দিলেন। ভানু বলিলেন,—তোমরা আমাকে যে হেতু নিবারণ করিলে, এইজন্য তোমাদিগকে বটবৃক্ষ হইতে হইবে।১৮—৩৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিগণ জ্ঞাননেত্রে সেই অশ্বকে উষাপতি বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং প্রহর্ষভরে দেবদেব ভানুকে তখন স্তব করিতে লাগিলেন। ভানু মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অশ্বার সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং তাহার মুখে স্বীয় মুখ স্থাপন করিলেন।

তপোবীর্য্যেণ গঙ্গায়ামশ্বিনৌ সমজায়তাম্ ॥৩৬
তত্রাগচ্ছন্ সুরগণাঃ সিদ্ধাশ্চ মুনয়স্তথা।
নদ্যো গাবস্তথৌষধ্যো দেবা জ্যোতির্গণাস্তথা
সপ্তাশ্বশ্চ রথঃ পুণ্যো হ্যরুণো ভানুসারথিঃ।
যমো মনুশ্চ বরুণঃ শনির্বৈবস্বতস্তথা॥ ৩৮
যমুনা চ নদী পুণ্যা তাপী চৈব মহানদী।
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় নদ্যস্তা বিস্ময়ান্মুনে ॥ ৩৯
দ্রষ্টুং তে বিস্ময়াবিষ্টা আজগ্মুঃ শ্বশুরস্তথা।
অভিপ্রায়ং বিদিত্বা তু শ্বশুরং ভানুরব্রবীৎ ॥

ভানুরুবাচ।

উষায়াঃ প্রীতয়ে ত্বষ্টঃ কুর্ব্বত্যান্তপ উত্তমম্।
যন্ত্রারূঢ়ঞ্চ মাং কৃত্বা ছিন্ধি তেজাংস্যনেকশঃ।
যাবৎ সৌখ্যং ভবেদস্যাস্তাবচ্ছিন্ধি প্রজাপতে

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ততস্ত্বষ্টা সোমনাথস্য সন্নিধৌ।
তেজসাং ছেদনং চক্রে প্রভাসস্তু ততো বিভুঃ
ভর্ত্রা চ সঙ্গতা যত্র গৌতম্যামশ্বরূপিণী।
অশ্বিনোর্যত্র চোৎপত্তিরশ্বতীর্থং তদুচ্যতে॥ ৪৩
ভানুতীর্থং তদাখ্যাতং তথা পঞ্চবটাশ্রমঃ।
তাপী চ যমুনা চৈব পিতরং দ্রষ্টুমাগতে॥ ৪৪
অরুণাবরুণানদ্যোর্গঙ্গায়াং সঙ্গমঃ শুভঃ।
দেবানাং তত্র তীর্থানামাগতানাং পৃথক্ পৃথক্
নব ত্রীণি সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বমক্ষয়পুণ্যদম্॥ ৪৬
স্মরণাৎ পঠনাদ্বাপি শ্রবণাদপি নারদ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ধর্ম্মবান্ স সুখী ভবেৎ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে ভানুতীর্থবর্ণনং নাম
একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৯

বড়বা তাঁহাকে আপনার ভর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং মুখ হইতে বীর্য্যক্ষরণ করিল। তাঁহাদের উভয়ের বীর্য্যে সেই গঙ্গা মধ্যেই অশ্বিনী-কুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎকালে তথায় সুরগণ, সিদ্ধগণ, মুনিগণ, নদীগণ, গো-গণ, ওষধিগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সপ্তাশ্ব-বাহিত পুণ্য রথ, ভানুসারথি অরুণ, যম, মনু, বরুণ, শনি, সাবর্ণ, যমুনা, তাপী, ও পুণ্যতোয়া মহানদী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব রূপ ধারণপূর্ব্বক বিস্ময়ের সহিত তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিলেন। তখন সূর্য্য-শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মাও আগমন করিলেন। শ্বশুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভানু বলিলেন,—হে ত্বষ্টঃ! অশ্বিনী উষার প্রীতির নিমিত্ত আমাকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া মদীয় তেজোরাশি অনেকাংশে শাতিত করিয়া দিন। হে প্রজাপতে! আমার যে পরিমাণ তেজ থাকিলে উষার সুখ হইতে পারে, আপনি আমায় সেই পরিমাণে শাতিত করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা 'তথাস্তু' বলিয়া সোমনাথের সমীপে সূর্য্যের তেজোরাশি ছেদন করিলেন। তাহাতেই প্রভাসতীর্থের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইল। গৌতমী নদীর যে অংশে অশ্বিনীরূপিণী উষা ভর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়াছিল, এবং যেখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই স্থান অশ্বতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। তথায় ভানুতীর্থ, পঞ্চবটাশ্রম, পিতৃদর্শনার্থ নবাগত তাপী ও যমুনা তীর্থ এবং অরুণা ও বরুণা নদীর গঙ্গাসহ সঙ্গমতীর্থ ও সমাগত দেবগণের বিভিন্ন তীর্থ বিখ্যাত। এইরূপে তথায় সপ্তবিংশতি সহস্র বিশিষ্ট তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় স্নানদানাদি যাহা কিছু পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নারদ! এই তীর্থের কথা শ্রবণ, পঠন ও স্মরণ করিলেও মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধার্ম্মিক ও সুখসম্পন্ন হয়। ৩৪—৪৭।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

গারুড়ং নাম যত্তীর্থং সর্ব্ববিঘ্নপ্রশান্তিদম্।
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ॥ ১
মণিনাগ ইতি খ্যাসীচ্ছেষপুত্রো মহাবলঃ।
গরুড়স্য ভয়াদ্ভক্ত্যা তোষয়ামাস শঙ্করম্॥ ২
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ পরমেষ্ঠী মহেশ্বরঃ।
তমুবাচ মহানাগং বরং বরয় পন্নগ॥ ৩
নাগঃ প্রাহ প্রভো মহ্যং দেহি মে গরুড়াভয়ম্
তথেত্যাহ চ তং শম্ভুর্গরুড়াদভয়ং ভবেৎ॥ ৪
নির্গতো নির্ভয়ো নাগো গরুড়াদরুণানুজাৎ।
ক্ষীরোদশায়ী যত্রাস্তে ক্ষীরার্ণবসমীপতঃ॥ ৫
ইতশ্চেতশ্চ চরতি নাগোঽসৌ সুখশীতলে।
গরুড়োঽপি চ যত্রাস্তে তং দেশমপি যাত্যসৌ
গরুড়ঃ পন্নগং দৃষ্ট্বা চরন্তং নির্ভয়েন তু।
তং গৃহীত্বা মহানাগং প্রাক্ষিপৎ স্বস্য বেশ্মনি॥
তং বদ্ধা গারুড়ৈঃ পাশৈর্গরুড়ো নাগসত্তমম্।
এতস্মিন্নন্তরে নন্দী প্রোবাচেশং জগৎপ্রভুম্

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

নূনং নাগো ন চায়াতি ভক্ষিতো বদ্ধ এব বা।
গরুড়েন সুরেশান জীবন্নাগো ন সংব্রজেৎ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নন্দিনো বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা শম্ভুরথাব্রবীৎ॥ ১০

শিব উবাচ।

গরুড়স্য গৃহে নাগো বদ্ধস্তিষ্ঠতি সত্বরম্।
গত্বা তং জগতামীশং বিষ্ণুং স্তুহি জনার্দ্দনম্॥ ১১
বদ্ধং নাগং কাশ্যপেন মদ্বাক্যাদানয় স্বয়ম্।
তৎপ্রভোর্বচনং শ্রুত্বা নন্দী গত্বা শ্রিয়ঃ পতিম্
ব্যজ্ঞাপয়ৎ স্বয়ং বাক্যং বিষ্ণুং লোকপরায়ণম্।
নারায়ণঃ প্রীতমনা গরুড়ং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৩

বিষ্ণুরুবাচ।

বিনতাত্মজ মে বাক্যান্নন্দিনে দেহি পন্নগম্।
কম্পমানস্তদাকর্ণ্য নেত্যুবাচ বিহঙ্গমঃ॥ ১৪

নবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গরুড় নামে এক তীর্থ আছে। উহা সর্ব্ববিঘ্নের শান্তিকর। হে নারদ! উহার মাহাত্ম্য বলিতেছি, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। অনন্ত নাগের পুত্র, মণিনাগ নামে এক মহাবল নাগ ছিল। ঐ নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করের আরাধনা করে। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া সেই মহানাগকে বলিলেন,—পন্নগ! তুমি বর প্রার্থনা কর। নাগ বলিল,—প্রভো! আমায় গরুড় হইতে অভয় দান করুন। শম্ভু সম্মত হইয়া তাহাকে গরুড় হইতে অভয় দান করিলেন। অরুণানুজ গরুড় হইতে নির্ভয় হইয়া ঐ নাগ নির্গত হইল এবং যথায় ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বিরাজ করিতেছিলেন, সেখানে ক্ষীরাব্ধির নিকটে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। অধিক কি, যে প্রদেশে স্বয়ং গরুড় বাস করিত, সেখানেও সে গমন করিল। গরুড় সেই পন্নগকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক নিজালয়ে নিক্ষেপ করিল। এই সময় নন্দী জগৎপ্রভু শম্ভুকে বলিলেন,—মণিনাগ আর প্রত্যাগমন করিল না; নিশ্চয়ই গরুড় তাহাকে খাইয়াছে, অথবা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হে সুরেশ! যদি সে নাগ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে একেবারে চলিয়া যাইত না। ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দীর কথা শুনিয়া শম্ভু সেই ঘটনা জানিয়া বলিলেন,—মণিনাগ গরুড়ের গৃহে আবদ্ধ আছে; তুমি যাও,—গিয়া সত্বর জগদীশ জনার্দ্দনের স্তব কর এবং গরুড় কর্ত্তৃক আবদ্ধ মণিনাগকে শীঘ্র লইয়া আইস। নন্দী প্রভুর কথায় শ্রীপতির প্রান্তে গমন করিয়া তাঁহার নিকট সেই কথা নিবেদন করিল। নারায়ণ তখন প্রীতচিত্তে গরুড়কে বলিলেন,—হে বিনতানন্দন! আমার কথানুসারে নন্দীর নিকট তুমি মণিনাগকে সমর্পণ কর। বিহঙ্গম গরুড় সেই কথা শুনিয়া শিরঃকম্পন করত বলিল,—না—দিব না। এই বলিয়া

বিষ্ণুমপ্যব্রবীৎ কোপাৎ সুপর্ণো নন্দিনোঽন্তিকে ॥১৪
গরুড় উবাচ ।
যদ্যৎ প্রিয়তমং কিঞ্চিদ্ভৃত্যেভ্যঃ প্রভবিষ্ণবঃ ।
দাস্যন্ত্যন্যে ভবান্নৈব ময়ানীতং হরিষ্যতি ॥১৫
পশ্য দেবং ত্রিনয়নং নাগং মোক্ষ্যতি নন্দিনা ।
ময়োপপাদিতং নাগং ত্বং তু দাস্যসি নন্দিনে ॥
ত্বাং বহামি সদা স্বামিন্মম দেয়ং সদা ত্বয়া ।
ময়োপাদিতং নাগং বক্তুং দেহীতি নোচিতম্ ॥
সতাং প্রভূণাং নেয়ং স্যাদ্বৃত্তিঃ সদ্বৃত্তিকারিণাম্
সন্তো দাস্যন্তি ভৃত্যেভ্যো মদুপাত্তহরো ভবান্
দৈত্যান্ জয়সি সংগ্রামে মদ্বলেনৈব কেশব ।
অহং মহাবলীত্যেবং মুধৈব শ্লাঘতে ভবান্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
গরুড়স্যেতি তদ্বাক্যং শ্রুত্বা চক্রগদাধরঃ ।
বিহস্য নন্দিনঃ পার্শ্বে পশ্যদ্ভির্লোকপালকৈঃ ॥ ২০
ইদমাহ মহাবুদ্ধির্মাং সমুহ্য কৃশো ভবান্ ।
ত্বদ্বলাদসুরান্ সর্ব্বান্ জেষ্যেঽহং খগসত্তম ॥২১
ইত্যুক্তা শ্রীপতির্ব্রহ্মন্ শান্তকোপোঽব্রবীদিদম্
বহাঙ্গুলিং করস্যাশু কনিষ্ঠাং নন্দিনোঽন্তিকে ॥
গরুড়স্য ততো মূর্দ্ধ্নি ন্যস্যেদং পুনরব্রবীৎ ।
সত্যং মাং বহসে নিত্যং পশ্য ধর্ম্মং বিহঙ্গম ॥
ন্যস্তায়াঞ্চ ততোঽঙ্গুল্যাং শিরঃ কুক্ষৌ সমাবিশৎ ।
কুক্ষিশ্চ চরণস্যান্তঃ প্রাবিশচ্চূর্ণিতোঽভবৎ ॥
ততঃ কৃতাঞ্জলির্দীনো ব্যথিতো লজ্জয়ান্বিতঃ ॥
গরুড় উবাচ ।
ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ ভৃত্যং মামপরাধিনম্ ।
ত্বং প্রভুঃ সর্ব্বলোকানাং ধর্ত্তা ধার্য্যস্ত্বমেব চ ॥

নন্দীর সাক্ষাতে বিষ্ণুকে সে কোপের সহিত আরও বলিল যে, অন্যান্য প্রভুগণ ভৃত্য-দিগকে যে সকল প্রিয়তম বস্তু দান করিয়া থাকেন, আপনি তাহার কিছুই দেন না। অধিকন্তু আমি যদি কিছু লইয়া আসি, আপনি তাহা হরণ করেন। দেখুন দেখি, ত্রিলোচন দেব কেমন ভক্তপ্রিয়। তিনি নন্দীকে প্রেরণ করিয়া এই নাগকে মোচন করিতে সমুৎসুক। আর আমি আপনার ভৃত্য, এই নাগটাকে আনিয়াছি, আপনি তাহা নন্দীকে দান করিতেছেন! আমি নিত্য আপনাকে বহন করি, আপনারই সর্ব্বদা আমাকে দেওয়া উচিত; তাহাতে আমি একটা নাগ ধরিলাম, আপনি তাহা ছাড়িয়া দিতে বলেন। ইহা আপনার একা-ন্তই অনুচিত। সদ্বৃত্তি-সম্পন্ন সচ্চরিত্র প্রভুদিগের এরূপ ব্যবহার সঙ্গত নহে। সজ্জনেরা ভৃত্যদিগকে দান করেন; কিন্তু আপনি আমার প্রাপ্য বস্তু হরণ করেন। হে কেশব! মনে রাখিবেন, আমার বলেই সংগ্রামে আপনি দৈত্যদিগকে জয় করিয়া থাকেন। আমিই প্রকৃত মহাবলশালী। আপনার শ্লাঘা বৃথা।১-১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—চক্র-গদাধর বিষ্ণু গরুড়ের এই কথা শুনিয়া লোকপালগণ ও শিবানুচর নন্দীর সমক্ষে হাস্য করিয়া বলিলেন,—'ওহে খগবর! তুমি আমাকে বহন করিয়া কৃশ হইয়াছ; তোমার বলেই আমি অসুরদিগকে জয় করি—উত্তম কথা। এই বলিয়া শ্রীপতি ক্রুদ্ধ না হইয়া গরুড়কে আবার বলিলেন,—স্বীকার করি, তোমার বিলক্ষণ শক্তি; কিন্তু তুমি আমার এই কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটা বহন কর। এই বলিয়া নন্দীর সমক্ষেই গরুড়ের মস্তকে স্বীয় অঙ্গুলি সংস্থাপন করিয়া আবার বলিলেন,—বিহঙ্গম! সত্যই তুমি আমাকে নিত্য বহন কর। এক্ষণে ধর্ম্মের গতি অবলোকন কর। এই বলিয়া বিষ্ণু অঙ্গুলি মস্তকে স্থাপন করিবামাত্র গরুড়ের মস্তক কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই কুক্ষি আবার চরণপ্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইল। তখন গরুড় ব্যথিত ও দীনভাবে লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে বলিল,—হে জগন্নাথ! আমি অপরাধী ভৃত্য, আমায় পরিত্রাণ করুন। তুমিই সকলের প্রভু, এবং ধর্ত্তা,

অপরাধসহস্রাণি ক্ষমন্তে প্রভবিষ্ণবঃ।
কৃতাপরাধেঽপি জনে মহতী যস্য বৈ কৃপা ॥২৬
বদন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে ত্বামেব করুণাকরম্।
রক্ষস্বার্ত্তং জগন্মাতর্ম্মামম্বুজনিবাসিনি
কমলে বালকং দীনমার্ত্তং তনয়বৎসলে ॥ ২৭
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ কৃপান্বিতা দেবী শ্রীরপ্যাহ জনার্দ্দনম্ ॥২৮
কমলোবাচ।
রক্ষ নাথ স্বকং ভৃত্যং গরুড়ং বিপদং গতম্।
জনার্দ্দন উবাচেদং নন্দিনং শম্ভুবাহনম্ ॥ ২৯
বিষ্ণুরুবাচ।
নয় নাগং সগরুড়ং শম্ভোরন্তিকমেব চ।
তৎপ্রসাদাচ্চ গরুড়ো মহেশ্বরনিরীক্ষিতঃ।
আত্মীয়ঞ্চ পুনা রূপং গরুড়ঃ সমবাপ্স্যতি ॥৩০
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্তা চ বৃষভো নাগেন গরুড়েন চ।
শনৈঃ স শঙ্করং গত্বা সর্ব্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
শঙ্করোঽপি গরুত্মন্তং প্রোবাচ শশিশেখরঃ ॥

শিব উবাচ।
যাহি গঙ্গাং মহাবাহো গৌতমীং লোকপাবনীম্
সর্ব্বকামপ্রদাং শান্তাং তামাপ্লুত্য পুনর্বপুঃ ॥৩২
প্রাপ্স্যসে সর্ব্বকামাংশ্চ শতধাথ সহস্রধা।
সর্ব্বপাপোপতপ্তা যে দুর্দ্দৈবোন্মূলিতোদ্যমাঃ।
প্রাণিনোঽভীষ্টদা তেষাং শরণং খগ গৌতমী
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্বাক্যং প্রণতো ভূত্বা শ্রুত্বা তু গরুড়োঽভ্যগাৎ
গঙ্গামাপ্লুত্য গরুড়ঃ শিবং বিষ্ণুং ননাম সঃ॥
ততঃ স্বর্ণময়ঃ পক্ষী বজ্রদেহো মহাবলঃ।
বেগী ভবন্মুনিশ্রেষ্ঠ পুনর্বিষ্ণুমিয়াৎ সুধীঃ ॥ ৩৫
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং গারুড়ং সর্ব্বকামদম্।
তত্র স্নানাদি যৎকিঞ্চিৎকরোতি প্রযতো নরঃ।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং বৎস শিববিষ্ণুপ্রিয়াবহম্ ॥ ৩৬
ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে গরুড়তীর্থবর্ণনং
নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

এবং তুমিই সকলের ধাত্রী। প্রভুগণ ভৃত্যবর্গের সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। লোকে অপরাধ করিলেও যাঁহার মহতী করুণার কথা শ্রুত হয়, মুনিগণ তোমাকেই সেই করুণাকর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অপিচ হে কমলবিলাসিনি জগদম্বিকে কমলে! তুমিও এই আর্ত্ত দীন বালককে রক্ষা কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন শ্রীদেবী কৃপাকুল হইয়া জনার্দ্দনকে বলিলেন,—হে নাথ! বিপন্ন ভৃত্য গরুড়কে রক্ষা করুন। তখন জনার্দ্দন শিবানুচর নন্দীকে বলিলেন,—তুমি গরুড়ের সহিত এই মণিনাগকে শিব সন্নিধানে লইয়া যাও। মহেশ্বরের প্রসন্ন দৃষ্টিতে গরুড় পুনরায় স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দী 'তথাস্তু' বলিয়া নাগের সহিত গরুড়কে শঙ্করসমীপে লইয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। চন্দ্রমৌলি শঙ্কর তখন গরুড়কে বলিলেন,—হে মহাভুজ! তুমি লোকপাবনী গৌতমী গঙ্গায় গমন কর। সেই সর্ব্ব-কামদায়িনী শান্তিকরী গঙ্গায় স্নান করিলে, পুনরায় তুমি স্বীয় বপু প্রাপ্ত হইবে। দেখ, যাহারা শত শত ও সহস্র সহস্র প্রকারে নানা পাপে পরিতপ্ত হয় এবং দারুণ দৈবপ্রভাবে যাহাদের সমস্ত উদ্যম নষ্ট হইয়া যায়, তথাবিধ প্রাণিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া অভীষ্টলাভ করে। হে খগ! তাদৃশ লোকদিগের গৌতমীই একমাত্র আশ্রয়। ৫০—৩৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—গরুড় প্রণতভাবে শঙ্করবাণী শ্রবণ করিয়া গৌতমী গঙ্গায় গমন করিল এবং তথায় স্নান করিয়া শিব ও বিষ্ণুকে নমস্কার করিল। হে মুনিবর! গরুড় তখন স্বর্ণময় মহাবল বজ্র-দেহ-বিশিষ্ট ও বেগবান্ হইল। সে তখন পুনরায় বিষ্ণুসমীপে আগমন করিল। সেই দিন হইতে ঐ তীর্থ সর্ব্বকামদ গরুড় নামে বিখ্যাত হইল। নর প্রযত হইয়া তথায় যে কিছু স্নান-দানাদি রেক,

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ততো গোবর্দ্ধনং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
পিতৄণাং পুণ্যজননং স্মরণাদপি পাপনুৎ ॥ ১
তস্য প্রভাব এষ স্যান্ময়া দৃষ্টস্তু নারদ।
ব্রাহ্মণঃ কর্ষকঃ কশ্চিজ্জাবালিরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২
ন বিমুঞ্চত্যনড্বাহৌ মধ্যং যাতেঽপি ভাস্করে।
প্রতোদেন প্রতুদতি পৃষ্ঠতোঽপি চ পার্শ্বয়োঃ ॥
তৌ গাবাবশ্রুপূর্ণাক্ষৌ দৃষ্ট্বা গোঃ কামদোহিনী
সুরভির্জগতাং মাতা নন্দিনে সর্ব্বমব্রবীৎ ॥ ৪
স চাপি ব্যথিতো ভূত্বা শম্ভবে তন্ন্যবেদয়ৎ।
শম্ভুশ্চ বৃষভং প্রাহ সর্ব্বং সিধ্যতু তে বচঃ ॥ ৫
শিবাজ্ঞাসহিতো নন্দী গোজাতং সর্ব্বমাহরৎ।
নষ্টেষু গোষু সর্ব্বেষু স্বর্গে মর্ত্ত্যে ততস্তরা ॥ ৬
মামবোচন্ সুরগণা বিনা গোভির্ন জীব্যতে।
তানবোচং সুরান্সর্ব্বান্শঙ্করং যাত যাচত ॥ ৭
তথৈবেশং তু তে সর্ব্বে স্তুত্বা কার্য্যং ন্যবেদয়ন্
ঈশোঽপি বিবুধানাহ জানাতি বৃষভো মম ॥ ৮
তে বৃষং প্রোচুরমরা দেহি গা উপকারিণঃ।
বৃষোঽপি বিবুধানাহ গোসবঃ ক্রিয়তাং ক্রতুঃ
ততঃ প্রাপ্স্যথ গাঃ সর্ব্বা যা দিব্যা যাশ্চ মানুষাঃ
ততঃ প্রবর্ত্ততে যজ্ঞো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ ॥
গৌতম্যাশ্চ শুভে পার্শ্বে গাবো ববৃধিরে ততঃ
গোবর্দ্ধনং তু তত্তীর্থং দেবানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
তত্র স্নানং মুনিশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলপ্রদম্।
কিঞ্চিদ্দানাদিনা যৎ স্যাৎফলং তত্তু ন বিদ্মহে ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে গোবর্দ্ধনতীর্থবর্ণনং নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯১ ॥

তৎসমস্তই অক্ষয় হয় এবং তৎপ্রতি শিব ও বিষ্ণু প্রীত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর পিতৃগণের পুণ্যজনক সর্ব্ব-পাপ-হর গোবর্দ্ধন তীর্থ। ইহা স্মরণেও পাপহর। হে নারদ! আমি ইহার প্রভাব এইরূপ দেখিয়াছি; জাবালি নামে কোন এক বিখ্যাত কৃষক ব্রাহ্মণ প্রখর মধ্যাহ্ন কালেও ক্ষেত্র হইতে বৃষভ-যুগল পরিত্যাগ করিতেন না। পরন্তু তাহাদের পৃষ্ঠে এবং পার্শ্বে প্রতোদ দ্বারা প্রহার করিতেন। কামদোহিনী সুরভিমাতা সেই গো-দ্বয়ের নয়ন অশ্রুজলে আপ্লুত দেখিয়া নন্দীকে সে বিষয় বলিলেন,—নন্দী তৎশ্রবণে ব্যথিত হইয়া শম্ভুর নিকট নিবেদন করিলেন। শম্ভু তৎশ্রবণে নন্দীকে বলিলেন,—তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক। নন্দী তখন শিবাজ্ঞায় সমস্ত গোজাতিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন,—তখন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, কুত্রাপি আর গো দৃষ্ট হইল না। তখন সুরগণ আসিয়া আমার নিকট বলিলেন,—গাভী বিনা আর ত জীবন ধারণ করা যায় না। আমি সুরগণকে বলিলাম,—তোমরা শম্ভুর নিকট যাও, যাইয়া প্রার্থনা কর। অনন্তর দেবগণ শম্ভুকে স্তব করিয়া স্বীয় কার্য্য নিবেদন করিলেন। শম্ভুও দেবগণকে বলিলেন,—আমি কিছু জানি না। আমার বৃষভ এ বিষয় জানে।১—৮। অমরগণ তখন বৃষভকে বলিলেন,—উপকারী গোদিগকে প্রদান কর। বৃষ বিবুধগণকে বলিল,—আপনারা গো-সব নামে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন; তাহা হইলেই সমস্ত দৈবী ও মানুষী গোজাতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অনন্তর দেব-নির্ম্মিত গো-সব যজ্ঞ আরম্ভ হইল। তখন গৌতমী নদীর পবিত্র তীরে গোজাতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই জন্য তথায় দেবগণের প্রীতিবর্দ্ধন গোবর্দ্ধন তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই তীর্থে স্নান করিলে, গো-সহস্র দানের ফল হয়; পরন্তু তথায়

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

পাপপ্রণাশনং নাম তীর্থং পাপভয়াপহম্।
নামধেয়ং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ॥ ১
ধৃতব্রত ইতি খ্যাতো ব্রাহ্মণো লোকবিশ্রুতঃ।
তস্য ভার্য্যা মহী নাম তরুণী লোকসুন্দরী॥ ২
তস্য পুত্রঃ সূর্য্যনিভঃ সনাজ্জাত ইতি শ্রুতঃ।
ধৃতব্রতং তথাকর্ষন্মৃত্যুঃ কালেরিতো মুনে॥ ৩
ততঃ সা বালবিধবা বালপুত্রা সুরূপিণী।
ত্রাতারং নৈব পশ্যন্তী গালবাশ্রমমভ্যগাৎ॥ ৪
তস্মৈ পুত্রং নিবেদ্যাথ স্বৈরিণী পাপমোহিতা।
সা বভ্রাম বহূন দেশান্ পুংস্কামা কামচারিণী॥৫
তৎপুত্রো গালবগৃহে বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
জাতোঽপি মাতৃদোষেণ বেশ্যেরিতমতির্বভূৎ॥
জনস্থানমিতি খ্যাতং নানাজাতিসমাবৃতম্।
তত্রাসৌ পণ্যবেষেণ অধ্যাস্তে চ মহী তথা॥
তৎসুতোঽপি বহূন্ দেশান্ পরিবভ্রাম কামুকঃ
সোঽপি কালবশাত্তত্র জনস্থানেঽবসত্তদা॥ ৮
স্ত্রিয়মাকাঙ্ক্ষতে বেশ্যাং ধৃতব্রতসুতো দ্বিজঃ।
মহী চাপি ধনং দাতৄন্ পুরুষান্ সমপেক্ষতে॥ ৯
মেনে ন পুত্রমাত্মীয়ং স চাপি ন তু মাতরম্।
তয়োঃ সমাগমশ্চাসীদ্বিধিনা মাতৃপুত্রয়োঃ॥ ১০
এবং বহুতিথে কালে পুত্রে মাতরি গচ্ছতি।
তযোঃ পরস্পরং জ্ঞানং নৈবাসীন্মাতৃপুত্রয়োঃ॥
এবং প্রবর্ত্তমানস্য পিতৃধর্ম্মেণ সন্মতিঃ।
আসীত্তস্যাপাসদ্বৃত্তেঃ শৃণু নারদ চিত্রবৎ॥১২
স্বৈরাস্থিত্যা বর্ত্তমানো নেদং স পরিহাতবান্।
ব্রাহ্মীং সন্ধ্যামনুষ্ঠায় তদূর্দ্ধ্বন্তু ধনার্জ্জনম্॥ ১৩
বিদ্যাবলেন বিত্তানি বহূন্যার্জ্জ্য দদাত্যসৌ।

কিঞ্চিৎ দান করিলে, যে কি অপূর্ব্ব ফল পাওয়া যায়, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।৯—১২

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯১॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর পাপ-ভয়-হারী পাপ-প্রশমন তীর্থ। হে নারদ! যত্ন-পূর্ব্বক শ্রবণ কর, ইহার নামনিরুক্তির বিষয় বলিতেছি। পূর্ব্বে ধৃতব্রত নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার ভার্য্যার নাম মহী। মহী তরুণী এবং সুন্দরী। তাঁহার একটী সূর্য্যসন্নিভ পুত্র হয়। পুত্র জন্মিবার পর ধৃতব্রত কাল-কবলে পতিত হয়। তখন সেই সুন্দরী বাল-বিধবা নিজের বালক পুত্রটীকে লইয়া আর কোন আশ্রয় নাই দেখিয়া গালবা-শ্রমে গমন করিল। সেখানে গিয়া সেই পুত্রটীকে তাঁহার নিকট রাখিয়া সেই সুন্দরী স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল। সেই স্বৈরিণী পাপমোহিত হইয়া পুরুষপ্রার্থনায় বহুদেশ পরিভ্রমণ করিল। এদিকে তাহার পুত্র গালব-গৃহে থাকিয়া বেদ-বেদাঙ্গপারগ হইলেও মাতৃদোষে তদীয় চিত্ত বেশ্যা সক্ত হইল। অনন্তর নানা জাতি সমাবৃত জনস্থানে আসিয়া তাহার মাতা মহী বাস করিতে লাগিল। মহীর সেই পুত্রও বহু-দেশ পর্য্যটন করিয়া কালক্রমে জনস্থানে আসিয়া বাস করিল। তথায় গিয়া দ্বিজ-পুত্র বেশ্যাসঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল; এদিকে মহীও বেশ্যা হইয়া ধনী পুরুষদিগের আগমন অপেক্ষা করিতেছিল। মহী নিজের পুত্রকে চিনিতে পারিল না, এবং তাহার পুত্রও মাতাকে চিনিল না। তখন দৈবক্রমে মাতা ও পুত্রের সঙ্গম ঘটিল। এইরূপে বহুদিন যাবৎ মাতা ও পুত্রের সঙ্গম-ব্যাপার চলিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা পরস্পর কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না। এইরূপে কদর্য্য ক্রিয়ায় আসক্ত থাকিলেও পিতার ধার্ম্মিকতাগুণে সেই দ্বিজপুত্রের ধর্ম্ম-কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি তখনও হ্রাস হয় নাই। হে নারদ! সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ কর।১—১২। দ্বিজনন্দন ঐরূপে বেশ্যাসক্ত হইয়াও প্রত্যহ বক্ষ্যমাণরূপে ধর্ম্মাচরণ করিত।

তথা স প্রাতরুত্থায় গঙ্গাং গত্বা যথাবিধি ॥ ১৪
শৌচাদি স্নানসন্ধ্যাদি সর্ব্বং কার্য্যং যথাক্রমম্।
কৃত্বা তু ব্রাহ্মণান্নত্বা ততোহভ্যেতি স্বকর্ম্মসু ॥
প্রাতঃকালে গৌতমীন্তু যদা যাতি বিরূপবান্।
কুষ্ঠসর্ব্বাঙ্গশিথিলঃ পূয়শোণিতনিঃস্রবঃ ॥ ১৫
স্নাত্বা তু গৌতমীং গঙ্গাং যদা যাতি সুরূপধৃক্
শান্তঃ সূর্য্যাগ্নিসদৃশো মূর্ত্তিমানিব ভাস্করঃ ॥১৭
এতদ্রূপদ্বয়ং তস্য নৈব পশ্যতি স দ্বিজঃ।
গালবো যত্র ভগবাংস্তপোজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ১৮
আশ্রিত্য গৌতমীং দেবীং আস্তে চ মুনিভির্বৃতঃ
ব্রাহ্মণোহপি চ তত্রৈব নিত্যং তীর্থং সমেত্য চ
গালবঞ্চ নমস্যাথ ততো যাতি স্বমন্দিরম্।
গঙ্গায়াঃ সেবনাৎ পূর্ব্বং সনাজ্জাতস্য যদ্বপুঃ ॥
স্নানসঙ্গোত্তরে কালে পুনর্যদপি তদ্দ্বিজে।
উভয়ং তস্য তদ্রূপং গালবো নিত্যমেব চ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ো মেনে কিঞ্চিদস্ত্যত্র কারণম্।
এবং সবিস্ময়ো ভূত্বা গালবঃ প্রাহ তং দ্বিজম্
গচ্ছন্তন্তু নমস্যাথ সনাজ্জাতং গুরুর্গৃহম্।
আহূয় যত্নতো ধীমান্ কৃপয়া বিস্ময়েন চ ॥২৩

গালব উবাচ।

কো ভবান্ ক্বচ গন্তাসি কিং করোষি ক ভোক্ষ্যসি।
কিংনামা ত্বং ক শয্যা তে কা তে ভার্য্যা বদস্ব মে ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ।

গালবস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণোহপ্যাহ তং মুনিম্।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্বঃ কথ্যতে ময়া সর্ব্বং জ্ঞাত্বা কার্য্যবিনির্ণয়ম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা গালবং তং সনাজ্জাতো গৃহং যযৌ।
ভুক্ত্বা রাত্রৌ তয়া সম্যক্ শয্যামাসাদ্য বন্ধকীম্ ॥
উবাচ চকিতঃ স্মৃত্বা গালবস্য তু যদ্বচঃ ॥ ২৭

সে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া গৌতমী গঙ্গায় গমন করিত, তথায় গিয়া যথাবিধি শৌচাচার ও স্নান সন্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সে যখন গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠ-ব্যাধিতে শিথিল থাকিত এবং তাহা হইতে পূয-শোণিত ক্ষরিত হইত, আর যখন সে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিত, তখন দেহ সুরূপ, সূর্য্যাগ্নিসদৃশ—যেন তাহাকে সাক্ষাৎ ভাস্কর বলিয়াই বোধ হইত। নিজের যে এইরূপ দুই কালে দুই প্রকার রূপ হইত, দ্বিজপুত্র তাহা দেখিতে পাইত না। তপোজ্ঞানবান্ ভগবান্ গালব গৌতমী-গঙ্গার তীর দেশ আশ্রয় করিয়া মুনিগণসহ অবস্থান করিতেন, দ্বিজপুত্রও নিত্য গঙ্গায় স্নান করিয়া গালবকে নমস্কারপূর্ব্বক নিজ গৃহে যাইতেন। গঙ্গাস্নানের পূর্ব্বে এবং পরে ঐ দ্বিজপুত্রের যেরূপ রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিত, গালব সেই উভয়বিধ রূপই প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেন। তিনি তদ্দর্শনে বিস্ময়ের সহিত মনে করিলেন, নিশ্চয়ই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। এইরূপে গালব বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই দ্বিজনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধৃতব্রত-পুত্র এদিন গঙ্গাস্নান করিয়া গালবকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রতিগমন করিতেছিলেন। ধীমান্ গুরু গালব তাঁহাকে ডাকিয়া বিস্ময় ও কৃপা সহকারে বলিলেন, কে তুমি, কোথায় যাও, কোথায় থাক, কি কর এবং কি বস্তু ভোজন কর? তোমার নাম কি? শয়নস্থান কোথায় এবং তোমার ভার্য্যা কে? এ সকল আমার নিকট ব্যক্ত কর। ১৩—২৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—গালব মুনির প্রশ্ন শুনিয়া সেই দ্বিজপুত্র তাঁহাকে বলিল,—আমি সমস্ত কার্য্য-কারণ জানিয়া আসিয়া আগামী কল্য আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—গালবকে এই কথা কহিয়া ধৃতব্রতপুত্র গৃহে গেলেন এবং রাত্রিযোগে ভোজনান্তে শয়ন করিয়া গালবের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক চকিতভাবে তাঁহার সেই শয্যা-সহচরী

ব্রাহ্মণ উবাচ।
ত্বন্তু সর্ব্বগুণোপেতা বন্ধক্যপি পতিব্রতা।
আবয়োঃ সদৃশী প্রীতির্যাবজ্জীবং প্রবর্ত্ততাম্॥
তথাপি কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি কিন্নাম্নী ত্বং ক বা কুলম্
কিম্নু স্থানং ক বা বন্ধুর্মম সর্ব্বং নিবেদ্যতাম্।
বন্ধক্যুবাচ।
ধৃতব্রত ইতি খ্যাতো ব্রাহ্মণো দীক্ষিতঃ শুচিঃ
তস্য ভার্য্যা মহী চাহং মৎপুত্রো গালবাশ্রমে॥
উৎসৃষ্টো মতিমান্ বালঃ সনাজ্জাত ইতি শ্রুতঃ
অহন্তু পূর্ব্বদোষেণ ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং কুলাগতম্॥
স্বৈরিণী ত্বিহ বর্ত্তেঽহং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণীং দ্বিজ
ব্রহ্মোবাচ।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মর্ম্ম বিদ্ধ ইবাভবৎ।
পপাত সহসা ভূমৌ বেশ্যা তং বাক্যমব্রবীৎ॥
বেশ্যোবাচ।
কিম্নু জাতং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক চ প্রীতির্গতা তব।
কিং তু বাক্যং ময়া চোক্তং তব চিত্তবিরোধকৃৎ
আত্মানমাত্মনাশ্বাস্য ব্রাহ্মণো বাক্যমব্রবীৎ॥৩৪
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ধৃতব্রতঃ পিতা বিপ্রস্তৎপুত্রোঽহং সনাদ্যতঃ।
মাতা মহী মম ইয়ং মম দৈবাদুপাগতা॥৩৫
ব্রহ্মোবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা তস্য বাক্যং সাপ্যভূদ্দাতদুঃখিতা।
তয়োস্তু শোচতোঃপশ্চাৎ প্রভাতে বিমলে রবৌ
গালবং মুনিশার্দ্দূলং গত্বা বিপ্রো ন্যবেদয়ৎ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ধৃতব্রতসুতো ব্রহ্মংস্ত্বয়া পূর্ব্বন্তু পালিতঃ।
উপনীতস্ত্বয়া চৈব মহী মাতা মম প্রভো॥৩৭
কিং করোমি চ কিং কৃত্বা নিষ্কৃতির্মম বৈ ভবেৎ
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্বিপ্রবচনং শ্রুত্বা গালবঃ প্রাহ মা শুচঃ।
তবেদং দ্বিবিধং রূপং নিত্যং পশ্যাম্যপূর্ব্ববৎ॥

বেশ্যাকে বলিলেন,—তুমি সর্ব্বগুণবতী এবং বেশ্যা হইয়াও পতিব্রতা। আমাদের উভয়ের তুল্য প্রীতি আজীবন বর্ত্তমান থাকুক। পরন্তু আমি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব। তোমার কি নাম? কোন্ কুল? পূর্ব্ব বাসস্থান কোথায়? এবং কেই বা তোমার বন্ধু? এই সকল আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। বেশ্যা বলিল,—ধৃতব্রত নামে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমি তাঁহার মহীনাম্নী ভার্য্যা। আমার পুত্র গালবাশ্রমে রক্ষিত। সেই পুত্র আমার বালক হইলেও মতিমান্ এবং সনাজ্জাত নামে বিখ্যাত। আমি প্রাক্তন-কর্ম্ম-দোষে কুলগত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধুনা স্বৈরিণী হইয়া কাল কাটাইতেছি। হে দ্বিজ! আমাকে ব্রাহ্মণী বলিয়াই জানিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজপুত্র সেই বেশ্যার বাণী শ্রবণ করিয়া যেন মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া সহসা ভূপতিত হইলেন। বেশ্যা তদ্দর্শনে বলিল, দ্বিজবর! একি হইল,—একি হইল, তোমার সেই ভালবাসা কোথায় গেল! আমি কি তোমার মনঃ-পীড়া-কর কোন কথা বলিয়া ফেলিলাম? তখন ব্রাহ্মণকুমার আত্মা দ্বারা আত্মাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—বিপ্র ধৃতব্রত আমার পিতা ছিলেন; আমি তাঁহার পুত্র। এই তুমি আমারই মাতা মহী। দৈবক্রমে এইরূপ সংযোগ ঘটিয়াছে। বারবিলাসিনী মহী এইকথা শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইল। তাহারা উভয়েই তখন পরস্পর শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর নিশাবসান হইল, বিমল প্রভাতকাল আসিল। রবি-রশ্মি বিকশিত হইল। দ্বিজপুত্র তখন মুনিবর গালবের নিকট গিয়া সমস্ত বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। ২৫-৩৪। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি ধৃতব্রতের পুত্র; পূর্ব্বে আপনি আমাকে পালন করিয়াছেন এবং আপনারই নিকট আমি উপনীত হইয়াছিলাম। হে প্রভো! মহী আমার মাতা। এখন আমি কি করি? কি করিলে, এ হেন দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি ঘটে? ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজপুত্রের কথা শুনিয়া গালব তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি শোক করিও না। আমি নিত্যই তোমার দ্বিবিধ অপূর্ব্ব রূপ অবলোকন করি, এবং সেই

ততঃ পৃষ্টোঽসি বৃত্তান্তং শ্রুতং জ্ঞাতং ময়া যথা।
যৎকৃত্যং তব তৎসর্ব্বং গঙ্গায়াং প্রত্যগাৎক্ষয়ম্‌।
অস্য তীর্থস্য মহাত্ম্যাদস্যা দেব্যাঃ প্রসাদতঃ।
পূতোঽসি প্রত্যহং বৎস নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
প্রভাতে তব রূপাণি সপাপানি ত্বহনিশম্‌।
পশ্যেঽহং পুনরপ্যেব রূপং তব গুণোত্তমম্‌॥
আগচ্ছন্তং ত্বাগোযুক্তং গচ্ছন্তং ত্বামনাগসম্‌।
পশ্যামি নিত্যং তস্মাত্ত্বং পূতো দেব্যা

কৃতোঽধুনা॥ ৪৩

তস্মান্ন কার্য্যং তে কিঞ্চিদবশিষ্টং ভবিষ্যতি।
ইয়ঞ্চ মাতা তে বিপ্র জ্ঞাতা যা চৈব বন্ধকী॥৪৪
পশ্চাত্তাপং গতাত্যন্তং নিবৃত্তা ত্বথ পাতকাৎ।
ভূতানাং বিষয়ে প্রীতির্বৎস স্বাভাবিকী যতঃ॥
সৎসঙ্গতো মহাপুণ্যান্নিবৃত্তির্দৈবতো ভবেৎ।
অত্যর্থমনুতপ্তেয়ং প্রাগাচরিতপুণ্যতঃ॥ ৪৬

স্নানং কৃত্বা চাত্র তীর্থে ততঃ পূতা ভবিষ্যতি।
তথা তৌ চক্রতুরুভৌ মাতাপুত্রৌ চ নারদ॥৪৭
স্নানাদ্বভূবতুরুভৌ গতপাপাবসংশয়ম্‌।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং ধৌতপাপং প্রচক্ষতে॥
পাপপ্রণাশনং নাম গালবঞ্চেতি বিশ্রুতম্‌।
মহাপাতকমল্পং বা তথা যচ্চোপপাতকম্‌॥
তৎ সর্ব্বং নাশয়েদেতদ্ধৌতপাপং সুপুণ্যদম্‌॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ধৌতপাপমাহাত্ম্যনিরূপণং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯২॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

যত্র দাশরথী রামঃ সীতয়া সহিতো দ্বিজ।
পিতৄন্‌ সন্তর্পয়ামাস পিতৃতীর্থং ততো বিদুঃ॥১

জন্যই তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এক্ষণে সমস্তই শুনিলাম এবং বুঝিলাম। তোমার যে কিছু দুষ্কৃতি সকলই গঙ্গাস্নানে ক্ষয় পাইয়াছে; এই তীর্থের মাহাত্ম্যে এবং গৌতমীর প্রসাদে—বৎস! তুমি পূত হইয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুই নাই। আমি প্রত্যহ প্রভাতে তোমার পাপাক্রান্ত রূপ দেখিয়া থাকি। পরে পুনরায় তোমার এই গুণাঢ্য রূপ আমার প্রত্যক্ষ হয়। গঙ্গাতীরে যাইবার কালে তোমাকে সাপরাধ এবং স্নানের পর গমনকালে তোমাকে নিত্যই নিরপরাধ দেখিয়া থাকি। অতএব গঙ্গাদেবী কর্ত্তৃক তুমি অধুনা পূত হইয়াছ। এই জন্য তোমার কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট নাই। হে বিপ্র! এই বেশ্যাকে তোমার মাতা বলিয়া বিদিত হইয়াছ; ইনি অধুনা অত্যন্ত পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। বৎস! প্রাণীদিগের যে বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, সে প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী হয়। পরন্তু যদি কখন বিশেষ পুণ্যবলে দৈবক্রমে সৎ-সঙ্গ ঘটে, তবে তখনই তাহা হইতে নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। তোমার মাতা পূর্ব্ব পুণ্যবলে অধুনা একান্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে মাত্র এই তীর্থস্নান করিলেই পূত হইবেন। হে নারদ! গালবের উপদেশে সেই মাতা-পুত্র তখন তাহাই করিলেন। তাঁহারা স্নান করিবা মাত্র একেবারেই পাপ-মুক্ত হইলেন। সেই দিন হইতে এই তীর্থ ধৌতপাপ নামে প্রকীর্ত্তিত হইল এবং ইহা পাপপ্রণাশন ও গালব নামেও খ্যাতি লাভ করিল। এই ধৌতপাপ তীর্থ যে কিছু মহাপাতক ও উপপাতক সমস্তই প্রশমন করিয়া দেয়। বস্তুতঃ এই তীর্থ একান্তই পুণ্যপ্রদ। ৩৫—৫০।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯২॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যথায় সীতার সহিত দাশরথি রাম পিতৃপুরুষদিগকে তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই পিতৃতীর্থ নামে নির্দ্দিষ্ট।

তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পিতৃণাং তর্পণং তথা।
সর্ব্বমক্ষয়তামেতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২
যত্র দাশরথী রামো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
পূজয়ামাস রাজেন্দ্রো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥৩
বিশ্বামিত্রন্তু তত্তীর্থমৃষিজুষ্টং সুপুণ্যদম্।
তৎস্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামি পঠিতং বেদবাদিভিঃ॥৪
অনাবৃষ্টিরভূৎ পূর্ব্বং প্রজানামতিভীষণা।
বিশ্বামিত্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ সশিষ্যো গৌতমীমগাৎ
শিষ্যান্ পুত্রাংশ্চ জায়াঞ্চ কৃশান্ দৃষ্ট্বা ক্ষুধাতুরান্।
ব্যথিতঃ কৌশিকঃ শ্রীমান শিষ্যানিদমুবাচ হ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যথা কথ ঞ্চদ্ যৎকিঞ্চিদ্ যত্র ক্বাপি যথা তথা।
আনীয়তাং কিন্তু ভক্ষ্যং ভোজ্যং বা মা বিলম্ব্যতাম্।
ইদানীমেব গন্তব্যমানেতব্যং ক্ষণেন তু॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ।

ঋষেস্তদ্বচনাচ্ছিষ্যাঃ ক্ষুধিতাস্ত্বরয়া যযুঃ।
অটমানা ইতশ্চেতো মৃতং দদৃশিরে শুনম্॥ ৮
তমাদায় ত্বরাযুক্তা আচার্য্যায় ন্যবেদয়ন্।
সোহপি তং ভদ্রমিত্যুক্তা প্রতিজগ্রাহ পাণিনা
বিশসধ্বং শ্বমাংসঞ্চ ক্ষালয়ধ্বঞ্চ বারিণা।
পচধ্বং মন্ত্রবচ্চাপি হুত্বাগ্নৌ তু যথাবিধি॥ ১০
দেবানৃষীন্ পিতৄনন্যাংস্তর্পয়িত্বাতিথীন্ গুরূন্।
সর্ব্বে ভোক্ষ্যামহে শেষমিত্যুবাচ স কৌশিকঃ
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা শিষ্যাশ্চক্রুস্তথৈব তৎ।
পচ্যমানে শ্বমাংসে তু দেবদূতোহগ্নিরভ্যগাৎ॥
দেবানাং সদনে সর্ব্বং দেবেভ্যস্তন্ন্যবেদয়ৎ॥

অগ্নিরুবাচ।

দেবৈঃ শ্বমাংসং ভোক্তব্যমাপন্নমৃষিকল্পিতম্॥১৩

ব্রহ্মোবাচ।

অগ্নেস্তদ্বচনাদিন্দ্রঃ শ্যেনো ভূত্বা বিহায়সি।
স্থালীমথাহরৎ পূর্ণাং মাংসেন পিহিতাং তদা॥
তৎকর্ম্ম দৃষ্ট্বা শিষ্যাস্তে ঋষেঃ শ্যেনং ন্যবেদয়ন্
হৃতা স্থালী মুনিশ্রেষ্ঠ শ্যেনেনাকৃতবুদ্ধিনা॥ ১৫

তথায় স্নান, দান ও পিতৃতর্পণ সমস্তই নিঃসন্দেহে অক্ষয় হইয়া থাকে। দশরথ-সুত রাজেন্দ্র রাম যেখানে তত্ত্বদর্শী মুনিগণ-পরিবৃত মহামুনি বিশ্বামিত্রকে পূজা করিয়াছিলেন, সেই মহাপুণ্যজনক তীর্থ বিশ্বামিত্র তীর্থ নামে নির্দ্দিষ্ট। বেদবাদিগণ সেই তীর্থের স্বরূপ যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি। পুরাকালে প্রজাগণের ভয়াবহ এক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল; ঐ সময়ে সশিষ্য বিশ্বামিত্র গৌতমীতীরে গমন করেন। স্ত্রী, পুত্র ও শিষ্যবর্গকে ক্ষুধাতুর ও ক্ষীণাঙ্গ দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে শ্রীমান্ বিশ্বামিত্র তখন শিষ্যবর্গকে বলিলেন,—তোমরা যে কোন স্থান হইতে যথাকথঞ্চিৎ যেকোনরূপ ভক্ষ্য ভোজ্য আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না। এখনি যাও, ক্ষণমধ্যেই লইয়া আইস। ব্রহ্মা বলিলেন,—ক্ষুধার্ত্ত শিষ্যগণ ঋষির কথায় সত্বর ভক্ষ্য সংগ্রহার্থ যাত্রা করিলেন। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে একটা মৃত কুক্কুর দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তাহাই আনিয়া সত্বর আচার্য্যকে নিবেদন করিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাই যথেষ্ট বলিয়া হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শিষ্যদিগকে বলিলেন,—তোমরা ইহার মাংস কাট, কাটিয়া জল দ্বারা ধৌত কর এবং সমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া যথাবিধি পাক কর। অনন্তর আমরা দেব, ঋষি, পিতৃ, অতিথি ও গুরুদিগকে তর্পিত করিয়া সকলেই অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিব। বিশ্বামিত্রের কথানুসারে শিষ্যগণ তাহাই করিলেন। অনন্তর যখন কুক্কুর-মাংস পাক হইতে লাগিল, তখন অগ্নি, দেবদূতরূপে দেবগণের সভায় আসিয়া বলিলেন,—অদ্য দেবগণকে ঋষি-কল্পিত কুক্কুর-মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে। ১—১৩। অগ্নির কথা শ্রবণে ইন্দ্র শ্যেনরূপে আকাশ-পথে গমন করিয়া সেই মাংসপূর্ণ স্থালী তখন লইয়া আসিলেন। শিষ্যগণ তদ্দর্শনে

ততশ্চুকোপ ভগবান্ শণ্ড়ুকামস্তদা হরিম্ ।
ততো জ্ঞাত্বা সুরপতিঃ স্থালীং চক্রে মধুপ্লুতাম্
পুনর্নিবেশয়ামাস উন্মাস্বেব খগো হরিঃ ।
মধুনা তু সমাযুক্তাং বিশ্বামিত্রশ্চুকোপ হ ।
স্থালীং বীক্ষ্য ততঃ কোপাদিদমাহ স কৌশিকঃ

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

শ্বমাংসমেব নো দেহি ত্বং হরামৃতমুত্তমম্ ।
নো চেত্ত্বাং ভস্মসাৎকুর্য্যামিন্দ্রো ভীতস্তদাব্রবীৎ

ইন্দ্র উবাচ ।

মধু হুত্বা যথান্যায়ং পিব পুত্রৈঃ সমন্বিতঃ ।
কিমনেন শ্বমাংসেন অমেধ্যেন মহামুনে ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ ।

বিশ্বামিত্রোহপি নেত্যাহ ভুক্তেনৈকেন কিং ফলম্ ।
প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চ সীদন্তি কিং তেন মধুনা হরে ॥

সর্ব্বেষামমৃতং চেৎস্যাত্তোক্ষ্যেহহমমৃতং শুচি ।
অথবা দেবপিতরো ভোক্ষ্যন্তীদং শ্বমাংসকম্ ॥
পশ্চাদহং তচ্চ মাংসং ভোক্ষ্যে নানৃতমস্তি মে
ততো ভীতঃ সহস্রাক্ষো মেঘানাহূয় তৎক্ষণাৎ ।
ববর্ষ চামৃতং বারি হ্যমৃতেনার্পিতাঃ প্রজাঃ ।
পশ্চাত্তদমৃতং পুণ্যং হরিদত্তং যথাবিধি ॥ ২৩
তর্পয়িত্বা সুরানাদৌ তর্পয়িত্বা জগত্রয়ম্ ।
বিপ্রঃ সভুক্তবান্ শিষ্যৈর্বিশ্বামিত্রঃ স্বভার্য্যয়া ॥
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমাখ্যাতং চাতিপুণ্যদম্ ।
যত্রাগতঃ সুরপতির্লোকানামমৃতার্পণম্ ॥ ২৫
স্নাতং মাংসবর্জ্জস্তু তত্তীর্থং পুণ্যদং নৃণাম্ ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্ ॥ ২৬
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং বিশ্বামিত্রমিতি স্মৃতম্ ।
মধুতীর্থমথৈন্দ্রঞ্চ শ্যেনং পর্জ্জন্যমেব [illegible] ॥ ২৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বিশ্বামিত্রতীর্থবর্ণনং নাম
ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

ঋষির নিকট গিয়া শ্যেন-বিবরণ নিবেদন করিলেন। বলিলেন,—হে মুনিবর! একটা অকৃতবুদ্ধি শ্যেন আসিয়া মাংসস্থালী লইয়া গিয়াছে; তৎশ্রবণে ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে অভিশাপ দানে সঙ্কল্প করিলেন। সুরপতি তাহা জানিতে পারিয়া সেই স্থালীকে মধুপূর্ণ করিয়া দিলেন; এবং পুনরায় খগরূপে আসিয়া তিনি সেই মধুপূর্ণ স্থালী অগ্নির উপর রাখিলেন। বিশ্বামিত্র সেই মধুপূর্ণ স্থালী দর্শনে কুপিত হইলেন এবং বলিলেন,—ইন্দ্র! তুমি এই অমৃত লইয়া যাও, আমার সেই কুক্কুরমাংসই দান কর। অন্যথা তোমায় ভস্মসাৎ করিব। ইন্দ্র তখন ভীত হইয়া বলিলেন,—হে মহামুনে! মধুদ্বারা হোম করিয়া পুত্রগণসহ যথাবিধি পান করুন; এই অমেধ্য কুক্কুরমাংস দিয়া কি হইবে? বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন,—না, এই মধু ভোজন করিয়া কি ফল হইবে? হে হরে! প্রজা সকল ক্ষুধার জ্বালায় অবসন্ন হইতেছে; সুতরাং একাকী আমি মধু খাইলে কি হইবে? সকলেই যদি অমৃতলাভ করে, তাহা হইলেই আমি পবিত্র অমৃত ভক্ষণ করিতে পারি। আর তাহা যদি না হয়, তবে দেব ও পিতৃগণ এই কুক্কুরমাংস ভোজন করিবেন; পরে আমি ঐ মাংস ভক্ষণ করিব। ইহাতে আমার কোনই পাপ হইবে না। তখন সহস্রাক্ষ ভীত হইয়া অচিরাৎ মেঘবৃন্দকে আহ্বান করিলেন। মেঘদল অমৃত বারি বর্ষণ করিল; তাহাতে প্রজাগণ তর্পিত হইল। অনন্তর বিশ্বমিত্র সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত অমৃত দ্বারা দেব, পিতৃ ও জগত্রয়কে তর্পণ করিয়া স্ত্রী-পুত্র ও শিষ্যবর্গসহ তাহা ভক্ষণ করিলেন। তখন হইতে সেই তীর্থ অতি পুণ্যপ্রদ বিশ্বমিত্র তীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। স্বয়ং সুরপতি সেই তীর্থে আসিয়া অমৃত বর্ষণ করেন। সেখানে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক মাংস ভক্ষণ বর্জ্জিত হয়; সুতরাং সে তীর্থ নরগণের পক্ষে নিতান্তই পুণ্যপ্রদ। সেখানে স্নান কিম্বা দান করিলে সমস্ত যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ বিখ্যাত

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

শ্বেততীর্থমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যে বিশ্রুতং শুভম্
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১
শ্বেতো নাম পুরা বিপ্রো গৌতমস্য প্রিয়ঃ সখা
আতিথ্যপূজানিরতো গৌতমীতীরমাশ্রিতঃ ॥ ২
মনসা কর্ম্মণা বাচা শিবভক্তিপরায়ণঃ।
ধ্যায়ন্তং তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং পূজয়ন্তং সদাশিবম্ ॥৩
পূর্ণায়ুষ্যং দ্বিজবরং শিবভক্তিপরায়ণম্।
নেতুং দূতাঃ সমাজগ্মুর্দক্ষিণাশাপতেস্তদা ॥ ৪
নাশক্নুবন্ গৃহং তস্য প্রবেষ্টুমপি নারদ।
তদা কালে ব্যতিক্রান্তে চিত্রকো মৃত্যুমব্রবীৎ।

চিত্রক উবাচ।

কিং নায়াতি ক্ষীণজীবো মৃত্যো। শ্বেতঃ কথাস্থিতি।

নাদ্যাপ্যায়ান্তি দূতাস্তে মৃত্যোর্নৈবোচিতং তু তে

ব্রহ্মোবাচ।

ততশ্চ কুপিতো মৃত্যুঃ প্রায়াচ্ছ্বেতগৃহং স্বয়ম্।
বহিঃস্থিতাংস্তদা পশ্যন্ মৃত্যুর্দূতান্ ভয়ার্দ্দিতান্
প্রোবাচ কিমিদং দূতা মৃত্যুমূচুশ্চ দূতকাঃ ॥ ৭

দূতা উচুঃ।

শিবেন রক্ষিতং শ্বেতং বয়ং নো বীক্ষিতুং ক্ষমাঃ
যেষাং প্রসন্নো গিরিশস্তেষাং কা নাম ভীতয়ঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

পাশপাণিস্তদা মৃত্যুঃ প্রাবিশদ্যত্র স দ্বিজঃ।
নাসৌ বিপ্রো বিজানাতি মৃত্যুংবা যমকিঙ্করান্
শিবং পূজয়তে ভক্ত্যা শ্বেতস্য তু সমীপতঃ।
মৃত্যুং পাশধরং দৃষ্ট্বা দণ্ডী প্রোবাচ বিস্মিতঃ ॥

দণ্ড্যুবাচ।

কিমত্র বীক্ষসে মৃত্যো দণ্ডিনং মৃত্যুরব্রবীৎ ॥

তীর্থ—বিশ্বামিত্র, মধু, ঐন্দ্র ও শ্যেনতীর্থ নামেও পরিচিত। ১৪—২৭।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত শুভ শ্বেততীর্থ। এই তীর্থের নাম শ্রবণেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ গৌতমের সখা ছিলেন। গৌতমীতীরে তাঁহার আশ্রম ছিল। তিনি নিয়ত অতিথিসৎকারে নিরত থাকিতেন। মন, কর্ম্ম ও বাক্যে শ্বেত দ্বিজ সর্ব্বদা শিবভক্ত ছিলেন। সতত সদা-শিবকে ধ্যান ও পূজা করিতে করিতে সেই দ্বিজবরের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। তখন সেই শিবভক্তকে লইয়া যাইবার জন্য যম-দূতগণ আসিল; কিন্তু হে নারদ! সেই যমদূতেরা তাঁহার গৃহাভ্যন্তরেই প্রবেশ করিতে পারিল না। তখন চিত্রক মৃত্যুর নিকট জিজ্ঞাসিল,—ওহে মৃত্যো! সেই ক্ষীণজীব শ্বেত ব্রাহ্মণ অদ্যাপি আসিল না কেন? এবং যমদূতেরাও অদ্যাপি প্রত্যাগমন করিল না, ইহারই বা কারণ কি? বস্তুতঃ তুমি মৃত্যু, তোমার পক্ষে এরূপ অনিয়ম সঙ্গত হইতেছে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যু তখন কুপিত হইয়া নিজেই সেই শ্বেত-দ্বিজের গৃহে গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন—যম-দূতগণ ভীতিবিহ্বল হইয়া গৃহ-বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি দূতগণকে বলিলেন,—এ কি? দূত-গণ উত্তর করিল—সাক্ষাৎ। শিব শ্বেত দ্বিজকে রক্ষা করিতেছেন; কাজেই আমরা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম হইতেছি না। বস্তুতঃ স্বয়ং গিরিশ যাহা-দের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদের আবার ভয় কি আছে? ১—৮। ব্রহ্মা বলিলেন, পাশপাণি মৃত্যু তখন ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলেন, কিন্তু কে মৃত্যু, আর কাহারাই বা তাহার কিঙ্কর, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কিছুই জানেন না; তাঁহার তাহাতে ভ্রুক্ষেপমাত্রও নাই। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক শিবপূজাই করিতে লাগিলেন। তখন মৃত্যুকে পাশহস্ত দেখিয়া শিবানুচর দণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল, ওহে মৃত্যো! তুমি

মৃত্যুরুবাচ।

শ্বেতং নেতুমিহায়াতস্তস্মাদ্বীক্ষে দ্বিজোত্তমম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্বং গচ্ছেত্যব্রবীদ্দণ্ডী মৃত্যুপাশানপাক্ষিপৎ।
শ্বেতায় মুনিশার্দ্দূল ততো দণ্ডী চুকোপ হ॥১৩
শিবদত্তেন দণ্ডেন দণ্ডী মৃত্যুমতাড়য়ৎ।
ততঃ পাশধরো মৃত্যুঃ পপাত ধরণীতলে॥১৪
ততস্তে সত্বরং দূতা হতং মৃত্যুমবেক্ষ্য চ।
যমায় সর্ব্বমবদন্ বধং মৃত্যোস্তু দণ্ডিনা॥ ১৫
ততশ্চ কুপিতো ধর্ম্মো যমো মহিষবাহনঃ।
চিত্রগুপ্তং বহুবলং যমদণ্ডঞ্চ রক্ষকম্॥ ১৬
মহিষং ভূতবেতালানাধিব্যাধীংস্তথৈব চ।
অক্ষিরোগান্ কুক্ষিরোগান্ কর্ণশূলং তথৈব চ
জ্বরঞ্চ ত্রিবিধং পাপং নরকাণি পৃথক্ পৃথক্।
ত্বরস্তামিতি তানুক্ত্বা জগাম ত্বরিতো যমঃ॥১৮
এতৈরন্যৈঃ পরিবৃতো যত্র শ্বেতো দ্বিজোত্তমঃ
তমায়ান্তং যমং দৃষ্ট্বা নন্দী প্রোবাচ সায়ধঃ॥১৯
বিনায়কং তথা স্কন্দং ভূতনাথস্তু দণ্ডিনম্।
তত্র তদ্‌যুদ্ধমভবৎ সর্ব্বলোকভয়াবহম্॥ ২০
কার্ত্তিকেয়ঃ স্বয়ং শক্ত্যা বিভেদ যমকিঙ্করান্।
দক্ষিণাশাপতিঞ্চাপি নিজঘান বলান্বিতম্॥ ২১
হতাবশিষ্টা যাম্যাস্তে আদিত্যায় ন্যবেদয়ন্।
আদিত্যোঽপি সুরৈঃ সার্দ্ধং শ্রুত্বা তন্মহদদ্ভুতম্
লোকপালৈরনুবৃতো মমান্তিকমুপাগমৎ।
অহং বিষ্ণুশ্চ ভগবানিন্দ্রোঽগ্নির্বরুণস্তথা॥ ২৩
চন্দ্রাদিত্যাবশ্বিনৌ চ লোকপালা মরুদ্গণাঃ।
এতে চান্যে চ বহবো বয়ং যাতা যমান্তিকম্॥
মৃত আস্তে দক্ষিণেশো গঙ্গাতীরে বলান্বিতঃ।
সমুদ্রাশ্চ নদা নাগা নানাভূতান্যনেকশঃ।
তত্রাজগ্মুঃ সুরেশানং দ্রষ্টুং বৈবস্বতং যমম্॥২৫
তং দৃষ্ট্বা হতসৈন্যঞ্চ যমং দেবা ভয়ার্দ্দিতাঃ॥
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শম্ভুমূচুঃ সর্ব্বে পুনঃপুনঃ॥ ২৬

দেবা ঊচুঃ।

ভক্তপ্রিয়স্ত্বং তে নিত্যং দুষ্টহন্তা ত্বমেব চ।

এখানে কি দেখিতেছ? মৃত্যু বলিল, আমি এখানে এখন শ্বেত দ্বিজকে লইতে আসিয়াছি; তাই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন, দণ্ডী তখন মৃত্যুকে বলিল, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। মৃত্যু তখন শ্বেতের প্রতি পাশ নিক্ষেপ করিল। তখন দণ্ডী কুপিত হইল। সে শিবদত্ত দণ্ডদ্বারা মৃত্যুকে প্রহার করিল। তখন পাশধর মৃত্যু ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। দূতগণ মৃত্যুকে নিহত দেখিয়া সত্বর যমসমীপে গমনপূর্ব্বক দণ্ডী কর্ত্তৃক মৃত্যুর বধবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিল। তৎশ্রবণে মহিষবাহন যম কুপিত হইলেন। তিনি চিত্রগুপ্ত, বহুবলশালী যমদণ্ড, মহিষ, ভূত, বেতাল, আধি, ব্যাধি, অক্ষিরোগ, কুক্ষিরোগ, কর্ণমূল, ত্রিবিধ জ্বর এবং সমস্ত নরককে ত্বরান্বিত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ত্বরিতগমনে সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন। যমকে সবল-বাহনে আসিতে দেখিয়া নন্দী,—বিনায়ক, স্কন্দ, ভূতপতি ও দণ্ডীকে সে কথা জানাইলেন। তখন সেখানে এক সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কার্ত্তিকেয় স্বীয় শক্তি দ্বারা যমকিঙ্করদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং যমরাজকেও তিনি সবল বাহনে আহত করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট যমপক্ষীয়েরা আদিত্যের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। আদিত্য সেই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া লোকপাল ও অন্যান্য সুরগণসহ আমার নিকট আসিলেন। তখন আমি, ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, আদিত্য, মরুদ্গণ ও অন্যান্য লোকপালগণ, আমরা সকলে মিলিয়া যমের নিকট গমন করিলাম। যাইয়া দেখিলাম,—বলবান যম গঙ্গাতীরে মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। তখন সেখানে সমুদ্র, নদ, নদী, নগ ও নানাবিধ ভূতযোনি বৈবস্বত যমকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিল।১৯—২৫। দেবগণ যমকে হতবল দেখিয়া ভয়ার্দ্দিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিকরে পুনঃপুনঃ শম্ভুকে বলিলেন,—

আদিকর্ত্তর্নমস্তভ্যং নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে।
ব্রহ্মপ্রিয় নমস্তেঽস্তু দেবপ্রিয় নমোঽস্তু তে॥২৭
শ্বেতং দ্বিজং ভক্তমনায়ুষং তে
নেতুং যমাদিঃ সকলোঽসমর্থঃ।
সন্তোষমাপ্তাঃ পরমং সমীক্ষ্য
ভক্তপ্রিয়ত্বং ত্বয়ি নাথ সত্যম্॥ ২৮
যে ত্বাং প্রপন্নাঃ শরণং কৃপালুং
নালং কৃতান্তোঽপ্যনুবীক্ষিতুং তান।
এবং বিদিত্বা শিব এব সর্ব্বে
ত্বামেব ভক্ত্যা পরয়া ভজন্তে॥ ২৯
ত্বমেব জগতাং নাথ কিং ন স্মরসি শঙ্কর।
ত্বাং বিনা কঃ সমর্থোঽত্র ব্যবস্থাং কর্ত্তুমীশ্বরঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এবং তু স্তুবতাং তেষাং পুরস্তাদভবচ্ছিবঃ।
কিং দদামীতি তানাহ ইদমূচুঃ সুরা অপি॥৩১

হে আদিকর্ত্তঃ! হে নীলকণ্ঠ! ভক্তজনে অনুরাগ ও দুষ্টদমনের ক্ষমতা নিত্যই তোমাতে বিরাজমান। তোমায় আমাদের নমস্কার। হে ব্রহ্মপ্রিয়! তোমায় নমস্কার। হে দেবপ্রিয়! তোমায় আমাদের নমস্কার। শ্বেত দ্বিজ তোমার ভক্ত; তাহার আয়ুষ্কাল নাই; তথাপি সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়াও তাহাকে লইয়া যাইতে সক্ষম নহেন। হে নাথ! প্রকৃতই তোমাতে ভক্তপ্রিয়ত্ব বিদ্যমান; ইহা দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। যাহারা ভবাদৃশ কৃপালু দেবের শরণ গ্রহণ করে, কৃতান্ত তাহাদিগকে দর্শন করিতেও অক্ষম। এইরূপ জানিয়া শিবস্বরূপ তোমাকেই সকলে পরম ভক্তির সহিত আশ্রয় করিয়া থাকে। হে শঙ্কর! তুমিই জগতের নাথ। ইহা তোমার স্মরণ হইতেছে না কেন? হে ঈশ্বর! তোমা ব্যতীত কে বল, এই বিশ্বের ব্যবস্থা-বিধানে সমর্থ? ব্রহ্মা বলিলেন, দেবগণ এইরূপ স্তব করিতে লাগিলে, শিব তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব?

দেবা উচুঃ।

অয়ং বৈবস্বতো ধর্ম্মো নিয়ন্তা সর্ব্বদেহিনাম্।
ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থায়াং স্থাপিতো লোকপালকঃ॥৩২
নায়ং বধমবাপ্নোতি নাপরাধী ন পাপকৃৎ।
বিনা তেন জগদ্ধাতুর্নৈব কিঞ্চিদ্বিষ্যতি॥ ৩৩
তস্মাজ্জীবয় দেবেশ যমং সবলবাহনম্।
প্রার্থনা সফলা নাথ মহৎসু ন বৃথা ভবেৎ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ জীবয়েয়মসংশয়ম্।
যমং যদি বচো মেঽদ্য অনুমন্যন্তি দেবতাঃ॥
ততঃ প্রোচুঃ সুরাঃ সর্ব্বে কুর্ম্মো বাক্যং ত্বয়োদিতম্।
হরিব্রহ্মাদিসহিতং বশে যস্যাখিলং জগৎ॥৩৬

সুরগণ কহিলেন,—এই বৈবস্বত যম সর্ব্বদেহীর নিয়ামক। এই লোকপাল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-ব্যবস্থার নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছেন। ইনি কোন অপরাধী বা পাপকারী নহেন; সুতরাং ইনি বধার্হ হইতে পারেন না। এই যম ব্যতীত জগদ্বিধাতার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। হে দেবেশ! অতএব আপনি সবল-বাহন যমকে জীবিত করুন। হে নাথ! মহদ্গণের নিকট প্রার্থনা করিলে সফলই হইয়া থাকে, কদাচ বিফল হয় না। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন ভগবান্ শিব কহিলেন,—সুরগণ অদ্য যদি আমার কথায় অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই যমকে জীবিত করিব। তৎশ্রবণে সুরগণ বলিলেন,—হাঁ নিশ্চয়ই আপনার বাক্যানুসারে আমরা সকলেই কার্য্য করিব। এই হরি-বিরিঞ্চি প্রভৃতি নিখিল জগৎই আপনার বশে অবস্থিত। অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি সমাগত দেবগণকে বলিলেন,—তবে এইরূপ হউক যে, মদ্ভক্ত ব্যক্তি কদাচ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। দেবগণ বলিলেন,—না, এরূপ বলিবেন না। কেন না, তাহা হইলে চরাচর সমস্ত লোকই অমর হইয়া যাইবে। হে জগন্নাথ!

ততঃ প্রোবাচ ভগবানমরান্ সমুপাগতান্।
মদ্ভক্তো ন মৃতিং যাতু নেত্যূচুরমরাঃ পুনঃ ॥
অমরাঃ স্যুস্ততো দেব সর্ব্বলোকাশ্চরাচরাঃ।
অমর্ত্ত্যমর্ত্ত্যভেদোঽয়ং ন স্যাদ্দেব জগন্ময় ॥ ৩৮
পুনরপ্যাহ তান্ শম্ভুঃ শৃণ্বন্তু মম ভাষিতম্।
মদ্ভক্তানাং বৈষ্ণবানাং গৌতমীমনুসেবতাম্ ॥
বয়ং তু স্বামিনো নিত্যং ন মৃত্যুঃ স্বাম্যমর্হতি।
বার্ত্তাপ্যেষাং ন কর্ত্তব্যা যমেন তু কদাচন ॥৩৯
আধিব্যাধ্যাদিভির্জাতু কার্য্যো নাভিভবঃ ক্বচিৎ
যে শিবং শরণং যাতাস্তে মুক্তাস্তৎক্ষণাদপি ॥
সানুগস্য যমস্যাতো নমস্যাঃ সর্ব্ব এব তে।
তথেত্যূচুঃ সুরগণা দেবদেবং শিবং প্রতি ॥৪২
ততশ্চ ভগবান্নাথো নন্দিনং প্রাহ বাহনম্ ॥

শিব উবাচ।

গৌতম্যা উদকেন ত্বমভিষিঞ্চ মৃতং যমম্ ॥ ৪৪

ব্রহ্মোবাচ।

ততো যমাদয়ঃ সর্ব্বে অভিষিক্তাস্তু নন্দিনা।
উত্থিতাশ্চ সজীবাস্তে দক্ষিণাশাং ততো গতাঃ
উত্তরে গৌতমীতীরে বিষ্ণ্বাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
স্থিতা আসন্ পূজয়ন্তো দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥
তত্রাসন্নযুতান্যষ্ট সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
তথা ষট্‌চ সহস্রাণি পুনঃ ষট্‌চ তথৈব চ ॥৪৭
যদ্দক্ষিণে তথা তীরে তীর্থানামযুতত্রয়ম্।
পুণ্যমাখ্যানমেতদ্ধি শ্বেততীর্থস্য নারদ ॥ ৪৮
যত্রাসৌ পতিতো মৃত্যুর্মৃত্যুতীর্থং তদুচ্যতে।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সহস্রং জীয়তে সমাঃ ॥ ৪৯
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
শ্রবণং পঠনং চাপি স্মরণঞ্চ মলক্ষয়ম্।
করোতি সর্ব্বলোকানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থবর্ণনং নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৪॥

তখন আর অমর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্যে ভেদ রহিবে না। শম্ভু পুনরায় বলিলেন,—তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। মদ্‌ভক্ত, বিষ্ণুভক্ত ও গৌতমীসেবায় নিরত ব্যক্তি-বর্গের উপর নিয়ত আমাদেরই প্রভুত্ব রহিবে। যম উহাদের উপর কদাচ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না। এমন কি, উহাদের কথাও মুখে আনিতে পারিবে না এবং আধি, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা উহাদিগের কদাচ কোনরূপ ক্লেশ উৎপাদন করিতেও যম সক্ষম হইবে না। যাহারা শিবের শরণাপন্ন হইবে, তাহাদের মুক্তি অবিলম্বে ঘটিবে। অতএব সানুচর যমের সর্ব্বদাই তাহারা নমস্য। সুরগণ দেবদেব শিবের প্রতি বলিলেন,—'তথাস্তু'। তখন ভগবান্ শম্ভু নন্দীকে বলিলেন,—তুমি গৌতমী নদীর জল দ্বারা মৃত যমকে অভিষিক্ত কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর যম প্রভৃতি সকলেই নন্দী কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া উত্থিত ও সঞ্জীবিত হইল এবং দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিল। গৌতমী নদীর উত্তর তীরে থাকিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা দেবদেব মহেশ্বরকে পূজা করিলেন। তথায় আট অযুত চতুর্দ্দশ সহস্র তীর্থ এবং উহার দক্ষিণতীরে ষট্ সহস্র তিন অযুত তীর্থ বিরাজিত হইল হে নারদ! ইহাই শ্বেতকতীর্থের পুণ্যাখ্যান। এইখানেই মৃত্যুর পতন হয়; সেইজন্য উহা মৃত্যুতীর্থ নামে অভিহিত। এই তীর্থ-বিবরণ শ্রবণমাত্রে সহস্র বৎসর পরমায়ু হয় এবং তথায় স্নান-দানে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। ঐ সকল ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়ক তীর্থের বিবরণ শ্রবণ, পঠন ও স্মরণে সকলেরই পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। ২৬—৫০।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

শুক্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥ ১
অঙ্গিরাশ্চ ভৃগুশ্চৈব ঋষী পরমধার্ম্মিকৌ।
তয়োঃ পুত্ত্রৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ রূপবুদ্ধিবিলাসিনৌ॥
জীবঃ কবিরিতি খ্যাতৌ মাতাপিত্রোর্বশে রতৌ
উপনীতৌ সুতৌ দৃষ্ট্বা পিতরাবূচতুর্দ্বিথঃ॥ ৩

ঋষী উচতুঃ।

আবয়োরেক এবাত্র শাস্তা নিত্যঞ্চ পুত্রয়োঃ।
তস্মাদেকঃ শাসিতা স্যাত্তিষ্ঠত্বেকো যথাসুখম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ শীঘ্রমঙ্গিরাঃ প্রাহ ভার্গবম্।
অধ্যাপয়িষ্যে সদৃশং সুখং তিষ্ঠতু ভার্গবঃ॥ ৫
এতচ্ছ্রুত্বা চাঙ্গিরসো বাক্যং ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
তথেতি মত্বাঙ্গিরসে শুক্রং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥
উভাবপি সুতৌ নিত্যমধ্যাপয়তি বৈ পৃথক্।
বৈষম্যবুদ্ধ্যা তৌ বালৌ চিরাচ্ছুক্রোঽব্রবীদিদম্

শুক্র উবাচ।

বৈষম্যেণ গুরো মাং ত্বমধ্যাপয়সি নিত্যশঃ।
গুরূণাং নেদমুচিতং বৈষম্যং পুত্রশিষ্যয়োঃ॥ ৮
বৈষম্যেণ চ বর্ত্তন্তে মূঢ়াঃ শিষ্যেষু দেশিকাঃ।
নৈষা বিষমবুদ্ধীনাং সংখ্যা পাপস্য বিদ্যতে॥ ৯
আচার্য্য সম্যগ্‌জ্ঞাতোঽসি নমস্তেঽহং পুনঃপুনঃ
গচ্ছেয়ং গুরুমন্যং বৈ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১০
গচ্ছেয়ং পিতরং ব্রহ্মন্ যদ্যসৌ বিষমো ভবেৎ
ততো বান্যত্র গচ্ছামি স্বামিন্ পৃষ্টোঽসি গম্যতে

ব্রহ্মোবাচ।

গুরুং বৃহস্পতিং পৃষ্ট্বা অনুজ্ঞাতস্ততস্ততঃ।
অবাপ্তবিদ্যঃ পিতরং গচ্ছেয়ং চেত্যচিন্তয়ৎ॥
তস্মাৎ কমনুপৃচ্ছেয়মুৎকৃষ্টঃ কো গুরুর্ভবেৎ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শুক্রতীর্থ মানুষের পক্ষে সর্ব্বসিদ্ধিজনক, সর্ব্বপাপপ্রশমন ও সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন। অঙ্গিরা ও ভৃগু নামে দুই জন পরম ধার্ম্মিক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের রূপ ও বুদ্ধিসম্পন্ন দুইটী মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের এক জনের নাম, জীব ও অপরের নাম কবি। উক্ত উভয় পুত্রই মাতা-পিতার নিতান্ত বশীভূত ছিলেন। অনন্তর পুত্রদ্বয় উপনীত হইলে, তাহাদিগকে দেখিয়া পিতৃগণ পরস্পর পরস্পরকে বলিলেন,—আমাদের উভয়ের মধ্যে একজন নিয়তই পুত্রদ্বয়ের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হই; একজন নিরুদ্বেগে অবস্থান করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎশ্রবণে অঙ্গিরা ব্যস্ত হইয়া ভার্গবকে বলিলেন,—আমি পুত্রদ্বয়কে অধ্যাপনা করাই, ভার্গব সুখে অবস্থান করুন। ভৃগুবর অঙ্গিরার এই কথা শুনিয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন এবং শুক্রের শিক্ষার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। তখন অঙ্গিরা উভয় বালককে নিত্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই অধ্যাপনাকার্য্য সমদর্শিতার সহিত হইতে লাগিল না। বালক শুক্র তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—হে গুরো! আপনি প্রত্যহ বৈষম্যক্রমে আমায় অধ্যয়ন করাইতেছেন, বস্তুতঃ পুত্রে এবং শিষ্যে গুরুগণের এরূপ বৈষম্য সমুচিত নহে। যে সকল মূঢ় উপদেষ্টা, তাহারাই শিষ্যসমূহে বৈষম্য ব্যবহার করে। বিষমবুদ্ধি উপদেশকদিগের যে কত পাপ হয়, তাহার সংখ্যা নাই। হে আচার্য্য! আপনি সকলই সম্যক্ বুঝিয়াছেন, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি; আপনি আদেশ করুন, আমি অন্য কোন গুরুর নিকট যাই। হে ব্রহ্মন্! আমি এখন পিতার নিকট যাইব। তিনিও যদি বিষম বুদ্ধি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে, আমি অন্যত্র কোথাও যাইব। হে স্বামিন্! আপনাকে জানাইলাম; এখন আমি চলিলাম। ১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর গুরু বৃহস্পতির অনুজ্ঞা লইয়া শুক্র প্রস্থান করিলেন; ভাবিলেন—আমি কৃতবিদ্য হইয়াই পিতার নিকট

ইতি স্মরন্মহাপ্রাজ্ঞমপৃচ্ছদ্বৃদ্ধগৌতমম্ ॥ ১৫
শুক্র উবাচ।
কো গুরুঃ স্যান্মুনিশ্রেষ্ঠ মম ব্রূহি গুরুর্ভবেৎ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যো গুরুস্তং ব্রজাম্যহম্
ব্রহ্মোবাচ।
স প্রাহ জগতামীশং শম্ভুং দেবং জগদ্গুরুম্
কারাধয়ামি গিরিশমিত্যুক্তঃ প্রা ; গৌতমঃ ॥
গৌতম উবাচ।
গৌতম্যাস্তু শুচিভূত্বা স্তোত্রৈস্তোষয় শঙ্করম্।
ততস্তুষ্টো জগন্নাথঃ স তে বিদ্যাং প্রদাস্যতি
ব্রহ্মোবাচ।
গৌতমস্য তু তদ্বাক্যাৎপ্রাগাদ্গাঙ্গাং স ভার্গবঃ
স্নাত্বা ভূত্বা শুচিঃ সম্যক্স্তুতিং চক্রে স বালকঃ
শুক্র উবাচ।
বালোঽহং বালবুদ্ধিশ্চ বালচন্দ্রধর প্রভো।
নাহং জানামি তে কিঞ্চিৎ স্তুতিং কর্ত্তুং
নমোঽস্তু তে ॥ ১৮
পরিত্যক্তস্য গুরুণা ন মমাস্তি সুহৃৎ সখা।
ত্বং প্রভুঃ সর্ব্বভাবেণ জগন্নাথ নমোঽস্তু তে ॥
গুরুর্গুরুমতাং দেব মহতাং চ মহানসি।
অহমল্পতরো বালো জগন্ময় নমোঽস্তু তে ॥২০
বিদ্যার্থং হি সুরেশান নাহং বেদ্মি ভবদ্গতিম্
মাং ত্বঞ্চ কৃপয়া পশ্য লোকসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে
ব্রহ্মোবাচ।
এবন্তু স্তবতস্তস্য প্রসন্নোঽভূৎ সুরেশ্বরঃ ॥ ২২
শিব উবাচ।
কামং বরয় ভদ্রং তে যচ্চাপি সুরদুর্লভম্ ॥২৩
ব্রহ্মোবাচ।
কবিরপ্যাহ দেবেশং কৃতাঞ্জলিরুদারধীঃ ॥২৪
শুক্র উবাচ।
ব্রহ্মাদিভিশ্চ ঋষিভির্যা বিদ্যা নৈব গোচরা।
তাং বিদ্যাং নাথ যাচিষ্যে ত্বং গুরুর্মম দৈবতম্

উপস্থিত হইব। অতএব কে আমার গুরু হইবেন? এ কথা আমি কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কে আমার গুরু হইবেন? তাহা আপনি বলিয়া দিন। এই ত্রিলোকমধ্যে আপনার নির্দ্দেশক্রমে যিনি আমার গুরু হইবেন, আমি তাঁহার নিকটই যাইব। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম জগদ্গুরু জগদীশ শম্ভুকে তাঁহার গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শুক্র বলিলেন,—কোথায় গিয়া গিরিশকে আরাধনা করিব? গৌতম বলিলেন,—গৌতমীতীরে যাও, সেখানে গিয়া শুচি হইয়া শুচি হইয়া স্তব পাঠে শঙ্করকে তুষ্ট কর। সেই জগন্নাথ তুষ্ট হইয়া তোমায় বিদ্যা দান করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভার্গব গৌতমের আদেশক্রমে গৌতমী গঙ্গায় গমন করিলেন এবং তথায় স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া যথাবিধি শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। শুক্র বলিলেন,—হে বালচন্দ্রধর! প্রভো, শঙ্কর! আমি বালক, বুদ্ধিও আমারও বালজনোচিত। আমি আপনার স্তুতিগীতি কিছুই জানি না। তোমায় আমার নমস্কার। গুরু আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার আর সুহৃৎসখা কেহই নাই; এখন তুমিই আমার সর্ব্বথা প্রভু; তোমায় আমার নমস্কার। তুমি গুরুমানদিগের গুরু এবং মহৎদিগেরও মহীয়ান্। আমি ক্ষুদ্র বালক, হে জগন্ময়! তোমায় আমার নমস্কার। হে সুরেশ! আমি বিদ্যাপ্রার্থী, আপনার তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। আপনি কৃপা করিয়া আমায় অবলোকন করুন। হে লোকসাক্ষিন্! তোমায় আমার নমস্কার। ১২—২১। ব্রহ্মা লেন,—শুক্র এইরূপ স্তব করিলে, মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। শিব বলিলেন,—যাহা সুরগণেরও দুর্লভ, এমন বরও তুমি যথেচ্ছ প্রার্থনা করিতে পার। ব্রহ্মা বলিলেন,—উদারবুদ্ধি কবি তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সমস্ত ঋষিগণও যে বিদ্যা জানেন না, হে নাথ! আমি সেই

ব্রহ্মোবাচ।

মৃতসঞ্জীবিনীং বিদ্যামজ্ঞাতাং ত্রিদশৈরপি।
তাং দত্তবান্ সুরশ্রেষ্ঠস্তস্মৈ শুক্রায় যাচতে॥
ইতরা লৌকিকী বিদ্যা বৈদিকী চান্যগোচরা।
কিং পুনঃ শঙ্করে তুষ্টে বিচার্য্যমবশিষ্যতে॥ ২৭
স তু লব্ধ্বা মহাবিদ্যাং প্রায়াৎ স্বপিতরং গুরুম্
দৈত্যানাঞ্চ গুরুশ্চাসীদ্বিদ্যয়া পূজিতঃ কবিঃ।
ততঃ কদাচিত্তাং বিদ্যাং কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে
কচো বৃহস্পতিসুতো বিদ্যাং প্রাপ্তঃ কবেস্তু তাম্ ২৯
কচাদ্‌বৃহস্পতিশ্চাপি ততো দেবাঃ পৃথক্‌পৃথক্
অবাপুর্ম্মহতীং বিদ্যাং যামাহুর্ম্মৃতজীবিনীম্॥৩০
যত্র সা কবিনা প্রাপ্তা বিদ্যা পূজ্য মহেশ্বরম্।
গৌতম্যা উত্তরে পারে শুক্রতীর্থং তদুচ্যতে॥
মৃতসঞ্জীবিনীতীর্থমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্।
স্নানং দানং চ যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বমক্ষয়পুণ্যদম্॥৩২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মৃতসঞ্জীবিনীতীর্থমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৫॥

বিদ্যা প্রার্থনা করি। আপনিই আমার পরম গুরু। ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা বিবুধগণেরও অপরিজ্ঞাত ছিল। সুরশ্রেষ্ঠ শম্ভু এই বিদ্যাই শুক্রকে দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল লৌকিক ও বৈদিক বিদ্যা, তৎসমস্ত অন্যান্য জনের জ্ঞানগোচর। বস্তুতঃ শঙ্কর তুষ্ট হইলে, বর প্রদানে আর কিছুই বিচার থাকে না। শুক্র শম্ভুর নিকট হইতে সেই মহা-বিদ্যা লাভ করিয়া স্বীয় পিতার নিকট প্রস্থান করিলেন। তিনি সেই বিদ্যার প্রভাবে দৈত্যগণের পূজনীয় ও গুরু হইলেন। একদা বৃহস্পতিপুত্র কচ কোন কারণবশতঃ কবির নিকট হইতে সেই বিদ্যা প্রাপ্ত হই-লেন। অনন্তর কচ হইতে বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতি হইতে ক্রমশঃ সমস্ত দেবগণ সেই মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। শুক্র যেখানে থাকিয়া মহেশ্বরের আরাধনায় সেই বিদ্যা লাভ করেন, ঐ স্থান গৌতমীর উত্তর তীর। উহা শুক্রতীর্থ নামে অভিহিত। উহার অপর নাম মৃতসঞ্জীবনীতীর্থ। এই তীর্থ আয়ু এবং আরোগ্যবর্দ্ধক। এখানে স্নান দান যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় পুণ্যপ্রদ হয়। ২২—৩২।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্॥১
স্মরণাদপি পাপৌঘক্লেশসঙ্ঘবিনাশনম্।
পুরা বৃত্রবধে বৃত্তে ব্রহ্মহত্যা তু নারদ।
শচীপতিং চানুগতা তাং দৃষ্ট্বা ভীতবদ্ধরিঃ॥২
ইন্দ্রস্ততো বৃত্রহন্তা ইতশ্চেতশ্চ ধাবতি।
যত্র যত্র ত্বসৌ যাতি হত্যা সাপীন্দ্রগামিণী॥ ৩
স মহৎসর আবিশ্য পদ্মনালমুপাগমৎ।
তত্রাসৌ তন্তুবদ্‌ভূত্বা বাসঞ্চক্রে শচীপতিঃ॥৪
সরস্তীরেঽপি হত্যাসীদ্দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
এতস্মিন্নন্তরে দেবা নিরিন্দ্রা হ্যভবন্মুনে॥ ৫

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন বিখ্যাত ইন্দ্রতীর্থের স্মরণ করিলেও অশেষ পাপ ও অশেষ ক্লেশ বিনষ্ট হয়। হে নারদ! পুরাকালে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্র নিহত হইবার পর ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিল। ইন্দ্র তদ্দর্শনে ভীত হইলেন। ইন্দ্র যেখা-নেই গমন করুন, ব্রহ্মহত্যা তাঁহার অনুসরণ করিয়া সেই সেই স্থানেই গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন তিনি এক মহাসরো-বরে প্রবেশ করিয়া একটা পদ্মনালের অভ্য-ন্তরে গমন করিলেন। শচীপতি সেখানে মৃণাল-তন্তুর আকারে বাস করিতে লাগি-লেন। সেই ব্রহ্মহত্যাও সেই সরোবর-তীরে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রের প্রতীক্ষায় রহিল। হে মুনে! এই সময়

মন্ত্রয়ামাসুরব্যগ্রাঃ কথমিন্দ্রো ভবেদিতি।
তত্রাহমবদং দেবান্ হত্যাস্থানং প্রকল্প্য চ। ৬
ইন্দ্রস্য পাবনার্থায় গৌতম্যামভিষিচ্যতাম্।
যত্রাভিষিক্তঃ পূতাত্মা পুনরিন্দ্রো ভবিষ্যতি॥ ৭
তথা তে নিশ্চয়ং কৃত্বা গৌতমীং শীঘ্রমাগমন্।
তত্র স্নাতং সুরপতিং দেবাশ্চ ঋষয়স্তথা॥ ৮
অভিষেক্তুকামাস্তে সর্ব্বে শচীকান্তঞ্চ তস্থিরে।
অভিষিচ্যমানমিন্দ্রং তং প্রকোপাদ্গৌতমো-
হব্রবীৎ॥ ৯

গৌতম উবাচ।

অভিষেক্ষ্যন্তি পাপিষ্ঠং মহেন্দ্রং গুরুতল্পগম্।
তান্ সর্ব্বান্ ভস্মসাৎকুর্য্যাং শীঘ্রং যান্তু সুরারয়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

তদৃষের্বচনং শ্রুত্বা পরিহৃত্য চ গৌতমীম্।
নর্ম্মদামগমন্ সর্ব্ব ইন্দ্রমাদায় সত্বরাঃ॥ ১১
উত্তরে নর্ম্মদাতীরে অভিষেকায় তস্থিরে।
অভিষেক্ষ্যমাণমিন্দ্রং তং মাণ্ডব্যো ভগবানৃষিঃ

দেবগণ ইন্দ্রবিহীন হইলেন এবং ইন্দ্রকে আনিবার জন্য ধীরভাবে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমি হত্যাস্থান নিরূপণ করিয়া দেবগণকে বলিলাম,—ইন্দ্রের পবিত্রতার জন্য তাঁহাকে গৌতমীজলে অভিষিক্ত করুন। তিনি সে জলে অভিষিক্ত হইলে, পুনরায় পবিত্রাত্মা ইন্দ্র হইতে পারিবেন। দেবগণ তাহাই নিশ্চয় করিয়া সত্বর গৌতমীতে গমন করিলেন। তখন সুরপতি গৌতমীজলে স্নান করিলে দেব ও ঋষিগণ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। গৌতম ইন্দ্রকে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন,—কি, তোমরা গুরুতল্পগামী মহেন্দ্রকে অভিষেক করিবে? তাহা কিছুতেই হইবে না। দেবগণ! তোমরা শীঘ্র চলিয়া যাও; নতুবা অচিরাৎ সকলকে ভস্মীভূত করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষির ঐ কথা শ্রবণে সুরগণ সত্বর গৌতমী পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রকে লইয়া নর্ম্মদায় গমন করিলেন এবং নর্ম্মদার উত্তর তীরে

অব্রবীদ্ভস্মসাৎ কুর্য্যাং যদি স্যাদভিষেচনম্।
পূজয়ামাসুরমরা মাণ্ডব্যং যুক্তিভিঃ স্তবৈঃ॥ ১৩

দেবা উচুঃ।

অয়মিন্দ্রঃ সহস্রাক্ষো যস্মিন্ দেশেহভিষিচ্যতে
তত্রাতিদারুণং বিঘ্নং মুনে সমুপজায়তে॥ ১৪
তচ্ছান্তিং কুরু কল্যাণ প্রসীদ বরদো ভব।
মলনির্ঘাতনং যস্মিন্ কুর্ম্মস্তস্মিন্ বরান্ বহূন্॥
দেশে দাস্যামহে সর্ব্বে তদনুজ্ঞাতুমর্হসি।
যস্মিন্ দেশে সুরেন্দ্রস্য অভিষেকো ভবিষ্যতি
স সর্ব্বকামদঃ পুংসাং ধান্যবৃক্ষফলৈর্যুতঃ।
নানাবৃষ্টির্ন দুর্ভিক্ষং ভবেদত্র কদাচন॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

মেনে ততো মুনিশ্রেষ্ঠো মাণ্ডব্যো লোকপূজিতঃ
অভিষেকঃ কৃতস্তত্র মলনির্ঘাতনং তথা। ১৮
দেবৈস্তদোক্তা মুনিভিঃ স দেশো মালবস্ততঃ।

ইন্দ্রকে অভিষেক করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ মাণ্ডব্য ঋষি বলিলেন,—যদি এখানে ইন্দ্রের অভিষেক কর, তাহা হইলে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব। তখন মাণ্ডব্য ঋষিকে স্তুতি-বাক্যে পূজা করিয়া অমরগণ বলিলেন,—এই সহস্রাক্ষ ইন্দ্র যে দেশে অভিষিক্ত হইবেন, হে মুনে! তথায় দারুণ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আপনি সেই বিঘ্ন-শান্তি করুন। হে কল্যাণ! প্রসন্ন ও বরদ হউন। যে দেশে ইন্দ্রের পাপ-প্রক্ষালন করা যাইবে, সেই দেশের প্রতি আমরা বহু বর প্রদান করিব। অতএব আপনি অনুমতি করুন, কোথায় ইন্দ্রের অভিষেক হইবে? এ কার্য্য যে দেশে হইবে, আমরা বলিতেছি; সে স্থান নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ ও প্রচুর শস্যফলে পরিপূর্ণ হইবে। সেখানে অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ কদাচ হইবে না। ১—১৭। ব্রহ্মা বলিলেন—লোক-পূজ্য মুনিশ্রেষ্ঠ মাণ্ডব্য দেবগণের কথায় সম্মত হইলেন। তথায় ইন্দ্রের অভিষেক ও মলক্ষালন হইল। তখন হইতে দেবগণ ও মুনিগণ সেই দেশকে মালব

অভিষিক্তে সুরপতৌ জাতে চ বিমলে তদা॥
আনীয় গৌতমীং গঙ্গাং তং পুণ্যায়াভিষেচিরে
সুরাশ্চ ঋষয়শ্চৈব অহং বিষ্ণুস্তথৈব চ॥ ২০
বসিষ্ঠো গৌতমশ্চাপি অগস্ত্যোঽত্রিশ্চ কশ্যপঃ
এতে চান্যে চ ঋষয়ো দেবা যক্ষাঃ সপন্নগাঃ॥
স্নানং তৎপুণ্যতোয়েন অকুর্ব্বন্নভিষেচনম্।
ময়া পুনঃ শচীভর্ত্তা কমণ্ডলুভবেন চ ॥২৫
বারিণাপ্যভিষিক্তশ্চ তত্র পুণ্যাভবন্নদী।
সিক্তা চেতি চ তত্রাসীত্তে গঙ্গায়াশ্চ সঙ্গতে॥
সঙ্গমৌ তত্র বিখ্যাতৌ সর্ব্বদা মুনিসেবিতৌ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং পুণ্যাসঙ্গমমুচ্যতে॥ ২৪
সিক্তায়াঃ সঙ্গমে পুণ্যমৈন্দ্রং তদভিধীয়তে।
তত্র সপ্ত সহস্রাণি তীর্থান্যাসন্ শুভানি চ ॥২৫
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ বিশেষেণ তু সঙ্গমে।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং বিদ্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৬

নামে অভিহিত করিলেন। সুরপতির অভিষেক হইলে তিনি নির্ম্মল হইলেন। তখন তাঁহাকে গৌতমীগঙ্গায় আনিয়া আরও পবিত্র করিবার জন্য অভিষেক করিলেন। ঐ সময় আমি, সুরগণ, ঋষিগণ, বিষ্ণু, বসিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, অত্রি, কশ্যপ এবং অন্যান্য দেব, ঋষি, যক্ষ ও পন্নগগণ আমরা সকলে, সেই গৌতমীর পুণ্য জলে ইন্দ্রকে স্নান ও অভিষেক করাইলাম। আমি আবার আমার কমণ্ডলুজল দ্বারা শচীপতিকে অভিষিক্ত করিয়া দিলাম। তখন আমার সেই কমণ্ডলুর জলে সিক্তা নামে একটি পুণ্যা নদী প্রাদুর্ভূত হইল। সেই নদী শেষে গৌতমী গঙ্গায় সঙ্গত হইল। তথাকার সেই বিখ্যাত নদীসঙ্গম সর্ব্বদা মুনিজন কর্ত্তৃক সেবিত হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে ঐ তীর্থ পুণ্যাসঙ্গম নামে অভিহিত হইল। সিক্তা নদীর সঙ্গমে পবিত্র ঐন্দ্র তীর্থ নিরূপিত হইয়াছে। তথায় সপ্ত সহস্র শুভ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সকল তীর্থে বিশেষতঃ তত্রত্য সঙ্গমে স্নান দান যে কিছু কর্ম্ম সমস্তই অক্ষয়

যদেতৎ পুণ্যমাখ্যানং যঃ পঠেচ্ছ শৃণোতি বা।
সর্ব্বপাপৈঃ স মুচ্যেত মনোবাক্কায়কর্ম্মজঃ॥ ২৭
ইতি শ্রীব্রাহ্মে ইন্দ্রতীর্থাদিসপ্তসহস্রতীর্থবর্ণনং নাম ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
পৌলস্ত্যং তীর্থমাখ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্।
প্রভাবং তস্য বক্ষ্যামি ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়কম্॥ ১
উত্তরাশাপতিঃ পূর্ব্বমৃদ্ধিসিদ্ধিসমন্বিতঃ।
পুরা লঙ্কাপতিশ্চাসীজ্জ্যেষ্ঠো বিশ্রবসঃ সুতঃ॥ ২
তস্যৈতে ভ্রাতরশ্চাসন্ বলবন্তোঽমিতপ্রভাঃ।
সাপত্না রাবণশ্চৈব কুম্ভকর্ণো বিভীষণঃ॥ ৩
তেঽপি বিশ্রবসঃ পুত্রা রাক্ষস্যাং রাক্ষসাস্তু তে
মদ্দত্তেন বিমানেন ধনদো ভ্রাতৃভিঃ সহ॥ ৪
মমান্তিকং ভক্তিযুক্তো নিত্যমেতি তু যাতি চ

হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। এই পুণ্যাখ্যান যে ব্যক্তি শ্রবণ ও পাঠ করে, মন, বাক্য, কায় ও কর্ম্মজনিত সর্ব্বপাপ হইতে তাহার মুক্তি ঘটে। ১৮—২৭।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত পৌলস্ত্য তীর্থ নরগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। এই তীর্থসেবায় ভ্রষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে উত্তরদিকের অধিপতি কুবের মহাসমৃদ্ধি ও সিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিশ্রবার জ্যেষ্ঠ পুত্র; প্রথম সময়ে লঙ্কায় তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ প্রভৃতি তদীয় বিমাতা রাক্ষসীর গর্ভজাত মহাবলশালী ভ্রাতৃত্রয় ছিল। ধনদ, ভ্রাতৃগণের সহিত মৎপ্রদত্ত বিমানে আরোহণ করিয়া ভক্তিভরে নিত্যই আমার নিকট

রাবণস্য তু যা মাতা কুপিতা সাব্রবীৎ সুতান্
রাবণমাতোবাচ।
মরিষ্যে ন চ জীবিষ্যে পুত্রা বৈরূপ্যকারণাৎ।
দেবাশ্চ দানবাশ্চাসন্ সাপত্না ভ্রাতরো মিথঃ ॥৬
অন্যোন্যবধমীপ্সন্তে জয়ৈশ্বর্য্যবশানুগাঃ।
তদ্বন্তো ন পুরুষা ন শক্তা ন জয়ৈষিণঃ।
সাপত্নং যোহনুমন্যেত তস্য জীবো নিরর্থকঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তন্মাতৃবচনং শ্রুত্বা ভ্রাতরস্তে ত্রয়ো মুনে।
জগ্মুস্তে তপসেহরণ্যং কৃচ্ছবন্তস্তপো মহৎ ॥ ৮
মত্তো বরানবাপুশ্চ ত্রয় এতে চ রাক্ষসাঃ।
মাতুলেন মরীচেন তথা মাতামহেন তু ॥ ৯
তন্মাতৃবচনাচ্চাপি ততো লঙ্কামযাচত।
রক্ষোভাবান্মাতৃদোষাদ্ভ্রাত্রোর্বৈরমভূন্মহৎ॥
ততস্তদভবদ্যুদ্ধং দেবদানবয়োরিব।
যুদ্ধে জিত্বাগ্রজং শাস্তং ধনদং ভ্রাতরং তথা॥১১
পুষ্পকঞ্চ পুরীং লঙ্কাং সর্ব্বং চৈব ব্যপাহরৎ।
রাবণো ঘোষয়ামাস ত্রৈলোক্যে সচারাচরে॥
যো দদ্যাদাশ্রয়ং ভ্রাতুঃ স চ বধ্যো ভবেন্মম।
ভ্রাত্রা নিরস্তো বৈশ্রবণো নৈব প্রাপাশ্রয়ং কচিৎ
পিতামহং পুলস্ত্যং তং গত্বা নত্বাব্রবীদ্বচঃ॥১৩
ধনদ উবাচ।
ভ্রাত্রা নিরস্তো দুষ্টেন কিং করোমি বদস্ব মে।
আশ্রয়ঃ শরণং যৎ স্যাদ্দৈবং বা তীর্থমেব চ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তৎপৌত্রবচনং শ্রুত্বা পুলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ॥
পুলস্ত্য উবাচ।
গৌতমীং গচ্ছ পুত্র ত্বং স্তুহি দেবং মহেশ্বরম্।
তত্র নাস্য প্রবেশঃ স্যাদ্গাঙ্গায়া জলমধ্যতঃ॥১৬
সিদ্ধিং প্রাপ্স্যসি কল্যাণীং তথা কুরু ময়া সহ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা জগামাসৌ সভার্য্যো ধনদস্তথা।
পিত্রা মাত্রা চ বৃদ্ধেন পুলস্ত্যেন ধনেশ্বরঃ॥ ১৮

আসিতেন। রাবণের মাতা রাক্ষসী ইহাতে কুপিত হইয়া পুত্রদিগকে বলিল,—আমার বাঁচিয়া কাজ নাই; আমি নিশ্চয় মরিব। কেন না, দেব ও দানবেরা পরস্পর পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহারা জয় ও ঐশ্বর্য্যের বশীভূত হইয়া পরস্পরের বধ-বাসনা করে। পরন্তু তোমরা পুরুষ নহ, তোমাদের জিগীষা বা শক্তিমত্তা কিছুই নাই। যে ব্যক্তি শত্রুর আনুগত্য করে, তাহার জীবন নিরর্থক। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনে! মাতার সেই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃত্রয় তখন তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিল এবং তথায় গিয়া মহাতপস্যা করিল। অনন্তর সেই রাক্ষসত্রয় আমার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইল। পরে মাতার কথানুসারে মাতুল, মরীচ ও মাতামহ দ্বারা তাহারা লঙ্কা রাজ্য প্রার্থনা করিল। মাতার দোষে রাক্ষসভাবে ভ্রাতা ধনপতির সহিত তাহাদের বিষম শত্রুতা জন্মিল। তখন দেবাসুর-যুদ্ধের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে অগ্রজ ধনদকে জয় করিয়া তাহারা তাঁহার পুষ্পক বিমান ও লঙ্কা-নগরী অপহরণ করিল। পরে রাবণ ঘোষণা করিল,—এই চরাচর ত্রিলোকমধ্যে যে আমার ভ্রাতাকে আশ্রয় দিবে, সে আমার বধ্য হইবে। ধনদ এইরূপে রাবণ কর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না। তখন পিতামহ পুলস্ত্যসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—আমার দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতা কর্ত্তৃক আমি বিতাড়িত হইয়াছি। এক্ষণে কি করি, বলুন; আমার যাহা আশ্রয় হইতে পারে, এমন দৈব বা তীর্থ কি আছে? ১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—পৌত্রের কথা শুনিয়া পুলস্ত্য বলিলেন,—পুত্র! তুমি গৌতমী গঙ্গায় যাও; সেখানে গিয়া মহেশ্বর দেবকে স্তব কর। সেখানে গঙ্গার জলাভ্যন্তরে তোমার ভ্রাতার গতি হইতে পারিবে না। তুমি পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আমার সহিত এক্ষণে এই কার্য্য সম্পাদন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—ধনেশ্বর সেই কথায় সম্মত হইয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী ও বৃদ্ধ পুলস্ত্যে

গত্বা তু গৌতমীং গঙ্গাং শুচিঃ স্নাত্বা যতব্রতঃ
তুষ্টাব দেবদেবেশং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শিবম্ ॥১৯
ধনদ উবাচ।
স্বামী ত্বমেবাস্য চরাচরস্য
বিশ্বস্য শম্ভো ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
ত্বামপ্যবজ্ঞায় যদীহ মোহাৎ
প্রগল্ভতে কোঽপি স শোচ্য এব ॥২০
ত্বমষ্টমূর্ত্ত্যা সকলং বিভর্ষি
ত্বদাজ্ঞয়া বর্ত্তত এব সর্ব্বম্।
তথাপি বেদেতি বুধো ভবন্তং
ন জাত্ববিদ্বান্ মহিমা পুরাতনম্ ॥ ২১
মলপ্রসূতং যদবোচদম্বা
হাস্যাৎ সুতোঽয়ং তব দেব শম্ভোঃ।
ত্বৎপ্রেক্ষিতাদ্যঃ স চ বিঘ্নরাজো
জজ্ঞে স্বহো চেষ্টিতমীশদৃষ্টেঃ ॥ ২২
অশ্রুপ্লুতাঙ্গী গিরিজা সমীক্ষ্য
বিযুক্তদাম্পত্যমিতীশমূচে।
মনোভবোঽভূন্মদনো রতিশ্চ
সৌভাগ্যপূর্ব্বস্ত্বমবাপ সোমাৎ ॥ ২৩
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যাদি স্তবতস্তস্য পুরতোঽভূত্রিলোচনঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস হর্ষান্নোবাচ কিঞ্চন ॥ ২৪
তুষ্ণীম্ভূতে তু ধনদে পুলস্ত্যে চ মহেশ্বরে।
পুনঃপুনর্ব্বরস্বেতি শিবে বাদিনি হর্ষিতে ॥ ২৫
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগুবাচাশরীরিণী।
প্রাপ্তব্যং ধনপালত্বং বদন্তীদং মহেশ্বরম্ ॥ ২৬
পুলস্ত্যস্য তু যচ্চিত্তং পিতুর্বৈশ্রবণস্য তু।
বিদিত্বৈব তদা বাণী শুভমর্থমুদীরয়ৎ ॥ ২৭
ভূতবদ্ভবিতব্যং স্যাদ্দাস্যমানং তু দত্তবৎ।
প্রাপ্তব্যং প্রাপ্তবত্তত্র দৈবী বাগভবচ্ছুভা ॥২৮
প্রভূতশক্রঃ পরিভূতদুঃখঃ
সম্পূজ্য সোমেশ্বরমাপ লিঙ্গম্।
দিগীশ্বরত্বং দ্রবিণপ্রভুত্ব-
মপারদাতৃত্বকলত্রপুত্রান ॥ ২৯

সহিত গৌতমী গঙ্গায় গিয়া স্নানান্তে শুচি ও যতব্রত হইয়া ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন। কুবের বলিলেন,—হে শম্ভো! তুমি এই চরাচর বিশ্বের প্রভু; তোমা অপেক্ষা প্রধান কেহই নাই। তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া যদি কোন জন মোহক্রমে কোন বিষয়ে প্রগল্ভতা প্রকাশ করে, তবে সে প্রকৃতই শোচনীয় হইয়া থাকে। তুমি অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত ধারণ করিতেছ। তোমার আজ্ঞায় সমস্তই নিষ্পন্ন হয়। বেদাভিজ্ঞ বুধ ব্যক্তিই তোমার এ তত্ত্ব বিদিত আছেন; পরন্তু অবিদ্বান্ জন কখনই তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারে না। হে দেব! অম্বা গৌরী দেবী স্বীয় গাত্র-মল দ্বারা পুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়া পরিহাস চ্ছলে "এইটী পুত্র" এ কথা কহিলে সেই পুত্তলিকাই তোমার দৃষ্টির ফলে বলবান্ বিঘ্ন-রাজ হইয়াছিলেন। আহা! ঈশদিগের দৃষ্টির কি মহিমা! দেবী গিরিজা পূর্ব্বে কামদেব ভস্ম হওয়ায় দাম্পত্যের অভাব দেখিয়া অশ্রুপ্লুতনেত্রে ঐ বিষয়ে বলিলে, সোম-মূর্ত্তি আপনা হইতেই পুনরায় মনোভব, রতি ও মদকারী বসন্ত উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মা বলিলেন,—ধনদ এই প্রকার স্তব করিলে, ত্রিলোচন তাহার সমীপে আবির্ভূত হইলেন এবং ধনদকে বর গ্রহণে প্ররোচিত করিলেন। কিন্তু ধনপতি প্রহর্ষভরে কিছুই বলিতে পারিলেন না। ধনপতি মৌনাব-লম্বন করিলে, শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বর গ্রহণ করিতে বলিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক আকাশবাণী হইল। সেই বাণী যেন পিতামহ পুলস্ত্য ও পিতা বৈশ্রবণের অভিপ্রায় অবগত হইয়াই মহেশ্বরের প্রতি বলিল,—এই কুবের ধনপালত্ব প্রাপ্ত হইবেন। ভবি-তব্য বস্তু ভূতবৎ, দাতব্য বস্তু দত্তবৎ এবং প্রাপ্তব্য বস্তু প্রাপ্তবৎ সেই দৈবী বাক্ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। ১৯—২৮। কুবেরের অসংখ্য শত্রু ছিল; তিনি দুঃখে পরিভূত ছিলেন কিন্তু এক্ষণে সোমেশ্বর

তাং বাচং ধনদঃ শ্রুত্বা দেবদেবং ত্রিশূলিনম্ ।
এবং ভবতু নামেতি ধনদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০
তথৈবাস্ত্বিতি দেবেশো দৈবীং বাচমমন্যত ।
পুলস্ত্যঞ্চ বরৈঃ পুণ্যৈস্তথা বিশ্রবসং মুনিম্ ॥৩১
ধনপালঞ্চ দেবেশো হ্যভিনন্দ্য যযৌ শিবঃ ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং পৌলস্ত্যং ধনদং বিদুঃ॥
তথা বৈশ্রবসং পুণ্যং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ।
তেষু স্নানাদি যৎকিঞ্চিত্তৎসর্ব্বং বহুপুণ্যদম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পৌলস্ত্যতীর্থবর্ণনং নাম
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্ ।
সর্ব্ববিঘ্নোপশমনং তত্তীর্থস্য ফলং শৃণু ॥ ১
জাতবেদা ইতি খ্যাতো অগ্নের্ভ্রাতা স হব্যবাট্
হব্যং বহন্তং দেবানাং গৌতম্যাস্তীর এব তু ॥
ঋষীণাং সত্রসদনে অগ্নের্ভ্রাতরমুত্তমম্ ।
ভ্রাতুঃ প্রিয়ং তথা দক্ষং মধুর্দিতিসুতো বলী ॥
জঘান ঋষিমুখ্যেষু পশ্যৎসু চ সুরেষ্বপি ।
হব্যং দেবা নৈব চাপুর্মৃতে বৈ জাতবেদসি ॥৪
মৃতে ভ্রাতরি স ত্বগ্নিঃ প্রিয়ে বৈ জাতবেদসি ।
কোপেন মহতাবিষ্টো গাঙ্গমন্তঃ সমাবিশৎ ॥৫
গঙ্গাম্ভসি সমাবিষ্টে হ্যগ্নৌ দেবাশ্চ মানুষাঃ ।
জীবমুৎসর্জয়ামাসুরগ্নিজীবা যতো মতাঃ ॥ ৬
যত্রাগ্নির্জলমাবিষ্টস্তং দেশং সর্ব্ব এব তে ।
আজগ্মুর্বিবুধাঃ সর্ব্ব ঋষয়ঃ পিতরস্তথা ॥ ৭
বিনাগ্নিনা ন জীবামঃ স্তবন্তোঽগ্নিং বিশেষতঃ ।
অগ্নিং জলগতং দৃষ্ট্বা প্রিয়ং চোচুর্দিবৌকসঃ ॥৮

দেবা উচুঃ ।

দেবান্ জীবয় হব্যেন কব্যেন চ পিতৄংস্তথা ।

লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া দিক্‌পালত্ব, ধনপতিত্ব ও অপার দানশীলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ধনদ ঐ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া শূলপাণিকে বলিলেন,—দৈববাক্য সফল হউক—ইহাই আমার প্রার্থনা। দেবদেব 'তথাস্তু' বলিয়া দৈববাক্যে অনুমোদন করিলেন। এইরূপে তখন তিনি পুলস্ত্য, বিশ্রবা মুনি ও ধনপতিকে পুণ্যবরে অভিনন্দিত করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন। তখন হইতে ঐ তীর্থ পৌলস্ত্য, ধনদ, বা বৈশ্রবসতীর্থ নামে বিশ্রুত। এই তীর্থ সর্ব্বকামপ্রদ, পবিত্র ও শুভাবহ। এই সকল তীর্থে স্নানাদি যে কিছু কার্য্য করা যায়, তৎসমস্তই বহু পুণ্যজনক হয়। ২৯—৩৩।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৭।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত অগ্নিতীর্থ সর্ব্ব যজ্ঞফলপ্রদ ও সর্ব্ববিঘ্নের বিনাশন। এই তীর্থফল শ্রবণ কর। পূর্ব্বে জাতবেদা নামে অগ্নির এক বিখ্যাত ভ্রাতা ছিলেন। তিনি দেবগণের হব্য বহন করিতেন। একদা গৌতমীতীরে ঋষিগণের যজ্ঞাগারে জাতবেদা দেবগণের হব্য বহন করিতেছেন, এই সময় মধু নামে এক বলবান্ দৈত্য, ঋষি ও দেবগণের সমক্ষেই অগ্নির সেই প্রিয় ভ্রাতা জাতবেদাকে নিহত করিল। জাতবেদা নিহত হইলে দেবগণ আর হব্য প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, অগ্নি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজলে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি গঙ্গাজলে নিমগ্ন হইলে, অগ্নিজীবী দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। যেখানে অগ্নি জলাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইখানে তখন সমস্ত দেব, ঋষি ও পিতৃপুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—অগ্নি বিনা আমরা জীবন ধারণ করিব না। এই বলিয়া তখন সকলেই অগ্নিকে স্তব করিতে লাগিলেন। অগ্নিকে জল-

মানুষানন্নপাকেন বীজানাং ক্লেদনেন চ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

অগ্নিরপ্যাহ তান্ দেবান্ শক্রো যো মে গতোঽগ্রজঃ।

ক্রিয়মাণে ভবৎকার্য্যে যা গতির্জ্জাতবেদসঃ ॥১০

সা বাপি স্যান্মম সুরা নোৎসহে কার্য্যসাধনে

কার্য্যন্তু সর্ব্বতন্তস্য ভবতাং জাতবেদসঃ ॥ ১১

ইমাং স্থিতিমনুপ্রাপ্তো ন জানে মে কথংভবেৎ

ইহ চামুত্র চ ব্যাপ্তৌ শক্তিরপ্যত্র নো ভবেৎ॥

অথাপি ক্রিয়মাণে বৈ কার্য্যে সৈব গতির্মম।

দেবাস্তমুচুর্ভাবেন সর্ব্বেণ ঋষয়স্তথা ॥ ১৩

আয়ুঃ কর্ম্মণি চ প্রীতির্ব্যাপ্তৌ শক্তিশ্চ দীয়তে

প্রযাজানমুযাজাংশ্চ দাস্যামো হব্যবাহন ॥ ১৪

দেবানাং ত্বং মুখং শ্রেষ্ঠমাহুত্যঃ প্রথমাস্তব।

ত্বয়া দত্তং তু যদ্দ্রব্যং ভোক্ষ্যামঃ সুরসত্তম ॥১৫

ব্রহ্মোবাচ।

ততস্তুষ্টোঽভবদ্বহ্নির্দেববাক্যাদ্যথাক্রমম্।

ইহ চামুত্র চ ব্যাপ্তৌ হব্যে বা লৌকিকে তথা

সর্ব্বত্র বহ্নিরভয়ঃ সমর্থোঽভূৎ সুরাজ্ঞয়া।

জাতবেদা বৃহদ্ভানুঃ সপ্তার্চ্চির্নীললোহিতঃ ॥১৭

জলগর্ভঃ শমীগর্ভো যজ্ঞগর্ভঃ স উচ্যতে।

জলাদাকৃষ্য বিবুধা অভিষিচ্য বিভাবসুম্ ॥১৮

উভয়ত্র পদে বাসঃ সর্ব্বগোঽগ্নিস্ততোঽভবৎ।

যথাগতং সুরা জগ্মুর্বহ্নিতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ১৯

তত্র সপ্ত শতান্যাসংস্তীর্থানি গুণবন্তি চ।

তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ যঃ করোতি জিতাত্মবান্॥

অশ্বমেধফলং সাগ্রং প্রাপ্নোত্যবিকলং শুভম্।

দেবতীর্থঞ্চ তত্রৈব আগ্নেয়ং জাতবেদসম্ ॥২১

মগ্ন দেখিয়া দেবগণ বলিলেন,—হে অগ্নে! তুমি হব্য ও কব্য দ্বারা দেব ও পিতৃগণকে, অন্নপাকে মনুষ্যদিগকে এবং ক্লেদন দ্বারা বীজদিগকে সঞ্জীবিত কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অগ্নি তখন দেবগণের স্তুতিবাক্যে উত্তর করিলেন,—দেবগণ! আপনারা যাহা বলিতেছেন;—আমার যে ভ্রাতা অতীত হইয়াছেন, তিনিই সে বিষয়ে সক্ষম ছিলেন। আপনাদের কার্য্য সাধনে নিরত থাকিয়া জাতবেদা যে গতি প্রাপ্ত হইলেন, হয়ত আমারও সেই গতি হইবে; অতএব হে সুরগণ! আমি কার্য্য সাধনে উৎসাহ করিতে পারিতেছি না। কার্য্য সকল ভগবান্ জাতবেদার অধীন; সুতরাং কি প্রকারে এ হেন অবস্থাপ্রাপ্ত আমার ঐহিক কার্য্য সিদ্ধ হইবে? ঐহিক বা পারত্রিক কোন কর্ম্মেই আমার শক্তি নাই। যে কোন কার্য্যই করি না কেন,—আমি মনে করি, আমারও সেই গতিই হইবে। দেবগণ ও ঋষিগণ তখন সেই জাতবেদাকে বলিলেন.—হে হব্যবাহন! তোমাকে আয়ু, কর্ম্মে প্রীতি ও সর্ব্বাধিকারে শক্তি প্রদান করিব এবং তোমাকে প্রযাজ ও অনুযাজও সমর্পণ করিব। তুমি দেবতাদিগের মুখ এবং তোমারই আহুতি প্রথম; তোমায় প্রদত্ত সামগ্রীই আমরা ভোজন করিব। ১—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর বহ্নি দেবতাদিগের ক্রমোচ্চারিত স্তুতিবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই আদেশে ঐহিক ও পারলৌকিক হব্য বিষয়ে সর্ব্বত্রই নির্ভয় ও সমর্থ হইলেন। তিনি জাতবেদা, বৃহদ্ভানু, সপ্তার্চ্চি, নীললোহিত, জলগর্ভ, শমীগর্ভ ও যজ্ঞগর্ভ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করত সিঞ্চন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি উভয়ত্র বাস নিবন্ধন সর্ব্বগ হইলেন। জল হইতে তাঁহার প্রথম আবির্ভাবস্থান অগ্নিতীর্থ নামে খ্যাত; দেবগণ ঐ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বহুল-গুণযুক্ত সপ্তশত তীর্থ বিরাজমান; যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ঐ সকল তীর্থে স্নান ও দান করে সে নিশ্চিতই অবিকল অশ্বমেধ যজ্ঞের শুভ ফল প্রাপ্ত হয়। আরও সেখানে দেবতীর্থ নামে একতীর্থ আছে। ঐ দেবতীর্থে আগ্নেয়

অগ্নিপ্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং তত্রাস্তেঽনেকবর্ণবৎ।
তদ্দেবদর্শনাদেব সর্ব্বক্রতুফলং লভেৎ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে তীর্থবর্ণনং নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৮॥

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ঋণপ্রমোচনং নাম তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ।
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ তন্মনাঃ॥ ১
আসীৎপৃথুশ্রবা নাম প্রিয়ঃ কক্ষীবতঃ সুতঃ।
ন দারসংগ্রহং লেভে বৈরাগ্যান্নাগ্নিপূজনম্॥২
কনীয়াংস্তু সমর্থোঽপি পরিবিত্তিভয়ান্মুনে।
নাকরোদ্দারকর্ম্মাদি নৈবাগ্নীনামুপাসনম্॥ ৩
ততঃ প্রোচুঃ পিতৃগণাঃ পুত্রং কক্ষীবতঃ শুভম্
জ্যেষ্ঠঞ্চৈব কনিষ্ঠঞ্চ পৃথক্পৃথগিদং বচঃ॥ ৪

পিতর উচুঃ।

ঋণত্রয়াপনোদায় ক্রিয়তাং দারসংগ্রহঃ॥ ৫

ব্রহ্মোবাচ।

নেত্যুবাচ ততো জ্যেষ্ঠঃ কিমৃণং কেন যুজ্যতে
কনীয়াংস্তু পিতৄন্ প্রাহ ন যোগ্যো দারসংগ্রহঃ॥
জ্যেষ্ঠে সতি মহাপ্রাজ্ঞঃ পরিবিত্তিভয়াদিতি।
তাবুভৌ পুনরপ্যেবমূচুস্তে বৈ পিতামহাঃ॥৭

পিতর উচুঃ।

যাতামুভৌ গৌতমীন্তু পুণ্যাংকক্ষীবতঃ সুতৌ
কুরুতাং গৌতমীস্নানং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্॥ ৮
গচ্ছতাং গৌতমীং গঙ্গাং লোকত্রিতয়পাবনীম্
স্নানঞ্চ তর্পণং তস্যাং কুরুতাং শ্রদ্ধয়ান্বিতৌ॥ ৯
দৃষ্টাবনামিতা ধ্যাতা গৌতমী সর্ব্বকামদা।
ন দেশকালজাত্যাদিনিয়মোঽত্রাবগাহনে।
জ্যেষ্ঠোঽনৃণস্ততো ভূয়াৎ পরিবিত্তির্ন চেতরঃ

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ পৃথুশ্রবা জ্যেষ্ঠঃ কৃত্বা স্নানং সতর্পণম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাংকাক্ষীবতোঽনৃণোঽভবৎ

ও জাতবেদসনামক-অগ্নিপ্রতিষ্ঠিত অনেক বর্ণবিশিষ্ট এক লিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্রে সকল যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ১৬—২২।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৮॥

নবনবতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বেদবিদ্‌গণ বলেন,—ঋণমোচন নামে এক তীর্থ আছে। হে নারদ! আমি তাহার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কাক্ষীবানের পৃথুশ্রবা নামে এক প্রিয় পুত্র ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য বশতঃ দার-পরিগ্রহ বা অগ্নির উপাসনা করেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমর্থ হইয়াও পারবিত্তিভয়ে দারকর্ম্ম বা অগ্নির উপাসনা করিলেন না। তখন পূর্ব্বপিতৃগণ তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন,—তোমরা ঋণত্রয় অপনোদনের জন্য দার-পরিগ্রহ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর জ্যেষ্ঠ কহিলেন,—না, আমি দারপরিগ্রহ করিব না। ঋণ কি, এবং কি প্রকারেই বা তাহার মোচন হয়? কনিষ্ঠও পিতৃগণকে বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কি প্রকারে কনিষ্ঠের দারসংগ্রহ যুক্ত হইতে পারে? পুত্রদ্বয়ের এই কথা শুনিয়া পিতামহগণ পুনরায় বলিলেন,—হে পুত্রদ্বয়! তোমরা পুণ্যদায়িনী ও লোকপাবনী গৌতমীতে গমন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্নান ও তর্পণ কর, তাহাতে তোমাদের সর্ব্বাভীষ্টফল লাভ হইবে। গৌতমী তীর্থে নামিলে, এবং তাহাকে দর্শন ও ধ্যান করিলেও সর্ব্ব-কাম-ফল লাভ করা যায়। গৌতমীস্নানে দেশ-কাল ও জাত্যাদি বিচার নাই। অনন্তর জ্যেষ্ঠ তদনুষ্ঠানে ঋণমুক্ত হইলেন; কনিষ্ঠেরও পরিবিত্তি দোষ রহিল না। ১—১০। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর জ্যেষ্ঠ পৃথুশ্রবা গৌতমীতে স্নান ও তর্পণ করিয়া ত্রৈলোক্যের আনৃণ্যভাজন হইলেন।

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমৃণমোচনমুচ্যতে।
শ্রৌতস্মার্ত্তঋণেভ্যশ্চ ইতরেভ্যশ্চ নারদ ॥
তত্র স্নানেন দানেন ঋণী মুক্তঃ সুখী ভবেৎ ॥১৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ঋণমোচনতীর্থবর্ণনং নামৈকোনশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ।

সুপর্ণাসঙ্গমং নাম কাদ্রবাসঙ্গমং তথা।
মহেশ্বরো যত্র দেবো গঙ্গাপুলিনমাশ্রিতঃ ॥ ১
অগ্নিকুণ্ডঞ্চ তত্রৈব রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ।
সৌরং সৌম্যং তথা ব্রাহ্মং কৌমারং বারুণং তথা ॥ ২
অপ্সরা চ নদী যত্র সঙ্গতা গঙ্গয়া তথা।
তত্তীর্থস্মরণাদেব কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩
সর্ব্বপাপপ্রশমনং শৃণু যত্নেন নারদ।
ইন্দ্রেণ হিংসিতাঃ পূর্ব্বং বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ ॥

তদবধি ঐ তীর্থ ঋণমোচন নামে প্রসিদ্ধ। ঋণী ব্যক্তি গৌতমীতে স্নানদান করিলে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া সুখলাভ করে। ১১—১৩।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৯।

—০—

শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুবর্ণাসঙ্গম ও কাদ্রবাসঙ্গম নামে দুই তীর্থ আছে, তথায় দেব মহেশ্বর গঙ্গাপুলিন আশ্রয় করিয়া বিরাজমান। সেখানে অগ্নিকুণ্ড, রৌদ্র, বৈষ্ণব, সৌর, সৌম্য, ব্রাহ্ম, কৌমার ও বারুণ নামে আরও অনেক তীর্থ আছে। ঐ স্থানেই অপ্সরা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ সকল তীর্থ স্মরণ করিলেও নর কৃতকৃত্য হয়। হে নারদ! ঐ সর্ব্বপাপপ্রশমন তীর্থবিবরণ শ্রবণ কর।

দত্তার্দ্ধতপসঃ সর্ব্বে প্রোচুস্তে কশ্যপং মুনিম্ ॥৪

বালখিল্যা উচুঃ।

পুত্রমুৎপাদয়ানেন ইন্দ্রদর্পহরং শুভম্।
তপসোঽর্দ্ধং তু দাস্যামস্তথেত্যাহ মুনিশ্চ তান্ ॥
সুপর্ণায়াং ততো গর্ভমাদধে স প্রজাপতিঃ।
কদ্র্বাঞ্চৈব শনৈর্ব্রহ্মন সর্পাণাং সর্পমাতরি ॥ ৬
তে গর্ভিণ্যাবুভে আহ গন্তুকামঃ প্রজাপতিঃ।
অপরাধো ন চ ক্কাপি কার্য্যো গমনমেব চ ॥৭
অন্যথা গমনাচ্ছাপো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স যযৌ পত্ন্যৌ গতে ভর্ত্তরি তে উভে
তদৈব জগ্মতুঃ সত্রমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৯
ব্রহ্মবৃন্দসমাকীর্ণং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্।
উন্মত্তে তে উভে নিত্যং বয়ঃসম্পত্তিগর্ব্বিতে ॥
নিবার্য্যমাণে বহুশো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
বিকুর্ব্বত্যৌ তত্র সত্রে সামানি চ হবীংষি চ ॥১১

পূর্ব্বে বালখিল্য মহর্ষিগণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক উপদ্রুত হওয়ায় তাঁহারা স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ দান করত মহামুনি কশ্যপকে বলিয়াছিলেন—হে মহাভাগ কশ্যপ! আপনি এক দেবেন্দ্রদর্পহারী পুত্র উৎপাদন করুন, আমরা আপনাকে আমাদের তপস্যার অর্দ্ধাংশ দিতেছি। মুনিও তাঁহাদের কথায় "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি সুপর্ণা ও সর্পমাতা কদ্রুতে গর্ভাধান করত গমনে উদ্যত হইয়া উভয় গর্ভিণীকে বলিলেন,—তোমরা কোথাও কোন প্রকার অপরাধ করিও না এবং কুত্রাপি যাইও না, যাইলে অভিশপ্ত হইবে। ১—৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই মুনি পত্নীদ্বয়কে এই কথা বলিয়া গমন করিলেন। অনন্তর ভর্ত্তা গমন করিলে তাহারা উভয়ে তখন স্বাভাবিক বয়োধর্ম্মে গর্ব্বিত হইয়া ভাবিতাত্মা সপ্তর্ষিগণের গঙ্গাতীরাশ্রিত ব্রহ্মবৃন্দ-সমাকীর্ণ মহাসত্রে গমন করিল। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ বহুবার নিবারণ করিলেও তাহারা সেই সত্রে থাকিয়া মুনি-

যোষিতাং দুর্বিলসিতং কঃ সংস্বরিতুমীশ্বরঃ।
তে দৃষ্ট্বা চুক্ষুভুর্বিপ্রা অপমার্গরতে উভে ॥১২
অপমার্গস্থিতে যস্মাদাপগে হি ভবিষ্যথঃ।
সুপর্ণা চৈব কদ্রুশ্চ নদ্যৌ তে সম্বভূবতুঃ ॥ ১৩
স কদাচিদ্গৃহং প্রায়াৎ কশ্যপোঽথ প্রজাপতিঃ
ঋষিভ্যস্তত্র বৃত্তান্তং শাপং তাভ্যাং সবিস্তরম্ ॥
শ্রুত্বা তু বিস্ময়াবিষ্টঃ কিং করোমীত্যচিন্তয়ৎ।
ঋষিভ্যঃ কথয়ামাস বালখিল্যা ইতি শ্রুতাঃ ॥১৫
ত উচুঃ কশ্যপং বিপ্রং গত্বা গঙ্গাং তু গৌতমীম্
তত্র স্তুহি মহেশানং পুনর্ভার্য্যে ভবিষ্যতঃ ॥১৬
ব্রহ্মহত্যাভয়াদেব যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
গঙ্গামধ্যে সদা হ্যাস্তে মধ্যমেশ্বরসংজ্ঞয়া ॥ ১৭
তথেত্যুক্ত্বা কশ্যপোঽপি স্নাত্বা গঙ্গাং জিতব্রতঃ
তুষ্টাব স্তবনৈঃ পুণ্যৈর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১৮

কশ্যপ উবাচ।
লোকত্রয়ৈকাধিপতের্ন যস্য
কুত্রাপি বস্তুন্যভিমানলেশঃ।
স সিদ্ধনাথোঽখিলবিশ্বকর্ত্তা
ভর্ত্তা শিবায়া ভবতু প্রসন্নঃ ॥ ১৯
তাপত্রয়োরুদ্যুতিতাপিতানা-
মিতস্ততো বৈ পরিধাবতাঞ্চ।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং
ত্বমেব দুঃখব্যপনোদদক্ষঃ ॥ ২০
ব্রহ্মাদিযোগস্ত্রিবিধোঽপি যস্য
শক্রাদিভির্বক্তুমশক্য এব।
বিচিত্রবৃত্তিং পরিচিন্ত্য সোমং
সুখী সদা দানপরো বরেণ্যঃ ॥ ২১
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যাদিস্তুতিভির্দেবঃ স্তুতো গৌরীপতিঃ শিবঃ
প্রসন্নো হ্যদদাচ্ছম্ভুঃ কশ্যপায় বরান্ বহূন্ ॥২২
ভার্য্যার্থিনং তু তং প্রাহ স্যাতাং ভার্য্যে উভে তু তে।
নদীস্বরূপে পত্ন্যৌ যে গঙ্গাং প্রাপ্য সরিদ্বরাম্

দিগের সামগান ও হবির্দান বিকৃত করিতে লাগিল। কে বল, স্ত্রীলোকের দুর্ব্বিনয় সহ্য করিতে পারে? বিপ্রগণ তাহাদিগকে উৎপাতে প্রবৃত্ত দেখিয়া এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোরা দুই নদী হইয়া থাক্। তখন তাহারা শাপপ্রভাবে উভয়েই সুপর্ণা ও কদ্রু নামে দুই নদী হইল। অনন্তর একদা প্রজাপতি কশ্যপ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঋষিদিগের মুখে পত্নীদ্বয়ের সবিস্তর শাপবৃত্তান্ত শুনিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিলেন; —আমি এখন কি করি? এইরূপ চিন্তা করিবার পর তিনি বালখিল্য ঋষিগণকে এতদ্বৃত্তান্ত জানাইলেন। বালখিল্যগণ কহিলেন,—হে কশ্যপ! তুমি গৌতমীগঙ্গায় গমন করত তথায় মহেশের স্তব কর; তাহাতে তোমার ভার্য্যাদ্বয়কে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। দেব মহেশ্বর ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হইয়া গৌতমীগঙ্গার মধ্যদেশে মধ্যমেশ্বর নামে খ্যাত হইয়া নিরন্তর বাস করিতেছেন। জিতব্রত কশ্যপও 'তাহাই হউক' এই বলিয়া তথায় গমন করত স্নান করিয়া পবিত্র মনোহর বাক্যে দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।

কশ্যপ কহিলেন,—যিনি লোকত্রয়ের অধিপতি, কুত্রাপি কোন বস্তুতেই যাঁহার অভিমানলেশ নাই, সেই নিখিল বিশ্ববিধাতা শিবাভর্ত্তা, সিদ্ধনাথ প্রসন্ন হউন। এই চরাচর প্রাণিবর্গ, তাপত্রয়রূপ দিবাকরতাপে তাপিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিধাবিত হইতেছে। তুমিই ইহাদিগের একমাত্র দুঃখ দূরীকরণে সুদক্ষ। যদীয় সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যোগাযোগ ইন্দ্রপ্রভৃতি সুরগণও ব্যক্ত করিতে অক্ষম, তাদৃশ বিচিত্রবৃত্তি সোমমূর্ত্তিকে চিন্তা করিয়া লোক সর্ব্বদাই সুখী, দানশীল ও বরেণ্য হইতে পারে। ১৯—২১। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌরীপতি শিব এ প্রকার স্তবে প্রসন্ন হইয়া কশ্যপকে বহু বর প্রদান করিলেন। কশ্যপ ভার্য্যার্থী ছিলেন। শিব বলিলেন,—তোমার উভয় ভার্য্যাই পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইবে। তোমার যে পত্নীদ্বয় নদীস্বরূপ হইয়াছে, তাহারা সরিদ্বরা গঙ্গায়

তৎসঙ্গমনমাত্রেণ তাভ্যাং ভূয়াৎ স্বকং বপুঃ।
তে গর্ভিণ্যো পুনর্জাতে গঙ্গায়াশ্চ প্রসাদতঃ
ততঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো ভার্য্যে প্রাপ্য মহামনাঃ।
আহ্বয়ামাস তান্‌বিপ্রান্‌গৌতমীতীরমাশ্রিতান্‌
সীমন্তোন্নয়নং চক্রে তাভ্যাং প্রীতঃ প্রজাপতিঃ
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ২৬
ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু কশ্যপস্যাথ মন্দিরে।
ভর্তৃসমীপোপবিষ্টা কদ্রুর্বিপ্রান্নিরীক্ষ্য চ॥ ২৭
ততঃ কদ্রুশ্চ যীনক্ষ্ণা প্রাহসত্তে চ চুক্ষুভুঃ।
যেনাক্ষ্ণা হসিতা পাপে ভজ্যতাং তেঽক্ষি পাপবৎ
কাণাভবত্ততঃ কদ্রুঃ সর্পমাতেতি যোচ্যতে।
ততঃ প্রসাদয়ামাস কশ্যপো ভগবানৃষীন্॥ ২৯
ততঃ প্রসন্নাস্তে প্রোচুর্গৌতমী সরিতাংবরা।
অপরাধসহস্রেভ্যো রক্ষিষ্যতি চ সেবনাৎ॥৩০
ভার্য্যান্বিতস্তথা চক্রে কশ্যপো মুনিসত্তমঃ।

সম্মিলিত হইবামাত্রই পুনরায় স্ব স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইবে এবং গঙ্গার প্রসাদে পুনরায় তাহারা গর্ভিণী-অবস্থাই প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর মহামনাঃ প্রজাপতি প্রীত হইয়া স্বীয় উভয় ভার্য্যাকে লাভ করত গৌতমীতীরাশ্রিত সেই সেই ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেন এবং পত্নীদ্বয়ের সীমন্তোন্নয়ন করিয়া তদ্-পলক্ষে বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সৎকার করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কশ্যপগৃহে ভোজন করিতেছেন, এই সময়ে ভর্ত্তার পার্শ্ববর্ত্তিনী কদ্রু ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া বক্রদৃষ্টিতে উপ-হাস করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—রে পাপে! যে চক্ষুদ্বারা আমাদিগকে উপহাস করিলি, তোর সেই পাপচক্ষু ভগ্ন হউক। তখন সর্পমাতা কদ্রু কাণা হইলেন। অনন্তর, কশ্যপ ঋষিদিগকে প্রসাদিত করিলেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—সরিৎপ্রবরা গৌতমীকে সেবা করিলে, তিনি সহস্র সহস্র অপরাধ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণের এই ইঙ্গিতক্রমে কশ্যপ ভার্য্যাসহ গৌতমীতে গমন

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমুভয়োঃ সঙ্গমং বিদুঃ।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্॥ ৩১
ইতি শ্রীব্রাহ্মে কদ্রুসুপর্ণাসঙ্গমতীর্থবর্ণনং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০০॥

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
পুরূরবসমাখ্যাতং তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ।
স্মরণাদেব পাপানাং নাশনং কিমু দর্শনাৎ॥১
পুরূরবা ব্রহ্মসদঃ প্রাপ্য তত্র সরস্বতীম্।
যদৃচ্ছয়া দেবনদীং হসন্তীং ব্রহ্মণোঽন্তিকে।
তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নামুর্ব্বশীং প্রাহ ভূপতিঃ॥২
রাজোবাচ।
কেয়ং রূপবতী সাধ্বী স্থিতেয়ং ব্রহ্মণোঽন্তিকে
সর্ব্বাসামুত্তমা যোষিদ্দীপয়ন্তী সভামিমাম্॥ ৩
ব্রহ্মোবাচ।
উর্ব্বশী প্রাহ রাজানমিয়ং দেবনদী শুভা।

করিলেন। সেই দিন হইতে ঐ তীর্থ সঙ্গম-তীর্থ নামে অভিহিত। ইহা সর্ব্বপাপের প্রশ-মনকর ও সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রদায়ক।২২—৩১।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১০০।

একাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত পুরূরবা তীর্থ বেদবিদ্‌গণের নির্দ্দিষ্ট। ঐ তীর্থের স্মরণেও পাপক্ষয় হয়। উহার দর্শনে যে কি অপূর্ব্ব ফল হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। একদা পুরূরবা ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইলে, দেব-নদী সরস্বতী ব্রহ্মার সমীপে যদৃচ্ছাক্রমে হাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি রূপ-বতী উর্ব্বশীকে বলিলেন,—এই রূপবতী সাধ্বী রমণী কে? ইনি ব্রহ্মার সমীপে অবস্থান করিয়া সমস্ত সভাগৃহ উজ্জ্বলিত করিয়াছেন। মনে হয়, ইনি রমণীসমাজের

সরস্বতী ব্রহ্মসুতা নিত্যমেতি চ যাতি চ।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো রাজা আনয়েমাং মমান্তিকম্
ব্রহ্মোবাচ।
উর্ব্বশী পুনরপ্যাহ রাজানং ভূরিদক্ষিণম্ ॥ ৫
উর্ব্বশ্যুবাচ।
আনীয়তে মহারাজ তস্যাঃ সর্ব্বং নিবেদ্য চ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
ততস্তাং প্রাহিণোত্তত্র রাজা প্রীত্যা
'তদোর্ব্বশীম্।
সা গত্বা রাজবচনং ন্যবেদয়দথোর্ব্বশী ॥ ৭
সরস্বত্যপি তন্মেনে উর্ব্বশ্যা যন্নিবেদিতম্।
সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় প্রায়াদ্যত্র পুরূরবাঃ ॥ ৮
সরস্বত্যাস্ততস্তীরে স রেমে বহুলাঃ সমাঃ।
সরস্বানভবৎ পুত্রো যস্য পুত্রো বৃহদ্রথঃ ॥ ৯
তাং গচ্ছন্তীং নৃপগৃহং নিত্যমেব সরস্বতীম্।
সরস্বন্তং ততো লক্ষ্ম জ্ঞাত্বাম্যেষু তথা কৃতম্ ॥
তস্মৈ দদাবহং শাপং ভূয়া ইতি মহানদী।
মচ্ছাপভীতা বাগীশা প্রাগাদ্দেবীঞ্চ গৌতমীম্
কমণ্ডলুভবাং পূতাং মাতরং লোকপাবনীম্।
তাপত্রয়োপশমনীমৈহিকামুষ্মিকপ্রদাম্ ॥ ১২
সা গত্বা গৌতমীং দেবীং প্রাহ মচ্ছাপমাদিতঃ
গঙ্গাপি মামুবাচেদং বিশাপাং কর্ত্তুমর্হসি।
ন যুক্তং মৎসরস্বত্যাঃ শাপং ত্বং দত্তবানসি।
স্ত্রীণামেষ স্বভাবো বৈ পুংস্কামা যোষিতো যতঃ
স্বভাবচপলা ব্রহ্মন্ যোষিতঃ সকলা অপি।
ত্বং কথং তু ন জানীষে জগৎস্রষ্টাম্বুজাসন ॥
বিড়ম্বয়তি কং বা ন কামো বাপি স্বভাবতঃ।
ততো বিশাপমবদং দৃশ্যাপি স্যাৎ সরস্বতী ॥১৬
তস্মাচ্ছাপান্নদী মর্ত্ত্যে দৃশ্যাদৃশ্যা সরস্বতী।

শিরোমণি। ব্রহ্মা বলিলেন,—উর্ব্বশী রাজাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন,—ইনি ব্রহ্মার কন্যা পুণ্যা দেব-নদী সরস্বতী—সর্ব্বদাই এখানে যাতায়াত করেন। রাজা তৎশ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—উর্ব্বশী প্রত্যুত্তরে যাগশীল রাজাকে জানাইল,—মহারাজ! উহাঁর নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিয়া তবে উহাকে আনিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা তখন উর্ব্বশীকে প্রেরণ করিলেন। উর্ব্বশী সরস্বতীর নিকট গিয়া রাজার কথা জানাইল। সরস্বতী উর্ব্বশীর বাক্যে অনুমোদন করিলেন এবং 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পুরূরবার প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুরূরবা সরস্বতীর তীরে তাঁহার সহিত বহু বৎসর রমণ করিলেন। তাহাতে সরস্বান্ নামে তাঁহার এক পুত্র হইল। সরস্বানের পুত্র বৃহদ্রথ। আমি প্রত্যহ সরস্বতীকে রাজগৃহে যাইতে দেখিয়া এবং অন্যান্যের নিকট তাহার সরস্বান্ নামে পুত্র উৎপত্তির কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে অভিশাপ দিলাম,—তুমি মহানদী হও। বাগীশ্বরী মদীয় শাপে ভীত হইয়া গৌতমীতে গমন করিল।১-১১। যিনি আমার কমণ্ডলু হইতে জন্মিয়াছেন, যিনি নিখিল জগতের পাবনী মাতৃরূপে বিরাজ করিতেছেন, ঐহিক ও পারলৌকিক শুভ ফল যিনি প্রদান করেন ও তাপত্রয় প্রশমিত করিয়া গমন থাকেন, সেই পুণ্যতোয়া গৌতমী গঙ্গায় গমন করিয়া সরস্বতী আমার শাপবাণী আমূলত ব্যক্ত করিল। অনন্তর সেই গৌতমী গঙ্গা আমায় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি সরস্বতীকে শাপ-মুক্ত করুন। সরস্বতীকে শাপ দান করা, আপনার সঙ্গত হয় না। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ কামনা করে, ইহা ত তাহাদের চিরস্বভাব। হে ব্রহ্মন্! সকল রমণীই স্বভাবতঃ চঞ্চল। হে অম্বুজাসন! আপনি জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি কি আর স্ত্রীস্বভাব জানেন না? দেখুন—কাম স্বভাবতই কাহাকেই বা না বিড়ম্বিত করিয়া থাকে? গৌতমীর অনুরোধে তখন সরস্বতীকে আমি শাপমুক্ত করিয়া বলিলাম,—আচ্ছা, সরস্বতী সকলেরই দৃশ্যা হইবে। আমার সেই শাপঘটনায় তখন

যত্রৈষা সঙ্গতা দেবী গঙ্গায়াং শাপবিহ্বলা ॥
তত্র প্রায়াদ্গপবরো ধার্ম্মিকঃ স পুরূরবাঃ।
তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য দেবং সিদ্ধেশ্বরং হরম্ ॥১৮
সর্ব্বান্ কামানথাবাপ গঙ্গায়াশ্চ প্রসাদতঃ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং পুরূরবসমুচ্যতে ॥ ১৯
সরস্বতীসঙ্গমঞ্চ ব্রহ্মতীর্থং তদুচ্যতে।
সিদ্ধেশ্বরো যত্র দেবঃ সর্ব্বকামপ্রদং তু তৎ ॥২০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সরস্বতীসঙ্গমতীর্থবর্ণনং নামৈ-
কাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী শ্রদ্ধা মেধা সরস্বতী।
এতানি পঞ্চ তীর্থানি পুণ্যানি মুনয়ো বিদুঃ ॥ ১
তত্র স্নাত্বা তু পীত্বা তু মুচ্যতে সর্ব্বকল্মষাৎ।
সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী শ্রদ্ধা মেধা সরস্বতী ॥ ২
এতা মম সুতা জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মসংস্থানহেতবঃ।
সর্ব্বাসামুত্তমাং কাঞ্চিন্নির্ম্মমে লোকসুন্দরীম্ ॥৩
তাং দৃষ্ট্বা বিকৃতা বুদ্ধির্ম্মমাসীন্মুনিসত্তম।
গৃহ্যমাণা ময়া বালা সা মাং দৃষ্ট্বা পলায়িতা ॥ ৪
মৃগীভূতা তু সা বালা মৃগোঽহমভবং তদা।
মৃগব্যাধোঽভবচ্ছম্ভুর্ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ ॥ ৫
তা মদ্ভীতাঃ পঞ্চ সুতা গঙ্গামীয়ুর্ম্মহানদীম্।
ততো মহেশ্বরঃ প্রায়াদ্ধর্ম্মসংরক্ষণায় সঃ ॥৬
ধনুর্গৃহীত্বা সশরমীশোঽপি মৃগরূপিণম্।
মামুবাচ বধিষ্যে ত্বাং মৃগব্যাধস্তদা হরঃ ॥ ৭
তৎকর্ম্মণো নিবৃত্তোঽহং প্রাদাং কন্যাং বিবস্বতে
সাবিত্র্যাদ্যাঃ পঞ্চ সুতা নদীরূপেণ সঙ্গতাঃ ॥৮
তা আগতাঃ পুনশ্চাপি স্বর্গং লোকং মমান্তিকম্
যত্র তাঃ সঙ্গতা দেব্যা পঞ্চ তীর্থানি নারদ ॥৯
সঙ্গতানি চ পুণ্যানি পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতী।

হইতে মর্ত্ত্যমণ্ডলে সরস্বতী দৃশ্যা ও অদৃশ্যা উভয়রূপেই বিরাজিতা। সরস্বতী শাপাকুল হইয়া যেখানে গঙ্গাদেবীর সহিত মিলিত হইয়াছিল, ধার্ম্মিক পুরূরবা তথায় গমন করেন। তথায় গিয়া তপস্যা করত সিদ্ধেশ্বর হরের আরাধনায় ও গঙ্গার প্রসাদে সর্ব্বকামনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই হইতে ঐ তীর্থ পুরূরবা নামে বিখ্যাত। সরস্বতীর সঙ্গম ব্রহ্মতীর্থ নামে কীর্ত্তিত। সেখানে সিদ্ধেশ্বর দেব বিরাজমান। ঐ তীর্থ সর্ব্ব কামপ্রদ। ১২—২০।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রদ্ধা, মেধা ও সরস্বতী এই পঞ্চ তীর্থ মুনিগণের মতে অতীব পুণ্য স্থান। ঐ সকল তীর্থে স্নান করিয়া জলপান করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রদ্ধা, মেধা ও সরস্বতী ইহারা আমারই কন্যা। এই কন্যাগণ ধর্ম্মসংস্থানের হেতু। ইহা-দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা সাবিত্রীকে আমি সর্ব্বলোক-সুন্দরী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠারূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। মুনিবর! তাহাকে দেখিয়া আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছিল। আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সে বালা আমাকে দেখিয়া মৃগীরূপে পলায়ন করিল। আমিও মৃগ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। এই সময় ধর্ম্মরক্ষার জন্য শম্ভু মৃগ-ব্যাধ বেশ ধারণ করিলেন। তখন আমায় দেখিয়া পঞ্চ কন্যাই ভীত হইয়া মহা-নদী গঙ্গায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। মহেশ্বর ধর্ম্মরক্ষার্থ সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মৃগব্যাধরূপে মৃগরূপী আমাকে বলিলেন,—তোমায় আমি বধ করিব।১—৭। তখন আমি সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলামএবং আমার সেই কন্যাকে বিবস্বানের হস্তে সম্প্রদান করিলাম। আমার সেই সাবিত্রী প্রভৃতি পঞ্চ কন্যা নদীরূপে গঙ্গায় সঙ্গত হইয়াও পুনরায় আমার লোকে আসিয়াছিল। হে নারদ! যেখানে তাহারা সঙ্গত হইয়াছিল; তাহারই

তেষু স্নানং তথা দানং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ
সর্ব্বকামপ্রদং তৎস্যান্নৈষ্কর্ম্ম্যান্মুক্তিদং স্মৃতম্।
তত্রাভবন্মৃগব্যাধং তীর্থং সর্ব্বার্থদং নৃণাম্॥
স্বর্গমোক্ষফলং চান্যদ্ব্রহ্মতীর্থফলং স্মৃতম্॥ ১১

ইতি ব্রাহ্মে পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্যনিরূপণং নাম
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

শমীতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপোপশান্তিদম্।
তস্যাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ॥ ১
আসীৎ প্রিয়ব্রতো নাম ক্ষত্রিয়ো জয়তাংবরঃ
গৌতম্যা দক্ষিণে তীরে দীক্ষাং চক্রেপুবোধসা
হয়মেধ উপক্রান্তে ঋত্বিগ্‌ভির্ঋষিভির্বৃতে।
তস্য রাজ্ঞো মহাবাহোর্বসিষ্ঠস্ত পুরোহিতঃ॥ ৩
তদ্‌যজ্ঞবাটমগমদ্দানবোহথ হিরণ্যকঃ।
তং দানবমভিপ্রেক্ষ্য দেবাস্ত্বিন্দ্রপুরোগমাঃ॥৪
ভীতাঃ কেচেদ্দিবং জগ্মুর্হব্যবাট্‌শমিমাবিশৎ।
অশ্বত্থং বিষ্ণুরগমদ্ভানুরর্কং বটং শিবঃ॥ ৫
সোমঃ পলাশমগমদ্‌গঙ্গাম্ভো হব্যবাহনঃ।
অশ্বিনৌ তু হয়ং গৃহ্য বায়সোঽভূদ্‌যমঃ স্বয়ম্॥৬
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
যষ্টিমাদায় দৈতেয়ান্ ন্যবারয়দথাজ্ঞয়া॥ ৭

তত‍ঃ প্রবৃত্তঃ পুনরেব যজ্ঞো
দৈত্যো গতঃ স্বেন বলেন যুক্তঃ।
ইমানি তীর্থানি ততঃ শুভানি
দশাশ্বমেধস্য ফলানি দদ্যুঃ॥ ৮

প্রথমন্তু শমীতীর্থং দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবং বিদুঃ।
আর্কং শৈবঞ্চ সৌম্যঞ্চ বাসিষ্ঠং সর্ব্বকামদম্॥৯
দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে নিবৃত্তে মখবিস্তরে।
তুষ্টাঃ প্রোচুর্বসিষ্ঠস্তং যজমানং প্রিয়ব্রতম্॥ ১০
তাংশ্চ বৃক্ষাংস্তাঞ্চ গঙ্গাং মুদা যুক্তাঃ পুনঃপুনঃ

নাম পঞ্চতীর্থ। সেই পুণ্যসঙ্গম স্থানে নরগণ স্নান দান যাহা কিছু অনুষ্ঠান করুক, তৎসমস্তই সর্ব্বকামপ্রদ হয়। তথায় নৈষ্কর্ম্ম্য অবলম্বনে মুক্তি পর্যান্ত হইয়া থাকে। যথায় শম্ভু মৃগব্যাধ হইয়াছিলেন, সে তীর্থ নরগণের পক্ষে সর্ব্বার্থপ্রদ। তত্রত্য অপর ব্রহ্মতীর্থ স্বর্গ ও মোক্ষফলের উৎপাদক ৮—১১।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শমীতীর্থ সর্ব্বপাপের প্রশমন। হে নারদ! তাহার আখ্যান বলিতেছি,—শ্রবণ কর। প্রিয়ব্রত নামে এক বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি গৌতমীর দক্ষিণতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি ঋত্বিক্, পুরোহিত ও অন্যান্য ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া যখন যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন হিরণ্যক নামে জনৈক দানব তাঁহার সেই যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দানবকে দেখিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় দেব সভয়ে স্বর্গ গমন করিলেন। অগ্নি শমীবৃক্ষ, বিষ্ণু অশ্বত্থ, ভানু অর্ক, শিব বট এবং সোম পলাশবৃক্ষ আশ্রয় করিলেন। হব্যবাহন গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হইলেন। অশ্বিনীকুমার যজ্ঞীয় অশ্ব এবং যম বায়স হইলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি যষ্টি লইয়া দৈত্যদিগকে বিতাড়িত করিলেন। তখন তাঁহার আজ্ঞায় পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দৈত্য সসৈন্যে পলায়ন করিল। তখন হইতে নিম্নোক্ত তীর্থ সকল শুভাবহ ও দশাশ্বমেধের ফল দান করিতে লাগিল। প্রথম শমীতীর্থ, দ্বিতীয় বৈষ্ণবতীর্থ। অনন্তর আর্ক, শৈব, সৌম্য ও বাসিষ্ঠ তীর্থ। এই সকল তীর্থ সর্ব্বকামপ্রদ। ১—৯। সেই রাজকীয় যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইলে, সমস্ত দেব ও ঋষিগণ তুষ্ট হইয়া পুরোহিত বসিষ্ঠ ও যজমান প্রিয়ব্রতকে সেই

হয়মেধস্য নিষ্পত্ত্যৈ এতে যাতা ইতস্ততঃ ॥ ১১
হয়মেধফলং দদ্যুস্তীর্থানীত্যবদন্ সুরাঃ।
তস্মাৎ স্নানেন দানেন তেষু তীর্থেষু নারদ।
হয়মেধফলং পুণ্যং প্রাপ্নোতি ন মৃষা বচঃ ॥১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শম্যাদিতীর্থবর্ণনং নাম
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়।

ব্রহ্মোবাচ।

বিশ্বামিত্রং হরিশ্চন্দ্রং শুনঃশেফং চ রোহিতম্।
বারুণং ব্রাহ্মমাগ্নেয়মৈন্দ্রমৈন্দবমৈশ্বরম্ ॥ ১
মৈত্রঞ্চ বৈষ্ণবং চৈব যাম্যমাশ্বিনমৌশনম্।
এতেষাং পুণ্যতীর্থানাং নামধেয়ং শৃণুষ্ব মে ॥ ২
হরিশ্চন্দ্র ইতি খ্যাসীদিক্ষ্বাকুপ্রভবো নৃপঃ।
তস্য গেহে মুনী প্রাপ্তৌ নারদঃ পর্ব্বতস্তথা ॥
কৃত্বাতিথ্যং তয়োঃ সম্যগ্ হরিশ্চন্দ্রোঽব্রবীদৃষী

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

পুত্রার্থং ক্লিশ্যতে লোকঃ কিং পুত্রেণ‌ভবিষ্যতি
জ্ঞানী বাপ্যথবাজ্ঞানী উত্তমো মধ্যমোঽথবা ॥
এতং মে সংশয়ং নিত্যং ব্রূতামৃষিবরাবুভৌ ॥৪

ব্রহ্মোবাচ।

তাবূচতুর্হরিশ্চন্দ্রং পর্ব্বতো নারদস্তথা ॥ ৫

নারদপর্ব্বতাবূচতুঃ।

একধা দশধা রাজন্ শতধা চ সহস্রধা।
উত্তরং বিদ্যতে সম্যক্ তথাপ্যেতদুদীর্য্যতে ॥৬
নাপুত্রস্য পরো লোকো বিদ্যতে নৃপসত্তম।
জাতে পুত্রে পিতা স্নানং যঃ করোতি জনাধিপ
দশানামশ্বমেধানামভিষেকফলং লভেৎ।
আত্মপ্রতিষ্ঠা পুত্রাৎ স্যাজ্জায়তে চামরোত্তমঃ ॥
অমৃতেনামরা দেবাঃ পুত্রেণ ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
ত্রিঋণান্মোচয়েৎ পুত্রঃ পিতরং চ পিতামহান্ ॥

সকল বৃক্ষ ও গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেন। পরে অশ্বমেধের অবসানে তাঁহারা সহর্ষে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ বলিয়া গেলেন, পূর্ব্বোক্ত তীর্থ সকল অশ্বমেধযজ্ঞের ফল দান করিবে। অতএব হে নারদ! ঐ সকল তীর্থে স্নান ও দান করিলে নর পবিত্র হয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। এ কথা মিথ্যা নয়। ১০—১২।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৩

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্র, শুনঃশেফ, রোহিত, বারুণ, ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, ঐন্দব, ঐশ্বর, মৈত্র, বৈষ্ণব, যাম্য, আশ্বিন, ও ঔশন এই সকল পুণ্য-তীর্থের নামনিরুক্তি আমার নিকট শ্রবণ কর। ইক্ষ্বাকুকুলে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। একদা তাঁহার গৃহে পর্ব্বত ও নারদ মুনি উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহাদিগের যথাযোগ্য আতিথ্য করাইয়া বলিলেন,—হে মুনিদ্বয়! লোকে পুত্র নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু পুত্র দ্বারা কি হইয়া থাকে? পুত্রবান্ লোক জ্ঞানী কিংবা অজ্ঞানী, অথবা উত্তম বা মধ্যম হয় কি? এই সার্ব্বকালিক সংশয় আমার নিরাশ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ ও পর্ব্বত রাজার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, ইহার একধা, দশধা, শতধা বা সহস্রধা উত্তর আছে। যাহা হউক, তন্মধ্যে এই একটী বলিতেছি, হে জনাধিপ! অপুত্রক ব্যক্তির পারলৌকিক গতি হয় না। পুত্র জন্মিলে যে পিতা স্নান করেন, তিনিই দশাশ্বমেধের অভিষেকফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুত্র হইতেই আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পুত্র হইতেই অমরত্ব ঘটিয়া থাকে। দেব-গণ সুধাদ্বারা এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ পুত্র দ্বারা অমর হইয়া থাকেন। ১—৮। পুত্র পিতা ও পিতামহদিগকে ঋণত্রয় হইতে মোচন করে।

কিমু মূলং কিমু জলং কিন্তু শ্মশ্রূণি কিং তপঃ।
বিনা পুত্রেণ রাজেন্দ্র স্বর্গো মুক্তিঃসুতাৎ স্মৃতা
পুত্র এব পরো লোকো ধর্ম্মঃ কামোঽর্থ এব চ
পুত্রো মুক্তিঃ পরং জ্যোতিস্তারকঃসর্ব্বদেহিনাম্
বিনা পুত্রেণ রাজেন্দ্র স্বর্গমোক্ষৌ সুদুর্লভৌ।
পুত্র এব পরো লোকে ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১২
বিনা পুত্রেণ যদ্দত্তং বিনা পুত্রেণ যদ্ধুতম্।
বিনা পুত্রেণ যজ্জন্ম ব্যর্থং তদবভাতি মে॥১৩
তস্মাৎ পুত্রসমং কিঞ্চিৎকাম্যং নাস্তি জগত্রয়ে।
তচ্ছ্রুত্বাথো বিস্ময়বাংস্তাবুবাচ নৃপঃ পুনঃ॥ ১৪

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

কথং মে স্যাৎ সুতো ব্রূতাং যত্র কাপি যথাতথম্।
যেন কেনপ্যুপায়েন কৃত্বা কিঞ্চিত্তু পৌরুষম্।
মন্ত্রেণ যাগদানাভ্যামুৎপাদ্যোঽসৌ সুতো ময়া

ব্রহ্মোবাচ।

তাবূচতুর্নৃপশ্রেষ্ঠং হরিশ্চন্দ্রং সুতার্থিনম্।
ধ্যাত্বা ক্ষণং তথা সম্যগ্‌গৌতমীং যাহি মানদ॥
তত্রাপাংপতিরুৎকৃষ্টং দদাতি মনসীপ্সিতম্।
বরুণঃ সর্ব্বদাতা বৈ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥১৭
স তু প্রীতঃ শনৈঃ কালে তব পুত্রং প্রদাস্যতি।
এতচ্ছ্রুত্বা নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিবাক্যং তথাকরোৎ॥
তোষয়ামাস বরুণং গৌতমীতীরমাশ্রিতঃ।
ততশ্চ তুষ্টো বরুণো হরিশ্চন্দ্রমুবাচ হ॥ ১৯

বরুণ উবাচ।

পুত্রং দাস্যামি তে রাজন্ লোকত্রয়বিভূষণম্।
যদি যক্ষ্যসি তেনৈব তব পুত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

হরিশ্চন্দ্রোঽপি বরুণং যক্ষ্যে তেনেত্যবোচত।
ততো গত্বা হরিশ্চন্দ্রশ্চরুং কৃত্বা তু বারুণম্॥২১
ভার্য্যায়ৈ নৃপতিঃ প্রাদাত্ততো জাতঃ সুতোনৃপাৎ
জাতে পুত্রে অপামীশঃ প্রোবাচ বদতাংবরঃ

বরুণ উবাচ।

অদ্যৈব পুত্রো যষ্টব্যঃ স্মরসে বচনং পুরা॥২৩

হে রাজেন্দ্র! পুত্র ব্যতীত মূল, জল, শ্মশ্রু বা তপস্যা কোনই ফলোপধায়ক নয়। পুত্র হইতেই স্বর্গ, পুত্র হইতেই মুক্তি। পুত্র মানবের পরম লোক এবং পুত্রই ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ। পুত্র মুক্তি, পুত্র পরম জ্যোতিঃ এবং পুত্রই সর্ব্বদেহীর তারণকর্ত্তা। পুত্র ব্যতীত স্বর্গ মোক্ষ সুদুর্লভ। ধর্ম্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে পুত্রই একমাত্র প্রধান উপাদান। অপুত্রক ব্যক্তি যাহা দান করে, কিম্বা যাহা হোম করে, তাহা ব্যর্থ। অধিক কি অপুত্রকের জন্মই নিরর্থক। অতএব ত্রিজগতে পুত্র তুল্য কার্য্য কিছুই নাই। রাজা হরিশ্চন্দ্র তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—আপনারা বলুন, কোথায় গিয়া কি করিলে আমার পুত্র হয়? যে কোন পুরুষকার, উপায়, মন্ত্র বা দান, যজ্ঞ করিলে, আমার পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আপনারা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই মুনিদ্বয় কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া সুতার্থী হরিশ্চন্দ্রকে তখন বলিলেন,—হে মানদ! আপনি গৌতমী গঙ্গায় গমন করুন। সেখানে জলপতি আপনাকে মনোঽভীষ্ট দান করিবেন। মুনিগণ বলিয়া থাকেন, বরুণদেব সর্ব্ব-কাম-প্রদায়ক। অতএব তিনি প্রীত হইলে যথাকালে আপনাকে পুত্র দান করিবেন। মুনিদ্বয়ের কথা শুনিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র তাহাই করিলেন। তিনি গৌতমীর তীরে গিয়া বরুণকে তুষ্ট করিলেন। বরুণ তুষ্ট হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন,—রাজন্! ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ একটী পুত্র আপনাকে দান করিব। পরন্তু এই পুত্র দ্বারা যদি আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তবেই আপনার পুত্র হইবে। ৯—২০। ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিশ্চন্দ্র তখন বারুণযজ্ঞ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর তিনি বারুণ চরু নির্ম্মাণ করিয়া পত্নীকে প্রদান করিলেন। পরে যথাকালে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। পুত্র জন্মিলে বাগ্মী জলপতি হরিশ্চন্দ্রকে গিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনার স্মরণ আছে,

ব্রহ্মোবাচ।
হরিশ্চন্দ্রোঽপি বরুণং প্রোবাচেদং ক্রমাগতম্
হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
নির্দশো মেধ্যতাং যাতি পশুর্যক্ষ্যে ততো হ্যহম্
ব্রহ্মোবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞো বরুণোঽগাৎ স্বমালয়ম্।
নির্দশে পুনরভ্যেত্য যজস্বেত্যাহ তং নৃপম্॥
রাজাপি বরুণং প্রাহ নির্দন্তো নিষ্ফলঃ পশুঃ।
পশোর্দন্তেষু জাতেষু এহি গচ্ছাধুনাপ্পতে॥
তচ্ছ্রুত্বা রাজবচনং পুনঃ প্রায়াদপাং পতিঃ।
জাতেষু চৈব দন্তেষু সপ্তবর্ষেষু নারদ॥ ২৮
পুনরপ্যাহ রাজানং যজস্বেতি ততোঽব্রবীৎ।
রাজাপি বরুণং প্রাহ পৎস্যন্তীমে অপাম্পতে॥
সম্পৎস্যন্তি তথা চান্যে ততো যক্ষ্যে ব্রজাধুনা
পুনঃ প্রায়াৎ স বরুণঃ পুনর্দন্তেষু নারদ।
যজস্বেতি নৃপং প্রাহ রাজা প্রাহ অপাং পতিম্॥
রাজোবাচ।
যদা তু ক্ষত্রিয়ো যজ্ঞে পশুর্ভবতি বারিপ।
ধনুর্ব্বেদং যদা বেত্তি তদা স্যাৎ পশুরুত্তমঃ॥৩১
ব্রহ্মোবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা রাজবচনং বরুণোঽগাৎ স্বমালয়ম্।
যদাস্ত্রেষু চ শস্ত্রেষু সমর্থোঽভূৎ স রোহিতঃ॥
সর্ব্ববেদেষু শাস্ত্রেষু বেত্তাভূৎ স হরিন্দমঃ।
যুবরাজ্যমনুপ্রাপ্তে রোহিতে ষোড়শাব্দিকে॥
প্রীতিমানগমত্তত্র যত্র রাজা স রোহিতঃ।
আগত্য বরুণঃ প্রাহ যজস্বাদ্য সুতং স্বকম্॥
ওমিত্যুক্ত্বা নৃপবর ঋত্বিজঃ প্রাহ ভূপতিঃ।
রোহিতঞ্চ সুতং জ্যেষ্ঠং শৃণ্বতো বরুণস্য চ॥
হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
এহি পুত্র মহাবীর যক্ষ্যে ত্বাং বরুণায় হি॥৩৬
ব্রহ্মোবাচ।
কিমেতদিত্যথোবাচ রোহিতঃ পিতরং প্রতি।

এই পুত্র দ্বারাই এক্ষণে আপনাকে যজ্ঞ করিতে হইবে? ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিশ্চন্দ্র প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলেন, দশ দিন অতীত হইলে, পশু পবিত্র হইয়া থাকে। অতএব দশাহ পরেই আমি যজ্ঞ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—বরুণ রাজার সেই কথা শুনিয়া স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন। পরে যখন দশ দিন অতীত হইল, তখন তিনি পুনরায় আসিয়া রাজাকে যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা বরুণকে বলিলেন,—দন্তোদ্গম না হইলে, সে পশু দ্বারা কোন ফল হয় না। যখন এই শিশু-পশুর দন্তোদ্গম হইবে। তখন আপনি আসিবেন। জলপতে! অধুনা আপনি প্রস্থান করুন। রাজার কথা শুনিয়া বরুণ পুনরায় স্বালয়ে প্রয়াণ করিলেন। ক্রমে রাজপুত্রের দন্ত জন্মিয়া সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম হইল; তখন বরুণ আবার আসিয়া রাজাকে যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা বলিলেন,—হে জলপতে! এই দন্তগুলি যখন পড়িবে এবং অন্য নূতন দন্ত ফুটিবে, তখনই আমি যজ্ঞ করিব; এখন আপনি যান। বরুণ পুনরায় গেলেন। হে নারদ! রাজপুত্রের আবার দন্তোদ্গম হইল। বরুণ তাঁহাকে আবার যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজাও তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে জলপতে! ক্ষত্রিয়সন্তান যখন ধনুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ হয়, তখনই যজ্ঞে তাহার উত্তম পশুত্ব হইয়া থাকে। ২১—৩১। ব্রহ্মা বলিলেন,—বরুণ আর কি করেন? তিনি রাজার কথা শুনিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্র রোহিত যখন সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রে পারগ হইল, সর্ব্ব শাস্ত্র ও সর্ব্ববেদে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিল এবং যখন সেই অরিন্দম ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইল, তখন একদা বরুণ প্রীত-চিত্তে রোহিত-সন্নিহিত রাজার নিকট গিয়া বলিলেন,—রাজন্! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্র দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। নৃপবর এইবার সম্মতিসূচক বাক্য বলিয়া বরুণের সমক্ষে অগ্রে ঋত্বিক্‌দিগকে এবং পরে জ্যেষ্ঠপুত্র রোহিতকে বলিলেন,—এস পুত্র মহাবীর! তোমা দ্বারা বরুণোদ্দেশে যজ্ঞ

পিতাপি তদ্‌যথাবৃত্তমাচচক্ষে সবিস্তরম্।
রোহিতঃ পিতরং প্রাহ শৃণ্বতো বরুণস্য চ ॥ ৩৭

রোহিত উবাচ।

অহং পূর্ব্বং মহারাজ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সপুরোহিতৈঃ।
বিষ্ণবে লোকনাথায় যক্ষ্যেঽহং ত্বরিতং শুচিঃ
পশুনা বরুণেনাথ তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ।

রোহিতস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বারীশ্বরস্তদা।
কোপেন মহতাবিষ্টো জলোদরমথাকরোৎ ॥৩৯
হরিশ্চন্দ্রস্য নৃপতে রোহিতঃ স বনং যযৌ।
গৃহীত্বা স ধনুর্দিব্যং রথারূঢ়ো গতব্যথঃ ॥ ৪০
যত্র চারাধ্য বরুণং হরিশ্চন্দ্রো জনেশ্বরঃ।
গঙ্গায়াং প্রাপ্তবান্ পুত্রং তত্রাগাৎ সোঽপি রোহিতঃ ॥ ৪১
ব্যতীতান্যথ বর্ষাণি পঞ্চষষ্ঠে প্রবর্ত্ততি।
তত্র স্থিত্বা নৃপসুতঃ শুশ্রাব নৃপতে রুজম্ ॥৪২
ময়া পুত্রেণ জাতেন পিতুর্ব্বৈ ক্লেশকারিণা।
কিং ফলং কিন্নু কৃত্যং স্যাদিত্যেবং পর্য্যচিন্তয়ৎ
তস্যাস্তীরে ঋষীন্ পুণ্যানপশ্যন্নৃপতেঃ সুতঃ।
গঙ্গাতীরে বর্ত্তমানমপশ্যদৃষিসত্তমম্ ॥ ৪৪
অজীগর্ত্তমিতি খ্যাতমৃষেস্তু বয়সঃ সুতম্।
ত্রিভিঃ পুত্রৈরনুবৃতং ভার্য্যয়া ক্ষীণবৃত্তিকম্ ॥
তং দৃষ্ট্বা নৃপতেঃ পুত্রো নমস্যেদং বচোঽব্রবীৎ

রোহিত উবাচ।

ক্ষীণবৃত্তিঃ কৃশঃ কস্মাদ্দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।

অজীগর্ত্তোঽপি চোবাচ রোহিতং নৃপতেঃ সুতম্ ॥ ৪৭

অজীগর্ত্ত উবাচ।

বর্ত্তনং নাস্তি দেহস্য ভোক্তারো বহবশ্চ মে।
বিনান্নেন মরিষ্যামো ব্রূহি কিং করবামহে ॥৪৮

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা পুনরপ্যাহ নৃপপুত্র ঋষিং তদা ॥ ৪৯

রোহিত উবাচ।

তব কিং বর্ত্ততে চিত্তে তদ্‌ব্রূহি বদতাংবর ॥ ৫

করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—রোহিত তৎ-শ্রবণে পিতাকে বলিলেন,—এ কি বৃত্তান্ত! তখন পিতা বিস্তৃতরূপে সমস্ত ঘটনাই পুত্রের নিকট ব্যক্ত করিলেন। রোহিত বরুণের সমক্ষে পিতাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—মহারাজ! পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌গণসহ পূর্ব্বেই আমি শুচি হইয়া লোকনাথ বিষ্ণুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞ করিব স্থির করিয়াছি, আপনি বরুণসহ সে বিষয়ে অগ্রে আমায় অনুমোদন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—জলপতি তখন রোহিতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকোপাবিষ্ট হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্র নৃপতির জলোদরী রোগ করিয়া দিলেন। রোহিত এদিকে নিরুদ্বেগে দিব্য ধনু গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর হরিশ্চন্দ্র যথায় বরুণকে আরাধনা করিয়া পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই গঙ্গা-তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় পাঁচ ছয় বর্ষ অতীত হইলে পর রাজপুত্র পিতার রোগবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া ভাবিলেন, আমি পুত্র জন্মিয়া যদি পিতার ক্লেশকারী হইলাম, তাহা হইলে আর আমা দ্বারা কি ফল বা কি কার্য্য হইবে? এইরূপ চিন্তা করিবার পর তিনি সেই গঙ্গা-তীরে বহু ঋষির দর্শন লাভ করিলেন। তন্মধ্যে অজীগর্ত্ত নামক এক বিখ্যাত ঋষি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। এই ঋষি নিজ ভার্য্যা ও পুত্রত্রয়ে পরিবৃত হইয়া অতি কষ্টে-সৃষ্টে জীবিকাবৃত্তি নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজপুত্র নমস্কার-পুরঃসর বলিলেন,—আপনি কৃশকায়, ক্ষীণ-বৃত্তি, ও দুর্ম্মনার ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন কেন? ৩২—৪৬। ব্রহ্মা বলিলেন,—অজীগর্ত্ত রাজপুত্রকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন, আমার দেহের বৃত্তি কিছুই নাই, এদিকে ভোক্তাও অনেক; কাজেই অন্ন বিনা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। নতুবা আর কি করিব বলুন? ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎশ্রবণে রাজপুত্র ঋষিকে তখন কহিলেন,—হে বাগ্মিবর! আপনার

অজীগর্ত্ত উবাচ।
হিরণ্যং রজতং গাবো ধান্যং বস্ত্রাদিকং ন মে
বিদ্যতে নৃপশার্দ্দূল বর্ত্তনং নাস্তি মে ততঃ ॥৫১
সুতা মে সন্তি ভার্য্যা চ অহং বৈ পঞ্চমস্তথা।
নৈতেষাং কতমস্যাপি ক্রেতান্নেন নৃপোত্তম ॥৫২
রোহিত উবাচ।
কিং ক্রীণাসি মহাবুদ্ধেঽজীগর্ত্ত সত্যমেব মে।
বদ নাস্ত্যত্র বক্তব্যং বিপ্রা বৈ সত্যবাদিনঃ ॥
অজীগর্ত্ত উবাচ।
ত্রয়াণামপি পুত্রাণামেকং বা মাং তথৈব চ।
ভার্য্যাং বাপি গৃহাণেমাং ক্রীত্বা জীবামহে বয়ম্
রোহিত উবাচ।
কিং ভার্য্যয়া মহাবুদ্ধে কিং ত্বয়া বৃদ্ধরূপিণা।
যুবানং দেহি পুত্রং মে পুত্রাণাং যং ত্বমিচ্ছসি ॥
অজীগর্ত্ত উবাচ।
জ্যেষ্ঠপুত্রং শুনঃপুচ্ছং নাহং ক্রীণামি রোহিত
মাতা কনীয়সং চাপি ন ক্রীণাতি ততোঽনয়োঃ
মধ্যমং তু শুনঃশেফং ক্রীণামি বদ তদ্ধনম্ ॥৫৬
রোহিত উবাচ।
বরুণায় পশুঃ কল্প্যঃ পুরুষো গুণবত্তরঃ।
যদি ক্রীণাসি মূল্যং ত্বং বদ সত্যং মহামুনে ॥৫৭
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা ত্বজীগর্ত্তঃ পুত্রমূল্যমকল্পয়ৎ।
গবাং সহস্রং ধান্যানাং নিষ্কাণাং চাপি বাসসাম্
রাজপুত্র বরং দেহি দাস্যামি স্বসুতং তব ॥ ৫৮
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা রোহিতোঽপি প্রাদাৎ সবসনং ধনম্।
দত্ত্বা জগাম পিতরমৃষিপুত্রেণ রোহিতঃ ॥
পিত্রে নিবেদয়ামাস ক্রয়ক্রীতমৃষেঃ সুতম্ ॥৫৯
রোহিত উবাচ।
বরুণায় যজস্ব ত্বং পশুনা ত্বমরুগ্ভব ॥ ৬০

মনের অভিপ্রায় কি ?—তাহা বলুন। অজীগর্ত্ত বলিলেন,—নৃপবর! আমার স্বর্ণ, রজত, গো, ধান্য, বা বস্ত্রাদি কিছুই নাই। কাজেই বর্ত্তনও আমার নাই। আমার ভার্য্যা, পুত্র লইয়া আমরা পাঁচজন আছি, নৃপবর! এমন কোনও ক্রেতা নাই, যিনি আমাদের এই পাঁচজনের একজনকেও অন্ন দ্বারা ক্রয় করিয়া লয়েন। রোহিত বলিলেন,—অজীগর্ত্ত! সত্যই কি আপনি আপনার কাহাকেও বিক্রয় করিবেন ? ব্রাহ্মণেরা সত্যবাদী—তাই বলি, আপনি অন্যথা বলিবেন না। অজীগর্ত্ত কহিলেন,—আমার তিন পুত্র, আমি, অথবা আমার ভার্য্যা, ইহাদের যাহাকে ইচ্ছা ক্রয় করিয়া লউন। অবশিষ্ট আমরা,জীবন ধারণ করি। রোহিত বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে! আপনি বৃদ্ধ; আপনার দ্বারা অথবা আপনার ভার্য্যা দ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আপনার পুত্রত্রয়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা একটী যুবক পুত্র বিক্রয় করুন। অজীগর্ত্ত বলিলেন,—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃপুচ্ছ ইহাকে আমি বিক্রয় করিব না। এবং কনিষ্ঠ পুত্রটীকে বিক্রয় করিতে তাহার মাতা সম্মতা হইবে না। অতএব মদীয় মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে আমি বিক্রয় করিব। কি মূল্য দিবেন বলুন ? ৪৭—৫৬। রোহিত বলিলেন,—বরুণের নিমিত্ত একটী গুণশ্রেষ্ঠ পুরুষকেই পশুরূপে কল্পনা করিতে হইবে। অতএব হে মহামুনে! যদি বিক্রয় করেন, তবে উচিত মূল্য বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অজীগর্ত্ত সে কথায় অঙ্গীকার করিয়া পুত্রের মূল্য নিরূপণ করিলেন। বলিলেন,—যদি সহস্র গো, প্রচুর ধান্য, সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা এবং সহস্র বস্ত্র দান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার পুত্রকে আমি দান করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—রোহিত 'তথাস্ত' বলিয়া অজীগর্ত্তকে ধন ও বস্ত্রাদি সমর্পণপূর্ব্বক ঋষিপুত্রসহ পিতার নিকট গমন করিলেন এবং ঋষিপুত্রের ক্রয়-বৃত্তান্ত পিতার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রোহিত কহিলেন,—পিতঃ! আপনি এই ক্রীত পশু-দ্বারা বরুণোদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া নীরোগ

ব্রহ্মোবাচ।
ততোবাচ হরিশ্চন্দ্রঃ পুত্রবাক্যাদনন্তরম্ ॥ ৬১
হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা রাজ্ঞা পাল্যা ইতি শ্রুতিঃ
বিশেষতস্তু বর্ণানাং গুরবো হি দ্বিজোত্তমাঃ ॥
বিষ্ণোরপি হি যে পূজ্যা মাদৃশাঃ কুত এব হি
অবজ্ঞয়াপি যেষাং স্যান্নৃপাণাং স্বকুলক্ষয়ঃ ॥ ৬৩
তান্ পশূন্ কৃত্বা কৃপণং কথং রক্ষিতুমুৎসহে।
অহঞ্চ ব্রাহ্মণং কুর্য্যাং পশুং নৈতদ্ধি যুজ্যতে ॥
বরং হি জাতু মরণং ন কথঞ্চিদ্দ্বিজং পশুম্।
করোমি তস্মাৎ পুত্র ত্বং ব্রাহ্মণেন সুখং ব্রজ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৬৬
আকাশবাগুবাচ।
গৌতমীং গচ্ছ রাজেন্দ্র ঋত্বিগ্‌ভিঃ সপুরোহিতঃ
পশুনা বিপ্রপুত্রেণ রোহিতেন সুতেন চ ॥ ৬৭
ত্বয়া কার্য্যঃ ক্রতুশ্চৈব শুনঃশেফবধং বিনা।
ক্রতুঃ পূর্ণো ভবেত্তত্র তস্মাদ্‌যাহি মহামতে ॥৬৮
ব্রহ্মোবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং শীঘ্রং গঙ্গামগান্নৃপোত্তমঃ।
বিশ্বামিত্রেণ ঋষিণা বসিষ্ঠেন পুরোধসা ॥ ৬৯
বামদেবেন ঋষিণা তথাঽন্যৈর্মুনিভিঃ সহ।
প্রাপ্য গঙ্গাং গৌতমীং তাং নরমেধায় দীক্ষিতঃ
বেদিমণ্ডপকুণ্ডাদি যূপপশ্বাদি চাকরোৎ।
কৃত্বা সর্ব্বং যথান্যায়ং তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিতে ॥
শুনঃশেফং পশুং যূপে নিবধ্যাথ সমন্ত্রকম্।
বারিভিঃ প্রোক্ষিতং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্
দেবানৃষীন্ হরিশ্চন্দ্রং রোহিতঞ্চ বিশেষতঃ ॥
বিশ্বামিত্র উবাচ।
অনুজানন্ত্বিমং সর্ব্বে শুনঃশেফং দ্বিজোত্তমম্ ॥
যেভ্যস্ত্বয়ং হবির্দেয়ো দেবেভ্যোঽয়ং পৃথক্‌পৃথক্
অনুজানন্তু তে সর্ব্বে শুনঃশেফং বিশেষতঃ ॥
বসাভির্লোমভিস্ত্বগ্‌ভির্মাংসৈঃ সন্মন্ত্রিতৈর্মখে।

হউন। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুত্রের বাক্যাবসানে, হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—বেদ বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই বর্ণত্রয় নরপতির প্রতিপাল্য; বিশেষতঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সর্ব্ববর্ণের গুরু। ভগবান্ বিষ্ণুরও যাঁহারা পূজনীয়, তাঁহারা যে মাদৃশ ব্যক্তির সর্ব্বথা সসম্মানে পূজার্হ, সে সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। আরও দেখ, যাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে, নৃপতিগণের কুলক্ষয় হয়, সেই ব্রাহ্মণদিগকে পশু করিয়া কিরূপে আমি দীন জনের রক্ষাবিধানে সমর্থ হইব? বস্তুতঃ আমি ব্রাহ্মণকে কখনও পশু করিব না। ইহা করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। মরণ হউক —সেও ভাল; তথাপি দ্বিজপুত্রকে কোন ক্রমেই পশু করিব না। অতএব হে পুত্র! তুমি এই ব্রাহ্মণকে লইয়া অনায়াসে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই সময়ে অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ আকাশবাণী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল;—রাজেন্দ্র! আপনি ঋত্বিক্, পুরোহিত, পুত্র রোহিত ও এই বিপ্ররূপী পশুকে লইয়া গৌতমীতীরে গমন করুন। তথায় যাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। সেখানে এই শুনঃশেফকে বধ না করিলেও আপনার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সুসম্পূর্ণ হইবে। অতএব হে মহামতে! আপনি গৌতমীতেই গমন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ তৎশ্রবণে সত্বর গঙ্গাতীরে আসিলেন। তিনি বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, বামদেব, ও অন্যান্য মুনি-ঋষিগণসহ গঙ্গাতীরে আসিয়া নরমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।৫৭—৭০। বেদী, মণ্ডপ, যূপ ও পশু প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞোপকরণই যথাবিধি কল্পিত হইল। তখন যজ্ঞারম্ভ হইলে শুনঃশেফ পশুরূপে নিবদ্ধ হইয়া সমন্ত্রক বারি দ্বারা প্রোক্ষিত হইলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র দেব, ঋষি, রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তৎপুত্র রোহিতকে বিশেষ করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলেই এই দ্বিজপুত্র শুনঃশেফকে অনুমোদন করুন। এই যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে হবির্দান করা হইবে, সেই দেবগণও শুনঃশেফকে অনুমোদন করুন। বসা, লোম,

অগ্নৌ হোম্যঃ পশুশ্চায়ং শুনঃশেফো দ্বিজোত্তমঃ
উপাসিতাঃ স্থ্যর্বিপ্রেন্দ্রাস্তে সর্ব্বে ঘনুমন্ত মাম্
গৌতমীং যান্তু বিপ্রেন্দ্রাঃ স্নাত্বা দেবান্
পৃথক্পৃথক্ ॥ ৭৫

মন্ত্রৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তবন্তস্তে মুদং যান্তু শিবে রতাঃ
এনং রক্ষন্তু মুনয়ো দেবাশ্চ হবিষো ভুজঃ ॥ ৭৭

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যূচুশ্চ মুনয়ো মেনে চ নৃপসত্তমঃ।
ততো গত্বা শুনঃশেফো গঙ্গাং ত্রৈলোক্য-
পাবনীম্ ॥ ৭৮

স্নাত্বা তুষ্টাব তান্ দেবান্ যে তত্রহবিষো ভুজঃ
ততস্তুষ্টাঃ সুরগণাঃ শুনঃশেফং চ তে মুনে ॥
অবদন্ত সুরাঃ সর্ব্বে বিশ্বামিত্রস্য শৃণ্বতঃ ॥৭৯

সুরা উচুঃ।

ক্রতুঃ পূর্ণো ভবত্বেষ শুনঃশেফবধং বিনা ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ।

বিশেষেণাথ বরুণশ্চাবদন্নৃপসত্তমম্।
ততঃ পূর্ণোঽভবদ্রাজ্ঞো নৃমেধো লোকবিশ্রুতঃ

দেবানাঞ্চ প্রসাদেন মুনীনাঞ্চ প্রসাদতঃ।
তীর্থস্য তু প্রসাদেন রাজ্ঞঃ পূর্ণোঽভবৎক্রতুঃ।
বিশ্বামিত্রঃ শুনঃশেফং পূজয়ামাস সংসদি।
অকরোদাত্মনঃ পুত্রং পূজয়িত্বা সুরান্তিকে ॥৮৩

জ্যেষ্ঠং চকার পুত্রাণামাত্মনঃ স তু কৌশিকঃ।
ন মেনিরে যে চ পুত্রা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥৮৪
শুনঃশেফস্য চ জ্যৈষ্ঠ্যং তানশশাপ স কৌশিক
জ্যৈষ্ঠ্যং যে মেনিরে পুত্রাঃ পূজয়ামাস
তান্ সুতান্ ॥ ৮৫

বরেণ মুনিশার্দ্দূলস্তদেতৎ কথিতং ময়া।
এতৎ সর্ব্বং যত্র জাতং গৌতম্যা দক্ষিণে তটে
তত্র তীর্থানি পুণ্যানি বিখ্যাতানি সুরাদিভিঃ।
বহূনি তেষাং নামানি মত্তঃ শৃণু মহামতে ॥ ৮৭
হরিশ্চন্দ্রং শুনঃশেফং বিশ্বামিত্রং সরোহিতম্।
ইত্যাদ্যষ্ট সহস্রাণি তীর্থান্যথ চতুর্দশ ॥ ৮৮

ত্বক্, ও মাংস দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এ যজ্ঞে এই বিপ্র শুনঃশেফ পশুকে অগ্নিতে হোম করা হইবে। বিপ্রবরগণ এই কার্য্য আমাকে অনুমোদন করিয়া গৌতমীতে অবতরণ করুন এবং তথায় স্নান করিয়া দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠে স্তব করত প্রমোদ প্রাপ্ত ও স্ব স্ব মঙ্গলে নিরত হউন। হবির্ভোজী দেবগণ ও মুনিগণ এই পশুকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিগণ এবং নৃপবর, বিশ্বামিত্রের কথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর শুনঃশেফ ত্রিলোকপাবনী গঙ্গায় গিয়া স্নানপূর্ব্বক সেই সকল হবির্ভোজী দেবতাদিগকে স্তব করিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া সুরগণ বিশ্বামিত্রের সমক্ষে শুনঃশেফকে বলিলেন,—শুনঃশেফের বধ ব্যতীত এই ক্রতু পূর্ণ হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—বরুণ রাজাকে এই কথা বিশেষ করিয়া কহিলেন। তখন রাজার লোকবিশ্রুত নরমেধযজ্ঞ পূর্ণ হইল। দেবগণ, মুনিগণ ও তীর্থের প্রসন্নতা হেতুই রাজার যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞসভায় শুনঃশেফকে সমাদর করিয়া স্বীয় পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন।—কৌশিক তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে শুনঃশেফকেই জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে নির্ব্বাচন করিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন না; তাহাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পুত্রদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন। পরন্তু যে সকল পুত্র তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহারা বিশ্বামিত্রের নিকট সমধিক সমাদর পাইলেন। হে মুনিবর! তোমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এই সকল ঘটনা গৌতমী নদীর দক্ষিণতীরে ঘটিয়াছিল। ঐ তীরপ্রদেশে বহু বিখ্যাত পুণ্য তীর্থ আছে। হে মহামতে! তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন। হরিশ্চন্দ্র, শুনঃশেফ, বিশ্বামিত্র ও রোহিত প্রভৃতি নামে অষ্ট সহস্র চতুর্দ্দশ তীর্থ তথায় বর্ত্তমান।

তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ নরমেধফলপ্রদম্।
আখ্যাতং চাস্ত মাহাত্ম্যং তীর্থস্ত মুনিসত্তম ॥ ৮৯
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিতঃ।
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি যচ্চান্তন্মনসঃ প্রিয়ম্ ॥ ৯০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সহস্রতীর্থবর্ণনং নাম
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৪॥

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সোমতীর্থমিতি খ্যাতং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
তত্র বৃত্তং মহাপুণ্যং শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
সোমো রাজামৃতময়ো গন্ধর্ব্বাণাং পুরাভবৎ।
ন দেবানাং তদা দেবা মামভ্যেত্যেদমব্রুবন্ ॥২
দেবা উচুঃ।
গন্ধর্ব্বৈরাহৃতঃ সোমো দেবানাং প্রাণদঃ পুরা
তমধ্যায়ন্ সুরগণা ঋষয়স্তুতিদুঃখিতাঃ ॥৩

ঐ সকল তীর্থে স্নান দান করিলে, নরমেধযজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। হে মুনিবর! এই তীর্থমাহাত্ম্যও তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত ইহা পঠন, পাঠন বা শ্রবণ করে, সে অপুত্র হইলেও পুত্র লাভ করে এবং তাহার অন্যান্য মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৭১—৯০।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত সোমতীর্থ পিতৃগণের প্রীতিবর্দ্ধন। তথায় যে মহাপুণ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, হে নারদ! সযত্নে তাহা শ্রবণ কর। পুরাকালে অমৃতময় সোম গন্ধর্ব্বগণের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি আর দেবতাদিগের মধ্যে ছিলেন না। তখন দেবগণ আসিয়া আমায় বলিলেন;—ব্রহ্মন্! গন্ধর্ব্বেরা আমাদের প্রাণপ্রদ সোমকে

যথা স্যাৎ সোমো হস্মাকং তথা নীতির্বিধীয়তাম্
ব্রহ্মোবাচ।
তত্র বাগ্‌বিবুধানাহ গন্ধর্ব্বাঃ স্ত্রীষু কামুকাঃ।
তেভ্যো দত্থাথ মাং দেবাঃ সোমমাহর্ত্তুমর্হথ ॥৪
বাচং প্রত্যূচুরমরাস্ত্বাং দাতুং ন ক্ষমা বয়ম্।
বিনা তেনাপি ন স্থাতুং শক্যং নৈব ত্বয়া বিনা
পুনর্বাগব্রবীদ্দেবান্ পুনরেষ্যাম্যহং ত্বিহ।
অত্র বুদ্ধির্বিধাতব্যা ক্রিয়তাং ক্রতুরুত্তমঃ ॥ ৬
গৌতম্যা দক্ষিণে তীরে ভবেদ্দেবাগমো যদি
মখস্ত বিষয়ং কৃত্বা আয়ান্ত সুরসত্তমাঃ ॥ ৭
গন্ধর্ব্বাঃ স্ত্রীপ্রিয়া নিত্যং পণধ্বং তং ময়া সহ।
তথেত্যুক্ত্বা সুরগণাঃ সরস্বত্যা বচঃস্থিতাঃ ॥৮
দেবদূতৈঃ পৃথগ্ দেবান্ যক্ষান্ গন্ধর্ব্বপন্নগান্।

লইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহারই জন্য চিন্তিত এবং ঋষিগণও অতি দুঃখিত। অতএব সোম যাহাতে আবার আমাদেরই হইয়া থাকেন, আপনি এমন নীতি উদ্ভাবন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন সরস্বতী দেবগণকে কহিলেন,—গন্ধর্ব্বগণ স্ত্রীজাতির একান্ত অনুরাগী; অতএব আমাকে তাহাদিগের নিকট সমর্পণ করিয়া আপনারা সোমকে আনয়ন করুন। অমরগণ বাগ্দেবীকে বলিলেন,—তোমাকে আমরা দান করিতে পারি না, বরং চন্দ্র বিনা আমরা থাকিতে পারি, তথাপি তোমা ব্যতীত আমাদের তিষ্টিবার শক্তি নাই। বাগ্‌দেবী পুনরায় বলিলেন,—দেবগণ! আমি আবার এখানে আসিব; এ বিষয়ে আপনাদিগকে এক কার্য্য করিতে হইবে। গৌতমীর দক্ষিণতীরে আপনারা এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করুন; সেই যজ্ঞোপলক্ষে দেব ও গন্ধর্ব্বাদি সকলেরই সমাগম হইবে। গন্ধর্ব্বেরা নিত্যই রমণীপ্রিয়, সুতরাং তৎকালে আপনারা, আমাকে লইয়া তাহাদের সহিত পণব্যবহার করিবেন। সুরগণ সরস্বতীর কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া 'তথাস্তু' বাক্যে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন দেব-

অ। ়নং চক্রিরে তত্র পুণ্যে দেবগিরৌ তদা
ততো দেবগিরির্নাম পর্ব্বতস্তাভবন্মুনে।
তত্রাগমন্ সুরগণা গন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নরাঃ॥ ১০
দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ ঋষয়স্তথান্যে দেবযোনয়ঃ।
ঋষিভির্গৌতমীতীরে ক্রিয়মাণে মহাধ্বরে॥ ১১
তত্র দেবৈঃ পরিবৃতঃ সহস্রাক্ষোঽভ্যভাষত॥১২
ইন্দ্র উবাচ।
গন্ধর্ব্বানথ সম্পূজ্য সরস্বত্যাঃ সমীপতঃ।
সরস্বত্যা পণধ্বং নো যুষ্মাকমমৃতাত্মনা॥ ১৩
ব্রহ্মোবাচ।
তচ্ছক্রবচনাত্তে বৈ গন্ধর্ব্বাঃ স্ত্রীষু কামুকাঃ।
সোমং দত্ত্বা সুরেভ্যস্ত জগৃহুস্তাং সরস্বতীম্॥
সোমোঽভবচ্চামরাণাং গন্ধর্ব্বাণাং সরস্বতী।
অবসত্তত্র বাগীশা তথাপি চ সুরান্তিকে॥১৫
আয়াতি চ রহো নিত্যমুপাংশু ক্রিয়তামিতি।
অতএব হি সোমস্য ক্রয়ো ভবতি নারদ॥ ১৬
উপাংশুনা বর্ত্তিতব্যং সোমক্রয়ণ এব হি।

ততোঽভবদ্দেবতানাং সোমশ্চাপি সরস্বতী॥
গন্ধর্ব্বাণাং নৈব সোমো নৈবাসীচ্চ সরস্বতী।
তত্রাগমন্ সর্ব্ব এব সোমার্থং গৌতমীতটম্॥
গাবো দেবাঃ পর্ব্বতা যক্ষরক্ষাঃ
সিদ্ধাঃ সাধ্যা মুনয়ো গুহ্যকাশ্চ।
গন্ধর্ব্বাস্তে মরুতঃ পন্নগাশ্চ
সর্ব্বৌষধ্যো মাতরো লোকপালাঃ।
রুদ্রাদিত্যা বসবশ্চাশ্বিনৌ চ
যেঽন্যে দেবা যজ্ঞভাগস্য যোগ্যাঃ॥ ১৯
পঞ্চবিংশতিনদ্যস্তু গঙ্গায়াং সঙ্গতা মুনে।
পূর্ণাহুতির্যত্র দত্তা পূর্ণাখ্যানং তদুচ্যতে॥ ২০
গৌতম্যাং সঙ্গতা যাস্তু সর্ব্বাশ্চাপি যথোদিতাঃ
তন্নামধেয়তীর্থানি সংক্ষেপাচ্ছৃণু নারদ॥ ২১
সোমতীর্থঞ্চ গান্ধর্ব্বং দেবতীর্থমতঃ পরম্।
পূর্ণাতীর্থং ততঃ শালং শ্রীপর্ণাসঙ্গমং তথা॥২২
স্বাগতাসঙ্গমং পুণ্যং কুসুমায়াশ্চ সঙ্গমম্।
পুষ্টিসঙ্গমমাখ্যাতং কর্ণিকাসঙ্গমং শুভম্॥ ২৩

দূতেরা দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগদিগকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দেবগিরিতে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিল। অনন্তর সুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, সিদ্ধ ও ঋষিগণ সেই দেবগিরিতে আগমন করিলেন। গৌতমী-তীরে ঋষিগণকর্ত্তৃক মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইল, তখন দেবগণ-পরিবৃত সহস্রাক্ষ বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা গন্ধর্ব্বদিগকে পূজা করিয়া তাহাদের নিকট সরস্বতী ও চন্দ্র দ্বারা পণ-প্রস্তাব উত্থাপন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—স্ত্রী-কামুক গন্ধর্ব্বেরা ইন্দ্রের কথায় সুরগণকে সোম-সমর্পণপূর্ব্বক সরস্বতীকে গ্রহণ করিল। তখন হইতে চন্দ্র অমরগণের এবং সরস্বতী গন্ধর্ব্বগণের আপনার হইয়া রহিলেন। সরস্বতী গন্ধর্ব্বদিগের নিকট বাস করিতেন বটে; কিন্তু গোপনে তিনি নিত্যই সুরগণ-সমীপে আগমন করিতেন এবং বলিতেন,—আপনারা এ ঘটনা গোপনে রাখিবেন। অতএব হে নারদ! এইরূপেই সোমক্রয় সিদ্ধ হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সোম ও সরস্বতী উভয়েই দেবগণের হইয়া রহিলেন। গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে তখন আর কেহই অবস্থান করিলেন না। দেবগণ কর্ত্তৃক সোমসংগ্রহ-ব্যাপারে সকলেই গৌতমীতটে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। গো, দেব, পর্ব্বত, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য, মুনি, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, মরুৎ, পন্নগ, সর্ব্বৌষধি, সর্ব্বৌষধ, লোকপাল, রুদ্র, আদিত্য, অষ্ট-বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য যজ্ঞ-ভাগযোগ্য দেবগণ সকলেই তথায় সমবেত হইয়াছিলেন।১—১৯। এতদ্ভিন্ন তৎ-কালে পঞ্চবিংশতি নদী গঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। যথায় ঐ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হয়; সে স্থান পুণ্যাখ্যান তীর্থ নামে অভি-হিত। গৌতমীতে যে সকল নদী সঙ্গত হইয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে সেখানে এক এক তীর্থ বিখ্যাত হয়। ঐ তীর্থ-সমূহের নাম সংক্ষেপতঃ শ্রবণ কর। হে নারদ! সেখানে সোমতীর্থ, গান্ধর্ব্ব, দেব-তীর্থ, পূর্ণাতীর্থ, শালতীর্থ, শ্রীপর্ণাসঙ্গম,

বৈণবীসঙ্গমশ্চৈব কৃশয়াসঙ্গমস্তথা।
বাসবীসঙ্গমশ্চৈব শিল্যা আর্য্যা তথা শিখী ॥২৪
কুসুম্ভিকা উপারথ্যা শাস্তিজা দেবজা তদা।
অজো বৃদ্ধঃ স্বরো ভদ্রো গৌতম্যা সহ সঙ্গতাঃ
এতে চান্যে চ বহবো নদীনদসহায়গাঃ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি হ্যগমন্ দেবপর্ব্বতে ॥
সোমার্থং বৈ তথা চান্যেহপ্যাগমন্ মখমণ্ডপম্।
তানি তীর্থানি গঙ্গায়াং সঙ্গতানি যথাক্রমম্ ॥
নদীরূপেণ কান্যেব নদরূপেণ কানিচিৎ।
সরোরূপেণ কান্যত্র স্তবরূপেণ কানিচিৎ ॥ ২৮
তান্যেব সর্ব্বতীর্থানি বিখ্যাতানি পৃথক্ পৃথক্।
তেষু স্নানং জপো হোমঃ পিতৃতর্পণমেব চ ॥২৯
সর্ব্বকামপ্রদং পুংসাং ভুক্তিদং মুক্তিভাজনম্।
এতেষাং পঠনঞ্চাপি স্মরণং বা করোতি যঃ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি বিষ্ণুপুরং জনঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে নদীনদসঙ্গমবর্ণনং নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

স্বাগতাসঙ্গম, পবিত্র কুসুমাসঙ্গম, পুষ্টিসঙ্গম, শুভকর্ণিকাসঙ্গম, বৈষ্ণবীসঙ্গম, কৃশরাসঙ্গম, বাসবীসঙ্গম এবং শিল্যা আর্য্যা, শিখী, কুসুম্ভিকা,উপারথ্যা, শাস্তিজা, দেবজা, অজ, বৃদ্ধ, স্বর ও ভদ্র প্রভৃতি, গৌতমীসহ সঙ্গত এই সকল এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্যনদ-নদী-সঙ্গম, সকল তীর্থই দেব-পর্ব্বতে আসিলেন। সোমসংগ্রহার্থ আরও অনেকে সে যজ্ঞমণ্ডপে আসিয়াছিলেন। উক্ত তীর্থ সকল গঙ্গায় সঙ্গত হইয়া যথাক্রমে কতিপয় নদীরূপে, কেহ কেহ সরোবররূপে, এবং কেহ কেহ বা স্তবরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিখ্যাত হইল। ঐ সকল তীর্থে স্নান, তপ, জপ, হোম ও পিতৃতর্পণ করিলে মানবের সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয় এবং ভুক্তি-মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঐ সকল তীর্থের নামোচ্চারণ বা উহাদিগকে স্মরণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপুরে উপনীত হইয়া থাকে। ২০—৩০।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৫।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

প্রবরাসঙ্গমো নাম শ্রেষ্ঠা চৈব মহানদী।
যত্র সিদ্ধেশ্বরো দেবঃ সর্ব্বলোকোপকারকৃৎ ॥১
দেবানাং দানবানাঞ্চ সঙ্গমোঽভূৎ সুদারুণঃ।
তেষাং পরস্পরং বাপি প্রীতিশ্চাভূন্মহামুনে
তেঽপ্যেবং মন্ত্রয়ামাসুর্দেবা বৈ দানবা মিথঃ।
মেরুপর্ব্বতমাসাদ্য পরস্পরহিতৈষিণঃ ॥ ৩

দেবদৈত্যা উচুঃ।

অমৃতেনামরত্বং স্যাত্তুৎপাদ্যামৃতমুত্তমম্।
পিবামঃ সর্ব্ব এবৈতে ভবামশ্চামরা বয়ম্ ॥ ৪
একীভূত্বা বয়ং লোকান্ পালয়ামঃ সুখানি চ।
প্রাপ্স্যামঃ সঙ্গরং হিত্বা সঙ্গরো দুঃখকারণম্ ॥৫
প্রীত্যা চৈবার্জ্জিতানর্থান্ ভোক্ষ্যামো গতমৎসরাঃ।
যতঃ স্নেহেন বৃত্তির্যা সাস্মাকং সুখদা সদা ॥ ৬

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রবরাসঙ্গম নামে শ্রেষ্ঠ মহানদী আছে। তথায় সকল লোকহিতৈষী সিদ্ধেশ্বর দেব বিরাজমান। পূর্ব্বে দেব ও দানবগণের ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল। হে মহামুনে! পরে তাহাদিগের উভয় পক্ষে পরস্পর প্রীতি স্থাপন হয়। তখন দেব ও দানবেরা পরস্পর পরস্পরের হিতৈষণায় মেরুপর্ব্বতে সম্মিলিত হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন যে, অমৃত দ্বারাই অমরত্ব ঘটিয়া থাকে; অতএব আমরা উত্তম অমৃত উৎপাদন করিয়া সকলে পান করিব এবং অমৃতপানে আমরা অমর হইব। অনন্তর আমরা একযোগে লোক সকল পালন করিব। তাহাতে আমরা সুখশান্তি লাভ করিতে পারিব। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর করা হইবে না। কেন না, যুদ্ধই দুঃখের মূল। আমরা স্ব স্ব অর্জ্জিত অর্থ পরস্পর মাৎসর্য্যহীন হইয়া প্রীতিভরে ভোগ করিব। এইরূপ পরস্পর সস্নেহ ব্যবহারেই

বৈপরীত্যন্তু যদ্বৃত্তং ন স্মর্ত্তব্যং কদাচন।
ন চ ত্রৈলোক্যরাজ্যেঽপি কৈবল্যে বা সুখং মনাক্।
তদূর্দ্ধমপি বা যত্তু নির্বৈরত্বাদবাপ্যতে ॥ ৭
ব্রহ্মোবাচ।
এবং পরস্পরং প্রীতাঃ সন্তো দেবাশ্চ দানবাঃ।
একীভূতাশ্চ সুপ্রীতা বিমথ্য বরুণালয়ম্ ॥ ৮
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা রজ্জুং কৃত্বা তু বাসুকিম্।
দেবাশ্চ দানবাঃ সর্ব্বে মমন্থুর্বরুণালয়ম্ ॥ ৯
উৎপন্নঞ্চ ততঃ পুণ্যমমৃতং সুরবল্লভম্।
নিষ্পন্নে চামৃতে পুণ্যে তে চ প্রোচুঃ পরস্পরম্
যামঃ স্বং স্বমধিষ্ঠানং কৃতকার্য্যাঃ শ্রমং গতাঃ।
সর্ব্বে সমঞ্চ সর্ব্বেভ্যো যথাযোগ্যং বিভজ্যতাম্
যদা সর্ব্বাগমো যত্র যস্মিল্লঁগ্নে শুভাবহে।
বিভজ্যতামিদং পুণ্যমমৃতং সুরসত্তমাঃ ॥ ১২
ইত্যুক্তা তে যযুঃ সর্ব্বে দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ।
গতেষু দৈত্যসঙ্ঘেষু দেবাঃ সর্ব্বেঽস্বমন্ত্রয়ন্ ॥১৩

দেবা উচুঃ।
গতাস্তে রিপবোঽস্মাকং দৈবযোগাদরিন্দমাঃ
রিপূণামমৃতং নৈব দেয়ং ভবতি সর্ব্বথা ॥ ১৪
ব্রহ্মোবাচ।
বৃহস্পতিস্তথেত্যাহ পুনরাহ সুরানিদম্ ॥ ১৫
বৃহস্পতিরুবাচ।
ন জানন্তি যথা পাপা পিবধ্বঞ্চ তথামৃতম্।
অয়মেবোচিতো মন্ত্রো যচ্ছত্রূণাং পরাভবঃ ॥১৬
দ্বেষ্যাঃ সর্ব্বাত্মনা দ্বেষ্যা ইতি নীতিবিদো বিদুঃ
ন বিশ্বাস্যা ন চাখ্যেয়া নৈব মন্ত্র্যাশ্চ শত্রবঃ।
তেভ্যো ন দেয়মমৃতং ভবেয়ুরমরাস্ততঃ।
অমরেষু চ জাতেষু তেষু দৈত্যেষু শত্রুষু।
তান্ জেতুং নৈব শক্ষ্যামো ন দেয়মমৃতং ততঃ
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি সম্মন্ত্র্য তে দেবা বাচস্পতিমথাব্রুবন্ ॥১৯
দেবা উচুঃ।
ক্ব যামঃ কুত্র মন্ত্রঃ স্যাৎ ক্ব পিবামঃ ক্ব সংস্থিতিঃ

আমাদের সুখ-শান্তি সর্ব্বদা সমুৎপন্ন হইবে। ইহার বিপরীত ব্যবহার আমরা কদাচ মনে স্থান দিব না। ত্রৈলোক্যরাজ্য কিম্বা কৈবল্যে অথবা তাহারও ঊর্দ্ধে যদি কোন সুখ থাকে, তবে তাহা একমাত্র নির্ব্বৈরত্ব হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ দেব ও দানবেরা পরস্পর প্রীতিপূর্ণমনে বরুণালয় মন্থন করিলেন। এই মন্থনকার্য্যে তাঁহারা মন্দরকে মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু করিলেন। তখন সুরপ্রিয় পবিত্র অমৃত উৎপন্ন হইল। অমৃত উৎপন্ন হইলে, দেব ও দানবেরা পরস্পর বলিলেন,—আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি। এক্ষণে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি। পরে যে শুভ লগ্নে আমাদের একত্র সমাবেশ ঘটিবে, তখন এই পুণ্য অমৃত আমরা যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইব। এই কথা কহিয়া দৈত্য, দানব, ও রাক্ষসেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। দৈত্যসঙ্ঘ প্রস্থান করিলে, দেবগণ সকলে মন্ত্রণা করিলেন যে, দৈবক্রমে আমাদের রিপুগণ চলিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে। শত্রুদিগকে কোন ক্রমেই অমৃত দেওয়া হইবে না। ১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃহস্পতি ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—দেবগণ! যাহাতে সেই পাপিষ্ঠেরা জানিতে না পারে, এমন ভাবে অমৃত পান কর। যাহাতে শত্রুর পরাভব ঘটে, তাহাই উচিত মন্ত্রণা। নীতিবিদেরা বলিয়া থাকেন, যাহারা দ্বেষ্য, তাহারা সর্ব্বপ্রকারেই দ্বেষের পাত্র। শত্রুকে বিশ্বাস করিবে না। তাহার সহিত মন্ত্রণা করিবে না, বা কোন গুপ্ত কথাও তাহার নিকট ব্যক্ত করিবে না। অতএব অসুরদিগকে অমৃত দেওয়া হইবে না। অমৃত পান করিলে তাহারা অমর হইবে, যদি অমর হয়, তবে আর তাহাদিগকে পরাজয় করা যাইবে না। অতএব তাহাদিগকে অমৃত-দান সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পরে বৃহস্পতিকে

কুর্ব্বন্তদেব প্রথমং বদ বাচস্পতে তথা॥ ২০

বৃহস্পতিরুবাচ।

যান্ত ব্রহ্মাণমমরাঃ পৃচ্ছধ্বং তত্র গতিং পরাম্।
স তু জ্ঞাতা চ বক্তা চ দাতা চৈব পিতামহঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বৃহস্পতের্বচঃ শ্রুত্বা মদন্তিকমথাগমন্।
নমস্ত মাং সুরাঃ সর্ব্বে যদ্বৃত্তং তন্ন্যবেদয়ন্॥
তদ্দেববচনাৎ পুত্র তৈঃ সুরৈরগমং হরিম্।
বিষ্ণবে কথিতং সর্ব্বং শম্ভবে বিষহারিণে॥২৩
অহং বিষ্ণুশ্চ শম্ভুশ্চ দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
মেরুকন্দরমাগচ্ছ্য ন জানন্তি যথাসুরাঃ॥২৪
রক্ষকঞ্চ হরিং কৃত্বা সোমপানায় তস্থিরে।
আদিত্যস্তত্র বিজ্ঞাতা সোমভোজ্যানথেতরান্
সোমো দাতামৃতং ভাগং চক্রধৃগ্রক্ষকস্তথা।
নৈব জানন্তি তদ্দৈত্যা দনুজা রাক্ষসাস্তথা॥২৬
বিনা রাহুং মহাপ্রাজ্ঞং সৈংহিকেয়ঞ্চ সোমপম্।
কামরূপধরো রাহুর্ব্বরূতাং মধ্যমাবিশৎ॥ ২৭
মরুদ্রূপং সমাস্থায় পানপাত্রধরস্তথা।
জ্ঞাত্বা দিবাকরো দৈত্যং তং সোমায় ন্যবেদয়ৎ
তদা তদমৃতং তস্মৈ দৈত্যায়াদৈত্যরূপিণে।
দত্ত্বা সোমং তদা সোমো বিষ্ণবে তন্ন্যবেদয়ৎ
বিষ্ণুঃ পীতামৃতং দৈত্যং চক্রেণোদ্যম্য তচ্ছিরঃ
চিচ্ছেদ তরসা বৎস তচ্ছিরস্ত্বমরং ত্বভূৎ॥ ৩০
শিরোমাত্রবিহীনং যদ্দেহং তদপতদ্ভুবি।
দেহং তদমৃতস্পৃষ্টং পতিতং দক্ষিণে তটে॥৩১
গৌতম্যা মুনিশার্দ্দূল কম্পয়দ্বসুধাতলম্।
দেহং চাপ্যমরং পুত্র তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৩২
দেহঞ্চ শিরসোঽপেক্ষি শিরো দেহমপেক্ষতে।

বলিলেন,—হে বাচস্পতে! আমরা কোথায় যাইব? কোথায় গেলে আমাদের মন্ত্রণা রক্ষা হইবে এবং কোথায় থাকিয়াই বা পান করিব? আপনি নির্দ্দেশ করিয়া দিউন, আমরা অগ্রে তাহাই করিব। বৃহস্পতি বলিলেন,—অমরগণ! আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন। গিয়া এ বিষয়ের উত্তম উপায় কি, তাহা জিজ্ঞাসা করুন। কেন না, সেই পিতামহই সম্যক্ জ্ঞাতা, বক্তা, ও দাতা। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃহস্পতির কথা শুনিয়া সুরগণ আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে নমস্কারান্তে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। হে পুত্র! আমি দেবগণের কথায় তাঁহাদের সহিত তখন হরির নিকট গমন করিলাম। বিষ্ণু এবং শম্ভু উভয়ের নিকট সেই সকল ঘটনা বলিলাম। অনন্তর অসুরেরা যাহাতে জানিতে না পারে, এই ভাবে আমি, বিষ্ণু, শম্ভু, দেব, গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নর সহ মেরুকন্দরে আগমন করিলাম। তখন হরিকে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেবগণ সোমপানে সমুদ্যত হইলেন। কাহারা ব্রাহ্মণ সোমভাগী এবং কাহারাই বা সোমযোগ্য নহে, আদিত্য তাহা জানিতেন। চক্রপাণি রক্ষক এবং সোম অমৃত পরিবেশনে নিযুক্ত হইলেন। মহাপ্রাজ্ঞ সিংহিকাসুত রাহু ব্যতীত দৈত্য দনুজ, কিম্বা রাক্ষসেরা এই অমৃতপানব্যাপার জানিতে পারিল না। রাহু এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া দেবগণমধ্যে প্রবেশ করিল। সে তখন দেবরূপেই পান-পাত্র ধারণ করিল। দিবাকর ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই ঘটনা সোমকে জানাইলেন। সোম উহা বিষ্ণুকে বিজ্ঞাপন করিলেন। বৎস! বিষ্ণু এই ঘটনা জানিবামাত্র সেই পীতামৃত দৈত্যের মস্তক সহসা চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সেই মস্তক তখন হইতে অমর হইল। দৈত্যের মস্তকহীন দেহ ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল। হে মুনিবর! গৌতমীর দক্ষিণতীরে দৈত্যের সেই সুধাস্পৃষ্ট দেহ নিপতিত হওয়ায় বসুধা কম্পিত হইলেন এবং সেই দেহও অমর হইল। হে পুত্র! তখন সেই ব্যাপার প্রকৃতই এক অদ্ভুত ঘটনায় পরিণত হইল।১৫—৩২। কেননা, দেহ মস্তকের অপেক্ষা করে এবং মস্তকও দেহের অপেক্ষা করিয়া থাকে।

উভয়ং চামরং জাতং দৈত্যশ্চায়ং মহাবলঃ ॥৩৩
শিরঃ কায়ে সমাবিষ্টং সর্ব্বান্ ভক্ষয়তে সুরান্
তস্মাদ্দেহমিদং পূর্ব্বং নাশয়ামো মহীগতম্ ॥
ততস্তে শঙ্করং প্রাহুর্দেবাঃ সর্ব্বে সসম্ভ্রমাঃ ॥৩৪
দেবা ঊচুঃ।
মহীগতং দৈত্যদেহং নাশয়স্ব সুরোত্তম।
ত্বং দেব করুণাসিন্ধুঃ শরণাগতরক্ষকঃ ॥ ৩৫
শিরসা নৈব যুজ্যেত দৈত্যদেহং তথা কুরু ॥৩৬
ব্রহ্মোবাচ।
প্রেষয়ামাস চেশোঽপি শ্রেষ্ঠাং শক্তিং তদাত্মনঃ
মাতৃভিঃ সহিতাং দেবীং মাতরংলোকপালিনীম্
ঈশায়ুধধরা দেবী ঈশশক্তিসমন্বিতা।
মহীগতং যত্র দেহং তত্রাগাদ্ভক্ষ্যকাঙ্ক্ষিণী ॥ ৩৮
শিরোমাত্রং সুরাঃ সর্ব্বে মেরৌ তত্রৈব সান্ত্বয়ন।
দেহো দেব্যা পুনস্তত্র যুযুধে বহবঃ সমাঃ ॥৩৯
রাহুস্তত্র সুরানাহ ভিত্ত্বা দেহং পুরা মম।
অত্রাস্তে রসমুৎকৃষ্টং তদাকৃষ্য শরীরতঃ ॥ ৪০
পৃথগ্ভূতে রসে দেহং প্রবরেঽমৃতমুত্তমম্।
ভস্মীভূয়াৎ ক্ষণেনৈব তস্মাৎ কুর্ব্বন্তু তৎপুরা ॥
ব্রহ্মোবাচ।
এতদ্রাহুবচঃ শ্রুত্বা প্রীতাঃ সর্ব্বেঽমুরারয়ঃ।
অভ্যষিঞ্চন্ গ্রহাণাং স্বং গ্রহো ভূত্বা মুদান্বিতঃ ॥
তদ্দেববচনাচ্ছক্তিরৈশ্বরী যা নিগদ্যতে।
দেহং ভিত্ত্বা দৈত্যপতেঃ সুরশক্তিসমন্বিতা ॥ ৪৩
আকৃষ্য শীঘ্রমুৎকৃষ্টং প্রবরং চামৃতং বহিঃ ॥
স্থাপয়িত্বা তু তদ্দেহং ভক্ষয়ামাস চাম্বিকা ॥ ৪৪
কালরাত্রির্ভদ্রকালী প্রোচ্যতে যা মহাবলা ॥
স্থাপিতং রসমুৎকৃষ্টং রসানাং প্রবরং রসম্ ॥৪৫

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন হইল না। সেই মহাবল দৈত্যের দেহ এবং মস্তক উভয়ই তখন পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াও অমর হইল। দেবগণ এই ঘটনায় শঙ্কিত হইলেন; ভাবিলেন,—এই মস্তক যদি একবার দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে এই দৈত্য সমস্ত দেবকেই ভক্ষণ করিবে। অতএব এই মহীতলস্থ দেহকে আমরা অগ্রেই নাশ করি। এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহারা সসম্ভ্রমে শঙ্করকে সে কথা নিবেদন করিলেন। দেবগণ আরও বলিলেন,—হে সুরবর! এই মহীতলস্থ দৈত্যদেহকে আপনিই সংহার করুন। হে দেব! আপনি করুণার সাগর এবং শরণাগতের রক্ষক। যাহাতে এই দৈত্যদেহ মস্তকের সহিত সম্মিলিত হইতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করিয়া দিউন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঈশান তখন মাতৃগণসহিতা জগন্মাতা লোকপালিনী স্বীয় ঐশী শক্তি প্রেরণ করিলেন। ঐ শক্তি ঐশ আয়ুধধারিণী ও ভোজনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সেই মহীতলস্থ দৈত্যদেহ-সমীপে গমন করিলেন। সমস্ত সুরগণ একযোগে মেরুপর্ব্বতে দৈত্যের সেই মস্তককেই শান্ত করিতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এদিকে ঐ শক্তি দেবীর সহিত সেই দৈত্য-দেহের বহু বর্ষ যাবৎ ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখন রাহু সুরগণকে বলিল, তোমরা আমার দেহ ভেদ করিয়া ইহাতে যে উৎকৃষ্ট রস আছে, তাহা দেহ হইতে আকর্ষণ করিয়া লও। সেই উত্তম রস পৃথক্ হইয়া গেলে আমার এই দেহ ক্ষণমধ্যেই ভস্মীভূত হইবে। অতএব তোমরা তাহাই অগ্রে কর।৩৩—৪১। ব্রহ্মা বলিলেন, দেবপক্ষ এই কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং তখন রাহুকে গ্রহগণমধ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাহু গ্রহপদ লাভ করিয়া মুদান্বিত হইল। অনন্তর দেবগণের কথামত পূর্ব্বোক্ত ঐশী শক্তি দৈত্যপতির দেহ ভেদ করিয়া তাহা হইতে সত্বর অত্যুত্তম সুধারস আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং সেই নীরস দেহ বাহিরে স্থাপন করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ দেবী অম্বিকাই কালরাত্রি, ভদ্রকালী ও মহাবলা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত। তিনি দৈত্যদেহ হইতে সুধারস আকর্ষণ করিয়া স্থাপন করি-

ব্যাভ্রবৎ স্থাপিতং তত্তু প্রবরা সাভবন্নদী।
আকৃষ্টমমৃতং চৈব স্থাপিতং সাপ্যভক্ষয়ৎ ॥৪৬
ততঃ শ্রেষ্ঠা নদী জাতা প্রবরা চামৃতা শুভা।
রাহুদেহসমুদ্ভূতা রুদ্রশক্তিসমন্বিতা॥ ৪৭
নদীনাং প্রবরা রম্যা চামৃতা প্রেরিতা তথা॥
তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ॥ ৪৮
তত্র শম্ভুঃ স্বয়ং তস্থৌ সর্ব্বদা সুরপূজিতঃ।
তস্মৈ তুষ্টাঃ সুরাঃ সর্ব্বে দেব্যৈনস্যৈ পৃথক্পৃথক্
বরান্ দদুর্মুদা যুক্তা যথা পূজামবাপ্স্যতি।
শম্ভুঃ সুরপতির্লোকে তথা পূজামবাপ্স্যসি ॥৫০
নিবাসং কুরু দেবি ত্বং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সদা তিষ্ঠ রসেশানি সর্ব্বেষাং সর্ব্বসিদ্ধিদা॥ ৫১
স্তবনাৎ কীর্ত্তনাদ্ধ্যানাৎ সর্ব্বকামপ্রদায়িনী।
ত্বাং নমস্যন্তি যে ভক্ত্যা কিঞ্চিদাপেক্ষ্য সর্ব্বদা
তেষাং সর্ব্বাণি কার্য্যাণি ভবেয়ুর্দেবতাজ্ঞয়া।
শিবশক্ত্যোর্যতস্তস্মিন্নিবাসোহভূৎ সনাতনঃ ॥৫৩
অতো বদন্তি মুনয়ো নিবাসপুরমিত্যদঃ।
প্রবরায়াঃ পুরা দেবাঃ সুপ্রীতাস্তে বরান্দদুঃ॥
গঙ্গায়াঃ সঙ্গমো যস্তে বিখ্যাতঃ সুরবল্লভঃ।
তত্রাপ্লুতানাং সর্ব্বেষাং ভুক্তির্ব্বা মুক্তিরেব চ॥
যদ্বাপি মনসঃ কাম্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
স্যাত্তেষাং সর্ব্বমেবেহ এবং দত্বা সুরা যযুঃ॥ ৫৬
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং প্রবরাসঙ্গমং বিদুঃ।
প্রেরিতা দেবদেবেন শক্তির্যা প্রেরিতা তু সা
অমৃতা সৈব বিখ্যাতা প্রবরৈবং মহানদী॥ ৫৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে অমৃতাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৬॥

লেন। তখন স্থাপিত রস নিঃসৃত হইয়া প্রবরা নাম্নী নদী-রূপে প্রবাহিত হইল। অবশিষ্ট আকৃষ্ট ও স্থাপিত রস দেবী ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর রাহুর দেহরস হইতে সমুদ্ভূত ঐ শুভাবহা অমৃতা নদী প্রবরা নাম্নী হইয়া রুদ্র-শক্তিতে সমন্বিত হইল। তখন হইতে প্রবরা নদী রমণীয়রূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ নদীতে পঞ্চ সহস্র গুণাঢ্য তীর্থ বিরাজ করিল, তথায় সুরগণ-পূজিত স্বয়ং শম্ভু বাস করিতে লাগিলেন। সুরগণ তুষ্ট হইয়া সেই দিব্য নদীকে পৃথক্ পৃথক্ বর দান করিলেন। দেবগণ বলিলেন, হে দেবি! সুরপতি শম্ভু যেমন জগতে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আপনিও তেমনি জগতে পূজা প্রাপ্ত হইবেন। লোকদিগের হিতকামনায় আপনি হেথায় বাস করুন। হে রসেশ্বরি! আপনি সকলের সিদ্ধিদায়িনী হইয়া সর্ব্বদা এখানে অবস্থান করিতে থাকুন। আপনার নামকীর্ত্তন ও আপনাকে স্তব কিম্বা ধ্যান করিলে আপনি সকলের অভীষ্টদায়িনী হইবেন। যাহারা সর্ব্বদা আপনাকে ভক্তির সহিত নমস্কার করিবে, আপনার আদেশে তাহাদের সর্ব্বকার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। যেহেতু হেথায় শিব ও শক্তির সনাতন নিবাস হইল, এইজন্য মুনিগণ এই স্থানকে নিবাসপুর নামে অভিহিত করিবেন। সুরগণ প্রীত হইয়া প্রবরাকে আরও বর দিলেন; বলিলেন,—যথায় তোমার গঙ্গার সহিত সুরপ্রিয় সঙ্গম ঘটিয়াছে, ঐ স্থান অতীব খ্যাতি-সম্পন্ন। তথায় স্নানাদি করিলে, সকলেরই ভুক্তি-মুক্তি করায়ত্ত হইবে, যাহা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ, এ হেন মনোভীষ্টও মানবের পক্ষে এখানে সম্ভব হইয়া থাকে। সুরগণ এই সকল বর দানান্তে অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই দিন হইতে এই তীর্থ প্রবরাসঙ্গম নামে বিখ্যাত হইল। দেবদেব যে শক্তি প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহা অমৃতা হইয়া এইরূপে সেই মহানদী প্রবরা নামে খ্যাতি লাভ করিল। ৪২—৫৮।

ষড়ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬॥

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

বৃদ্ধাসঙ্গমমাখ্যাতং যত্র বৃদ্ধেশ্বরঃ শিবঃ।
তস্যাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পাপপ্রণাশনম্॥১
গৌতমো বৃদ্ধ ইত্যুক্তো মুনিরাসীন্মহাতপাঃ।
যদা পুরাভবদ্বালো গৌতমস্য সুতো দ্বিজঃ॥২
অনাসঃ স পুরোৎপন্নস্তস্মাদ্বিকৃতরূপধৃক্।
স বৈরাগ্যাজ্জগামাথ দেশং তীর্থমিতস্ততঃ॥৩
উপাধ্যায়েন নৈবাসীল্লজ্জিতস্য সমাগমঃ।
শিষ্যৈরন্যৈঃ সহাধ্যায়ো লজ্জিতস্য চ নাভবৎ॥
উপনীতঃ কথঞ্চিচ্চ পিত্রা বৈ গৌতমেন সঃ।
এতাবতা গৌতমোঽপি ব্যগমচ্চরিতুং বহিঃ॥
এবং বহুতিথে কালে ব্রহ্মমাত্রা ধৃতে দ্বিজে।
নৈব চাধ্যয়নং তস্য সঞ্জাতং গৌতমস্য হি॥৬
নৈব শাস্ত্রস্য চাভ্যাসো গৌতমস্যাভবত্তদা।
অগ্নিকার্য্যং ততশ্চক্রে নিত্যমেব যতব্রতঃ॥৭
গায়ত্র্যভ্যাসমাত্রেণ ব্রাহ্মণো নামধারকঃ।
অগ্ন্যুপাসনমাত্রং চ গায়ত্র্যভ্যসনং তথা॥৮
এতাবতা ব্রাহ্মণত্বং গৌতমস্যাভবন্মুনে।
উপাসতোঽগ্নিং বিধিবদ্গায়ত্রীঞ্চ মহাত্মনঃ॥৯
তস্যায়ুর্ববৃধে পুত্র গৌতমস্য চিরায়ুষঃ।
ন দারসংগ্রহং লেভে নৈব দাতাস্তি কন্যকাম্
তথা চরংস্তীর্থদেশে বনেষু বিবিধেষু চ।
আশ্রমেষু চ পুণ্যেষু অটন্নাস্তে স গৌতমঃ॥১১
এবং ভ্রমন্ শীতগিরিমাশ্রিত্যাস্তে স গৌতমঃ।
তত্রাপশ্যদ্গুহাং রম্যাং বল্লীবিটপমালিনীম্॥১২
তত্রোপবিশ্য বিপ্রেন্দ্রো বস্তুং সমকরোন্মতিম্।
চিন্তয়ংস্তু প্রবিষ্টোঽসবেপশ্যাৎ স্ত্রিয়মুত্তমাম্॥
শিথিলাঙ্গীমথ কৃশাং বৃদ্ধাঞ্চ তপসি স্থিতাম।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বর্ত্তন্তীং বিরাগাং রহসি স্থিতাম্॥

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত বৃদ্ধাসঙ্গম-তীর্থে বৃদ্ধেশ্বর শিব বিরাজমান। এই বৃদ্ধা-সঙ্গমতীর্থের পাপনাশন উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে বৃদ্ধগৌতম নামে এক মহাতপা মুনি ছিলেন। ইনি মহর্ষি গৌতমের অন্যতম পুত্র। বৃদ্ধগৌতম বাল্য হইতেই নাসিকাবিহীন। সুতরাং তিনি বিকৃত রূপ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন। কালক্রমে বৈরাগ্যবশতঃ নানাদেশ ও তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। নিজের নাসিকা নাই, এই লজ্জায় তাঁহার কোন উপাধ্যায় সহ সমাগম ঘটিল না। এবং অন্যান্য শিষ্যসম্প্রদায়ের সহিতও একত্র অধ্যয়নে তিনি লজ্জাবোধ করিলেন। পিতা গৌতম যজ্ঞকালে কোনরূপে তাঁহার উপনয়ন দিলেন। তখন বৃদ্ধ গৌতম পুনরায় দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। এই রূপে বহুকাল কাটিল। একমাত্র গায়ত্রীই তাঁহার সম্বল হইল। এতদ্ভিন্ন বেদাধ্যয়ন বা অন্য কোন শাস্ত্র-সমালোচনা ইহার কিছুই তাঁহার ঘটিল না। তিনি প্রতিনিয়ত যতব্রত হইয়া অগ্নিকার্য্য করিতে লাগিলেন। একমাত্র গায়ত্রীর অভ্যাসেই তিনি নামতঃ ব্রাহ্মণ হইলেন। অগ্নির উপাসনা এবং গায়ত্রীর অভ্যাস এই দুইটী দ্বারাই বস্তুতঃ তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইল। হে মুনে! তিনি বিধিমত অগ্নির ও গায়ত্রীর উপাসনা করায় তাঁহার আয়ুঃকাল বর্দ্ধিত হইল; তিনি চিরায়ু হইলেন। তাঁহার দারসংগ্রহ ঘটিল না। কেহ কন্যাদান করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। বৃদ্ধ গৌতম নানা বনে এবং নানা তীর্থে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং নানা পুণ্যা-শ্রমে তাঁহার বসতি হইতে লাগিল। ১—১১। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তিনি শীতগিরিতে গিয়া বাস করিলেন। গৌতম-নন্দন সেখানে একটি বল্লী-বিটপ-মালিনী রম্য গুহা দেখিতে পাইলেন এবং বিপ্রবর সেই গুহামধ্যেই প্রবেশ করিয়া বাস করিতে মনন করিলেন। কিঞ্চিৎকাল চিন্তার পর তিনি সেই গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই এক উত্তমা স্ত্রী দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,—রমণী বৃদ্ধা কৃশা শিথিলাঙ্গী অথচ তপোনিরতা তপস্বিনী। ঐ বৃদ্ধা রমণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

স তাং দৃষ্ট্বা মুনিশ্রেষ্ঠো নমস্কারায় তস্থিবান্।
নমস্যন্তং মুনিশ্রেষ্ঠং তং গৌতমমবারয়ৎ ॥ ১৫

বৃদ্ধোবাচ।

গুরুস্ত্বং ভবিতা মহ্যং ন মাং বন্দিতুমর্হসি।
আয়ুর্বিদ্যা ধনং কীর্ত্তির্ধর্ম্মঃ স্বর্গাদিকং চ যৎ ॥
তস্য নশ্যতি বৈ সর্ব্বং যং নমস্যতি বৈ গুরুঃ ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ।

কৃতাঞ্জলিপুটস্তাং বৈ গৌতমঃ প্রাহ বিস্মিতঃ ॥

গৌতম উবাচ।

তপস্বিনী ত্বং বৃদ্ধা চ গুণজ্যেষ্ঠা চ ভামিনী।
অল্পবিদ্যস্তল্পবয়া অহং তব গুরুঃ কথম্ ॥ ১৮

বৃদ্ধোবাচ।

আর্ষ্টিষেণপ্রিয়পুত্র ঋতধ্বজ ইতি শ্রুতঃ।
গুণবান্মতিমান্ শূরঃ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৯
স কদাচিদ্বনং প্রায়ান্মৃগয়াকৃষ্টচেতনঃ।
বিশ্রামমকরোদস্যাং গুহায়াং স ঋতধ্বজঃ ॥ ২০
যুবা স মতিমান্ দক্ষো বলেন মহতা বৃতঃ।
তং বিশ্রান্তং নৃপবরমপ্সরা দদৃশে ততঃ ॥ ২১
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতা সুশ্যামা ইতি বিশ্রুতা।
তাং দৃষ্ট্বা চকমে রাজা রাজানং চকমে চ সা ॥
ইতি ক্রীড়া সমভবত্তয়া রাজ্ঞো মহামতে।
নিবৃত্তকামো রাজেন্দ্রস্তামাপৃচ্ছ্যাগমদ্‌গৃহম্ ॥২৩
উৎপন্নাহং ততস্তস্যাং সুশ্যামায়াং মহামতে।
গচ্ছন্তী মাং তদা মাতা ইদমাহ তপোধন ॥২৪

সুশ্যামোবাচ।

যস্ত্বস্যাং প্রবিশেদ্ভদ্রে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা সা জগামাথ মাতা মম মহামতে।
তস্মাদত্র প্রবিষ্টস্ত্বং পুমান্নান্যঃ কদাচন ॥ ২৬
সহস্রাণি তথাশীতিং কৃত্বা রাজ্যং পিতা মম।

করিয়া বিষয়স্পৃহা পরিহারপূর্ব্বক নির্জ্জনে বাস করিতেছে। মুনিশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ গৌতম তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন সেই বৃদ্ধা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিল,—ভগবন্! আপনি আমার গুরু হইবেন সুতরাং আমি আপনার নমস্কারার্হ নহি। কেননা, গুরু যাহাকে নমস্কার করেন, তাহার আয়ু, বিদ্যা, ধন, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, এমন কি, স্বর্গাদি ফলও নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃদ্ধ গৌতম এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিস্ময়ের সহিত বৃদ্ধাকে বলিলেন,—ভগবতি! আপনি তপস্বিনী, তাহাতে আবার গুণজ্যেষ্ঠা বৃদ্ধা; আর আমি অল্পবিদ্য অল্পবয়া ক্ষুদ্র জন, আমি আপনার গুরু হইব? কিরূপ কথা! বৃদ্ধা বলিল,—রাজা আর্ষ্টিষেণের প্রিয়পুত্র ঋতধ্বজ নামে বিখ্যাত। তিনি গুণবান্, মতিমান্, বলবান্, ও ক্ষত্র-ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই গুহা-মধ্যেই বিশ্রাম-লাভ করেন। ঋতধ্বজ যুবাপুরুষ বিচক্ষণ ও সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষ ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে তখন প্রচুর বল-বাহন ছিল। গুহামধ্যে অবস্থান কালে গন্ধর্ব্ব-রাজ-দুহিতা সুশ্যামা নাম্নী জনৈক অপ্সরা তাঁহাকে দেখিতে পায়; তখন রাজাও তাঁহাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হন এবং সেও রাজাকে দেখিয়া কামাকাঙ্ক্ষা করে। হে মহামতে! অনন্তর রাজা ও অপ্সরার রতিক্রীড়া সমাধা হয়। কামাবসানে রাজেন্দ্র সেই অপ্সরাকে বলিয়া গৃহগমন করেন।১২—২৩। পরে কালক্রমে সেই সুশ্যামার গর্ভে আমার জন্ম হয়। হে তপোধন! যাইবার কালে মদীয় মাতা সুশ্যামা আমায় বলিয়াছিলেন,—ভদ্রে! তোমায় কোথাও যাইতে হইবে না; এই গুহামধ্যে যে পুরুষ প্রবেশ করিবে, সে-ই তোমার ভর্ত্তা হইবে। হে মহামতে! আমার মাতা আমায় এই কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি তদবধি নিরবধি এইখানেই রহিলাম। সুতরাং আপনি যখন অগ্রে এখানে প্রবেশ করিয়াছেন, আপনার পূর্ব্বে যখন অন্য কোন পুরুষেরই এখানে কখন সমাগম ঘটে নাই, তখন আপনিই আমার মাতৃনির্দ্দিষ্ট ভর্ত্তা। হে ব্রহ্মন্! পিতা আমার অশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে

অত্রৈব চ তপস্তপ্ত্বা ততঃ স্বর্গমুপেয়িবান্ ॥ ২৭
স্বর্গং যাতেঽপি পিতরি সহস্রাণি তথা দশ।
বর্ষাণি মুনিশার্দ্দূল রাজ্যং কৃত্বা তথা পরঃ ॥ ২৮
স্বর্গে যাতো মম ভ্রাতা অহমত্রৈব সংস্থিতা।
অহং ব্রহ্মন্নস্তবৃত্তা ন মাতা ন পিতা মম ॥ ২৯
অহমাত্মেশ্বরী ব্রহ্মন্নবিষ্টা ক্ষত্রকন্যকা।
তস্মাত্তজস্ব মাং ব্রহ্মন্ ব্রতস্থাং পুরুষার্থিনীম্ ॥
গৌতম উবাচ।
সহস্রায়ুরহং ভদ্রে মত্তস্ত্বং বয়সাধিকা।
অহং বালস্ত্বং তু বৃদ্ধা নৈবায়ং ঘটতে মিথঃ ॥৩১
বৃদ্ধোবাচ।
ত্বং ভর্ত্তা মে পুরা দিষ্টো নান্যো ভর্ত্তা মতো মম
ধাত্রা দত্তস্ততস্ত্বং মাং ন নিরাকর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩২
অথবা নেচ্ছসি মাং ত্বমপ্রহৃষ্টামনুব্রতাম্।
ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবং মে ইদানীং তব পশ্যতঃ
অপেক্ষিতাপ্রাপ্তিতো হি দেহিনাং মরণং বরম্
অনুরক্তজনত্যাগে পাতকান্তো ন বিদ্যতে ॥
ব্রহ্মোবাচ।
বৃদ্ধায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা গৌতমো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৫
গৌতম উবাচ।
অহং তপোবিরহিতো বিদ্যাহীনো হ্যকিঞ্চনঃ।
নাহং বরো হি যোগ্যস্তে কুরূপো ভোগবর্জ্জিতঃ
অনাসোঽহং কিং করোমি অতপোঽবিদ্য এব চ
তস্মাৎ সুরূপং সুবিদ্যমাপাদ্য প্রথমং শুভে।
পশ্চাত্তে বচনং কার্য্যং ততো বৃদ্ধাব্রবীদ্দ্বিজম্ ॥
বৃদ্ধোবাচ।
ময়া সরস্বতী দেবী তোষিতা তপসা দ্বিজ।
তথৈবাপো রূপবত্যো রূপদাতাগ্নিরেব চ ॥ ৩৮
তস্মাদ্বাগীশ্বরী দেবী সা তে বিদ্যাং প্রদাস্যতি

এইখানেই তপশ্চরণপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পিতার স্বর্গগমনের পর আমার এক ভ্রাতা দশ সহস্র বর্ষ কাল রাজ্য শাসন করেন; অনন্তর তাঁহারও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। আমি আমার পিতার রাজত্ব কাল হইতে এ যাবৎ এইখানেই অবস্থান করিতেছি। আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। আমার মাতা বা পিতা কেহই বর্ত্তমান নাই এখন [illegible] নিজেই নিজের প্রভু; অপিচ আমি ক্ষত্রিয়-নন্দিনী। অতএব হে ব্রহ্মন্! এই ব্রতচারিণী পুরুষার্থিনী আমাকে আপনি ভজনা করুন। বৃদ্ধ গৌতম প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি মাত্র সহস্রায়ুঃ; তুমি আমা অপেক্ষাও বয়োধিকা। বলিতে কি, আমি বালক; তুমি বৃদ্ধা। সুতরাং আমাদের পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ সঙ্ঘটন হওয়া অসম্ভব। বৃদ্ধা বলিল,—প্রথম হইতে আপনিই আমার ভর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন; অন্য ভর্ত্তায় আমার মন নাই। আপনিই আমার বিধাতৃ-প্রদত্ত ভর্ত্তা; আমায় আপনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না। অথবা আপনি যদি এই নিরপরাধা অনুব্রতা আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে, আপনার সমক্ষেই এইক্ষণেই আমি জীবন বিসর্জ্জন করিব। বস্তুতঃ প্রত্যাশিত বস্তুর অপ্রাপ্তি হইতে মরণই মানবের মঙ্গল। আর এ কথাও আপনি জানিবেন—অনুরক্ত জনকে প্রত্যাখ্যান করিলে যে কত পাতক হয়, তাহার একটা সীমা-সংখ্যা নাই। ২৪—৩৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ গৌতম বলিলেন,—অয়ি শুভে! আমার বিদ্যা নাই, তপস্যা নাই, আমি অতি অকিঞ্চন; বিশেষতঃ আমি কুরূপ। কোনরূপ ভোগসুখেরও আমি অধিকারী নহি; সুতরাং মাদৃশ ব্যক্তি তোমার যোগ্য বর হইতে পারে না। আরও দেখ, আমার নাসিকা নাই, তপস্যা নাই, বিদ্যা নাই, আমি তোমায় লইয়া কি করিব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যদি অগ্রে কখন সুরূপ ও সুবিদ্যা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে, পশ্চাৎ তোমার কথানুসারে কার্য্য করিব। তখন বৃদ্ধা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বলিল,—হে দ্বিজ! আমি তপস্যা দ্বারা সরস্বতী দেবীকে প্রীত করিয়াছি এবং রূপবান্ বরুণ ও রূপবান্ অগ্নিও আমার

অগ্নিশ্চ রূপবান্ দেবস্তব রূপং প্রদাস্যতি ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা গৌতমং তং বৃদ্ধোবাচ বিভাবসুম্।
প্রার্থয়িত্বা সুবিদ্যং তং সুরূপং চাকরোন্মুনিম্ ॥
ততঃ সুবিদ্যঃ সুভগঃ সুকান্তো
বৃদ্ধাং স পত্নীমকরোৎ প্রীতিযুক্তঃ।
তয়া স রেমে বহুলা মনোজ্ঞয়া
সমাঃ সুখং প্রীতমনা গুহায়াম্ ॥ ৪১
কদাচিত্তত্র বসতোর্দম্পত্যোর্মুদিতো গিরৌ।
গুহায়াং মুনিশার্দ্দূল আজগ্মুর্মুনয়োঽমলাঃ ॥ ৪২
বসিষ্ঠবামদেবাদ্যা যে চান্যে চ মহর্ষয়ঃ।
ভ্রমন্তঃ পুণ্যতীর্থানি প্রাপুবংস্তস্য তাং গুহাম্ ॥
আগতাংস্তানৃষীন জ্ঞাত্বা গৌতমঃ সহ ভার্য্যয়া।
সৎকারমকরোত্তেষাং জহসুস্তং চ কেচন ॥৪৪
যে বালা যৌবনোন্মত্তা বয়সা যে চ মধ্যমাঃ।
বৃদ্ধাং চ গৌতমং প্রেক্ষ্য জহসুস্তত্র কেচন ॥৪৫

ঋষয় উচুঃ।

পুত্রোঽয়ং তব পৌত্রো বা বৃদ্ধে কো গৌতমোঽভবৎ।
সত্যং বদস্ব কল্যাণি ইত্যোবং জহসুর্দ্বিজাঃ ॥৪৬
বিষং বৃদ্ধস্য যুবতী বৃদ্ধায়া অমৃতং যুবা।
ইষ্টানিষ্টসমাযোগো দৃষ্টোঽস্মাভিরহো চিরাৎ

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যেবমূচিরে কেচিদ্দম্পত্যোঃ শৃণ্বতোস্তদা।
এবমুক্ত্বা কৃতাতিথ্যা যযুঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৮
ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা উভাবপি সুদুঃখিতৌ।
লজ্জিতৌ চ মহাপ্রাজ্ঞৌ গৌতমো ভার্য্যয়া সহ
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দ্দূলমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥ ৪৯

গৌতম উবাচ।

কো দেশঃ কিমু তীর্থং বা যত্র শ্রেয়ঃ সমাপ্যতে
শীঘ্রমেব মহাপ্রাজ্ঞ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৫০

তপস্যায় তুষ্ট আছেন। অতএব বাগীশ্বরী দেবী তোমায় বিদ্যা এবং রূপবান্ অগ্নি তোমায় রূপ দান করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃদ্ধা বৃদ্ধ গৌতমকে এই কথা কহিয়া পরে বাগীশ্বরী ও বিভাবসুর নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে সুবিদ্য ও সুরূপ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুবিদ্য, সুভগ ও সুকান্ত হইয়া প্রীতি-ভরে বৃদ্ধার পাণিপীড়ন করিলেন এবং সেই গুহামধ্যে বহুবর্ষ যাবৎ মনোহারিণী পত্নীর সহিত প্রফুল্লমনে রমণ করিলেন। একদা সেই বৃদ্ধ দম্পতি মুদিত-মনে সেই গিরিগুহায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বসিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি বহু বিমল-চেতা মহর্ষি পুণ্যতীর্থ সকল পর্য্যটন প্রসঙ্গে সেই গিরিগুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ গৌতম ভার্য্যার সহিত সেই সকল মহর্ষি-দিগের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। সমাগত মহর্ষিদিগের মধ্যে যাঁহারা বাল্য-ভাবাপন্ন কিম্বা যৌবনোন্মত্ত অথবা প্রৌঢ় ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই বৃদ্ধাকে এবং সেই সুভগ-সুন্দর গৌতমকে দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য ঋষিগণ কহিলেন,—হে বৃদ্ধে! এই গৌতম তোমার কে হন, ইনি তোমার পুত্র কিম্বা পৌত্র বটেন? হে কল্যাণি! সত্য করিয়া বল; আমাদের সমভিব্যাহারী দ্বিজগণ এই জন্যই হাস্য করিয়াছেন। বৃদ্ধ জনের পক্ষে যুবতী বিষস্থানীয়া; পরন্তু বৃদ্ধা স্ত্রীর যুবা পুরুষ অমৃতস্বরূপ। কিন্তু অহো! অদ্য বহুদিন পরে আমাদের চক্ষে ইষ্ট এবং অনিষ্টের সম্যক্ যোগ দৃষ্ট হইল! ৩৫—৪৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—সমাগত মহর্ষিদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন সেই দম্পতির সমক্ষেই এই সকল কথা কহিলেন। পরে সকল মহর্ষিই অতিথিসৎকার প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করি-লেন। অনন্তর সেই মহাপ্রাজ্ঞ দম্পতি ঋষিদিগের এ কথা শুনিয়া উভয়েই দুঃখিত এবং লজ্জিত হইলেন। তখন বৃদ্ধ গৌতম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি বলুন,—এমন কোন্ দেশ বা কোন্ তীর্থ আছে, যেখানে গেলে শ্রেয়

অগস্ত্য উবাচ।
বর্দ্ধদ্ভির্মুনিভির্ব্রহ্মন্ময়া শ্রুতমিদং বচঃ।
সর্ব্বে কামাস্তত্র পূর্ণা গৌতম্যাং নাত্র সংশয়ঃ॥
তস্মাদ্‌গচ্ছ মহাবুদ্ধে গৌতমীং পাপনাশিনীম্।
অহং ত্বামনুযাস্যামি যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৫২
ব্রহ্মোবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বাগস্ত্যবাক্যং বৃদ্ধয়া গৌতমোহভ্যগাৎ
তত্র তেপে তপস্তীব্রং পত্ন্যা স ভগবানৃষিঃ॥৫৩
স্তুতিং চকার দেবস্য শম্ভোর্বিষ্ণোস্তথৈব চ।
গঙ্গাঞ্চ তোষয়ামাস ভার্য্যার্থং ভগবানৃষিঃ॥৫৪
গৌতম উবাচ।
খিন্নাত্মনামত্র ভবে ত্বমেব শরণং শিব।
মরুভূমাবধ্বগানাং বিটপীব প্রিয়াযুতঃ॥ ৫৫
উচ্চাবচানাং ভূতানাং সর্ব্বথা পাপনোদনঃ।
শস্যানাং ঘনবৎ কৃষ্ণ ত্বমবগ্রহশোষিণাম্॥ ৫৬
বৈকুণ্ঠদুর্গনিঃশ্রেণিস্ত্বং পীযূষতরঙ্গিণী।
অধোগতানাং তপ্তানাং শরণং ভব গৌতমি॥
ব্রহ্মোবাচ।
ততস্তুষ্টাবদদ্বাক্যং গৌতমং বৃদ্ধয়া যুতম্।
শরণাগতদীনার্ত্ত-শরণ্যা গৌতমী মুদা॥ ৫৮
গৌতম্যুবাচ।
অভিষিঞ্চস্ব ভার্য্যাং ত্বং মজ্জলৈর্মন্ত্রসংযুতৈঃ।
কলশৈরুপচারৈশ্চ ততঃ পত্নী তব প্রিয়া॥ ৫৯
সুরূপা চারুসর্ব্বাঙ্গী সুভগা চারুলোচনা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা রম্যরূপমবাপ্স্যতি॥ ৬০
রূপবত্যা পুনস্ত্বং বৈ ভার্য্যয়া চাভিষেচিতঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ কান্তং রূপমবাপ্স্যসি॥ ৬১
ব্রহ্মোবাচ।
তথেতি গাঙ্গবচনাদ্‌যথোক্তং তৌ চ চক্রতুঃ।
সুরূপতামুভৌ প্রাপ্তৌ গৌতম্যাশ্চ প্রসাদতঃ॥
অভিষেকোদকং যচ্চ সা নদী সমজায়ত।
তস্যা নাম্না তু বিখ্যাতা বৃদ্ধায়া মুনিসত্তম॥ ৬৩
বৃদ্ধা নদীতিবিখ্যাতা গৌতমোহপি তথোচ্যতে

লাভ করা যায় এবং সত্বরই ভুক্তি-মুক্তি সঙ্ঘটিত হয়? অগস্ত্য কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে আমি মুনিগণের মুখে এই কথা শুনিয়াছি যে, গৌতমীতীরে গমন করিলে নিশ্চয়ই সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয়। অতএব হে মহাবুদ্ধে! আপনি পাপনাশিনী গৌতমীতেই গমন করুন। আমি আপনার অনুগমন করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা সহ গৌতম গৌতমীতে গমন করিলেন। তথায় গিয়া তিনি পত্নীসহ তীব্র তপস্যা করিলেন। তখন সেই ভগবান্ ঋষি শম্ভু ও বিষ্ণুকে স্তব করিয়া গঙ্গাকে প্রসন্ন করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে শিব! এ ভবে যাহাদের আত্মা খিন্ন হইয়াছে, মরুভূমির মধ্যগামী জনগণের পক্ষে বিটপীর ন্যায় আপনিই প্রিয়া সহ তাহাদের একমাত্র আশ্রয়। হে কৃষ্ণ! অনাবৃষ্টি-দগ্ধ শস্যশ্রেণীর পক্ষে ঘনাগমের ন্যায় আপনিই একমাত্র উত্তম, মধ্যম ও অধমশ্রেণীস্থ ভূতবৃন্দের সর্ব্বথা তাপহর্ত্তা। আর হে গৌতমি! তুমি পীযূষতরঙ্গিণীরূপে বৈকুণ্ঠ-দুর্গ ভেদ করিয়া আসিয়া অধোগত সন্তপ্ত জনগণের আশ্রয়-দায়িনী হও। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর শরণাগত দীনজনের আর্ত্তিহারিণী গৌতমী সেই কথায় তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধা সহ গৌতমকে বলিলেন,—তুমি কলসে করিয়া মদীয় মন্ত্রপূত জল লইয়া ও নানা উপচার দিয়া তোমার ভার্য্যাকে অভিষেক কর। দেখিবে,—তোমার পত্নী তখন প্রিয়া, সুরূপা, সুচারুদেহা, সুভগা, সুলোচনা ও সকল সুলক্ষণযুতা হইয়া রম্য রূপ লাভ করিবে। অনন্তর তোমার ঐ রূপবতী ভার্য্যা তোমায় পুনরায় অভিষেক করিলে তোমারও সর্ব্ব সুলক্ষণপূর্ণ কমনীয়তম রূপ প্রাপ্তি ঘটিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন সেই দম্পতি গঙ্গার কথানুসারে তাহাই করিলেন। তাঁহারা গৌতমীপ্রসাদে সুরূপিতা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের অভিষেকজল হইতে বৃদ্ধার নামানুসারে বৃদ্ধানাম্নী এক বিখ্যাত নদী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রতিবেশী ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেই গৌতম-

বৃদ্ধগৌতম ইত্যুক্ত ঋষিভিঃ সমবাসিভিঃ।
বৃদ্ধা তু গৌতমীং প্রাহ গঙ্গাং প্রত্যক্ষরূপিণীম্
বৃদ্ধোবাচ।
মন্নাম্নীয়ং নদী দেবি বৃদ্ধা চেত্যভিধীয়তাম্।
ত্বয়া চ সঙ্গমস্তস্মাত্তস্মাত্তীর্থমনুত্তমম্ ॥ ৫৫
রূপসৌভাগ্যসম্পত্তিপুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধনম্।
আয়ুরারোগ্যকল্যাণং জয়প্রীতিবিবর্দ্ধনম্।
স্নানদানাদিহোমৈশ্চ পিতৃণাং পাবনং পরম্ ॥ ৬৬
ব্রহ্মোবাচ।
অস্ত্বিত্যাহ চ তাং গঙ্গা সুবৃদ্ধাং গৌতমপ্রিয়াম্
গৌতমস্থাপিতং লিঙ্গং বৃদ্ধানাম্নৈব কীর্ত্তিতম্ ॥৬৭
তত্রৈব চ মুদং প্রাপ্তো বৃদ্ধয়া মুনিসত্তমঃ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ৬৮
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং বৃদ্ধাসঙ্গমমুচ্যতে ॥ ৬৯
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বৃদ্ধাসঙ্গমতীর্থবর্ণনং নাম
সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৭

নন্দনও বৃদ্ধ গৌতম নামে অভিহিত হইলেন। অনন্তর প্রত্যক্ষ-রূপিণী গৌতমী গঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—হে দেবি! আমার নামানুসারে এই নদী বৃদ্ধা নামে অভিহিত হউক এবং আপনার সহিত যেখানে ইহার সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হউক। এই সঙ্গমে স্নান, দান ও হোমাদির অনুষ্ঠানে পিতৃগণের পরম পবিত্রতা এবং মানবদিগের রূপ, সৌভাগ্য, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র, আয়ু, আরোগ্য, কল্যাণ, জয় ও প্রমোদ প্রবর্দ্ধিত হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—তৎশ্রবণে গঙ্গা গৌতমপ্রিয়া বৃদ্ধাকে 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। অত্রত্য গৌতম-স্থাপিত লিঙ্গ বৃদ্ধার নামানুসারে বৃদ্ধেশ্বর নামে কীর্ত্তিত হইল। বৃদ্ধার সহিত মুনিবর এইখানেই প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে স্নান, দান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। সেই সময় হইতে এই তীর্থ বৃদ্ধাসঙ্গম নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ৪৮—৬৯।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৭।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
ইলাতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং পাবনং সর্ব্বকামদম্ ॥ ১
বৈবস্বতান্বয়ে জাত ইলো নাম জনেশ্বরঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং জগাম মৃগয়াবনম্ ॥ ২
পরিবভ্রাম গহনং বহুব্যালসমাকুলম্।
নানাকারদ্বিজযুতং বিটপৈঃ পরিশোভিতম্ ॥৩
বনেচরং নৃপশ্রেষ্ঠো মৃগয়াগতমানসঃ।
তত্রৈব মতিমাধত্ত ইলোঽমাত্যানথাব্রবীৎ ॥৪
ইল উবাচ।
গচ্ছন্তু নগরং সর্ব্বে মম পুত্রেণ পালিতম্।
দেশং কোশং বলং রাজ্যং পালয়ন্তু পুনশ্চ তৎ
বসিষ্ঠোঽপি তথা যাতু আদায়াগ্নীন্ পিতেব নঃ
পত্নীভিঃ সহিতো ধীমানরণ্যেঽহং বসাম্যথ ॥৬

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বিখ্যাত ইলাতীর্থ নরগণের সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদ। এই তীর্থমাহাত্ম্যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হওয়া যায়। বৈবস্বত বংশে ইল নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি একদা প্রচুর সেনাবল সহ মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলেন। নানাবিধ বিহঙ্গমযুত, বহু-বিটপি-মণ্ডিত, বহু-ব্যাল-সমাকুল নিবিড় বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নরপতির মন মৃগয়াতেই আসক্ত হইল। তিনি তাহাতেই সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিলেন। এবং সমভিব্যাহারী অমাত্যবর্গকে বলিলেন,—আপনারা সকলেই রাজধানীতে ফিরিয়া যাউন; আমার পুত্র এক্ষণে রাজ্য, কোষ ও বল-বাহনে নিযুক্ত আছেন। আপনারা গিয়া পুনরায় সেই সকলের সম্যক্ পালন-ভার গ্রহণ করুন। ধীমান্ বশিষ্ঠ অগ্নিসমূহ লইয়া মদীয় পত্নীগণ সহ পিতার ন্যায় প্রতিগমন করুন। আমি মৃগয়াশীল আরণ্য-ভোগ-

অরণ্যভোগভুগ্‌ভিশ্চ বাজিবারণমানুষৈঃ।
মৃগয়াশীলিভিঃ কৈশ্চিদ্‌যান্তু সর্ব্ব ইতঃ পুরীম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্তা যযুস্তেঽপি স্বয়ং প্রায়াচ্ছনৈর্গিরিম্।
হিমবন্তং রত্নময়ং বসংস্তত্র ইলো নৃপঃ॥ ৮
দদর্শ কন্দরং তত্র নানারত্নবিচিত্রিতম্।
তত্র যক্ষেশ্বরঃ কশ্চিৎ সমন্যুরিতি বিশ্রুতঃ॥৯
তস্য ভার্য্যা সমানাম্নী ভর্ত্তৃব্রতপরায়ণা।
তস্মিন্ বসত্যসৌ যক্ষো রমণীয়ে নগোত্তমে॥
মৃগরূপেণ ব্যচরদ্ভার্য্যয়া স মহামতিঃ।
স্বেচ্ছয়া স্ববনে যক্ষঃ ক্রীড়তে নৃত্যগীতকৈঃ॥১১
ইত্থং স যক্ষো জানাতি মৃগরূপধরোঽপি চ।
ইলস্তু তং ন জানাতি কন্দরং যক্ষপালিতম্॥১২
যক্ষস্য গেহং বিপুলং নানারত্নবিচিত্রিতম্।
তত্রোপবিষ্টো নৃপতির্ম্মহত্যা সেনয়া বৃতঃ॥ ১৩
বাসঞ্চক্রে স তত্রৈব গেহে যক্ষস্য ধীমতঃ।
স যক্ষোঽধর্ম্মকোপেন ভার্য্যয়া মৃগরূপধৃক্॥১৪
ইলং জেতুং ন শক্নোমি যাচিতো ন দদাতি চ।
হৃতং গেহং মমানেন কিং করোমীত্যচিন্তয়ৎ॥
যুধি মত্তং কথং হন্যাং চেতি স্থিত্বা স যক্ষরাট্
আত্মীয়ান্ প্রেষয়ামাস যক্ষান্ শূরান্ ধনুর্দ্ধরান্॥

যক্ষ উবাচ।

যুদ্ধে জিত্বা চ রাজানমিলমুদ্ধতদস্তিনম্।
গৃহাদযথান্যতো যাতি মম তৎ কর্ত্তুমর্হথ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

যক্ষেশ্বরস্য তদ্বাক্যাদ্‌যক্ষাস্তে যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
ইলং গত্বাব্রুবন্ সর্ব্বে নির্গচ্ছাস্মাদ্‌গুহালয়াৎ॥
ন চেদ্‌যুদ্ধাৎপরিভ্রষ্টঃ পলায্য ক্ব গমিষ্যসি।
তদ্‌যক্ষবচনাৎকোপাদ্‌যুদ্ধং চক্রে স রাজরাট্॥
জিত্বা যক্ষান বহুবিধানুবাস দশ শর্ব্বরীঃ।

ভাগী কতিপয় বাজী, বারণ ও মনুষ্যসহ একাকী এখানে বাস করিব। এতদ্ভিন্ন অপর সকলেই এস্থান হইতে প্রস্থান করুক। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজার আদেশে সম্মত হইয়া সকলেই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন রাজাও ধীরে ধীরে রত্নময় হিমালয়-শৈলে প্রয়াণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বাসস্থানের সন্নিকটে একটী নানা-রত্নে চিত্রিত সুন্দর কন্দর দর্শন করিলেন। ঐ কন্দরে সমন্যু নামে এক বিখ্যাত যক্ষেশ্বর বাস করিত। উহার ভার্য্যার নাম সমা। সমা পতিব্রত-পরায়ণা। যক্ষরাজ এই রমণীয় নগরে বাস করত কখন মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিত এবং কখন বা নৃত্যগীতাদি দ্বারা আপন বনে ক্রীড়া করিত। যক্ষ মৃগরূপ ধারণ করিয়াও সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল। রাজা ইল কিন্তু সেই কন্দর যক্ষপালিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যক্ষের সেই নানা-রত্ন-খচিত বিপুল গৃহে প্রচুর সেনাবল সহ বাস করিলেন। যক্ষরাজ ঐ সময় ভার্য্যাসহ মৃগরূপে অবস্থান করিতেছিল, সে রাজার এই অসঙ্গত ব্যাপারে কুপিত হইয়া ভাবিল,—এই ইলরাজকে আমি বলপ্রয়োগে জয় করিতে পারিব না এবং প্রার্থনা করিলেও ইনি সহজে আমার গৃহ আমাকে ছাড়িয়া দিবেন না। দেখিতেছি, ইনি আমার গৃহ হরণ করিয়া লইলেন। কিন্তু আমি এখন কি করি? যুদ্ধে ইহাকে কি করিয়া বিনষ্ট করি? যক্ষরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার আত্মীয় ধনুর্দ্ধর শূর যক্ষদিগকে রাজসমীপে প্রেরণ করিল এবং বলিল,—হে আত্মীয়গণ! তোমরা মদোদ্ধত ইলরাজকে জয় করিয়া যাহাতে সে আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, এরূপ বিধান কর।১—১৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—যক্ষরাজের বাক্যানুসারে রণদুর্ম্মদ যক্ষগণ ইলরাজের নিকট গিয়া বলিল,—ওহে তুমি আমাদের গুহাগৃহ হইতে নির্গত হও। নতুবা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় পলায়ন করিবে? ইলরাজ যক্ষবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে যক্ষগণ পরাজিত হইল। তিনি দশরাত্রি তথায়

যক্ষেশ্বরো মৃগো ভূত্বা ভার্য্যয়াপি বনে বসন্॥
হৃতগেহো বনং প্রাপ্তো হৃতভৃত্যঃ স যক্ষিণীম্।
প্রাহ চিন্তাপরো ভূত্বা মৃগীরূপধরাং প্রিয়াম্॥ ২১
যক্ষ উবাচ।
রাজায়ং দুর্ম্মনাঃ কান্তে ব্যসনাসক্তমানসঃ।
কথমায়াত বিপদং তত্রোপায়ো বিচিন্ত্যতাম্॥
পাপর্দ্ধিব্যসনান্তানি রাজ্যান্যখিলভূভুজাম্।
প্রাপয়োমাবনং সুভ্রূর্মৃগী ভূত্বা মনোহরা॥ ২৩
প্রবিশেত্তত্র রাজায়ং স্ত্রী ভবিষ্যত্যসংশয়ম্।
করণীয়ং ত্বয়া ভদ্রে ন চৈতদ্যুজ্যতে মম।
অহং তু পুরুষো যেন ত্বং পুনঃ স্ত্রী চ যক্ষিণী॥
যক্ষিণ্যুবাচ।
কথং ত্বয়া ন গন্তব্যমুমাবনমনুত্তমম্।
গতেঽপি ত্বয়ি কো দোষস্তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ॥
যক্ষ উবাচ।
হিমবৎপর্ব্বতশ্রেষ্ঠে উময়া সহিতঃ শিবঃ।
দেবৈর্গণৈরনুবৃতো বিচচার যথাসুখম্।
পার্ব্বতী শঙ্করং প্রাহ কদাচিদ্রহসি স্থিতম্॥২৬
পার্ব্বত্যুবাচ।
স্ত্রীণামেষ স্বভাবোঽস্তি রতং গোপায়িতংভবেৎ
তস্মান্মে নিয়তং দেশমাজ্ঞয়া রক্ষিতং ভব॥ ২৭
দেহি মে ত্রিদশেশান উমাবনমিতি শ্রুতম্।
বিনা ত্বয়া গণেশেন কার্ত্তিকেয়েন নন্দিনা॥ ১৮
যস্তত্র প্রবিশেন্নাথ স্ত্রীত্বং তস্য ভবেদিতি॥ ২৯
যক্ষ উবাচ।
ইত্যাজ্ঞোমাবনে দত্তা প্রসন্নেনেন্দুমৌলিনা।
কিং করোমি পুমান কান্তে ত্বয়া প্রণয়নার্দ্দিতঃ॥
তস্মান্ময়া ন গন্তব্যমুমায়া বনমুত্তমম্॥ ৩০
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্ভর্ত্তৃবচনং শ্রুত্বা যক্ষিণী কামরূপিণী।
মৃগী ভূত্বা বিশালাক্ষী ইলস্য পুরতোঽভবৎ॥
যক্ষস্তু সংস্থিতস্তত্র দদর্শেলো মৃগীং তদা।
মৃগয়াসক্তচিত্তো বৈ মৃগীং দৃষ্ট্বা বিশেষতঃ॥৩২
এক এব হয়ারূঢ়ো নির্যযৌ তাং মৃগীমনু।

বাস করিলেন। এদিকে যক্ষেশ্বর মৃগ হইয়া মৃগীভার্য্যার সহিত বনে বনে বাস করিতে লাগিল। সে হৃতগৃহ, হৃতভৃত্য, ও বনগত হইয়া চিন্তাক্রান্ত মনে মৃগরূপিণী প্রণয়িনা যক্ষিণীকে বলিল,—প্রিয়ে! এই মৃগয়াসক্তচিত্ত দুষ্টমনা রাজা কিরূপে এখানে আসিল? কিরূপেই বা উহার বিপদ্ ঘটিতে পারে? সে বিষয়ে একটা উপায় স্থির কর। সকল ভূপালেরই রাজ্য, পাপ ও ব্যসনাধিক্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব তুমি মনোহারিণী মৃগী হইয়া এই রাজাকে উমাবনে উপনীত কর। রাজা সে বনে প্রবেশমাত্রই নিশ্চয় স্ত্রী হইবে। হে ভদ্রে! তোমারই ইহা কর্ত্তব্য। আমার দ্বারা ইহা হইবে না। তুমি এইরূপ করিবার পর পুনর্ব্বার যক্ষিণী হইবে এবং আমিও যেমন ছিলাম, তেমনি যক্ষপুরুষ হইব। যক্ষিণী বলিল,—তুমি কিজন্য উমাবনে যাইবে না? তোমার গমনে দোষ কি? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। যক্ষ কহিল,—একদা উমা সহ শিব দেবগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয়পৃষ্ঠে যথাসুখে বিচরণ করিতেছিলেন। তখন পার্ব্বতী শঙ্করকে নির্জ্জনে বলিলেন,—রতিব্যাপার গোপন করিতে হয়, ইহাই স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব হে ত্রিদশপতে! তোমার আজ্ঞায় সুরক্ষিত একটী প্রদেশ আমায় দান করুন। ঐ প্রদেশ উমাবন নামে বিখ্যাত হউক। তুমি, গণেশ, কার্ত্তিকেয় এবং নন্দী ব্যতীত সে বনে আর যে পুরুষ প্রবেশ করিবে, তাহার স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি হইবে। যক্ষ কহিল,—চন্দ্রমৌলি প্রসন্ন হইয়া উমাবন সম্বন্ধে এইরূপই আদেশ প্রদান করেন। সুতরাং হে কান্তে! আমি পুরুষ হইয়া সেখানে গিয়া কি করিব? আমার সে বনে গমন কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ১৮—৩০। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভর্ত্তার বাক্য শুনিয়া কামরূপিণী যক্ষিণী মৃগী হইয়া ইল-রাজের পুরোভাগে বিচরণ করিতে লাগিল। যক্ষ অদূরে অবস্থান করিল। রাজা সেই মৃগীকে দেখিলেন। তাঁহার চিত্ত মৃগয়া

সাকর্ষত শনৈস্তং তু রাজানং মৃগয়াকুলম্ ॥৩৩
শনৈর্জগাম সা তত্র যত্রুমাবনমুচ্যতে।
অদৃষ্টা তু মৃগী তস্মৈ দর্শয়ন্তী ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৩৪
তিষ্ঠন্তী চৈব গচ্ছন্তী ধাবন্তী চ বিভীতবৎ।
হরিণী চপলাক্ষী সা তমাকর্ষদুমাবনম্ ॥ ৩৫
অনুপ্রাপ্তো হয়ারূঢ়স্তৎপ্রাপ স উমাবনম্।
উমাবনং প্রবিষ্টং তং জ্ঞাত্বা সা যক্ষিণী তদা ॥
মৃগীরূপং পরিত্যজ্য যক্ষিণী কামরূপিণী।
দিব্যরূপং সমাস্থায় চাশোকতরুসন্নিধৌ। ৩৭
তচ্ছাখালম্বিতকরা দিব্যগন্ধানুলেপনা।
দিব্যরূপধরা তন্বী কৃতকার্য্যা সমা তদা ॥ ৩৮
হসন্তী নৃপতিং প্রেক্ষ্য শ্রান্তং হয়গতং তদা।
মৃগীমালোকয়ন্তং তং চপলাক্ষমিলং তদা ॥ ৩৯
ভর্ত্তৃবাক্যমশেষেণ স্মরন্তী প্রাহ ভূমিপম্ ॥৪০

সমোবাচ।

হয়ারূঢ়াবলা তন্বি ক্ব একৈব তু গচ্ছসি।
পুরুষস্য চ বেশেন ইলে কমনুযাস্যসি ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।

ইলেতি বচনং শ্রুত্বা রাজাসৌ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
যক্ষিণীং ভৎর্সয়িত্বাসৌ তামপৃচ্ছন্মৃগীং পুনঃ ॥
তথাপি যক্ষিণী প্রাহ ইলে কিমনুবীক্ষসে।
ইলেতি বচনং শ্রুত্বা ধৃতচাপো হয়স্থিতঃ ॥ ৪৩
কুপিতো দর্শয়ামাস ত্রৈলোক্যবিজয়ী ধনুঃ।
পুনঃ সা প্রাহ নৃপতিং মহাত্মানমিলে স্বয়ম্ ॥৪৪
প্রেক্ষস্ব পশ্চাদাত্মা ব্রূহি অসত্যাং সত্যবাদিনীম্
তদা চালোকয়দ্রাজা স্তনৌ তুঙ্গৌ ভুজান্তরে ॥
কিমিদং মম সঞ্জাতমিত্যেবং চকিতোঽভবৎ ॥

ইলোবাচ।

কিমিদং মম সঞ্জাতং জানীতে ভবতী স্ফুটম্।
বদ সর্ব্বং যথাতথ্যং ত্বং কা বা বদ সুব্রতে ॥

যক্ষিণ্যুবাচ।

হিমবৎকন্দরশ্রেষ্ঠে সমন্ন্যর্বসতে পতিঃ।

সক্ত; সুতরাং মৃগীকে দেখিবামাত্র একাকী অশ্বারোহণে মৃগীর পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। মৃগী মৃগয়াশীল রাজাকে ধীরে ধীরে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়া লইয়া চলিল। ক্রমে সেই মৃগী উমাবনে উপনীত হইল। সেখানে গিয়া সে কখন কখন দৃশ্য এবং কখন বা অদৃশ্য হইতে লাগিল। সেই চঞ্চলাক্ষী হরিণী কখন থাকে, কখন যায়, এবং কখন বা শঙ্কিতার ন্যায় ধাবিত হয়। যক্ষিণী যখন বুঝিল, রাজা উমাবনে প্রবেশ করিয়াছেন; তখন সে তাহার মৃগীরূপ পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় কামরূপিণী যক্ষিণী হইল। যক্ষিণী দিব্যরূপ ধারণ করিয়া একটী অশোকতরুর নিকটে থাকিয়া কর দ্বারা তদীয় শাখাবিশেষ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার গাত্র দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত এবং দেহ দিব্যরূপে উদ্ভাসিত। সেই তন্বী যক্ষিণী কৃতকার্য্য হইয়া অশ্বারূঢ়, শ্রান্ত, নরপতিকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল এবং সেই চপলাক্ষ ইল ভূপালকে লক্ষ্য করিয়া ভর্ত্তৃবাক্য স্মরণপূর্ব্বক বলিল,—হে তন্বি! তুমি অবলা হইয়া অশ্বারোহণে একাকিনী কোথায় যাইতেছ? হে ইলে! তুমি পুরুষের বেশে কাহার সন্ধানে চলিয়াছ? ৩১—৪১। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইল রাজা তৎকালে "ইলে"! এইরূপ সম্বোধন-বাক্যে ক্রোধাক্রান্ত হইলেন এবং যক্ষিণীকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহার কাছে পুনরায় মৃগীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেই যক্ষিণী তথাপি তাঁহাকে বলিল,—ইলে! তুমি কি দেখিতেছ? রাজা আবার 'ইলা'-সম্বোধন শুনিয়া কুপিত হইয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই যক্ষিণীকে লক্ষ্য করিয়া দেখাইলেন। তখন পুনরায় যক্ষিণী কহিল,—অয়ি ইলে! তুমি নিজে নিজেকে অগ্রে দেখ, পরে আমাকে অসত্য বা সত্যবাদিনী বলিও। যক্ষিণীর কথায় রাজা তখন যেমন আপন অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি দেখিলেন, ভুজান্তরে তাঁহার দুইটী তুঙ্গ স্তন উদ্ভিন্ন হইয়াছে। রাজা তখন 'একি হইল' বলিয়া চকিত হইলেন! ইলা বলিলেন,—আমার একি হইল, তুমি অবশ্যই ইহার বিশেষ বিবরণ বিদিত আছ,হে সুব্রতে! সত্য করিয়া সকল কথা বল। আর বল—তুমিই ক

যক্ষাণামধিপঃ শ্রীমাংস্তস্তভার্য্যাহং তু যক্ষিণী ॥৪৮
যৎকন্দরে ভবান্ রাজা তূপবিষ্টঃ সুশীতলে।
যত্র যক্ষা হতা মোহাত্ত্বয়া হি সঙ্গরং বিনা ॥ ৪৯
ততোহহং নির্গমার্থং তে মৃগী ভূত্বা উমাবনম্।
প্রবিষ্টা ত্বং প্রবিষ্টোহসি পুরা প্রাহ মহেশ্বরঃ"
যস্তত্র প্রবিশেন্মন্দঃ পুমান্ স্ত্রীত্বমবাপ্স্যতি।
তস্মাৎ স্ত্রীত্বমবাপ্তোহসি ন ত্বং দুঃখিতুমর্হসি ॥
প্রৌঢ়োঽপি কোঽত্র জানাতি বিচিত্র-
ভবিতব্যতাম্ ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ।

যক্ষিণীবচনং শ্রুত্বা হয়ারূঢ়স্তদাপতৎ।
তমাশ্বাস্য পুনঃ সৈব যক্ষিণী বাক্যমব্রবীৎ ॥৫২

যক্ষিণ্যুবাচ।

স্ত্রীত্বং জাতং জাতমেব ন পুংস্ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
গৃহাণ বিদ্যাং স্ত্রীযোগ্যাং নৃত্যং গীতমলঙ্কৃতিম্
স্ত্রীলালিত্যং স্ত্রীবিলাসং স্ত্রীকৃত্যং সর্ব্বমেব তৎ

ব্রহ্মোবাচ।

ইলা সর্ব্বমথাবাপ্য যক্ষিণীং বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৪

ইলোবাচ।

কো বা ভর্ত্তা কিং তু কৃত্যং পুনঃ পুংস্ত্বং
কথং ভবেৎ।
এতদ্বদস্ব কল্যাণী দুঃখার্ত্তায়া বিশেষতঃ ॥
আর্ত্তানামার্ত্তিশমনাচ্ছ্রেয়ো নাভ্যধিকং ক্বচিৎ ॥

যক্ষিণ্যুবাচ।

বুধঃ সোমসুতো নাম বনাদস্মাচ্চ পূর্ব্বতঃ।
আশ্রমস্তস্য সুভগে পিতরং নিত্যমেষ্যতি ॥ ৫৬
অনেনৈব পথা সোমং পিতরং স বুধো গ্রহঃ।
দ্রষ্টুং যাতি ততো নিত্যং নমস্কর্ত্তুং তথৈব চ ॥
যদা যাতি বুধঃ শান্তস্তদাত্মানং চ দর্শয়।
তং দৃষ্ট্বা ত্বং তু সুভগে সর্ব্বকামানবাপ্স্যসি ॥৫৮

ব্রহ্মোবাচ।

তামাশ্বাস্য ততঃ সুভ্রূর্যক্ষিণ্যন্তরধীয়ত।

কে? যক্ষিণী কহিল,—হিমালয়ের সুন্দর কন্দরে মদীয় পতি যক্ষরাজ সুমন্যু বাস করেন। আমি তাঁহার পত্নী যক্ষিণী। রাজন্! যে সুশীতল কন্দরে আপনি উপবিষ্ট ছিলেন এবং যথায় আপনি বিনা যুদ্ধে মোহক্রমে বহু যক্ষ বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই কন্দর আমাদেরই ছিল। আপনার আচরণে তখন আমি মৃগী হইয়া উমাবনে প্রবেশ করি। আপনিও আবার অনুধাবন করিয়া এখানে প্রবেশ করেন। পুরাকালে মহেশ্বর এই বন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—যে কোন মন্দ পুরুষ এখানে প্রবেশ করিবে, তাহারই স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে। আপনি এই জন্যই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরন্তু এজন্য দুঃখ করিবেন না। কেন না, বিচিত্র ভবিতব্যতার গতি কেহই জানিতে পারে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—অশ্বারূঢ় রাজা যক্ষীর বাক্য শুনিয়া অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। তখন যক্ষিণী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—রাজন্! স্ত্রীত্ব জন্মিয়াছে, ইহার অন্যথা হইবে না এবং কেহই আপনাকে পুরুষ করিয়া দিতেও পারিবে না। অতএব স্ত্রীজনোচিত বিদ্যা—নৃত্য, গীত, ও অলঙ্কার গ্রহণ করুন এবং স্ত্রী-লালিত্য, স্ত্রীবিলাস ও স্ত্রী-কর্ত্তব্য সকলই আপনার অবলম্বিত হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইলা সেই সকল প্রাপ্ত হইয়া যক্ষিণীকে কহিলেন,—কে আমার ভর্ত্তা? কি আমার কর্ত্তব্য? এবং কিরূপেই বা আবার আমার পুংস্ত্ব হইবে? অয়ি কল্যাণি! আমি দুঃখার্ত্তা, আমার নিকট এ সকল ব্যক্ত কর। বিশেষতঃ আর্ত্তজনের আর্ত্তি শমন করা অপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ কিছুই নাই। যক্ষিণী কহিল,—অয়ি সুভগে! এই স্থানের পূর্ব্বদিকে সোমসুত বুধের আশ্রম বিদ্যমান। বুধ প্রত্যহই তাঁহার পিতা সোমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই পথেই গমন করেন। পিতাকে দর্শন এবং নমস্কার করাই তাঁহার এইরূপ গমনের উদ্দেশ্য। তিনি যখন শান্তভাবে এই পথে গমন করিবেন, তখন তুমি আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহাকে দেখাইও। হে সুভগে! সেই বুধের সাক্ষাৎ পাইলে তোমার সর্ব্বকামনা পূর্ণ হইবে। ৪২—৫৮। ব্রহ্মা

যক্ষিণী সা তমাচষ্ট যক্ষোঽপি সুখমাপ্তবান্ ॥৫৯
ইলসৈন্যং চ তত্রাসীত্তদ্গতং চ যথাসুখম্।
উমাবনস্থিতা চেলা গায়ন্তী নৃত্যতী পুনঃ ॥৬০
স্ত্রীভাবমনুচেষ্টন্তী স্মরন্তী কর্ম্মণো গতিম্।
কদাচিৎ ক্রিয়মাণে তু ইলয়া নৃত্যকর্ম্মণি ॥ ৬১
তামপশ্যদ্‌বুধো ধীমান্ পিতুরং গন্তুমুদ্যতঃ।
ইলাং দৃষ্ট্বা গতিং ত্যক্ত্বা তামাগত্যাব্রবীদ্‌বুধঃ

বুধ উবাচ।

ভার্য্যা ভব মম স্বস্থা সর্ব্বাভ্যস্থং প্রিয়া ভব ॥ ৬৩

ব্রহ্মোবাচ।

বুধবাক্যমিলা ভক্ত্যা ত্বভিনন্দ্য তথাকরোৎ ॥
স্মৃত্বা চ যক্ষিণীবাক্যং ততস্তুষ্টাভবন্মুনে ॥ ৬৪
বুধো রেমে তয়া প্রীত্যা নীত্বা স্বস্থানমুত্তমম্।
সা চাপি সর্ব্বভাবেন তোষয়ামাস তং পতিম্ ॥
ততো বহুতিথে কালে বুধস্তুষ্টোঽবদৎ প্রিয়াম্

বুধ উবাচ।

কিং তে দেয়ং ময়া ভদ্রে প্রিয়ং যন্মনসি স্থিতম্

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্বাক্যসমকালং তু পুত্রং দেহীত্যভাষত।
ইলা বুধং সোমসুতং প্রীতিমন্তং প্রিয়ং তথা ॥

বুধ উবাচ।

অমোঘমেতন্মদ্বীর্য্যং তথা প্রীতিসমুদ্ভবম্।
পুত্রস্তে ভবিতা তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ো লোকবিশ্রুতঃ
সোমবংশকরঃ শ্রীমানাদিত্য ইব তেজসা।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতিসমঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ৬৯
বীর্য্যেণাজৌ হরিরিব কোপেন হুতভুগ্‌যথা ॥৭০

ব্রহ্মোবাচ।

তস্মিন্ উৎপদ্যমানে তু বুধপুত্রে মহাত্মনি।
জয়শব্দশ্চ সর্ব্বত্র হ্যাসীচ্চ সুরবেশ্মনি ॥ ৭১
বুধপুত্রে সমুৎপন্নে তত্রাজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ।
অহমপ্যাগমং তত্র মুদা যুক্তো মহামতে ॥ ৭২
জাতমাত্রঃ সুতো রাবমকরোৎ স পৃথুস্বরম্।
তেন সর্ব্বেঽপ্যবোচন্ বৈ সঙ্গতা ঋষয়ঃ সুরাঃ

বলিলেন,—সুন্দরী যক্ষিণী ইলাকে আশ্বাস দিয়া অন্তর্দ্ধান করিল এবং নিজালয়ে উপনীত হইয়া যক্ষের নিকট সকল ঘটনা ব্যক্ত করিল। যক্ষ ইহাতে সুখানুভব করিল। ইল ভূপালের যে সকল বলবাহন ছিল, সে সকল যথেচ্ছ প্রস্থান করিল। এদিকে ইলা উমাবনে বস করিয়া যথাসুখে নৃত্যগীত করত ধর্ম্মের গতি স্মরণপূর্ব্বক স্ত্রীভাবের অনুরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা ইলা নৃত্যকর্ম্মে নিরতা হইলে পিতার প্রান্তে গমনোদ্যত বুধগ্রহ তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ইলাকে দেখিয়া আপনার গতিরোধ করত তাহার নিকট গিয়া বলিলেন,—তুমি সুস্থ চিত্তে আমার ভার্য্যা হও। তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন, ইলা বুধের বাক্যে ভক্তির সহিত অভিনন্দন করিয়া তাহাই করিল এবং যক্ষিণীর বাক্য স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে তুষ্ট হইল। পরে বুধ তাহাকে স্বস্থানে লইয়া গিয়া পরম প্রীতিভরে তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। সেই ইলাও সর্ব্ব-প্রকারে পতি বুধকে পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে একদা বুধ তুষ্ট হইয়া প্রিয়তমাকে বলিলেন, অয়ি ভদ্রে! তোমার মনের বাসনা কি আছে; আমি তোমায় কি দান করিব? ব্রহ্মা বলিলেন, বুধ ঐ কথা বলিবা মাত্র ইলা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমার একটী প্রীতিমান্ প্রিয় পুত্র দান করুন। বুধ বলিলেন, আমার বীর্য্য অমোঘ, তদুপরি আবার অতি প্রীতির সহিত উদ্ভাবিত; সুতরাং ইহাতে তোমার এক লোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই শ্রীমান্ পুত্র সোমবংশধর হইবে এবং তেজে আদিত্য, বুদ্ধিবলে বৃহস্পতি, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, বীর্য্যে বিষ্ণু এবং ক্রোধে হুতবহ তুল্য হইবে। ৫৯—৭০। ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাত্মা বুধপুত্র জন্মিবামাত্র সর্ব্বত্র সুরসদনে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সুরেশ্বরগণ সমাগত হইলেন। হে মহামতে! প্রীতিভরে আমিও তথায় আসিলাম। বুধপুত্র জন্মিবামাত্র উচ্চ স্বর করিতে লাগিল। তাহাতে তথায় যে সকল দেব

যস্মাৎপুরু রবোহস্তেতি তস্মাদেষ পুরূরবাঃ।
স্মাদিত্যেবং নাম চক্রুঃ সর্ব্বে সন্তুষ্টমানসাঃ॥৭৪
বুধোহপ্যধ্যাপয়ামাস ক্ষাত্রবিদ্যাং সুতং শুভাম্।
ধনুর্ব্বেদং সপ্রয়োগং বুধঃ প্রাদাত্তদাত্মজে॥৭৫
স শীঘ্রং বৃদ্ধিমগমচ্ছুক্লপক্ষে যথা শশী।
স মাতরং দুঃখযুতাং সমীক্ষ্যেলাং মহামতিঃ॥
নমস্কৃত্যাথ বিনীতাত্মা ইলামৈলোঽব্রবীদিদম্॥৭৬

ঐল উবাচ।

বুধো মাতর্ম্মম পিতা তব ভর্ত্তা প্রিয়স্তথা।
অহং চ পুত্রঃ কর্ম্মণ্যঃ কস্মাত্তে মানসো জ্বরঃ॥

ইলোবাচ।

সত্যং পুত্র বুধো ভর্ত্তা ত্বং চ পুত্রো গুণাকরঃ।
ভর্ত্তৃপুত্রকৃতা চিন্তা ন মমাস্তি কদাচন॥৭৮
তথাপি পূর্ব্বজং কিঞ্চিদ্দুঃখং স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ।
চিন্তয়েয়ং মহাবুদ্ধে ততো মাতরমব্রবীৎ॥৭৯

ঐল উবাচ।

নিবেদয়স্ব মে মাতস্তদেব প্রথমং মম॥৮০

ব্রহ্মোবাচ।

ইলা চৈনমুবাচেদং রহোবাচং কথং বদে।
তথাপি পুত্র তে বচ্মি পিত্রোঃপুত্রো যতো গতিঃ
মগ্নানাং দুঃখপাথোধৌ পুত্রঃ প্রবহণং পরম্॥৮১

ব্রহ্মোবাচ।

তন্মাতৃবচনং শ্রুত্বা বিনীতঃ প্রাহ মাতরম্।
পাদয়োঃ পতিতশ্চাপি বদ মাতর্যথা তথা॥৮২
সা পুরূরবসং প্রাহ ইক্ষ্বাকূণাং তথা কুলম্।
তত্রোৎপত্তিং স্বস্য নাম রাজ্যপ্রাপ্তিং প্রিয়ান্ সুতান্॥৮৩
পুরোধসং বসিষ্ঠং চ প্রিয়াং ভার্য্যাং স্বকং পদম্
বননির্যাণমেবাথ অমাত্যানাং পুরোধসঃ॥৮৪
প্রেষণং চ নগর্য্যাং তাং মৃগয়াসক্তিমেব চ।
হিমবৎকন্দরগতিং যক্ষেশ্বরগৃহে গতিম্॥৮৫
উমাবনপ্রবেশং চ স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিমশেষতঃ।
মহেশ্বরাজ্ঞয়া তত্র চাপ্রবেশং নরস্য তু॥৮৬

ও ঋষি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন,—যেহেতু এই পুত্র পুরু অর্থাৎ বিপুল রব করিতেছে, এইজন্য ইহার নাম পুরূরবা হইবে। দেব-ঋষিরা সকলেই সন্তুষ্টমনে ঐ নামকরণ করিলেন। স্বয়ং বুধ তাঁহাকে ক্ষত্রিয়-বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন এবং সরহস্য ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। পুরূরবা শুক্লপক্ষীয় শশীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। একদা মহামতি পুরূরবা মাতা ইলাকে দুঃখিতা দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন,—মাতঃ! মদীয় পিতা বুধ আপনার প্রিয়তম ভর্ত্তা। আমি আপনার কর্ম্মক্ষম পুত্র, অতএব আপনার আবার মনস্তাপ কি? ইলা বলিলেন,—পুত্র! সত্য বটে,—বুধ আমার ভর্ত্তা, এবং তোমা হেন গুণাকর ব্যক্তি আমার পুত্র। সুতরাং আমার ভর্ত্তা ও পুত্রজনিত কদাচ কোনই চিন্তা নাই। তথাপি আমি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদুঃখ বারম্বার স্মরণ করিয়া এইরূপ চিন্তাযুক্ত আছি। তখন পুরূরবা মাতাকে বলিলেন;—মাতঃ! আপনার দুঃখ কি, বলুন সেই দুঃখাপনোদনই আমার প্রধান কার্য্য। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইলা পুত্রকে বলিলেন,—বৎস! সে অতি গুপ্ত কথা, তোমার নিকট আমি কেমন করিয়া তাহা বলিব? যাহা হউক, পুত্রই যখন পিতা-মাতার গতি, তখন তোমার নিকট তাহা আমার বলাই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ দুঃখার্ণবে মগ্ন জনকজননীদিগের পুত্রই একমাত্র পারকর্ত্তা। ৭১—৮১। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরূরবা মাতার সেই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে তদীয় পাদ-প্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—হে মাতঃ! যথাযথ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করুন। তখন ইলা পুরূরবাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশের বিবরণ, তথায় নিজের উৎপত্তি, রাজ্যপ্রাপ্তি, প্রিয়তম পুত্র-লাভ, বসিষ্ঠের পৌরোহিত্য, আপনার প্রিয়-ভার্য্যা ও পদমর্য্যাদা, মৃগয়ার্থ বননির্বাণ-অমাত্য ও পুরোহিতকে বন হইতে স্বীয় রাজধানীতে প্রেরণ, নিজের মৃগয়াসক্তি, হিমালয়কন্দরস্থ যক্ষগৃহে গমন, উমাবনে

যক্ষিণীবাক্যমপ্যস্য বরদানং তথৈব চ।
বুধপ্রাপ্তিং তথা প্রীতিংপুত্রোৎপত্ত্যাদ্য শেষতঃ
কথয়ামাস তৎসর্ব্বং শ্রুত্বা মাতরমব্রবীৎ।
পুরূরবাঃ কিং করোমি কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ
এতাবতা তে তৃপ্তিশ্চেদলমেতেন চাপিকে।
যদপ্যন্তন্মনোবর্ত্তি তদপ্যাজ্ঞাপয়স্ব মে॥ ৮৯
ইলোবাচ।
ইচ্ছেয়ং পুংস্ত্বমুৎকৃষ্টমিচ্ছেয়ং রাজ্যমুত্তমম্।
অভিষেকং চ পুত্রাণাং তব চাপি বিশেষতঃ॥
দানং দাতুং চ যষ্টুং চ মুক্তিমার্গস্য বীক্ষণম্।
সর্ব্বঞ্চ কর্ত্তুমিচ্ছামি তব পুত্র প্রসাদতঃ॥ ৯১
পুত্র উবাচ।
উপায়ং ত্বা তু পৃচ্ছামি যেন পুংস্ত্বমবাপ্স্যসি।
তপসো বান্যতো বাপি বদস্ব মম তত্ত্বতঃ॥৯২
ইলোবাচ।
বুধং ত্বং পিতরং পৃচ্ছ গত্বা পুত্র যথার্থবৎ।
স তু সর্ব্বং তু জানাতি উপদেক্ষ্যতি তে হিতম্
ব্রহ্মোবাচ।
তন্মাতৃবচনাদৈলো গত্বা পিতরমঞ্জসা।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা মাতুঃ কৃত্যং তথাত্মনঃ॥
বুধ উবাচ।
ইলং জানে মহাপ্রাজ্ঞ ইলাং জাতাং পুনস্তথা।
উমাবনপ্রবেশং চ শম্ভোরাজ্ঞাং তথৈব চ॥ ৯৫
তস্মাচ্ছম্ভুপ্রসাদেন উমায়াশ্চ প্রসাদতঃ।
বিশাপো ভবিতা পুত্র তাবারাধ্য ন চান্যথা॥
পুরূরবা উবাচ।
পশ্যেয়ং তং কথং দেবং কথং বা মাতরং শিবাম্
তীর্থাদ্বা তপসো বাপি তৎ পিতঃ প্রথমং বদ॥
বুধ উবাচ।
গৌতমীং গচ্ছ পুত্র ত্বং তত্রাস্তে সর্ব্বদা শিবঃ

প্রবেশ, নিজের সর্ব্বথা স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি, উমাবন-প্রবেশে নরগণসম্বন্ধে মহেশ্বরের নিষেধাজ্ঞা, যক্ষিণীর বাক্য, বুধ সহ সম্মিলন এবং তৎপরে পুত্রোৎপত্তি, ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই পুত্রের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে পুত্র পুরূরবা জননীকে বলিলেন,—আমি কি করিব? কি করিলে মঙ্গল হইবে? হে অম্ব! আপনার যদি এই অবস্থাতেই তৃপ্তি হইয়া থাকে, তবে আর ইহার পরিবর্ত্তন চেষ্টার-প্রয়োজন নাই। আপনার অন্য আর যে কিছু মনোভীষ্ট আছে, তাহাই সম্পাদন করিতে আমায় আদেশ করুন। ইলা বলিলেন,—পুত্র! আমি আবার আমার পূর্ব্ব পুংস্ত্ব, বিপুল রাজ্য এবং পূর্ব্ব-পুত্রগণের ও বিশেষতঃ তোমার রাজ্যা-ভিষেক কামনা করি। বৎস! তোমার আনুকূল্যে দান ও যজ্ঞ-সম্পাদন এমন কি মুক্তিমার্গ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। পুত্র বলিলেন,—যেরূপে আপনি আবার পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, সে উপায় আপনারই নিকট জিজ্ঞাসা করি। তপস্যা বা অন্য কোন উপায় দ্বারা যদি উহা ঘটে, তবে তাহা আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন। ইলা বলিলেন,—পুত্র! তুমি গিয়া তোমার পিতার নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তিনি সকলই জানেন; অবশ্যই তোমায় হিতো-পদেশ দিবেন। ৮২—৯৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—মাতার কথানুসারে ইলা-নন্দন পিতার পার্শ্বে গিয়া প্রণতভাবে মাতার এবং নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। বুধ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি ইল ভূপালকে জানি এবং ইল যেরূপে ইলা হইলেন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। উমাবনে প্রবেশ এবং শম্ভুর আজ্ঞা এ সমস্ত আমার বিদিত। অতএব হে পুত্র! শম্ভু ও উমার আরাধনায় তাঁহাদের প্রসাদে শাপমুক্তি হইতে পারে; নতুবা আর কোনই উপায় নাই। পুরূরবা কহিলেন,—আমি সেই চরাচরপিতা শিব ও শিবাকে তথায় গমন করিয়া দেখিব। কোন তীর্থ কিম্বা তপস্যা হইতে যদি তাঁহাদের দর্শন লাভ ঘটে, তবে হে পিতঃ! তাহা আমায় বলিয়া দিউন। বুধ বলিলেন,—বৎস! গৌতমীতে যাও; সেখানে শিব

উময়া সহিতঃ শ্রীমান্ শাপহন্তা বরপ্রদঃ ॥৯৭
ব্রহ্মোবাচ।
পুরূরবাঃ পিতুর্বাক্যং শ্রুত্বা তু মুদিতোঽভবৎ।
গৌতমীংতপসেধীমান্গঙ্গাংত্রৈলোক্যপাবনীম্
পুংস্ত্বমিচ্ছংস্তথা মাতুর্জগাম তপসে ত্বরন্।
হিমবন্তং গিরিং নত্বা মাতরং পিতরং গুরুম্॥
গচ্ছন্তমন্বগাৎ পুত্রমিলা সোমসুতস্তথা।
তে সর্ব্বে গৌতমীং প্রাপ্তা হিমবৎপর্ব্বতোত্তমাৎ
তত্র স্নাত্বা তপঃকিঞ্চিৎকৃত্বা চক্রুঃ স্তুতিং পরাম্
ভবস্য দেবদেবস্য স্তুতিক্রমমিমং শৃণু॥ ১০২
বুধস্তুষ্টাব প্রথমমিলা চ তদনন্তরম্।
ততঃ পুরূরবাঃ পুত্রো গৌরীং দেবীং চ শঙ্করম্
বুধ উবাচ।
যৌ কুঙ্কুমেন স্বশরীরজেন
স্বভাবহেমপ্রতিমৌ সরূপৌ।
যাবর্চ্চিতৌ স্কন্দগণেশ্বরাভ্যাং
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্॥১০৪

ইলোবাচ।
সংসারতাপত্রয়দাবদগ্ধাঃ।
শরীরিণো যৌ পরিচিন্তয়ন্তঃ।
সদ্যঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবন্তি
তৌ শঙ্করৌ মে শরণং ভবেতাম্॥ ১০৫
আর্ত্তা হ্যহং পীড়িতমানসা তে
ক্লেশাদিগোপ্তা ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দেব ত্বদীয়ৌ চরণৌ সুপুণ্যৌ
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্॥ ১০৬
পুরূরবা উবাচ।
যয়োঃ সকাশাদিদমভ্যুদেতি
প্রয়াতি চান্তে লয়মেব সর্ব্বম্।
জগচ্ছরণ্যৌ জগদাত্মকৌ তু
গৌরীহরৌ মে শরণং ভবেতাম্॥ ১০৭
যৌ দেববৃন্দেষু মহোৎসবে তু
পাদৌ গৃহাণেশ গিরীশপুত্র্যাঃ।
প্রোক্তং ধৃতৌ প্রীতিবশাচ্ছিবেন
তৌ মে শরণ্যৌ শরণং ভবেতাম্॥১০৮

সততই শিবা সহ বিরাজমান। তিনি শ্রীমান্, শাপহন্তা, ও বরপ্রদাতা। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতৃবাক্য শ্রবণে পুরূরবা মুদিত হইলেন এবং মাতার পুংস্ত্বকামনায় তপস্যার্থ ত্বরান্বিত হইয়া ত্রিলোকপাবনী গৌতমী-গঙ্গায় গমন করিলেন। ধীমান পুরূরবা গিরিবর হিমবান্‌কে এবং গুরুবর মাতা-পিতাকে নমস্কার করিয়া গৌতমী-গঙ্গায় গমন করিলেন। ইলা এবং বুধ পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক গৌতমীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তথায় স্নানান্তে কিঞ্চিৎ তপস্যা করিয়া দেবদেব ভবের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নারদ! সেই স্তুতিক্রম শ্রবণ কর। প্রথমে বুধ পরে ইল এবং তৎপশ্চাৎ পুত্র পুরূরবা গৌরী ও শঙ্করকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুধ বলিলেন,—যাঁহারা স্বীয় শরীরজাত কুঙ্কুমের তুল্যরূপে প্রতিভাত এবং স্কন্দ ও গণেশ্বর নিয়ত যাঁহাদের অর্চ্চনা করেন, সেই জগৎশরণ্য শিব-শিবা আমার শরণ হউন। ইলা বলিলেন,—দেহিগণ সংসারের তাপত্রয়রূপ দাবদহনে দগ্ধ হইয়া যাঁহাদিগকে চিন্তা করিলে সদ্যই পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই শঙ্কর-শঙ্করী আমার শরণ্য হউন। আমি আর্ত্ত, আমার মন একান্তই পীড়িত। হে দেব! সংসারের ক্লেশাদি হইতে রক্ষাকর্ত্তা তোমা ভিন্ন আর কেহই নাই। তোমার সুপুণ্য শরণ্য পাদদ্বয় আমার শরণ হউক। ৯৪—১০৬। পুরূরবা বলিলেন,—যাঁহাদের প্রভাবে এই বিশ্ব-সংসার আবির্ভূত ও অন্তে সকলেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই বিশ্ব-শরণ্য-বিশ্বাত্মক হর-গৌরী আমার শরণ হউন। পূর্ব্বে বিবাহমহোৎসবে দেবসমাজে গিরি-নন্দিনীর যে পাদদ্বয় গ্রহণ করিবার জন্য সকলে অনুরোধ করিলে, শিব প্রীতিবশতঃ যাহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পাদ-

শ্রীদেব্যুবাচ।

কিমভীষ্টং প্রদাস্যামি যুষ্মভ্যং তদ্বদন্তু মে।
কৃতকৃত্যাঃ স্থ ভদ্রং বো দেবানামপি দুষ্করম্॥

পুরূরবা উবাচ।

ইলো রাজা তবাজ্ঞাত্বা বনং প্রাবিশদম্বিকে।
তৎক্ষমস্ব সুরেশানি পুংস্ত্বং দাতুং ত্বমর্হসি॥১১০

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুবাচ তান্ সর্ব্বান্ ভবস্য তু মতে স্থিতা
ততঃ স ভগবানাহ দেবীবাক্যরতঃ সদা॥১১১

শিব উবাচ।

অত্রাভিষেকমাত্রেণ পুংস্ত্বং প্রাপ্স্যত্যয়ং নৃপঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্নাতায়া বুধভার্য্যায়াঃ শরীরাদ্বারি সুভ্রুবে।
নৃত্যং গীতঞ্চ লাবণ্যং যক্ষিণ্যা যদুপার্জ্জিতম্।
তৎসর্ব্বং বারিধারাভির্গঙ্গাম্ভসি সমাবিশৎ।
নৃত্যা গীতা চ সৌভাগ্যা ইমা নদ্যো বভূবিরে

তাশ্চাপি সঙ্গতা গঙ্গাং তে পুণ্যাঃ সঙ্গমাস্ত্রয়ঃ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সুররাজ্যফলপ্রদম্॥ ১১৫
ইলা পুংস্ত্বমবাপ্যাথ গৌরীশম্ভোঃ প্রসাদতঃ।
মহাভ্যুদয়সিদ্ধ্যর্থং বাজিমেধমথাকরোৎ॥ ১১৬
পুরোধসং বসিষ্ঠং চ ভার্য্যাং পুত্রাংস্তথৈব চ।
আমাত্যাংশ্চ বলং কোশমানীয় স নৃপোত্তমঃ॥
চতুরঙ্গং বলং রাজ্যং দণ্ডকেঽস্থাপয়ত্তদা।
ইলস্য নাম্না বিখ্যাতং তত্র তৎপুরমুচ্যতে॥১ ৮
পূর্ব্বজাতানথো পুত্রান্ সূর্য্যবংশক্রমাগতে।
রাজ্যেঽভিষিচ্য পশ্চাত্তমৈলং স্নেহাদসিঞ্চয়ৎ॥
সোমবংশকরঃ শ্রীমানয়ং রাজা ভবেদিতি।
সর্ব্বেভ্যো মতিমানেভ্যো জ্যেষ্ঠঃ
শ্রেষ্ঠোঽভবন্মুনে॥ ১২০
যত্র চ ক্রতবো বৃত্তা ইলস্য নৃপতেঃ শুভাঃ।
যত্র পুংস্ত্বমবাপ্যাথ যত্র পুত্রাঃ সমাগতাঃ॥১২১

দ্বয় আমার শরণ, হউক। তখন দেবী বলিলেন,—তোমরা কৃতকৃত্য হইয়াছ। তোমাদের মঙ্গল হউক। যাহা দেবগণেরও দুষ্কর, এমন কোন্ অভীষ্ট বর তোমাদিগকে দান করিব, তাহা তোমরা বল? পুরূরবা বলিলেন,—হে অম্বিকে! ইল ভূপাল না জানিয়া আপনার বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আপনি ক্ষমা করুন। হে সুরেশানি! তাঁহাকে পুনরায় পুংস্ত্ব দান করুন। তখন ভবের মতানুসারে ভবানী বলিলেন,—'তথাস্তু'। অনন্তর দেবীর বাক্যানুবর্ত্তী ভগবান্ শিব বলিলেন,—এই রাজা এই গৌতমীতে স্নান করিবামাত্রই পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বুধবনিতা ইলা তৎক্ষণাৎ গৌতমীজলে স্নান করিবামাত্র তদীয় অঙ্গ হইতে বারি-প্রবাহ বিনির্গত হইল। তিনি যক্ষিণীর নিকট হইতে যে নৃত্য, গীত ও লাবণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই সেই বারিপ্রবাহ সহ গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল। তখন সেই জল হইতে নৃত্যা, গীতা ও সৌভাগ্যা নামে তিনটি নদী প্রাদুর্ভূত হইল। সেই পুণ্য নদীত্রয় গৌতমীগঙ্গায় মিশিল। তাহাতে তিনটী পুণ্যসঙ্গম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ সঙ্গমত্রয়ে স্নান-দান করিলে, সুররাজ্য-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইলা হর-গৌরীর প্রসাদে পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মহাভ্যুদয় সিদ্ধির নিমিত্ত এক বাজিমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞোপলক্ষে পুরোহিত বশিষ্ঠ, ভার্য্যা, পুত্র, অমাত্য, সেনাবল ও কোষাগার সমস্তই নৃপবর কর্ত্তৃক সেই স্থানে আনীত হইল। তিনি দণ্ডকারণ্যে চতুরঙ্গবলযুত এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী ইল নামে বিখ্যাত হয়। তাঁহার পূর্ব্বজাত পুত্রগণকে সূর্য্যবংশের নিয়মানুসারে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ স্নেহভরে বুধকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। হে মুনে! 'এই বুধই ভবিষ্যতে সোমবংশের আদি শ্রীমান্ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ইলের সমস্ত পুত্রাপেক্ষা বুদ্ধিমান, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইল নরপতি যথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যথায় তাঁহার পুংস্ত্বপ্রাপ্তি হয়, যথায় তদীয় পুত্রগণ

যক্ষিণীদত্তনৃত্যাদিগীতসৌভাগ্যমঙ্গলাঃ।
নদ্যো ভূত্বা যত্র গঙ্গাং সঙ্গতাস্তানি নারদ॥
তীর্থানি শুভদান্তাসন্ সহস্রাণ্যথ ষোড়শ।
উভয়োস্তীরয়োস্তাত তত্র শম্ভুরিলেশ্বরঃ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্॥ ১২৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মহাপুরাণে পুরুরবঃ-সংবাদে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৮

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং ব্রহ্মহত্যাদিনাশনম্।
যত্র চক্রেশ্বরো দেবশ্চক্রমাপ যতো হরিঃ॥ ১
যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিত্বা চক্রার্থং শঙ্করং প্রভুং।
পূজয়ামাস তত্তীর্থং চক্রতীর্থমুদাহৃতম্॥ ২
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
দক্ষক্রতৌ প্রবৃত্তে তু দেবানাঞ্চ সমাগমে॥ ৩
দক্ষেণ দূষিতে দেবে শিবে শর্ব্বে মহেশ্বরে।
অনাহ্বানে সুরেশস্য দক্ষচিত্তে মলীমসে॥ ৪
দাক্ষায়ণ্যা শ্রুতে বাক্যে অনাহ্বানস্য কারণে।
অহল্যায়াং চোক্তবত্যাং কুপিতাভূৎসুরেশ্বরী॥
পিতরং নাশয়ে পাপং ক্ষমেয়ং ন কথঞ্চন।
শৃণ্বতো দোষবাক্যানি পিত্রা চোক্তানি ভর্ত্তরি॥
পত্যুঃ শৃণ্বন্তি যা নিন্দাং তাসাং পাপাবধিঃ কুতঃ
যাদৃশস্তাদৃশো বাপি পতিঃ স্ত্রীণাং পরা গতিঃ
কিং পুনঃ সকলাধীশো মহাদেবো জগদ্গুরুঃ।
শ্রুতং তন্নিন্দনং তর্হি ধারয়ামি ন দেহকম্॥ ৮
তস্মাত্ত্যক্ষ্য ইমং দেহমিত্যুক্তা সা মহাসতী।
কোপেন মহতাবিষ্টা প্রজজ্বাল সুরেশ্বরী॥ ৯
শিবৈকচেতনা দেহং বলাদ্‌যোগাচ্চ তত্যজে।
মহেশ্বরোঽপি সকলং বৃত্তমাকর্ণ্য নারদাৎ॥১০
দৃষ্ট্বা চুকোপ পপ্রচ্ছ জয়াঞ্চ বিজয়াং তথা।

সম্মিলিত হয় এবং যক্ষিণীদত্ত নৃত্য, গীত ও সৌভাগ্য যথায় নদী হইয়া গঙ্গা সহ সম্মিলিত হয়, হে নারদ। তথায় গৌতমী নদীর উভয়তীরে মঙ্গলপ্রদ ষোড়শ সহস্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ স্থানে ইলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ সদা বিরাজমান। ঐ সকল তীর্থে স্নান-দানাদি করিলে, সর্ব্ব-যজ্ঞ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১০৭—১২৩।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৮।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত চক্রতীর্থ ব্রহ্মহত্যাদি-পাপপ্রণাশন। এই তীর্থে চক্রেশ্বর হরি তাঁহার প্রসিদ্ধ চক্রলাভ করেন স্বয়ং বিষ্ণু এখানে থাকিয়া চক্রলাভার্থ শঙ্করের আরাধনা করেন, এইজন্য ইহা চক্রতীর্থ নামে অভিহিত। এই তীর্থের নাম শ্রবণে পাপমুক্তি ঘটিয়া থাকে। পুরা-কালে দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, দেবগণ সেই যজ্ঞে সমাগত হয়েন। দক্ষ মহেশ্বর শিবকে দোষী স্থির করিয়া যজ্ঞে আহ্বান করেন নাই। তাঁহার চিত্ত কলুষিত হইয়াছিল। দাক্ষায়ণী, অহল্যার মুখে তাঁহাদের আহ্বান না হইবার কারণ শ্রবণে কুপিতা হইলেন। তিনি ভর্ত্তার প্রতি পিতার প্রযুক্ত কটুবাক্য শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া বলিলেন,—পিতাকে আমি নাশ করিব। পাপীকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করিব না। যাহারা পতিনিন্দা শ্রবণ করে, তাহাদের পাপের অবধি আছে কি? পতি যেকোনরূপই হউন, তিনিই স্ত্রীলোকের পরম গতি। তাহাতে চরাচর-গুরু, সকল-লোকপতি, মহাদেবের কথা আর কি বলিব? তাঁহার যখন নিন্দা শুনিলাম, তখন আমার এই দেহ ধারণ না করাই উচিত। অতএব আমি আমার এই দেহ ত্যাগ করিব। এই বলিয়া সেই মহামতী সুরেশ্বরী মহাকোপে আবিষ্ট হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন। তখন শিবৈকপ্রাণা সতী যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন। মহেশ্বরও নারদমুখে সকল

তে উচতুস্তু দেবং দক্ষক্রতুবিনাশনম্‌ ॥ ১১
দাক্ষায়ণ্যা ইতি শ্রুত্বা মখং প্রায়ান্মহেশ্বরঃ।
ভীমৈর্গণৈঃ পরিবৃতো ভূতনাথৈঃ সমং যযৌ ॥
মখস্তৈর্বেষ্টিতঃ সর্ব্বো দেবব্রহ্মপুরস্কৃতঃ।
দক্ষেণ যজমানেন শুদ্ধভাবেন রক্ষিতঃ ॥ ১৩
বসিষ্ঠাদিভিরত্যুগ্রৈর্ম্মুনিভিঃ পরিবারিতঃ।
ইন্দ্রাদিত্যাদ্যৈর্বসুভিঃ সর্ব্বতঃপরিপালিতঃ ॥১৪
ঋগ্‌ যজুঃসামবেদৈশ্চ স্বাহাশব্দৈরলঙ্কৃতঃ।
শ্রদ্ধা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিঃ শান্তির্লজ্জা স্বরস্বতী ॥১৫
ভূমির্দ্যৌঃ শর্ব্বরী কান্তিরুষা আশা জয়া মতিঃ
এতাভিশ্চ তথান্যাভিঃ সর্ব্বতঃসমলঙ্কৃতঃ ॥ ১৬
ত্বষ্ট্রা মহাত্মনা চাপি কারিতো বিশ্বকর্ম্মণা।
সুরভির্নন্দিনী ধেনুঃ কামধুক্‌কামদোহিনী ॥ ১৭
এতাভিঃ কামবর্ষাভিঃ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্‌।
কল্পবৃক্ষঃ পারিজাতো লতাঃ কল্পলতাদিকাঃ ॥১৮
যদ্‌যদিষ্টতমং কিঞ্চিত্তত্র তস্মিন্মখে স্থিতম্‌।
স্বয়ং মঘবতা পূষ্ণা হরিণা পরিরক্ষিতঃ ॥ ১৯
দীয়তাং ভুজ্যতাং বাপি ক্রিয়তাং স্থীয়তাং শুভম্‌
এতৈশ্চ সর্ব্বতো বাক্যৈর্দক্ষস্য পূজিতঃ মখম্‌ ॥
আদৌ তু বীরভদ্রোঽসৌ ভদ্রকাল্যা যুতো যযৌ।
শোককোপপরীতাত্মা পশ্চাচ্ছূলপিনাকধৃক্‌ ॥
অভ্যাযযৌ মহাদেবো মহাভূতৈরলঙ্কৃতঃ।
তানি ভূতানি পরিতো মখে বেষ্ট্য মহেশ্বরম্‌ ॥
ক্রতুং বিধ্বংসয়ামাসুস্তত্র ক্ষোভো মহানভূৎ।
পলায়ন্ত ততঃ কেচিৎ কেচিদ্গত্বা ততঃ শিবম্‌ ॥
কেচিৎস্তুবন্তি দেবেশংকেচিৎকুপ্যন্তি শঙ্করম্‌।
এবং বিধ্বংসিতং যজ্ঞং দৃষ্ট্বা পূষা সমভ্যগাৎ ॥
পুষ্ণো দন্তানথোৎপাট্য ইন্দ্রং ব্যদ্রাবয়ৎক্ষণাৎ
ভগস্য চক্ষুষী বিপ্র বীরভদ্রো ব্যপাটয়ৎ ॥ ২৫

ঘটনা শ্রবণ করিয়া এবং দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে জয়া ও বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উভয়ে দাক্ষায়ণীর দক্ষযজ্ঞে প্রাণ-ত্যাগের কথা নিবেদন করিল। তখন মহেশ্বর ভয়ঙ্কর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া দক্ষযজ্ঞে গমন করিলেন। তিনি তথায় অনুচরগণ সহ উপস্থিত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ-স্থান ঘিরিয়া ফেলিলেন। দক্ষের যজ্ঞস্থলে বিস্তর দেব ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। যজমান দক্ষ শুদ্ধভাবে ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিতেছিলেন। বসিষ্ঠাদি বহু উগ্রস্বভাব মুনি সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বসুগণ উহার চতুর্দ্দিক্‌ রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ঋক্‌, যজুঃ সাম, ও স্বাহা শব্দে ঐ যজ্ঞভূমি মুখরিত হইতেছিল। শ্রদ্ধা, তুষ্টি, শান্তি, লজ্জা, ভূমি, অন্তরিক্ষ, শর্ব্বরী, কান্তি, উষা, আশা, জয়া ও মতি এই সকল দেবী এবং অন্যান্য আরও বহু দেবীর সমাগমে যজ্ঞভূমি অলঙ্কৃত হইয়াছিল। মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা ঐ যজ্ঞমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুরভিনন্দিনী, কামদোহিনী ও কামবর্ষিণী প্রভৃতি ধেনুগণ দ্বারা ঐ যজ্ঞক্ষেত্র সর্ব্বাধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। কল্প-বৃক্ষ, পারিজাত ও কল্পলতাদি লতা এবং তদ্ভিন্ন অন্য যে কিছু ইষ্টতম বস্তু সে সকলই যজ্ঞে উপস্থিত ছিল। স্বয়ং মঘবা, পূষা, ও হরি উহা রক্ষা করিতেছিলেন। ঐ যজ্ঞে কেবল 'দীয়তাম্‌, ভুজ্যতাম্‌, প্রভৃতি রব উত্থিত হইতেছিল। যজ্ঞের প্রারম্ভেই ভদ্রকালীর সহিত বীরভদ্র গমন করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ শোক ও কোপা-ক্রান্তচিত্তে স্বয়ং পিনাকপাণি গমন করেন। মহাদেব মহাভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দক্ষযজ্ঞে উপনীত হইলেন। তাঁহার সমভি-ব্যাহারী ভূতবৃন্দ দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিল। তখন একটা মহাক্ষোভ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ পলায়ন করিল। কেহ কেহ শিব-সমীপে গিয়া স্তব করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা শঙ্করের প্রতি কোপ প্রকাশ করিল। এইরূপে যজ্ঞ বিধ্বংসিত হইল দেখিয়া পূষা কোপভরে শিবাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ১—২৪। তাঁহার দন্ত উৎপাটিত হইল, ইন্দ্র

দিবাকরং পুনর্দোর্ভ্যাং পরিভ্রাম্য সমাক্ষিপৎ।
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুং তে শরণং যযুঃ॥
দেবা ঊচুঃ।
ত্রাহি ত্রাহি গদাপাণে ভূতনাথকৃতাদ্ভয়াৎ।
মহেশ্বরগণঃ কশ্চিৎ প্রমথানাং তু নায়কঃ॥
তেন দগ্ধো মখঃ সর্ব্বো বৈষ্ণবঃ পশ্যতো হরেঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
হরিণা চক্রমুৎসৃষ্টং ভূতনাথবধং প্রতি।
ভূতনাথোঽপি তচ্চক্রমাপতচ্চ তদাগ্রসৎ॥২৮
গ্রস্তে চক্রে ততো বিষ্ণোর্লোকপালা ভয়াদ্‌যযুঃ
তথা স্থিতানবেক্ষ্যাথ দক্ষো যজ্ঞঃ সুরানপি।
তুষ্টাব শঙ্করং দেবং দক্ষো ভক্ত্যা প্রজাপতিঃ॥
দক্ষ উবাচ।
জয় শঙ্কর সোমেশ জয় সর্ব্বজ্ঞ শম্ভবে।
জয় কল্যাণভৃচ্ছম্ভো জয় কালাত্মনে নমঃ॥ ৩০
আদিকর্ত্তর্নমস্তেঽস্তু নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে।

বিতাড়িত হইলেন। বীরভদ্র ভগদেবের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিল এবং দিবাকরকে হস্তদ্বয় দ্বারা ধরিয়া ভ্রামিত করত দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন সুরগণ সকলেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে গদাপাণে! আপনি ভূতনাথকৃত ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। মহেশ্বরের জনৈক অনুচর প্রমথগণের অধিনায়ক হইয়া ইন্দ্রের সমক্ষেই সমুদয় বৈষ্ণব যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হরি তৎশ্রবণে ভূতনাথের বধের জন্য স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ভূতনাথ সেই চক্র আসিবামাত্র গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। বিষ্ণুচক্র পরাস্ত হইলে, লোকপালেরা ভয়ে পলায়ন করিলেন। দক্ষ সুরগণকে তদবস্থ দেখিয়া ভক্তিভরে শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ বলিলেন,—হে শঙ্কর! সোমেশ! সর্ব্বজ্ঞ! তোমার জয় হউক। তুমি কল্যাণধারী, কালাত্মা, তোমায় আমার নমস্কার। হে নীলকণ্ঠ! তুমি আদিকর্ত্তা, তোমায় আমার নম-

ব্রহ্মপ্রিয় নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তু তে॥ ৩১
ত্রিমূর্ত্তয়ে নমো দেব ত্রিধাম পরমেশ্বর।
সর্ব্বমূর্ত্তে নমস্তেঽস্তু ত্রৈলোক্যাধার কামদ॥৩২
নমো বেদান্তবেদ্যায় নমস্তে পরমাত্মনে।
যজ্ঞরূপ নমস্তেঽস্তু যজ্ঞধাম নমোঽস্তু তে॥৩৩
যজ্ঞদান নমস্তেঽস্তু হব্যবাহ নমোঽস্তু তে।
যজ্ঞহর্ত্রে নমস্তেঽস্তু ফলদায় নমোঽস্তু তে॥
ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ শরণাগতবৎসল।
ভক্তানামপ্যভক্তানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥৩৫
ব্রহ্মোবাচ।
এবং তু স্তবতস্তস্য প্রসন্নোঽভূন্মহেশ্বরঃ।
কিং দদামীতি তং প্রাহ ক্রতুঃ পূর্ণোঽস্তু মে প্রভো॥
তথেত্যুবাচ ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
শঙ্করঃ সর্ব্বভূতাত্মা করুণাবরুণালয়ঃ॥ ৩৬
ক্রতুং কৃত্বা ততঃ পূর্ণং তস্য দক্ষস্য বৈ মুনে।
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ ভূতৈরন্তরধীয়ত॥ ৩৮
যথাগতং সুরা জগ্মুঃ স্বমেব সদনং প্রতি।

স্কার। হে ব্রহ্মপ্রিয়! তুমি ব্রহ্মরূপ, তোমায় আমার নমস্কার। হে ত্রিধাম! পরমেশ্বর! ত্রিমূর্ত্তে! তোমায় আমার নমস্কার। তুমি সর্ব্ব-ত্রৈলোক্যাধার, ও কামদ, তোমায় আমার নমস্কার। হে বেদান্তবেদ্য! তুমি পরমাত্মা, যজ্ঞরূপ, যজ্ঞধাম, যজ্ঞদান, হব্যবাহ, যজ্ঞহর্ত্তা, এবং ফলদ, তোমায় আমার নমস্কার। হে শরণাগতবৎসল! জগন্নাথ পরিত্রাণ কর। হে প্রভো! তুমি ভক্ত এবং অভক্ত জনের শরণ। ২৫—৩৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—তিনি এইরূপ স্তব করিলে মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—তোমায় কি বর দিব? তিনি বলিলেন,—হে প্রভো! আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হউক। পরমকারুণিক সর্ব্বভূতাত্মা মঙ্গলনিদান ভগবান্ দেবদেব শঙ্কর সে প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিলেন। হে মুনে! অনন্তর দেবদেব বর-প্রদানে সেই দক্ষের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া ভূতগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। সুরগণও

ততঃ কদাচিদ্দেবানাং দৈত্যানাং বিগ্রহো মহান্
বভূব তত্র দৈত্যেভ্যো ভীতা দেবাঃ শ্রিয়ঃপতিম্
তুষ্টুবুঃ সর্ব্বভাবেন বচোভিস্তং জনার্দ্দনম্ ॥ ৪০

দেবা ঊচুঃ।

শক্রাদয়োঽপি ত্রিদশাঃ কটাক্ষ-
মবেক্ষ্য যস্যাস্তপ আচরন্তি।
সা চাপি যৎপাদরতা চ লক্ষ্মী-
স্তং ব্রহ্মভূতং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪১
যস্মাৎ ত্রিলোক্যাং ন পরঃ সমানো
ন চাধিকস্তার্ক্ষ্যরথান্নৃসিংহাৎ।
স দেবদেবোঽবতু নঃ সমস্তান্
মহাভয়েভ্যঃ কৃপয়া প্রপন্নান্ ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
কিমর্থমাগতাঃ সর্ব্বে তৎকর্ত্তাস্মীত্যুবাচ তান্ ॥

দেবা ঊচুঃ।

ভয়ঞ্চ তীব্রং দৈত্যেভ্যো দেবানাং মধুসূদন।
তত্ত্রাণায় দেবানাং মতিং কুরু জনার্দ্দন ॥ ৪৪

ব্রহ্মোবাচ।

তানাগতান্ হরিঃ প্রাহ গ্রস্তং চক্রং হরেণ মে।
কিং করোমি গতং চক্রং ভবন্তশ্চার্ত্তিমাগতাঃ।
যান্তু সর্ব্বে দেবগণা রক্ষা বঃ ক্রিয়তে ময়া।
ততো গতেষু দেবেষু বিষ্ণুশ্চক্রার্থমুদ্যতঃ।
গোদাবরীং ততো গত্বা শম্ভোঃ পূজাং
প্রচক্রমে ॥ ৪৭
সুবর্ণকমলৈর্দিব্যৈঃ সুগন্ধৈর্দশভিঃ শতৈঃ।
ভক্তিতো নিত্যবৎপূজাং চক্রে বিষ্ণুরুমাপতেঃ
এবং সম্পূজ্যমানে তু তয়োস্তত্ত্বমিদং শৃণু।
কমলানাং সহস্রে তু যদৈকং নৈব পূর্য্যতে ॥ ৪৯
তদাসুরারিঃ স্বং নেত্রমুৎপাট্যার্ঘ্যমকল্পয়ৎ।
অর্ঘ্যপাত্রং করে গৃহ্য সহস্রকমলান্বিতম্।
ধ্যাত্বা শম্ভুং দদাবর্ঘ্যমানন্তশরণো হরিঃ ॥ ৫০

স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর একদা দেব ও দৈত্যের মহান্ বিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায় দেবগণ ভীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীপতি জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার কটাক্ষ লক্ষ্য করিয়া তপস্যা আচরণ করেন, সেই লক্ষ্মী দেবী যাঁহার পাদপদ্মে নিরতা, সেই ব্রহ্মভূত জনার্দ্দনকে আমরা শরণ্যরূপে প্রার্থনা করি। এই ত্রৈলোক্যে যে গরুড়বাহন নৃসিংহদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, যাঁহার সমান বা যাঁহার পরও কেহই নাই, সেই দেবদেব কৃপাপূর্ব্বক শরণাগত আমাদিগকে সমুদয় মহাভয় হইতে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদাধর প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ? বল; আমি তোমাদের তৎসমস্ত সম্পাদন করিব। দেবগণ বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! হে মধুসূদন! আপনি আমাদিগকে উপস্থিত তীব্র দৈত্যভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য মনোযোগ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর হরি সমাগত দেবগণকে বলিলেন,—আমি কি করিব, আমার আর চক্র নাই, মহাদেব তাহা গ্রাস করিয়াছেন। তোমরা এমন সময়ে দৈত্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইবে! আচ্ছা, এখন তোমরা সকলে যাও, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। পরে দেবগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু গোদাবরীতে গমন করিয়া চক্রের নিমিত্ত শম্ভুকে পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তিভরে দশশত দিব্য সুগন্ধ সুবর্ণ কমল দ্বারা নিত্য-পূজার ন্যায় উমাপতির পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটী রহস্য সংঘটিত হইল। তাহা শ্রবণ কর। সহস্রটী কমল ছিল, কিন্তু সে সময় একটী কমল আর পাওয়া গেল না। তখন কমলাক্ষ হরি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় নেত্র উৎপাটনপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া সহস্র কমলান্বিত সেই অর্ঘ্য করে গ্রহণ করত ধ্যানান্তে শম্ভুকে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—

বিষ্ণুরুবাচ।
ত্বমেব দেব জানীষে ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্।
ত্বমেব শরণোঽধীশোঽত্র কা ভবেদ্বিচারণা॥
ব্রহ্মোবাচ।
বদন্নশ্রুনয়নো নিলিল্যেঽসাবিতীশ্বরে।
ভবানীসহিতঃ শম্ভুঃ পুরস্তাদভবত্তদা॥ ৫২
গাঢ়মালিঙ্গ্য বিবিধৈর্বরৈরাপূরয়দ্ধরিম্।
তদেব চক্রমভবন্নেত্রং চাপি যথা পুরা॥ ৫৩
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুর্হরিশঙ্করৌ।
গঙ্গাং চাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং দেবং চ বৃষভধ্বজম্॥
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং চক্রতীর্থমিতি স্মৃতম্।
যস্যানুশ্রবণেনৈব মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ৫৫
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃতর্পণম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পিতৃভিঃ স্বর্গভাগ্ভবেৎ॥
তত্তু চক্রাঙ্কিতং তীর্থমদ্যাপি পরিদৃশ্যতে॥ ৫৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে চক্রতীর্থবর্ণনং নাম নবাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৯॥

হে দেব! তুমি মানবদিগের অন্তর্গত ভাব বিদিত আছ এবং তুমিই তাহাদিগের শরণ ও কর্ত্তা; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—হরি অশ্রুপ্লুতনয়নে ঈশ্বরে বিলীন হইলেন। তখন শম্ভু ভবানীর সহিত তাঁহার অগ্রে আবির্ভূত হইলেন, এবং গাঢ়ালিঙ্গনপুরঃসর বিবিধ বরে হরিকে তুষ্ট করিলেন; বলিলেন,—পূর্ব্বের ন্যায় চক্র ও চক্ষু তোমার হউক। অনন্তর দেবগণ, হরি-হর, সরিদ্বরা গঙ্গা ও বৃষভধ্বজের স্তব করিলেন। অতঃপর ঐ স্থান চক্রতীর্থ নামে কীর্ত্তিত হইল; যাহার মাহাত্ম্য শ্রবণে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে স্নান, দান, ও পিতৃ-তর্পণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পিতৃগণের সহিত স্বর্গভাগী হয়। ঐ চক্রাঙ্কিত তীর্থ অদ্যাপি দেখা যায়। ৩৬—৫৭।

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৯॥

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
পিপ্পলং তীর্থমাখ্যাতং চক্রতীর্থাদনন্তরম্।
যত্র চক্রেশ্বরো দেবশ্চক্রমাপ যতো হরিঃ॥ ১
যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিত্বা চক্রার্থং শঙ্করং বিভুম্।
পূজয়ামাস তত্তীর্থং চক্রতীর্থমুদাহৃতম্॥ ২
যত্র প্রীতোঽভবদ্বিষ্ণোঃ শম্ভুস্তৎ পিপ্পলং বিদুঃ
মহিমানং যস্য বক্তুং ন ক্ষমোঽপ্যহিনায়কঃ॥ ৩
চক্রেশ্বরো পিপ্পলেশো নামধেয়স্য কারণম্।
শৃণু নারদ তত্তক্ত্যা সাক্ষাদ্বেদোদিতং ময়া॥৪
দধীচিরিতি বিখ্যাতো মুনিরাসীদ্গুণান্বিতঃ।
তস্য ভার্য্যা মহাপ্রাজ্ঞা কুলীনা চ পতিব্রতা॥৫
লোপামুদ্রেতি যা খ্যাতা স্বসা তস্যা গভস্তিনী।
ইতি নাম্না চ বিখ্যাতা বড়বেতি প্রকীর্ত্তিতা॥৬
দধীচেঃ সা প্রিয়া নিত্যং তপস্তেপে তয়া মহৎ
দধীচিরগ্নিমান্নিত্যং গৃহধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ৭

দশাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, চক্রতীর্থের পর বিখ্যাত পিপ্পল তীর্থ। চক্রেশ্বর হরি এই তীর্থে চক্র পাইয়াছিলেন। বিষ্ণু স্বয়ং এখানে অবস্থান করিয়া চক্রের নিমিত্ত বিভু শঙ্করকে আরাধনা করেন। সেইজন্য ইহা চক্রতীর্থ নামেও অভিহিত। শম্ভু যথায় বিষ্ণুর প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন, সে স্থান পিপ্পলতীর্থ নামে অভিহিত। স্বয়ং অনন্ত দেবও এই তীর্থের মহিমা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। হে নারদ! চক্রেশ্বর ও পিপ্পলেশ্বর এই দুই নামের কারণ শ্রবণ কর। পুরাকালে দধীচি নামে এক গুণাঢ্য মুনি ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম ছিল—লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা মহাপ্রাজ্ঞা, কুলীনা ও পতিব্রতা ছিলেন। লোপামুদ্রার ভগিনীর নাম গভস্তিনী। ইহার অপর নাম বড়বা। দধীচি গৃহধর্ম্মে নিরত থাকিয়া প্রত্যহ অগ্নি-পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি তদীয় প্রিয়া ভার্য্যার সহিত এইরূপে নিত্য নিত্য কঠোর তপস্যা করিতে

ভাগীরথীং সমাশ্রিত্য দেবাতিথিপরায়ণঃ।
সকলত্রব্রতঃ শান্তঃ কুম্ভযোনিরিবাপরঃ॥ ৮
তস্য প্রভাবাত্তং দেশং নায়য়ো দৈত্যদানবাঃ।
আজগ্মুর্মুনিশার্দ্দূল যত্রাগস্ত্যস্য চাশ্রমঃ॥ ৯
তত্র দেবাঃ সমাজগ্মু রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ।
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্যমোঽগ্নিশ্চ জিত্বা দৈত্যানুপাগতান্
জয়েন জাতসংহর্ষাঃ স্তুতাশ্চৈব মরুদ্গণৈঃ।
দধীচিং মুনিশার্দ্দূলং দৃষ্ট্বা নেমুঃ সুরেশ্বরাঃ॥ ১১
দধীচির্জাতসংহর্ষঃ সুরান পূজ্য পৃথক্পৃথক্।
গৃহকৃত্যং ততশ্চক্রে সুরেভ্যো ভার্য্যয়া সহ॥
পৃষ্টাশ্চ কুশলং তেন কথাশ্চক্রুঃ সুরা অপি।
দধীচিমব্রুবন্ দেবা ভার্য্যয়া সুখিতং পুনঃ॥ ১৩
আসীনং হৃষ্টমনস ঋষিং নত্বা পুনঃপুনঃ॥ ১৪

দেবা উচুঃ।

কিমদ্য দুর্লভং লোকে ঋষেঽস্মাকং ভবিষ্যতি
ত্বাদৃশঃ সরূপো যেষু মুনির্ভূকল্পপাদপঃ॥ ১৫
এতদেব ফলং পুংসাং জীবতাং মুনিসত্তম।
তীর্থাপ্লুতির্ভূতদয়া দর্শনঞ্চ ভবাদৃশাম্॥ ১৬
যৎ স্নেহাদুচ্যতেঽস্মাভিরবধারয় তন্মুনে।
জিত্বা দৈত্যানিহ প্রাপ্তা হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্॥
বয়ঞ্চ সুখিনো ব্রহ্মংস্ত্বয়ি দৃষ্টে বিশেষতঃ।
নায়ুধৈঃ ফলমস্মাকং বোঢ়ুং নৈব ক্ষমা বয়ম্॥
স্থাপ্যদেশং ন পশ্যাম আয়ুধানাং মুনীশ্বর।
স্বর্গে সুরদ্বিষো জ্ঞাত্বা স্থাপিতানি হরন্তি চ॥ ১৯
নয়েয়ুরায়ুধানীতি তথৈব চ রসাতলে।
তস্মাত্তবাশ্রমে পুণ্যে স্থাপ্যন্তেঽস্ত্রাণি মানদ॥

নৈবাত্র কিঞ্চিদ্ভয়মস্তি বিপ্র
ন দানবেভ্যো রাক্ষসেভ্যশ্চ ঘোরম্।
ত্বদাজ্ঞয়া রক্ষিতপুণ্যদেশো
ন বিদ্যতে তপসা তে সমানঃ॥ ২১

ছিলেন। পবিত্র ভাগীরথীতীরে তাঁহার আশ্রম ছিল। তিনি দেব ও অতিথিসেবায় নিরত ছিলেন এবং কলত্রবান্ ও সমগুণ-শালী হইয়া দ্বিতীয় কুম্ভযোনির ন্যায় বিরাজ করিতেন। তাঁহার প্রভাবে বিপক্ষ দৈত্য-দানবেরা সেই দেশে আসিতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম যথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানেও তাহাদের আসিবার অধিকার ছিল না। একদা রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম, ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ উপস্থিত সংগ্রামে দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়া প্রহর্ষভরে পুলকিত ও মরুদ্গণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচির সমীপে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দধীচি হৃষ্ট হইয়া ভার্য্যা সহ সুরগণকে পৃথক্ পৃথক্ সৎকৃত করিলেন। পরে তিনি সুরগণকে কুশল প্রশ্ন করিলে, দেবগণ হৃষ্ট সমাসীন ঋষিকে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত-পুরঃসর হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—হে ঋষে! আপনার ন্যায় সর্ব্বকল্পদ্রুম মুনি আমাদের উপর সদয় থাকিতে এ জগতে কোন্ বস্তু আমাদের দুর্লভ? হে মুনিবর! এ জগতে তীর্থস্নান, ভূতগণের প্রতি দয়া, ও ভবাদৃশ মহাপুরুষগণের দর্শনলাভই দেহধারীদিগের পরম ফল। হে মুনে! আপনি স্নেহপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, তাই বলিতেছি,—শ্রবণ করুন। আমরা দৈত্যদিগকে জয় এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ-দিগকে বধ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি। ১—১৭। হে ব্রহ্মন্! আপনার সাক্ষাৎলাভে আমরা যথেষ্ট তুষ্টি লাভ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ আমাদের আয়ুধে প্রয়োজন নাই; কেন না, আমরা তাহা বহন করিতে অক্ষম। অপিচ আয়ুধসমূহ কোথায় যে আমরা স্থাপন করি, এমন প্রদেশও দেখি না। কেন না, স্বর্গে রাখিলে, সুরশত্রুগণ তাহা জানিতে পারিয়া হরণ করিবে। রসাতলে রাখিলেও তাহারা তাহা লইয়া যাইবে। অতএব হে মানদ! আপনার এই পুণ্যা-শ্রমে আমরা আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া যাইতেছি। হে বিপ্র! ইহাতে দানব বা রাক্ষস হইতে আমাদের কোন একটা বিষম ভয়ের আশঙ্কা নাই। কেন-না, আপনার প্রভাবে এই পুণ্য দেশ সকলই সুরক্ষিত।

জিতারয়ো ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ
বয়ঞ্চ পূর্ব্বং নিহতা দৈত্যসঙ্ঘাঃ।
অস্ত্রৈরলং ভারভূতৈঃ কৃতার্থৈঃ
স্থাপ্যং স্থানং তে সমীপে মুনীশ ॥ ২২
দিব্যান্ ভোগান্ কামিনীভিঃ সমেতান্
দেবোদ্যানে নন্দনে সম্ভজামঃ।
ততো যামঃ কৃতকার্য্যাঃ সহেন্দ্রাঃ
স্বং স্বং স্থানং চায়ুধানাঞ্চ রক্ষা ॥ ২৩
ত্বয়া কৃতা জায়তাং তৎ প্রশাধি
সমর্থস্ত্বং রক্ষণে ধারণে চ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্বাক্যমাকর্ণ্য দধীচিরেবং
বাক্যং জগৌ বিবুধানেবমস্ত।
নিবার্য্যমাণঃ প্রিয়শীলয়া স্ত্রিয়া
কিং দেবকার্য্যেণ বিরুদ্ধকারিণা ॥ ২৫
যে জ্ঞাতশাস্ত্রাঃ পরমার্থনিষ্ঠাঃ
সংসারচেষ্টাসু গতানুরাগাঃ।
তেষাং পরার্থব্যসনেন কিং মুনে
যেনাত্র বামুত্র সুখং ন কিঞ্চিৎ ॥ ২৬
দেবদ্বিষো দ্বেষমনুপ্রয়ান্তি
দত্তে স্থানে বিপ্রবর্য্য শৃণুষ্ব।
নষ্টে হৃতে চায়ুধানাং মুনীশ
কুপ্যন্তি দেবা রিপবস্তে ভবন্তি ॥ ২৭
তস্মান্নেদং বেদবিদাং বরিষ্ঠ
যুক্তং দ্রব্যে পরকীয়ে মমত্বম্।
তাবচ্চ মৈত্রী দ্রব্যভাবশ্চ তাব-
ন্নষ্টে হৃতে রিপবস্তে ভবন্তি ॥ ২৮
চেদস্তি শক্তির্দ্রব্যদানে ততস্তে
দাতব্যমেবার্থিনে কিং বিচার্য্যম্।
নো চেৎ সন্তঃ পরকার্য্যাণি কুর্য্যু-
র্ব্বাগ্ভির্মনোভিঃ কৃতিভিস্তথৈব ॥ ২৯

প্রকৃতই আপনার তুল্য তপস্বী কেহই নাই। হে ব্রহ্মজ্ঞগণের বরেণ্য! আমরা শত্রু-জয়ী হইয়াছি, দৈত্যদিগকে বহুপূর্ব্বেই নিহত করিয়াছি; সুতরাং এই সকল ভারভূত কৃতকৃত্য অস্ত্র-সমূহ দ্বারা এখন আমাদের প্রয়োজন নাই। হে মুনীশ! আপনার সন্নিহিত স্থানই ইহাদের উত্তম বাসস্থান। আমরা মনে করিয়াছি,—এক্ষণে দেবোদ্যান নন্দনে গিয়া কামিনীগণ সহ দিব্য ভোগ-সকল উপভোগ করিব। পশ্চাৎ কৃতকার্য্য হইয়া ইন্দ্রের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইব। আমাদের আয়ুধগণের রক্ষার ভার আপনার উপর রহিল। ইহাদের রক্ষণা-বেক্ষণে আপনিই একমাত্র সমর্থ। অতএব এক্ষণে আমাদিগকে গমনে অনুমতি করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি দেবগণের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—'এবমস্তু'। কিন্তু তাঁহার প্রিয়শীলা ভার্য্যা এবিষয়ে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—এই ধর্ম্ম-বিরোধী দেবকার্য্য করিয়া আমাদের কি হইবে? হে মুনে! যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পরমার্থনিষ্ঠ, ও সংসার-চেষ্টায় বীতস্পৃহ, তাঁহাদের পক্ষে যাহাতে ইহপরকালে কোনই সুখ নাই, ঈদৃশ পরকীয় ব্যসন দ্বারা কোন্ ফল সাধিত হইবে? হে বিপ্রবর! শ্রবণ করুন, আপনার এই কার্য্যে কি কি দোষ ঘটিবে? প্রথমতঃ, আপনি যদি দেবগণের আয়ুধরক্ষার্থ স্থান দান করেন, তাহা হইলে দেবদ্বেষীরা আপনার শত্রু হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ—দেবগণের এই অস্ত্রগুলির মধ্যে কোনটী যদি হৃত বা নষ্ট হয়, তাহা হইলে দেবগণ কুপিত হইবেন। অধিকন্তু তাঁহারা বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন। ১৮—২৭। অতএব হে বেদবিদ্গণের বরেণ্য! এই পরকীয় দ্রব্যে মমতা করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। এই দেব-রক্ষিত দ্রব্য যতদিন থাকিবে, তাঁহাদের সহিত ততকালই মৈত্রীবন্ধন। কিন্তু যেই উহা হৃত বা নষ্ট হইবে, অমনি উঁহারা শত্রু হইয়া উঠিবেন। আপনার যদি দ্রব্য দানে শক্তি থাকে, তাহা হইলে অর্থীদিগকে আপনি দান করিবেন। তাহাতে বিচার্য্য কি? কিন্তু সে শক্তি যদি না থাকে, তাহা হইলে সাধুগণ বাক্য,

পরস্বসন্ধারণমেতদেব
সন্তির্নিরস্তং ত্যজ কান্ত সদ্যঃ ॥ ৩০
ব্রহ্মোবাচ।
এবং প্রিয়ায়া বচনং স বিপ্রো
নিশম্য ভার্য্যামিদমাহ সুভ্রুম্ ॥ ৩১
দধীচিরুবাচ।
পুরা সুরানামনুমান্য ভদ্রে
নেতীতি বাণী ন মুখং মমৈতি ॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ।
শ্রুত্বেরিতং পত্যুরিতি প্রিয়ায়াং
দৈবং বিনান্যন্ন নৃণাং সমর্থম্।
তূষ্ণীং স্থিতায়াং সুরসত্তমাস্তে
সংস্থাপ্য চাস্ত্রাণ্যতিদীপ্তিমন্তি ॥ ৩৩
নত্বা মুনীন্দ্রং যযুরেব লোকান্
দৈত্যদ্বিষো ন্যস্তশস্ত্রাঃ কৃতার্থাঃ।
গতেষু দেবেষু মুনিপ্রবর্য্যো
হৃষ্টোঽবসদ্ভার্য্যয়া ধর্ম্মযুক্তঃ ॥ ৩৪
গতে চ কালে হর্তিবিপ্রযুক্তে
দৈবে বর্ষে সংখ্যয়া বৈ সহস্রে।
ন তে সুরা আয়ুধানাং মুনীশ
বাচং মনশ্চাপি তথৈব চক্রুঃ ॥ ৩৫
দধীচিরপ্যাহ গভস্তিমোজসা
দেবারয়ো মাং দ্বিষতীহ ভদ্রে।
ন তে সুরা নেতুকামা ভবন্তি
সংস্থাপিতান্যত্র বদস্ব যুক্তম্ ॥ ৩৬
সা চাহ কান্তং বিনয়াদ্যুক্তমেব
ত্বং জানীষে নাথ যদত্র যুক্তম্।
দৈত্যা হরিষ্যন্তি মহাপ্রবৃদ্ধা-
স্তপোযুক্তা বলিনঃ স্বায়ুধানি ॥ ৩৭
তদস্ত্ররক্ষার্থমিদং স চক্রে
মন্ত্রৈশ্চ সঙ্ক্ষাল্য জলৈশ্চ পুণ্যৈঃ।
তদ্বারি সর্ব্বাস্ত্রময়ং সুপুণ্যং
তেজোযুক্তং তচ্চ পপৌ দধীচিঃ ॥ ৩৮
নির্বীর্য্যরূপাণি তদায়ুধানি
ক্ষয়ং জগ্মুঃ ক্রমশঃ কালযোগাৎ।

মন এবং ক্রিয়া দ্বারাই পরোপকার করিয়া থাকেন। হে কান্ত! সাধুগণ কখনই এরূপ পরধনরক্ষার ভার গ্রহণ করেন না! অতএব আপনিও এই চেষ্টা পরিত্যাগ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি মুনি প্রেয়সীর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! পূর্ব্বে সুরগণের কথায় সম্মত হইয়া এক্ষণে আর 'না' কথা মুখে আসে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিপত্নী পতির এই কথা শুনিয়া দৈব বিনা আর উপায় নাই, এই ভাবিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। এ দিকে সুরশ্রেষ্ঠগণ আপনাদের অত্যুজ্জ্বল অস্ত্র-শস্ত্র স্থাপন করিয়া মুনীন্দ্রকে নমস্কারপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে মুনিবর হৃষ্ট হইয়া ভার্য্যা সহ ধর্ম্মাচরণে নিরত হইলেন। অনন্তর দেবমানের সহস্র বর্ষ কাল অতীত হইল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও তাঁহাদের সেই অস্ত্র-শস্ত্র তাঁহারা লইতে আসিলেন না। হে মুনীশ! তখন দধীচি গভস্তিনীকে বলিলেন,—ভদ্রে! দেখিতেছি, দেবারিগণ আমার প্রতিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছে, সুরগণ এখন তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র লইতে আসিলেন না। অতএব এখন কর্ত্তব্য কি বল? সে বিনীতভাবে উত্তর করিল, —প্রভো! এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য—তাহা আপনিই জানেন। দৈত্যগণ তপস্বী এবং বলশালী; তাহারা মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া শীঘ্রই এই অস্ত্র-শস্ত্র হরণ করিয়া লইবে। তখন দধীচি সেই সকল অস্ত্র-রক্ষার জন্য এক প্রক্রিয়া করিলেন। তিনি মন্ত্রপূত পবিত্র জল দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্র ক্ষালিত করায়, তৎসমস্ত হইতে যে সর্ব্বাস্ত্র-ময় পবিত্র তেজোযুক্ত জল নির্গত হইল, তাহা তিনি পান করিলেন। ২৮—৩৮। তখন আয়ুধ সকল নির্ব্বীর্য্য হইয়া কালবশে ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। এই সময় সুরগণ আসিয়া

সুরাঃ সমাগত্য দধীচিমূচু-
র্মহাভয়ং হ্যাগতং শাত্রবং নঃ॥ ৩৯
দদস্ব চাস্ত্রাণি মুনিপ্রবীর
যানি ত্বদন্তে নিহিতানি দেবৈঃ।
দধীচিরপ্যাহ সুরারিভীত্যা
অনাগত্যা ভবতাং চাচিরেণ॥ ৪০
অস্ত্রাণি পীতানি শরীরসংস্থা-
ন্যস্তানি যুক্তং মম তদ্বদন্তু।
শ্রুত্বা তদুক্তং বচনন্তু দেবাঃ
প্রোচুস্তমিত্থং বিনয়াবনম্রাঃ॥ ৪১
অস্ত্রাণি দেহীতি চ বক্তুমেত-
চ্ছক্যং ন বান্যৎ প্রতিবক্তুং মুনীন্দ্র।
বিনা চ তৈঃ পরিভূয়েম নিত্যং
পুষ্টারয়ঃ ক প্রয়ামো মুনীশ॥ ৪২
ন মর্ত্ত্যলোকে ন বলে ন নাকে
বাসঃ সুরাণাং ভবিতাদ্য তাত।
ত্বং বিপ্রবর্য্যস্তপসা চৈব যুক্তো
নান্যদ্বক্তুং যুজ্যতে তে পুরস্তাৎ॥ ৪৩

বিপ্রস্তদোবাচ মদস্থিসংস্থা-
ন্যস্ত্রাণি গৃহ্ণন্তু ন সংশয়োঽত্র।
দেবাস্তমপ্যাহুরনেন কিং নো
হ্যস্ত্রৈর্হীনাঃ স্ত্রীত্বমাপ্তাঃ সুরেন্দ্রাঃ॥ ৪৪
পুনস্তদা চাহ মুনিপ্রবীর-
স্ত্যক্ষ্যে জীবান্ দৈহিকান্ যোগযুক্তঃ।
অস্ত্রাণি কুর্ব্বন্তু মদস্থিভূতা-
ন্যনুত্তমান্যুত্তমরূপবন্তি॥ ৪৫
কুরুধ্ব চেত্যাহুরদীনসত্ত্বং
দধীচিমিত্যুত্তরমগ্নিকল্পম্।
তদা তু তস্য প্রিয়মীরয়ন্তী
ন সান্নিধ্যে প্রাতিথেয়ী মুনীশ॥ ৪৬
তে চাপি দেবাস্তামদৃষ্ট্বৈব শীঘ্রং
তস্যা ভীতা বিপ্রমূচুঃ কুরুধ্ব।
তত্যাজ জীবান্ হৃষ্টাজান্ প্রীতিযুক্তো
যথাসুখং দেহমিমং জুষধ্বম্॥ ৪৭
মদস্থিভিঃ প্রীতিমন্তো ভবন্তু
সুরাঃ সর্ব্বে কিং নু দেহেন কার্য্যম্॥ ৪৮

দধীচিকে বলিলেন,—মুনিবর! শত্রুগণ হইতে আমাদের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনার নিকট যে সকল অস্ত্র রাখিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যর্পণ করুন। দধীচি বলিলেন,—আপনারা বহুকাল আসেন নাই বলিয়া আমি দৈত্যভয়ে সে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পান করিয়া ফেলিয়াছি, এক্ষণে তাহারা আমার শরীরস্থ হইয়া আছে। অতএব কর্ত্তব্য কি, বলুন? দেবগণ সেই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে বলি-লেন,—মুনীন্দ্র! 'আপনি অস্ত্র সকল দান করুন' এই বাক্যব্যতীত আমরা আর কিছুই বলিতে পারি না। হে মুনীশ! সেই সকল অস্ত্রের অভাবে নিশ্চয়ই আমরা পরাজিত হইব। শত্রুদল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; সুতরাং তখন আমরা কোথায় যাইব! হে তাত! মর্ত্ত্যে, পাতালে, কিম্বা স্বর্গে কোথাও সুরগণের বাস করিবার অধি-কার থাকিবে না। আপনি তপস্বী ব্রাহ্মণ-প্রধান, আপনার নিকট অধিক কিছু বলা সঙ্গত নহে। দধীচি বলিলেন,—যুষ্মদীয় অস্ত্র সকল মদীয় অস্থিতে সংস্থিত হইয়া আছে; অতএব বিনা বিচারে তাহাই গ্রহণ করুন। দেবগণ বলিলেন,—আপনার অস্থি দ্বারা আমাদের কি হইবে? সুরশ্রেষ্ঠ আমরা—অস্ত্র ব্যতীত যেন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছি। ৩৯—৪৪। দধীচি পুনরায় বলিলেন,—আমি যোগবলে দেহত্যাগ করিব। আপনারা মদীয় উত্তম অস্থি দ্বারা অত্যুত্তম অস্ত্র সকল নির্ম্মাণ করুন। তখন দেবগণ সেই অগ্নিকল্প দধীচিকে বলিলেন,—আচ্ছা, তবে তাহাই করুন। তৎকালে দধীচির প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা প্রাতিথেয়ী নিকটে উপস্থিত ছিলেন না। দেবগণ প্রাতিথেয়ীকে ভয় করিতেন। তাঁহাকে এক্ষণে না দেখিয়া দধীচিকে কার্য্য সাধন করিতে বলিলেন। দধীচি সন্তুষ্টমনে হৃষ্টাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বলিয়া গেলেন,—আমার এই দেহের সেবা

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তাসৌ বদ্ধপদ্মাসনস্থো
নাসাগ্রদত্তাক্ষিপ্রকাশপ্রসন্নঃ।
বায়ুং সবহ্নিং মধ্যমোদ্ঘাটযোগা-
ন্নীত্বা শনৈর্দহরাকাশগর্ভম্ ॥ ৪৯
যদপ্রমেয়ং পরমং পদং যদ্-
যদ্ব্রহ্মরূপং যদুপাসিতব্যম্।
তত্রৈব বিন্যস্য ধিয়ং মহাত্মা
সাযুজ্যতাং ব্রহ্মণোঽসৌ জগাম ॥ ৫০
নির্জীবতাং প্রাপ্তমবেক্ষ্য দেবাঃ
কলেবরং তস্য সুরাশ্চ সম্যক্।
ত্বষ্টারমপ্যূচুরতিত্বরন্তঃ
কুরুষ্ব চাস্ত্রাণি বহূনি সদ্যঃ ॥ ৫১
স চাপি তানাহ কথং নু কার্য্যং
কলেবরং ব্রাহ্মণস্যেহ দেবাঃ।
বিভেমি কর্ত্তুং দারুণকাঙ্ক্ষমোহং
বিদারিতাস্তায়ুধান্যুত্তমানি ॥ ৫২
তদস্থিভূতানি করোমি সদ্য-
স্ততো দেবা গাঃ সমূচুস্ত্বরন্তঃ ॥ ৫৩

দেবা ঊচুঃ।

বজ্রং মুখং বঃ ক্রিয়তে হিতার্থং
গাবো দেবৈরায়ুধার্থং ক্ষণেন।
দধীচিদেহস্তু বিদার্য্য যূয়-
মস্থীনি শুদ্ধানি প্রযচ্ছতাদ্য ॥ ৫৪

ব্রহ্মোবাচ।

তা দেববাক্যাচ্চ তথৈব চক্রুঃ
সংলিহ্য চাস্থীনি দদুঃ সুরাণাম্।
সুরাস্তরা জগ্মুরদীনসত্ত্বাঃ
স্বমালয়ঞ্চাপি তথৈব গাবঃ ॥ ৫৫
কৃত্বা তথাস্ত্রাণি চ দেবতানাং
ত্বষ্টা জগামাথ সুরাজ্ঞয়া তদা।
ততশ্চিরাচ্ছীলবতী সুভদ্রা
ভর্ত্তুঃ প্রিয়া বালগর্ভা ত্বরন্তী ॥ ৫৬
করে গৃহীত্বা কলশং বারিপূর্ণ-
মুমাং নত্বা ফলপুষ্পৈঃ সমেত্য।
অগ্নিঞ্চ ভর্ত্তারমথাশ্রমঞ্চ
সংদ্রষ্টুকামা হ্যাজগামাথ শীঘ্রম্ ॥ ৫৭
আগচ্ছন্তীং তাং প্রাতিথেয়ীং তদানীং
নিবারয়ামাস তদোল্কপাতঃ।

কর। সুরগণ আমার অস্থি দ্বারা প্রীত হউন। আমি আর এ দেহ দিয়া কি করিব? ব্রহ্মা বলিলেন,—দধীচি মুনি এই কথা কহিয়া বদ্ধ-পদ্মাসনে নাসাগ্রে দত্তদৃষ্টি হইয়া প্রসন্ন মনে যোগবলে সবহ্নি বায়ুকে ধীরে ধীরে হৃদাকাশ-গর্ভে নীত করিয়া, যাহা অপ্রমেয় এবং যাহা উপাসিতব্য ব্রহ্মরূপ পরম পদ, তাহাতে বুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক মহাত্মা দধীচি তখন ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ তাঁহার কলেবর নির্জ্জীব দেখিয়া সত্বর বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন,— তুমি এই অস্থি দ্বারা প্রভূত অস্ত্র-নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,— কি করিয়া আমি ব্রাহ্মণের কলেবর বিদারিত করিয়া উত্তমাস্ত্র নির্ম্মাণ করিব। এই দারুণ কর্ম্ম করিতে আমি ভীত হইতেছি। আমার ইহা করিবার ক্ষমতা নাই। তবে আমি তাঁহার অস্থিসমূহ পাইলে সদ্যই অস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারি। তখন দেবগণ গাভীগণকে বলিলেন,—হে গোগণ! আমরা তোমাদের হিতার্থই বজ্র নির্ম্মাণ করিব, অতএব তোমরা ক্ষণকালমধ্যে দধীচিদেহ বিদারিত করিয়া বিশুদ্ধ অস্থিসকল দান কর। ৪৫—৫৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—গোগণ দেবগণের কথানুসারে দধীচির অস্থিপুঞ্জ লেহন করিয়া দেবগণকে দান করিল। সুরগণ তখন দীনভাবে সত্বর স্বীয়ালয়ে গমন করিলেন এবং গোগণও প্রস্থান করিল। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা দেবাদেশে দধীচির অস্থি-দ্বারা অস্ত্রনির্ম্মাণ করিয়া তৎকালে আনয়ন করিলেন। এই ঘটনার পর শীলবতী বালগর্ভা সুভদ্রা দধীচিপ্রিয়া একটী বারিপূর্ণ কলস হস্তে লইয়া ফলপুষ্প দ্বারা উমাদেবীকে নমস্কার ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক অগ্নি, ভর্ত্তা এবং আশ্রম দেখিবার বাসনায় সত্বর

সা সম্ভ্রমাদাগতা চাশ্রমং খং
নৈবাপশ্যত্তত্র ভর্ত্তারমগ্রে॥ ৫৮
ক বা গতশ্চেতি সবিস্ময়া সা
পপ্রচ্ছ চাগ্নিং প্রাতিথেয়ী তদানীম্।
অগ্নিস্তদোবাচ সবিস্তরং তাং
দেবাগমং যাচনং বৈ শরীরে॥ ৫৯
অস্থ্যামুপাদানমথ প্রমাণং
শ্রুত্বা সর্ব্বং দুঃখিতা সা বভূব।
দুঃখোদ্বেগাৎ সা পপাতাথ পৃথ্ব্যাং
মন্দং মন্দং বহ্নিনাশ্বাসিতা চ॥ ৬০

প্রাতিথেয়্যুবাচ।

শাপেহমরাণাস্তু নাহং সমর্থা
অগ্নিং প্রাপ্স্যে কিং নু কার্য্যং ভবেন্মে॥ ৬১

ব্রহ্মোবাচ।

কোপঞ্চ দুঃখঞ্চ নিয়ম্য সাধ্বী
তদাব্রবীদ্ধর্ম্মযুক্তঞ্চ ভর্ত্তুঃ॥ ৬২

প্রাতিথেয়্যুবাচ।

উৎপন্নস্তে যত্তু বিনাশি সর্ব্বং
ন শোচ্য অস্তীতি মনুষ্য লোকে।
গোবিপ্রদেবার্থমিহ ত্যজন্তি
প্রাণান্ প্রিয়ান্ পুণ্যভাজো মনুষ্যাঃ॥ ৬৩
সংসারচক্রে পরিবর্ত্তমানে
দেহং সমর্থং ধর্ম্মযুক্তং ত্ববাপ্য।
প্রিয়ান প্রাণান্ দেববিপ্রার্থহেতো-
স্তে বৈ ধন্যাঃ প্রাণিনো যে ত্যজন্তি॥ ৬৪
প্রাণাঃ সর্ব্বেহস্যাপি দেহান্বিতস্য
যাতারো বৈ নাত্র সন্দেহলেশঃ।
এবং জ্ঞাত্বা বিপ্রগোদেবদীনা-
মর্থঞ্চৈনানুৎসৃজন্তীশ্বরাস্তে॥ ৬৫
নিবার্য্যমাণোহপি ময়া প্রপন্নয়া
চকার দেবাস্ত্রপরিগ্রহং সঃ।
মনোগতং বেত্ত্যথবা বিধাতুঃ
কো মহালোকাতিগচেষ্টিতস্য॥ ৬৬

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা পূজ্য চাগ্নীন্ যথাবদ্-
ভর্ত্তুস্ত্বচা লোমভিঃ সা বিবেশ।

আগমন করিলেন। তিনি আসিবার কালে উল্কাপাত তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। তিনি আরও সসম্ভ্রমে আশ্রমের দিকে আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার ভর্ত্তা নাই। তখন প্রাতিথেয়ী সবিস্ময়ে স্বামী কোথায় গিয়াছেন, ইহা অগ্নির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। অগ্নি প্রত্যুত্তরে তাঁহার নিকট দেবাগম, তাঁহাদের প্রার্থনা, অস্থিসংগ্রহ, ও প্রয়াণ ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে প্রাতিথেয়ী অতীব দুঃখিতা হইলেন। দুঃখাবেগে তিনি ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তখন অগ্নি তাঁহাকে ধীরে ধীরে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। প্রাতিথেয়ী বলিলেন,—আমি দেবগণকে অভিশাপ দেওয়া উচিত মনে করি না; সুতরাং অগ্নিতে প্রবেশ করিব। ইহা ভিন্ন আর এক্ষণ আমার কি কর্ত্তব্য আছে? ব্রহ্মা বলিলেন,—সাধ্বী প্রাতিথেয়ী এই কথা কহিয়া অতি কষ্টে কোপ এবং দুঃখ সম্বরণপূর্ব্বক ভর্ত্তার উদ্দেশে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে বলিলেন,—জগতে উৎপন্ন বস্তুমাত্রেই বিনশ্বর, সুতরাং কিছুই শোকের বিষয় নাই। যাঁহারা পুণ্যবান্ মনুষ্য, তাঁহারাই গো, বিপ্র ও দেবার্থ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারচক্রে ধর্ম্মময় সমর্থ দেহ প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা দেব ও বিপ্রার্থ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই যথার্থ ধন্য প্রাণী। দেহীদিগের প্রাণসকল নিশ্চয়ই একদিন না একদিন নির্গত হইবে, ইহা জানিয়া যাঁহারা গো, বিপ্র, ও দেব নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর। অহো! আমি নিষেধ করিলাম, তথাপি আমার স্বামী দেবাস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন, অথবা বিধাতার মনে কি আছে, কে বলিতে পারে? কেননা তিনি অলৌকিক ক্রিয়ায় অনুষ্ঠাতা।৫৫-৬৬। ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রাতিথেয়ী এই বলিয়া যথাবিধি অগ্নির পূজাপূর্ব্বক ভর্ত্তার ত্বক্ ও লোমাদি লইয়া

গর্ভস্থিতং বালকং প্রাতিথেয়ী
কুক্ষিং বিদার্য্যাথ করে গৃহীত্বা ॥ ৬৭
নত্বা চ গঙ্গাং ভুবমাশ্রমঞ্চ
বনস্পতীনোষধীরাশ্রমস্থান্ ॥ ৬৮
প্রাতিথেয়ুবাচ।
পিত্রা হীনো বন্ধুভির্গোত্রজৈশ্চ
মাত্রা হীনো বালকঃ সর্ব্ব এব।
রক্ষন্তু সর্ব্বেঽপি চ ভূতসঙ্ঘা-
স্তথৌষধ্যো বালকং লোকপালাঃ ॥ ৬৯
যে বালকং মাতৃপিতৃপ্রহীণং
স নির্ব্বিশেষং স্বতনুপ্ররূঢ়ৈঃ।
পশ্যন্তি রক্ষন্তি ত এব নূনং
ব্রহ্মাদিকানামপি বন্দনীয়াঃ ॥ ৭০
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা চাত্মজম্বালং ভর্ত্তৃচিত্তপরায়ণা।
পিপ্পলানাং সমীপে তু ন্যস্য বালং নমস্য চ ॥ ৭১
অগ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য যজ্ঞপাত্রসমন্বিতা।
বিবেশাগ্নিং প্রাতিথেয়ী ভর্ত্রা সহ দিবং যযৌ
রুরুদুশ্চাশ্রমস্থা যে বৃক্ষাশ্চ বনবাসিনঃ।
পুত্রবৎ পোষিতা যেন ঋষিণা চ দধীচিনা ॥ ৭৩
বিনা তেন ন জীবামস্তয়া মাত্রা বিনা তথা।
মৃগাশ্চ পক্ষিণঃ সর্ব্বে বৃক্ষাঃ প্রোচুঃ পরস্পরম্ ॥
বৃক্ষা উচুঃ।
স্বর্গমাসেদুষোঃ পিত্রোস্তদপত্যেষ্বকৃত্রিমম্।
যে কুর্ব্বন্ত্যনিশং স্নেহং ত এব কৃতিনো নরাঃ ॥
দধীচিঃ প্রাতিথেয়ী বা বীক্ষতেঽস্মান্ যথা পুরা
তথা পিতা ন মাতা বা ধিগস্মান্ পাপিনো বয়ম্
অস্মাকমপি সর্ব্বেষামতঃ প্রভৃতি নিশ্চিতম্।
বালো দধীচিঃ প্রাতিথেয়ী বালো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ
ব্রহ্মোবাচ।
এবমুক্ত্বা তদৌষধ্যো বনস্পতিসমন্বিতাঃ।
সোমং রাজানমভ্যেত্য যাচিরেঽমৃতমুত্তমম্ ॥
স চাপি দত্তবাংস্তেভ্যঃ সোমোঽমৃতমনুত্তমম্।
দদুর্বালায় তে চাপি অমৃতং সুরবল্লভম্ ॥ ৭৯

অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি গর্ভস্থিত বালককে কুক্ষিবিদারণ-পূর্ব্বক নিষ্কাসিত করত করে ধরিয়া গঙ্গা, পৃথ্বী, আশ্রম, এবং আশ্রমস্থ বনস্পতি ও ওষধিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—এই পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও বন্ধুহীন বালককে ভূতগণ, ওষধিগণ ও লোকপালগণ রক্ষা করুন। যাঁহারা পিতৃ-মাতৃহীন বালককে আত্মনির্ব্বিশেষে অবলোকন করেন ও রক্ষা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মাদি সুরেন্দ্র-গণের বন্দনীয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—পতিগত-প্রাণা প্রাতিথেয়ী এই বলিয়া নিজ বালককে পিপ্পলসমূহের সমীপে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া এক যজ্ঞপাত্রসহ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামী সহ স্বর্গে উপনীত হইলেন। তখন আশ্রমস্থ বৃক্ষ, ও বনজন্তুগণ পর্য্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল,—দধীচি ঋষি আমাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। তিনিই আমাদের পিতা ছিলেন। আমরা এক্ষণে সেই পিতা-মাতা ব্যতীত কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। অনন্তর মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষগণ পরস্পর বলিতে লাগিল,—পিতা মাতা স্বর্গারোহণ করিলে, তাহাদিগের অপত্যদিগের প্রতি যাহারা সর্ব্বদা অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করে, সেই সকল নরই সংসারে সুখী। দধীচি এবং প্রাতিথেয়ী ইহাঁরা উভয়ে পূর্ব্বে পিতামাতার ন্যায় আমাদিগকে দেখিতেন। আহা! আমরা একান্তই পাপিষ্ঠ যে, তাঁহারা এখন নাই। যাহা হউক, অদ্য হইতে আমাদেরও এইরূপ নিশ্চয় ধারণা যে, এই বালকই সেই দধীচি এবং এই বালকই সেই প্রাতিথেয়ী। এইরূপ ধারণাই আমাদের সমীচীন ধর্ম্ম। ৬৭—৭৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—বনস্পতি সহ ওষধিগণ এই কথা কহিয়া রাজা সোমের নিকট গমনপূর্ব্বক উত্তম অমৃত প্রার্থনা করিল। সোম তাহা-দিগকে তাহা দান করিলেন। তাহারা সেই সুরপ্রিয় অমৃত আনিয়া মুনি-বালককে দান করিল। বালক অমৃত পানে তুষ্ট হইয়া

স তেন ভূয়ো ববৃধে শুক্লপক্ষে যথা শশী।
পিপ্পলৈঃ পালিতো যস্মাৎ পিপ্পলাদঃ স বালকঃ
প্রবৃদ্ধঃ পিপ্পলানেবমুবাচ স্ততিবিস্মিতঃ ॥ ৮০

পিপ্পলাদ উবাচ।

মানুষেভ্যো মানুষাস্তু জায়ন্তে পক্ষিভিঃ খগাঃ
বীজেভ্যো বীরুধা লোকে বৈষম্যং নৈব দৃশ্যতে
বার্ক্ষোহহং কথং জাতো হস্তপাদাদিজীববান্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বৃক্ষাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বমূচুর্যথাক্রমম্।
দধীচের্ম্মরণং সাধ্ব্যাস্তথা চাগ্নিপ্রবেশনম্ ॥ ৮২
অস্থ্নাং সংহরণং দেবৈরেতৎ সর্ব্বং সবিস্তরম্
শ্রুত্বা দুঃখসমাবিষ্টো নিপপাত তদা ভুবি ॥ ৮৩
আশ্বাসিতঃ পুনর্বৃক্ষৈর্বাক্যৈর্ধর্ম্মার্থসংহিতৈঃ।
আশ্বস্তঃ স পুনঃ প্রাহ তদৌষধিবনস্পতীন্ ॥৮৪

পিপ্পলাদ উবাচ।

পিতৃহন্তৄন্ হনিষ্যেহহং নান্যথা জীবিতুং ক্ষমঃ
পিতুর্ম্মিত্রাণি শত্রূংশ্চ তথা পুত্রোঽনুবর্ত্ততে ॥
স এব পুত্রো যোঽন্যস্তু পুত্ররূপো রিপুঃ স্মৃতঃ
বদন্তি পিতৃমিত্রাণি তারয়ন্ত্যহিতানপি ॥ ৮৬

ব্রহ্মোবাচ।

বৃক্ষাস্তং বালমাদায় সোমান্তিকমথাযযুঃ।
বালবাক্যন্তু তে বৃক্ষাঃ সোমায়াথ ন্যবেদয়ন্॥
শ্রুত্বা সোমোঽপি তং বালং পিপ্পলাদমভাষত

সোম উবাচ।

গৃহাণ বিদ্যাং বিধিবৎ সমগ্রাং
তপঃসমৃদ্ধিঞ্চ শুভাঞ্চ বাচম্।
শৌর্য্যঞ্চ রূপঞ্চ বলঞ্চ বুদ্ধিং
সম্প্রাপ্স্যসে পুত্র মদাজ্ঞয়াত্বম্ ॥ ৮৮

ব্রহ্মোবাচ।

পিপ্পলাদস্তমপ্যাহ ওষধীশং বিনীতবৎ ॥ ৮৯

পিপ্পলাদ উবাচ।

সর্ব্বমেতদবৃথা মন্যে পিতৃহন্তৄবিনিষ্কৃতিম্।
ন করোম্যত্র যাবচ্চ তস্মাত্তৎ প্রথমং বদ ॥ ৯০
যস্মিন্ দেশে যত্র কালে যস্মিন্নেদেব চ মন্ত্রকে

শুক্লপক্ষীয় শশীর ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিপ্পল-পাদপেরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তিনি পিপ্পপাদ নামে অভিহিত হইলেন। তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়া অতি বিস্মিতভাবে পিপ্পলদিগকে বলিলেন,—মানুষ হইতে মানুষ, পক্ষী হইতে পক্ষী, এবং বীজ হইতে বিরুধাবলী উৎপন্ন হয়। জগতে ইহার বৈষম্য দেখা যায় না। কিন্তু আমি হস্তপদাদি-বিশিষ্ট জীব বৃক্ষ হইতে জন্মিলাম; এ কেমন কথা! ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃক্ষগণ সেই কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা যথাক্রমে ব্যক্ত করিল। দধীচির মরণ, তদীয় পতিব্রতা পত্নীর অগ্নিপ্রবেশ এবং দেবগণ কর্ত্তৃক দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত বার্ত্তাই তাহাদের মুখে বিবৃত হইল। তৎশ্রবণে পিপ্পলাদ দুঃখাবিষ্ট হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন বৃক্ষগণ তাঁহাকে ধর্ম্মার্থময় বাক্যে আশ্বাসিত করিলে, তিনি পুনরায় সেই ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতিকে বলিলেন,—আমি [illegible]দিগকে বিনাশ করিব। নতুবা আমার জীবন ধারণ বৃথা। যে পুত্র পিতার মিত্রদিগের অনুবর্ত্তন ও শত্রুদিগের প্রতিকূলতা করে, সেই পুত্রই পুত্র নামের যোগ্য। ইহার বৈপরীত্যকারী পুত্ররূপ শত্রু। পণ্ডিতেরা বলেন,—পিতৃবন্ধুগণ অহিতদিগেরও ত্রাণকর্ত্তা। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃক্ষগণ সেই বালককে লইয়া সোম-সমীপে আগমন করিল এবং বালক যাহা বলিয়াছিল, সোমকে তাহা নিবেদন করিল। সোম তৎশ্রবণে বালক পিপ্পলাদকে বলিলেন,—পিপ্পলাদ! তুমি বিধিমত বিদ্যা, সমস্ত তপঃসমৃদ্ধি, কল্যাণী বাণী এবং শৌর্য্য, রূপ, বল ও বুদ্ধি গ্রহণ কর। আমার আজ্ঞায় সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৭৮—৮৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিপ্পলাদ তখন ওষধিপতির নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন;—হে সুরবর! যতদিন না আমি পিতৃহত্যার প্রতিবিধান করিতে পারি, ততকাল আমি এ সকল বৃথা বলিয়াই

যত্র তীর্থে চ সিধ্যেত মৎসঙ্কল্পঃ সুরোত্তম ॥ ৯১
চন্দ্রঃ প্রাহ চিরং ধ্যাত্বা ভুক্তির্বা মুক্তিরেব বা।
সর্ব্বং মহেশ্বরাদ্দেবাজ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৯২
স সোমং পুনরপ্যাহ কথং দ্রক্ষ্যে মহেশ্বরম্।
বালোঽহং বালবুদ্ধিশ্চ ন সামর্থ্যং তপস্তথা ॥৯৩

চন্দ্র উবাচ।

গৌতমীং গচ্ছ ভদ্র ত্বং স্তুহি চক্রেশ্বরং হরম্।
প্রসন্নস্ত ভবেশানো হ্যনায়াসেন বৎসক ॥৯৪
প্রীতো ভবেন্মহাদেবঃ সাক্ষাৎ কারুণিকঃ শিবঃ
আস্তে সাক্ষাৎকৃতঃ শম্ভুর্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
বরঞ্চ দত্তবান্ বিষ্ণোশ্চক্রঞ্চ ত্রিদশার্চিতম্।
গচ্ছ তত্র মহাবুদ্ধে দণ্ডকে গৌতমীং নদীম্ ॥৯৬
চক্রেশ্বরং নাম তীর্থং জানন্ত্যোষধয়স্তু তৎ।
তং গত্বা স্তুহি দেবেশ সর্ব্বভাবেন শঙ্করম্ ॥

মনে করি। অতএব আপনি অগ্রে বলুন,—কোথায়, কোন্ দেশে গিয়া, কোন্ তীর্থ সেবিয়া, কি মন্ত্রে কোন্ দেবতার আরাধনা করিয়া আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে? চন্দ্র কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া বলিলেন,—ভুক্তি বা মুক্তি এ সকল কেবল মহেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পিপ্পলাদ বলিলেন,—আমি বালক, আমার বালজনোচিত বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য নাই, তপস্যা নাই; আমি মহেশ্বরকে দেখিব কেমন করিয়া? চন্দ্র কহিলেন,—হে ভদ্র! গৌতমীতে যাও, তথায় গিয়া চক্রেশ্বর হরের স্তব কর। হে বৎস! সেই ঈশান অনায়াসেই প্রসন্ন হইবেন। সেই পরম কারুণিক ভগবান্ মহাদেব শিব ভক্তের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া সদাই সেখানে অবস্থান করিতেছেন। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শম্ভু বিষ্ণুকে সুরপূজ্য সুদর্শন-চক্র-দান রূপ বর দিয়াছিলেন। হে মহাবুদ্ধে! দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়া গৌতমী নদী প্রবাহিত হইতেছে, তুমি তথায় গমন কর। সেখানে যে চক্রেশ্বর তীর্থ আছে, ওষধিগণও তাহা বিদিত আছে। তুমি সেই তীর্থে গিয়া

স তে প্রীতমনাস্তাত সর্ব্বান্ কামান্ প্রদাস্যতি

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্রাজবচনাদ্ ব্রহ্মন্ পিপ্পলাদো মহামুনিঃ।
আজগাম জগন্নাথো যত্র রুদ্রঃ স চক্রদঃ ॥ ৯৮
তং বালং কৃপয়াবিষ্টাঃ পিপ্পলাঃ স্বাশ্রমান্ যযুঃ।
গোদাবর্য্যাং ততঃ স্নাত্বা নত্বা ত্রিভুবনেশ্বরম্।
তুষ্টাব সর্ব্বভাবেন পিপ্পলাদঃ শিবং শুচিঃ ॥ ৯৯

পিপ্পলাদ উবাচ।

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিহায় ধীরা-
স্ত্যক্তৈষণা নির্জ্জিতচিত্তবাতাঃ।
যং যান্তি মুক্ত্যৈ শরণং প্রযত্না-
স্তমাদিদেবং প্রণমামি শম্ভুম্ ॥ ১০০
যঃ সর্ব্বসাক্ষী সকলান্তরাত্মা
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বকলানিধানম্।
বিজ্ঞায় মচ্চিত্তগতং সমস্তং
স মে স্মরারিঃ করুণাং করোতু ॥ ১০১

সর্ব্বপ্রকারে শঙ্করের আরাধনা কর, স্তব কর। হে তাত! তিনি প্রীতিমান্ হইয়া তোমায় সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বনৌষধিরাজ সোমের কথায় মহামুনি পিপ্পলাদ যথায় জগন্নাথ রুদ্র চক্রেশ্বররূপে বিরাজিত, সেই তীর্থে আগমন করিলেন। বালকের প্রতি কৃপাবিষ্ট পিপ্পল-বৃক্ষসকল স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিল। পিপ্পলাদ গোদাবরীজলে স্নান করিলেন, ত্রিভুবনপতিকে নমস্কার করিলেন এবং শুচি হইয়া একাগ্রতার সহিত শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৮৯—৯৯। পিপ্পলাদ কহিলেন,—ধীরচেতা সাধুগণ প্রাণ-মন জয় করিয়া এবং নিখিল বাসনা পরিহার করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভার্থ ঐকান্তিকভাবে যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, আমি সেই আদিদেব শম্ভুকে প্রণিপাত করি। যিনি সর্ব্বসাক্ষী, সকলের অন্তরাত্মা, সকলের ঈশ্বর এবং সকল কলার নিধান, সেই স্মরহর হর আমার মনোভিপ্রায় বিদিত হইয়া তৎপ্রতি করুণা প্রকাশ করুন। দশানাম

দিগীশ্বরান্ জিত্বা সুরার্চ্চিতস্য
কৈলাসমান্দোলয়তঃ পুরারেঃ।
অঙ্গুষ্ঠকৃত্যৈব রসাতলাদধো-
গতস্য তস্যৈব দশাননস্য ॥ ১০২
আলুনকায়স্য গিরং নিশম্য
বিহস্য দেব্যা সহ দত্তমিষ্টম্।
তস্মৈ প্রসন্নঃ কুপিতোঽপি তদ্ব-
দযুক্তদাতাসি মহেশ্বর ত্বম্ ॥ ১০৩
সৌত্রামণীমৃদ্ধিমধঃ স চক্রে
যোঽর্চ্চাং হরের্নিত্যমতীব কৃত্বা।
বাণঃ প্রশস্তঃ কৃতবানুচ্চপূজাং
রম্যাং মনোজ্ঞাং শশিখণ্ডমৌলেঃ ॥ ১০৪
জিত্বা রিপূন্ দেবগণান্ প্রপূজ্য
গুরুং নমস্কর্ত্তুমগাদ্বিশাখঃ।
চুকোপ দৃষ্ট্বা গণনাথমূঢ়-
মঙ্কে তমারোপ্য জহাস সোমঃ ॥ ১০৫
ঈশাঙ্করূঢোঽপি শিশুস্বভাবা-
ন্নমাতুরঙ্কে প্রমুমোচ বালঃ।
ক্রুদ্ধং সুতং বোধয়িতুমপ্যশক্ত-
স্ততোঽর্দ্ধনারীত্বমবাপ সোমঃ ॥ ১০৬

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ স্বয়ম্ভুঃ সুপ্রীতঃ পিপ্পলাদমভাষত ॥ ১০৭

শিব উবাচ।

বরং বরয় ভদ্রং তে পিপ্পলাদ যথেপ্সিতম্ ॥১০

পিপ্পলাদ উবাচ।

হতো দেবৈর্মহাদেব পিতা মম মহাযশাঃ।
অদাম্ভিকঃ সত্যবাদী তথা মাতা পতিব্রতা ॥
দেবেভ্যশ্চ তয়োর্নাশং শ্রুত্বা নাথ সবিস্তরম্।
দুঃখকোপসমাবিষ্টো নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥১১০
তস্মান্মে দেহি সামর্থ্যং নাশয়েয়ং সুরান্ যথা।
অবধ্যসেব্যস্ত্রৈলোক্যে ত্বমেব শশিশেখর ॥১১১

ঈশ্বর উবাচ।

তৃতীয়ং নয়নং দ্রষ্টুং যদি শক্নোষি মেঽনঘ।

দিক্পালদিগকে জয় করিয়া সুরপূজ্য পুরারির কৈলাশপুরী আন্দোলিত করিলে যিনি তাহাকে অঙ্গুষ্ঠভরে রসাতল হইতেও অধোদিকে নীত করিয়াছিলেন এবং দশাননের দেহ বিশীর্ণ হইলে তদীয় আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া দেবী সহ যিনি তখন হাস্যপূর্ব্বক কুপিত হইয়াও প্রসন্ন মনে তাহাকে ইষ্ট বর দান করিয়াছিলেন; হে মহেশ্বর! তুমিই সেই অযুক্ত-দাতা দেবদেব। যে বাণাসুর নিত্য হরপূজা করিয়া সমৃদ্ধিসম্পদে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য অধঃকৃত করিয়াছিল, অবশেষে সেই অসুরই শশিখণ্ডমৌলির মনোজ্ঞ মহা-পূজা করিয়া সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়াছিল। একদা কার্ত্তিকেয় রিপুদিগকে জয় করিয়া দেবগণকে আপ্যায়িত করত পিতাকে নমস্কার করিতে গিয়া তদীয় ক্রোড়ে গণপতিকে সমাসীন দেখিয়া কুপিত হইয়াছিলেন; শম্ভু তাহাকে [illegible] লইয়া হাস্য করিলেন। বালক [illegible] শিশুস্বভাব বশত পিতা ঈশানের অঙ্কে আরোহণ করিয়াও মাতার অঙ্ক পরিত্যাগ করিলেন না। পিতা সোম তখন সেই ক্রুদ্ধ পুত্রকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারিলেন না; তাই তিনি তখন অর্দ্ধনারীরূপ ধারণ করিয়াছেলেন।১০০—১০৬। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর স্বয়ম্ভু প্রীত হইয়া পিপ্পলাদকে কহিলেন,—হে পিপ্পলাদ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। পিপ্পলাদ কহিলেন,—হে মহাদেব! দেবগণ আমার মহাযশা পিতাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। পিতা আমার অদাম্ভিক ও সত্যবাদী এবং মাতা আমার পতিব্রতা ছিলেন। হে নাথ! দেবগণের হস্তে তাঁহাদের উভয়ের বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি দুঃখে এবং ক্রোধে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার আর জীবন ধারণে ইচ্ছা হইতেছে না। অতএব হে দেব! আমায় আপনি এমন সামর্থ্য দান করুন, যাহা দ্বারা আমি সুরগণকে বিনাশ করিতে পারি। হে শশিশেখর! আপনি ত্রিলোকে অস্মরজনের সেব্য। ঈশ্বর বলিলেন,—হে অনঘ! তুমি যদি আমার তৃতীয়

ততঃ সমর্থো ভবিতা দেবাংশ্ছেদয়িতুং ভবান্‌॥
ব্রহ্মোবাচ।
ততো দ্রষ্টুং মনশ্চক্রে তৃতীয়ং লোচনং বিভোঃ
ন শশাক তদোবাচ ন শক্তোঽস্মীতি শঙ্করম্‌
ঈশ্বর উবাচ।
কিঞ্চিৎ কুরু তপো বাল যদা দ্রক্ষ্যসি লোচনম্‌
তৃতীয়ং ত্বং তদাভীষ্টং প্রাপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ
ব্রহ্মোবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বেশানবাক্যং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ।
দধীচিসূনুর্ধর্ম্মাত্মা তত্রৈব বহুলাঃ সমাঃ॥ ১১৫
শিবধ্যানৈকনিরতো বালোঽপি বলবানিব।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় স্নাত্বা নত্বা গুরূন্‌ ক্রমাৎ॥
সুখাসীনো মনঃ কৃত্বা সুষুম্নায়ামনন্তধীঃ।
হস্তস্বস্তিকমারোপ্য নাভৌ বিস্মৃতসংসৃতিঃ॥
স্থানাৎ স্থানান্তরোৎকর্ষান বিদধ্যৌশাম্ভবং মহ
দদর্শ চক্ষুর্দেবস্য তৃতীয়ং পিপ্পলাশনঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বিনীত ইদমব্রবীৎ॥১১৮
পিপ্পলাদ উবাচ।
শম্ভুনা দেবদেবেন বরো দত্তঃ পুরা মম।
তার্ত্তীয়চক্ষুষো জ্যোতির্যদা পশ্যসি তৎক্ষণাৎ॥
সর্ব্বং তে প্রার্থিতং সিধ্যেদিত্যাহ ত্রিদশেশ্বরঃ।
তস্মাদ্রিপুবিনাশায় হেতুভূতাং প্রযচ্ছ মে॥১২০
তদৈব পিপ্পলাঃ প্রোচুর্বড়বাপি মহাত্মতে।
মাতা তব প্রাতিথেয়ী বদত্যেবং দিবং গতা॥
পরাভিদ্রোহনিরতা বিস্মৃতাত্মহিতা নরাঃ।
ইতস্ততো ভ্রান্তচিত্তাঃ পতন্তি নরকাবটে॥ ১২২
তন্মাতৃবচনং শ্রুত্বা কুপিতঃ পিপ্পলাশনঃ।
অভিমানে জ্বলত্যস্তঃ সাধুবাদো নিরর্থকঃ॥১২৩
দেহি দেহীতি তং প্রাহ কৃত্যা নেত্রবিনির্গতা।

নয়ন দর্শন করিতে পার, তাহা হইলে দেবগণের বিনাশে তুমি সক্ষম হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিপ্পলাদ তখন মহাদেবের তৃতীয় নয়ন দেখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দেখিতে পারিলেন না। তখন শঙ্করকে বলিলেন,—আমি উহা দর্শন করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বর কহিলেন,—বালক! তুমি কিছুকাল তপস্যা কর, তাহা হইলে আমার তৃতীয় নয়ন দেখিতে পাইবে এবং তৎকালে তোমার নিশ্চয়ই সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্তি ঘটিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিপ্পলাদ ঈশানের ঈদৃশ বাণী শ্রবণে তপস্যার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। দধীচিসুত ধর্ম্মাত্মা পিপ্পলাদ বালক হইয়াও সবলের ন্যায় শিবধ্যানে নিরত হইয়া অনন্তভাবে সেই স্থানে বহু বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া স্নান ও গুরুদিগকে নমস্কার করিয়া সুখাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সুষুম্না নাম্নী নাড়িকায় মনকে স্থাপনান্তে অনন্তমনে নাভিদেশে আপনার হস্তস্বস্তিক আরোপণ করিলেন এবং সমস্ত সংসারভাব ভুলিয়া গিয়া এক মাত্র শাম্ভব জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্থান-মাহাত্ম্যে দেবদেবের তৃতীয় নয়ন তাঁহার নয়ন-পথে নিপতিত হইল। তখন পিপ্পলাদ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন,—দেবদেব শম্ভো! আপনি পূর্ব্বে আমায় এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, আমার তৃতীয় চক্ষুর জ্যোতি যখন তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, তৎক্ষণাৎ তোমার সমস্ত প্রার্থিত সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে আমার তাহা হইয়াছে; অতএব রিপু বিশানার্থ আমায় সামর্থ্য প্রদান করুন। পিপ্পলাদ এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এই সময় তাঁহার আশ্রমস্থ পিপ্পল বৃক্ষগণ ও তদীয় মাতৃস্বসা বড়বা তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাত্মতে! তোমার মাতা প্রাতিথেয়ী এই রূপ বলিতে বলিতে স্বর্গারোহণ করেন যে, যাহারা পরদ্রোহে নিরত, এবং আত্ম-হিত বিস্মৃত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বত্র ভ্রান্তচিত্ত হইয়া নিরয়-গর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে।১০৭-১২২। পিপ্পলাদ সেই মাতৃবাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া অভিমানে অন্তর্দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ঐ সাধুবাক্য তাঁহার নিকট ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইল। তিনি বারবার মহাদেবের নিকট 'দেহি দেহি' করিতে লাগিলেন। তখন

বড়বেতি স্মরন্ বিপ্রঃ কৃত্যাপি বড়বাকৃতিঃ ॥
সর্ব্বসত্ত্ববিনাশায় প্রভূতানলগর্ভিণী।
গভস্তিনী বালগর্ভা যা মাতা পিপ্পলাশিনঃ॥
তদ্ধ্যানযোগাত্তু জাতা কৃত্যা সানলগর্ভিণী।
উৎপন্না সা মহারৌদ্রা মৃত্যুজিহ্বেব ভীষণা॥
অবোচৎ পিপ্পলাদং তং কিং কৃত্যং মে বদস্ব তৎ
পিপ্পলাদোঽপি তাং প্রাহ দেবান্ খাদ রিপূন্মম।
জগ্রাহ সা তথেত্যুক্ত্বা পিপ্পলাদং পুরঃস্থিতম্।
স প্রাহ কিমিদং কৃত্যে সা চাপ্যাহ ত্বয়োদিতম্
দেবৈশ্চ নির্ম্মিতং দেহং ততো ভীতঃশিবং যযৌ
তুষ্টাব দেবং স মুনিঃ কৃত্যাং প্রাহ তদা শিবঃ॥

শিব উবাচ।

যোজনান্তঃস্থিতান্ জীবান্ন গৃহাণ মদাজ্ঞয়া।
তস্মাদ্ যাহি ততো দূরং কৃত্যে কৃত্যং ততঃ কুরু

ব্রহ্মোবাচ।

তীর্থাত্তু পিপ্পলাৎ পূর্ব্বং যাবদ্যোজনসংখ্যয়া।
প্রাতিষ্ঠদ্বড়বারূপা কৃত্যা সা ঋষিনির্ম্মিতা॥১৩১
তস্যাং জাতো মহানগ্নির্লোকসংহরণক্ষমঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্ব্বে ত্রস্তাঃ শম্ভুমুপাগমন্॥
চক্রেশ্বরং পিপ্পলেশং পিপ্পলাদেন তোষিতম্।
স্তবন্তো ভীতমনসঃ শম্ভুমুচুর্দিবৌকসঃ॥ ১৩৩

দেবা উচুঃ।

রক্ষস্ব শম্ভো কৃত্যাস্মান্ বাধতে তদ্ভবানলঃ।
শরণং ভব সর্ব্বেশ ভীতানামভয়প্রদ॥ ১৩৪
সর্ব্বতঃ পরিভূতানামার্ত্তানাং শ্রান্তচেতসাম্।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং ত্বমেব শরণং শিব॥১৩৫
ঋষিণাভ্যর্থিতা কৃত্যা ত্বচ্চক্ষুর্ব্বহ্নিনির্গতা।
সা জিঘাংসতি লোকাংস্ত্রীংস্ত্বং নস্ত্রাতা ন চেতরঃ

ব্রহ্মোবাচ।

তানব্রবীজ্জগন্নাথো যোজনান্তর্নিবাসিনঃ।
ন বাধতে ত্বসৌ কৃত্যা তস্মাদ্ যূয়মহর্নিশম্॥

সেই তৃতীয় নেত্র হইতে বড়বা-স্মরণে এক বড়বাকৃতি কৃত্যা নির্গত হইল। ঐ কৃত্যা পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক বালগর্ভা মাতা গভস্তিনীর ধ্যান করায় অনল-গর্ভিণী হইয়া সর্ব্বপ্রাণি-বিনাশের জন্ত জন্মিয়াছিল। উহা মৃত্যু-জিহ্বার ন্যায় ভীষণা ও মহারৌদ্রা। সে জন্মিবামাত্র পিপ্পলাদকে কহিল,—বল, আমি কি করিব? পিপ্পলাদ বলিলেন,—তুমি আমার শত্রু দেবগণকে ভক্ষণ কর। কৃত্যা 'তথাস্ত' বলিয়া প্রথমেই সম্মুখস্থিত পিপ্পলাদকে গ্রহণ করিল। তিনি বলিলেন,—হে কৃত্যে! তুমি এ কি করিতেছ? কৃত্যা কহিল,—তোমার কথায় দেবনির্ম্মিত দেহও আমি ভক্ষণ করিব। তখন পিপ্পলাদ ভীত হইয়া শিব-সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিলেন। তখন শিব কৃত্যাকে কহিলেন,—হে কৃত্যে! তুমি আমার আদেশে অত্রত্য এক যোজন-মধ্যবর্ত্তী জীবদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। অতএব তুমি এস্থান হইতে দূরে গিয়া কর্ত্তব্য-সাধন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন ঋষিনির্ম্মিত ঐ বড়বাকৃতি কৃত্যা পিপ্পলতীর্থের পূর্ব্বদিকে এক যোজন দূরে গিয়া অবস্থান করিল। তাহাতে লোকক্ষয়-সক্ষম এক ভীষণ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে বিবুধগণ ত্রাসান্বিত হইয়া শম্ভুসমীপে গমন করিলেন এবং পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক প্রসাদিত চক্রেশ্বর, পিপ্পলেশ, শম্ভুকে শঙ্কিতমনে স্তব করত বলিলেন,—হে শম্ভো! আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনা হইতে উৎপন্ন অনলাকার কৃত্যা আমা-দিগকে উৎপীড়িত করিতেছে। হে ভীত জনের অভয়প্রদ! সর্ব্বেশ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে শিব! যাহারা সর্ব্বত্র পরিভূত, আর্ত্ত ও শ্রান্তচিত্ত, তথাবিধ সমস্ত জনেরই আপনি একমাত্র আশ্রয়। ঋষির প্রার্থনানুসারে এই কৃত্যা আপনার নেত্রানল হইতে নির্গত হইয়া এক্ষণে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ বিপদে আপনিই আমাদের পরিত্রাতা; অন্য কেহই নহেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—জগৎপতি দেবগণকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—এই কৃত্যা যোজনান্তর-মধ্যবর্ত্তী প্রাণীদিগকে উৎপীড়িত করিবে

ইহৈবাসধ্বমমরাস্তস্মা বো ন ভয়ং ভবেৎ॥
দেবা উচুঃ।
পুনরূচুঃ সুরেশানং ত্বয়া দত্তং ত্রিবিষ্টপম্।
তত্ত্যক্তাত্র কথং নাথ বৎস্যামস্ত্রিদশার্চ্চিত॥
ব্রহ্মোবাচ।
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা শিবো বাক্যমথাব্রবীৎ॥
শিব উবাচ।
দেবোঽসৌ বিশ্বতশ্চক্ষুর্যো দেবো বিশ্বতোমুখঃ
যো রশ্মিভিস্ত ধমতে নিত্যং যো জনকো মতঃ
স সূর্য্য এক এবাত্র সাক্ষাদ্রূপেণ সর্ব্বদা।
স্থিতিং করোতু তন্মূর্ত্তৌ ভবিষ্যন্ত্যখিলাঃ স্থিতাঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তথেতি শম্ভুবচনাৎ পারিজাততরোস্তদা।
দেবা দিবাকরং চক্রুস্ত্বষ্টা ভাস্করমব্রবীৎ॥
ত্বষ্টোবাচ।
ইহৈবাস্স্ব জগৎস্বামিন্ রক্ষেমান্ বিবুধান্ স্বয়ম্
স্বাংশৈশ্চ বয়মপ্যত্র তিষ্ঠামঃ শম্ভুসন্নিধৌ॥১৪
চক্রেশ্বরস্য পরিতো যাবদ্‌যোজনসংখ্যয়া।
গঙ্গায়া উভয়ং তীরমাসাদ্যাসন্ সুরোত্তমাঃ॥
অঙ্গুল্যর্দ্ধার্দ্ধমাত্রস্তু গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ।
তিস্রঃ কোট্যস্তথা পঞ্চ শতানি মুনিসত্তম।
তীর্থানাং তত্র বুষ্টিঞ্চ কঃ শৃণোতি ব্রবীতি বা॥
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে বিনীতাঃ শিবমব্রুবন্॥
দেবা উচুঃ।
পিপ্পলাদং সুরেশান শমং নয় জগন্ময়॥ ১৪৮
ব্রহ্মোবাচ।
ওমিত্যুক্তা জগন্নাথঃ পিপ্পলাদমবোচত॥ ১৪৯
শিব উবাচ।
নাশিতেষ্বপি দেবেষু পিতা তে নাগমিষ্যতি।
দত্তাঃ পিত্রা তব প্রাণা দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥
দীনার্ত্তকরুণাবন্ধুঃ কো হি তাদৃগ্‌ভবে ভবেৎ।

না। অতএব তোমরা আসিয়া এইখানেই বসবাস কর। তাহা হইলে আর এই কৃত্যা হইতে তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ এই কথায় পুনরায় কহিলেন,—হে নাথ! আমাদিগের বাসের নিমিত্ত আপনি স্বর্গভূমি দান করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া কিরূপে আমরা বাস করি? ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের কথা শ্রবণে শিব কহিলেন,—এই দেব দিবাকর বিশ্বচক্ষুঃ এবং বিশ্বমুখ। ইনি রশ্মিসমূহ দ্বারা নিত্যই জগৎ উত্তাপিত করিতেছেন। ইনি জগতের জনয়িতৃরূপে অভিহিত। এই সাক্ষাৎ সূর্য্যই একাকী এখানে সর্ব্বদা অবস্থান করুন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, অখিল দেবেরই প্রতিষ্ঠা হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ তৎকালে শম্ভুর কথায় 'তথাস্তু' বলিয়া দিবাকরকে তথায় স্থাপন করিলেন। তখন ত্বষ্টা ভাস্করকে বলিলেন,—হে জগৎপ্রভো! আপনি এইখানেই বাস করুন এবং বিবুধগণকে রক্ষা করুন। আমরাও সকলে স্ব স্ব অংশে এই স্থানে শম্ভুসমীপে অবস্থান করিব। অনন্তর চক্রেশ্বর তীর্থের যোজনব্যাপী চারিদিকে গঙ্গার উভয় তীর অবলম্বন করিয়া সুরগণ স্ব স্ব অংশে বাস করিলেন। তাঁহারা এক অঙ্গুলির অর্দ্ধার্দ্ধমাত্র-পরিমিত স্থান ব্যাপিয়াও গঙ্গাতীরে বিরাজ করিলেন। হে মুনিবর! তখন হইতে তথায় তিন কোটি পঞ্চ শত তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সকল তীর্থের মহাত্ম্য কে শুনিতে পারে এবং কাহারই বা বলিবার ক্ষমতা আছে? ১২৩—১৪৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর সুরগণ সকলেই বিনীত-ভাবে শিবকে বলিলেন,—হে সুরেশ! হে জগন্ময়! আপনি পিপ্পলাদকে নিবারণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—জগন্নাথ শম্ভু তাহাদের কথায় 'তথাস্তু' বলিয়া পিপ্পলাদকে কহিলেন,—বৎস! দেবগণকে বিনাশ করিলেও তোমার পিতা কিছু আর ফিরিয়া আসিবেন না। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্যই তোমার পিতা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তবিক তোমার পিতার ন্যায়

তথা যাতা দিবং তাত তব মাতা পতিব্রতা॥
সমা কাপ্যত্র মত্তয়া লোপামুদ্রাপ্যরুন্ধতী।
যদস্থিভিঃ সুরাঃ সর্ব্বে জয়িনঃ সুখিনঃ সদা॥
তেনাবাপ্তং যশঃ স্ফীতং তব মাত্রাক্ষয়ং কৃতম্
ত্বয়া পুত্রেণ সর্ব্বত্র নাতঃ পরতরং কৃতম্॥ ১৫৩
ত্বৎপ্রতাপভয়াৎ স্বর্গাচ্চ্যুতাংস্তং পাতুমর্হসি।
কান্দিশীকাংস্তব ভয়াদমরাংস্ত্রাতুমর্হসি।
নার্ত্তত্রাণাদভ্যধিকং সুকৃতং ক্বাপি বিদ্যতে॥
যাবদ্‌যশঃ স্ফুরতি চারু মনুষ্যলোকে
অহানি তাবন্তি দিবং গতস্য।
দিনে দিনে বর্ষসংখ্যা পরস্মিন
লোকে বাসো জায়তে নির্ব্বিকারঃ॥১৫৫
মৃতাস্ত এবাত্র যশো ন যেষা-
মন্ধাস্ত এব শ্রুতবর্জ্জিতা যে।
যে দানশীলা ন নপুংসকাস্তে
যে ধর্ম্মশীলা ন ত এব শোচ্যাঃ॥ ১৫৬

ব্রহ্মোবাচ।

ভাষিতং দেবদেবস্য শ্রুত্বা শান্তোঽভবন্মুনিঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা নত্বা নাথমথাব্রবীৎ॥ ১৫৭

পিপ্পলাদ উবাচ।

বাগ্‌ভির্মনোভিঃ কৃতিভিঃ কদাচি-
ন্মমোপকুর্ব্বন্তি হিতে রতা যে।
তেভ্যো হিতার্থং ত্বিহ চাপরেষাং
সোমং নমস্যামি সুরাদিপূজ্যম্॥ ১৫৮
সংরক্ষিতো যৈরভিবর্দ্ধিতশ্চ
সমানগোত্রশ্চ সমানধর্ম্মা।
তেষামভীষ্টানি শিবঃ করোতু
বালেন্দুমৌলিং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্॥১৫৮
যৈরহং বর্দ্ধিতো নিত্যং মাতৃবৎ পিতৃবৎ প্রভো।
তন্নাম্না জায়তাং তীর্থং দেবদেব জগত্রয়ে॥
যশস্তু তেষাং ভবিতা তেভ্যোঽহমনৃণস্ততঃ।

দীন ও আর্ত্তজনের প্রতি করুণাবর্ষী বন্ধু সংসারে আর কে হইবে? তোমার মাতা পতিব্রতা ছিলেন, তিনিও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার তুল্যই বা কে আছে? বলিতে কি অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা ও বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীও তোমার গুণগৌরব-শালিনী মাতার ন্যায় যশস্বিনী নহেন। সুরগণ যাঁহার অস্থি লইয়া জয়ী ও সুখী হইয়াছেন, সেই তোমার পিতা বিপুল যশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তোমার মাতাও তোমা হেন পুত্র দ্বারা সর্ব্বত্র অক্ষয় যশো-ভাগিনী হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আর তোমায় অধিক কিছু বলিবার নাই। দেখ, তোমার প্রতাপভয়ে দেবগণ 'কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়' হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তুমি এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্রাণ কর। জানিও—আর্ত্তজনের ত্রাণ হইতে অত্যধিক ধর্ম্ম, অত্যধিক পুণ্য, আর কিছুতেই নাই। মনুষ্যলোকে মানুষের বিমল যশ যতদিন স্ফুরিত হইতে থাকে, তৎসম-সংখ্যক বর্ষ-কাল যাবৎ তাহার স্বর্গবাস হয়। পরলোকে তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে বাস করেন। যাহাদের যশ নাই ও যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জিত; তাহারা জীবন সত্ত্বেও মৃত, এবং অন্ধ। যাহারা দানশীল নহে, তাহারা নপুংসক এবং যাহারা ধর্ম্মশীল নহে, তাহারা দয়ার পাত্র। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেবের কথা শুনিয়া পিপ্পলাদ মুনি শান্ত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিকরে বলিলেন,—যাহারা বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা কোন সময়ের জন্য আমার হিতে নিরত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং অপরাপর ব্যক্তিদিগের হিতের জন্য আমি দেবাদিবন্দিত মহাদেবকে নমস্কার করি। যাহারা আমায় সংরক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমার সমানোদক-গোত্র ও সমানধর্ম্মা, শিব তাঁহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি করুন। আমি বালেন্দুমৌলিকে নিত্য নমস্কার করি। ১৪৯—১৫৮। হে দেবদেব! যাহারা মাতা-পিতার ন্যায় নিত্য আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামানুসারে এই তীর্থ প্রখ্যাত হউক। ইহাতে তাঁহাদের যশোবিস্তার হউক। এইরূপ হইলেই আমি তাঁহাদের নিকট অঋণী হইতে

যানি ক্ষেত্রাণি দেবানাং যানি তীর্থানি ভূতলে
তেভ্যো যদিদমধিকমনুমন্তন্ত্ব দেবতাঃ।
ততঃ ক্ষমেহহং দেবানামপরাধং নিরঞ্জনঃ ॥১৬৩

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ সমক্ষং সুরসাক্ষরাঃ গিরঃ
সহস্রচক্ষুঃপ্রমুখাংস্তথাগ্রতঃ।
উবাচ দেবা অপি মেনিরে বচো
দধীচিপুত্রোদিতমাদরেণ॥ ১৬৩
বালস্য বুদ্ধিং বিনয়ঞ্চ বিদ্যাং
শৌর্য্যং বলং সাহসং সত্যবাচম্।
পিত্রোর্ভক্তিং ভাবশুদ্ধিং বিদিত্বা
তদাবাদীচ্ছঙ্করঃ পিপ্পলাদম্ ॥ ১৬৪

শঙ্কর উবাচ।

বৎস যদ্বৈ প্রিয়ং কামং যচ্চাপি সুরবল্লভম্।
প্রাপ্স্যসে বদ কল্যাণং নান্যথা ত্বং মনঃ কৃথাঃ

পিপ্পলাদ উবাচ।

যে গঙ্গায়ামাপ্লুতা ধর্ম্মনিষ্ঠাঃ
সম্পশ্যন্তি ত্বৎপদাব্জং মহেশ।
সর্ব্বান্ কামানাপ্নুবন্তু প্রসহ্য
দেহান্তে তে পদমায়ান্তু শৈবম্ ॥ ১৬৬
তাতঃ প্রাপ্তস্ত্বৎপদং চাম্বিকা মে
নাথ প্রাপ্তা পিপ্পলাশ্চামরাশ্চ।
সুখং প্রাপ্তা নাথনাথং বিলোক্য
ত্বাং পশ্যেয়ুস্ত্বৎপদং তে প্রয়ান্তু ॥১৬৭

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা পিপ্পলাদং দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
অভিনন্দ্য চ তং দেবৈঃ সার্দ্ধং বাক্যমথাব্রবীৎ।
দেবা অপি মুদা যুক্তা নির্ভয়াস্তৎকৃতাদ্ভয়াৎ।
ইদমূচুঃ সর্ব্ব এব দাধীচং শিবসন্নিধৌ ॥ ১৬৯

দেবা উচুঃ।

সুরাণাং যদভীষ্টঞ্চ ত্বয়া কৃতমসংশয়ম্।
পালিতা দেবদেবস্য আজ্ঞা ত্রৈলোক্যমণ্ডনী॥
যাচিতঞ্চ ত্বয়া পূর্ব্বং পরার্থং নাত্মনে দ্বিজ।
তস্মাদন্যতমং ব্রূহি কিঞ্চিদাস্যামহে বয়ম্ ॥১৭১

পারিব। ভূতলে যে সকল দেবক্ষেত্র তীর্থ আছে, তাহা অপেক্ষা এই তীর্থ অত্যধিক মহাত্ম্যশালী হউক। দেবতারা আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করুন। তাহা হইলেই আমি দেবগণের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে দধীচিপুত্র পিপ্পলাদ এই মধুরাক্ষর বাণী বলিলে, দেবগণ আদরের সহিত তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন শঙ্কর বালক পিপ্পলাদের বুদ্ধি, বিদ্যা, বিনয়, শৌর্য্য, বল, সাহস, সত্যবাক্য, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও ভাবশুদ্ধি বিদিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—বৎস! যাহা সুরদুর্লভ প্রিয় কাম্য বস্তু, তুমি তাহা প্রাপ্ত হইবে। অতএব যাহা কল্যাণকর, তাহা প্রার্থনা করিয়া লও। তুমি অন্যত্র মনঃসন্নিবেশ করিও না। পিপ্পলাদ বলিলেন,—হে মহেশ! যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি গঙ্গায় আপ্লুত হইয়া ভবদীয় পাদপদ্ম দর্শন করিবেন, তাঁহারা সর্ব্ব কামনা প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে শৈবপদ লাভ করুন। আমার পিতামাতা ও পিপ্পলাদি বন্ধুরা আপনার পদ প্রাপ্ত হইয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহারা পরম প্রভু আপনাকে অবলোকন করিয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। চিরদিন তাঁহারা এই ভাবে আপনাকে অবলোকন করুন এবং ভবৎপদ প্রাপ্ত হউন।১৫৯—১৬৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেব মহেশ্বর পিপ্পলাদকে 'তথাস্তু' বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া দেবগণ সহ একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। দেবগণও তৎকৃত ভয় হইতে মুক্ত হইয়া প্রীতিভরে শিব-সন্নিধানে দধীচিনন্দনকে বলিলেন,—হে দ্বিজ! তোমার দ্বারা নিঃসন্দেহে দেবগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। দেবদেবের ত্রিলোক-বন্দিত আজ্ঞা তুমি পালন করিয়াছ; তুমি নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা কর নাই। পরার্থেই পূর্ব্বে তুমি বর লইয়াছ। অতএব আমরা তোমায় কিঞ্চিৎ দান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি অন্য

ব্রহ্মোবাচ।

পুনঃপুনস্তদেবোচুঃ সুরসঙ্ঘা দ্বিজোত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ পূর্ব্বং নত্বা শম্ভুসুরানিদম্॥
উবাচ পিপ্পলাদশ্চ উমাং নত্বা চ পিপ্পলান্॥১৭২

পিপ্পলাদ উবাচ।

পিতরৌ দ্রষ্টুকামোঽস্মি সদা মে শব্দগোচরৌ।
তে ধন্যাঃ প্রাণিনো লোকে মাতাপিত্রোর্বশে স্থিতাঃ॥১৭৩
শুশ্রূষণপরা নিত্যং তৎপাদাজ্ঞাপ্রতীক্ষকাঃ।
ইন্দ্রিয়াণি শরীরঞ্চ কুলং শক্তিং ধিয়ং বপুঃ॥
পরিলভ্য তয়োঃ কৃত্যে কৃতকৃত্যো ভবেৎ স্বয়ম্
পশূনাং পক্ষিণাঞ্চাপি সুলভং মাতৃদর্শনম্॥১৭৫
দুর্লভং মম তচ্চাপি পৃচ্ছে পাপফলং নু কিম্।
দুর্লভঞ্চ তথা চেৎ স্যাৎ সর্ব্বেষাং যস্য কস্যচিৎ
নোপপদ্যেত সুলভং মত্তো নান্যোঽস্তি পাপকৃৎ।

তয়োর্দর্শনমাত্রঞ্চ যদি প্রাপ্যে সুরোত্তমাঃ।
মনোবাক্কায়কর্ম্মভ্যঃ ফলং প্রাপ্তং ভবিষ্যতি।
পিতরৌ যে ন পশ্যন্তি সমুৎপন্না ন সংস্থতৌ॥
তেষাং মহাপাতকানাং কঃ সংখ্যাং কর্ত্তুমীশ্বরঃ

ব্রহ্মোবাচ।

তদৃষের্ব্বচনং শ্রুত্বা মিথঃ সম্মন্ত্র্য তে সুরাঃ।
বিমানবরমারূঢ়ৌ পিতরৌ দম্পতী শুভৌ॥১৭৯
তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষৌ দ্রক্ষ্যসে বাদ্য নিশ্চিতম্॥
বিষাদং লোভমোহৌ চ ত্যক্ত্বা চিত্তং শমং নয়
পশ্য পশ্যেতি তং প্রাহুর্দাধীচং সুরসত্তমাঃ।
বিমানবরমারূঢ়ৌ স্বর্গিণৌ স্বর্ণভূষণৌ॥১৮১
তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষৌ পিতরৌ দম্পতী শুভৌ
বীজ্যমানৌ সুরস্ত্রীভিঃ স্তূয়মানৌ চ কিন্নরৈঃ॥
দৃষ্ট্বা স মাতাপিতরৌ ননাম শিবসন্নিধৌ।
হর্ষবাষ্পাকুলনয়নো স কথঞ্চিদুবাচ তৌ॥১৮৩

বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বর লইবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কারপূর্ব্বক শম্ভুপ্রমুখ সুরগণ, উমাদেবী ও পিপ্পলদিগকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আমার যে পিতামাতা এক্ষণে শ্রুতিগোচর হইয়া আছেন, আমি সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করি। যে সকল লোক মাতাপিতার বশীভূত, নিত্য তাঁহাদের শুশ্রূষাপরায়ণ ও তদীয় পাদপদ্মের আজ্ঞা প্রতীক্ষক, তাঁহারাই জগতে ধন্য। যে মানব, ইন্দ্রিয়গ্রাম, শরীর, কুল, শক্তি ও বুদ্ধিলাভ করিয়া পিতা-পিতার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। পশু-পক্ষীদিগেরও মাতৃদর্শন সুলভ; কিন্তু আমার পক্ষে তাহা দুর্লভ হইল কেন? আমার ইহা কোন্ পাপের ফল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি? সকলের পক্ষেই যদি পিতা-মাতার দর্শনলাভ দুর্লভ হইত, তাহা হইলে আমার পক্ষে তাহা দুর্লভ হইলে ক্ষোভ ছিল না; কিন্তু যখন সকলের পক্ষেই যখন সুলভ, তখন আমাপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কেহই নাই। হে সুরগণ! আমি যদি তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার মন, বাক্য, কায় ও কর্ম্মজনিত ফলপ্রাপ্তি হইবে। যাহারা জন্মিয়া পিতামাতাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই সকল মহাপাতকীদিগের সংখ্যা কে করিতে সমর্থ? ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ ঋষির সেই কথা শুনিয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমার পিতামাতা বিমানে আরোহণ করিয়া তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতেছেন, তুমি অদ্যই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে। লোভ, মোহ, বা বিষাদ পরিত্যাগ কর এবং চিত্তকে শান্ত কর। সুরগণ এইরূপ বলিয়া পরক্ষণেই দধীচিনন্দনকে বলিলেন,—ঐ দেখ, ঐ দেখ, তোমার স্বর্ণভূষিত স্বর্গীয় বিমানারূঢ় পিতা, মাতা তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতেছেন। ঐ দেখ সুরস্ত্রীরা উহাঁদিগকে বীজন করিতেছে এবং কিন্নরেরা স্তব করিতেছে। ১৬৮—১৮২। পিপ্পলাদ তখন মাতাপিতাকে দেখিয়া শিবসন্নিধানে নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের নয়ন হইতে হর্ষাশ্রু

পুত্র উবাচ।
তারয়ন্ত্যেব পিতরাবন্তে পুত্রাঃ কুলোদ্বহাঃ।
অহন্তু মাতুরুদরে কেবলং ভেদকারণম্॥
এবম্ভূতোঽপি তৌ মোহাৎ পশ্যেয়মতিদুর্ম্মতিঃ
ব্রহ্মোবাচ।
তাবালোক্য ততো দুঃখাদ্বক্তুং নৈব শশাক সঃ
দেবাশ্চ মাতাপিতরৌ পিপ্পলাদমথাব্রুবন॥ ১৮৫
দেবা উচুঃ।
ধন্যস্ত্বং পুত্র লোকেষু যস্য কীর্ত্তির্গতা দিবম্।
সাক্ষাৎ কৃতস্ত্বয়া ত্র্যক্ষো দেবাশ্চাশ্বাসিতাস্ত্বয়া
ত্বয়া পুত্রেণ সল্লোকা ন ক্ষীয়ন্তে কদাচন॥১৮৬
ব্রহ্মোবাচ।
পুষ্পবৃষ্টিস্তদা স্বর্গাৎ পপাত তস্য মূর্দ্ধনি।
জয়শব্দঃ সুরৈরুক্তঃ প্রাদুর্ভূতো মহামুনে॥ ১৮৭
আশিষং তু সুতে দত্ত্বা দধীচিঃ সহ ভার্য্যয়া।
শম্ভুং গঙ্গাং সুরান্নত্বা পুত্রং বাক্যমথাব্রবীৎ॥
দধীচিরুবাচ।
প্রাপ্য ভার্য্যাং শিবে ভক্তিং কুরু গঙ্গাঞ্চসেবয়
পুত্রানুৎপাদ্য বিধিবদ্যজ্ঞানিষ্ট্বা সদক্ষিণান্॥
কৃতকৃত্যস্ততো বৎস আক্রমস্ব চিরং দিবম্॥
ব্রহ্মোবাচ।
করোম্যেবমিতি প্রাহ দধীচিং পিপ্পলাশনঃ।
দধীচিঃ পুত্রমাশাস্য ভার্য্যয়া চ পুনঃপুনঃ॥১৯০
অনুজ্ঞাতঃ সুরগণৈঃ পুনঃ স দিবমাক্রমৎ।
দেবা অপ্যুচিরে সর্ব্বে পিপ্পলাদং সসম্ভ্রমাঃ॥১৯১
দেবা উচুঃ।
কৃত্যাং শময় ভদ্রং তে তদুৎপন্নং মহানলম্॥
ব্রহ্মোবাচ।
পিপ্পলাদস্তু তানাহ ন শক্তোঽহং নিবারণে।
অসত্যং নৈব বক্তাহং যূয়ং কৃত্যাং তু ব্রূত তাম্
মাং দৃষ্ট্বা সা মহারৌদ্রা বিপরীতং করিষ্যতি।
তামেব গত্বা বিবুধাঃ প্রোচুস্তে শান্তিকারণম্॥
অনলঞ্চ যথাপ্রীতি তে উভে নেত্যবোচতাম্।

নিপতিত হইতে লাগিল। পুত্র তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতি কষ্টে বলিলেন,—অন্যান্য কুল-প্রদীপ পুত্রগণ পিতামাতাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি কেবল মাতার ক্লেশের নিমিত্ত তাঁহার উদরে অবস্থান করিয়াছি। আমি এরূপ অতি-দুর্ম্মতি হইয়াও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পাইলাম! ব্রহ্মা বলিলেন,—পিপ্পলাদ পিতামাতাকে দেখিয়া দুঃখভরে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তখন দেব-গণ তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! এ জগতে তুমিই ধন্য পুরুষ। তোমার কীর্ত্তি স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তুমি ত্রিলোচনকে সাক্ষাৎ করিয়াছ এবং দেবগণকে আশ্বাস দিয়াছ। তোমা হেন পুত্র দ্বারা সৎ-লোকেরা কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামুনে! তৎকালে পিপ্প-লাদের মস্তকোপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। সুরগণ তাঁহার জয়ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সস্ত্রীক দধীচি পুত্রকে আশী-র্ব্বাদ করিয়া শম্ভু, গঙ্গা ও সুরগণকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—বৎস! তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া শিব ও গঙ্গাকে ভক্তি-ভরে সেবা কর এবং পুত্র উৎপাদন করিয়া দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া চিরদিন স্বর্গভোগ কর। ব্রহ্মা বলি-লেন,—পিপ্পলাদ 'করিব' বলিয়া পিতার বাক্যে প্রতিশ্রুত হইলেন। দধীচি পুত্রকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়া ভার্য্যা সহ সুরগণের অনুমতিক্রমে পুনরায় স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবগণ তখন পিপ্পলাদকে সসম্ভ্রমে বলি-লেন,—হে দ্বিজ! ভবৎকৃত কৃত্যা হইতে মহানল প্রাদুর্ভূত হইতেছে। আপনি উহা প্রশমিত করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিপ্পলাদ দেবগণকে কহিলেন,—আমি উহা নিবারণ করিতে সক্ষম নহি। আমি অসত্য বলিতে পারি না। আপনারাই কৃত্যাকে নিবৃত্ত হইতে বলুন। আমাকে দেখিয়া ঐ রৌদ্রী কৃত্যা হয় ত বিপরীত করিয়া বসিবে। তখন বিবুধগণ কৃত্যা-সমীপে গিয়া শান্তির নিমিত্ত তাহাকে এবং অগ্নিকে অনুরোধ

সর্ব্বেষাং ভক্ষণায়ৈব সৃষ্টা চাহং বিজন্মনা ॥১৯৫
তথাচ মৎপ্রসূতোহগ্নিরন্যথা তৎকথং ভবেৎ।
মহাভূতানি পঞ্চাপি স্থাবরং জঙ্গমং তথা ॥১৯৬
সর্ব্বমস্মন্মুখে বিদ্যাদ্বক্তব্যং নাবশিষ্যতে।
ময়া সম্মন্ত্র্য তে দেবাঃ পুনরূচুরুভাবপি ॥ ১৯৭
ভক্ষয়েতামুভৌ সর্ব্বং যথানুক্রমতস্তথা।
বড়বাপি সুরানেবমুবাচ শৃণু নারদ ॥ ১৯৮
বড়বোবাচ।
ভবতামিচ্ছয়া সর্ব্বং ভক্ষ্যং মে সুরসত্তমাঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
বড়বা সা নদী জাতা গঙ্গয়া সঙ্গতা মুনে।
তত্তবশ্চ মহানগ্নির্য আসীদতিভীষণঃ।
তমাহুরমরা বহ্নিং ভূতানামাদিতো বিভুঃ ॥ ২০০
সুরা উচুঃ।
আপো জ্যেষ্ঠতমা জ্ঞেয়াস্তথৈব প্রথমং ভবান্।
তত্রাপ্যপাম্পতিং জ্যেষ্ঠং সমুদ্রমশনং কুরু।
যথৈব তু বয়ং ক্রমো গচ্ছ ভুঙ্ক্ষ্ব যথাসুখম্।
ব্রহ্মোবাচ।
অনলস্তমরানাহ আপস্তত্র কথং ত্বহম্।
ব্রজেয়ং যদি মাং তত্র প্রাপয়ন্ত্যদকং মহৎ ॥
ভবন্ত এব তেহপ্যাহুঃ কথং তেহগ্নে গতির্ভবেৎ
অগ্নিরপ্যাহ তান্দেবান্কন্যা মাং গুণশালিনী
হিরণ্যকলশে স্থাপ্য নয়েদ্যত্র গতির্মম।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্যামূচুঃ সরস্বতীম্ ॥ ২০৪
দেবা উচুঃ।
নয়ৈনমনলং শীঘ্রং শিরসা বরুণালয়ম্ ॥ ২৯৫
ব্রহ্মোবাচ।
সরস্বতী সুরানাহ নৈকা শক্তা চ ধারণে।
যুক্তা চতসৃভিঃ শীঘ্রং বহেয়ং বরুণালয়ম্ ॥ ২০৬
সরস্বত্যা বচঃ শ্রুত্বা গঙ্গাঞ্চ যমুনাং তথা।
নর্ম্মদাং তপতীং চৈব সুরাঃ প্রোচুঃ পৃথক্পৃথক্

করিলেন। কিন্তু তাহারা উভয়েই তাহাতে অসম্মত হইল; বলিল,—সকলকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছি। কৃত্যা কহিল,—আমা হইতে জাত ঐ অনল সর্ব্বভূতের ভক্ষণার্থ উৎপন্ন। সুতরাং ইহার অন্যথা হইবে কিরূপে? পঞ্চ মহাভূত এবং স্থাবর জঙ্গম যে কিছু সকলই আমাদের মুখে প্রবিষ্ট বলিয়া জানিবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন বক্তব্যই অবশিষ্ট নাই। তখন দেবগণ আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া সেই কৃত্যা ও অগ্নিকে বলিলেন,—আচ্ছা, তোমরা উভয়ে ক্রমে ক্রমে সমস্তই ভক্ষণ করিতে পারিবে। কৃত্যা বড়বা সুরগণকে বলিল,—হে সুরবরগণ! আপনাদের ইচ্ছানুসারে সমস্তই আমার ভক্ষ্য হইল! ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই বড়বা তখন নদী হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইল। তদুৎপন্ন মহান্ অগ্নি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন সুরগণ সেই অগ্নিকে বলিলেন,—জল জ্যেষ্ঠতম এবং আপনিও আদি বলিয়া বিদিত। জলের আধার সমুদ্রই জ্যেষ্ঠ, অতএব আপনি তাহাকেই ভক্ষণ করুন। আমরা যেরূপ বলিতেছি, আপনি তথায় গিয়া তাহাকে যথাসুখে ভোজন করুন।১৮৩—২০১। ব্রহ্মা বলিলেন,—অগ্নি দেবগণকে কহিলেন,—যেখানে জল আছে, সেখানে আমার অবস্থান হইবে কিরূপে? আমি তথায় গমন করিলে, আপনারা হয়ত আমায় মহাজলে প্লাবিত করিবেন। দেবগণ বলিলেন,—হে অগ্নে! তবে তথায় তোমার গতি হইবে কিরূপে? অগ্নি বলিলেন;—কোন গুণশালিনী কন্যা আমায় স্বর্ণকলসে স্থাপন করিয়া যদি তথায় লইয়া যায়, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি। দেবগণ তাঁহার সেই কথা শুনিয়া কন্যা সরস্বতীকে বলিলেন,—তুমি এই অগ্নিকে শীঘ্র বরুণালয়ে লইয়া যাও। ব্রহ্মা বলিলেন,—সরস্বতী বলিলেন,—আমি একা ইঁহাকে ধারণ করিতে সক্ষম নহি। অতএব আর চারিজনে মিলিয়া ইঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র বরুণালয়ে লইয়া যাইতে পারি। সুরগণ সরস্বতীর সেই কথায় গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা ও তপতীকে সমুদ্রে অগ্নি লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ

তাভিঃ সমন্বিতোবাহ হিরণ্যকলশেহনলম্।
সংস্থাপ্য শিরসা ধার্য্য তা জগ্মুর্বরুণালয়ম্ ॥ ২০৮
সংস্থাপ্য যত্র দেবেশঃ সোমনাথো জগৎপতিঃ
অধ্যাস্তে বিবুধৈঃ সার্দ্ধং প্রভাসে শশিভূষণঃ ॥
প্রাপয়ামাসুরনলং পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতি।
অধ্যাস্তে চ মহানগ্নিঃ পিবন্ বারি শনৈঃ শনৈঃ
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে শিবমূচুঃ সুরোত্তমম্ ॥২১১

দেবা ঊচুঃ।

অস্থাঞ্চ পাবনং ব্রূহি অস্মাকঞ্চ গবাং তথা।

ব্রহ্মোবাচ।

শিবঃ প্রাহ তদা সর্ব্বান্ গঙ্গামাপ্লুত্য যত্নতঃ।
দেবাশ্চ গাবস্তৎ পাপান্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
প্রক্ষালিতানি চাস্থীনি ঋষিদেহভবান্যথ।
তানি প্রক্ষালনাদেব তত্র প্রাপ্তানি পূততাম্ ॥
যত্র দেবা মুক্তপাপাস্তত্তীর্থং পাপনাশনম্।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্ ॥ ২১৫
গবাঞ্চ পাবনং যত্র গোতীর্থং তদুদাহৃতম্।
তত্র স্নানান্মহাবুদ্ধির্গোমেধফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১৬
যত্র তদ্ব্রাহ্মণাস্থীনি আসন্ পুণ্যানি নারদ।
পিতৃতীর্থং তু বৈ জ্ঞেয়ং পিতৄণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
ভস্মাস্থিনখরোমাণি প্রাণিনো যস্য কর্হিচিৎ।
তত্র তীর্থে সংক্রমেরন্ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥
স্বর্গে বাসো ভবেত্তস্য অপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
তথা চক্রেশ্বরাত্তীর্থাত্রীণি তীর্থানি নারদ ॥
ততঃ পূতাঃ সুরগণা গাবঃ শম্ভুমথাব্রুবন্ ॥

গোসুরা ঊচুঃ।

যামঃ স্ব স্বমধিষ্ঠানমত্র সূর্য্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
অস্মিন্ স্থিতে দিনকরে সুরাঃ সর্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ
ভবেয়ুর্জ্জগতামীশ তদনুজ্ঞাতুমর্হসি।
সূর্য্যো হ্যাত্মাস্য জগতস্তস্থুষশ্চ সনাতনঃ ॥
দিবাকরো দেবময়স্তত্রাস্মাভিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।

করিলেন। সরস্বতী তখন তাহাদিগের সহিত একযোগে স্বর্ণকলসস্থ অগ্নিকে মস্তকে রাখিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। যেখানে জগৎপতি সোমনাথ শশিভূষণ বিবুধগণ সহ অবস্থান করিতেছেন, সেই প্রভাস-ক্ষেত্রে তাঁহারা তখন অগ্নিকে লইয়া আসিলেন। সেই সরস্বতীপ্রমুখ পঞ্চনদীও সেইখানে বিশ্রাম করিলেন। প্রবল অগ্নি সেইখানে থাকিয়া ধীরে ধীরে জলপান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ শিবকে বলিলেন,—দেব! দধীচির অস্থি-সমূহের, আমাদের এবং গোগণের পবিত্রতা হইবে কিরূপে? বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন শিব তাঁহাদিগকে কহিলেন,—দেব-গণ ও গোগণ সকলেই যত্নপূর্ব্বক গঙ্গায় অবগাহন করিলে, পাপ হইতে মুক্তি ঘটিবে, ঋষিদেহের অস্থিসকল গঙ্গায় ধৌত করিলেই পবিত্র হইবে। হে নারদ! দেবগণ যেখানে পাপমুক্ত হইয়াছিলেন; তাহার নাম পাপনাশন তীর্থ। তথায় স্নান ও দান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়। গোগণ যথায় পবিত্র হইয়াছিল, তাহার নাম গোতীর্থ। এখানে স্নান করিলে, গোমেধ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে নারদ! যেখানে দধীচির অস্থি সকল পূত হইয়াছিল, তাহার নাম পিতৃতীর্থ। ইহা পিতৃগণের প্রীতিবর্দ্ধন। এই তীর্থে যদি কোন মৃত প্রাণীর ভস্ম, অস্থি, নখ, বা রোম কোনরূপে নিপতিত হয়, তবে সে প্রাণীর যাবৎ-চন্দ্র-দিবাকর স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি অতি দুষ্কৃতী হইলেও স্বর্গবাস নিশ্চিত। হে নারদ! চক্রেশ্বর তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটী তীর্থেই ঐ সকল ফল হয়। অনন্তর সুরগণ ও গোগণ পূত হইয়া শম্ভুকে বলিলেন,—এখানে সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন। আমরা এক্ষণে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি। দিনকর এইখানে অবস্থান করিলে, সমস্ত দেবই প্রতিষ্ঠিত হইবেন। অতএব হে ঈশ! আমাদিগকে এক্ষণে যাইতে অনুমতি করুন। সূর্য্য এই জগ-তের সনাতন আত্মা। দিবাকরই সর্ব্বদেবো-পম; তাঁহাকে আমরা এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত

যত্র গঙ্গা জগদ্ধাত্রী যত্র বৈ ত্র্যম্বকঃ স্বয়ম্।
সুরবাসং প্রতিষ্ঠানং ভবেদ্‌যত্র চ ত্র্যম্বকম্॥
ব্রহ্মোবাচ।
আপৃচ্ছ্য পিপ্পলাদং তং সুরাঃ স্বং সদনং যযুঃ
পিপ্পলাঃ কালপর্য্যায়ে স্বর্গং জগ্মুরথাক্ষয়ম্॥২২
পাদপানাং পরং বিপ্রঃ পিপ্পলাদঃ প্রতাপবান্।
ক্ষেত্রাধিপত্যে সংস্থাপ্য পূজয়ামাস শঙ্করম্॥
দধীচিসূনুর্মুনিরুগ্রতেজা
অবাপ্য ভার্য্যাং গৌতমস্যাত্মজাঞ্চ।
পুত্রানথাবাপ্য শ্রিয়ং যশশ্চ
সুহৃজ্জনৈঃ স্বর্গমবাপ ধীরঃ॥ ২২৫
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং পিপ্পলেশ্বরমুচ্যতে।
সর্ব্বক্রতুফলং পুণ্যং স্মরণাদঘনাশনম্॥ ২২৭
কিং পুনঃ স্নানদানাভ্যামাদিত্যস্য তু দর্শনাৎ।
চক্রেশ্বরঃ পিপ্পলেশো দেবদেবস্য নামনী॥ ২২৭
সরহস্যং বিদিত্বা তু সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
সূর্য্যস্য চ প্রতিষ্ঠানাৎ সুরবাসে প্রতিষ্ঠিতে॥
প্রতিষ্ঠানং তু তৎক্ষেত্রং সুরাণামপি বল্লভম্॥
ইতীদমাখ্যানমতীব পুণ্যং
পঠেত বা যঃ শৃণুয়াৎ স্মরেদ্বা।
স দীর্ঘজীবী ধনবান্ ধর্ম্মযুক্ত
শ্চান্তে স্মরন্ শম্ভুমুপৈতি নিত্যম্॥ ২২৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে চক্রেশ্বরপিপ্পল-তীর্থবর্ণনং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১০॥

করিলাম। যেখানে জগদ্ধাত্রী গঙ্গা ও স্বয়ং ত্রিলোচন অবস্থিত, তথায় সমস্ত দেবেরই অধিষ্ঠান হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিপ্পলাদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সুরগণ স্বধামে প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে সেই সকল পিপ্পল বৃক্ষ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিল। প্রতাপবান্ পিপ্পলাদ বিপ্র কোন পাদপপ্রধান পিপ্পলকে ক্ষেত্রাধিপত্যে স্থাপন করিয়া শঙ্করের পূজা করিতে লাগিলেন। মহাতেজা দধীচিনন্দন গৌতমাত্মজার পাণিপীড়ন করিয়া পরে পুত্র, শ্রী, ও যশোলাভ করত অন্তে সুহৃৎ জন সহ স্বর্গধামে উপনীত হইলেন। তখন হইতে সেই তীর্থ পিপ্পলেশ্বর নামে অভিহিত হইল। এই তীর্থের স্মরণমাত্রেই সমস্ত যজ্ঞফল লাভ হয় ও নিখিল পাপ বিদূরিত হইয়া যায়। পরন্তু এই তীর্থদর্শনে এবং এখানে স্নানদান করিলে, যে কি অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। পিপ্পলেশ, চক্রেশ, এই দুটী দেবদেবের নাম। যে জন সরহস্য এই বৃত্তান্ত বিদিত হয়, তাহার সর্ব্বকামপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সূর্য্যের প্রতিষ্ঠায় এবং সুরগণের অধিষ্ঠানে এই ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান নামে অভিহিত। ইহা সুরগণের একান্তই প্রিয়। যে ব্যক্তি এই অতি পুণ্যতম আখ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে বা স্মরণ করে, সে দীর্ঘজীবী, ধনবান্ ও ধার্ম্মিক হইয়া অন্তকালে শিবস্মরণে নিত্যপদ প্রাপ্ত হয়।২০২—২২৯।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
নাগতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্।
যত্র নাগেশ্বরো দেবঃ শৃণু তস্যাপি বিস্তরম্॥১
প্রতিষ্ঠানপুরে রাজা শূরসেন ইতি শ্রুতঃ।
সোমবংশভবঃ শ্রীমানমতিমান্‌গুণসাগরঃ॥ ২
পুত্রার্থং স মহাযত্নমকরোৎ প্রিয়য়া সহ।
তস্য পুত্রশ্চিরাদাসীৎসর্পো বৈ ভীষণাকৃতিঃ॥৩

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শুভ নাগতীর্থ সর্ব্বকামপ্রদ। এই তীর্থে স্বয়ং নাগেশ্বর দেব বিরাজিত। হে নারদ! ইহার বিবরণ শ্রবণ কর। শুনিয়াছি, পুরাকালে প্রতিষ্ঠানপুরে শূরসেন নামে সোমবংশীয় জনৈক গুণাকর শ্রীমান্, মতিমান্ রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রিয়াসহ বহুযত্ন করিলেন। অনন্তর এক ভীষণাকার সর্প

পুত্রং তং গোপয়ামাস শূরসেনো মহীপতিঃ।
রাজ্ঞঃ পুত্রঃ সর্প ইতি ন কশ্চিদ্বিন্দতে জনঃ ॥৪
অন্তর্ব্বর্ত্তী পরো বাপি মাতরং পিতরং বিনা।
ধাত্রেয্যপি ন জানাতি নামাত্যো ন পুরোহিতঃ॥
তং দৃষ্ট্বা ভীষণং সর্পং সভার্য্যো নৃপসত্তমঃ।
সন্তাপং নিত্যমাপ্নোতি সর্পাদ্বরমপুত্রতা॥ ৬
এতদস্তি মহাসর্পো বক্তি নিত্যং মনুষ্যবৎ।
স সর্পঃ পিতরং প্রাহ কুরু চূড়ামপি ক্রিয়াম্॥ ৭
তথোপনয়নঞ্চাপি বেদাধ্যয়নমেব চ।
যাবদ্বেদং ন চাধীতে তাবচ্ছূদ্রসমো দ্বিজঃ॥ ৮
ব্রহ্মোবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা পুত্রবচঃ শূরসেনোঽতিদুঃখিতঃ।
ব্রাহ্মণং কঞ্চনানীয় সংস্কারাদি তদাকরোৎ।
অধীতবেদঃ সর্পোঽপি পিতরং চাব্রবীদিদম্॥৯
সর্প উবাচ।
বিবাহং কুরু মে রাজন্ স্ত্রীকামোঽহং নৃপোত্তম॥
অন্যথাপি চ কৃত্যন্তে ন সিধ্যেদিতি মে মতিঃ॥
জনয়িত্বাত্মজান্ বেদবিধিনাখিলসংস্কৃতঃ।
ন কুর্য্যাদ্যঃ পিতা তস্য নরকান্নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
বিস্মিতঃ স পিতা প্রাহ সুতং তমুরগাকৃতিম্॥
শূরসেন উবাচ।
যস্য শব্দাদপি ত্রাসং যান্তি শূরাশ্চ পুরুষাঃ।
তস্মৈ কন্যাং তু কো দদ্যাদ্বদ পুত্র করোমি কিম্
ব্রহ্মোবাচ।
তৎপিতুর্বচনং শ্রুত্বা সর্পঃ প্রাহ বিচক্ষণঃ॥ ১৪
সর্প উবাচ।
বিবাহা বহবো রাজন্ রাজ্ঞাং সন্তি জনেশ্বর।
প্রসহ্যাহরণঞ্চাপি শস্ত্রৈর্বৈবাহ এব চ॥ ১৫
জাতে বিবাহে পুত্রস্য পিতাসৌ কৃতকৃত্যবৎ।
নো চেদত্রৈব গঙ্গায়াং মরিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তৎপুত্রনিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা অপুত্রো নৃপসত্তমঃ।

তাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইল। মহীপতি শূরসেন সেই পুত্রকে গোপনে রাখিলেন। রাজার পুত্র একটা সর্প, ইহা পিতামাতা ব্যতীত কি বাহিরের, কি ভিতরের কোন লোকই জানিতে পারিল না। অমাত্য-পুরোহিত এমন কি ধাত্রীর পর্য্যন্ত এ সংবাদ অবিদিত রহিল। রাজা সেই ভীষণ সর্প দেখিয়া ভার্য্যার সহিত নিত্যই সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এই সর্প না হওয়া অপেক্ষা আমাদের অপুত্রতাই ভাল ছিল। এই ত মহাসর্প রহিয়াছে, এ আবার মনুষ্যের ন্যায় কথা কহে। তখন সত্য সত্যই সেই সর্প পিতাকে কহিল,—আপনি আমার চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নের আয়োজন করুন। কেননা, যতদিন না বেদাধ্যয়ন করা হয়, দ্বিজাতি ততদিন শূদ্রতুল্যই থাকেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা শূরসেন পুত্রের এই কথা শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন এবং কোন এক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহার সংস্কারাদি করাইলেন। সর্প বেদাধ্যয়ন করিয়া পিতাকে বলিল,—রাজন্! আমি স্ত্রীকামী হইয়াছি, আমার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করুন। কেননা, বিবাহ না হইলে, পিতার কার্য্য সিদ্ধ হয় না; ইহাই আমার ধারণা। যে পিতা পুত্র উৎপাদন করিয়া বেদবিধি অনুসারে তাহার সমস্ত সংস্কার সম্পাদন না করেন, তাঁহার নরক হইতে নিষ্কৃতি ঘটে না।১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতা বিস্মিত হইয়া সেই সর্পাকার পুত্রকে বলিলেন,—যাহার নাম শ্রবণে বীরপুরুষেরাও ত্রাসান্বিত হয়েন, কে তাঁহার নিকট কন্যাদান করিবে? পুত্র! তুমিই বল না—আমি এ ক্ষেত্রে কি করিব? ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতার কথা শুনিয়া বিচক্ষণ সর্প উত্তর করিল,—রাজন্! রাজগণের বিবাহ বহু প্রকার, তন্মধ্যে শস্ত্রবলে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া আনাও এক প্রকার বিবাহ। পুত্রের বিবাহ হইলে, পিতা কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। আমার যদি বিবাহ না হয়, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিব। ব্রহ্মা

বিবাহার্থমমাত্যাংস্তানাহূয়েদং বচোঽব্রবীৎ॥১৭
শূরসেন উবাচ।
নাগেশ্বরো মম সুতো যুবরাজো গুণাকরঃ।
গুণবান্ মতিমান্ শূরো দুর্জ্জয়ঃ শক্রতাপনঃ॥১৮
রথে নাগে স ধনুষি পৃথিব্যাং নোপমীয়তে।
বিবাহস্তস্য কর্ত্তব্যো হ্যহং বৃদ্ধস্তথৈব চ॥ ১৯
রাজ্যভারং সুতে ন্যস্য নিশ্চিন্তোঽহং ভবাম্যতঃ
ন দারসংগ্রহো যাবত্তাবৎ পুত্রো মম প্রিয়ঃ॥২০
বালভাবং নো জহাতি তস্মাৎ সর্ব্বেঽনুমন্য চ
বিবাহায়াথ কুর্ব্বন্তু যত্নং মম হিতে রতাঃ॥ ২১
ন মে কাচিত্তদা চিন্তা কৃতোদ্বাহো যদাত্মজঃ।
সুতে ন্যস্তভরা যান্তি কৃতিনস্তপসে বনম্॥২২
ব্রহ্মোবাচ।
অমাত্যা রাজবচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে বিনীতবৎ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো হর্ষাদ্রাজানং ভূরিতেজসম্॥ ২৩
অমাত্যা ঊচুঃ।
তব পুত্রো গুণজ্যেষ্ঠস্তথা সর্ব্বত্র বিশ্রুতঃ।
বিবাহে তব পুত্রস্য কিং মন্ত্র্যং কিমু চিন্ত্যতে
ব্রহ্মোবাচ।
অমাত্যেষু তথোক্তেষু গম্ভীরো নৃপসত্তমঃ।
পুত্রং সর্পং ত্বমাত্যানাং ন চাখ্যাতি ন তে বিদুঃ
রাজা পুনস্তানুবাচ কা স্যাৎ কন্যা গুণাধিকা।
মহাবংশভবঃ শ্রীমান্ কো রাজা স্যাদ্গুণাশ্রয়ঃ॥
সম্বন্ধযোগ্যঃ শূরশ্চ যৎসম্বন্ধঃ প্রশস্যতে।
তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা অমাত্যানাং মহামতিঃ॥২৭
কুলীনঃ সাধুরত্যন্তং রাজকার্য্যহিতে রতঃ।
রাজ্ঞো মতিং বিদিত্বা তু ইঙ্গিতজ্ঞোঽব্রবীদিদম্
অমাত্য উবাচ।
পূর্ব্বদেশে মহারাজ বিজয়ো নাম ভূপতিঃ।
বাজিবারণরত্নানাং যস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে॥২৯
অষ্টৌ পুত্রা মহেষ্বাসা মহারাজস্য ধীমতঃ।

বলিলেন,—রাজা পুত্রের তাদৃশ নির্ব্বন্ধ জানিয়া অমাত্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আমার পুত্র নাগেশ্বর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি গুণাকর, মতিমান্, শূর, দুর্জ্জয় ও শক্রতাপন। রথ, নাগ ও ধনুঃপরিচালনে তাঁহার উপমার পাত্র পৃথিবীতে কেহই নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার সেই পুত্রের এক্ষণে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। যতদিনে তাহার দারসংগ্রহ না হয়, তাবৎকাল আমার প্রিয় পুত্রের বাল্য-চাপল্য অপনীত হইতেছে না। অতএব আমার হিতৈষী মন্ত্রিগণ সকলেই মৎপুত্রের বিবাহার্থ চেষ্টা করুন। পুত্র যখন কৃতোদ্বাহ হইবে, তখন আর আমার কোনই চিন্তা থাকিবে না। কৃতী লোকেরা পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অমাত্যগণ রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বিনীতভাবে সহর্ষে বলিলেন,—রাজন্! আপনি সর্ব্বত্র বিশ্রুত; আপনার যখন পুত্র, তখন নিশ্চয়ই তিনি গুণজ্যেষ্ঠ। সুতরাং তাঁহার বিবাহের জন্য বিশেষ মন্ত্রণা করিবার আবশ্যক কি আছে? ১২-২৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—অমাত্যগণ এই কথা কহিলে, রাজা গম্ভীরভাবে রহিলেন। তাঁহার পুত্র যে একটী সর্প, সে কথা অমাত্যদিগকে বলিলেন না। অমাত্যগণও সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। রাজা সে বিষয় গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় বলিলেন,—কোথায় একটী গুণাধিকা কন্যা পাওয়া যাইবে? যাঁহার সহিত সম্বন্ধ করিলে আমার বংশগৌরবের হানি না হয়, যিনি মহাবংশে জন্মিয়াছেন, এবং যাঁহার লক্ষ্মী, ভাগ্য, শৌর্য্য ও গুণ বিদ্যমান, এ হেন কোন্ রাজা আছেন, যাঁহার সহিত আমি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি? রাজার সেই কথা শুনিয়া রাজসংসারের হিতৈষী কোন এক সাধুচরিত্র সৎকুলজাত কুলীন অমাত্য রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বদেশে বিজয় নামে এক ভূপতি আছেন। তাঁহার অশ্ব, গজ ও রত্ন যে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তেষাং স্বসা ভোগবতী সাক্ষাল্লক্ষ্মীরিবাপরা।
তব পুত্রস্য যোগ্যা সা ভার্য্যা রাজন্ময়োদিতা॥
ব্রহ্মোবাচ।
বৃদ্ধামাত্যবচঃ শ্রুত্বা রাজা তং প্রত্যভাষত॥৩১
রাজোবাচ।
সুতা তস্য কথং মেহস্য সুতস্য স্যাদ্বদস্ব তৎ॥
বৃদ্ধামাত্য উবাচ।
লক্ষিতোহসি মহারাজ যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
যচ্ছূরসেন কৃত্যং স্যাদনুজানীহি মাং ততঃ॥৩৩
ব্রহ্মোবাচ।
বৃদ্ধামাত্যবচঃ শ্রুত্বা ভূষণাচ্ছাদনোক্তিভিঃ।
সম্পূজ্য প্রেষয়ামাস মহত্যা সেনয়া সহ॥৩৪
স পূর্ব্বদেশমাগত্য মহারাজং সমেত্য চ।
সম্পূজ্য বিবিধৈর্বাক্যৈরুপায়ৈর্নীতিসম্ভবৈঃ॥৩৫
মহারাজস্হতায়াশ্চ ভোগবত্যা মহামতিঃ।
শূরসেনস্য নৃপতেঃ সূনোর্নাগস্য ধীমতঃ॥৩৬
বিবাহায়াকরোৎসন্ধিং মিথ্যামিথ্যাবচোক্তিভিঃ
পূজয়ামাস নৃপতিং ভূষণাচ্ছাদনাদিভিঃ॥৩৭
অবাপ্য পূজাং নৃপতের্দদামীত্যবদত্তদা।
তত আগত্য রাজেহসৌ বৃদ্ধামাত্যো মহামতিঃ
শূরসেনায় তদ্বৃত্তং বৈবাহিকমবেদয়ৎ।
ততো বহুতিথে কালে বৃদ্ধামাত্যো মহামতিঃ
পুনর্ব্বলেন মহতা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতঃ।
জগাম তরসা সর্ব্বৈরন্যৈশ্চ সচিবৈর্বৃতঃ॥৪০
বিবাহায় মহামাত্যো মহারাজায় বুদ্ধিমান্।
সর্ব্বং প্রোবাচ বৃদ্ধোহসাবমাত্যঃ সচিবৈর্বৃতঃ॥
বৃদ্ধামাত্য উবাচ।
অত্রাগন্তুং ন চায়াতি শূরসেনস্য ভূপতেঃ।
পুত্রো নাগ ইতি খ্যাতো বুদ্ধিমান্ গুণসাগরঃ॥
ক্ষত্রিয়াণাং বিবাহাশ্চ ভবেয়ুর্বহুধা নৃপ।
তস্মাচ্ছস্ত্রৈরলঙ্কারৈর্ব্বিবাহঃ স্যান্মহামতে॥৪৩
ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব সত্যাং বাচং বদন্তি হি।
তস্মাচ্ছস্ত্রৈরলঙ্কারৈর্ব্বিবাহস্ত্বনুমন্যতাম্॥৪৪

সেই ধীমান্ মহারাজের আটটী পুত্র, সকলেই মহাধনুর্দ্ধর। তাঁহাদিগের একটী ভগিনী আছে, তাহার নাম ভোগবতী। কন্যাটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। রাজন্! আমি মনে করি, সেই কন্যাই আপনার পুত্রের যোগ্য ভার্য্যা। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃদ্ধ অমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—সেই বিজয়-রাজের কন্যা আমার পুত্রের ভার্য্যা হইবে কিরূপে, তাহার উপায় বলুন? বৃদ্ধ অমাত্য কহিলেন,—মহারাজ! আপনি মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি। এক্ষণে আমায় কর্ত্তব্যসম্পাদনে অনুমোদন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃদ্ধ অমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা ভূষণ, আচ্ছাদন ও বচন দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া বিপুল সেনাবলসহ প্রেরণ করিলেন। অমাত্য পূর্ব্বদেশে আসিয়া বিবিধ নীতিগর্ভ বাক্য ও উপায় দ্বারা মহারাজ বিজয়ের সম্বর্দ্ধনা করত তদীয় সুতা ভোগবতীর সহিত শূরসেন-রাজের পুত্র নাগেশ্বরের বিবাহার্থ সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং ভূষণ, আচ্ছাদন ও প্রচুর মিথ্যা বাক্যে নরপতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিলেন। ২৫—৩৭। নরপতি, রাজামাত্যের নিকট বহুল সম্মান ও সমাদর পাইয়া কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন মহামতি বৃদ্ধামাত্য প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শূরসেনের নিকট সেই বৈবাহিক বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে সেই বৃদ্ধ অমাত্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত ও অন্যান্য সচিবগণে পরিবৃত হইয়া মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে পুনরায় বিবাহ প্রস্তাব লইয়া মহারাজ বিজয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ অমাত্য বলিলেন,—শূরসেন, ভূপতির পুত্র বুদ্ধিমান্ গুণাকর নাগ, এখানে আসিতে অনিচ্ছুক। হে নৃপ! ক্ষত্রিয়গণের বিবাহ অনেক প্রকারে হয়। হে মহামতে! শস্ত্র এবং অলঙ্কারের সহিতও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সত্যবাক্যই বলিয়া থাকেন, এই বিশ্বাসে আপনি শস্ত্র এবং অলঙ্কারের সহিতই আমার

ব্রহ্মোবাচ।

বৃদ্ধামাত্যবচঃ শ্রুত্বা বিজয়ো রাজসত্তমঃ।
মেনে বাক্যং তথা সত্যমমাত্যং ভূপতিং তদা॥
বিবাহমকরোদ্রাজা ভোগবত্যাঃ সবিস্তরম্।
শস্ত্রেণ চ যথাশাস্ত্রং প্রেষয়ামাস তাং পুনঃ॥৪৬
স্থানমাত্যাংস্তথা গাশ্চ হিরণ্যতুরগাদিকম্।
বহু দত্ত্বাথ বিজয়ো হর্ষেণ মহতা যুতঃ॥ ৪৭
তামাদায়াথ সচিবা বৃদ্ধামাত্যপুরোগমাঃ।
প্রতিষ্ঠানমথাভ্যেত্য শূরসেনায় তাং সুষাম্॥
ন্যবেদয়ংস্তথোচুস্তে বিজয়স্য বচো বহু।
ভূষণানি বিচিত্রাণি দাস্যো বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ॥ ৪৯
নিবেদ্য শূরসেনায় কৃতকৃত্যা বভূবিরে।
বিজয়স্য তু যেঽমাত্যা ভোগবত্যা সহাগতাঃ॥
তান্ পূজয়িত্বা রাজাসৌ বহুমানপুরঃসরম্।
বিজয়ায় যথা প্রীতিস্তথা কৃত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ৫১
বিজয়স্য সুতা বালা রূপযৌবনশালিনী।
শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্নিত্যং শুশ্রূষন্তী সুমধ্যমা॥ ৫২
ভোগবত্যাশ্চ যো ভর্ত্তা মহাসর্পোঽতিভীষণঃ।
একান্তদেশে বিজনে গৃহে রত্নসুশোভিতে॥
সুগন্ধকুসুমাকীর্ণে তত্রান্তে সুখশীতলে।
স সর্পো মাতরং প্রাহ পিতরঞ্চ পুনঃপুনঃ॥ ৫৪
মম ভার্য্যা রাজপুত্রী কিং মাং নৈবোপসর্পতি।
তৎপুত্রবচনং শ্রুত্বা সর্পমাতেদমব্রবীৎ॥ ৫৫

রাজপত্ন্যুবাচ।

ধাত্রিকে গচ্ছ সুভগে শীঘ্রং ভোগবতীং বদ।
তব ভর্ত্তা সর্প ইতি ততঃ সা কিং বদিষ্যতি॥

ব্রহ্মোবাচ।

ধাত্রিকা চ তথেত্যুক্ত্বা গত্বা ভোগবতীং তদা।
রহোগতা উবাচেদং বিনীতবদপূর্ব্ববৎ॥ ৫৭

ধাত্রিকোবাচ।

জানেঽহং সুভগে ভদ্রে ভর্ত্তারং তব দৈবতম্
ন চাখ্যেয়ং ত্বয়া ক্বাপি সর্পো ন পুরুষো ধ্রুবম্

কন্যার বিবাহে অনুমোদন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃদ্ধ আমাত্যের কথা শুনিয়া রাজা বিজয় তাঁহার কথা সত্য বলিয়া মনে করিলেন এবং অস্ত্রের সহিতই কন্যা ভোগবতীর বিবাহ দিয়া অমাত্যের সহিত তাঁহাকে স্বামিগৃহে পাঠাইলেন। কন্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিজয় হৃষ্ট হইয়া স্বীয় অমাত্যদিগকে এবং গো, হিরণ্য, ও অশ্বাদি প্রচুর যৌতুক প্রেরণ করিলেন। বৃদ্ধ অমাত্য প্রভৃতি বরপক্ষীয়েরা সেই নববধূ লইয়া প্রতিষ্ঠান পুরে আগমনপূর্ব্বক সুরসেনের নিকট নিবেদন করিলেন এবং বিজয়রাজ যে সকল কথা কহিয়াছেন, তৎসমস্ত কহিলেন, এবং তিনি যে সকল বিচিত্র ভূষণ, দাসদাসী ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন, সে সকলও রাজসমীপে প্রদানপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইলেন। কন্যা ভোগবতীর সহিত বিজয়রাজের যে সকল অমাত্য আসিয়াছিলেন, রাজা শূরসেন তাহাদিগকে বহুমানপুরঃসর সৎকৃত করিয়া বিদায় দিলেন। বিজয়রাজের যাহাতে প্রীতি হয়, তাঁহার লোকজনের সহিত শূরসেন সেইরূপ ব্যবহারই করিলেন। অনন্তর রূপ-যৌবনশালিনী বিজয়সুতা স্বামি-গৃহে থাকিয়া সর্ব্বদাই শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ভোগবতীর যিনি ভর্ত্তা, তিনি এক অতি ভীষণ সর্প। ঐ মহাসর্প গৃহের এক রত্নমণ্ডিত, সুগন্ধকুসুমময়, সুশীতল নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিত। সেই সর্প প্রত্যহই তাঁহার মাতাকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল—মাতঃ! আমার ভার্য্যা রাজপুত্রী আমার নিকট কেন আগমন করে না? পুত্রের সেই কথা শুনিয়া তাহার মাতা তদীয় ধাত্রীকে বলিলেন,—সুভগে! তুমি যাও, গিয়া ভোগবতীকে বল যে, তোমার ভর্ত্তা একটী সর্প। এই সংবাদ বলিলে, সে কি বলে, তাহা শুনা যাইবে। ৩৮—৫১। ব্রহ্মা বলিলেন,—ধাত্রিকা সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভোগবতীর নিকট গমনপূর্ব্বক নির্জ্জনে বিনয়ের সহিত তাঁহার নিকট ঐ অপূর্ব্ব কথা বলিল। ধাত্রিকা কহিল,—হে ভদ্রে! জানি, আমি তোমার ভর্ত্তা মানুষ নহেন; তিনি দেবতা; পরন্তু তিনি সর্পাকৃতি; তুমি এ কথা

ব্রহ্মোবাচ।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভোগবত্যব্রবীদিদম্। ৫৯
ভোগবত্যুবাচ।
মানুষীণাং মনুষ্যো হি ভর্ত্তা সামান্যতো ভবেৎ
কিং পুনর্দেবজাতিস্তু ভর্ত্তা পুণ্যেন লভ্যতে॥
ব্রহ্মোবাচ।
ভোগবত্যাস্তু তদ্বাক্যং সা চ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
সর্পায় সর্পমাত্রে চ রাজ্ঞে চৈব যথাক্রমম্॥ ৬১
রুরোদ রাজাতদ্বাক্যাৎস্মৃত্বাতাংকর্ম্মণোগতিম্।
ভোগবত্যপি তাং প্রাহ উক্ত পূর্ব্বা" পুনঃ সখীম্
ভোগবত্যুবাচ।
কান্তং দর্শয় ভদ্রে ত্বে বৃথা যাতি বয়ো মম॥ ৬৩
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ সা দর্শয়ামাস সর্পং তমতিভীষণম্।
সুগন্ধকুসুমাকীর্ণে শয়নে সা রহোগতা॥ ৬৪
তং দৃষ্ট্বা ভীষণং সর্পং ভর্ত্তারং রত্নভূষিতম্।
কৃতাঞ্জলিপুটা বাক্যমবদৎ কান্তমঞ্জসা॥ ৬৫
ভোগবত্যুবাচ।
ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি যস্যা মে দৈবতং পতিঃ

ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা শয়নে স্থিত্বা তং সর্পং সর্পভাবনৈঃ।
খেলয়ামাস তন্বঙ্গী গীতৈশ্চৈবাঙ্গসঙ্গমৈঃ॥৬৭
সুগন্ধকুসুমৈঃ পানৈস্তোষয়ামাস তং পতিম্।
তস্যাশ্চৈব প্রসাদেন সর্পস্যাভূৎ স্মৃতির্মুনে।
স্মৃত্বাসর্ব্বংদৈবকৃতংরাত্রৌসর্পোঽব্রবীৎপ্রিয়াম্॥
সর্প উবাচ।
রাজকন্যাপি মাং দৃষ্ট্বা ন ভীতাসি কথংপ্রিয়ে॥
সোবাচ দৈববিহিতং কোঽতিক্রমিতুমীশ্বরঃ।
পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বদৈব বিশেষতঃ॥৬৯
ব্রহ্মোবাচ।
শ্রুত্বেতি হৃষ্টস্তামাহ নাগঃ প্রহসিতাননঃ॥ ৭০
সর্প উবাচ।
তুষ্টোঽস্মি তব ভক্ত্যাহং কিং দদামি তবেপ্সিতম্।
তব প্রসাদাচ্চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বস্মৃতিরভূদিয়ম্॥ ৭১
শপ্তোঽহং দেবদেবেন কুপিতেন পিনাকিনা।

কোথাও প্রকাশ করিও না ব্রহ্মা বলিলেন,—ভোগবতী বলিলেন,—সাধারণতঃ মানুষীদিগের ভর্ত্তা মনুষ্যই হয়, পরন্তু পুণ্যবশতই দেবযোনি-ভর্ত্তা লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বলিলেন,—ধাত্রিকা সর্প, সর্পমাতা ও সর্পপিতার নিকট ভোগবতীর সেই সকল কথা ক্রমে নিবেদন করিল। কিন্তু রাজা সেই কথায় কর্ম্মের গতি স্মরণ করিয়া রোদন করিলেন। এদিকে ভোগবতী তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতা সখীর নিকট একদিন কহিলেন,—ভদ্রে! আমার বয়স বৃথা যাইতেছে, আমার কান্তকে একবার দেখাও। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর সেই সখী তাঁহাকে তখন সেই অতি ভীষণ সর্প প্রদর্শন করিল। ভোগবতী নির্জ্জনে থাকিয়া সুগন্ধ কুসুমাকীর্ণ শয়নে সেই ভীষণাকার সর্পভর্ত্তাকে সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিকরে কান্তকে বলিলেন,—আমি দেবপতি পাইয়াছি; সুতরাং আমি ধন্যা ও অনুগৃহীতা হইলাম। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা কহিয়া শয়নে অবস্থানপূর্ব্বক সেই সর্পকে সর্পভাবনায়ই নানা প্রকারে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি গীত, বাদ্য ও অঙ্গসঙ্গম দ্বারা তাহার সহিত খেলা করিতে লাগিলেন। তাহাকে সুগন্ধ কুসুম ও পানীয় দানে আপ্যায়িত করিলেন। তখন সেই ভোগবতীর প্রসাদে সর্পের পূর্ব্বস্মৃতি উপস্থিত হইল। সর্প রাত্রিকালে দৈবকৃত সমস্ত ব্যাপার স্মরণ করিয়া প্রিয়াকে বলিল,—প্রিয়ে! তুমি রাজকন্যা হইয়াও আমাকে দেখিয়া ভীত হইতেছ না কেন? ভোগবতী বলিলেন,—দৈববিহিত ঘটনা কে অতিক্রম করিতে পারে? বিশেষতঃ পতিই সর্ব্বদা স্ত্রীলোকের গতি।৫৭—৭০। ব্রহ্মা কহিলেন,—নাগ তৎশ্রবণে হৃষ্ট হইয়া সহাস্য আস্যে বলিল,—আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি, তোমায় আমি কি দান করিব, বল? হে চার্ব্বঙ্গি! তোমার প্রসাদে আমার এক্ষণে পূর্ব্বস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছে। পুরাকালে

মহেশ্বরকরে নাগঃ শেষপুত্রো মহাবলঃ॥ ৭২
সোহহং পতিস্ত্বঞ্চ ভার্য্যা নাম্না ভোগবতী পুরা
উমাবাক্যাজ্জহাসোচ্চৈঃ শম্ভুঃ প্রীতো রহোগতঃ
মমাপি চাগতং ভদ্রে হাস্যঃ তদ্দেবসন্নিধৌ।
ততস্তু কুপিতঃ শম্ভুঃ প্রাদাচ্ছাপং মমেদৃশম্॥৭৪

শিব উবাচ।

মনুষ্যযোনৌ ত্বং সর্পো ভবিতা জ্ঞানবানিতি॥

সর্প উবাচ।

ততঃ প্রসাদিতঃ শম্ভুস্ত্বয়া ভদ্রে ময়া সহ।
ততশ্চোক্তং তেন ভদ্রে গৌতম্যাং মম পূজনম্
কুর্ব্বতো জ্ঞানমাধাস্যে যদা সর্পাকৃতেস্তব।
তদা বিশাপো ভবিতা ভোগবত্যাঃ প্রসাদতঃ
তস্মাদিদং মমাপন্নং তব চাপি শুভাননে।
তস্মান্নীত্বা গৌতমীং মাং পূজাং কুরু ময়া সহ॥

ততো বিশাপো ভবিতা আবাং যাবঃশিবংপুনঃ
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদার্ত্তানাং শিব এব পরা গতিঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভর্ত্তৃবচনং সা ভর্ত্রা গৌতমীং যযৌ।
ততঃ স্নাত্বা তু গৌতম্যাং পূজাঞ্চক্রে শিবস্য তু
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ দিব্যরূপং দদৌ মুনে।
আপৃচ্ছ্য পিতরৌ সর্পো ভার্য্যয়া গন্তুমুদ্যতঃ॥
শিবলোকং ততো জ্ঞাত্বা পিতা প্রাহ মহামতিঃ

পিতোবাচ।

যুবরাজ্যধরো জ্যেষ্ঠঃ পুত্র একো ভবানিতি।
তস্মাদ্রাজ্যমশেষেণ কৃত্বোৎপাদ্য সুতান্ বহূন্
যাতে ময়ি পরং ধাম ততো যাহি শিবং পুরম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা পিতৃবচস্তথেত্যাহ স নাগরাট্।
কামরূপমবাপ্যাথ ভার্য্যয়া সহ সুব্রতঃ॥ ৮৩
পিত্রা মাত্রা তথা পুত্রৈ রাজ্যং কৃত্বা সুবিস্তরম্
যাতে পিতরি স্বর্লোকং পুত্রান স্থাপ্য স্বকে পদে

দেবদেব পিনাকী কর্ত্তৃক আমি অভিশপ্ত হইয়াছিলাম। আমি নাগের পুত্র মহাবল নাগ। পূর্ব্বে আমি মহেশ্বর-করে অবস্থান করিতাম। অধুনা তোমার পতি হইয়াছি। তুমি ভোগবতী পূর্ব্বেও আমার ভার্য্যা ছিলে। একদা উমার বাক্য শুনিয়া শম্ভু প্রীত হইয়া অত্যুচ্চ হাস্য করিয়াছিলেন। হে ভদ্রে! আমিও তাহাতে সেই দেব-সন্নিধানে থাকিয়া হাস্য করিয়াছিলাম। তখন শম্ভু কুপিত হইয়া আমাকে এইরূপ অভি-শাপ দিয়াছিলেন যে,—তুমি মনুষ্য-যোনিতে সর্প হইয়া জন্মিবে। তোমার জ্ঞান লুপ্ত হইবে না। সর্প বলিল,—হে ভদ্রে! তখন আমি তোমার সহিত একযোগে তাঁহাকে প্রসাদিত করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন,—যখন তুমি তোমার পত্নীর সহিত গৌতমীতে গিয়া আমার পূজা করিবে, তখন তোমার পত্নী ভোগবতীর আনুকূল্যে শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। হে শুভাননে! সেই জন্যই আমি সর্পাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে গৌতমীতীরে লইয়া গিয়া আমার সহিত মহেশ্বরের পূজা কর। এইরূপ করিলেই

আমি শাপমুক্ত হইব; পরে আমরা উভয়ে শিবপদ লাভ করিব। হে প্রিয়ে! সংসারে সর্ব্বদা সকলের শিবই এক-মাত্র পরম গতি। ব্রহ্মা বলিলেন,—উভয়ের বাক্য শুনিয়া ভোগবতী তাহাকে লইয়া গৌতমীতে গমন করিল। অনন্তর গৌতমী-জলে স্নান করিয়া শিবপূজা সমাধা করিল। তখন ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া সর্পকে দিব্যরূপ দান করিলেন। সর্পও দিব্য-রূপ ধারণপূর্ব্বক পিতামাতার নিকট অনুমতি গ্রহণান্তে শিবলোক-গমনে উদ্যত হইল। তখন তাহার মহামতি পিতা তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন,—পুত্র! তুমিই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, এ রাজ্যের তুমিই যুবরাজ। অতএব সর্ব্বপ্রকারে রাজ্যভোগ করিয়া বহু পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক আমার পরলোক-প্রাপ্তির পর তুমি শিবপুরে গমন করিও। ব্রহ্মা বলিলেন,—নাগরাজ পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং কমনীয় রূপ ধারণ করিয়া পিতা, মাতা, পুত্র,

ভার্য্যামাত্যাদিসহিতস্ততঃ শিবপুরং যযৌ।
ততঃপ্রভৃতি তত্তীর্থং নাগতীর্থমিতি শ্রুতম্ ॥৮৫
যত্র নাগেশ্বরো দেবো ভোগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মেনাগতীর্থবর্ণনং নামৈকাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

মাতৃতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্।
আধিভির্মুচ্যতে জন্তুস্তত্তীর্থস্মরণাদপি ॥ ১
দেবানামসুরাণাঞ্চ সঙ্গরোঽভূৎ সুদারুণঃ।
নাশক্নুবংস্তদা জেতুং দেবা দানবসঙ্গরম্ ॥ ২
তদাহমগমং দেবৈস্ত্রিষ্টস্তং শূলপাণিনম্।
অস্তবং বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥
সম্মন্ত্র্য দেবৈরসুরৈশ্চ সর্ব্বৈর্-
র্যদাহৃতং সম্মথিতুং সমুদ্রম্।
যৎ কালকূটং সমভূন্মহেশ
ত্বত্তাং বিনা কো গ্রসিতুং সমর্থঃ ॥ ৪
পুষ্পপ্রহারেণ জগত্ত্রয়ং যঃ
স্বাধীনমাপাদয়িতুং সমর্থঃ।
মারো হরেঽপ্যঙ্গসুরাদিবন্দ্যো
বিতায়মানো বিলয়ং প্রযাতঃ ॥ ৫
বিমথ্য বারীশমনঙ্গশত্রো
যদুত্তমং তত্তু দিবৌকসেভ্যঃ।
দত্ত্বা বিষং সংহরন্নীলকণ্ঠ
কোঽন্যো বা ধর্ত্তুং ত্বামৃতে বৈ সমর্থঃ ॥ ৬
ততশ্চ তুষ্টো ভগবানাদিকর্ত্তা ত্রিলোচনঃ ॥ ৭

শিব উবাচ।

দাস্যেঽহং যদভীষ্টং বো ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ ॥৮

দেবা উচুঃ।

দানবেভ্যো ভয়ং ঘোরং তত্রৈহি বৃষভধ্বজ।

কলত্রাদির সহিত সুবিশাল রাজ্য শাসন করত পিতার স্বর্গগমনের পর স্বীয় সিংহাসনে পুত্রদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভার্য্যা ও অমাত্যাদি সমভিব্যাহারে শিবপুরে প্রস্থান করিলেন। তখন হইতে এই তীর্থ নাগতীর্থ নামে বিশ্রুত হইল। এইখানেই ভোগবতীকর্তৃক নাগেশ্বরদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই তীর্থে স্নানদান করিলে, সমস্ত যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ৭১—৮৬।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১১১।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত মাতৃতীর্থ নরপতিগণের পক্ষে সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ এই তীর্থের স্মরণমাত্রেই প্রাণিগণের মনস্তাপ বিদূরিত হয়। পূর্ব্বকালে ভীষণ দেবাসুর-যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে দেবগণ দানবগণকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। তখন আমি দেবগণ সহ শূলপাণি-সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিলাম। বলিলাম,—হে দেব! সুর ও অসুরগণ সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক যখন সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহাতে যে কালকূট উৎপন্ন হইয়াছিল, হে মহেশ! তুমি বিনা কে তাহা গ্রাস করিতে পারিত? মন্মথ তাহার ফুল-ধনুর ফুল-শর প্রহারে এই ত্রিভুবনকেই আয়ত্ত করিতে সক্ষম; সে যখন সুরাসুরবন্দ্য হর তুমি—তোমার প্রতি শর নিক্ষেপে সমুদ্যত হইল, তখনি তাহার বিলয় ঘটিল। হে স্মরহর! বারিধি মন্থন করিয়া যে উত্তম বস্তু লব্ধ হইয়াছিল, তাহা তুমি দেবগণকে অর্পণ করিয়া তদুত্থিত হলাহল গলাধঃকরণ করিয়াছিলে। হে নীলকণ্ঠ! কে বল, তোমা বিনা সেই বিষ ধারণ করিতে সক্ষম হইত? অনন্তর আদিকর্ত্তা ভগবান্ ত্রিলোচন তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে সুরবরগণ! তোমরা অভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা কর। আমি তাহা দান করিব। দেবগণ বলিলেন,—হে বৃষধ্বজ! দানবদল হইতে

জহি শত্রূন্ সুরান্ পাহি নাথবন্তস্ত্বয়া প্রভো।।
নিষ্কারণঃ সুহৃচ্ছম্ভো নাভবিষ্যস্তবান্ যদি।
তদাকরিষ্যন্ কিমিব দুঃখার্ত্তাঃ সর্ব্বদেহিনঃ।।১০
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্তস্তৎক্ষণাৎপ্রায়াদ্যত্র তে দেবশত্রবঃ।
তত্র তদ্যুদ্ধমভবচ্ছঙ্করেণ সুরদ্বিষাম্।। ১১
ততস্ত্রিলোচনঃ শ্রান্তস্তমোরূপধরঃ শিবঃ।
ললাটাদব্যাপতংস্তস্য যুধ্যতঃ স্বেদবিন্দবঃ।।১২
স সংহরন্ দৈত্যগণাংস্তামসীং মূর্ত্তিমাশ্রিতঃ।
তাং মূর্ত্তিমসুরা দৃষ্ট্বা মেরুপৃষ্ঠাদ্ভুবং যযুঃ।। ১৩
স সংহরন্ সর্ব্বদৈত্যাংস্তদাগচ্ছদ্ভুবং হরঃ।
ইতশ্চেতশ্চ ভীতাস্তেঽধাবন্ সর্ব্বাং মহীমিমাম্
তথৈব কোপাক্রুদ্রোঽপি শত্রূংস্তাননুধাবতি।
তথৈব যুধ্যতঃ শম্ভোঃ পতিতাঃ স্বেদবিন্দবঃ।।
যত্র যত্র ভুবং প্রাপ্তো বিন্দুর্মাহেশ্বরো মুনে।
তত্র তত্র শিবাকারা মাতরো জজ্ঞিরে ততঃ।।
প্রোচুর্মহেশ্বরং সর্ব্বাঃ খাদামস্ত্বসুরানিতি।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈর্বৃতঃ।।
শিব উবাচ।
স্বর্গাদ্ভুবমনুপ্রাপ্তা রাক্ষসাস্তে রসাতলম্।
অনুপ্রাপ্তাস্ততঃ সর্ব্বাঃ শৃণ্বন্তু মম ভাষিতম্।।১৮
যত্র যত্র দ্বিষো যান্তি তত্র গচ্ছন্তু মাতরঃ।
রসাতলমনুপ্রাপ্তা ইদানীং মদ্ভয়াদ্দ্বিষঃ।
ভবত্যোঽপ্যনুগচ্ছন্তু রসাতলমনু দ্বিষঃ।। ১৯
ব্রহ্মোবাচ।
তাশ্চ জগ্মুর্মুখং ভিত্ত্বা যত্র তে দৈত্যদানবাঃ।
তান হত্বা মাতরঃ সর্ব্বান্ দেবারীনতিভীষণান্।।
পুনর্দেবানুপাজগ্মুঃ পথা তেনৈব মাতরঃ।
গতাশ্চ মাতরো যাবদ্যাবচ্চ পুনরাগতাঃ।।২১
তাবদ্দেবাঃ স্থিতা আসন্ গৌতমীতীরমাশ্রিতাঃ

আমাদের বিষম ভয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি আসুন, আসিয়া শত্রুদিগকে জয় ও আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে প্রভো! আপনার দ্বারাই আমরা নাথবান্। হে শম্ভো। আপনি যদি আমাদের অকারণ সুহৃৎ না হয়েন, তখন দুঃখার্ত্ত আমরা আর কি করিতে পারিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ এই কথা কহিলে যথায় দেবশত্রুদল অবস্থান করিতেছিল, শিব তৎক্ষণাৎ সেই প্রদেশে গমন করিলেন। সেখানে সুরশত্রুগণের সহিত শঙ্করের ঘোর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ত্রিলোচন শ্রান্ত হইয়া তমোরূপ ধারণ করিলেন। যুদ্ধকালে তাঁহার ললাটফলক হইতে স্বেদবিন্দু সকল নিপতিত হইল। তিনি তামসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। অসুরেরা সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া মেরুপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পলায়ন করিল। কিন্তু তিনি দৈত্যদিগকে সংহার করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভূতলে আসিলেন। দৈত্যদল ভীত হইয়া মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র ধাবিত হইতে লাগিল। এদিকে শম্ভুও কোপভরে শত্রুসমূহের পশ্চাৎ ধাবন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে শম্ভুর শরীর হইতে স্বেদবিন্দু সকল নিপতিত হইতে লাগিল। হে মুনে! ভূতলের যে যে স্থানে শিবদেহ হইতে বিন্দুপাত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই শিবাকার মাতৃগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহারা মহেশ্বরকে বলিলেন,—আমরা অসুরদিগকে ভক্ষণ করিব। তৎশ্রবণে সুরগণের সহিত ভগবান্ শিব বলিলেন,—রাক্ষসেরা স্বর্গ হইতে ভূতলে, এবং ভূতল হইতে রসাতলে উপনীত হইয়াছে। অতএব মাতৃগণ! আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন। শত্রুগণ যে যে স্থানে গিয়াছে, আপনারাও সেই সেই স্থানে গমন করুন। আমার ভয়ে অধুনা তাহারা রসাতলে উপস্থিত হইয়াছে; আপনারাও সেই রসাতলে তাহাদের অনুসরণ করুন।১—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—যথায় দৈত্যদানবেরা উপস্থিত হইয়াছিল, মাতৃগণ ভূতল ভেদ করিয়া সেখানে গমন করিলেন, এবং সেই অতি ভীষণ দেবারিদিগের বধ সাধন করিয়া পুনরায় তাঁহারা দেবগণসমীপে প্রত্যা-

প্রস্থানাত্তত্র মাতৃণাং সুরাণাঞ্চ প্রতিষ্ঠিতেঃ ॥২
প্রতিষ্ঠানন্তু তৎক্ষেত্রং পুণ্যং বিজয়বর্দ্ধনম্ ।
মাতৃণাং যত্র চোৎপত্তির্মাতৃতীর্থং পৃথক্ পৃথক্ ॥
তত্র তত্র বিলান্যাসন্ রসাতলগতানি চ ।
সুরাস্তাভ্যো বরান্ প্রোচুর্লোকে পূজাং যথা শিবঃ ॥ ২৪
প্রাপ্নোতি তদ্বন্মাতৃভ্যঃ পূজা ভবতু সর্ব্বদা ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধুর্দেবা অাসংস্তত্রৈব মাতরঃ ॥২৫
যত্র যত্র স্থিতা দেব্যো মাতৃতীর্থং ততো বিদুঃ
সুরাণামপি সেব্যানি কিং পুনর্মানুষাদিভিঃ ॥
তেষু স্নানমথো দানং পিতৃণাঞ্চৈব তর্পণম্ ।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং জ্ঞেয়ং শিবস্য বচনং যথা ॥ ২৭
যস্তিদং শৃণুয়ান্নিত্যং স্মরেদপি পঠেত্তথা ।
আখ্যানং মাতৃতীর্থানামায়ুষ্মান্ স সুখী ভবেৎ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে দেবতীর্থমাতৃতীর্থপ্রতিষ্ঠানবর্ণনং নাম দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

বৃত্ত হইলেন। মাতৃগণের গমন ও আগমন কাল পর্য্যন্ত সুরগণ গোতমীতীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মাতৃগণের প্রস্থান ও সুরগণের প্রতিষ্ঠা এই দুই কারণে সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান নামে প্রখ্যাত হয়। যথায় মাতৃগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই বিজয়বর্দ্ধন ক্ষেত্রে বিভিন্ন তীর্থ নিরূপিত হয়। উহাদের প্রত্যেক তীর্থেই রসাতলগত বহুল গর্ত্ত বিরাজিত। সুরগণ তথায় মাতৃগণ হইতে এইরূপ বর লইয়াছিলেন যে, শিব যেমন জগতে পূজনীয়, মাতৃগণের নিকট হইতেও তিনি সর্ব্বদা সেইরূপ পূজা প্রাপ্ত হউন। দেবগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। মাতৃগণ সেই স্থানেই বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই দেবীগণ যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানই মাতৃতীর্থ নামে নিরূপিত। এই সকল তীর্থ সুরগণের সেব্য; মানুষের কথা আর কি বলিব? ঐ সকল তীর্থে স্নান, দান কিম্বা পিতৃতর্পণাদি যে কিছু ক্রিয়া করা হয়, শিববাক্যে সেই সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই মাতৃতীর্থের বৃত্তান্ত শ্রবণ, স্মরণ ও পাঠ করে, তাহার আয়ু-বৃদ্ধি হয়। সে সুখী হইয়া থাকে। ২০—২৮।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইদমন্যৎপরং তীর্থং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
ব্রহ্মতীর্থমিতি খ্যাতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্ ॥১
স্থিতেষু দেবসৈন্যেষু প্রবিষ্টেষু রসাতলম্ ।
দৈত্যেষু চ মুনিশ্রেষ্ঠ তথা মাতৃষু তানন্থ ॥ ২
মদীয়ং পঞ্চমং বক্ত্রং গর্দ্দভাকৃতি ভীষণম্ ।
তদ্বক্ত্রং দেবসৈন্যেষু ময়ি তিষ্ঠত্যুবাচ হ ॥ ৩
হে দৈত্যাঃ কিং পলায়ধ্বে ন ভয়ং বোঽস্তু সত্বরম্ ।
আগচ্ছন্তু সুরান্ সর্ব্বান্ ভক্ষয়িষ্যে ক্ষণাদিতি
নিবারয়ন্তং মামেবং ভক্ষণায়োদ্যতং তথা ।
তং দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্ব্বে বিত্রস্তা বিস্ময়ত্রন্ ॥৫

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই আর একটী দেবদুর্লভ তীর্থ; ইহা ব্রহ্মতীর্থ নামে বিখ্যাত। এ তীর্থ নরগণের ভোগ-মোক্ষ-প্রদ। হে মুনিবর! পূর্ব্ববর্ণিত দৈত্য-সৈন্যেরা রসাতলে প্রবিষ্ট, মাতৃগণ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত এবং দেব সৈন্যদল অবস্থিত হইলে ও আমি দেবসৈন্যদলে দণ্ডায়মান রহিলে মদীয় গর্দ্দভাকৃতি ভীষণ পঞ্চম বক্ত্র তৎকালে উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—ওহে দৈত্যগণ! ওহে দৈত্যগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন? তোমাদের ভয় নাই। সত্বর ফিরিয়া আইস। আমি সমস্ত সুরগণকে ক্ষণমধ্যে ভক্ষণ করিব। আমি দৈত্যদিগকে এইরূপে নিবারণ করিলে, এবং আমার সেই বক্ত্র সুরগণকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, বিবুধগণ তদ্দর্শনে সকলেই বিত্রস্ত হইয়া বিষ্ণুকে

ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ ব্রহ্মণোঽস্য মুখং লুন।
চক্রধৃগ্বিবুধানাহ ছেদ্মি চক্রেণ বৈ শিরঃ॥ ৬
কিন্তু তচ্ছিন্নমেবেদং সংহরেৎ সচরাচরম্।
মন্ত্রং ত্রমোঽত্র বিবুধাঃ শ্রূয়তাং সর্ব্বমেব হি॥৭
ত্রিনেত্রং কশিরচ্ছেত্তা স চ ধত্তে ন সংশয়ঃ।
ময়া চ শম্ভুঃ সর্ব্বৈশ্চ স্তুতঃ প্রোক্তস্তথৈব চ॥৮

যাগঃ ক্ষণী দৃষ্টফলেঽসমর্থঃ
স নৈব কর্তুঃ ফলতীতি মত্বা।
ফলস্য দানে প্রতিভূর্জটীতি
নিশ্চিত্য লোকঃ প্রতিকর্ম্ম জাতঃ॥৯

ততঃ সুরেশঃ সন্তুষ্টো দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
লোকানামুপকারার্থং তথেত্যাহ সুরান্ প্রতি॥
তদ্বক্ত্রং পাপরূপং যদ্ভীষণং লোমহর্ষণম্।
নিকৃত্য নখশস্ত্রৈশ্চ ক স্থাপ্যং চেত্যথাব্রবীৎ॥
ততস্ত্বিলা বিবুধানাহ নাহং বোঢ়ুং শিরঃ ক্ষমা।
রসাতলমথো যাস্যে উদধিশ্চাপ্যথাব্রবীৎ॥১২
শোষং যাস্যে ক্ষণাদেব পুনশ্চোচুঃ শিবং সুরাঃ
ত্বয়ৈবৈতদ্ব্রহ্মশিরো ধার্য্যং লোকানুকম্পয়া॥
অচ্ছেদে জগতাং নাশশ্ছেদে দোষশ্চ তাদৃশঃ
এবং বিমৃশ্য সোমেশো দধার কশিরস্তদা॥১৪
তদ্দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম গৌতমীং প্রাপ্য পাবনীম্।
অস্তুবন্ জগতামীশং প্রণয়াদ্ভক্তিতঃ সুরাঃ॥১৫

দেবেষমিত্রং কশিরোঽতিভীমং
তান ভক্ষণায়োপগতং নিকৃত্য।
নখাগ্রসূচ্যা শকলেন্দুমৌলি-
স্ত্যাগেঽপি দোষাৎ কৃপয়ানুধত্তে॥ ১৬

তত্র তে বিবুধাঃ সর্ব্বে স্থিতা যে ব্রহ্মণোঽন্তিকে
তুষ্টুবুর্বিবুধেশানং কর্ম্ম দৃষ্ট্বাতিদৈবতম্॥১৭

বলিলেন,—হে বিষ্ণো! হে জগন্নাথ! পরিত্রাণ করুন। এই ব্রহ্মবক্ত্র ছেদন করুন। তখন চক্রধারী দেবগণকে বলিলেন,—হাঁ, আমি চক্র দ্বারা ঐ বক্ত্র ছেদন করিতেছি। কিন্তু হে বিবুধগণ! ইহাকে ছেদন করিলেও এই বক্ত্র চরাচর সংহার করিবে। অতএব আমি এক মন্ত্রণা বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। একমাত্র ত্রিনেত্রই ব্রহ্মার শিরশ্ছেত্তা, তিনিই এই বক্ত্র ধারণে সক্ষম। আমিও সুরগণ সহ তাঁহার স্তব করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, যাগ-যজ্ঞ ক্ষণস্থায়ী, উহা দৃষ্ট ফলদানে অসমর্থ, সুতরাং কর্ত্তাতে তাহার ফল স্পর্শে না। এইরূপ মনে করিয়া এবং জটাধরই একমাত্র ফলদানে সমর্থ, এইরূপ স্থির করিয়া লোক তাঁহারই প্রতি যথোচিত কর্ম্ম করিবে। সুরেশ্বর এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধি ও লোকদিগের উপকৃতির জন্য সুরগণকে বলিলেন,—আমি ব্রহ্মার ঐ ভীষণ লোমহর্ষণ পাপরূপ বক্ত্র—নখ ও শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া কোথায় স্থাপন করিব? তখন পৃথ্বী সুরগণকে বলিলেন,—আমি ঐ শির বহন করিতে সক্ষম হইব না। ঐ শিরঃ পতনে আমাকে রসাতলে যাইতে হইবে। পৃথ্বীর পর উদধি বলিল,—আমি ঐ শিব ধারণে অক্ষম, আমাতে উহা পড়িলে ক্ষণমধ্যেই আমি বিশুষ্ক হইয়া যাইব। তখন দেবগণ শিবকে বলিলেন,—আপনিই লোকানুকম্পার্থ এই ব্রহ্মশির ধারণ করুন। শিব দেখিলেন,—এই মস্তক ছেদন না করিলেও জগৎ ধ্বংস হইবে, আবার ছেদন করিলেও তাদৃশ দোষ ঘটিবে। সোমেশ্বর এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই ব্রহ্মশির ছেদনান্তে নিজেই ধারণ করি-লেন। শিবের সেই দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া সুরগণ পাবনী গৌতমীতটে আসিয়া ভক্তি-ভবে সেই জগদীশকে স্তব করিতে লাগি-লেন।১—১৫। তাঁহারা বলিলেন,—যে অতি ভীষণ ব্রহ্মশির দেবগণের অমিত্র হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রস্তুত হইয়া-ছিল, শিশু-শশধর-ধারী শিব তাহাকে নখাগ্র-সূচী দ্বারা ছেদনান্তে নিক্ষেপ করিলে দোষ হয় বলিয়া কৃপা করিয়া নিজেই ধারণ করিয়াছেন। বিবুধগণ এইরূপে সেই দেবাতিশায়ী কর্ম্ম দর্শনে ব্রহ্মসমীপে বিবুধেশ্বরকে স্তব করিয়া অবস্থান করিলেন।

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং ব্রহ্মতীর্থমিতি শ্রুতম্।
অদ্যাপি ব্রহ্মণো রূপং চতুর্মুখমবস্থিতম্॥ ১৮
শিরোমাত্রন্তু যঃ পশ্যেৎ স গচ্ছেদ্ব্রহ্মণঃ পদম্
যত্র স্থিত্বা স্বয়ং রুদ্রো লূনবান্ ব্রহ্মণঃ শিরঃ॥১৯
রুদ্রতীর্থং তদেব স্যাত্তত্র সাক্ষাদ্দিবাকরঃ।
দেবানাঞ্চ স্বরূপেণ স্থিতো যস্মাত্তদুত্তমম্॥ ২০
সৌর্য্যং তীর্থং তদাখ্যাতং সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্।
তত্র স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥২১
মহাদেবেন যচ্ছিন্নং ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ।
ক্ষেত্রেঽবিমুক্তে সংস্থাপ্য দেবতানাং হিতং কৃতম্॥ ২২
ব্রহ্মতীর্থে শিরোমাত্রং যো দৃষ্ট্বা গৌতমীতটে।
ক্ষেত্রেঽবিমুক্তে তস্যৈব স্থাপিতং যোঽনুপশ্যতি
কপালং ব্রহ্মণঃ পুণ্যং ব্রহ্মহা পূততাং ব্রজেৎ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শিবতীর্থাদিবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৩

তখন হইতে ঐ তীর্থ ব্রহ্মতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। অদ্যাপি চতুর্মুখ ব্রহ্মমূর্ত্তি এই তীর্থে অবস্থিত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মার মস্তকমাত্র অবলম্বন করে। তাহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। রুদ্র যথায় থাকিয়া ব্রহ্মশির ছেদন করেন, তাহা রুদ্রতীর্থ নামে নিরূপিত। এই তীর্থেই সর্ব্বদেবরূপী সাক্ষাৎ দিবাকর বিরাজিত। সুতরাং ঐ উভয় তীর্থ সৌর্য্য তীর্থ নামেও বিখ্যাত; ইহা সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদ। এখানে আসিয়া স্নানান্তে রবিদর্শন করিলে, পুনর্জ্জন্ম ঘটে না। মহাদেব ব্রহ্মার যে পঞ্চম শির ছেদন করেন, তাহা অবিমুক্ত ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া দেবগণের পরম হিতসাধন করিয়াছিলেন। গৌতমীতটে ব্রহ্মতীর্থে ব্রহ্মার শিরোমাত্র দেখিয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্রে শিবস্থাপিত ব্রহ্মকপাল যে ব্যক্তি দর্শন করে, সে ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পবিত্র হইয়া থাকে। ১৬—২৩।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১১৩।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অবিঘ্নং তীর্থমাখ্যাতং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্।
তত্রাপি বৃত্তমাখ্যাস্যে শৃণু নারদ ভক্তিতঃ॥ ১
দেবসত্রে প্রবৃত্তে তু গৌতম্যাশ্চোত্তরে তটে।
সমাপ্তির্নৈব সত্রস্য সঞ্জাতা বিঘ্নদোষতঃ॥ ২
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে মামবোচন্ হরিং তদা।
ততো ধ্যানগতোঽহং তানবোচং বাক্য কারণম্॥ ৪
বিনায়ককৃতৈর্বিঘ্নৈর্নৈতৎ সত্রং সমাপ্যতে।
তস্মাৎ স্তবন্তু তে সর্ব্বে আদিদেবং বিনায়কম্॥
তথেত্যুক্ত্বা সুরগণাঃস্নাত্বা তে গৌতমীতটে।
অস্তবন ভক্তো দেবা আদিদেবং গণেশ্বরম্

দেবা উচুঃ।

যঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সদা সুরাণা-
মপীশবিষ্ণ্বব্জসম্ভবানাম্।
পূজ্যো নমস্যঃ পরিচিন্তনীয়
স্তং বিঘ্নরাজং শরণং ব্রজামঃ॥ ৬

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অবিঘ্ন নামে এক সর্ব্ববিঘ্নহর তীর্থ আছে। এই তীর্থবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। নারদ! ভক্তি করিয়া শ্রবণ কর। একদা গৌতমীর উত্তর তটে এক দেবযজ্ঞ আরম্ভ হয়। বিঘ্নদোষে ঐ যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে না। তখন সুরগণ সকলে আসিয়া আমাকে এবং হরিকে ঐ ঘটনা বিজ্ঞাপিত করেন। অনন্তর আমি ধ্যানস্থ হইয়া সেই বিঘ্নকারণ দর্শন করত সুরগণকে বলিলাম,—বিনায়ককৃত বিঘ্নবশত এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইতেছে না। অতএব তোমরা সকলে মিলিয়া সেই আদিদেব বিনায়কের স্তব কর। দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া স্নানান্তে গৌতমীতটে ভক্তির সহিত সেই আদিদেব গণপতিকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—যিনি সমস্ত কার্য্যে ঈশ, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা প্রভৃতি

ন বিঘ্নরাজেন সমোঽস্তি
কশ্চিদ্দেবো মনোবাঞ্ছিতসম্প্রদাতা।
নিশ্চিত্য চৈতত্ত্রিপুরান্তকোঽপি
তং পূজয়ামাস বধে পুরাণাম্ ॥ ৭
করোতু সোঽস্মাকমবিঘ্নমস্মিন্
মহাক্রতৌ সত্বরমাম্বিকেয়ঃ।
ধ্যাতেন যেনাখিলদেহভাজাং
পূর্ণা ভবিষ্যন্তি মনোভিলাষাঃ ॥ ৮
মহোৎসবোঽভূদখিলস্য দেব্যা
জাতঃ সুনিশ্চিন্তিতমাত্র এব।
অতোঽবদন্ সুরসঙ্ঘাঃ কৃতার্থাঃ
সদ্যোজাতং বিঘ্নরাজং নমস্তঃ ॥ ৯
যো মাতুরুৎসঙ্গগতোঽথ মাত্রা
নিবার্য্যমাণোঽপি বলাচ্চ চন্দ্রম্।
সঙ্গোপয়ামাস পিতুর্জটাসু
গণাধিনাথস্য বিনোদ এষঃ ॥ ১০
পপৌ স্তনং মাতুরথাপি তৃপ্তো
যো ভ্রাতৃমাৎসর্য্যকষায়বুদ্ধিঃ।
লম্বোদরস্ত্বং ভব বিঘ্নরাজো
লম্বোদরং নাম চকার শম্ভুঃ ॥ ১১
সংবেষ্টিতো দেবগণৈর্মহেশঃ
প্রবর্ত্ততাং নৃত্যমিতীত্যুবাচ।
সংবেষ্টিতো নূপুররাবমাত্রাদ্-
গণেশ্বরত্বেঽভিষিষেচ পুত্রম্ ॥ ১২
যো বিঘ্নপাশঞ্চ করেণ বিভ্রৎ
স্কন্ধে কুঠারঞ্চ তথাপরেণ।
অপূজিতো বিঘ্নমথোঽপি মাতুঃ
করোতি কো বিঘ্নপতেঃ সমোঽস্তঃ ॥ ১৩
ধর্ম্মার্থকামাদিষু পূর্ব্বপূজ্যো
দেবাসুরৈঃ পূজ্যত এব নিত্যম্।
যস্যার্চ্চনং নৈব বিনাশমস্তি
তং পূর্ব্বপূজ্যং প্রথমং নমামি ॥ ১৪
যস্যার্চ্চনাৎ প্রার্থনয়ানুরূপাং
দৃষ্ট্বা তু সর্ব্বস্য ফলস্য সিদ্ধিম্।
স্বতন্ত্রসামর্থ্যকৃতাতিসর্ব্বং
ভ্রাতৃপ্রিয়ং ত্বাখুরথং তমীড়ে ॥ ১৫
যো মাতরং সরসৈর্নৃত্যগীতৈ-
স্তথাভিলাষৈরখিলৈর্বিনোদৈঃ।

সুরগণের সর্ব্বদা নমস্য, পূজ্য ও পরিচিন্তনীয়, সেই বিঘ্নরাজের আমরা শরণ লইলাম। অন্য কোন দেবতাই বিঘ্নরাজের ন্যায় অভীষ্টপ্রদ নাই। এইরূপ স্থির করিয়া ত্রিপুরবিনাশে ত্রিপুরান্তকও তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই অম্বিকানন্দন আমাদের এই মহাযজ্ঞে সত্বর অবিঘ্ন বিধান করুন। যাঁহাকে ধ্যান করিলে, সমস্ত প্রাণীর মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, যিনি দেবীর চিন্তামাত্রে জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার জন্মোপলক্ষে নিখিল-চরাচরে মহোৎসব হইয়াছিল, সুরগণ কৃতার্থ হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক যে সদ্যোজাত বালককে বিঘ্নরাজ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, যিনি মাতার উৎসঙ্গে থাকিয়া তাঁহার নিষেধসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক চন্দ্রকে বিনোদার্থ পিতৃজটামধ্যে গোপন করিয়াছিলেন; যিনি ভ্রাতার প্রতি মাৎসর্য্য-বুদ্ধিবশে তৃপ্ত হইয়াও মাতার স্তন্য পান করিয়াছিলেন, শম্ভু যাঁহাকে 'তুমি লম্বোদর হও' বলিয়া, লম্বোদর নাম প্রদান করেন; মহেশ্বর দেবগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য করিতে বলিলে নূপুররবে তাঁহাকে সন্তোষিত করায় তিনি যাঁহাকে গণেশ্বরত্বে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; যিনি করে বিঘ্নপাশ এবং অপর কর দ্বারা স্কন্ধে কুঠার ধারণ করত অপূজিত হইলে মাতারও বিঘ্নাচরণ করিয়া থাকেন; সেই বিঘ্নপতির তুল্য আর কে আছে? ১—১৩। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকর্ম্মাদিতে সর্ব্বপূজ্য; দেবাসুরেরা নিত্য যাঁহার পূজা করেন; যাঁহার অর্চ্চনা কখন ব্যাহত হইবার নহে; সেই পূর্ব্বপূজ্য দেবকে অগ্রে আমরা নমস্কার করি। যিনি স্বতন্ত্র সামর্থ্যে অতি গর্ব্বিত এবং ভ্রাতৃপ্রিয় ও মূষিকবাহন এবং যাঁহার অর্চ্চনা করিলে প্রার্থনানুরূপ সর্ব্বফলসিদ্ধি সঙ্ঘটিত হয়, তদর্থনে আমরা সেই তোমাকেই বন্দনা করি। যিনি সরস

সন্তোষয়ামাস তদাতিতুষ্টং
তং শ্রীগণেশং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৬
সুরোপকারৈরসুরৈশ্চ যুদ্ধৈঃ
স্তোত্রৈর্নমস্কারপরৈশ্চ মন্ত্রৈঃ।
পিতৃপ্রসাদেন সদা সমৃদ্ধং
তং শ্রীগণেশং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৭
জয়ে সুরাণামকরোৎ প্রতীপং
পিত্রাপি হর্ষাৎ প্রতিপূজিতো যঃ।
নির্বিঘ্নতাঞ্চাপি পুনশ্চকার
তস্মৈ গণেশায় নমস্করোমি ॥ ১৮
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি স্তুতঃ সুরগণৈর্বিঘ্নেশঃ প্রাহ তান্ পুনঃ ॥
গণেশ উবাচ।
ইতো নির্বিঘ্নতা সত্রে মত্তঃ স্যাদসুরারিণঃ ॥২০
ব্রহ্মোবাচ।
দেবসত্রে নিবৃত্তে তু গণেশঃ প্রাহ তান্সুরান্
গণেশ উবাচ।
স্তোত্রেণানেন যেভক্ত্যামাং স্তোষ্যন্তিযতব্রতাঃ
তেষাং দারিদ্র্যদুঃখানি ন ভবেয়ুঃ কদাচন ॥২২
অত্র যে ভক্তিতঃ স্নানং দানং কুর্য্যুরতন্দ্রিতাঃ।
তেষাং সর্ব্বাণি কার্য্যাণি ভবেয়ুরিতি মত্কৃতাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্বাক্যসমকালন্তু তথেত্যূচুঃ সুরা অপি।
নিবৃত্তে তু মখে তস্মিন্ সুরা জগ্মুঃ স্বমালয়ম্ ॥
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমবিঘ্নমিতি গদ্যতে।
সর্ব্বকামপ্রদং পুংসাং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মেঽবিঘ্নতীর্থবর্ণনংনাম চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
শেষতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্।
তস্য রূপং প্রবক্ষ্যামি যন্ময়া পরিভাষিতম্ ॥ ১
শেষো নাম মহানাগো রসাতলপতিঃ প্রভুঃ।
সর্ব্বনাগৈঃ পরিবৃতো রসাতলমথাভ্যগাৎ ॥ ২

নৃত্য, গীত, ও বিবিধ অভীষ্ট বিনোদ-ব্যবহারে মাতাকে মুদিত করিয়াছিলেন, সেই অতিতুষ্ট শ্রীগণেশের আমরা শরণ লইতেছি। যিনি দেবোপকার, অসুরসহ যুদ্ধ, স্তোত্র ও নমস্কারপর মন্ত্রদ্বারা পিতৃপ্রসাদে সদাই সমৃদ্ধ; সেই শ্রীগণেশের আমরা শরণ লইতেছি। যিনি ত্রিপুরজয়ে প্রতিকূলতা করিলে পিতা কর্তৃক হর্ষভরে প্রপূজিত হইয়াছিলেন এবং সেই জয়ব্যাপার নির্বিঘ্ন করিয়াছিলেন, সেই গণেশকে আমাদের নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিঘ্নেশ্বর সুরগণ কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া বলিলেন,—আমার প্রসাদে এখন হইতে তোমাদের যজ্ঞ নির্বিঘ্ন হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর দেবযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, গণেশ দেবগণকে বলিলেন,—আপনারা যে স্তব করিলেন, যে সকল যতব্রত ব্যক্তি ভক্তির সহিত উক্ত দ্বারা আমার স্তব করিবে, কদাপি তাহাদের দারিদ্র্যদুঃখ হইবে না। এখানে যাহারা ভক্তির সহিত নিরলসভাবে স্নান দান করিবে, জানিবেন,—তাহাদের সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—তাঁহার বাক্যের সমকালেই সুরগণও 'তথাস্তু' বাক্য উচ্চারণ করিলেন। পরে যজ্ঞাবসানে তাঁহারা স্বস্বধামে গমন করিলেন। তখন হইতে ঐ তীর্থ অবিঘ্ন নামে কথিত। ইহা মানবগণের সর্ব্বকামপ্রদ ও সর্ব্ব-বিঘ্ন-হর। ১৪—২৫।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৪।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত শেষতীর্থ সর্ব্বকামদ। এই তীর্থস্বরূপ বর্ণন করিতেছি। পুরাকালে শেষাখ্য মহানাগ সমগ্র রসাতলের অধিপতি বলিয়া নির্দিষ্ট হয়েন। পরে তিনি নাগগণ সহ রসাতল অধিকার করেন। তিনি

রাক্ষসা দৈত্যদনুজাঃ প্রবিষ্টা যে রসাতলম্ ।
তৈর্নিরস্তো ভোগিপতির্মামুবাচাথ বিহ্বলঃ ॥ ৩
শেষ উবাচ ।
রসাতলং ত্বয়া দত্তং রাক্ষসানাং মমাপি চ ।
তে মে স্থানং ন দাস্যন্তি তস্মাত্ত্বাং শরণং গতঃ
ততোঽহমব্রবং নাগং গৌতমীং যাহি পন্নগ ।
তত্র স্তুত্বা মহাদেবং লপ্স্যসে ত্বং মনোরথম্ ॥
নান্যোঽস্তি লোকত্রিতয়ে মনোরথসমর্পকঃ ।
মদ্বাক্যপ্রেরিতো নাগো গঙ্গামাপ্লুত্য যত্নতঃ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তুষ্টাব ত্রিদশেশ্বরম্ ॥ ৬
শেষ উবাচ ।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় দক্ষযজ্ঞবিভেদিনে ।
আদিকর্ত্রে নমস্তুভ্যং নমস্ত্রৈলোক্যরূপিণে ॥ ৭
নমঃ সহস্রশিরসে নমঃ সংহারকারিণে ।
সোমসূর্য্যাগ্নিরূপায় জলরূপায় তে নমঃ ॥ ৮
সর্ব্বদা সর্ব্বরূপায় কালরূপায় তে নমঃ ।
পাহি শঙ্কর সর্ব্বেশ পাহি সোমেশ সর্ব্বগ ॥
জগন্নাথ নমস্তুভ্যং দেহি মে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৯
ব্রহ্মোবাচ ।
ততো মহেশ্বরঃ প্রীতঃ প্রাদান্নাগেপ্সিতান্ বরান্ ।
বিনাশায় সুরারীণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ॥ ১০
শেষায় প্রদদৌ শূলং জহ্যনেনারিপুঙ্গবান্ ।
ততঃ প্রোক্তঃ শিবেনাসৌ শেষঃ শূলেন ভোগিভিঃ ॥ ১১
রসাতলমথো গত্বা নিজঘান রিপূন্ রণে ।
নিহত্য নাগঃ শূলেন দৈত্যদানবরাক্ষসান্ ॥ ১২
স্ববর্ত্তত পুনর্দেবো যত্র শেষেশ্বরো হরঃ ।
পথা যেন সমায়াতো দেবং দ্রষ্টুং স নাগরাট্ ॥
রসাতলাদ্যত্র দেবো বিলং তত্র ব্যজায়ত ।
তস্মাদ্বিলতলাদ্যাতং গাঙ্গং বার্য্যতিপুণ্যদম্ ॥
তদ্বারি গঙ্গামগমদ্গাঙ্গায়াঃ সঙ্গমস্ততঃ ।
দেবস্য পুরতশ্চাপি কুণ্ডং তত্র সুবিস্তরম্ ॥ ১৫
নাগস্তত্রাকরোদ্ধোমং যত্র চাগ্নিঃ সদা স্থিতঃ ।

রাক্ষস ও দৈত্য দানবেরা রসাতলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিদূরিত করিয়া দেয়। তখন নাগপতি বিহ্বল হইয়া আমার নিকট আসিয়া বলেন,—দেব! আপনি আমাকে এবং রাক্ষসদিগকে রসাতল দান করিয়াছেন; তাহারা আমায় সেখানে স্থান দান করিতে সম্মত নহে। অতএব আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি বলিলাম,—হে পন্নগ! তুমি গৌতমীতে যাও, সেখানে গিয়া মহেশ্বরের স্তব করিলে, মনোরথ প্রাপ্ত হইবে। তিনি ব্যতীত ত্রিলোকে আর কেহই মনোরথপ্রদ নাই। নাগপতি আমার বাক্যে পরিচালিত হইয়া গঙ্গাস্নানান্তে কৃতাঞ্জলি-করে, অতি যত্নে ত্রিদশপতির স্তব করিতে লাগিলেন। শেষ কহিলেন,—হে দেব! তুমি ত্রিলোকের নাথ, দক্ষযজ্ঞের উচ্ছেদক, সকলের আদিকর্ত্তা। ত্রিলোক তোমার মূর্ত্তি, তুমি সহস্রশিরা, সর্ব্বসংহারক, সোম, সূর্য্য, অগ্নি ও জলমূর্ত্তি, এবং তুমি সর্ব্বরূপ, কালরূপ ও সর্ব্বেশ্বর; তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। হে শঙ্কর! হে সর্ব্বেশ! আমায় রক্ষা কর; হে জগন্নাথ! তোমায় নমস্কার। আমায় মনোভীষ্ট দান কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—মহেশ্বর প্রীত হইয়া নাগপতিকে সুরারি, দৈত্য, দানব, ও রাক্ষসদিগের বিনাশার্থ অভীষ্ট বর দান করিলেন, এবং একটী ত্রিশূল দান করিয়া বলিলেন,—তুমি ইহা দ্বারা তোমার অরাতিকুলকে সংহার করিও। শেষ নাগ শিবের নিকট বর ও শূল প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য সর্পগণসহ রসাতলে গমনপূর্ব্বক সমরে শত্রুদিগকে সংহার করিল এবং শূলপ্রহারে দৈত্য, দানব, ও রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া পরে পুনর্ব্বার শেষেশ্বর হরসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেই নাগরাজ রসাতল হইতে যে পথে দেবদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল, সেখানে একটী গর্ত্ত উৎপন্ন হইল। সেই গর্ত্তমধ্যস্থ গঙ্গোদক অতি পুণ্যপ্রদ। সেই গর্ত্তবারি গঙ্গার সহিত মিলিয়া একটী সঙ্গমতীর্থ হইল। ঐ শেষেশ্বর দেবের সম্মুখে এক সুবিস্তৃত

শোকং তদভবদ্বারি গঙ্গায়াস্তত্র সঙ্গমঃ ॥ ১৬
দেবদেবং সমারাধ্য নাগঃ প্রীতো মহাযশাঃ।
রসাতলং ততোঽভীষ্টং শিবাৎ প্রাপ্য তলং যযৌ ॥ ১৭
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং নাগতীর্থমুদাহৃতম্।
সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং রোগদারিদ্র্যনাশনম্ ॥১৮
আয়ুর্লক্ষ্মীকরং পুণ্যং স্নানদানাচ্চ মুক্তিদম্।
শৃণুয়াদ্বা পঠেদ্ভক্ত্যা যো বাপি স্মরতে তু তৎ
তীর্থং শেষেশ্বরো যত্র যত্র শক্তিপ্রদঃ শিবঃ।
একবিংশতিতীর্থানামুভয়োস্তত্র তীরয়োঃ।
শতানি মুনিশার্দ্দূল সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনাম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শততীর্থবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

কুণ্ড আছে। নাগরাজ তথায় হোম করিল। ঐ কুণ্ডে অগ্নি সর্ব্বদা বিরাজমান। সেইজন্য তথাকার গঙ্গাসঙ্গমের জল সর্ব্বদাই উষ্ণ। মহাযশা নাগপতি প্রীত হইয়া দেবদেবের আরাধনান্তে তাঁহার প্রসাদে অভীষ্ট রসাতল-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সেইখানে প্রস্থান করিল। তখন হইতে ঐ তীর্থ নাগ-তীর্থ নামে কথিত হইল। ঐ তীর্থ সর্ব্বকামপ্রদ, পবিত্র, এবং রোগ ও দারিদ্র্যহর। এখানে স্নানদানে আয়ু, লক্ষ্মী এবং পুণ্যবৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ, পাঠ বা স্মরণ করে, তাহার অন্তে মুক্তি ঘটে। যেখানে শেষেশ্বর ও যথায় শক্তিপ্রদ শিব বিরাজমান, তন্মধ্যে এই তীর্থের অধিষ্ঠান। তত্রত্য গোতমী নদীর উভয় তীরে শেষাদি একবিংশতি শত তীর্থ বিদ্যমান। হে মুনিবর! ঐ সকল তীর্থ সর্ব্বকামপ্রদ। ১—২০।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

মহানলমিতি খ্যাতং বড়বানলমুচ্যতে।
মহানলো যত্র দেবো বড়বা যত্র সা নদী ॥ ১
তত্তীর্থং পুত্র বক্ষ্যামি মৃত্যুদোষজরাপহম্।
পুরা নৈমিষারণ্যে ঋষয়ঃ সত্রকারিণঃ ॥ ২
শমিতারঞ্চ ঋষয়ো মৃত্যুং চক্রুস্তপস্বিনঃ।
বর্ত্তমানে সত্রযাগে মৃত্যৌ শমিতরি স্থিতে ॥৩
ন মমার তদা কশ্চিদ্ভয়ং স্থাস্নু জঙ্গমম্।
বিনা পশূন্ মুনিশ্রেষ্ঠ মর্ত্ত্যাশ্চামর্ত্ত্যতাং গতম্ ॥
ততস্ত্রিপিষ্টপে শূন্যে মর্ত্ত্যে চৈবাতিসঙ্কুলে।
মৃত্যুনোপেক্ষিতে দেবা রাক্ষসানূচিরে তদা ॥৫

দেবা উচুঃ।

গচ্ছধ্বমৃষিসত্রং তন্নাশয়ধ্বং মহাধ্বরম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা প্রোচুস্তে রাক্ষসাঃ সুরান্

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত মহানল তীর্থ বাড়বানল নামে অভিহিত। এখানে মহানল নামে দেবদেব-বিগ্রহ এবং বড়বা নাম্নী নদী বিদ্যমান। হে পুত্র! এই তীর্থের বৃত্তান্ত বলিতেছি; ইহা মৃত্যুদোষ ও জরাপহ। পুরাকালে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ এক দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে ঋষিগণ মৃত্যুকে শমিতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইল, সত্রযাগ আরম্ভ হইল; মৃত্যু শামিতার কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তখন হইতে চরাচরমধ্যে পশু ব্যতীত কেহই আর মৃত্যুকবলে পতিত হইল না। মর্ত্ত্যবাসীরা ইহাতে অমর হইয়া উঠিল। অনন্তর স্বর্গ, শূন্য ও মর্ত্ত্য অতি সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। মৃত্যু প্রাণিহত্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে দেবগণ তখন রাক্ষসদিগকে বলিলেন,—যাও, তোমরা গিয়া ঋষিদিগের মহাযজ্ঞ ধ্বংস কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের এই কথা শুনিয়া রাক্ষসেরা উত্তর

অসুরা ঊচুঃ।
বিধ্বংসয়ামস্তং যজ্ঞমস্মাকং কিং ফলং ততঃ।
প্রবর্ত্ততে বিনা হেতুং ন কোঽপি কাপি জাতুচিৎ ॥৭

ব্রহ্মোবাচ।
দেবা অপ্যসুরানূচুর্যজ্ঞার্দ্ধং ভবতামপি।
ভবেদেব ততো যান্তু ঋষীণাং সত্রমুত্তমম্ ॥ ৮
তে শ্রুত্বা ত্বরিতাঃ সর্ব্বে যত্র যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
জগ্মুস্তত্র বিনাশায় দেববাক্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ৯
তজ্জ্ঞাত্বা ঋষয়ো মৃত্যুমাহুঃ কিং কুর্ম্মহে বয়ম্
আগতা দেববচনাদ্রাক্ষসা যজ্ঞনাশিনঃ ॥ ১০
মৃত্যুনা সহ সম্মন্ত্র্য নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
সর্ব্বে ত্যক্ত্বা স্বাশ্রমং তং শমিত্রা সহ নারদ ॥১১
অগ্নিমাত্রমুপাদায় ত্যক্ত্বা পাত্রাদিকন্তু যৎ।
ক্রতুনিষ্পত্তয়ে জগ্মুর্গৌতমীং প্রতি সত্বরাঃ ॥১২
তত্র স্নাত্বা মহেশানং রক্ষণায়োপতস্থিরে।
কৃতাঞ্জলিপুটাস্তে তু তুষ্টুবুস্ত্রিদশেশ্বরম্ ॥ ১৩

ঋষয় ঊচুঃ।
যো লীলয়া বিশ্বমিদং চকার
ধাতা বিধাতা ভুবনত্রয়স্য।
যো বিশ্বরূপঃ সদসৎপরো যঃ
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামঃ ॥ ১৪

মৃত্যুরুবাচ।
ইচ্ছামাত্রেণ যঃ সর্ব্বং হন্তি পাতি করোতি চ।
তমহং ত্রিদশেশানং শরণং যামি শঙ্করম্ ॥১৫
মহানলং মহাকায়ং মহানাগবিভূষণম্।
মহামূর্ত্তিধরং দেবং শরণং যামি শঙ্করম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্মৃত্যো কা প্রীতিরস্তু তে

মৃত্যুরুবাচ।
রাক্ষসেভ্যো ভয়ং ঘোরমাপন্নং ত্রিদশেশ্বর।
যজ্ঞমস্মাংশ্চ রক্ষস্ব যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥১৮

ব্রহ্মোবাচ।
তথা চকার ভগবাংস্ত্রিনেত্রো বৃষভধ্বজঃ।
শমিত্রা মৃত্যুনা সত্রমৃষীণাং পূর্ণতাং যযৌ ॥ ১৯

করিল,—আমরা যজ্ঞধ্বংস করিব; তাহাতে আমাদের কি ফল হইবে? বস্তুতঃ বিনা কারণে কে কখন কোন্ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে? ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ তাহাদিগকে বলিলেন,—এই যজ্ঞার্দ্ধের ভাগ তোমরাও পাইবে। অতএব তোমরা সেই ঋষিযজ্ঞে যাও। তাহারা তৎশ্রবণে ত্বরিতপদে যজ্ঞবিনাশার্থ যজ্ঞস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঋষিগণ মৃত্যুকে বলিলেন,—হে মৃত্যো! আমরা এক্ষণে কি করি? দেবগণের কথানুসারে রাক্ষসেরা যজ্ঞধ্বংস করিতে আসিয়াছে। এই কথা কহিয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ শমিতা মৃত্যুর সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা যাইবার সময়ে যজ্ঞীয় অন্যান্য সমস্ত পাত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র অগ্নি লইয়া যজ্ঞকার্য্য, আর্থ সত্বর গৌতমীতীরে গমন করেন। তথায় গিয়া স্নানান্তে রক্ষার্থ পূজা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিকরে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১৩। ঋষিগণ বলিলেন,—যিনি লীলাক্রমে এই বিশ্বের কর্ত্তা, এবং যিনি ত্রিভুবনেরই ধাতা বিধাতা। যিনি বিশ্বরূপ, সদসৎ, পরম পুরুষ, সেই সোমেশ্বরের আমরা শরণ লইতেছি। যিনি ইচ্ছামাত্রেই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশপতি শঙ্করদেবের আমি শরণ লইলাম। যিনি মহাকায়, মহানল, মহানীলমণ্ডিত ও মহামূর্ত্তিধর, সেই শঙ্করের আমি শরণাপন্ন হইলাম। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ মৃত্যুকে কহিলেন,—হে মৃত্যো! কিরূপ বরদানে তোমার প্রীতি হইবে? মৃত্যু বলিলেন,—হে ত্রিদশেশ রাক্ষসগণ হইতে মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। যাবৎ না এই যজ্ঞ সমাপ্তি হয় ততকাল আপনি যজ্ঞ এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃষধ্বজ ত্রিনেত্র তাহাই করিলেন। এইরূপে শমিত

হবিষাং ভাগধেয়ায় আজগ্মুরমরাঃ ক্রমাৎ।
তানবোচন্মুনিগণাঃ সংক্রুদ্ধা মৃত্যুনা সহ ॥ ২০

ঋষয় উচুঃ।

অস্মন্মখবিনাশায় রাক্ষসাঃ প্রেষিতা যতঃ।
তস্মাত্তবন্ত্যঃ পাপিষ্ঠা রাক্ষসাঃ সন্তু শত্রবঃ ॥২১

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ প্রভৃতি দেবানাং রাক্ষসা বৈরিণোঽভবন্।
কৃত্যাঞ্চ বড়বাং তত্র দেবাশ্চ ঋষয়োঽমলাঃ ॥২২
মৃত্যোর্ভার্য্যা ভব ত্বং তামিত্যুক্ত্বা তেঽভ্যষেচয়ন্।
অভিষেকোদকং যত্তু সা নদী বড়বাভবৎ ॥২৩
মৃত্যুনা স্থাপিতং লিঙ্গং মহানলমিতি শ্রুতম্।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং বড়বাসঙ্গমং বিদুঃ ॥২৪
মহানলো যত্র দেবস্তত্তীর্থং ভুক্তিমুক্তিদম্।
সহস্রং তত্র তীর্থানাং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনাম্।
উভয়োস্তীরয়োস্তত্র স্মরণাদঘঘাতিনাম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বড়বাদিসহস্রতীর্থবর্ণনং নাম
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

মৃত্যুর সাহায্যে ঋষিগণের যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন যজ্ঞীয় হবির্ভাগ গ্রহণার্থ অমরগণ ক্রমে ক্রমে আগমন করিলেন। মুনিগণ সংক্রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু সহ তাহাদিগকে বলিলেন,—আমাদিগের যজ্ঞধ্বংসের জন্য যেহেতু তোমরা রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে; এই জন্য আমাদের বাক্যে পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা তোমাদের শত্রু হউক। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন হইতে রাক্ষসেরা দেবগণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দেব ও ঋষিগণ পরে বড়বা কৃত্যাকে "তুমি মৃত্যুর ভার্য্যা হও" এই বলিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। সেই অভিষেকজল প্রবাহিত হইয়া বড়বা নাম্নী নদীরূপে পরিণত হইল। সেখানে মৃত্যু যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা মহানল নামে বিশ্রুত হইল। সেই দিন হইতে এই তীর্থ বড়বাসঙ্গম নামে নির্দিষ্ট হইল। যথায় মহানল দেব বিরাজিত, সে তীর্থ নিশ্চয়ই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। এই স্থানে গৌতমীর উভয় তীরে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সহস্র তীর্থ আছে, এই সকল তীর্থ স্মরণ করিলেও পাপ নাশ পায়। ১৭—২৫।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

আত্মতীর্থমিতি খ্যাতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্।
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি যত্র জ্ঞানেশ্বরঃ শিবঃ ॥
দত্ত ইত্যপি বিখ্যাতঃ সোঽত্রিপুত্রো হরপ্রিয়ঃ
দুর্ব্বাসসঃ প্রিয়ো ভ্রাতা সর্ব্বজ্ঞানবিশারদঃ।
স গত্বা পিতরং প্রাহ বিনয়েন প্রণম্য চ ॥ ২

দত্ত উবাচ।

ব্রহ্মজ্ঞানং কথং মে স্যাৎ কং পৃচ্ছামি ক যামি চ।

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বাত্রিঃ পুত্রবাক্যং ধ্যাত্বা বচনমব্রবীৎ ॥৪

অত্রিরুবাচ।

গৌতমীং পুত্র গচ্ছ ত্বং তত্র স্তুহি মহেশ্বরম্।
স তু প্রীতো যদৈব স্যাত্তদা জ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥৫

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিখ্যাত আত্মতীর্থ নরগণের ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। এখানে জ্ঞানেশ্বর শিব বিরাজমান। এই তীর্থমাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। অত্রিপুত্র বিখ্যাত দত্ত হরপ্রিয় ছিলেন। তিনি দুর্ব্বাসার ভ্রাতা এবং সর্ব্বজ্ঞানে সুপণ্ডিত। তিনি একদা তদীয় পিতার নিকট গিয়া প্রণামান্তে নম্রতার সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে কিরূপে? আমি কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি? কোথায় যাই?১—৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—অত্রি, পুত্রের কথা শুনিয়া ধ্যানান্তে বলিলেন,—পুত্র! তুমি গৌতমীতে গিয়া মহেশ্বরের স্তব কর। তিনি যখন প্রীত হইবেন, তখনই জ্ঞানলাভ করিবে

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্তা তদাত্রেয়ো গঙ্গাং গত্বা শুচির্যতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ভক্ত্যা তুষ্টাব শঙ্করম্॥ ৬

দত্ত উবাচ।

সংসারকূপে পতিতোঽস্মি দৈবা-
ন্মোহেন গুপ্তো ভবদুঃখপঙ্কে।
অজ্ঞাননাম্না তমসাবৃতোঽহং
পরং ন বিন্দামি সুরাধিনাথ॥ ৭
ভিন্নস্ত্রিশূলেন বলীয়সাহং
পাপেন চিন্তাক্ষুরপাটিতশ্চ।
তপ্তোঽস্মি পঞ্চেন্দ্রিয়তীব্রতাপৈঃ
শ্রান্তোঽস্মি সন্তারয় সোমনাথ॥ ৮
বদ্ধোঽস্মি দারিদ্র্যময়ৈশ্চ বন্ধৈ
র্হতোঽস্মি রোগানলতীব্রতাপৈঃ।
ক্রান্তোঽস্ম্যহং মৃত্যুভুজঙ্গমেন
ভীতো ভৃশং কিং করবাণি শম্ভো॥ ৯
ভবাভবাভ্যামতিপীড়িতোঽহং
তৃষ্ণাক্ষুধাভ্যাঞ্চ রজস্তমোভ্যাম্।
ঈদৃশ্যয়া জরয়া চাভিভূতঃ
পশ্যাবস্থাং কৃপয়া মেঽদ্য নাথ॥ ১০
কামেন কোপেন চ মৎসরেণ
দম্ভেন দর্পাদিভিরপ্যনেকৈঃ।
একৈকশঃ কষ্টগতোঽস্মি বিদ্ধ-
স্তনাথবদ্বারয় নাথ শত্রূন্॥ ১১
কস্যাপি কশ্চিৎ পতিতস্য পুংসো
দুঃখপ্রণোদী ভবতীতি সত্যম্।
বিনা ভবন্তং মম সোমনাথ
কুত্রাপি কারুণ্যবচোঽপি নাস্তি॥ ১২
তাবৎ স কোপো ভয়মোহদুঃখা-
ন্যজ্ঞানদারিদ্র্যরুজস্তথৈব।
কামাদয়ো মৃত্যুরপীহ যাব-
ন্নমঃশিবায়েতি ন বচ্মি বাক্যম্॥ ১৩
ন মেঽস্তি ধর্ম্মো ন চ মেঽস্তিভক্তি-
র্নাহং বিবেকী করুণা কুতো মে।
দাতাসি তেনাশু শরণ্যচিত্তে
নিধেহি সোমেতি পদং মদীয়ে॥ ১৪
যাচে ন চাহং সুরভূপতিত্বং
হৃৎপদ্মমধ্যে মম সোমনাথ।

পারিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—অত্রিনন্দন তাহাতেই সম্মত হইয়া গঙ্গায় গমনপূর্ব্বক শুচি ও কৃতাঞ্জলিভাবে ভক্তির সহিত শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। দত্ত বলিলেন,—হে সোমনাথ! আমি দৈবাৎ মোহ প্রাপ্ত হইয়া ভবদুঃখপঙ্কে সংসারকূপে পতিত হইয়াছি এবং হে সুরাধিনাথ! অজ্ঞানরূপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারিতেছি না। আমি পাপরূপ ত্রিশূল দ্বারা এবং চিন্তারূপ ক্ষুর দ্বারা নিরন্তর পাটিত হইয়া ভীষণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের তীব্রতাপে তপ্ত ও শ্রান্ত হইয়াছি; আমায় পরিত্রাণ কর। হে শম্ভো! আমি দারিদ্র্যরূপ ভীষণ বন্ধনে বদ্ধ ও রোগরূপ অনলের তীব্রতাপে পীড়িত হইয়া [illegible] ভুজঙ্গমের আক্রমণে নিতান্ত ভীত [illegible] ও [illegible] এখন আমার কর্ত্তব্য কি? হে [illegible] পুনঃপুনঃ জনন-মরণে নিতান্ত নিপীড়িত ও তৃষ্ণা, ক্ষুধা, জরা ও রজস্তমোগুণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। অদ্য কৃপা করিয়া এই আমার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি কাম, কোপ, মাৎসর্য্য, দম্ভ ও দর্পাদি দ্বারা বহুবার কৃচ্ছ্রগত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি, হে নাথ! আপনি আমার ঐ সকল শত্রু নিবারণ করুন। কুত্রাপি কেহ দুঃখ-পতিত হইলে তাহার কেহ না কেহ দুঃখাপহর্ত্তা হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু হে সোমনাথ! আমি আপনাকে ব্যতীত আর কাহাকেই রক্ষাকর্ত্তা বা সদয় বাক্যের বক্তা বলিয়া মনে করি না। ক্রোধ, ভয়, মোহ, দুঃখ, অজ্ঞান, দারিদ্র্য, ব্যাধি, কামাদি রিপু এবং মৃত্যু তাবৎ কালই বিদ্যমান—যতকাল না, 'নমঃ শিবায়' এই বাক্য উচ্চারণ করি। আমার ধর্ম্ম নাই, ভক্তি নাই, বিবেক নাই, দয়া নাই, আমি সর্ব্বথা অতি দীন ব্যক্তি, অতএব হে শরণ্য! আপনি আমার চিত্তপদ্মে ভবদীয় পদ অর্পণ করুন। আমি

শ্রীসোমপাদাম্বুজসন্নিধানং
যাচে বিচার্য্যৈব চ তৎ কুরুষ ॥ ১৫
যথা ভবাহং বিদিতোঽস্মি পাপ
স্তথাপি বিজ্ঞাপনমাশৃণুষ।
সংশ্রূয়তে যত্র বচঃ শিবেতি
তত্র স্থিতিঃ স্তান্মম সোমনাথ ॥ ১৬
গৌরীপতে শঙ্কর সোমনাথ
বিশ্বেশ কারুণ্যনিধেঽখিলাত্মন্।
সংস্তূয়তে যত্র সদেতি তত্র
কেষামপি স্তাৎ কৃতিনাং নিবাসঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাত্রেয়স্তুতিং শ্রুত্বা তুতোষ ভগবান্ হরঃ।
বরদোঽস্মীতি তং প্রাহ যোগিনং বিশ্বরূস্তবঃ ॥

আত্রেয় উবাচ।

আত্মজ্ঞানঞ্চ মুক্তিঞ্চ ভুক্তিঞ্চ বিপুলাং ত্বয়ি।
তীর্থস্যাপি চ মাহাত্ম্যং বরোঽহয়ং ত্রিদশার্চ্চিত

ব্রহ্মোবাচ।

এবমস্ত্বিতি তং শম্ভুরুক্ত্বা চান্তরধীয়ত।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমাত্মতীর্থং বিদুর্বুধাঃ।
তত্র স্নানেন দানেন মুক্তিঃ স্তাদিহ নারদ ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে আত্মতীর্থবর্ণনং
নাম সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়।

ব্রহ্মোবাচ।

অশ্বত্থতীর্থমাখ্যাতং পিপ্পলঞ্চ ততঃ পরম্।
উত্তরে মন্দতীর্থন্তু তত্র ব্যুষ্টিমিতঃ শৃণু ॥ ১
পুরা ত্বগস্ত্যো ভগবান্ দক্ষিণাশাপতিঃ প্রভুঃ
দেবৈস্ত প্রেরিতঃ পূর্ব্বং বিন্ধ্যস্য প্রার্থনং প্রতি
স শনৈর্বিন্ধ্যমভ্যাগাৎ সহস্রমুনিভির্বৃতঃ।
তমাগত্য নগশ্রেষ্ঠং বহুবৃক্ষসমাকুলম্ ॥ ৩
স্পর্দ্ধিনং মেরুভানুভ্যাং বিন্ধ্যং শৃঙ্গশতৈর্বৃতম্

সুরৈশ্বর্য্য চাহি না। হে সুরনাথ! আমার হৃৎপদ্মমধ্যে ভবদীয় পদাম্বুজের সন্নিধানই আমার প্রার্থনীয়। আপনি আমার এই প্রার্থনার বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহা পূরণ করুন। হে সোমনাথ! আমি যদিও আপনার নিকট পাপী বলিয়া বিদিত, তথাপি আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। যথায় শিবনাম শ্রুত হইবে, সেইখানেই আমার অবস্থিতি হউক। ইহাই আমার নিবেদন। যেহেতু যেখানে গৌরী-পতে! শঙ্কর! সোমনাথ! বিশ্বেশ্বর! করুণানিধে! সর্ব্বাত্মন্! ইত্যাদি সম্বোধন শব্দে সর্ব্বদা শিবস্তব হইতে থাকে, তথায় অতি অল্পসংখ্যক কৃতী লোকই বাস করিবার অধিকারী। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ বিশ্বস্রষ্টা হর আত্রেয়ের এই প্রকার স্তব শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—আমি বর প্রদান করিতেছি, প্রার্থনা কর। আত্রেয় বলিলেন,—হে দেবার্চ্চিত! আত্মজ্ঞান, তদ্বিষয়ক ভুক্তি, মুক্তি ও তীর্থমাহাত্ম্য আপনি আমায় বররূপে প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর শম্ভু তাহাকে 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই হইতে পণ্ডিত সকল ঐ তীর্থকে আত্ম-তীর্থ বলিয়া থাকেন। হে নারদ! ঐ তীর্থে স্নান দান করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। ৫—২০।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৭।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অশ্বত্থ ও পিপ্পল নামে দুই তীর্থ আখ্যাত হইয়াছে। উহাদের উত্তরে মন্দনামক তীর্থ। ঐ তীর্থসম্বন্ধীয় বিবরণ শ্রবণ কর। পুরাকালে দক্ষিণ দিকের পতি ভগবান্ লোপামুদ্রাভর্ত্তা অগস্ত্যদেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সহস্র মুনি সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যসমীপে উপস্থিত হন এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া অত্যুন্নত, ধীর, মেরু ও ভানুর সহ স্পর্দ্ধমান শত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও বহু বৃক্ষসমাকুল নগশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যকে দেবকার্য্য নিমিত্ত

অত্যুন্নতং নগং ধীরো লোপামুদ্রাপতির্মুনিঃ ॥৪
কৃতাতিথ্যো দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং প্রশস্য চ নগং পুনঃ
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠো দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫

অগস্ত্য উবাচ।

অহং যামি নগশ্রেষ্ঠ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
তীর্থযাত্রাং করোমীতি দক্ষিণাশাং ব্রজাম্যহম্
দেহি মার্গং নগপতে আতিথ্যং দেহি যাচতে।
যাবদাগমনং মে স্যাৎ স্থাতব্যং তাবদেব হি ॥৭
নান্যথা ভবিতব্যং তে তথেত্যাহ নগোত্তমঃ।
আক্রামন্ দক্ষিণামাশাং তৈর্বৃতো মুনিভির্মুনিঃ
শনৈঃ স গৌতমীমাগাৎ সত্রযাগায় দীক্ষিতঃ।
যাবৎ সংবৎসরং সত্রমকরোদৃষিভির্বৃতঃ ॥ ৯
কৈটভস্য সুতৌ পাপৌ রাক্ষসৌ ধর্ম্মকণ্টকৌ।
অশ্বত্থঃ পিপ্পলশ্চেতি বিখ্যাতৌ ত্রিদশালয়ে ॥১০
অশ্বত্থোঽশ্বত্থরূপেণ পিপ্পলো ব্রহ্মরূপধৃক্।
তাবুভাবন্তরং প্রেপ্সু র্যজ্ঞবিধ্বংসনায় তু ॥ ১১
কুরুতাং কাঙ্ক্ষিতং রূপং দানবৌ পাপচেতসৌ
অশ্বত্থো বৃক্ষরূপেণ পিপ্পলো ব্রাহ্মণাকৃতিঃ ॥ ১২
উভৌ তৌ ব্রাহ্মণান্নিত্যং পীড়য়েতাং তপোধন
আলভন্তে চ যেঽশ্বত্থং তাংস্তানশ্নাত্যসৌ তরুঃ
পিপ্পলঃ সামগো ভূত্বা শিষ্যানশ্নাতি রাক্ষসঃ।
তস্মাদদ্যাপি বিপ্রেষু সামগোঽতীবনিষ্কৃপঃ॥
ক্ষীয়মাণান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা মুনয়ো রাক্ষসাবিমৌ
ইতি বুদ্ধা মহাপ্রাজ্ঞা দক্ষিণং তীরমাশ্রিতম্
সৌরিং শনৈশ্চরং মন্দং তপস্যন্তং ধৃতব্রতম্।
গত্বা মুনিগণাঃ সর্ব্বে রক্ষঃকর্ম্ম ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৬
সৌরির্মুনিগণানাহ পূর্ণে তপসি মে দ্বিজাঃ।
রাক্ষসৌ হন্ম্যপূর্ণে তু তপস্যক্ষম এব হি ॥ ১৭
পুনঃ প্রোচুর্মুনিগণা দাস্যামস্তে তপো মহৎ।
ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণৈঃ সৌরিঃ কৃতমিত্যাহ তানপি
সৌরির্ব্রাহ্মণবেষেণ প্রায়াদশ্বত্থরূপিণম্।
রাক্ষসং ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥১৯

জন্য আশীর্ব্বাদপুরঃসর বলিলেন,—হে নগশ্রেষ্ঠ আমি এই সকল তত্ত্বদর্শী মুনিগণের সহিত তীর্থ-পর্য্যটনপ্রসঙ্গে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিব। হে নগপতে! তুমি আমার আতিথ্য স্বরূপ পথ প্রদান কর; এবং যে পর্য্যন্ত না আমি প্রত্যাবৃত্ত হই, তাবৎকাল তুমি ঐরূপ ভাবেই থাক। ইহাই আমার অনুরোধ। নগশ্রেষ্ঠ, 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। অনন্তর অগস্ত্য মুনি স্বীয় সমভিব্যাহারী মুনিগণের সহিত দক্ষিণদিক্ অবলম্বনে গৌতমীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং তথায় যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া মুনিগণের সহিত সংবৎসরব্যাপী সত্র আরম্ভ করিলেন। এমন সময় কৈটভপুত্র অশ্বত্থ ও পিপ্পল নামে দুই পাপিষ্ঠ ধর্ম্মকণ্টক রাক্ষস তাঁহাদের যজ্ঞবিধ্বংসের নিমিত্ত ছিদ্র অন্বেষণ করত ইচ্ছামত বিবিধ রূপ ধারণ করিল। তাহাদের মধ্যে অশ্বত্থ অশ্বত্থবৃক্ষ, এবং পিপ্পল ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইল। হে তপোধন! তাহারা ঐ দুইরূপেই প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি অশ্বত্থ তরুকে স্পর্শ করে, অশ্বত্থ রাক্ষস তাহাকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। পিপ্পল রাক্ষস সামগায়ী ব্রাহ্মণ হইয়া শিষ্যদিগকে উদরসাৎ করিতে লাগিল। এইজন্য অদ্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সামগায়ী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত নির্দ্দয় বলিয়া অভিহিত।১—১৪। মুনিগণ তখন ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষীয়মাণ দেখিয়া ঐ উভয় রাক্ষসকে চিনিতে পারিলেন এবং গৌতমীর দক্ষিণতীরে তপস্যানিরত রবিনন্দন শনৈশ্চরের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকেই রাক্ষস-কৃত অত্যাচার-কাহিনী নিবেদন করিলেন। সূর্য্যনন্দন বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমার তপস্যা পূর্ণ হইলে আমি এই রাক্ষসদ্বয়কে বিনাশ করিব। পরন্তু তপস্যার অপূর্ণতায় আমি ঐ কার্য্য সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তৎশ্রবণে মুনিগণ বলিলেন,—আপনাকে আমরা বিপুল তপস্যা দান করিতেছি। ব্রাহ্মণগণের এই কথায় শনৈশ্চর সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া অগ্রে অশ্বত্থরূপী রাক্ষসের নিকট গিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ

প্রদক্ষিণং তু কুর্ব্বাণং মেনে ব্রাহ্মণমেব তম্।
নিত্যবদ্রাক্ষসঃ পাপো ভক্ষয়ামাস মায়য়া ॥২০
তস্য কায়ং সমাবিশ্য চক্ষুষান্ত্রাণ্যপশ্যত।
দৃষ্টঃ স রাক্ষসঃ পাপো মন্দেন রবিসূনুনা ॥২১
ভস্মীভূতঃ ক্ষণেনৈব গিরির্বজ্রহতো যথা।
অশ্বত্থং ভস্মসাৎ কৃত্বা অন্যং ব্রাহ্মণরূপিণম্ ॥২২
রাক্ষসং পাপনিলয়মেক এব তমভ্যগাৎ।
অধীয়ানো বিপ্র ইব শিষ্যরূপো বিনীতবৎ ॥২৩
পিপ্পলঃ পূর্ব্ববচ্চাপি ভক্ষয়ামাস ভানুজম্।
স ভক্ষিতঃ পূর্ব্ববচ্চ কুক্ষাবন্ত্রাণ্যবৈক্ষত ॥২৪
তেনালোকিতমাত্রোঽসৌ রাক্ষসোভস্মসাদভূৎ
উভৌ হত্বা ভানুসুতঃ কিং কৃত্যং মে বদস্বথ ॥
মুনয়ো জাতসংহর্ষাঃ সর্ব্ব এব তপস্বিনঃ।
ততঃ প্রসন্না হ্যভবন্নষয়োঽগস্ত্যপূর্ব্বকাঃ ॥ ২৬
বরান্ দদুর্যথাকামং সৌরয়ে মন্দগামিনে।
স প্রীতো ব্রাহ্মণানাহ শনিঃ সূর্য্যসুতো বলী ॥

সৌরিরুবাচ।

মদ্‌বারে নিয়তা যে চ কুর্ব্বন্ত্যশ্বত্থলম্ভনম্।
তেষাং সর্ব্বাণি কার্য্যাণি স্যুঃ পীড়া মত্তবা ন চ
তীর্থে চাশ্বত্থসংজ্ঞে বৈ স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ
তেষাং সর্ব্বাণি কার্য্যাণি ভবেয়ুরপরো বরঃ ॥
মন্দবারে তু যেঽশ্বত্থং প্রাতরুত্থায় মানবাঃ।
আলভন্তে চ তেষাং বৈ গ্রহপীড়া ব্যপোহতু ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমশ্বত্থং পিপ্পলং বিদুঃ।
তীর্থং শনৈশ্চরং তত্র তত্রাগস্ত্যঞ্চ সাত্রিকম্ ॥৩১
যাজ্ঞিকঞ্চাপি তত্তীর্থং সামগং তীর্থমেব চ।
ইত্যাদ্যষ্টোত্তরাণ্যাসন্ সহস্রাণ্যথ ষোড়শ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সত্রযাগফলপ্রদম্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে অশ্বত্থাদিতীর্থবর্ণনং নামাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

করিলেন। প্রদক্ষিণ করিবার সময় পাপিষ্ঠ রাক্ষস তাঁহাকে প্রতিদিনাগত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় একজন ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করিল এবং মায়াপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। রবিনন্দন তাহার উদরে প্রবেশ করিয়া চক্ষু মেলিয়া তদীয় অন্ত্র সকল দেখিলেন। সেই পাপ রাক্ষস রবিতনয় কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে বজ্রাহত গিরির ন্যায় ভস্মীভূত হইল। রবিতনয় একাকী এইরূপে অশ্বত্থরূপী রাক্ষসকে ভস্মসাৎ করিয়া পাপনিলয় ব্রাহ্মণরূপী অন্য রাক্ষসের নিকট গেলেন। তথায় গিয়া তিনি আপনাকে বিনীত, অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণশিষ্যের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। পরন্তু পিপ্পল রাক্ষস তাঁহাকে ভক্ষণ করিল, তিনি পূর্ব্ববৎ ভক্ষিত হইয়া সেই রাক্ষসের অন্ত্র সকল দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্রেই ঐ পাপিষ্ঠ রাক্ষস ভস্মরূপে পরিণত হইল। ভানুসুত এইরূপে উভয় রাক্ষসকে হত করিয়া বলিলেন,—এখন আর আমার কি করিতে হইবে? অগস্ত্যপ্রমুখ মুনিগণ সকলে অতীব হৃষ্ট হইয়া মন্দগামী সূর্য্যপুত্রকে অভিমত বর প্রদান করিলেন। বলিষ্ঠ সূর্য্যসুত শনিও তাঁহাদিগকে বলিলেন,—যে ব্যক্তি সংযত হইয়া মদীয় বারে অশ্বত্থতীর্থে অবগাহন করিবে, তাহাদের সমুদয় কার্য্যসিদ্ধি হইবে ও মজ্জনিত পীড়া কদাচ তাহাদের হইবে না। যে মানব অশ্বত্থতীর্থে স্নান করে, তাহার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। আরও এক কথা—যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত শনিবারে অশ্বত্থতীর্থে অবগাহন করে, তাহাদের কদাচ গ্রহজনিত পীড়া সম্ভবে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই অবধি ঐ তীর্থ অশ্বত্থ ও পিপ্পল নামে প্রসিদ্ধ হইল। ঐ তীর্থমধ্যে—শনৈশ্চর, আগস্ত্য, সাত্রিক, যাজ্ঞিক ও সামগ প্রভৃতি অষ্টোত্তর ষোড়শ সহস্র তীর্থ বিরাজমান। ঐ সকল তীর্থে স্নান দান সত্রযাগফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১৪—৩২।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১৮॥

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সোমতীর্থমিতি খ্যাতং তদপ্যুক্তং মহাত্মভিঃ।
তত্র স্নানেন দানেন সোমপানফলং লভেৎ ॥১
জগতাং মাতরঃ পূর্ব্বমোষধ্যো জীবসম্মতাঃ।
মমাপি মাতরো দেব্যঃ পূর্ব্বাসাং পূর্ব্ববত্তরাঃ ॥২
আসু প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়ো যজ্ঞকর্ম্ম চ।
আভিরেব ধৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩
অশেষরোগোপশমো ভবত্যাভিরসংশয়ম্।
অন্নমেতাভিরেব স্যাদশেষপ্রাণরক্ষণম্।
অত্রৌষধ্যো জগদ্বন্দ্যা মামূচুরনহঙ্কৃতাঃ॥ ৪

ওষধ্য উচুঃ।

অস্মাকং ত্বং পতিং দেহি রাজানং সুরসত্তম ॥৫

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তাসাং ময়োক্তা ওষধীরিদম্।
পতিং প্রাপ্স্যথ সর্ব্বাশ্চ রাজানং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
রাজানমিতি তচ্ছ্রুত্বা তা মামূচুঃ পুনর্মুনে।
গন্তব্যং ক্ব পুনশ্চোক্তা গৌতমীং যান্তু মাতরঃ
তুষ্টায়ামথ তস্যাং বো রাজা স্যাল্লোকপূজিতঃ।
তাশ্চ গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ তুষ্টুবুর্গৌতমীং নদীম্ ॥ ৮

ওষধ্য উচুঃ।

কিং বাকরিষ্যন্ ভববর্জ্জিনো জনা
নানাঘসঙ্ঘাভিভবাচ্চ দুঃখিতাঃ।
ন চাগমিষ্যস্তবতী ভুবং চেৎ
পুণ্যোদকে গৌতমি শম্ভুকান্তে ॥ ৯
কো বেত্তি ভাগ্যং নরদেহভাজাং
মহীগতানাং সরিতামধীশে।
এষাং মহাপাতকসঙ্ঘহন্ত্রী
ত্বমম্ব গঙ্গে সুলভা সদৈব ॥ ১০
ন তে বিভূতিং ননু বেত্তি কোঽপি
ত্রৈলোক্যবন্দ্যে জগদম্ব গঙ্গে।
গৌরীসমালিঙ্গিতবিগ্রহোঽপি
ধত্তে স্মরারিঃ শিরসাপি যত্বাম্ ॥ ১১

একোন বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাত্মগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সোমতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে স্নান-দান করিলে, সোমপানের ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জীব কর্ত্তৃক ওষধি সকল জগতের মাতা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; সেই অতি প্রচীনা ওষধি সকল আমারও মাতা। ইহাতে ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, ও যজ্ঞকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাঁরাই সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছেন। ইহাঁদের দ্বারাই অশেষ রোগ উপশমিত হয়। জগতের জীবন ধারণের এক মাত্র হেতু অন্নও ইহাঁদের কর্ত্তৃক হয়। এই স্থানে অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া জগদ্বন্দ্য ওষধিগণ আমাকে বলিলেন,—হে সুরসত্তম! তুমি আমাদিগের পতি এবং রাজা প্রদান কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর আমি তাহাদের প্রার্থনা অবগত হইয়া তাহাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা অবিলম্বে প্রীতিবর্দ্ধন পতি ও রাজা প্রাপ্ত হইবে। হে মুনে! এই কথা শুনিয়া তাহারা পুনরায় আমাকে বলিল,—আমরা কোথায় গমন করিলে রাজা প্রাপ্ত হইব? আমি বলিলাম,—হে মাতৃসকল! আপনারা গৌতমীতে গমন করুন। গৌতমী তুষ্ট হইলে, লোকপূজিত রাজা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা আমার কথায় গিয়া গৌতমীর স্তব করিতে লাগিল।১—৮। ওষধিগণ বলিল,—হে পুণ্য-সলিলে, শম্ভুকান্তে গৌতমি! আপনি যদি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সংসারের লোকেরা নানা দুঃখ-পরম্পরায় অভিভূত হইয়া কাহার শরণ লইত? হে সরিৎপ্রবরে! হে অম্ব গঙ্গে! দেহীদিগের অপূর্ব্ব ভাগ্যের কথা কে জানিতে পারে, কেননা সাক্ষাৎ আপনি তাহাদিগের মহাপাতকরাশির বিনাশকর্ত্রী। হে ত্রিলোকবন্দ্যে! গঙ্গে! আপনার যে কি অপার বিভূতি, তাহা কেহই জানে না। সাক্ষাৎ স্মরারি গৌরী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াও মস্তক দ্বারা আপনাকে ধারণ করিয়া

নমোঽস্তু তে মাতরভীষ্টদায়িনি
নমোঽস্তু তে ব্রহ্মময়েঽঘনাশিনি ।
নমোঽস্তু তে বিষ্ণুপদাব্জনিঃসৃতে
নমোঽস্তু তে শম্ভুজটাবিনিঃসৃতে ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেবং স্তুবতামীশা কিং দদামীত্যবোচত ॥

ওষধ্য ঊচুঃ ।

পতিং দেহি জগন্মাতা রাজানমতিতেজসম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তদোবাচ নদী গঙ্গা ওষধীস্তা ইদং বচঃ ।

গঙ্গোবাচ ।

অহং চামৃতরূপাস্মি ওষধ্যো মাতরোঽমৃতাঃ ।
তাদৃশং চামৃতাত্মানং পতিং সোমং দদামি বঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাশ্চ ঋষয়ো বাক্যং মেনিরে সোম এব চ ।
ওষধ্যশ্চাপি তদ্বাক্যং ততো জগ্মুঃ স্বমালয়ম্ ১৭
যত্র চাপুর্মহৌষধ্যো রাজানমমৃতাত্মকম্ ।
সোমং সমস্তসন্তাপপাপসঙ্ঘনিবারকম্ ॥ ১৮

সোমতীর্থন্তু তৎ খ্যাতং সোমপানফলপ্রদম্ ।
তত্র স্নানেন দানেন পিতরঃ স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৯
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা ভক্তিতঃ স্মরেৎ ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স পুত্রী ধনবান্ ভবেৎ ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সোমতীর্থবর্ণনং নামৈকোন-
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ধান্যতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্ ।
সুভিক্ষং ক্ষেমদং পুংসাং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্ ॥
ওষধ্যঃ সোমরাজানং পতিং প্রাপ্য মুদান্বিতাঃ
ঊচুঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গঙ্গায়াশ্চেপ্সিতং বচঃ ॥ ২

ওষধ্য ঊচুঃ ।

বৈদিকী পুণ্যগাথাস্তি যাং বৈ বেদবিদো বিদুঃ ।
ভূমিং শস্যবতীং কশ্চিন্মাতরং মাতৃসম্মিতাম্ ॥

থাকেন। হে অভীষ্টদায়িনি মাতঃ! তোমায় আমাদের নমস্কার। হে অঘনাশিনি! ব্রহ্মময়ি! বিষ্ণুপাদাব্জনিঃসৃতে! শম্ভুজটা-বিনির্গতে! তোমায় আমাদের নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—ওষধিগণ এইরূপ স্তব করিলে, ঈশা গৌতমী ওষধিদিগকে বলিলেন,—তোমাদিগকে কি প্রদান করিব বল? ওষধি সকল বলিল,—হে জগন্মাতঃ! আমাদিগকে পতি ও তেজস্বী রাজা প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন নদী গঙ্গা ওষধিদিগকে এই কথা বলিলেন,—আমি অমৃতরূপা, এবং ওষধি মাতৃগণও অমৃতময়ী; অতএব আমি তোমাদিগকে অমৃতাত্মা সোমকেই পতিরূপে প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ, ঋষিগণ, সোম এবং ওষধি সকলও তদ্বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর ওষধিগণ নিজালয়ে প্রত্যাগত হইল। প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত সন্তাপ ও পাপসমূহের নিবারক অমৃতাত্মক সোমকে রাজরূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই-জন্য ঐ স্থান সোমপান-ফলপ্রদ সোমতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। ঐ তীর্থে স্নান দান করিলে পিতৃলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি এই তীর্থমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করে, সে আয়ুষ্মান, ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয়। ৯—২০।

ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ধান্য তীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থ মানবগণের সর্ব্বকাম-প্রদ ও সর্ব্বাপদ্বিনিবারক, পরন্তু উহা সুভিক্ষ ও ক্ষেমদায়ী। ওষধিগণ সোমরাজকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাদেবীর বরূপ স্ব স্ব মনোভিমত বাক্য সকল লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়াছিল। ওষধিগণ বলিল,—বেদবিদ্গণকীর্ত্তিত এক

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সোমতীর্থমিতি খ্যাতং তদপ্যুক্তং মহাত্মভিঃ।
তত্র স্নানেন দানেন সোমপানফলং লভেৎ ॥১
জগতাং মাতরঃ পূর্ব্বমোষধ্যো জীবসম্মতাঃ।
মমাপি মাতরো দেব্যঃ পূর্ব্বাসাং পূর্ব্ববত্তরাঃ ॥২
আসু প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়ো যজ্ঞকর্ম্ম চ।
আভিরেব ধৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩
অশেষরোগোপশমো ভবত্যাভিরসংশয়ম্।
অন্নমেতাভিরেব স্যাদশেষপ্রাণরক্ষণম্।
অত্রৌষধ্যো জগদ্বন্দ্যা মামূচুরনহঙ্কৃতাঃ ॥ ৪

ওষধ্য ঊচুঃ।

অস্মাকং ত্বং পতিং দেহি রাজানং সুরসত্তম ॥৫

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তাসাং ময়োক্তা ওষধীরিদম্।
পতিং প্রাপ্স্যথ সর্ব্বাশ্চ রাজানং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
রাজানমিতি তচ্ছ্রুত্বা তা মামূচুঃ পুনর্মুনে।
গন্তব্যং ক্ব পুনশ্চোক্তা গৌতমীং যান্তু মাতরঃ
তুষ্টায়ামথ তস্যাং বো রাজা স্যাল্লোকপূজিতঃ।
তাশ্চ গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ তুষ্টুবুর্গৌতমীং নদীম্ ॥ ৮

ওষধ্য ঊচুঃ।

কিং বাকরিষ্যন্ ভববর্ত্তিনো জনা
নানাঘসঙ্ঘাভিভবাচ্চ দুঃখিতাঃ।
ন চাগমিষ্যস্তবতী ভুবং চেৎ
পুণ্যোদকে গৌতমি শম্ভুকান্তে ॥ ৯
কো বেত্তি ভাগ্যং নরদেহভাজাং
মহীগতানাং সরিতামধীশে।
এষাং মহাপাতকসঙ্ঘহন্ত্রী
ত্বমম্ব গঙ্গে সুলভা সদৈব ॥ ১০
ন তে বিভূতিং ননু বেত্তি কোঽপি
ত্রৈলোক্যবন্দ্যে জগদম্ব গঙ্গে।
গৌরীসমালিঙ্গিতবিগ্রহোঽপি
ধত্তে স্মরারিঃ শিরসাপি যত্বাম্ ॥ ১১

একোন বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাত্মগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সোমতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে স্নান-দান করিলে, সোমপানের ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জীব কর্ত্তৃক ওষধি সকল জগতের মাতা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; সেই অতি প্রচীনা ওষধি সকল আমারও মাতা। ইহাতে ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, ও যজ্ঞকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাঁরাই সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছেন। ইহাঁদের দ্বারাই অশেষ রোগ উপশমিত হয়। জগতের জীবন ধারণের এক মাত্র হেতু অন্নও ইহাঁদের কর্ত্তৃক হয়। এই স্থানে অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া জগদ্বন্দ্যা ওষধিগণ আমাকে বলিলেন,—হে সুরসত্তম! তুমি আমাদিগের পতি এবং রাজা প্রদান কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর আমি তাহাদের প্রার্থনা অবগত হইয়া তাহাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা অবিলম্বে প্রীতিবর্দ্ধন পতি ও রাজা প্রাপ্ত হইবে। হে মুনে! এই কথা শুনিয়া তাহারা পুনরায় আমাকে বলিল,—আমরা কোথায় গমন করিলে রাজা প্রাপ্ত হইব? আমি বলিলাম,—হে মাতৃসকল! আপনারা গৌতমীতে গমন করুন। গৌতমী তুষ্ট হইলে, লোকপূজিত রাজা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা আমার কথায় গিয়া গৌতমীর স্তব করিতে লাগিল।১—৮। ওষধিগণ বলিল,—হে পুণ্যসলিলে, শম্ভুকান্তে গৌতমি! আপনি যদি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সংসারের লোকেরা নানা দুঃখ-পরম্পরায় অভিভূত হইয়া কাহার শরণ লইত? হে সরিৎপ্রবরে! হে অম্ব গঙ্গে! দেহীদিগের অপূর্ব্ব ভাগ্যের কথা কে জানিতে পারে, কেননা সাক্ষাৎ আপনি তাহাদিগের মহাপাতকরাশির বিনাশকর্ত্রী। হে ত্রিলোকবন্দ্যে! গঙ্গে! আপনার যে কি অপার বিভূতি, তাহা কেহই জানে না। সাক্ষাৎ স্মরারি গৌরী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াও মস্তক দ্বারা আপনাকে ধারণ করিয়া

নমোঽস্তু তে মাতরভীষ্টদায়িনি
নমোঽস্তু তে ব্রহ্মময়েঽঘনাশিনি।
নমোঽস্তু তে বিষ্ণুপদাব্জনিঃসৃতে
নমোঽস্তু তে শম্ভুজটাবিনিঃসৃতে॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যেবং স্তবতামীশা কিং দদামীত্যবোচত॥

ওষধ্য উচুঃ।

পতিং দেহি জগন্মাতা রাজানমতিতেজসম্।

ব্রহ্মোবাচ।

তদোবাচ নদী গঙ্গা ওষধীস্তা ইদং বচঃ।

গঙ্গোবাচ।

অহং চামৃতরূপাস্মি ওষধ্যো মাতরোঽমৃতাঃ।
তাদৃশং চামৃতাত্মানং পতিং সোমং দদামি বঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবাশ্চ ঋষয়ো বাক্যং মেনিরে সোম[illegible]
ওষধ্যশ্চাপি ত[illegible]বাক্যং ততো জগ্মুঃ স্বমালয়ম্ ১৭
যত্র চাপ[illegible]হৌষধ্যো রাজানমমৃতাত্মকম্।
[illegible] সমস্তসন্তাপপাপসজ্ঞানিবারকম্॥ ১৮

সোমতীর্থন্তু তৎ খ্যাতং সোমপানফলপ্রদম্।
তত্র স্নানেন দানেন পিতরঃ স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ॥ ১৯
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা ভক্তিতঃ স্মরেৎ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স পুত্রী ধনবান্ ভবেৎ॥২০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সোমতীর্থবর্ণনং নামৈকোন-
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৯॥

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ধান্যতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্।
সুভিক্ষং ক্ষেমদং পুংসাং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্॥
ওষধ্যঃ সোমরাজানং পতিং প্রাপ্য মুদান্বিতাঃ
উচুঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গঙ্গায়াশ্চেপ্সিতং বচঃ॥২

ওষধ্য উচুঃ।

বৈদিকী পুণ্[illegible]স্তি যাং বৈ বেদবিদো বিদুঃ।
ভূমিং শস্যবতী[illegible]চন্মাতরং মাতৃসম্মিতাম্॥

থাকেন। হে অভীষ্টদায়িনি মাতঃ! তোমায় আমাদের নমস্কার। হে অঘনাশিনি! ব্রহ্মময়ি! বিষ্ণুপাদাব্জনিঃসৃতে! শম্ভুজটা-বিনির্গতে! তোমায় আমাদের নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—ওষধিগণ এইরূপ স্তব করিলে, ঈশা গৌতমী ওষধিদিগকে বলিলেন,—তোমাদিগকে কি প্রদান করিব বল? ওষধি সকল বলিল,—হে জগন্মাতঃ! আমাদিগকে পতি ও তেজস্বী রাজা প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন নদী গঙ্গা ওষধিদিগকে এই কথা বলিলেন,—আমি অমৃতরূপা, এবং ওষধি মাতৃগণও অমৃতময়ী; অতএব আমি তোমাদিগকে অমৃতাত্মা সোমকেই পতিরূপে প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ, ঋষিগণ, সোম এবং ওষধি সকলও তদ্বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর ওষধিগণ নিজালয়ে প্রত্যাগত হইল। প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত সন্তাপ ও পাপসমূহের নিবারক অমৃতাত্মক

সোমকে রাজরূপে [illegible]প্ত হইলেন। এই-[illegible]ফলপ্রদ সোমতীর্থ জন্য ঐস্থান সোমপান-[illegible] নামে বিখ্যাত হইল। ঐ তীর্থে স্নান [illegible] দান করিলে পিতৃলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি এই তীর্থমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করে, সে আয়ুষ্মান, ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয়। ৯—২০।

ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ধান্য তীর্থ নামে এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থ মানবগণের সর্ব্বকাম-প্রদ ও সর্ব্বাপদ্বিনিবারক, পরন্তু উহা সুভিক্ষ ও ক্ষেমদায়ী। ওষধিগণ সোমরাজকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাদেবীর বররূপ স্ব স্ব মনোভিমত বাক্য সকল লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়াছিল। ওষধিগণ বলিল,—বেদবিদ্গণকীর্ত্তিত [illegible]

গঙ্গাসমীপে যো দদ্যাৎ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
ভূমিং শস্যবতীং গাশ্চ ওষধীশ্চ মুদান্বিতঃ॥ ৪
বিষ্ণুব্রহ্মেশরূপায় যো দদ্যাদ্ভক্তিমান্নরঃ।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৫
ওষধ্যঃ সোমরাজন্যাঃ সোমশ্চাপ্যোষধীপতিঃ।
ইতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্মবিদ ওষধীর্যঃ প্রদাস্যতি॥ ৬
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
তা এব সোমরাজন্যাঃ প্রীতাঃ প্রোচুঃ পুনঃপুনঃ
ওষধ্য উচুঃ।
যোঽস্মানদদাতি গঙ্গায়াং তং রাজন্ পারয়ামসি
ত্বমুত্তমশ্চৌষধীশ ত্বদধীনং চরাচরম্॥ ৮
ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যোঽস্মানদদাতি বিপ্রেভ্যস্তং রাজন্ পারয়ামসি
বয়ং চ ব্রহ্মরূপিণ্যঃ প্রাণরূপিণ্য এব চ।
যোঽস্মানদদাতি বিপ্রেভ্যস্তং রাজন পারয়ামসি
অস্মানদদাতি যো নিত্যংব্রাহ্মণেভ্যো [illegible]ম্॥জিতব্রতঃ
উপাস্তিরস্তি সেঽস্মাকং তং রাজন্ পারয়ামসি
স্থাবরং জঙ্গমং কিঞ্চিদস্মাভির্ব্যাপৃতং জগৎ।
যোঽস্মানদদাতি বিপ্রেভ্যস্তং রাজন্ পারয়ামসি
হব্যং কব্যং যদমৃতং যৎকিঞ্চিদুপভুজ্যতে।
তদগরীয়শ্চ যো দদ্যাত্তং রাজন্ পারয়ামসি॥
ইত্যেতাং বৈদিকীং গাথাং যঃ শৃণোতি
স্মরেত বা।
পঠতে ভক্তিমাপন্নস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥ ১৪
ব্রহ্মোবাচ।
যত্রৈষা পঠিতা গাথা সোমেন সহ রাজ্ঞা।
গঙ্গাতীরে চৌষধীভির্ধান্যতীর্থং তদুচ্যতে॥১৫
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমোষধ্যং সৌম্যমেব চ।
অমৃতং বেদগাথাঞ্চ মাতৃতীর্থং তথৈব ব॥ ১৬
এষু স্নানং জপো হোমো দানঞ্চ পিতৃতর্পণম্।
[illegible] যঃ কুর্য্যাত্তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ১৭
[illegible] তীরয়োর্দ্বয়োঃ।
ষট্‌শতাধিকসাহস্রং তীর্থানাং [illegible]॥ ১৮
সর্ব্বপাপনিহন্তৃণাং সর্ব্বসম্পদ্বিবর্দ্ধন[illegible]
ইতি শ্রীব্রাহ্মে ধান্যতীর্থাদিতীর্থবর্ণনং [illegible]
বিংশত্যধিকশততমোধ্যায়ঃ॥ ১২০॥

বৈদিকী পুণ্য গাথা আছে [illegible] যে, যে কোন ব্যক্তি গঙ্গাসমীপে [illegible]মাতৃস্বরূপা শস্য-শ্যামলা ভূমি প্রদান [illegible] করে, সে অভি-লষিত সকল [illegible]ই প্রাপ্ত হয়, এবং শস্যবতী ভূমি, গো, ও ওষধি এ সকলও যে ব্যক্তি প্রফুল্লান্তঃকরণে বিষ্ণু-ব্রহ্মেশরূপধারী দেবকে দান করে, তাহার সকল কর্ম্ম অক্ষয় হয়। পরন্তু সে, সকল অভিলষিতও লাভ করে। সোম ওষধিদিগের রাজা ও পতি, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি ওষধিদিগকে প্রদান করে, সে যাবতীয় অভিমত প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। সেই সোমরাজন্যা ওষধি সকল প্রীত হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিল,—হে রাজন্! যে আমাদিগকে গঙ্গায় প্রদান করে, তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার কর। হে ওষধীশ! তুমি উত্তম এবং এই চরাচর জগৎ তোমার অধীন। ওষধিগণ রাজা সোমের সহিত পরস্পর আলাপ করিল যে, হে রাজন্! যে আমাদিগকে বিপ্র-গণ উদ্দেশে দান করে, তুমি তাহাকে ভবসাগরে পার কর আমরা ব্রহ্মরূপিণী ও প্রাণরূপিণী, যে আমাদিগকে বি[illegible] হস্তে সম্প্রদান করে, হে রাজন্! তু[illegible] তাহাকে পার কর এবং যে জিতব্র[illegible] ব্যক্তি নিত্য ব্রাহ্মণোদ্দেশে আমাদিগকে দা[illegible] করে, তাহার এইরূপ দান ক্রিয়াই আমাদে[illegible] উপাসনা হউক। যে ব্যক্তি আমাদের অধি[illegible]ষ্ঠিত এই স্থাবর-জঙ্গম জগৎ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে, যে ব্যক্তি তাহাকে, উপভোগ যোগ্য শ্রেষ্ঠ হব্য-কব্য বা অমৃত দান করিবে তাহাকে এবং যে ব্যক্তি এই বৈদিকী গাথা শ্রবণ,স্মরণ বা পাঠ করিবে,—হে রাজন্! সেই সকলকে পার করুন। ১—১৪। ব্রহ্মা বলি-লেন,—যথায় গঙ্গাতীরে সোম সহ ওষধিগণ কর্ত্তৃক এই গাথা গীত হইয়াছিল, তাহার নাম ধান্যতীর্থ। তখন হইতে এই তীর্থে ওষধ্য, সোম, অমৃত, বেদগাথ, ও অমৃততীর্থ নামক আরও কতিপয় তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল তীর্থে স্নান, জপ, হোম, দান,

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

বিদর্ভাসঙ্গমং পুণ্যং রেবতীসঙ্গমং তথা।
তত্র যদ্বৃত্তমাখ্যাস্তে যৎপুরাণবিদো বিদুঃ॥ ১
ভরদ্বাজ ইতি খ্যাত ঋষিরাসীত্তপোঽধিকঃ।
তস্য স্বসা রেবতীতি কুরূপা বিকৃতস্বরা। ২
তাং দৃষ্ট্বা বিকৃতাং ভ্রাতা ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্
চিন্তয়া পরয়া যুক্তো গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে॥৩
কস্মৈ দদ্যামিমাং কন্যাং স্বসারং ভীষণাকৃতিম্
ন কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্লাতি দাতব্যা চ স্বসা তথা॥
অহো ভূয়ান্ন কস্যাপি কন্যা দুঃখৈককারণম্।
মরণং জীবতোঽপ্যস্য প্রাণিনস্তু পদে পদে॥
এবং বিমৃশতস্তস্য স্বাশ্রমে চাতিশোভনে।

পিতৃতর্পণ, ও অন্নদান করিলে তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। এইখানে গৌতমীর উত্তর তীরে একসহস্র ছয় শত তীর্থ বিরাজিত। এই তীর্থসকল সর্ব্ব-পাপহর ও সর্ব্বসম্পদ্-বিবর্দ্ধন। ১৫—১৮।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরাণজ্ঞগণ পবিত্র বিদর্ভা-সঙ্গম ও রেবতীসঙ্গম নামে দুইটী তীর্থের কথা কহিয়াছেন।—তাহার বিবরণ বলিতেছি। পুরাকালে ভরদ্বাজ নামে এক তপঃপ্রবর ঋষি ছিলেন তাঁহার ভগ্নীর নাম রেবতী। রেবতী কুরূপা এবং বিকৃতস্বরা ছিল। ভরদ্বাজ তাহাকে বিকৃতা দেখিয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উপবেশনপূর্ব্বক পরম চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—আমার এই ভীষণাকৃতি ভগিনীকে আমি কাহার হস্তে সমর্পণ করি? আমি ইহাকে দান করিতে গেলেও কেহই গ্রহণ করিবে না। অহো! দুঃখের একমাত্র কারণ কন্যা যেন কাহারও হয় না! প্রাণিগণ জীবিত থাকিলেও দেখিতেছি, তাহাদের পদে পদে

দ্রষ্টুং মুনিবরঃ প্রায়াদ্ভরদ্বাজং যতব্রতম্॥ ৬
দ্ব্যষ্টবর্ষঃ শুভবপুঃ শান্তো দান্তো গুণাকরঃ।
নাম্না কঠ ইতি খ্যাতো ভরদ্বাজং ননাম সঃ॥
বিধিবৎ পূজ্য তং বিপ্রং ভরদ্বাজঃ কঠং তদা।
তস্যাগমনকার্য্যঞ্চ পপ্রচ্ছ পুরতঃ স্থিতঃ॥ ৮
কঠোঽপ্যাহ ভরদ্বাজং বিদ্যার্থ্যহমুপাগতঃ।
তথাচ দর্শনাকাঙ্ক্ষী যদ্যুক্তং তদ্বিধীয়তাম্॥৯
ভরদ্বাজঃ কঠং প্রাহ অধীষ্ব যদভীপ্সিতম্।
পুরাণং স্মৃতয়ো বেদা ধর্ম্মস্থানান্যনেকশঃ॥১০
সর্ব্বং বেদ্মি মহাপ্রাজ্ঞ রুচিরং বদ মা চিরম্।
কুলীনো ধর্ম্মনিরতো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
অভিমানী শ্রুতধরঃ শিষ্যঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে॥১১

কঠ উবাচ।

অধ্যাপয়স্ব ভো ব্রহ্মন্‌শিষ্যং মাং বীতকল্মষম্।
শুশ্রূষণরতং ভক্তং কুলীনং সত্যবাদিনম্॥১২

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্তা ভরদ্বাজঃ প্রাদাদ্বিদ্যামশেষতঃ।

মৃত্যু সুনিশ্চিত। এইরূপে স্বীয় শুভ আশ্রমে থাকিয়া চিন্তা করিতেছেন, এই সময় দ্বিষষ্টি-বর্ষীয়, শুভবপুঃ, শান্ত, দান্ত, গুণাকর মুনিবর কঠ ভরদ্বাজকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ভরদ্বাজ তাঁহাকে বিধিমত পূজা করিয়া সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তদীয় আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কঠ বলিলেন,—আমি বিদ্যার্থী ভবদীয় দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছি, যাহা যোগ্য হয় করুন। ভরদ্বাজ কঠকে কহিলেন,—পুরাণ, স্মৃতি, বেদ, বা অন্যান্য যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে তোমার অভিপ্রেত যাহা হয়, অধ্যয়ন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এ সমস্ত আমি বিদিত আছি। যাহা তোমার মনঃপ্রিয় হয়, সত্বর বল। বস্তুতঃ কুলীন, ধার্ম্মিক, গুরুশুশ্রূষারত, অভিমানী, শ্রুতিধর শিষ্য, অতি পুণ্যবলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।১—১১। কঠ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি নিষ্পাপ, শুশ্রূষাপরায়ণ, ভক্ত, কুলীন ও সত্যবাদী শিষ্য; আমাকে অধ্যাপন

স ভীত ইব রাজেন্দ্রস্তাবুবাচাথ নারদ ॥ ৬৯
উদপানঞ্চ কুরুতাং তচ্ছ্রুত্বা নৃপভাষিতম্।
নায়ংবক্তাস্মুতোঽস্মাকং কো ভবাংস্তৎপুরা বদ
পশ্চাৎপিবাবঃ পানীয়ং ততো রাজাব্রবীচ্চ তৌ
রাজোবাচ।
তত্র তিষ্ঠতি বাং পুত্রো যত্র বারিসমাশ্রয়ঃ ॥৭২
ব্রহ্মোবাচ।
তচ্ছ্রুত্বোচতুরার্ত্তৌ তৌ সত্যংব্রূহি ন চান্যথা।
আচচক্ষে ততো রাজা সর্ব্বমেব যথাতথম্ ॥৭৩
ততস্তু পতিতৌ বৃদ্ধৌ তত্রাবাং নয় মা স্পৃশ।
ব্রহ্মস্পর্শনং পাপং ন কদাচিদ্বিনশ্যতি ॥ ৭৪
নিন্যে বৈ শ্রবণং বৃদ্ধং সভার্য্যং নৃপসত্তমঃ।
যত্রাসৌ পতিতঃ পুত্রস্তং স্পৃষ্ট্বা তৌ বিলেপতুঃ
বৃদ্ধাবূচতুঃ।
যথা পুত্রবিয়োগেন মৃত্যুর্নৌ বিহিতস্তথা।
ত্বঞ্চাপি পাপ পুত্রস্য বিয়োগান্মৃত্যুমাপ্স্যসি ॥

ব্রহ্মোবাচ।
এবং তু জল্পতোর্ব্রহ্মন্ গতাঃ প্রাণাস্ততো নৃপঃ
অগ্নিনা যোজয়ামাস বৃদ্ধৌ চ ঋষিপুত্রকম্ ॥ ৭৭
ততো জগাম নগরং দুঃখিতো নৃপতির্মুনে।
বসিষ্ঠায় চ তৎসর্ব্বং ন্যবেদয়দশেষতঃ ॥ ৭৮
নৃপাণাং সূর্য্যবংশ্যানাং বসিষ্ঠো হি পরা গতিঃ
বসিষ্ঠোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ সমন্ত্র্যাহ চ নিষ্কৃতিম্ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
গালবং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কশ্যপম্।
এতানন্যান্ সমাহূয় হয়মেধায় যত্নতঃ ॥ ৮০
যজস্ব হয়মেধৈশ্চ বহুভির্বহুদক্ষিণৈঃ ॥ ৮১
ব্রহ্মোবাচ।
অকরোদ্ধয়মেধাংশ্চ রাজা দশরথো দ্বিজৈঃ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৮২
আকাশবাণ্যুবাচ।
পূতং শরীরমভবদ্রাজ্ঞো দশরথস্য হি।
ব্যবহার্য্যশ্চ ভবিতা ভবিষ্যন্তি তথা সুতাঃ।

প্রতি রুষ্ট হইয়াছ ? ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ ! তখন শল্যবিদ্ধবৎ দুঃখার্ত্ত সেই রাজেন্দ্র নিজ দুষ্কর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে ভীতচিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদের পুত্র, যেখানে জলাশয়, সেইখানে রহিয়াছেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—তাহা শুনিয়া আর্ত্তভাবে তাঁহারা বলিলেন,—সত্য করিয়া বল কি হইয়াছে ? অন্যথা করিও না। তারপর রাজা যথাযথ সকল ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন। তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধদম্পতি দুঃখে ভূপতিত হইয়া কহিল —আমাদিগকে সেইখানে লইয়া যাও ; কিন্তু স্পর্শ করিও না। ব্রহ্মঘাতি-স্পর্শজ পাপ কখন বিনষ্ট হয় না। পরে রাজা সেই বৃদ্ধ শ্রবণকে যেখানে সেই পুত্র পতিত ছিল, ভার্য্যার সহিত তথায় লইয়া গেলেন। পুত্রকে দেখিয়া তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং রাজাকে বলিলেন,—যেহেতু তুমি আমাদের পুত্র-বিয়োগে মৃত্যু বিধান করিলে অতএব রে পাপ ! তুইও পুত্র বিয়োগেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইবি। ৬৬—৭৬।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহাদিগের প্রাণ বহির্গত হইল। রাজা সেই বৃদ্ধ দম্পতিকে পুত্রসহ অগ্নি-সংস্কার করাইলেন। হে মুনে ! তারপর নরপতি দুঃখিতচিত্তে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বসিষ্ঠকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের বসিষ্ঠই পরা গতি। বসিষ্ঠও অন্যান্য দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সহ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সেই পাপের নিষ্কৃতি বিধান করিলেন। বসিষ্ঠ কহিলেন,—অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ গালব, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপ, এই সকল এবং আরও বিশিষ্ট বিপ্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বহুদক্ষিণা সহকারে উত্তম যজ্ঞ সম্পাদন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে রাজা দশরথ দ্বিজগণ সহ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই অবসরে এইরূপ আকাশবাণী হইল,—রাজা দশরথের শরীর পূত হইয়াছে। তিনি এখন হইতে ব্যবহার্য্য হইবেন।

জ্যেষ্ঠপুত্রপ্রসাদেন রাজাপাপো ভবিষ্যতি ॥ ৮৩

ব্রহ্মোবাচ।

ততো বহুতিথে কালে ঋষ্যশৃঙ্গান্মুনীশ্বরাৎ।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং সুতা আসন্ সুরোপমাঃ
কৌশল্যায়াং তথা রামঃ সুমিত্রায়াঞ্চ লক্ষ্মণঃ।
শত্রুঘ্নশ্চাপি কৈকেয্যাং ভরতো মতিমত্তরঃ ॥
তে সর্ব্বে মতিমন্তশ্চ প্রিয়া রাজ্ঞো বশে স্থিতাঃ
তং রাজানমৃষিঃ প্রাপ্য বিশ্বামিত্রঃ প্রজাপতিঃ ॥
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চাপি অযাচত মহামতে।
যজ্ঞসংরক্ষণার্থায় জ্ঞাতস্তন্মহিমা মুনিঃ ॥ ৮৭
চিরপ্রাপ্তসুতো বৃদ্ধো রাজা নৈবেত্যভাষত ॥

রাজোবাচ।

মহতা দৈবযোগেন কথঞ্চিদ্বার্দ্ধকে মুনে।
জাতাবানন্দসন্দোহদায়কৌ মম বালকৌ ॥ ৮৯
স্বশরীরমিদং রাজ্যং দাস্যেনৈব সুতাবিমৌ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বসিষ্ঠেন তদা প্রোক্তো রাজা দশরথস্তিতি ॥ ৯১

বসিষ্ঠ উবাচ।

রঘবঃ প্রার্থনাভঙ্গং ন রাজন্ কাপি শিক্ষিতাঃ

ব্রহ্মোবাচ।

রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব কথঞ্চিদ্দদন্নৃপঃ ॥ ৯৩

রাজোবাচ।

বিশ্বামিত্রস্য ব্রহ্মর্ষেঃ কুরুতং যজ্ঞরক্ষণম্ ॥ ৯৪

ব্রহ্মোবাচ।

বদন্নিতি সুতৌ সোষ্ণং নিশ্বসন্ কম্পিতাধরঃ।
পুত্রৌ সমর্পয়ামাস বিশ্বামিত্রস্য শাস্ত্রদৃক্ ॥ ৫৪
তথেত্যুক্ত্বা দশরথং নমস্য চ পুনঃপুনঃ।
জগ্মতু রক্ষণার্থায় বিশ্বামিত্রেণ তৌ মুদা ॥ ৯৬
ততঃ প্রহৃষ্টঃ স মুনির্মুদা প্রাদাত্তদোভয়োঃ।
মাহেশ্বরীং মহাবিদ্যাং ধনুর্ব্বিদ্যাপুরঃসরা[illegible]৭
শাস্ত্রীমাস্ত্রীং লৌকিকীঞ্চ রথবিদ্যাং গজোদ্ভবাম্
অশ্ববিদ্যাং গদাবিদ্যাং মন্ত্রাহ্বানবিসর্জ্জনে ॥৯৮
সর্ব্ববিদ্যামথাবাপ্য উভৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ।

তাঁহার পুত্র জন্মিবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রসাদে রাজা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইবেন। ৭৭—৮৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—তারপর বহুকালান্তে মুনীশ্বর ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত রাজা দশরথের দেবোপম চারিটী পুত্র হইয়াছিল। কৌশল্যাতে রাম, সুমিত্রাতে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন আর কৈকেয়ীতে ভরত জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই রাজার প্রিয় এবং বশীভূত ছিলেন। একদা বিশ্বামিত্র মুনি রাম ও লক্ষ্মণের মহিমা অবগত থাকায় নিজ যজ্ঞ রক্ষণার্থ তাঁহাদিগকে দশরথের নিকটে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু রাজা বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্নেহাধিক্যহেতু তাহাতে অসম্মত হইলেন। রাজা কহিলেন,—হে মুনে! মহান্ দৈবের যোগে বৃদ্ধ বয়সে কোন রকমে আমার আনন্দসন্দোহদায়ক এই বালকদ্বয় জন্মিয়াছে। আমি নিজ শরীর বা এই রাজ্যও দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটী পুত্র দিতে পারি না। ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন বসিষ্ঠ রাজাকে এই বাক্য বলিলেন;—রাজন্! রঘুবংশীয়েরা কখনও প্রার্থনাভঙ্গ শিক্ষা করেন নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন রাজা অতিকষ্টে রাম ও লক্ষ্মণকে বলিলেন,—তোমরা গিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—শাস্ত্রদর্শী সেই রাজা উষ্ণ নিশ্বাস সহকারে কম্পিতাধরে এই কথা বলিয়া পুত্রদ্বয়কে বিশ্বামিত্রে করে প্রদান করিলেন। ৮৪—৯৪। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তখন দশরথকে "তাহাই করিব" বলিয়া বারংবার নমস্কারপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রসহ তদীয় যজ্ঞরক্ষার্থে প্রস্থিত হইলেন। মুনিবর বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে মাহেশ্বরী মহাবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, শস্ত্র-(হস্তচ্যুত না করিয়া যাহা দ্বারা প্রহার করা যায়,) বিদ্যা, অস্ত্র-(হস্তচ্যুত করিয়া যাহা দ্বারা প্রহার করা যায়) বিদ্যা, লৌকিকী বিদ্যা, রথবিদ্যা, গজবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, গদাবিদ্যা, মন্ত্রাহ্বান-(আকর্ষণী) বিদ্যা এবং মন্ত্রবিসর্জ্জন-(উচ্চাটনী) বিদ্যা প্রদান করিলেন। সেই রাম লক্ষ্মণ উভয়ে এই প্রকার

বনৌকসাং হিতার্থায় জঘ্নতুস্তাডকাং বনে ॥৯৯
অহল্যাং শাপনির্মুক্তাং পাদস্পর্শাচ্চ চক্রতুঃ।
যজ্ঞবিধ্বংসনায়াতান্‌জঘ্নতুস্তত্র রাক্ষসান্ ॥১০০
কৃতবিদ্যৌ ধনুষ্পাণী চক্রতুর্যজ্ঞরক্ষণম্ ॥১০১
ততো মহামখে বৃত্তে বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ।
পুত্রাভ্যাং সহিতো রাজ্ঞো জনকং দ্রষ্টুমভ্যগাৎ
চিত্রামদর্শয়ত্তত্র রাজমধ্যে নৃপাত্মজঃ।
রামঃ সৌমিত্রিসহিতো ধনুর্ব্বিদ্যাং গুরোর্মতাম্
তৎপ্রীতো জনকঃ প্রাদাৎ সীতাং
লক্ষ্মীমযোনিজাম্ * ॥১০৪
শত্রুঘ্নভরতাদীনাং বসিষ্ঠাদিমতে স্থিতঃ।
রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ বিবাহমকরোন্মুনে ॥১০৫
ত[illegible] বহুতিথে কালে রাজ্যং তস্য প্রযচ্ছতি।
নৃপতৌ সর্ব্বলোকানামনুমত্যা গুরোরপি ॥১০৬
মন্থরাত্মকদুর্দৈবপ্রেরিতা মৎসরাকুলা।
কৈকেয়ী বিঘ্নমাতস্থে বনপ্রব্রাজনং তথা।
ভরতস্য চ তদ্রাজ্যং রাজা নৈব চ দত্তবান্ ॥
পিতরং সত্যবাক্যং তং কুর্ব্বন্ রামো মহাবনম্
বিবেশ সীতয়া সার্দ্ধং তথা সৌমিত্রিণা সহ ॥১০৮
সতাঞ্চ মানসং শুদ্ধং স বিবেশ স্বকৈর্গুণৈঃ ॥
তস্মিন্ বিনির্গতে রামে বনবাসায় দীক্ষিতে।
সমং লক্ষ্মণসীতাভ্যাং রাজ্যতৃষ্ণাবিবর্জ্জিতে ॥
তং রামঞ্চাপি সৌমিত্রীং সীতাঞ্চ গুণশালিনীম্
দুঃখেন মহতাবিষ্টো ব্রহ্মশাপঞ্চ সংস্মরন্ ॥১১১
তদা দশরথো রাজা প্রাণাংস্তত্যাজ দুঃখিতঃ।
কৃতকর্ম্মবিপাকেন রাজা নীতো যমানুগৈঃ *।
যমসদ্মন্যনেকানি তামিস্রাদীনি নারদ।
নরকাণ্যথ ঘোরাণি ভীষণানি বহূনি চ ॥ ১১৩
তত্র ক্ষিপ্তস্তদা রাজা নরকেষু পৃথক্ পৃথক্।

রাজ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, কৈকেয়ী বিদ্যা লাভ করিয়া বনবাসীদিগের হিত-বিধানার্থ বনমধ্যে তাডকা রাক্ষসীকে সংহার করেন। তারপর পথে যাইতে যাইতে পাষাণ-রূপিণী অহল্যাকে পাদস্পর্শে শাপমুক্ত করিয়া যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক সেই কৃতবিদ্য দুই ভ্রাতা যজ্ঞবিঘ্ন করিতে সমাগত রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। পরে সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র রাজপুত্রদ্বয় সহ জনক রাজাকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন। সেখানে রাজমণ্ডলমধ্যে নৃপাত্মজ রাম সৌমিত্রি সহ বিচিত্রা ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শন করিলেন। জনক রাজা তাহাতে প্রীত হইয়া রামকে লক্ষ্মীরূপিণী অযোনিজা সীতা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাজা দশরথ বসিষ্ঠাদির মতানুসারে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নেরও বিবাহ দিলেন। তারপর বহুকালান্তে রাজা সমস্ত প্রজা এবং গুরুর মতানুসারে রামকে মন্থরাত্মক দুর্দ্দৈব দ্বারা চালিতা হইয়া মৎসরা-কুলচিত্তে তাহাতে বাধা ঘটাইলেন এবং রামের (চতুর্দ্দশ বর্ষ) বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ এই দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন। রাজা সে বর দিতে সম্মত হইলেন। তখন রাম পিতাকে (কৈকেয়ীকে পূর্ব্বে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন বলিয়া) সত্যবাদী করিবার জন্য সীতা ও সৌমিত্রির সহিত মহাবনে এবং স্বকীয় গুণে সাধুদিগের শুদ্ধ মানসমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৯৫—১০৯। রাম এইরূপে রাজ্যতৃষ্ণা বিসর্জ্জন করত বনবাসার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণসহ বহির্গত হইলে রাজা দশরথ তখন মহাদুঃখে আকৃষ্ট হইয়া সেই রাম, সৌমিত্রি, গুণশালিনী সীতা এবং ব্রহ্মশাপের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দুঃখবেগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি কৃতকর্ম্মের বিপাকবশে যমদূতগণ কর্ত্তৃক যমভবনে নীত হইলেন। তথায় ঘোরাকার, ভয়জনক, তামিস্রাদি অনেকানেক নরক আছে; হে নারদ! রাজা

* তথৈব লক্ষ্মণস্যাপি ভরতস্যানুজস্য চ। ক্বচিদয়মধিকঃ পাঠোঽত্র।

* তস্মৈ রাজ্ঞে মহাপ্রাজ্ঞ যাবৎ স্থাবরজঙ্গমে ইদমর্দ্ধঞ্চাত্র ক্বচিদধিকম্।

পচ্যতে ছিদ্যতে রাজা পিষ্যতে চূর্ণ্যতে তথা
শোষ্যতে দশ্যতে ভূয়ো দহ্যতে চ নিমজ্জ্যতে।
এবমাদিষু ঘোরেষু নরকেষু স পচ্যতে ॥ ১১৫
রামোঽপি গচ্ছন্নধ্বানং চিত্রকূটমথাগমৎ।
তত্রৈব ত্রীণি বর্ষাণি ব্যতীতানি মহামতে ॥১১৬
পুনঃ স দক্ষিণামাশামাক্রামদ্দণ্ডকং বনম্।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দেশানাং তদ্ধি পুণ্যদম্
প্রাবিশত্তন্মহারণ্যং ভীষণং দৈত্যসেবিতম্।
তস্মাদৃষিভিস্ত্যক্তং হত্বা দৈত্যাংশ্চ রাক্ষসান্ ॥
বিচরন্ দণ্ডকারণ্যে ঋষিসেব্যমথাকরোৎ।
তত্রেদং বৃত্তমাখ্যাস্যে শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ১১৯
তাবচ্ছনৈস্তগাদ্রামো যাবদ্যোজনপঞ্চকম্।
গৌতমীং সমনুপ্রাপ্তোরাজাপি নরকে স্থিতঃ ॥
যমঃ স্বকিঙ্করানাহ রামো দশরথাত্মজঃ।
গৌতমীমভিতো যাতি পিতরং তস্য ধীমতঃ।
আকর্ষত্বথ রাজানং নরকান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২১
উত্তীর্য্য গৌতমীং যাতি যাবদ্যোজনপঞ্চকম্ ॥
রামস্তাবত্তস্য পিতা নরকে নৈব পচ্যতাম্ ॥১২২
যদেতন্মদ্বচঃ পুণ্যং ন কুর্য্যুর্যদি দূতকাঃ।
ততশ্চ নরকে ঘোরে যূয়ং সর্ব্বে নিমজ্জথ ॥ ১২৩
যা কাপ্যুক্তা পরা শক্তিঃ শিবস্য সমবায়িনী।
তামেব গৌতমীং সন্তো বদন্ত্যম্ভঃস্বরূপিণীম্ ॥
হরিব্রহ্মমহেশানাং মান্যা বন্দ্যা চ সৈব যৎ।
নিস্তীর্য্যতে ন কেনাপি তদতিক্রমজং ত্বঘম্ ॥
পাপিনোঽপ্যাত্মজঃ কশ্চিদ্যশ্চ গঙ্গামনুস্মরেৎ
সোঽনেকদুর্গনিরয়ান্নির্গতো মুক্ততাং ব্রজেৎ ॥
কিং পুনাস্তাদৃশঃ পুত্রো গৌতমীনিকটে স্থিতঃ
যস্মাসৌ নরকে পক্তুং ন কৈরপি হি শক্যতে ॥
দক্ষিণাশাপতের্বাক্যং নিশম্য যমকিঙ্করাঃ।
নরকে পচ্যমানং তমযোধ্যাধিপতিং নৃপম্।

সেই সকল পৃথক পৃথক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া বারংবার পচ্যমান, ছিদ্যমান, পিষ্যমাণ, চূর্ণ্যমান, শোষ্যমাণ, দশ্যমান, দহ্যমান ও নিমজ্জ্যমান হইয়া নানা নরকে পাপ-পরিণাম ভোগ করিতে লাগিলেন। ১১০—১১৫। রামও যাইতে যাইতে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। হে মহামতে! সেখানেই তাঁহার তিনবর্ষ অতিক্রান্ত হইল। পরে তিনি লোকবিখ্যাত দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। সকল দেশের মধ্যে ঐ অরণ্য সর্ব্বাধিক পুণ্যপ্রদ। তিনি দৈত্য-রাক্ষসসেবিত সেই মহাবনে প্রবেশপূর্ব্বক উহাদিগকে হত্যা করত বিচরণ করিতে থাকিলে সেই বন তখন দৈত্য রাক্ষস ভয়ে পরিত্যক্ত ঋষিগণের পুনঃ বাসোপযোগী হইল। নারদ! এই তত্রত্য একটী বৃত্তান্ত বলিতেছি, সযত্নে শ্রবণ কর। রাম এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচ যোজন অতিক্রম করিয়া গৌতমী নদী প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে রাজাও নরকে রহিয়াছেন। যম তখন নিজ কিঙ্করগণকে কহিলেন, রাজা দশরথের আত্মজ রাম গৌতমীনদীর নিকট যাইতেছেন, যাবৎ না তিনি পাঁচ যোজন পথ অতিবাহিত করিয়া গৌতমী প্রাপ্ত হয়েন, তন্মধ্যেই তোমরা সেই ধীমানের পিতাকে নরক হইতে উঠাইয়া লইয়া আইস। আর তাঁহাকে নরকে রাখা বিধেয় নহে। ইহাতে কোন সংশয় করিও না। আমার এই যে পুণ্য আদেশ, ইহা যদি তোমরা পালন না কর, তবে তোমরাও নরকে নির্মজ্জিত হইবে। শিবস্বরূপ ঈশ্বরের যে এক নিত্যাপরা শক্তি আছেন, সাধুরা তাঁহাকেই জলাকারে পরিণতা গৌতমী-রূপিণী বলিয়া থাকেন। সেই নদী হরি, হর ও ব্রহ্মাদিরও মান্যা এবং বন্দ্যা। অতএব তাঁহার অবজ্ঞাজনিত দোষ হইতে কেহই নিস্তার পাইতে পারে না। কোনও পাপী মানবেরও যে কোনরকম পুত্রই হউক, যদি গঙ্গাকে স্মরণ করে, তাহা হইলে সেই পাপী অনেকানেক দুর্গম নরক হইতে পরিত্রাণ পায়; বিশেষতঃ যাহার রামের মত পুত্র গৌতমীনিকটে থাকে, তাহাকে নরকে নির্যাতিত করিবার কাহারও শক্তি নাই। ১১৬—১২১। দক্ষিণদিক্পতির (যমরাজের) বচন শ্রবণে কিঙ্করগণ নরকে পচ্যমান

উত্তার্য্য ঘোরনরকাত্বচনং চেদমব্রুবন্ ॥ ১২৮
যমকিঙ্করা উচুঃ।
ধন্যোঽসি নৃপশার্দ্দূল যস্য পুত্রঃ স তাদৃশঃ।
ইহ চামুত্র বিশ্রান্তিঃ সুপুত্রঃ কেন লভ্যতে ॥
ব্রহ্মোবাচ।
স বিশ্রান্তঃ শনৈ রাজা কিঙ্করান্ বাক্যমব্রবীৎ
রাজোবাচ।
নরকেষথ ঘোরেষু পচ্যমানঃ পুনঃপুনঃ।
কথং ত্বাকর্ষিতঃ শীঘ্রং তন্মে বক্তুমিহার্হথ ॥১৩১
ব্রহ্মোবাচ।
তত্র কশ্চিচ্ছান্তমনা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১৩২
যমদূত উবাচ।
বেদশাস্ত্রপুরাণাদাবেতদ্‌গোপ্যং প্রযত্নতঃ।
প্রকাশ্যতে তদপি তে সামর্থ্যং পুত্রতীর্থয়োঃ ॥
রামস্তব সুতঃ শ্রীমান্ গৌতমীতীরমাগতঃ।
তস্মাত্ত্বং নরকাদ্‌ঘোরাদাকৃষ্টোঽসি নরোত্তম ॥
যদি ত্বাং তত্র গৌতম্যাং স্মরেদ্রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
স্নানং কৃত্বাথ পিণ্ডাদি তে দদ্যাৎ স নৃপোত্তম ॥
ততস্ত্বং সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তো যাসি ত্রিবিষ্টপম্।
রাজোবাচ।
তত্র গত্বা ভবদ্বাক্যমাখ্যান্তে স্বসুতৌ প্রতি।
ভবন্ত এব শরণমনুজ্ঞাং দাতুমর্হথ ॥ ১৩৬
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা কৃপয়া যমকিঙ্করাঃ।
আজ্ঞাঞ্চ প্রদদুস্তস্মৈ রাজা প্রাগাৎ সুতৌ প্রতি
ভীষণং যাতনাদেহমাপন্নো নিঃশ্বসন্ মুহুঃ।
নিরীক্ষ্য স্বং লজ্জমানঃ কৃতং কর্ম্ম চ সংস্মরন্
স্বেচ্ছয়া বিহরন গঙ্গামাসসাদ চ রাঘবঃ ॥ ১৩৮
গৌতম্যাস্তটমাশ্রিত্য রামো লক্ষ্মণ এব চ।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা সস্নৌ চৈব যথাবিধি ॥ ১৩৯
নৈব তত্রাভবদ্ভোজ্যং ভক্ষ্যং বা গৌতমীতটে
তদ্দিনে তত্র বসতাং গৌতমীতীরবাসিনাম্ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা দুঃখিতো ভ্রাতা লক্ষ্মণো রামমব্রবীৎ ॥

সেই অযোধ্যাপতি রাজাকে ঘোর নরক হইতে উত্তারণ করিল এবং এই কথা কহিল,—হে নৃপশার্দ্দূল! যাহার রাম সদৃশ গুণবান্ পুত্র আছে, সেই তুমি ধন্য! ইহ পর দুই কালেই শান্তিপ্রদ সুপুত্র কে লাভ করিতে পারে? ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই রাজা ক্রমে একটু বিশ্রাম করিয়া কিঙ্করদিগকে এই বাক্য কহিলেন,—হে কিঙ্করগণ! আমি ঘোর নরকে পচ্যমান হইতেছিলাম, আমাকে এত তাড়াতাড়ি করিয়া উঠাইয়া আনিলে কেন? তোমাদের তাহা বলা বিধেয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই কিঙ্করদিগের মধ্যে শান্তচেতা এক জন দূত রাজাকে এই কথা কহিল,—বেদ শাস্ত্র (স্মৃতি) ও পুরাণাদিতে এই তত্ত্ব যদিও সযত্নে গুপ্ত রহিয়াছে, তথাপি তোমার পুত্র ও তীর্থের সামর্থ্য ব্যক্ত করিতেছি। হে নরোত্তম! তোমার পুত্র শ্রীমান্ রাম, গোতমীতীরে আসিয়াছেন, সেই জন্য তুমি ঘোর নরক হইতে পরিত্রাণ পাইলে। হে নরোত্তম! রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই গোতমীতে যদি তোমাকে স্মরণ করেন,—স্নান করিয়া পিণ্ডাদি দান করেন, তাহা হইলে তুমি সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইবে। রাজা কহিলেন,—আমি আপনাদের শরণাগত! আপনারা আজ্ঞাদান করুন, আমি সেখানে যাইয়া আপনাদিগের এই বাক্য আমার সেই পুত্রদ্বয়কে বলিব। ১২৮-১৩৬। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজার তদ্বাক্য শ্রবণে যমকিঙ্করগণ গমনে অনুমতি করায় রাজা পুত্রদ্বয়সন্নিধানে তদানীন্তন স্বকীয় দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত ভীষণ যাতনাময় দেহ দর্শনে লজ্জিত চিত্তে কৃতকর্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ, বৈদেহী সীতার সহিত তখন স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে করিতে গঙ্গাসমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা গোতমীতীর আশ্রয়পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিলেন। সেই দিন গোতমীতটে তটবাসী জনগণের কোনরূপ ভক্ষ্য ভোজ্য ছিল না। ইহা দেখিয়া

লক্ষ্মণ উবাচ ।

পুত্রৌ দশরথস্যাবাং তথাপি বলমীদৃশম্ ।
নাস্তি ভোজ্যমথাস্মাকং গঙ্গাতীরনিবাসিনাম্ ॥

রাম উবাচ ।

ভ্রাতর্যদ্বিহিতং কর্ম্ম নৈব তচ্চান্যথা ভবেৎ ।
পৃথিব্যামন্নপূর্ণায়াং বয়মন্নাভিলাষিণঃ ॥ ১৪৪
সৌমিত্রে নূনমস্মাভির্ন ব্রাহ্মণমুখে হুতম্ ॥১৪৫
অবজ্ঞয়া মহীদেবাংস্তর্পয়ন্ত্যর্চ্চয়ন্তি ন ।
তে যে লক্ষ্মণ জায়ন্তে সর্ব্বদৈব বুভুক্ষিতাঃ ॥
স্নাত্বা দেবানথাভ্যর্চ্চ্য হোতব্যশ্চ হুতাশনঃ ।
ততঃ স্বসময়ে দেবো বিধাস্যত্যশনন্তু নৌ ॥১৪৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ভ্রাত্রোঃ সঞ্জল্পতোরেবং পশ্যতোঃ কর্ম্মণো গতিম্ ।
শনৈর্দশরথো রাজা তং দেশমুপজগ্মিবান্ ॥১৪৮
তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ শীঘ্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ
ধনুরাকৃষ্য কোপেন রক্ষস্ত্বং দানবোঽথবা ॥
আসন্নঞ্চ পুনর্দৃষ্ট্বা যাহি যাহ্যত্র পুণ্যভাক্ ।
রামো দাশরথী রাজা ধর্ম্মভাক্ পশ্য বর্ত্ততে ।
গুরুভক্তঃ সত্যসন্ধো দেবব্রাহ্মণসেবকঃ ॥১৫০
ত্রৈলোক্যরক্ষাদক্ষোঽসৌ বর্ত্ততে যত্র রাঘবঃ ।
ন তত্র ত্বাদৃশামস্তি প্রবেশঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥১৫১
যদি প্রবিশসে পাপ ততো বধমবাপ্স্যসি ॥ ১৫
তৎপুত্রবচনং শ্রুত্বা শনৈরাহূয় বাচয়া ।
উবাচাধোমুখো ভূত্বা স্নুষাং পুত্রৌ কৃতাঞ্জলিঃ ।
মুহুরন্তর্বিনিধ্যায়ন্ গতিং দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ॥ ১৫৩

রাজোবাচ ।

অহং দশরথো রাজা পুত্রৌ মে শৃণুতং বচঃ ।
তিসৃভির্ব্রহ্মহত্যাভির্বৃতোঽহং দুঃখমাগতঃ ॥
ছিন্নং পশ্যত মে দেহং নরকেষু চ পাতিতম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ কৃতাঞ্জলী রামঃ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
ভূমৌ প্রণেমুস্তে সর্ব্বে বচনং চৈতদব্রুবন্ ॥১৫৬

ভ্রাতা লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে রামকে কহিলেন,—আমরা মহারাজ দশরথের পুত্র; তথাপি এখন আমাদিগের এমন সামর্থ্য নাই যে, নিজেদের এবং গঙ্গাতীরনিবাসী জনগণের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করি! রাম কহিলেন,—ভাই! বিধিবিহিত যে কর্ম্ম, তাহার কোন মতেই অন্যথা হয় না। নচেৎ পৃথিবী অন্নপূর্ণা সত্ত্বেও আজি আমরা অন্নের কাঙ্গাল! সৌমিত্রে! নিশ্চয়ই আমরা ব্রাহ্মণমুখে হোম করি নাই।' যাহারা অবজ্ঞা বশতঃ ভূদেবগণের অর্চ্চনও তর্পণ না করে, লক্ষ্মণ! তাহারা সর্ব্বদাই বুভুক্ষিত হইয়া থাকে। স্নান করিয়া দেবার্চ্চনাপূর্ব্বক হুতাশনে হোম করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে যোগ্য সময়ে পিতৃদেব অবশ্যই আমাদের খাদ্য বিধান করিবেন। ১৩৬—১৪৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—তাঁহারা দুই ভাই এইরূপে কর্ম্মের গতি আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা দশরথ ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে বিকটাকার দর্শনে ক্রোধে ধনু আকর্ষণ করত "তুই রাক্ষসই হইস্ বা দানবই হইস্, থাক্ থাক্!" এই কথা কহিলেন। কিন্তু তথাপি দশরথ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে শরণাগত বোধে বলিলেন—যা, যা; এখানে দশরথাত্মজ পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিক রাজা রাম বিরাজ করিতেছেন; এই দেখ্। গুরুভক্ত, সত্যসন্ধ, দেববিপ্রসেবক, ত্রৈলোক্য-রক্ষাদক্ষ, সেই রাঘব যেখানে থাকেন, সেখানে তোদের মত পাপীদিগের প্রবেশাধিকার নাই। রে পাপ! যদি প্রবেশ করিস্, তবে বধ প্রাপ্ত হইবি। রাজা পুত্রের সেই বাক্য শুনিয়া মুহুর্মুহুঃ অন্তরে দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে পুত্রদ্বয় ও স্নুষাকে ধীর বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক অধোমুখে বলিলেন,—আমি রাজা দশরথ। হে পুত্রদ্বয়! আমার কথা শুন। আমি তিনটী ব্রহ্মহত্যায় আবৃত হইয়া অতি দুঃখে পড়িয়াছি! দেখ, আমার দেহ ছিন্ন হইয়াছে; আমি নরকে পতিত হইয়াছি। ১৪৭—১৫৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—তাঁহারা

সীতারামলক্ষ্মণা ঊচুঃ।

কস্যেদং কর্ম্মণস্তাত ফলং নৃপতিসত্তম ॥ ১৫৭

ব্রহ্মোবাচ।

স চ প্রাহ যথাবৃত্তং ব্রহ্মহত্যাত্রয়ং তথা ॥ ১৫৮

রাজোবাচ।

নিষ্কৃতির্ব্রহ্মহন্তৃণাং পুত্রো ক্বাপি ন বিদ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ততো দুঃখেন মহতাবৃতাঃ সর্ব্বে ভুবং গতাঃ ॥

রাজানং বনবাসঞ্চ মাতরং পিতরং তথা।

দুঃখাগমং কর্ম্মগতিং নরকে পাতনং তথা।

এবমাস্থথ সংস্মৃত্য মুমোহ নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ১৬১

বিসংজ্ঞং নৃপতিং দৃষ্ট্বা সীতা বাক্যমথাব্রবীৎ ॥

সীতোবাচ।

ন শোচন্তি মহাত্মানস্ত্বাদৃশা ব্যসনাগমে।

চিন্তয়ন্তি প্রতীকারং দৈবস্যমথ মানুষম্ ॥ ১৬৩

শোচদ্ভির্যুগসাহস্রং বিপত্তির্নৈব তীর্য্যতে।

ব্যামোহমাপ্নুবন্তীহ ন কদাচিদ্বিচক্ষণাঃ ॥ ১৬৪

কিমনেনাত্র দুঃখেন নিষ্ফলেন জনেশ্বর।

দেহি হত্যাং প্রথমতো যা জাতা হ্যতিভীষণা ॥

পিতৃভক্তঃ পুণ্যশীলো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।

অনাগা যো হতো বিপ্রস্তৎপাপস্যাত্র নিষ্কৃতিম্

আচরামি যথাশাস্ত্রং মা শোকং কুরুতং যুবাম্।

দ্বিতীয়াং লক্ষ্মণো হত্যাং গৃহ্ণাতু ত্বপরাংভবান্

ব্রহ্মোবাচ।

এতদ্ধর্ম্মযুতং বাক্যং সীতয়া ভাষিতং দৃঢ়ম্।

তথেতি চাহতুরুভৌ ততো দশরথোঽব্রবীৎ ॥

দশরথ উবাচ।

ত্বং হি ব্রহ্মবিদঃ কন্যা জনকস্য ত্বযোনিজা।

ভার্য্যা রামস্য কিং চিত্রং যদ্যুক্তমনুভাষসে ॥

নকোঽপি ভবতাং কিন্তু শ্রমঃ স্বল্পোঽপি বিদ্যতে

গৌতম্যাং স্নানদানেন পিণ্ডনির্ব্বপণেন চ।

তিসৃভির্ব্রহ্মহত্যাভির্মুক্তো যামি ত্রিবিষ্টপম্ ॥

ত্বয়া জনকসম্ভূতে স্বকুলোচিতমীরিতম্।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তিন জনেই ভূতলে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিকরে পিতাকে বলিলেন,—"তাত! নৃপতিসত্তম! এ কোন্ কর্ম্মের ফল? ব্রহ্মা বলিতেছেন,—সেই দশরথ তখন ব্রহ্মহত্যাত্রয়ের কথা যথাযথ বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন,—হে পুত্রত্রয়! ব্রহ্মঘাতীদের কোথাও নিষ্কৃতি নাই। ব্রহ্মা বলিতেছেন,—তারপর মহাদুঃখে আবৃত হইয়া তাহারা সকলেই ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজার সেই দশা, বনবাস, মাতাপিতার দুরবস্থা, দুঃখহেতু কর্ম্মফল, রাজার নরকপাত, ইত্যাদি স্মরণ করিতে করিতে নৃপতিসুত রাম মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে বিসংজ্ঞ দেখিয়া সীতা সমাশ্বাসিত করত এই বাক্য কহিলেন,—ভবাদৃশ মহাত্মারা ব্যসনাগমে শোক করেন না। ব্যসন দৈবকৃতই হৌক, আর মানুষকৃতই হৌক, তাহার প্রতিকার চিন্তাই করিয়া থাকেন। সহস্র যুগ শোক করিলেও বিপত্তি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখনই মোহ প্রাপ্ত হয়েন না। হে জনেশ্বর! এ সময়ে নিষ্ফল দুঃখে কি প্রয়োজন? আপনি ব্রহ্মহত্যাগুলি আমাদিগকে সমর্পণ করুন। প্রথমতঃ পিতৃভক্ত, পুণ্যশীল, বেদবেদাঙ্গপারগ যে ব্রাহ্মণ বিনাপরাধে হত হইয়াছে, সেই পাপ আমাতে ন্যস্ত করুন; আমি যথাশাস্ত্র তাহার নিষ্কৃতি আচরণ করিব। আপনারা শোক করিবেন না। দ্বিতীয় ব্রহ্মহত্যাটী লক্ষ্মণ গ্রহণ করুন; অপরটী আপনি লউন। ব্রহ্মা বলিলেন, সীতাকথিত এই ধর্ম্মসমন্বিত, দৃঢ়তাযুক্ত বচন শ্রবণে রাম-লক্ষ্মণ 'তাহাই হৌক' এই প্রত্যুত্তর করিলে দশরথ কহিলেন,—তুমি ব্রহ্মবিদ্ জনক রাজার কন্যা, বিশেষতঃ অযোনিসম্ভবা, তাহাতে আবার রামের ভার্য্যা; অতএব তুমি যে, এইরূপ যুক্তিযুক্ত কথা বলিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? তোমাদের কিন্তু এ কার্য্যে স্বল্পমাত্রও শ্রম নাই। গৌতমীতে স্নান দান ও পিণ্ড প্রদান করিলেই আমি উক্ত ব্রহ্মহত্যাত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিপিষ্টপে গমন করিতে সমর্থ হইব। হে জনকসম্ভূতে।

প্রাপয়ন্তি পরং পারং ভবাব্ধেঃ কুলযোষিতঃ।
গোদাবর্য্যাঃ প্রসাদেন কিং নামাস্ত্যত্র দুর্লভম্
ব্রহ্মোবাচ।
তথেতি ক্রিয়মাণে তু পিণ্ডদানায় শত্রুহা।
নৈবাপশ্যদ্ভক্ষ্যভোজ্যং ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥
লক্ষ্মণঃ প্রাহ বিনয়াদিঙ্গুদ্যাশ্চ ফলানি চ।
সন্তি তেষাঞ্চ পিণ্যাকমানীতং তৎক্ষণাদিব॥
পিণ্যাকেনাথ গঙ্গায়াং পিণ্ডং দাতুং তথা পিতুঃ
মনঃ কুর্ব্বংস্ততো রামো মন্দোঽভূদ্দুঃখিতস্তদা॥
দৈবী বাগভবত্তত্র দুঃখং ত্যজ নৃপাত্মজ।
রাজ্যভ্রষ্টো বনং প্রাপ্তঃ কিং বৈ নিষ্কিঞ্চনো
ভবান॥১৭৬
অশঠো ধর্ম্মনিরতো ন শোচিতুমিহার্হসি।
বিত্তশাঠ্যেন যো ধর্ম্মং করোতি সতু পাতকী॥
শ্রূয়তে সর্ব্বশাস্ত্রেষু যদ্রাম শৃণু যত্নতঃ।

যদন্নঃ পুরুষো রাজংস্তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥১৭৮
পিণ্ডে নিপতিতে ভূমৌ নাপশ্যৎ পিতরং তদা
শবঞ্চ পতিতং যত্র শবতীর্থমনুত্তমম্।
মহাপাতকসঙ্ঘাতবিঘাতকৃদনুস্মৃতিঃ॥১৮১
তত্রাগচ্ছল্লোকপালা রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ।
স্বং স্বং বিমানমারূঢাস্তেষাংমধ্যেঽতিদীপ্তিমান্
বিমানবরমারূঢ়ঃ স্তূয়মানশ্চ কিন্নরৈঃ॥১৮২
আদিত্যসদৃশাকারস্তেষাং মধ্যে বভৌ পিতা।
তমদৃষ্ট্বা স্বপিতরং দেবান দৃষ্ট্বা বিমানিনঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো রামঃ পিতা মে কেত্যভাষত॥
ততো দিব্যাভবদ্বাণী রাম সম্বোধ্য সীতয়া।
ত্রিস্ভির্ব্রহ্মহত্যাভির্ম্মুক্তো দশরথো নৃপঃ।
বৃতং পশ্য সুরৈস্তাত দেবা অপ্যর্চিরে চ তম্।

তুমি স্বকুলোচিত কথাই কহিয়াছ। কুল-নারীরা ভবনদীর পরপার প্রাপিত করিতে পারে। গোদাবরীপ্রসাদে মদীয় পারসাধন কি আর দুর্লভ হইবে? ১৫৬—১৭২। ব্রহ্মা বলিলেন,—"তাহাই করা যাউক" বলিয়া শত্রুহন্তা রাম পিণ্ডদানার্থ উদ্যুক্ত হইয়া ভক্ষ্য ভোজ্য কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না। এজন্য লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মণ সবিনয়ে কহিলেন,—ইঙ্গুদী ফল আছে, আর উহার তৎক্ষণকৃত (টাটুকা) পিণ্যাকও (খৈল) আনিয়াছি। তাহা শুনিয়া রাম সেই গঙ্গাতীরে পিতার পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য হইলেও উহা মাত্র পিণ্যাক দ্বারা করিতে হইবে ভাবিয়া দুঃখে ম্লান হইলেন। তখন দৈববাণী হইল যে,—রাজপুত্র! দুঃখ পরিত্যাগ করুন্। আপনি অশঠ এবং ধর্ম্ম-নিরত হইলেও এখন রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী ও নিষ্কিঞ্চন, সুতরাং এ ক্ষেত্রে শোক করা যোগ্য নহে। বিত্তশাঠ্য করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, সে-ই পাতকী হয়। হে রাম! সর্ব্ব শাস্ত্রে যে বিধান শুনিতে পাওয়া যায়, যত্ন সহকারে তাহা শ্রবণ করুন। রাজন! মনুষ্যেরা যখন যাহা আহার করেন, তাহাদের দেবতারাও সেই অন্নেই তৃপ্ত হয়েন।' অনন্তর তাঁহারা তথায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে, পিণ্ড ভূতলে পতিত হইবামাত্র পিতাকে আর দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু দেখিলেন, তত্রত্য অনুত্তম শব-তীর্থে (শ্মশানে) শবদেহ পতিত রহিয়াছে। এই স্থান দর্শনেই উহা যে মহাপাতক-সংঘাতের বিঘাতকারী, এ কথা স্বতই মনে উদিত হয়। সেই স্থানে স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করত লোকপাল, রুদ্র, আদিত্য-গণ, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমাগত হইলেন। রাম দেখিলেন,—তদীয় পিতা অতি দীপ্তিমান্ দেহে তাহাদিগেরই মধ্যে বিমানবরারোহণে কিন্নরগণে স্তূয়মান হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই দেবগণের মধ্যে আদিত্য-সদৃশাকারে বিদ্যমান থাকিলেও রাম স্বীয় পিতাকে চিনিতে না পারিয়া বিমানারূঢ় দেবগণ-দর্শনে কৃতাঞ্জলিপুটে আমার পিতা কোথায়? এই কথা কহিলেন। ১৭৩—১৮৪। পরে সীতা সহ রামকে সম্বোধন করিয়া দিব্য আকাশবাণী হইল যে,—তাত! দশরথ নৃপতি ব্রহ্মহত্যাত্রয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এই দেখ, সুরগণ তাঁহাকে বরণ করিয়

দেবা উচুঃ।

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি রাম স্বর্গং গতঃ পিতা
নানানিরয়সঙ্ঘাতাৎ পূর্ব্বজানুদ্ধরেত্তু যঃ।
স ধন্যোঽলঙ্কৃতং তেন কৃতিনা ভুবনত্রয়ম্॥
এনং পশ্য মহাবাহোমুক্তপাপংরবিপ্রভম্॥১৮৮
সর্ব্বসম্পত্তিযুক্তোঽপি পাপী দগ্ধক্রমোপমঃ।
নিষ্কিঞ্চনোঽপি সুকৃতী দৃশ্যতে চন্দ্রমৌলিবৎ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দৃষ্ট্বাব্রবীৎ সুতং রাজাআশীর্ভিরভিনন্দ্য চ॥

রাজোবাচ।

কৃতকৃত্যোঽসি ভদ্রন্তে তারিতোঽহং ত্বয়ানঘ।
ধন্যঃ স পুত্রো লোকেঽস্মিন্ পিতৄণাংযস্তুতারকঃ

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ সুরগণাঃ প্রোচুর্দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
রামঞ্চ পুরুষশ্রেষ্ঠং গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্তানব্রবীৎ সুরান্॥১৯২

রাম উবাচ।

গুরৌ পিতরি যে দেবাঃ কিংকৃত্যমবশিষ্যতে॥

দেবা উচুঃ।

নদী ন গঙ্গয়া তুল্যা ন ত্বয়া সদৃশঃ সুতঃ।
ন শিবেন সমো দেবো ন তারেণ সমো মন্ত্রঃ॥
ত্বয়া রাম গুরূণাঞ্চ কার্য্যং সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
তারিতাঃ পিতরো রাম ত্বয়া পুত্রেণ মানদ॥
গচ্ছন্তু সর্ব্বে স্বস্থানং ত্বঞ্চ গচ্ছ যথাসুখম্॥১৯৫

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্দেববচনাদ্ধৃষ্টঃ সীতয়া লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা গঙ্গামাহাত্ম্যং বিস্মিতো বাক্যমব্রবীৎ॥

রাম উবাচ।

অহো গাঙ্গপ্রভাবোঽয়ং ত্রৈলোক্যে নোপমীয়তে।
বয়ং ধন্যা যতো গঙ্গা দৃষ্টাস্মাভিস্ত্রিপাবনী॥

ব্রহ্মোবাচ।

হর্ষেণ মহতা যুক্তো দেবং স্থাপ্য মহেশ্বরম্।
তং ষোড়শভিরীশানমুপচারৈ প্রযত্নতঃ॥ ১৯৯
সম্পূজ্যাবরণৈর্যুক্তং ষট্ত্রিংশকলমীশ্বরম্।

লইতেছেন! দেবতারাও তাঁহাকে কহিলেন,—রাম! তুমি ধন্য হইলে,'কৃতকৃত্য হইলে! তোমার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। যে মানব পূর্ব্বপুরুষগণকে নানা নিরয়-সঙ্ঘাত হইতে উদ্ধার করে, সে ধন্য; সেই কৃতী দ্বারা ভুবনত্রয় অলঙ্কৃত হয়। এই সূর্য্যসন্নিভ পুরুষকে দেখ; পূর্ব্বে ইনি সর্ব্ব সম্পত্তিযুক্ত থাকিয়াও পাপাত্মা ও দগ্ধ ক্রমোপম ছিলেন, এক্ষণে নিষ্কঞ্চন হইয়াও সুকৃতী ও চন্দ্রমৌলি-সম কান্তিমান্ দৃষ্ট হইতেছেন। ১৮৫—১৮৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা পুত্রকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদনিচয়ে অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিলেন,—তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ। তোমার শুভ হোক। হে অনঘ! আমি তোমাকর্ত্তৃক তারিত হইয়াছি। এই লোকে সেই পুত্রই ধন্য; যে পিতামাতাকে ত্রাণ করে। ব্রহ্মা বলিলেন,—তার পর সুরগণ তাঁহাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন,—তাত! যথাসুখে গমন কর। রাম সেই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে দেবগণ! আমার গুরু পিতার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য অবশিষ্ট রহিয়াছে?' তাহা জানিতে চাহি। দেবতারা কহিলেন,—গঙ্গাতুল্যা নদী নাই, তোমার সদৃশ পুত্রও নাই; শিবসম দেবতা নাই; ওঙ্কারের ন্যায় মন্ত্রও নাই। রাম! তুমি গুরুগণের যাবতীয় কর্ত্তব্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছ। হে মানদ রাম! তোমাকে পুত্র পাইয়া পিতৃগণ তারিত হইয়াছেন। এখন ইঁহারা সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তুমিও যথাসুখে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের তাদৃশ বচন শ্রবণে লক্ষ্মণও গঙ্গামাহাত্ম্য দর্শনে অগ্রজ রাম ও সীতা সহ হৃষ্টচিত্তে বিস্মিতভাবে কহিলেন,—ওঃ! গঙ্গার প্রভাব কি আশ্চর্য্য! ত্রৈলোক্যে ইহার তুলনা হয় না। আমরাও ধন্য; যেহেতু ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর রাম মহাহর্ষযুক্তচিত্তে তথায় শিব

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা রামস্তুষ্টাব শঙ্করম্ ॥ ২০০

রাম উবাচ।

নমামি শম্ভুং পুরুষং পুরাণং
নমামি সর্ব্বজ্ঞমপারভাবম্।
নমামি রুদ্রং প্রভুমক্ষয়ং তং
নমামি শর্ব্বং শিরসা নমামি। ১০১
নমামি দেবং পরমব্যয়ং ত-
মুমাপতিং লোকগুরুং নমামি।
নমামি দারিদ্যবিদারণং তং
নমামি রোগাপহরং নমামি ॥ ২০২
নমামি কল্যাণমচিন্ত্যরূপং
নমামি বিশ্বোদ্ভববীজরূপম্
নমামি বিশ্বস্থিতিকারণং তং
নমামি সংহারকরং নমামি ॥ ১০৩
নমামি গৌরীপ্রিয়মব্যয়ং তং
নমামি নিত্যং ক্ষরমক্ষরং তম্।
নমামি চিদ্রূপমমেয়ভাবং
ত্রিলোচনং তং শিরসা নমামি ॥ ১০৪
নমামি কারুণ্যকরং ভবস্য
ভয়ঙ্করং বাপি সদা নমামি।
নমামি দাতারমভীপ্সিতানাং
নমামি সোমেশমুমেশমাদৌ ॥ ২০৫
নমামি বেদত্রয়লোচনং তং
নমামি মূর্ত্তিত্রয়বর্জ্জিতং তম্।
নমামি পুণ্যং সদসদ্ব্যতীতং
নমামি তং পাপহরং নমামি ॥ ২০৬
নমামি বিশ্বস্য হিতে রতং তং
নমামি রূপাণি বহূনি ধত্তে।
যো বিশ্বগোপ্তা সদসৎপ্রণেতা
নমামি তং বিশ্বপতিং নমামি ॥ ২০৭
যজ্ঞেশ্বরং সম্প্রতি হব্যকব্যং
তথা গতিং লোকসদাশিবো যঃ।
আরাধিতো যশ্চ দদাতি সর্ব্বং
নমামি দানপ্রিয়মিষ্টদেবম্ ॥ ২০৮
নমামি সোমেশ্বরমস্বতন্ত্র-
মুমাপতিং তং বিজয়ং নমামি।
নমামি বিঘ্নেশ্বরনন্দিনাথং
পুত্রপ্রিয়ং তং শিরসা নমামি ॥ ২০৯

স্থাপন করিলেন এবং ষট্‌ত্রিংশৎ কলার সহিত সেই শঙ্করকে সাবরণে পূজাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।—২০০। রাম কহিলেন,—পুরাণ পুরুষ শম্ভুকে নমস্কার। অপারভাব সেই সর্ব্বজ্ঞকে নমস্কার করি। অক্ষয় প্রভু রুদ্রকে নমস্কার। সেই সর্ব্বকে নমস্কার করি,—মস্তকদ্বারা নমস্কার করি। অব্যয় পরদেবকে নমস্কার করি; লোকগুরু উমাপতিকে নমস্কার। সেই দারিদ্র্যবিদারণকে নমস্কার! রোগাপহরকে নমস্কার করি—নমস্কার করি। অচিন্ত্য কল্যাণরূপকে নমস্কার। বিশ্ববৃক্ষের বীজরূপকে নমস্কার করি। সেই বিশ্বের স্থিতিহেতুকে নমস্কার। উঁহার সংহারকারণকে নমস্কার। অপক্ষয়-রহিত সেই গৌরীপ্রিয়কে নমস্কার। সেই ক্ষরাক্ষরকে নমস্কার। চিদ্রূপ অমেয়ভাবকে নমস্কার। সেই ত্রিলোচনকে মস্তক দ্বারা নমস্কার করি। এই সংসারের কারুণ্যকর অথবা ভয়ঙ্কর সেই শঙ্করকে সদা নমস্কার করি। অভীপ্সিত সমুদায়ের দাতাকে নমস্কার। সেই সোমেশ উমেশকে নমস্কার করি। সেই বেদত্রয়লোচনকে নমস্কার। সেই মূর্ত্তিত্রয়বর্জ্জিতকে নমস্কার; সদসদতীত পুণ্যাত্মাকে নমস্কার। সেই পাপহারীকে নমস্কার করি। বিশ্বের হিতে রত হরকে নমস্কার। যিনি বিশ্বের গোপ্তা সদা সৎপ্রণেতা, যিনি বহু বহু রূপ ধারণ করেন, সেই বিশ্বপতিকে নমস্কার করি। যিনি যজ্ঞেশ্বর অথচ হব্য-কব্য-স্বরূপ; সম্প্রতি যিনি আমার গতি, লোকের সতত হিতকারী, সেই শিবকে নমস্কার করি। যিনি আরাধিত হইয়া সমস্ত বাঞ্ছিত প্রদান করেন, দানপ্রিয় ইষ্টদেব সেই সর্ব্বকে নমস্কার করি। সোমেশ্বর, অস্বতন্ত্র (সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন,) বিজয়, সেই উমা-

নমামি দেবং ভবদুঃখশোক-
বিনাশনং চন্দ্রধরং নমামি।
নমামি গঙ্গাধরমীশমীড্য-
মুমাধবং দেববরং নমামি ॥ ২১০
নমাম্যজাদীশপুরন্দরাদি-
সুরাসুরৈরর্চ্চিতপাদপদ্মম্।
নমামি দেবীমুখবাদনানা-
মীক্ষার্থমক্ষিত্রিতয়ং য ঐচ্ছৎ ॥ ২১১
পঞ্চামৃতৈর্গন্ধসুধূপদীপৈ-
র্বিচিত্রপুষ্পৈর্বিবিধৈশ্চ মন্ত্রৈঃ।
অন্নপ্রকারৈঃ সকলোপচারৈঃ
সম্পূজিতং সোমমহং নমামি ॥ ২১২
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ স ভগবানাহ রামং শম্ভুঃ সলক্ষ্মণম্।
বরান্ বৃণীষ ভদ্রন্তে রামঃ প্রাহবৃষধ্বজম্ ॥২১৩

রাম উবাচ।
স্তোত্রেণানেন যে ভক্ত্যা তোষয়ন্তি ত্বাং
সুরোত্তম।
তেষাং সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং যান্তু মহেশ্বর ॥
যেষাঞ্চ পিতরঃ শম্ভো পতিতা নরকার্ণবে।
তেষাং পিণ্ডাদিদানেন পূতা যান্তু ত্রিবিষ্টপম্ ॥
জন্মপ্রভৃতি পাপানি মনোবাক্কায়িকং ত্বঘম্।
অত্র তু স্নানমাত্রেণ তৎসঙ্ঘো নাশমাপ্নুয়াৎ ॥
অত্র যে ভক্তিতঃ শম্ভো দদত্যর্থিভ্য অণ্বপি।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং শম্ভো দাতৃণাং ফলকৃদ্ভবেৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
এবমস্ত্বিতি তং রামং শঙ্করো হৃষিতোঽব্রবীৎ
গতে তস্মিন্ সুরশ্রেষ্ঠে রামোঽপ্যনুচরৈঃ সহ
গৌতমী যত্র চোৎপন্না শনৈস্তং দেশমভ্যগাৎ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং রামতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ২২০
দয়ালোরপতদ্যত্র লক্ষ্মণস্য করাচ্ছরঃ।

পতিকে নমস্কার করি; বিশ্বেশ্বর ও নন্দীর নাথকে নমস্কার করি। সেই পুত্রপ্রিয়কে শিরোদ্বারা নমস্কার করি। ভব-দুঃখশোক-বিনাশন দেবকে নমস্কার; চন্দ্রধরকে নমস্কার; গঙ্গাধর, ঈশ, উমাধর দেববরকে নমস্কার করি। অজ (ব্রহ্মা) আদীশ (বিষ্ণু) ও পুরন্দরাদি সুর এবং অসুরগণ যাঁহার পাদ-পদ্ম সমর্চ্চন করেন, সেই পর দেবতাকে নমস্কার; দেবীর মুখাদিবাদনকালে তদ্দর্শনার্থ যিনি চক্ষুস্ত্রয় কামনা করিয়া ছিলেন, সেই ইষ্টদেবকে নমস্কার। * পঞ্চামৃত, গন্ধ, উত্তম, ধূপ, বিচিত্র পুষ্প, বিবিধ খাদ্য, ফলমূলাদি উপচার, ও নানাবিধ মন্ত্র দ্বারা সম্পূজিত এই সোমদেবকে নমস্কার করি। ২০১—২১২। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শম্ভু আবির্ভূত হইয়া সলক্ষ্মণ রামকে কহিলেন,—তোমার শুভ হউক, বর গ্রহণ কর। রাম সেই বৃষধ্বজকে কহিলেন,—সুরোত্তম! যাহারা ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র দ্বারা তোমার সন্তোষ সাধন করে, হে মহেশ্বর! তাহাদিগের সকল কার্য্য যেন সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হে শম্ভো! যাহাদিগের পিতৃলোক নরকে পতিত রহিয়াছে, তাহারা এই স্থানে স্তব পাঠান্তে পিণ্ড দান করিলে পিতৃপুরুষ-গণ যেন পূত হইয়া ত্রিতাপবর্জ্জিত স্বর্গধামে গমন করিতে পারেন। এইখানে স্নান মাত্রেই যেন মনোবাক্কায়জ জন্মাবধিকৃত পাপনিচয় সদ্যঃ নাশ পায়। শম্ভো! আর এখানে ভক্তিপূর্ব্বক অর্থিজনে কেহ অণুপ্রমাণ দান করিলেও হে মঙ্গলময়! তাহা যেন দাতৃগণের অক্ষয়ফলজনক হয়। ব্রহ্মা কহিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর হৃষ্টচিত্তে 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রস্থান করিলে রামও অনুচর-গণ সহ যেস্থান হইতে গৌতমী উৎপন্না হইয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই দিকে গমন করিলেন। দেবর্ষে! তদবধি ঐ তীর্থ "রাম-তীর্থ" বলিয়া উল্লিখিত হইতে থাকিল। পথে যেখানে দয়াবশে লক্ষ্মণের হস্ত হইতে বাণ

---

* কুমারী গৌরী শিবপূজান্তে যখন মুখ, কক্ষ, ও করতলের বাদ্য করিতে-ছিলেন, তখনই তৃতীয়নেত্রোৎপত্তি হয়, দেবীভাগবতাদি পুরাণ বর্ণিত আছে।

তদ্বাণতীর্থমভবৎ সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্ ॥ ২২১
যত্র সৌমিত্রিণা স্নানং শঙ্করস্যার্চ্চনং কৃতম্।
তত্তীর্থং লাক্ষ্মণং জাতং তথা সীতাসমুদ্ভবম্ ॥
নানাবিধাশেষপাপসঙ্ঘনির্ম্মূলনক্ষমম্ ॥ ২২২
যদঙ্ঘ্রিসঙ্গাদভবদ্গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী।
স যত্র স্নানমকরোত্তদ্বৈশিষ্ট্যং কিমুচ্যতে ॥ ২২৩
তদ্রামতীর্থসদৃশং তীর্থং ক্বাপি ন বিদ্যতে ॥২২৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে রামতীর্থাদিতীর্থবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

পুত্রতীর্থমিতি খ্যাতং পুণ্যতীর্থং তদুচ্যতে।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যন্মহিম্নঃ শ্রুতেরপি ॥
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
দিতেঃ পুত্রাশ্চ দনুজাঃ পরিক্ষীণা যদাভবন্।
অদিতেস্তু সুতা জ্যেষ্ঠাঃ সর্ব্বভাবেন নারদ ॥
তদা দিতিঃ পুত্রবিয়োগদুঃখাৎ
সংস্পর্দ্ধমানা দনুমাজগাম ॥ ৪
দিতিরুবাচ।
ক্ষীণাঃ সুতা আবয়োরেব ভদ্রে
কিং কুর্ম্মহে কর্ম্ম লোকে গরীয়ঃ।
পশ্যাদিতের্ব্বংশমভিন্নমুত্তমং
সৌরাজ্য-যুক্তং যশসা জয়শ্রিয়া।
জিতারিমভ্যুন্নতকীর্ত্তিধর্ম্মং
মচ্চিত্তসংহর্ষবিনাশদক্ষম্ ॥ ৫
সমানভর্ত্তৃত্বসমানধর্ম্মে
সমানগোত্রেঽপি সমানরূপে।
ন জীবয়েয়ং শ্রিয়মুন্নতিঞ্চ
জীর্ণাস্মি দৃষ্ট্বা ত্বদিতিপ্রসূতান্ ॥ ৬
কামপ্যবস্থামনুযামি দুঃস্থা
দিতের্বিলোক্যাথ পরাং সমৃদ্ধিম্।

পতিত হইয়াছিল, তাহাই বাণতীর্থ হইল। ঐ তীর্থ সর্ব্বাপদ্‌বিনিবারণকারী। সৌমিত্রি সেখানে স্নান ও শঙ্করের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই তীর্থ লক্ষ্মণতীর্থ এবং সীতা ঐরূপ করায় সীতাতীর্থ উদ্ভূত হয়। এই দুই তীর্থ নানাবিধ পাপসঙ্ঘের সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূলনক্ষম। যাঁহার অঙ্ঘ্রি সঙ্গবশতঃ গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী হইয়াছেন, সেই রামচন্দ্র যেখানে স্নান করিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ট্য আর কিপ্রকারে বর্ণন করিব? তথাপি বলি,—সেই রামতীর্থ সদৃশ তীর্থ কুত্রাপি নাই। ২১৩—২২৪।

ত্রয়োবিংশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাহার মাহাত্ম্য শ্রবণেও সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিখ্যাত পুণ্যতীর্থের প্রসঙ্গে এযাবৎ নানা তীর্থের কথা কহিলাম। এক্ষণে সেই পুণ্য তীর্থেরই বিবরণ কহিতেছি। নারদ! প্রথমতঃ তাহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, যত্নসহকারে শ্রবণ কর। পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে দিতি ও দনুর পুত্রগণ পরীক্ষীণ হওয়ায় অদিতিসুতেরা সর্ব্বপ্রকারে প্রাধান্যলাভ করিল। হে নারদ! দিতি তখন পুত্রবিয়োগদুঃখে পীড়িতা হইয়া সপত্নী অদিতির প্রতি ঈর্ষাবশত দনুর নিকটে আসিলেন এবং কহিলেন,—ভদ্রে! আমাদিগের দুইজনের সন্তানগুলিই বিনষ্ট হইয়াছে। কি করিব? লোকে কর্ম্মই গরীয়ান্। অদিতির বংশের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহারা সমৃদ্ধ রাজ্য, যশ ও জয়শ্রীতে যুক্ত হইয়া সানন্দে বিচরণ করিতেছে! শত্রুসংহারপূর্ব্বক কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়ায় মদীয়চিত্তের হর্ষবিনাশে উহারা দক্ষ হইয়াছে। আমাদিগের সমানভর্ত্তৃত্ব এবং ধর্ম্মের ও গুণকর্ম্মের সমতা থাকিলেও অদিতি-সুতগণের যে এবম্বিধ উন্নতি সমৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা দেখিয়া জীবিত থাকিতে পারিব না। ইহারই মধ্যে আমি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। অদিতির এই প্রকার

দাবপ্রবেশোঽপি সুখায় নূনং
স্বপ্নেঽপ্যবেক্ষ্যা ন সপত্নলক্ষ্মীঃ ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ।

এবং ব্রুবাণামতিদীনবক্ত্রাং
বিনিশ্বসন্তীং পরমেষ্ঠিপুত্রঃ।
কৃতাভিপূজো বিগতশ্রমস্তাং
স সান্ত্বয়ন্নাহ মনোভিরামম্ ॥ ৮

পরমেষ্ঠিপুত্র উবাচ।

খেদো ন কার্য্যঃ সমভীপ্সিতং যৎ-
তৎপ্রাপ্যতে পুণ্যত এব ভদ্রে।
তৎ সাধনং বেত্তি মহানুভাবঃ
প্রজাপতিস্তে স তু বক্ষ্যতীতি ॥ * ৯

ব্রহ্মোবাচ।

এবং ব্রুবাণাঞ্চ দিতিং দনুঃ প্রোবাচ নারদ।

দনুরুবাচ।

ভর্ত্তারং কশ্যপং ভদ্রে তোষয়স্ব নিজৈর্গুণৈঃ।
তুষ্টো যদি ভবেদ্ভর্ত্তা ততঃ কামানবাপ্স্যসি ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা সর্ব্বভাবৈস্তোষয়ামাস কশ্যপম্।
দিতিং প্রোবাচ ভগবান্ কশ্যপোঽথ প্রজাপতিঃ

কশ্যপ উবাচ।

কিং দদামি বদাভীষ্টং দিতে বরয় সুব্রতে।

ব্রহ্মোবাচ।

দিতিরপ্যাহ ভর্ত্তারং পুত্রং বহুগুণান্বিতম্।
জেতারং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥১৩
যেন জাতেন লোকেঽস্মিন্ ভবেয়ং বীরপুত্রিণী
তং বরেয়ং সুরপিতরিত্যাহ বিনয়ান্বিতা ॥ ১৪।

কশ্যপ উবাচ।

উপদেক্ষ্যে ব্রতং শ্রেষ্ঠং দ্বাদশাব্দফলপ্রদম্।
তত আগত্য তে গর্ভমাধাস্যে যন্মনোগতম্ ॥
নিষ্পাপতায়াং জাতায়াং সিধ্যন্তি হি মনোরথাঃ

ব্রহ্মোবাচ।

ভর্ত্তৃবাক্যাদ্দিতিঃ প্রীতা তং নমস্যায়তেক্ষণা।
উপদিষ্টং ব্রতং চক্রে ভর্ত্রাদিষ্টং যথাবিধি ॥১৭

পরমা সমৃদ্ধি দর্শনে এক্ষণে দুঃস্থা আমি কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হইব? আমার পক্ষে দাবাগ্নি প্রবেশ এতদপেক্ষা সুখের হেতু; সন্দেহ নাই; সপত্নলক্ষ্মী স্বপ্নেও দেখিতে পারা যায় না। ব্রহ্মা বলিলেন;—দিতি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে ম্লানমুখে এইরূপ কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে পরমেষ্ঠিতনয় নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনি সেই ভ্রাতৃজায়াদ্বয়ের চরণবন্দনাদি পূজা সমাধানান্তে বিশ্রামপূর্ব্বক সান্ত্বনা করত মনোভিরাম বচনে কহিলেন,—ভদ্রে! আপনার খেদ করা বিধেয় নহে। প্রাণীদিগের যাহা সমভীপ্সিত, পুণ্য দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার উপায় মহানুভাব প্রজাপতি জ্ঞাত আছেন। তিনিই তাহা আপনাকে বলিলেন। দনু কহিলেন,—ভদ্রে! ভর্ত্তা কশ্যপকে নিজগুণে পরিতোষিত কর; ভর্ত্তা যদি তুষ্ট হয়েন, তবে কামনা সকল পাইতে পারিবে। ১-১০। ব্রহ্মা বলিলেন;—দিতি 'তাহাই করা যাউক' বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে সেবাশুশ্রূষাদ্বারা কশ্যপকে তোষিত করিতে লাগিলেন। তখন একদা কশ্যপ দিতিকে কহিলেন,—সুব্রতে দিতি! তোমাকে কোন্ অভীষ্ট বরদান করিব? বল, বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—দিতিও তখন ভর্ত্তাকে বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কহিলেন,—হে সুরপিতঃ! যাহার জন্মদ্বারা আমি জগতে বীরপুত্রিণী হইতে পারি, সর্ব্বলোকের জেতা সকল লোক-নমস্কৃত, বহুগুণান্বিত এমন একটী পুত্র বরপ্রার্থনা করি। তচ্ছ্রবণে কশ্যপ কহিলেন,—"তথাস্তু" কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে একটী শ্রেষ্ঠ ব্রতের উপদেশ করিব। দ্বাদশাব্দ পালন করিলে এই ব্রত সম্যক্ ফলপ্রদ হয়। ব্রত শেষ হইলে আমি আসিয়া তোমার গর্ভাধান করিব। তাহাতে তোমার মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। নিষ্পাপতা সাধিত হইলেই মনোরথজাতও সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মা কহিলেন,—দিতি ভর্ত্তৃবাক্যে প্রীতা হইয়া তাঁহাকে

---

* অতঃপরময়মধিকঃ শ্লোকঃ কাচিৎকঃ।
নারদোক্তং সর্ব্বভাবেন প্রজ্ঞাবনতা সতী।

তীর্থসেবাপাত্রদানব্রতচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ।
কথমাসাদয়িষ্যন্তি প্রাণিনোঽত্র মনোরথান্ ॥১৮
ততশ্চীর্ণে ব্রতে তস্যাং দিত্যাং গর্ভমধারয়ৎ।
পুনঃ কান্তামথোবাচ কশ্যপস্তাং দিতিং রহঃ ॥

কশ্যপ উবাচ।

ন প্রাপ্নুবন্তি যৎকামান্মুনয়োঽপি তপঃস্থিতাঃ
যথাবিহিতকর্ম্মাঙ্গাবজ্ঞয়া তচ্ছুচিস্মিতে ॥ ২০
নিন্দিতঞ্চ ন কর্ত্তব্যং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
ন স্বপ্তব্যং ন গন্তব্যং মুক্তকেশী চ নো ভব ॥
ভোক্তব্যং সুভগে নৈব ক্ষুতং মা জৃম্ভণং তথা
সন্ধ্যাকালে ন কর্ত্তব্যং ভূতসঙ্ঘসমাকুলে। ২২
সান্তর্দ্ধানং সদা কার্য্যং হসিতন্তু বিশেষতঃ।
গৃহান্তদেশে সন্ধ্যাসু ন স্থাতব্যং কদাচন ॥২৩
মুষলোলুখলাদীনি শূর্পপীঠপিধানকম্।
নৈবাতিক্রমণীয়ানি দিবা রাত্রৌ সদা প্রিয়ে ॥২৪
উদক্‌শীর্ষন্তু শয়নং ন সন্ধ্যাসু বিশেষতঃ।
বক্তব্যং নানৃতং কিঞ্চিন্নান্তগেহাটনং তথা ॥২৫
কান্তাদন্যো ন বীক্ষ্যস্তু প্রযত্নেন নরঃ কচিৎ ॥
ইত্যাদিনিয়মৈর্যুক্তা যদি ত্বমনুবর্ত্তসে।
ততস্তে ভবিতা পুত্রস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যভাজনম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তথেতি প্রতিজজ্ঞে সা ভর্ত্তারং লোকপূজিতম্
গতশ্চ কশ্যপো ব্রহ্মন্নিতশ্চেতঃ স্মরন্ প্রতি ॥
দিতের্গর্ভোঽপি ববৃধে বলবান্ পুণ্যসম্ভবঃ।
এতৎ সর্ব্বং ময়ো দৈত্যো মায়য়া বেত্তি তত্ত্বতঃ
ইন্দ্রস্য সখ্যমভবন্ময়েন প্রীতিপূর্ব্বকম্।
ময়ো গত্বা রহঃ প্রাহ ইন্দ্রং স বিনয়ান্বিতঃ ॥২৯
দিতের্দনোরভিপ্রায়ং ব্রতং গর্ভস্য বর্দ্ধনম্।
তস্য বীর্য্যঞ্চ বিবিধং প্রীত্যেন্দ্রায় ন্যবেদয়ৎ ॥
বিশ্বাসৈকগৃহং মিত্রমপায়ত্রাসবর্জ্জিতম্।
অর্জ্জিতং সুকৃতং নানাবিধং চেত্তদবাপ্যতে ॥৩১

নমস্কারপূর্ব্বক তদুপদিষ্ট ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পতির আদেশানুরূপ যথাবিধি সমস্ত কর্ত্তব্য করিতে থাকিলেন। জগতে তীর্থসেবা, সৎপাত্রে দান ও ব্রতাচরণাদি সৎকর্ম্মহীন প্রাণিগণ কি প্রকারে মনোরথ লাভ করিবে? তারপর দিতির সেই ব্রত সমাপ্ত হইলে কশ্যপ সেই কান্তাকে একান্তে কহিলেন,—শুচিস্মিতে! তপস্যানিরত মুনিজনেরাও অবহেলা বশতঃ কর্ম্মাঙ্গবৈকল্য হেতু বাঞ্ছিত কামনালাভে অসমর্থ হয়েন; অতএব নিন্দনীয় কার্য্য, উভয় সন্ধ্যা সময়ে শয়ন বা কোথায়ও গমন, ভোজন, ক্ষুত ও জৃম্ভণ এবং মুক্তকেশে অবস্থান এই সকল তুমি পরিত্যাগ করিবে। সন্ধ্যাকালে ভূতসমুদয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। সে সময়ে হাস্য করিতে হইলে মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য। গৃহান্তদেশে সন্ধ্যাকালে কদাপি থাকিবে না। প্রিয়ে! দিবা রাত্র সর্ব্বকালেই, মুষল, উদূখল, শূর্প, পীঠ ও পিধানাদি (ঢাকনা) দ্রব্য কদাচ লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তরশীর্ষে কোন সময়েই শয়ন করা বিধেয় নহে; বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে মিথ্যা কথা বলা বা পরগৃহে গমন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। নিজ কান্ত ভিন্ন পর পুরুষকে কখনই নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিবে না। যদি তুমি এই সকল নিয়মযুক্ত হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য ভাজন পুত্র উৎপন্ন হইবে। ১১—২৬।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ নারদ! দিতি লোকপূজিত ভর্ত্তার নিকটে "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিলেন। কশ্যপ তখন সে স্থান হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন। দিতির সেই পুণ্যসম্ভব গর্ভও বলবান্ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ময়দানব মায়াপ্রভাবে যথাযথ সর্ব্বতত্ত্বই অবগত ছিল। ময়ের সহিত ইন্দ্রের প্রীত্যতিশয়যুক্ত সখ্য ছিল, সেই ময় যাইয়া ইন্দ্রকে সবিনয়ে গোপনে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল।—দিতি ও দনুর অভিপ্রায়, ব্রতাচরণ, গর্ভের বৃদ্ধি এবং তাহার বিবিধ প্রভাব ইত্যাদি সংবাদ প্রীতিবশতঃ ইন্দ্রকে নিবেদন করিল। মিত্রই বিশ্বাসের অপার ভয়রহিত একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ। নানাবিধ সুকৃত সঞ্চয় থাকিলেই

নারদ উবাচ।

নমুচেশ্চ প্রিয়ো ভ্রাতা ময়ো দৈত্যো মহাবলঃ।
ভ্রাতৃহন্ত্রা কথং মৈত্র্যং ময়স্ত্বাসীৎ সুরেশ্বর॥

ব্রহ্মোবাচ।

দৈত্যানামধিপশ্চাসীদ্বলবান্নমুচিঃ পুরা।
ইন্দ্রেণ বৈরমভবদ্ভীষণং লোমহর্ষণম্॥ ৩৩
যুদ্ধং হিত্বা কদাচিদ্ভো গচ্ছন্তং তু শতক্রতুম্।
দৃষ্ট্বা দৈত্যপতিঃ শূরো নমুচিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য শচীভর্ত্তা ভয়াতুরঃ।
ঐরাবতং গজং ত্যক্ত্বা ইন্দ্রঃ ফেনমথাবিশৎ॥
স বজ্রপাণিস্তরসা ফেনেনৈবাহনদ্রিপুম্।
নমুর্চির্নাশমগমত্তস্য ভ্রাতা ময়োঽনুজঃ॥ ৩৬
ভ্রাতৃহন্তৃবিনাশায় তপস্তেপে ময়ো মহৎ।
মায়াঞ্চ বিবিধামাপ দেবানামতিভীষণাম্॥ ৩৭
বরাংশ্চাবাপ্য তপসা বিষ্ণোর্লোকপরায়ণাৎ।
দানশৌণ্ডঃ প্রিয়ালাপী তদাভবদসৌ ময়ঃ॥ ৩৮
অগ্নীংশ্চ ব্রাহ্মণান্ পূজ্য জেতুমিন্দ্রং কৃতক্ষণঃ
দাতারঞ্চ তদার্থিভ্যঃ স্তূয়মানঞ্চ বন্দিভিঃ॥ ৩৯
বিদিত্বা মঘবা বায়োর্ময়ং মায়াবিনং রিপুম্।
উপক্রান্তং সুযুদ্ধায় বিপ্রো ভূত্বা তমভ্যগাৎ॥
শচীভর্ত্তা ময়ং দৈত্যং প্রোবাচেদং পুনঃপুনঃ॥

ইন্দ্র উবাচ।

দেহি দৈত্যপতে মহ্যমর্থিনেঽপেক্ষিতং বরম্।
ত্বাং শ্রুত্বা দাতৃতিলকমাগতোঽহং দ্বিজোত্তমঃ

ব্রহ্মোবাচ।

ময়োঽপি ব্রাহ্মণং মত্বাবদদ্দত্তং ময়া তব।
বিচারয়ন্তি সতি নো বহ্বল্পং বা পুরোঽর্থিনি॥
ইত্যুক্তে তু হরিঃ প্রাহ সখ্যমিচ্ছে হ্যহং ত্বয়া।
ইন্দ্রং ময়ঃ পুনঃ প্রাহ কিমনেন দ্বিজোত্তম॥৪৩
ন ত্বয়া মম বৈরং ভোঃ স্বস্তীত্যাহ হরির্ময়ম্।
তত্বং বদেতি স হরির্দৈত্যেনোক্তঃ স্বকং বপুঃ
দর্শয়ামাস দৈত্যায় সহস্রাক্ষং যদুচ্যতে।
ততঃ সবিস্ময়ো দৈত্যো ময়ো হরিমুবাচ হ॥ ৪৫

তাদৃশ মিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৭—৩১। নারদ কহিলেন,—মহাবল ময়দানব নমুচির প্রিয় ভ্রাতা। হে সুরেশ্বর! ভ্রাতৃহন্তা ইন্দ্রের সহিত ময়ের মিত্রতা হইল কিরূপে? ব্রহ্মা কহিলেন—পূর্ব্বে বলবান্ নমুচি, দৈত্যদিগের অধিপতি ছিল। ইন্দ্রের সহিত তাহার লোমহর্ষণ ভীষণ বৈর হয়। ওহে নারদ! একদা শতক্রতু পরাজিত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাইতে আরম্ভ করিলে শূর দৈত্যেশ্বর নমুচি তাঁহার অনুগমন করিল। শচীভর্ত্তা তাহাকে আসিতে দেখিয়া ভয়াতুরচিত্তে ঐরাবত হস্তী পরিত্যাগপূর্ব্বক ফেনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। নমুচি তথাপি আক্রমণোদ্যম করিলে ইন্দ্র তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই ফেন দ্বারাই তাহাকে সবেগে আঘাত করিলেন। তাহাতেই নমুচির বিনাশ হইল। পরে তাহার অনুজ ভ্রাতা ময়, ভ্রাতৃহন্তার বিনাশার্থ মহৎ তপস্যা আরম্ভ করিল। সেই ময় দানব লোকপরায়ণ বিষ্ণুর আরাধনা প্রভাবে বিবিধ বর এবং দেবতাদিগেরও ভয়জনক বিবিধ মায়া লাভ করিয়া তখন অতি দাতা ও সদালাপী হইল;—অগ্নি ও ব্রাহ্মণের পূজা করিতে থাকিল। তার পর ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য অভিপ্রায় করিয়া যখন সে যুদ্ধের সাজসজ্জা করিল,—বন্দিগণ দ্বারা স্তূয়মান হইয়া অর্থিজনে ধন বিতরণ করিতে লাগিল; বায়ুর নিকট শচীপতি ইন্দ্র তখন এই সংবাদ পাইয়া সেই মায়াবী ময়কে, ছলনা দ্বারা পরাজয়-করণ-মানসে বিপ্রবেশে তৎসকাশে সমাগমপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ এই কথা কহিতে লাগিলেন।—"হে যাচকপালক! আমি যাচক; আমাকে বাঞ্ছিত বর দিউন। আপনাকে দাতৃজনগণের তিলকস্বরূপ শুনিয়া আমি একটী সদ্‌ব্রাহ্মণ আসিয়াছি।" ব্রহ্মা কহিলেন;—তাহা শুনিয়া ময় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বোধে কহিল,—আপনার যাহা প্রার্থিত, তাহা এই আমি দিলাম। অর্থি ব্যক্তি পুরোভাগে বিদ্যমান থাকিলে সাধুজনেরা প্রার্থিত বিষয় বহু, কি অল্প, সে বিচার করেন না। এই কথা বলিবা মাত্র ইন্দ্র

ময় উবাচ।
কিমিদং বজ্রপাণিস্ত্বং তবাযোগ্যা কৃতিঃ সখে॥
ব্রহ্মোবাচ।
পরিষ্বজ্য বিহস্যাথ বৃত্তমিত্যব্রবীদ্ধরিঃ।
কেনাপি সাধয়ন্ত্যত্র পণ্ডিতাশ্চ সমীহিতম্॥৪৭
ততঃ প্রভৃতি শক্রস্য ময়েন মহতী হ্যভূৎ।
সুপ্রীতির্মুনিশার্দ্দূল ময়ো হরিহিতঃ সদা॥ ৪৮
ইন্দ্রস্য ভবনং গত্বা তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
কিং মে কৃত্যমিতি প্রাহ ময়ং মায়াবিনং হরিঃ॥
শংরয়ে চ ময়ো মায়াং প্রাদাৎ প্রীত্যা তথা হরিঃ
প্রাপ্তঃ সম্প্রীতিমানাহ কিং কৃত্যং ময় তদ্বদ॥
ময় উবাচ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমং গচ্ছ তত্রাস্তে গর্ভিণী দিতিঃ।
তস্যাঃ শুশ্রূষণং কুর্ব্বন্নাস্স্ব তত্র কিয়ন্তি চ।
অহানি মঘবংস্তস্যা গর্ভমাবিশ্য বজ্রধৃক্।
বর্দ্ধমানঞ্চ তং ছিন্ধি যাবদ্বশ্যোঽথবা মৃতিম্॥
প্রাপ্নোতি তাবদ্বজ্রেণ ততো ন ভবিতা রিপুঃ
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা ময়ং পূজ্য মঘবানেক এব হি।
বিনীতবত্তদা প্রায়াদ্দিতিং মাতরমঞ্জসা॥ ৫২
শুশ্রূষমাণস্তাং দেবীং শক্রো দৈত্যেয়মাতরম্।
সা ন জানাতি তচ্চিত্তং শক্রস্য দ্বিষতো দিতিঃ
গর্ভে স্থিতং তু যদ্ভূতং দেবেন্দ্রস্য বিচেষ্টিতম্।
অমোঘং তন্মুনেস্তেজঃ কশ্যপস্য দুরাসদম্॥ ৫৪
ততঃ প্রগৃহ্য কুলিশং সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
অন্তঃপ্রবেশকামোঽসৌ বহুকালং সমাবসন্॥
সন্ধ্যোদকশীর্ষনিদ্রাং তামবেক্ষ্য কুলিশায়ুধঃ।
ইদমন্তরমিত্যুক্ত্বা দিত্যাঃ কুক্ষিং সমাবিশৎ॥

কহিলেন, আমি তোমার সঙ্গে সখ্য কামনা করি। ময় ইন্দ্রকে কহিল,—দ্বিজোত্তম! ইহাতে ফল কি? ইন্দ্র কহিলেন—তোমার সঙ্গে আমার বৈর না হউক। ওহে! তোমার স্বস্তি হউক। ময় তখন কহিল, তুমি কে? সত্য বল। ইন্দ্র তখন তাহাকে স্বকীয় সহস্রাক্ষ মূর্ত্তি দেখাইলেন। তদ্দর্শনে ময় বিস্মিত হইয়া কহিল,—এ কি! তুমি বজ্রপাণি ইন্দ্র; সখে! এ কার্য্য তোমার অযোগ্য। ব্রহ্মা বলিলেন;—ইন্দ্র ময়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন;—তাই বটে; দেখ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও যেন তেন প্রকারে, কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। মুনিশার্দ্দূল! তদবধি ময়ের সহিত শক্রের মহতী সুপ্রীতি হইল; ময় সতত সুরপতির হিতানরত রহিল। ৩২—৪৮। ময় দানব ইন্দ্রভবনে গমনান্ত তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেই মায়াবী ময়কে ইন্দ্র 'এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য'? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ময় তাঁহাকে মায়া প্রদান করিল। ইন্দ্র মায়া লাভে হৃষ্ট হইয়া ময়কে পুনরায় "ইহা দ্বারা কি করিব?" জিজ্ঞাসা করিলে, ময় কহিল,—তুমি অগস্ত্যের আশ্রমে গমন কর। সেখানে গর্ভিণী দিতি আছেন। তাঁহার শুশ্রূষা কর্ম্মে নিরত হইয়া কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান কর। হে মঘবন! বজ্রহস্তে অবকাশ মতে তদীয় গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক সেই বর্দ্ধমান গর্ভকে যাবৎ সে তোমার বশীভূত বা মৃত না হয়, তাবৎ বজ্র প্রহারে ছেদন করিতে থাক। এইরূপ করিলে আর তোমার রিপু জন্মিবে না। ব্রহ্মা কহিলেন;—মঘবান ইন্দ্র তখন "তাহাই করিব" এই কথা বলিয়া ময় দানবের সৎকার করত একাকীই বিনীতবেশে বিমাতা দিতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। সরল ব্যবহারে সেই দৈত্যমাতা দিতির শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। সেই দিতি দেবী, এবং কশ্যপ মুনির অমোঘ দুরাসদ তেজের পরিণাম—সেই গর্ভস্থ বালক,—কেহই দ্বেষকারী শক্রের তাদৃশ চিন্তাভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।—৪৯—৫৪। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র গর্ভে প্রবেশ কামনায় এই ভাবে বজ্র লইয়া বহুকাল বাস করিলেন; কিন্তু অবকাশ পাইলেন না। পরে একদা দিতি দেবী সন্ধ্যাসময়ে উত্তরশীর্ষে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তদ্দর্শনে "ইহাই অবকাশ" এই বুঝিয়া কুলিশহস্তে দিতির

অন্তর্বর্ত্তি চ যদ্ভূতমিন্দ্রং দৃষ্ট্বা ধৃতায়ুধম্ ।
হন্তুকামং তদোবাচ পুনঃ পুনরভীতবৎ ॥ ৫৭

গর্ভস্থ উবাচ ।

কিং মাং ন রক্ষসে বজ্রিন্ ভ্রাতরং ত্বং জিঘাংসসি
নারণে মারণাদন্যৎপাতকং বিদ্যতে মহৎ ॥ ৫৮
ঋতে যুদ্ধান্মহাবাহো শক্র যুধ্যস্ব নির্গতে ।
ময়ি তস্মান্নৈতদেবং তব যুক্তং ভবিষ্যতি ॥৫৯
শতক্রতুঃ সহস্রাক্ষঃ শচীভর্ত্তা পুরন্দরঃ ।
বজ্রপাণিঃ সুরেন্দ্রস্ত্বং তে ন যুক্তং ভবেৎ প্রভো
অথবা যুদ্ধকামস্ত্বং মম নিষ্ক্রমণং যথা ।
তথা কুরু মহাবাহো মার্গাদস্মাদপাসর ॥ ৬১
কুমার্গে ন প্রবর্ত্তন্তে মহান্তোঽপি বিপদ্গতাঃ ॥
অবিদ্যশ্চাপ্যশস্ত্রশ্চ নৈব চায়ুধসংগ্রহঃ ।
ত্বং বিদ্যাবান্ বজ্রপাণে মাং নিঘ্নন্ কিং ন
লজ্জসে ॥ ৬৩
কুর্ব্বন্তি গর্হিতং কর্ম্ম ন কুলীনাঃ কদাচন ॥ ৬৪
হত্বা বা কিন্নু জায়েত যশো বা পুণ্যমেব বা
বধ্যন্তে ভ্রাতরঃ কামাদ্গর্ভস্থাঃ কিং নু পৌরুষম্
যদি বা যুদ্ধভক্তিস্তে ময়ি ভ্রাতরসংশয়ম্ ॥ ৬৬
ততো মুষ্টিং পুরস্কৃত্য বজ্রিণঽসৌ ব্যবস্থিতঃ *

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং ব্রুবন্তং তং গর্ভং চিচ্ছেদ কুলিশেন সঃ ।
ক্রোধান্ধানাং লোভিনাঞ্চ ন ঘৃণা ক্বাপি বিদ্যতে
ন মমার ততো দুঃখাদাহুস্তে ভ্রাতরো বয়ম্ ।
পুনশ্চিচ্ছেদ তান্ খণ্ডান্ মা বধীরিতি চাব্রুবন্
বিশ্বস্তান্ মাতৃগর্ভস্থান্ নিজভ্রাতৄঞ্ছতক্রতো ॥
দ্বেষবিধ্বস্তবুদ্ধীনাং ন চিত্তে করুণাকণঃ ॥ ৭০

কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন গর্ভ-মধ্যবর্ত্তী বালক, ইন্দ্রকে হননমানসে সশস্ত্র সমুত্থিত দেখিয়া নির্ভয়ে বারম্বার কহিল,—“ওহে বজ্রিন্! আমাকে রক্ষা কর না কেন? আমি তোমার ভ্রাতা হইলেও কি নিমিত্ত তুমি আমাকে জিঘাংসা করিতেছ? হে মহা-বাহো! রণক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র যুদ্ধ বিনা মারণাপেক্ষা মহাপাতক আর নাই। শক্র! আমি গর্ভ হইতে নির্গত হইলে যুদ্ধ করিও। নচেৎ এখন আমাকে সংহার করা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি শতক্রতু, সহস্রাক্ষ, শচীভর্ত্তা, পুরন্দর, বজ্রপাণি এবং সুরেন্দ্র! প্রভো! তোমার এ হেন কার্য্য করা যোগ্য নহে। অথবা তুমি যদি নিতান্তই যুদ্ধকাম হইয়া থাক, তাহা হইলে, হে মহাবাহো! যাহাতে আমার গর্ভ হইতে নিষ্ক্রামণ ঘটে, তাহা কর; এ পথ হইতে সরিয়া যাও। ৫৫—৬১। মহদ্ ব্যক্তিরা বিপদ্গত হইয়াও কুমার্গে প্রবৃত্ত হয়েন না। আমি অবিজ্ঞ, অশস্ত্র; এখানে আমার আয়ুধ সংগ্রহেরও উপায় নাই। এমত অবস্থায় ওহে বজ্রপাণি! তুমি বিজ্ঞাবান্ হইয়া আমাকে মারিতে আসিয়াছ; তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? কুলীন জনগণ কখনই গর্হিত কর্ম্ম করেন না! আমাকে হত্যা করিয়াই বা কি যশ আর কি পৌরুষ হইবে! গর্ভস্থ ভ্রাতা-দিগকে মারাই বা কেন? ইহাতে পৌরুষই বা কি? আর হে ভ্রাতঃ! যদি নিশ্চিতই তোমার আমাতে যুদ্ধভক্তি থাকে, তাহা হইলে—ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা বলিতে বলিতে সেই গর্ভস্থ বালক বজ্রধর ইন্দ্রের প্রতি মুষ্টি উত্তোলন করত অবস্থিত হইল। সেই ইন্দ্র তখনই তাহাকে কুলিশ দ্বারা (সপ্তধা) ছেদন করিলেন। ক্রোধান্ধ ও লোভীদিগের কুত্রাপি দয়া থাকে না। সেই গর্ভ তাহাতে মরিল না; পরন্তু সেই খণ্ডগুলি বলিতে লাগিল যে, আমরা তোমার ভাই। ইন্দ্র সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া আবার সে গুলিকে ছেদনপূর্ব্বক প্রত্যেকটীকে (সপ্তখণ্ডে) বিভক্ত করিতে লাগিলেন। তাহারাও “বধ করিও না। ওহে

---

* বালঘাতী ব্রহ্মঘাতী তথা বিশ্বাসঘাতকঃ ।
এবম্ভূতং কলং শক্র কস্মান্মাং হন্তুমুদ্যতঃ ॥
যস্যাজ্ঞয়া সর্ব্বমিদং বর্ত্ততে সচরাচরম্ ।
স হন্তা বালকং মাং বৈ কিং যশঃ কিন্নু পৌরুষম্
শ্লোকদ্বয়মিদংমধিকং কচিৎ প্রকাশ্যতে ।

এবন্তু খণ্ডিতং খণ্ডং হস্তপাদাদিজীববৎ।
নির্ব্বিকারং ততো দৃষ্ট্বা সপ্তসপ্ত সবিস্মিতঃ॥ ৭১
একবহুরূপাণি গর্ভস্থানি শুভানি চ।
রুদন্তি বহুরূপাণি মা রুতেত্যব্রবীদ্ধরিঃ॥ ৭২
ততস্তে মারুতা জাতা বলবন্তো মহৌজসঃ।
গর্ভস্থা এব তেঽন্যোন্যমূচুঃ শক্রং গতভ্রমাঃ॥
অগস্ত্যং মুনিশার্দ্দূলং মাতা যস্যাশ্রমে স্থিতা
অস্মৎপিতা তব ভ্রাতা সখ্যং তে বহু মন্যতে॥
অস্মাস্বপরি সস্নেহং মনস্তে বিদ্মহে মুনে।
ন যৎকরোতি শ্বপচঃ প্রবৃত্তস্তত্র বজ্রধৃক্॥ ৭৫
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা অগস্ত্যোঽগাৎ সসম্ভ্রমঃ।
দিতিং সম্বোধয়ামাস ব্যথিতাং গর্ভবেদনাৎ॥৭৬
তত্রাগস্ত্যঃ শচীকান্তমশপৎ কুপিতো ভৃশম্॥ ৭৭

শতক্রতো! আমরা বিশ্বস্ত, মাতৃ গর্ভস্থ, তোমার নিজ ভ্রাতা!' এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিল। দ্বেষ-বিধ্বস্ত-বুদ্ধি জনগণের চিত্তে কণামাত্র করুণারও স্থান হয় না। এই গর্ভ এইরূপে উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও মরিলনা, তাহারা প্রত্যেক খণ্ডেই পৃথক্ পৃথক্ হস্ত-পদাদবিশিষ্ট সজীব অক্ষত-দেহ হইল। ইন্দ্র গর্ভমধ্যে সেই উনপঞ্চাশ খণ্ডকেই একাকারে বিবিধ রূপধর এবং সৌম্যদর্শন ও রোদনপরায়ণ দর্শনে কহিলেন, "মা রুত (রোদন করিও না)" এই জন্যই তাহারা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হয়। উহারা বলবান্ ও মহৌজাঃ। তাহারা সেই গর্ভ-মধ্যে থাকিয়াই শক্রকে ভয় না করিয়া যাহার আশ্রমে মাতা দিতি ছিলেন, সেই মুনিশার্দ্দূল অগস্ত্যকে পরস্পরে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল,—হে মুনে! আমাদিগের পিতা তোমার ভ্রাতা ; তোমার সহিত সখ্য, তিনি শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করেন। আমাদের উপরেও আপনার মন সস্নেহ, ইহা জানি। চণ্ডালেও যাহা করে না, বজ্রধর ইন্দ্র তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া অগস্ত্য ঋষি সসম্ভ্রমে সমাগমপূর্ব্বক গর্ভ-বেদনা-ব্যথিতা দিতিকে সম্বোধিত করিলেন।

অগস্ত্য উবাচ।
সংগ্রামে রিপবঃ পৃষ্ঠং পশ্যেযুস্তে সদা হরে।
জীবতামেব মরণমেতদেব হি মানিনাম্॥ ৭৭
পৃষ্ঠং পলায়মানানাং যৎপশ্যন্ত্যহিতা রণে॥ ৭৮
ব্রহ্মোবাচ।
সাপি তং গর্ভসংস্থঞ্চ শশাপেন্দ্রং রুষা দিতিঃ
দিতিরুবাচ।
ন পৌরুষং কৃতং তস্মাচ্ছাপোঽয়ং ভবিতা তব
স্ত্রীভিঃ পরিভবং প্রাপ্য রাজ্যাৎ প্রভ্রশ্যসে হরে
ব্রহ্মোবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কশ্যপো বৈ প্রজাপতিঃ।
প্রায়াচ্চ ব্যথিতোঽগস্ত্যাচ্ছ্রুত্বা শক্রবিচেষ্টিতম্
গর্ভান্তরগতঃ শক্রঃ পিতরং প্রাহ ভীতবৎ॥ ৮১
শক্র উবাচ।
অগস্ত্যাচ্চ দিতেশ্চৈব বিভেমি ক্রমিতুং বহিঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্যপোঽপি প্রজাপতিঃ।

অগস্ত্য তখন অতি কুপিতচিত্তে শচীকান্তকে অভিশপ্ত করিলেন ; কহিলেন,—ওরে ইন্দ্র! সকল কালেই রিপুগণ, সংগ্রামে তোমার পৃষ্ঠ দর্শন করিবে। রণক্ষেত্রে পলায়ন-কালে শক্ররা যে পৃষ্ঠ দর্শন করে, মানী-দিগের পক্ষে ইহাই জীবিত থাকিয়া মরণ। ব্রহ্মা কহিলেন,—দিতিও তখন রোষবশে, গর্ভসংস্থ ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। দিতি কহিলেন,—রে হরে! তুই পুরুষোচিত কর্ম্ম করিস্ নাই! সেই জন্য তোর এই শাপ ফলিবে যে, তুই স্ত্রীলোক হইতে পরিভব পাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইবি। ৬২—৮০। ব্রহ্মা বলিলেন ;—ইতি মধ্যে প্রজাপতি কশ্যপ অগস্ত্যের নিকট পুত্রের আচরণ শ্রবণে ব্যথিতচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। শক্র তখন গর্ভান্তরে থাকিয়াই সভয়ে পিতাকে কহিলেন,—পিতঃ! আমি অগস্ত্যের এবং দিতির ভয়ে বাহিরে নিক্রমণ করিতে ভয় পাইতেছি। ব্রহ্মা কহিলেন ;—কশ্যপ প্রজা-পতি, পুত্রের সেই কর্ম্ম, গর্ভে বাস, দিতির

পুত্রকর্ম্ম চ তদ্দৃষ্ট্বা গর্ভান্তঃস্থিতিমেব চ।
দিতিশাপমগস্ত্যস্য শ্রুত্বাসৌ দুঃখিতোঽভবৎ

কশ্যপ উবাচ।

নির্গচ্ছ শক্র পুত্রৈত্তৎ পাপং কিং কৃতবানসি।
ন নির্ম্মলকুলোৎপন্না মনঃ কুর্ব্বন্তি পাতকে ॥৮৪

ব্রহ্মোবাচ।

স নির্গতো বজ্রপাণিঃ সব্রীড়োঽধোমুখো-
ঽব্রবীৎ।
তন্মূর্ত্তিরেব বদতি সদসচ্চেষ্টিতং নৃণাম্ ॥ ৮৫

শক্র উবাচ।

যদুক্তমত্র শ্রেয়ঃ স্যাত্তৎকর্ত্তাহমসংশয়ম্ ॥ ৮৬

ব্রহ্মোবাচ।

ততো মমান্তিকং প্রায়াল্লোকপালৈঃ স কশ্যপঃ।
সর্ব্বং বৃত্তমথোবাচ পুনঃ পপ্রচ্ছ মাং সুরৈঃ ॥৮৭
দিতিগর্ভস্য বৈ শান্তিং সহস্রাক্ষবিশাপতাম্।
গর্ভস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষামিন্দ্রেণ সহ মিত্রতাম্ ॥ ৮৮
তেষামরোগতাঞ্চাপি শচীভর্ত্তুরদোষতাম্।
অগস্ত্যদত্তশাপস্য বিশাপত্বমপি ক্রমাৎ ॥ ৮৯
ততোঽহমব্রবং বাক্যং কশ্যপং বিনয়ান্বিতম্।
প্রজাপতে কশ্যপ ত্বং বসুভির্লোকপালকৈঃ।
ইন্দ্রেণ সহিতঃ শীঘ্রং গৌতমীং যাহি মানদ ॥ ৯০
তত্র স্নাত্বা মহেশানং স্তুহি সর্ব্বৈঃ সমন্বিতঃ।
ততঃ শিবপ্রসাদেন সর্ব্বং শ্রেয়ো ভবেদিতি ॥৯১
তথেত্যুক্ত্বা জগামাসৌ কশ্যপো গৌতমীং তদা
স্নাত্বা তুষ্টাব দেবেশমেভিরেব পদক্রমৈঃ ॥৯২
সর্ব্বদুঃখাপনোদায় দ্বয়মেব প্রকীর্ত্তিতম্।
গৌতমী বা পুণ্যনদী শিবো বা করুণাকরঃ ॥৯৩

কশ্যপ উবাচ।

পাহি শঙ্কর দেবেশ পাহি লোকনমস্কৃত।
পাহি পাবন বাগীশ পাহি পন্নগভূষণ ॥ ৯৪
পাহি ধর্ম্ম বৃষারূঢ় পাহি বেদত্রয়েক্ষণ।
পাহি গোধরলক্ষ্মীশ পাহি শর্ব্ব গজাম্বর ॥ ৯৫
পাহি ত্রিপুরহন্নাথ পাহি সোমার্দ্ধভূষণ।

ও অগস্ত্যের অভিশাপ,—এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্যথিতচিত্তে কহিলেন,—পুত্র, শক্র! নির্গত হও; এ অতি দুষ্কার্য্য করিয়াছ। নির্ম্মলকুলোৎপন্ন জনগণ ঈদৃশ পাতকে মন দেন না। ব্রহ্মা কহিলেন,—বজ্রপাণি ইন্দ্র তখন নির্গমনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোবদনে রহিলেন। লোকে সৎ অসৎ যাহাই করুক, তদীয় আকারই তাহা বলিয়া দেয়। ইন্দ্র বলিলেন,—এখন আপনি যাহা ভাল বলিবেন, আমি তাহাই করিব; সংশয় নাই। ব্রহ্মা কহিলেন,—তার পর সেই কশ্যপ লোকপাল ও অন্যান্য সুরগণ সহ আমার নিকটে যাইয়া আমাকে সর্ব্ববৃত্তান্ত নিবেদনান্তে—দিতির গর্ভের শান্তি, ইন্দ্রের শাপাপনোদন, গর্ভস্থ বালকগণের সহিত ইন্দ্রের মিত্রতা, সেই বালকগণের আরোগ্য, সহস্রাক্ষের দোষরাহিত্য ও অগস্ত্যদত্ত শাপের পরিহার—ক্রমে ক্রমে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সেই বিনয়ান্বিত প্রজাপতিকে তদুত্তরে কহিয়াছিলাম,—প্রজাপতে কশ্যপ। তুমি বসু ও লোকপালগণ সহ ইন্দ্রকে লইয়া ত্বরায় গৌতমী নদীতে গমন কর। হে মানদ! সেখানে সকলে মিলিয়া স্নানান্তে মহেশ্বরকে স্তব কর। তাহা হইলে শিবের প্রসাদে সকল মঙ্গল লাভ হইবে। "তাহাই করিব" বলিয়া কশ্যপ তখনই গৌতমী নদীতে গমন করত স্নানপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ পদক্রম দ্বারা দেবেশ শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। পুণ্যনদী গৌতমী অথবা করুণাকর শিব,—এই দুইই সর্ব্বদুঃখোপনোদনে প্রসিদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৮১—৯৩। কশ্যপ কহিলেন,—হে দেবেশ শঙ্কর! রক্ষা কর। হে লোকনমস্কৃত! রক্ষা কর। হে পাবন! হে বাগীশ! রক্ষা কর। হে পন্নগভূষণ! রক্ষা কর। হে ধর্ম্ম! হে বৃষারূঢ়! রক্ষা কর। হে বেদত্রয়েক্ষণ (ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদস্বরূপচক্ষুঃ দ্বারা যিনি দর্শন করেন)! রক্ষা কর। হে গোধর লক্ষ্মীশ! রক্ষা কর। হে গজাম্বর, শর্ব্ব! রক্ষা কর। হে ত্রিপুরঘাতিন্, নাথ! রক্ষা কর। হে সোমার্দ্ধভূষণ! রক্ষা কর।

পাহি যজ্ঞেশ সোমেশ পাহ্যভীষ্টপ্রদায়ক ॥ ৯৬
পাহি কারুণ্যনিলয় পাহি মঙ্গলদায়ক।
পাহি প্রভব সর্ব্বস্য পাহি পালক বাসব ॥ ৯৭
পাহি ভাস্কর বিত্তেশ পাহি ব্রহ্মনমস্কৃত।
পাহি বিশ্বেশ সিদ্ধেশ পাহি পূর্ণ নমোঽস্তু তে
ঘোরসংসারকান্তারসঞ্চারোদ্বিগ্নচেতসাম্।
শরীরিণাং কৃপাসিন্ধো ত্বমেব শরণং শিব ॥ ৯৯

ব্রহ্মোবাচ।

এবং সংস্তবতস্তস্য পুরতোঽভূদ্‌বৃষধ্বজঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস কশ্যপং তং প্রজাপতিম্ ॥
কশ্যপোঽপি শিবং প্রাহ বিনীতবদিদং বচঃ।
স প্রাহ বিস্তরেণাথ ইন্দ্রস্য তু বিচেষ্টিতম্ ॥১০১
শাপং নাশঞ্চ পুত্রাণাং পরস্পরমমিত্রতাম্।
পাপপ্রাপ্তিস্তু শক্রস্য শাপপ্রাপ্তিং তথৈব চ ॥
ততো বৃষাকপিঃ প্রাহ দিতিং চাগস্ত্যমেব চ ॥

শিব উবাচ।

মারুতা যে ভবৎপুত্রাঃ পঞ্চাশচ্চৈকবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে ভবেযুঃ সুভগা ভবেযুর্যজ্ঞভাগিনঃ ॥১০৩
ইন্দ্রেণ সহিতা নিত্যং বর্ত্তয়েয়ুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ১০৪
ইন্দ্রস্য তু হবির্ভাগো যত্র যত্র মখে ভবেৎ।
আদৌ তু মরুতস্তত্র ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫
মরুদ্ভিঃ সহিতং শক্রং ন জয়েয়ুঃ কদাচন।
জেতা ভবেৎ সর্ব্বদৈব সুখং তিষ্ঠ প্রজাপতে ॥
অদ্যপ্রভৃতি যে কুর্য্যুরনয়াদ্‌ভ্রাতৃঘাতনম্।
বংশচ্ছেদো বিপত্তিশ্চ নিত্যং তেষাং ভবিষ্যতি

ব্রহ্মোবাচ।

অগস্ত্যমৃষিশার্দ্দূলং শম্ভুরপ্যাহ যত্নতঃ ॥ ১০৮

শম্ভুরুবাচ।

ন কুর্য্যাস্ত্বঞ্চ কোপঞ্চ শচীভর্ত্তরি বৈ মুনে।
শমং ব্রজ মহাপ্রাজ্ঞ মরুতস্ত্বমরাভবন্ ॥ ১০৯

ব্রহ্মোবাচ।

দিতিঞ্চাপি শিবঃ প্রাহ প্রসন্নো বৃষভধ্বজঃ ॥১১০

হে যজ্ঞেশ, সোমেশ! হে অভীষ্টপ্রদায়ক! রক্ষা কর। হে কারুণ্যনিলয়! রক্ষা কর। হে মঙ্গলদায়ক! রক্ষা কর। হে সর্ব্বভূতের প্রভব (উৎপত্তিস্থান)! রক্ষা কর। হে বাসবরূপে ত্রিলোকপালক! রক্ষা কর। হে ভাস্কররূপিন্! রক্ষা কর। হে ব্রাহ্মণ-নমস্কৃত, বিত্তেশ্বর! রক্ষা কর। হে বিশ্বেশ, সিদ্ধেশ! রক্ষা কর। হে পূর্ণ! হে কৃপাসিন্ধু, শিব! ঘোর সংসারকান্তারে বিচরণকারী শরীরিগণের তুমিই একমাত্র সহায়। তোমাকে নমস্কার করি।—৯৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—কশ্যপ এইরূপ স্তব করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভগবান্ বৃষধ্বজ সেই কশ্যপ প্রজাপতির পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়া বরদানে উদ্যত হইলেন। কশ্যপও তখন বিনীতভাবে শিবকে ইন্দ্রের আচরণের কথা সবিস্তরে নিবেদনপূর্ব্বক শক্রের শাপ, পাপ, ভাবি রাজ্যনাশ, পুত্রদিগের পরস্পর বৈরিতা প্রভৃতির পরিহার প্রার্থনা করিলেন। পরে বৃষাকপি শিব, দিতি দেবীকে এবং অগস্ত্য ঋষিকে এই কথা কহিলেন। দিতিকে কহিলেন,—তোমার পুত্রগণ ঊনপঞ্চাশ-সংখ্যক 'মরুৎ' নামে বিভক্ত হইবে। উহারা সকলেই সুভগ এবং সকলেই যজ্ঞভাগী হইবে। ইন্দ্রের সহিত প্রীতিসহকারে সতত সামোদচিত্তে কালাতিপাত করিবে। যেখানে যেখানে যজ্ঞে, ইন্দ্রের ভাগ হইবে, সেখানেই অগ্রে মরুদ্‌গণের ভাগ কল্পিত হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। মরুদ্‌গণের সঙ্গে বিরাজমান ইন্দ্রকে শত্রুরা কখনই জয় করিতে পারিবে না; পরন্তু ইন্দ্রই সতত জয়-যুক্ত হইবে। হে প্রজাপতি, কশ্যপ! তুমি সুস্থ-চিত্তে অবস্থান কর। অদ্য হইতে যে কেহ অন্যায়রূপে ভ্রাতৃহত্যা করিবে, তাহাদিগের নিয়তই বংশচ্ছেদ এবং পদে পদে বিপত্তি ঘটিবে। ১০০—১০৭। ব্রহ্মা কহিলেন,—শম্ভু সাগ্রহে ঋষিশার্দ্দূল অগস্ত্যকেও কহিলেন,—মুনে! শচীপতির প্রতি তুমিও কোপ করিও না; হে মহাপ্রাজ্ঞ! শান্ত হও, মরুতেরা অমর হইয়াছে। ব্রহ্মা কহিলেন,—বৃষভারূঢ় শিব প্রসন্নচিত্তে দিতিকে পুনরায় বলিলেন,—

শিব উবাচ।

একো ত্বয়াম্মম স্মুতস্ত্রৈলোক্যৈশ্বৰ্য্যমণ্ডিতঃ।
ইত্যেবং চিন্তয়ন্তী ত্বং তপসে নিয়তাভবঃ॥ ১১১
তদেতৎ সকলং তেঽদ্য পুত্রা বহুগুণাঃ শুভাঃ
অভবন্ বলিনঃ শূরাস্তস্মাজ্জহি মনোরুজম্॥
অন্যানপি বরান্ সুভ্রু যাচস্ব গতসম্ভ্রমা॥ ১১২

ব্রহ্মোবাচ।

তদেতদ্বচনং শ্রুত্বা দেবদেবস্য সা দিতিঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা নত্বা শম্ভুং বাক্যমথাব্রবীৎ॥১১৩

দিতিরুবাচ।

লোকে যদেতৎপরমং যৎ পিত্রোঃ পুত্রদর্শনম্
বিশেষেণ তু তন্মাতুঃ প্রিয়ং স্যাৎ সুরপূজিত
তত্রাপি রূপসম্পত্তিশৌর্য্যবিক্রমবান্ ভবেৎ।
একোঽপি তনয়ঃ কিন্তু বহবশ্চেৎ কিমুচ্যতে॥
মৎপুত্রাস্তে প্রভাবাচ্চ জেতারো বলিনো ধ্রুবম্
ইন্দ্রস্য ভ্রাতরঃ সত্যং পুত্রাশ্চৈব প্রজাপতেঃ॥
অগস্ত্যস্য প্রসাদাচ্চ গঙ্গায়াশ্চ প্রসাদতঃ।
যত্র দেব প্রসাদস্তে তচ্ছুভং কোঽত্র সংশয়ঃ।
কৃতার্থাহং তথাপি ত্বাং ভক্ত্যা বিজ্ঞাপয়াম্যহম্
শৃণুষ্ব দেববচনং কুরুষ্ব চ জগদ্ধিতম্॥ ১১৪

ব্রহ্মোবাচ।

বদেত্যুক্তা জগদ্ধাত্রা দিতির্নম্রাব্রবীদিদম্॥১১৯

দিতিরুবাচ।

সন্ততিপ্রাপণং লোকে দুর্লভং সুরবন্দিত।
বিশেষেণ প্রিয়ং মাতুঃ পুত্রশ্চেৎ কিং নু বর্ণ্যতে
স চাপি গুণবান্ শ্রীমানায়ুষ্মান্ যদি জায়তে।
কিন্নু স্বর্গেণ দেবেশ পারমেষ্ঠ্যপদেন বা॥ ১২১
সর্ব্বেষামপি ভূতানামিহামুত্র ফলৈষিণাম্।
গুণবৎপুত্রসম্প্রাপ্তিরভীষ্টা সর্ব্বদৈব হি।
তস্মাদাপ্লবনাদত্র ক্রিয়তাং সমনুগ্রহঃ॥ ১২২

শঙ্কর উবাচ।

মহাপাপকলঙ্কোঽয়ং যদেতদনপত্যতা॥ ১২৩

আমার ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-মণ্ডিত একটী পুত্র হইবে” তুমি এইরূপ কামনা করত তপস্যার্থ ব্রতগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার সফল হইল,—শুভদর্শন বলবান্ শূর বিশিষ্ট গুণশালী বহু পুত্রই হইয়াছে। অতএব মনঃ-পীড়া পরিহার কর। হে সুভ্রু! তুমি নিঃসঙ্কোচে আরও নানা বর আমার নিকট যাচ্ঞা কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই দিতি দেবদেবের তাদৃশ বচন শ্রবণে কৃতাঞ্জলি-পুটে নমস্কারপূর্ব্বক শম্ভুকে এই বাক্য কহিলেন,—হে সুরপূজিত! লোকে পিতা-মাতার,—বিশেষতঃ মাতার পক্ষে পুত্র দর্শনটী পরম প্রীতিকর। তাহাতে আমার রূপ, সম্পত্তি, শৌর্য্য, ও বিক্রমশালী পুত্র একটী হইলেও কত যে অধিক প্রীতি, তাহা বলা যায় না। যদি তাদৃশ বহু পুত্র হয়, তবে সে যে কিরূপ অধিক প্রীতিজনক, তাহা কেমনে বর্ণিব? ১০৮—১১২। তোমার কৃপা-প্রভাবে আমার পুত্রেরা অতি বলবান্ ও যুদ্ধজয়ী হইবে, সন্দেহ নাই। অগস্ত্যের অনুগ্রহে এবং গঙ্গার প্রসাদে আমার এই পুত্রেরা যেন, যথার্থরূপে প্রজাপতির বাৎসল্য ও ইন্দ্রের সৌভ্রাত্র লাভ করে। হে দেব! আপনার যেখানে প্রসন্নতা হয়, তাহা যে শুভময় হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? আমি কৃতার্থ হইয়াছি; তথাপি হে দেব! ভক্তিবশতঃ বিজ্ঞাপন করিতেছি, আমার কথা শুনুন এবং যাহাতে জগতের মঙ্গল হয় তাহা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন;—সেই জগদ্ধাতা শিব কর্ত্তৃক “বল” এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দিতি বলিতে লাগিলেন,—হে সুর-বন্দিত! লোকে সন্ততিলাভটীই দুর্লভ! বিশেষতঃ মাতার পক্ষে উহা অতিশয় প্রিয়। তাহাতে সেই সন্ততি যদি পুত্র হয়, তবে তাহার কথা কেমনে বর্ণন করিব? আবার সেই পুত্র যদি গুণবান্ শ্রীমান্ আয়ুষ্মান্ হয়, তবে হে দেবেশ! স্বর্গেই বা কি আবশ্যক, আর ব্রহ্মপদেই বা কি প্রয়োজন? ঐহিক পারত্রিক সুখাভিলাষী সকল প্রাণীরই গুণবান্ পুত্র সর্ব্বদাই অভীপ্সিত। অতএব হে মহেশ্বর! কৃপাসহকারে লোকসকলের কল্যাণার্থ এই বিধান করুন, যেন, এখানে

স্ত্রিয়া বা পুরুষস্যাপি বন্ধ্যত্বং যদি জায়তে।
তদত্র স্নানমাত্রেণ তদ্দোষো নাশমাপ্নুয়াৎ॥
স্নাত্বা তত্র ফলং দদ্যাৎ স্তোত্রমেতচ্চ যঃ পঠেৎ
স তু পুত্রমবাপ্নোতি ত্রিমাসস্নানদানতঃ॥ ১২৫
অপুত্রিণী ত্বত্র স্নানং কৃত্বা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ।
ঋতুস্নাতা তু যা কাচিত্তত্র স্নাতা সুতান্বিতা ভবেৎ॥
ত্রিমাসাভ্যন্তরং যা তু গুর্ব্বিণী ভক্তিতস্ত্বিহ।
ফলৈঃ স্নাত্বা তু মাং পশ্যেৎ স্তোত্রেণ স্তৌতি মাং তথা।
তস্যাঃ শক্রসমঃ পুত্রো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
পিতৃদোষৈশ্চ যে পুত্রং ন লভন্তে দিতে শৃণু।
ধনাপহারদোষৈশ্চ তত্রৈষা নিষ্কৃতিঃ পরা॥১২৮
তত্রৈষাং পিণ্ডদানেন পিতৃণাং প্রীণনেন চ।
কিঞ্চিৎসুবর্ণদানেন ততঃ পুত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্॥
যে ন্যাসাপহর্ত্তারো রত্নাপহ্নবকারকাঃ।
শ্রাদ্ধকর্ম্মবিহীনাশ্চ তেষাং বংশো ন বর্দ্ধতে॥
দোষিণাস্তু পরেতানাং গতিরেষা ভবেদিতি।
সন্ততির্জ্জায়তাং শ্লাঘ্যা জীবতাং তীর্থসেবনাৎ॥
সঙ্গমে দিতিগঙ্গায়াঃ স্নাত্বা সিদ্ধেশ্বরং প্রভুম্।
অনাদ্যপারমজরং চিৎসদানন্দবিগ্রহম্॥ ১৩২
দেবর্ষিসিদ্ধগন্ধর্ব্বযোগীশ্বরনিষেবিতম্।
লিঙ্গাত্মকং মহাদেবং জ্যোতির্ম্ময়মনাময়ম্॥
পূজয়িত্বোপচারৈশ্চ নিত্যং ভক্ত্যা যতব্রতঃ।
স্তোত্রেণানেন যঃ স্তৌতি চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ॥
যথাশক্তি স্বর্ণদানং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্।
যঃ করোত্যত্র গঙ্গায়াং স পুত্রশতমাপ্নুয়াৎ।
সম্প্রাপ্য সকলান্ কামানন্তে শিবপুরং ব্রজেৎ॥ ১৩৫
স্তোত্রেণানেন যঃ কশ্চিদ্যত্র ক্বাপি স্তবীতি মাম্

স্নান দ্বারা গুণবান্ পুত্রপ্রাপ্তি ঘটে। শঙ্কর কহিলেন,—অনপত্যতা, মহাপাপের ফল। এখানে স্নান মাত্রেই উহা নাশ পাইবে। এখানে স্নান করিয়া বিশুদ্ধ-পাত্রে ফল দান পূর্ব্বক যে জন এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সে পুত্র লাভ করিতে পারিবে; তিনমাস যাবৎ এইরূপ স্নান দান করিলেই তাহার বাঞ্ছিত পুত্রপ্রাপ্তি হইবে। অপুত্রিণী রমণীও এখানে স্নান করিলে পুত্র প্রাপ্ত হইবে। ঋতু-স্নানান্তে এখানে যে নারী স্নান করিবে, সে বহুপুত্রবতী হইবে। গর্ভবতী নারী যদি এখানে ভক্তিসহকারে বহু ফল (অভাবে তিল) দ্বারা স্নানপূর্ব্বক আমাকে দর্শন করত এই স্তোত্রে আমায় স্তব করে, তবে তাহার শক্রসম পুত্র উৎপন্ন হয়; ইহাতে সংশয় নাই। হে দিতে! যাহারা পিতৃদোষে কিম্বা পত্নীদোষে অথবা ধনাভাবে অন্যান্য আপদাদি জন্য পুত্রলাভে সক্ষম নহে, তাহাদের ঐ সকল দোষ-পরিহারার্থ এই পরমা নিষ্কৃতি কহিতেছি, শুন। ঐ সকল ব্যক্তি বিধিমতে স্নান-দানপূর্ব্বক পিতৃগণের পিণ্ড দানাদি দ্বারা তৃপ্তিসাধন এবং কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দান করিলে, তার পর নিশ্চয়ই পুত্র হইবে। যাহারা ন্যাস-(গচ্ছিত) অপলাপকারী, আর যাহারা রত্নাপহারী কিম্বা শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্ম-বিহীন, এই সকল ব্যক্তির বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না! এইরূপ দোষযুক্ত ব্যক্তির মরণান্তে পরজন্মে এই (বংশহীনতা) গতি হয়। তীর্থসেবনে জীবগণের শ্লাঘ্য সন্ততি জন্মে। ১১৬—১৩১। যতব্রত, (ব্রহ্মচারী) হইয়া প্রতিদিন এই (স্থানের নাম হইল—দিতিগঙ্গা;) দিতিগঙ্গার সঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক তীরভূমে অনাদি, অজর, অপার, চিৎ-সদানন্দ-বিগ্রহ, দেবর্ষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যোগীশ্বরাদি-নিষেবিত, অনাময়, জ্যোতির্ম্ময়, লিঙ্গাত্মক, প্রভু, সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের যথাশক্তি উপচার দ্বারা প্রতিদিন ভক্তি সহকারে সংযতভাবে থাকিয়া পূজা করিলে এবং চতুর্দ্দশী অষ্টমী তিথিতে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ দানপূর্ব্বক ভোজন করাইলে সেই ব্যক্তি শত পুত্র লাভ করিতে পারিবে, আর সকল কাম ভোগান্তে অন্তে শিবপুরে গমন করিবে। যে কোন ব্যক্তি যে কোনও স্থানে

যগ্মাসাৎ পুত্রমাপ্নোতি অপি বন্ধ্যোঽপ্য-
শঙ্কিতম্‌ ॥ ১৩৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং পুত্রতীর্থমুদাহৃতম্‌
তত্র তু স্নানদানাদ্যৈঃ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৭
মরুদ্ভিঃ সহ মৈত্রেণ মিত্রতীর্থং তদুচ্যতে ।
নিষ্পাপত্বেন চেন্দ্রস্য শক্রতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ১৩৮
ঐন্দ্রীং শ্রিয়ং যত্র লেভে তত্তীর্থং কমলাভিধম্‌
এতানি সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদানি হি ॥১৩৯
সর্ব্বং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা শিবশ্চান্তরধীয়ত ।
কৃতকৃত্যাশ্চ তে জগ্মুঃ সর্ব্ব এব যথাগতম্‌ ।
তীর্থানাং পুণ্যদং তত্র লক্ষমেকং প্রকীর্ত্তিতম্‌ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পুত্রতীর্থাদিলক্ষতীর্থবর্ণনং নাম
চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

এই স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিবে, সে বন্ধ্যা হইলেও পুত্র লাভ করিবে ; সন্দেহ নাই। ১৩২—১৩৭। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই হইতে এই তীর্থ পুণ্যতীর্থ নামে উদাহৃত হইয়া থাকে। এখানে স্নান-দানাদি দ্বারা সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে মরুদ্গণ সহ ইন্দ্রের মিত্রতা ঘটিয়াছিল বলিয়া এই স্থান মিত্রতীর্থ নামে উক্ত হয়। শক্র এই স্থানেই নিষ্পাপ হইয়াছিলেন, সেই জন্য উহাকে শক্রতীর্থও বলা হয়। যেখানে ইন্দ্রের লক্ষ্মীলাভ ঘটে, তাহাকে কমলাতীর্থ বলা যায়। এই সকল তীর্থ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ। ভগবান্‌ শিব দিতি প্রভৃতিকে 'সমস্তই তোমাদের প্রার্থনানুরূপ হইবে' এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারাও সকলেই আপনাপন স্থানে গমন করিলেন। গৌতমীতীরে ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ পুণ্য-প্রদ তীর্থ বিরাজমান বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

চতুর্ব্বিংশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৪॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যমতীর্থমিতি খ্যাতং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্‌ ।
দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টদং সর্ব্বদেবর্ষিগণসেবিতম্‌ ॥ ১
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌ ॥ ২
অনুহ্রাদ ইতি খ্যাতঃ কপোতো বলবানভূৎ ।
তস্য ভার্য্যা হেতিনাম্নী পক্ষিণী কামরূপিণী ॥ ৩
মৃত্যোঃ পৌত্রো হ্যনুহ্রাদো দৌহিত্রী হেতিরেব চ
কালেনাথ তয়োঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চৈব বভূবিরে ।
তস্য শত্রুশ্চ বলবানুলূকো নাম পক্ষিরাট্‌ ॥ ৪
তস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ আগ্নেয়াস্তে বলোৎকটাঃ
তয়োশ্চ বৈরমভবদ্বহুকালং দ্বিজন্মনোঃ ॥ ৫
গঙ্গায়া উত্তরে তীরে কপোতস্যাশ্রমোঽভবৎ
তস্যাশ্চ দক্ষিণে কূল উলূকো নাম পক্ষিরাট্‌ ।
বাসং চক্রে তত্র পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ দ্বিজসত্তম ॥

পঞ্চবিংশাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যম তীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, উহা পিতৃগণের সমধিক প্রীতিকর এবং দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্টসাধক, ও সর্ব্ব দেবর্ষিগণ-সেবিত। উহার সর্ব্বপাপনাশক প্রভাব বলিতেছি। অনুহ্রাদ নামে বলবান্‌ এক কপোত ছিল। হেতি নাম্নী তাহার কামরূপিণী পক্ষিণী ভার্য্যা ছিল। অনুহ্রাদ মৃত্যুর পৌত্র আর হেতি মৃত্যুর দৌহিত্রী। কালক্রমে তাহাদিগের অনেকানেক পৌত্র জন্মিল। উলূক নামে এক পক্ষিরাজ তাহার শত্রু ছিল। তাহার পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই আগ্নেয় বলিয়া খ্যাত এবং অতিশয় বলবান্‌। সেই পক্ষিদ্বয়ের বহু-কাল যাবৎ বৈর ভাব হয়। গঙ্গার উত্তর তীরে কপোতের বাস ছিল। দক্ষিণ কূলে পক্ষিরাজ উলূক পুত্র পৌত্র সমভিব্যাহারে বাস করিত। হে দ্বিজসত্তম নারদ! সেই পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পক্ষিদ্বয়ের বহুকাল ব্যাপী যুদ্ধ হয়। পুত্র-পৌত্রাদিতে পরিবৃত

তয়োশ্চ যুদ্ধমভবদ্বহুকালং বিরুদ্ধয়োঃ।
পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ বৃতয়োর্বলিনোর্বলিভিঃ সহ।
উলূকো বা কপোতো বা নৈবাপ্নোতি জয়াজয়ৌ
কপোতো যমমারাধ্য মৃত্যুং পৈতামহং তথা।
যাম্যমস্ত্রমবাপ্যাথ সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকোঽভবৎ
তথোলূকোঽগ্নিমারাধ্য বলবানভবদ্ভৃশম্।
বরৈরুন্মত্তয়োর্যুদ্ধমভবচ্চাতিভীষণম্ ॥ ১০
তত্রাগ্নেয়মলূকোঽপি কপোতায়াস্ত্রমাক্ষিপৎ।
কপোতোঽপ্যথ পাশানৈব যাম্যানাক্ষিপ্য শত্রবে
উলূকায়াথ দণ্ডঞ্চ মৃত্যুপাশানবাসৃজৎ।
পুনস্তদভবদ্যুদ্ধং পুরাড়ীবকয়োর্যথা ॥ ১২
হেতিঃ কপোতকী দৃষ্ট্বা জ্বলনং প্রাপ্তমন্তিকে।
পতিব্রতা মহাযুদ্ধে ভর্ত্তুঃ সা দুঃখবিহ্বলা ॥ ১৩
অগ্নিনা বেষ্ট্যমানাংশ্চ পুত্রান দৃষ্ট্বা বিশেষতঃ।
সা গত্বা জ্বলনং হেতিস্তুষ্টাব বিবিধোক্তিভিঃ ॥

হেতিরুবাচ।

রূপং ন দানং ন পরোক্ষমস্তি
যস্যাত্মভূতঞ্চ পদার্থজাতম্।
অশ্নন্তি হব্যানি চ যেন দেবাঃ
স্বাহাপতিং যজ্ঞভুজং নমস্তে ॥ ১৫
মুখভূতঞ্চ দেবানাং দেবানাং হব্যবাহনম্।
হোতারঞ্চাপি দেবানাং দেবানাং দূতমেব চ।
তং দেবং শরণং যামি আদিদেবং বিভাবসুম্
অন্তঃস্থিতঃ প্রাণরূপো বহিশ্চান্নপ্রদো হি যঃ।
যো যজ্ঞসাধনং যামি শরণং তং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৭

অগ্নিরুবাচ।

অমোঘমেতদস্ত্রং মে ন্যস্তং যুদ্ধে কপোতকি।
যত্র বিশ্রময়েদস্ত্রং তন্মে ব্রূহি পতিব্রতে ॥ ১৮

কপোত্যুবাচ।

ময়ি বিশ্রম্যতামস্ত্রং ন পুত্রে ন চ ভর্ত্তরি।
সত্যবাগ্‌ভব হব্যেশ জাতবেদো নমোঽস্তু তে

হইয়া সেই বলবান পক্ষিদ্বয় পরস্পর দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিলেও উলূক বা কপোত কেহই জয় পরাজয় পাইল না। ১—৮। পরে কপোত যমের এবং পিতামহ মৃত্যুর আরাধনা করিয়া যাম্য অস্ত্রলাভান্তে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল; কিন্তু সেই উলূকও অগ্নির উপাসনা করিয়া অতিশয় বলবান্ হইল। যম ও অগ্নি হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া উহারা উভয়েই উন্মত্তভাবে অতি ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। উলূক কপোতের প্রতি আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। কপোতও তখন সেই শত্রুর প্রতি যাম্য পাশ নিক্ষেপপূর্ব্বক দণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া পুনরায় মৃত্যুপাশ সকল নিক্ষেপ করিল। তখন সেই যুদ্ধ পূর্ব্বকালের আড়ীবক যুদ্ধের ন্যায় অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। পতিব্রতা কপোতপত্নী সেই মহাযুদ্ধে ভর্ত্তার সমীপে উলূকনিক্ষিপ্ত অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া বিশেষতঃ পুত্রগণকে অগ্নিদ্বারা বেষ্ট্যমান দেখিয়া দুঃখবিহ্বলচিত্তে বিবিধ কাতরোক্তি সহকারে সেই অগ্নিকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ৯—১৪। হেতি কহিল,—যাঁহার রূপ নাই, কিছুমাত্র পরোক্ষ বিষয় নাই, এবং জগতের যাবতীয় পদার্থই যাঁহার আত্মভূত, যাঁহা দ্বারা দেবগণ হব্য ভোজন করেন, সেই যজ্ঞভুক্ স্বাহাপতিকে নমস্কার করি। যিনি দেবগণের মুখস্বরূপ, যিনি দেবগণের হব্যবাহন, যিনি দেবগণের হোতা, যিনি দেবগণের দূত, আমি সেই বিভাবসুর শরণাগত হইলাম। যিনি প্রাণিগণের অন্তরে প্রাণরূপে এবং বহির্ভাগে অন্নপ্রদরূপে বিরাজিত, যিনি যজ্ঞের সাধনস্বরূপ, আমি সেই ধনঞ্জয় অগ্নিদেবের শরণ লইলাম। তখন অগ্নি বলিলেন,—হে পতিব্রতা, কপোতি! যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত আমার এই অস্ত্র অমোঘ; সুতরাং যেখানে এই অস্ত্রের বিশ্রাম হইতে পারে, এমন উপায় আমাকে বল। কপোতী কহিল,—হে হব্যেশ! আপনার অস্ত্র আমাতে বিশ্রাম লাভ করুক; আমার পুত্র বা ভর্ত্তার উপর যেন বিশ্রান্ত না হয়। হে জাতবেদঃ! আপনি সত্যবাক্ হউন, আপনাকে নমস্কার।

জাতবেদা উবাচ।

তুষ্টোঽস্মি তব বাক্যেন ভর্ত্তৃভক্ত্যা পতিব্রতে
তথাপি ভর্ত্তৃপুত্রাণাং হেতি ক্ষেমং দদাম্যহম্॥
আগ্নেয়মেতদস্ত্রং মে ন ভর্ত্তারং সুতানপি।
ন ত্বাং দহেত্ততো যাহি সুখেন ত্বং কপোতকি

ব্রহ্মোবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র উলূকী দদৃশে পতিম্।
বেষ্ট্যমানং যাম্যপাশৈর্যমদণ্ডেন তাড়িতম্।
উলূকী দুঃখিতা ভূত্বা যমং প্রায়াদ্ভয়াতুরা॥ ২২

উলূক্যুবাচ।

ত্বদ্ভীতা অনুদ্রবন্তে জনা-
ত্বদ্ভীতা ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।
ত্বদ্ভীতাঃ সাধু চরন্তি ধীরা-
ত্বদ্ভীতাঃ কর্ম্মনিষ্ঠা ভবন্তি॥ ২৩
ত্বদ্ভীতা অনাশকমাচরন্তি
গ্রামাদরণ্যমভি যচ্চরন্তি।
ত্বদ্ভীতাঃ সৌম্যতামাশ্রয়ন্তে
ত্বদ্ভীতাঃ সোমপানং ভজন্তে।
ত্বদ্ভীতাশ্চাগ্নগোদাননিষ্ঠা-
স্ত্বদ্ভীতা ব্রহ্মবাদং বদন্তি॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ।

এবং স্তুবত্যাং তস্যাং তামাহ দক্ষিণদিক্পতিঃ

যম উবাচ।

বরং বরয় ভদ্রন্তে দাস্তেঽহং মনসঃ প্রিয়ম্।

ব্রহ্মোবাচ।

যমস্যেতি বচঃ শ্রুত্বা সা তমাহ পতিব্রতা॥ ২৭

উলূক্যুবাচ।

ভর্ত্তা মে বেষ্টিতঃ পাশৈর্দণ্ডেনাভিহতস্তব।
তস্মাদ্রক্ষ সুরশ্রেষ্ঠ পুত্রান্ ভর্ত্তারমেব চ॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্বাক্যাৎ কৃপয়া যুক্তো যমঃ প্রাহ পুনঃপুনঃ॥

যম উবাচ।

পাশানাঞ্চাপি দণ্ডস্য স্থানং বদ শুভাননে॥৩০

জাতবেদা অগ্নি তখন কহিলেন,—পতিব্রতে! আমি তোমার ভর্ত্তৃভক্তিপূর্ণ বাক্যে তুষ্ট হইলাম। হে হেতি! আমি তোমাকে এবং তোমার ভর্ত্তাকে ও পুত্রগণকে—সকলকেই ক্ষমা প্রদান করিলাম। আমার এই আগ্নেয় অস্ত্র তোমার ভর্ত্তাকে কিম্বা পুত্রগণকে অথবা তোমাকে দাহ করিবে না। হে কপোতকি! অতএব তুমি সুখে প্রস্থান কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—ইত্যবসরে উলূকীও নিজপতিকে সেই রণক্ষেত্রে যাম্যপাশে বেষ্ট্যমান ও যমদণ্ডে তাড়িত হইতে দেখিতে পাইল এবং ভয়াতুরা হইয়া দুঃখিতচিত্তে যমসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—প্রভো যমরাজ! জনগণ আপনারই ভয়ে কর্ম্মমার্গে অনুদ্রুত হয়, আপনার ভয়েই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করে। ধীরগণ আপনার ভয়েই সৎকর্ম্মাচরণ করেন, আপনার ভয়েই সকলে কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে। আপনার ভয়েই অনশন ব্রত আচরণ করে, এবং গ্রাম হইতে অরণ্য আশ্রয় করে। আপনার ভয়ে ভীত হইয়াই সৌম্যতা আশ্রয় করে। আপনার ভয়ে ভীত হইয়াই সোমপান করিয়া থাকে। লোকে আপনারই ভয়ে বেদোচ্চারণ করিয়া থাকে। ১৫—২৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই উলূকপত্নী এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে দক্ষিণদিক্পতি যম রাজা তাহাকে কহিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মনঃপ্রীতিকর বর যাচ্ঞা কর, আমি তাহা প্রদান করিব। যমের এইকথা শুনিয়া সেই পতিব্রতা উলূকী যমরাজকে কহিল,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! মদীয় ভর্ত্তা আপনার পাশ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া দণ্ডে অভিহত হইতেছেন; এই বিপদ্ হইতে আমার পতিকে ও আমার পুত্রগণকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই বাক্য শ্রবণে যম কৃপাযুক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ কহিলেন, শুভাননে উলূকি! মদীয় অমোঘপাশনিচয়ের ও দণ্ডের পতনযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ কর। ব্রহ্মা কহিলেছেন,—সেই উলূকী তখন যমরাজকে কহিল,—হে জগন্নাথ! আপনার পাশগুলি

ব্রহ্মোবাচ।
সা প্রোবাচ যমং দেবং ময়ি পাশাস্ত্বয়েরিতাঃ।
আবিশন্তু জগন্নাথ দণ্ডো ময্যেব সংবিশেৎ॥
তত প্রোবাচ ভগবান্ যমস্তাং কৃপয়া পুনঃ॥৩১
যম উবাচ।
তব ভর্ত্তা চ পুত্রাশ্চ সর্ব্বে জীবন্তু বিজ্বরাঃ॥৩২
ব্রহ্মোবাচ।
ন্যবারয়দ্যমঃ পাশানাগ্নেয়াস্ত্রন্তু হব্যবাট্।
কপোতোলূকয়োশ্চাপি প্রীতিং বৈ চক্রতুঃ সুরৌ।
আহতুশ্চ দ্বিজন্মানৌ ব্রিয়তাংবর ঈপ্সিতঃ॥৩৩
পক্ষিণাবূচতুঃ।
ভবতোর্দর্শনং লব্ধং বৈরব্যাজেন দুষ্করম্।
বয়ঞ্চ পক্ষিণঃ পাপাঃ কিং বরেণ সুরোত্তমৌ॥
অথ দেয়ো বরোঽস্মাকং ভবদ্ভ্যাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
নাত্মার্থমনুযাচাবো দীয়মানং বরং শুভম্॥৩৫
আত্মার্থং যস্তু যাচেত স শোচ্যো হি সুরেশ্বরৌ
জীবিতং সফলং তস্য যঃ পরার্থোদ্যতঃ সদা ৩৬
অগ্নিরাপো রবিঃ পৃথ্বী ধান্যানি বিবিধানি চ।
পরার্থং বর্ত্তনং তেষাং সতাঞ্চাপি বিশেষতঃ॥
ব্রহ্মাদয়োঽপি হি যতো যুজ্যন্তে মৃত্যুনা সহ।
এবং জ্ঞাত্বা তু দেবেশৌ বৃথা স্বার্থপরিশ্রমঃ॥৩৮
জন্মনা সহ যৎ পুংসাং বিহিতং পরমেষ্ঠিনা।
কদাচিন্নান্যথা তদ্বৈ বৃথা ক্লিশ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৩৯
তস্মাদ্যাচাবহে কিঞ্চিদ্ধিতায় জগতাং শুভম্।
শুণদায়ি তু সর্ব্বেষাং তদ্যুবামনুমন্যতাম্॥ ৪০
ব্রহ্মোবাচ।
তাবাহতুরুভৌ দেবৌ পক্ষিণৌ লোকবিশ্রুতৌ
ধর্ম্মস্য যশসোঽবাপ্ত্যৈ লোকানাং হিতকাম্যয়া
পক্ষিণাবূচতুঃ।
আবাভ্যামাশ্রমৌ তীর্থে গঙ্গায়া উভয়ে তটে।
ভবেতাং জগতাং নাথাবেষ এব পরো বরঃ॥

আমাতেই আবিষ্ট হউক; এবং দণ্ডও আমাতেই নিপতিত হউক। ভগবান যম এই কথা শ্রবণে কৃপাযুক্ত-চিত্তে পুনরায় তাহাকে কহিলেন,—তোমার ভর্ত্তা এবং পুত্রগণ সকলেই বিজ্বর হইয়া জীবিত থাকুক। ব্রহ্মা কহিলেন,—তারপর যম তদীয় পাশনিচয় নিবারণ করিলেন এবং হব্যবাহ অগ্নিও আগ্নেয়াস্ত্র সংযত করিলেন। পরে উভয়ে মিলিয়া সেই কপোত ও উলূকের পরস্পর মিত্রতা করিয়া দিলেন, আর সেই পক্ষিদ্বয়কে কহিলেন,—তোমরা ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর। তাহা শুনিয়া পক্ষিদ্বয় কহিল,—হে সুরোত্তমদ্বয়! আমরা বৈরব্যাজে সুদুর্লভ আপনাদিগের দর্শন পাইলাম। আমরা পাপী পক্ষী; আমাদিগের আর বরে কি প্রয়োজন? তথাপি যদি আপনারা প্রীতিবশতঃ আমাদিগকে বর দিতে চাহেন, তবে আমরা আত্মার্থ সেই দীয়মান শুভ বর প্রার্থনা করিব না। হে সুরেশ্বরদ্বয়! যে ব্যক্তি আত্মার্থ প্রার্থনা করে, সে নিশ্চয়ই শোচ্য; যে সতত পরার্থে উদ্যত, তাহার জীবন সফল। অগ্নি, জল, রবি, পৃথ্বী, বিবিধ ধান্য এবং বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তি, এ সকল পরার্থ-সাধনার্থই বর্ত্তমান থাকে। ব্রহ্মাদি দেবগণও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তখন আর অপরের কথা কি? ইহা বুঝিয়া দেখিলে হে দেবেশদ্বয়! স্বার্থে পরিশ্রম করা নিতান্তই বৃথা বোধ হয়। পরমেষ্ঠী বিধাতা কর্ত্তৃক জন্ম সমকালীন যাহা যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহার কদাচিৎও অন্যথা হয় না। জন্তুগণ বৃথা পুরুষকার করিয়া ক্লেশ মাত্রই ভোগ করে। অতএব জগতের হিতার্থে সকলেই হিতকর কিঞ্চিৎ শুভ বর প্রার্থনা করি; আপনারা তাহা অনুমোদন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন সেই লোক-বিখ্যাত দেবদ্বয়কে সেই পক্ষিদ্বয় ধর্ম্ম, যশ, এবং লোকসকলের হিতকামনায় এই কথা কহিল,—হে জগন্নাথদ্বয়! গঙ্গাতীর্থের উভয় তটে আমাদিগের দুই-জনের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত থাকুক। ইহাই আমাদিগের পরম বর। সুরশ্রেষ্ঠ কিবা

স্নানং দানং জপো হোমঃ পিতৃণাঞ্চাপি পূজনম্
সুকৃতী দুষ্কৃতী বাপি যঃ করোতি যথা তথা।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং পুণ্যং স্যাদিত্যেষ পরো বরঃ॥
দেবাবূচতুঃ।
এবমস্তু তথাচান্যৎ সুপ্রীতৌ তু ব্রবাবহে॥৪৪
যম উবাচ।
উত্তরে গৌতমীতীরে যমস্তোত্রং পঠন্তি যে।
তেষাং সপ্তসু বংশেষু নাকালে মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ
পুরুষো ভাজনঞ্চ স্যাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বসম্পদাম্॥৪৫
যস্তিদং পঠতে নিত্যং মৃত্যুস্তোত্রং জিতাত্মবান
অষ্টাশীতিসহস্রৈশ্চ ব্যাধিভির্ন স বাধ্যতে॥৪৬
অস্মিংস্তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ ত্রিমাসাদ্গর্ব্বিণী সতী
অর্ব্বাগ্বন্ধ্যা চ ষণ্মাসাৎ সপ্তাহং স্নানমাচরেৎ॥
বীরসূঃ সা ভবেন্নারী শতায়ুঃ স সুতো ভবেৎ
লক্ষ্মীবান্ মতিমান্ শূরঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনঃ॥ ৪৮
তত্র পিণ্ডাদিদানেন পিতরো মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ।
মনোবাক্কায়জাৎপাপাৎ স্নানান্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
ব্রহ্মোবাচ।
যমবাক্যাদনু তথা হব্যবাড়াহ পক্ষিণৌ॥ ৫০
অগ্নিরুবাচ।
মৎস্তোত্রং দক্ষিণে তীরে যে পঠন্তি যতব্রতাঃ।
তেষামারোগ্যমৈশ্বর্য্যং লক্ষ্মীং রূপং দদাম্যহম্
ইদং স্তোত্রন্তু যঃ কশ্চিদ্যত্র ক্বাপি পঠেন্নরঃ।
নৈবাগ্নিতো ভয়ং তস্য লিখিতেঽপি গৃহে স্থিতে
স্নানং দানঞ্চ যঃ কুর্য্যাদগ্নিতীর্থে শুচির্নরঃ।
অগ্নিষ্টোমফলং তস্য ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥ ৫৩
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং যাম্যমাগ্নেয়মেব চ।
কপোতঞ্চ তথোলূকং হেত্যুলূকং বিদুর্বুধাঃ॥
তত্র ত্রীণি সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ।
পুনর্নবতিতীর্থানি প্রত্যেকং মুক্তিভাজনম্॥ ৫৫

দুষ্কৃতী যে কোন মানব সেই স্থানে স্নান, দান, জপ, হোম ও পিতৃলোকের পূজা ইত্যাদি কার্য্য করে, তৎসমস্তই যেন অক্ষয় পুণ্যজনক হয়। ইহাই পরম বর। ২৫—৪৩। ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন সেই দেবদ্বয় কহিলেন, —এইরূপই হইবে। এবং আমরা সুপ্রীত হইয়া আরও বর দিতেছি যম কহিলেন,—গৌতমীর উত্তর তীরে যাহারা এই যমস্তোত্র পাঠ করিবে, তাহাদিগের বংশের সপ্ত পুরুষের মধ্যে কেহই অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে না। সেই পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বসম্পদের ভাজন হইবে। যে জন প্রতিদিন সংযতচিত্তে এই মৃত্যুস্তোত্র পাঠ করিবে, সে অষ্টাশীতিসহস্র ব্যাধি দ্বারা কখনও আক্রান্ত হইবে না। হে পক্ষিশ্রেষ্ঠদ্বয়! এই তীর্থে সপ্তাহ মাত্র স্নান করিলেই সতী নারী ত্রিমাস মধ্যে এবং বন্ধ্যানারী ষণ্মাস মধ্যে গর্ভবতী হইবে। সেই নারী বীরপ্রসূ হইবে, আর সেই পুত্র শতায়ুঃ হইবে। লক্ষ্মীবান্, মতিমান, বলবান্ ও পুত্রপৌত্রাদিমান্ হইবে। এখানে পিণ্ডাদি দান করিলে পিতৃগণ মুক্তিলাভ করিবেন। নর স্নান মাত্রে মনোবাক্কায়জ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—যমের বাক্যাবসানে হব্যবাট্ অগ্নি সেই পক্ষিদ্বয়কে কহিলেন,—যাহারা যতব্রত হইয়া গৌতমীর দক্ষিণতীরে এই মদীয় স্তোত্র পাঠ করিবে, আমি তাহাদিগকে আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, লক্ষ্মী, এবং রূপ দান করিব। যে কোন স্থানে যে কোন মানব এই স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহার অগ্নিভয় থাকিবে না। গৃহে লিখিয়া স্থাপন করিলেও অগ্নিভয় দূর হয়। উক্ত অগ্নিতীর্থে যে নর শুদ্ধভাবে স্নান দানাদি করিবে, তাহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হইবে; সংশয় নাই। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই হইতে এই দুই স্থান যাম্য-তীর্থ ও অগ্নি-তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। উহারা যাম্য, আগ্নেয়, কপোত, উলূক, হেত্যুলূক প্রভৃতি নামে বুধগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া থাকে। সেখানে তিন সহস্র তিন শত নবতিসংখ্যক তীর্থ আছে; ইহারা সকলেই মুক্তিপ্রদ। এই সমস্ত তীর্থে স্নান দানাদি

তেষু স্নানেন দানেন প্রেতীভূতাশ্চ যে নরাঃ।
পূতাস্তে পুত্রবিত্তাঢ্যা আক্রমেয়ুর্দিবং শুভাঃ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে যাম্যাগ্ন্যাদিতীর্থবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

তপস্তীর্থমিতি খ্যাতং তপোবৃদ্ধিকরং মহৎ।
সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥১
তস্মিংস্তীর্থে তু যদ্বৃত্তং শৃণু পাপপ্রণাশনম্।
অপামগ্নেশ্চ সংবাদমৃষীণাঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ২
অপো জ্যেষ্ঠতমাঃ কেচিন্মেনিরেঽগ্নিং তথাপরে
এবং ব্রুবন্তো মুনয়ঃ সম্বাদঞ্চাগ্নিবারিণোঃ ॥ ৩
বিনাগ্নিং জীবনং ক্ব স্যাজ্জীবভূতো যতোঽনলঃ
আত্মভূতো হব্যভূতশ্চাগ্নিনা জায়তেঽখিলম্ ॥
অগ্নিনা ধ্রিয়তে লোকো হ্যগ্নির্জ্যোতির্ময়ং জগ
তস্মাদগ্নেঃ পরং নাস্তি পাবনং দৈবতং মহৎ ॥৫
অন্তর্জ্জ্যোতিঃ স এবোক্তঃ পরং জ্যোতিঃ স
এব হি।
বিনাগ্নিনা কিঞ্চিদস্তি যস্য ধাম জগত্রয়ম্।
তস্মাদগ্নেঃ পরং নাস্তি ভূতানাং জ্যৈষ্ঠভাজনম্
যোষিৎক্ষেত্রেঽর্পিতং বীজং পুরুষেণ যথা তথা
তস্য দেহাদিকা শক্তিঃ কৃশানোরেব নান্যথা ॥
দেবানাং হি মুখং বহ্নিস্তস্মান্নাতঃ পরং বিদুঃ ॥
অপরে তু হ্যপাং জ্যৈষ্ঠ্যং মেনিরে বেদবাদিনঃ
অদ্ভিঃ সম্পৎস্যতে হ্যন্নং শুচিরদ্ভিঃ প্রজায়তে ॥
অদ্ভিরেব ধৃতং সর্ব্বমাপো বৈ মাতরঃ স্মৃতাঃ।
ত্রৈলোক্যজীবনং বারি বদন্তীতি পুরাবিদঃ ॥১০

করিলে প্রেতত্ব প্রাপ্ত মানবগণও পূত এবং পুত্র বিত্তাদি দ্বারা সমৃদ্ধ ও পুণ্যবান্ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারে। ৪৪—৫৬।

পঞ্চবিংশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—তপস্তীর্থ নামে খ্যাত তীর্থ অতিশয় তপোবৃদ্ধিকর। এবং সর্ব্ব কামপ্রদ, পুণ্যজনক ও পিতৃলোকের প্রীতি-বর্দ্ধক। সেই তীর্থে যে, অপ্, অগ্নি ও ঋষি-দিগের পরস্পর সংবাদসম্বলিত পাপনাশন বিবরণ ঘটিয়াছিল, তাহা শুন। পূর্ব্বে একদা মুনিগণমধ্যে জল শ্রেষ্ঠ অথবা অগ্নি শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে আলোচনা হয়; তাহাতে কোন কোন মুনি জলের এবং কেহ কেহ বা অগ্নি-রই প্রধান্য খ্যাপন করেন। তখন তাঁহা-দিগের বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকে। তাহাতে কোন কোন মুনি কহিতে লাগিলেন,—অগ্নি ভিন্ন জীবনই থাকিতে পারে না; যে হেতু অগ্নিই জীবভূত; অগ্নিই আত্মভূত ও অগ্নিই হব্যভূত। অগ্নি দ্বারাই অখিল জগৎ উৎপাদিত হয়। অগ্নি দ্বারাই লোক সকল ধৃত হইতেছে, অগ্নিই জ্যোতির্ম্ময় তৈজস জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। অতএব অগ্নি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাবন মহান্ দেবতা আর নাই। সেই অগ্নিই অন্ত-র্জ্যোতিঃ বলিয়া উক্ত হয়েন, তিনিই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। অগ্নি ভিন্ন কোন পদার্থেরই সত্তা থাকে না। অগ্নির তেজেই এই জগৎত্রয় ব্যাপ্ত; অতএব সেই অগ্নি অপেক্ষা ভূতমধ্যে শ্রেষ্ঠতাভাজন আর কোন পদার্থই নাই। পুরুষ কর্তৃক যোষিৎ-ক্ষেত্রে বীজ অর্পিত হইয়া উহা যে দেহাদ্যাকারে পরিণত হয়, তাহাও কৃশানু অগ্নিরই শক্তি; ইহার অন্যথা হইতে পারে না। বিশেষতঃ দেবতাগণের বহ্নিই মুখস্বরূপ। এ নিমিত্ত অগ্নি অপেক্ষা প্রধান পদার্থ নাই; সুধীগণ ইহা জানেন। ১—৮। অপর বেদবাদী মুনিগণ জলেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। জল দ্বারাই অন্ন সম্পন্ন হয়; জলের দ্বারাই জনগণ শুচি হয়; জল দ্বারাই এই চরাচর জগৎ রক্ষিত হয়; জলই জগতের মাতা স্বরূপ। জলই ত্রৈলোক্যের

উৎপন্নমমৃতং হ্যদ্ভ্যস্তাভ্যশ্চৌষধিসম্ভবঃ।
অগ্নির্জ্যেষ্ঠ ইতি প্রাহুরাপো জ্যেষ্ঠতমাঃ পরে
এবং মীমাংসমানাস্তে ঋষয়ো বেদবাদিনঃ।
বিরুদ্ধবাদিনো মাঞ্চ সমভ্যেত্যেদমব্রুবন্ ॥১২

ঋষয় উচুঃ।

অগ্নেরপাং বদ জ্যৈষ্ঠ্যং ত্রৈলোক্যস্য ভবান্ প্রভুঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ।

অহমপ্যব্রবং প্রাপ্তানৃষীন্ সর্ব্বান্যতব্রতান্।
উভৌ পূজ্যতমৌ লোক উভাভ্যাং জায়তে জগৎ ॥ ১৪
উভাভ্যাং জায়তে হব্যং কব্যং চামৃতমেব চ।
উভাভ্যাং জীবনং লোকে শরীরস্য চ ধারণম্
নানয়োশ্চ বিশেষোঽস্তি ততো জ্যৈষ্ঠ্যং সমং মতম্।
ততো মদ্বচনাজ্জ্যৈষ্ঠ্যমুভয়োর্নৈব কস্যচিৎ ॥ ১৬
জ্যৈষ্ঠ্যমন্তরস্তেতি মেনিরে ঋষিসত্তমাঃ।
ন তৃপ্তা মম বাক্যেন জগ্মুর্বায়ুং তপস্বিনঃ ॥ ১৭

মুনয় উচুঃ।

কস্য জ্যৈষ্ঠ্যং ভবান্ প্রাণো বায়ো সত্যং ত্বয়ি স্থিতাম্ ॥ ১৮

ব্রহ্মোবাচ।

বায়ুরাহানলো জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বমগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতম্।
নেত্যুক্ত্বান্যোন্যমৃষয়ো জগ্মুস্তেঽপি বসুন্ধরাম্।

মুনয় উচুঃ।

সত্যং ভূমে বদ জ্যৈষ্ঠ্যমাধারাসি চরাচরে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ভূমিরপ্যাহ বিনয়াদাগতাংস্তানৃষীনিদম্ ॥ ২১

ভূমিরুবাচ।

মমাপ্যাধারভূতাঃ স্যুরাপো দেব্যঃ সনাতনাঃ
অদ্ভ্যস্তু জায়তে সর্ব্বং জ্যৈষ্ঠ্যমপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্

জীবন; পুরাবিদ্ পণ্ডিতগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। জল হইতেই অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে; তাহা হইতে ওষধি সম্ভূত হইয়াছে; অতএব জলই সর্ব্বভূতমধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই প্রকারে কেহ কেহ অগ্নির এবং কেহ কেহ জলের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও মীমাংসা করিতে না পারায় সেই সকল বেদবাদী ঋষিগণ পরস্পর-বিরুদ্ধবাদী হইয়া আমার নিকটে আগমনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, ব্রহ্মন্! অগ্নি ও জলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন। আপনিই ত্রৈলোক্যের প্রভু। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি তখন সমাগত সেই সকল যতব্রত ঋষিদিগকে বলিলাম,—জল ও অগ্নি উভয়েই লোকে পূজ্যতম; উভয় দ্বারাই জগৎ উৎপন্ন হয়। উভয় দ্বারাই হব্য, কব্য ও অমৃত উদ্ভূত হয়। লোকে উভয় দ্বারাই জীবন ও শরীর-ধারণ হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে ইতর বিশেষ নাই; অতএব উভয়েরই জ্যেষ্ঠতা তুল্য বিবেচিত হয়। আমি এইরূপ কহিলে জল ও অগ্নির কাহারও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত না হওয়ায় সেই তপস্বী ঋষিসত্তমেরা আমার বাক্যে তৃপ্ত না হইয়া অন্তরের জ্যেষ্ঠতা বোধে মীমাংসার্থ বায়ুসমীপে গমন করিলেন এবং কহিলেন,—হে বায়ো! আপনি প্রাণরূপী; অতএব জল ও অগ্নির মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা, তাহা বলুন; আপনাতেই সত্য অবস্থিত রহিয়াছে। ৯—১৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে বায়ু কহিলেন,—অগ্নিতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব অনলই শ্রেষ্ঠ। এই কথা শুনিয়া ঋষিগণ পরস্পর "ইহা ঠিক নহে" এই বলিয়া বসুন্ধরা সন্নিধানে গমন করিলেন এবং বলিলেন,—হে ভূমি! তুমি চরাচরের আধার; অতএব সত্য বল, জল ও অগ্নির মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা? ব্রহ্মা কহিলেন,—ভূমি তখন সেই সমাগত ঋষিদিগকে সবিনয়ে এই বাক্য কহিলেন,—সর্ব্বভূতের আনন্দপ্রদ সনাতন জলসকল আমারও আধারভূত! জল হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়; এ নিমিত্ত জলেতেই শ্রেষ্ঠতা

ব্রহ্মোবাচ।

নেত্যুক্ত্বান্যোন্যমৃষয়ো জগ্মুঃ ক্ষীরোদশায়িনম্
তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥২৩

ঋষয় উচুঃ।

যো বেদ সর্ব্বং ভুবনং ভবিষ্যদ্-
যজ্জায়মানঞ্চ গুহানিবিষ্টম্।
লোকত্রয়ং চিত্রবিচিত্ররূপ-
মন্তে সমস্তঞ্চ যমাবিবেশ ॥ ২৪
যদক্ষরং শাশ্বতমপ্রমেয়ং
যং বেদবেদ্যমৃষয়ো বদন্তি।
যমাশ্রিতাঃ স্বেপ্সিতমাপ্নুবন্তি
তদ্বস্তু সত্যং শরণং ব্রজামঃ ॥ ২৫
ভূতং মহাভূতজগৎপ্রধানং
ন বিন্দতে যোগিনো বিষ্ণুরূপম্।
তদ্বস্তুমেতে ঋষয়োঽত্র যাতাঃ
সত্যং বদস্বেহ জগন্নিবাস ॥ ২৬

ত্বমন্তরাত্মাখিলদেহভাজাং
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি সর্ব্বমীশ।
তথাপি জানন্তি ন কেঽপি কুত্রা-
প্যহো ভবন্তং প্রকৃতিপ্রভাবাৎ।
অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বত এব সন্তং
বিশ্বাত্মনা সম্পরিবর্ত্তমানম্ ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ প্রাহ জগদ্ধাত্রী দৈবী বাগশরীরিণী ॥২৮

দৈবী বাগুবাচ।

উভাবারাধ্য তপসা ভক্ত্যা চ নিয়মেন চ।
যস্য স্যাৎ প্রথমং সিদ্ধিস্তদ্ভূতং জ্যেষ্ঠমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা যযুঃ সর্ব্বে ঋষয়ো লোকপূজিতাঃ।
শ্রান্তাঃ খিন্নান্তরাত্মানঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ ॥
সর্ব্বলোকৈকজননীং ভুবনত্রয়পাবনীম্।
গৌতমীমগমন্ সর্ব্বে তপস্তপ্তুং যতব্রতাঃ ॥ ৩১
অদ্বৈবতং তথাগ্নিঞ্চ পূজনায়োদ্যতাস্তদা।

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋষিগণ ইহা শুনিয়া পরস্পরে "না" বলিয়া ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর সান্নিধানে গমন করত শঙ্খচক্রগদাধর হরিকে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯—২৩। ঋষিগণ কহিলেন,—যিনি জগতের ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই অবগত আছেন, যিনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিবিষ্ট ও চিত্র-বিচিত্র-পরিণামী লোকত্রয় সম্যক্ জানেন; অন্তকালে যাহাতে সর্ব্বভূতের লয় হয়, যাঁহাকে ঋষিগণ শাশ্বত, অপ্রমেয়, বেদবেদ্য ও অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় ঈপ্সিত-নিচয় লাভ করা যায়, সেই সত্যবস্তুর শরণাপন্ন হইলাম। যিনি পঞ্চমহাভূতাত্মক জগৎ ও তদাশ্রয় প্রকৃতিরূপে বর্ত্তমান, যিনি বিষ্ণু (ব্যাপক) রূপে বিরাজিত থাকিলেও যোগিগণও যাঁহাকে জানিতে পারেন না, হে বিষ্ণো! তুমিই সেই পরম দেব। হে জগন্নিবাস! অগ্নি ও জলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ইহা জিজ্ঞাসা করিতে এই ঋষিগণ এইখানে আসিয়াছেন; আপনি স্বয়ং ইহার সত্য উত্তর প্রদান করুন। সমস্ত দেহধারীদিগের তুমিই অন্তরাত্মা; হে ঈশ! তুমিই এই জগতের সকল, তোমাতেই সমস্ত বর্ত্তমান। বিশ্বাত্মা আপনি কিন্তু জগতের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছেন; এবং উহাকে নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। অহো! তথাপি প্রকৃতির প্রভাবে কেহই কুত্রাপি আপনাকে জানিতে পারে না। ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিলে পরে জগদ্ধাত্রী অশরীরিণী দৈবী বাণী কহিলেন,—তপস্যা, নিয়ম ও ভক্তি-সহকারে জল, ও অগ্নি উভয়ের আরাধনা করিলে পর যাহার উপাসনা প্রথম সিদ্ধ হইবে, সেই ভূতই জ্যেষ্ঠ বলিয়া নির্ণেয়। ২৪—২৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন শ্রান্ত, খিন্নান্তরাত্মা, পরম বৈরাগ্য-যুক্ত সেই লোকপূজিত ঋষিগণ "তাহাই বটে" এই কথা বলিয়া প্রস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয়া জননীস্বরূপিণী, ভুবনত্রয়পাবনী গৌতমী নদীকে তপস্যার্থ যতব্রত হইয়া

অগ্নেশ্চ পূজকা যে চ অপাং বৈ পূজনে স্থিতাঃ
তত্র বাগব্রবীদ্দেবী বেদমাতা সরস্বতী ॥ ৩২

দৈবী বাগুবাচ।

অগ্নেরাপস্তথা যোনিরদ্ভিঃ শৌচমবাপ্যতে।
অগ্নেশ্চ পূজকা যে চ বিনাদ্ভিঃ পূজনং কথম্ ॥৩৩
অপ্সু জাতাসু সর্ব্বত্র কর্ম্মণ্যধিকৃতো ভবেৎ।
তাবৎকর্ম্মণ্যনর্হোঽয়মশুচির্ম্মলিনো নরঃ।
ন মগ্নঃ শ্রদ্ধয়া যাবদপ্সু শীতাসু বেদবিৎ ॥ ৩৪
তস্মাদাপো বরিষ্ঠাঃ স্যুর্মাতৃভূতা যতঃ স্মৃতাঃ।
তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠ্যমপামেব জনন্যোঽগ্নেৰ্বিশেষতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এতদ্বচঃ শুশ্রুবুস্তে ঋষয়ো বেদবাদিনঃ।
নিশ্চয়ঞ্চ ততশ্চক্রুর্ভবেজ্জ্যৈষ্ঠ্যমপামিতি ॥ ৩৬
যত্র তীর্থে বৃত্তমিদমৃষিসত্রে চ নারদ।
তপস্তীর্থন্তু তৎ প্রোক্তং সত্রতীর্থং তদুচ্যতে ॥

সকলেই গমন করিলেন। তথায় যাইয়া সকলেই জলদেবতা ও অগ্নিদেবতার পূজনার্থ উদ্যুক্ত হইয়া জল, ও অগ্নি, উভয়েরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তথায় বেদমাতা সরস্বতী এইরূপ দৈববাণী করিলেন যে,—জল সকলই অগ্নির যোনি, জল দ্বারাই শৌচ লাভ হয়, যাহারা অগ্নির পূজক, তাহারাও জল ব্যতীত অগ্নির পূজা করিতে পারেন না; সর্ব্বত্রই জল সঞ্চার হইলেই কর্ম্মাধিকার জন্মে, নর বেদবিৎ হইলেও যাবৎকাল শ্রদ্ধা সহকারে শীতল জলে মগ্ন না হয়, তাবৎ ঐ ব্যক্তি মলযুক্ত ও অশুচি বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অনধিকারী থাকে। অতএব জলই গরিষ্ঠ; যেহেতু জলই জগতের মাতৃস্থানীয় বলিয়া স্মৃত হয়। বিশেষতঃ জল অগ্নিরও জননী স্বরূপ; সুতরাং জলেরই জ্যেষ্ঠতা, যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই বেদবাদী ঋষিগণ এই বাক্য শ্রবণে জলেরই জ্যেষ্ঠতা নিশ্চয় করিলেন। হে নারদ! যে তীর্থ স্থলে ঋষিসত্রে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেই তীর্থ তপস্তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়, এবং

অগ্নিতীর্থঞ্চ তৎ প্রোক্তং তথা সারস্বতং বিদুঃ
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ৩৮
চতুর্দ্দশ শতান্যত্র তীর্থানাং পুণ্যদায়িনাম্।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ৩৯
কৃতং সন্দেহহরণমৃষীণাং যত্র ভাষয়া।
সরস্বত্যভবত্তত্র গঙ্গয়া সঙ্গতা নদী।
মাহাত্ম্যং তস্য কো বক্তুং সঙ্গমস্য ক্ষমো নরঃ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তপস্তীর্থাদিচতুর্দ্দশশততীর্থবর্ণনং ষড়্‌বিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৬

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

দেবতীর্থমিতি খ্যাতং গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥১
আর্ষ্টিষেণ ইতি খ্যাতো রাজা সর্ব্বগুণান্বিতঃ।

উহাকে শক্রতীর্থ, অগ্নিতীর্থ ও সারস্বত তীর্থ এই সকল নামেও অভিহিত করা হয়। ঐ সকল তীর্থে স্নান দানাদি করিলে সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তি সহ শুভ লাভ ঘটে। এখানে পুণ্যদায়ী চতুর্দ্দশ শত তীর্থ বর্ত্তমান। ঐ সকল তীর্থে স্নান-দানাদি কর্ম্ম স্বর্গ-মোক্ষপ্রদায়ক। দৈববাণী যে স্থলে ঋষিদিগের সন্দেহ হরণ করিয়াছিল, সেই স্থলে সরস্বতী নদী গঙ্গার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন। এই সরস্বতী-গঙ্গাসঙ্গম তীর্থের মাহাত্ম্য কোন্ মানব বলিতে সক্ষম? ৩০—৪০।

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৬।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গঙ্গার উত্তর তটে দেবতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, তাহার সর্ব্বপাপপ্রণাশন প্রভাব বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে আর্ষ্টিসেন নামে এক সর্ব্ব-

তস্য ভার্য্যা জয়া নাম সাক্ষাল্লক্ষ্মীরিবাপরা॥ ২
তস্য পুত্রো ভরো নাম মতিমান্ পিতৃবৎসলঃ।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ নিষ্ণাতো দক্ষ এব চ।
তস্য ভার্য্যা রূপবতী সুপ্রভেত্যভিবিশ্রুতা॥ ৩
আর্ষ্টিষেণস্ততো রাজা পুত্রে রাজ্যং নিবেশ্য সঃ
পুরোধসা চ মুখ্যেন দীক্ষাং চক্রে নরেশ্বরঃ॥
সরস্বত্যাস্ততস্তীরে হয়মেধায় যত্নবান্।
ঋত্বিগ্ভির্ঋষিমুখ্যৈশ্চ বেদশাস্ত্রপরায়ণৈঃ॥ ৫
দীক্ষিতং তং নৃপশ্রেষ্ঠং ব্রাহ্মণাগ্নিসমীপতঃ।
মিথুর্দানবরাট্ শূরঃ পাপবুদ্ধিঃ প্রতাপবান্॥ ৬
মথঃ বিধ্বস্য নৃপতিং সভার্য্যং সপুরোহিতম্।
আদায় বেগাৎ স প্রাগাদ্রসাতলতলং মুনে॥
নীতে তস্মিন্নৃপবরে যজ্ঞে নষ্টে ততোঽমরাঃ।
ঋত্বিজশ্চ যযুঃ সর্ব্বে স্বং স্বং স্থানং যথাগতঃ॥
পুরোহিতসুতো রাজ্ঞো দেবাপিরিতি বিশ্রুতঃ

বালস্তাং মাতরং দৃষ্ট্বা আত্মনঃ পিতরং ন চ।
দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ো ভূত্বা দুঃখিতোঽতীব চাভবৎ॥
স মাতরং তু পপ্রচ্ছ পিতা মে ক্ব গতোঽম্বিকে
পিতৃহীনো ন জীবেয়ং মাতঃ সত্যং বদস্ব মে॥
ধিগ্ধিক্ পিতৃবিহীনানাং জীবিতং পাপকর্ম্মণাম্।
ন বক্ষি যদি মে মাতর্জলমগ্নিমথাবিশে॥ ১২
পুত্রং প্রোবাচ সা মাতা রাজ্ঞো ভার্য্যা পুরোধসঃ
দানবেন তলং নীতো রাজ্ঞা সহ পিতা তব॥ ১৩

দেবাপিরুবাচ।

ক্ব নীতঃ কেন বা নীতঃ কথং নীতঃ ক্ব কর্ম্মণি
কেষ পশ্যৎসু কিং স্থানং দানবস্য বদস্ব মে॥ ১৪

মাতোবাচ।

দীক্ষিতং যজ্ঞসদসি সভার্য্যং সপুরোধসম্।
রাজানং তং মিথুর্দৈত্যো নীতবান্ স রসাতলম্
পশ্যৎসু দেবসঙ্ঘেষ বহ্নিব্রাহ্মণসন্নিধৌ॥ ১৫

গুণান্বিত রাজা ছিলেন। তাহার জয়া নামে সাক্ষাৎ অপরা লক্ষ্মীর ন্যায় ভার্য্যা ছিল। ভর নামে সেই রাজার এক পুত্র ছিল। সে পিতৃবৎসল, মতিমান্, কার্য্যদক্ষ এবং ধনুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বেদে পারিদর্শী হইয়াছিল। সেই পুত্রের সুপ্রভা নামে রূপবতী বিখ্যাতা ভার্য্যা ছিল। রাজা আর্ষ্টিসেন পুত্রে রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সরস্বতীতীরে প্রধান পুরোহিত দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই নগশ্রেষ্ঠ দীক্ষিত হইয়া বেদশাস্ত্র-পরায়ণ ঋত্বিক্গণ ও প্রধান প্রধান ঋষিগণে পরিবৃত থাকিয়া—ব্রাহ্মণ ও অগ্নিসমীপে বর্ত্তমান আছেন; ইত্যবসরে মিথু নামে প্রতাপবান্ শূর দানবপতি পাপ-বুদ্ধি বশতঃ সেই যজ্ঞ ধ্বংস করত ভার্য্যা ও পুরোহিতসহ সেই নৃপতিকে গ্রহণপূর্ব্বক হে মুনে, নারদ! বেগে রসাতলতলে প্রস্থান করিল। সেই দানব কর্ত্তৃক নৃপবর নীত ও যজ্ঞ বিধ্বস্ত হইলে অমরগণ ও ঋত্বিক্-বর্গ সেই যজ্ঞ স্থান হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ১—৮। রাজার পুরো-হিতের দেবাপি নামে এক পুত্র ছিল। সেই বালক তাহার পিতাকে না দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে দুঃখিতচিত্তে নিজ জননীকে জিজ্ঞাসিল,—মাতঃ! আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন? আমি পিতৃহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না। জননি! আপনি আমাকে সত্য বলুন। পিতৃবিহীন;—সুতরাং পাপকর্ম্মা জনগণের জীবনে ধিক্! ধিক্! মাতঃ! আপনি যদি প্রকৃত কথা আমাকে না বলেন, তবে আমি হয় জলে, নয় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। পুত্রের এইরূপ বাক্যশ্রবণে জননী—সেই রাজপুরো-হিতপত্নী কহিলেন;—বৎস! তোমার পিতা, রাজার সহিত দানব কর্ত্তৃক রসাতলে নীত হইয়াছেন। দেবাপি কহিল,—কে, কোথায়, কি জন্য, কোন কার্য্যে আমার পিতাকে লইয়া গিয়াছে? কাহারা তাহা দেখিয়াছে? দানবের বাসস্থানই বা কোথায়? এই সকল কথা আমাকে বলুন! মাতা কহিলেন,—রাজা যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইলে পর মিথু নামে এক দৈত্য সেই যজ্ঞ-স্থল হইতেই ভার্য্যা ও পুরোহিত সহ সেই রাজাকে বহ্নি ও ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে

ব্রহ্মোবাচ।

তন্মাতৃবচনং শ্রুত্বা দেবাপিঃ কৃত্যমস্মরৎ।
দেবান্‌পশ্যেহথবাগ্নিং বা ঋত্বিজো বাসুরাংস্তথা
এষ্বেষেব পিতাহন্বেষ্যো নান্যত্রেতি মতির্মম।
ইতি নিশ্চিত্য দেবাপির্ভরং প্রাহ নৃপাত্মজম্॥

দেবাপিরুবাচ।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রতেন নিয়মেন চ।
আনেতব্যা ময়া সর্ব্বে নীতা যে চ রসাতলম্॥
জাতে পরাভবে ঘোরে যো ন কুর্য্যাৎ। প্রতিক্রিয়াম্।
নরাধমেন কিং তেন জীবতা বা মৃতেন বা॥ ১৯
ত্বং প্রশাধি মহীং কৃৎস্নামার্ষ্টিষেণঃ পিতা যথা।
মাতা মম ত্বয়া পাল্যা রাজন্ যাবন্মাগতিঃ।
ভবেচ্চ কৃতকার্য্যস্য অনুজানীহি মাং ভর॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।

ভরেণোক্তঃ স দেবাপিঃ সর্ব্বং নিশ্চিত্য যত্নতঃ

ভর উবাচ।

সিদ্ধিং কুরু সুখং যাহি মা চিন্তামল্পিকাং ভজ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ততো দেবাপিরমররাজাঙ্ঘ্রিধ্যানতৎপরঃ।
ঋত্বিজোহন্বেষ্য যত্নেন নত্বা তানৃত্বিজঃ পৃথক্
কৃতাঞ্জলিপুটো বালো দেবাপির্বাক্যমব্রবীৎ॥২৩

দেবাপিরুবাচ।

ভবদ্ভিশ্চ মখো রক্ষ্যো যজমানশ্চ দীক্ষিতঃ।
পুরোধাশ্চ তথা রক্ষ্যঃ পত্নী যা দীক্ষিতস্য তু
ভবৎসু তত্র পশ্যৎসু যজ্ঞং বিধ্বস্য দৈত্যরাট্
রাজাদয়স্তেন নীতাস্তন্ন যুক্ততমং ভবেৎ॥২৫
অথাপ্যেতদহং মন্যে ভবন্তস্তানরোগিণঃ।
দাতুমর্হন্তি তান্ সর্ব্বানন্যথা শাপমর্হথ॥ ২৬

ঋত্বিজ ঊচুঃ।

মখেহগ্নিঃ প্রথমং পূজ্যো হ্যগ্নিরেবাত্র দৈবতম্।

দেবগণের সমক্ষেই রসাতলে লইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবাপি সেই মাতৃবাক্য শ্রবণে কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করত বুঝিলেন,—দেবতা, অগ্নি, ঋত্বিক্, ও অসুরগণকে দেখিতে হইবে; ইহাদিগের মধ্যেই আমার পিতা অবশ্য আছেন, নচেৎ তিনি অন্যত্র আছেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। অতএব এই সকলের মধ্যে পিতার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই দেবাপি রাজপুত্র ভরকে কহিলেন, যাঁহারা দৈত্য কর্ত্তৃক রসাতলে নীত হইয়াছেন, আমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, ও নিয়ম দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকেই আনয়ন করিব। ঘোর পরাভব প্রাপ্ত হইয়া যে জন তাহার প্রতিক্রিয়া না করে, সেই নরাধম বাঁচিয়া থাকিলেই বা কি? আর মরিয়া গেলেই বা কি? তোমার পিতা আর্ষ্টিসেন যেমন রাজ্য শাসন করিতেন, তুমিও তদ্রূপ সমগ্র মহীমণ্ডল শাসন কর। রাজন্! মদীয় মাতাকেও তুমি তাবৎ পালন কর, যাবৎ আমি কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন না করি। হে ভর! আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান কর। ৯—২০। ব্রহ্মা কহিলেন,—রাজপুত্র ভরও সযত্নে সমস্ত কার্য্য নিশ্চয় করত সেই দেবাপিকে কহিলেন,—তুমি সিদ্ধি লাভ কর, সুখে গমন কর, অল্পমাত্র চিন্তাও করিও না। ব্রহ্মা কহিলেন,—তারপর সেই বালক দেবাপি অমররাজের চরণধ্যানে তৎপর হইয়া সযত্নে ঋত্বিক্‌গণের অন্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—যজ্ঞ-দীক্ষিত যজমান, পুরোহিত এবং দীক্ষিত যজমানপত্নী—এই সকল আপনাদিগের রক্ষণীয়; কিন্তু আপনাদিগের সমক্ষেই দৈত্যপতি যজ্ঞ ধ্বংসপূর্ব্বক রাজা প্রভৃতিকে লইয়া গেল, ইহা নিতান্তই অনুচিত হইয়াছে—যুক্ততম হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আপনারা সেই রাজা প্রভৃতি সকলকেই নীরোগ ও সুস্থ শরীরে আনয়ন করিয়া দিউন; আমি ইহাই উপযুক্ত মনে করি। যদি আপনারা এরূপ না করেন, তবে আমা হইতে শাপ প্রাপ্ত হইবেন।২১—২৬। ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন,—যজ্ঞেতে অগ্নিই প্রথমে পূজিত হয়েন, অগ্নিই যজ্ঞেতে দেবতা

তস্মাদ্বয়ং ন জানীমো হ্যগ্নীনাং পরিচারকাঃ ॥২৭
স এব দাতা ভোক্তা চ হর্ত্তা কর্ত্তা চ হব্যবাট্
ব্রহ্মোবাচ।
ঋত্বিজঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা দেবাপির্জাতবেদসম্।
পূজয়িত্বা যথান্যায়মগ্নয়ে তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৯
অগ্নিরুবাচ।
যথর্ত্বিজস্তথা চাহং দেবানাং পরিচারকঃ।
হব্যং বহামি দেবানাং ভোক্তারো রক্ষকাশ্চ তে
* দেবানাহূয় যত্নেন হবির্ভাগান্ পৃথক্পৃথক্।
দাস্যেঽহমেষ দোষো মে তস্মাদ্ যাহি সুরান্ প্রতি।
ব্রহ্মোবাচ।
দেবাপিঃ স সুরান্ প্রাপ্য নত্বা তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।
ঋত্বিগ্বাক্যং চাগ্নিবাক্যং শাপঞ্চাপি ন্যবেদয়ৎ

দেবা উচুঃ।
আহূতা বৈদিকৈর্মন্ত্রৈঋত্বিগ্‌ভিশ্চ যথাক্রমম্।
ভোক্ষ্যামহে হবির্ভাগান্ স্বতন্ত্রা দ্বিজোত্তম ॥৩৩
যস্মাদ্বেদানুগা নিত্যং বয়ং বেদেন চোদিতাঃ।
পরতন্ত্রাস্ততো বিপ্র বেদেভ্যস্তন্নিবেদয় ॥ ৩৪
ব্রহ্মোবাচ।
স দেবাপিঃ শুচির্ভূত্বা বেদানাহূয় যত্নতঃ।
ধ্যানেন তপসা যুক্তো বেদাশ্চাপি পুরোঽভবন্
বেদানুবাচ দেবাপির্নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ।
ঋত্বিগ্বাক্যং চাগ্নিবাক্যং দেববাক্যং ন্যবেদয়ৎ॥
বেদা উচুঃ।
পরতন্ত্রা বয়ং তাত ঈশ্বরস্য বশানুগাঃ।
অশেষজগদাধারো নিরাধারো নিরঞ্জনঃ॥ ৩৭
সর্ব্বশক্ত্যেকসদনং নিধানং সর্ব্বসম্পদাম্।
স তু কর্ত্তা মহাদেবঃ সংহর্ত্তা স মহেশ্বরঃ॥ ৩৮

এ নিমিত্ত অগ্নির পরিচারক—আমরা ইহার কিছুই জানি না। সেই হব্যবাহ অগ্নিই দাতা, ভোক্তা, হর্ত্তা ও কর্ত্তা। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া সেই দেবাপি ঋত্বিক্‌দিগকে পরিহার করিয়া জাতবেদা অগ্নিকে যথান্যায়ে পূজাপূর্ব্বক সেই বিষয় নিবেদন করিল। অগ্নি কহিলেন,—যেমন ঋত্বিক্‌গণ, তেমন আমিও দেবতাদিগের পরিচারক মাত্র। আমি দেবতাদিগের হব্য বহন করি মাত্র; তাঁহারাই ভোক্তা; তাঁহারাই রক্ষক। আমি দেবতাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আহ্বানপূর্ব্বক যত্ন সহকারে হবির্ভাগ প্রদান করিয়া থাকি; আমার এইমাত্র অপরাধ। অতএব তুমি দেবগণের প্রতি প্রস্থান কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই দেবাপি তখন সুরগণসন্নিধানে গমন করত তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কারপূর্ব্বক নিজের অভিশাপ দানের কথা, ঋত্বিক্‌দিগের বাক্য ও অগ্নির উত্তর বচন নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া দেবগণ কহিলেন,—আমরা বৈদিক মন্ত্রে ও ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হবির্ভাগ ভক্ষণ করি; হে দ্বিজোত্তম! আমরা স্বাধীন নহি। আমরা নিয়ত বেদানুগ; সেই জন্য বেদ দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে হয়; হে বিপ্র! এই নিমিত্ত তুমি বেদগণ সন্নিধানে এ কথা নিবেদন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া সেই দেবাপি সুখী হইয়া বেদগণের আবাহনান্তে ধ্যান ও তপস্যায় নিযুক্ত হইল; বেদগণ তখন তাহার পুরোবর্ত্তী হইলেন। দেবাপি বেদগণকে পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক ঋত্বিক্‌বাক্য, অগ্নিবাক্য ও দেববাক্য নিবেদন করিল। ২৭—৩৬। বেদগণ কহিলেন,—তাত! আমরাও পরতন্ত্র; স্বাধীন নয়। আমরা ঈশ্বরের বশানুগ। অশেষ জগতের আধার হইয়াও নিরাধার, নিরঞ্জন, সর্ব্ব সত্ত্বের একমাত্র আশ্রয়, ও সর্ব্ব সম্পদের নিধান সেই মহেশ্বর মহাদেবই (জগতের) কর্ত্তা, তিনিই সংহর্ত্তা। ব্রহ্মন্!

---

* ক্বচিদত্র "দেবপিরুবাচে"তি পাঠস্তন্মতে দেবানাহূয়ে"ত্যাদি কথঞ্চিৎ সমাধেয়ম।

বয়ং শব্দময়া ব্রহ্মন্ বদামো বিদ্ম এব চ।
অস্মাকমেতৎকৃত্যং স্যাদ্বদামো যত্তু পৃচ্ছসি॥
কেন নীতাস্তস্য নাম তৎপুরং তদ্বলং তথা।
ভক্ষিতাঃ কিন্নু নো নষ্টা এতজ্জানীমহে বয়ম্॥
যথা চ তব সামর্থ্যং যমারাধ্য চ যত্র চ।
স্যাদিত্যেতচ্চ জানীমো যথা প্রাপ্স্যসি তান্ পুরঃ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বাবদদ্বেদানবিচার্য্য সুচিরং হৃদি॥ ৪২

দেবাপিরুবাচ।

বেদা বদন্ত্বেতদেব সর্ব্বমেব যথার্থতঃ।
সর্ব্বান্ প্রাপ্স্যে তলং নীতানলং তেভ্যো নমোঽস্তু বঃ॥ ৪৩

বেদা ঊচুঃ।

গৌতমীং গচ্ছ দেবাপে তত্র স্তুহি মহেশ্বরম্।
সুপ্রসন্নস্তবাভীষ্টং দাস্যত্যেব কৃপাকরঃ॥ ৪৪
ভবেদ্দেবঃ শিবঃ প্রীতঃ স্তুতঃ সত্যং মহামতে
আর্ষ্টিষেণশ্চ নৃপতিস্তস্য জায়া জয়া সতী।
পিতা তবাপ্যুপমন্যুস্তলে তিষ্ঠন্ত্যরোগিণঃ॥৪৫
বরদানান্মহেশস্য মিথুং হত্বা চ রাক্ষসম্।
যশঃ প্রাপ্স্যসি ধর্ম্মঞ্চ এতচ্ছক্যং ন চেতরৎ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্বেদবচনাদ্বালো দেবাপির্গৌতমীং গতঃ।
স্নাত্বা কৃতক্ষণো বিপ্রস্তুষ্টাব চ মহেশ্বরম্॥ ৪৭

দেবাপিরুবাচ।

বালোঽহং দেবদেবেশ গুরূণাং ত্বং গুরুর্ম্মম।
ন মে শক্তিস্ত্বৎস্তবনে তুভ্যং শম্ভো নমোঽস্তু তে
ন ত্বাং জানন্তি নিগমা ন দেবা মুনয়ো ন চ।
ন ব্রহ্মা নাপি বৈকুণ্ঠো যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে॥ ৪৯
যেঽনাথা যে চ কৃপণা যে দরিদ্রাশ্চ রোগিণঃ।

আমরা শব্দময়; এই নিমিত্ত সকলই বলিতে পারি এবং সকলই জানি। আমাদিগের কৃত্য এই মাত্র। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি। তোমার পিতা প্রভৃতিকে কে লইয়া গিয়াছে, তাহার নাম, তদীয় পুর, তাহার বল, এবং উহারা ভক্ষিত হইয়াছে অথবা মরিয়াছে,—এই সকল আমরা জানি। তোমার যেমন সামর্থ্য, যেখানে যাহাকে আরাধনা করিয়া যে প্রকারে, আগামী কালে তাহাদিগকে পাইতে পার, এ সকল আমরা জানি। ব্রহ্মা কহিলেন—দেবাপি এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিজান্তঃকরণে সুচির কাল বিচার করিয়া বেদগণকে কহিল,—হে বেদগণ! পাতাল-তল-নীত সকলকে যাহাতে পাইতে পারি, যাহাতে তাহাদিগের কুশল হয়, এই সমস্তই বলুন, আপনাদিগকে নমস্কার। দেবগণ কহিলেন,—ওহে দেবাপি! তুমি গৌতমী নদীতে গমন কর; সেখানে মহেশ্বরকে স্তব কর; তাহাতে কৃপাকর মহেশ্বর সুপ্রসন্ন হইয়া তোমার অভীষ্ট দান করিবেনই। মহামতে! দেব শিব স্তুত হইলে নিশ্চিতই প্রীত হইবেন। নৃপতি আর্ষ্টিষেণ, তদীয় জায়া সতী জয়া, আর তোমার পিতা উপমন্যু—ইঁহারা সকলেই নীরোগ-দেহে পাতালতলে বিদ্যমান আছেন। তুমি মহেশের বরদানপ্রভাবে মিথু রাক্ষসকে সংহারপূর্ব্বক যশ এবং ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে। আমাদিগের এই পর্য্যন্তই শক্তি আছে; ইহাপেক্ষা আর কোন শক্তি নাই। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিপ্র বালক দেবাপি বেদগণের সেই বচনানুসারে গৌতমী নদীতে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে কতক্ষণ (ধ্যানানন্দিত চিত্ত) হইয়া মহেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিল।—৪৭। দেবাপি কহিল,—হে দেব দেবেশ! আমি বালক; তুমি আমার গুরুরও গুরু। তোমার স্তব করিতে পারি, আমার এমত শক্তি নাই। শম্ভো! তোমাকে নমস্কার করি। তোমাকে নিগমনিচয় সম্যক্ জানে না, দেবতারাও জানেন না; মুনিগণ, ব্রহ্মা, এমন কি বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুও জানেন না। তুমি যা হও, তাই হও, তোমায় নমস্কার করি। মহেশ্বর! লোকে

পাপাত্মানো যে চ লোকে তাংস্ত্বং পাসি মহেশ্বর,
তপসা নিয়মৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পূজিতাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
ত্বয়া দত্তং ফলং তেভ্যো দাস্যন্তি জগতাং পতে
যাচিতারশ্চ দাতারস্তেভ্যো যদ্যন্মনীষিতম্।
লভতীতি ন চিত্রং স্যাৎ ত্বং বিপর্য্যয়কারকঃ॥
যেঽজ্ঞানিনো যে চ পাপা যে মগ্না নরকার্ণবে।
শিবেতি বচনান্নাথ তান্ পাসি ত্বং জগদ্গুরো

ব্রহ্মোবাচ।

এবন্তু স্তবতস্তস্য পুরঃ প্রাহ ত্রিলোচনঃ॥৫৪

শিব উবাচ।

বরং ব্রূহ্যথ দেবাপে অলং দৈন্যেন বালক॥

দেবাপিরুবাচ।

রাজানং রাজপত্নীঞ্চ পিতরঞ্চ গুরুং মম।
প্রাপ্তুমিচ্ছে জগন্নাথ নিধনঞ্চ রিপোর্ম্মম॥ ৫৬

ব্রহ্মোবাচ।

দেবাপিবচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহাখিলেশ্বরঃ।
দেবাপেঃ সর্ব্বমভবদাজ্ঞয়া শঙ্করস্য তৎ॥ ৫৭
আহূয় স্বগণং * শম্ভুর্দেবাপিকরুণাকরঃ।
নন্দিনং প্রেষয়ামাস ততঃ শূলেন নারদ॥ ৫৮
রসাতলং মিথুং নন্দী হত্বা চাসুরপুঙ্গবান্।
তৎপিত্রাদীন্ সমানীয় তস্মৈ তান্ স স্তবেদয়ৎ
হয়মেধশ্চ তত্রাসীদার্ষ্টিষেণস্য ধীমতঃ।
অগ্নিশ্চ ঋত্বিজো দেবা বেদাশ্চ ঋষয়োঽব্রুবন্॥

অগ্ন্যাদয় ঊচুঃ।

যত্র সাক্ষাদভূচ্ছম্ভুর্দেবাপে ভক্তবৎসলঃ।
দেবদেবো জগন্নাথো দেবতীর্থমভূচ্চ তৎ॥৬১
সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্।
পুণ্যদং তীর্থমেতৎ স্যাত্তব কীর্ত্তিশ্চ শাশ্বতী॥

ব্রহ্মোবাচ।

অশ্বমেধে নিবৃত্তে তু সুরাস্তেভ্যো বরান্ দদুঃ
স্নাত্বা কৃতার্থা গঙ্গায়াং ততস্তে দিবমাক্রমন্॥

যাহারা অনাথ, যাহারা কৃপণ, যাহারা দরিদ্র, যাহারা রোগী, যাহারা পাপাত্মা,—তুমি সেই সকলকেই ত্রাণ করিয়া থাক। হে জগৎ-পতে! তপস্যা, নিয়ম, মন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা পূজিত হইয়া ত্রিদিববাসীরা মানবদিগকে তোমার প্রদত্ত ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। সেই দেবতাদিগকে পূজোপচারাদি দানান্তে প্রার্থনা করিলে মনীষিত সকল যে লাভ হয়, তাহাতে কোনও বিচিত্রতা নাই; যেহেতু তুমিই সুখ-দুঃখাদির বিপর্য্যয়কারক। হে জগদ্গুরু নাথ! যাহারা অজ্ঞানী, যাহারা পাপী, যাহারা নরকার্ণবে মগ্ন হইয়াছে, তাহারাও "শিব" এই বচন উচ্চারণ করিলেই তুমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাক।৪৮—৫৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই বালক এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে তদীয় পুরোভাগে ত্রিলোচন আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে দেবাপি! বর প্রার্থনা কর; দৈন্যে প্রয়োজন নাই। দেবাপি কহিলেন,—হে জগন্নাথ! রাজা, রাজপত্নী ও আমার গুরু পিতা,—ইঁহাদিগকে পাইতে ইচ্ছা করি; আর আমার সেই রিপুর নিধন কামনা করি। ব্রহ্মা কহিলেন,—অখিলেশ্বর ত্রিলোচন দেবাপির বচন শ্রবণে "তাহাই হইবে" এই কথা কহিলেন; এবং হে নারদ! দেবাপির প্রতি করুণাকর, শম্ভু স্বীয়গণপতি নন্দীকে আহ্বান-পূর্ব্বক শূল প্রদান করত রসাতলে প্রেরণ করিলেন। নন্দী তথায় গমনপূর্ব্বক মিথুকে অন্যান্য অসুরপুঙ্গবগণ সহ হননপূর্ব্বক সেই দেবাপির পিত্রাদি সকলকেই আনয়ন করিয়া দেবাপিকে সমর্পণ করিল। ধীমান্ রাজা আর্ষ্টিষেণের অশ্বমেধ যজ্ঞও সেই স্থলেই সম্পাদিত হইল। তখন অগ্নি ঋত্বিক্, দেবতা, বেদ ও ঋষিগণ কহিলেন,—হে দেবাপি! ভক্তবৎসল দেবদেব জগন্নাথ শম্ভু যেখানে সাক্ষাৎ হইয়াছেন, তাহার নাম হইল —দেবতীর্থ। এই তীর্থ নরগণের সর্ব্ব পাপ-ক্ষয়কর, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ও পুণ্যজনক; ইহা তোমার শাশ্বতী কীর্ত্তি। ব্রহ্মা কহিলেন,—অশ্বমেধ যজ্ঞ নিবৃত্ত হইলে সুরগণ তাঁহা-দিগকে বিবিধ বর প্রদান করিলেন। আর পর তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া গঙ্গাতে স্নানান্তে

---

* পুনরপ্যাহ তমিতি চ পাঠান্তরম্।

ততঃ প্রভৃতি তত্রাসংস্তীর্থানি দশ পঞ্চ চ।
সহস্রাণি শতান্যষ্টাবুভয়োরপি তীরয়োঃ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ হ্যতীব ফলদং বিদুঃ॥ ৬৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে আর্ষ্টিষেণাদিতীর্থবর্ণনং নাম সপ্তবিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

তপোবনমিতি খ্যাতং নন্দিনীসঙ্গমং তথা।
সিদ্ধেশ্বরং তত্র তীর্থং গৌতম্যা দক্ষিণে তটে॥
শার্দ্দূলঞ্চেতি বিখ্যাতং তেষাং বৃত্তমিদং শৃণু।
যস্যাকর্ণনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২
অগ্নির্হোতা পুরা হ্যাসীদ্দেবানাং হব্যবাহনঃ।
ভার্য্যাং প্রাপ্তো দক্ষসুতাং স্বাহানাম্নীং সুরূপিণীম্॥ ৩
সানপত্যা পুরা চাসীৎ পুত্রার্থং তপ আবিশৎ
তপশ্চরন্তীং বিপুলং তোষয়ন্তীং হুতাশনম্।

স ভর্ত্তা হুতভুক্ প্রাহ ভার্য্যাং স্বাহামনিন্দিতাম্

অগ্নিরুবাচ।

অপত্যানি ভবিষ্যন্তি মা তপঃ কুরু শোভনে॥

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ভর্ত্তৃবাক্যং নিবৃত্তা তপসোঽভবৎ।
স্ত্রীণামভীষ্টদং নান্যদ্ভর্ত্তৃবাক্যং বিনা ক্বচিৎ॥ ৬
ততঃ কতিপয়ে কালে তারকাদ্ভয় আগতে।
অনুৎপন্নে কার্ত্তিকেয়ে চিরকালরহোগতে॥ ৭
মহেশ্বরে ভবান্যা চ ত্রস্তা দেবাঃ সমাগতাঃ।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমগ্নিং প্রোচুর্দিবৌকসঃ॥৮

দেবা ঊচুঃ।

দেব গচ্ছ মহাভাগ শম্ভুং ত্রৈলোক্যপূজিতম্।
তারকাদ্ভয়মুৎপন্নং শম্ভবে ত্বং নিবেদয়॥ ৯

অগ্নিরুবাচ।

ন গন্তব্যং তত্র দেশে দম্পত্যোঃ স্থিতয়ো রহঃ
সামান্যমাত্রতো ন্যায়ঃ কিং পুনঃ শূলপাণিনি॥১০

স্বর্গধামে গমন করিলেন। সেই হইতে ঐ স্থানে গঙ্গার দুই কূলে অষ্টশতাধিক পঞ্চদশ সহস্র তীর্থ সমুদ্ভূত হয়। সেই সকল তীর্থে স্নান দানাদি অতীব ফলপ্রদ। সুধীগণ ইহা অবগত আছেন। ৫৪—৬৪।

সপ্তবিংশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশাধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই গৌতমীর দক্ষিণ-তটে তপোবন, নন্দিনীসঙ্গম, সিদ্ধেশ্বর এবং শার্দ্দূল নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে। উহাদের এই বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।—যাহা শ্রবণমাত্রে মানব সর্ব্বপাপে মুক্ত হইতে পারে। পুরাকালে অগ্নি, দেবতাদিগের হব্যবাহক হোতা ছিলেন। তিনি স্বাহা নাম্নী সুরূপিণী দক্ষসুতাকে ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়েন। সেই স্বাহা পূর্ব্বে অনপত্যা থাকা হেতু পুত্র লাভার্থ তপস্যা আরম্ভ করেন। তিনি বিপুল তপস্যাচরণ দ্বারা হুতাশনের সন্তোষ সাধন করিতে থাকিলে ভর্ত্তা হুতভুক্ সেই অনিন্দিতা ভার্য্যাকে কহিলেন,—শোভনে! তোমার অনেক অপত্য হইবে; অতএব আর তপস্যা করিও না। ব্রহ্মা কহিলেন,—স্বাহা, ভর্ত্তার এই বাক্য শ্রবণে তপস্যা হইতে নিবৃত্তা হইলেন। ভর্ত্তৃবাক্য ভিন্ন আর কিছুই স্ত্রীদিগের প্রীতি-সাধক নাই। তারপর কিছুকাল গত হইলে, তারকাসুর হইতে ভয় উপস্থিত হইল। মহেশ্বর ও ভবানী সুচিরকাল একান্তে সঙ্গত থাকিলেন, তথাপি কার্ত্তিকেয় উৎপন্ন হইলেন না। কাজেই স্বর্গবাসী দেবগণ ভয়ত্রস্ত হইয়া নিজ কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত অগ্নিসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা কহিলেন,—হে দেব অগ্নে! তুমি ত্রৈলোক্যপূজিত শম্ভুর সমীপে যাও, তারক হইতে উৎপন্ন এই ভয়ের কথা শম্ভুসন্নিধানে নিবেদন কর। অগ্নি কহিলেন,—সে স্থানে যাওয়া বিধেয় নহে, দম্পতী রহঃস্থানে অবস্থান করিলেই সামান্যতঃ এইরূপ নীতি আছে;

একান্তস্থিতয়োঃ স্বৈরং জল্পতোর্থঃ সরাগয়োঃ
দম্পত্যোঃ শৃণুয়াদ্বাক্যং নিরয়াত্তস্য নোদ্ধৃতিঃ॥
স স্বাম্যখিললোকানাং মহাকালস্ত্রিশূলবান্।
নিরীক্ষণীয়ঃ কেন স্যাত্তবান্যা রহসি স্থিতঃ॥ ১২
দেবা উচুঃ।
মহাভয়ে চানুগতে ন্যায়ঃ কোঽয়মত্র বর্ণ্যতে।
তারকাদ্ভয় আপন্নে গচ্ছ ত্বং তারকো ভবান্॥
মহাভয়াব্ধৌ সাধূনাং যৎপরার্থায় জীবিতম্।
রূপেণান্যেন বা গচ্ছ বাচং বদ যথা তথা॥ ১৪
বিশ্রাব্য দেববচনং শম্ভুমাগচ্ছ সত্বরঃ।
ততো দাস্যামহে পূজামুভয়োর্লোকয়োঃ কবে॥
ব্রহ্মোবাচ।
শুকো ভূত্বা জগামাশু দেববাক্যাদ্ধুতাশনঃ॥
যত্রাসীজ্জগতাং নাথো রমমাণস্তদোময়া।
স ভীতবদথ প্রায়াচ্ছুকো ভূত্বা তদানলঃ॥

নাশকদ্দ্বারদেশে তু প্রবেষ্টুং হব্যবাহনঃ।
ততো গবাক্ষদেশে তু তস্থৌ ধূম্রোহধোমুখঃ॥
তং দৃষ্ট্বা প্রহসন্ শম্ভুরুমাং প্রাহ রহোগতঃ॥
শম্ভুরুবাচ।
পশ্য দেবি শুকং প্রাপ্তং দেববাক্যাদ্ধুতাশনম্
ব্রহ্মোবাচ।
লজ্জিতা চাবদদ্দেবমলং দেবেতি পার্ব্বতী॥২০
পুরশ্চরন্তং দেবেশো হুগ্নিং তং দ্বিজরূপিণম্।
আহূয় বহুশশ্চাপি জাতোঽস্যগ্নেঽত্র মা বদ।
বিদারয়স্ব স্বমুখং গৃহাণেদং নয়স্ব তৎ॥ ২১
ইত্যুক্ত্বা তস্য চাস্যেঽগ্নে রেতঃ স প্রাক্ষিপদ্বহু
রেতোগর্ভস্তদা চাগ্নির্গন্তুং নৈব চ শক্তবান্॥
সুরনদ্যাস্ততস্তীরং শ্রান্তোঽগ্নিরুপতস্থিবান্।
কৃত্তিকাসু চ তদ্রেতঃপ্রক্ষেপাৎ কার্ত্তিকোঽভবৎ
অবশিষ্টঞ্চ যৎকিঞ্চিদগ্নের্দেহে চ শাম্ভবম্।

যে, তথায় গমন করিতে নাই; তাহাতে শূলপাণি বিষয়ে আর কথা কি? যে ব্যক্তি একান্তাবস্থিত সানুরাগ নিঃসঙ্কোচে কথোপকথনকারী দম্পতির বাক্য শ্রবণ করে,তাহার নিরয় হইতে উদ্ধার নাই। ভবানীর সহিত রহঃস্থানস্থিত ত্রিশূলবান্ অখিললোকস্বামী সেই মহাকাল কাহার নিরীক্ষণীয় হইতে পারেন? ১—১২। দেবগণ কহিলেন,—মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ন্যায়ের কথা বলিতেছ কি? তারক হইতে ভয় আপন্ন হইয়াছে, এমতাবস্থায় তুমি যাও; আপনিই আমাদিগের তারক হও। যেহেতু মহাভয়াব্ধিতে সাধুদিগের জীবিত, পরার্থসাধকই হইয়া থাকে। তুমি এইরূপে বা অন্যরূপে গমন কর; যে ভাষায় ইচ্ছা, কথা কহিও। দেবতাদিগের প্রার্থনাবাক্য শম্ভুকে শ্রবণ করাইয়া সত্বর প্রত্যাগমন কর। হে কবে! তাহা হইলে উভয় লোকে তোমার পূজা প্রদান করিব। ব্রহ্মা কহিলেন,—হুতাশন তাদৃশ দেববচনানুসারে, শুক হইয়া আশু প্রস্থান করিলেন। সেই অনল, যেখানে উমার সঙ্গে রমমাণ জগন্নাথ শিব বিরাজমান, তথায় শুকাকারে ভীতভাবে গমন করিলেন; কিন্তু সেই হব্যবাহন দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। পরে তিনি গবাক্ষ-দেশে পক্ষকম্পন করত অধোমুখে অবস্থিত হইলেন। রহোগত শম্ভু তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যে উমাকে বলিলেন,—দেবি! দেখ, দেব-বাক্যানুসারে শুকাকারে সমাগত হুতাশনকে দর্শন কর। ১৩—১৯। ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবী পার্ব্বতী তখন লজ্জিতা হইয়া 'দেব! আর প্রয়োজন নাই" এই কথা বলিলেন, দেবেশ শিব সেই শুকপক্ষিরূপী অগ্নিকে বারম্বার আহ্বানপূর্ব্বক "অগ্নে! তুমি জ্ঞাত হইয়াছ; আর কিছু বলিতে হইবে না; নিজ মুখ বিস্তার কর; এই তাহা লও।" এই বলিয়া সেই অগ্নির মুখে বহুল পরিমাণে রেতঃক্ষেপ করিলেন। অগ্নি তখন রেতোগর্ভ হইয়া গমন করিতে অসমর্থ হইলেন। অতি কষ্টে যাইতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সুরনদীর তীরে অবস্থিত হইলেন এবং তথায় সমাগত কৃত্তিকাতে সেই রেতঃপ্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই কার্ত্তিক জন্মিলেন। শম্ভুর সেই রেতঃ

তদেব রেতো বহ্নিস্তু স্বভার্য্যায়াং দ্বিধাক্ষিপৎ
স্বাহায়াং প্রিয়ভূতায়াং পুত্রার্থিন্যাং বিশেষতঃ।
পুরা সাশ্বাসিতা তেন সন্ততিস্তে ভবিষ্যতি ॥২৫
তদ্বহ্নিনাথ সংস্মৃত্য তৎক্ষিপ্তং শাম্ভবং মহঃ।
তদগ্রে রেতসস্তস্যাং জজ্ঞে মিথুনমুত্তমম্ ॥ ২৬
সুবর্ণশ্চ সুবর্ণা চ রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
অগ্নেঃ প্রীতিকরং নিত্যং লোকানাংপ্রীতিবর্দ্ধনম্
অগ্নিপ্রীত্যা সুবর্ণাং তাং প্রাদাদ্ধর্ম্মায় ধীমতে।
সুবর্ণস্যাথ পুত্রস্য সঙ্কল্পামকরোৎ প্রিয়াম্ ॥
এবং পুত্রস্য পুত্র্যাশ্চ বিবাহমকরোৎ কবিঃ ॥২৮

অন্যোন্যরেতোব্যতিষঙ্গদোষা-
দগ্নেরপত্যমুভয়ং তথৈব।
পুত্রঃ সুবর্ণো বহুরূপরূপী
রূপাণি কৃত্বা সুরসত্তমানাম্ ॥ ২৯
ইন্দ্রস্য বায়োর্ধনদস্য ভার্য্যাং
জলেশ্বরস্যাপি মুনীশ্বরাণাম্।
ভার্য্যাস্তু গচ্ছত্যনিশং সুবর্ণো
যস্যাঃ প্রিয়ং যচ্চ বপুঃ স কৃত্বা ॥ ৩০
যাতি ক্বচিচ্চাপি কবেস্তনূজ-
স্তদ্‌ভর্ত্তৃরূপঞ্চ পতিব্রতাসু।
কৃত্বানিশং তাভিরুদারভাবঃ
কুর্ব্বন্ কৃতার্থং মদনং স রেমে ॥ ৩১
কৃত্বা গতা ক্বাপি চৈবং সুবর্ণা
ধর্ম্মস্য ভার্য্যাপি সুবর্ণনাম্নী।
স্বাহাসুতা স্বৈরিণী সা বভূব
যস্যাপি যস্যাপি মনোগতা যা ॥ ৩২
ভার্য্যাস্বরূপা সৈব ভূত্বা সুবর্ণা
রেমে পতীন্মানুষানাসুরাংশ্চ।
দেবানৃষীন পিতৃরূপাংস্তথান্যান
রূপৌদার্য্যস্থৈর্য্যগাম্ভীর্য্যযুক্তান্ ॥ ৩৩
যাভিপ্রেতা যস্য দেবস্য ভার্য্যা
তদ্রূপা সা রমতে তেন সার্দ্ধম্।
নানাভেদৈঃ করণৈশ্চাপ্যনেকৈ-
রাকর্ষন্তী তন্মনঃকামসিদ্ধিম্ ॥ ৩৪

অগ্নির দেহে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বহ্নির প্রিয়তমা নিজ ভার্য্যা স্বাহা পুত্রার্থিনী ছিলেন; বিশেষতঃ পূর্ব্বে বহ্নি সেই স্বাহাকে "তোমার সন্ততি হইবে" এইরূপ আশ্বাসও দিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই কথা স্মরণ হওয়ায় বহ্নি, শম্ভুর অবশিষ্ট রেতঃ সেই ভার্য্যাতে দুইভাগে নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি-নিহিত সেই তেজ হইতে সেই স্বাহাতে একটী উত্তম অপত্য মিথুন জন্মিল। ঐ মিথুনের একটী সুবর্ণ অপরটী সুবর্ণা। উভয়েই রূপে ভূতলে অনুপম হইল। উহারা অগ্নির নিত্য প্রীতিকর ও লোকসকলের প্রীতিবর্দ্ধক। অগ্নি সেই সুবর্ণা কন্যাকে ধীমান্ ধর্ম্মকে সম্প্রদান করেন। আর সুবর্ণ পুত্রের সঙ্কল্প নাম্নী পত্নী সংগ্রহ করিয়া দিলেন। সেই কবি বহ্নি এইরূপে পুত্র কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধান করিলেন। ২০—২৮। অগ্নির সেই পুত্র-কন্যা, অন্যান্যের রেতো-মিশ্রণে জন্মিয়াছিল বলিয়া উহারা দুশ্চরিত্র হইল। তাঁহার পুত্র সুবর্ণ বহুরূপরূপী; সে সুরসত্তমগণের বিভিন্ন রূপ ধারণ করত ইন্দ্র, বায়ু, ধনদ, জলেশ্বর, বরুণ ও অন্যান্য মুনীশ্বরদিগের ভার্য্যাতে সতত সঙ্গম করিতে লাগিল। যে রমণীর যে আকার প্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিল, সেইরূপ দেহ ধারণ করিয়াই তাহাতে উপগত হইতে লাগিল। সেই কবিনন্দন এইভাবে কত পতিব্রতা নারীতে তৎপতির আকার ধারণপূর্ব্বক সঙ্গত হইল। সেই সুবর্ণ এই প্রকারে রমণীগণে অনিশ এইরূপ ভাব প্রদর্শন করত মদনকে কৃতার্থ করিয়া বিহারপরায়ণ হইল। সেই অগ্নিতনয়া সুবর্ণাও স্বৈরিণী হইয়া যাহাকে যাহাকে মনোমত বোধ করিল, তাহারই ভার্য্যারূপ ধরিয়া রমণ করিতে থাকিল। এইভাবে সেই সুবর্ণা মানুষ, অসুর, দেব, ঋষি ও পিতৃগণের মধ্যে রূপ, ঔদার্য্য, স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যযুক্ত ব্যক্তিতেই রমণ করিতে লাগিল। যে দেবতার যে রমণী প্রিয়া ভার্য্যা বলিয়া বুঝিল, তাহারই আকার ধারণে তদীয় পতিসহ সঙ্গত হইতে লাগিল। সে নানাবিধ রূপ ধারণ ও বিবিধ আচরণ দ্বারা সেই সেই ব্যক্তিরই মন

এবং সুবর্ণস্য নিরীক্ষ্য চেষ্টা-
মগ্নেঃ সূনোঃ পুত্রিকায়াস্তথাগ্নেঃ ।
সর্ব্বে চ শেপুঃ কুপিতাস্তদাগ্নেঃ
পুত্রঞ্চ পুত্রীঞ্চ সুরাসুরাস্তে ॥ ৩৫

সুরাসুরা ঊচুঃ ।

কৃতং যদেতদ্ব্যভিচাররূপং
যচ্ছদ্মনা বর্ত্তনং পাপরূপম্ ।
তস্মাৎ সুতস্তে ব্যভিচারবাংশ্চ
সর্ব্বত্রগামী জায়তাং হব্যবাহ ॥ ৩৬
তথা সুবর্ণাপি ন চৈকনিষ্ঠা
ভূয়াদগ্নে নৈকতৃপ্তা বহূংশ্চ ।
নানাজাতীন্নিন্দিতান্ দেহভাজো
ভজিত্রী স্যাদেষ দোষশ্চ পুত্র্যাঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যেতচ্ছাপবচনং শ্রুত্বাগ্নিরতিভীতবৎ ।
মামভ্যেত্য তদোবাচ নিষ্কৃতিং বদ পুত্রয়োঃ ॥
তদাহমব্রবং বহ্নে গৌতমীং গচ্ছ শঙ্করম্ ।
স্তুত্বা তত্র মহাবাহো নিবেদয় জগৎপতেঃ ॥ ৩৯
মাহেশ্বরেণ বীর্য্যেণ তব দেহস্থিতেন চ ।
এবংবিধং স্বপত্যং তে জাতং বহ্নে ততো ভবান্ ॥ ৪০
নিবেদয়স্ব দেবায় দেবানাং শাপমীদৃশম্ ।
স্বাপত্যরক্ষণায়াসৌ শম্ভুঃ শ্রেয়ঃ করিষ্যতি ॥ ৪১
স্তুহি দেবঞ্চ দেবীঞ্চ ভক্ত্যা প্রীতো ভবেচ্ছিবঃ
ততস্ত্বপত্যবিষয়ে প্রিয়ান্ কামানবাপ্স্যসি ॥ ৪২
ততো মদ্বচনাদগ্নির্গঙ্গাং গত্বা মহেশ্বরম্
তুষ্টাব নিয়তো বাক্যৈঃ স্তুতিভির্বেদসম্মি ঃ ॥

অগ্নিরুবাচ ।

বিশ্বস্য জগতো ধাতা বিশ্বমূর্ত্তির্নিরঞ্জনঃ ।
আদিকর্ত্তা স্বয়ম্ভুশ্চ তং নমামি জগৎপতিম্ ॥ ৪৪
যোঽগ্নির্ভূত্বা সংহরতি স্রষ্টা বৈ জলরূপতঃ ।
সূর্য্যরূপেণ যঃ পাতি তং নমামি চ ত্র্যম্বকম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবাননন্তঃ শম্ভুরব্যয়ঃ ।

আকর্ষণ করত স্বীয় কাম সিদ্ধি করিতে থাকিল। অগ্নির পুত্র সুবর্ণের ও তদীয় পুত্রিকা সু ণার এই প্রকার দুরাচার দর্শনে সুরাসুরাদি সকলেই কুপিত হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সুরাসুরগণ বলিলেন;—হে হব্যবাহ! তোমার পুত্র কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক এই যে ব্যভিচাররূপ অতিশয় পাপাচরণ করিয়াছে, এজন্য সে সর্ব্বত্রগামী ও ব্যভিচারবান্ হউক। আর হে অগ্নে! তোমার কন্যা সুবর্ণাও একনিষ্ঠা নহে; এক ব্যক্তিতে তাহার তৃপ্তি নাই বলিয়া সেও নানাজাতীয় নিন্দিত বহু দেহীকে ভজনা করিবে। তোমার পুত্রীর এই দোষ হইবে। ২৯—৩৭। ব্রহ্মা কহিলেন,—অগ্নি এই শাপবচন শ্রবণে অতি ভীতচিত্তে আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! মদীয় পুত্র কন্যার শাপ-নিষ্কৃতির উপায় বলুন। তখন আমি কহিলাম,—হে বহ্নে! তুমি গৌতমী নদীতে গমন কর, হে মহাবাহো! তথায় শঙ্করের স্তব করিয়া সেই জগৎপতির সন্নিধানে এই বৃত্তান্ত নিবেদন কর। হে বহ্নে! তোমার দেহস্থিত মহেশ্বরবীর্য্য দ্বারা তদীয় এবম্বিধ অপত্য জন্মিয়াছে। এই নিমিত্ত সেই দেব-সমীপে এই দেব-শাপ-বিবরণ নিবেদন কর; সেই শম্ভু স্বকীয় অপত্য রক্ষণার্থ শ্রেয়ো-বিধান করিবেন। তুমি সেই দেব ও দেবীর স্তব কর; তাহা হইলে শিব তোমার ভক্তিতে প্রীত হইবেন। তাহাতে অপত্য বিষয়ে প্রিয় কামনা লাভ করিতে পারিবে। বহ্নি মদীয় এই বাক্য শুনিয়া গঙ্গায় গমনপূর্ব্বক নিয়ত হইয়া বেদসম্মিত স্তুতিবচনে মহেশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্নি কহিলেন,—যিনি সমগ্র জগতের ধাতা, বিশ্বমূর্ত্তি, নিরঞ্জন, আদিকর্ত্তা, স্বয়ম্ভু, সেই জগৎপতি শিবকে নমস্কার করি। যিনি অগ্নি হইয়া সংহার করেন, জল হইয়া সৃষ্টি করেন, সূর্য্যরূপে যিনি পালন করেন, আমি সেই ত্র্যম্বক শিবকে নমস্কার করি। ৩৮—৪৫। ব্রহ্মা বলি-

বরেণ ছন্দয়ামাস পাবকং সুরপূজিতম্ ॥ ৪৫
স বিনীতঃ শিবং প্রাহ তব বীর্য্যং ময়ি স্থিতম্
তেন জাতঃ সুতো রম্যঃ সুবর্ণো লোকবিশ্রুতঃ
তথা সুবর্ণা পুত্রী চ তস্মাদেব জগৎপ্রভো।
অন্যোন্যবীর্য্যসঙ্গাচ্চ তদ্দোষাদুভয়ং ত্বিদম্ ॥৪৮
ব্যভিচারাৎ সদোষঞ্চ অপত্যমভবচ্ছিব।
শাপং দত্তুঃ সুরাঃ সর্ব্বে তয়োঃ শান্তিং
কুরু প্রভো ॥ ৪৯
তদগ্নিবচনাচ্ছম্ভুঃ প্রোবাচেদং শুভোদয়ম্ ॥৫০

শম্ভুরুবাচ।

মদ্বীর্য্যাদভবত্তত্তঃ সুবর্ণো ভূরিবিক্রমঃ।
সমগ্রা ঋদ্ধয়ঃ সর্ব্বাঃ সুবর্ণেঽস্মিন্ সমাহিতাঃ ॥
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো বহ্নে শৃণু বচো মম।
ত্রয়াণামপি লোকানাং পাবনঃ স ভবিষ্যতি ॥৫২
স এব চামৃতং লোকে স এব সুরবল্লভঃ।
স এব ভুক্তিমুক্তী চ স এব মখদক্ষিণা ॥ ৫৩
স এব রূপং সর্ব্বস্য গুরূণামপ্যসৌ গুরুঃ।
বীর্য্যং শ্রেষ্ঠতমং বিদ্যাদ্বীর্য্যং মত্তো যদুত্তমম্ ॥
বিশেষতস্ত্বয়ি ক্ষিপ্তং তস্য কা স্যাদ্বিচারণা।
হীনং তেন বিনা সর্ব্বং সম্পূর্ণাস্তেন সম্পদঃ ॥৫৫
জীবন্তোঽপি মৃতাঃ সর্ব্বে সুবর্ণেন বিনা নরাঃ
নির্গুণোঽপি ধনী মান্যঃ সগুণোঽপ্যধনো নহি
তস্মান্নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ সুবর্ণাদ্ধি ভবিষ্যতি ॥
তথা চৈষা সুবর্ণাপি স্যাদুৎকৃষ্টাপি চঞ্চলা।
অনয়া বীক্ষিতং সর্ব্বং ন্যূনং পূর্ণং ভবিষ্যতি ॥
তপসা জপহোমৈশ্চ যেয়ং প্রাপ্যা জগত্রয়ে।
তস্যাঃ প্রভাবং প্রাশস্ত্যমগ্নে কিঞ্চিচ্চ কীর্ত্ত্যতে
সর্ব্বত্র যা তু সন্তিষ্ঠেদ্দায়াত্তু বিচরিষ্যতি।
সুবর্ণা কমলা সাক্ষাৎ পবিত্রা চ ভবিষ্যতি ॥ ৬০

লেন,—তার পর ভগবান্ অনন্ত অব্যয় শম্ভু প্রসন্ন হইয়া সুরপূজিত সেই পাবককে বরদানে উদ্যত হইলেন। সেই অগ্নিও তখন বিনীতভাবে শিবকে কহিলেন,—ভগবন্! তোমার বীর্য্য আমাতে যাহা ছিল, তাহা হইতেই এই লোকবিশ্রুত রম্য পুত্র সুবর্ণ জন্মিয়াছে। আর হে জগৎ-প্রভো! সুবর্ণা নাম্নী পুত্রীও তাহা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। অন্যান্য বীর্য্যের মিশ্রণ জন্য যে দোষ, তাহাতেই এই উভয় সন্তান ব্যাভিচারাত্মক দোষযুক্ত হইয়াছে। হে শিব! সেই সদোষ অপত্যদ্বয়ের প্রতি সুরগণ সকলে মিলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছেন। প্রভো! উঁহাদিগের এই শাপের আপনি শান্তি বিধান করুন। অগ্নির সেই বচনানুসারে শম্ভু এই শুভোদয় বাক্য কহিলেন;—আমার বীর্য্য তোমাতে নিহিত হওয়ায় তোমা হইতে ভূরিবিক্রম সুবর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সুবর্ণে সমগ্র ঋদ্ধি সমাহিত হইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহ্নে! আরও আমার বাক্য শুন; সেই সুবর্ণ তিন লোকেরই পাবনসাধন হইবে! লোকে ঐ সুবর্ণই অমৃত-স্বরূপ এবং উহাই সুরগণের বল্লভ। ঐ সুবর্ণই ভুক্তি ও মুক্তি এবং উহাই মখ-দক্ষিণা-স্বরূপ; সে-ই সকলের রূপ, ও গুরু সকলেরও গুরু। বীর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বস্তু বলিয়া জানিবে; বিশেষতঃ আমার বীর্য্য অতীব উত্তম। তাহা আবার তোমাতে ক্ষিপ্ত হইয়াছে; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আর বিচার কি? তাহা ভিন্ন সকলেই হীন হয়, আর তাহা দ্বারা পূর্ণ থাকিলে সকল সম্পদ্‌ই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। সুবর্ণ ভিন্ন নরগণ সকলেই জীবিত থাকিয়াও মৃত। নির্গুণ ব্যক্তিও ধনী হইলে মান্য হয়, কিন্তু সগুণ জনও অধন হইলে মান্য হইতে পারে না। অতএব এই সুবর্ণ অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই হইতে পারিবে না। এইরূপ এই সুবর্ণাও চঞ্চলা হইলেও উৎকৃষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। যাহা ন্যূন, ইহা কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া তাহা পূর্ণ হইবে। হে অগ্নে! জগত্রয়ে ইহাকে তপস্যা, জপ ও হোমাদিদ্বারা লাভ করা যাইতে পারে, ইহার প্রভাব ও প্রশস্ততা কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করি। ইনি সর্ব্বত্রই অবস্থান করিবেন, সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিবেন ও

অদ্য প্রভৃত্যাত্মজয়োস্তথা স্বৈরং বিচেষ্টতোঃ ।
তথাপি চৈতয়োঃ পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তা ততঃ শম্ভুঃ সাক্ষাত্তত্রাভবচ্ছিবঃ ।
লিঙ্গরূপেণ সর্ব্বেষাং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
বরান্ প্রাপ্য সুতাভ্যাং স অগ্নিস্তুষ্টোঽভবত্ততঃ
স্বভর্ত্রা চ সুবর্ণা সা ধর্ম্মেণাগ্নিসুতা মুদা ।
বর্ত্তয়ামাস পুত্রোঽপি বহ্নেঃ সঙ্কল্পয়া মুদা ॥ ৬৪
এতস্মিন্নন্তরে স্বর্ণামগ্নেদুহিতরং মুনে ।
পরিভূয় চ ধর্ম্মং তং শার্দ্দূলো দানবেশ্বরঃ ॥ ৬৫
অহরদ্ভাগ্যসৌভাগ্যবিলাসবসতিং ছলাৎ ।
নীত্বা রসাতলং তেন সুবর্ণা লোকবিশ্রুতা ॥৬৬
জামাতাগ্নেঃ স ধর্ম্মশ্চ অগ্নিশ্চৈব স হব্যবাট্ ।
বিষ্ণবে লোকনাথায় স্তুত্বা চৈব পুনঃপুনঃ ॥৬৭
কার্য্যবিজ্ঞাপনঞ্চোভৌ চক্রতুঃ প্রভবিষ্ণবে ॥
ততশ্চক্রেণ বিচ্ছেদ শার্দ্দূলস্য শিরো হরিঃ ॥৬৮
সানীতা বিষ্ণুনা দেবী সুবর্ণা লোকসুন্দরী ।
মহেশ্বরসুতা চৈব অগ্নেশ্চৈব তথা প্রিয়া ॥ ৬৯
মহেশ্বরায় তাং বিষ্ণুর্দর্শয়ামাস নারদ ।
প্রীতোঽভবন্মহেশোঽপি সস্বজে তাং পুনঃপুনঃ ॥ ৭০
চক্রং প্রক্ষালিতং যত্র শার্দ্দূলচ্ছেদি দীপ্তিমৎ
চক্রতীর্থন্তু বিখ্যাতং শার্দ্দূলঞ্চেতি তদ্বিদুঃ ।
যত্র নীতা সুবর্ণা সা বিষ্ণুনা শঙ্করান্তিকম্ ।
তত্তীর্থং শাঙ্করং জ্ঞেয়ং বৈষ্ণবং সিদ্ধমেব তু ॥
যত্রানন্দমনুপ্রাপ্তো হ্যগ্নির্ধর্ম্মশ্চ শাশ্বতঃ ।
আনন্দাশ্রূণি ন্যপতন্ যত্রাগ্নের্মুনিসত্তম ॥ ৭৩
আনন্দেতি নদী যাতা তথা বৈ নন্দিনীতি চ ।
তস্যাশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো গঙ্গায়াং তত্র বৈ শিবঃ ॥
তত্রৈব সঙ্গমে সাক্ষাৎ সুবর্ণাপ্যপি সংস্থিতা ।

বিচরণশীল হইবেন। এই সুবর্ণাই সাক্ষাৎ কমলা; ইনি পবিত্র হইবেন। তোমার আত্মজ-দ্বয়ের তাদৃশ স্বৈরবিহার-দোষ থাকিলেও, অদ্য হইতে উহাদের যেরূপ পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাদৃশ পুণ্য অন্য কাহারও হয় নাই, হইবেও না। ৪৬—৬১। ব্রহ্মা কহিলেন,—শম্ভু বহ্নিকে এই কথা কহিয়া লোকসকলের হিতকামনায় সেইখানে লিঙ্গ-রূপে প্রত্যক্ষদৃশ্য হইয়া রহিলেন। সেই অগ্নি উক্তরূপ বরলাভে পুত্রকন্যাসহ পরি-তুষ্ট হইলেন। অগ্নিসুতা সুবর্ণাও নিজ ভর্ত্তা ধর্ম্মের সহিত সানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বহ্নির পুত্র সুবর্ণও সঙ্কল্পার সহিত হৃষ্টচিত্তে রহিলেন। হে মুনে, নারদ! ইত্যবসরে শার্দ্দূল নামক দানবেশ্বর ধর্ম্মকে পরাভব করিয়া, সেই ভাগ্য-সৌভাগ্য-নিলয়া লোকবিশ্রুতা অগ্নি-নন্দিনী সুবর্ণাকে ছলক্রমে অপহরণপূর্ব্বক রসাতলে লইয়া গেল। তখন অগ্নির জামাতা ধর্ম্ম এবং সেই হব্যবাহ অগ্নি উভয়ে মিলিত হইয়া লোকনাথ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে পুনঃপুনঃ স্তব করিয়া এই ঘটনা বিজ্ঞাপন করিলেন। হরি তাহা শুনিয়া চক্রদ্বারা সেই শার্দ্দূল-দানবের শিরশ্ছেদ করিলেন। পরে অগ্নির প্রিয়তমা কন্যা, মহেশ্বর-বীর্য্যোৎপন্না লোকসুন্দরী দেবী সুবর্ণাকে বিষ্ণু আনয়ন-পূর্ব্বক মহেশ্বরকে দেখাইলেন। হে নারদ! মহেশ্বর তাহাতে প্রীত হইলেন এবং সুবর্ণাকে বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন। সেই শার্দ্দূল-চ্ছেদী দীপ্তিমৎ বিষ্ণুচক্র যে স্থলে প্রক্ষালিত হইয়াছিল, উহা চক্রতীর্থ ও শার্দ্দূলতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। বিষ্ণু যে স্থানে সেই সুবর্ণাকে শঙ্করসন্নিধানে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে শঙ্করতীর্থ জানিবে এবং উহা বৈষ্ণব-তীর্থ বলিয়াও প্রসিদ্ধ হয়। ৬২—৭২। মুনি-সত্তম, নারদ! যেখানে অগ্নি ও ধর্ম্ম সুবর্ণাকে প্রাপ্ত হওয়ায় অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন,—সেস্থানে অগ্নির আনন্দাশ্রু নিপ-তিত হইয়াছিল, তথায় আনন্দা নাম্নী নদী উৎপন্না হইয়াছে। এই নদীর অপর নাম নন্দিনী। গঙ্গাসহ উহার যে সঙ্গম, সেই স্থান অতিশয় পুণ্যজনক ও মঙ্গলদায়ক। সেই সঙ্গমস্থলে অদ্যাপি সুবর্ণা বিরাজমান

দাক্ষায়ণী সৈব শিবা আগ্নেয়ী চেতি বিশ্রুতা ॥
অম্বিকা জগদাধারা শিবা কাত্যায়নীশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টপ্রদা নিত্যমলঙ্কৃত্যোভয়ং তটম্ ॥৭৬
তপস্তেপে যত্র চাগ্নিস্তত্তীর্থন্তু তপোবনম্।
এবমাদীনি তীর্থানি তীরয়োরুভয়োর্মুনে।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ৭৭
উত্তরে চৈব পারে চ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
দক্ষিণে চ তথা পারে সহস্রাণ্যথ ষোড়শ ॥৭৮
তত্র তত্র চ তীর্থানি সাভিজ্ঞানানি সন্তি বৈ।
নামানি চ পৃথক্ সন্তি সংক্ষেপাত্তন্ময়োচ্যতে
এতানি যশ্চ শৃণুয়াদ্ যশ্চ বা পঠতি স্মরেৎ।
সর্ব্বেষু তত্র কাম্যেষু পরিপূর্ণো ভবেন্নরঃ ॥ ৮০
এতদ্বৃত্তন্তু যো জ্ঞাত্বা তত্র স্নানাদিকং চরেৎ।
লক্ষ্মীবান্ জায়তে নিত্যং ধর্ম্মবাংশ্চ বিশেষতঃ
অঙ্গকাৎ পশ্চিমে তীর্থং তচ্ছার্দ্দূলমুদাহৃতম্।

রহিয়াছেন। তিনি দাক্ষায়ণী, শিবা, আগ্নেয়ী, অম্বিকা, জগদাধারা, কাত্যায়নী, ঈশ্বরী ইত্যাদি নামে বিখ্যাতা, ভক্তাভীষ্টদায়িনী ও জনগণের মঙ্গলদায়িনী। তিনি গঙ্গার উভয় তট অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থান তপোবন নামে খ্যাত হইয়াছে। হে মুনে, নারদ! ইত্যাদি তীর্থনিচয় গঙ্গার উভয় তীরে বর্ত্তমান। ঐ সকল তীর্থে স্নান-দান সর্ব্বকামপ্রদ ও শুভকর জানিবে। ঐ স্থানে গঙ্গার উত্তরপারে চতুর্দ্দশ সহস্র এবং দক্ষিণ পারে ষোড়শ সহস্র তীর্থ আছে। সেই সেই স্থানে তীর্থ সকল অভিজ্ঞান সহ বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে, আমি সংক্ষেপে কতিপয় তীর্থের বিবরণ বলিলাম মাত্র। এই সকল বিবরণ যে শ্রবণ করে, কিম্বা যে পাঠ করে বা স্মরণ করে, সে নর সর্ব্বকাম্য বিষয়ে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত জানিয়া তথায় স্নানাদি করে, সে নিত্য লক্ষ্মীবান্ ও বিশেষতঃ ধর্ম্মবান্ হয়। অঙ্গক তীর্থের পশ্চিমদিকে যে তীর্থ, উহাই শার্দ্দূল

বারাণস্যাদিতীর্থেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো হ্যধিকং ভবেৎ
তত্র স্নাত্বা পিতৄন্ দেবান্ যস্তু তর্পয়ত্যপি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৮৩
তপোবনাচ্চ শার্দ্দূলাম্মধ্যে তীর্থান্যশেষতঃ।
তস্যৈকৈকস্য মাহাত্ম্যং ন কেনাপ্যত্র বর্ণ্যতে ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তপোবনাদিতীর্থবর্ণনং নামষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং তত্রৈব চ বৃষাকপম্।
ফেনায়াঃ সঙ্গমো যত্র হনূমতং তথৈব চ ॥ ১
অঙ্গকঞ্চাপি যৎ প্রোক্তং যত্র দেবস্ত্রিবিক্রমঃ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ২
তত্র বৃত্তান্তমাখ্যাস্যে গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে।

তীর্থ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। এই তীর্থ বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ সকল অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ। তথায় স্নান করিয়া পিতৃগণের ও দেবগণের তর্পণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোকে সম্মানিত হইতে পারে। তপোবন তীর্থ ও শার্দ্দূল তীর্থের মধ্যে অশেষ তীর্থ আছে। উহাদিগের এক একটীর মাহাত্ম্যও কেহ বর্ণন করিতে পারে না।৭৩—৮৪।

অষ্টাবিংশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৮॥

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ঐস্থানেই বিখ্যাত ইন্দ্রতীর্থ, বৃষকাপতীর্থ, ফেনাসঙ্গম-তীর্থ ও হনুমন্ত-তীর্থ আছে। পূর্ব্বে যে অঙ্গক তীর্থের নাম করিলাম, ঐস্থানে দেবত্রিবিক্রম বিরাজমান। তথায় স্নান-দান করিলে তাহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। উক্ত অঙ্গক তীর্থ গঙ্গার দক্ষিণ তটে, এবং

ইন্দ্রেশ্বরং চোত্তরে চ শৃণু ভক্ত্যা যতব্রতঃ ॥ ৩
নমুচির্বলবানাসীদিন্দ্রশত্রুর্মদোৎকটঃ।
তস্তেন্দ্রেণাভবদ্যুদ্ধং ফেনেনেন্দ্রোঽহরচ্ছিরঃ ॥
অপাঞ্চ নমুচেঃ শত্রোস্তৎফেনং বজ্ররূপধৃক্।
শিরশ্ছিত্বা তচ্চ ফেনং গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে।
অপতদ্ভূমিং ভিত্বা তু রসাতলমথাবিশৎ ॥ ৫
রসাতলভবং গাঙ্গং বারি যদ্বিশ্বপাবনম্।
বজ্রাদিষ্টেন মার্গেণ ব্যগমদ্ভূমিমণ্ডলম্ ॥ ৬
তজ্জলং ফেননাম্না তু নদীফেনেতি গদ্যতে ॥ ৭
তস্যাশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো গঙ্গয়া লোকবিশ্রুতঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়করো গঙ্গাযমুনয়োরিব ॥ ৮
হনূমদুপমাতা বৈ যত্রাপ্লবনগাত্রতঃ।
মার্জ্জারত্বাদভূন্মুক্তা বিষ্ণুগঙ্গাপ্রসাদতঃ ॥ ৯
মার্জ্জারঞ্চেতি তত্তীর্থং পুরা প্রোক্তং ময়া তব
হনূমতঞ্চ তৎ প্রোক্তং তত্রাখ্যানং পুরোদিতম্ ॥

ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গার উত্তরতটে বিদ্যমান। এতৎসম্বন্ধে বৃত্তান্ত সকল ক্রমে বলিতেছি, তুমি সংযতচিত্তে অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। ইন্দ্রের শত্রু নমুচি নামে এক বলবান্ মদোৎকট দৈত্য ছিল। ইন্দ্রের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়, ইন্দ্র ফেন দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করেন। নমুচি-শত্রু ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই জল-ফেন, বজ্ররূপ ধারণ করত নমুচির শিরশ্ছেদপূর্ব্বক গঙ্গার দক্ষিণতটে পতিত হইয়া ভূমিভেদ করত রসাতলে প্রবিষ্ট হয়। রসাতলে যে, বিশ্বপাবন গঙ্গাজল ছিল, বজ্র-বিরচিত ছিদ্রপথে উহা ভূমণ্ডলে উত্থিত হয়। সেই গঙ্গাজল উক্ত ফেনের নামানুসারে ফেনা নাম্নী নদী বলিয়া কথিত হয়। গঙ্গার সহিত উক্ত ফেনা নদীর যথায় সঙ্গম ঘটিয়াছে, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমবৎ উহা সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কর বলিয়া লোকে বিশ্রুত। যথায় স্নান মাত্রেই বিষ্ণু গঙ্গার প্রসাদে হনূমানের বিমাতা মার্জ্জারত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; উহা মার্জ্জার তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এ কথা তোমাকে বলিয়াছি। হে সুব্রত! উহাকে

বৃষাকপঞ্চাব্জকঞ্চ তত্রেদং প্রযতঃ শৃণু ॥ ১১
হিরণ্য ইতি বিখ্যাতো দৈত্যানাং পূর্ব্বজো বলী
তপস্তপ্ত্বা সুরৈঃ সর্ব্বৈরজেয়োঽভূৎ সুদারুণঃ
তস্যাপি বলবান্ পুত্রো দেবানাং দুর্জ্জয়ঃ সদা।
মহাশনিরিতি খ্যাতস্তস্য ভার্য্যাপরাজিতা।
তেনেন্দ্রস্যাভবদ্যুদ্ধং বহুকালং নিরন্তরম্ ॥ ১৩
মহাশনির্মহাবীর্য্যঃ সততং রণমূর্দ্ধনি।
জিত্বা নাগেন সহিতং শক্রং পিত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥
বদ্ধা হস্তিসমাযুক্তং স্বসার বীক্ষ্য তাং তদা।
বিহায় ক্রূরতাং দৈত্যো হিরণ্যায় ন্যবেদয়ৎ ॥
মহাশনিপিতা দৈত্যঃ পূর্ব্বেষাং পূর্ব্ববত্তরঃ।
শচীকান্তং তলে স্থাপ্য তস্য রক্ষামথাকরোৎ ॥
মহাশনির্হরিং জিত্বা জেতুং বরুণমভ্যগাৎ।
বরুণোঽপি মহাবুদ্ধিঃ প্রাদাৎ কন্যাং মহাশনেঃ
উদধিং স্বালয়ং প্রাদাদ্বরুণস্তু মহাশনেঃ ॥ ১৭
তয়োশ্চ সখ্যমভবদ্বরুণস্য মহাশনেঃ।

হনূমন্ত তীর্থও বলে। এতদ্বিষয়ক উপাখ্যান ইতঃপূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। ১—১০। বৃষাকপ ও অব্জক তীর্থের উপাখ্যান প্রযত হইয়া শ্রবণ কর। দৈত্যদিগের পূর্ব্বজ হিরণ্য নামে এক বিখ্যাত বলবান্ দৈত্য ছিল। সে তপস্যা করিয়া সকল সুরগণের অজেয় ও দারুণ হইয়া উঠিল। তাহার মহাশনি নামে বলবান্ পুত্রও সতত সুরবর্গের দুর্জ্জয় হইয়াছিল। মহাশনির ভার্য্যার নাম— অপরাজিতা। মহাশনির সঙ্গে ইন্দ্রের বহুকাল অবিরাম যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহাবীর্য্য মহাশনি মহারণে শক্রকে পরাজয় করিয়া ঐরাবত হস্তীর সহিত বন্দী করত ভগিনী শচীর বিষয় চিন্তা করিয়া ক্রূরতা পরিহারপূর্ব্বক পিতা হিরণ্যের সমীপে নিবেদন করিলেন। পূর্ব্বতন দৈত্যগণের পূর্ব্বপুরুষ মহাশনিপিতা শচীকান্তকে পাতালতলে সুরক্ষিতভাবে স্থাপন করিলেন। মহাশনি এইরূপে হরি ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক বরুণকে জয় করিবার জন্য প্রস্থান করিল। মহাবুদ্ধি বরুণও তখন তাহাকে নিজ কন্যাটী সম্প্রদান করিয়া নিজ

বারুণী চাপি যা কন্যা সা প্রিয়াভূন্মহাশনেঃ॥
বীর্য্যেণ যশসা চাপি শৌর্য্যেণ চ বলেন চ।
মহাশনির্মহাদৈত্যস্ত্রৈলোক্যে নোপমীয়তে॥ ১৯
নিরিন্দ্রত্বং গতে লোকে দেবাঃ সর্ব্বে হ্যমন্ত্রয়ন্॥
দেবা উচুঃ।
বিষ্ণুরেবেন্দ্রদাতা স্যাদ্দৈত্যহন্তা স এব চ।
মন্ত্রদৃষ্ট্যা স এব স্যাদিন্দ্রং চান্যং করিষ্যতি॥২১
ব্রহ্মোবাচ।
এবং সম্মন্ত্র্য তে দেবা বিষ্ণোর্মন্ত্রং ন্যবেদয়ন্।
মমাবধ্যো মহাদৈত্যো মহাশনিরিতি ব্রুবন্॥
প্রায়াদ্বারীশ্বরং বিষ্ণুঃ শ্বশুরং বরুণং তদা।
কেশবো বরুণং গত্বা প্রাহেন্দ্রস্য পরাভবম্॥২৩
তথা ত্বয়ৈতৎকর্ত্তব্যং যথায়াতি পুরন্দরঃ।
তদ্বিষ্ণুবচনাচ্ছীঘ্রং যযৌ জলপতির্মুনে॥ ২৪
সুতাপতিং হিরণ্যসুতং বিক্রান্তং তং মহাশনিম্

অতিসম্মানিতস্তেন জামাত্রা বরুণঃ প্রভুঃ॥ ২৫
পপ্রচ্ছাগমনং দৈত্যো বিনয়াচ্ছ্বশুরং তদা।
বরুণঃ প্রাহ তং দৈত্যং যদাগমনকারণম্॥ ২৬
বরুণ উবাচ।
ইন্দ্রং দেহি মহাবাহো যত্ত্বয়া নির্জ্জিতঃ পুরা।
বদ্ধং রসাতলস্থং তং দেবানামধিপং সখে॥ ২৭
অস্মাকং সর্ব্বদা মান্যং দেহি ত্বং মম শত্রুহন্।
বদ্ধা বিমোক্ষণং শত্রোর্মহতে যশসে সতাম্॥
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা কথঞ্চিৎ স দৈত্যেশো বরুণায় তম্
প্রাদাদিন্দ্রং শচীকান্তং বারণেন সমন্বিতম্॥২৯
স দৈত্যমধ্যেঽতিবিরাজমানো
হরিং তদোবাচ জলেশসন্নিধৌ।
সম্পূজ্য চৈবাথ মহোপচারৈ-
র্মহাশনির্মঘবন্তং বভাষে॥ ৩০

বাসভবন উদধিকেও দান করিলেন। তাহাতে মহাশনি সহ বরুণের সখ্য জন্মিল। বরুণকন্যা বারুণীও মহাশনির প্রিয়পাত্রী হইল। মহাদৈত্য মহাশনি বীর্য্য, যশ, শৌর্য্য, ও বলে ত্রৈলোক্যে অনুপম হইল। এদিকে লোক সকল ইন্দ্রহীন হইলে দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ কহিলেন;—বিষ্ণুই আমাদিগকে ইন্দ্র দান করিতে সমর্থ; তিনিই দৈত্যহন্তা হইতে পারেন। অথবা তিনিই মন্ত্রণাকুশল;—সুতরাং অন্য কাহাকেও ইন্দ্র করিলেও করিতে পারেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণান্তে বিষ্ণুসান্নিধানে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু "মহাদৈত্য মহাশনি আমার বধ্য নহে।" এই কথা কহিয়া মহাশনির শ্বশুর বারীশ্বর বরুণের সমীপে গমন করিলেন, এবং তৎসমীপে ইন্দ্রের পরাভবের কথা নিবেদন করিলেন; আর কহিলেন যে, আপনি এমন কর্ম্ম করুন, যাহাতে পুরন্দরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনে, নারদ! বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে জলপতি বরুণ সত্বর হিরণ্যসুত নিজ সুতা-পতি বিক্রান্ত মহাশনির নিকট যাইলেন। প্রভু বরুণ সেখানে জমাতা কর্ত্তৃক অতিশয় সম্মানিত হইলেন। পরে সেই জামাতা মহাশনি বিনয় সহকারে শ্বশুরকে আগমনকারণ প্রশ্ন করিলে বরুণ তখন আগমনকারণ কহিলেন। ১১—২৬। বরুণ কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি যে দেবাধিপ ইন্দ্রকে পূর্ব্বে পরাজয় করত বদ্ধ করিয়া রসাতলে রাখিয়াছ, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সখে! তিনি আমাদিগের সর্ব্বদা মান্য; হে শত্রুহন্! শত্রুকে বদ্ধ করিয়া পুনরায় যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সাধুদিগের পক্ষে ইহা মহৎ যশের হেতু। ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাশনি তখন "আচ্ছা" বলিয়া কোনওরূপে ইন্দ্রকে আনয়নপূর্ব্বক সেই শচীকান্তকে ঐরাবত বারণ সহ বরুণ-করে প্রদান করিল। পরে মহাশনি দৈত্যমধ্যে অতিশয় বিরাজমান থাকিয়া জলেশ-সন্নিধানে বর্ত্তমান সেই মঘবান্ হরিকে মহোপচারে পূজাপূর্ব্বক

মহাশনিরুবাচ।*

কেন ত্বমিন্দ্রোঽস্ত কৃতোঽসি কেন
বীর্য্যং তবেদৃগ্বহু ভাষসে চ।
ত্বং সঙ্গরে শক্রভির্বাধ্যসে চ।
তথাপি চেন্দ্রো ভবসীতি চিত্রম্॥ ৩১
অথাপি বদ্ধা পুরুষেণ কাচি-
ত্তস্যাঃ পতিস্তাং মোচয়তীতি যুক্তম্।
স্ত্রিয়োঽস্বতন্ত্রাঃ পুরুষপ্রধানা-
স্ত্বং বৈ পুমান্ ভবিতা শক্র সাধো॥ ৩২
বদ্ধো ময়া সঙ্গরে বাহনেন
ক্বাপ্যস্ত্রং তে বজ্রমুদ্দামশক্তি।
চিন্তারত্নং নন্দনং যোষিতস্তা
যশো বলং দেবরাজোপভোগ্যম্।
সর্ব্বং হি ত্বং কিন্তু মুক্তো জলেশা-
দাকাঙ্ক্ষসে জীবিতং ধিক্ তবেদম্॥ †৩৩

এই কথা বলিতে লাগিল। মহাশনি কহিল,—ওহে! তোমাকে অদ্য কে ইন্দ্র করিল? কেনইবা করিল? তোমার বীর্য্য ত এইরূপ; অথচ তোমার গর্ব্বপূর্ণ বাক্য-বিন্যাস আছে! তুমি সময়ে শক্র কর্ত্তৃক এই প্রকার বধ্য হইয়া থাক; তথাপি কিন্তু ইন্দ্র হইতেছ! ইহাই বিচিত্র। হে শক্র! কোনও রমণী বন্দিনী হইলে তদীয় পতি যে তাহাকে মোচন করে, ইহা অসঙ্গত নহে; যেহেতু নারীরা অস্বতন্ত্রা; পুরুষা-ধীনা। হে সাধো! তুমি কিন্তু পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছ! তুমি আমাকর্ত্তৃক রণক্ষেত্রে বাহন সহ বন্দী হইয়াছ। তোমার সেই উদ্দাম-শক্তি বজ্র কোথায়? সেই চিন্তামণি রত্ন, সেই নন্দন বন, সেই যোষিৎসমূহ, সেই দেবরাজোপভোগ্য অপরাপর বিষয় সকল,

তজ্জীবনং যত্তু যশোনিধানং
স এব মৃত্যুর্যশসো যদ্বিরোধি।
এবং জানন্ শক্র কথং জলেশা-
ন্মুক্তিং প্রাপ্তো নৈব লজ্জাং ভজেথাঃ॥৩৪
ত্রিবিষ্টপস্থঃ পরিবেষ্টিতঃ সন্
সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ কান্তয়া বীজ্যমানঃ।
সংস্তূয়মানশ্চ তথাপ্সরোভি-
র্নূনং লজ্জা তে বিভেতীতি মন্যে॥ ৩৫
ত্বং বৃত্রহা নমুচেশ্চাপি হন্তা
পুরাং ভেত্তা গোত্রভিদ্বজ্রবাহুঃ।
এবং সুরাস্ত্বাং পরিপূজয়ন্তী-
ত্যতো জিষ্ণো সর্ব্বমেতত্ত্যজস্ব॥ ৩৬
বিকারমাপ্যাপ্যহিতোত্তবং যে
জীবন্তি লোকাননুসংবিশন্তি।
ভবাদৃশাং দুশ্চ্যবনাব্জজন্মা
কথং ন হৃদ্ভেদমবাপ কর্ত্তা॥ ৩৭

যশ এবং বল, সে সকল এখন কোথায়? তুমি এখন জলেশ দ্বারা মুক্ত হইয়া জীবিতা-কাঙ্ক্ষা করিতেছ; তোমার জীবনে ধিক্! তাহাই জীবন, যাহা যশোনিধান; আর তাহাই মরণ, যাহা যশের বিরোধী। হে শক্র! ইহা জানিয়া জলেশ্বরের কৃপায় মুক্তিলাভ করত কিরূপে তুমি লজ্জিত হই-তেছ না? আমার বোধ হয়—তুমি ত্রিবি-ষ্টপে থাকিয়া সুরগণে পরিবেষ্টিত ও কান্তা কর্ত্তৃক বীজ্যমান এবং অপ্সরোবর্গে স্তূয়মান হও; নিশ্চিতই এ নিমিত্ত ভয়-বশতই লজ্জা তোমাকে আশ্রয় করে না। তুমি বৃত্রহা, নমুচিরও হন্তা, পুরের ভেত্তা, গোত্রঘাতী ও বজ্রবাহু; সুরগণ তোমাকে এই সকল বিশেষণে পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু হে জিষ্ণু! এক্ষণে এ সকল তুমি পরিত্যাগ কর। অহিত-জন-গণকৃত বিকার প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা জীবিত থাকিয়া লোকসমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে, হে দুশ্চ্যবন! এবম্বিধ ভবাদৃশ জনের নির্ম্মাণকালে সৃষ্টিকর্ত্তা অব্জজন্মা ব্রহ্মার

* দত্তং পদং তে বদ কেন শক্র
ত্বং বা স্থিতঃ ক্ষেন জম্ভাসুরারে।"
ক্বচিদয়মধাকাঽত্রঃ পাঠঃ।

† "যশো বলং দেবরাজ্যোপযোগ্যং
সর্ব্বং হিত্বা কিন্তু মুক্তো জলেশাৎ"।
ক্বচিদেবং পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্তা তু দৈত্যেশো বরুণায় মহাত্মনে।
প্রাদাদিন্দ্রং পুনশ্চেদং বচনং তদভাষত॥ ৩৮

মহাশনিরুবাচ।

অদ্য প্রভৃত্যসৌ শিষ্য ইন্দ্রঃ স্যাদ্বরুণো গুরুঃ
শ্বশুরো মম যেন ত্বং মুক্তিমাপ্তোঽসি বাসব॥
তথা ত্বং ভৃত্যভাবেন বর্ত্তেথা বরুণং প্রতি।
নো চেদ্বদ্ধা পুনস্ত্বাং বৈ ক্ষেপ্স্যে চৈব রসাতলম্॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ।

এবং নির্ভর্ৎস্য তং শক্রং হসংশ্চাপি পুনঃপুনঃ
অব্রবীদ্ গচ্ছ গচ্ছেতি বরুণং চানুমন্ত্য তু॥৪১
স তু প্রাপ্তঃ স্বনিলয়ং লজ্জয়া কলুষীকৃতঃ।
পৌলোম্যাং প্রাহ তৎসর্ব্বং যত্তচ্ছক্রপরাভবম্

ইন্দ্র উবাচ।

এবমুক্তঃ কৃতশ্চৈব শক্রণাহং বরাননে।
নির্ব্বাপয়ামি যেন স্বমাত্মানং সুভগে বদ॥ ৪৩

ইন্দ্রাণ্যুবাচ।

দানবানামথোদ্ভূতিং শক্র মায়াং পরাভবম্।
বরদানং তথা মৃত্যুং জানেঽহং বলসূদন॥ ৪৪
তস্মাদ্‌যস্মাত্তস্য মৃত্যুরথবাপি পরাভবঃ।
জায়েত শৃণু তৎসর্ব্বং বক্ষ্যেঽহং প্রীতয়ে তব॥
হিরণ্যস্য সুতো বীরঃ পিতৃব্যস্য সুতো বলী।
তস্মান্মম স্যাৎ স ভ্রাতা বরদানাচ্চ দর্পিতঃ॥
ব্রহ্মাণং তোষয়ামাস তপসা নিয়মেন চ।
ঈদৃশং বলমাপন্নং তপসা কিং ন সিধ্যতি॥ ৪৭
তস্মাৎ ত্বয়া চিত্তরাগো বিস্ময়ো বা কথঞ্চন।
ন কার্য্যঃ শৃণু * তত্রেদং কার্য্যং যত্তু ক্রমাগতম্

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্তা তু পৌলোমী প্রাহেন্দ্রং বিনয়ান্বিতা॥

হৃদয় ভিন্ন হয় নাই কেন? ২৭—৩৭। ব্রহ্মা কহিলেন,—দৈত্যেশ্বর মহাশনি এই কথা কহিয়া মহাত্মা বরুণকে ইন্দ্রপ্রদানপূর্ব্বক পুনরায় এই কথা কহিলেন,—বাসব! তুমি যাহাদ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইলে, অদ্য হইতে মদীয় শ্বশুর সেই বরুণ তোমার গুরু হইলেন, এবং তুমি তাঁহার শিষ্য হইলে আর এখন হইতে তুমি বরুণের প্রতি ভৃত্যভাবে ব্যবহার করিবে। নচেৎ পুনরায় তোমাকে বন্ধন করিয়া রসাতলে নিক্ষেপ করিব। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই মহাশনি হাসিতে হাসিতে শক্রকে এই প্রকার বারম্বার ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বরুণের সম্বর্দ্ধনা করত ইন্দ্রকে "যাও, যাও" বলিয়া বিদায় দিল। সেই ইন্দ্র লজ্জাবশে কলুষীকৃত-চিত্তে নিজ নিলয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পৌলোমীসন্নিধানে শক্রকৃত সেই পরিভবের বিবরণ সমস্তই বর্ণন করিলেন। ইন্দ্র আরও কহিলেন,—হে বরাননে! আমি শক্র কর্ত্তৃক এইরূপ পূর্ব্বাক্যে ভর্ৎসিত ও পরিভূত হইয়াছি! সুভগে! আমার এই দুঃখানল কি প্রকারে নির্ব্বাপণ করিতে পারি, তুমি তাহা বল। ইন্দ্রাণী কহিলেন,—হে বলসূদন! আমি দানবদিগের উন্নতিহেতু, মায়া, পরাভবোপায়, বরলাভ ও মৃত্যু—সকলই জানি। অতএব যাহাতে তোমার শক্র সেই মহাশনির মৃত্যু অথবা পরাভব ঘটিতে পারে, আমি তাহা তোমার প্রীতি নিমিত্ত সমস্তই বলিতেছি, তুমি তাহা শুন। হিরণ্যদানবের পুত্র সেই বীর মহাশনি, আমার পিতৃব্যপুত্র; সুতরাং সে আমার ভ্রাতা। সে অতীব বলবান্। বিশেষতঃ সে তপস্যা ও নিয়মদ্বারা ব্রহ্মাকে তোষিত করিয়া ব্রহ্মার বরদানপ্রভাবে ঈদৃশ শক্তিশালী ও দর্পিত হইয়াছে। তপস্যা দ্বারা কি না সিদ্ধ হয়? অতএব তুমি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া কোনমতে বিকলচিত্ত বা বিস্ময়ান্বিত হইও না। ইহার ক্রমাগত প্রতিকারোপায় এই শুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—ইন্দ্রাণী এই বলিয়া

---

* "তস্মাত্ত্বয়া ন চিন্তাত্র কার্য্যা শক্র কদাচন। একাগ্রঃ শৃণু" ক্বচিদেবঞ্চ পাঠোঽস্তি।

ইন্দ্রাণ্যুবাচ।
নাসাধ্যমস্তি তপসো নাসাধ্যং যজ্ঞকর্ম্মণঃ।
নাসাধ্যং লোকনাথস্য বিষ্ণোর্ভক্ত্যা হরস্য চ॥
পুনশ্চেদং ময়া কান্ত শ্রুতমস্ত্যতিশোভনম্।
স্ত্রীণাং স্বভাবং জানন্তি স্ত্রিয় এব সুরাধিপ॥
তস্মাদ্ ভূমেস্তথা চাপাং নাসাধ্যং বিদ্যতে প্রভো।
তপো বা যজ্ঞকর্ম্মাদি তাভ্যামেব যতো ভবেৎ
তত্রাপি তীর্থভূতা তু যা ভূমিস্তাং ব্রজেদ্ভবান্
তত্র বিষ্ণুং শিবং পূজ্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি
শ্রুতমস্তি পুনশ্চেদং স্ত্রিয়ো যাশ্চ পতিব্রতাঃ।
তা এব সর্ব্বং জানন্তি ধৃতং তাভিশ্চরাচরম্॥৫৪
পৃথিব্যাং সারভূতং স্যাত্তন্মধ্যে দণ্ডকং বনম্॥
তত্র গঙ্গা জগদ্ধাত্রী তত্রেশং পূজয় প্রভো।
বিষ্ণুং বা জগতামীশং দীনার্ত্তার্ত্তিহরম্ বিভুম্
অনাথানামিহ নৃণাং মজ্জতাং দুঃখসাগরে।
হরো হরির্ব্বা গঙ্গা বা নান্যজ্জচ্ছরণং নহি॥৫৭
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তোষয়ৈতান্ সমাহিতঃ।
ভক্ত্যা স্তোত্রৈশ্চ তপসা কুরু চৈব ময়া সহ।
ততঃ প্রাপ্স্যসি কল্যাণমীশবিষ্ণুপ্রসাদজম্॥৫৮
অজ্ঞাত্বৈকগুণং কর্ম্ম ফলং দাস্যতি কর্ম্মিণঃ।
জ্ঞাত্বা শতগুণং তৎস্যাদ্ভার্য্যয়া চ তদক্ষয়ম্॥৫৯
পুংসঃ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু ভার্য্যেবেহ সহায়িনী।
স্বল্পানামপি কার্য্যাণাং নহি সিদ্ধিস্তয়া বিনা॥৬০
একেন যৎকৃতং কর্ম্ম তস্মাদর্দ্ধফলং ভবেৎ।
জায়য়া তু কৃতং নাথ পূর্ণফলং পুরুষো লভেৎ॥
তস্মাদেতৎ সুবিদিতমর্দ্ধো জায়া ইতি শ্রুতঃ॥
শ্রূয়তে দণ্ডকারণ্যে সরিচ্ছ্রেষ্ঠাসি গৌতমী।
অশেষাঘপ্রশমনী সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী॥৬৩
তস্মাদ্ গচ্ছ ময়া তত্র কুরু পুণ্যং মহাফলম্।

পুনরায় সবিনয়ে কহিলেন,—তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই, যজ্ঞানুষ্ঠানেরও অসাধ্য কোনও কর্ম্ম নাই। আর লোকনাথ বিষ্ণুর ও হরের প্রতি যে ভক্তি, তাহারও অসাধ্য কিছুই নাই। কান্ত! আরও আমি একটী অতি শোভন বিষয় শুনিয়াছি; স্ত্রীদিগের স্বভাব স্ত্রীরাই জানে। এজন্য হে সুরাধিপ! ভূমি এবং জলের অসাধ্যও কিছুই নাই। প্রভো! যেহেতু তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তাহাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও তীর্থভূতা যে ভূমি তাহাতেই আপনি গমন করুন, সেখানে বিষ্ণু ও শিবের পূজা করিয়া সর্ব্বকাম লাভ করিতে পারিবেন। আমার ইহাও শুনা আছে যে, যেসকল নারী পতিব্রতা, তাঁহারাই সুখ-দুঃখহেতু সমস্তই জানেন; তাঁহারাই এই চরাচর ধারণ করিয়া আছেন। প্রভো! পৃথিবীর মধ্যে দণ্ডক বনই সারভূত স্থান; তন্মধ্যে যেখানে মহানদী প্রবাহিতা, আপনি সেখানে মহেশ্বরের পূজা করুন, কিম্বা দীন আর্ত্তজনের আর্ত্তিহর জগদীশ্বর বিষ্ণুর পূজা করুন। ইহজগতে দুঃখসাগরে মগ্ন অনাথ নরগণের হরি, হর বা গঙ্গা ভিন্ন আর কিছুই অবলম্বন নাই। অতএব আপনি আমার সহিত সমাহিত-ভাবে ভক্তি সহকারে স্তুতি ও তপস্যা দ্বারা সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাঁদিগের সন্তোষ সাধন করুন। তাহা হইলেই ঈশ ও বিষ্ণুর প্রসাদজনিত কল্যাণলাভে সমর্থ হইবেন। ফল না জানিয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম, কর্ম্মীকে একগুণ ফল দান করে; ফল জানিয়া করিলে শতগুণ ফলদ হয়; আর ভার্য্যাসহ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্ম অক্ষয় ফলোৎপাদক হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যাই পুরুষদিগের সর্ব্বকর্ম্মে সহায়; সেই ভার্য্যা ব্যতীত স্বল্প কার্য্যেরও সিদ্ধি হয় না। পুরুষ একাকী কর্ম্ম করিলে অর্দ্ধ ফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু জায়া সহ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারে। সেই জন্যই "জায়াই পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ" এইরূপ শ্রুতি আছে। উহা আপনারও সুবিদিত। শুনা যায়,—দণ্ডকারণ্যে সরিদ্বরা গৌতমী বিদ্যমানা আছেন। সেই নদী অশেষাঘ প্রশমনী ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী। অতএব

ততঃ শত্রূন্ নিহত্যাজৌ মহৎ সুখমবাপ্স্যসি ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা স গুরুণা ভার্য্যয়া চ শতক্রতুঃ।
যযৌ গঙ্গাং জগদ্ধাত্রীং গৌতমীং চেতি বিশ্রুতাম্
দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থাং দৃষ্ট্বা তাং প্রীতিমান্ হরিঃ।
তপঃ কর্ত্তুং মনশ্চক্রে দেবদেবায় শম্ভবে ॥ ৬৬
গঙ্গাং নত্বা তু প্রথমং স্নাত্বা চ স কৃতাঞ্জলিঃ।
শিবৈকশরণো ভূত্বা স্তোত্রঞ্চেদং ততোঽব্রবীৎ
ইন্দ্র উবাচ।
স্বমায়য়া যো হ্যখিলং চরাচরং
সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
একঃ স্বতন্ত্রোঽদ্বয়চিৎসুখাত্মকঃ
স নঃ প্রসন্নোঽস্তু পিনাকপাণিঃ ॥ ৬৮
ন যস্য তত্ত্বং সনকাদয়োঽপি
জানন্তি বেদান্তরহস্যবিজ্ঞাঃ।
স পার্ব্বতীশঃ সকলাভিলাষ-
দাতা প্রসন্নোঽস্তু মমান্ধকারিঃ ॥ ৬৯
সৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ বিরিঞ্চিং
ভয়ঙ্করং চাস্য শিরোঽথ পশ্যৎ।
ছিত্ত্বা নখাগ্রৈর্নখসক্তমেত-
চ্চিক্ষেপ তস্মাদভবত্ত্রিবর্গঃ ॥ ৭০
পাপং দরিদ্রং ত্বথ লোভযাজ্ঞে
মোহো বিপচ্চেতি ততোঽপ্যনন্তম্।
জাতপ্রভাবং ভবদুঃখরূপং
বভূব তৈর্ব্যাপ্তমিদং সমস্তম্ ॥ ৭১
অবেক্ষ্য সর্ব্বং চকিতঃ সুরেশো
দেবীমবোচজ্জগদন্তমেতি।
ত্বং পাহি লোকেশ্বরি লোকমাত-
রুমে শরণ্যে সুভগে সুভদ্রে ॥ ৭২
জগৎপ্রতিষ্ঠে বরদে জয় ত্বং
ভুক্তিঃ সমাধিঃ পরমা চ মুক্তিঃ।
স্বাহা স্বধা স্বস্তিরনাদিসিদ্ধি-
গীর্বুদ্ধিরাসীরজরামরে ত্বম্ ॥ ৭৩

আমার সহিত আপনিও তথায় গমন করত মহাফলোৎপাদক পুণ্যানুষ্ঠান করুন। তাহা হইলেই যুদ্ধে শত্রুনিপাত করিয়া মহৎ সুখ লাভ করিতে পারিবেন। ৩৮—৬৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—শতক্রতু "তাহাই করিব" বলিয়া গুরু এবং ভার্য্যার সহিত সেই বিশ্রুতা জগদ্ধাত্রী গঙ্গা গৌতমী নদীতে গমন করিলেন। তিনি দণ্ডকারণ্য-মধ্যস্থা সেই গৌতমী নদীকে দেখিয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং দেবদেব শম্ভুর উদ্দেশে তপস্যা করিতে মন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া পরে তাহাতে স্নানান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবেকযুক্ত-চিত্তে এই স্তোত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৫—৬৭। ইন্দ্র কহিলেন,—যিনি নিজ মায়া দ্বারা অখিল চরাচরের সৃজন, পালন, ও লয় করেন, অথচ তাহাতে আসক্ত হয়েন না; সেই এক, স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়, চিৎস্বরূপ, সুখাত্মক, পিনাকপাণি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদান্তরহস্যবিজ্ঞ সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণও যাঁহার তত্ত্ব অবগত নহেন, সেই সকলাভিলাষদাতা, পার্ব্বতীশ অন্ধকারি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যে স্বয়ম্ভূ ভগবান্, বিরিঞ্চিকে সৃষ্টি করিয়া তদীয় ভয়ঙ্কর শির দর্শনে পুনঃ সেই শির নখাগ্রনিচয়ে ছেদনপূর্ব্বক সেই নখসংলগ্ন মুণ্ডটী পুনরায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ত্রিবর্গের উৎপত্তি হয়; ও অতি ক্লেশকর পাপ, দরিদ্রতা, লোভ, যাচ্ঞা, মোহ, বিপৎ ইত্যাদি অনন্ত সংসারদুঃখের উদ্ভব হয় এবং এই সকল দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুরেশ শিব এই সকল দেখিয়া তখন চকিত ভাবে দেবীকে বলিলেন,—হে সুভগে, সুভদ্রে, শরণ্যে, লোকেশ্বরি, লোকমাতঃ উমে! তুমি এই বিনাশোন্মুখ জগৎকে রক্ষা কর। হে জগৎপ্রতিষ্ঠে, অজরামরে, বরদে! তোমার জয় হউক; তুমিই সংসারে পরমা ভুক্তি, মুক্তি, সমাধি, স্বাহা, স্বধা, স্বস্তি, অনাদি, সিদ্ধি, বাক্ এবং বুদ্ধিরূপিণী। তুমিই মদীয় আজ্ঞানু-

বিদ্যাদিরূপেণ জগত্রয়ে ত্বং
রক্ষাং করোষ্যেব মদাজ্ঞয়া চ।
ত্বয়ৈব সৃষ্টং ভুবনত্রয়ং স্যাদ্-
যতঃ প্রকৃত্যৈব তথৈব চিত্রম্॥ ৭৪
ইত্যবমুক্তা দয়িতা হরেণ
সংশ্লেষসংলাপপরা বভূব
শ্রান্তা ভবস্যার্দ্ধতনৌ সুলগ্না
চিক্ষেপ চ স্বেদজলং করাগ্রৈঃ॥ ৭৫
তস্মাদ্বভূব প্রথমং স ধর্ম্মো
লক্ষ্মীরথো দানমথো সুবৃষ্টিঃ।
সত্ত্বং সুসম্পন্নধরং সরাংসি
ধান্যানি পুষ্পাণি ফলানি চৈব॥ ৭৬
সৌভাগ্যবস্তূনি বপুঃ সুবেষঃ
শৃঙ্গারভাজীনি মহৌষধানি।
নৃত্যানি গীতান্যমৃতং পুরাণং
শ্রুতিস্মৃতী নীতিরথান্নপানে॥ ৭৭
শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণি গৃহোপযোগ্যা-
ন্যস্ত্রাণি তীর্থানি চ কাননানি।
ইষ্টানি পূর্ত্তানি চ মঙ্গলানি
যানানি শুভ্রাভরণাসনানি॥ ৭৮

ভবাঙ্গসংসর্গ-সুসম্প্রহাস-
সুস্বেদসংলাপরহঃপ্রকারৈঃ।
তথৈব জাতং সচরাচরঞ্চ
অপাপকং দেবি ততশ্চ জাতম্॥ ৭৯
সুখং প্রভূতঞ্চ শুভঞ্চ নিত্যং
বিরাজি চৈতত্তব দেবি ভাবম্।
তস্মাত্তু মাং রক্ষ জগজ্জনিত্রি
ভীতং ভয়েভ্যো জগতাং প্রধানে॥ ৮০
একে তর্কৈর্বিমুহ্যন্তি লীয়ন্তে তত্র চাপরে।
শিবশক্ত্যোস্তদাদ্বৈতং সুন্দরং নৌমি বিগ্রহম্

ব্রহ্মোবাচ।

এবং তু স্তবতস্তস্য পুরস্তাদভবচ্ছিবঃ॥ ৮২

শিব উবাচ।

কিমভীষ্টং বরয়সে হরে বদ পরায়ণম্॥ ৮৩

ইন্দ্র উবাচ।

বলবান্মে রিপুশ্চাসীদ্দর্শনৈশ্চ শনির্যথা।
তেন বদ্ধস্তলং নীতঃ পরিভূতস্ত্বনেকধা॥ ৮৪

সারে এই জগত্রয়ে রক্ষা বিধান করিতেছ। ভুবনত্রয় তোমা কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি স্বভাবতই বিচিত্র রূপিণী। হর এই কথা কহিল তদীয় দয়িতা দেবী—আপনি হরদেহে সংশ্লিষ্টা হইয়া সংলাপপরায়ণা হইলেন, এবং শ্রান্ত হইয়া করাগ্র দ্বারা স্বেদজল মার্জ্জন করত নিক্ষেপ করিলেন। সেই স্বেদজল হইতে প্রথমে ধর্ম্ম, পরে লক্ষ্মী, অনন্তর দান, তারপর সুবৃষ্টি, পশ্চাৎ নানাগুণধর বিবিধ জন্তু, শেষে নানাবিধ সরোবর, ধান্য, পুষ্প, ফল, সৌভাগ্যবস্তু, সুবেশ বপু, শৃঙ্গারসাধন মহৌষধ, নৃত্য, গীত, অমৃত, পুরাণশাস্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, নীতি, অন্ন, পানীয়, শস্ত্র, শাস্ত্র, অস্ত্র, গৃহোপকরণ, তীর্থ, কানন, ইষ্টাপূর্ত্ত, মঙ্গলকর বিষয় সকল, যান, শুভ্র আভরণ, এবং আসন এই সকল উৎপন্ন হইল। হে দেবি! সেই সময়ে ভবাঙ্গ-সঙ্গ-জনিত পরমানন্দে ও পরস্পর গুপ্তালাপে আপনার সেই স্বেদজল হইতে সচরাচর যাবতীয় অপাপ বিষয় নিচয় জন্মিয়াছিল এবং আপনার সেই সাত্বিক ভাবহেতুই সমুৎপন্ন প্রভূত সুখ ও শুভ সমস্ত বিরাজমান দেখা যায়। হে জগৎপ্রধানে, জগজ্জনিত্রি! আপনিই সর্ব্বসুখের নিদান বলিয়া ভীত আমাকে ভয় হইতে রক্ষা করুন। কেহ কেহ তর্ক দ্বারা বিমুগ্ধ হয়েন, কেহ বা তোমাতেই লীন হইয়া থাকেন, অতএব আমি শিব শক্তির সেই অদ্বৈত সুন্দর বিগ্রহকেই নমস্কার করি।৬৮—৮১। ব্রহ্মা কহিলেন,—ইন্দ্র এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে তদীয় পুরোভাগে শিব আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে হরে ইন্দ্র! তুমি কি অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছ? সেই বাঞ্ছিত বিষয় বল। ইন্দ্র কহিলেন,—শনি যেমন দর্শন মাত্রেই সকলকে পরিভূত করেন,

বাক্‌সায়কৈস্তথা বিদ্ধস্তদ্বধায় ত্বিয়ং কৃতিঃ ॥৮৫
তদর্থং জগতামীশ যেন জেষ্যে রিপুং প্রভো
তদেব দেহি বীর্য্যং মে যচ্চান্যদ্রিপুনাশনম্‌ ॥৮৫
জাতঃ পরাভবো যস্মাত্তদ্বিনাশে কৃতে সতি।
পুনর্জাতমহং মন্যে বরং কীর্ত্তিজয়শ্রিয়োঃ ॥ ৮৬

ব্রহ্মোবাচ।

স শিবঃ শক্রমাহেদং ন ময়ৈকেন তে রিপুঃ।
বধমাপ্নোতি তস্মাত্ত্বং বিষ্ণুমপ্যব্যয়ং হরিম্‌ ॥৮৭
আরাধয়স্ব পৌলোম্যা সহ দেবং জনার্দ্দনম্‌।
লোকত্রয়ৈকশরণং নারায়ণমনন্যধীঃ ॥ ৮৮
ততঃ প্রাপ্স্যসি তস্মাচ্চ মত্তশ্চাপি প্রিয়ং হরে।
পুনশ্চোবাচ ভগবানাদিকর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥ ৮৯
মন্ত্রাভ্যাসস্তপো বাপি যোগাভ্যাসনমেব চ।
সঙ্গমে যত্র কুত্রাপি সিদ্ধিদং মুনয়ো বিদুঃ ॥ ৯০
কিং পুনঃ সঙ্গমে বিপ্র গৌতমীসিন্ধুফেনয়োঃ।
গিরীণাং গহ্বরে যদ্বা সরিতামথ সঙ্গমে ॥ ৯১
বিপ্রো ধিয়ৈব ভবতি মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিবিষ্টয়া।
গঙ্গায়া দক্ষিণে তীর আপস্তম্বো মুনীশ্বরঃ ॥৯২
আস্তে তস্যাপ্যহং তোষমগমং বলসূদন।
তেন ত্বং ভার্য্যয়া চৈব তোষয়স্ব গদাধরম্‌ ॥ ৯৩

ব্রহ্মোবাচ।

আপস্তম্বেন সহিতো গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে।
তুষ্টাব দেবং প্রযতঃ স্নাত্বা পুণ্যেঽথ সঙ্গমে ॥
ফেনায়াশ্চৈব গঙ্গায়াস্তত্র দেবং জনার্দ্দনম্‌।
বৈদিকৈর্বিবিধৈর্ম্মন্ত্রৈস্তপসাতোষয়ত্তদা ॥ ৯৫
ততস্তুষ্টোঽভবদ্বিষ্ণুঃ কিং দেয়ং চেত্যভাষত।
দেহি মে শত্রুহন্তারমিত্যাহ ভর্গবান্ হরিঃ ॥
দত্তমিত্যেব জানীহি তমুবাচ জনার্দ্দনঃ ॥ ৯৬

তদ্রূপ মহাশনি নামে আমার এক মহাবল শত্রু আছে। আমি তৎকর্ত্তৃক সংগ্রামে বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত এবং নানা প্রকারে পরিভূত ও বাক্‌সায়কে বিদ্ধ হইয়াছি; তাহার বধের জন্যই আমার এই উপক্রম। হে জগদীশ! তজ্জন্য বলিতেছি, আমি যাহাতে সেই রিপুকে জয় করিতে পারি, প্রভো! আমাকে তাদৃশ-বীর্য্য প্রদান করুন এবং রিপুনাশন অন্য বিধানও যাহা হয় আদেশ করুন। আমি যাহা হইতে তাদৃশ পরাভব পাইয়াছি, সেই শত্রুর বিনাশ হইলে আমাকে পুনর্জাত বলিয়াই মনে করিব। আপনি আমার কীর্ত্তি ও জয়শ্রীজনক বর প্রদান করুন! ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই শিব শক্রকে এই কথা কহিলেন যে, তোমার সেই রিপু একাকী আমার দ্বারা বধ প্রাপ্ত হইবে না। অতএব তুমি অনন্যচিত্তে পৌলোমীর সহিত অব্যয় হরি জনার্দ্দন লোকত্রয়ৈকশরণ নারায়ণ দেব বিষ্ণুকে আরাধনা কর, তাহা হইলে হে হরে! সেই দেব হইতে ও আমা হইতে তোমার প্রিয় প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইবে। আদিকর্ত্তা মহেশ্বর ভগবান্ হর এই বলিয়া পুনরায় কহিলেন,—যে কোনও নদীসঙ্গমেই মন্ত্রাভ্যাস তপস্যা বা যোগাভ্যাস সিদ্ধিপ্রদ হয়। মুনিগণ ইহা জ্ঞাত আছেন। হে বিপ্র, ইন্দ্র! গৌতমী ও সিন্ধুফেন-সঙ্গমে, গিরিগহ্বরে, কিম্বা অন্য সরিৎসঙ্গমে এই সকল কর্ম্ম করিলে যে আশু সিদ্ধলাভ ঘটে, তাহা আর কি বলিব? বিপ্র ব্যক্তি মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিবিষ্ট বুদ্ধি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকেন। গঙ্গার দক্ষিণতীরে আপস্তম্ব নামে এক মুনীশ্বর আছেন। হে বল-সূদন! আমি তাঁহার প্রতিও তুষ্ট হইয়াছিলাম! তুমি তোমার ভার্য্যা ও সেই মুনিবরসহ গঙ্গাধরের সন্তোষ সাধন কর।৮৫—৯২। ব্রহ্মা কহিলেন,—শিবের আদেশ অনুসারে ইন্দ্র তখন গঙ্গার দক্ষিণতটে যাইয়া ফেনা ও গঙ্গার সেই পুণ্য সঙ্গমস্থলে আপস্তম্বের সহিত মিলিত হইয়া স্নানপূর্ব্বক প্রযতভাবে বিবিধ বৈদিক মন্ত্র, তপস্যা ও স্তব দ্বারা দেব জনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া "কি বর দিব?" এই কথা কহিলে, ভগবান হরি ইন্দ্রে "আমাকে শত্রুনাশক্ষমতা দান করুন" এই কথা কহিলেন।

তত্রাভবচ্ছিবস্তৈব গঙ্গাবিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ।
অন্তসা পুরুষো জাতঃ শিববিষ্ণুস্বরূপধৃক্ ॥৯৭
চক্রপাণিঃ শূলধরঃ স গত্বা তু রসাতলম্।
নিজঘান তদা দৈত্যমিন্দ্রশত্রুং মহাশনিম্ ॥৯৮
সখাভবৎ স চেন্দ্রস্য অব্জকঃ স বৃষাকপিঃ।
দিবিস্থোঽপি সদা চেন্দ্রস্তমন্বেতি বৃষাকপিম্॥
কুপিতা প্রণয়েনাভূদন্যাসক্তং বিলোক্য তম্।
শচীং তাং সান্ত্বয়ন্নাহ শতমন্যুর্হসন্নিদম্ ॥১০০

ইন্দ্র উবাচ।

নাহমিন্দ্রাণি শরণমৃতে সখ্যুর্বৃষাকপেঃ।
বারি বাপি হবির্যস্য অগ্নেঃ প্রিয়করং সদা॥
নাহমন্যত্র গন্তাস্মি প্রিয়ে চাঙ্গেন তে শপে।
তস্মান্নার্হসি মাং বক্তুং শঙ্কয়ান্যত্র ভামিনি॥
পতিব্রতা প্রিয়া মে ত্বং ধর্ম্মে মন্ত্রে সহায়িনী।
সাপত্যা চ কুলীনা চ ত্বত্তোঽন্যা কা প্রিয়া মম
যস্মাত্তবোপদেশেন গঙ্গাং প্রাপ্য মহানদীম্।
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোর্ব্বৈ চক্রপাণিনঃ॥
তথা শিবস্য দেবস্য প্রসাদাচ্চ বৃষাকপেঃ।
জলোদ্ভবাচ্চ মে মিত্রাদক্তকাল্লোকবিশ্রুতাৎ॥
উত্তীর্ণদুঃখঃ সুভগে ইত ইন্দ্রোঽহমচ্যুতঃ।
কিং ন সাধ্যং যত্র ভার্য্যা ভর্ত্তৃচিত্তানুগামিনী॥
দুষ্করা তত্র নো মুক্তিঃ কিন্ত্বর্থাদিত্রয়ং শুভে।
জায়ৈব পরমং মিত্রং লোকদ্বয়হিতৈষিণী॥১০৭

সা চেৎ কুলীনা প্রিয়ভাষিণী চ
পতিব্রতা রূপবতী গুণাঢ্যা।
সম্পৎসু চাপৎসু সমানরূপা
তয়া হ্যসাধ্যং কিমিহ ত্রিলোক্যাম্॥১০৮

তস্মাত্তব ধিয়া কান্তে মমেদং শুভমাগতম্।
ইতস্তবোদিতং চৈব কর্ত্তব্যং নান্যদস্তি মে॥১০৯

তদুত্তরে জনার্দ্দন তাঁহাকে "দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই জান" এই কথা বলিলেন। পরে সেই স্থানেই শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে সেই জলে চক্রপাণি ও শূলধারী শিব-বিষ্ণু-স্বরূপ এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ তখনই রসাতলে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রশত্রু সেই মহাশনি দৈত্যকে হনন করিল। সেই পুরুষের নাম হইল—বৃষাকপি এবং অপ হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া অব্জক। সেই অব্জক বৃষাকপি ইন্দ্রের সখা হইল। ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়াও সতত সেই বৃষাকপির অনুগমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে শচী দেবী ইন্দ্রকে অন্যাসক্ত বিবেচনায় প্রণয়বশতঃ কুপিতা হইলেন। শতমন্যু ইন্দ্র তখন সেই শচীকে হাসিতে হাসিতে এইরূপ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ৯৩-১০০।

ইন্দ্র কহিলেন,—ইন্দ্রাণি! আমি সখা বৃষাকপি ব্যতীত আর কাহারও শরণ লই নাই। অগ্নির যেমন জল ও হবিঃ উভয়ই অত্যন্ত প্রীতিকর, বৃষাকপিও আমার তদ্রূপ। আমি আর কোথাও যাই না; তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। অতএব হে ভামিনি! তুমি বৃথা শঙ্কা বশতঃ আমাকে কিছুই বলিও না। তুমি পতিব্রতা, আমার প্রিয়া; ধর্ম্মে ও মন্ত্রণা ব্যাপারে তুমিই আমার সহায়। তুমি সাপত্যা ও কুলীনা; তোমা অপেক্ষা আমার আর কোন্ রমণী প্রিয়া হইবে? যেহেতু তোমারই উপদেশে মহানদী গঙ্গাতে গমনপূর্ব্বক দেবদেব চক্রপাণি বিষ্ণুর এবং দেব শিবের ও জলোদ্ভব লোকবিশ্রুত মিত্র বৃষাকপির প্রসাদে উত্তীর্ণদুঃখ হইয়া এক্ষণে আমি অচ্যুত ইন্দ্র হইয়াছি। সুভগে! ভর্ত্তৃচিত্তানুগামিনী ভার্য্যা যেখানে বিদ্যমান, তথায় কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকে? শুভে! যদিও মুক্তিলাভ আমাদিগের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু অর্থাদিত্রয় (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,) সুলভই বটে। লোকদ্বয়হিতৈষিণী জায়াই পরম মিত্র। সেই ভার্য্যা যদি কুলীনা, প্রিয়ভাষিণী, পতিব্রতা, রূপবতী ও সম্পদ্-আপদ্ উভয়কালে সমানরূপা গুণাঢ্যা হয়, তবে সেই ভার্য্যা দ্বারা এই ত্রিলোকীমধ্যে কি অসাধ্য থাকে? তুমি আমার উক্তরূপা ভার্য্যা বলিয়াই হে কান্তে! তোমার বুদ্ধিবশতঃ আমার শুভসমাগম ঘটিয়াছে। এখন হইতে তুমি যাহা

পরলোকে চ ধর্ম্মে চ সৎপুত্রসদৃশং ন চ।
আর্ত্তস্য পুরুষস্যেহ ভার্য্যাবদ্ভেষজং ন হি ॥১১০
নিঃশ্রেয়সপদপ্রাপ্ত্যৈ তথা পাপস্য মুক্তয়ে।
গঙ্গয়া সদৃশং নাস্তি শৃণু চান্যদ্বরাননে ॥১১১
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্তয়ে পাপমুক্তয়ে।
শিববিষ্ণোরনন্যত্বজ্ঞানান্নান্যত্র মুক্তয়ে ॥১১২
তস্মাত্তব ধিয়া সাধ্বি সর্ব্বমেতন্মনোগতম্।
অবাপ্তঞ্চ শিবাদ্বিষ্ণোর্গঙ্গায়াশ্চ প্রসাদতঃ ॥
ইন্দ্রত্বং মে স্থিরং চেতো মন্যে মিত্রবলাৎ পুনঃ
বৃষাকপির্ম্মম সখা যো জাতস্ত্বপ্সু ভামিনি।
ত্বঞ্চ প্রিয়সখী নিত্যং নান্যৎ প্রিয়তরং মম ॥
তীর্থানাং গৌতমী গঙ্গা দেবানাং হরিশঙ্করৌ
যস্মাদেভ্যঃ প্রসাদেন সর্ব্বং চেপ্সিতমাপ্তবান্ ॥
মম প্রীতিকরং চেদং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
তস্মাদেতদ্ধি যাচিষ্যে দেবান্ সর্ব্বাননুক্রমাৎ ॥
অনুমন্যন্তু ঋষয়ো গঙ্গা চ হরিশঙ্করৌ।
ইন্দ্রেশ্বরে চাজকে চ উভয়োস্তীরয়োঃ সুরাঃ ॥
একত্র শঙ্করো দেবো হ্যপরত্র জনার্দ্দনঃ।
পাবয়ন্ দণ্ডকারণ্যং সাক্ষাদ্বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ ॥১১৯
অন্তরে যানি তীর্থানি সর্ব্বপুণ্যপ্রদানি চ।
অত্র তু স্নানমাত্রেণ সর্ব্বে তে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥
পাপিষ্ঠাঃ পাপতো মুক্তিমাপ্নুয়ুর্যে চ ধর্ম্মিণঃ।
তেষাং তু পরমা মুক্তিঃ পিতৃভিঃ পঞ্চপঞ্চভিঃ।
অত্র কিঞ্চিচ্চ যে দদ্যুরর্থিভ্যস্তিলমাত্রকম্।
দাতৃভ্যো হ্যক্ষয়ং তৎ স্যাৎ কামদং মোক্ষদং তথা ॥ ১২১
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যমারোগ্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
আখ্যানং বিষ্ণুশম্ভোশ্চ জ্ঞাত্বা স্নানাচ্চ মুক্তিদম্

বলিবে, তাহাই করিব। অন্য কিছুই কর্ত্তব্য নাই। পরলোকে এবং ধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে সৎপুত্র সদৃশ অপর কিছুই নাই; আর ইহলোকে আর্ত্ত পুরুষের ভার্য্যা-বৎ অন্য কোন ভেষজ নাই। ১০১—১১০। নিশ্রেয়স পদপ্রাপ্তি ও পাপমুক্তি বিষয়ে গঙ্গার সদৃশ নাই। হে বরাননে! আরও শুন। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের প্রাপ্তি এবং পাপ-মুক্তি ও মুক্তিলাভ বিষয়ে শিব ও বিষ্ণুর অনন্যত্ব বোধ অপেক্ষা আর কিছুই নাই। এই জন্যই হে সাধ্বি! তোমার বুদ্ধি অনু-সারেই শিব, বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে আমার মনোগত এই সকল প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। হে ভামিনি! যিনি জলে জন্মিয়াছেন সেই হিতৈষী সখা বৃষাকপির বলে, বোধ হয়—এখন হইতে আমার ইন্দ্রত্বও স্থির থাকিবে। ফলতঃ সেই সখা বৃষাকপি এবং প্রিয় সখী তুমি—তোমরা দুইজন ব্যতীত আমার আর কিছুই প্রিয়তর নাই। আর তীর্থ-সমূহমধ্যে গৌতমী গঙ্গা এবং দেবগণ মধ্যে হরি ও শঙ্করই আমার সমধিক প্রীতিকর; যেহেতু, ইহাঁদিগের প্রসাদেই আমি সর্ব্ব বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত তীর্থও আমার অতীব প্রীতিজনক। এজন্য সমস্ত দেবগণসন্নিধানে যথাক্রমে ইহার মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রার্থনা করিব। ঋষি-গণ, গঙ্গা, হরি, শঙ্কর—সকলেই আমার প্রার্থনা অনুমোদন করুন। ইন্দ্রেশ্বরে ও অজক তীর্থে—সুরগণ বাস করুন; আর উহাদের একত্র (ইন্দ্রেশ্বর) দেব শঙ্কর ও অপরত্র (অজক তীর্থে) জনার্দ্দন ত্রিবিক্রম বিষ্ণু দণ্ডকারণ্য পবিত্র করত সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকুন। ইহার মধ্যে সর্ব্বপুণ্য-প্রদ আর আর তীর্থ সকল অবস্থান করুক। ঐ সমস্ত তীর্থে স্নান মাত্রেই যেন সকলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে; আর যাহারা ধার্ম্মিক তাহাদিগের (পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী) পঞ্চ পঞ্চ পুরুষের সহিত যেন পরমা মুক্তি লাভ হয়। এই তীর্থক্ষেত্রে অর্থিজনে কিঞ্চিন্মাত্র—তিলপ্রমাণও দান করিলে, তাহাই দাতাদিগের পক্ষে অক্ষয় —কামপ্রদ ও মোক্ষসাধক হইবে। বিষ্ণু ও শম্ভু বিষয়ক এই উপাখ্যান ধনপ্রদ, আয়ুষ্য, যশস্ক, আরোগ্যকর; ইহা জানিয়া

অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
পুণ্যভাজো ভবেয়ুস্তে তেভ্যোঽত্রৈব
স্মৃতির্ভবেৎ॥ ১২৩
শিববিষ্ণোরশেষাঘসঙ্ঘবিচ্ছেদকারিণী।
যাং প্রার্থয়ন্তি মুনয়ো বিজিতেন্দ্রিয়মানসাঃ॥১২৪
ব্রহ্মোবাচ।
ভবিষ্যত্যেবমেবেতি তং দেবা ঋষয়োঽব্রুবন্।
গৌতম্যা উত্তরে পারে তীর্থানাং মোক্ষদায়িনাম্
দেবর্ষিসিদ্ধসেব্যানাং সহস্রাণ্যথ সপ্ত বৈ।
তথৈব দক্ষিণে তীরে তীর্থান্যেকাদশৈব তু॥
অন্তকং হৃদয়ং প্রোক্তং গোদাবর্য্যা মুনীশ্বরৈঃ
বিশ্রামস্থানমীশস্য বিষ্ণোর্ব্রহ্মণ এব চ॥ ১৩৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ইন্দ্রেশ্বরাদিতীর্থবর্ণনমেকোন-
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৯॥

এই তীর্থে স্নান করিলে মুক্তি প্রাপ্তি হয়। যাহারা এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহারা অতিশয় পুণ্যভাগী হয়, এবং ইহকালেই তাহাদিগের—যাহা বিজিতেন্দ্রিয়মানস মুনিগণ প্রার্থনা করেন, শিব বিষ্ণু সম্বন্ধীয় সেই অশেষাঘসঙ্ঘবিচ্ছেদকারিণী স্মৃতি নিরন্তর বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন,—ইন্দ্রের এবম্বিধ প্রার্থনায় দেবগণ ও ঋষিবর্গ—তাঁহাকে "এইরূপই হইবে" এই কথা কহিলেন। ঐ স্থানে গৌতমীর উত্তর পারে মোক্ষদায়ী দেব-ঋষি-সিদ্ধ-সেব্য সপ্ত সহস্র তীর্থ ও দক্ষিণ তীরে একাদশটী তীর্থ বিরাজমান আছে। ঐ সকলের মধ্যে অন্তক তীর্থই গোদাবরীর হৃদয় বলিয়া মুনীশ্বরগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। উহা বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার বিশ্রামস্থান।১১১—১৩৭।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৯।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
আপস্তম্বমিতি খ্যাতং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
স্মরণাদপ্যশেষাঘসঙ্ঘবিধ্বংসনক্ষমম্॥ ১
আপস্তম্বো মহাপ্রাজ্ঞো মুনিরাসীন্মহাযশাঃ।
তস্য ভার্য্যাক্ষসূত্রেতি পতিধর্ম্মপরায়ণা॥ ২
তস্য পুত্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ কর্কিনামাথ তত্ত্ববিৎ।
তস্যাশ্রমমনুপ্রাপ্তো হ্যগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ॥ ৩
তমগস্ত্যং পূজয়িত্বা আপস্তম্বো মুনীশ্বরঃ।
শিষ্যৈরনুগতো ধীমাংস্তং প্রষ্টুমুপচক্রমে॥ ৪
আপস্তম্ব উবাচ।
ত্রয়াণাং কো নু পূজ্যঃ স্যাদ্দেবানাং মুনিসত্তম
ভুক্তির্মুক্তিশ্চ কস্মাদ্বা স্যাদনাদিশ্চ কো ভবেৎ
অনন্তশ্চাপি কো বিপ্র দেবানামপি দৈবতম্।
যজ্ঞৈঃ ক ইজ্যতে দেবঃ কো বেদেষনুগীয়তে
এতং মে সংশয়ং ছেত্তুং বদাগস্ত্য মহামুনে॥

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আপস্তম্ব নামে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ আছে, উহা স্মৃতমাত্রেই অশেষ অঘ-বিধ্বংসনক্ষম। আপস্তম্ব নামে মহাযশা মহাপ্রাজ্ঞ এক মুনি ছিলেন। তাঁহার অক্ষসূত্রা নামে পতিধর্ম্মপরায়ণা ভার্য্যা ছিল এবং কর্কিনামে এক তত্ত্ববিৎ মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র ছিল। একদা সেই আপস্তম্বের আশ্রমে মুনিসত্তম অগস্ত্য উপস্থিত হয়েন। মুনীশ্বর ধীমান্ আপস্তম্ব শিষ্যগণ সহ সেই অগস্ত্যকে পূজাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিসত্তম! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে পূজ্য? ভুক্তি ও মুক্তি কাহা হইতে লাভ হয়? আর কেইবা অনাদি? হে বিপ্র! অনন্তই বা কে? দেবতাদিগেরও দেবতাস্বরূপ কে? যজ্ঞদ্বারা কে আরাধিত হয়েন? বেদেই বা কে অনুগীত হইয়া থাকেন? হে মহামুনে, অগস্ত্য! আমার সংশয় ছেদনার্থ আপনি এই সকল প্রশ্নের

অগস্ত্য উবাচ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রমাণং শব্দ উচ্যতে ।
তত্রাপি বৈদিকঃ শব্দঃ প্রমাণং পরমং মতঃ ॥ ৭
বেদেন গীয়তে যস্তু পুরুষঃ স পরাৎপরঃ ।
মৃতোঽপরঃ স বিজ্ঞেয়ো হ্যমৃতঃ পর উচ্যতে ॥ ৮
যোঽমূর্ত্তঃ স পরো জ্ঞেয়ো হ্যপরো মূর্ত্ত উচ্যতে
গুণাভিব্যাপ্তিভেদেন মূর্ত্তোঽসৌ ত্রিবিধো ভবেৎ ॥ ৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি এক এব ত্রিধোচ্যতে ।
ত্রয়াণামপি দেবানাং বেদ্যমেকং পরং হি তৎ ॥
একস্য বহুধা ব্যাপ্তির্গুণকর্ম্মবিভেদতঃ ।
লোকানামুপকারার্থমাকৃতিত্রিতয়ং ভবেৎ ॥ ১১
যস্তত্ত্বং বেত্তি পরমং স চ বিদ্বান্ন চেতরঃ ।
তত্র যো ভেদমাচষ্টে লিঙ্গভেদী স উচ্যতে ॥
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি যশ্চৈষাং ব্যাহরেদ্ভিদম্
ত্রয়াণামপি দেবানাং মূর্ত্তিভেদঃ পৃথক্পৃথক্ ॥
বেদাঃ প্রমাণং সর্ব্বত্র সাকারেষু পৃথক্পৃথক্ ।
নিরাকারশ্চ যত্ত্বেকং তত্ত্বেভ্যঃ পরমং মতম্ ॥

আপস্তম্ব উবাচ ।

নানেন নির্ণয়ঃ কশ্চিন্ময়াত্র বিদিতো ভবেৎ ।
তত্রাপ্যত্র রহস্যং যত্তদ্বিমৃশ্যাশু কীর্ত্ত্যতাম্ ॥
নিঃসংশয়ং নির্ব্বিকল্পং ভাজনং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এতদাকর্ণ্য ভগবানগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৬

অগস্ত্য উবাচ ।

যদ্যপ্যেষাং ন ভেদোঽস্তি দেবানান্তু পরস্পরম্
তথাপি সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছিবাদেব সুখাত্মনঃ ॥
প্রপঞ্চস্য নিমিত্তং যত্তজ্জ্যোতিশ্চ পরং শিবঃ ।
তমেব সাধয় হরং ভক্ত্যা পরময়া মুনে ॥ ১৮
গৌতম্যাং সকলাঘৌঘসংহর্ত্তা দণ্ডকে বনে । *

উত্তর করুন। অগস্ত্য কহিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ সম্বন্ধে শব্দই পরম প্রমাণ বলিয়া উক্ত হয়। তন্মধ্যে আবার বৈদিক শব্দই পরম প্রমাণ বলিয়া অভিমত। সেই শব্দাত্মক বেদে যে পুরুষ গীত হয়েন, তিনি পরাৎপর; যিনি মৃত (মরণশীল), তিনি অপর এবং যিনি অমৃত (মরণশীল নহেন), তিনি পর শব্দে উক্ত হয়েন। যিনি অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিহীন), তিনি পর এবং যিনি মূর্ত্ত (মূর্ত্তিমান্), তিনি অপর বলিয়া উক্ত হয়েন; ইহা জানিবে। গুণত্রয়ের অভিব্যক্তিভেদে সেই মূর্ত্তপুরুষ ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। সেই এক পুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন প্রকারে উক্ত হইয়া থাকেন। এই তিন দেবতারই সেই এক পরপুরুষ বেদ্য। গুণ ও কর্ম্মের ভেদবশতঃ সেই এক পুরুষের বহুধা ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। লোকত্রয়ের উপকারার্থ ই আকৃতিত্রয় হইয়া থাকে। যিনি এই পরম তত্ত্ব জানেন, তিনিই বিদ্বান্, অপরে নহে। এবিষয়ে যে ব্যক্তি ভেদবাদী, সে লিঙ্গভেদী বলিয়া উক্ত হয়। যে জন ইহাঁদিগের ভেদ উল্লেখ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই দেবত্রয়ের মূলতঃ একত্ব হইলেও, পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিভেদ মাত্র আছে। পৃথক্ পৃথক্ সাকার মূর্ত্তি সকলের বিষয়ে বেদ সকলই প্রমাণ। আর যাহা এক (অখণ্ড), নিরাকার, তাহা সর্ব্বতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপিত। ১—১৪। আপস্তম্ব কহিলেন,—আপনার এই উপদেশে আমার কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত বিদিত হইল না। এবিষয়ে যাহা নিঃসংশয়, নির্ব্বিকল্প ও সর্ব্বসম্পদের পাত্রভূত, সেই রহস্য বিষয় বিবেচনা করিয়া সত্বর কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবান্ অগস্ত্য এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—যদিও এই দেবত্রয়ের পরস্পর ভেদ নাই বটে, তথাপি সুখাত্মা শিব হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহা এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের নিমিত্ত কারণ, শিবই সেই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। হে মুনে! তুমি পরম ভক্তিসহকারে সেই

---

* কচিদতঃ পরং—"ব্রহ্মোবাচ "এবমুক্ত্বা মুনের্বাক্যং পরাং প্রীতিমুপাগতঃ।" ইত্যেবং পাঠঃ।

ভুক্তিদো মুক্তিদঃ পুংসাং সাকারোঽথ নিরাকৃতিঃ॥
সৃষ্ট্যাকারস্ততঃ শক্তঃ পালনাকার এব চ।
দাতা চ হন্তি সর্ব্বং যো যস্মাদেতৎ সমাপ্যতে
ব্রহ্মাকৃতিঃ কর্ত্তৃরূপা বৈষ্ণবী পালনী তথা।
রুদ্রাকৃতির্নিহন্ত্রী সা সর্ব্ববেদেষু পঠ্যতে॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং পরাং প্রীতিমুপাগতঃ।
আপস্তম্বস্তদা গঙ্গাং গত্বা স্নাত্বা যতব্রতঃ।
তুষ্টাব শঙ্করং দেবং স্তোত্রেণানেন নারদ॥২২

আপস্তম্ব উবাচ।

কাষ্ঠেষু বহ্নিঃ কুসুমেষু গন্ধো
বীজেষু বৃক্ষাদি দৃষৎসু হেম।
ভূতেষু সর্ব্বেষু তথাস্তি যো বৈ
তং সোমনাথং শরণং ব্রজামি॥ ২৩
যো লীলয়া বিশ্বমিদঞ্চকার
ধাতা বিধাতা ভুবনত্রয়স্য।
যো বিশ্বরূপঃ সদসৎপরো যঃ
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি॥ ২৪
যং স্মৃত্বা দারিদ্র্যমহাভিশাপ-
রোগাদিভির্ন স্পৃশতে শরীরী।
যমাশ্রিতাশ্চেপ্সিতমাপ্নুবন্তি
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি॥ ২৫
যেন ত্রয়ীধর্ম্মমবেক্ষ্য পূর্ব্বং
ব্রহ্মাদরান্তত্র সমীহিতাশ্চ। *
এবং দ্বিধা যেন কৃতং শরীরং
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি॥ ২৬
যস্মৈ নমো গচ্ছতি মন্ত্রপূতং
হুতং হবির্ব্বা চ কৃতা চ পূজা।
দত্তং হবির্যেন সুরা ভজন্তে
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি॥ ২৭
যস্মাৎ পরং নান্যদস্তি প্রশস্তং
যস্মাৎ পরং নৈব সুসূক্ষ্মমস্তৎ।

হয়েরই সাধন কর। সকলাঘৌঘসংহর্ত্তা সেই শিব দণ্ডকারণ্যে গৌতমী নদীতে (বিশেষভাবে) বিরাজিত আছেন। তিনিই ভুক্তিপ্রদ, তিনিই মুক্তিদ, তিনিই সাকার অথচ নিরাকার। তিনিই শক্তিমান্ হইয়া—সৃষ্ট্যাকার, দাতারূপে পালনাকার ও সকলের সমাপ্তিস্থান কালরূপে সংহারাকার হইয়া থাকেন। তিনি কর্ত্তারূপে ব্রহ্মা, পালকরূপে বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে সংহর্ত্তা। সর্ব্ববেদে এইরূপ পঠিত হয়। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ! অগস্ত্যমুনির এই বাক্য শ্রবণে আপস্তম্ব পরমা প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; সেই মুনি তখনই গঙ্গায় গমনপূর্ব্বক যতব্রত হইয়া স্নান করত দেব শঙ্করকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫—২২। আপস্তম্ব কহিলেন,—যিনি কাষ্ঠে বহ্নি, কুসুমে গন্ধ, বীজে বৃক্ষাদি, পর্ব্বত মধ্যে হেম ইত্যাদি নানাকারে সর্ব্বভূতেই বর্ত্তমান আছেন, আমি সেই সোমনাথের শরণাগত হইতেছি। যিনি লীলাবশে এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, যিনি ভুবনত্রয়ের ধাতা ও বিধাতা যিনি বিশ্বরূপ, যিনি সৎ ও অসতের পরবর্ত্তী, সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি। শরীরধারী ব্যক্তি যাঁহাকে স্মরণ করিলে দারিদ্র্য, মহাভিশাপ ও রোগাদি দ্বারা স্পৃষ্টও হয় না, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিলে ঈপ্সিত সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি পুরাকালে ত্রয়ীবিহিত ধর্ম্মাত্মক নিজ শরীর ব্রহ্মনিষ্ঠ নিষ্কাম ও কর্ম্মনিষ্ঠ সকামভাবে বিভাগ করিয়াছেন; আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যদুদ্দেশে নমঃশব্দ যোগে সকলেই পূজা করে এবং মন্ত্রপূত হবি হুত হয়; অগ্নিরূপী যাঁহা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হবি সুরগণ ভজনা করেন, আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যাঁহা হইতে অন্য আর কিছুই প্রশস্ত নাই, যাহা হইতে আর কিছুই সূক্ষ্ম নাই, স্থূল সকলের মধ্যেও যাঁহা

* "ব্রহ্মাদয়স্তত্র সমর্পিতাশ্চেতি চ পাঠঃ।

যস্মাৎ পরং নো মহতাং মহচ্চ
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৮
যস্যাজ্ঞয়া বিশ্বমিদং বিচিত্র-
মচিন্ত্যরূপং বিবিধং মহচ্চ।
একক্রিয়ং যদ্বদনুপ্রয়াতি
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ২৯
যস্মিন্ বিভূতিঃ সকলাধিপত্যং
কর্ত্তৃত্বদাতৃত্বমহত্বমেব।
প্রীতির্যশঃ সৌখ্যমনাদিধর্ম্মঃ
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ৩০
নিত্যং শরণ্যঃ সকলস্য পূজ্যো
নিত্যং প্রিয়ো যঃ শরণাগতস্য।
নিত্যং শিবো যঃ সকলস্য রূপং
সোমেশ্বরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ৩১
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবানবরং বৃণ্বিতি চাহ তম্।*
আত্মার্থঞ্চ পরার্থঞ্চ আপস্তম্বোঽব্রবীচ্ছিবম্ ॥
সর্ব্বান্ কামানাপ্নুয়ুস্তে যে স্নাত্বা দেবমীশ্বরম্
পশ্যেয়ুর্জগতামীশমস্ত্বিত্যাহ শিবো মুনিম্ ॥৩৩
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমাপস্তম্বমুদাহৃতম্।
অনাদ্যবিদ্যাতিমিরব্রাতনির্ম্মূলনক্ষমম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে আপস্তম্বাদিতীর্থবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

হইতে আর কিছুই স্থূল নাই, সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যাঁহার আজ্ঞানুসারে এই বিচিত্র বিশ্ব অচিন্ত্যরূপ, বিবিধ ও মহৎ হইলেও একক্রিয়াবৎ পরিচালিত হইতেছে, আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যাঁহাতে বিভূতি, সকল আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব, দাতৃত্ব, মহত্ব, প্রীতি, যশ, সৌখ্য অনাদি ধর্ম্ম—এ সকল বর্ত্তমান; আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি নিত্যই সকলের পূজ্য আশ্রয়স্থল, যিনি নিত্যই শরণাগতের প্রিয়, যিনি সর্ব্বরূপী হইয়াও নিত্যই সকলের মঙ্গলজনক; আমি সেই সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শিব এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই মুনিকে "বর গ্রহণ কর" এই কথা কহিলেন। আপস্তম্বও আত্মার্থ ও পরার্থ শিবকে এই কথা কহিলেন,—হে জগদীশ! যাহারা এই স্থানে স্নান করিয়া দেব ঈশ্বরকে দর্শন করিবে, তাহারা যেন সর্ব্বকাম লাভ করিতে পারে। শিবও তদুত্তরে তাঁহাকে "তাহাই হউক" এই কথা কহিলেন। সেই হইতে ঐ তীর্থ "আপস্তম্ব" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। উহা অনাদি অবিদ্যারূপ তিমিররাশির নির্ম্মূলন বিষয়ে অতীব দক্ষ। ২৩—৩৪।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩০।

* "ভগবানাহ নারদ তং মুনিমিতি চ পাঠঃ।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
যমতীর্থমিতি খ্যাতং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
অশেষপাপশমনং তত্র বৃত্তমিদং শৃণু ॥ ১
তত্রাখ্যানমিদং ত্বাসীদিতিহাসং পুরাতনম্।
সরমেতি প্রসিদ্ধাস্তি নাম্না দেবশুনী মুনে ॥ ২
তস্যাঃ পুত্রৌ মহাশ্রেষ্ঠৌ শ্বানৌ নিত্যং জনানুগামিনৌ পবনাহারৌ চতুরক্ষৌ যমপ্রিয়ৌ ॥ ৩

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যমতীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, ঐ তীর্থ অশেষ পাপের প্রশমনকর ও পিতৃগণের প্রীতিবর্দ্ধক। তৎসম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত শুন। এই পুরাতন ইতিহাসই উহার উপাখ্যান। মুনে, নারদ! দেবতাদিগের একটী কুক্কুরী আছে, সে "সরমা", নামে প্রসিদ্ধা। তাহার অতি শ্রেষ্ঠ দুইটী পুত্র আছে। সেই কুক্কুরদ্বয় নিয়ত জনগণের অনুগামী, পবনাহার ও

গা রক্ষতি স্ম দেবানাং যজ্ঞার্থং কল্পিতান্ পশূন্
রক্ষন্তীমনুজগ্মুস্তে রাক্ষসা দৈত্যদানবাঃ॥ ৪
রক্ষন্তীং তাং মহাপ্রাজ্ঞাঃ শ্বানয়োর্মাতরং শুনীম্
প্রলোভয়িত্বা বিবিধৈর্বাক্যৈর্দানৈশ্চ যত্নতঃ॥৫
হৃতা গা রাক্ষসৈঃ পাপৈঃ পশ্বর্থে কল্পিতাঃ শুভাঃ
তত আগত্য সা দেবানিদমাহ ক্রমাচ্ছুনী॥ ৬

সরমোবাচ।

মাং বদ্ধা রাক্ষসৈঃ পাশৈস্তাড়য়িত্বা প্রহারকৈঃ
নীতা গা যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং কল্পিতাঃ পশবঃ সুরাঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তস্যা বাচং নিশম্যাশু সুরান প্রাহ বৃহস্পতিঃ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

ইয়ং বিকৃতরূপাস্তে অস্যাঃ পাপঞ্চ লক্ষয়ে।
অস্যা মতেন তা গাবো নীতা নান্যেন হেতুনা॥
পাপেয়ং সুকৃতীবেতি লক্ষ্যতে দেহচেষ্টিতৈঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তদ্গুরোর্বচনাচ্ছক্রঃ পদা তাং প্রাহরচ্ছুনীম্।
পদাঘাতাত্তদা তস্যা মুখাৎ ক্ষীরং প্রসুস্রুবে॥১০
পুনঃ প্রাহ শচীভর্ত্তা ক্ষীরং পীতং ত্বয়া শুনি।
রাক্ষসৈশ্চ তদা দত্তং তস্মান্নীতাস্ত গা মম॥ ১১

সরমোবাচ।

নাপরাধোঽস্তি মে নাথ ন চান্যস্যাপি কস্যচিৎ
নাপরাধো ন চোপেক্ষা মমাস্তি ত্রিদশেশ্বর।
তস্মাদ্রুষ্টোঽসি কিং নাথ রিপবো বলিনস্ত তে

ব্রহ্মোবাচ।

ততো ধ্যাত্বা দেবগুরুর্জ্ঞাত্বা তস্যা বিচেষ্টিতম্।
সত্যং শক্র স্ত্রিয়ং দুষ্টা রিপূণাং পক্ষকারিণী॥
ততঃ শশাপ তাং শক্রঃ পাপিষ্ঠে ত্বং শুনী ভব
মর্ত্ত্যলোকে পাপভূতা অজ্ঞানাৎ পাপকারিণী॥
তদেন্দ্রস্য তু শাপেন মানুষে সা ব্যজায়ত।

যমের প্রিয় ছিল; উহারা চতুরক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবতাদিগের যজ্ঞার্থ কল্পিত গো-পশুসকল সেই সরমা রক্ষা করিত। একদা অতি চতুর কতিপয় দৈত্য, দানব, ও রাক্ষস মিলিত হইয়া সেই গোরক্ষণ-পরায়ণা সেই কুক্কুরদ্বয়ের জননী দেবশুনী সরমার অনুগমন-পূর্ব্বক যত্নসহকারে বিবিধ বাক্য ও ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রদানে তাহাকে প্রলোভিত করিয়া যজ্ঞীয়পশু নিমিত্ত কল্পিত সেই শুভ গোসকল দুষ্ট রাক্ষসেরা অপহরণ করিল। তারপর সেই সরমা ক্রমে আসিয়া দেবগণকে কহিল,—হে সুরগণ! রাক্ষসেরা আমাকে প্রহার দ্বারা তাড়নাপূর্ব্বক পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া তোমাদিগের যজ্ঞসিদ্ধিনিমিত্ত কল্পিত সেই গো সকল লইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই সরমার কথা শুনিয়া বৃহস্পতি সুরগণকে কহিলেন,—এই কুক্কুরী বিকৃত-রূপা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার পাপও লক্ষ্য করিতেছি, ইহার মতানুসারেই সেই গো-গুলি নীত হইয়াছে; অন্য হেতুতে নহে। এই পাপিষ্ঠা দেহচেষ্টিত দ্বারা সাধুবৎ লক্ষিতা হইতেছে। ব্রহ্মা কহিলেন,—শক্র, গুরুর সেই বচন শ্রবণে পদ দ্বারা সেই শুনী সরমাকে প্রহার করিলেন। পদা-ঘাতে তাহার মুখ হইতে ক্ষীর ক্ষরিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শচীভর্ত্তা কহিলেন,—রে শুনি! তুই দুগ্ধ পান করিয়াছিস; অবশ্য রাক্ষসেরাই তোকে তাহা দিয়াছে এবং সেই জন্যই তাহারা আমার গোগুলি অপহরণ করিতে পারিয়াছে। সরমা কহিল,—নাথ! আমার অপরাধ নাই। অপর কাহারও অপরাধ নাই। হে ত্রিদশে-শ্বর! আপনার সেই রিপুগণ অতীব বলবান্। এ বিষয়ে আমার অপরাধ বা উপেক্ষা কিছুই নাই; অতএব হে নাথ! আপনি রুষ্ট হইতেছেন কেন? ১—১২। ব্রহ্মা কহিলেন,—পরে দেবগুরু ধ্যান-পূর্ব্বক সেই সরমার আচরণ জানিতে পারিয়া কহিলেন,—"শক্র! সত্যই এই শুনী দুষ্টা, এ রিপুপক্ষপাতিনী।" শক্র এই কথা শুনিয়া তাহাকে শাপ দিলেন, "রে পাপিষ্ঠে! তুই মর্ত্ত্যলোকে পাপভূতা অজ্ঞান-বশে পাপকারিণী শুনী হ।" ইন্দ্রের

যথা শপ্তা মঘবতা পাপাৎ সা হ্যতিভীষণা॥ ১৫
গাবো যা রাক্ষসৈর্নীতাস্তাসামানয়নায় চ।
যত্নং কুর্ব্বন্ সুরপতির্বিষ্ণবে তন্ন্যবেদয়ৎ॥ ১৬
বিষ্ণুর্দৈত্যাংশ্চ দনুজান গোহন্তৃংশ্চৈব রাক্ষসান
হন্তুং প্রযত্নমকরোজ্জগৃহে চ মহদ্ধনুঃ॥ ১৩
শার্ঙ্গং যল্লোকবিখ্যাতং দৈত্যনাশনমেব চ।
জিতারিঃ পূজিতো দেবৈঃ স্বয়ং স্থিত্বা জনার্দ্দনঃ
যত্র বৈ দণ্ডকারণ্যে শার্ঙ্গপাণির্জ্জগৎপ্রভুঃ।
তত্রস্থান্ দৈত্যদনুজান্ রাক্ষসাংশ্চ বলীয়সঃ॥
পুনর্জ্জয়ে স বৈ বিষ্ণুর্গা যৈর্নীতাশ্চ রাক্ষসৈঃ।
তত্র বৈ দণ্ডকারণ্যে শার্ঙ্গপাণিরিতি শ্রুতঃ॥২০
যুধ্যমানস্ততো বিষ্ণুর্দিতিজৈ রাক্ষসৈঃ সহ।
তে জগ্মুর্দক্ষিণামাশাং নিক্ষোস্ত্রাসানমহামুনে॥
অন্বগচ্ছত্ততো বিষ্ণুস্তানেব পরমেশ্বরঃ।
গরুত্মতা নবাপ্যাতা শার্ঙ্গমুক্তৈর্মনোজবৈঃ॥ ২২
বাণৈস্তান্ ব্যাহনদ্বিষ্ণুর্গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
দেবাদয়ঃ ক্ষয়ং নীতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥২৩
শার্ঙ্গমুক্তৈর্ম্মহাবেগৈঃ সুস্বনৈশ্চ সুমন্ত্রিতৈঃ।
ক্ষয়ং প্রাপ্তা বিষ্ণুবাণৈস্ততস্তে দেবশত্রবঃ॥২৪
গাবো লব্ধা যত্র দেবৈর্ব্বাণতীর্থং তদুচ্যতে।
বৈষ্ণবং লোকবিদিতং গোতীর্থঞ্চেতি বিশ্রুতম্॥
পশ্বর্থে কল্পিতা গাবো গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে।
প্রক্রান্তাস্তে সুরাঃ সর্ব্বে গঙ্গায়াং সন্ন্যবেশয়ন॥
তন্মধ্যে কারয়ামাসুর্দ্বীপং চৈবাশ্রয়ং গবাম্।
তৈর্গোভিস্তত্র গঙ্গায়াং সুরযজ্ঞো ব্যজায়ত॥২৭
যজ্ঞতীর্থন্তু তৎ প্রোক্তং গোদ্বীপং গাঙ্গমধ্যতঃ
দেবানাং যজনং তচ্চ সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্॥২৮
স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ভূত্বা গঙ্গা শক্তির্ম্মহাত্মতে।
অসারাপারসংসারসাগরোত্তরণে তরিঃ॥ ২৯

শাপে সেই সরমা পাপের ফলে তখনই মানুষ-লোকে অতি ভীষণা শুনীরূপে জন্ম লাভ করিল। এদিকে সুরপতি, রাক্ষসেরা যে গোগুলি লইয়া গিয়াছে, তাহা আনয়নার্থ যত্নপরায়ণ হইয়া বিষ্ণু-সন্নিধানে সেই বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু সেই গোহর্ত্তা রাক্ষস-দৈত্য-দানবদিগকে হননার্থ যত্নবান্ হইয়া দৈত্য-দানবনাশন শার্ঙ্গ নামে লোক-বিখ্যাত মহৎ ধনু গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন। সেই দৈত্য-দানব-রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত ছিল। বিষ্ণু তথায় যাইয়া শার্ঙ্গ-মুক্ত বাণজালে তাহাদিগকে হনন করিতে লাগিলেন। অরিগণ পরাজিত হইল, দেখিয়া দেবতারা তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দৈত্য-দানব-রাক্ষসেরা পরাজিত হইয়া বিষ্ণুভয়ে দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে পলায়ন করিতে থাকিল। পরমেশ্বর বিষ্ণু তাহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বেগবান্ গরুড়ের পৃষ্ঠারূঢ় বিষ্ণু ত্বরিতগতিতে গঙ্গার উত্তর তটে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক শার্ঙ্গ-মুক্ত মনোজব শরনিকরে আঘাত করিয়া সেই দেবারিবর্গকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিলেন। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক শার্ঙ্গধনুর্মুক্ত মহাবেগ-যুক্ত সুস্বনবিশিষ্ট সুমন্ত্রিত বাণাঘাতে সেই দেব-শত্রুরা ক্ষণকালমধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। ১৩—২৪। পরে দেবগণ সেখানে তাঁহাদিগের সেই গোসকল পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন, সেই স্থানটী বাণতীর্থ বলিয়া উক্ত হয়। ঐ স্থানেই লোক-বিদিত বৈষ্ণব তীর্থ এবং বিশ্রুত গোতীর্থ বিদ্যমান। যজ্ঞীয় পশু-রূপে কল্পিত গোসকল গঙ্গার দক্ষিণ তটেই ছিল; উহারা প্রক্রান্ত হইলে সুরগণ সকলে মিলিয়া গঙ্গামধ্যেই উহাদিগকে স্থাপন করেন। গঙ্গামধ্যে তাঁহারা একটী দ্বীপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে ঐ গোসকল রাখিয়া-ছিলেন। সেই সকল গো দ্বারা সেই গঙ্গাতেই সুরগণের যজ্ঞও সম্পাদিত হইয়া-ছিল। সেই যজ্ঞস্থলের নাম যজ্ঞতীর্থ এবং গঙ্গামধ্যগত উক্ত দ্বীপের নাম হইয়া-ছিল—গো-দ্বীপ। দেবগণের সেই সেই যজনস্থান শুভজনক ও সর্ব্বকামপ্রদ। হে মহাত্মতে, নারদ! ঐ স্থানে আমার অপার সংসার-সাগর হইতে উত্তরণ বিষয়ে তরণিস্বরূপিণী ভক্তাভয়দায়িনী যোগমায়া

বিশ্বেশ্বরী যোগমায়া সম্ভক্তাভয়দায়িনী।
গোরক্ষন্তু ততস্তীর্থং গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে ॥ ৩০
তৌ শ্বানৌ সরমাপুত্রৌ চতুরক্ষৌ যমপ্রিয়ৌ।
মাতুঃ শাপং চাপরাধং সর্ব্বঞ্চাপি সবিস্তরম্ ॥ ৩১
নিবেদ্য তু যথান্যায়ং কার্য্যঞ্চাপি সুখপ্রদম্।
বিশাপকরণঞ্চাপি পপ্রচ্ছতুরুভৌ যমম্ ॥৩২
স তাভ্যাং সহিতঃ সৌরিঃ পিত্রে সূর্য্যায়
চাব্রবীৎ।
শ্রুত্বা সূর্য্যঃ সুতং প্রাহ গঙ্গায়াং সুরসত্তম ॥
লোকত্রয়ৈকপাবন্যাং গৌতম্যাং দণ্ডকে বনে।
শ্রদ্ধয়া পরয়া বৎস সুস্নাতঃ সুসমাহিতঃ ॥ ৩৪
ব্রহ্মাণঞ্চৈব বিষ্ণুঞ্চ মামীশঞ্চ যথাক্রমম্।
স্তুহি ত্বং সর্ব্বভাবেন ভৃত্যৌ প্রীতিমবাপ্স্যতঃ ॥
তৎপিতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা যমঃ প্রীতমনাস্তদা।
তয়োশ্চ প্রীতয়ে প্রায়াদ্দেবতর্পণয়োর্যমঃ ॥ ৩৬
গৌতম্যামঘহারিণ্যাং সুসমাহিতমানসঃ।
তথৈব তোষয়ামাস গঙ্গায়াং সুরসত্তমান্ ॥৩৭
শ্বভ্যাঞ্চ সহিতঃ শ্রীমান্ দক্ষিণাশাপতিঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মাণং তোষয়ামাস ভানুং বৈ দক্ষিণে তটে ॥
ঈশানমুত্তরে বিষ্ণুং স্বয়ং ধর্ম্মঃ প্রতাপবান্।
দত্তবন্তো বরং শ্রেষ্ঠং সরমায়া বিশাপকম্।
বরানযাচত বহূন্ লোকানামুপকারকান্ ॥ ৩৯

যম উবাচ।

এষু স্নানন্তু যে কুর্য্যুর্ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
আত্মার্থঞ্চ পরার্থঞ্চ তে কামানাপ্নুয়ুঃ শুভান্ ॥
বাণতীর্থে তু যে স্নাত্বা শার্ঙ্গপাণিং স্মরন্তি বৈ।
তেভ্যো দারিদ্র্যদুঃখানি ন ভবেয়ুর্যুগে যুগে ॥
গোতীর্থে ব্রহ্মতীর্থে বা যস্তু স্নাত্বা যতব্রতঃ।
ব্রহ্মাণং তং নমস্কৃত্য দ্বীপস্যাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪২
যঃ কুর্য্যাত্তেন পৃথিবী সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতা তত্র কিঞ্চিদত্র বসু দ্বিজম্ ॥৪৩

বিশ্বেশ্বরী গঙ্গা শক্তি স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া অবস্থিতা। তারপর গঙ্গার দক্ষিণ তটে গোরক্ষ নামে তীর্থ আছে। সরমাপুত্র যম-প্রিয়, চতুরক্ষ নামে সেই কুক্কুরদ্বয় মাতার শাপ, অপরাধ ইত্যাদি বিষয় সমস্তই যথা-ন্যায়ে সবিস্তরে যমসন্নিধানে নিবেদনপূর্ব্বক সুখপ্রদ বিশাপ-করণ-বিষয়ক কর্ম্মের প্রশ্ন করিল। সৌরি যম সেই কুক্কুরদ্বয় সহ পিতা সূর্য্যসমীপে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সূর্য্য তাহা শুনিয়া সুত যমকে কহিলেন,—হে সুরসত্তম বৎস যম! তুমি দণ্ডকারণ্যে যাইয়া তত্রত্য লোকত্রয়ৈক-পাবনী গৌতমী নদীতে পরম শ্রদ্ধাসহকারে সুস্নাত ও সুসমাহিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব ও আমাকে যথাক্রমে সর্ব্বতোভাবে স্তব কর; তাহা হইলে তোমার এই ভৃত্য-দ্বয় প্রীতিলাভ করিতে পারিবে। পিতার এই বাক্য শুনিয়া যম তখন প্রীতমনে দেবতাদিগের প্রীতিসাধক সেই কুক্কুর-দ্বয়ের প্রীতি নিমিত্ত অঘহারিণী গৌতমীতে গমন করত সুসমাহিত মানসে গঙ্গামধ্যে (তর্পণাদি দ্বারা) সুরসত্তমগণের সন্তোষ-সাধন করিলেন। পরে সেই দক্ষিণা-শাপতি প্রভু শ্রীমান্ যম সেই কুক্কুরদ্বয় সহ দক্ষিণ তটে ব্রহ্মাকে ও ভানুকে এবং উত্তর তটে ঈশানকে ও বিষ্ণুকে সন্তোষিত করিলেন। প্রতাপবান্ ধর্ম্ম স্বয়ং এই প্রকার করিলে সেই দেবগণও সরমার শাপাপনোদক শ্রেষ্ঠ বর দিলেন। তারপর যম, লোকোপকারার্থ সেই দেবগণস্থানে অন্য বহু বর যাচ্ঞা করিলেন। ১—৩৯। যম কহিলেন,—হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! এই স্থানগুলিতে আত্মার্থই হউক, আর পরার্থই হউক, যাহারা স্নান করিবে, তাহারা যেন শুভ কাম সকল প্রাপ্ত হয়। যে জন বাণতীর্থে স্নানান্তে শার্ঙ্গপাণিকে স্মরণ করিবে, যুগে যুগে কদাপি তাহাদিগের যেন দারিদ্র্য-দুঃখ না হয়। গোতীর্থে ও ব্রহ্ম-তীর্থে যে ব্যক্তি যতব্রত হইয়া স্নানপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে নমস্কার করত গোদ্বীপকে প্রদক্ষিণ করিবে, সে যেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণী-কৃতা হইলে যে ফল, সেই ফলই প্রাপ্ত

তদ্দেবযজনং প্রাপ্য কিঞ্চিদ্ধুত্বা হুতাশনে।
অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং ফলং প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্॥
যঃ সকৃত্তত্র পঠতি গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
অধীতাস্তেন বেদা বৈ নিষ্কামো মুক্তিভাজনম্॥
স্নাত্বা তু দক্ষিণে কূলে শক্তিং দেবীন্তু ভক্তিতঃ
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥৪৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং শক্তির্মাতা ত্রয়ীময়ী।
স্নাত্বাত্র পূজয়েদ্যস্তাং * পুত্রবান্ ধনবান্ ভবেৎ
আদিত্যং ভক্তিতো যস্তু দক্ষিণে নিয়তো নরঃ
স্নাত্বা পশ্যেত তেনেষ্টা যজ্ঞা বিবিধদক্ষিণাঃ॥
কূলে যশ্চোত্তরে চৈব গঙ্গায়া দৈত্যসূদনম্।
স্নাত্বা পশ্যেত তং নত্বা তস্য বিষ্ণোঃ পরং পদম্
যমেশ্বরং ততো যস্তু যমতীর্থে তু পূজিতম্।
স্নাতঃ পশ্যতি যুক্তাত্মা স করোত্যচিরেণ হি।
পিতৄণামক্ষয়ং পুণ্যং ফলদং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্॥ ৫০

তত্র স্নানেন দানেন জপেন স্তবনেন চ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পিতরো মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ॥৫১

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যাদ্যষ্ট সহস্রাণি তীর্থানি ত্রীণি নারদ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বমক্ষয়পুণ্যদম্॥ ৫২
এতেষাং স্মরণং পুণ্যং নানাজন্মাঘনাশনম্।
শ্রবণাৎ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং পঠনাৎ স্বকুলৈঃ সহ।
তেষামপ্যতিপাপানি নাশং যান্তি মমাজ্ঞয়া॥
তত্র স্নানাদি যঃ কৃত্বা কিঞ্চিদত্বা যতাত্মবান্।
পিতৄণাং পিণ্ডদানাদি কৃত্বা নত্বা সুরানিমান্॥
ধনং ধান্যং যশো বীর্য্যমায়ুরারোগ্যসম্পদঃ।
পুত্রান্ পৌত্রান্ প্রিয়াং ভার্য্যাং লব্ধ্বা চান্য-
মনীষিতম্॥ ৫৫
অবিযুক্তঃ প্রীতমনা বন্ধুভিশ্চাতিমানিতঃ।
নরকস্থানপি পিতৄংস্তারয়িত্বা কুলানি চ॥ ৫৬

হয়। আর সেই স্থানে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ধনদানান্তে সেই দেবযজন স্থানে যাইয়া হুতাশনে কিঞ্চিৎ হোম করিলে, যেন অশ্বমেধাদি যজ্ঞের পুষ্কল ফল লাভ হয়। সেইস্থানে যে জন নিষ্কামভাবে বেদমাতা গায়ত্রী একবারও পাঠ করিবে, সে সমগ্র বেদাধ্যয়নের ফললাভান্তে মুক্তিভাজন হইবে। দক্ষিণকূলে স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে শক্তিদেবীকে যথান্যায়ে পূজা করিলে, সর্ব্বকাম-প্রাপ্তি হয়। ত্রয়ীময়ী শক্তি দেবী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরও মাতা, যে ব্যক্তি এখানে স্নানপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিবে, সে পুত্রবান্ ও ধনবান্ হইবে। যে নর, দক্ষিণতীরে নিয়তচিত্তে ভক্তিসহকারে স্নানপূর্ব্বক আদিত্যকে দর্শন করিবে, তৎকর্ত্তৃক যেন বিবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লব্ধ হয়। যে নর গঙ্গার উত্তর কূলে স্নানান্তে দৈত্যসূদন বিষ্ণুকে দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিবে, তাহার যেন বিষ্ণুর পরম পদপ্রাপ্তি ঘটে। তার পর যে নর, যমতীর্থে স্নান করত সংযতাত্মা হইয়া যমেশ্বরের দর্শনপূর্ব্বক পূজা করিবে, সে যেন অচিরকাল মধ্যেই পিতৃগণের অক্ষয়-ফলপ্রদ পুণ্য সঞ্চয়পূর্ব্বক কীর্ত্তিবর্দ্ধনে সক্ষম হয়। সেই স্থানে স্নান, দান, জপ, স্তব করিলে, তদীয় পিতৃপুরুষেরা দুষ্কৃতকর্ম্মা হইলেও যেন মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।৪০—৫১। ব্রহ্মা কহিলেন,—(যমের এই সকল প্রার্থনাতে সেই দেবগণ অনুমোদন করিলেন।) হে নারদ! এই স্থানে ইত্যাদি অষ্টসহস্র তিনটী তীর্থ আছে। এই সকল তীর্থে স্নান-দানাদি সকলই অক্ষয় পুণ্যজনক হয়। এই সকল তীর্থের স্মরণে নানাজন্মকৃত অঘনিচয়ের নাশক পুণ্য উৎপন্ন হয়; মাহাত্ম্য শ্রবণে পিতৃগণসহ, এবং পাঠ করিলে নিজ কুলসহ আমার আজ্ঞানুসারে পাপরাশি বিনাশপূর্ব্বক পবিত্র হইতে পারে। সেইখানে যে মানব স্নানাদি করিয়া সংযতভাবে কিঞ্চিৎ দানপূর্ব্বক পিতৃগণের পিণ্ডদানাদি করিয়া এই সকল দেবতাদিগকে নমস্কার করে, সে ধন, ধান্য, যশ, বীর্য্য, আয়ু, আরোগ্য, সম্পদ্, পুত্র, পৌত্র, প্রিয়া ভার্য্যা, এবং অন্য নানা মনীষিত লাভান্তে বন্ধুবান্ধব দ্বারা সম্মানিত থাকিয়া

* "সর্ব্বকামানবাপ্নোতী"তি চ পাঠঃ।

পারয়িত্বা প্রিয়ৈর্যুক্তো হৃন্তে বিষ্ণুং শিবং স্মরেৎ
ততো মুক্তিপদং গচ্ছেদ্দেবানাং বচনং যথা ॥৫৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাণতীর্থাদিবর্ণনমেকত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

যক্ষিণীসঙ্গমং নাম তীর্থং সর্ব্বফলপ্রদম্।
তত্র স্নানেন দানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১
যত্র যক্ষেশ্বরো দেবো দর্শনাদ্ভুক্তিমুক্তিদঃ।
তত্র চ স্নানমাত্রেণ সত্রযাগফলং লভেৎ ॥ ২
বিশ্বাবসোঃ স্বসা নাম্না পিপ্পলা শুক্লহাসিনী।
ঋষীণাং সত্রমগমদগৌতমীতীরবর্ত্তিনাম্ ॥৩
দৃষ্ট্বা তত্র ঋষীন ক্ষামান্ সা জহাসাতিগর্ব্বিতা।
যা গত্বাশ্রাবয়দ্ বৌষড়স্তু শ্রৌষড়িতি স্থিরম্ ॥
বিস্বরেণ ক্রবন্তী তা‌ং তে শেপুঃ স্রাবিণী ভব।
ততো নদ্যভবত্তত্র যক্ষিণীতি সুবিশ্রুতা ॥ ৫
ততো বিশ্বাবসুঃ পূজ্য ঋষীন্ দেবং ত্রিলোচনম্
সঙ্গম্য চৈব গৌতম্যা তাং বিশাপামথাকরোৎ॥
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং যক্ষিণীসঙ্গমং স্মৃতম্।
তত্র স্নানাদিদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
বিশ্বাবসোঃ প্রসন্নোঽভূদ্যত্র শম্ভুঃ শিবান্বিতঃ।
শৈবং তৎপরমং তীর্থং দুর্গাতীর্থঞ্চ বিশ্রুতম্ ॥৮
সর্ব্বপাপৌঘহরণং সর্ব্বদুর্গতিনাশনম্।
সর্ব্বেষাং তীর্থমুখ্যানাং তদ্ধি সারং মহামুনে।
তীর্থং মুনিবরৈঃ খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে যক্ষিণীসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩১॥

ইষ্ট-বিয়োগদুঃখহীন প্রীতমনে কালাতিপাত করত নরকস্থ পিতৃগণকে পরিত্রাণ করত নিজ কুলকেও পবিত্র করে, এবং প্রিয় বিষয়ে যুক্ত থাকে, আর এ সম্বন্ধে দেবতাদিগের যেমন বাক্য, তেমনই সে অন্তিমকালে বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে পারে বলিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়।৫২—৫৭।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—যক্ষিণী সঙ্গম নামে যে তীর্থ আছে, উহা সর্ব্বফলপ্রদ। উহাতে স্নান-দানে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দর্শন মাত্রেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ যক্ষেশ্বর দেব যেখানে আছেন, সেখানেও স্নানমাত্রেই সত্রযাগের ফল লাভ হয়। পিপ্পলা নামে বিশ্বাবসুর ভগিনী অতিশয় হাস্য করিতেন। তিনি একদা গৌতমীতীরবাসী ঋষিদিগের সত্রক্ষেত্রে গমন করেন। সেই অতিগর্ব্বিতা পিপ্পলা তথায় ঋষিদিগকে অতিশয় ক্ষীণকায় দর্শনে হাস্য করিতে করিতে ঋষিগণসন্নিধানে যাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদিগকে "বৌষট্ হউক, শ্রৌষট্ হউক" এই কথা বারবার শুনাইতে লাগিলেন। ঋষিগণ তাহাতে কুপিত হইয়া "তুমি স্রাবিণী হও" এই বলিয়া শাপ প্রদান করেন। তাহাতে সেই পিপ্পলা, তখনই যক্ষিণী নাম্নী সুবিশ্রুতা নদী হইলেন। তারপর বিশ্বাবসু গৌতমীতে সমাগমপূর্ব্বক সেই ঋষিদিগকে ও দেব ত্রিলোচনকে পূজা করিয়া তাহাকে বিশাপা করিলেন। সেই হইতে ঐ তীর্থ যক্ষিণীসঙ্গম নামে স্মৃত হইয়া থাকে। সেখানে স্নান দানাদিতে সর্ব্বকাম-প্রাপ্তি হয়। শম্ভু শিবা সহ যে স্থলে বিশ্বাবসুর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেই পরম স্থান শৈবতীর্থ নামে ও দুর্গাতীর্থ নামে বিশ্রুত হয়। উহা সর্ব্ব পাপৌঘের হরণকারী ও সর্ব্ব দুর্গতি-নাশক। হে মহামুনি নারদ! নরগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সেই তীর্থ, সমস্ত মুখ্য তীর্থের সার বলিয়া মুনিবরগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১—৯।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্‌ ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১
ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতো মুনিঃ পরমধার্ম্মিকঃ ।
তস্য পৈঠীনসী নাম ভার্য্যা সুকলভূষণা ॥ ২
গৌতমীতীরমধ্যাস্তে পতিব্রতপরায়ণা ।
অগ্নীষোমীয়মৈন্দ্রাগ্নং পুরোডাশমকল্পয়ৎ ॥ ৩
পুরোড়াশে শ্রপ্যমাণে ধূমাৎ কশ্চিদজায়ত ।
পুরোডাশং ভক্ষয়িত্বা লোকত্রিতয়ভীষণঃ ॥ ৪
যজ্ঞং মে হত্র কো হংসি কোপাত্ত্বমিতি তং মুনিঃ
প্রোবাচ সত্বরং ক্রুদ্ধো ভরদ্বাজো দ্বিজোত্তমঃ ।
তদৃষের্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসং প্রত্যুবাচ তম্‌ ॥ ৫

রাক্ষস উবাচ ।

হব্যঘ্ন ইতি বিখ্যাতং ভরদ্বাজ নিবোধ মাম্‌ ।
সন্ধ্যাসুতোহহং জ্যেষ্ঠশ্চ সুতঃ প্রাচীনবর্হিষঃ
ব্রহ্মণা মে বরো দত্তো যজ্ঞান্‌ খাদ যথাসুখম্‌ ।
মমানুজঃ কলিশ্চাপি বলবানতিভীষণঃ ॥ ৭
অহং কৃষ্ণঃ পিতা কৃষ্ণো মাতা কৃষ্ণা তথানুজঃ
অহং মখং হনিষ্যামি যূপং ছেৎস্যে কৃতান্তকঃ ॥৮

ভরদ্বাজ উবাচ ।

রক্ষ্যতাং মে ত্বয়া যজ্ঞঃ প্রিয়ো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।
জানে ত্বাং যজ্ঞহন্তারং সদ্বিজং রক্ষ মে ক্রতুম্‌

যজ্ঞঘ্ন উবাচ ।

ভরদ্বাজ নিবোধেদং বাক্যং মম সমাসতঃ ।
ব্রহ্মণাহং পুরা শপ্তো দেবদানবসন্নিধৌ ।
ততঃ প্রসাদিতো দেবো ময়া লোকপিতামহঃ ॥
অমৃতৈঃ প্রোক্ষয়িষ্যন্তি যদা ত্বাং মুনিসত্তমাঃ ।
তদা বিশাপো ভবিতা হব্যঘ্ন ত্বং ন চান্যথা ॥১১
এবং করিষ্যসি যদা ততঃ সর্ব্বং ভবিষ্যতি ।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যাহার স্মরণ মাত্রেই সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শুক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত তীর্থ নরগণের সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক। ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক মুনি ছিলেন। তাঁহার পৈঠীনসী নাম্নী কলভাষণ-ভূষণা ভার্য্যা ছিলেন। ভরদ্বাজ সেই পতিব্রত-পরায়ণা ভার্য্যার সহিত গোমতীতীরে বাস করিতেন। একদা তিনি অগ্নীষোমীয় (অগ্নি এবং সোম দেবতা সম্বন্ধীয়) ও ঐন্দ্রাগ্ন (ইন্দ্র ও অগ্নিসম্বন্ধীয়) পুরোডাশ (যজ্ঞীয় পিষ্টকবিশেষ) কল্পনা করেন। সেই পুরোডাশ পাক হইতেছে, ইত্যবসরে (তাহারই) ধূম হইতে লোকত্রিতয়ের ভয়জনক এক রাক্ষস সেই পুরোডাশ ভক্ষণ করত উৎপন্ন হইল। দ্বিজোত্তম ভরদ্বাজ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তারস্বরে কহিলেন,—কে তুই, এখানে আমার যজ্ঞ নষ্ট করিতেছিস? ঋষির সেই কথা শুনিয়া, সেই রাক্ষস তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিল,—হে ভরদ্বাজ। আমাকে হব্যঘ্ন নামে বিখ্যাত বলিয়া অবগত হও। আমি সন্ধ্যার সুত, এবং প্রাচীনবর্হির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মা আমাকে বর দিয়াছেন যে,—তুমি যথাসুখে যজ্ঞ সকল ভক্ষণ কর। অতি ভীষণ, বলবান কলি আমার অনুজ ভ্রাতা। আমি নিজে কৃষ্ণ, আমার পিতা কৃষ্ণ, মাতা কৃষ্ণা এবং অনুজও কৃষ্ণ। আমি যজ্ঞ নষ্ট করিব, ও কৃতান্তবৎ যূপও ছিন্ন করিয়া ফেলিব। ভরদ্বাজ কহিলেন,—তোমা কর্ত্তৃক আমার এই যজ্ঞ রক্ষিত হউক। সনাতন, ধর্ম্ম সকলেরই প্রিয়। যজ্ঞহন্তা তোমাকে আমি জানি। দ্বিজগণসহ আমার এই ক্রতু রক্ষা কর। যজ্ঞঘ্ন কহিল,—হে ভরদ্বাজ। সংক্ষেপে আমার এই বাক্য শুনিয়া বিবেচনা কর। পূর্ব্বে দেব-দানব-সন্নিধানে আমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শপ্ত হইয়াছিলাম। পরে সেই লোকপিতামহ দেব ব্রহ্মা মৎকর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া আমাকে কহিলেন,—মুনিসত্তমেরা তোমাকে যখন অমৃত দ্বারা প্রোক্ষিত করিবেন, হে হব্যঘ্ন। তখন তুমি শাপমুক্ত হইবে; ইহার অন্যথা হইবে না। হে ব্রহ্মন ভরদ্বাজ। মুনিগণ

যদ্‌যদাকাঙ্ক্ষিতং ব্রহ্মন্নৈতন্মিথ্যা কদাচন ॥১২
ব্রহ্মোবাচ।
ভরদ্বাজঃ পুনঃ প্রাহ সখা মেঽসি মহামতে।
সখ্যসংরক্ষণং যেন স্যান্মে বদ করোমি তৎ॥১৩
সম্ভূয় দেবা দৈতেয়া মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্।
অলভন্তামৃতং কষ্টাত্তদস্মৎসুলভং কথম্ ॥ ১৪
প্রীত্যা যদি প্রসন্নোঽসি সুলভং যদ্বদস্ব তৎ।
তদৃষের্বচনং শ্রুত্বা রক্ষঃ প্রাহ তদা মুদা॥ ১৫
রক্ষ উবাচ।
অমৃতং গৌতমীবারি অমৃতং স্বর্গমুচ্যতে।
অমৃতং গোভবং চাজ্যমমৃতং সোম এব চ ॥১৬
এতৈর্মামভিষিঞ্চস্ব অথ বৈতৈস্তথা ত্রিভিঃ।
গঙ্গায়া বারিণাজ্যেন হিরণ্যেন তথৈব চ।
সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকং দিব্যমমৃতং গৌতমীজলম্

ব্রহ্মোবাচ।
এতদাকর্ণ্য স ঋষিঃ পরং সন্তোষমাগতঃ॥১৮
পাণাবাদায় গঙ্গায়াঃ সলিলামৃতমাদরাৎ।
তেনাকরোদৃষী রক্ষো হ্যভিষিক্তং তদা মখে॥
পুনশ্চ যূপে চ পশাবৃত্বিক্ষু মখমণ্ডলে।
সর্ব্বমেবাভবচ্ছুক্লমভিষেকান্মহাত্মনঃ॥ ২০
তদ্রক্ষোঽপি তদা শুক্লো ভূত্বোৎপন্নো মহাবলঃ
যঃপুরা কৃষ্ণরূপোঽভূৎ স তু শুক্লোঽভবৎক্ষণাৎ
যজ্ঞং সর্ব্বং সমাপ্যাথ ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
ঋত্বিজোঽপি বিসৃজ্যাথ যূপং গঙ্গোদকেঽক্ষিপৎ
গঙ্গামধ্যে তদ্ধি যূপমদ্যাপ্যাস্তে মহামতে।
অভিষিক্তং চামৃতেন অভিজ্ঞানং তু তন্মহৎ।
তত্র তীর্থে পুনা রক্ষো ভরদ্বাজমুবাচ হ॥ ২৩
রক্ষ উবাচ।
অহং যামি ভরদ্বাজ কৃতঃ শুক্লস্ত্বয়া পুনঃ।

যখন এরূপ করিবেন, তখনই আমার যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষিত, সেই সমস্ত লাভ ঘটিবে। ইহার অন্যথা হইবে না। ১—১২। ব্রহ্মা কহিলেন,—হব্যঘ্নের এই কথা শুনিয়া ভরদ্বাজ পুনরায় তাহাকে কহিলেন,—হে মহামতি, হব্যঘ্ন! তুমি আমার সখা হইলে। যাহাতে আমার সখ্য সংরক্ষিত হয়, তাহা বল; আমি তাহাই করিব। দেবগণ ও দৈত্যগণ সকলে মিলিত হইয়া ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহারা অতি ক্লেশে অমৃত লাভ করেন। সেই অমৃত আমাদিগের পক্ষে সুলভ হইবে কিরূপে? তুমি যদি প্রসন্ন হইয়াছ, তবে প্রীতিবশতঃ যাহা সুলভ, এমন উপায় বল। ঋষির সেই বচন শ্রবণে সেই রাক্ষস তখন সানন্দে কহিল,—গৌতমীর বারি অমৃত এবং স্বর্গও অমৃত বলিয়া উক্ত হয়। গব্য আজ্যও অমৃত, আর (যজ্ঞীয়) সোমও অমৃত। তুমি সকল অমৃত দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর; অথবা যদি সমস্ত কয়টী দিয়া না পার, তবে গঙ্গাজল, হিরণ্য ও গব্যঘৃত এই তিনটী দ্বারাই আমার অভিষেক কর। এই অমৃত সকলের মধ্যে গৌতমীবারিই দিব্য অমৃত। ব্রহ্মা কহিলেন,—ভরদ্বাজ ঋষি এই কথা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তখন সাদরে পাণিতলে গঙ্গার সলিলামৃত গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেই রাক্ষসকে সেই মখেতেই অভিষিক্ত করিলেন; পরে পুনরায় তাহাকে যজ্ঞীয় যূপে, পশুতে, ঋত্বিক্‌বর্গমধ্যে ও সেই যজ্ঞীয় ভূমিতেও পূর্ব্ববৎ অভিষিক্ত করিলেন। মহাত্মা ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক তাদৃশ অভিষেকের ফলে তত্রত্য সমস্তই শুক্লবর্ণ হইয়া গেল। সেই মহাবল রাক্ষসও পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু তখন ক্ষণমাত্রেই সেও শুক্লবর্ণ হইল। অনন্তর প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ সমগ্র যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক ঋত্বিক্‌বর্গকে বিদায় দিয়া যূপটী গঙ্গাজলে নিখাত করিলেন। ওহে মহামতি নারদ! সেই যূপটী গঙ্গামধ্যে অদ্যাপিও অমৃতাভিষেকের অভিজ্ঞানস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই তীর্থে সেই রাক্ষস পুনরায় ভরদ্বাজকে কহিল,—হে ভরদ্বাজ! আমি এখন যাই। আমি তোমা কর্ত্তৃক শুক্লবর্ণ হইয়াছি; অতএব তোমার এই তীর্থে যে

তস্মাত্তবাত্র তীর্থে যে স্নানদানাদিপূজনম্ ॥২৪
কুর্য্যুস্তেষাঞ্চ তীর্থানি ভবেয়ুর্যৎফলং মখে।
স্মরণাদপি পাপানি নাশং যান্তু সদা মুনে ॥২৫
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং শুক্রতীর্থমিতি স্মৃতম্।
গৌতম্যাং দণ্ডকারণ্যে স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২৬
উভয়োস্তীরয়োঃ সপ্ত সহস্রাণ্যপরাণি চ।
তীর্থানাং মুনিশার্দ্দূল সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনাম্ ॥২৭
ইতি শ্রীব্রাহ্মে শুক্রতীর্থাদিসপ্তসহস্রতীর্থবর্ণনং ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৩

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং স্মরণাৎ পাপনাশনম্।
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥১
ঋষয়ঃ সপ্ত বিখ্যাতা বসিষ্ঠপ্রমুখা মুনে।
গৌতম্যাস্তীরমাশ্রিত্য সত্রযজ্ঞমুপাসতে ॥ ২
তত্র বিঘ্ন উপক্রান্তে রক্ষোভিরতিভীষণে।
মামভ্যেত্যাথ মুনয়ো রক্ষঃকৃত্যং ন্যবেদয়ন্ ॥
তদাহং প্রমদারূপং মায়য়াসৃজ্য নারদ।
অস্যাশ্চ দর্শনাদেব নাশং যান্ত্বথ রাক্ষসাঃ ॥৪
এবমুক্ত্বা তু তাং প্রাদামৃষিভ্যঃ প্রমদাং মুনে।
মদ্বাক্যাদৃষয়ো মায়ামাদায় পুনরাগমন্ ॥ ৫
অজৈকা যা সমাখ্যাতা কৃষ্ণলোহিতরূপিণী। *
লোকত্রিতয়সম্মোহদায়িনী কামরূপিণী ॥ ৬
তদ্বলাৎ স্বস্থমনসঃ সর্ব্বে চ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭
গৌতমীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুনর্যজ্ঞায় দীক্ষিতাঃ
পুনস্তন্মখনাশায় রাক্ষসাঃ সমুপাগমন্ ॥ ৮
যজ্ঞবাটান্তিকে মায়াং দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
ততো নৃত্যন্তি গায়ন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ৯
মাহেশ্বরী মহামায়া প্রভাবেণাতিদর্পিতা।

জন স্নান-দান-পূজাদি করিবে, তাহাদিগের যেন অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি ও মখানুষ্ঠানজ ফল লাভ হয়। হে মুনে! ইহার স্মরণেও যেন সতত পাপনিচয় দূরীভূত হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই হইতে ঐ তীর্থ শুক্রতীর্থ নামে স্মৃত হইয়া থাকে। দণ্ডকারণ্যে গৌতমী নদীতে উহা অনাবৃত (মুক্ত) স্বর্গদ্বার স্বরূপ। মুনি শার্দ্দূল নারদ! ঐ স্থানে উভয় তীরে আরও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ী সপ্ত সহস্র তীর্থ বর্ত্তমান আছে। ১৩—২৭।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, উহা স্মরণেই পাপ নষ্ট হয়। তাহার প্রভাব বলিতেছি; যত্ন সহকারে শ্রবণ কর। মুনে! বসিষ্ঠাদি বিখ্যাত সপ্তর্ষিরা গৌতমীর তীরভূমি আশ্রয় পূর্ব্বক সত্রযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন। তাহাতে রাক্ষসকৃত অতি ভীষণ বিঘ্ন উপক্রান্ত হইলে, সেই ঋষিগণ আমাকে আসিয়া রাক্ষসকৃত উপদ্রবের বিষয় নিবেদন করিলেন। নারদ! আমি তখন মায়া দ্বারা একটী প্রমদাকৃতি সৃষ্টি করিয়া "ইহার দর্শন মাত্রেই রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইবে" এই কথা বলিয়া সেই প্রমদাকে সেই ঋষিদিগকে প্রদান করিলাম। হে মুনে! ঋষিগণ আমার বাক্যানুসারে সেই প্রমদাকে লইয়া যজ্ঞস্থলে পুনরাগমন করিলেন। কৃষ্ণ-লোহিতরূপিণী অজৈকা নাম্নী লোক-ত্রিতয়-সম্মোহদায়িনী কামরূপিণী সেই মায়াপ্রমদার প্রভাবে সেই মুনিপুঙ্গবগণ সকলে স্বস্থচিত্তে পুনরায় নদীশ্রেষ্ঠা গৌতমীতে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রাক্ষসেরাও পুনর্ব্বার সেই মখবিনাশার্থ সমাগত হইল। ১—৯। রাক্ষসপুঙ্গবেরা যজ্ঞবাটের নিকটে সেই মায়া-প্রমদাকে দেখিয়া নৃত্য, গান, হাস্য ও রোদন

---

*মুক্তকেশীত্যভিধয়া সাম্প্রতমদ্যাপি স্বরূপিণী॥ কচিদেবমধিকঃ পাঠঃ।

তেষাং মধ্যে দৈত্যপতিঃ শম্বরো নাম বীর্য্যবান্
মায়ারূপাং তু প্রমদাং ভক্ষয়ামাস নারদ।
তদদ্ভুতমতীবাসীত্তন্মায়াবলদর্শিনাম্ ॥ ১১
মখে বিধ্বংস্যমানে তু তে বিষ্ণুং শরণং যযুঃ।
প্রাদাদ্বিষ্ণুশ্চক্রমথো মুনীনাং রক্ষণায় তু ॥ ১২
চক্রং তদ্রাক্ষসানাজৌ দৈত্যাংশ্চ দনুজাংস্তথা
চিচ্ছেদ তদ্ভয়াদেব মৃতা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ॥ ১৩
ঋষিভিস্তন্মহাসত্রং সম্পূর্ণমভবত্তদা।
বিষ্ণোঃ প্রক্ষালিতং চক্রং গঙ্গাম্ভোভিঃ সুদর্শনম্ ॥ ১৪
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং চক্রতীর্থমুদাহৃতম্।
তত্র স্নানেন দানেন সত্রযাগফলং লভেৎ ॥১৫
তত্র পঞ্চ শতান্যাসংস্তীর্থানাং পাপহারিণাম্।
তেষু স্নানং তথা দানং প্রত্যেকং মুক্তিদায়কম্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে চক্রতীর্থাদিপঞ্চশততীর্থবর্ণনং চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

করিতে লাগিল। সেই মাহেশ্বরী মহামায়া স্বীয় প্রভাবে অতীব দর্পিতা ছিল। কিন্তু রাক্ষসদিগের মধ্যে বীর্য্যবান্ দৈত্যপতি শম্বর সেই মায়ারূপা প্রমদাকে খাইয়া ফেলিল। নারদ! মায়া-বলদর্শী দৈত্য-রাক্ষসদিগের সেই কার্য্য অতীব অদ্ভুত হইয়াছিল। পরে তাহারা পুনরায় যজ্ঞধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলে, সেই ঋষিগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন বিষ্ণু মুনিদিগের রক্ষণার্থ তদীয় সুদর্শনচক্র প্রদান করিলেন। সেই চক্র সেই যজ্ঞ-বিঘ্নকারী দৈত্য-দানব-রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ-স্থলে ছেদন করিতে থাকিল। রাক্ষস-পুঙ্গবদিগের অনেকেই তাহার ভয়ে প্রাণ হারাইল। তখন ঋষিদিগের সেই মহাসত্র সম্পূর্ণ হইল। পরে যে স্থানে বিষ্ণুর সেই সুদর্শনচক্র গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত হইয়াছিল, সেই হইতেই সেই স্থান চক্রতীর্থ নামে উদাহৃত হয়। সেখানে স্নান দান করিলে সত্রযাগের ফল লাভ হয়। এই স্থানে পাপহারী পঞ্চশত তীর্থ আছে; এই সকল তীর্থে স্নান ও দান, প্রত্যেকটীই মুক্তি-দায়ক। ১০—১৬।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

বাক্সঙ্গমমিতি খ্যাতং যত্র বাগীশ্বরো হরঃ।
তত্তীর্থং সর্ব্বপাপানাং মোচনং সর্ব্বকামদম্ ॥ ১
তত্র স্নানেন দানেন ব্রহ্মহত্যাদিনাশনম্ ॥ ১
ব্রহ্মবিষ্ণোশ্চ সংবাদে মহত্ত্বে চ পরস্পরম্।
তয়োর্মধ্যে মহাদেবো জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিরভূৎ কিল ॥
তত্রৈব বাগুবাচেদং দৈবী পুত্র তয়োঃ শুভা।
অহমস্মি মহাংস্তত্র অহমস্মীতি বৈ মিথঃ ॥ ৩
দৈবী বাক্ তাবুভৌ প্রাহ যস্ত্বস্যান্তং পশ্যতি।
স তু জ্যেষ্ঠো ভবেত্তস্মাদ্বাদং কর্ত্তুমর্হথঃ ॥ ৪
তদ্বাক্যাদ্বিষ্ণুরগমদধোঽহং চোর্দ্ধমেব চ।
ততো বিষ্ণুঃ শীঘ্রমেত্য জ্যোতিঃপার্শ্ব উপাবিশৎ
অপ্রাপ্যান্তমহং প্রায়াং দূরাদ্দূরতরং মুনে।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বাক্সঙ্গম নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে, ঐ স্থানে বাগীশ্বর হর বিরাজমান। ঐ তীর্থ সর্ব্বপাপ-মোচন ও সর্ব্বকামপ্রদ। সেখানে স্নান দানে ব্রহ্মহত্যাদি পাপও বিনষ্ট হয়। একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে মহত্ত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদ সংঘটন হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যভাগে মহাদেব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হই-লেন। পুত্র নারদ! তাঁহাদিগের সেই বিবাদ ভঞ্জনজন্য এই দৈববাণী হইল যে,—যে এই জ্যোতির্ম্ময় শিবের অন্তদর্শন করিবে, সেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং তোমরা আর বিবাদ করিও না। সেই দৈববাণী শ্রবণে বিষ্ণু অধোভাগে এবং আমি ঊর্দ্ধদিকে প্রস্থান করিলাম। পরে বিষ্ণু সত্বর

ততঃ শ্রান্তো নিবৃত্তোঽহং দ্রষ্টুমীশং তু তং প্রভুম্ ॥ ৬
তদৈবং মম ধীরাসীদ্দৃষ্টশ্চান্তো ময়া ভৃশম্ ।
অস্য দেবস্য তদ্বিষ্ণোর্মম জৈষ্ঠ্যং স্ফুটং ভবেৎ
পুনশ্চাপি মম ত্বেবং মতিরাসীন্মহামতে ।
সত্যৈর্বক্ত্রৈঃ কথং বক্ষ্যে পীড়িতোঽপ্যনৃতং । বচঃ ॥ ৮
নানাবিধেষু পাপেষু নানৃতাৎ পাতকং পরম্ ।
সত্যৈর্বক্ত্রৈরসত্যাং বা বাচং বক্ষ্যে কথং ত্বিতি
ততোঽহং পঞ্চমং বক্ত্রং গর্দ্দভাকৃতিভীষণম্ ।
কৃত্বা তেনানৃতং বক্ষ্য ইতি ধ্যাত্বা চিরং তদা ॥
অব্রবং তং হরিং তত্র আসীনং জগতাং প্রভুম্
অস্য চান্তো ময়া দৃষ্টস্তেন জ্যৈষ্ঠ্যং জনার্দ্দন ॥১১
মমেতি বদতঃ পার্শ্বে উভৌ তৌ হরিশঙ্করৌ ।
একরূপত্বমাপন্নৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥ ১২
তৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ভীতশ্চাস্তবং তাবুভাবপি
ততঃ ক্রুদ্ধৌ জগন্নাথৌ বাচং তামিদমূচতুঃ ॥১৩

হরিহরাবূচতুঃ ।

দুষ্টে ত্বং নিম্নগা ভূয়া নানৃতাদস্তি পাতকম্ ॥১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ততঃ সা বিহ্বলা ভূত্বা নদীভাবমুপাগতা ।
তদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ভীতস্তামব্রবমহং তদা ॥ ১৫
যস্মাদসত্যমুক্তাসি ব্রহ্মবাচি স্থিতা সতী ।
তস্মাদদৃশ্যা ত্বং ভূয়াঃ পাপরূপাস্ত্বসংশয়ম্ ॥
এতচ্ছাপং বিদিত্বা তু তৌ দেবৌ প্রণতা তদা
বিশাপত্বং প্রার্থয়ন্তী তুষ্টাব চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৭
ততস্তুষ্টৌ দেবদেবৌ প্রার্থিতৌ ত্রিদশার্চ্চিতৌ
প্রীত্যা হরিহরাবেবং বাচং বাচমথোচতুঃ ॥ ১৮

হরিহরাবূচতুঃ ।

গঙ্গয়া সঙ্গতা ভদ্রে যদা ত্বং লোকপাবনী ।

ফিরিয়া আসিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। আমি কিন্তু তাঁহার অন্ত না পাইয়া দূর-দূরান্তরে যাইলাম। হে মুনে! তারপর আমি (উহার অন্ত না পাইয়া) ভ্রান্ত হইয়া সেই প্রভু ঈশানের দর্শনকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া আসিলাম। তখন আমার এই দৃঢ় বুদ্ধি হইল যে, (আমি বিষ্ণু অপেক্ষা অনেক পরে প্রত্যাগত হইয়াছি বলিয়া) আমি এই দেবের অন্তদর্শন করিয়াছি। সুতরাং বিষ্ণু অপেক্ষা আমার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু আমার আবার ইহাও মনে উঠিল যে, পীড়িত হইলেও চিরসত্যবাদী মুখসমূহ দ্বারা মিথ্যা কথাই বা কেমন করিয়া বলিব? এইরূপ চিন্তাতে "আমি ভীষণ গর্দ্দভাকৃতি আর একটী পঞ্চম মুখ সৃষ্টি করিয়া সেই মুখ দ্বারা এই মিথ্যা কথা কহিব" এইরূপ স্থির করিয়া সেইস্থানে সমাসীন জগৎপ্রভু হরিকে কহিলাম,—হে জনার্দ্দন! আমি ইহাঁর অন্ত দর্শন করিয়াছি; অতএব আমারই শ্রেষ্ঠতা হইল! আমি এই কথা কহিতেছি, ইতি-মধ্যেই পার্শ্বস্থ হরি ও সেই শঙ্কর উভয়ে (অমাবস্যাতে) চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় এক-রূপতা প্রাপ্ত হইলেন! আমি তখন তাঁহা-দিগকে তাদৃশ মিলিতকায় দর্শনে বিস্মিত ও ভীত হইয়া স্তব করিলাম। পরে সেই জগন্নাথদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বাণীকে এই কথা কহিলেন,—"রে দুষ্টে! অনৃত অপেক্ষা আর পাতক নাই। অতএব তুই নিম্নগা হইবি।" ১—১৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—তার পর সেই বাণী বিহ্বলা হইয়া নদীভাব লাভ করিল। আমি তদ্দর্শনে তখন বিস্মিত ও ভীত হইয়া সেই নদীকে কহিলাম,—"যেহেতু তুমি ব্রহ্মার বাক্‌যন্ত্রে অবস্থান করিয়াও অসত্য উচ্চারণ করিয়াছ, সেই জন্য পাপরূপা তুমি অদৃশ্যা হইবে; সংশয় নাই। সেই বাক্ তখন সেই দেবদ্বয়কে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিয়া পুনঃপুনঃ বিশাপতা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাতে সেই ত্রিদশার্চ্চিত দেবদেব হরিহর তুষ্ট হইয়া প্রীতিবশতঃ সেই বাণীকে কহিলেন,—"ভদ্রে! তুমি যখন গঙ্গা সহ সঙ্গতা হইবে, তখন আবার লোক

তদা পুনর্ব্বপুস্তে স্যাৎপবিত্রং হি সুশোভনে ॥১৯
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা সাপি দেবী গঙ্গয়া সঙ্গতাভবৎ।
ভাগীরথী গৌতমী চ ততশ্চাপি স্বকং বপুঃ।
দেবী সা ব্যগমদ্‌ব্রহ্মন্ দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥২০
গৌতম্যাং সৈব বিখ্যাতা নাম্না বাণীতি পুণ্যদা
ভাগীরথ্যাং সৈব দেবী সরস্বত্যভিধীয়তে ॥২১
উভয়ত্রাপি বিখ্যাতঃ সঙ্গমো লোকপূজিতঃ।
সরস্বতীসঙ্গমশ্চ বাণীসঙ্গম এব চ ॥ ২২
গৌতম্যা সঙ্গতা দেবী বাণী বাচা সরস্বতী।
সর্ব্বত্র পূজিতং তীর্থং তত্র বাচা শিবং প্রভুম্ ॥
দেবেশ্বরং পূজয়িত্বা বিশাপমগমদ্‌যতঃ।
ব্রহ্মা বিধূয় বাগ্দোষ্যং স্বঞ্চ ধামাগমৎ পুনঃ ॥২৪
তস্মাত্তত্র শুচির্ভূত্বা স্নাত্বা তত্র চ সঙ্গমে।
বাগীশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা তাবতা মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥২৫

পাবনী হইতে পারিবে। হে সুশোভনে। তখনই তোমার বপু পবিত্র হইবে।" ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই বাক্‌দেবী ও "তাহাই করি" বলিয়া যাইয়া গঙ্গা সহ সঙ্গতা হইলেন। পরে তিনি ভাগীরথী গৌতমীর সহিত মিলিতা হইয়া স্বীয় পবিত্র দেহ পুনরায় লাভ করিলেন। তিনি সেই দেবদুর্লভ পবিত্র দেহ পাইয়া (স্বর্গে) গমন করিলেন। গৌতমীতে মিলিত হইয়া তিনিই বাণী নামে পুণ্যদা বিখ্যাতা নদী হইলেন। তিনিই আবার ভাগীরথীতে মিলিত হইয়া সরস্বতী নামে অভিহিতা হয়েন। বিখ্যাত সরস্বতী-সঙ্গম ও বাণীসঙ্গম এই উভয় সঙ্গমই লোকপূজিত তীর্থ। গৌতমী সহ সঙ্গতা সেই বাক্‌দেবী সরস্বতী যেহেতু ঐ স্থানেই বাক্য দ্বারা প্রভু দেবেশ্বর শিবকে পূজা করিয়া বিশাপা হইয়াছেন, এ নিমিত্ত ঐ তীর্থ সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছে। ব্রহ্মাও সেই স্থানে বাক্‌দোষ পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় নিজ ধামে গমন করিলেন। এই কারণে সেই সঙ্গমস্থানে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া পরে বাগীশ্বরকে দর্শন মাত্র করিলে,

দানহোমাদিকং কিঞ্চিদুপবাসাদিকাং ক্রিয়াম্।
যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে পুণ্যে সংসারে ন ভবেৎ পুনঃ ॥ ২৬
একোনবিংশতিশতং তীর্থানাং তীরয়োর্দ্বয়োঃ।
নানাজন্মার্জ্জিতাশেষপাপক্ষয়বিধায়িনাম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাক্‌সঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
বিষ্ণুতীর্থমিতি খ্যাতং তত্র বৃত্তমিদং শৃণু ॥ ১
মৌদ্গল্য ইতি বিখ্যাতো মুদ্গলস্য সুতো ঋষিঃ
তস্য ভার্য্যা তু জাবালা নাম্না খ্যাতা সুপুত্রিণী
পিতা ঋষিস্তথা বৃদ্ধো মুদ্গলো লোকবিশ্রুতঃ।
তস্য ভার্য্যা তথা খ্যাতা নাম্না ভাগীরথী শুভা
স মৌদ্গল্যঃ প্রাতরেব গঙ্গাং স্নাতি যতব্রতঃ
নিত্যমেব দ্বিদং কর্ম্ম তস্যাসীন্মুনিসত্তম ॥ ৪

উহার ফলেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি দান, হোম ও উপবাসাদি ক্রিয়া সকল উক্ত পুণ্য সঙ্গমস্থলে করে, তাহার আর এ সংসারে জন্ম হয় না। ঐ স্থানে গৌতমীর উভয় তীরে একোনবিংশতি শত তীর্থ বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল তীর্থ নানা জন্মার্জ্জিত অশেষ পাপক্ষয়কর।১৫—২৭

পঞ্চত্রিংশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বিষ্ণুতীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, সে সম্বন্ধে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মুদ্গল ঋষির পুত্র মৌদ্গল্য নামে এক বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। তাঁহার এক জাবালা নাম্নী সুপুত্রিণী বিখ্যাতা শুভা ভার্য্যা ছিলেন। সেই মৌদ্গল্য যতব্রত হইয়া প্রতিদিনই গঙ্গাস্নান করিতেন। এবং তাঁহার

গঙ্গাতীরে কুশৈর্ম্মৃদ্ভিঃ শমীপুষ্পৈরহর্নিশম্ ।
গুরুদিতেন মার্গেণ স্বমানসসরোরুহে ।
আবাহনং নিত্যমেব বিষ্ণোশ্চক্রে স মৌদ্গলিঃ
তেনাহূতস্ত্বয়েমেতি লক্ষ্মীভর্ত্তা জগৎপতিঃ ।
বৈনতেয়মথারুহ্য শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৬
পূজিতস্তেন ঋষিণা স মৌদ্গল্যেন যত্নতঃ ।
প্রব্রাতে চ কথাশ্চিত্রা মৌদ্গল্যায় জগৎপ্রভুঃ
ততোঽপরাহ্নসময়ে বিষ্ণুঃ প্রাহ স মৌদ্গলিম্
যাহি বৎস স্বভবনং শ্রান্তোঽসীতি পুনঃ পুনঃ
এবমুক্তঃ স দেবেন বিষ্ণুনা যাতি স দ্বিজঃ ।
জগৎপ্রভুস্ততো যাতি দেবৈর্যুক্তঃ স্বমন্দিরম্ ॥
মৌদ্গল্যোঽপি তথাভ্যেত্য কিঞ্চিদাদায়
নিত্যশঃ ।
স্বমেব ভবনং বিদ্বান্ ভার্য্যায়ৈ স্বার্জ্জিতং ধনম্
দদাতি স মহাবিষ্ণুচরণাব্জপরায়ণঃ ॥ ১০

মৌদ্গল্যস্য প্রিয়া সাপি পতিব্রতপরায়ণা ।
শাকং মূলং ফলং বাপি ভর্ত্রানীতন্তু যত্নতঃ ॥ ১১
সুসংস্কৃত্যাপ্যতিথিনাং বালানাং ভর্ত্তুরেব চ ।
দত্বা তু ভোজনং তেভ্যঃ পশ্চাদ্ভুঙ্ক্তে যতব্রতা
ভুক্তবৎস্বথ সর্ব্বেষু রাত্রৌ নিত্যং স মৌদ্গলিঃ
বিষ্ণোঃ শ্রুতাঃ কথাশ্চিত্রাস্তেভ্যো বক্ত্যথ
হর্ষিতঃ ॥ ১৩
এবং বহুতিথে কালে ব্যতীতে চাতিবিস্মিতা
মৌদ্গল্যস্য রহো ভার্য্যা ভর্ত্তারং বাক্যমব্রবীৎ

জাবালোবাচ ।

যদি তে বিষ্ণুরভ্যেতি সমীপং ত্রিদশার্চ্চিতঃ ।
তথাপি কষ্টমস্মাকং কস্মাদিতি জগৎপ্রভুম্ ।
তৎপৃচ্ছ ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ যদাসৌ বিষ্ণুরেতি চ ॥
যস্মিংশ্চ স্মৃতমাত্রে তু জরাজন্মরুজো মৃতিঃ ।
নাশং যান্তি কুতো দৃষ্টে তস্মাৎ পৃচ্ছ
জগৎপতিম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেত্যুক্ত্বা প্রিয়াবাক্যান্মৌদ্গল্যোনিত্যবদ্ধরিম্

নিত্যকর্ম্ম ছিল। হে মুনিসত্তম নারদ! সেই মৌদ্গল্য প্রতিদিনই গঙ্গাতীরে কুশ মৃত্তিকা ও শমীপুষ্প দ্বারা গুরুপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে স্বকীয় মানসসরোরুহে বিষ্ণুর আবাহন করিতেন। লক্ষ্মীভর্ত্তা জগৎপতি শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুও তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়া বৈনতেয়ে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরা সহকারে আগমন করিতেন। এবং সেই মৌদ্গল্য ঋষি কর্ত্তৃক সযত্নে পূজিত হইয়া সেই জগৎপ্রভু তাঁহার সহিত পরস্পর বিবিধ কথোপকথন করিবেন। তারপর অপরাহ্ন সময়ে বিষ্ণু সেই মৌদ্গল্যকে "বৎস! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বভবনে গমন কর" পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিলে সেই দ্বিজ দেব বিষ্ণু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নিজাবাসে প্রত্যাগত হইতেন। জগৎপ্রভু বিষ্ণুও দেবগণসহ স্বমন্দিরে গমন করেন। সেই বিদ্বান্ মহাবিষ্ণু-চরণাব্জ-পরায়ণ মৌদ্গল্যও প্রতিদিনই এইরূপ সময়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সদুপায়ে যৎকিঞ্চিৎ ধনাদি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহা আনিয়া ভার্য্যাকে দিতেন। তদীয় পতিব্রতপরায়ণা সত্যব্রতা ভার্য্যাও ভর্ত্তার আনীত

শাক, মূল, ফলাদি সযত্নে রন্ধনপূর্ব্বক অতিথি-বর্গকে, বালকগণকে ও ভর্ত্তাকে পরিবেশনান্তে পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিতেন। পরে সকলের ভোজনান্তে সেই মৌদ্গল্য প্রতিদিনই রাত্রিকালে তাহাদিগের নিকটে বিষ্ণু হইতে শ্রুত সেই সকল বিচিত্র কথা সানন্দে কীর্ত্তন করিতেন। এই ভাবে বহুকাল অতীত হইলে মৌদ্গল্যের প্রিয়া ভার্য্যা একদা ভর্ত্তাকে এই কথা কহিলেন যে, ত্রিদশার্চ্চিত বিষ্ণুই যদি তোমার সমীপে আগমন করেন, তাহা হইলে আমাদিগের এরূপ কষ্ট হয় কেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ! বিষ্ণু আবার যখন তোমার নিকটে আসিবেন, তুমি তখন এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও। তাঁহার দর্শনের কথা কি? যাঁহার স্মৃতিমাত্রেই জরা, জন্ম, রোগ, ও মরণভয় নষ্ট হয়, তুমি সেই জগৎপতিকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিও। ১—১৬। ব্রহ্মা কহিলেন,—মৌদ্গল্য সেই প্রিয়া ভার্য্যাকে "তাহা

...১৭

পূজয়িত্বা বিনীতশ্চ পপ্রচ্ছ স কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ...

মৌদ্গল্য উবাচ।

ত্বয়ি স্মৃতে জগন্নাথ শোকদারিদ্র্যদুষ্কৃতম্। ...।

নাশং যাতি বিপত্তির্মে ত্বয়ি দৃষ্টে কথং স্থিতা ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

স্বকৃতং ভুজ্যতে ভূতৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
ন কে হপি কস্যচিৎ কিঞ্চিৎ করোত্যত্র
হিতাহিতে ॥ ...

যাদৃশং চোপ্যতে বীজং ফলং ভবতি তাদৃশ ... ॥
রসালঃ স্যান্ন নিম্বস্য বীজাজ্জাত্বপি কুত্রচিৎ ...।
ন কৃতা গৌতমীসেবা নাৰ্চ্চিতো হরিশঙ্কর... শ্রিয়ঃ
ন দত্তং যৈশ্চ বিপ্রেভ্যস্তে কথং ভাজনং ... চ।
ত্বয়া ন দত্তং কিঞ্চিচ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো মমাপি... ॥ ২২
যদ্দীয়তে তদেবেহ পরস্মিংশ্চোপতিষ্ঠ... ৫।
মৃত্তিকাভিঃ কুশৈর্ম্মন্ত্রৈঃ শুচিকর্ম্ম সদেন্দ্রিয়া... ...ণাৎ
করোতি তস্মাৎ পূতাত্মা শরীরস্য চ্যতুঃ ...

করিব" এই বলিয়া অন্যান্য দিে ... স্থায় ...র বিনীত-
হরিকে পূজাপূর্ব্বক প্রিয়বাক্যানুসা... ...ধলেন,—
ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা ... ...ক, দারিদ্র্য
হে জগন্নাথ! তুমি দৃষ্ট হইলে শো... আমাকর্তৃক
ও দুষ্কৃত সমস্ত বিনষ্ট হয়, কিন্তু ... কেন রহি-
তুমি দৃষ্ট হইলেও আমার বিপত্তি ... ...ণগণ স্বকৃত
রহিয়াছে? শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—প্রা... ...রে। ইহ
কর্ম্মানুসারেই সুখ দুঃখ ভোগ ক... ...হিতাহিত
সংসারে কেহই কাহারও কিছুমাত্র... ...রাপণ করা
করিতে পারে না। যাদৃশ বীজ ... ...স ... নিম্বের
যায়, ফলও তাদৃশই হইয়া থাকে; ...প জন্মে
বীজ হইতে কুত্রাপি কখন রসাল ফ... ...নাই, হরি
না। যাহারা গৌতমীর সেবা করে... ...ার যাহারা
ও শঙ্করের অর্চ্চনা করে নাই, ত... ...া শ্রীভাজন
বিপ্রজনে দান করে নাই, তাহা... ...ণদিগকে বা
হইবে কিরূপে? তুমি ব্রা... ...নাই। পূর্ব্ব-
আমাকে কিছুমাত্র দান কর ... ...কালে তাহাই
কালে যাহা দান করা যায়, পর... ...জন শরীর
উপস্থিত হইয়া থাকে। ... ...ও মন্ত্র দ্বারা
শোষণপূর্ব্বক মৃত্তিকা, বায়ু, কু... ...তাহার ফলে
শুচি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ...

বিনা দানেন ন কাপি ভোগাবাপ্তির্নৃণাং ভবেৎ
সৎকর্ম্মাচরণাচ্ছুদ্ধো বিরক্তঃ স্যাত্ততো নরঃ ॥
ততোঽপ্রতিহতজ্ঞানো জীবন্মুক্তস্ততো ভবেৎ
সর্ব্বেষাং সুলভা মুক্তির্ভক্ত্যা চেহ পূর্ব্বতঃ ॥
ভুক্তির্দানাদিনা সর্ব্বভূতদুঃখনিবর্হণাৎ।
অথবা লপ্স্যসে মুক্তিং ভক্ত্যা ভুক্তিং ন
লপ্স্যসে ॥ ২৬

মৌদ্গল্য উবাচ।

ভক্ত্যা মুক্তিঃ কথং ভূয়াদ্ভুক্তের্মুক্তিঃ সুদুর্লভা
জাতা চেদ্দেহিনাং মুক্তিঃ কিমন্যেন প্রয়োজনম্
ভক্ত্যা মুক্তিঃ সর্ব্বপূজ্যা তামিচ্ছেয়ং জগন্ময় ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

এতদেবান্তরং ব্রহ্মন্ দীয়তে মামনুস্মরন্।
ব্রাহ্মণায়াথবার্থিভ্যস্তদেবাক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥২৯

পূতাত্মা হইয়া থাকে। দান ব্যতীত নর-
গণের কুত্রাপি ভোগপ্রাপ্তি হয় না।
সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নর শুদ্ধ হয় এবং
পরে বৈরাগ্য লাভ করে। তারপর অপ্রতি-
হত জ্ঞান-সমন্বিত হয়, তাহার ফলে
জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। কি ইহ জন্মে,
কি পূর্ব্ব জন্মে, আমার প্রতি ভক্তিদ্বারা
সকলেরই মুক্তি সুলভ হইয়া থাকে। কিন্তু
দানাদি কার্য্য ও সর্ব্বভূতের দুঃখ নিবারণ,
এসকল দ্বারা ভুক্তি লাভ হয়। ভক্তি দ্বারা
তুমি মুক্তিই লাভ করিতে পার, ভুক্তি লাভ
করিতে পারিবে না।১৭—২৬। মৌদ্গল্য
কহিলেন,—ভক্তি দ্বারা মুক্তি হয় কিরূপে?
মুক্তি, ভুক্তি অপেক্ষা সুদুর্লভ বলিয়াই বোধ
হয়। বিশেষতঃ দেহিদিগের যদি মুক্তিই
লাভ হয়, তবে আর অন্য বিষয়ে
প্রয়োজন কি? হে জগন্ময়! যদি ভক্তি
দ্বারাই সর্ব্বপূজ্যা মুক্তি হয়, তবে আমি সেই
মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষা করি। বিষ্ণু কহিলেন,—
ব্রাহ্মণ, মৌদ্গল্য! ভুক্তি ও মুক্তির এই-
রূপ তারতম্য অবগত হও। আমাকে স্মরণ
করত ব্রাহ্মণ জনে অথবা অন্য যাচককে
যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়।

মামধ্যাত্বাথ যদ্দদ্যাত্তত্তন্মাত্রফলপ্রদম্।
তৎপুনর্দত্তমেবেহ ন ভোগায়াত্র কল্পতে॥ ৩০
তস্মাদ্দেহি মহাবুদ্ধে ভোজ্যং কিঞ্চিন্মম ধ্রুবম্।
অথবা বিপ্রমুখ্যায় গৌতমীতীরমাশ্রিতঃ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ।

মৌদ্গল্যঃ প্রাহ তং বিষ্ণুং দেয়ং মম ন বিদ্যতে
নান্তৎ কিঞ্চন দেহাদি যত্তত্ত্বয়ি সমর্পিতম্॥ ৩২
ততো বিষ্ণুর্গরুত্মন্তং প্রাহ শীঘ্রং জগৎপতিঃ।
ইহানয়স্ব কণিশং মমায়ং চার্পয়িষ্যতি॥ ৩৩
ততো যোগ্যানয়ং ভোগান্ প্রাপ্স্যতে মনসঃ প্রিয়ান্।
আকর্ণ্য স্বামিনাদিষ্টং তথা চক্রে স পক্ষিরাট্॥
বিষ্ণুহস্তে কণান্ প্রাদাৎ স মৌদ্গল্যো যতব্রতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্বিশ্বকর্ম্মাণমব্রবীৎ॥ ৩৫

বিষ্ণুরুবাচ।

যাবন্মৌদ্গল্যস্য কুলে সপ্ত পুরুষাস্তাবদেব তু।
ভবিষ্যন্তি মহাবুদ্ধে তাবৎকামা মনীষিণঃ॥
গাবো হিরণ্যং ধান্যানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ॥

ব্রহ্মোবাচ।

যচ্চ কিঞ্চিন্মনঃপ্রীত্যৈ লোকে ভবতি শোভনম্।
তৎ সর্ব্বমাপ মৌদ্গল্যো বিষ্ণুগঙ্গাপ্রভাবতঃ॥
গৃহং গচ্ছেতি মৌদ্গল্যো বিষ্ণুনোক্তস্ততো যযৌ
আশ্রমে স্বস্য সর্ব্বর্দ্ধিং দৃষ্ট্বা ঋষিরভাষত॥ ৩৮

ঋষিরুবাচ।

অহো দানপ্রভাবোঽয়মহো বিষ্ণোরনুস্মৃতিঃ।
অহো গঙ্গাপ্রভাবশ্চ কৈর্ব্বিচার্য্যো মহানয়ম্॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ।

মৌদ্গল্যশ্চ ... ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ বন্ধুভিঃ।
পিত্... বুভুজে ভোগানভুক্তিং মুক্তিমবাপ চ

আর আমাকে ধ্যান না করিয়া যাহা দান করা যায়, তাহা অল্পমাত্র ফলজনকই হইয়া থাকে। সেই দান কেবল ইহলোকে দৃষ্ট হয় মাত্র, উহা ইহকালে ভোগসাধক হয় না। অতএব হে মহাবুদ্ধে! তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ ভোজ্য দান কর; যাহা স্থায়ী ফলজনক হইবে। অথবা গৌতমী-তীর আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কর। ২৭—৩১। ব্রহ্মা কহিলেন,—মৌদ্গল্য সেই বিষ্ণুকে বলিলেন,—"আমার দেয় বস্তু কিছুই নাই। দেহাদি যাহা আছে, তাহাও আপনাতে সমর্পিত হইয়াছে।" জগৎপতি এই কথা শ্রবণে—গরুত্মানকে কহিলেন,—তুমি শীঘ্র এখানে কিঞ্চিৎ কণিশ (খুদ) লইয়া আইস; এ ব্যক্তি তাহাই আমাকে অর্পণ করিবে। তাহা হইলেই ইহার মনঃ-প্রিয় যোগ্য ভোগ্য প্রাপ্তি ঘটিবে। পক্ষিরাজ গরুড় প্রভুর আদেশ বাক্য শ্রবণে তাহাই করিলেন। সেই যতব্রত মৌদ্গল্য তখন গরুড়ানীত কণা সকল বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিষ্ণু ইত্যবসরে বিশ্বকর্ম্মাকে (আহ্বা... ধিক) কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধে! এই মৌদ্গ...ল্যর কুলে যাবৎ সপ্তম পুরুষ উদ্ভূত হই...বে, তাবৎ যেন ইহার বাঞ্ছিত গো, হিরণ্য, ধান্য, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি নিখিল ক...াম্যবস্তু বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন,—লোকে যাহা কিছু মনঃ-প্রীতিসাধক শুভ দ্রব্য আছে, বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে মৌদ্গল্য তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইলেন। তার পর বিষ্ণুকর্তৃক "গৃহে গমন কর" এইরূপ উক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যা-গমন করিলেন। সেই ঋষি নিজ আশ্রমে সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি দর্শনে বলিলেন,—অহো! ইহা দানেরই প্রভাব! ওঃ, বিষ্ণুর অনুস্মৃতি কি চমৎকার! আহা! গঙ্গার প্রভাবই বা কি! এই মহৎ বিষয়ের বিচার কে করিবে? ব্রহ্মা কহিলেন;—সেই হইতে মৌদ্গল্য ঋষি ভার্য্যা, পুত্র, পৌত্র ও বন্ধুজনে পরিবৃত থাকিয়া পিতা মাতাসহ সেই ভোগ্যনিচয় ভোগ ... লাগিলেন। ফলতঃ তিনি তাহায় স ... ই মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং মৌদ্গল্যং বৈষ্ণবং তথা
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ৪১
অত্র শ্রুতিঃ স্মৃতির্বাপি তীর্থস্য স্যাৎ কথঞ্চন।
তস্য বিষ্ণুর্ভবেৎ প্রীতঃ পাপৈর্মুক্তঃ সুখী ভবেৎ
একাদশ সহস্রাণি তীর্থানাং তীরয়োর্দ্বয়োঃ।
সর্ব্বার্থদায়িনাং তত্র স্নানদানজপাদিভিঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মৌদ্গল্যাদিদশসহস্রতীর্থবর্ণনং ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

লক্ষ্মীতীর্থমিতি খ্যাতং সাক্ষাল্লক্ষ্মীবিবর্দ্ধনম্।
অলক্ষ্মীনাশনং পুণ্যমাখ্যানং শৃণু নারদ ॥ ১
সংবাদশ্চ পুরা হ্যাসীল্লক্ষ্ম্যাঃ পুত্র দরিদ্রয়া।
পরস্পরবিরোধিন্যাবুভে বিশ্বং সমীয়তুঃ ॥ ২
তাভ্যামব্যাপৃতং বস্তু তন্নাস্তি ভুবনত্রয়ে।
মম জ্যৈষ্ঠ্যং মম জ্যৈষ্ঠ্যমিত্যূচতুরুভে মিথঃ।
অহং পূর্ব্বং সমুদ্ভূতা ইত্যাহ প্রিয়মোজসা ॥ ৩

লক্ষ্মীরুবাচ।

কুলং শীলং জীবিতং বা দেহিনামহমেব তু।
ময়া বিনা দেহভাজো জীবন্তোঽপি মৃতা ইব ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দরিদ্রয়া চ সা প্রোক্তা সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকা হ্যহম্
মুক্তির্মদাশ্রিতা নিত্যং দারিদ্র্যেবং বচোঽব্রবীৎ
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মাৎসর্য্যমেব চ।
যত্রাহমস্মি তত্রৈতে ন তিষ্ঠন্তি কদাচন ॥ ৬
ন ভয়োৎপত্তিরুন্মাদ ঈর্ষ্যা উদ্ধতবৃত্তিতা।
যত্রাহমস্মি তত্রৈতে ন তিষ্ঠন্তি কদাচন ॥ ৭
দরিদ্রায়া বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মীস্তাং প্রত্যভাষত ॥৮

লক্ষ্মীরুবাচ।

অলঙ্কৃতো ময়া জন্তুঃ সর্ব্বো ভবতি পূজিতঃ।

অবধি ঐ স্থানে মৌদ্গল্য তীর্থ ও বিষ্ণু-তীর্থের উৎপত্তি হয়। সেই তীর্থে স্নান ও দান করিলে ভুক্তি ও মুক্তি-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ তীর্থের বিষয় কোনমতে শ্রবণ ও স্মরণ করিলেও বিষ্ণু প্রীত হয়েন, এবং পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হইতে পারা যায়। এই স্থানে উভয় তীরে একাদশ সহস্র তীর্থ আছে, উহাতে স্নান, দান ও জপাদি করিলে জনগণের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। ৩২—৪৩।

ষট্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! লক্ষ্মীতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, উহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-বর্দ্ধক ও অলক্ষ্মীর নাশক। তাহার উপাখ্যান শুন। হে পুত্র! পূর্ব্বকালে লক্ষ্মী ও দরিদ্রা পরস্পর বিরোধিনী, এই হেতু এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ ঘটে। তাঁহারা উভয়ে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করিলেন। ভুবনত্রয়ে এমন কিছুই রহিল না, যাহা ইহাঁদিগের দ্বারা ব্যাপৃত হয় নাই। তাঁহারা "আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ" উভয়েই পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। দরিদ্রা অলক্ষ্মী সগর্ব্বে লক্ষ্মীকে কহিলেন,—আমি তোমা অপেক্ষা পূর্ব্বে উদ্ভূতা হইয়াছি, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ। লক্ষ্মী কহিলেন,—দেহিগণের কুল, শীল ও জীবন এ সমস্তই আমার অধীন; আমা-ব্যতীত দেহধারীরা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা কহিলেন,—তদুত্তরে দরিদ্রা অলক্ষ্মীও কহিলেন,—আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মুক্তি আমারই আশ্রিতা। তিনি আরও কহিলেন,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য্য,—এসকল—আমি যেখানে থাকি, কদাচ সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। আমি যেখানে থাকি, তথায় ভয়োৎপত্তি হয় না, উন্মত্ততা, ঈর্ষা, উদ্ধতভাব এসকলও কদাচ সেখানে আসিতে পারে না। দরিদ্রার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মী তাহাকে কহি-লেন,—আমা দ্বারা অলঙ্কৃত সকল জীব

নির্দ্ধনঃ শিবতুল্যোঽপি সর্ব্বৈরপ্যভিভূয়তে ॥১১
দেহীতি বচনদ্বারা দেহস্থাঃ পঞ্চ দেবতাঃ ।
সদ্যো নির্গত্য গচ্ছন্তি ধীশ্রীহ্রীশান্তিকীর্ত্তয়ঃ ॥
তাবদ্‌গুণা গুরুত্বঞ্চ যাবন্নার্থয়তে পরম্ ।
অর্থী চেৎপুরুষোজাতঃ ক গুণাঃ ক চ গৌরবম্
তাবৎ সর্ব্বোত্তমো জন্তুস্তাবৎ সর্ব্বগুণালয়ঃ ।
নমস্যঃ সর্ব্বলোকানাং যাবন্নার্থয়তে পরম্ ॥ ১২
কষ্টমেতন্মহাপাপং নির্দ্ধনত্বং শরীরিণাম্ ।
ন মানয়ন্তি নো বক্তি ন স্পৃশত্যধনং জনঃ ॥১৩
অহমেব ততঃ শ্রেষ্ঠা দরিদ্রে শৃণু মে বচঃ ॥১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তল্লক্ষ্মীবচনং শ্রুত্বা দরিদ্রা বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫

দরিদ্রোবাচ ।

বক্তুং ন লক্ষ্মীর্জ্যেষ্ঠাহমিতি বৈ লজ্জসে মুহুঃ ।
পাপেষু রমসে নিত্যং বিহায় পুরুষোত্তমম্ ॥১৬
বিশ্বস্তবঞ্চকা নিত্যং ভবতী শ্লাঘসে কথম্ ।
সুখং নতাদৃকৃতৎপ্রাপ্তেপশ্চাত্তাপোযথা গুরুঃ
ন তথা জায়তে পুংসাং সুরয়া দারুণো মদঃ ।
ত্বৎসন্নিধানমাত্রেণ যথা বৈ বিদুষামপি ॥ ১৮
সদৈব রমসে লক্ষ্মীঃ প্রায়স্ত্বং পাপকারিষু ।
অহং বসামি যোগ্যেষু ধর্ম্মশীলেষু সর্ব্বদা ॥ ১৯
শিববিষ্ণুনুরক্তেষু কৃতজ্ঞেষু মহৎসু চ ।
সদাচারেষু শান্তেষু গুরুসেবোদ্যতেষু চ ॥ ২০
সৎসু বিদ্বৎসু শূরেষু কৃতবুদ্ধিষু সাধুষু ।
নিবসামি সদা লক্ষ্মীস্তস্মাজ্জ্যেষ্ঠ্যং ময়ি স্থিতম্
ব্রাহ্মণেষু শুচিম্বৎসু ব্রতচারিষু ভিক্ষুষু ।
নির্ভয়েষু বসিষ্যামি লক্ষ্মীস্তং শৃণু তে স্থিতিম্ ॥
রাজবর্ত্তিষু পাপেষু নিষ্ঠুরেষু খলেষু চ ।
পিশুনেষু চ লুব্ধেষু বিকৃতেষু শঠেষু চ * ॥ ২৩
অনার্য্যেষু কৃতঘ্নেষু ধর্ম্মঘাতিষু সর্ব্বদা ।
মিত্রদ্রোহিষ্বনিষ্টেষু ভগ্নচিত্তেষু বর্ত্তসে ॥ ২৪

পূজিত হয় ; নির্দ্ধন জন শিব সদৃশ হইলেও সর্ব্বলোক দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। “দাও” এই বাক্য দ্বারা দেহস্থ পঞ্চদেবতা—ধী, শ্রী, হ্রী, শান্তি ও কীর্ত্তি সদ্যই, বহির্গত হইয়া অন্যত্র গমন করেন। জনগণের গুণ সকল ও গুরুত্ব তাবৎ বিদ্যমান থাকে ; যাবৎ পরসান্নিধানে প্রার্থনা না করে। পুরুষ যাচক হইলে তাহার গুণই বা কোথায় ? আর গৌরবই কোথায় ? জীব তাবৎ কালই সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বগুণালয় ও সর্ব্বলোকের নমস্য হইয়া থাকে, যাবৎ পর-সমীপে প্রার্থনা না করে। শরীরিবর্গের যে নির্দ্ধনত্ব, ইহা কষ্টদায়ক মহাপাপ ; কারণ, নির্দ্ধনকে জনগণ মান্য করে না, কথা কহে না, এমন কি স্পর্শও করে না। হে দরিদ্রে! এ নিমিত্ত আমিই শ্রেষ্ঠ ; তুমি আমার এই কথা শুন। ১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—দরিদ্রা লক্ষ্মীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন,—লক্ষ্মী! তুমি মুহুর্ম্মুহুঃ “আমি জ্যেষ্ঠা” এ কথা বলিতে লজ্জিতা হইতেছ না কেন ? তুমি পুরুষোত্তমকে পরিহার করত পাপ জনেতেই নিত্য রমণ করিয়া থাক। বিশ্বস্ত জনের বঞ্চনকারিণী তুমি আবার শ্লাঘা কর কিরূপে ? তোমাকে প্রাপ্ত হইলে লোকের গুরুতর পশ্চাত্তাপ ভিন্ন সুখ হয় না। তোমার সন্নিধান মাত্রে বিদ্বান্ জনগণেরও যেমন দারুণ মত্ততা জন্মে, পুরুষের মদ্যপানেও তেমন মত্ততা হয় না। হে লক্ষ্মী! তুমি প্রায় সর্ব্বদাই পাপকারী জনে রত হইয়া থাক ; আর আমি সর্ব্বদা ধর্ম্মশীল যোগ্য ব্যক্তিতেই বাস করি। শিব ও বিষ্ণুতে অনুরক্ত, কৃতজ্ঞ, মহৎ, সদাচার, শান্ত, গুরুসেবা-নিরত, সাধু, বিদ্বান্, শূর, প্রশস্ত বুদ্ধিমান্, সজ্জনেতেই আমি সদা বাস করি। হে লক্ষ্মী! অতএব আমাতেই শ্রেষ্ঠতা অবস্থিত। ব্রাহ্মণ, শুচি, জল, ব্রতচারী, ভিক্ষুক ও নির্ভয় লোকেই আমি বাস করি। হে লক্ষ্মী! তুমি এক্ষণে তোমার স্থিতির কথা শ্রবণ কর। তুমি রাজ-কর্ম্মচারী, পাপী, নিষ্ঠুর, খল, পিশুন, (অসাক্ষাতে পর নিন্দাকারী,) লুব্ধ, বিকৃত, (অযোগ্য কর্ম্ম-

---

* ইদমৰ্দ্ধং কচিন্নাস্তি ।

ব্রহ্মোবাচ।

এবং বিবদমানে তে জগ্মতুর্মামুভে অপি।
তয়োর্বাক্যমুপশ্রুত্য মধোক্তে তে উভে অপি॥
মত্তঃ পূর্ব্বতরা পৃথ্বী আপঃ পূর্ব্বতরাস্ততঃ।
স্ত্রীণাং বিবাদং তা এব স্ত্রিয়ো জানন্তি নেতরে।
বিশেষতঃ পুনস্তাভ্যঃ কমণ্ডলুভবাশ্চ যাঃ।
তত্রাপি গৌতমী দেবী নিশ্চয়ং কথয়িষ্যতি।
সৈব সর্ব্বার্ত্তিসংহর্ত্রী সৈব সন্দেহকর্ত্তরী॥ ২৭
তে মদ্বাক্যাত্তুবং গত্বা ভূম্যা চ সহিতে অপি।
অদ্ভিশ্চ সহিতাঃ সর্ব্বা গৌতমীং যযুরাপগাম্॥
ভূমিরাপস্তয়োর্বাক্যং গৌতম্যৈ ক্রমশঃ স্ফুটম্
সর্ব্বং নিবেদয়ামাসুর্যথাবৃত্তং প্রণম্য তাম্॥ ২৯
দরিদ্রায়াশ্চ লক্ষ্ম্যাশ্চ বাক্যং মধ্যস্থবত্তদা।
শৃণ্বৎসু লোকপালেষু শৃণ্বত্যাং ভুবি নারদ॥৩০

চারী,) শঠ, অনার্য্য, কৃতঘ্ন, ধর্ম্মঘাতী, মিত্র-দ্রোহী, অনিষ্ট-পরায়ণ ও হীনচেতা জনে অবস্থান করিয়া থাক। ১৮—২৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—তাহারা একপ বিবাদ করিতে করিতে মীমাংসার্থ উভয়েই আমার নিকটে আসিলে, আমি তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া উভয়কেই বলিলাম,—আমা অপেক্ষা পৃথ্বী পূর্ব্বতরা, তাহা অপেক্ষাও আপ্ সকল পূর্ব্বতরা। পৃথ্বী ও আপ্ স্ত্রীলোক; তাঁহারাই ইহার মীমাংসা করিবেন। যেহেতু স্ত্রীদিগের বিবাদ বিষয়ে স্ত্রীলোকেরাই অভিজ্ঞ; অপরে নহে। তাঁহাদিগের মধ্যেও বিশেষতঃ কমণ্ডলুভবা (গঙ্গা) আপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যেও আবার গৌতমী দেবী শ্রেষ্ঠতরা; তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চিত সদুত্তর দিবেন। তিনিই সর্ব্বার্ত্তিহারিণী, ও সর্ব্বসন্দেহ-নাশিনী। অতঃপর, আমার বাক্যানুসারে তাঁহারা উভয়ে ভূমি ও আপের সহিত মিলিত হইয়া গৌতমী নদীতে যাইলেন। পরে ভূমি ও আপ্ ইহারা সেই গৌতমীকে প্রণামপূর্ব্বক যথাক্রমে স্পষ্টরূপে সেই লক্ষ্মী ও দরিদ্রার বচনাবলী সমস্তই যথাযথ নিবেদন করিলেন। ২৫—২৯। হে নারদ! সেই

শৃণ্বতীষপ্সু সা গঙ্গা দরিদ্রাং বাক্যমব্রবীৎ।
সম্প্রশস্য তথা লক্ষ্মীং গৌতমী বাক্যমব্রবীৎ॥

গৌতম্যুবাচ।

ব্রহ্মশ্রীশ্চ তপঃশ্রীশ্চ যজ্ঞশ্রীঃ কীর্ত্তিসংজ্ঞিতা।
ধনশ্রীশ্চ যশঃশ্রীশ্চ বিদ্যা প্রজ্ঞা সরস্বতী॥ ৩২
ভুক্তিশ্রীশ্চাথ মুক্তিশ্চ স্মৃতির্লজ্জা ধৃতিঃ ক্ষমা।
সিদ্ধিস্তুষ্টিস্তথা পুষ্টিঃ শান্তিরাপস্তথা মহী॥ ৩৩
অহংশক্তিরথৌষধ্যঃ শ্রুতিঃ শুদ্ধির্বিভাবরী।
দ্যৌর্জ্যোৎস্না আশিষঃ স্বস্তির্ব্যাপ্তির্মায়া
উষা শিবা॥৩৪
যৎকিঞ্চিদ্বিদ্যতে লোকে লক্ষ্ম্যা ব্যাপ্তং
চরাচরম্।
ব্রাহ্মণেষথ ধীরেষু ক্ষমাবৎস্বথ সাধুষু॥ ৩৫
বিদ্যাযুক্তেষু চান্যেষু ভুক্তিমুক্ত্যনুসারিষু।
যদ্যদ্রম্যং সুন্দরং বা তত্তল্লক্ষ্মীবিজৃম্ভিতম্।

দরিদ্রার ও লক্ষ্মীর বাক্যে মধ্যস্থ সদৃশ হইয়া লোকপালগণ, পৃথিবী ও আপ্ ইহাঁরা শুনিতে থাকিলে, সেই গৌতমী গঙ্গা,—লক্ষ্মীকে প্রশংসা করত দরিদ্রাকে এই বাক্য কহিলেন,—ব্রহ্মশ্রী, তপঃশ্রী, যজ্ঞশ্রী, কীর্ত্তি, ধনশ্রী, যশঃশ্রী, বিদ্যাশ্রী, প্রজ্ঞাশ্রী, সরস্বতী, ভুক্তিশ্রী, মুক্তি, স্মৃতি, লজ্জা, ধৃতি, ক্ষমা, সিদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, আপ্, মহী, আমি, শক্তি, ওষধি, শ্রুতি, শুদ্ধি, বিভাবরী, স্বর্গ, জ্যোৎস্না, আশীঃ, স্বস্তি, ব্যাপ্তি, মায়া, উষা ও শিবা ইত্যাদি যাহা কিছু লোকে চরাচর ভাব বস্তু,—তৎসমস্তই লক্ষ্মী কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণ, ধীর, ক্ষমাবান্, সাধু, বিদ্বান্ ও ভুক্তি-মুক্তিপ্রার্থী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ—সর্ব্বত্রই লক্ষ্মী বিরাজিতা। যাহা যা। রম্য বা সুন্দর, তাহাই লক্ষ্মীযুক্ত। এবিষয়ে বেশী বলিয়া ফল কি? সমস্ত জগৎই লক্ষ্মীময়। যে কোনস্থলে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দেখা যায়, সে সমস্তই লক্ষ্মীময়, লক্ষ্মী-হীন কিছুই নাই। সুতরাং এরূপস্থলে তুমি এই সুন্দরী লক্ষ্মী দেবী সহ স্পর্দ্ধা করিয়া

কিমত্র বহুনোক্তেন সর্ব্বং লক্ষ্মীময়ং জগৎ ॥
যস্মিন্ কস্মিংশ্চ যৎকিঞ্চিদুৎকৃষ্টং পরিদৃশ্যতে।
লক্ষ্মীময়ন্তু তৎ সর্ব্বং তয়া হীনং ন কিঞ্চন ॥৩৭
অস্মেভ্যোং সুন্দরীং দেবীং স্পর্দ্ধয়ন্তী ন লজ্জসে
গচ্ছ গচ্ছেতি তাং গঙ্গা দরিদ্রাং বাক্যমব্রবীৎ
ততঃ প্রভৃতি গঙ্গাতো দরিদ্রাবৈরকার্য্যভূৎ।
তাবদ্দরিদ্রাভিভবো গঙ্গা যাবন্ন সেব্যতে ॥৩৯
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমলক্ষ্মীনাশনং শুভম্।
তত্র স্নানেন দানেন লক্ষ্মীবান্ পুণ্যবান্ ভবেৎ
তীর্থানাং ষট্‌সহস্রাণি তস্মিংস্তীর্থে মহামতে।
দেবর্ষিমুনিজুষ্টানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনাম্ ॥ ৪১
ইতি শ্রীব্রাহ্মে লক্ষ্মীতীর্থাদিষট্‌সহস্রতীর্থবর্ণনং সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ভানুতীর্থমিতিখ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্।
তত্রেদং বৃত্তমাখ্যাস্যে মহাপাতকনাশনম ॥ ১

শর্য্যাতিরিতি বিখ্যাতো রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
তস্য ভার্য্যা স্থবিষ্ঠেতি * রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥
মধুচ্ছন্দা ইতি খ্যাতো বৈশ্বামিত্রো দ্বিজোত্তমঃ
পুরোধাস্তস্য নৃপতের্ব্রহ্মর্ষিঃ শমিনাং প্রভুঃ ॥ ৩
দিশো বিজেতুং স জগাম রাজা
পুরোধসা তেন নৃপপ্রবীরঃ।
পুরোধসং প্রাহ মহানুভাবং
জিত্বা দিশশ্চাধ্বনি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৪
পপ্রচ্ছেদং কেন খেদং গতোঽসি
হেতুং বদস্বেতি মহানুভাব।
ত্বমেব রাজ্যে মম সর্ব্বমান্যঃ
সমস্তবিদ্যানিরবদ্যবোধঃ ॥ ৫
বিধূতপাপঃ পরিতাপশূন্যঃ
কিমন্যচেতা ইব লক্ষ্যসে ত্বম্।
জিতেয়মুর্ব্বী বিজিতা নরেন্দ্রা
হর্ষস্য হেতৌ মহতীহ জাতে ॥ ৬

লজ্জিতা হইতেছ না? যাও যাও। গঙ্গা সেই দরিদ্রাকে এইরূপ কহিলেন। সেই হইতেই দরিদ্রা গঙ্গার সহিত বৈরভাবাপন্না হইলেন। দরিদ্রাকৃত অভিভব তাবৎকালই থাকে, যাবৎ গঙ্গা সেবিতা না হয়েন। সেই হইতেই উক্ততীর্থ অলক্ষ্মীনাশক ও শুভসম্পাদক হইল। সেখানে স্নান দানে লক্ষ্মীবান্ ও পুণ্যবান্ হওয়া যায়। হে মহামতি নারদ! এইস্থানে দেব, ঋষি ও মুনিগণসেবিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ষট্ সহস্র তীর্থ বিদ্যমান্ আছে। ৩০—৪১।
সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৭।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—ভানুতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, উহা নরগণের সর্ব্বসিদ্ধিকর। তৎসম্বন্ধে এই বৃত্তান্ত বলিতেছি। এই উপাখ্যান মহাপাতকনাশক। শর্যাতি নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার স্থবিষ্ঠা নামে ভূতলে অপ্রতিম এক রূপবতী ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার শমপরায়ণ জনগণের প্রধান, দ্বিজোত্তম, মধুচ্ছন্দা নামে বিখ্যাত ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রনন্দন পুরোহিত ছিলেন। সেই নৃপপ্রবর উক্ত পুরোধার সহিত দিগ্বিজয়ার্থ প্রস্থিত হইলেন এবং নানাদিক্ জয়পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ পথিমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া উক্ত মহানুভাব পুরোহিতকে এই কথা কহিলেন,—হে মহানুভাব! আপনি খেদযুক্ত হইতেছেন কেন? ইহার কারণ বলুন। আমার রাজ্যে আপনি সর্ব্বমান্য, সমস্ত বিদ্যা-বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিধূতপাপ ও পরিতাপশূন্য ব্যক্তি; এক্ষণে আপনি উদ্বিগ্নচিত্তবৎ লক্ষিত হইতেছেন কেন? এই উর্ব্বী জিতা হইয়াছে, নরেন্দ্রগণ পরাজিত হইয়াছেন, সুতরাং এই মহৎ হর্ষহেতু বিদ্যমানে আপনি

---

* "প্রতিষ্ঠিতেতি" চ পাঠঃ।

কিং ত্বং কৃশো মে বদ সত্যমেব
দ্বিজাতিবর্য্যাতিমহানুভাব ।
সম্বোধ্য শর্য্যাতিমুবাচবিপ্র-
শ্ছন্দোমধুঃ প্রেমময়ীং প্রিয়োক্তিম্ ॥ ৭
মধুচ্ছন্দা উবাচ।
শৃণু ভূপাল মদ্বাক্যং ভার্য্যায়া যদুদীরিতম্ ।
স্থিতে যামে বয়ং যামো যামিনী চার্দ্ধগামিনী।
যামিনী চাস্ত দেহস্ত কামিনী মাং প্রতীক্ষতে ॥
স্মৃত্বা তৎকামিনীবাক্যং শোষং যাতি কলেবরম্
বিকারে স্মরসঞ্জাতে জীবাতুর্নলিনাননা ॥ ৯
ব্রহ্মোবাচ।
বিহস্ত চাব্রবীদ্রাজা পুরোধসমরিন্দমঃ ॥ ১০
রাজোবাচ।
ত্বং গুরুর্মম মিত্রঞ্চ কিমাত্মানং বিম্বড়সে।
কিময়েন মহাপ্রাজ্ঞ মম বাক্যেন মানদ।
ক্ষণবিধ্বংসিনি সুখে কা নামাস্থা মহাত্মনাম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।
এতদাকর্ণ্য মতিমান্ মধুচ্ছন্দা বচোঽব্রবীৎ ॥১২
মধুচ্ছন্দা উবাচ।
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে।
ন চেদং দূষণং রাজন্ ভূষণঞ্চাতিমন্ততাম্ ॥১৩
ব্রহ্মোবাচ।
আজগাম স্বকং দেশং মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
পরীক্ষার্থঞ্চ তৎপ্রেম পুর্য্যাং বার্ত্তামদীদিশৎ ॥১৪
দিশো বিজেতুং শর্য্যাতৌ যাতে রাক্ষসপুঙ্গবঃ
হত্বা রসাতলং যাতো রাজানং সপুরোধসম্ ॥
রাজ্ঞো ভার্য্যা নিশ্চয়ায় প্রবৃত্তা মুনিসত্তমঃ।
বার্ত্তাং শ্রুত্বা দূতমুখান্মধুচ্ছন্দঃপ্রিয়া পুনঃ ॥ ১৬
তদৈবাভূদ্গতপ্রাণা তদ্বিচিত্রমিবাভবৎ।
তস্তা বৃত্তন্ত তে দৃষ্ট্বা দূতা রাজ্ঞে ন্যবেদয়ন্ ॥
যৎ কৃতং রাজপত্নীভিঃ প্রিয়য়া চ পুরোধসঃ।
বিস্মিতো দুঃখিতো রাজা পুনর্দূতানভাবত ॥

কৃশ হইতেছেন কেন ? হে অতি মহানুভাব ! দ্বিজাতিবর্য্য ! আপনি আমাকে তাহা সত্য বলুন। বিপ্র মধুচ্ছন্দা তখন শর্য্যাতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রিয়ার প্রেমময়ী উক্তি সকল বলিতে লাগিলেন। মধুচ্ছন্দা বলিলেন,—হে ভূপাল ! মদীয় ভার্য্যা যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, শুনুন। তিনি যামিনী যাম মাত্র অবশেষ থাকিতে ফিরিয়া যাইতে কহিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে যামিনী অর্দ্ধগামিনী হইয়াছে। এই দেহের স্বামিনী কামিনী আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই কামিনী-বাক্য স্মরণে আমার কলেবর শোষ প্রাপ্ত হইতেছে; উপস্থিত স্মরসঞ্জাত বিকারে সেই নলিনাননাই জীবনৌষধি। ১—৯। ব্রহ্মা কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া অরিন্দম রাজা হাস্ত সহকারে সেই পুরোহিতকে বলিলেন,—তুমি আমার গুরু এবং মিত্র; কেন আত্মাকে বিড়ম্বিত করিতেছ ? এ সকল কথার আলোচনায় ফল কি ? ওহে মহাপ্রাজ্ঞ, মানদ ! মহাত্মাদিগের ক্ষণবিধ্বংসী সুখে আস্থাই বা কি ? ব্রহ্মা বলিলেন,—মতিমান্ মধুচ্ছন্দা রাজার এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—দম্পতীর যেখানে পরস্পর আনুকূল্য থাকে, তথায় ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) বর্দ্ধিত হয়। রাজন্। ইহা দূষণ নহে; পরন্তু আপনি ইহাকে অতীব ভূষণ বলিয়া মনে করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর রাজা মহতী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি মধুচ্ছন্দার প্রেম পরীক্ষার্থ পুরীতে এইরূপ বার্ত্তা জানাইতে আদেশ করিলেন যে,—"শর্য্যাতি রাজা দিগ্বিজয়ার্থ প্রস্থান করিলে, একটা বলবান্ রাক্ষস পুরোহিত সহ, তাঁহাকে হত্যা করিয়া রসাতলে চলিয়া গিয়াছে। এই বার্ত্তা শ্রবণে রাজপত্নী ইহার তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু মধুচ্ছন্দার পত্নী তৎক্ষণাৎ গতপ্রাণা হইলেন; ইহা অতি বিচিত্রবৎ হইল। দূতগণ রাজপত্নীদিগের কর্ম্ম ও সেই পুরোহিতপত্নীর প্রাণ-ত্যাগ দেখিয়া সেই বৃত্তান্ত রাজসন্নিধানে আসিয়া নিবেদন করিল; রাজা তাহাতে বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া

রাজোবাচ।

শীঘ্রং গচ্ছন্তু হে দূতা ব্রাহ্মণ্যা যৎ কলেবরম্।
রক্ষন্তু বার্ত্তাং কুরুত রাজাগন্তা পুরোধসা ॥১৯

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি চিন্তাতুরে রাজ্ঞি বাগুবাচাশরীরিণী ॥২০

আকাশবাগুবাচ।

বিধাস্যত্যখিলং গঙ্গা রাজংস্তব সমীহিতম্।
সর্ব্বাভিষঙ্গশমনী পাবনী ভুবি গৌতমী ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা স শর্য্যাতির্গৌতমীতটমাশ্রিতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দ্বিজান্
পুরোহিতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং প্রেষয়িত্বা ধনান্বিতম্।
অন্যত্র তীর্থে সার্থেষু দদৌ দানং প্রযত্নতঃ ॥২৩
এতৎ সর্ব্বং ন জানাতি রাজ্ঞঃ কৃত্যং পুরোহিতঃ।
গতে তস্মিন্ গুরৌ রাজা বৈশ্বামিত্রে মহাত্মনি
সর্ব্বং বলং প্রেষয়িত্বা গঙ্গাতীরেঽগ্নিমাবিশৎ।
ইত্যুক্ত্বা স তু রাজেন্দ্রো গঙ্গাং ভানুং সুরানপি ॥ ২৫
যদি দত্তং যদি হুতং যদি ত্রাতা প্রজা ময়া।
তেন সত্যেন সা সাধ্বী মমায়ুষ্যেণ জীবতু ॥২৬
ইত্যুক্তাগ্নৌ প্রবিষ্টে তু শর্য্যাতৌ নৃপসত্তমে।
তদৈব জীবিতা ভার্য্যা রাজ্ঞস্তস্য পুরোধসঃ ॥
অগ্নিং প্রবিষ্টং রাজানং শ্রুত্বা বিস্ময়কারণম্।
পতিব্রতাং তথা ভার্য্যাং মৃতাং জীবাপিতাং পুনঃ
তদর্থঞ্চাপি রাজানং ত্যক্তাত্মানং বিশেষতঃ
আত্মনশ্চ পুনঃ কৃত্যমস্মরন্নৃপতের্গুরুঃ ॥ ২৯
অহমপ্যগ্নিমাবেক্ষ্য উত যাস্যে প্রিয়ান্তিকম্।
অথবেহ তপস্তপ্স্যে ততো নিশ্চয়বান্ দ্বিজঃ ॥
এতদেবাত্মনঃ কৃত্যং মন্যে সুকৃতমেব চ।
জীবয়ামি চ রাজানং ততো যামি প্রিয়াং পুনঃ

দূতগণকে পুনরায় কহিলেন,—ওহে দূতগণ! তোমরা শীঘ্র যাও, সেই ব্রাহ্মণীর কলেবরটী সাবধানে রক্ষা কর এবং "রাজা পুরোহিত সহ আসিতেছেন," এই সংবাদ দেও। ব্রহ্মা কহিলেন,—রাজা এইরূপ আদেশ করিয়া চিন্তাতুর হইলে তখন এক অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল। সেই আকাশবাণী কহিল,—রাজন্! গঙ্গা তোমার সমীহিত সমস্তই সম্পাদন করিবেন, ভূতলে পাবনী গৌতমী সর্ব্ববিধ ক্লেশের প্রশমনকারিণী। ১০—২১। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই রাজা শর্যাতি এই আকাশবাণী শ্রবণে গৌতমীতটভূমি আশ্রয় করত ব্রাহ্মণগণে ধন দান, দ্বিজগণের তৃপ্তি-সাধন, পিতৃগণের তর্পণ এবং বহু ধন সহ দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে নিজ দেশে প্রেরণ করিয়া অন্যত্রস্থ তীর্থেও দীন জনে সযত্নে ধন দান করিলেন। রাজার এই সকল কর্ম্ম পুরোহিত মধুচ্ছন্দা কিছুই জানিতে পারেন নাই। বিশ্বামিত্রনন্দন রাজগুরু মহাত্মা মধুচ্ছন্দা গমন করিলে পর রাজা সমস্ত সৈন্য সামন্ত রাজধানীতে পাঠাইয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। সেই রাজেন্দ্র, গঙ্গা, ভানু ও সুরগণের প্রতি এই বাক্য বলিলেন যে,—আমি যদি দান, হোম ও প্রজাপালন করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য কার্য্যের ফলে সাধ্বী পুরোহিতপত্নী আমার আয়ুষ্য দ্বারা জীবিতা হউন। নৃপসত্তম শর্য্যাতি এই বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলে তখনই সেই রাজপুরোহিতের ভার্য্যা জীবিতা হইলেন। নৃপতির গুরু মধুচ্ছন্দা রাজার সেই বিস্ময়-কর অগ্নিপ্রবেশ, স্বকীয় পতিব্রতা ভার্য্যার পুনর্জ্জীবন লাভ ও বিশেষতঃ সেই পতি-ব্রতার নিমিত্ত রাজার তাদৃশ আত্মত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণে আপনার কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—এক্ষণে আমিও কি অগ্নিপ্রবেশ করিব? কিম্বা প্রিয়া-সমীপে যাইব? অথবা এখানে থাকিয়াই তপস্যা করিব? সেই দ্বিজ এইরূপ চিন্তান্তে স্থির করিলেন যে, অগ্রে কোনও প্রকারে রাজাকে জীবিত করা বিধেয়। ইহাই আমার পক্ষে উত্তম কার্য্য বলিয়া বোধ হয়; তার পর রাজা জীবিত হইলে

এতদেব শুভং মে স্যাত্ত্বতষ্টাব ভাস্করম্।
ন হ্যন্তঃ কোঽপি দেবোঽস্তি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদো রবেঃ॥ ৩২
মধুচ্ছন্দা উবাচ।
নমোঽস্তু তস্মৈ সূর্য্যায় মুক্তয়েঽমিততেজসে।
ছন্দোময়ায় দেবায় ওঁকারার্থায় তে নমঃ॥ ৩৩
বিরূপায় সুরূপায় ত্রিগুণায় ত্রিমূর্ত্তয়ে।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশানাং হেতবে প্রভবিষ্ণবে॥
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ প্রসন্নঃ সূর্য্যোঽভূদ্বরয়স্বেত্যভাষত॥৩৫
মধুচ্ছন্দা উবাচ।
রাজানং দেহি দেবেশ ভার্য্যাঞ্চ প্রিয়বাদিনীম্
আত্মনশ্চ শুভান্‌পুত্রান রাজ্ঞশ্চৈবশুভানবরান
ব্রহ্মোবাচ।
ততঃ প্রাদাজ্জগন্নাথঃ শর্য্যাতিং রত্নভূষিতম্।
তাঞ্চ ভার্য্যাং বরানন্যান সর্ব্বং ক্ষেমময়ং তথা
ততো যাতঃ প্রিয়াবিষ্টঃ প্রীতেন চ পুরোধসা।

যযৌ সুখী স্বকং দেশং তত্তু তীর্থংশুভং স্মৃতম্
তত্র ত্রীণি সহস্রাণি তীর্থানি গুণবন্তি চ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং ভানুতীর্থমুদাহৃতম্॥ ৩৯
মৃতসঞ্জীবনঞ্চৈব শার্য্যাতঞ্চেতি বিশ্রুতম্।
মাধুচ্ছন্দসমাখ্যাতং স্মরণাৎ পাপনুন্মুনে॥ ৪০
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্।
মৃতসঞ্জীবনং তৎ স্যাদায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ভাস্বাদিত্রিসংস্র তীর্থবর্ণনামাষ্টত্রিংশদাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৮॥

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
খড়্গাতীর্থমিতি খ্যাতং গৌতম্যা উত্তরে তটে।
তত্র স্নানেন দানেন মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥ ১
তত্র বৃত্তং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ।

প্রিয়া-সন্নিধানে যাইব, এরূপ করিলেই আমার শুভ হইবে। কিন্তু রাজার জীবন জন্য ভাস্করের২ স্তব করি, রবি অপেক্ষা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ আর কোনও দেবতা নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি ভাস্করের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। মধুচ্ছন্দা কহিলেন,—আমি সেই মুক্তি হেতু, অমিততেজা সূর্য্যকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনি ছন্দোময়, ওঙ্কারার্থস্বরূপ, এবং বিরূপ, সুবর্ণ, ত্রিগুণ, ত্রিমূর্ত্তি ও উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের হেতু, প্রভবিষ্ণু আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে সূর্য্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া "বর গ্রহণ কর" এই কথা কহিলেন। মধুচ্ছন্দা কহিলেন,—হে দেবেশ! রাজাকে ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যাকে প্রদান করুন, আর আমার শুভ পুত্র সকল এবং রাজার শুভ বর সমস্তও দান করুন। ২২—৩৬। পরে জগন্নাথ সূর্য্য, রত্নভূষিত শর্য্যাতি রাজাকে দান করিলেন, আর সেই পুরোহিতের ভার্য্যা ও অন্যান্য ক্ষেমময় বরসমূহ প্রদান করিলেন। তখন সেই রাজা প্রিয়জনে মিলিত হইয়া সানন্দে প্রীতচিত্তে স্বদেশে গমন করিলেন। সেই হইতে উক্ত শুভ তীর্থের উৎপত্তি হইল। এই স্থানে গুণবান্ তিন সহস্র তীর্থ আছে। সেই হইতেই উক্ত তীর্থ ভানুতীর্থ নামে উদাহৃত হয়। এবং উহা মৃতসঞ্জীবন ও শার্য্যাত নামেও বিশ্রুত হইয়া থাকে। মাধুচ্ছন্দস নামেও উহা আখ্যাত হয়। হে মুনে! এই তীর্থ স্মরণমাত্রেই পাপনাশক। এই সকল তীর্থে স্নান দান সর্ব্বক্রতুফল। উক্ত মৃতসঞ্জীবন তীর্থ আয়ু ও আরোগ্য বর্দ্ধক। —৪১।

অষ্টত্রিংশদধিক শতত অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৮।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গৌতমীর উত্তর তটে খড়্গা তীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, উহাতে স্নান দান করিলে নর মুক্তিভাগী

তৃষ্ণা বহুবিধা মায়া বন্ধনী পাপকারিণী।
ছিত্ত্বৈতাং জ্ঞানখড়্গেন সুখং তিষ্ঠতি মানবঃ॥
সঙ্গঃ পরমোঽধর্ম্মো দেবাদীনামিতি শ্রুতিঃ।
অসঙ্গস্যাত্মনোঽপ্যস্য সঙ্গোঽয়ং পরমো রিপুঃ
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং জন্তুঃ পরমেপ্সিতমাপ্নুয়াৎ॥
সংশয়ঃ পরমো নাশো ধর্ম্মার্থানাং বিনাশকৃৎ
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং জন্তুঃ পরমেপ্সিতমাপ্নুয়াৎ॥
পিশাচীব বিশত্যাশা নির্দহত্যখিলং সুখম্।
পূর্ণাহস্মাসিনা ছিত্ত্বা জীবন্মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

ততো জ্ঞানমবাপ্যাসৌ গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতঃ।
জ্ঞানখড়্গেন নির্ম্মোহস্ততো মুক্তিমবাপ সঃ॥
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং খড়্গাতীর্থমিতি স্মৃতম্।
জ্ঞানতীর্থঞ্চ কবষং পৈলুষং সর্ব্বকামদম্॥ ১৯

নিষ্ফল ও দেহনাশক। উহাকে জ্ঞানখড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া পরম পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। মায়াময়ী তৃষ্ণা বহুবিধা, উহা পাপকারিণী ও সংসারে বন্ধনবিধায়িনী। ইহাকে জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলে মানব সুখে থাকিতে পারে। সঙ্গ পরম অধর্ম্ম; দেবতা-দিগের এই প্রকার শ্রুতি আছে। অসঙ্গ আত্মার পক্ষে এই সঙ্গই পরম রিপু। জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা ইহাকে ছেদন করিলে শিব সহ একত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংশয় পরম বিনাশোপায়; উহা ধর্ম্মার্থের বিনাশকারী। জীব উহাকে জ্ঞানখড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া পরম বাঞ্ছিত লাভ করিতে পারে। আশা পিশাচীবৎ জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অখিল সুখ দগ্ধ করিয়া ফেলে; "আমি পূর্ণ" ইত্যাকার জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা উহাকে ছেদন করিয়া জীব জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন,—তার পর সেই পৈলুষ, জ্ঞান লাভান্তে গঙ্গাতীর আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা নির্ম্মোহ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই হইতে সেই তীর্থ খড়্গতীর্থ নামে স্মৃত হইয়া থাকে। উহা জ্ঞানতীর্থ, কবষতীর্থ ও পৈলুষতীর্থ নামেও বিখ্যাত

ইত্যাদিষট্‌সহস্রাণি তীর্থান্যত্র বসন্তি হি।
অশেষপাপতাপৌঘহরাণীষ্টপ্রদানি চ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে খড়্গাতীর্থবর্ণনমেকোনচত্বা-রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৯॥

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

আত্রেয়মিতি বিখ্যাতমাত্রেয়ং তীর্থমুত্তমম্।
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়কম্॥ ১
গৌতম্যা উত্তরে তীর আত্রেয়ো ভগবানৃষিঃ।
অন্বারেভেঽথ সত্রাণি ঋত্বিগ্‌ভির্মুনিভির্বৃতঃ।
তস্য হোতাভবদ্বহ্নির্হব্যবাহন এব চ ২
এবং সত্রে তু সম্পূর্ণ ইষ্টিং মাহেশ্বরীং পুনঃ।
কৃত্বৈশ্বর্য্যমগাদ্বিপ্রঃ সর্ব্বত্র গতিমেব চ॥ ৩

হয়। ঐ তীর্থ সর্ব্বকামপ্রদ। ইত্যাদি ষট্‌-সহস্র তীর্থ ঐ স্থানে আছে; ঐ সকল তীর্থ অশেষ পাপ-তাপ-রাশি-হর ও অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ। মহর্ষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১২—২০।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আত্রেয় নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে; উহা অতি উত্তম তীর্থ। ঐ তীর্থ অবিজ্ঞ নামেও পরিচিত হইয়া থাকে। উহা ভ্রষ্টরাজ্যপ্রদায়ক। উহার প্রভাব বলিতেছি। ভগবান আত্রেয় ঋষি গৌতমীর উত্তর তীরে, মুনি-ঋত্বিগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ সত্র আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই সত্রে হব্যবাহন অগ্নি হোতা হইয়াছিলেন। সেই সত্র সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় মাহেশ্বরী ইষ্টি আরম্ভ করেন। সেই ইষ্টি সম্পাদন করিয়া সেই বিপ্র ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বত্র গতি-শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। তখন

ইন্দ্রস্য ভবনং রম্যং স্বর্গলোকং রসাতলম্।
স্বেচ্ছয়া যাতি বিপ্রেন্দ্রঃ প্রভাবাত্তপসঃ শুভাৎ
স কদাচিদ্দিবং গত্বা ইন্দ্রলোকমগাৎ পুনঃ।
তত্রাপশ্যৎ সহস্রাক্ষং সুরৈঃ পরিবৃতঃ শুভৈঃ॥
স্তূয়মানং সিদ্ধসাধ্যৈঃ প্রেক্ষন্তং নৃত্যমুত্তমম্।
শৃণ্বানং মধুরং গীতমপ্সরোভিশ্চ বীজিতম্॥ ৬
উপোপবিষ্টৈঃ সুরনায়কৈস্তৈঃ
সম্পূজ্যমানং মহদাসনস্থম্।
জয়ন্তমঙ্কে বিনিধায় সূনুং
শচ্যা যুতং প্রাপ্তরতিং মহিষ্ঠম্॥ ৭
সতাং শরণ্যং বরদং মহেন্দ্রং
সমীক্ষ্য বিপ্রাধিপতির্মহাত্মা।
বিমোহিতোঽসৌ মুনিরিন্দ্রলক্ষ্ম্যা
সমীহয়ামাস তদিন্দ্ররাজ্যম্॥ ৮
সম্পূজিতো দেবগণৈর্যথাবৎ
স্বমাশ্রমং বৈ পুনরাজগাম।
সমীক্ষ্য তাং শক্রপুরীং সুরম্যাং
রত্নৈর্যুতাং পুণ্যগুণৈঃ সুপূর্ণাম্॥ ৯
স্বমাশ্রমং নিষ্প্রভহেমবর্জ্যং
সমীক্ষ্য বিপ্রো বিরমং জগাম।
সমীহমানঃ সুররাজ্যমাশু
প্রিয়াং তদোবাচ মহাত্রিপুত্রঃ॥ ১০

আত্রেয় উবাচ।

ভোক্তুং ন শক্তোঽস্মি ফলানি
মূলান্যনুত্তমান্যপ্যতিসংস্কৃতানি।
স্মৃত্বামৃতং পুণ্যতমঞ্চ তত্র
ভক্ষ্যঞ্চ ভোজ্যঞ্চ বরাসনানি।
স্তুতিঞ্চ দানঞ্চ সভাং শুভাঞ্চ
অন্নঞ্চ বাসাংসি পুরীং বনানি॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ।

ততো মহাত্মা তপসঃ প্রভাবা-
ত্বষ্টারমাহূয় বচো বভাষে॥ ১২

আত্রেয় উবাচ।

ইচ্ছেয়মিন্দ্রত্বমহং মহাত্মন
কুরুষ শীঘ্রং পদমেন্দ্রমত্র।
[illegible]
[illegible] করোম্যেব ন সংশয়োঽত্র॥ ১৩

সেই বিপ্রেন্দ্র সেই শুভ তপঃফলে স্বেচ্ছানুসারে রম্য ইন্দ্রভবনে, স্বর্গে, রসাতলে—সর্বত্র গমনাগমন করিতেন। তিনি একদা স্বর্গে যাইয়া তথা হইতে পুনরায় ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। সেখানে দেখিলেন—সহস্রাক্ষ ইন্দ্র শুভ সুরগণে পরিবৃত রহিয়াছেন; সিদ্ধ-সাধ্যগণ তাঁহার স্তব করিতেছে; তিনি (অপ্সরা সকলের) উত্তম নৃত্য দর্শন করিতেছেন। মধুর গীত শ্রবণ করিতেছেন; কতিপয় অপ্সরা কর্তৃক বিজিত হইতেছেন। সমীপোপবিষ্ট সুরনায়কগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া পুত্র জয়ন্তকে অঙ্কে স্থাপনপূর্বক শচীর সহিত হৃষ্টচিত্তে মহৎ আসনে আসীন রহিয়াছেন। বিপ্রাধিপতি মহাত্মা আত্রেয় সেই মহিষ্ঠ, সজ্জনশরণ্য মহেন্দ্রকে তাদৃশ দর্শনে ইন্দ্রলক্ষ্মী দ্বারা বিমোহিত হইয়া সেই ইন্দ্ররাজ্যে সমীহাবান্ হইলেন। তথায় তিনি দেবগণ কর্তৃক যথাবৎ পূজিত হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। সেই শক্রপুরী সুরম্য, রত্নচয়যুক্ত ও পুণ্যগুণে সুপূর্ণ আর এদিকে স্বীয় আশ্রম নিষ্প্রভ, হেমবর্জিত,—ইহা দেখিয়া সেই বিপ্র বিরত হইলেন। সেই অত্রিপুত্র মহর্ষি আশু সুররাজ্যলাভ বিষয়ে যত্নবান হইয়া তখন নিজ প্রিয়াকে কহিলেন,—প্রিয়ে! ইন্দ্রলোকের অমৃত, পুণ্য ভক্ষ্য ভোজ্য, উত্তম আসনসমূহ এবং সেই স্তুতি, দান, শুভা সভা, অন্ন, বস্ত্র, পুরী, নন্দন বন—এ সকল স্মরণে আমি, এই ফলমূল অনুত্তম এবং অতি যত্নে সংস্কৃত হইলেও ভোজন করিতে পারিতেছি না। ১—১১। ব্রহ্মা কহিলেন,—তার পর সেই মহাত্মা আত্রেয়, তপস্যাপ্রভাবে বিশ্বকর্মাকে আহ্বানপূর্বক এই কথা কহিলেন,—হে মহাত্মন্! আমি ইন্দ্রত্ব আকাঙ্ক্ষা করি; অতএব তুমি এই স্থানেই শীঘ্র ঐন্দ্র পদ করিয়া দেও; আমি যাহা বলিলাম, তুমি

ব্রহ্মোবাচ।

তদাত্রিবাক্যাত্বরিতঃ প্রজানাং
স্রষ্টা বিভুর্বিশ্বকর্ম্মা তদৈব।
চকার মেরুঞ্চ পুরীং সুরাণাং
কল্পদ্রুমান্ কল্পলতাঞ্চ ধেনুম্ ॥ ১৪
চকার বজ্রাদিবিভূষিতানি
গৃহাণি শুভ্রাণ্যতিচিত্রিতানি।
চকার সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং
শচীং স্মরস্যেব বিহারশালাম্ ॥ ১৫
সভাং সুধর্ম্মাণমহো ক্ষণেন
তথা চকারাপ্সরসো মনোজ্ঞাঃ।
চকার চোচ্চৈঃশ্রবসং গজঞ্চ
বজ্রাদি চাস্ত্রাণি সুরানশেষান্ ॥ ১৬
নিবার্য্যমাণঃ প্রিয়য়াত্রিপুত্রঃ
শচীসমামাত্মবধূং চকার।
তদাত্রিপুত্রোঽত্রিমুখৈঃ সমেতো
বজ্রাদিরূপঞ্চ চকার চাস্ত্রম্ ॥ ১৭
নৃত্যাদি গীতাদি চ সর্ব্বমেব
চকার শক্রস্য পুরে চ দৃষ্টম্।
তৎসর্ব্বমাসাদ্য তদা মুনীন্দ্রঃ
প্রহৃষ্টচেতাঃ সুতরাং বভূব ॥ ১৮
আপাতরম্যোঽথপি কস্য নাম
ভবত্যপেক্ষা ন হি গোচরেষু।
শ্রুত্বা চ দৈত্যা দনুজাঃ সমেতা
রক্ষাংসি কোপেন যুতানি সদ্যঃ ॥ ১৯
স্বর্গং পরিত্যজ্য কুতো হরির্ভুবং
সমাগতো বেষ মিথঃ সুখায়।
তস্মাদ্বয়ং যাম ইতো নু যোদ্ধুং
বৃত্রস্য হন্তারমদীর্ঘসূত্রম্ * ॥ ২০
ততঃ সমাগত্য তদাত্রিপুত্রং
সংবেষ্টয়ামাসুরথাসুরাস্তে।
সংবেষ্টয়িত্বা পুরমত্রিপুত্র
কৃতং তথা চেন্দ্রপুরাভিধানম্।
তৈর্বধ্যমানঃ শস্ত্রপাতৈর্মহদ্ভি-
স্ততো ভীতো বাক্যমিদং জগাদ ॥ ২১

আত্রেয় উবাচ।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্য্যভূষৎ।

যদি ইহার অন্যথা বল, তবে তোমাকে ভস্মীভূত করিব; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রজাপতি বিভু বিশ্বকর্ম্মা আত্রেয় ঋষির সেই বাক্যানুসারে তখনই সেই স্থানে মেরুপর্ব্বত, সুরগণের পুরী, কল্পদ্রুম, কল্পলতা ও কামদুঘা ধেনু নির্ম্মাণ করিলেন। আর হীরকাদিরচিত আবরণ, অতি বিচিত্র শুভ্র গৃহসমূহ, সর্ব্বাবয়বানবদ্যা শচী, স্মরবিহারশালাবৎ মনোরম বিহারশালা, সুধর্ম্মা নামক সভা, ও মনোজ্ঞা অপ্সরাদল সৃষ্টি করিলেন। তিনি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, বজ্রাদি অস্ত্র ও অনেকানেক সুরগণ, এ সকলই নির্ম্মাণ করিলেন। সেই অত্রিপুত্র প্রিয়পত্নী কর্ত্তৃক নিবার্য্যমাণ হইয়াও সেই শচীসমা নারীকে নিজবধূ করিলেন। পরে অত্রিপ্রমুখ মহর্ষিগণে মিলিত হইয়া বজ্রাদি দিব্যাস্ত্র সকল, সেই স্বর্গীয় নৃত্য গীতাদি শক্রপুরে দৃষ্ট সমস্ত বিষয়ই নির্ম্মাণ করাইলেন। তখন অত্রিনন্দন মুনীন্দ্র সেই সকল ঐন্দ্র ঐশ্বর্য্যলাভে অতীব প্রহৃষ্টচেতা হইলেন। আপাতরম্য বিষয়সকল যদি নয়নগোচর হয়, তবে তাহাতে কাহার না আসক্তি জন্মে? তার পর দৈত্য-দানব-রাক্ষসেরা "হরি, ইন্দ্র, স্বর্গ পরিহার করত কি নিমিত্ত ভূতলে সুখভোগার্থ আসিয়াছেন?" ইহা ভাবিয়া সকোপে সকলে পরস্পর মিলিত হইয়া স্থির করিল,—"যাহা হউক, আমরা সেই বৃত্রহন্তা বৈরী ইন্দ্র সহ যুদ্ধার্থ এখান হইতে যাত্রা করি।" পরে তাহারা এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক আসিয়া সেই ইন্দ্রপুর বেষ্টন করিল। তাহারা সেই ইন্দ্রপুর সহ অত্রিপুত্রকে অবরুদ্ধ করিয়া মহাস্ত্র শস্ত্র বর্ষণে আক্রমণ করিলে অত্রিনন্দন তখন ভীত হইয়া এই বাক্য কহিলেন,—যিনি নিয়ত আনন্দময়, মনস্বী ও

* "সত্রমি"তি কচিৎ পাঠঃ।

যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্ণস্য মহ্না সজনা স ইন্দ্রঃ ॥ ২২
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যাদিসূক্তেন রিপূনুবাচ
হরিঞ্চ তুষ্টাব তদাত্রিপুত্রঃ ॥ ২৩
আত্রেয় উবাচ।
নাহং হরির্নৈব শচী মদীয়া
নেয়ং পুরী নৈব বনং তদৈন্দ্রম্।
স এব চেন্দ্রো বৃত্রহন্তা স বজ্রী
সহস্রাক্ষো গোত্রভিদ্বজ্রবাহুঃ ॥ ২৪
অহং তু বিপ্রো বেদবিদ্ব্রহ্মবৃন্দৈঃ
সমাবিষ্টো গৌতমীতীরসংস্থঃ।
যত্রায়ত্যাং নাদ্য বা সৌখ্যহেতু-
স্তচ্চাকার্ষং কর্ম্ম দুর্দৈবযোগাৎ ॥ ২৫
অসুরা উচুঃ।
সংহরস্বেদমাত্রেয় যদিন্দ্রস্য বিড়ম্বনম্।
ক্ষেমস্তে ভবিতা সত্যং নান্যথা মুনিসত্তম ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তদাত্রেয়োঽব্রবীদ্বাক্যং যথা বক্ষ্যন্তি মামিহ।
করোম্যেব মহাভাগাঃ সত্যেনাগ্নিং সমালভে
এবমুক্ত্বা স দৈতেয়াংস্ত্বষ্টারং পুনরব্রবীৎ ॥ ২৮
আত্রেয় উবাচ।
যৎকৃতং তত্র মৎপ্রীত্যা ঐন্দ্রং ত্বষ্টঃ পদং ত্বয়া।
সংহরস্ব পুনঃ শীঘ্রং রক্ষ মাং ব্রাহ্মণং মুনিম্ ॥২৯
পুনর্দেহি পদং মহ্যমাশ্রমং মৃগপক্ষিণঃ।
বৃক্ষাংশ্চ বারি যত্রাসীন্ন মে দিব্যৈঃ প্রয়োজনম্
সর্ব্বমক্রমমায়াতং ন সুখায় মনীষিণাম্ ॥ ৩০
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা প্রজানাথস্ত্বষ্টা সংহৃতবাংস্তদা।
দৈত্যাশ্চ জগ্মুঃ স্বস্থানং কৃত্বা দেশমকণ্টকম্ ॥৩১
ত্বষ্টা চাপি যযৌ স্থানং স্বকং সম্প্রহসন্নিব।

সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভূত হইয়াছেন, যিনি ক্রতু-সম্পাদনের দ্বারা দেবগণের ভূষণস্বরূপ হইয়াছেন, যাঁহার প্রভাবে স্বর্লোক ভূলোক সম্যক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, যিনি নিখিল ক্লেশের নাশক ও সংসার সুখের সাধক, তিনিই ইন্দ্র; আমি ইন্দ্র নহি ।১১—১২। ব্রহ্মা কহিলেন,—অত্রিপুত্র তখন ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা সেই রিপুদিগকে কহিলেন এবং ইন্দ্রেরও স্তব করিলেন। সেই আত্রেয় ঋষি কহিলেন,—আমি হরি (ইন্দ্র) নহি, আর এই যে মদীয়া শচীরূপিণী পত্নীকে দেখিতেছ, ইনিও প্রকৃত শচী নহেন। এ বনও সেই ইন্দ্রের নন্দনবন নহে। সেই বৃত্রহন্তা, গোত্র-ভেত্তা, বজ্রধর, বজ্রবাহু সহস্রাক্ষই যথার্থ ইন্দ্র। আমি গৌতমীতীরবাসী বেদবিদ্ বিপ্র, ব্রাহ্মণবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছি। বর্ত্তমান কালে বা ভাবিকালে যাহা সুখহেতু নহে, দুর্দ্দৈবযোগে আমি সেই কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি। তখন অসুরগণ কহিল,—আত্রেয়! তুমি যে এই ইন্দ্রের অনুকরণ করিয়াছ, ইহা পরিত্যাগ কর; তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে; হে মুনি-সত্তম! অন্যথা করিলে তোমার কুশল হইবে না। সত্য বলিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—আত্রেয় তখন কহিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা আমাকে যেমন বলিতেছেন, আমি তাহাই করিব। অগ্নি স্পর্শ সহকারে আমি সত্য করিতেছি। তিনি দৈত্যগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় ত্বষ্টাকে কহিলেন,—হে ত্বষ্টঃ! তুমি মদীয় প্রীতিসাধনোদ্দেশে এই যে, ঐন্দ্র পদের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা পুনরায় ত্বরায় সংহার কর; এই ব্রাহ্মণ মুনি—আমাকে রক্ষা কর। আমাকে পুনরায় সেই মৃগপক্ষিসমাকুল আশ্রম, সেই বৃক্ষনিচয়, সেই জলাশয়,—যাহা যেমন ছিল, তাহাই করিয়া দেও। আমার এ দিব্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ বিধিবিহিত নিয়মপরম্পরার ব্যত্যয় করিয়া যাহা অধিগত হয়, মনীষিগণের তাহা সুখ-সাধন হয় না ২৩—৩০। ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রজানাথ ত্বষ্টা "তাহাই করিতেছি" বলিয়া তখনই সেই ঐন্দ্র ঐশ্বর্য্য সংহার করত পূর্ব্ববৎ আশ্রমাদি করিয়া দিলেন। তখন দৈত্য-

আত্রেয়োঽপ্যগাৎ। শিষ্যৈঃ সংবৃতঃ সহভার্য্যয়া
গৌতমীতীরমাশ্রিত্য তপোনিষ্ঠৈর্দ্বিজৈর্বৃতঃ
বর্ত্তমানে মহাযজ্ঞে লজ্জিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৩
আত্রেয় উবাচ।
অহো মোহস্য মহিমা মমাপি ভ্রান্তচিত্ততা।
কিং মহেন্দ্রপদং লব্ধং কিং ময়াত্র পুরা কৃতম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
এবং বদন্তমাত্রেয়ং লজ্জিতং প্রাব্রুবন্ সুরাঃ ॥
সুরা ঊচুঃ।
লজ্জাং জহি মহাবাহো ভবিত্রী খ্যাতিরুত্তমা ॥
আত্রেয়তীর্থে যে স্নানং প্রাণিনঃ কুর্য্যুরঞ্জসা।
ইন্দ্রাস্তে ভবিতারো বৈ স্মরণাৎ সুরভাগিনঃ
তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্থান্যাহুর্মনীষিণঃ।
অত্রিন্দ্রাত্রেয়দৈতেয়নামভিঃ কীর্ত্তিতানি চ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বমক্ষয়পুণ্যদম্ ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা বিবুধা যাতাঃ সন্তুষ্টশ্চাভবন্মুনিঃ ॥ ৩৯
ইতি শ্রীব্রাহ্মেঽত্রিন্দ্রাত্রেয়াদিতীর্থবর্ণনং চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

গণ সেই প্রদেশ অকণ্টক দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ত্বষ্টাও হাসিতে হাসিতে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। সেই আত্রেয় ঋষিও গৌতমীতীরে বর্ত্তমান সেই মহাযজ্ঞস্থলে ভার্য্যা, শিষ্য ও তপোনিষ্ঠ দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া লজ্জিতচিত্তে বলিলেন,—অহো! মোহের কি মহিমা! যাহার প্রভাবে আমিও ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলাম। আমি ইতঃপূর্ব্বে কিই বা করিলাম। কি মহেন্দ্রপদই বা লাভ করিলাম! ব্রহ্মা বলিলেন,—আত্রেয় লজ্জিতভাবে এই কথা কহিতেছেন,—ইত্যবসরে সুরগণ আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহাবাহো! লজ্জা পরিহার কর। ইহাতে তোমার উত্তমা খ্যাতি হইবে। এই আত্রেয়তীর্থে যে সকল প্রাণী স্নান করিবে, তাহারা ইন্দ্র হইতে পারিবে। ইহার বৃত্তান্ত স্মরণে সুখভাগী হইবে। এখানে পঞ্চ সহস্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ সকল তীর্থ অত্রিন্দ্র, আত্রেয়, দৈতেয় প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হইবে। মনীষিগণ এ সকলের বিষয় কীর্ত্তন করিবেন। ঐ সকল তীর্থে স্নান দানাদি সকলই অক্ষয় পুণ্যপ্রদ হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিবুধগণ এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই মুনিও সন্তুষ্ট হইলেন ॥৩১—৩৯।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
কপিলাসঙ্গমং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
তত্র নারদ বক্ষ্যামি কথাং পুণ্যামনুত্তমাম্ * ॥১
কপিলো নাম তত্ত্বজ্ঞো মুনিরাসীন্মহাযশাঃ।
ক্রূরশ্চাপি প্রসন্নশ্চ তপোব্রতপরায়ণঃ ॥ ২
তপস্যন্তং মুনিশ্রেষ্ঠং গৌতমীতীরমাশ্রিতম্।
তমাগত্য মহাত্মানং বামদেবাদয়োঽব্রুবন্ ॥ ৩
হত্বা বেণং ব্রহ্মশাপৈর্নষ্টধর্ম্মে স্বরাজকে।
কপিলং সিদ্ধমাচার্য্যমূচুর্মুনিগণাস্তদা ॥ ৪

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! কপিলাসঙ্গম নামে যে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ আছে, তৎসম্বন্ধীয় পুণ্যা অনুত্তমা কথা শ্রবণ কর। কপিল নামে এক তত্ত্বজ্ঞ মহাযশা তপোব্রতপরায়ণ মুনি ছিলেন। তিনি সামান্য কারণেই ক্রুদ্ধ হইতেন এবং প্রসন্নও হইতেন। বামদেবাদি মুনিগণ ব্রহ্মশাপ দ্বারা বেণ রাজাকে নিহত করিলে, রাজ্য অরাজক হওয়ায় যখন

---

* অতঃপরং 'তিলোত্তমায়াস্তত্রৈব সঙ্গমে লোকবিশ্রুতঃ। স্মরণাৎ সর্ব্বপাপানাং নাশনং কিন্তু দর্শনাৎ ॥' ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ ক্বচিৎ বর্ত্ততে।

মুনিগণা উচুঃ।

গতে বেদে গতে ধর্ম্মে কিং কর্ত্তব্যং মুনীশ্বর॥

ব্রহ্মোবাচ।

ততোঽব্রবীন্মুনির্ধ্যাত্বা কপিলস্তাগতান্মুনীন॥

কপিল উবাচ।

বেণস্যোরুর্বিমথ্যোঽভূত্ততঃ কশ্চিদ্ভবিষ্যতি॥৭

ব্রহ্মোবাচ।

তথৈব চক্রুর্মুনয়ো বেণস্যোরু বিমথ্য বৈ।
তত্রোৎপন্নো মহাপাপঃ কৃষ্ণো রৌদ্রপরাক্রমঃ॥
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ো ভীতা নিষীদস্বেতি চাব্রুবন্।
নিষাদঃ সোঽভবত্তস্মান্নিষাদাশ্চাভবংস্ততঃ॥৯
বেণবাহুং মমন্থুস্তে দক্ষিণং ধর্ম্মসংহিতম্।
ততঃ পৃথুস্বরশ্চৈব সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতঃ।
রাজাভবৎ পৃথুঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মসামর্থ্যসংযুতঃ॥১০
তমাগত্য সুরাঃ সর্ব্বে অভিনন্দ্য বরান্ শুভান্
তস্মৈ দদুস্তথাস্ত্রাণি মন্ত্রাণি গুণবন্তি চ॥১১
ততোঽব্রুবন্মুনিগণাস্তং পৃথুং কপিলেন চ॥১২

মুনয় উচুঃ।

আহারং দেহি জীবেভ্যো ভুবা গ্রস্তৌষধীরপি

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ স ধনুরাদায় ভুবমাহ নৃপোত্তমঃ॥১৪

পৃথুরুবাচ।

ওষধীর্দেহি যা গ্রস্তাঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া॥

ব্রহ্মোবাচ।

তমুবাচ মহী ভীতা পৃথুং তং পৃথুলোচনম্॥১৬

মহ্যবাচ।

ময়ি জীর্ণা মহৌষধ্যঃ কথং দাতুমহং ক্ষমা॥১৭

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ সকোপো নৃপতিস্তামাহ পৃথিবীং পুনঃ॥১৮

পৃথুরুবাচ।

নো চেদ্দাস্যসি বৈ ত্বাং হত্বা দাস্যে মহৌষধীঃ

ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইল, তখন একদা সেই মুনিগণ গৌতমীতীরস্থ, তপস্যাপরায়ণ, সিদ্ধ, আচার্য্য মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ সেই কপিলকে আসিয়া বলিলেন,—হে মুনীশ্বর! বেদ বিলুপ্ত, ধর্ম্ম গতপ্রায়; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? ব্রহ্মা কহিলেন,—কপিল মুনি তখন ধ্যানপূর্ব্বক সেই সমাগত মুনিগণকে কহিলেন, সেই বেণের উরু মন্থন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে কোন পুরুষ উদ্ভূত হইবেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—মুনিগণ তাহাই করিলেন। তাঁহারা বেণের উরু মন্থন করিলে তাহা হইতে মহাপাপ কৃষ্ণবর্ণ রৌদ্রপরাক্রম এক পুরুষ জন্মিল। মুনিগণ তাহাকে দেখিয়া ভীতভাবে "নিষীদ (উপবিষ্ট হও)" এই কথা কহিলেন। সেইজন্য সে নিষাদ নামে খ্যাত হয়। তাহা হইতেই নিষাদদিগের উৎপত্তি। পরে সেই মুনিগণ বেণের ধর্ম্মসমন্বিত দক্ষিণবাহু মন্থন করিলেন। তাহা হইতে সর্ব্বসুলক্ষণে লক্ষিত শ্রীমান্ ব্রহ্মসামর্থ্যসমন্বিত পৃথুস্বরসম্পন্ন এক পুরুষ উৎপন্ন হয়েন। মুনিগণ তাহাকে 'পৃথু' নামে অভিহিত করিয়া রাজা করেন। পৃথু রাজা হইলে সুরগণ সকলে আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক বিবিধ শুভ বর, নানাবিধ অস্ত্র ও অনেকগুণযুক্ত মন্ত্র সকল প্রদান করেন। অনন্তর মুনিগণ কপিলের সহিত মিলিত হইয়া সেই পৃথুকে কহিলেন,—রাজন্! ক্ষুধার্ত্ত জীবগণকে আহার দান করুন। পৃথিবী যে মহৌষধি সকল গ্রাস করিয়াছেন, তাহাও প্রদান করুন। ১—১৩। ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋষিদিগের এই কথা শুনিয়া সেই নৃপোত্তম, ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীকে কহিলেন,—"তুমি যে সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছ, সেই সকল এক্ষণে প্রজাদিগের হিতকামনায় প্রদান কর।" ব্রহ্মা কহিলেন,—মহী ভীতা হইয়া সেই পৃথুলোচন পৃথুকে কহিলেন,—মহৌষধি সকল আমাতে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহা দান করিতে আমি কিরূপে সক্ষম হইব? পৃথিবীর এই কথায় নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় কহিলেন,—"তুমি যদি না দাও, তবে তোমাকে হত্যা করিয়া

ভূমিরুবাচ।
কথং হংসি স্ত্রিয়ং রাজন্ জ্ঞানী ভূত্বা নৃপোত্তম
বিনা ময়া কথং চেমাঃ প্রজাঃ সন্ধারয়িষ্যসি॥
পৃথুরুবাচ।
যত্রোপকারোঽনেকানামেকনাশে ভবিষ্যতি।
ন দোষস্তত্র পৃথিবি তপসা ধারয়ে প্রজাঃ।
ন দোষমত্র পশ্যামি নাচক্ষেঽনর্থকং বচঃ॥ ২১
যস্মিন্নিপাতিতে সৌখ্যং বহূনামুপজায়তে।
মুনয়স্তদ্বধং প্রাহুরশ্বমেধশতাধিকম্॥ ২২
ব্রহ্মোবাচ।
ততো দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সান্ত্বয়িত্বা নৃপোত্তমম্।
মহীঞ্চ মাতরং দেবীমূচুঃ সুরগণাস্তদা॥ ২৩
দেবা ঊচুঃ।
ভূমে গোরূপিণী ভূত্বা পয়োরূপা মহৌষধীঃ।
দেহি ত্বং পৃথবে রাজ্ঞে ততঃ প্রীতো ভবেন্নৃপঃ
প্রজাসংরক্ষণঞ্চ স্যাত্ততঃ ক্ষেমং ভবিষ্যতি॥২৪

ব্রহ্মোবাচ।
ততো গোরূপমাস্থায় ভূম্যাসীৎ কপিলান্তিকে
দুদোহ চ মহৌষধ্যো রাজা বেণকরোদ্ভবঃ॥২৫
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ কপিলো মুনিঃ।
মহীং গোরূপমাপন্নাং নর্ম্মদায়াং মহামুনে॥২৬
সরস্বত্যাং ভাগীরথ্যাং গোদাবর্য্যাং বিশেষতঃ
মহানদীষু সর্ব্বাসু দুদুহেঽসৌ পয়ো মহৎ॥ ২৭
সা দুহ্যমানা পৃথুনা পুণ্যতোয়াভবন্নদী।
গৌতম্যা সঙ্গতা চাভূত্তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ২৮
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং কপিলাসঙ্গমং বিদুঃ।
পুণ্যানি তত্রাষ্টাশীতি সহস্রাণি মহামতে॥ ২৯
তীর্থান্যাহুর্মুনিগণাঃ স্মরণাদপি নারদ।
পাবনানি জগত্যস্মিংস্তানি সর্ব্বাণ্যনুক্রমাৎ॥৩০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কপিলাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনম্ একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪১॥

মহৌষধি দান করিব।" ভূমি কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! আপনি জ্ঞানী হইয়া স্ত্রীলোককে হত্যা করিবেন কিরূপে? আর আমি না থাকিলে এই সকল প্রজাই বা ধারণ করিবে কে? পৃথু কহিলেন,—যে স্থলে একের বিনাশে অনেকের উপকার হয়, হে পৃথিবি! তাহার বধে দোষ নাই। আমি তপস্যাপ্রভাবেই প্রজা ধারণ করিব; ইহাতে আমার কিছুমাত্র দোষ দেখি না। আমি অনর্থক বাক্য বলি নাই। যাহাকে নিপাতিত করিলে বহু লোকের প্রভূত সুখসাধন হয়, মুনিগণ, তাহার বধ, শত অশ্বমেধ অপেক্ষাও ফলপ্রদ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে দেব ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া সেই নৃপোত্তমকে সান্ত্বনা করিলেন। সুরগণ মাতা মহী দেবীকে কহিলেন,—ভূমে! তুমি গোরূপধারিণী হইয়া পৃথু রাজাকে দুগ্ধরূপ মহৌষধি প্রদান কর। তাহা হইলেই নৃপ প্রীত হইবেন এবং প্রজাসংরক্ষণও হইবে। এইরূপ করিলেই সকল দিকে মঙ্গল হইবে।

ব্রহ্মা কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া ভূমি গোরূপ ধারণ করত কপিলের সমীপে অবস্থিতা হইলেন। সেই বেণকর-সম্ভূত রাজা পৃথু তখন মহৌষধিনিচয় দোহন করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! তিনি দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষিগণ ও কপিল মুনিকে লইয়া নর্ম্মদা, সরস্বতী, ভাগীরথী, গোদাবরী ও অন্যান্য মহানদী সকলে সেই গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিলেন। পৃথুকর্ত্তৃক দুহ্যমানা সেই মহী পুণ্যতোয়া নদীরূপে পরিণতা হইয়া গৌতমী সহ মিলিতা হইলেন। ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই হইতে ঐ তীর্থ কপিলাসঙ্গম নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেখানে অষ্টাশীতি সহস্র পুণ্য তীর্থ আছে। হে মহামতি নারদ! ঐ সকল তীর্থ এ জগতে ক্রমানুসারে স্মৃত হইলেও পবিত্র করিয়া থাকে। মুনিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১৪—৩০।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

দেবস্থানমিতি খ্যাতং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ ॥ ১
পুরা কৃতযুগস্যাদৌ দেবদানবসঙ্গরে।
প্রবৃত্তে যা সিংহিকেতি বিখ্যাতা দৈত্যসুন্দরী
তস্যাঃ পুত্রো মহাদৈত্যো রাহুর্নাম মহাবলঃ।
অমৃতে তু সমুৎপন্নে সৈংহিকেয়ে চ ভেদিতে ॥
তস্য পুত্রো মহাদৈত্যো মেঘহাস ইতি শ্রুতঃ।
পিতরং ঘাতিতং শ্রুত্বা তপস্তেপেঽতিদুঃখিতঃ
তপস্যন্তং রাহুসুতং গৌতমীতীরমাশ্রিতম্ ॥
দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে তমূচুরতিভীতবৎ ॥ ৫

দেবর্ষয় উচুঃ।

তপো জহি মহাবাহো যত্তে মনসি সংস্থিতম্।
সর্ব্বং ভবতু নামেদং শিবগঙ্গাপ্রসাদতঃ।
শিবগঙ্গাপ্রসাদেন কিং নামাস্ত্যত্র দুর্লভম্ ॥৬

মেঘহাস উবাচ।

পরিভূতঃ পিতা পূজ্যো যুষ্মাভির্মম দৈবতম্।
তস্যাপি মম চাত্যন্তং প্রীতিশ্চ ক্রিয়তে যদি।
ভবদ্ভিস্তপসোঽস্মাচ্চ অহং বৈরান্নিবর্ত্তয়ে ॥৭
বৈরনির্য্যাতনং কার্য্যং পুত্রেণ পিতুরাদরাৎ।
প্রার্থয়ন্তে ভবন্তশ্চেৎ পূর্ণাস্তন্মে মনোরথাঃ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে রাহুং চক্রুর্গ্রহানুগম্।
তস্যাপি মেঘহাসং তে চক্রু রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥ ৯
ততোঽভবদ্রাহুসুতো নৈর্ঋতাধিপতিঃ প্রভুঃ।
পুনশ্চাহ সুরান্ দৈত্যো মম খ্যাতির্যথা ভবেৎ
তীর্থস্যাস্য প্রভাবশ্চ দাতব্য ইতি মে মতিঃ।
তথেত্যুক্তা দদুর্দেবাঃ সর্ব্বমেব মনোগতম্ ॥১১
দৈত্যেশ্বরস্য দেবর্ষে তন্নাম্না তীর্থমুচ্যতে।
দেবা যতোঽভবন্ সর্ব্বে তত্র স্থানে মহামতে

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! দেবস্থান নামে বিখ্যাত তীর্থ ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত। তাহার প্রভাব বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে সত্যযুগের প্রথম ভাগে অমৃত মন্থনের পর দেব-দানবগণের এক যুদ্ধ হয়। সিংহিকা নামে বিখ্যাতা দৈত্যসুন্দরীর পুত্র সৈংহিকেয় মহাবল দৈত্য সেই যুদ্ধে ভেদিত হইয়াছিল। (বিষ্ণু রাহুর শিরচ্ছেদ করেন, কিন্তু সে অমৃত পান করিয়াছিল বলিয়া তাহার মৃত্যু হয় না।) মেঘহাস নামে সেই রাহুর পুত্র মহাদৈত্য, পিতা নিহত শ্রবণে অতি দুঃখিত হইয়া তপস্যানিরত হয়। সেই গৌতমী-তীরাশ্রয়ে তপস্যাপরায়ণ রাহু-নন্দনকে দেব ও ঋষিগণ সকলে মিলিত হইয়া ভয়ে ভয়ে এই কথা বলিলেন,—হে মহাবাহো! তপস্যা পরিত্যাগ কর। তোমার মনে যাহা আছে, শিবগঙ্গার প্রসাদে সে সমস্তই হউক। এখানে শিবগঙ্গার প্রসাদে দুর্লভ কি? মেঘহাস বলিল,—মদীয় পূজনীয় পিতৃদেব আপনাদিগের দ্বারা পরিভূত হইয়াছেন। আপনারা যদি তাঁহার ও আমার সমধিক প্রীতি-বিধান করেন, তবে আমিও এই বৈর হইতে নিবৃত্ত হই। পুত্রের পক্ষে পিতার বৈর-নির্য্যাতন আদর সহকারে করাই কর্ত্তব্য। আপনারা যখন এমন প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আমার বাসনা পূর্ণই হইয়াছে। ১—৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে সুরগণ সকলে রাহুকে গ্রহগণের অনুগামী করিলেন এবং সেই মেঘহাসকেও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ করিলেন। সেই হইতে প্রভাবশালী রাহুসুত নৈর্ঋত-গণের অধিপতি হইল। হে মহামতে! সেই দৈত্য সুরগণকে পুনরায় কহিল,—যাহাতে আমার খ্যাতি হয়, তন্নিমিত্ত এই তীর্থের প্রভাববিষয়ক আদেশও দান করুন, আমার ইহা কামনা। দেবগণ তখন "তাহাই হউক" বলিয়া তাহার মনোগত সকল বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। হে দেবর্ষি, নারদ! সেই দৈত্যেশ্বরের নামেই উক্ত তীর্থ উক্ত হয়। দেবগণ সকলে যে স্থানে আসিয়া

দেবস্থানন্তু তত্তীর্থং দেবানামপি দুর্লভম্।
যত্র দেবেশ্বরো দেবো দেবতীর্থং ততঃ স্মৃতম্
তত্রাষ্টাদশ তীর্থানি দৈত্যপূজ্যানি নারদ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥ ১৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মেদেবস্থানাদ্যষ্টাদশ তীর্থবর্ণনং
দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ১৪২॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়।
ব্রহ্মোবাচ।

সিদ্ধতীর্থমিতি খ্যাতং যত্র সিদ্ধেশ্বরো হরঃ।
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্॥১
পুলস্ত্যবংশসম্ভূতো রাবণো লোকরাবণঃ।
দিশো বিজিত্য সর্ব্বাশ্চ সোমলোকমজীগমৎ
সোমেন সহ যোৎস্যন্তং দশাস্যমহমব্রবম্।
মন্ত্রং দাস্যে নিবর্ত্তস্ব সোমযুদ্ধাদ্দশানন॥ ৩
ইত্যুক্ত্বাষ্টোত্তরং মন্ত্রং শতনামভিরন্বিতম্।
শিবস্য রাক্ষসেন্দ্রায় প্রাদাং নারদ শান্তয়ে॥৪
নিশ্রীকাণাং বিপন্নানাং নানাক্লেশজুষাং নৃণাম্
শরণং শিব এবাত্র সংসারেঽন্যো ন কশ্চন॥৫

ততো নিবৃত্তঃ স হ মন্ত্রিযুক্ত-
স্তৎ সোমলোকাজ্জয়মাপ্য রক্ষঃ।
স পুষ্পকারূঢগতিঃ সগর্ব্বো
লোকান্ পুনঃ প্রাপ জবাদ্দশাস্যঃ॥ ৬
স প্রেক্ষমাণো দিবমন্তরিক্ষং
ভুবঞ্চ নাগাংশ্চ নগাংশ্চ * বিপ্রান্।
আলোকয়ামাস নগং মহান্তং
কৈলাসমাবাস উমাপতের্যঃ॥ ৭
দৃষ্ট্বা স্ময়োৎফুল্লদৃগদ্রিরাজং
স মন্ত্রিণৌ রাবণ ইত্যুবাচ॥ ৮

রাবণ উবাচ।

কো বা গিরাবত্র বসেন্মহাত্মা
গিরিং নয়াম্যেনমধাধিভূমেঃ।

অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই উক্ত তীর্থ বর্ত্তমান। ঐ তীর্থ "দেবস্থান" নামেও কথিত হয়। উহা দেবগণেরও দুর্লভ। যেখানে দেব দেবাধিপতি অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই স্থান "দেবতীর্থ" নামে স্মৃত হয়। নারদ! ঐ স্থানে দৈত্যপূজ্য অষ্টাদশটী তীর্থ আছে। ঐ সকল তীর্থে স্নান ও দান করিলে মহাপাতক নাশ হয়।৯—১৪।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সিদ্ধেশ্বর হর যেখানে বিরাজমান সেই তীর্থ, সিদ্ধতীর্থ নামে বিখ্যাত। নরগণের সর্ব্বসিদ্ধিকর সেই তীর্থের প্রভাব বলিতেছি। পুলস্ত্যবংশসম্ভূত লোকরাবণ রাবণ সর্ব্বদিক্ জয়পূর্ব্বক সোমলোকে গমন করিল। তথায় সোমসহ যুদ্ধার্থী সেই দশাননকে আমি বলিলাম,—দশানন! আমি তোমাকে একটী মন্ত্র দিতেছি, তুমি সোমসহ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর। হে নারদ! এই বলিয়া থামাইবার জন্য সেই রাক্ষসেন্দ্রকে শিবের অষ্টোত্তর শত নাম সহ মন্ত্র প্রদান করিলাম। সংসারে নিশ্রীক, বিপন্ন, ও নানাক্লেশ-নিমগ্ন মানবগণের শিবই অবলম্বন, অন্য কেহই নহেন। তারপর সেই রাবণ সোমলোক হইতে জয়লাভ করিয়া সগর্ব্বে মন্ত্রিদ্বয় সহ নিবৃত্ত হইল এবং পুষ্পকবিমানে আরোহণপূর্ব্বক নানা লোক-অতিক্রম করত সবেগে প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে ক্রমে ভু, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পর্ব্বত, হস্তী, ব্রাহ্মণ—উমাপতির বাসস্থান মহান্ কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে পাইল। রাবণ সেই অদ্রিরাজ দর্শনে হাস্যোৎফুল্ললোচন হইয়া নিজ (শুক, সারণ) মন্ত্রিদ্বয়কে কহিল,—এই গিরিতে কোন্ মহাত্মা বাস করেন? ভূমিতল হইতে ইহাকে লঙ্কায় লইয়া যাইব; এই গিরি

---

* "গজাংশ্চেতি চ পাঠঃ।

লঙ্কাগতোঽয়ং গিরিরাশু শোভাং
লঙ্কাপি সত্যং শ্রিয়মাতনোতি ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্থং বচো রাক্ষসমন্ত্রিণৌ তৌ
নিশম্য রক্ষোধিপতেশ্চ ভাবম্।
ন যুক্তমিত্যূচতুরিষ্টবুদ্ধ্যা
নিশাচরস্তদ্বচনং ন মেনে ॥ ১০
সংস্থাপ্য তৎ পুষ্পকমাশু রক্ষঃ
পুপ্লাব কৈলাসগিরেশ্চ মূলে।
হিন্দোলয়ামাস গিরিং দশাস্যো
জ্ঞাত্বা ভবঃ কৃত্যমিদঞ্চকার ॥ ১১
জিত্বা দিগীশাংশ্চ সুগর্ব্বিতস্য
কৈলাসমান্দোলয়তঃ সুরারেঃ।
অঙ্গুষ্ঠকৃত্যৈব রসাতলাদি-
লোকাংশ্চ যাতস্য দশাননস্য ॥ ১২
আলূনকায়স্য গিরং নিশম্য
বিহস্য দেব্যা সহ দত্তমিষ্টম্।
তস্মৈ প্রসন্নঃ কুপিতোঽপি শম্ভু-
রযুক্তদাতেতি ন সংশয়োঽত্র ॥ ১৩
ততোঽয়মাবাপ্য বরান্ সুবীরো
ভবপ্রসাদাৎ কুসুমং জগাম।
গচ্ছন্ স লঙ্কাং ভবপূজনায়
গঙ্গামগাচ্ছম্ভুজটাপ্রসূতাম্ ॥ ১৪
সম্পূজয়িত্বা বিবিধৈশ্চ মন্ত্রৈ-
র্গঙ্গাজলৈঃ শম্ভুমদীনসত্ত্বঃ।
অসিং স লেভে শশিখণ্ডভূষাৎ
সিদ্ধিঞ্চ সর্ব্বর্দ্ধিমভীপ্সিতাঞ্চ ॥ ১৫
মদ্দত্তমন্ত্রং শশিরক্ষণায়
স সাধয়ামাস ভবং প্রপূজ্য।
সিদ্ধে তু মন্ত্রে পুনরেব লঙ্কা-
ময়াৎ স রক্ষোধিপতিঃ স তুষ্টঃ ॥ ১৬
ততঃ প্রভৃত্যেতদতিপ্রভাবং
তীর্থং মহাসিদ্ধিদমিষ্টদঞ্চ।
সমস্তপাপৌঘবিনাশনঞ্চ
সিদ্ধৈরশেষৈঃ পরিসেবিতঞ্চ ॥ ১৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সিদ্ধাতীর্থাদিতীর্থবর্ণনং ত্রিচত্বা-
রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩ ॥

লঙ্কায় থাকিলে ইহারও শোভা হইবে এবং লঙ্কারও নিশ্চিতই শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ১—৯। সেই রাক্ষস-মন্ত্রিদ্বয়, রাক্ষসপতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় ভাব দেখিয়া, হিতকামনায় "ইহা কর্ত্তব্য নহে" এই কহিল; নিশাচর রাবণ সে কথা গ্রাহ্য করিল না। রাক্ষস দশাস্য সেই স্থলে পুষ্পক-বিমান স্থাপনপূর্ব্বক লম্ফ প্রদানে সেই কৈলাস গিরির মূলদেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই গিরিকে উৎপাটনার্থ আন্দোলিত করিল। দেব ভব, তাহার এই কার্য্য জানিতে পারিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই পর্ব্বতকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। তাহাতে দিগীশগণ-জয়-গর্ব্বিত, কৈলাস গিরির আন্দোলন-কারী সুরারি দশানন সেই কৈলাস গিরির নিপীড়নে ক্রমে রসাতলাদি অধোলোকে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তাহার কায় চূর্ণায়-মান হইতে থাকিলে তদীয় চীৎকার শ্রবণে ভগবান্ ভব কুপিত থাকিলেও দেবী সহ হাস্য করিয়া প্রসন্নমনে তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। শম্ভু যে অযোগ্যদাতা এ বিষয়ে সংশয় নাই। সেই সুবীর দশানন ভবপ্রসাদে বিবিধ বর লাভ করিয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্ব্বক লঙ্কাভিমুখে প্রস্থিত হইল। পথে যাইতে যাইতে ভবপূজার্থ ভবজটা-প্রসূতা গঙ্গাতে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গা-জল ও বিবিধ মন্ত্র দ্বারা শম্ভুকে পূজা করিল। তাহার ফলে সেই শশিখণ্ড-ভূষণ ঈশানের করুণায় অভীপ্সিত সিদ্ধি, সর্ব্বঋদ্ধি, ও একখানি অসি প্রাপ্ত হইল। শশীর রক্ষণার্থ মৎপ্রদত্ত সেই মন্ত্র, সে ভব-পূজান্তে সেইস্থানেই সাধন করিতে লাগিল। মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সেই রক্ষোধিপতি সন্তুষ্ট-চিত্তে পুনরায় লঙ্কায় প্রস্থান করিল। সেই হইতে উক্ত তীর্থ অতি প্রতাপশালী, মহা-সিদ্ধিপ্রদ, ইষ্টসাধক, সমস্ত পাপরাশির বিনা-

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পরুষ্ণীসঙ্গমঞ্চেতি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু পাপবিনাশনম্ ॥ ১
অত্রিরারাধয়ামাস ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ।
তেষু তুষ্টেষু স প্রাহ পুত্রা যূয়ং ভবিষ্যথ ।
তথা চৈকা রূপবতী কন্যা মম ভবেৎ সুরাঃ ॥ ২
তথা পুত্রত্বমাপুস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
কন্যাঞ্চ জনয়ামাস শুভাত্রেয়ীতি নামতঃ ॥ ৩
দত্তঃ সোমোঽথ দুর্ব্বাসাঃ পুত্রাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
অগ্নেরাঙ্গিরসো জাতো হ্যঙ্গারৈরঙ্গিরা যতঃ ।
তস্মাদঙ্গিরসে প্রাদাদাত্রেয়ীমতিরোচিষম্ ॥ ৫
অগ্নেঃ প্রভাবাৎ পরুষমাত্রেয়ীং সর্ব্বদাবদৎ ।
তস্যামাঙ্গিরসা জাতা মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৬
আত্রেয্যপি চ শুশ্রূষাং কুর্ব্বতী সর্ব্বদাভবৎ ।
অঙ্গিরাঃ পরুষং বাদীদাত্রেয়ীং নিত্যমেব চ ।
পুত্রাস্ত্বাঙ্গিরসা নিত্যং পিতরং শময়ন্তি তে ॥ ৭
সা কদাচিদ্ভর্ত্তৃবাক্যাদুদ্বিগ্না পরুষাক্ষরাৎ ।
কৃতাঞ্জলিপুটা দীনা প্রাব্রবীচ্ছ্বশুরং গুরুম্ ॥ ৮

আত্রেয্যুবাচ ।

অত্রিজাহং হব্যবাহ ভার্য্যা তব সুতস্য বৈ ।
শুশ্রূষণপরা নিত্যং পুত্রাণাং ভর্ত্তুরেব চ ॥ ৯
পতির্মাং পরুষং বক্তি বৃথৈবোদ্বীক্ষতে রুষা ।
প্রশাধি মাং সুরজ্যেষ্ঠ ভর্ত্তারং মম দৈবতম্ ॥

জ্বলন উবাচ ।

অঙ্গারেভ্যঃ সমুদ্ভূতো ভর্ত্তা তে হ্যঙ্গিরা ঋষিঃ
যথা শান্তো ভবেদ্ভদ্রে তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥
আগ্নেয়োঽগ্নিং সমায়াতি তব ভর্ত্তা বরাননে ।

শক হইয়াছে। ঐ তীর্থ অশেষ সিদ্ধগণে পরিসেবিত হইয়া থাকে। ১০—১৭।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—পরুষ্ণীসঙ্গম নামে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত এক তীর্থ আছে; তাহার পাপবিনাশক স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। অত্রি ঋষি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আরাধনা করেন; তাঁহারা তুষ্ট হইয়া বরদানোদ্যত হইলে তিনি বলিলেন,—"আপনারা আমার পুত্র হউন, আর হে সুরগণ! যেন আমার একটী রূপবতী কন্যা হয়।" পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 'আত্রেয়ী' নামে একটী শুভা কন্যাও জন্মিল। সেই মহাত্মার উক্ত পুত্রগণের নাম হইল—দত্ত, সোম ও দুর্ব্বাসা। অগ্নি হইতে অঙ্গিরা ঋষির উৎপত্তি হয়। অঙ্গার হইতে জন্ম বলিয়াই তাঁহার অঙ্গিরা নাম হইয়াছিল। অত্রি অতি কান্তিমতী আত্রেয়ী কন্যাটী অঙ্গিরাকে সম্প্রদান করেন। অঙ্গিরা অগ্নির প্রভাবযুক্ততা হেতু আত্রেয়ীকে সদাই পরুষ উক্তি করিতেন। আত্রেয়ী কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার সেবা করিতেন। আত্রেয়ীতে অঙ্গিরার আঙ্গিরস নামক পুত্রগণ জন্মে। উহারা মহাবল-পরাক্রম-বিশিষ্ট। অঙ্গিরা আত্রেয়ীকে নিয়তই পরুষোক্তি করিতেন। সেই পুত্রগণও নিয়ত পিতাকে শান্ত করিতেন। একদা সেই আত্রেয়ী ভর্ত্তার পরুষোক্তিতে উদ্বিগ্ন হইয়া দীনমনে কৃতাঞ্জলিপুটে পূজনীয় শ্বশুর অগ্নিকে কহিলেন,—হে হব্যবাহ! আমি অত্রি-সুতা, তোমার সুতের ভার্য্যা; আমি নিয়ত পুত্রপতিগণের শুশ্রূষা-পরায়ণা রহিয়াছি। তথাপি পতি বৃথাই আমাকে সক্রোধ-দৃষ্টিতে দেখেন এবং পরুষ ভাষা প্রয়োগ করেন। সুরজ্যেষ্ঠ! আমার দৈবত সেই ভর্ত্তাকে এবং আমাকে এ সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করুন। অগ্নি কহিলেন,—ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তা অঙ্গিরা ঋষি, অঙ্গার হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন; তিনি যাহাতে শান্ত হইবেন, সেই নীতি বিধান কর। বরাননে! তোমার ভর্ত্তা আগ্নেয় অঙ্গিরা ঋষি যখন আমা-সন্নিধানে

তদা ত্বং জলরূপেণ প্লাবয়েথা মদাজ্ঞয়া ॥ ১২

আত্রেয়্যুবাচ ।

সহেয়ং পরুষং বাক্যং মা ভর্ত্তাগ্নিং সমাবিশেৎ
ভর্ত্তরি প্রতিকূলানাং যোষিতাং জীবনেন কিম্
ইচ্ছেয়ং শান্তিবাক্যানি ভর্ত্তারং লভতে তথা ॥

জ্বলন উবাচ।

অগ্নিস্ত্বপ্সু শরীরেষু স্থাবরে জঙ্গমে তথা।
তব ভর্ত্তুরহং ধাম নিত্যঞ্চ জনকো মতঃ।
যোঽহং সোঽয়মিতি * জ্ঞাত্বা ন চিন্তাং
কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৫
কিঞ্চাপো মাতরো দেব্যো হ্যগ্নিঃ শ্বশুর ইত্যপি
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য মা বিষণ্ণা ভব স্নুষে ॥১৬

স্নুষোবাচ।

আপো জনন্য ইতি যদ্বভাষে
অগ্নেরহং তব পুত্রস্য ভার্য্যা।
কথং ভূত্বা জননী চাপি ভার্য্যা
বিরুদ্ধমেতজ্জলরূপেণ নাথ ॥ ১৭

জ্বলন উবাচ।

আদৌ তু পত্নী ভরণাত্তু ভার্য্যা
জনেস্তু জায়া স্বগুণৈঃ কলত্রম্।
ইত্যাদিরূপাণি বিভর্ষি ভদ্রে
কুরুষ্ব বাক্যং মদুদীরিতং যৎ ॥ ১৮
যোঽস্যাং প্রজাতঃ স তু পুত্র এব
সা তস্য মাতৈব ন সংশয়োঽত্র।
তস্মাদ্বদন্তি শ্রুতিতত্ত্ববিজ্ঞাঃ
সা নৈব যোষিত্তনয়েঽভিজাতে ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ।

শ্বশুরস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বাত্রেয়ী তদৈব তৎ।
আগ্নেয়ং রূপমাপন্নমম্ভসাপ্লাবয়ৎ পতিম্ ॥ ২০
উভৌ তৌ দম্পতী ব্রহ্মন্ সঙ্গতৌ গাঙ্গবারিণা
শান্তরূপধরৌ চোভৌ দম্পতী সম্বভূবতুঃ ॥২১
লক্ষ্ম্যা যুক্তো তথা বিষ্ণুরুময়া শঙ্করো যথা।

হইবেন, তখন তুমি জলরূপে আমার আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে প্লাবিত করিও। ১—১২। আত্রেয়ী কহিলেন,—আমি না হয় পরুষবাক্য সহ্যই করিব; কিন্তু ভর্ত্তা যেন অগ্নিপ্রবেশ না করেন। পতি-প্রতিকূলা নারীদিগের জীবনে ফল কি? ভর্ত্তা যাহাতে শান্তবাক্য বলেন, আমি তাহাই ইচ্ছা করি। রমণীরা তাদৃশ পতিই লাভ করিয়া থাকে। জ্বলন কহিলেন,—অগ্নি, আপ, স্থাবর জঙ্গম, শরীর-এ সকলেতেই তোমার ভর্ত্তার আমিই ধাম-স্বরূপ এবং আমিই জনক বলিয়া নিরূপিত। "যে আমি, এও সেই" ইহা বুঝিয়া চিন্তা করিও না। আরও জানিও যে—আপ দেবী উঁহার মাতা এবং অগ্নি তোমার শ্বশুর। স্নুষে! বুদ্ধি দ্বারা ইহা নিশ্চয় করিয়া বিষণ্ণা হইও না। স্নুষা আত্রেয়ী কহিলেন,—আপনি অগ্নি, আপনার পুত্রের আমি ভার্য্যা, আপ জননী। আপনি ত এই কথা কহিলেন। হে নাথ! তবে আমি ভার্য্যা হইয়া আবার জলাকারে জননীরূপ কি প্রকারে ধারণ করিব? ইহা যে অতীব বিরুদ্ধ। জ্বলন কহিলেন,—বিবাহিতা রমণী, প্রথমে পত্নীই থাকেন, তার পর ভরণ করেন বলিয়া ভার্য্যা, পরে তাঁহাতে পুত্ররূপে জন্ম হয় বলিয়া জায়া, অনন্তর নিজগুণে (কল-ভাষণাদি দ্বারা শোক দুঃখাদি হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া,) কলত্র হয়েন। তুমিও ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করিতেছ; সুতরাং ভদ্রে! মদুদীরিত এই বাক্য প্রতিপালন কর। এই পত্নীতে যিনি জন্মেন, তিনি নিশ্চয়ই পুত্র; আর সেই পত্নীও নিশ্চিতই তাহার মাতা; ইহাতে সংশয় নাই। এই জন্যই শ্রুতিতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিবর্গ বলেন যে,—তনয় জন্মিলে পত্নী আর পত্নী থাকে না। ১৩—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—আত্রেয়ী শ্বশুরের এই সকল বাক্য শুনিয়া তখনই আগ্নেয় রূপ-প্রাপ্ত পতিকে জলরূপে আপ্লাবিত করিলেন। ব্রাহ্মণ! সেই দম্পতি উভয়ে গাঙ্গবারি দ্বারা সঙ্গত হইয়া শান্তরূপধর হইলেন। তখন তাঁহারা লক্ষ্মীযুক্ত বিষ্ণু, উমা সহ শঙ্কর ও

---

* সোঽহমিত্যপি পাঠঃ।

রোহিণ্যা চ তথা চন্দ্রস্তথাত্রভির্মিথুনং তদা ॥
ভর্ত্তারং প্লাবয়ন্তী সা দধারাম্বুময়ং বপুঃ।
পরুষ্ণী চেতি বিখ্যাতা গঙ্গয়া সঙ্গতা নদী ॥ ২৩
গোশতার্পণজং পুণ্যং পরুষ্ণীস্নানতো ভবেৎ ॥
তত্র চাঙ্গিরসাশ্চক্রুর্যজ্ঞাংশ্চ বহুদক্ষিণান্।
তত্র ত্রীণি সহস্রাণি তীর্থান্যাহুঃ পুরাণগাঃ ॥২৫
উভয়োস্তীরয়োস্তাত পৃথক্পৃযাগফলং বিদুঃ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ বাজপেয়াধিকং মতম্ ॥২৬
বিশেষতস্ত গঙ্গায়াঃ পরুষ্ণ্যা সহ সঙ্গমে।
স্নানদানাদিভিঃ পুণ্যং যত্তদ্বক্তুং ন শক্যতে ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পরুষ্ণাসঙ্গমাদিতীর্থবর্ণনং চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

রোহিণীসমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় মিথুন ভাব লাভ করিলেন। আত্রেয়ী, ভর্ত্তাকে প্লাবনার্থ তখন যে অম্বুময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা পরুষ্ণী নামে বিখ্যাত নদীরূপে গঙ্গাসহ সঙ্গতা হয়। পরুষ্ণীতে স্নান করিলে শত-গোদান জন্য ফললাভ হয়। যেখানে আঙ্গিরসগণ বহুদক্ষিণ নেকানেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিন সহস্র তীর্থ আছে; পুরাণজ্ঞ জনগণ ইহা অবগত আছেন। তাত! ঐস্থানে উভয় তীরেই (স্নান দানে) পৃথক্ পৃথক্ যাগ ফল হয়। ঐ সকল তীর্থে স্নান দান করিলে বাজপেয়াধিক ফলপ্রাপ্তি হয়। বিশেষতঃ গঙ্গাসহ যেখানে পরুষ্ণীর সঙ্গম ঘটিয়াছে, স্নান দানাদি তে তথায় যে কত পুণ্য হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুধী জনগণের এইরূপই মত ।২০—২৭।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততমঅধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
মার্কণ্ডেয়ং নাম তীর্থং সর্ব্বপাপবিমোচনম্।
সর্ব্বক্রতুফলং পুণ্যমঘৌঘবিনিবারণম্ ॥ ১
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ যত্নতঃ ॥ ২
মার্কণ্ডেয়ো ভরদ্বাজো বসিষ্ঠোঽত্রিশ্চ গৌতমঃ
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাবালির্মুনয়োঽন্যেঽপি নারদ ॥৩
এতে শাস্ত্রপ্রণেতারো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ
পুরাণন্যায়মীমাংসাকথাসু পরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪
মিথঃ সমূচুর্বিদ্বাংসো মুক্তিং প্রতি যথামতি ॥
কেচিজ্‌জ্ঞানং প্রশংসন্তি কেচিৎ কর্ম্ম তথোভয়ম্
এবং বিবদমানাস্তে মামূচুরুভয়ং মতম্ ॥ ৫
মদীয়ন্তু মতং জ্ঞাত্বা যযুশ্চক্রগদাধরম্।
তস্য চাপি মতং জ্ঞাত্বা ঋষয়স্তে মহৌজসঃ ॥ ৬
পুনর্বিবদমানাস্তে শঙ্করং প্রত্যুপস্থিতাঃ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় নামে বিখ্যাত তীর্থ, সর্ব্বপাপবিমোচক, সর্ব্বক্রতুফলসাধক, পাপসমূহের নিবারক ও পুণ্যজনক। হে নারদ! তাহার প্রভাব বলিতেছি, শ্রবণ কর। মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, অত্রি, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, জাবালি, ইঁহারা এবং শাস্ত্রপ্রণেতা বেদবেদাঙ্গ-পারগ, পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসাদির আলোচনায় পরিমাজ্জিত-মতি বিদ্বান্ আরও নানামুনি, একদা মিলিত হইয়া কিসে অনায়াসে মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তন্মধ্যে যথামতি কেহ জ্ঞানের, কহ কেহ কর্ম্মের এবং অপরে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রশংসা করিতে থাকেন। তাঁহারা এইরূপে বিবদমান হইয়া আমাকে আসিয়া তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ১—৫। পরে তাঁহারা আমার মত জানিয়া চক্রগদাধর সমীপে গমন করেন; তাঁহার মত জানিয়া তাহাতে তুষ্টি না হওয়ায় তন্মধ্যস্থ মহাত্মা (কর্ম্মপরায়ণ) ঋষিগণ পুনরায় বিবাদ করিতে

গঙ্গায়াঞ্চ ভবং পূজ্য তমেবাথ শশংসিরে ॥৭
কর্ম্মণস্ত প্রধানত্বমুবাচ ত্রিপুরান্তকঃ।
ক্রিয়ারূপঞ্চ তজ্‌জ্ঞানং ক্রিয়া সৈব তদুচ্যতে ॥৮
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি কর্ম্মণা সিদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ।
কর্ম্মৈব বিশ্বতোব্যাপি তদৃতে নাস্তি কিঞ্চন ॥৯
বিদ্যাভ্যাসো যজ্ঞক্রাতর্যোগাভ্যাসঃ শিবার্চ্চনম্
সর্ব্বং কর্ম্মৈব নাকর্ম্মী প্রাণী ক্বাপ্যত্র বিদ্যতে।
কর্ম্মৈব কারণং তস্মাদন্যদুন্মত্তচেষ্টিতম্ ॥ ১০
ঋষীণাং যত্র সংবাদে। যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
চকার নির্ণয়ং সর্ব্বং কর্ম্মণাবাপ্যতে নৃভিঃ।
মার্কণ্ডং মুখ্যতঃ কৃত্বা ততো মার্কণ্ডমুচ্যতে।
তীর্থমৃষিগণাকীর্ণং গঙ্গায়া উত্তরে * তটে ॥ ১২
পিতৃণাং পাবনং পুণ্যং স্মরণাদপি সর্ব্বথা।
তত্রাষ্টৌ নবতিস্তাত তীর্থান্যাহ জগন্ময়ঃ ॥ ১৩
বেদেন চাপি তৎপ্রোক্তমৃষয়ো মেনিরে চ তৎ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মার্কণ্ডেয়াদ্যষ্টনবতিতীর্থবর্ণনং
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৫

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

যাযাতমপরং তীর্থং যত্র কালঞ্জরঃ শিবঃ।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং তদ্‌বৃত্তমুচ্যতে ময়া ॥ ১
যযাতির্নাহুষো রাজা সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ।
তস্য ভার্য্যাদ্বয়ং চাসীৎ কুললক্ষণভূষিতম্ ॥২
জ্যেষ্ঠা তু দেবযানীতি নাম্না শুক্রসুতা শুভা।
শর্ম্মিষ্ঠেতি দ্বিতীয়া সা সুতা স্যাদ্‌বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৩
ব্রাহ্মণ্যপি মহাপ্রাজ্ঞা দেবযানী সুমধ্যমা।
যযাতেরভবদ্ভার্য্যা সা তু শুক্রপ্রসাদতঃ।

করিতে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গঙ্গাতীরে তাঁহার পূজা করিয়া সেই কর্ম্মেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরান্তক হর (আবির্ভূত হইয়া) কর্ম্মেরই প্রাধান্য বলিলেন। (জ্ঞান প্রধান হইলেও) সেই জ্ঞান যখন ক্রিয়ারই রূপান্তর, এবং সেই ক্রিয়াকে যখন কর্ম্ম বলা হয়, তখন সর্ব্বপ্রাণীই কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্মই বিশ্বব্যাপী, কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব দেখা যায় না। বিদ্যাভ্যাস, যজ্ঞানুষ্ঠান, যোগাচরণ, শিবার্চ্চন—সমস্তই ত কর্ম্ম, অকর্ম্মী প্রাণী কুত্রাপি নাই। অতএব কর্ম্মই প্রকৃতপক্ষে মুক্তিরও কারণ; কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের প্রধান্য বলা, উন্মত্ত প্রলাপ-সদৃশ। মার্কণ্ডেয় প্রমুখ ঋষিগণ যে স্থলে কর্ম্ম দ্বারাই শিবসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার নিকট "কর্ম্ম দ্বারাই নরগণ সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়" এই তত্ত্বকথা জানিতে পারেন, ঐ স্থান মার্কণ্ডতীর্থ নামে উক্ত হয়। ঐ তীর্থ ঋষিগণে অধ্যুষিত এবং গঙ্গার উত্তরতটে অবস্থিত। উক্ত পুণ্য-তীর্থের স্মরণেও পিতৃগণের পবিত্রতা জন্মে। তাত, নারদ! ঐ স্থানে অষ্টনবতিসংখ্যক তীর্থ আছে। জগন্ময় শিব ইহা বলিয়াছেন। বেদেও উহা উক্ত আছে, এবং ঋষিগণও এ কথা প্রমাণরূপে গণ্য করেন। ৬—১৪।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কালঞ্জর শিব যেখানে বিদ্যমান, সেই যাযাত তীর্থ সর্ব্বপাপপ্রশমনকর। তাহার বৃত্তান্ত উক্ত হইতেছে। সাক্ষাৎ অপর ইন্দ্রের ন্যায়, নহুষতনয় যযাতি নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার কুলগুণে ও সাধুলক্ষণে ভূষিতা দুই ভার্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা,—শুভা শুক্রসুতা দেবযানী নাম্নী; কনিষ্ঠা,—বৃষপর্ব্বা দানবরাজের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠানাম্নী। সেই মহাপ্রজ্ঞা সুমধ্যমা দেবযানী, ব্রাহ্মণী হইলেও শুক্রের প্রসাদে যযাতির ভার্য্যা

---

* "দাক্ষিণ" ইতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ।
* "অয়মিত্যি ক্বচিৎ পাঠশ্চিন্ত্যঃ।

শর্ম্মিষ্ঠা চাপি দাস্যেব * ভার্য্যা যা বৃষপর্ব্বজা ॥৪
দেবযানী শুক্রসুতা দ্বৌ পুত্ত্রৌ সমজীজনৎ।
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবপুত্ত্রসমাবুভৌ ॥ ৫
শর্ম্মিষ্ঠা চ নৃপাল্লেভে ত্রীন্ পুত্ত্রান দেবসন্নিভান্
দ্রুহ্যং চানুঞ্চ পূরুঞ্চ যযাতের্নৃপসত্তমাৎ ॥ ৬
দেবযান্যাঃ সুতৌ ব্রহ্মন সদৃশৌ শুক্ররূপতঃ।
শর্ম্মিষ্ঠায়াস্তু তনয়াঃ শক্রাগ্নিবরুণপ্রভাঃ ॥ ৭
দেবযানী কদাচিত্তু পিতরং প্রাহ দুঃখিতা ॥ ৮

দেবযান্যুবাচ।

মম ত্বপত্যদ্বিতয়মভাগ্যায়া ভৃগূদ্বহ।
মম দাস্যাঃ সভাগ্যায়া অপত্যত্রিতয়ং পিতঃ ॥৯
তদেতদনুমৃশ্যাহং দুঃখমত্যন্তমাগতা।
মরিষ্যে দানবগুরো যযাতিকৃতবিপ্রিয়াৎ।
মানভঙ্গাদ্বরং তাত মরণং হি মনস্বিনাম্ ॥ ১০

ব্রহ্মোবাচ।

তদেতৎপুত্রিকাবাক্যং শ্রুত্বা শুক্রঃ প্রতাপবান।
কুপিতোঽভ্যাযযৌ শীঘ্রং যযাতিমিদমব্রবীৎ ॥১১

শুক্র উবাচ।

যদিদং বিপ্রিয়ং মে ত্বং সুতায়াঃ কৃতবানসি।
রূপোন্মত্তেন রাজেন্দ্র তস্মাদ্বৃদ্ধো ভবিষ্যসি ॥
ন চ ভোক্তুং ন চ ত্যক্তুং শক্নোতি বিষয়াতুরঃ
স্পৃহয়ন্মনসৈবাস্তে নিঃশ্বসোচ্ছ্বাসনষ্টধীঃ ॥ ১৩
বৃদ্ধত্বমেব মরণং জীবতামপি দেহিনাম্।
তস্মাচ্ছীঘ্রং প্রযাহি ত্বং জরাং ভূপাতিদুর্দ্ধরাম্

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা যযাতিস্তু শাপং শুক্রস্য ধীমতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো রাজা যযাতিঃ শুক্রমব্রবীৎ ॥১৫

যযাতিরুবাচ।

নাপরাধো ন সঙ্কুপ্যে নৈবাধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়ে।
অধর্ম্মকারিণঃ পাপাঃ শাস্যা এব মহাত্মনাম্।
ধর্ম্মমেব চরন্তং বৈ কথং মাং শপ্তবান স ॥ ১৬
দেবযানী দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃথা মাং বক্তি কিঞ্চন।
তস্মান্ন মম বিপ্রেন্দ্র শাপং দাতুং ত্বমর্হসি ॥১৭

হইয়াছিলেন। বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাও দেবযানীর দাসীরূপে সেই যযাতিরই ভার্য্যা হয়েন। শুক্রতনয়া দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসু নামে দেবপুত্ত্রসম দুইটী পুত্র প্রসব করেন। শর্ম্মিষ্ঠা নৃপসত্তম যযাতি হইতে দেবসন্নিভ দ্রুহ্য, অনু, ও পূরু, এই তিন পুত্র লাভ করেন। নারদ! দেবযানীর পুত্রদ্বয় দেখিতে শুক্রের ন্যায় এবং শর্ম্মিষ্ঠার তনয়েরা শক্র, অগ্নি ও বরুণের তুল্য প্রভাসম্পন্ন হয়। একদা দেবযানী দুঃখিতচিত্তে পিতাকে কহিলেন,—হে ভৃগূদ্বহ! আমি অভাগ্যা; আমার দুইটী মাত্র পুত্র, আর আমার দাসী শর্ম্মিষ্ঠা সভাগ্যা; তাহার তিনটি পুত্র জন্মিয়াছে। হে পিতঃ! আমি ইহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি। হে দানবগুরো! যযাতিকৃত এই বিপ্রিয় কার্য্যের ফলে আমি মরিব। তাত! মানভঙ্গ অপেক্ষা মনস্বীদিগের মরণও ভাল। ১-১০। ব্রহ্মা কহিলেন,— পুত্রিকার এই বাক্য শ্রবণে প্রতাপবান্ শুক্র কুপিত হইয়া শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক যযাতিকে কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তুমি রূপোন্মত্ত হইয়া আমার সুতার এই যে বিপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি (অকালেই) বৃদ্ধ হইবে। বিষয়াকৃষ্টচিত্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি নিশ্বাসোচ্ছ্বাসে নষ্টবুদ্ধি হইয়া ভোগ করিতেও পারে না, ত্যাগ করিতেও পারে না, কেবল মনে মনে স্পৃহা করিয়াই কালাতিপাত করে। দেহিগণের পক্ষে বৃদ্ধত্ব একরূপ জীবন্মৃত্যু। অতএব হে ভূপ! তুমি ত্বরায় দুর্দ্ধর্ষ জরা প্রাপ্ত হও। ব্রহ্মা কহিলেন,—রাজা যযাতি ধীমান শুক্রের এই শাপবাণী শ্রবণে কৃতাঞ্জলিপুটে শুক্রকে কহিলেন,—আমি কোন অপরাধ করি নাই, অধর্ম্মের প্রবর্ত্তনাও করি নাই কিম্বা কুপিতও হই নাই। অধর্ম্মকারী পাপীরাই মহাত্মাদিগের শাসনার্হ। আমি ধর্ম্মাচরণই করিতেছি; অতএব আমাকে কেন শাপ দিলেন? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দেবযানী আমার সম্বন্ধে বৃথা কোনও কথা

---

* "ভূক্তৈবেতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ।

বিদ্বাংসোঽপি হি নির্দ্দোষে যদি কুপ্যন্তি মোহিতাঃ।
তদা ন দোষো মূর্খাণাং দ্বেষাগ্নিপ্লুষ্টচেতসাম্ ॥১৮
ব্রহ্মোবাচ।
যযাতিবাক্যাচ্ছুক্রোঽপি সস্মার সুতয়া কৃতম্
অসকৃদ্বিপ্রিয়ং তস্য দিবা রাত্রৌ প্রচণ্ডয়া ॥ ১৯
গতকোপোঽহমিত্যুক্তা কাব্যো রাজানমব্রবীৎ
শুক্র উবাচ।
জ্ঞাতং ময়ানয়াকারি বিপ্রিয়ং ন বদেঽনৃতম্।
শাপস্যেমং করিষ্যামি শৃণুষ্বানুগ্রহং নৃপ ॥২১
যস্মৈ পুত্রায় সন্দাতুং জরামিচ্ছসি মানদ।
তস্য সা যাস্যিয়ং রাজন্ জরা পুত্রায় মদ্বরাৎ ॥২২
ব্রহ্মোবাচ।
পুনর্যযাতিঃ শ্বশুরং শুক্রং প্রাহ বিনীতবৎ ॥২৩
যযাতিরুবাচ।
যো গৃহ্লাতি ময়া দত্তাং জরাং ভক্তিসমন্বিতঃ।
স রাজা স্যাদ্দৈত্যগুরো তদেতদনুমন্যতাম্ ॥২৪
যো মদ্বাক্যং নাভিনন্দেৎ সুতো দৈত্যগুরো দৃঢ়ম্।
তং শপেয়মনুজ্ঞাত্র দাতব্যৈব ত্বয়া গুরো ॥ ২৫
ব্রহ্মোবাচ।
এবমস্ত্বিতি রাজানমুবাচ ভৃগুনন্দনঃ।
ততো যযাতিঃ স্বং পুত্রমাহূয়েদং বচোঽব্রবীৎ ॥
যযাতিরুবাচ।
যদো গৃহাণ মে শাপাজ্জরাং জাতাং সুতো ভবান্।
জ্যেষ্ঠঃ সর্বার্থবিৎ প্রৌঢ়ঃ পুত্রাণাং ধুরি সংস্থিতঃ
পুত্রী তেনৈব জনকো যস্তদাজ্ঞাবশে স্থিতঃ ॥২৭
ব্রহ্মোবাচ।
নেত্যুবাচ যদুস্তাতং যযাতিং ভূরিদক্ষিণম্।
যযাতিঃ যদুং শপ্ত্বা তুর্বসুং কামমব্রবীৎ ॥২৮
নাগৃহ্লাত্তুর্বসুশ্চাপি পিত্রা দত্তাং জরাং তদা।
তং শপ্ত্বা চাব্রবীদ্দ্রুহ্যং গৃহাণেমাং জরাং মম

কহিয়া থাকিবে। বিদ্বান্ জনেরাও যদি নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রতি কোপ করেন, তবে দ্বেষাগ্নিদগ্ধচেতা মূর্খেরা যে কুপিত হয়, তাহাতে আর দোষ কি? ব্রহ্মা কহিলেন—যযাতির বাক্য শ্রবণে শুক্রও দিবা রাত্রি সর্ব্বদাই সেই প্রচণ্ডা নিজ সুতার বহুধা কৃত বিপ্রিয় সকল স্মরণ করিলেন। তখন সেই কাব্য "আমি বিগতকোপ হইয়াছি" এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন,—আমি জানিয়াছি যে, দেবযানী অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে, কিন্তু আমি অনৃত বাক্য বলি না; সুতরাং হে নৃপ! এই শাপের প্রতীকারার্থ এই অনুগ্রহ করিতেছি, শ্রবণ কর;—হে মানদ, রাজন্! আমার বর অনুসারে, তুমি, যে পুত্রকে উক্ত জরা দান করিতে ইচ্ছা কর, সেই পুত্রেই এই জরা সংক্রামিত হইবে। ১১—২২। ব্রহ্মা কহিলেন,—যযাতি পুনরায় বিনীতভাবে শ্বশুর শুক্রকে বলিলেন,—দৈত্যগুরো! আমার যে পুত্র, এই মৎপ্রদত্ত জরা ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিবে, সেই রাজা হইবে। ইহা আপনার অনুমোদিত হউক। দৈত্যগুরো! আমার বাক্যে যে পুত্র অভিনন্দন না করিবে, নিশ্চয়ই আমি তাহাকে শাপ দিব। গুরো! এ বিষয়েও আপনার অনুজ্ঞা দান করা উচিত। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভৃগুনন্দন শুক্র রাজাকে "তাহাই হউক" এই কথা কহিলেন। অতঃপর যযাতি স্বীয় জ্যেষ্ঠ তনয় যদুকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—ওহে যদু! শাপহেতু জাত, আমার এই জরা তুমি গ্রহণ কর। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সর্ব্বার্থবিৎ, প্রৌঢ় এবং অপর পুত্রগণের ভার বহনে যোগ্য বলিয়া তাহাদিগের প্রভুত্বে অবস্থিত। দেখ, যে পুত্র জনকের আজ্ঞাধীনে অবস্থান করে, তাহা দ্বারাই জনক পুত্রবান্ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—যদু, সেই ভূরিদক্ষিণ পিতা যযাতিকে বলিলেন,—"আমি পারিব না।" যযাতিও তখন যদুকে শাপ দিয়া তুর্ব্বসুকে ঐ কথা কহিলেন; তুর্ব্বসুও পিতৃদত্ত জরা গ্রহণ করিল না। তখন যযাতি তাহাকেও শাপ দিয়া দ্রুহ্যকে

ক্রহ্যশ্চ নৈচ্ছত্তাং দত্তাং জরাং শপ্ত্বা চ তং
পুনঃ ।
অনুমপ্যব্রবীদ্রাজা গৃহাণেমাং জরাং মম ॥ ৩০
অনুর্নেতি তদোবাচ শপ্ত্বা তং পুরুমব্রবীৎ ।
অভিনন্দ্য তদা পুরুর্জরাং তাং জগৃহে পিতুঃ ।
সহস্রমেকং বর্ষাণাং যাবৎপ্রীতোহভবৎ পিতা ॥
যৌবনে যা ন ভোগ্যানি বস্তূনি বিবিধানি চ ।
পুত্রযৌবনসন্তুষ্টো যযাতির্বুভুজে সুখম্ ॥ ৩২
ততস্তৃপ্তোহভবদ্রাজা সর্ব্বভোগেষু নাহুষঃ ।
ততো হর্ষাৎ সমাহূয় পুরুং পুত্রমথাব্রবীৎ ॥ ৩৩
যযাতিরুবাচ ।
তৃপ্তোঽস্মি সর্ব্বভোগেষু যৌবনেন তবানঘ ।
গৃহাণ যৌবনং পুত্র জরাং মে দেহি কশ্মলাম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
নেত্যুবাচ তদা পুরুর্জরয়া ক্ষীয়তে ময়া ।
বিকারাস্তাত ভাবানাং দুর্নিবারাঃ শরীরিণাম্
বলাৎকালাগতা সহ্যা জরাপ্যখিলদেহিভিঃ ।
সা চেদ্গুরূপকারায় গৃহীতা ত্যজ্যতে কথম্ ॥
স্বীকৃতত্যাগপাপাদ্ধি দেহিনাং মরণং বরম্ ।
অথবা তু জরাং রাজংস্তপসা নাশয়াম্যহম্ ॥ ৩৭
ব্রহ্মোবাচ ।
এবমুক্ত্বা তু পিতরং যযৌ গঙ্গামনুত্তমাম্ ।
গৌতম্যা দক্ষিণে পারে ততস্তেপে তপো মহৎ
ততঃ প্রীতোহভবদ্দেবঃ কালেন মহতা শিবঃ ।
লোকাতীতমহোদারগুণসম্মাণভূষিতম্ ।
কিং দদামীতি তং প্রাহ পুরুং স সুরসত্তমঃ ॥৩৭
পুরুরুবাচ ।
শাপপ্রাপ্তাং জরাং নাথ পিতুর্মম সুরাধিপ ।
তাং নাশয়স্ব দেবেশ পিতৃশপ্তাংশ্চ কোপতঃ ।
মদ্ভ্রাতৄন্ শাপতো মুক্তান্ কুরুষ্ব সুরপূজিত ॥৪১

কহিলেন,—আমার এই জরা গ্রহণ কর। ক্রহ্যও সেই পিতৃদত্তা জরাকে লইতে চাহিলেন না। রাজা তাঁহাকেও শাপ দিয়া অনুকে কহিলেন,—"আমার এই জরা গ্রহণ কর," অনুও "আমি পারিব না" এই কথা বলায় তাহাকেও শাপ দিয়া পুরুকে কহিলেন; পুরু তখন অভিনন্দন সহকারে পিতার সেই জরা গ্রহণ করিলেন। তিনি পিতার যাবৎকালে প্রীতি জন্মে, তাবৎ কাল—এক সহস্র বর্ষ সেই জরা ধারণ করেন। যযাতি, পুত্রের যৌবন গ্রহণপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে যৌবনে যে বিবিধ ভোগ্য বস্তু সকল ভোগকরা হয়, সেই সকলই সুখে ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে সহস্র বর্ষান্তে সেই নহুষনন্দন সর্ব্বভোগে তৃপ্ত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে পুত্র পুরুকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে অনঘ! তোমার যৌবন দ্বারা আমি সর্ব্বভোগেই তৃপ্ত হইয়াছি। পুত্র! এক্ষণে তোমার যৌবন গ্রহণ কর; আমার সেই দুঃখদা জরা আমাকে দেও। ২৩—৩৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন পুরু কহিলেন,—তাত! ভোগ্য বিষয়নিচয় দ্বারা শরীরীদিগের যে দুর্নিবার বিকার সকল উৎপন্ন হয়, আমি জরা দ্বারা তৎসমস্তের ক্ষয় সাধন করিতেছি, অতএব আমি সেই জরা ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। সকল দেহীই কালবশে যখন বলপূর্ব্বক জরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উহাকে সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তখন সেই জরা দ্বারা যদি গুরুর উপকার সাধন করিতে পারা যায়, তবে তাহা কিহেতু পরিহার করিব? আরও দেখুন, স্বীকৃত ত্যাগজনিত পাপ অপেক্ষা দেহিগণের মরণও মঙ্গল। রাজন্! অথবা জরাকে আমি তপস্যা দ্বারা বিনাশ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরু পিতাকে এই কথা বলিয়া অনুত্তমা গঙ্গাতে প্রস্থান করিলেন। তিনি গৌতমীর দক্ষিণ তীরে যাইয়া মহতী তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পরে দীর্ঘ কালান্তে সুরসত্তম দেব শিব প্রীত হইয়া লোকাতীত মহোদার গুণরূপ শ্রেষ্ঠ মণিগণে ভূষিত সেই পুরুকে "কি বর দিব?" এই কথা বলিলেন। পুরু কহিলেন,—হে সুরাধিপনাথ! আমার পিতার শাপসম্ভূত সেই জরা বিনাশ করুন; আর হে সুরপূজিত দেবেশ! পিতা কর্ত্তৃক কোপ-

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্তা জগন্নাথঃ শাপাজ্জাতাং জরাং তথা
অনাশয়জ্জগন্নাথো ভ্রাতৄংশ্চক্রে বিশাপিনঃ॥৪১
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং জরারোগবিনাশনম্।
অকালজজরাদীনাং স্মরণাদপি নাশনম্॥ ৪২
তন্নাম্না চাপি বিখ্যাতং কালঞ্জরমুদাহৃতম্।
যাযাতং নাহুষং পৌরং শৌক্রং শার্ম্মিষ্ঠমেব চ॥
এবমাদীন তীর্থানি তত্রাষ্টোত্তরমেব চ।
শতং বিজ্ঞাম্যংবুদ্ধে সর্ব্বসিদ্ধিকরং তথা॥ ৪৪
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ শ্রবণং পঠনন্তথা।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং ভবেৎ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কালঞ্জরাদ্যষ্টোত্তরশত তীর্থবর্ণনং
ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৬॥

বশতঃ অভিশপ্ত মদীয় ভ্রাতৃগণকেও শাপ-মুক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—জগন্নাথ শিব "তাহাই হইবে" বলিয়া সেই শাপজনিত জরাকে বিনাশ করিলেন এবং তদীয় ভ্রাতৃগণকেও শাপরহিত করিলেন। সেই-হইতে ঐ তীর্থ জরা-রোগবিনাশক হই-য়াছে। উহার স্মরণেও অকালজ জরাদির নাশ হয়। ঐ তীর্থ সেই জরার নামানুসারেই কালঞ্জর নামে উদাহৃত হয়। ঐ স্থানে যাযাত, নাহুষ, পৌর, শৌক্র, শার্ম্মিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক তীর্থ আছে। সমষ্টিতে উহারা অষ্টো-ত্তর শত। ঐ অষ্টোত্তর শত তীর্থ সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ। ঐ সকল তীর্থে স্নান দান, শ্রবণ ও পঠন সর্ব্বপাপপ্রশমন ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ। ৩৫—৪৫।

ষট্‌ চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অপ্সরোযুগমাখ্যাতমপ্সরাসঙ্গমং ততঃ।
তীরে চ দক্ষিণে পুণ্যং স্মরণাৎ সুভগো ভবেৎ॥ ১
মুক্তো ভবেত্যসন্দেহং তত্র স্নানাদিনা নরঃ।
স্ত্রী সতী সঙ্গমে তস্মিন্নৃতুস্নাতা চ নারদ॥ ২
বন্ধ্যাপি জনয়েৎ পুত্রং ত্রিমাসাৎ পতিনা সহ।
স্নানদানেন বর্দ্ধন্তী নান্যথা মদ্বচো ভবেৎ॥ ৩
অপ্সরোযুগমাখ্যাতং তীর্থং যেন চ হেতুনা।
তত্রেদং কারণং বক্ষ্যে শৃণু নারদ যত্নতঃ॥ ৪
স্পর্দ্ধাসীন্মহতী ব্রহ্মন বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ।
তপস্যন্তং গাধিসুতং ব্রাহ্মণ্যার্থে যতব্রতম্॥ ৫
গঙ্গাদ্বারে সমাসীনং প্রেরিতেন্দ্রেণ মেনকা।
তং গত্বা তপসো ভ্রষ্টং কুরু ভদ্রে মমাজ্ঞয়া॥৬

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অতঃপর অপ্সরো-সঙ্গম নামে যে তীর্থ আছে, তাহা অপ্সরো-যুগ নামে প্রসিদ্ধ। উহা গৌতমীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ঐ পুণ্য তীর্থের স্মরণ মাত্রেই সুভগ হওয়া যায়। নরগণ সেখানে স্নানাদি করিলে নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়। নারদ! সেই সঙ্গমস্থানে যদি সতী স্ত্রী ঋতুস্নান করে, যদি স্নান দান দ্বারা তথায় কালাতিপাত করে, সে বন্ধ্যা হইলেও তিন মাসে অবশ্যই পতিসঙ্গমে পুত্র সম্ভাবনাবতী হয়। এবং ঐ তীর্থের যে কারণে অপ্সরোযুগ নাম হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, নারদ! যত্ন-সহকারে শ্রবণ কর। ব্রহ্মন্! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ পরস্পরের অত্যন্ত জিগীষা ছিল। গাধিসুত বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যলাভার্থ গঙ্গাদ্বারে থাকিয়া তপস্যা-পরায়ণ হইলে ইন্দ্র তদীয় তপোভঙ্গনার্থ মেনকা অপ্সরাকে কহিলেন,—ভদ্রে! আমার আজ্ঞানুসারে

তদোক্তেন্দ্রেণ সা মেনা বিশ্বামিত্রং তপশ্চ্যুতম্
কৃত্বা কন্যাং তথা দত্ত্বা জগামেন্দ্রপুরং পুনঃ ॥৭
তস্যাং গতায়াং সস্মার গাধিপুত্রোঽখিলং কৃতম্
তং তু দেশং পরিত্যজ্য তীর্থস্থ সুরবল্লভম্ ।
জগাম দক্ষিণাং গঙ্গাং যত্র কালঞ্জরো হরঃ ॥ ৯
তপস্যন্তং তদোবাচ পুনরিন্দ্রঃ সহস্রদৃক্ ।
উর্ব্বশীঞ্চ ততো মেনাং রম্ভাঞ্চাপি তিলোত্তমাম্
নৈবেত্যূচুর্ভয়ত্রস্তাঃ পুনরাহ শচীপতিঃ ।
গম্ভীরাং চাতিগম্ভীরামপ্তে যে গর্ব্বিতে তদা ॥
তে উচতুরুভে দেবং সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্ ॥১২

গম্ভীরাতিগম্ভীরে উচতুঃ ।

আবাং গত্বা তপস্যন্তং গাধিপুত্রং মহাদ্যুতিম্ ।
চালয়াবো নৃত্যগীতৈ রূপযৌবনসম্পদা ॥ ১৩
যাসামপাঙ্গে হসিতে বাচি বিভ্রমসম্পদে ।
নিত্যং বসতি পঞ্চেষুস্তাভিঃ কোঽত্র ন জীয়তে

ব্রহ্মোবাচ ।

তথেত্যুক্তে সহস্রাক্ষে তে আগত্য মহানদীম্
দদৃশাতে তপস্যন্তং বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ।
মৃত্যোরপি দুরাধর্ষং ভূমিস্থমিব ধূর্জ্জটিম্ ॥ ১৫
সহস্রমেকং বর্ষাণামীক্ষিতুং ন চ শক্নুতঃ ।
দূরে স্থিতে নৃত্যগীতচাটুকাররতে তদা ॥ ১৬
বিলোক্য মুনিশার্দ্দূলস্ততঃ কোপাকুলোঽভবৎ
প্রতীপাচরণং দৃষ্ট্বা ক্রোধঃ কস্য ন জায়তে ॥১৭
নিস্পৃহোঽপি মহাবাহুস্তমিন্দ্রং প্রহসন্নিব ।
আভ্যাং মুক্তঃ সহস্রাক্ষো হ্যপ্সরোভ্যাং ব্রুবন্নিব ॥ ১৮
শশাপ তে স গাধেয়ো দ্রবরূপে ভবিষ্যথঃ ।
দ্রাবিতুং মাং সমায়াতে যতস্থিহ ততো লঘু ॥১৯
ততঃ প্রসাদিতস্তাভ্যাং শাপমোক্ষঞ্চকার সঃ
ভবেতাং দিব্যরূপে বাং গঙ্গয়া সঙ্গতে যদা ॥

তুমি যাইয়া সেই যতব্রত ঋষির তপস্যা ভঙ্গ কর। সেই মেনকা "তাহাই করিব" বলিয়া বিশ্বামিত্রসমীপে আসিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিল। পরে তৎসংসর্গে একটি কন্যা উৎপাদনপূর্ব্বক ঐটি বিশ্বামিত্রকে দিয়া সে পুনরায় ইন্দ্রপুরে গমন করিল। মেনকা যাইলে পর গাধিপুত্র কৃতকর্ম্ম সকল স্মরণ করিলেন। তৎপরে সে প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে কালঞ্জর হর বর্ত্তমান, সেই দক্ষিণা গঙ্গাতে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্রও পুনরায় তদীয় তপো ভঙ্গনার্থ প্রথমতঃ উর্ব্বশীকে পরে মেনকা, রম্ভা ও তিলোত্তমাকে পূর্ব্বোক্তরূপ কহিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই ভয় বশতঃ সম্মত হইল না কহিল, "আমরা পারিব না," তখন শচীপতি গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরাকে কহিলে, সেই গর্ব্বিতা অপ্সরাদ্বয় সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে কহিল,—আমরা যাইয়া তপস্যাসক্ত সেই মহাদ্যুতি গাধিসুতকে নৃত্য গীত ও রূপ-যৌবন সম্পদে তপোবিচ্যুত করিতে পারিব। যাহাদিগের অপাঙ্গে, হাস্যে, বাক্যে ও বিভ্রমসম্পদে পঞ্চেষু নিত্য বাস করেন, এ জগতে তাহাদিগের দ্বারা কে না জিত হয়? ১—১৩।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সহস্রনেত্র ইন্দ্র তখন "তাহাই কর" বলিয়া অনুমতি দিলে, তাহারা মহানদীতে আগমনপূর্ব্বক সেই মৃত্যু অপেক্ষাও দুরাধর্ষ, তপস্যাপরায়ণ, ভূমিস্থিত ধূর্জ্জটিবৎ প্রতীয়মান মহামুনি বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিল; কিন্তু তদীয় তেজঃপ্রভাবে একসহস্র বর্ষ যাবৎ তাঁহাকে বীক্ষণ করিতেই সক্ষম হইল না; সুতরাং দূরে থাকিয়াই তখন নৃত্য গীত ও চাটুকার করিতে লাগিল। পরে মুনিশার্দ্দুল বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে দেখিয়া কোপাকুল হইলেন: প্রতীপাচরণ দর্শনে কাহার না কোপ হয়? সেই মহাবাহু গাধেয় নিস্পৃহ হইলেও ইন্দ্রকে উপহাস করিয়াই যেন মনে মনে 'অপ্সরাদ্বয় সহস্রাক্ষকে ভয়মুক্ত করিবার নিমিত্তই আসিয়াছে' এই বলিয়া তাহাদিগকে শাপ দিলেন যে,—যেহেতু তোমরা আমাকে দ্রাবণ করিতে আসিয়াছ, অতএব অবিলম্বে দ্রবরূপা হইবে। পরে সেই অপ্সরাদ্বয় কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া তাহাদিগের শাপ

তচ্ছাপান্তে নদীরূপে তৎক্ষণাৎ সম্বভূবতুঃ।
অপ্সরোযুগমাখ্যাতং নদীদ্বয়মতোঽভবৎ।
তাভ্যাং পরস্পরঞ্চাপি তাভ্যাং গঙ্গাসু সঙ্গমঃ
সর্ব্বলোকেষু বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ শিবঃ।
তত্রাস্তে দৃষ্ট এবাসৌ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥২২
তত্র স্নাত্বা তু তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ॥২৩
ইতি শ্রীব্রাহ্মে অপ্সরোযুগসঙ্গমতীর্থবর্ণনং সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
কোটিতীর্থমিতি খ্যাতং গঙ্গায়া দক্ষিণে* তটে
যস্যানুস্মরণাদেব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১
যত্র কোটীশ্বরো দেবঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
কোটিদ্বয়ং তত্র পূর্ণং তীর্থানাং শুভদায়িনাম্।
তত্র বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তন্মনাঃ॥ ২
কণ্বস্য তু সুতো জ্যেষ্ঠো বাহ্লীক ইতি বিশ্রুতঃ
কাণ্বশ্চেতি জনৈঃ খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ
ইষ্টীঃ পার্ব্বায়ণানীর্য্যঃ সভার্য্যো বেদপারগঃ।
কুর্ব্বন্নাস্তে স গৌতম্যাস্তীরস্থো লোকপূজিতঃ
প্রাতঃকালে সভার্য্যোঽসৌ জুহ্বদগ্নৌসমাহিতঃ
সর্ব্বদাস্তে কদাচিত্তু হবনায় সমুদ্যতঃ॥ ৫
একাহুতিং স হুত্বা তু সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
আহুত্যন্তরদানায় হবির্দ্রব্যং করেঽগ্রহীৎ॥ ৬
এতস্মিন্নন্তরে বহ্নিরূপশান্তোঽভবত্তদা।
ততশ্চিন্তাপরঃ কাণ্বঃ কর্ত্তব্যং কিং ভবেদিতি॥
অন্তর্বিচারয়ামাস বিষাদং পরমং গতঃ।
আহুত্যোশ্চ দ্বয়োর্মধ্য উপশান্তো হুতাশনঃ॥৮
অগ্ন্যন্তরমুপাদেয়ং বৈদিকং লৌকিকং তথা।
ক হোষ্যং স্যাদ্দ্বিতীয়ন্তু আহুত্যন্তরমেব চ॥ ৯

মোচন করিলেন; কহিলেন,—"তোমরা যখন গঙ্গা সহ সঙ্গতা হইবে, তখন দিব্যরূপ লাভ করিতে পারিবে।" তাহারা তদীয় শাপে তৎক্ষণাৎ নদীরূপা হইল। উক্ত নদীদ্বয় এই কারণেই অপ্সরোযুগ নামে আখ্যাত হয়। ঐ নদীদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া যেখানে গঙ্গা সহ সঙ্গত হইয়াছে, সেই সঙ্গম-তীর্থে সর্ব্বলোক-বিখ্যাত ভুক্তিমুক্তি-প্রদ শিব আছেন। ঐ শিব দৃষ্ট হইলেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হয়েন। ঐ স্থানে স্নানপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১৪—২৩।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—গঙ্গার দক্ষিণ তটে কোটিতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে; উহার অনুস্মরণ মাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ঐ তীর্থের যে স্থানে কোটীশ্বর দেব আছেন, তথায় সকল কার্য্যই কোটীগুণ ফলপ্রদ হয়। ঐখানে পূর্ণ দুই-কোটী শুভদায়ী তীর্থ বিরাজমান। নারদ! ঐ তীর্থ সম্বন্ধে উপাখ্যান বলিতেছি, যত্ন সহকারে শুন। কণ্বমুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাহ্লীক নামে বিশ্রুত ছিলেন। সেই বেদ-বেদাঙ্গ-পরগ ঋষি জনগণ কর্ত্তৃক কাণ্ব নামেও আখ্যাত হইতেন। গৌতমীতীরে সেই বেদপারগ লোকপূজিত ঋষি পর্ব্বসম্বন্ধনী (দর্শ-পৌর্ণমাসাদি) ইষ্টিসকলের অনুষ্ঠান করত বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিনই প্রাতঃকালে ভার্য্যা সহ অগ্নিতে সমাহিত-ভাবে হোম করিতেন। একদা তিনি হোম করিতে বসিয়া সামদ্ধ অগ্নিতে একটী মাত্র আহুতি দিয়া অপর আহুতি দান জন্য যেমন হবির্দ্রব্য গ্রহণ করিলেন, তখনই বহ্নি উপশান্ত হইলেন। কাণ্ব তখন অতীব বিষণ্ণ-চিত্তে চিন্তাপরায়ণ হইলেন; মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে,—এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? দুইটী আহুতি দানের মধ্য ক্ষণে বহ্নি উপশান্ত হইয়াছে। বৈদিক ও লৌকিক অগ্ন্যন্তরের উপাদান করা

---

*"উত্তরে" ইতি চ পাঠঃ।

এবং মীমাংসমানে তু দৈবী বাগব্রবীত্তদা।
অগ্ন্যন্তরং নৈব তেঽত্র উপাদেয়ং ভবিষ্যতি॥
যানি তত্র ভবিষ্যন্তি শকলানি সমীপতঃ।
অর্দ্ধদগ্ধেষু কাষ্ঠেষু বিপ্ররাজ প্রহূয়তাম্॥ ১১
নৈত্যুবাচ তদা কাণ্বঃ সৈব বাগব্রবীৎ পুনঃ।
অগ্নেঃ পুত্রো হিরণ্যন্তু পিতা পুত্রঃ স এব তু॥
পুত্রে দত্তং প্রিয়ায়ৈব পিতুঃ প্রীত্যৈ ভবিষ্যতি
পিত্রে দেয়ং সুতে দদ্যাৎ কোটিপ্রীতিগুণং ভবেৎ॥১৩
দৈবী বাগব্রবীদেবং ততঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
নিশ্চিত্য ধর্ম্মসর্ব্বস্বং তথা চক্রুর্যথোদিতম্॥ ১৪
এতজ্জ্ঞাত্বা জগত্যত্র পুত্রে দত্তংপিতুর্ভবেৎ॥
অপত্যাদ্যুপকারেণ পিত্রোঃ প্রীতির্যথা ভবেৎ
তথা নান্যেন কেনাপি জগত্যেতদ্ধি বিশ্রুতম্
সুপ্রসিদ্ধং জগত্যেতৎ সর্ব্বলোকেষু পূজিতম্

তস্মিন্ দত্তে ভবেৎ পুণ্যং সর্ব্বং কোটিগুণং স্মৃতং।
মনোগ্লানিনিবৃত্তিশ্চ জায়তে চ মহৎ সুখম্॥১৮
পুনরপ্যাহ সা বাণী কাণ্বেহস্মিংস্তীর্থ উত্তমে।
অভবত্তন্মহত্তীর্থং কাণ্বপুণ্যপ্রভাবতঃ।
লোকত্রয়াশ্রয়াশেষতীর্থেভ্যোঽপি মহাফলম্॥
স্নানদানাদিকং কিঞ্চিদ্ভক্ত্যা কুর্ব্বন্ সমাহিতঃ।
ফলং প্রাপ্যত্যশেষেণ সর্ব্বং কোটিগুণং মুনে
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে চাত্র স্নানদানাদিকং নরৈঃ
সর্ব্বং কোটিগুণং বিদ্যাৎ কোটিতীর্থং ততো বিদুঃ॥ ২১
যত্রৈতদবৃত্তমাগ্নেয়ং কাণ্বং পৌত্রং হিরণ্যকম্।
বাণীসঙ্গং কোটিতীর্থং কোটিতীর্থফলং যতঃ॥২২
কোটিতীর্থস্য মাহাত্ম্যমত্র বক্তুং ন শক্যতে।

বিধেয়। কিন্তু কোন্ অগ্নিতে হোম করা যায়? দ্বিতীয় অগ্নিতে হোম করিলে ত দুই অগ্নিতে দুইটী হোম করার জন্য দোষ ঘটে। তিনি এইরূপ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে তখন দৈববাণী হইল যে, "তোমার অগ্ন্যন্তর আধান করা বিধেয় নহে। হে বিপ্ররাজ! পূর্ব্ব অগ্নির যে সকল খণ্ড আছে এবং অর্দ্ধদগ্ধ যে কাষ্ঠখণ্ড-নিচয় রহিয়াছে, তাহাতেই হোম কর।" তাহা শুনিয়া কহিলেন—না। তখন আবার সেই দৈববাণী কহিল,—হিরণ্য—অগ্নির পুত্র। যিনি পিতা তিনিই পুত্র। পুত্রেতে দত্ত হইলে তাহা পিতার প্রীতিসাধকই হইয়া থাকে। আবার পিতাতে দেয় দ্রব্য পুত্রে সমর্পণ করিলে তাহাও পিতার কোটিগুণ প্রীতি সম্পাদন করে। দৈববাণী এইরূপ কহিলেন। তখন সকল মহর্ষি "এ জগতে পুত্রে প্রদান করিলেই পিতার তৃপ্তিকর হয়।" এই তত্ত্ব—এই ধর্ম্মসর্ব্বস্ব নিশ্চয় করিয়া তদনুরূপই করিলেন। অপত্যাদির উপকার করিলে পিতা মাতার যেমন প্রীতি হয়, জগতে তেমন আর কিছুতেই হয় না। একথা বিশ্রুতই আছে।

এই সুপ্রসিদ্ধ কথা ভুবনে সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক সসম্মানে গৃহীত হয়। পুত্র নারদ! পিতা অপেক্ষা পুত্রে দান করিলে সকল দানেরই ফল কোটিগুণ অধিক হয়। উহার ফলে মানসিক গ্লানির নিবৃত্তি ও মহাসুখোৎপত্তি হইয়া থাকে।১—১৮। সেই দৈববাণী আরও কহিলেন,—হে কাণ্ব! তোমার পুণ্য প্রভাবে এখানে মহাতীর্থ হইল। লোকত্রয়াশ্রয় অন্যান্য অশেষ তীর্থাপেক্ষা এই তীর্থ মহাফলজনক। এই উত্তম কাণ্ব তীর্থে ভক্তি সহকারে সমাহিতচিত্তে স্নান দানাদি করিলে অশেষ ফলপ্রাপ্তি হয়। হে মুনে! ওখানে ঐ সকল কার্য্য কোটিগুণ ফলোপধায়ক। নরগণ এখানে স্নান দানাদি যাহা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, তৎসমস্তই কোটিগুণ ফলজনক হয় বলিয়া ইহাকে কোটিতীর্থ বলা হইয়া থাকে। যেখানে উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তথায় আগ্নেয়, কাণ্ব, পৌত্র, হিরণ্যক, বাণীসংজ্ঞ, এবং যাহা যাহা হইতে কোটীতীর্থফল লাভ হয়, সেই কোটী তীর্থ বর্ত্তমান। যেখানে যথা তথা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই গোদাবরীর প্রসাদে কোটী গুণ ফল প্রদান করে, সেই কোটী-

বাচস্পতিপ্রভৃতিভিরথবান্যৈঃ সুরৈরপি ॥২৩
বক্তাস্তুমীয়মানং হি সর্ব্বং কর্ম্ম যথা তথা।
গোদাবর্য্যাঃ প্রসাদেন সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
কোটিতীর্থে দ্বিজাগ্র্যায় গামেকাং যঃ প্রযচ্ছতি
তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যাদ্‌গোকোটিফলমশ্নুতে ॥২৫
তস্মিংস্তীর্থে শুচির্ভূত্বা ভূমিদানং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধাযুক্তেন মনসা স্যাত্তৎ কোটিগুণোত্তরম্ ॥
সর্ব্বত্র গৌতমীতীরে পিতৃণাং দানমুত্তমম্।
বিশেষতঃ কোটিতীর্থে তদনন্তফলপ্রদম্ ॥ ২৭
অত্রৈকনূনপঞ্চাশত্তীর্থানি মুনয়ো বিদুঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কাণ্বাদেকোনপঞ্চাশত্তীর্থবর্ণনমষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

নারসিংহমিতি খ্যাতং গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
তস্যানুভাবং বক্ষ্যামি সর্ব্বরক্ষাবিধায়কম্ ॥ ১
হিরণ্যকশিপুঃ পূর্ব্বমভবদ্বলিনাং বরঃ।
তপসা বিক্রমেণাপি দেবানামপরাজিতঃ।
হরিভক্তাত্মজদ্বেষকলুষীকৃতমানসঃ ॥ ২
আবির্ভূয় সভাস্তম্ভাদ্বিশ্বাত্মকং প্রদর্শয়ন্।
তং হত্বা নরসিংহস্তৎসৈন্যমদ্রাবয়ত্তদা ॥ ৩
সর্ব্বান্ হত্বা মহাদৈত্যান্ ক্রমেণাজৌ মহামৃগঃ
রসাতলস্থান শক্রাংশ্চ জিত্বা স্বর্লোকমীযিবান্ ॥৪
তত্র জিত্বা ভুবং গত্বা দৈত্যান্ হত্বা নগস্থিতান্
সমুদ্রস্থান্নদীসংস্থান্ গ্রামস্থান্ বনবাসিনঃ ॥ ৫
নানারূপধরান দৈত্যান্নিজঘান মৃগাকৃতিঃ।
আকাশগান্বায়ুসংস্থানজ্যোতির্লোকমুপাগতান্
বজ্রপাতাধিকনখঃ সমুদ্ধতমহাসটঃ।
দৈত্যগর্ভস্রাবিগর্জী নির্জিতাশেষরাক্ষসঃ ॥ ৭
মহানাদৈর্বীক্ষিতৈশ্চ প্রলয়ানলসন্নিভৈঃ।
চপেটৈরঙ্গবিক্ষেপৈরসুরান্ পর্য্যচূর্ণয়ৎ ॥ ৮

তীর্থের মাহাত্ম্য এ জগতে বাচস্পতি প্রভৃতি বা অন্যান্য সুরগণও বর্ণন করিতে শক্ত হয়েন না। যে জন উক্ত কোটী তীর্থে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে একটী গাভী প্রদান করে, সে ঐ তীর্থের মহিমায় কোটী গোদানজন্য ফল ভোগ করিয়া থাকে। যেজন সেই তীর্থে শুচি হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত-মনে ভূমিদান করে, তাহার সেই দান কোটিগুণাধিক ফলজনক হয়। গৌতমীতীরে সর্ব্বত্রই পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান উত্তম পুণ্যপ্রদ; বিশেষতঃ কোটিতীর্থে তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হয়। ঐ স্থানে একোনপঞ্চাশৎটী তীর্থ আছে। মুনিগণ ইহা অবগত আছেন। ১৯—২৮।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৮

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,— গঙ্গার উত্তর তটে নারসিংহ নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে; তাহার সর্ব্বরক্ষাবিধায়ক প্রভাবের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু নামে এক দৈত্য জন্মে। সে তপস্যা ও বিক্রম দ্বারা দেবতাদিগের অপরাজেয় ছিল। হরিভক্ত নিজ আত্মজের প্রতি দ্বেষবশতঃ তদীয় মানস নিতান্ত কলুষিত থাকায় হরি স্বকীয় বিশ্বরূপতা প্রদর্শন করত নরসিংহরূপে সভাভবনস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে নিহত করেন এবং তদীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ক্রমে সেই মৃগরাজ রণস্থলে মহাদৈত্যগণকেও সংহার করেন। পরে রসাতলস্থ শত্রুদিগকেও জয় করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। সেখানে তত্রত্য শত্রুদিগকে জয় করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমন করিলেন,—তথায় পার্ব্বত্য শত্রুদিগকে জয় করিয়া সমুদ্রগত, নদীমধ্যস্থ, গ্রামস্থ, বনবাসী, নানারূপধর দৈত্যদিগকে নিহত করিলেন। সিংহাকারধারী বজ্রবৎ কঠোর-নখশালী, মহাসটাবান্ সেই প্রভু দৈত্যগর্ভ-স্রাবকারী মহানাদ, প্রলয়ানলসন্নিভ বীক্ষণ, চপেটাঘাত ও অঙ্গবিক্ষেপাদিদ্বারা অসুর-

এবং হত্বা বহুবিধান্ গৌতমীমগমদ্ধরিঃ।
স্বপাদাম্বুজসম্ভূতাং মনোনয়ননন্দিনীম্ ॥ ৯
তত্রাম্বর্য্য * ইতি খ্যাতো দণ্ডকাধিপতে রিপুঃ।
দেবানাং দুর্জ্জয়ো যোদ্ধা বলেন মহতাবৃতঃ ॥১০
তেনাভবন্মহারৌদ্রং ভীষণং লোমহর্ষণম্।
শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণং যুদ্ধং হরিণা দৈত্যসূনুনা। ॥ ১১
নিজঘান হরিঃ শ্রীমাংস্তং রিপুং হ্যুত্তরে তটে।
গঙ্গায়াং নারসিংহস্তু তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
স্নানদানাদিকং তত্র সর্ব্বপাপগ্রহার্দনম্।
সর্ব্বরক্ষাকরং নিত্যং জরামরণবারণম্ ॥ ১৩
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষাং ন কোঽপি হরিণা সমঃ
তীর্থানামপ্যশেষাণাং তথা তত্তীর্থমুত্তমম্ ॥ ॥১৪
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কুর্য্যান্নৃহরিপূজনম্।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তলে বাপি তস্য কিঞ্চিন্ন দুর্লভম্ ॥
ইত্যাদ্যষ্টৌ মুনে তত্র মহাতীর্থানি নারদ।
পৃথক্পৃথক্তীর্থকোটিফলদানি মনীষিণঃ ॥ ১৬
অশ্রদ্ধয়াপি যন্নাম্নি স্মৃতে সর্ব্বাঘসংক্ষয়ঃ। ॥ ১৭
ভবেৎ সাক্ষান্নৃসিংহোঽসৌ সর্ব্বদা যত্র সংস্থিতঃ
তত্তীর্থসেবাসম্প্রাপ্তং ফলং কৈরিহ বর্ণ্যতে ॥১৮
যথা ন দেবো নৃহরের্ধিকঃ কাপি বর্ত্ততে।
তথা নৃসিংহতীর্থেন সমং তীর্থং ন কুত্রচিৎ ॥১৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে নারসিংহাদ্যষ্টতীর্থবর্ণনমেকোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

পৈশাচং তীর্থমাখ্যাতং গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
পিশাচত্বাৎপুরা বিপ্রো মুক্তিমাপ মহামতে ॥ ১
সুযজ্ঞস্যাত্মজো লোকে অজীগর্ত্তি* রিতিবিশ্রুতঃ

গণকে চূর্ণ করিলেন। সেই হরি এইভাবে বিবিধ দৈত্যগণকে সংহার করিয়া স্বপাদাম্বুজসম্ভূতা মনোনয়নানন্দিনী, গৌতমীতে গমন করিলেন। ১—৯। সেখানে অম্বর্য্য নামে দণ্ডকাধিপতির রিপু, মহাবলসমাবৃত, এক দেবদুর্জ্জয় দৈত্য যোদ্ধা ছিল। সেই দৈত্য সহ হরির শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণ সহকারে ভীষণ রোমহর্ষণ অতি ঘোর যুদ্ধ হয়। শ্রীমান্ হরি গৌতমীর উত্তর তটে তাহাকে বিনাশ করেন। সেই স্থানে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত নারসিংহ তীর্থ হয়। ঐ স্থানে স্নানদানাদি কার্য্যে সর্ব্বপাপগ্রহ অর্দ্দিত হয়। উহা নিত্য সর্ব্বরক্ষাকর ও জরামরণহর। সুরগণ মধ্যে যেমন হরি সম কেহ নাই, তদ্রূপ অশেষ তীর্থ মধ্যেও ঐ তীর্থের তুল্য কোন উত্তম তীর্থ নাই। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর নৃহরির পূজা করিলে স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে—কুত্রাপি তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। হে মুনে, নারদ! ঐখানে ঐরূপ অষ্ট মহাতীর্থ আছে। উহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ কোটী তীর্থসম ফল দান করে। মনীষিগণ এইরূপ বলেন। নর অশ্রদ্ধাসহকারেও যাঁহার নাম স্মরণে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়, সেই নৃসিংহ দেব যেখানে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ বিরাজমান সেই তীর্থের সেবাজনিত ফলের বর্ণন করিতে কাহারা সক্ষম হয়? নৃহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা যেমন কুত্রাপি নাই, তেমনি নৃসিংহ-তীর্থের-সম তীর্থ কুত্রাচিৎ বিদ্যমান নাই। ১০—১৯।

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহামতি নারদ! গঙ্গার উত্তর তটে পৈশাচিক নামে এক তীর্থ আছে। ঐ স্থানে পুরাকালে এক বিপ্র পিশাচত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

---

* তত্রার্জ্জব ইতি চ পাঠঃ।
* সুযবস্যেতি কচিৎ পাঠঃ।

* অজীগর্ত্তেতি চ পাঠঃ কচিৎ। স চ পুরাণান্তরসম্মতোঽপি নৈতৎপ্রবন্ধসংবাদীতি সুধীভির্বিবেচ্যম্।

কুটুম্বভারদুঃখার্ত্তো দুর্ভিক্ষেণ তু পীড়িতঃ॥ ২
মধ্যমস্তু শুনঃশেফং পুত্রং ব্রহ্মবিদাং বরম্।
বিক্রীতবান্ ক্ষত্রিয়ায় বধায় বহুলৈর্ধনৈঃ॥ ৩
কিং নামাপদ্গতঃ পাপং নাচরত্যপি পণ্ডিতঃ।*
স মৃতঃ কালপর্য্যায়ে নরকেষ্বথ পাতিতঃ।
ভোগাদৃতেন ক্ষয়োঽস্তি প্রাক্তনানামহাংহসাম্
কিঙ্করৈর্যমবাক্যেন বহুযোন্যন্তরং গতঃ।
ততঃ পিশাচো হ্যভবদ্দারুণো দারুণাকৃতিঃ॥ ৬
শুষ্ককাষ্ঠেষ্বথারণ্যে নির্জলে নির্জ্জনে তথা।
গ্রীষ্মে গ্রীষ্মদবব্যাপ্তে ক্ষিপ্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥
কন্যাপুত্রমহীবাজিগবাং বিক্রয়কারিণঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৮
স্বকৃতাঘবিপাকেন দারুণৈর্যমকিঙ্করৈঃ।
সন্তাপ্যতে পচ্যমানোঽসৌ রুরোদোচ্চৈঃ কৃতং
স্মরন্॥ ৯
পথি গচ্ছন্ কদাচিৎ স জীগর্ত্তের্মধ্যমঃ সুতঃ।
শুশ্রাব রুদতো বাণীঃ পিশাচস্য মুহুর্মুহুঃ॥ ১০
পুত্রবিক্রেতুর্ব্রহ্মহন্তুর্জীগর্ত্তেস্তু পিতুস্তদা*।
শুনঃশেফস্তদোবাচ কো ভবানতিদুঃখিতঃ॥১১
জীগর্ত্তিরব্রবীদ্দুঃখাচ্ছুনঃশেফপিতা হ্যহম্॥১২
পাপীয়সীং ক্রিয়াং কৃত্বা যোনিং প্রাপ্তোঽস্মি
দারুণাম্।
নরকেষ্বথপকশ্চ পুনঃ প্রাপ্তোঽহমন্তরালকম্॥১৩
যে যে দুষ্কৃতকর্ম্মাণস্তেষাং তেষামিয়ং গতিঃ॥১৪
জীগর্ত্তিপুত্রস্তমুবাচ দুঃখাৎ
সোঽহং সুতস্তে মম দোষেণ তাত।
বিক্রীয় মাং নরকানেবমাপ্ত-
স্ততঃ করিষ্যে স্বর্গতং ত্বামিদানীম্॥ ১৫

সুযজ্ঞ নামক এক দ্বিজের জীগর্ত্ত নামে এক বিকৃত পুত্র ছিল। সে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্বর শুনঃশেফ নামে স্বীয় মধ্যম পুত্রকে নরমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ এক ক্ষত্রিয়ের নিকট বহুল ধনের বিনিময়ে বিক্রয় করিলেন। আপদ্গ্রস্ত হইলে অপরের কথা কি? পণ্ডিত জনও কোন্ পাপ না করেন? তা পর—সে কালান্তরে মৃত হইয়া নরকে পতিত হইল। প্রাক্তন কর্ম্মসমূহের ইহলোকে ভোগ ভিন্ন ক্ষয় নাই। সে যমের আদেশ অনুসারে কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নানা নরকে পাতিত হইয়া পরে দারুণাকৃতি ও দারুণপ্রকৃতি পিশাচ হইল। যম কিঙ্করেরা তাহাকে গ্রীষ্মকালে দাবানলসঙ্কুল শুষ্ককাষ্ঠপূর্ণ জনশূন্য জলহীন এক অরণ্যে নিক্ষেপ করিল। কন্যা, পুত্র, মহী, অশ্ব গো—এ সকলের বিক্রয়কারী নরগণ প্রাণিপুঞ্জের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরক হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। সেই জীগর্ত্ত, স্বকৃত বিপাক-বশে দারুণ যম-কিঙ্করবর্গ কর্ত্তৃক সেই অতি দুঃখদ বনে নিক্ষিপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে নিজ দুষ্কৃত স্মরণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। ১—৯। জীগর্ত্তের সেই মধ্যম পুত্র একদা পথে যাইতে যাইতে পুত্রবিক্রেতা, ব্রহ্মঘাতী, পিশাচরূপী পিতা জীগর্ত্তের বারংবার বিলাপবাণী শুনিতে পাইল। শুনঃশেফ তাহা শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?" জীগর্ত্ত দুঃখিতভাবে উত্তর করিল—আমি শুনঃশেফের পিতা। আমি পাপীয়সী ক্রিয়া করিয়া তাহার ফলে এই দারুণযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি নরকেও নানা যাতনা ভোগ করিয়াছি, তারপর এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহারা দুষ্কৃতকর্ম্মা, তাহাদিগের এইরূপই গতি হইয়া থাকে। জীগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেফ তখন দুঃখ সহকারে তাহাকে কহিলেন,—তাত! আমিই তোমার সেই পুত্র। আমার

* "শমিতৃত্বে ধনঞ্চাপি জগৃহে বহুলং মুনিঃ।
বিদারণার্থঞ্চ ধনং জগৃহে ব্রাহ্মণাধমঃ॥
চতোঽপ্রাতিসমাধেয়মহারোগানিপীড়িতঃ।"
[illegible]

* পাপিনঃ পুত্রবিক্রেতুর্ব্রহ্মহন্তুঃ পিতুশ্চ ত্বাম্।
ইষ্টমৃদ্ধঞ্চ [illegible]

এবং প্রতিজ্ঞায় স গাধিপুত্র-
পুত্রত্বমাপ্তোহথ মুনিপ্রবীরঃ।
গঙ্গামভিধ্যায় পিতুশ্চ লোকা-
নমুত্তমানীহমানো জগাম ॥ ১৬
অশেষদুঃখানলধূপিতানাং
নিমজ্জতাং মোহমহাসমুদ্রে।
শরীরিণাং নান্যদহো ত্রিলোক্যা-
মালম্বনং বিষ্ণুপদীং বিহায় ॥ ১৭
এবং বিনিশ্চিত্য মুনির্মহাত্মা
সমুদ্দিধীর্ষুঃ পিতরং স দুর্গতেঃ।
শুচিস্ততো গৌতমীমাশু গত্বা
তত্র স্নাত্বা সংস্মরঞ্ছম্ভুবিষ্ণু ॥ ১৮
দদৌ জলং প্রেতরূপায় পিত্রে
পিশাচরূপায় সুদুঃখিতায়।
তদ্দানমাত্রেণ তদৈব পূতো
জীগর্তিরাবাপ বপুঃ সুপুণ্যম্ ॥ ১৯
বিমানযুক্তঃ সুরসঙ্ঘজুষ্টং
বিষ্ণোঃ পদং প্রাপ সুতপ্রভাবাৎ।
গঙ্গাপ্রভাবাচ্চ হরেশ্চ শম্ভো-
র্বিধাতুরর্কাযুততুল্যতেজাঃ ॥ ২০
ততঃ প্রভৃত্যেতদতিপ্রসিদ্ধং
পৈশাচনাশঞ্চ মহাগদঞ্চ।
মহান্তি পাপানি চ নাশমাশু
প্রয়ান্তি যস্য স্মরণেন পুংসাম্ ॥ ২১
তীর্থস্য চেদং গদিতং তবাদ্য
মাহাত্ম্যমেতৎ ত্রিশতানি যত্র।
তীর্থান্যথান্যানি ভবন্তি ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদায়ীনি কিমন্যদত্র ॥ ২২
সর্ব্বসিদ্ধিদমাখ্যাতমিত্যাদ্যত্র শতত্রয়ম্।
তীর্থানাং মুনিজুষ্টানাং স্মরণাদপ্যভীষ্টদম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পৈশাচাদিত্রিশততীর্থবর্ণনং
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

দোষেই তোমার এ দশা! আমাকে বিক্রয় করিয়াই তুমি নরক প্রাপ্ত হইয়াছ! অতএব এক্ষণে আমি তোমাকে স্বর্গগামী করিব। সেই শুনঃশেফ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইল এবং পিতার অনুত্তম লোকপ্রাপ্তি কামনায় গঙ্গার অভিধ্যান সহকারে প্রস্থান করিল। অশেষ দুঃখানল-সন্তপ্ত মোহসাগর-মগ্ন শরীরিগণের ত্রিলোকী মধ্যে বিষ্ণুপদী ভাগীরথী ব্যতীত আর কোন অবলম্বন নাই।১৬—১৭। সেই মহাত্মা মুনি শুনঃশেফ পিতাকে সেই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শুচি হইয়া ত্বরিতগতিতে গৌতমীতে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক শম্ভু ও বিষ্ণুকে স্মরণান্তে সেই পিশাচরূপী সুদুঃখিত প্রেত পিতাকে জলদান (তর্পণ) করিল। সেই জলদান মাত্রেই জীগর্ত্ত তখনই পূত হইয়া সুপুণ্য দেহ পাইল। সে তখন পুত্রের, গঙ্গার, হরির, হরের ও বিধাতার প্রভাবে অর্কাযুত তুল্য তেজঃ-শালী হইল এবং বিমানারোহণে সুরগণে পরিবৃত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিল। সেই হইতে ঐ স্থানটী পৈশাচনামে ও মহাগদ নামে খ্যাত হয়। উহা পিশাচত্ব ও রোগ-নাশক। উহার স্মরণেও মনুষ্যগণের মহা-মহা পাতকরাশি বিনষ্ট হয়। উক্ত তীর্থের অদ্য এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ঐ স্থানে আরও ত্রিশত তীর্থ বর্ত্তমান আছে। সেই সমস্ত তীর্থই ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ। সর্ব্ব সিদ্ধি প্রভৃতি নামে বিখ্যাত তিন শত তীর্থ মুনিজন জুষ্ট এবং স্মরণমাত্রেই অভীষ্টদ জানিবে।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৫০॥

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

নিম্নভেদমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
গঙ্গায়া উত্তরে পারে তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
যস্য সংস্মরণেনাপি সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
বেদদ্বীপশ্চ তত্রৈব দর্শনাদ্বেদবিদ্ভবেৎ॥ ২
উর্ব্বশীং চকমে রাজা ঐলঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
কো ন মোহমুপায়াতি বিলোক্য মদিরেক্ষণাম্
সা প্রায়াদ্যত্র রাজাসৌ ঘৃতং স্তোকং সমশ্নুতে
আনগ্নদর্শনাৎ কৃত্বা তস্যাঃ কালাবধিং নৃপঃ।
তাং স্বীচকার ললনাং যূনাং রম্যাং নবাং নবাম্
সুপ্তায়াং শয়নে তস্যাং সমুত্তস্থৌ পুরূরবাঃ।
বিলোক্য তং বিবসনং তদৈবাসৌ বিনির্গতা॥
বিদ্যুচ্চঞ্চলচিত্তানাং ক স্থৈর্য্যং নন্থ যোষিতাম্
ঈক্ষাঞ্চক্রে স শর্ব্বর্য্যাং বিবস্ত্রো বিস্মিতো
মহান্॥ ৭

এতস্মিন্নন্তরে রাজা যুদ্ধায়াগাদ্রিপূন্ প্রতি।
তান্‌জিত্বা পুনরপ্যাগাদ্দেবলোকং সুপূজিতম্॥
স চাগত্য মহারাজো বসিষ্ঠাচ্চ পুরোধসঃ।
উর্ব্বশ্যা গমনং শ্রুত্বা ততো দুঃখসমন্বিতঃ।
ন জুহোতি ন চাশ্নাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি॥৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মৃতাবস্থং নৃপোত্তমম্।
বোধয়ামাস বাক্যৈশ্চ হেতুভূতৈঃ পুরোহিতঃ॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

সা মৃতাদ্য মহারাজ মা ব্যথস্ব মহামতে।
এবং স্থিতস্ত্ব মা ত্বাং বৈ অশিবাঃ
স্পৃশ্যন্ত্বাশুগাঃ॥ ১১
ন বৈ স্ত্রৈণানি জানীষে হৃদয়ানি মহামতে।
শালাবৃকাণাং যাং দৃশি তস্মাত্ত্বং ভূপ মা শুচঃ॥
কো নাম লোকে রাজেন্দ্র কামিনীভির্ন বঞ্চিতঃ
বঞ্চকত্বং নৃশংসত্বং চঞ্চলত্বং কুশীলতা।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গার উত্তর পারে সর্ব্বপাপপ্রমশন ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত নিম্নভেদ নামে এক তীর্থ আছে; উহার স্মরণ মাত্রেও সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। সেখানে বেদ-দ্বীপ নামে তীর্থ আছে, উহার দর্শনে বেদজ্ঞ হওয়া যায়। পরম ধার্ম্মিক ঐলরাজা উর্ব্বশীকে কামনা করিয়াছিলেন। মদিরেক্ষণা রমণী দেখিয়া কেই বা না মোহপ্রাপ্ত হয়? রাজা যেখানে তাহাকে পাইবার নিমিত্ত অল্পমাত্র ঘৃত প্রাশনপূর্ব্বক অবস্থিত ছিলেন, সেই উর্ব্বশী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যত-কাল যাবৎ রাজাকে নগ্ন না দেখিবেন, তাবৎ-কাল থাকিবেন, এইরূপ সময় নির্দ্ধারণ করি-লেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া সেই যুব-জনরম্যা নিত্য নবীনা ললনাকে গ্রহণ করি-লেন। একদা শয্যাতে উর্ব্বশী শায়িতা রহিয়াছেন, এমন সময় ঐল পুরূরবা নগ্না-বস্থায়ই উত্থান করেন; উর্ব্বশী তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। বিদ্যুৎতুল্য চঞ্চলচিত্ত যোষিৎগণের স্থৈর্য কোথায়? তিনি শর্ব্বরীতে বিবস্ত্র হইয়াছেন, দেখিয়াই উর্ব্বশী মহাবিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কোনও শত্রুদল সহ যুদ্ধার্থ গমন করেন। তাহাদিগকে জয় করিয়া পুনরায় সুপূজিত দেবলোকে গমন করেন। তথা হইতে আসিয়া সেই মহারাজ পুরোহিত বসি-ষ্ঠের নিকটে উর্ব্বশীর গমনবৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখিত হইলেন; তজ্জন্য স্নানও করেন না, ভোজন করেন না কিম্বা কিছু দর্শনও করেন না; এ সমস্তই ত্যাগ করিলেন। পুরো-হিত বশিষ্ঠ সেই নৃপোত্তমকে মৃতকল্প দর্শনে যুক্তিসমন্বিত বাক্যে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। ১—১০। হে মহামতি মহা-রাজ! সেই উর্ব্বশী অদ্য মরিয়াছে; আপনি ব্যথিত হইবেন না। আপনি এভাবে আছেন, আপনাকে ক্ষিপ্রগামী অশুভ যেন স্পর্শ না করে। মহামতি ভূপ! আপনি স্ত্রীজনের হৃদয় জ্ঞাত নহেন; উহাদিগের চিত্ত শৃগালীর ন্যায়। অতএব আপনি শোক করিবেন না। রাজেন্দ্র! লোকে কোন্ ব্যক্তিই বা কামিনীজন দ্বারা বঞ্চিত

ইতি স্বাভাবিকং যাসাং তাঃ কথং সুখহেতবঃ॥
কালেন কো ন নিহতঃ কোঽর্থী গৌরবমাগতঃ
স্ত্রিয়া ন ভ্রামিতঃ কো বা যোষিদ্ভিঃ কো ন খণ্ডিতঃ॥১৪
স্বপ্নমায়োপমা রাজন্নদান্তবিপ্লুতচেতসঃ।
সুখায় যোষিতঃ কস্য জ্ঞাত্বৈতদ্বিজ্বরো ভব॥
বিহায় শঙ্করং বিষ্ণুং গৌতমীং বা মহামতে।
দুঃখিনাং শরণং ন্যান্যদ্বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা দুঃখং সংহৃত্য যত্নতঃ।
গৌতম্যা মধ্যসংস্থোঽসাবৈলঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥
তত্র চারাধয়ামাস শিবং দেবং জনার্দ্দনম্।
ব্রহ্মাণং ভাস্করং গঙ্গাং দেবানন্যাংশ্চ যত্নতঃ॥
যো বিপন্নো ন তীর্থানি দেবতাশ্চ ন সেবতে।
স কালবশগো জন্তুঃ কাং দশামনুযাস্যতি॥১৯
তদীশ্বরৈকশরণো গৌতমীসেবনোৎসুকঃ।
পরাং শ্রদ্ধামুপগতঃ সংসারাস্থাপরাঙ্মুখঃ॥ ..

ঈজে যজ্ঞাংশ্চ বহুলানৃত্বিগ্ভির্বহুদক্ষিণান্।
বেদদ্বীপোঽভবত্তেন যজ্ঞদ্বীপঃ স উচ্যতে॥
পৌর্ণমাস্যাস্তু শর্ব্বর্য্যাং তত্রায়াতি সদোর্ব্বশী॥২২
তস্য দ্বীপস্য যঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণমথো নরঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন পৃথিবী সাগরাম্বরা॥ ২৩
বেদানাং স্মরণং তত্র যজ্ঞানাং স্মরণং তথা।
সুকৃতী তত্র যঃ কুর্য্যাদ্বেদযজ্ঞফলং লভেৎ॥
ঐলতীর্থন্তু তজ্জ্ঞেয়ং তদেব চ পুরূরবম্।
বাসিষ্ঠঞ্চাপি তত্তু স্যান্নিম্নভেদং তদুচ্যতে॥২৫
ঐলে রাজ্ঞি ন কিঞ্চিৎস্যান্নিম্নং সর্ব্বেষু কর্ম্মসু
যদেতন্নিম্নমুর্ব্বশ্যাং সর্ব্বভাবেন বর্ত্তনম্॥ ২৬
তচ্চাপি ভেদিতং নিম্নং বসিষ্ঠেন চ গঙ্গয়া।
নিম্নভেদমভূত্তেন দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টসিদ্ধিদম্॥ ২৭
তত্র সপ্ত শতান্যাহুস্তীর্থানি গুণবন্তি চ।
তেষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্॥ ২৮

না হইয়াছে? বক্রত্ব, নৃশংসত্ব ও কৃশীলত্ব, এ সকল যাহাদিগের স্বাভাবিক, তাহারা সুখ-হেতু হইবে কেমনে? কালের দ্বারা কে না নিহত হয়? কোন্ অর্থী গৌরব প্রাপ্ত হয়? স্ত্রীর দ্বারা কে না ভ্রান্ত হয়? আর যোষিৎজন দ্বারা কে না খণ্ডিত হয়? রাজন্! অদান্তচেতা কোন্ জনের যোষিৎগণ সুখ-হেতু হয়? ইহা বুঝিয়া বিজ্বর হউন। মহামতে! শঙ্কর, বিষ্ণু বা গৌতমী, ব্যতীত ভুবনত্রয়ে দুঃখীদিগের আর কোনও শরণ নাই। ১১—১৬। ব্রহ্মা কহিলেন,—বশিষ্ঠের এই সকল বাক্য শুনিয়া পরম ধার্ম্মিক রাজা ঐল সযত্নে দুঃখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক গৌতমীমধ্যগত হইয়া শিব, দেব-জনার্দ্দন, ব্রহ্মা, ভাস্কর, গঙ্গা ও আরও অনেক দেবতাকে যত্নসহকারে আরাধনা করিতে লাগিলেন। যে জন বিপন্ন হইয়া তীর্থ বা দেবতাগণের সেবা না করে, সেই কালবশগত জন্তু কোন্ দশা না প্রাপ্ত হয়? সেই জন্য রাজা ঈশ্বরের শরণ লইয়া গৌতমীসেবনোৎসুকচিত্তে সংসারপন্থা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধা-সহকারে ঐ স্থানে ঋত্বিক্‌জন দ্বারা বহু দক্ষিণাযুক্ত বহুল যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই জন্য উহার নাম হয় বেদ-দ্বীপ। উহাকে 'যজ্ঞদ্বীপ'ও বলিয়া থাকে। উর্ব্বশী সতত পৌর্ণমাসী দিবসে তথায় আগমন করেন। যে নর, সেই দ্বীপ প্রদক্ষিণ করে, তৎকর্ত্তৃক সাগরাম্বরা ধরণী প্রদক্ষিণীকৃত হয়। ঐ স্থানে বেদ ও যজ্ঞসকলের যে স্মরণ করে, সেই সুকৃতী ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞসম্পাদনের ফল প্রাপ্ত হয়। উহাই ঐল তীর্থ। ঐ তীর্থই পুরূরবা, বাশিষ্ঠ, ও নিম্নভেদ ইত্যাদি নামে উক্ত হয়, জানিবে। ঐল রাজা কোন কর্ম্মে কুত্রাপি নিম্ন (নীচ) হইতেন না, কেবলমাত্র উর্ব্বশীতেই নিম্নভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ঐ নিম্নভাবও বশিষ্ঠ ও গঙ্গার প্রসাদে এখানে ভেদিত হয়। এ নিমিত্ত উহার নিম্নভেদ নাম হইয়াছে। উহা দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্ট-সিদ্ধিদায়ক। ঐ স্থানে সপ্তশত তীর্থ আছে, সেই সমস্ত তীর্থ অতি গুণবান্। ঐ সকলে স্নান ও

স্নানং কৃত্বা নিম্নভেদে যঃ পশ্যতি সুরানিমান্।
ইহ চামুত্র বা নিম্নং ন কিঞ্চিত্তস্য বিদ্যতে।
সর্ব্বোন্নতিমবাপ্যাসৌ মোদতে দিবি শক্রবৎ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে নিম্নভেদাদিশপ্তশততীর্থবর্ণন মেকপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫১॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

নন্দীতটমিতি খ্যাতং তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ।
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন নারদ॥ ১
অত্রিপুত্রো মহাতেজাশ্চন্দ্রমা ইতি বিশ্রুতঃ।
সর্ব্বান্ বেদাংশ্চ বিধিবদ্ধনুর্ব্বেদং যথাবিধি॥ ২
অধীত্য জীবাৎ সর্ব্বাশ্চ বিদ্যাশ্চান্যা মহামতে
গুরুপূজাং করোমীতি জীবমাহ স চন্দ্রমাঃ।
বৃহস্পতিস্তদা প্রাহ চন্দ্রং শিষ্যং মুদান্বিতঃ॥ ৩

বৃহস্পতিরুবাচ।

মম প্রিয়া তু জানীতে তারা রতিসমপ্রভা॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ।

প্রষ্টুং তাঞ্চ তদা প্রায়াদন্তর্ব্বেশ্ম স চন্দ্রমাঃ।
তারাং তারামুখীং দৃষ্ট্বা জগৃহে তাং করেণ সঃ
স্ববেশ্ম প্রতি তাং লোভাদ্বলাদাকর্ষয়ত্তদা॥ ৫
তাবদ্ধৈর্য্যনিধির্জ্ঞানী মতিমান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যাবন্ন কামিনীনেত্রবাগুরাভির্নিবধ্যতে॥ ৬
বিশেষতো রহঃসংস্থাং কামিনীমায়তেক্ষণাম্।
বিলোক্য ন মনো যাতি কস্য কামেষু বশ্যতাম্
অতএবান্যপুরুষদর্শনং ন কদাচন।
কুলবধ্বা রহঃ কার্য্যং ভীতয়া শীলবিপ্লুতেঃ॥ ৮
বিজ্ঞায় তৎ পরিজনাৎ সহসোত্থায় নির্গতঃ।
দৃষ্ট্বা তদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম বৃহস্পতিরুদারধীঃ॥ ৯
শশাপ কোপাচ্চাক্ষিপ্য বাগ্‌ভির্বিপ্রিয়কারিভিঃ
পরাভিভূতামালোক্য কান্তাং কঃ সোঢুমীশ্বরঃ
বুবুধে তেন জীবোঽপি দেবশ্চন্দ্রমসা রুষা॥১১

দান সর্ব্বক্রতু-ফলপ্রদ। যে জন নিম্ন-ভেদে স্নান করিয়া ঐ সকল সুরগণকে দর্শন করে, ইহকালে বা পরকালে তাহার কিছুই নিম্ন থাকে না। সে সর্ব্বোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে শক্রবৎ মোদমান হয়। ১৭—২৯।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১৫১॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দীতীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, বেদবিৎগণ উহা বিদিত আছেন। নারদ! তাহার প্রভাব বলিতেছি, শ্রবণ কর। অত্রিপুত্র মহাতেজা চন্দ্রমা বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি বৃহস্পতির নিকট সমস্ত বেদ ধনুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বিদ্যা যথাবিধি অধ্যয়ন করিলেন। হে মহামতে! পরে সেই চন্দ্রমা বৃহস্পতিকে কহিলেন যে,—আমি গুরুপূজা করিব। তখন বৃহস্পতি মুদান্বিত হইয়া শিষ্য চন্দ্রকে কহিলেন,—এ বিষয় আমার প্রিয়া পত্নী রতিসমপ্রভা তারা জানেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই চন্দ্রমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে অন্তঃপুরে যাইলেন; সেখানে তারামুখী তারাকে দেখিয়া লোভবশতঃ তদীয় হস্ত ধারণ করিলেন এবং নিজ ভবনাভিমুখে বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। জনগণ তাবৎকালই ধৈর্য্যনিধি, জ্ঞানী, মতিমান্ ও বিজিতেন্দ্রিয় থাকে, যাবৎ কামিনী-নয়নরূপ বাগুরা দ্বারা আবদ্ধ না হয়, বিশেষতঃ রহ-স্থানস্থা আয়তেক্ষণা কামিনীকে দেখিলে কাহার মন না কামের বশ্যতা প্রাপ্ত হয়? এই নিমিত্তই রহঃস্থানগতা কুলবধূর পক্ষে, শীলবিপ্লুতি ভয়ে কদাচ অন্যপুরুষদর্শন বিধেয় নহে। যাহা হউক, উদারধী বৃহস্পতি পরিজনমুখে এই সংবাদ পাইয়া সহসা নির্গত হইয়া সেই দুষ্কৃত কর্ম্ম দর্শনে কোপবশে কটু কঠোর বাক্যে চন্দ্রকে তিরস্কারপূর্ব্বক অভিশাপ দিলেন। বস্তুতঃ কান্তাকে পরাভিভূতা দর্শনে কেই বা সহ্য করিতে পারে? দেব জীব রোষবশে চন্দ্রমা

ন শাপৈর্হন্যতে চন্দ্রো নায়ুধৈঃ সুরমন্ত্রিতৈঃ।
বৃহস্পতিপ্রণীতৈশ্চ ন মন্ত্রৈর্হন্যতে শশী॥ ১২
তদা চন্দ্রস্তু তাং তারাং নীত্বা সংস্থাপ্য মন্দিরে
বুভুজে বহুবর্ষাণি রোহিণীং চাকুতোভয়ঃ॥ ১৩
ন জীয়েত তদা দেবৈর্ন কোপৈঃ শাপমন্ত্রকৈঃ।
ন রাজভির্ন ঋষিভির্ন সাম্না ভেদদণ্ডনৈঃ॥ ১৪
যদা ভার্য্যাং ন লেভেঽসৌ গুরুঃ সর্ব্বপ্রযত্নতঃ
সর্ব্বোপায়ক্ষয়ে জীবস্তদা নীতিমথাস্মরৎ॥১৫
অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা তু পৃষ্ঠতঃ।
স্বার্থমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ স্বার্থভ্রংশো হি মূর্খতা॥১৬
সাধ্যং কেনাপ্যুপায়েন জানন্তিঃ পুরুষৈঃ ফলম্
বৃথাভিমানিনঃ শীঘ্রং বিপদ্যন্তে বিমোহিতাঃ॥
এবং নিশ্চিত্য মেধাবী শুক্রং গত্বা ন্যবেদয়ৎ।
তমাগতং কবির্জ্ঞাত্বা সম্মানেনাভ্যনন্দয়ৎ॥১৮
উপবিষ্টং সুখবিশ্রান্তং পূজতঞ্চ যথাবিধি।
পর্য্যপৃচ্ছদ্দৈত্যগুরুস্তদাগমনকারণম্॥ ১৯
গৃহাগতস্য বিমুখাঃ শত্রবোঽপ্যুত্তমা ন হি।
তস্মৈ স বিস্তরেণাহ ভার্য্যাহরণমাদিতঃ॥২০
বৃহস্পতেস্তদা বাক্যং শ্রুত্বা কোপান্বিতঃ কবিঃ
অপরাধন্তু চন্দ্রস্য মেনে শিষ্যস্য নারদ।
অতিক্রমমিমং শ্রুত্বা কোপাৎ কাব্যরথাব্রবীৎ॥

শুক্র উবাচ।

তদা ভোক্ষ্যে তদা পাস্যে তদা স্বপ্স্যে তদা বদে।
যদানয়ে প্রিয়াং ভ্রাতস্তব ভার্য্যাং পরার্দ্দিতাম্
তামানীয় ভবং পূজ্য চন্দ্রং শপ্ত্বা গুরুদ্রুহম্।
পশ্চাদ্ভোক্ষ্যে মহাবাহো শৃণু বাচং গ্রহেশ্বর॥২৩

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা স জীবেন দৈত্যাচার্য্যো জগাম হ।
শিবমারাধ্য যত্নেন পরং সামর্থ্যমাপ্তবান্॥ ২৪

সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু চন্দ্র না শাপ, না সুরগণমন্ত্রিত আয়ুধ, না বৃহস্পতিপ্রণীত মন্ত্র—কিছুতেই আহত হইলেন না। ১—১২। তখন চন্দ্র সেই তারাকে নিজ মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং সেখানে রাখিয়া বহুবর্ষ রোহিণী ও তারা—উভয়কেই নির্ভয়ে ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি দেবগণের অস্ত্র, কোপপ্রযুক্ত শাপমন্ত্র, রাজাদিগের শাসনবাক্য, ঋষিদিগের আদেশ,—সাম, ভেদ, দণ্ড—কিছুতেই অভিভূত হইলেন না; কাজেই গুরু বৃহস্পতি যখন সর্ব্বপ্রযত্নেও ভার্য্যা পাইলেন না, তখন তিনি সর্ব্বোপায়বৈফল্য দর্শনে এইরূপ নীতি স্মরণ করিলেন যে, অপমানকে পুরস্কারপূর্ব্বক মানকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করিবেন; স্বার্থ-ভ্রংসই মূর্খতা। জ্ঞানবান্ জনগণ যে কোন উপায়ে ফলের সাধন করিবেন, বৃথাভিমানী মূঢ়েরা বিপন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি ইহা নিশ্চয় করিয়া শুক্রসমীপে গমন করিলেন। শুক্র তাঁহাকে সমাগত জানিয়া সম্মান সহকারে অভিনন্দন করিলেন। পরে তিনি সুখে উপবিষ্ট, বিশ্রান্ত ও যথাযোগ্য পূজিত হইলে পর দৈত্যগুরু তাঁহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজ্ঞ শত্রুগণ গৃহাগত জনের প্রতি বিমুখ হয়েন না। বৃহস্পতি তাঁহাকে সেই ভার্য্যাহরণ-বৃত্তান্ত আদ্যন্ত নিবেদন করিলেন। বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে কবি তখন কোপান্বিত হইয়া শিষ্য চন্দ্রের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইলেন এবং হে নারদ! এইরূপ সীমা অতিক্রমের কথা শ্রবণে কুপিত কবি বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ! আমি তখনই ভোজন করিব, তখনই পান করিব, তখনই শয়ন করিব, এবং তখনই অন্য বাক্যালাপ করিব, যখন তোমার সেই পরার্দ্দিতা প্রিয়া ভার্য্যাকে আনিতে পারিব! হে মহাবাহো, গ্রহেশ্বর! আমার এই কথা শুন;—তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক ভবের পূজান্তে গুরুদ্রোহী চন্দ্রকে শাপ দিয়া পশ্চাৎ আমি ভোজন করিব। ১৩—২৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই দৈত্যাচার্য্য এই বলিয়া জীবের সহিত গমনপূর্ব্বক যত্নসহকারে শিবের

জগাম শুক্রো জীবেন তারয়া যত্র চন্দ্রমাঃ।
শিবপ্রসাদাৎ কিং নাম দেহিনামিহ দুর্লভম্ ॥২৫
বরানবাপ্য বিবিধান্ শঙ্করাত্তাবপূজিতাৎ।
বর্ত্ততে তং শশাপোচ্চৈঃ শৃণু ত্বং চন্দ্র মে বচঃ
যস্মাৎ পাপতরং কর্ম্ম ত্বয়া পাপ মদাৎ কৃতম্।
কুষ্ঠী ভূয়াস্ততশ্চন্দ্রং শশাপৈবং রুষা কবিঃ ॥২৭
কবিশাপপ্রদগ্ধোঽভূত্তদৈব মৃগলাঞ্ছনঃ।
প্রাপুঃ ক্ষয়ং ন কে নাম গুরুস্বামিসখিদ্রুহঃ ॥২৮
তত্যাজ তাং স চন্দ্রোঽপি তাং তারাং
জগৃহে কবিঃ।
শুক্রোঽপি দেবানাহূয় ঋষীন্পিতৃগণাংস্তথা ॥
নদীর্নদাংশ্চ বিবিধানোষধীশ্চ পতিব্রতাঃ।
ততঃ সম্প্রষ্টুমারেভে তারাবৃত্তবিনিষ্ক্রয়ম্ ॥ ৩০
ততঃশ্রুতিঃ সুরানাহ গৌতম্যাং ভক্তিতস্ত্বিয়ম্।
স্নানং করোতু জীবেন তারা পূতা ভবিষ্যতি ॥
রহস্যমেতৎ পরমং ন কথ্যং যস্য কস্যচিৎ।
সর্ব্বাস্বপি দশাস্বেহ শরণং গৌতমী নৃণাম্ ॥ ৩২
তথাকরোচ্চৈব তারা ভর্ত্রা স্নানং যথাবিধি।
পুষ্পবৃষ্টিরভূত্তত্র জয়শব্দো ব্যবর্ত্তত ॥৩৩
পুনর্বৈ দেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা বা উত।
রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ ॥ ৩৪
পুনর্দত্বা ব্রহ্মজায়াং কৃতাং দেবৈরকল্মষাম্।
সর্ব্বং ক্ষেমমভূত্তত্র তস্মাত্তীর্থং মহামুনে ॥ ৩৫
তদভূৎ সকলাঘৌঘধ্বংসনং সর্ব্বকামদম্।
আনন্দং ক্ষেমমভবৎ সুরাণামসুরারিণাম্ ॥৩৬
বৃহস্পতেশ্চ শুক্রস্য তারায়াশ্চ বিশেষতঃ।
পরমানন্দমাপন্নো শুক্রর্গঙ্গামভাষত ॥ ৩৭
শুক্র উবাচ।
ত্বং গৌতমি সদা পূজ্যা সর্ব্বেষামপি মুক্তিদা।
বিশেষতস্তু সিংহস্থে ময়ি ত্রৈলোক্যপাবনী।
ভবিষ্যসি সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সর্ব্বতীর্থৈঃ সমন্বিতা ॥৩৮

আরাধনা করিয়া পরম সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তপূজিত শঙ্কর হইতে বিবিধ বরলাভান্তে সেই শুক্র, জীবের সহিত, চন্দ্রমা যেখানে তারা সহ অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। শিবের প্রসাদে ইহলোকে দেহিগণের কি দুর্লভ থাকে? সেই কবি তখন তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে শাপ দিলেন। তিনি কহিলেন,—চন্দ্র! তুমি আমার বাক্য শুন। রে পাপ! যেহেতু তুই মদ গর্ব্বে এই পাপতর কর্ম্ম করিয়াছিস, এজন্য কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবি। কবি রোষবশে এইরূপ শাপ দিলেন। মৃগলাঞ্ছন চন্দ্র তখনই কবিশাপে দগ্ধপ্রায় হইলেন। গুরু, স্বামী ও সখার দ্রোহকারী কাহারাই বা ক্ষয় না পায়? চন্দ্রও তখন তারাকে ত্যাগ করিলেন। শুক্র, তাহাকে গ্রহণ করিয়া দেব-ঋষি-পিতৃগণকে, বিবিধ ওষধি নদ নদী ও পতিব্রতাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক সকলকে সেই তারাবৃত্তান্তের শোধনোপায় প্রশ্ন করিলেন। পরে শ্রুতি সুরগণকে কহিলেন,—ইনি ভক্তি সহকারে গৌতমীতে স্নান করুন। জীবের সহিত ঐরূপ স্নান করিলেই তারা পবিত্রা হইবেন। এই রহস্য বিষয় যাহাকে তাহাকে বলা বিধেয় নহে। নরগণের সকল দশাতেই ইহলোকে গৌতমী অবলম্বন স্বরূপ। পরে তারাও ভর্ত্তা সহ তাহাই করিলেন। তিনি যথাবিধি স্নান করিলে সেখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল; জয় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। পরে সেই ব্রাহ্মণজায়া তারাকে দেব, মনুষ্য, রাজা সকলেই সত্যবাক্যে নানা বর দিলেন। দেবগণ সেই ব্রাহ্মণপত্নীকে অকলুষা দর্শনে বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিলেন। সুতরাং সকলই তখন ক্ষেমময় হইল। হে মহামুনি নারদ! সেই জন্য ঐ তীর্থ সর্ব্বপাপনাশী ও সর্ব্বকামদায়ী হইয়াছে। অসুরারি সুরগণের, বৃহস্পতির ও শুক্রের বিশেষতঃ তারার—সকলেরই সেখানে ক্ষেম-বিধান হেতু আনন্দ হইল। শুক্র তখন পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাকে বলিলেন,—হে গৌতমি! তুমি মুক্তিদা বলিয়া সকলেরই সদা পূজ্যা; বিশেষতঃ আমি যখন সিংহরাশিতে থাকিব তখন তুমি সর্ব্বতীর্থে সমন্বিতা হইয়া ত্রৈলোক্য-

যানি কানি চ তীর্থানি স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতলে।
স্নাতুং তানিযাস্যন্তি ময়ি সিংহস্থিতেহম্বিকে।
ব্রহ্মোবাচ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যমারোগ্যশ্রীবিবর্দ্ধনম্।
সৌভাগ্যৈশ্বর্য্যজননং তীর্থমানন্দনামকম্॥ ৪০
তত্র পঞ্চ সহস্রাণি তীর্থান্যাহ স গোতমঃ।
স্মরণাৎ পঠনাদ্বাপি ইষ্টৈঃ সংযুজ্যতে সদা॥
শিবস্তত্র নিবিষ্টস্তু নন্দী গঙ্গাতটেহনিশম্।
সাক্ষাচ্চরত্যসৌ ধর্ম্মস্তস্মান্নন্দীতটং স্মৃতম্॥
আনন্দমপি তত্তীর্থং সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধনাৎ॥ ৪২
ইতি শ্রীব্রাহ্মে আনন্দাদিপঞ্চসহস্রতীর্থবর্ণনং দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ॥১৫২॥

পাবনী হইবে। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে যত কিছু তীর্থ আছে, হে অম্বিকে! আমি সিংহরাশিতে থাকা কালীন সকলেই তোমাতে স্নান করিতে আসিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—উক্ত আনন্দ নামক তীর্থ ধনদায়ক, যশস্য, আয়ুষ্য, আরোগ্যকর, শ্রীবর্দ্ধক, সৌভাগ্যোৎপাদক ও ঐশ্বর্য্য-সম্পাদক। সেই গৌতম মুনি, 'ঐ স্থানে পঞ্চ সহস্র তীর্থ আছে, এ কথা বলেন। মানব এই বৃত্তান্তের পঠন বা স্মরণেও মহা ইষ্ট বিষয় সহ যোজিত হইয়া থাকে। এখানে গঙ্গাতট-নিবিষ্ট শিবের সন্নিধানে ধর্ম্মাত্মা নন্দী সাক্ষাৎ বিচরণ করেন। এজন্য উহার নাম নন্দীতট বলিয়া স্মৃত হয়। আর সর্ব্বানন্দ-বিবর্দ্ধন-কারী বলিয়া ঐ তীর্থ আনন্দ নামেও বিখ্যাত॥২৪—৪২॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৫২।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
ভাবতীর্থমিতি প্রোক্তং যত্র সাক্ষাদ্ভবঃ স্থিতঃ।
অশেষজগদন্তস্থো ভূতাত্মা সচ্চিদাকৃতিঃ॥ ১
তত্রেমাং শৃণু বক্ষ্যামিকথাং পুণ্যতমাং শুভাম্
সূর্য্যবংশকরঃ শ্রীমান্ ক্ষত্রিয়াণাং ধুরন্ধরঃ॥ ২
প্রাচীনবর্হিরাখ্যাতঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু পারগঃ।
তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটিশ্চ বর্ষাণাং রাজ্য আস্থিতঃ॥ ৩
তস্যেদৃশং ব্রতঞ্চাসীদ্যদহং যৌবনচ্যুতঃ।
ভবেয়ং প্রিয়য়া বাপি পুত্রৈর্ব্বা প্রিয়বস্তুভিঃ॥ ৪
বিযুজ্যেয়ং ততো রাজ্যং ত্যক্ষেহহং নাত্র সংশয়ঃ।
বিবেকিনাং কুলীনানামিদমেবোচিতং নৃণাম্॥৫
স্থীয়তে বিজনে ক্বাপি বিরক্তৈর্বিভবক্ষয়ে।
তস্মিন্ প্রশাসতি মহীং ন বিয়োগঃ প্রিয়ৈঃ ক্বচিৎ॥ ৬
নাধিব্যাধী ন দুর্ভিক্ষং ন বন্ধুকলহো নৃণাম্।
তস্মিন শাসতি রাজান্ন চ কশ্চিদ্বিযুজ্যতে॥

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অশেষ জগৎ যাঁহার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, ভূতাত্মা, সচ্চিদাকৃতি সেই ভব যেখানে সাক্ষাৎ অবস্থিত, ঐ স্থান ভাবতীর্থ নামে প্রোক্ত হয়। তদ্বিষয়ে এই পুণ্যতমা শুভ কথা বলিতেছি শুন। সর্ব্বধর্ম্ম-পারগ প্রাচীনবর্হি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সার্দ্ধ ত্রিকোটী বর্ষ কাল রাজ্য পালন করেন। তাঁহার এইরূপ ব্রত ছিল যে,—আমি যখন যৌবনচ্যুত কিম্বা প্রিয়া, পুত্র বা অন্য কোন প্রিয় বস্তুতে বিযুক্ত হইব, তখন নিঃসংশয় রাজ্য ত্যাগ করিব। বিবেকী কুলীন নরগণের ইহাই উচিত যে, বিভবক্ষয় হইলে কোথাও কোন বিজন স্থানে অবস্থান করা। তিনি মহীকে শাসন করিতে থাকিলে কাহারও বিয়োগ হইত না। ১—৭।

ততঃ পুত্রার্থমকরোদ্যজ্ঞং রাজা মহামতিঃ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ বর প্রাদাদ্যথেপ্সিতম্
গৌতমীতীরসংস্থায় রাজ্ঞে দেবো মহেশ্বরঃ।
পুত্রং দেহীতি রাজা বৈ ভবংপ্রাহ স ভার্য্যয়া॥
ভবঃ প্রাহ নৃপং প্রীত্যা পশ্য নেত্রং তৃতীয়কম্
ততঃ পশ্যতি রাজেন্দ্রে ভবস্যাক্ষি তু মানদ॥১০
চক্ষুর্দীপ্ত্যাভবৎ পুত্রো মহিমা নাম বিশ্রুতঃ।
যেনাকারি স্তুতিঃ পুণ্যা মহিম্ন ইতি বিশ্রুতা॥১১
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে ত্রিপুরান্তকে।
যং নিত্যমনুবর্ত্তন্তে হরিব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ॥ ১২
প্রাপ্তপুত্রশ্চ নৃপতিস্তীর্থশ্রৈষ্ঠ্যমযাচত।
মহাপাপমহারোগমহাব্যসনিনাং নৃণাম্॥ ১৩
নানাবিপদ্গণার্ত্তানাং সর্ব্বাভিমতলব্ধয়ে।
প্রাদাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং ভবশ্চাপি ভাবতীর্থং তদুচ্যতে
তত্র স্নানেন দানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
ভবপ্রসাদাদভবৎ সুতঃ প্রাচীনবর্হিষঃ॥ ১৫
মহিমা গৌতমীতীরে ভাবতীর্থং তদুচ্যতে।
তত্র সপ্ততিতীর্থানি পুণ্যান্যখিলদানি চ॥ ১৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ভাবতীর্থাদিসপ্ততিতীর্থবর্ণনং
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সহস্রকুণ্ডমাখ্যাতং তীর্থং বেদবিদো বিদুঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ সুখী সম্পদ্যতে নরঃ॥ ১
পুরা দাশরথী রামঃ সেতুং বদ্ধ্বা মহার্ণবে।
লঙ্কাং দগ্ধ্বা রিপূন্ হত্বা রাবণাদীন্রণে শরৈঃ॥
বৈদেহীঞ্চ সমাসাদ্য রামো বচনমব্রবীৎ।
পশ্যৎসু লোকপালেষু তস্যাচার্য্যে পুরঃ স্থিতে
অগ্নৌ শুদ্ধিগতাং সীতাং রামো লক্ষ্মণসন্নিধৌ
এহি বৈদেহি শুদ্ধাসি অঙ্কমারোঢ়ুমর্হসি॥ ৪

পরে সেই মহামতি রাজা পুত্রার্থ যজ্ঞ করেন, তাহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরদানোদ্যত হইলে গৌতমীতীরস্থ সেই রাজা ভার্য্যা সহ "পুত্র দিউন্" এই প্রার্থনা করিলে দেব মহেশ্বর ভব প্রীতিবশে তাঁহাকে কহিলেন,—"মদীয় তৃতীয় নেত্রটী দর্শন কর।" মানদ নারদ! রাজা যেমন ভবের তৃতীয় নেত্র দেখিতে লাগিলেন, অমনি চক্ষুর দীপ্তি হইতে পুত্র জন্মিল। সেই পুত্র মহিমা নামে বিশ্রুত হয়। এই মহিমা পুত্রই মহিম্ন নামক বিখ্যাত স্তবের প্রণেতা। হরি ব্রহ্মাদি সুরগণ নিত্য যাঁহার অনুবর্ত্তন করেন, সেই ত্রিপুরান্তক ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? নৃপতি পুত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ তীর্থের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রার্থনা করিলেন। ভব—মহাপাপী, মহারোগী, মহাব্যসনী, নানাবিপদাপন্ন নরগণের সর্ব্বাভিমত প্রাপ্তি নিমিত্ত উক্ত তীর্থের শ্রেষ্ঠতা দান করিলেন। এইজন্য সেই হইতে ঐ তীর্থ 'ভাবতীর্থ' নামে উক্ত হয়। ওখানে স্নান দানে সর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হয়। ভবের প্রসাদে গৌতমীতীরে প্রাচীনবর্হির মহিমা নামে পুত্র হয়; এজন্যই উহা ভাব তীর্থ নামে উক্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সপ্ততিসংখ্যক তীর্থ আছে; উহারা পুণ্য ও অখিল ফল প্রদান করে।—১৬।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যাহার স্মরণমাত্রেই নর সুখী হইতে পারে, সেই বিখ্যাত সহস্রকুণ্ডের বিষয় বেদবিদ্গণ বিদিত আছেন। পুরাকালে দশরথনন্দন রাম মহার্ণবে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কাদাহ করত রণে রাবণাদি রিপুগণকে তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে হনন করিয়া বৈদেহীকে লইয়া লোকপালগণের সমক্ষে পুরোভাগে তদীয় আচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে, লক্ষ্মণসন্নিধানে, অগ্নিপ্রবেশে বিশুদ্ধা সীতাকে কহিলেন,—বৈদেহি! আইস, তুমি শুদ্ধা

নেত্যুবাচ তদা শ্রীমানঙ্গদো হনুমাংস্তথা ॥ ৫
অযোধ্যায়াস্তু বৈদেহি সার্দ্ধং যামঃ সুহৃজ্জনৈঃ
তত্র শুদ্ধিমবাপ্যাথ পুনর্ভ্রাতৃষু মাতৃষু ॥ ৬
লৌকিকেষ্বপি পশ্যৎসু ততঃ শুদ্ধা নৃপাত্মজা
অযোধ্যায়াং সুপুণ্যেঽহ্নি অঙ্কমারোঢুমর্হসি ॥
অস্যাশ্চরিত্রবিষয়ে সন্দেহঃ কস্য জায়তে ।
লোকাপবাদস্তদপি নিরস্যঃ স্বজনেষু হি ॥ ৮
তয়োর্বাক্যমনাদৃত্য লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ ।
রামশ্চ জাম্ববাংশ্চৈব তামাহ্বয়ন্নৃপাত্মজাম্ ॥ ৯
স্বস্তীত্যুক্তা দেবতাভী রাজ্ঞোঽঙ্কমারুরোহ সা
মুদিতাস্তে যযুঃ শীঘ্রং পুষ্পকেণ বিরাজতা ॥ ১০
অযোধ্যাং নগরীং প্রাপ্য তথা রাজ্যং স্বকং তু যৎ ।
মুদিতাস্তেঽভবন্ সর্ব্বে সদা রামানুবর্ত্তিনঃ ॥১১
ততঃ কতিপয়াহেষু অনার্য্যেভ্যো বিরূপিকাম্
বাচং শ্রুত্বা স তত্যাজ গুর্ব্বিণীং তামযোনিজাম্
মিথ্যাপবাদমপি হি ন সহন্তে কুলোন্নতাঃ ।
বাল্মীকের্মুনিমুখ্যস্য আশ্রমস্য সমীপতঃ ।
তত্যাজ লক্ষ্মণঃ সীতামদুষ্টাং রুদতীং রুদন্ ॥
নোল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞা গুরূণামিত্যসৌ তদকরোদ্ভিয়া ॥
ততঃ কতিপয়াহেষু ব্যতীতেষু নৃপাত্মজঃ ।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং হয়মেধায় দীক্ষিতঃ ॥১৫
তত্রৈবাজগ্মতুরুভৌ রামপুত্রৌ যশস্বিনৌ ।
লবঃ কুশশ্চ বিখ্যাতৌ নারদাবিব গায়কৌ ॥১৬
রামায়ণং সমগ্রং তদ্গান্ধর্ব্বাবিব সুস্বরৌ ।
রামস্য চরিতং সর্ব্বং গায়মানৌ সমীয়তুঃ ॥ ১৭
যজ্ঞবাটং রাজসুতৌ হেতুভির্লক্ষিতৌ তদা ।
রামপুত্রাবুভৌ শূরৌ বৈদেহ্যাস্তনয়াবিতি ॥১৮
তাবানীয় ততঃ পুত্রাবভিষিচ্য যথাক্রমম্ ।
অঙ্কারূঢ়ৌ ততঃ কৃত্বা সস্বজে তৌ পুনঃপুনঃ ॥
সংসারদুঃখখিন্নানামগতীনাং শরীরিণাম্ ।
পুত্রালিঙ্গনমেবাত্র পরং বিশ্রান্তিকারণম্ ॥ ২০

বটে ; অতএব সদা ! অঙ্কে আরোহণ কর। শ্রীমান্ অঙ্গদ ও হনুমান্ ইহাতে আপত্তি করিয়া কহিলেন,—"না, বৈদেহি ! সুহৃজ্জন সহ অযোধ্যায় যাইয়া ভ্রাতা মাতা ও অন্যান্য জনগণের সাক্ষাতে পুনরায় শুদ্ধিলাভান্তে শুদ্ধা রাজকন্যা আপনি সুপুণ্য দিনে পতির অঙ্কে আরোহণ করিবেন। এক্ষণে নহে।" ইঁহার চরিত্রবিষয়ে কাহার সন্দেহ হয় ? তথাপি স্বজন-সমক্ষে লোকাপবাদ নিরসন করা বিধেয়। লক্ষ্মণ, বিভীষণ, রাম ও জাম্ববান্ তাঁহাদিগের বাক্যে অনাদরপূর্ব্বক সেই নৃপাত্মজাকে পুনরায় আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন দেবতাগণ 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ করিলে তিনি রাজা রামচন্দ্রের অঙ্কে আরোহণ করিলেন। সকলে তখন মুদিত হইয়া শোভমান পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরায় প্রস্থিত হইলেন। অযোধ্যায় আসিয়া রাম নিজ রাজ্য পাইলেন; তাহাতে রামানুবর্ত্তী জনগণ সকলেই মুদিত হইলেন। ১—১১। তার পর কিছুদিন গত হইলে অনার্য্যগণের কুৎসাপূর্ণ বাণী শুনিয়া রাম সেই অযোনিজা সীতাকে গর্ভিণী অবস্থায় ত্যাগ করিলেন। কুলোন্নত ব্যক্তিরা মিথ্যাপবাদ সহিতে পারেন না। রামের আদেশে লক্ষ্মণ যাইয়া মুনিমুখ্য বাল্মীকির আশ্রমসমীপে সেই অদুষ্টা রোদনপরায়ণা সীতাকে রোদন করিতে করিতে ত্যাগ করিয়া আসিলেন। গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নাই বলিয়া তিনি ভয়বশতঃ ঐ কর্ম্ম করিলেন। তারপর কিছুদিন অতীত হইলে সেই নৃপাত্মজ রাম সৌমিত্রি সহ হয়মেধ যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইলেন। সেই যজ্ঞস্থলে লব ও কুশ নামে বিখ্যাত, নারদ সদৃশ গায়ক, যশস্বী রামপুত্রদ্বয় আগমন করিলেন। গন্ধর্ব্ববৎ সুস্বর, লব সেই রামতনয়দ্বয় সমগ্র রামচরিতাত্মক রামায়ণ গান করিতে করিতে যজ্ঞবাটে প্রবিষ্ট হইলে নানা হেতুতে তাহাদিগকে বৈদেহীগর্ভজাত রামপুত্র বলিয়া চিনিতে পারায় রাম তাহাদিগকে আনয়নপূর্ব্বক অভিষেকান্তে অঙ্কারূঢ় করিয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিলেন। সংসারদুঃখখিন্ন, গতিহীন, শরীরি-

মুহুরালিঙ্গ্য তৌ পুত্রৌ মুহুঃ স্বজতি চুম্বতি।
কিমপ্যন্তর্ধ্যায়তি চ নিঃশ্বসত্যপি বৈ মুহুঃ ॥২১
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা রাক্ষসা লঙ্কবাসিনঃ।
সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব অঙ্গদো জাম্ববাংস্তথা॥
অন্যে চ বানরাঃ সর্ব্বে বিভীষণপুরঃসরাঃ।
তে চাগত্য নৃপং প্রাপ্তাঃ সিংহাসনমুপস্থিতম্॥
সীতামদৃষ্ট্বা হনুমানঙ্গদঃ কনকাঙ্গদঃ।
ক গতাযোনিজা মাতা একো রামোঽত্র দৃশ্যতে
রামেণ সা পরিত্যক্তা ইত্যূচুর্দ্বারপালকাঃ।
পশ্যৎসু লোকপালেষু আর্য্যে তত্র প্রবাদিনি॥
অগ্নৌ শুদ্ধিগতাং সীতাং কিন্তু রাজা নিরঙ্কুশঃ।
উৎপন্নৈর্লৌকিকৈর্ব্বাক্যৈ রামস্ত্যজতি তাং প্রিয়াম্।
মরিষ্যাব ইতি হ্যুক্ত্বা গৌতমীং পুনরীয়তুঃ॥২৭
রামস্তৌ পৃষ্ঠতোঽভ্যেত্য অযোধ্যাবাসিভিঃ সহ

গণের এজগতে পুত্রালিঙ্গনই পরম বিশ্রান্তি-কারণ। তিনি সেই পুত্রদ্বয়কে মুহুর্ম্মুহুঃ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে কি যেন ধ্যান করত দীর্ঘ নিশ্বাস করিতে লাগিলেন।১২—২১। ইত্যবসরে সেই স্থানে বিভীষণপুরঃসর লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ, সুগ্রীব, হনূমান্, অঙ্গদ, জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা আসিয়া সিংহাসনে রামকে দেখিলেন; কিন্তু সীতাকে দেখিতে না পাইয়া কনকাঙ্গদ অঙ্গদ ও হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অযোনিজা মাতা সীতা কোথায়? এখানে একা রামকে দেখিতেছি কেন?" তদুত্তরে দ্বারপালগণ বলিল,—"আর্য্য লক্ষ্মণ প্রতিবাদ করিলেও লোকপালগণের সাক্ষাতেই রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" "নিরঙ্কুশ রাজা রাম সেই অগ্নিশুদ্ধা প্রিয়া সীতাকে লৌকিক বাক্যবশে পরিত্যাগ করিলেন! অতএব আমরা তবে মরিব।" এই বলিয়া তাহারা দুইজনে গৌতমীতে গমন করিলেন। রামও তখন তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাস্থিত

আগত্য গৌতমীং তত্রাকুর্ব্বংস্তে পরমং তপঃ॥
স্মারং স্মারং নিঃশ্বসন্তস্তাং সীতাং লোকমাতরম্
সংসারাস্থাবিরহিতা গৌতমীসেবনোৎসুকাঃ॥
লোকত্রয়পতিঃ সাক্ষাদ্রামোঽনুজসমন্বিতঃ।
প্রাপ্তঃ স্নাত্বা চ গৌতম্যাং শিবারাধনতৎপরঃ
পরিতাপং জহৌ সর্ব্বং সহস্রপরিবারিতঃ।
যত্র চাসীৎ স বৃত্তান্তঃ সহস্রকুণ্ডমুচ্যতে॥ ৩০
দশাপরাণি তীর্থানি তত্র সর্ব্বার্থদানি চ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সহস্রফলদায়কম্॥ ৩১
যত্র শ্রীগৌতমীতীরে বসিষ্ঠাদিমুনীশ্বরৈঃ।
সর্ব্বাপত্তারকং হোমমকারয়দঘান্তকম্॥৩২
সহস্রসংখ্যাযুক্তেষু কুণ্ডেষু বসুধারয়া।
সর্ব্বানপেক্ষিতানকামানবাপাসৌ মহাতপাঃ॥৩৩
গৌতম্যাঃ সরিদম্বায়াঃ প্রসাদাদ্রাক্ষসান্তকঃ।
সহস্রকুণ্ডাভিধং তদভূত্তীর্থং মহাফলম্॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সহস্রকুণ্ডাদিদশতীর্থবর্ণনং চতুঃ-
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৪॥

হইলে অযোধ্যাবাসী সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহারা গৌতমীতে আসিয়া সেই লোকমাতা সীতাকে বার বার স্মরণ করত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গৌতমী-সেবনে উৎসুকচিত্তে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সাক্ষাৎ লোকত্রয়পতি রাম ও অনুজ-সমন্বিত ও সহস্র পরিজন-পরিবৃত হইয়া সেই গৌতমীতে আসিয়া স্নানপূর্ব্বক শিবা-রাধনে তৎপর হইয়া সর্ব্ব পরিতাপ পরিহার করিলেন। এই ব্যাপার যেখানে হইয়াছিল, তাহা সহস্রকুণ্ড নামে উক্ত হয়। ঐ স্থানে আরও দশটী তীর্থ আছে, তাহারা সর্ব্বার্থপ্রদ। সেখানে স্নানদানে সহস্রগুণ ফল হয়। সেই গৌতমীতীরে বশিষ্ঠাদি মুনীশ্বরগণ রামকে দিয়া অঘনিচয়ের অন্তক সর্ব্বাপত্তারক নামক হোম করাইয়াছিলেন। সেই মহাতপা রাক্ষসান্তক রাম তথায় সহস্র সংখ্যক কুণ্ডে বসুধারা স্নানে নদীমাতা গৌতমীর প্রসাদে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

কপিলাতীর্থমাখ্যাতং তদেবাঙ্গিরসং স্মৃতম্।
তদেবাদিত্যমাখ্যাতং সৈংহিকেয়ং তদুচ্যতে॥
গৌতম্যা দক্ষিণে পারে আদিত্যান্মুনিসত্তম।
অযাজয়ন্নঙ্গিরসো দক্ষিণাং তে ভুবং দদুঃ।
অঙ্গিরোভ্যস্তদাদিত্যাস্তপসেঽঙ্গিরসো যযুঃ॥ ২
সা ভূমিঃ সৈংহিকী ভূত্বা জনান্ সর্ব্বানভক্ষয়ৎ।
তত্রস্থস্তে জনাঃ পর্ব্বে অঙ্গিরোভ্যো ন্যবেদয়ন
বিভীতা জ্ঞানতো জ্ঞাত্বা ভুবং তাং সৈংহিকীমিতি।
আদিত্যানন্বগত্বাথ বাচমঙ্গিরসোঽব্রুবন্॥ ৪
ভুবং গৃহ্নন্তু যা দত্তা নেত্যাদিত্যাস্তদাব্রুবন্।
নিবৃত্তাং দক্ষিণাং নৈব প্রতিগৃহ্নন্তি সূরয়ঃ॥ ৫
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥ ৬
ভূমেঃ স্বপরদত্তায়া হরণান্নাধিকং ক্বচিৎ।
পাপমস্তি মহারৌদ্রং ন স্বীকুর্ম্মঃ পুনস্তু তাম্॥ ৭
এবং যদা স্বদত্তায়া হরণে কিং তদা ভবেৎ।
তথাপি ক্রয়রূপেণ গৃহ্নীমো দক্ষিণাং ভুবম্॥ ৮
তথেত্যুক্তে তু তে দেবাঃ কপিলাং শুভলক্ষণাম্
গঙ্গায়া দক্ষিণে পারে ভুবঃ স্থানে তু তাং দদুঃ
ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মূর্ত্তিমান॥
কপিলাসঙ্গমং তচ্চ সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্॥ ১০
তত্রাভবদ্দানতোয়াদাপগা কপিলাভিধা।
শস্যবত্যা অপি ভুবো দানাদ্গোদানমুত্তমম্॥
লোকরক্ষাং চকারাসৌ কৃত্বা বিনিময়ং মুনিঃ।
যত্র তীর্থে চ তদ্বৃত্তং গোতীর্থং তদুদাহৃতম্॥

হয়েন। সেই হোমকুণ্ড "সহস্রকুণ্ড" নামে মহা-ফলজনক তীর্থ হইয়াছে।২২—২৪।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কপিলা তীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, উহাই আঙ্গিরস, আদিত্য এবং সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত। হে মুনিসত্তম! গৌতমীর দক্ষিণ পারে অঙ্গিরাগণ আদিত্যদিগকে যাজন করেন। আদিত্যগণ তাঁহাদিগকে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন। অঙ্গিরাগণ তপস্যার্থ গমন করিলে পর সেই ভূমি সিংহী হইয়া তত্রত্য জনগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে জনগণ বিত্রস্ত হইয়া অঙ্গিরাদিগের নিকটে সেই সংবাদ নিবেদন করিলে তাঁহারা জ্ঞান-প্রভাবে সেই সংবাদের সত্যতা ও ভূমির সিংহিকাকার-ধারণ জানিয়া ভীতচিত্তে আদিত্যগণের নিকটে যাইয়া এই বাক্য কহিলেন যে, আপনারা যে ভূমি দিয়াছেন, তাহা পুনঃ গ্রহণ করুন। আদিত্যগণ তখন কহিলেন,—না। তাহা হইতে পারে না। সূরিগণ প্রদত্ত দক্ষিণা ফিরাইয়া লয়েন না। স্বদত্তাই হউক, আর পরদত্তাই হউক যে ব্যক্তি বসুন্ধরা হরণ করে, সে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া থাকে।১—৬। স্বদত্তা বা পরদত্তা যেরূপই হউক না কেন, ভূমিহরণাপেক্ষা অধিক গুরুতর পাপ আর নাই, সুতরাং পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে পারিব না। পরদত্তা ভূমি হরণেও যখন এমন পাপ, তখন স্বদত্তা ভূমি হরণে কতই না পাপ হয়। তথাপি সেই দক্ষিণার্থ দত্তা ভূমি ক্রয়রূপে গ্রহণ করিতে পারি। অঙ্গিরাগণ এ কথায় সম্মত হইয়া "তাহাই হউক" বলিলে আদিত্য দেবগণ সেই গঙ্গার দক্ষিণ পারে ভূমির বিনিময়ে একটী শুভলক্ষণা কপিলা প্রদান করিলেন। ঐস্থানে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বিষ্ণু সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান আছেন। ঐ স্থান কপিলাসঙ্গম নামে তীর্থ হইয়াছে। উহা সর্ব্বপাপবিনাশক। ঐ স্থানেই আদিত্য-গণের দানাভ্যুক্ষণজল দ্বারা একটী কপিলা নামে নদী জন্মিয়াছে। শস্যবতী ভূমি অপেক্ষাও গো দান উত্তম পুণ্যপ্রদ। অঙ্গিরা মুনি ঐরূপ বিনিময় করায় লোক-

পুণ্যদং তত্র তীর্থানাং শতমুক্তং মনীষিভিঃ।
তত্র স্নানেন দানেন ভূমিদানফলং লভেৎ ॥১৩
সঙ্গতা গঙ্গয়া তচ্চ কপিলাসঙ্গমং বিদুঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কপিলাসঙ্গমাদিশততীর্থবর্ণনং পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

শঙ্খহ্রদং নাম তীর্থং যত্র শঙ্খগদাধরঃ।
তত্র স্নাত্বা চ তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১
তত্রেদং বৃত্তমাখ্যাস্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম ॥২
পুরা কৃতযুগস্যাদৌ ব্রহ্মণঃ সামগায়িনঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাগারসম্ভূতা রাক্ষসা বহুরূপিণঃ ॥ ৩
ব্রহ্মাণং খাদিতুং প্রাপ্তা বলোন্মত্তা ধৃতায়ুধাঃ।
তদাহমব্রুবং বিষ্ণুং রক্ষণায় জগদ্গুরুম্ ॥ ৪
স বিষ্ণুস্তানি রক্ষাংসি হন্তুং চক্রেণ চোদ্যতঃ।
ছিত্ত্বা চক্রেণ রক্ষাংসি শঙ্খমাপূরয়ত্তদা ॥ ৫
নিষ্কণ্টকং তলং কৃত্বা স্বর্গং নির্বৈরমেব চ।
ততো হর্ষপ্রকর্ষেণ শঙ্খমাপূরয়দ্ধরিঃ ॥ ৬
ততো রক্ষাংসি সর্ব্বাণি হ্যনীনশুরশেষতঃ ॥ ৭
যত্রৈতদ্বৃত্তমখিলং বিষ্ণুশঙ্খপ্রভাবতঃ।
শঙ্খতীর্থন্তু তৎপ্রোক্তং সর্ব্বক্ষেমকরং নৃণাম্ ॥
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং পুণ্যং স্মরণান্মঙ্গলপ্রদম্।
আয়ুরারোগ্যজননং লক্ষ্মীপুত্রপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
স্মরণাৎ পঠনাদ্বাপি সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ *।
তীর্থান্যযুতসংখ্যানি সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ১০
যেষাং প্রভাবং জানাতি বক্তুং দেবো মহেশ্বরঃ
পাপক্ষয়প্রতিনিধির্নৈতেভ্যোঽস্ত্যপরঃ ক্বচিৎ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

রক্ষা হইল। যেখানে ঐ ব্যাপার ঘটে, তাহা গোতীর্থ নামে উদাহৃত হয়। ঐস্থানে পুণ্যদ আরও শত তীর্থ আছে। মনীষিগণ কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হয়। ঐ সকল তীর্থে স্নান দানে ভূমিদানফল লাভ হয়। উক্ত কপিলানদী গঙ্গাসহ সঙ্গতা হইয়াছে বলিয়া ঐ স্থান কপিলাসঙ্গম নামে উক্ত হয়। সুধীগণ ইহা জ্ঞাত আছেন।—১৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—শঙ্খগদাধর বিষ্ণু যে স্থানে বিদ্যমান, উহা শঙ্খহ্রদ নামে তীর্থ। তথায় স্নানান্তে তাঁহাকে দেখিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তদ্বিষয়ক ভুক্তি-মুক্তি-দায়ক এই বৃত্তান্ত কহিতেছি। পূর্ব্বকালে কৃতযুগের আদিভাগে সামগান-পরায়ণ ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডাগার হইতে কতকগুলি বহুরূপী রাক্ষস উৎপন্ন হয়। বলোন্মত্ত ও ধৃতায়ুধ রাক্ষসেরা ব্রহ্মাকে খাইতে আসিলে আমি তখন জগদ্গুরু কৃষ্ণকে মদীয় রক্ষার্থ প্রার্থনা করি। সেই বিষ্ণু সেই সকল রাক্ষসকে হননার্থ চক্র লইয়া আক্রমণ করেন। তিনি চক্র দ্বারা তাহাদিগকে ছেদনপূর্ব্বক শঙ্খ পূরণ করেন। হরি ক্রমে ভূতল নিষ্কণ্টক এবং স্বর্গ নির্বৈর করিয়া হর্ষপ্রকর্ষবশতঃ শঙ্খ আপূরণ করেন। সেই শব্দে অশেষ রাক্ষসগণ অদৃশ্য হইয়া যায়। ১—৭। বিষ্ণুর শঙ্খপ্রভাবে এই ব্যাপার যেখানে ঘটে, তাহা নরগণের সর্ব্বক্ষেমকর শঙ্খতীর্থ নামে প্রোক্ত হয়। উহা স্মরণমাত্রেই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ, পুণ্যজনক, মঙ্গলসাধক, আয়ুষ্কর, আরোগ্য-সম্পাদক ও লক্ষ্মী-পুত্রবর্দ্ধক। এই বৃত্তান্তের স্মরণে বা পঠনে মানব সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে আরও অযুত সংখ্যক তীর্থ আছে; উহারা সর্ব্বপাপহর। উহাদিগের প্রভাব, দেব মহেশ্বরই জানেন এবং

---

* অতঃপরং—
"তীর্থনামযুতং তত্র সর্ব্বপাপানুদং মুনে।"
ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

কিষ্কিন্ধ্যাতীর্থমাখ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং যত্র সন্নিহিতো ভবঃ।
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি যত্নেন শৃণু নারদ॥ ১
পুরা দাশরথী রামো রাবণং লোকরাবণম্।
কিষ্কিন্ধ্যাবাসিভিঃ সার্দ্ধং জঘান রণমূর্দ্ধনি॥ ২
সপুত্রং সবলং হত্বা সীতামাদায় শত্রুহা।
ভ্রাত্রা সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং বানরৈশ্চ মহাবলৈঃ॥
বিভীষণেন বলিনা দেবৈঃ প্রত্যাগতো নৃপঃ।
কৃতস্বস্ত্যয়নঃ শ্রীমান্ পুষ্পকেণ বিরাজিতঃ॥ ৪
যদাসীদ্ধনরাজস্য কামগেনাশুগামিনা।
অযোধ্যামগমন্ সর্ব্বে গচ্ছন্ গঙ্গামপশ্যত॥ ৫
রামো বিরামঃ শত্রূণাং শরণ্যঃ শরণার্থিনাম্।
গৌতমীস্তু জগৎপুণ্যাং সর্ব্বকামপ্রদায়িনীম্॥
মনোনয়নসন্তাপনিবারণপরায়ণাম্।
তাং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ শ্রীমান্ গঙ্গাতীরমথাবিশৎ॥
তাং দৃষ্ট্বা প্রাহ নৃপতির্হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
হরীন্ সর্ব্বানথামন্ত্র্য হনুমৎপ্রমুখান্মুনে॥ ৮

রাম উবাচ।

অস্যাঃ প্রভাবাদ্ধরয়ো যোঽসৌ মম পিতা প্রভুঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্ততো যাতস্ত্রিবিষ্টপম্॥ ৯
ইয়ঞ্জনিত্রী সকলস্য জন্তো-
র্ভুক্তিপ্রদা মুক্তিমথাপি দদ্যাৎ।
পাপানি হন্যাদপি দারুণানি
কান্যানয়াস্ত্যত্র নদা সমানা॥ ১০
হতানি শশ্বদ্দুরিতানি চৈব
অস্যাঃ প্রভাবাদরয়ঃ সখায়ঃ।
বিভীষণো মৈত্রমুপৈতি নিত্যং
সীতা চ লব্ধা হনুমাংশ্চ বন্ধুঃ॥ ১১
লঙ্কা চ ভগ্না সগণং হি রক্ষো
হতং হি যস্যাঃ পরিসেবনেন।

বলিতে পারেন। পাপক্ষয়কর তীর্থচয়ের মধ্যে ঐ সকল তীর্থ অপেক্ষা উত্তম তীর্থ আর কোথাও নাই।৭—১১।

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥

—

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যেখানে ভব, সন্নিহিত আছেন, নরগণের-সর্ব্বপাপ-প্রশমনকর, সর্ব্বকামপ্রদ কিষ্কিন্ধ্যনামক, ঐ বিখ্যাত তীর্থের স্বরূপ বলিতেছি; হে নারদ! শ্রবণ কর। পুরাকালে শত্রুহা নৃপতি দাশরথি শ্রীমান রাম কিষ্কিন্ধ্যা-বাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া লোকরাবণ রাবণকে তদীয় বল ও পুত্রগণ সহ নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। পরে ভ্রাতা সৌমিত্রি লক্ষ্মণ, মহাবল বানরগণ, বলী বিভীষণ ও দেবগণ সহ কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া, যাহা পূর্ব্বে ধনপতির ছিল, কামগ আশুগামী সেই পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত সকলে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন। পথিমধ্যে, শরণার্থীদিগের শরণ্য, শত্রুবর্গের বিরামস্থান, সেই রাম জগৎপুণ্যা, সর্ব্বকাম-দায়িনী ও মনো-নয়ন-সন্তাপ নিবারণ-পরায়ণা সেই গৌতমী গঙ্গাকে দেখিয়া শ্রীমান্ নৃপতি রাম তদীয় তীরে অবতীর্ণ হইলেন। হে মুনে! সেই নৃপতি গঙ্গাদর্শনে হর্ষ-গদ্গদ-বাক্যে হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হে বানরগণ! আমার পিতা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ত্রিবিষ্টপে গিয়াছেন। সকল জন্তুর জনয়িত্রীরূপা ভুক্তি-প্রদা, মুক্তিদায়িনী এই নদী দারুণ পাপ-সমূহও নাশ করেন; সুতরাং ইঁহার সমানা আর কোন্ নদী আছে? ইঁহারই প্রভাবে আমার অশিষ দুরিত দূরীভূত হইয়াছে। অরিবর্গ হত হইয়াছে, তোমরা সকলে সখা হইয়াছ, বিভীষণ মিত্ররূপে নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন, সীতা লাভ হইয়াছে এবং হনুমান্ বন্ধু হইয়াছেন। যাঁহার সেবাফলে লঙ্কা ভগ্ন ও রাক্ষস রাবণ বান্ধবে নিহত

যাং গৌতমো দেববরং প্রপূজ্য
শিবং শরণ্যং সজটামবাপ ॥ ১২
সেয়ং জনিত্রী সকলেপ্সিতানা-
মমঙ্গলানামপি সন্নিহন্ত্রী।
জগৎপবিত্রীকরণৈকদক্ষা
দৃষ্টাদ্য সাক্ষাৎ সরিতাং সবিত্রী ॥ ১৩
কায়েন বাচা মনসা সদৈনাং
ব্রজামি গঙ্গাং শরণং শরণ্যাম্ ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ।

এতৎ সমাকর্ণ্য বচো নৃপস্য
তত্রাপ্লবন্ হরয়ঃ সর্ব্ব এব।
পূজাং চক্রুর্বিধিবত্তে পৃথক্ চ
পুষ্পৈরনেকৈঃ সর্ব্বলোকোপহারৈঃ ॥ ১৫
তে বানরা মুদিতাঃ সর্ব্ব এব
নৃত্যঞ্চ গীতঞ্চ তথৈব চক্রুঃ।
সম্পূজ্য শর্ব্বং নৃপতির্যথাবৎ
স্তুত্বা বাক্যৈঃ সর্ব্বভাবোপযুক্তৈঃ ॥ ১৬
সুখোষিতস্তাং রজনীং মহাত্মা
প্রিয়ানুযুক্তঃ সংবৃতঃ প্রেমবদ্ভিঃ।
দুঃখং জহৌ সর্ব্বমমিত্রসম্ভবং
কিং মাপ্যতে গৌতমীসেবনেন ॥ ১৭
সবিস্ময়ঃ পশ্যতি ভৃত্যবর্গং
গোদাবরীং স্তৌতি চ সম্প্রহৃষ্টঃ।
সম্মানয়ন্ ভৃত্যগণং সমগ্র-
মবাপরামঃ কমপি প্রমোদম্।
পুনঃ প্রভাতে বিমলে তু সূর্য্যে
বিভীষণো দাশরথিং বভাষে ॥ ১৮

বিভীষণ উবাচ।

নাদ্যাপি তৃপ্তাস্ত ভবাম তীর্থে
কঞ্চিচ্চ কালং নিবসাম চাত্র।
বৎস্যাম চাত্রৈব পরাশ্চতস্রো
রাত্রীরথো যাম বৃতাস্ত্বযোধ্যাম্ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ।

তস্যাথ বাক্যং হরয়োঽন্বমেনিরে
তথৈব রাত্রীরপরাশ্চতস্রঃ।
সম্পূজ্য দেবং সকলেশ্বরং তং
ভ্রাতৃপ্রিয়ং তীর্থমথো জগাম ॥ ২০
সিদ্ধেশ্বরং নাম জগৎপ্রসিদ্ধং
যস্য প্রভাবাৎ প্রবলো দশাস্যঃ।

হইয়াছে, গৌতম মহর্ষি দেববর, শরণ্য শিবের পূজা করিয়া তদীয় জটা হইতে যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সকলেপ্সিতের জনয়িত্রী, সকল অমঙ্গলের নিহন্ত্রী, জগৎ পবিত্রীকরণে একমাত্র দক্ষা, সরিৎসমূহের প্রসবিত্রী সেই গঙ্গা অদ্য সাক্ষাৎ দৃষ্টা হইলেন। আমি কায়-মনোবাক্যে সদা এই শরণ্যা গঙ্গার শরণাপন্ন হইতেছি। ১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন;—নৃপতি রামচন্দ্রের এই বচন শ্রবণে সেই হরিগণ সকলেই তথায় স্নানপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ পুষ্প ও প্রচুর উপহার দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিল। পরে সেই বানরগণ সকলেই মুদিতচিত্তে নৃত্য গীত করিতে লাগিল। মহাত্মা নৃপতি রামও সেখানে যথাবিহিত উপচারে ভক্তিভরে শর্ব্বকে পূজাপূর্ব্বক বিবিধ বাক্যে স্তব করিয়া প্রিয়াসহ প্রেমবান্ বন্ধুজনে সমাবৃত হইয়া সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করত অমিত্রসম্ভব সমস্ত দুঃখ বিসর্জ্জন করিলেন। গৌতমীসেবা করিলে কিই-বা না পাওয়া যায়? সেই রাম কখনও সবিস্ময়ে ভৃত্য-বর্গকে দেখেন, কখন বা সম্প্রহৃষ্টচিত্তে গোদাবরীর স্তব করেন, এবং কখন বা সমগ্র ভৃত্য জনের সম্মান করেন; এই ভাবে তখন এক অনির্ব্বচনীয় প্রমোদ উপভোগ করিলেন। পরে প্রভাতকালে বিমল সূর্য্যোদয় হইলে বিভীষণ সেই দাশরথিকে কহিলেন,—আমরা এ তীর্থে অদ্যাপি তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। এক্ষণে আরও কিছুকাল বাস করিতে ইচ্ছা করি। এই স্থানেই আগামী চারিটী রাত্রি বাস করিব; পরে সকলে মিলিয়া অযোধ্যায় যাইব। ১৬—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—হরিগণ সকলেই সেই বিভীষণের বাক্যে অনুমোদন করিলে সকলেই সেখানে আরও চারি রাত্রি বাস করিলেন। পরে সেই সর্ব্বাধিনায়ক ভ্রাতৃ-

এবন্তু পঞ্চাহমথোষিয়ে তে
স্বং স্বং প্রতিষ্ঠাপিতলিঙ্গমর্চ্চ্য ॥ ২১
শুশ্রূষণং তত্র করোতি বায়োঃ
সুতোঽনুগামী হনুমান্নৃপস্য।
গচ্ছন্নৃপেন্দ্রো হনুমন্তমাহ
লিঙ্গানি সর্ব্বাণি বিসর্জ্জয়স্ব ॥ ২২
মৎস্থাপিতান্যুত্তমমন্ত্রবিদ্ভি-
স্তথেতরৈঃ শঙ্করকিঙ্করৈশ্চ।
নোদ্বাস্য পূজাং পরশঙ্করেণ
বাহং সমাযোজ্যমহো ভবন্তু ॥ ২৩
তিষ্ঠন্তি সুস্থাস্তদনাদরেণ
তে খড়্গপত্রাদিষু সম্ভবন্তি।
যেঽশ্রদ্দধানাঃ শিবলিঙ্গপূজাং
বিধায় কৃত্যং ন সমাচরন্তি।
যথোচিতং তে যমকিঙ্করৈর্হি
পচ্যন্ত এবাখিলদুর্গতীষু ॥ ২৪

রামাজ্ঞয়া বায়ুসুতো জগাম
দোর্ভ্যাং ন চোৎপাটয়িতুং শশাক।
ততঃ স্বপুচ্ছেন গ্রহীতুকামঃ
সংবেষ্ট্য লিঙ্গং তু বিসৃষ্টকামঃ ॥ ২৫
নৈবাশকত্তন্মহদদ্ভুতং স্যাৎ
কপীশ্বরাণাং নৃপতেস্তথৈব।
কশ্চালয়েল্লঙ্ঘমহানুভাবং
মহেশলিঙ্গং পুরুষো মনস্বী ॥ ২৬
তন্নিশ্চলং প্রেক্ষ্য মহানুভাবো
নৃপপ্রবীরঃ সহসা জগাম।
বিপ্রানথামন্ত্র্য বিধায় পূজাং
প্রদক্ষিণীকৃত্য চ রামচন্দ্রঃ ॥ ২৭
শুদ্ধাতিশুদ্ধেন হৃদাখিলৈস্তৈ-
র্লিঙ্গানি সর্ব্বাণি ননাম রামঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাবাসিপ্রবরৈরশেষৈঃ
সংসেবিতং তীর্থমতো বভূব ॥ ২৮
অস্যাপ্রবাদেব মহান্তি পাপা-
ন্যপি ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়োঽত্র ॥ ২৯

প্রিয় দেব রামচন্দ্রের পূজাপূর্ব্বক সকলে মিলিয়া যাঁহার প্রভাবে দশাস্য প্রবল-প্রতাপ হইয়াছিল, সেই সিদ্ধেশ্বর নামক জগৎপ্রসিদ্ধ তীর্থে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে এই ভাবে সেই স্থানে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের অর্চ্চনাপূর্ব্বক পাঁচ দিন বাস করিলেন। সেখানে বায়ু-নন্দন হনুমান্ নৃপতির অনুগামী থাকিয়া নিয়ত শুশ্রূষা করিতেন। যাইবার কালে সেই নৃপতি রামচন্দ্র হনুমান্কে কহিলেন,—আমার স্থাপিত এই সমস্ত লিঙ্গগুলি বিসর্জ্জন কর। কি উত্তম মন্ত্রবিৎ, কি ইতর সাধারণ, কি শঙ্করকিঙ্কর,—যে কোন ব্যক্তি ভবের পূজা করিয়া যদি তাঁহার বিসর্জ্জন না করে, তবে সে পরম মঙ্গলময় শঙ্করের বাহনবৃষরূপে জন্মলাভ করে, আর যাহারা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া বিসর্জ্জনের কর্ত্তব্যতা জানিয়াও উহাতে অনাদরপূর্ব্বক সুস্থভাবে অবস্থান করে, তাহারা অসিপত্রবনাদি নরকে বাস করে। যাহারা শিবলিঙ্গপূজান্তে অশ্রদ্ধাবশতঃ পরকর্ত্তব্য বিসর্জ্জনাদি কার্য্য না করে, তাহারা যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই নানা নরকে যথোচিত নিপীড়িত হয়। রামের আজ্ঞানুসারে বায়ু-নন্দন হনুমান্ যাইয়া বাহুদ্বয় দ্বারা সেই লিঙ্গ উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পরে তিনি উহাকে বিসর্জ্জনার্থ উত্তোলনকামনায় নিজ পুচ্ছ দ্বারা বেষ্টন করিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলেন। পরে তাঁহার সহিত কপীশ্বরদিগের নৃপতি সুগ্রীবও যোগ দিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ইহা অতীব অদ্ভুতবৎ বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রভাব মহেশলিঙ্গ কোন মনস্বী পুরুষই বা চালনা করিতে পারে? নৃপপ্রবীর মহানুভাব রামচন্দ্র সেই লিঙ্গকে নিশ্চল দেখিয়া সহসা তথায় আসিলেন এবং বিপ্রগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর রাম শুদ্ধাতিশুদ্ধ হৃদয়ে সকলের সহিত সেই কিষ্কিন্ধ্যাবাসিপ্রবর বানরগণের সুপূজিত লিঙ্গসকলকে

পুনশ্চ গঙ্গাং প্রণনাম ভক্ত্যা
প্রসীদ মাতর্ম্মম গৌতমীতি।
জল্পন্মুহুর্বিস্মিতচিত্তবৃত্তি-
র্বিলোকয়ন্ প্রণমন্গৌতমীং তাম্॥ ৩০
ততঃ প্রভৃত্যেতদতীব পুণ্যং
কিষ্কিন্ধ্যতীর্থং বিবুধা বদন্তি।
পঠেৎস্মরেদ্বাপি শৃণোতি ভক্ত্যা
পাপাপহং কিং পুনঃ স্নানদানৈঃ॥ ৩১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কিষ্কিন্ধ্যতীর্থবর্ণনং সপ্ত-
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ব্যাসতীর্থমিতি খ্যাতং প্রাচেতসমতঃ পরম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎপাবনং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥১

দশ মে মানসাঃ পুত্রাঃ স্রষ্টারো জগতামপি।
অন্তং জিজ্ঞাসবস্তে বৈ পৃথিব্যা জগ্মুরোজসা॥২
পুনঃ সৃষ্টাঃ পুনস্তেঽপি যাতাস্তান্সমবেক্ষিতুম্
নৈব তেঽপি সমায়াতা যে গতাস্তে গতা গতাঃ
ততোৎপন্না মহাপ্রাজ্ঞা দিব্যা আঙ্গিরসা মুনে
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৪
তেঽননুজ্ঞাতা আঙ্গিরসা গুরুং নত্বা তপোধনাঃ
তপসে নিশ্চিতাঃ সর্ব্বে নৈব পৃষ্ট্বা তু মাতরম্॥
সর্ব্বেভ্যো হ্যধিকা মাতা গুরুভ্যো গৌরবেণ হি
তদা নারদ কোপেন সা শশাপ তদাত্মজান্॥৬

মাতোবাচ।

মামনাদৃত্য যে পুত্রাঃ প্রবৃত্তাশ্চরিতুং তপঃ।
সর্ব্বৈরপি প্রকারৈস্তন্ন তেষাং সিদ্ধিমেষ্যতি॥৭

ব্রহ্মোবাচ।

নানাদেশাংশ্চ চিন্বানস্তপঃসিদ্ধিং ন যান্তি চ।

নমস্কার করিলেন। সেই হইতে ঐ স্থান তীর্থ হইল। ঐ স্থানে স্নানমাত্রেই মহা-পাতক সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। অতঃপর বিস্মিত চিত্তবৃত্তি রামচন্দ্র পুনরায় গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া 'মাতঃ গৌতমি! প্রসন্ন হও,' বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে সেই গৌতমীকে দর্শন ও প্রণাম করিতে করিতে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই হইতেই উহা অতি পুণ্য-কর কিষ্কিন্ধ্য তীর্থ নামে পরিচিত হয়। ওখানে স্নান দানের কথা কি? ভক্তিসহকারে এই বৃত্তান্তের স্মরণ, পাঠ বা শ্রবণ করিলেও উহা পাপনাশ করিয়া থাকে। ২০—৩১।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর বিখ্যাত ব্যাস-তীর্থ; উহাকে প্রাচেতস তীর্থও বলে। উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাবন ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তীর্থ আর নাই। আমার দশটি মানস পুত্র জন্মে; তাহারা জগৎ সৃষ্টিকরণার্থ পৃথিবীর অন্ত জানিবার জন্য সোৎসাহে প্রস্থিত হয়। তখন আমি পুনরায় দশ পুত্র সৃষ্টি করি, তাহারাও পূর্ব্বগত ভ্রাতা-দিগের অন্বেষণার্থে যায়। তাহারাও ফিরিয়া আসিল না, যাহারা প্রথমে গিয়াছে, তাহারা ত গিয়াছেই। তারপর আঙ্গিরস নামে পুত্রগণ উৎপন্ন হয়। হে মুনে! তাহারা দিব্যাকৃতি, মহাপ্রাজ্ঞ, বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ। সেই তপোধনগণ তপস্যার্থ নিশ্চয় করিয়া পিতার অনুজ্ঞা গ্রহ-নান্তে নমস্কারপূর্ব্বক মাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রস্থান করেন। ইহাতে মাতা কুপিত হইয়া সেই আত্মজদিগকে অভিশাপ দিলেন। নারদ! গৌরব-বিষয়ে সমস্ত গুরু অপেক্ষাই মাতা অধিক। সেই মাতা বলিলেন,—আমাকে অনাদর-পূর্ব্বক যে পুত্রেরা তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সেই তপস্যা কোন প্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। ১—৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই আঙ্গিরসেরা নানা দেশে

বিঘ্নমবেতি তান্ সর্ব্বানিতশ্চেতশ্চ ধাবতঃ ॥ ৮
ক্বাপি তদ্রাক্ষসৈর্বিঘ্নং ক্বাপি তন্মানুষৈরভূৎ।
প্রমদাভিঃ ক্বচিচ্চাপি ক্বাপি তদ্দেহদোষতঃ ॥ ৯
এবম্ভ্রমমাণাস্তে যযুঃ সর্ব্বে তপোনিধিম্।
অগস্ত্যং তপতাং শ্রেষ্ঠং কুম্ভযোনিং জগদ্গুরুম্
নমস্কৃত্য হ্যাঙ্গিরসা হ্যগ্নিবংশসমুদ্ভবাঃ।
দক্ষিণাশাপতিং শান্তং বিনীতাঃ প্রষ্টুমুদ্যতাঃ ॥
অঙ্গিরসা ঊচুঃ।
ভগবন্ কেন দোষেণ তপোঽস্মাকং ন সিধ্যতি
নানাবিধৈরপ্যুপায়ৈঃ কুর্ব্বতাঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১২
কিং কুর্ম্মঃ কঃ প্রকারোঽত্র তপস্বেব ভবাম কিম্
উপায়ং ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র জ্যেষ্ঠোঽসি তপসা ধ্রুবম্
জ্ঞাতাসি জ্ঞানিনাং ব্রহ্মন্ বক্তাসি বদতাং বরঃ।
শান্তোঽসি যমিনাং নিত্যং দয়াবান্ প্রিয়কৃত্তথা
অক্রোধনশ্চ ন দ্বেষ্টা তস্মাদ্ব্রূহি বিবক্ষিতম্ ॥
সাহঙ্কারা দয়াহীনা গুরুসেবাবিবর্জ্জিতাঃ।
অসত্যবাদিনঃ ক্রূরা ন তে তত্ত্বং বিজানতে ॥
ব্রহ্মোবাচ।
অগস্ত্যঃ প্রাহ তান্ সর্ব্বান্ ক্ষণং ধ্যাত্বা
শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৬
অগস্ত্য উবাচ।
শান্তাত্মানো ভবন্তো বৈ স্রষ্টারো ব্রহ্মণা কৃতাঃ
ন পর্য্যাপ্তং তপশ্চাভূচ্ছৃণুধ্বং স্ময়কারণম্ ॥ ১৭
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতাঃ পূর্ব্বং যে গতাঃ সুখমেধতে।
যে গতাঃ পুনরন্বেষ্টুং তে চ হ্যাঙ্গিরসোঽভবন্ ॥
তে যূয়ঞ্চ পুনঃ কালে যাতা যাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ
প্রজাপতেরপাধিকা ভবিতারো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
ইতো যান্তু তপস্তপ্তুং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্
নোপায়োঽন্যোঽস্তি সংসারে বিনা গঙ্গাং
শিবপ্রিয়াম্ ॥ ২০
তত্রাশ্রমে পুণ্যদেশে জ্ঞানদং পুজয়িষ্যথ।

বিচরণ করিয়াও তপঃসিদ্ধি প্রাপ্ত হইল না। তাহারা ইতস্ততঃ ধাবন করিলেও সর্ব্বত্রই তাহাদিগের বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। কোথায়ও রাক্ষস বিঘ্ন, কোথায়ও মনুষ্য বিঘ্ন, কোথায়ও বা দেহদোষজ বিঘ্ন সকল ঘটিতে থাকিল। তাহারা এভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে জগদ্গুরু তপস্বিশ্রেষ্ঠ, কুম্ভযোনি, তপোনিধি অগস্ত্যের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই অগ্নিবংশজ আঙ্গিরসেরা বিনীতভাবে সেই দক্ষিণদিক্‌পতি অগস্ত্যকে নমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসার্থ প্রবৃত্ত হইয়া কহিল,—ভগবন! আমরা নানা উপায় অবলম্বনে তপস্যার্থ প্রবৃত্ত হইলেও কি দোষে আমাদিগের তপস্যা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না? ব্রহ্মন্! আপনি জনগণের মধ্যে জ্ঞাতা এবং বক্তাদিগের মধ্যে প্রধান বক্তা, সংযমীদিগের মধ্যে শান্ত, অথচ নিত্য দয়াবান্; প্রিয়কৃৎ, অক্রোধন ও অদ্বেষ্টা; অতএব আমাদিগের এই জিজ্ঞাসিত বিষয় বলুন। আমরা কি করিব? তপস্যার কোন্ প্রকারই বা অবলম্বন করিব? আমরাই বা কিরূপ আচারবান হইব? হে বিপ্রেন্দ্র! ইহার উপায় বলুন। আপনি তপস্যা দ্বারা নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ। যাহারা সাহঙ্কার, দয়াহীন, গুরুসেবাবৰ্জ্জিত, অসত্যবাদী কিম্বা ক্রূর, তাহারা তত্ত্ববিষয় জানে না। ৮—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—অগস্ত্য ক্ষণকাল ধ্যানপূর্ব্বক তাহাদিগের সকলকেই উদ্দেশ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কহিলেন,—আপনারা শান্তাত্মা; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্রষ্টারূপে সৃষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু আপনাদিগের তপস্যা পর্য্যাপ্ত হয় নাই, তাহাতে বিস্ময় হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহার কারণ শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা প্রথমে যাহাদিগকে সৃষ্টি করেন, তাহারা যাইয়া সুখেই আছে। তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে যাহারা গিয়াছিল, তাহারাও ফিরিল না। তোমরা আঙ্গিরস হইয়া জন্মিয়াছ; শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া কালবশে তোমরা প্রজাপতি অপেক্ষায়ও অধিক হইতে পারিবে, সংশয় নাই। এখান হইতে তপস্যার্থ ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাতে গমন কর; শিবপ্রিয়া গঙ্গা ব্যতীত সংসারে আর উপায় পাই। সেখানে পুণ্য

স চ্ছেদয়িষ্যত্যখিলং সংশয়ং বো মহামতিঃ ।
ন সিদ্ধিঃ কাপি কেষাঞ্চিদ্বিনা সদ্গুরুণা যতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তে তমূচুর্মুনিবরং জ্ঞানদঃ কোঽভিধীয়তে ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশো বা আদিত্যো বাপি চন্দ্রমাঃ
অগ্নিশ্চ বরুণঃ কঃ স্যাজ্জ্ঞানদো মুনিসত্তম ।
অগস্ত্যঃ পুনরপ্যাহ জ্ঞানদঃ শ্রূয়তাময়ম্ ॥ ২৩
যা আপঃ সোঽগ্নিরিত্যুক্তো যোঽগ্নিঃ সূর্য্যঃ স উচ্যতে ।
যশ্চ সূর্য্যঃ স বৈ বিষ্ণুর্যশ্চ বিষ্ণুঃ স ভাস্করঃ ॥
যশ্চ ব্রহ্মা স বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ সর্ব্বমেব তৎ
যস্য সর্ব্বং তু তজ্জ্ঞানং জ্ঞানদঃ সোঽত্র কীর্ত্ত্যতে ॥ ২৫
দেশিকপ্রেরকব্যাখ্যাকৃদুপাধ্যায়দেহদাঃ ।
গুরবঃ সন্তি বহুসংখ্যা জ্ঞানপ্রদো মহান্ ॥ ২৬

তদেব জ্ঞানমত্রোক্তং যেন ভেদো বিহন্যতে ।
এক এবাদ্বয়ঃ শম্ভুরিন্দ্রমিত্রাগ্নিনামভিঃ ।
বদন্তি বহুধা বিপ্রা ভ্রান্তোপকৃতিহেতবে ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্বাক্যং গাথা গায়ন্ত এব তে ।
জগ্মুঃ পঞ্চোত্তরাং গঙ্গাং পঞ্চ জগ্মুশ্চ দক্ষিণাম্
অগস্ত্যেনোদিতান্দেবান্ পূজয়ন্তো যথাবিধি
আসনেষ্ বিশেষেণ হ্যাসীনাস্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥ ২৯
তেষাং সর্ব্বে সুরগণাঃ প্রীতিমন্তোঽভবন্মুনে ।
স্রষ্টৃত্বং তু যুগাদৌ যৎকল্পিতং বিশ্বযোনিনা।
অধর্ম্মাণাং নিবৃত্ত্যর্থং বেদানাং স্থাপনায় চ ॥ ৩০
লোকানামুপকারার্থং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
পুরাণস্মৃতিবেদার্থধর্ম্মশাস্ত্রার্থনিশ্চয়ে ॥ ৩১
স্রষ্টৃত্বং জগতামিষ্টং তাদৃগ্রূপা ভবিষ্যথ ।
প্রজাপতিত্বং তেষাং বৈ ভবিষ্যতি শনৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৩২

প্রদেশে আশ্রম করিয়া জ্ঞানপ্রদের পূজা করিলে তিনি, তোমাদিগের অখিল সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। যেহেতু সদ্গুরু ব্যতীত কাহারও কোন প্রকার সিদ্ধিলাভ হয় না। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই আঙ্গিরসগণ সেই মুনিবর অগস্ত্যকে কহিলেন,—জ্ঞানদ কাহাকে বলা যায়? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, আদিত্য, চন্দ্রমা, অগ্নি, বরুণ, ইহাঁদিগের মধ্যে কে মুনিসত্তম! কে জ্ঞানদ? অগস্ত্য পুনরায় কহিলেন,—জ্ঞানদ কে, তাহা এই শুন। যে আপ্, সে-ই অগ্নি বলিয়া উক্ত হয়; যে অগ্নি, সে-ই সূর্য্য বলিয়া কথিত; যে সূর্য্য, সে ই বিষ্ণু, যে বিষ্ণু, সে-ই ভাস্কর, যে ব্রহ্মা সে-ই রুদ্র; যিনি রুদ্র, তিনিই সমস্ত। সমস্ত জগৎ যাঁহার রূপ, জ্ঞান তাঁহারই। এস্থলে জ্ঞানদ বলিয়া তিনিই কীর্ত্তিত হয়েন। দেশিক, প্রেরক, ব্যাখ্যাকৃৎ, উপাধ্যায়, দেহদ,—ইহাঁরা এবং আরও অনেক গুরু আছেন; তন্মধ্যে যিনি জ্ঞানপ্রদ, তিনিই মহান্। এস্থলে তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যাহা দ্বারা ভেদ বুদ্ধি বিহত হয়। শম্ভু এক এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু ভ্রান্ত জনগণের উপকারার্থ তাঁহাকেই বিপ্রগণ ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি—ইত্যাদি বহুধা নামে অভিহিত করেন। ১৮—২৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই আঙ্গিরসেরা অগস্ত্য মুনির এই বাণী শ্রবণান্তে সেই কথাই গাথারূপে গান করিতে করিতে পাঁচজন উত্তর গঙ্গায় এবং পাঁচজন দক্ষিণ গঙ্গায় গমন করিলেন। তাঁহারা বিশেষ বিধানানুসারে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অগস্ত্যোদিত দেবগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া তত্ত্বচিন্তা-পরায়ণ হইলেন। হে মুনে! সমস্ত সুরগণ তাহাতে তাহাদিগের প্রতি প্রীতিমন্ত হইলেন এবং বর দিলেন যে—যজ্ঞাদিকালে বিশ্বযোনি তোমাদিগের স্রষ্টৃত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা সৃষ্টি কর নাই। তাই এক্ষণে অধর্ম্মের নিবৃত্তি, বেদের স্থাপন, লোকের উপকার, ধর্ম্ম কাম ও অর্থের সিদ্ধি, পুরাণ স্মৃতি, বেদান্ত, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র,—জগতের হিতকর এ সকলের সিদ্ধান্ত বিষয়ে স্রষ্টৃত্ব আবশ্যক; তোমরা

যদা হ্যধর্ম্মো ভবিতা বেদানাঞ্চ পরাভবঃ।
বেদানাং ব্যসনং তেভ্যো ভাবিব্যাসাস্ততস্ত তে
যদা যদা তু ধর্ম্মস্য গ্লানির্বেদস্য দৃশ্যতে।
তদা তদা তু তে ব্যাসা ভবিষ্যন্ত্যপকারিণঃ॥
তেষাং যত্তপসঃ স্থানং গঙ্গায়াস্তীরমুত্তমম্।
তত্র তত্র শিবো বিষ্ণুরহমাদিত্য এব চ॥ ৩৫
অগ্নিরাপঃ সর্ব্বমিতি তত্র সন্নিহিতং সদা।
নৈতেভ্যঃ পাবনং কিঞ্চিন্নৈতেভ্যস্ত্বধিকঃ কচিৎ
তত্তদাকারতাং প্রাপ্তং পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্।
সর্ব্বাত্মকঃ শিবো ব্যাপী সর্ব্বভাবস্বরূপধৃক্॥৩৭
বিশেষতস্তত্র তীর্থে সর্ব্বপ্রাণ্যনুকম্পয়া।
সর্ব্বৈর্দেবৈরনুবৃতস্তদনুগ্রহকারকঃ॥ ৩৮
ধর্ম্মব্যাসাস্ত তে জ্ঞেয়া বেদব্যাসস্তথৈব চ।
তেষাং তীর্থং তেন নাম্না ব্যপদিষ্টং জগত্রয়ে॥

তাহাই প্রাপ্ত হইবে। তিনি আরও বলিলেন, উঁহাদিগের প্রজাপতিত্বও শনৈঃ শনৈঃ হইবে। যখন অধর্ম্মের প্রভাব ও বেদসকলের পরাভব ঘটিবে, তখন উঁহারা বেদসকলের বিভাগ করিবেন; এ নিমিত্ত উঁহারা ভাবিকালে ব্যাস হইবেন। যখন যখন ধর্ম্মের ও বেদের গ্লানি দেখা যাইবে, তখন তখনই তাঁহারা জগতের উপকারার্থ ব্যাসরূপে উৎপন্ন হইবেন। গঙ্গাতীরে তাঁহাদিগের যে তপস্যাস্থান, সেই সেই স্থলে শিব, বিষ্ণু, আমি, আদিত্য, অগ্নি, আপ্—সকলেই সদা সন্নিহিত আছি। এই সকল স্থান অপেক্ষা পাবন স্থান আর কুত্রাপি কিছুই নাই। সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্বরূপধারী মঙ্গলময় পরব্রহ্মই সেই সেই আকারতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ সর্ব্বশ্রেণীর হিতসাধন জন্য সর্ব্বদেবগণে বৃত হইয়া সেই তীর্থে পরব্রহ্ম বর্ত্তমান আছেন। উক্ত আঙ্গিরসগণই ধর্ম্ম-ব্যাস ও বেদব্যাস বলিয়া জ্ঞেয়। তাঁহাদিগের সেই তীর্থ তাঁহাদিগের নামানুসারেই জগৎ-

পাপপঙ্কক্ষালনাম্ভো মোহধ্বান্তমদাপহম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং পুংসাং ব্যাসতীর্থমনুত্তমম্॥ ৪০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ব্যাসতীর্থবর্ণনমাষ্টপঞ্চাশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৮॥

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
ধঙ্গরাসঙ্গমং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
ঋষিভিঃ সেবিতং নিত্যং সিদ্ধৈ রাজর্ষিভিস্তথা
দাসত্বমগমৎ পূর্ব্বং নাগানাং গরুড়ঃ খগঃ।
মাতৃদাস্যাত্তদা দুঃখপরিসন্তপ্তমানসঃ।
কদাচিচ্চিন্তয়ামাস রহঃ স্থিত্বা বিনিশ্বসন্॥ ২
গরুড় উবাচ।
ত এব ধন্যা লোকেঽস্মিন্ কৃতপুণ্যাস্ত এব হি
নান্যসেবা কৃতা যৈস্তু ন যেষাং ব্যসনাগমঃ॥৩
সুখং তিষ্ঠন্তি গায়ন্তি স্বপন্তি চ হসন্তি চ।

ত্রয়ে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ অনুত্তম ব্যাস-তীর্থ পুরুষগণের পাপপঙ্ক ক্ষালন বিষয়ে জলস্বরূপ, মোহধ্বান্তরূপ মদের নাশক ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ।২৮—৪০।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ঋষি, সিদ্ধ ও রাজর্ষি-গণ কর্ত্তৃক নিত্য সেবিত ধঙ্গরাসঙ্গম নামে এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ আছে। পুরাকালে পক্ষিবর গরুড় নাগগণের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় মাতার দাস্য হেতু দুঃখে সন্তপ্তমানস হইয়া সে একদা নির্জ্জনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে চিন্তা করিল,—"লোকে তাহারাই ধন্য; তাহারাই কৃতপুণ্য,—যাহাদিগকে অন্যের সেবা করিতে হয় না; এবং সেই সেবাজনিত ব্যসনাগম যাহাদের হয় না। নিজগেহে

স্বদেহপ্রভবো ধন্যা ধিগ্ধিগন্যবশে স্থিতান্ ॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি চিন্তাসমাবিষ্টো জননীমেত্য দুঃখিতঃ।
পর্য্যপৃচ্ছদমেয়াত্মা বৈনতেয়োহথ মাতরম্ ॥ ৫

গরুড় উবাচ।

কস্যাপরাধান্মাতস্ত্বং পিতুর্ব্বা মম বান্যতঃ।
দাসীত্বমাপ্তা বদ তৎকারণং মম পৃচ্ছতঃ ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ।

সাব্রবীৎ পুত্রমাত্মীয়মরুণস্যানুজং প্রিয়ম্ ॥ ৭

বিনতোবাচ।

নৈব কস্যাপরাধোহস্তি স্বাপরাধো ময়োদিতঃ।
যস্যা বাক্যং বিপর্য্যেতি সা দাসী স্যান্ময়োদিতম্
কদ্রুশ্চাপি তথৈবাহং সা ময়া সংযুতা যযৌ।
কদ্রু মমাভবদ্বাদশ্ছদ্মনাহং তয়া জিতা।
বিধির্হি বলবাংস্তাত কাং কাং চেষ্টাং ন চেষ্টতে
এবং দাসীত্বমগমং কদ্রাঃ কশ্যপনন্দন।
যদা দাসী তু জাতাহং দাসোহভূস্ত্বং দ্বিজন্মজ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তুষ্ণীং তদা বভূবাসৌ গরুড়োহতীব দুঃখিতঃ।
ন কিঞ্চিদূচে জননীং চিন্তয়ন্ ভবিতব্যতাম্ ॥
কদ্রুঃ কদাচিৎ সা প্রাহ পুত্রাণাং হিতমিচ্ছতী
আত্মনো ভূতিমিচ্ছন্তী বিনতাং খগমাতরম্ ॥

কদ্রুরুবাচ।

পুত্রঃ সূর্য্যং নমস্কর্ত্তুং তব যাত্যনিবারিতঃ।
অহো লোকত্রয়েহপ্যস্মিন্ ধন্যাসি বত দাস্যপি

ব্রহ্মোবাচ।

স্বদুঃখং গূহমানা সা কদ্রুং প্রাহ সুবিস্মিতা ॥ ১৪

বিনতোবাচ।

তব পুত্রাস্তু কিমিতি রবিং দ্রষ্টুং ন যান্তি চ ॥১৫

কদ্রুরুবাচ।

পুত্রান্মদীয়ান্ সুভগে নয় নাগালয়ং প্রতি।
সমুদ্রস্য সমীপে তু তদাস্তে শীতলং সরঃ ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ।

সুপর্ণস্ত্ববহন্নাগান কদ্রুঞ্চ বিনতা তথা।
ততঃ প্রোবাচ মুদিতা বৈনতেয়স্য মাতরম্ ॥১৭

যাহাদিগের প্রভুত্ব আছে, সেই ধন্য জনেরাই সুখে থাকে, গান করে, নিদ্রা যায় হাস্য করে। অন্যবশে স্থিত ব্যক্তিদিগকে ধিক্! ধিক্! ব্রহ্মা বলিলেন,— অমেয়াত্মা বৈনতেয় এইরূপ চিন্তাবিষ্ট হইয়া দুঃখিতভাবে জননীসন্নিধানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মাতঃ! আমার, পিতার বা অন্যের—কাহার অপরাধে আপনি দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাকে বলুন। ব্রহ্মা, বলিলেন,—সেই বিনতা অরুণানুজ নিজ প্রিয় আত্মজকে বলিলেন,—কাহারও অপরাধ নাই, আমার নিজেরই অপরাধ। কদ্রুর সহিত আমার একটী তর্ক উপস্থিত হয়। তাহাতে আমি বলি যে,—যাহার বাক্য মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইবে। কদ্রুও এ কথায় সম্মত হয়। পরে আমার সঙ্গে সে তথ্যানির্ণয়ার্থ যায়, কিন্তু ছলনা দ্বারা সে আমাকে পরাজিত করে। বলবান বিধি, কি কি কার্য্যই না করেন? ওহে দ্বিজন্মজ, কশ্যপনন্দন! আমি এই ভাবে দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি দাসী হইয়াছি বলিয়া সুতরাং তুমিও দাস হইয়াছ। ১—১০। গরুড় তখন অতীব দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিল, ভবিতব্যতা চিন্তা করিয়া জননীকে কিছুই কহিল না। পুত্রহিতার্থিনী কদ্রু একদা আত্মোৎকর্ষ সাধন-মানসে খগমাতা বিনতাকে কহিলেন,—অহো! তোমার পুত্র অনিবারিতভাবে সূর্য্যকে নমস্কার করিতে যায়; তুমি দাসী হইলেও এই লোকত্রয় মধ্যে ধন্যা। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিনতা নিজ দুঃখ গোপন করত বিস্মিতা হইয়া কদ্রুকে কহিলেন,—তোমার পুত্রেরা রবিকে দেখিতে যায় না কেন? কদ্রু কহিলেন,—সুভগে! আমার পুত্রগণকে নাগালয়ে লইয়া চল। উহা সমুদ্রসমীপে অবস্থিত একটী শীতল সরোবর। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুপর্ণ নাগগণকে এবং বিনতা কদ্রুকে বহন করত লইয়া চলিল। কদ্রু তখন মুদিতা হইয়া বৈনতেয়ের

সুরাণাং নেতু নিলয়ং গরুড়ো মৎসুতানিতি।
পুনঃ প্রাহ সর্পমাতা গরুড়ং বিনয়ান্বিতম্ ॥ ১৮

সর্পমাতোবাচ।

পুত্রা মে দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি হংসং ত্রিজগতাং গুরুম্।
নমস্কৃত্য ততঃ সূর্য্যমেষ্যান্তি নিলয়ং মম।
হংগে ত্বং নয় পুত্রান্মে সূর্য্যমণ্ডলমন্বহম্ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ।

সা বেপমানা বিনতা দীনা কদ্রুমভাষত ॥ ২০

বিনতোবাচ।

নাহং ক্ষমা সর্পমাতঃপুত্রো মে নেষ্যতে সুতান্
দৃষ্ট্বা দিনকরং দেবং পুনরেব প্রয়াস্ত তে ॥২১

ব্রহ্মোবাচ।

বিনতা স্বসুতং প্রাহ বিহগানামধীশ্বরম্।
নমস্কর্তুমথেচ্ছন্তি নাগাঃ স্বামিত্বমাগতাঃ ॥ ২২
ভাস্বন্তমিত্যুবাচেয়ং মাং সর্পজননী হঠাৎ।
তথেত্যুক্ত্বা স গরুড়ো মামারোহন্তু পন্নগাঃ ॥
তদারূঢ়ং সর্পসৈন্যং গরুড়ং বিহগাধিপম্।
শনৈঃ শনৈরুপাগমদ্যত্র দেবো দিবাকরঃ।
তে দহ্যমানাস্তীক্ষ্ণেন ভানুতাপেন বিব্যথুঃ ॥

সর্পা উচুঃ।

নিবর্ত্তস্ব মহাপ্রাজ্ঞ পতঙ্গায় নমো নমঃ।
অলং সূর্য্যস্য সদনং দগ্ধাঃ সূর্য্যস্য তেজসা।
যামস্ত্বয়া বা গরুড় বিহায় ত্বামথাপি বা ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ।

এবং নাগৈরুচ্যমান আদিত্যং দর্শয়ামি বঃ।
ইত্যুক্ত্বা গগনং শীঘ্রং জগামাদিত্যসম্মুখঃ ॥২৬
দগ্ধভোগাস্ততো নাগা নিপেতুর্ধরণীং প্রতি।
বহবঃ শতসাহস্রাঃ পীড়িতা দগ্ধবিগ্রহাঃ ॥ ২৭
পুত্রাণামার্ত্তসন্নাদং পতিতানাং মহীতলে।
আশ্বাসিতুং সমায়াতা তান্ সা কদ্রুঃ সুবিহ্বলা
উবাচ বিনতাং কদ্রুস্তত্র পুত্রোঽতিদুষ্কৃতম্।
কৃতবানতিদুর্মেধা যেষাং শান্তির্ন বিদ্যতে ॥ ২৯

মাতাকে কহিলেন,—গরুড় আমার পুত্রগণকে সুরগণের নিলয়ে লইয়া যাউক। এই বলিয়া সেই নাগমাতা আবার কহিলেন,—আমার পুত্রেরা ত্রিজগতের গুরু সূর্য্যকে দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহারা সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া তার পর আমার নিলয়ে ফিরিয়া আসিবে। ওগো! তুমি প্রতিদিন আমার পুত্রগণকে সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া যাইও। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই বিনতা তখন দীনা ও বেপমানা হইয়া কদ্রুকে কহিলেন,—সর্পমাতঃ! আমি তাহাতে সক্ষম নহি; আমার পুত্র তোমার পুত্রগণকে লইয়া যাইবে; তাহারা দেব দিনকরকে দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে।১১—২১। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিনতা বিহগাধীশ্বর নিজ পুত্রকে বলিলেন,—প্রভুত্ব প্রাপ্ত নাগগণ সূর্য্যকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে। এই সর্পজননী আমাকে সহসা এ কথা বলিলেন। গরুড় তৎশ্রবণে কহিল—আচ্ছা তবে তাহাই হউক। পন্নগেরা আমাতে আরোহণ করুক।" পরে সেই সর্পসৈন্যগণ বিহগাধিপ গরুড়ের উপরি আরোহণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ যেখানে দিবাকর আছেন, তথায় যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা ভানুতাপে দহ্যমান হইয়া ব্যথিত হইল এবং বলিল,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! নিবৃত্ত হও। আমরা এখান হইতে পতঙ্গ সূর্য্যকে নমস্কার করি। সূর্য্যের সদন গমনে আমাদের প্রয়োজন নাই। সূর্য্যতেজে দগ্ধ হইলাম। গরুড়! তোমার সহিতই হউক কিম্বা তোমাকে ছাড়িয়াই হউক আমরা ফিরিয়া যাইব। ব্রহ্মা বলিলেন,—গরুড়, নাগগণ কর্ত্তৃক উক্তরূপে উচ্যমান হইয়াও "তোমাদিগকে আদিত্য দেখাই" এই বলিয়া শীঘ্র আদিত্যসম্মুখে যাইতে লাগিলে বহু নাগ দগ্ধফণা হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। উহাদিগের মধ্যে শত সহস্র নাগ দগ্ধদেহ ও নিতান্ত পীড়িত হইয়াছিল। মহীতলে পতিত সেই পুত্রগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণে কদ্রু বিহ্বলচিত্তে তাহাদিগকে আশ্বাসদানার্থ তথায় আগমন করিলেন। তিনি বিনতাকে কহিলেন,—তোমার পুত্র অতি দুর্মেধা, সে অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে; সে

নান্যথা কর্ত্তুমায়াতি স্বামিবাক্যং ফণীশ্বরঃ ।
স কশ্যপো বৃহত্তেজা যদ্যত্র স্যাদনাময়ম্ ॥ ৩০
ভবেচ্চৈবং কথংশান্তিঃ পুত্রাণাং মম ভামিনি ।
কদ্র্বাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিনতা হৃতিভীতবৎ ।
পুত্রমাহ মহাত্মানং গরুড়ং বিহগাধিপম্ ॥ ৩২

বিনতোবাচ ।

নেদং যুক্ততরং পুত্র ভূষণং বিনয়েন হি ।
বর্ত্তিতুং যুক্তমিত্যুক্তং বপরীত্যং ন যুজ্যতে ॥
নামিত্রেষ্বপি কর্ত্তব্যং সদ্ভির্জিহ্মং কদাচন ।
শ্রোত্রিয়ে চান্ত্যজে বাপি সমং চন্দ্রঃ প্রকাশতে ॥
কুর্ব্বন্ত্যনিষ্টং কপটৈস্ত এব মম পুত্রক ।
প্রসহ্য কর্ত্তুং যে সাক্ষাদশক্তাঃ পুরুষাধমাঃ ॥৩৫

ব্রহ্মোবাচ ।

বিনতা চ ততঃ প্রাহ কদ্রুং তাং সর্পমাতরম্ ॥

বিনতোবাচ ।

কিং কৃত্বা শান্তিরভ্যেতি পুত্রাণাস্তেকরোমিতৎ
জরয়া তু গৃহীতাস্তে বদ শান্তিংকরোমি তৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কদ্রুরপ্যাহ বিনতাং রসাতলগতং পয়ঃ ।
তেনাভিষেচিতানাং মে পুত্রাণাং শান্তিরেষ্যতি
কদ্র্বাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রসাতলগতং পয়ঃ ।
ক্ষণেনৈব সমানীয় নাগাংস্তানভ্যষেচয়ৎ ।
ততঃ প্রোবাচ গরুড়ো মঘবানং শতক্রতুম্ ॥৩৯

গরুড় উবাচ ।

মেঘাশ্চাপ্যত্র বর্ষন্তু ত্রৈলোক্যস্যোপকারিণঃ ॥৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা ববর্ষ পর্জ্জন্যো নাগানামভবচ্ছিবম্ ।
রসাতলভবং গাঙ্গং নাগসঞ্জীবনং পয়ঃ ॥ ৪১
জরাশোকবিনাশার্থমানীতং গরুড়েন যৎ ।
যত্রাভিষেচিতা নাগাস্তন্নাগালয়মুচ্যতে ॥ ৪২
গরুড়েন যতো বারি আনীতং তদ্রসাতলাৎ ।
তদ্গাঙ্গং বারি সর্ব্বেষাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
জরায়া বারণং যস্মান্নাগানামভবচ্ছিবম্ ।
রসাতলভবং গাঙ্গং নাগসঞ্জীবনং যতঃ ॥ ৪৪
জরাশোকবিনাশার্থং গঙ্গায়া দক্ষিণে তটে ।

দুষ্ক্রিয়ার আর শান্তি নাই! স্বামি বাক্যের অন্যথা করা বিধেয় নহে। ফণীশ্বর বৃহত্তেজা কশ্যপ যদি এখন এখানে আইসেন, তবেই ইহাদিগের অনাময় হইতে পারে। ভামিনি! আমার পুত্রগণের কিরূপে শান্তি হইবে? কদ্রুর সেই বাক্য শুনিয়া বিনতা অতি ভীতভাবে মহাত্মা, বিহঙ্গাধিপ পুত্র গরুড়কে কহিলেন,—পুত্র! ইহা যুক্ততর নহে, বিনয়-সমন্বিত ব্যবহার করাই বিধেয়; এইরূপই শাস্ত্রবাক্য। ইহার বৈপরীত্য করা যোগ্য নহে। সজ্জনগণের পক্ষে অমিত্র-জনেও জিহ্ম ব্যবহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। দেখ, কি শ্রোত্রিয়, কি অন্ত্যজ—চন্দ্র উভয়ত্রই সমভাবে প্রকাশিত হয়েন। হে পুত্র! যে পুরুষাধমেরা বলপূর্ব্বক অপকার করিতে অশক্ত, তাহারাই কপটতা সহকারে অনিষ্টাচরণ করে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে বিনতা সেই সর্পমাতা কদ্রুকে কহিলেন,—কি করিলে তোমার পুত্রগণের শান্তি হইবে, তাহা বল, করিতেছি। উহারা জরাক্রান্ত হইয়াছে। উহাদের শান্তি বিধান করিতেছি।২২—৩৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—কদ্রু তখন বিনতাকে কহি-লেন,—রসাতলে যে জল আছে, তাহা দ্বারা অভিষেচিত হইলে আমার পুত্রগণের শান্তি হইবে। গরুড়, কদ্রুর সেই বচন শ্রবণে ক্ষণমাত্রেই রসাতলগত জল আনয়নপূর্ব্বক অভিষেচিত করিল। তার পরে মঘবান্‌কে কহিল,—এখানে ত্রৈলোক্যের উপকারী মেঘেরাও বর্ষণ করুক। ব্রহ্মা বলিলেন,—পর্জ্জন্য তখন সেখানে বর্ষণ করিলেন; তাহাতে নাগগণের শান্তি হইল। গরুড় যে নাগগণের সঞ্জীবনার্থ জরাশোক-বিনাশক রসাতলভব গাঙ্গবারি আনয়ন করেন, সেই গঙ্গাবারি সকলেরই সর্ব্বপাপনাশক। রসা-তলভব যে গঙ্গাজল দ্বারা নাগগণের মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, এবং নাগগণ যাহার প্রভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল, জরাবারণ যে

সাক্ষাদমৃতসংবাহা বঞ্জরা সাভবন্নদী।
জরাদারিদ্র্যসন্তাপহারিণী ক্লেশবারিণী ॥ ৪৫
রসাতলভবা গঙ্গা মর্ত্ত্যলোকভবা তু যা।
তয়োশ্চ সঙ্গমো যঃ স্যাৎ কিং পুনস্তত্র বর্ণ্যতে
যস্যানুস্মরণাদেব নাশং যান্ত্যঘসঞ্চয়াঃ।
তত্র চ স্নানদানানাং ফলং কো বক্তুমীশ্বরঃ ॥ ৪৭
সপাদং তত্র তীর্থানাং লক্ষমাহুর্মনীষিণঃ।
সর্ব্বসম্পত্তিদাতৄণাং সর্ব্বপাপৌঘহারিণাম্ ॥ ৪৮
বঞ্জরাসঙ্গমসমং তীর্থং ক্বাপি ন বিদ্যতে।
যদনুস্মরণেনাপি বিপদস্তে বিপদ্ভয়ঃ ॥ ৪৯
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বঞ্জরাসঙ্গমাদিসপাদলক্ষতীর্থ-
বর্ণনমেকোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

গঙ্গাজল নাগগণের জরাশোক-বিনাশার্থ আনীত হয়, তাহাই গঙ্গার দক্ষীণ তটে সাক্ষাৎ অমৃতসংবাহা বঞ্জরা নাম্নী নদী হইয়াছে। ঐ নদী জরাদরিদ্র্য-সন্তাপহারিণী ও ক্লেশবারিণী। ঐ রসাতলভবা গঙ্গা ও মর্ত্ত্যলোকভবা গঙ্গা,—এতদুভয়ের যে স্থলে সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই স্থানের মহিমা কি বর্ণিব? যাহার স্মরণমাত্রেই অঘসঞ্চয় নাশ পায়। তথায় স্নান-দানের ফল কে বলিতে পারে? সেই স্থানে সপাদ (সওয়া) লক্ষ তীর্থ আছে, মনীষিগণ এইরূপই বলেন। উহারা সর্ব্বসম্পত্তিদায়ক ও সর্ব্বপাপসমূহের নাশক। যাহার অনুস্মরন মাত্রেও বিপদ্গণ বিপন্ন হয়, সেই বঞ্জরাসঙ্গম সদৃশ তীর্থ আর কোথাও নাই। ৩৮—৪৯।

উনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

দেবাগমং নাম তীর্থং সর্ব্বকামপ্রদং শিবম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং পিতৄণাং তৃপ্তিকারকম্॥ ১
তত্র বৃত্তং সমাখ্যাস্যে তব যত্নেন নারদ।
দেবানামসুরাণাঞ্চ স্পর্দ্ধাভূদ্ধনহেতবে।
স্বর্গঃ সুরাণামভবদসুরাণামিলাভবৎ ॥ ২
কর্ম্মভূমিমবষ্টভ্য অসুরাঃ সর্ব্বতোঽভবন্।
দেবানাং যজ্ঞভাগাংশ্চ দাতৄন্ ঘ্নন্ত্যসুরাস্ততঃ ॥
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞভাগৈর্বিনা কৃতাঃ।
ব্যথিতা মামুপাজগ্মুঃ কিং কৃত্যমিতি চাব্রুবন্ ॥ ৪
ময়া চোক্তাঃ সুরগণা যুদ্ধে জিত্বাসুরান্ বলাৎ
ভুবং প্রাপ্স্যথ কর্ম্মাণি হবীংষি চ যশাংসি চ ॥ ৫
তথেত্যুক্ত্বা গতা দেবা ভূমিং তে সমরার্থিনঃ ॥
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ।
একীভূত্বা যযুস্তেঽপি জয়িনো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৭

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবাগমনামক তীর্থ,—নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ, শুভসাধক, মুক্তিদায়ক, ও পিতৃগণের তৃপ্তিকারক। নারদ! তদ্বিষয়ে তোমার নিকট বৃত্তান্ত বলিতেছি, সযত্নে শুন। পূর্ব্বে দেব ও অসুরগণের ধনহেতু বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে সুরগণের স্বর্গ এবং অসুরগণের পৃথিবী অধিকৃত হয়। অসুরগণ এই কর্ম্মভূমিকে সর্ব্বতঃ অধিকার করিয়া পরে দেবগণের যজ্ঞভাগদাতা জনগণকে হনন করিতে লাগিল। তাহাতে সুরগণ যজ্ঞভাগবিহীন হওয়ায় ব্যথিত হইয়া আমাকে আসিয়া কহিলেন,—"কি করা কর্ত্তব্য?" আমি বলিলাম,—"সুরগণ! তোমরা যুদ্ধে অসুরগণকে বলপূর্ব্বক জয় করিয়া ভূমি লাভ কর; তাহা হইলেই কর্ম্ম, হবিঃ ও যশ প্রাপ্ত হইবে।" দেবগণ "তাহাই করিব" বলিয়া সমরার্থে ভূমিতে গমন করিলেন। এদিকে দৈত্যগণ, দানবগণ ও বলদর্পিত রাক্ষসগণ

অহির্বৃত্রো বলিস্ত্বাষ্ট্রৈর্নমুচিঃ শম্বরো ময়ঃ।
এতে চান্যে চ বহবো যোদ্ধারো বলদর্পিতাঃ॥
অগ্নিরিন্দ্রোঽথ বরুণস্ত্বষ্টা পূষা তথাশ্বিনৌ।
মরুতো লোকপালাশ্চ নানাযুদ্ধবিশারদাঃ।
তে দানবাঃ সর্ব্ব এব যাম্যাং বৈ দিশি সঙ্গরে
অকুর্ব্বন্ত মহাযত্নং দক্ষিণার্ণবসংস্থিতাঃ॥১০
ত্রিকূটঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো রাক্ষসানাং পুরাভবৎ।
তদ্বনেন যযুঃ সর্ব্বে তৈঃ সার্দ্ধং দক্ষিণার্ণবম্॥১১
সর্ব্বেষাং মেলনং যত্র পর্ব্বতো মলয়শ্চ সঃ।
মলয়স্যাপি দেশোঽহসৌ দেবারীণামভূত্তদা॥১২
দেবানাং গৌতমীতীরে তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ।
ইতি তেষাং সমাযোগো দেবানামভবৎ কিল॥
দেবাঃ স্বরথমারূঢ়াস্তত্র তত্র সমাগমন্।
গৌতম্যাঃ সরিদম্বায়াঃ পুলিনে বিমলাশয়াঃ।
প্রসন্নাভীষ্টদা যা স্যাৎ পিতৃণামখিলস্য তু॥১৪
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে স্তুত্বা বিষ্ণুমহেশ্বরৌ।
অভয়ং চিন্তয়ামাসুস্তে সর্ব্বেঽথ পরস্পরম্॥১৫

দেবা ঊচুঃ।

অত্রাপ্যুপায়ঃ কোঽস্মাকংনির্জ্জিতানাংপরৈর্হঠাৎ
একমেবাত্র নঃ শ্রেয়ো বিজয়ো বাথবা মৃতিঃ।
সপত্নৈরভিভূতানাং জীবিতং ধিঙ্মনস্বিনাম্॥১৬

ব্রহ্মোবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে পুত্র বাগুবাচাশরীরিণী॥ ১৭

আকাশবাগুবাচ।

ক্লেশেনালং সুরগণা গৌতমীমাশু গচ্ছত।
ভক্ত্যা হরিহরৌ তত্র সমারাধয়তেশ্বরৌ॥ ২৮
গোদাবর্য্যাস্তয়োশ্চৈব প্রসাদাৎ কিন্নু দুষ্করম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

প্রসন্নাভ্যাং হরীশাভ্যাং দেবা জয়মভীপ্সিতম্
অবাপ্য সর্ব্বতো জগ্মুঃ পালয়ন্তো দিবৌকসঃ॥
যত্র দেবাগমো জাতস্তত্তীর্থং তেন বিশ্রুতম্।
দেবাগমং প্রশংসন্তি মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ২১
তত্রাশীতিসহস্রাণি শিবলিঙ্গানি নারদ।

সকলে মিলিত হইয়া জয়াভিলাষে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় প্রস্থিত হইল। তন্মধ্যে অহি, বৃত্র, বলি, ত্বাষ্ট্র, নমুচি, শম্বর, ময়,—ইহারা এবং আরও বলদর্পিত বহু যোদ্ধা ছিল। দেব পক্ষেও অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, ত্বষ্টা, পূষা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসকল, এবং অন্যান্য লোকপালগণ ও নানাযুদ্ধবিশারদ আরও অনেকে ছিলেন। দানবদল সবলেই দক্ষিণদিকে যাইয়া দক্ষিণার্ণবে থাকিয়া যুদ্ধার্থ মহা উদ্‌যোগ করিল; পূর্ব্ব হইতেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিকূট, রাক্ষসদিগের অধিকারে ছিল; দানবদল সেই ত্রিকূটের বনমধ্য দিয়া সকলেই যাইয়া মলয়পর্ব্বতে মিলিত হইল। সেই মলয়প্রদেশও তখন দানবগণেরই অধিকৃত হইল। গৌতমীতীরে যেখানে শিব সন্নিহিত আছেন, সেই স্থানেই দেবগণের সম্মিলন হইল। ১—১৩। যিনি প্রসন্না হইয়া অখিল পিতৃগণের অভীষ্ট দান করেন, বিমলাশয় দেবগণ, সেই নদীমাতা গৌতমীর পুলিনে স্ব-স্ব রথারোহণে সেই সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তারপর দেবগণ সকলেই পরস্পর মিলিত হইয়া বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্তব করিয়া অভয় কামনা করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—শত্রু কর্ত্তৃক বলবশে নির্জ্জিত আমাদিগের এক্ষণে উপায় কি? এ অবস্থায় আমাদিগের হয় বিজয়, নয় মরণ,—ইহার যে কোন একটীই শ্রেয়ঃ। সপত্নগণে অভিভূত মনস্বিগণের জীবনে ধিক্! ব্রহ্মা বলিলেন,—পুত্র, নারদ! ইত্যবসরে অশরীরিণী বাণী হইল,—"সুরগণ! দুঃখ করিও না। তোমরা আশু গৌতমীতীরে যাও। সেখানে ভক্তি সহকারে ঈশ্বর হরি-হরের আরাধনা কর। সেই হরি ও হরের এবং গোদাবরীর প্রসাদে কিই-বা দুর্লভ থাকে?" ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে সেই হরির ও ঈশের প্রসাদে সেই যুদ্ধে দেবগণ অভীপ্সিত জয় প্রাপ্ত হইয়া প্রতিগমনপূর্ব্বক সমগ্র ভুবনের পালন করিতে লাগিলেন। যেস্থানে দেবগণের সমাগম ঘটিয়াছিল, সেই স্থান দেবাগম নামক বিশ্রুত তীর্থ। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ উহার

দেবাগমঃ পর্ব্বতোঽসৌ প্রিয় ইত্যপি কথ্যতে
ততঃপ্রভৃতি তত্তীর্থং দেবপ্রিয়মতো বিদুঃ॥২২
ইতি শ্রীব্রাহ্মে দেবাগমতীর্থবর্ণনং নাম
ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬০॥

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

কুশতর্পণমাখ্যাতং প্রণীতাসঙ্গমং তথা।
তীর্থং সর্ব্বেষু লোকেষু ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু পাপহরং শুভম্॥ ১
বিন্ধ্যস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সহ্যো নাম মহাগিরিঃ।
যদঙ্ঘ্রিভ্যোঽভবন্নদ্যো গোদাভীমরথীমুখাঃ॥
যত্রাভবত্তদ্বিরজমেকবীরা চ যত্র সা।
ন তস্য মহিমা কৈশ্চিদপি শক্যোঽনুবর্ণিতুম্॥৩
তস্মিন্ গিরৌ পুণ্যদেশে শৃণু নারদ যত্নতঃ।

প্রশংসা করিয়া থাকেন। নারদ! ঐ স্থানে অশীতি সহস্র শিব-লিঙ্গ বর্ত্তমান। ঐ পর্ব্বতের নাম দেবাগম। উহা 'প্রিয়' নামেও কথিত হয়। সেই হইতেই ঐ তীর্থ দেব-প্রিয় হইয়াছে। সুধীগণ ইহা অবগত আছেন।১৪—২২।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬০॥

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কুশতর্পণ ও প্রণীতা-সঙ্গম নামে সর্ব্বলোক-বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, তাহা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। উহার শুভ পাপহর স্বরূপ বর্ণিতেছি, শুন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে সহ্য নামে এক মহাগিরি আছে। উহারই পাদদেশ হইতে গোদাবরী, ভীমরথী, প্রভৃতি নদী সকল প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ স্থানেই বিজয় তীর্থ ও একবীরা নদী আছে। সেই মহৎ পর্ব্বতের মহিমা কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহে।

গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং বক্ষ্যে সাক্ষাদ্বেদোদিতং শুভম্
যন্ন জানন্তি মুনয়ো দেবাশ্চ পিতরোঽসুরাঃ।
তদহং প্রীতয়ে বক্ষ্যে শ্রবণাৎ সর্ব্বকামদম্॥ ৫
পরঃ স পুরুষো জ্ঞেয়ো হ্যব্যক্তোঽক্ষর এব তু
অপরশ্চ ক্ষরস্তস্মাৎ প্রকৃত্যন্বিত এব চ॥ ৬
নিরাকারাৎ সাবয়বঃ পুরুষঃ সমজায়ত।
তস্মাদাপঃ সমুদ্ভূতা অদ্ভ্যশ্চ পুরুষস্তথা॥ ৭
তাভ্যামব্জং সমুদ্ভূতং তত্রাহমভবং মুনে॥ ৮
পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিস্তথৈব চ।
এতে মত্তঃ পূর্ব্বতরা একদৈবাভবন্মুনে॥ ৯
এতানেব প্রপশ্যামি নান্যৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
নৈব বেদাস্তদা চাসন্নাহং দ্রষ্টাস্মি কিঞ্চন॥১০
যস্মাদহং সমুদ্ভূতো ন পশ্যেয়ং তমপ্যথ।
তূষ্ণীং স্থিতে ময়ি তদা অশ্রৌষং বাচমুত্তমাম্॥

সেই গিরির কোনও পুণ্য প্রদেশে ঐ তীর্থ দ্বয়ের উৎপত্তি হয়। নারদ! তুমি সাবধানে শ্রবণ কর। আমি গুহ্যাৎ গুহ্যতর বেদোদিত শুভ বৃত্তান্ত বলিতেছি। মুনিগণ, দেবগণ, পিতৃগণ, অসুরগণ—কেহই যাহা জানেন না, যাহা শ্রবণেই সর্ব্বকামপ্রদ, আমি সেই বৃত্তান্ত প্রীতিবশতঃ তোমাকে বলিতেছি। সেই অব্যক্ত পুরুষকে পর ও অক্ষয় বলিয়া জানিও। তাঁহা হইতে প্রকৃতি-সমন্বিত অপর ক্ষর পুরুষ জন্মে। নিরাকার অব্যক্ত হইতে সাকার পুরুষের জন্ম হয়। তাঁহা হইতে আপ্, আপ্ হইতে পুরুষ (নারায়ণ) উদ্ভূত হয়েন। সেই আপ্ ও পুরুষ হইতে একটী পদ্ম জন্মে। হে মুনে! আমি সেই পদ্মে জন্মিয়াছি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আপ ও জ্যোতি,—ইহারা আমা অপেক্ষা পূর্ব্বতর, কিন্তু হে মুনে! একদাই এই সমস্ত হইয়াছে। আমি জন্মিয়া এই গুলিই দেখিতে পাই, আর স্থাবর জঙ্গম কিছুই ছিল না। তখন বেদ ছিল না; এবং আমিও অপর কিছুই দেখি নাই। ১—১১। পরে আমি যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি; তাঁহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

আকাশবাগুবাচ।

ব্রহ্মন্ কুরু জগৎ সৃষ্টিং স্থাবরস্ত চরন্ত চ ॥১২

ব্রহ্মোবাচ।

ততোঽহমব্রবং বাচং পরুষাং তত্র নারদ।
কথং স্রক্ষ্যে ক্ক বা স্রক্ষ্যে কেন স্রক্ষ্য ইদং জগৎ ॥ ১৩
সৈব বাগব্রবীদ্দেবী প্রকৃতির্যাভিধীয়তে।
বিষ্ণুনা প্রেরিতা মাতা জগদীশা জগন্ময়ী ॥১৪

আকাশবাগুবাচ।

যজ্ঞং কুরু ততঃ শক্তিস্তে ভবিত্রী ন সংশয়ঃ।
যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিত্যেষা শ্রুতির্ব্রহ্মন্ সনাতনী ॥
কিং যজ্ঞনামসাধ্যং স্যাদিহ লোকে পরত্র চ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

পুনস্তামব্রবং দেবীং ক্ক বা কেনেতি তদ্বদ।
যজ্ঞঃ কার্য্যো মহাভাগে ততঃ সোবাচ সাম্প্রতি
ওঙ্কারভূতা যা দেবী মাতৃকল্পা জগন্ময়ী ॥ ১৭

আকাশবাগুবাচ।

কর্ম্মভূমৌ যজস্বেহ যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষম্।
স এব সাধনস্তে স্যাত্তেন তং যজ সুব্রত ॥ ১৮
যজ্ঞঃ স্বাহা স্বধা মন্ত্রা ব্রাহ্মণা হবিরাদিকম্ ॥১৯
হরিরেবাখিলং তেন সর্ব্বং বিষ্ণোরবাপ্যতে ॥২০

ব্রহ্মোবাচ।

পুনস্তামব্রবং দেবীং কর্ম্মভূঃ ক্ক বিধীয়তে ॥২০
তদা নারদ নৈবাসীদ্ভাগীরথ্যথ নর্ম্মদা।
যমুনা নৈব তাপী সা সরস্বত্যথ গৌতমী ॥ ২১
সমুদ্রো বা নদঃ কশ্চিন্ন সরঃ সরিতোঽমলাঃ।
সা শক্তিঃ পুনরপ্যেবং মামুবাচ পুনঃপুনঃ ॥২২

দৈবী বাগুবাচ।

সুমেরোদক্ষিণে পার্শ্বে তথা হিমবতো গিরেঃ।
দক্ষিণে চাপি বিন্ধ্যস্ত সহ্যাচ্চৈবাথ দক্ষিণে।
সর্ব্বস্থ সর্ব্বকালে তু কর্ম্মভূমিঃ শুভোদয়া ॥২৩

ব্রহ্মোবাচ।

তত্তু বাক্যমথো শ্রুত্বা ত্যক্ত্বা মেরুং মহাগিরিম্
তং প্রদেশমথাগত্য স্থাতব্যং কেত্যচিন্তয়ম্।
ততো মামব্রবীৎ সৈব বিষ্ণোর্বাণ্যশরীরিণী ॥২৪

আকাশবাগুবাচ।

ইতো গচ্ছ ইতস্তিষ্ঠ তথোপবিশ চাত্র হি।

তখন আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। ক্রমে উত্তমাবাণী শুনিতে পাইলাম যে, ব্রহ্মন্! স্থাবর ও চর এই উভয়বিধ জগতের সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ! আমি তখন পরুষ-স্বরে কহিলাম,—কেমনে সৃষ্টি করিব? কোথায় বা সৃষ্টি করিব? কিসের দ্বারাই বা এ জগৎ সৃষ্টি করিব? যিনি প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হয়েন, সেই জগদীশা, জগন্ময়ী মাতাই বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া পুনরায় কহিলেন,—'যজ্ঞ কর; তাহা হইলেই তোমার শক্তি লাভ হইবে; সংশয় নাই। "যজ্ঞই বিষ্ণু" এইরূপ ব্রহ্মসনাতনী শ্রুতি আছে। যজ্ঞকারী ব্যক্তির ইহ বা পরলোকে অসাধ্য কি আছে? ব্রহ্মা বলিলেন, আমি এখন পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগে! কোথায়, কিসের দ্বারাই বা যজ্ঞ করিব? তাহা বল। যিনি জগন্ময়ী ও জগতের মাতৃকল্পা, সেই ওঙ্কারাকারা আকাশবাণী কহিলেন,—এই কর্ম্মভূমিতে যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষকে যজন কর, তিনিই তোমার যজ্ঞীয় সাধন হইবেন। হে সুব্রত! তাঁহা দ্বারাই তাঁহাকে যজন কর। যজ্ঞ, স্বাহা, স্বধা, মন্ত্র সকল, ব্রাহ্মণ হবিঃ প্রভৃতি—সেই সমস্ত হরিরই; সেই জন্যই হরি হইতে সমস্ত পাওয়া যায়।১১—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি পুনরায় তাহাকে কহিলাম,—কর্ম্মভূমি কোথায়? নারদ! তখন ভাগীরথী, নর্ম্মদা, যমুনা, তাপী, সরস্বতী, গৌতমী, সমুদ্র, নদ, সরিৎ, সরোবর—ইত্যাদি কোনই অমল জলাশয় ছিল না। সেই শক্তি পুনর্ব্বার আমাকে বারংবার কহিলেন—সুমেরু হিমবান্ এবং সহ্যাদ্রিরও দক্ষিণে সকলেরই সর্ব্বকালে শুভোদয়া কর্ম্মভূমি বিদ্যমান। ব্রহ্মা বলিলেন,—আকাশবাণীর সেই বাক্য শুনিয়া আমি মহাগিরি মেরুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই প্রদেশে আসিয়া কোথায় থাকিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। অনন্তর বিষ্ণুর সেই অশরীরিণী বাণীই আমাকে কহিলেন,—

সঙ্কল্পং কুরু যজ্ঞস্য স তে যজ্ঞঃ সমাপ্যতে ॥২৫
কৃতে চৈবাথ সঙ্কল্পে যজ্ঞার্থে সুরসত্তম।
যদ্যদগুণ্যখিলা বেদা বিধে তত্তৎ সমাচর ॥ ২৬
ব্রহ্মোবাচ।
ইতিহাসপুরাণানি যদস্যচ্ছব্দগোচরম্।
স্বতো মুখে মম প্রায়াদভূচ্চ স্মৃতিগোচরম্ ॥২৭
বেদার্থশ্চ ময়া সর্ব্বো জ্ঞাতোঽসৌ তৎক্ষণেন চ
ততঃ পুরুষসূক্তং তদস্মরং লোকবিশ্রুতম্ ॥২৮
যজ্ঞোপকরণং সর্ব্বং তদুক্তঞ্চ ত্বকল্পয়ম্ *।
অহং স্থিত্বা যত্র দেশে শুচির্ভূত্বা যতাত্মবান্।
দীক্ষিতো বিপ্রদেশোঽসৌ মন্নাম্নাতুপ্রকীর্ত্তিতঃ
মদ্দেবযজনং পুণ্যং নাম্না ব্রহ্মগিরিঃ স্মৃতঃ ॥৩০
চতুর্বিংশতিপর্য্যন্তং † যোজনানি মহামুনে।
মদ্দেবযজনং পুণ্যং পূর্ব্বতো ব্রহ্মণো গিরেঃ ॥

এখান হইতে যাও, ওখানে থাক, এখানে উপবেশন কর; যজ্ঞের সঙ্কল্প কর। সে যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। হে সুরসত্তম বিধে! সঙ্কল্পান্তে যজ্ঞার্থবিদেরা যাহা যাহা বলিবেন, তাহা তাহাই করিও। ব্রহ্মা বলিলেন,—তখন ইতিহাস পুরাণাদি শব্দগোচর যাহা কিছু সমস্ত স্বতই আমার স্মৃতিগোচর হইল, এবং মুখে স্ফুরিত হইতে লাগিল। তখনই সমগ্র বেদার্থ আমার জ্ঞানবিষয়ীভূত হইল। তারপর সেই লোকবিশ্রুত পুরুষসূক্তও আমার স্মরণ হইল। পরে সেই দৈববাণীকথিত যজ্ঞোপকরণ সকলও কল্পনা করিলাম। আমি সেখানে থাকিয়া শুচি হইয়া সংযতচিত্তে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণবহুল সেই প্রদেশ আমারই নামে কীর্ত্তিত হয়। সেই পুণ্য দেবযজন স্থান ব্রহ্মগিরি নামে স্মৃত হয়। হে মহামুনে! ব্রহ্মগিরির পূর্ব্বদিকে চতুর্ব্বিংশতি যোজন যাবৎ মদীয় উক্ত পুণ্য দেবযজন স্থান।

তত্র মধ্যে বেদিকা স্যাদ্গার্হপত্যোঽস্য দক্ষিণে
তত্র চাহবনীয়স্থ এবমগ্নীংস্ত্বকল্পয়ম্ ॥ ৩২
বিনা পত্ন্যা ন সিধ্যেত যজ্ঞঃ শ্রুতিনিদর্শনাৎ।
শরীরমাত্মনোঽহং বৈ দ্বেধা চাকরবং মুনে ॥৩৩
পূর্ব্বার্দ্ধেন ততঃ পত্নী মমাভূদ্‌যজ্ঞসিদ্ধয়ে।
উত্তরেণ ত্বহং তদ্বদর্দ্ধং জায়া ইতি শ্রুতেঃ ॥৩৪
কালং বসন্তমুৎকৃষ্টমাজ্যরূপেণ নারদ।
অকল্পয়ং তথা চেধ্মং গ্রীষ্মঞ্চাপি শরদ্ধবিঃ ॥৩৫
ঋতুঞ্চ প্রাবৃষং পুত্র তদা বর্হিরকল্পয়ম্।
ছন্দাংসি সপ্ত বৈ তত্র তদা পরিধয়োঽভবন্ ॥
কলাকাষ্ঠানিমেষা হি সমিৎপাত্রকুশাঃ স্মৃতাঃ
যোঽনাদিশ্চ ত্বনন্তশ্চ স্বয়ং কালোঽভবত্তদা।
যূপরূপেণ দেবর্ষে যোক্ত্রঞ্চ পশুবন্ধনম্ ॥ ৩৮
সত্ত্বাদিত্রিগুণাঃ পাশা নৈব তত্রাভবৎ পশুঃ।
ততোঽহমব্রবং বাচং বৈষ্ণবীমশরীরিণীম্ ॥৩৯
বিনৈব পশুনা নায়ং যজ্ঞঃ পরিসমাপ্যতে।
ততো মামবদদ্দেবী সৈব নিত্যাশরীরিণী ॥৪০

উহার মধ্যস্থলে বেদিকা। তাহার দক্ষিণে গার্হপত্য স্থান ও আহনীয় স্থান। এইরূপে আমি তথায় অগ্নি কল্পনা করিয়াছিলাম। ৩০—৩২। শ্রুতি বিধানে পত্নী ভিন্ন যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না বলিয়া, হে মুনে! তখন যজ্ঞসিদ্ধি নিমিত্ত 'অর্দ্ধভাগই জায়া' এই শ্রুত্যনুসারে আত্মশরীরকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। তাহার পূর্ব্বভাগ দ্বারা আমার পত্নী নির্ম্মাণ করিলাম, এবং উত্তরার্দ্ধ দ্বারা আমি স্বয়ং থাকিলাম। নারদ! উৎকৃষ্ট কাল বসন্তকে আজ্যরূপে, গ্রীষ্মকে কাষ্ঠরূপে, শরৎকে হবিরূপে, এবং প্রাবৃট্‌ঋতুকে বর্হিরূপে কল্পনা করিলাম। তখন সপ্ত ছন্দঃ আমার যজ্ঞীয় পরিধি হইল। কলা কাষ্ঠা নিমেষ—ইহাদিগকে সমিধ, পাত্র ও কুশ করিয়াছিলাম। দেবর্ষে! যিনি অনাদি ও অনন্ত, সেই কালই তখন যূপরূপে কল্পিত হয়েন। সত্ত্বাদি গুণত্রয় পশুবন্ধনরজ্জু হইয়াছিল। কিন্তু তখন পশু না থাকায় আমি সেই অশরীরিণী বৈষ্ণববাণীকে বলিলাম,—পশু ব্যতীত এ

* তদুক্তেন প্রকারেণ যজ্ঞপাত্রাণ্যকল্পয়ম্। কচিদেবমধিকঃ পাঠঃ।

† চতুরশীতীত্যপি চ পাঠঃ কচিৎ।

আকাশবাগুবাচ।
পৌরুষেণাথ স্থক্তেন স্তুহি তং পুরুষং পরম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা স্তূয়মানে দেবদেবে জনার্দ্দনে।
মম চোৎপাদকে ভক্ত্যা স্থক্তেন পুরুষস্ত হি।
স চ মামব্রবীদ্দেবো * ব্রহ্মন্ মাং ত্বং পশুং কুরু ॥৪২

তদা বিজ্ঞায় পুরুষং জনকং মম চাব্যয়ম্।
কালযূপস্ত পার্শ্বে তং গুণপাশৈর্নিবেশিতম্ ॥৪৩
বহিঃস্থিতমহং প্রোক্ষং পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র তস্মাৎ সর্ব্বমভূদিদম্ ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণাস্তু মুখাত্তস্মাভবন্ বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ।
মুখাদিন্দ্রস্তথাগ্নিশ্চ শ্বসনঃ প্রাণতোঽভবৎ ॥ ৪৫
দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা শীর্ষং সর্ব্বঃ স্বর্গোঽভবত্তদা।
মনসশ্চন্দ্রমা জাতঃ সূর্য্যোঽভূচ্চক্ষুষস্তথা ॥ ৪৬
অন্তরিক্ষং তথা নাভেরূরুভ্যাং বিশ এব চ।
পদ্ভ্যাং শূদ্রশ্চ সঞ্জাতস্তথা ভূমিরজায়ত ॥ ৪৭
ঋষয়ো রোমকূপেভ্য ওষধ্যঃ কেশতোঽভবন্
গ্রাম্যারণ্যাশ্চ পশবো নখেভ্যঃ সর্ব্বতোঽভবন্
কৃমিকীটপতঙ্গাদি পায়ূপস্থাদজায়ত।
স্থাবরং জঙ্গমং কিঞ্চিদ্দৃশ্যাদৃশ্যঞ্চ কিঞ্চন ॥ ৪৯
তস্মাৎ সর্ব্বমভূদ্দেবা মত্তশ্চাপ্যভবন্ পুনঃ।
এতস্মিন্নন্তরে সৈব বিষ্ণোর্বাগব্রবীচ্চ মাম্ ॥ ৫০

আকাশবাগুবাচ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণমভবৎ সৃষ্টির্জাতা তথেপ্সিতা।
ইদানীং জুহুধি হ্যগ্নৌ পাত্রাণি চ সমানি চ ॥৫১
বিসর্জ্জয় তথা যূপং প্রণীতাঞ্চ কুশাংস্তথা।
ঋত্বিগ্রূপং যজ্ঞরূপমুদ্দেশ্যং ধ্যেয়মেব চ ॥ ৫২
স্রুবঞ্চ পুরুষং পাশান্ সর্ব্বং ব্রহ্মন্ বিসর্জ্জয় ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ।
তদ্বাক্যসমকালন্তু ক্রমশো যজ্ঞযোনিষু।
গার্হপত্যে দক্ষিণাগ্নৌ তথা চৈব মহামুনে ॥৫৪
পূর্বস্মিন্নপি চৈবাগ্নৌ ক্রমশো জুহুবস্তদা।
তত্র তত্র জগদ্যোনিমনুসন্ধায় পুরুষম্ ॥ ৫৫

যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইতেছে না।' তাহাতে সেই নিত্যা অশরীরিণী বাণী বলিলেন,—"পুরুষ স্থক্ত দ্বারা সেই পরম পুরুষের স্তব কর।" ৩৩—৪১। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি "তাহাই করি" বলিয়া মদীয় উৎপাদক দেবদেব জনার্দ্দনকে ভক্তিসহকারে পুরুষ-স্থক্ত দ্বারা স্তব করিতে থাকিলে সেই দেবী আমাকে কহিলেন,—"ব্রহ্মন্! তুমি আমাকেই পশু কর।" তখন মদীয় জনক সেই অব্যয় পুরুষকে অগ্রভাগে পুরুষ পশু-রূপে কালরূপ যূপের পার্শ্বে কুশোপরিস্থিত ও ত্রিগুণাত্মক পাশ দ্বারা বদ্ধ দর্শনে আমি প্রোক্ষণ করিলাম। ইত্যবসরে সেই পুরুষ হইতে এই সমগ্র প্রপঞ্চ উদ্ভূত হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে ব্রাহ্মণ, এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ জন্মিল। মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, কর্ণ হইতে দিক্ সকল, মস্তক হইতে স্বর্গ, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষুদ্বয় হইতে সূর্য্য, নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ, পদযুগল হইতে শূদ্র জাতি ও ভূমি, রোমকূপ হইতে ঋষিগণ, কেশ হইতে ওষধি সকল, নখনিচয় হইতে গ্রাম্য ও অরণ্য পশুচয়, এবং পায়ু ও উপস্থ হইতে কৃমি, কীট, পতঙ্গাদি উদ্ভূত হয়। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ, সকলই তাহা হইতে জন্মে। পরে আবার আমা হইতে দেবগণ উৎপন্ন হয়েন। তদনন্তর সেই বিষ্ণুশক্তি বাণী পুনরায় আমাকে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! তোমার সমস্তই সম্পূর্ণ হইয়াছে, যথেপ্সিতা সৃষ্টিও হইয়াছে। এক্ষণে যজ্ঞীয় পাত্রনিচয় ও অন্যান্য উপ-করণ সকল অগ্নিতে আহুতি দেও। আর যূপ বিসর্জ্জন কর, স্রুব, পুরুষ পশু, পাশসমূহ, ঋত্বিক্, যজ্ঞ, উদ্দেশ্য, ধ্যেয়,—সমস্তই বিস-র্জ্জন কর। ৪২—৫৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্রই হে মহামুনে! আমি সেই যজ্ঞযোনি গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিতে শুচিভাবে সেই সেই

---

* স চ মামব্রবীদ্দেবীতি চ পাঠঃ।

মন্ত্রপূতং শুচিঃ সম্যগ্‌যজ্ঞদেবো জগন্ময়ঃ।
লোকনাথো বিশ্বকর্ত্তা কুণ্ডানাং তত্র সন্নিধৌ ॥৫৬
শুক্লরূপধরো বিষ্ণুর্ভবেদাহবনীয়কে।—
শ্যামো বিষ্ণুর্দক্ষিণাগ্নেঃ পীতো গৃহপতেঃ কবেঃ
সর্ব্বকালং তেষু বিষ্ণুরত্রৌ দেশেষু সংস্থিতঃ।
ন তেন রহিতং কিঞ্চিদ্বিষ্ণুনা বিশ্বযোনিনা ॥৫৮
প্রণীতায়াঃ প্রণয়নং মন্ত্রৈশ্চাকরবং ততঃ॥ ৫৯
প্রণীতোদকমপ্যেতৎ প্রণীতেতি নদী শুভা।
সঞ্জাতা মুনিশার্দ্দূল স্নানাৎ ক্রতুফলপ্রদা ॥ ৬০
যালঙ্কৃতা সর্ব্বকালং দেবদেবেন শার্ঙ্গিণা।
সোপানপঙ্‌ক্তিঃ সর্ব্বেষাং বৈকুণ্ঠারোহণায় সা ॥৬১
ব্যসর্জ্জয়ং প্রণীতাং তাং মার্জ্জয়িত্বা কুশৈরথ।
মার্জ্জনে ক্রিয়মাণে তু প্রণীতোদকবিন্দবঃ।
পতিতাস্তত্র তীর্থানি জাতানি গুণবন্তি চ ॥ ৬২
সম্মার্জ্জিতাঃ কুশা যত্র পতিতা ভূতলে শুভে।
কুশতর্পণমাখ্যাতং বহুপুণ্যফলপ্রদম্‌ ॥ ৬৩
কুশৈশ্চ তর্পিতাঃ সর্ব্বে কুশতর্পণমুচ্যতে।
পশ্চাচ্চ সঙ্গতা তত্র গৌতমী কারণান্তরাৎ ॥ ৬৪
প্রণীতায়াং মহাবুদ্ধে প্রণীতাসঙ্গমোঽভবৎ।
কুশতর্পণদেশে তু তত্তীর্থং কুশতর্পণম্‌ ॥ ৬৫
তত্রৈব কল্পিতো যূপো ময়া বিন্ধ্যস্য চোত্তরে।
বিসৃষ্টো লোকপূজ্যোঽসৌ বিষ্ণোরাসীৎ সমাশ্রয়ঃ ॥ ৬৬
অক্ষয়শ্চাভবচ্ছ্রীমানক্ষয়োঽসৌ বটোঽভবৎ।
নিত্যশ্চ কালরূপোঽসৌ স্মরণাৎ ক্রতুপুণ্যদঃ॥
মদ্দেবযজনং চেদং দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে।
সম্পূর্ণে তু ক্রতৌ বিষ্ণুর্ময়া ভক্ত্যা প্রসাদিতঃ॥
যো বিরাড়ুচ্যতে বেদে যস্মান্মূর্ত্তমজায়ত।
যস্মাচ্চ মম চোৎপত্তির্যস্যেদং বিকৃতং জগৎ॥
তমহং দেবদেবেশমভিবন্দ্য ব্যসর্জ্জয়ম্‌।

দ্রব্যে জগদ্‌যোনি পুরুষকে ধ্যান সহকারে সেই সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ মন্ত্রপূত করিয়া হোম করিতে লাগিলাম। তখন লোকনাথ বিশ্বকর্ত্তা জগন্ময় যজ্ঞদেব বিষ্ণু, সেই কুণ্ডসন্নিধানে আবির্ভূত হয়েন। সেই বিষ্ণু আহবনীয়াগ্নিতে শুক্লরূপধর, দক্ষিণাগ্নিতে শ্যাম ও গার্হপত্যাগ্নিতে পীত-মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইলেন। সেই হইতে ঐ সকল স্থানে বিষ্ণু সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ফলতঃ বিশ্বযোনি বিষ্ণুবিরহিত কিছুই নাই। পরে আমি মন্ত্র দ্বারা প্রণীতা প্রণয়ন করিলাম। সেই প্রণীতাজলই প্রণীতা-নামে শুভা নদী হইয়াছে। সেই নদী সতত দেবদেব শার্ঙ্গপাণি কর্ত্তৃক অলঙ্কৃতা, এবং সর্ব্বসাধারণেরই বৈকুণ্ঠারোহণ বিষয়ে সোপান পঙ্‌ক্তিস্বরূপা।৫৪—৬১। তার পর আমি সেই প্রণীতাকে কুশদ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করি। মার্জ্জন করিবার সময়ে উক্ত প্রণীতার যে উদকবিন্দু সকল পড়িয়াছিল, সেই স্থানে গুণবান বহু তীর্থ জন্মে। যে স্থানে সেই মার্জ্জন-কুশসমূহ পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানটী কুশতর্পণ নামে আখ্যাত হয়। উহা বহু পুণ্যফলপ্রদ। কুশ দ্বারা সকলে তর্পিত হইয়াছিল বলিয়া উহা কুশতর্পণ নামে উক্ত হয়। পশ্চাৎ কারণান্তর বশতঃ ঐ স্থানে প্রণীতা সহ গৌতমী সঙ্গতা হইয়াছেন; সেই জন্য উহা প্রণীতাসঙ্গম বলিয়া খ্যাত হয়। কুশতর্পণ প্রদেশে উক্ত তীর্থ কুশতর্পণ নামেই উক্ত হইয়া থাকে। এইখানেই আমি বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর দিকে যূপ বিসর্জ্জন করি। সেই স্থান লোকপূজ্য, এবং বিষ্ণুর সমাশ্রয় হইয়া আছে। সেই কালরূপ যূপ অক্ষয়, —উহা শ্রীমান্‌ অক্ষয় বটরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই অক্ষয় বট নিত্য; ঐ স্থানে মরণে ক্রতুজনিত পুণ্য প্রদান করে। আমার সেই দেবযজন স্থানই এক্ষণে দণ্ডকারণ্য বলিয়া উক্ত হয়। সেই ক্রতু সম্পূর্ণ হইলে আমি বিষ্ণুকে প্রসাদিত করি। যিনি বেদে বিরাট্‌ বলিয়া উক্ত হয়েন, যাঁহা হইতে এই মূর্ত্ত পদার্থনিচয় উদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহা হইতে আমারও উৎপত্তি হইয়াছে, এই জগৎ যাঁহার বিকার, সেই দেব-দেবেশকে আমি বন্দনা

যোজনানি চতুর্বিংশন্মদ্দেবযজনং শুভম্॥ ৭০
তস্মাদত্রাপি কুণ্ডানি সন্তি চ ত্রীণি নারদ।
যজ্ঞেশ্বরস্য রূপাণি বিষ্ণোর্বৈ চক্রপাণিনঃ॥ ৭১
ততঃ প্রভৃতি চাখ্যাতং মদ্দেবযজনঞ্চ তৎ।
তত্রস্থঃ কৃমিকীটাদিঃ সোঽপ্যন্তে মুক্তিভাজনম্
ধর্ম্মবীজং মুক্তিবীজং দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে।
বিশেষাদ্গৌতমীশ্লিষ্টো দেশঃ পুণ্যতমোঽভবৎ
প্রণীতাসঙ্গমে চাপি কুশতর্পণ এব বা।
স্নানদানাদি যঃ কুর্য্যাৎ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্
স্মরণং পঠনং বাপি শ্রবণঞ্চাপি ভক্তিতঃ।
সর্ব্বকামপ্রদং পুংসাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বিদুঃ॥ ৭৫
উভয়োস্তীরয়োস্তত্র তীর্থান্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।
ষড়শীতিসহস্রাণি তেষু পুণ্যং পুরোদিতম্॥ ৭৬
বারাণস্যা অপি মুনে কুশতর্পণমুত্তমম্।
নানেন সদৃশং তীর্থং বিদ্যতে সচরাচরে॥ ৭৭
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং স্মরণাদপি নাশনম্।
তীর্থমেতন্মুনে প্রোক্তং স্বর্গদ্বারং মহীতলে॥ ৭৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে প্রণীতাসঙ্গমাদি তীর্থবর্ণনমেক-
ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬১॥

করত বিসর্জ্জন করিলাম। আমার সেই শুভ দেবযজন স্থান চতুর্বিংশতি যোজন। ৬২—৭০। নারদ! সেখানে চক্রপাণি বিষ্ণুর তিনটী কুণ্ড আছে; উহারা যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ। সেই হইতে আমার সেই দেবযজন বিখ্যাত হইয়াছে। তত্রস্থ কৃমি-কীটাদিও অন্তে মুক্তি-ভাজন হয়। দণ্ডকারণ্য—ধর্ম্মের ও মুক্তির বীজভূত বলিয়া উক্ত হয়। বিশেষতঃ যে অংশ গৌতমীসংশ্লিষ্ট, সেই প্রদেশ পুণ্যতম হইয়াছে। যে জন প্রণীতাসঙ্গমে কিম্বা কুশতর্পণে স্নান-দানাদি করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ভক্তি সহকারে এই উপাখ্যান-পঠন, শ্রবণ বা স্মরণেও পুরুষগণের সর্ব্ব-কামদায়ক ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। সুধীগণ ইহা অবগত আছেন। সেখানে গৌতমীর উভয় তীরে ষড়শীতি সহস্র তীর্থ আছে, মনীষিগণ এইরূপ বলেন। এই সকলের পুণ্যের বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। মুনে! বারাণসী অপেক্ষাও কুশতর্পণ তীর্থ শ্রেষ্ঠ; সচরাচর জগতে ইহার সদৃশ তীর্থ আর নাই। মুনে! স্মরণ মাত্রেও ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নাশক ঐ তীর্থ মহীতলে স্বর্গদ্বার বলিয়া প্রোক্ত হয়। ৭১—৭৮।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬১।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

মন্যুতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং স্মরণাদঘনাশনম্। ১
তস্য প্রভাবং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতো মুনে॥ ২
দেবানাং দানবানাঞ্চ সঙ্গরোঽভূন্মিথঃ পুরা।
তত্রাজয়ন্নৈব সুরা দানবা জয়িনোঽভবন্॥ ৩
পরাঙ্মুখাঃ সুরগণাঃ সঙ্গরাদ্গতচেতসঃ।
মামভ্যেত্য সমূচুস্তে দেহি নোঽভয়কারণম্॥৪
তানহং প্রত্যবোচং বৈ গঙ্গাং গচ্ছত সর্ব্বশঃ।
তত্র বৈ গৌতমীতীরে স্তুত্বা দেবং মহেশ্বরম্॥৫
অনপায়নিরায়াসসহজানন্দসুন্দরম্।
লপ্স্যতে সর্ব্ববিবুধা জয়হেতুর্মহেশ্বরাৎ॥ ৬

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মন্যুতীর্থ নামে বিখ্যাত তীর্থ নরগণের সর্ব্ব-পাপনাশক, সর্ব্বকাম-প্রদ এবং স্মরণেও কলুষনাশক। মুনে! তাহার প্রভাব বলিতেছি, অবহিত হইয়া শুন। পুরাকালে দেব ও দানবগণের একটী যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সুরগণ পরাজিত হয়েন এবং অসুরগণ জয়লাভ করেন। সুরগণ সমরে পরাজিত হইয়া খিন্নমনে আসিয়া আমাকে কহিলেন,—"আমাদিগকে অভয়-হেতু প্রদান করুন।" আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম,—বিবুধগণ! তোমারা সকলে গঙ্গায় যাও, সেখানে গৌতমীতীরে অনপায়, নিরায়াস, সহজানন্দসুন্দর মহেশ্বরের স্তব করিয়া তাঁহা হইতে জয়হেতু লাভ করিতে

ততস্ত্বেকা সুরগণাঃ তবন্তি স্ম মহেশ্বরম্।
তপোঽতপ্যন্ত কেচিদ্বৈ ননৃতুশ্চ তথাপরে।
অস্নাপয়ংশ্চ কেচিচ্চাপূজয়ংশ্চ তথাপরে॥ ৭
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শূলপাণির্মহেশ্বরঃ।
দেবানথাব্রবীত্তুষ্টো ব্রিয়তাং যদভীপ্সিতম্॥৮
দেবা উচুঃ সুরপতিং বিজয়ায় দদস্ব নঃ।
পুরুষং পরমশ্লাঘ্যং রণেষু পুরতঃ স্থিতম্॥ ৯
যদ্বাহুবলমাশ্রিত্য ভবামঃ সুখিনো বয়ম্।
তথেত্যুবাচ ভগবান্ দেবান্প্রতি মহেশ্বরঃ॥১০
আত্মনস্তেজসা কক্ষিন্নির্ম্মিতং পরমেষ্ঠিনা।
মন্যুনামাত্যুগ্রঃ দেবসৈন্যপুরোগমম্॥ ১১
তং নত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে শিবং নত্বা স্বমালয়ম্।
মন্যুনা সহ চাভেত্য পুনর্যুদ্ধায় তস্থিরে॥ ১২
যুদ্ধে স্থিত্বা তু দনুজৈর্দৈতেয়ৈশ্চ মহাবলৈঃ।
বিবুধা জাতসন্নদ্ধা মন্যুমূচুঃ পুরঃ স্থিতম্॥ ১৩

দেবা ঊচুঃ।
সামর্থ্যং তব পশ্যামঃপশ্চাদ্‌যোৎস্যামহে পরৈঃ
তস্মাদ্দর্শয় চাত্মানং মন্যোঽস্মাকং যুযুৎসতাম্
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্দেববচনং শ্রুত্বা মন্যুরাহ স্ময়ন্নিব॥ ১৫
মন্যুরুবাচ।
জনিতা মম দেবেশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদৃক্ প্রভুঃ।
যং সর্ব্বং বেত্তি সর্ব্বেষাং ধামনাম মনঃস্থিতম্॥
নৈব কশ্চিচ্চ তং বেত্তি যঃ সর্ব্বং বেত্তি সর্ব্বদা
অমূর্ত্তং মূর্ত্তমপ্যেতদ্বেত্তি কর্ত্তা জগন্ময়ঃ॥ ১৭
পরোঽসৌ ভগবান্ সাক্ষাত্তথা দিব্যান্তরীক্ষগঃ
কস্তস্য রূপং যো বেদ নাপ্ত * কর্ত্তা জগন্ময়ঃ॥
এবংবিধাদহং জাতো মাং কথং বেত্তুমর্হথ।
অথবা দ্রষ্টুকামা বৈ ভবন্তো মামুপশ্যত॥ ১৯
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস মন্যু রূপং স্বকং মহৎ।

পারিবে। সুরগণ তখন "তাহাই করিব" বলিয়া সেখানে যাইয়া মহেশ্বরকে স্তব করিকরিলেন, এবং কেহ কেহ তপস্যা করিতে লাগিলেন; অপর কেহ কেহ বা নৃত্য করিতে থাকিলেন। কেহ কেহ মহাদেবকে স্নান করাইতে, এবং কেহ কেহ পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে শূলপাণি ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তুষ্টচিত্তে দেবগণকে কহিলেন,—"অভীপ্সিত বর লও।" দেবগণ সেই সুরপতিকে কহিলেন,—"আমাদিগের বিজয় লাভার্থ একটী রণে অগ্রবর্ত্তী পরম শ্লাঘ্য পুরুষ প্রদান করুন; যাহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা সুখী হইতে পারিব। মহেশ্বর "তাহাই হইবে" বলিলেন। পরে সেই পরমেষ্ঠী আত্মতেজোদ্বারা মন্যু নামক এক অত্যুগ্র পুরুষ নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবসৈন্যের পুরোগামী করিয়া দিলেন। দেবগণ সেই মন্যুকে ও শিবকে নমস্কারপূর্ব্বক মন্যুর সহিত নিজালয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিবুধগণ যথোচিত সজ্জিত হইয়া মহাবল দৈত্যদানবগণসহ যুদ্ধার্থ রণভূমে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী মন্যুকে কহিলেন,—অগ্রে তোমার সামর্থ্য দেখিব; তারপর আমরা শত্রুসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। অতএব হে মন্যু! যুযুৎসু আমাদিগকে তোমার সামর্থ্য দেখাও। ১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণের সেই কথা শুনিয়া মন্যু সহাস্যে কহিলেন,—যিনি সকলের নাম ধাম মনোগত সমস্তই অবগত আছেন, সেই সর্ব্বদৃক্, সর্ব্বজ্ঞ, প্রভু, দেবেশ আমার জনয়িতা। যিনি সর্ব্বদা সমস্তই জানেন, কিন্তু কেহই যাঁহাকে জানে না; যে জগন্ময় অমূর্ত্ত মূর্ত্ত এই সমস্ত জ্ঞাত আছেন। যিনি দিব্যান্তরীক্ষব্যাপী; জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মাও যাঁহার রূপ জ্ঞাত নহেন, যিনি এই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, এবম্বিধ ভগবান্ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে আমি জন্মিয়াছি। আমাকে একথা কেন বলিতেছ? অথবা মদীয় মহিমদর্শনার্থী তোমরা আমাকে দেখ। ১৫—১৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—মন্যু

* কর্ত্তেতি চ পাঠঃ।

তার্তীয়চক্ষুষোদ্ভূতং ভবস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩০
তেজসা সম্ভৃতং রূপং যতঃ সর্ব্বং তদুচ্যতে।
পৌরুষং পুরুষেষ্বেব অহঙ্কারশ্চ জন্তুষু॥
ক্রোধঃ সর্ব্বস্য যো ভীম উপসংহারকৃদ্ভবেৎ॥
তং শঙ্করপ্রতিনিধিং জলন্তং নিজতেজসা।
সর্ব্বায়ুধধরং দৃষ্ট্বা প্রণেমুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥ ২২
বিত্রেসুর্দৈত্যদনুজাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সুরাঃ।
স্তুত্বা মন্যুমথোচুস্তে ত্বং সেনানীঃ প্রভো ভব
ত্বয়া দত্তমিদং রাজ্যং মন্যো ভোক্ষ্যামহে বয়ম্
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু নেতা ত্বং জয়বর্দ্ধনঃ॥
ত্বমিন্দ্রস্ত্বঞ্চ বরুণো লোকপালাস্ত্বমেব চ।
অস্মাসু সর্ব্বদেবেষু প্রবিশ ত্বং জয়ায় বৈ॥২৫
মন্যুঃ প্রোবাচ তান্ সর্ব্বান্বিনা মত্তো ন কিঞ্চন
সর্ব্বেষন্তঃ প্রাবিষ্টোঽহং ন মাং জানাতি কশ্চন
স এব ভগবান্মন্যুস্ততো জাতঃ পৃথক্পৃথক্॥

স এব রুদ্ররূপী স্যাদ্রুদ্রো মন্যুঃ শিবোঽভবৎ
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব সর্ব্বং ব্যাপ্তং হি মন্যুনা।
তমবাপ্য সুরাঃ সর্ব্বে জয়মাপুশ্চ সঙ্গরে।
জয়ো মন্যুশ্চ শৌর্য্যঞ্চ ঈশতেজঃসমুদ্ভবম্॥২৯
মন্যুনা জয়মাপ্যাথ কৃত্বা দৈত্যৈশ্চ সঙ্গমম্।
যথাগতং যযুঃ সর্ব্বে মন্যুনা পরিরক্ষিতাঃ॥৩০
যত্র বৈ গৌতমীতীরে শিবমারাধ্য তে সুরাঃ
মন্যুমাপুর্জ্জয়ঞ্চৈব মন্যুতীর্থং তদুচ্যতে॥ ৩১
উৎপত্তিঞ্চ তথা মন্যোর্যো নরঃ প্রযতঃ স্মরেৎ
বিজয়ো জায়তে তস্য ন কৈশ্চিৎ পরিভূয়তে॥
ন মন্যুতীর্থসদৃশং পাবনং হি মহামুনে।
যত্র সাক্ষান্মন্যুরূপী সর্ব্বদা শঙ্করঃ স্থিতঃ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ স্মরণং সর্ব্বকামদম্॥ ৩৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মন্যুতীর্থবর্ণনং দ্বিষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬২॥

এই কথা বলিয়া স্বকীয় মহৎরূপ দেখাইলেন। পুরুষে পৌরুষরূপে, জন্তুতে অহঙ্কাররূপে, সর্ব্বজীবে ক্রোধরূপে বিরাজিত, তেজঃসম্ভূত যে রূপ হইতে সর্ব্বভূতের রূপোৎপত্তি হইয়াছে, যে ভীমরূপ জগতের সংহারকারী, পরমেষ্ঠী ভবের তৃতীয়নেত্রোদ্ভব সেইরূপ দেখাইলেন। নিজ তেজে জাজ্বল্যমান সর্ব্বায়ুধধারী সেই শঙ্কর প্রতিনিধিকে দেখিয়া সর্ব্ব দেবতা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দৈত্যগণ বিত্রস্ত হইল। সুরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মন্যুকে কহিলেন,—"প্রভো! তুমি আমাদিগের সেনানী হও। তোমার প্রদত্ত এই রাজ্য আমরা ভোগ করিব; অতএব জয়বর্দ্ধন! তুমি আমাদিগের সর্ব্বকার্য্যে নেতা হও। আমাদিগের জয়ার্থ তুমি সর্ব্ব দেবতার শরীরে প্রবিষ্ট হও;—তুমিই ইন্দ্র, তুমিই বরুণ ও তুমিই লোকপাল সকল হও। তখন মন্যু তাঁহাদিগের সকলকেই কহিলেন,—আমা ভিন্ন কিছুই নাই। আমি সর্ব্বভূতেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া আছি; কিন্তু কেহ আমাকে জানে না। (ব্রহ্মা বলিলেন,—) তার পর সেই ভগবান্ মন্যু পৃথক্ পৃথক্ আকার প্রাপ্ত হইলেন। সেই মন্যুই রুদ্ররূপী, তিনিই মন্যু নামক রুদ্র এবং তিনিই শিব। স্থাবর জঙ্গম সমস্তই সেই মন্যু কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। সুরগণ সেই মন্যুকে পাইয়া সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। জয়, মন্যু, শৌর্য্য—ইহারা ঈশতেজঃসমুদ্ভব। সুরগণ সেই মন্যু কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া দৈত্যগণ সহ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং সকলে সেই মন্যুর সহিতই যথাগত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ গৌতমীতীরে যেখানে শিবের আরাধনা করিয়া মন্যুকে প্রাপ্ত হয়েন এবং যেখানে জয়লাভ করেন, উহা মন্যুতীর্থ নামে উক্ত হয়। এই মন্যুর উৎপত্তি ও যুদ্ধজয়ের বিবরণ যে নর প্রযতভাবে স্মরণ করে, তাহার বিজয় লাভ হয়; কাহা কর্ত্তৃক সে পরাভূত হয় না। মহামুনে! মন্যুতীর্থ সদৃশ পাবন তীর্থ আর নাই। মন্যুরূপী শঙ্কর সর্ব্বদা যেখান

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সারস্বতং নাম তীর্থং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১
সর্ব্বরোগপ্রশমনং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
তত্রেমং শৃণু বৃত্তান্তং বিস্তরেণাথ নারদ॥ ৩
পুষ্পোৎকটাৎ পূর্ব্বভাগে পর্ব্বতো লোকবিশ্রুতঃ।
শুভ্রো নাম গিরিশ্রেষ্ঠো গৌতম্যা দক্ষিণে * তটে॥ ৪
শাকল্য ইতি বিখ্যাতো মুনিঃ পরমনৈষ্ঠিকঃ।
তস্মিন্ শুভ্রে পুণ্যগিরৌ তপস্তেপে হ্যনুত্তমম্॥
তপস্যন্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং গৌতমীতীরমাশ্রিতম্।
সর্ব্বে ভূতগণা নিত্যং প্রণমন্তি স্তুবন্তি তম্॥ ৫
অগ্নিশুশ্রূষণপরং বেদাধ্যয়নতৎপরম্।
ঋষিগন্ধর্ব্বসুমনঃসেবিতে তত্র পর্ব্বতে॥ ৬
তস্মিন্ গিরৌ মহাপুণ্যে দেবদ্বিজভয়ঙ্করঃ।
যজ্ঞদ্বেষী ব্রহ্মহন্তা পরশুর্নাম রাক্ষসঃ।
কামরূপী বিচরতি নানারূপধরো বনে॥ ৭
ক্ষণঞ্চ ব্রহ্মরূপেণ কদাচিদ্ব্যাঘ্ররূপধৃক্।
কদাচিদ্দেবরূপেণ কদাচিৎ পশুরূপধৃক্॥ ৮
কদাচিৎ প্রমদারূপঃ কদাচিন্মৃগরূপতঃ।
কদাচিদ্বালরূপেণ এবং চরতি পাপকৃৎ॥ ৯
যত্রাস্তে ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ শাকল্যো মুনিসত্তমঃ।
তমায়াতি মহাপাপী পরশু রাক্ষসাধমঃ॥ ১০
শুচিমন্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং পরশুর্নিত্যমেব চ।
নেতুং হন্তুং প্রবৃত্তোঽপি ন শশাক স পাপকৃৎ
কদাচিদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠো দেবানভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ।
ভোক্তুকামঃ কিলায়াতস্তত্রায়াৎ পরশুর্মুনে॥ ১২
ব্রহ্মরূপধরো ভূত্বা শিথিলঃ পতিতোঽবলী।

বিরাজমান রহিয়াছেন, তাহার স্মরণ বা তথায় স্নান দান সর্ব্বকামপ্রদ হয়।১৫—৩৩।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬২॥

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সারস্বতনামক শুভ তীর্থ নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ, ভুক্তি-মুক্তিদায়ক, সর্ব্বপাপপ্রণাশক, সর্ব্বরোগ প্রশমক ও সর্ব্বসিদ্ধি সম্পাদক। নারদ! তদ্বিষয়ে এই বিস্তর বৃত্তান্ত শুন। পুষ্পোৎকটার পূর্ব্বদিকে শুভ্র নামে একটী লোকবিশ্রুত পর্ব্বত আছে! ঐ গিরিশ্রেষ্ঠ, গৌতমীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। শাকল্য নামে বিখ্যাত পরম নিষ্ঠাবান্ এক মুনি সেই পুণ্য শুভ্র গিরিতে অনুত্তম তপস্যা আচরণ করিতেন! ঋষি-গন্ধর্ব্ব দেবগণ-সেবিত সেই পর্ব্বতে গৌতমী তীরাশ্রিত, অগ্নি শুশ্রূষাপরায়ণ, বেদাধ্যয়নতৎপর, তপস্যানিরত সেই দ্বিজবরকে সকল প্রাণীই নিত্য প্রণাম ও স্তব করিত। সেই মহাপুণ্য পর্ব্বতের বনে বনে দেব-দ্বিজ ভয়ঙ্কর, যজ্ঞদ্বেষী, ব্রহ্মঘাতী পরশু নামে এক কামরূপী রাক্ষস বিচরণ করিত। সেই পাপকারী রাক্ষস কখন ব্রাহ্মণরূপে, কখন ব্যাঘ্ররূপে, কখন দেবরূপে, কখন পশুরূপে, কখন প্রমদারূপে, কখন মৃগরূপে, কখনও বা বালকরূপে—ইত্যাদি নানারূপে বিচরণ করিত। সেই মহাপাপী রাক্ষসাধম পরশু, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মুনিসত্তম শাকল্য যেথানে থাকিতেন, সেথানেও আসিত। সেই পাপকৃৎ পরশু, অগ্নি-সেবানিরত সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে হননার্থ লইয়া যাইতে চেষ্টিত থাকিলেও সমর্থ হয় নাই। একদা সেই দ্বিজবর যত্ন সহকারে দেবগণের অর্চ্চনান্তে ভোজন করিতে আসিয়াছেন, এমন সময়ে হে মুনে! সেই পরশু শিথিল পলিত দুর্ব্বল ব্রাহ্মণরূপে একটী কন্যা লইয়া তথায় আসিল এবং

---

* অত্র 'উত্তর' ইতি পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে; অগ্রিমাধ্যায়ে বহুধা শুভ্রগিরেরুত্তরতটস্থিতে-রুক্তত্বাৎ।

কন্যামাদায় কাঞ্চিচ্চ শাকল্যং বাক্যমব্রবীৎ ॥

পরশুরুবাচ।

ভোজনস্যার্থিনং বিদ্ধি মাঞ্চ কন্যামিমাং দ্বিজ।
আতিথ্যকালে সম্প্রাপ্তং কৃতকৃত্যোঽসি মানদ
ত এব ধন্যা লোকেঽস্মিন্ যেষামতিথয়ো গৃহাৎ
পূর্ণাভিলাষা নির্যান্তি জীবন্তোঽপি মৃতাঃ পরে
ভোজনে তূপবিষ্টে তু আত্মার্থং কল্পিতন্তু যৎ।
অতিথিভ্যস্ত যো দদ্যাদ্দত্তা তেন বসুন্ধরা ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু শাকল্যো দদামীত্যেবমব্রবীৎ।
আসনে চোপবেশ্যাথাজ্ঞানাত্তং পরশুং দ্বিজম্
যথান্যায়ং পূজয়িত্বা শাকল্যো ভোজনং দদৌ
আপোশানং করে কৃত্বা পরশুর্বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮

পরশুরুবাচ।

দূরাদভ্যাগতং শ্রান্তমনুগচ্ছন্তি দেবতাঃ।
তস্মিংস্তৃপ্তে তু তৃপ্তাঃ স্যুরতৃপ্তে তু বিপর্য্যয়ঃ
অতিথিশ্চাপবাদী চ দ্বাবেতৌ বিশ্ববান্ধবৌ।
অপবাদী হরেৎ পাপমতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥ ২০
অভ্যাগতং পথি শ্রান্তং সাবজ্ঞং যোঽভিবীক্ষতে
তৎক্ষণাদেব নশ্যন্তি তস্য ধর্ম্মযশঃশ্রিয়ঃ ॥ ২১
তস্মাদভ্যাগতঃশ্রান্তো যাচেঽহং ত্বাং দ্বিজোত্তম
দাস্যসে যদি মে কামং তত্তোক্ষ্যেঽহং ন চান্যথা।

ব্রহ্মোবাচ।

দত্তমিত্যেব শাকল্যো ভুঙ্ক্ষ্বেত্যেবাহ রাক্ষসম্ ॥২৩
ততঃ প্রোবাচ পরশুরহং রাক্ষসসত্তমঃ।
নাহং দ্বিজস্তব রিপুর্ন বৃদ্ধঃ পলিতঃ কৃশঃ ॥ ২৪
বহূনি মে ব্যতীতানি বর্ষাণি ত্বাং প্রপশ্যতঃ।
শুষ্যন্তি মম গাত্রাণি গ্রীষ্মে স্বল্পোদকং যথা।
তস্মান্নেষ্যে সানুগং ত্বাং ভক্ষয়িষ্যে দ্বিজোত্তম

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বা পরশুবাক্যং তচ্ছাকল্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥

শাকল্য উবাচ।

যে মহাকুলসম্ভূতা বিজ্ঞাতসকলাগমাঃ।

শকল্যকে বলিল, হে দ্বিজ! আমাকে এবং এই কন্যাটীকে ভোজনপ্রার্থী বলিয়া জানিও। হে মানদ! আমরা আতিথ্যকালে উপস্থিত হইয়াছি; অতএব তুমি কৃতকৃত্য হইলে। ইহলোকে তাহারাই ধন্য, যাহাদিগের গৃহ হইতে অতিথিগণ পূর্ণাভিলাষ হইয়া নির্গত হয়। অপর সকলে জীবিত থাকিলেও মৃত। ভোজন করিতে বসিয়া আত্মার্থে কল্পিত খাদ্য যে ব্যক্তি অতিথিজনে দান করে, তৎকর্ত্তৃক বসুন্ধরাই প্রদত্তা হয়। ১—১৬। ব্রহ্মা বলিলেন, শাকল্য এই কথা শুনিয়া "দিব" এই কথা বলিলেন, এবং রাক্ষস বলিয়া জানিতে না পারায় সেই দ্বিজরূপী পরশুকে যথান্যায় পূজা করিয়া ভোজন দান করিলেন। পরশু গণ্ডূষ জল হাতে লইয়া বলিল,—দেবগণ দূর হইতে অভ্যাগত শ্রান্ত ব্যক্তির অনুগমন করেন; সুতরাং সেই অতিথি তৃপ্ত হইলে তাঁহারাও তৃপ্ত হইয়া থাকেন; আর তিনি অতৃপ্ত হইলে বিপর্য্যয়ই ঘটিয়া থাকে। অতিথি এবং অপবাদী ইহারা উভয়ে বিশ্ব-বান্ধব; কারণ, অপবাদী পাপনিকর হরণ করে; আর অতিথি স্বর্গে বিচরণের কারণ হয়। অভ্যাগত পথশ্রান্ত ব্যক্তিকে যে জন অবজ্ঞা সহকারে বীক্ষণ করে, তাহার ধর্ম্ম, যশ ও শ্রী, তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। দ্বিজোত্তম! এই জন্য শ্রান্ত অভ্যাগত, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি আমার প্রার্থিত দান কর তবেই আমি ভোজন করিব, নচেৎ নহে। ১৭—২২। ব্রহ্মা বলিলেন,—শাকল্য তখন সেই রাক্ষসকে, "দিয়াছি, ভোজন করুন," এই কথা বলিলেন। তখন পরশু কহিল,—আমি দ্বিজ নহি, আমি রাক্ষস-সত্তম; তোমার রিপু। আমি বৃদ্ধ কৃশ বা পলিত নয়। তোমাকে দেখিতে দেখিতে আমার বহু বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। আমার গাত্র গ্রীষ্মে স্বল্পোদকবৎ শুষ্ক হইতেছে। অতএব হে দ্বিজোত্তম! সানুগ তোমাকে লইয়া যাইব;—ভক্ষণ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—পরশুর সেই কথা শুনিয়া

তৎপ্রতিজ্ঞতমত্যেতি ন জাত্বত্র বিপর্য্যয়ম্ ॥২৭
যথোচিতং কুরু সখে তথাপি শৃণু মে বচঃ।
নিহন্তুমপ্যুদ্যতেষু বক্তব্যং হিতমুত্তমৈঃ ॥ ২৮
ব্রাহ্মণোঽহং বজ্রতনুঃ সর্ব্বতো রক্ষকো হরিঃ।
পাদৌ রক্ষতু মে বিষ্ণুঃ শিরো দেবো জনার্দ্দনঃ
বাহূ রক্ষতু বারাহঃ পৃষ্ঠং রক্ষতু কূর্ম্মরাট্ ॥ ২৯
হৃদয়ং রক্ষতাৎ কৃষ্ণো হ্যঙ্গুলী রক্ষতাম্মৃগঃ।
মুখং রক্ষতু বাগীশো নেত্রে রক্ষতু পক্ষিগঃ ॥৩০
শ্রোত্রং রক্ষতু চিত্তেশঃ সর্ব্বতো রক্ষতাদ্ভবঃ।
নানাপৎস্বেকশরণং দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥৩১

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্ত্বা তু শাকল্যো নয় বা ভক্ষ বা সুখম্।
মাং রাক্ষসেন্দ্র পরশো ত্বমিদানীমতন্দ্রিতঃ ৩২
রাক্ষসস্তস্য বচনান্তকণায় সমুদ্যতঃ।

শাকল্য এই বাক্য বলিলেন, যাঁহারা মহা-কুল-সম্ভূত ও সকলাগমজ্ঞ, তাঁহারা যাহাই প্রতিজ্ঞাত হউন না কেন, তাহাই সম্পাদন করেন; কদাচ ইহার বিপর্য্যয় করেন না। সখে! তোমার যাহা উচিত, তাহাই কর। তথাপি আমার এই কথা শুন। হত্যা করিতে উদ্যত ব্যক্তিকেও উত্তম জনের হিত-কথা বলা কর্ত্তব্য। আমি ব্রাহ্মণ,—বজ্রতনু। হরি আমার সর্ব্বতঃ রক্ষক। বিষ্ণু আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন; দেব জনার্দ্দন আমার মস্তক রক্ষা করুন। বরাহ আমার বাহু-যুগল রক্ষা করুন। কূর্ম্মরাজ আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। কৃষ্ণ আমার হৃদয় রক্ষা করুন। মৃগরাজ নৃসিংহ আমার অঙ্গুলি সকল রক্ষা করুন। বাগীশ আমার মুখ রক্ষা করুন। পক্ষগ আমার নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন। চিত্তেশ আমার কর্ণযুগল রক্ষা করুন। ভব আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। দেব নারায়ণ আমার নানা আপদে একমাত্র শরণ হউন। ২৩—৩১। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই শাকল্য এইরূপ বলিয়া পরে কহিলেন, —হে রাক্ষসেন্দ্র পরশু! একণে তুমি অতন্দ্রিত হইয়া আমাকে লইয়া যাও বা

নাস্ত্যেব হৃদয়ে নূনং পাপিনাং করুণালবঃ ॥৩৩
দংষ্ট্রাকরালবদনো গত্বা তস্যান্তিকং তদা।
ব্রাহ্মণং তং নিরীক্ষ্যৈবং পরশুর্বাক্যমব্রবীৎ ॥

পরশুরুবাচ।

শঙ্খচক্রগদাপাণিং ত্বাং পশ্যেঽহং দ্বিজোত্তম।
সহস্রপাদশিরসং সহস্রাক্ষকরং বিভুম্ ॥ ৩৫
সর্ব্বভূতৈকনিলয়ং ছন্দোরূপং জগন্ময়ম্।
ত্বামদ্য বিপ্র পশ্যামি নাস্তি তে পূর্ব্বকং বপুঃ।
তস্মাৎ প্রসাদয়ে বিপ্র ত্বমেব শরণং ভব।
জ্ঞানং দেহি মহাবুদ্ধে তীর্থং ক্রহ্যঘনির্হরম্ ॥
মহতাং দর্শনং ব্রহ্মন্ জায়তে নহি নিষ্ফলম্।
দ্বেষাদজ্ঞানতো বাপি প্রসঙ্গাদ্বা প্রমাদতঃ ॥৩৮
অয়সঃ স্পর্শসংস্পর্শো রুক্মত্বায়ৈব জায়তে ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ।

এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য রাক্ষসেন সমীরিতম্।

সুখে ভক্ষণ কর। সেই রাক্ষস তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। পাপীদিগের হৃদয়ে নিশ্চয়ই কণা-মাত্র করুণাও থাকে না। সেই পরশু তখন দংষ্ট্রা-করাল-বদন হইয়া তাহার নিকটে যাইয়া ব্রাহ্মণকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিল,—দ্বিজোত্তম! আমি তোমাকে শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি বিলোকন করিতেছি। হে বিপ্র! একণে তোমাকে সহস্রপাদ, সহস্রশিরা, সহস্রনেত্র, সহস্রকর, সর্ব্বভূতনিলয়, ছন্দোরূপ, জগন্ময়, বিভু আকারে দেখি-তেছি; তোমার সে পূর্ব্বতন দেহ নাই। অতএব বিপ্র! আমি তোমাকে প্রসাদিত করিতেছি, তুমিই আমার শরণ হও। হে মহাবুদ্ধে! আমাকে জ্ঞান দেও; আমার পাপের নিষ্কৃতি হইতে পারে, এমন তীর্থ বল। ব্রহ্মন্! দ্বেষবশতঃ, অজ্ঞানতঃ, প্রসঙ্গ-হেতু অথবা প্রমাদজনিত যে ভাবেই হউক না মহাজনের দর্শন নিষ্ফল কখনই হয় না। স্পর্শমণিসংস্পর্শে লৌহের স্বর্ণতা জন্মাই। ৩২—৩৯। রাক্ষস-সমীরিত এই বাক্য শ্রবণে

শাকল্যঃ কৃপয়া প্রাহ বরদা সা সরস্বতী।
তবাচিরাদ্দৈত্যপতে ততঃ স্তুহি জনার্দ্দনম্ ॥ ৪০
মনোরথফলপ্রাপ্তৌ নাস্তি নারায়ণস্তুতেঃ।
কিঞ্চিদপ্যস্তি লোকেঽস্মিন্ কারণং শৃণু রাক্ষস।
প্রসন্না তব সা দেবী মদ্বাক্যাচ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা স পরশুর্গঙ্গাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্।
স্নাত্বা শুচির্যতমনা গঙ্গামভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৪৩
তত্রাপশ্যদ্দিব্যরূপাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্।
সরস্বতীং জগদ্ধাত্রীং শাকল্যবচনে স্থিতাম্ ॥
জগজ্জাড্যহরাং বিশ্বজননীং ভুবনেশ্বরীম্।
তামুবাচ বিনীতাত্মা পরশুর্গতকল্মষঃ ॥ ৪৫

পরশুরুবাচ।

গুরুঃ শাকল্য ইত্যাহ মাকান্তং স্তুহি বিধ্বজম্
তব প্রসাদাৎ সা শক্তির্যথা মে স্যাত্তথা কুরু ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।

তথাস্থিতি চ সা প্রাহ পরশুং শ্রীসরস্বতী।
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন পরশুস্তুং জনার্দ্দনম্ ॥ ৪৭
তুষ্টাব বিবিধৈর্বাক্যৈস্ততস্তুষ্টোঽভবদ্ধরিঃ।
বরং প্রাদাদ্রাক্ষসায় কৃপাসিন্ধুর্জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৮

জনার্দ্দন উবাচ।

যদ্যন্মনোগতং রক্ষস্তত্তৎ সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ।

শাকল্যস্য প্রসাদেন গৌতম্যাশ্চ প্রসাদতঃ।
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন নরসিংহপ্রসাদতঃ ॥ ৫০
পাপিষ্ঠোঽপি তদা রক্ষঃ পরশুর্দিবমেয়িবান্।
সর্ব্বতীর্থাঙ্ঘ্রিপদ্মস্য প্রসাদাচ্ছার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৫১
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং সারস্বতমিতি শ্রুতম্।
তত্র স্নানেন দানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫২
বাগ্‌জবৈষ্ণবশাকল্যপরশুপ্রভবাণি হি।
বহূন্যভুবংস্তীর্থানি শ্রেষ্ঠানি শ্বেতপর্ব্বতে ॥ ৫৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শাকল্যাদিতীর্থবর্ণনং ত্রিষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

শাকল্য কৃপাবশে কহিলেন,—হে দৈত্যপতে! সেই সরস্বতীই তোমায় অচিরাৎ বরদা হইবেন। তথায় স্নান করিয়া পরে জনার্দ্দনকে স্তব কর। রাক্ষস! ইহলোকে নারায়ণ স্তুতি অপেক্ষা মনোরথ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে আর কিছুই উত্তম উপায় নাই। বিশেষতঃ আমার বাক্যানুসারেও সেই দেবী সরস্বতী তোমার প্রতি প্রসন্না হইবেন। ব্রহ্মা বলিলেন—সেই পরশু "তাহাই করিব" বলিয়া ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাতে স্নানপূর্ব্বক শুদ্ধ হইয়া প্রযতমনে গঙ্গাভিমুখে অবস্থান করত দেখিতে পাইল—দিব্য গন্ধানুলেপনা দিব্যরূপা জগদ্ধাত্রী সরস্বতী শাকল্যের বচনানুসারে বিরাজিতা রহিয়াছেন। তখন সেই গতকল্মষ পরশু বিনীতাত্মা হইয়া সেই জগজ্জাড্যনাশিনী বিশ্বজননী ভুবনেশ্বরীকে কহিল,—"গুরু শাকল্য আমাকে রমাকান্ত গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে বলিয়াছেন; তোমার প্রসাদে যাহাতে আমার সেই শক্তি হয়, তাহা কর।" শ্রীসরস্বতীও "তাহাই হউক" এই কথা বলিলেন। পরশু তখন সরস্বতীর প্রসাদে জনার্দ্দনকে বিবিধ বাক্যে স্তব করিল। তাহাতে কৃপাসিন্ধু জনার্দ্দন হরি তুষ্ট হইয়া সেই রাক্ষসকে বর দিলেন যে,—ওহে রাক্ষস! তোমার যাহা মনোভিলাষ, তৎসমস্তই সম্পন্ন হইবে। সেই পরশু পাপিষ্ঠ রাক্ষস হইলেও শাকল্যের গৌতমীর সরস্বতীর ও নৃসিংহের প্রসাদে এবং যাঁহার অঙ্ঘ্রিপদ্ম সর্ব্বতীর্থসদৃশ, সেই শার্ঙ্গধারীর প্রসাদে স্বর্গে গমন করিল। সেই হইতে ঐ তীর্থ সারস্বত নামে শ্রুত হয়। তথায় স্নানদানে বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হয়। সেই শ্বেত পর্ব্বতে সারস্বত, বৈষ্ণব, শাকল্য, পরশু প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ তীর্থ বিরাজমান। ৪০—৩।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৩।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
চিচ্চিকং * তীর্থমিত্যুক্তং সর্ব্বরোগবিনাশনম্
সর্ব্বচিন্তাপ্রশমনং সর্ব্বশান্তিকরং নৃণাম্॥ ১
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি শুভ্রে তস্মিন্নগোত্তমে।
গঙ্গায়া উত্তরে পারে যত্র দেবো গদাধরঃ॥২
চিচ্চিকঃ পক্ষিরাট্ তত্র ভেরুণ্ডো যোঽভিধীয়তে
সদা বসতি তত্রৈব মাংসাশী শ্বেতপর্ব্বতে॥ ৩
নানাপুষ্পফলাকীর্ণৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈর্নগৈঃ।
সেবিতে দ্বিজমুখ্যৈশ্চ গৌতম্যা চোপশোভিতে
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বকিন্নরামরসঙ্কুলে।
তৎসমীপে নগঃ কশ্চিদ্দ্বিপদাঞ্চ চতুষ্পদাম্॥ ৫
রোগার্ত্তিক্ষুত্তৃষাচিন্তামরণানাং ন ভাজনম্।
এবং গুণান্বিতে শৈলে নানামুনিগণাবৃতে॥ ৬
পূর্ব্বদেশাধিপঃ কশ্চিৎ পবমান ইতি শ্রুতঃ।
ক্ষাত্রধর্ম্মরতঃ শ্রীমান্ দেবব্রাহ্মণপালকঃ॥ ৭
বলেন মহতা যুক্তঃ সপুরোধা বনং যযৌ।
রেমে স্ত্রীভির্মনোজ্ঞাভির্নৃত্যবাদিত্রকৈঃ সুখৈঃ
স চ এবং ধনুষ্পাণির্মৃগয়াশীলিভির্যুতঃ।
এবং ভ্রমন্ কদাচিৎ স শ্রান্তো বৃক্ষমুপাগতঃ॥৯
গৌতমীতীরসম্ভূতং নানাপক্ষিগণৈর্বৃতম্।
আশ্রমাণাং গৃহপতিং ধর্ম্মজ্ঞামব সেবিতম্॥ ১০
তমাশ্রিত্য নগশ্রেষ্ঠং পবমানো নৃপোত্তমঃ।
স বিশ্রান্তো জনবৃত ঈক্ষাঞ্চক্রে নগোত্তমম্॥১১
তত্রাপশ্যদ্দ্বিজং স্থূলং দ্বিমুখং শোভনাকৃতিম্।
চিন্তাবিষ্টং তথা শ্রান্তং তমপৃচ্ছন্নৃপোত্তমঃ॥ ১২
রাজোবাচ।
কো ভবান্ দ্বিমুখঃ পক্ষী চিন্তাবানিব লক্ষ্যসে
নৈবাত্র কশ্চিদ্দুঃখার্ত্তঃ কস্মাত্ত্বং দুঃখমাগতঃ॥১৩

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—চিচ্চিক নামে যে তীর্থ আছে, উহা নরগণের সর্ব্বরোগনাশক, সর্ব্বচিন্তাপনোদক ও সর্ব্বশান্তিদায়ক। তাহার স্বরূপ বলিতেছি। সেই শ্বেত নগোত্তমে গঙ্গার উত্তর তীরে, যেখানে দেব গদাধর আছেন, সেখানে চিচ্চিক নামে পক্ষিরাজ বাস করিত। সদা শ্বেতপর্ব্বতবাসী মাংসাশী সেই পক্ষিরাজ ভেরুণ্ড নামেও অভিহিত হইত। সেই পর্ব্বত নানাবিধ পুষ্পফলে আকীর্ণ, সর্ব্বঋতুভব কুসুম-সম্পন্ন, তরুগণ দ্বিজগণ ও গৌতমী নদী দ্বারা শোভিত এবং সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অমরনিকরে সমাকুল। উহার সমীপে এমন একটী বৃক্ষ আছে যে, তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বিপদ, চতুষ্পদ, কেহই ক্ষুধা, তৃষ্ণা চিন্তা বা মরণের ভাজন হয় না। এবম্বিধ গুণান্বিত ও নানা মুনিজনাবৃত সেই পর্ব্বতে একদা পূর্ব্বদেশের অধিপতি, ক্ষত্রধর্ম্মনিরত, দেবব্রাহ্মণপালক, শ্রীমান্ পবমান নামে বিখ্যাত কোনও রাজা পুরোহিতসহ মহাসৈন্য-সামন্তে পরিবৃত হইয়া বনগমন করিলেন। তিনি নৃত্যবাদ্যজনিত সুখে আসক্ত হইয়া মনোজ্ঞ স্ত্রীজন সহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে মৃগয়াশীল পরিজন সমাবৃত ও ধনুষ্পাণি হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একদা শ্রান্ত হইয়া গৌতমীতীরস্থ আশ্রমসমূহের গৃহপতিবৎ প্রতীয়মান, নানাপক্ষিগণে সমাবৃত ও ধর্ম্মজ্ঞবৎ পরিসেবিত একটী বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নৃপোত্তম পবমান সেই নগশ্রেষ্ঠের নিম্নভাগ আশ্রয়পূর্ব্বক পরিজনসহ বিশ্রাম করত তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিলেন। ১—১১। তিনি সেই বৃক্ষে উপবিষ্ট, চিন্তাবিষ্ট, শ্রান্ত, শোভনাকৃতি, স্থূলকায়, একটী দ্বিমুখপক্ষী দেখিতে পাইলেন। নৃপোত্তম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে তুমি কে? তুমি ত চিন্তাক্রান্তবৎ লক্ষিত হইতেছ। এখানে কেহই দুঃখার্ত্ত দৃষ্ট হয় না। তুমি কি হেতু দুঃখিত হইয়াছ?

---

* সর্ব্বত্র চিচ্চিকস্থানে 'চর্চ্চিক' ইতি পুস্তকান্তর-সম্মতঃ পাঠঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ প্রোবাচ নৃপতিং পবমানং শনৈঃ শনৈঃ।
সমাশ্বস্তমনাঃ পক্ষী চিচ্চিকো নিঃশ্বসন্মুহুঃ॥ ১৪

চিচ্চিক উবাচ।

মত্তো ভয়ং ন চান্যেষাং মম বান্যোপপাদিতম্
নানাপুষ্পফলাকীর্ণং মুনিভিঃ পরিসেবিতম্।
পশ্যেমং শূন্যমেবাদ্রিং ততঃ শোচামি মামহম্॥
ন লভামি সুখং কিঞ্চিন্ন তৃপ্যামি কদাচন।
নিদ্রাং প্রাপ্নোমি ন ক্বাপি ন বিশ্রান্তিং ন
নির্বৃতিম্ ১৬

ব্রহ্মোবাচ।

দ্বিমুখস্য দ্বিজস্যোক্তং শ্রুত্বা রাজাতিবিস্মিতঃ॥

রাজোবাচ।

কো ভবান্ কিং কৃতং পাপং কস্মাচ্ছূন্যশ্চ পর্ব্বতঃ
একেনাস্যেন তৃপ্যন্তি প্রাণিনোহত্র নগোত্তমে
কিমুতাস্যদ্বয়েন ত্বং ন তৃপ্তিমুপযাস্যসি॥ ১৯
কিংবা তে দুষ্কৃতং প্রাপ্তমিহ জন্মন্যথো পুরা।
তৎ সর্ব্বং শংস মে সত্যং ত্রাস্যে ত্বাং মহতো
ভয়াৎ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।

রাজানং তং দ্বিজঃ প্রাহ নিঃশ্বসন্নথ চিচ্চিকঃ॥

চিচ্চিক উবাচ।

বক্ষ্যেহহং ত্বাং পূর্ব্ববৃত্তং পবমান শৃণুষ্ব তৎ॥২২
অহং দ্বিজাতিপ্রবরো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
কুলীনো বিদিতপ্রাজ্ঞঃ কার্য্যহন্তা কলিপ্রিয়ঃ॥২৩
বদে পুরস্তথা পৃষ্ঠে অন্যদন্যচ্চ জন্তবম্।
পরবুদ্ধ্যা সদা দুঃখী মায়য়া বিশ্ববঞ্চকঃ॥ ২৪
কৃতঘ্নঃ সত্যরহিতঃ পরনিন্দাবিচক্ষণঃ।
মিত্রস্বামিগুরুদ্রোহী দম্ভাচারোহতিনির্ঘৃণঃ॥২৫
মনসা কর্ম্মণা বাচা তাপয়ামি জনান্ বহূন্।
অয়মেব বিনোদো মে সদা যৎপরহিংসনম্॥২৬
যুগ্মভেদং গণোচ্ছেদং মর্য্যাদাভেদনং সদা।
করোমি নির্ব্বিচারোহহং বিদ্বৎসেবাপরাঙ্মুখঃ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া চিচ্চিক নামক সেই পক্ষী মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্তমনে শনৈঃ শনৈঃ সেই নৃপতি পবমানকে উত্তর দিল,—আমা হইতে অপরের ভয় নাই; অপর হইতেও আমার ভয় নাই। নানা পুষ্পফলাকীর্ণ ও মানব-জন-সেবিত এই পর্ব্বত এক্ষণে শূন্যবৎ লক্ষিত হইতেছে। এ নিমিত্ত আমি আমার জন্যই শোক করিতেছি। আমি কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ লাভ করিতেছি না। কখনও একটু তৃপ্তি পাইতেছি না। কোথায়ও কিছুমাত্রও নিদ্রা, বিশ্রান্তি বা শান্তি প্রাপ্ত হইতেছি না। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজা দ্বিমুখের বাক্য শ্রবণে অতীব বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—আপনি কে? কি পাপ করিয়াছেন? পর্ব্বতই বা শূন্য হইয়াছে কেন? প্রাণিগণ একটী মুখ-দ্বারাই তৃপ্ত হয়, কিন্তু তুমি দুইখানি মুখেও এই পর্ব্বতে থাকিয়া তৃপ্ত হও না কেন? তুমি ইহ জন্মে বা পূর্ব্ব জন্মে কি দুষ্কৃতি করিয়াছ? সে সকল কথা আমাকে সত্য বল। তোমাকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করিব। ১২—২০। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইহা শুনিয়া সেই পক্ষিসত্তম চিচ্চিক তখন নিশ্বাস ত্যাগ করত সেই রাজাকে কহিল,—হে পবমান! আমি তোমাকে সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতেছি, শুন। আমি পূর্ব্বে দ্বিজাতিপ্রবর, বেদবেদাঙ্গপারগ, কুলীন ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলাম। কিন্তু আমি কার্য্যহন্তা, বিবাদপ্রিয় ও পরস্ত্রীতে সতত কাতর ছিলাম। লোকের সাক্ষাতে একরূপ, অসাক্ষাতে অন্যরূপ হইতাম, একের কথা অপরের নিকট বলিতাম। ক্রমে কপটতায় আমি বিশ্ববঞ্চক হইলাম। আমি কৃতঘ্ন, সত্যরহিত, মিত্র-স্বামি-গুরুদ্রোহী, দম্ভাচরণ-পরায়ণ, অতি নির্ঘৃণ, পরনিন্দা-বিচক্ষণ এবং মন, কর্ম্ম ও বচন দ্বারা বহু জনের তাপ-কারণ হইলাম। সদা পরহিংসনই আমার বিনোদন ছিল। আমি বিদ্বান্‌জনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যুগ্মের ভেদ, গণের উচ্ছেদ, মর্য্যাদার লঙ্ঘন,—ইত্যাদি কর্ম্ম নির্ব্বিচারেই

ন ময়া সদৃশঃ কশ্চিৎ পাতকী ভুবনত্রয়ে।
তেনাহং বিমুখো জাতস্তাপনাদ্দুঃখভাগ্যহম্।
তস্মাদ্দুঃখেন সন্তপ্তঃ শূন্যোঽয়ং পর্ব্বতো মম॥
অন্যচ্চ শৃণু ভূপাল বাক্যং ধর্ম্মার্থসংহিতম্।
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং তদ্বিনা তদবাপ্যতে॥ ২৯
ক্ষত্রিয়ঃ সঙ্গরং গত্বা অথবান্যত্র সঙ্গরাৎ।
পলায়ন্তং ন্যস্তশস্ত্রং বিশ্বস্তঞ্চ পরাঙ্মুখম্॥ ৩০
অবিজ্ঞাতঞ্চোপবিষ্টং বিভেমীতি চ বাদিনম্।
তং যদি ক্ষত্রিয়ো হন্যাৎ স তু স্যাদ্ব্রহ্মঘাতকঃ
অধীতং বিস্মরতি যস্তং করোতি তথোত্তমম্।
অনাদরঞ্চ গুরুষু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৩২
প্রত্যক্ষে চ প্রিয়ং বক্তি পরোক্ষে পরুষাণি চ
অন্যদ্ধৃদি বচস্যন্যৎ করোত্যন্যৎ সদৈব যঃ॥৩৩
গুরূণাং শপথং কর্ত্তা দ্বেষ্টা ব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
মিথ্যাবিনীতঃ পাপাত্মা স তু স্যাদ্ব্রহ্মঘাতকঃ
দেবং বেদমথাধ্যাত্মং ধর্ম্মব্রাহ্মণসঙ্গতিম্।
এতান্নিন্দতি যো দ্বেষাৎ স তু স্যাদ্ব্রহ্মঘাতকঃ
এবম্ভূতোঽপ্যহং রাজন্ দণ্ডার্থং লজ্জয়া তথা।
সদ্বৃত্ত ইব বর্ত্তেঽহং তস্মাদ্রাজন্ দ্বিজোঽভবম্
এবম্ভূতোঽপি সৎকর্ম্ম কিঞ্চিৎ কর্ত্তাস্মি কুত্রচিৎ।
তেনাহং কর্ম্মণা রাজন স্মৃতঃ স্মর্ত্তা পুরা কৃতম্

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্চিচ্চিকবচঃ শ্রুত্বা পবমানঃ সুবিস্মিতঃ।
কর্ম্মণা কেন তে মুক্তিরিত্যাহ নৃপতির্দ্বিজম্॥ ৩৮
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নৃপতিং প্রাহ পক্ষিরাট্॥

চিচ্চিক উবাচ।

অস্মিন্নেব নগশ্রেষ্ঠে গৌতম্যা উত্তরে তটে।
গদাধরং নাম তীর্থং তত্র মাং নয় সুব্রত॥ ৪০
তদ্ধি তীর্থং পুণ্যতমং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
সর্ব্বকামপ্রদঞ্চেতি মহাদ্ভির্মুনিভিঃ শ্রুতম্॥ ৪১
ন গৌতম্যাস্তথা বিষ্ণোরপরং ক্লেশনাশনম্।

করিতাম। ভুবনত্রয়ে আমার সদৃশ কোন পাপীই ছিল না। সেই কারণে আমি দ্বিমুখ হইয়া জন্মিয়াছি; দুঃখভাগী হইয়াছি। জনগণের সন্তাপ দান হেতু ইদানীং আমি দুঃখে সন্তপ্ত হইতেছি। আমার বাসস্থান এই পর্ব্বতটীও শূন্য হইয়াছে। ভূপাল! ধর্ম্মার্থ-সমন্বিত অপর বাক্যও শ্রবণ কর। ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত এমন কতকগুলি পাপ আছে, যাহা দ্বারা ব্রহ্মহত্যা সম পাপ প্রাপ্তি হয়। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি যুদ্ধে যাইয়া কিম্বা যুদ্ধ ভিন্ন অন্যত্র—পলায়মান, ন্যস্তশস্ত্র, বিশ্বস্ত, পরাঙ্মুখ, অবিজ্ঞাত, উপবিষ্ট, কিম্বা যে জন "ভয় পাইয়াছি" এইরূপ উক্তিকারী,—এ সকল ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ব্রহ্মঘাতী হয়। যে ব্যক্তি অধীত বিষয় বিস্মৃত হইয়াছে; তাহাকে যে জন উত্তম জনোচিত আদর করে, এবং মান্য গুরুজনাদির অনাদর করে, তাহাকে সুধীগণ ব্রহ্মঘাতী বলেন। সদা যাহার হৃদয়ে একরূপ,বচনে অন্যরূপ,—কার্য্যে করে অন্যরূপ, যেজন প্রত্যক্ষে প্রিয় এবং অপ্রত্যক্ষে অপ্রিয় পরুষ বাক্য বলে, যে গুরুজনের নামে শপথ করে, দ্বেষবান্, ব্রাহ্মণনিন্দক মিথ্যাবিনীত ও পাপাত্মা, সেও ব্রহ্মঘাতক। যে জন,—দেব, বেদ, অধ্যাত্মশাস্ত্র, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ও সাধুসঙ্গের দ্বেষ বশতঃ নিন্দা করে, সেও ব্রহ্মঘাতক হয়। রাজন্! আমি উক্তরূপ পাপী হইয়াও দণ্ড-ভয়ে ও লজ্জা বশে সদ্বৃত্তবৎ ব্যবহার দেখাইতাম; রাজন্! সেই পাপেই আমি পক্ষী হইয়াছি। আমি উক্তপ্রকার পাপী হইলেও কুত্রচিৎ সৎকর্ম্ম করিয়াছিলাম; রাজন্ সেই কর্ম্মের ফলে আমি স্বতঃ পুরাকৃত কর্ম্মের স্মরণে সমর্থ হইয়াছি।২১—৩৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—চিচ্চিকের সেই বাক্য শুনিয়া রাজা পবমান সুবিস্মিতভাবে কহিলেন,—কোন্ কর্ম্মে তোমার মুক্তি হইবে? পক্ষিরাজ, নৃপতির এই কথার প্রত্যুত্তরে কহিল, সুব্রত! গৌতমীর উত্তর তটে এই পর্ব্বতেই গদাধর নামে তীর্থ আছে, আমাকে সেখানে লইয়া চল, সেই তীর্থ পুণ্যতম, সর্ব্বপাপপ্রণাশক ও সর্ব্বকামপ্রদ; মহামুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপই বিজ্ঞাত আছে গৌতমী ও বিষ্ণু—ইঁহাদিগের

সর্ব্বভাবেন তত্তীর্থং পশ্যেয়মিতি মে মতিঃ ॥৪২
মৎকৃতেন প্রযত্নেন নৈতচ্ছক্যং কদাচন।
কথমাকাঙ্ক্ষিতপ্রাপ্তির্ভবেদ্দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্॥ ৪৩
সপ্রযত্নোঽপ্যহং বীর ন পশ্যে তৎ সুদুষ্করম্।
তস্মাত্তব প্রসাদাচ্চ পশ্যেয়ং হি গদাধরম্ ॥৪৪
অবিজ্ঞাপিতদুঃখজ্ঞং করুণাবরুণালয়ম্।
যস্মিন্ দৃষ্টে ভবক্লেশা ন দৃশ্যন্তে পুনর্নরৈঃ ॥৪৫
দৃষ্ট্বৈব তং দিবং যাস্যে প্রসাদাত্তব সুব্রত ॥৪৬
ব্রহ্মোবাচ।
এবমুক্তঃ স নৃপতিশ্চিচ্চিকেন দ্বিজন্মনা।
দর্শয়ামাস তং দেবং তাঞ্চ গঙ্গাং দ্বিজন্মনে ॥৪৭
ততঃ স চিচ্চিকঃ স্নাত্বা গঙ্গাং
ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ৪৮
চিচ্চিক উবাচ।
গঙ্গে গৌতমি যাবত্ত্বাং ত্রিজগৎপাবনীং নরঃ।
ন পশ্যত্যুচ্যতে তাবদিহামুত্রাপি পাতকী ॥ ৪৯

তস্মাৎ সর্ব্বাগসমপি মামুদ্ধর সরিদ্বরে।
সংসারে দেহিনামস্তা ন গতিঃ কাপি কুত্রচিৎ।
ত্বাং বিনা বিষ্ণুচরণসরোরুহসমুদ্ভবে ॥ ৫০
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাত্মা গঙ্গৈকশরণো দ্বিজঃ।
স্নানং চক্রে স্মরন্নন্তর্গঙ্গে ত্রায়স্ব মামিতি ॥ ৫১
গদাধরং ততো নত্বা পশ্যৎসু নগবাসিষু।
পবমানাভ্যনুজ্ঞাতস্তদৈব দিবমাক্রমৎ ॥ ৫২
পবমানঃ স্বনগরং প্রযযৌ সানুগস্ততঃ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং পাবমানং সচিচ্চিকম্ ॥
গদাধরং কোটিতীর্থমিতি বেদবিদো বিদুঃ।
কোটিকোটিগুণং কর্ম্ম কৃতং তত্র ভবেন্নৃণাম্ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পাবমানাদি তীর্থবর্ণনং চতুঃ
ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

অপেক্ষা ক্লেশনাশন অপর কেহই নাই; সর্ব্বভাবে সেই তীর্থই দেখিব—এইরূপই আমার অভিপ্রায়। মৎকৃত প্রযত্নে কদাচ এ কার্য্য সম্পন্ন হইবে না; দুষ্কৃতকর্ম্মীদিগের আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি হইবে কেমনে? হে বীর! আমি সপ্রযত্ন হইলেও সেই কার্য্য সুদুষ্কর দেখিতেছি। অতএব তোমার প্রসাদে গদাধরকে দেখিবার আশা করি। হে সুব্রত! যাঁহাকে দেখিলে নরগণের আর ভবক্লেশ দর্শন করিতে হয় না, সেই অবিজ্ঞাপিত দুঃখজ্ঞ, করুণা-বরুণালয় গদাধর দেবকে তোমারই প্রসাদে দেখিয়াই স্বর্গে যাইতে পারিব। ৩৮—৪৬। ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজরাজ চিচ্চিক কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া সেই নৃপতি তাহাকে সেই গদাধর দেব ও সেই গঙ্গাকে দেখাইলেন। পরে সেই চিচ্চিক স্নান করিয়া ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাকে কহিলেন,—গঙ্গে গৌতমি! নর যাবৎ না ত্রিজগৎপাবনী তোমাকে দর্শন করে, তাবৎ কালই ইহামুত্র পাতকী বলিয়া উক্ত হয়।

অতএব হে সরিদ্বরে! আমি সর্ব্বাপরাধে অপরাধী হইলেও আমাকে উদ্ধার কর। হে বিষ্ণু-চরণ-সরোরুহ-সমুদ্ভবে! সংসারে তোমা ব্যতীত দেহিগণের কুত্রাপি অন্য গতি নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই বলিয়া গঙ্গৈকশরণ, শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাত্মা সেই পক্ষী অন্তরে "গঙ্গে! ত্রাণ কর" এইরূপ স্মরণ করত স্নান করিল। পরে গদাধরকে দর্শন করিয়া পবমান রাজার অনুজ্ঞা গ্রহণান্তে নগবাসিগণের সাক্ষাতেই তখনই দ্যুলোকে প্রস্থান করিল। তার পর পবমান অনুচর বর্গসহ স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন। সেই হইতে ঐ তীর্থ পাবমান, চিচ্চিক, গদাধর, কোটিতীর্থ এই সকল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। নরগণের সেখানে কৃত কর্ম্ম কোটি কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। ৪৭—৫৪।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ।

ভদ্রতীর্থমিতি প্রোক্তং সর্ব্বানিষ্টনিবারণম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং মহাশান্তিপ্রদায়কম্॥ ১
আদিত্যস্য প্রিয়া ভার্য্যা উষা ত্বাষ্ট্রী পতিব্রতা।
ছায়াপি ভার্য্যা সবিতুস্তস্যাঃ পুত্রঃ শনৈশ্চরঃ॥২
তস্য স্বসা বিষ্টিরিতি ভীষণা পাপরূপিণী।
তাং কন্যাং সবিতা কস্মৈ দদামীতি মতিং দধে
যস্মৈ যস্মৈ দাতুকামঃ সূর্য্যো লোকগুরুঃ প্রভুঃ
তচ্ছ্রুত্বা ভীষণা চেতি কিং কুর্ম্মো ভার্য্যয়ানয়া॥
এবস্তু বর্ত্তমানে সা পিতরং প্রাহ দুঃখিতা॥৫

বিষ্টিরুবাচ।

বালামেব পিতা যস্তু দদ্যাৎ কন্যাং সুরূপিণে।
স কৃতার্থো ভবেল্লোকে ন চেদ্দুষ্কৃতবান্ পিতা॥
চতুর্থাদ্বৎসরাদূর্দ্ধং যাবন্ন দশমাত্যয়ঃ।
তাবদ্বিবাহঃ কন্যায়াঃ পিত্রা কার্য্যঃ প্রযত্নতঃ॥৭
শ্রীমতে বিদুষে যূনে কুলীনায় যশস্বিনে।
উদারায় সনাথায় কন্যা দেয়া বরায় বৈ॥ ৮
এতচ্চেদন্যথা কুর্য্যাৎ পিতা স নিরয়ী সদা॥৯
ধর্ম্মস্য সাধনং কন্যা বিদুষামপি ভাস্কর।
নরকস্যৈব মূর্খাণাং কামোপহতচেতসাম্॥ ১০
একতঃ পৃথিবী কৃৎস্না সশৈলবনকাননা।
স্বলঙ্কৃতোপাধিহীনা সুকন্যা চৈকতঃ স্মৃতা॥ ১১
বিক্রীণীতে যশ্চ কন্যামশ্বং বা গাং তিলানপি।
ন তস্য রৌরবাদিভ্যঃ কদাচিন্নিষ্কৃতির্ভবেৎ॥১২
বিবাহাতিক্রমঃ কার্য্যো ন কন্যায়াঃ কদাচন।
তস্মিন্ কৃতে যৎ পিতুঃ স্যাৎ পাপং তৎ কেন কথ্যতে॥ ১৩
যাবল্লজ্জাং ন জানাতি যাবৎক্রীড়তি পাংশুভিঃ
তাবৎ কন্যা প্রদাতব্যা নো চেৎ পিত্রোরধোগতিঃ॥১৪
পিতুঃ স্বরূপং পুত্রঃ স্যাদ্যঃ পিতা পুত্র এব সঃ।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভদ্রতীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহা সর্ব্বানিষ্টনিবারক, সর্ব্বপাপপ্রশমক ও মহাশক্তিপ্রদায়ক। আদিত্যের দুইটী ভার্য্যা ছিলেন। প্রথম ভার্য্যা ত্বষ্টার তনয়া পতিব্রতা উষা; দ্বিতীয়া ছায়া। উষা স্বপতির প্রিয়া ছিলেন। ছায়ার পুত্র শনৈশ্চর। শনৈশ্চরের ভগিনী ভীষণা। ভীষণা পাপরূপিণী বিষ্টি। সবিতা সেই বিষ্টিকে কাহার করে দান করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। লোকগুরু প্রভু সূর্য্য সেই কন্যাটীকে প্রদানার্থ যাহাকে যাহাকেই মনোনীত করেন, সেই সেই ব্যক্তিই "ভীষণা" ইহা জানিয়া 'ইহা দ্বারা কি করিব' এই ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। এরূপ অবস্থায় একদিন সেই বিষ্টি দুঃখিতচিত্তে পিতাকে কহিলেন, যে পিতা বালকাবস্থায়ই সুরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন, লোকে তিনিই কৃতার্থ হয়েন। নচেৎ পিতা দুষ্কৃতবান্ হয়েন। চতুর্থ বৎসরের পর যাবৎ দশম বর্ষ অতীত না হয়, তাবৎ কাল মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য। শ্রীমান, বিদ্বান্, যুবা, কুলীন, যশস্বী, উদার, অভিভাবকবান্ পাত্রেই কন্যা দান করা পিতার বিধেয়। যে পিতা ইচ্ছায় অন্যথা করেন, তিনি সদা নিরয়গামী হয়েন। হে ভাস্কর! বিদ্বান্ জনগণের পক্ষে কন্যা ধর্ম্মের সাধন; কিন্তু কামোপহতচেতা মূর্খদিগের পক্ষে নরকেরই হেতু হয়। ১—১০। শৈল, বন (ক্ষুদ্রবন) ও কাননসমন্বিতা সমগ্রা পৃথিবী এক দিকে আর সদলঙ্কারভূষিতা ব্যাধিহীনা সুকন্যা এক দিকে—দুইই তুল্য বলিয়া স্মৃত হয়। যে জন কন্যা, অশ্ব, গো, তিল,—এ সকল বিক্রয় করে, রৌরবাদি নরক হইতে কদাচ তাহার নিষ্কৃতি হয় না। কদাচ কন্যার বিবাহাতিক্রম করা বিধেয় নহে। উহা করিলে যে কত পাপ হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কন্যা যাবৎকাল লজ্জা বুঝে না, যাবৎকাল ধূলা খেলা করে, তাবৎকাল মধ্যেই কন্যাকে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য; নচেৎ পিতা মাতার অধোগতি হয়। পিতার স্বরূপই সন্তান হয়, যে পিতা—সে-ই পুত্র।

আত্মনঃ সুখিতাং লোকে কো ন কুর্য্যাৎ করোতি চ ॥ ১৫
যৎকন্যায়াঃ পিতা কুর্য্যাদ্দানং পূজনমীক্ষণম্।
যৎ কৃতং তৎ কৃতং বিদ্যাত্তাসু দত্তং তদক্ষয়ম্*
পুত্রেষু চৈব পৌত্রেষু কো ন কুর্য্যাৎ সুখং রবে
করোতি যঃ কন্যকানাং স সম্পদ্ভাজনং ভবেৎ
ব্রহ্মোবাচ।
এবং তাং বাদিনীং কন্যাং বিষ্টিং প্রোবাচ ভাস্করঃ ॥ ১৮
সূর্য্য উবাচ।
কিং করোমি ন গৃহ্লাতি ত্বাং কশ্চিদ্ভীষণাকৃতিম্
কুলং রূপং বয়ো বিত্তং বিদ্যাং বৃত্তং সুশীলতাম্
মিথঃ পশ্যন্তি সম্বন্ধে বিবাহে স্ত্রীষু পুংসু চ ॥১৯
অস্মাসু সর্ব্বমপ্যস্তি বিনা তব গুণৈঃ শুভে।
কিং করোমি ক্ব দাস্যামি বৃথা মাং ধিক্করোষি কিম্ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।
এবমুক্তা পুনস্তাঞ্চ বিষ্টিং প্রোবাচ ভাস্করঃ ॥ ২১
সূর্য্য উবাচ।
যস্মৈ কস্মৈ চ দাতব্যা ত্বং বৈ যদ্যনুমন্যসে।
দীয়সেঽদ্য ময়া বিষ্টে অনুজানীহি মাং ততঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
পিতরং প্রাহ সা বিষ্টির্ভর্ত্তা পুত্রা ধনং সুখম্।
আয়ূরূপঞ্চ সম্প্রীতির্জায়তেপ্রাক্তনানুগম্ ॥২৩
যৎ পুরা বিহিতং কর্ম্ম প্রাণিনা সাধ্বসাধু বা।
ফলং তদনুরোধেন প্রাপ্যতেঽপি ভবান্তরে ॥
স্বদোষ এব তৎ পিত্রা পরিহর্ত্তব্য আদরাৎ।
তাদৃগেব ফলন্তু স্যাদ্যাদৃগাচরিতং পুরা ॥ ২৫
তস্মাত্তদ্দানসম্বন্ধং স্ববংশানুগতং পিতা।
করোতি শেষং দৈবেন যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা দুহিতুর্বাক্যং ত্বষ্টুঃ পুত্রায় ভীষণাম্।
বিশ্বরূপায় তাং প্রাদাদ্বিষ্টিং লোকভয়ঙ্করীম্ ॥২৭
বিশ্বরূপোঽপি তদ্বচ্চ ভীষণো ভীষণাকৃতিঃ ॥২৮

লোকে নিজের সুখিতা বিধান কে না করে? কেই বা না করিতেছে? পিতা কন্যার জন্য যে, দান পূজা ও নানাস্থান দর্শন করেন, সে সকল কার্য্যই প্রকৃত সৎকার্য্য। সেই কন্যাদিগকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা অক্ষয় হয়। হে রবে! পুত্রেতে বা পৌত্রেতে কেই বা সুখের ব্যবস্থা না করে? যে জন কন্যাতেও তাহাদিগের সুখের নিমিত্ত সুব্যবস্থা করে, সে-ই সম্পদ্ভাজন হয়। ব্রহ্মা কহিলেন,—ভাস্কর, এবম্বাদিনী কন্যা সেই বিষ্টিকে কহিলেন,—কি করি? ভীষণাকৃতি তোমাকে কেহই গ্রহণ করিতে চাহে না। বিবাহ সম্বন্ধে সকলেই পরস্পর কন্যা নর উভয়েরই কুল, শীল, বয়স, বিত্ত, বিদ্যা, বৃত্ত সুশীলতা,—এই সকল দেখিয়া থাকেন। কিন্তু হে শুভে! তোমার গুণ ব্যতীত আমাদিগের আর সকলই আছে; এ অবস্থায় কি করিব? কোথায় সম্প্রদান করিব? বৃথা আমাকে কেন ধিক্কার দিতেছ? ১১—২০। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভাস্কর এই বলিয়া পুনরায় সেই বিষ্টিকে কহিলেন,—বিষ্টে! যাহাকে তাহাকে দেওয়া যদি তুমি অনুমোদন কর, তবে আমি তোমাকে সম্প্রদান করিতে পারি। তাহা হইলে তুমি আমাকে অনুমতি দেও। বিষ্টি তখন পিতাকে কহিল,—পতি, পুত্র, ধন, সুখ, আয়ু, রূপ, সম্প্রীতি, এ সকল প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। প্রাণীরা পূর্ব্বে সাধু অসাধু যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তদনুসারেই জন্মান্তরেও ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব পিতার পক্ষে সযত্নে স্বকীয় দোষ পরিহার করাই বিধেয়। ফল কিন্তু পূর্ব্বে যেমন আচরণ করা হইয়াছে, তদনুরূপই হইবে। এনিমিত্ত পিতা স্ববংশানুরূপেই কন্যাদান-সম্বন্ধ করিয়া থাকেন; শেষ যাহা দৈবনির্দ্দিষ্ট থাকে তাহাই হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বলিলেন,—সূর্য্য তখন কন্যার এই সকল বাক্য শুনিয়া ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে সেই লোক-ভয়ঙ্করী বিষ্টি

---

* 'যদ্দত্তং তাসু কন্যাসু তদানন্ত্যায় কল্পতে' ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।

এবং মিথঃ সঞ্চরতোঃ শীলরূপসমানয়োঃ।
প্রীতিঃ কদাচিদ্বৈষম্যং দম্পত্যোরভবন্মিথঃ॥
গণ্ডো নামাভবৎ পুত্রো হ্যতিগণ্ডস্তথৈব চ।
রক্তাক্ষঃ ক্রোধনশ্চৈব ব্যয়ো দুর্মুখ এব চ॥৩০
তেভ্যঃ কনীয়ানভবদ্ধর্ষণো নাম পুণ্যভাক্।
সুতঃ সুশীলঃ সুভগঃ শান্তঃ শুদ্ধমতিঃ শুচিঃ॥
স কদাচিদ্যমগৃহং দ্রষ্টুং মাতুলমভ্যগাৎ।
স দদর্শ বহূন্ জন্তূন্ স্বর্গস্থানিব দুঃখিনঃ।
স মাতুলস্তু পপ্রচ্ছ নত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ৩২

হর্ষণ উবাচ।

ক ইমে সুখিনস্তাত পচ্যন্তে নরকে চ কে॥৩৩

ব্রহ্মোবাচ।

এবং পৃষ্টো ধর্ম্মরাজঃ সর্ব্বং প্রাহ যথার্থবৎ।
তৎকর্ম্মণাং গতিং সর্ব্বামশেষেণ ন্যবেদয়ৎ॥৩৪

যম উবাচ।

বিহিতস্তু ন কুর্ব্বন্তি যে কদাচিদতিক্রমম্।
ন তে পশ্যন্তি নিরয়ং কদাচিদপি মানবাঃ॥ ৩৫
ন মানয়ন্তি যে শাস্ত্রং আচারং ন বহুশ্রুতান্।
বিহিতাতিক্রমং কুর্য্যুর্যে তে নরকগামিনঃ॥ ৩৬

ব্রহ্মোবাচ।

স তু শ্রুত্বা ধর্ম্মবাক্যং হর্ষণঃ পুনরব্রবীৎ॥ ৩৭

হর্ষণ উবাচ।

পিতা ত্বাষ্ট্রো ভীষণশ্চ মাতা বিষ্টিশ্চ ভীষণা।
ভ্রাতরশ্চ মহাত্মানো যেন তে শান্তবুদ্ধয়ঃ॥৩৮
সুরূপাশ্চ ভাবয়ন্তি নির্দ্দোষা মঙ্গলপ্রদাঃ।
তন্মে কর্ম্ম বদস্বাদ্য তৎ কর্ত্তাস্মি সুরোত্তম॥৩৯
অন্যথা তান্ন গচ্ছেয়মিত্যুক্তঃ প্রাহ ধর্ম্মরাট্।
হর্ষণং শুদ্ধবুদ্ধিং তং হর্ষণোঽসি ন সংশয়ঃ॥৪০
বহবঃ স্যুঃ সুতাঃ কেচিন্নৈব তে কুলতন্তবঃ *
এক এব সুতঃ কশ্চিদ্যেন তদ্ ধ্রিয়তে কুলম্॥
কুলস্যাধারভূতো যো যঃ পিত্রোঃ প্রিয়কারকঃ।

কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেই বিশ্বরূপও তদ্বৎ ভীষণ ও ভীষণাকৃতি ছিল। সমান শীলরূপবিশিষ্ট তাহারা পরস্পর কিছুকাল অতিবাহিত করিলে পর কদাচিৎ সেই দম্পতীর প্রীতির বৈষম্য ঘটিল। তাহাদিগের গণ্ড, অতিগণ্ড, রক্তাক্ষ, ক্রোধন, ব্যয়, দুর্মুখ ও হর্ষণ নামে পুত্র সকল জন্মিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষণ পুণ্যাত্মা সুশীল, সুভগ, শান্ত, শুচি ও শুদ্ধমতি হইয়াছিল। সে একদা মাতুলকে দেখিবার জন্য যমভবনে গমন করে। সেখানে স্বর্গস্থ ও নরকস্থ বহু প্রাণী দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে মাতুল সনাতন ধর্ম্মকে নমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,-তাত! এই সুখী প্রাণীরা কাহারা? আর এই যাহারা নরকে পতিত হইতেছে, ইহারাই বা কাহারা? ২১—৩৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ এইরূপ পৃষ্ট হইয়া তাহাদিগের কর্ম্মগতির বিষয় যথাযথ বর্ণন করিলেন। যম বলিলেন,—যাহারা বিহিত কর্ম্মের কদাচ অতিক্রম না করেন সেই মানবেরা কদাপি নিরয় দেখেন না। আর যাহারা শাস্ত্র মানে না, আচার পালন করে না কিম্বা বহুশ্রুত জনগণকে সম্মান করে না;—বিহিতের অতিক্রম করে; তাহারা নরকগামী হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই হর্ষণ ধর্ম্মবাক্য শ্রবণে পুনরায় কহিলেন,—পিতা ত্বাষ্ট্রও ভীষণ; মাতা বিষ্টিও ভীষণা; কিন্তু আমার ভ্রাতারা যাহাতে মহাত্মা শান্তবুদ্ধি-সুরূপ, নির্দ্দোষ ও মঙ্গলপ্রদ হইতে পারেন, অদ্য আপনি সেই কর্ম্মের উপদেশ করুন; হে সুরোত্তম! আমি নিঃসংশয় তাহা করিব। নচেৎ আমি আর তাহাদিগের সেখানে যাইব না। ধর্ম্মরাজ এইরূপ উক্ত হইয়া মহাবুদ্ধি হর্ষণকে কহিলেন,—তুমি হর্ষণই বটে; সংশয় নাই। বহু পুত্র জন্মিলেও কুলের উৎকর্ষসাধক না হইলে কেহই পুত্র নহে; কিন্তু একটী পুত্রও প্রকৃত পুত্র;—যাহার দ্বারা কুল ধৃত হয়। যে পুত্র কুলের আধারভূত, যে পিতা

* এতদর্দ্ধস্থানে 'কিমন্যৈর্বহুভিঃ পুত্রৈঃ শোক সন্তাপকারকৈঃ' ইত্যর্দ্ধং ক্বচিৎ বর্ত্ততে।

যঃ পূর্ব্বজানুদ্ধরতি স পুত্রস্ত্বিতরো গদঃ ॥ ৪২
যস্মাত্ত্বয়ানুরূপং মে প্রোক্তং মাতামহপ্রিয়ম্।
তস্মাত্ত্বং গৌতমীং গচ্ছ স্নাত্বা নিয়তমানসঃ ॥৪৩
স্তুহি বিষ্ণুং জগদ্যোনিং শান্তং প্রীতেন চেতসা
স তু প্রীতো যদি ভবেৎ সর্ব্বমিষ্টং প্রদাস্যতি ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ধর্ম্মবাক্যং হর্ষণো গৌতমীং যযৌ।
শুচিস্তুষ্টাব দেবেশং হরিং প্রীতোঽভবদ্ধরিঃ ॥
হর্ষণায় ততঃ প্রাদাৎ কুলভদ্রং ততস্তু সঃ।
সর্ব্বাভদ্রপ্রশমনপূর্ব্বকং ভদ্রমস্তু তে ॥ ৪৬
ততস্ত্রা প্রোচ্যতে বিষ্টিঃ পিতা ভদ্রস্তথা সুতাঃ
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং ভদ্রতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ৪৭
সর্ব্বমঙ্গলদং পুংসাং তত্র ভদ্রপতির্হরিঃ।
তত্তীর্থসেবিনাং পুংসাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
মঙ্গলৈকনিধিঃ সাক্ষাদ্দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে ভদ্রতীর্থবর্ণনং পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

মাতার প্রিয়কারী, যে পূর্ব্বজগণের উদ্ধার করে, সে-ই পুত্র; অপর পুত্র রোগস্বরূপ। যে হেতু তুমি মাতামহের প্রিয়, তোমার অনুরূপ কথাই বলিয়াছ, অতএব তুমি গৌতমীতে যাও; সেখানে স্নানান্তে নিয়ত-মানসে প্রীত-চিত্তে জগদ্যোনি শান্ত বিষ্ণুকে স্তব কর; তিনি যদি প্রীত হয়েন, তবে তোমার সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হর্ষণ ধর্ম্মের এই বাক্য শুনিয়া গৌতমীতে গমন করিলেন। সেখানে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া হরিকে স্তব করায় হরি, কুলের সর্ব্বাভদ্রপ্রশমন-পূর্ব্বক কুলমঙ্গল-জনক "তোমার ভদ্র হইল" এই বর দিলেন। সেই হইতে বিষ্টি, ভদ্রা নামে এবং পিতা ও ভ্রাতারা ভদ্র নামে উক্ত হয়। সেই হইতে ঐ তীর্থ ভদ্রতীর্থ নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। উহা পুরুষদিগের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। তথায় সেই তীর্থ-সেবীদিগের সর্ব্ব-সিদ্ধিদায়ক মঙ্গলৈকনিধি দেবদেব জনার্দ্দন ভদ্রপতি হরি সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৪—৪৮।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

পতত্রিতীর্থমাখ্যাতং রোগঘ্নং পাপনাশনম্।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১
বভূবতুঃ কশ্যপস্য সুতাবরুণবীর্য্যবৌ।
সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ সম্ভবেতাং তদন্বয়ে ॥ ২
তার্ক্ষ্যপ্রজাপতেঃ পুত্রাবরুণো গরুড়স্তথা।
তদন্বয়ে চ সম্ভূতঃ সম্পাতিঃ পতগোত্তমঃ।
জটায়ুরিতি বিখ্যাতো হ্যপরঃ সোদরোঽনুজঃ ॥৩
অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়া যুক্তাবুন্মত্তৌ স্ববলেন তৌ।
সঙ্গম্য তু দিনকরং নমস্কর্ত্তুং বিহায়সি ॥ ৪
যাবৎ সূর্য্যস্য সামীপ্যং প্রাপ্তৌ তৌ বিহগোত্তমৌ।
দগ্ধপক্ষাবুভৌ শ্রান্তৌ পতিতৌ গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ৫

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পতত্রি তীর্থ নামে বিখ্যাত তীর্থ, রোগঘ্ন ও পাপনাশক। নর তাহার বিবরণ শ্রবণ মাত্রেই কৃত্যকৃত্য হয়। তার্ক্ষ্য প্রজতির কশ্যপের অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র হয়। সম্পাতি এবং জটায়ুরও ঐ বংশেই জন্ম হইয়াছিল। পক্ষিরাজ গরুড়ের পুত্ররূপে সম্পাতি ও জটায়ু নামে পতগোত্তমদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে সম্পাতি জ্যেষ্ঠ, ও বিখ্যাত জটায়ু কনিষ্ঠ। তাহারা নিজ নিজ বলে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে একদা আকাশ-পথে দিনকরকে নমস্কার করিতে প্রস্থান করে। সেই বিহগোত্তমদ্বয় যখন সূর্য্যের সামীপ্য প্রাপ্ত হইল, তখন উভয়ে দগ্ধপক্ষ ও পরিশ্রান্ত হইয়া একটা পর্ব্বতোপরি নিপতিত

বান্ধবৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা নিশ্চেষ্টৌ গতচেতসৌ।
তাবদ্দুঃখাভিভূতোঽসাবরুণঃ প্রাহ ভাস্করম্॥
তৌ দৃষ্ট্বা ত্বরুণঃ সূর্য্য প্রাহেদং পতিতৌ ভুবি
আশ্বাসয়ৈতৌ তিগ্মাংশো যাবন্নৈতৌ মরিষ্যতঃ

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা দিনকরো জীবয়ামাস তৌ খগৌ॥
গরুড়োঽপি তয়োঃ শ্রুত্বা অবস্থাং সহ বিষ্ণুনা।
আগত্যাশ্বাসয়ামাস সুখং চক্রে চ নারদ॥ ৯
সর্ব্ব এব তদা জগ্মুর্গঙ্গাং তাপাপনুত্তয়ে।
জটায়ুশ্চারুণশ্চৈব সম্পাতির্গরুড়স্তথা॥ ১০
সূর্য্যো বিষ্ণুস্তৎপ্রযযৌ তত্তীর্থং বহুপুণ্যদম্।
পতত্রিতীর্থমাখ্যাতং বিষঘ্নং সর্ব্বকামদম্॥ ১১
স্বয়ং সূর্য্যস্তথা বিষ্ণুঃ সুপর্ণেনারুণেন চ।
আসতে গৌতমীতীরে তথৈব বৃষধ্বজঃ।
ত্রয়াণামপি দেবানাং স্থিতেস্তত্তীর্থমুত্তমম্॥ ১২

হয়। অরুণ তখন সেই বান্ধবদ্বয়কে পতিত নিশ্চেষ্ট ও গতচেতন দর্শনে দুঃখাভিভূত হইয়া ভাস্করকে কহিলেন,—হে তিগ্মাংশু ভাস্কর! যাবৎ ইহারা জীবিত থাকে তাবৎ আপনি ইহাদিগকে আশ্বাসিত করুন। ১—৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—দিনকর 'তাহাই করিতেছি' বলিয়া সেই খগদ্বয়কে জীবিত করিলেন। হে নারদ! তখন গরুড়ও তাহাদিগের তাদৃশ অবস্থার কথা শুনিয়া বিষ্ণুসহ তথায় আসিয়া আশ্বাসদান-পূর্ব্বক তাহাদিগের সুখ সম্পাদন করিলেন। তখন জটায়ু, সম্পাতি, গরুড়, অরুণ, সূর্য্য, বিষ্ণু —সকলেই তাপাপনোদনার্থ গঙ্গায় গমন করিলেন। তাঁহাদের তত্রত্য স্নানস্থান বহু পুণ্যদ তীর্থরূপে পরিণত হইল। সেই পতত্রিতীর্থ নামে আখ্যাত তীর্থ বিষঘ্ন ও সর্ব্বকামদ। সেই গৌতমীতীরে সূর্য্য ও বিষ্ণু, অরুণ ও সুপর্ণের সহিত স্বয়ং বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং বৃষভধ্বজও আছেন। এই তিন দেবতার স্থিতি হেতু উহা উত্তম তীর্থ হইয়াছে।

তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা নমস্কুর্য্যাৎ সুরানিমান্।
আধিব্যাধিবিনির্মুক্তঃ স পরং সৌখ্যমাপ্নুয়াৎ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে পতত্রিতীর্থবর্ণনং ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৬॥

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

বিপ্রতীর্থমিতি খ্যাতং তথা নারায়ণং বিদুঃ।
তস্যাখ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু বিস্ময়কারকম্॥ ১
অন্তর্বেদ্যাং দ্বিজঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ
তস্য পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞা গুণরূপদয়ান্বিতাঃ॥ ২
তেষাং কনীয়ান্ যো ভ্রাতা শান্তো গুণগণৈর্বৃতঃ।
আসন্দিব ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বজ্ঞানো মহামতিঃ॥৩
বিবাহায় পিতা তস্য আসন্দিবায় যত্নবান্।
এতস্মিন্নন্তরে রাত্রৌ সুপ্তং তং দ্বিজপুত্রকম্॥

যে জন তথায় স্নানান্তে শুচি হইয়া ঐ সকল দেবতাকে নমস্কার করিবে, সে আধি ব্যাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম সৌখ্য প্রাপ্ত হইবে। ৮—১৩।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বিপ্রতীর্থ ও নারায়ণ তীর্থ নামে যে বিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহার বিস্ময়কারণ আখ্যান বলিতেছি; শুন। অন্তর্বেদীতে কোনও বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রূপ গুণ-দয়া-সম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ অনেকগুলি পুত্র ছিল। তাহাদিগের আসন্দিব নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্ত, গুণগণমণ্ডিত, সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন ও মহামতি ছিলেন। পিতা তাহার বিবাহার্থ চেষ্টা পাইতেছিলেন; ইত্যবসরে সেই দ্বিজপুত্র আসন্দিব এক দিন রাত্রি

অবিষ্ণুস্মরণং সৌম্যশিরস্কমসমাহিতম্।
আসন্দিবং ক্রূররূপা রাক্ষসী কামরূপিণী॥ ৫
তমাদায়াগমচ্ছীঘ্রং গৌতম্যা দক্ষিণে তটে।
শ্রীগিরেরুত্তরে পাদে * বহুব্রাহ্মণসেবিতম্॥ ৬
নগরং ধর্ম্মনিলয়ং লক্ষ্ম্যা নিলয়মেব চ।
তত্র রাজা বৃহৎকীর্ত্তিঃ সর্ব্বক্ষত্রগুণান্বিতঃ॥ ৭
তস্যামিতক্ষেমসুভিক্ষযুক্তং
নিশাবসানে দ্বিজপুত্রযুক্তা।
সা রাক্ষসী তৎ পুরমাসসাদ
মনোজ্ঞরূপাণি বিভর্ত্তি নিত্যম্॥ ৮
সা কামরূপেণ চরত্যশেষাং
মহীমিমাং তেন সমং দ্বিজেন।
গোদবরীদক্ষিণতীরভাগে
বৃদ্ধাকৃতিস্তং দ্বিজমাহ ভীমা॥ ৯
রাক্ষস্যুবাচ।
এষা তু গঙ্গা দ্বিজমুখ্য সন্ধ্যা
উপাস্যতাং বিপ্রবরৈঃ সমেত্য।
যথোচিতং বিপ্রবরাস্তু কালে
নোপাসতে যন্তু এব সন্ধ্যাম্॥ ১০
নীচাস্ত এবাভিহিতাঃ সুরেশৈ-
রন্ত্যাবসায়িপ্রবরাস্ত এতে।
অহং জনিত্রী তব চেতি বাচ্যং
নো চেদিদানীং ত্বমুপৈষি নাশম্॥ ১১
মদ্বাক্যকর্ত্তাসি যদি দ্বিজেন্দ্র
সুখং করিষ্যে তব যৎ প্রিয়ঞ্চ।
পুনশ্চ দেশং নিলয়ং গুরূংশ্চ
সম্প্রাপয়িষ্যে ননু সত্যমেতৎ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ।
স প্রাহ কা ত্বং দ্বিজপুঙ্গবোঽপি
সোবাচ তং রাক্ষসী কামরূপা।
বিশ্বাসয়ন্তী শপথৈরনেকৈ-
স্তং ভ্রান্তচিত্তং মুনিরাজপুত্রম্॥১৩
কঙ্কালিনী নাম জগৎপ্রসিদ্ধা
বিপ্রোঽপি তামাহ নিবেদিতং যৎ।
তদেব কর্ত্তাস্মি ন সংশয়োঽত্র
যত্তৎপ্রিয়ং বচ্মি করোমি চৈব॥ ১৪

স্মরণ না করিয়াই উত্তরশিরা হইয়া অসমাহিতভাবে নিদ্রিত হয়েন। ক্রূরতরা কামরূপিণী কোনও রাক্ষসী আসিয়া তাঁহাকে লইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল। গৌতমীর দক্ষিণ তটে, শ্রীপর্ব্বতের উত্তরদিগ্বর্ত্তী প্রত্যন্ত পর্ব্বতে ধর্ম্মের নিলয় ও লক্ষ্মীর আবাস-ভূমি, বহুব্রাহ্মণ-সেবিত এক নগর ছিল। সেখানে সর্ব্বক্ষত্রগুণান্বিত বৃহৎকীর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার অমিত-ক্ষেম সুভিক্ষযুক্ত সেই পুরে, রাক্ষসী নিশাবসানে দ্বিজপুত্রসহ যাইয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসী নিয়ত মনোজ্ঞরূপ ধারণপূর্ব্বক যথেচ্ছভাবে সেই দ্বিজপুত্র সহ এই অশেষ মহীমণ্ডলে বিচরণ করিত। একদা সেই ভীমা রাক্ষসী বৃদ্ধাকৃতি হইয়া সেই দ্বিজকে কহিল,—হে দ্বিজমুখ্য! এই গঙ্গা; তুমি বিপ্রগণসহ মিলিত হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা কর। বিপ্রবরেরা যথাকালেই সন্ধ্যা উপাসনা করেন। যাহারা না করে, তাহা-রাই অধম; সুরেশগণ তাহাদিগকেই অন্ত্যা-বসায়ী বলেন। আমি তোমার জননী; তুমি সকলের নিকট এই কথা বলিও, নচেৎ নাশ পাইবে। দ্বিজেন্দ্র! যদি আমার এই বাক্য প্রতিপালন কর, তাহা হইলে তোমার যাহা সুখ এবং প্রিয়, তাহাই করিব। তুমি পুনরায় নিজদেশ, গৃহ, গুরুজন—সমস্ত যাহাতে পাইতে পার তাহা করিব। ওহে! ইহা সত্য বলিতেছি। ১—১২। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই দ্বিজপুঙ্গব কহিলেন,—"তুমি কে?" সেই কামরূপা রাক্ষসী, অনেক শপথ করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া সেই ভ্রান্তচিত্ত মুনি-পুত্রকে কহিল,—আমি কঙ্কালিনী নামে জগতে প্রসিদ্ধা। তখন বিপ্রও কহিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব। তোমার যাহা প্রিয়, তাহাই বলিব এবং তাহাই করিব

* পাদে ইতি চ কচিৎ পাঠঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
তদ্বিপ্রবচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী কামরূপিণী।
বৃদ্ধা তথাপি চার্ব্বঙ্গী দিব্যালঙ্কারভূষণা ॥১৫
দ্বিজমাদায় সর্ব্বত্র মৎসুতোঽয়ং গুণাকরঃ।
এবং বদন্তী সর্ব্বত্র যাতি বক্তি করোতি চ ॥ ১৬
তং বিপ্রং রূপসৌভাগ্যবয়োবিদ্যাবিভূষিতম্।
তাঞ্চ বৃদ্ধাং গুণোপেতামস্য মাতেতি মেনিরে
তত্র দ্বিজবরঃ কশ্চিৎস্বাং কন্যাং ভূষণান্বিতাম্
রাক্ষসীং তাং পুরস্কৃত্য প্রাদাত্তস্মৈ দ্বিজাতয়ে
সা কন্যা তং পতিং প্রাপ্য কৃতার্থাস্মীত্যচিন্তয়ৎ
স দ্বিজোঽপি গুণৈর্যুক্তাং পত্নীং দৃষ্ট্বা সুদুঃখিতঃ
দ্বিজ উবাচ।
মামিয়ং ভক্ষয়েদেব রাক্ষসী পাপরূপিণী।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কস্মৈতৎ কথয়ামি বা
মহৎ সঙ্কটমাপন্নং রক্ষয়িষ্যতি কোঽত্র মাম্ ॥২০
ভার্য্যা মমেয়ং কল্যাণী গুণরূপবয়োযুতা।
এনামপ্যশুভাকস্মাত্তক্ষয়িষ্যতি রাক্ষসী ॥ ২১
ব্রহ্মোবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভার্য্যা সা গুণশালিনী।
বৃদ্ধাপ্যতিদুরাধর্ষা সা গতা কুত্রচিত্তদা ॥ ২২
প্রশ্রয়াবনতা ভূত্বা বালা চাপি পতিব্রতা।
ভর্ত্তারং দুঃখিতং জ্ঞাত্বা পতিং প্রাহ রহঃ শনৈঃ
ভার্য্যোবাচ।
কস্মাত্তে দুঃখমাপন্নং স্বামিংস্তন্মং বদস্ব মে ॥ ২৪
ব্রহ্মোবাচ।
শনৈঃ প্রোবাচ তাং ভার্য্যাং যথাবৎপূর্ব্ববিস্তরম্
কিমকথ্যং প্রিয়ে মিত্রে কুলীনায়াঞ্চ যোষিতি ॥
ভর্ত্তৃবাক্যং নিশম্যেদং প্রোবাচ বদতাং বরা ॥
ভার্য্যোবাচ।
অনাত্মনঃ সর্ব্বতোঽপি ভয়মস্তি গৃহেষ্বপি।
কুতো ভয়ং হ্যাত্মবতাং কিং পুনর্গৌতমীতটে ॥
বসতাং বিষ্ণুভক্তানাং বিরক্তানাং বিবেকিনাম্
অত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা স্তুহি দেবমনাময়ম্ ॥ ২৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—কামরূপিণী সেই রাক্ষসী বিপ্রের সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা অথচ চার্ব্বঙ্গী ও দিব্যালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সেই দ্বিজকে লইয়া "এইটি আমার পুত্র—গুণাকর" এইরূপ পরিচয় বলিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। সে সকল স্থানেই ঐরূপে যাইত, বলিত ও আচরণ করিত। লোকে সেই বিপ্রকে সৌভাগ্য বয়স ও বিদ্যা দ্বারা ভূষিত এবং সেই বৃদ্ধাকে গুণোপেতা দর্শনে, —'এই হার মাতা' এইরূপ মনে করিত। এই অবস্থায় কোনও দ্বিজবর স্বীয়া ভূষণান্বিতা একটী কন্যাকে সেই রাক্ষসীর পুরস্কারপূর্ব্বক সেই দ্বিজাতির করে সম্প্রদান করিলেন। সেই কন্যা সেই দ্বিজকে পতি পাইয়া "আমি কৃতার্থা হইলাম" এইরূপই মনে করিল। সেই দ্বিজও সেই গুণযুক্ত পত্নীকে দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, —কি করি? কোথায় যাই? কাহাকেই বা একথা বলি? এই পাপরূপিণী রাক্ষসী আমাকে নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিবে। আমার মহৎ সঙ্কট উপস্থিত! কে আমাকে রক্ষা করিবে! আমার এই কল্যাণী, ভার্য্যা—গুণ-রূপ-বয়সযুক্তা! অশুভা রাক্ষসী ইহাকেও অকস্মাৎ খাইয়া ফেলিবে!১৩—২১। ব্রহ্মা বলিলেন, —ইত্যবসরে সেই দুরাধর্ষা বৃদ্ধা কোথায়ও স্থানান্তরে গিয়াছিল। তখন সেই গুণশালিনী বালা পতিব্রতা বিপ্রপত্নী ভর্ত্তাকে দুঃখিত বুঝিয়া গোপনে শনৈঃ শনৈঃ সেই পতিকে কহিলেন,—স্বামিন্! কিজন্য তোমার দুঃখ হইয়াছে? আমাকে তাহা বল। ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজ তখন ধীরে ধীরে সেই ভার্য্যাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্তরভাবে বলিলেন। প্রিয়, মিত্র ও কুলীনা রমণীর নিকট অবক্তব্য কি আছে? সেই বক্তৃবরা দ্বিজপত্নী, ভর্ত্তার এই বাক্য শ্রবণে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—ধৈর্য্যহীন জনের সর্ব্বত্রই ভয়,—গৃহেও ভয় আছে! কিন্তু ধৈর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগের ভয় কিসের? বিশেষতঃ গৌতমীতটনিবাসী বিষ্ণুভক্ত বিরক্ত বিবেকীদিগের কথা কি? এখানে স্নানান্তে শুচি হইয়া অনাময় দেব বিষ্ণুকে

ব্রহ্মোবাচ ॥
এতদাকর্ণ্য গঙ্গায়াং স্নাত্বা বিগতকল্মষঃ ।
তুষ্টাব গৌতমীতীরে দ্বিজো নারায়ণং তদা ॥
দ্বিজ উবাচ ।
ত্বমন্তরাত্মা জগতোঽস্য নাথ
ত্বমেব কর্ত্তাস্য মুকুন্দ হর্ত্তা ।
ত্বং পালকঃ পালয়সে ন দীন-
মনাথবন্ধো নরসিংহ কস্মাৎ ॥ ৩০
শ্রুত্বৈতৎ প্রার্থনং তস্য জগচ্ছোকনিবারণঃ ।
নারায়ণোঽপি তাং পাপাং নিজঘান স রাক্ষসীম্‌
সুদর্শনেন চক্রেণ সহস্রারেণ ভাস্বতা ।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরানিষ্টান্‌ প্রাপয়চ্চ গুরুং প্রভুঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং বিপ্রং নারায়ণং বিদুঃ ।
স্নানদানেন পূজাদ্যৈর্যত্র সিধ্যতি বাঞ্ছিতম্‌ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বিপ্রনারায়ণতীর্থবর্ণনং সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৭

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।
ভানুতীর্থমিতি খ্যাতং ত্বাষ্ট্রং মাহেশ্বরং তথা ।
ঐন্দ্রং যাম্যং তথাগ্নেয়ং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌ ॥১
অভিষ্টুত ইতি খ্যাতো রাজাসীৎ প্রিয়দর্শনঃ ।
হয়মেধেন পুণ্যেন যষ্টুমারব্ধবান্‌ সুরান্‌ ॥ ২
তত্রর্ত্বিজঃ ষোড়শ স্যুর্ব্বসিষ্ঠাত্রিপুরোগমাঃ ।
ক্ষত্রিয়ে যজমানে তু যজ্ঞভূমিঃ কথং ভবেৎ ॥৩
ব্রাহ্মণে দীক্ষিতে রাজা ভুবং দাস্যতি যজ্ঞিয়াম্‌
ভূপতৌ দীক্ষিতে দাতা কো ভবেৎ কো নু
যাচতে ॥ ৪
যাচ্ঞেয়মখিলাশর্ম্মজননী পাপরূপিণী ।
কেনাপ্যতো ন কার্য্যৈব ক্ষত্রিয়েণ বিশেষতঃ ॥
এবং মীমাংসমানেষু ব্রাহ্মণেষু পরস্পরম্‌ ।
তত্র প্রাহ মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠো ধর্ম্মবিত্তমঃ ॥ ৬
বসিষ্ঠ উবাচ ।
রাজ্ঞিদীক্ষ্যমাণে তু সূর্য্যো যাচ্যো ভুবম্প্রতি

স্তব কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই দ্বিজ এই কথা শ্রবণে তখন গঙ্গায় স্নানপূর্ব্বক বিগতকল্মষ হইয়া সেই গৌতমীতীরে নারায়ণকে স্তব করিলেন। দ্বিজ বলিলেন,—নাথ! তুমিই এ জগতের অন্তরাত্মা; হে মুকুন্দ! তুমিই ইহার হর্ত্তা ও কর্ত্তা। আবার তুমিই ইহার পালক। হে অনাথবন্ধু, নরসিংহ! এই দীন জনকে কি কারণে পালন করিতেছ না? জগতের শোক নিবারণ প্রভু নারায়ণ, সেই দ্বিজনন্দনের এই প্রার্থনা শ্রবণে দ্যুতিমান্‌ সহস্রার সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই পাপ রাক্ষসীকে হনন করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে ইষ্ট বরনিকর দানপূর্ব্বক তদীয় পিতৃভবনে প্রেরণ করিলেন। সেই হইতে ঐ তীর্থস্থান বিপ্রতীর্থ ও নারায়ণতীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছে; যেখানে স্নান-দান-পূজনাদিতে বাঞ্ছিত সিদ্ধ হয়। সুধীগণ ইহা বিদিত আছেন।—৩০।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৭।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভানুতীর্থ, ত্বাষ্ট্র, মাহেশ্বর, ঐন্দ্র, যাম্য, অগ্নেয়,—এসকল বিখ্যাত তীর্থ সর্ব্বপাপ-বিনাশক। অভিষ্টুত নামে এক প্রিয়দর্শন রাজা ছিলেন। তিনি পুণ্য হয়মেধ যাগ দ্বারা সুরগণের যজনে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও অত্রি প্রমুখ ষোড়শজন ঋত্বিক্‌ ছিলেন। ক্ষত্রিয় যজমান হইলে যজ্ঞ-ভূমি কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হইলে রাজা যজ্ঞভূমি দান করিয়া থাকেন; কিন্তু ভূপতি দীক্ষিত হইলে তাহাকে কেই বা দাতা হইবে আর কেই বা যাচক হইবে? এই যাচ্ঞা অখিল অশর্ম্মজননী ও পাপরূপিণী; সুতরাং কাহারই—বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহা নিতান্ত অকার্য্য। সেই ব্রাহ্মণেরা সকলে পরস্পর এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মবিত্তম বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা দীক্ষিত হইলে ভূমির জন্য সূর্য্যকে "হে দেব

দেহি মে দেব সবিতর্যজনং দেবতোচিতম্।
দৈবং ক্ষত্রমসি ব্রহ্মন্ ভূতনাথ নমোঽস্তু তে ॥৮
যাচিতঃ সবিতা রাজ্ঞা দেবানাং যজনং শুভম্
দদাত্যেব ততো রাজন্ প্রার্থয়েশং দিবাকরম্
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বাভিষ্টুতোঽপি দেবদেবং দিবাকরম্
শ্রদ্ধয়া প্রার্থয়ামাস হরীশাজাত্মকং রবিম্ ॥ ১০
রাজোবাচ।
দেবানাং যজনং দেহি সবিতস্তে নমোঽস্তু তে
ব্রহ্মোবাচ।
ক্ষত্রং দৈবং যতঃ সূর্য্যো দত্ত্বা ভূর্ভূপতেস্ততঃ ॥
সবিতা দেবদেবেশো দদামীত্যভ্যভাষত।
এবং করোতি যো যজ্ঞং তস্য রিষ্টির্ন কাচন ॥১৩
তথা বাজিমখে সত্রে ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
প্রারব্ধেঽভিষ্টুতা রাজ্ঞা যত্রাগাদ্ভূপতিং রবিঃ।
দেবানাং যজনং দাতুং ভানুতীর্থং তদুচ্যতে ॥
তং দেবক্রতুমুৎকৃষ্টং হয়মেধং সুরৈর্বৃতম্।
দৈত্যাশ্চ দনুজাশ্চৈব তথান্যে যজ্ঞঘাতকাঃ ॥১৫
ব্রহ্মবেশধরাঃ সর্ব্বে গায়ন্তঃ সামগা ইব।
তেঽপি তত্র মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রাবিশন্ননিবারিতাঃ
চমসানি চ পাত্রাণি সোমং চষালমেব চ।
সোমপানং হবিস্ত্যাগমৃত্বিজো ভূপতিং তথা ॥১৭
নিন্দন্তি নিক্ষিপন্ত্যন্যে হসন্ত্যন্যে তথাসুরাঃ।
তেষাং চেষ্টাং ন জানন্তি বিশ্বরূপং বিনা মুনে ॥
বিশ্বরূপোঽপি পিতরং প্রাহ দৈত্যা ইমে ইতি।
তৎপুত্রবচনং শ্রুত্বা ত্বষ্টা প্রাহ সুরানিদম্ ॥১৯
ত্বষ্টোবাচ।
গৃহীত্বা বারিদর্ভাংশ্চ প্রোক্ষয়ধ্বং সমন্ততঃ ॥২০
যে নিন্দন্তি মখং পুণ্যং চমসং সোমমেব চ।
ময়া ত্বপহতাঃ সর্ব্ব ইত্যুক্ত্বা পরিষিঞ্চত ॥ ২১

সবিতঃ! আমাকে দেব-যজনোচিত-ভূমি দান করুন। ব্রহ্মন্! আপনি দৈব ও ক্ষত্র উভয়াত্মক; হে ভূতনাথ! আপনাকে নমস্কার করি।" এই বলিয়া যাচ্ঞা করা বিধেয়। সবিতা রাজা কর্ত্তৃক উক্তরূপে যাচিত হইলে শুভ-দেবযজন অবশ্যই দান করেন; সুতরাং হে রাজন্! আপনি ঈশ দিবাকর সন্নিধানে প্রার্থনা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বশিষ্ঠকর্ত্তৃক তাদৃশ উপদিষ্ট হইয়া রাজা "তাহাই করি" বলিয়া হরি-হরব্রহ্মাত্মক দেবদেব দিবাকর রবিকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রার্থনা করিলেন রাজা বলিলেন,—হে সবিতঃ! দেবযজন স্থান দান করুন। আপনাকে নমস্কার। ১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—সবিতা দেবদেবেশ তাহাতে তুষ্ট হইয়া "দিব" এই কথা বলিলেন। সেই সূর্য্য, দৈব ও ক্ষত্র উভয়াত্মক বলিয়া ভূপতিকে ভূমি দান করিলেন। যিনি এই ভাবে যজ্ঞ করেন, তদীয় যজ্ঞে কোনও রিষ্ট ঘটে না। সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা প্রারব্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া যেখানে রবি দেবযজন দানার্থ রাজার নিকটে আসিয়াছিলেন, তাহাই ভানুতীর্থ বলিয়া উক্ত হয়। দৈত্য, দানব ও অন্যান্য অনেকানেক যজ্ঞঘাতকেরা সকলে ব্রাহ্মণবেশে সামগায়কবৎ গান করিতে করিতে অনিবারিত হইয়া সুরগণসমন্বিত সেই উৎকৃষ্ট হয়মেধ ক্রতুস্থলে প্রবিষ্ট হইল। এবং তত্রত্য চমস, পাত্র, সোম, চষাল, সোমপান, আহুতিদান, ঋত্বিক্, ও ভূপতি, প্রভৃতি সকলকেই নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ উহা ফেলিয়া দিতে লাগিল, কেহ বা উপহাস করিতে লাগিল। হে মুনে! বিশ্বরূপ ব্যতীত অপর মধ্যে কেহই তাহাদিগের সেই চেষ্টা দেখিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে, তাহারা যজ্ঞবিঘ্নকারী। তখন বিশ্বরূপ নিজ পিতাকে কহিলেন যে—'ইহারা দৈত্য।' পুত্রের সেই কথা শুনিয়া ত্বষ্টা দেবগণকে বলিলেন,—তোমরা জলযুক্ত দর্ভ লইয়া সমন্ততঃ প্রোক্ষণ কর। যাহারা পুণ্য মখ, চমস ও সোমের নিন্দা করিতেছে, আমা কর্ত্তৃক তাহারা সকলে অপহত হউক। এই বলিয়া পরিষিঞ্চন কর। ১২—২১।

ব্রহ্মোবাচ।

তথা চক্রুঃ সুরগণাস্ত্বষ্টা চাপি তথাকরোৎ।
হতা ময়া মহাপাপা ইত্যুক্ত্বা বার্য্যবাক্ষিপৎ ॥ ২২
ভস্মীভূতাস্ততঃ সর্ব্বে কান্দিশীকাস্ততোঽভবন্
ততঃ ক্ষীণায়ুষো দৈত্যাঃ প্রাতিষ্ঠন্‌কুপিতাস্ততঃ
যত্রৈতৎ প্রাক্ষিপদ্বারি ত্বষ্টা লোকপ্রজাপতিঃ।
ত্বাষ্ট্রং তীর্থং তদাখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
ত্বষ্টুর্বাক্যাচ্চ্যুতান্ দৈত্যান্নিজঘান যমস্তদা।
কালদণ্ডেন চক্রেণ কালপাশেন মৃত্যুনা।
যত্র তে নিহতা দৈত্যাস্তত্তীর্থং যাম্যমুচ্যতে ॥ ২৬
যত্রাভবৎ ক্রতুঃ পূর্ণো হুতাগ্নৌ চ ঘৃতং বহু।
ধারাভিঃ শরমানাভিরখণ্ডাভির্মহাধ্বরে ॥ ২৭
যত্রাভবদ্ধব্যবাহস্তৃপ্তস্তস্য হ্যভিষ্টুতঃ।
অগ্নিতীর্থং তদাখ্যাতমশ্বমেধফলপ্রদম্ ॥ ২৮
ইন্দ্রো মরুদ্ভির্নৃপতিং প্রাহেদং বচনং শুভম্।

ত্বং সম্রাড্ ভবিতা রাজন্ ভয়োরপি লোকয়োঃ
সখা মম প্রিয়ো নিত্যং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥
স কৃতার্থো মর্ত্ত্যলোকে ইন্দ্রতীর্থে চ তর্পণম্।
কুর্য্যাৎ পিতৃণাং প্রীত্যর্থং যমতীর্থে বিশেষতঃ
মাহেশ্বরন্তু তত্তীর্থং পূজিতোঽভিষ্টুতঃ শিবঃ।
ভক্তিযুক্তেন বিপ্রৈশ্চ সর্ব্বকর্ম্মবিশারদৈঃ ॥ ৩১
বৈদিকৈর্লৌকিকৈশ্চৈব মন্ত্রৈঃ পূজ্যং মহেশ্বরম্
নৃত্যৈর্গীতৈস্তথা বাদ্যৈরমৃতৈঃ পঞ্চসম্ভবৈঃ ॥ ৩২
উপচারৈশ্চ বহুভির্দণ্ডপাতপ্রদক্ষিণৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ সুগন্ধিভিঃ
পূজয়ামাস দেবেশং বিষ্ণুং শম্ভুং ধিয়ৈকয়া।
ততঃ প্রসন্নো দেবেশৌ বরান্ দদতুরোজসা ॥
অভিষ্টুতে নরেন্দ্রায় ভুক্তিমুক্তী উভে অপি।
মাহাত্ম্যমস্য তীর্থস্য তথা দদতুরুত্তমম্ ॥ ৩৫
ততঃপ্রভৃতি তত্তীর্থং শৈবং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বকামপ্রদং বিদুঃ ॥ ৩৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণ তখন তাহাই করিলেন। ত্বষ্টাও "আমা কর্ত্তৃক মহাপাপেরা হত হইল" এই বলিয়া বারি প্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই সকল দৈত্যাদি যজ্ঞবিঘ্নকারীরা কে কোথায় পলাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কতক ভস্মীভূত হইল এবং কতক ক্ষীণায়ু হইয়া কুপিতচিত্তে পলায়ন করিল। লোকপ্রজাপতি ত্বষ্টা যেস্থলে সেই জল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বপাপ-প্রণাশন ত্বাষ্ট্র তীর্থ নামে আখ্যাত হয়। ত্বষ্টার বাক্যে পলায়মান সেই সকল দৈত্যাদিকে তখন যম স্বকীয় কালদণ্ড, চক্র, কালপাশ ও মৃত্যু দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। যেখানে উক্ত দৈত্যেরা নিহত হইয়াছিল, তাহা যাম্য তীর্থ নামে উক্ত হয়। সেই মহাধ্বরে অভিষ্টুত হব্যবাহ, শরপ্রমাণ অখণ্ড ঘৃতধারা দ্বারা হোম করায়, যেখানে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন,—যেখানে তদীয় মহাক্রতু পূর্ণ হইয়াছিল, সেই স্থান অগ্নিতীর্থ নামে আখ্যাত হয়। এই তীর্থ অশ্বমেধফলপ্রদ। ইন্দ্র, মরুদ্‌গণসহ সেই নৃপতিকে এই শুভ বাক্য বলিয়াছিলেন,—রাজন্! আপনি উভয়লোকে সম্রাট হইবেন। নিয়ত আমার প্রিয় সখা হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই। যে ইন্দ্রতীর্থে—বিশেষতঃ যমতীর্থে পিতৃগণের প্রীত্যর্থ তর্পণ করিবে, এই মর্ত্ত্যলোকে সেই ব্যক্তিই কৃতার্থ হইবে। ২২—৩০। সেই তীর্থের নাম মাহেশ্বর তীর্থ; সেখানে শিব পূজিত ও অভিষ্টুত হইয়াছিলেন। এবং সেই রাজা, শিব ও বিষ্ণুর অভেদজ্ঞানে ভক্তিযুক্তচিত্তে সর্ব্বকর্ম্মবিশারদ বিপ্রগণ দ্বারা বৈদিক ও লৌকিক মন্ত্র, গন্ধ, সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পঞ্চামৃত, দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রদক্ষিণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ও অন্যান্য বিবিধ উপচারে পূজার্হ দেবেশ মহেশ্বরের পূজা করাইয়াছিলেন, তাহাতে সেই দেবেশদ্বয় হৃষ্টচিত্তে স্তবকারী সেই নরেন্দ্রকে ভুক্তি মুক্তি, অন্যান্য নানাবিধ বর, এবং এই তীর্থের উত্তম মাহাত্ম্য প্রদান করেন। সেই হইতে এই তীর্থ শৈব ও বৈষ্ণব নামে উক্ত হইয়া থাকে। সেখানে স্নান দান সর্ব্বকামপ্রদ বলিয়া সুধীজনের

ইমানি সর্ব্বতীর্থানি স্মরেদপি পঠেত বা।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শিববিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥
ভানুতীর্থে বিশেষেণ স্নানং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদম্।
তত্র তীর্থে মহাপুণ্যং তীর্থানাং শতমত্র হি॥৩৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ভাবাদিশততীর্থবর্ণনমষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৮॥

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ভিল্লতীর্থমিতি খ্যাতং রোগঘ্নং পাপনাশনম্।
মহাদেবপদাম্ভোজযুগভক্তিপ্রদায়কম্॥ ১
তত্রাপ্যেবংবিধাং পুণ্যাং কথাং শৃণু মহামতে।
গঙ্গায়া দক্ষিণে তীরে শ্রীগিরেরুত্তরে তটে॥২
আদিকেশ ইতি খ্যাত ঋষিভিঃ পরিপূজিতঃ।
মহাদেবো লিঙ্গরূপী সদাস্তে সর্ব্বকামদঃ॥ ৩
সিন্ধুদ্বীপ ইতি খ্যাতো মুনিঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
তস্য ভ্রাতা বেদ ইতি স চাপি পরমো ঋষিঃ॥৪
তমাদিকেশং বৈ দেবং ত্রিপুরারিং ত্রিলোচনম্।
নিত্যং পূজয়তে ভক্ত্যা প্রাপ্তে মধ্যং দিবোস্করে,
ভিক্ষাটনায় বেদোঽপি যাতি গ্রামং বিচক্ষণঃ॥
যাতে তস্মিন্ দ্বিজবরে ব্যাধঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥৭
তস্মিন্ গিরিবরে পুণ্যে মৃগয়াং যাতি নিত্যশঃ
অটিত্বা বিবিধান দেশান্ মৃগানহত্বা যথাসুখম্॥
স্বস্য মাংসং ধনুষ্কোট্যাং শ্রান্তো ব্যাধঃ শিবং প্রভুম্॥৮
আদিকেশং সমাগত্য স্বস্য মাংসং ততো বহিঃ
গঙ্গাং গত্বা মুখে বারি গৃহীত্বাগত্য তং শিবম্
যস্য কস্যাপি পত্রাণি করেণাদায় ভক্তিতঃ।
অপরেণ চ মাংসানি নৈবেদ্যার্থঞ্চ তন্মনাঃ॥১০
আদিকেশং সমাগত্য বেদেনাচ্চিতমোজসা।
পাদেনাহত্য তাং পূজাং মুখানীতেন বারিণা॥
স্নাপয়িত্বা শিবং দেবমর্চ্চয়িত্বান্তু পত্রকৈঃ।

বিদিত আছে। এই সকল তীর্থের বিবরণ যে জন পঠন বা স্মরণ করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে যাইতে পারিবে। বিশেষতঃ ভানুতীর্থে স্নান—সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। এই তীর্থ স্থানে মহাপুণ্য একশত তীর্থ আছে।৩১—৩৮।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৮॥

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভিল্লতীর্থ নামে বিখ্যাত তীর্থ—রোগঘ্ন, পাপনাশক, ও মহাদেবপদাম্ভোজযুগলে ভক্তিপ্রদায়ক। হে মহামতে! এই তীর্থ সম্বন্ধে এবম্বিধ কথা শ্রবণ কর। গঙ্গার দক্ষিণতীরে, শ্রীগিরির, উত্তর ধারে, ঋষিগণপরিপূজিত, সর্ব্বকামদ, আদিকেশ নামে খ্যাত লিঙ্গরূপী মহাদেব সদা বিরাজিত আছেন। বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক সিন্ধুদ্বীপ মুনির ভ্রাতার নাম—বেদ। সেই পরম বিচক্ষণ ঋষি বেদ নিত্যই ভক্তিসহকারে সেই ত্রিপুরারি ত্রিলোচন আদিকেশ দেবের পূজা করিয়া মধ্যাহ্নকালে ভিক্ষাটনজন্য গ্রামে গমন করিতেন। সেই দ্বিজবর প্রস্থান করিলে পর এক পরম ধার্ম্মিক ব্যাধ প্রতিদিন সেই পুণ্য গিরিবরে মৃগয়ার্থ বিবিধ স্থান ভ্রমণান্তে যথাসুখে বিবিধ মৃগ হননপূর্ব্বক সেই মৃগমাংস ধনুষ্কোটিতে ঝুলাইয়া লইয়া শ্রান্ত হইয়া সেই প্রভু শিব আদিকেশের নিকটে আসিত। সে বহির্ভাগে মাংসস্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গায় যাইয়া মুখমধ্যে জল লইত এবং যে কোন বৃক্ষের কয় একটী পাতা ক হাতে ও অপর হাতে নৈবেদ্যার্থ মাংস লইয়া তদ্গতচিত্তে ভক্তি সহকারে সেই আদিকেশসমীপে আগমন করিত।পরে পদদ্বারা সবেগে বেদকৃত পূজোপকরণ অপসারণপূর্ব্বক মুখানীত বারি দ্বারা

---

* মুখে গৃহীত্বা পানীয়মভিষেকায় শূলিনঃ ইদমর্দ্ধমধিকং পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

কল্পয়িত্ব তু তন্মাংসং শিবো মে প্রীয়তামিতি ॥
নৈব কিঞ্চিৎ স জানাতি শিবভক্তিং বিনা শুভাম্ ।
ততো যাতি স্বকং স্থানং মাংসেন তু যথাগতম্
কয়োত্যেতাদৃগাগত্যাগত্য প্রত্যহমেব সঃ ।
তথাপীশস্তুতোষাস্য বিচিত্রা হীশ্বরস্থিতিঃ ॥১৪
যাবন্নায়াত্যসৌ ভিল্লঃ শিবস্তাবন্ন সৌখ্যভাক্ ।
ভক্তানুকম্পিতাং শম্ভোর্মানাতীতাস্তবেত্তি কঃ
সম্পূজয়ত্যাদিকেশমুময়া প্রত্যহং শিবম্ ।
এবং বহুতিথে কালে যাতে বেদশ্চুকোপ হ ॥
পূজাং মন্ত্রবতীং চিত্রাং শিবভক্তিসমন্বিতাম্ ।
কো নু বিধ্বংসতে পাপো মত্তঃ স বধমাপ্নুয়াৎ
গুরুদেবদ্বিজস্বামিদ্রোহী বধ্যো মুনেরপি ॥ ১৮
সর্ব্বস্যাপি বধার্হোঽসৌ শিবস্য দ্রোহকৃন্নরঃ ।
এবং নিশ্চিত্য মেধাবী বেদঃসিন্ধোস্তথানুজঃ ॥
কষ্টেয়ং পাপচেষ্টা স্যাৎ পাপিষ্ঠস্য দুরাত্মনঃ ।
পুষ্পৈর্বহুভবৈর্দিব্যৈঃ কন্দৈর্মূলফলৈঃ শুভৈঃ ॥
কৃতাং পূজাং স বিধ্বস্যহ্যন্যাংপূজাং করোতি যঃ
মাংসেন তরুপত্রৈশ্চ স চ বধ্যো ভবেন্মম ॥২১
এবং সঞ্চিন্ত্য মেধাবী গোপয়িত্বা তনুং তদা ।
তং পশ্যেয়মহং পাপং পূজাকর্ত্তারমীশ্বরে ॥ ২২
এতস্মিন্নন্তরে প্রায়াদ্ব্যাধো দেবং যথা পুরা ।
নিত্যবৎপূজয়ন্তং তমাদিকেশস্তদাব্রবীৎ ॥ ২৩

আদিকেশ উবাচ ।

ভো ভো ব্যাধ মহাবুদ্ধে শ্রান্তোঽসীতি পুনঃপুনঃ ।
চিরায় কথমায়াতস্ত্বাং বিনা তাত দুঃখিতঃ ।
ন বিন্দামি সুখং কিঞ্চিৎ সমাশ্বসিহি পুত্রক ॥২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

তমেবংবাদিনং দেবং বেদঃ শ্রুত্বা বিলোক্য তু
চুকোপ বিস্ময়াবিষ্টো ন চ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ২৫
ব্যাধশ্চ নিত্যবৎপূজাং কৃত্বা স্বভবনং যযৌ ।

শিবকে স্নান করাইয়া পত্র কয়টী দ্বারা অর্চ্চনা করিত, এবং "শিব আমার প্রতি প্রীত হউন," মনে মনে এই কামনা সহকারে সেই মাংস সমর্পণ করিত। সে প্রতিদিন উমাসহ আদিকেশ শিবকে এই ভাবেই পূজা করিত। শুভা শিবভক্তি ব্যতীত সে আর কিছুই জানিত না। অনন্তর সেই মাংস লইয়া যে ভাবে আসিত তেমনি স্বস্থানে প্রতিগমন করিত। ১—১৩। সে প্রত্যহই আসিয়া এই ভাবে পূজা করিত, তথাপি ঈশ তৎপ্রতি তুষ্ট হইলেন। ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ বিচিত্র। বস্তুতঃ সেই ভিল্ল যাবৎ পূজা না করিত, শিবও তাবৎ সৌখ্য বোধ করিতেন না। শম্ভুর অপরিমিত ভক্তানুকম্পিতা কে জানে? এইভাবে বহুকাল বিগত হইলে একদা বেদ, ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—কোন্ পাপ মৎকৃত মন্ত্রবতী বিচিত্রা ভক্তি-সমন্বিতা পূজা বিধ্বংস করে? সে আমার বধযোগ্য! গুরু বেদ-দ্বিজ-স্বামিদ্রোহী ব্যক্তি মুনিরও বধার্হ। যে নর শিবদ্রোহকারী, সে সকলেরই বধ্য। সিন্ধুমুনির অনুজ মেধাবী বেদ এইরূপ ভাবিয়া "ইহা কোন দুরাত্মা পাপিষ্ঠের কার্য্য! যে, বহু দিব্য পুষ্প শুভ কন্দ, মূল ও ফল দ্বারা মৎকৃত পূজা বিধ্বস্ত করিয়া মাংস ও তরুপত্র দ্বারা অন্যরূপ পূজা করে; সে আমার বধ্য হইবে।" বুদ্ধিমান্ সেই বেদ এইরূপ স্থির করিয়া "ঈশ্বরের পূজাকর্ত্তা সেই পাপকে আমি দেখিব।" এই অভিপ্রায়ে লুকায়িত হইয়া রহিলেন। ১৪—২২। ইত্যবসরে সেই ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অন্যান্য দিনবৎ পূজা করিতে থাকিলে তখন আদিকেশ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে কহিলেন,—"ওহে মহাবুদ্ধি, ব্যাধ! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ?" এই কথা পুনঃপুনঃ বলিয়া আবার বলিলেন;—তাত! তুমি বিলম্ব করিয়া আসিলে কেন? তুমি না আসাতে আমি দুঃখিত রহিয়াছি; কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ লাভ করিতেছি না। পুত্রক! তুমি আশ্বস্ত হও। ব্রহ্মা বলিলেন,—বেদ ইহা শুনিয়া এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে এবম্বাদী শিবের প্রতি কুপিত হইলেন; কিন্তু কিছুই কহিলেন না।

বেদশ্চ কুপিতো ভূত্বা আগত্যেশমুবাচ হ ॥২৬
বেদ উবাচ।
অয়ং ব্যাধঃ পাপরতঃ ক্রিয়াজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ।
প্রাণিহিংসারতঃ ক্রূরো নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ২৭
হীনজাতিরকিঞ্চিজ্জ্ঞো গুরুক্রমবিবর্জ্জিতঃ।
সদানুচিতকারী চানির্জ্জিতাখিলগোগণঃ।
অস্মাত্মানং দর্শিতবান্ন মাং কিঞ্চন বক্ষ্যসি ॥
পূজাং মন্ত্রবিধানেন করোমীশ যতব্রতঃ।
ত্বদেকশরণো নিত্যং ভার্য্যাপুত্রবিবর্জ্জিতঃ ॥
ব্যাধো মাংসেন দুষ্টেন পূজাং তব করোত্যসৌ
তস্য প্রসন্নো ভগবান্ন মমেতি মহাদ্ভুতম্ ॥ ৩০
শাস্তিমস্য করিষ্যামি ভিন্নস্য হ্যপকারিণঃ।
মৃদোঃ কোঽপি ভবেৎ প্রীতঃ কোঽপি তদ্বদ্দুরাত্মনঃ ॥ ৩১
তস্মাদহং মূর্দ্ধ্নি শিলাং পাতয়েয়মসংশয়ম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মোবাচ।
ইত্যুক্তবতি বৈ বেদে বিহস্যেশোঽব্রবীদিদম্

আদিকেশ উবাচ।
শ্বঃ প্রতীক্ষস্ব পশ্চাম্মে শিলাং পাতয় মূর্দ্ধনি ॥
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্তা স বেদোঽপি শিলাং সন্ত্যজ্য বাহুনা।
উপসংহৃত্য তং কোপং শ্বঃ করোমীত্যুবাচ হ ॥
ততঃ প্রাতঃ সমাগত্য কৃত্বা স্নানাদ কর্ম্ম চ।
বেদোঽপি নিত্যবৎপূজাং কুর্ব্বন্পশ্যতি মস্তকে
লিঙ্গস্য সব্রণাং ভীমাং ধারাঞ্চ রুধিরপ্লুতাম্ ॥
বেদঃ স বিস্মিতো ভূত্বা কিমিদং লিঙ্গমূর্দ্ধনি।
মহোৎপাতো ভবেৎ কস্য সূচয়েদিত্যচিন্তয়ৎ ॥
মৃত্তশ্চ গোময়েনাপি কুশৈস্তং গাঙ্গবারিভিঃ ॥
প্রক্ষালয়িত্বা তাং পূজাং কৃতবানিত্যবত্তদা ॥
এতস্মিন্নন্তরে প্রায়াদ্ব্যাধো বিগতকল্মষঃ ॥ ৩৯
মূর্দ্ধানং ব্রণসংযুক্তং স রক্তং লিঙ্গমস্তকে।
শঙ্করস্যাদিকেশস্য দদৃশেঽন্তর্গতং তদা ॥ ৪০
দৃষ্ট্বৈব কিমিদং চিত্রামত্যুক্তা নিশিতৈঃ শরৈঃ।

ব্যাধ পূজা করিয়া স্বভবনে গমন করিল। তখন কুপিত বেদ আসিয়া ঈশকে কহিলেন,—এই ব্যাধ—পাপরত,ক্রিয়া-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত, প্রাণিহিংসা-পরায়ণ, হীনজাতি, ক্রূর,সর্ব্বভূতে নির্দ্দয়,সর্ব্বজ্ঞানশূন্য,গুরুক্রমহীন,সদা অনুচিত-কারী, নিতান্ত অজিতেন্দ্রিয়; তাহাকে তুমি নিজ মূর্ত্তিও দেখাইলে, আর আমাকে একটী কথাও বল না! হে ঈশ! ভার্য্যাপুত্রহীন আমি নিত্য ত্বদেকশরণ, ও যতব্রত হইয়া মন্ত্রবিধানে তোমার পূজা করি! আর সেই ব্যাধ দুষ্ট মাংস দ্বারা তোমার পূজা করে! ভগবন। তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলে, কিন্তু আমার প্রতি নহে! ইহা বড়ই অদ্ভুত! যাহ হউক ভিন্নের প্রতি অনুগ্রহকারী তোমার আমি উচিত শাস্তি বিধান করিব। কেহ মৃদুজনের প্রতি প্রীত হয়, আবার কেহ বা দুরাত্মার প্রতি প্রীত হইয়া থাকে। অতএব তোমার মস্তকে আমি নিশ্চয়ই শিলা পাতন করিব।২৩—৩২। ব্রহ্মা বলি-লেন,—বেদ এই কথা বলিলে ঈশ হাস্যসহ-কারে বলিলেন,—"কল্য অপেক্ষা কর, তার পর আমার মস্তকে শিলা পাতন করিতে হয় করিও।" ব্রহ্মা বলিলেন,—বেদও"আচ্ছা"বলিয়া বাহুগৃহীত শিলা ত্যাগ-পূর্ব্বক কোপের উপসংহার করিয়া "কল্য করিব" এই কথা কহিলেন। অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে বেদ যথাপূর্ব্ব স্নানাদি করিয়া আসিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, দেখি-লেন—লিঙ্গের মস্তকে একটী সব্রণ ভীমা রুধির প্লুতা ধারা রহিয়াছে। তিনি তাহাতে বিস্মিত হইয়া "লিঙ্গমস্তকে ইহা কি? হয় ত কাহারও মহোৎপাত ঘটিবে; ইহা তাহারই সূচনা করিতেছে।" এই চিন্তা করিলেন। পরে তখন মৃত্তিকা, গোময়, কুশ ও গঙ্গাবারি দ্বারা উহা প্রক্ষালিত করিয়া নিত্যবৎ পূজা সমাধান করিলেন।৩৩—৩৮। ইত্যবসরে সেই বিগতকল্মষ ব্যাধও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তখন দেখিল—আদিকেশ শঙ্করের মস্তকটী ব্রণসংযুক্ত,—লিঙ্গমস্তকের অভ্যন্তরে রক্ত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই

আত্মানং ভেদয়ামাস শতধা চ সহস্রধা।
স্বামিনো বৈকৃতং দৃষ্ট্বা কঃ ক্ষমেতোত্তমাশয়ঃ॥
মুহুর্নিনিন্দ চাত্মানং ময়ি জীবত্যভূদিদম্।
কষ্টমাপতিতং কীদৃগহো দুর্বিধিবৈশসাৎ॥৪২
তৎকর্ম্ম তস্য সংবীক্ষ্য মহাদেবোঽতিবিস্মিতঃ
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ বেদং বেদবিদাংবরম্
আদিকেশ উবাচ।
পশ্য ব্যাধং মহাবুদ্ধে ভক্তং ভাবেন সংযুতম্।
ত্বন্তু মৃদ্ভিঃ কুশৈর্ব্বার্ভির্মূর্দ্ধানং স্পৃষ্টবানাস।
অনেন সহসা ব্রহ্মন্নমাত্মাপি নিবেদিতঃ॥৪৪
ভক্তিঃ প্রেমাথবা শক্তির্বিচারো হ্যত্র বিদ্যতে
তস্মাদস্মৈ বরান্ দাস্যে পশ্চাত্তুভ্যং দ্বিজোত্তম
ব্রহ্মোবাচ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস ব্যাধং দেবো মহেশ্বরঃ।
ব্যাধঃ প্রোবাচ দেবেশং নির্ম্মাল্যং তব যদ্ভবেৎ
তদস্মাকং ভবেন্নাথ মন্নাম্না তীর্থমুচ্যতাম্
সর্ব্বক্রতুফলং তীর্থং স্মরণাদেব জায়তাম্॥৪৭
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুবাচ দেবেশস্ততস্তত্তীর্থমুত্তমম্।
ভিল্লতীর্থং সমস্তাঘসঙ্ঘবিচ্ছেদকারণম্॥৪৮
শ্রীমহাদেবচরণমহাভক্তিবিধায়কম্।
অভবৎ স্নানদানাদ্যৈর্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
বেদস্যাপি বরান্ প্রাদাচ্ছিবো নানাবিধান্ বহূন্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ভিল্লতীর্থমহিমবর্ণনং নামৈকোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৫৪॥

সে "এ কি আশ্চর্য্য!" এই বলিয়া নিশিত শর দ্বারা আপনাকে শতধা সহস্রধা বিদ্ধ করিতে লাগিল। স্বামীর অনিষ্ট দর্শনে কোন্ উত্তমাশয় ব্যক্তিই বা সহ্য করিতে পারে? "আমি জীবিত থাকিতে ইহা হইল! অহো! দুরন্ত বিধির নৃশংসতায় ঈদৃশ ক্লেশকর ব্যাপার ঘটিল।" এই বলিয়া সে বারম্বার আপনার নিন্দা করিতে লাগিল। পরে তাহার সেই কর্ম্ম দর্শনে ভগবান্ মহাদেব অতি বিস্মিত হইয়া, সেই বেদবিদ্বর বেদকে বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধি, বেদ! ভাব সংযুক্ত এই ভক্তকে দেখ! তুমি মৃত্তিকা-জলাদি দ্বারা আমার মস্তক প্রক্ষালন করিয়াছ মাত্র; কিন্তু ব্রহ্মন্! এ ব্যক্তি সহসা (দুঃখবশে) আত্মাকেও নিবেদন করিয়াছে। এ বিষয়ে ভক্তি, প্রেম অথবা শক্তিরই তারতম্য বিচার হইয়া থাকে। সেই জন্যই হে দ্বিজোত্তম! অগ্রে ইহাকে বর সকল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তোমাকেও বর দিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—পরে দেব মহেশ্বর ব্যাধকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ব্যাধ দেবেশকে কহিল,—নাথ! আপনার যাহা নির্ম্মাল্য হইবে, তাহা যেন আমাদিগের প্রাপ্য হয়। আর এই স্থানটী আমার নামে উত্তম তীর্থ হউক; ঐ তীর্থ যেন স্মরণমাত্রেই সর্ব্ব ক্রতু-ফলপ্রদ হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবেশ আদিকেশ তখন "তাহাই হউক" বলিলেন। সেই হইতে সমস্তাঘ-সঙ্ঘের বিচ্ছেদনকারণ ঐ তীর্থ 'ভীল্লতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উহা শ্রীমহাদেবচরণে মহাভক্তিবিধায়ক এবং স্নান-দানাদিফলে ভুক্তিমুক্তি-দায়ক। তার পর শিব সেই বেদকেও নানাবিধ বহু বর প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৯—৪৯।

উনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬৯।

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
চক্ষুস্তীর্থমিতি খ্যাতং রূপসৌভাগ্যদায়কম্।
যত্র যোগেশ্বরো দেবো গৌতম্যা দক্ষিণে তটে

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতমীর দক্ষিণ তটে যেখানে যোগেশ্বর দেব বিরাজমান রহিয়াছেন; উহা রূপ-সৌভাগ্যদায়ক,

পুরং ভৌবনমাখ্যাতং গিরিমূর্দ্ধ্যভিধীয়তে।
যত্রাসৌ ভৌবনো রাজা ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ২
তস্মিন্‌পুরবরে কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো বৃদ্ধকৌশিকঃ।
তৎপুত্রো গৌতম ইতি খ্যাতো বেদবিদুত্তমঃ॥
তস্য মাতুর্মনোদোষাদ্বিপরীতোঽভবদ্‌দ্বিজঃ।
সখা তস্য বণিক্‌কশ্চিন্মণিকুণ্ডল উচ্যতে॥ ৪
তেন সখ্যং দ্বিজস্যাসীদ্বিষমং দ্বিজবৈশ্যয়োঃ।
শ্রীমদ্দরিদ্রয়োর্নিত্যং পরস্পরহিতৈষিণোঃ॥ ৫
কদাচিদ্গৌতমো বৈশ্যং বিত্তেশং মণিকুণ্ডলম্।
প্রাহেদং বচনং প্রীত্যা রহঃ স্থিত্বা পুনঃপুনঃ॥

গৌতম উবাচ।

গচ্ছামো ধনমাদাতুং পর্ব্বতানুদধীনপি।
যৌবনং তদ্‌বৃথা জ্ঞেয়ং বিনা সৌখ্যং কুতঃ কুলম্ *।
ধনং বিনা তৎকথং স্যাদহো ধিঙ্‌নির্দ্ধনং নরম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

কুণ্ডলো দ্বিজমাহেদং মৎপিত্রোপার্জ্জিতং ধনম্
বহ্বস্তি কিং ধনেনাদ্য করিষ্যে দ্বিজসত্তম।
দ্বিজঃ পুনরুবাচেদং মণিকুণ্ডলমোজসা॥ ৮

গৌতম উবাচ।

ধর্ম্মার্থজ্ঞানকামানাং কো নু তৃপ্তঃ প্রশস্যতে।
উৎকর্ষপ্রাপ্তিরেবৈষাং সখে শ্লাঘ্যা শরীরিণাম্
স্বেনৈব ব্যবসায়েন ধন্যা জীবন্তি জন্তবঃ।
পরদত্তার্থসন্তুষ্টাঃ কষ্টজীবিন এব তে॥ ১০
স পুত্রঃ শস্যতে লোকে পিতৃভিশ্চাভিনন্দ্যতে
যঃ পৈত্র্যমর্থিলিপ্সেত ন বাচাপি তু কুণ্ডল॥ ১১
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য যোঽর্থানর্জ্জয়তে সুতঃ।
স কৃতার্থো ভবেল্লোকে পৈত্র্যং বিত্তং ন তু স্পৃশেৎ॥ ১২
স্বয়মার্জ্জ্য সুতো বিত্তং পিত্রে দাস্যতি বন্ধবে।
তস্য পুত্রং বিজানীয়াদিতরো যোনিকীটকঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণস্যাভিলাষিণঃ।

চক্ষুস্তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। তত্রত্য পর্ব্বতোপরি ভৌবন নামে যে বিখ্যাত পুর আছে; তাহাতে ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ ভৌবন নামে রাজা আছেন। সেই পুরবরে বৃদ্ধকৌশিক নামে কোনও ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র উত্তম বেদবিৎ, গৌতম নামে আখ্যাত। তদীয় মাতার মনোদোষে সেই দ্বিজ বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেন। তাঁহার মণিকুণ্ডল নামক জনৈক বণিক্ সখা ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের—দরিদ্র ও শ্রীমানের পরস্পর সখ্য বিষম হইলেও সেই বণিকের সহিত দ্বিজ গৌতমের সখ্য হইয়াছিল। একদা গৌতম একান্তে থাকিয়া প্রীতিবশতঃ বিত্তেশ বৈশ্য মণিকুণ্ডলকে এই কথা কহিলেন,—"চল, আমরা ধন উপার্জ্জনার্থ পর্ব্বত ও সমুদ্রাদিতে যাই। যাহাতে সৌখ্য উপভোগ না হয়, সে যৌবনই বৃথা। কুলের কথা আর কি বলিব? কিন্তু ধন ব্যতীত তাহা লাভ হইবে কেমনে? আহা! নির্ধন মানবকে ধিক্!" ব্রহ্মা বলিলেন,—মণিকুণ্ডল সেই দ্বিজকে কহিল—"আমার পিতার উপার্জ্জিত বহু ধন আছে। হে দ্বিজসত্তম! এক্ষণে আর ধন দিয়া কি করিব?" দ্বিজ গৌতম পুনরায় দৃঢ়তা সহকারে মণিকুণ্ডলকে কহিলেন;—ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান, কাম—এ সকলে তৃপ্ত কোন্ ব্যক্তি প্রশংসিত হয়? সখে! এসকলের উৎকর্ষপ্রাপ্তিই শরীরিগণের শ্লাঘ্য। ধন্য জীবগণ স্বীয় বৃত্তির দ্বারাই জীবিত থাকেন। যাহারা পরদত্ত অর্থে সন্তুষ্ট, তাহারাই কষ্টজীবী। কুণ্ডল! লোকে সেই পুত্রই প্রশংসিত ও পিতৃগণের অভিনন্দিত হয়, যে পৈত্র ধনে বাক্য দ্বারাও অভিলাষ প্রকাশ করে না। যে সুত স্ববাহুবল আশ্রয়পূর্ব্বক অর্থ অর্জ্জন করে, লোকে সে-ই কৃতার্থ হয়। পিতৃপিতামহাগত বিত্ত স্পর্শও করিতে নাই। যে সুত নিজে বিত্তার্জ্জন করিয়া পিতা ও বন্ধুদিগকে দান করে, তাহাকেই পুত্র বলিয়া জানিবে; ইতর পুত্র যোনি-কীট মাত্র।

* সৌখ্যাদ্বনুল্যতঃ ইতি চ পাঠঃ।

তথেতি মত্বা তদ্বাক্যং রত্নান্তাদায় সত্বরঃ ।
আত্মকীয়ানি বিত্তানি গৌতমায় ন্যবেদয়ৎ ॥
ধনেনৈতেন দেশাংশ্চ পরিভ্রম্য যথাসুখম্‌ ।
ধনান্যাদায় বিত্তানি পুনরেষ্যামহে গৃহম্‌ ॥ ১৫
সত্যমেব বণিগ্বক্তি স তু বিপ্রঃ প্রতারকঃ ।
পাপাত্মা পাপচিত্তঞ্চ ন বুবোধ বণিগ্ দ্বিজম্‌ ॥
তৌ পরস্পরমামন্ত্র্য মাতা পিত্রোরজানতোঃ ।
দেশাদ্দেশান্তরং যাতৌ ধনার্থং তৌ বণিগ্‌দ্বিজৌ
বণিগ্‌হস্তস্থিতং বিত্তং ব্রাহ্মণো হর্ত্তুমিচ্ছতি ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন তদ্ধনং হি সমাহরে ।
অহো পৃথিব্যাং রত্নানি রম্যাণি চ সহস্রশঃ ।
নগরাণি চ রম্যাণি গুণযুক্তানি সর্ব্বশঃ । ১৯
ইষ্টপ্রদাত্র্যঃ কামস্য দেবতা ইব যোষিতঃ ।
মনোহরাস্তত্র তত্র সন্তি কিং ক্রিয়তে ময়া ॥ ২০
ধনমাহৃত্য যত্নেন যোষিদ্ভ্যো যদি দীয়তে ।
ভুঞ্জ্যন্তে তাস্ততো নিত্যং সফলং জীবিতং হি তৎ ।
নৃত্যগীতরতো নিত্যং পণ্যস্ত্রীভিরলঙ্কৃতঃ ।
ভোক্ষ্যে কথং নু তদ্বিত্তং বৈশ্যান্মদ্ধস্তমাগতম্‌
ব্রহ্মোবাচ ।
এবং চিন্তয়মানোঽসৌ গৌতমঃ প্রহসন্নিব ।
মণিকুণ্ডলমাহেদমধর্ম্মাদেব জন্তবঃ ।
বৃদ্ধিং সুখমভীষ্টানি প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
ধর্ম্মিষ্ঠাঃ প্রাণিনো লোকে দৃশ্যন্তে দুঃখভাগিনঃ
তস্মাদ্ধর্ম্মেণ কিং তেন দুঃখৈকফলহেতুনা ॥ ২৫
ব্রহ্মোবাচ ।
নেত্যুবাচ ততো বৈশ্যঃ সুখং ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতম্‌
পাপে দুঃখং ভয়ং শোকো দারিদ্র্যং ক্লেশ এব ।
যতো ধর্ম্মস্ততো মুক্তিঃ স্বধর্ম্মঃ কিং বিনশ্যতি ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
এবং বিবদতোস্তত্র সম্পরায়স্তয়োরভূৎ ।
যস্য পক্ষো ভবেজ্জ্যায়ান্ স পরার্থমবাপ্নুয়াৎ ॥

১—১৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—মণিকুণ্ডল সেই ধনাভিলাষী ব্রাহ্মণের উক্তরূপ বাক্য-শ্রবণে, তাহার বাক্যই সত্য মনে করিয়া ত্বরা সহকারে স্বকীয় ধন রত্ন সম্পত্তি আনিয়া "এই ধন দ্বারা নানাদেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক ধন সম্পত্তি উপার্জ্জনান্তে পুনরায় আবার আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া তৎসমস্ত গৌতমকে প্রদান করিল। বণিক্ সত্য সত্যই বলিতে ছিল; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ পাপাত্মা ও প্রতারক। বণিক্ সেই পাপচিত্ত দ্বিজকে বুঝিতে পারে নাই। সেই বণিক্ ও দ্বিজ পরস্পরে গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়া মাতা পিতার অজ্ঞাতসারে দেশদেশান্তরে ধনার্জ্জনার্থ প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ বণিকের হস্তগত বিত্ত অপহরণের চেষ্টায় রহিল। সে ভাবিতে লাগিল—যে কোন উপায়ে হউক, এই ধন হরণ করিতে হইবেই। অহো! পৃথিবীতে সর্ব্বস্থানেই সহস্র সহস্র রম্য রত্ন, কত রমণীয় গুণযুক্ত নগর, তাহাতে কামের ইষ্টদাত্রী দেবীবৎ মনোহর কত যোষিৎ আছে; আমি কি করিতেছি? যত্ন সহকারে ধন আহরণ করিয়া যদি যোষিদ্‌গণকে প্রদান করত নিত্য তাহাদিগকে উপভোগ করি, তবেই জীবন সফল হয়। বৈশ্য হইতে সেই ধন নিজ হস্তগত করিয়া আমি নিত্য নৃত্য-গীত-রত পণ্য রমণীসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া কেমনে সেই ধন ভোগ করিব? ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই গৌতম এরূপ চিন্তা করত হাস্য সহকারে মণিকুণ্ডলকে কহিল,—লোকে দেখা যায়—জীবগণ অধর্ম্ম হইতেই বৃদ্ধি, অভীষ্ট বিষয় ও সুখ এসকল প্রাপ্ত হয়; সংশয় নাই। ধর্ম্মিষ্ঠ প্রাণীরা দুঃখভাগীই হইয়া থাকেন। অতএব সেই দুঃখৈকহেতু ধর্ম্ম দ্বারা কি প্রয়োজন? ব্রহ্মা বলিলেন,—তদুত্তরে বৈশ্য বলিল,—না, না। ধর্ম্মেই সুখ প্রতিষ্ঠিত। পাপেতে দুঃখ, ভয়, শোক, দারিদ্র্য ও ক্লেশ অনিবার্য্য। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই মুক্তি; স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তি কি বিনষ্ট হয়? ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ তর্ক করিতে করিতে তাহাদিগের পরস্পর এই পণ হইল যে,—যাহার পক্ষ শ্রেষ্ঠ হইবে, সে অপরের

পৃচ্ছাবঃ কস্য প্রাবল্যং ধর্ম্মিণো বাপ্যধর্ম্মিণঃ
ব্রাহ্মণ উবাচ।
বেদাত্তু লৌকিকং জ্যেষ্ঠং লোকেঽধর্ম্মাৎ সুখং ভবেৎ॥ ২৯
ব্রহ্মোবাচ।
এবং বিবদমানৌ তাবূচতুঃ সকলান্ জনান্।
ধর্ম্মস্য বাপ্যধর্ম্মস্য প্রাবল্যমনয়োর্ভুবি।
তদ্বদন্ত যথাবৃত্তমেবমূচতুরোজসা॥ ৩০
এবং তত্রোচিরে কেচিদ্ যে ধর্ম্মেণানুবর্ত্তিনঃ।
তৈর্দুঃখমনুভূয়েত পাপিষ্ঠাঃ সুখিনো জনাঃ॥
সম্পরায়ে ধনং সর্ব্বং জিতং বিপ্রে ন্যবেদয়ৎ।
মণিমান্ ধর্ম্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ পুনর্দ্ধর্ম্মং প্রশংসতি॥৩২
মণিমন্তং দ্বিজঃ প্রাহ কিং ধর্ম্মমনুশংসসি॥ ৩৩
ব্রহ্মোবাচ।
তথেতি চেত্যাহ বৈশ্যো ব্রাহ্মণঃ পুনরব্রবীৎ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
জিতং ময়া ধনং বৈশ্য নির্লজ্জঃ কিন্নু ভাষসে।
ময়ৈব বিজিতো ধর্ম্মো যথেষ্টচরণাত্মনা॥ ৩৫
ব্রহ্মোবাচ।
তদ্ব্রাহ্মণবচঃ শ্রুত্বা বৈশ্যঃ সস্মিত উচিবান্॥৩৬
বৈশ্য উবাচ।
পুলাকা ইব ধান্যেষু পুত্তিকা ইব পক্ষিষু।
তথৈব তান্ সখে মন্যে যেষাং ধর্ম্মো ন বিদ্যতে
চতুর্ণাং পুরুষার্থানাং ধর্ম্মঃ প্রথম উচ্যতে।
পশ্চাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্ম্মো ময়ি তিষ্ঠতি॥ ৩৮
কথং ক্রষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ময়া বিজিতমত্যদঃ॥৩৯
ব্রহ্মোবাচ।
দ্বিজো বৈশ্যং পুনঃপ্রাহ হস্তাভ্যাং জায়তাং পণ
তথেতি মন্যতে বৈশ্যস্তৌ গত্বা পুনরূচতুঃ॥৪০
পূর্ব্ববল্লৌকিকান্ গত্বা জিতমিত্যব্রবীদ্দ্বিজঃ।
করৌ ছিত্ত্বা তত প্রাহ কথং ধর্ম্মন্তু মন্যসে॥৪১
আক্ষিপ্তো ব্রাহ্মণেনৈবং বৈশ্যো বচনমব্রবীৎ॥

সমস্ত ধন পাইবে। কিন্তু ধর্ম্মী ও অধর্ম্মীর মধ্যে কাহার প্রাবল্য, একথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে? ব্রাহ্মণ বলিল,—বেদ অপেক্ষা লৌকিক প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। লোকে অধর্ম্ম হইতে সুখ হয়। ১৪—২৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—তাহারা এইরূপ বিবদমান হইয়া নানাজনের নিকটেই দৃঢ়তা সহকারে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল যে—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে ভূতলে কাহার প্রাবল্য? তদুত্তরে অনেকেই বলিল,—যাহারা ধর্ম্মানুবর্ত্তী, তাহারাই দুঃখানুভব করে, কিন্তু পাপিষ্ঠজনেরাই সুখী হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য মণিকুণ্ডল সেই পণে পরাজিত হইয়া সর্ব্ব ধন ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিলেন, এবং পুনরায় ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন সেই দ্বিজ মণিকুণ্ডলকে কহিল,—পুনশ্চ কেন ধর্ম্মের প্রশংসা করিতেছ? ব্রহ্মা বলিলেন,—তদুত্তরে বৈশ্য মণিকুণ্ডল কহিল,—ধর্ম্মই বস্তুতঃ প্রবল। ব্রাহ্মণ বলিল,—হে বৈশ্য! আমি তোমার সমস্ত ধন জয় করিয়াছি, তথাপি নির্লজ্জ তুমি কি বলিতেছ! যথেষ্টাচরণশীল আমা কর্ত্তৃকই ধর্ম্ম বিজিত হইয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিয়া বৈশ্য মণিকুণ্ডল সস্মিতভাবে বলিল,—ধান্যের মধ্যে তুষ ও পক্ষীর মধ্যে পুত্তিকা যেমন, সখে! যাহাদিগের ধর্ম্ম নাই, তাহাদিগকেও আমি তেমনই মনে করি। চারিটী পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম্মই প্রথম উল্লেখিত হয়। পশ্চাৎ অর্থের ও কামের উল্লেখ হইয়া থাকে। সেই ধর্ম্ম আমাতে বর্ত্তমান আছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি কেমন করিয়া ধর্ম্ম বিজিত হইয়াছে, একথা বলিতেছ? ৩০—৩৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—দ্বিজ পুনরায় বৈশ্যকে কহিলেন,—আচ্ছা, করদ্বয় দ্বারা পণ করা হউক। বৈশ্য সে কথারও অনুমোদন করিল। পরে পূর্ব্ববৎ যাইয়া লৌকিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্ববৎ উত্তর পাইয়া দ্বিজ কহিল,—"আমারই জয় হইল।" এই বলিয়া বৈশ্যের করদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক বলিল,—"ধর্ম্মকে কেমন বোধ হয়?" সেই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এইভাবে

বৈশ্য উবাচ ।
ধর্ম্মমেব পরং মন্যে প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ।
মাতা পিতা সুহৃদ্বন্ধুর্ধর্ম্ম এব শরীরিণাম্ ॥৪৩
ব্রহ্মোবাচ ।
এবং বিবদমানৌ তাবর্থবান্ ব্রাহ্মণোঽভবৎ ।
বিমুক্তো বৈশ্যকস্তত্র বাহুভ্যাঞ্চ ধনেন চ ॥৪৪
এবং ভ্রমন্তৌ সম্প্রাপ্তৌ গঙ্গাং যোগেশ্বরং হরিম্
যদৃচ্ছয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মিথস্তাবূচতুঃ পুনঃ ॥ ৪৫
বৈশ্যো গঙ্গাঞ্চ যোগেশং ধর্ম্মমেব প্রশংসতি ।
অতিকোপাদ্দ্বিজো বৈশ্যমাক্ষিপন্ পুনরব্রবীৎ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ ।
গতং ধনং করৌ ছিন্নাববশিষ্টোঽসুভির্ভবান্
ত্বমস্তথা যদি ব্রূষ আহরিষ্যেঽসিনা শিরঃ ॥৪৭
ব্রহ্মোবাচ ।
বিহস্য পুনরাহেদং বৈশ্যো গৌতমমঞ্জসা ॥ ৪৮
বৈশ্য উবাচ ।
ধর্ম্মমেব পরং মন্যে যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণাংশ্চ গুরূন্ দেবান্ বেদান্ ধর্ম্মং জনার্দ্দনম্
যস্তু নিন্দয়তে পাপো নাসৌ স্পৃশ্যোঽস্থ পাপকৃৎ
উপেক্ষণীয়ো দুর্ব্বৃত্তঃ পাপাত্মা ধর্ম্মদূষকঃ ॥৫১
ব্রহ্মোবাচ ।
ততঃ প্রাহ স কোপেন ধর্ম্মং যত্ত্বং প্রশংসসি ॥
আবয়োঃ প্রাণয়োরত্র পণঃ স্যাদিতি বৈ মুনে ॥
এবমুক্তে গৌতমেন তথেত্যাহ বণিক্তদা ।
পুনরপ্যূচতুস্তৌ লোকাংস্তে তাংস্তথোচিরে ॥৫৩
যোগেশ্বরস্য পুরতো গৌতম্যা দক্ষিণে তটে ।
তং নিপাত্য বিশং বিপ্রশ্চক্ষুরুৎপাট্য চাব্রবীৎ
বিপ্র উবাচ ।
গতোঽসীমাং দশাং বৈশ্য নিত্যং ধর্ম্মপ্রশংসয়া
গতং ধনং গতং চক্ষুশ্ছেদিতৌ করপল্লবৌ ।
পৃষ্টোঽসি মিত্র গচ্ছামি মৈবং ব্রূয়াঃ কথান্তরে
ব্রহ্মোবাচ ।
তস্মিন্ প্রয়াতে বৈশ্যোঽসৌ চিন্তয়ামাস চেতসি

আক্ষিপ্ত হইয়া বৈশ্য এই বাক্য বলিল,—প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও ধর্ম্মকে প্রবল মনে করি। ধর্ম্মই শরীরিগণের মাতা, পিতা, সুহৃৎ ও বন্ধু! ব্রহ্মা বলিলেন,—পূর্ব্বোক্ত রূপ বিবাদের ফলে ব্রাহ্মণ অর্থবান্ এবং বৈশ্য ধন ও বাহুদ্বয়ে হীন হইল। পরে তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে যোগেশ্বর হরির নিকটে উপস্থিত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পুনর্ব্বার তাহারা পরস্পর পূর্ব্ববৎ আলোচনা করিতে লাগিলে বৈশ্য গঙ্গা, যোগেশ্বর ও ধর্ম্ম ইহাদিগেরই প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহাতে দ্বিজ অতীব কুপিত হইয়া কহিল,—ধন, গিয়াছে, করদ্বয় ছিন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তোমার কেবলমাত্র প্রাণ অবশিষ্ট আছে; এখনও যদি ঐরূপ বিরুদ্ধ কথা বল, তবে অসি দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৈশ্য হাস্য করিয়া পুনরায় সেই গৌতমকে নিঃশঙ্কচিত্তে কহিল,—ধর্ম্মকেই পরম বলিয়া মনে করি। তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার। যে পাপী ব্রাহ্মণ, গুরু, দেবতা, বেদ, ধর্ম্ম, জনার্দ্দন, এ সকলের নিন্দা করে, সেই পাপকারী স্পৃশ্য নহে। পাপাত্মা দুর্ব্বৃত্ত ধর্ম্মদূষক ব্যক্তি উপেক্ষার যোগ্য। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনে! ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ কোপবশে বলিল—যদি ধর্ম্মেরই প্রশংসা কর, তবে আইস, আমাদিগের প্রাণের পণ হউক। গৌতম এইরূপ বলিলে বণিক্ তখন তাহাতেই সম্মত হইল। পরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারাও পূর্ব্ববৎ উত্তরই দিল। তখন সেই বিপ্র, বৈশ্যকে যোগেশ্বরের পুরোভাগে সেই গৌতমীতটে পাতিত করিয়া তদীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক বলিল,—বৈশ্য! নিয়ত ধর্ম্ম প্রশংসার ফলে এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার ধন গিয়াছে, চক্ষু গিয়াছে, করপল্লব ছেদিত হইয়াছে। আমি এখন যাই। তুমি কথান্তরে জিজ্ঞাসিত হইয়াও ওরূপ আর বলিও না। ব্রহ্মা কহিলেন,—ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর সেই

হা কষ্টং মে কিমভবদ্ধর্ম্মৈকমনসো হরে ॥ ৫৭
স কুণ্ডলো বণিক্‌শ্রেষ্ঠো নির্ধনো গতবাহুকঃ।
গতনেত্রঃ শুচং প্রাপ্তো ধর্ম্মমেবানুসংস্মরন্ ॥
এবং বহুবিধাং চিন্তাং কুর্ব্বন্নাস্তে মহীতলে।
নিশ্চেষ্টোঽথ নিরুৎসাহঃ পতিতঃ শোকসাগরে
দিনাবসানে শর্ব্বর্য্যামুদিতে চন্দ্রমণ্ডলে।
একাদশ্যাং শুক্লপক্ষে তত্রায়াতি বিভীষণঃ ॥ ৬০
স তু যোগেশ্বরং দেবং পূজয়িত্বা যথাবিধি।
স্নাত্বা তু গৌতমীং গঙ্গাং সপুত্রো রাক্ষসৈর্বৃতঃ
বিভীষণস্য হি সুতো বিভীষণ ইবাপরঃ।
বৈভীষণিরিতি খ্যাতস্তমপশ্যদুবাচ হ ॥ ৬২
বৈশ্যস্য বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং স ধর্ম্মবিৎ।
পিত্রে নিবেদয়ামাস লঙ্কেশায় মহাত্মনে ॥ ৬৩
স তু লঙ্কেশ্বরঃ প্রাহ পুত্রং প্রীত্যা গুণাকরম্ ॥

বৈশ্য চিন্তা করিতে লাগিল যে, হা! হরে! ধর্ম্মৈকমনা আমার কি কষ্ট হইল! সেই বণিক্‌শ্রেষ্ঠ মনিকুণ্ডল নির্ধন, ছিন্নবাহু এবং নেত্রহীন হইয়াও ধর্ম্মকেই অনুসরণ করত মহীতলে পতিত থাকিয়া এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিল। তখন সে নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ এবং শোকসাগরেই পতিত রহিল। ৩৯—৫৯। ক্রমে দিবার অবসান ঘটিল; শর্ব্বরীসমাগমে চন্দ্রমণ্ডল উদিত হইল। শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে সেখানে বিভীষণ আগমন করিতেন। সেদিনও শুক্লপক্ষের একাদশী; তাই বিভীষণ আসিলেন। তিনি সপুত্র ও রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া গৌতমীগঙ্গাতে স্নানান্তে দেব যোগেশ্বরের যথাবিধি পূজা করিলেন। দ্বিতীয় বিভীষণবৎ, বৈভীষণি নামে খ্যাত বিভীষণনন্দন সেই বৈশ্যকে দেখিতে পাইল। এবং তদীয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। তদুত্তরে বৈশ্যের যথাবৃত্ত সকল কথা শ্রবণে সেই ধর্ম্মবিৎ, পিতা মহাত্মা লঙ্কেশ্বরের নিকট নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া লঙ্কেশ্বর প্রীতি সহকারে সেই গুণা-

বিভীষণ উবাচ।

শ্রীমান্ রামো মম গুরুস্তস্যামাত্যঃ সখা মম।
হনুমানিতি বিখ্যাতস্তেনানীতো গিরির্মহান্ ॥
পুরা কার্য্যান্তরে প্রাপ্তে সর্ব্বৌষধ্যাশ্রয়োঽচলঃ
জাতে কার্য্যে তমাদায় হিমবন্তমথাগমৎ ॥ ৬৬
বিশল্যকরণী চেতি মৃতসঞ্জীবনীতি চ।
তদানীং মহাবুদ্ধী রামায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে ॥ ৬৭
নিবেদয়িত্বা যৎ সাধ্যং তস্মিন্ বৃত্তে সমাগতঃ।
পুনর্গিরিং সমাদায় আগচ্ছদ্দেবপর্ব্বতম্ ॥ ৬৮
তস্মানীয়াস্য হৃদয়ে নিবেশয় হরিং স্মরন্।
ততঃ প্রাপ্স্যত্যয়ং সর্ব্বমপেক্ষিতমুদারধীঃ ॥ ৬৯
গচ্ছতস্তস্য বেগেন বিশল্যকরণী পুনঃ।
অপতদ্গৌতমীতীরে যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥
যত্রাপতন্নগে চাস্মিন্ স বৃক্ষশ্চ প্রতাপবান্।
তস্য শাখাং সমাদায় হৃদয়েঽস্য নিবেশয়।
তৎস্পৃষ্টমাত্র এবাসৌ স্বকং রূপমবাপ্স্যাৎ ॥ ৭১

কর পুত্রকে কহিলেন,—শ্রীমান্ রাম আমার গুরু। তাঁহার অমাত্য হনুমান্ আমার সখা। তিনি পুরাকালে কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়ায়, একটী মহাগিরি আনয়ন করেন। সেই অচলটী সর্ব্বৌষধির আশ্রয়ভূত। কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে উহাকে হিমালয় শৈলে লইয়া যান। উহাতে বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জিবনী নামে মহৌষধি ছিল। মহাবুদ্ধি হনুমান্ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকে তাহা নিবেদন করেন। তদ্দ্বারা কার্য্য সাধিত হইলে সেই শৈল লইয়া হনুমান্ দেবপর্ব্বত হিমালয়ে যান। তিনি যাইবার কালে বেগবশতঃ গৌতমীতীরে, যেখানে যোগেশ্বর হরি বিরাজমান, তথায় বিশল্যকরণী পতিত হইয়াছিল। তাহা আনিয়া হরিস্মরণ সহকারে ইহার হৃদয়ে নিবেশিত কর, তাহা হইলেই এই উদারধী অপেক্ষিত সমস্তই পাইবেন। ৬০—৭০। এই পর্ব্বতের যেখানে উহা পড়িয়াছিল, সেখানে একটী প্রতাপবান্ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। তাহার শাখা আনিয়া ইহার হৃদয়ে নিবেশিত করিলেই উহার স্পর্শমাত্রে এ ব্যক্তি স্বকীয়

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা পিতুর্বাক্যং বৈভীষণিরুদারধীঃ ॥ ৭২

বৈভীষণিরুবাচ।

তামোষধীং মম পিতর্দর্শয়াশু বিলম্ব মা।
পরার্ত্তিশমনাদন্যচ্ছ্রেয়ো ন ভুবনত্রয়ে ॥ ৭৩

ব্রহ্মোবাচ।

বিভীষণস্তথেত্যুক্তা তাং পুত্রস্যাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৭৪
ইষে ত্বেত্যস্য বৃক্ষস্য শাখাং চিচ্ছেদ তৎ সুতঃ
বৈশ্যস্য চাপি বৈ প্রীত্যা সন্তঃ পরহিতে রতাঃ
তথা চকার বৈ সম্যক্ কাষ্ঠখণ্ডং ন্যবেশয়ৎ।
হৃদয়ে স তু বৈশ্যোঽপি সচক্ষুঃ সকরোঽভবৎ ॥
মণিমন্ত্রৌষধীনাং হি বীর্য্যং কোঽপি ন বুধ্যতে
তদেব কাষ্ঠমাদায় ধর্ম্মমেবানুসংস্মরন্ ॥ ৭৭
স্নাত্বা তু গৌতমীং গঙ্গাং তথা যোগেশ্বরং
হরিম্।
নমস্কৃত্বা পুনরগাৎ কাষ্ঠখণ্ডেন বৈশ্যকঃ ॥ ৭৮
পরিভ্রমন্নুপপুরং মহাপুরমিতি শ্রুতম্।

অভিমতরূপ লাভ করিতে পারিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পিতার এই কথা শুনিয়া উদারধী বৈভীষণি বলিল,—পিতঃ! আমাকে সেই ঔষধিবৃক্ষ দেখাইয়া দিউন; বিলম্ব করিবেন না। ভুবনত্রয়ে পরার্ত্তি-প্রশমন অপেক্ষা বিশিষ্ট শ্রেয়ঃসাধন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিভীষণ "তাহাই করিতেছি" বলিয়া পুত্রকে সেই বৃক্ষ দেখাইলেন। তদীয় পুত্র তখন বৈশ্যের হিতসাধনার্থ প্রীতি সহকারে "ইষে-ত্বোর্জ্জে ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত সেই বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া সেই কাষ্ঠখণ্ড সম্যক্‌রূপে সেই বৈশ্যের হৃদয়ে নিবেশিত করিল। তাহাতে ঐ বৈশ্যও সচক্ষু ও সকর হইল। মণিমন্ত্র ও ওষধির বীর্য্য কেহই বুঝে না। পরে সেই বৈশ্যও সেই কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ধর্ম্মকেই অনুস্মরণ করিতে করিতে গৌতমী গঙ্গায় স্নানান্তে যোগেশ্বর হরিকে নমস্কার করিয়া পুনরায় প্রস্থান

মহারাজ ইতি খ্যাতস্তত্র রাজা মহাবলঃ ॥ ৭৯
তস্য নাস্তি সুতঃ কশ্চিৎ পুত্রিকা নষ্টলোচনা।
সৈব তস্য সুতা পুত্রস্তস্যাপি ব্রতমীদৃশম্ ॥৮০
দেবো বা দানবো বাপি ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ
বৈশ্যো বা শূদ্রযোনির্বা সগুণো নির্গুণোঽপি বা
তস্মৈ দেয়া ইয়ং পুত্রী যো নেত্রে আহরিষ্যতি
রাজ্যেন সহ দেয়েয়মিতি রাজা হ্যঘোষয়ৎ ॥৮২
অহর্নিশমসৌ বৈশ্যঃ শ্রুত্বা ঘোষমথাব্রবীৎ ॥৮৩

বৈশ্য উবাচ।

অহং নেত্রে আহরিষ্যে রাজপুত্র্যা অসংশয়ম্

ব্রহ্মোবাচ।

তং বৈশ্যং ত্বরসাদায় মহারাজে ন্যবেদয়ৎ।
তৎকাষ্ঠস্পর্শমাত্রেণ সনেত্রাভূন্নৃপাত্মজা ॥ ৮৫
ততঃ সবিস্ময়ো রাজা কো ভবানিতি চাব্রবীৎ
বৈশ্যো রাজ্ঞে যথাবৃত্তং ন্যবেদয়দশেষতঃ ॥ ৮৬

করিল। সে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহাপুর নামে বিশ্রুত এক রাজধানী উপস্থিত হইল। সেখানে মহারাজ নামে বিখ্যাত মহাবল রাজা ছিলেন। সেই রাজার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না; একটি কন্যা ছিল; সেও নষ্টলোচনা। তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—দেব, দানব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোন জাতি সগুণ বা নির্গুণ যেমনই হউক না কেন, যে জন এই কন্যার নয়নদানে সমর্থ হইবে তাহাকেই রাজ্য সহ এই কন্যা সম্প্রদান করিব। সেই রাজা এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বৈশ্য অহর্নিশ সেই ঘোষণা শুনিয়া একদিন বলিল, আমি রাজনন্দিনীর নয়ন আহরণ করিব; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—রাজার লোকজনেরা তখন সেই বৈশ্যকে লইয়া তাড়াতাড়ি রাজাকে যাইয়া নিবেদন করিল। অনন্তর সেই কাষ্ঠ স্পর্শ করাইবামাত্র নৃপ-তনয়া সনেত্রা হইলেন। রাজা তাহাতে বিস্মিত হইয়া 'আপনি কে?' একথা জিজ্ঞাসা করিলে বৈশ্য রাজসন্নিধানে যথার্থ সমস্ত

বৈশ্য উবাচ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ধর্ম্মস্তু তপসস্তথা।
দানপ্রভাবাদ্ যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
দিব্যৌষধপ্রভাবেন মম সামর্থ্যমীদৃশম্॥ ৮৭
ব্রহ্মোবাচ।
এতদ্বৈশ্যবচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতোঽভূন্মহীপতিঃ॥৮৮
রাজোবাচ।
অহো মহানুভাবোঽহং প্রায়ো বৃন্দারকোভবেৎ
নাস্ত্যেতাদৃগন্যস্য সামর্থ্যং দৃশ্যতে কথম্।
তস্মাদস্মৈ তু তাং কন্যাং প্রদাস্যে রাজ্য-
পূর্ব্বিকাম্॥ ৮৯
ব্রহ্মোবাচ।
ইতি সঙ্কল্প্য মনসি কন্যাং রাজ্যঞ্চ দত্তবান্।
বিহারার্থং গতঃ স্বৈরং পরং খেদমুপাগতঃ॥৯০
ন মিত্রেণ বিনা রাজ্যং ন মিত্রেণ বিনা সুখম্।
তমেব সততং বিপ্রং চিন্তয়ন্ বৈশ্যনন্দনঃ॥ ৯১
এতদেব সুজাতানাং লক্ষণং ভুবি দেহিনাম্।
পাপ্মং যন্মনো নিত্যং তেষামপ্যহিতেষু হি॥
মহানৃপো বনং প্রায়াৎ স রাজা মণিকুণ্ডলঃ॥৯৩
তস্মিন্ শাসতি রাজ্যন্তু কদাচিদ্গৌতমং দ্বিজম্
হৃতস্বং দূতকৈঃ পাপৈরপশ্যন্মণিকুণ্ডলঃ॥ ৯৪
তমাদায় দ্বিজং মিত্রং পূজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
ধর্ম্মাণাস্তু প্রভাবং তং তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ॥
স্নাপয়ামাস গঙ্গায়াং তং সর্ব্বাঘনিবৃত্তয়ে॥ ৯৬
তেন বিপ্রেণ সর্ব্বৈস্তৈঃ স্বকীয়ৈর্গোত্রজৈর্বৃতঃ।
বৈশ্যৈঃ স্বদেশসম্ভূতৈর্ব্রাহ্মণস্তু তু বান্ধবৈঃ॥৯৮
বৃদ্ধকৌশিকমুখ্যৈশ্চ তস্মিন্ যোগেশ্বরান্তিকে
যজ্ঞানিষ্ট্বা সুরান্ পূজ্য ততঃ স্বর্গমুপেয়িবান্॥
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং মৃতসঞ্জীবনং বিদুঃ।
চক্ষুস্তীর্থং সযোগেশং স্মরণাদপি পুণ্যদম্।
মনঃপ্রসাদজননং সর্ব্বদুর্ভাবনাশনম্॥ ৯৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে চক্ষুস্তীর্থাদিতীর্থ বর্ণনং নাম
সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭০॥

বার্ত্তা নিবেদন করিল। সে আরও বলিল যে, ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ধর্ম্ম, তপস্যা ও দানের প্রভাবে বিবিধ ভূরিদক্ষিণাসমন্বিত যজ্ঞ এবং দিব্যৌষধির মহিমায় আমার ঈদৃশ সামর্থ্য হইয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৈশ্যের এই বচন শ্রবণে মহীপতি বিস্মিত হইলেন। তিনি কহিলেন,—ওঃ এব্যক্তি মহানুভব; বোধ হয় দেবতা হইবে! নচেৎ এমন সামর্থ্য অন্যের দেখা যায় না কেন? অতএব ইহাকে রাজ্যসহ এই কন্যা সম্প্রদান করি। ৭১—৮৯। রাজা মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই বৈশ্যকে রাজ্য ও কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তারপর বৈশ্য বিহারার্থ বহির্গত হইয়া মিত্রের অভাবে পরম খেদ বোধ করিতে লাগিল। মিত্র ব্যতীত সেই রাজ্য, সেই সুখৈশ্বর্য্য তাহার সুখের হইল না। বৈশ্যনন্দন নিয়ত সেই বিপ্রকেই চিন্তা করিতে লাগিল। সদ্বংশজাত দেহিগণের ভূতলে ইহাই লক্ষণ যে,—অহিতজনেও তাহাদিগের মন কৃপাযুক্ত থাকে। সেই মহাবল রাজা কিছুদিন পরে বনে যাইলেন। তখন সেই মণিকুণ্ডলই রাজা হইলেন। সেই ধর্ম্মবিৎ মণিকুণ্ডলই রাজ্য শাসন করিতে করিতে একদা সেই গৌতম দ্বিজকে হৃতসর্ব্বস্ব ও দূতগণের দ্বারা পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিল, তদ্দর্শনে সেই বন্ধু দ্বিজ গিয়া যথোচিত পূজান্তে ধর্ম্মের প্রভাব সমস্ত নিবেদন করিল। পরে তাহাকে সর্ব্বপাপ নিবৃত্ত্যর্থ গঙ্গাতে স্নান করাইল। তারপর সেই বিপ্র ও স্বকীয় জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া সেই বৈশ্য স্বদেশীয় অন্যান্য লোকজন এবং সেই বৃদ্ধ কৌশিকাদি-ব্রাহ্মণের আত্মীয় কুটুম্ব সকলের সহিত গৌতমীতীরে যোগেশ্বরসমীপে নানা যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা করিল। তাহার ফলে অন্তকালে স্বর্গপ্রাপ্ত হইল। সেই হইতে ঐ তীর্থ মৃতসঞ্জীবন, চক্ষুতীর্থ, যোগেশ ইত্যাদি নামে সুধীজনসমাজে বিদিত হইয়াছে। উহার স্মরণেও পুণ্য

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

উর্ব্বশীতীর্থমাখ্যাতমশ্বমেধফলপ্রদম্।
স্নানদানমহাদেববাসুদেবার্চ্চনাদিভিঃ।
মহেশ্বরো যত্র দেবো যত্র শার্ঙ্গধরো হরিঃ॥ ১
প্রমতির্নাম রাজাসীৎ সার্ব্বভৌমঃ প্রতাপবান।
রিপূর্নজিত্বা জগামাশু ইন্দ্রলোকং সুরৈর্বৃতম্॥২
তত্রাপশ্যৎ সুরপতিং মরুদ্ভিঃ সহ নারদ।
জহাসেন্দ্রঃ পাশহস্তং প্রমতিঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ॥ ৩
তং হসন্তমথালক্ষ্য হরিঃ প্রমতিমব্রবীৎ॥ ৪

ইন্দ্র উবাচ।

দেবালয়ে মহাবুদ্ধে মরুদ্ভিঃ ক্রীড়িতৈরলম্।
দিশো জিত্বা দিবং প্রাপ্তঃ কুরু ক্রীড়াং ময়া সহ

ব্রহ্মোবাচ।

সকথায়ং হরিবচো নিশম্য প্রমতির্নৃপঃ।
তথেত্যুবাচ দেবেন্দ্রং নিকৃতিং কাং তু মন্যসে
তচ্ছ্রুত্বা প্রমতের্বাক্যং সুররাড়্পণমব্রবীৎ॥ ৬

ইন্দ্র উবাচ।

উর্ব্বশ্যেব পণোঽস্মাকংপ্রাপ্যা যা নিখিলৈর্মখৈঃ

ব্রহ্মোবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বেন্দ্রবচনং প্রমতিঃ প্রাহ গর্ব্বিতঃ।
উর্ব্বশীং নিকৃতিং মন্যে কং রাজন্ কিন্নু মন্যসে
যদ্ব্রবীষি সুরেশান তন্মন্যেঽহং শতক্রতো।
প্রাহেন্দ্রং প্রমতিস্তত্রনিকৃত্যৈ দারুণং করম্।
সবর্ম্ম সশরং ধর্ম্ম্যং দেহি দীব্যামহে বরম্॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

তাবেবং সংবিদং কৃত্বা দেবনায়োপতস্থতুঃ।
প্রমাতিজিতবাংস্তত্র উর্ব্বশীং দৈবতপ্রিয়ম্।
তাং জিত্বা প্রমতিঃ প্রাহ সংরব্ধং শতক্রতুম্

প্রমতিরুবাচ।

নিকৃত্যৈ পুনরস্তম্মে পশ্চাদ্দীব্যে ত্বয়া বিভো॥

হয়। ঐ তীর্থ মনঃপ্রসাদজনক ও সর্ব্ব দুরবস্থা-নাশক। ৯০—৯৯।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৭॥

একসপ্ত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যেখানে দেব মহেশ্বর ও শার্ঙ্গধর হরি বিরাজমান, সেই উর্ব্বশীতীর্থে স্নান, দান, মহাদেব ও বাসুদেবের অর্চ্চন প্রভৃতিতে অশ্বমেধ-ফল হয়। পূর্ব্বে প্রমতি নামে এক সার্ব্বভৌম প্রতাপবান্ রাজা ছিলেন। তিনি কোন সময়ে সংগ্রামে আশু রিপুগণকে পরাজয় করিয়া সুরগণ-পরিবৃত ইন্দ্রলোকে গমন করেন। হে নারদ! তিনি সেখানে দেখিলেন,—ইন্দ্র পাশহস্ত হইয়া দেবগণে পরিবৃত রহিয়াছেন। ক্ষত্রিয়র্ষভ প্রমতি তাহা দেখিয়া হাস্য করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে! এ দেবালয়ে দেবগণ সহ ক্রীড়ায় আর প্রয়োজন নাই। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া স্বর্গে আসিয়াছ, আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—নৃপতি প্রমতি, ইন্দ্রের সেই সোপহাস বচন শ্রবণে তাঁহাকে বলিলেন,—আচ্ছা; কিন্তু কি পণ করিতে ইচ্ছা করেন? সুররাজ, প্রমতির সেই বাক্য শুনিয়া কহিলেন,—উর্ব্বশীই আমাদের পণ,—যাহাকে নিখিল মখ দ্বারা লাভ করা যায়। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্রের কথা শুনিয়া গর্ব্বিত প্রমতি কহিলেন,—উর্ব্বশীকে যোগ্য পণই মনে করি। অনন্তর "রাজন্! তুমি কি পণ রাখিতে চাও।" ইন্দ্রের এইরূপ প্রশ্নে প্রমতি বলিলেন,—সুরেশান! শতক্রতো! তুমি যাহা বল; আমি তাহাই পণ রাখিব। আমি এই সবর্ম্ম সশর ধর্ম্ম্য দক্ষিণ কর পণ রাখিতে চাই। পাশা ফেও, আমরা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই। ১—৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—তাঁহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে প্রমতি সেই ক্রীড়াতে সুরসুন্দরী উর্ব্বশীকে জয় করিলেন। তাহাকে জয় করিয়া প্রমতি কহিলেন,—প্রভো! আমার জন্ম অন্য পণ কর! পশ্চাৎ তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করিব।

ইন্দ্র উবাচ।
দেবযোগ্যমথো বজ্রং জৈত্রং স্বরথমুত্তমম্।
দীব্যেঽহং তেন নৃপতে করেণাপ্যবিচারয়ন্॥
ব্রহ্মোবাচ।
স গৃহীত্বা তদা পাশানক্ষাংশ্চ মণিভূষিতান্।
জিতমিত্যব্রবীচ্ছক্রং প্রমতিঃ প্রহসংস্তদা॥১৩
এতস্মিন্নন্তরে প্রায়াদকস্মাত্তত্র নারদ।
বিশ্বাবসুরিতি খ্যাতো গন্ধর্ব্বাণাং মহেশ্বরঃ॥১৪
বিশ্বাবসুরুবাচ।
গন্ধর্ব্ববিদ্যয়া রাজংস্ত্বয়া দীব্যামহে বয়া।
তথেত্যুক্ত্বা স নৃপতির্জ্জিতমিত্যব্রবীত্তদা॥ ১৫
তৌ জিত্বা নৃপতির্ম্মৌর্খ্যাদ্দেবেন্দ্রং প্রাহ কশ্মলম্॥ ১৬
প্রমতিরুবাচ।
রণে বা দেবনে বাপি ন ত্বং জেতা কথঞ্চন।
মহেন্দ্র সত্তত্বং তস্মাদস্মদারাধকো ভব।
বদ কেন প্রকারেণ জাতা দেবেন্দ্রতা তব॥১৭
ব্রহ্মোবাচ।
তথা প্রাহোর্ব্বশীং গর্ব্বাদ্গচ্ছ কর্ম্মকরী ভব।
উর্ব্বশী প্রাহ দেবেষু যথা বর্ত্তে তথা ত্বয়ি।
বর্ত্তেয় সর্ব্বভাবেন ন মাং ধিক্কর্ত্তুমর্হসি॥১৮
ব্রহ্মোবাচ।
ততস্তাং প্রমতিঃ প্রাহ ত্বাদৃশ্যঃ সন্তি চারিকাঃ।
ত্বং কিং বিলজ্জসে ভদ্রে গচ্ছ কর্ম্মকরী ভব॥
এতচ্ছ্রুত্বা নৃপেণোক্তং গন্ধর্ব্বাধিপতিস্তদা।
চিত্রসেন ইতি খ্যাতঃ সুতো বিশ্বাবসোর্ব্বলী॥
চিত্রসেন উবাচ।
দীব্যেঽহং বৈ ত্বয়া রাজন সর্ব্বেণানেন ভূপতে
রাজ্যেন জীবিতেনাপি মদীয়েনতবাপি চ॥২১
ব্রহ্মোবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা পুনরুভৌ চিত্রসেননৃপোত্তমৌ।
দীব্যেতামভিসংরব্ধৌ চিত্রসেনোঽজয়ত্তদা॥২২
গান্ধর্ব্বৈস্তং মহাপাশৈর্ব্ববন্ধ নৃপতিং তদা।
চিত্রসেনোঽজয়ৎ সর্ব্বমুর্ব্বশীমুখ্যতঃ পণৈঃ॥ ২৩

ইন্দ্র বলিলেন,—নৃপতে! দেবতারই ব্যবহার যোগ্য আমার যে উত্তম জৈত্র রথ ও বজ্র আছে, তোমার করের বিনিময়ে বিনা বিবাদে তাহাই আমি পণ করিয়া ক্রীড়া করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই প্রমতি তখন হাসিতে হাসিতে মণিভূষণ পাশা লইয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক শক্রকে "জিতিয়াছি" এই কথা কহিলেন। পরে এই ভাবে আরও নানাদ্রব্য জয় করিলেন। নারদ! ইত্যবসরে বিশ্বাবসু নামে বিখ্যাত অকস্মাৎ, গন্ধর্ব্বরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন,—রাজন্! আমরা সেই প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব্ববিদ্যা পণ করিয়া তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করিব। নৃপতি "আচ্ছা" বলিয়া তাহাও জয় করিয়া শক্রকে বলিলেন,—"জিতিয়াছি"। নৃপতি তাহাদিগের দুই জনকেই জয় করিয়া মূর্খতা বশতঃ দেবেন্দ্রকে মর্ম্মপীড়ক বাক্যে বলিলেন যে,—কি রণে, কি দেবনে, কোন ক্ষেত্রেই তুমি জেতা নহ; অতএব মহেন্দ্র! আমাদিগের সেবক হও। বল' কি প্রকারে তোমার দেবেন্দ্রত্ব হইল? ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রমতি গর্ব্ববশে উর্ব্বশীকেও কহিল,—যাও আমার কর্ম্মকরী দাসী হও। উর্ব্বশী বলিল—দেবগণে যেমন ব্যবহার করি, তোমাতেও সর্ব্বভাবে তেমনি ব্যবহার করিব। আমাকে নিন্দিত কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত হয় না। ব্রহ্মা বলিলেন,—তাহাতে প্রমতি বলিলেন—তোমার মত আমার কত পরিচারিকা আছে। ভদ্রে! তুমি লজ্জা পাইতেছ কেন? যাও, কর্ম্মকরী হও গিয়া। ১১—২০। নৃপতির এই সকল কথা শ্রবণে তখন বিশ্বাবসুর ভ্রাতা, গন্ধর্ব্বাধিপতি, বলবান্ বিখ্যাত চিত্রসেন কহিল,—রাজন্। আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিব। ভূপতে! আমরা উভয়ে রাজ্য ও জীবন পণ করিয়া খেলিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—"তাহাই হউক" বলিয়া সেই নৃপোত্তম ও চিত্রসেন উভয়ে ক্রুদ্ধচিত্তে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাতে চিত্রসেন জয়লাভ

রাজ্যং কোশং বলং চৈব যদন্যদ্বসু ৮।
চিত্রসেনস্য তজ্জাতংযদাসীৎ প্রমতের্ধনম্ ॥২৪
তস্য পুত্রো বাল এব পুরোধসমুবাচ হ।
বৈশ্বামিত্রং মহাপ্রাজ্ঞং মধুচ্ছন্দসমোজসা ॥ ২৫
প্রমতিপুত্র উবাচ।
কিং মে পিত্রা কৃতং পাপং ক্ক বা বদ্ধো মহামতিঃ
কথমেষ্যতি স্বং স্থানং কথং পাশৈবিমোক্ষ্যতে
ব্রহ্মোবাচ।
সুমতের্বচনং শ্রুত্বা ধ্যাত্বা স মুনিসত্তমঃ।
মধুচ্ছন্দা জগাদেদং প্রমতের্বর্ত্তনং তদা॥ ২৭
মধুচ্ছন্দা উবাচ।
দেবলোকে তব পিতা বদ্ধ আস্তে মহামতে।
কৈতবৈর্বহুদোষৈশ্চ ভ্রষ্টরাজ্যো বভূব হ ॥ ২৮
যো যাতি কৈতবসভাং স চাপি ক্লেশভাগ্-ভবেৎ।
দ্যুতমদ্যামিষাদীনি ব্যসনানি নৃপাত্মজ ॥ ২৯
পাপিনামেব জায়ন্তে সদা পাপাত্মকানি হি।
একৈকমপ্যনর্থায় পাপায় নরকায় চ ॥ ৩০
যানাসনাভিলাপাদ্যৈঃ কৃতৈঃ কৈতববর্ত্তিভিঃ।
কুলীনাঃ কলুষীভূতাঃ কিং পুনঃ কিতবো জনঃ
কিতবস্য তু যা জায়া তপ্যতে নিত্যমেব সা।
স চাপি কিতবঃপাপো যোষিতংবীক্ষ্য তপ্যতে
তাং দৃষ্ট্বা বিগতানন্দো নিত্যং বদতি পাপকৃৎ
অহো সংসারচক্রেঽস্মিন্ময়া তুল্যো ন পাতকী
ন কিঞ্চিদপি যস্যাস্তে লোকে বিষয়জং সুখম্
লোকদ্বয়েঽপি ন সুখীকিতবঃ কোঽপি দৃশ্যতে
বিভাতি চ তথা নিত্যং লজ্জয়া দহ্যমানসঃ।
গতধর্ম্মো নিরানন্দো ভ্রষ্টগন্ধস্তথাটতি ॥ ৩৫
অকৈতবী চ যা বৃত্তিঃ সা প্রশস্তা দ্বিজন্মনাম্।
কৃষিং গোরক্ষ্যবাণিজ্যমপি কুর্য্যান্ন কৈতবম্ ॥৩৬
যস্তু কৈতববৃত্ত্যা হি ধনমাহর্ত্তুমিচ্ছতি।

করিল। তখন সেই চিত্রসেন পণদ্বারা রাজার উর্ব্বশী প্রভৃতি সকলই জয় করিয়া লইয়া গান্ধর্ব্ব মহাপাশ দ্বারা রাজাকে বন্ধন করিল। প্রমতির রাজ্য, কোশ, সৈন্য, বা অন্য যাহা কিছু ধন ছিল, সে সমস্তই চিত্রসেনের হইল। প্রমতির সুমতি নামে একটী বালক পুত্র ছিল, সে পুরোহিত, বিশ্বামিত্রনন্দন, মহাপ্রাজ্ঞ মধুচ্ছন্দাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—আমার পিতা কি পাপ করিয়াছেন? সেই মহামতি কোথায়ই বা বদ্ধ আছেন? পাশবন্ধন হইতে কিরূপেই বা মুক্ত হইবেন? আর কেমন করিয়াই বা স্বস্থানে আসিবেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—সুমতির বচন শ্রবণে মুনিসত্তম মধুচ্ছন্দা ধ্যান করিয়া এইরূপে সেই প্রমতির বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ২১—২৭। হে মহামতে! তোমার পিতা কৈতব ও অন্যান্য বহুদোষে ভ্রষ্টরাজ্য হইয়াছেন এবং দেবলোকে বদ্ধ আছেন। কৈতবসভাতেও যে যায়, সেও ক্লেশভাগী হইয়া থাকে। নৃপাত্মজ! দ্যূত, মদ্য ও মাংসাদি ব্যসন বলিয়া গণ্য। পাপীদিগেরই এই সকল পাপাত্মক ব্যসন সর্ব্বদা সঙ্ঘটিত হয়! উহার প্রত্যেকটীই পাপের ও নরকের হেতু। কৈতববর্ত্তীদিগের সহিত এক যানারোহণ বা একাসনে উপবেশন কিম্বা আলাপ করিলে কুলীন জনেরাও কলুষীভূত হয়েন; সুতরাং কিতবের কথা আর কি বলিব? কিতবের পত্নী নিত্যই পরিতাপ করে; আর সেই কিতবও জায়াকে দেখিয়া পরিতপ্ত হয়। পাপকৃৎ কিতব, পত্নীকে দেখিয়া বিগতানন্দ হইয়া নিত্যই এইরূপ বলে যে,—আহা! এই সংসারচক্রে আমার তুল্য পাতকী আর নাই। যে কিতব, তাহার ইহলোকে বৈষয়িক সুখ কিছুমাত্রই নাই; এবং ইহপর দুই লোকেই কোনও কিতব ব্যক্তিকে সুখী দেখা যায় না। সে নিত্যই লজ্জাবশে দহ্যমানস রূপে প্রতিভাত হয় এবং গতধর্ম্ম, নিরানন্দ ও নষ্টগর্ব্ব হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। দ্বিজন্মাদিগের অকৈতবী বৃত্তিই প্রশস্ত। কৃষি, গো রক্ষা, বাণিজ্য,—এ সকলও বরং করিবে, তথাপি কৈতব করিবে না।

ধর্ম্মার্থকামাভিজনৈঃ স বিমুচ্যেত পৌরুষাৎ ॥
বেদেঽপি দূষিতং কর্ম্ম তব পিত্রা তদাদৃতম্।
তস্মাৎ কিং কুর্ম্মহে বৎস যদুক্তং তে বিধীয়তে
বিধাতৃবিহিতং মার্গং কো নু যাত্যেতি পণ্ডিতঃ

ব্রহ্মোবাচ।

এতৎ পুরোধসো বাক্যং শ্রুত্বা সুমতিরব্রবীৎ

সুমতিরুবাচ।

কিং কৃত্বা প্রমতিস্তাতঃ পুনা রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

পুনর্ধ্যাত্বা মধুচ্ছন্দাঃ সুমতিং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪২

মধুচ্ছন্দা উবাচ।

গৌতমীং যাহি বৎস ত্বং তত্র পূজয় শঙ্করম্।
আদিত্যং * বরুণং বিষ্ণুং ততঃ
পাশাদ্বিমোক্ষ্যতে ॥ ৪৩

ব্রহ্মোবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা জগামাশু গঙ্গাং নত্বা জনার্দ্দনম্।
পূজয়ামাস শম্ভুঞ্চ তপস্তেপে যতব্রতঃ ॥ ৪৪
সহস্রমেকং বর্ষাণাং বদ্ধং পিতরমাত্মনঃ।
মোচয়ামাস দেবেভ্যঃ পুনা রাজ্যমবাপ সঃ ॥ ৪৫
হরীশাভ্যাংমুক্তপাশোরাজ্যংপ্রাপসুতাৎস্বকাৎ
অবাপ্য বিদ্যাংগান্ধর্ব্বাংপ্রিয়শ্চাসীচ্ছতক্রতোঃ
শাম্ভবং বৈষ্ণবং চৈব উর্ব্বশীতীর্থমেব চ।
ততঃপ্রভৃতি তত্তীর্থং কৈতবং চেতি বিশ্রুতম্ ॥
শিববিষ্ণুসারস্বত্যপ্রসাদাদাপ্যতে ন কিম্ ॥৪৮
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ বহুপুণ্যফলপ্রদম্ ॥
পাপপাশবিমোক্ষস্তু সর্ব্বদুর্গতিনাশনম্ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে উর্ব্বশ্যাদিতীর্থবর্ণনমেকসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

যে জন কৈতব বৃত্তি অবলম্বনে ধন-হরণের অভিলাষ করে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আভিজাত্য এবং পৌরুষ হইতেও সে বিচ্যুত হয়। বেদেও * কর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে; কিন্তু তোমার পিতা তাহারই আদর করিয়াছেন। অতএব বৎস! আমরা কি করিব? তুমি যাহা বল, তাহা করিতে পারি। বস্তুতঃ বিধাতৃবিহিত পথকে কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই বা অতিক্রম করিতে পারে? ২৮—৩৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরোহিতের এই বাক্য শুনিয়া সুমতি বলিল,—পিতা প্রমতি, কি করিলে পুনরায় রাজ্য পাইতে পারেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—মধুচ্ছন্দা পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া সুমতিকে ইহ কহিলেন যে,—বৎস! তুমি গৌতমীতে যাও। সেখানে শঙ্কর, বিষ্ণু, আদিত্য, বরুণ—ইহাঁদিগের পূজা কর। তাহা হইলে তিনি পাশ হইতে মুক্ত হইবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই সুমতি "তাহাই করিব" বলিয়া সত্বর গঙ্গায় যাইয়া স্নানান্তে শম্ভু জনার্দ্দনাদিকে পূজাপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া যতব্রতভাবে তপস্যা আরম্ভ করিল। সে এক সহস্র বর্ষ তপস্যার ফলে দেবগণের নিকট বর পাইয়া স্বীয় পাশবদ্ধ পিতাকে মোচিত করিতে সমর্থ হইল। প্রমতি পুনরায় রাজ্য পাইলেন। তিনি সুতের নিকট হইতে গন্ধর্ব্বের বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া রাজ্য লাভ করিলেন এবং ... শত-ক্রতুরও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সেই হইতে ঐ তীর্থ শাম্ভব, বৈষ্ণব, উর্ব্বশীতীর্থ ও কৈতব তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। শিব, বিষ্ণু, ও সারস্বত্যা গঙ্গার প্রসাদে কি না পাওয়া যায়? সেখানে স্নান-দান বহু পুণ্যফল-দায়ক, পাপপাশবিমোচক ও সর্ব্ব দুর্গতি-নাশক। ৪০—৪৯।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১

---

* অদিতিং মিতিং চ পাঠঃ।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সামুদ্রং তীর্থমাখ্যাতং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্।
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু নারদ তন্মনাঃ॥ ১
বিসৃষ্টা গৌতমেনাসৌ গঙ্গা পাপপ্রণাশনী।
লোকানামুপকারার্থং প্রায়াৎপূর্ব্বার্ণবং প্রতি॥২
আগচ্ছন্তী দেবনদী কমণ্ডলুধৃতা ময়া।
শিরসা চ ধৃতা দেবী শম্ভুনা পরমাত্মনা॥ ৩
বিষ্ণুপাদাৎপ্রসূতাং তাং ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা।
আনীতাং মর্ত্ত্যভবনং স্মরণাদঘনাশিনীম্॥ ৪
গুরোর্গুরুতমাং সিন্ধুর্দৃষ্ট্বা কৃত্যমচিন্তয়ৎ।
যা বন্দ্যা জগতামীশা ব্রহ্মেশাদ্যৈর্নমস্কৃতা। ৫
তামহং প্রতিগচ্ছেয়ং নো চেৎ স্যাদ্ধর্ম্মদূষণম্॥
আগচ্ছন্তং মহাত্মানং যো মোহান্নোপতিষ্ঠতে।
ন তস্য কোঽপি ত্রাতাস্তি পাপিনো
লোকয়োর্দ্বয়োঃ॥ ৬

এবং বিমৃশ্য রত্নেশো মূর্ত্তিমান্ বিনয়ান্বিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো গঙ্গামাহেদং সরিতাং পতিঃ॥৭

সিন্ধুরুবাচ।

রসাতলভবং বারি পৃথিব্যাং যন্নভস্তলে।
তন্মামেবাত্র বিশতি নাহং বক্ষ্যামি কিঞ্চন॥৮
ময়ি রত্নানি পীযূষং পর্ব্বতা রাক্ষসাসুরাঃ।
এতানপ্যখিলানস্মান্ ভীমান্ সন্ধারয়াম্যহম্॥৯
মমান্তঃ কমলাযুক্তো বিষ্ণুঃ স্বপিতি নিত্যদা।
মমাশক্যং ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে সচরাচরে॥ ১০
মহত্যভ্যাগতে কুর্য্যাৎপ্রত্যুত্থানং ন যো মদাৎ
স ধর্ম্মাদিপরিভ্রষ্টো নিরয়ং তু সমাপ্নুয়াৎ॥ ১১
ন তাম্মে বিভ্রতঃ খেদো বিনাগস্ত্যপরাভবাৎ।
কিন্তু ত্বং গৌরবেণৈষামতিরিক্তা ততস্ত্বহম্।
ব্রবীমি দেবি গঙ্গে মাং ত্বং সাম্যাৎ সঙ্গতা ভব
নৈকরূপামহং শক্তঃ সঙ্গন্তুং বহুধা যদি।
সঙ্গমেষ্যসি দেবি ত্বং সঙ্গচ্ছেঽহং ন চান্যথা॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ! সামুদ্র নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে; উহা সর্ব্বতীর্থফল-প্রদ। তাহার স্বরূপ বলিতেছি, তন্মনা হইয়া শুন। গৌতম গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলে পর, সেই পাপপ্রণাশিনী গঙ্গা লোকদিগের উপকারার্থ পূর্ব্বার্ণবের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। দেবী দেবনদী আগমন-কালে মৎকর্ত্তৃক কমণ্ডলু দ্বারা এবং পরমাত্মা শম্ভুকর্ত্তৃক শির দ্বারা ধৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদপ্রসূতা, মহাত্মা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্য-ভবনে আনীতা, স্মরণেই অঘনাশিনী, ও গুরুরও গুরুতমা সেই গঙ্গাকে দেখিয়া সিন্ধু এইরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,—যিনি জগৎসমূহের বন্দনীয়া ঈশ্বরী—এবং ব্রাহ্মণাদির নমস্কৃতা; আমি তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিব; নচেৎ ধর্ম্মদূষণ ঘটিবে। মহাত্মা আসিতেছেন দেখিয়া মোহ বশত যে অভ্যর্থনা না করে, সেই পাপীর উভয় লোকে কেহই পরিত্রাতা নাই। রত্নেশ্বর সরিৎপতি এইরূপ বিবেচনা করিয়া—মূর্ত্তিমান্ হইয়া সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গাকে কহিলেন,—যে বারি রসাতলগত, যাহা পৃথিবীতে স্থিত, যাহা নভস্থলে জাত, তাহা সতত আমাতে প্রবিষ্ট হয়; আমি কোনই আপত্তি করি না। রত্ননিচয়, পীযূষ, সসুরাসুর শৈলনিকর,—এ সমস্তই আমি ধারণ করিয়া থাকি। আমার অন্তরে কমলা বিরাজমানা, বিষ্ণু নিয়ত আমাতেই শয়ন করেন; চরাচরে আমার অশক্য কিছুই নাই। যে জন মহাজন অভ্যাগত দেখিয়া মদবশতঃ প্রত্যুত্থান না করে, সে ধর্ম্মাদিপরিভ্রষ্ট হইয়া নিরয় প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত সকল বস্তু ধারণ করিলেও কেবল অগস্ত্য হইতে পরাভব ব্যতীত আমার আর কোন খেদ নাই। কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষা তুমি গৌরবে অতিরিক্তা; সেইজন্য বলিতেছি,—দেবি গঙ্গে! তুমি শান্ত ভাবেই আমার সহিত সঙ্গতা হও। বহুরূপা তুমি যদি আমাকে একরূপ দেখিয়া

গঙ্গে সমেষ্যসি যদি বহুধা তদ্বিচারয়ে ॥ ১৪
ব্রহ্মোবাচ।
তমেবংবাদিনং সিন্ধুমপামীশং তদাব্রবীৎ।
গঙ্গা সা গৌতমী দেবী কুরু চৈতদ্বচো মম ॥২৫
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যা ভার্য্যা অরুন্ধতিপুরোগমাঃ।
ভর্ত্তৃভিঃ সহিতাঃ সর্ব্বা আনয় ত্বং তদা দ্রুতম্ ॥
অনুযুতা ভবিষ্যামি ততঃ ত্বাং তব সঙ্গতা।
তথেত্যুক্ত্বা সপ্তর্ষীণাং ভার্য্যাভির্ঋষিভির্বৃতঃ।
আনয়ামাস তাং দেবী সপ্তধা সা ব্যভজ্যত ॥
সা চেয়ং গৌতমী গঙ্গা সপ্তধা সাগরং গতা।
সপ্তর্ষীণাঞ্চ নাম্না তু সপ্ত গঙ্গাস্ততোঽভবন্ ॥
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ শ্রবণং পঠনং তথা।
স্মরণঞ্চাপি যদ্ভক্ত্যা সর্ব্বকামপ্রদং ভবেৎ ॥ ১৯
নাস্মাদন্যৎ পরং তীর্থং সমুদ্রাদ্ভুবনত্রয়ে।
পাপহানৌ ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তৌ চ মনসো মুদে ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সপ্তধাগোদাবরীসমুদ্রগমনবর্ণনং দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

তোমার সহিত সঙ্গম বিষয়ে অক্ষম বিবেচনা কর, তবে আমিও বহুধা হইয়া, তোমার সহিত সঙ্গত হইতেছি। ইহার অন্যথা নাই। গঙ্গে! তুমি আসিবে কিনা, এ ভাবনা আমি বহুবার ভাবিয়াছি। ১—১৪।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই গৌতমী গঙ্গা-দেবী জলপতিকে সেইরূপ বলিতে দেখিয়া কহিলেন,—তবে আমার এই কথাটি পালন কর; অরুন্ধতীপ্রমুখ সপ্তর্ষিভার্য্যাদিগকে নিজ নিজ ভর্ত্তাসহ আনয়ন কর; তাহা হইলে আমি তাহাদের সহিত মিশিয়া অনুযুক্তা হইয়া তোমার সহিত সঙ্গতা হইব। সমুদ্র "আচ্ছা" বলিয়া অবিলম্বে সপ্তর্ষি ও তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণ সহ মিলিত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। গৌতমী গঙ্গাদেবীও সপ্তধা হইয়া সপ্তর্ষি ও তদ্ভার্য্যাগণ সহ মিলিত ভাবে সাগরে প্রবেশ করিলেন। সপ্তর্ষিদিগের নামানুসারেই "সপ্ত গঙ্গা" নাম হইয়াছে। সেখানে স্নান দান পঠন শ্রবণ স্মরণাদি যাহা কিছু করা যায় সকলই সর্ব্বকামপ্রদ হয়। পাপহানি ভুক্তিমুক্তি ও মনস্তৃপ্তি প্রাপ্তি বিষয়ে এই সমুদ্র অপেক্ষা পরম তীর্থ ভুবনত্রয়ে আর নাই।১৬—২০।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৭২।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
ঋষিসত্রমিতি খ্যাতমৃষয়ঃ সপ্ত নারদ।
নিবেদুস্তপসে যত্র যত্র ভীমেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ১
তত্রেদং বৃত্তমাখ্যাস্যে দেবর্ষিপিতৃবৃংহিতম্।
শৃণু যত্নেন বক্ষ্যামি সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ২
সপ্তধা ব্যভজন্ গঙ্গামৃষয়ঃ সপ্ত নারদ।
বাসিষ্ঠী দাক্ষিণেয়ী স্যাদ্বৈশ্বামিত্রী তদুত্তরা ॥ ৩
বামদেব্যপরা জ্ঞেয়া গৌতমী মধ্যতঃ শুভা।
ভারদ্বাজী স্মৃতা চান্যা আত্রেয়ী চেৎ যথাপরা
জামদগ্নী তথা চান্যা ব্যপদিষ্টা তু সপ্তধা ॥ ৪
তৈঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিস্তত্র যষ্টুমিষ্টৈর্মহাত্মভিঃ।
নিষ্পাদিতং মহাসত্রমৃষিভিঃ পরিদর্শিভিঃ ॥ ৫
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দেবানাং প্রবলো রিপুঃ।

ত্রিসপ্তত্যধি শততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! পূর্ব্বে সপ্তর্ষিরা যে স্থানে তপস্যা করিতে বসিয়াছিলেন, যেখানে ভীমেশ্বর শিব বিরাজমান, সেই তীর্থ ঋষিসত্র নামে খ্যাত। সর্ব্বকামপ্রদ, শুভ, দেব-ঋষি-পিতৃবৃংহিত তৎসম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত বলিতেছি, সযত্নে শুন। সপ্তঋষির নামানুসারে গঙ্গার সপ্তধারার এই সকল নাম হয়, যথা,—বাশিষ্ঠী, দাক্ষিণেয়ী, বৈশ্বামিত্রী, তদুত্তরভাগে বামদেবী, তারপর মধ্যভাগে গৌতমীগঙ্গা, অনন্তর ভারদ্বাজী, আত্রেয়ী ও জামদগ্নী। ঐ মহাত্মা ঋষিরা সকলেই যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করেন। তাঁহারা পরিদর্শক অন্যান্য ঋষিগণ লইয়া মহাসত্র নিষ্পাদন করেন। ইত্যবসরে বিশ্বরূপ নামে

বিশ্বরূপ ইতি খ্যাতো মুনীনাং সত্রমভ্যগাৎ ॥৬
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা তানারাধ্য যথাবিধি।
বিনয়েনাথ পপ্রচ্ছ ঋষীন্ সর্ব্বাননুক্রমাৎ ॥ ৭

বিশ্বরূপ উবাচ।

এবং সর্ব্বে যথাকামং মম স্বাস্থ্যেন হেতুনা।
যথা স্যাদ্বলবান্ পুত্রো দেবানামপি দুর্দ্ধরঃ।
যজ্ঞৈর্ব্বা তপসা বাপি মুনয়ো বক্তুমর্হথ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ।

তত্র প্রাহ মহাবুদ্ধির্বিশ্বামিত্রো মহামনাঃ ॥ ৯

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কর্ম্মণা তাত লভ্যন্তে ফলানি বিবিধানি চ।
ত্রয়াণাং কারণানাঞ্চ কর্ম্ম প্রথমকারণম্ ॥ ১০
ততশ্চ কারণং কর্ত্তা ততশ্চান্যৎপ্রকীর্ত্তিতম্।
উপাদানং তথা বীজং ন চ কর্ম্ম বিদুর্বুধাঃ ॥ ১১
কর্ম্মণাং কারণত্বঞ্চ কারণে পুষ্কলে সতি।
ভাবাভাবৌ ফলে দৃষ্টৌ তস্মাৎকর্ম্মাশ্রিতং ফলম্
কর্ম্মাপি ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং ক্রিয়মাণং তথা কৃতম্ ॥
কর্ত্তব্যং ক্রিয়মাণস্য সাধনং যদ্যদুচ্যতে।
তদ্ভাবাঃ কর্ম্মসিদ্ধৌ চ উভয়ত্রাপি কারণম্ ॥
যদ্যদ্ভাবয়তে জন্তুঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ বিচক্ষণঃ।
তদ্ভাবনানুরূপেণ ফলনিষ্পত্তিরুচ্যতে ॥ ১৪
করোতি কর্ম্ম বিধিবদ্বিনা ভাবনয়া যদি।
অন্যথা স্যাৎ ফলং সর্ব্বং তস্য ভাবানুরূপতঃ ॥
তস্মাত্তপো ব্রতং দানং জপযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
কর্ম্মণস্বনুরূপেণ ফলং দাস্যন্তি ভাবতঃ।
তস্মাদ্ভাবানুরূপেণ কর্ম্ম বৈ দাস্যতে ফলম্ ॥
ভাবস্তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা।
তামসশ্চ তথা জ্ঞেয়ং ফলং কর্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৮
ভাবনানুগুণং চেতি বিচিত্রা কর্ম্মণাং স্থিতিঃ।
তস্মাদিচ্ছানুসারেণ ভাবং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
পশ্চাৎকর্ম্মাপি কর্ত্তব্যং ফলং তত্রাপি তদ্বিধম্।
ফলং দদাতি ফলিনাং ফলেচ্ছৈব প্রবর্ত্ততে ॥২০
কর্ম্মকারো ন তত্রাস্তি কুর্য্যাৎ কর্ম্ম স্বভাবতঃ।

খ্যাত দেবগণের প্রবল রিপু মুনিগণের সেই সত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা দ্বারা জন্মাবধি আরাধনাপূর্ব্বক যথাক্রমে সকল ঋষিকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—মুনিগণ! তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা যাহাতে আমার স্বুখশান্তির হেতুভূত কামানুরূপ বলবান্, দেবদুর্জ্জয় পুত্র লাভ হয়, আপনারা সকলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। ১—৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—তন্মধ্যে মহামনা মহাবুদ্ধি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—তাত! কর্ম্ম-দ্বারাই বিবিধ ফললাভ হয়। তিনটি কারণের মধ্যে কর্ম্মই প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ কর্ত্তা; তারপর অন্য কারণ কীর্ত্তিত হয়। উপাদান ও বীজ থাকিলেই যে, কর্ম্ম হইবে, বুধগণ এমন বুঝেন না। আর একটী কারণও চাই, কারণত্বেরও প্রবলতা প্রয়োজন। কারণ পুষ্কল হইলে তবে ঐরূপ ক্ষেত্রে ভাবাভাবাত্মক ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং ফল কর্ম্মেরই আশ্রিত। কর্ম্মও ত্রিবিধ,—ক্রিয়মাণ, কৃত ও কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞেয়। ক্রিয়মাণ কর্ম্মের যাহা যাহা সাধন বলিয়া উক্ত হয়, তাহাই—কর্ম্মসিদ্ধি হইলে সেই কৃত কর্ম্মের ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের কারণ। বিচক্ষণ জীব কর্ম্ম করিতে করিতে যাহা কিছু ভাবনা করে, সেই ভাবনার অনুরূপই ফলনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। বিনা ভাবনায় যদি বিধানানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করেও, তথাপি তাহার সমস্ত ফলই ভাবানুরূপ অন্যথা হইয়া থাকে। এইজন্যই তপঃ দান ব্রত জপ যজনাদি সকল ক্রিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠানকালীন ভাবের অনুরূপই ফল দিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্ম ভাবানুরূপই যে ফল দান করে; ইহা নিশ্চিতই বুঝা গেল। ভাব ত্রিবিধ জানিবে,—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ইহাদের ফলও কর্ম্মানুসারেই জ্ঞেয়। ভাবনানুগত হওয়াতেই কর্ম্মের স্থিতিও তিন প্রকার। এ নিমিত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি অগ্রে ইচ্ছানুসারেই ভাব করিবেন; তার পর কর্ম্মানুষ্ঠানও করিবেন। সেখানেও ফল তদনুরূপই হইবে। ফলবান্ জনগণকে ফলেচ্ছাই ফল দান করে। সে

তদেব চোপদানাদি সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ ॥ ২১
ভাবাৎ প্রারভতে তদ্ভাবৈঃ ফলমবাপ্যতে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কর্ম্ম চৈব হি কারণম্ ॥২২
ভাবস্থিতং ভবেৎ কর্ম্ম মুক্তিদং বন্ধকারণম্।
স্বভাবানুগুণং কর্ম্ম স্বস্যৈবেহ পরত্র চ।
ফলানি বিবিধান্যাহুঃ করোতি সমতানুগম্ ॥২৩
এক এব পদার্থোঽসৌ ভাবৈর্ভেদঃ প্রদৃশ্যতে।
ক্রিয়তে ভুজ্যতে বাপি তস্মাদ্ভাবো বিশিষ্যতে
যথাভাবং কর্ম্ম কুরু যথেপ্সিতমবাপ্স্যসি ॥ ২৫
ব্রহ্মোবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা ঋষের্ব্বাক্যং বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
তপস্তপ্ত্বা বহুকালং তামসং ভাবমাশ্রিতঃ ॥ ২৬
বিশ্বরূপঃ কর্ম্ম ভীমং চকার সুরভীষণম্।
পশ্যৎসু ঋষিমুখ্যেষু বার্য্যমাণোঽপি নিত্যশঃ ॥
আত্মকোপানুসারেণ ভীমং কর্ম্ম তথাকরোৎ।
ভীষণে কুণ্ডখাতে তু ভীষণে জাতবেদসি ॥ ২৮
ভীষণং রৌদ্রপুরুষং ধ্যাত্বাত্মানং গুহাশয়ম্।
এবং তপস্তমালক্ষ্য বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ২৯
জটাজুটং বিনাত্মানং ন চ বৃত্রো ব্যজায়ত।
বৃথাত্মানং বিশ্বরূপো জুহুয়াজ্জাতবেদসি ॥ ৩০
স এবেন্দ্রঃ স বরুণঃ স চ স্যাৎ সর্ব্বমেব চ।
ত্যক্তাত্মানং জটামাত্রং হুতবান্ বৃজিনোদ্ভবঃ।
বৃত্র ইত্যুচ্যতে বেদে স চাপি বৃজিনোঽভবৎ ॥
ভীমস্য মহিমানং কো জানাতি জগদীশিতুঃ।
সৃজন্নশেষমপি যো ন চ সঙ্গেন লিপ্যতে ॥৩২
বিররামেতি সঙ্কীর্ত্ত্য সা বাণ্যেনং মুনীশ্বরাঃ।
ভীমেশ্বরং নমস্কৃত্য জগ্মুঃ স্বং স্বমথাশ্রমম্ ॥৩৩
বিশ্বরূপো মহাভীমো ভীমকর্ম্মা তথাকৃতিঃ।
ভীমভাবো ভীমতনুং ধ্যাত্বাত্মানং জুহাব হ ॥৩৪
তস্মাদ্ভীমেশ্বরো দেবঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ মুক্তিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫

স্থলে অন্য কেহ কর্ম্মকার নাই। স্বভাবতই কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে। সেই সত্ত্বাদি গুণ-ভেদে স্বভাবই উহার উপাদানাদি জানিবে। ভাব হইতে কর্ম্মের প্রারম্ভ ও ভাব হইতেই ফল লাভ হয়। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের কর্ম্মই কারণ। ভাবস্থিত কর্ম্মই মুক্তিপ্রদ বা বন্ধহেতু হইয়া থাকে। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভাবানুসারে নিজেরই ইহকাল বা পরকালে সেই ভাবেরই সমতাকারী বিবিধ ফল উৎ-পাদন করে। মূলতঃ ঐ পদার্থ এক হইলেও "করা, খাওয়া" প্রভৃতি ভাবভেদে বিভিন্না-কারে দৃষ্ট হয় মাত্র। অতএব ভাবই বিশিষ্ট বলিয়া বুঝা যায়। যেমন ভাব, তেমনি কর্ম্ম করিলে যথেপ্সিত ফলও পাইতে পারিবে। ৯—২৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—ধীমান্ বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ তামস ভাব আশ্রয় করত বহুকাল তপস্যা করিয়া সুরভীষণ কর্ম্ম সকল করিয়াছিল। সে ঋষিমুখ্যগণের সাক্ষাতেই বার্য্যমাণ হইয়াও আত্মকোপানুসারে সেই সকল ভীম কর্ম্ম করে।—ভীষণ কুণ্ডখাতে ভীষণ গুহাশয় আত্মাকে ভীষণ রৌদ্র পুরুষাকারে ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাদৃশ তপঃপরায়ণ বিশ্বরূপকে অশরীরিণী বাণী বলিল,—"বিশ্ব-রূপ! বৃথাই আত্মাকে হোম করিতেছ; সেই আত্মাই ইন্দ্র, তিনিই বরুণ, তিনিই সমস্ত। তাঁহাকে জটামাত্র অবশেষ রাখিয়া হোম করিয়াছ,—সুতরাং উহাতে বৃজিন অর্থাৎ অখণ্ড আত্মাতে খণ্ডবোধ এবং উত্তমাঙ্গ ব্যতীত নিকৃষ্টাঙ্গহোম ও সম্পূর্ণ আত্মনিবে-দনের অভাবরূপ পাপ জন্মিয়াছে।" জটাজুট ব্যতীত হোম করাতেই বৃত্রের জন্ম হইল। সেই বৃজিনই বৃত্ররূপে বেদে উক্ত হইয়াছে। জগদীশ ভীমের মহিমা কে জানে? যিনি অশেষ জগৎ সৃজন করিয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না। সেই আকাশবাণী এই বলিয়া বিরত হইলে মুনীশ্বরেরাও স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ভীমকর্ম্মা, ভীমাকৃতি, মহাভীম বিশ্বরূপ ভীমভাবে ভীমতনুকে ধ্যানপূর্ব্বক আত্মাকে হোম করিয়াছিল। এই কারণে তৎপ্রতি বরদাতা দেব 'ভীমেশ্বর' নামে পুরাণে পরিপঠিত হইয়া থাকেন। সেখানে স্নান দান মুক্তি-

ইতি পঠতি শৃণোতি যশ্চ ভক্ত্যা
বিবুধপতিং শিবমত্র ভীমরূপম্ ।
জগতি বিদিতমশেষপাপহারি
স্মৃতিপদমরণেন মুক্তিদশ্চ ॥ ৩৬
গোদাবরী তাবদশেষপাপ-
সমূহহন্ত্রী পরমার্থদাত্রী ।
সদৈব সর্ব্বত্র বিশেষতস্ত
যত্রাম্বুরাশিং সমনুপ্রবিষ্টা ॥ ৩৭
স্নাত্বা তু তস্মিন্ সুকৃতী শরীরী
গোদাবরীবারিধিসঙ্গমে যঃ ।
উদ্ধৃত্য তীব্রান্নিরয়াদশেষাৎ
স পূর্ব্বজান্ যাতি পুরং পুরারেঃ ॥ ৩৮
বেদান্তবেদ্যং যদুপাসিতব্যং
তদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎ খলু ভীমনাথঃ ।
দৃষ্টে হি তস্মিন্ন পুনর্বিশন্তি
শরীরিণঃ সংসৃতিমুগ্রদুঃখাম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ঋষিসত্রভীমেশ্বরতীর্থবর্ণনং ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

প্রদ; ইহাতে সংশয় নাই। যাঁহার নামও পাপহারি, সেই বিবুধপতি অত্রত্য জগদ্বিদিত ভীমরূপ শিবের এই বৃত্তান্ত ভক্তি সহকারে তাঁহারই আশ্রয় লইয়া যে জন পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। গোদাবরী সর্ব্বত্রই অশেষ পাপসমূহহন্ত্রী ও মুক্তিদাত্রী; বিশেষতঃ—যেখানে তিনি অম্বুরাশিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যে সুকৃতী শরীরী গোদাবরী-বারিধিসঙ্গমে স্নান করে, সে, পূর্ব্বজগণকে অশেষ তীব্র নরক হইতে উদ্ধার করিয়া পুরারিপুরে গমন করে। যাহা বেদান্তবেদ্য, যাহা উপাসিতব্য, সাক্ষাৎ ভীমনাথই সেই ব্রহ্ম। তাঁহাকে দেখিলে, শারীরিগণ উগ্রদুঃখময় সংসারসরণীতে আর প্রবেশ করে না। ২৬—৩৯।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৭৩॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সা সঙ্গতা পূর্ব্বমপাংপতিং তং
গঙ্গা সুরাণামপি বন্দনীয়া ।
দেবৈশ্চ সর্ব্বৈরনুগম্যমানা
সংস্তূয়মানা মুনিভির্মরুদ্ভিঃ ॥ ১
বসিষ্ঠজাবালিসযাজ্ঞবল্ক্য-
ক্রত্বঙ্গিরোদক্ষমরীচিবিষ্ণবঃ ।
শাতাতপঃ শৌনকদেবরাত-
ভৃগ্বগ্নিবেশ্যাত্রিমরীচিমুখ্যাঃ ॥ ২
সুধৃতপাপা মনুগৌতমাদয়ঃ
সকৌশিকাস্তম্বরুপর্ব্বতাস্তাঃ ।
অগস্ত্যমার্কণ্ডসপিপ্পলাদাঃ
সগালবা যোগপরায়ণাশ্চ ॥ ৩
সবামদেবাঙ্গিরসোঽথ ভার্গবাঃ
স্মৃতিপ্রবীণাঃ শ্রুতিভির্মনোজ্ঞাঃ ।
সর্ব্বে পুরাণার্থবিদো বহুজ্ঞা-
স্তে গৌতমীং দেবনদীং তু গত্বা ॥ ৪
স্তোষ্যন্তি মন্ত্রৈঃ শ্রুতিভিঃ প্রভূতৈ-
র্হৃদ্যৈশ্চ তুষ্টৈর্মুদিতৈর্মনোভিঃ ।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরগণবন্দনীয়া সেই গৌতমী গঙ্গা দেবগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা ও অনুগম্যমানা হইয়া পূর্ব্বসাগর সহ সঙ্গতা হয়েন। বশিষ্ঠ, জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, দক্ষ, মরীচি, বিষ্ণুঋষি, শাতাতপ, শৌনক, দেবরাত, ভৃগু, অগ্নিবেশ্য, মরীচির সহগামী অত্রি, নিষ্পাপ গৌতমাদি, বিশ্বামিত্র, তুম্বুরু, পর্ব্বতাদি মুনি, অগস্ত্য, মার্কণ্ড, পিপ্পলাদ, গালবাদি যোগপরায়ণ মুনিগণ, বামদেব, আঙ্গিরস ও ভার্গবাদি স্মৃতিপ্রবীণ, শ্রুতিব্যুৎপন্ন, পুরাণার্থবেদী বহুজ্ঞ মুনিগণ সেই দেবনদী গৌতমীতে যাইয়া তুষ্টচিত্তে প্রমোদিত-মনে শ্রুতি ও প্রভূত মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব

তাং সঙ্গতাং বীক্ষ্য শিবো হরিশ্চ
আত্মানমাদর্শয়তাং মুনিভ্যঃ ॥ ৫
তথামরাস্তৌ পিতৃভিশ্চ দৃষ্টৌ
স্তুবন্তি দেবৌ সকলার্ত্তিহারিণৌ ॥ ৬
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতো লোকপালকাঃ
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে স্তুবন্তি হরিশঙ্করৌ ॥ ৭
সঙ্গমেষু প্রসিদ্ধেষু নিত্যং সপ্তসু নারদ।
সমুদ্রস্য চ গঙ্গায়া নিত্যঃ দেবৌ প্রতিষ্ঠিতৌ॥
গৌতমেশ্বর আখ্যাতো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র মাধবো রময়া সহ ॥ ৯
ব্রহ্মেশ্বর ইতি খ্যাতো ময়ৈব স্থাপিতঃ শিবঃ।
লোকানামুপকারার্থমাত্মনঃ কারণান্তরে॥ ১০
চক্রপাণিরিতি খ্যাতঃ স্তুতো দেবৈর্ময়া সহ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্দেবৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥১১
ঐন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং তদেব হয়মূর্দ্ধকম্।
হয়মূর্দ্ধা তত্র বিষ্ণুস্তন্মূর্দ্ধনি সুরা অপি।
সোমতীর্থমিতি খ্যাতং যত্র সোমেশ্বরঃ শিবঃ॥
ইন্দ্রস্য সোমশ্রবসো দেবৈশ্চ ঋষিভিস্তথা।
প্রার্থিতঃ সোম এবাদাবিন্দ্রায়েন্দ্রো পরিস্রব ॥১৩
সপ্ত দিশো নানাসূর্য্যাঃ সপ্ত হোতার ঋত্বিজঃ
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভিরক্ষ ন
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥১৪
যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিস্তেন সোমাভিরক্ষ নঃ।
অরাতী বামা নস্তারীন্মো চ নঃ কিঞ্চনামম-
দিন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ১৫
ঋষে মন্ত্রকৃতাং স্তোমৈঃ কশ্যপোদ্বর্দ্ধয়ন্ গিরঃ।
সোমং নমস্য রাজানং যো জজ্ঞে বীরুধাং পতি-
রিন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ১৬
কাকরুহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা।

করিয়াছিলেন। সেই গঙ্গাকে সঙ্গতা দেখিয়া হরি ও হর তথায় মুনিগণকে নিজ নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। অমরগণ তদ্দর্শনে পিতৃগণ সহ মিলিত হইয়া সেই সকলার্ত্তিহারী দেবদ্বয়কে স্তব করিয়াছিলেন। আদিত্য, বসু, মরুৎ ও লোক-পাল ইঁহারা সকলেই তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সেই হরি ও শঙ্করকে স্তব করেন। নারদ! সমুদ্র ও গঙ্গার সেই প্রসিদ্ধ সপ্তসঙ্গমে সেই দেবদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন; যেখানে দেব মহেশ্বর 'গৌতমেশ্বর' নামে আখ্যাত হয়েন; সেই স্থানে মাধবও রমার সহিত নিত্য সন্নিহিত আছেন। সেখানে ব্রহ্মেশ্বর নামে খ্যাত মৎস্থাপিত শিব আছেন। লোকের উপকারার্থ এবং নিজেরও কোন বিশেষ কারণে আমি উহা স্থাপন করি। তদ্ভিন্ন সেখানে চক্রপাণি বিষ্ণু ও দেবগণ সহ সন্নিহিত আছেন। আমি সমস্ত সুর-গণের সহিত তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলাম। সেখানে ঐন্দ্র তীর্থ নামে তীর্থও আছে, সে তীর্থ 'হয়মূর্দ্ধক' নামেও প্রসিদ্ধ। সেখানে হয়গ্রীব বিষ্ণু বিরাজমান আছেন। তাঁহার সেই মস্তকেই আবার অন্যান্য সুরগণ আছেন। যেখানে সোমেশ্বর শিব আছেন, তাহা সোমতীর্থ নামে খ্যাত। ১—১২। সোমশ্রবা মুনি ইন্দ্রের নিমিত্ত দেবতা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া উক্ত শিবলিঙ্গ প্রদান করেন। তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "হে ইন্দো! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত পরিস্রুত হও। সপ্ত দিক্, দ্বাদশসূর্য্য, সপ্ত হোতা ঋত্বিক্—অদিতিনন্দন সপ্ত দেব-গণ—ইঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া হে সোম! আমাদিগকে রক্ষা কর। হে ইন্দো! ইন্দ্রের নিমিত্ত পরিস্রুত হও। রাজন্! তোমার জন্য যে হবি পক্ক হইয়াছে, হে সোম! তাহাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। অরাতিরা যেন আমাদিগের নিকট পরিত্রাণ পায় না, আমাদিগের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই যেন অপরিমিত হয়। হে ইন্দো! ইন্দ্রের জন্য পরিস্রুত হও। হে ঋষে! কশ্যপ, মন্ত্রা-বিকর্ত্তাদিগের বাক্ সকল স্তোম দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছেন; আমরা সেই সকল দ্বারা যিনি বীরুধ সকলের পতি হইয়া-ছেন, সেই সোম রাজাকে নমস্কার করি।

নানাধিয়ো বস্থযবোহত্ত গা ইব তস্থিমে-
ন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ১৭
এবমুক্তা চ ঋষিভিঃ সোমং প্রাপ্য চ বজ্রিণে।
তেভ্যো দত্ত্বা ততো যজ্ঞঃ পূর্ণো জাতঃ
শতক্রতোঃ ॥ ১৮
তৎসোমতীর্থমাখ্যাতমাগ্নেয়ং পুরতস্তু তৎ ॥ ১৯
অগ্নিরিষ্টা মহাযজ্ঞৈর্মামারাধ্য মনীষিতম্।
সম্প্রাপ্তবান্মৎপ্রসাদাদহং তত্রৈব নিত্যশঃ ॥ ২০
স্থিতো লোকোপকারার্থং তত্র বিষ্ণুঃ শিবস্তথা।
তস্মাদাগ্নেয়মাখ্যাতমাদিত্যং তদনন্তরম্ ॥ ২১
যত্রাদিত্যো বেদময়ো নিত্যমেতি উপাসিতুম্।
রূপান্তরেণ মধ্যাহ্নে দ্রষ্টুং মাং শঙ্করং হরিম্ ॥
নমস্কার্য্যস্তত্র সদা মধ্যাহ্নে সকলো জনঃ।
রূপেণ কেন সবিতা সমায়াতীত্যনিশ্চয়াৎ ॥ ২২
তস্মাদাদিত্যমাখ্যাতং বার্হস্পত্যমনন্তরম্।
বৃহস্পতিঃ সুরৈঃ পূজাং তস্মাত্তীর্থাদবাপ হ ॥
ঈজে চ যজ্ঞান্বিবিধান্বার্হস্পত্যং ততো বিদুঃ
তত্তীর্থস্মরণাদেব গ্রহশান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৫
তস্মাদপ্যপরং তীর্থমিন্দ্রগোপে নগোত্তমে।
প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে।
হিমালয়েন তত্তীর্থমদ্রিতীর্থং তদুচ্যতে।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ২৭
এবং সা গৌতমী গঙ্গা ব্রহ্মাদ্রেশ্চ বিনিঃসৃতা।
যাবৎসাগরগা দেবী তত্র তীর্থানি যানিচিৎ।
সঙ্ক্ষেপেণ ময়োক্তানি রহস্যানি শুভানি চ ॥
বেদে পুরাণে ঋষিভিঃ প্রসিদ্ধা
যা গৌতমী লোকনমস্কৃতা চ।
বক্তুং কথং তামতিসুপ্রভাবা-
মশেষতো নারদ কস্য শক্তিঃ ॥ ২৯

শিল্পী, আমি, চিকিৎসক ও শিলাফলকে পেষণকারিণী রমণী—আমরা নানা জনেই সেই ওষধির ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা নানাবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও উত্তম ঘাস দেখিয়া গোগণ যেমন স্থির ভাবে অবস্থান করে, তেমনি তোমার নিমিত্ত রহিয়াছি। হে ইন্দো! তুমি পরিস্রুত হও। ইন্দ্রের যজ্ঞকালে সেই ঋষি অন্যান্য ঋষিগণসহ এইরূপে স্তব করিয়া সোম প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহা ঋষিগণকে ও ইন্দ্রকে পরিবেশন করিয়া দেন। তাহাতে শত-ক্রতুর সেই ক্রতু পূর্ণ হয়। উহাই সোম তীর্থ নামে আখ্যাত হয়। তাহার পুরো-ভাগে আগ্নেয় তীর্থ; ঐ স্থানে অগ্নি আমাকে মহাযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিয়া মৎপ্রসাদে মনীষিত প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে লোকাপকারার্থ আমি, বিষ্ণু ও শিব নিত্যই অবস্থিত আছি। সেইজন্য উহাকে আগ্নেয় তীর্থ বলা যায়। তাহার পর আদিত্যতীর্থ। সেখানে বেদময় আদিত্য আমাকে শঙ্করকে ও হরিকে দর্শনপূর্ব্বক উপাসনা করিবার জন্য নিত্যই মধ্যাহ্নকালে রূপান্তর পরি-গ্রহ করিয়া আগমন করেন। তথায় মধ্যাহ্নকালে সকল জনকেই সদা নমস্কার করা কর্ত্তব্য, কারণ, সবিতা যে কোনরূপে আগমন করেন তাহার ত কোন নির্ণয় হয় না। ১৩—২২। সেই জন্য ঐ তীর্থ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। তারপর বার্হস্পত্য তীর্থ। ঐ তীর্থে বৃহস্পতি সুরগণসহ পূজা প্রাপ্ত হয়েন। সেই হইতে উহা বার্হস্পত্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ঐ তীর্থের স্মরণ মাত্রেই গ্রহশান্তি হয়। তাহার পর ইন্দ্রগোপ নগোত্তমে আর একটী তীর্থ আছে। কোনও কারণে হিমালয় কর্ত্তৃক এই স্থানে একটী মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহা ইন্দ্রতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত হয়। সেখানে স্নান-দান শুভ ও সর্ব্বকামপ্রদ। সেই গৌতমীগঙ্গা এইভাবে ব্রহ্মাদ্রি হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া সাগর পর্য্যন্ত গিয়াছেন; তাহার মধ্যে যত তীর্থ আছে, সংক্ষেপে সেই সকলের মধ্যে গোপনীয় ও শুভ কতিপয় তীর্থেরই উল্লেখ করিলাম। যে গৌতমী গঙ্গা বেদে ও পুরাণে ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধা ও লোকনমস্কৃতা হইয়াছেন, নারদ! সেই অতি সুপ্রভাবা গৌতমী-

ভক্ত্যা প্রবৃত্তস্য যথাকথঞ্চি-
নৈবাপরাধোঽস্তি ন সংশয়োঽত্র।
তস্মাচ্চ দিঙ্মাত্রমতিপ্রয়াসাৎ
সংসূচিতং লোকহিতায় তস্যাঃ॥ ৩০
কস্তস্যাঃ প্রতিতীর্থস্য প্রভাবং বক্তুমীশ্বরঃ।
অপি লক্ষ্মীপতির্বিষ্ণুরলং সোমেশ্বরঃ শিবঃ॥
কচিৎ কস্মিংশ্চ তীর্থানি কালযোগে ভবন্তি হি
গুণবন্তি মহাপ্রাজ্ঞ গৌতমী তু সদা নৃণাম্॥ ৩২
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পুণ্যা কো বক্তা গুণকীর্ত্তনম্।
বক্তুং শক্তস্ততস্তস্যৈ নম ইত্যেব যুজ্যতে॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে গঙ্গাসাগরসঙ্গমবর্ণনং নাম
চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৪॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়

নারদ উবাচ।
ত্রিদৈবত্যাং সুরেশান গঙ্গাং ব্রূষে সুরেশ্বর।
ব্রাহ্মণেনাহৃতাং পুণ্যাং জগতঃ পাবনীং শুভাম্

আদিমধ্যাবসানে চ উভয়োস্তীরয়োরপি।
যা ব্যাপ্তা বিষ্ণুনেশেন ত্বয়া চ সুরসত্তম।
পুনঃ সঙ্ক্ষেপতো ব্রূহি ন মে তৃপ্তিঃ প্রজায়তে
ব্রহ্মোবাচ।
কমণ্ডলুস্থিতা পূর্ব্বং ততো বিষ্ণুপদানুগা।
মহেশ্বরজটাজুটে স্থিতা সৈব নমস্কৃতা॥ ৩
ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবেণ শিবমারাধ্য যত্নতঃ।
ততঃ প্রাপ্তা গিরিং পুণ্যং ততঃ পূর্ব্বার্ণবং প্রতি
আগত্য সঙ্গতা দেবী সর্ব্বতীর্থময়ী নৃণাম্।
ঈপ্সিতানাং তথা দাত্রী প্রভাবোঽস্যা
বিশিষ্যতে॥৫
এতস্যা নাধিকং মন্যে কিঞ্চিত্তীর্থং জগত্রয়ে।
অস্যাশ্চৈব প্রভাবেণ ভাব্যং যচ্চ মনঃস্থিতম্॥
অস্যাপ্যস্যা হি মাহাত্ম্যং বক্তুং কৈশ্চিন্ন শক্যতে
ভক্তিতো বক্ষ্যতে নিত্যং যা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ
তস্যাঃ পরতরং তীর্থং ন স্যাদিতি মতির্মম।

গঙ্গাকে অশেষরূপে বর্ণন করিতে কাহার শক্তি হয়? ভক্তিবশতঃ প্রবৃত্ত জনের যথাকথঞ্চিৎ বর্ণনেও অপরাধ হয় না; সেই হেতু লোকহিত নিমিত্ত সেই অতি প্রিয়া গৌতমীর একাংশ মাত্র প্রকাশ করিলাম। তাঁহার প্রত্যেক তীর্থ বর্ণন করিতে কে সক্ষম? লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু বা সোমেশ্বর শিবও কি পারেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ! কচিৎ কোনও স্থল, বিশেষ বিশেষ কালের যোগে প্রভাববান্ হইয়া থাকে; গৌতমী কিন্তু নরগণের সদা সর্ব্বত্র পুণ্যজননী। ইঁহার গুণ কীর্ত্তনে কে সক্ষম? অতএব তাঁহাকে নমস্কার করাই শ্রেয়ঃ। ২৩—৩৩।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আনীতা সেই শুভা পুণ্যা জগৎপাবনী গঙ্গার বিষয় বলিলেন; কিন্তু আদি, মধ্য ও অবসানে—বিষ্ণু, আপনি ও সুরসত্তম ঈশান উভয় তীরেই যে সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, সকল পুনরায় সংক্ষেপে তাহা বলুন। আমার তৃপ্তি জন্মিতেছে না। ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গাদেবী প্রথমে আমার কমণ্ডলুতে ছিলেন, পরে বিষ্ণুপদানুগা হয়েন; তারপর মহেশ্বর জটাজুটে বাস করেন। পরে শিবের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে সেই লোকনমস্কৃতা দেবী পুণ্য ব্রহ্মগিরি প্রাপ্ত হয়েন। পরে তথা হইতে পূর্ব্বার্ণবের দিকে যাইয়া তৎসহ মিলিত হয়েন। তিনি সর্ব্বতীর্থময়ী এবং নরগণের ঈপ্সিতনিচয়ের দাত্রী; এবং বিশিষ্ট প্রভাববতী জানিবে। ইঁহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ তীর্থ জগৎত্রয়ে আর আছে বলিয়া মনে হয় না। ইঁহার প্রভাবে মনে যাহাই ভাবা যায়, তাহাই সফল হইয়া থাকে। ইঁহার মাহাত্ম্য অদ্যাপি কেহ বলিতে শক্ত হয় না। পরমার্থতঃ পরব্রহ্ম জ্ঞানে ইনি ভক্তিসহকারে বন্দিত

অন্যতীর্থেন সাধর্ম্ম্যং ন যুজ্যেত কথঞ্চন ॥ ৮
শ্রুত্বা মদ্বাক্যপীযুষৈর্গঙ্গায়া গুণকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বেষাং ন মতিঃ কস্মাত্তত্রৈবোপরতিং গতা।
ইতি ভাতি বিচিত্রং মে মুনে খলু জগত্রয়ে ॥ ৯
নারদ উবাচ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ত্বং বেত্তা চোপদেশকঃ।
ছন্দাংসি সরহস্যানি পুরাণস্মৃতয়োঽপি চ ॥ ১০
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যচ্চান্যত্তব বাক্যে প্রতিষ্ঠিতম্।
তীর্থানামথ দানানাং যজ্ঞানাং তপসাং তথা ॥
দেবতামন্ত্রসেবানামধিকং কিং বদ প্রভো।
যদ্ব্রবে ভগবন্ ভক্ত্যা তথা ভাব্যং ন চান্যথা
এতন্মে সংশয়ং ব্রহ্মন্ বাক্যাত্ত্বং ছেত্তুমর্হসি।
ইষ্টং মনোগতং শ্রুত্বা তস্মাদ্বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১১
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং ধর্ম্মমুত্তমম্।
চতুর্ব্বিধানি তীর্থানি তাবন্ত্যেব যুগানি চ ॥ ১৪
গুণাস্ত্রয়শ্চ পুরুষাস্ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ।
বেদাশ্চ স্মৃতিভির্যুক্তাশ্চত্বারস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
পুরুষার্থাশ্চ চত্বারো বাণী চাপি চতুর্ব্বিধা।
গুণা হ্যপি তু চত্বারঃ সমত্বেনেতি নারদ ॥ ১৬
সর্ব্বত্র ধর্ম্মঃ সামান্যো যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সাধ্যসাধনভাবেন স এব বহুধা মতঃ ॥ ১৭
তস্যাশ্রয়শ্চ দ্বিবিধো দেশঃ কালশ্চ সর্ব্বদা।
কালাশ্রয়শ্চ যো ধর্ম্মো হীয়তে বর্দ্ধতে সদা ॥ ১৮
যুগানামনুরূপেণ পাদঃ পাদোঽস্য হীয়তে।
ধর্ম্মস্যেতি মহাপ্রাজ্ঞ দেশাপেক্ষা তথোভয়ম্ ॥
কালেন চাশ্রিতো ধর্ম্মো দেশে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতঃ।
যুগেষু ক্ষীয়মাণেষু ন দেশেষু স হীয়তে ॥ ২০
উভয়ত্র বিহীনে চ ধর্ম্মস্য স্যাদভাবতা।
তস্মাদ্দেশাশ্রিতো ধর্ম্মশ্চতুষ্পাৎ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥
স চাপি ধর্ম্মো দেশেষু তীর্থরূপেণ তিষ্ঠতি।
কৃতে দেশশ্চ কালশ্চ ধর্ম্মোঽবষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥ ২

হয়েন। ইহা অপেক্ষা পরতরতীর্থ আর হইবে না; আমার এমনই মনে হয়। উহার অন্য তীর্থ সহ সাধর্ম্ম্য কোন মতেই উপযুক্ত হয় না। মুনে! জগত্রয় মধ্যে মদীয় বাক্য-পীযুষ দ্বারা গঙ্গার গুণকীর্ত্তি শ্রবণে সকলেরই মতি উহাতেই উপশান্ত হয় না কেন? আমার মনে ইহা বিচিত্র বোধ হয়। ১—৯। নারদ বলিলেন,—আপনি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের বেত্তা ও উপদেশক; সরহস্য ছন্দঃ, পুরাণ, স্মৃতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইত্যাদি আপনার বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত। তীর্থ দান যজ্ঞ তপস্যা এবং দেবতা-মন্ত্রের সাধন ইত্যাদি কার্য্যের মধ্যে হে প্রভো! কোন কার্য্যটী সর্ব্বা-পেক্ষা প্রধান? ভগবন্! আপনি যেমন বলিয়াছেন, সে সকলের ফলও তেমনিই হইবে, নিশ্চিত। ব্রহ্মন্! আমার এই সংশয় ছেদন করিয়া দিউন। আপনার মনোগত ইষ্ট গৌতমীমাহাত্ম্য শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ! উত্তম ধর্ম্ম রহস্য বলিতেছি। তীর্থ চতুর্ব্বিধ এবং যুগও সেইরূপ। তিনটী গুণ তিনটী পুরুষ, তিনটী সনাতন দেব। স্মৃতিসহ বেদ চতুর্ব্বিধ কীর্ত্তিত হয়। পুরুষার্থও চারিটী। বাণীও চতুর্ব্বিধা। সমত্বের সহিত গুণও চতুর্ব্বিধ। নারদ! ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই সামান্য ভাবে বর্ত্তমান, যেহেতু ধর্ম্ম সনাতন। কিন্তু উহাই আবার সাধ্যসাধনভাবে বহুধা স্থিরীকৃত হয়। উহার আশ্রয়ও সর্ব্বদা দ্বিবিধ;—দেশ ও কাল। যে ধর্ম্ম কালাশ্রয়, তাহা সদাই হীন এবং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম যুগানু-সারে পাদপ্রমাণে হীন হইয়া থাকে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! উহার দেশাপেক্ষাও সেইরূপ জানিবে। দেশ ও কাল—এতদুভয়ই ধর্ম্মের অবলম্বন। ধর্ম্ম কালের আশ্রয়ে থাকিয়া নিত্যই দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যুগ সকল ক্ষীয়মাণ হইলেও দেশে সেই ধর্ম্ম ক্ষীণ হয় না। কাল ও দেশ উভয়ই ক্ষীয়মাণ হইলেত ধর্ম্মের অভাবই ঘটিয়া উঠে। সুতরাং দেশাশ্রিত ধর্ম্ম চতুষ্পাদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১০—২১। দেশেতে সেই ধর্ম্ম তীর্থরূপে অবস্থিত আছেন। কৃতযুগে ধর্ম্ম

ত্রেতায়াং পাদহীনেন স তু পাদঃ প্রদেশতঃ।
দ্বাপরে চার্দ্ধতঃ কালে ধর্ম্মো দেশে সমাশ্রিতঃ
কলৌ পাদেন চৈকেন ধর্ম্মশ্চলতি সঙ্কটম্।
এবংবিধং তু যো ধর্ম্মং বেত্তি তস্য ন হীয়তে॥
যুগানামনুভাবেন জাতিভেদাশ্চ সংস্থিতাঃ।
গুণেভ্যো গুণকর্ত্তৃভ্যো বিচিত্রা ধর্ম্মসংস্থিতিঃ॥
গুণানামনুভাবেন উদ্ভবাভিভবৌ তথা।
তীর্থানামপি বর্ণানাং বেদানাং স্বর্গমোক্ষয়োঃ॥
তাদৃগ্রূপপ্রবৃত্ত্যা তু তদেব চ বিশিষ্যতে।
কালোঽভিব্যঞ্জকঃ প্রোক্তো দেশোঽভিব্যঙ্গ্য উচ্যতে॥ ২৭
যদা যদা অভিব্যক্তিং কালো ধত্তে তদা তদা।
তদেব ব্যঞ্জনং ব্রহ্মংস্তত্থামাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যুগানুরূপা মূর্ত্তিঃ স্যাদ্দেবানাং বৈদিকী তথা।
কর্ম্মণামপি তীর্থানাং জাতীনামাশ্রমস্য তু॥ ২৯
ত্রিদৈবত্যং সত্যযুগে তীর্থং লোকেষু পূজ্যতে
দ্বিদৈবত্যং যুগেঽন্যস্মিন্ দ্বাপরে চৈকদৈবিকম্
কলৌ ন কিঞ্চিদ্বিজ্ঞেয়মথান্যদপি তচ্ছৃণু॥ ৩১
দৈবং কৃতযুগে তীর্থং ত্রেতায়ামাসুরং বিদুঃ।
আর্ষঞ্চ দ্বাপরে প্রোক্তং কলৌ মানুষমুচ্যতে॥
অথান্যদপি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ কারণম্।
গৌতম্যাং যত্ত্বয়া পৃষ্টং তত্তে বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ
যদা চেয়ং হরশিরঃ প্রাপ্তা গঙ্গা মহামুনে।
তদা প্রভৃতি সা গঙ্গা শম্ভোঃ প্রিয়তরাভবৎ॥
তদেবস্য মতং জ্ঞাত্বা গজবক্ত্রমুবাচ সা।
উমা লোকত্রয়েশানা মাতা চ জগতো হিতা॥
শান্তা ক্ষান্তিরিতি খ্যাতা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী॥

ব্রহ্মোবাচ।

তন্মাতুর্বচনং শ্রুত্বা গজবক্ত্রোঽভ্যভাষত॥ ৩৬

গজবক্ত্র উবাচ।

কিং কৃত্যং শাধি মাং মাতস্তৎকর্ত্তাহমসংশয়ম্

ব্রহ্মোবাচ।

উমা সুতমুবাচেদং মহেশ্বরজটাস্থিতা।

দেশ ও কাল উভয় আশ্রয় করিয়াই বিরাজিত থাকেন। ত্রেতায় দেশবিশেষে এক পাদ হীন হইয়া পড়েন। দ্বাপরকালে অর্দ্ধদেশে দুই পাদ হীন হইয়া থাকেন; আর কলিতে এক পদে থাকিয়া অতি কষ্টে বিচরণ করেন। যিনি ধর্ম্মকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহার ধর্ম্ম কখনই হীন হয় না। যুগচতুষ্টয়ের প্রভাবে গুণ ও গুণাধার জীবচয় হইতে জাতিভেদও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মের সংস্থিতি বিচিত্র। তীর্থ, বর্ণ, বেদ, স্বর্গ ও মোক্ষাদির উদ্ভব ও অভিভব, গুণানুভাবেই ঘটে। গুণগণের প্রবৃত্তি-তারতম্যেই স্থানে স্থানে তাদৃশ বিশিষ্টতা দৃষ্ট হয়। কালই উহার অভিব্যঞ্জক,দেশ অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া উক্ত হয়। কাল যখন অভিব্যক্তিকে ধারণ করে, তখনই সেই কাল হইতে দেশবিশেষে পদার্থের ব্যঞ্জন হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় নাই। কর্ম্ম, তীর্থ, জাতি ও আশ্রম—এ সকলের এবং দেবতাদিগেরও যুগানুসারেই বৈদিকী বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। সত্যযুগে লোকে তীর্থ সকল ত্রিদৈবত্য (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতার আশ্রয়) এবং পূজিত হয়। ত্রেতাযুগে উহারা দ্বিদৈবত্য, আর দ্বাপরে একদৈবত্য জানিবে। কলিতে কোন তীর্থেই কোন দেবতার অনুভব হয় না। আরও শুন,—কৃতযুগে দৈব তীর্থ, ত্রেতায় অসুর তীর্থ, দ্বাপরে আর্ষ তীর্থ এবং কলিতে মানুষ তীর্থ। নারদ! অতঃপর আরও কারণ বলিতেছি। গৌতমী বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহাই তোমাকে বিস্তরক্রমে কহিতেছি। শ্রবণ কর। মহামুনে! গঙ্গা যখনই হরশিরঃ প্রাপ্ত হইলেন, সেই হইতেই তিনি শম্ভুর প্রিয়তরা হয়েন। শিবের সেই মনোভাব জানিতে পারিয়া ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী, শান্তা, ক্ষান্তি বলিয়া প্রসিদ্ধা, জগতের হিত-সাধিনী লোকত্রয়েশানী, মাতা উমা দেবী গজবক্ত্রকে সেই কথা বলিলেন। তাহাতে গজানন বলিলেন,—মাতঃ! কি করা কর্ত্তব্য, আমাকে তাহা উপদেশ করুন, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব। তদুত্তরে দেবী উমা পুত্রকে বলিলেন—গঙ্গা সত্য সত্যই

ত্বয়াবতার্য্যতাং গঙ্গা সত্যমীশপ্রিয়া সতী ॥ ৩৮
পুনশ্চেশস্তত্র চিত্তমধ্যাস্তে সর্ব্বদা সুত ।
শিবো যত্র সুরাস্তত্র তত্র বেদাঃ সনাতনাঃ ॥৩৯
তত্রৈব ঋষয়ঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা ।
তস্মান্নিবর্ত্তয়েশানং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪০
তস্যা নিবর্ত্তিতে দেবে গঙ্গায়াঃ সর্ব্ব এব হি ।
নিবৃত্তাস্তে ভবিষ্যন্তি শৃণু চেদং বচো মম ॥
নিবর্ত্তয় ততস্তস্যাঃ সর্ব্বভাবেণ শঙ্করম্ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ ।

মাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা পুনরাহ গণেশ্বরঃ ॥ ৪২

গণেশ্বর উবাচ ।

নৈব শক্যঃ শিবো দেবো ময়া তস্যা নিবর্ত্তিতুম্
অনিবৃত্তে শিবে তস্যা দেবা অপি নিবর্ত্তিতুম্ ।
ন শক্যা জগতাং মাতরথান্যচ্চাপি কারণম্ ॥
গঙ্গাবতারিতা পূর্ব্বং গৌতমেন মহাত্মনা ।
ঋষিণা লোকপূজ্যেন ত্রৈলোক্যহিতকারিণা ॥
সামোপায়েন তদ্বাক্যাৎ পূজ্যেন ব্রহ্মতেজসা ।
আরাধয়িত্বা দেবেশং তপোভিঃ স্তুতিভির্ভবম্
তুষ্টেন শঙ্করেণেদমুক্তোঽসৌ গৌতমস্তদা ॥

শঙ্কর উবাচ ।

বরান্বরয় পুণ্যাংশ্চ প্রিয়াংশ্চ মনসেপ্সিতান্ ।
যদ্যদিচ্ছসি তৎসর্ব্বং দাতা তেঽদ্য মহামতে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তঃ শিবেনাসৌ গৌতমো ময়ি শৃণ্বতি ।
ইদমেব তদোবাচ সজটাং দেহি শঙ্কর ।
গঙ্গাং মে যাচতে পুণ্যাং কিমন্যেন বরেণ মে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পুনঃ প্রোবাচ তং শম্ভুঃ সর্ব্বলোকোপকারকঃ ॥

শম্ভুরুবাচ ।

উক্তং ন চাত্মনঃ কিঞ্চিত্তস্মাদ্যাচস্ব দুষ্করম্ ॥৫০

ব্রহ্মোবাচ ।

গৌতমোঽদীনসত্বস্তং ভবমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫১

গৌতম উবাচ ।

এতদেব চ সর্ব্বেষাং দুষ্করং তব দর্শনম্ ।
ময়া তদদ্য সম্প্রাপ্তং কৃপয়া তব শঙ্কর ॥ ৫১

ঈশের অতীবপ্রিয়া হইয়া তদীয় জটায় বাস করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে অবতারিত কর। পুত্র! ঈশ সেই গঙ্গাতেই চিত্ত বিন্যস্ত করিয়া রহিয়াছেন; যেখানে শিব, সেখানেই সুরগণ, সনাতন বেদ সকল, সমস্ত ঋষি, পিতৃ ও মনুষ্যগণ অবস্থান করেন, অতএব দেবদেব মহেশ্বর ঈশানকে নিবর্ত্তিত কর। সেই দেব উক্ত গঙ্গা হইতে নিবৃত্ত হইলে অন্যান্য সকলেই নিবৃত্ত হইবে। অতএব সর্ব্বভাবে শঙ্করকে সেই গঙ্গা হইতে নিবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। আমার এই কথা শুন। ২২—৪১। ব্রহ্মা বলিলেন,—মাতার সেই বচন শ্রবণে গণেশ্বর পুনরায় বলিলেন,—দেব শিবকে সেই গঙ্গা হইতে নিবর্ত্তিত করা আমার সাধ্য নহে। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে অপরাপর দেবগণকেও নিবৃত্ত করার শক্তি নাই। হে জগন্মাতঃ! আরও কারণ শুনুন।—পূর্ব্বকালে লোকপূজ্য ত্রৈলোক্যহিতকারী মহাত্মা গৌতম ঋষি ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে সামোপায়-সমন্বিত বচনাবলীদ্বারা বিবিধ স্তুতি ও তপস্যা করিয়া দেবেশ ভবের আরাধনা করিলে শঙ্কর তুষ্ট হইয়া গৌতমকে এই বলিলেন যে,—মহামতে! তুমি পুণ্য প্রিয় মনোবাঞ্ছিত বর সকল গ্রহণ কর। যাহা যাহা ইচ্ছা কর, সেই সমস্তই অদ্য প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—শিব যখন সেই গৌতমমুনিকে এইরূপ বলেন তখন আমি তাহা শুনিতেছিলাম। সেই গৌতম বলিলেন,—আমি আপনার জটমধ্যগতা পুণ্যা গঙ্গাকে প্রার্থনা করি; হে শঙ্কর! আমার অন্য বরে কি প্রয়োজন? ব্রহ্মা বলিলেন,—সর্ব্বলোকোপকারক শম্ভু পুনরায় বলিলেন,—তুমি নিজের জন্য কিছুই যাচন কর নাই; সুতরাং নিজের জন্য কিছু দুষ্কর বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—অদীনসত্ব গৌতম তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া ভবকে কহিলেন,—হে শঙ্কর! অদ্য যে আপনার কৃপাবশে দর্শন পাইয়াছি, ইহাই ত সকলের পক্ষে

স্মরণাদেব তে পদ্ভ্যাং কৃতকৃত্যা মনীষিণঃ ।
ভবন্তি কিং পুনঃ সাক্ষাত্ত্বয়ি দৃষ্টে মহেশ্বরে ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ ।

এবমুক্তে গৌতমেন ভবো হর্ষসমন্বিতঃ ।
ত্রয়াণামুপকারার্থং লোকানাং যাচিতং ত্বয়া ॥৫৪
ন চাত্মনো মহাবুদ্ধে যাচেত্যাহ শিবো দ্বিজম্ ।
এবম্প্রোক্তঃ পুনর্বিপ্রো ধ্যাত্বা প্রাহ শিবং তথা ॥ ৫৫
বিনীতবদদীনাত্মা শিবভক্তিসমন্বিতঃ ।
সর্ব্বলোকোপকারায় পুনর্যাচিতবানিদম্ ।
শৃণ্বৎসু লোকপালেষু জগাদেদং স গৌতমঃ ॥

গৌতম উবাচ ।

যাবৎসাগরগা দেবী নিসৃষ্টা ব্রহ্মণো গিরেঃ ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তস্যাং স্থাতব্যং বৃষভধ্বজ ॥ ৫৭
ফলেপ্সূনাং ফলং দাতা ত্বমেব জগতঃ প্রভো
তীর্থান্যন্যানি দেবেশ ক্বাপি ক্বাপি শুভানি চ
যত্র তে সন্নিধির্নিত্যং তদেব সুমহৎ বিভুঃ ।
যত্র গঙ্গা ত্বয়া দত্তা জটামুকুটসংস্থিতা ।
সর্ব্বত্র তব সান্নিধ্যাৎ সর্ব্বতীর্থানি শঙ্কর ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ ।

তদ্গৌতমবচঃ শ্রুত্বা পুনর্হর্ষাচ্ছিবোঽব্রবীৎ ॥৬০

শিব উবাচ ।

যত্র ক্বাপি চ যৎকিঞ্চিদ্যো বা ভবতি ভক্তিতঃ
যাত্রাং স্নানমথো দানং পিতৄণাং বাপি তর্পণম্ ॥
শ্রবণং পঠনং বাপি স্মরণং বাপি গৌতম ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা গোদাবর্য্যাং যতব্রতঃ
সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী সশৈলবনকানন। ।
সরত্না সৌষধী রম্যা সার্ণবা ধর্ম্মভূষিতা ॥ ৬৩
দত্তা ভবতি যো ধর্ম্মঃ স ভবেদ্গৌতমীস্মৃতেঃ ।
এবংবিধা ইলা বিপ্র গোদানাদ্যাভিধীয়তে ॥
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে কালে মৎসান্নিধ্যে যতব্রতঃ ।
ভূভৃতে বিষ্ণবে ভক্ত্যা সর্ব্বকালং কৃতা সুধীঃ
গাঃ সুন্দরাঃ সবৎসাশ্চ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।
যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্র যৎপুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৬৬

শুঙ্কর। আপনার পদদ্বয় স্মরণেই মনীষিগণ কৃতকৃত্য হয়েন, সাক্ষাৎ আপনাকে দেখিলে যে কি ফল, তাহা আর কি বলিব ?৪২—৫৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতম এই কথা বলিলে দেব ভব হৃষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধে! তুমি লোকত্রয়ের উপকারার্থেই যাচনা করিলে, কিন্তু নিজের জন্যও কিছু প্রার্থনা কর। শিব সেই দ্বিজকে এই কথা কহিলে অদীনাত্মা, শিবভক্তি-সমন্বিত সেই বিপ্র পুনরায় চিন্তা করিয়া সর্ব্বলোকের উপকারার্থ লোকপালগণের গোচরে এইরূপ যাচনা করিলেন। গৌতম বলিলেন,—হে বৃষভধ্বজ! ব্রহ্মগিরি হইতে নিঃসৃতা হইয়া গঙ্গাদেবী যে যে স্থান দিয়া সাগরে গমন করিয়াছেন, আপনি সর্ব্বদা উহার সর্ব্বত্র অবস্থান করিবেন। হে প্রভো! তুমিই ফলেপ্সুদিগের ফলদাতা। হে দেবেশ! কোন কোন স্থানে কোন কোন শুভ তীর্থ থাকিলেও তোমার যেখানে সন্নিধান থাকিবে, সেই তীর্থই শুভপ্রদ হইবে। হে শঙ্কর! আপনি যেখানে আমাকে জটা-মুকুট-সংস্থিতা গঙ্গাকে প্রদান করিয়াছেন, সেইস্থানে আপনার সান্নিধ্য হেতু সর্ব্বকালেই যেন সর্ব্বতীর্থ বর্ত্তমান থাকে। ৫৪—৫৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতমের সেই বচন শ্রবণে শিব হর্ষ সহকারে পুনরায় বলিলেন,—হে গৌতম! গোদাবরীতে যে কোন স্থানে নর ভক্তি সহকারে স্নান, দান, যাত্রা, পিতৃতর্পণ, শ্রবণ, পঠন, স্মরণাদি যে কোন কর্ম্মই যতব্রত হইয়া করে, শৈল বন-কানন-সমন্বিতা, সরত্না ওষধিসহিতা সার্ণবা, ধর্ম্মভূষিতা,সপ্তদ্বীপবতী রম্যা পৃথিবী-দানে যে ধর্ম্ম হয়, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। বিপ্র! সেই ব্রহ্মগিরিতে মৎসন্নিধানে এবংবিধা পৃথিবীকে ভক্তিসহকারে চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে যতব্রত হইয় যে জন বিষ্ণুকে দান করে, সেই সুধী ব্যক্তি যে কোন কালেই গৌতমী স্মরণেও তত্তুল্য ফল লাভ করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! লোকবিশ্রুত সঙ্গমতীর্থে সুন্দর সবৎসা গাভী দান

তস্মাদ্বরং পুণ্যমেতি স্নানদানাদিনা নরঃ।
গৌতম্যাং বিশ্ববন্দ্যায়াং মহানদ্যাস্তু ভক্তিতঃ॥
তস্মাদ্গোদাবরী গঙ্গা ত্বয়া নীতা ভবিষ্যতি।
সর্ব্বপাপক্ষয়করী সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী॥ ৬৮

গণেশ্বর উবাচ।

এতচ্ছ্রুতং ময়া মাতর্বদতো গৌতমং শিবাৎ॥
এতস্মাৎ কারণাচ্ছম্ভুর্গঙ্গায়াং নিয়তঃ স্থিতঃ।
কো নিবর্ত্তয়িতুং শক্তস্তমম্ব করুণোদধিম্॥ ৭০
অথাপি মাতরেতৎ স্যান্মানুষা বিঘ্নপাশকৈঃ।
বিনিবদ্ধা ন গচ্ছন্তি গোদামপ্যন্তিকস্থিতাম্॥৭১
ন নমন্তি শিবং দেবং ন স্মরন্তি স্তুবন্তি ন।
তথা মাতঃ করিষ্যামি তব সন্তোষহেতবে।
সন্নিরোদ্ধুমথো ক্লেশস্তব বাক্যং ক্ষমস্ব মে॥৭২

ব্রহ্মোবাচ।

ততঃ প্রভৃতি বিঘ্নেশো মানুষান্ প্রতিকিঞ্চন।
বিঘ্নমাচরতে যস্তু তমুপাস্য প্রবর্ত্ততে॥ ৭৩
অথো বিঘ্নমনাদৃত্য গৌতমীং যাতি ভক্তিতঃ
স কৃতার্থো ভবেল্লোকে ন কৃত্যমবশিষ্যতে॥৭৪

বিঘ্নান্যনেকানি ভবন্তিগেহা-
ন্নির্গন্তুকামস্য নরাধমস্য।
নিধায় তন্মূর্দ্ধি পদং প্রয়াতি
গঙ্গাং ন কিং তেন ফলং প্রলব্ধম্॥ ৭৫

অস্যাঃ প্রভাবং কো ব্রূয়াদপি সাক্ষাৎসদাশিবঃ
সংক্ষেপেণ ময়া প্রোক্তমিতিহাসপদানুগম্॥৭৬
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং যচ্চরাচরে।
তদত্র বিদ্যতে সর্ব্বমিতিহাসে সবিস্তরে॥ ৭৭

বেদোদিতং শ্রুতিসকলরহস্যমুক্তং
সৎকারণং সমভিধানমিদং সদৈব।
সম্যক্ চ দৃষ্টং জগতাং হিতায়
প্রোক্তং পুরাণং বহুধর্ম্মযুক্তম্॥ ৭৮

অস্য শ্লোকং পদং বাপি ভক্তিতঃ শৃণুয়াৎপঠেৎ

করিলে যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, বিশ্ববন্দ্যা মহানদী গৌতমীতে ভক্তিসহকারে স্নান দানাদি দ্বারা নর তদপেক্ষাও পরম পুণ্য লাভ করিতে পারেন। অতএব তোমা কর্ত্তৃক নীতা গোদাবরী গঙ্গা সর্ব্বপাপক্ষয়করী ও সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী হইবেন। ৬০—৬৮। গণেশ্বর বলিলেন,—মা! শিব যখন গৌতমকে এই রূপ বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট আমি ইহা শুনিয়াছি। শম্ভু এই কারণেই গঙ্গাতে নিয়ত অবস্থান করেন। অম্ব! সেই করুণোদধি শিবকে কে উহা হইতে নিবর্ত্তিত করিতে পারে? মা! তথাপি তোমার সন্তোষ সাধনার্থ তাহাদিগকে বিনিবৃত্ত রাখিবার জন্য আমি এরূপ করি যে,—মানুষেরা বিঘ্নপাশে বদ্ধ থাকিয়া, নিকটে স্থিতা হইলেও সেই গোদাবরীতে যাইবে না। দেব শিবকে নমস্কার করিবে না; স্মরণও করিবে না; স্তবও করিবে না। ইহাতে যদিও প্রজাগণের ক্লেশ হইবে, কিন্তু তোমার উক্ত প্রকার কথা শুনিয়াই আমি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি; সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিঘ্নেশ সেই হইতে মানুষদিগের প্রতি কিছু না-কিছু বিঘ্ন আচরণ করিয়া থাকেন। যিনি তাঁহার উপাসনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কিম্বা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া গৌতমীতে গমন করেন, তিনিই লোকসমাজে কৃতার্থ হয়েন; এবং তাঁহার কোনই কৃত্য অবশেষ থাকে না। নরাধমগণের গৃহ হইতে বহির্গমন কালে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যিনি সেই বিঘ্নের মস্তকে পদবিন্যাসপূর্ব্বক গঙ্গাতে গমন করেন, তিনি কোন্ ফল না পাইবেন? ইহার প্রভাব কে বলিতে পারে? সাক্ষাৎ সদাশিবও পারেন না। আমি সংক্ষেপে ইতিহাস বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিলাম। চরাচরে ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষের যাহা কিছু সাধন আছে, এই সবিস্তর ইতিহাসে তৎসমস্তই বর্ত্তমান। বেদোক্ত ও শ্রুতি সকলের রহস্যভূত, এই উপাখ্যান, সহেতুক সকল তীর্থের নাম নির্ব্বাচন সহকারে বর্ণিত হইল। আমি বহু ধর্ম্মযুক্ত এই পুরাণ কথা বর্ণন করিলাম। জগতের হিত বিধান নিমিত্ত ইহা পরীক্ষা

গঙ্গা গঙ্গেতি বা বাক্যং স তু পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥
কলিকলঙ্কবিনাশনদক্ষমিদং
সকলসিদ্ধিকরং শুভদং শিবম্।
জগতি পূজ্যমভীষ্টফলপ্রদং
গাঙ্গমেতদুদীরিতমুত্তমম্ ॥ ৮০
সাধু গৌতম ভদ্রং তে কোঽন্যোঽস্তি সদৃশস্ত্বয়া
য এনাং গৌতমীং গঙ্গাং দণ্ডকারণ্যমাপ্নুয়াৎ
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্‌যোজনানাং শতৈরপি
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে
তানি স্নাতুং সমায়ান্তি গঙ্গায়াং সিংহগে গুরৌ
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহনম্।
সকৃদ্‌গোদাবরীস্নানং সিংহযুক্তে বৃহস্পতৌ ॥৮৪
ইয়ন্তু গৌতমী পুত্র যত্র কাপি মমাজ্ঞয়া।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা নৃণাং স্নানান্মুক্তিং প্রদাস্যতি ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
কৃত্বা যৎফলমাপ্নোতি তদস্য শ্রবণাল্লভেৎ ॥ ৮৬
যস্যৈতত্তিষ্ঠতি গৃহে পুরাণং ব্রহ্মণোদিতম্।
ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য কলিকালস্য নারদ ॥ ৮৭
যস্য কস্যাপি নাখ্যেয়ং পুরাণমিদমুত্তমম্।
শ্রদ্দধানায় শান্তায় বৈষ্ণবায় মহাত্মনে ॥ ৮৮
ইদং কীর্ত্ত্যং ভুক্তিমুক্তিদায়কং পাপনাশকম্।
এতচ্ছ্রবণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৮৯
লিখিত্বা পুস্তকমিদং ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ পুনর্গর্ভং ন সংবিশেৎ ॥ ৯০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে তীর্থমাহাত্ম্যে ব্রহ্মনারদ-
সংবাদে গঙ্গামাহাত্ম্যশ্রবণাদিফল-
বর্ণনং পঞ্চসপ্তত্যধিকশত
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

সমাপ্তঞ্চ গৌতমীমাহাত্ম্যম্ ॥

করিয়াও দেখা হইয়াছে। এই পুরাণ উপাখ্যানের একটী শ্লোক, বা একটী পদও যদি ভক্তি সহকারে শ্রবণ বা পাঠ করে, অথবা যে ব্যক্তি "গঙ্গা গঙ্গা" এই বাক্য উচ্চারণ করে, তাহাদের উভয়েই বিশিষ্ট পুণ্য প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাবিষয়ক এই উত্তম উপাখ্যান, কলিকলঙ্ক-বিনাশনে দক্ষ, সকল সিদ্ধিকর, শুভদ, শিব, জগতে, পূজ্য এবং অভীষ্ট ফলপ্রদ। সাধু, গৌতম! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার সদৃশ আর কে আছে?—যে তুমি গঙ্গাকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া গিয়াছ। শত যোজন দূরে থাকিয়াও যে জন "গঙ্গা, গঙ্গা" উচ্চারণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; বিষ্ণুলোকে গমন করে। ভুবনত্রয়ে তিন কোটী ও অর্দ্ধকোটি তীর্থ আছে; গুরু সিংহ-রাশিতে অবস্থিত হইলে, সেই সকল তীর্থই গঙ্গায় স্নান করিতে আইসে। ভাগীরথীতে ষষ্টিসহস্রবর্ষ অবগাহন, আর গোদাবরীতে সকৃৎস্নান, দুইই তুল্য। পুত্র! এই গৌতমীগঙ্গা আমার আজ্ঞায় যেকোন স্থানে সর্ব্বদা সর্ব্বজনেরই স্নানমাত্র মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, ইহার শ্রবণেও সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে। নারদ! ব্রহ্মসদৃশ এই পুরাণ যাহার গৃহে থাকে, তাহার কলিকালজনিত ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এই উত্তমপুরাণ যার তার কাছে বলা উচিত নয়। ভুক্তি-মুক্তিদায়ক ও পাপ-নাশক এই পুরাণ শ্রদ্ধাবান্ শান্ত বৈষ্ণব মহাত্মা জনের জন্যই কীর্ত্তন করিবে। ইহার শ্রবণ মাত্রেই নর কৃতকৃত্য হয়। যে ব্যক্তি এই পুরাণ লিখিয়া পুস্তকখানি ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয়; পুনরায় আর গর্ভে প্রবেশ করে না। ৬৯—৯০।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৭৫।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

ন হি নস্তৃপ্তিরস্তীহ শৃণ্বতাং ভগবৎকথাম্‌।
পুনরেব পরং গুহ্যং বক্তুমর্হস্যশেষতঃ॥ ১
অনন্তবাসুদেবস্য ন সম্যগ্‌ বর্ণিতং ত্বয়া।
শ্রোতুমিচ্ছামহে দেব বিস্তরেণ বদস্ব নঃ॥ ২
ব্রহ্মোবাচ।
প্রবক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সারাৎসারতরং পরম্‌।
অনন্তবাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং ভুবি দুর্লভম্‌॥ ৩
আদিকল্পে পুরা বিপ্রাস্ত্বহমব্যক্তজন্মবান্‌।
বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় বচনং প্রোক্তবানিদম্‌॥ ৪
বরিষ্ঠং দেবশিল্পীন্দ্রং শিশ্বকর্ম্মন্‌ সুকর্ম্মকৃৎ।
প্রতিমাং বাসুদেবস্য কুরু শৈলময়ীং ভুবি॥ ৫
যাং প্রেক্ষ্য বিধিবদ্ভক্তাঃ সেন্দ্রা বৈ মানুষাদয়ঃ
যেন দানবরক্ষোভ্যো বিজ্ঞায় সুমহদ্ভয়ম্‌॥ ৬
ত্রিদিবং সমনুপ্রাপ্য সুমেরুশিখরং চিরম্‌।
বাসুদেবং সমারাধ্য নিরাতঙ্কা বসন্তি তে॥ ৭
মম তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা তু তৎক্ষণাৎ।
চকার প্রতিমাং শুদ্ধাং শঙ্খচক্রগদাধরাম্‌॥ ৮
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তাং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণাম্‌।
শ্রীবৎসলক্ষসংযুক্তামত্যুগ্রাং প্রতিমোত্তমাম্‌॥
বনমালাবৃতোরস্কাং মুকুটাঙ্গদধারিণীম্‌।
পীতবস্ত্রাং সুপীনাংসাং কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতাম্‌॥
এবং সা প্রতিমা দিব্যা গুহ্যমন্ত্রৈস্তদা স্বয়ম্‌।
প্রতিষ্ঠাকালমাসাদ্য ময়াসৌ নির্ম্মিতা পুরা॥ ১১
তস্মিন্‌কালে তদা শক্রো দেবরাট্‌খেচরৈঃ সহ
জগাম ব্রহ্মসদনমারুহ্য গজমুত্তমম্‌॥ ১২
প্রসাদ্য প্রতিমাং শক্রঃ স্নানদানৈঃ পুনঃপুনঃ।
প্রতিমাং তাং সমাদায় স্বপুরং পুনরাগমৎ॥১৩
তাং সমারাধ্য সুচিরং যতবাক্কায়মানসঃ।
বৃত্রাদ্যানসুরান্‌ ক্রূরান্নমুচিপ্রমুখান্‌ স চ।
নিহত্য দানবান ভীমানভুক্তবানভুবনত্রয়ম্‌॥১৪

ষটসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—দেব! আপনার কথা শ্রবণে আমাদিগের তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। পুনরায় পরম গুহ্য বিবরণ সকল অশেষ রূপে বলুন। আপনি অনন্ত বাসুদেবের মহিমা সম্যক্‌ বর্ণন করেন নাই; আমরা উহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগকে উহা বিস্তরক্রমে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ভূতলে দুর্লভ অনন্ত বাসুদেবের সারাৎসার পরম মহাত্ম্য বলিতেছি। বিপ্রগণ! আদিকল্পে আমি অব্যক্তজন্মা হইয়া বরিষ্ঠ দেবশিল্পীন্দ্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বানপূর্ব্বক এই বাক্য কহিলাম যে,—হে সুকর্ম্মকৃৎ বিশ্বকর্ম্মন্‌! যাহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবতা হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানানুরক্ত হয়, তুমি ভূতলে বাসুদেবের তাদৃশী শৈলময়ী এক প্রতিমা নির্ম্মাণ কর;—যিনি দানব রাক্ষস সকল হইতে সুমহৎ ভয় জানিয়া ত্রিদিবে আসিয়া সুমেরুশিখরে চির অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার আরাধনা করিয়া সেই দেবগণ নিরাতঙ্কে বাস করিতেছেন। বিশ্বকর্ম্মা আমার সেই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যাইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই প্রতিমা শুদ্ধা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরা, সর্ব্বসুলক্ষণা, পুণ্ডরীকায়তেক্ষণা, শ্রীবৎসচিহ্ন-সংযুক্তা, বনমালাবৃতোরস্কা, মুকুটাঙ্গদধারিণী, সুপীনাংসা, পীত বস্ত্রধারিণী, কুন্তলযুগলালঙ্কৃত-কর্ণা, অত্যুগ্রা ও অত্যুত্তমা। পুরাকালে প্রতিষ্ঠাযোগ্য কাল উপস্থিত দেখিয়া এই প্রকার প্রতিমা আমি নির্ম্মাণ করাই এবং প্রতিষ্ঠা করি। ১—১১। সে সময়ে একদা দেবরাজ শক্র, উত্তম গজে আরোহণ করিয়া অন্যান্য খেচরগণসহ ব্রহ্মসদনে গমন করেন। শক্র সেখানে সেই প্রতিমাকে স্নান দানাদি দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রসাদিত করিয়া উহা লইয়া স্বপুরে প্রতিগমন করিলেন। তিনি সুচিরকালে যত-বাক্‌-কায়-মানস হইয়া সেই প্রতিমার আরাধনা করায় বৃত্রাদি ক্রূর অসুর ও নমুচিপ্রমুখ ভীষণ দানবদিগকে নিহত করিয়া ভুবনত্রয়ের মোচন করিতে সক্ষম হয়েন।

দ্বিতীয়ে চ যুগে প্রাপ্তে ত্রেতায়াং রাক্ষসাধিপঃ
বভূব সুমহাবীর্য্যো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥১৫
দশ বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
চচার ব্রতমত্যুগ্রং তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ১৬
তপসা তেন তুষ্টোঽহং বরং তস্মৈ প্রদত্তবান্
অবধ্যঃ সর্ব্বদেবানাং স দৈত্যোরগরক্ষসাম্।
শাপপ্রহরণৈরুগ্রৈরবধ্যো যমকিঙ্করৈঃ ॥ ১৮
বরং প্রাপ্য তদা রক্ষো যক্ষান্‌সর্ব্বগণান্যিমান্
ধনাধ্যক্ষং বিনির্জ্জিত্য শক্রং জেতুং সমুদ্যতঃ ॥
সংগ্রামং সুমহাঘোরং কৃত্বা দেবৈঃ স রাক্ষসঃ
দেবরাজং বিনির্জ্জিত্য তদা ইন্দ্রজিতেতি বৈ ॥
রাক্ষসস্তৎসুতো নাম মেঘনাদঃ প্রলব্ধবান্।
অমরাবতীং ততঃ প্রাপ্য দেবরাজগৃহে শুভে ॥
দদর্শাঞ্জনসঙ্কাশাং রাবণস্তু বলান্বিতঃ।
প্রতিমাং বাসুদেবস্য সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ২২
শ্রীবৎসলক্ষ্মসংযুক্তাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বনমালাবৃতোরস্কাং মুকুটাঙ্গদভূষিতাম্ ॥ ২৩
শঙ্খচক্রগদাহস্তাং পীতবস্ত্রাং চতুর্ভুজাম্।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥২৪
বিহায় রত্নসঙ্ঘাংশ্চ প্রতিমাং শুভলক্ষণাম্।
পুষ্পকেণ বিমানেন লঙ্কাং প্রাস্থাপয়দ্রুতম্ ॥২৫
পুরাধ্যক্ষঃ স্থিতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা স বিভীষণঃ।
রাবণস্যানুজো মন্ত্রী নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ২৬
দৃষ্ট্বা তাং প্রতিমাং দিব্যাং দেবেন্দ্রভবনচ্যুতাম্
রোমাঞ্চিততনুর্ভূত্বা বিস্ময়ং সমপদ্যত ॥ ২৭
প্রণম্য শিরসা দেবং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা স তু ধর্ম্মাত্মা প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ।
জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমাসাদ্য কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ২৯
রাজন্ প্রতিময়া ত্বং মে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
যামারাধ্য জগন্নাথ নিস্তরেয়ং ভবার্ণবম্ ॥ ৩০
ভ্রাতুর্বচনমাকর্ণ্য রাবণস্তং তদাব্রবীৎ।
গৃহাণ প্রতিমাং বীর ত্বনয়া কিং করোম্যহম্ ॥

দ্বিতীয় ত্রেতা যুগ উপস্থিত হইলে রাক্ষসাধিপ দশগ্রীব অতীব সুমহাবীর্য্য ও প্রতাপবান্ হইয়াছিল। সে দশসহস্র বর্ষ নিরাহার, জিতেন্দ্রিয়, ও ব্রতপরায়ণ থাকিয়া পরম দুষ্কর অত্যুগ্র তপস্যা আচরণ করে। আমি তাহার সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিলাম। সেই রাক্ষস বর-প্রভাবে সমস্ত দেবতা, দৈত্য, উরগ, রাক্ষস, যম-কিঙ্করাদির শাপ ও প্রহরণের অবধ্য হইয়া যক্ষ ও যক্ষগণসহ ধনাধ্যক্ষকে পরাজিত করিল। তারপর শক্রকে জয় করিতে সমুদ্যত হইল। সেই রাক্ষসের মেঘনাদ নামক পুত্র দেবগণ সহ সুমহাঘোর যুদ্ধ করিয়া দেবরাজকে পরাজয়পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হয়। রাবণ তখন অমরাবতী লাভ করিয়া দলবলসহ শুভ দেবরাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক বাসুদেবের সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সেই মূর্ত্তি অঞ্জনপুঞ্জসঙ্কাশ, সর্ব্বলক্ষণসংযুত, শ্রীবৎসচিহ্ন-বিশিষ্ট, পদ্মপত্রায়তেক্ষণ, বনমালাবৃতোরস্ক ও চতুর্ভুজ। উহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, এবং পরিধানে পীত বসন। উহা মুকুট অঙ্গদাদি সর্ব্বাভরণে ভূষিত। রাবণ সেই সর্ব্বকামপ্রদা শুভলক্ষণা প্রতিমা দর্শনে রত্নরাশি পরিহার করত সত্বর তাহাকে পুষ্পকরথযোগে লঙ্কায় পাঠাইয়া দিল। রাবণের অনুজ অথচ মন্ত্রী ধর্ম্মাত্মা নারায়ণপরায়ণ বিভীষণ তদানীং পুরাধ্যক্ষ ছিল। সে দেবেন্দ্রভবন হইতে আনীতা সেই প্রতিমা দেখিয়া রোমাঞ্চিততনু ও বিস্ময়প্রাপ্ত হইল এবং সেই দেবকে মস্তকাবনতিপূর্ব্বক প্রণামান্তে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে "অদ্য আমার জন্ম সফল, অদ্য আমার তপঃ সফল" এই কথা বলিতে বলিতে মুহুর্মুহু প্রণাম করিল। পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলি-করে বলিতে লাগিল,—রাজন্! ঐ প্রতিমা দান করিয়া আমাকে প্রসাদভাজন করুন; হে জগন্নাথ! আমি উহার আরাধনা করিলে ভবার্ণব হইতে নিস্তার পাইতে পারিব। ভ্রাতার বচন শ্রবণে রাবণ তখন তাহাকে বলিল,—বীর! তুমি ঐ প্রতিমা গ্রহণ কর। আমি উহা

স্বয়ম্ভুবং সমারাধ্য ত্রৈলোক্যং বিজয়ে স্বয়ম্।
নানাশ্চর্য্যময়ং দেবং সর্ব্বভূতভবোদ্ভবম্ ॥ ৩২
বিভীষণো মহাবুদ্ধিঃপ্রাসাদ্য প্রতিমাং শুভাম্
শতমষ্টোত্তরং চাব্দং সমারাধ্য জনার্দ্দনম্ ॥ ৩৩
অজরামরণং প্রাপ্তমণিমাদিগুণৈর্যুতম্।
রাজ্যং লঙ্কাধিপত্যঞ্চ ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যথেপ্সিতান্ ॥ ৩৪

মুনয় উচুঃ।

অহো নো বিস্ময়ো জাতঃ শ্রুত্বেদং পরমামৃতম্
অনন্তবাসুদেবস্য সম্ভবং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ৩৫
শ্রোতুমিচ্ছাম হে দেব বিস্তরেণ যথাতথম্।
তস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ৩৬

ব্রহ্মোবাচ।

তদা স রাক্ষসঃ ক্রূরো দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরান্।
লোকপালান্ সমনুজান্ মুনিসিদ্ধাংশ্চ পাপকৃৎ ॥
বিজিত্য সমরে সর্ব্বানাজহার তদঙ্গনাঃ।
সংপ্রাপ্য নগরীং লঙ্কাং পুনঃ সীতাঞ্চ মোহিতঃ
শঙ্কিতো মৃগরূপেণ সৌবর্ণেন চ রাবণঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধেন রামেণ রণে সৌমিত্রিণা সহ ॥ ৩৯
রাবণস্য বধার্থায় হত্বা বালিং মনোজবম্।
অভিষিক্তশ্চ সুগ্রীবো যুবরাজোঽঙ্গদস্তথা ॥ ৪০
হনুমান্নলনীলশ্চ জাম্ববান্ পনসস্তথা।
গবয়শ্চ গবাক্ষশ্চ পাঠীনঃ পরমৌজসঃ ॥ ৪১
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্বানরৈঃ সুমহাবলৈঃ।
সমাবৃতো মহাঘোরৈ রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৪২
গিরীণাং সর্ব্বসঙ্ঘাতৈঃ সেতুং বদ্ধা মহোদধৌ।
বলেন মহতা রামঃ সমুত্তীর্য্য মহোদধিম্ ॥ ৪৩
সংগ্রামমতুলং চক্রে রক্ষোগণসমন্বিতঃ।
মহোদরং প্রহস্তঞ্চ নিকুম্ভং কুম্ভমেব চ ॥ ৪৪
নরান্তকং মহাবীর্য্যং তথা চৈব যমান্তকম্।
মালাঢ্যং মালিকাঢ্যঞ্চ হত্বা রামস্ত বীর্য্যবান্ ॥
পুনরিন্দ্রজিতং হত্বা কুম্ভকর্ণং সরাবণম্।
বৈদেহীং চাগ্নিনাশোধ্য দত্ত্বা রাজ্যং বিভীষণে
বাসুদেবং সমাদায় যানং পুষ্পকমারুহৎ।

দ্বারা কি করিব? আমি ত স্বয়ম্ভুকে আরাধনা করিয়া ত্রৈলোক্য বিজয় করিয়াছি। সেই উপলক্ষেই আমি ইহা পাইয়াছি। মহাবুদ্ধি বিভীষণ সেই শুভা প্রতিমা লইয়া অষ্টোত্তর শতবর্ষ জনার্দ্দনের আরাধনা করেন। তাহারই ফলে অজরামরণ, অণিমাদিগুণ, রাজ্য, লঙ্কাধিপত্য, এবং যথেপ্সিত ভোগ সকল অদ্যাপি উপভোগ করিতেছেন। ১২—৩৪। মুনিগণ বলিলেন,—অহো! এই ভূতলদুর্লভ অনন্ত বাসুদেবের সম্ভব বিবরণ পরমামৃতস্বরূপ! ইহা শুনিয়া আমাদিগের বিস্ময় জন্মিয়াছে। সেই দেবের মাহাত্ম্য যথাযথ বিস্তররূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা অশেষরূপে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই ক্রূর রাক্ষস রাবণ তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, লোকপাল, মনুজ, মুনি ও সিদ্ধ, সকলকেই সমরে জয় করিয়া তাহাদিগের অঙ্গনা-সমুদয় আহরণ করিল। তারপর সে সীতার নিমিত্ত মোহিত হইয়া শঙ্কিতচিত্তে মৃগরূপে ছলনা দ্বারা সীতাকেও আনয়ন করে। তাহাতে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া সৌমিত্রিসহ রাবণের বধার্থ রণে মনোবৎ বেগগামী বালীকে হত্যা করেন। তারপর তৎকর্ত্তৃক সেই রাজ্যে সুগ্রীব অভিষিক্ত এবং অঙ্গদ যুবরাজপদে স্থাপিত হয়। অনন্তর রাজীবলোচন রাম হনুমান্, নল, নীল, জাম্ববান্, পনস, গবয়, গবাক্ষ প্রভৃতি পরমতেজস্বী, প্রাচীন বানরগণ ও অন্যান্য মহাঘোর সুমহাবল বহু বানরগণে পরিবৃত হইয়া গিরিসঙ্ঘাত দ্বারা মহোদধিতে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক সেই মহা-সৈন্য লইয়া মহোদধি পার হইলেন। রাক্ষসগণ সহ মহাসংগ্রামে তথায় মহোদর, প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভ, মহাবীর্য্য নরান্তক, যমান্তক, মালাঢ্য, মালিকাঢ্য প্রভৃতি রাক্ষসকে হনন করিয়া পরে ইন্দ্রজিৎকে সংহার করেন। অনন্তর কুম্ভকর্ণকে এবং রাবণকে নিহত করিয়া বৈদেহী সীতাকে অগ্নিতে শোধনপূর্ব্বক বিভীষণকে সেই লঙ্কারাজ্য প্রদান করেন। অতঃপর সেই বাসুদেবমূর্ত্তি

লীলয়া সমনুপ্রাপদযোধ্যাং পূর্ব্বপালিতাম্ ॥ ৪৭
কনিষ্ঠং ভরতং স্নেহাচ্ছত্রুঘ্নং ভক্তবৎসলঃ।
অভিষিচ্য তদা রামঃ সর্ব্বরাজ্যেঽধিরাজবৎ ॥
পুরাতনীং স্বমূর্ত্তিঞ্চ সমারাধ্য ততো হরিঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ॥ ৪৯
ভুক্ত্বা সাগরপর্য্যন্তাং মেদিনীং স তু রাঘবঃ।
রাজ্যমাদায় স্বগতিং বৈষ্ণবং পদমাবিশৎ ॥৫০
তাঞ্চাপি প্রতিমাং রামঃ সমুদ্রেশায় দত্তবান্।
ধন্যো রক্ষয়িতাসি ত্বং তোয়রত্নসমন্বিতঃ ॥ ৫১
দ্বাপরং যুগমাসাদ্য যদা দেবো জগৎপতিঃ।
ধরণ্যাশ্চানুরোধেন ভাবশৈথিল্যকারণাৎ ॥ ৫২
অবতীর্ণঃ স ভগবান্ বসুদেবকুলে প্রভুঃ।
কংসাদীনাং বধার্থায় সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ॥ ৫৩
তদা তাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদাম্
সর্ব্বলোকহিতার্থায় কস্মচিৎ কারণান্তরে ॥ ৫৪
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে দুর্লভে পুরুষোত্তমে।
উজ্জহার স্বয়ং তোয়াৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥

লইয়া পুষ্পক যানে আরোহণপূর্ব্বক লীলা সহকারে পূর্ব্বপালিতা অযোধ্যাতে সমাগত হয়েন। সেই রাঘব রাম সেখানে স্নেহ বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকে সর্ব্বরাজ্যে অধিরাজবৎ অভিষেক করাইয়া সেই পুরাতনী নিজ বাসুদেব-মুর্ত্তির আরাধনা করত দশসহস্র ও দশশত বর্ষ সাগর-পর্য্যন্ত মেদিনী ভোগান্তে রাজ্যবাসী জনগণসহ পরম দুর্লভ বৈষ্ণব পদে প্রবেশ করেন। রাম সেই প্রতিমাখানি সমুদ্ররাজকে "তোয়রত্নসমন্বিত তুমি ধন্য ; ইহার যোগ্য রক্ষক" এই বলিয়া প্রদান করেন।৩৫—৫১। দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম-ভাবশৈথিল্য ঘটিলে ধরণীর অনুরোধে জগৎপতি দেব প্রভু ভগবান্ যখন কংসাদি দুষ্ট রাজগণের বধার্থ সঙ্কর্ষণসহায়ে বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হয়েন, হে বিপ্রগণ! তখন সরিৎপতি সমুদ্র কোনও কারণান্তরে সর্ব্বলোকের হিতার্থ সেই পবিত্র দুর্লভ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সেই সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদা প্রতিমা তোয় হইতে

তদা প্রভৃতি তত্রৈব ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদে দ্বিজাঃ।
আস্তে স দেবো দেবানাং সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥
যে সংশ্রয়ন্তি চানন্তং ভক্ত্যা সর্ব্বেশ্বরং প্রভুম্।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্নিত্যং তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৫৭
দৃষ্ট্বানন্তং সকৃদ্ভক্ত্যা সম্পূজ্য প্রণিপত্য চ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং দশগুণং লভেৎ ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেন কামগেন সুবর্চ্চসা।
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা। ৫৯
ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য দিব্যস্ত্রীগণসেবিতঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥
তত্র ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানজরামরণবর্জ্জিতঃ।
দিব্যরূপধরঃ শ্রীমান্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৬১
পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতশ্চতুর্ব্বেদী দ্বিজোত্তমঃ।
বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

স্বয়ং উদ্ধার করেন। হে দ্বিজগণ! সেই হইতে দেবগণেরও সর্ব্ব কামফলপ্রদ সেই দেব, সেই মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রেই বিরাজমান আছেন। যাহারা ভক্তি সহকারে বাক্-মন-কর্ম্ম দ্বারা সেই সর্ব্বেশ্বর প্রভু অনন্ত দেবকে নিত্য আশ্রয় করে, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ভক্তিযুক্ত চিত্তে সেই অনন্ত দেবকে একবার মাত্র দেখিয়াও যদি পূজা ও প্রণিপাত করে, তবে সেই নর, রাজসূয় ও অশ্বমেধের দশ গুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয় ; একবিংশতি কুলের উদ্ধার করিয়া সর্ব্বকামসমৃদ্ধ, অত্যুজ্জ্বল, অর্ক-বর্ণ, কামগামী, কিঙ্কিণীজালমালী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্য স্ত্রীগণে সেবিত এবং গন্ধর্ব্বগণে উপগীয়মান হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করে। তথায় জরামরণবর্জ্জিত দিব্যরূপধর ও শ্রীমান্ হইয়া বর ভোগচয় উপভোগ করত ভূতনিচয়ের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বাস করে। পরে পুণ্যক্ষয়ে ইহলোকে আগমনপূর্ব্বক চতু-র্ব্বেদী দ্বিজোত্তম হইয়া বৈষ্ণব যোগাব-লম্বনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্তম

এবং ময়া ত্বনন্তোঽসৌ কীর্ত্তিতো মুনিসত্তমাঃ।
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং তস্য বর্ষশতৈরপি॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে অনন্তাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং ষট্‌সপ্ত-ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৬॥

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

এবং বোঽনন্তমাহাত্ম্যং ক্ষেত্রঞ্চ পুরুষোত্তমম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং ময়া প্রোক্তং সুদুর্লভম্॥
যত্রাস্তে পুণ্ডরীকাক্ষঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
পীতাম্বরধরঃ কৃষ্ণঃ কংসকেশিনিসূদনঃ॥ ২
যে তত্র কৃষ্ণং পশ্যন্তি সুরাসুরনমস্কৃতম্।
সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ ধন্যাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩
ত্রৈলোক্যাধিপতিং দেবং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদা কৃষ্ণং মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং
হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশম্॥ ৫

তস্মাৎসদা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
তস্মিন্‌ক্ষেত্রে প্রযত্নেন দ্রষ্টব্যো মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
শয়নোত্থাপনে কৃষ্ণং যে পশ্যন্তি মনীষিণঃ।
হলায়ুধং সুভদ্রাঞ্চ হরেঃ স্থানং ব্রজন্তি তে॥ ৭
সর্ব্বকালেঽপি যে ভক্ত্যা পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্
রৌহিণেয়ং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে
আস্তে যশ্চতুরো মাসান্‌বার্ষিকানপুরুষোত্তমে।
পৃথিব্যাস্তীর্থযাত্রায়াঃ ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্
যে সর্ব্বকালং তত্রৈব নিবসন্তি মনীষিণঃ।
জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা লভন্তে তপসঃ ফলম্
তপস্তপ্ত্বান্য তীর্থেষু বর্ষাণামযুতং নরঃ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি মাসেন পুরুষোত্তমে॥
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সঙ্গত্যাগেন যৎফলম্।
তৎফলং সততং তত্র প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ॥১২
সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং স্নানদানেন কীর্ত্তিতম্।

গণ! এই আমা কর্ত্তৃক সেই অনন্তমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। শত বর্ষেও কে তাহার গুণগণ বর্ণন করিতে শক্ত হয়? ৫২—৬৩।
ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৬॥

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নরগণের ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ, সুদুর্লভ অনন্তমাহাত্ম্য এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্র এই আমি বর্ণন করিলাম। যেখানে পুণ্ডরীকাক্ষ শঙ্খ-চক্র-গদাধর পীতাম্বর কংসকেশিনিসূদন কৃষ্ণ বিরাজমান আছেন, সেই ক্ষেত্রে যাহারা সুরাসুর-নমস্কৃত কৃষ্ণকে, সুভদ্রাকে বা সঙ্কর্ষণকে দর্শন করে, তাহারাই ধন্য; ইহাতে সংশয় নাই। যাহারা কৃষ্ণে রত, হইয়া কৃষ্ণকেই অনুসরণ করে, রাত্রে উত্থান করিয়াও কৃষ্ণকেই ভাবনা করে, তাহারা দেহান্তে হুতাশনে মন্ত্রহুত হবির ন্যায় কৃষ্ণেতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জনগণ কর্ত্তৃক সেই ক্ষেত্রে কমললোচন কৃষ্ণ দ্রষ্টব্য। যে মনীষিগণ শয়ন ও উত্থান দিনে কৃষ্ণকে, হলায়ুধকে ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহারা হরির স্থান প্রাপ্ত হয়। যাহারা সর্ব্বকালে ভক্তিসহকারে সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, রৌহিণেয় ও সুভদ্রাকে দর্শন করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে যায়। যে ব্যক্তি বর্ষাকালের-চারি মাস সেই পুরুষোত্তমে বাস করে, সে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থযাত্রা অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া সর্ব্বকাল সেই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা তত্কাল তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়। ১—১০। নর অপর তীর্থে অযুত বৎসর তপস্যা করিয়া যে ফল পায়, পুরুষোত্তমে তাহা এক মাসেই লাভ করে। তপস্যা, সঙ্গত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের যে ফল, মনীষিগণ সেখানে সতত সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন। মনীষা-

তৎফলং সততং তত্র প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ॥১৩
সম্যক্তীর্থেন যৎ প্রোক্তং ব্রতেন নিয়মেন চ
তৎফলং লভতে তত্র প্রত্যহং প্রযতঃ শুচিঃ॥
যজ্ঞ নানাবিধৈর্যজ্ঞৈর্যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে তত্র প্রত্যহং সংযতেন্দ্রিয়ঃ॥
দেহং ত্যজন্তি পুরুষাস্তত্র যে পুরুষোত্তমে।
কল্পবৃক্ষং সমাসাদ্য মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৬
বটসাগরয়োর্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
তে দুর্লভং পরং মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥
অনিচ্ছন্নপি যস্তত্র প্রাণাংস্ত্যজতি মানবঃ।
সোঽপি দুঃখবিনির্মুক্তো মুক্তিং প্রাপ্নোতি
দুর্লভাম্॥ ১৮
কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যাস্তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চ যে।
তত্র দেহং পরিত্যজ্য তে যান্তি পরমাং গতিম্
ভ্রান্তিং লোকস্য পশ্যধ্বমন্যতীর্থং প্রতি দ্বিজাঃ
পুরুষাখ্যেন যৎপ্রাপ্তমন্যতীর্থফলাদিকম্॥ ২০
সকৃৎপশ্যতি যো মর্ত্ত্যঃ শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্।
পুরুষাণাং সহস্রেষু স ভবেদুত্তমঃ পুমান্॥ ২১
প্রকৃতেঃ স পরো যস্মাৎ পুরুষাদপি চোত্তমঃ।
তস্মাদ্বেদে পুরাণে চ লোকেঽস্মিন্‌পুরুষোত্তমঃ
যোঽসৌ পুরাণে বেদান্তে পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
আস্তে বিশ্বোপকারায় তেনাসৌ পুরুষোত্তমঃ
পথি শ্মশানে গৃহমণ্ডপে বা
রথ্যাপ্রদেশেষ্বপি যত্র কুত্র।
ইচ্ছন্ননিচ্ছন্নপি তত্র দেহং
সন্ত্যজ্য মোক্ষং লভতে মনুষ্যঃ॥২৪
তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন তস্মিন্‌ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ।
দেহত্যাগো নরৈঃ কার্য্যঃ সম্যঙ্মোক্ষাভি-
কাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫
পুরুষাখ্যস্য মাহাত্ম্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ত্যক্ত্বা যত্র নরো দেহং মুক্তিং প্রাপ্নোতি
দুর্লভাম্॥ ২৬
গুণানামেকদেশোঽয়ং ময়া ক্ষেত্রস্য কীর্ত্তিতঃ।

সম্পন্ন জনেরা সর্ব্বতীর্থে স্নান-দানে যে যে ফল কীর্ত্তিত হয়, সেখানে তাহাই লাভ করেন। সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত ব্রত, নিয়ম ও তীর্থযাত্রা দ্বারা যে ফল হয়, প্রযত ও শুচি মানব সেখানে প্রত্যহ সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। নর নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া যে ফল লাভ করে, সেখানে সংযতেন্দ্রিয় হইলেও প্রত্যহ সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। সেই পুরুষোত্তমে কল্প-বৃক্ষসমীপে যে সকল পুরুষ দেহত্যাগ করে, তাহারা নিঃসংশয় মুক্ত হয়। যাহারা বট ও সাগরের মধ্যভাগে কলেবর ত্যাগ করে, তাহারা দুর্লভ পরম মোক্ষ লাভ করিতে পারে, সংশয় নাই। যে মানব অনিচ্ছাবশেও সেখানে প্রাণত্যাগ করে, সেও দুঃখবিনির্মুক্ত হইয়া দুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে সকল জীব কৃমি-কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে জন্মিয়াছে, তাহারাও সেই স্থানে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! লোকের ভ্রান্তি দেখ, এক পুরুষোত্তমেই সর্ব্বতীর্থের ফল পাওয়া যাইলেও তাহারা অন্যতীর্থের প্রতি ধাবিত হয়। যে মর্ত্ত্য শ্রদ্ধাসহকারে একবারও পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সহস্র পুরুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১১—২১। যেহেতু তিনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী অথচ পুরুষ অপেক্ষা উত্তম; সেইজন্য বেদে পুরাণে ও লোকে "পুরুষোত্তম" নামে খ্যাত হইয়াছেন। বেদান্তে ও পুরাণে যিনি পরমাত্মা বলিয়া উদাহৃত হয়েন, তিনিই বিশ্বের উপকারসাধনার্থ উক্তরূপে পুরুষোত্তম নামে খ্যাত হইতেছেন। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পথে, শ্মশানে, গৃহমণ্ডপে কিম্বা রথ্যাপ্রদেশে—যে কোন স্থানে দেহ-ত্যাগ করিয়া মনুষ্য আশু মোক্ষলাভ করিতে পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই নিমিত্ত সম্যক্ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নরগণের পক্ষে সর্ব্ব-প্রযত্নে সেইস্থানে দেহত্যাগ কর্ত্তব্য। যেখানে নর দেহত্যাগ করিয়াই দুর্লভা মুক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্যসদৃশ অপর কোন কিছুরই মাহাত্ম্য হয়ও নাই,

কঃ সমস্তান্ গুণান্ বক্তুং শক্তো বর্ষশতৈরপি ॥
যদি যূয়ং মুনিশ্রেষ্ঠা মোক্ষমিচ্ছথ শাশ্বতম্।
তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে নিবসধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥২৮

ব্যাস উবাচ।

তে তস্য বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
নিবাসং চক্রিরে তত্র অবাপুঃ পরমং পদম্ ॥ ২৯
তস্মাদ্ যূয়ং প্রযত্নেন নিবসধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
পুরুষাখ্যে বরে ক্ষেত্রে যদি মুক্তিমভীপ্সথ ॥ ৩০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং সপ্তসপ্ত-
ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্মিন্ ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বসত্ত্বসুখাবহে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলদে পুরুষোত্তমে ॥১
কণ্ডুর্নাম মহাতেজা ঋষিঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
সত্যবাদী শুচির্দান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ২

জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
অবাপ পরমাং সিদ্ধিমারাধ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩
অন্যেঽপি তত্র সংসিদ্ধা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
সর্ব্বভূতহিতা দান্তা জিতক্রোধা বিমৎসরাঃ ॥ ৪

মুনয় ঊচুঃ।

কোঽসৌ কণ্ডুঃ কথং তত্র জগাম পরমাং গতিম্
শ্রোতুমিচ্ছামহে তস্য চরিতং ব্রূহি সত্তম ॥ ৫

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ কথাং তস্য মনোহরাম্।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন মুনেস্তস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬
পবিত্রে গোমতীতীরে বিজনে সুমনোহরে।
কন্দমূলফলৈঃ পূর্ণে সমিৎপুষ্পকুশান্বিতৈঃ ॥ ৭
নানাদ্রুমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে।
নানাপক্ষিরুতে রম্যে নানামৃগগণান্বিতে ॥ ৮
তত্রাশ্রমপদং কণ্ডোর্বভূব মুনিসত্তমাঃ।
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৯

হইবেও না। ঐ ক্ষেত্রের গুণগণের এক-দেশ মাত্র আমা কর্ত্তৃক এই কীর্ত্তিত হইল। শতবর্ষেও কেইবা উহার সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে শক্ত হয়? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা যদি শাশ্বত মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা কর, তবে সেই পুণ্যক্ষেত্রবরে অতন্দ্রিতভাবে বাস কর। ব্যাস বলিলেন,—সেই মুনিগণ অব্যক্ত জন্মা ব্রহ্মার এই সকল বাক্য শুনিয়া সেই ক্ষেত্রে বাস করিলেন এবং পরে পরমপদপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ! তোমরাও যদি মুক্তি কামনা কর, তাহা হইলে সেই পুরুষাখ্য বর ক্ষেত্রে যত্নসহকারে নিবাস কর। ২২—৩০।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৭৭॥

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সর্ব্ব জীবের সুখাবহ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ফলদায়ী সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কণ্ডু নামে এক ঋষি ছিলেন। মহাতেজা, সত্যবাদী, পরম ধার্ম্মিক, শুচি, দান্ত, সর্ব্বভূতহিত-নিরত, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ সেই ঋষি পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। তদ্ভিন্ন সর্ব্ব-ভূতহিতকারী দান্ত জিতেন্দ্রিয় বিমৎসর সংশিতব্রত কত মুনি তথায় সংসিদ্ধ হইয়াছেন। মুনিগণ বলিলেন,—হে সত্তম! সেই কণ্ডু মুনি কে? কি প্রকারেই বা তিনি সেখানে যাইয়া পরমগতি পাইলেন? তাঁহার বহুল চরিত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূলগণ। তাঁহার মনোহর কথা শ্রবণ করুন। সংক্ষেপে সেই মুনির চরিত্র বলিতেছি। পবিত্র গোমতীতীরে কন্দমূলফলপূর্ণ, সমিৎপুষ্প-কুশান্বিত, নানাদ্রুমলতাকীর্ণ, নানা পুষ্পোপ-শোভিত, নানাপক্ষিবর-রম্য, নানামৃগ-গণান্বিত, সুমনোহর এক বিজন প্রদেশে কণ্ডুমুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। হে মুনিসত্তমগণ! উক্ত সর্ব্বঋতুজাত ফল

তপস্তেপে মুনিস্তত্র সুমহৎ পরমাদ্ভুতম্।
ব্রতোপবাসৈর্নিয়মৈঃ স্নানমৌনসুসংযমৈঃ॥ ১০
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
আর্দ্রবাসাস্ত হেমন্তে স তেপে সুমহত্তপঃ॥ ১১
দৃষ্ট্বা তু তপসো বীর্য্যং মুনেস্তস্য সুবিস্মিতাঃ।
বভূবুর্দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা॥ ১২
ভূমিং তথান্তরীক্ষঞ্চ দিবঞ্চ মুনিসত্তমাঃ।
কণ্ডুঃ সন্তাপয়ামাস ত্রৈলোক্যং তপসো বলাৎ॥
অহোঽস্য পরমং ধৈর্য্যমহোঽস্য পরমং তপঃ।
ইত্যব্রুবংস্তদা দৃষ্ট্বা দেবাস্তং তপসি স্থিতম্॥১৪
মন্ত্রয়ামাসুরব্যগ্রাঃ শক্রেণ সহিতাস্তদা।
ভয়াত্তস্য সমুদ্বিগ্নাস্তপোবিঘ্নমভীপ্সবঃ॥ ১৫
জ্ঞাত্বা তেষামভিপ্রায়ং শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রম্লোচাখ্যাং বরারোহাং রূপযৌবনগর্ব্বিতাম্॥
সুমধ্যাং চারুজঙ্ঘাং তাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং প্রোবাচ বলসূদনঃ॥ ১৭

শক্র উবাচ।

প্রম্লোচে গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং যদসৌ তপ্যতে মুনিঃ
বিঘ্নার্থং তস্য তপসঃ ক্ষোভয়স্বাশু সুপ্রভে॥১৮

প্রম্লোচোবাচ।

তব বাক্যং সুরশ্রেষ্ঠ করোমি সততং প্রভো।
কিন্তু শঙ্কা মমৈবাত্র জীবিতস্য চ সংশয়ঃ॥ ১৯
বিভেমি তং মুনিবরং ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতম্।
অত্যুগ্রং দীপ্ততপসং জ্বলনার্কসমপ্রভম্॥ ২০
জ্ঞাত্বা মাং স মুনিঃ ক্রোধাদ্বিঘ্নার্থং সমুপাগতাম্
কণ্ডুঃ পরমতেজস্বী শাপং দাস্যতি দুঃসহম্॥২১
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী পুঞ্জিকস্থলা।
বিশ্বাচী সহজন্যা চ পূর্ব্বচিত্তিস্তিলোত্তমা॥ ২২
অলম্বুষা মিশ্রকেশী শশিলেখা চ বামনা।
অন্যাশ্চাপ্সরসঃ সন্তি রূপযৌবনগর্ব্বিতাঃ॥২৩
সুমধ্যাশ্চারুবদনাঃ পীনোন্নতপয়োধরাঃ।
কামপ্রধানকুশলাস্তাস্তত্র সন্নিয়োজয়॥ ২৪

পুষ্পে সমৃদ্ধ ও কদলীবৃক্ষ-সমূহে মণ্ডিত ছিল। কণ্ডুমুনি সেই আশ্রমে ব্রত উপবাস নিয়ম স্নান মৌন ও সংযমাদি সহকারে পরমাদ্ভুত সুমহৎ তপস্যা আরম্ভ করেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ, বর্ষায় ভূমিশায়ী, ও হেমন্তে আর্দ্রবাসা হইয়া সুমহৎ তপস্যা করেন। সেই মুনির তপোবীর্য্য দর্শনে দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি সকলেই সুবিস্মিত হইল। হে মুনিসত্তমগণ! কণ্ডু মুনি তপস্যাপ্রভাবে ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক—ত্রিলোকেরই সন্তাপ ঘটাইলেন। ১—১৩। দেবগণ সেই তপঃপরায়ণ মুনিকে দেখিয়া "অহো! ইঁহার কি পরম ধৈর্য্য! কি পরম তপস্যা!" পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা শেষে সেই মুনির ভয়ে ভীত হইয়া তপোবিঘ্নাচরণ কামনায় অব্যগ্রচিত্তে শক্রসহ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনেশ্বর শক্র দেবগণের অভিপ্রায় জানিয়া সেই মুনির তপঃফল নাশনকামনায় প্রম্লোচা নাম্নী বরারোহা, রূপযৌবন-গর্ব্বিতা সুমধ্যা, চারুজঙ্ঘা, পীনশ্রোণি-পয়োধরা, সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না অপ্সরাকে বলিলেন,—প্রম্লোচে! তুমি শীঘ্র যাও; সেই যে কণ্ডুমুনি, তপস্যা করিতেছেন, হে সুপ্রভে! তাঁহার তপস্যার বিঘ্নাচরণার্থ তাঁহাকে ক্ষোভিত কর। প্রম্লোচা বলিল,—প্রভো! তোমার বাক্য সর্ব্বদাই পালন করিয়া থাকি; কিন্তু এ কার্য্যে আমার শঙ্কা হইতেছে; ইহাতে জীবনেও সংশয় হয়। ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিত দীপ্ততপাঃ জ্বলনার্কসমপ্রভ সেই অত্যুগ্র মুনিকে আমি ভয় করিতেছি। সেই পরম তেজস্বী কণ্ডুমুনি, আমাকে বিঘ্নার্থ উপাগতা জানিয়া কোপবশে দুঃসহ শাপ দিবেন। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, পুঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী, সহজন্যা, পূর্ব্বচিত্তি, তিলোত্তমা, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী শশিলেখা, বামনা এবং আরও রূপযৌবন-গর্ব্বিতা সুমধ্যা, চারুদশনা, পীনোন্নত-পয়োধরা, কামপ্রধানকর্ম্মে কুশলা কত অপ্সরা আছে; এ কার্য্যে তাহাদিগের কাহাকেও নিয়োগ করুন।

ব্রহ্মোবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা পুনঃ প্রাহ শচীপতিঃ।
তিষ্ঠন্তু নাম চান্যাস্তাস্ত্বং চাত্র কুশলা শুভে॥
কামং বসন্তং বায়ুঞ্চ সহায়ার্থে দদামি তে।
তৈঃ সার্দ্ধং গচ্ছ সুশ্রোণি যত্রাস্তে স মহামুনিঃ
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা তদা সা চারুলোচনা।
জগামাকাশমার্গেণ তৈঃ সার্দ্ধং চাশ্রমং মুনেঃ॥২৭
গত্বা সা তত্র রুচিরং দদর্শ বনমুত্তমম্।
মুনিঞ্চ দীপ্ততপসমাশ্রমস্থমকল্মষম্॥ ২৮
অপশ্যৎ সা বনং রম্যং তৈঃ সার্দ্ধং নন্দনোপমম্
সর্ব্বর্ত্তুবরপুষ্পাঢ্যং শাখামৃগগণাকুলম্॥ ২৯
পুণ্যং পদ্মবলোপেতং সপল্লবমহাবলম্।
শ্রোত্ররম্যান্ সুমধুরান শব্দান খগমুখেরিতান॥
সর্ব্বর্ত্তুফলভারাঢ্যান্ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলান।
অপশ্যৎ াদপাংশ্চৈব বিহঙ্গৈরনুনাদিতান॥৩১
আম্রানাম্রাতকান্ ভব্যান্নারিকেলান্ সাতিন্দুকান
অথ বিল্বাংস্তথা জীবানদাড়িমান্বীজপূরকান্॥
পনসাল্লকুচান্নীপান্ শিরীষান্ সুমনোহরান্।
পারাবতাংস্তথা লোকানরিমেদাম্লবেতসান্॥৩৩
ভল্লাতকানামলকান্ শতপর্ণাংশ্চ কিংশুকান্।
ইঙ্গুদান্ করবীরাংশ্চ হরীতকীবিভীতকান্॥৩৪
এতানন্যাংশ্চ সা বৃক্ষান্ দদর্শ পৃথুলোচনা।
তথৈবাশোকপুন্নাগকেতকীবকুলানথ॥ ৩৫
পারিজাতান্ কোবিদারান্মন্দারেন্দীবরাংস্তথা
পাটলাঃ পুষ্পিতা রম্যা দেবদারুদ্রুমাংস্তথা॥৩৬
শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ নিচুলাল্লোমকাংস্তথা।
অন্যাংশ্চ পাদপশ্রেষ্ঠানপশ্যৎফলপুষ্পিতান্॥ ৩৭
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ।
কোকিলৈঃ কলবিঙ্কৈশ্চ হারীতৈর্জীবজীবকৈঃ॥
প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথান্যৈর্বিবিধৈঃ খগৈঃ।
শ্রোত্ররম্যং সুমধুরং কূজদ্ভিশ্চাপ্যধিষ্ঠিতম্॥ ৩৯
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃশুভৈঃ

ব্রহ্মা বলিলেন,—শচীপতি তাহার সেই কথা শুনিয়া পুনরায় কহিলেন,—অন্য যাহারা আছে, থাকুক; শুভে! এ কর্ম্মে তুমিই কুশলা। এ কর্ম্মে তোমার সহায়ার্থ কাম, বসন্ত ও বায়ুকে দিব; সুশ্রোণি! তুমি তাহাদিগের সহিত যেখানে সেই মুনি আছেন তথায় যাও। শক্রের সেই বচন শ্রবণে তখন সেই চারুলোচনা বসন্তাদির সহিত আকাশমার্গাবলম্বনে সেই মুনির আশ্রমে গমন করিল। সে যাইয়া তথায় সেই উত্তম বন ও সেই আশ্রমস্থ দীপ্ততপা অকল্মষ মুনিকে দেখিতে পাইল। সে সেই বসন্তাদি সহ তত্রত্য নন্দনবনোপম বন দেখিতে লাগিল। দেখিল,—এই বন সর্ব্বঋতুজাত-কুসুমসমন্বিত, শাখামৃগগণে আকুল, পুণ্যজনক, পদ্মসমূহে উপেত ও পল্লব-শোভিত চূতাদি তরুনিকরে পরিমণ্ডিত। তত্রত্য পাদপ সকলে বিহঙ্গকুল নানাবিধ শব্দ করিতেছে; ঐ সকল পাদপ সর্ব্বঋতুজাত ফলভারে সমন্বিত ও সর্ব্বঋতুজ কুসুমে উজ্জ্বল। তাহাতে বিহগেরা যে বিবিধ শব্দ করিতেছে,তাহা শ্রবণমনোহর ও সুমধুর। সেই পৃথুলোচনা দেখিল—কত আম্র, আম্রাতক, ভব্য, নারিকেল, তিন্দুক, বিল্ব, জীব, দাড়িম, বীজপূর, পনস, লকুচ, নীপ, সুমনোহর শিরীষ, পারাবত, কোল, অরিমেদ, অম্লবেতস, ভল্লাতক, আমলক, শতপর্ণ, কিংশুক, ইঙ্গুদ, করবীর, হরিতকী ও বিভীতক, এ সকল এবং অন্যান্য নানাবিধবৃক্ষ বিরাজমান। আরও কত অশোক, পুন্নাগ, কেতকী, বকুল, পারিজাত, কোবিদার, মন্দার, ইন্দীবর, পুষ্পিত রম্য পাটলা, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, নিচুল, লোমক প্রভৃতি ফলিত পুষ্পিত শ্রেষ্ঠ পাদপ দেখিতে পাইল।১৪—৩৭। দেখিল—চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবজীবক, প্রিয়পুত্র, চাতক এবং আরও নানাবিধ পক্ষীরা সেই সকল বৃক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রোত্ররম্য সুমধুর কূজন করিতেছে।৮- কত প্রসন্নসলিল-সম্পন্ন, মনোজ্ঞ সরোবর আছে; কুমুদ, কহ্লার, কমল, শ্বেত-কমল,নীলোৎপলাদি শুভ জলপুষ্পে সে সকল সমাচিত এবং কদম্ব, চক্রবাক, জলকুক্কুট,

কহ্লারৈঃ কমলৈশ্চৈব আচিতানি সমন্ততঃ।
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ ॥ ৪১
কারণ্ডবৈর্ব্বকৈর্হংসৈঃ কূর্ম্মৈর্ম্মদ্গুভিরেব চ।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ কীর্ণানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ ॥ ৪২
ক্রমেণৈব তথা সা তু বনং বভ্রাম তৈঃ সহ।
এবং দৃষ্ট্বা বনং রম্যং তৈঃ সার্দ্ধং পরমাদ্ভুতম্ ॥
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সা বভূব বরাঙ্গনা।
প্রোবাচ বায়ুং কামঞ্চ বসন্তঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥৪৪

প্রম্লোচোবাচ।

কুরুধ্বং মম সাহায্যং যূয়ং সর্ব্বে পৃথক্পৃথক্ ॥৪৫

ব্রহ্মোবাচ।

এবমুক্তা তদা সা তু তথেত্যুক্তা সুরৈর্দ্বিজাঃ।
প্রত্যুবাচাদ্য যাস্যামি যত্রাসৌ সংস্থিতো মুনিঃ
অদ্য তং দেহযন্তারং প্রযুক্তেন্দ্রিয়বাজিনম্।
স্মরশস্ত্রগলদ্রশ্মিং করিষ্যামি কুসারথিম্ ॥ ৪৭
ব্রহ্মা জনার্দ্দনো বাপি যদি বা নীললোহিতঃ।
তথাপ্যদ্য করিষ্যামি কামং ক্ষতান্তরম্ ॥ ৪৮
ইত্যুক্তা প্রযযৌ সাথ যত্রাসৌ তিষ্ঠতে মুনিঃ।
মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ প্রশান্তশ্বাপদাশ্রমম্ ॥ ৪৯
সা পুংস্কোকিলমাধুর্য্যে নদীতীরে ব্যবস্থিতা।
স্তোকমাত্রং স্থিতা তস্মাদগায়ত বরাপ্সরাঃ ॥ ৫০
ততো বসন্তঃ সহসা বলং সমকরোত্তদা।
কোকিলারাবমধুরমকালিকমনোহরম্ ॥ ৫১
ববৌ গন্ধবহশ্চৈব মলয়াদ্রিনিকেতনঃ।
পুষ্পাণ্যুচ্চাবচান্মেধ্যান্ পাতয়ংশ্চ শনৈঃ শনৈঃ
পুষ্পবাণধরশ্চৈব গত্বা তস্য সমীপতঃ।
মুনেশ্চ ক্ষোভয়ামাস কামস্তস্যাপি মানসম্ ॥ ৫৩
ততো গীতধ্বনিং শ্রুত্বা মুনির্বিস্মিতমানসঃ।
জগাম যত্র সা সুভ্রূঃ কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা তামাহ সংহৃষ্টো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
ভ্রষ্টোত্তরীয়ো বিকলঃ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ॥ ৫৫

ঋষিরুবাচ।

কাসি কস্যাসি সুশ্রোণি সুভগে চারুহাসিনি।
মনো হরসি মে সুভ্রু ব্রূহি সত্যং সুমধ্যমে ॥৫৬

প্রম্লোচোবাচ।

তব কর্ম্মকরা চাহং পুষ্পার্থমিহমাগতা।

কারণ্ডব, বক, হংস, মদ্গু, কূর্ম্ম ও অন্যান্য নানা জলচর জীবে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই বরাঙ্গনা প্রম্লোচা পূর্ব্বোক্ত বসন্তাদি-সহ ক্রমে ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে এইরূপ রম্য পরমাদ্ভুত বন দর্শন করত বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে বায়ু, কাম ও বসন্তকে বলিল,—তোমরা "সকলে পৃথক্ পৃথক্ভাবে আমার সাহায্য কর। তাহারা বলিল,—"তাহাই করিতেছি।" তখন প্রম্লোচা বলিল—"যেখানে সেই মুনি আছেন, আমি সেখানে যাই। যিনি দেহরথের নিয়ন্তা, ও ইন্দ্রিয়াশ্বগণের যথাযোগ্য নিয়োগকারী,—যাঁহার তেজঃপুঞ্জ শর-শস্ত্রবৎ বহির্গত হইতেছে, সেই মুনিকে আজি আমি কুসারথি করিব। অদ্য যদি ব্রহ্মা বা জনার্দ্দন কিম্বা নীললোহিত শিবও আইসেন, তথাপি সেই মুনির অন্তর আমি কামবাণে ক্ষত করিব।" এই বলিয়া মুনির তপঃপ্রভাবে প্রশান্তশ্বাপদ সেই আশ্রমস্থানে গমন করিল। সেই বরাপ্সরা পুংস্কোকিলরবমধুর নদীতীরে যাইয়া অবস্থান করিল। সেখানে কিছুকাল পরে গান করিতে আরম্ভ করিল। ৩৮—৫০।—তখন বসন্তও সহসা নিজ সামর্থ্য বিস্তার করিল। অকালমনোহর কোকিলরবে আশ্রম মুখরিত হইয়া উঠিল। মলয়াচলবাসী বায়ু বহিতে লাগিল এবং নানাজাতীয় শুদ্ধ পুষ্প সকল শনৈঃ শনৈঃ পাতিত করিতে থাকিল। পুষ্পবাণধর কামও সেই মুনির সমীপে যাইয়া তাঁহার মানস ক্ষোভিত করিল। পরে মুনি সেই গীতধ্বনি শুনিয়া বিস্মিতচিত্তে কামবাণ-প্রপীড়িত হইয়া সেই সুভ্রূ যেখানে অবস্থান করিতেছিল, তথায় গমন করিলেন; গমনকালীন তদীয় উত্তরীয় বস্ত্রখানি পথেই পড়িয়া গেল। তিনি পুলকাঞ্চিত দেহে তাহাকে কহিলেন,—অয়ি সুশ্রোণি! তুমি কে? সুভগে, চারুহাসিনী তুমি কাহার? সুভ্রু! তুমি আমার মন হরণ করিতেছ, সুমধ্যমে! সত্য বল। প্রম্লোচা বলিল,—

আদেশং দেহি মে কিপ্রংকিংকরোমি তবাজ্ঞয়া।
ব্যাস উবাচ।
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যাস্ত্যক্ত্বা ধৈর্য্যং বিমোহিতঃ
আদায় হস্তে তাং বালাং প্রবিবেশ স্বমাশ্রমম্
ততঃ কামশ্চ বায়ুশ্চ বসন্তশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
জগ্মুর্যথাগতং সর্ব্বে কৃতকৃত্যাস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৫৯
শশংসুশ্চ হরিং গত্বা তস্যাস্তস্য চ চেষ্টিতম্।
শ্রুত্বা শক্রস্তদা দেবাঃ প্রীতাঃ সুমনসোহভবন্
স চ কণ্ডুস্তয়া সার্দ্ধং প্রবিশন্নেব চাশ্রমম্।
আত্মনঃ পরমং রূপঞ্চকার মদনাকৃতি ॥ ৬১
রূপযৌবনসম্পন্নমতীব সুমনোহরম্।
দিব্যালঙ্কারসংযুক্তং ষোড়শবৎসরাকৃতি ॥ ৬২
দিব্যবস্ত্রধরং কান্তং দিব্যস্রগ্‌গন্ধভূষিতম্।
সর্ব্বোপভোগসম্পন্নং সহসা তপসো বলাৎ ॥৬৩
দৃষ্ট্বা সা তস্য তদ্বীর্য্যং পরং বিস্ময়মাগতা।

অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমিত্যুক্ত্বা মুদিতাভবৎ
স্নানং সন্ধ্যাং জপং হোমং স্বাধ্যায়ং
দেবতার্চ্চনম্।
ব্রতোপবাসনিয়মং ধ্যানঞ্চ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬৫
ত্যক্ত্বা স রেমে মুদিতস্তয়া সার্দ্ধমহর্নিশম্।
মন্মথাবিষ্টহৃদয়ো ন বুবোধ তপঃক্ষয়ম্ ॥ ৬৬
সন্ধ্যারাত্রিদিবাপক্ষমাসর্ত্ত্বয়নহায়নম্।
ন বুবোধ গতং কালং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ৬৭
সা চ তং কামজৈর্ভাবৈর্বিদগ্ধা রহসি দ্বিজাঃ।
বরয়ামাস সুশ্রোণীঃ প্রলাপকুশলা তদা ॥ ৬৮
এবং কণ্ডুস্তয়া সার্দ্ধং বর্ষাণামধিকং শতম্।
অতিষ্ঠন্মন্দরদ্রোণ্যাং গ্রাম্যধর্ম্মরতো মুনিঃ ॥৬৯
সা তং প্রাহ মহাভাগ গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্।
প্রসাদসুমুখো ব্রহ্মন্ননুজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি ॥ ৭০
তয়ৈবমুক্তঃ স মুনিস্তস্যামাসক্তমানসঃ।
দিনানি কতিচিদ্ভদ্রে স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ৭১
এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রং বর্ষশতং পুনঃ।
বুভুজে বিষয়াংস্তন্বী তেন সার্দ্ধং মহাত্মনা ॥৭২

আমি আপনার কিঙ্করী। আমি পুষ্পচয়নার্থ আসিয়াছি। আপনার আজ্ঞানুসারে কোন্ কাজ করিব, অবিলম্বে তাহা আদেশ করুন। ব্যাস বলিলেন,—মুনিবর কণ্ডু তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণে ধৈর্য্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিমোহিতচিত্তে সেই বালার হস্ত ধারণ করত নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! পরে কাম, বায়ু, বসন্ত ইহারা সকলে কৃতকৃত্য হইয়া ত্রিপিষ্টপ ধামে প্রতিগমন করিল। তাহারা যাইয়া ইন্দ্রকে সেই মুনি ও প্রম্লোচার আচরণ নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শক্র ও অন্যান্য দেবগণ প্রীত ও স্বচ্ছান্তঃকরণ হইলেন। ৫৯—৬০। সেই কণ্ডু মুনিও তাহার সহিত আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়াই নিজের পরম সুন্দর মদনাকৃতি রূপ বিধান করিলেন। তিনি তপোবলে সহসা রূপ-যৌবনসম্পন্ন, অতীব সুমনোহর, দিব্যালঙ্কারসংযুক্ত, দিব্যবস্ত্রধর, দিব্যস্রক্‌গন্ধ-ভূষিত, সর্ব্বোপভোগসম্পন্ন, ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রূপ ধারণ করিলেন। প্রম্লোচা তাঁহার সেই তপোবল দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। সে মনে মনে "অহো ইঁহার কি তপোবল!" এই কথা বলিয়া মুদিত-মনে তথায় অবস্থান করিল। কণ্ডু মুনি মন্মথাবিষ্ট-হৃদয়ে, স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার্চ্চন, ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও ধ্যানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অহর্নিশ তাহার সহিত সুরতাসক্ত হইলেন। তাঁহার তপস্যা যে ক্ষয় পাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সেই বিষয়াসক্তমনা মুনি সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবা, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, হায়ন, ইত্যাদি অতীতকাল কিছুই জানিতে পারিলেন না। বাগ্‌বিন্যাসকুশলা বিদগ্ধা সুশ্রোণী প্রম্লোচাও নির্জ্জনে কামজ ভাবসমূহে তাঁহাকে বরণ করিল। সেই কণ্ডুমুনি এই ভাবে মন্দরদ্রোণীতে সেই প্রম্লোচার সহিত কামক্রীড়ায় নিরত হইয়া শতাধিক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তার পর একদা প্রম্লোচা তাঁহাকে কহিল,—হে মহাভাগ, ব্রহ্মন্! আমি স্বর্গে যাইতে

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ ব্রজামি ত্রিদশালয়ম্।
উক্তস্তয়েতি স পুনঃ স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ৭৩
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা।
যাম্যহং ত্রিদিবং ব্রহ্মন্ প্রণয়স্মিতশোভনম্ ॥
উক্তস্তয়ৈবং স মুনিঃ পুনরাহায়তেক্ষণাম্।
ইহাস্যতাং ময়া সুভ্রু চিরং কালং গমিষ্যসি॥
তচ্ছাপভীতা সুশ্রোণী সহ তেনর্ষিণা পুনঃ।
শতদ্বয়ং কিঞ্চিদূনং বর্ষাণাং সমতিষ্ঠত ॥ ৭৬
গমনায় মহাভাগো দেবরাজনিবেশনম্।
প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তন্ব্যা স্থীয়তামিত্যভাষত
তস্য শাপভয়াদ্ভীরুর্দাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা।
প্রোক্তা প্রণয়ভঙ্গার্তিবেদেনী ন জহৌ মুনিম্ ॥
তয়া চ রমতস্তস্য পরমর্ষেরহর্নিশম্।
নবং নবমভূৎ প্রেম মন্মথাসক্তচেতসঃ ॥ ৭৯
একদা তু ত্বরাযুক্তো নিশ্চক্রামোটজান্মুনিঃ।
নিষ্ক্রামন্তঞ্চ কুত্রেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভ ॥
ইত্যুক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিবৃত্তমহঃ শুভে।
সন্ধ্যোপাস্তিং করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোঽন্যথা
ভবেৎ ॥৮১
ততঃ প্রহস্য মুদিতা সা তং প্রাহ মহামুনিম্।
কিমদ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পরিবৃত্তমহস্তব।
গতমেতন্ন কুরুতে বিস্ময়ং কস্য কথ্যতে ॥ ৮২
মুনিরুবাচ।
প্রাতস্ত্বমাগতা ভদ্রে নদীতীরমিদং শুভম্।
ময়া দৃষ্টাসি সুশ্রোণি প্রবিষ্টা চ মমাশ্রমম্ ॥ ৮৩
ইয়ঞ্চ বর্ত্ততে সন্ধ্যা পরিণামমহো গতম্।
অবহাসঃ কিমর্থোঽয়ং সদ্ভাবঃ কথ্যতাং মম ॥

ইচ্ছা করি, তুমি প্রাসাদসুমুখ হইয়া অনুমতি কর। তদাসক্ত-মানস সেই মুনি তৎকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন,—ভদ্রে! আরও কয়েকদিন থাক। সেই তন্বী প্রম্লোচা এইরূপ উক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ণ শত বৎসর সেই মহাত্মার সহিত বিষয়-ভোগে অতিবাহিত করিল। পরে সে আবার "ভগবন্! ত্রিদশালয়ে যাইব, অনুমতি করুন।" এই কথা কহিলে মুনিও পূর্ব্ববৎ "আরও কয়েকদিন থাক" এই বাক্য বলিলেন। পুনর্ব্বার শতবর্ষাধিক কাল অতীত হইলে সেই শুভাননা প্রণয়স্মিত-সুন্দর-মুখে "ব্রহ্মন্! আমি ত্রিদিবে যাইব" এই কথা কহিলে সেই মুনি বলিলেন,—সুভ্রু! আমার সঙ্গে আরও কিছু দীর্ঘকাল এখানে থাক; শেষে যাইও।" সেই সুশ্রোণী তাঁহার শাপভয়ে ভীতা হইয়া পুনরায় সেই ঋষির সহিত কিঞ্চিৎ কম দুইশত বর্ষ বাস করিল। সেই তন্বী প্রম্লোচা দেবরাজ-নিবেশনে যাইবার জন্য যতবারই বলিত, মুনি তদুত্তরে "আরও কিছুদিন থাক" এই কথাই বলিতেন। প্রণয়ভঙ্গ-দুঃখাভিজ্ঞা, মুনির শাপভয়ে ভীরু, ও দাক্ষিণ্যগুণে দক্ষিণা সেই প্রম্লোচাও ঐরূপ উক্তা হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। তৎসহ রমমাণ মন্মথাসক্ত-চিত্ত সেই পরম ঋষির অহর্নিশ নব নব প্রেম জন্মিতে লাগিল। ৬১—৭৯। তার পর একদা সেই মুনি ত্বরা সহকারে উটজ হইতে বহির্গত হইলেন। তাহা দেখিয়া সেই শুভা প্রম্লোচা কহিল "কোথায় যাইতেছেন?" তৎকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মুনি কহিলেন,—দিবা শেষ হইয়াছে। সন্ধ্যোপাসনা করিব। নচেৎ ক্রিয়ালোপ হইবে। প্রম্লোচা মুদিতা হইয়া হাস্য সহকারে সেই মহামুনিকে কহিল,—ওহে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! অদ্য কি তোমার দিবাবসান হইল? এত কাল যে গেল, তাহা মনেও করিতেছ না। এ বিচিত্র কথা কাহাকে বলিব? মুনি কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি অদ্য প্রাতঃকালে এই শুভ নদীতীরে আসিয়াছ; আমি তোমাকে দেখিয়াছি। সুশ্রোণি! পরে আমার আশ্রমে প্রবিষ্টা হইয়াছ। এক্ষণে এই সন্ধ্যা উপস্থিত; দিবার পরিণাম হইয়াছে। তবে আমাকে উপহাস করিলে কেন? প্রকৃত কথা

প্রম্লোচোবাচ।
প্রত্যুষস্ত্বাগতা ব্রহ্মন্ সত্যমেতন্ন মে মৃষা।
কিং ত্বস্য তস্য কালস্য গতান্যব্দশতানি তে।
ততঃ সসাধ্বসো বিপ্রস্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্
মুনিরুবাচ।
কথয়াং ভীরু কঃ কালস্ত্বয়া মে রমতঃ সদা।
প্রম্লোচোবাচ।
সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নব বর্ষশতানি চ।
মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥৮৩
ঋষিরুবাচ।
সত্যং ভীরু বদস্যেতৎপরিহাসোঽথবা শুভে
দিনমেকমহং মন্যে ত্বয়া সার্দ্ধমিহোষিতম্ ॥ ৮৮
প্রম্লোচোবাচ।
বদিষ্যাম্যনৃতং ব্রহ্মন্ কথমত্র তবান্তিকে।
বিশেষাদদ্য ভবতা পৃষ্টা মার্গানুগামিনা ॥ ৮৯
ব্যাস উবাচ।
নিশম্য তদ্বচস্তস্যাঃ স মুনির্দ্বিজসত্তমাঃ।
ধিগ্ধিঙ্মামিত্যনাচারং বিনিন্দ্যাত্মানমাত্মনা ॥৯০

মুনিরুবাচ।
তপাংসি মম নষ্টানি হৃতং ব্রহ্মবিদাং ধনম্।
হৃতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিন্মোহায় নির্ম্মিতা
ঊর্ম্মিষট্কাতিগং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্মজয়েন মে।
গতিরেষা কৃতা যেন ধিক্ তং কামমহাগ্রহম্ ॥৯২
ব্রতানি সর্ব্ববেদাশ্চ কারণান্যখিলানি চ।
নরকগ্রামমার্গেণ কামেনাদ্য হৃতানি মে ॥ ৯৩
বিনিন্দ্যেত্থং স ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা।
তামপ্সরসমাসীনামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯৪
ঋষিরুবাচ।
গচ্ছ পাপে যথাকামং যৎকার্য্যং তত্ত্বয়া কৃতম্।
দেবরাজস্য মৎক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যা ভাবচেষ্টিতৈঃ
ন ত্বাং করোম্যহং ভস্ম ক্রোধতীব্রেণ বহ্নিনা
সতাং সাপ্তপদং মৈত্র্যমুষিতোঽহং ত্বয়া সহ ॥৯৫
অথবা তব দোষঃ কঃ কিংবা কুপ্যাম্যহং তব।

আমাকে ব্যক্ত করিয়া বল। প্রম্লোচা বলিল,—ব্রহ্মন্! আমি প্রত্যুষকালে আসিয়াছি, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু আজি তোমার সেই কালের বহু শত বর্ষ অতীত হইয়াছে। সেই বিপ্র এই কথা শুনিয়া সভয়ে সেই আয়তেক্ষণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভীরু! বল, তোমার সহিত ক্রীড়াতে থাকায় আমার কতকাল অতীত হইয়াছে। প্রম্লোচা কহিল,—প্রথমে নব শতবর্ষ ও পরে সপ্তশত বর্ষ এবং ছয়মাস ও তিন দিন অতীত হইয়াছে। মুনি বলিলেন,—ভীরু! ইহা সত্য বলিতেছ? অথবা হে শুভে! তুমি পরিহাস করিতেছ? আমার মনে হয় যে, তোমার সহিত এখানে একটী দিন মাত্র বাস করিয়াছি। প্রম্লোচা কহিল,—ব্রহ্মন্! আপনার কাছে অনৃত বলিব কেমন করিয়া? বিশেষতঃ অদ্য আপনি সৎপথগামী হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥৮০—৮৯। ব্যাস বলি-

চায় সেই বাক্য শুনিয়া "ধিক্! আচারহীন আমাকে! ধিক্!" এই বলিয়া আপনি আপনাকে নিন্দাপূর্ব্বক বলিলেন,—আমার তপস্যা নষ্ট হইয়াছে! ব্রহ্মবিদ্‌গণের ধন হৃত হইয়াছে! মদীয় মোহসাধনার্থ কেহ এই যোষিৎ নির্ম্মাণ করিয়াছে! আমি আত্মজয় দ্বারা ঊর্ম্মিষট্‌কের অতীত ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যত্ন করিতেছিলাম, যে আমার এই প্রকার গতি ঘটাইল, সেই কালরূপ মহাগ্রহকে 'ধিক্'। নরকগ্রামমার্গ কালকর্ত্তৃক আমার বেদব্রত ও অন্যান্য যাবতীয় সাধনই হৃত হইয়াছে। সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনি এইরূপে আপনি আপনাকে নিন্দা করিয়া সমাসোপবিষ্টা সেই অপ্সরাকে এই বচন কহিলেন,—পাপে! তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। হাব ভাব দ্বারা আমার ক্ষোভ জন্মাইয়া দেবরাজের যে কার্য্য, তাহা তুমি করিয়াছ। সাধুদিগের কথোপকথনে সাতটী পদ উচ্চারণ হইলেও মিত্রতা হয়। আর তোমার সঙ্গে অনেককাল বাস করিয়াছি; এ নিমিত্ত ভীরু ক্রোধ থাকিলেও তোমাকে ভস্ম

ময়ৈব দোষো নিতরাং যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৯৬
যথা শক্রপ্রিয়ার্থিন্যা কৃতো মত্তপসো ব্যয়ঃ।
ত্বয়া দৃষ্টিমহামোহমন্ত্রেনাহং জুগুপ্সিতঃ ॥ ৯৭
ব্যাস উবাচ।
যাবদিত্থং স বিপ্রর্ষিস্তাং ব্রবীতি সুমধ্যমাম্।
তাবৎ স্খলৎস্বেদজলা সা বভূবাতিবেপথুঃ ॥৯৮
প্রবেপমানাং স চ তাং স্বিন্নগাত্রলতাং সতীম্।
গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধমুবাচ মুনিসত্তমঃ ॥ ৯৯
সা তু নির্ভৎর্সিতা তেন বিনিষ্ক্রম্য তদাশ্রমাৎ
আকাশগামিনী স্বেদং মমার্জ তরুপল্লবৈঃ ॥১০০
বৃক্ষাদ্বৃক্ষং যযৌ বালা উদগ্রারুণপল্লবৈঃ।
নির্ম্মমার্জ চ গাত্রাণি গলৎস্বেদজলানি বৈ ॥১০১
ঋষিণা যস্তদা গর্ভস্তস্যা দেহে সমাহিতঃ।
নির্জগাম সরোমাঞ্চস্বেদরূপী তদঙ্গতঃ ॥ ১০২
তং বৃক্ষা জগৃহুর্গর্ভমেকং চক্রে চ মারুতঃ।
সোমেনাপ্যায়িতো গোভিঃ স তদা ববৃধে শনৈঃ
মারিষা নাম কন্যাভূদ্‌বৃক্ষাণাং চারুলোচনা।
প্রাচেতসানাং সা ভার্য্যা দক্ষস্য জননী দ্বিজাঃ
স চাপি ভগবান্ কণ্ডুঃ ক্ষীণে তপসি সত্তমঃ।
পুরুষোত্তমাখ্যং ভো বিপ্রা বিষ্ণোরায়তনং
যযৌ ॥ ১০৫
দদর্শ পরমং ক্ষেত্রং মুক্তিদং ভুবি দুর্লভম্।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১০৬
সুরম্যং বালুকাকীর্ণং কেতকীবনশোভিতম্।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাপক্ষিরুতং শিবম্ ॥১০৭
সর্ব্বত্র সুখসঞ্চারং সর্ব্বর্ত্তুকুসুমান্বিতম্।
সর্ব্বসৌখ্যপ্রদং নৃণাং ধন্যং সর্ব্বগুণাকরম্ ॥১০৮
ভৃগ্বাদ্যৈঃ সেবিতং পূর্ব্বং মুনিসিদ্ধবরৈস্তথা।
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈস্তথান্যৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ
দদর্শ চ হরিং তত্র দেবৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতম্।
ব্রাহ্মণাদ্যৈস্তথা বর্ণৈরাশ্রমস্থৈর্নিষেবিতম্ ॥ ১১০
দৃষ্ট্বৈব স তদা ক্ষেত্রং দেবঞ্চ পুরুষোত্তমম্।

কেনই বা আমি তোমার প্রতি কুপিত হই-তেছি? আমারই ত সম্পূর্ণ দোষ; যেহেতু আমিই অজিতেন্দ্রিয়। শক্রপ্রিয়ার্থিনী তুমি দৃষ্টিরূপ মহামোহমন্ত্রে আমার তপস্যা ব্যয় করাইয়া আমাকে নিন্দাহ করিয়াছ! ব্যাস বলিলেন,—সেই বিপ্রর্ষি সুমধ্যমা প্রম্লোচাকে যেমন এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—তখনই সে অত্যন্ত বেপথুমতী হইল; তাহার গাত্র হইতে প্রচুর স্বেদজল স্খলিত হইতে লাগিল। সেই মুনিসত্তম, বেপমানা স্বিন্ন-গাত্রলতা সেই প্রম্লোচাকে সক্রোধে "যাও, যাও" এই কথা বলিলেন। মুনিকর্ত্তৃক নির্ভর্ৎসিতা হইয়া সেই প্রম্লোচা সেই আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং আকাশপথে যাইতে যাইতে তরুপল্লব দ্বারা উক্ত স্বেদজল মার্জ্জন করিতে লাগিল। ৯০—১০০। সেই বালা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া উন্নত অরুণ পল্লব সকল দ্বারা গাত্রের স্বেদজল মার্জ্জন করিতে থাকিল। ঋষি তদীয় দেহে যে গর্ভাধান করিয়াছিলেন, তখন তাহাও সরোমাঞ্চ স্বেদজলরূপে তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইল। বৃক্ষেরা সেই গর্ভকে গ্রহণ করিল; মারুত তাহাকে একত্রিত করিল; সোম নিজ কিরণ দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন। সুতরাং সেই গর্ভ তখন শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে উহা 'মারিষা' নামে বৃক্ষদিগের চারু-লোচনা কন্যা হইল। হে দ্বিজগণ! সে প্রাচেতসদিগের ভার্য্যা এবং দক্ষের জননী হইয়াছিল। হে বিপ্রগণ! ভগবান্ মুনি-সত্তম কণ্ডুও তপস্যা ক্ষীণ হওয়ায় পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর আয়তনে যাইলেন। তিনি দেখিলেন,—সেই পরম মঙ্গলময় ক্ষেত্র দক্ষিণ সাগরতীরে বিরাজিত। সুরম্য বালুকাকীর্ণ, কেতকীবনশোভিত, নানা দ্রুম-লতাকীর্ণ, নানা পক্ষিরবে মুখরিত, সর্ব্বত্র সুখসঞ্চারযোগ্য, সর্ব্ব ঋতুজাত কুসুম-সমূহে সমন্বিত, সর্ব্বসৌখ্যদায়ক, সর্ব্বগুণা-কর, ভৃগু প্রভৃতি ঋষি ও প্রধান প্রধান সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ এবং অন্যান্য মোক্ষাকাঙ্ক্ষিজনগণে পরিসেবিত। সেই সর্ব্ব-কামফলপ্রদ ভূতলদুর্লভ মুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তম-

কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে স মুনিসত্তমঃ॥ ১১১
তত্রৈকাগ্রমনা ভূত্বা চকারারাধনং হরেঃ।
ব্রহ্মপারময়ং কুর্ব্বন্ জপমেকাগ্রমানসঃ।
ঊর্দ্ধবাহুর্মহাযোগী স্থিত্বাসৌ মুনিসত্তমঃ॥ ১১২

মুনয় উচুঃ।

ব্রহ্মপারং মুনে শ্রোতুমিচ্ছামঃ পরমং শুভম্।
জপতা কণ্ডুনা দেবো যেনারাধ্যত কেশবঃ॥

ব্যাস উবাচ।

পারং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ
পরঃ পরেভ্যঃ পরমাত্মরূপঃ।
স ব্রহ্মপারঃ পারপারভূতঃ
পরঃ পরাণামপি পারপারঃ॥ ১১৪
স কারণং কারণসংশ্রিতোঽপি
তস্যাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ।
কার্য্যোঽপি চৈব সহ কর্ম্মকর্ত্তৃ-
রূপৈরনেকৈরবতীহ সর্ব্বম্॥ ১১৫
ব্রহ্মপ্রভুর্ব্রহ্ম স সর্ব্বভূতো
ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽসৌ।
ব্রহ্মাব্যয়ং নিত্যমজং স বিষ্ণুর-
পক্ষয়াদ্যৈরখিলৈরসঙ্গঃ॥ ১১৬
ব্রহ্মাক্ষরময়ো নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রযান্তু প্রশমং মম॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তস্য মুনের্জাপ্যং ব্রহ্মপারং দ্বিজোত্তমাঃ
ভক্তিঞ্চ পরমাং জ্ঞাত্বা সুদৃঢ়াং পুরুষোত্তমঃ॥
প্রীত্যা স পরয়া দেবস্তদাসৌ ভক্তবৎসলঃ।
গত্বা তস্য সমীপন্তু প্রোবাচ মধুসূদনঃ॥ ১১৯
মেঘগম্ভীরয়া বাচা দিশঃ সন্নাদয়ন্নিব।
আরুহ্য গরুড়ং বিপ্রা বিনতাকুলনন্দনম্॥ ১২০

শ্রীভগবানুবাচ।

মুনে ব্রূহি পরং কার্য্যং যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো বরং বরয় সুব্রত॥ ১২১
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
চক্ষুরুন্মীল্য সহসা দদর্শ পুরতো হরিম্॥ ১২২

ক্ষেত্র দর্শনান্তে তিনি তথায় সর্ব্বদেবগণে পরিবেষ্টিত ও গার্হস্থ্যাদি চতুরাশ্রমস্থ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণে নিষেবিত দেব হরিকেও দেখিলেন। সেই মুনিসত্তম কণ্ডু সেই ক্ষেত্র এবং তত্রত্য দেব পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। সেই মুনিসত্তম মহাযোগী কণ্ডু তথায় একাগ্রমনে ঊর্দ্ধবাহু ও দণ্ডায়মান থাকিয়া ব্রহ্মপারময় স্তোত্র জপে নিরত হইয়া হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। ১০১—১১২। মুনিগণ বলিলেন,—হে মুনে! কণ্ডুমুনি যাহা জপ করিয়া দেব কেশবের আরাধনা করিয়াছিলেন, আমরা সেই ব্রহ্মপার পরম শুভ স্তোত্র শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—সেই বিষ্ণু পর পার, অপারপার, পর সকলের পরবর্ত্তী, পরমাত্মরূপ, পর-পারভূত, পর সকলেরও পর, পারেরও পার, ব্রহ্মপার। তিনি কারণাশ্রিত হইয়াও কারণ, সেই কারণেরও কারণ, পরকারণেরও কারণ, আবার তিনিই কর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তা ইত্যাদি ব্রহ্মারও প্রভু, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বভূতরূপী, তিনি বৃহদাকার, প্রজা সকলের পতি ও অচ্যুত সেই পুরুষোত্তম ব্রহ্ম যেমন নিয়তই ব্রহ্মাক্ষর (ওঁ) ময়, অজ, অব্যয়, নিত্য, ব্যাপক, এবং অপক্ষয়াদি দোষ সকলে অসঙ্গ, তেমনি আমারও রাগাদি দোষচয় প্রশান্ত হইয়া যাউক এতাদৃশ ব্রহ্মত্ব লাভ হউক। ১১৩—১১৭ ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! দেব পুরুষোত্তম সেই মুনির জাপ্য ব্রহ্মপার স্তুতি শ্রবণে এবং তাঁহার সুদৃঢ়া পরমা ভক্তি জানিয়া পরম প্রীতিসহকারে ভক্তবৎসলত্ব হেতু সেই মধুসূদন বিনতা-কুলনন্দন গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক সেই মুনির সমীপে গমন করিলেন এবং হে বিপ্রগণ! দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত করিয়াই যেন মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হে সুব্রত মুনে! এক্ষণে তোমার কি কার্য্য বল; আমি বরদাতা তোমার সমীপে আসিয়াছি; বর প্রার্থনা

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদধারিণম্॥ ১২৩
চতুর্বাহুমুদারাঙ্গং পীতবস্ত্রধরং শুভম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্॥ ১২৪
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যমাল্যবিভূষিতম্॥ ১২৫
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো রোমাঞ্চিততনূরুহঃ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যোর্ব্ব্যাং প্রণামমকরোত্তদা॥
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলাস্তং স্তোতুমুপচক্রমে॥১২৭

কণ্ডুরুবাচ।

নারায়ণ হরে কৃষ্ণ শ্রীবৎসাঙ্ক জগৎপতে।
জগদ্বীজ জগদ্ধাম জগৎসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে॥
অব্যক্ত জিষ্ণো প্রভব প্রধান পুরুষোত্তম।
পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ লোকনাথ নমোঽস্তু তে
হিরণ্যগর্ভ শ্রীনাথ পদ্মনাভ সনাতন।
ভূগর্ভ ধ্রুব ঈশান হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে॥
অনাদ্যন্তামৃতাজেয় জয় ত্বং জয়তাং বর।
অজিতাখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনিবাস নমোঽস্তু তে॥
পর্জ্জন্যমর্ম্মকর্ত্তা চ দুষ্পার দুরধিষ্ঠিত।
দুঃখার্ত্তিনাশন হরে জলশায়িন্নমোঽস্তু তে॥১৩২
ভূতপাব্যক্ত ভূতেশ ভূততত্ত্বৈরনাকুল।
ভূতাধিবাস ভূতাত্মন্ ভূতগর্ভ নমোঽস্তু তে॥
যজ্ঞ যজ্ঞন্ যজ্ঞধর যজ্ঞধাতাভয়প্রদ।
যজ্ঞগর্ভ হিরণ্যাঙ্গ পৃশ্নিগর্ভ নমোঽস্তু তে॥১৩৪
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রভৃৎ ক্ষেত্রী ক্ষেত্রহা ক্ষেত্রকৃদ্বশী
ক্ষেত্রাত্মন্ ক্ষেত্ররহিত ক্ষেত্রস্রষ্ট্রে নমোঽস্তু তে
গুণালয় গুণাবাস গুণাশ্রয় গুণাবহ।
গুণভোক্ত-গুণারাম গুণত্যাগিন্নমোঽস্তু তে॥
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং হরিশ্চক্রী ত্বং জিষ্ণুস্ত্বং জনার্দ্দনঃ।
ত্বং ভূতস্ত্বং বষট্কারস্ত্বং ভব্যস্ত্বং ভবৎপ্রভুঃ
ত্বং ভূতকৃত্ত্বমব্যক্তস্ত্বং ভবো ভূতভৃত্তান্।

শ্রবণে সহসা চক্ষু উন্মীলন করিয়া পুরোভাগে হরিকে দর্শন করিলেন। অতসীপুষ্পসঙ্কাশ, পদ্মপত্রায়তেক্ষণ, শঙ্খচক্রগদাপাণি, মুকুটাঙ্গদধারী, চতুর্ব্বাহু, উর্জ্জিতদেহ, পীতবস্ত্রধর, শুভদর্শন, শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিত, বনমালাবিভূষিত, সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত, সর্ব্বরত্নভূষিত, দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ, দিব্যমাল্যশোভিত, সেই হরিকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে লোমাঞ্চিতকায়ে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণতি করিলেন। সেই মুনিশার্দ্দূল "অদ্য আমার জন্ম সফল, অদ্য আমার তপস্যা সফল!" এই বলিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।১১৩—১২৭। কণ্ডু বলিলেন,—হে নারায়ণ, হরে, কৃষ্ণ, শ্রীবৎসাঙ্ক, জগৎপতে, জগদ্বীজ, জগদ্ধাতা, জগৎসাক্ষিন্! আপনাকে নমস্কার। হে অব্যক্ত, জিষ্ণো, প্রধান, পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, লোকনাথ! আপনাকে নমস্কার করি। হে হিরণ্যগর্ভ, শ্রীনাথ, পদ্মনাভ, সনাতন, ভূগর্ভ, ধ্রুব, ঈশান, হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার করি। হে অনন্ত, অনাদি, অমৃত, অজেয়, জয়ীদিগের শ্রেষ্ঠ! তোমার জয় হউক। হে অজিত, অখণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিবাস, তোমাকে নমস্কার করি। হে দুষ্পার, দুরধিষ্ঠিত, দুঃখার্ত্তিনাশন, জলশায়িন্, হরে! তুমিই পর্জ্জন্যকর্ত্তা ও তাপোৎপাদক; তোমাকে নমস্কার করি। হে ভূতপ, অব্যক্ত, ভূতেশ, ভূততত্ত্ব দ্বারা অনাকুল, ভূতাধিবাস, ভূতাত্মন্, ভূতগর্ভ! তোমাকে নমস্কার করি। হে যজ্ঞ, যজ্ঞধর, যজ্ঞধাতা, অভয়প্রদ, যজ্ঞগর্ভ, হিরণ্যাঙ্গ, পৃশ্নিগর্ভ! তোমাকে নমস্কার করি। হে ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রভৃৎ, ক্ষেত্রী, ক্ষেত্রহা, ক্ষেত্রকৃৎ, বশী, ক্ষেত্রাত্মন্, ক্ষেত্রস্রষ্টা, ক্ষেত্ররহিত! আপনাকে নমস্কার করি। হে গুণালয়, গুণাবাস, গুণাশ্রয়, গুণাবহ, গুণারাম, গুণত্যাগিন্! তুমিই গুণভোক্তা; তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই বিষ্ণু, তুমিই হরি, তুমিই চক্রী, তুমিই জিষ্ণু, তুমিই জনার্দ্দন, তুমিই বষট্কার, তুমিই ভূত, তুমিই ভব্য ও ভবৎপ্রভু। তুমিই ভূতকৃৎ, তুমিই অব্যক্ত,

ত্বং ভূতভাবনো দেবস্ত্বামাহুরজমীশ্বরম্ ॥১৩৮
ত্বমনন্তঃ কৃতজ্ঞস্ত্বং প্রকৃতিস্ত্বং বৃষাকপিঃ ।
ত্বং রুদ্রস্ত্বং দুরাধর্ষস্ত্বমমোঘস্ত্বমীশ্বরঃ ॥ ১৩৮
ত্বং বিশ্বকর্ম্মা জিষ্ণুস্ত্বং ত্বং শম্ভুস্ত্বং বৃষাকৃতিঃ ।
ত্বং শঙ্করস্ত্বমুশনা ত্বং সত্যং ত্বং তপো জনঃ ॥
ত্বং বিশ্বরেতা ত্বং শর্ম্ম ত্বং শরণ্যস্ত্বমক্ষরম্ ।
ত্বং শম্ভুস্ত্বং স্বয়ম্ভূশ্চ ত্বং জ্যেষ্ঠস্ত্বং পরায়ণঃ ॥ ১৪১
ত্বমাদিত্যস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বং প্রাণস্ত্বং তমিস্রহা ।
ত্বং পর্জ্জন্যস্ত্বং প্রথিতস্ত্বং বেধাস্ত্বং সুরেশ্বরঃ ॥১৪২
ত্বমৃগ্‌যজুঃ সাম চৈব ত্বমাত্মা সম্মতো ভবান্ ।
ত্বমগ্নিস্ত্বঞ্চ পবনস্ত্বমাপো বসুধা ভবান্ ॥ ১৪৩
ত্বং স্রষ্টা ত্বং তথা ভোক্তা হোতা ত্বঞ্চ হবিঃ
ক্রতুঃ ।
ত্বং প্রভুস্ত্বং বিভুঃ শ্রেষ্ঠস্ত্বং লোকপতিরচ্যুতঃ ॥
ত্বং সর্ব্বদর্শনঃ শ্রীমাংস্ত্বং সর্ব্বদমনোহরিহা ।
ত্বমহস্ত্বং তথা রাত্রিস্ত্বামাহুর্বৎসরং বুধাঃ ॥১৪৫

ত্বং কালস্ত্বং কলা কাষ্ঠা ত্বং মুহূর্ত্তঃ ক্ষণা লবাঃ
ত্বং বালস্ত্বং তথা বৃদ্ধস্ত্বং পুমান্ স্ত্রী নপুংসকঃ ॥
ত্বং বিশ্বযোনিস্ত্বং চক্ষুস্ত্বং স্থাণুস্ত্বং শুচিশ্রবাঃ ।
ত্বং শাশ্বতস্ত্বমজিতস্ত্বমুপেন্দ্রস্ত্বমুত্তমঃ ॥ ১৪৭
ত্বং সর্ব্ববিশ্বসুখদস্ত্বং বেদাঙ্গং ত্বমব্যয়ঃ ।
ত্বং বেদবেদস্ত্বং ধাতা বিধাতা ত্বং সমাহিতঃ ॥
ত্বং জলনিধিরামূলং ত্বং ধাতা ত্বং পুনর্ব্বসুঃ ।
ত্বং বৈদ্যস্ত্বং ধৃতাত্মা চ ত্বমতীন্দ্রিয়গোচরঃ ॥১৪৯
ত্বমগ্রণীগ্রামণীস্ত্বং ত্বং সুপর্ণস্ত্বমাদিমান্ ।
ত্বং সংগ্রহস্ত্বং সুমহৎ ধৃতাত্মা ত্বমচ্যুতঃ ॥১৫০
ত্বং যমস্ত্বঞ্চ নিয়মস্ত্বং প্রাংশুস্ত্বং চতুর্ভুজঃ ।
ত্বমেবান্নমন্তরাত্মা ত্বং পরমাত্মা ত্বমুচ্যতে ॥১৫১
ত্বং গুরুস্ত্বং গুরুতমস্ত্বং বামস্ত্বং প্রদক্ষিণঃ ।
ত্বং পিপ্পলস্ত্বমগমস্ত্বং ব্যক্তস্ত্বং প্রজাপতিঃ ॥১৫২
হিরণ্যনাভস্ত্বং দেবস্ত্বং শশী ত্বং প্রজাপতিঃ ।

তুমিই ভব, তুমিই ভূতভৃৎ, । তুমিই ভূতভাবন দেব এবং তোমাকেই অজ ঈশ্বর বলিয়া থাকে। তুমিই বৃষাকৃতি, তুমিই রুদ্র, তুমিই দুরাধর্ষ, তুমিই অমোঘ এবং তুমিই ঐশ্বর্য্যশালী। তুমিই জিষ্ণু, তুমিই শম্ভু, তুমিই বিশ্বকর্ম্মা, তুমিই অনন্ত, তুমিই কৃতজ্ঞ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই বৃষাকপি, তুমিই শঙ্কর, তুমিই উশনা, তুমিই সত্যলোক, তুমিই তপোলোক ও তুমিই জনলোক। তুমিই বিশ্বরেতা, তুমিই শর্ম্ম, তুমিই শরণ্য, তুমিই অক্ষর, তুমিই মঙ্গলাকর, তুমিই স্বয়ম্ভূ, তুমিই জ্যেষ্ঠ, তুমিই পরায়ণ, তুমিই আদিত্য, তুমিই ওঙ্কার, তুমিই প্রাণ, তুমিই তমিস্রহা, তুমিই পর্জ্জন্য, তুমিই প্রথিত, তুমিই বেধা, তুমিই সুরেশ্বর। তুমিই ঋক্, যজুঃ, সাম, তুমিই সর্ব্ববাদিসম্মত আত্মা। তুমিই অগ্নি, তুমিই পবন, তুমিই জল, তুমিই বসুধা। তুমিই স্রষ্টা, তুমিই ভোক্তা, তুমিই হোতা, তুমিই হবিঃ এবং ক্রতু। তুমি প্রভু, তুমি বিভু, তুমিই শ্রেষ্ঠ, লোকপতি, অচ্যুত। তুমি সর্ব্বদর্শী ও শ্রীমান্, তুমিই সর্ব্বদমন ও আধিহা। তুমি দিবা, তুমি, রাত্রি; বুধগণ তোমাকেই বৎসর বলিয়া থাকেন। তুমিই কাল, তুমিই কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, হে দেব! তুমিই বালক, তুমিই বৃদ্ধ, তুমিই পুরুষ, স্ত্রী, ও নপুংসক। তুমিই বিশ্বযোনি, তুমি, চক্ষু, তুমি স্থাণু, তুমি শুচিশ্রবাঃ (সর্ব্বাধিক শ্রবণশক্তিসম্পন্ন)। তুমি শাশ্বত, তুমিই অজিত, তুমি উপেন্দ্র এবং তুমিই উত্তম। ১২৮-১৪৭। তুমি সমগ্রবিশ্বের সুখদাতা, তুমি বেদাঙ্গ, তুমি অব্যয়, তুমি বেদেরও বেদ, তুমি ধাতা ও বিধাতা এবং তুমিই সমাহিত। তুমি জলনিধি, তুমি জগতের মূল এবং তুমিই ধারণকর্ত্তা। তুমিই পুনর্ব্বসু, তুমি বৈদ্য, তুমি ধৃতাত্মা, তুমিই অতীন্দ্রিয়গোচর। তুমি অগ্রণী, তুমি গ্রামণী, তুমি সুপর্ণ, তুমিই আদিমান্। তুমি সংগ্রহ, তুমি সুমহৎ, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমিই চ্যুতিবিহীন। তুমি যম, তুমি নিয়ম, তুমি প্রাংশু, তুমি চতুর্ভুজ, তুমিই অন্ন, এবং তুমিই অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়া থাক। তুমিই গুরু। তুমিই গুরুতম, তুমিই বাম, তুমিই দক্ষিণ, তুমিই অশ্বত্থবৃক্ষরূপী এবং তুমিই ব্যক্ত ও

অনির্দেশ্যবপুস্ত্বং বৈ ত্বং যমস্ত্বং সুরারিহা ॥
ত্বঞ্চ সঙ্কর্ষণো দেবস্ত্বং কর্ত্তা ত্বং সনাতনঃ।
ত্বং বাসুদেবোঽমেয়াত্মা ত্বমেব গুণবর্জ্জিতঃ ॥
ত্বং জ্যেষ্ঠস্ত্বং বরিষ্ঠস্ত্বং ত্বং সহিষ্ণুশ্চ মাধবঃ।
সহস্রশীর্ষা ত্বং দেবস্ত্বমব্যক্তঃ সহস্রদৃক্ ॥ ১৫৫
সহস্রপাদস্ত্বং দেবস্ত্বং বিরাট্ ত্বং সুরপ্রভুঃ।
ত্বমেব তিষ্ঠসে ভূয়ো দেবদেব দশাঙ্গুলঃ ॥ ১৫৬
যদ্ভূতং তত্ত্বমেবোক্তঃ পুরুষঃ শক্র উত্তমঃ।
যদ্ভাব্যং তত্ত্বমীশানস্ত্বমৃতস্ত্বং তথামৃতঃ ॥ ১৫৭
ত্বত্তো রোহত্যয়ং লোকো মহীয়াংস্ত্বমনুত্তমঃ।
ত্বং জ্যায়ান্ পুরুষস্তঞ্চ ত্বং দেব দশধা স্থিতঃ ॥
বিশ্বভূতশ্চতুর্ভাগো নবভাগোঽমৃতো দিবি।
নবভাগোঽন্তরিক্ষস্থঃ পৌরুষেয়ঃ সনাতনঃ ॥
ভাগদ্বয়ঞ্চ ভূসংস্থং চতুর্ভাগোঽপ্যভূদিহ।

ত্বত্তো যজ্ঞাঃ সম্ভবন্তি জগতো বৃষ্টিকারণম্ ॥
ত্বত্তো বিরাট্ সমুৎপন্নো জগতো হৃদি যঃ পুমান্।
সোঽতিরিচ্যত ভূতেভ্যস্তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥
ত্বত্তঃ সুরাণামাহারঃ পৃষদাজ্যমজায়ত।
গ্রাম্যারণ্যাশ্চৌষধয়স্ত্বত্তঃ পশুমৃগাদয়ঃ ॥ ১৬২
ধ্যেয়ধ্যানপরস্ত্বঞ্চ কৃতবানসি চৌষধীঃ।
ত্বং দেবদেবঃ সপ্তাস্যঃ কালাখ্যো দীপ্তবিগ্রহঃ ॥
জঙ্গমাজঙ্গমং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং জাতং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অনিরুদ্ধস্ত্বং মাধবস্ত্বং প্রদ্যুম্নঃ সুরারিহা।
দেব সর্ব্বসুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকপরায়ণ ॥ ১৬৫
ত্রাহি মামরবিন্দাক্ষ নারায়ণ নমোঽস্তু তে।
নমস্তে ভগবন্বিষ্ণো নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১৬৬
নমস্তে সর্ব্বলোকেশ নমস্তে কমলালয়।
গুণালয় নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু গুণাকর ॥ ১৬৭

প্রজাপতি। তুমিই দেব হিরণ্যনাভ, তুমিই শশী, তুমিই প্রজাপালক, তুমি অনির্দ্দেশ্যবপুঃ, তুমিই যম এবং তুমিই সুরারিঘাতী। তুমিই দেব সঙ্কর্ষণ, তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সনাতন, তুমিই বাসুদেব, তুমিই অমেয়াত্মা ও গুণবর্জ্জিত। তুমি জ্যেষ্ঠ, তুমি বরিষ্ঠ, তুমি সহিষ্ণু ও মাধব। তুমিই সহস্রশীর্ষা, সহস্রদৃক্, অব্যক্ত দেব। তুমিই সহস্রপাদ, তুমিই সুরপ্রভু, দেব বিরাট্। হে দেবদেব! তুমিই আবার দশাঙ্গুল আকারে বিরাজমান থাক। যাহা ভূত, তাহাও তুমি বলিয়াই উক্ত হয়। তুমি পুরুষ, শক্র, উত্তম, এবং যাহা ভাব্য, হে ঈশান! তাহাও তুমি। তুমি অমৃত এবং মৃত। তোমা হইতেই এই লোক সকল উৎপন্ন হয়, তুমিই অনুত্তম, মহীয়ান্। তুমিই জ্যায়ান্, তুমিই পুরুষ, হে দেব! তুমিই দশধা বিভক্ত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছ। তুমি বিশ্বভূত, চতুর্ভাগ, নবভাগ, ও স্বর্গে অমৃতস্বরূপ। তুমি নবভাগে অন্তরিক্ষে সনাতন পুরুষ গুণরূপে অবস্থান কর। তুমি দুই ভাগে ... বর্ত্তমান।

জগতের বৃষ্টিকারণ যজ্ঞ সকল তোমা হইতেই সম্ভূত হয়। যিনি সর্ব্বভূতাপেক্ষা তেজ যশ ও শ্রী দ্বারা অতিরিক্ত, জগতের হৃদয়াবাস্থিত সেই বিরাট্ পুরুষও তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তোমা হইতেই সুরগণের আহার পৃষদাজ্য (দধিযুক্ত ঘৃত) জন্মিয়াছে। গ্রাম্য আরণ্য ওষধি পশু-মৃগাদিও তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই ধ্যেয় এবং ধ্যানপরায়ণ। তুমিই নানাবিধ ঔষধি সৃষ্টি করিয়াছ। হে দেবদেব, সপ্তাস্য! তুমিই দীপ্তবিগ্রহ কাল নামে প্রসিদ্ধ। এই কুটিলগামী বা সরলগামী চরাচর সমস্ত জগৎ তোমা হইতেই জন্মিয়াছে এবং তোমাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৪৮—১৬৪। তুমিই অনিরুদ্ধ, তুমিই মাধব, তুমিই সুরারিহন্তা। হে সর্ব্বসুরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বলোকপরায়ণ, অরবিন্দাক্ষ, নারায়ণ! আমাকে ত্রাণ কর, তোমায় নমস্কার করি। ভগবন্, বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার করি। পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। সর্ব্বলোকেশ! তোমাকে নমস্কার। কুশলালয়! তোমাকে নমস্কার। গুণালয়! তোমাকে

বাসুদেব নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু সুরোত্তম ।
জনার্দ্দন নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু সনাতন ॥১৬৮
নমস্তে যোগিনাং গম্য যোগাবাস নমোঽস্তু তে
গোপতে শ্রীপতে বিষ্ণো নমস্তেঽস্তু মরুৎপতে
জগৎপতে জগৎস্থতে নমস্তে জ্ঞানিনাং পতে
দিবস্পতে নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু মহীপতে ॥
নমস্তে মধুহন্ত্রে চ নমস্তে পুষ্করেক্ষণ ।
কৈটভঘ্ন নমস্তেঽস্তু সুব্রহ্মণ্য নমোঽস্তু তে ॥
নমোঽস্তু তে মহামীন শ্রুতিপৃষ্ঠধরাচ্যুত ।
সমুদ্রসলিলক্ষোভ পদ্মজাহ্লাদকারিণে ॥ ১৭২
অশ্বশীর্ষ মহাঘোণ মহাপুরুষবিগ্রহ ।
মধুকৈটভহন্ত্রে চ নমস্তে তুরগানন ॥ ১৭৩
মহাকমঠভোগায় পৃথিব্যুদ্ধরণায় চ ।
বিধৃতাদ্রিস্বরূপায় মহাকূর্ম্মায় তে নমঃ ॥ ১৭৪
নমো মহাবরাহায় পৃথিব্যুদ্ধারকারিণে ।
নমশ্চাদিবরাহায় বিশ্বরূপায় বেধসে ॥ ১৭৫
নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় মুখ্যায় চ বরায় চ ।
পরমাণুস্বরূপায় যোগিগম্যায় তে নমঃ ॥ ১৭৬
তস্মৈ নমঃ কারণকারণায়
যোগীন্দ্রবৃত্তনিলয়ায় সুদুর্ব্বিদায় ।
ক্ষীরার্ণবাশ্রিতমহাহিসুতল্পগায়
তুভ্যং নমঃ কনকরত্নসুকুণ্ডলায় ॥ ১৭৭

ব্যাস উবাচ ।

ইত্থং স্তুতস্তদা তেন প্রীতঃ প্রোবাচ মাধবঃ ।
ক্ষিপ্রং ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ মত্তো যদভিবাঞ্ছসি ॥১৭৮

কণ্ডুরুবাচ ।

সংসারেঽস্মিন্‌ জগন্নাথ দুস্তরে লোমহর্ষণে ।
অনিত্যে দুঃখবহুলে কদলীদলসন্নিভে ॥ ১৭৯
নিরাশ্রয়ে নিরালম্বে জলবুদ্বুদচঞ্চলে ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তে দুস্তরে চাতিভৈরবে ॥১৮০
ভ্রমামি সুচিরং কালং মায়য়া মোহিতস্তব ।

নমস্কার করি। গুণাকর তোমাকে নমস্কার করি। বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার করি। সুরোত্তম! তোমাকে নমস্কার করি। জনার্দ্দন! তোমাকে নমস্কার করি। সনাতন! তোমাকে নমস্কার করি। হে যোগিগণের গম্য! তোমাকে নমস্কার করি। যোগাবাস! তোমাকে নমস্কার করি। হে গোপতে, শ্রীপতে, মরুৎপতে, বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার করি। জগৎ-পতি, জগৎস্থিতি, জ্ঞানিজনগণের পতি, তোমাকে নমস্কার করি। দিবস্পতে! তোমাকে নমস্কার করি। মহীপতে! তোমাকে নমস্কার করি। মধুহন্তা তোমাকে নমস্কার। পুষ্করেক্ষণ! তোমাকে নমস্কার। কৈটভঘ্ন! তোমাকে নমস্কার করি। সুব্রহ্মণ্য! তোমাকে নমস্কার করি। হে অচ্যুত, মহামীন! হে শ্রুতিগণকে পৃষ্ঠে ধারণকারিন্‌! হে সমুদ্রসলিলের ক্ষোভকারিন্‌! পদ্মজন্মার আহ্লাদকারী তোমাকে, নমস্কার করি। হে অশ্বশীর্ষ, মহাঘ্রাণ, মহাপুরুষবিগ্রহ, তুরগানন! তোমায় নমস্কার। পৃথিবীর উদ্ধারার্থ পর্ব্বতস্বরূপ মহাকূর্ম্মরূপধারী আপনাকে নমস্কার, এবং সেই মহা কমঠের মস্তকে অবস্থান করত মহাবরাহরূপে পৃথিবীর উদ্ধারকারীকেও নমস্কার। বিশ্বরূপ বেধা আদিবরাহমূর্ত্তিকেও নমস্কার। অনন্তকে নমস্কার। সূক্ষ্ম, মুখ্য, বর, পরমাণু-স্বরূপ, যোগিগম্য তোমাকে নমস্কার। যিনি কারণনিকরেরও কারণ, যোগীন্দ্রজনের সমাহিত চিত্তই যাঁহার নিলয়, যিনি সুদুর্জ্ঞেয়, ক্ষীরসাগরস্থ মহাসর্পশয্যায় যাঁহার শয়ন, কনকযুক্ত রত্নকুণ্ডলধারী সেই তোমাকে নমস্কার।১৬৫—১৭৭। ব্যাস বলিলেন,—দেব মাধব সেই কণ্ডুমুনি কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমা হইতে তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা ত্বরায় বল। কণ্ডু বলিলেন,—হে জগন্নাথ! দুস্তর, লোমহর্ষণ, অনিত্য, দুঃখবহুল, কদলীদলসন্নিভ, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, জলবুদ্বুদবৎ চঞ্চল, সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্ত, দুঃখে বিচরণীয়, অতি ভয়ানক, এই সংসারে

ন চান্তমভিগচ্ছামি বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ১৮১
ত্বামহঞ্চাদ্য দেবেশ সংসারভয়পীড়িতঃ ।
গতোঽস্মি শরণং কৃষ্ণ মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥
গন্তুমিচ্ছামি পরমং পদং যত্তে সনাতনম্ ।
প্রসাদাত্তব দেবেশ পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১৮৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভক্তোঽসি মে মুনিশ্রেষ্ঠ মামারাধয় নিত্যশঃ ।
মৎপ্রাসাদাদ্ধ্রুবং মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ত্বং
সমীহিতম্ ॥ ১৮৪
মদ্ভক্তাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রান্ত্যজাতিজাঃ
প্রাপ্নুবন্তি পরাং সিদ্ধিং কিং পুনস্ত্বং দ্বিজোত্তম
শ্বপাকোঽপি চ মদ্ভক্তঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ।
প্রাপ্নোত্যভিমতাং সিদ্ধিমন্যেষাং তত্র কা কথা

ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্তা তু তং বিপ্রাঃ স দেবো ভক্তবৎসলঃ
দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতির্বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৮৭

গতে তস্মিন্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কণ্ডুঃ সংহৃষ্টমানসঃ ।
সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য স্বস্থচিত্তোঽভবৎ পুনঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ ।
একাগ্রমানসঃ সম্যগ্ধ্যাত্বা তং পুরুষোত্তমম্ ॥
নির্লেপং নির্গুণং শান্তং সত্তামাত্রব্যবস্থিতম্ ।
অবাপ পরমং মোক্ষং সুরাণামপি দুর্লভম্ ॥
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি কথাং কণ্ডোর্মহাত্মনঃ ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কর্ম্মভূমিরুদাহৃতাঃ ।
মোক্ষক্ষেত্রঞ্চ পরমং দেবশ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥১১২
যে পশ্যন্তি বিভুং স্তুবন্তিবরদং ধ্যায়ন্তি মুক্তিপ্রদ
ভক্ত্যা শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যমজরং সংসারদুঃখাপহম্
তে ভুক্ত্বা মনুজেন্দ্রভোগমমলাঃ
স্বর্গে চ দিব্যং সুখং
পশ্চাদ্যান্তি সমস্তদোষরহিতাঃ
স্থানং হরেরব্যয়ম্ ॥ ১৯৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কণ্ডুপাখ্যানবর্ণনমষ্টসপ্ত-
ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

ভ্রমণ করিতেছি ; এত দীর্ঘ কাল বিষয়াসক্ত-চিত্ত থাকিয়াও এ যাবৎ ইহার অন্ত পাইলাম না। কাজেই সংসারভয়ে পীড়িত হইয়া অদ্য তোমার শরণ লইলাম। হে দেবেশ, কৃষ্ণ! আমাকে এই ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ কর। দেবেশ! তোমার প্রসাদে, যেখান হইতে পুনরাবৃত্তি দুর্লভ, তোমার সেই সনাতন পরম পদে গমন করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভক্ত বটে, নিত্য নিত্য আমাকে আরাধনা কর, তাহা হইলে আমার প্রসাদে তুমি সমীহিত মোক্ষ অবশ্যই পাইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র, ও অন্ত্যজাদিও আমার ভক্ত হইলে পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; হে দ্বিজোত্তম! তোমার আর কথা কি? সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিত শ্বপাকও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে অভিমতা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ; তাহাতে অপরের কথা কি? ব্যাস বলিলেন,—বিপ্রগণ! দুর্ব্বিজ্ঞেয়-গতি, ভক্তবৎসল দেব বিষ্ণু তাঁহাকে এই বলিয়া সেখানেই অন্তর্ধান করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তিনি যাইলে পর কণ্ডু মুনিও হৃষ্টমানসে সর্ব্বকামনা পরিহার করত ক্রমে ক্রমে পুনরায় স্বস্থচিত্ত হইলেন। তিনি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক একাগ্র মানসে সম্যক্রূপে নির্লেপ, নির্গুণ, শান্ত, সত্তামাত্ররূপে অবস্থিত সেই পুরুষোত্তমকে ধ্যান করত সুরগণেরও দুর্লভ পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। মহাত্মা কণ্ডু মুনির এই কথা যে পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আপনাদিগের নিকট কর্ম্মভূমি, পরম মোক্ষক্ষেত্র, এবং দেবপুরুষোত্তমের বিষয় উল্লেখ করিলাম। সংসার-দুঃখাপহারক, জরা-বিনাশক, মুক্তি-দায়ক, বরদাতা বিভু পুরুষোত্তম দেবকে যাহারা ভক্তি সহকারে স্তব, দর্শন, ও ধ্যান করে, তাহারা ইহলোকে মনুজেন্দ্রগণের ভোগ উপভোগান্তে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে দিব্য

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

ব্যাসস্থ বচনং শ্রুত্বা মুনয়ঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
প্রীতা বভূবুঃ সংহৃষ্টা বিস্মিতাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১

মুনয় উচুঃ।

অহো ভারতবর্ষস্থ ত্বয়া সঙ্কীর্ত্তিতা গুণাঃ।
তদ্বচ্ছ্রীপুরুষাখ্যস্থ ক্ষেত্রস্থ পুরুষোত্তম ॥ ২
বিস্ময়ো হি ন চৈকস্থ শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
পুরুষাখ্যস্থ ক্ষেত্রস্থ প্রীতিশ্চ বদতাং বর ॥ ৩
চিরাৎ প্রভৃতি চাস্মাকং সংশয়ো হৃদি বর্ত্ততে।
ত্বদৃতে সংশয়স্তাস্থ ছেত্তা নান্যোঽস্তি ভূতলে
উৎপত্তিং বলদেবস্থ কৃষ্ণস্থ চ মহীতলে।
ভদ্রায়াশ্চৈব কাৎস্ন্যেন পৃচ্ছামস্ত্বাং মহামুনে ॥
কিমর্থং তৌ সমুৎপন্নৌ কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ।
বসুদেবসুতৌ বীরৌ স্থিতৌ নন্দগৃহে মুনে ॥৬
নিঃসারে মৃত্যুলোকেঽস্মিন্ দুঃখপ্রায়েঽতিচঞ্চলে
জলবুদ্বুদসঙ্কাশে ভৈরবে লোমহর্ষণে ॥ ৭
বিণ্মূত্রপিচ্ছলং কষ্টং সঙ্কটং দুঃখদায়কম্।
কথং ঘোরতরং তেষাং গর্ভবাসমরোচত ॥ ৮
যানি কর্ম্মাণি চক্রুস্তে সমুৎপন্না মহীতলে।
বিস্তরেণ মুনে তানি ব্রূহি নো বদতাং বর ॥৯
সমগ্রং চরিতং তেষামদ্ভুতঞ্চাতিমানুষম্ ॥ ১০
কথং স ভগবান্ দেবঃ সুরেশঃ সুরসত্তমঃ।
বসুদেবকুলে ধীমান্ বাসুদেবত্বমাগতঃ ॥ ১১
অমরৈশ্চাবৃতং পুণ্যং পুণ্যকৃদ্ভিরলঙ্কৃতম্।
দেবলোকং কিমুৎসৃজ্য মর্ত্ত্যলোক ইহাগতঃ ॥
দেবমানুষয়োর্নেতা দ্যোর্ভুবঃ প্রভবোঽব্যয়ঃ।
কিমর্থং দিব্যমাত্মানং মানুষেষু ন্যয়োজয়ৎ ॥ ১৩
যশ্চক্রং বর্ত্তয়ত্যেকো মানুষাণামনাময়ম্।
স মানুষ্যে কথং বুদ্ধিং চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥১৪

সুখ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত বাসনা-দোষহীন হয়, এবং হরির অব্যয় ধামে যায়। ১৭৮—১৯৪।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৭৮

ঊনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—ব্যাসের উক্তরূপ কথা শুনিয়া সেই সংযতেন্দ্রিয় মুনিগণ হৃষ্ট-চিত্তে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—অহো! তুমি ভারতবর্ষের গুণকীর্ত্তন করিলে! হে পুরুষোত্তম! শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রেরও মাহাত্ম্য তুমি বর্ণন করিয়াছ। হে বাগ্মিবর! একমাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াই আমাদিগের বিস্ময়ের ও প্রীতির অন্ত হইতেছে না। চিরকাল হইতে আমাদিগের হৃদয়ে একটী সংশয় বর্ত্তমান আছে; তোমা ব্যতীত এই সংশয়ের ছেত্তা ভূতলে আর নাই। মহা-মুনে! বলদেব, কৃষ্ণ এবং ভদ্রার মহীতলে উৎপত্তি-বিবরণ সম্পূর্ণ শুনিবার জন্য [illegible] জিজ্ঞাসা করিতেছি। মুনে! সেই কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ কি নিমিত্ত ভূতলে বসুদেবসুতরূপে অবতীর্ণ হয়েন? আর কেনই বা নন্দগৃহে গিয়াছিলেন? নিঃসার, দুঃখপ্রায়, জলবুদ্বুদসঙ্কাশ, অতি চঞ্চল, ভৈরব ও লোমহর্ষণ এই মৃত্যুলোকে বিণ্মূত্রপিচ্ছিল, কষ্টপ্রদ, সঙ্কীর্ণ, দুঃখদায়ক, ঘোরতর গর্ভবাস তাঁহাদিগের রুচিকর হইল কেন? হে বাগ্মিবর মুনে! তাঁহারা মহীতলে সমুৎ-পন্ন হইয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি বিস্তরক্রমে তৎসমস্ত আমাদিগকে বলুন। তাঁহাদিগের সমগ্র চরিত্রই অদ্ভুত ও মানুষ-সাধ্যাতীত। ১—১০। সেই ধীমান সুরেশ সুরসত্তম কি নিমিত্ত বসুদেব-কুলে বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন? অমর-গণাবৃত, পুণ্য, পুণ্যকারিজনে অলঙ্কৃত দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে কেন আসিয়াছিলেন? দেবতা ও মানুষ-দিগের নেতা, দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রভব সেই অব্যয় দেব কি জন্য আপনাকে মানুষ-মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন? যিনি মানুষমধ্যে নিজ অনাময় চক্র প্রবর্ত্তিত

গোপায়নং যঃ কুরুতে জগতঃ সার্ব্বভৌতিকম্
স কথং গাং গতো বিষ্ণুর্গোপত্বমকরোৎ প্রভুঃ
মহাভূতানি ভূতাত্মা যো দধার চকার চ।
শ্রীগর্ভঃ স কথং গর্ভে স্ত্রিয়া ভূচরয়া ধৃতঃ॥ ১৬
যেন লোকান্ ক্রমৈর্জিত্বা ত্রিভির্বৈ ত্রিদশেপ্সয়া
স্থাপিতা জগতো মার্গাস্ত্রিবর্গাশ্চাভবংস্ত্রয়ঃ॥ ১৭
যোঽন্তকালে জগৎ পীত্বা কৃত্বা তোয়ময়ং বপুঃ
লোকমেকার্ণবং চক্রে দৃশ্যাদৃশ্যেন চাত্মনা॥১৮
যঃ পুরাণঃ পুরাণাত্মা বারাহং রূপমাস্থিতঃ।
বিষাণাগ্রেণ বসুধামুজ্জহারারিসূদনঃ॥ ১৯
যঃ পুরা পুরুহূতার্থে ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্।
দদৌ জিত্বা বসুমতীং সুরাণাং সুরসত্তমঃ॥২০
যেন সৈংহবপুঃ কৃত্বা দ্বিধা কৃত্বা চ তৎপুনঃ।
পূর্ব্বদৈত্যো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুর্হতঃ॥২১

যঃ পুরা হ্যনলো ভূত্বা ঔর্ব্বঃ সংবর্ত্তকো বিভুঃ।
পাতালস্থোঽর্ণবরসং পপৌ তোয়ময়ং হরিঃ॥ ২২
সহস্রচরণং ব্রহ্ম সহস্রাংশুং সহস্রদম্।
সহস্রশিরসং দেবং যমাহুর্বৈ যুগে যুগে॥ ২৩
নাভ্যাং পদ্মং সমুদ্ভূতং যস্য পৈতামহং গৃহম্।
একার্ণবে নাগলোকে সদ্ধিরণ্ময়পঙ্কজম্॥ ২৪
যেন তে নিহতা দৈত্যাঃ সংগ্রামে তারকাময়ে
যেন দেবময়ং কৃত্বা সর্ব্বায়ুধধরং বপুঃ।
গুহাসংস্থেন চোৎসিক্তঃ কালনেমির্নিপাতিতঃ।
উত্তরান্তে সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্যামৃতোদধৌ।
যঃ শেতে শাশ্বতং যোগমাস্থায় তিমিরং মহৎ
সুরারণী গর্ভমধত্ত দিব্যং
তপঃপ্রকর্ষাদদিতিঃ পুরাণম্।
শক্রঞ্চ যো দৈত্যগণাবরুদ্ধং
গর্ভাবধানেন কৃতং চকার॥ ২৬
পদানি যো যোগময়ানি কৃত্বা
চকার দৈত্যান সলিলেশ্বরস্থান্।

করেন, সেই অদ্বিতীয় দেব কি হেতু মনুষ্যত্ব বিষয়ে বুদ্ধি করিলেন? যিনি জগতের সার্ব্বভৌতিক গোপায়ন বা 'রক্ষক', সেই বিষ্ণু কি জন্য ভূতলে গমন করিয়া গোপত্ব অবলম্বন করিলেন? যে ভূতাত্মা মহাভূতনিচয় সৃষ্টি করিয়া পুনরায় উহা ধারণ করেন, সেই শ্রীগর্ভ, ভূচারিণী রমণী কর্ত্তৃক কিরূপে গর্ভে ধৃত হইলেন? যিনি ত্রিদশ-দিগের প্রার্থনানুসারে ত্রিপদ-বিন্যাসে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া জগতের ত্রিবর্গমার্গ স্থাপন করিয়াছেন; যিনি দৃশ্যাদৃশ্য আত্মা দ্বারা তোয়ময় বপুঃ ধারণপূর্ব্বক সমগ্র জগৎ পান করিয়া লোক সকলকে একার্ণবে পরিণত করিয়াছিলেন; যে পুরাণাত্মা পুরাণ পুরুষ, অরিসূদন বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক বিষাণাগ্রে বসুধাকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন; যে সুরসত্তম, পুরুহূতের নিমিত্ত এই অব্যয় ত্রৈলোক্য এবং সুরগণের অনুরোধে বসুমতী জয় করিয়া তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন; যিনি সিংহদেহ ধারণ-পূর্ব্বক তাহাকে আবার দুইভাগে অর্দ্ধ-মানুষ অর্দ্ধসিংহাকারে পরিণত করিয়া ------ মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপুকে নিহত

করিয়াছিলেন, পুরাকালে যে বিভু হরি সংবর্ত্তক নামক ঔর্ব্ব অনলাকার ধারণপূর্ব্বক পাতালতলে থাকিয়া তোয়ময় অর্ণবরস পান করিয়াছিলেন; যে দেব যুগে যুগে সহস্র চরণ, সহস্র বাহু, সহস্র শিরা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়েন; একার্ণবে পাতালতলে যাঁহার নাভি হইতে পিতামহের বাসস্থান সুদৃশ্য হিরন্ময় পদ্ম সমুদ্ভূত হইয়াছিল; তারকাময় সংগ্রামে যিনি দৈত্যদিগকে নিহত করিয়াছিলেন; যিনি সর্ব্বায়ুধধারী দিব্য বপুঃ ধারণপূর্ব্বক গুহায় অবস্থান করত দর্পিত কালনেমিকে নিহত করিয়া-ছিলেন; যিনি ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরভাগে অমৃতোদধি মধ্যে শাশ্বত মহৎ তিমিররূপ যোগাবলম্বনে শয়ন করেন; ১১—২৫। সুর-গণের অরণীরূপিণী অদিতি যে দিব্য পুরাণ পুরুষকে তপঃপ্রকর্ষবশে গর্ভে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; যিনি গর্ভগত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়াই দৈত্যগণ পরাজিত এবং শক্র প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন; যিনি

কৃত্বা চ দেবাংস্ত্রিদশেশ্বরাংস্তু
চক্রে সুরেশং পুরুহূতমেব ॥ ২৮
গার্হপত্যেন বিধিনা অন্বাহার্য্যেণ কর্ম্মণা।
অগ্নিমাহবনীয়ঞ্চ বেদং দীক্ষাং সমিদ্‌স্রুবম্ ॥ ২৯
প্রোক্ষণীয়ং স্রুবঞ্চৈব আবভৃথ্যং তথৈব চ।
অবাক্‌পাণিস্তু যশ্চক্রে হব্যভাগভুজস্তথা ॥ ৩০
হব্যাদাংশ্চ সুরাংশ্চক্রে কব্যাদাংশ্চ পিতৄনথ।
ভোগার্থে যজ্ঞবিধিনাযোজয়দ্‌যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৩১
পাত্রাণি দক্ষিণাং দীক্ষাং চরূংশ্চোলূখলানি চ
যূপং সমিৎস্রুবং সোমং পবিত্রান্ পরিধীনপি ॥
যজ্ঞিয়ানি চ দ্রব্যাণি চমসাংশ্চ তথাপরান্।
সদস্যান্ যজমানাংশ্চ মেধাদীংশ্চ ক্রতূত্তমান্ ॥
বিবভাজ পুরা যস্তু পারমেষ্ঠ্যেন কর্ম্মণা।
যুগানুরূপং যঃ কৃত্বা লোকাননুপরাক্রমাৎ ॥৩৪
ক্ষণা নিমেষাঃ কাষ্ঠাশ্চ কলাস্ত্রৈকাল্যমেব চ।
মুহূর্ত্তাস্তিথয়ো মাসা দিনং সংবৎসরস্তথা ॥ ৩৫
ঋতবঃ কালযোগাশ্চ প্রমাণং ত্রিবিধং ত্রিষু।
আয়ুঃক্ষেত্রাণ্যুপচয়ো লক্ষণং রূপসৌষ্ঠবম্ ॥ ৩৬
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রৈবিদ্যং পাবকাস্ত্রয়ঃ।
ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কর্ম্মাণি ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো গুণাঃ
সৃষ্টা লোকাঃ পুরা সর্ব্বে যেনানন্তেন কর্ম্মণা।
সর্ব্বভূতগতঃ স্রষ্টা সর্ব্বভূতগুণাত্মকঃ ॥ ৩৮
নৃণামিন্দ্রিয়পূর্ব্বেণ যোগেন রমতে চ যঃ।
গতাগতাভ্যাং যো নেতা য এব বিধিরীশ্বরঃ ॥
যো গতির্ধর্ম্মযুক্তানামগতিঃ পাপকর্ম্মণাম্।
চাতুর্বর্ণ্যস্য প্রভবশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
চাতুর্বিদ্যস্য যো বেত্তা চাতুরাশ্রম্যসংশ্রয়ঃ ॥ ৪০
দিগন্তরং নভো ভূমির্বায়ুর্বাপি বিভাবসুঃ।
চন্দ্রসূর্য্যময়ং জ্যোতির্যুগেশঃ ক্ষণদাচরঃ ॥ ৪১
যঃ পরং শ্রূয়তে জ্যোতির্যঃ পরং শ্রূয়তে তপঃ
যং পরং প্রাহুরপরং যঃ পরঃ পরমাত্মবান্ ॥৪১
আদিত্যানাস্তু যো দেবো যশ্চ দৈত্যান্তকো বিভুঃ।
যুগান্তেষ্বন্তকো যশ্চ যশ্চ লোকান্তকান্তকঃ ॥ ৪৩

যোগময় পদসহায়ে দৈত্যদিগকে সমুদ্রমধ্যে পলায়িত করিয়াছিলেন, এবং দেবতাদিগকে ত্রিদশেশ করিয়া পুরুহূতকেও সুরেশ্বর করিয়াছিলেন; যিনি অবাক্‌পাণি হইয়া বিধানসহ গার্হপত্য, আহবনীয় ও অন্বাহার্য্যাদি কর্ম্ম, বেদ, দীক্ষা, সমিধ্, প্রোক্ষণীয়, স্রুব, আবভৃথ্য, ইত্যাদি যজ্ঞীয় উপচার সমস্ত উৎপাদন করিয়া দেবতাদিগকে হব্যভোজী ও পিতৃগণকে কব্যভোজী করিয়াছেন; যিনি ভোগসাধনার্থ সকলকে যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং যজ্ঞীয় পাত্র, দক্ষিণা, দীক্ষা চরু, উদূখল, যুপ, সমিধ্, স্রুব, সোম, পবিত্র, পরিধি, চমসাদি অন্যান্য যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল, সদস্য, যজমান, মেধ প্রভৃতি উত্তম ক্রতুনিচয়,—পারমেষ্ঠ্য কর্ম্ম দ্বারা পুরাকালে যিনি লোকসকলের সহিত নিজ শক্তি দ্বারা যগানুরূপ ঐ সকলের বিভাগ করিয়াছিলেন; ২৬—৩৪। ক্ষণ, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানাত্মক কালত্রয়, মুহূর্ত্ত, [illegible] গত বিবিধ যোগ, ত্রিকালগত প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ, আয়ু, ক্ষেত্র, উপচয়, চিহ্ন, রূপ, সৌষ্ঠব, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাত্মক তিন লোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতা, বিদ্যাত্রয়, পাবকত্রয়, কর্ম্মত্রয়, বর্ণত্রয়, গুণত্রয়, ইত্যাদি সহ পুরাকালে সমস্ত জগৎ যে অনন্ত সর্ব্বভূতগত সর্ব্বভূত গুণাত্মক স্রষ্টা কর্ম্মানুসারে সৃজন করিয়াছেন; প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সকলের সৃষ্টি করিয়া তদ্‌যোগে যিনি নিয়ত রমমাণ, এবং যিনি সেই সকলের পরিচালনকর্ত্তা, বিধাতা ও ঈশ্বর; যিনি ধার্ম্মিকগণের সুগতি, অধার্ম্মিকদিগের অগতি, বর্ণচতুষ্টয়ের স্রষ্টা এবং রক্ষিতা, চতুর্ব্বিধ বিদ্যার বেত্তা, আশ্রম চতুষ্টয়ের অবলম্বন; যিনি দিক্, আকাশ ভূমি, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্র-সূর্য্যময় জ্যোতিঃ যিনি যুগেশ, ক্ষণদাচর; যিনি পরমজ্যোতি ও পরম তপস্যা বলিয়া শ্রুত হয়েন; যিনি পরমাত্মবান্; যাঁহাকে পর ও অপর বল[illegible] যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা। [illegible]

সেতুর্যো লোকসেতুনাং মেধ্যো যো মেধ্যকর্ম্মণাম্।
বেদ্যো যো বেদবিদুষাং প্রভুর্যঃ প্রভবাত্মনাম্॥
সোমভূতশ্চ সৌম্যানামগ্নিভূতোঽগ্নিবর্চ্চসাম্।
যঃ শক্রাণামীশভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্॥ ৪৫
বিনয়ো নয়বৃত্তীনাং তেজস্তেজস্বিনামপি।
বিগ্রহো বিগ্রহার্হাণাং গতির্গতিমতামপি॥ ৪৬
আকাশপ্রভবো বায়ুর্বায়োঃ প্রাণাদ্ধুতাশনঃ।
দিবো হুতাশনঃ প্রাণঃ প্রাণোঽগ্নির্মধুসূদনঃ॥
রসাচ্ছোণিতসম্ভূতিঃ শোণিতান্মাংসমুচ্যতে।
মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোঽস্থি নিরুচ্যতে
অস্থ্নো মজ্জা সমভবন্মজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ।
শুক্রাদ্গর্ভঃ সমভবদ্রসমূলেন কর্ম্মণা॥ ৪৭
তত্রাপাং প্রথমো ভাগঃ স সৌম্যো রাশিরুচ্যতে
গর্ভোষ্মসম্ভবো জ্ঞেয়ো দ্বিতীয়ো রাশিরুচ্যতে
শুক্রং সোমাত্মকং বিদ্যাদার্ত্তবং পাবকাত্মকম্।
ভাবা রসানুগাশ্চৈষাং বীজে চ শশিপাবকৌ॥
কফবর্গে ভবেচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্।
কফস্য হৃদয়ং স্থানং নাভ্যাং পিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্
দেহস্য মধ্যে হৃদয়ং স্থানং তন্মনসঃ স্মৃতম্।
নাভিকোষ্ঠান্তরং যত্তু তত্র দেবো হুতাশনঃ॥৫৩
মনঃ প্রজাপতির্জ্ঞেয়ঃ কফঃ সোমো বিভাব্যতে
পিত্তমগ্নিঃ স্মৃতং ত্বেবমগ্নিসোমাত্মকং জগৎ॥ ৫৪
এবং প্রবর্ত্তিতে গর্ভে বর্দ্ধিতেঽর্ব্বুদসন্নিভে।
বায়ুঃ প্রবেশং সঞ্চক্রে সঙ্গতঃ পরমাত্মনা॥ ৫৫
স পঞ্চধা শরীরস্থো ভিদ্যতে বর্ত্ততে পুনঃ।
প্রাণাপানৌ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ॥৫৬
প্রাণোঽস্য পরমাত্মানং বর্দ্ধয়ন্ পরিবর্ত্ততে।
অপানঃ পশ্চিমং কায়মুদানোঽর্দ্ধং শরীরিণঃ॥৫
ব্যানস্তু ব্যাপ্যতে যেন সমানঃ সন্নিবর্ত্ততে।
ভূতাবাপ্তিস্ততস্তস্য জায়েতেন্দ্রিয়গোচরা॥ ৫৮
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।

দৈত্যান্তক বিভু, যুগান্তকালে সকলের অন্তক; যিনি লোকান্তকেরও অন্তক; লোকসেতু-সমূহের যিনি সেতু; যিনি মেধ্য কর্ম্মনিচয়ের অপেক্ষাও মেধ্য; যিনি বেদ-বিদ্বান্‌দিগের বেদ্য; যিনি প্রভাববান্‌দিগের প্রভু; যিনি সৌম্যদিগের সোমস্বরূপ, অগ্নিতেজঃশালী-দিগের যিনি অগ্নিস্বরূপ; ইন্দ্রগণের যিনি ঈশস্বরূপ; যিনি তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপ, নীতিমান্‌দিগের বিনয়, তেজস্বীদিগের তেজ, বিগ্রহার্হদিগের বিগ্রহ ও গতিমান্‌দিগের গতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অকাশ হইতে বায়ু জন্মে; বায়ুর প্রাণ হইতে উৎপন্ন অগ্নিই আকা-শের প্রাণস্বরূপ, সেই মুখ্য প্রাণাত্মক অগ্নিই মধুসূদন। রস হইতে শোণিত জন্মে, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি জন্মে। অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, শুক্র হইতে রস-মূলক কর্ম্ম দ্বারাই গর্ভ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে রসের প্রথম ভাগ হইতে সৌম্য রাশি এবং গর্ভোষ্ম হইতে দ্বিতীয় রাশি উক্ত হয়। শুক্র সোমাত্মক এবং আর্ত্তব পাবকাত্মক। এই সকলের ভাব রসানুসারেই হয়। শশী ও পাবকই ইহার মূল কারণ। শুক্র কফবর্গে এবং পিত্ত শোণিতবর্গে স্থিত। কফের স্থান হৃদয়; পিত্ত নাভিতে অবস্থিত। দেহমধ্যে যে হৃদয়, উহা মনের স্থান। নাসিকা ও ওষ্ঠ-দ্বয়ের মধ্যভাগে দেব হুতাশন অবস্থিত। মন প্রজাপতি বলিয়া জ্ঞেয়, কফকেই সোম বলা যায়; পিত্ত অগ্নি বলিয়া স্মৃত হয়। এই-রূপে এই জগৎ অগ্নি ও সোমাত্মক।৩৫—৫৪। এই ভাবে প্রবৃত্ত অর্ব্বুদ (মাংসপিণ্ড) সম গর্ভ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে তন্মধ্যে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া বায়ু প্রবিষ্ট হয়। সেই বায়ু শরীরস্থ হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,—এই পাঁচভাগে বিভক্ত হয়। উক্ত প্রাণবায়ু তদীয় পরমাত্মাকে বর্দ্ধিত করত সঞ্চরণ করিতে থাকে। অপান সেই শরী-রের নিম্নাংশে ও উদান মধ্য অংশে অবস্থান করে। ব্যান সর্ব্বশরীরব্যাপী এবং যাহা দ্বারা সমতা হয়, তাহাই সমান বায়ু। পরে সেই শরীরে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পঞ্চভূতের

তস্যেন্দ্রিয়নিবিষ্টানি স্বং স্বং যোগং প্রচক্রিরে ॥
পার্থিবং দেহমাহুস্ত প্রাণাত্মানঞ্চ মারুতম্।
ছিদ্রাণ্যাকাশযোনীনি জলাৎ স্রাবঃ প্রবর্ত্ততে
জ্যোতিশ্চক্ষুংষি তেজশ্চ যন্তা তেষাং মনঃ স্মৃতম্।
গ্রামাশ্চ বিষয়াশ্চৈব যস্য বীর্য্যাৎ প্রবর্ত্তিতাঃ ॥
ইত্যেনান্ পুরুষঃ সর্ব্বান্ সৃজল্লোঁকান্ সনাতনঃ
নৈধনেঽস্মিন্ কথং লোকে নরত্বং বিষ্ণুরাগতঃ
এষ নঃ সংশয়ো ব্রহ্মন্নেষ নো বিস্ময়ো মহান্।
কথং গতির্গতিমতামাপন্নো মানুষীং তনুম্ ॥
আশ্চর্য্যং পরমং বিষ্ণুর্দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ কথ্যতে।
বিষ্ণোরুৎপত্তিমাশ্চর্য্যং কথয়স্ব মহামুনে ॥ ৬৪
প্রখ্যাতবলবীর্য্যস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
কর্ম্মণাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোস্তত্ত্বমিহোচ্যতাম্ ॥৬৫
কথং স দেবো দেবানামার্ত্তিহা পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বব্যাপী জগন্নাথঃ সর্ব্বলোকমহেশ্বরঃ ॥ ৬৬
সর্গস্থিত্যন্তকৃদ্দেবঃ সর্ব্বলোকসুখাবহঃ।
অক্ষয়ঃ শাশ্বতোঽনন্তঃ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥৬৭
নির্লেপো নির্গুণঃ সূক্ষ্মো নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তঃ সত্তামাত্রব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৮
অবিকারী বিভুর্নিত্যঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
অচলো নির্ম্মলো ব্যাপী নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
বিশুদ্ধং শ্রূয়তে যস্য হরিত্বঞ্চ কৃতে যুগে।
বৈকুণ্ঠত্বঞ্চ দেবেষু কৃষ্ণত্বং মানুষেষু চ ॥ ৭০
ঈশ্বরস্য হি তস্যেমাং গহনাং কর্ম্মণো গতিম্।
সমতীতাং ভবিষ্যঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥
অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গস্থো য এষ ভগবান্ প্রভুঃ
নারায়ণো হ্যনন্তাত্মা প্রভবোঽব্যয় এব চ ॥
এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ সনাতনঃ
ব্রহ্মা শক্রশ্চ রুদ্রশ্চ ধর্ম্মঃ শুক্রো বৃহস্পতিঃ ॥
প্রধানাত্মা পুরা হ্যেষ ব্রহ্মাণমসৃজৎপ্রভুঃ।
সোঽসৃজৎ পূর্ব্বপুরুষঃ পুরা কল্পে প্রজাপতীন্

আবির্ভাব হইয়া থাকে। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ—এই পঞ্চভূত তদীয় ইন্দ্রিয়ে নিবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকে। পৃথিবীর অংশে দেহ, বায়ুর অংশে প্রাণ, আকাশের অংশে ছিদ্র সকল ও জলের অংশে স্রাব হয়; তেজের অংশে চক্ষু ও কান্তি জন্মে। মন উক্ত পঞ্চভূতের পরিচালক। মনের প্রভাবেই বিবিধ বিষয়ে প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। সনাতন বিষ্ণু এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন; তিনিই আবার এই মর্ত্ত্যলোকে নরত্ব গ্রহণ করিলেন কিজন্য? ব্রহ্মন্! গতিমান্দিগেরও গতিস্বরূপ সেই বিষ্ণু মানুষী তনু কেনই বা গ্রহণ করিলেন? ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয়। আমাদিগের ইহাই মহান্ সংশয়। দেব দৈত্য সকলেই সেই বিষ্ণুকে পরম আশ্চর্য্য বলিয়া থাকেন। হে মহামুনে! বিষ্ণুর এবম্বিধ আশ্চর্য্য উৎপত্তি হইল কেন? সেই প্রখ্যাতবলবীর্য্য কর্ম্মদ্বারা আশ্চর্য্যভূত অমিততেজা বিষ্ণুর দেবগণের আর্ত্তিহারী, পুরুষোত্তম, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী, সর্ব্বলোকসুখাবহ, অক্ষয়, শাশ্বত, অনন্ত, ক্ষয়-বৃদ্ধি-বর্জ্জিত, নির্লেপ, নির্গুণ, সূক্ষ্ম, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, সত্তামাত্ররূপে অবস্থিত, অবিকারী, বিভু, নিত্য, পরমাত্মা, সনাতন, অচল, নির্ম্মল, ব্যাপী, নিত্যতৃপ্ত, নিরাধার এবং যাঁহার সত্যযুগে বিশুদ্ধ হরিত্ব, দেবগণ মধ্যে বৈকুণ্ঠত্ব, মনুষ্য মধ্যে কৃষ্ণত্ব শুনা যায়; সেই দেব ঈশ্বরের অতীত ভবিষ্য দুর্জ্ঞেয় ক্রিয়াকলাপ শুনিতে বাসনা হইতেছে। ৫৫—৭১। সেই অব্যক্ত, প্রভু, ভগবান্ অনন্তাত্মা নারায়ণই ব্যক্তলিঙ্গস্থ হইয়া সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থানরূপে নানাকার গ্রহণ করেন। এই সনাতন নারায়ণই হরি, ব্রহ্মা, রুদ্র, শক্র, ধর্ম্ম, শুক্র ও বৃহস্পতি হইয়াছেন। এই প্রভু পূর্ব্বে প্রধানাত্মারূপে ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। সেই ব্রহ্মা সকলের পূর্ব্ব পুরুষ তিনি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি

এবং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বলোকমহেশ্বরঃ।
কিমর্থং মর্ত্ত্যলোকেঽস্মিন্ যাতো যদুকুলে হরিঃ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ঋষিপ্রশ্ননিরূপণং নামৈকোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নমস্কৃত্বা সুরেশায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
পুরুষায় পুরাণায় শাশ্বতায়াব্যয়ায় চ ॥ ১
চতুর্ব্যূহাত্মনে তস্মৈ নির্গুণায় গুণায় চ।
বরিষ্ঠায় গরিষ্ঠায় বরেণ্যায়ামিতায় চ ॥ ২
যজ্ঞাঙ্গায়াখিলাঙ্গায় দেবাদ্যৈরীপ্সিতায় চ।
যস্মাদণুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরম্ ॥ ৩
যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন সচরাচরম্।
আবির্ভাবতিরোভাবদৃষ্টাদৃষ্টবিলক্ষণম্ ॥ ৪
বদন্তি যৎসৃষ্টমিতি তথৈবাপ্যুপসংহৃতম্।
ব্রহ্মণে চাদিদেবায় নমস্কৃত্য সমাধিনা ॥ ৫
অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় জিষ্ণবে বিষ্ণবে নমঃ ॥ ৬
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ৭
একানেকস্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে ॥ ৮
সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতো যো জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ৯
আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যণীয়াংসমণীয়সাম্।
প্রণম্য সর্ব্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১০
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ ১১
বিষ্ণুং গ্রসিষ্ণুং বিশ্বস্য স্থিতসর্গে তথা প্রভুম্।
অনাদিং জগতামীশমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ॥ ১২
কথয়ামি যথা পূর্ব্বং দক্ষাদ্যৈর্মুনিসত্তমৈঃ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবানব্জযোনিঃ পিতামহঃ ॥ ১৩
ঋক্সামান্যুদ্গিরন্ বক্ত্রৈর্যঃ পুনাতি জগত্রয়ম্।
প্রণিপত্য তথেশানমেকার্ণববিনির্গতম্।

করেন। এবম্বিধ সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ভগবান হরি বিষ্ণু মর্ত্ত্যলোকে কি নিমিত্ত যদুকুলে জন্মিয়াছিলেন? ১২—১৫।

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৯।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—পুরাণ পুরুষ, শাশ্বত, অব্যয়, চতুর্ব্যূহাত্মা, নির্গুণ ও গুণরূপী, বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বরেণ্য, অমিত, যজ্ঞাঙ্গ, অখিলভুবনাঙ্গ, দেবাদির প্রার্থনীয়, সুরেশ্বর, প্রভবিষ্ণু, বিষ্ণুকে নমস্কার করি; যাহা অপেক্ষা অণুতর নাই, যদপেক্ষা বৃহত্তরও কিছু নাই, যে অজ আবির্ভাব-তিরোভাবরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট ধর্ম্মবিশিষ্ট এই সচরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, ইহা যাঁহার সৃষ্ট ও যাহাতে উপসংহৃত বলা হয়, সেই ব্রহ্মরূপী আদিদেবকে সমাধি সহকারে নমস্কার করিয়া;—অবিকার, শুদ্ধ, নিত্য, পরমাত্মা, সদা একরূপ, জিষ্ণু, বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া;—হিরণ্যগর্ভ, বাসুদেব, প্রণবরূপী, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী, হরি শঙ্করকে নমস্কার করিয়া;—একানেকস্বরূপ, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মা, অব্যক্ত ও ব্যক্তভূত, মুক্তিহেতু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া;—জগন্ময়—যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের মূলস্বরূপ, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া;—বিশ্বের আধার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, সর্ব্বভূতস্থ, অচ্যুত, পুরুষোত্তমকে নমস্কার করিয়া;—পরমার্থতঃ অতীব নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ হইলেও ভ্রান্তিদৃষ্টিতে যিনি অর্থরূপে প্রতীয়মান, বিশ্বের স্থিতি ও সৃষ্টি বিষয়ে প্রভু, গ্রসিষ্ণু, অনাদি, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, জগদীশ, বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া;—যিনি মুখনিচয় দ্বারা ঋক্-সামাদি উদ্গিরণ করত জগত্রয়কে পবিত্র করেন, যাঁহার যজন না করিলে যজ্ঞকালে অসুরগণ যজ্ঞধ্বংস করে, যিনি সৃষ্টির জন্য

যস্মাসুরগণা যজ্ঞান্ বিলুম্পন্তি ন যাজিনাম্ ॥
প্রবক্ষ্যামি মতং কৃৎস্নং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ
যেন সৃষ্টিং সমুদ্দিশ্য ধর্ম্মাদ্যাঃ প্রকটীকৃতাঃ ॥১৫
আপো নারা ইতি প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥
স দেবো ভগবান্ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণো বিভুঃ
চতুর্দ্ধা সংস্থিতো ব্রহ্মা সগুণো নির্গুণস্তথা ॥ ১৭
একা মূর্ত্তিরনুদ্দেশ্যা শুক্লাং পশ্যন্তি তাং বুধাঃ।
জ্বালামালাবনদ্ধাঙ্গী নিষ্ঠা সা যোগিনাং পরা ॥
দূরস্থা চান্তিকস্থা চ বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগা।
বাসুদেবাভিধানাসৌ নির্ম্মমত্বেন দৃশ্যতে ॥ ১৯
রূপবর্ণাদয়স্তস্যা ন ভাবাঃ কল্পনাময়াঃ।
আস্তে চ সা সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠৈকরূপিণী ॥
দ্বিতীয়া পৃথিবীং মূর্দ্ধ্না শেষাখ্যা ধারয়ত্যধঃ।
তামসী সা সমাখ্যাতা তির্য্যক্ত্বং সমুপাগতা ॥
তৃতীয়া কর্ম্ম কুরুতে প্রজাপালনতৎপরা।
সত্ত্বোদ্রিক্তা তু সা জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংস্থানকারিণী ॥ ২২
চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পন্নগতল্পগা।
রজস্তস্যা গুণঃ সর্গং সা করোতি সদৈব হি ॥
যা তৃতীয়া হরের্মূর্ত্তিঃ প্রজাপালনতৎপরা।
সা তু ধর্ম্মব্যবস্থানং করোতি নিয়তং ভুবি ॥২৪
প্রোদ্ধতানসুরানহন্তি ধর্ম্মব্যুচ্ছিত্তিকারিণঃ।
পাতি দেবান্ স গন্ধর্ব্বান্ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণান্।
যদা যদা চ ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ সমুপজায়তে।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ ॥ ২৬
ভূত্বা পুরা বরাহেণ তুণ্ডেনাপো নিরস্য চ।
একয়া দংষ্ট্রয়োৎখাতা নলিনীব বসুন্ধরা ॥ ২৭
কৃত্বা নৃসিংহরূপঞ্চ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
বিপ্রচিত্তিমুখাশ্চান্যে দানবা বিনিপাতিতাঃ ॥ ২৮
বামনং রূপমাস্থায় বলিং সংযম্য মায়য়া।

ধর্ম্মাদির প্রকাশ করিয়াছেন, সেই একার্ণব-বিনির্গত ঈশানকে নমস্কার করিয়া;—দক্ষাদি মুনিসত্তমগণ জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বকালে পিতামহ ভগবান্ অজযোনি যাহা বলিয়াছিলেন, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সেই সমগ্র মত আমি বলিতেছি। ১—১৫। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ জল সকলকে নারা বলিয়া থাকেন; সেই জল সকলই পূর্ব্বে তাঁহার অয়ন (উপলব্ধিস্থান) ছিল বলিয়া তাঁহার নারায়ণ নাম হইয়াছে। বিভু নারায়ণ ভগবান্ ব্রহ্ম, সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার একটী মূর্ত্তি অনুদ্দেশ্যা, জ্বালামালাবিশিষ্টা; জ্ঞানীরা তাহা দর্শন করেন; সেই পরা মূর্ত্তিই যোগিগণের চরম লক্ষ্য। উহা দূরস্থা অথচ আন্তিকস্থাও বটে; উহা গুণাতীতা বলিয়া জানিবে। উহার নাম বাসুদেব; নির্ম্মমতা দ্বারা উহার দর্শন লাভ হয়। তাহার রূপ বর্ণাদি কিছুই বাস্তব নহে,—কল্পনাময়; সেই মূর্ত্তি সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠা ও একরূপিণী। শেষাখ্যা দ্বিতীয়া মূর্ত্তি অধোভাগে থাকিয়া মস্তক দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছে; উহা তির্য্যক্‌জাতিত্ব প্রাপ্ত তামসী মূর্ত্তি বলিয়া আখ্যাত হয়। তৃতীয়া মূর্ত্তি সত্ত্বগুণ-বহুলা; প্রজাপালন কর্ম্মে তৎপরা; উহা ধর্ম্মসংস্থানকারিণী। চতুর্থী মূর্ত্তি জল-মধ্যে পন্নগশয্যায় শয়ানা; উহার গুণ রজঃ, উহা সদাই সৃষ্টি করিয়া থাকে। ১৬—২৩। হরির প্রজাপালনতৎপরা যে তৃতীয়া মূর্ত্তি, উহাই ভূতলে সতত ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়া থাকে, ধর্ম্মবিচ্যুতিকারী উদ্ধত অসুরদিগকে হনন করে এবং ধর্ম্মরক্ষা-পরায়ণ দেব-গন্ধর্ব্বগণকে পালন করিয়া থাকে। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উৎপন্ন হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই ঐ মূর্ত্তি আপনাকে (রূপান্তরে) সৃজন করে। ঐ মূর্ত্তি পুরাকালে বরাহাকার ধারণ করত তুণ্ডাঘাতে জল সকল নিরাকৃত করিয়া একটী দংষ্ট্রা দ্বারা বসুন্ধরাকে নলিনীবৎ উৎখাত করিয়াছিলেন; নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন এবং বিপ্রচিত্তিপ্রমুখ আরও অনেক দানবকে বিনিপাতিত করিয়াছিলেন। যিনি বামন-রূপ ধারণ করিয়া মায়াবশে বলিকে

ত্রৈলোক্যং ক্রান্তবানেব বিনির্জ্জিত্য দিতেঃ সুতান্ ॥ ২৯
ভৃগোর্বংশে সমুৎপন্নো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
জঘান ক্ষত্রিয়ান্‌রামঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৩০
তথাত্রিতনয়ো ভূত্বা দত্তাত্রেয়ঃ প্রতাপবান্।
যোগমষ্টাঙ্গমাচখ্যাবলর্কায় মহাত্মনে॥ ৩১
রামো দাশরথির্ভূত্বা স তু দেবঃ প্রতাপবান্।
জঘান রাবণং সংখ্যে ত্রৈলোক্যস্য ভয়ঙ্করম্॥
যদা চৈকার্ণবে সুপ্তো দেবদেবো জগৎপতিঃ।
সহস্রযুগপর্য্যন্তং নাগপর্য্যঙ্কগো বিভুঃ ॥ ৩৩
যোগনিদ্রাং সমাস্থায় স্বে মহিম্নি ব্যবস্থিতঃ।
ত্রৈলোক্যমুদরে কৃত্বা জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৪
জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
তস্য নাভৌ সমুৎপন্নং পদ্মং দিক্‌পত্রমণ্ডিতম্ ॥
মরুৎকিঞ্জল্কসংযুক্তং গৃহং পৈতামহং বরম্ *।
যত্র ব্রহ্মা সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩৬

বন্ধনপূর্ব্বক দিতি সুতদিগকে পরাজিত করত ত্রৈলোক্যকে ত্রিপদবিক্ষেপে আবৃত করিয়াছিলেন, ভৃগুর বংশে প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃবধ অনুস্মরণ করত ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করেন, এবং অত্রিতনয় প্রতাপবান্ দত্তাত্রেয়রূপে মহাত্মা অলর্ককে অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করেন, সেই দেব প্রতাপবান দাশরথি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রৈলোক্যের ভয়ঙ্কর রাবণকে রণে সংহার করেন। সেই জগৎপতি দেব দেব বিভু, যখন স্থাবরজঙ্গম ত্রৈলোক্য স্বীয় জঠরগত করত জনলোকবাসী সিদ্ধ মহর্ষিগণে স্তূয়মান হইয়া নিজ মহিমায় অবস্থানপূর্ব্বক একার্ণবে নাগপর্য্যঙ্কে সহস্র যুগ পর্য্যন্ত শয়ান ছিলেন, তখন তদীয় নাভিতে একটী পদ্ম উদ্ভূত হয়। উহা দিক্‌পত্রমণ্ডিত, মরুৎকেশর-সংযুক্ত ও পিতামহের বর গৃহস্বরূপ। উহাতেই দেবদেব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা

* জলনার্কপ্রতীকাশং শৈলকেশরমণ্ডিতম্। ইতি চ পাঠঃ।

তদা কর্ণমলোদ্ভূতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
মহাবলৌ মহাবীর্য্যৌ ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ ॥৩৭
জঘান তৌ দুরাধর্ষৌ উত্থায় শয়নোদধেঃ ॥ ৩৮
এবমাদী স্তথৈবান্যান্‌সংখ্যাতুমিহোৎসহে।
অবতারো হ্যজস্যেহ মাথুরঃ সাম্প্রতন্ত্বয়ম্ ॥৩৯
ইতি সা সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিরবতারং করোতি চ।
প্রদ্যুম্নেতি সমাখ্যাতা রক্ষাকর্ম্মণ্যবস্থিতা ॥৪০
দেবত্বেঽথ মনুষ্যত্বে তির্য্যগ্‌যোনৌ চ সংস্থিতা
গৃহ্লাতি তৎস্বভাবশ্চ বাসুদেবেচ্ছয়া সদা ॥ ৪১
দদাত্যভিমতান্ কামান্ পূজিতা সা দ্বিজোত্তমাঃ
এবং ময়া সমাখ্যাতঃ কৃতকৃত্যোঽপি যঃ প্রভুঃ
মানুষত্বং গতো বিষ্ণুঃ শৃণুধ্বং চোত্তরং পুনঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ব্যাসঋষিসংবাদে চতুর্ব্যূহবর্ণনমশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮০॥

উৎপন্ন হয়েন। তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মহাবল মহাবীর্য্য মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। নারায়ণ তখন শয়ন হইতে উত্থান করত তাহাদিগকে নিহত করেন। সেই অজ হরির ইত্যাদি আরও অবতারসমূহের সংখ্যা করিতে আমি উৎসাহ করি না। সম্প্রতি তোমাদের জিজ্ঞাসিত অবতার মাথুর বলিয়া জ্ঞেয়। প্রদ্যুম্ন নামে সমাখ্যাত সেই সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি এইরূপে নানা অবতার করেন। তিনি রক্ষাকার্য্যেই ব্যবস্থিত। বাসুদেবের ইচ্ছানুসারে তিনি দেবত্ব মনুষ্যত্ব তির্য্যকৃত্ব—যে ভাবেই অবস্থিত হউন, সদা তাহারই স্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি পূজিত হইয়া অভিমত ফল সকল প্রদান করেন। যে প্রভু বিষ্ণু কৃতকৃত্য হইয়াও মানুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এই আমি তাঁহার মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিলাম; অবশিষ্ট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৪—৪২।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮০।

একাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
অবতারং হরেশ্চাত্র ভারাবতরণেচ্ছয়া॥ ১
যদা যদা স্বধর্ম্মস্য বৃদ্ধির্ভবতি ভো দ্বিজাঃ।
ধর্ম্মশ্চ হ্রাসমভ্যেতি তদা দেবো জনার্দ্দনঃ॥ ২
অবতারং করোত্যত্র দ্বিধা কৃত্বাত্মনস্তনুম্।
সাধূনাং রক্ষণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ॥ ৩
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় অন্যেষাঞ্চ সুরদ্বিষাম্।
প্রজানাং রক্ষণার্থায় জায়তেহসৌ যুগে যুগে॥
পুরা কিল মহী বিপ্রা ভূরিভারাবপীড়িতা।
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্॥৫
সব্রহ্মকান্ সুরান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাথ মেদিনী
কথয়ামাস তৎসর্ব্বং খেদাৎ করুণভাষিণী॥ ৬

ধরণ্যুবাচ।

অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুর্গবাং সূর্য্যোহপরো গুরুঃ।
মমাপ্যখিললোকানাং বন্দ্যো নারায়ণো গুরুঃ
তৎসাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরোগমাঃ
মর্ত্ত্যলোকং সমাগম্য বাধন্তেহহর্নিশং প্রজাঃ॥
কালনেমির্হতো যোহসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ সুমহাসুরঃ॥ ৯
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা।
সুন্দোহসুরস্তথাত্যুগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে।
সমুৎপন্না দুরাত্মানস্তান্ সংখ্যাতুমুৎসহে॥ ১১
অক্ষৌহিণ্যো হি বহুলা দিব্যমূর্ত্তিধৃতাঃ সুরাঃ।
মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মমোপরি
তদ্ভূরিভারপীড়ার্ত্তা ন শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।
বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ॥ ১৩
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মতিবিহ্বলা॥ ১৪

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ধরাবাক্যমশেষৈস্ত্রিদশৈস্ততঃ।

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—মুনিশার্দ্দূলগণ! শ্রবণ করুন; এক্ষণে হরির ভূ-ভারাবতারণেচ্ছায় অবতার-কথা সমাসতঃ কীর্ত্তন করিতেছি। হে দ্বিজগণ! যখন যখন অধর্ম্মের বৃদ্ধি এবং ধর্ম্মের হ্রাস হয়, তখন দেব জনার্দ্দন সাধুগণের রক্ষা ও ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য আত্মদেহ দ্বিধা করত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। দুষ্টদিগের এবং অন্যান্য দেবদ্বেষী জনগণের নিগ্রহ ও প্রজাদিগের রক্ষার্থ যুগে যুগেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। বিপ্রগণ! পুরাকালে প্রজাধারিণী পৃথিবী ভূরিভারে পীড়িতা হইয়া মেরুপর্ব্বতে ত্রিদিববাসীদিগের সমাজে গমন করেন। খেদবশতঃ করুণভাষিণী মেদিনী ব্রহ্মাদি দেববৃন্দকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আত্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ধরণী কহিলেন,—অগ্নি সুবর্ণের গুরু, আর সূর্য্য গোগণের গুরু; ইঁহারা এবং অখিললোকবন্দ্য নারায়ণও আমার গুরু। অতএব আমার নিবেদন এই যে, সম্প্রতি কালনেমিপুরঃসর দৈত্যগণ মর্ত্ত্যলোকে সমাগমপূর্ব্বক অহর্নিশ প্রজাপীড়ন করিতেছে। পূর্ব্বে যে, কালনেমি প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল, এক্ষণে সে-ই মহাসুর উগ্রসেনসুত কংস হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ অসুর, বলিনন্দন অত্যুগ্র বাণ এবং আরও নানা দৈত্যরাজভবনে কত যে মহাবীর্য্য দুরাত্মা দৈত্যগণ জন্মিয়াছে, তাহার সংখ্যা করিতে পারিতেছি না। হে সুরগণ! মহাবলদৃপ্ত দৈত্যেন্দ্রগণের দিব্যমূর্ত্তিধর বহু অক্ষৌহিণী এক্ষণে আমার উপরে রহিয়াছে। অমরেশ্বরগণ! সেই ভূরিভারে আর্ত্তা হইয়া আমি আপনাকে আর ধারণ করিতে পারিতেছি না; সেই জন্য আপনাদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি;—যাহাতে আমি বিহ্বলা হইয়া রসাতলে না যাই, হে মহাভাগগণ! তন্নিমিত্ত আপনারা আমার ভারাবতারণ করুন। ১—১৪। ব্যাস বলি-

ভুবো ভারাবতারার্থং ব্রহ্মা প্রাহ চ চোদিতঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

যদাহ বসুধা সর্ব্বং সত্যমেতদ্দিবৌকসঃ।
অহং ভবো ভবন্তশ্চ সর্ব্বং নারায়ণাত্মকম্॥১৬
বিভূতয়স্তু যাস্তস্য তাসামেব পরস্পরম্।
আধিক্যং ন্যূনতা বাধ্যবাধকত্বেন বর্ত্ততে॥১৭
তদাগচ্ছত গচ্ছামঃ ক্ষীরাব্ধেস্তটমুত্তমম্।
তত্রারাধ্য হরিং তস্মৈ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াম বৈ॥
সর্ব্বদৈব জগত্যর্থে স সর্ব্বাত্মা জগন্ময়ঃ।
স্বল্পাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং ধর্ম্মস্য কুরুতে স্থিতিম্

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ তত্র সহ দেবৈঃ পিতামহঃ।
সমাহিতমনা ভূত্বা তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্॥২০

ব্রহ্মোবাচ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রমূর্ত্তে
সহস্রবাহো বহুবক্ত্রপাদ।
নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-
বিনাশসংস্থানপরাপ্রমেয়॥২১
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাতি বৃহৎপ্রমাণ
গরীয়সামপ্যতিগৌরবাত্মন্।
প্রধানবুদ্ধীন্দ্রিয়বাক্প্রধান-
মূলাপরাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ॥২২
এষা মহী দেব মহীপ্রসূতৈ-
র্মহাসুরৈঃ পীড়িতশৈলবন্ধা।
পরায়ণং ত্বাং জগতামুপৈতি
ভারাবতারার্থমপারপারম্॥২৩
এতে বয়ং বৃত্ররিপুস্তথায়ং
নাসত্যদস্রৌ বরুণস্তথৈষঃ।
ইমে চ রুদ্রা বসবঃ সসূর্য্যাঃ
সমীরণাগ্নিপ্রমুখাস্তথান্যে॥২৪
সুরাঃ সমস্তাঃ সুরনাথ কার্য্য-
মেভির্ম্ময়া যচ্চ তদীশ সর্ব্বম্।
আজ্ঞাপয়াজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্ত-
স্তবৈব তিষ্ঠাম সদাস্তদোষাঃ॥২৫

ব্যাস উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।

লেন,—ধরণীর এই বাক্য শ্রবণে অশেষ ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক ভূমির ভারাবতরণার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দিবৌকসগণ! বসুধা যাহা বলিলেন, ইহা সমস্তই সত্য। আমি, শিব এবং তোমরা—সকলেই নারায়ণাত্মক। সেই নারায়ণের যে বিবিধ বিভূতি, তাহারই পরস্পর ন্যূনাধিক্য হেতু বাধ্য-বাধকরূপে এই সমস্ত বর্ত্তমান। অতএব আইস, ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে গমন করি; সেখানে হরির আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকটে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিব। সেই সর্ব্বাত্মা জগন্ময়ই জগতীর জন্য জগতীতে স্বল্প অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের স্থিতিবিধান করেন। ব্যাস বলিলেন,—পিতামহ এই বলিয়া দেবগণ সহ তথায় গমন করিলেন এবং সমাহিত-মানসে গরুড়ধ্বজকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সহস্রমূর্ত্তে! সহস্রবাহো! বহুবক্ত্রপাদ! তোমাকে নমস্কার; তুমি জগতের বিনাশে ও স্থিতি বিষয়ে তৎপর, হে অপ্রমেয়! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। হে গরীয়ান্দিগের অপেক্ষাও অতি গুরুতমাত্মন্, প্রকৃতি বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-বাক্যাতীত, মূলভূত, অপরাত্মন্, ভগবন! তোমার প্রমাণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তুমি প্রসন্ন হও। হে দেব! এই মহী মহীপ্রসূত মহাসুরগণ দ্বারা শৈলাবরুদ্ধা প্রমদাবৎ পীড়িতা হইয়া জগতের পরায়ণ অপারপার আপনাকে ভারাবতারার্থ শরণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই আমরা, এই বৃত্রশত্রু, এই নাসত্য ও দস্র, এই বরুণ, এই রুদ্রগণ, বসুগণ, সূর্য্যগণ, সমীরণ, বহ্নি প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ—সকলেই উপস্থিত; ইঁহাদের এবং আমার যাহা কর্ত্তব্য, হে সুরনাথ! আজ্ঞা করুন; হে ঈশ! আপনার আদেশ প্রতিপালনার্থ আমরা সদা পবিত্র হইয়া অবস্থান করিতেছি।১৯—২৫। ব্যাস

উক্তবানাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥
সুরাশ্চ সকলাঃ স্বাংশৈরবতীর্য্য মহীতলে।
কুর্ব্বন্তু যুদ্ধমুন্মত্তৈঃ পূর্ব্বোৎপন্নৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ২৮
ততঃ ক্ষয়মশেষাস্তে দৈতেয়া ধরণীতলে।
প্রয়াস্যন্তি ন সন্দেহো নানায়ুধবিচূর্ণিতাঃ ॥ ২৯
বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যা গর্ভোঽষ্টমোঽয়ন্তু মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ ॥ ৩০
অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিসমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দধে হরিঃ ॥ ৩১
অদৃশ্যায় ততস্তেঽপি প্রণিপত্য মহাত্মনে।
মেরুপৃষ্ঠং সুরা জগ্মুরবতেরুশ্চ ভূতলে ॥ ৩২
কংসায় চাষ্টমো গর্ভো দেবক্যা ধরণীধরঃ।
ভবিষ্যতীত্যাচচক্ষে ভগবান্নারদো মুনিঃ ॥ ৩৩
কংসোঽপি তদুপশ্রুত্য নারদাৎ কুপিতস্ততঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধারয়ৎ ॥ ৩৪
জাতং জাতঞ্চ কংসায় তেনৈবোক্তং যথা পুরা।
তথৈব বসুদেবোঽপি পুত্রমর্পিতবান্ দ্বিজাঃ ॥
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ ষড়্গর্ভা ইতি বিশ্রুতাঃ
বিষ্ণুপ্রযুক্তা তান্নিদ্রা ক্রমাদ্গর্ভে ন্যযোজয়ৎ ॥
যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী মোহিতং যয়া।
অবিদ্যয়া জগৎ সর্ব্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

গচ্ছ নিদ্রে মমাদেশাৎ পাতালতলসংশ্রয়ান্।
একৈকাংশেন ষড়্গর্ভান্ দেবকীজঠরে নয় ॥৩৮
হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোঽংশস্ততো মম
অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সম্ভবিষ্যতি
গোকুলে বসুদেবস্য ভার্য্যা বৈ রোহিণী স্থিতা
তস্যাঃ প্রসূতিসময়ে গর্ভো নেয়স্ত্বয়োদরম্ ॥৪০
সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ।

লেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে সংস্তূয়মান ভগবান্ পরমেশ্বর তখন আপনার সিত ও কৃষ্ণ দুইগাছি কেশ উৎপাটন করিয়া সুরগণকে কহিলেন,—"আমার এই কেশদ্বয় বসুধাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূমির ভারক্লেশ হরণ করিবে। সুরগণও নিজ নিজ অংশে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন উন্মত্ত মহাসুরগণ সহ যুদ্ধ করুন। তাহা হইলেই নানায়ুধপ্রহারে বিচূর্ণিত হইয়া সেই অশেষ দৈতেয়গণ ধরণীতলে ক্ষীণ হইবে; সন্দেহ নাই। হে সুরগণ! বসুদেবের দেবকী নাম্নী দেবতোপমা যে পত্নী আছে, তাহার অষ্টম গর্ভরূপে আমার এই কেশগাছি আবির্ভূত হইবে। এ সেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কালনেমি-সমুদ্ভূত কংসকে সংহার করিবে।" হরি এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। সুরগণ তখন সেই অদৃশ্য মহাত্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক মেরুপৃষ্ঠে প্রতিগমন করিলেন এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। ধরণীধর বিষ্ণু যে স্বীয় অংশে দেবকীর অষ্টম গর্ভরূপে জন্মিবেন, ভগবান্ নারদমুনি কংসকে এ সংবাদ জানাইলেন। কংসও নারদের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া কুপিত হইল এবং দেবকী ও বসুদেবকে নিজ ভবনে বন্দী করিয়া রাখিল। দ্বিজগণ! তাহারই পূর্ব্ব কথানুসারে বসুদেব যেমন যেমন পুত্র জন্মিতে লাগিল, তেমনি সেগুলি কংসকে সমর্পণ করিতে থাকিলেন। হিরণ্যকশিপুর ষড়্গর্ভ নামে ছয়টী পুত্র ছিল। বিষ্ণুর প্রেরণায় যোগনিদ্রা তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে নিয়োগ করেন। অবিদ্যারূপিণী যে বৈষ্ণবী শক্তি দ্বারা এই সমগ্র জগৎ মোহিত হইয়াছে, তিনিই মহামায়া যোগনিদ্রা; ভগবান্ হরি তাঁহাকে বলিলেন,—নিদ্রে! তুমি আমার আদেশ অনুসারে গমন কর, পাতালতলাশ্রিত ষড়্গর্ভগুলিকে এক একটী করিয়া দেবকীর জঠরে লইয়া যাও। উহারা কংসকর্ত্তৃক হত হইলে পর আমার যে শেষ নামক অংশ, তাহা অংশাংশ ক্রমে সপ্তম গর্ভরূপে সম্ভূত হইবে। বসুদেবের রোহিণী নামে যে ভার্য্যা গোকুলে আছে, তাহার প্রসব সময়ে

দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি
গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সঙ্কর্ষণেতি বৈ।
সংজ্ঞামবাপ্স্যতে বীরঃ শ্বেতাদ্রিশিখরোপমঃ॥
ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে।
গর্ভে ত্বয়া যশোদায়া গন্তব্যমবিলম্বিতম্॥ ৪৩
প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥
যশোদাশয়নে মাস্তু দেবক্যাস্ত্বামনিন্দিতে।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতমতির্বসুদেবো নয়িষ্যতি॥ ৪৫
কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে।
প্রক্ষেপ্স্যত্যন্তরিক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপ্স্যসি॥
ততস্ত্বাং শতধা শক্রঃ প্রণম্য মম গৌরবাৎ।
প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীত্বে গ্রহীষ্যতি॥ ৪৭
ততঃ শুম্ভনিশুম্ভাদীন্ হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ।
স্থানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি॥৪৮

উহাকে তাহার উদরে লইয়া যাইও। 'দেবকীর সপ্তম গর্ভ, ভোজরাজের ভয়ে এবং কারা-ক্লেশে পতিত হইয়াছে'; লোকেরা এই কথাই বলিবে। সেই গর্ভ শ্বেতাদ্রিশিখরোপম, বীর এবং গর্ভ-সঙ্কর্ষণ (পরিবর্ত্তন) হেতু সঙ্কর্ষণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। ২৬—৪২। তারপর আমি দেবকীর শুভ জঠরে সম্ভূত হইব; তুমিও আর কালবিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে প্রবেশ করিবে। প্রাবৃট্ কালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী দিবসে মহানিশাতে আমি জন্মিব; তুমি নবমীতে জন্মিও। বসুদেব মচ্ছক্তি-প্রেরিত-মতি হইয়া আমাকে যশোদার শয্যায় এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় লইয়া রাখিবে। হে দেবি! কংস তোমাকে লইয়া শৈল-শিলা-তলে নিক্ষেপ করিবে; তখন তুমি অন্ত-রিক্ষে অবস্থান করিবে। পরে শক্র আমার গৌরব হেতু তোমাকে শত শত প্রণামান্তে প্রণিপাতানত-শিরে 'ভগিনী' বলিয়া গ্রহণ করিবে। তারপর তুমি নানা স্থানে শুম্ভ-নিশুম্ভাদি সহস্র সহস্র দৈত্য হত্যা করিয়া অশেষা পৃথিবীকে মণ্ডিতা করিবে।

ভূতিঃ সন্নতিঃকীর্ত্তিঃ কান্তির্বৈ পৃথিবী ধৃতিঃ
লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা॥ ৪৯
যে ত্বামার্য্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভেঽম্বিকেতি চ
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা * ক্ষেমঙ্করীতি চ
প্রাতশ্চৈবাপরাহ্ণে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাং হি বাঞ্ছিতং সর্ব্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি
সুরামাংসোপহারৈস্তু ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না বৈ প্রদাস্যসি॥ ৫২
তে সর্ব্বে সর্ব্বদা ভদ্রা মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্।
অসন্দিগ্ধং ভবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে হরেবংশাবতারনিরূপণনমেকা-
শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮১॥

ভূতি, সন্নতি, কীর্ত্তি, কান্তি, পৃথিবী, ধৃতি, লজ্জা, পুষ্টি, উষা—ইত্যাদি আরও যত কিছু, সকলই তুমি। যাহারা তোমাকে আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্র-কালী, ক্ষেম্যা, ক্ষেমঙ্করী, এই সকল নামো-চ্চারণে প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে ভক্তিনম্র-মূর্ত্তি হইয়া স্তব করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদিগের সর্ব্ববাঞ্ছিত লাভ হইবে। সুরা, মাংস, ভক্ষ্য ভোজ্যাদি উপহার দ্বারা পূজিতা হইয়া তুমি নরগণের অশেষ কাম প্রদান করিবে। তাহারা সকলে আমার প্রসাদে কুশলযুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই যেমন যেমন বলিলাম, এ সকল অসন্দিগ্ধ রূপেই নিষ্পন্ন হইবে। যাও দেবি! ৪৩—৫৩।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮১

* ক্ষেমেতি চ পাঠঃ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

যথোক্তং সা জগদ্ধাত্রী দেবদেবেন বৈ পুরা।
ষড়্গর্ভগর্ভবিন্যাসং চক্রে চান্যস্য কর্ষণম্ ॥ ১
সপ্তমে রোহিণীং প্রাপ্তে গর্ভে গর্ভে ততো হরিঃ
লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥২
যোগনিদ্রা যশোদায়াস্তস্মিন্নেব ততো দিনে।
সম্ভূতা জঠরে তদ্বদ্‌যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩
ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজাঃ।
বিষ্ণোরংশে মহীং যাত ঋতবোঽপ্যভবন্ শুভাঃ
নোৎসেহে দেবকীং দ্রষ্টুং কশ্চিদপ্যতিতেজসা
জাজ্বল্যমানাং তাং দৃষ্ট্বা মনাংসি ক্ষোভমাযযুঃ
অদৃষ্টাঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীভির্দেবকীং দেবতাগণাঃ।
বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুং তুষ্টুবুস্তামহর্নিশম্ ॥৬

দেবা উচুঃ।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা বিদ্যা সুধা ত্বংজ্যোতিরেব চ
ত্বং সর্ব্বলোকরক্ষার্থমবতীর্ণা মহীতলে ॥ ৭
প্রসীদ দেবি সর্ব্বস্য জগতস্ত্বং শুভং কুরু।
প্রীত্যর্থং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলং জগৎ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানা সা দেবৈর্দেবমধারয়ৎ।
গর্ভেণ পুণ্ডরীকাক্ষং জগতাং ত্রাণকারণম্ ॥৯
ততোঽখিলজগৎপদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবক্যাঃ পূর্ব্বসন্ধ্যায়া আবির্ভূতং মহাত্মনা ॥১০
মধ্যরাত্রেঽখিলাধারে জায়মানে জনার্দ্দনে।
মন্দং জগর্জ্জুর্জলদাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচঃ সুরাঃ ॥ ১১
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্ব্বাহুমুদীক্ষ্য তম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ ॥ ১২
অভিষ্টূয় চ তং বাগ্‌ভিঃ প্রসন্নাভির্মহামতিঃ।
বিজ্ঞাপয়ামাস তদা কংসাদ্ভীতো দ্বিজোত্তমাঃ ॥

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—পূর্ব্বে দেবদেব যেমন বলিয়াছিলেন, সেই জগদ্ধাত্রী যোগনিদ্রা তদনুসারে ষড়্গর্ভদিগকে দেবকীগর্ভে বিন্যাস এবং দেবকীর সপ্তমগর্ভকে রোহিণীগর্ভে কর্ষণ করিলেন। সপ্তমগর্ভ রোহিণীকে প্রাপ্ত হইলে পর হরি লোকত্রয়ের উপকারার্থ দেবকীর উদরে প্রবেশ করিলেন। যোগ নিদ্রাও সেই পরমেষ্ঠী যেমন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই দিবসেই যশোদার জঠরে সম্ভূতা হইলেন। হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুর অংশ এই ভাবে মহীগত হইলে নভোমণ্ডলে গ্রহগণ সম্যক্ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; ঋতু সকলও শুভাকার ধারণ করিল। অতি তেজে জাজ্বল্যমানা দেবকীকে দেখিয়া সকলেরই মন ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল; কেহই আর তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হইল না। শরীর দ্বারা বিষ্ণুকে ধারণকারিণী দেবকীকে, দেবতাগণ, অন্য স্ত্রী-পুরুষের অদর্শনে থাকিয়া অহর্নিশ এইরূপ স্তুত করিতে লাগিলেন।

দেবগণ বলিলেন,—তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি সুধা, বিদ্যা এবং জ্যোতিঃ; সর্ব্বলোকরক্ষা নিমিত্তই তুমি মহীতলে অবতীর্ণা হইয়াছ। দেবি! প্রসন্না হও, যিনি অখিল জগৎ ধারণ করেন, সেই ঈশানকে জগতের প্রীতি নিমিত্ত ধারণ কর,—সকলের শুভ সাধন কর। ব্যাস বলিলেন,—দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়মানা সেই দেবকী, জগতের ত্রাণকারণ পুণ্ডরীকাক্ষ দেবকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন। ১—৯। তারপর মধ্যরাত্রে অখিলজগৎস্বরূপ পদ্মের প্রবোধনার্থ মহাত্মা অচ্যুতরূপ ভানু পূর্ব্বসন্ধ্যারূপিণী দেবকী হইতে আবির্ভূত হইলেন। জনার্দ্দনের জন্মকালে সুরগণ পুষ্প বর্ষণ ও জলধরগণ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। বসুদেব নবজাত বালককে ফুল্লেন্দীবরপত্রাভ, চতুর্ব্বাহু ও শ্রীবৎসচিহ্ন-ভূষিত-বক্ষস্থল দর্শনে বিষ্ণু জ্ঞানে স্তব করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! মহামতি বসুদেব প্রসন্ন বাক্যে স্তব করিয়া পরে কংসের ভয়ে এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলেন।

বসুদেব উবাচ।
জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥ ১৪
অদ্যৈব দেব কংসোঽয়ং কুরুতে মম যাতনাম্
অবতীর্ণমিতি জ্ঞাত্বা ত্বামস্মিন্মন্দিরে মম ॥ ১৫
দেবক্যুবাচ।
যোঽনন্তরূপোঽখিলবিশ্বরূপো
গর্ভেঽপি লোকান্ বপুষা বিভর্ত্তি।
প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ
স্বমায়য়াবিষ্কৃতবালরূপঃ ॥ ১৬
উপসংহর সর্ব্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
জানাতু মাবতারং তে কংসোঽয়ং দিতিজান্তক
শ্রীভগবানুবাচ।
স্তুতোঽহং যত্ত্বয়া পূর্ব্বং পুত্রার্থিন্যা তদদ্য তে।
সফলং দেবি সঞ্জাতং জাতোঽহং যত্তবোদরাৎ
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তূষ্ণীং বভূব মুনিসত্তমাঃ।
বসুদেবোঽপি তং রাত্রাবাদায় প্রযযৌ বহিঃ ॥
মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া।
মাথুরাদ্বারপালাশ্চ ব্রজত্যানকদুন্দুভৌ ॥ ২০
বর্ষতাং জলদানাঞ্চ তত্তোয়মুল্বণং নিশি।
সঞ্ছাদ্য তং যযৌ শেষঃ ফণৈরানকদুন্দুভিম্ ॥
যমুনাঞ্চাতিগম্ভীরাং নানাবর্ত্তশতাকুলাম্।
বসুদেবো বহন্ বিষ্ণুং জানুমাত্রবহাং যযৌ ॥২২
কংসস্য করমাদায় তত্রৈবাভ্যাগতাংস্তটে।
নন্দাদীন্ গোপবৃদ্ধাংশ্চ যমুনায়াং দদর্শ সঃ ॥২৩
তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া
তামেব কন্যাং মুনয়ঃ প্রাসূত মোহিতে জনে
বসুদেবোঽপি বিন্যস্য বালমাদায় দারিকাম্।
যশোদাশয়নে তূর্ণমাজগামামিতদ্যুতিঃ ॥ ২৫
দদর্শ চ বিবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ॥

বসুদেব বলিলেন,—হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেবেশ! আমি তোমায় জানিতে পারিয়াছি! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া এই দিব্য রূপ উপসংহার কর। হে দেব! তুমি আমার এই মন্দিরে অবতীর্ণ হইয়াছ, জানিতে পারিলে, কংস এখনই আমার যাতনা বিধান করিবে। দেবকী কহিলেন,—যিনি অনন্তরূপ, অখিল-বিশ্বরূপ এবং গর্ভে থাকিয়াও শরীর দ্বারা সর্ব্বলোক ধারণ করেন, নিজ মায়া দ্বারা আবিষ্কৃত বালকরূপ সেই দেবদেব প্রসন্ন হউন। হে সর্ব্বাত্মন্! এই চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার কর; হে দিতিজান্তক! তোমার এই অবতার কংস যেন জানিতে না পারে। ১০—১৭। ভগবান্ বলিলেন,—দেবি! পূর্ব্বে তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আমাকে যে স্তব করিয়াছিলে, অদ্য তোমার তাহা সফল হইল; যেহেতু তোমার উদর হইতে আমি জন্মিলাম। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! ভগবান্ এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভূত এবং প্রকৃত বালকরূপী হইলেন। বসুদেবও সেই রাত্রিতেই তাঁহাকে লইয়া বহির্গমন করিলেন। আনকদুন্দুভি প্রস্থান করিলে তত্রত্য রক্ষিবর্গ, পুরদ্বারপালগণ ও মথুরাবাসী জনসাধারণ সকলেই যোগনিদ্রাপ্রভাবে মোহিত রহিল। রাত্রিতে তখন জলদজাল তুমুল জল বর্ষণ করিতেছিল; শেষ নাগ স্বীয় ফণা-সহস্র দ্বারা আনকদুন্দুভিকে আচ্ছাদন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যমুনা নদী অতি গম্ভীরা এবং নানাবিধ শত শত আবর্ত্তে সমাকুলা ছিল, কিন্তু বসুদেব বিষ্ণুকে বহন করিয়া গমনকালীন জানুপ্রমাণ জলবাহিনী হওয়ায় তিনি অক্লেশে তাহা পার হইলেন। সেই যমুনাতীরে দেখিলেন,—নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণ কংসের কর লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। হে মুনিগণ! সে সময়ে যশোদাও যোগনিদ্রা দ্বারা মোহিতা ছিলেন। অন্যান্য জনেরা মোহিত হইলে তিনি সেই কন্যা প্রসব করেন। অমিতদ্যুতি বসুদেব যশোদার শয্যায় সেই বালককে রাখিয়া কন্যাটীকে লইয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিলেন। ১৮—২৫। যশোদা প্রতিবুদ্ধা হইয়া জাত সন্তানটীকে নীলোৎপলদলশ্যাম

আদায় বসুদেবোঽপি দারিকাং নিজমন্দিরম্।
দেবকীশয়নে ন্যস্য যথাপূর্ব্বমতিষ্ঠত ॥ ২৭
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোত্থিতাঃ
কংসমাবেদয়ামাসুর্দেবকীপ্রসবং দ্বিজাঃ ॥ ২৮
কংসস্তূর্ণমুপেত্যৈনাং ততো জগ্রাহ বালিকাম্।
মুঞ্চ মুঞ্চেতি দেবক্যা সন্নকণ্ঠং নিবারিতঃ ॥২৯
চিক্ষেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ষিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্
অবাপ রূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমহাভুজম্।
প্রজহাস তথৈবোচ্চৈঃ কংসঞ্চ রুষিতাব্রবীৎ।

যোগমায়োবাচ।

কিং ময়াক্ষিপ্তয়া কংস জাতো যস্ত্বাং হনিষ্যতি।
সর্ব্বস্বভূতো দেবানামাসীন্মৃত্যুঃ পুরা স তে।
তদেতৎ সম্প্রধার্য্যাশু ক্রিয়তাং হিতমাত্মনঃ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবী দিব্যস্রগ্‌গন্ধভূষণা।
পশ্যতো ভোজরাজস্য স্তুতা সিদ্ধৈর্বিহায়সা ॥৩২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তি বর্ণনং দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কংসস্তথোদ্বিগ্নমনাঃ প্রাহ সর্ব্বান্ মহাসুরান্।
প্রলম্বকেশিপ্রমুখানাহূয়াসুরপুঙ্গবান্ ॥ ১

কংস উবাচ।

হে প্রলম্ব মহাবাহো কেশিন ধেনুক পূতনে।
অরিষ্টাদ্যৈস্তথা চান্যৈঃ শ্রূয়তাং বচনং মম ॥২
মাং হন্তুমমরৈর্যত্নঃ কৃতঃ কিল দুরাত্মভিঃ।
মদ্বীর্য্যতাপিতান্ বীরা ন ত্বেতান্ গণয়াম্যহম্ ॥৩
আশ্চর্য্যং কন্যয়া চোক্তং জায়তে দৈত্যপুঙ্গবাঃ
হাস্যং মে জায়তে বীরাস্তেষু যত্নপরেষ্বপি ॥ ৪
তথাপি খলু দুষ্টানাং তেষামপ্যধিকং ময়া।
অপকারায় দৈত্যেন্দ্রা যতনীয়ং দুরাত্মনাম্ ॥ ৫
উৎপন্নশ্চাপি মৃত্যুর্ম্মে ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।

দর্শনে অত্যন্ত প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন। বসুদেবও সেই বালিকাকে লইয়া নিজ মন্দিরে আসিয়া দেবকীর শয্যায় স্থাপনপূর্ব্বক যথাপূর্ব্ব অবস্থান করিলেন। হে দ্বিজগণ! তার পর সেই বালিকার ক্রন্দন শব্দে রক্ষিগণ সহসা উত্থিত হইল এবং 'দেবকীর প্রসব হইয়াছে' এ সংবাদ কংসকে নিবেদন করিল। কংস অমনি সত্বর আসিয়া দেবকী কর্ত্তৃক রুদ্ধকণ্ঠে "এ বালিকাটীকে ছাড়িয়া দেও, ছাড়িয়া দেও" এইরূপে নিবারিত হইয়াও উহাকে গ্রহণ করিল এবং শিলাতলে নিক্ষেপ করিল। সেই বালিকা ক্ষিপ্তা হইয়াও আকাশে অবস্থানপূর্ব্বক সায়ুধ-অষ্ট-মহাভুজযুক্ত মহৎ রূপ ধারণ করত অট্টহাস্য সহকারে সরোষে কংসকে কহিলেন,—কংস! আমাকে নিক্ষেপ করায় ফল কি? তোমাকে যিনি হনন করিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন। দেবতাদিগের সর্ব্বস্বভূত তিনি পূর্ব্বকালেও তোমার মৃত্যুবিধাতা ছিলেন। ব্যাস বলিলেন,—দিব্যস্রক্‌গন্ধভূষিতা সেই দেবী এই বলিয়া ভোজরাজের সাক্ষাতেই আকাশ-পথে সিদ্ধবর্গে স্তুতা হইয়া প্রস্থান করিলেন। ২৬—৩২।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮২।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর কংস উদ্বিগ্নমনে প্রলম্ব-কেশি-প্রমুখ অসুরপুঙ্গবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল,—হে মহাবাহো প্রলম্ব! হে কেশিন্! হে পূতনে! তোমরা এবং অরিষ্টাদি অন্যান্য সকলে আমার কথা শুন। দুরাত্মা অমরগণ আমাকে হনন জন্য যত্ন করিতেছে। কিন্তু বীরগণ! মদ্বীর্য্যতাপিত উহাদিগকে আমি গণনা করি না। সেই কন্যাটা যাহা বলিল, তাহা আশ্চর্য্য! দৈত্যপুঙ্গবগণ! উহাতে এবং দেবতাদিগের যত্নে আমার হাসি পায়! যাহা হউক, তথাপি সেই দুষ্ট অমরগণের আরও অধিক অপকার করা আমার কর্ত্তব্য। সুতরাং তোমরা সেই দুরাত্মাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা কর।

ইত্যেতদ্বালিকা প্রাহ দেবকীগর্ভসম্ভবা ॥ ৬
তস্মাদ্বালেষু পরমো যত্নঃ কার্য্যো মহীতলে।
যত্রোদ্রিক্তং বলং বালে স হন্তব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরান্ কংসঃ প্রবিশ্যান্তর্গৃহং ততঃ
উবাচ বসুদেবঞ্চ দেবকীমবিরোধতঃ ॥ ৮

কংস উবাচ।

যুবয়োর্ঘাতিতা গর্ভা বৃথৈবৈতে ময়াধুনা।
কোঽপ্যন্য এব নাশায় বালো মম সমুদ্গতঃ ॥৯
তদলং পরিতাপেন নূনং যদ্ভাবিনো হি তে।
অর্ভকা যুবয়োঃ কো বা আয়ুষ্যেঽন্তে ন হন্যতে

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাশ্বাস্য বিমুচ্যৈব কংসস্তৌ পরিতোষ্য চ।
অন্তর্গৃহং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রবিবেশ পুনঃ স্বকম্ ॥১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণবালচরিতে কংসবিচার-কথনং ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৩॥

দেবকীগর্ভসম্ভবা সেই বালিকা বলিয়াছে যে,—ভূতভব্য-ভবৎপ্রভু বিষ্ণু আমার মৃত্যু-রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব মহীতলে বালকদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যে বালকে অধিক বল দেখা যাইবে, তাহাকেই প্রযত্ন সহকারে হনন করা বিধেয়। ১—৭। ব্যাস বলিলেন,—কংস অসুরদিগকে এইরূপ আজ্ঞা প্রদানান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক অবিরুদ্ধ চিত্তে দেবকী ও বাসুদেবকে কহিল,—তোমাদের এই গর্ভগুলি আমি বৃথাই হত্যা করিয়াছি। আমার নাশের জন্য এক্ষণে অন্য কোনও বালক সমুদ্গত হইয়াছে। অতএব তোমরা পরিতাপ করিও না; যেহেতু তোমাদিগের আবার সন্তান সন্ততি হইবে। আয়ুষ্কাল ফুরাইলে কেই বা বিনষ্ট না হয়? ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কংস তাঁহা-দিগকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া বিমুক্ত করত পরিতোষ-সাধনান্তে পুনরায় স্বকীয় অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিল। ৮—১১।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৮৩॥

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

বিমুক্তো বসুদেবোঽপি নন্দস্য শকটং গতঃ।
প্রহৃষ্টং দৃষ্টবান্নন্দং পুত্রো জাতো মমেতি বৈ ॥
বসুদেবোঽপি তং প্রাহ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি সাদরম্।
বার্দ্ধকেঽপি সমুৎপন্নস্তনয়োঽয়ং তবাধুনা ॥ ২
দত্তো হি বার্ষিকঃ সর্ব্বো ভবদ্ভির্নৃপতেঃ করঃ।
যদর্থমাগতস্তস্মান্নাত্র স্থেয়ং মহাত্মনা ॥ ৩
যদর্থমাগতঃ কার্য্যং তন্নিষ্পন্নং কিমাস্যতে।
ভবদ্ভির্গম্যতাং নন্দ তচ্ছীঘ্রং নিজগোকুলম্ ॥
মমাপি বালকস্তত্র রোহিণীপ্রসবো হি যঃ।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথায়ং তনয়ো নিজঃ ॥ ৫

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাঃ প্রযযুর্গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈঃ করং দত্ত্বা মহাবলাঃ ॥৬

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—বসুদেব বিমুক্ত হইয়া পরে নন্দের বাসস্থানে গমন করিলেন। "নিজের পুত্র হইয়াছে" জানিয়া নন্দ সেখানে হৃষ্টচিত্তে রহিয়াছেন। বসুদেব গিয়া তাঁহাকে সাদরে বলিলেন,—বৃদ্ধ বয়সেও যে তোমার এখন এই পুত্র হইয়াছে; ইহা অতি সন্তোষের বিষয়। যে জন্য এখানে আসিয়াছ, নৃপতির সেই বার্ষিক কর সমস্ত দেওয়া হইয়াছে ত? তবে আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়। যে জন্য আসিয়াছিলে, সেই কার্য্য যখন নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন আর এখানে থাকা কেন? অতএব নন্দ! তোমরা ত্বরায় নিজ গোকুলে যাও। রোহিণী-গর্ভজাত আমারও যে বালকটী আছে, তাহাকেও তুমি তোমার এই নিজের পুত্রটীর মত রক্ষা করিও। ব্যাস বলি-লেন,—বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নন্দগোপ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ কর প্রদানান্তে দধিদুগ্ধাদির ভাণ্ড সকল শকটে

বসতাং গোকুলে তেষাং পূতনা বালঘাতিনী।
সুপ্তং কৃষ্ণমুপাদায় রাত্রৌ চ প্রদদৌ স্তনম্ ॥৭
যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সম্প্রযচ্ছতি।
তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে ॥ ৮
কৃষ্ণস্তস্যাঃ স্তনং গাঢ়ং করাভ্যামতিপীড়িতম্।
গৃহীত্বা প্রাণসহিতং পপৌ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৯
সা বিমুক্তমহারাবা বিচ্ছিন্নস্নায়ুবন্ধনা।
পপাত পূতনা ভূমৌ ম্রিয়মাণাতিভীষণা ॥ ১০
তন্নাদশ্রুতিসন্ত্রাসাদ্বিবুদ্ধাস্তে ব্রজৌকসঃ।
দদৃশুঃ পূতনোৎসঙ্গে কৃষ্ণং তাঞ্চ নিপাতিতাম্
আদায় কৃষ্ণং সন্ত্রস্তা যশোদা চ ততো দ্বিজাঃ
গোপুচ্ছভ্রামণাদ্যৈশ্চ বালদোষমপাকরোৎ ॥১
গোপুরীষমুপাদায় নন্দগোপোঽপি মস্তকে।
কৃষ্ণস্য প্রদদৌ রক্ষাং কুর্ব্বন্নিদমুদৈরয়ৎ ॥১৩
নন্দগোপ উবাচ।
রক্ষতু ত্বামশেষাণাং ভূতানাং প্রভবো হরিঃ।
যস্য নাভিসমুদ্ভূতাৎ পঙ্কজাদভবজ্জগৎ ॥ ১৩
যেন দংষ্ট্রাগ্রবিধৃতা ধারয়ত্যবনী জগৎ।
বরাহরূপধৃগ্দেবঃ স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥ ১৫
গুহ্যং সজঠরং বিষ্ণুর্জঙ্ঘাপাদৌ জনার্দ্দনঃ।
বামনো রক্ষতু সদা ভবন্তং যঃ ক্ষণাদভূৎ ॥ ১৬
ত্রিবিক্রমক্রমাক্রান্তত্রৈলোক্যস্ফুরদায়ুধঃ।
শিরস্তে পাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং রক্ষতু কেশবঃ
মুখবাহূ প্রবাহূ চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ১৮
ত্বাং দিক্ষু পাতু বৈকুণ্ঠো বিদিক্ষু মধুসূদনঃ।
হৃষীকেশোঽম্বরে ভূমৌ রক্ষতু ত্বাং মহীধরঃ
ব্যাস উবাচ।
এবং কৃতস্বস্ত্যয়নো নন্দগোপেন বালকঃ।
শায়িতঃ শকটস্যাধো বালপর্য্যঙ্কিকাতলে ॥১০
তে চ গোপা মহদ্দৃষ্ট্বা পূতনায়াঃ কলেবরম্।
মৃতায়াঃ পরমং ত্রাসং বিস্ময়ঞ্চ তদা যযুঃ ॥ ২১

আরোপিত করিয়া প্রস্থান করিল। তাহারা গোকুলে বাস করিতে থাকিলে একদা রাত্রিকালে বালঘাতিনী পূতনা, নিদ্রিত কৃষ্ণকে স্তন প্রদান করিল। পূতনা রাত্রিকালে যাহাকে যাহাকে স্তন প্রদান করে, ক্ষণকাল মধ্যে সেই সেই বালকের অঙ্গ উপহত হয়। কৃষ্ণ সক্রোধে সেই পূতনার স্তনটী করদ্বয় দ্বারা দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া তাহার প্রাণের সহিতই উহা পান করিলেন। সেই পূতনা তাহাতে তদীয় স্নায়ুবন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ম্রিয়মাণ হইয়া মহাচীৎকারপূর্ব্বক অতি ভীষণাকারে ভূতলে পতিত হইল। ব্রজবাসীরা সেই চীৎকার শ্রবণে সন্ত্রস্ত হইয়া জাগরিত হইল এবং আসিয়া নিপতিতা পূতনাকে এবং তদুৎসঙ্গে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল। ১—১১। হে দ্বিজগণ! তারপর যশোদা ত্রস্তভাবে কৃষ্ণকে লইয়া গোপুচ্ছ-ভ্রামণাদিদ্বারা বালকের দোষ নিরাস করিলেন। নন্দগোপও গোপুরীষ গ্রহণ করত এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কৃষ্ণের মস্তকে দিয়া রক্ষা বিধান করিলেন। মন্ত্র যথা—

নন্দ বলিলেন,—যাঁহার নাভিসমুদ্ভূত পঙ্কজ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অশেষ ভূতের উৎপত্তিহেতু সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন। যাঁহার দংষ্ট্রাগ্রবিধৃতা ধরণী এই জগৎ ধারণ করিতেছে, বরাহরূপধারী সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার জঠর ও গুহ্যদেশ বিষ্ণু এবং জঙ্ঘা ও পদদ্বয় জনার্দ্দন রক্ষা করুন। বামন তোমাকে রক্ষা করুন। যিনি ক্ষণমাত্রে ত্রিপাদবিক্ষেপ-ক্রমে ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, স্ফুরদায়ুধধর সেই গোবিন্দ তোমার শির রক্ষা করুন। কেশব কণ্ঠ রক্ষা করুন। তোমার মুখ, বাহুদ্বয়, প্রবাহুদ্বয়, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, অব্যাহতৈশ্বর্য্য অব্যয় নারায়ণ রক্ষা করুন। দিক্‌সমূহে বৈকুণ্ঠ এবং বিদিক্ সকলে মধুসূদন তোমাকে রক্ষা করুন। হৃষীকেশ আকাশে এবং মহীধর তোমাকে ভূমিতলে রক্ষা করুন। ব্যাস বলিলেন,—নন্দগোপ-কর্ত্তৃক এইরূপে কৃতস্বস্ত্যয়ন সেই বালক একটী শকটের নিম্নে বাল-পর্য্যঙ্কে শায়িত হইল। সেই গোপেরাও তখন মৃত পূতনার

কদাচিচ্ছকটস্যাধঃ শয়ানো মধুসূদনঃ।
চিক্ষেপ চরণাবূর্দ্ধং স্তনার্থী প্ররুরোদ চ ॥ ২২
তস্য পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
বিধ্বস্তভাণ্ডকুম্ভং তদ্বিপরীতং পপাত বৈ ॥২৩
ততো হাহাকৃতঃ সর্ব্বো গোপগোপীজনো দ্বিজাঃ
আজগামাথ দদৃশে বালমুত্তানশায়িনম্ ॥ ২৪
গোপাঃ কেনেতি জগদুঃ শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
তত্রৈব বালকাঃ প্রোচুর্বালেনানেন পাতিতম্ ॥
রুদতা দৃষ্টমস্মাভিঃ পাদবিক্ষেপতাড়িতম্।
শকটং পরিবৃত্তং বৈ নৈতদন্যস্য চেষ্টিতম্ ॥ ২৬
ততঃ পুনরতীবাসন্ গোপা বিস্মিতচেতসঃ।
নন্দগোপোঽপি জগ্রাহ বালমত্যন্তবিস্মিতঃ ॥২৭
যশোদা বিস্ময়ারূঢ়া ভগ্নভাণ্ডকপালকম্।
শকটং চার্চ্চয়ামাস দধিপুষ্পফলাক্ষতৈঃ ॥ ২৮

সেই মহৎ কলেবর দর্শনে ত্রাস ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইল।১২—২১। একদা শকটের অধোভাগে শয়ান মধুসূদন স্তন্যার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে চরণ ক্ষেপণ করিলেন। তখন তদীয় পাদপ্রহারে সেই শকট উলটিয়া গেল; বিপরীতভাবে পতিত হওয়ায় কতকগুলি কলসী ও ভাণ্ড বিধ্বস্ত হইল। হে দ্বিজগণ! তখন গোপ-গোপী জনেরা হাহাকার শব্দে তথায় আসিল; দেখিল—বালক উত্তানভাবে শায়িত রহিয়াছে। গোপেরা বলিতে লাগিল, —কে এই শকট পরিবর্ত্তিত করিল? সেখানে যে সকল বালক ছিল, তাহারা বলিল,—এই বালকই রোদন করিতে করিতে উহা পাতিত করিয়াছে; আমরা দেখিয়াছি, উহার পাদবিক্ষেপে তাড়িত হইয়াই শকট পরিবৃত্ত হইয়াছে। আর কেহ উহা করে নাই। তাহা শুনিয়া গোপগণ পুনরায় অতীব বিস্মিতচিত্ত হইল। নন্দগোপও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বালককে গ্রহণ করিলেন। যশোদাও বিস্ময়ারূঢ়া হইয়া সেই শকটকে ও উক্ত ভগ্ন ভাণ্ডকপালগুলিকে দধি,পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন।

গর্গশ্চ গোকুলে তত্র বসুদেবপ্রচোদিতঃ।
প্রচ্ছন্ন এব গোপানাং সংস্কারমকরোত্তয়োঃ ॥
জ্যেষ্ঠঞ্চ রামমিত্যাহ কৃষ্ণঞ্চৈব তথাপরম্।
গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্ব্বন্মহামতিঃ ॥৩০
অল্পেনৈব হি কালেন বিজ্ঞাতৌ তৌ মহাবলৌ
ঘৃষ্টজানুকরৌ বিপ্রা বভূবতুরুভাবপি ॥ ৩১
করীষভস্মদিগ্ধাঙ্গৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ।
ন নিবারয়িতুং শক্তা যশোদা তৌ ন রোহিণী
গোবাটমধ্যে ক্রীড়ন্তৌ বৎসবাটগতৌ পুনঃ।
তদহর্জাতগোবৎসপুচ্ছাকর্ষণতৎপরৌ ॥ ৩৩
যদা যশোদা তৌ বালাবেকস্থানচরাবুভৌ।
শশাক নো বারয়িতুং ক্রীড়ন্তাবতিচঞ্চলৌ ॥ ৩৪
দাম্না বদ্ধা তদা মধ্যে নিববন্ধ উলূখলে।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমাহ চেদমমর্ষিতা ॥ ৩৫

যশোদোবাচ।

যদি শক্তোঽসি গচ্ছ ত্বমতিচঞ্চলচেষ্টিত ॥ ৩৬

বসুদেবের প্রেরণায় গর্গ মুনিও সেই গোকুলে যাইয়া গোপগণের অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্বয়ের সংস্কার করিলেন। মতি-মান্‌দিগের প্রধান মহাজ্ঞানী গর্গমুনি তাঁহা-দিগের নামকরণ কালে জ্যেষ্ঠের নাম 'রাম' ও কনিষ্ঠের নাম 'কৃষ্ণ' বলিয়া রাখিলেন। বিপ্রগণ! তাঁহারা উভয়েই অল্পকালেই হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং মহা-বল বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। তাঁহারা করীষ ভস্মে অঙ্গলেপন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, যশোদা বা রোহিণী কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণে সমর্থ হইতেন না। তাহারা কখনও গোশালা মধ্যে, কখন অশ্বশালা মধ্যে ক্রীড়া করিতেন; কখনও বা সদ্যঃপ্রসূত গো-বৎসের পুচ্ছাকর্ষণে তৎপর হইতেন।৩৩—৩৩। একদা যশোদা একস্থানে বিচরণশীল, ক্রীড়াপরায়ণ,অতি চঞ্চল সেই বালক যুগলকে বারণ করিতে অসমর্থা হইলেন, তখন অক্লিষ্ট কর্ম্মা কৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা মধ্যদেশে বন্ধন-পূর্ব্বক সেই রজ্জু উদূখলে বন্ধন করিয়া

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা চ নিজং কর্ম্ম সা চকার নিতম্বিনী।
ব্যগ্রায়ামথ তস্যাং স কর্ষমাণ উলূখলম্।
যমলার্জ্জুনয়োর্ম্মধ্যে জগাম কমলেক্ষণঃ॥ ৩৭
কর্ষতা বৃক্ষযোর্ম্মধ্যে তির্য্যগেবমুলূখলম্।
ভগ্নাবুত্তুঙ্গশাখাগ্রৌ তেন তৌ যমলার্জ্জুনৌ॥৩৮
ততঃ কটকটাশব্দসমাকর্ণনকাতরঃ।
আজগাম ব্রজজনো দদৃশে চ মহাদ্রুমৌ।
ভগ্নস্কন্ধৌ নিপতিতৌ ভগ্নশাখৌ মহীতলে॥৩৯
দদর্শ চাল্পদন্তাস্যং স্মিতহাসঞ্চ বালকম্।
তয়োর্ম্মধ্যগতং বদ্ধং দাম্না গাঢ়ং তথোদরে॥৪০
ততশ্চ দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাৎ॥৪১
গোপবৃদ্ধাস্ততঃ সর্ব্বে নন্দগোপপুরোগমাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরুদ্বিগ্না মহোৎপাতাতিভীরবঃ॥ ৪২

স্থানে নেহ ন নঃ কার্য্যং ব্রজামোহন্যন্মহাবনম্
উৎপাতা বহবো হ্যত্র দৃশ্যন্তে নাশহেতবঃ॥৪৩
পূতনায়া বিনাশশ্চ শকটস্য বিপর্য্যয়ঃ।
বিনা বাতাদিদোষেণ দ্রুময়োঃ পতনং তথা॥৪৪
বৃন্দাবনমিতঃ স্থানাত্তস্মাদ্ গচ্ছাম মা চিরম্।
যাবদ্ভৌমমহোৎপাতদোষো নাভিভবেদ্ব্রজম্
ইতি কৃত্বা মতিং সর্ব্বে গমনে তে ব্রজৌকসঃ।
ঊচুঃ স্বং স্বং কুলং শীঘ্রং গম্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্
ততঃ ক্ষণেন প্রযযুঃ শকটৈর্গোধনৈস্তথা।
যূথশো বৎসপালীশ্চ কালয়ন্তো ব্রজৌকসঃ॥৪৭
সর্ব্বাবয়বনির্দ্ধূতং ক্ষণমাত্রেণ তত্তদা।
কাককাকীসমাকীর্ণং ব্রজস্থানমভূদ্দ্বিজাঃ॥ ৪৮
বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
শুভেন মনসা ধ্যাতং গবাং বৃদ্ধিমভীপ্সতা॥৪৯
ততস্তত্রাতিরূক্ষেঽপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তমাঃ।

সক্রোধে বলিলেন,—"রে অতি চঞ্চলাচার! যদি পার ত যাও।" ব্যাস বলিলেন,—সেই নিতম্বিনী এই বলিয়া নিজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তার পর সেই যশোদা নিজ কার্য্যে ব্যগ্র হইলে সেই উদূখল টানিতে টানিতে কমলেক্ষণ কৃষ্ণ যমলার্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যে যাইলেন। তথাপি তিনি টানিতে থাকিলে সেই উদূখল বক্রভাবে যমলার্জ্জুনে আবদ্ধ হওয়ায় উত্তুঙ্গশাখাগ্র সেই বৃক্ষদ্বয় প্রবলাকর্ষণে ভগ্ন হইয়া গেল। সেই বৃক্ষ ভঙ্গের কটকটা শব্দ শ্রবণে ব্রজবাসী জনগণ কাতরচিত্তে তথায় আগমন করিল এবং দেখিল—সেই যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় ভগ্নস্কন্ধ ও ভগ্নশাখ হইয়া মহীতলে নিপতিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ভাবে উদরে বদ্ধ বালক কৃষ্ণ রহিয়াছেন; ঈষৎ হাস্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহার দন্তগুলি অল্পাল্প প্রকটিত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখখানিরও বৃক্ষান্তরালহেতু অল্পাংশই দেখা যাইতেছে। উক্ত দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন ঘটিয়াছিল বলিয়া সেই হইতে তিনি দামোদর নাম প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর মহোৎপাতভীরু নন্দগোপ প্রভৃতি গোপ বৃদ্ধেরা উদ্বিগ্নচিত্তে সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে,—এস্থানে আর আমাদিগের প্রয়োজন নাই। অন্য কোনও মহাবনে যাইব। এখানে শকটের বিপর্য্যয়, বাত্যাদি হেতু ব্যতীত যমলার্জ্জুনের পতন, পূতনার বিনাশ, ইত্যাদি বিনাশহেতু বহু উৎপাত দেখা যাইতেছে। এ নিমিত্ত যাবৎ ভৌম মহোৎপাত সকল ব্রজের বিনাশ সাধন না করে, তাবৎকাল মধ্যেই এ স্থান হইতে আমরা বৃন্দাবনে যাইব; বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সেই ব্রজবাসীরা সকলে এইরূপ গমন বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া নিজ নিজ পরিজন-দিগকে বলিল,—চল যাই; আর বিলম্ব করিও না। পরে অল্পকাল মধ্যেই ব্রজ-বাসীরা সকলে দলে দলে শকট, গোধন ও বৎসপাল তাড়াইয়া লইয়া চলিল। হে দ্বিজগণ! তখন ক্ষণমাত্রে সেই ব্রজভূমি সর্ব্ব দ্রব্যহীন ও কাক-কাকী-সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। ৩৪—৪৮। ভগবান্ অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনকে গোগণের বৃদ্ধি নিমিত্ত শুভকল্পে কল্পনা করিয়াছিলেন, এজন্য হে

প্রাবৃট্‌কাল ইবাভূচ্চ নবশষ্পং সমন্ততঃ ॥ ৫০
স সমাবাসিতঃ সর্ব্বো ব্রজো বৃন্দাবনে ততঃ।
শকটীবাটপর্য্যন্তচন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতিঃ ॥ ৫১
বৎসবালৌ চ সংবৃত্তৌ রামদামোদরৌ ততঃ।
তত্র স্থিতৌ চ তৌ গোষ্ঠে চেরতুর্ব্বাললীলয়া
বর্হিপত্ৰকৃতাপীড়ৌ বন্যপুষ্পাবতংসকৌ।
গোপবেণুকৃতাভ্যাসৌ নানাবাদ্যবিশারদৌ ॥
কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারাবিব পাবকৌ।
হসন্তৌ চ রমন্তৌ চ চেরতুস্তন্মহদ্বনম্ ॥ ৫৪
ক্বচিদ্বহন্তাবন্যোন্যং ক্রীড়মানৌ তথা পরৈঃ।
গোপপুত্রৈঃ সমং বৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥
কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষৌ বভূবতুঃ।
সর্ব্বস্য জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ মহাব্রজে ॥
প্রাবৃট্‌কালস্ততোঽতীব মেঘৌঘস্থগিতাম্বরঃ।
বভূব বারিধারাভিরৈক্যং কুর্ব্বন্ দিশামিব ॥৫৭
প্রভূতনবপুষ্পাঢ্যা শক্রগোপাবৃতা মহী।
যথা মারকতেবাসীৎ পদ্মরাগবিভূষিতা ॥ ৫৮
উহুরুন্মার্গগামীনি নিম্নগাম্ভাংসি সর্ব্বতঃ।
মনাংসি দুর্ব্বিনীতানাং প্রাপ্য লক্ষ্মীং নবামিব ॥
বিকালে চ যথাকামং ব্রজমেত্য মহাবলৌ।
গোপৈঃ সমানৈঃ সহিতৌ চিক্রীড়াতেঽমরাবিব

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে বৃন্দাবনপ্রবেশবর্ণনং চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

একদা তু বিনা রামং কৃষ্ণো বৃন্দাবনং যযৌ।
বিচচার বৃতো গোপৈর্বন্যপুষ্পস্রগুজ্জ্বলঃ ॥ ১
স জগামাথ কালিন্দীং লোলকল্লোলশালিনীম্
তীরসংলগ্নফেনৌঘৈর্হসন্তীমিব সর্ব্বতঃ ॥ ২
তস্যাং চাতিমহাভীমং বিষাগ্নিকণদূষিতম্।

দ্বিজোত্তমগণ! সেই বৃন্দাবন অতিকষ্ট গ্রীষ্ম কালেও প্রাবৃট্‌কালবৎ সমন্তত নবশষ্পযুক্ত হইয়াছিল। সেই সমগ্র ব্রজবাসীরা বৃন্দাবনে শকটীবাট পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া চন্দ্রার্দ্ধাকারে বাসস্থান করিল। পরে সেখানে রাম ও দামোদর বৎসপালক হইলেন। তাঁহারা দুইজনে সেখানে গোষ্ঠে বাললীলা করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা শিরোভূষণ ও বন্য পুষ্পদ্বারা কর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেন, গোপজাতিসুলভ বেণুবাদন অভ্যাস করিলেন এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যে বিশারদ হইলেন। তাঁহারা কাকপক্ষ ধারণ করত প্রভাবে পাবক সদৃশ প্রকাশমান হইয়া কখনও হাস্য কখনও বা ক্রীড়া করত সেই মহদ্বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সেই মহাব্রজে কালক্রমে সর্ব্বজগতের পালক সেই রাম ও কৃষ্ণ সপ্তবর্ষবয়স্ক বৎসপাল হইলেন। পরে প্রাবৃট্‌কাল উপস্থিত হইল। মেঘৌঘ দ্বারা অম্বরতল আচ্ছাদিত হইয়া গেল। বারিধারাপাতে দিক্ সকল যেন একীভূত হইয়া উঠিল। প্রভূত নবশষ্পাঢ্যা তত্রত্যা মহী ইন্দ্রগোপকীটে আবৃত হওয়ায়, পদ্মরাগবিভূষিত মরকত-ক্ষেত্রবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিম্নগানিচয়ের জলসকল সর্ব্বত্র নবলক্ষ্মীলাভে দুর্ব্বিনীতদিগের মনের ন্যায় উন্মার্গগামী হইয়া বহিতে লাগিল। সুতরাং সেই কালে মহাবল রামকৃষ্ণ ব্রজমধ্যে থাকিয়াই সমবয়স্ক গোপদিগের সহিত অমরবৎ বিহার করিতে লাগিলেন। ৪৯—৬০।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৪

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—একদা কৃষ্ণ, রামকে না লইয়াই বৃন্দাবনে যাইলেন। সেখানে বন্য পুষ্পমালাদ্বারা উজ্জ্বলবেশে বিচরণ করিতে করিতে, লোল-জলকল্লোলশালিনী, সর্ব্বতঃ তীরসংলগ্ন ফেনরাশি দ্বারা যেন হাস্যকারিণী, কালিন্দী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—উহাতে কালিয়

হ্রদং কালিয়নাগস্য দদর্শাতিবিভীষণম্ ॥ ৩
বিষাগ্নিনা বিসরতা দগ্ধতীরমহাতরুম্।
বাতাহতাম্বুবিক্ষেপস্পর্শদগ্ধবিহঙ্গমম্ ॥ ৪
তমতীব মহারৌদ্রং মৃত্যুবক্ত্রমিবাপরম্।
বিলোক্য চিন্তয়ামাস ভগবান্মধুসূদনঃ ॥ ৫
অস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা কালিয়োঽসৌ বিষায়ুধঃ
যো ময়া নির্জ্জিতস্ত্যক্ত্বা দুষ্টো নষ্টঃ পয়োনিধৌ
তেনেয়ং দূষিতা সর্ব্বা যমুনা সাগরঙ্গমা।
ন নরৈর্গোধনৈর্বাপি তৃষার্ত্তৈরুপভুজ্যতে ॥ ৭
তদস্য নাগরাজস্য কর্ত্তব্যো নিগ্রহো ময়া।
নিত্যত্রস্তাঃ সুখং যেন চরেয়ুর্ব্রজবাসিনঃ ॥ ৮
এতদর্থং নৃলোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
যদেষামুৎপথস্থানাং কার্য্যা শাস্তির্দুরাত্মনাম্ ॥৯
তদেতন্নাতিদূরস্থং কদম্বমুরুশাখিনম্।
অধিরুহ্যোৎপতিষ্যামি হ্রদেঽস্মিঞ্জীবনাশিনঃ ॥

ব্যাস উবাচ।
ইত্থং বিচিন্ত্য বদ্ধা চ গাঢ়ং পরিকরং ততঃ।
নিপপাত হ্রদে তত্র সর্পরাজস্য বেগতঃ ॥ ১১
তেনাপি পততা তত্র ক্ষোভিতঃ স মহাহ্রদঃ।
অত্যর্থদূরজাতাংশ্চ তাংশ্চাসিঞ্চন্মহীরুহান্ ॥ ১২
তেঽহিদুষ্টবিষজ্বালাতপ্তাম্বুপবনোক্ষিতাঃ।
জজ্বলুঃ পাদপাঃ সদ্যো জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরাঃ
আস্ফোটয়ামাস তদা কৃষ্ণো নাগহ্রদে ভুজম্।
তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাথ নাগরাজোঽভ্যুপাগমৎ ॥১৪
আতাম্রনয়নঃ কোপাদ্বিষজ্বালাকুলৈঃ ফণৈঃ।
বৃতো মহাবিষৈশ্চান্যৈরুরগৈরনিলাশনৈঃ ॥ ১৫
নাগপত্ন্যশ্চ শতশো হারিহারোপশোভিতাঃ।
প্রকম্পিততনূৎক্ষেপচলৎকুণ্ডলকান্তয়ঃ ॥ ১৬
ততঃ প্রবেষ্টিতঃ সর্পৈঃ স কৃষ্ণো ভোগবন্ধনৈঃ
দদংশুশ্চাপি তে কৃষ্ণং বিষজ্বালাবিলৈর্মুখৈঃ ॥
তং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা নাগভোগনিপীড়িতম্।

নাগের অগ্নিকণাবৎ বিষে দূষিত একটী মহাভীম হ্রদ রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণশীল বিষকণা দ্বারা উহার তীর-তরু সকল দগ্ধপ্রায় হইয়াছে। বাতাঘাত-বিক্ষিপ্ত জলকণাস্পর্শে তত্রত্য বিহঙ্গগণও দগ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় মৃত্যুমুখবৎ সেই অতি মহারৌদ্র হ্রদ দর্শনে ভগবান্ মধুসূদন চিন্তা করিলেন যে,—আমি পূর্ব্বে পরাজিত করিয়া পরিত্যাগ করিলে পর, যে দুষ্ট পয়োধি-মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল, সেই বিষায়ুধ দুষ্টাত্মা কালিয় এই হ্রদে বাস করে। সাগর-গামিনী এই যমুনা তৎকর্ত্তৃক দূষিতা হওয়ায় কি নর, কি গোধন, তৃষ্ণার্ত্ত কেহই ইহাকে উপভোগ করিতে পারে না। নিত্য-ভীত ব্রজবাসীরা যাহাতে সুখে বিচরণ করিতে পারে, তজ্জন্য এই নাগরাজের নিগ্রহ করা আমার কর্ত্তব্য। এইজন্যই আমি নরলোকে অবতরণ করিয়াছি যে, এই সকল উৎপথ-বর্ত্তী দুরাত্মাদিগের শাস্তি বিধান করিব। অতএব নাতিদূরস্থ দীর্ঘশাখাবিশিষ্ট এই কদম্ব তরুতে আরোহণ করিয়া ঐ হ্রদে নিপতিত হইব। ১—১০। ব্যাস বলি-লেন,—ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া গাঢ় পরিকর বন্ধনপূর্ব্বক সেই বৃক্ষে আরোহণান্তে বেগ সহকারে সেই সর্পরাজের হ্রদে নিপতিত হইলেন। তিনি পতিত হইলে সেই মহাহ্রদ এমন ক্ষোভিত হইল যে, অতিদূরজাত বৃক্ষ সকলেও জল সিঞ্চিত হওয়ায় তাহারা জ্বলিয়া উঠিল; সেই জ্বালা সকল দিগন্তর ব্যাপ্ত করিল কৃষ্ণ তখন ভুজদ্বারা সেই নাগহ্রদে আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। নাগরাজ সেই শব্দ শ্রবণে কোপবশত আতাম্র-নয়নে, বিষ জ্বালা-কুল ফণা বিস্তার করিয়া অন্যান্য অরুণবর্ণ মহাবিষ সর্পগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আসিল। প্রকম্পিত তনুর উৎক্ষেপবশে যাহাদিগের কুণ্ডলকান্তি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, মনোহর-হারশোভিতা তাদৃশী শত শত নাগপত্নীও তথায় আগমন করিল। পরে কৃষ্ণ সেই সর্পগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভোগবন্ধনগ্রস্ত হইলেন। সর্পগণ বিষজ্বালাকুল মুখে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। অন্যান্য গোপগণ কৃষ্ণকে সেই হ্রদে পতিত এবং

গোপা ব্রজমুপাগত্য চুক্রুশুঃ শোকলালসাঃ॥

গোপা উচুঃ।

এষ কৃষ্ণো গতো মোহমগ্নো বৈ কালিয়ে হ্রদে।
ভক্ষ্যতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত মা চিরম্ ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততো গোপা বজ্রপাতোপমং বচঃ।
গোপ্যশ্চ ত্বরিতা জগ্মুর্যশোদাপ্রমুখা হ্রদম্ ॥২০
হা হা কাসাবিতি জনো গোপীনামতিবিহ্বলঃ।
যশোদয়া সমং ভ্রান্তো দ্রুতঃ প্রস্খলিতো যযৌ
নন্দগোপশ্চ গোপাশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
ত্বরিতং যমুনাং জগ্মুঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ২২
দদৃশুশ্চাপি তে তত্র সর্পরাজবশঙ্গতম্।
নিষ্প্রযত্নং কৃতং কৃষ্ণং সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ॥
নন্দগোপশ্চ নিশ্চেষ্টঃ পশ্যন্ পুত্রমুখং তদা।
যশোদা চ মহাভাগা বভূব মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৪
গোপ্যস্তন্যা রুদত্যশ্চ দদৃশুঃ শোককাতরাঃ।
প্রোচুশ্চ কেশবং প্রীত্যা ভয়কাতরগদ্গদম্ ॥
সর্ব্বা যশোদয়া সার্দ্ধং বিশামোঽত্র মহাহ্রদে।
নাগরাজস্য নো গন্তমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে ॥
দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা
বিনাদুগ্ধেন কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ
বিনা কৃতা ন যাস্যামঃ কৃষ্ণেনানেন গোকুলম্ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি গোপীবচঃ শ্রুত্বা রৌহিণেয়ো মহাবলঃ।
উবাচ গোপান্ বিধুরান্ বিলোক্য স্তিমিতেক্ষণঃ
নন্দঞ্চ দীনমত্যর্থং ন্যস্তদৃষ্টিং সুতাননে।
মূর্চ্ছাকুলাং যশোদাঞ্চ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংজ্ঞয়া ॥২৯

বলরাম উবাচ।

কিমিদং দেবদেবেশ ভাবোঽয়ং মানুষস্ত্বয়া।
ব্যজ্যতে স্বমাত্মানং কিমন্যং ত্বং ন বেৎসি যৎ ॥ ৩০
ত্বমস্য জগতো নাভিঃ সুরাণামেব চাশ্রয়ঃ।
কর্ত্তাপহর্ত্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যং ত্বং ত্রয়ীময়ঃ ॥

নাগভোগ-নিপীড়িত দর্শনে শোকবশে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত ব্রজে আসিয়া বলিল,—কৃষ্ণ মোহবশে কালিয়হ্রদে পড়িয়াছে, সর্পরাজ তাহাকে খাইয়া ফেলিল; অতএব তোমরা আইস, বিলম্ব করিও না। ১১—১৯। ব্যাস বলিলেন,—বজ্রপাতোপম এই কথা শুনিয়া গোপগণ ও যশোদা প্রমুখ গোপীগণ ত্বরিত-গতিতে সেই হ্রদে গমন করিল। "হায়! হায়! সে কোথায় ?" অতি বিহ্বল গোপীরা এই কথা বলিতে বলিতে যশোদার সহিত ভ্রান্তচিত্তে দ্রুত-গতিতে প্রস্খলিত হইতে হইতে যাইতে লাগিল। নন্দ গোপ, অদ্ভুতবিক্রম রাম ও অন্যান্য গোপগণও কৃষ্ণদর্শন-লালসায় ত্বরিত গমনে যমুনায় উপস্থিত হইল। তাহারা দেখিল,—কৃষ্ণ সেই হ্রদ মধ্যে সর্পরাজের বশীভূত হইয়াছেন, সর্পগণ তাহাকে শরীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া প্রযত্নহীন করিয়াছে। হে মুনিসত্তমগণ! তখন নন্দগোপ ও মহাভাগা যশোদা, পুত্রের মুখ দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। অন্য গোপীরাও শোককাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল এবং প্রীতিবশে ভয়কাতর গদ্গদ-স্বরে কেশবকে কহিল,—যশোদার সহিত আমরা সকলেই এই নাগরাজের হ্রদে প্রবেশ করিব! আমাদের আর ব্রজে যাওয়া উচিত নয়। সূর্য্য বিনা দিন কি? চন্দ্র বিনা রাত্রি কি? দুগ্ধ ব্যতীত গাভীই কি? আর কৃষ্ণ ভিন্ন ব্রজই বা কি? এই কৃষ্ণ ব্যতীত আমরা গোকুলে যাইব না।২০—২৭। ব্যাস বলিলেন,—গোপীদিগের এই কথা শুনিয়া মহাবল রৌহিণেয় বলরাম স্থিরনেত্রে শোকবিধুর গোপদিগকে, অতি দীনভাবাপন্ন ও সুতাননে ন্যস্তদৃষ্টি নন্দকে এবং মূর্চ্ছাকুলা যশোদাকে শুনাইয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্যসূচক এই কথা বলিলেন,—হে দেব-দেবেশ! তুমি এ কি মানুষভাব ব্যক্ত করিতেছ? যেহেতু স্বীয় আত্মাকে তুমি জানিতেছ না। তুমিই জগতের নাভিস্বরূপ, এবং সুরগণেরও আশ্রয়; তুমিই কর্ত্তা, হর্ত্তা, পাতা; তুমিই ত্রৈলোক্য ও

অত্রাবতীর্ণয়োঃ কৃষ্ণ গোপা এব হি বান্ধবাঃ।
গোপ্যশ্চ সীদতঃ কস্মাত্বং বন্ধূন্ সমুপেক্ষসে॥
দর্শিতো মানুষো ভাবো দর্শিতং বালচেষ্টিতম্
তদয়ং দম্যতাং কৃষ্ণ দুরাত্মা দশনায়ুধঃ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ।

ইতি সংস্মারিতঃ কৃষ্ণঃ স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পুটঃ।
আস্ফাল্য মোচয়ামাস স্বং দেহং ভোগবন্ধনাৎ
আনাম্য চাপি হস্তাভ্যামুভাভ্যাং মধ্যমং ফণম্
আরুহ্য ভুগ্নশিরসঃ প্রননর্ত্তোরুবিক্রমঃ॥ ৩৫
ব্রণাঃ ফণেঽভবংস্তস্য কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রি বিকুর্দ্দনৈঃ।
যত্রোন্নতিঞ্চ কুরুতে ননামাস্য ততঃ শিরঃ॥ ৩৬
মূর্চ্ছামুপাযযৌ ভ্রান্ত্যা নাগঃ কৃষ্ণস্য কুট্টনৈঃ।
দণ্ডপাতনিপাতেন ববাম রুধিরং বহু॥ ৩৭
তং নির্ভুগ্নশিরোগ্রীবমাস্যপ্রস্রুতশোণিতম্।
বিলোক্য শরণং জগ্মুস্তৎপত্ন্যো মধুসূদনম্॥

নাগপত্ন্য ঊচুঃ।

জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ সর্ব্বেশস্ত্বমনুত্তম্।
পরং জ্যোতিরচিন্ত্যং যত্তদংশঃ পরমেশ্বরঃ॥৩৯
ন সমর্থাঃ সুরা স্তোতুং যমনন্যভবং প্রভুম্।
স্বরূপবর্ণনং তস্য কথং যোষিৎ করিষ্যতি॥ ৪০
যস্যাখিলমহীব্যোমজলাগ্নিপবনাত্মকম্।
ব্রহ্মাণ্ডমল্পকাংশাংশঃ স্তোষ্যামস্তং কথং বয়ম্
ততঃ কুরু জগৎস্বামিন্ প্রসাদমবসীদতঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্ত্তৃভিক্ষা
প্রদীয়তাম্॥৪২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তে তাভিরাশ্বাস্য ক্লান্তদেহোঽপি পন্নগঃ
প্রসীদ দেবদেবেতি প্রাহ বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ

কালিয় উবাচ।

তবাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং নাথ স্বাভাবিকং পরম্।
নিরস্তাতিশয়ং যস্য তস্য স্তোষ্যামি কিংন্বহম্॥
ত্বং পরস্ত্বং পরস্যাদ্যঃ পরং ত্বং তৎপরাত্মকম্।

অয়ীময়। কৃষ্ণ! এখানে অবতীর্ণ আমাদিগের এই গোপ গোপীগণই বান্ধব; তুমি এই অবসন্ন বন্ধুগণকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? মানুষভাব প্রদর্শিত হইয়াছে; বালচেষ্টিতও দেখান হইল; অতএব কৃষ্ণ! এই দুরাত্মা দশনায়ুধকে দমন কর। ২৮—৩৩। বলরাম কর্ত্তৃক এইরূপে স্মারিত হইয়া কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যে ওষ্ঠপুট কিঞ্চিৎ বিভিন্ন করিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক ভোগবন্ধন হইতে নিজ দেহ মোচন করিলেন। গুরুবিক্রম কৃষ্ণ উভয় হস্তদ্বারা কালিয়ের মধ্যম ফণা আনত করিয়া সেই অবনত মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে তাহার ফণানিচয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল; সে, যে ফণাটী উন্নত করে, কৃষ্ণ পদাঘাতে সেইটীই আনত করিতে লাগিলেন। সেই নাগ, কৃষ্ণের পদাঘাতে ভ্রান্ত এবং দণ্ডাকারে নিপতিত হইয়া বহু রুধির বমন করত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। তাহাকে ভগ্নশিরোগ্রীব ও মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে দেখিয়া তদীয় পত্নীরা মধুসূদনের শরণাগত হইল।

নাগপত্নীগণ কহিল,—হে দেবদেবেশ! তুমি অনুত্তম অচিন্ত্য যে পরম জ্যোতিঃ, তাহারই অংশ, সর্ব্বেশ্বর ও পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছ। অনন্যভব যে প্রভুকে সুরগণ স্তব করিতে সমর্থ নহেন, স্ত্রীলোক তাঁহার স্বরূপবর্ণন কেমনে করিবে? ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোমাত্মক এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহার অত্যল্প অংশাংশমাত্র, আমরা তাঁহাকে কেমনে স্তব করিব? অতএব হে স্বামিন্! এই অবসন্নের প্রতি প্রসন্ন হউন, এই নাগ প্রাণ পরিহার করিতেছে; আমাদিগকে ভর্ত্তার প্রাণ ভিক্ষা প্রদান করুন।৩৪—৪১। ব্যাস বলিলেন,—নাগপত্নীগণ এইরূপ বলিলে পর সেই পন্নগ কালিয় ক্লান্তদেহ হইলেও একটু আশ্বস্ত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ এই কথা বলিল,—"হে দেবদেব! প্রসন্ন হও" নাথ! তোমার সর্ব্বাতিশয়িত অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য স্বাভাবিক, সেই তোমাকে আর কি স্তব করিব? তুমি পর, তুমি পরেরও আদি,

পরস্মাৎ পরমো যত্ত্বং তস্য স্তোষ্যামি কিং্বহম্
যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং ময়া ॥ ৪৩
যদ্যন্যথা প্রবর্ত্তেয় দেবদেব ততো ময়ি।
স্যাঘ্যো দণ্ডনিপাতস্তে তবৈব বচনং যথা ॥ ৪৭
তথাপি যং জগৎস্বামী দণ্ডং পাতিতবান্ময়ি।
স সোঢ়োঽয়ং বরো দণ্ডস্বত্তো নান্যোঽস্তু মে বরঃ ॥
হতবীর্য্যো হতবিষো দমিতোঽহং ত্বয়াচ্যুত।
জীবিতং দীয়তামেকমাজ্ঞাপয় করোমি কিম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প কদাচিদ্যমুনাজলে।
সভৃত্যপরিবারস্ত্বং সমুদ্রসলিলং ব্রজ ॥ ৫০
মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধনি সাগরে।
গরুড়ঃ পন্নগরিপুস্ত্বয়ি ন প্রহরিষ্যতি ॥ ৫১

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সর্পরাজানং মুমোচ ভগবান্ হরিঃ।
প্রণম্য সোঽপি কৃষ্ণায় জগাম পয়সাং নিধিম্ ॥
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং সভৃত্যাপত্যবান্ধবঃ।
সমস্তভার্য্যাসহিতঃ পরিত্যজ্য স্বকং হ্রদম্ ॥৫৩
গতে সর্পে পরিষ্বজ্য মৃতং পুনরিবাগতম্।
গোপা মূর্দ্ধনি গোবিন্দং সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমন্যে বিস্মিতচেতসঃ।
তুষ্টুবুর্ম্মুদিতা গোপা দৃষ্ট্বা শিবজলাং নদীম্ ॥
গীয়মানোঽথ গোপীভিশ্চরিতৈশ্চারুচেষ্টিতৈঃ
সংস্তূয়মানো গোপালৈঃ কৃষ্ণো ব্রজমুপাগমৎ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে কালিয়দমন-নিরূপণং পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

সেই পরমাত্মক পরপুরুষও তুমি, তুমি তাহারও পরম, সেই তোমাকে আমি কি স্তব করিব? হে ঈশ্বর! আমি আপনা কর্ত্তৃক যেমন জাতি, রূপ ও স্বভাবে সংযুক্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি, আমার এ আচরণও তদনুরূপ। হে দেবদেব! আমি যদি তাহার অন্যরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতাম, তবেই তোমার যেমন বাক্য, তদনুসারে আমার প্রতি তোমার দণ্ড প্রদান করা ন্যায্য হইত। তথাপি জগৎস্বামী আপনি আমাতে যে দণ্ড পাতিত করিয়াছেন, তাহা আমি সহ্য করিলাম; এই দণ্ডই আমার বরস্বরূপ; আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই। হে অচ্যুত! তোমা কর্ত্তৃক দমিত হইয়া আমি হতবীর্য্য ও হতবিষ হইয়াছি; এখন আমার জীবন দান করুন! ভগবান্ বলিলেন,—সর্প! তুমি এই যমুনাজলে কখনও থাকিও না। তুমি ভৃত্য-পরিবার সহ সমুদ্রসলিলে যাও। হে সর্প! সাগরে থাকিলেও তোমার মস্তকে মদীয় পদচিহ্ন দর্শনে পন্নগরিপু গরুড় তোমাতে প্রহার করিবে না। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্ হরি এই বলিয়া সেই সর্পরাজকে পরিত্যাগ করিলেন। সেও সর্ব্বভূতসমক্ষে ভৃত্যা-পত্য-বন্ধু-ভার্য্যা এ সকলের সহিত স্বীয় হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম-পূর্ব্বক পয়োনিধিতে প্রস্থান করিল। সর্প চলিয়া গেলে, গোপগণ পুনর্জ্জীবিত মনে করিয়া সেই গোবিন্দকে তদীয় মস্তকে নয়ন-জল দ্বারা অভিষেক করিল। অপর গোপগণ বিস্মিতচিত্তে সেই যমুনা নদীকে বিশুদ্ধজলসম্পন্না দর্শনে মুদিত হইয়া আক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল। পরে কৃষ্ণ চারু, চরিত ও আচরণের উল্লেখে গোপীগণ কর্ত্তৃক গীয়মান এবং গোপালগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন। ৪২—৫৬।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৮৫॥

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গাঃ পালয়ন্তৌ চ পুনঃ সহিতৌ রামকেশবৌ।
ভ্রমমাণৌ বনে তত্র রম্যং তালবনং গতৌ॥ ১
তচ্চ তালবনং নিত্যং ধেনুকো নাম দানবঃ।
নৃ-গোমাংসকৃতাহারঃ সদাধ্যাস্তে খরাকৃতিঃ॥ ২
তত্র তালবনং রম্যং ফলসম্পৎসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা স্পৃহান্বিতা গোপাঃ ফলাদানেঽব্রুবন্ বচঃ

গোপা উচুঃ।

হে রাম হে কৃষ্ণ সদা ধেনুকেনৈব রক্ষ্যতে।
ভূপ্রদেশো যতস্তস্মাত্ত্যক্তানীমানি সন্তি বৈ
ফলানি পশ্য তালানাং গন্ধামোদযুতানি বৈ।
বয়মেতান্যভীপ্সামঃ পাত্যন্তাং যদি রোচতে॥
ইতি গোপকুমারাণাং শ্রুত্বা সঙ্কর্ষণো বচঃ।
কৃষ্ণশ্চ পাতয়ামাস ভুবি তালফলানি বৈ॥ ৬
তালানাং পততাং শব্দমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
আজগাম স দুষ্টাত্মা কোপাদ্দৈতেয়গর্দ্দভঃ॥ ৭
পদ্ভ্যামুভাভ্যাং স তদা পশ্চিমাভ্যাঞ্চ তং বলী
জঘানোরসি তাভ্যাঞ্চ স চ তেনাপ্যগৃহ্যত॥ ৮
গৃহীত্বা ভ্রামণেনৈব চাম্বরে গতজীবিতম্।
তস্মিন্নেব প্রচিক্ষেপ বেগেন তৃণরাজনি॥ ৯
ততঃ ফলান্যনেকানি তালাগ্রান্নিপতন্ খরঃ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস মহাবাতোঽম্বুদানিব॥১০
অন্যানপ্যস্য বৈ জ্ঞাতীনাগতান্ দৈত্যগর্দ্দভান্
কৃষ্ণশ্চিক্ষেপ তালাগ্রে বলভদ্রশ্চ লীলয়া॥ ১১
ক্ষণেনালঙ্কৃতা পৃথ্বী পক্বৈস্তালফলৈস্তদা।
দৈত্যগর্দ্দভদেহৈশ্চ মুনয়ঃ শুশুভেঽধিকম্॥১২
ততো গাবো নিরাবাধাস্তস্মিংস্তালবনে দ্বিজাঃ
নবশষ্পং সুখং চেরুর্যত্র ভুক্তমভূৎ পুরা॥১৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে ধেনুকবধবর্ণনং ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮৬॥

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—রাম ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়া পুনরায় গোচারণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা রমণীয় তালবনে গমন করিলেন। সেই তালবনে নর-গোমাংসাহারী খরাকার ধেনুক নামে এক দানব নিত্য বাস করিত। ফলসম্পৎসমৃদ্ধ সেই তালবন দেখিয়া গোপগণ স্পৃহান্বিত হইয়া ফলাদান জন্য এই কথা কহিল যে,—হে রাম! হে কৃষ্ণ! এই ভূভাগ ধেনুকই সদা রক্ষা করে বলিয়া সাধারণের পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, তালফল সকল গন্ধে আমোদিত করিতেছে। আমরা ঐ সকল ফল আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; যদি রুচি হয় ত উহাদিগকে পাতিত কর। ১—৫। সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণ গোপবালকগণের এই বাক্য শুনিয়া সেই তালফল সকল ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। সেই পাত্যমান তালফল সকলের শব্দ শুনিয়া সেই দুষ্টাত্মা অসুররাজ দৈত্যগর্দ্দভ ধেনুক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বলবান্ দৈত্য তখন পশ্চাৎভাগের পদদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল; কৃষ্ণ এবং রামও তাহাকে প্রহার করিলেন। পরে কৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া আকাশে ঘুরাইতে লাগিলেন, সে তাহাতে গতজীবিত হইলে সেই তাল বৃক্ষেই তাহাকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই গর্দ্দভাসুর তালাগ্রভাব হইতে পড়িতে পড়িতে মহাবাত কর্ত্তৃক অম্বুদমালার ন্যায় বহু তাল ফল ভূতলে পাতিত করিল। পরে তাহার অন্যান্য যে সকল জ্ঞাতি দৈত্যগর্দ্দভ আসিল, কৃষ্ণ ও বলভদ্র তাহাদিগকেও তালাগ্রে লীলা-সহকারে নিক্ষেপ করিলেন। হে মুনিগণ! সেই ভূভাগ তখন ক্ষণমাত্রেই পক্ব তাল ফল ও দৈত্যগর্দ্দভ-দেহে অলঙ্কৃতা হইয়া সমধিক শোভাযুক্ত হইল। হে দ্বিজগণ! তারপর হইতে গো-সকল যেখানে পূর্ব্বে দৈত্য-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইত, সেই তালবনে নির্ব্বিঘ্নে নবশস্য ভক্ষণপূর্ব্বক সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। ৬—১৩।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৫॥

সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্মিন্ রাসভদৈতেয়ে সানুগে বিনিপাতিতে।
সর্ব্বগোপালগোপীনাং রম্যং তালবনং বভৌ ॥
ততস্তৌ জাতহর্ষৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ।
শুশুভাতে মহাত্মানৌ বালশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥২
চারয়ন্তৌ চ গা দূরে ব্যাহরন্তৌ চ নামভিঃ।
নিয়োগপাশস্কন্ধৌ তৌ বনমালাবিভূষিতৌ ॥৩
সুবর্ণাঞ্জনচূর্ণাভ্যাং তদা তৌ ভূষিতাম্বরৌ।
মহেন্দ্রায়ুধসঙ্কাশৌ শ্বেতকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥ ৪
চেরতুর্লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিরিতরেতরম্।
সমস্তলোকনাথানাং নাথভূতৌ ভুবং গতৌ ॥ ৫
মনুষ্যধর্ম্মাভিরতৌ মানয়ন্তৌ মনুষ্যতাম্।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্ব্বনম্ ॥ ৬
ততস্ত্বান্দোলিকাভিশ্চ নিযুদ্ধৈশ্চ মহাবলৌ।
ব্যায়ামং চক্রতুস্তত্র ক্ষেপণীয়ৈস্তথাশ্মভিঃ ॥ ৭
তল্লিপ্সুরসুরস্তত্র উভয়ো রমমাণয়োঃ।
আজগাম প্রলম্বাখ্যো গোপবেষতিরোহিতঃ ॥
সোহবগাহত নিঃশঙ্কং তেষাং মধ্যমমানুষঃ।
মানুষং রূপমাস্থায় প্রলম্বো দানবোত্তমঃ ॥ ৯
তয়োশ্ছিদ্রান্তরপ্রেপ্সুরতিশীঘ্রমমন্যত।
কৃষ্ণং ততো রৌহিণেয়ং হন্তুং চক্রে মনোরথম্
হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ।
প্রক্রীড়িতাস্তু তে সর্ব্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্
শ্রীদাম্না সহ গোবিন্দঃ প্রলম্বেন তথা বলঃ।
গোপালৈরপরৈশ্চান্যে গোপালাঃ সহ পুপ্লুবুঃ ॥
শ্রীদামানং তত কৃষ্ণঃ প্রলম্বং রোহিণীসুতঃ।
জিতবান্ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈর্গোপৈরন্যৈঃ পরাজিতাঃ
তে বাহয়ন্তস্ত্বন্যোন্যং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ।
পুনর্নিবৃত্তাস্তে সর্ব্বে যে যে তত্র পরাজিতাঃ ॥১৪

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—সেই রাসভ দৈত্য অনুগগণ সহ বিনিপাতিত হইলে সেই তালবন সমস্ত গোপগোপীদিগের রমণীয় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। বীর মহাত্মা বসুদেবতনয়দ্বয় উক্ত ঘটনায় হর্যযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবৎ শোভা প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত লোকনাথদিগের নাথস্বরূপ সেই দেবদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরাম ভূতলগত হইয়া হরিদ্রা ও অঞ্জনচূর্ণে রঞ্জিত পীত ও নীল বসন পরিধানপূর্ব্বক মহেন্দ্রায়ুধ-শোভিত কৃষ্ণ ও শ্বেত অম্বুদসদৃশ শোভমান, স্কন্ধে নিয়োগ-পাশধারী, এবং বনমাল্যে বিভূষিত হইয়া উভয়ে এক সঙ্গে দূরে দূরে গো-চারণ, কখন বা নামোল্লেখ সহকারে আহ্বান, ইত্যাদি লৌকিক ক্রীড়া করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্মে রত হইয়া আপনাদিগকে মনুষ্যরূপে প্রকটিত করত সেই জাত্যনুরূপ গুণযুক্ত ক্রীড়া দ্বারা বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহাবল রাম ও কৃষ্ণ আন্দোলিকা (দোলন), বাহুযুদ্ধ ও ক্ষেপণীয় প্রস্তর দ্বারা ক্রীড়া করিতে থাকিলে একদা তাহা-দিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রলম্বনামক দানব গোপবেশে তিরোহিত হইয়া তথায় আগমন করিল। দানবোত্তম প্রলম্ব অমানুষ হইলেও মানুষ-রূপ ধারণপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদিগের মধ্যে মিলিত হইল। পরে সে কৃষ্ণকে ও রৌহিণেয়কে অতি শীঘ্র হত্যা করিতে অভিলাষ করিয়া মনে মনে ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল। ১—১০। তারপর হরিণাক্রীড়নক নামে একটী বালক্রীড়ায় তাঁহারা সকলে প্রবৃত্ত হইয়া যুগপৎ দুই দুই জনে দৌড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দ শ্রীদামসহ, বলরাম প্রলম্বের সহিত এবং অন্যান্য গোপাল-দিগের সহিত অন্য গোপালেরা সেই ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ শ্রীদামকে এবং রোহিণীসুত প্রলম্বকে জয় করিলেন। কৃষ্ণপক্ষীয় অন্যান্য গোপাল কর্ত্তৃক প্রতিপক্ষ গোপালেরা পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে পরস্পর বহন

সঙ্কর্ষণন্তু স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ।
ন তস্থৌ প্রজগামৈব সচন্দ্র ইব বারিদঃ॥ ১৫
অশক্তো বহনে তস্য সংরম্ভাদ্দানবোত্তমঃ।
ববৃধে সুমহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ॥ ১৬
সঙ্কর্ষণস্তু তং দৃষ্ট্বা দগ্ধশৈলোপমাকৃতিম্।
স্রগ্দামলম্বাভরণং মুকুটাটোপমস্তকম্॥ ১৭
রৌদ্রং শকটচক্রাক্ষং পাদন্যাসচলাৎক্ষিতিম্।
হ্রিয়মাণস্ততঃ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৮

বলরাম উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হ্রিয়ে হ্যেষ পর্ব্বতোদগ্রমূর্ত্তিনা।
কেনাপি পশ্য দৈত্যেন গোপালচ্ছদ্মরূপিণা ১৯
যদত্র সাম্প্রতং কার্য্যং ময়া মধুনিসূদন।
তৎকথ্যতাং প্রযাত্যেষ দুরাত্মাতিত্বরান্বিতঃ॥২০

ব্যাস উবাচ।

তমাহ রামং গোবিন্দঃ স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পুটঃ।
মহাত্মা রৌহিণেয়স্য বলবীর্য্যপ্রমাণবিৎ॥২১

কৃষ্ণ উবাচ।

কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে।
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যাদ্গুহ্যাত্মনা ত্বয়া॥ ২২
স্মরাশেষজগদীশ কারণং কারণাগ্রজ।
আত্মানমেকং তদ্বচ্চ জগত্যেকার্ণবে চ যঃ॥ ২৩
ভবানহঞ্চ বিশ্বাত্মন্নেকমেব হি কারণম্।
জগতোঽস্য জগত্যর্থে ভেদেনাবাং ব্যবস্থিতৌ
তৎস্মর্য্যতামমেয়াত্মংস্ত্বয়াত্মা জহি দানবম্।
মানুষ্যমেবমালম্ব্য বন্ধূনাং ক্রিয়তাং হিতম্॥

ব্যাস উবাচ।

ইত সংস্মরিতো বিপ্রাঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা।
বিহস্য পীড়য়ামাস প্রলম্বং বলবান্ বলঃ॥ ২৬
মুষ্টিনা চাহনন্মূর্দ্ধ্নি কোপসংরক্তলোচনঃ।
তেন চাস্য প্রহারেণ বহির্যাতে বিলোচনে॥ ২৭
স নিষ্কাসিতমস্তিষ্কো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে দৈত্যবর্য্যো মমার চ॥ ২৮

করিতে লাগিল। পরাজিত পক্ষ বিজয়ী-দিগকে ভাণ্ডীর বন পর্য্যন্ত বহন করিয়াই নিবৃত্ত হইল। এই পর্য্যন্তই বহন করিবার সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রলম্ব দানব সঙ্কর্ষণকে স্কন্ধে করিয়া শীঘ্র যাইতে যাইতে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে না রাখিয়াই সচন্দ্র জলদবৎ যাইতে লাগিল। সেই দানবোত্তম সম্ভ্রম-সহকারে যাইতে যাইতে তাঁহাকে বহন করিতে অশক্ত হওয়ায় প্রাবৃট্‌কালে বলাহক তুল্য বর্দ্ধিত হইয়া সুমহাকায় হইল। হ্রিয়মাণ সঙ্কর্ষণ তাহাকে দগ্ধশৈলসদৃশা-কৃতি, লম্বমান-মাল্যদাম ও অন্য আভরণে ভূষিত, মুকুটশোভিত-মস্তক, শকটচক্রবৎ নেত্রদ্বয়যুক্ত এবং পদবিন্যাসে ভূমিকম্পন-কারী দর্শনে কৃষ্ণকে এই কথা বলি-লেন,—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই গোপালরূপী পর্ব্বতবৎ উন্নতমূর্ত্তি কোনও দৈত্য কর্ত্তৃক আমি হৃত হইতেছি, দেখ; মধুনিসূদন! এক্ষণে আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা বল। এ দুরাত্মা অতি ত্বরান্বিত হইয়া যাইতেছে। ১৯—২০। ব্যাস বলিলেন,—রৌহি-ণেয়ের বলবীর্য্য-পরিমাণজ্ঞ মহাত্মা গোবিন্দ স্মিতবিকসিত-ওষ্ঠপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি গুহ্য অপেক্ষাও গুহ্যাত্মা ব্যক্তরূপে মানুষভাব অব-লম্বন করিতেছ কেন? ওহে অশেষ জগদীশ, কারণাগ্রজ! কারণরূপী অনন্ত আপনাকে স্মরণ কর। বিশ্বাত্মন্! পূর্ব্বে একার্ণবে যে আপনি ও আমি এক এবং কারণ মাত্রই ছিলাম; জগতীর প্রার্থনায় জগতের হিতসাধনার্থ এক্ষণে আমরা ভিন্নরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছি। অমেয়াত্মন্! তুমি সেই আত্মাকে স্মরণ কর; মনুষ্যরূপে থাকিয়াই দানবকে নিহত কর, বন্ধুদিগের হিত সাধন কর। ব্যাস বলিলেন,—বিপ্রগণ! সুমহাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্মারিত হইয়া বলবান্ বলরাম হাস্য করত প্রলম্বকে পীড়ন করিলেন; কোপ-সংরক্ত-লোচনে মুষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই প্রহারে তাহার লোচনদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল;—মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত হইয়া গেল; সেই দৈত্যরাজ মুখ-

প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা বলেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
প্রহৃষ্টাস্তুষ্টুবুর্গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥ ২৯
সংস্তূয়মানো রামস্তু গোপৈর্দৈত্যে নিপাতিতে
প্রলম্বে সহ কৃষ্ণেন পুনর্গোকুলমাযযৌ ॥ ৩০
ব্যাস উবাচ।
তয়োর্বিহরতোরেবং রামকেশবয়োর্ব্রজে।
প্রাবৃড্ ব্যতীতা বিকসৎসরোজা চাভবচ্ছরৎ ॥
বিমলাম্বরনক্ষত্রে কালে চাভ্যাগতে ব্রজম্।
দদর্শেন্দ্রোৎসবারম্ভপ্রবৃত্তান্ ব্রজবাসিনঃ ॥ ৩২
কৃষ্ণস্তানুৎসুকান্ দৃষ্ট্বা গোপানুৎসবলালসান্।
কৌতূহলাদিদং বাক্যং প্রাহ বৃদ্ধান্মহামতিঃ ॥ ৩৩
কৃষ্ণ উবাচ।
কোঽয়ং শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ
প্রাহ তং নন্দগোপশ্চ পৃচ্ছন্তমতিসাদরম্ ॥ ৩৪
নন্দ উবাচ।
মেঘানাং পয়সামীশো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
যেন সঞ্চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুময়ং রসম্ ॥ ৩৫
তদ্বৃষ্টিজনিতং শস্যং বয়মন্যে চ দেহিনঃ।
বর্ত্তয়ামোপভুঞ্জানাস্তর্পয়ামশ্চ দেবতাঃ ॥ ৩৬
ক্ষীরবত্য ইমা গাবো বৎসবত্যশ্চ নির্বৃতাঃ।
তেন সম্বর্দ্ধিতৈঃ শস্যৈঃ পুষ্টাস্তুষ্টা ভবন্তি বৈ ॥৩৭
নাশস্যা নাতৃণা ভূমির্ন বুভুক্ষার্দ্দিতো জনঃ।
দৃশ্যতে যত্র দৃশ্যন্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥ ৩৮
ভৌমমেতৎপয়ো গোভির্ধত্তে সূর্য্যস্য বারিদঃ
পর্জন্যঃ সর্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতি ॥ ৩৯
তস্মাৎপ্রাবৃষি রাজানঃ শক্রং সর্বে মুদান্বিতাঃ
মহৈ সুরেশমর্চ্চন্তি বয়মন্যে চ দেহিনঃ ॥ ৪০
ব্যাস উবাচ।
নন্দগোপস্য বচনং শ্রুত্বেত্থং শক্রপূজনে।
কোপায় ত্রিদশেন্দ্রস্য প্রাহ দামোদরস্তদা ॥৪১
কৃষ্ণ উবাচ।
ন বয়ং কৃষিকর্ত্তারো বণিজ্যাজীবিনো ন চ।
গাবোঽস্মদ্দেবতং তাত বয়ং বনচরা যতঃ ॥ ৪২

দ্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে মহীতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অদ্ভুত-কর্ম্মা বলকর্ত্তৃক প্রলম্ব নিহত হইল দেখিয়া গোপগণ রামকে প্রশংসা করত "সাধু, সাধু" বলিতে লাগিল। প্রলম্বদৈত্য নিপাতিত হইলে রাম, গোপগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া কৃষ্ণের সহিত পুনরায় গোকুলে যাইলেন। ২১—৩০। ব্যাস বলিলেন,—রাম ও কেশব এইভাবে ব্রজধামে বিহার করিতে থাকিলে ক্রমে প্রাবৃট্কাল অতীত হইল, বিকশিত-সরোজ শরৎকাল উপস্থিত হইল। বিমলাম্বর-নক্ষত্রযুত সেই শরৎকাল সমাগত হইলে, তাঁহারা দেখিলেন,—ব্রজবাসী গোপগণ ইন্দ্রোৎসব নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে। মহামতি কৃষ্ণ তাহাদিগকে উৎসবলালসায় উৎসুক দর্শনে কৌতূহলবশে বৃদ্ধদিগকে বলিলেন,—এই শক্রোৎসব কি?—যাহাতে তোমাদিগের এত হর্ষ হইতেছে! ব্যাস বলিলেন,—নন্দগোপ সেই প্রশ্ন-কারী কৃষ্ণকে অতি আদরসহকারে বলিল, দেবরাজ শতক্রতু মেঘজলের অধিপতি; তাঁহার আদেশ অনুসারে মেঘগণ অম্বুময় রস বর্ষণ করে। সেই বৃষ্টিজনিত শস্য আমরা এবং অন্যান্য সকলেই উপযোগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি, এবং দেবতা-দিগের তৃপ্তি সাধন করি। তৎসংবর্দ্ধিত শস্যদ্বারা এই গাভীগণ দুগ্ধবতী, বৎসবতী এবং পুষ্ট তুষ্ট হয়। যেখানে বৃষ্টিমান্ বলা-হকগণ দৃষ্ট হয়, তথায় অশস্যা ভূমি বা বুভুক্ষার্ত্ত জন দেখা যায় না। এই ভৌম জল সকল সূর্য্যকিরণ দ্বারা ধারণ করত বারিদাতা পর্জ্জন্য সর্ব্বলোকের হিতসাধনার্থ ভূতলে বর্ষণ করে। এই জন্যই প্রাবৃট্কালে রাজারা এবং আমরা ও অন্যান্য মানবগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে সেই সুরেশ্বর শক্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ৩১—৪০। ব্যাস বলি-লেন,—তখন দামোদর নন্দগোপের এইরূপ বচন শ্রবণে শক্রপূজন বিষয়ে ত্রিদশেন্দ্রের কোপ সাধনার্থ এই কথা বলিলেন,—আমরা কৃষিকর্ম্মীও নহি, বাণিজ্যজীবীও নহি, হে তাত! গো সকলই আমাদের দেবতা; যেহেতু

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথাপরা।
বিদ্যাচতুষ্টয়ং ত্বেতদ্বার্ত্তামত্র শৃণুষ্ব মে ॥ ৩৩
কৃষির্বণিজ্যা তদ্বচ্চ তৃতীয়ং পশুপালনম্।
বিদ্যা হ্যেতা মহাভাগ বার্ত্তা বৃত্তিত্রয়াশ্রয়া ॥ ৪৪
কর্ষকাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যস্তু পণ্যজীবিনাম্।
অস্মাকং গাঃ পরা বৃত্তির্বার্ত্তা ভেদৈরিয়ং ত্রিভিঃ
বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্য সা দৈবতং মহৎ।
সৈব পূজ্যার্চ্চনীয়া চ সৈব তস্যোপকারিকা ॥৪৮
যোহন্যস্যাঃ ফলমশ্নন্ বৈ পূজয়ত্যপরাং নরঃ।
ইহ চ প্রেত্য চৈবাসৌ তাত নাপ্নোতি শোভনম্
পূজ্যন্তাং প্রথিতাঃ সীমাঃ সীমান্তঞ্চ পুনর্বনম্ ॥
বনান্তা গিরয়ঃ সর্ব্বে সা চাস্মাকং পরা গতিঃ।
গিরিযজ্ঞস্ত্বয়ং তস্মাদ্গোযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ॥
কিমস্মাকং মহেন্দ্রেণ গাবঃ শৈলাশ্চ দেবতাঃ ॥
মন্ত্রযজ্ঞপরা বিপ্রাঃ সীরযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ।
গিরিগোযজ্ঞশীলাশ্চ বয়মদ্রিবনাশ্রয়াঃ ॥ ৫০

তস্মাদ্গোবর্দ্ধনঃ শৈলো ভবদ্ভির্বিবিধার্হণৈঃ।
অর্চ্চ্যতাং পূজ্যতাং মেধ্যং পশুং হত্বা বিধানতঃ
সর্ব্বঘোষস্য সন্দোহা গৃহ্যন্তাং মা বিচার্য্যতাম্।
ভোজ্যন্তাং তেন বৈ বিপ্রাস্তথান্যে চাপিবাঞ্ছকাঃ
তমর্চ্চিতং কৃতে হোমে ভোজিতেষু দ্বিজাতিষু
শরৎপুষ্পকৃতাপীড়াঃ পরিগচ্ছন্তু গোগণাঃ ॥ ৫৩
এতন্মম মতং গোপাঃ সম্প্রীত্যা ক্রিয়তে যদি।
ততঃ কৃতা ভবেৎপ্রীতির্গবামদ্রেস্তথা মম ॥ ৫৪
ব্যাস উবাচ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দাদ্যাস্তে ব্রজৌকসঃ।
প্রীত্যুৎফুল্লমুখা বিপ্রাঃ সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥
শোভনস্তে মতং বৎস যদেতদ্ভবতোদিতম্।
তৎকরিষ্যাম্যহং সর্ব্বং গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ॥
ব্যাস উবাচ।
তথাচ কৃতবন্তস্তে গিরিযজ্ঞং ব্রজৌকসঃ।
দধিপায়সমাংসাদ্যৈর্দদুঃ শৈলবলিং ততঃ ॥ ৫৭

আমরা বনচর। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই চতুর্ব্বিধা বিদ্যা; ইহার মধ্যে বার্ত্তার কথা এইক্ষণে আমার নিকট শুনুন। কৃষি, বাণিজ্য এবং তৃতীয় পশুপালন,—হে মহাভাগ! এই তিনটী বৃত্তি বার্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কর্ষকদিগের কৃষিই বৃত্তি,পণ্যজীবীদিগের পণ্যই বৃত্তি এবং আমাদিগের গো সকলই পরমা বৃত্তি; বার্ত্তা এই ত্রিবিধ ভেদেই প্রতিষ্ঠিত। যে যে বিদ্যায় যুক্ত, তাহার উহাই মহৎ দৈবত; উহাই অর্চ্চনীয় এবং পূজনীয়, উহাই তাহার উপকারক; যে নর একের ফলভোগ করিয়া অপরের পূজা করে, হে তাত! ইহকালে বা পরকালে তাহার ভাল হয় না; অতএব এই বিস্তৃত সীমা, সীমান্ত বন ও বনান্ত গিরি সকলের পূজা করুন; ইহারাই আমাদিগের পরম গতি। এজন্য গিরিযজ্ঞ ও গোযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক। মহেন্দ্রে আমাদিগের কি প্রয়োজন? গো এবং শৈল সকলই আমাদিগের দেবতা। বিপ্রগণ মন্ত্রযজ্ঞপরায়ণ, কর্ষকগণ সীরযজ্ঞপর, অদ্রিগণের আশ্রয়স্থ আমরা গিরি-গো-যজ্ঞশীল; অতএব আপনারা বিবিধ পূজোপকরণ দ্বারা মেধ্য পশু হননপূর্ব্বক বিধানানুসারে গোবর্দ্ধনশৈলের পূজা করুন। সমস্ত ঘোষ হইতে সন্দোহ (চাঁদা) গ্রহণ করুন; অন্য বিচারে প্রয়োজন নাই। উহা দ্বারা বিপ্র এবং যাচকদিগকে ভোজন করান। হোমানুষ্ঠানান্তে দ্বিজগণ ভোজিত হইলে শরৎপুষ্প-ভূষিত গোসকল সেই অর্চ্চিত গিরিতে গমন করুক; ইহাই আমার মত; গোপগণ যদি ইহা প্রীতি সহকারে করে, তাহা হইলে অদ্রির, গো-সকলের এবং আমারও সন্তুষ্টি হইবে। ৪১—৫৪।
ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! নন্দাদি ব্রজবাসীরা তাহার এই কথা শুনিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমুখে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল, এবং বলিল, বৎস! তোমার এ অতি উত্তম মত। তুমি এই যাহা যাহা বলিলে, আমরা সে সকলই করিব; গিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক। ব্যাস বলিলেন,—পরে সেই ব্রজবাসীরা তদনুরূপই গিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিল; দধি,

দ্বিজাংশ্চ ভোজয়ামাসুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
গাবঃ শৈলং ততশ্চক্রুরর্চ্চিতাস্তং প্রদক্ষিণম্।
বৃষভাশ্চাভিনর্দন্তঃ সতোয়া জলদা ইব॥ ৫৮
গিরিমূর্দ্ধনি গোবিন্দঃ শৈলোঽহমিতি মূর্ত্তিমান্।
বুভুজেঽন্নং বহুবিধং গোপবর্য্যাহৃতং দ্বিজাঃ॥
কৃষ্ণস্তেনৈব রূপেণ গোপৈঃ সহ গিরেঃ শিরঃ
অধিরুহ্যার্চ্চয়ামাস দ্বিতীয়ামাত্মনস্তনুম্॥ ৬০
অন্তর্দ্ধানং গতে তস্মিন্গোপা লব্ধা ততো বরান্
কৃত্বা গিরিমহং গোষ্ঠং নিজমভ্যাযযুঃ পুনঃ॥৬১

ইতি শ্রীব্রাহ্মে গোবর্দ্ধনগিরিযজ্ঞপ্রবর্ত্তনং সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৮৭॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

মখে প্রতিহতে শক্রো ভৃশং কোপসমন্বিতঃ।
সম্বর্ত্তকং নাম গণং তোয়দানামথাব্রবীৎ॥ ১

ইন্দ্র উবাচ।

ভো ভো মেঘা নিশম্যৈতদ্বদতো বচনং মম।
আজ্ঞানন্তরমেবাশু ক্রিয়তামবিচারিতম্॥ ২
নন্দগোপঃ সুদুর্বুদ্ধির্গোপৈরন্যৈঃ সহায়বান্।
কৃষ্ণাশ্রয়বলাধ্মাতো মহভঙ্গমচীকরৎ॥ ৩
আজীবো যঃ পরং তেষাং গোপত্বস্য চ কারণম্
তা গাবো বৃষ্টিপাতেন পীড্যন্তাং বচনান্মম॥ ৪
অহমপ্যদ্রিশৃঙ্গাভং তুঙ্গমারুহ্য বারণম্।
সাহায্যং বঃ করিষ্যামি বায়ূনাং সঙ্গমেন চ॥৫

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সুরেন্দ্রেণ মুমুচুস্তে বলাহকাঃ।
বাতবর্ষং মহাভীমমভাবায় গবাং দ্বিজাঃ॥ ৬
ততঃ ক্ষণেন ধরণী ককুভোঽম্বরমেব চ।
একং ধারামহাসারপূরণেনাভবদ্দ্বিজাঃ॥ ৭
গাবস্তু তেন পততা বর্ষবাতেন বেগিনা।
ধুতাঃ প্রাণান্ জহুঃ সন্নাস্ত্রির্য্যঙ্মুখশিরোধরাঃ॥
ক্রোড়েন বৎসানাক্রম্য তস্থুরন্যা দ্বিজোত্তমাঃ

পায়স, মাংসাদি দ্বারা শৈলবলি প্রদান করিল; আর শত সহস্র দ্বিজগণকে ভোজন করাইল; পরে গোসকল ও সজল জলদবৎ গর্জ্জনকারী বৃষভেরা সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ করিল। হে দ্বিজগণ! গোবিন্দ সেই গিরিমস্তকে 'আমিই মূর্ত্তিমান্ শৈল' এই কথা বলিয়া গোপশ্রেষ্ঠগণের আহৃত বহুবিধ অন্ন ভোজন করিলেন। অথচ কৃষ্ণ তাঁহার স্বাভাবিকরূপেই গোপগণসহ গিরিশিরে আরোহণপূর্ব্বক তত্রত্য স্বকীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলেন। গোপগণ তাহা হইতে বর লাভান্তে সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। পরে তাহারা গোবর্দ্ধন উৎসব সমাধান করিয়া নিজ গোষ্ঠে পুনরায় প্রত্যাগত হইল। ৫৫—৬১।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৭।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর উৎসব প্রতিহত হওয়ায় শক্র অতিশয় কোপসমন্বিত হইয়া সংবর্ত্তক নামক তোয়দগণকে বলিলেন,—ওহে মেঘগণ! আমার কথা শুনিয়া অবিলম্বে, অবিচলিত চিত্তে তাহা সম্পাদন কর। সুদুর্বুদ্ধি নন্দগোপ অন্য গোপগণের সহায়ে কৃষ্ণ-বলাশ্রয়ে গর্ব্বিত হইয়া আমার উৎসব ভঙ্গ করিয়াছে। তাহাদিগের যাহা প্রধান জীবিকা, যাহা গোপত্বের কারণ, সেই গোসকলকে বৃষ্টি দ্বারা পীড়িত কর। আমিও অদ্রিশৃঙ্গাভ তুঙ্গ নাগে আরোহণপূর্ব্বক বায়ুগণের সহিত তোমাদিগের সাহায্য করিব। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! বলাহকেরা সুরেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া গোগণের অনিষ্ট সাধনার্থ বায়ু সহায়ে প্রবল বৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে ক্ষণমাত্রেই পৃথিবী, দিক্, ও আকাশমণ্ডল সেই মহাধারা-বর্ষণে আপূরিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হইল। সেই বেগবান্ বর্ষাপাতে পীড়িত গোগণ কম্পিতকায়ে সকলেই মুখকন্ধর বক্র করিয়া অতি ক্লেশে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! কোন

গাবো বিবৎসাশ্চ কৃতা বারিপূরেণ চাপরাঃ ॥৯
বৎসাশ্চ দীনবদনাঃ পবনাকম্পিকন্ধরাঃ ।
ত্রাহি ত্রাহীত্যল্পশব্দাঃ কৃষ্ণমূচুরিবার্ত্তকাঃ ॥ ১০
ততস্তদ্গোকুলং সর্ব্বং গোগোপীগোপসঙ্কুলম্
অতীবার্ত্তং হরির্দৃষ্ট্বা ত্রাণায়াচিন্তয়ত্তদা ॥ ১১
এতৎকৃতং মহেন্দ্রেণ মখভঙ্গবিরোধিনা ।
তদেতদখিলং গোষ্ঠং ত্রাতব্যমধুনা ময়া ॥ ১২
ইমমদ্রিমহং বীর্য্যাদুৎপাট্যোরুশিলাতলম্ ।
ধারয়িষ্যামি গোষ্ঠস্য পৃথুচ্ছত্রমিবোপরি ॥ ১৩
ব্যাস উবাচ ।
ইতি কৃত্বা মতিং কৃষ্ণো গোবর্দ্ধনমহীধরম্ ।
উৎপাট্যৈককরেণৈব ধারয়ামাস লীলয়া ॥১৪
গোপাংশ্চাহ জগন্নাথঃ সমুৎপাটিতভূধরঃ ।
বিশধ্বমত্র সহিতাঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥ ১৫
সুনির্ব্বাতেষু দেশেষু যথাযোগ্যমিহাস্যতাম্ ।
প্রবিশ্য নাত্র ভেতব্যং গিরিপাতস্য নির্ভয়ৈঃ ॥
ইত্যুক্তাস্তেন তে গোপা বিবিশুর্গোধনৈঃ সহ
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈর্গোপ্যশ্চাসারপীড়িতাঃ
কৃষ্ণোঽপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্ ।
ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥
গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্তারিতেক্ষণৈঃ
সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥ ১৯
সপ্তরাত্রং মহামেঘা ববর্ষুর্নন্দগোকুলে ।
ইন্দ্রেণ চোদিতা মেঘা গোপানাং নাশকারিণা
ততো ধৃতে মহাশৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো বলভিদ্বারয়ামাস তান্ ঘনান্
ব্যভ্রে নভসি দেবেন্দ্রে বিতথে শক্রমন্ত্রিতে ।
নিষ্ক্রম্য গোকুলং হৃষ্টঃ স্বস্থানং পুনরাগমৎ ॥২২
মুমোচ কৃষ্ণোঽপি তদা গোবর্দ্ধনমহাগিরিম্ ।
স্বস্থানে বিস্মিতমুখৈর্দৃষ্টস্তৈর্ব্রজবাসিভিঃ ॥ ২৩

কোন গাভী ক্রোড় দ্বারা বৎসগণকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিল; সেই বারি-পূরণে কত গাভী বিবৎসা হইল। পবনাকম্পিত-কন্ধর দীন-বদন বৎসগণও অল্প অল্প শব্দ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন উহারা আর্ত্ত হইয়া কৃষ্ণকে 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিতেছে। তারপর হরি গোপগোপীসঙ্কুল সমগ্র গোকুলকে আর্ত্ত দর্শনে উহার ত্রাণ নিমিত্ত এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, উৎসব ভঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রই ইহা করিতেছেন; অতএব এইক্ষণে আমরই এই অখিলগোষ্ঠ ত্রাণ করা কর্ত্তব্য। আমি বীর্য্যপ্রভাবে বৃহৎ শিলাসমন্বিত এই অদ্রিকে উৎপাটিত করিয়া বিস্তৃত ছত্রের ন্যায় গোষ্ঠের উপর ধারণ করিব। ১—১৩। ব্যাস বলিলেন,—কৃষ্ণ এইরূপ স্থির করিয়া লীলাবশে গোবর্দ্ধন মহীধরকে এক করে উৎপাটিত করিয়া ধারণ করিলেন। জগন্নাথ উক্ত ভূধর ধারণপূর্ব্বক গোপগণকে কহিলেন,—এই আমি বৃষ্টি নিবারণের ব্যবস্থা করিয়াছি, তোমরা মিলিত হইয়া ইহার অবকাশমধ্যে প্রবেশ কর। এই সুনির্ব্বাত প্রদেশে তোমরা প্রবেশপূর্ব্বক নির্ভয়ে যথাযোগ্যভাবে অবস্থান কর। ইহাতে গিরি-পতনের ভয় করিও না। এইরূপ উক্ত হইয়া বর্ষাপীড়িত সেই গোপ-গোপীগণ শকটারোপিত দ্রব্যাদি সহ গোধন লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণও সেই ব্রজবাসী জনগণ কর্ত্তৃক হর্ষ-বিস্মিত-নয়নে নিরীক্ষিত হইয়া অতীব নিশ্চলভাবে শৈলকে ধারণ করিয়া রহিলেন। কৃষ্ণ হৃষ্ট গোপ-গোপী জনকর্ত্তৃক প্রীতিবিস্ফারিত-নেত্রে স্তূয়মান হইয়া সেই শৈল ধারণ করিয়া রহিলেন। গোপগণের নাশাভিলাষী ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত মহামেঘগণ গোকুলে সপ্ত রাত্রি তাদৃশ বর্ষণ করিয়াছিল। তারপর উক্তরূপে মহাশৈল ধৃত হইলে গোকুল পরিত্রাণ লাভ করায় বলভিৎ ইন্দ্র মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই মেঘগণকে নিবারণ করিলেন। শক্রের অভিপ্রায় ব্যর্থ হইলে নভস্তল নির্ম্মল হইল। তখন হৃষ্টচিত্তে সেই গোকুল স্বস্থানে পুনরায় প্রত্যাগমন করিল। কৃষ্ণও তখন সেই গোবর্দ্ধন মহাগিরিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজবাসী কর্ত্তৃক বিস্মিত-মুখে দৃষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন

ব্যাস উবাচ।

ধৃতে গোবর্দ্ধনে শৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে
রোচয়ামাস কৃষ্ণস্য দর্শনং পাকশাসনঃ॥ ১৪
সোঽধিরুহ্য মহানাগমৈরাবতমমিত্রজিৎ।
গোবর্দ্ধনগিরৌ কৃষ্ণং দদর্শ ত্রিদশাধিপঃ॥ ২৫
চারয়ন্তং মহাবীর্য্যং গাশ্চ গোপবপুর্ধরম্।
কৃৎস্নস্য জগতো গোপং বৃতং গোপকুমারকৈঃ
গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্দ্ধানগতং দ্বিজাঃ।
কৃতচ্ছায়ং হরের্মূর্দ্ধ্নি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবম্॥
অবরুহ্য স নাগেন্দ্রাদেকান্তে মধুসূদনম্।
শক্রঃ সস্মিতমাহেদং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণঃ॥

ইন্দ্র উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ শৃণুষ্বেদং যদর্থমহমাগতঃ।
ত্বৎসমীপং মহাবাহো নৈতচ্চিন্ত্যং ত্বয়ান্যথা॥
ভারাবতরণার্থায় পৃথিব্যাঃ পৃথিবীতলম্।
অবতীর্ণোঽখিলাধারস্ত্বমেব পরমেশ্বর॥ ৩০
মহভঙ্গবিরুদ্ধেন ময়া গোকুলনাশকাঃ।
সমাদিষ্টা মহামেঘাস্তৈশ্চেদং কদনং কৃতম্॥৩১
ত্রাতাস্তাপাত্ত্বয়া গাবঃ সমুৎপাট্য মহাগিরিম্।
তেনাহং তোষিতো বীর কর্ম্মণাত্যদ্ভুতেন তে
সাধিতং কৃষ্ণ দেবানামদ্য মন্যে প্রয়োজনম্।
ত্বয়ায়মদ্রিপ্রবরঃ করেণৈকেন চোদ্ধৃতঃ॥ ৩৩
গোভিশ্চ নোদিতঃ কৃষ্ণ ত্বৎসমীপমিহাগতঃ।
ত্বয়া ত্রাতাভিরত্যর্থং যুষ্মৎকারণকারণাৎ॥ ৩৪
স ত্বাং কৃষ্ণাভিষেক্ষ্যামি গবাং বাক্যপ্রচোদিতঃ
উপেন্দ্রত্বে গবামিন্দ্রো গোবিন্দস্ত্বং ভবিষ্যসি

ব্যাস উবাচ।

অথোপবাহ্যাদাদায় ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ।
অভিষেকং তয়া চক্রে পবিত্রজলপূর্ণয়া॥ ১৬
ক্রিয়মাণেঽভিষেকে তু গাবঃ কৃষ্ণস্য তৎক্ষণাৎ
প্রস্রবোদ্ভূতদুগ্ধার্দ্রাং সদ্যশ্চক্রুর্বসুন্ধরাম্॥ ৩৭
অভিষিচ্য গবাং বাক্যাদ্দেবেন্দ্রো বৈ জনার্দনম্
প্রীত্যা সপ্রশ্রয়ং কৃষ্ণং পুনরাহ শচীপতিঃ॥৩৮

করিলেন। ১৪—২৩। ব্যাস বলিলেন,—গোবর্দ্ধন শৈলের ধারণে, এবং গোকুলের পরিত্রাণে, পাকশাসনও কৃষ্ণের দর্শনে অভিলাষী হইলেন। সেই অমিত্রজিৎ ত্রিদশাধিপতি ঐরাবত মহা হস্তীতে আরোহণ করত গোবর্দ্ধনগিরিতে আগমন করিয়া দেখিলেন, সমগ্র জগতের রক্ষক মহাবীর্য্য কৃষ্ণ গোপকুমারগণে পরিবৃত হইয়া গোপবপু ধারণপূর্ব্বক গোচারণ করিতেছেন। হে দ্বিজগণ। তিনি দেখিলেন, পক্ষিপুঙ্গব গরুড় উচ্চে অন্তর্হিত থাকিয়া পক্ষদ্বয় বিস্তার দ্বারা সেই হরির মস্তকে ছায়া করিয়া রহিয়াছেন। শক্র নাগেন্দ্র হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই মধুসূদনকে একান্তে প্রীতিবিস্ফারিত-নেত্রে সস্মিতভাবে বলিলেন,—কৃষ্ণ, হে মহাবাহো কৃষ্ণ! আমি যে নিমিত্ত তোমার নিকটে আসিয়াছি, এই তাহা শ্রবণ কর, ইহাতে তুমি অন্যরূপ কিছুই ভাবিও না। হে পরমেশ্বর! তুমিই অখিলাধার;—পৃথিবীর ভারাবতারণার্থ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমার উৎসব ভঙ্গ হওয়ায় আমি বিরূপ হইয়া গোকুলনাশার্থ মহামেঘদিগকে আদেশ করিয়াছিলাম। তাহারাই অত্যাচার করিয়াছে; কিন্তু হে বীর! তুমি মহাগিরি সমুৎপাটনপূর্ব্বক সেই অত্যাচার হইতে গো-সকলকে পরিত্রাণ করিয়াছ। তোমার সেই অত্যদ্ভুত কর্ম্মে আমি যারপর নাই তুষ্ট হইয়াছি। আমার মনে হয়, দেবগণের প্রয়োজন অদ্য সাধিত হইয়াছে। তুমি এককরে এই অদ্রি প্রবরকে উদ্ধৃত করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! তোমা কর্ত্তৃক পরিত্রাত গোগণ প্রণোদিত হইয়া আমি এখানে তোমার সমীপে আসিয়াছি। তোমার ভাবী কর্ত্তব্য কার্য্যের সৌকর্য্য নিমিত্ত গোগণের বাক্যানুসারে আমি তোমাকে উপেন্দ্রত্বে এবং গোগণের ইন্দ্রত্বে অভিষেক করিব। হে কৃষ্ণ! তুমি গোবিন্দ হইবে। ব্যাস বলিলেন,—ইন্দ্র এই বলিয়া তদীয় বাহন ঐরাবত হইতে ঘণ্টা ও পবিত্র জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহা দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। কৃষ্ণ অভিষিক্ত হইলে গাভীগণ

ইন্দ্র উবাচ।

গবামেতৎকৃতং বাক্যাত্তথান্যদপি মে শৃণু।
যদ্ব্রবীমি মহাভাগ ভারাবতরণেচ্ছয়া॥ ৩৯
মমাংশঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীধর।
অবতীর্ণোঽর্জ্জুনো নাম স রক্ষ্যো ভবতা সদা
ভারাবতরণে সখ্যং স তে বীরঃ করিষ্যতি।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথাত্মা মধুসূদন॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

জানামি ভারতে বংশে জাতং পার্থং তবাংশতঃ
তমহং পালয়িষ্যামি যাবদস্মি মহীতলে॥ ৪২
যাবন্মহীতলে শক্র স্থাস্যাম্যহমরিন্দম।
ন তাবদর্জ্জুনং কশ্চিদ্দেবেন্দ্র যুধি জেষ্যতি॥৪৩
কংসো নাম মহাবাহুর্দৈত্যোঽরিষ্টস্তথা পরঃ।
কেশী কুবলয়াপীড়ো নরকাদ্যাস্তথাপরে॥ ৪৪
হতেষু তেষু দেবেন্দ্র ভবিষ্যতি মহাহবঃ।
তত্র বিদ্ধি সহস্রাক্ষ ভারাবতরণং কৃতম্॥ ৪৫
স ত্বং গচ্ছ ন সন্তাপং পুত্রার্থে কর্ত্তুমর্হসি।
নার্জ্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি॥ ৪
অর্জ্জুনার্থে ত্বহং সর্ব্বান্ যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্।
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্ত্যৈ দাস্যামি বিক্ষতান্

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সম্পরিষ্বজ্য দেবরাজো জনার্দ্দনম্।
আরুহ্যৈরাবতং নাগং পুনরেব দিবং যযৌ॥৪৮
কৃষ্ণোঽপি সহিতো গোভির্গোপালৈশ্চ পুনর্ব্রজম্
আজগামাথ গোপীনাং দৃষ্টিপূতেন বর্ত্মনা॥ ৪৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে গোবিন্দাভিষেক-বর্ণনমষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৮৮॥

তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ ক্ষরণপূর্ব্বক বসুন্ধরাকে আর্দ্র করিল। ২৪—৩৮। শচীপতি দেবেন্দ্র গোসকলের বাক্যানুসারে জনার্দ্দনের অভিষেক নিষ্পাদন করিয়া সবিনয়ে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিলেন,—গো সকলের বাক্যানুসারে আমি ইহা করিলাম। আমার অন্য কথাও শ্রবণ কর। হে মহাভাগ! ইহা আমি ভারাবতরণেচ্ছায় বলিতেছি। হে পৃথিবীধর! পৃথিবীতে আমার অংশ পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। আপনি তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। সেই বীর আপনার ভারাবতরণ কার্য্যে সহায়তা করিবে। হে মধুসূদন! তোমার নিজের আত্মার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ভারতবংশে তোমার অংশে উৎপন্ন পার্থকে আমি জানি। সে যাবৎ কাল মহীতলে থাকিবে, তাবৎ কাল আমি তাহাকে পালন করিব। হে অরিন্দম, দেবেন্দ্র শক্র! আমি যাবৎ পৃথিবীতে থাকিব, তাবৎ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে কেহ জয় করিতে পারিবে না। মহাবাহু কংস নামক দৈত্য এবং অরিষ্ট, কেশী, কুবলয়াপীড় ও নরকাদি অন্যান্য অসুরগণ নিহত হইলে, একটী মহাযুদ্ধ হইবে। হে সহস্রাক্ষ দেবেন্দ্র! সেই যুদ্ধেই ভারাবতরণ করা হইবে। ইহা তুমি অবগত হও। অতএব তুমি যাও, পুত্রের জন্য সন্তাপ করিও না; আমার সাক্ষাতে কোন রিপুই প্রভাব লাভ করিবে না। অর্জ্জুনের জন্যই আমি সেই ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে যুধিষ্ঠিরপুরঃসর সেই ভ্রাতৃগণকে অক্ষতদেহে কুন্তীর হস্তে প্রদান করিব। ব্যাস বলিলেন,—দেবরাজ এইরূপ উক্ত হইয়া জনার্দ্দনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ঐরাবত নাগে আরোহণ করিয়া পুনরায় দ্যুলোকে গমন করিলেন। কৃষ্ণ গো ও গোপালগণে পরিবৃত হইয়া গোপীদিগের দৃষ্টিপূত পথে পুনরায় ব্রজধামে আগমন করিলেন। ৩৯—৪৯।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৮।

একোনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্
ঊচুঃ প্রীত্যা ধৃতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনাচলম্ ॥ ১
গোপা ঊচুঃ।
বয়মস্মান্মহাভাগ ভবতো মহতো ভয়াৎ।
গাবশ্চ ভবতা ত্রাতা গিরিধারণকর্ম্মণা ॥ ২
বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্।
দিব্যঞ্চ কর্ম্ম ভবতঃ কিমেতত্তাত কথ্যতাম্ ॥ ৩
কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনশ্চায়ং শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ ॥ ৪
সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌ শ্রয়ামোঽমিতবিক্রম
যথা ত্বদ্বীর্য্যমালোক্য ন ত্বাং মন্যামহে নরম্ ॥ ৫
দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা
কিং চাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি
নমোঽস্তু তে ॥ ৬
প্রীতিঃ সস্ত্রীকুমারস্য ব্রজস্য তব কেশব।
কর্ম্ম চেদমশক্যং যৎ সমস্তৈস্ত্রিদশৈরপি ॥ ৭
বালত্বং চাতিবীর্য্যঞ্চ জন্ম চাস্মাস্বশোভনম্।
চিন্ত্যমানমমেয়াত্মন্ শঙ্কাং কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি ॥ ৮
ব্যাস উবাচ।
ক্ষণং ভূত্বা ত্বসৌ তূষ্ণীং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্
ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গোপৈরাহ কৃষ্ণো দ্বিজোত্তমাঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
মৎসম্বন্ধেন বো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে।
শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিংবো বিচারেণ প্রয়োজনম্
যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং
ভবতাং যদি।
তদাত্মবন্ধুসদৃশী বান্ধবাঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥ ১১
নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবোজাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোঽন্যথা।
ব্যাস উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং বদ্ধমৌনাস্ততো বনম্।
যযুর্গোপা মহাভাগাস্তস্মিন্ প্রণয়কোপিনি ॥ ১৩

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ দর্শনে প্রীতচেতা গোপালেরা শক্র গমন করিলে পর প্রীতিসহকারে অক্লিষ্টকারী কৃষ্ণকে বলিল,—হে মহাভাগ! তোমার গিরিধারণ কর্ম্মে এই মহাভয় হইতে আমরা এবং গোগণ তোমা কর্ত্তৃক পরিত্রাণ পাইয়াছি। তোমার এই অতুলা বালক্রীড়া, এই জুগুপ্সিত গোপালত্ব এবং দিব্য কর্ম্ম—এ সকল কি? তাত! ইহা বল। কালিয়ের দমন, প্রলম্বের নিপাতন, এই গোবর্দ্ধনের ধারণ, ইহাতে আমাদিগের মন শঙ্কিত হইয়াছে। আমরা সত্য সত্যই ইন্দ্রের পদাশ্রয়ে বাস করি; কিন্তু তোমার বীর্য্যবল বিলোকন করিয়া তোমাকে আমরা নর বলিয়া মনে করি না। তুমি দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব যাহাই হও, সে বিচারে আমাদিগের কি প্রয়োজন? তুমি আমাদের বান্ধব; তোমাকে নমস্কার। হে কেশব! স্ত্রীবালকাদি সমগ্র ব্রজের প্রতি তোমার এই প্রীতি ও সমস্ত ত্রিদশবর্গেরও অশক্য এই কর্ম্ম এবং বালত্ব, অতিশয় বীর্য্য ও আমাদের অযোগ্য কুলে তোমার জন্ম, হে অমেয়াত্মন্, কৃষ্ণ! এ সকল চিন্তা করিলেই আমাদিগের শঙ্কা উৎপন্ন হয়। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপ উক্ত হইয়া সেই কৃষ্ণ ক্ষণকাল মৌনে থাকিয়া কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপ সহকারে বলিলেন,—গোপগণ! আমার সহিত সম্বন্ধহেতু যদি তোমাদিগের লজ্জা না জন্মে, কিম্বা আমি শ্লাঘ্য হই, তবে তোমাদিগের আমার বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন কি? আমি দেবতা নয়, গন্ধর্ব্ব নয়, যক্ষ নয়, দানবও নয়; আমি তোমাদের বান্ধব জন্মিয়াছি; ইহাতে অন্যরূপ ভাবনা করিও না। ১—১২। ব্যাস বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! হরির এই বাক্য শুনিয়া গোপালেরা মৌনাবলম্বন করিল; পরে কৃষ্ণকে প্রণয়কোপ-সমন্বিত জ্ঞান করিয়া

কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্॥১৪
বনরাজীং তথা কূজদ্ভৃঙ্গমালামনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কমলপাদোঽসৌ নাম তত্র কৃতব্রতঃ॥১৬
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ॥
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিত্তস্য পদানুগা।
দত্তাবধানা কাচিচ্চ তমেব মনসাস্মরৎ॥ ১৮
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি চোক্ত্বা লজ্জামুপাযযৌ
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা॥
কাচিদাবসথস্যান্তঃ স্থিত্বা দৃষ্ট্বা বহির্গুরুম্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা॥২০
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ॥২১
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাভ্যায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশগতে কৃষ্ণে চেরুর্বৃন্দাবনান্তরম্॥ ২২
বভ্রমুস্তাস্ততো গোপ্যঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।
কৃষ্ণস্য চরণং রাত্রৌ দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনে দ্বিজাঃ॥২৩
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাসু চ।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমং চেরু রম্যং বৃন্দাবনংবনম্
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে
যমুনাতীরমাগম্য জগুস্তচ্চরিতং দ্বিজাঃ॥ ২৫
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশিমুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্
কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহোৎফুল্লবিলোচনা॥
কাচিদ্ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্॥

বলরামের সমীপে গমন করিল। কৃষ্ণ সেই বিমল ব্যোমতল, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, যাহার গন্ধে দিগন্তর আমোদিত হইতেছে তাদৃশী ফুল্লা কুমুদিনী, এবং ভৃঙ্গকূজনে মনোহরা বনরাজী দর্শনে গোপীগণ সহ রতি করিতে অভিলাষ করিলেন। সঙ্গীতে সুশিক্ষিত কমলপাদ কৃষ্ণ, রামের সহিত মিলিত হইয়া তথায় অতীব মধুর স্বরে বনিতাপ্রিয় গান করিতে লাগিলেন। তখন গোপীগণ সেই রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বরিতগতিতে যেখানে মধুসূদন অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিল। কোনও গোপী তাঁহার স্বরে স্বর মিলাইয়া শনৈঃ শনৈঃ গাহিতে লাগিল। কেহ বা দত্তাবধানা হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই স্মরণ করিতে লাগিল। কেহ বা 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,' বলিয়া লজ্জিতা হইল; কোনও প্রেমান্ধা গোপী লজ্জাহীনা হইয়া তাঁহার পার্শ্বে যাইল। কেহ বাটীর বাহির হইয়া গুরুজনদর্শনে সেখানে থাকিয়াই নিমীলিতনেত্রে তন্ময়চিত্তে গোবিন্দকে ধ্যান করিতে লাগিল। ১৩—২০। রাসারম্ভরসে উৎসুক গোবিন্দ গোপীগণে পরিবৃত হইয়া সেই শরচ্চন্দ্রমনোরমা রাত্রিকে সম্মানিত করিলেন। কৃষ্ণ একবার স্থানান্তরে গমন করিলে কৃষ্ণের চেষ্টায় আয়ত্তমূর্ত্তি গোপীগণ দলবদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের নানাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! অনন্তর সেই কৃষ্ণদর্শনলালস গোপীগণ সেই রাত্রিকালে বৃন্দাবনে কোনও স্থানে কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন দর্শনে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণের উক্ত প্রকার বিবিধ চেষ্টা দর্শন করত ব্যগ্রচিত্তে সেই গোপীরা মিলিত হইয়া রমণীয় বৃন্দাবন-বনে বিচরণ করিয়া পরে কৃষ্ণদর্শন বিষয়ে নিরাশ হইয়া যমুনাতীরে সমাগমপূর্ব্বক—হে দ্বিজগণ! তাঁহার চরিতগানে প্রবৃত্ত হইল। পরে সেই গোপীরা দেখিল,—ত্রৈলোক্যগোপ্তা, অক্লিষ্টকর্ম্মা প্রফুল্লমুখপঙ্কজ কৃষ্ণ আসিতেছেন। তখন গোবিন্দকে আগমন করিতে দেখিয়া কোনও গোপী অতি হর্ষে উৎফুল্ললোচনে "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!" ইহা বলিল; কেহ সেই হরিকে ভ্রূভঙ্গভঙ্গুর ললাটফলকে বিলোকনপূর্ব্বক নেত্র-ভৃঙ্গ দ্বারা তদীয় মুখপঙ্কজ পান করিতে

কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিতবিলোচনা।
তন্ময়ৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়েব সা বভৌ ॥
ততঃ কাঞ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাঞ্চিদ্‌ভ্রূভঙ্গবীক্ষিতৈঃ
নিন্যেঽনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৩০
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদারচরিতো হরিঃ ॥ ৩১
রাসমণ্ডলবন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুদ্গতঃ।
গোপীজনো ন চৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৩২
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলম্
চকার চ করস্পর্শনিমীলিতদৃশং হরিঃ ॥ ৩৩
ততঃ প্রববৃতে রম্যা চলদ্বলয়নিস্বনৈঃ।
অনুযাতশরৎকাব্যগেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥ ৩৪
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীকুমুদাকরম্।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥
পরিবৃত্তা শ্রমেণৈকা চলদ্বলয়তাপিনী।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুবিঘাতিনঃ ॥
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজনিপুণা মধুসূদনম্ ॥ ৩৭
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপদ্য হরের্ভুজৌ।
পুলকোদ্গমশস্যায় স্বেদাম্বুঘনতাং গতৌ ॥ ৩৮
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তারতরধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥
গতেঽনুগমনং চক্রুশ্চলনে সম্মুখং যযুঃ।
প্রতিলোমানুলোমেন ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ॥
স তদা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ।
স বর্ষকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥ ৪১
তা বার্য্যমাণাঃ পিতৃভিঃ পতিভির্ভ্রাতৃভিস্তথা
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥
সোঽপি কৈশোরকবয়া মানয়ন্মধুসূদনঃ।

লাগিল। কেহ বা গোবিন্দকে অবলোকন-পূর্ব্বক নিমীলিত-লোচনে তাঁহার রূপ ধ্যান করত যোগারূঢ়াবৎ প্রতিভাত হইল। পরে মাধব কোন গোপীকে প্রিয়ালাপে, কাহা-কেও বা ভ্রূভঙ্গবীক্ষণে ও অন্যান্য গোপীকে করস্পর্শে অনুনীত করিলেন। পরে সেই উদারচরিত হরি সাদরে সেই প্রসন্নচিত্ত গোপীদিগের সহিত রাসগোষ্ঠীতে রমণ-পরায়ণ হইলেন। সেই গোপীরা রাস-মণ্ডলে মিলিত হইয়াও কৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থান-মানসে এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিল না। হরি, করস্পর্শসুখে নিমীলিত-নেত্রা গোপীদিগকে হস্তে ধারণপূর্ব্বক এক এক করিয়া রাসমণ্ডল রচনা করিলেন। পরে গোপীদিগের চঞ্চল বলয়শব্দের সহিত অনুগত গানযোগ্য শরদ্বর্ণনমূলক গানযোগ্য গীত যথাক্রমে প্রবৃত্ত হইল। পরে কৃষ্ণ সেই কৌমুদী-কুমুদাকর শর-চ্চন্দ্রের বর্ণনাত্মক গান করিলেন। কোন গোপী পুনঃপুনঃ কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিল। কোনও গোপী শ্রমবশতঃ ক্লান্ত হইয়া চঞ্চল বলয়তাপযুতা বাহুলতা মধু-ঘাতীর স্কন্ধে বিন্যস্ত করিল। গীতস্তুতি-ব্যাজে নিপুণা কোনও গোপী সেই মধু-সূদনকে বাহুবিলাসে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিল। সেই গোপীর কপোল-সংসর্গ লাভ করিয়া হরির ভুজদ্বয় পুলকরূপ শস্যোদ্গমের নিমিত্ত স্বেদাম্বুবর্ষী মেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। ২১—৩৮। ক্রমে কৃষ্ণ যখন তারতর স্বরে রাসগীত গাহিতে লাগিলেন, গোপীরাও তখন দ্বিগুণ স্বরে "সাধু কৃষ্ণ, সাধু" এই কথাই গাহিতে আরম্ভ করিল। সেই গোপাঙ্গনারা গমনে অনুগমন ও চলনে সম্মুখ-গমন এইরূপে প্রতি লোম অনুলোম ক্রমে হরিকে ভজনা করিতে লাগিল। মধুসূদন সেই গোপীগণ সহ এই ভাবে থাকিয়া সহসা বিদারতৎপর হইলেন। তাঁহার অভাবে গোপীদিদের পক্ষে তখন একটী ক্ষণও বৎসর প্রমাণ বোধ হইতে লাগিল। সেই রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনারা পিতৃগণ, পতিগণ ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণ হইয়াও প্রতি-রাত্রে কৃষ্ণ সহ বিহার করিত। অহিত-ক্ষয়-কারী অমেয়াত্মা কিশোরবয়স্ক কেশবও সম্মান সহকারে তাহাদিগের সহিত রাত্রে রাত্রে বিহার করিতেন। সেই ঈশ্বর

রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥
তদ্ভর্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ॥৪৪
যথা সমস্তভূতেষু নভোঽগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ॥৪৫

ব্যাস উবাচ।

প্রদোষার্দ্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দ্দনে।
ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠানরিষ্টঃ সমুপাগতঃ॥ ৪৬
সতোয়তোয়দাকারস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽর্কলোচনঃ।
খুরাগ্রপাতৈরত্যর্থং দারয়ন্ ধরণীতলম্॥ ৪৭
লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বয়োষ্ঠৌ পুনঃপুনঃ।
সংরম্ভাক্ষিপ্তলাঙ্গূলঃ কপিলস্কন্ধবন্ধুরঃ॥ ৪৮
উদগ্রককুদাভোগঃ প্রমাণাদ্দুরতিক্রমঃ।
বিণ্মূত্রালিপ্তপৃষ্ঠাঙ্গো গবামুদ্বেগকারকঃ॥ ৪৯
প্রলম্বকণ্ঠোঽভিমুখস্তরুঘাতাঙ্কিতাননঃ।
পাতয়ন্ স গবাং গর্ভান্ দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্॥
সূদয়ংস্তরসা সর্ব্বান্ বনান্তটতি যঃ সদা॥ ৫০
ততস্তমতিঘোরাক্ষমবেক্ষ্যাতিভয়াতুরাঃ।
গোপা গোপস্ত্রিয়শ্চৈব কৃষ্ণকৃষ্ণেতি চুক্রুশুঃ॥৫১
সিংহনাদং ততশ্চক্রে তলশব্দঞ্চ কেশবঃ।
তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাসৌ দামোদরমুখং যযৌ॥ ৫২
অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ কৃষ্ণকুক্ষিকৃতেক্ষণঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্॥ ৫৩
আয়ান্তং দৈত্যবৃষভং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো মহাবলম্।
ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞাস্মিতলীলয়া॥ ৫৫
আসন্নঞ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবন্মধুসূদনঃ।
জঘান জানুনা কুক্ষৌ বিষাণগ্রহণাচলম্॥ ৫৫
তস্য দর্পবলং হত্বা গৃহীতস্য বিষাণয়োঃ।
আপীড়য়দরিষ্টস্য কণ্ঠং ক্লিন্নমিবাম্বরম্॥ ৫৬
উৎপাট্য শৃঙ্গমেকঞ্চ তেনৈবাতাড়য়ত্ততঃ।
মমার স মহাদৈত্যো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্॥ ৫৭

তাহাদিগের পতিগণে ও সেই গোপীগণে সর্ব্বভূতেই আত্মস্বরূপে সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন। আকাশ, অগ্নি, জল, পৃথিবী ও বায়ু ইহারা যেমন সর্ব্বভূত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, সেই আত্মা কৃষ্ণও তদ্রূপ সমস্ত ব্যাপিয়া বিরাজিত ছিলেন।৩৯—৪৫। একদা অর্দ্ধরাত্রে জনার্দ্দন রাসাসক্ত হইলে গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করত অরিষ্টাসুর সমুপাগত হইল। তাহার আকার সতোয় তোয়দতুল্য। শৃঙ্গদ্বয় তীক্ষ্ণ, নয়নযুগল সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল। তাহার খুরাগ্রপাতে ধরণীতল অতিমাত্র বিদারিত হইতেছিল। জিহ্বা দ্বারা পুনঃপুনঃ ওষ্ঠদ্বয় লেহনের শব্দ হইতেছিল। সে কোপ বশতঃ লাঙ্গুল বিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার স্কন্ধদেশ কপিলবর্ণ ও বন্ধুর, স্থূল ককুৎ উন্নত; প্রমাণ দুরতিক্রম; তাহার পৃষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গ বিষ্ঠামূত্র দ্বারা লিপ্ত থাকিত। বৃষভরূপধারী গোগণের উদ্বেগকারী সেই দৈত্য প্রলম্বকণ্ঠ ও অভিমুখ বৃক্ষের আঘাতে অঙ্কিতানন ছিল। সেই দুর্ম্মতি সতত গাভীগণের গর্ভ-পাতন ও বীর্য্যবশে সর্ব্ব জীবের বিনাশ সাধন করত বনে বনে ভ্রমণ করিত। পরে অতি ঘোরাক্ষ সেই অসুরকে দেখিয়া গোপেরা ও গোপনারীরা ভয়াতুর হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া কেশব সিংহনাদ ও তল-শব্দ করিলেন। সেই শব্দ শ্রবণে উক্ত দৈত্য দামোদরের অভিমুখে চলিল। বৃষরূপধারী সেই দুরাত্মা দৈত্য অগ্রভাগে বিষাণাগ্র বিন্যাসপূর্ব্বক কৃষ্ণের কুক্ষি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। কৃষ্ণ সেই মহাবল দৈত্য বৃষভকে আসিতে দেখিয়াও অবজ্ঞা বশতঃ স্মিতমুখে লীলাসহকারে অবস্থিত রহিলেন; সে স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। সে সমীপাগত হইলে মধুসূদন গ্রাহবৎ গ্রহণপূর্ব্বক বিষাণ ধারণে অচল সেই দৈত্যকে কুক্ষিদেশে জানু দ্বারা আঘাত করিলেন। পরে বিষাণ গ্রহণে তাহার বলদর্প বিনাশ করিয়া সেই অরিষ্টকে আর্দ্রবস্ত্রবৎ কণ্ঠদেশে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। তারপর তাহার একটী শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক তদ্দ্বারাই তাহাকে আঘাত করিতে থাকিলে সেই

তুষ্টুবুর্নিহতে তস্মিন্ গোপা দৈত্যে জনার্দনম্।
জম্ভে হতে সহস্রাক্ষং পুরা দেবগণা যথা॥ ৮৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মেঽরিষ্টবধ বর্ণনমেকোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮৯॥

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ককুদ্মিনি হতেঽরিষ্টে ধেনুকে চ নিপাতিতে।
প্রলম্বে নিধনং নীতে ধৃতে গোবর্দ্ধনাচলে॥ ১
দমিতে কালিয়ে নাগে ভগ্নে তুঙ্গদ্রুমদ্বয়ে।
হতায়াং পূতনায়াঞ্চ শকটে পরিবর্ত্তিতে॥ ২
কংসায় নারদঃ প্রাহ যথাবৃত্তমনুক্রমাৎ।
যশোদাদেবকীগর্ভপরিবর্ত্তাদ্যশেষতঃ॥ ৩
শ্রুত্বা তৎসকলং কংসো নারদাদ্দেবদর্শনাৎ।
বসুদেবং প্রতি তদা কোপঞ্চক্রে স দুর্ম্মতিঃ॥
সোঽতিকোপাদুপালভ্য সর্ব্বযাদবসংসদি।
জগর্হে যাদবাংশ্চাপি কার্য্যং চৈতদচিন্তয়ৎ॥ ৫
যাবন্ন বলমারূঢ়ৌ বলকৃষ্ণৌ সুবালকৌ।
তাবদেব ময়া বধ্যাবসাধ্যৌ রূঢ়যৌবনৌ॥ ৬
চাণূরোঽত্র মহাবীর্য্যো মুষ্টিকশ্চ মহাবলঃ।
এতাভ্যাং মল্লযুদ্ধে তৌ ঘাতয়িষ্যামি দুর্ম্মদৌ।
ধনুর্ম্মহমহাযাগব্যাজেনানীয় তৌ ব্রজাৎ।
তথা তথা করিষ্যামি যাস্যতঃ সঙ্ক্ষয়ং যথা॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

ইত্যালোচ্য স দুষ্টাত্মা কংসো রামজনার্দ্দনৌ।
হন্তুং কৃতমতির্বীরমক্রূরং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯

কংস উবাচ।

ভো ভো দানপতে বাক্যং ক্রিয়তাং প্রীতয়ে মম
ইতঃ স্যন্দনমারুহ্য গম্যতাং নন্দগোকুলম্॥ ১০
বসুদেবসুতৌ তত্র বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবৌ।
নাশায় কিল সম্ভূতৌ মম দুষ্টৌ প্রবর্দ্ধতঃ॥ ১১

মহাদৈত্য মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে মরিয়া গেল। সেই দৈত্য নিহত হইলে পর পুরাকালে জম্ভাসুরের বিনাশান্তে সহস্রাক্ষকে যেমন দেবগণ স্তব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গোপগণ জনার্দ্দনকে স্তুতি করিতে লাগিল। ৪৬—৫৮।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৯।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—ককুদ্মান্ অরিষ্ট নিহত, ধেনুক নিপাতিত, প্রলম্ব নিধনপ্রাপ্ত, গোবর্দ্ধনাচল ধৃত, কালিয় নাগ দমিত, অত্যুচ্চ যমলার্জ্জুন ক্রমদ্বয় ভগ্ন, পূতনা হত, এবং শকট পরিবর্ত্তিত হইলে নারদ কংসকে দেবকীর গর্ভ-পরিবর্ত্তনাদি বিবরণক্রম যথাযথ নিবেদন করিলেন। সেই দুর্ম্মতি কংস, দেবদর্শন নারদের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তখন বসুদেবের প্রতি কুপিত হইল। সে অতি কোপবশে সর্ব্ব যাদব-সভাতে বসুদেবকে নিন্দাপূর্ব্বক যাদবগণকেও নানারূপ গালাগালি করিল এবং এইরূপ কর্ত্তব্য চিন্তা করিল যে,—বলরাম ও কৃষ্ণ যাবৎ বলবান্ না হয়, তাবৎ উহারা বালক থাকিতে থাকিতেই আমার বধ করা বিধেয়; যৌবনারূঢ় হইলে অসাধ্য হইবে। এখানে মহাবীর্য্য চাণূর ও মহাবল মুষ্টিক আছে; ইহাদের দ্বারা মল্লযুদ্ধে সেই দুর্ম্মদদ্বয়কে ঘাতিত করিব। ধনুর্ম্মহ নামক মহাযাগচ্ছলে উহাদিগকে ব্রজ হইতে আনাইয়া যাহাতে উহারা সংক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই করিব। ১—৮। ব্যাস বলিলেন, —সেই দুষ্টাত্মা কংস রাম-জনার্দ্দনকে হনন করিবার জন্য এইরূপ স্থির করিয়া বীর অক্রূরকে এই কথা বলিল,—ওহে দানপতে! আমার প্রীতি নিমিত্ত এই কার্য্য প্রতিপালন কর। স্যন্দনে আরোহণ করিয়া এখান হইতে নন্দগোকুলে যাও। আমার বিনাশের জন্য বিষ্ণুর অংশে উৎপন্ন বসুদেবের পুত্রদ্বয় সেখানে আছে। সেই দুষ্টেরা

ধনুর্ম্মহমহাযাগশ্চতুর্দশ্যাং ভবিষ্যতি ।
আনেয়ৌ ভবতা তৌ তু মল্লযুদ্ধায় তত্র বৈ ॥ ১২
চাণূরমুষ্টিকৌ মল্লৌ নিযুদ্ধকুশলৌ মম ।
তাভ্যাং সহানয়োর্যুদ্ধং সর্ব্বলোকোঽত্র পশ্যতু ॥
নাগঃ কুবলয়াপীড়ো মহামাত্রপ্রচোদিতঃ ।
স তৌ নিহংস্যতে পাপৌ বসুদেবাত্মজৌ শিশূ
তৌ হত্বা বসুদেবঞ্চ নন্দগোপঞ্চ দুর্ম্মতিম্ ।
হনিষ্যে পিতরঞ্চৈব উগ্রসেনঞ্চ দুর্ম্মতিম্ ॥ ১৫
ততঃ সমস্তগোপানাং গোধনান্যখিলান্যহম্ ।
বিত্তং চাপহরিষ্যামি দুষ্টানাং মদ্বধৈষিণাম্॥১৬
ত্বামৃতে যাদবাশ্চেমে দুষ্টা দানপতে মম ।
এতেষাঞ্চ বধায়াহং প্রযতিষ্যাম্যনুক্রমাৎ ॥ ১৭
ততো নিষ্কণ্টকং সর্ব্বং রাজ্যমেতদযাদবম্ ।
প্রশাধিষ্যে ত্বয়া তস্মান্মৎপ্রীত্যা বীর গম্যতাম্
যথা চ মাহিষং সর্পির্দধি চাপ্যুপহার্য্য বৈ ।
গোপাঃ সমানয়ন্ত্যাশু ত্বয়া বাচ্যাস্তথা তথা ॥ ১০

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তস্তদাক্রূরো মহাভাগবতো দ্বিজাঃ ।
প্রীতিমানভবৎকৃষ্ণং শ্বোদ্রক্ষ্যামীতি সত্বরঃ॥২০
তথেত্যুক্তা তু রাজানং রথমারুহ্য তৎক্ষণম্ ।
নিশ্চক্রাম তদা পুর্য্যা মথুরায়া মধুপ্রিয়ঃ ॥ ২১
কেশী চাপি বলোদগ্রঃ কংসদূতঃ প্রচোদিতঃ ।
কৃষ্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী বৃন্দাবনমুপাগমৎ ॥ ২২
স খুরক্ষতভূপৃষ্ঠঃ সটাক্ষেপধুতাম্বুদঃ ।
পুনর্বিক্রান্তচন্দ্রার্কমার্গো গোপান্তমাগমৎ ॥ ২৩
তস্য হ্রেষিতশব্দেন গোপালা দৈত্যবাজিনঃ ।
গোপ্যশ্চ ভয়সংবিগ্না গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥২৪
ত্রাহি ত্রাহীতি গোবিন্দস্তেষাং শ্রুত্বা তু তদ্বচঃ
সতোয়জলদধ্বানগম্ভীরমিদমুক্তবান্ ॥ ২৫

গোবিন্দ উবাচ ।

অলংত্রাসেন গোপালাঃ কেশিনঃকিং ভয়াতুরৈঃ
ভবদ্ভির্গোপজাতীয়ৈর্বীরবীর্য্যং বিলোপ্যতে ॥

ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। আগামী চতুর্দ্দশী দিনে ধনুর্ম্মহ মহাযাগ হইবে। মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত সেই যজ্ঞে তুমি তাহাদিগকে আনয়ন কর। আমার চাণূর এবং মুষ্টিক মল্লদ্বয় বাহুযুদ্ধে কুশল। তাহাদের সহিত ইহাদের যুদ্ধ সর্ব্বলোকে দেখুক। আমার সেই কুবলয়াপীড় হস্তী মহামাত্র-প্রেরিত হইয়া বসুদেবসুত সেই পাপ শিশুদ্বয়কে নিহত করিবে। তাহাদিগকে হত করিয়া পরে দুর্ম্মতি বসুদেব ও নন্দগোপকে এবং দুষ্ট পিতা উগ্রসেনকেও হত্যা করিব। তাহার পর আমার বধাকাঙ্ক্ষী দুষ্ট গোপদের সমস্ত গোধন ও সকল বিত্ত অপহরণ করিব। হে দানপতে! তুমি ব্যতীত এই সকল যাদবেরাই মৎপ্রতি দুষ্ট-ভাবাপন্ন। ইহাদিগের বধের জন্য আমি ক্রমে প্রযত্ন করিব, পরে এই সমগ্র রাজ্য নিষ্কণ্টক হইলে তোমার সাহায্যে ইহা শাসন করিব। অতএব হে বীর! আমার প্রীতিনিমিত্ত তুমি গমন কর। আর গোপেরা যাহাতে সত্বর উপঢৌকনার্থ মাহিষ ঘৃত দধি লইয়া আইসে, তুমি তাহাদিগকে সেইরূপ বলিও। ৯—১৯। ব্যাস বলিলেন—হে দ্বিজগণ! মধুপ্রিয় মহাভাগবত অক্রূর এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আগামী কল্য কৃষ্ণকে দেখিব ভাবিয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং রাজাকে 'তাহাই করিতেছি' বলিয়া ত্বরা সহকারে তখনই রথারোহণে সেই মথুরাপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এদিকে কংসদূত দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বলোদ্ধত কেশী দৈত্য কৃষ্ণের নিধনাকাঙ্ক্ষায় বৃন্দাবনে উপগমন করিল। গোপাবাসে আগমনকালীন তাহার ক্ষুরাঘাতে ভূপৃষ্ঠ ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিল, শটাক্ষেপে অম্বুদগণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং বিক্রমে যেন চন্দ্রসূর্য্যের গমনপথও আক্রান্ত হইয়াছিল। সেই অশ্বরূপী দৈত্যের হ্রেষিত শব্দে গোপাল ও গোপীরা ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া গোবিন্দের শরণাগত হইল। গোবিন্দ তাহাদিগের ত্রাহি ত্রাহি বাক্য শ্রবণে সজলজলদবৎ গম্ভীরস্বরে এই কথা বলিলেন,—হে গোপালগণ! ত্রাসের প্রয়োজন নাই। কেশীর ভয়ে ভীত হইয়া তোমরা গোপজাতীয়

কিমনেনাল্পসারেণ হ্রেষিতারোপকারিণা।
দৈতেয়কুলবাহ্যেন বরতা দুষ্টবাজিনা॥ ২৭
এহ্যেহি দুষ্ট কৃষ্ণোঽহং পূষ্ণস্ত্বিব পিনাকধৃক্।
পাতয়িষ্যামি দশনান্ বদনাদখিলাংস্তব॥ ২৮
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা স তু গোবিন্দঃ কেশিনঃ সম্মুখং যযৌ
বিবৃতাস্যশ্চ সোঽপ্যেনং দৈতেয়শ্চ উপাদ্রবৎ॥
বাহুমাভোগিনং কৃত্বা মুখে তস্য জনার্দ্দনঃ।
প্রবেশয়ামাস তদা কেশিনো দুষ্টবাজিনঃ॥ ৩০
কেশিনো বদনং তেন বিশতা কৃষ্ণবাহুনা।
শাতিতা দশনাস্তস্য সিতাভ্রাবয়বা ইব॥ ৩১
কৃষ্ণস্য ববৃধে বাহুঃ কেশিদেহগতো দ্বিজাঃ।
বিনাশায় যথা ব্যাধিরাসম্ভূতৈরুপেক্ষিতঃ॥৩২
বিপাটিতৌষ্ঠো বহুলং সফেনং রুধিরং বমন্।
সৃক্কণী বিবৃতে চক্রে বিশ্লিষ্টে মুক্তবন্ধনে॥ ৩৩
জগাম ধরণীং পাদৈঃ শকৃন্মূত্রং সমুৎসৃজন্।
স্বেদার্দ্রগাত্রঃ শ্রান্তশ্চ নির্যত্নঃ সোঽভবত্ততঃ॥
ব্যাদিতাস্যো মহারৌদ্রঃ সোঽসুরঃ কৃষ্ণবাহুনা
নিপপাত দ্বিধাভূতো বৈদ্যুতেন যথা দ্রুমঃ॥৩৫
দ্বিপাদপৃষ্ঠপুচ্ছার্দ্ধশ্রবণৈকাক্ষনাসিকে।
কেশিনস্তে দ্বিধা ভূতে শকলে চ বিরেজতুঃ॥
হত্বা তু কেশিনং কৃষ্ণো মুদিতৈর্গোপকৈর্বৃতঃ।
অনায়স্ততনুঃ স্বস্থো হসংস্তত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ৩৭
ততো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ হতে কেশিনি
বিস্মিতাঃ।
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষমনুরাগমনোরমম্॥ ৩৮
আযযৌ ত্বরিতো বিপ্রো নারদো জলদস্থিতঃ।
কেশিনং নিহতং দৃষ্ট্বা হর্ষনির্ভরমানসঃ॥ ৩৯
নারদ উবাচ।
সাধু সাধু জগন্নাথ লীলয়ৈব যদচ্যুত।
নিহতোঽয়ং ত্বয়া কেশী ক্লেশদস্ত্রিদিবৌকসাম্॥
সুকর্ম্মাণ্যবতারে তু কৃতানি মধুসূদন।

বীরবীর্য্য কেন বিলুপ্ত করিতেছ? এই অল্প-সার হ্রেষিত সহকারে বল্গনকারী, দুষ্ট বাজিরূপী দৈতেয় কুলাপসদ কি করিবে? এই বলিয়া সেই দুষ্ট দৈত্যকেও বলিলেন,—রে দুষ্ট, আইস, আইস, আমি কৃষ্ণ, পিনাকধারী যেমন পূষার দন্ত পাতন করিয়াছিলেন, তেমনই আমিও তোমার বদন হইতে সমগ্র দশন নিপাতিত করিব। ব্যাস বলিলেন,—গোবিন্দ এই বলিয়া সেই কেশীর সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। সেই দৈত্যও বদন ব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তখন জনার্দ্দন বাহু বিস্তারপূর্ব্বক সেই দুষ্ট কেশীর মুখমধ্যে প্রবেশ করাইলেন, কেশীর বদন-বিবরে সেই কৃষ্ণবাহু প্রবিষ্ট হওয়ায় শ্বেত মেঘখণ্ডের ন্যায় তাহার দশনরাজি শাতিত হইল। হে দ্বিজগণ! কৃষ্ণের বাহু কেশীর দেহগত হইয়া আত্মগত উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বিনাশের জন্যই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই দৈত্য তখন বিপাটিতওষ্ঠ হওয়ায় বহুল রুধির বমন করত বিশ্লিষ্ট ও সংযোগহীন সৃক্কণীদ্বয় বিবৃত করিল এবং শ্রান্ত হইয়া স্বেদার্দ্রগাত্রে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করত পদদ্বারা ধরণীতল অবলম্বনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। সেই মহাঘোর অসুর কৃষ্ণবাহু দ্বারা ব্যাদিতবদন হওয়ায় বজ্রাঘাতে বৃক্ষের ন্যায় দ্বিধাভূত হইয়া পতিত হইল। কেশীর সেই দ্বিধাভূত ভাগদ্বয় দুই পদ এবং অর্দ্ধ পৃষ্ঠ-পুচ্ছযুক্ত ও এক কর্ণ-নেত্র-নাসিকা-যুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণ সেই কেশীকে হত্যা করিয়া অক্লান্ত সুস্থদেহে হাসিতে হাসিতে গোপগণে পরিবৃত হইয়া সেইস্থানেই রহিলেন। পরে কেশী নিহত হইল দেখিয়া গোপ-গোপীরা বিস্মিতচিত্তে সানুরাগ মনোরম বাক্যে সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে স্তব করিতে লাগিল।২০-৩৮। আকাশস্থিত বিপ্র নারদ কেশীকে নিহত দেখিয়া হর্ষাপ্লুত-মানসে ত্বরিতগতিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—অচ্যুত, জগন্নাথ! ত্রিদিবৌকসদিগের ক্লেশ-দাতা এই কেশী দৈত্য যে অক্লেশেই নিহত হইয়াছে সাধু, সাধু। হে মধুসূদন! এই অবতারে তুমি যে সকল উত্তম কর্ম্ম করিবে,

যানি বৈ বিস্মিতং চেতস্তোষমেতেন মে গতম্
তুরগস্যাস্য শক্রোঽপি কৃষ্ণ দেবাশ্চ বিভ্যতি।
ধুতকেসরজালস্য হ্রেষতোঽভ্রাবলোকিনঃ॥ ৪২
যস্মাত্ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন।
তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকেগেয়ো ভবিষ্যসি
স্বস্ত্যস্তু তে গমিষ্যামি কংসযুদ্ধেঽধুনা পুনঃ।
পরশ্বোঽহং সমেষ্যামি ত্বয়া কেশিনিষূদন॥৪৪
উগ্রসেনসুতে কংসে সানুগে বিনিপাতিতে।
ভারাবতারকর্ত্তা ত্বং পৃথিব্যা ধরণীধর॥ ৪৫
তত্রানেকপ্রকারেণ যুদ্ধানি পৃথিবীক্ষিতাম্।
দ্রষ্টব্যানি ময়া যুষ্মৎপ্রণীতানি জনার্দ্দন॥ ৪৬
সোঽহং যাস্যামি গোবিন্দদেবকার্য্যং মহৎকৃতম্
ত্বয়া সভাজিতশ্চাহং স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্॥

ব্যাস উবাচ।

নারদে তু গতে কৃষ্ণঃ সহ গোপৈরবিস্মিতঃ।
বিবেশ গোকুলং গোপীনেত্রপানৈকভাজনম্॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃষ্ণবালচরিতে কেশিবধনিরূপণং নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯০॥

তাহাতে বিস্মিত মদীয় চিত্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! কম্পিত কেশরজাল হ্রেষণকারী মেঘাকার এই তুরগ হইতে শক্রাদি দেবতারাও ভীত হইতেন। হে জনার্দ্দন! এই দুষ্টাত্মা কেশী যেহেতু তোমা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; অতএব তুমি লোকে কেশব নামে গীত হইবে। হে কেশিনিষূদন! তোমার মঙ্গল হউক। এইক্ষণে আমি যাই পরশ্ব পুনরায় কংসযুদ্ধে আগমন করিব। হে ধরণীধর! উগ্রসেনসুত কংস সানুগ নিপাতিত হইলে তোমাকর্ত্তৃক পৃথিবীর ভার অবতারিত হইবে। হে জনার্দ্দন! তাহাতে পৃথিবীপতিদিগের তৎপ্রণীত যে অনেক প্রকার যুদ্ধ হইবে, আমি তাহা দেখিব। হে গোবিন্দ! অতএব আমি যাই, তুমি দেবতাদিগের মহৎ কার্য্য করিয়াছ, আমাকেও প্রীত করিয়াছ। তোমার শান্তি হউক; আমি প্রস্থান করিলাম। ব্যাস বলিলেন,—নারদ গমন করিলে পর গোপীদিগের নেত্র সকলের—পানপাত্রস্বরূপ কৃষ্ণ অবিস্মিত-চিত্তে গোপগণ সহ গোকুলে প্রবেশ করিলেন। ৩৯—৪৮।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৯।

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়।

ব্যাস উবাচ।

অক্রূরোঽপি বিনিষ্ক্রম্য স্যন্দনেনাশুগামিনা।
কৃষ্ণসন্দর্শনাসক্তঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলে॥ ১
চিন্তয়ামাস চাক্রূরো নাস্তি ধন্যতরো ময়া।
যোঽহমংশাবতীর্ণস্য মুখং দ্রক্ষ্যামি চক্রিণঃ॥২
অদ্য মে সফলং জন্ম সুপ্রভাতা চ মে নিশা।
যদুন্নিদ্রাব্জপত্রাক্ষং বিষ্ণোর্দ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্॥ ৩
পাপং হরতি যৎপুংসাং স্মৃতং সঙ্কল্পনাময়ম্।
তৎপুণ্ডরীকনয়নং বিষ্ণোর্দ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্॥ ৪
নির্জ্জগ্মুশ্চ যতো বেদা বেদাঙ্গান্যখিলানি চ।
দ্রক্ষ্যামি যৎপরং ধাম দেবানাং ভগবন্মুখম্॥ ৫
যজ্ঞেষু যজ্ঞপুরুষঃ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অক্রূর দ্রুতগামী স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক মথুরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণসন্দর্শনাসক্ত-চিত্তে নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন। সেই অক্রূর যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমা অপেক্ষা আর কেহ ধন্যতর নাই! কেননা, আমি অংশাবতীর্ণ চক্রপাণির মুখ দর্শন করিব। অদ্য আমার জন্ম সফল; নিশা সুপ্রভাতা। যেহেতু বিকশিত পদ্মপত্রাক্ষ বিষ্ণুর মুখদর্শন করিতে আমি সক্ষম হইব। যাহাকে মনে মনে স্মরণ করিলেও পুরুষগণের পাপ হরণ হয়, সেই পুণ্ডরীকনয়ন বিষ্ণুর মুখ আমি দেখিব। যাহা হইতে অখিল বেদ-বেদাঙ্গ নির্গত হইয়াছে—দেবতাদিগের যাহা পরম ধাম, সেই ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব। যে পুরু-

ইজ্যতে যোঽখিলাধারস্তংদ্রক্ষ্যামিজগৎপতিম্
ইষ্ট্বা যমিন্দ্রো যজ্ঞানাং শতেনামররাজতাম্।
অবাপ তমনন্তাদিমহং দ্রক্ষ্যামি কেশবম্ ॥ ৭
ন ব্রহ্মা নেন্দ্ররুদ্রাশ্বিবস্বাদিত্যমরুদ্গণাঃ।
যস্য স্বরূপং জানন্তি স্পৃশত্যদ্য স মে হরিঃ ॥৮
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতঃ।
যো ভবত্যব্যয়ো ব্যাপী স বীক্ষ্যেত ময়াদ্য হ
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যৈঃ সিংহরূপাদিভিঃ স্থিতম্।
চকার যো গতো যোগং স মামালাপয়িষ্যতি ॥
সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যজাতে ব্রজে স্থিতিম্
কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ঃ ॥১১
যোঽনন্তঃ পৃথিবীং ধত্তে শিখরস্থিতিসংস্থিতাম্
সোঽবতীর্ণো জগত্যর্থে মামক্রূরেতি বক্ষ্যতি ॥
পিতৃবন্ধুসুহৃদ্ভ্রাতৃমাতৃবন্ধুময়ীমিমাম্।
যন্মায়াং নালমুদ্ধর্ত্তুং জগত্তস্মৈ নমো নমঃ ॥
তরন্ত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।
যোগমায়ামিমাং মর্ত্ত্যাস্তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ ॥
যজ্ঞৈর্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তম্ ॥ ১৫
তথা যত্র জগদ্ধাম্নি ধার্য্যতে চ প্রতিষ্ঠিতম্।
সদসত্বং স সত্বেন ময্যসৌ যাতু সৌম্যতাম্ ॥
স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষপ্রবরং নিত্যং ব্রজামি শরণংহরিম্ ॥১৬

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং স চিন্তয়ন্ বিষ্ণুং ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ।
অক্রূরো গোকুলং প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎসূর্য্যে বিরাজতি ॥ ১৮
স দদর্শ তদা তত্র কৃষ্ণমাদোহনে গবাম্।
বৎসমধ্যগতং ফুল্লনীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥ ১৯
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্।
প্রলম্ববাহুমায়ামতুঙ্গোরস্থলমুন্নসম্ ॥ ২০

যোত্তম পুরুষগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষরূপে পূজিত হয়েন, সেই অখিলাধার জগৎপতিকে দেখিতে পাইব। ইন্দ্র যাঁহাকে শত শত যজ্ঞ প্রদান করিয়া অমর রাজত্ব প্রাপ্ত হই য়াছেন, সেই আদিম অনন্ত কেশবকে আমি দেখিব। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, বসু আদিত্য ও মরুৎগণেরাও যাঁহার স্বরূপ অবগত নহেন, সেই হরি অদ্য আমাকে স্পর্শ করিবেন। যিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগ, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বভূতে সংস্থিত, অব্যয় এবং ব্যাপী, তিনি মৎকর্ত্তৃক অদ্য দৃষ্ট হইবেন। যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদিরূপে অবস্থান করেন, তিনি আমার সহিত যোগ প্রাপ্ত হইয়া আলাপ করিবেন। জগৎস্বামী সম্প্রতি কার্য্য-সাধনার্থ ব্রজে মনুষ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রজে অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি স্বেচ্ছা-দেহধারী ও অব্যয়, যিনি অনন্তরূপে পর্ব্বতা-দিসমন্বিতা পৃথিবীকে ধারণ করেন, জগতীর-জন্য অবতীর্ণ সেই ভগবান্ আমাকে অক্রূর বলিয়া সম্বোধন করিবেন। পিতা, বন্ধু, সুহৃদ্, ভ্রাতা, মাতা ও বান্ধবাদিময়ী এই জগৎ যাঁহার মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাকে আমার নমস্কার। মর্ত্ত্যগণ যিনি হৃদয়ে নিবেশিত হইলে যোগমায়াত্মিকা বিস্তৃত অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ পায়, সেই বিদ্যাত্মাকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞকারী জন-গণ কর্ত্তৃক যজ্ঞপুরুষ, সাত্বতগণ কর্ত্তৃক বাসু-দেব এবং বেদান্তবেদী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণু বলিয়া প্রোক্ত হয়েন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। সদসৎ সমস্ত ভাবই যে জগদ্ধামে ধৃত এবং প্রতিষ্ঠিত, তিনি সত্ত্বগুণ দ্বারা আমাতে সৌম্যতা প্রাপ্ত হউন। যিনি স্মৃত হইলে সকল কল্যাণভাজন হয় আমি সেই পুরুষপ্রবর হরির নিত্য শরণাগত হই। ১—১৭। ব্যাস বলিলেন,—অক্রূর ভক্তিনম্র চিত্তে এইরূপে বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিতে থাকিতে গোকুল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তখন সেখানে গোদোহনস্থানে বৎস-গণমধ্যগত ফুল্লনীলোৎপলদলকান্তি প্রফুল্ল-পদ্মপত্রাক্ষ শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন।—তাঁহার বাহুদ্বয় প্রলম্বিত,

সবিলাসাস্মিতাধারং বিভ্রাণং মুখপঙ্কজম্।
তুঙ্গরক্তনখং পদ্ভ্যাংধরণ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥২১
বিভ্রাণং বাসসী পীতে বন্যপুষ্পবিভূষিতম্।
সান্দ্রনীললতাহস্তংসিতাম্ভোজাবতংসকম্ ॥২২
হংসেন্দুকুন্দধবলং নীলাম্বরধরং দ্বিজাঃ।
তস্যানু বলভদ্রঞ্চ দদর্শ যদুনন্দনম্ ॥ ২৩
প্রাংশুমুত্তুঙ্গবাহুঞ্চ বিকাশিমুখপঙ্কজম্।
মেঘমালাপরিবৃতং কৈলাসাদ্রিমিবাপরম্ ॥ ২৪
তৌ দৃষ্ট্বা বিকসদ্বক্ত্রসরোজঃ স মহামতিঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গস্তদাক্রূরোঽভবদ্দ্বিজাঃ ॥২৫
য এতৎ পরমং ধাম য এতৎপরমং পদম্।
অভবদ্বাসুদেবোঽসৌ দ্বিধা যোঽয়ংব্যবস্থিতঃ

সাফল্যমক্ষ্ণোর্যুগপন্মমাস্তু
দৃষ্টে জগদ্ধাতরি যাসমুচ্চৈঃ।
অপ্যঙ্গমেতস্তগবৎপ্রাসাদা-
দ্দত্তাঙ্গসঙ্গে ফলবর্ত্ত তৎ স্যাৎ ॥ ২৭
অপ্যেব স্পৃষ্ট্বা মম হস্তপদ্মং
করিষ্যতি শ্রীমদনন্তমূর্ত্তিঃ।
যস্যাঙ্গুলিস্পর্শহতাখিলাঘৈ-
রবাপ্যতে সিদ্ধিরনুত্তমা নরৈঃ ॥ ২৮
তথাশ্বিরুদ্রেন্দ্রবসুপ্রণীতা
দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি বরং প্রহৃষ্টাঃ।
চক্রং স্মৃতা দৈত্যপতের্হৃতানি
দৈত্যাঙ্গনানাং নয়নাস্তরাণি ॥ ২৯॥
যত্রাম্বু বিন্যস্য বলির্মনোজ্ঞা-
নবাপ ভোগান্ বসুধাতলস্থঃ।
তথামরেশস্ত্রিদশাধিপত্যং
মন্বন্তরং পূর্ণমবাপ শক্রঃ ॥ ৩০
অথৈষ মাং কংসপরিগ্রহেণ
দোষাস্পদীভূতমদোষযুক্তম্।
কর্ত্তা ন মানোপহিতং ধিগস্তু
যস্মান্মনঃ সাধুবহিষ্কৃতং যৎ ॥ ৩১
জ্ঞানাত্মকস্যাখিলসত্ত্বরাশে-
র্ব্যাবৃত্তদোষস্য সদাস্ফুটস্য।
কিংবা জগত্যত্র সমস্তপুংসা-
মজ্ঞাতমস্ত্যস্তি হৃদি স্থিতস্য ॥ ৩২

বক্ষস্থল বিস্তৃত ও উন্নত, উচ্চ নাসিকাযুক্ত মুখপদ্ম সবিলাস স্মিত-শোভিত, তুঙ্গ রক্ত-নখযুক্ত পদযুগল ধরণীতলে সুপ্রতিষ্ঠিত, হস্ত-দ্বয় সান্দ্র নীললতাতুল্য, এবং কর্ণে সিতা-ম্ভোজদ্বয় বিরাজিত; সেই পীতবস্ত্রদ্বয়ধারী হরি বন্য পুষ্পে সুশোভিত। তাঁহার পার্শ্বে হংসকুন্দেন্দুধবল নীলাম্বরধর যদুনন্দন বল-ভদ্রকেও দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাংশু ও উন্নতবাহু, মেঘমালা-পরিবৃত অপর কৈলাস গিরিসম বিকাশি মুখপঙ্কজে বিরাজমান। হে দ্বিজগণ! সেই মহামতি অক্রূর তাঁহা-দিগকে দেখিয়া তখন পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গ হইয়া সহাস্যমুখে ভাবিতে লাগিলেন,—সেই পরমধাম পরমপদ বাসুদেবই এই দুই ভাগে অবস্থান করিতেছেন! এই জগদ্ধাতাকে দেখিয়া যুগপৎ আমার অতীব আনন্দ এবং নেত্রদ্বয়ের সাফল্য হইল। ভগবৎপ্রসাদে ইনি অঙ্গসঙ্গ প্রদান করিয়া আমার অঙ্গের সফলতা কি সম্পাদন করিবেন না? যাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে নরগণ অখিল পাপরাশি হীন অনুত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই শ্রীমান্ অনন্তমূর্ত্তি অদ্য কি হস্তপদ্ম দ্বারা আমার গাত্র স্পর্শ করিবেন না। তিনি স্পর্শ করিলে অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, রুদ্র, বসু প্রভৃতি দেব-গণও হৃষ্টচিত্তে আমাকে আশীর্ব্বাদ করি-বেন। যাঁহার চক্র দৈত্যপতির ও দৈত্যা-ঙ্গনাগণের নয়ন মন অপহরণ করিয়াছিল, যাঁহাতে জল দান করিয়া বলি বসুধাতলস্থ হইয়াও মনোজ্ঞ ভোগ সুখ লাভ করিয়াছিল এবং যাঁহার প্রসাদে শক্র মন্বন্তরব্যাপী, পূর্ণ ত্রিদশাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইনি কি কংসপরিগ্রহ হেতু দোষাস্পদীভূত দোষহীন আমাকে অবমানিত করিবেন? ধিক্ আমার মনকে! যেহেতু উহা সাধুবহিষ্কৃত এই কুৎসিত চিন্তা করিতেছে। যিনি জ্ঞানাত্মক, অখিল সত্ত্বরাশি, দোষহীন ও সতত অব্যক্ত, তাঁহার পক্ষে জগতের সকল প্রাণীর হৃদয়স্থ বিষয় কি অজ্ঞাত থাকিতে

তস্মাদহং ভক্তিবিনম্রগাত্রো
ব্রজামি বিশ্বেশ্বরমীশ্বরাণাম্।
অংশাবতারং পুরুষোত্তমস্য
অনাদিমধ্যান্তমজস্য বিষ্ণোঃ॥ ৩৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃষ্ণক্রীড়ায়ামক্রূরাগমনবর্ণন-মেকনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯১॥

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

চিন্তয়ন্নিতি গোবিন্দমুপগম্য স যাদবঃ।
অক্রূরোঽস্মীতি চরণৌ ননাম শিরসা হরেঃ॥১
সোঽপ্যেনং ধ্বজবজ্রাব্জকৃতচিহ্নেন পাণিনা।
সংস্পৃশ্যাকৃষ্য চ প্রীত্যা সুগাঢ়ং পরিষস্বজে॥২
কৃতসংবন্দনৌ তেন যথাবদ্বলকেশবৌ।
ততঃ প্রবিষ্টৌ সহসা তমাদায়াত্মমন্দিরম্॥ ৩
সহ তাভ্যাং তদাক্রূরঃ কৃতসংবন্দনাদিকঃ।
ভুক্তভোজ্যো যথান্যায়মাচচক্ষে ততস্তয়োঃ॥৪
যথা নির্ভর্ৎসিতস্তেন কংসেনানকদুন্দুভিঃ।
যথা চ দেবকী দেবী দানবেন দুরাত্মনা॥ ৫
উগ্রসেনে যথা কংসঃ স দুরাত্মা চ বর্ত্ততে।
যং চৈবার্থং সমুদ্দিশ্য কংসেন স বিসর্জ্জিতঃ॥৬
তৎসর্ব্বং বিস্তরাচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কেশিসূদনঃ।
উবাচাখিলমেতত্তু জ্ঞাতং দানপতে ময়া॥ ৭
করিষ্যে চ মহাভাগ যদত্রোপয়িকং মতম্।
বিচিন্ত্যং নান্যথৈতত্তে বিদ্ধি কংসং হতং ময়া॥
অহং রামশ্চ মথুরাং শ্বো যাস্যাবঃ সমং ত্বয়া।
গোপবৃদ্ধাশ্চ যাস্যন্তি আদায়োপায়নং বহু॥ ৯
নিশেয়ং নীয়তাং বীর ন চিন্তাং কর্ত্তুমর্হসি।
ত্রিরাত্রাভ্যন্তরে কংসং হনিষ্যামি সহানুগম্॥

ব্যাস উবাচ।

সমাদিশ্য ততো গোপানক্রূরোঽপি সকেশবঃ।
সুষ্বাপ বলভদ্রশ্চ নন্দগোপগৃহে গতঃ॥ ১১

পারে? অতএব আমি ভক্তিবিনম্র-গাত্রে আদিমধ্যান্তহীন অজ বিশ্বেশ্বরদিগের ঈশ্বর বিষ্ণুর অংশাবতার পুরুষোত্তমের শরণ প্রাপ্ত হই।১৮—৩৩।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৯১।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—সেই যাদব এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দসমীপে গমন-পূর্ব্বক 'আমি অক্রূর' এই বলিয়া মস্তক দ্বারা হরির চরণে প্রণাম করিলেন। তিনিও তাঁহাকে ধ্বজবজ্রাব্জ-চিহ্নিত পাণি দ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া প্রীতিবশে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলরাম ও কেশব অক্রূর কর্ত্তৃক যথাবৎ বন্দিত হইলে পর তাঁহাকে লইয়া নিজ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। অক্রূর তখন বন্দনাদি করিয়া তাঁহাদের সহিত যথান্যায়ে ভোজনান্তে তাঁহা-দিগকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। দুরাত্মা দানব কংস বসুদেবকে যেরূপ ভর্ৎসনা করিয়াছে, দেবকী দেবী যেরূপ তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছেন, উগ্রসেনের প্রতিও সেই দুরাত্মার যেরূপ ব্যবহার, এবং তিনিও যে উদ্দেশে কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, ভগবান্ কেশিসূদন সে সকল বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দানপতে! এ সকলই আমি জ্ঞাত আছি। এ বিষয়ে যে উপায় বিধেয়, হে মহাভাগ। আমিও তাহা করিব। এ বিষয়ে তুমি অন্যরূপ ভাবনা করিও না। কংসকে মৎকর্ত্তৃক নিহত বলিয়াই জান। আগামী কল্য তোমার সহিত আমি ও রাম যাইব এবং বৃদ্ধগোপেরাও বহু উপায়ন লইয়া যাইবে। হে বীর! এই নিশাটী অতি বাহিত কর, চিন্তা করিও না, ত্রিরাত্রাভ্যন্তরে অনুগগণসহ কংসকে নিহত করিব। ১—১০। ব্যাস বলিলেন,—অক্রূর গোপগণকে রাজাদেশ জানাইয়া কেশব-বলরামের সহিত নন্দগোপগৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন।

ততঃ প্রভাতে বিমলে রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
অক্রূরেণ সমং গন্তুমুদ্যতৌ মথুরাং পুরীম্॥১২
দৃষ্ট্বা গোপীজনঃ সাস্রঃ শ্লথবলয়বাহুকঃ।
নিশ্বসংশ্চাতিদুঃখার্ত্তাঃ প্রাহ চেদং পরস্পরম্॥ ১৩
মথুরাং প্রাপ্য গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেষ্যতি
নাগরস্ত্রীকলালাপমধু শ্রোত্রেণ পাস্যতি॥ ১৪
বিলাসিবাক্যজাতেষু নাগরীণাং কৃতাস্পদম্।
চিত্তমস্য কথং গ্রাম্যগোপগোপীষু যাস্যতি॥১৫
সারং সমস্তগোষ্ঠস্য বিধিনা হরতা হরিম্।
প্রহৃতং গোপযোষিৎসু নির্ঘৃণেন দুরাত্মনা॥১৬
ভাবগর্ভস্মিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ।
নাগরীণামতীবৈতৎকটাক্ষেক্ষিতমেব তু॥ ১৭
গ্রাম্যো হরিরয়ং তাসাং বিলাসনিগড়ৈর্যতঃ।
ভবতীনাং পুনঃ পার্শ্বং কয়া যুক্ত্যা সমেষ্যতি॥
এষো হি রথমারুহ্য মথুরাং যাতি কেশবঃ।
অক্রূরক্রূরকেণাপি হতাশেন প্রতারিতঃ॥ ১৯
কিং ন বেত্তি নৃশংসোঽয়মনুরাগপরং জনম্।
যেনেমমক্ষ্ণরাহ্লাদং নয়ত্যন্যত্র নো হরিম্॥২০
এষ রামেণ সহিতঃ প্রযাত্যত্যন্তনির্ঘৃণঃ।
রথমারুহ্য গোবিন্দস্ত্বর্য্যতামস্য বারণে॥২১
গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীষি ন নঃ ক্ষমম্।
গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা॥২২
নন্দগোপমুখা গোপা গন্তুমেতে সমুদ্যতাঃ।
নোদ্যমং কুরুতে কশ্চিদ্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে॥
সুপ্রভাতাদ্য রজনী মথুরাবাসিযোষিতাম্।
যাসামচ্যুতবক্ত্রাব্জং যাতি নেত্রালিভোগ্যতাম্
ধন্যাস্তে পথি যে কৃষ্ণমিতো যান্তমবারিতাঃ।
উদ্বহিষ্যন্তি পশ্যন্তঃ স্বদেহং পুলকাঞ্চিতম্॥ ২৫
মথুরানগরীপৌরনয়নানাং মহোৎসবঃ।
গোবিন্দবদনালোকাদতীবাদ্য ভবিষ্যতি॥২৬
কো নু স্বপ্নঃ সভাগ্যাভির্দৃষ্টস্তাভিরধোক্ষজম্।
বিস্তারিকান্তনয়না যা দ্রক্ষ্যন্ত্যনিবারিতম্॥২৭

পরে বিমল প্রাতঃকালে মহাবল রামকৃষ্ণ অক্রূরের সহিত মথুরা পুরীতে গমনোদ্যত দেখিয়া গোপীজনেরা দুঃখার্ত্ত এবং বিশ্লথবলয়-বাহু হইয়া সাশ্রুনেত্রে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল,—গোবিন্দ মথুরায় যাইলে পুনরায় গোকুলে আসিবেন কেন? তিনি সেখানে শ্রোত্রদ্বারা নাগর স্ত্রীগণের কলালাপমধু পান করিবেন, নাগরীদিগের সবিলাস বচনচয়ে ইঁহার চিত্ত কৃতাস্পদ হইয়া গ্রাম্য গোপ-গোপীদিগের প্রতি কেন যাইবে? নির্দ্দয় দুরাত্মা বিধাতা সমস্ত গোষ্ঠের সারধন হরিকে হরণ করত গোপনারীগণের প্রতি নিতান্ত প্রহার করিল। নাগরীদিগের ভাবগর্ভ সস্মিত বাক্য, বিলাস-ললিত গতি, কটাক্ষনিক্ষেপ, ইত্যাদি বিলাসনিগড়ে বদ্ধ হইয়া এই গ্রাম্য হরি কি যুক্তিতে পুনরায় তোমাদের পার্শ্বে আসিবেন? হতাশ, ক্রূর অক্রূর কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া এই কেশব রথারোহণে মথুরায় যাইতেছেন। আমাদের আহ্লাদাধার হরিকে যে অন্যত্র লইয়া যাইতেছে এই নৃশংস কি এই জনগণকে অনুরাগপরায়ণ বলিয়া জানে না? অত্যন্ত নির্দ্দয় গোবিন্দ রামের সহিত রথারোহণে ঐ যাইতেছেন; ইহার বারণ জন্য ত্বরান্বিত হও। ১১—২১। গুরুগণের সাক্ষাতে এরূপ বলা উচিত নয়, এ কথা কি বলিতেছ? বিরহাগ্নি-দগ্ধ আমাদিগের গুরুগণ কি করিবেন? নন্দগোপপ্রমুখ এই গোপগণ গমন জন্য উদ্যত হইয়াছে; গোবিন্দকে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য কেহই উদ্যম করিতেছে না। অচ্যুত-মুখপদ্ম যাহাদিগের নয়নভৃঙ্গের ভোগ্যতা প্রাপ্ত হইবে, অদ্য সেই মথুরাবাসিনী রমণীগণের রজনী সুপ্রভাতা; পথে গমনকারী কৃষ্ণকে অনিবারিতভাবে দেখিয়া যাহারা পুলকাঞ্চিত নিজদেহ বহন করিবে, তাহারাই ধন্য। অদ্য গোবিন্দবদনালোকন জন্য মথুরানগরীর পৌরদিগের নয়নসকলের মহোৎসব উপস্থিত হইবে। সেই ভাগ্যবতী নারীগণ কি স্বপ্নই দেখিয়াছে যে, অনিবারিতভাবে কান্ত নেত্রবিস্তারিত করিয়া অধোক্ষজকে দর্শন

অহো গোপীজনস্যাস্য দর্শয়িত্বা মহানিধিম্।
উদ্ধৃতান্যদ্য নেত্রাণি বিধাত্রাকরুণাত্মনা॥ ২৮
অনুরাগেণ শৈথিল্যমস্মাসু ব্রজতো হরেঃ।
শৈথিল্যমুপযান্ত্যাশু করেষু বলয়ান্যপি॥ ২৯
অক্রূরঃ ক্রূরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হয়ান্।
এবমার্ত্তাসু যোষিৎসু ঘৃণা কস্য ন জায়তে॥৩০
হে হেকৃষ্ণ রথস্যোচ্চৈশ্চক্ররেণুর্নিরীক্ষ্যতাম্
দূরীকৃতো হরির্যেন সোঽপি রেণুর্ন লক্ষ্যতে॥
ইত্যেবমতিহার্দ্দেন গোপীজননিরীক্ষিতঃ।
তত্যাজ ব্রজভূভাগং সহ রামেণ কেশবঃ॥৩১
গচ্ছন্তো জবনাশ্বেন রথেন যমুনাতটম্।
প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাক্রূরজনার্দ্দনাঃ॥ ৩৩
অথাহ কৃষ্ণমক্রূরো ভবদ্‌ভ্যাং তাবদাস্যতাম্।
যাবৎ করোমি কালিন্দ্যামাহ্নিকার্হণমম্ভসি॥৩৪
তথেত্যুক্তে ততঃ স্নাতঃ স্বাচান্তঃ স মহামতিঃ।
দধ্যৌ ব্রহ্ম পরং বিপ্রাঃ প্রবিশ্য যমুনাজলে॥৩৫
ফণাসহস্রমালাঢ্যং বলভদ্রং দদর্শ সঃ।
কুন্দামলাঙ্গমুন্নিদ্রপদ্মপত্রায়তেক্ষণম্॥ ৩৬
বৃতং বাসুকিরম্ভাদ্যৈর্মহদ্ভিঃ পবনাশিভিঃ।
সংস্তূয়মানং বহুভির্বনমালাবিভূষিতম্॥ ৩৭
দধানমসিতে বস্ত্রে চারুরূপাবতংসকম্।
চারুকুণ্ডলিনং মত্তমন্তর্জলতলে স্থিতম্॥ ৩৮
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামমাতাম্রায়তলোচনম্।
চতুর্ব্বাহুমুদারাঙ্গং চক্রাদ্যায়ুধভূষণম্॥ ৩৯
পীতে বসানং বসনে চিত্রমাল্যবিভূষিতম্।
শক্রচাপতড়িন্মালাবিচিত্রমিব তোয়দম্॥ ৪০
শ্রীবৎসবক্ষসং চারুকেয়ূরমুকুটোজ্জ্বলম্।
দদর্শ কৃষ্ণমক্লিষ্টং পুণ্ডরীকাবতংসকম্॥ ৪১
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সিদ্ধযোগৈরকল্মষৈঃ।
সঞ্চিন্ত্যমানং মনসা নাসাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ॥ ৪২
বলকৃষ্ণৌ তদাক্রূরঃ প্রত্যভিজ্ঞায় বিস্মিতঃ।
অচিন্তয়দথো শীঘ্রং কথমত্রাগতাবিতি॥ ৪৩

করিবে। অহো! অকরুণাত্মা বিধাতা এই গোপীজনগণকে অদ্য মহানিধি দেখাইয়া নেত্রসকল উৎপাটন করিল। হরির অনুরাগ আমাদিগের প্রতি শৈথিল্য প্রাপ্ত হইল বলিয়া করস্থিত বলয় সকলও আশু শৈথিল্য প্রাপ্ত হইবে। ক্রূরহৃদয় অক্রূর সত্বর অশ্বগুলি চালাইতেছে! এইরূপ আর্ত্ত যোষিদ্‌বর্গের প্রতি কাহার না করুণা হয়? ওহে, ওহে, কৃষ্ণ-রথের চক্রোদ্ধৃত রেণু নিরীক্ষণ কর। যাহা এতক্ষণ হরিকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল, সেই রেণুও আর দেখা যাইতেছে না! অতি প্রণয়বশত এইভাবে গোপীজনগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া সেই কেশব, রাম সহ ব্রজ ভূভাগ ত্যাগ করিলেন। রাম, অক্রূর ও জনার্দ্দন বেগগামী অশ্বযুক্ত রথ দ্বারা গমন করত মধ্যাহ্ন সময়ে যমুনাতট প্রাপ্ত হইলেন। পরে অক্রূর তাঁহাদিগকে কহিলেন;—আপনারা তাবৎ অবস্থান করুন, আমি যাবৎ কালিন্দীজলে আহ্নিক-পূজা সমাপন করি। হে বিপ্রগণ! তাঁহারা "তাহাই হউক" বলিয়া অনুমোদন করিলে পর সেই মহামতি অক্রূর যমুনাজলে প্রবেশপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান ও আচমনান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলেন।২২—৩৫। পরে তিনি জলমধ্যে বলভদ্রকে দেখিতে পাইলেন উহা ফণাসহস্র ও মালাদ্বারা ভূষিত, কুন্দবৎ অমলাঙ্গ, বিকসিত পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র, বাসুকি রম্ভাদি মহা মহা বহু অহী দ্বারা পরিবৃত ও স্তূয়মান, বনমালাভূষিত, চারু অবতংসযুক্ত, মনোহর কুণ্ডল-সমন্বিত, নীলবসন-পরিধান ও মত্ত। সেই মূর্ত্তির ক্রোড়ে ঘনশ্যামবর্ণ, আতাম্র-আয়তনেত্র, চতুর্ব্বাহু, উর্জ্জিতাঙ্গ, চক্রাদি আয়ুধে ভূষিত, ইন্দ্রচাপ ও তড়িন্মালা দ্বারা বিচিত্র তোয়দবৎ প্রতীয়মান, শ্রীবৎস-শোভিত-বক্ষা, চারুমুকুট কেয়ূর দ্বারা উজ্জ্বল, পুণ্ডরীকাবতংস, অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকেও দেখিতে পাইলেন। নাসাগ্রে ন্যস্তলোচন সনন্দনাদি সিদ্ধযোগ পাপহীন মুনিগণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান বলদেব ও কৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া সেই অক্রূর বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে,—ইহারা এখানে কেমনে আসিল?

বিবক্ষোঃ স্তম্ভয়ামাস বাচং তস্য জনার্দ্দনঃ।
ততো নিষ্ক্রম্য সলিলাদ্রথমভ্যাগতঃ পুনঃ ॥৪৪
দদর্শ তত্র চৈবোভৌ রথস্যোপরি সংস্থিতৌ।
রামকৃষ্ণৌ যথা পূর্ব্বং মনুষ্যবপুষান্বিতৌ ॥৪৫
নিমগ্নশ্চ পুনস্তোয়ে দদৃশে স তথৈব তৌ।
সংস্তূয়মানৌ গন্ধর্ব্বৈর্মুনিসিদ্ধমহোরগৈঃ ॥ ৪৬
ততো বিজ্ঞাতসদ্ভাবঃ স তু দানপতিস্তদা।
তুষ্টাব সর্ব্ববিজ্ঞানময়মচ্যুতমীশ্বরম্‌ ॥ ৪৭

অক্রূর উবাচ।

তন্মাত্ররূপিণেঽচিন্ত্যমহিম্নে পরমাত্মনে।
ব্যাপিনে নৈকরূপৈকস্বরূপায় নমো নমঃ ॥৪৮
শব্দরূপায় চাচিন্ত্যহবির্ভূতায় তে নমঃ।
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরায় প্রকৃতেঃ প্রভো ॥৪৯
ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্‌।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ ॥৫০
প্রসীদ সর্ব্বধর্ম্মাত্মন্‌ করাক্ষর মহেশ্বর।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ ॥৫১
অনাখ্যেয়স্বরূপাত্মন্ননাখ্যেয়প্রয়োজন।
অনাখ্যেয়াভিধান ত্বাং নতোঽস্মি পরমেশ্বরম্‌
ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজঃ ॥ ৫৩
ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো যতঃ।
ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুসংজ্ঞাভিরীড্যসে ॥৫৪

সর্ব্বাত্মংস্ত্বমজ বিকল্পনাভিরেতৈ-
র্দেবাস্ত্বংজগদখিলং ত্বমেব বিশ্বম্‌।
বিশ্বাত্মংস্ত্বমতিবিকারভেদহীনঃ
সর্ব্বস্মিন্‌ হি ভবতোঽস্তি কিঞ্চিদন্যৎ ॥৫৫
ত্বং ব্রহ্মা পশুপতিরর্য্যমা বিধাতা
ত্বং ধাতা ত্রিদশপতিঃ সমীরণোঽগ্নিঃ।
তোয়েশো ধনপতিরন্তকস্ত্বমেকো
ভিন্নাত্মা জগদপি পাসি শক্তিভেদৈঃ ॥৫৬
বিশ্বং ভবান্‌ সৃজতি হন্তি গভস্তিরূপো
বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োঽয়মজ প্রপঞ্চঃ।

তিনি কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেও জনার্দ্দন তাঁহার বাক্য স্তম্ভন করিলেন। তার পর তিনি সলিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় রথে আসিলেন এবং দেখিলেন,—রাম ও কৃষ্ণ যথাপূর্ব্ব মানুষদেহে রথোপরি অবস্থিত আছেন। পুনরায় তিনি জলে নিমগ্ন হইয়াও তদ্বৎ তাঁহাদিগকে গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ ও মহোরগাদি দ্বারা সংস্তূয়মান দেখিতে পাইলেন। তাহাতে সেই দানপতি তখন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সর্ব্ববিজ্ঞানময় র অচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন।৩৬—৪৭।

অক্রূর কহিলেন,—তন্মাত্ররূপী, অচিন্ত্যমহিমা, সর্ব্বব্যাপী, অনেকস্বরূপ, পরমাত্মাকে নমস্কার, নমস্কার। শব্দস্বরূপকে নমস্কার, অচিন্ত্য হবিভূত তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিজ্ঞানরূপীকে নমস্কার। তুমি এক হইয়াও ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রধানাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা,—এই পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া অবস্থিত। হে সর্ব্বধর্ম্মাত্মন্‌, করাক্ষর মহেশ্বর! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিও তোমাকে কল্পনা দ্বারা উল্লেখ করিয়া থাকেন। হে অনাখ্যেয়স্বরূপাত্মন্‌! অনাখ্যেয়প্রয়োজন! অনাখ্যেয়াভিধান! পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। হে নাথ! যাহাতে নামরূপাদি কল্পনাও করা যায় না, তুমি সেই নিত্য অবিকারী অজ পরম ব্রহ্ম; যে হেতু সমস্ত পদার্থেরই ক ব্যতীত জ্ঞান হইতে পারে না। সেই জন্যই তুমি কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বি ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা স্তুত হইয়া থাক। হে সর্ব্বাত্মন্‌! অজ তুমি এই সকল বিকল্পনা দ্বারা নানা দেবতা হইয়াছ, তুমিই অখিল জগৎ, তুমিই এই বিশ্ব। হে বিশ্বাত্মন্‌! তুমি অতিমাত্র বিকারহীন; তুমি সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছ, তোমা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই। তুমিই ব্রহ্মা, পশুপতি, অর্য্যমা, বিধাতা, তুমিই ধাতা, ত্রিদশপতি, সমীরণ ও অগ্নি। এক তুমিই তোয়েশ ও ধনপতি, অন্তক, ইত্যাদি বিভিন্নমূর্ত্তিতে বিভিন্ন শক্তিতে জগৎ পালন করিয়া থাক। কিরণরূপী তুমি বিশ্বের সৃজন ও পালন কর; হে অজ! এই গুণময় বিশ্ব

রূপং পরং সদিতি বাচকমক্ষরং যজ্‌-
জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ॥
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সংকর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায় নমস্তভ্যমনিরুদ্ধায় তে নমঃ॥ ৫৮
ব্যাস উবাচ।
এবমন্তর্জলে কৃষ্ণমভিষ্টূয় স যাদবঃ।
অর্চয়ামাস সর্ব্বেশং ধূপপুষ্পৈর্ম্মনোময়ৈঃ॥ ৫৯
পরিত্যজ্যান্যবিষয়ং মনস্তত্র নিবেশ্য সঃ।
ব্রহ্মভূতে চিরং স্থিত্বা বিররাম সমাধিতঃ॥ ৬০
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো দ্বিজোত্তমাঃ।
আজগাম রথং ভূয়ো নির্গম্য যমুনাম্ভসঃ॥ ৬১
রামকৃষ্ণৌ দদর্শাথ যথাপূর্ব্বমবস্থিতৌ।
বিস্মিতাক্ষং তদাক্রূরং তঞ্চ কৃষ্ণোঽভ্যভাষত
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
কিং ত্বয়া দৃষ্টমাশ্চর্য্যমক্রূর যমুনাজলে।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো ভবান্ সংলক্ষ্যতে যতঃ॥

অক্রূর উবাচ।
অন্তর্জলে যদাশ্চর্য্যং দৃষ্টং তত্র ময়াচ্যুত।
তদত্রৈব হি পশ্যামিমূর্ত্তিমৎ পুরতঃ স্থিতম্॥৬৪
জগদেতন্মহাশ্চর্য্যং রূপং যস্য মহাত্মনঃ।
তেনাশ্চর্য্যপরেণাহং ভবতা কৃষ্ণ সঙ্গতঃ॥ ৬৫
তৎকিমিতেন মথুরাং প্রযামো মধুসূদন।
বিভেমি কংসাদ্ধিগ্‌জন্ম পরপিণ্ডোপজীবিনঃ॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তা চোদয়ামাস তান্ হয়ান্ বাতরংহসঃ।
সম্প্রাপ্তশ্চাপি সায়াহ্নে সোঽক্রূরো মথুরাং
পুরীম্।
বিলোক্য মথুরাং কৃষ্ণংরামং চাহ স যাদবঃ॥৬৭
অক্রূর উবাচ।
পদ্ভ্যাং যাতং মহাবীর্য্যৌ রথেনৈকো বিশা-
ম্যহম্।
গন্তব্যং বসুদেবস্য নো ভবদ্ভ্যাং তথা গৃহে।
যুবয়োর্হি কৃতে বৃদ্ধঃ কংসেন স নিরস্যতে॥ ৬৮
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তা প্রবিবেশাসাবক্রূরো মথুরাং পুরীম্।

তোমারই প্রপঞ্চমাত্র। 'সৎ' এই যে বাচক অক্ষর, ইহাই তোমার পরম রূপ; সদসৎ জ্ঞানাত্মা সেই তোমাকে আমি প্রণাম করি। "ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়' বলিয়া তোমায় আমি নমস্কার করি, সঙ্কর্ষণকেও নমস্কার, প্রদ্যুম্ন, তামাকে নমস্কার, অনিরুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার।৪৮—৫৮। ব্যাস বলিলেন,—সেই যাদব জলমধ্যে এইরূপে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া মনোময় পুষ্প ধূপ দ্বারা সেই সর্ব্বেশ্বরকে অর্চনা করিলেন। তারপর অন্যবিষয় পরিহার করত সেই ব্রহ্মভূত হরিতে মন নিবেশিত করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থানের পর সেই সমাধি হইতে বিরত হইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি আত্মাকে কৃতকৃত্য বোধ করত যমুনা-জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক পুনরায় রথে আসিলেন। দেখিলেন,—রাম ও কৃষ্ণ যথাপূর্ব্ব অবস্থিত রহিয়াছেন। তখন বিস্মিত-নেত্র সেই অক্রূরকে কৃষ্ণ এই কথা কহিলেন,—হে অক্রূর! তুমি যমুনাজলে কি আশ্চর্য্য দেখিলে? যেহেতু তোমাকে বিস্ময়োৎফুল্লনয়ন দেখাইতেছে। অক্রূর বলিলেন,—হে অচ্যুত! সেই জলমধ্যে যে আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা এখানেও মূর্ত্তিমান্ পুরোবর্ত্তী দেখিতেছি! এই মহাশ্চর্য্য জগৎ যাঁহার রূপ, হে কৃষ্ণ! সেই পরমাশ্চর্য্য আপনার সহিত আমি এখানে মিলিত হইয়াছি। তা, এ আলোচনায় ফল কি? মধুসূদন! মথুরায় যাই; কংস হইতে ভয় পাইতেছি। পরপিণ্ডোপজীবি-গণের জীবনে ধিক্! ব্যাস বলিলেন,—অক্রূর এই বলিয়া সেই বাতবেগী হয়গণকে প্রেরণ করিলেন এবং সায়াহ্নকালে মথুরা-পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই যাদব তখন মথুরাপুরীতে দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণকে বলিলেন,—হে মহাবীর্য্যদ্বয়! আপনারা পাদচারে গমন করুন, আমি একাকী রথ দ্বারা প্রবেশ করি। আপনারা বসুদেবের গৃহে যাইবেন না। আপনাদের জন্যই সেই বৃদ্ধ, কংস কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে

প্রবিষ্টৌ রামকৃষ্ণৌ চ রাজমার্গমুপাগতৌ ॥ ৬৯
স্ত্রীভির্নরৈশ্চ সানন্দলোচনৈরভিবীক্ষিতৌ
জগ্মতুর্লীলয়া বীরৌ প্রমত্তৌ বালগজাবিব ॥৭০
ভ্রমমাণৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা রজকং রঙ্গকারকম্।
অযাচেতাং স্বরূপাণি বাসাংসি রুচিরাণি তৌ
কংসস্য রজকঃ সোঽথ প্রসাদারূঢ়বিস্ময়ঃ।
বহূন্যাক্ষেপবাক্যানি প্রাহোচ্চৈ রামকেশবৌ ॥
ততস্তলপ্রহারেণ কৃষ্ণস্তস্য দুরাত্মনঃ।
পাতয়ামাস কোপেন রজকস্য শিরো ভুবি ॥৭৩
হত্বাদায় চ বস্ত্রাণি পীতনীলাম্বরৌ ততঃ।
কৃষ্ণরামৌ মুদাযুক্তৌ মালাকারগৃহং গতৌ ॥৭৪
বিকাসিনেত্রযুগলো মালাকারোঽতিবিস্মিতঃ।
এতৌ কস্য কুতো যাতৌ মনসাচিন্তয়ত্ততঃ ৭৫
পীতনীলাম্বরধরৌ দৃষ্ট্বাতিসুমনোহরৌ।
স তর্কয়ামাস তদা ভুবং দেবাবুপাগতৌ ॥ ৭৬

বিকাশিমুখপদ্মাভ্যাং তাভ্যাং পুষ্পাণি যাচিতঃ
ভুবং বিষ্টভ্য হস্তাভ্যাং পস্পর্শশিরসা মহীম্।
প্রসাদসুমুখৌ নাথৌ মম গেহমুপাগতৌ।
ধন্যোঽহমর্চ্চয়িষ্যামীত্যাহ তৌ মাল্যজীবিকঃ
ততঃ প্রহৃষ্টবদনস্তয়োঃ পুষ্পাণি কামতঃ।
চারূণ্যেতানি চৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন্
পুনঃপুনঃ প্রণম্যাসৌ মালাকারোত্তমো দদৌ
পুষ্পাণি তাভ্যাং চারূণি গন্ধবন্ত্যমলানি চ ॥
মালাকারায় কৃষ্ণোঽপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরম্।
শ্রীস্ত্বাং মৎসংশ্রয়া ভদ্র ন কদাচিত্ত্যজিষ্যতি ॥
বলহানির্ন তে সৌম্য ধনহানিরথাপি বা।
যাবদ্ধরণিসূর্য্যৌ চ সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী ॥৮২
ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগাংস্ত্বমন্তে মৎপ্রসাদতঃ

ছেন। ৫৯—৬৮। ব্যাস বলিলেন,—সেই অক্রুর এই বলিয়া মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। রাম কৃষ্ণও প্রবিষ্ট হইয়া রাজপথে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বীরদ্বয় বালগজবৎ লীলা সহকারে যাইতে যাইতে সানন্দনয়ন নরনারীগণ কর্তৃক বীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে এক রঙ্গকারক রজককে দেখিয়া তাহার নিকটে নিজ নিজ যোগ্য রুচির বস্ত্র চাহিলেন। কংসের প্রসাদে গর্ব্বিত সেই রজক তাহাতে রাম ও কেশবকে অনেক অক্ষেপ বাক্য বলিল। কৃষ্ণ তাহাতে কুপিত হইয়া করতলপ্রহারে সেই দুরাত্মা রজকের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। পরে কৃষ্ণ ও রাম সেই রজককে হত্যাপূর্ব্বক বস্ত্র লইয়া পীত ও নীলাম্বর পরিধান করত মুদিতচিত্তে মালাকার-ভবনে গমন করিলেন। মালাকার বিস্মিত হইয়া বিকসিত-নেত্রযুগলে "ইহারা কাহার? কোথা হইতেই বা আসিল?" মনে মনে এইরূপ ভাবনা করিল। সে তাঁহাদিগকে পীত-নীলাম্বরধর, অতি-সুমনোহর দর্শনে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল যে,—"নিশ্চয়ই ইহাঁরা দেবতা, ভূতলে আসিয়াছেন।" রাম ও কৃষ্ণ বিকসিত মুখপদ্মে তাহার নিকট পুষ্প প্রার্থনা করিলে সেই মালাকার হস্ত দ্বারা ভূতল অবলম্বনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা মহীতল স্পর্শ করত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল এবং "হে প্রসাদসুমুখ নাথদ্বয়! আপনারা আমার গৃহে আসিয়াছেন, আমি ধন্য হইলাম! আপনাদিগের অর্চ্চনা করিব।" এই কথা বলিল। পরে সে প্রহৃষ্ট-বদনে "এগুলি ভাল, এগুলি সুন্দর," এইরূপ বাক্যে প্রলোভিত করত তাঁহাদিগকে কামনানুরূপ পুষ্প প্রদান করিল।৬৯—৭৯। সেই মালাকারোত্তম তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ প্রণামান্তে মনোহর পুষ্প ও গন্ধ-সমন্বিত অমল মাল্য সকল প্রদান করিল। তখন কৃষ্ণও প্রসন্ন হইয়া সেই মালাকারকে এই বর প্রদান করিলেন যে,—হে ভদ্র! মৎসংশ্রয়া শ্রী তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না। সৌম্য! তোমার বলহানি বা ধনহানি হইবে না। ধরণী ও সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত পুত্র-পৌত্র-সমৃদ্ধ ধারাবাহিক বংশ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তুমি মৎ-প্রসাদে বিপুল ভোগ্য উপভোগান্তে অন্তে

মমানুস্মরণং প্রাপ্য দিব্যলোকমবাপ্স্যসি ॥ ৮৩
ধর্ম্মে মনশ্চ তে ভদ্র সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি।
যুষ্মৎসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
নোপসর্গাদিকং দোষং যুষ্মৎসন্ততিসম্ভবঃ।
অবাপ্স্যতি মহাভাগ যাবৎসূর্য্যো ভবিষ্যতি ॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তদ্গৃহাৎ কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।
নির্জ্জগাম মুনিশ্রেষ্ঠা মালাকারেণ পূজিতঃ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মেঽক্রূরপ্রত্যাগমনং দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯২ ॥

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

রাজমার্গে ততঃ কৃষ্ণঃ সানুলেপনভাজনাম্।
দদর্শ কুব্জামায়ান্তীং নবযৌবনগোচরাম্ ॥ ১
তামাহ ললিতং কৃষ্ণঃ কস্যেদমনুলেপনম্।
ভবত্যা নীয়তে সত্যং বদেন্দীবরলোচনে ॥ ২
সকামেনৈব সা প্রোক্তা সানুরাগা হরিং প্রতি।
প্রাহ সা ললিতং কুব্জা দদর্শ চ বলান্ততঃ ॥ ৩
কুব্জোবাচ।
কান্ত কস্মান্ন জানাসি কংসেনাপি নিয়োজিতা।
নৈকবক্রেতি বিখ্যাতামনুলেপনকর্ম্মণি ॥ ৪
নান্যপিষ্টং হি কংসস্য প্রীতয়ে হ্যনুলেপনম্।
ভবত্যহমতীবাস্য প্রসাদধনভাজনম্ ॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
সুগন্ধমেতদ্রাজার্হং রুচিরং রুচিরাননে।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্ ॥ ৬
ব্যাস উবাচ।
শ্রুত্বা তমাহ সা কৃষ্ণং গৃহ্যতামিতি সাদরম্।
অনুলেপঞ্চ প্রদদৌ গাত্রযোগ্যমথোভয়োঃ ॥ ৭
ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গৌ ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
সেন্দ্রচাপৌ বিরাজন্তৌ সিতকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥ ৮
ততস্তাং চিবুকে শৌরিরুল্লাপনবিধানবিৎ।
উল্লাপ্য তোলয়ামাস দ্ব্যঙ্গুলেনাগ্রপাণিনা ॥ ৯

আমার অনুস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া দিব্য লোক লাভ করিবে। ওহে ভদ্র! সর্ব্বকালেই তোমার মন ধর্ম্মে রত থাকিবে। তোমার সন্ততিজাত ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘায়ু লাভ হইবে; যাবৎ সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ তোমার বংশের কাহারই উপসর্গাদি দোষ ঘটিবে না। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! বল-সহায়বান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া সেই মালাকার কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ৮০—৮৬।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯২।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—তারপর কৃষ্ণ রাজপথে সানুলেপন পাত্রহস্তে নবযৌবন-গর্ব্বিতা কুব্জাকে আসিতে দেখিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে ললিতবচনে বলিলেন,—ইন্দীবরলোচনে! এ কাহার অনুলেপন লইয়া যাইতেছ? সত্য বল। হরি সকামভাবে এই কথা কহিলে সেই কুব্জাও তৎপ্রতি অনুরাগবতী হইয়া কামবশে তাঁহাকে দর্শন করিল এবং বলিল;—কান্ত! তুমি আমাকে কেন জান না? আমি নৈকবক্রা নামে বিখ্যাতা; কংস কর্ত্তৃক অনুলেপন কর্ম্মে নিয়োজিতা। অন্য-পিষ্ট অনুলেপন কংসের প্রীতিজনক হয় না; আমি তাঁহার অতীব প্রসাদধনের পাত্রী। কৃষ্ণ বলিলেন,—অয়ি! রুচিরাননে! এই সুগন্ধ অতীব মনোরম, এবং রাজযোগ্য বটে; অতএব আমাদিগের গাত্রোপযোগী অনুলেপন দান কর। ব্যাস বলিলেন, —এই কথা শুনিয়া সে কৃষ্ণকে সাদরে "গ্রহণ কর" বলিয়া তাহাদিগের গাত্রযোগ্য অনুলেপন প্রদান করিল। পরে সেই পুরুষ-র্ষভদ্বয়, যেখানে যেমন অনুলেপন ধারণ করা বিধেয় তদনুসারে অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া সেন্দ্রচাপ-সমন্বিতসিত-কৃষ্ণ অম্বুদবৎ বিরাজিত হইলেন। উল্লাস-বিলাসে সুচতুর শৌরি পরে

চকর্ষ পত্ত্যাঞ্চ তদা ঋজুত্বং কেশবোঽনয়ৎ।
ততঃ সা ঋজুতাং প্রাপ্তা যোষিতামভবদ্বরা॥
বিলাসললিতং প্রাহ প্রেমগর্ভভরালসম্।
বস্ত্রে প্রগৃহ্য গোবিন্দং ব্রজ গেহং মমেতি বৈ॥
আয়াস্যে ভবতীগেহমিতি তাং প্রাহ কেশবঃ।
বিসসর্জ্জ জহাসোচ্চৈ রামস্যালোক্য চাননম্॥
ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গৌ নীলপীতাম্বরাবুভৌ।
ধনুঃশালাং ততো যাতৌ চিত্রমাল্যোপ-
শোভিতৌ
অধ্যাস্য চ ধনূরত্নং তাভ্যাং পৃষ্টৈস্তু রক্ষিভিঃ।
আখ্যাতং সহসা কৃষ্ণো গৃহীত্বাপূরয়দ্ধনুঃ॥১৪
ততঃ পূরয়তা তেন ভজ্যমানং বলাদ্ধনুঃ।
চকারাতিমহাশব্দং মথুরা তেন পূরিতা॥ ১৫
অনুযুক্তৌ ততস্তৌ চ ভগ্নে ধনুষি রক্ষিভিঃ।
রক্ষিসৈন্যং নিকৃত্যোভৌ নিষ্ক্রান্তৌ
কার্ম্মুকালয়াৎ ১৬
অক্রূরাগমবৃত্তান্তমুপলভ্য তথা ধনুঃ।
ভগ্নং শ্রুত্বাথ কংসোঽপিপ্রাহচাণূরমুষ্টিকৌ॥১৭

কংস উবাচ।

গোপালদারকৌপ্রাপ্তৌভবদ্ভ্যাং তৌ মমাগ্রতঃ
মল্লযুদ্ধেন হন্তব্যৌ মম প্রাণহরৌ হি তৌ॥ ১৮
নিযুদ্ধে তদ্বিনাশেন ভবদ্ভ্যাং তোষিতো হ্যহম্
দাস্যাম্যভিমতান্ কামান্নান্যথৈতন্মহাবলৌ॥১৯
ন্যায়তোঽন্যায়তোবাপিভবদ্ভ্যাংতৌ মমাহিতৌ
হন্তব্যৌ তদ্বধাদ্রাজ্যং সামান্যং বো ভবিষ্যতি

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাদিশ্য স তৌ মল্লৌ ততশ্চাহূয় হস্তিপম্
প্রোবাচোচ্চৈস্ত্বয়া মত্তঃ সমাজদ্বারি কুঞ্জরঃ॥২১
স্থাপ্যঃ কুবলয়াপীড়স্তেন তৌ গোপদারকৌ।
ঘাতনীয়ৌ নিযুদ্ধায় রঙ্গদ্বারমুপাগতৌ॥ ২২

তাহাকে হস্তের দুইটী অঙ্গুলি দ্বারা চিবুকে ধরিয়া উচ্চে আনিলেন, সেই সঙ্গে পদদ্বয় দ্বারা তদীয় পদদ্বয়কেও নিম্নদিকে আকর্ষণ করিলেন; কেশব এইরূপ করায় কুব্জা সরলত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই ত্রিবক্রা কুব্জা এই ভাবে সরল হইয়া তখন উত্তমা রমণী হইল। সে তখন গোবিন্দকে বস্ত্রে ধরিয়া বিলাস-ললিত প্রেমগর্ভবচনে ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার গৃহে চল।" কেশব "তোমার গৃহে আসিব" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া রামের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। ১—১২। যথাযোগ্য অনুলিপ্তাঙ্গ ও নীল-পীতাম্বরধারী বিচিত্র মাল্যভূষিত রাম ও কৃষ্ণ তারপর কংসের ধনুঃশালায় উপনীত হইলেন। সেখানে যজ্ঞীয় শ্রেষ্ঠ ধনু রাখিয়া যেসকল রক্ষী উপবিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে সেই ধনুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা দেখাইয়া দিল। কৃষ্ণ সহসা সেই ধনু ধারণপূর্ব্বক উহাতে গুণ সংযোগ করিলেন। পরে আকর্ষণ করাতে উহা ভগ্ন হইয়া গেল। সেই শব্দে সমগ্র মথুরা নগরী পরিপূরিত হইল। ধনু ভগ্ন হইলে রক্ষীরা তাঁহাদিগকে অনেক অনুযোগ করিল। তাঁহারা রক্ষীদিগকে প্রহারপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুকালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরে কংস অক্রূরের আগমন ও ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ শ্রবণে চাণূর ও মুষ্টিককে বলিল,—গোপাল বালকদ্বয় এখানে আসিয়াছে, তাহাদিগকে আমার সমক্ষে তোমরা মল্লযুদ্ধে নিহত কর, উহারা আমার প্রাণহারী,—হে মহাবলদ্বয়! তোমরা বাহুযুদ্ধে উহাদিগকে বিনষ্ট করিলে আমি তোমাদিগকে অভিমত কাম প্রদান করিব, ইহার অন্যথা হইবে না। ন্যায়ত ও অন্যায়ত যেভাবেই হউক, আমার সেই অহিতদ্বয়কে তোমারা হত্যা করিবে। উহাদিগের বধ সাধন করিলে এ রাজ্য তোমাদেরই হইবে।—২০। ব্যাস বলিলেন,—সেই কংস মল্লদ্বয়কে সেইরূপ আদেশ করিয়া পরে হস্তিপালককে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিল,—তুমি আমার সেই মত্ত বর কুঞ্জর কুবলয়াপীড়কে সমাজদ্বারে স্থাপন করিও। সেই গোপবালকদ্বয় বাহুযুদ্ধার্থ রঙ্গদ্বারে উপাগত হইলে ঐ হস্তী দ্বারা

তমাজ্ঞাপ্যাথ দৃষ্ট্বা চ মঞ্চান্ সর্ব্বানুপাহৃতান্।
আসন্নমরণঃ কংসঃ সূর্য্যোদয়মুদৈক্ষত ॥ ২৩
ততঃ সমস্তমঞ্চেষু নাগরঃ স তদা জনঃ।
রাজমঞ্চেষু চারূঢ়াঃ সহ ভৃত্যৈর্মহীভৃতঃ ॥ ২৪
মল্লপ্রাশ্নিকবর্গশ্চ রঙ্গমধ্যে সমীপগঃ।
কৃতঃ কংসেন কংসোঽপি তুঙ্গমঞ্চে ব্যবস্থিতঃ
অন্তঃপুরাণাং মঞ্চাশ্চ যথান্যে পরিকল্পিতাঃ।
অন্যে চ বারমুখ্যানামন্যে নগরযোষিতাম্ ॥২৬
নন্দগোপাদয়ো গোপা মঞ্চেষ্বন্যেষ্ববস্থিতাঃ।
অক্রূরবসুদেবৌ চ মঞ্চপ্রান্তে ব্যবস্থিতৌ ॥
নগরীযোষিতাং মধ্যে দেবকী পুত্রগর্দ্ধিনী।
অন্তকালেঽপি পুত্রস্য দ্রক্ষ্যামীতি মুখং স্থিতা ॥
বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু চাণূরে চাতিবল্গতি।
হাহাকারপরে লোক আস্ফোটয়তি মুষ্টিকে ॥
হত্বা কুবলয়াপীড়ং হস্ত্যারোহপ্রচোদিতম্।
মদাসৃগনুলিপ্তাঙ্গৌ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥ ৩০
মৃগমধ্যে যথা সিংহৌ গর্ব্বলীলাবলোকিনৌ।
প্রবিষ্টৌ সুমহারঙ্গং বলদেবজনার্দ্দনৌ ॥ ৩১
হাহাকারো মহান্ যজ্ঞে সর্ব্বরঙ্গেষ্বনন্তরম্।
কৃষ্ণোঽয়ং বলভদ্রোঽয়মিতি লোকস্য বিস্ময়াৎ
সোঽয়ং যেন হতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী
প্রক্ষিপ্তং শকটং যেন ভগ্নৌ চ যমলার্জ্জুনৌ ॥
সোঽয়ং যঃ কালিয়ং নাগং ননর্ত্তারুহ্য বালকঃ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনো যেন সপ্তরাত্রং মহাগিরিঃ ॥৩৪
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী লীলয়ৈব মহাত্মনা।
হতা যেন চ দুর্ব্বৃত্তো দৃশ্যতে সোঽয়মচ্যুতঃ ॥
অয়ং চাস্য মহাবাহুর্বলদেবোঽগ্রজোঽগ্রতঃ।
প্রয়াতি লীলয়া যোষিন্মনোনয়ননন্দনঃ ॥ ৩৬
অয়ং স কথ্যতে প্রাজ্ঞৈঃ পুরাণার্থাবলোকিভিঃ
গোপালো যাদবং বংশং মগ্নমভ্যুদ্ধরিষ্যতি ॥৩৭

উঁহাদিগকে ঘাতিত করিবে। তাহাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া আসন্নমরণ কংস, সমস্ত মঞ্চ সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তারপর ক্রমে নাগরগণেরা সেই সমস্ত মঞ্চে আসিয়া উপবেশন করিল। রাজকীয় মঞ্চসকলে মহীপতিরা ভৃত্যগণসহ আরোহণ করিলেন। কংসও রঙ্গমধ্যে সন্নিকটেই মল্লদিগের দোষগুণ-নির্ব্বাচনকারী জনগণকে উপবেশিত করিয়া স্বয়ং উচ্চ মঞ্চে অবস্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন অন্তঃপুরনারীগণের, প্রধান প্রধান বারবনিতাদিগের এবং নাগররমণীবর্গের নিমিত্তও পৃথক্ পৃথক্ মঞ্চ পরিকল্পিত হইল। নন্দগোপাদি গোপালেরা এক মঞ্চে অবস্থান করিল। অক্রূর ও বসুদেব মঞ্চপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পুত্রস্নেহবিক্লবা দেবকী মৃত্যুকালেও পুত্রের মুখ দেখিতে পাইব ভাবিয়া নাগর-নারীগণের মধ্যে উপবিষ্টা হইলেন। পরে তূর্য্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। চাণূর অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিল, মুষ্টিক আস্ফোটন করিতে লাগিল এবং লোক সকল হাহাকার করিতে লাগিল। এমন সময়ে বলদেব ও জনার্দ্দন রঙ্গদ্বারে মাহুতপ্রেরিত কুবলয়াপীড়কে হত্যাপূর্ব্বক তদীয় মদরক্তে অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া সেই গজের দীর্ঘ দন্তদ্বয় আয়ুধরূপে গ্রহণ করত মৃগমধ্যে সিংহের ন্যায় সগর্ব্ব লীলাসহকারে দেখিতে দেখিতে সেই সুমহারঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২১—৩১। অনন্তর সমস্ত রঙ্গমধ্যে বিস্ময়বশে লোক সকলের "এই কৃষ্ণ",—"এই বলভদ্র" ইত্যাকার শব্দসহ মহা হাহাকার উপস্থিত হইল। যিনি ঘোরা বালঘাতিনী পূতনাকে নিহত করিয়াছেন,এই সেই কৃষ্ণ; যিনি শকট প্রক্ষেপ ও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়াছেন, যিনি কালিয়নাগে আরোহণপূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছেন, যিনি গোবর্দ্ধন মহা গিরিকে সপ্ত রাত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই এই কৃষ্ণ। দুর্ব্বৃত্ত অরিষ্ট, ধেনুক ও কেশী যে মহাত্মার লীলাবশে নিহত হইয়াছে, সেই অচ্যুত ঐ দৃষ্ট হইতেছেন। ইনি উঁহার অগ্রজ, নারীগণের মনোনয়ননন্দন বলভদ্র, লীলাসহকারে যাইতেছেন। পুরাণার্থতত্ত্বজ্ঞ প্রাজ্ঞজনেরা বলিয়া থাকেন যে, এই গোপাল মগ্ন যাদববংশকে উন্নীত

অয়ং স সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরখিলজন্মনঃ।
অবতীর্ণো মহীমংশো নূনং ভারহরো ভুবঃ॥৩৮
ইত্যেবং বর্ণিতে পৌরে রামে কৃষ্ণে চ তৎক্ষণাৎ।
উরস্ততাপ দেবক্যাঃ স্নেহস্নুতপয়োধরম্॥ ৩৯
মহোৎসবমিবালোক্য পুত্রাবেব বিলোকয়ন্।
যুবেব বসুদেবোঽভূদ্বিহায়াভ্যাগতাং জরাম্॥
বিস্তারিতাক্ষিযুগলা রাজান্তঃপুরযোষিতঃ।
নাগরস্ত্রীসমূহশ্চ দ্রষ্টুং ন বিররাম তৌ॥ ৪১
স্ত্রিয় ঊচুঃ।
সখ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য মুখমত্যম্বুজেক্ষণম্।
গজযুদ্ধকৃতায়াসস্বেদাম্বুকণিকাঙ্কিতম্॥ ৪২
বিকাসীব সরোঽম্ভোজমবশ্যায়জলোক্ষিতম্।
পরিভূতাক্ষরং জন্ম সফলং ক্রিয়তাং দৃশঃ॥৪৩
শ্রীবৎসাঙ্কং জগদ্ধাম বালস্যৈতদ্বিলোক্যতাম্।
বিপক্ষক্ষপণং বক্ষো ভুজযুগ্মঞ্চ ভামিনি॥ ৪৪
বল্গতা মুষ্টিকেনৈব চাণূরেণ তথাপরৈঃ।
ক্রিয়তে বলভদ্রস্য হাস্যমীষদ্বিলোক্যতাম্॥৪৫
সখ্যঃ পশ্যত চাণূরং নিযুদ্ধার্থময়ং হরিঃ।
সমুপৈতি ন সন্ত্যত্র কিং বৃদ্ধা যুক্তকারিণঃ॥৪৬
ক যৌবনোন্মুখীভূতঃ সুকুমারতনুর্হরিঃ।
ক বজ্রকঠিনাভোগশরীরোঽয়ং মহাসুরঃ॥৪৭
ইমৌ সুললিতৌ রঙ্গে বর্ত্তেতে নবযৌবনৌ।
দৈতেয়মল্লাশ্চাণূরপ্রমুখাস্ত্বতিদারুণাঃ॥ ৪৮
নিযুদ্ধপ্রাশ্নিকানান্তু মহানেষ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বালবলিনোর্যুদ্ধং মধ্যস্থৈঃ সমুপেক্ষ্যতে॥ ৪৯
ব্যাস উবাচ।
ইত্থং পুরস্ত্রীলোকস্য বদতশ্চালয়ন্ ভুবম্।
ববর্ষ হর্ষোৎকর্ষঞ্চ জনস্য ভগবান্ হরিঃ॥ ৫০
বলভদ্রোঽপি চাস্ফোট্য ববল্প ললিতং যদা।
পদে পদে তদা ভূমির্ন শীর্ণা যত্তদদ্ভুতম্॥ ৫১
চাণূরেণ ততঃ কৃষ্ণো যুযুধেঽমিতবিক্রমঃ।
নিযুদ্ধকুশলো দৈত্যো বলদেবেন মুষ্টিকঃ॥ ৫২

করিবেন। নিশ্চয়ই ইনি সর্ব্বভূতাত্মক অখিলজন্মা বিষ্ণুর অংশে ভূভারহরণার্থ মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে পৌর জনেরা এইরূপ বর্ণন করিতে থাকিল। দেবকীর বক্ষস্থল সন্তপ্ত হইয়া উঠিল; স্নেহবশে পয়োধর ক্ষরিত হইতে লাগিল। মহোৎসব সদৃশ পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া বসুদেব বৃদ্ধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যুবার ন্যায় হইলেন। নাগর নারীগণ ও অন্যান্য যোষিৎবর্গ বিস্ফারিত-নেত্রযুগলে সেই রাম-কৃষ্ণের দর্শনবিষয়ে ক্ষণমাত্রও বিরত হইল না। ৩২—৪১। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল,—হে সখিগণ! গজযুদ্ধজনিত আয়াসে স্বেদাম্বু-কণিকা শোভিত অম্বুজেক্ষণ কৃষ্ণের মুখখানি দেখ। হিমকণাযুক্ত সরোবরগত বিকশিত পদ্মসদৃশ অনির্ব্বচনীয় এই মুখ দর্শনে নয়নের সফলতা সাধন কর। হে ভামিনি! জীবের আধারস্বরূপ শ্রীবৎস-চিহ্ন-শোভিত বিপক্ষ-ক্ষয়কারী বক্ষঃস্থল ও ভুজযুগল অবলোকন কর। মুষ্টিক ও চাণূরের স্পর্দ্ধা দর্শনে বলভদ্র যে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন, তাহাও দেখ। সখিগণ, বাহুযুদ্ধার্থ ঐ হরি অগ্রসর হইতেছেন। যোগ্য বিচারক বৃদ্ধগণ কি এখানে নাই? যৌবনোন্মুখ সুকমারতনু হরিই বা কোথায়? আর বজ্রকঠিন পূর্ণশরীর এ মহাসুরই বা কোথায়? এই রঙ্গস্থলে ইহারা হইতেছেন—সুললিত নবযৌবনশালী আর চাণুর-প্রমুখ দৈতেয় মল্লগণ অতীব দারুণাকার। বাহুযুদ্ধ-ব্যবস্থাপকদিগের ইহা নিতান্তই ব্যতিক্রম যে, তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়াও এই বালক ও বলবানের যুদ্ধ উপেক্ষা করিতেছেন! ৪২—৪৯। ব্যাস বলিলেন,—পুর-স্ত্রীগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে ভগবান্ হরি পদ-ভরে ভূমি কম্পিত করিয়া তত্রত্য জনগণের হর্ষোৎকর্ষ বর্ষণ করিলেন। বলভদ্রও তখন আস্ফোটনপূর্ব্বক ললিত ভাবে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে ভূমি যে বিদীর্ণা হইল না, ইহাই আশ্চর্য্য। পরে অমিত-বিক্রম কৃষ্ণ চাণূরসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত

সন্নিপাতাবধূতৈশ্চ চাণূরেণ সমং হরিঃ।
ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব কীলাবজ্রনিপাতনৈঃ।
পাদোদ্ধূতৈঃ প্রমৃষ্টাভিস্তয়োর্যুদ্ধমভূন্মহৎ॥ ৫৩
অশস্ত্রমতিঘোরং তত্তয়োর্যুদ্ধং সুদারুণম্।
স্ববলপ্রাণনিষ্পাদ্যং সমাজোৎসবসন্নিধৌ॥৫৪
যাবদ্‌যাবচ্চ চাণূরো যুযুধে হরিণা সহ।
প্রাণহানিমবাপাগ্র্যাং তাবত্তাবন্ন বান্ধবম্॥ ৫৫
কৃষ্ণোঽপি যুযুধে তেন লীলয়ৈব জগন্ময়ঃ।
খেদাচ্চালয়তা কোপান্নিষ্পিপেষ করে করম্॥
বলক্ষয়ং বিবৃদ্ধিঞ্চ দৃষ্ট্বা চাণূরকৃষ্ণয়োঃ।
বারয়ামাস তূর্য্যাণি কংসঃ কোপপরায়ণঃ॥ ৫৭
মৃদঙ্গাদিষু বাদ্যেষু প্রতিষিদ্ধেষু তৎক্ষণাৎ।
খসঙ্গতান্যবাদ্যন্ত দৈবতূর্য্যাণ্যনেকশঃ॥ ৫৮
জয় গোবিন্দ চাণূরং জহি কেশব দানবম্।
ইত্যন্তর্দ্ধিগতা দেবাস্তমূচুস্তে প্রহর্ষিতাঃ॥৫৯

চাণূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বা মধুসূদনঃ।
উৎপাট্য ভ্রাময়ামাস তদ্বধায় কৃতোদ্যমঃ॥ ৬০
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং দৈত্যমল্লমমিত্রজিৎ।
ভূমাবাস্ফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্॥৬১
ভূমাবাস্ফোটিতস্তেন চাণূরঃ শতধা ভবন্।
রক্তস্রাবমহাপঙ্কাং চকার স তদা ভুবম্॥ ৬২
বলদেবস্তু তৎকালং মুষ্টিকেন মহাবলঃ।
যুযুধে দৈত্যমল্লেন চাণূরেণ যথা হরিঃ॥ ৬৩
সোঽপ্যেনংমুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি বক্ষস্যাহত্য জানুনা।
পাতয়িত্বা ধরাপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ গতায়ুষম্॥ ৬৪
কৃষ্ণস্তোষলকং ভূয়ো মল্লরাজং মহাবলম্॥
বামমুষ্টিপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৬৫
চাণূরে নিহতে মল্লে মুষ্টিকে চ নিপাতিতে।
নীতে ক্ষয়ং তোষলকে সর্ব্বে মল্লাঃ প্রদুদ্রুবুঃ॥
ববল্গতুস্তদা রঙ্গে কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ।

হইলেন। বাহুযুদ্ধকুশল মুষ্টিক দৈত্য বলদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সমাজোৎসবের সম্মুখে হরি ও চাণূর আপন আপন বলবীর্য্যসাধ্য সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মুখে আকর্ষণ, দূরে নিক্ষেপণ, ভূতলে পাতন, মুষ্টিপ্রহার, বজ্রনিপাত সদৃশ কীলাঘাত, পাদপ্রহার ও মর্দ্দন ইত্যাদি দ্বারা বিনা অস্ত্রে সুদারুণ মহৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল। চাণূর যেমন হরিসহ যুদ্ধ করিতে থাকিল, তেমনই সে ক্রমে বলহীন হইয়া আপনাকে নিঃসহায় বোধ করিতে লাগিল। জগন্ময় কৃষ্ণ তাহার সহিত লীলাসহকারেই যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি নিজ কর দ্বারা ক্লান্তিবশে করচালনকারী চাণূরের কর গ্রহণপূর্ব্বক নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তখন কংস চাণূরের বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি দর্শনে কোপপরায়ণ হইয়া তূর্য্য বাদ্য নিবারণ করিল। সেই মৃদঙ্গাদি বাদ্য প্রতিষিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডলে অনেকানেক দেবতূর্য্য বাদিত হইতে লাগিল। দেবগণ অন্তর্ধানে থাকিয়া "জয় গোবিন্দ, হে কেশব! চাণূর দানবকে বধ কর" হর্ষ সহকারে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। মধুসূদন সেই চাণূর সহ অনেকক্ষণ এইরূপ ক্রীড়া করিয়া তাহার বধ নিমিত্ত উদ্যমপূর্ব্বক তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। অমিত্রজিৎ কৃষ্ণ তাহাকে গগনে এইরূপ শতগুণ ভ্রামিত করিলে সে জীবন ত্যাগ করায় ভূতলে আস্ফালন করিলেন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভূতলে আস্ফালিত হইয়া সেই চাণূর শতধা বিভক্ত হইল; এবং তত্রত্য ভূমিকে রক্তস্রাবে মহা পঙ্কিল করিল। ৫০—৬২। তৎকালে হরি যেমন চাণূরসহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বলদেবও মহাবল মুষ্টিক দৈত্যসহ তদ্রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাহাকে মুষ্টিপ্রহারে মস্তকে আহত করিয়া জানু দ্বারা বক্ষস্থলে প্রহারপূর্ব্বক ধরাপৃষ্ঠে পাতিত করত এমন নিষ্পেষণ করিলেন যে, তাহাতেই সে গতায়ু হইল। পরে কৃষ্ণ মহাবল মল্লরাজ তোষলককে বাম মুষ্টিপ্রহারেই ভূতলে পাতিত করিলেন। চাণূর নিহত ও মুষ্টিক নিপাতিত হইলে এবং তোষলক ক্ষয় পাইলে অন্যান্য মল্লগণ কৃষ্ণ-

সমানবয়সো গোপান্ বলাদাকৃষ্য হর্ষিতৌ ॥৬৭
কংসোঽপি কোপরক্তাক্ষঃ প্রাহোচ্চৈর্ব্যায়-
তান্নরান্ ।
গোপাবেতৌ সমাজৌঘান্নিষ্ক্রম্যেতাং বলাদিতঃ
নন্দোঽপি গৃহ্যতাং পাপো নিগড়ৈরাশু
বধ্যতাম্ ।
অবৃদ্ধার্হেণ দণ্ডেন বসুদেবোঽপি বধ্যতাম্ ॥৬৯
বল্গন্তি গোপাঃ কৃষ্ণেন যে চেমে সহিতাঃ পুনঃ
গাবো হ্রিয়ন্তামেষাঞ্চ যচ্চাস্তি বসু কিঞ্চন ॥
এবমাজ্ঞাপয়ন্তং তং প্রহস্য মধুসূদনঃ ।
উৎপত্যারুহ্য তন্মঞ্চং কংসং জগ্রাহ বেগিতঃ ॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বিগলৎকিরীটমবনীতলে ।
স কংসং পাতয়ামাস তস্যোপরি পপাত চ ॥৭২
নিঃশেষজগদাধারগুরুণা পততোপরি ।
কৃষ্ণেন ত্যাজিতঃ প্রাণানুগ্রসেনাত্মজো নৃপঃ ॥
মৃতস্য কেশেষু তদা গৃহীত্বা মধুসূদনঃ ।
চকর্ষ দেহং কংসস্য রঙ্গমধ্যে মহাবলঃ ॥ ৭৪
গৌরবেণাতিমহতা পরিপাতেন কর্ষিতা ।
ক্ষিতিঃ কংসস্য দেহেন বেগিতেন মহাত্মনা ॥৭৫
কংসে গৃহীতে কৃষ্ণেন তদ্ভ্রাতাভ্যাগতো রুষা
সুনামা বলভদ্রেণ লীলয়ৈব নিপাতিতঃ ॥ ৭৬
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বমাসীত্তদ্রঙ্গমণ্ডলম্ ।
অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বরম্ ॥ ৭৭
কৃষ্ণোঽপি বসুদেবস্য পাদৌ জগ্রাহ সত্বরম্ ।
দেবক্যাশ্চ মহাবাহুর্বলদেবসহায়বান্ ॥ ৭৮
উত্থাপ্য বসুদেবস্তু দেবকী চ জনার্দ্দনম্ ।
স্মৃতজন্মোক্তবচনৌ তাবেব প্রণতৌ স্থিতৌ ॥

বসুদেব উবাচ ।

প্রসীদ দেবদেবেশ দেবানাং প্রবর প্রভো ।
তথাবয়োঃ প্রসাদেন কৃতাভ্যুদ্ধার কেশব ॥৮০
আরাধিতো যদ্ভগবানবতীর্ণো গৃহে মম ।
দুর্বৃত্তনিধনার্থায় তেন নঃ পাবিতং কুলম্ ॥ ৮১

পদে গমন করিল। তখন সেই রঙ্গস্থলে কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ উভয়ে বলপূর্ব্বক সমবয়স্ক গোপালগণকে আকর্ষণ করত হর্ষিতচিত্তে আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন কংস কোপরক্ত নেত্রে বলবান্ নরগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"তোমরা বলপূর্ব্বক সমাজ স্থল হইতে এই গোপদ্বয়কে বহিষ্কৃত কর। পাপ নন্দকেও গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর নিগড় দ্বারা বন্ধন কর এবং বসুদেবকেও অবৃদ্ধজনোচিত দণ্ডে দণ্ডিত কর। আর এই যে সকল গোপ কৃষ্ণের সহিত আস্ফালন করিতেছে, ইহাদিগের গোসকল এবং যাহা কিছু ধন আছে, তৎসমস্ত আহরণ কর। কংস এইরূপ আদেশ করিতে থাকিলে মধুসূদন তখন হাস্য করিয়া বেগসহকারে লম্ফপ্রদানে তদীয় মঞ্চে আরোহণ করত কেশাকর্ষণপূর্ব্বক কংসকে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে তাহার কিরীট ভূতলে পতিত হইল। তিনি তাহাকে ভূপাতিত করিয়া নিজে তদুপরি পতিত হইলেন। অশেষজগদাধার গুরুতর কৃষ্ণ উপরি পতিত হওয়ায় উগ্রসেননন্দন নৃপতি কংস প্রাণত্যাগ করিল। মহাবল মধুসূদন তখন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সেই রঙ্গস্থলে কংসের দেহ ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অতিশয় গুরুত্বশালী কংসদেহের পাতন ও আকর্ষণে তত্রত্য ক্ষিতিও কর্ষিতা হইল। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস এইরূপ নিগৃহীত হওয়ায়, সুনামা নামে তদীয় ভ্রাতা সরোষে সমাগত হইলে বলভদ্র তাহাকে লীলা বশেই নিপাতিত করিলেন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মথুরেশ্বরকে এতাদৃশ অবজ্ঞাসহকারে নিহত হইতে দেখিয়া তখন সেই সমগ্র রঙ্গমণ্ডল হাহাকার করিতে লাগিল। মহাবাহু কৃষ্ণ, বলদেব সহায়ে সত্বর বসুদেব এবং দেবকীর পাদ গ্রহণ করিলেন। বসুদেব ও দেবকীও উত্থিত হইয়া জন্মকালকথিত বচনস্মরণে সেই জনার্দ্দনপদপ্রান্তে প্রণত হইয়া রহিলেন।৬৩—৭৯। বসুদেব কহিলেন,—হে দেবদেব প্রভু! প্রসন্ন হও, হে কেশব! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলে। ভগবান্ আপনি আরাধিত হইয়া দুর্বৃত্ত-নিধনার্থ আমার গৃহে যে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

ত্বমন্তঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতেষবস্থিতঃ।
বর্ত্তেতে চ সমস্তাত্মংস্ত্বত্তো ভূতভবিষ্যতী ॥ ৮২
যজ্ঞে ত্বমিজ্যসেঽচিন্ত্য সর্ব্বদেবময়াচ্যুত।
ত্বমেব যজ্ঞো যজ্বা চ যজ্বানাং পরমেশ্বর ॥ ৮৩
সাপহ্নবং মম মনো যদেতত্ত্বয়ি জায়তে।
দেবক্যাশ্চাত্মজপ্রীত্যা তদত্যন্তবিড়ম্বনা ॥ ৮৪
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানামনাদিনিধনো ভবান্।
ক্ব চ মে মানুষস্যৈষা জিহ্বা পুত্রেতি বক্ষ্যতি ॥
জগদেতজ্জগন্নাথ সম্ভূতমখিলং যতঃ।
কয়া যুক্ত্যা বিনা মায়াং সোঽস্মত্তঃ সম্ভবিষ্যতি
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
স কোষ্ঠোৎসঙ্গশয়নো মনুষ্যাজ্জায়তে কথম্ ॥
স ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর পাহি বিশ্ব-
মংশাবতারকরণৈর্ন মমাসি পুত্রঃ।
আব্রহ্মপাদপময়ং জগদীশ সর্ব্বং
চিত্তে বিমোহয়সি কিং পরমেশ্বরাত্মন্ ॥ ৮৮
মায়াবিমোহিতদৃশা তনয়ো মমেতি
কংসাদ্ভয়ং কৃতবতা তু ময়াতিতীব্রম্।
নীতোঽসি গোকুলমরাতিভয়াকুলস্য
বৃদ্ধিং গতোঽসি মম চৈব গবামধীশ ॥ ৮৯
কর্ম্মাণি রুদ্রমরুদশ্বিশতক্রতূনাং
সাধ্যানি যানি ন ভবন্তি নিরীক্ষিতানি।
ত্বং বিষ্ণুরীশজগতামুপকারহেতোঃ
প্রাপ্তোঽসি নঃ পরিগতঃ পরমো বিমোহঃ ॥ ৯০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে কংসবধকথনং
ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তৌ সমুৎপন্নবিজ্ঞানৌ ভগবৎকর্ম্মদর্শনাৎ।
দেবকীবসুদেবৌ তু দৃষ্ট্বা মায়াং পুনর্হরিঃ।

তাহাতে আমার কুল পবিত্র হইয়াছে। তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আছ, হে সমস্তাত্মন্! তোমা হইতেই ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। হে সর্ব্ব দেবময় অচিন্ত্য অচ্যুত! তুমি যজ্ঞে অর্চ্চিত হইয়া থাক, হে পরমেশ্বর! তুমিই যজ্ঞ এবং তুমিই সেই যজ্ঞের যজমান। পুত্র স্নেহবশতঃ আমার ও দেবকীর মন যে তোমাতে ঈশ্বরবৎ ব্যবহারে সঙ্কোচ বোধ করে, ইহা অতীব বিড়ম্বনা। তুমি সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, তুমি অনাদিনিধন; আমার এই মানুষী জিহ্বা তোমাকে কিরূপে পুত্র বলিবে? হে জগন্নাথ! যাহা হইতে এই অখিল জগৎ সম্ভূত হইয়াছে, মায়া ব্যতীত আমাদের হইতে তাঁহার সম্ভব কোন যুক্তিতে সম্ভব হয়? এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত তিনি ক্রোড়শায়ী হইয়া মনুষ্য হইতে কিরূপে জন্মিবেন? হে পরমেশ্বর! তাদৃশ তুমি প্রসন্ন হও, অংশাবতার করণ দ্বারা বিশ্বের পালন কর, তুমি আমার পুত্র নহ। হে পরমেশ্বরাত্মন্! হে ঈশ! চিত্তে নিবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি পাদপ পর্য্যন্ত সর্ব্ব জগৎকে কি হেতু বিমোহিত কর? কংস হইতে অতি তীব্র ভয়াশঙ্কা করিয়া মায়াবিমোহিত দৃষ্টিতে তুমি আমার তনয় ইহা ভাবিয়া তোমাকে গোকুলে লইয়া গিয়াছিলাম। হে গোসকলের অধীশ্বর! অরাতিভয়াকুল আমার সেই তুমি এক্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিনী-কুমার, শতক্রতু প্রভৃতির সাধ্য যে সকল কর্ম্ম তোমাতে নিরীক্ষণ করিলাম, হে ঈশ! তাহাতে বুঝিলাম—তুমি বিষ্ণু, জগতের উপকারসাধনার্থ এখানে সমাগত হইয়াছ। এইক্ষণে আমার পরম মোহ অপগত হইয়াছে। ৮০—৯০।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৯৩।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—ভগবৎকর্ম্ম দর্শনে দেবকী ও বসুদেব বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন

মোহায় যদুচক্রস্য বিততান স বৈষ্ণবীম্॥ ১
উবাচ চাব ভোস্তাত চিরাদুৎকণ্ঠিতেন তু।
ভবন্তৌ কংসভীতেন দৃষ্টৌ সঙ্কর্ষণেন চ॥ ২
কুর্ব্বতাং যাতি যঃ কালো মাতাপিত্রোরপূজনম্।
স বৃথা ক্লেশকারী বৈ সাধূনামুপজায়তে॥ ৩
গুরুদেবদ্বিজাতীনাং মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
কুর্ব্বতঃ সফলং জন্ম দেহিনস্তাত জায়তে॥ ৪
তৎ ক্ষন্তব্যমিদং সর্ব্বমতিক্রমকৃতং পিতঃ।
কংসবীর্য্যপ্রতাপাভ্যামাবয়োঃ পরবশ্যয়োঃ॥ ৫
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বাথ প্রণম্যোভৌ যদুবৃদ্ধাননুক্রমাৎ।
পাদানতাভিঃ সস্নেহং চক্রতুঃ পৌরমানসম্॥৬
কংসপত্ন্যস্ততঃ কংসং পরিবার্য্য হতং ভুবি।
বিলেপুর্ম্মাতরশ্চাস্য শোকদুঃখপরিপ্লুতাঃ॥ ৭
বহুপ্রকারমস্বস্থাঃ পশ্চাত্তাপাতুরা হরিঃ।
তাঃ সমাশ্বাসয়ামাস স্বয়মস্রাবিলেক্ষণঃ॥ ৮
উগ্রসেনং ততো বন্ধান্মুমোচ মধুসূদনঃ।
অভ্যষিঞ্চত্তথৈবৈনং নিজরাজ্যে হতাত্মজম্॥৯
রাজ্যেঽভিষিক্তঃ কৃষ্ণেন যদুসিংহঃ সুতস্য সঃ।
চকার প্রেতকার্য্যাণি যে চান্যে তত্র ঘাতিতাঃ।
কৃতৌর্দ্ধদৈহিকং চৈনং সিংহাসনগতং হরিঃ।
উবাচাজ্ঞাপয় বিভো যৎকার্য্যমবিশঙ্কয়া॥ ১১
যযাতিশাপাদ্বংশোঽয়মরাজ্যার্হোঽপি সাম্প্রতম্
ময়ি ভৃত্যে স্থিতে দেবানাজ্ঞাপয়তু কিং নৃপৈঃ।
ইত্যুক্ত্বা চোগ্রসেনস্তু বায়ুং প্রতি জগাদ হ।
নৃবাচা চৈব ভগবান্ কেশবঃ কার্য্যমানুষঃ॥১৩
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
গচ্ছেন্দ্রং ব্রূহি বায়ো ত্বমলং গর্ব্বেণ বাসব।
দীয়তামুগ্রসেনায় সুধর্ম্মা ভবতা সভা॥ ১৪
কৃষ্ণো ব্রবীতি রাজার্হমেতদ্রত্নমনুত্তমম্।
সুধর্ম্মাখ্যা সভা যুক্তমস্যাং যদুভিরাসিতুম্॥১৫

দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগের ও যাদববর্গের মোহ সাধনার্থ পুনরায় বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন এবং বলিলেন,—হে তাত! কংসভয়ে ভীত ও উৎকণ্ঠিত আমি ও সঙ্কর্ষণ চিরকাল পরে আপনাদিগকে দেখিলাম। পিতা-মাতার পূজা ব্যতীত যে কাল অতিবাহিত হয়, সাধুদিগের পক্ষে তাহা বৃথা ক্লেশকারীই হইয়া থাকে। হে তাত! দেহীদিগের পক্ষে গুরু, দেব, দ্বিজাতি ও মাতা পিতার পূজা দ্বারাই জন্ম সফল হয়,—হে পিতঃ! কংস-বীর্য্যপ্রতাপিত পরবশীভূত আমাদের কৃত এই অতিক্রম ক্ষমা করিবেন। ব্যাস বলিলেন,—তাঁহারা উভয়ে এই বলিয়া অনুক্রম অনুসারে যদুবৃদ্ধগণের চরণ বন্দন দ্বারা পৌরবর্গের চিত্ত স্নেহাপ্লুত করিলেন। এদিকে কংসের পত্নীরা ও মাতারা ভূতলস্থ নিহত কংসকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শোক-দুঃখে পরিপ্লুতচিত্তে নানারূপ বিলাপ করিতে থাকিলে হরি স্বয়ং অস্রাবিলনেত্রে পশ্চাত্তা-পাতুরা অস্বস্থা তাহাদিগকে সমাশ্বাসিত করিলেন। তারপর মধুসূদন হতপুত্র উগ্রসেনকে কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যথাযোগ্য নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত সেই যদুসিংহ নিজ পুত্রের এবং অপর যাহারা তথায় নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রেত-কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন। ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হইলে সিংহাসনগত সেই উগ্রসেনকে হরি বলিলেন,—"বিভো, যাহা কর্ত্তব্য নিঃসঙ্কচিত্তে আজ্ঞা করুন। যযাতি-শাপ হেতু এই বংশ রাজ্যার্হ না হইলেও আমি ভৃত্য বিদ্যমান থাকিতে নৃপগণের কথা কি, দেবগণকেও আপনি আজ্ঞা করিতে পারেন"। কার্য্য সাধনার্থ মানুষরূপী ভগবান্ কেশব, উগ্রসেনকে এইরূপ বলিয়া মানুষবাক্যেই বায়ুর প্রতি বলিলেন,—হে বায়ো! তুমি যাও, ইন্দ্রকে বল যে, হে বাসব! তুমি গর্ব্ব করিও না, উগ্রসেনকে তোমার সুধর্ম্মা সভাটী প্রদান কর। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, অনুত্তম রত্ন সুধর্ম্মা সভা এই রাজাই যোগ্য। যদুগণ ইহাতে উপ-বেশন করিবেন ইহাই সঙ্গত। ১—১৫।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পবনো গত্বা সর্ব্বমাহ শচীপতিম্।
দদৌ সোঽপি সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং বায়োঃ পুরন্দরঃ॥ ১৬
বায়ুনা চাহৃতাং দিব্যাং তে সভাং যদুপুঙ্গবাঃ।
বুভুজুঃ সর্ব্বরত্নাঢ্যাং গোবিন্দভুজসংশ্রয়াঃ॥১৭
বিদিতাখিলবিজ্ঞানৌ সর্ব্বজ্ঞানময়াবপি।
শিষ্যাচার্য্যক্রমং বীরৌ খ্যাপয়ন্তৌ যদূত্তমৌ॥১৮
ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তিপুরবাসিনম্।
অস্ত্রার্থং জগ্মতুর্বীরৌ বলদেবজনার্দ্দনৌ॥ ১৯
তস্য শিষ্যত্বমভ্যেত্য গুরুবৃত্তিপরৌ হি তৌ।
দর্শয়াঞ্চক্রতুর্বীরাবাচারমখিলে জনে॥ ২০
সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং সসংগ্রহমধীয়তাম্।
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা তদদ্ভুতমভূদ্দ্বিজাঃ॥ ২১
সান্দীপনিরসম্ভাব্যং তয়োঃ কর্ম্মাতিমানুষম্।
বিচিন্ত্য তৌ তদা মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্রদিবাকরৌ
অস্ত্রগ্রামমশেষঞ্চ প্রোক্তমাত্রমবাপ্য তৌ।
ঊচতুর্ব্ব্রিয়তাং যা তে দাতব্যা গুরুদক্ষিণা॥ ২৩
সোঽপ্যতীন্দ্রিয়মালোক্য তয়োঃ কর্ম্ম মহামতিঃ
অযাচত মৃতং পুত্রং প্রভাসে লবণার্ণবে॥ ২৪
গৃহীতাস্ত্রৌ ততস্তৌ তু গত্বা তং লবণোদধিম্।
ঊচতুশ্চ গুরোঃ পুত্রো দীয়তামিতি সাগরম্॥
কৃতাঞ্জলিপুটশ্চাব্ধিস্তাবথ দ্বিজসত্তমাঃ।
উবাচ ন ময়া পুত্রো হৃতঃ সান্দীপনেরিতি॥ ২৬
দৈত্যঃ পঞ্চজনো নাম শঙ্খরূপঃ স বালকম্।
জগ্রাহ সোঽস্তি সলিলে মমৈবাসুরসূদন॥২৭
ইত্যুক্তোঽন্তর্জ্জলং গত্বা হত্বা পঞ্চজনং তথা।
কৃষ্ণো জগ্রাহ তস্যাস্থিপ্রভবং শঙ্খমুত্তমম্॥ ২৮
যস্য নাদেন দৈত্যানাং বলহানিঃ প্রজায়তে।
দেবানাং বর্দ্ধতে তেজো যাত্যধর্ম্মশ্চ সংক্ষয়ম্॥
তং পাঞ্চজন্যমাপূর্য্য গত্বা যমপুরীং হরিঃ।
বলদেবশ্চ বলবান্ জিত্বা বৈবস্বতং যমম্॥ ৩০
তং বালং যাতনাসংস্থং যথাপূর্ব্বশরীরিণম্।

ব্যাস বলিলেন,—পবন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া শচীপতিকে সকল কথা কহিলেন। সেই পুরন্দর ও সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভা বায়ুর নিকট প্রদান করিলেন। বায়ু সেই সভা আনয়ন করিলে গোবিন্দ-ভুজপালিত যদুকুলেরা সর্ব্বরত্নাঢ্যা সেই দিব্যা সভা উপভোগ করিতে লাগিলেন। পরে সর্ব্বজ্ঞানময়, বিদিতাখিলবিজ্ঞান, যদূত্তম সেই বীরদ্বয় শিষ্যাচার্য্য-ক্রমখ্যাপনার্থ অবন্তিপুরবাসী কাশ্য সান্দীপনি মুনির নিকটে অস্ত্র শিক্ষার্থ গমন করিলেন। বীর বলদেব জনার্দ্দন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গুরুজনে কর্ত্তব্য ব্যবহার সকল দেখাইতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় অখিল জনের শিক্ষার্থই এরূপ করিলেন। হে দ্বিজগণ! তাঁহারা চতুঃষষ্টি অহোরাত্র সংগ্রহসহ সরহস্য ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেন; ইহা অতি আশ্চর্য্য! সন্দীপনি মুনি তাঁহাদিগের অমানুষোচিত অসম্ভাব্য সেই কর্ম্ম দেখিয়া চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহারা চন্দ্র ও দিবাকর মনুষ্যরূপে আসিয়াছেন, ইহাই মনে করিলেন। তাঁহারা উক্তি মাত্রেই অশেষ অস্ত্রজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া বলিলেন,—গুরুদক্ষিণা দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য; অতএব আপনাকে যাহা দিতে হইবে, বলুন। সেই মহামতি সান্দীপনি মুনি তাঁহাদিগের অতীন্দ্রিয় কর্ম্মদর্শনে লবণ সমুদ্রে প্রভাসতীর্থে স্বীয় মৃত পুত্রের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তখন অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক লবণ সমুদ্রে যাইয়া সাগরকে "গুরুপুত্র প্রদান কর" এই কথা বলিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! তখন লবণাব্ধি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি সান্দীপনি মুনির পুত্র হরণ করি নাই। পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপী দৈত্য সেই বালককে গ্রহণ করিয়াছে। হে অসুরসূদন! সে এই জলমধ্যেই আছে। পয়োধি এইরূপ বলিলে কৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় যাইয়া পঞ্চজনকে নিহত করত তদীয় অস্থিসম্ভব উত্তম শঙ্খ গ্রহণ করিলেন। যে শঙ্খের নাদ শ্রবণে দৈত্য গণের বলহানি ও দেবগণের তেজোবৃদ্ধি এবং অধর্ম্ম সংক্ষয় হয়, বলবান্ হরি বলদেব সহ সেই শঙ্খ

পিত্রে প্রদত্তবান্ কৃষ্ণো বলশ্চ বলিনাং বরঃ ॥
মথুরাঞ্চ পুনঃ প্রাপ্তাবুগ্রসেনেন পালিতাম্ ।
প্রহৃষ্টপুরুষস্ত্রীকাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ ॥ ৩২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বালচরিতে চতুর্নবত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

জরাসন্ধসুতে কংস উপযেমে মহাবলঃ ।
অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ ভো বিপ্রাস্তয়োর্ভর্ত্তৃহণং হরিম্
মহাবলপরীবারো মাগধাধিপতির্বলী ।
হন্তুমভ্যাযযৌ কোপাজ্জরাসন্ধঃ সযাদবম্ ॥ ২
উপেত্য মথুরাং সোঽথ রুরোধ মগধেশ্বরঃ ।
অক্ষৌহিণীভিঃ সৈন্যস্য ত্রয়োবিংশতিভির্বৃতঃ ॥৩
নিষ্ক্রম্যাল্পপরীবারাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ ।
যুযুধাতে সমং তস্য বলিনৌ বলিসৈনিকৈঃ ॥ ৪
ততো বলশ্চ কৃষ্ণশ্চ মতিং চক্রে মহাবলঃ ।
আয়ুধানাং পুরাণানামাদানে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৫
অনন্তরং চক্রশার্ঙ্গে তূণৌ চাপ্যক্ষয়ৌ শরৈঃ ।
আকাশাদাগতৌ ঘোরৌ তদা কৌমোদকী গদা
হলঞ্চ বলভদ্রস্য গগনাদাগমৎ করম্ ।
বলস্যাভিমতং বিপ্রাঃ সুনন্দং মুষলং তথা ॥ ৭
ততো যুদ্ধে পরাজিত্য সসৈন্যং মগধাধিপম্ ।
পুরীং বিবিশতুর্বীরাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ ॥ ৮
জিতে তস্মিন্ সুদুর্বৃত্তে জরাসন্ধে দ্বিজোত্তমাঃ
জীবমানে গতে তত্র কৃষ্ণো মেনে ন তং জিতম্
পুনরপ্যাজগামাথ জরাসন্ধো বলান্বিতঃ ।
জিতশ্চ রামকৃষ্ণাভ্যামপক্রান্তো দ্বিজোত্তমাঃ ॥
দশ চাষ্টৌ চ সংগ্রামানেবমত্যন্তদুর্ম্মদঃ ।
যদুভির্মাগধো রাজা চক্রে কৃষ্ণপুরোগমৈঃ ॥১১
সর্ব্বেষ্বেব চ যুদ্ধেষু যদুভিঃ স পরাজিতঃ ।

বাদনপূর্ব্বক যমপুরীতে যাইয়া বৈবস্বত যমকে জয় করিলেন, পরে নরকস্থিত সেই বালককে যথাপূর্ব্ব শরীরে আনয়ন করত বলিপ্রধান বলদেব ও কৃষ্ণ তদীয় পিতাকে প্রদান করিলেন। তারপর সেই রাম জনার্দ্দন প্রহৃষ্ট স্ত্রীপুরুষযুক্তা উগ্রসেনপালিতা মথুরা পুরীতে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। ১৬—৩২।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৪।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! মহাবল কংস অস্তি ও প্রাপ্তি নামে জরাসন্ধের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মগধপতি মহাবল জরাসন্ধ কোপবশে তাহাদিগের ভর্ত্তৃহারী হরিকে যাদবগণ সহ হননার্থ মহাবলে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইল। সেই মগধেশ্বর ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ আসিয়া মথুরা পুরীকে বেষ্টন করিল। তখন বলরাম ও জনার্দ্দন উভয়ে অল্প সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বহির্গমনপূর্ব্বক সেই বলবান্ সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; হে মুনিসত্তমগণ! বলরাম ও কৃষ্ণ তখন তাঁহাদিগের পুরাতন আয়ুধ সকল আদানার্থ মনন করিলে তখন আকাশ-পথে চক্র, শার্ঙ্গ, অক্ষয় শরপূর্ণ তূণদ্বয় ও কৌমোদকী গদা প্রভৃতি অস্ত্র সকল কৃষ্ণের হস্তগত হইল। হে বিপ্রগণ! বলভদ্রের অভিমত হল এবং সুনন্দ নামক মুষলও তাঁহার হস্তগত হইল। পরে বীর রাম ও জনার্দ্দন মগধাধিপতিকে সৈন্য সহ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া উভয়ে পুরী প্রবেশ করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! সুদুর্ব্বৃত্ত জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া জীবন লইয়া পলায়ন করিল বলিয়া কৃষ্ণ তাহাকে জিত মনে করিলেন না। হে দ্বিজগণ! জরাসন্ধ পুনরপি বলান্বিত হইয়া আসিল এবং রাম-কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অপক্রান্ত হইল। সেই দুর্ম্মদ রাজা মাগধ এই ভাবে কৃষ্ণপ্রমুখ যদুগণ সহ অষ্টাদশ বার সংগ্রাম করিল।১—১১। সকল যুদ্ধেই সেই বলাধিক জরাসন্ধ যদুগণ কর্ত্তৃক

অপক্রান্তো জরাসন্ধঃ স্বল্পসৈন্যৈর্বলাধিকঃ ॥১২
তদ্বলং যাদবানাং বৈ রক্ষিতং যদনেকশঃ।
তত্তু সন্নিধিমাহাত্ম্যং বিষ্ণোরংশস্য চক্রিণঃ॥১৩
মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি॥ ১৪
মনসৈব জগৎসৃষ্টিসংহারন্তু করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কিয়ানুদ্যমবিস্তরঃ॥ ১৫
তথাপি চ মনুষ্যাণাং ধর্ম্মস্তদনুবর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদঞ্চ দর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচিদেব পলায়নম্॥ ১৭
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততে।
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সম্প্রবর্ত্ততে॥১৮

ইতি ব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতে পঞ্চনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৫॥

পরাজিত হইয়া স্বল্প সৈন্য সহ পলায়ন করিয়াছিল। জরাসন্ধের ঈদৃশ বহুবার উৎপীড়নেও যাদব সৈন্য যে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা কেবল চক্রপাণি বিষ্ণুর অংশেরই সান্নিধ্য-মাহাত্ম্য। মনুষ্যধর্ম্মশীল জগৎপতি কৃষ্ণ যে বৈরিগণের প্রতি নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন, তাহা কেবল তাঁহার লীলা মাত্র। যিনি মন দ্বারাই জগতের সৃষ্টি সংহার করেন অরিপক্ষ-ক্ষয়-ব্যাপারে তাঁহার উত্তম বিস্তারের কি প্রয়োজন? তথাপি তিনি মনুষ্যধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করত বলবান্দিগের সহিত সন্ধি ও দুর্ব্বল-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন। তিনি কোথাও সাম, দান, ও ভেদ প্রদর্শন, কোথাও বা দণ্ডপ্রয়োগ, কচিৎ বা পলায়ন ইত্যাদি মনুষ্য দেহীদিগের চেষ্টায় যে অনুবর্ত্তন করিতেন, তাহা কেবল সেই জগৎপতির স্বেচ্ছাকৃত লীলা মাত্র। ১২—১৮।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৫।

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গার্গ্যং গোষ্ঠে দ্বিজো শ্যালঃ ষণ্ড ইত্যুক্তবান্ দ্বিজাঃ।
যদূনাং সন্নিধৌ সর্ব্বে জহসুর্যাদবাস্তদা॥ ১
ততঃ কোপসমাবিষ্টো দক্ষিণাপথমেত্য সঃ।
সুতমিচ্ছংস্তপস্তেপে যদুচক্রভয়াবহম্॥ ২
আরাধয়ন্ মহাদেবং সোঽয়শ্চূর্ণমভক্ষয়ৎ।
দদৌ বরঞ্চ তুষ্টোঽসৌ বর্ষে দ্বাদশকে হরঃ॥৩
সন্তাবয়ামাস স তং যবনেশো হ্যনাত্মজঃ।
তদ্যোষিৎসঙ্গমাচ্চাস্য পুত্রোঽভূদলিসপ্রভঃ॥৪
তং কালযবনং নাম রাজ্যে স্বে যবনেশ্বরঃ।
অভিষিচ্য বনং যাতো বজ্রাগ্রকঠিনোরসম্॥ ৫
স তু বীর্য্যমদোন্মত্তঃ পৃথিব্যাং বলিনো নৃপান্
পপ্রচ্ছ নারদস্তস্মৈ কথয়ামাস যাদবান্॥ ৬

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! যদুগণের সন্নিধানে সভামধ্যে গার্গ্য দ্বিজকে তদীয় শ্যালক ক্লীব বলিয়াছিল, তাহাতে তখন সকল যাদবেরাই হাস্য করে। উহাতে তিনি কোপসমাবিষ্ট-চিত্তে দক্ষিণাপথে যাইয়া যাদবগণের ভয়জনক পুত্রকামনা করত তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মহাদেবের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া লৌহচূর্ণ মাত্র ভক্ষণ করত তপস্যা করিতে থাকিলে দ্বাদশ বর্ষ পরে হর পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন। যবনেশ্বর অপুত্রক ছিলেন তদীয় পত্নী সহ সেই গার্গ্য সঙ্গত হওয়ায় ভৃঙ্গসম কৃষ্ণকায় এক তনয় উৎপন্ন হয়। যবনেশ্বর, কালযবন নামক বজ্রাগ্রকঠিন-বক্ষা সেই পুত্রকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। বীর্য্য-মদ-মত্ত সেই কালযবন নারদের নিকট পৃথিবীতে বলবান্ নৃপতিগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নারদ তাহাকে যাদবগণের কথা

ম্লেচ্ছকোটিসহস্রাণাং সহস্রৈঃ সোঽপি সংবৃতঃ।
গজাশ্বরথসম্পন্নৈশ্চকার পরমোদ্যমম্ ॥ ৭
প্রযযৌ চাতপচ্ছিন্নৈঃ প্রয়াণৈঃ স দিনে দিনে।
যাদবান্ প্রতি সামর্ষো মুনয়ো মথুরাং পুরীম্ ॥
কৃষ্ণোঽপি চিন্তয়ামাস ক্ষপিতং যাদবং বলম্।
যবনেন সমালোক্য মাগধঃ সম্প্রযাস্যতি ॥ ৯
মাগধস্য বলং ক্ষীণং স কালযবনো বলী।
হন্তা তদিদমায়াতং যদূনাং ব্যসনং দ্বিধা ॥ ১০
তস্মাদ্দুর্গং করিষ্যামি যদূনামতিদুর্জ্জয়ম্।
স্ত্রিয়োঽপি যত্র যুধ্যেয়ুঃ কিং পুনর্বৃষ্ণিযাদবাঃ ॥
ময়ি মত্তে প্রমত্তে বা সুপ্তে প্রবসিতেঽপি বা।
যাদবাভিভবং দুষ্টা মা কুর্ব্বন্বৈরিণোঽধিকম্ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য গোবিন্দো যোজনানি মহোদধিম্
যযাচে দ্বাদশ পুরীং দ্বারকাং তত্র নির্ম্মমে ॥
মহোদ্যানাং মহাবপ্রাং তড়াগশতশোভিতাম্।
প্রাকারশতসম্বাধামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥ ১৪
মথুরাবাসিনং লোকং তত্রানীয় জনার্দ্দনঃ।
আসন্নে কালযবনে মথুরাঞ্চ স্বয়ং যযৌ ॥ ১৫
বহিরাবাসিতে সৈন্যে মথুরায়া নিরায়ুধঃ।
নির্জ্জগাম স গোবিন্দো দদর্শ যবনশ্চ তম্ ॥ ১৬
স জ্ঞাত্বা বাসুদেবং তং বাহুপ্রহরণো নৃপঃ।
অনুযাতো মহাযোগি চেতোভিঃ প্রাপ্যতে ন যঃ
তেনানুযাতঃ কৃষ্ণোঽপি প্রবিবেশ মহাগুহাম্।
যত্র শেতে মহাবীর্য্যো মুচুকুন্দো নরেশ্বরঃ ॥১৮
সোঽপি প্রবিষ্টো যবনো দৃষ্ট্বা শয্যাগতং নরম্
পাদেন তাড়য়ামাস কৃষ্ণং মত্বা স দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৯
দৃষ্টমাত্রশ্চ তেনাসৌ জজ্বাল যবনোঽগ্নিনা।
তৎক্রোধজেন মুনয়ো ভস্মীভূতশ্চ তৎক্ষণাৎ ॥
স হি দেবাসুরে যুদ্ধে গত্বা জিত্বা মহাসুরান্।

কহিলেন। তখন সেই কালযবন সহস্র কোটী ম্লেচ্ছসৈন্য সহ অশ্ব-রথ-গজ-পরিবৃত হইয়া পরম উদ্যমে যাদবগণের উদ্দেশে প্রস্থিত হইল। হে মুনিগণ! দিনে দিনে আতপ-তাপকালে বিশ্রামপূর্ব্বক রাত্রিকালে গমন করত সেই কালযবন মথুরা পুরী সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ চিন্তা করিলেন যে, যাদববল ক্ষীণ হইয়াছে দেখিয়া মাগধরাজও পুনরায় আগমন করিবে। যদিও যদুগণ কর্ত্তৃক মাগধের ক্ষীণ হইয়াছে; কিন্তু এ কালযবন প্রবলবলসম্পন্ন; সুতরাং যদুগণের বিনাশ সাধন করিবেই। কাজেই যদুগণের এক্ষণে দ্বিবিধ ব্যসন উপস্থিত। অতএব যদুগণের নিমিত্ত অতি দুর্জ্জয় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিব—যেখানে থাকিয়া বৃষ্ণি ও যাদবগণের কথা কি? রমণীরাও যুদ্ধ করিতে পারিবে। আমি মত্ত, প্রমত্ত, সুপ্ত বা প্রবাসগত হইলেও যাহাতে দুষ্টগণ সেই দুর্গস্থ যাদবদিগের অধিক অভিভব করিতে পারিবে না। ১—১২। গোবিন্দ এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক মহোদধি নিকটে দ্বাদশ যোজন স্থান প্রার্থনা করিয়া তাহাতেই দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। সেই পুরী মহাউদ্যান, সুবৃহৎবপ্র ও শত শত তড়াগ দ্বারা শোভিতা এবং প্রাকারশতদ্বারা দুরধিগম্যা হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় প্রতিভাত হইল। কালযবন আসন্ন হইলে জনার্দ্দন মথুরাবাসী জনগনকে সেই পুরীতে আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং মথুরায় যাইলেন। মথুরার বহির্ভাগে সৈন্য সমাবেশ করিয়া গোবিন্দ স্বয়ং নিরায়ুধ হইয়া বহির্গত হইলেন; যবনও তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সেই নৃপ বাসুদেবকে চিনিতে পারিয়া বাহুমাত্র প্রহরণে যোগী জনের চিত্তও ও যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, সেই কৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কৃষ্ণও তাহাকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া—সবেগে যেখানে নরেশ্বর মহাবীর্য্য মুচুকুন্দ শয়ান ছিলেন, সেই গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই দুর্ম্মতি যবনও গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শয্যাগত নরমূর্ত্তি দর্শনে তাহাকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া পদ দ্বারা তাড়না করিল। হে মুনিগণ! মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াই তদীয় ক্রোধবহ্নিতে সেই যবন ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হইয়া গেল। ১৩—২০। মুচুকুন্দ পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে গিয়া

নিদ্রার্ত্তঃ সুমহাকালং বিদ্রাং বব্রে বরং সুরান্
প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসুপ্তং যস্ত্বামুত্থাপয়িষ্যতি।
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ স তু ভস্মীভবিষ্যতি ॥২২
এবং দগ্ধ্বা স তং পাপং দৃষ্ট্বা চ মধুসূদনম্।
কস্ত্বমিত্যাহ সোঽপ্যাহ জাতোঽহং শশিনঃ কুলে,
বসুদেবস্য তনয়ো যদুবংশসমুদ্ভবঃ।
মুচুকুন্দোঽপি তচ্ছ্রুত্বা বৃদ্ধগার্গ্যবচঃ স্মরন্ ॥২৪
সম্বন্ত্য প্রণিপত্যৈনং সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরং হরিম্।
প্রাহ জ্ঞাতো ভবান্ বিষ্ণোরংশস্ত্বং পরমেশ্বরঃ
পুরা গার্গ্যেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জন্ম যদুবংশে ভবিষ্যতি ॥ ২৬
স ত্বং প্রাপ্তো ন সন্দেহো মর্ত্ত্যানামুপকারকৃৎ
তথাহি সুমহত্তেজো নালং সোঢ়ুমহং তব ॥২৭
তথাহি সুমহাম্ভোদধ্বনিধীরতরং ততঃ।
বাক্যং ত্বমিতি হোবাচ যুষ্মৎপাদসুলালিতম্ ॥

মহাসুরগণকে জয়পূর্ব্বক নিদ্রার্ত্ত হওয়ায় দেবগণসন্নিধানে দীর্ঘকাল নিদ্রাবর প্রার্থনা করেন। সুরগণ তাঁহাকে বলেন যে,—তুমি সংসুপ্ত হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে জাগরিত করিবে, সে তোমার দেহজ তেজে সদ্যঃ ভস্মীভূত হইবে। সেই মুচুকুন্দ এইরূপে সেই পাপীকে দগ্ধ করিয়া মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে?" তিনি বলিলেন,—আমি চন্দ্রবংশে যদুকুলে জন্মিয়াছি, বসুদেবের পুত্র। মুচকুন্দ তখন বৃদ্ধ গার্গ্যের বাক্য স্মরণে সসম্মানে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই সর্ব্বরূপী সর্ব্বেশ্বর হরিকে বলিলেন—আমি জ্ঞাত হইয়াছি; তুমি বিষ্ণুর অংশ পরমেশ্বর। পুরাকালে গার্গ্য বলিয়াছিলেন—অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগের অন্তভাগে যদুবংশে হরির জন্ম হইবে। মর্ত্ত্যগণের উপকারকারী সেই তুমিই এক্ষণে আসিয়াছ; সন্দেহ নাই। সেই জন্যই আমি তোমার সুমহৎ তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া সেই মুচুকুন্দ পুনরায় মহামেঘধ্বনিবৎ গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—আপনার পাদ-সুলালিত

দেবাসুরে মহাযুদ্ধে দৈত্যাশ্চ সুমহাভটাঃ।
ন শেকুর্মম যত্তেজস্তত্তেজো ন সহাম্যহম্ ॥ ২৯
সংসারপতিতস্যৈকো জন্তোস্ত্বং শরণং পরম্।
সম্প্রসীদ প্রপন্নার্ত্তিহর্ত্তা হর মমাশুভম্ ॥ ৩০
ত্বং পয়োনিধয়ঃ শৈলাঃ সরিতশ্চ বনানি চ।
মেদিনী গগনং বায়ুরাপোঽগ্নিস্ত্বং তথা পুমান্
পুংসঃ পরতরং সর্ব্বং ব্যাপ্য জন্ম বিকল্পবৎ।
শব্দাদিহীনমজরং বৃদ্ধিক্ষয়বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩২
ত্বত্তোঽমরাস্ত পিতরো যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্ত্বত্তো মনুষ্যাঃ পশবঃ খগাঃ ॥৩৩
সরীসৃপা মৃগাঃ সর্ব্বে ত্বত্তশ্চৈব মহীরুহাঃ।
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যদ্বা কিঞ্চিদত্র চরাচরে ॥ ৩৪
অমূর্ত্তং মূর্ত্তমথবা স্থূলং সূক্ষ্মতরং তথা।
তৎসর্ব্বং ত্বং জগৎকর্ত্তর্নাস্তি কিঞ্চিত্ত্বয়া বিনা ॥
ময়া সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা ভগবন্ সদা।
তাপত্রয়াভিভূতেন ন প্রাপ্তা নির্বৃতিঃ ক্বচিৎ ॥
দুঃখান্যেব সুখানীতি মৃগতৃষ্ণা জলাশয়ঃ।

আমার তেজ দেবাসুরযুদ্ধে সুমহাবীর্য্য দৈত্যেরাও সহ্য করিতে পারে নাই; কিন্তু আমি আপনার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না। সংসারপতিত জন্তুদিগের তুমিই একমাত্র শরণ্য ও প্রপন্নার্ত্তিহর্ত্তা, তুমি আমার অশুভহরণ কর। তুমিই সমস্ত সমুদ্র, শৈল, সরিৎ, বন, মেদিনী, গগন, বায়ু, জল ও অগ্নি, এবং তুমিই পুরুষ ও পুরুষেরও পরতর। তোমার জন্ম বিকল্পবৎ মিথ্যা। তুমি শব্দাদিহীন অজর ওক্ষয়বৃদ্ধি-বিবর্জ্জিত। তোমা হইতেই অমরগণ, পিতৃগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিদ্ধ, অপ্সরা, মনুষ্য, পশু, খগ, সরীসৃপ, মৃগ, প্রভৃতি উদ্ভূত এবং মহীরুহাদিও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই চরাচরে যাহা ভূত, যাহা ভবিষ্যৎ, এবং অমূর্ত্ত, মূর্ত্ত, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সমস্তই তুমি। তোমা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ২১—৩৫। ভগবন্! এই সংসারচক্রে সতত ভ্রমণ করিতে করিতে তাপত্রয়াভিভূত আমি কুত্রাপি নির্বৃতি প্রাপ্ত হই নাই। নাথ! দুঃখরাশিকেই মৃগতৃষ্ণা-জলাশয়বৎ সুখ-বোধে

ময়া নাথ গৃহীতানি তানি তাপায় মেঽভবন্॥
রাজ্যমুর্বী বলং কোশো মিত্রপক্ষস্তথাত্মজাঃ।
ভার্য্যা ভৃত্যজনা যে চ শব্দাদ্যা বিষয়াঃ প্রভো
সুখবুদ্ধ্যা ময়া সর্ব্বং গৃহীতমিদমব্যয়।
পরিণামে চ দেবেশ তাপাত্মকমভূন্মম॥ ৩৯
দেবলোকগতিং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোঽপি হি
মত্তঃ সাহায্যকামোঽভূচ্ছাশ্বতী কুত্র নির্বৃতিঃ॥
ত্বামনারাধ্য জগতাং সর্ব্বেষাং প্রভবাস্পদম্।
শাশ্বতী প্রাপ্যতে কেন পরমেশ্বর নির্বৃতিঃ॥৪১
ত্বন্মায়ামূঢ়মনসো জন্মমৃত্যুজরাদিকান্।
অবাপ্য পাপান্ পশ্যন্তি প্রেতরাজানমন্তরা॥৪২
ততঃ পাশশতৈর্বদ্ধা নরকেষ্বতিদারুণম্।
প্রাপ্নুবন্তি মহদ্দুঃখং বিশ্বরূপমিদং তব॥ ৪৩
অহমত্যন্তবিষয়ী মোহিতস্তব মায়য়া।
মমত্বাগাধগর্ত্তান্তে ভ্রমামি পরমেশ্বর॥ ৪৪
সোঽহং ত্বাং শরণমপারমীশমীড্যং
সম্প্রাপ্তঃ পরমপদং যতো ন কিঞ্চিৎ।
সংসারশ্রমপরিতাপতপ্তচেতা
নির্ব্বিণ্ণে পরিণতধাম্নি সাভিলাষঃ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কালযবনবধে মুচুকুন্দস্তুতিবর্ণনং ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৬॥

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং স্তুতস্তদা তেন মুচুকুন্দেন ধীমতা।
প্রাহেশঃ সর্ব্বভূতানামনাদিনিধনো হরিঃ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

যথাভিবাঞ্ছিতাল্লোঁকান্দিব্যান্ গচ্ছ নরেশ্বর।
অব্যাহতপরৈশ্বর্য্যো মৎপ্রসাদোপবৃংহিতঃ॥ ২
ভুক্ত্বা দিব্যান্ মহাভোগান্ ভবিষ্যসি মহাকুলে
জাতিস্মরো মৎপ্রসাদাত্ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যেশং জগতামচ্যুতং নৃপঃ।
গুহামুখাদ্বিনিষ্ক্রান্তো দদৃশে সোঽল্পকান্নরান্॥৪

গ্রহণ করিয়াছি; সে সকল আমার তাপ-হেতুই হইয়াছে। প্রভো! রাজ্য, উর্ব্বী, বল, কোষ, মিত্রপক্ষ, আত্মজ, ভার্য্যা, ভৃত্যজন ও শব্দাদি অন্যান্য বিষয়, এ সকলই আমি সুখ-হেতু বোধে গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু হে অব্যয় দেবেশ! এই সমস্তই পরিণামে আমার তাপত্রয়াত্মক হইয়াছে। নাথ! আমি দেবলোকগতি পাইয়াছি, দেবগণও আমার নিকট সাহায্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন, কিন্তু শাশ্বতী নির্বৃত্তি কোথায়? তোমার মায়ায় মূঢ়মানবেরা প্রথমে জন্ম, মৃত্যু ও জরাদি-পাপ ভোগ করিয়া মধ্যকালে প্রেতরাজকে দর্শন করে, পরে পাশশতে বদ্ধ হইয়া নানা নরকে বিশ্বরূপাত্মক তোমারই রূপান্তর অতি দারুণ দুঃখনিকর প্রাপ্ত হয়। হে পরমেশ্বর! তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইয়া মমতারূপ অগাধ গর্ত্তমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি। সংসারাশ্রম পরিতাপ-তপ্ত-চেতা, আমি এক্ষণে নির্ব্বেদ প্রাপ্য চরমধামে সাভিলাষ হইয়া যাহা হইতে পরম প্রাপ্য আর কিছুই নাই, সেই অপার স্তবযোগ্য ঈশ আপনাকে শরণ সপ্রাপ্ত হইলাম।৩৬—৪৫।

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১৯৬॥

—০—

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন—সেই ধীমান্ মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সর্ব্বভূতেশ, অনাদি-নিধন হরি বলিলেন,—নরেশ্বর! তুমি এক্ষণে মৎপ্রসাদ-সমৃদ্ধ যথাভিলষিত দিব্য লোকে গমন কর; তথায় অব্যাহত-পরমৈশ্বর্য্য হইয়া —দিব্য মহাভোগ সকল উপভোগান্তে জাতি-স্মর হইয়া মহাকুলে জন্ম লাভ করিবে; পরে আমার অনুগ্রহে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। ব্যাস বলিলেন,—সেই নৃপ এইরূপ উক্ত হইয়া জগদীশ অচ্যুতকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই গুহামুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পপ্রমাণ

ততঃ কলিযুগং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তং তপ্তুং ততো নৃপঃ।
নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫
কৃষ্ণোঽপি ঘাতয়িত্বারিমুপায়েন হি তদ্বলম্।
জগ্রাহ মথুরামেত্য হস্ত্যশ্বস্যন্দনোজ্জ্বলম্ ॥ ৬
আনীয় চোগ্রসেনায় দ্বারবত্যাং ন্যবেদয়ৎ।
পরাভিভবনিঃশঙ্কং বভূব চ যদোঃ কুলম্ ॥ ৭
বলদেবোঽপি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রশান্তাখিলবিগ্রহঃ।
জ্ঞাতিদর্শনসোৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥৮
ততো গোপাংশ্চ গোপীশ্চ যথাপূর্ব্বমমিত্রজিৎ।
তথৈবাভ্যবদৎ প্রেম্না বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৯
কৈশ্চাপি সম্পরিষক্তঃ কাংশ্চিৎ স পরিষস্বজে।
হাসং চক্রে সমং কৈশ্চিদ্গোপগোপীজনৈস্তথা ॥
প্রিয়াণ্যনেকান্যবদন্ গোপস্তত্র হলায়ুধম্।
গোপ্যশ্চ প্রেমমুদিতাঃ প্রোচুঃ সের্ষামথাপরাঃ
গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরপরা নাগরীজনবল্লভঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণশ্চলৎপ্রেমরসাকুলঃ ॥১২
অস্মচ্চেষ্টোপহসনং ন কচ্চিৎপুরযোষিতাম্।
সৌভাগ্যমানমধিকং করোতি ক্ষণসৌহৃদঃ ॥১৩
কচ্চিৎ স্মরতি নঃ কৃষ্ণো গীতানুগমনং কৃতম্।
অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি ॥১৪
অথবা কিং তদালাপৈঃ ক্রিয়ন্তামপরাঃ কথাঃ।
যদস্মাভির্বিনা তস্য বিনাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥১৫
পিতা মাতা তথা ভ্রাতা ভর্ত্তা বন্ধুজনশ্চ কঃ।
ন ত্যক্তস্তৎকৃতেঽস্মাভিরকৃতজ্ঞস্ততো হি সঃ
তথাপি কচ্চিদালাপমিহাগমনসংশ্রয়ম্।
করোতি কৃষ্ণো বক্তব্যং ভবতা বচনামৃতম্ ॥১৭
দামোদরোঽসৌ গোবিন্দঃ পুরস্ত্রীসক্তমানসঃ।
অপেতপ্রীতিরস্মাসু দুর্দর্শঃ প্রতিভাতি নঃ ॥১৮

ব্যাস উবাচ।

আমন্ত্রিতঃ স কৃষ্ণেতি পুনর্দামোদরেতি চ।

নরগণকে দেখিলেন। সেই নৃপ তখন কলিযুগ সমাগত দেখিয়া তপশ্চরণ নিমিত্ত নরনারায়ণস্থান গন্ধমাদন-গিরিতে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণও উপায় দ্বারা সেই সবল শত্রুকে অরিকে ঘাতিত করিয়া মথুরায় আসিয়া হস্ত্যশ্বস্যন্দন-সমৃদ্ধ তদীয় বল সকল নিজায়ত্ত করিয়া আনয়নপূর্ব্বক দ্বারবতী পুরীতে উগ্রসেনকে নিবেদন করিলেন। তখন যদুকুল সম্পূর্ণরূপে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা হইতে নির্ম্মুক্ত হইল। ১—৭। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! বলদেবও অখিল বিগ্রহ প্রশান্ত হইয়াছে দেখিয়া বান্ধবগণ দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতচিত্তে নন্দগোকুলে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া সেই অমিত্রজিৎ গোপ-গোপীগণের সহিত পূর্ব্ববৎ আলাপ ব্যবহার করিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। তিনিও কাহাকে কাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; কোন কোন গোপ-গোপীসহ পরিহাস করিলেন; তখন প্রেমমুদিত গোপ-গোপীরা সেই হলায়ুধকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিল; কোন কোন গোপী ঈর্ষা সহকারে নানা আলাপ করিল। অপরা গোপী জিজ্ঞাসা করিল,—চঞ্চলপ্রেম রসাকুল-নাগরীজনবল্লভ কৃষ্ণ সুখে আছেন ত? ক্ষণসৌহৃদ্যশালী সেই কৃষ্ণ আমাদিগের ব্যবহারের প্রতি উপহাস প্রদর্শন করিয়া সেই পুরনারীগণের সৌভাগ্যসম্মানের বৃদ্ধি করেন কি? আমরা যে তাঁহার সহিত গান করিতাম, তিনি কি তাহা স্মরণ করেন? তিনি কি একবার মাতাকে দেখিতে আসিবেন? অথবা সে আলাপে কি প্রয়োজন? অন্য কথা বলা যাউক, আমরা ব্যতীত তাঁহার যাহা হইবার হইয়াছে, আবার তাঁহাকে ব্যতীত আমাদিগেরও যাহা হইবার হইয়াছে; তাঁহার নিমিত্ত আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, বন্ধুজন ইত্যাদি কাহাকেই বা পরিত্যাগ করি নাই? সেই জন্যই তিনি অকৃতজ্ঞ! অকৃতজ্ঞ হইলেও সেই কৃষ্ণ কখনও এখানে আগমনবিষয়ক আলাপও কি করিয়া থাকেন? করিলে সেই বচনসুধায় আমাদিগকে আপনার আপ্যায়িত করা কর্ত্তব্য। সেই দামোদর গোবিন্দ পুরনারীতে সমাসক্তচিত্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি প্রীতিহীন হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তিনি আমাদি-

জহসুঃ সুস্বরং গোপ্যো হরিণাকৃষ্টচেতসঃ ॥ ১৯
সন্দেশৈঃ সৌম্যমধুরৈঃ প্রেমগর্ব্বৈরগর্ব্বিতৈঃ ।
রামেণাশ্বাসিতা গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাতিমধুস্বরৈঃ ॥১৯
গোপৈশ্চ পূর্ব্ববদ্রামঃ পরিহাসমনোহরৈঃ ।
কথাশ্চকার প্রেম্ণা চ সহ তৈর্ব্রজভূমিষু ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বলপ্রত্যাগমনবর্ণনং সপ্ত-নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৭

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বনে বিহরতস্তস্য সহ গোপৈর্মহাত্মনঃ ।
মানুষচ্ছদ্মরূপস্য শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥ ১
নিষ্পাদিতোরুকার্য্যস্য কার্য্যেণৈবাবতারিণঃ ।
উপভোগার্থমত্যর্থং বরুণঃ প্রাহ বারুণীম্ ॥ ২

বরুণ উবাচ ।

অভীষ্টো সর্ব্বদা যস্য মদিরে ত্বং মহৌজসঃ ।
অনন্তস্যোপভোগায় তস্য গচ্ছ মুদে শুভে ॥৩

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা বারুণী তেন সন্নিধানমথাকরোৎ ।
বৃন্দাবনতটোৎপন্নকদম্বতরুকোটরে ॥ ৪
বিচরন্ বলদেবোঽপি মদিরাগন্ধমুত্তমম্ ।
আঘ্রায় মদিরাহর্ষমবাপাথ পুরাতনম্ ॥ ৫
ততঃ কদম্বাৎ সহসা মদ্যধারাং স লাঙ্গলী ।
পতন্তীং বীক্ষ্য মুনয়ঃ প্রযযৌ পরমাং মুদম্ ॥ ৬
পপৌ চ গোপগোপীভিঃ সমবেতো মুদান্বিতঃ ।
উপগীয়মানো ললিতং গীতবাদ্যবিশারদৈঃ ॥ ৭
শ্রমতোঽত্যন্তঘর্ম্মাম্ভঃকণিকামৌক্তিকোজ্জ্বলঃ ।
আগচ্ছ যমুনে স্নাতুমিচ্ছামীত্যাহ বিহ্বলঃ ॥৮
তস্য বাচং নদী সা তু মত্তোক্তামবমস্য বৈ ।
নাজগাম ততঃ ক্রুদ্ধো হলং জগ্রাহ লাঙ্গলী ॥৯
গৃহীত্বা তাং তটেনৈব চকর্ষ মদবিহ্বলঃ ।

গের দুর্দ্দশা বলিয়া বোধ হয় ।৮—১৮। ব্যাস বলিলেন,—হরিপ্রেমে আকৃষ্টচিত্ত সেই গোপীরা এইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে বলরামকেই ভ্রমক্রমে কখনও 'কৃষ্ণ' কখনও 'দামোদর' বলিয়া সম্বোধন করত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। রাম সেই গোপী-দিগকে মধুরস্বরে কৃষ্ণকথিত প্রেমগর্ভ, অগর্ব্বিত সুন্দর-মধুর বাক্যে আশ্বাসিত করি-লেন। রাম গোপগণ সহ পূর্ব্ববৎ পরিহাস-মনোহর নানাআলাপে সেই ব্রজ-ভূমিতে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন ।১৯—২০।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৯৭।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—কার্য্য-সাধনার্থ কপট নরাকারে অবতীর্ণ ধরণীধর মহাত্মা শেষ গুরুতর কার্য্য সকল সাধনপূর্ব্বক গোপগণ-সহ বৃন্দাবন বনে এইরূপে বিহার করিতে থাকিলে বরুণ তাঁহার উপভোগার্থ বারুণীকে আদেশ করিলেন যে, শুভে! মদিরে! অনন্তের তুমি সর্ব্বদাই অভীষ্টা; অতএব তাঁহার উপভোগনিমিত্ত গমন কর। ব্যাস বলিলেন,—বরুণ কর্ত্তৃক বারুণী এইরূপ আদিষ্টা হইয়া বৃন্দাবন-তটোৎপন্ন কদম্ব-তরুকোটরে সন্নিধান করিলেন। পরে বলদেবও বিচরণ করিতে করিতে উদ্ধত মদিরাগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পুরাতন মদিরা-নন্দ প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিগণ! অনন্তর সেই লাঙ্গলী সহসা কদম্ব-তরু হইতে মদ্যধারা ক্ষরিত হইতেছে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি গীত-বাদ্যবিশারদ গোপ-গোপীগণসহ সম-বেত হইয়া মুদান্বিতচিত্তে উহা পান করি-লেন এবং ললিত গান করিতে লাগিলেন। তখন শ্রমবশে তাঁহার শরীর অতিশয় জল-কণায় মুক্তাশোভিতবৎ উজ্জ্বল হইল! তিনি বিহ্বলচিত্তে যমুনার উদ্দেশে বলিলেন,—যমুনে! তুমি আইস, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করি। তিনি মদমত্ত বলিয়া সেই নদী তদীয় বাক্যে অবজ্ঞাপূর্ব্বক আগমন করিল না। তাহাতে লাঙ্গলী ক্রুদ্ধ হইয়া হল গ্রহণ করি-লেন এবং মদবিহ্বলচিত্তে তটপ্রান্তে তাহাকে

পাপে নায়াসি নায়াসি গম্যতামিচ্ছয়ান্যতঃ॥১০
সা কৃষ্টা তেন সহসা মার্গং সন্ত্যজ্য নিম্নগা।
যত্রাস্তে বলদেবোঽসৌ প্লাবয়ামাস তদ্বনম্॥
শরীরিণী তথোপেত্য ত্রাসবিহ্বললোচনা।
প্রসীদেত্যব্রবীদ্রামং মুঞ্চ মাং মুষলায়ুধ॥ ১২
সোঽব্রবীদবজানাসি মম শৌর্য্যবলং যদি।
সোঽহং ত্বাং হলপাতেন নয়িষ্যামি সহস্রধা॥১৩

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তয়াতিসন্ত্রস্তস্তয়া নদ্যা প্রসাদিতঃ।
ভূভাগে প্লাবিতে তত্র মুমোচ যমুনাং বলঃ॥১৪
ততঃ স্নাতস্য বৈ কান্তিরাজগাম মহাবনে।
অবতংসোৎপলং চারু গৃহীত্বৈকঞ্চ কুণ্ডলম্॥১৫
বরুণপ্রহিতাং চাস্মৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্।
সমুদ্রার্হে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত॥ ১৬
কৃতাবতংসঃ স তদা চারুকুণ্ডলভূষিতঃ।
নীলাম্বরধরঃ স্রগ্বী শুশুভে কান্তিসংযুতঃ॥ ১৭
ইত্থং বিভূষিতো রেমে তত্র রামস্তদা ব্রজে।
মাসদ্বয়েন যাতশ্চ পুনঃ স মথুরাং পুরীম্॥ ১৮
রেবতীঞ্চৈব তনয়াং রৈবতস্য মহীপতেঃ।
উপযেমে বলস্তস্যাং জজ্ঞাতে নিশঠোল্মুকৌ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে হলক্রীড়াবর্ণনমষ্টনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৮॥

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনে রাজা বিদর্ভবিষয়েঽভবৎ।
রুক্মিণী তস্য দুহিতা রুক্মী চৈব সুতো দ্বিজাঃ॥
রুক্মিণীং চকমে কৃষ্ণঃ সা চ তং চারুহাসিনী।
ন দদৌ যাচতে চৈনাং রুক্মী দ্বেষেণ চক্রিণে॥২
দদৌ স শিশুপালায় জরাসন্ধপ্রচোদিতঃ।
ভীষ্মকো রুক্মিণা সার্দ্ধং রুক্মিণীমুরুবিক্রমঃ॥ ৩

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—পাপে! তুমি আসিবে না? আসিও না। ইচ্ছানুসারে অন্যত্র গমন কর। সেই নদী তৎকর্ত্তৃক তাদৃশভাবে সহসা আকৃষ্ট হইয়া হনমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যেখানে বলদেব ছিলেন, সেই বন প্লাবিত করিল এবং শরীরিণী হইয়া ত্রাসবিহ্বল লোচনে বলিল,—হে মুষলায়ুধ রাম! প্রসন্ন হও। আমাকে পরিত্যাগ কর। রাম বলিলেন,—তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ, যদি আমার শৌর্য্যবল থাকে, তবে আমি হলপাতনে তোমাকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিব।১—১৩ ব্যাস বলিলেন,—সেই নদী কর্ত্তৃক প্রসাদিত বলদেব তত্রত্য ভূভাগ প্লাবিত হওয়ায় ত্রস্ত হইয়া যমুনাকে পরিত্যাগ করিলেন! পরে তিনি সেখানে স্নান করিলে তাঁহার উত্তম কান্তি প্রকাশ পাইল। তখন লক্ষ্মীদেবী অবতংসার্থ চারু উৎপল ও একটী কুণ্ডল, বরুণপ্রেরিতা অম্লানপঙ্ক , ও সমুদ্রসম নীল বসনযুগল তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তিনি তখন কৃতাবতংস চারু কুণ্ডলভূষিত নীলাম্বরধর ও মাল্যবান্ হইয়া উত্তম কান্তিতে শোভিত হইলেন। নিয়ত এইভাবে বিভূষিত রাম সেই ব্রজভূমিতে মাসদ্বয় বিহার করিলেন; পরে পুনরায় মথুরা পুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া রেবত মহীপতির তনয়া রেবতীকে পরিণয় করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিশঠ ও উল্মুক নামক দুইপুত্র উৎপন্ন হয়।১৪—১৯।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৯৮।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজগণ! বিদর্ভ দেশে কুণ্ডিন নগরে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার রুক্মিণীনাম্নী দুহিতা ও রুক্মী নামক পুত্র ছিল। রুক্মিণীকে কৃষ্ণ কামনা করেন। সেই চারুহাসিনীও তাঁহাকেই কামনা করিয়াছিলেন। চক্রপাণিসহ রুক্মীর বিদ্বেষ ছিল বলিয়া কৃষ্ণ প্রার্থনা করিলেও ঐ কন্যা তাঁহাকে প্রদান

বিবাহার্থং ততঃ সর্ব্বে জরাসন্ধমুখা নৃপাঃ।
ভীষ্মকস্য পুরং জগ্মুঃ শিশুপালশ্চ কুণ্ডিনম্ ॥৪
কৃষ্ণোঽপি বলভদ্রাদ্যৈর্যদুভিঃ পরিবারিতঃ।
প্রযযৌ কুণ্ডিনং দ্রষ্টুং বিবাহং চৈদ্যভূপতেঃ ॥৫
শ্বোভাবিনি বিবাহে তু তাং কন্যাং হৃতবান্ হরিঃ।
বিপক্ষভাবমাসাদ্য রামাদ্যেষ্বেব বন্ধুষু ॥ ৬
ততশ্চ পৌণ্ড্রকঃ শ্রীমান্ দন্তবক্রো বিদূরথঃ।
শিশুপালো জরাসন্ধঃ শাল্বাদ্যাশ্চ মহীভৃতঃ ॥ ৭
কুপিতাস্তে হরিং হন্তুং চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্।
নির্জ্জিতাশ্চ সমাগম্য রামাদ্যৈর্যদুপুঙ্গবৈঃ ॥ ৮
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি অহত্বা যুধি কেশবম্।
কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং রুক্মী চ হন্তুং কৃষ্ণমভিদ্রুতঃ ॥৯
হত্বা বলং সনাগাশ্বপত্তিস্যন্দনসঙ্কুলম্।
নির্জ্জিতঃ পাতিতশ্চোর্ব্ব্যাং লীলয়ৈব স চক্রিণা।
নির্জিত্য রুক্মিণং সম্যগুপযেমে স রুক্মিণীম্।
রাক্ষসেন বিধানেন সম্প্রাপ্তো মধুসূদনঃ ॥ ১১
তস্যাং জজ্ঞে চ প্রদ্যুম্নো মদনাংশঃ স বীর্য্যবান্
জহার শম্বরো যং বৈ যো জঘান চ শম্বরম্ ॥১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতে রুক্মিণীপরিণয়ে নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৯ ॥

করা হয় না। উরুবিক্রম ভীষ্মক, জরাসন্ধের পরামর্শ অনুসারে রুক্মীর সহিত একমত হইয়া শিশুপালকেই কন্যা সম্প্রদানার্থ উদ্যত হন। পরে বিবাহ নিমিত্ত শিশুপাল এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি অন্যান্য নৃপতিগণ কুণ্ডিননগরে ভীষ্মকপুরে গমন করেন। কৃষ্ণও চেদিপতি ভূপতি শিশুপালের বিবাহ দর্শনার্থ বলভদ্রাদি যদুগণে পরিবৃত হইয়া সেই কুণ্ডিননগরে গমন করেন। ১—৫। বিবাহের পূর্ব্বদিবসে হরি বিপক্ষভাব অবলম্বন করিয়া রামাদি বন্ধুবর্গের সহায়তায় সেই কন্যাকে অপহরণ করেন। তাহাতে তখন পৌণ্ড্রক শ্রীমান্ দন্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি মহীপতিরা কুপিত হইয়া হরিকে হত্যা করিবার নিমিত্ত সবিশেষ উদ্যম প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে রামাদি যদুপুঙ্গব কর্ত্তৃক নির্জিত হইলেন। কৃষ্ণকে যুদ্ধে হত্যা না করিয়া কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না, এই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক রুক্মী কৃষ্ণকে হনন জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু চক্রপাণি কৃষ্ণ অনায়াসেই হস্ত্যশ্ব-পদাতি-রথসঙ্কুল তদীয় বল বিনাশপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। তিনি রুক্মীকে এইরূপে নির্জিত করিয়া যথাবিধানে রুক্মিণীকে বিবাহ করিলেন। মধুসূদন রাক্ষস বিধান অনুসারে এই পত্নী প্রাপ্ত হয়েন। সেই রুক্মিণীতে মদনের অংশে বীর্য্যবান্ প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়; সেইপ্রদ্যুম্নকেই শম্বর দৈত্য অপহরণ করিয়াছিল এবং ইনিই শম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ৬—১২।

নবনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৯৯।

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

শম্বরেণ হৃতো বীরঃ প্রদ্যুম্নঃ স কথং পুনঃ।
শম্বরশ্চ মহাবীর্য্যঃ প্রদ্যুম্নেন কথং হতঃ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

ষষ্ঠেঽহ্নি জাতমাত্রে তু প্রদ্যুম্নংসূতিকাগৃহাৎ।
মমৈষ হন্তেতি দ্বিজা হৃতবান্ কালশম্বরঃ ॥ ২
নীত্বা চিক্ষেপ চৈবৈনং গ্রাহোগ্রে লবণার্ণবে

দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ জজ্ঞাসা করিলেন,—বীর প্রদ্যুম্ন শম্বর কর্ত্তৃক কিরূপে হত হইয়াছিলেন আর প্রদ্যুম্নই বা সেই মহাবীর্য্য শম্বরকে কিরূপে নিহত করেন? ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! প্রদ্যুম্ন জন্মিলে পর, ষষ্ঠ দিবসে কালশম্বর অসুর "এ আমার হন্তা" এই নিশ্চয় করিয়া সূতিকাগৃহ হইতেই সেই প্রদ্যুম্নকে হরণ করিল। সে উঁহাকে লইয়া গিয়া কল্লোলাবর্ত্তযুক্ত সুঘোর মকরালয় লবণ-

কল্লোলজনিতাবর্ত্তে সুঘোরে মকরালয়ে ॥ ৩
পতিতশ্চৈব তত্রৈকো মৎস্যো জগ্রাহ বালকম্
ন মমার চ তত্রাপি জঠরানলদীপিতঃ ॥ ৪
মৎস্যবন্ধৈশ্চ মৎস্যোঽসৌ মৎস্যৈরন্যৈঃ সহ দ্বিজাঃ।
ঘাতিতোঽসুরবর্য্যায় শম্বরায় নিবেদিতঃ ॥ ৫
তস্য মায়াবতী নাম পত্নী সর্ব্বগৃহেশ্বরী।
কারয়ামাস সূদানামাধিপত্যমনিন্দিতা ॥ ৬
দারিতে মৎস্যজঠরে দদৃশে সাতিশোভনম্।
কুমারং মন্মথতরোর্দগ্ধস্য প্রথমাঙ্কুরম্ ॥ ৭
কোঽয়ং কথময়ং মৎস্যজঠরে সমুপাগতঃ।
ইত্যেবং কৌতুকাবিষ্টাং তাং তন্বীংপ্রাহ নারদঃ।

নারদ উবাচ।

অয়ং সমস্তজগতাং সৃষ্টিসংহারকারিণা।
শম্বরেণ হৃতঃ কৃষ্ণতনয়ঃ সূতিকাগৃহাৎ ॥ ৯
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্যেন নিগীর্ণস্তে বশং গতঃ।
নররত্নমিদং সুভ্রু বিস্রব্ধা পরিপালয় ॥ ১০

ব্যাস উবাচ।

নারদেনৈব মুক্তা সা পালয়ামাস তং শিশুম্।
বাল্যাদেবাতিরাগেণ রূপাতিশয়মোহিতা ॥ ১১
স যদা যৌবনাভোগভূষিতোঽভূদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
সাভিলাষা তদা সা তু বভূব গজগামিনী ॥ ১২
মায়াবতী দদৌ চাস্মৈ মায়া সর্ব্বা মহাত্মনে।
প্রদ্যুম্নায়াত্মভূতায় তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা।
প্রসজ্জন্তীন্তু তামাহ কার্ষ্ণিঃ কমললোচনঃ ॥ ১৩

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

মাতৃভাবং বিহায়ৈব কিমর্থং বর্ত্তসেঽন্যথা।

ব্যাস উবাচ।

সা চাস্মৈ কথয়ামাস ন পুত্রস্ত্বং মমেতি বৈ।
তনয়ং ত্বাময়ং বিষ্ণোর্হৃতবান্ কালশম্বরঃ ॥১৫
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্যস্য সম্প্রাপ্তো জঠরান্ময়া।
সা তু রোদিতি তেমাতা কান্তাদ্যাপ্যতিবৎসলা

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ শম্বরং যুদ্ধে প্রদ্যুম্নঃ স সমাহ্বয়ৎ।

সাগরে নিক্ষেপ করিল। সমুদ্রমধ্যস্থ এক বৃহৎ মৎস্য সেই বালককে গ্রাস করিল। মৎস্যের জঠরানলে দীপিত হইয়াও তাহার মৃত্যু হইল না। হে দ্বিজগণ! মৎস্যজীবীরা অন্যান্য মৎস্য সহ সেই মৎস্যকেও ধরিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে প্রদান করিল। মায়াবতী নাম্নী তদীয় অনিন্দিতা পত্নী তাহার গৃহেশ্বরী ছিলেন। তিনি পাচকবর্গের উপর আধিপত্য করিতেন। মৎস্যের উদর বিদারিত হইলে তিনি সেই দগ্ধ মন্মথ-তরুর প্রথমাঙ্কুরসম অতি সুন্দর কুমারকে দেখিলেন। পরে তিনি 'এ কে? মৎস্যজঠরেই বা কিরূপে আসিল? কৌতুকাবিষ্টচিত্তে এইরূপ আলোচনা করিতে থাকিলে নারদ সেই তন্বীকে কহিলেন,—ইনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি-সংহারকারী কৃষ্ণের তনয়; শম্বর কর্ত্তৃক সূতিকাগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে এই মৎস্য উহাকে গ্রাস করিয়াছিল। এইক্ষণে তোমার হস্তগত হইয়াছেন। হে সুভ্রু! তুমি বিশ্বস্তচিত্তে এই নররত্নকে প্রতিপালন কর। ১—১০। ব্যাস বলিলেন,—নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই মায়াবতী বাল্যকাল হইতেই অতীব অনুরাগের সহিত তদীয় রূপাতিশয়ে মোহিতচিত্তে সেই শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বালক যখন যৌবনা-ভোগে ভূষিত হইলেন, তখন সেই গজ-গামিনী মায়াবতী তৎপ্রতি অভিলাষবতী হইলেন। তৎপ্রতি নয়ন ও মন সমর্পণ করিয়া আত্মভূত সেই মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে সমস্ত মায়া প্রদান করিলেন। কমললোচন কৃষ্ণনন্দন তাঁহাকে অনুরাগবতী দর্শনে বলিলেন,—তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাবান্তর পরিগ্রহ করিতেছ কেন?১—১৪। তদুত্তরে মায়াবতী বলিলেন,—তুমি আমার পুত্র নও,তুমি বিষ্ণুর তনয়। তোমাকে কাল শম্বর হরণ করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিল; তোমাকে আমি মৎস্যোদরে পাইয়াছি। অতি বৎসলা তোমার সুন্দরী মাতা তোমার

ক্রোধাকুলীকৃতমনা যুযুধে চ মহাবলঃ ॥ ১৭
হত্বা সৈন্যমশেষন্তু তস্য দৈত্যস্য মাধবিঃ।
সপ্ত মায়া ব্যতিক্রম্য মায়াং সংযুযুজেঽষ্টমীম্ ॥
তয়া জঘান তং দৈত্যং মায়য়া কালশম্বরম্।
উৎপত্য চ তয়া সার্দ্ধমাজগাম পিতুঃ পুরম্ ॥ ১৯
অন্তঃপুরে চ পতিতং মায়াবত্যা সমন্বিতম্।
তং দৃষ্ট্বা হৃষ্টসঙ্কল্পা বভূবুঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।
রুক্মিণী চাব্রবীৎ প্রেম্নাসক্তদৃষ্টিরনিন্দিতা ॥ ২০

রুক্মিণ্যুবাচ।

ধন্যায়াঃ খল্বয়ং পুত্রো বর্ত্ততে নবযৌবনে।
অস্মিন্ বয়সি পুত্রো মে প্রদ্যুম্নো যদি জীবাত
সভাগ্যা জননী বৎস ত্বয়া কাপি বিভূষিতা।
অথবা যাদৃশঃ স্নেহো মম যাদৃগ্বপুশ্চ তে।
হরেরপত্যং সুব্যক্তং ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি ॥

ব্যাস উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ সহ কৃষ্ণেন নারদঃ।
অন্তঃপুরবরাং দেবীং রুক্মিণীং প্রাহ হর্ষিতঃ ॥ ২৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এষ তে তনয়ঃ সুভ্রু হত্বা শম্বরমাগতঃ।
হৃতো যেনাভবৎ পূর্ব্বং পুত্রস্তে সূতিকাগৃহাৎ ॥
ইয়ং মায়াবতী ভার্য্যা তনয়স্যাস্য তে সতী।
শম্বরস্য ন ভার্য্যেয়ং শ্রূয়তামত্র কারণম্ ॥ ২৫
মন্মথে তু গতে নাশং তদুদ্ভবপরায়ণা।
শম্বরং মোহয়ামাস মায়ারূপেণ রুক্মিণি ॥ ২৬
বিবাহাদ্যুপভোগেষু রূপং মায়াময়ং শুভম্।
দর্শয়ামাস দৈত্যস্য তস্যেয়ং মদিরেক্ষণা ॥ ২৭
কামোঽবতীর্ণঃ পুত্রস্তে তস্যেয়ং দয়িতা রতিঃ
বিশঙ্কা নাত্র কর্ত্তব্যা স্নুষেয়ং তব শোভনা ॥

ব্যাস উবাচ।

ততো হর্ষসমাবিষ্টৌ রুক্মিণীকেশবৌ তদা।
নগরী চ সমস্তা সা সাধু সাধ্বিত্যভাষত ॥ ২৯
চিরং নষ্টেন পুত্রেণ সঙ্গতাং প্রেক্ষ্য রুক্মিণীম্
অবাপ বিস্ময়ং সর্ব্বো দ্বারবত্যাং জনস্তদা ॥ ৩০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শম্বরহতপ্রদ্যুম্নাগমনবর্ণনং দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

জন্য কাঁদিতেছেন। ব্যাস বলিলেন,—সেই প্রদ্যুম্ন এইরূপ উক্ত হইয়া ক্রোধাকুল মনে শম্বরকে যুদ্ধার্থ আবাহন করিলেন এবং তাহার সহিত যুদ্ধে তদীয় সর্ব্বসৈন্য হননপূর্ব্বক সেই দৈত্যের সপ্তবিধ মায়া নিজ মায়াপ্রভাবে অতিক্রম করিলেন। পরে মাধবনন্দন অষ্টমী মায়া প্রয়োগে সেই কাল শম্বর দৈত্যকে নিহত করিয়া মায়াবতী সহ আকাশপথে পিতৃপুরে সমাগত হইলেন। কৃষ্ণপত্নীরা তাঁহাকে মায়াবতী সহ অন্তঃপুরে আপতিত দেখিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তা হইলেন। অনিন্দিতা রুক্মিণী স্নেহাসক্ত দৃষ্টিতে বলিতে লাগিলেন,—এই নবযৌবন-সম্পন্ন পুত্র কোন ধন্যা রমণীর হইবে। আমার পুত্র প্রদ্যুম্ন জীবিত থাকিলে ঈদৃশবয়স্ক হইত। বৎস! তোমা দ্বারা কোন সভাগ্যা জননী বিভূষিতা হইয়াছেন, অথবা তোমার প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ এবং তোমার যেরূপ আকৃতি, তাহাতে সুস্পষ্টরূপেই বোধ হয় যে, তুমি হরির অপত্য হইবে। ১৫—২২। ব্যাস বলিলেন,—ইত্যবসরে নারদ সহ কৃষ্ণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অন্তঃপুরনারীগণের প্রধানা রুক্মিণী দেবীকে হর্ষিত-চিত্তে কহিলেন,—সুভ্রু! পূর্ব্বে সূতিকাগৃহ হইতে যে পুত্র অপহৃত হইয়াছিল, তোমার সেই পুত্রই এই; এই পুত্র শম্বরকে বিনাশ করিয়া সমাগত হইয়াছে। এই সতী মায়াবতী তোমার তনয়ের ভার্য্যা। ইনি শম্বরের ভার্য্যা নহেন। ইহার কারণ শ্রবণ কর। হে রুক্মিণি! মন্মথ নাশ প্রাপ্ত হইলে তদুৎপত্তি-চিন্তাপরায়ণা রতি মায়ারূপে শম্বরকে মোহিত করিয়াছিলেন, এই মদিরেক্ষণা বিবাহাদি উপভোগ-ব্যাপারে সেই দৈত্যকে শুভ মায়াময়রূপই প্রদর্শন করিতেন। কাম তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইনি তদীয় দয়িতা রতি। হে শোভনে! ইনি যে তোমার স্নুষা, এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয় করিও না। ব্যাস বলিলেন,—রুক্মিণী ও কেশব তখন হর্ষসমাবিষ্ট হইলেন। সেই

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ চারুদেহঞ্চ শোভনম্।
বিচারুং চারুগুপ্তঞ্চ ভদ্রচারুং তথাপরম্॥ ১
চারুচন্দ্রং সুচারুঞ্চ চারুঞ্চ বলিনাং বরম্।
রুক্মিণ্যজনয়ৎপুত্রান্ কন্যাং চারুমতীং তথা॥২
অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা।
দেবী জাম্ববতী চাপি সদা তুষ্টা তু রোহিণী।
মদ্ররাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডলা॥ ৪
সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী।
ষোড়শাত্র সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ॥ ৫
প্রদ্যুম্নোঽপি মহাবীর্য্যো রুক্মিণস্তনয়াং শুভাম্
স্বয়ম্বরস্থাং জগ্রাহ সাপি তং তনয়ং হরেঃ॥ ৬
তস্যামস্যাভবৎ পুত্রো মহাবলপরাক্রমঃ।
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো বীর্য্যোদধিররিন্দমঃ॥ ৭
তস্যাপি রুক্মিণঃ পৌত্রী বরয়ামাস কেশবঃ।
দৌহিত্রায় দদৌ রুক্মী স্পর্দ্ধয়ন্নপি শৌরিণা॥ ৮
তস্যা বিবাহে রামাদ্যা যাদবা হরিণা সহ।
রুক্মিণো নগরং জগ্মুর্নাম্না ভোজকটং দ্বিজাঃ॥
বিবাহে তত্র নির্বৃত্তে প্রাদ্যুম্নেঃ সুমহাত্মনঃ।
কলিঙ্গরাজপ্রমুখা রুক্মিণং বাক্যমব্রুবন্॥ ১০

কলিঙ্গাদয় উচুঃ।

অনক্ষজ্ঞো হলী দ্যূতে তথাস্য ব্যসনং মহৎ।
তজ্জয়ামো বলং তস্মাদ্দ্যূতেনৈব মহাদ্যুতে॥

ব্যাস উবাচ।

তথেতি তানাহ নৃপান্ রুক্মী বলসমন্বিতঃ।
সভায়াং সহ রামেণ চক্রে দ্যূতঞ্চ বৈ তদা॥১২
সহস্রমেকং নিষ্কাণাং রুক্মিণা বিজিতো বলঃ।
দ্বিতীয়ে দিবসে চান্যৎসহস্রং রুক্মিণা জিতঃ॥

সমগ্রা নগরীও যেন হৃষ্ট হইয়া সাধু সাধু বলিতে লাগিল। তখন দ্বারবতীনিবাসী সকল জনেরাই রুক্মিণীকে চিরপ্রনষ্ট পুত্রসহ সঙ্গতা দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল।২৩—৩০।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০০।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—রুক্মিণী চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, শোভন, চারুদেহ, বিচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, সুচারু,ও বলিপ্রধান চারু এই সকল পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী একটী কন্যা প্রসব করেন। চক্রপাণি কৃষ্ণের আরও সাতটী শোভনা ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, সদা সন্তুষ্টা রোহিণী, মদ্ররাজসুতা সুশীলা শীলমণ্ডলা, সত্রাজিৎপুত্রী সত্যভামা,ও চারুহাসিনী ও লক্ষ্মণা; এতদ্ভিন্ন আরও ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন। মহাবীর্য্য প্রদ্যুম্ন শুভা রুক্মিতনয়াকে স্বয়ম্বরস্থলে গ্রহণ করেন। তিনিও সেই হরিতনয়ে আসক্তচিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রদ্যুম্নের মহাবলপরাক্রম বীর্য্যোদধি অরিন্দম, রণে বৈরিগণের রোধকারী অনিরুদ্ধ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। কেশব তাহার বিহাহের জন্য রুক্মীর পৌত্রীকে বরণ করেন। রুক্মী সৌরী সহ নিয়ত স্পর্দ্ধা করিলেও প্রীতিস্থাপনোদ্দেশে দৌহিত্রকে সেই পৌত্রী সম্প্রদান করেন। হে দ্বিজগণ! তাহার বিবাহে হরি সহ রামাদি যাদবগণ রুক্মীর ভোজকট নামক নগরে গমন করেন। সেখানে সুমহাত্মা প্রদ্যুম্ন-নন্দনের বিবাহ সমাহিত হইলে কলিঙ্গ প্রমুখ রাজগণ রুক্মীকে এই বাক্য বলিলেন যে, হলধর অক্ষক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নহেন অথচ উহাতে তাঁহার আসক্তিও অধিক। অতএব হে মহাদ্যুতে! দ্যূতক্রীড়াদ্বারা বলরামকে পরাজিত করিবে। ১—১১। ব্যাস বলিলেন,—বলসমন্বিত রুক্মী তাহাদিগকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সভাতে রাম সহ দ্যূত ক্রীড়া প্রবর্ত্তিত করিলেন। প্রথম দিবসে রুক্মী কর্ত্তৃক বলদেব একসহস্র নিষ্ক পরাজিত হইলেন। দ্বিতীয় দিবসেও আর

ততো দশ সহস্রাণি নিষ্কাণাং পণমাদদে।
বলভদ্রপ্রপন্নানি রুক্মী দ্যূতবিদাংবরঃ॥ ১৪
ততো জহাসাথ বলং কলিঙ্গাধিপতির্দ্বিজাঃ।
দন্তান্ বিদর্শয়ন্মূঢ়ো রুক্মী চাহ মদোদ্ধতঃ॥১৫

রুক্ম্যুবাচ।

অবিদ্যোঽয়ং মহাদ্যূতে বলভদ্রঃ পরাজিতঃ।
মৃষৈবাক্ষাবলেপান্ধাদ্যোঽয়ং মেনেঽক্ষকোবিদম্

ব্যাস উবাচ।

দৃষ্ট্বা কলিঙ্গরাজন্তু প্রকাশদশনাননম্।
রুক্মিণঞ্চাপি দুর্ব্বাক্যং কোপং চক্রে হলায়ুধঃ॥
ততঃ কোপপরীতাত্মা নিষ্ককোটিং হলায়ুধঃ।
গ্লহং জগ্রাহ রুক্মী চ তত্তদক্ষানপাতয়ৎ॥ ১৮
অজয়দ্বলদেবোঽথ প্রাহোচ্চৈস্তং জিতং ময়া।
মমেতি রুক্মী প্রাহোচ্চৈরলীকোক্তৈরলং বলম্।
ত্বয়োক্তোঽয়ং গ্লহঃ সত্যং ন মমৈষোঽনুমোদিতঃ
এবং ত্বয়া চেদ্বিজিতং ন ময়া বিজিতং কথম্॥
ততোঽন্তরিক্ষে বাগুচ্চৈঃ প্রাহ গম্ভীরনাদিনী
বলদেবস্য তং কোপং বর্দ্ধয়ন্তী মহাত্মনঃ॥ ২১

আকাশবাগুবাচ।

জিতন্তু বলদেবেন রুক্মিণা ভাষিতং মৃষা।
অনুক্ত্বা বচনং কিঞ্চিৎ কৃতং ভবতি কর্ম্মণা॥২২

ব্যাস উবাচ।

ততো বলঃ সমুত্থায় ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
জঘানাষ্টাপদেনৈব রুক্মিণং স মহাবলঃ॥ ২৩
কলিঙ্গরাজং চাদায় বিস্ফুরন্তং বলাদ্বলঃ।
বভঞ্জ দন্তান্ কুপিতো যৈঃ প্রকাশং জহাস সঃ
আকৃষ্য চ মহাস্তম্ভং জাতরূপময়ং বলঃ।
জঘান যে তৎপক্ষাস্তান্ ভূভৃতঃ কুপিতো বলঃ
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং পলায়নপরং দ্বিজাঃ।
তদ্রাজমণ্ডলং সর্ব্বং বভূব কুপিতে বলে॥ ২৬
বলেন নিহতং শ্রুত্বা রুক্মিণং মধুসূদনঃ।
নোবাচ বচনং কিঞ্চিদ্রুক্মিণীবলয়োর্ভয়াৎ॥ ২৭

এক সহস্র বিজিত হইলেন। ক্রমে বলভদ্র দশসহস্র নিষ্ক পণগ্রহণ করিতে দ্যূত-বিশারদ রুক্মী তাহাও জয় করিয়া লই-লেন। হে দ্বিজগণ! তাহাতে তখন মূঢ় কলিঙ্গাধিপতি দন্তপঙক্তি বিকাশিত করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলরামকে উপহাস করেন। মদোদ্ধত রুক্মীও বলিল,—এই অবিদ্য বলভদ্র মহাদ্যূতে পরাজিত হইলেন ; বৃথাই ইনি আপনাকে গর্ব্ববশে অক্ষকোবিদ বলিয়া মনে করেন। ব্যাস বলিলেন,—হলায়ুধ কলিঙ্গরাজের সেই দন্তবিকাশ দর্শনে এবং রুক্মীর সেই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হই-লেন! পরে কোপপরীতচিত্তে সেই হলায়ুধ কোটিনিষ্ক পণ গ্রহণ করিলেন। তখন রুক্মী অক্ষপাতন করিল ; তাহাতে বলভদ্রেরই জয় হইল। কিন্তু রুক্মী মিথ্যা বাক্যে বল-দেবকে কহিলেন,—আমিই জিতিয়াছি ; তুমি যে এই পণ স্থাপন করিয়াছ, ইহা আমার অনুমোদিতই নহে। তথাপি যদি উহা তোমার বিজিত হয়, তবে আমারই বা বিজিত না হইবে কেন? তখন মহাত্মা বল-দেবের ক্রোধ বর্দ্ধন করত অন্তরীক্ষে গম্ভীর-নাদিনী আকাশবাণী কহিলেন, বলদেব বিজয় লাভ করিয়াছেন ; রুক্মী মিথ্যা বলিতেছে। কোনও বাক্য না বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে উহা অনুমোদিতই হইয়া থাকে। ১২—২২। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর মহাবল বলদেব কোপসংরক্তলোচনে উত্থিত হইয়া সেই পাশা দ্বারাই রুক্মীকে প্রহার করিলেন। বিস্ফুরমাণ কলিঙ্গরাজকেও বলদেব বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া যে দন্তপংক্তি প্রকাশ-পূর্ব্বক তিনি হাস্য করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কুপিত বলদেব তখন অন্য যে সকল রুক্মি-পক্ষীয় রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকেও সেই সভামণ্ডপের একটী স্বর্ণময় স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া লইয়া তদ্দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! বলদেবকে তাদৃশ কুপিত দেখিয়া তত্রত্য সমগ্র রাজমণ্ডল হাহাকার করত পলায়নপরায়ণ হইল। বলদেব কর্ত্তৃক রুক্মী নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মধুসূদন রুক্মিণী ও বলদেবের মনো-ভঙ্গ-ভয়ে কোন বাক্যব্যয় করিলেন না।

ততোঽনিরুদ্ধমাদায় কৃতোদ্বাহং দ্বিজোত্তমাঃ।
দ্বারকামাজগামাথ যদুচক্রং সকেশবম্॥ ২৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মেঽনিরুদ্ধবিবাহে কম্বিবধনিরূপণমেকাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০১॥

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দ্বারবত্যাং ততঃ শৌরিং শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
আজগামাথ মুনয়ো মত্তৈরাবতপৃষ্ঠগঃ॥ ১
প্রবিশ্য দ্বারকাং সোঽথ সমীপে চ হরেস্তদা।
কথয়ামাস দৈত্যস্য নরকস্য বিচেষ্টিতম্॥ ২

ইন্দ্র উবাচ।

ত্বয়া নাথেন দেবানাং মনুষ্যত্বেঽপি তিষ্ঠতা।
প্রশমং সর্ব্বদুঃখানি নীতানি মধুসূদন॥ ৩
তপস্বিজনরক্ষার্থে সোঽরিষ্টো ধেনুকস্তথা।
প্রলম্বাদ্যাস্তথা কেশী তে সর্ব্বে নিহতাস্ত্বয়া॥ ৪
কংসঃ কুবলয়াপীড়ঃ পূতনা বালঘাতিনী।
নাশং নীতাস্ত্বয়া সর্ব্বে যেঽন্যে জগদুপদ্রবাঃ॥
যুষ্মদ্দোর্দ্দণ্ডসম্বুদ্ধি-পরিত্রাতে জগত্রয়ে।
যজ্ঞে যজ্ঞহবিঃ প্রাপ্য তৃপ্তিং যান্তি দিবৌকসঃ॥
সোঽহং সাম্প্রতমায়াতো যন্নিমিত্তং জনার্দ্দন।
তচ্ছ্রুত্বা তৎপ্রতীকারপ্রযত্নং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৭
ভৌমোঽয়ংনরকো নামপ্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেশ্বরঃ
করোতি সর্ব্বভূতানামপঘাতমরিন্দম॥ ৮
দেবসিদ্ধসুরাদীনাং নৃপাণাঞ্চ জনার্দ্দন।
হৃত্বা তু সোঽসুরঃ কন্যা রুরোধ নিজমন্দিরে॥
ছত্রং যৎসলিলস্রাবি তজ্জহার প্রচেতসঃ।
মন্দরস্য তথা শৃঙ্গং হৃতবান্মণিপর্ব্বতম্॥ ১০
অমৃতস্রাবিণী দিব্যে মাতুর্ম্মেঽমৃতকুণ্ডলে।
জহার সোঽসুরোঽদিত্যা বাঞ্ছত্যৈরাবতং দ্বিপম্॥ ১১
দুর্নীতমেতদ্গোবিন্দ ময়া তস্য তবোদিতম্।

হে দ্বিজোত্তমগণ! তাহার পর যদুগণ কৃতোদ্বাহ অনিরুদ্ধকে লইয়া কেশবের সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন। ২৩—২৮।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০১।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ! অনন্তর একদা ত্রিভুবনেশ্বর শক্র মত্ত ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শৌরি-সন্নিধানে দ্বারকাতে আগমন করিলেন। তিনি দ্বারকায় প্রবেশ করিয়া হরিসমীপে নরক দৈত্যের আচরণ সমস্ত নিবেদন করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে মধুসূদন! নাথ! তুমি মনুষ্যরূপে থাকিয়াও দেবগণের সর্ব্বদুঃখ প্রশমিত করিয়াছ। জনগণের রক্ষণার্থ সেই অরিষ্ট, ধেনুক, প্রলম্ব ও কেশী প্রভৃতি সকলকেই তুমি নিহত করিয়াছ। কংস, কুবলয়াপীড়, বালঘাতিনী পূতনা—ইত্যাদি আরও যে সকল জগদুপদ্রব ছিল, সমস্তই তোমা কর্ত্তৃক নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার দোর্দ্দণ্ডের উদ্বোধনে ত্রিজগৎ পরিত্রাত হওয়ায় দিবৌকসেরা যজ্ঞে যজ্ঞীয় হবিঃ প্রাশন করত তৃপ্তি লাভ করিতেছেন! হে জনার্দ্দন! আমি সম্প্রতি যে নিমিত্ত আসিয়াছি, তাহা শুনিয়া তদ্বিষয়ে প্রতিকারে প্রযত্ন প্রকাশ করুন। হে অরিন্দম! ভূমিসুত নরকনামক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি সর্ব্বভূতের হিংসা সাধন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! সে দেব-সিদ্ধ-সুর-নৃপদিগকে হনন-পূর্ব্বক তাহাদিগের কন্যা সকল আনয়ন করিয়া নি[illegible]রে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রচেতার যে সলিলস্রাবী ছত্র ছিল, সে তাহা আহরণ করিয়াছে। মন্দরগিরির শৃঙ্গ মণিপর্ব্বতকেও আনিয়াছে। মদীয় মাতা অদিতির যে দুইটী অমৃতস্রাবী দিব্য কুণ্ডল ছিল, সেই অসুর তাহাও অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমার ঐরাবত-হস্তীকেও লইবার বাঞ্ছা করে। হে গোবিন্দ! এই আমি তাহার দুর্নীত সমস্ত আপনার

যদত্র প্রতিকর্ত্তব্যং তৎস্বয়ং পরিমৃশ্যতাম্ ॥ ১২
ব্যাস উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
গৃহীত্বা বাসবং হস্তে সমুত্তস্থৌ বরাসনাৎ ॥ ১৩
সঞ্চিন্তিতমুপারুহ্য গরুড়ং গগনেচরম্।
সত্যভামাং সমারোপ্য যযৌ প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্ ॥ ১৪
আরুহ্যৈরাবতং নাগং শক্রোঽপি ত্রিদশালয়ম্
ততো জগাম সুমনাঃ পশ্যতাং দ্বারকৌকসাম্ ॥
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরস্যাস্য সমন্তাচ্ছতযোজনম্।
আচিতং ভৈরবৈঃ পাশৈঃ পরসৈন্যনিবারণে ॥
তাংশ্চিচ্ছেদ হরিঃ পাশান্ ক্ষিপ্ত্বা চক্রংসুদর্শনম্
ততো মুরঃ সমুত্তস্থৌ তং জঘান চ কেশবঃ ॥
মুরস্য তনয়ান্ সপ্ত সহসা তাংস্ততো হরিঃ।
চক্রধারাগ্নিনির্দ্দগ্ধাংশ্চকার শলভানিব ॥ ১৮
হত্বা মুরং হয়গ্রীবং তথা পঞ্চজনং দ্বিজাঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং ধীমাংস্ত্বরাবানসমুপাদ্রবৎ
নরকেনাস্য তত্রাভূন্মহাসৈন্যেন সংযুগঃ।
কৃষ্ণস্য যত্র গোবিন্দো জঘ্নে দৈত্যান্‌সহস্রশঃ ॥
শস্ত্রাস্ত্রবর্ষং মুঞ্চন্তং স ভৌমং নরকং বলী।
ক্ষিপ্ত্বা চক্রং দ্বিধা চক্রে চক্রী দৈতেয়চক্রহা ॥
হতে তু নরকে ভূমির্গৃহীত্বাদিতিকুণ্ডলে।
উপতস্থে জগন্নাথং বাক্যং চেদমথাব্রবীৎ ॥ ২২
ধরণ্যুবাচ।
যদাহমুদ্ধৃতা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্ত্তিনা।
ত্বৎসংস্পর্শভবঃ পুত্রস্তদায়ং ময্যজায়ত ॥ ১৩
সোঽয়ং ত্বয়ৈব দত্তো মে ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ।
গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে পালয়াস্য চ সন্ততিম্ ॥ ১৪
ভারাবতরণার্থায় মমৈব ভগবানিমম্।
অংশেন লোকমায়াতঃ প্রসাদসুমুখঃ প্রভো ॥১৫
ত্বং কর্ত্তা চ বিকর্ত্তা চ সংহর্ত্তা প্রভবোঽব্যয়ঃ।

নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এ বিষয়ে যাহা প্রতি-বিধান কর্ত্তব্য, তাহা আপনি স্বয়ং বিবেচনা করুন। ১—১২। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান দেবকীনন্দন এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করত বাসবকে হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক বরাসন হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার চিন্তামাত্রেই গগনচর গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইলে সত্যভামাকে লইয়া তিনি তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে প্রস্থান করিলেন। শক্রও ঐরাবত-নাগে আরোহণপূর্ব্বক হৃষ্টমনে দ্বারকাবাসি-গণের সমক্ষেই ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। উক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের চারি দিকের শত যোজন স্থান পরসৈন্য নিবারণার্থ ভয়ঙ্কর পাশনিকরে পরিবেষ্টিত ছিল। হরি সুদর্শন চক্র নিক্ষেপে সেই পাশরাশি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মুর নামক এক দানব যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল; কেশব তাহাকে নিহত করিলেন। পরে মুর দৈত্যের সাতটী পুত্রকেও সহসা চক্রধারাগ্নি দ্বারা পতঙ্গবৎ নির্দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে দ্বিজগণ! ধীমান্ হরি হয়গ্রীব মুর ও পঞ্চজন অসুরকে নিহত করিয়া ত্বরাসহকারে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে যাইতে লাগিলেন। গোবিন্দ যে স্থলে তত্রত্য সহস্র সহস্র অসুরকে হত্যা করিতে লাগিলেন, মহাসৈন্য সহ নরকাসুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তৎসহ কৃষ্ণের মহা-সমর আরম্ভ হইল। দৈতেয়-চক্রঘাতী মহাবল চক্রপাণি শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণকারী সেই ধরণীনন্দন নরকাসুরকে চক্র নিক্ষেপে দ্বিধা করিয়া ফেলিলেন। নরক নিহত হইলে ভূমি, অদিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই জগন্নাথকে এই বাক্য বলিলেন যে,—হে নাথ! পূর্ব্বে বরাহমূর্ত্তিধারী আপনি যখন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন আপনার সঙ্গবশত আমাতে এই পুত্র উৎ-পন্ন হয়। এই পুত্র আপনা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল আবার আপনা কর্ত্তৃকই বিনি-পাতিত হইল; এই কুণ্ডলদ্বয় লউন, আর ইহার সন্ততিবর্গকেও প্রতিপালন করুন। আপনি আমার ভারাবতারণার্থই অংশ দ্বারা এই লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; প্রভো! প্রসাদসুমুখ হউন। হে অচ্যুত! তুমি সৃষ্টি-

জগৎস্বরূপো যশ্চ ত্বং স্তূয়সেঽচ্যুত কিং ময়া ॥১৬
ব্যাপী ব্যাপ্যঃ ক্রিয়া কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ ভগবান্‌সদা
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা স্তূয়সেঽচ্যুত কিং ময়া ॥ ১৭
পরমাত্মা ত্বমাত্মা চ ভূতাত্মা চাব্যয়ো ভবান্।
যদা তদা স্তুতির্নাস্তি কিমর্থন্তে প্রবর্ত্ততাম্ ॥১৮
প্রসীদ সর্ব্বভূতাত্মন্নরকেণ কৃতঞ্চ যৎ।
তৎক্ষম্যতামদোষায় মৎসুতঃ স নিপাতিতঃ॥

ব্যাস উবাচ।

তথেতি চোক্তা ধরণীং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
রত্নানি নরকাবাসাজ্জগ্রাহ মুনিসত্তমাঃ॥ ৩০
কন্যাপুরে স কন্যানাং ষোড়শাতুলবিক্রমঃ।
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩১
চতুর্দংষ্ট্রান্ গজাংশ্চোগ্রান্ ষট্‌সহস্রাণি দৃষ্টবান্।
কাম্বোজানাং তথাশ্বানাং নিযুতান্যেকবিংশতিম্
কন্যাস্তাশ্চ তথা নাগাংস্তানশ্বান্দ্বারকাং পুরীম্

কর্ত্তা, পরিবর্ত্তনকর্ত্তা, সংহর্ত্তা, উৎপত্তিক্ষেত্র, অব্যয় ও জগৎস্বরূপ, তোমাকে আমি কেমনে স্তব করিব? হে অচ্যুত! তুমি ব্যাপী, ব্যাপ্য, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কার্য্য, এবং তুমিই সদা ভগবান্ ও সর্ব্বভূতাত্মা, ভূতাত্মা, তোমাকে আমি কিরূপে স্তব করিব? তুমি আত্মা, পরমাত্মা, ভূতাত্মা ও অব্যয়। তুমি যখন এবম্বিধ, তখন আপনার স্তুতিই নাই, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি কিরূপে হইবে? হে সর্ব্বভূতাত্মন্! প্রসন্ন হও, নরক যাহা করিয়াছে, তাহা ক্ষমা কর; নিশ্চয়ই তুমি আমার সেই সুতকে দোষহীন করিবার নিমিত্তই বিনিপাতিত করিয়াছ। ১৩—২৯। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! ভূতভাবন ভগবান্ ধরণীকে 'তাহাই হইবে' বলিয়া নরকভবন হইতে রত্ন সকল গ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি তত্রত্য কন্যাপুরমধ্যে শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যা দর্শন করিলেন এবং ষট্‌সহস্র চতুর্দ্দন্ত উগ্র গজ ও একবিংশতিনিযুত কাম্বোজ অশ্বও তথায় দেখিতে পাইলেন। পরে গোবিন্দ নরককিঙ্করগণ

প্রাপয়ামাস গোবিন্দঃ সদ্যো নরককিঙ্করৈঃ॥
দদৃশে বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্ব্বতম্।
আরোপয়ামাস হরির্গরুড়ে পতগেশ্বরে।
আরুহ্য চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ সত্যভামাসহায়বান্।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলে দাতুং জগাম ত্রিদশালয়ম্॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃষ্ণচরিতে নরকবধো দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গরুড়ো বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্ব্বতম্।
সভার্য্যঞ্চ হৃষীকেশং লীলয়ৈব বহন্ যযৌ। ১
ততঃ শঙ্খমুপাধ্মায় স্বর্গদ্বারং গতো হরিঃ।
উপতস্থুস্ততো দেবাঃ সার্ঘ্যপাত্রা জনার্দ্দনম্ ॥২
স দেবৈরর্চ্চিতঃ কৃষ্ণো দেবমাতৃর্নিবেশনম্।
সিতাভ্রশিখরাকারং প্রবিশ্য দদৃশেঽদিতিম্॥

দ্বারা সেই সকল কন্যা, হস্তী ও অশ্বগুলি তৎক্ষণাৎ দ্বারকাতে প্রেরণ করিলেন। হরি তথায় বারুণছত্র ও মণিপর্ব্বত দেখিলেন; দেখিয়া পতগেশ্বর গরুড়ে আরোপিত করিলেন, এবং স্বয়ং সত্যভামাসহ আরোহণপূর্ব্বক অদিতির কুণ্ডলদানার্থ ত্রিদশালয়ে যাত্রা করিলেন। ৩০—৩৫।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—গরুড় লীলাসহকারেই বারুণ ছত্র, মণিপর্ব্বত ও সপত্নীক হৃষীকেশকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। পরে হরি স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র-হস্তে জনার্দ্দনের অভ্যর্থনা করিলেন। সেই কৃষ্ণ দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া দেবমাতার সিতাভ্রশিখরাকার আবাসে প্রবেশপূর্ব্বক

স তাং প্রণম্য শক্রেণ সহিতঃ কুণ্ডলোত্তমে।
দদৌ নরকনাশঞ্চ শশংসাস্তে জনার্দ্দনঃ॥ ৪
ততঃ প্রীতা জগন্মাতা ধাতারং জগতাং হরিম্।
তুষ্টাবাদিতিরব্যগ্রং কৃত্বা তৎপ্রবণং মনঃ॥ ৫
অদিতিরুবাচ।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তানামভয়ঙ্কর।
সনাতনাত্মন্ ভূতাত্মন্ সর্ব্বাত্মন্ ভূতভাবন॥ ৬
প্রণেতর্ম্মনসো বুদ্ধেরিন্দ্রিয়াণাং গুণাত্মক।
সিতদীর্ঘাদিনিঃশেষকল্পনাপরিবর্জ্জিত॥ ৭
জন্মাদিভিরসংস্পৃষ্টঃস্বপ্নাদিপরিবর্জ্জিতঃ।
সন্ধ্যা রাত্রিরহর্ভূমির্গগনং বায়ুরম্বু চ॥
হুতাশনো মনো বুদ্ধির্ভূতাদিস্ত্বং তথাচ্যুত॥ ৮
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কর্ত্তা কর্তৃপতির্ভবান্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাখ্যাভিরাত্মমূর্ত্তিভিরীশ্বরঃ॥ ৯
মায়াভিরেতদ্ব্যাপ্তং তে জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং সা তে মায়া জনার্দ্দন॥১০
অহং মমেতি ভাবোঽত্র যয়া সমুপজায়তে।
সংসারমধ্যে মায়ায়াস্তবৈতন্নাথ চেষ্টিতম্॥ ১১
যৈঃ স্বধর্ম্মপরৈর্ন্নাথ নরৈরারাধিতো ভবান্।
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্মবিমুক্তয়ে॥১২
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তথা।
বিষ্ণুমায়ামহাবর্ত্তে মোহান্ধতমসাবৃতাঃ॥ ১৩
আরাধ্য ত্বামভীপ্সন্তে কামানাত্মভবক্ষয়ে।
পদে তে পুরুষা বদ্ধা মায়য়া ভগবংস্তব॥ ১৪
ময়া ত্বং পুত্রকামিন্যা বৈরিপক্ষক্ষয়ায় চ।
আরাধিতো ন মোক্ষায় মায়াবিলসিতং হি তৎ
কৌপীনাচ্ছাদনপ্রায়া বাঞ্ছা কল্পদ্রুমাদপি।
জায়তে যদপুণ্যানাং সোঽপরাধঃ স্বদোষজঃ॥১৬
তৎপ্রসীদাখিলজগন্মায়ামোহকরাব্যয়॥
অজ্ঞানং জ্ঞানসদ্ভাব ভূতভূতেশ নাশয়॥ ১৭
নমস্তে চক্রহস্তায় শার্ঙ্গহস্তায় তে নমঃ।
গদাহস্তায় তে বিষ্ণো শঙ্খহস্তায় তে নমঃ।

তাঁহাকে দর্শন করিলেন। কৃষ্ণ শক্রসহ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক সেই উত্তম কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন এবং নরকনাশ বিবরণও তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তখন জগন্মাতা অদিতি প্রীত হইয়া তৎপ্রবণমনে অব্যগ্রভাবে জগতের ধাতা হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন। অদিতি বলিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! ভক্তজনগণের অভয়বিধাতঃ! সনাতনাত্মন্, ভূতাত্মন্, সর্ব্বাত্মন্, ভূতভাবন! তুমি বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রণেতা, গুণাত্মক ও সিত দীর্ঘাদি নিখিল কল্পনা-পরিবর্জ্জিত। হে অচ্যুত! তুমিই সন্ধ্যা, রাত্রি, অহঃ, ভূমি, গগন, বায়ু, অম্বু, হুতাশন, মন, বুদ্ধি ও ভূতাদি। ঈশ্বর আপনিই ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবনামক আত্মমূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্ত্তা। হে জনার্দ্দন! তোমার মায়ারাশি দ্বারা এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ পরিব্যাপ্ত। অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিই তোমার সেই মায়া; তাহা দ্বারাই "আমি, আমার" ইত্যাকার ভাব উৎপন্ন হয়; হে নাথ! সংসারমধ্যে তোমার মায়ারই ইহা আচরণ। ১—১১। নাথ! স্বধর্ম্মপরায়ণ জনগণ আত্মবিমুক্তি নিমিত্ত আপনার আরাধনা করে; তাহারাই আপনার এই অনন্ত মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল এবং মনুষ্য পশু প্রভৃতি প্রাণিগণ, এই বিষ্ণুমায়ারূপ মহাবর্ত্তমধ্যে মোহান্ধতমসে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। হে ভগবন্! তোমার মায়ায় বদ্ধ পুরুষগণ আত্ম-জন্ম-ক্ষয়-কারী ত্বদীয় পদদ্বয় আরাধনা করিয়াও তোমার নিকট কাম সকল প্রার্থনা করিয়া থাকে। আমি যে তোমাকে পুত্র লাভ-কামনায় ও বৈরিপক্ষ-ক্ষয় বাসনায় আরাধনা করিয়াছি, ইহাও সেই মায়ারই বিলাসমাত্র। অপুণ্য জনগণের কল্পদ্রুম সন্নিধানেও যে কৌপীনাচ্ছাদন-প্রায় কামনা হয়; উহা নিজ দোষ-জনিতই অপরাধ। অতএব হে অখিল জগতের মায়া-মোহকর, অব্যয়! তুমি প্রসন্ন হও; হে ভূতভাবন, জ্ঞানসদ্ভাব! মদীয় অজ্ঞান নাশ কর। হে বিষ্ণো! চক্রহস্ত তোমাকে নমস্কার, শার্ঙ্গহস্ত তোমাকে নমস্কার, গদা ও শঙ্খহস্ত তোমাকে নমস্কার। তোমার স্থূল

এতৎপশ্যামি তে রূপং স্থূলচিহ্নোপশোভিতম্
ন জানামি পরং যত্তে প্রসীদ পরমেশ্বর॥ ১৯
ব্যাস উবাচ।
অদিত্যৈবং স্তুতো বিষ্ণুঃ প্রহস্যাহ সুরারণিম্॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
মাতা দেবি ত্বমস্মাকং প্রসীদ বরদা ভব॥ ২১
অদিতিরুবাচ।
এবমস্তু যথেচ্ছা তে ত্বমশেষসুরাসুরৈঃ।
অজেয়ঃ পুরুষব্যাঘ্র মর্ত্ত্যলোকে ভবিষ্যসি॥
ব্যাস উবাচ।
ততোঽনন্তরমেবাস্য শক্রাণীসহিতা দিতিম্।
সত্যভামা প্রণম্যাহ প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ॥২৩
অদিতিরুবাচ।
মৎপ্রসাদান্ন তে সুভ্রু জরা বৈরূপ্যমেব চ।
ভবিষ্যত্যনবদ্যাঙ্গি সর্ব্বকামা ভবিষ্যসি ২৪
ব্যাস উবাচ।
অদিত্যা তু কৃতানুজ্ঞো দেবরাজো জনার্দ্দনম্
যথাবৎপূজয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্॥ ২৫
ততো দদর্শ কৃষ্ণোঽপি সত্যভামাসহায়বান্
দেবোদ্যানানি সর্ব্বাণি নন্দনাদীনি সত্তমাঃ॥২৬
দদর্শ চ সুগন্ধাঢ্যং মঞ্জরীপুঞ্জধারিণম্।
শৈত্যাহ্লাদকরং দিব্যং তাম্রপল্লবশোভিতম্॥
মথ্যমানেঽমৃতে জাতং জাতরূপসমপ্রভম্।
পারিজাতং জগন্নাথঃ কেশবঃ কেশিসূদনঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ গোবিন্দং সত্যভামা দ্বিজোত্তমাঃ
সত্যভামোবাচ।
কস্মান্ন দ্বারকামেষ নীয়তে কৃষ্ণ পাদপঃ।
যদি তে তদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থং প্রিয়েতি মে
মদ্গৃহে নিষ্কুটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তরুঃ॥ ২৯
ন মে জাম্ববতী তাদৃগভীষ্টা ন চ রুক্মিণী।
সত্যে যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎপ্রিয়ম্॥
সত্যং তদ্যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং বচঃ।
তদস্তু পারিজাতোঽয়ং মম গেহবিভূষণম্॥ ৩১
বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপাশেন মঞ্জরীম্।
সপত্নীনামহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে॥৩২
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স প্রহস্যৈনং পারিজাতং গরুত্মতি।

চিহ্নোপশোভিত এই রূপই দেখিতে পাই; পরমরূপ কিরূপ, তাহা জানি না; হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হও। ব্যাস বলিলেন, —বিষ্ণু অদিতি কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া সহাস্যে সেই সুরারণিকে কহিলেন—"দেবি! তুমি আমাদিগের মাতা; তুমি প্রসন্ন হও; বর দান কর। অদিতি বলিলেন,—তোমার যেমন ইচ্ছা, তাহাই হউক; হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি মর্ত্ত্যলোকে অশেষ সুরাসুরবর্গের অজেয় হইবে।১২—২২। ইহার পরই ইন্দ্রাণী সহ সত্যভামাও অদিতিকে প্রণতিপূর্ব্বক "প্রসন্ন হউন" এই কথা বার বার কহিলেন। অদিতি বলিলেন,—সুভ্রু! আমার প্রসাদে তোমার জরা বা বৈরূপ্য ঘটিবে না; হে অনিন্দিতাঙ্গি! তুমি সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধা হইবে। পরে দেবরাজ অদিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই জনার্দ্দনকে বহুমানপুরঃসর যথাযোগ্য পূজা করিলেন। হে সত্তমগণ! তার পর কৃষ্ণ সত্যভামা সহ নন্দনাদি দেবোদ্যান সকল দেখিতে লাগিলেন। কেশিসূদন জগন্নাথ কেশব ক্রমে সুগন্ধাঢ্য মঞ্জরীপুঞ্জধারী শৈত্যগুণে মনঃপ্রাণাহ্লাদকারী, তাম্রবর্ণ পল্লবশোভিত, অমৃতমন্থনকালে সমুদ্ভূত, স্বর্ণসমান-বর্ণ পারিজাততরু দেখিতে পাইলেন। দ্বিজসত্তমগণ! তাহা দেখিয়া সত্যভামা গোবিন্দকে কহিলেন,—কৃষ্ণ! এই বৃক্ষটী দ্বারকায় লইয়া যাও না কেন? তুমি বলিয়া থাক যে, "সত্যা আমার অতীব প্রিয়া, জাম্ববতীও আমার তেমন প্রিয়া নয়," তুমি যে বারম্বার এই প্রিয় কথা বলিতে, গোবিন্দ! তোমার ঐ বাক্য যদি সত্য হয়,—চাটু বাক্য না হয়, তবে এই পারিজাত আমার গৃহভূষণ হউক। আমি পারিজাতের মঞ্জরী কেশপাশে ধারণ করত সপত্নীদিগের মধ্যে সমধিক শোভা প্রাপ্ত হইব, ইহাই আমার কামনা। ৩২—৩২। ব্যাস বলিলেন,—হরি এই এইরূপ

আরোপয়ামাস হরিস্তমূচুর্বনরক্ষিণঃ ॥ ৩৩
বনপালা ঊচুঃ।
ভোঃ শচী দেবরাজস্য মহিষী তৎপরিগ্রহম্।
পারিজাতং ন গোবিন্দ হর্ত্তুমর্হসি পাদপম্ ॥৩৪
শচীবিভূষণার্থায় দেবৈরমৃতমন্থনে।
উৎপাদিতোহয়ং ন ক্ষেমী গৃহীত্বৈনং গমিষ্যসি
মৌঢ়্যাৎপ্রার্থয়সে ক্ষেমী গৃহীত্বৈনঞ্চ কো ব্রজেৎ
অবশ্যমস্য দেবেন্দ্রো বিকৃতিং কৃষ্ণ যাস্যতি।
বজ্রোদ্যতকরং শক্রমনুযাস্যন্তি চামরাঃ ॥ ৩৬
তদলং সকলৈর্দেবৈর্বিগ্রহেণ তবাচ্যুত।
বিপাককটু যৎকর্ম্ম ন তচ্ছংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৩৭
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তে তৈরুবাচৈতান্ সত্যভামাতিকোপিনী
সত্যভামোবাচ।
কা শচী পারিজাতস্য কো বা শক্রঃ সুরাধিপঃ
সামান্যঃ সর্ব্বলোকানাং যদ্যেষোহমৃতমন্থনে।
সমুৎপন্নঃ পুরা কস্মাদেকো গৃহ্লাতি বাসবঃ ॥৪০
যথা সুরা যথা চেন্দুর্যথা শ্রীর্বনরক্ষিণঃ।
সামান্যঃ সর্ব্বলোকস্য পারিজাতস্তথা দ্রুমঃ ॥ ৪১
ভর্ত্তৃবাহুমহাগর্ব্বাদ্রুণদ্ধ্যেনমথো শচী।
তৎকথ্যতাং দ্রুতং গত্বা পৌলোম্যা বচনং মম
সত্যভামা বদত্যেবং ভর্ত্তৃগর্ব্বোদ্ধতাক্ষরম্ ॥৪২
যদি ত্বং দয়িতা ভর্ত্তুর্যদি তস্য প্রিয়া হসি।
মদ্ভর্ত্তুর্হরতো বৃক্ষং তৎকারয় নিবারণম্ ॥ ৪৩
জানামি তে পতিং শক্রং জানামি ত্রিদশেশ্বরম্
পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষী হারয়ামি তে ॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তা রক্ষিণো গত্বা প্রোচ্চৈঃ প্রোচুর্যথোদিতম্।
শচী চোৎসাহয়ামাস ত্রিদশাধিপতিং পতিম্ ॥
ততঃ সমস্তদেবানাং সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হরিম্।
প্রবৃত্তঃ পারিজাতার্থমিন্দ্রো যোধয়িতুং দ্বিজাঃ ॥

উক্ত হইয়া হাস্য করত সেই পারিজাত তরুকে গরুড়োপরি আরোপিত করিলেন। তখন তত্রত্য রক্ষিগণ তাঁহাকে কহিল,—ওহে গোবিন্দ! এই তরুটী দেবরাজ-মহিষী শচীদেবীর ইহা তোমার হরণ করা উচিত নহে। দেবগণ কর্ত্তৃক অমৃতমন্থন কালে শচীদেবীর বিভূষণার্থ ইহা উৎপাদিত হইয়াছে; ইহা লইয়া তুমি কুশলে যাইতে পারিবে না। তুমি মূঢ়তাবশতঃ ইহা লইতে যাইতেছ; ইহা লইয়া কোন্ জন কুশলে যাইতে পারে? কৃষ্ণ! ইহাতে দেবেন্দ্র অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইবেন; তিনি বজ্রপাণি হইয়া আগমন করিবেন। অমরবর্গও তাঁহার অনুগমন করিবেন। অতএব হে অচ্যুত! তোমার দেবগণ সহ বিবোদে প্রয়োজন নাই। যে কর্ম্ম পরিণামে দুঃখজনক পণ্ডিতগণ এরূপ কার্য্যের প্রশংসা করেন না। ব্যাস বলিলেন,—রক্ষিগণ এইরূপ বলিলে সত্যভামা অতিমাত্র কোপযুক্ত হইয়া কহিলেন,—পারিজাতের শচীই বা কে? আর সুরপতি শক্রই বা কে? ইহা যদি অমৃত মন্থনে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে ইহা সকলেরই সাধারণ ধন; একা বাসবই ইহা লইবেন কেন? ওরে বনরক্ষিগণ! যেমন সুরা,যেমন চন্দ্র ও যেমন লক্ষ্মী, তেমনি এই পারিজাত দ্রুমও সর্ব্বলোকেরই সাধারণ ধন। ভর্ত্তার বাহুবলের মহাগর্ব্বে শচী যদি ইহাকে নিজায়ত্ত করিয়া রাখিতে চাহেন, তবে তোমরা দ্রুত যাইয়া সেই পৌলোমীকে আমার এই বাক্য বল যে,—সত্যভামা, ভর্ত্তৃগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া এই উদ্ধত কথা বলিয়াছেন যে,—তুমি যদি ভর্ত্তার দয়িতা হও, তবে আমার ভর্ত্তা তরু হরণ করিয়া লইতেছেন, তাহাতে বাধা প্রদান করাও। তোমার পতি শক্রকে—সেই ত্রিদশেশ্বরকে জানি, তথাপি মানুষী আমি তোমার এই পারিজাত হরণ করাইতেছি।৩৩—৪৪। ব্যাস বলিলেন,—রক্ষিগণ এইরূপ উক্ত হইয়া সেই কথা শচীকে যথাযথ কহিলে শচীও, পতি ত্রিদশাধিপতিকে পারিজাত রক্ষার্থ উৎসাহিত করিলেন। দ্বিজগণ! অনন্তর ইন্দ্র সমস্ত সুরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া পারিজাত রক্ষার্থ হরি সহ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই-

ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশগদাশূলবরায়ুধাঃ।
বভূবুস্ত্রিদশাঃ সজ্জাঃ শক্রে বজ্রকরে স্থিতে॥
ততো নিরীক্ষ্য গোবিন্দো নাগরাজোপরি স্থিতম্।
শক্রং দেবপরীবারং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্॥ ৪৮
চকার শঙ্খনির্ঘোষং দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্।
মুমোচ চ শরব্রাতং সহস্রাযুতসম্মিতম্॥ ৪৯
ততো দিশো নভশ্চৈব দৃষ্ট্বা শরশতাচিতম্।
মুমুচুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণ্যনেকশঃ॥ ৫০
একৈকমস্ত্রং শস্ত্রঞ্চ দেবৈর্মুক্তং সহস্রধা।
চিচ্ছেদ লীলয়ৈবেশো জগতাং মধুসূদন॥ ৫১
পাশং সলিলরাজস্য সমাকৃষ্যোরগাশনঃ।
চচাল খণ্ডশঃ কৃত্বা বালপন্নগদেহবৎ॥ ৫২
যমেন প্রহিতং দণ্ডং গদাপ্রক্ষেপখণ্ডিতম্।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥
শিবিকাঞ্চ ধনেশস্য চক্রেণ তিলশো বিভুঃ।
চকার শৌরিরর্কেন্দূ দৃষ্টিপাতহতৌজসৌ॥ ৫৪
নীতোঽগ্নিঃ শতশো বাণৈর্দ্রাবিতা বসবো দিশঃ
চক্রবিচ্ছিন্নশূলাগ্রা রুদ্রা ভুবি নিপাতিতাঃ॥ ৫৫
সাধ্যা বিশ্বে চ মরুতো গন্ধর্ব্বাশ্চৈব সায়কৈঃ।
শার্ঙ্গিণা প্রেরিতাঃ সর্ব্বে ব্যোম্নি শাল্মলীতূলবৎ
গরুড়শ্চাপি বক্ত্রেণ পক্ষাভ্যাঞ্চ নখাঙ্কুরৈঃ।
ভক্ষয়ংস্তাড়য়ন্দেবান্ দানবাংশ্চ সদা খগঃ॥ ৫৭
ততঃ শরসহস্রেণ দেবেন্দ্রমধুসূদনৌ।
পরস্পরং ববর্ষাতে ধারাভিরিব তোয়দৌ॥ ৫৮
ঐরাবতেন গরুড়ো যুযুধে তত্র সঙ্কুলে।
দেবৈঃ সমেতৈর্য্যুযুধে শক্রেণ চ জনার্দ্দনঃ॥ ৫৯
ছিন্নেষু শীর্য্যমাণেষু শস্ত্রেষস্ত্রেষু সত্বরম্।
জগ্রাহ বাসবো বজ্রং কৃষ্ণশ্চক্রং সুদর্শনম্॥ ৬০
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
বজ্রচক্রধরৌ দৃষ্ট্বা দেবরাজজনার্দ্দনৌ॥ ৬১
ক্ষিপ্তং বজ্রমথেন্দ্রেণ জগ্রাহ ভগবান্ হরিঃ।

লেন; শক্র তখন বজ্রকরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে অপর সুরগণ পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা ও শূলাদি আয়ুধ ধারণ করত সজ্জিত হইয়া তাঁহার সহিত আসিলেন। গোবিন্দ তখন দেব-পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত শক্রকে নাগরাজোপরি সমারূঢ় দর্শনে শঙ্খনির্ঘোষে দিক্‌সমস্ত পরিপূরিত করত সহস্র সহস্র, অযুত অযুত শরসমূহ মোচন করিতে লাগিলেন। ত্রিদশগণও তখন দিক্‌সকল ও নভোমণ্ডল শরশতে সমাচ্ছাদিত দর্শনে অনেকবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জগতের ঈশ মধুসূদন দেবগণ-মুক্ত সেই সকল অস্ত্রশস্ত্রের এক-একটীকে লীলাসহকারে সহস্রধা ছেদন করিলেন। উরগাশন গরুড় সলিলপতির পাশ সমাকর্ষণ করিয়া বালসর্প-শরীরবৎ খণ্ড খণ্ড করত নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল। যম তদীয় দণ্ড নিক্ষেপ করিলে ভগবান্ দেবকীনন্দন, গদাঘাতে খণ্ডিত করিয়া পৃথিবীতে পাতিত করিলেন। বিভু শৌরি, চক্রপ্রহারে ধনেশ্বরের শিবিকা তিল তিল প্রমাণে কাটিয়া ফেলিলেন, এবং দৃষ্টিপাত দ্বারাই চন্দ্র-সূর্য্যকে তেজোহীন করিলেন। তদীয় বাণাঘাতে অগ্নি শতধা বিভক্ত, বসুগণ দিকে দিকে বিদ্রাবিত, এবং চক্র-প্রহারে বিচ্ছিন্ন-শূলাগ্র রুদ্রগণ ধরণীতলে নিপাপিত হইলেন। সাধ্য, বিশ্ব, মরুৎ ও গন্ধর্ব্বগণ শার্ঙ্গপাণিকর্ত্তৃক সায়ক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া শাল্মলী-তূলবৎ ব্যোমমণ্ডলে বিতাড়িত হইলেন। গরুড় মুখ, পক্ষ ও খরনখর দ্বারা দেবদলকে সতত ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। পরে দেবেন্দ্র ও মধুসূদন তোয়দবৎ পরস্পর সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রে ঐরাবত সহ গরুড় ও সমস্ত দেবগণ-সমন্বিত শক্রসহ জনার্দ্দন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে অস্ত্র-শস্ত্র সকল ছিন্নভিন্ন হইলে বাসব তদীয় বজ্র ও কৃষ্ণ তাঁহার সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ ও জনার্দ্দনকে বজ্র ও চক্রধর দর্শনে সচরাচর ত্রৈলোক্য হাহাকার করিয়া উঠিল! অনন্তর ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে ভগবান্ হরি তাহা গ্রহণপূর্ব্বক

ন মুমোচ তদা চক্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥
প্রনষ্টবজ্রং দেবেন্দ্রং গরুড়ক্ষতবাহনম্।
সত্যভামাব্রবীদ্বাক্যং পলায়নপরায়ণম্॥ ৬৩

সত্যভামোবাচ।

ত্রৈলোক্যেশ্বর নো যুক্তং শচীভর্ত্তুঃ পলায়নম্।
পারিজাতস্রগাভোগাত্বামুপস্থাস্যতে শচী॥৬৬
কীদৃশং দেব রাজ্যং তে পারিজাতস্রগুজ্জ্বলাম্
অপশ্যতো যথাপূর্ব্বং প্রণয়াভ্যাগতাং শচীম্॥
অলং শক্র প্রয়াসেন ন ব্রীড়াং যাতুমর্হসি।
নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং দেবাঃ সন্তু গতব্যথাঃ॥
পতিগর্ব্বাবলেপেন বহুমানপুরঃসরম্।
ন দদর্শ গৃহায়াতামুপচারেণ মাং শচী॥ ৬৭
স্ত্রীত্বাদগুরুচিত্তাহং স্বভর্ত্তুঃ শ্লাঘনাপরা।
ততঃ কৃতবতী শক্র ভবতা সহ বিগ্রহম্॥ ৬৮
তদলং পারিজাতেন পরস্বেন হৃতেন বা।
রূপেণ যশসা চৈব ভবেৎ স্ত্রী কা ন গর্বিতা॥৬৯

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তে বৈ নিববৃতে দেবরাজস্তয়া দ্বিজাঃ।
প্রাহ চৈনামলং চণ্ডি সখি খেদাতিবিস্তরৈঃ॥৭০
ন চাপি সর্ব্বসংহারস্থিতিকর্ত্তাখিলস্য যঃ।
জিতস্য তেন মে ব্রীড়া জায়তে বিশ্বরূপিণা॥৭১
যস্মিন্ জগৎসকলমেতদনাদি মধ্যে
যস্মাদ্যতশ্চ ন ভবিষ্যতি সর্ব্বভূতাৎ।
তেনোদ্ভবপ্রলয়পালনকারণেন
ব্রীড়া কথং ভবতি দেবি নিরাকৃতস্য॥ ৭২
সকলভুবনমূর্ত্তের্মূর্ত্তিরল্পা সুসূক্ষ্মা
বিদিতসকলবেদৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্যৈঃ।
তমজমকৃতমীশং শাশ্বতং স্বেচ্ছয়ৈনং
জগদুপকৃতিমাদ্যং কো বিজেতুং সমর্থঃ॥৭৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পারিজাতহরণে শক্রস্তবনিরূপণং
ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৩॥

'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিলেন; কিন্তু চক্র নিক্ষেপ করিলেন না। ৪৫—৬২। গরুড়কর্ত্তৃক দেবেন্দ্রের বাহনক্ষতবিক্ষত ও তদীয় বজ্র প্রনষ্ট হওয়ায় তিনি পলায়নপর করিলে সত্যভামা বলিলেন,—ওহে ত্রৈলোক্যেশ্বর,—শচীপতি! তোমার পক্ষে পলায়ন উচিত নহে। শচী দেবী পারিজাতমাল্যে ভূষিতা হইয়া তোমার সহিত সঙ্গত হইবেন! ওহে দেব! প্রণয়িনী শচীকে পূর্ব্ববৎ পারিজাত মাল্যে মণ্ডিতা না দেখিতে পাইলে তোমার দেবেন্দ্রত্ব কিরূপ হইবে? ওহে শক্র! আর প্রয়াসে প্রয়োজন নাই। তুমি লজ্জিত হইও না। এই পারিজাত লইয়া যাও। দেবগণ ক্লেশহীন হউন। শচী পতিগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তদীয় গৃহাগতা আমাকে উপচারসহ বহু মানপুরঃসর দর্শন করেন নাই। আমিও স্ত্রীত্ব হেতু সঙ্কীর্ণমনা এবং নিজ পতির শ্লাঘাপরায়ণা বলিয়া তোমার সহিত এই বিগ্রহ ঘটাইলাম। অতএব এ পারিজাতে—পরস্ব অপহরণে প্রয়োজন নাই; রূপ ও যশঃ দ্বারা কোন্ স্ত্রী না গর্ব্বিতা হয়? ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! এইরূপ উক্ত হইয়া দেবরাজ নিবৃত্ত হইলেন এবং সেই সত্যভামাকে বলিলেন—অয়ি কোপনে! সখি! আর খেদ প্রকাশে প্রয়োজন নাই। বিশ্বরূপধারী অখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী হরির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় আমার কিছু মাত্র লজ্জা হইতেছে না। যিনি আদি মধ্য হীন, যাঁহাতে এই সমগ্র জগৎ বিদ্যমান, যে সর্ব্বভূতাত্মক পুরুষ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং যাঁহাতে উহা লয় প্রাপ্ত হইবে, সেই সৃজন-প্রলয়-পালনকারণ পরম পুরুষ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া—হে দেবি! আমার লজ্জা হইবে কেন? সকল ভুবন যাঁহার মূর্ত্তি; যদীয় অল্প সুসূক্ষ্ম মূর্ত্তি সর্ব্ববেদজ্ঞ ভিন্ন অন্য কাহারও জ্ঞানবিষয়ীভূত হয় না, স্বেচ্ছাবশে জগদুপকারী সেই অজ, নিষ্ক্রিয় শাশ্বত আদ্য ঈশকে জয় করিতে কে সমর্থ? ৬৩—৭৩।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৩।

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সংস্তুতো ভগবানিত্থং দেবরাজেন কেশবঃ।
প্রহস্য ভাবগম্ভীরমুবাচেদং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

দেবরাজো ভবানিন্দ্রো বয়ং মর্ত্ত্যা জগৎপতে।
ক্ষন্তব্যং ভবতৈবৈতদপরাধকৃতং মম॥ ২২
পারিজাততরুশ্চায়ং নীয়তামুচিতাস্পদম্।
গৃহীতোঽয়ং ময়া শক্র সত্যাবচনকারণাৎ॥৩
বজ্রং চেদং গৃহাণ ত্বং যদ্বৈতৎ প্রহিতং ত্বয়া।
তবৈবৈতৎ প্রহরণং শক্র বৈরিবিদারণম্॥ ৪

শক্র উবাচ।

বিমোহয়সি মামীশ মর্ত্ত্যোঽহমিতি কিং বদন্।
জানীমস্ত্বাং ভগবতোঽনন্তসৌখ্যবিদো বয়ম্॥৫
যোঽসি সোঽসি জগন্নাথ প্রবৃত্তৌ নাথ সংস্থিতঃ
জগতঃ শল্যনিষ্কর্ষং করোষ্যসুরসূদন॥ ৬
নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং কৃষ্ণ দ্বারবতীং পুরীম্
মর্ত্ত্যলোকে ত্বয়া মুক্তে নায়ং সংস্থাস্যতে ভুবি

ব্যাস উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু দেবেন্দ্রমাজগাম ভুবং হরিঃ।
প্রযুক্তৈঃ সিদ্ধগন্ধর্বৈঃ স্তুয়মানস্ত্বর্ষিভিঃ।
জগাম কৃষ্ণঃ সহসা গৃহীত্বা পাদপোত্তমম্॥ ৮
ততঃ শঙ্খমুপাধ্মায় দ্বারকোপরি সংস্থিতঃ।
হর্ষমুৎপাদয়ামাস দ্বারকাবাসিনাং দ্বিজাঃ॥ ৯
অবতীর্য্যাথ গরুড়াৎ সত্যভামাসহায়বান্।
নিষ্কুটে স্থাপয়ামাস পারিজাতং মহাতরুম্॥১০
যমভ্যেত্য জনঃ সর্ব্বো জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্
বাস্যতে যস্য পুষ্পাণাং গন্ধেনোর্বী ত্রিযোজনম্
ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে দেবগন্ধানমানুষান্॥।
দদৃশুঃ পাদপে তস্মিন্ কুর্ব্বতো মুখদর্শনম্॥ ১২
কিঙ্করৈঃ সমুপানীতং হস্ত্যশ্বাদি ততো ধনম্।
স্ত্রিয়শ্চ কৃষ্ণো জগ্রাহ নরকস্য পরিগ্রহাৎ॥ ১৩

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! দেবরাজ কর্ত্তৃক ভগবান্ কেশব সংস্তুত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক এই ভাবগম্ভীর বাক্য বলিলেন,—আপনি দেবরাজ; ইন্দ্র আমরা মর্ত্ত্য; অতএব হে জগৎপতে! আপনারই মৎকৃত এই অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। এই পারিজাততরু এ স্থানে থাকাই যুক্তি-যুক্ত; অতএব ইহা আপনি লইয়া যাউন। হে শক্র! সত্যভামার অনুরোধবাক্যে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। আর আপনি যে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই তাহাও গ্রহণ করুন। হে শক্র! বৈরিবিদারণ-ক্ষম এই প্রহরণ আপনারই। শক্র বলি-লেন,—হে ঈশ! 'আমি মর্ত্ত্য' এ কথা বলিয়া আমাকে বিমোহিত করিতেছেন কেন? ভগবানের অনন্ত বিলাসাভিজ্ঞ আমরা তোমাকে জানি। তুমি যাহা তাহাই আছ। হে জগন্নাথ, অরিসূদন! তুমি প্রবৃত্তিপথে অবস্থিত হইয়াছ এবং হে নাথ! জগতের শল্যোদ্ধার তুমিই করিতেছ। হে কৃষ্ণ! দ্বার-বতী পুরীতে এই পারিজাত লইয়া যাও; তুমি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে ইহা ভূতলে থাকিবে না। ১—৭। ব্যাস বলিলেন;—হরি দেবেন্দ্রকে 'তাহাই হউক' বলিয়া ভূতলে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ প্রযুক্ত স্তুতি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া তখন উক্ত পাদপোত্তম গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আগমন করত দ্বারকার উপরিভাগে উপ-স্থিত হইয়া শঙ্খ বাদন করিলেন। হে দ্বিজগণ! তাঁহার আগমনে দ্বারকাবাসী জনগণের হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি সত্যভামা সহ গরুড় হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সেই পারিজাত মহাতরুকে গৃহো-দ্যানে স্থাপন করিলেন। সেই তরুর সন্নি-ধানে আসিয়া সর্ব্ব জনই পূর্ব্বজন্ম-স্মরণে সমর্থ হয়। উহার পুষ্পের গন্ধে ত্রিযোজন-পর্য্যন্ত ভূভাগ বাসিত হইত। যাদবগণ সকলেই সেই অমানুষ দেবগন্ধ আঘ্রাণ ও সেই পাদপে মুখ দর্শন করিত। পরে কৃষ্ণ, কিঙ্কর-সমানীত নরক-পরি-গৃহীত

ততঃ কালে শুভে প্রাপ্ত উপযেমে জনার্দ্দনঃ।
তাঃ কন্যা নরকাবাসাৎ সর্ব্বতো যাঃ সমাহৃতাঃ
একস্মিন্নেব গোবিন্দঃ কালেনাসাং দ্বিজোত্তমাঃ
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণীন্ পৃথগ্ দেহে স্বধর্ম্মতঃ॥১৫
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং তথাধিকম্।
তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ॥ ১৬
একৈকশশ্চ তাঃ কন্যা মেনিরে মধুসূদনম্।
মমৈব পাণিগ্রহণং গোবিন্দঃ কৃতবানিতি॥ ১৭
নিশাসু জগতঃ স্রষ্টা তাসাং গেহেষু কেশবঃ।
উবাস বিপ্রাঃ সর্ব্বাসাং বিশ্বরূপধরো হরিঃ॥১৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতে শতাধিক-
ষোড়শসহস্রকন্যাপরিণয়শ্চতুরধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৪॥

সেই সকল হস্ত্যশ্বাদি ধন ও রমণীগণকে গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে শুভকাল উপস্থিত হইলে নরকাসুর নানাস্থান হইতে যে সকল কন্যা আহরণ করিয়াছিল, জনার্দ্দন সেই সকল কন্যাকে বিবাহ করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! গোবিন্দ এক সময়েই পৃথক্ পৃথক্ দেহ ধারণপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুসারে যথাবিধি তাহাদিগের পাণি গ্রহণ করেন। সেই কন্যাগণের সংখ্যা শতাধিক ষোড়শ সহস্র ছিল। ভগবান্ মধুসূদনও তত সংখ্যক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই কন্যারা প্রত্যেকেই মধুসূদনকে নিজ পার্শ্বে দেখিয়া 'গোবিন্দ আমারই পাণিগ্রহণ করিলেন।' এইরূপই মনে করিয়াছিল। হে বিপ্রগণ! জগৎস্রষ্টা বিশ্বরূপধর কেশব নিশাকালে তাহাদের সকলের আবাসেই বাস করিতে লাগিলেন। ৮—১৮।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রদ্যুম্নাদ্যা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাং কথিতা দ্বিজাঃ
ভান্বাদিকাংশ্চ বৈ পুত্রান্ সত্যভামা ব্যজায়ত॥
দীপ্তিমন্তঃ প্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ।
বভূবুর্জাম্ববত্যাশ্চ সাম্বাদ্যা বাহুশালিনঃ॥ ২
তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ।
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াঞ্চাভবন্ সুতাঃ
বৃকাদ্যাস্তু সুতা মাদ্রী গাত্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্।
অবাপ লক্ষ্মণা পুত্রান্ কালিন্দ্যাশ্চ শ্রুতাদয়ঃ॥৪
অন্যাসাঞ্চৈব ভার্য্যাণাং সমুৎপন্নানি চক্রিণঃ।
অষ্টাযুতানি পুত্রাণাং সহস্রাণি শতং তথা॥ ৫
প্রদ্যুম্নঃ প্রমুখস্তেষাং রুক্মিণ্যাস্তু সুতস্ততঃ।
প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽভূদ্বজ্রস্তস্মাদজায়ত॥ ৬
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো বলেঃ পৌত্রীং মহাবলঃ
বাণস্য তনয়ামুষামুপযেমে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! রুক্মিণীর গর্ভে হরির প্রদ্যুম্নাদি যে সকল পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভানু প্রভৃতি পুত্রগণকে সত্যভামা উৎপাদন করেন। হরির প্রপক্ষাদি দীপ্তিমান্ পুত্রগণ রোহিণীতে উৎপন্ন হয় শাম্ব প্রভৃতি মহাবাহু পুত্র জাম্ববতীতে জন্মে। মহাবল ভদ্রবিন্দাদি পুত্র নাগ্নজিতীর গর্ভে উদ্ভূত হয়। সংগ্রামজিৎপ্রমুখ সুত সকল সব্যাতে জন্মে। মাদ্রী, বৃকাদি পুত্র লাভ করেন। লক্ষ্মণা গাত্রবান্ প্রভৃতি সুত প্রাপ্ত হয়েন। কালিন্দীর পুত্র শ্রুত প্রভৃতি। হরির অন্যান্য ভার্য্যাতেও একশত অষ্টাযুত সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে রুক্মিণীসুত প্রদ্যুম্নই প্রধান। সেই প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ হয়েন, অনিরুদ্ধ হইতে বজ্র জন্মেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! রণে শত্রুগণের রোধকারী মহাবল অনিরুদ্ধ বলির পৌত্রী বাণতনয়া ঊষাকে বিবাহ

যত্র যুদ্ধমভূদ্দেবোরং হরিশঙ্করয়োর্ম্মহৎ।
ছিন্নং সহস্রং বাহূনাং যত্র বাণস্য চক্রিণা॥ ৮

মুনয় উচুঃ।

কথং যুদ্ধমভূদ্ব্রহ্মন্নুষার্থে হরকৃষ্ণয়োঃ।
কথং ক্ষয়ঞ্চ বাণস্য বাহূনাং কৃতবান্ হরিঃ॥ ৯
এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ বক্তুমর্হসি নোঽখিলম্।
মহৎ কৌতূহলং জাতং শ্রোতুমেতাং কথাং শুভাম্॥ ১০

ব্যাস উবাচ।

উষা বাণসুতা বিপ্রাঃ পার্ব্বতীং শম্ভুনা সহ।
ক্রীড়ন্তীমুপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাং চক্রে তদা স্বয়ম্
ততঃ সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী তামাহ ভামিনীম্॥

গৌর্য্যুবাচ।

অলমিত্যনুতাপেন ভর্ত্রা ত্বমপি রংস্যসে॥১২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা চক্রে কদেতি মতিমাত্মনঃ।
কো বা ভর্ত্তা মমেত্যেনাং পুনরপ্যাহ পার্ব্বতী

পার্ব্বত্যুবাচ।

বৈশাখে শুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নে যোঽভিভবং তব
করিষ্যতি স তে ভর্ত্তা রাজপুত্রি ভবিষ্যতি॥১৪

ব্যাস উবাচ।

তস্যাং তিথৌ পুমান্ স্বপ্নে যথা দেব্যা উদীরিতঃ
তথৈবাভিভবং চক্রে রাগং চক্রে চ তত্র সা।
ততঃ প্রবুদ্ধা পুরুষমপশ্যন্তী তমুৎসুকা॥ ১৫

উষোবাচ।

ক্ব গতোঽসীতি নির্লজ্জা দ্বিজাশ্চোক্তবতী সখে
বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা তু তৎসুতা।
তস্যাঃ সখ্যভবৎ সা চ প্রাহ কোঽয়ংত্বয়োচ্যতে
যদা লজ্জাকুলা নাস্য কথয়ামাস সা সখী।
তদা বিশ্বাসমানীয় সর্ব্বমেবাম্ববেদয়ৎ॥ ১৭
বিদিতায়াস্তু তামাহ পুনরুষা যথোদিতম্।
দেব্যা তথৈব তৎপ্রাপ্তৌ যোঽভ্যুপায়ঃ কুরুষ তম্॥ ১৮

ব্যাস উবাচ।

ততঃ পটে সুরান্ দৈত্যান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চ প্রধানত
মনুষ্যাংশ্চাভিলিখ্যাসৌ চিত্রলেখাপ্যদর্শয়ৎ॥১৯
অপাস্য সা তু গন্ধর্ব্বাংস্তথোরগসুরাসুরান্।

করেন। এই বিবাহে হরি ও শঙ্করের ঘোর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং চক্রপাণি বাণের সহস্র বাহু ছেদন করিয়াছিলেন। মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! উষার্থ হর ও কৃষ্ণের কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইয়াছিল? হরি কিরূপেই বা বাণের বাহুনিচয়ের ক্ষয় করেন। হে মহাভাগ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে বলুন। এই শুভ কথা শুনিবার জন্য আমাদিগের মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে। ১—১০। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! একদা বাণসুতা উষা শম্ভু সহ পার্ব্বতীকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া স্বয় ও তাহাতে স্পৃহাবতী হয়েন। তখন সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী সেই ভামিনীকে বলিলেন,—তুমি অনুতাপ করিও না তুমিও পতি-সহ ক্রীড়া করিবে। সেই উষা এইরূপ উক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—কোন্ সময়ে কেই বা আমার ভর্ত্তা হইবে? পার্ব্বতী পুনরায় তাহাকে কহিলেন—বৈশাখমাসে শুক্লা দ্বাদশীতে স্বপ্নকালীন তোমাকে যিনি অভিভব করিবেন, হে রাজপুত্রি! তিনিই তোমার ভর্ত্তা হইবেন। ব্যাস বলিলেন,—স্বপ্নকালীন দেব যেমন বলিয়াছিলেন, কোনও পুরুষ সেই ভাবেই সেই তিথিতে তাহার অভিভব করিল। উষাও সেই পুরুষেই অনুরক্তা হইল। পরে সে জাগরিত হইয়া সেই পুরুষকে না দেখিয়া সমুৎসুকচিত্তে 'হে' সখে কোথায় গেলে' এই কথা উচ্চারণ করিল। হে দ্বিজ-গণ! বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড,—তৎসুতা চিত্রলেখা সে উষার সখী ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এ কি বলিতেছ? উষা লজ্জাকুলা হইয়া তাহাকে সেই বিবরণ না বলিলে, সে নানারূপে উষার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া সমস্ত কথাই শুনিল। সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলে পর উষা পুনরায় তাঁহাকে বলিল দেবী যেরূপ বলিয়াছেন, সেই পুরুষ প্রাপ্তিবিষয়ে যাহা উপায় বিহিত হয়, তুমি তাহা কর। ব্যাস বলিলেন—পরে চিত্রলেখা সুর, দৈত্য,

মনুষ্যেষু দদৌ দৃষ্টিং তেষপ্যন্ধকবৃষ্ণিষু ॥ ২০
কৃষ্ণরামৌ বিলোক্যাসীৎসুভ্রূর্লজ্জায়তেক্ষণা।
প্রদ্যুম্নদর্শনে ব্রীড়াদৃষ্টিং নিন্তে ততো দ্বিজাঃ॥
দৃষ্ট্বানিরুদ্ধঞ্চ ততো লজ্জা ক্বাপি নিরাকৃতা।
সোঽয়ং সোঽয়ং মমেত্যুক্তে তয়া সা যোগ-
গামিনী।
যযৌ দ্বারবতীমুষাং সমাশ্বাস্য ততঃ সখী ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাণযুদ্ধে চিত্রদর্শনং পঞ্চাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়্বিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
বাণোঽপি প্রণিপত্যাগ্রে ততশ্চাহ ত্রিলোচনম্
বাণ উবাচ।
দেব বাহুসহস্রেণ নির্ব্বিণ্ণোঽহং বিনাহবম্।
কচ্চিন্মমৈষাং বাহূনাং সাফল্যকরণো রণঃ।
ভবিষ্যতি বিনা যুদ্ধং ভারায় মম কিং ভুজৈঃ॥
শঙ্কর উবাচ।
ময়ূরধ্বজভঙ্গস্তে যদা বাণ ভবিষ্যতি।
পিশিতাশিজনানন্দং প্রাপ্স্যসি ত্বং তদা রণম্॥
ব্যাস উবাচ।
ততঃ প্রণম্য মুদিতঃ শম্ভুমভ্যাগতো গৃহান্।
ভগ্নং ধ্বজমথালোক্য হৃষ্টো হর্ষং পরং যযৌ ॥৪
এতস্মিন্নেব কালে তু যোগবিদ্যাবলেন তম্।
অনিরুদ্ধমথানিন্যে চিত্রলেখা বরা সখী ॥ ৫
কন্যান্তঃপুরমধ্যে তং রমমাণং সহোষয়া।
বিজ্ঞায় রক্ষিণো গত্বা শশংসুর্দৈত্যভূপতেঃ ॥৬
ব্যাদিষ্টং কিঙ্করাণান্তু সৈন্যং তেন মহাত্মনা।
জঘান পরিঘং লৌহমাদায় পরবীরহা ॥ ৭
হতেষু তেষু বাণোঽপি রথস্থস্তদ্বধোদ্যতঃ।
যুধ্যমানো যথাশক্তি যদা বীরেণ নির্জ্জিতঃ ॥ ৮

গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যাদি প্রধান প্রধান পুরুষগণকে পটে চিত্রিত করিয়া তাহাকে দেখাইল। উষা তদ্দর্শনে গন্ধর্ব্ব সুর ও অসুরদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মানুষ চিত্র সকল দেখিতে লাগিল। তাহাতে অন্ধক ও বৃষ্ণিদিগের মধ্যে রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া তদীয় নয়ন লজ্জাকুল হইল,—হে দ্বিজগণ! প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া উষা ব্রীড়াবশে দৃষ্টিসঙ্কোচ করিল; পরে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া লজ্জা পরিহার-পূর্ব্বক 'সেই এই, সেই এই' এইরূপ বলিলে যেই যোগগামিনী সখী চিত্রলেখা তাহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া দ্বারবতীতে প্রস্থান করিল। ১১—২২।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৫

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—একদা বাণ ত্রিলোচনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল,—হে দেব! যুদ্ধ ব্যতীত এই বাহুসহস্র দ্বারা আমি নির্ব্বৃত হইতেছি না; আমার এই সকল বাহুর সাফল্যকারণ কোন রণ হইবে কি? যুদ্ধ ব্যতীত এই ভারস্বরূপ বাহুনিচয়দ্বারা কি ফল হইবে? শঙ্কর বলিলেন,—হে বাণ! তোমার ময়ূরধ্বজ যখন ভগ্ন হইবে, তখন তুমি পিশি-তাশিগণের আনন্দবর্দ্ধন রণ প্রাপ্ত হইবে। ব্যাস বলিলেন,—পরে বাণ, শম্ভুকে প্রণাম করিয়া মুদিতচিত্তে নিজ ভবনে আগমন করিল। কিছুকাল পরে ধ্বজভঙ্গ অবলোকন করিয়া পুলকিতকায়ে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল। এই সময়েই উষার প্রধানা সখী যোগ-বিদ্যাবলে অনিরুদ্ধকে লইয়া আসিল। পরে তাহাকে কন্যান্তঃপুর মধ্যে উষাসহ ক্রীড়া-পরায়ণ জানিতে পারিয়া রক্ষিগণ যাইয়া দৈত্যনৃপতি বাণসন্নিধানে নিবেদন করিল। বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দী করিবার নিমিত্ত তাহার কিঙ্কর সৈন্যগণকে আদেশ করিলে পরবীরঘাতী মহাত্মা অনিরুদ্ধ লৌহপরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তাহারা নিহত হইলে বাণ রথারোহণে তদীয় বধে উদ্যত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করত

মায়য়া যুযুধে তেন স তদা মন্ত্রচোদিতঃ।
ততশ্চ পন্নগাস্ত্রেণ ববন্ধ যদুনন্দনম্ ॥ ৯
দ্বারবত্যাং ক যাতোঽসাবনিরুদ্ধেতি জল্পতাম্।
যদুনামাচচক্ষে তং বদ্ধং বাণেন নারদঃ ॥ ১০
তং শোণিতপুরে শ্রুত্বা নীতং বিদ্যাবিদগ্ধয়া।
যোষিতা প্রত্যয়ং জগ্মুর্যাদবা নাম বৈরিণি ॥ ১১
ততো গরুড়মারুহ্য স্মৃতমাত্রাগতং হরিঃ।
বলপ্রদ্যুম্নসহিতো বাণস্য প্রযযৌ পুরম্ ॥ ১২
পুরীপ্রবেশে প্রমথৈর্যুদ্ধমাসীন্মহাবলৈঃ।
যযৌ বাণপুরাভ্যাসং নীত্বা তান্ সংক্ষয়ং হরিঃ
ততস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা জ্বরো মাহেশ্বরো মহান্।
বাণরক্ষার্থমত্যর্থং যুযুধে শার্ঙ্গধন্বনা ॥ ১৪
তদ্ভস্মস্পর্শসম্ভূততাপঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাৎ।
অবাপ বলদেবোঽপি সমং সম্মীলিতেক্ষণঃ ॥ ১৫
ততঃ সংযুধ্যমানস্তু সহ দেবেন শার্ঙ্গিণা।
বৈষ্ণবেন জ্বরেণাশু কৃষ্ণদেহান্নিরাকৃতঃ ॥ ১৬
নারায়ণভুজাঘাত-পরিপীড়নবিহ্বলম্।
তং বীক্ষ্য ক্ষম্যতামস্যেত্যাহ দেবঃ পিতামহঃ।
ততশ্চ ক্ষান্তমেবেতি প্রোচ্য তং বৈষ্ণবং জ্বরম্
আত্মন্যেব লয়ং নিন্যে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৮
মম ত্বয়া সমং যুদ্ধং যে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ।
বিজ্বরাস্তে ভবিষ্যন্তীত্যুক্ত্বা চৈনং যযৌ হরিঃ
ততোঽগ্নীন্ ভগবান্ পঞ্চ জিত্বা নীত্বা ক্ষয়ং তথা।
দানবানাং বলং বিষ্ণুশ্চূর্ণয়ামাস লীলয়া ॥ ২০
ততঃ সমস্তসৈন্যেন দৈতেয়ানাং বলেঃ সুতঃ।
যুযুধে শঙ্করশ্চৈব কার্ত্তিকেয়শ্চ শৌরিণা ॥ ২১
হরিশঙ্করয়োর্যুদ্ধমতীবাসীৎ সুদারুণম্।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধার্দ্দিতাঃ ॥ ২২
প্রলয়োঽয়মশেষস্য জগতো নূনমাগতঃ।
মেনিরে ত্রিদশা যত্র বর্ত্তমানে মহাহবে ॥ ২৩

বীর অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইল। তখন সে মন্ত্রবল-সম্পন্ন মায়া দ্বারা যুদ্ধ করত নাগপাশ প্রয়োগে সেই যদুনন্দনকে বন্ধন করিল। এ দিকে দ্বারবতীতে জনগণ অনিরুদ্ধ কোথায় গিয়াছেন? এইরূপ আলোচনা করিতে থাকিলে 'বাণ তাহাকে বন্ধন করিয়াছে' নারদ এই সংবাদ যদুগণকে জ্ঞাপন করিলেন। ১—১০। যাদবগণ সেই অনিরুদ্ধকে বিদ্যাবিদগ্ধা যোষিৎ কর্ত্তৃক বৈরিনগরে শোণিতপুরে নীত শুনিয়া সে কথা বিশ্বাস করিলেন। পরে হরি—স্মৃতিমাত্রেই সমাগত গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক বলদেব ও প্রদ্যুম্নসহ বাণপুরীতে প্রস্থান করিলেন। পুরীপ্রবেশকালীন মহাবল প্রমথগণসহ তাঁহাদের মহাযুদ্ধ হইল। হরি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া বাণপুরীসমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে বাণের রক্ষণার্থ ত্রিপাদ ত্রিশিরা মহান্ মাহেশ্বর জ্বর সহ শার্ঙ্গধন্বার ঘোর যুদ্ধ হইল। জ্বর-প্রক্ষিপ্ত ভস্মস্পর্শে বলদেব অত্যন্ত সন্তপ্ত ও নিমীলিতনেত্র হইলেও কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ বশতঃ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। দেব শার্ঙ্গী সহ যুধ্যমান সেই জ্বর কৃষ্ণদেহ-নির্গত বৈষ্ণব জ্বর দ্বারা সত্বর নিরাকৃত হইল। দেব পিতামহ সেই জ্বরকে নারায়ণ-ভুজাঘাতে পরিপীড়িত হইয়া বিহ্বল হইতে দেখিলে কৃষ্ণকে বলিলেন,—ইহাকে ক্ষমা করুন। ভগবান্ মধুসূদন তখন 'ক্ষমা করিলাম' বলিয়া সেই বৈষ্ণব জ্বরকে আত্মদেহে লীন করিলেন। পরে 'তোমার সহিত আমার এই যুদ্ধ যে মানবগণ স্মরণ করিবে, তাহারা যেন বিজ্বর হয়' শৈব জ্বরকে এই কথা বলিয়া হরি প্রস্থান করিলেন। তৎপরে ভগবান্, পঞ্চবিধ অগ্নিকে ক্ষয় করিয়া জয় করিলেন। তদনন্তর লীলাসহকারে সেই দানববল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন বলিনন্দন বাণ সমস্ত দৈত্য সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এবং কার্ত্তিকেয়ও তখন কৃষ্ণসহ যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। হরি ও শঙ্করের সেই যুদ্ধ অতি সুদারুণ হইয়াছিল। তখন শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণে সকল লোক পীড়িত হইয়া পড়িল। তাদৃশ মহাযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণ মনে করিলেন, নিশ্চিতই অশেষ জগতের প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। ১১—২৩। গোবিন্দ

জৃম্ভণাস্ত্রেণ গোবিন্দো জৃম্ভয়ামাস শঙ্করম্।
ততঃ প্রণেশুর্দৈতেয়াঃ প্রমথাশ্চ সমন্ততঃ॥ ২৪
জৃম্ভাভিভূতশ্চ হরো রথোপস্থমুপাবিশৎ।
ন শশাক তদা যোদ্ধুং কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা॥২৫
গরুড়ক্ষতবাহুশ্চ প্রদ্যুম্নাস্ত্রেণ পীড়িতঃ।
কৃষ্ণহুঙ্কারনির্ধূতশক্তিশ্চাপযযৌ গুহঃ॥ ২৬
জৃম্ভিতে শঙ্করে নষ্টে দৈত্যসৈন্যে গুহে জিতে
নীতে প্রমথসৈন্যে চ সঙ্ক্ষয়ং শার্ঙ্গধন্বনা॥ ২৭
নন্দীশসংগৃহীতাশ্বমধিরূঢ়ো মহারথম্।
বাণস্তত্রায়যৌ যোদ্ধুং কৃষ্ণকার্ষ্ণিবলৈঃ সহ॥২৮
বলভদ্রো মহাবীর্য্যো বাণসৈন্যমনেকধা।
বিব্যাধ বাণৈঃ প্রদ্যুম্নো ধর্ম্মতশ্চাপলায়তঃ॥২৯
আকৃষ্য লাঙ্গলাগ্রেণ মুষলেন চ পোথিতম্।
বলং বলেন দদৃশে বাণো বাণৈশ্চ চক্রিণঃ॥ ৩০
ততঃ কৃষ্ণস্য বাণেন যুদ্ধমাসীৎ সমাসতঃ।
পরস্পরন্তু সন্দীপ্তান্ কায়ত্রাণবিভেদিনঃ॥৩১
কৃষ্ণশ্চিচ্ছেদ বাণাংস্তান্ বাণেন প্রহিতান্ শরৈঃ
বিভেদ কেশবং বাণো বাণং বিব্যাধ চক্রধৃক্॥
মুমুচাতে তথাস্ত্রাণি বাণকৃষ্ণৌ জিগীষয়া।
পরস্পরক্ষতিপরৌ পরিঘাংশ্চ ততো দ্বিজাঃ॥৩৪
ছিদ্যমানেষশেষেষু শস্ত্রেষস্ত্রে চ সীদতি।
প্রাচুর্য্যেণ হরির্বাণং হন্তুং চক্রে ততো মনঃ॥৩৪
ততোঽর্কশতসম্ভূত-তেজসা সদৃশদ্যুতি।
জগ্রাহ দৈত্যচক্রারির্হরিশ্চক্রং সুদর্শনম্॥ ৩৫
মুঞ্চতো বাণনাশায় তচ্চক্রং মধুবিদ্বিষঃ।
নগ্না দৈতেয়বিদ্যাভূৎ কোটরী পুরতো হরেঃ
তামগ্রতো হরির্দৃষ্ট্বা মীলিতাক্ষঃ সুদর্শনম্।
মুমোচ বাণমুদ্দিশ্য ছেত্তুং বাহুবনং রিপোঃ॥
ক্রমেণাস্য তু বাহূনাং বনমচ্যুতচোদিতম্।
ছেদং চক্রেঽসুরস্যাশু শস্ত্রাস্ত্রক্ষেপণাদ্ভুতম্॥
ছিন্নে বাহুবনে তত্তু করস্থং মধুসূদনঃ।
মুমুক্ষুর্বাণনাশায় বিজ্ঞাতস্ত্রিপুরদ্বিষা॥ ৩৯
স উৎপত্যাহ গোবিন্দং সামপূর্ব্বমুমাপতিঃ।

জৃম্ভণাস্ত্র প্রয়োগে শঙ্করকে অলস করিয়া ফেলিলেন। তখন দৈত্য ও প্রমথগণ পলায়ন করিতে লাগিল। হর জৃম্ভাভিভূত হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণসহ তখন আর তিনি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। কার্ত্তিকেয় গরুড়কর্ত্তৃক ক্ষত-বিক্ষত-বাহু, প্রদ্যুম্নাস্ত্রে পীড়িতাঙ্গ ও কৃষ্ণের হুঙ্কারশব্দে নির্ধূতশক্তি হইয়া পলায়ন করিলেন। বাণ দেখিল—তদীয় বল বলদেব-কর্ত্তৃক লাঙ্গলাগ্রে আকৃষ্ট হইয়া মুষল দ্বারা পোথিত এবং চক্রপাণির বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। তখন সে অগ্রসর হইলে কৃষ্ণ সহ তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পরস্পরে কবচভেদকারী সন্দীপ্ত বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বাণনিক্ষিপ্ত বহুল বাণজালকে নিজ বাণে ছেদন করিতে লাগিলেন। চক্রপাণি নিজ বাণ দ্বারা বাণকে ভেদ করিতে লাগিলে, বাণও স্বকীয় বাণে তাঁহাকে ভিন্ন করিতে লাগিল। সেই বাণ ও কৃষ্ণ পরস্পর জিগীষাবশতঃ পরস্পরের ক্ষতিপরায়ণ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র ও পরিঘ সকল নিক্ষেপ করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই প্রচুর অস্ত্র সমুদয় বহুধা ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ হইতে থাকিলে হরি তখন বাণকে হননার্থ মানস করিলেন এবং দৈত্যগণশত্রু সেই হরি শতসূর্য্যসম্ভূত তেজের তুল্য দ্যুতিসম্পন্ন সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। মধু-বিদ্বেষী হরি বাণ বিনাশার্থ সেই চক্র নিক্ষেপের উদ্‌যোগ করিলে কোটরী নাম্নী দৈতেয়-বিদ্যা উলঙ্গবেশে হরির পুরো-ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরি তাহাকে অগ্রভাগে দেখিয়া নিমীলিতলোচনে রিপুর বাহুসমূহ ছেদনার্থ বাণের উদ্দেশে চক্র নিক্ষেপ করিলেন। অচ্যুতপ্রেরিত সুদর্শন-চক্র ক্রমে শস্ত্রাস্ত্রনিক্ষেপে অদ্ভুত কৌশল-সম্পন্ন অসুরের সেই বাহুসকল ছেদন করিয়া পুনরায় মধুসূদনের করগত হইল। ত্রিপুরারি এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বাণের মোচন নিমিত্ত সবেগে গোবিন্দসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দোর্দণ্ড-ছেদনে রক্ত-

বিলোক্য বাণং দোর্দণ্ডচ্ছেদাসৃক্স্রাববর্ষিণম্ ॥
রুদ্র উবাচ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্।
পরেশং পরমাত্মানমনাদিনিধনং পরম্ ॥ ৪১
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যেষু শরীরগ্রহণাত্মিকা।
লীলেয়ং তব চেষ্টা হি দৈত্যানাং বধলক্ষণা ॥
তৎপ্রসীদাভয়ং দত্তং বাণস্যাস্য ময়া প্রভো।
তত্ত্বয়া নানৃতং কার্য্যং যন্ময়া ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ৪৩
অস্মৎসংশ্রয়বৃদ্ধোঽয়ং নাপরাধস্তবাব্যয়।
ময়া দত্তবরো দৈত্যস্ততস্ত্বাং ক্ষময়াম্যহম্ ॥ ৪৪
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তঃ প্রাহ গোবিন্দঃ শূলপাণিমুমাপতিম্।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা গতামর্ষোঽসুরং প্রতি ॥ ৪৫
শ্রীভগবানুবাচ।
যুষ্মদ্দত্তবরো বাণো জীবতাদেষ শঙ্কর।
ত্বদ্বাক্যগৌরবাদেতন্ময়া চক্রং নিবর্ত্তিতম্ ॥ ৪৬

ধারাবর্ষী বাণকে অবলোকন করিয়া সেই উমাপতি মধুর বাক্যে গোবিন্দকে বলিতে লাগিলেন। ২৮—৪০। রুদ্র বলিলেন,—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে জগন্নাথ! তোমাকে পরেশ, পরমাত্মা, অনাদিনিধন, পর ও পুরুষোত্তম বলিয়া জানি। দৈত্যগণের বধ নিমিত্ত দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাকার শরীর গ্রহণরূপ তোমার যে এই চেষ্টা—ইহা লীলামাত্র। অতএব প্রসন্ন হও। প্রভো! এই বাণকে আমি অভয়দান করিয়াছি, মৎকথিত বাক্য অনৃত করা তোমার উচিত নহে। এই দৈত্য আমাদিগের সংশ্রয় হেতুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং হে অব্যয়! এই বৃদ্ধি বিষয়ে তোমার দোষ নাই। ঐ দৈত্যকে আমিই বর দিয়াছিলাম; সেই জন্য আমিই এক্ষণে তোমার নিকট ক্ষমা করাইতেছি। গোবিন্দ এইরূপ উক্ত হইয়া শূলপাণি উমাপতিকে সেই অসুরের প্রতি অমর্ষ-রহিত-চিত্তে প্রসন্নবদন হইয়া কহিলেন,—শঙ্কর! বাণ তোমাদিগের নিকট বর পাইয়াছিল, অতএব সে জীবিত থাকুক, তোমার বাক্য-

ত্বয়া যদভয়ং দত্তং তদ্দত্তমভয়ং ময়া।
মত্তোঽবিভিন্নমাত্মানং দ্রষ্টুমর্হসি শঙ্কর ॥ ৪৭
যোঽহং স ত্বং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্।
অবিদ্যামোহিতাত্মানঃ পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ ॥ ৪৮
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ কৃষ্ণঃ প্রাদ্যুম্নির্যত্র তিষ্ঠতি।
তদ্বন্ধফণিনো নেশুর্গরুড়ানিলশোষিতাঃ ॥ ৪৯
ততোঽনিরুদ্ধমারোপ্য সপত্নীকং গরুত্মতি।
আজগ্মুর্দ্বারকাং রামকাষ্ণিদামোদরাঃ পুরীম্ ॥
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাণযুদ্ধে বাণপরাজয়ঃ ষড়ধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৬ ॥

—

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।
চক্রে কর্ম্ম মহচ্ছৌরির্বিভ্রদ্যো মানুষীং তনুম্।
জিগায় শক্রং শর্ব্বঞ্চ সর্ব্বদেবাংশ্চ লীলয়া ॥ ১

গৌরবে এই আমি চক্র নিবর্ত্তিত করিলাম। তুমি যে অভয় দিয়াছিলে, আমিও সেই অভয় দান করিলাম। হে শঙ্কর! আমা হইতে আপনাকে অভিন্ন দেখাই তোমার কর্ত্তব্য। যে তুমি, সেই আমি, এই চরাচর জগৎও তাহাই। অবিদ্যামোহিত পুরুষেরাই আমাদিগকে ভিন্ন ভাবে দর্শন করে। ব্যাস বলিলেন,—কৃষ্ণ এই বলিয়া যেখানে প্রদ্যুম্ননন্দন ছিলেন, তথায় যাইলেন; গরুড়সম্পর্কীয় বায়ু-সংস্পর্শবশতঃ শোষিতকায় তদীয় বন্ধন ফণিগণ অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে সপত্নীক অনিরুদ্ধকে গরুত্মানের উপরি আরোপিত করিয়া রাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন। ৪১—৫০।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

—

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—শৌরি, মানুষী তনু ধারণ করিয়া লীলাবশে শক্র, শর্ব্ব ও সর্ব্ব-

যচ্চাপ্তবদকরোৎকর্ম্ম দুষ্টচেষ্টাবিঘাতকৃৎ।
কথ্যতাং তন্মুনিশ্রেষ্ঠ পরং কৌতূহলং হি নঃ॥
ব্যাস উবাচ।
গদতো মে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রূয়তামিদমাদরাৎ।
নরাবতারে কৃষ্ণেন দগ্ধা বারাণসী যথা॥ ৩
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বাসুদেবোঽভবদ্ভুবি।
অবতীর্ণস্ত্বমিত্যুক্তো জনৈরজ্ঞানমোহিতৈঃ॥ ৪
স মেনে বাসুদেবোঽহমবতীর্ণো মহীতলে।
নষ্টস্মৃতিস্ততঃ সর্ব্বং বিষ্ণুচিহ্নমচীকরৎ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস স কৃষ্ণায় দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫
দূত উবাচ।
ত্যক্ত্বা চক্রাদিকং চিহ্নং মদীয়ং নাম চাত্মনঃ।
বাসুদেবাত্মকং মূঢ় মুক্ত্বা সর্ব্বমশেষতঃ॥ ৬
আত্মনো জীবিতার্থঞ্চ তথা মে প্রণতিং ব্রজ॥ ৭
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স প্রহস্যৈব দূতং প্রাহ জনার্দ্দনঃ॥ ৮

শ্রীভগবানুবাচ।
নিজচিহ্নমহং চক্রং সমুৎস্রক্ষ্যে ত্বয়ীতি বৈ।
বাচ্যশ্চ পৌণ্ড্রকো গত্বা ত্বয়া দূত বচো মম॥ ৯
জ্ঞাতস্ত্বদ্বাক্যসদ্ভাবো যৎকার্য্যং তদ্বিধীয়তাম্।
গৃহীতচিহ্ন এবাহমাগমিষ্যামি তে পুরম্॥ ১০
উৎস্রক্ষ্যামি চ তে চক্রং নিজচিহ্নমসংশয়ম্॥ ১০
আজ্ঞাপূর্ব্বঞ্চ যদিদমাগচ্ছেতি ত্বয়োদিতম্।
সম্পাদয়িষ্যে শ্বস্তভ্যং তদপ্যেষোঽবিলম্বিতম্॥
শরণং তে সমভ্যেত্য কর্ত্তাস্মি নৃপতে তথা।
যথা ত্বত্তো ভয়ং ভূয়ো নৈব কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তেঽপগতে দূতে সংস্মৃত্যাভ্যাগতং হরিঃ।
গরুত্মন্তং সমারুহ্য ত্বরিতং তৎপুরং যযৌ॥ ১৩
তস্যাপি কেশবোদ্যোগং শ্রুত্বাকাশিপতিস্তদা।
সর্ব্বসৈন্যপরীবারঃ পার্ষ্ণিগ্রাহমুপাযযৌ॥ ১৪

দেববর্গকে পরাজয় প্রভৃতি মহৎ কর্ম্ম করেন; কিন্তু হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তিনি আরও যে সকল দুষ্ট-চেষ্টা-বিঘাতকৃৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলুন; শুনিবার জন্য আমাদিগের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ইহা সাদরে শ্রবণ করুন; নরাবতারে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বারাণসীপুর যে প্রকারে দগ্ধ হইয়াছিল; আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা আদর সহকারে শ্রবণ করুন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব ভূতলে বাসুদেব নামে খ্যাতি লাভ করে। অজ্ঞানমোহিত জনগণ তাহাকে "তুমিই বাসুদেব অবতীর্ণ হইয়াছ" এইরূপ বলায় সেও আপনাকে বাসুদেবাবতার বলিয়াই মনে করিত। সেইজন্য সেই নষ্ট-মতি সমস্ত বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! পরে সে কৃষ্ণসন্নিধানে এই বলিয়া এক দূত প্রেরণ করিল যে,—মূঢ়! তুমি মদীয় চক্রাদি-চিহ্ন এবং বাসুদেবাত্মক নাম—ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ জীবিত রক্ষার্থ আমার নিকট প্রণত হও। ব্যাস বলিলেন,—জনার্দ্দন এইরূপ উক্ত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক সেই দূতকে কহিলেন,—হে দূত! তুমি যাইয়া সেই পৌণ্ড্রককে আমার এই বাক্য কহিও যে, আমি আমার নিজ চিহ্ন চক্র তোমার প্রতি পরিত্যাগ করিব। তোমার বাক্যের সাধুভাব আমি বুঝিলাম। এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর। আমি চিহ্ন ধারণ করিয়াই তোমার পুরে যাইব। আর তোমার নিমিত্ত আমার নিজ চিহ্ন চক্রও নিঃসংশয়ে পরিত্যাগ করিব। তুমি যে "আইস" এইরূপ আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছ, তোমার সে আদেশও আগামী কল্য অবিলম্বেই সম্পাদন করিব। হে নৃপতে! আমি তোমার শরণপ্রাপ্ত হইয়া এমন ব্যবহার করিব, যাহাতে আর পুনরায় তোমা হইতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভয় থাকিবে না। ১—১২। ব্যাস বলিলেন,—সেই দূত এইরূপ উক্ত হইয়া গমন করিলে হরিও গরুড়কে স্মরণ করিলেন। গরুড় আগমন করিলে তাহাতে আরোহণ করিয়া ত্বরিত গমনে তদীয় পুরে

ততো বলেন মহতা কাশিরাজবলেন চ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোঽসৌ কেশবাভিমুখং যযৌ
তং দদর্শ হরির্দূরাদুদারস্যন্দনে স্থিতম্।
চক্রশঙ্খগদাপাণিং পাণিনা বিধৃতাম্বুজম্॥ ১৬
স্রগ্ধরঃ ধৃতশার্ঙ্গঞ্চ সুপর্ণরচনাধ্বজম্।
বক্ষস্থলকৃতং চাস্য শ্রীবৎসং দদৃশে হরিঃ॥১৭
কিরীটকুণ্ডলধরং পীতবাসঃসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা তং ভাবগম্ভীরং জহাস মধুসূদনঃ॥ ১৮
যুযুধে চ বলেনাস্য হস্ত্যশ্ববলিনা দ্বিজাঃ।
নিস্ত্রিংশর্ষ্টিগদাশূলশক্তিকার্ম্মুকশালিনা॥ ১৯
ক্ষণেন শার্ঙ্গনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈরগ্নিবিদারণৈঃ।
গদাচক্রাতিপাতৈশ্চ সূদয়ামাস তদ্বলম্॥ ২০
কাশীরাজবলঞ্চৈব ক্ষয়ং নীত্বা জনার্দ্দনঃ।
উবাচ পৌণ্ড্রকং মূঢ়মাত্মচিহ্নোপলক্ষণম্॥ ২১
শ্রীভগবানুবাচ।
পৌণ্ড্রকোক্তং ত্বয়া যত্তদ্দূতবক্ত্রেণ মাং প্রতি।
সমুৎসৃজেতি চিহ্নানি তত্তে সম্পাদয়াম্যহম্॥
চক্রমেতৎসমুৎসৃষ্টং গদেয়ন্তে বিসর্জ্জিতা।
গরুত্মানেষ নির্দ্দিষ্টঃ সমারোহতু তে ধ্বজম্॥
ইত্যুচ্চার্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ।
পোথিতো গদয়া ভগ্নো গরুত্মাংশ্চ গরুত্মতা॥
ততো হাহাকৃতে লোকে কাশীনামধিপস্তদা।
যুযুধে বাসুদেবেন মিত্রস্যাপচিতৌ স্থিতঃ॥২৫
ততঃ শার্ঙ্গবিনির্ম্মুক্তৈশ্ছিত্বা তস্য শরৈঃ শিরঃ।
কাশিপুর্য্যাং স চিক্ষেপ কুর্ব্বল্লোঁকস্য বিস্ময়ম্
হত্বা তু পৌণ্ড্রকং শৌরিঃ কাশিরাজঞ্চ সানুগম্
রেমে দ্বারবতীং প্রাপ্তোঽমরঃ স্বর্গগতো যথা॥
তচ্ছিরঃ পতিতং তত্র দৃষ্ট্বা কাশিপতেঃ পুরে।
জনঃ কিমেতদিত্যাহ কেনেত্যত্যন্তবিস্মিতঃ॥

প্রস্থান করিলেন। কাশীপতি তদীয় আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সমস্ত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পৌণ্ড্রকের পার্ষ্ণিগ্রাহরূপে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। সেই পৌণ্ড্রকও নিজ মহাসৈন্য ও কাশিরাজসৈন্য সহ কেশবাভিমুখে যাত্রা করিল। হরি দূর হইতে দেখিলেন,—সে উচ্চ স্যন্দনে অবস্থিত রহিয়াছে; সেই পুণ্ড্রক করদ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছে; তাহার রথধ্বজ গরুড়াকার; গলদেশে মাল্য; রথে শার্ঙ্গ ধনু রহিয়াছে, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন রচিত আছে; সে কিরীট, কুণ্ডল, ও পীত বস্ত্র ধারণ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মধুসূদন ভাবগম্ভীর হাস্য করিলেন। হে দ্বিজগণ! হরি, নিস্ত্রিংশ, ঋষ্টি, গদা, শূল, শক্তি ও কার্ম্মুকশালী সেই পৌণ্ড্রকের হস্ত্যশ্ব-সমন্বিত প্রবল বল সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্ষণমধ্যেই শার্ঙ্গ নির্ম্মুক্ত অগ্নিকল্প পরবিদারণক্ষম বাণ, ও গদাচক্রনিপাতে সেই বল সকল নির্ম্মূল করিলেন। জনার্দ্দন কাশিরাজের সেই বল ক্ষয় করিয়া আত্মচিহ্নধারী পৌণ্ড্রককে বলিলেন,—ওহে পৌণ্ড্রক! তুমি যে আমাকে দূতমুখে চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে, তোমার সেই কথা আমি সম্পাদন করিতেছি। "এই চক্র পরিত্যাগ করিলাম, এই গদাও বিসর্জ্জন করিলাম, গরুত্মান্‌ও আদিষ্ট হইয়া এই তোমার ধ্বজে গিয়া আরোহণ করুক" এই কথা বলিতে বলিতে তদীয় নিক্ষিপ্ত চক্র দ্বারা সেই পৌণ্ড্রক বিদারিত এবং গদা দ্বারা বিধ্বস্ত হইল। গরুড় কর্ত্তৃক তাহার সেই কৃত্রিম গরুড়ও ভগ্ন হইল। লোকসকল তাহাতে তখন হাহাকার করিয়া উঠিলে কাশিরাজ মিত্রের বৈরোদ্ধারমানসে সমাগত হইয়া বাসুদেব সহ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। হরি তখন শার্ঙ্গবিনির্ম্মুক্ত শর দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া লোক সকলের বিস্ময়োৎপাদন করত কাশিপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন। শৌরি এইরূপে পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজকে অনুগগণসহ নিহত করিয়া দ্বারবতীতে যাইয়া স্বর্গগত অমরবৎ সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩—২৭। কাশিপতির সেই শির কাশিপুরে পতিত হইলে জনগণ "ইহা কি? কে করিল?" ভাবিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

জ্ঞাত্বা তং বাসুদেবেন হতং তস্য সুতস্ততঃ।
পুরোহিতেন সহিতস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২৯
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে তোষিতস্তেন শঙ্করঃ।
বরং বৃণীম্বেতি তদা তং প্রোবাচ নৃপাত্মজম্ ॥
স বব্রে ভগবন্ কৃত্যা পিতুর্হন্তুর্বধায় মে।
সমুত্তিষ্ঠতু কৃষ্ণস্য ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ৩১

ব্যাস উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তে দক্ষিণাগ্নেরনন্তরম্।
মহাকৃত্যা সমুত্তস্থৌ তস্যৈবাগ্নিনিবেশনাৎ ॥ ৩২
ততো জ্বালাকরালাস্যা জ্বলৎকেশকলাপিকা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কুপিতা কৃত্বা দ্বারবতীং যযৌ ॥
তামবেক্ষ্য জনঃ সর্ব্বো রৌদ্রাং বিকৃতলোচনাম্
যযৌ শরণ্যং জগতাং শরণং মধুসূদনম্ ॥ ৩৪

জনা ঊচুঃ।

কাশিরাজসুতেনেয়মারাধ্য বৃষভধ্বজম্।
উৎপাদিতা মহাকৃত্যা বধায় তব চক্রিণঃ।
জহি কৃত্যামিমামুগ্রাং বহ্নিজ্বালাজটাকুলাম্ ॥

ব্যাস উবাচ।

চক্রমুৎসৃষ্টমক্ষেষু ক্রীড়াসক্তেন লীলয়া ॥ ৩৬
তদগ্নিমালাজটিলং জ্বালোদ্গারাতিভীষণম্।
কৃত্যামনুজগামাশু বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ॥ ৩৭
ততঃ সা চক্রবিধ্বস্তা কৃত্যা মাহেশ্বরী তদা।
জগাম বেগিনী বেগাত্তদপ্যনুজগাম তাম্ ॥ ৩৮
কৃত্যা বারাণসীমেব প্রবিবেশ ত্বরান্বিতা।
বিষ্ণুচক্রপ্রতিহতপ্রভাবা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৯
ততঃ কাশিবলং ভূরি প্রমথানাং তথা বলম্।
সমস্তশস্ত্রাস্ত্রযুতং চক্রস্যাভিমুখং যযৌ ॥ ৪০
শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষবহুলং দগ্ধ্বা তদ্বলমোজসা।
কৃত্বাক্ষেমামশেষাং তাং পুরীং বারাণসীং যযৌ
প্রভূতভৃত্যপৌরাং তাং সাশ্বমাতঙ্গমানবাম্।
অশেষদুর্গকোষ্ঠাং তাং দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি

হইল। কাশিরাজের পুত্র, কাশিপতিকে বাসুদেবকর্ত্তৃক নিহত জানিয়া পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে তপস্যা দ্বারা শঙ্করের সন্তোষ সাধনে যত্ন করিতে লাগিল। শঙ্কর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তখন সেই নৃপনন্দনকে "বর গ্রহণ কর" বলিলে সে বলিল,—হে মহেশ্বর, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার পিতৃঘাতী কৃষ্ণের বধ নিমিত্ত কৃত্যা উত্থিত হউক। ব্যাস বলিলেন,—মহেশ্বর "দক্ষিণাগ্নি হইতে তাহাই হইবে" এই কথা বলিলেন। অনন্তর সেই অগ্নি হইতে মহাকৃত্যা সমুত্থিত হইল। জ্বালাকরাল-বদনা জ্বলৎকেশ-কলাপা কুপিতা সেই কৃত্যা "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে দ্বারবতীতে যাইল। তত্রত্য জনগণ সকলেই রৌদ্রা বিকৃতলক্ষণা সেই কৃত্যা দর্শনে জগৎসকলের শরণ্য মধুসূদনের শরণাপন্ন হইল। তাহারা কহিল,—চক্রপাণি! কাশিরাজসুত বৃষধ্বজকে আরাধনা করিয়া তোমার বধ সাধনার্থ এই কৃত্যা উৎপাদন করিয়াছে। বহ্নি-জ্বালা-জটাকুলা এই কৃত্যাকে হত্যা কর। ব্যাস বলিলেন,—কৃষ্ণ সেই সময়ে অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি তখন লীলাসহকারে নিজ চক্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন তখন অগ্নিমালা-জটিলাকারে অতি ভীষণ জ্বালা উদ্গিরণ করিতে করিতে কৃত্যার নিকট চলিল। তখন সেই মাহেশ্বরী কৃত্যা চক্রদ্বারা বিধ্বস্তা হইয়া সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল; চক্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। হে মুনিসত্তমগণ! বিষ্ণুচক্র দ্বারা প্রতিহতপ্রভাবা সেই কৃত্যা ত্বরান্বিতা হইয়া বারাণসীতেই প্রবেশ করিল। তখন কাশি-রাজের প্রচুর বল এবং প্রমথসৈন্য সকল সেই বিষ্ণুচক্রের অভিমুখে অগ্রসর হইল; তাহারা বহুল শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকি-লেও চক্র নিজ তেজে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া বারাণসীতে প্রবেশপূর্ব্বক সমগ্র পুরীতে মহা অশান্তি উৎপাদন করিল। সেই চক্র প্রভূত ভৃত্যপৌর-যুতা, অশ্ব-মাতঙ্গ-সমন্বিতা, বহু দুর্গসুদৃঢ়া, সুরগণেরও দুর্নিরীক্ষ্যা সেই পুরীকে অল্পকাল মধ্যেই

জ্বালাপরিবৃতাশেষগৃহপ্রাকারতোরণাম্।
দদাহ তাং পুরীং চক্রং সকলামেব সত্বরম্ ॥ ৪৩
অক্ষীণামর্ষমত্যল্পসাধ্যসাধননিস্পৃহম্।
তচ্চক্রং প্রস্ফুরদ্দীপ্তি বিষ্ণোরভ্যাযযৌ করম্

ইতি শ্রীব্রাহ্মে পৌণ্ড্রকবাসুদেববধে কাশীদাহ-বর্ণনং সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ভূয়ো বলভদ্রস্য ধীমতঃ।
মুনে পরাক্রমং শৌর্য্যং তন্নো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥
যমুনাকর্ষণাদীনি শ্রুতান্যস্মাভিরত্র বৈ।
তৎকথ্যতাং মহাভাগ যদন্যৎ কৃতবান্ বলঃ ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ কর্ম্ম যদ্রামেণাভবৎকৃতম্।
অনন্তেনাপ্রমেয়েন শেষেণ ধরণীভৃতা ॥ ৩
দুর্য্যোধনস্য তনয়াং স্বয়ম্বরকৃতেক্ষণাম্।
বলাদাদত্তবান্ বীরঃ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ৪
ততঃ ক্রুদ্ধা মহাবীর্য্যাঃ কর্ণদুর্য্যোধনাদয়ঃ।
ভীষ্মদ্রোণাদয়শ্চৈব ববন্ধুর্যুধি নির্জ্জিতম্ ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা যাদবাঃ সর্ব্বে ক্রোধং দুর্য্যোধনাদিষু।
মুনয়ঃ প্রতিচক্রুশ্চ তান্ বিহন্তুং মহোদ্যমম্ ॥ ৬
তান্নিবার্য্য বলঃ প্রাহ মদলোলাকুলাক্ষরম্।
মোক্ষ্যন্তি তে মদ্বচনাদ্যাস্যাম্যেকো হি কৌরবান্
বলদেবস্ততো গত্বা নগরং নাগসাহ্বয়ম্।
বাহ্যোপবনমধ্যেঽভূন্ন বিবেশ চ তৎপুরম্ ॥ ৮
বলমাগতমাজ্ঞায় তদা দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
গামর্ঘ্যমুদকং চৈব রামায় প্রত্যবেদয়ন্।
গৃহীত্বা বিধিবৎসর্ব্বং ততস্তানাহ কৌরবান্ ॥ ৯

বলদেব উবাচ।

আজ্ঞাপয়ত্যুগ্রসেনঃ সাম্বমাশু বিমুঞ্চত ॥ ১০

ব্যাস উবাচ।

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো দ্বিজাঃ।

সমস্ত গৃহপ্রাকার-তোরণাদিতে জ্বালা পরিবৃত করিয়া সম্পূর্ণরূপে দাহ করিল। চক্রের পক্ষে সেই তুচ্ছ কার্য্য সাধিত হইলেও চক্রের ক্রোধ নিবৃত্তি না হওয়ায় তাহার দাহস্পৃহা নিবৃত্তি হইল না; সুতরাং সে দীপ্তি পাইতে পাইতেই বিষ্ণুকরে প্রত্যাগত হইল। ২৮—৪৪।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৭।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে মুনে! পুনরায় ধীমান্ বলভদ্রের শৌর্য্য পরাক্রম শুনিতে ইচ্ছা করি; তাহা আমাদিগের নিকট বিস্তাররূপে বলুন। এ বিষয়ে যমুনা-কর্ষণাদি শুনিয়াছি; হে মহাভাগ! বলদেব আর যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ! সেই অনন্ত অপ্রমেয় ধরণীধর শেষরূপী রাম আরও যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। জাম্ববতীসুত বীর সাম্ব, দুর্য্যোধনের তনয়াকে স্বয়ম্বর স্থলে দর্শন করত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তাহাতে মহাবীর্য্য কর্ণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণাদি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। হে মুনিগণ! তাহা শুনিয়া যাদবেরা সকলে দুর্য্যোধনাদির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে হননার্থ মহা উদ্যম করিলেন। বলরাম তাঁহাদিগকে নিবারণপূর্ব্বক মদ-লোলাকুল-বচনে বলিলেন,—"আমি একাকী যাইব; কৌরবেরা আমার বাক্যানুসারেই সাম্বকে মোচন করিয়া দিবে।" পরে বলদেব হস্তিনাপুরে যাইয়া বাহিরের উপবন মধ্যে অবস্থান করিলেন; পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। তখন দুর্য্যোধনাদি কুরুগণ বলরামের আগমন সংবাদ জানিয়া গো, অর্ঘ্য ও উদক পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সেই সকল যথাযোগ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন,—"উগ্রসেন আজ্ঞা করিতেছেন,—অবিলম্বে সাম্বকে মোচন কর।"

কর্ণদুর্য্যোধনাদ্যাশ্চ চুক্রুধুর্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১
উচুশ্চ কুপিতাঃ সর্ব্বে বাহ্লিকাদ্যাশ্চ ভূমিপাঃ
অরাজার্হং যদোর্ব্বংশমবেক্ষ্য মুষলায়ুধম্ ॥১২

কৌরবা উচুঃ ।

ভো ভোঃ কিমেতদ্ভবতা বলভদ্রেরিতং বচঃ ।
আজ্ঞাং কুরুকুলোত্থানাং যাদবঃ কঃ প্রদাস্যতি
উগ্রসেনোঽপি যদ্যাজ্ঞাংকৌরবাণাং প্রদাস্যতি
তদলং পাণ্ডুরৈশ্ছত্রৈর্নৃপযোগ্যৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥
তদ্গচ্ছ বলভদ্র ত্বং সাম্বমন্যায়চেষ্টিতম্ ।
বিমোক্ষ্যামো ন ভবতো নোগ্রসেনস্য শাসনাৎ
প্রণতির্যা কৃতাস্মাকং মান্যানাং কুকুরান্ধকৈঃ ।
ন নাম সা কৃতা কেয়মাজ্ঞা স্বামিনি ভৃত্যতঃ ॥২৬
গর্ব্বমারোপিতা যূয়ং সমানাসনভোজনৈঃ ।
কো দোষো ভবতাং নীতির্যৎ প্রীত্যাস্মদুপে-
ক্ষিতা ॥ ১৭

অস্মাভিরর্ঘ্যো ভবতাং যোঽয়ং বল নিবেদিতঃ
প্রেম্ণৈব ন তদস্মাকং কুলাদ্যুষ্মৎকুলোচিতম্

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা কুরবঃ সর্ব্বে নামুঞ্চন্ত হরেঃ সুতম্ ।
কৃতৈকনিশ্চয়াঃ সর্ব্বে বিবিশুর্গজসাহ্বয়ম্ ॥১৯
মত্তঃ কোপেন চাঘূর্ণং ততোঽধিক্ষেপজন্মনা ।
উত্থায় পার্ষ্ণ্যা বসুধাং জঘান স হলায়ুধঃ ॥২০
ততো বিদারিতা পৃথ্বী পার্ষ্ণিঘাতান্মহাত্মনঃ ।
আস্ফোটয়ামাস তদা দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥২১
উবাচ চাতিতাম্রাক্ষো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ ॥ ২১

বলদেব উবাচ ।

অহো মহাবলেপোঽয়মসারাণাং দুরাত্মনাম্ ।
কৌরবাণামাধিপত্যমস্মাকং কিল কালজম্ ॥ ২২
উগ্রসেনস্য যে নাজ্ঞাং মন্যন্তে চাপ্যলঙ্ঘনাম্ ।
আজ্ঞাং প্রতীচ্ছদ্ধর্ম্মেণ সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ ॥
সদাধ্যাস্তে সুধর্ম্মাং তামুগ্রসেনঃ শচীপতেঃ ।

১—১০। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ। সেই কথা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুপিত হইলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ। বাহ্লীকাদি ভূপতিগণও অরাজ্যার্হ যদু-বংশের এই রাজোচিত আদেশে ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন কৌরবগণ সেই মুষলায়ুধকে কহিলেন,—ওহে বলভদ্র। তুমি এ কি কথা কহিলে? কুরুকুলোদ্ভবদিগের প্রতি কোন্ যাদব আজ্ঞা প্রদান করিবে? উগ্রসেনও যদি কৌরবদিগকে আজ্ঞা করিতে পারে, তাহা হইলে নৃপযোগ্য অলঙ্কারে ও পাণ্ডুর ছত্রে প্রয়োজন কি? অতএব বলভদ্র। তুমি যাও, অন্যায়াচারী সাম্বকে তোমার কথায় ছাড়িয়া দিব না, আর উগ্র-সেনের আদেশও আমরা মান্য করিব না। আমরা সম্মানার্হ, কুকুরান্ধকেরা আমা-দিগকেই প্রণতি করিত, এখন দেখিতেছি উহা মিথ্যা; স্বামীর প্রতি ভৃত্যদিগের ন্যায় এ আজ্ঞা কিরূপ? সমান ভোজন উপবেশ-নাদি হেতু তোমরা গর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছ, তা তোমাদের দোষ কি? যেহেতু আমরাই নীতি উপেক্ষা করিতেছি। হে বলদেব। তুমি আমাদিগেরও পূজনীয় এই যে কথা বলিলে, উহা প্রীতিনিমিত্তই জানিবে। কিন্তু আমাদের কুল হইতে তোমাদের কুলে পূজা প্রয়োগ উচিত নহে।১৩—১৮। ব্যাস বলি-লেন, কুরুগণ এই বলিয়া হরিপুত্রকে পরি-ত্যাগ করিল না। সকলেই ঐকমত্য অনু-সারে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই হলায়ুধ অধিক্ষেপ হেতু কোপে মত্ত হইয়া উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পার্ষ্ণি দ্বারা বসুধাতলে আঘাত করিলেন। সেই মহাত্মার পার্ষ্ণি আঘাতে পৃথ্বী বিদারিতা হইল। তিনি এমন আস্ফোটন করিলেন যে, দিক্ সকল পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভ্রুকুটী-কুটিলাননে আতাম্রনয়নে বলিতে লাগি-লেন,—অহো। আমাদের প্রতি অসার দুরাত্মা কৌরবদিগের যে অধিক্ষেপ, ইহা নিশ্চয়ই কালপ্রভাব-জনিত। যাঁহার আজ্ঞা ধর্ম্ম সহ শচীপতিও প্রতিপালনে উৎসুক, সেই উগ্রসেনের অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা ইহারা মানে না। উগ্রসেন শচী-পতির সুধর্ম্মা-সভায় সতত উপবেশন

ধিঙ্মনুষ্যশতোচ্ছিষ্টে তুষ্টিরেষাং নৃপাসনে ॥ ২৪
পারিজাততরোঃ পুষ্পমঞ্জরীর্বনিতাজনঃ।
বিভর্ত্তি যস্য ভৃত্যানাং সোঽপ্যেষাং ন মহীপতিঃ ॥ ২৫
সমস্তভূভুজাং নাথ উগ্রসেনঃ স তিষ্ঠতু।
অদ্য নিষ্কৌরবামুর্ব্বীং কৃত্বা যাস্যামি তাং পুরীম্
কর্ণং দুর্য্যোধনং দ্রোণমদ্য ভীষ্মং সবাহ্লিকম্।
দুঃশাসনাদীন্ ভূরিঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ২৭
সোমদত্তং শলং ভীমমর্জ্জুনং সযুধিষ্ঠিরম্।
যমজৌ কৌরবাংশ্চান্যান্ হন্ত্বাংসাশ্বরথদ্বিপান্ ॥
বীরমাদায় তং সাম্বং সপত্নীকং ততঃ পুরীম্।
দ্বারকামুগ্রসেনাদীন্ গত্বা দ্রক্ষ্যামি বান্ধবান্ ॥
অথবা কৌরবাদীনাং সমস্তৈঃ কুরুভিঃ সহ।
ভারাবতরণে শীঘ্রং দেবরাজেন চোদিতঃ ॥ ৩০
ভাগীরথ্যাং ক্ষিপাম্যাশু নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ক্রোধরক্তাক্ষস্তালাঙ্কোঽধোমুখং হলম্
প্রাকারবপ্রে বিন্যস্য চকর্ষ মুষলায়ুধঃ ॥ ৩২
আঘূর্ণিতং তৎসহসা ততো বৈ হস্তিনাপুরম্।
দৃষ্ট্বা সংক্ষুব্ধহৃদয়াশ্চক্রুশুঃ সর্ব্বকৌরবাঃ ॥ ৩৩

কৌরবা ঊচুঃ।

রাম রাম মহাবাহো ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতাং ত্বয়া।
উপসংহ্রিয়তাং কোপঃ প্রসীদ মুষলায়ুধ ॥ ৩৪
এষ সাম্বঃ সপত্নীকস্তব নির্য্যাতিতো বল।
অবিজ্ঞাতপ্রভাবাণাং ক্ষম্যতামপরাধিনাম্ ॥ ৩৫

ব্যাস উবাচ।

ততো নির্য্যাতয়ামাসুঃ সাম্বং পত্ন্যা সমন্বিতম্।
নিষ্ক্রম্য স্বপুরীং তূর্ণং কৌরবা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৬
ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং প্রণম্য বদতাং প্রিয়ম্।
ক্ষান্তমেব ময়েত্যাহ বলো বলবতাংবরঃ ॥ ৩৭
অদ্যাপ্যাঘূর্ণিতাকারং লক্ষ্যতে তৎপুরং দ্বিজাঃ
এষ প্রভাবো রামস্য বলশৌর্য্যবতো দ্বিজাঃ ॥

করেন। এই কৌরবেরা মনুশতোচ্ছিষ্ট নৃপাসনে সন্তুষ্ট; ইহাদিগকে ধিক্। যাঁহার ভৃত্যজনেরাও পারিজাততরুর পুষ্পমঞ্জরী ও উত্তম বনিতা জনে উপসেবিত হইয়া থাকে, হায়! তিনিও ইহাদিগের চক্ষে মহীপতি নহেন। সর্ব্বভূপতিনাথ উগ্র-সেনের কথা কি, আমিই অদ্য পৃথিবীকে নিষ্কৌরবা করিয়া নিজপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইব। অদ্য কর্ণ, দুর্য্যোধন, দ্রোণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দুঃশাসন, ভূরি, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, শল, ভীম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, যমজ নকুল সহদেব প্রভৃতিকে ও তাহাদিগের অন্যান্য পারিষদ-বর্গকে বাজিরথকুঞ্জর সহ হত্যা করিব। পরে বীর শাম্বকে পত্নীসহ লইয়া নিজ পুরী দ্বারকাতে যাইয়া উগ্রসেনাদি বান্ধবগণকে দেখাইব। অথবা দেবরাজের প্রার্থনা অনুসারে শীঘ্র ভারাবতরণ জন্য কুরুগণ-সহ কৌরবদিগের সমস্ত পরিজন-সমন্বিত এই হস্তিনানগরকে সত্বর ভাগীরথী জলে নিক্ষেপ করিব। ২৪—৩১। ব্যাস বলি-লেন,—তালধ্বজ মুষলায়ুধ ক্রোধরক্ত-নেত্রে এই বলিয়া অধোমুখ হল গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রাকারে বিন্যাস করত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই হস্তিনা-পুরী আঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। তখন সর্ব্ব কৌরবগণ সংক্ষুব্ধ-হৃদয়ে পরস্পর কল-রব করিতে লাগিল এবং বলরামের নিকটে আসিয়া বলিল,—হে রাম। রাম! মহাবাহো! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। হে মুষলায়ুধ! কোপ উপসংহার কর; প্রসন্ন হও। হে বলদেব! এই তোমার শাম্বকে পত্নীসহ প্রদান করিতেছি, আমরা তোমার প্রভাব জানি না, সুতরাং অপরাধী, আমাদিগকে ক্ষমা কর। ব্যাস বলিলেন,—মুনিসত্তম-গণ! কৌরবেরা নিজ পুরী হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইয়া এইরূপ বলিয়া অবিলম্বে পত্নী-সমন্বিত শাম্বকে প্রদান করিলেন। তখন বলবান্‌দিগের প্রধান বলদেব প্রিয়োক্তিকারী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাদিকে প্রণামপূর্ব্বক 'আমি ক্ষমা করিলাম' এই কথা বলিলেন। হে দ্বিজগণ! অদ্যাপি সেই হস্তিনাপুরী আঘূর্ণিতা-কার লক্ষিত হয়। হে দ্বিজগণ! বল-শৌর্য্য-

ততস্ত কৌরবাঃ সাম্বং সম্পূজ্য হলিনা সহ ।
প্রেষয়ামাসুরুদ্বাহধনভার্য্যাসমন্বিতম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বলদেবমাহাত্ম্যনিরূপণমষ্টাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে বলস্য বলশালিনঃ ।
কৃতং যদন্যদেবাভূত্তদপি শ্রূয়তাং দ্বিজাঃ ॥ ১
নরকস্যাসুরেন্দ্রস্য দেবপক্ষবিরোধিনঃ ।
সখাভবন্মহাবীর্য্যো দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥ ২
বৈরানুবন্ধং বলবান্ স চকার সুরান্ প্রতি ॥৩

দ্বিবিদ উবাচ ।

নরকং হতবান্ কৃষ্ণো বলদর্পসমন্বিতঃ ।
করিষ্যে সর্ব্বদেবানাং তস্মাদেষ প্রতিক্রিয়াম্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যজ্ঞবিধ্বংসনং কুর্ব্বন্ মর্ত্ত্যলোকক্ষয়ং তথা ।
ততো বিধ্বংসয়ামাস যজ্ঞানজ্ঞানমোহিতঃ ॥ ৫
বিভেদ সাধুমর্য্যাদাং ক্ষয়ঞ্চক্রে চ দেহিনাম্ ।
দদাহ চপলো দেশং পুরগ্রামান্তরাণি চ ॥ ৬
কচিচ্চ পর্ব্বতক্ষেপাদ্গ্রামাদীন্ সমচূর্ণয়ৎ ।
শৈলানুৎপাট্য তোয়েষু মুমোচাম্বুনিধৌ তথা ॥৭
পুনশ্চার্ণবমধ্যস্থঃ ক্ষোভয়ামাস সাগরম্ ।
তেনাতিক্ষোভিতশ্চাব্ধিরুদ্বেলো জায়তে দ্বিজাঃ
প্লাবয়ংস্তীরজান্ গ্রামান্ পুরাদীনতিবেগবান্ ॥৮
কামরূপং মহারূপং কৃত্বা শস্যান্যনেকশঃ ।
লুঠন্ ভ্রমণসম্মর্দৈঃ সঞ্চূর্ণয়তি বানরঃ ॥ ৯
তেন বিপ্রকৃতং সর্ব্বং জগদেতদ্দুরাত্মনা ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং দ্বিজাশ্চাসীৎ সুদুঃখিতাঃ ॥
কদাচিদ্রৈবতোদ্যানে পপৌ পানং হলায়ুধঃ ।
রেবতী চ মহাভাগা তথৈবান্যা বরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১১
উদ্গীয়মানো বিলসল্ললনামৌলিমধ্যগঃ ।

শালী বলরামের এমনি প্রভাব বটে। তার পর কৌরবেরা বিবাহযৌতুক ও পত্নীসহ শাম্বকে সৎকার করিয়া সেই হলধারীর সহিত প্রেরণ করিলেন। ৩২—৩৯।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৮।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! বলশালী বলদেব আরও যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি, শুনুন। সুরপক্ষবিরোধী অসুরেন্দ্র নরকের দ্বিবিদনামে এক মহাবীর্য্য বানর সখা ছিল। সেই বলবান্ বানর সুরগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিত। সে মনে মনে ভাবিল যে, বল-দর্প-সমন্বিত কৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়াছে, অতএব সর্ব্ব দেবগণের উপর আমি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। ঐ চপল বানর এইরূপ চিন্তা করিয়া অজ্ঞান-মোহবশতঃ মর্ত্ত্যলোকে যজ্ঞ বিধ্বংসন ও জনগণের ক্ষয়সাধন করিতে লাগিল। সে সাধুমর্য্যাদা লঙ্ঘন-পূর্ব্বক দেশপুর-গ্রামাদি দাহ করত দেহী-দিগের বিনাশে নিরত হইল। সে কোথাও পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া গ্রাম সকল চূর্ণ করিতে লাগিল; শৈল সকল উৎপাটন করিয়া জলাশয়সমূহে, ও জলনিধি মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কখনও বা অর্ণব মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সাগরকে সংক্ষো-ভিত করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! তৎ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে ক্ষোভিত বারিধি উদ্বেল হইয়া তীরস্থ গ্রাম-পুরাদি অতি-বেগে প্লাবিত করিতে লাগিল। সেই কামরূপ বানর বিশালবপুঃ ধারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত নানাবিধ শস্য সম্মর্দ্দিত, লুণ্ঠিত ও চূর্ণিত করিতে লাগিল। সেই দুরাত্মা কর্ত্তৃক এইরূপে বিপ্রকৃত হইয়া সর্ব্ব জগৎ স্বাধ্যায়-বষট্কার-হীন হইয়া পড়িল। ১—১০। তাহাতে দ্বিজগণ অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। হে মহাভাগগণ! একদা হলায়ুধ রেবতী সহ অন্যান্য বরস্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া রৈবত

রেমে যদুবরশ্রেষ্ঠঃ কুবের ইব মন্দরে ॥ ১২
ততঃ স বানরোঽভ্যেত্য গৃহীত্বা সীরিণো হলম্।
মুষলঞ্চ চকারাস্য সম্মুখঃ স বিড়ম্বনাম্॥ ১৩
তথৈব যোষিতাং তাসাং জহাসাভিমুখং কপিঃ।
পানপূর্ণাংশ্চ করকাংশ্চিক্ষেপাহত্য বৈ পদা॥ ১৪
ততঃ কোপপরীতাত্মা ভৎর্সয়ামাস তং বলঃ।
তথাপি তমবজ্ঞায় চক্রে কিলকিলাধ্বনিম্॥ ১৫
ততঃ সমুত্থায় বলো জগৃহে মুষলং রুষা।
সোঽপি শৈলশিলাং ভীমাং জগ্রাহ প্লবগোত্তমঃ
চিক্ষেপ চ স তাং ক্ষিপ্তাং মুশলেন সহস্রধা।
বিভেদ যাদবশ্রেষ্ঠঃ সা পপাত মহীতলে॥ ১৭
অপতন্মুষলং চাসৌ সমুল্লঙ্ঘ্য প্লবঙ্গমঃ।
বেগেনায়ম্য রোষেণ বলেনোরস্যতাড়য়ৎ॥ ১৮
ততো বলেন কোপেন মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি তাড়িতঃ।
পপাত রুধিরোদ্গারী দ্বিবিদঃ ক্ষীণজীবিতঃ।
পততা তচ্ছরীরেণ গিরেঃ শৃঙ্গমশীর্য্যত॥ ২০
মুনয়ঃ শতধা বজ্রিবজ্রেণেব হি তাড়িতম্॥ ২০
পুষ্পবৃষ্টিং ততো দেবা রামস্যোপরি চিক্ষিপুঃ॥
প্রশশংসুস্তদাভ্যেত্য সাধ্বেতত্তে মহৎকৃতম্॥
অনেন দুষ্টকপিনা দৈত্যপক্ষোপকারিণা।
জগন্নিরাকৃতং বীর দিষ্ট্যা স ক্ষয়মাগতঃ॥ ২২
ব্যাস উবাচ।
এবংবিধান্যনেকানি বলদেবস্য ধীমতঃ।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়ানি শেষস্য ধরণীভৃতঃ॥ ২৩
ইতি শ্রীব্রাহ্মে দ্বিবিদবানরবধবর্ণনং নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৯॥

পর্ব্বতোদ্যানে পানে প্রবৃত্ত হন। বিলাসশালিনী ললনাগণের মধ্যস্থ সেই যদুবরশ্রেষ্ঠ গান করিতে করিতে মন্দর পর্ব্বতস্থ কুবেরবৎ বিহার করিতেছিলেন; সেই বানর সেই সময়ে আসিয়া সীরপাণির হল ও মুষল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে পরিচালন করত তদীয় বিরক্তি উৎপাদন করিল। সেই কপি সেই সকল রমণীগণের অভিমুখে হাস্য করিতে লাগিল, পানপূর্ণ পাত্র সকল পদাঘাতে ফেলিয়া দিতে লাগিল। তাহার এইরূপ আচরণে বলদেব কোপপূরিতচিত্তে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সে তাহাতে তাঁহাকে অবজ্ঞা করত কিলকিলাধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন বলদেব রোষবশে উত্থিত হইয়া মুষল গ্রহণ করিলেন। সেই প্লবগোত্তমও ভীম শৈলশিলা ধারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। যাদবশ্রেষ্ঠ মুষলাঘাতে সেই শিলাকে সহস্রধা বিভক্ত করিলে উহা মহীতলে পতিত হইল। সেই প্লবঙ্গম মুষলোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সবেগে নিকটবর্ত্তী হইয়া রোষবশে বলদেবের উরুস্থলে তাড়না করিল। বলদেব তখন সকোপে তদীয় মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিলেন। সেই দ্বিবিদ তাহাতে রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে ক্ষীণজীবন হইয়া পতিত হইল। হে মুনিগণ! তাহার শরীরপতনে তত্রত্য গিরিশৃঙ্গ বজ্রি-বজ্র-তাড়িতবৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন দেবগণ রামের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রশংসাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, আপনি অতি সাধু কার্য্য করিয়াছেন। ঐ দুষ্ট বানর দৈত্যপক্ষের উপকারী হইয়া জগতের অনিষ্ট সাধন করিত; এক্ষণে যে এ বানর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অতি সুখের বিষয়। ব্যাস বলিলেন,—শেষ ধরণীধর শ্রীমান্ বলদেবের এইরূপ অপরিমেয় অনেক কার্য্য আছে।১১—২৩।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৯॥

দশ বিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ।

এবং দৈত্যবধং কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।
চক্রে দুষ্টক্ষিতীশানাং তথৈব জগতঃ কৃতে॥১
ক্ষিতেশ্চ ভারং ভগবান্ ফাল্গুনেন সমং বিভুঃ
অবতারয়ামাস হরিঃ সমস্তাক্ষৌহিণীবধাৎ॥ ২
কৃত্বা ভারাবতরণং ভুবো হত্বাখিলান্নৃপান।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণামুপসংহৃতবান কুলম্॥৩
উৎসৃজ্য দ্বারকাং কৃষ্ণস্ত্যক্ত্বা মানুষ্যমাত্মভূঃ।
স্বাংশো বিষ্ণুময়ং স্থানং প্রবিবেশ পুনর্নিজম্॥

মুনয় উচুঃ।

স বিপ্রশাপব্যাজেন সঞ্জহ্রে স্বকুলং কথম্।
কথঞ্চ মানুষং দেহমুৎসসর্জ্জ জনার্দ্দনঃ॥ ৫

ব্যাস উবাচ।

বিশ্বামিত্রস্তথা কণ্বো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দৃষ্টা যদুকুমারকৈঃ॥ ৬
ততস্তে যৌবনোন্মত্তা ভাবিকার্য্যপ্রচোদিতাঃ।
সাম্বং জাম্ববতীপুত্রং ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা।
প্রসৃতাস্তানুনীনূচুঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ৭

কুমারা উচুঃ।

ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামা তু প্রভো কিং জনয়িষ্যতি॥

ব্যাস উবাচ।

দব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে বিপ্রলব্ধা কুমারকৈঃ।
শাপং দদুস্তদা বিপ্রাস্তেষাং নাশায় সুব্রতাঃ॥৯
মুনয়ঃ কুপিতাঃ প্রোচুর্মুষলং জনয়িষ্যতি।
যেনাখিলকুলোৎসাদো যাদবানাং ভবিষ্যতি॥
ইত্যুক্তাস্তৈঃ কুমারাস্ত আচচক্ষুর্যথাতথম্।
উগ্রসেনায় মুষলং জজ্ঞে সাম্বস্য চোদরাৎ॥১১
তদুগ্রসেনো মুষলময়শ্চূর্ণমকারয়ৎ।
জজ্ঞে তচ্চেরকা চূর্ণং প্রক্ষিপ্তং বৈ মহোদধৌ॥
মুষলস্যাথ লৌহস্য চূর্ণিতস্যান্ধকৈর্দ্বিজাঃ।
খণ্ডং চূর্ণয়িতুং শেকুর্নৈব তে তোমরাকৃতি॥ ১৩
তদপ্যম্বুনিধৌ ক্ষিপ্তং মৎস্যো জগ্রাহ জালিভিঃ

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—জগতের হিতসাধন নিমিত্ত কৃষ্ণ, বলদেবের সহায়ে এইরূপে দৈত্যগণের ও দুষ্ট রাজগণের বধ সাধন করিয়াছিলেন। বিভু ভগবান, অর্জ্জুনের সহযোগে সমস্ত কৌরবাক্ষৌহিণী নিপাত করিয়া পৃথিবীর ভারাতরণ করেন। তিনি সমস্ত নৃপগণকে হত্যা করিয়া ভূমির ভারাবতরণপূর্ব্বক বিপ্র-শাপ চ্ছলে নিজ কুলের উপসংহার করেন। আত্মভূ কৃষ্ণ তাহার পর দ্বারকা পরিত্যাগ করত মনুষ্যদেহ পরিহার করিয়া বিষ্ণুময় স্বীয় অংশে পুনরায় নিজস্থানে প্রবেশ করিন। মুনিগণ বলিলেন,—সেই জনার্দ্দন কি প্রকারে বিপ্রশাপচ্ছলে নিজ কুলের সংহার করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা মানুষ দেহ সমুৎসর্জ্জন করিলেন? ব্যাস বলিলেন,—একদা পিণ্ডারক মহাতীর্থে বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও মহামুনি নারদকে দেখিয়া যৌবনোন্মত্ত যদুকুমারেরা ভাবী কার্য্য দ্বারা প্রেরিত হইয়া জাম্ববতীসুত শাম্বকে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভূষিত করিয়া তাঁহাদের নিকট গমনপূর্ব্বক প্রণিপাতপুরঃসর বলিল,—হে প্রভুগণ! এই কামিনী পুত্রকামা, ইনি কি প্রসব করিবেন? ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ! সেই দিব্য-জ্ঞানোপপন্ন সুব্রত মুনিগণ কুমারগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া তাহাদিগকে তখন শাপ প্রদান করিলেন। তাঁহারা কুপিত হইয়া বলিলেন যে,—এই কামিনী মুষল প্রসব করিবে, তাহা দ্বারা যাদবদিগের অখিল কুল উৎসাদিত হইবে।১—১০। কুমারগণ এইরূপ উক্ত হইয়া উগ্রসেনের সমীপে গিয়া যথাযথ বর্ণন করিল। যথাকালে শাম্বের উদর হইতেও একটী মুষল উৎপন্ন হইল। উগ্রসেন সেই লৌহ মুষলটী চূর্ণ করাইয়া মহাসাগরে প্রক্ষেপ করাইলেন। সেই চূর্ণ সাগরতীরে এরকাকারে জন্মিল। হে দ্বিজগণ! সেই লৌহ-মুষল চূর্ণিত করিলেও উহার যে তোমরাকৃতি অল্প অবশেষ

ঘাতিতস্তোদরাত্তস্য লুব্ধো জগ্রাহ তজ্জরা ॥১৪
বিজ্ঞাতপরমার্থোঽপি ভগবান্মধুসূদনঃ।
নৈচ্ছত্তদন্যথা কর্ত্তুং বিধিনা যৎসমাহৃতম্ ॥ ১৫
দেবৈশ্চ প্রহিতো দূতঃ প্রণিপত্যাহ কেশবম্।
রহস্যেবমহং দূতঃ প্রহিতো ভগবন্ সুরৈঃ ॥১৬
বস্বশ্বিমরুদাদিত্যরুদ্রসাধ্যাদিভিঃ সহ।
বিজ্ঞাপয়তি বঃ শক্রস্তদিদং শ্রূয়তাং প্রভো ॥

দেবা ঊচুঃ।

ভারাবতরণার্থায় বর্ষাণামধিকং শতম্।
ভগবানবতীর্ণোঽত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসাদিতঃ ॥ ১৮
দুর্বৃত্তা নিহতা দৈত্যা ভুবো ভারোঽবতারিতঃ।
ত্বয়া সনাথাস্ত্রিদশা ব্রজন্তু ত্রিদিবেশতাম্ ॥ ১৯
তদতীতং জগন্নাথ বর্ষাণামধিকং শতম্।
ইদানীং গম্যতাং স্বর্গো ভবতা যদি রোচতে ॥
দেবৈর্বিজ্ঞাপিতো দেবোঽপ্যথাত্রৈব রতিস্তব।
তৎ স্থীয়তাং যথাকালমাখ্যেয়মনুজীবিভিঃ ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ।

যত্ত্বমাথাখিলং দূত বেদ্মি চৈতদহং পুনঃ।
প্রারব্ধ এব হি ময়া যাদবানামপি ক্ষয়ঃ ॥ ২২
ভুবো নামাতিভারোঽয়ং যাদবৈরনিবর্হিতৈঃ।
অবতারং করোম্যস্য সপ্তরাত্রেণ সত্বরঃ ॥ ২৩
যথাগৃহীতং চাম্ভোধৌ হৃত্বাহং দ্বারকাং পুনঃ।
যাদবানুপসংহৃত্য যাস্যামি ত্রিদশালয়ম্ ॥ ২৪
মনুষ্যদেহমুৎসৃজ্য সঙ্কর্ষণসহায়বান্।
প্রাপ্ত এবাস্মি মন্তব্যো দেবেন্দ্রেণ তথা সুরৈঃ
জরাসন্ধাদয়ো যেঽন্যে নিহতা ভারহেতবঃ।
ক্ষিতেস্তেভ্যঃ স ভারো হি যদূনাং সমধীয়ত ॥
তদেতৎ সুমহাভারমবতার্য্য ক্ষিতেরহম্।
যাস্যাম্যমরলোকস্য পালনায় ব্রবীহি তান্ ॥২৭

রহিল; অন্ধকগণ কোনরূপেই তাহাকে চূর্ণিত করিতে পারিল না। সুতরাং তাহা অম্বুনিধিমধ্যে নিক্ষেপ করিল। এক মৎস্য তাহা ভক্ষণ করিল। জালিকগণ সেই মৎস্য বিনষ্ট করিলে তাহার উদরগত লৌহখণ্ডকে জরানামক জনৈক লুব্ধক গ্রহণ করিল। ভগবান্ মধুসূদন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত থাকিলেও বিধাতা যাহা সঙ্ঘটন করিতেছেন, তাহার অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এদিকে একদা দেবগণ-প্রেরিত এক দূত আসিয়া নির্জ্জনে জনার্দ্দনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল,—হে ভগবন্! আমি সুরগণপ্রেরিত দূত। বসু, অশ্বি, মরুৎ, আদিত্য, রুদ্র, সাধ্যাদিসহ শক্র আমার মুখে আপনাকে যাহা জানাইয়াছেন, হে প্রভো! ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক সম্প্রসাদিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। দেবগণ বলিয়া দিয়াছেন যে, ভূমির ভারাবতারণার্থ এখানে শতাধিক বর্ষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাকর্ত্তৃক দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যগণ নিহত, ধরণীর ভার অবতারিত ও ত্রিদশগণ সনাথ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা স্বর্গৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হউন। হে জগন্নাথ! এখানে শতাধিক বর্ষ অতীত হইল; অতএব যদি আপনার রুচি হয়, তবে স্বর্গে গমন করুন। দেবগণের এই বিজ্ঞাপন শুনিলেন; তথাপি যদি আপনার এই ভূতলে রতি থাকে, তাহা হইলে থাকুন; যথাকালে অনুজীবীদিগকে বলিবেন।১১—২১। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দূত! তুমি যাহা বলিলে, ইহা আমিও জানি। তদনুসারে আমি যাদবদিগেরও ক্ষয়-সাধনের উদ্‌যোগ করিয়াছি। এই অনিবার্য্য যাদবগণই ধরণীর অতি ভারভূত, আমি ত্বরা সহকারে সপ্ত রাত্রেই ইহা অবতারিত করিব। যাদবগণের সংহার করিয়া দ্বারকা পুরীকেও যথাগৃহীত বারিধি জলে প্লাবিত করাইয়া পুনরায় ত্রিদশালয়ে যাইব। দেবেন্দ্র ও সুরগণ মনে করুন—আমি যেন মনুষ্য দেহ পরিহারপূর্ব্বক সঙ্কর্ষণ সহায়ে তথায় উপস্থিতই হইয়াছি। জরাসন্ধ প্রভৃতি ভারভূত আরও যাহারা যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষাও এই যাদবেরাই ক্ষিতির সমধিক ভার। ধরণীর এই সুমহান্ ভার অবতারণ করিয়া অমর-

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন দেবদূতঃ প্রণম্য তম্‌।
দ্বিজাঃ স দিব্যয়া গত্যা দেবরাজান্তিকং যযৌ
ভগবানপ্যথোৎপাতান্‌ দিব্যান্‌ ভৌমান্তরিক্ষগান্‌।
দদর্শ দ্বারকাপুর্য্যাং বিনাশায় দিবানিশম্‌ ॥২৯
তান্‌ দৃষ্ট্বা যাদবানাহ পশ্যধ্বমতিদারুণান্‌।
মহোৎপাতান্‌ শমায়ৈষাং প্রভাসং যাম মা চিরম্‌

ব্যাস উবাচ।

মহাভাগবতঃ প্রাহ প্রণিপত্যোদ্ধবো হরিম্‌ ॥৩১

উদ্ধব উবাচ।

ভগবন্‌ যন্ময়া কার্য্যং তদাজ্ঞাপয় সাম্প্রতম্‌।
মন্যে কুলমিদং সর্ব্বং ভগবান্‌ সংহরিষ্যতি।
নাশায়াস্য নিমিত্তানি কুলস্যাচ্যুত লক্ষয়ে ॥৩২

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছ ত্বং দিব্যয়া গত্যা মৎপ্রসাদসমুত্থয়া।
বদরীমাশ্রমং পুণ্যং গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ৩৩
নরনারায়ণস্থানে পবিত্রিতমহীতলে।
মন্মনা মৎপ্রসাদেন তত্র সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৩৪
অহং স্বর্গং গমিষ্যামি উপসংহৃত্য বৈ কুলম্‌।
দ্বারকাঞ্চ ময়া ত্যক্তাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥৩৫

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যৈনং জগাম স তদোদ্ধবঃ।
নরনারায়ণস্থানং কেশবেনানুমোদিতম্‌ ॥ ৩৬
ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে রথানারুহ্য শীঘ্রগান্‌।
প্রভাসং প্রযযুঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণরামাদিভির্দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
প্রাপ্য প্রভাসং প্রয়তা প্রীতাস্তে কুকুরান্ধকাঃ।
চক্রুস্তত্র সুরাপানং বাসুদেবানুমোদিতাঃ ॥৩৮
পিবতাং তত্র বৈ তেষাং সঙ্ঘর্ষেণ পরস্পরম্‌।
যাদবানাং ততো জজ্ঞে কলহাগ্নিঃ ক্ষয়াবহঃ ॥৩৯
জঘ্নুঃ পরস্পরং তে তু শস্ত্রৈর্দৈববলাৎকৃতাঃ
ক্ষীণশস্ত্রাস্ত জগৃহুঃ প্রত্যাসন্নামথৈরকাম্‌ ॥ ৪০
এরকা তু গৃহীতা তৈর্বজ্রভূতেব লক্ষ্যতে।

লোকের পালনার্থ আমি প্রস্থান করিব। এই কথা তাঁহাদিগকে বলিও। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই দেবদূত প্রণতিপূর্ব্বক দিব্য গতিতে দেবরাজসমীপে প্রস্থান করিল। ২২—২৮। এদিকে ভগবানও দ্বারকা পুরীতে দিবানিশ বিনাশসূচক দিব্য ভৌম, ও আন্তরিক্ষ উৎপাত সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে যাদবদিগকে বলিলেন,—এই অতি দারুণ অশেষ মহোৎপাত দর্শন কর, ইহার প্রশমনার্থ আমরা প্রভাসে যাইব, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ব্যাস বলিলেন,—তখন মহাভাগবত উদ্ধব হরিকে প্রণতি করিয়া বলিল,—হে ভগবন্‌! সম্প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা উপদেশ করুন। আমার মনে হয়, ভগবান্‌ এই সমগ্র কুলের সংহার করিবেন। হে অচ্যুত! এই কুলের বিনাশহেতু লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,—আমার প্রসাদজনিত দিব্য গতি দ্বারা তুমি গন্ধমাদন পর্ব্বতে পুণ্য বদরিকাশ্রমে গমন কর। নরনারায়ণের নিবাসস্থান সেই অতি পবিত্র ক্ষেত্রে মন্মনা হইয়া মৎপ্রসাদে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আমি কুল উপসংহৃত করিয়া স্বর্গে যাইব। মৎপরিত্যক্ত দ্বারকা পুরীকেও সাগর প্লাবিত করিবে। ব্যাস বলিলেন,—সেই উদ্ধব এইরূপ উক্ত হইয়া তখন তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কেশবানুমোদিত নর নারায়ণ-স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে দ্বিজগণ! পরে যাদবেরা সকলে কৃষ্ণরামাদি সহ শীঘ্রগামী রথসমূহে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাসে প্রয়াণ করিলেন। ২৯—৩৭। সেই কুকুরান্ধকগণ প্রভাসে যাইয়া স্নানাদিপূর্ব্বক প্রযত হইল। পরে বাসুদেবের অনুমোদন-অনুসারে সুরাপান আরম্ভ করিল। সেই যাদবগণ সুরাপান করিতে থাকিলে, পরস্পর বিবাদহেতু তাহাদিগের ক্ষয়াবহ কলহাগ্নি উৎপন্ন হইল। তখন তাহারা দৈব প্রেরিত হইয়া শস্ত্রাস্ত্র পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্ষীণশস্ত্র হইয়া

তয়া পরস্পরং জঘ্নুঃ সম্প্রহারৈঃ সুদারুণৈঃ॥
প্রদ্যুম্নসাম্বপ্রমুখাঃ কৃতবর্ম্মাথ সাত্যকিঃ।
অনিরুদ্ধাদয়শ্চান্যে পৃথুর্বিপৃথুরেব চ॥ ৪২
চারুবর্ম্মা সুচারুশ্চ তথাক্রূরাদয়ো দ্বিজাঃ।
এরকারূপিভির্বজ্রৈস্তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্॥৪৩
নিবারয়ামাস হরির্যাদবাংস্তে চ কেশবম্।
সহায়ং মেনিরে প্রাপ্তং তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্
কৃষ্ণোঽপি কুপিতস্তেষামেরকামুষ্টিমাদদে।
বধায় তেষাং মুষলং মুষ্টিলোহমভূত্তদা॥ ৪৫
জঘান তেন নিঃশেষানাততায়ী স যাদবান্।
জঘ্নুশ্চ সহসাভ্যেত্য তথান্যে তু পরস্পরম্॥
ততশ্চার্ণবমধ্যেন জৈত্রোঽসৌ চক্রিণো রথঃ।
পশ্যতো দারুকস্যাশু হৃতোঽশ্বৈর্দ্বিজসত্তমাঃ॥৪৭
চক্রং গদা তথা শার্ঙ্গং তূণৌ শঙ্খোঽসিরেব চ
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা জগ্মুরাদিত্যবর্ত্মনা॥ ৪৮
ক্ষণমাত্রেণ বৈ তত্র যাদবানামভূৎ ক্ষয়ঃ।
ঋতে কৃষ্ণং মহাবাহুং দারুকঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ॥৪৯
চঙ্ক্রম্যমাণৌ তৌ রামং বৃক্ষমূলকৃতাসনম্।
দদৃশাতে মুখাচ্চাস্য নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্॥ ৫০
নিষ্ক্রম্য স মুখাত্তস্য মহাভোগো ভুজঙ্গমঃ।
প্রয়াতশ্চার্ণবং সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানস্তথোরগৈঃ॥ ৫১
তমর্ঘ্যমাদায় তদা জলধিঃ সম্মুখং যযৌ।
প্রাববেশ চ তত্তোয়ং পূজিতঃ পন্নগোত্তমৈঃ।
দৃষ্ট্বা বলস্য নির্য্যাণং দারুকং প্রাহ কেশবঃ॥৫২

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং সর্ব্বং ত্বমাচক্ষ্ব বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ।
নির্য্যাণং বলদেবস্য যাদবানাং তথা ক্ষয়ম্॥৫৩
যোগে স্থিত্বাহমপ্যেতৎপরিত্যক্ষ্যে কলেবরম্
বাচ্যশ্চ দ্বারকাবাসী জনঃ সর্ব্বস্তথাহুকঃ॥ ৫৪
যথেমাং নগরীং সর্ব্বাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি।
তস্মাদ্রথৈঃ সুসজ্জৈস্তু প্রতীক্ষ্যো হ্যর্জ্জুনাগমঃ
ন স্থেয়ং দ্বারকামধ্যে নিষ্ক্রান্তে তত্র পাণ্ডবে।

নিকটস্থ সেই এরকা সকল গ্রহণ করিল। তাহাদের পরিগৃহীত সেই এরকা সকল বজ্রবৎ লক্ষিত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা তাহারা সুদারুণ সম্প্রহার করিয়া পরস্পরের বধসাধন করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, কৃতবর্ম্মা, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ, পৃথু, বিপৃথু, চারুবর্ম্মা, সুচারু এবং অক্রূরাদি অন্যান্য সকলেই সেই এরকারূপী বজ্র দ্বারা পরস্পর হনন করিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া তাহাদিগের বধার্থ এরকামুষ্টি গ্রহণ করিলেন। উহা তাঁহার হস্তগত হইয়া লৌহ-মুষলাকারে পরিণত হইল। আততায়ী কৃষ্ণ তাহা দ্বারাই যাদবগণের হননসাধন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলেও ত্বরা সহকারে সেই এরকা দ্বারাই পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই সময়ে চক্রপাণির সেই জৈত্র রথ দারুকের সমক্ষেই অশ্বগণ কর্ত্তৃক সহসা অর্ণবমধ্যে অপহৃত হইল। শ্রীকৃষ্ণের চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, শঙ্খ ও অসি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশ-পথে অন্তর্হিত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই স্থলে ক্ষণকালমধ্যেই মহাবাহু কৃষ্ণ ও দারুক ব্যতীত সমস্ত যাদবগণের ক্ষয় হইল। ৩৮—৪৯।

তাঁহারা উভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে বলরামকে বৃক্ষমূলে আসন-বন্ধনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—উঁহার মুখ হইতে একটী মহোরগ নির্গত হইতেছে। সেই মহাভুজঙ্গম তাঁহার মুখ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক উরগ ও সিদ্ধগণে পূজ্যমান হইয়া অর্ণবমধ্যে যাইতে লাগিল। জলধি তখন অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই সর্প অন্যান্য পন্নগগণ দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া জলধিজলে প্রবেশ করিলেন। বলদেবের এই প্রকার নির্য্যাণ দর্শন করিয়া কেশব দারুককে বলিলেন,—বলদেবের নির্য্যাণ ও যাদবদিগের ক্ষয় এই সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি বসুদেব ও উগ্রসেনকে বলিও। আমিও যোগ দ্বারা এই কলেবর পরিহার করিব। আর দ্বারকাবাসী সমস্ত জনগণকে এবং আহুককে বলিও যে, ঐ সমগ্রা নগরীকে সমুদ্র প্লাবিত করিবে। অতএব সকলেই যেন সুসজ্জিত রথে

তেনৈব সহ গন্তব্যং যত্র যাতি স কৌরবঃ ॥৫৬
গত্বা চ ব্রূহি কৌন্তেয়মর্জ্জুনং বচনং মম ।
পালনীয়স্ত্বয়া শক্ত্যা জনোঽয়ং মৎপরিগ্রহঃ ॥৫৭
ইত্যর্জ্জুনেন সহিতো দ্বারবত্যাং ভবান্ জনম্ ।
গৃহীত্বা যাতু বজ্রশ্চ যদুরাজো ভবিষ্যতি ॥ ৫৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতে শ্রীকৃষ্ণনিজধাম-গমননিরূপণং দশাধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো দারুকঃ কৃষ্ণং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ।
প্রদক্ষিণঞ্চ বহুশঃ কৃত্বা প্রায়াদ্‌যথোদিতম্ ॥ ১
স চ গত্বা তথা চক্রে দ্বারকায়াং তথার্জ্জুনম্ ।
আনিনায় মহাবুদ্ধিং বজ্রং চক্রে তথা নৃপম্ ॥ ২
ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকং পরম্ ।
ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্ব্বভূতেষধারয়ৎ ॥ ৩
স মানয়ন্ দ্বিজবচো দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ ।
যোগযুক্তোঽভবৎপাদং কৃত্বা জানুনি সত্তমাঃ ৪
সম্প্রাপ্তো বৈ জরা নাম তদা তত্র স লুব্ধকঃ ।
মুষলশেষলোহস্থ সায়কং ধারয়ন্ পরম্ ॥ ৫
স তৎপাদং মৃগাকারং সমবেক্ষ্য ব্যবস্থিতঃ ।
ততো বিব্যাধ তেনৈব তোমরেণ দ্বিজোত্তমাঃ
গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্ব্বাহুধরং নরম্ ।
প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৭
অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া ।
ক্ষম্যতামাত্মপাপেন দগ্ধং মা দগ্ধ মর্হসি ॥ ৭

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তং ভগবানাহ নাস্তি তে ভয়মণ্বপি ।
গচ্ছ ত্বং মৎপ্রসাদেন লব্ধং স্বর্গেশ্বরাস্পদম্ ॥

আরোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করেন; সেই পাণ্ডব নিষ্ক্রান্ত হইলে, আর যেন দ্বারকা মধ্যে থাকেন না। সেই কৌরব যেখানে যান, সকলেরই তাঁহার সহিত যাওয়া কর্ত্তব্য। আর তুমি যাইয়া কৌন্তেয় অর্জ্জুনকে আমার এই বাক্য বলিও যে,—তুমি শক্তি অনুসারে আমার পরিজনবর্গকে পালন করিও। তুমি অর্জ্জুনকে এই বলিয়া তাঁহার সহিত দ্বারকায় যাইয়া বজ্রকে লইয়া যাইবে। বজ্রই যদুবংশের রাজা হইবে। ৫০—৫৮।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১০।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—দরুক এইরূপ উক্ত হইয়া কৃষ্ণকে বহুবার প্রদক্ষিণ ও পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রস্থান করিলেন। তিনি যাইয়া কৃষ্ণাদিষ্ট সমস্ত কার্য্য করিলেন—মহাবুদ্ধি অর্জ্জুনকে দ্বারকায় আনিলেন এবং বজ্রকে যদু-বংশের নৃপতি করিলেন। হে মুনিসত্তমগণ! ভগবান্ গোবিন্দও সর্ব্বভূতাত্মক আত্মাতে বাসুদেবাত্মক পর ব্রহ্মের সংযোগ করিয়া সমাধি অবলম্বন করিলেন। তিনি দ্বিজগণের শাপবাণীর সম্মাননা করত দুর্ব্বাসা যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে জানুতে পাদস্থাপনপূর্ব্বক যোগযুক্ত হই-লেন। সেই সময়ে জরা নামক ব্যাধ মুষলশেষ-লোহখণ্ড-নির্ম্মিত বাণ ধারণপূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ! সে ভগবানের পাদতল মৃগাকার দর্শনে উহা লক্ষ্য করিয়া সেই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে চতুর্ব্বাহুধর নরাকার দর্শনে প্রণি-পাতপূর্ব্বক 'প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।' এই কথা কহিয়া পুনরায় বলিল,—আমি হরিণ বোধে এই কার্য্য করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আত্ম-পাপে দগ্ধ, আমাকে আর দগ্ধ করিবেন না। ব্যাস বলিলেন,—পরে ভগবান্ তাহাকে বলিলেন,—তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি যাও, আমার প্রসাদে স্বর্গেশ্বর পদ প্রাপ্ত হইবে। ১—৯।

ব্যাস উবাচ।

বিমানমাগতং সন্তস্তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
আরুহ্য প্রযযৌ স্বর্গং লুব্ধকস্তৎপ্রসাদতঃ॥ ১০
গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি
ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে॥
অজন্মন্যজরেঽনাশিন্য প্রমেয়েঽখিলাত্মনি।
ত্যক্ত্বা স মানুষং দেহমবাপ ত্রিদশাং গতিম্॥১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে কৃষ্ণমানুষোৎসর্গকথনমেকা-
দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১১॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অর্জ্জুনোঽপি তদাম্বিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥ ১
অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্তু যাঃ।
উপগুহ্য হরের্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্॥ ২
রেবতী চৈব রামস্য দেহমাশ্লিষ্য সত্তমাঃ।
বিবেশ জ্বলিতং বহ্নিং তৎসঙ্গাহ্লাদশীতলম্॥৩
উগ্রসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা তথৈবানকদুন্দুভিঃ।
দেবকী রোহিণী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্॥ ৪
ততোঽর্জ্জুনঃ প্রেতকার্য্যং কৃত্বা তেষাং যথাবিধি
নিশ্চক্রাম জনং সর্ব্বং গৃহীত্বা বজ্রমেব চ॥ ৫
দ্বারবত্যা বিনিষ্ক্রান্তাঃ কৃষ্ণপত্ন্যঃ সহস্রশঃ।
বজ্রং জনঞ্চ কৌন্তেয়ঃ পালয়ন্ শনকৈর্যযৌ॥৬
সভা সুধর্ম্মা কৃষ্ণেন মর্ত্ত্যলোকে সমাহৃতা।
স্বর্গং জগাম ভো বিপ্রাঃ পারিজাতশ্চ পাদপঃ॥
যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্
তস্মিন্ দিনেঽবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল
প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ।
যদুশ্রেষ্ঠগৃহং ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ॥ ৯
নাতিক্রামতি ভো বিপ্রাস্তদদ্যাপি মহোদধিঃ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ॥১০

ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্ এইরূপ বলিতে থাকিলে, সেই স্থলে সদ্য এক বিমান উপস্থিত হইল। লুব্ধক ভগবানের প্রসাদে তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিল। সেই লুব্ধক প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ তখন ব্রহ্মভূত অব্যয়, অচিন্ত্য, অমল, অজন্ম, অজর, অবিনাশী, অপ্রমেয়, অখিলাত্মা আত্মাতে আত্মার সংযোগ করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈবী গতি প্রাপ্ত হইলেন। ১১—১২।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১১

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অর্জ্জুন তখন অন্বেষণপূর্ব্বক কৃষ্ণ, রাম ও অন্যান্য সকলের কলেবর সংগ্রহ করিয়া যথাক্রমে সংস্কার করাইলেন। পূর্ব্বে যে রুক্মিণীপ্রমুখ অষ্ট মহিষীর কথা বলিয়াছি, তাঁহারা কৃষ্ণের দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। হে সত্তমগণ! রেবতী রামের দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তৎসঙ্গবশত জ্বলিত বহ্নিতে সানন্দে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন, বসুদেব, দেবকী ও রোহিণী—ইহারা উক্ত বিবরণ শ্রবণে বহ্নিতে প্রবেশ করিলেন। পরে অর্জ্জুন তাঁহাদিগের প্রেতকার্য্য যথাবিধি সমাধানপূর্ব্বক দ্বারকাবাসী জনগণকে ও বজ্রকে লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৌন্তেয় দ্বারবতী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত জনগণ ও সহস্র সহস্র কৃষ্ণপত্নীকে রক্ষাপূর্ব্বক ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! কৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোকে যে সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত পাদপ আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তৎসমস্ত স্বর্গে গেল। হরি যেদিন মেদিনী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন, এই কালকায় কলি সেই দিনেই অবতীর্ণ হইল। মহোদধি সেই শূন্যা দ্বারকা নগরীকে প্লাবিত করিল। একমাত্র কৃষ্ণের গৃহ তৎকর্ত্তৃক প্লাবিত হইল না। হে বিপ্রগণ! মহোদধি অদ্যাপি সেই ভবন অতিক্রম করে না। কারণ, ভগবান্ কেশব নিত্যই সেখানে সন্নিহিত আছেন। সেই

তদতীব মহাপুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্।
বিষ্ণুক্রীড়ান্বিতং স্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎপ্রমুচ্যতে ॥
পার্থঃ পঞ্চনদে দেশে বহুধান্যধনান্বিতে।
চকার বাসং সর্ব্বস্য জনস্য মুনিসত্তমাঃ ॥ ১২
ততো লোভঃ সমভবৎপার্থেনৈকেন ধন্বিনা।
দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নীয়মানা দস্যূনাং নিহতেশ্বরাঃ ॥১৩
ততস্তে পাপকর্ম্মাণো লোভোপহতচেতসঃ।
আভীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যাত্যন্তদুর্ম্মদাঃ ॥ ১৪
আভীরা ঊচুঃ।
অয়মেকোঽর্জ্জুনো ধন্বী স্ত্রীজনং নিহতেশ্বরম্।
নয়ত্যস্মানতিক্রম্য ধিগেতৎক্রিয়তাং বলম্ ॥১৫
হত্বা গর্ব্বসমারূঢ়ো ভীষ্মদ্রোণজয়দ্রথান্।
কর্ণাদীংশ্চ ন জানাতি বলং গ্রামনিবাসিনাম্ ॥১৬
বলজ্যেষ্ঠান্নরানন্যান্ গ্রাম্যাংশ্চৈব বিশেষতঃ।
সর্ব্বানেবাবজানাতি কিং বো বহুভিরুত্তরৈঃ ॥১৭
ব্যাস উবাচ।
ততো যষ্টিপ্রহরণা দস্যবো লোষ্ট্রহারিণঃ।
সহস্রশোঽভ্যধাবন্ত তং জনং নিহতেশ্বরম্ ॥
ততো নিবৃত্তঃ কৌন্তেয়ঃ প্রাহাভীরান্ হসন্নিব ॥
অর্জ্জুন উবাচ।
নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যদীতো ন মুমূর্ষবঃ ॥ ১৯
ব্যাস উবাচ।
অবজ্ঞায় বচস্তস্য জগৃহুস্তে তদা ধনম্।
স্ত্রীজনঞ্চাপি কৌন্তেয়াদ্বিষ্বক্সেনপরিগ্রহম্ ॥২০
ততোঽর্জ্জুনো ধনুর্দিব্যং গাণ্ডীবমজরং যুধি।
আরোপয়িতুমারেভে ন শশাক স বীর্য্যবান্ ॥
চকার সজ্জং কৃচ্ছ্রাত্তু তদভূচ্ছিথিলং পুনঃ।
ন সস্মার তথাস্ত্রাণি চিন্তয়ন্নপি পাণ্ডবঃ ॥ ২২
শরান্মুমোচ চৈতেষু পার্থঃ শেষান্ স হর্ষিতঃ।
ন ভেদন্তে পরং চক্রুরস্তা গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২৩
বহ্নিনা চাক্ষয়া দত্তাঃ শরাস্তেঽপি ক্ষয়ং যযুঃ।
যুধ্যতঃ সহ গোপালৈরর্জ্জুনস্যাভবৎ ক্ষয়ঃ ॥২৪
অচিন্তয়ত্তু কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণস্যৈব হি তদ্বলম্।

বিষ্ণুক্রীড়ান্বিত স্থান সর্ব্বপাতকনাশন ও অতীব পুণ্যজনক। উহা দেখিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ১—১৩। হে মুনি-সত্তমগণ! অনন্তর পার্থ বহু ধান্য-ধনান্বিত পঞ্চনদ দেশে সেই দ্বারকাবাসী জনগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন! একমাত্র ধনু-র্দ্ধারী পার্থ কর্ত্তৃক নীয়মান পতিহীন বহু স্ত্রীগণ দর্শনে দস্যুদিগের লোভ হইল। সেই অত্যন্ত দুর্ম্মদ পাপকর্ম্মা আভীর দস্যুরা লোভোপহতচিত্তে পরস্পর মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে, এই একমাত্র ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন আমাদিগকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক পতিহীন বহু স্ত্রীজন লইয়া যাইতেছে, ধিক্ আমাদিগকে! আমাদের এখন বল প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এই অর্জ্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়-দ্রথ, কর্ণ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া গর্ব্বিত হই-য়াছে। বিশেষতঃ এই অর্জ্জুন অন্যান্য গ্রাম্য বলবান্ জনগণকে—এমন কি সকলকেই অবজ্ঞা করে; এ গ্রামবাসীদিগের বল জানে না। যাহা হউক, আমাদের আর বহু উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই? ব্যাস বলিলেন,—সেই সহস্র সহস্র সংখ্যক দস্যু-দল এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যষ্টি লোষ্ট্রাদি প্রহরণ লইয়া সেই পতিহীন স্ত্রীজনের প্রতি ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া কৌন্তেয় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সেই আভীরদিগকে বলিলেন,—ওরে অধর্ম্মজ্ঞ সকল! যদি তোরা মরণাভিলাষী না হইস্, তবে নিবৃত্ত হ'। ব্যাস বলি-লেন,—তাহারা তাঁহার সেই বাক্যে অব-হেলা করিয়া কৌন্তেয়ের নিকট হইতে সেই কৃষ্ণপরিণীত স্ত্রীজন ও ধন সকল গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ স্বীয় গাণ্ডীব ধনু লইয়া তাহাতে গুণারোপণে যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু পারিলেন না। সেই পাণ্ডব অতি কষ্টে যদিও গুণা-রোপণ করিলেন, কিন্তু তাহাও পুনরায় খুলিয়া গেল। তিনি তখন চিন্তা করিয়াও দিব্যাস্ত্র সকল স্মরণ করিতে পারিলেন না। পরে সেই পার্থ যদিও মহা উৎসাহে অতিকষ্টে বাণ যোজন করিতে থাকিলেন, সে সকল

যন্ময়া শরসঙ্ঘাতৈঃ সবলা ভূভৃতো জিতাঃ॥
মিষতঃ পাণ্ডুপুত্রস্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
অপাকৃষ্যন্ত চাভীরৈঃ কামাচ্চান্যাঃ প্রবব্রজুঃ॥
ততঃ শরেষু ক্ষীণেষু ধনুষ্কোট্যা ধনঞ্জয়ঃ।
জঘান দস্যূংস্তে চাস্য প্রহারাঞ্জহসুর্দ্বিজা'॥ ২৭
পশ্যতস্ত্বেব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছাঃ সমস্তান্মুনিসত্তমাঃ॥ ২৮
ততঃ স দুঃখিতো জিষ্ণুঃ কষ্টং কষ্টমিতি ব্রুবন্
অহো ভগবতা তেন মুক্তোঽস্মীতি রুরোদ বৈ

অর্জ্জুন উবাচ।

তদ্ধনুস্তানি চাস্ত্রাণি স রথস্তে চ বাজিনঃ।
সর্ব্বমেকপদে নষ্টং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা॥ ৩০
অহো চাতিবলং দৈবং বিনা তেন মহাত্মনা।
যদসামর্থ্যযুক্তোঽহং নীচৈর্নীতঃ পরাভবম্॥ ৩১
তৌ বাহূ স চ মে মুষ্টিঃ স্থানং তৎ সোঽস্মি চার্জ্জুনঃ।
পুণ্যেনেব বিনা তেন গতং সর্ব্বমসারতাম্॥ ৩২
মমার্জ্জুনত্বং ভীমস্য ভীমত্বং তৎকৃতং ধ্রুবম্।
বিনা তেন যদাভীরৈর্জ্জিতোঽহং কথমন্যথা॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং বদন্ যযৌ জিষ্ণুরিন্দ্রপ্রস্থং পুরোত্তমম্।
চকার তত্র রাজানং বজ্রং যাদবনন্দনম্॥ ৩৪
স দদর্শ ততো ব্যাসং ফাল্গুনঃ কাননাশ্রয়ম্।
তমুপেত্য মহাভাগং বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ॥ ৩৫
তং বন্দমানং চরণাববলোক্য মুনিশ্চিতম্।
উবাচ পার্থং বিচ্ছায়ঃ কথমত্যন্তমীদৃশঃ॥ ৩৬
অজারজোঽনুগমনং ব্রহ্মহত্যাথবা কৃতা।
জয়াশাভঙ্গদুঃখী বা ভ্রষ্টচ্ছায়োঽসি সাম্প্রতম্॥
সান্তানিকাদয়ো বা তে যাচমানা নিরাকৃতাঃ।

বাণ শত্রুগণের দেহ ভেদে সমর্থ হইল না। তখন সেই গোপালগণসহ অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে থাকিলে বহ্নিদত্ত তদীয় অক্ষয় বাণসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। এ অবস্থায় অর্জ্জুন ভাবিলেন,—আমি যে বলবান ভূপতিগণকে শরপ্রহারে জয় করিয়াছি, উহা কৃষ্ণেরই সামর্থ্য। তখন পাণ্ডুপুত্রের সমক্ষেই সেই প্রমদাগণকে আভীরেরা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। কেহ কেহ বা ইচ্ছানুসারেই যাইল। হে দ্বিজগণ। শর সকল ক্ষীণ হইলে ধনঞ্জয় ধনুষ্কোটি দ্বারা সেই দস্যুদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহারা তাহাতে হাসিতে লাগিল। হে মুনিসত্তমগণ। সেই ম্লেচ্ছেরা পার্থের সমক্ষেই বৃষ্ণ্যন্ধকদিগের সেই বরনারীগণকে লইয়া চলিল। তাহাতে জিষ্ণু অর্জ্জুন দুঃখিতচিত্তে 'কি কষ্ট, কি কষ্ট, অহো! সেই ভগবান্ কর্ত্তৃক আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি!' এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।১৪—২৯ অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন,—আমার সেই ধনু, সেই সকল অস্ত্র, সেই রথ, সেই অশ্ব,—এসমস্তই অশ্রোত্রিয়ে দানবৎ যুগপৎ বৃথা হইয়া গেল। অহো! দৈব অতি বলবান্! যেহেতু সেই মহাত্মা ব্যতীত সামর্থ্যহীন হওয়ায় আমি নীচজন কর্ত্তৃক পরাভূত হইলাম। আমার সেই বাহুদ্বয়, সেই মুষ্টি, সেই স্থান, এবং আমিও সেই অর্জ্জুন; কিন্তু পুণ্যক্ষয়ের ন্যায় তাঁহার অভাবে আমার সমস্তই অসারতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার অর্জ্জুনত্ব এবং ভীমের ভীমত্ব, নিশ্চিতই তৎকৃত; অন্যথা তিনি ব্যতীত আমি আভীরগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইব কেন? ব্যাস বলিলেন,—জিষ্ণু এইরূপ বলিতে বলিতে পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া উপনীত হইলেন। সেখানে যাইয়া যাদবনন্দন বজ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। পরে তিনি একদা কাননবাসী ব্যাসকে দেখিতে পাইলেন এবং নিকটে যাইয়া সবিনয়ে অভিবাদন করিলেন। ব্যাস সেই পার্থকৃত চরণবন্দন-কালীন তাঁহাকে অতীব শ্রীহীন দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি এমন শ্রীহীন হইয়াছ কেন? তুমি কি অজারেণুর অনুগমন করিয়াছ? অথবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? কিম্বা জয়াশা ভঙ্গ হেতু খিত হইয়াছ?

অগম্যস্ত্রীরতির্বাপি তেনাসি বিগতপ্রভঃ ॥ ৩৮
ভুঙ্ক্তেঽপ্রদায় বিপ্রেভ্যো মিষ্টমেকমথো ভবান্
কিং বা কৃপণবিত্তানি হৃতানি ভবতার্জ্জুন ॥৩৯
কচ্চিন্ন সূর্য্যবাতস্য গোচরত্বং গতোঽর্জ্জুন।
দুষ্টচক্ষুর্হতো বাপি নিঃশ্রীকঃ কথমন্যথা ॥ ৪০
স্পৃষ্টো নখাম্ভসা বাপি ঘটাম্ভঃপ্রোক্ষিতোঽপিবা
তেনাতীবাসি বিচ্ছায়ো ন্যূনৈর্ব্বা যুধি নির্জ্জিতঃ
ব্যাস উবাচ।
ততঃ পার্থো বিনিঃশ্বস্য শ্রূয়তাং ভগবন্নিতি।
প্রোক্তো যথাবদাচষ্ট বিপ্রা আত্মপরাভবম্ ॥৪২
অর্জ্জুন উবাচ।
যদ্বলং যচ্চ নস্তেজো যদ্বীর্য্যং যৎপরাক্রমঃ।
যা শ্রীশ্ছায়া চ নঃ সোঽস্মান্পরিত্যজ্য হরির্গতঃ
ইতরেণেব মহতা স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণা।
হীনা বয়ং মুনে তেন জাতাস্তৃণময়া ইব ॥ ৪৪
অস্ত্রাণাং সায়কানাঞ্চ গাণ্ডীবস্য তথা মম।
সারতা যাভবন্মূর্ত্তা স গতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৫
যস্যাবলোকনাদস্মান্ শ্রীর্জয়ঃ সম্পদুন্নতিঃ।
ন তত্যাজ স গোবিন্দস্ত্যক্তাস্মান্ভগবান্গতঃ
ভীষ্মদ্রোণাঙ্গরাজাদ্যাস্তথা দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
যৎপ্রভাবেন নির্দগ্ধাঃ স কৃষ্ণস্ত্যক্তবান্ ভুবম্ ॥
নির্যৌবনা হতশ্রীকা ভ্রষ্টচ্ছায়েব মে মহী।
বিভাতি তাত নৈকোঽহং বিরহে তস্য চক্রিণঃ
যস্যানুভাবাদ্ভীষ্মাদ্যৈর্ময্যগ্নৌ শলভায়িতম্।
বিনা তেনাদ্য কৃষ্ণেন গোপালৈরস্মি নির্জ্জিতঃ
গাণ্ডীবং ত্রিষু লোকেষু খ্যাতং যদনুভাবতঃ।
মম তেন বিনাভীরৈর্লগুড়ৈস্তু তিরস্কৃতম্ ॥ ৫০
স্ত্রীসহস্রাণ্যনেকানি হ্যনাথানি মহামুনে।
যততো মম নীতানি দস্যুভির্লগুড়ায়ুধৈঃ ॥ ৫১

সম্প্রতি নিতান্ত কান্তিহীন হইয়াছ। নিয়ত বৃত্তিভোগী যাচকদিগকে নিরাকৃত করিয়াছ কি? অগম্যা নারীগমন কর নাই ত? যাহাতে এমন বিগতপ্রভ হইয়া থাকিবে! অথবা তুমি কি বিপ্রদিগকে না দিয়া একাকী মিষ্ট ভোজন কর? কিম্বা হে অর্জ্জুন! তোমা কর্ত্তৃক দরিদ্রের বিত্ত হৃত হইয়াছে কি? অর্জ্জুন! তুমি সূর্য্যাতপ-তপ্ত বাতমার্গে অবস্থান কর নাই ত? নচেৎ তুমি বিষনেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকিবে। অন্যথা নিশ্রীক হইয়াছ কেন? তুমি নখজল দ্বারা স্পৃষ্ট বা ঘটাম্বু দ্বারা প্রোক্ষিত হইয়াছ; সেই জন্য বিশ্রী হইয়াছ; কিম্বা নীচ জন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নির্জ্জিত হইয়া থাকিবে? ৩০—৪১। হে বিপ্রগণ! পার্থ তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক 'হে ভগবন্! শুনুন।' এই বলিয়া সেই আত্মপরাভব-বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন। অর্জ্জুন আরও বলিলেন যে,—আমাদিগের যিনি বল, যিনি বীর্য্য, যিনি তেজ, যিনি পরাক্রম, যিনি ঐশ্বর্য্য, যিনি শ্রী, সেই হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা অপর ব্যক্তির ন্যায় সেই স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী হরি কর্ত্তৃক হীন হইয়াছি। হে মুনে! সেই জন্য তৃণময় পুরুষবৎ হইয়াছি! যিনি আমার অস্ত্র সায়ক ও গাণ্ডীবের মূর্ত্তিমান্ সারস্বরূপ ছিলেন, সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহার অবলোকনহেতু শ্রী, জয়, সম্পদ্ ও উন্নতি আমাদিগকে ত্যাগ করে নাই। সেই ভগবান্ গোবিন্দ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা প্রভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, অঙ্গরাজ কর্ণ ও দুর্য্যোধনাদি নির্দ্দগ্ধ হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ ভূতল ত্যাগ করিয়াছেন। তাত! আমি সেই চক্রপাণির বিরহে নিঃসহায় হইয়াছি; পৃথিবী বিগত-যৌবনা হতশ্রীকা ও কান্তিহীনাবৎ বোধ হইতেছে। যাঁহার অনুভবে ভীষ্ম-প্রমুখ বীরগণ অগ্নিসম আমাতে পতঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ বিনা আমি গোপালগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছি। যাঁহার অনুভাবে মদীয় গাণ্ডীব তিন লোকে বিখ্যাত হইয়াছে, তিনি বিনা আভীরগণ কর্ত্তৃক লগুড় দ্বারা আমি নির্জ্জিত হইয়াছি। হে মহামুনে! অনেক সহস্র

আনীয়মানমাভীরৈঃ সর্ব্বং কৃষ্ণাবরোধনম্।
হৃতং যষ্টিপ্রহরণৈঃ পরিভূয় বলং মম॥ ৫২
নিঃশ্রীকতা ন মে চিত্রং যজ্জীবামি তদদ্ভুতম্।
নীচাবমানপঙ্কাঙ্কো নির্লজ্জোঽস্মি পিতামহ॥ ৫৩
ব্যাস উবাচ।
শ্রুত্বাহং তস্য তদ্বাক্যমব্রবং দ্বিজসত্তমাঃ।
দুঃখিতস্য চ দীনস্য পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ॥ ৫৪
অলন্তে ব্রীড়য়া পার্থ ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
অবেহি সর্ব্বভূতেষু কালস্য গতিরীদৃশী॥ ৫৫
কালো ভবায় ভূতানামভবায় চ পাণ্ডব।
কালমূলমিদং জ্ঞাত্বা কুরু স্থৈর্য্যমতোঽর্জ্জুন॥ ৫৬
নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সকলা চ বসুন্ধরা।
দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তরবশ্চ সরীসৃপাঃ॥ ৫৭
সৃষ্টাঃ কালেন কালেন পুনর্যাস্যন্তি সঙ্ক্ষয়ম্।
কালাত্মকমিদং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা শমমবাপ্নুহি॥ ৫৮
যথাত্থ কৃষ্ণমাহাত্ম্যং তত্তথৈব ধনঞ্জয়।
ভারাবতারকার্য্যার্থমবতীর্ণঃ স মেদিনীম্॥ ৫৯
ভারাক্রান্তা ধরা যাতা দেবানাং সন্নিধৌ পুরা
তদর্থমবতীর্ণোঽসৌ কামরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ৬০
তচ্চ নিষ্পাদিতং কার্য্যমশেষা ভূভৃতো হতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং সর্ব্বং তথা পার্থোপসংহৃতম্॥ ৬১
ন কিঞ্চিদন্যৎকর্ত্তব্যমস্য ভূমিতলেঽর্জ্জুন।
ততো গতঃ স ভগবান্ কৃতকৃত্যো যথেচ্ছয়া॥
সৃষ্টিং সর্গে করোত্যেষ দেবদেবঃস্থিতিং স্থিতে
অন্তে লয়ং সমর্থোঽয়ং সাম্প্রতং বৈ যথা কৃতম্
তস্মাৎপার্থ ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ পরাভবাৎ।
ভবন্তি ভবকালেষু পুরুষাণাং পরাক্রমাঃ॥৬৪
যতস্ত্বয়ৈকেন হতা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো নৃপাঃ।
তেষামর্জ্জুন কালোত্থঃ কিং ন্যূনাভিভবো ন সঃ
বিষ্ণোস্তস্যানুভাবেন যথা তেষাং পরাভবঃ।

অনাথা রমণীকে আমি রক্ষণার্থ যত্ন করিতে থাকিলেও লগুড়ায়ুধ দস্যুগণ কর্ত্তৃক তাহারা নীত হইয়াছে। যষ্টিপ্রহরণধারী আভীরগণ কর্ত্তৃক আমার বল পরিভূত ও সেই কৃষ্ণ-পরিজনগণ নীত হইয়াছে। হে পিতামহ! আমার হতশ্রীকতা বিচিত্র নহে; নির্লজ্জ আমি যে নীচকৃত অপমানপঙ্কে অঙ্কিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি, তাহাই বিচিত্র! ৪২—৫৩। ব্যাস বলিলেন—হে দ্বিজসত্তম-গণ! আমি সেই দুঃখিত দীনচিত্ত মহাত্মা পাণ্ডবের সেই বাক্য শুনিয়া বলিলাম,—পার্থ! তুমি লজ্জিত হইও না। তোমার শোক করা বিধেয় নহে। সর্ব্বভূতেই কালের গতি এই প্রকার, ইহা অবগত হও। পাণ্ডব! কালই ভূত সকলের ক্ষয়োদয়ের হেতু এবং সকলই কালমূল। অর্জ্জুন! ইহা বুঝিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। সরিৎ, সাগর, গিরি, সমগ্রা বসুন্ধরা, দেব, মনুষ্য, পশু, তরু ও সরীসৃপ, সমস্তই কাল কর্ত্তৃক সৃষ্ট, আবার কাল কর্ত্তৃকই উহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব এ সকলই কালাত্মক বুঝিয়া শান্তি লাভ কর। ধনঞ্জয়! তুমি কৃষ্ণের মহিমা যেমন বলিলে, উহা তদ্রূপই বটে; তিনি ভারাবতরণ কার্য্য সাধনোদ্দেশে মেদিনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পুরাকালে ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া সুরগণসমীপে গমন করেন; কাম-রূপী জনার্দ্দন তাঁহারই জন্য অবতীর্ণ হয়েন। পার্থ! তদীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে;—সমস্ত ভূভৃৎ নিহত হইয়াছেন। বৃষ্ণি ও অন্ধককুলও সম্পূর্ণ সংহৃত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! ভূতলে ইঁহার আর কিছুমাত্র কর্ত্তব্য অবশেষ নাই; অতএব সেই কৃতকৃত্য ভগবান্ ইচ্ছানু-সারেই চলিয়া গিয়াছেন। ৫৪—৬২। ইনি সৃষ্টি-কালে সৃষ্টি করেন, স্থিতিকালে স্থিতিসাধন করেন এবং ইনি সর্ব্ব শক্তিমত্তায় অন্ত-কালে লয় বিধান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাহাই করিয়াছেন। অতএব পার্থ! তুমি পরাভবহেতু সন্তাপ করিও না; পুরুষ-দিগের অভ্যুদয় কালে পরাক্রম হইয়া থাকে। অর্জ্জুন! তুমি যে একাকী ভীষ্ম দ্রোণাদি নৃপতিদিগকে নিহত করিয়াছ, উহা কি তাঁহাদিগের কালকৃত ন্যূনাভিভব নহে?

যত্তথৈব ভবতো দস্যুভ্যোঽন্তে তদ্ভবঃ॥
স দেবোঽন্যশরীরাণি সমাবিশ্য জগৎস্থিতিম্।
করোতি সর্বভূতানাং নাশঞ্চান্তে জগৎপতিঃ॥
ভবোদ্ভবে চ কৌন্তেয় সহায়স্তে জনার্দ্দনঃ।
ভবান্তে ত্বথিপক্ষান্তে কেশবেনাবলোকিতাঃ।
কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ সগাঙ্গেয়ান্ হন্ত্যাত্বং সর্বকৌরবান্
আভীরেভ্যশ্চ ভবতঃ কঃ শ্রদ্দধ্যাৎপরাভবম্
পার্থৈতৎ সর্বভূতেষু হরের্লীলাবিচেষ্টিতম্।
ত্বয়া যৎ কৌরবা ধ্বস্তা যদাভীরৈর্ভবান্ জিতঃ
গৃহীতা দস্যুভির্যচ্চ রক্ষিতা ভবতা স্ত্রিয়ঃ।
তদপ্যহং যথাবৃত্তং কথয়ামি তবার্জ্জুন॥ ৭১
অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্র উদবাসরতোঽভবৎ।
বহূন্ বর্ষগণান্ পার্থ গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৭২
জিতেষ্বসুরসঙ্ঘেষু মেরুপৃষ্ঠে মহোৎসবঃ।
বভূব তত্র গচ্ছন্ত্যো দদৃশুস্তং সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ৭৩
রম্ভা তিলোত্তমাদ্যাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তুষ্টুবুস্তং মহাত্মানং প্রশশংসুশ্চ পাণ্ডব॥ ৭৪
আকণ্ঠমগ্নং সলিলে জটাভারধরং মুনিম্।
বিনয়াবনতাশ্চৈব প্রণেমুঃ স্তোত্রতৎপরাঃ॥ ৭৫
যথা যথা প্রসন্নোঽভূত্তুষ্টুবুস্তং তথা তথা।
সর্ব্বাস্তাঃ কৌরবশ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠং তং দ্বিজন্মনাম্॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

প্রসন্নোঽহং মহাভাগা ভবতীনাং যদিষ্যতে।
মত্তস্তদ্‌ব্রিয়তাং সর্ব্বং প্রদাস্যাম্যপি দুর্লভম্॥

ব্যাস উবাচ।

রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ দিব্যাশ্চাপ্সরসোঽব্রুবন্

অপ্সরস উচুঃ।

প্রসন্নে ত্বয্যসম্প্রাপ্তং কিমস্মাকমিতি দ্বিজাঃ॥
ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি।
তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপ্রেন্দ্র পুরুষোত্তমম্

বিষ্ণুর প্রভাবহেতু তাঁহাদিগের যেমন তোমা হইতে সেই পরাভব ঘটিয়াছিল, শেষকালে দস্যু হইতে তোমার যে পরাভব ঘটিল, ইহাও তদ্রূপ, তাঁহারই প্রভাবে উদ্ভূত। সেই জগৎপতি অন্য সকল শরীরে আবিষ্ট হইয়া জগতের স্থিতি এবং অন্তকালে নাশবিধান করেন। কৌন্তেয়! সেই জনার্দ্দন অভ্যুদয় সময়ে তোমার সহায় ছিলেন, অভ্যুদয়ের অন্তে তোমার সেই বিপক্ষদল কেশব কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছে। তুমি যে, গাঙ্গেয় ভীষ্মসহ সর্ব্ব কৌরববর্গকে নিহত করিয়াছ, এ কথায় কে শ্রদ্ধা করিবে? আর আভীরনিকর হইতে তোমার যে পরাভব, তাহাতেই বা কে আস্থা স্থাপন করিবে? পার্থ! তোমা কর্ত্তৃক কৌরবেরা যে বিধ্বস্ত হইয়াছে, আর তুমি যে আভীরগণের হস্তে পরাজিত হইয়াছ, হরির লীলা খেলা সর্ব্বভূতেই এইরূপ। অর্জ্জুন তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত রমণীদিগকে যে দস্যুরা লইয়া গিয়াছে, কেন এমন হইল, তাহার কারণ আমি বলিতেছি। ৬৩—৭১। পার্থ! পুরাকালে বিপ্র অষ্টাবক্র, সনাতন পরব্রহ্মের আরাধনায় বহু বর্ষ যাবৎ উদবাস-পরায়ণ হয়েন। একদা অসুরদল পরাজিত হওয়ায় মেরুপৃষ্ঠে সুরগণের মহোৎসব আরব্ধ হয়; সেই মহোৎসবে গমন কালীন সুরনারীরা তাঁহাকে দেখিতে পান। হে পাণ্ডব! তখন রম্ভা তিলোত্তমাদি সহস্র সহস্র সুরনারী, জলমধ্যে আকণ্ঠমগ্ন, জটা ভারধর সেই মহাত্মা মুনিকে বিনয়াবনত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রশংসা ও স্তুতিদ্বারা স্তব করিতে লাগিল। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! তাহারা সকলে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিকে, তিনি যে যে রূপে প্রসন্ন হয়েন সেই সেই ভাবে স্তব করিতে লাগিল। তখন অষ্টাবক্র কহিলেন,—মহাভাগা সকল! আমি প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা, আমার নিকট সেই বর গ্রহণ কর। সে বর দুর্লভ হইলেও আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! তখন রম্ভা তিলোত্তমাদি দিব্য অপ্সরারা কহিল,—আপনি প্রসন্ন হইলে আমাদিগের অপ্রাপ্ত কি আছে? অপর নারীরা বলিল,—ভগবন্! বিপ্রেন্দ্র!

ব্যাস উবাচ।
এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা উত্ততার জলান্মুনিঃ।
তমুত্তীর্ণঞ্চ দদৃশুর্বিরূপং বক্রমষ্টধা ॥ ৮১
তং দৃষ্ট্বা গূহমানানাং যাসাং হাসঃ স্ফুটোঽভবৎ
তাঃ শশাপ মুনিঃ কোপমবাপ্য কুরুনন্দন ॥৮২
অষ্টাবক্র উবাচ।
যস্মাদ্বিরূপরূপং মাং মত্বা হাসাবমাননা।
ভবতীভিঃ কৃতা তস্মাদেষ শাপং দদামি বঃ ॥
মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তু পুরুষোত্তমম্।
মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বা দস্যুহস্তং গমিষ্যথ ॥৮৪
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য মুনিস্তাভিঃ প্রসাদিতঃ।
পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ
এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্।
ভর্ত্তারং প্রাপ্য তাঃ প্রাপ্তা দস্যুহস্তং বরাঙ্গনাঃ
তদ্বয়া নাত্র কর্ত্তব্যঃ শোকোঽল্পোঽপি
হি পাণ্ডব।
তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্ ॥৮৭
ভবতাং চোপসংহারমাসন্নং তেন কুর্ব্বতা।
বলং তেজস্তথা বীর্য্যং মাহাত্ম্যকোপসংহৃতম্
জাতস্য নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোন্নতেঃ।
বিপ্রয়োগাবসানস্তু সংযোগঃ সঞ্চয়াৎ ক্ষয়ঃ ॥
বিজ্ঞায় ন বুধাঃ শোকং ন হর্ষমুপযান্তি যে।
তেষামেবেতরে চেষ্টাং শিক্ষন্তঃ সন্তি তাদৃশাঃ
তস্মাত্ত্বয়া নরশ্রেষ্ঠ জ্ঞাত্বৈতদ্‌ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পরিত্যজ্যাখিলং রাজ্যং গন্তব্যং তপসে বনম্
তদ্গচ্ছ ধর্ম্মরাজায় নিবেদ্যৈতদ্বচো মম।
পরশ্বো ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং গতিং বীর যথা কুরু ॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজস্য সমভ্যেত্য তথোক্তবান্
দৃষ্টঞ্চৈবানুভূতং বা কথিতং তদশেষতঃ ॥ ৯৩

আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা পুরুষোত্তমকে পতি পাইবার কামনা করিতেছি। ব্যাস বলিলেন,—সেই মুনি "তাহাই হইবে" বলিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন। হে কুরুনন্দন! সেই জলোত্থিত মুনিকে অষ্ট অঙ্গে বক্র ও বিকৃতাকার দর্শনে তাহাদিগের হাস্য উপস্থিত হওয়ায় সম্বরণের চেষ্টা করিলেও সে হাস্য পরিস্ফুট হইল। মুনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। অষ্টাবক্র বলিলেন,—যেহেতু আমাকে বিকৃতাকার দেখিয়া তোমরা হাস্য দ্বারা অবমাননা করিলে, সেইজন্য তোমাদিগকে এই শাপ দিতেছি যে, আমার প্রসাদে তোমরা পুরুষোত্তমকে পতি লাভ করিয়া আমারই শাপে সকলেই দস্যুহস্তগতা হইবে। ব্যাস বলিলেন,—এ কথা শুনিয়া তাহারা মুনিকে প্রসাদিত করিলে তিনি পুনরায় কহিলেন যে,—তারপর আবার সুরেন্দ্রলোকে যাইতে পারিবে। ৭২—৮০। সেই বরাঙ্গনাগণ অষ্টাবক্র মুনির এইরূপ শাপে কেশবকে পতি লাভ করিয়াও পরে দস্যুহস্তগতা হইয়াছে। পাণ্ডব! অতএব এ বিষয়ে তোমার অল্পমাত্র শোক করাও কর্ত্তব্য নহে; সেই অখিলনাথই সকলের সংহার করিয়াছেন। উপসংহারকারী হরি কর্ত্তৃক তোমাদিগেরও উপসংহার আসন্ন প্রায় হইয়াছে। বল, তেজ, বীর্য্য, মাহাত্ম্য—এ সকল উপসংহৃত হইয়াছে। জাতমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত; উন্নতিরও পতন নিঃসংশয়; সংযোগ বিয়োগাবহ, এবং সঞ্চয়ের ক্ষয় হইবেই; ইহা জানিয়া যে সকল বিজ্ঞজন শোক ও হর্ষের বশীভূত না হয়েন; ইতরজনকে তাঁহাদিগের আচরণেরই অনুশীলন করিয়া বিশোক হইতে হয়। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! ভ্রাতৃগণসহ ইহা অবগত হইয়া অখিল রাজ্য পরিহারপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে গমন করা তোমার কর্ত্তব্য। বীর! অতএব তুমি যাও, ধর্ম্মরাজকে আমার এই বাক্য নিবেদন করিয়া ভ্রাতৃগণসহ আগামী পরশ্ব মদীয় উপদেশ মত গতি অবলম্বন কর। ব্যাস বলিলেন,—অর্জ্জুন এইরূপ উক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক সেই কথা

ব্যাসবাক্যঞ্চ তে সর্ব্বে শ্রুত্বার্জ্জুনসমীরিতম্।
রাজ্যে পরীক্ষিতং কৃত্বা যযুঃ পাণ্ডুসুতা বনম্॥
ইত্যেবং বো মুনিশ্রেষ্ঠা বিস্তরেণ ময়োদিতম্।
জাতস্য চ যদোর্বংশে বাসুদেবস্য চেষ্টিতম্॥৯৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রীকৃষ্ণচরিতসমাপ্তিকথনং দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২১২॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

অহো কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যমদ্ভুতং চাতিমানুষম্।
রামস্য চ মুনিশ্রেষ্ঠ ত্বয়োক্তং ভুবি দুর্লভম্॥ ১
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামঃ শৃণ্বন্তো ভগবৎকথাম্।
তস্মাদ্‌ব্রূহি মহাভাগ ভূয়ো দেবস্য চেষ্টিতম্॥২
প্রাদুর্ভাবঃ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সতাং কথয়তামেব বরাহ ইতি নঃ শ্রুতম্॥ ৩
ন জানীমোঽস্য চরিতং ন বিধিং ন চ বিস্তরম্
ন কর্ম্মগুণসদ্ভাবং ন হেতুত্বমনীষিতম্॥৪
কিমাত্মকো বরাহোঽসৌ কা মূর্ত্তিঃ কা চ দেবতা।
কিমাচারপ্রভাবো বা কিংবা তেন তদা কৃতম্
যজ্ঞার্থে সমবেতানাং মিষতাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
মহাবরাহচরিতং সর্ব্বলোকসুখাবহম্॥ ৬
যথা নারায়ণো ব্রহ্মন্ বারাহং রূপমাস্থিতঃ।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্রস্থামুজ্জহারারিমর্দ্দনঃ॥ ৭
বিস্তরেণৈব কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি রিপুঘাতিনঃ।
শ্রোতুং নো বর্ত্ততে বুদ্ধির্হরেঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ॥
কর্ম্মণামানুপূর্ব্ব্যা চ প্রাদুর্ভাবাশ্চ যে বিভোঃ।
যা বাস্য প্রকৃতির্ব্রহ্মংস্তাশ্চাখ্যাতুং ত্বমর্হসি॥

ব্যাস উবাচ।

প্রশ্নভারো মহানেষ ভবদ্ভিঃ সমুদাহৃতঃ।
যথাশক্ত্যা তু বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং বৈষ্ণবং যশঃ
বিষ্ণোঃ প্রভাবশ্রবণে দিষ্ট্যা বো মতিরুত্থিতা।

এবং দৃষ্ট ও অনুভূত সমস্ত বিষয়ই নিবেদন করিলেন। অর্জুন-সমীরিত সেই ব্যাসবাক্য শ্রবণে পাণ্ডুনন্দনগণ পরীক্ষিৎকে রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি যদুবংশে উৎপন্ন বাসুদেবের আচরণ সমস্ত বিস্তররূপে বর্ণন করিলাম।৮১—৯৫।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১২।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—অহো মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কৃষ্ণ ও রামের ভূতলদুর্লভ অদ্ভুত অতিমানুষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। ভগবৎকথা শ্রবণে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হইতেছে না; সেইজন্য হে মহাভাগ! পুনরায় সেই দেবের কার্য্যাবলী বর্ণন করুন। পুরাণ প্রস্তাবে অমিততেজা বিষ্ণুর বরাহ নামে একটী প্রাদুর্ভাব বর্ণিত আছে, আমরা সাধুদিগের মুখে ইহা শুনিয়াছি; কিন্তু ইঁহার চরিত, বিধান, বিস্তার, কর্ম্ম, গুণাদির সদ্ভাব, হেতুত্ব ও মনীষিত; এ সকল আমরা কিছুই জানি না। সেই বরাহের প্রকৃত মূর্ত্তি কি? তদীয় দেবত্ব কীদৃশ? আচার ও প্রভাব কিরূপ? তিনি কিই বা করিয়াছিলেন? যজ্ঞার্থে সমবেত এই দ্বিজন্মাদিগের সমক্ষে সেই সর্ব্বলোকসুখাবহ মহাবরাহচরিত, এবং হে ব্রহ্মন্! সেই অরিমর্দ্দন নারায়ণ যে প্রকারে বরাহরূপ আশ্রয় করিয়া, সাগর-গতা ধরণীকে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, ধীমান্ মুক্তিদাতা রিপুঘাতী হরির সেই সমস্ত কর্ম্ম বিস্তররূপে শ্রবণার্থ আমাদিগের অভিলাষ হইয়াছে; অতএব হে ব্রহ্মন্! যথাক্রমে সেই বিভুর কর্ম্ম সকল, প্রাদুর্ভাব-সমূহ এবং তাঁহার যাহা প্রকৃতি, ইত্যাদি সমস্তই আমাদিগের নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১—৯। ব্যাস বলিলেন,—আপনারা এই মহাপ্রশ্নের উল্লেখ করিলেন; আমি যথাশক্তি বলিতেছি, আপনারা সেই বৈষ্ণবীকীর্ত্তি শ্রবণ করুন। বিষ্ণুপ্রভাব শ্রবণে আপনাদিগের

তস্মাদ্বিষ্ণোঃ সমস্তা বৈ শৃণুধ্বং যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
সহস্রাস্যং সহস্রাক্ষং সহস্রচরণঞ্চ যম্।
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রকরমব্যয়ম্॥ ১৩
সহস্রজিহ্বং ভাস্বন্তং সহস্রমুকুটং প্রভুম্।
সহস্রদং সহস্রাদিং সহস্রভুজমব্যয়ম্॥ ১৪
হবনং সবনঞ্চৈব হোতারং হব্যমেব চ।
পাত্রাণি চ পবিত্রাণি বেদিং দীক্ষাং সমিৎস্রুবম্,
স্রুক্‌সোমশূর্পমুষলং প্রোক্ষণীং দক্ষিণায়নম্।
অধ্বর্য্যুং সামগং বিপ্রং সদস্যং সদনং সদঃ॥১৫
যূপং চক্রং ধ্রুবাং দর্ব্বীং চরুংশ্চোলুখলানি চ।
প্রাগ্বংশং যজ্ঞভূমিঞ্চ হোতারঞ্চ পরঞ্চ যৎ॥১৬
হ্রস্বাণ্যতিপ্রমাণানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি বার্ঘ্যঞ্চ স্থণ্ডিলানি কুশাস্তথা॥
মন্ত্রযজ্ঞং বহির্যজ্ঞং ভাগং ভাগবহঞ্চ যৎ।
অগ্নাশিনং সোমভুজং হুতার্চ্চিষমুদায়ুধম্॥ ১৮
আহুর্ব্বেদবিদো বিপ্রা যং যজ্ঞে শাশ্বতং প্রভুম্
তস্য বিষ্ণোঃ সুরেশস্য শ্রীবৎসাঙ্কস্য ধীমতঃ
প্রাদুর্ভাবসহস্রাণি সমতীতান্যনেকশঃ।
ভূয়শ্চৈব ভবিষ্যন্তি হ্যেবমাহ পিতামহঃ॥ ২০

যৎপৃচ্ছধ্বং মহাভাগা দিব্যাংপুণ্যামিমাং কথাম্
প্রাদুর্ভাবাশ্রিতাং বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপহরাং শিবাম্
শৃণুধ্বং তাং মহাভাগাস্তদ্গতেনান্তরাত্মনা।
প্রবক্ষ্যাম্যানুপূর্ব্বেণ যৎপৃচ্ছধ্বং মমানঘাঃ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং চরিতঞ্চ মহামতেঃ॥২২
হিতার্থং সুরমর্ত্ত্যানাং লোকানাং প্রভবায় চ।
বহুশঃ সর্ব্বভূতাত্মা প্রাদুর্ভবতি বীর্য্যবান্॥ ২৩
প্রাদুর্ভাবাংশ্চ বক্ষ্যামি পুণ্যান্ দিব্যান্
গুণান্বিতান্॥ ২৪
সুপ্তো যুগসহস্রং যঃ প্রাদুর্ভবতি কার্য্যতঃ।
পূর্ণে যুগসহস্রেঽথ দেবদেবো জগৎপতিঃ॥২৫
ব্রহ্মা চ কপিলশ্চৈব ত্র্যম্বকস্ত্রিদশাস্তথা।
দেবাঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব নাগাশ্চাপ্সরসস্তথা॥ ২৬
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
মনুর্মহাত্মা ভগবান্ প্রভাকরঃ।
পুরাণদেবোঽথ পুরাণি চক্রে
রাষ্ট্রাণি বৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ॥ ২৭
যোঽসৌ চার্ণবমধ্যস্থো নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।

মতি জন্মিয়াছে, বেশ! তা, আমি বিষ্ণুর সমস্ত লীলা বিবরণ বলি, শ্রবণ করুন। যে সহস্রাস্য, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রশির, সহস্রকর, সহস্রজিহ্ব, সহস্রমুকুট, সহস্রপদ, ও সহস্রভুজ, অব্যয়, শাশ্বত, জ্যোতির্ম্ময় দেবকে বেদবিদেরা যজ্ঞে, হবন, সবন, হোতা, হব্য, পাত্র, পবিত্র, বেদি, দীক্ষা, সমিধ, স্রুব, স্রুক্, সোম, শূর্প, মুষল, প্রোক্ষণী, দক্ষিণায়ন, অধ্বর্য্যু, সামগ বিপ্র, সদস্য, সদন, সদ, যূপ, চক্র, ধ্রুবা, দর্ব্বী, চরু, উদূখল, প্রাগ্বংশ, যজ্ঞভূমি, হোতা, ও অন্যান্য যজ্ঞীয় উপকরণ এবং হ্রস্ব দীর্ঘ স্থাবর ও চর, প্রায়শ্চিত্তসমস্ত, অর্ঘ্য, স্থণ্ডিল, কুশ, মানস যজ্ঞ, বহির্যজ্ঞ, ভাগ, ভাগবহ, অগ্নাশী, সোমভোজী; হুতার্চ্চিঃ, আয়ুধধারী, ইত্যাদিরূপে বর্ণন করেন, সেই সুরেশ ধীমান্ শ্রীবৎসাঙ্ক বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব সহস্র সহস্রবার হইয়াছে, এবং আরও অনেকবার হইবে। পিতামহ এই-রূপ বলিয়াছেন।১০—২০। হে মহাভাগগণ! আপনারা যে, এই বিভুর প্রাদুর্ভাববিষয়িণী সর্ব্বপাপহারিণী শুভকারিণী দিব্য পুণ্যকথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমি তাহা বলিতেছি। হে অনঘগণ! আপনারা তদ্গতচিত্তে মহামতি বাসুদেবের চরিত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। সেই বীর্য্যবান্ সর্ব্বভূতাত্মা সুরনরদিগের এবং লোক সকলের হিতসাধনার্থ বহুধা প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহার সেই সমস্ত পুণ্য দিব্য ও গুণান্বিত প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন করিতেছি। যে জগৎপতি দেবদেব যুগসহস্র নিদ্রিত থাকিয়া কার্য্যানুরোধে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি যুগ সহস্রান্তে বৈশ্বানর-তুল্য তেজস্বী, পুরাণদেব, ব্রহ্মা, কপিল, ত্র্যম্বক, ত্রিদশগণ, দেবতা, সপ্তর্ষি, নাগ, অপ্সরা, মহানুভাব সনৎকুমার, মহাত্মা মনু ও তেজস্বী প্রভাকর প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া পরে পুর রাষ্ট্রাদিরও সৃজন করেন। পূর্ব্বে স্থাবর,

নষ্টে দেবাসুরনরে প্রনষ্টোরগরাক্ষসে ॥ ২৯
যোহকামৌ দুরাধর্ষৌ তাবুভৌ মধুকৈটভৌ ।
হতো ভগবতা তেন তয়োর্দত্ত্বামিতং বরম্ ॥২৯
পুরা কমলনাভস্য স্বপতঃ সাগরাম্ভসি ।
পুষ্করে তত্র সম্ভূতা দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা ॥ ৩০
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।
পুরাণং কথ্যতে যত্র বেদশ্রুতিসমাহিতম্ ॥ ৩১
বারাহস্তু ততো জাতঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।
যত্র বিষ্ণুঃ সুরশ্রেষ্ঠো বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥৩২
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গঃ শ্রুতিভূষণঃ
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বরো মহান্ ॥
সত্যধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ ক্রমবিক্রমসৎকৃতঃ ।
প্রায়শ্চিত্তনখো ঘোরঃ পশুজানুর্মখাকৃতিঃ ॥৩৫
উদ্গাত্রন্ত্রো হোমলিঙ্গো বীজৌষধিমহাফলঃ ।
বাদ্যন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগ্‌বিকৃতঃ সোমশোণিতঃ ॥
বেদিস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্ ।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ ॥
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্ ।
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ॥ ৩৮
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ ।
ছায়াপত্নীসহায়োহসৌ মণিশৃঙ্গ ইবোত্থিতঃ ॥৩৯
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্ ।
একার্ণবজলভ্রষ্টামেকার্ণবগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪০
দংষ্ট্রয়া যঃ সমুদ্ধৃত্য লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
সহস্রশীর্ষো লোকাদিশ্চকার জগতীং পুনঃ ॥৪১
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা ।
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরাম্বুধরা পুরা ॥ ৪২
বারাহ এষ কথিতো নারসিংহস্ততো দ্বিজাঃ ।
যত্র ভূত্বা মৃগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ৪৩
পুরা কৃতযুগে নাম সুরারির্ব্বলদর্পিতঃ ।
দৈত্যানামাদিপুরুষশ্চকার সুমহত্তপঃ ॥ ৪৪
দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ।

জঙ্গম, সুর, অসুর, নর, উরগ ও রাক্ষসাদি সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলে ভগবান্ সাগরজলে শয়ন করেন। সেই কমলনাভের নাভিপদ্মে দেব ঋষি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। ভগবান্ প্রসিদ্ধ দুরাধর্ষ যুদ্ধাভিলাষী মধুকৈটভ দানবদ্বয়কে অমিত বর প্রদানান্তে নিহত করেন। সেই বেদশ্রুতি-প্রসিদ্ধ পুরাতন বিবরণই সেই মহাত্মার পৌষ্করনামক প্রাদুর্ভাব। ২১—৩১। তদনন্তর বরাহ নামক প্রাদুর্ভাব। উহাতে সুরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন। তাঁহার, বেদচতুষ্টয়ই পাদ, যূপ—দংষ্ট্রা, ক্রতু—দন্ত, চিতী—মুখ, অগ্নি—জিহ্বা, দর্ভ—রোম, ব্রহ্মা—শীর্ষ, অহোরাত্র—নেত্র, দিব্য বেদাঙ্গ সকল—কর্ণভূষণ, আজ্য—নাসা, স্রুব—তুণ্ড ও সামধ্বনি—স্বর। প্রায়শ্চিত্ত তদীয় নখ, পশু—পায়ু, উদ্গাতা—অন্ত্র, হোম—লিঙ্গ, মন্ত্র সকল—স্ফিক্, সোম—শোণিত, বেদি—স্কন্ধ, হবি—গন্ধ, হব্য কব্য—বেগ, প্রাগ্বংশ—কায়, নানা দীক্ষা—দ্যুতি, দক্ষিণা—হৃদয়, মহাসত্র—উৎসাহ, উপাকর্ম্ম—ওষ্ঠ, প্রবর্গ্য—আবর্ত্ত, বিবিধ ছন্দঃ—গতিপথ ও গুহ্য উপনিষৎ সকল—তদীয় আসন। সেই মথাকৃতি বরাহমূর্ত্তি মহাতপঃস্বরূপ, অতি দ্যুতিমান্, কান্তিসম্পন্ন ও বীজৌষধিরূপ মহাফলোৎপাদক। সেই লোকসকলের আদিকর্ত্তা সহস্রশীর্ষা প্রভু লোকহিত-কামনায় ছায়ানাম্নী পত্নী সহ মণিশৃঙ্গসম উক্তরূপ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক একার্ণব-নিমগ্না সাগরসীমান্বিতা শৈল-বন-কাননবতী ধরণীকে দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করিয়া পুনরায় জগৎ নির্ম্মাণ করেন। পুরাকালে সাগরাম্বু-ধরা ধরা দেবী ভূতহিতার্থী ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপে উদ্ধৃতা হয়েন।৩২—৪০। এই অবতার বারাহ নামে প্রসিদ্ধ। তারপর নারসিংহ অবতার। হে দ্বিজগণ! ঐ অবতারে তিনি মৃগেন্দ্ররূপে হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। পূর্ব্বকালে দৈত্যদিগের আদি-পুরুষ বলদর্পিত সুরবৈরী হিরণ্যকশিপু সুমহৎ তপস্যা আরম্ভ করে; সে জপ ও উপবাসে নিরত হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনে সার্দ্ধ

জপোপবাসনিয়তস্তস্থৌ মৌনব্রতস্থিতঃ॥ ৪৫
ততঃ শমদমাভ্যাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ চৈব হি।
প্রীতোঽভবত্ততস্তস্য তপসা নিয়মেন চ॥ ৪৬
তং বৈ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ স্বয়মাগম্য ভো দ্বিজাঃ।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা॥ ৪৭
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সার্দ্ধং মরুদ্ভির্দৈবতৈস্তথা।
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ॥ ৪৮
দিশাভিঃ প্রদিশাভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা।
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্ত্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ॥ ৪৯
দেবর্ষিভিস্তপোবৃদ্ধৈঃ সিদ্ধৈর্বিদ্বদ্ভিরেব চ।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যতমৈর্গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ॥ ৫০
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বৃতঃ সর্ব্বৈঃ সুরৈস্তথা।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যং বচনমব্রবীৎ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ।

প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত।
বরং বরয় ভদ্রস্তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি॥ ৫২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ন দেবাসুরগন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ঋষয়ো বাথ মাং শাপৈঃ ক্রুদ্ধা লোকপিতামহ।
শপেয়ুস্তপসা যুক্তা বর এষ বৃতো ময়া॥ ৫৩
ন শস্ত্রেণ ন বাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন বা।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন চৈবোর্দ্ধং ন চাপ্যধঃ॥
পাণিপ্রহারেণৈকেন সভৃত্যবলবাহনম্।
যো মাং নাশয়িতুং শক্তঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হুতাশনঃ।
সলিলঞ্চান্তরিক্ষঞ্চ আকাশঞ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ৫৬
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ।

এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তাস্তবাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বান্ কামানিমাংস্তাত প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ জগামাশু পিতামহঃ।
বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্॥ ৫৯
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্ব্বা মুনয়স্তথা।
বরপ্রদানং শ্রুত্বৈব পিতামহমুপস্থিতাঃ॥ ৬০

একাদশ সহস্র বর্ষ মহাতপস্যা করিল। ভগবান্ স্বয়ম্ভু তাহার শম, দম, নিয়ম, ব্রহ্মচর্য্য ও তাদৃশ তপস্যায় প্রীত হইলেন। হে দ্বিজগণ! চরাচরগুরু ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ ব্রহ্মা স্বয়ং তখন দ্যুতিসম্পন্ন অর্কবর্ণ হংসযোজিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আদিত্য, বসু, মরুৎ, রুদ্র, বিশ্বদেব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দিক্, বিদিক্, নদী, সাগর, নক্ষত্র মুহূর্ত্ত, খেচর, গ্রহ, দেবর্ষি, তপোবৃদ্ধ, সিদ্ধ, বিদ্বান্, রাজর্ষি, পুণ্যাত্মা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ও সমস্ত সুরগণে পরিবৃত হইয়া সেই দৈত্যকে এই কথা কহিলেন যে,—হে সুব্রত! ভক্ত তুমি; তোমার এই তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি; বর গ্রহণ কর; তোমার কুশল হউক; যথেচ্ছ কামনা প্রাপ্ত হও। হিরণ্যকশিপু বলিল,—হে লোকপিতামহ! দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস অথবা তপস্বী ঋষিগণ কেহই ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে পারিবে না। শস্ত্র, অস্ত্র, গিরি, পাদপ, ও শুষ্ক বা আর্দ্র পদার্থ দ্বারা কিম্বা ঊর্দ্ধে বা অধোভাগে আমার মৃত্যু হইবে না। পরন্তু যে জন একটী পাণিপ্রহারে ভৃত্য-বল-বাহন সহ আমাকে নাশ করিতে সক্ষম, সে-ই আমার মৃত্যু বিধান করিতে পারিবে। আমিই সূর্য্য, সোম, বায়ু, হুতাশন, সলিল, আকাশ ইত্যাদি সকল এবং কাম, ক্রোধ, বরুণ, বাসব, যম, ধনদ, ধনাধ্যক্ষ, যক্ষ, কিম্পুরুষাধিপাদি সমস্তই আমি হইব, ইহাই আমার বর প্রার্থনা। ৪১—৫৭। ব্রহ্মা বলিলেন,—তাত! আমি তোমাকে এই সমস্ত দিব্য অদ্ভুত বর প্রদান করিলাম। আমার প্রসাদে তুমি এই সমস্ত কামই প্রাপ্ত হইবে; সংশয় নাই। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্ পিতামহ এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত বৈরাজ-ধামে প্রতিগমন করিলেন। তারপর এই বরপ্রদান শ্রবণে দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ মিলিত হইয়া পিতামহসমীপে উপস্থিত হই-

দেবা ঊচুঃ।
বরেণানেন ভগবন্‌ বাধিষ্যতি স নোঽসুরঃ।
তৎপ্রসীদাশু ভগবন্‌ বধোঽপ্যস্য বিচিন্ত্যতাম্‌
ভগবন্‌ সর্ব্বভূতানাং স্বয়ম্ভূরাদিকৃৎ প্রভুঃ।
স্রষ্টা চ হব্যকব্যানামব্যক্তং প্রকৃতির্ধ্রুবম্‌ ॥৬২
ব্যাস উবাচ।
ততো লোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
প্রোবাচ ভগবান্‌বাক্যং সর্ব্বদেবগণাংস্তদা ॥৬৩
ব্রহ্মোবাচ।
অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্‌।
তপসোঽন্তে চ ভগবান্‌বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥
ব্যাস উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং পঙ্কজজন্মনঃ।
স্বানি স্থানানি দিব্যানি জগ্মুস্তে বৈ মুদান্বিতাঃ
লব্ধমাত্রে বরে চাপি সর্ব্বাঃ সোঽবাধত প্রজাঃ
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥ ৬৬
আশ্রমেষু মহাভাগান্মুনীন্‌ বৈ সংশিতব্রতান্‌।
সত্যধর্ম্মরতান্‌ দান্তাংস্তদা ধর্ষিতবাংস্তথা ॥৬৭
ত্রিদিবস্থাংস্তদা দেবান্‌ পরাজিত্য মহাবলঃ।
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি সোঽসুরঃ ॥
যদা বরমদোন্মত্তো বিচরন্‌ দানবো ভুবি।
যজ্ঞীয়ানকরোদ্দৈত্যানযজ্ঞীয়াশ্চ দেবতাঃ ॥৬৯
আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা বিশ্বে চ মরুতস্তথা।
শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপতস্থুর্মহাবলম্‌ ॥৭০
দেবব্রহ্মময়ং যজ্ঞং ব্রহ্মদেবং সনাতনম্‌।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ প্রভুং লোকনমস্কৃতম্‌।
নারায়ণং বিভুং দেবং শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥
দেবা ঊচুঃ।
ত্রায়স্ব নোঽদ্য দেবেশ হিরণ্যকশিপোর্ভয়াৎ।
ত্বং হি নঃ পরমো দেবস্ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম
উৎফুল্লামলপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্কর।
ক্ষয়ায় দিতিবংশস্য শরণং ত্বং ভবস্ব নঃ ॥ ৭৬

লেন। তাঁহারা বলিলেন,—ভগবন্‌! এই বর দ্বারা সেই অসুর আমাদিগের উৎপীড়ন করিবে; অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন; ইহার বধোপায় চিন্তা করুন। ভগবন্‌! আপনি স্বয়ম্ভু, সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা, প্রভু, হব্য-কব্যের স্রষ্টা, প্রকৃতি, অব্যক্ত ও সদৈকরূপ। ব্যাস বলিলেন,—লোকহিতকর এই বাক্য শ্রবণান্তে ভগবান্‌ প্রজাপতি দেব তখন সর্ব্ব-দেবগণকে বলিলেন,—ত্রিদশগণ! এ অসুর তপস্যার ফল অবশ্যই পাইবে; কিন্তু তপস্যা ক্ষয় পাইলে ভগবান্‌ বিষ্ণু ইহাকে বধ করিবেন। ৫৮—৬৪। ব্যাস বলিলেন,—পঙ্কজজন্মা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে সেই সুরগণ সকলে আনন্দিত-চিত্তে স্বীয় স্বীয় দিব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। দৈত্য হিরণ্যকশিপু বরলাভ মাত্র দর্পিত হইয়া সমস্ত প্রজার পীড়া জন্মাইতে লাগিল। সেই মহাবল অসুর তখন আশ্রমসমূহে মহাভাগ, সংশিতব্রত, সত্যধর্ম্মরত, দমগুণান্বিত মুনিদিগকে ধর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং ত্রিদিববাসী সুরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য নিজ বশীভূত করিয়া স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। সেই বরমদোন্মত্ত দানব ভূতলে বিচরণ করত যখন দৈত্যদিগকে যজ্ঞভাগভোজী এবং দেবতাগণকে যজ্ঞভাগহীন করিল, তখন আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব ও মরুতেরা যাইয়া আশ্রিতপালক মহাবল বিষ্ণুর শরণ লইলেন। দেবগণ সেই দেবব্রহ্মময়, যজ্ঞরূপী, ব্রহ্মদেব, সনাতন; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্বভূতাত্মক, লোকনমস্কৃত, প্রভু, বিভু, দেব নারায়ণকে শরণপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে দেবেশ! হিরণ্যকশিপুর ভয় হইতে আমাদিগকে অদ্য পরিত্রাণ করুন। হে সুরোত্তম! তুমিই আমাদিগের পরম দেব, তুমিই আমাদিগের পরম গুরু, তুমিই ব্রহ্মপ্রমুখ আমাদিগের পরম ধাতা; হে উৎফুল্লকমলাক্ষ, শত্রুপক্ষক্ষয়কর! দিতিবংশের ক্ষয় নিমিত্ত তুমি আমাদিগের রক্ষক হও।

বাসুদেব উবাচ।
ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্।
তথৈব ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিলপ্স্যথ মা চিরম্॥
এষোঽহং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্মি তম্॥ ৭৫
ব্যাস উবাচ।
এবমুক্তা তু ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদিবেশ্বরান্
হিরণ্যকশিপোঃ স্থানমাজগাম মহাবলঃ॥ ৭৬
নরস্যার্দ্ধতনুং কৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধতনুং প্রভুঃ।
নারসিংহেন বপুষা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা॥৭৭
ঘনজীমূতসঙ্কাশো ঘনজীমূতনিস্বনঃ।
ঘনজীমূতদীপ্তৌজা জীমূত ইব বেগবান্॥৭৮
দৈত্যং সোঽতিবলং দৃষ্ট্বা দৃপ্তশার্দ্দূলবিক্রমঃ।
দৃপ্তৈর্দৈত্যগণৈর্গুপ্তং হতবানেকপাণিনা॥ ৭৯
নৃসিংহ এষ কথিতো ভূয়োঽয়ং বামনঃ পরঃ।
যত্র বামনমাস্থায় রূপং দৈত্যবিনাশনম্॥ ৮০

বাসুদেব বলিলেন,—ওহে অমরগণ! ভয় ত্যাগ কর; আমি তোমাদিগকে অভয় দিতেছি; হে দেবগণ! তোমরা আবার অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্ববৎ ত্রিদিব লাভ করিতে পারিবে। এই আমি, বরদানে গর্ব্বিত ও অমরেন্দ্রগণের অবধ্য সেই দৈত্যকে অনুগ-গণ-সহ নিহত করিতেছি।—৭৫। ব্যাস বলিলেন,—সেই মহাবল প্রভু ভগবান্ এই বলিয়া ত্রিদিবশ্বেরদিগকে বিদায় দিয়া অর্দ্ধ-শরীর নরাকার ও অর্দ্ধশরীর সিংহসদৃশ—নর-সিংহ-দেহ ধারণ করিলেন। সেই দেহের কান্তি ঘন মেঘ-সম, উহার স্বরও ঘনমেঘ-রবসম গম্ভীর, তেজও ঘনমেঘ দীপ্তি-সম এবং বেগও মেঘ সম হইল। তিনি কর দ্বারা কর নিষ্পেষণ করত হিরণ্যকশিপুর সমীপে আগমন করিলেন। দৃপ্ত শার্দ্দূল-বিক্রম সেই হরি, দৃপ্ত দৈত্যগণে পরিরক্ষিত অতি বলবান্ হিরণ্যকশিপুকে দেখিতে পাইয়া এক পাণিপ্রহারেই নিহত করিলেন। ৭৬—৭৯। এই নৃসিংহ অবতার কহিলাম। অতঃপর বামন অবতার। পুরাকালে সেই

বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা।
বিক্রমৈস্ত্রিভিরক্ষোভ্যাঃ ক্ষোভিতাস্তে মহাসুরাঃ॥ ৮১
বিপ্রচিত্তিঃ শিবঃ শঙ্কুরয়ঃশঙ্কুস্তথৈব চ।
অয়ঃশিরা অশ্বশিরা হয়গ্রীবশ্চ বীর্য্যবান্॥ ৮২
বেগবান্ কেতুমানুগ্রঃ সোগ্রব্যগ্রো মহাসুরাঃ॥
পুষ্করঃ পুষ্কলশ্চৈব সাশ্বোঽশ্বপতয়েব চ॥ ৮৩
প্রহ্লাদঃ শ্বপতিঃ কুম্ভঃ সংহ্রাদো গমনপ্রিয়ঃ
অনুহ্রাদো হরিহয়ো বারাহঃ সংহরোঽনুজঃ॥
শরভঃ শলভশ্চৈব কুপথঃ ক্রোধনঃ ক্রথঃ।
বৃহৎকীর্ত্তির্মহাজিহ্বঃ শঙ্কুকর্ণো মহাস্বনঃ॥ ৮৫
দীপ্তজিহ্বোঽর্কনয়নো মৃগপাদো মৃগপ্রিয়ঃ।
বায়ুর্গরিষ্ঠো নমুচিঃ শম্বরো বিস্করো মহান্॥ ৮৬
চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা ক্রোধবর্দ্ধন এব চ।
কালকঃ কালকোপশ্চ বৃত্রঃ ক্রোধো বিরোচনঃ
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ প্রলম্বনরকাবুভৌ।
ইন্দ্রতাপনবাতাপী কেতুমান্ বলদর্পিতঃ॥৮৮
অসিলোমা পুলোমা চ বাস্কলঃ প্রমদো মদঃ।
স্বমিশ্রঃ কালবদনঃ করালঃ কেশিরেব চ॥ ৮৯
একাক্ষশ্চেন্দ্রহা রাহুঃ সংহ্রাদঃ শ্রমরঃ স্বনঃ।
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ তথা মুষলপাণয়ঃ॥ ৯০

অবতারে ভগবান বিষ্ণু দৈত্যবিনাশক বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বলবান্ বলির যজ্ঞে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য অক্ষোভ্য মহাসুর-দিগকে ক্ষোভিত করেন। তখন বিপ্রচিত্তি, শিব, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্ হয়গ্রীব, বেগবান্ কেতুমান, উগ্র, মহাসুর উগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, পুষ্কল, সাশ্ব, অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, শ্বপতি, কুম্ভ, সংহ্রাদ, গমনপ্রিয়, বায়ু, গরিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, মহাকায় বিস্কর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকোপ, বৃত্র, ক্রোধ, বিরোচন, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, ইন্দ্রতাপন, বাতাপি, বলদর্পিত কেতুমান্, অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, স্বমিশ্র, কাল-বদন, করাল, কেশি, একাক্ষ, ইন্দ্রহা, রাহু, সংহ্রাদ, শ্রমর, স্বন; এই সকল বিখ্যাত

অশ্মযন্ত্রায়ুধোপেতা ভিন্দিপালায়ুধাস্তথা।
শূলোলূখলহস্তাশ্চ পরশ্বধধরাস্তথা॥ ৯১
পাশমুদ্গরহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়ঃ।
মহাশিলাপ্রহরণাঃ শূলহস্তাশ্চ দানবাঃ॥ ৯২
নানাপ্রহরণা ঘোরা নানাবেশা মহাবলাঃ।
কূর্ম্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ শশোলূকমুখাস্তথা॥ ৯৩
খরোষ্ট্রবদনাশ্চৈব বরাহবদনাস্তথা।
মার্জ্জারশিখিবক্ত্রাশ্চ মহাবক্ত্রাস্তথা পরে॥ ৯৪
নক্রমেষাননাঃ শূরা গোজাবিমহিষাননাঃ।
গোধাশল্লকিবক্ত্রাশ্চ ক্রোষ্টুবক্ত্রাশ্চ দানবাঃ॥
আখুদর্দ্দূরবক্ত্রাশ্চ ঘোরা বৃকমুখাস্তথা।
ভীমা মকরবক্ত্রাশ্চ ক্রৌঞ্চবক্ত্রাশ্চ দানবাঃ॥
অশ্বাননাঃ খরমুখা ময়ূরবদনাস্তথা।
গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ॥ ৯৭
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ তথা নীলকবাসসঃ।
উষ্ণীষিণো মুকুটিনস্তথা কুণ্ডলিনোঽসুরাঃ॥
কিরীটিনো লম্বশিখাঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চ্চসঃ।
নানাবেশধরা দৈত্যা নানামাল্যানুলেপনাঃ॥
স্বান্যায়ুধানি সংগৃহ্য প্রদীপ্তানি চ তেজসা।
ক্রমমাণং হৃষীকেশমুপাবর্ত্তন্ত সর্ব্বশঃ॥ ১০০
প্রমথ্য সর্ব্বান্ দৈতেয়ান্ পাদহস্ততলৈর্বিভুঃ।
রূপং কৃত্বা মহাভীমং জহারাশু স মেদিনীম্॥
তস্য বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে
নভঃ প্রক্রমমাণস্য নাভ্যাং কিল তথা স্থিতৌ॥
পরমাক্রমমাণস্য জানুদেশে ব্যবস্থিতৌ।
বিষ্ণোরমিতবীর্য্যস্য বদন্ত্যেবং দ্বিজাতয়ঃ॥
হৃত্বা স মেদিনীং কৃৎস্নাং হত্বা চাসুরপুঙ্গবান্
দদৌ শক্রায় বসুধাং বিষ্ণুর্বলবতাং বরঃ॥ ১০৪
এষ বো বামনো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
বেদবিদ্ভির্দ্বিজৈরেতৎ কথ্যতে বৈষ্ণবং যশঃ॥
ভূয়ো ভূতাত্মনো বিষ্ণোঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতঃ ক্ষময়া পরয়া যুতঃ॥১০৬
তেন নষ্টেষু বেদেষু প্রক্রিয়াসু মখেষু চ।
চাতুর্বর্ণ্যে চ সঙ্কীর্ণে ধর্ম্মে শিথিলতাং গতে॥
অতিবর্দ্ধতি চাধর্ম্মে সত্যে নষ্টেঽনৃতে স্থিতে।

দানব এবং আরও কত কূর্ম্ম, কুক্কুট, শশ, উলূক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, ময়ূর, নক্র, মেষ, গো, অজ, মহিষ, গোধা, শল্লকী, শৃগাল, মূষিক, ভেক, বৃক, মকর, ক্রৌঞ্চ ও অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় মুখশালী দৈত্য, কত গজচর্ম্ম, কৃষ্ণাজিন, চীর ও নীলবসনধারী দানব; কত লম্বশিখা, কম্বুগ্রীব, উজ্জ্বল-কায় অসুর; কত উষ্ণীষ, মুকুট, কুণ্ডল, কিরীটাদি-ভূষিত, নানাবেশধারী, নানা মাল্যানুলেপনযুক্ত মহাবল দৈত্য; শতঘ্নী চক্র, মুষল, অশ্মযন্ত্র, ভিন্দিপাল, শূল, শূলোলূখল (অস্ত্রবিশেষ), পরশু, পাশ, মুদ্গর, পরিঘ, ও মহাশিলা প্রভৃতি নিজ নিজ বিবিধ প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া সকলেই সেই স্থলে বিচরণকারী হৃষীকেশকে বেষ্টন করিল। ৮০—১০০। কিন্তু সেই বিষ্ণু বামন, অত্যল্পকাল মধ্যেই মহা ভীমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পদ হস্ততল প্রহারে সেই দৈত্যগণকে মথিত করিয়া মেদিনী হরণ করিলেন। সেই অমিতবীর্য্য বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশে নিজ দেহ বর্দ্ধিত করিয়া ভূতল আক্রমণ করিলে তখন চন্দ্র-সূর্য্য তদীয় স্তনান্তরে অবস্থিত হইল; পরে যে সময় নভোমণ্ডল আক্রমণ করিলেন, তখন উহারা নাভিদেশে রহিল; আর শেষে তাহারা তাঁহার জানুদেশে অবস্থান করিল। দ্বিজাতিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, বলবান্‌গণের প্রধান বিষ্ণু এইরূপে অসুর-পুঙ্গবগণকে হনন করিয়া ধনরত্নপূর্ণা সমগ্র মেদিনী আহরণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে প্রদান করেন। মহাত্মা বিষ্ণুর এই বামননামক প্রাদুর্ভাব আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। বেদবিদ্ দ্বিজগণ এই বৈষ্ণব মহিমা কীর্ত্তন করেন।১০১—১০৫। অতঃপর ভূতাত্মা মহাত্মা বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় নামক অতীব ক্ষমাগুণসম্পন্ন অবতার। কালবশে অধর্ম্ম বৃদ্ধিলাভ করায় ধর্ম্ম যখন শিথিলতা প্রাপ্ত ও আকুলিত হইয়াছিল; বেদ নষ্ট, মখ ও উপাসনাপ্রক্রিয়াসকল লুপ্ত, চাতুর্বর্ণ-ব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ, সত্য বিলুপ্ত ও

প্রজাসু শীর্য্যমাণাসু ধর্ম্মে চাকুলতাং গতে ॥
সযজ্ঞাঃ সক্রিয়া বেদাঃ প্রত্যানীতা হি তেন বৈ
চাতুর্বর্ণ্যমসঙ্কীর্ণং কৃতং তেন মহাত্মনা ॥ ১০৯
তেন হৈহয়রাজস্য কার্ত্তবীর্য্যস্য ধীমতঃ।
বরদেন বরো দত্তো দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ॥ ১১০
এতদ্বাহুদ্বয়ং যত্তে তত্তে মম কৃতে নৃপ।
শতানি দশ বাহূনাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
পালয়িষ্যসি কৃৎস্নাঞ্চ বসুধাং বসুধেশ্বর।
দুর্নিরীক্ষ্যোঽরিবৃন্দানাং যুদ্ধস্থশ্চ ভবিষ্যসি ॥
এষ বো বৈষ্ণবঃ শ্রীমান্‌প্রাদুর্ভাবোঽদ্ভুতঃ শুভঃ
ভূয়শ্চ জামদগ্ন্যোঽয়ং প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥
যত্র বাহুসহস্রেণ দ্বিষতাং দুর্জ্জয়ং রণে।
রামোঽর্জ্জুনমনীকস্থং জঘান নৃপতিং প্রভুঃ ॥
রথস্থং পার্থিবং রামঃ পাতয়িত্বার্জ্জুনং ভুবি।
ধর্ষয়িত্বার্জ্জুনং রামঃ ক্রোশমানঞ্চ মেঘবৎ ॥
কৃৎস্নং বাহুসহস্রঞ্চ চিচ্ছেদ ভৃগুনন্দনঃ।
পরশ্বধেন দীপ্তেন জ্ঞাতিভিঃ সহিতস্য বৈ ॥
কীর্ণা ক্ষত্রিয়কোটীভির্মেরুমন্দরভূষণা।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী তেন নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা ॥
কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং চৈনাং ভার্গবঃ সুমহাযশাঃ।
সর্ব্বপাপবিনাশায় বাজিমেধেন চেষ্টবান্ ॥১১৮
যস্মিন্ যজ্ঞে মহাদানে দক্ষিণাং ভৃগুনন্দনঃ।
মারীচায় দদৌ প্রীতঃ কশ্যপায় বসুন্ধরাম্ ॥
বারণাংস্তুরগান্ শুভ্রান্ রথাংশ্চ রথিনাং বরঃ।
হিরণ্যমক্ষয়ং ধেনুর্গজেন্দ্রাংশ্চ মহীপতিঃ ॥১২০
দদৌ তস্মিন্ মহাযজ্ঞে বাজিমেধে মহাযশাঃ।
অদ্যাপি চ হিতার্থায় লোকানাং ভৃগুনন্দনঃ ॥
চরমাণস্তপো ঘোরং জামদগ্ন্যঃ পুনঃ প্রভুঃ।
আস্তে বৈ দেববচ্ছ্রীমান্ মহেন্দ্রে পর্ব্বতোত্তমে
এষ বিষ্ণোঃ সুরেশস্য শাশ্বতস্যাব্যয়স্য চ।
জামদগ্ন্য ইতি খ্যাতঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥
চতুর্বিংশে যুগে বাপি বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ।
জজ্ঞে দশরথস্যাথ পুত্রঃ পদ্মায়তেক্ষণঃ ॥১২৪

অনৃত বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রজা সকল ক্ষীয়মাণ হইতেছিল; তখন সেই মহাত্মা যজ্ঞ ও প্রক্রিয়া সহ বেদ সকলের পুনরুদ্ধার করিয়া চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থার সঙ্কীর্ণতা নিরাকৃত করেন। সেই ধীমান্ দত্তাত্রেয়, বুদ্ধিমান্ হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যকে এই বর প্রদান করেন যে,—হে নৃপ! আমার প্রসাদে তোমার এই বাহুদ্বয় দশশত বাহু হইবে, সংশয় নাই; হে বসুধেশ্বর! তুমি সমগ্র বসুধা পালন করিবে, এবং রণস্থলে অরিবৃন্দের দুর্নিরীক্ষ্য হইবে। আপনাদিগের নিকটে বিষ্ণুর এই শুভ শ্রীমান্ অদ্ভুত প্রাদুর্ভাব বলিলাম। তারপর সেই মহাত্মার জামদগ্ন্যনামক প্রাদুর্ভাব এই বলিতেছি,—যে অবতারে প্রভু জমদগ্নি-তনয় রাম, সহস্রবাহু, রণ-দুর্মদ অর্জ্জুন নৃপতিকে অনীকমধ্যে হনন করেন। ভৃগুনন্দন রাম রণস্থলে সেই অর্জ্জুন ভূপতিকে ভূপাতিত করিয়া দীপ্ত কুঠার দ্বারা মেঘবৎ সেই চীৎকারকারী নরপতির বাহুসহস্র ছেদনপূর্ব্বক জ্ঞাতিগণ সহ তদীয় নিধন সাধন করিয়াছিলেন। সেই রামকর্ত্তৃক নিহত ক্ষত্রিয়কোটি দ্বারা এই মেরুমন্দরভূষণা মেদিনী আকীর্ণা হইয়াছিল। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সুমহাযশা ভার্গব রাম পৃথিবীকে উক্তরূপ নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সর্ব্বপাপবিনাশার্থ বাজিমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভৃগুনন্দন সেই যজ্ঞোপলক্ষে মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রীতি সহকারে সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দক্ষিণা প্রদান করেন। সেই মহাযশা রথিবর মহীপতি ভৃগুনন্দন উক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞকালে শুভ্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও অক্ষয় হিরণ্যাদি বিবিধ ধনও দান করিয়াছিলেন। সেই শ্রীমান্ প্রভু অদ্যাপি লোকহিতকামনায় মহেন্দ্র গিরিবরে ঘোর তপস্যা আচরণ করত বিরাজমান রহিয়াছেন। শাশ্বত অব্যয় সুরেশ্বর মহাত্মা বিষ্ণুর জামদগ্ন্যনামক বিখ্যাত প্রাদুর্ভাব বর্ণন করিলাম। ১০৬—১২৩। অনন্তর চতুর্বিংশ যুগে সেই পদ্মায়তেক্ষণ ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ

কৃত্বাত্মানং মহাবাহুশ্চতুর্দ্ধা প্রভুরীশ্বরঃ ।
লোকে রাম ইতি খ্যাতস্তেজসা ভাস্করোপমঃ
প্রসাদনার্থং লোকস্য রক্ষসাং নিগ্রহায় চ ।
ধর্ম্মস্য চ বিবৃদ্ধ্যর্থং জজ্ঞে তত্র মহাযশাঃ ॥১২৬
তমপ্যাহুর্নরশ্রেষ্ঠং সর্ব্বভূতহিতে রতম্ ।
যঃ সমাঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্চতুর্দ্দশ বনেঽবসৎ ॥ ১২৭
লক্ষ্মণানুচরো রামঃ পিতুরাজ্ঞাপরো দ্বিজাঃ ।
চতুর্দ্দশ বনে তপ্তা তপো বর্ষাণি রাঘবঃ ॥ ১২৮
গৃহিণী তস্য পার্শ্বস্থা সীতেতি প্রথিতা জনে ।
পূর্ব্বোদিতা তু যা লক্ষ্মীর্ভর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥
জনস্থানে বসন্ কার্য্যং ত্রিদশানাং চকার সঃ ॥
তস্যাপকারিণং ক্রূরং পৌলস্ত্যং মনুজর্ষভঃ ।
সীতায়াঃ পদমন্বিচ্ছন্নিজঘান মহাযশাঃ ॥ ১৩১
দেবাসুরগণানাঞ্চ যক্ষরাক্ষসভোগিনাম্ ।
যত্রাবধ্যং রাক্ষসেন্দ্রং রাবণং যুধি দুর্জ্জয়ম্ ॥
যুক্তং রাক্ষসকোটীভর্নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।
ত্রৈলোক্যদ্রাবণং ক্রূরং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥
দুর্জ্জয়ং দুর্ম্মদং দৃপ্তং শার্দ্দূলসমবিক্রমম্ ।
দুর্নিরীক্ষ্যং সুরগণৈর্ব্বরদানেন দর্পিতম্ ।
জঘান সচিবৈঃ সার্দ্ধং সসৈন্যং রাবণং যুধি ॥
মহাভ্রগণসঙ্কাশং মহাকায়ং মহাবলম্ ।
রাবণং নিজঘানাশু রামো ভূতপতিঃ পুরা ॥
সুগ্রীবস্য কৃতে যেন বানরেন্দ্রো মহাবলঃ ।
বালী বিনিহতঃ সংখ্যে সুগ্রীবশ্চাভিষেচিতঃ ॥
মধোশ্চ তনয়ো দৃপ্তো লবণো নাম দানবঃ ।
হতো মধুবনে বীরো বরমত্তো মহাসুরঃ ॥১৩৭
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ যেন মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বলেন বলিনাং বরৌ ॥১৩৮
নিহতৌ চ নিরস্তৌ চ কৃতৌ তেন মহাত্মনা ।
সমরে যুদ্ধশৌণ্ডেন তথান্যে চাপি রাক্ষসাঃ ॥
বিরাধশ্চ কবন্ধশ্চ রাক্ষসৌ ভীমবিক্রমৌ ।
জঘান পুরুষব্যাঘ্রো গন্ধর্ব্বৌ শাপমোহিতৌ ॥
হুতাশনার্কাংশুতড়িদ্‌গুণাভৈঃ
প্রতপ্তজাম্বুনদচিত্রপুঙ্খৈঃ ।
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যসারৈ
রিপূন্ স রামঃ সমরে নিজঘ্নে ॥ ১৪১

হয়েন। উক্ত অবতারে প্রভু ঈশ্বর, লোকের পালন, রাক্ষসগণের নিধন ও ধর্ম্মের বর্দ্ধন সাধনার্থ আত্মাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া উৎপন্ন হয়েন এবং লোকে সূর্য্যসম তেজস্বী, মহাবাহু, বিশ্বামিত্রশিষ্য রাম নামে খ্যাতি-লাভ করেন। তিনি সতত সর্ব্বভূতের হিতে নিরত ছিলেন। হে দ্বিজগণ! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাম, পিতার আজ্ঞাপালনার্থ লক্ষ্মণ সহ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে থাকিয়া তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে বিষ্ণু-পত্নী লক্ষ্মীর কথা বলিয়াছি; তিনি সেই রামের সীতা নাম্নী পার্শ্বচারিণী গৃহিণী হইয়া পতির অনুগমন করেন। রাম জনস্থানে বাসপূর্ব্বক ত্রিদশগণের মহৎ কার্য্য সাধন করেন। সেই মহাযশা মনুজর্ষভ রাম, সীতার উদ্ধারমানসে ক্রূর রাক্ষস-রাবণকে নিহত করেন। সেই ভূতপতি রাম,—সুর, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, উরগাদির অবধ্য, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মদ, দৃপ্ত, শার্দ্দূলসম-বিক্রান্ত, সুর-গণের দুর্নিরীক্ষ্য, বরদান-গর্ব্বিত, ত্রৈলোক্য-পীড়ক, ক্রূর, মহাবল, মহাকায়, নীলাঞ্জন-চয়োপম, মহামেঘসঙ্কাশ, রাক্ষসেশ, রাবণকে বহুকোটিরাক্ষসপরিবৃত-সৈন্য-সচিবাদিসহ মহা-যুদ্ধে অল্পকাল মধ্যেই নিহত করিয়া-ছিলেন। তিনি সুগ্রীবের অনুরোধে রণস্থলে মহাবল বানরেন্দ্র বালীকে হত্যা-পূর্ব্বক তদীয় রাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করেন। তৎকর্ত্তৃক মধুবনে মধুতনয়, বীর, বরমত্ত, দৃপ্ত লবণ নামক দানবও বিনাশিত হয়। সেই মহাত্মা পূতাত্মা মুনিগণের যজ্ঞ-বিঘ্নকারী, মহাবলবান্ মারীচ ও সুবাহুকে বাণ প্রহারে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সেই যুদ্ধনিপুণ রাম কর্ত্তৃক সমরে আরও অনেকানেক রাক্ষস নিহত হইয়াছিল। পুরুষব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণ, শাপমোহিত গন্ধর্ব্ব—রাক্ষসতাপ্রাপ্ত বিরাধ ও কবন্ধকে বিনাশ করেন। সেই রাম, সমরে হুতাশন, ভানুকিরণ ও সৌদামিনীসম প্রভাশালী,

তস্মৈ দত্তানি শস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
বধার্থং দেবশত্রূণাং দুর্দ্ধর্ষাণাং সুরৈরপি ॥১৪২
বর্ত্তমানে মখে যেন জনকস্য মহাত্মনঃ।
ভগ্নং মাহেশ্বরং চাপং ক্রীড়তা লীলয়া পুরা ॥
এতানি কৃত্বা কর্ম্মাণি রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
দশাশ্বমেধান্ জারূথ্যানাজহার নিরর্গলান্ ॥১৪৪
নাশ্রূয়ন্তাশুভা বাচো নাকুলং মারুতো ববৌ।
ন বিত্তহরণঞ্চাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
পরিদেবন্তি বিধবা নানার্থাশ্চ কদাচন।
সর্ব্বমাসীচ্ছুভং তত্র রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
ন প্রাণিনাং ভয়ং চাসীজ্জলাগ্ন্যনিলঘাতজম্।
ন চাপি বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্য্যাণি চক্রিরে ॥
ব্রহ্ম পর্য্যচরৎ ক্ষত্রং বিশস্তু ক্ষত্রিয়ে রতাঃ।
শূদ্রাশ্চৈব হি বর্ণাংস্ত্রীন্ শুশ্রূষন্ত্যনহঙ্কৃতাঃ ॥১৪৮

তপ্তকাঞ্চনময় বিচিত্র পুঙ্খযুক্ত, মহেন্দ্রশনি-সদৃশ সারসমন্বিত শরপ্রহারে রিপুগণের নিধন সাধন করিতেন। ১২৪—১৪১। ধীমান্ বিশ্বামিত্র, সুরগণের দুর্দ্ধর্ষ সুরশত্রু-দিগের বধার্থ নানা অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা রাম বিদেহরাজ জনকের মখস্থলে লীলা সহকারে মাহেশ্বর ধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকবর রাম এই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া অবাধে দশটী জারূথ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। রামের রাজ্যশাসন-কালে কদাপি অশুভবাক্য শ্রুত হয় নাই; আকুল ভাবে অনিলও প্রবাহিত হয় নাই; কাহারও ধনাপহরণও হয় নাই এবং বিধবা হইয়াও কেহ বিলাপ করে নাই। তখন কদাচ কোন অনর্থ ঘটিত না; রাম রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে সকলই মঙ্গল-ময় হইয়াছিল। জল-অনল-অনিল-জনিত কোন ভয় ছিল না; বৃদ্ধদিগকে বালক-গণের প্রেতকর্ম্মও করিতে হয় নাই। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যাপরায়ণ ছিল; বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের শুশ্রূষা নিরত, আর শূদ্রগণ অহঙ্কারহীন হইয়া অপর তিন বর্ণের সেবাতৎপর ছিল।

নার্য্যো নাত্যচরন্ ভর্ত্তৄন্ ভার্য্যাং নাত্যচরৎ পতিঃ।
সর্ব্বমাসীজ্জগদ্দান্তং নির্দস্যুরভবন্মহী।
রাম একোঽভবদ্ভর্ত্তা রামঃ পালয়িতাভবৎ ॥
আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ।
অরোগাঃ প্রাণিনশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
পৃথিব্যাং সমবায়োঽভূদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি
গাথামপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
রামে নিবদ্ধতত্ত্বার্থা মাহাত্ম্যং তস্য ধীমতঃ ॥
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো দীপ্তাস্যো মিতভাষিতঃ।
আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ১৫৪
ঋক্‌সামযজুষাং ঘোষো জ্যাঘোষশ্চ মহাত্মনঃ।
অব্যুচ্ছিন্নোঽভবদ্রাষ্ট্রে দীয়তাং ভুজ্যতামিতি ॥
সত্ত্ববান্ গুণসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।

পত্নীগণ পতিদিগকে এবং পতিরা পত্নীদিগকে অতিক্রম করিত না। সমগ্র জগৎই সুশাসিত ছিল; মহীমণ্ডল দস্যুহীন হইয়াছিল। সেই রামশাসিত রাজ্যে প্রজারা সহস্র-বর্ষায়ু, ও সহস্রপুত্রশালী ছিল; প্রাণিগণ রোগহীন হইয়াছিল। তখন এক মাত্র রামই প্রজাবর্গের পালয়িতা ও ভর্ত্তা ছিলেন। পৃথিবীতে সর্ব্বত্র দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যবর্গের সমাজ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রামতত্ত্বাভিজ্ঞ পুরাণবিদ্ জনগণ সেই ধীমানের মহাত্ম্যসূচক এই গাথা গান করেন যে,—রাম, শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিত-নেত্র, সুমুখ, প্রফুল্লবদন, সিংহসম-বিশাল স্কন্ধশালী, মহাভুজ, অজানুলম্বিতবাহু এবং মিতভাষী ছিলেন। রাম দশসহস্র বর্ষ রাজ্যশাসন করেন। সেই মহাত্মার রাজ্যে ঋক্-যজুঃ-সামমন্ত্রের নির্ঘোষ, জ্যাঘোষ এবং 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ধ্বনি অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান ছিল। সেই সত্ত্ববান্, নানা গুণ-সম্পন্ন, দাশরথি রাম নিজ তেজে দীপ্যমান

অতি চন্দ্রঞ্চ সূর্য্যঞ্চ রামো দাশরথির্বভৌ ॥১৫৬
ঈজে ক্রতুশতৈঃ পুণ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
হিত্বাযোধ্যাং দিবং যাতো রাঘবো হি মহাবলঃ
এবমেব মহাবাহুরিক্ষাকুকুলনন্দনঃ।
রাবণং সগণং হত্বা দিবমাচক্রমে বিভুঃ ॥ ১৫৮
অপরঃ কেশবশ্চায়ং প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
বিখ্যাতো মাথুরে কল্পে সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ॥
যত্র শাল্বঞ্চ চৈদ্যঞ্চ কংসং দ্বিবিদমেব চ।
অরিষ্টং বৃষভং কেশিং পূতনাং দৈত্যদারিকাম্
নাগং কুবলয়াপীড়ং চাণূরং মুষ্টিকং তথা।
দৈত্যান্ মানুষদেহেন সূদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥
ছিন্নং বাহুসহস্রঞ্চ বাণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
নরকশ্চ হতঃ সংখ্যে যবনশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৬২
হৃতানি চ মহীপানাং সর্ব্বরত্নানি তেজসা।
দুরাচারাশ্চ নিহতাঃ পার্থিবা যে মহীতলে ॥১৬৩
এষ লোকহিতার্থায় প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥ ১৬৪

কল্কী বিষ্ণুযশা নাম শম্ভলগ্রামসম্ভবঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় ভূয়ো দেবো মহাযশাঃ ॥
এতে চান্যে চ বহবো দিব্যা দেবগণৈর্বৃতাঃ।
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥১৬৬
যত্র দেবা বিমুহ্যন্তি প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনে।
পুরাণং বর্ত্ততে যত্র বেদশ্রুতিসমাহিতম্ ॥ ১৬৭
এতদুদ্দেশমাত্রেণ প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনম্।
কীর্ত্তিতং কীর্ত্তনীয়স্য সর্ব্বলোকগুরোর্বিভোঃ ॥
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনাৎ।
বিষ্ণোরমিতবীর্য্যস্য যঃ শৃণোতি কৃতাঞ্জলিঃ ॥
এতাশ্চ যোগেশ্বরযোগমায়াঃ
শ্রুত্বা নরো মুচ্যতি সর্ব্বপাপৈঃ।
ঋদ্ধিং সমৃদ্ধিং বিপুলাংশ্চ ভোগান্
প্রাপ্নোতি শীঘ্রং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ১৭০
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সর্ব্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ প্রাদুর্ভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৩

হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষাও শোভাশালী ছিলেন। সেই মহাবল রাঘব, ভূরিদক্ষিণা-সম্পন্ন পুণ্য ক্রতু শত দ্বারা যজন করেন। শেষে অযোধ্যা পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। বিভু বিষ্ণু ইক্ষাকু-কুলনন্দন রাম রূপে রাবণকে সদলবলে হনন করিয়া এইভাবে স্বর্গ রোহণ করেন। ১৪২—১৫৮। কল্পান্তরে সর্ব্বলোকের হিতসাধনার্থ মথুরা পুরীতে সেই মহাত্মা বিষ্ণুর যে অবতার হয়, তাহা কেশব নামে প্রসিদ্ধ। সেই অবতারে মানুষদেহ দ্বারা সেই বীর্য্যবান্ বিষ্ণু শাল্ব, শিশুপাল, কংস, দ্বিবিদ, অরিষ্ট, প্রলম্ব, কেশি, দৈত্যকন্যা পূতনা, নাগ কুবলয়াপীড়, চাণূর ও মুষ্টিক প্রভৃতি দৈত্যদিগের বিনাশ সাধন করেন। তিনি রণস্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা বাণের বাহুসহস্র ছেদন এবং নরকের নিধন বিধান করেন। তৎকর্ত্তৃকই মহাবল যবন নিহত হয়। মহীতলে তখন যত দুরাচার মহীপতি ছিল, তিনি নিজতেজে সকলেরই নিপাত করিয়া তাহাদিগের সমস্ত ধনরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন। লোক-হিতকাম-নায় মহাত্মা বিষ্ণুর এই অবতার হইয়াছিল। অতঃপর সর্ব্বলোকহিতার্থে শম্ভলগ্রামে দেব বিষ্ণুর মহাযশা বিষ্ণুযশা কল্কী অবতার। ব্রহ্মবাদীরা পুরাণসমূহে এই সকল এবং আরও নানাবিধ দিব্য অবতার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত অবতার কীর্ত্তন করিতে হইলে দেবতারাও বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন; সেই সকল অবতারকথা লইয়াই বেদ ও শ্রুতি সমুদয় সম্যক্ পরিপুষ্ট হইয়াছে। সেই সর্ব্বলোকগুরু সর্ব্বকীর্ত্তনীয় বিভুর প্রাদুর্ভাব বিবরণ এই সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম; অমিতবীর্য্য সেই বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন কিম্বা কৃতাঞ্জলিকরে শ্রবণ করিলে, পিতৃগণ প্রীত হয়েন। সেই যোগেশ্বরের এই সকল যোগমায়া শ্রবণে নর সেই ভগবানের প্রসাদে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুল ভোগ লাভ করিতে পারে। হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামঃ পুণ্যধর্ম্মামৃতস্য চ।
মুনে ত্বন্মুখগীতস্য তথা কৌতূহলং হি নঃ॥ ১
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানাং কর্ম্মণো গতিম্।
বেৎসি সর্ব্বং মুনে তেন পৃচ্ছামস্ত্বাং মহামতিম্
শ্রূয়তে যমলোকস্য মার্গঃ পরমদুর্গমঃ।
দুঃখক্লেশকরঃ শশ্বৎ সর্ব্বভূতভয়াবহঃ॥ ৩
কথং তেন নরা যান্তি মার্গেণ যমসাদনম্।
প্রমাণঞ্চৈব মার্গস্য ব্রূহি নো বদতাং বর।
মুনে পৃচ্ছাম সর্ব্বজ্ঞ ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ॥ ৪
কথং নরকদুঃখানি নাপ্নুবন্তি নরা মুনে।
কেনোপায়েন দানেন ধর্ম্মেণ নিয়মেন চ॥ ৫
মানুষস্য চ যাম্যস্য লোকস্য কিমদন্তরম্।
কথঞ্চ স্বর্গতিং যান্তি নরকং কেন কর্ম্মণা॥
কিয়ন্তি স্বর্গস্থানানি কিয়ন্তি নরকাণি চ।
কথং সুকৃতিনো যান্তি কথং দুষ্কৃতকারিণঃ॥ ৭
কিং রূপং কিং প্রমাণং বা কো বর্ণকুভয়োরপি।
জীবস্য নীয়মানস্য যমলোকং ব্রবীহি নঃ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলা বদতো মম সুব্রতাঃ।
সংসারচক্রমজরং স্থিতির্যস্য ন বিদ্যতে॥ ৯
সোঽহং বদামি বঃ সর্ব্বং যমমার্গস্য নির্ণয়ম্।
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য যথা নান্যো বদিষ্যতি॥
স্বরূপঞ্চৈব মার্গস্য যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ।
যমলোকস্য চাধ্বানমন্তরং মানুষস্য চ॥ ১১
যোজনানাং সহস্রাণি ষড়শীতিস্তদন্তরম্।
তপ্ততাম্রমিবাতপ্তং তদধ্বানমুদাহৃতম্॥ ১২
তদবশ্যং হি গন্তব্যং প্রাণিভির্জীবসঙ্ক্ষয়ে।

অমিততেজা বিষ্ণুর সর্ব্বপাপহর, শ্রেয়স্কর অবতার সকল কীর্ত্তন করিলাম।১৫৯—১৭১

ত্রয়োদশাধিকদ্বিতশতম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৩

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনে! তোমার মুখে গীত পুণ্য-ধর্ম্মামৃত পানে আমাদিগের তৃপ্তির শেষ হইতেছে না; এখনও আমাদিগের কৌতূহল রহিয়াছে। মুনিবর! ভূত সকলের উৎপত্তি, প্রলয় ও কর্ম্মের গতি, সমস্তই তুমি অবগত আছ, তাই মহামতি তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি। শুনা যায়,—যমলোকের পথ অতি দুর্গম, দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ সন্তাপোৎপাদক এবং সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের ভয়জনক। তবে সেই পথে মানবগণ যমসদনে গমন করে কিরূপে? আর সেই পথের পরিমাণই বা কিরূপ? ওহে বাগ্মিবর! তাহা আমাদিগকে বল। মুনে! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বল। নরগণ কোন্ উপায়ে, কিরূপ দান, ধর্ম্ম বা নিয়ম করিলে নরকযাতনা ভোগ করে না? মানুষলোক ও যাম্য লোকের ব্যবধান কত? কোন্ কর্ম্মে নরকে এবং কোন্ কর্ম্মেই বা স্বর্গে যায়? স্বর্গেরই বা কতগুলি স্থান, আর নরকস্থানই বা কতগুলি আছে? সুকৃতিশালীরাই বা কেমনে গমন করে? আর দুষ্কৃতিকারীরাই বা কিরূপে যায়? যমলোকে নীয়মান উক্ত উভয়বিধ জীবের রূপ, পরিমাণ ও বর্ণই বা কিরূপ? আমাদিগকে এই সকল কথা বলুন। ১—৮। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূলগণ! কদাপি যাহার স্থিরতা নাই, আমি সেই অজর সংসারচক্র বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। আমি আপনাদিগকে জীবের উৎক্রমণকালাবধি সমগ্র যমমার্গবিবরণ এমন ভাবে বলিব যে, অপর কেহই তদ্রূপ বলিতে পারিবে না। হে সত্তমগণ! আপনারা আমাকে যে যাম্য পথের কথা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, মানুষলোক হইতে যমলোকপথ ষড়শীতিসহস্র যোজন অন্তরে অবস্থিত। ঐ পথ তপ্ত তাম্রসম উত্তপ্ত। জীবিতকালের ক্ষয় হইলে ঐ পথে প্রাণিগণকে অবশ্যই যাইতে হয়! তবে

পুণ্যান্ পুণ্যকৃতো যান্তি পাপান্
পাপকৃতোঽধমাঃ॥ ১৩
দ্বাবিংশতিশ্চ নরকা যমস্য বিষয়ে স্থিতাঃ।
যেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণো বিপচ্যন্তে পৃথক্ পৃথক॥ ১৪
রৌরবো রৌরবো রৌদ্রঃ শূকরস্তাল এব চ।
কুম্ভীপাকো মহাঘোরঃ শাল্মলোঽথ
বিমোহনঃ॥ ১৫
কীটাদঃ কৃমিভক্ষশ্চ লালাভক্ষো ভ্রমস্তথা।
নদ্যঃ পূয়বহাশ্চান্যা রুধিরাম্ভস্তথৈব চ॥ ১৬
অগ্নিজ্বালো মহাঘোরঃ সন্দংশঃ শুনভোজনঃ।
ঘোরা বৈতরণী চৈব অসিপত্রবনং তথা॥ ১৭
ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা ন তড়াগাঃ সরাংসি চ।
ন বাপ্যো দীর্ঘিকা বাপি ন কূপো ন প্রপা সভা
ন মণ্ডপো নায়তনং ন নদ্যো ন চ পর্ব্বতাঃ।
ন কিঞ্চিদাশ্রমস্থানং বিদ্যতে তত্র বর্ত্মনি॥ ১৯
যত্র বিশ্রমতে শ্রান্তঃ পুরুষোঽতীবকর্ষিতঃ।
অবশ্যমেব গন্তব্যঃ স সর্ব্বৈস্তু মহাপথঃ॥ ২০
প্রাপ্তে কালে তু সন্ত্যজ্য সুহৃদ্বন্ধুধনাদিকম্।
জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজাশ্চোদ্ভিজ্জাস্তথা॥ *
স্ত্রীপুংনপুংসকৈশ্চৈব পৃথিব্যাং জীবসংজ্ঞিতৈঃ॥
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে বা মধ্যাহ্নে বা তথা পুনঃ।
সন্ধ্যাকালেঽর্দ্ধরাত্রে বা প্রত্যূষে বাপ্যুপস্থিতে
বৃদ্ধৈর্বা মধ্যমৈর্বাপি যৌবনস্থৈস্তথৈব চ।
গর্ভাবাসেঽথ বাল্যে বা গন্তব্যঃ স মহাপথঃ॥
প্রবাসস্থৈর্গৃহস্থৈর্বা পর্ব্বতস্থৈঃ স্থলেঽপি বা।
ক্ষেত্রস্থৈর্বা জলস্থৈর্বা গৃহমধ্যগতৈস্তথা॥ ২৫
আসীনৈশ্চাস্থিতৈর্বাপি শয়নীয়গতৈস্তথা।
জাগ্রদ্ভির্বা প্রসুপ্তৈর্বা গন্তব্যঃ স মহাপথঃ॥ ২৬
ইহানুভূয় নির্দ্দিষ্টমায়ুর্জন্তুঃ স্বয়ং তদা।
তস্যান্তে চ স্বয়ং প্রাণৈরনিচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥২৭
জলমগ্নির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুদ্ব্যাধিঃ পতনং গিরেঃ।
নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাদ্য দেহী প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥২৮
বিহায় সুমহৎকৃৎস্নং শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্।

পুণ্যকর্ম্মীরা সুখে এবং অধম পাপকারীরা দুঃখে উহা অতিক্রম করিয়া থাকে। যমরাজ্যে দ্বাবিংশতটী নরক আছে, সেই সকল নরকে দুষ্কৃতকারীরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাতিত হয়। রৌরব, রৌদ্র, শূকর, তাল, কুম্ভীপাক, মহাঘোর শাল্মল, বিমোহন, কীটাদ, কৃমিভক্ষ, লালাভক্ষ, ভ্রম, অগ্নিজ্বাল, মহাঘোর সন্দংশ ও শুনভোজন প্রভৃতি নরককুণ্ড এবং পূয়বহা, রুধিরাম্ভঃ, ও ঘোরা বৈতরণী প্রভৃতি নদী, ও অসিপত্রবনাদি নানাযাতনাস্থান সেখানে আছে। সেই পথে এমন কোন ছায়াবান্ বৃক্ষ, তড়াগ, সরোবর, বাপী দীর্ঘিকা, কূপ, প্রপা, সভা, মণ্ডপ, আয়তন, নদী বা পর্ব্বত কিছুমাত্র আশ্রয়স্থান নাই, যাহাতে যমদূতাকর্ষিত শ্রান্ত জীব ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম করিতে পারে। কালপ্রাপ্ত হইলে সুহৃৎ বন্ধু ধনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলেরই সেই পথে অবশ্য যাইতে হইবে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীবাদি পৃথিবীস্থ যে কোন জীব—পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যাকাল, অর্দ্ধরাত্র, প্রত্যূষাদি যে কোন কালে, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক, গর্ভগত, যে কোন অবস্থাপন্নই হৌক্ না, সেই পথে যাইতে হইবেই। প্রবাসস্থ, আবাসস্থ, পর্ব্বতস্থ, স্থলস্থ, ক্ষেত্রস্থ, জলস্থ, গৃহমধ্যস্থ, উপবিষ্ট, উত্থিত, শায়িত, জাগ্রৎ, সুপ্ত—সকল প্রাণীকেই ইহলোকে নির্দ্দিষ্ট আয়ু ভোগান্তে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বয়ং সেই পথে যাইতে হয়। জল, অগ্নি, বিষ, শস্ত্র, ক্ষুধা, ব্যাধি, পর্ব্বতাদি উচ্চস্থান হইতে পতন, ইত্যাদি যে কোন হেতুতেই আয়ুঃশেষ হইলে দেহ প্রাণহীন হইয়া থাকে। তখন সেই পঞ্চভৌতিক দেহ পরিহারান্তে নিজ কর্ম্মজ সুখ-

---

* অতঃপরং—
"জঙ্গমাজঙ্গমাশ্চৈব গমিষ্যন্তি মহাপথম্।
দেবাসুরমনুষ্যৈশ্চ বৈবস্বতবশানুগৈঃ॥"
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

অন্যচ্ছরীরমাদত্তে যাতনীয়ং স্বকর্ম্মজম্ ॥ ২৯
দৃঢ়ং শরীরমাপ্নোতি সুখদুঃখোপভুক্তয়ে।
তেন ভুঙ্‌ক্তে স কৃচ্ছ্রাণি পাপকর্ত্তা নরো ভৃশম্
সুখানি ধার্ম্মিকো হৃষ্ট ইহ নীতো যমক্ষয়ে ॥ ৩১
উষ্মা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ।
ভিনত্তি মর্ম্মস্থানানি দীপ্যমানো নিরিন্ধনঃ ॥৩২
উদানো নাম পবনস্ততশ্চোর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে।
ভুক্তানামম্বুভক্ষ্যাণামধোগতিনিরোধকৃৎ ॥ ৩৩
ততো যেনাম্বুদানানি কৃতান্যন্নরসাস্তথা।
দত্তাঃ স তস্যামাহ্লাদমাপদি প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪
অন্নানি যেন দত্তানি শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা।
সোঽপি তৃপ্তিমবাপ্নোতি বিনাপ্যন্নেন বৈ তদা
যেনানৃতানি নোক্তানি প্রীতিভেদঃ কৃতো ন চ
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ সুখমৃত্যুং স গচ্ছতি ॥৩৬
দেবব্রাহ্মণপূজায়াং নিরতাশ্চানসূয়কাঃ।
শুক্লা বদান্যা হ্রীমন্তস্তে নরাঃ সুখমৃত্যবঃ ॥ ৩৭

দুঃখভোগার্থ অন্য দৃঢ় শরীর পরিগ্রহ করে। সেই দেহকে যাতনাদেহ বলা যায়। সেই দেহ দ্বারা যমালয়ে নীত পাপী জীব ক্লেশ রাশি এবং ধার্ম্মিক জীব হৃষ্ট হইয়া সুখসমূহ ভোগ করিয়া থাকে। ৯—৩১। প্রবল বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া শরীরের উষ্মা প্রকুপিত হয়, এবং ক্রমে দীপ্যমান হইয়া দাহ্য অভাবে মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করিতে থাকে। তাহাতে উদান নামক বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া ভুক্ত অন্ন-পানাদির অধোগতি নিরোধ করে; সুতরাং দেহী তখন অতিক্লেশে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সেই দুর্গম পথে যমালয়ে প্রস্থিত হয়। ইহলোকে যেজন অন্ন-পানীয়াদি দান করিয়াছে, সে সেই দুর্গম পথে সানন্দে গমন করিতে পারে। যে মানব শ্রদ্ধাপূত-চিত্তে অন্ন দান করিয়াছে, সে তখন অন্ন অভাবেও অন্নজনিত তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়। যেজন মিথ্যা কথা বলে নাই কাহারও প্রীতিভঙ্গ করে নাই; যেজন আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্, তাহার সুখমৃত্যু হয়। দেব-ব্রাহ্মণ-পূজারত, শুদ্ধাচার, অসূয়াহীন, বদান্য, ও অকার্য্যে

যঃ কামান্নাপি সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
যথোক্তকারী সৌম্যশ্চ স সুখং মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥৩৮
বারিদাস্তৃষিতানাং যে ক্ষুধিতান্নপ্রদায়িনঃ।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কালে মৃত্যুং সুখসমন্বিতম্ ॥৩৯
প্রাণঘ্নীং বেদনাং কষ্টাং যে চান্যোদ্বেগধারিণঃ
শীতং জয়ন্তি ধনদাস্তাপং চন্দনদায়িনঃ ॥ ৪০
মোহং জ্ঞানপ্রদাতারস্তথা দীপপ্রদাস্তমঃ।
কূটসাক্ষী মৃষাবাদী যো গুরুর্নানুশাস্তি বৈ ॥৪১
তে মোহমৃত্যবঃ সর্ব্বে তথা যে বেদনিন্দকাঃ।
বিভীষণাঃ পূতিগন্ধাঃ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৪২
আগচ্ছন্তি দুরাত্মানো যমস্য পুরুষাস্তথা।
প্রাপ্তেষু দৃক্‌পথং তেষু জায়তে তস্য বেপথুঃ ॥
ক্রন্দত্যবিরতং সোঽথ ভ্রাতৃমাতৃপিতৄংস্তথা।

লজ্জাশালী জনগণ সুখমৃত্যু প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ বা দ্বেষবশে ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করে; যে জন যথোক্তকারী ও সৌম্যাচারী, তাহার সুখমৃত্যু হয়। যাহারা তৃষ্ণার্ত্তজনে জল দান করে, ক্ষুধার্ত্ত জনে অন্ন দান করে, সেই নরগণ যথাকালে সুখমৃত্যু প্রাপ্ত হয়। যাহারা অপরের উদ্বেগকারী, সেই জনগণ প্রাণনাশিনী দারুণ বেদনা ভোগ করিয়া থাকে। ধনদাতা জনেরা শীত, এবং চন্দনপ্রদ ব্যক্তিরা তাপ জয় করিতে পারে; জ্ঞানপ্রদাতা-জনেরা মোহ-হীন হয়, এবং দীপদানকারী ব্যক্তিরা সেই যমপথের দুস্তর অন্ধকারে পরিত্রাণ পায়। যে গুরু যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান না করেন, যে জন মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তাহারা সকলেই মৃত্যুকালে মোহাভিভূত হয়। তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পূতিগন্ধ-সমন্বিত ক্রূরাত্মা, ভীষণাকার যমদূতেরা কূটমদ্গর করে আগমন করে। তাহাদের দৃক্‌পথবর্ত্তী হইলেই সেই দেহীর বেপথু উপস্থিত হয়। ৩২—৪৩। সে তখন ভ্রাতা মাতা পিতা প্রভৃতির সম্বোধন সহকারে অবিরত ক্রন্দন করিতে থাকে। কিন্তু হে বিপ্রগণ! তাহার তাৎকালিক

সা তু বাগস্ফুটা বিপ্রা একবর্ণা বিভাব্যতে ॥ ৪৪
দৃষ্টির্বিভ্রাম্যতে ত্রাসাৎ কাসাবিষ্টমথাননম্ ।
ততঃ স বেদনাবিষ্টং তচ্ছরীরং বিমুঞ্চতি ॥ ৪৫
বায়ুগ্রসারী তদ্রূপদেহমন্যৎ প্রপদ্যতে ।
তৎকর্ম্মযাতনার্থে চ ন মাতৃপিতৃসম্ভবম্ ॥ ৪৬
তৎপ্রমাণবয়োবস্থাসংস্থানৈঃ প্রাপ্যতে ব্যথা ।
ততো দূতো যমস্যাথ পাশৈর্বধ্নতি দারুণৈঃ ॥ ৪৭
জন্তোঃ সম্প্রাপ্তকালস্য বেদনার্ত্তস্য বৈ ভৃশম্
ভূতৈঃ সন্ত্যক্তদেহস্য কণ্ঠপ্রাপ্তানিলস্য চ ॥ ৪৮
শরীরাচ্চ্যাবিতো জীবো রোরবীতি তথোল্বণম্
নির্গতো বায়ুভূতস্তু ষাট্‌কৌশিককলেবরে ॥ ৪৯
মাতৃভিঃ পিতৃভিশ্চৈব ভ্রাতৃভির্ম্মাতুলৈস্তথা ।
দারৈঃ পুত্রৈর্বয়স্যৈশ্চ গুরুভিস্ত্যজ্যতে ভুবি ॥ ৫০
দৃশ্যমানশ্চ তৈর্দীনৈরশ্রুপূর্ণেক্ষণৈর্ভৃশম্ ।
স্বশরীরং সমুৎসৃজ্য বায়ুভূতস্তু গচ্ছতি ॥ ৫১
অন্ধকারমপারঞ্চ মহাঘোরং তমোবৃতম্ ।
সুখদুঃখপ্রদাতারং দুর্গমং পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৫২
দুঃসহঞ্চ দুরন্তঞ্চ দুর্নিরীক্ষ্যং দুরাসদম্ ।
দুরাপমতিদুর্গঞ্চ পাপিষ্ঠানাং সদাহিতম্ ॥ ৫৩
কৃষ্যমাণাশ্চ তৈর্দূতৈর্যাম্যৈঃ পাশৈস্তু সংযতাঃ
মুদ্গরৈস্তাড্যমানাশ্চ নীয়ন্তে তং মহাপথম্ ॥ ৫৪
ক্ষীণায়ুষং সমালোক্য প্রাণিনং চায়ুষক্ষয়ে ।
নিনীষবং সমায়ান্তি যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫৫
আরূঢ়া যানকালে তু ঋক্ষব্যাঘ্রখরেষু চ ।
উষ্ট্রেষু বানরেষন্যে বৃশ্চিকেষু বৃকেষু চ ॥ ৫৬
উলূকসর্পমার্জ্জারং তথান্যে গৃধ্রবাহনাঃ ।
শ্যেনশৃগালমারূঢ়াঃ সরঘাকঙ্কবাহনাঃ ॥ ৫৭
বরাহপশুবেতালমহিষাস্যাস্তথা পরে ।
নানারূপধরা ঘোরাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫৮
দীর্ঘমুষ্কাঃ করালাস্যা বক্রনাসাস্ত্রিলোচনাঃ ।
মহাহনুকপোলাস্যাঃ প্রলম্বদশনচ্ছদাঃ ॥ ৫৯
নির্গতৈর্বিকৃতাকারৈর্দশনৈরঙ্কুরোপমৈঃ ।
মাংসশোণিতদিগ্ধাঙ্গা দংষ্ট্রাভির্ভৃশমুল্বণৈঃ ॥ ৬০
মুখৈঃ পাতালসদৃশৈর্জ্জ্বলজ্জিহ্বৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ।
নেত্রৈঃ সুবিকৃতাকারৈর্জ্জ্বলৎপিঙ্গলচঞ্চলৈঃ ॥ ৬১
মার্জ্জারোলূকখদ্যোতশক্রগোপবদুদ্ধতৈঃ ।

সেই বাক্যও পরিস্ফুট হয় না; পরন্ত এক-আধটী বর্ণ মাত্র ব্যক্ত হয়। তখন তাহার ত্রাসবশে দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও কাস দ্বারা কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া উঠে। সে ক্রমে যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া সেই শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক তদাকার বায়ুময় দেহান্তর গ্রহণ করে। উহা পিতৃ-মাতৃ-সংযোগে উৎপন্ন নহে; সেই দেহ পূর্ব্বদেহবৎ বয়স, অবস্থা, আকার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত; কৃত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থই সেই দেহ গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে বেদনাপীড়িত জন্তুকে যমদূতগণ দারুণ পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। পঞ্চভূত সেই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হয়; এমত অবস্থায় সে অত্যন্ত রোদন করিতে করিতে দেহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বায়ুভূত ষট্‌কৌশিক কলেবরান্তরে প্রবেশ করে। তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও গুরুজনাদি সকলে সেই শূন্য দেহ ভূতলে স্থাপন করিয়া যখন অশ্রুপূর্ণনয়নে দেখিতে থাকে, তখন জীব সে দেহ ছাড়িয়া বারবার বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হয়। ৪৪—৫১। অতঃপর যমদূতগণ তাহাকে যাম্য পাশদ্বারা আকৃষ্ট ও মুদ্গর দ্বারা তাড়িত করত পাপীদিগের সতত ক্লেশপ্রদ, দুঃসহ, দুর্নিরীক্ষ্য, দুর্গম, অতিদীর্ঘ, ভয়ঙ্কর মহাপথে, সুখ-দুঃখ বিধান-কর্ত্তা যমরাজসন্নিধানে লইয়া যাইতে থাকে। প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয় হইলে, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, বৃশ্চিক, বৃক, উলূক, সর্প, মার্জ্জার, গৃধ্র, শ্যেন, শৃগাল, মধুমক্ষিকা ও কঙ্ক, প্রভৃতি নানাবিধ বাহনে আরোহণ-পূর্ব্বক, দীর্ঘমুষ্ক, করালাস্য, বক্রনাস, ত্রিলোচন, মহাহনু, মহাকপোল, মহামুখ, লম্বোষ্ঠ, নির্গত-দশন, বিকৃতদশন, ক্ষুদ্রদশন, ভীষণদংষ্ট্র, মাংসশোণিতলিপ্ত, পাতালতুল্য মুখশালী, ললজ্জিহ্ব, বিকৃতনেত্র, জ্বলন্নেত্র, পিঙ্গলনেত্র, চঞ্চলনেত্র, কেকরনেত্র, সমুজ্জ্বলনেত্র, শুষ্কনেত্র,

কেকরৈঃ সঙ্কুলৈস্তদ্বৈর্লোচনৈঃ পাবকোপমৈঃ॥
ভৃশমাভরণৈর্ভীমৈরাবদ্ধৈর্ভুজগোপমৈঃ।
শোণাসরলগাত্রৈশ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতৈঃ॥ ৬৩
কণ্ঠস্থকৃষ্ণসর্পৈশ্চ ফুৎকাররবভীষণৈঃ।
বহ্নিজ্বালোপমৈঃ কেশৈস্তদ্বরুক্ষৈর্ভয়ঙ্করৈঃ॥৬৪
বক্রপিঙ্গললোলৈশ্চ কদ্রুশ্মশ্রুভিরাবৃতাঃ।
ভুজদণ্ডৈর্মহাঘোরৈঃ প্রলম্বৈঃ পরিঘোপমৈঃ॥৬৫
কেচিদ্দ্বিবাহবস্তত্র তথান্যে চ চতুর্ভুজাঃ।
দ্বিরষ্টবাহবশ্চান্যে দশবিংশভুজাস্তথা॥ ৬৬
অসঙ্খ্যাতভুজাশ্চান্যে কেচিদ্বাহুসহস্রিণঃ।
আয়ুধৈর্বিকৃতাকারৈঃ প্রজ্বলদ্ভির্ভয়ানকৈঃ॥ ৬৭
শক্তিতোমরচক্রাদ্যৈঃ সুদীপ্তৈর্বিবিধায়ুধৈঃ।
পাশশৃঙ্খলদণ্ডৈশ্চ ভীষয়ন্তো মহাবলাঃ॥ ৬৮
আগচ্ছন্তি মহারৌদ্রা মর্ত্ত্যানামায়ুষঃ ক্ষয়ে।
গ্রহীতুং প্রাণিনঃ সর্ব্বে যমস্যাজ্ঞাকরাস্তথা॥ ৬৯
যস্তচ্ছরীরমাদত্তে যাতনীয়ং স্বকর্ম্মজম্।
তদস্য নীয়তে জন্তোর্যমস্য সদনং প্রতি॥ ৭০
বদ্ধা তৎকালপাশৈশ্চ নিগড়ৈর্বজ্রশৃঙ্খলৈঃ।
তাড়য়িত্বা ভৃশং ক্রুদ্ধৈর্নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ॥৭১
প্রস্খলন্তং রুদন্তঞ্চ আক্রোশন্তং মুহুর্মুহুঃ।
হা তাত মাতঃ পুত্রেতি বদন্তং কর্ম্মদূষিতম্॥৭২
আহত্য নিশিতৈঃ শূলৈর্মুদ্গরৈর্নিশিতৈর্ঘনৈঃ।
খড়্গশক্তিপ্রহারৈশ্চ বজ্রদণ্ডৈঃ সুদারুণৈঃ॥ ৭৩
ভর্ৎস্যমানো মহারাবৈর্বজ্রশক্তিসমন্বিতৈঃ।
একৈকশো ভৃশং ক্রুদ্ধৈস্তাড়য়দ্ভিঃ সমন্ততঃ॥৭৪
স মুহ্যমানো দুঃখার্ত্তঃ প্রপতংশ্চ ইতস্ততঃ।
আকৃষ্য নীয়তে জন্তুরধ্বানং সুভয়ঙ্করৈঃ॥ ৭৫
কুশকণ্টকবল্মীকশঙ্কুপাষাণশর্করে *।
প্রদীপ্তাদিত্যতপ্তেন দহ্যমানস্তদংশুভিঃ।
কৃষ্যতে যমদূতৈশ্চ শিবাসন্নাদভী[illegible]ঃ॥ ৭৭
বিকৃষ্যমাণস্তৈর্ঘোরৈর্ভক্ষ্যমাণঃ শিবাশতৈঃ।

পাবকসম-নেত্র, মার্জ্জার উলূক খদ্যোত ও ইন্দ্রগোপতুল্য নেত্রযুক্ত, বরাহ-পশু-বেতাল ও মহিষসম মুখসমন্বিত, ভয়ঙ্কর নানাকার যমদূতগণ সমাগত হয়। তন্মধ্যে কেহ সর্পসম ভীমালঙ্কারধারী, কেহ ভয়ঙ্কর ফুৎকারকারী; কেহ রক্তবর্ণ, কেহ বক্রগাত্র, কেহ বা মুণ্ডমালাভূষিত; কাহারও কণ্ঠে কৃষ্ণ সর্প; কাহারও কেশরাশি বহ্নিশিখা-সদৃশ, কাহারও কেশ রুক্ষ, কাহারও কেশ-সমূহ ঊর্দ্ধমুখ ও ভয়ঙ্কর; কাহারও কাহারও শ্মশ্রুরাজি রক্ত, পিঙ্গল, পক্ক ও কদ্রুবর্ণ; কাহারও কাহারও বাহু প্রলম্ব, দণ্ডাকার, পরিঘোপম ও মহাঘোর; কেহ দ্বিবাহু, কেহ চতুর্ব্বাহু, কেহ ষোড়শবাহু, কেহ দশ-বাহু, কেহ বিংশবাহু, কেহ সহস্রবাহু, কেহ বা অসংখ্য বাহুশালী। সেই মহারৌদ্র দূতেরা মর্ত্ত্যদিগকে আয়ুঃশেষে লইয়া যাই-বার জন্য যমের আদেশে বিকৃতাকার জাজ্বল্যমান ভয়ানক শক্তি, তোমর, চক্র, পাশ, শৃঙ্খল ও দণ্ডাদি বিবিধ আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক আগমন করিয়া থাকে। জীব যে স্বকর্ম্মজনিত যাতনাদেহ গ্রহণ করে, যমদূতেরা তাহাই লইয়া যমভবনে যায়। ৫২—৭০। ক্রুদ্ধ যমকিঙ্করগণ যখন বজ্রসম দৃঢ় শৃঙ্খল নিগড় পাশাদি দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক জীবকে লইয়া প্রস্থিত হয়, তখন সে 'হা তাত! হা মাতঃ! হা পুত্র!' ইত্যাদিরূপে চীৎকার করত রোদন করিতে করিতে স্খলিতপদে যাইতে থাকে। ভয়ঙ্কর দূতগণ প্রত্যেকে সেই পাপীকে আক্রমণ, তর্জ্জন ও ভর্ৎসন সহ সুদারুণ নিশিত শূল, মুদ্গর, খড়্গ, শক্তি, বজ্র ও দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করত আকর্ষণ করিতে থাকিলে সেই পাপী যাতনায় মুহ্যমান হইয়া ইতস্ততঃ পড়িতে পড়িতে সেই সুমহা-পথ অতিক্রম করিতে থাকে। ৭১-৭৫। সেই পথ কুশ, কণ্টক, বল্মীক, শঙ্কু, পাষাণ, শঙ্কু, শর্করা (কাঁকর) প্রভৃতিতে আকীর্ণ, এবং প্রদীপ্ত আদিত্যতাপে অতীব উত্তপ্ত। উহাতে শত শত শিবা নিরন্তর ভীষণ নিনাদ করিতেছে। পাপী জীব সেই দারুণপথে

---

* "ততঃ প্রদীপ্তজ্বলনে ক্ষারবজ্রশতোৎকটে" ইতি চাধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

প্রয়াতি দারুণে মার্গে পাপকর্ম্মা যমালয়ম্ ॥ ৭৮
কচিদ্ভীতৈঃ কচিদ্রস্তৈঃ প্রস্খলদ্ভিঃ কচিৎ কচিৎ।
দুঃখেনাক্রন্দমানৈশ্চ গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥ ৭৯
নির্ভৎস্যমানৈরুদ্বিগ্নৈর্বিদ্রুতৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ।
কম্পমানশরীরৈস্তু গন্তব্যং জীবসঙ্গকৈঃ ॥ ৮০
কণ্টকাকীর্ণমার্গেণ সন্তপ্তসিকতেন চ।
দহ্যমানৈস্তু গন্তব্যং নরৈর্দানবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৮১
মেদঃশোণিতদুর্গন্ধৈর্বস্তগাত্রৈশ্চ পূগশঃ।
দগ্ধস্ফুটত্বচাকীর্ণৈর্গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥ ৮২
কূজদ্ভিঃ ক্রন্দমানৈশ্চ বিক্রোশদ্ভিশ্চ বিস্বরম্।
বেদনার্ত্তৈশ্চ সদ্ভিশ্চ গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥৮৩
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গতোমরসায়কৈঃ।
ভিদ্যদ্ভিস্তীক্ষ্ণশূলাগ্রৈর্গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥৮৪
শ্বানৈর্ব্যাঘ্রৈর্বৃকৈঃ কঙ্কৈর্ভক্ষ্যমাণৈশ্চ পাপিভিঃ
কৃন্তান্তঃ ক্রকচাঘাতৈর্গন্তব্যং মাংসখাদিভিঃ।
মহিষর্ষভশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যমানৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৮৬
উল্লিখদ্ভিঃ শূকরৈশ্চ গন্তব্যং মাংসখাদকৈঃ।
সূচীভ্রমরকাকোলমক্ষিকাভিশ্চ সঙ্ঘশঃ।
ভুজ্যমানৈশ্চ গন্তব্যং পাপিষ্ঠৈর্মধুঘাতকৈঃ ॥ ৮৭
বিশ্বস্তং স্বামিনং মিত্রং স্ত্রিয়ং বা যস্তু ঘাতয়েৎ ॥
শস্ত্রৈর্নিকৃন্তমানৈশ্চ গন্তব্যং চাতুরৈর্নরৈঃ।
ঘাতয়ন্তি চ যে জন্তূংস্তাড়য়ন্তি নিরাগসঃ ॥ ৮৯
রাক্ষসৈর্ভক্ষ্যমাণাস্তে যান্তি যাম্যপথং নরাঃ।
যে হরন্তি পরস্ত্রীণাং বরপ্রাবরণানি চ ॥ ৯০
তে যান্তি বিদ্রুতা নগ্নাঃ প্রেতীভূতা যমালয়ম্
বাসো ধান্যং হিরণ্যং বা গৃহক্ষেত্রমথাপি বা ॥
যে হরন্তি দুরাত্মানঃ পাপিষ্ঠাঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
পাষাণৈর্লগুড়ৈর্দণ্ডৈস্তাড়্যমানৈস্তু জর্জ্জরৈঃ ॥৯২
বহদ্ভিঃ শোণিতং ভূরি গন্তব্যস্তু যমালয়ম্।
ব্রহ্মস্বং যে হরন্তীহ নরা নরকনির্ভয়াঃ ॥ ৯৩
তাড়য়ন্তি তথা বিপ্রানাক্রোশন্তি নরাধমাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠনিবদ্ধাস্তে ছিন্নকর্ণাক্ষনাসিকাঃ ॥ ৯৪

সেই শিবাগণ দ্বারা আকৃষ্যমাণ ও ভক্ষিত হইতে হইতে অতি ক্লেশে যমালয়ের দিকে যাইতে থাকে। সেই মহাপথে উক্ত জীব কোথাও ভীত, ও কচিৎ ত্রস্তভাবে এবং [illegible] স্খলিত পদে অতি দুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকে। সে যমদূতদিগের ভর্ৎসনায় উদ্বিগ্ন ও ভয়বিহ্বল হইয়া কম্পি[illegible] কায়ে কখনও দৌড়াইতে থাকে। যাহারা ইহলোকে দান করে নাই, সেই সকল জীব সেই কণ্টকাকীর্ণ ও উত্তপ্ত সিকতাপূর্ণ দারুণ পথে দগ্ধপ্রায় হইয়া যায়। জীবগণের সেই গন্তব্য পথ কোথাও মেদ ও শোণিত দ্বারা দুর্গন্ধময়, কচিৎ মৃত ছাগদেহে সমাবৃত, কোথাও বা দগ্ধ ও ছিন্ন অস্থি চর্ম্মাদিতে পরিপূর্ণ। তাহারা কখনও শক্তি, তোমর, খড়্গ, ভিন্দিপাল, সায়ক, ক্রকচ, ও তীক্ষ্ণ শূলাগ্রাদি দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়; কখনও কুক্কুর, ব্যাঘ্র, বৃক ও কঙ্কাদি মাংসাশী জন্তু দ্বারা ভক্ষিত; কখনও বৃষ, মহিষাদি কর্তৃক শৃঙ্গদ্বারা বিদ্ধ; কখনও শূকর কর্ত্তৃক দন্তদ্বারা উল্লিখিত; এবং কখনও বা সূচী, ভ্রমর, কাকোল, মক্ষিকা ও মধুমক্ষিকা প্রভৃতি দ্বারা দষ্ট হয়; তাহাতে দারুণ যাতনায় কখনও কূজন, কখনও ক্রন্দন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত সেই দুর্গমপথে যাইতে থাকে। ৭৬—৮৭। যাহারা বিশ্বস্ত স্বামী, মিত্র বা স্ত্রীলোককে ঘাতিত করে, তাহাদিগকে ঐ পথে শস্ত্রাঘাতে ছিদ্যমান হইয়া অতি কষ্টে যাইতে হয়। নিরপরাধ প্রাণীদিগকে যাহারা হনন বা তাড়ন করে, তাহারা যাম্যপথে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া গমন করিতে বাধ্য হয়। যাহারা পরনারীর গাত্রাবরণ বসন হরণ করে, তাহাদিগকে প্রেতাকারে উলঙ্গ হইয়া সেই পথ অতিক্রম করিতে হয়। যে সকল দুরাত্মা পাপীরা বস্ত্র, ধান্য, হিরণ্য, গৃহ ও ক্ষেত্রাদি অপহরণ করে, তাহারা পাষাণ, লগুড় দণ্ডাদি দ্বারা তাড়্যমান হইয়া রক্তাপ্লুত জর্জ্জরিত-শরীরে সেই মহাপথ অতিক্রম করে। যে সকল নরকভয়রহিত মানব ব্রহ্মস্ব হরণ, ব্রাহ্মণকে তাড়ন কিম্বা আক্রোশপূর্ব্বক দুর্ব্বাক্য দ্বারা পীড়িত করে, সেই

পূয়শোণিতদিগ্ধাঙ্গে কালগৃধ্রৈশ্চ জম্বুকৈঃ।
কিঙ্করৈর্ভীষণৈশ্চণ্ডৈস্তাড্যমানাশ্চ দারুণৈঃ॥৯৫
বিক্রোশমানা গচ্ছন্তি পাপিনস্তে যমালয়ম্।
এবং পরমদুর্দ্ধর্ষমধ্বানং জ্বলনপ্রভম্॥ ৯৬
রৌরবং দুর্গবিষমং নির্দ্দিষ্টং মানুষস্য চ।
প্রতপ্তভাম্রবর্ণাভং বহ্নিজ্বালাস্ফুলিঙ্গবৎ॥ ৯৭
ক্রুরন্টকণ্টকাকীর্ণং বিষাণবিকটাঙ্কুরম্।
শক্তিবজ্রৈশ্চ সঙ্কীর্ণমুজ্জ্বলং তীব্রকণ্টকম্॥ ৯৮
অঙ্গারবালুকামিশ্রং বহ্নিকীটকদুর্গমম্।
জ্বালামালাকুলং রৌদ্রং সূর্য্যরশ্মিপ্রতাপিতম্॥
অধ্বানং নীয়তে দেহী কৃষ্যমাণঃ সুনিষ্ঠুরৈঃ।
যদৈব ক্রন্দতে জন্তুর্দুঃখার্ত্তঃ পতিতঃ ক্বচিৎ॥
তদৈবাহন্যতে সর্ব্বৈরায়ুধৈর্যমকিঙ্করৈঃ।
এবং সন্তাড্যমানশ্চ লুব্ধঃ পাপেষু যোঽনয়ঃ॥
অবশো নীয়তে জন্তুর্দুর্দ্ধরৈর্যমকিঙ্করৈঃ।
সর্ব্বৈরেব হি গন্তব্যমধ্বানং তৎসুদুর্গমম্॥১০২
নীয়তে বিবিধৈর্ঘোরৈর্যমদূতৈরবজ্ঞয়া।
নীত্বা সুদারুণং মার্গং প্রাণিনং যমকিঙ্করৈঃ॥
প্রবেশ্যন্তে পুরীং ঘোরাং তাম্রায়সময়ীং দ্বিজাঃ
সা পুরী বিপুলাকারা লক্ষযোজনমায়তা॥১০৪
চতুরস্রা বিনির্দ্দিষ্টা চতুর্দ্বারবতী শুভা।
প্রাকারাঃ কাঞ্চনাস্তস্যা যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতাঃ॥
ইন্দ্রনীলমহানীলপদ্মরাগোপশোভিতা।
সা পুরী বিবিধৈঃ সত্ত্বৈর্ঘোরাঘোরৈঃ সমাকুলা॥ ১০৬
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
পূর্ব্বদ্বারং শুভং তস্যাঃ পতাকাশতশোভিতম্
বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্যমুক্তাফলবিভূষিতম্।
গীতনৃত্যৈঃ সমাকীর্ণং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ॥
প্রবেশস্তেন দেবানামৃষীণাং যোগিনাং তথা।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধযক্ষাণাং বিদ্যাধরবিসর্পিণাম্॥ ১০৯
উত্তরং নগরদ্বারং ঘণ্টাচামরভূষিতম্।
ছত্রচামরবিন্যাসং নানারত্নৈরলঙ্কৃতম্॥ ১১০

কাষ্ঠে বন্ধনপূর্ব্বক চক্ষু কর্ণ ও নাসাচ্ছেদন করিয়া তাড়না করিতে থাকে; সেই পূয়-শোণিতলিপ্তাঙ্গ পাপীরা দারুণকায় গৃধ্র ও জম্বুকগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে যমালয়ে যাইতে থাকে। এবম্বিধ জ্বলনপ্রভ পরম দুর্দ্ধর্ষ বিষম দুর্গম রৌরব নামক সেই পথ মৃত জীবগণের যমালয়ে গমন জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ পথ প্রতপ্ত তাম্রবর্ণাভ, বহ্নিস্ফুলিঙ্গসম স্ফুলিঙ্গ-সমাকুল, শৃঙ্গসদৃশ দৃঢ় অঙ্কুরনিকরে আকীর্ণ, শক্তি বজ্র ও তীব্র কণ্টকাদিতে সঙ্কীর্ণ এবং বহ্নিকীট দ্বারা অতীব দুর্গম। তত্রত্য অঙ্গারমিশ্রিত বালুকা সূর্য্যকিরণে প্রতপ্ত হইয়া জ্বালামালায় আকুল ও অতি-ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে। সুনিষ্ঠুর যম-কিঙ্করেরা সেই পথে দেহীকে আকর্ষণ করিতে থাকে; দেহী যখন ক্রন্দন করে বা পড়িয়া যায়, তখন অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাহারা প্রহার করে। বিধিলঙ্ঘনকারী লোভী পাপী জনগণ সকলেই যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক এইভাবে অবজ্ঞা সহকারে তাড়িত ও উৎপীড়িত হইয়া অবশ-ভাবে যমালয়ে নীত হইয়া থাকে। সেই সুদুর্গম পথে সকলকেই যাইতে হয়। ৮৮—১০২। হে দ্বিজগণ! যমকিঙ্করগণ প্রাণীদিগকে এই সুদুর্গম পথে লইয়া যাইয়া তাম্রায়সময় ঘোর যমনগরে প্রবেশ করায়। সেই নগর অতীব বিপুলাকার; উহা লক্ষযোজন বিস্তৃত। তন্মধ্যে চতুরস্রা, চতুর্দ্বারবতী শুভা পুরী দৃষ্ট হয়। উহার কাঞ্চনময় প্রাকার অযুত যোজন উন্নত। উহা ইন্দ্রনীল, মহানীল ও পদ্মরাগাদি মণিগণে বিভূষিত। ফলতঃ সেই পুরী ঘোর অঘোর উভয়বিধ উপচারেই পরিপূর্ণ। তাহার পূর্ব্বদ্বার অতি মনোহর। উহা শত পতাকায় শোভিত; হীরক, ইন্দ্র-নীল, বৈদূর্য্য ও মুক্তাদি দ্বারা বিভূষিত; দেব দানব যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণে ঐ দ্বার সমাকীর্ণ এবং অপ্সরোগন্ধর্ব্বাদি-কৃত নৃত্য-গীতে মুখরিত। সেই দ্বার, দেব ঋষি যোগী গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ যক্ষ বিদ্যাধর ও পন্নগাদির প্রবেশার্থ নির্দ্দিষ্ট। তাহার উত্তর দ্বার, ঘণ্টা-চামর ছত্রাদি দ্বারা ভূষিত; বিবিধ

বীণাবেণুরবৈ রম্যৈর্গীতমঙ্গলনাদিতৈঃ ।
ঋগ্‌যজুঃসামনির্ঘোষৈর্মুনিবৃন্দসমাকুলম্ ॥ ১১১
বিশন্তি যেন ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ।
গ্রীষ্মে বারিপ্রদা যে চ শীতে চাগ্নিপ্রদা নরাঃ ॥
শ্রান্তসংবাহকা যে চ প্রিয়বাদরতাশ্চ যে ।
যে চ দানরতাঃ শূরা মাতাপিতৃপরাশ্চ যে ।
দ্বিজশুশ্রূষণে যুক্তা নিত্যং যেঽতিথিপূজকাঃ ॥
পশ্চিমন্তু মহাদ্বারং পুর্য্যা রত্নৈর্বিভূষিতম্ ॥ ১১৪
বিচিত্রমণিসোপানং তোমরৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
ভেরীমৃদঙ্গসন্নাদৈঃ শঙ্খকাহলনাদিতম্ ॥ ১১৫
সিদ্ধবৃন্দৈঃ সদা হৃষ্টৈর্মঙ্গলৈঃ প্রণিনাদিতম্ ।
প্রবেশস্তেন হৃষ্টানাং শিবভক্তিমতাং নৃণাম্ ॥
সর্ব্বতীর্থপ্লুতা যে চ পঞ্চাগ্নের্যে চ সেবকাঃ ।
প্রস্থানে যে মৃতা বীরা মৃতাঃ কালঞ্জরে গিরৌ
অগ্নৌ বিপন্না যে বীরাঃ সাধিতং যৈরনাশকম্ ।

রত্নে অলঙ্কৃত; বীণা বেণু প্রভৃতির রম্য মঙ্গল শব্দে মুখরিত এবং গীত শব্দ সহকৃত মুনিবৃন্দকৃত ঋক্ যজুঃ ও সামধ্বনিতে সমাকুল। যাহারা গ্রীষ্মকালে বারি প্রদান করে, শীতে অগ্নি দান করে, যাহারা শ্রান্ত জনের গাত্র মর্দ্দনে, প্রিয়ভাষণে. দানে ও মাতা পিতার শুশ্রূষণে নিরত, এবং যাহারা সত্য কথন-পরায়ণ, সেই সকল ধার্ম্মিক নরগণের প্রবেশ জন্যই এই উত্তরদ্বার নিরূপিত। উহার পশ্চিম দ্বারও রত্নবিভূষিত, বিচিত্র মণি-রচিত সোপান-শ্রেণীতে শোভিত, তোমরনিকরে সমলঙ্কৃত এবং সতত হৃষ্টচিত্ত সিদ্ধবৃন্দ-বাদিত ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খ-কাহলাদির মঙ্গল শব্দে নিনাদিত। হৃষ্টান্তঃকরণ শিবভক্ত নরগণের প্রবেশ নিমিত্ত এই দ্বার নিরূপিত। যাহারা সর্ব্বতীর্থে স্নাত, মহাপ্রস্থানে মৃত,কিম্বা যে বীর ব্যক্তিরা প্রভু, মিত্র বা সাধুলোকাদির নিমিত্ত অথবা গো রক্ষার্থ নিহত, তাহারাও ঐ দ্বার দিয়া যাইয়া থাকে। যাহারা পঞ্চাগ্নিসেবা-তৎপর, যে বীরগণ কালঞ্জরগিরিতে প্রাণ পরিহার করে কিংবা অগ্নি প্রবেশে বিপন্ন হয়, অথবা অনশনব্রতাবলম্বনে জীবন

যে স্বামিমিত্রলোকার্থে গোগ্রহে সঙ্কুলে হতাঃ ।
তে বিশন্তি নরাঃ শূরাঃ পশ্চিমেন তপোধনাঃ ॥
পুর্য্যাস্তস্যা মহাঘোরং সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করম্ ॥ ১১৯
হাহাকারসমাক্রুষ্টং দক্ষিণং দ্বারমীদৃশম্ ।
অন্ধকারসমাযুক্তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গৈঃ সমন্বিতম্ ॥১২০
কণ্টকৈর্বৃশ্চিকৈঃ সর্পৈর্বজ্রকীটৈঃ সুদুর্গমৈঃ ।
বিলুম্পদ্ভির্বৃকৈর্ব্যাঘ্রৈরৃক্ষৈঃ সিংহৈঃ সজম্বুকৈঃ
শ্বানমার্জ্জারগৃধ্রৈশ্চ সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ ।
প্রবেশস্তেন বৈ নিত্যং সর্ব্বেষামপকারিণাম্ ॥
যে ঘাতয়ন্তি বিপ্রান্ গা বালং বৃদ্ধং তথাতুরম্
শরণাগতং বিশ্বস্তং স্ত্রিয়ং মিত্রং নিরায়ুধম্ ॥১২৩
যেঽগম্যাগামিনো মূঢ়াঃ পরদ্রব্যাপহারিণঃ ।
নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারো বিষবহ্নিপ্রদাশ্চ যে ॥১২২
পরভূমিং গৃহং শয্যাং বস্ত্রালঙ্কারহারিণঃ ।
পররন্ধ্রেষু যে ক্রূরা যে সদানৃতবাদিনঃ ॥১২৫
গ্রামরাষ্ট্রপুরস্থানে মহাদুঃখপ্রদা হি যে ।
কূটসাক্ষিপ্রদাতারঃ কন্যাবিক্রয়কারকাঃ ॥ ১২৬

ত্যাগ করে, হে তপোধন মুনিগণ ! তাহারাও ঐ পশ্চিম দ্বার দিয়া যমপুরে প্রবিষ্ট হয়। ১০৩—১১৮। ঐ পুরীর দক্ষিণ দ্বার সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর। উহা অতি ঘোরাকার, অন্ধকারাবৃত, ও হাহাকার চীৎকারে মুখরিত ; তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ, কণ্টক, বৃশ্চিক, সর্প ও বজ্রকীটাদি দ্বারা সমাকীর্ণ; এবং ব্যাঘ্র, বৃক, ভল্লুক, সিংহ, জম্বুক, কুক্কুর, মার্জ্জার, গৃধ্র ও অগ্নিমুখাদি মাংসাশী জন্তুতে পরিব্যাপ্ত। সেই দ্বার যাবতীয় অপকর্ম্মকারীদিগের প্রবেশার্থ নিরূপিত। যাহারা বিপ্র, গো, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, শরণাগত, বিশ্বস্ত, স্ত্রী, মিত্র, অথবা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে ঘাতিত করে, যে মূঢ়েরা কন্যা, পুত্রবধূ, প্রভৃতি অগম্যাতে গমন, গচ্ছিত বস্তুর অপলাপ এবং বিষ বা বহ্নি প্রদান করে ; পরকীয় ভূমি, গৃহ, শয্যা, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি অপহরণ করে ; যাহারা পরচ্ছিদ্রান্বেষণে তৎপর, গ্রাম, নগর, রাজ্যাদির অনিষ্টকারী, সতত মিথ্যাবাদী, কূটসাক্ষ্য প্রদাতা, কন্যাবিক্রয়ী, অভক্ষ্যভক্ষণ-

অভক্ষ্যভক্ষণরতা যে গচ্ছন্তি সুতাং সুষাম্।
মাতরং পিতরঞ্চৈব যে বদন্তি চ পৌরুষম্॥
অন্যে যে চৈব নির্দ্দিষ্টা মহাপাতককারিণঃ।
দক্ষিণেন তু তে সর্ব্বে দ্বারেণ প্রবিশন্তি বৈ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে যমলোকমার্গস্বরূপনিরূপণং চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৪॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

কথং দক্ষিণমার্গেণ বিশন্তি পাপিনঃ পুরম্।
শ্রোতুমিচ্ছাম তদ্ব্রূহি বিস্তরেণ তপোধন॥ ১

ব্যাস উবাচ।

দক্ষিণং তন্মহাঘোরং দ্বারং বক্ষ্যামি ভীষণম্।
নানাশ্বাপদসঙ্কীর্ণং শিবাশতনিনাদিতম্॥ ২
ফেৎকাররবসংযুক্তমগম্যং লোমহর্ষণম্।
ভূতপ্রেতপিশাচৈশ্চ বৃতঞ্চান্যৈশ্চ রাক্ষসৈঃ॥ ৩
এবং দৃষ্ট্বা সুদূরাত্তে দ্বারং দুষ্কৃতকারিণঃ।
মোহং গচ্ছন্তি সহসা ত্রাসাদ্বিপ্রলপন্তি চ॥ ৪
ততস্তান্ শৃঙ্খলৈঃ পাশৈর্বদ্ধা কর্ষন্তি নির্ভয়াঃ।
তাড়য়ন্তি চ দণ্ডৈশ্চ ভর্ৎসয়ন্তি পুনঃপুনঃ॥ ৫
লব্ধসংজ্ঞাস্ততস্তে বৈ রুধিরেণ পরিপ্লুতাঃ।
ব্রজন্তি দক্ষিণং দ্বারং প্রস্খলন্তঃ পদে পদে॥ ৬
তীব্রকণ্টকযুক্তেন শর্করানিচিতেন চ।
ক্ষুরধারানিভৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাষাণৈর্নিচিতেন চ॥ ৭
ক্বচিৎ পঙ্কেন নিচিতা নিকৃন্তারৈশ্চ খাতকৈঃ।
লোহসূচিনিভৈর্দর্ভৈঃ সঙ্কন্নেন ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ৮
তটপ্রপাতৈর্বিষমৈঃ পর্ব্বতৈর্বৃক্ষসঙ্কুলৈঃ।
প্রতপ্তাঙ্গারযুক্তেন যান্তি মার্গেণ দুঃখিতাঃ॥ ৯
ক্বচিদ্বিষমগর্ত্তাভিঃ ক্বচিল্লোষ্টৈঃ সুপিচ্ছলৈঃ।
সুতপ্তবালুকাভিশ্চ তথা তীক্ষ্ণৈশ্চ শঙ্কুভিঃ॥ ১০
অয়ঃশৃঙ্গাটকৈস্তপ্তৈঃ ক্বচিদ্দাবাগ্নিনা যুতম্।
ক্বচিত্তপ্তশিলাভিশ্চ ক্বচিদ্ব্যাপ্তং হিমেন চ॥ ১১
ক্বচিদ্বালুকয়া ব্যাপ্তমাকণ্ঠান্তঃপ্রবেশয়া।
ক্বচিদ্দুষ্টাম্বুনা ব্যাপ্তং ক্বচিৎ কর্ষাগ্নিনা পুনঃ॥ ১২
ক্বচিৎ সিংহৈর্বৃকৈর্ব্যাঘ্রৈর্দংশকীটৈশ্চ দারুণৈঃ।

রত; অথবা যাহারা মাতা পিতাকে নিজ পৌরুষোল্লেখে দুর্ব্বাক্য বলে, আর যাহারা মহাপাতকী, সেই সকলকেই এই দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ১১৯—১২৮।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১৪।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে তপোধন! পাপিগণ দক্ষিণপথ দ্বারা কি প্রকারে সেই পুরমধ্যে প্রবেশ করে? আমরা তাহা শুনিতে চাই, বিস্তরক্রমে তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—সেই সুঘোর দক্ষিণ দ্বারের বিবরণ বলিতেছি। পাপীরা দূর হইতেই সেই নানা শ্বাপদসঙ্কীর্ণ, শত শত শিবা দ্বারা নিনাদিত, ফেৎকাররবসংযুক্ত, ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসাদি দ্বারা সমাবৃত, দুর্গম ও লোমহর্ষণকর দক্ষিণ দ্বার দর্শনে ত্রাসবশে মোহপ্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ বিলাপ করিতে থাকে। তখন উগ্র যমদূতগণ তাহাদিগকে পাশ শৃঙ্খলাদি দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ড দ্বারা তাড়না করত বারম্বার ভর্ৎসনা সহকারে আকর্ষণ করিতে থাকে। পরে তাহারা সচেতন হইয়া প্রতিপদে স্খলিত হইতে হইতে রুধিরাপ্লুতগাত্রে সেই সেই দক্ষিণ দ্বার দিয়া যাইতে থাকে। তত্রত্য পথ তীব্র কণ্টকযুক্ত, শর্করাব্যাপ্ত ও ক্ষুরধারসম তীক্ষ্ণ পাষাণে সমাকীর্ণ। ১—৭। উহার কোথাও দুস্তর পঙ্ক, কোনস্থানে গভীর খাত, কোনও স্থান লৌহসূচী সদৃশ দণ্ড দ্বারা সমাচ্ছন্ন, কোন স্থান অত্যুচ্চ, কোন স্থান অতি নীচ; কোন কোন স্থান পর্ব্বতাকীর্ণ, কোন স্থান বৃক্ষাচ্ছন্ন, কোনও স্থান সুতপ্ত বালুকাপূর্ণ; কোথাও তীক্ষ্ণ শঙ্কু, কোথাও তপ্ত লৌহশৃঙ্গাটক, কোথাও দাবাগ্নি, কোথাও তপ্তশিলা, কোথাও হিম, কোথাও আকণ্ঠ বালুকা, কোথাও দূষিত জল, কোথাও প্রবল অগ্ন্যুত্তাপ, কোথাও সিংহ,

ক্বচিন্মহাজলৌকাভিঃ ক্বচিদজগরৈঃ পুনঃ ॥ ১৩
মক্ষিকাভিশ্চ রৌদ্রাভিঃ ক্বচিৎসর্পবিষোল্বণৈঃ
ক্বচিদ্দুষ্টগজৈশ্চৈব বলোন্মত্তৈঃ প্রমাথিভিঃ ॥ ১৪
পন্থানমুল্লিখন্তিশ্চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গৈর্মহাবৃষৈঃ।
মহাশৃঙ্গৈশ্চ মহিষৈরুষ্ট্রৈর্মত্তৈশ্চ খাদনৈঃ ॥ ১৫
ডাকিনীভিশ্চ রৌদ্রাভির্বিকরালৈশ্চ রাক্ষসৈঃ।
ব্যাধিভিশ্চ মহারৌদ্রৈঃ পীড্যমানা ব্রজন্তি তে
মহাধূলিবিমিশ্রেণ মহাচণ্ডেন বায়ুনা।
মহাপষাণবর্ষেণ হন্যমানা নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৭
ক্বচিদ্বিদ্যুন্নিপাতেন দীর্য্যমাণা ব্রজন্তি তে।
মহতা বাণবর্ষেণ ভিদ্যমানাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৮
পতদ্ভির্বজ্রনির্ঘাতৈরুল্কাপাতৈঃ সুদারুণৈঃ।
প্রদীপ্তাঙ্গারবর্ষেণ দহ্যমানা বিশন্তি চ ॥ ১৯
মহতা পাংশুবর্ষেণ পূর্য্যমাণা রুদন্তি চ।
মেঘারবৈঃ সুঘোরৈশ্চ বিত্রাস্যন্তে মুহুর্মুহুঃ ॥
নিঃশেষাঃ শরবর্ষেণ চূর্ণ্যমাণাশ্চ সর্ব্বতঃ।
মহাক্ষারাম্বুধারাভিঃ সিচ্যমানা ব্রজন্তি চ ॥ ২১
মহাশীতেন মরুতা রুক্ষেণ পরুষেণ চ।
সমন্তাদ্দীর্য্যমাণাশ্চ শুষ্যন্তে সঙ্কুচন্তি চ ॥ ২২
ইত্থং মার্গেণ পুরুষাঃ পাথেয়রহিতেন চ।
নিরালম্বেন দুর্গেণ নির্জ্জলেন সমন্ততঃ ॥ ২৩
অতিশ্রমেণ মহতা নির্গতেনাশ্রমায় বৈ।
নীয়ন্তে দেহিনঃ সর্ব্বে যে মূঢ়াঃ পাপকর্ম্মিণঃ ॥
যমদূতৈর্মহাঘোরৈস্তদাজ্ঞাকারিভির্বলাৎ।
একাকিনঃ পরাধীনা মিত্রবন্ধুবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫
শোচন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি রুদন্তি চ মুহুর্মুহুঃ।
প্রেতীভূতা নিষিদ্ধাস্তে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ ॥
কৃশাঙ্গা ভীতভীতাশ্চ দহ্যমানাঃ ক্ষুধাগ্নিনা।
বদ্ধাঃ শৃঙ্খলয়া কেচিৎ কেচিদুত্তানপাদয়োঃ ॥
আকৃষ্যন্তে শুষ্যমাণা যমদূতৈর্বলোৎকটৈঃ।
নরা অধোমুখাশ্চান্যে কৃষ্যমাণাঃ সুদুঃখিতাঃ ॥
অন্নপানীয়রহিতা যাচমানাঃ পুনঃপুনঃ।
দেহি দেহীতি ভাষন্তঃ সাশ্রুগদ্গদয়া গিরা ॥২৯

কোথাও বৃক, কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও দংশ, কোথাও মশকাদি দারুণ কীট, কোথাও মহাজলৌকা, কোথাও অজগর, কোথাও ভয়ঙ্কর মক্ষিকা, কোথাও তীব্রবিষ বিষধর, কোথাও দুষ্ট গজ, কোথাও তীক্ষ্ণশৃঙ্গ দ্বারা পথের উল্লেখনকারী বলোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল মহাবৃষ, কোথাও মহাশৃঙ্গ মহিষ, কোথাও অত্যুচ্চকায় মত্ত উষ্ট্র, কোথাও অত্যুগ্রা ডাকিনী, কোথাও অতি করাল রাক্ষস, কোথাও মহারৌদ্র ব্যাধি;—এইরূপ ভীষণ পথে নিপীড়িত হইয়া সেই সেই পাপীদিগকে যমপুরে যাইতে হয়। তাহারা ক্বচিৎ মহাধূলিমিশ্রিত মহাবায়ু সহকৃত মহাপাষাণবর্ষণে আশ্রয় স্থানাভাবে হন্যমান, ক্বচিৎ বিদ্যুৎপাতে বিদীর্য্যমাণ, ক্বচিৎ মহাবাণ বর্ষণে ভিদ্যমান এবং ক্বচিৎ বজ্রনির্ঘাতসম উল্কাপাতে ও প্রদীপ্ত অঙ্গারবর্ষণে দহ্যমান হইয়া সেই পুরী প্রবেশে সমর্থ হয়। কখনও মহা পাংশুবর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া রোদন করে, ক্বচিৎ সুঘোর মেঘারাবে মুহুর্মুহু বিত্রাসিত হইয়া পড়ে; কখন দারুণ শরবর্ষণে চূর্ণ্যমান হয়, কখনও বা মহা ক্ষারাম্বুধারায় সিচ্যমান হইতে থাকে। ক্বচিৎ মহাশীতল বায়ু দ্বারা সঙ্কুচিত হয়। কদাপি রুক্ষ পরুষ বাতপ্রবাহে শুষ্যমাণ হইয়া বিদীর্ণত্বক হইতে থাকে। যমকিঙ্করেরা এইরূপ দুর্গম, নির্জ্জল, পাথেয়রহিত, আশ্রয়হীন পথে অতি শ্রান্ত মূঢ় পাপীদিগকে বিশ্রমার্থ লইয়া যাইতে থাকে।১—২৪। যমের আজ্ঞাকারী অতি ঘোর যমদূতগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নীয়মান সেই মিত্র-বন্ধু-বর্জ্জিত পরাধীন অসহায় পাপীরা মরণান্তে এইরূপ কৃশকায়, ক্ষুধানলে দগ্ধপ্রায়, শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালু ও শাসনভয়ে অতীব ভীত হইয়া স্বীয় কর্ম্মের অনুশোচনা সহ রোদন করিতে করিতে কোনমতে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে থাকে। বলবান্ যমদূত কর্ত্তৃক পদ [illegible] শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কেহ কেহ উত্তানভাবে [illegible] বা অধোমুখেই আকৃষ্ট হইতে থাকে। কেহ কেহ অন্নপানাভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিপীড়িত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে সাশ্রুনেত্রে গদ্গদস্বরে পুনঃপুনঃ

কৃতাঞ্জলিপুটা দীনাঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ।
ভক্ষ্যানুচ্চাবচান্ দৃষ্ট্বা ভোজ্যান্ পেয়াংশ্চ পুষ্কলান্॥ ৩০
সুগন্ধদ্রব্যসংযুক্তান্ যাচমানাঃ পুনঃপুনঃ।
দধিক্ষীরঘৃতোন্মিশ্রং দৃষ্ট্বা শাল্যোদনং তথা॥
পানানি চ সুগন্ধীনি শীতলান্যুদকানি চ।
তান্ যাচমানাংস্তে যাম্যা ভর্ৎসয়ন্তস্তদাব্রুবন্।
বচোভিঃ পরুষৈর্ভীমাঃ ক্রোধরক্তান্তলোচনাঃ॥

যাম্যা উচুঃ।

ন ভবদ্ভির্হুতং কালে ন দত্তং ব্রাহ্মণেষু চ।
প্রসভং দীয়মানঞ্চ বারিতঞ্চ দ্বিজাতিষু॥ ৩২
তস্য পাপস্য চ ফলং ভবতাং সমুপাগতম্।
নাগ্নৌ দগ্ধং জলে নষ্টং ন হৃতং নৃপতস্করৈঃ॥
কুতো বা সাম্প্রতং বিপ্রে যন্ন দত্তং পুরাধমাঃ।
যৈর্দত্তানি তু দানানি সাধুভিঃ সাত্ত্বিকানি তু॥
তেষামেতে প্রদৃশ্যন্তে কল্পিতা হ্যন্নপর্ব্বতাঃ।
ভক্ষ্যভোজ্যাশ্চ পেয়াশ্চ লেহ্যাশ্চোষ্যাশ্চ সংবৃতাঃ॥ ৩৬
ন যূয়মভিলপ্যাধ্বে ন দত্তঞ্চ কথঞ্চন।
যৈস্তু দত্তং হুতং চেষ্টং ব্রাহ্মণাশ্চৈব পূজিতাঃ॥
তেষামন্নং সমানীয় ইহ নিক্ষিপ্যতে সদা।
পরস্বং কথমস্মাভির্দাতুং শক্যেত নারকাঃ॥

ব্যাস উবাচ।

কিঙ্করাণাং বচঃ শ্রুত্বা নিস্পৃহাঃ ক্ষুত্তৃষার্দ্দিতাঃ।
ততস্তে দারুণৈশ্চান্যৈঃ পীড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ॥
মুদ্গরৈর্লৌহদণ্ডৈশ্চ শক্তিতোমরপট্টিশৈঃ।
পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ গদাপরশুভিঃ শরৈঃ॥
পৃষ্ঠতো হন্যমানাশ্চ যমদূতৈঃ সুনির্দ্দয়ৈঃ।
অগ্রতঃ সিংহব্যাঘ্রাদ্যৈর্ভক্ষ্যন্তে পাপকারিণঃ॥
ন প্রবেষ্টুং ন নির্গন্তুং লভন্তে দুঃখিতা ভৃশম্।
স্বকর্ম্মোপহতাঃ পাপাঃ ক্রন্দমানাঃ সুদারুণাঃ॥
তত্র সম্পীড্য সুভৃশং প্রবেশং যমকিঙ্করৈঃ।
নীয়ন্তে পাপিনস্তত্র যত্র তিষ্ঠেৎ স্বয়ং যমঃ॥৪৩
ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মকৃদ্দেবঃ সর্ব্বসংযমনো যমঃ।

"দেও দেও" বলিয়া প্রার্থনা করিতে থাকে। দূরে দধি-ক্ষীর-ঘৃত-সমন্বিত শালিতণ্ডুলান্ন, সুগন্ধি পানীয় এবং শীতল জলাদি বিবিধ উত্তমোত্তম প্রচুর সুগন্ধ দ্রব্যসমন্বিত ভক্ষ্য ভোজ্য দর্শনে বারম্বার যাচ্ঞা করিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন সহকারে রক্তনেত্রে পরুষভাষায় ভর্ৎসনাপূর্ব্বক এইরূপ বলিতে থাকে যে,—ওরে! পূর্ব্বে তোরা যোগ্যকালে হোম করিস্ নাই, ব্রাহ্মণকে দান করিস্ নাই, বিশেষতঃ দ্বিজাতিকে দান করিতে কেহ উদ্যত হইলেও তাহাকে বারণ করিয়াছিস্; সেই পাপের ফল এখন উপস্থিত। ওরে অধমেরা! তোদের ধন পূর্ব্বে অগ্নিতেও দগ্ধ হয় নাই, জলেও নষ্ট হয় নাই, বা নৃপ-তস্করাদি দ্বারাও অপহৃত হয় নাই, তথাপি তোরা বিপ্রজনে দান করিস্ নাই; এখন তবে পাইবি কেমনে? যে সকল সাধুরা সাত্ত্বিকভাবে দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়-চোষ্যাদি বিবিধ উপচার সহ ঐ সমস্ত অন্নপর্ব্বত কল্পিত রহিয়াছে। তোরা ঐ সকলের কোন দ্রব্যই দান করিস্ নাই; সুতরাং উহাতে অভিলাষও করিস্ না। যাহারা দান, হোম, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণপূজাদি করে, তাহাদিগের জন্য সকল ভোগ্য দ্রব্যই এখানে আনিয়া রাখা হয়। ওরে নারকীরা! আমরা পরস্ব দিব কিরূপে? ২৫—৩৮। যমকিঙ্করগণের এবম্বিধ বচন শ্রবণে ক্ষুধাতৃষ্ণা-পীড়িত পাপীরা নিরাশ হইয়া পড়ে। দূতেরাও পাপীদিগকে নির্দ্দয়ভাবে মুদ্গর, লৌহদণ্ড, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, পরিঘ, ভিন্দিপাল, গদা, পরশু, ও বাণাদি নানা আয়ুধ দ্বারা নিদারুণ প্রহার করিতে থাকে। সম্মুখভাগ হইতে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদেরাও খাইতে আইসে। তখন স্বকর্ম্মোপহত পাপীরা অগ্রসরও হইতে পারে না, পশ্চাৎ গমনেও সক্ষম হয় না; সুতরাং তাহারা অতিদুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকে। যমকিঙ্করেরা এই অবস্থায় তাহাদিগকে আরও পীড়িত করিয়া যেখানে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মব্যবস্থাপক সর্ব্বসংযমনকারী যমদেব অবস্থান করেন,

এবং পথ্যাতিকষ্টেন প্রাপ্তাঃ প্রেতপুরং নরাঃ ॥
প্রজ্ঞাপিতাস্তদা দূতৈর্নিবেশ্যন্তে যমাগ্রতঃ ॥
ততস্তে পাপকর্ম্মাণাস্তং পশ্যন্তি ভয়ানকম্ ॥ ৪৫
পাপাপবিদ্ধনয়না বিপরীতাত্মবুদ্ধয়ঃ।
দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রুকুটীকুটিলেক্ষণম্ ॥ ৪৬
ঊর্দ্ধকেশং মহাশ্মশ্রুং প্রস্ফুরদধরোত্তরম্।
অষ্টাদশভুজং ক্রুদ্ধং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং তীব্রদণ্ডেন সংযুতম্।
মহামহিষমারূঢ়ং দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্ ॥ ৪৮
রক্তমাল্যাম্বরধরং মহামেঘমিবোচ্ছ্রিতম্।
প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষং পিবন্নিব মহোদধিম্ ॥ ৪৯
গ্রসন্তমিব ত্রৈলোক্যমুদ্গিরন্তমিবানলম্।
মৃত্যুঞ্চ তৎসমীপস্থং কালানলসমপ্রভম্ ॥ ৫০
প্রলয়ানলসঙ্কাশং কৃতান্তঞ্চ ভয়ানকম্।
মারী চোগ্রা মহামারী কালরাত্রী চ দারুণা ॥
বিবিধা ব্যাধয়ঃ কষ্টা নানারূপা ভয়াবহাঃ।
শক্তিশূলাঙ্কুশধরাঃ পাশচক্রাসিধারিণঃ ॥ ৫২
বজ্রদণ্ডধরা রৌদ্রাঃ ক্ষুরতূণধনুর্দ্ধরাঃ।
অসংখ্যাতা মহাবীর্য্যাঃ ক্রূরাশ্চাঞ্জনসপ্রভাঃ ॥
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরা যমদূতা ভয়ানকাঃ।
অনেন পরিবারেণ মহাঘোরেণ সংবৃতম্ ॥ ৫৪
যমং পশ্যন্তি পাপিষ্ঠাশ্চিত্রগুপ্তং বিভীষণম্।
নির্ভর্ৎসয়তি চাত্যর্থং যমস্তান্ পাপকারিণঃ।
চিত্রগুপ্তশ্চ ভগবান্ ধর্ম্মবাক্যৈঃ প্রবোধয়ন্ ॥

যম উবাচ।

ভো ভো দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পরদ্রব্যাপহারিণঃ।
গর্ব্বিতা রূপবীর্য্যেণ পরদারবিমর্দ্দকাঃ ॥ ৫৭
যৎস্বয়ং ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎস্বয়ং ভুজ্যতে পুনঃ।
তৎকিমাত্মোপঘাতার্থং ভবদ্ভির্দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥৫৮
ইদানীং কিম্ন শোচধ্বং পীড্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ
ভুঙ্ক্ষধ্বং স্বানি দুঃখানি ন হি দোষোঽস্তি কস্যচিৎ ॥ ৫৯

তথায় লইয়া যায়। পাপীরা অতি দুর্গম পথে নীত হইয়া যমরাজসমীপে বিজ্ঞাপিত হইলে তদীয় আদেশ অনুসারে তাঁহার সম্মুখে নীত হয়। তখন পাপকর্ম্মীরা পাপ-দূষিত-নয়নে বিপরীতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে অতি ভয়ঙ্করাকার দর্শন করে। দেখে যমের বদন—দংষ্ট্রা দ্বারা ঘোরাকার, নেত্রদ্বয়—ভ্রুকুটী কুটিল, কেশকলাপ—ঊর্দ্ধদিক বিক্ষিপ্ত, শ্মশ্রু—সুদীর্ঘ, ওষ্ঠাধর—প্রস্ফুরিত, লোচন—দীপ্তাগ্নিসম; তিনি অষ্টাদশভুজ, ক্রুদ্ধ, নীলাঞ্জন-চয়োপম, হস্তে বিবিধ আয়ুধ-ধারী, তীব্র দণ্ডসংযুক্ত, মহামহিষে আরূঢ় ও রক্তমাল্যাম্বরধর। তাঁহার দেহ অতীব উন্নত বলিয়া মহামেঘবৎ প্রতীয়মান হয়; তদীয় স্বর প্রলয়াম্বুদ-সম গম্ভীর। তিনি যেন সমুদ্রকেও পান করিতে উদ্যত, যেন ত্রৈলোক্য গ্রাস করিতেই উদ্যম করিয়াছেন এবং যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছেন। তাঁহার সমীপে কালানল-সম প্রভাসম্পন্ন মৃত্যু, প্রলয়ানলতুল্য দীপ্তিমান্ ভয়ানক কৃতান্ত, মারী, উগ্রা মহামারী, দারুণা কালরাত্রি ও কষ্টদায়ক, ভয়ানক নানা-রূপধারী বিবিধ ব্যাধি বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন শক্তি, শূল, অঙ্কুশ, পাশ, চক্র, অসি, বজ্র, দণ্ড, ক্ষুর, তূণ ও ধনু প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ উদ্যত করিয়া অঞ্জনবৎ কৃষ্ণকায়, উগ্রমূর্ত্তি, ভয়ানক বিবিধাকার যমকিঙ্করেরা যমের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে। ভীষণাকার চিত্রগুপ্ত তাঁহার নিকটে অবস্থিত। পাপিষ্ঠ জনেরা যমকে এইরূপ পরিবার-পরিবেষ্টিত ঘোরকারে দর্শন করিয়া থাকে। যম সেই পাপীদিগকে অতীব ভর্ৎসনা করেন; ভগবান্ চিত্রগুপ্ত তাহাদিগকে ধর্ম্মবাক্যে প্রবোধ দিয়া থাকেন। ৩৯—৫৬। যম বলেন,—ওরে রে! পর দ্রব্যাপহারী, রূপ-বল-গর্ব্বিত, পরদারগামী দুষ্কৃতকর্ম্মিগণ! যে যে কর্ম্ম করে, তাহাকেই আবার তাহা স্বয়ং ভোগ করিতে হয়। তোরা আত্মক্লেশ-দায়ক দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়াছিস্ কেন? এখন নিজ কর্ম্মে পীড্যমান হইয়া শোক করায় ফল কি? নিজ নিজ কর্ম্মজ দুঃখ সকল ভোগ কর্। ইহাতে অপর কাহারও কোন দোষ

য এতে পৃথিবীপালাঃ সম্প্রাপ্তা মৎসমীপতঃ।
স্বকীয়ৈঃ কর্ম্মভির্ঘোরৈর্দৃপ্তা বলগর্ব্বিতাঃ॥
ভো ভো নৃপা দুরাচারাঃ প্রজাবিধ্বংসকারিণঃ
অল্পকালস্য রাজ্যস্য কৃতে কিং দুষ্কৃতং কৃতম্॥
রাজ্যলোভেন মোহেন বলাদন্যায়তঃ প্রজাঃ।
যদ্দাণ্ডতাঃ ফলং তস্য ভুঙ্ক্ষধ্বমধুনা নৃপাঃ॥ ৬২
কুতো রাজ্যং কলত্রঞ্চ যদর্থমশুভং কৃতম্।
তৎসর্ব্বং সম্পরিত্যজ্য যূয়মেকাকিনঃ স্থিতাঃ॥
পশ্যামো ন বলং গর্ব্বং যেন বিধ্বংসিতাঃ প্রজাঃ
যমদূতৈঃ পাট্যমানা অধুনা কীদৃশং ফলম্॥ ৬৪
ব্যাস উবাচ।
এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরুপালব্ধা যমেন তে।
শোচন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি তূষ্ণীং তিষ্ঠন্তি পার্থিবাঃ
ইতি কর্ম্ম সমাদিশ্য নৃপাণাং ধর্ম্মরাট্ স্বয়ম্।
তৎপাতকবিশুদ্ধ্যর্থমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬৬
যম উবাচ।
ভো ভোশ্চণ্ড মহাচণ্ড গৃহীত্বা নৃপতীনিমান্।
বিশোধয়ধ্বং পাপেভ্যঃ ক্রমেণ নরকাগ্নিষু॥৬৭
ব্যাস উবাচ।
ততঃ শীঘ্রং সমুত্থায় নৃপান্ সংগৃহ্য পাদয়োঃ।
ভ্রাময়িত্বা তু বেগেন ক্ষিপ্ত্বা চোর্দ্ধং প্রগৃহ্য চ॥
তত্তৎপাপপ্রমাণেন যমদূতাঃ শিলাতলে।
আস্ফোটয়ন্তি তরসা বজ্রেণেব মহাদ্রুমম্॥ ৬৯
ততস্তু রক্তং স্রোতোভিঃ স্রবত্তে জর্জ্জরীকৃতঃ
নিঃসংজ্ঞঃ স তদা দেহী নিশ্চেষ্টশ্চ প্রজায়তে॥
ততঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টঃ শনৈরুজ্জীবতে পুনঃ।
ততঃ পাপবিশুদ্ধ্যর্থং ক্ষিপন্তি নরকার্ণবে॥ ৭১
অন্যাংশ্চ তে তদা দূতাঃ পাপকর্ম্মরতান্নরান্।
নিবেদয়ন্তি বিপ্রেন্দ্রা যমায় ভৃশদুঃখিতান্॥ ৭২
যমদূতা উচুঃ।
এষ দেব তবাদেশাদস্মাভির্মোহিতো ভৃশম্।
আনীতো ধর্ম্মবিমুখঃ সদা পাপরতঃ পরঃ॥ ৭৩
এষ লুব্ধো দুরাচারো মহাপাতকসংযুক্তঃ।

নাই। এই যে দুর্ব্বুদ্ধি বলগর্ব্বিত ভূপতিরা ঘোর স্বকর্ম্মানুসারে আমার সমীপে আসিয়াছে; ওরে, ওরে, প্রজাধ্বংসকারী দুরাচার নৃপগণ! অল্পকালের রাজ্যের জন্য কেন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্! মোহবশতঃ রাজ্যলোভে অন্যায়ক্রমে বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে দণ্ড দিয়াছিস্, এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর্। যাহার নিমিত্ত অশুভ কর্ম্ম করিয়াছিস্, সেই রাজ্য এখন কোথায়? এখন ত তোরা সকল পরিত্যাগ করিয়া একাকী রহিয়াছিস্! যাহার বলে প্রজাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিস্, এখন সে বল গর্ব্বও ত দেখিতে পাই না। যমদূত দ্বারা পাট্যমান হইয়া এখন কেমন ফল অনুভব করিতেছিস্? ব্যাস বলিলেন,—যম কর্ত্তৃক এইরূপ বিবিধ বাক্যে ভর্ৎসিত হইয়া সেই সকল নৃপতিরা স্বকৃত কর্ম্মের অনুশোচনা করত তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে। যমরাজ স্বয়ং সেই রাজগণের এইরূপ কর্ম্মোল্লেখপূর্ব্বক সেই সেই পাপের বিশুদ্ধি নিমিত্ত দূতগণকে এইরূপ আদেশ করেন যে, ওরে চণ্ড! ওরে মহাচণ্ড! এই রাজাদিগকে লইয়া ক্রমে ক্রমে নরকাগ্নিতে নির্যাতনপূর্ব্বক বিশোধিত কর্। দূতগণ এইরূপ আদেশ পাইয়া শীঘ্র উত্থান করিয়া সেই রাজগণকে তত্তৎ পাপানুসারে পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক সবেগে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করত পুনরায় ধরিয়া সবলে শিলাতলে আছাড়িয়া ফেলে; তাহাতে তাহারা বজ্রাঘাতে বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় জর্জ্জরীকৃত-শরীরে মুখ-নেত্রাদি ছিদ্র দ্বারা রুধির ক্ষরণ করত মূর্চ্ছিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। তারপর বায়ুস্পর্শে ক্রমে সচেতন হইলে তাহাদিগকে লইয়া নরকার্ণবে নিক্ষেপ করে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যমদূতেরা এইরূপ অন্যান্য পাপকর্ম্মরত অতি দুঃখিত প্রাণীদিগকেও লইয়া যাইয়া যমসন্নিধানে একেএকে এই প্রকার নিবেদন করে যে, দেব! আপনার আদেশে এই আর একটা ধর্ম্মবিমুখ অতীব মোহপ্রাপ্ত পাপীকে আনিয়াছি, এ ব্যক্তি লোভী, দুরাচার, মহাপাতক-

উপপাতককর্ত্তা চ সদা হিংসারতোঽশুচিঃ॥৭৪
অগম্যাগামী দুষ্টাত্মা পরদ্রব্যাপহারকঃ।
কন্যাক্রয়ী কূটসাক্ষী কৃতঘ্নো মিত্রবঞ্চকঃ॥৭৫
অনেন মদমত্তেন সদা ধর্ম্মো বিনিন্দিতঃ।
পাপমাচরিতং কর্ম্ম মর্ত্ত্যলোকে দুরাত্মনা॥৭৬
ইদানীমস্য দেবেশ নিগ্রহানুগ্রহৌ বদ।
প্রভুরস্য ক্রিয়াযোগে বয়ং বা পরিপন্থিনঃ॥৭৭

ব্যাস উবাচ।

ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবেশং যমস্যাগ্রে পাপকারিণম্
নরকাণাং সহস্রেষু লক্ষকোটিশতেষু চ॥৭৮
কিঙ্করাস্তে ততো যান্তি গ্রহীতুমপরান্নরান্।
প্রতিপন্নে কৃতে দোষে যমো বৈ পাপকারিণাম্
সমাদিশতি তান্ ঘোরান্নিগ্রহায় স্বকিঙ্করান্।
যথা যস্য বিনির্দ্দিষ্টো বসিষ্ঠাদ্যৈর্বিনিগ্রহঃ॥৮০
পাপস্য তং ভৃশং ক্রুদ্ধাঃ কুর্ব্বন্তি যমকিঙ্করাঃ।
অঙ্কুশৈর্মুদ্গরৈর্দণ্ডৈঃ ক্রকচৈঃ শক্তিতোমরৈঃ
খড়্গশূলনিপাতৈশ্চ ভিদ্যন্তে পাপকারিণঃ।
নরকাণাং সহস্রেষু লক্ষকোটিশতেষু চ॥৮২
স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতৈর্দোষৈঃ পীড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ
শৃণুধ্বং নরকাণাঞ্চ স্বরূপঞ্চ ভয়ঙ্করম্॥৮৩
নামানি চ প্রমাণঞ্চ যেন যান্তি নরাশ্চ তান্।
মহাবীচীতি বিখ্যাতং নরকং শোণিতপ্লুতম্॥৮৪
বজ্রকণ্টকসম্মিশ্রং যোজনাযুতবিস্তৃতম্।
তত্র সম্পীড্যতে মগ্নো ভিদ্যতে বজ্রকণ্টকৈঃ॥
বর্ষলক্ষং মহাঘোরং গোঘাতী নরকে নরঃ।
যোজনানাং স্মৃতং লক্ষং কুম্ভীপাকং সুদারুণম্
তাম্রকুম্ভবতী দীপ্তা বালুকাঙ্গারসংবৃতা।
ব্রহ্মহা ভূমিহর্ত্তা চ নিক্ষেপস্যাপহারকঃ॥৮৭
দহ্যন্তে তত্র সংক্ষিপ্তা যাবদাভূতসংপ্লবম্।
রৌরবো বজ্রনারাচৈঃ প্রজ্বলদ্ভিঃ সমাবৃতঃ॥৮৮
যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিরায়ামবিস্তরৈঃ।
ভিদ্যন্তে তত্র নারাচৈঃ সজ্বালৈর্নরকে নরাঃ॥

গ্রস্ত, নানা উপপাতককর্ত্তা, হিংসারত এবং অশুচি; এই আর এক দুরাত্মা, অগম্যাগামী, পরস্বাপহারী, কন্যাবিক্রয়ী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, কৃতঘ্ন ও মিত্রপ্রবঞ্চক। এই এক দুরাত্মা মর্ত্ত্যলোকে সদা ধর্ম্মের নিন্দা ও পাপ কর্ম্মের আচরণ করিত। হে দেবেশ! এই এক ব্যক্তি ধর্ম্মদ্বেষী; ইহার নিগ্রহ বা অনুগ্রহ যাহা হয়, আদেশ করুন, আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করি।৫৭-৭৭। ব্যাস বলিলেন,—যম কিঙ্করেরা যমদেবের সমীপে সেই পাপকারী দিগকে কৃতকর্ম্মের বিবরণসহ এইরূপে নিবেদনপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া অন্যান্য পাপীদিগকে আনয়নার্থ শত শত, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী নরকে প্রস্থান করে। যমরাজ পাপীদিগের পাপ সকল আলোচনা করিয়া নিগ্রহ বিধানার্থ স্বীয় ঘোর কিঙ্করগণকে আদেশ করেন। কিঙ্করেরা বশিষ্ঠাদি কর্ত্তৃক যে পাপীর যেরূপ নিগ্রহ বিহিত আছে, অতি ক্রুদ্ধচিত্তে তদনুরূপই করিয়া থাকে। তাহারা পাপকারীদিগকে অঙ্কুশ, মুদ্গর, দণ্ড, ক্রকচ, শক্তি, তোমর, খড়্গ ও শূলাদি প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে থাকে। পাপীরা নিজ কর্ম্মোপার্জ্জিত দোষে শত সহস্র লক্ষ কোটি নরকে যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত হয়। মুনিগণ!—নরকসকলের ভয়ঙ্কর স্বরূপ, নাম, পরিমাণ এবং সেই সেই নরকে নরগণের গমন কারণ শ্রবণ করুন। ৭৮-৮৪। মহাবীচি নামে যে বিখ্যাত নরক আছে, উহা শোণিতাপ্লুত, বজ্রকণ্টক-মিশ্রিত ও অযুত যোজনবিস্তৃত। গোঘাতী ব্যক্তি উহাতে নিমজ্জিত হইয়া বজ্রকণ্টকে বিদ্ধ হইতে থাকে; এই ভাবে লক্ষ বর্ষযাবৎ তাহাকে মহা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সুদারুণ কুম্ভীপাক-নরক লক্ষযোজন বিস্তৃত। উহা বালুকাঙ্গার-সমাবৃত ও দীপ্ত তাম্রকুম্ভ সমন্বিত। ব্রহ্মঘাতী, ভূমিহর্ত্তা ও গচ্ছিত দ্রব্যাপহারীরা ইহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। রৌরব নরক জ্বলন্ত বজ্রনারাচে পরিবৃত এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ষষ্টিসহস্র যোজন পরিমিত। সেই নরকে নরগণ জ্বালাময় নারাচ

ইক্ষুবত্তত্র পীড্যন্তে যে নরাঃ কূটসাক্ষিণঃ।
অয়োময়ং প্রজ্বলিতং মঞ্জুষং নরকং স্মৃতম্ ॥৯০
নিক্ষিপ্তাস্তত্র দহ্যন্তে বন্দিগ্রাহকৃতাশ্চ যে।
অপ্রতিষ্ঠেতি নরকং পূয়মূত্রপুরীষকম্ ॥ ৯১
অধোমুখঃ পতেত্তত্র ব্রাহ্মণস্তোপপীড়কঃ।
লাক্ষাপ্রজ্বলিতং ঘোরং নরকন্তু বিলেপকম্ ॥
নিমগ্নাস্তত্র দহ্যন্তে মদ্যপানে দ্বিজোত্তমাঃ।
মহাপ্রভেতি নরকং দীপ্তশূলমহোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ৯৩
তত্র শূলেন ভিদ্যন্তে পতিভার্য্যোপভেদিনঃ।
নরকঞ্চ মহাঘোরং জয়ন্তী চায়সী শিলা ॥ ৯৪
তয়া চাক্রম্যতে পাপঃ পরদারোপসেবকঃ।
নরকং শাল্মলাখ্যন্তু প্রদীপ্তদৃঢ়কণ্টকম্ ॥ ৯৫
তদালিঙ্গতি দুঃখার্ত্তা নারী বহুনরঙ্গমা।
যে বদন্তি সদাসত্যং পরমর্ম্মাবকর্ত্তনম্ ॥ ৯৬
জিহ্বা চোচ্ছিদ্যতে তেষাং সন্দংশৈর্যমকিঙ্করৈঃ

যে তু রাগৈঃ কটাক্ষৈশ্চ বীক্ষন্তে পরযোষিতম্
তেষাং চক্ষূংষি নারাচৈর্বিধ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥৯৮
জ্বালামালাকুলং রৌদ্রং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্।
নরকং যোজনানাঞ্চ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥ ৯৯
মাতরং যেঽপি গচ্ছন্তি ভগিনীং দুহিতরংস্নুষাম্
স্ত্রীবালবৃদ্ধহন্তারো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১০০
পুরং ক্ষেত্রং গৃহং গ্রামং যো দীপয়তি বহ্নিনা।
স তত্র দহ্যতে মূঢ়ো যাবৎকল্পস্থিতির্নরঃ ॥১০১
তামিস্রমিতি বিখ্যাতং লক্ষযোজনবিস্তৃতম্।
নিপতন্তিঃ সদা রৌদ্রঃ খড়্গপট্টিশমুদ্গরৈঃ।
তত্র চৌরা নরাঃ ক্ষিপ্তাস্তাড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥
শূলশক্তিগদাখড়্গৈর্যাবৎ কল্পশতত্রয়ম্।
তামিস্রাদ্দ্বিগুণং প্রোক্তং মহাতামিস্রসংজ্ঞিতম্ ॥
জলৌকাসর্পসম্পূর্ণং নিরালোকং সুদুঃখদম্।
মাতৃহা পিতৃহা চৈব মিত্রবিস্রম্ভঘাতকঃ ॥ ১০৪

নিকরে বিদ্ধ হইয়া থাকে। কূট-সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তিগণ তাহাতে ইক্ষুকাণ্ডবৎ নিপীড়িত হয়। মঞ্জুষ নরক জ্বলন্ত লৌহময়; যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক কোনও প্রাণীকে আবদ্ধ করে, তাহারা এই নরকে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়। অপ্রতিষ্ঠ নামক নরক পূয-মূত্র-পুরীষে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ-পীড়নকারী নর উহাতে অধোমুখে নিপতিত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! বিলেপক নামক ঘোর নরক প্রজ্বলিত লাক্ষা-পূর্ণ। মদ্য পান করিলে তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া দগ্ধ হইতে হয়। মহাপ্রভ নামক নরক প্রদীপ্ত দীর্ঘ শূলে আকীর্ণ। পতি পত্নীর প্রণয়ভঙ্গকারী নরগণ তন্মধ্যে শূল দ্বারা বিদ্ধ হয়। জয়ন্তী নামে যে লৌহ-শিলা আছে, উহা অতি ভয়ানক নরক। পরদারসেবী পাপী ব্যক্তি সেই শিলা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। শাল্মল নামে যে নরক আছে, তাহা প্রদীপ্ত দৃঢ় কণ্টকপূর্ণ ও শাল্মলীবৃক্ষাকারে বিদ্যমান। বহু পুরুষসঙ্গ কারিণী রমণী ঐবৃক্ষে আলিঙ্গিত হয়। যাহারা সদা পরমর্ম্মচ্ছেদী অসত্য বাক্য বলে, শমন-কিঙ্করগণ সাঁড়াসী দ্বারা তাহাদের জিহ্বা উৎপাটন করিয়া ফেলে। যাহারা সানুরাগ কটাক্ষ-নিক্ষেপে পরনারী দর্শন করে, যম-কিঙ্করেরা নারাচ দ্বারা তাহাদের চক্ষু ভেদ করিয়া দেয়। মহারৌরব নরক জ্বালামালায় সমাকুল ও অতি ঘোরাকার। উহার পরিমাণ চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন। যাহারা মাতা, ভগিনী, দুহিতা, বা পুত্রবধূ গমন করে, আর যাহারা স্ত্রী, বালক, বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করে,তাহারা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত উহাতে নিমজ্জিত থাকে। ৮৫—১০০। যে মূঢ় অগ্নি প্রদান দ্বারা পুর, ক্ষেত্র, গৃহ, বা গ্রাম দগ্ধ করে, সেই নর কল্প-স্থিতি পর্য্যন্ত উহাতে দগ্ধ হইয়া থাকে। তামিস্র নামে বিখ্যাত নরক লক্ষ যোজন বিস্তৃত। উহা অতি ভয়ঙ্কর খড়্গ-পট্টিশ-মুদ্গরাদি পরিপূর্ণ। যম-কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক চৌরগণ উহাতে পাতিত হইয়া শূল, শক্তি, গদা ও খড়্গাদি দ্বারা তিন শত কল্প যাবৎ তাড়িত হয়। মহাতামিস্র নরক তামিস্র অপেক্ষা দ্বিগুণপরিমাণ। উহা আলোকহীন এবং অতি দুঃখদ জলৌকা ও সর্প দ্বারা পরিপূর্ণ। পিতৃ-মাতৃঘাতী, মিত্রহন্তা ও বিশ্বাসঘাতক জনগণ

তিষ্ঠন্তি ভক্ষ্যমাণাশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
অসিপত্রবনং নাম নরকং ভূরিদুঃখদম্॥ ১০৫
যোজনাযুতবিস্তারং জ্বলৎখড়্গৈঃ সমাকুলম্
পাতিতস্তত্র তৈঃ খড়্গৈঃ শতধা তু সমাহতঃ॥
মিত্রঘ্নঃ কৃত্যতে তাবদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্।
করম্ভবালুকা নাম নরকং যোজনাযুতম্॥ ১০৭
কূপাকারং বৃতং দীপ্তৈর্বালুকাঙ্গারকণ্টকৈঃ।
দহ্যতে ভিদ্যতে তত্র বর্ষাযুতশতত্রয়ম্॥ ১০৮
যেন দগ্ধো জনো নিত্যং মিথ্যোপায়ৈঃ সুদারুণৈঃ।
কাকোলং নাম নরকং কৃমিপূয়পরিপ্লুতম্॥১০৯
ক্ষিপ্যতে তত্র দুষ্টাত্মা একাকী মিষ্টভুঙ্নরঃ।
কুড্মলং নাম নরকং পূর্ণং বিণ্মূত্রশোণিতৈঃ॥
পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াহীনাঃ ক্ষিপ্যন্তে তত্র বৈ নরাঃ।
সুদুর্গন্ধং মহাভীমং মাংসশোণিতসঙ্কুলম্॥ ১১১
অভক্ষ্যান্নে রতাস্তেঽত্র নিপতন্তি নরাধমাঃ।
ক্রিমিকীটসমাকীর্ণং শবপূর্ণং মহাবটম্॥ ১১২

উহাতে মেদিনীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত দংশন-যাতনা ভোগ করে। অসিপত্রবন-নামক নরক অতি দুঃখদায়ক। উহা অযুত যোজন বিস্তৃত এবং জ্বলন্ত খড়্গে সমাকুল। মিত্র-ঘাতী ব্যক্তি উহাতে পতিত হইয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সকল খড়্গে শতধা সমাহত হইয়া থাকে। করম্ভবালুকা নামে যে নরক আছে, তাহা অযুত যোজন বিস্তৃত ; এবং কূপাকার প্রদীপ্ত বালুকা, অঙ্গার ও কণ্টকে পরিপূর্ণ। যাহারা সুদারুণ মিথ্যা উপায় সকল দ্বারা জনগণকে দগ্ধ করে, তাহারা উহাতে পাতিত হইয়া তিনশত অযুত বৎসর যাবৎ দগ্ধ ও ভিন্ন হইতে থাকে। কাকোল নরক কৃমি ও পূযে পরিপূর্ণ। অপরের সমক্ষে একাকী মিষ্ট ভোজনকারী দুষ্টাত্মা নর তাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। কুড্মল নামক নরক পূয,বিষ্ঠা, মূত্র ও শোণিতে পরিপূর্ণ। পঞ্চযজ্ঞ-ক্রিয়াহীন মানব উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। সুদুর্গন্ধ নরক অতি ভয়ঙ্কর মাংসশোণিতে সমাকুল। অভক্ষ্য-ভক্ষণে নিরত নরাধমগণ

অধোমুখঃ পতেত্তত্র কন্যাবিক্রয়কৃন্নরঃ॥ ১১৩
নাম্না বৈ তিলপাকেতি নরকং দারুণং স্মৃতম্।
তিলবত্তত্র পীড্যন্তে নরপীড়ারতাশ্চ যে।
নরকং তৈলপাকেতি জ্বলত্তৈলমহাপ্লবম্॥ ১১৪
পচ্যতে তত্র মিত্রঘ্নো হন্তা চ শরণাগতম্।
নাম্না বজ্রকপাটেতি বজ্রশৃঙ্খলয়ান্বিতম্॥ ১১৫
পীড্যন্তে নির্দ্দয়ং তত্র যৈঃ কৃতঃ ক্ষীরবিক্রয়ঃ।
নিরুচ্ছ্বাস ইতি প্রোক্তং তমোহন্ধং বাতবর্জ্জিতম্
নিশ্চেষ্টং ক্ষিপ্যতে তত্র বিপ্রদাননিরোধকৃৎ।
অঙ্গারোপচয়ং নাম দীপ্তাঙ্গারসমুজ্জ্বলম্॥ ১১৭
দহ্যতে তত্র যেনোক্তং দানং বিপ্রায় নার্পিতম্
মহাপাতীতি নরকং লক্ষযোজনমায়তম্॥ ১১৮
পাত্যন্তেঽধোমুখাস্তত্র যে জল্পন্তি সদানৃতম্।
মহাজ্বালেতি নরকং জ্বালাভাস্বরভীষণম্॥ ১১৯

উহাতে পাতিত হয়। মহাবট নামক নরক শব ও কৃমিকীটাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। কন্যা-বিক্রয়কারী নর উহাতে অধোমুখে পাতিত হয়।১০১—১১৩। তিলপাক নামে যে দারুণ নরক আছে, তাহাতে পরপীড়ানিরত নরগণ তিলবৎ নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে। তৈলপাক নামক নরক, জ্বলন্ত তৈলাপ্লুত ভূমি, উহাতে মিত্রঘাতী ও শরণাগতহন্তা নরগণ পাচিত হয়। বজ্রকপাট নামে বজ্রসম শৃঙ্খান্বিত যে নরক আছে, তাহাতে ক্ষীরবিক্রয়ী নরগণ নির্দ্দয়ভাবে নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে। নিরু-চ্ছ্বাস নামক নরক বাতবর্জ্জিত ও অন্ধতমসা-চ্ছন্ন। ব্রাহ্মণজনে দান কালে যাহারা বাধা দেয়, তাহাদিগকে বন্ধনাদি দ্বারা নিশ্চেষ্ট করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করা হয়। অঙ্গা-রোপচয় নামক নরক প্রদীপ্ত অঙ্গারে সমু-জ্জ্বল। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে "দান করিব" বলিয়া তাহা না করে, সে উহাতে দগ্ধ হইয়া থাকে। মহাপাতী নামক নরক লক্ষযোজন বিস্তৃত। যাহারা সতত মিথ্যা কথা বলে, তাহাদিগকে উহাতে অধোমুখে পাতিত করা হয়। মহাজ্বাল নামে যে নরক আছে, তাহা বহ্নিশিখাসমূহে সমুজ্জ্বল ও অতীব

দহ্যতে তত্র সুচিরং যঃ পাপে বুদ্ধিকৃন্নরঃ।
নরকং ক্রকচাখ্যাতং পীড্যন্তে তত্র বৈ নরাঃ॥
ক্রকচৈর্বজ্রধারোগ্রৈরগম্যাগমনে রতাঃ।
নরকং গুড়পাকেতি জ্বলদ্‌গুড়হ্রদৈর্বৃতম্॥১২১
নিক্ষিপ্তো দহ্যতে তস্মিন্ বর্ণসঙ্করকৃন্নরঃ।
ক্ষুরধারেতি নরকং তীক্ষ্ণক্ষুরসমাবৃতম্॥ ১২২
ছিদ্যন্তে তত্র কল্পান্তং বিপ্রভূমিহরা নরাঃ।
নরকং চাম্বরীষাখ্যং প্রলয়ানলদীপিতম্॥ ১২৩
কল্পকোটিশতং তত্র দহ্যতে স্বর্ণহারকঃ।
নাম্না বজ্রকুঠারেতি নরকং বজ্রসঙ্কুলম্॥ ১২৪
ছিদ্যন্তে তত্র ছেত্তারো দ্রুমাণাং পাপকারিণঃ।
নরকং পরিতাপাখ্যং প্রলয়ানলদীপিতম্॥ ১২৫
গরদো মধুহর্ত্তা চ পচ্যতে তত্র পাপকৃৎ।
নরকং কালসূত্রঞ্চ বজ্রসূত্রবিনির্ম্মিতম্॥ ১২৬
ভ্রমন্তস্তত্র ছিদ্যন্তে পরশস্যোপলুণ্ঠকাঃ।
নরকং কশ্মলং নাম শ্লেষ্মশিঙ্ঘাণকাবৃতম্।
তত্র সঙ্ক্ষিপ্যতে কল্পং সদা মাংসরুচির্নরঃ॥
নরকং চোগ্রগন্ধেতি লালামূত্রপুরীষবৎ॥ ১২৮
ক্ষিপ্যন্তে তত্র নরকে পিতৃপিণ্ডাপ্রযচ্ছকাঃ।
নরকং দুর্দ্ধরং নাম জলৌকাবৃশ্চিকাকুলম্॥ ১২৯
উৎকোচভক্ষকস্তত্র তিষ্ঠতে বর্ষকাযুতম্।
যচ্চ বজ্রমহাপীড়া নরকং বজ্রনির্ম্মিতম্॥ ১৩০
তত্র প্রক্ষিপ্য দহ্যন্তে পীড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ।
ধনং ধান্যং হিরণ্যং বা পরকীয়ং হরন্তি যে॥
যমদূতৈশ্চ চৌরাস্তে ছিদ্যন্তে লবশঃ ক্ষুরৈঃ।
যে হত্বা প্রাণিনং মূঢাঃ খাদন্তে কাকগৃধ্রবৎ॥
ভোজ্যন্তে চ স্বমাংসং তে কল্পান্তং যমকিঙ্করৈঃ
আসনং শয়নং বস্ত্রং পরকীয়ং হরন্তি যে॥১৩৩
যমদূতৈশ্চ তে মূঢা ভিদ্যন্তে শক্তিতোমরৈঃ।
ফলং পত্রং নৃণাং বাপি হৃতং যৈস্তু কুবুদ্ধিভিঃ॥

ভীষণ। পাপবুদ্ধি নরগণ উহাতে সুচির-কাল দগ্ধ হইয়া থাকে। ক্রকচ নামক যে নরক আছে, অগম্যাগমন-রত ব্যক্তিরা উহাতে পাতিত হইয়া বজ্রধারাবৎ উগ্র ক্রকচনিকর দ্বারা নিপীড়িত হয়। গুড়পাক নামক নরক জ্বলন্ত গুড়হ্রদসমূহ পরিপূর্ণ। বর্ণ-সঙ্করকারী নরগণ তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধকায় হইয়া থাকে। ক্ষুরধার নামক নরক তীক্ষ্ণ ক্ষুরসমূহে সমাবৃত। ব্রাহ্মণের ভূমি-হারী নরগণ তাহাতে পাতিত হইয়া ছেদিত হয়। অম্বরীষ-নরক প্রলয়ানলবৎ প্রদীপ্ত। স্বর্ণহারক ব্যক্তিরা তাহাতে শতকোটি কল্প যাবৎ ভর্জ্জিত হইয়া থাকে। বজ্রকুঠার নামে যে নরক আছে, তাহা বজ্র দ্বারা সমাকুল। যাহারা বিনা প্রয়োজনে দ্রুম-চ্ছেদন করে, তাহারা উহাতে পাতিত হইয়া কল্পান্ত যাবৎ ছেদিত হয়। পরিতাপ নামক নরক প্রলয়ানল-সম জাজ্বল্যমান। বিষ-প্রদাতা ও মধুহর্ত্তা পাপী ব্যক্তি তাহাতে পাচিত হইয়া থাকে। কালসূত্র নরক বজ্রবৎ দৃঢ় সূত্র দ্বারা বিরচিত। অপরের শস্য-লুণ্ঠনকারী নর উহাতে ভ্রমণ করত ছিদ্যমান হয়। শ্লেষ্ম-থুৎকারাদি পূর্ণ কশ্মল-নরকে বৃথা-মাংসরুচি নরগণ নিক্ষিপ্ত হইয়া কল্প কাল বাস করে। ১১৪—১২৭। উগ্রগন্ধ নামে যে নরক আছে, উহা লালা, মূত্র ও পুরীষে পরিপূর্ণ। যাহারা পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করে না, তাহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। দুর্দ্ধর নামক নরক জলৌকা ও বৃশ্চিক দ্বারা সমাকুল। উৎকোচগ্রহণকারী নর উহাতে অযুত বৎসর বাস করে। বজ্র-মহাপীড়া নামে যে নরক আছে, উহা বজ্র দ্বারা নির্ম্মিত। যাহারা পরকীয় ধন, ধান্য বা হিরণ্য অপহরণ করে, সেই চৌরদিগকে যম-কিঙ্করেরা উহাতে নিক্ষেপপূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা যাতনা প্রদানে দগ্ধীভূত করিয়া থাকে। যে মূঢ় ব্যক্তিরা কাকগৃধ্রবৎ প্রাণিহত্যা করিয়া ভক্ষণ করে, যমদূতেরা তাহাদিগকে কল্পান্ত কাল যাবৎ স্ব স্ব মাংস ভোজন করায়। যাহারা পরকীয় আসন, শয্যা ও বস্ত্র অপহরণ করে, যমদূতেরা সেই মূঢ়দিগকে শক্তি তোমরাদি দ্বারা নির্ভিন্ন করিয়া থাকে। যে সকল কুবুদ্ধি ব্যক্তি অপরের ফল অথবা

যমদূতৈশ্চ তে ক্রুদ্ধৈর্দহ্যন্তে তৃণবহ্নিভিঃ।
পরদ্রব্যে কলত্রে চ যঃ সদা দুষ্টধীর্নরঃ॥ ১৩৫
যমদূতৈর্জ্বলত্তস্য হৃদি শূলং নিখন্যতে।
কর্ম্মণা মনসা বাচা যে ধর্ম্মবিমুখা নরাঃ॥১৩৬
যমলোকে তু তে ঘোরা লভন্তে পরিযাতনাঃ।
এবং শতসহস্রাণি লক্ষকোটিমিতানি চ॥ ১৩৭
নরকাণি নরৈস্তত্র ভুজ্যন্তে পাপকারিভিঃ।
ইহ কৃত্বা স্বল্পমপি নরঃ কর্ম্মাশুভাত্মকম্॥ ১৩৮
প্রাপ্নোতি নরকে ঘোরে যমলোকেষু যাতনাম্
ন শৃণ্বন্তি নরা মূঢ়া ধর্ম্মোক্তং সাধু ভাষিতম্॥
দৃষ্টং কেনেতি প্রত্যক্ষং প্রত্যুক্ত্যৈবং বদন্তি তে
দিবা রাত্রৌ প্রযত্নেন পাপং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ॥
নাচরন্তি হি তে ধর্ম্মং প্রমাদেনাপি মোহিতাঃ।
ইহৈব ফলভোক্তারঃ পরত্র বিমুখাশ্চ যে॥ ১৪১
তে পতন্তি সুঘোরেষু নরকেষু নরাধমাঃ।
দারুণো নরকে বাসঃ স্বর্গবাসঃ সুখপ্রদঃ॥১৪২
নরৈঃ সম্প্রাপ্যতে তত্র কর্ম্ম কৃত্বা শুভাশুভম্॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে নরকগতপৃথগ যাতনাকীর্ত্তনং পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৫॥

পত্র হরণ করে, ক্রোধী যমদূতেরা তাহাদিগকে তৃণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে। পরকীয় দ্রব্যে কিম্বা কলত্রে দুষ্টবুদ্ধিকারী নরের হৃদয়ে যমদূতেরা জ্বলন্ত শূল প্রোথিত করিয়া থাকে। যে নরগণ কর্ম্মে, মনে ও বাক্যে ধর্ম্মাচরণে বিমুখ, তাহারা যমলোকে ঘোর যাতনা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরক আছে, পাপকারী নরগণ সেই সকল নরকে নানা যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। জীব ইহলোকে স্বল্পমাত্র অশুভ কর্ম্ম করিয়াও যমলোকে ঘোর যাতনা প্রাপ্ত হয়। মূঢ় নরগণ সাধুজন-কথিত ধর্ম্মোক্তি শুনে না, পরন্তু "উহা কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে?" এইরূপ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিয়া থাকে। উহারা দিবারাত্র সযত্নে পাপাচরণই করে; ভ্রমক্রমেও ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না; ইহকালেই ফলভোগ স্বীকার করে, পরকাল মানে না। ঐ সকল নরাধমেরা সুঘোর নরকে পাতিত হয়। নরকবাস অতীব দারুণ; স্বর্গবাস সুখজনক; ইহলোকে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করিয়া নরগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১২৮।—১৪২।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৫

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

অহোঽতিদুঃখং ঘোরঞ্চ যমমার্গে ত্বয়োদিতম্।
নরকাণি চ ঘোরাণি দ্বারং যাম্যঞ্চ সত্তম॥ ১
অস্ত্যুপায়ো ন বা ব্রহ্মন্ যমমার্গেঽতিভীষণে।
ব্রূহি যেন নরা যান্তি সুখেন যমসাদনম্॥ ২

ব্যাস উবাচ।

ইহ যে ধর্ম্মসংযুক্তাস্ত্বহিংসানিরতা নরাঃ।
গুরুশুশ্রূষণে যুক্তা দেবব্রাহ্মণপূজকাঃ॥ ৩
যস্মিন্মনুষ্যলোকাস্তে সভার্য্যাঃ সসুতাস্তথা।
তমধ্বানঞ্চ গচ্ছন্তি যথা তৎকথয়ামি বঃ॥ ৪
বিমানৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈঃ কাঞ্চনধ্বজশোভিতৈঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং যান্তি সেবমানাপ্সরোগণৈঃ॥ ৫

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—অহো! সত্তম, ব্যাস! তুমি যমপথের ঘোর দুঃখ, যমনগরের দ্বার ও নরক সকলের বিবরণ বর্ণন করিলে। ব্রহ্মন্! নরগণ যাহাতে অক্লেশে সেই ভীষণ যমপথ অতিবাহিত করিয়া যমসদনে যাইতে পারে, এমন কোন উপায় আছে কি না, তাহা বল। ব্যাস বলিলেন,—ইহলোকে যাহারা অহিংসারত, গুরুসেবাতৎপর, ও দেবব্রাহ্মণ-পূজক, সেই সকল মনুষ্য পত্নী-সুতাদিসহ যেরূপে সেই পথ অতিক্রম করে, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি;—তাহারা কাঞ্চন-ধ্বজশোভিত বিবিধ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অপ্সরোগণে সেব্য-

ব্রাহ্মণেভ্যস্তু দানানি নানারূপাণি ভক্তিতঃ।
যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি সুখেনৈব মহাপথে ॥৬
অন্নং যে তু প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুসংস্কৃতম্।
শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষেণ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ
তরুণীভির্বরস্ত্রীভিঃ সেব্যমানাঃ প্রযত্নতঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং যান্তি বিমানৈরভ্যলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৮
যে চ সত্যং প্রভাষন্তে বহিরন্তশ্চ নির্ম্মলাঃ।
তেঽপি যান্ত্যমরপ্রখ্যা বিমানৈর্যমমন্দিরম্ ॥ ৯
গোদানানি পবিত্রাণি বিষ্ণুমুদ্দিশ্য সাধুষু।
যে প্রযচ্ছন্তি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কৃশেষু কৃশবৃত্তিষু ॥ ১০
তে যান্তি দিব্যবর্ণাভৈর্বিমানৈর্মণিচিত্রিতৈঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং শ্রীমান্ সেব্যমানাপ্সরোগণৈঃ ॥
উপানদ্যুগলং ছত্রং শয্যাসনমথাপি বা।
যে প্রযচ্ছন্তি বস্ত্রাণি তথৈবাভরণানি চ ॥ ১২
তে যান্ত্যশ্বৈ রথৈশ্চৈব কুঞ্জরৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতাঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং দিব্যং ছত্রৈঃ সৌবর্ণরাজতৈঃ ॥১৩
যে চ ভক্ত্যা প্রযচ্ছন্তি গুড়পানকমর্চ্চিতম্।
ওদনঞ্চ দ্বিজাগ্র্যেভ্যো বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ॥১৪
তে যান্তি কাঞ্চনৈর্যানৈর্বিবিধৈস্তু যমালয়ম্।
বরস্ত্রীভির্যথাকামং সেব্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
যে চ ক্ষীরং প্রযচ্ছন্তি ঘৃতং দধি গুড়ং মধু।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযত্নেন শুদ্ধোপেতং সুসংস্কৃতম্
চক্রবাকপ্রযুক্তৈশ্চ বিমানৈস্তু হিরণ্ময়ৈঃ।
যান্তি গন্ধর্ব্ববাদিত্রৈঃ সেব্যমানা যমালয়ম্ ॥ ১৭
যে ফলানি প্রযচ্ছন্তি পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
হংসযুক্তৈর্বিমানৈস্তু যান্তি ধর্ম্মপুরং নরাঃ ॥ ১৮
যে তিলাংস্তিলধেনুঞ্চ ঘৃতধেনুমথাপি বা।
শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
সোমমণ্ডলসঙ্কাশৈর্যানৈস্তে যান্তি নির্ম্মলৈঃ।
গন্ধর্ব্বৈরুপগীয়ন্তে পুরে বৈবস্বতস্য তে ॥ ২০
যেষাং বাপ্যশ্চ কূপাশ্চ তড়াগানি সরাংসি চ।
দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ শীতলাশ্চ জলাশয়াঃ ॥২১

মান হইয়া সেই ধর্ম্মরাজপুরে গমন করে। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে নানারূপ দান করে, তাহারাও উক্ত মহাপথে সুখে যাইতে পারে। যাহারা পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে—বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় জনে সুসংস্কৃত অন্ন প্রদান করে, তাহারা অলঙ্কৃত বিমানারোহণে তরুণী বরনারী-জনে সযত্নে সেব্যমান হইয়া ধর্ম্মরাজপুরে গমন করে। যাহারা অন্তরে বাহিরে নির্ম্মল থাকিয়া সত্য-বাদী হয়, সেই সকল দেবতুল্য ব্যক্তিরাও বিমানযোগে যমমন্দিরে যায়। যে সকল ধর্ম্মজ্ঞ মানব ক্ষীণবৃত্তি সাধুজনে বিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশে পবিত্র গোদান করে, তাহা-রাও দিব্য কান্তি-সমন্বিত মণিচিত্রিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীমান্ ও অপ্সরোগণে সেব্যমান হইয়া ধর্ম্মরাজপুরে গমন করে। ১—১১। যাহারা পাদুকাযুগল, ছত্র, শয্যা, আসন, বস্ত্র কিম্বা আভরণ প্রদান করে, তাহারা অলঙ্কৃত হইয়া সৌবর্ণ বা রাজত ছত্রযুক্ত হস্তী অশ্ব বা রথে আরোহণপূর্ব্বক দিব্য ধর্ম্মরাজপুরে গমন করিতে পারে। যাহারা বিশুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তিসহকারে দ্বিজাতিজনে উত্তম অন্ন ও গুড়পানীয় প্রদান করে, তাহারা বিবিধ কাঞ্চনযানে আরোহণপূর্ব্বক মুহুর্মুহু বরনারীজনে যথা-কাম সেব্যমান হইয়া যমালয়ে যায়। যাহারা সযত্নে ব্রাহ্মণকে সদুপায়ে সংগৃহীত সুসংস্কৃত দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, বা মধু প্রদান করে, তাহারা চক্রবাক-যুক্ত হিরণ্ময় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বকৃত গীত-বাদিত্র দ্বারা সেবিত হইয়া যমভবনে গমন করিয়া থাকে। যে সকল নব সুরভি পুষ্প ও ফল প্রদান করে, তাহারা হংসযুক্ত-বিমানারোহণে ধর্ম্মপুর গমনে সক্ষম হয়। যাহারা শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে তিলধেনু কিম্বা ঘৃতধেনু দান করে, তাহারা সোমমণ্ডল-সঙ্কাশ নির্ম্মল যানে আরোহণ করত বৈবস্বত পুরে যাইয়া গন্ধর্ব্বগণের গীতবাদ্য দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া থাকে। ১২—২০। যাহাদিগের বাপী, কূপ, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি শীতলজলপূর্ণ জলাশয়ের জল সাধারণ

যানৈস্তে হেমচন্দ্রাভৈর্দিব্যঘণ্টানিনাদিতৈঃ।
ব্যজনৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানা মহাপ্রভাঃ॥২২
যেষাং দেবকুলাস্তত্র চিত্রাশ্চায়তনানি চ।
রত্নৈঃ প্রস্ফুরমাণানি মনোজ্ঞানি শুভানি চ॥ ২৩
তে যান্তি লোকপালৈস্তু বিমানৈর্বাতরংহসৈঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং দিব্যং নানাজনসমাকুলম্॥ ২৪
পানীয়ং যে প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিতম্।
তে বিতৃষ্ণাঃ সুখং যান্তি বিমানৈস্তং মহাপথম্॥
কাষ্ঠপাদুকাযানানি পীঠকান্যাসনানি চ।
যৈর্দত্তানি দ্বিজাতিভ্যস্তেহধ্বানং যান্তি বৈ সুখম্॥ ২৬
সৌবর্ণমণিপীঠেষু পাদৌ কৃত্বোত্তমেষু চ।
তে প্রয়ান্তি বিমানৈস্তু অপ্সরোগণমণ্ডিতৈঃ॥
আরামাণি বিচিত্রাণি পুষ্পাঢ্যানীহ মানবাঃ।
রোপয়ন্তি ফলাঢ্যানি নরাণামুপকারিণঃ॥ ২৮
বৃক্ষচ্ছায়াসু রম্যাসু শীতলাসু স্বলঙ্কৃতাঃ।
বরস্ত্রীগীতবাদ্যৈশ্চ সেব্যমানা ব্রজন্তি তে॥২৯
সুবর্ণং রজতং বাপি বিদ্রুমং মৌক্তিকং তথা।
যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জ্বলৈঃ
ভূমিদা দীপ্যমানাশ্চ সর্ব্বকামৈস্তু তর্পিতাঃ।
উদিতাদিত্যসঙ্কাশৈর্বিমানৈর্বৃষনাদিতৈঃ॥ ৩১
কন্যান্তু যে প্রযচ্ছন্তি ব্রহ্মদেয়ামলঙ্কৃতাম্।
দিব্যকন্যাবৃতা যান্তি বিমানৈস্তে যমালয়ম্॥৩২
সুগন্ধাগুরুকর্পূরান্ পুষ্পধূপান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাতিভ্যো ভক্ত্যা পরময়ান্বিতাঃ॥
তে সুগন্ধাঃ সুবেশাশ্চ সুপ্রভাঃ সুবিভূষিতাঃ
যান্তি ধর্ম্মপুরং যানৈর্বিচিত্রৈরভ্যলঙ্কৃতাঃ॥ ৩৪
দীপদা যান্তি যানৈশ্চ দীপয়ন্তো দিশো দশ।
আদিত্যসদৃশৈর্যানৈর্দীপ্যমানা যথাগ্নয়ঃ ৩৫
গৃহাবসথদাতারো গৃহৈঃ কাঞ্চনমণ্ডিতৈঃ
ব্রজন্তি বালার্কনিভৈর্ধর্ম্মরাজগৃহং নরাঃ॥ ৩৬
জলভাজনদাতারঃ কুণ্ডিকাকরকপ্রদাঃ।

প্রাণিমাত্রেই পান করে, তাহারা দিব্য ঘণ্টা-নিনাদিত চন্দ্রপ্রভ হৈম যানারোহণে তালবৃন্ত ব্যজনে বীজ্যমান হইয়া জ্যোতির্ম্ময় দেহে যমলোকে যায়। যাহাদিগের দেবমন্দির ও দেবভবন বিচিত্র, মনোজ্ঞ, সুদৃশ্য এবং রত্নরাজিদ্বারা উজ্জ্বল, তাহারা বাতবেগী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক লোকপালকগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া নানা জনাকুল দিব্য ধর্ম্মরাজ-ভবনে গমন করে। সর্ব্বপ্রাণীর উপভোগার্থ যাহারা পানীয় প্রদান করে, তাহারা বিতৃষ্ণ হইয়া সেই মহাপথ অতিক্রম করিতে পারে। যাহারা দ্বিজাতিগণকে কাষ্ঠপাদুকা, যান, পীঠ ও আসন দান করে, তাহারাও উত্তম সৌবর্ণ মণিপীঠে পদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক অপ্সরোগণমণ্ডিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক উক্ত পথে সুখে গমন করে। যে সকল মানব নরগণের উপকারার্থ পুষ্প-সমন্বিত ফলাঢ্য বিচিত্র আরাম নির্ম্মাণ করে, তাহারা বৃক্ষচ্ছায়া দ্বারা সুশীতল রম্য পথা-লম্বনে বরনারী-কৃত গীতবাদ্যে সেব্যমান হইয়া যম-সদনে যাইয়া থাকে। যাহারা সুবর্ণ, রজত, বিদ্রুম, ও মৌক্তিকদাম দান করে, তাহারা কনকোজ্জ্বল বিমনারোহণে যম-পুরে যাইতে পারে। ২১—৩০। ভূমিদাতা ব্যক্তিগণ সর্ব্বকামে তর্পিত হইয়া দীপ্যমান দেহে বাদ্যোদ্যম-সমৃদ্ধ তরুণাদিত্যসঙ্কাশ বিমানে শমনভবনে গমন করে। যাহারা ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যা প্রদান করে, তাহারা দিব্য কন্যাগণে সমাবৃত হইয়া বিমানারোহণে শমনপুরে যাইতে পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! যাহারা পরম ভক্তি-সহকারে দ্বিজাতিদিগকে অগুরু, কর্পূর, পুষ্প ও ধূপাদি, সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করে, তাহারা সুগন্ধ, সুবেশ, ও সুভূষণ-শোভিত হইয়া সুপ্রভদেহে বিচিত্র অলঙ্কৃত যানে আরোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজনগরে গমন করে। দীপদাতা ব্যক্তিগণ অগ্নিসম দীপ্যমান দেহে আদিত্যসদৃশ যানে আরোহনপূর্ব্বক দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া যাইয়া থাকে। গৃহ ও আবাসপ্রদাতা নরগণ তরুণার্কনিভ কাঞ্চন-মণ্ডিত গৃহের মধ্যে থাকিয়াই ধর্ম্মরাজ-গৃহে গমন করে। যাহারা ঘটী, কমণ্ডলু,

পূজ্যমানাপ্সরোভিশ্চ যান্তি দৃপ্তা মহাগজৈঃ॥
পাদাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং স্নানপানোদকং তথা।
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যস্তে যান্ত্যশ্বৈর্যমালয়ম্॥
বিশ্রাময়ন্তি যে বিপ্রান্ শ্রান্তানধ্বনি কর্শিতান্।
চক্রবাকপ্রযুক্তেন যান্তি যানেন তে সুখম্॥৩৯
স্বাগতেন চ যো বিপ্রং পূজয়েদাসনেন চ।
স গচ্ছতি তমধ্বানং সুখং পরমনির্বৃতঃ॥ ৪০
নমো ব্রহ্মণ্যদেবেতি যো হরিং চাভিবাদয়েৎ।
গাঞ্চ পাপহরেত্যুক্তা সুখং যান্তি চ তৎপথম্॥
অনন্তরাশিনো যে চ দম্ভানৃতবিবর্জ্জিতাঃ।
তেঽপি সারসযুক্তেস্তু যান্তি যানৈশ্চ তৎপথম্
বর্ত্তন্তে হ্যেকভক্তেন শাঠ্যদম্ভবিবর্জ্জিতাঃ।
হংসযুক্তৈর্বিমানৈস্তু সুখং যান্তি যমালয়ম্॥ ৪
চতুর্থেনৈকভক্তেন বর্ত্তন্তে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
তে যান্তি ধর্ম্মনগরং যানৈর্বর্হিণযোজিতৈঃ॥৪৪
তৃতীয়ে দিবসে যে তু ভুঞ্জতে নিয়তব্রতাঃ।
তেঽপি হস্তিরথৈর্দিব্যৈর্যান্তি যানৈশ্চ তৎপদম্
ষষ্ঠেঽন্নভক্ষকো যস্তু শৌচনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ
স যাতি কুঞ্জরস্থস্তু শচীপতিরিব স্বয়ম্॥ ৪৬
ধর্ম্মরাজপুরং দিব্যং নানামণিবিভূষিতম্।
নানাস্বরসমাযুক্তং জয়শব্দরবৈর্যুতম্॥ ৪৭
পক্ষোপবাসিনো যান্তি যানৈঃশার্দ্দূলযোজিতৈঃ
পুরং তদ্ধর্ম্মরাজস্য সেব্যমানাঃ সুরাসুরৈঃ॥৪৮
যে চ মাসোপবাসন্তু কুর্ব্বতে সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
তেঽপি সূর্য্যপ্রদীপ্তৈস্তু যান্তি যানৈর্যমালয়ম্॥
মহাপ্রস্থানমেকাগ্রো যঃ প্রয়াতি দৃঢ়ব্রতঃ।
সেব্যমানস্তু গন্ধর্ব্বৈর্যাতি যানৈর্যমালয়ম্॥ ৫০
শরীরং সাধয়েদ্যস্তু বৈষ্ণবেনান্তরাত্মনা।
স রথেনাগ্নিবর্ণেন যাতীহ ত্রিদশালয়ম্॥ ৫১
অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যান্নারায়ণপরায়ণঃ।

প্রভৃতি জলপাত্র দান করে, তাহারা মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক অপ্সরোবর্গে অভিনন্দিত হইয়া সানন্দে গমন করে। যাহারা ব্রাহ্মণ-দিগকে পাদাভ্যঙ্গ, শিরোঽভ্যঙ্গ ও স্নান-পানার্থ জল প্রদান করে, তাহারা অশ্বারো-হণে যমালয়ে যায়। যাহারা পথ-শ্রান্ত বিপ্র-দিগকে বিশ্রাম করায়, তাহারা চক্রবাকযুক্ত যানে আরোহণপূর্ব্বক সুখে গমন করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন দান দ্বারা পূজা করে, সে সুখে ও নিরুদ্বেগে সেই যমপথ অতিক্রম করিতে পারে। ৩১—৪০। যে ব্যক্তি "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" বলিয়া হরিকে প্রণাম করে ও "পাপ হর" বলিয়া গাভীকে প্রণাম করে, সে বিনাক্লেশে সেই যমপথ অতিবাহিত করে। দম্ভ ও অনৃত ভাষণ বর্জ্জনপূর্ব্বক যাহারা একদিন অন্তর ভোজন করিয়া ব্রত করে, তাহারাও সারসযুক্ত বিমানারোহণে সেই পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। শঠতা ও দম্ভ বর্জ্জন করত যাহারা একাহার ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহারা কুক্কুটযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া সুখে যমালয়ে যায়। যাহারা চতুর্থ দিবসে একাহার ব্রত দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে, তাহারা বাহন-যোজিত যানে আরোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মনগরে গমন করিতে পারে। যাহারা তৃতীয় দিবসে একাহার করিয়া নিয়তভাবে ব্রত করে, তাহারা হস্তিরথ নামক দিব্য যানারোহণে সেই স্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শৌচ-যুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ষষ্ঠকালে অন্না-হার ব্রত করে, সে শচীপতিবৎ কুঞ্জরা-রোহণে তথায় যাইতে পারে। পক্ষো-পবাসী জনগণ শার্দ্দূলযোজিত যানা-রোহণে সুরাসুরগণে সেব্যমান হইয়া নানামণি-বিভূষিত, বিবিধ স্বর-সমন্বিত, জয়-শব্দযুক্ত ধর্ম্মরাজপুরে গমন করে। যাহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মাসোপবাস ব্রত করে, তাহারা সূর্য্যবৎ প্রদীপ্ত যানে আরোহণ-পূর্ব্বক যমালয়ে যায়। যে ব্যক্তি একাগ্র-চিত্তে দৃঢ়ব্রত হইয়া মহাপ্রস্থান করে, সে যানারোহণে গন্ধর্ব্বগণে সেবিত হইয়া যমা-লয়ে যাইয়া থাকে। ৪১—৫০। যে জন বিষ্ণুতে চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করে, সে অগ্নিবর্ণ রথে চড়িয়া ত্রিদশালয়ে যায়। যে ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া

স যাত্যগ্নিপ্রকাশেন বিমানেন যমালয়ম্ ॥ ৫২
প্রাণাংস্ত্যজতি যো মর্ত্ত্যঃ স্মরন্‌বিষ্ণুং সনাতনম্
যানেনার্কপ্রকাশেন যাতি ধর্ম্মপুরং নরঃ ॥ ৫৩
প্রবিষ্টোঽন্তর্জ্জলং যস্তু প্রাণাংস্ত্যজতি মানবঃ।
সোমমণ্ডলকল্পেন যাতি যানেন বৈ সুখম্ ॥ ৫৪
স্বশরীরং হি গৃধ্রেভ্যো বৈষ্ণবো যঃ প্রযচ্ছতি
স যাতি রথমুখ্যেন কাঞ্চনেন যমালয়ম্ ॥ ৫৫
স্ত্রীগ্রহে গোগ্রহে বাপি যুদ্ধে মৃত্যুমুপৈতি যঃ।
স যাত্যমরকন্যাভিঃ সেব্যমানো রবিপ্রভঃ ॥
বৈষ্ণবা যে চ কুর্ব্বন্তি তীর্থযাত্রাং জিতেন্দ্রিয়াঃ
তৎপথং যান্তি তে ঘোরং সুখযানৈরলঙ্কৃতাঃ ॥
যে যজন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
তপ্তহাটকসঙ্কাশৈর্বিমানৈর্যান্তি তে সুখম্ ॥ ৫৮
পরপীড়ামকুর্ব্বন্তো ভৃত্যানাং ভরণাদিকম্।
কুর্ব্বন্তি তে সুখং যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জ্বলৈঃ

যে ক্ষান্তাঃ সর্ব্বভূতেষু প্রাণিনামভয়প্রদাঃ।
ক্রোধমোহবিনির্মুক্তা নির্ম্মদাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥
পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশেন বিমানেন মহাপ্রভাঃ।
যান্তি বৈবস্বতপুরং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতাঃ ॥ ৬১
একভাবেন যে বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং ত্র্যম্বকং রবিম্।
পূজয়ন্তি হি তে যান্তি বিমানৈর্ভাস্করপ্রভৈঃ ॥৬২
যে চ মাংসং ন খাদন্তি সত্যশৌচসমন্বিতাঃ।
তেঽপি যান্তি সুখেনৈব ধর্ম্মরাজপুরং নরাঃ ॥
মাংসান্মিষ্টতরং নাস্তি ভক্ষ্যভোজ্যাদিকেষু চ
তস্মান্মাংসং ন ভুঞ্জীত নাস্তি মিষ্টৈঃ সুখোদয়ঃ
গোসহস্রন্তু যো দদ্যাদ্‌যস্তু মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।
সমাবেতৌ পুরা প্রাহ ব্রহ্মা বেদবিদাং বরঃ ॥
সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্।
অমাংসভক্ষণে বিপ্রাস্তচ্চ তচ্চ চ তৎসমম্ ॥৬৬
এবং সুখেন তে যান্তি যমলোকঞ্চ ধার্ম্মিকাঃ।

অগ্নিপ্রবেশ করে, সে অগ্নিবৎ প্রকাশমান বিমানারোহণে শমসদনে গমন করে। যে মানব সনাতন বিষ্ণুকে স্মরণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সে সূর্য্যসম প্রকাশশালী রথে আরোহণ করত ধর্ম্মরাজপুরে যাইতে পারে। যে মানব জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সোমমণ্ডলবৎ সুশ্রী যানে আরোহণ করত সুখে যমসদনে গমন করে। যে বৈষ্ণব নিজ শরীর গৃধ্রগণকে প্রদান করে, সে উত্তম কাঞ্চনময় রথে আরোহণপূর্ব্বক যমালয়ে যাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক বা গো রক্ষা নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিহার করে, সে সূর্য্যসম-সমুজ্জ্বল দেহে অমরকন্যাগণ দ্বারা সেব্যমান হইয়া যমসদনে যায়। যে সকল বৈষ্ণব জন জিতেন্দ্রিয়ভাবে তীর্থযাত্রা করে, সে যথোপকরণপূর্ণ যানারোহণে সেই ঘোর পথ অতিক্রম করিতে পারে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহারা বহুদক্ষিণাযুক্ত বিবিধ ক্রতুর অনুষ্ঠান করে, তাহারা প্রতপ্ত স্বর্ণসম-কান্তি বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুখে প্রস্থান করে। যাহারা পরপীড়া না হয়, এমন ভাবে ভৃত্যাদির ভরণ-পোষণ করে, তাহারাও কনকোজ্জ্বল বিমানারোহণে সুখে গমন করে। যাহারা সর্ব্বভূতে ক্ষমাশালী, প্রাণীদিগের অভয়-দাতা, ক্রোধ-মোহহীন, গর্ব্বশূন্য ও সংযতেন্দ্রিয়, তাহারা মহোজ্জ্বল দেহে পূর্ণচন্দ্রবৎ প্রকাশমান বিমানারোহণে দেবগন্ধর্ব্বগণে সেবিত হইয়া শমনপুরে যাইতে পারে। যাহারা অভেদ জ্ঞানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অর্চ্চনা করে, তাহারা প্রভাকরপ্রভ বিমানে চড়িয়া গমন করে। সত্য ও শৌচ-সমন্বিত হইয়া যাহারা মাংসভক্ষণ বর্জ্জন করে, সেই নরগণও সুখে ধর্ম্মরাজপুরে যাইয়া থাকে। যাবতীয় ভোক্ষ্য ভোজ্য মধ্যে মাংস অপেক্ষা মধুরতর দ্রব্য আর নাই, অতএব মাংস ত্যাগ করিবে; মধুর দ্রব্য দ্বারা সুখোদয় হয় না।৫০—৬৪। যে জন সহস্র গো দান করে, আর যে মাংস ভক্ষণ না করে, ইহারা উভয়েই তুল্যফল-ভাগী; পুরাকালে বেদ্‌বিদ্‌গণের প্রধান ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! সর্ব্বতীর্থ-গমনে যে পুণ্য এবং সর্ব্ব যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল, মাংসভক্ষণ-বর্জ্জনেও তত্তুল্য ফলই হইয়া থাকে। দান ব্রত-

দানব্রতপরা যানৈর্যত্র দেবো রবেঃ সুতঃ ॥৬৭
দৃষ্ট্বা তান্ ধার্ম্মিকান্ দেবঃ স্বয়ং সম্মানয়েদ্যমঃ
স্বাগতাসনদানেন পাদ্যার্ঘ্যেণ প্রিয়েণ তু ॥ ৬৮
ধন্যা যূয়ং মহাত্মান আত্মনো হিতকারিণঃ।
যেন দিব্যসুখার্থায় ভবদ্ভিঃ সুকৃতং কৃতম্ ॥৬৯
ইদং বিমানমারুহ্য দিব্যস্ত্রীভোগভূষিতাঃ।
স্বর্গং গচ্ছধ্বমতুলং সর্ব্বকামসমন্বিতম্ ॥ ৭০
তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগানন্তে পুণ্যপরিক্ষয়াৎ।
যৎকিঞ্চিদল্পমশুভং ফলং তদিহ ভোক্ষ্যথ ॥৭১
যে তু তং ধর্ম্মরাজানং নরাঃ পুণ্যানুভাবতঃ।
পশ্যন্তি সৌম্যমনসং পিতৃভূতমিবাত্মনঃ ॥ ৭২
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ সদা সর্ব্বফলপ্রদঃ।
ধর্ম্মাদর্থস্তথা কামো মোক্ষশ্চ পরিকীর্ত্যতে ॥
ধর্ম্মো মাতা পিতা ভ্রাতা ধর্ম্মো নাথঃ সুহৃত্তথা
ধর্ম্মঃ স্বামী সখা গোপ্তা তথা ধাতা চ পোষকঃ

পরায়ণ ধার্ম্মিক জনগণ এই রূপ যানারোহণে যেখানে দেব রবিনন্দন অবস্থান করেন, সেই যমলোকে সুখে গমন করিয়া থাকে। যমদেব সেই ধার্ম্মিকদিগকে উপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং পাদ্য, অর্ঘ্য, স্বাগতপ্রশ্ন ও প্রিয়ভাষণাদিদ্বারা সম্মানিত করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ বলেন যে, ধন্য তোমরা আত্ম হিতকারী মহাত্মা, যেহেতু দিব্য সুখের নিমিত্ত সুকৃতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তোমরা এই বিমানারোহণে দিব্য স্ত্রীজনে সমাবৃত ও দিব্য ভোগে মণ্ডিত হইয়া সর্ব্বকাম-সমন্বিত অতুলনীয় স্বর্গে গমন কর; তথায় মহাভোগ্যনিচয় ভোগান্তে পুণ্যক্ষয় হইলে যাহা কিছু অত্যল্প অশুভ কর্ম্ম আছে, এখানে আসিয়া তাহার ফল অনুভব করিও। যে সকল নর পুণ্যাত্মা, তাঁহারা সেই ধর্ম্মরাজকে স্বীয় পিতার ন্যায় সৌম্যচিত্তই দর্শন করেন। অতএব সতত সর্ব্বফলপ্রদ ধর্ম্মের সেবা করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্ম হইতে অর্থ, কাম. এবং মোক্ষ লাভ হয়। ৬৫—৭৩। প্রাণীদিগের ধর্ম্মই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নাথ ও সুহৃৎ; ধর্ম্মই স্বামী, সখা, পালক, ধাতা ও পোষক।

ধর্ম্মাদর্থোঽর্থতঃ কামঃ কামাদ্ভোগঃ সুখানি চ।
ধর্ম্মাদৈশ্বর্য্যমেকাগ্র্যং ধর্ম্মাৎ স্বর্গগতিঃ পরা ॥৭৫
ধর্ম্মস্তু সেবিতো বিপ্রাস্ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
দেবত্বঞ্চ দ্বিজত্বঞ্চ ধর্ম্মাৎ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥
যদা চ ক্ষীয়তে পাপং নারাণাং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
তদৈষাং ভজতে বুদ্ধির্ধর্ম্মঞ্চাত্র দ্বিজোত্তমাঃ।
জন্মান্তরসহস্রেষু মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্।
যো হি নাচরতে ধর্ম্মং ভবেৎ স খলু বঞ্চিতঃ ॥
কুৎসিতা যে দরিদ্রাশ্চ বিরূপা ব্যাধিতাস্তথা।
পরপ্রেষ্যাশ্চ মূর্খাশ্চ জ্ঞেয়া ধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ॥৭৯
যে হি দীর্ঘায়ুষঃ শূরাঃ পণ্ডিতা ভোগিনোঽর্থিনঃ
অরোগা রূপবন্তশ্চ তৈস্তু ধর্ম্মঃ পুরা কৃতঃ ॥৮০
এবং ধর্ম্মরতা বিপ্রা গচ্ছন্তি গতিমুত্তমাম্।
অধর্ম্মং সেবমানাস্তু তির্য্যগ্‌যোনিং ব্রজন্তি তে
যে নরা নরকধ্বংসি-বাসুদেবমনুব্রতাঃ
তে স্বপ্নেঽপি ন পশ্যন্তি যমং বা নরকাণি বা ॥
অনাদিনিধনং দেবং দৈত্যদানবদারণম্।

ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, কাম হইতে ভোগসুখ লাভ হয়; ধর্ম্ম হইতেই অখণ্ড ঐশ্বর্য্য, এবং ধর্ম্ম হইতে উত্তম স্বর্গগতি হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! ধর্ম্ম সেবিত হইলে তিনি মহাভয় হইতে ত্রাণ করেন। দেবত্ব বা দ্বিজত্বও ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সন্দেহ নাই। সহস্র সহস্র জন্মান্তরে দুর্লভ মনুষ্যত্ব পাইয়া যে জন ধর্ম্মাচরণ না করে, সে-ই বঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহলোকে যাহারা কুৎসিত, দরিদ্র, বিকৃতাকার, ব্যাধিগ্রস্ত, পরের আজ্ঞাবহ কিম্বা মূর্খ, তাহারা পূর্ব্ব জন্মে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই, জানিবেন। যাহারা দীর্ঘায়ু, বলবান্, পণ্ডিত, ভোগবান্, ধনশালী, নীরোগ বা রূপসম্পন্ন, তাহারা পূর্ব্বজন্মে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে। ৭৪—৮০। বিপ্রগণ! ধর্ম্মরত ব্যক্তিরা এইরূপ উত্তমগতি প্রাপ্ত হয়; আর অধর্ম্মসেবীরা তির্য্যক্‌যোনি লাভ করে। যে নরগণ, নরকনিবারণ বাসুদেবের শরণ লয়, তাহারা স্বপ্নেও শমন বা নরক দর্শন করে না। যাহারা

যে নমন্তি নরা নিত্যং নহি পশ্যন্তি তে যমম্ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যেহচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ ॥ ৮৪
যে জনা জগতাং নাথং নিত্যং নারায়ণং দ্বিজাঃ
নমন্তি নহি তে বিষ্ণোঃ স্থানাদন্যত্র গামিনঃ ॥
ন তে দূতান্ন তন্মার্গং ন যমং ন চ তাং পুরীম্
প্রণম্য বিষ্ণুং পশ্যন্তি নরকাণি কথঞ্চন ॥ ৮৬
কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরা মোহসমন্বিতাঃ।
ন যান্তি নরকং নত্বা সর্ব্বপাপহরং হরিম্ ॥৮৭
শাঠ্যেনাপি নরা নিত্যং যে স্মরন্তি জনার্দ্দনম্
তেহপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্
অত্যন্তক্রোধসক্তোহপি কদাচিৎ কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্
সোহপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে স্বগতিনিরূপণং নাম ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

প্রতিদিন দৈত্যদানব-দারণ, অনাদিনিধন দেব নারায়ণকে প্রণাম করে, তাহারাও যমকে দর্শন করে না। যাহারা কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা অচ্যুতের শরণাগত হয়, যম তাহাদিগের শাসনে সমর্থ নহেন; তাহারা মুক্তিফলভাগী হয়। হে দ্বিজগণ! যে জন, প্রতিদিন সমস্ত জগতের নাথ নারায়ণকে নমস্কার করে, তাহারা সেই বিষ্ণুর স্থান ব্যতীত অন্যত্রগামী হয় না। বিষ্ণুকে প্রণামের ফলে তাহাদিগকে সেই সকল যম-দূত, সেই পথ, সেই যম, সেই পুরী, কিম্বা সেই নরক,—কিছুই দেখিতে হয় না। নরগণ মোহবশে বহু বহু পাপ করিয়াও সর্ব্বপাপহর হরিকে নমস্কার করিলে নরকে গমন করে না। যাহারা ছলক্রমেও জনার্দ্দনকে স্মরণ করে, তাহারাও তনুত্যাগান্তে অনাময় বিষ্ণুলোকে যায়। অত্যন্ত ক্রোধাক্রান্ত লোকও যদি কদাচিৎ হরিনাম কীর্ত্তন করে, তবে সেও চেদিপতি শিশুপালের মত দোষ নাশ হেতু মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮১—৮৯।

ষোড়শাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১৬।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

শ্রুত্বৈবং যমমার্গস্তে নরকেষু চ যাতনাম্।
পপ্রচ্ছুশ্চ পুনর্ব্যাসং সংশয়ং মুনিসত্তমাঃ ॥ ১

মুনয় ঊচুঃ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
মর্ত্ত্যাস্ত কঃ সহায়ো বৈ পিতা মাতা সুতো গুরুঃ
জ্ঞাতিসম্বন্ধিবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ ॥ ২
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং জনাঃ।
গচ্ছন্ত্যমুত্র লোকে বৈ কশ্চ তাননুগচ্ছতি ॥৩

ব্যাস উবাচ।

একঃ প্রসূয়তে বিপ্রা এক এব হি নশ্যতি।
একস্তরতি দুর্গাণি গচ্ছত্যেকশ্চ দুর্গতিম্ ॥ ৪
অসহায়ঃ পিতা মাতা তথা ভ্রাতা সুতো গুরুঃ।
জ্ঞাতিসম্বন্ধিবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ ॥ ৫
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং জনাঃ।
মুহূর্ত্তমিব রোদিত্বা ততো যান্তি পরাঙ্মুখাঃ ॥৬

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! সেই মুনিগণ যমপথ ও নরকযাতনার বিষয় এইরূপ শ্রবণ করিয়া সংশয় বশতঃ পুনরায় ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ কহিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ভগবন্! মর্ত্ত্যদিগের পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধি, বান্ধব ও মিত্রগণ—এসকলের মধ্যে কে সহায়? জনগণ আশ্রয়ভূত কাষ্ঠ লোষ্ট্রসম শরীর পরিহারপূর্ব্বক যখন যমালয়ে প্রস্থান করে,তখন কে তাহাদিগের অনুগমন করে? ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! জীব একাকীই প্রসূত হয়,একাকীই নাশ পায়,একাকীই দুর্গসকল অতিক্রম করে,এবং একাকীই নরকে যায়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বা বান্ধববর্গ—ইহারা কেহই তাহার সহায় হয় না। জনগণ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রসম মৃত শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন

তৈস্তচ্ছরীরমুৎসৃষ্টং ধর্ম্ম একোঽনুগচ্ছতি।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদা নৃভিঃ॥ ৭
প্রাণী ধর্ম্মসমাযুক্তো গচ্ছেৎ স্বর্গগতিং পরাম্।
তথৈবাধর্ম্মসংযুক্তো নরকং চোপপদ্যতে ৮
তস্মাৎপাপাগতৈরর্থৈর্নানুরজ্যেত পণ্ডিতঃ।
ধর্ম্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৯
লোভান্মোহাদনুক্রোশাদ্ভয়াদ্বাথ বহুশ্রুতঃ।
নরঃ করোত্যকার্য্যাণি পরার্থে লোভমোহিতঃ
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ ত্রিতয়ং জীবতঃ ফলম্।
এতত্রয়মবাপ্তব্যমধর্ম্মপরিবর্জিতম্॥ ১১

মুনয় ঊচুঃ।

শ্রুতং ভগবতো বাক্যং ধর্ম্মযুক্তং পরং হিতম্।
শরীরনিচয়ং জ্ঞাতুং বুদ্ধির্নোঽত্র প্রজায়তে॥১২
মৃতং শরীরং হি নৃণাং সূক্ষ্মমব্যক্ততাং গতম্।
অচক্ষুর্বিষয়ং প্রাপ্তং কথং ধর্ম্মোঽনুগচ্ছতি॥১৩

ব্যাস উবাচ।

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনোঽন্তরম্
বুদ্ধিরাত্মা চ সহিতা ধর্ম্মং পশ্যন্তি নিত্যদা॥১৪
প্রাণিনামিহ সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতা দিবানিশম্।
এতৈশ্চ সহ ধর্ম্মো হি তং জীবমনুগচ্ছতি॥১৫
ত্বগস্থি মাংসং শুক্রঞ্চ শোণিতঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
শরীরং বর্জ্জয়ন্ত্যেতে জীবিতেন বিবর্জ্জিতম্॥
ততো ধর্ম্মসমাযুক্তঃ স জীবঃ সুখমেধতে।
ইহলোকে পরে চৈব কিং ভূয়ঃ কথয়ামি বঃ॥

মুনয় ঊচুঃ।

তদ্দর্শিতং ভগবতা যথা ধর্ম্মোঽনুগচ্ছতি।
এতত্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামঃ কথং রেতঃ প্রবর্ত্ততে॥১৮

ব্যাস উবাচ।

অন্নমশ্নন্তি যে দেবাঃ শরীরস্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনস্তথা॥ ১৯
ততস্তৃপ্তেষু ভো বিপ্রাস্তেষু ভূতেষু পঞ্চসু।
মনঃষষ্ঠেষু শুদ্ধাত্মা রেতঃ সম্পদ্যতে মহৎ॥২০
ততো গর্ভঃ সম্ভবতি শ্লেষ্মা স্ত্রীপুংসয়োর্দ্বিজাঃ।

করিয়া তার পর পরাঙ্মুখ হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই তাহাদের অনুগমন করে; সুতরাং নরগণের প্রধান সহায় ধর্ম্মই সতত সেবনীয়। প্রাণী ধর্ম্মসংযুক্ত হইয়াই পরমা স্বর্গগতি প্রাপ্ত হয় এবং অধর্ম্মসংযোগেই নরকগামী হয়। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি পাপযুক্ত বিষয়ে অনুরক্ত হইবে না। মনুষ্যগণের একমাত্র ধর্ম্মই সহায় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিও লোভ, মোহ, দয়া বা ভয় বশতঃ পরকীয় স্বার্থে মোহিত হইয়া অকার্য্য করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম,—জীবন ধারণের এই তিনটীই ফল। অতএব অধর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক এই তিনটী লাভ করিবার নিমিত্ত সকলেরই যত্ন করা বিধেয়। ১—১১। মুনিগণ বলিলেন,—ভবদীয় পরম হিতকর ধর্ম্মযুক্ত বচনাবলি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমাদিগের শরীরতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। মৃত ব্যক্তির যে সূক্ষ্ম দেহ হয়; উহা ত অব্যক্ত,—চক্ষুর বিষয়ীভূত নহে; তবে ধর্ম্ম তাহার অনুগমন করে কিরূপে? ব্যাস বলিলেন,—সর্ব্বভূতেরই দেহগত সাক্ষিভূত পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আপ্, জ্যোতিঃ, মন, বুদ্ধি ও আত্মা দিবানিশি ধর্ম্মকে দর্শন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম ইহাদের সহিতই সেই জীবের অনুগমন করে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিত,—ইহারাই প্রাণহীন শরীরকে পরিত্যাগ করে। পরে সেই জীব ধর্ম্মসংযুক্ত হইয়া ইহ বা পরলোকে সুখ ভোগ করিয়া থাকে। এই ত শরীরতত্ত্ব কহিলাম; অতপর আপনাদিগকে আর কোন্ বিষয় বলিব? মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনে! ধর্ম্ম যেরূপে অনুগমন করেন, তাহা আপনি বুঝাইয়া দিলেন; এক্ষণে রেতঃপ্রবৃত্তি কিরূপে হয়? ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! শরীরস্থ দেবগণ যে অন্ন ভোজন করেন, তাহা দ্বারা পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আপ্, জ্যোতিঃ ও মন তৃপ্তিলাভ করে। হে বিপ্রগণ! পঞ্চভূত ও ষষ্ঠ মন এইরূপে তৃপ্ত হইলে বিশুদ্ধ মহৎ আত্মা রেতঃ আকারে

এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥২১
মুনয় উচুঃ।
আখ্যাতং নো ভগবতা গর্ভঃ সঞ্জায়তে যথা।
যথা জাতশ্চ পুরুষঃ প্রপদ্যেত তদুচ্যতাম্॥২২
ব্যাস উবাচ।
আসন্নমাত্রপুরুষস্তৈর্ভূতৈরভিভূয়তে।
বিপ্রযুক্তশ্চ তৈর্ভূতৈঃ পুনর্যাত্যপরাং গতিম্ ॥
স চ ভূতসমাযুক্তঃ প্রাপ্নোতি জীবমেব হি।
ততোঽস্য কর্ম্ম পশ্যন্তি শুভং বা যদি বাশুভম্
দেবতাঃ পঞ্চভূতস্থাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥
মুনয় উচুঃ।
ত্বগস্থি মাংসমুৎসৃজ্য তৈশ্চ ভূতৈর্বিবর্জ্জিতঃ।
জীবঃ স ভগবন্ কস্থঃ সুখদুঃখে সমশ্নুতে ॥
ব্যাস উবাচ।
জীবঃ কর্ম্মসমাযুক্তঃ শীঘ্রং রেতঃ সমাগতঃ।
স্ত্রীণাং পুষ্পং সমাসাদ্য ততঃ কালেন ভো
দ্বিজাঃ ॥২৬
যমস্য পুরুষৈঃ ক্লেশো যমস্য পুরুষৈর্বধঃ।
দুঃখং সংসারচক্রঞ্চ নরঃ ক্লেশঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৭
ইহ লোকে স তু প্রাণী জন্মপ্রভৃতি ভো দ্বিজাঃ
সুকৃতং কর্ম্ম বৈ ভুঙ্ক্তে ধর্ম্মস্য ফলমাশ্রিতঃ ॥
যদি ধর্ম্মং সমাযুজ্য জন্মপ্রভৃতি সেবতে।
ততঃ স পুরুষো ভূত্বা সেবতে নিত্যদা সুখম্ ॥
অথান্তরান্তরং ধর্ম্মমধর্ম্মমুপসেবতে।
সুখস্যানন্তরং দুঃখং স জীবোঽপ্যধিগচ্ছতি ॥৩০
অধর্ম্মেণ সমাযুক্তো যমস্য বিষয়ং গতঃ।
মহাদুঃখং সমাসাদ্য তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে ॥
কর্ম্মণা যেন যেনেহ যস্যাং যোনৌ প্রজায়তে।
জীবো মোহসমাযুক্তস্তন্মে শৃণুত সাম্প্রতম্ ॥৩২
যদেতদুচ্যতে শাস্ত্রৈঃ সেতিহাসৈশ্চ ছন্দসি।
যমস্য বিষয়ং ঘোরং মর্ত্ত্যলোকং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৩
ইহ স্থানানি পুণ্যানি দেবতুল্যানি ভো দ্বিজাঃ

পরিণত হইয়া থাকেন। দ্বিজগণ! তারপর স্ত্রী-পুরুষের সংযোগবশে শ্লেষ্মমিলিত রেতঃ গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় এই সমস্তই বলিলাম, আর কি শুনিতে চাহেন? ১২—২২। মুনিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! যে প্রকারে গর্ভ উৎপন্ন হয় এবং জীব যেরূপে উহাতে আবিষ্ট হইয়া জন্মিয়া থাকে, সেই উপাখ্যান বলুন। ব্যাস বলিলেন,—পুরুষ আসন্ন কালে ভূতগণে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং ভূতগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াই অন্যত্র গমন করে। পুরুষ ভূতগণে আক্রান্ত হইয়া সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন পঞ্চভূতাধিষ্ঠিত দেবগণ তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম সকল দেখিয়া থাকেন। আপনারা আর কি শুনিতে চাহেন? মুনিগণ কহিলেন,—ভগবন্! সেই জীব ত্বক্, অস্থি ও মাংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চভূতে বর্জ্জিত হইয়া কোথায় থাকিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে? ব্যাস কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! জীব কর্ম্মবশে সত্বর রেতঃপ্রবিষ্ট হয়; পরে কালান্তরে স্ত্রীপুষ্পসহযোগে গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে। নর এই প্রকারে যমপুরুষগণের হস্তে প্রহারাদি নানাবিধ ক্লেশ ভোগান্তে সংসারচক্রে প্রবিষ্ট হইয়াও পুনরায় বিবিধ যাতনা প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! সেই প্রাণী ইহলোকে জন্মাবধি ধর্ম্মের ফলে বিবিধ সুখ ভোগ করিতে থাকে; প্রাণীরা যদি জন্মাবধিই ধর্ম্মাচরণ করে, তবে সে নিয়তই সুখ ভোগ করিতে থাকে। আবার সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে মধ্যে যদি অধর্ম্মাচরণ করে, তবে সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও প্রাপ্ত হয়। অধর্ম্মসংযুক্ত জীব যমলোকে যাইয়া মহাদুঃখভোগান্তে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মলাভ করে। ২৩—৩১। জীব মোহবশে যে যে কর্ম্ম করিয়া যে যে যোনিতে জন্মে, সম্প্রতি আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। বেদ ইতিহাসাদি শাস্ত্রসমূহে এই ঘোর মর্ত্ত্যলোকও যমের রাজ্য বলিয়াই বর্ণিত। হে দ্বিজগণ! এখানে দেবলোক-তুল্য পুণ্যস্থানও আছে এবং

তির্য্যগ যোন্যতিরিক্তানি গতিমন্তি চ সর্ব্বশঃ॥
যমস্য ভবনে দিব্যে ব্রহ্মলোকসমে গুণৈঃ।
কর্ম্মভির্নিয়তৈর্বদ্ধো জন্তুর্দুঃখান্যুপাশ্নুতে॥ ৩৫
যেন যেন হি ভাবেন যেন বৈ কর্ম্মণা গতিম্।
প্রয়াতি পুরুষো ঘোরাং তথা বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্॥
অধীত্য চতুরো বেদান্ দ্বিজো মোহসমন্বিতঃ।
পতিতাৎপ্রতিগৃহ্যাথ খরযোনৌ প্রজায়তে॥৩৭
খরো জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ।
খরো মৃতো বলীবর্দ্দঃ সপ্ত বর্ষাণি জীবতি॥ ৩৮
বলীবর্দ্দো মৃতশ্চাপি জায়তে ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
ব্রহ্মরক্ষস্তু মাসাংস্ত্রীংস্ততো জায়েত ব্রাহ্মণঃ॥৩৯
পতিতং যাজয়িত্বা তু কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ॥৪০
ক্রিমিভাবাদ্বিনির্ম্মুক্তস্ততো জায়েত গর্দ্দভঃ।
গর্দ্দভঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি শূকরঃ॥ ৪১
কুক্কুটঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি জম্বুকঃ।
শ্বা বর্ষমেকং ভবতি ততো জায়েত মানবঃ॥৪২
উপাধ্যায়স্য যঃ পাপং শিষ্যঃ কুর্য্যাদবুদ্ধিমান্।
স জন্মানীহ সংসারে ত্রীনাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥
প্রাক্ শ্বা ভবতি ভো বিপ্রাস্ততঃ ক্রব্যাত্ততঃ খরঃ
প্রেত্য চ পরিক্লিষ্টেষু পশ্চাজ্জায়েত ব্রাহ্মণঃ॥৪৪
মনসাপি গুরোর্ভার্য্যাং যঃ শিষ্যো যাতি পাপকৃৎ।
উদগ্রান্ প্রৈতি সংসারানধর্ম্মেণেহ চেতসা॥৪৫
শ্বযোনৌ তু স সম্ভূতস্ত্রীণি বর্ষাণি জীবতি।
তত্রাপি নিধনং প্রাপ্তঃ ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে
কৃমিভাবমনুপ্রাপ্তো বর্ষমেকন্তু জীবতি।
ততস্তু নিধনং প্রাপ্য ব্রহ্মযোনৌ প্রজায়তে॥৪৭
যদি পুত্রসমং শিষ্যং গুরুর্হন্যাদকারণম্।
আত্মনঃ কামকারেণ সোঽপি হিংস্রঃ প্রজায়তে
পিতরং মাতরঞ্চৈব যস্তু পুত্রোঽবমন্যতে।
সোঽপি বিপ্রা মৃতো জন্তুঃ পূর্ব্বং জায়েত গর্দ্দভঃ
গর্দ্দভত্বন্তু সম্প্রাপ্য দশ বর্ষাণি জীবতি।
সংবৎসরন্তু কুম্ভীরস্ততো জায়েত মানবঃ॥ ৫০
পুত্রস্য মাতাপিতরৌ যস্য রুষ্টাবুভাবপি।
গুর্ব্বপধ্যানতঃ সোঽপি মৃতো জায়েত গর্দ্দভঃ॥
খরো জীবতি মাসাংশ্চ দশ চাপি চতুর্দ্দশ।
বিড়ালঃ সপ্ত মাসাংস্তু ততো জায়েত মানবঃ॥
মাতাপিতরাবাক্রুশ্য সারীকঃ সম্প্রজায়তে।

পাপভোগের নিমিত্ত স্থাবর জঙ্গম বিবিধ যোনিও বিদ্যমান। ব্রহ্মলোক-সম নানা-গুণসম্পন্ন দিব্য যমভবনে প্রাণীরা কর্ম্মবদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। পুরুষ যে যে ভাবে যে যে কর্ম্মানুসারে ঘোর গতি প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তাহাই বলিতেছি। চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী বিপ্র মোহবশে পতিত হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া খর-যোনিতে জন্মে। হে দ্বিজগণ! সেই গর্দ্দভ পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকে; পরে মরিয়া সপ্তবর্ষ যাবৎ বলীবর্দ্দ হয়; তদন্তে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে; অতঃপর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে। পতিতের যাজন করিলে কৃমিযোনি হইয়া পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকে; পরে গর্দ্দভ হইয়া পঞ্চবর্ষ, শূকররূপে পঞ্চবর্ষ, কুক্কুটরূপে পঞ্চবর্ষ, এবং জম্বুকরূপে পঞ্চবর্ষ যাপন করে, অনন্তর একবর্ষ কুক্কুর হয়; তৎপরে মানব-জন্ম লাভ করে। যে ছাত্র অধ্যাপকের অনিষ্টাচরণ করে, সে, প্রথমে কুক্কুর, পরে মাংশাসী-জীব, অনন্তর গর্দ্দভ হইয়া থাকে, সংশয় নাই; এইরূপ ক্লেশ ভোগান্তে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে। ৩২—৪৪। যে শিষ্য মনে মনেও গুরুপত্নী গমন করে, সে তৎপাপ হেতু কুক্কুর-যোনিতে তিন বর্ষ ও ক্রিমিযোনিতে এক-বর্ষ ঘোর ক্লেশভোগ করিয়া ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হয়। গুরু যদি পুত্রসম শিষ্যকে অকা-রণ স্বেচ্ছাবশে প্রহার করেন, তবে তাঁহা-কেও হিংস্রযোনিতে জন্মিতে হয়। হে বিপ্র-গণ! যে পুত্র পিতামাতাকে অপমান করে, সে দশবর্ষ গর্দ্দভ হইয়া পরে এক বৎসর কুম্ভীর-জন্ম ভোগ করে। অনন্তর মানব হইয়া জন্মে। যে পুত্রের প্রতি মাতাপিতা উভয়েই রুষ্ট থাকেন, গুরুজনকৃত কুচিন্তার ফলে সে ব্যক্তি মরণান্তে গর্দ্দভ হইয়া চতুর্দ্দশ মাস, ও বিড়ালরূপে সপ্তমাস জীবিত থাকিয়া পরে

তাড়য়িত্বা তু তাবেব জায়তে কচ্ছপো দ্বিজাঃ॥
কচ্ছপো দশ বর্ষাণি ত্রীণি বর্ষাণি শল্যকঃ।
ব্যালো ভূত্বা তু ষণ্মাসাংস্ততো জায়েত মানুষঃ
ভর্তৃপিণ্ডমুপা দত্তে রাজদ্বিষ্টানি সেবতে।
সোঽপি মোহসমাপন্নো মৃতো জায়েত বানরঃ
বানরো দশ বর্ষাণি সপ্ত বর্ষাণি মূষকঃ।
শ্বা চ ভূত্বা তু ষণ্মাসাংস্ততো জায়েত মানবঃ॥
ন্যাসাপহর্তা তু নরো যমস্য বিষয়ং গতঃ।
সংসারাণাং শতং গত্বা কৃমিযোনৌ প্রজায়তে॥
তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ।
দুষ্কৃতস্য ক্ষয়ং কৃত্বা ততো জায়েত মানুষঃ॥৫৮
অসূয়কো নরশ্চাপি মৃতো জায়েত শার্ঙ্গকঃ।
বিশ্বাসহর্তা চ নরো মীনো জায়েত দুর্মতিঃ॥৫৯
ভূত্বা মীনোঽষ্টবর্ষাণি মৃগো জায়েত ভো দ্বিজাঃ
মৃগস্তু চতুরো মাসাংস্ততশ্ছাগঃ প্রজায়তে॥৬০
ছাগস্তু নিধনং প্রাপ্য পূর্ণে সংবৎসরে ততঃ।
কীটঃ সঞ্জায়তে জন্তুস্ততো জায়েত মানুষঃ॥৬১
ধান্যান্ যবাংস্তিলান্ মাষান্ কুলত্থান সর্ষপাং-
শ্চণান্।
কলায়ানথ মুদ্গাংশ্চ গোধূমানতসীস্তথা॥ ৬২
শস্যান্যন্যানি হর্তা চ মর্ত্ত্যো মোহাদচেতনঃ।
সঞ্জায়তে মুনিশ্রেষ্ঠা মূষিকো নিরপত্রপঃ॥ ৬৩
ততঃ প্রেত্য মুনিশ্রেষ্ঠা মৃতো জায়েত শূকরঃ।
শূকরো জাতমাত্রস্তু রোগেণ ম্রিয়তে পুনঃ॥৬৪
শ্বা ততো জায়তে মূকঃ কর্ম্মণা তেন মানবঃ।
ভূত্বা শ্বা পঞ্চ বর্ষাণি ততো জায়েত মানবঃ॥৬৫
পরদারাভিমর্শন্তু কৃত্বা জায়েত বৈ বৃকঃ।
শ্বা শৃগালস্ততো গৃধ্রো ব্যালঃ কঙ্কো বকস্তথা
ভ্রাতুর্ভার্য্যান্তু পাপাত্মা যো ধর্ষয়তি মোহিতঃ।
পুংস্কোকিলত্বমাপ্নোতি সোঽপি সংবৎসরং
দ্বিজাঃ॥ ৬৭
সখিভার্য্যাং গুরোর্ভার্য্যাং রাজভার্য্যাং তথৈব চ
প্রধর্ষয়িত্বা কামাত্মা মৃতো জায়েত শূকরঃ॥ ৬৮
শূকরঃ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি বৈ বকঃ।
পিপীলিকস্তু মাসাংস্ত্রীন্‌কীটঃ স্যান্মাসমেব চ॥
এতানাসাদ্য সংসারান্‌কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
তত্র জীবতি মাসাংস্তু কৃমিযোনৌ চতুর্দ্দশ॥ ৭০
নরো ধর্ম্মক্ষয়ং কৃত্বা ততো জায়েত মানুষঃ।

মানুষজন্ম লাভ করে। মাতাপিতাকে কটুবাক্য বলিলে সারিক হইয়া জন্মে; তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দশবর্ষ কচ্ছপ তিনবর্ষ সজারু এবং ছয় মাস সর্প হইয়া থাকে পরে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। বেতনভোগী হইয়া মোহবশে প্রভুর দ্রোহাচরণ করিলে মরণান্তে বানর হইয়া দশবর্ষ, মূষিক হইয়া সপ্তবর্ষ, ও কুক্কুর হইয়া সপ্তবর্ষ জীবিত থাকে; পরে মনুষ্যরূপে জন্মে। গচ্ছিত-ধনাপহারী নর যমপুরে যাতনা-ভোগান্তে কৃমিযোনিতে জন্মিয়া পঞ্চদশ বর্ষ দুষ্কৃত ভোগ করে; পরে মানব হইয়া থাকে। অসূয়াকারী নর মরণান্তে শার্ঙ্গক যোনিতে জন্মে। হে দ্বিজগণ! বিশ্বাসঘাতী দুর্ম্মতি মানব মীন হইয়া জন্মিয়া থাকে; অষ্টবর্ষ মীনযোনিতে জীবিত থাকিয়া চারিমাস মৃগ, এক বৎসর ছাগ ও পরে কীট হইয়া মরণান্তে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে মর্ত্ত্য মোহবশতঃ ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলথকলায়, সর্ষপ, চণক, কলায়, মুদ্গ, গোধুম ও বরবটী প্রভৃতি শস্য হরণ করে, সে নির্লজ্জ মূষিক হইয়া মরণান্তে শূকররূপে জন্মিয়াই রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত হয়; পরে মূক কুক্কুররূপে জন্মিয়া পঞ্চবর্ষ জীবিত থাকে; তারপর মানব হইয়া জন্মে।৪৫—৬৫। পরদারগামী নর যথাক্রমে বৃক, কুক্কুর, শৃগাল, গৃধ্র, সর্প, কঙ্ক ও বকযোনিতে জন্মিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! মোহবশতঃ যে পাপাত্মা ভ্রাতৃভার্য্যাকে বলাৎকার করে, সে সংবৎসর যাবৎ পুংস্কোকিলত্ব প্রাপ্ত হয়। কামবশে সখিভার্য্যা, গুরুজনের ভার্য্যা ও রাজভার্য্যাকে বলাৎকার করিলে মরণান্তে শূকর হইয়া পঞ্চবর্ষ, বক হইয়া দশবর্ষ, পিপীলিকারূপে তিন মাস, কীটরূপে এক মাস এবং কৃমিযোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করে; এইরূপে অধর্ম্মক্ষয় হইলে

পূর্ব্বং দত্ত্বা তু যঃ কন্যাং দ্বিতীয়ে দাতুমিচ্ছতি॥
সোঽপি বিপ্রা মৃতো জন্তুঃ ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে।
তত্র জীবতি বর্ষাণি ত্রয়োদশ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭২
অধর্ম্মসঙ্ক্ষয়ে মুক্তস্ততো জায়েত মানুষঃ।
দেবকার্য্যমকৃত্বা তু পিতৃকার্য্যমথাপি বা॥ ৭৩
অনির্বাপ্য পিতৄন্ দেবান্মৃতো জায়েত বায়সঃ।
বায়সঃ শতবর্ষাণি ততো জায়েত কুক্কুটঃ॥ ৭৪
জায়তে ব্যালকশ্চাপি মাসং তস্মাত্তু মানুষঃ।
জ্যেষ্ঠং পিতৃসমঞ্চাপি ভ্রাতরং যোঽবমন্যতে॥
সোঽপি মৃত্যুমুপাগম্য ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে
ক্রৌঞ্চো জীবতি বর্ষাণি দশ জায়েত জীবকঃ
ততো নিধনমাপ্নোতি মানুষত্বমবাপ্নুয়াৎ।
বৃষলো ব্রাহ্মণীং গত্বা কৃমিযোনৌ প্রজায়তে॥
ততঃ সম্প্রাপ্য নিধনং জায়তে শূকরঃ পুনঃ।
শূকরো জাতমাত্রস্তু রোগেণ ম্রিয়তে দ্বিজাঃ॥
শ্বা চ বৈ জায়তে মূঢ়ঃ কর্ম্মণা তেন ভো দ্বিজাঃ
শ্বা ভূত্বা কৃতকর্ম্মাসৌ জায়তে মানুষস্ততঃ॥৭৯
তত্রাপত্যং সমুৎপাদ্য মৃতো জায়েত মূষিকঃ।
কৃতঘ্নস্তু মৃতো বিপ্রা যমস্য বিষয়ং গতঃ॥ ৮০
যমস্য বিষয়ে ক্রুরৈর্বদ্ধঃ প্রাপ্নোতি বেদনাম্।
দণ্ডকং মুদ্গরং শূলমগ্নিদণ্ডঞ্চ দারুণম্॥ ৮১
অসিপত্রবনং ঘোরং বালুকাং কূটশাল্মলীম্।
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো যমস্য বিষয়ং গতাঃ॥ ৮২
যাতনাঃ প্রাপ্য ঘোরাস্তু ততো যাতি চ ভো দ্বিজাঃ।
সংসারচক্রমাসাদ্য কৃমিযোনৌ প্রজায়তে॥৮৩
কৃমির্ভবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভো দ্বিজাঃ।
ততো গর্ভং সমাসাদ্য তত্রৈব ম্রিয়তে নরঃ॥৮৪
ততো গর্ভগতৈর্জন্তুর্বহুশঃ সম্প্রপদ্যতে।
সংসারাননুবহূনগত্বা ততস্তির্য্যক্প্রজায়তে॥৮৫
ততো দুঃখমনুপ্রাপ্য বহুবর্ষগণানি বৈ।
স পুনর্ভবসংযুক্তস্ততঃ কূর্ম্মঃ প্রজায়তে॥ ৮৬
দধি হৃত্বা বকশ্চাপি প্লবো মৎস্যানসংস্কৃতান্।
চোরয়িত্বা তু দুর্বুদ্ধির্মধুদংশঃ প্রজায়তে॥ ৮৭
ফলং বা মূলকং হৃত্বা পূপং বাপি পিপীলিকঃ।

মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! প্রথমে একজনকে বাগ্‌দান করিয়া পরে আবার অন্যজনকে কন্যা সম্প্রদান করিলে সেই ব্যক্তিও মরণান্তে কৃমিযোনিতে জন্মিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করে; পরে অধর্ম্ম ক্ষয় হইলে মনুষ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেব-পিতৃঋণ-পরিশোধার্থ দেব-কার্য্য ও পিতৃকার্য্য না করে, সে মরণান্তে বায়স হইয়া জন্মিয়া শতবর্ষ অতিবাহিত করিয়া কুক্কুটরূপে ও সর্পরূপে এক এক মাস জীবিত থাকে; পরে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যে নর অবমানিত করে, সে মরণান্তে ক্রৌঞ্চযোনি প্রাপ্ত হইয়া দশবর্ষ জীবিত থাকিয়া পরে জীবকজন্ম লাভ করে; তারপর মর-ণান্তে মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! শূদ্র, ব্রাহ্মণীগমন করিলে কৃমি-যোনিতে উৎপন্ন হয়। পরে মরণান্তে শূকরত্ব লাভ করিয়া রোগাক্রমণে মৃত হয়। তারপর সে কুক্কুরযোনি লাভ করিয়া সেই স্বকৃতদুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মানুষ হইয়া জন্মে। ৬৬—৭৯। আর যদি ব্রাহ্মণীতে অপত্য উৎ-পাদন করে, তবে মরণান্তে মূষিকজন্মও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয়ে যাইয়া দণ্ড, মুদ্গর, শূল ও দারুণ-অগ্নিদণ্ড প্রভৃতি দ্বারা তাড়িত হয় এবং ঘোর অসিপত্রবন, বালুকা ও কূটশাল্মলী ইত্যাদি নানাবিধ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে; তার পর সংসারচক্রে পড়িয়া কৃমিযোনিতে জন্মিয়া পঞ্চদশবর্ষ অতিবাহনান্তে মনুষ্যযোনিতে গর্ভমধ্যেই মরণাপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে বহুবার গর্ভগত হইয়া তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মিয়া অনেক বৎসর ক্লেশভোগান্তে কূর্ম্ম-জন্ম লাভ করে; তদন্তে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়া থাকে। দধি-হরণে বক হয়। কাঁচা মৎস্য হরণ করিলে প্লব হইয়া জন্মে। মধু অপ-হরণ করিলে সেই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি দংশ হইয়া জন্মে। ফল, মূল ও পিষ্টক হরণ

চোরয়িত্বা তু নিষ্পাবং জায়তে কলমুষকঃ ॥৮৮
পায়সং চোরয়িত্বা তু তিত্তিরত্বমবাপ্নুয়াৎ।
হৃত্বা পিষ্টময়ং পূপং কুম্ভোলুকঃ প্রজায়তে ॥৮৯
অপো হৃত্বা তু দুর্ব্বুদ্ধির্বায়সো জায়তে নরঃ।
কাংস্যং হৃত্বা তু দুর্বুদ্ধির্হারীতো জায়তে নরঃ॥
রাজতং ভাজনং হৃত্বা কপোতঃ সম্প্রজায়তে।
হৃত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং কৃমিযোনৌ প্রজায়তে
পত্রোর্ণং চোরয়িত্বা তু কুররত্বং নিযচ্ছতি।
কোশকারং ততো হৃত্বা নরো জায়েত বর্ত্তকঃ॥
অংশুকং চোরয়িত্বা তু শুকো জায়েত মানবঃ।
চোরয়িত্বা দুকুলন্তু মৃতো হংসঃ প্রজায়তে॥ ৯৩
ক্রৌঞ্চঃ কার্পাসিকং হৃত্বা মৃতো জায়েত মানবঃ
চোরয়িত্বা নরঃ পট্টং ত্বাবিকং চৈব ভো দ্বিজাঃ
ক্ষৌমঞ্চ বস্ত্রমাহৃত্য শশো জন্তুঃ প্রজায়তে।
চূর্ণন্তু হৃত্বা পুরুষো মৃতো জায়েত বার্হিণঃ॥ ৯৫
হৃত্বা রক্তানি বস্ত্রাণি জায়তে জীবজীবকঃ।

করিলে পিপীলিকা হয়। শিম্বী অপহরণে বৃক্ষবাসী মূষিক হইয়া জন্মে। পায়স হরণে তিত্তিরপক্ষী হয়। পিষ্টদ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত পিষ্টক হরণ করিলে কুম্ভোলুক (ভুতুম) হইয়া জন্মে। নর দুর্ব্বুদ্ধিবশে জল অপহরণ করিলে বায়স হইয়া থাকে। কাংস্য অপহরণ করিলে সেই দুর্ব্বুদ্ধি নর হারীত হয়। রজতপাত্র হরণে কপোত হয়। কাঞ্চনপাত্র অপহরণে কৃমিযোনিতে জন্মে। ধৌত কৌশেয় বস্ত্র-হরণে কুরর পক্ষিত্ব লাভ হয়। কৌশেয় বস্ত্র হরণ করিলে বর্ত্তক হইয়া জন্মে। মানব সাধারণ বস্ত্র অপহরণে শুকপক্ষী হয়। সূক্ষ্মসূত্ররচিত বসনাপহরণে মরণান্তে হংস হইয়া জন্মে। মানব স্থূল কার্পাস সূত্রকৃত বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ হয়। হে দ্বিজগণ! নর পট্টবস্ত্র বা মেষলোমজ বস্ত্র কিম্বা ক্ষৌম বসন অপহরণ করিলে মশক হইয়া জন্মিয়া থাকে। চূর্ণ হরণে পুরুষ মরণান্তে ময়ূর হইয়া জন্মে থাকে। ৮০—৯৫। রক্তবস্ত্র হরণে জীবজীবক পক্ষী হইয়া জন্মে। মানব লোভ

বর্ণকাদীংস্তথা গন্ধাংশ্চোরয়িত্বেহ মানবঃ॥৯৬
ছুচ্ছুন্দরিত্বমাপ্নোতি বিপ্রা লোভপরায়ণঃ।
তত্র জীবতি বর্ষাণি ততো দশ চ পঞ্চ চ॥ ৯৭
অধর্ম্মস্য ক্ষয়ং কৃত্বা ততো জায়েত মানবঃ।
চোরয়িত্বা পয়শ্চাপি বলাকা সম্প্রজায়তে॥৯৮
যস্তু চোরয়তে তৈলং নরো মোহসমন্বিতঃ।
সোঽপি বিপ্রা মৃতো জন্তুস্তৈলপায়ী প্রজায়তে
অশস্ত্রং পুরুষং হত্বা সশস্ত্রং পুরুষাধমঃ।
অর্থার্থং যদি বা বৈরী মৃতো জায়েত বৈ খরঃ॥
খরো জীবতি বর্ষে দ্বে ততঃ শস্ত্রেণ বধ্যতে।
স মৃতো মৃগযোনৌ তু নিত্যোদ্বিগ্নোঽভিজায়তে
মৃগো বিধ্যেত শস্ত্রেণ গতে সংবৎসরে ততঃ।
হতো মৃগস্ততো মীনঃ সোঽপি জালেন বধ্যতে
মাসে চতুর্থে সম্প্রাপ্তে শ্বাপদঃ সম্প্রজায়তে।
শ্বাপদো দশ বর্ষাণি দ্বীপী বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ১০৩
ততস্তু নিধনং প্রাপ্তঃ কালপর্য্যায়চোদিতঃ।
অধর্ম্মস্য ক্ষয়ং কৃত্বা মানুষত্বমবাপ্নুয়াৎ॥১০৪
বাদ্যং হৃত্বা তু পুরুষো লোমশঃ সম্প্রজায়তে।
তথা পিণ্যাকসম্মিশ্রমন্নং যশ্চোরয়েন্নরঃ॥ ১০৫

বশতঃ ইহলোকে বর্ণক হরণ করিলে ছুচ্ছুন্দরীত্ব প্রাপ্ত হয়; সে ঐ যোনিতে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়া অধর্ম্মক্ষয়ান্তে মনুষ্যত্ব লাভ করে। দুগ্ধাপহরণে বলাকা হয়। হে দ্বিজগণ! যে নর মোহাক্রান্ত হইয়া তৈল হরণ করে, সে তৈলপায়ী হইয়া থাকে। ধনলোভে বা শত্রুতাবশতঃ যে পুরুষাধম স্বয়ং সশস্ত্র হইয়া অশস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করে, সে মরণান্তে গর্দ্দভ হইয়া দুই বর্ষ জীবিত থাকিয়া শস্ত্রাঘাতে মরণাপন্ন হয়; তৎপরে সততভীত মৃগজন্ম লাভ করে; অনন্তর এক বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে মৃত কীট হইয়া মীন হয়, সেই মীনও চতুর্থমাসে জালে আবদ্ধ হইয়া মরণান্তে শ্বাপদ জন্ম লাভ করিয়া দশ বৎসর পরে দ্বীপী হইয়া পঞ্চবর্ষ অতিবাহনান্তে কাল-পরিবর্ত্তনে কর্ম্মক্ষয় হইলে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। বাদ্য যন্ত্র হরণে পুরুষ লোমশ হইয়া জন্মে। হে

জায়তে বভ্রুসটো দারুণো মূষিকো নরঃ।
দংশনবৈ মানুষানিত্যং পাপাত্মা স দ্বিজোত্তমাঃ
ঘৃতং হৃত্বা তু দুর্ব্বুদ্ধিঃ কাকো মদ্গুঃ প্রজায়তে
মৎস্যমাংসমথো হৃত্বা কাকো জায়েত মানবঃ॥
লবণং চোরয়িত্বা তু চিরিকাকঃ প্রজায়তে।
বিশ্বাসেন তু নিক্ষিপ্তং যোঽপনিহ্নুতি মানবঃ।
স গতায়ুর্নরস্তেন মৎস্যযোনৌ প্রজায়তে।
মৎস্যযোনিমাসাদ্য প্রাপ্য মৃতো জায়েত মানুষঃ॥
মানুষত্বমনুপ্রাপ্য ক্ষীণায়ুরুপজায়তে।
পাপানি তু নরঃ কৃত্বা তির্য্যগ্‌জায়েত ভো দ্বিজাঃ
ন চাত্মনঃ প্রমাণন্তু ধর্ম্মং জানাতি কিঞ্চন।
যে পাপানি নরাঃ কৃত্বা নিরস্যন্তি ব্রতৈঃ সদা॥
সুখদুঃখসমাযুক্তা ব্যাধিমন্তো ভবন্ত্যুত।
অসংবীতাঃ প্রজায়ন্তে ম্লেচ্ছাশ্চাপি ন সংশয়ঃ
নরাঃ পাপসমাচারা লোভমোহসমন্বিতাঃ।
বর্জয়ন্তি হি পাপানি জন্মপ্রভৃতি যে নরাঃ॥
অরোগা রূপবন্তশ্চ ধনিনস্তে ভবন্ত্যুত।
স্ত্রিয়োঽপ্যেতেন কল্পেন কৃত্বা পাপমবাপ্নুয়ুঃ॥
এতেষামেব পাপানাং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ।
প্রায়েণ হরণে দোষাঃ সর্ব্ব এব প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
এতদ্বৈ লেশমাত্রেণ কথিতং বো দ্বিজর্ষভাঃ।
অপরস্মিন্ কথাযোগে ভূয়ঃ শ্রোষ্যথ ভো দ্বিজাঃ॥ ১১৬
এতন্ময়া মহাভাগা ব্রহ্মণো বদতঃ পুরা।
সুরর্ষীণাং শ্রুতং মধ্যে পৃষ্টশ্চাপি যথা তথা॥
ময়াপি তু ভবতাং কার্ৎস্ন্যেন যথাবদনুবর্ণিতম্।
এতচ্ছ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মে কুরুত মানসম্॥১২৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সংসারচক্রনিরূপণং সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৭॥

দ্বিজোত্তমগণ! যে নর তিলযুক্ত খাদ্য দ্রব্য অপহরণ করে, সে পিঙ্গল রোমযুক্ত দারুণ মূষিক হইয়া জন্মে, এবং নিয়ত মানুষদিগকে দংশন করিয়া থাকে। দুর্ব্বুদ্ধিবশে ঘৃত হরণ করিলে মদ্গু হয় এবং কাক হইয়াও জন্মিয়া থাকে। মানব মৎস্য বা মাংস হরণ করিলেও কাক হয়। ৯৬—১০৭। লবণাপহরণে ক্ষুদ্র কাক হয়। বিশ্বাসের সহিত দ্রব্য গচ্ছিত রাখিলে সেই দ্রব্য হরণকারী নর আয়ুঃশেষে মৎস্য যোনিতে অল্পায়ু মীন হয়। হে দ্বিজগণ! জন্মিয়া মরণান্তে পাপানুষ্ঠানের ফলে মানব এইরূপ নানাবিধ তির্য্যক্ যোনিতে জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল যোনিতে জন্মিয়া তাহারা আত্মত্রাণক্ষম ধর্ম্মের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। যে সকল নর পাপাচরণ করিয়াও ব্রতাদি দ্বারা তাহার নিরাস বিষয়ে প্রয়াস পায়, তাহারা তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয় না বটে; কিন্তু মনুষ্য জন্ম লাভ করত সুখমিশ্র দুঃখ ভোগ করে, কিম্বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে; অথবা বন্ধুবান্ধবশূন্য বা ম্লেচ্ছ হয়; ইহাতে সংশয় নাই। লোভ-মোহাচ্ছন্ন, পাপাচার নরগণের এইরূপ গতি হয়। আর যে সকল মানব জন্মাবধি পাপকর্ম্ম বর্জ্জন করে, তাহারা নীরোগ, রূপবান্ ও ধনী হইয়া জন্মে। স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বোক্তরূপ পাপাচরণ করিলে উক্ত সমস্ত জীবগণের ভার্য্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অপহরণজন্য দোষ প্রায় সমস্তই কীর্ত্তিত হইল। আমি ইহা সংক্ষিপ্তরূপেই কহিলাম। অন্যান্য বিবরণ কথান্তর প্রসঙ্গে শুনিবেন। হে মহাভাগগণ! পুরাকালে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হইয়া সুরর্ষিগণসন্নিধানে এই বিবরণ বলিয়াছিলেন; আমি যেমন শুনিয়াছি; তাহাই যথাযথ আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ইহা শুনিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ করুন। ১০৮—১১৮।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৭॥

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

অধর্ম্মস্য গতির্ব্রহ্মন্ কথিতা নস্ত্বয়ানঘ।
ধর্ম্মস্য চ গতিং শ্রোতুমিচ্ছামো বদতাংবর ॥১
কৃত্বা পাপানি কর্ম্মাণি কথং যান্ত্যশুভাং গতিম্
কর্ম্মণা চ কৃতেনেহ কেন যান্তি শুভাং গতিম্

ব্যাস উবাচ।

কৃত্বা পাপানি কর্ম্মাণি স্বধর্ম্মবশমাগতঃ।
মনসা বিপরীতেন নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩
মোহাদধর্ম্মং যঃ কৃত্বা পুনঃ সমনুতপ্যতে।
মনঃসমাধিসংযুক্তো ন স সেবেত দুষ্কৃতম্ ॥ ৪
যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্ম গর্হতে।
তথা তথা শরীরন্তু তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে ॥ ৫
যদি বিপ্রাঃ কথয়তে বিপ্রাণাং ধর্ম্মবাদিনাম্।
ততোঽধর্ম্মকৃতাৎ ক্ষিপ্রমপরাধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৬
যথা যথা নরঃ সম্যগধর্ম্মমনুভাষতে।
সমাহিতেন মনসা বিমুঞ্চতি তথা তথা।
ভুজঙ্গ ইব নির্ম্মোকান্ পূর্ব্বভুক্তান্‌জহাতি তান্
দত্ত্বা বিপ্রস্য দানানি বিবিধানি সমাহিতঃ।
মনঃসমাধিসংযুক্তঃ স্বর্গতিং প্রতিপদ্যতে ॥ ৮
দানানি তু প্রবক্ষ্যামি যানি দত্ত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
নরঃ কৃত্বাপ্যকার্য্যাণি ততো ধর্ম্মেণ যুজ্যতে
সর্ব্বেষামেব দানানামন্নং শ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্ ॥১০
সর্ব্বমন্নং প্রদাতব্যমৃজুনা ধর্ম্মমিচ্ছতা।
প্রাণা হ্যন্নং মনুষ্যাণাং তস্মাজ্জন্তুঃ প্রজায়তে ॥
অন্নে প্রতিষ্ঠিতা লোকাস্তস্মাদন্নং প্রশস্যতে।
অন্নমেব প্রশংসন্তি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ॥ ১২
অন্নস্য হি প্রদানেন স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ।
ন্যায়লব্ধং প্রদাতব্যং দ্বিজাতিভ্যোঽন্নমুত্তমম্ ॥
স্বাধ্যায়সমুপেতেভ্যঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
যস্য ত্বন্নমুপাশ্নন্তি ব্রাহ্মণাশ্চ সকৃদ্দশ ॥ ১৪

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে বাক্যবিশারদ, ব্রহ্মন্! আপনি অধর্ম্মের গতি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মের গতি শুনিতে বাসনা করি। পাপকর্ম্ম করিয়া কিরূপে অশুভ গতি লাভ করে? আর কোন সৎকর্ম্ম করিয়াই বা শুভগতি প্রাপ্ত হয়? ব্যাস বলিলেন,—নরগণ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তখন তাহার চিত্তও বিকৃত হইয়া পড়ে, সুতরাং উহার প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া নরকগামীই হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অধর্ম্ম-কর্ম্ম আচরণ করিয়া পুনরায় সংযতচিত্তে তজ্জন্য অনুতাপ করে, তাহার আর নরকে যাইতে হয় না। তাহার মন যেমন নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের নিন্দা সহকারে অনুশোচনা করে, তাহার শরীরও তেমনি সেই অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। হে বিপ্রগণ! পাপী যদি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণসন্নিধানে নিজ দুষ্কর্ম্মের কীর্ত্তন করে, তবে অতি অল্প কালেই উক্ত অধর্ম্ম হেতু অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে। নরগণ কর্ত্তৃক সমাহিত মনে যেমন যেমন স্বকৃত অধর্ম্ম কীর্ত্তিত হয়, ভুজঙ্গের পুরাতন নির্ম্মোকত্যাগের ন্যায় তেমনি তেমনি, উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। পাপী মানব সমাহিত মনে বিবিধ দান করিয়া স্বর্গগতি লাভ করিতে পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! নর অকার্য্য করিয়াও যে সকল দান করিয়া ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে, আমি সেই সকল দান কীর্ত্তন করিতেছি। ১—৯। সর্ব্ববিধ দানের মধ্যে অন্ন (খাদ্য) দানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত। ধর্ম্ম-কাম মানব, সরলচিত্তে সকল প্রকার অন্ন প্রদান করিবে। অন্নই মনুষ্যগণের প্রাণ, অন্ন হইতেই প্রাণীদিগের উৎপত্তি হয়, অন্নেই লোক সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই কারণেই অন্ন প্রশস্ত। দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানব,—সকলে অন্নেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসংশা করেন। মানব অন্নদান করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। স্বাধ্যায়সম্পন্ন দ্বিজাতিগণকে প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে ন্যায়োপার্জ্জিত উত্তম অন্ন প্রদান করা বিধেয়। দশজন ব্রাহ্মণ যাহার প্রদত্ত অন্ন হৃষ্টান্তঃকরণে ভোজন করেন,

দুষ্টেন মনসা দত্তং ন স তির্য্যগ গতির্ভবেৎ।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি দশাভোজ্য দ্বিজোত্তমাঃ॥
নরোঽধর্ম্মাৎ প্রমুচ্যেত পাপেষভিরতঃ সদা।
ভৈক্ষেণান্নং সমাহৃত্য বিপ্রো বেদপুরস্কৃতঃ॥
স্বাধ্যায়নিরতে বিপ্রে দত্ত্বেহ সুখমেধতে।
অহিংসন্‌ব্রাহ্মণস্বানি ন্যায়েন পরিপাল্য চ॥ ১৭
ক্ষত্রিয়স্তরসা প্রাপ্তমন্নং যো বৈ প্রযচ্ছতি।
দ্বিজেভ্যো বেদমুখ্যেভ্যঃ প্রযতঃ সুসমাহিতঃ
তেনাপোহতি ধর্ম্মাত্মা দুষ্কৃতং কর্ম্ম ভো দ্বিজাঃ
ষড়্‌ভাগপরিশুদ্ধঞ্চ কৃষের্ভাগমুপার্জিতম্॥ ১৯
বৈশ্যো দদদ্দ্বিজাতিভ্যঃ পাপেভ্যঃ পরিমুচ্যতে
অবাপ্য প্রাণসন্দেহং কার্কশ্যেন সমর্জ্জিতম্॥
অন্নং দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ শূদ্রঃ পাপাৎপ্রমুচ্যতে
ঔরসেন বলেনান্নমর্জয়িত্বা বিহিংসকঃ॥ ২১
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রেভ্যো ন স দুর্গাণি সেবতে।
ন্যায়েনাবাপ্তমন্নন্তু নরো হর্ষসমন্বিতঃ॥ ২২
দ্বিজেভ্যো বেদবৃদ্ধেভ্যো দত্ত্বা পাপাৎপ্রমুচ্যতে
অন্নমূর্জ্জস্করং লোকে দত্ত্বোর্জ্জস্বী ভবেন্নরঃ॥ ২৩
সতাং পন্থানমাবৃত্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
দানবিদ্ভিঃ কৃতঃ পন্থা যেন যান্তি মনীষিণঃ॥ ২৪
তেষপ্যন্নস্য দাতারস্তেভ্যো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বাবস্থং মনুষ্যেণ ন্যায়েনান্নমুপার্জিতম্॥ ২৫
কার্য্যাম্ন্যাযাগতং নিত্যমন্নং হি পরমা গতিঃ।
অন্নস্য হি প্রদানেন নরো যাতি পরাং গতিম্
সর্ব্বকামসমাযুক্তঃ প্রেত্য চাপ্যশ্নুতে সুখম্।
এবং পুণ্যসমাযুক্তো নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৭
তস্মাদন্নং প্রদাতব্যমন্যায়পরিবর্জ্জিতম্।
যত্ন প্রাণাহুতীপূর্ব্বমন্নং ভুঙ্‌ক্তে গৃহী সদা॥ ২৮
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদন্নদানেন মানবঃ।
ভোজয়িত্বা শতং নিত্যং নরো বেদবিদাং বরম্
ন্যায়বিদ্ধর্ম্মবিদুষামিতিহাসবিদাং তথা।

সে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয় না। হে দ্বিজোত্তম-গণ! সদা অধার্ম্মিক ব্যক্তির অন্নও যদি দশ সহস্র ব্রাহ্মণে ভোজন করে, তবে সে অধর্ম্ম-রাশি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। বেদবিধি-প্রতিপালক বিপ্র যদি ভিক্ষা দ্বারাও অন্ন সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান করে, তবে সে সুখ লাভ করিতে পারে। হে দ্বিজগণ! ক্ষত্রিয় ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণধন ও হিংসা ব্যতীত ন্যায়ানুসারে প্রজা পালন করিয়া নিজ বীর্য্যোপার্জ্জিত অন্ন প্রযত ও সুসমাহিতভাবে বিশিষ্ট বেদজ্ঞ দ্বিজাতি-দিগকে প্রদান করে, তবে সেই ধর্ম্মাত্মা দুষ্কৃত কর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পায়। বৈশ্য যদি কৃষিকার্য্য করিয়া তাহা হইতে পরিশুদ্ধ ষষ্ঠভাগ উপার্জ্জনপূর্ব্বক দ্বিজগণকে দান করে, তবে পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। আত্ম-ক্লেশকর কঠোর কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত অন্ন দ্বিজাতিজনে দান করিলে শূদ্রও পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।১০—২০। যে ব্যক্তি অপরের হিংসা না করিয়া নিজ পরি-শ্রম দ্বারা উপার্জ্জনপূর্ব্বক বিপ্রদিগকে অন্ন দান করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ন্যায়-লব্ধ অন্ন সানন্দে বেদবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তেজোবর্দ্ধক অন্ন দান করিলে মানব লোক-মধ্যে তেজস্বী হইতে পারে; এবং সৎপথে থাকিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। জ্ঞানি-গণ যে পথে গমন করেন, দানবিদ্‌গণ অন্ন-দাতাদিগের পক্ষেও সেই পথই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। অন্নদাতা ব্যক্তিবর্গেই সনা-তন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যগণের সকল অবস্থায়ই ন্যায়ানুসারে নিরত কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অন্নই পরমা গতি। অন্নদানের প্রভাবে নরগণ পরমা গতি প্রাপ্ত হয়; এবং মরণান্তে সর্ব্বকামসংযুক্ত হইয়া সুখভোগ করিতে পারে। অন্নদানে এবম্বিধ পুণ্যলাভ হয় এবং পাপমুক্ত হওয়া যায় বলিয়া ন্যায়ো-পার্জ্জিত অন্ন প্রদান করা বিধেয়। গৃহস্থ মানবের পক্ষে প্রাণাহুতি-দানের পূর্ব্বে প্রতি-দিন অন্নদানান্তে দিবসের সাফল্য সাধন-পূর্ব্বক ভোজন করা কর্ত্তব্য। ন্যায়পথস্থ নর প্রতিদিন ইতিহাসবিৎ, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও বেদান্তিজ্ঞ শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করা-

ন যাতি নরকং ঘোরং সংসারান্ন চ সেবতে।৩০
সর্ব্বকামসমাযুক্তঃ প্রেত্য চাপ্যশ্নুতে সুখম্।
এবং কর্ম্মসমাযুক্তো রমতে বিগতজ্বরঃ॥ ৩১
রূপবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চৈব ধনবাংশ্চোপজায়তে
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতমন্নদানফলং মহৎ॥
মূলমেতদ্ধি ধর্ম্মাণাং প্রদানানাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ॥৩২,

ইতি শ্রীব্রাহ্মেঽন্নদানপ্রশংসন মষ্টাদশাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৮॥

একোনবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

পরলোকগতানান্তু স্বকর্ম্মস্থানবাসিনাম্।
তেষাং শ্রাদ্ধং কথং দেয়ং পুত্রৈশ্চান্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ

ব্যাস উবাচ।

নমস্কৃত্য জগন্নাথং বারাহং লোকভাবনম্।
শৃণুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকল্পং যথোদিতম্॥
পুরা কোকাজলে মগ্নান্ পিতৄনুদ্ধৃতবান্ বিভুঃ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা তদা দেবো যথা তত্র দ্বিজোত্তমাঃ

মুনয় উচুঃ।

কিমর্থন্তে তু কোকায়াং নিমগ্নাঃ পিতরোঽম্ভসি
কথং তেনোদ্ধৃতাস্তে বৈ বারাহেণ দ্বিজোত্তমাঃ
তস্মিন্ কোকামুখে তীর্থে ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদে
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ॥

ব্যাস উবাচ।

ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ পিতরো দিব্যমানুষাঃ
পুরা মেরুগিরেঃ পৃষ্ঠে বিশ্বৈর্দেবৈঃ সহ স্থিতাঃ
তেষাং সমুপবিষ্টানাং পিতৄণাং সোমসম্ভবা।
কন্যা কান্তিমতী দিব্যা পুরতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতা
তামূচুঃ পিতরো দিব্যা যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ

পিতর উচুঃ।

কাসি ভদ্রে প্রভুঃ কো বা ভবত্যা বক্তুমর্হসি॥৮

ব্যাস উবাচ।

সা প্রোবাচ পিতৄন্ দেবান্ কলা চান্দ্রমসীতি হ

হইলে তাহাকে আর ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয় না, সংসারেও আবদ্ধ হয় না; মরণান্তে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইয়া সুখভোগ করিতেও পারে। মানব পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে রূপবান্, ধনবান্, কীর্ত্তিমান ও মনস্তাপহীন হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারে। হে দ্বিজগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট মহৎ অন্নদানমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, যাবতীয় দানধর্ম্মের ইহাই মূলস্বরূপ। ২১—৩২।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৮

ঊনবিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্যাস! স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন স্থানস্থ পরলোকগত ব্যক্তিবর্গের বান্ধবেরা কিপ্রকারে শ্রাদ্ধ দান করিবে? ব্যাস কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ। আমি লোকভাবন জগন্নাথ বরাহদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক শ্রাদ্ধকল্প যথাযথ বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। পুরাকালে বিভু বরাহদেব কোকাজল-মগ্ন পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া উদ্ধার সাধন করেন, আমি সেই বৃত্তান্ত বলিতেছি। মুনিগণ কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ কোকামুখ তীর্থে পিতৃগণ কি নিমিত্ত জলমধ্যে মগ্ন হইয়াছিলেন? আর বরাহদেবই বা কিরূপে তাঁহাদিগের উদ্ধার করেন? আমরা ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদিগের পরম কৌতূহল হইয়াছে। ব্যাস বলিলেন,—ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধি সময়ে দিব্য ও মানুষ পিতৃগণ বিশ্বদেবগণ সহ মেরুগিরিপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদিগের সম্মুখে সোমসম্ভবা কান্তিমতী নাম্নী দিব্যা কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে যে সকল দিব্যপিতৃগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই তাহাকে কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি কে? তোমার প্রভু বা কে? তাহা

প্রভুত্বে ভবতামেব বরয়ামি যদীচ্ছথ ॥ ৯
ঊর্জ্জা নামাস্মি প্রথমং স্বধা চ তদনন্তরম্।
ভবদ্ভিশ্চাদ্যৈব কৃতং নাম কোকেতি ভাবিতম্
তে হি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা পিতরো দিব্যমানুষাঃ।
তস্যা মুখং নিরীক্ষন্তো ন তৃপ্তিমধিজগ্মিরে ॥১১
বিশ্বেদেবাশ্চ তান্ জ্ঞাত্বা কন্যামুখনিরীক্ষকান্
যোগচ্যুতান্নিরীক্ষ্যৈব বিহায় ত্রিদিবং গতাঃ ॥
ভগবানপি শীতাংশুরূর্জ্জাং নাপশ্যদাত্মজাম্।
সমাকুলমনা দধ্যৌ ক্ব গতেতি মহাযশাঃ ॥ ১৩
স বিবেদ তদা সোমঃ প্রাপ্তাং পিতৄংশ্চ কামতঃ
তৈশ্চাবলোকিতাং হার্দ্দাৎস্বীকৃতাঞ্চ তপোবলাৎ
ততঃ ক্রোধপরাতাত্মা পিতৄন্ শশধরো দ্বিজাঃ।
শশাপ নিপতিষ্যধ্বং যোগভ্রষ্টা বিচেতসঃ ॥১৫

বল। ব্যাস বলিলেন, সেই কন্যা তখন তাঁহা-দিগকে কহিল,—আমি চান্দ্রমসী কলা; আপ-নারা সম্মত হইলে আমি আপনাদিগকেই প্রভুত্বে বরণ করি। প্রথমে আমার উর্জ্জা নাম হয়, পরে স্বধা নাম হইয়াছে, আর এক্ষণে আপনাদিগের দ্বারা (কো ভবত্যাঃ প্রভুঃ, কাসি) এইরূপ প্রশ্ন করায় "কোকা" নাম নির্দ্ধারিত হইল। ১—১০। সেই দিব্য-মানুষ পিতৃগণ তখন তাহার কথা শুনিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বদেবগণ ঐরূপে সেই কন্যার মুখাবলোকন করিতে দেখিয়া তাঁহারা যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন, বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ভগ-বান্ চন্দ্র আত্মজা উর্জ্জাকে দেখিতে না পাইয়া 'সে কোথায় আছে?' ব্যাকুলমনে তাহাই ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই মহাযশা সোম তপোবলে বুঝিলেন যে, সেই কন্যা কামবশে পিতৃগণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া-ছেন, এবং সেই পিতৃগণও তাঁহাকে প্রেম-ভাবে অবলোকনপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! দেব শশধর তখন কোপাকুল-চিত্তে পিতৃগণকে এই শাপ দিলেন যে,—যেহেতু মদীয় অপ্রদত্তা কন্যাকে নীচাশয়তা

যস্মাদদত্তাং মৎকন্যাং কাময়ধ্বং সুবালিশাঃ।
যস্মাদব্রতবতী চেয়ং পতীন্পিতৃমতী সতী ॥১৬
স্বতন্ত্রা ধর্ম্মমুৎসৃজ্য তস্মাদ্ভবতু নিম্নগা।
কোকেতি প্রথিতা লোকে শিশিরাদ্রিসমাশ্রিতা
ইত্থং শপ্তাশ্চন্দ্রমসা পিতরো দিব্যমানুষাঃ।
যোগভ্রষ্টা নিপতিতা হিমবৎপাদভূতলে ॥ ১৮
ঊর্জ্জা তত্রৈব পতিতা গিরিরাজস্য বিস্তৃতে।
প্রস্থে তীর্থং সমাসাদ্য সপ্তসামুদ্রমুত্তমম্ ॥ ১৯
কোকা নাম ততো বেগান্নদী তীর্থশতাকুলা।
প্লাবয়ন্তী গিরেঃ শৃঙ্গং সর্পণাত্তু সরিৎস্মৃতা ॥ ২০
অথ তে পিতরো বিপ্রা যোগহীনা মহানদীম্।
দদৃশুঃ শীতসলিলাং ন বিদুস্তাং সুলোচনাম্ ॥
ততস্তু গিরিরাড় দৃষ্ট্বা পিতৄংস্তাংস্তু ক্ষুধার্দ্দিতান্
বদরীমাদিদেশাথ ধেনুং চৈকাং মধুস্রবাম্ ॥২২

হেতু তোমরা কামনা করিয়াছ, অতএব অজ্ঞা-নাচ্ছ তোমরা যোগভ্রষ্ট হইয়া নিপতিত হও। সোমদেব সেই কন্যাকেও শাপ দিলেন যে,—এই কন্যা পিতৃমতী হইয়াও, স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পতি-বরণ করিয়াছে, এ নিমিত্ত হিমালয়াশ্রিতা কোকানাম্নী নদী-রূপে পরিণতা হউক। দিব্য-মানুষ পিতৃগণ চন্দ্রমা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হওয়ায় অবিলম্বে যোগভ্রষ্ট হইয়া হিমালয়ের পাদ-দেশে ভূতলে পতিত হইলেন। সোমকন্যা উর্জ্জাও সেই গিরিরাজের বিস্তৃত প্রস্থে সপ্ত-সামুদ্র তীর্থের নিকটে পতিতা কোকানাম্নী নদীরূপে প্রবাহিতা হইলেন। সেই নদী বেগবশে গিরিশৃঙ্গ প্লাবিত করিয়া শত শত তীর্থে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় সর্পণ (গমন) হেতু সরিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ১১—২০। হে বিপ্রগণ! পিতৃগণ যোগ-ভ্রষ্ট হওয়ায় শীতসলিলা সেই সুলো-চনাকে মহানদীরূপে দেখিয়াও চিনিতে পারি-লেন না। পরে গিরিরাজ হিমালয় সেই পিতৃগণকে ক্ষুধাতুর দর্শনে বদরী, মধুস্রবা-লতা এবং এক ধেনুকে পিতৃগণের পোষণার্থ আদেশ করিলেন। গিরিবর-

ক্ষীরং মধু চ তদ্দিব্যং কোকাম্ভো বদরীফলম্
ইদং গিরিবরেণৈষাং পোষণায় নিরূপিতম্ ॥ ২৩
তয়া বৃত্ত্যা তু বসতাং পিতৄণাং মুনিসত্তমাঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি যযুরেকমহো যথা ॥ ২৪
এবং লোকে বিপিতরি তথৈব বিগতস্বধে।
দৈত্যা বিষ্ণুর্ব্বলিনো যাতুধানাশ্চ রাক্ষসাঃ ॥২৫
তে তান্‌পিতৃগণান্দৈত্যা যাতুধানাশ্চ বেগিতাঃ
বিশ্বৈর্দেবৈর্বিরহিতান্ সর্ব্বতঃ সমুপাদ্রবন্ ॥২৬
দৈতেয়ান্ যাতুধানাংশ্চ দৃষ্ট্বৈবাপততো দ্বিজাঃ
কোকাতটস্থাত্তুঙ্গাং শিলাং তে জগৃহু রুষা ॥
গৃহীতায়াং শিলায়ান্তু কোকা বেগবতী পিতৄন্।
ছাদয়ামাস তোয়েন প্লাবয়ন্তী হিমাচলম্ ॥ ২৮
পিতৄনন্তর্হিতান্ দৃষ্ট্বা দৈতেয়া রাক্ষসাস্তথা।
বিভীতকং সমারুহ্য নিরাহারাস্তিরোহিতাঃ ॥
সলিলেন বিষীদন্তঃ পিতরঃ ক্ষুদ্ভ্রমাতুরাঃ।
বিষীদমানমাত্মানং সমীক্ষ্য সলিলাশয়াঃ।

জগ্মুর্জ্জনার্দ্দনং দেবং পিতরঃ শরণং হরিম্ ॥৩০

পিতর উচুঃ।

জয়স্ব গোবিন্দ জগন্নিবাস
জয়োঽস্তু নঃ কেশব তে প্রসাদাৎ।
জনার্দ্দনাস্মান্ সলিলান্তরস্থা-
নুদ্ধর্ত্তুমর্হস্যনঘপ্রতাপ ॥ ৩১
নিশাচরৈর্দারুণদর্শনৈঃ প্রভো
বরেণ্য বৈকুণ্ঠ বরাহ বিষ্ণো।
নারায়ণাশেষমহেশ্বরেশ
প্রয়াহি ভীতান্ জয় পদ্মনাভ ॥ ৩২
উপেন্দ্র যোগিন্ মধুকৈটভঘ্ন
বিষ্ণো অনন্তাচ্যুত বাসুদেব।
শ্রীশার্ঙ্গচক্রাম্বুজশঙ্খপাণে
রক্ষস্ব দেবেশ্বর রাক্ষসেভ্যঃ ॥ ৩৩
ত্বং পিতা জগতঃ শম্ভো নান্যঃ শক্তঃ প্রবাধিতুম্
নিশাচরগণং ভীমমতস্ত্বাং শরণং গতাঃ ॥ ৩৪
ত্বন্নামসঙ্কীর্ত্তনতো নিশাচরা
দ্রবন্তি ভূতান্যপযান্তি চারয়।

নির্দ্দিষ্ট সেই দিব্য বদরী ফল, মধু, দুগ্ধ এবং কোকানদীর জল দ্বারা পিতৃগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। হে মুনিসত্তম-গণ! এই ভাবে পিতৃগণের দশ সহস্র বৎসর একদিনবৎ অতিবাহিত হইল। এ দিকে লোকসকল পিতৃগণহীন ও স্বধা-শূন্য হওয়ায় যাতুধান, রাক্ষস ও দৈত্যগণ বলবান্ হইয়া উঠিল। তাহারা বিশ্বদেব-বিরহিত সেই পিতৃগণকে দেখিতে পাইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সবেগে আক্রমণ করিল। পিতৃগণ সেই দৈত্য-যাতুধানগণকে আগমন করিতে দেখিয়া সরোষে কোকাতটস্থ এক মহতী শিলা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কোকা নদী পিতৃগণকে শিলাধারণ করিতে দেখিয়া সবেগে জল দ্বারা হিমাচলকে আপ্লাবিত করত তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলি-লেন। তখন দৈত্য ও রাক্ষসেরা পিতৃগণকে অন্তর্হিত দেখিয়া আহার্য্য অভাবে বিভীতক বৃক্ষে অন্তর্হিত হইল। পিতৃগণ জলমধ্যে থাকিয়া অতীব বিষাদগ্রস্ত এবং ক্ষুধা দ্বারা ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন। তখন আপনা-দিগের সেই দুরবস্থা দর্শনে তাঁহারা দেব জনার্দ্দন হরির শরণাপন্ন হইলেন। ২১-৩০।

পিতৃগণ কহিলেন,—হে জগন্নিবাস, গোবিন্দ! তোমার জয় হউক। হে কেশব! তোমার প্রসাদে আমাদিগেরও জয় হউক। হে অনঘপ্রতাপ, জনার্দ্দন! জলমধ্যগত আমাদিগকে উদ্ধার করুন। হে বরেণ্য, বৈকুণ্ঠ, বরাহ, বিষ্ণো! হে অশেষ, মহেশ্বর ঈশ, নারায়ণ, প্রভো! দারুণদর্শন রাক্ষসগণ হইতে ভীত হইয়াছি; হে পদ্ম-নাভ! আপনার জয় হউক। হে উপেন্দ্র, মধুকৈটভঘ্ন, অনন্ত, অচ্যুত, যোগিন্, বাসু-দেব! হে শার্ঙ্গ-চক্র-পদ্ম-শঙ্খপাণে, দেবেশ্বর! রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। হে শম্ভো! তুমি জগতের পিতা; সুতরাং অপর কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না। নিশাচরগণ! অতি ভয়ানক; সেই জন্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে বিষ্ণো! আপনার নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে ক্ষণ

নাশং তথা সম্প্রতি যান্তি বিষ্ণো
ধর্ম্মাদি সত্যং ভবতীহ মুখ্যম্ ॥ ৩৫
ব্যাস উবাচ।
ইত্থং স্তুতঃ স পিতৃভির্ধরণীধরস্ত
তুষ্টস্তদাবিষ্কৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ।
কোকামুখে পিতৃগণং সলিলে নিমগ্নং
দেবো দদর্শ শিরসাথ শিলাং বহন্তম্ ॥ ৩৬
তং দৃষ্ট্বা সলিলে মগ্নং ক্রোড়রূপী জনার্দ্দনঃ।
ভীতং পিতৃগণং বিষ্ণুরুদ্ধর্ত্তুং মতিমাদধে ॥ ৩৭
দংষ্ট্রাগ্রেণ সমাহৃত্য শিলাং চিক্ষেপ শূকরঃ।
পিতৄনাদায় চ বিভুরুজ্জহার শিলাতলাৎ ॥ ৩৮
বরাহদংষ্ট্রাসংলগ্নাঃ পিতরঃ কনকোজ্জ্বলাঃ।
কোকামুখে গতভয়াঃ কৃতা দেবেন বিষ্ণুনা ॥৩৯
উদ্ধৃত্য চ পিতৄন্ দেবো বিষ্ণুতীর্থে তু শূকরঃ।
দদৌ সমাহিতস্তেভ্যো বিষ্ণুর্লোহার্গলে জলম্
ততঃ স্বরোমসম্ভূতান্ কুশানাদায় কেশবঃ।
স্বেদোদ্ভবাংস্তিলাংশ্চৈব চক্রে চোল্মুকমুত্তমম্ ॥
জ্যোতিঃ সূর্য্যপ্রভং কৃত্বা পাত্রং তীর্থঞ্চ
কামিকম্।
স্থিতঃ কোটিবটস্যাধো বারি গঙ্গাধরং শুচি ॥
তুঙ্গকূটাৎ সমাদায় যজ্ঞীয়ানোষধীরসান্।
মধুক্ষীররসান্ গন্ধান্ পুষ্পধূপানুলেপনান্ ॥৪৩
আদায় ধেনুং সরসো রত্নান্যাদায় চার্ণবাৎ ॥
দংষ্ট্রয়োল্লিখ্য ধরণীমভ্যুক্ষ্য সলিলেন চ ॥ ৪৪
ঘর্ম্মোদ্ভবেনোপলিপ্য কুশৈরুল্লিখ্য তাং পুনঃ।
পরিণীয়োল্মুকেনৈনামভ্যুক্ষ্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৫
কুশানাদায় প্রাগগ্রাঁল্লোমকূপান্তরস্থিতান্।
ঋষীনাহূয় পপ্রচ্ছ করিষ্যে পিতৃতর্পণম্ ॥ ৪৬
তৈরপ্যুক্তে কুরুষ্বেতি বিশ্বান্দেবাংস্ততোবিভুঃ
আহূয় মন্ত্রতস্তেষাং বিষ্টরাণি দদৌ প্রভুঃ ॥৪৭
আহূয় মন্ত্রতস্তেষাং বেদোক্তবিধিনা হরিঃ।

মাত্রেই নিশাচরেরা বিদ্রাবিত হয়, ভূতগণ পলায়ন করে, অরিগণ নাশ পায়, আর ধর্ম্ম ও সত্যাদি সুখহেতুসকল উদ্ভূত হইয়া থাকে। ব্যাস বলিলেন,—দেব ধরণীধর পিতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং দিব্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই কোকামুখে সলিলমধ্যে মস্তক দ্বারা শিলাবহনকারী পিতৃগণকে দেখিতে পাইলেন। লোকপালক বরাহরূপী বিষ্ণু সেই পিতৃগণকে ভীত ও জলমগ্ন দর্শনে তাঁহাদিগের উদ্ধার কামনায় দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা সেই শিলাখণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং শিলাতল হইতে তাঁহাদিগকে লইয়া তীরে উত্থান করিলেন। বরাহ-দংষ্ট্রা সংলগ্ন কনকোজ্জ্বল পিতৃগণ তখন পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা দেব বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে নির্ভয় হইয়াছিলেন। কোকামুখস্থ বিষ্ণুতীর্থ নামক স্থানে বরাহদেব পিতৃগণকে উদ্ধার করেন; এবং লোহার্গল তীর্থে তাঁহাদিগকে জল দান করিয়াছিলেন।৩৯—৪০। পরে বরাহরূপী কেশব নিজ রোমসম্ভূত কুশসমূহ এবং স্বেদজাত তিল সকল লইয়া তদ্দ্বারা উত্তম উল্কা নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি তদ্দ্বারা সেই স্থান সূর্য্যালোকবৎ আলোকিত করিয়া কামানুরূপ তীর্থকেই পাত্র করত শুচি গঙ্গাজল ধারণপূর্ব্বক কোটিবটের অধোভাগে অবস্থান করিলেন। তিনি তুঙ্গকূট হইতে যজ্ঞিয় ওষধিরস, মধু, দুগ্ধ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও অনুলেপনাদি আহরণ করিলেন; একটী ধেনু এবং সমুদ্র হইতে বিবিধ রত্নও আনয়ন করিলেন; পরে দংষ্ট্রা দ্বারা তত্রত্য ভূমি উল্লিখিত করিয়া জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিলেন। পরে ঘর্ম্মোদ্ভব তিল দ্বারা উপলেপনপূর্ব্বক কুশ দ্বারা পুনরায় মার্জ্জন করিয়া উল্মুক দ্বারা পরিশোধন করিলেন। অনন্তর লোমকূপমধ্যগত কুশ গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র করিয়া আস্তৃত করত ঋষিগণকে আহ্বানান্তে "পিতৃতর্পণ করিব ?" এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। ঋষিগণ "করুন" বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিলে সেই বিষ্ণু বেদোক্ত বিধানানুসারে বিশ্বদেবগণকে আহ্বানান্তে মন্ত্র

অক্ষতৈর্দেবতারক্ষাং চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥৫৪
অক্ষতাস্ত যবৌষধ্যঃ সর্ব্বদেবাংশসম্ভবাঃ।
রক্ষন্তি সর্ব্বত্র দিশো রক্ষার্থং নির্ম্মিতা হি তে
দেবদানবদৈত্যেষু যক্ষরক্ষঃসু চৈব হি।
নহি কশ্চিৎ ক্ষয়ং তেষাং কর্ত্তুং শক্তশ্চরাচরে ॥
ন কেনচিৎক্ষতা যস্মাত্তস্মাত্তে হ্যক্ষতাঃ কৃতাঃ
দেবানাং তে হি রক্ষার্থং নিযুক্তা বিষ্ণুনা পুরা
কুশগন্ধযবৈঃ পুষ্পৈরর্ঘ্যং কৃত্বা চ শূকরঃ।
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইতি ততস্তান্ পর্য্যপৃচ্ছত
পিতৄনাবাহয়িষ্যামি যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।
আবাহয়স্বেতি চ তৈরুক্তস্ত্বাবাহয়চ্ছুচিঃ ॥ ৫৩
শ্লিষ্টমূলাগ্রদর্ভাংস্ত সতিলান্ বেদ বেদবিৎ।
জানাবারোপ্য হস্তন্ত দদৌ সব্যেন চাসনম্ ॥
তথৈব জানুসংস্থেন করেণৈকেন তান্ পিতৄন্।
বারাহঃ পিতৃবিপ্রাণামায়ান্ত ন ইতীরয়ন্ ॥ ৫৫
অপহতেত্যৃবাচৈব রক্ষণং চাপসব্যতঃ।
কৃত্বা চাবাহনং চক্রে পিতৄণাং নামগোত্রতঃ ॥৫৬
পিতরোঽত্র মনোজবা আগচ্ছত ইতীরয়ন্।
সংবৎসরৈরিত্যুদীর্য্যততোঽর্ঘ্যং তেষু বিন্যসেৎ
যাস্তিষ্ঠন্ত্যমৃতা বাচো যন্মেতি চ পিতুঃ পিতুঃ।
যন্মে পিতামহেত্যেবং দদাবর্ঘ্যং সমাহিতঃ ॥ ৫৮
যন্মে প্রপিতামহেতি দদৌ চ প্রপিতামহে।
কুশগন্ধতিলোন্মিশ্রং সপুষ্পমপসব্যতঃ ॥ ৫৯
তদ্বন্মাতামহেভ্যস্ত বিধিং চক্রে জনার্দ্দনঃ।
তানর্চ্চ্য ভূয়ো গন্ধাদ্যৈর্ধূপং দত্ত্বা তু ভক্তিতঃ
আদিত্যা বসবো রুদ্রা ইত্যুচ্চার্য্য জগৎপ্রভুঃ ॥
ততশ্চান্নং সমাদায় সর্পিস্তিলকুশাকুলম্ ॥ ৬১
বিধায় পাত্রে তচ্চৈব পর্য্যপৃচ্ছত্ততো মুনীন্।
অগ্নৌ করিষ্য ইতি তৈঃ কুরুষ্বেতি চ চোদিতঃ
আহুতিত্রিতয়ং দদ্যাৎ সোমায়াগ্নের্যমায় চ।
যে মামকেতি চ জপেদ্‌যজুঃসপ্তকমচ্যুতম্ ॥৬৩

দ্বারা বিষ্টর দান করিলেন। তার পর সেই চক্রগদাধর অক্ষত দ্বারা দেবতা রক্ষা বিধান করিলেন। ওষধি মধ্যে যবদিগকে অক্ষত বলা যায়; উহারা সমস্ত দেবগণের অংশে উৎপন্ন। যব সকল সর্ব্ব দিক্ রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়; রক্ষার্থই উহারা নির্ম্মিত হইয়াছে। চরাচর মধ্যে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি কেহই যব ক্ষয় করিতে শক্ত হয় না এবং কাহারও দ্বারা ক্ষত হয় নাই বলিয়াই উহাদিগকে অক্ষত বলা হইয়া থাকে; পূর্ব্বে বিষ্ণু দেবগণের রক্ষার্থ উহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বরাহদেব, বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে কুশ, গন্ধ, যব ও পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন,—"যাঁহারা দিব্য ও যাঁহারা মানুষ, আমি সেই পিতৃগণকে আবাহন করিব?" পিতৃগণ "আবাহন করুন," এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে সেই বেদবিধানজ্ঞ বরাহদেব জানুতে হস্তার্পণপূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা তিল-যুক্ত মিলিত-মূলাগ্র কুশ সহযোগে আসন প্রদান করিলেন। সেই বরাহদেব পূর্ব্ববৎ অপসব্য ক্রমে জানুস্থিত হস্ত দ্বারা পিতৃ-বিপ্রগণকেও "আয়ান্ত নঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্ব্বক "অপহত" ইত্যাদি মন্ত্রো-চ্চারণান্তে রক্ষা বিধান করিয়া নাম গোত্র উল্লেখ সহকারে "মনোবৎ বেগগামী পিতৃ-গণ সংবৎসরে এখানে আগমন করুন।" বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করিলেন, পরে তাঁহাদিগের উদ্দেশে অর্ঘ্য বিন্যাস করত সমাহিতচিত্তে "আমার পিতার, পিতা-মহের ও প্রপিতামহের—যে অমৃতময় বাক্য আছে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে কুশ, গন্ধ, পুষ্প ও তিলমিশ্রিত অর্ঘ্য প্রদান করিয়া মাতামহদিকেও উক্ত প্রকারেই অর্ঘ্য দান করিলেন। পরে ভক্তি সহকারে গন্ধ ধূপাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া, "আদিত্য, বসু, রুদ্রগণ" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত-তিল-কুশযুক্ত অন্ন লইয়া পাত্রে স্থাপ-নান্তে মুনিগণকে "অগ্নিতে করিব?" এই প্রশ্ন করিলে "করুন" এই অনুজ্ঞা পাইয়া সোম, অগ্নি ও যমকে তিনটী আহুতি দান করিলেন। হে দ্বিজগণ! পরে "যাহারা

হুতাবশিষ্টঞ্চ দদৌ নামগোত্রসমন্বিতম্।
ত্রিরাহুতিকমেকৈকং পিতরং তু প্রতি দ্বিজাঃ॥
অতোঽবশিষ্টমন্নাদ্যং পিণ্ডপাত্রে তু নিক্ষিপেৎ
ততোঽন্নং সরসং স্বাদু দদৌ পায়সপূর্ব্বকম্॥৬৫
প্রত্যগ্রমেকদা স্বিন্নমপর্য্যুষিতমুত্তমম্।
অম্লশাকং বহুফলং ষড়্‌রসমমৃতোপমম্॥ ৬৬
যদ্‌ব্রাহ্মণেষু প্রদদৌ পিণ্ডপাত্রে পিতৃংস্তথা।
দেবপূর্ব্বং পিতৃষন্নমাজ্যাপ্লুতং মধূক্ষিতম্॥ ৬৭
মন্ত্রিতং পৃথিবীত্যেবং মধুবাতে ত্র্যচং জগৌ।
ভুঞ্জানেষু তু বিপ্রেষু জপন্বৈ মন্ত্রপঞ্চকম্॥৬৮
যত্তে প্রকারমারভ্য নাধিকং তে ততো জগৌ
ত্রিমধু ত্রিসুপর্ণঞ্চ বৃহদারণ্যকং তথা।
জজাপ বৈষাং জাপ্যন্তু সূক্তং সৌরং সপৌরুষম্
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু পৃষ্ট্বা তৃপ্তা স্থ ইত্যত॥৭০
তৃপ্তাঃ স্মেতি সকৃত্তোয়ং দদৌ মৌনবিমোচনম্
পিণ্ডপাত্রং সমাদায় চ্ছায়ায়ৈ প্রদদৌ ততঃ॥৭১
সা তদন্নং দ্বিধা কৃত্বা ত্রিধৈকৈকমথাকরোৎ।
বারাহো ভূমথোল্লিখ্য সমাচ্ছাদ্য কুশৈরপি॥৭
দক্ষিণাগ্রান্ কুশান্ কৃত্বা তেষামুপরি চাসনম্।
সতিলেষু সমূলেষু কুশেষ্বেব তু সংশ্রয়ঃ॥ ৭৩
গন্ধপুষ্পাদিকং কৃত্বা ততঃ পিণ্ডং তু ভক্তিতঃ।
পৃথিবী দর্ব্বীরিত্যুক্ত্বা পিণ্ডং পিত্রে প্রদত্তবান্॥
পিতামহাঃ প্রপিতামহাস্তথেতি চাক্ষরিক্ষতঃ।
মাতামহানামপ্যেবং দদৌ পিণ্ডান্ স শূকরঃ॥৭৫
পিণ্ডনির্ব্বাপণোচ্ছিষ্টমন্নং লেপভুজেষ্বদাৎ।
এতদ্বঃ পিতরিত্যুক্ত্বা দদৌ বাসাংসি ভক্তিতঃ
দ্বাঙ্গুলজানি শুক্লানি ধৌতান্যভিনবানি চ।
গন্ধপুষ্পাদিকং দত্বা কৃত্বা চৈষাং প্রদক্ষিণাম্॥৭৭
আচম্যাচাময়েদ্বিপ্রান্ পৈত্রানাদৌ ততঃ সুরান্
ততস্তভ্যুক্ষ্য তাং ভূমিং দত্বাপঃ সুমনোঽক্ষতান্
সতিলাস্তু পিতৃষাদৌ দত্বা দেবেষু সাক্ষতম্।

আমার” ইত্যাদি সপ্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নাম গোত্র উচ্চারণান্তে পিতৃগণের প্রত্যেককে সেই হুতাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা তিন তিনটী আহুতি দান করিলেন। তারপর সেই অবশিষ্ট অন্নাদি পিণ্ডপাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অম্ল শাক, বহু ফল ও পায়সাদি উপকরণ সহ একদা-পক্ক অভিনব অপর্য্যুষিত সরস স্বাদু অন্ন লইয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা আপ্লুত করিয়া পিণ্ডপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক “পৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে প্রথমে দেব ও ব্রাহ্মণগণকে এবং পরে পিতৃগণকে দান করিলেন, এবং “মধুবাতা” মন্ত্র তিন বার পাঠ করিলেন। তাঁহারা ভোজন করিতে থাকিলে সেই প্রভু বরাহ “যত্তে প্রকার” ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্র ‘ত্রিমধু,’ ‘ত্রিসুপর্ণ’ ‘বৃহদারণ্যক’ ‘সৌর সূক্ত’ ‘পুরুষ সূক্ত’ প্রভৃতি পাঠ করিলেন। তাঁহাদিগের ভোজন হইলে “আপনারা তৃপ্ত হইলেন?” এই প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারাও “তৃপ্ত হইয়াছি” এই প্রত্যুত্তর করিলেন। তখন তাঁহাদিগকে মৌনভঙ্গার্থ একবার জল দান করিলেন। অনন্তর প্রভু পিণ্ডপাত্র লইয়া নিজ পত্নী ছায়াকে দিলেন; ছায়া সেই অন্ন দুই ভাগ করিয়া তাহা আর তিন তিন ভাগ করিলেন। বরাহদেব সেই ভূমি পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণাগ্র সমূল সতিল কুশ দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক তদুপরি আসন-স্থাপনান্তে গন্ধ পুষ্পাদি প্রদানপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে “পৃথিবী দর্ব্বীঃ” বলিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, প্রত্যেককে পাত্র স্পর্শ না করিয়াই প্রদান করিলেন এবং মাতামহদিকেও উক্ত প্রকারেই পিণ্ড দান করিলেন।৪১—৭৫। পরে, পিণ্ডনির্ব্বাপণের অবশেষ লইয়া লেপভুজ পিতৃগণকে দানান্তে ভক্তিযুক্তচিত্তে “এতদ্বঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা রচিত, শুক্ল, অভিন্ন, ধৌত বসন দান করিলেন। তদনন্তর আচমনপূর্ব্বক প্রথমে পিতৃগণকে ও তৎপরে দৈব ব্রাহ্মণগণকে আচমনীয় দানে আচমন করাইয়া সেই ভূমির অভ্যুক্ষণ করিয়া পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত জল দান করিলেন। অতঃপর পিতৃপক্ষে সতিল জল ও দেবপক্ষে সাক্ষত

অক্ষয্যং নস্ত্বিতি পিতৄন্প্রীয়তামিতি দেবতাঃ
প্রীণয়িত্বা পরাবৃত্য ত্রির্জপেচ্চাঘমর্ষণম্।
ততো নিবৃত্য তু জপদ্‌যন্মে নাম ইতীরয়ন্ ॥৮০
গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত ধনধান্যপ্রপূরিতান্।
অর্ঘ্যপাত্রাণি পিণ্ডানামন্তরে স পবিত্রকান্ ॥ ৮১
নিক্ষিপ্যোর্জং বহন্তীতি কোকাতোয়মথো
ন্যপৎ।
হিমক্ষীরং মধুতিলান্ পিতৃণাং তর্পণং দদৌ ॥৮২
স্বস্তীত্যুক্তে পৈতৃকেস্তু সোহপরাহ্নেঽবতর্পয়ন্
রজতং দক্ষিণাং দত্বা বিপ্রান্দেবো গদাধরঃ ॥
সংবিভাগং মনুষ্যেভ্যো দদৌ স্বদিতি চাব্রুবন্।
কচ্চিৎ সম্পন্নমিত্যুক্তা প্রত্যুক্তস্তৈর্দ্বিজোত্তমাঃ
অভিরম্যতামিত্যুবাচ প্রোচুস্তেঽভিরতাঃ স্ম বৈ
শিষ্টমন্নঞ্চ পপ্রচ্ছ তৈরিষ্টৈঃ সহ চোদিতঃ ॥ ৮৫

পাণাবাদায় তান্ বিপ্রান্ কুর্য্যাদনুগতস্তদা।
বাজে বাজে ইতি পঠন্বহির্বেদি বিনির্গতঃ ॥ ৮৬
কোটিতীর্থজলেনাসাবপসব্যং সমুৎক্ষিপন্।
অলগ্নান্বিপুলান্বালান্ প্রার্থয়ামাস চাশিষম্ ॥
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং তৈস্তথেতি সমীরিতঃ
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য কৃত্বা পাদাভিবাদনম্।
আসনান্ন দদৌ তৈষাং ছাদয়ামাস শূকরঃ ॥ ৮৮
বিশ্রাম্যতাং প্রবিশ্যাথ পিণ্ডং জগ্রাহ মধ্যমম্।
ছায়াময়ী মহী পত্নী তস্যৈ পিণ্ডমদাৎ প্রভুঃ।
আধত্ত পিতরো গর্ভমিত্যুক্তা সাপি রূপিণী ॥
পিণ্ডং গৃহীত্বা বিপ্রাণাঞ্চক্রে পাদাভিবন্দনম্।
বিসর্জ্জনং পিতৃণাং স কর্ত্তুকামশ্চ শূকরঃ ॥ ৯১
কোকা চ পিতরশ্চৈব প্রোচুঃ স্বার্থকরং বচঃ।
শপ্তাশ্চ ভগবন্ পূর্ব্বং দিবস্থা হিমভানুনা ॥৯২
যোগভ্রষ্টা ভবিষ্যধ্বং সর্ব্ব এব দিবশ্চ্যুতাঃ।
তদেবং ভবতা ত্রাতাঃ প্রবিশন্তো রসাতলম্।
যোগভ্রষ্টাংশ্চ বিশেশাস্তত্যজুর্যোগরক্ষিণঃ।

জল দ্বারা "অক্ষয্যং নোঽস্তু" বলিয়া অক্ষয্য দানপূর্ব্বক "প্রীয়ন্তাং" বলিয়া দেবতাগণের প্রীতি সাধন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করত তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিলেন। তৎপরে "যন্মে নাম" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে "পিতৃগণ আমাদিগের গৃহ ধনধান্যে পূরিত করিয়া দিউন" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ড সকলের মধ্যে সপবিত্র অর্ঘ্যপাত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং "ঊর্জ্জং বহন্তীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কোকাজলধারা প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই অপরাহ্ণ কালে মধু-তিলযুক্ত অতি স্নিগ্ধ জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিপ্রগণকে রজত দক্ষিণা দান করিলেন; বিপ্রগণ 'স্বস্তি' বলিলে, দেব গদাধর "স্বদিত" বলিয়া মনুষ্যগণকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বিভাগ করিয়া দিয়া "সম্পন্ন হইয়াছে কি?" এই প্রশ্ন করিলে বিপ্রগণ তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন বরাহ দেব ব্রাহ্মণগণকে "অভিরম্যতাং" বলিলে তাঁহারাও "অভিরতাঃ স্মঃ" বলিলেন; "শেষ অন্ন কি করিব?" এই প্রশ্ন করিলে তাঁহারা "ইষ্টজন সহ ভক্ষণ কর" এইরূপ বলিলেন।

পরে ব্রাহ্মণগণকে পাণিতে গ্রহণ করত "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বেদির বহির্ভাগে যাইলেন। পরে কোটিতীর্থ জল দ্বারা অপসব্যে সমুৎক্ষেপণপূর্ব্বক স্নানান্তে "আমাদিগের দাতারা বৃদ্ধি পাউক" এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণেরা "তাহাই হউক" বলিয়া অনুমোদন করিলে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পাদবন্দনকরিয়া আসনাচ্ছাদনাদি দান করিলেন।৭৬—৮৮। পরে তাহাদিগকে বিশ্রাম করাইয়া মধ্যম পিণ্ডটী গ্রহণ করত ছায়াময়ী পত্নী মহীকে তাহা দান করিলেন; রূপবতী মহীও "পিতৃগণ গর্ভাধান করুন" বলিয়া পিণ্ডটী লইয়া দ্বিজগণের পাদ বন্দনা করিলেন। পরে ভগবান্ বরাহ পিতৃগণের বিসর্জ্জনে উদ্যম করিলে কোকা এবং পিতৃগণ তাহাকে এই স্বার্থসাধক কথা কহিলেন যে,—ভগবন্! আমরা পূর্ব্বে চন্দ্র কর্ত্তৃক "তোমরা সকলে যোগভ্রষ্ট ও স্বর্গবিচ্যুত হইবে" এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া রসাতলে যাইতেছিলাম, আপনি ত্রাণ করিলেন

ততস্তে ভূয়োঽভিরক্ষন্তু বিশ্বে দেবা হি নঃ সদা।
স্বর্গং যাস্যামশ্চ বিভো প্রসাদাৎ তব শূকর।
যমোঽধিদেবোঽস্মাকঞ্চ ভবত্বচ্যুত যোগধৃক্॥
যোগাধারস্তথা সোমস্ত্রায়তে ন কদাচন।
দিবি ভূমৌ সদা বাসো ভবত্বস্মাসু যোগতঃ॥
অন্তরিক্ষে চ কেষাঞ্চিন্মাসং পুষ্টিস্তথাস্তু নঃ।
উর্জ্জা চেয়ং হি নঃ পত্নী স্বধানাম্না তু বিশ্রুতা॥
ভবত্বেবৈব যোগাঢ্যা যোগমাতা চ খেচরী।
ইত্যেবমুক্তঃ পিতৃভির্বারাহো ভূতভাবনঃ॥
প্রোবাচাথ পিতৄনবিষ্ণুস্তাঞ্চ কোকাং মহানদীম্
যদুক্তন্তু ভবদ্ভির্ম্মে সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি॥ ৯৯
যমোঽধিদেবো ভবতাং সোমঃ স্বাধ্যায ঈরিতঃ
অধিযজ্ঞস্তথৈবাগ্নির্ভবতাং কল্পনা ত্বিয়ম্॥ ১০০
অগ্নির্বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ স্থানং হি ভবতামিতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবতামধিপূরুষাঃ॥ ১০১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা ভবতাং মূর্ত্তয়স্ত্বিমাঃ।
যোগিনো যোগদেহাশ্চ যোগধারাশ্চ সুব্রতাঃ
কামতো বিচরিষ্যধ্বং ফলদাঃ সর্ব্বজন্তুষু।
স্বর্গস্থান্নরকস্থাংশ্চ ভূমিস্থাংশ্চ চরাচরান্॥ ১০৩
নিজযোগবলেনৈবাপ্যায়য়িষ্যধ্বমুত্তমাঃ।
ইয়মূর্জ্জা শশিসুতা কীলালমধুবিগ্রহা॥ ১০৪
ভবিষ্যতি মহাভাগা দক্ষস্য দুহিতা স্বধা।
ততশ্চেয়ং ভবতাং পত্নী ভবিষ্যতি বরাননা॥
কোকা নদীতি বিখ্যাতা গিরিরাজসমাশ্রিতা।
তীর্থকোটিমহাপুণ্যা মদ্রূপপরিপালিতা॥ ১০৬
অস্যামদ্য প্রভৃতি বৈ নিবৎস্যাম্যঘনাশকৃৎ।
বরাহদর্শনং পুণ্যং পূজনং ভুক্তিমুক্তিদম্॥১০৭
কোকাসলিলপানঞ্চ মহাপাতকনাশনম্।
তীর্থেঽপ্লাবনং পুণ্যমুপবাসশ্চ স্বর্গদঃ॥ ১০৮
দানমক্ষয্যমুদিতং জন্মমৃত্যুজরাপহম্।
মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে ভবদ্ভিরুড়ুপক্ষয়ে॥১০৯
কোকামুখমুপাগম্য স্নাতব্যং দিনপঞ্চকম্।

যোগরক্ষক বিশ্বদেবগণ আমাদিগকে ত্যাগ করায় আমরা যোগভ্রষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে হে বরাহ দেব! আপনার প্রসাদে বিশ্বদেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমরা যেন স্বর্গে যাইতে পারি। যোগশালী যম দেব আমাদিগের অধিপতি হউন, আর যোগাধার সোম যেন আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। যোগসমর্থ্যে আমাদিগের স্বর্গে ও ভূতলে বাস করিবার শক্তি হউক, কাহার কাহারও এক মাস কাল আকাশমণ্ডলে বাস নির্দ্দিষ্ট হউক। আমাদিগের পুষ্টিলাভ হউক এবং এই স্বধা নামে বিখ্যাতা উর্জ্জা আমাদিগের পত্নী হউন। ইনি যোগমাতা যোগাঢ্যা ও আকাশচারিণী হউন। ভূতভাবন বরাহরূপী বিষ্ণু এইরূপ উক্ত হইয়া পিতৃগণকে ও মহানদী কোকাকে কহিলেন,—আপনারা যাহা বলিলেন, সে সমস্তই হইবে। যম আপনাদিগের অধিদেব, সোম স্বাধ্যায় এবং অগ্নি অধিযজ্ঞ হইবেন। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য আপনাদিগের বাসস্থান নিরূপিত হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আপনাদিগের অধিপুরুষ হইলেন। আদিত্য, বায়ু ও রুদ্রগণ আপনাদিগের মূর্ত্তি নির্ব্বাচিত রহিলেন। আপনারা যোগী, যোগাধার ও যোগদেহ হইবেন, এবং সর্ব্বপ্রাণীর কামফলদানার্থ যথাকাম বিচরণ করিতে পারিবেন। আপনারা স্বর্গস্থ, নরকস্থ, ভূমিস্থ, চরাচর মাত্রকেই নিজ যোগবলে আপ্যায়িত করিতে পারিবেন। এই জল-মধুময়-দেহা চন্দ্রতনয়া উর্জ্জা দক্ষ কন্যা বরাননা স্বধা হইয়া জন্মলাভ করত আপনাদিগের পত্নী হইবেন। ৮৯—১০৫। গিরিরাজাশ্রিতা এই কোকানদী আমার রূপ দ্বারা পালিত হইবেন। ইনি কোটি তীর্থের ফল প্রদান করিবেন। আমি অদ্য হইতে এখানে নিত্য অবস্থান করিব। আমার সেই বরাহ-মূর্ত্তি দর্শনে নরগণের পাপক্ষয় এবং ভুক্তি-মুক্তি প্রাপ্তি হইবে। কোকার জলপান—মহাপাতকনাশক,জলে স্নান—পুণ্যবর্দ্ধক, তীর্থে উপবাস—স্বর্গদায়ক, দান অক্ষয় ফলোৎপাদক ও জন্ম-মৃত্যু-জরাপহারক হইবে। আপনারা মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী

তস্মিন্ কালে তু যঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণাং নির্বপিষ্যতি
প্রাগুক্তফলভাগী স ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
একাদশীং দ্বাদশীঞ্চ স্থেয়মত্র ময়া সদা॥ ১১১
যস্তত্রোপবসেদ্ধীমান্ স প্রাগুক্তফলং লভেৎ।
তদ্‌ব্রজধ্বং মহাভাগাঃ স্থানমিষ্টং যথেষ্টতঃ॥
অহমপ্যত্র বৎস্যামীত্যুক্ত্বা সোঽন্তরধীয়ত।
গতে বরাহে পিতরঃ কোকামামন্ত্র্য তে যযুঃ॥
কোকাপি তীর্থসহিতা সংস্থিতা গিরিরাজনি।
ছায়া মহীময়ী ক্রোড়ী পিণ্ডপ্রাশনবৃংহিতা॥১১৪
গর্ভমাদায় সশ্রদ্ধা বারাহস্যৈব সুন্দরী।
ততোঽস্যাঃ প্রাভবৎ পুত্রো ভৌমস্তু নরকাসুরঃ
প্রাগ্‌জ্যোতিষঞ্চ নগরমস্য দত্তঞ্চ বিষ্ণুনা॥১১৫
  এবং ময়োক্তং বরদস্য বিষ্ণোঃ
  কোকামুখে দিব্যবরাহরূপম্।
  শ্রুত্বা নরস্ত্যক্তমলো বিপাপ্মা
  দশাশ্বমেধেষ্টিফলং লভেত॥ ১১৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রাদ্ধবিধিনিরূপণমেকোনবিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৯॥

হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পাঁচ দিন এই কোকামুখে আসিয়া বাস করিবেন। সেই সময় যে জন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে, সে পূর্ব্বোক্তরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই। একাদশী ও দ্বাদশীতে আমিও সর্ব্বদা এখানে থাকিব; যে ধীমান্ মানব তখন উপবাস করিবে, সেও পূর্ব্বোক্ত ফল পাইবে, অতএব হে মহাভাগগণ! আপনারা যথেচ্ছ প্রস্থান করুন; আমিও এখানেই থাকিব। বরাহ দেব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন পিতৃগণও কোকাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কোকাও নানাতীর্থ সহ সেই গিরিবরেই রহিলেন। বরাহপত্নী ছায়ারূপিণী মহী সেই পিণ্ড ভোজন হেতু গর্ভবতী হইয়া সানন্দচিত্তে কিয়ৎকাল পরে সেই গিরিবরেই পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রই ভৌম নরকাসুর। বিষ্ণু তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রদান করেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট ভগবান বিষ্ণুর কোকামুখে বরাহরূপ-চরিত কীর্ত্তন করিলাম; ইহা শ্রবণে নর পাপহীন ও নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া দশাশ্বমেধ-জনিত ফল প্রাপ্ত হয়। ১০৬—১১৬।

একোনবিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

ভূয়ঃ প্রব্রূহি ভগবন্ শ্রাদ্ধকল্পং সুবিস্তরাৎ।
কথং ক্ক চ কদা কেষু কৈস্তদ্‌ব্রূহি তপোধন॥ ১

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ শ্রাদ্ধকল্পং সুবিস্তরাৎ।
যথা যত্র যদা যেন যৈর্দ্রব্যৈস্তদ্বদাম্যহম্॥ ২
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শ্রাদ্ধং স্ববর্ণোদিতম্
কুলধর্ম্মমনুতিষ্ঠদ্ভির্দাতব্যং মন্ত্রপূর্ব্বকম্॥ ৩
স্ত্রীভির্বর্ণাবরৈঃ শূদ্রৈর্বিপ্রাণামনুশাসনাৎ।
অমন্ত্রকং বিধিপূর্ব্বং বহ্নিযাগবিবর্জ্জিতম্॥ ৪
পুষ্করাদিষু তীর্থেষু পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।

বিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! পুনরায় শ্রাদ্ধকল্পই শুনিতে ইচ্ছা করি; উহা কি প্রকারে, কোন্ সময়ে, কোন্ স্থলে, কোন্ দ্রব্য দ্বারা কাহার কর্ত্তব্য? ইত্যাদি বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূলগণ! শ্রাদ্ধকল্প বিস্তররূপেই শ্রবণ করুন; উহা যখন, যে প্রকারে, যে স্থানে, যে দ্রব্য দ্বারা, যাহার যাহার কর্ত্তব্য, আমি তাহা বলিতেছি। কুলধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পক্ষে উহা মন্ত্রানুসারেই কর্ত্তব্য। আর ব্রাহ্মণগণের অনুশাসন অনুসারে স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণের উহা অগ্নিপাকবর্জ্জিত ও মন্ত্র ব্যতীত বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়। হে দ্বিজগণ! পুষ্করাদি তীর্থ, পুণ্য-

শিখরেষু গিরীন্দ্রাণাং পুণ্যদে শম্ভবো দ্বিজাঃ
সরিৎসু পুণ্যতোয়াসু নদেষু চ সরঃসু চ।
সঙ্গমেষু নদীনাঞ্চ সমুদ্রেষু চ সপ্তসু। ৫
স্বনুলিপ্তেষু গেহেষু স্বেষনুজ্ঞাপিতেষু চ।
দিব্যপাদপমূলেষু যজ্ঞিয়েষু হ্রদেষু চ॥ ৭
শ্রাদ্ধমেতেষু দাতব্যং বর্জ্জ্যমেতেষু চোচ্যতে।
কিরাতেষু কলিঙ্গেষু কোঙ্কণেষু কৃমিম্বপি॥ ৮
দশার্ণেষু কুমার্য্যেষু তঙ্গণেষু ক্রথেম্বপি।
সিন্ধোরুত্তরকূলেষু নর্ম্মদায়াশ্চ দক্ষিণে॥ ৯
পূর্ব্বেষু করতোয়ায়া ন দেয়ং শ্রাদ্ধমুচ্যতে।
শ্রাদ্ধং দেয়মুশন্তীহ মাসি মাস্যুড়ুপক্ষয়ে॥ ১০
পৌর্ণমাসেষু শ্রাদ্ধঞ্চ কর্ত্তব্যমৃক্ষগোচরে।
নিত্যশ্রাদ্ধমদৈবঞ্চ মনুষ্যৈঃ সহ গীয়তে॥ ১১
নৈমিত্তিকং সুরৈঃ সার্দ্ধং নিত্যং নৈমিত্তিকং স্বথ
কাম্যান্যন্যানি শ্রাদ্ধানি প্রতিসংবৎসরং দ্বিজৈঃ
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কর্ত্তব্যং জাতকর্ম্মাদিকেষু চ।
তত্র যুগ্মান্ দ্বিজানাহুর্মন্ত্রপূর্ব্বন্তু বৈ দ্বিজাঃ॥১৩
কন্যাং গতে সবিতরি দিনানি দশ পঞ্চ চ।
পূর্ব্বেণৈবেহ বিধিনা শ্রাদ্ধং তত্র বিধীয়তে॥ ১৪
প্রতিপদ্ধনলাভায় দ্বিতীয়া দ্বিপদপ্রদা।
পুত্রার্থিনী তৃতীয়া তু চতুর্থী শত্রুনাশিনী॥ ১৫
শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাং পূজ্যো ভবেন্নরঃ।
গণাধিপত্যং সপ্তম্যামষ্টম্যাং বুদ্ধিমুত্তমাম্॥ ১৬
স্ত্রিয়ো নবম্যাং প্রাপ্নোতি দশম্যাং পূর্ণকামতাম্
বেদাংস্তথাপ্নুয়াৎ সর্ব্বানেকাদশ্যাং ক্রিয়াপরঃ॥
দ্বাদশ্যাং জয়লাভঞ্চ প্রাপ্নোতি পিতৃপূজকঃ।
প্রজাবৃদ্ধিং পশুং মেধাং স্বাতন্ত্র্যং পুষ্টিমুত্তমাম্॥
দীর্ঘায়ুরথবৈশ্বর্য্যং কুর্ব্বাণস্তু ত্রয়োদশীম্।
অবাপ্নোতি ন সন্দেহঃ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥১৯
যথাসম্ভবিমান্নেন শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
যুবানঃ পিতরো যস্য মৃতাঃ শস্ত্রেণ বা হতাঃ॥
তেন কার্য্যং চতুর্দ্দশ্যাং তেষাং তৃপ্তিমভীপ্সতা।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্নমাবাস্যাং যত্নেন পুরুষঃ শুচিঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি স্বর্গং চানন্তমশ্নুতে॥ ২১

তোয়া নদী, নদ, সরোবর, নদীসঙ্গম, সপ্ত সমুদ্র, স্বীয় কিম্বা অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত পরকীয় সুলিপ্ত গৃহ, দেবাধিষ্ঠান বৃক্ষের মূল, যজ্ঞিয় স্থল ও হ্রদ,—এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কিরাত, কলিঙ্গ, কোঙ্কণ, কৃমি, দশার্ণ, কুমার্য্য, তঙ্গণ, ক্রথ, সিন্ধুনদীর উত্তর কূল, নর্ম্মদার দক্ষিণ তীর ও করতোয়ার পূর্ব্ব তীর,—এই সকল প্রদেশে শ্রাদ্ধ করিবে না। প্রতিমাসে চন্দ্রক্ষয়ে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ১—১০। নক্ষত্র বিশেষের যোগে পূর্ণিমাতেও শ্রাদ্ধ বিহিত। নিত্য শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ ও ব্রাহ্মণভোজনাদি না করিলেও দোষ হয় না। নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ আবশ্যক। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধের মধ্যে কাম্য-শ্রাদ্ধ দ্বিজগণের পক্ষে প্রতিবৎসরই করা কর্ত্তব্য। জাতকর্ম্মাদি উপলক্ষে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধও করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজগণ! বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে মন্ত্রপূর্ব্বক দুই দুইটী ব্রাহ্মণ স্থাপন প্রয়োজন। সূর্য্য কন্যারাশিস্থ হইলে পূর্ব্ব বিধান মতেই পঞ্চদশ দিবস শ্রাদ্ধ বিহিত আছে। প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে ধন-লাভ, দ্বিতীয়াতে জনলাভ, তৃতীয়াতে পুত্র-প্রাপ্তি, চতুর্থীতে শত্রুনাশ, পঞ্চমীতে শ্রীলাভ, ষষ্ঠীতে সম্মান, সপ্তমীতে আধিপত্য, অষ্টমীতে উত্তম বুদ্ধি, নবমীতে স্ত্রী, দশ-মীতে কামনা, একাদশীতে বেদজ্ঞান, দ্বাদশীতে জয়, এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে মানব সন্তানবাহুল্য, পশু, মেধা, স্বাধীনতা, উত্তমা পুষ্টি, দীর্ঘ আয়ু ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে; যথাসম্ভব অন্ন দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করিলে উক্তরূপ ফল প্রাপ্ত হয়; সন্দেহ নাই। যাহার পিতা অল্প বয়সেই শস্ত্রাঘাতে বা অন্য কোন কারণে মৃত হইয়াছে, সেই পিতার তৃপ্ত্যর্থ চতু-র্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করা বিহিত। শুচি পুরুষ অমাবস্যাতে সযত্নে শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব্বকাম-লাভান্তে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করে।

অতঃপরং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং বদতো মম।
পিতৃণাং প্রীতয়ে যত্র যদ্দেয়ং প্রীতিকারিণা।
মাসং তৃপ্তিঃ পিতৃণান্তু হবিষ্যান্নেন জায়তে ॥২২
মাসদ্বয়ং মৎস্যমাংসৈস্তৃপ্তিং যান্তি পিতামহাঃ।
ত্রীন্ মাসান্ হারিণং মাংসং বিজ্ঞেয়ং

পিতৃতৃপ্তয়ে ॥ ২৪
পুষ্ণাতি চতুরো মাসান্ শশস্য পিশিতং পিতৄন্
শাকুনং পঞ্চ বৈ মাসান্ ষণ্মাসান্ শূকরামিষম্ ॥
ছাগলং সপ্ত বৈ মাসানৈণেয়ং চাষ্টমাসকান্।
করোতি তৃপ্তিং নব বৈ রুরুমাংসং ন সংশয়ঃ
গব্যং মাংসং পিতৃতৃপ্তিং করোতি দশমাসিকীম
তথৈকাদশ মাসাংস্তু ঔরভ্রং পিতৃতৃপ্তিদম্ ॥২৭
সংবৎসরং তথা গব্যং পয়ঃ পায়সমেব চ।
বার্ধ্রীণসামিষং লৌহং কালশাকং তথা মধু ॥২৮
রোহিতামিষমন্নঞ্চ দত্তান্যাত্মকুলোদ্ভবৈঃ।
অনন্তং বৈ প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিযোগং সুতাংস্তথা
পিতৃণাং নাত্র সন্দেহো গয়াশ্রাদ্ধঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
যো দদাতি গুড়োন্মিশ্রাংস্তিলান্‌বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণি
মধু বা মধুমিশ্রং বা অক্ষয়ং সর্ব্বমেব তৎ ॥ ৩০

অপি নঃ সকুলে ভূয়াদ্‌যো নো দদ্যাৎ

জলাঞ্জলিম্।
পায়সং মধুসংযুক্তং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥ ৩১
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ
গৌরীং বাপ্যুদ্বহেৎ কন্যাং নীলং বা

বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৩২
কৃত্তিকাসু পিতৄনর্চ্চ্য স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৩
অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যে তেজস্বিতাং

লভেৎ।
শৌর্য্যমার্দ্রাসু চাপ্নোতি ক্ষেত্রাণি চ পুনর্ব্বসৌ
পুষ্যে তু ধনমক্ষয্যমাশ্লেষে চায়ুরুত্তমম্।
মঘাসু চ প্রজাং পুষ্টিং সৌভাগ্যং ফাল্গুনীষু চ
প্রধানশীলো ভবতি সাপত্যশ্চোত্তরাসু চ।
প্রযাতি শ্রেষ্ঠতাং শাস্ত্রে হস্তে শ্রাদ্ধপ্রদো নরঃ
রূপং তেজশ্চ চিত্রাসু তথাপত্যমবাপ্নুয়াৎ।
বাণিজ্যলাভদা স্বাতী বিশাখা পুত্রকামদা ॥৩৭
কুর্ব্বতাং চানুরাধাসু তা দদ্যাশ্চক্রবর্ত্তিতাম্।
আধিপত্যঞ্চ জ্যেষ্ঠাসু মূলে চারোগ্যমুত্তমম্

১১—২১। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অতঃপর পিতৃগণের প্রীত্যর্থ যাহা যে সময়ে দান করা কর্ত্তব্য, বলিতেছি শ্রবণ করুন। হবিষ্যান্ন দানে পিতৃগণের একমাস তৃপ্তি হয়; মৎস্য-মাংস দ্বারা দুই মাস, হরিণ মাংসে তিন মাস, শশক-মাংসে চারি মাস, পক্ষিমাংসে পাঁচ মাস, (বন্য) শূকর মাংসে ছয়মাস, ছাগ-মাংসে সাত মাস, এণমাংসে আট মাস, রুরুমাংসে নয় মাস, গবয় মাংসে দশমাস, ঔরভ্র মাংসে একাদশ মাস, এবং গব্য, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা পিতৃগণের একবৎসরব্যাপিনী তৃপ্তি হইয়া থাকে। বাদ্ধ্রীণসমাংস, লৌহ, কালশাক, মধু ও রোহিতমৎস্যযুক্ত অন্ন দানে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়; আর উহা দ্বারা শ্রাদ্ধকারীরও সুখবৃদ্ধি ঘটে। শ্রাদ্ধে গুড়, বা মধুমিশ্র তিল বা কেবল মধু দান করিলেও তাহার ফল অনন্ত। পিতৃ-গণ এইরূপ কামনা করেন যে,—আমাদের কুলে কি এমন সন্তান জন্মিবে যে,—আমা-দিগকে প্রতিদিবস জলাঞ্জলি দান, এবং বর্ষাকালে ও মঘা নক্ষত্রে মধুযুক্ত পায়স প্রদান করিবে? বংশের সকলেরই বহু পুত্র কামনা করা বিধেয়, কারণ তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ গয়াক্ষেত্রে গমন করে, গৌরী (অষ্টবর্ষা) কন্যা সম্প্রদান করে, কিম্বা নীলবৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে আমা-দিগের সুদীর্ঘ তৃপ্তি লাভ হইবে। ২২—৩২। কৃত্তিকানক্ষত্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে মানব স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। রোহিণীতে সন্তান, মৃগশিরাতে তেজস্বিতা, আর্দ্রায় শৌর্য্য, পুনর্ব্বসুতে ক্ষেত্র, পুষ্যায় অক্ষয় ধন, অশ্লেষায় দীর্ঘ আয়ু, মঘায় সন্তান-সন্ততি ও পুষ্টি, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনীতে প্রাধান্য ও অপত্য, হস্তায় শাস্ত্রজ্ঞান, চিত্রায় রূপ, তেজ, ও সন্তান, স্বাতীতে বাণিজ্য লাভ, বিশাখায় পুত্র, অনুরাধায় রাজত্ব, জ্যেষ্ঠায় আধিপত্য,

আষাঢ়াসু যশঃপ্রাপ্তিরুত্তরাসু বিশোকতা।
শ্রবণেন শুভাল্লোঁকান্ধনিষ্ঠাসু ধনং মহৎ ॥৩৯
বেদাবাপ্তমভিজিতি ভিষক্সিদ্ধিঞ্চ বারুণে।
অজাবিকং প্রোষ্ঠপদ্যাং বিন্দেদ্গাশ্চ তথোত্তরে ॥
রেবতীষু তথা কুপ্যমশ্বিনীষু তুরঙ্গমান।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বংস্তথাপ্নোতি ভরণীষায়ুরুত্তমম্ ॥৪১
এবং ফলমবাপ্নোতি ঋক্ষেষ্বেতেষু তত্ত্ববিৎ।
তস্মাৎ কাম্যানি শ্রাদ্ধানি দেয়ানি বিধিবদ্দ্বিজাঃ
কন্যারাশিগতে সূর্য্যে ফলমত্যন্তমিচ্ছতা।
যান্যান্ কামানভিধ্যায়ন্ কন্যারাশিগতে রবৌ
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি মনুজাস্তাংস্তান্ কামাল্লঁভন্তি তে
নান্দীমুখানাং কর্ত্তব্যং কন্যারাশিগতে রবৌ ॥
পৌর্ণমাস্যাত্ত কর্ত্তব্যং বারাহবচনং যথা।
দিব্যভৌমান্তরিক্ষাণি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥৪৫
পিণ্ডমিচ্ছন্তি পিতরঃ কন্যারাশিগতে রবৌ।
কন্যাং গতে সবিতরি যান্যহানি তু ষোড়শ ॥
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি দেবো নারায়ণোঽব্রবীৎ
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং য ইচ্ছেদ্দুর্লভং ফলম্ ॥
অপ্যম্বুশাকমূলাদ্যৈঃ পিতৄন্ কন্যাগতেঽর্চ্চয়েৎ
উত্তরাহস্তনক্ষত্রগতে তীক্ষ্মাংশুমালিনি ॥ ৪৮
যোঽর্চ্চয়েৎ স্বপিতৄন্ ভক্ত্যা তস্য বাসস্ত্রিবিষ্টপে
হস্তর্ক্ষগে দিনকরে পিতৃরাজানুশাসনাৎ ॥৪৯
তাবৎ পিতৃপুরী শূন্যা যাবদ্বৃশ্চিকদর্শনম্।
বৃশ্চিকে সমতিক্রান্তে পিতরো দৈবতৈঃ সহ ॥৫০
নিশ্বস্য প্রতিগচ্ছন্তি শাপং দত্ত্বা সুদুঃসহম্।
অষ্টকাসু চ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং মন্বন্তরাসু বৈ ॥৫১
অন্বষ্টকাসু ক্রমশো মাতৃপূর্ব্বং তদিষ্যতে।
গ্রহণে চ ব্যতীপাতে রবিচন্দ্রসমাগমে ॥ ৫২
জন্মর্ক্ষে গ্রহপীড়ায়াং শ্রাদ্ধং পার্ব্বণমুচ্যতে।
অয়নদ্বিতয়ে শ্রাদ্ধং বিষবদ্বিতয়ে তথা ॥ ৫৩
সংক্রান্তিষু চ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং বিধিবদুত্তমম্।
এষু কার্য্যং দ্বিজাঃ শ্রাদ্ধং পিণ্ডনির্ব্বাপণাদৃতে ॥

মূলায় আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢায় যশ, উত্তরাষাঢ়ায় শোকাভাব, শ্রবণায় শুভলোক, ধনিষ্ঠায় বহু ধন, অভিজিৎনক্ষত্রে বেদজ্ঞান, শতভিষায় চিকিৎসকত্ব, পূর্ব্বভাদ্রপদে ছাগাদি পশু, উত্তরভাদ্রপদে কান্তি, রেবতীতে স্বর্ণ ও রজত ব্যতীত অপর ধাতু দ্রব্য, অশ্বিনীতে তুরঙ্গ, এবং ভরণীতে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্তি হয়। হে দ্বিজগণ! এই সকল বিশেষ বিশেষ কালে ইত্যাদিরূপ বিবিধ ফল হয় বলিয়া উহাতে যথাবিধি কাম্যশ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ৩৩ ৪২। বিশেষ ফলকামী মানব, সূর্য্য কন্যারাশিস্থ হইলে শ্রাদ্ধ করিবে। তখন যে যে কামনায় শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহাই সফল হইয়া থাকে। বরাহদেব বলিয়াছেন,—সূর্য্য কন্যারাশিস্থ হইলে পূর্ণিমায় নান্দী মুখ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সূর্য্য কন্যাস্থ হইলে দিব্য, ভৌম ও অন্তরীক্ষগত স্থির চর সমস্ত পিতৃপুরুষই পিণ্ড কামনা করেন। সূর্য্য কন্যারাশিস্থ হইলে (পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত) ষোড়শ দিবস শ্রাদ্ধ করিলে ক্রতুসম ফল প্রাপ্ত হয়। দেব নারায়ণ বলিয়াছেন,—যে জন রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল কামনা করে, সে সূর্য্য কন্যাস্থ হইলে শাক-মূল জল দ্বারাও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে। সূর্য্য উত্তরফল্গুনী এবং হস্তানক্ষত্রস্থ হইলে যে জন ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের অর্চ্চনা করে, তাহার স্বর্গে বাস হয়। সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে যাইয়া যাবৎ বৃশ্চিকরাশিতে উদিত না হয়েন, তাবৎ যমরাজের আদেশে পিতৃপুরী শূন্য থাকে। ঐ সময় মধ্যে শ্রাদ্ধ না করিলে সূর্য্য বৃশ্চিকরাশিগত হইলে পিতৃগণ দেবগণসহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রাদ্ধকারীদিগকে সুদারুণ শাপ প্রদানপূর্ব্বক প্রতিগমন করেন। অষ্টকা, অন্বষ্টকা ও মন্বন্তরাতেও শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য; এই শ্রাদ্ধ মাতৃপূর্ব্বই বিধেয়। গ্রহণ, ব্যতীপাত, অমাবস্যা, জন্মনক্ষত্র, এবং গ্রহপীড়ায় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। দুই অয়ন সংক্রান্তি, দুই বিষুব সংক্রান্তি, এবং সাধারণ সংক্রান্তি মাত্রেই যথাবিধি শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য

বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং নবম্যাং কার্ত্তিকস্য চ।
শ্রাদ্ধং কার্য্যন্তু শুক্লায়াং সংক্রান্তিবিধিনা নরৈঃ॥
ত্রয়োদশ্যাং ভাদ্রপদে মাঘে চন্দ্রক্ষয়েঽহনি।
শ্রাদ্ধং কার্য্যং পায়সেন দক্ষিণায়নবচ্চ তৎ॥৫৬
যদা চ শ্রোত্রিয়োঽভ্যেতি গেহং বেদবিদগ্নিমান্
তেনৈকেন চ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং বিধিবদুত্তমম্॥ ৫৭
শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যসম্প্রাপ্তির্যদা স্যাৎ সাধুসম্মতা।
পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধং কার্য্যং তথা দ্বিজৈঃ॥
প্রতিসংবৎসরং কার্য্যং মাতাপিত্রোর্ম্মৃতেঽহনি।
পিতৃব্যস্যাপ্যপুত্রস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য চৈব হি॥৫৯
পার্ব্বণং দেবপূর্ব্বং স্যাদেকোদ্দিষ্টং সুরৈর্ব্বিনা।
দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা॥
মাতামহানামপ্যেবং সর্ব্বমূহেন কীর্ত্তিতম্।
প্রেতীভূতস্য সততং ভুবি পিণ্ডং জলং তথা॥
সলিলং সকুশং দদ্যাদ্বহির্জ্জলসমীপতঃ।
তৃতীয়েঽহ্নি চ কর্ত্তব্যং প্রেতাস্থিচয়নং দ্বিজৈঃ

দশাহে ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধো দ্বাদশাহেন ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥৬৩
মৃতকান্তে গৃহে শ্রাদ্ধমেকোদ্দিষ্টং প্রচক্ষতে।
দ্বাদশেঽহনি মাসে চ ত্রিপক্ষে চ ততঃ পরম্
মাসি মাসি চ কর্ত্তব্যং যাবৎ সংবৎসরং দ্বিজাঃ।
ততঃ পরতরং কার্য্যং সপিণ্ডীকরণং ক্রমাৎ॥৬৫
কৃতে সপিণ্ডীকরণে পার্ব্বণং প্রোচ্যতে পুনঃ।
ততঃ প্রভৃতি নির্ম্মুক্তাঃ প্রেতত্বাৎ পিতৃতাংগতাঃ
অমূর্ত্তা মূর্ত্তিমন্তশ্চ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
নান্দীমুখাস্ত্বমূর্ত্তাঃ স্যুর্মূর্ত্তিমন্তোঽথ পার্ব্বণাঃ।
একোদ্দিষ্টাশিনঃ প্রেতাঃ পিতৄণাং নির্ণয়স্ত্রিধা॥

মুনয় ঊচুঃ।

কথং সপিণ্ডীকরণং কর্ত্তব্যং দ্বিজসত্তম।
প্রেতীভূতস্য বিধিবদ্ব্রূহি নো বদতাং বর॥৬৮

ব্যাস উবাচ।

সপিণ্ডীকরণং বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং বদতো মম।
তচ্চাপি দেবরহিতমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্॥ ৬৯

হে দ্বিজগণ! এ সকলে পিণ্ডদানরহিত শ্রাদ্ধ করাই বিশেষ ফলপ্রদ।৪৩—৫৪। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া, এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে সংক্রান্তিবিধানে শ্রাদ্ধ করিবে। ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী ও মাঘমাসের অমাবস্যাতে পায়স দ্বারা দক্ষিণায়নবৎ শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। বেদবিৎ সাগ্নিক শ্রোত্রিয়, গৃহে অভ্যাগত হইলেও একমাত্র তাঁহার জন্যই শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যখন উত্তমোত্তম শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য লাভ হইবে, তখনও দ্বিজগণের পার্ব্বণ বিধানে শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। প্রতি সংবৎসর মাতা পিতা, পুত্র, পিতৃব্য, এবং ভ্রাতারও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পার্ব্বণ দেব-পূর্ব্বক এবং একোদ্দিষ্ট দেবপক্ষহীন করিবে। দেব-পক্ষে দুইটী, পিতৃপক্ষে তিনটী, অথবা উভয়ত্রই এক একটী (ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে); মাতামহ পক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ বুঝিবে। সমস্তই আমি আভাষে কীর্ত্তন করিলাম। প্রেতত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাহিরে জলসমীপে ভূতলে তিল-কুশ সহ জল ও পিণ্ড প্রদান করিবে। দ্বিজগণ তৃতীয়দিনে প্রেতের অস্থি সঞ্চয় করিবে। ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র এক মাসে অশৌচমুক্ত হয়। অশৌচান্তে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ গৃহমধ্যেই কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ দ্বাদশ দিনে, এক মাসে, ত্রিপক্ষে, এবং সংবৎসর যাবৎ প্রতি মাসেই ঐ শ্রাদ্ধ করিবে। তার পর সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণ করা হইলে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করা বিহিত। ইহার পর হইতে সেই ব্যক্তি প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। পিতৃগণ দ্বিবিধ—অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তিমান; নান্দীমুখ পিতৃগণ অমূর্ত্ত, পার্ব্বণ পিতৃগণ মূর্ত্তিমান এতদ্ভিন্ন একোদ্দিষ্ট ভোজী পিতৃগণ লইয়া সমষ্টিতে প্রেত পিতৃলোক তিন প্রকার ৫৫—৬৭। মুনিগণ কহিলেন,—হে বাগ্মিবর! প্রেতত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ কিরূপে করিতে হয়? আমাদিগকে যথাবিধি তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সপিণ্ডীকরণ

নেবাগ্নৌকরণং তত্র তচ্চাবাহনবর্জ্জিতম্।
অপসব্যঞ্চ তত্রাপি ভোজয়েদযুজো দ্বিজান্॥
বিশেষস্তত্র চান্যোঽস্তি প্রতিমাসক্রিয়াদিকঃ।
তং কথ্যমানমেকাগ্রাঃ শৃণুধ্বং মে দ্বিজোত্তমাঃ
তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্।
কুর্য্যাৎ পিতৃণাং ত্রিতয়মেকং প্রেতস্য চ দ্বিজাঃ
পাত্রত্রয়ে প্রেতপাত্রাদর্ঘ্যঞ্চৈব প্রসেচয়েৎ।
যে সমানা ইতি জপন্ পূর্ব্ববচ্ছেষমাচরেৎ॥৭৩
স্ত্রীণামপ্যেবমেব স্যাদেকোদ্দিষ্টমুদাহৃতম্।
সপিণ্ডীকরণং তাসাং পুত্রাভাবে ন বিদ্যতে॥
প্রতিসংবৎসরং কার্য্যমেকোদ্দিষ্টং নরৈঃ স্ত্রিয়াঃ
মৃতাহনি চ তৎকার্য্যং পিতৃণাং বিধিচোদিতম্॥
পুত্রাভাবে সপিণ্ডাস্তু তদভাবে সহোদরাঃ।
কুর্য্যুরেতং বিধিং সম্যক্পুত্রস্য চ সুতাঃ সুতাঃ
কুর্য্যান্মাতামহানাস্তু পুত্রিকাতনয়স্তথা।
দ্ব্যামুষ্যায়ণসংজ্ঞাস্তু মাতামহপিতামহান্॥ ৩৩

একোদ্দিষ্টও দেবপক্ষ-রহিত, এবং এক অর্ঘ্য ও এক পবিত্রযুক্ত করিতে হয়। উহাতে অগ্নৌকরণ নাই, আচ্ছাদন নাই; অপসব্য ক্রমে সকল কার্য্য বিধেয়। অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহাতে প্রতি-মাস-বিহিত কার্য্যের যে বিশেষত্ব আছে, তাহা বলিতেছি, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপ-নারা একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! পিতৃগণের তিনটী ও প্রেতের জন্য একটী, এই চারিটী তিলগন্ধজলযুক্ত পাত্র স্থাপন করিবে। "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠসহকারে প্রেত-পাত্র হইতে অর্দ্ধেক জল পিতৃপাত্রে সেচন করিতে হয়। অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের একো-দ্দিষ্টও এইরূপ। পুত্র না থাকিলে তাহাদিগের সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় না। পিতৃগণের ন্যায় বিধানানুসারে স্ত্রীদিগেরও প্রতিবৎসর মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। পুত্রাভাবে যথাক্রমে পৌত্র, প্রপৌত্র, সপিণ্ড বা সহো-দরগণ এই বিধানমত কার্য্য করিবে। দৌহিত্র-গণ এবং দ্ব্যামুষ্যায়ণসংজ্ঞক পুত্রিকাপুত্র

পূজয়েয়ুর্যথান্যায়ং শ্রাদ্ধৈর্নৈমিত্তকৈরপি।
সর্ব্বাভাবে স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ স্বভর্তৄণামমন্ত্রকম্॥৭৮
তদভাবে চ নৃপতিঃ কারয়েত্ত্বকুটুম্বিনাম্।
তজ্জাতীয়ৈর্নরৈঃ সম্যদ্দাহাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং বান্ধবো নৃপতির্যতঃ।
এতা বঃ কথিতা বিপ্রা নিত্যা নৈমিত্তিকাস্তথা
বক্ষ্যে শ্রাদ্ধাশ্রয়ামন্যাং নিত্যনৈমিত্তিকাং ক্রিয়াম্
দর্শং তত্র নিমিত্তন্তু বিদ্যাদিন্দুক্ষয়ান্বিতম্॥ ৮১
নিত্যঞ্চ নিয়তঃ কালস্তস্মিন্ কুর্য্যাদ্‌যথোদিতম্
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং পিতুর্যঃ প্রপিতামহঃ॥ ৮২
স তু লেপভুজং যাতি প্রলুপ্তঃ পিতৃপিণ্ডতঃ।
তেষাং হি যশ্চতুর্থোঽন্যঃ স তু লেপভুজো ভবেৎ॥ ৮৩
সোঽপি সম্বন্ধতো হীনমুপভোগং প্রপদ্যতে।
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ॥ ৮৪
পিণ্ডসম্বন্ধিনো হ্যেতে বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
লেপসম্বন্ধিনশ্চান্যে পিতামহপিতামহাৎ॥ ৮৫
প্রভৃত্যুক্তাস্ত্রয়স্তেষাং যজমানশ্চ সপ্তমঃ।

গণও মাতামহ ও পিতামহদিগের নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদি করিবে। অন্য অধিকারীর অভাবে স্ত্রীগণ অমন্ত্রক ঐ সকল কার্য্য করিবে। সক-লের অভাবে রাজা তজ্জাতীয় ব্যক্তি দ্বারা দাহাদি সমস্ত কার্য্য করাইবেন; যে হেতু রাজা সকল বর্ণেরই বান্ধব। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগকে শ্রাদ্ধবিষয়ক নিত্য ও নৈমিত্তিক বিধান সমস্ত বলিলাম। এক্ষণে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য কহিতেছি। ৬৮—৮০। চন্দ্রের ক্ষয়বিশিষ্ট অমাবস্যাকেই নিমিত্ত জানিবেন। নির্দ্দিষ্ট কালই নিত্য; তাহাতে যথোক্ত কার্য্য করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণের পর পিতামহের পিতামহ পিতৃপিণ্ড হইতে বঞ্চিত হইয়া লেপভুজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তদ-বধি লেপভুজ চতুর্থ পুরুষ লেপভুজত্বে হীন হইয়া থাকেন। পিতা, পিতা-মহ, প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষ পিণ্ডভাজন আর পিতামহের পিতামহাবধি তিন পুরুষ লেপভুজ, পিণ্ডদাতাকে লইয়া সপ্তম

ইত্যেষ মুনিভিঃ প্রোক্তঃ সম্বন্ধঃ সাপ্তপৌরুষঃ
যজমানাৎ প্রভৃত্যূর্দ্ধমনুলেপভুজস্তথা।
ততোঽন্যে পূর্ব্বজাঃ সর্ব্বে যে চান্যে নরকৌকসঃ
যেঽপি তির্য্যক্ত্বমাপন্না যে চ ভূতাদিসংস্থিতাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ যজমানো বৈ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্ যথাবিধি
স সমাপ্যায়তে বিপ্রা যেন যেন বদামি তৎ।
অন্নপ্রকিরণং যত্তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি॥ ৮৭
তেন তৃপ্তিমুপায়ান্তি যে পিশাচত্বমাগতাঃ।
যদম্বু স্নানবস্ত্রোত্থং ভূমৌ পততি ভো দ্বিজাঃ॥
তেন যে তরুতাং প্রাপ্তাস্তেষাং তৃপ্তিঃ প্রজায়তে।
যাস্তু গন্ধাম্বুকণিকাঃ পতন্তি ধরণীতলে॥ ৯১
তাভিরাপ্যায়নং তেষাং দেবত্বং যে কুলে গতাঃ
উদ্ধৃতেষথ পিণ্ডেষু যাশ্চাম্বুকণিকা ভুবি॥ ৯২
তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে তির্য্যক্ত্বং কুলে গতাঃ
যে চাদন্তাঃ কুলে বালাঃ ক্রিয়াযোগাদ্বহিষ্কৃতাঃ

পুরুষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ থাকে। পিণ্ডদাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তপুরুষের উর্দ্ধতন ব্যক্তিবর্গ সকলেই অনুলেপভুজ। হে বিপ্রগণ! তাঁহারা নরকবাসীই হউন, তির্য্যক্ত্ব প্রাপ্ত হউন, আর ভূতযোনিগতই হউন,—শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাঁহাদিগেরও শ্রাদ্ধ দ্বারা যেরূপে তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন, সেই বিধান বলিতেছি। মনুষ্যগণ ভূতলে যে অন্ন বিকিরণ করে, তদ্দ্বারা পিশাচত্ব প্রাপ্ত পিতৃগণ তৃপ্ত হয়েন। হে দ্বিজগণ! স্নান বস্ত্রের যে জল ভূমিতে পতিত হয়, তাহা দ্বারা যাহারা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। গন্ধজলের যে কণিকা পৃথিবীতে পতিত হয়, তদ্দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। বংশের মধ্যে যাহারা তির্য্যক্ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিণ্ড উদ্ধারকালে তাহার যে কণিকা ভূতলে পড়ে, তাহাতেই তাহাদিগের তৃপ্তি লাভ ঘটে। বংশে দন্তোৎপত্তির পূর্ব্বেই যে বালকদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তাহারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার বহির্ভূত;

বিপন্নাস্ত্বনধীকারাঃ সম্মার্জ্জিতজলাশিনঃ।
ভুক্ত্বা চাচামতাং যচ্চ যজ্জলং চাঙ্ঘ্রি শৌচজম্
ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্যত্তেন তৃপ্তিং প্রয়ান্তি বৈ
এবং যো যজমানস্য যশ্চ তেষাং দ্বিজন্মনাম্॥
কশ্চিজ্জলান্নবিক্ষেপঃ শুচিরুচ্ছিষ্ট এব বা।
তেনান্নেন কুলে তত্র যে চ যোন্যন্তরং গতাঃ॥
প্রয়ান্ত্যাপ্যায়নং বিপ্রাঃ সম্যক্শ্রাদ্ধক্রিয়বতাম্।
অন্যায়োপার্জ্জিতৈরর্থৈর্যচ্ছ্রাদ্ধং ক্রিয়তে নরৈঃ॥
তৃপ্যন্তে তে ন চাণ্ডালপুক্কসাদ্যাসু যোনিষু।
এবমাপ্যায়নং বিপ্রা বহুনামেব বান্ধবৈঃ॥ ৯৮
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বদ্ভিরত্রাম্বুবিক্ষেপৈঃ সম্প্রজায়তে।
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং নরো ভক্ত্যা শাকেনাপি যথাবিধি
কুর্ব্বীত কুর্ব্বতঃ শ্রাদ্ধং কুলে কশ্চিন্ন সীদতি॥৯৯
শ্রাদ্ধং দেয়ন্তু বিপ্রেষু সংযতেষ্বগ্নিহোত্রিষু॥১০০
অবদাতেষু বিদ্বৎসু শ্রোত্রিয়েষু বিশেষতঃ।
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ১০১
মাতাপিতৃপরশ্চৈব স্বস্রীয়ঃ সামবেদবিৎ।

উহারা সম্মার্জ্জন-জল-মাত্রের প্রত্যাশী; ব্রাহ্মণগণের ভোজনান্তে আচমনকালে এবং পাদপ্রক্ষালন সময়ে যে জল পতিত হয়, তাহা দ্বারাই উহারা তৃপ্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! এইরূপ যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়াবান্ যজমানের ও শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণের শুচি বা অশুচি যে কোনরূপ যে কিছু জলান্ন প্রক্ষেপ, তদ্দ্বারা বংশের যাহারা অন্যান্য যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আপ্যায়িত হয়। অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে বংশের যাহারা চাণ্ডাল পুক্কশাদি নীচ-যোনিতে জন্মিয়াছেন, তাহাদিগের তৃপ্তি হইয়া থাকে। অতএব নর, ভক্তিসহকারে শাক দ্বারাও যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে; শ্রাদ্ধ করিলে কুলের কেহই অবসন্ন হয় না।৮১—৯৯। জিতেন্দ্রিয়, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণে,—বিশেষতঃ বিশুদ্ধ বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় জনে শ্রাদ্ধ দান করা বিধেয়। ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধ, ত্রিসুপর্ণ ষড়ঙ্গবিদ

ঋত্বিক্‌ পুরোহিতাচার্য্যমুপাধ্যায়ঞ্চ ভোজয়েৎ॥
মাতুলঃ শ্বশুরঃ শ্যালঃ সম্বন্ধী দ্রোণপাঠকঃ।
মণ্ডলব্রাহ্মণো যস্তু পুরাণার্থবিশারদঃ॥ ১০৩
অকল্পঃ কল্পসন্তুষ্টঃ প্রতিগ্রহবিবর্জিতঃ।
এতে শ্রাদ্ধে নিয়োক্তব্যা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ
নিমন্ত্রয়েত পূর্ব্বেদ্যুঃ পূর্ব্বোক্তান্ দ্বিজসত্তমান্।
দৈবে নিয়োগে পিত্র্যে চ তাংস্তথৈবোপকল্পয়েৎ
তৈশ্চ সংযমিভির্ভাব্যং যস্তু শ্রাদ্ধং করিষ্যতি।
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ মৈথুনং যোহধিগচ্ছতি
পিতরস্তস্য বৈ মাসং তস্মিন্ রেতসি শেরতে
গত্বা চ যোষিতং শ্রাদ্ধে যো ভুঙ্‌ক্তে যস্তু গচ্ছতি॥ ১০৭
রেতোমূত্রকৃতাহারাস্তং মাসং পিতরস্তয়োঃ।
তস্মাত্তু প্রথমং কার্য্যং প্রাজ্ঞেনোপনিমন্ত্রণম্॥
অপ্রাপ্তৌ তদ্দিনেবাপি বর্জ্জ্যা যোষিৎপ্রসঙ্গিনঃ
ভিক্ষার্থমাগতাংশ্চাপি কালেন সংযতানযতীন্॥
ভোজয়েৎপ্রণিপাতাদ্যৈঃ প্রসাদ্য যতমানসঃ।
যোগিনশ্চ তথা শ্রাদ্ধে ভোজনীয়া বিপশ্চিতা॥
যোগাধারা হি পিতরস্তস্মাত্তান্ পূজয়েৎ সদা।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি একো যোগী ভবেদ্‌যদি॥
যজমানঞ্চ ভোক্তৄংশ্চ নৌরিবাম্ভসি তারয়েৎ।
পিতৃগাথা তথৈবাত্র গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যা গীতা পিতৃভিঃপূর্ব্বমৈলস্যাসীন্মহীপতেঃ॥ ১১২
কদা নঃ সন্ততাবগ্র্যঃ কস্যচিদ্ভবিতা সুতঃ॥
যো যোগিভুক্তশেষান্নো ভুবি পিণ্ডান্ প্রদাস্যতি
গয়ায়ামথবা পিণ্ডং খড়্গমাংসং তথা হবিঃ॥
কালশাকং তিলাজ্যঞ্চ তৃপ্তয়ে কৃসরঞ্চ নঃ।
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ খড়্গমাংসং পরং হবিঃ॥
বিষাণবর্জ্জং শিরসা আ পাদাদাশিষামহে।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং ত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ যথাবিধি॥
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং পায়সং দক্ষিণায়নে।

পিতৃ-মাতৃ-সেবাপরায়ণ, ভাগিনেয়, সামবেদ-বিদ্, ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, উপাধ্যায়, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, কুটুম্ব, দ্রোণপাঠক, মণ্ডলব্রাহ্মণ, পুরাণার্থজ্ঞ, ভোজ্যহীন, ভোজ্য-লাভে সন্তুষ্ট, প্রতিগ্রহবর্জ্জিত এবং পঙ্‌ক্তি-পাবন ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা বিহিত। এই দ্বিজসত্তমগণকে দেব এবং পিতৃকার্য্যার্থ পূর্ব্ব দিবসে নিমন্ত্রণ করিবে, তাঁহারাও শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন বলিয়া সংযমী থাকিবেন। শ্রাদ্ধ দান ও শ্রাদ্ধ ভক্ষণ করিয়া যে ব্যক্তি মৈথুন করে, তাহার পিতৃগণ সেই রেতোমধ্যে একমাস কাল নিমজ্জিত থাকেন। স্ত্রীসঙ্গ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, বা শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ একমাস কাল রেতোমূত্র ভোজন করিয়া থাকেন। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিনেই নিমন্ত্রণ করিবেন। যদি পূর্ব্ব দিনে নিমন্ত্রণ করা না হয়, তবে স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করিবেন। শ্রাদ্ধকালে ভিক্ষার্থ-সমাগত যতিদিগকেও সংযত-চিত্তে প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসাদিত করিয়া ভোজন করাইবে। পিতৃগণ যোগাধার, এ নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যোগীদিগকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেন। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও একটী যোগী প্রধান, অতএব তাঁহাকে ভোজন করাইলে তিনি জলমধ্যস্থ নৌকার ন্যায় শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদীয় পিতৃগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঐলভূপতি সমীপে পিতৃগণ যে গাথা গান করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম-বাদীরা শ্রাদ্ধকালে সেই পিতৃগাথাও গান করিয়া থাকেন। ১০০—১১২। সেই গাথা যথা—"আমাদিগের কাহার কোন্ কালে এমন এক সংযত ও অব্যগ্র সন্তান জন্মিবে, যে সন্তান যোগিজনের ভুক্তশেষান্ন দ্বারা ভূতলে আমাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবে? অথবা আমাদিগের তৃপ্ত্যর্থ গয়ায় পিণ্ড-দান, গণ্ডার মাংস, হবি, কাল শাক, তিলমিশ্রিত ঘৃত, কিম্বা কৃসর দান করিবে। বৈশ্বদেব, সৌম্য খড়্গমাংস ও উত্তম হবি যদি দান করে, তবে সেই গর্ব্ব-রহিত ব্যক্তিকে আমরা আপাদমস্তকে আশীর্ব্বাদ করি। কোন্ জন আমাদিগকে

তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বপিতৄন্ বিধিবন্নরঃ ॥
কামানভীপ্সন্ সকলান্ পাপাদাত্মবিমোচনম্।
বসূন্রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্নক্ষত্রগ্রহতারকাঃ ॥১১৮
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং
সুখানি চ ॥ ১১৯
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ
তথাপরাহ্ণঃ পূর্ব্বাহ্ণাৎ পিতৄণামতিরিচ্যতে ॥
সম্পূজ্য স্বাগতেনৈতান্ সদনেহভ্যাগতান্
দ্বিজান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥ ১২১
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন সন্তোজ্য চ দ্বিজোত্তমান্
বিসর্জ্জয়েৎপ্রিয়াণ্যুক্ত্বা প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ ॥
আদ্বারমনুগচ্ছেচ্চ আগচ্ছেদনুমোদিতঃ।
ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ভোজয়েচ্চ তথাতিথীন্
নিত্যক্রিয়াংপিতৄণাংপ্রাক্ কেচিদিচ্ছন্তি সত্তমাঃ
ন পিতৄণাং তথৈবান্যে শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ ॥
পৃথক্তেন বদন্ত্যন্যে কেচিৎ পূর্ব্বঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
ততস্তদন্নং ভুঞ্জীত সহ ভৃত্যাদিভির্নরঃ ॥ ১২৫
এবং কুর্বীত ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং পিত্র্যং সমাহিতঃ।
যথা চ বিপ্রমুখ্যাণাং পরিতোষোহভিজায়তে
ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি বর্জনীয়ান্দ্বিজাধমান্।
মিত্রধ্রুক্কুনখী ক্লীবঃ ক্ষয়ী শুক্লী বণিক্পথঃ ॥
শ্যাবদন্তোহথ খল্বাটঃ কাণোহন্ধো বধিরো জড়ঃ
মূকঃ পঙ্গুঃ কুণিঃ ষণ্ঢো দুশ্চর্ম্মা ব্যঙ্গকেকরৌ ॥
কুষ্ঠী রক্তেক্ষণঃ কুব্জো বামনো বিকটোঽলসঃ
মিত্রশত্রুর্দুষ্কুলীনঃ পশুপালো নিরাকৃতিঃ ॥১২৯
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা পরিবেদনিকাসুতঃ।
বৃষলীপতিস্তৎসুতশ্চ ন ভবেচ্ছ্রাদ্ধভুগ্দ্বিজঃ ॥
বৃষলীপুত্রসংস্কর্ত্তা অনূঢ়ো দিধিষূপতিঃ।
ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতশ্চ যঃ ॥১৩১

ত্রয়োদশীতে ও মঘাতে যথাবিধি শ্রাদ্ধ দান করিবে? কোন্ বংশধর দক্ষিণায়নে আমাদিগকে মধুঘৃতযুক্ত পায়স দান করিবে?' অতএব নর সর্ব্বকামনা পূরণার্থ ভক্তিসহকারে পিতৃগণকে আত্ম-পাপবিনাশক শ্রাদ্ধ দান করিবে। মনুষ্যদিগের পিতৃগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা তর্পিত হইলে বসু, রুদ্র, আদিত্য, নক্ষত্র, গ্রহ, তারা,—সকলেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধতৃপ্ত পিতৃগণ আয়ু, সন্ততি. ধন, বিদ্যা, সুখ, রাজ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্তও দান করেন। পিতৃকার্য্যে পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণ প্রশস্ত। শ্রাদ্ধকর্ত্তা পবিত্রপাণি হইয়া নিজ গৃহাগত কৃতাচমন ব্রাহ্মণগণকে স্বাগতাদি প্রশ্ন সহকারে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইবেন। যথাবিধি শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া প্রিয়বাক্য ও সভক্তি প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় দিবেন। তার পর নিত্যক্রিয়া করিবেন এবং অতিথিগণকে ভোজন করাইবেন। কোন কোন মুনিসত্তম পিতৃক্রিয়ার পূর্ব্বেই নিত্য ক্রিয়া করিতে চাহেন, অপরে ওরূপ ইচ্ছা করেন না; পরন্তু অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি পিতৃক্রিয়ার পর করিতে বিধান দিয়া থাকেন। ফলতঃ নিত্যক্রিয়াগুলি কেহ পিতৃক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং কেহ পরেই বিধান করিয়াছেন। নরগণ তার পর ভৃত্যাদি পরিজনসহ শেষ অন্ন ভোজন করিবেন।১১৩—১২৫। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি যাহাতে ব্রাহ্মণগণের পরিতোষ সহকারে ভোজন হয়, এমন ভাবে যথাবিধি সমাহিতচিত্তে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। এক্ষণে শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় দ্বিজাধমদিগের উল্লেখ করিতেছি। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, ক্ষয়রোগী, শ্বেতরোগী, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, শ্যাবদন্ত, খালিত্য-যুক্ত, কাণ, অন্ধ, বধির, জড়, মূক, কেকর, ক্লৈব্যভাব প্রাপ্ত, দুশ্চর্ম্মা, বিকলাঙ্গ, কেশরবৎ দীর্ঘ রোমশালী, কুষ্ঠী, রক্তনেত্র, কুব্জ, বামন, বিকটাকার, অলস, মিত্রের শত্রু, দুষ্কুলজাত, পশুপালক, কদাকার, পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, পরিবেদনিকা-পুত্র, বৃষলীপতি এবং বৃষলীপতির পুত্র, ইহারা শ্রাদ্ধ ভোজনে যোগ্য নহে। আর

স্বৃতকান্নোপজীবী চ মৃগয়ুঃ সোমবিক্রয়ী।
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ পতিতো বার্দ্ধুষিঃ শঠঃ॥
পিশুনো বেদসন্ত্যাগী দানাগ্নিত্যাগনিষ্ঠুরঃ।
রাজ্ঞঃ পুরোহিতো ভৃত্যো বিদ্যাহীনোঽথ মৎসরী॥ ১৩৩
বৃদ্ধদ্বিড় দুর্দ্দমঃ ক্রূরো মূঢ়ো দেবলকস্তথা।
নক্ষত্রস্থচকশ্চৈব পর্ব্বকারশ্চ গর্হিতঃ॥ ১৩৪
অযাজ্যযাজকঃ ষণ্ডো গর্হিতা যে চ যেঽধমাঃ।
ন তে শ্রাদ্ধে নিয়োক্তব্যা দৃষ্টামী পঙ্ক্তিদূষকাঃ
অসতাং প্রগ্রহো যত্র সতাং চৈবাবমাননা।
দণ্ডো দেবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পততি দারুণঃ॥ ১৩৬
হিত্বাগমং সুবিহিতং বালিশং যস্তু ভোজয়েৎ।
আদিধর্ম্মং সমুৎসৃজ্য দাতা তত্র বিনশ্যতি॥
যস্ত্বাশ্রিতং দ্বিজং ত্যক্ত্বা অন্যমানীয় ভোজয়েৎ
তন্নিঃশ্বাসাগ্নিনির্দগ্ধস্তত্র দাতা বিনশ্যতি॥ ১৩৭
বস্ত্রাভাবে ক্রিয়া নাস্তি যজ্ঞা বেদাস্তপাংসি চ।
তস্মাদ্বাসাংসি দেয়ানি শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ॥

বৃষলীপুত্রের সংস্কারকর্ত্তা অবিবাহিত, পুনর্ভূপতি, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপিত, স্বৃতকান্নজীবী, মৃগজীবী, সোমবিক্রয়ী, সমাজ-নিন্দিত, চৌর, পতিত, বৃদ্ধিজীবী, শঠ, পিশুন, বেদত্যাগী, দানত্যাগী, অগ্নিত্যাগী, নিষ্ঠুর, রাজপুরোহিত, ভৃত্য, বিদ্যাহীন, মৎসর, বৃদ্ধদ্বেষী, দুরন্ত, ক্রূর, মূঢ়, দেবল, নক্ষত্রস্থচক, পর্ব্বকার, গর্হিত. অযাজ্যযাজী, এবং অন্যান্য অধম ব্রাহ্মণগণ পংক্তিদূষক, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। যে স্থলে অসতের সম্মান ও সতের অপমান হয়, তথায় সদ্যই দৈবকৃত দারুণ দণ্ড পতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মূর্খকে ভোজন ভোজন করায়, সেই দাতা পূর্ব্বধর্ম্মহীন হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।১২৬—১৩৭। যে ব্যক্তি আশ্রিত দ্বিজকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে ভোজন করায়, সেই দাতা আশ্রিতের নিঃশ্বাসাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। তাহার যজ্ঞ, বেদ ও তপস্যা প্রভৃতি কোন কার্য্যই

কৌশেয়ং ক্ষৌমকার্পাসং দুকূলমহতং তথা।
শ্রাদ্ধে ত্বেতানি যো দদ্যাৎ কামানাপ্নোতি চোত্তমান্॥ ১৪০
যথা গোষু প্রভূতাসু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথান্নং তত্র বিপ্রাণাং জন্তুর্যত্রাবতিষ্ঠতে॥ ১৪১
নামগোত্রঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ দত্তমন্নং নযন্তি তে।
অপি যে নিধনং প্রাপ্তাস্তৃপ্তিস্তানুপতিষ্ঠতে॥
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥১৪৩
আদ্যাবসানে শ্রাদ্ধস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা জপেত্তদা।
পিণ্ডনির্বপণে বাপি জপেদেবং সমাহিতঃ॥১৪৬
ক্ষিপ্রমায়ান্তি পিতরো রাক্ষসাঃ প্রদ্রবন্তি চ।
প্রীয়ন্তে ত্রিষু লোকেষু মন্ত্রোঽয়ং তারয়ত্যুত॥
ক্ষৌমসূত্রং নবং দদ্যাচ্ছাণং কার্পাসিকং তথা।
পত্রোর্ণং পট্টসূত্রঞ্চ কৌশেয়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥১৪৮

সিদ্ধ হয় না; সুতরাং সকল কার্য্যেই বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে বস্ত্র দান করা বিধেয়। নূতন কৌশেয়, ক্ষৌম, কার্পাস ও দুকূল,—শ্রাদ্ধে এই সকল দান করিলে উত্তম কামনা লাভ হয়। প্রভূত গাভীর মধ্যেও বৎস যেমন তদীয় মাতাকে চিনিয়া লয়, তেমনি জীব যেখানে থাকুক, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণমুখে প্রদত্ত অন্ন তাহার সমীপে উপগত হয়। মৃত ব্যক্তিগণের নিকট নাম গোত্রাদি উল্লেখে প্রদত্ত অন্নই যে উপস্থিত হয়, তাহা নহে, পরন্তু তজ্জনিত তৃপ্তিই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয়। পিতৃগণের শ্রাদ্ধকালে প্রথম বিশ্রাম সময়ে (আসন দানান্তে) এবং পিণ্ডদান সময়ে "দেবতা ও মহাযোগী পিতৃগণকে নমস্কার; স্বাহা ও স্বধাকেও নমস্কার; তাহারা নিত্য এখানে সন্নিহিত হউন।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। এই মন্ত্র পাঠে রাক্ষসেরা পলায়ন করে, পিতৃগণ ত্বরায় আগমন করেন, এবং প্রীত হইয়া থাকেন। উহা দাতাকেও পরিত্রাণ করিয়া থাকে। নূতন ক্ষৌম, শণনির্ম্মিত, কার্পাসজ, এবং পত্র ও ঊর্ণামিশ্রিত পট্টসূত্র দান করিবে; কৌশয় বস্ত্র

বর্জ্জয়েচ্ছাদশং প্রাজ্ঞো যত্নপ্যব্যাহতং ভবেৎ।
ন প্রীণয়ন্ত্যেতানি দাতুশ্চাপ্যনয়ো ভবেৎ ॥
ন নিবেদ্যো ভবেৎ পিণ্ডঃ পিতৃণাং যস্য জীবতি
ইষ্টেনান্নেন ভক্ষ্যেণ ভোজয়েত্তং যথাবিধি।
পিণ্ডমগ্নৌ সদা দদ্যাদ্ভোগার্থী সততং নরঃ।
পত্ন্যৈ দদ্যাৎ প্রজার্থী চ মধ্যমং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥
উত্তমাং দ্যুতিমিচ্ছন পিণ্ডং গোষু প্রযচ্ছতি।
প্রজ্ঞাঞ্চৈব যশঃ কীর্ত্তিমপ্সু চৈব নিবেদয়েৎ ॥
প্রার্থয়ন দীর্ঘমায়ুশ্চ বায়সেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
কুমারশালামিচ্ছনকুক্কুটেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥১৫১
একে বিপ্রাঃ পুনঃ প্রাহুঃ পিণ্ডোদ্ধরণমগ্রতঃ।
অনুজ্ঞাতস্তু বিপ্রৈস্তৈঃ কামমুদ্ধ্রিয়তামিতি ॥
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং তথা কার্য্যং যথোক্তমৃষিভিঃ পুরা
অন্যথা তু ভবেদ্দোষঃ পিতৄণাং নোপতিষ্ঠতি ॥
যবৈর্ব্রীহিতিলৈর্মাষৈর্গোধূমৈশ্চণকৈস্তথা।

সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্ মুদ্গৈঃ শ্যামাকৈঃ সর্ষপদ্রবৈঃ
নীবারৈর্হস্তিশ্যামাকৈঃ প্রিয়ঙ্গুভিস্তথার্চ্চয়েৎ।
প্রসাতিকাং সতিলকাং দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে বিচক্ষণঃ ॥
আম্রমাম্রাতকং বিল্বং দাড়িমং বীজপূরকম্।
প্রাচীনামলকং ক্ষীরং নারীকেলং পরূষকম্ ॥
নারঙ্গঞ্চ সখর্জ্জুরং দ্রাক্ষানীলকপিত্থকম্।
পটোলঞ্চ প্রিয়ালঞ্চ কর্কন্ধুবদরাণি চ ॥ ১৫৭
বিকঙ্কত বৎসকঞ্চ কর্কারুর্ব্বারুকানপি।
এতানি ফলজাতানি শ্রাদ্ধে দেয়ানি যত্নতঃ ॥
গুড়শর্করমৎস্যণ্ডী দেয়ং ফাণিতমুর্ম্মুরম্।
গবাং পয়ো দধি ঘৃতং তৈলঞ্চ তিলসম্ভবম্ ॥
সৈন্ধবং সাগরোত্থঞ্চ লবণং সারসং তথা।
নিবেদয়েচ্ছুচীন গন্ধাংশ্চন্দনাগুরুকুঙ্কুমান ॥১৬০
কালশাক তণ্ডুলীয়ং বাস্তুকং মূলকং তথা।
শাকমারণ্যকঞ্চাপি দদ্যাৎ পুষ্পাণ্যমূনি চ ॥
জাতিচম্পকলোধ্রাশ্চ মল্লিকাবাণবর্ব্বরী।
বৃন্তাশোকাটরূষঞ্চ তুলসী তিলকং তথা ॥১৬১
পাবন্তীং শতপত্রাঞ্চ গন্ধশেফালিকামপি।
কুব্জকং তগরঞ্চৈব মৃগমারণ্যকেতকীম্ ॥ ১৬৩

বর্জ্জন করিবে। এতদ্ভিন্ন দশাহীন বস্ত্রও বর্জ্জনীয়। উহা পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ হয় না, দাতারও অনিষ্ট উৎপাদন করে। পিতৃগণের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে তাঁহাকে পিণ্ড দান করিবে না, পরন্তু তাঁহাকে উত্তমরূপে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইবে। ভোগার্থী মানব সতত অগ্নিতে পিণ্ড দান করিবে। সন্তানকাম ব্যক্তি মধ্যম পিণ্টী সমন্ত্রক পত্নীকে দিবে। উত্তম কান্তি কামনায় গোগণকে পিণ্ড প্রদান করিবে, এবং প্রজ্ঞা, যশ, ও কীর্ত্তি কামনায় জলে পিণ্ড প্রদান করিবে। গৃহ পুত্রাদি কামনায় কুক্কুটগণকে পিণ্ড দিবে। কোন কোন বিপ্র বলেন যে,—পিণ্ডোদ্ধারের পূর্ব্বে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে, এবং বিপ্রগণ কর্তৃক "উদ্ধার কর" এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া পিণ্ডোদ্ধার করিবে। ফলতঃ পূর্ব্বতন ঋষিগণ যেমন যেমন বিধান করিয়াছেন, তদনুরূপই শ্রাদ্ধ করা উচিত। নচেৎ উহা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধক হয় না, অধিকন্তু দোষোৎপাদক হইয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি যব, ব্রীহি, তিল, মাষ, গোধূম, চণক, মুদ্গ,

শ্যামাক, নীবার, হস্তিশ্যামাক, প্রিয়ঙ্গু, প্রসান্তিকা, ও তিলক প্রভৃতি দ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করিবে। আম্র, আম্রাতক, বিল্ব, দাড়িম, বীজপূর, প্রাচীনামলক, ক্ষীরক, নারিকেল, পরূষ, নারঙ্গ, খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, নীল কপিত্থ, পটোল, প্রিয়াল, কর্কন্ধু, বদর, বিকঙ্কত, বৎসক, ফুটী,—শ্রাদ্ধে সযত্নে এই সকল ফল দান করিবে। ১৩৮—১৫৮। গুড়, শর্করা, মৎস্যণ্ডী, ফাণিত, মুর্ম্মুর, গব্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তিলতৈল, সর্ষপতৈল, সৈন্ধব, সামুদ্রলবণ, সারসলবণ, পবিত্র গন্ধ, চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কালশাক, তণ্ডুলীয়, বাস্তুক, মূলক ও আরণ্যশাক প্রদান করিবে। হে দ্বিজগণ। জাতি, চম্পক, লোধ্র, মল্লিকা, বাণ, বর্ব্বরী, বৃন্ত, অশোক, অটরূষক, তুলসী, তিলক, পাবন্তী, দূর্ব্বা, গন্ধ, শেফালিকা, কুব্জক, তগর, মৃগ, আরণ্য কেতকী,

যূথিকামতিমুক্তঞ্চ শ্রাদ্ধযোগ্যানি ভো দ্বিজাঃ।
কমলং কুমুদং পদ্মং পুণ্ডরীকঞ্চ যত্নতঃ ॥ ১৬৪
ইন্দীবরং কোকনদং কহ্লারঞ্চ নিযোজয়েৎ।
কুষ্ঠং মাংসী বালকঞ্চ কুক্কুটী জাতিপত্রকম্ ॥১৬৫
নলিকোশীরমুস্তঞ্চ গ্রন্থিপর্ণী চ সুন্দরী।
পুনরপ্যেবমাদীনি গন্ধযোগ্যানি চক্ষতে ॥ ১৬৬
গুগ্গুলং চন্দনঞ্চৈব শ্রীবাসমগুরুং তথা।
ধূপানি পিতৃযোগ্যানি ঋষিগুগ্গুলমেব চ।
রাজমাষাংশ্চ চণকান্মসূরান্ কোরদূষকান্।
বিপ্রুষান্ মর্কটাংশ্চৈব কোদ্রবাংশ্চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥
মাহিষং চামরং মার্গমাবিকৈকশফোদ্ভবম্।
স্ত্রৈণমৌষ্ট্রমাবিকঞ্চ দধি ক্ষীরং ঘৃতং ত্যজেৎ ॥
তালং বরুণকাকোলৌ বহুপত্রার্জ্জুনীফলম্।
জম্বীরং রক্তবিল্বঞ্চ শালস্যাপি ফলং ত্যজেৎ ॥
মৎস্যশূকরকূর্ম্মাশ্চ গাবো বর্জ্জ্যা বিশেষতঃ।
পূতিকং মৃগনাভিঞ্চ রোচনাং পদ্মচন্দনম্ ॥ ১৭১
কালেয়কং তুগ্রগন্ধং তুরুষ্কঞ্চাপি বর্জ্জয়েৎ।
পালঙ্কঞ্চ কুমারীঞ্চ কিরাতং পিণ্ডমূলকম্ ॥১৭২
গৃঞ্জনং চুক্রিকাং চুক্রং বরুণাং চণপত্রিকাম্।
জীবঞ্চ শতপুষ্পাঞ্চ নালিকাং গন্ধশূকরম্ ॥ ১৭৩
হলভৃত্যং সর্ষপঞ্চ পলাণ্ডুং লশুনং ত্যজেৎ।
মানকন্দং বিষকন্দং বজ্রকন্দং গদাস্থিতম্ ॥ ১৭৪
পুরুষাহ্বং সপিণ্ডালুং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্জয়েৎ।
অলাবুং তিক্তপর্ণাঞ্চ কুষ্মাণ্ডং কটুকত্রয়ম্ ॥ ১৭৫
বার্ত্তাকং শিবজাতঞ্চ লোমশানি বটানি চ।
কালীয়ং রক্তবাণাঞ্চ বলাকা লকুচং তথা।
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্জ্যানি বিভীতকফলং তথা ॥ ১৭৬
আরনালঞ্চ শুক্তঞ্চ শীর্ণং পর্য্যুষিতং তথা ॥১৭৭
নোগ্রগন্ধঞ্চ দাতব্যং কোবিদারকশিগ্রুকৌ।
অত্যম্লং পিচ্ছিলং সূক্ষ্মং যাতযামঞ্চ সত্তমাঃ ॥
ন চ দেয়ং গতরসং মদ্যগন্ধঞ্চ যত্নবেৎ।
হিঙ্গুগ্রগন্ধং ফণিশং ভূনিম্বং নিম্বরাজিকে ॥১৭৯
কুস্তুম্বুরুং কলিঙ্গোত্থং বর্জ্জয়েদম্লবেতসম্।
দাড়িমং মাগধীঞ্চৈব নাগরার্দ্রকতিন্তিড়ীঃ ॥১৮০
আম্রাতকং জীবকঞ্চ তুম্বুরুঞ্চ নিযোজয়েৎ।
পায়সং শাল্মলীমুদ্গাম্মোদকাদীংশ্চ ভক্তিতঃ ॥

যূথিকা, ও অতিমুক্তক প্রভৃতি পুষ্প শ্রাদ্ধযোগ্য। কমল, কুমুদ, পদ্ম, শ্বেতপদ্ম, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, ও কহ্লার পুষ্পও শ্রাদ্ধে দান করা উচিত। কুড়, জটামাংসী, বালা, কুক্কুটী, জাতিপত্র, নালিকা, উশীর, মুস্তক, গ্রন্থিপর্ণী, সুন্দরী প্রভৃতি এবং গন্ধযোগ্য গুগ্গুলু, চন্দন, শ্রীবাস, অগুরু, ধূপ, ও ঋষিগুগ্গুলু প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাজমাষ, চণক, মসূর, কোরদূষক, বিপ্রুষ, মর্কট, ও কোদ্রব,—এসকল শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। মহিষ, চমরী, মৃগ, মেষ, একশফ পশু, স্ত্রীলোক, উষ্ট্র, অজা,—এ সকলের দুগ্ধ, দধি, ঘৃতাদি, শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে। তাল, বরুণ, কাকোল, বহুপত্র, অর্জ্জুনীফল, জম্বীর, রক্ত বিল্ব, ও শালফল শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। মৎস্য, শূকর, কূর্ম্ম এবং গোমাংস বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিবে। পূতিকা, মৃগনাভি, রোচনা, পদ্মচন্দন, কালেয়ক, উগ্রগন্ধ, তুরুস্ক, এ সকলও বর্জ্জন করিবে। পালং, ঘৃতকুমারী, কিরাত, পিণ্ডমূলক, গৃঞ্জন, চুক্রিকা, চুক্র, বরুণা, চণ-পত্রিকা, জীব, শতপুষ্পা, নালিকা, শূকরগন্ধা, হলভৃত্য, সর্ষপ, পলাণ্ডু, লশুন, মানকন্দ, বিষকন্দ, গদাস্থিক, পুরুষাহ্ব, পিণ্ডালু, অলাবু, তিক্তপর্ণা, কুষ্মাণ্ড, ত্রিকটু, বার্ত্তাকু, শিবজাত, লোমশ বট, কালীয়, রক্তবাণ, বলাকা, লকুচ, বিভীতক ফল, এ সকল পরিবর্জ্জন আবশ্যক।১৫৯—১৭৬। আরনাল, শুক্ত, শীর্ণ, পর্য্যুষিত, কোবিদার, শিগ্রু, এবং উগ্রগন্ধদ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করা উচিত নহে। অত্যম্ল, পিচ্ছিল, গতরস বা সূক্ষ্ম দ্রব্যও বর্জ্জনীয়। যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবার পর একপ্রহর অতীত হইয়াছে এবং যাহা মদ্যগন্ধযুক্ত, তাহাও শ্রাদ্ধে দিবে না। ইক্ষু, উগ্রগন্ধ, কণিশ, ভূনিম্ব, নিম্ব, রাজিকা, কলিঙ্গোত্থ, কুস্তুম্বুরু, অম্লবেতস, দাড়িম, মাগধী, নাগর, আর্দ্রক, তিন্তিড়ী, আম্রাতক, জীবক, তম্বুরু—এ সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। পায়স, শাল্মলী, মুদ্গ,

পানকঞ্চ রসালঞ্চ গোক্ষীরঞ্চ নিবেদয়েৎ।
যানি চাভ্যবহার্য্যাণি স্বাদুস্নিগ্ধানি ভো দ্বিজাঃ॥
ঈষদম্লকটূন্যেব দেয়ানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অত্যম্লং চাতিলবণমতিরিক্তকটূনি চ॥ ১৮৩
আসুরাণীহ ভোজ্যানি তান্যতো দূরতস্ত্যজেৎ
মৃষ্টস্নিগ্ধানি যানি স্যুরীষৎকটুম্লকানি চ॥
স্বাদূনি দেবভোজ্যানি তানি শ্রাদ্ধে নিযোজয়েৎ
ছাগমাংসং বার্ত্তিকঞ্চ তৈত্তিরং শশকামিষম্॥
শিবালাবকরাজীবমাংসং শ্রাদ্ধে নিযোজয়েৎ।
বার্ধ্রীণসং রক্তশিবং লোহং শল্কসমন্বিতম্॥ ১৮৬
সিংহতুণ্ডঞ্চ খড়্গঞ্চ শ্রাদ্ধে যোজ্যং তথোচ্যতে
যদপ্যুক্তং হি মনুনা রোহিতং প্রতিযোজয়েৎ॥
যোক্তব্যং হব্যকব্যেষু কাপিলং ন নিযোজয়েৎ
এবমুক্তং ময়া বিপ্রা বারাহেণাবলোকিতম্॥
ময়া নিষিদ্ধং ভুঞ্জানো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
এতানি চ নিষিদ্ধানি বারাহেণ তপোধনাঃ॥

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং ন দেয়ানি পিতৃষ্বপি
রোহিতং শূকরং কূর্ম্মং গোধাং হংসঞ্চ বর্জ্জয়েৎ
চক্রবাকঞ্চ মদ্গুঞ্চ শল্কহীনাংশ্চ মৎস্যকান্।
কুররঞ্চ নিরস্থিঞ্চ বাসহাতঞ্চ কুক্কুটান্॥ ১৯০
কলবিঙ্কময়ূরাংশ্চ ভারদ্বাজাংশ্চ শার্ঙ্গকান্।
নকুলোলুকমার্জ্জারাংল্লোপানন্যান্ সুদুগ্রহান্॥
টিট্টিভান্সার্দ্ধজম্বুকান্ ব্যাঘ্রঋক্ষতরক্ষুকান্।
এতানন্যাংশ্চ সন্দুষ্টান্যো ভক্ষয়তি দুর্ম্মতিঃ॥
স মহাপাপকারী তু রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
পিতৃন্দেবতাংশ্চ যো দদ্যাৎ পাপাত্মা গর্হিতামিষান্
স স্বর্গস্থানপি পিতৃন্নরকে পাতয়িষ্যতি॥ ১৯৪
কুস্মুণ্ডশাকং জম্বীরং সিগ্রুকং কোবিদারকম্॥
পিণ্যাকং বিপ্রুষঞ্চৈব মসূরং গৃঞ্জনং শণম্।
কোদ্রবং কোকিলাক্ষঞ্চ চুক্রং কম্বুকপদ্মকম্॥
চকোরশ্যেনমাংসঞ্চ বর্ত্তুলালাবুতালিনীম্।
ফলং তালতরূণাঞ্চ ভুক্ত্বা নরকমৃচ্ছতি॥১৯৭

ও মোদকাদি দ্রব্য ভক্তিসহকারে প্রদান করিবে। পানক, রসালা ও গোক্ষীর শ্রাদ্ধে নিবেদন করিবে। হে দ্বিজগণ! এইরূপ আরও যাহা যাহা স্বাদু ও স্নিগ্ধ ঈষৎ অম্ল বা কটুরসযুক্ত খাদ্য আছে, তৎসমস্তই শ্রাদ্ধে বিহিত। অত্যম্ল, অতি-লবণ, বা অতি কটুদ্রব্য আসুর খাদ্য, অতএব তাহা শ্রাদ্ধে পরিহার্য্য। স্নিগ্ধ মধুর-রসযুক্ত ও ঈষৎ কটু-অম্লরস-বিশিষ্ট স্বাদু দ্রব্য সকল দেবভোজ্য; অতএব সেই সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে। ছাগ, বর্ত্তক, তিত্তিরি, শশক, শিবা, লাবক, রাজীব, বার্দ্ধীণস, রক্তশিব, শল্কযুক্ত, লৌহ, সিংহতুণ্ড, খড়্গ,—এই সকলের মাংস শ্রাদ্ধে নিয়োজিত করিবে। মনু যে শ্রাদ্ধে রোহিত মৎস্য নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন, হব্য কব্যে উহা নিয়োগ করিবে বটে; কিন্তু কাপিল রোহিত নিয়োগ করিবে না। বরাহদেব পূর্ব্বে যেরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমি তাহা দেখিয়া এই বিধান কহিলাম। হে তপো-ধনগণ! আমি এই যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের উল্লেখ করিলাম, বরাহদেব এই সকল বর্জ্জন করিয়াছেন। এ সকল ভোজনে রৌরব নরকে যাইতে হয়। এই সকল দ্বিজাতি-গণের অভক্ষ্য; পিতৃগণকেও দেওয়া উচিত নহে। রোহিত, শূকর, কূর্ম্ম, গোধা, এবং হংস বর্জ্জনীয়। চক্রবাক, মদ্গু, শল্কহীন মৎস্য, কুরর, নিরস্থি প্রাণী,বাসহাত, কুক্কুট, কলবিঙ্ক, ময়ূর, ভারদ্বাজ, শার্ঙ্গক, নকুল, উলুক, মার্জ্জার, গোপ এবং অন্যান্য সুদুগ্রহ জীব, টিট্টিভ, সার্দ্ধ-জম্বুক, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরক্ষু আর অন্যান্য সুদুষ্ট জন্তু, যে দুর্ম্মতি ভক্ষণ করে, সেই মহাপাপী মানব রৌরব নরকে যায়। যে পাপাত্মা এই সকল গর্হিত মাংস পিতৃকার্য্যে দেয়, সে স্বর্গস্থ পিতৃগণ-কেও নরকে পাতিত করে। ১৭৭—১৯৪। কুস্মুণ্ড-শাক, জম্বীর, সিগ্রু, কোবিদার, পিণ্যাক, বিপ্রুষ, মসূর, গৃঞ্জন, শণ, কোদ্রব, কোকিলাক্ষ, চুক্র, কম্বুক, পদ্মক, চকোর ও শ্যেনের মাংস, বর্ত্তুল অলাবু, তালিনী ও

দত্ত্বা পিতৃষু তৈঃ সার্দ্ধং ব্রজেৎ পূয়বহং নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নাহরেত্তু বিচক্ষণঃ ॥ ১৯৮
নিষিদ্ধানি বরাহেণ স্বয়ং পিত্রর্থমাদরাৎ।
বরমেবাত্মমাংসস্য ভক্ষণং মুনয়ঃ কৃতম্ ॥১৯৯
ন ত্বেব হি নিষিদ্ধানামাদানং পুষ্টিরাদরাৎ।
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা সকৃদেতানি চ দ্বিজাঃ ॥
ভক্ষিতানি নিষিদ্ধানি প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চরেৎ।
ফলমূলদধিক্ষীরতক্রগোমূত্রযাবকৈঃ ॥ ২০১
ভোজ্যান্নভোজ্যসম্ভুক্তে প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্
এবং নিষিদ্ধাচরণে কৃতে সকৃদপি দ্বিজৈঃ ॥২০২
শুদ্ধিং নেয়ং শরীরস্য বিষ্ণুভক্তৈর্বিশেষতঃ।
নিষিদ্ধং বর্জ্জয়েদ্দ্রব্যং যথোক্তঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
সমাহৃত্য ততঃ শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং নিজশক্তিতঃ।
এবং বিধানতঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা স্ববিভবোচিতম্ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ প্রীণাতি মানবঃ ॥২০৪

তালফল ভোজন করিলে নরকগামী হয়। নর পিতৃগণকে এ সকল দ্রব্য নিবেদন করিলে তাঁহাদিগের সহিত পূযবহ নরকে পতিত হয়। অতএব বিচক্ষণ মানব এ সকল সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিবে; বরাহদেব স্বয়ং সাগ্রহে পিতৃলোকদিগকে এই সমস্ত দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হে মুনিগণ! বরং আত্মমাংস ভক্ষণও ভাল; কিন্তু নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন মানবগণের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। হে দ্বিজগণ! যদি অজ্ঞানতঃ বা প্রমাদ বশেও এ সকল ভক্ষিত হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যদি খাদ্যদ্রব্যাদি সহ কোন প্রকারে এই সকল ভক্ষিত হয়, তবে সপ্তাহ যাবৎ প্রতিদিন যথাক্রমে ফল, মূল, দধি, দুগ্ধ, তক্র, গোমূত্র ও যাবক ভক্ষণ করিবে। হে দ্বিজগণ! নিষিদ্ধাচরণ করিলে এই প্রকারে সকলেরই,বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তগণের শরীরশোধন কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তমগণ! নিজ শক্ত্যনুসারে যথোক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য উপকরণ আহরণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে। মানব নিজ বিভবানুরূপ যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত

মুনয় উচুঃ।
পিতা জীবতি যস্যাথ মৃতৌ দ্বৌ পিতরৌ পিতুঃ
কথং শ্রাদ্ধং হি কর্ত্তব্যমেতদ্বিস্তরশো বদ ॥২০৫
ব্যাস উবাচ।
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা শ্রাদ্ধং তস্মৈ দদ্যাৎ সুতঃ স্বয়ম্
এবং ন হীয়তে ধর্ম্মো লৌকিকো বৈদিকস্তথা ॥
মুনয় উচুঃ।
মৃতঃ পিতা জীবতি চ যস্য ব্রহ্মন্ পিতামহঃ।
স হি শ্রাদ্ধং কথং কুর্য্যাদেতত্বং কর্ত্তুমর্হসি। ২০
ব্যাস উবাচ।
পিতুঃ পিণ্ডং প্রদদ্যাচ্চ ভোজয়েচ্চ পিতামহম্
প্রপিতামহস্য পিণ্ডং বৈ হ্যয়ং শাস্ত্রেষু নির্ণয়ঃ ॥
মৃতেষু পিণ্ডং দাতব্যং জীবন্তং চাপি ভোজয়েৎ
সপিণ্ডীকরণং নাস্তি ন চ পার্ব্বণমিষ্যতে ॥ ২০৯
আচারমাচরেদ্যস্তু পিতৃমেধাশ্রিতং নরঃ।
আয়ুষা ধনপুত্রৈশ্চ বর্দ্ধত্যাশু ন সংশয়ঃ ॥২১০
পিতৃমেধাধ্যায়মিমং শ্রাদ্ধকালেষু যঃ পঠেৎ।

জগতের তৃপ্তিসাধন করে। ১৯৫—২০৪। মুনিগণ কহিলেন,—পিতা জীবিত থাকিতে পিতা ও পিতামহ মৃত হইলে সেস্থলে কি প্রকার শ্রাদ্ধ হইবে? বিস্তারপূর্ব্বক তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—পিতা যাহাদিগকে শ্রাদ্ধ দান করিতেন, পুত্রও তাঁহাদিগেরই শ্রাদ্ধ করিবে। এরূপ করিলে লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মের হানি হয় না। মুনিগণ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যাহার পিতামহ জীবিত আছেন, কিন্তু পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে কিপ্রকার শ্রাদ্ধ করিবে? এই তত্ত্ব প্রকটিত করুন। ব্যাস বলিলেন,—এরূপ স্থলে পিতাকে পিণ্ড দিবে, কিন্তু পিতামহকে ভোজন করাইবে। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। মৃতব্যক্তিকে পিণ্ডদান করিবে, আর জীবিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবে; পরন্তু সপিণ্ডীকরণ নাই। পার্ব্বণও কর্ত্তব্য নহে। এই পিতৃমেধসম্বন্ধীয় আচার যে নর প্রতিপালন করে, সে আয়ু, ধন, ও পুত্রাদিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; ইহাতে সংশয়

তদন্নমস্ত পিতরোঽশ্নন্তি চ ত্রিযুগং দ্বিজাঃ ॥২১১
এবং ময়োক্তঃ পিতৃমেধকল্পঃ
পাপাপহঃ পুণ্যবিবর্দ্ধনশ্চ।
শ্রোতব্য এষ প্রযতৈর্নরৈশ্চ
শ্রাদ্ধেষু চৈবাপ্যনুকীর্ত্তয়েত ॥ ২১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে শ্রাদ্ধকল্পনিরূপণং বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং সম্যগ্ গৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরস্তথা।
সম্পূজ্য হব্যকব্যাভ্যামন্নেনাতিথিবান্ধবাঃ ॥১
ভূতানি ভৃত্যাঃ সকলাঃ পশুপক্ষিপিপীলিকাঃ।
ভিক্ষবো যাচমানাশ্চ যে চান্যে পান্থকা গৃহে ॥২
সদাচাররতা বিপ্রাঃ সাধুনা গৃহমেধিনা।
পাপং ভুঙ্‌ক্তে সমুল্লঙ্ঘ্য নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ

মুনয় ঊচুঃ।

কথিতং ভবতা বিপ্র নিত্যনৈমিত্তিকঞ্চ যৎ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং কর্ম্ম পৌরুষম্
সদাচারং মুনে শ্রোতুমিচ্ছামো বদতস্তব।
যং কুর্ব্বন্ সুখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥৫

ব্যাস উবাচ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিরক্ষণম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য ভদ্রমত্র পরত্র বা ॥ ৬
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥ ৭
দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ।
কার্য্যো ধর্ম্মঃ সদাচার আচারস্যৈব লক্ষণম্ ॥৮
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্য ভো দ্বিজাঃ।
আত্মৈকমনা ভূত্বা তথৈব পরিপালয়েৎ ॥ ৯
ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা।
তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ ॥ ১০
পাদেনাপ্যস্য পারত্র্যং কুর্য্যাচ্ছ্রেয়ঃ স্বমাত্মবান্

নাই। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই পিতৃমেধাধ্যায় পাঠ করে, তাহার পিতৃলোক তৎপ্রদত্ত অন্ন ত্রিযুগ যাবৎ ভোজন করেন। এই আমি পাপাপহ, পুণ্যবর্দ্ধনকর, পিতৃমেধকল্প বলিলাম; প্রযত নরগণের ইহা শ্রোতব্য এবং শ্রাদ্ধকালে অনুকীর্ত্তনীয়, জানিবেন। ২০৫—২১২।

বিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২০ ॥

—০—

একবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—সাধু, গৃহস্থ কর্ত্তৃক এই প্রকারে হব্য কব্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের এবং অন্ন দ্বারা অতিথি, বান্ধব, ভৃত্য, ভিক্ষুক, যাচক, পথিক, গৃহাগত অন্যান্য ব্যক্তি, সদাচারপরায়ণ জনগণ, এবং পশু, পক্ষী ও পিপীলিকাদি সর্ব্ব ভূতের তৃপ্তি সাধন বিধেয়। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া উল্লঙ্ঘন করিলে পাপভাগী হইতে হয়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম-বিধান বলিলেন। পুরুষগণের কর্ম্ম—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই ত্রিবিধ। এক্ষণে মানব যাহা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারে, সেই সদাচার শুনিতে বাসনা করি; আপনি তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে সতত আচার পরিপালন কর্ত্তব্য। আচারহীন জন, ইহ পর কোন লোকেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। যে পুরুষ সদাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক যজ্ঞ, দান বা তপস্যা করে, তাহার তজ্জনিত ফল সুখসাধক হইতে পারে না। দুরাচার নর ইহলোকে দীর্ঘায়ু হয় না; অতএব সদাচার ধর্ম্ম প্রতিপালন কর্ত্তব্য। সেই আচারের লক্ষণ ও স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। হে দ্বিজগণ! সযত্নে একমনে সদাচার প্রতিপালন করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি ত্রিবর্গ সাধনে যত্নপরায়ণ হইবে; উহা সিদ্ধ হইলেই গৃহস্থের ইহকালে ও পরকালে সিদ্ধি লাভ হয়। ১—১০। উপা-

অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকানি চ।
পাদেনৈব তথাপ্যস্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতো বিপ্রা অর্থসাফল্যমৃচ্ছতি॥ ১২
তদ্বৎপাপনিষেধার্থং ধর্ম্মঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা।
পরত্রার্থস্তথৈবান্যঃ কার্য্যোঽত্রৈব ফলপ্রদঃ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কামস্তথান্যশ্চাবিরোধবান্।
দ্বিধা কামোঽপি রচিতস্ত্রিবর্গায়াবিরোধকৃৎ॥
পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ বুধ্যধ্বং তান্ দ্বিজোত্তমাঃ
ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থপীড়কঃ।
উভাভ্যাঞ্চ দ্বিধা কামং তেন তৌ চ দ্বিধা পুনঃ
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থাবনুচিন্তয়েৎ।
সমুত্থায় তথাচম্য প্রস্নাতো নিয়তঃ শুচিঃ॥ ১৭
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম্
উপাসীত যথান্যায়ং নৈনাং জহ্যাদনাপদি॥ ১৮
অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ বৈ দ্বিজাঃ॥ ১৯
সায়ম্প্রাতস্তথা হোমং কুর্ব্বীত নিয়তাত্মবান্।
নোদয়াস্তমনে চৈবমুদীক্ষেত বিবস্বতঃ॥ ২০
কেশপ্রসাধনাদর্শদন্তধাবনমঞ্জনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্॥ ২১
গ্রামাবসথতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব বর্ত্মনি।
ন বিণ্মূত্রমনুষ্ঠেয়ং ন চ কৃষ্টে ন গোব্রজে॥ ২২
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং নেক্ষেন্ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃৎ।
উদক্যাদর্শনস্পর্শমেবং সম্ভাষণং তথা॥ ২৩
নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ॥
নাধিতিষ্ঠেচ্ছকৃন্মূত্রে কেশভস্মকপালিকাঃ॥ ২৪
তুষাঙ্গারবিশীর্ণানি রজ্জুবস্ত্রাদিকানি চ।
নাধিতিষ্ঠেত্তথা প্রাজ্ঞঃ পথি বস্ত্রাণি বা ভুবি॥২৫
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চ্চনম্।

র্জ্জিত অর্থের চতুর্থ ভাগদ্বারা স্বীয় পারলৌকিক হিত সাধন কর্ত্তব্য; অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মপোষণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক সমাধান বিধেয়। আর যে চতুর্থাংশ থাকিবে, তাহাকে মূলধনরূপে রাখিয়া বর্দ্ধিত করিবে। হে বিপ্রগণ! এই প্রকারে ব্যবহার করিলেই অর্থের সফলতা হয়। এইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি পাপনিবারণার্থ ধর্ম্মাচরণও করিবেন। উহা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখসাধন রূপেই অনুষ্ঠেয়। বিপদের ভয়ে কাম এবং অর্থও ধর্ম্মের অবিরোধে উপার্জ্জন করিবে। ত্রিবর্গের অবিরোধে সেই কামও ঐহিক পারত্রিক এই দ্বিবিধরূপেই অর্জ্জনীয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,—ইহারা সকলেই পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম,—অর্থ ও কামের পীড়ক নহে, পরন্তু উহাদের সাধক; অর্থ,—ধর্ম্ম ও কাম এতদুভয়ের সাধক; এবং কামও ধর্ম্মার্থসম্পাদক। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থানান্তে সুস্নাত, কৃতাচমন, শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের চিন্তা করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা নক্ষত্র থাকিতে এবং সায়ং সন্ধ্যা সূর্য্য থাকিতেই যথাবিধি উপাসনা করিবে; কদাচ অনাপৎকালে ইহার অন্যথা করিবে না। অসদালাপ, মিথ্যাকথন ও কটু বাক্য ব্যবহার বর্জ্জন করিবে। আর হে দ্বিজগণ! অসৎ শাস্ত্র, অসৎ তর্ক এবং অসৎ সেবাও পরিত্যাগ করিবে। নিয়তাত্মা হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করিবে। উদয় সময়ে বা অস্ত সময়ে সূর্য্য দর্শন করিবে না। ১৬—২০। কেশসংস্কার, আদর্শ দর্শন, দন্ত ধাবন, অঞ্জন ধারণ ও দেবতাদিগের তর্পণ পূর্ব্বাহ্ণেই কর্ত্তব্য। গ্রাম, বাসস্থান, তীর্থ ও ক্ষেত্রের পথপার্শ্বে, কর্ষিত ভূমিতে কিম্বা গোচরভূমিতে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। নগ্না পরনারী কিম্বা নিজ বিষ্ঠা দেখিবে না। রজস্বলার দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণ করিবে না। জলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ বা মৈথুন করিবে না। বিষ্ঠা, মূত্র, কেশ, ভস্ম, খর্পর, তুষ, অঙ্গার, রজ্জু, বস্ত্র বা গলিত দ্রব্যের উপরি দাঁড়াইবে না। পথে বা ভূতলস্থ

কৃত্বা বিভবতঃ পশ্চাদ্‌গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি ॥২৬
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি স্বাচান্তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ
ভুঞ্জীত চান্নং তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জানুঃ সদা নরঃ ॥
উপঘাতমৃতে দোষান্নান্নস্যোদীরয়েদ্‌বুধঃ ।
প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্জ্যমন্নমুচ্ছিষ্টমেব চ ॥ ২৮
ন গচ্ছন্ন চ তিষ্ঠন্ বৈ বিণ্মূত্রোৎসর্গমাত্মবান্ ।
কুর্বীত চৈবাচমনং ন কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ ॥ ২৯
উচ্ছিষ্টো নালপেৎকিঞ্চিৎস্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ
ন পশ্যেচ্চ রবিং চেন্দুং নক্ষত্রাণি চ কামতঃ ॥
ভিন্নাসনঞ্চ শয্যাঞ্চ ভাজনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ।
গুরূণামাসনং দেয়মভ্যুত্থানাদিসৎকৃতম্ ॥ ৩১
অনুকূলং তথালাপমভিকুর্বীত বুদ্ধিমান্ ।
তত্রানুগমনং কুর্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সঞ্চরেৎ ॥৩২
নৈকবস্ত্রশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্ ।
নাবাহয়েদ্দ্বিজানগ্নৌ হোমং কুর্বীয় বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৩

ন স্নায়ীত নরো নগ্নো ন শয়ীত কদাচন ।
ন পাণিভ্যামুভাভ্যান্তু কণ্ডুয়েত শিরস্তথা ॥ ৩৪
ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কার্য্যং নিষ্কারণং বুধৈঃ
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদুপস্পৃশেৎ ।
অনধ্যায়েষু সর্ব্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ।
ব্রাহ্মণানলগোসূর্য্যান্নাবমন্যেৎ কদাচন ॥ ৩৬
উদঙ্মুখো দিবা রাত্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখঃ ।
অবাধাসু যথাকামং কুর্য্যান্মূত্রপুরীষয়োঃ ॥ ৩৭
দুষ্কৃতং ন গুরোর্ব্রূয়াৎ ক্রুদ্ধং চৈনং প্রসাদয়েৎ।
পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি কুর্ব্বতাম্ ॥ ৩৮
পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য চ ।
বিদ্যাধিকস্য গর্ভিণ্যা রোগার্ত্তস্য মহীয়তঃ ॥ ৩৯
মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্যোন্মত্তকস্য চ ।
দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈব চ চতুষ্পথম্ ॥ ৪০
বিদ্যাধিকং গুরুঞ্চৈব বুধঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ।

পত্রোপরি উপবেশন করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পিতৃ, দেব, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীদিগের বিভবানুসারে যথোচিত সৎকার করিয়া তারপর ভোজন করা বিধেয়। নর সদা আচমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে অন্তর্জানু উপবেশন করিয়া বাক্যসংযম সহকারে, তদ্‌গতচিত্তে অন্ন ভোজন করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্নের উপঘাত ব্যতীত অন্য কোন দোষ উল্লেখ করিবে না; প্রত্যক্ষ লবণ ও উচ্ছিষ্ট অন্ন বর্জ্জন করিবে। যাইতে যাইতে বা দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না; এবং আচমন কিম্বা কোনও কিছু ভক্ষণ করিবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোন আলাপ বা কিছু পাঠ করিবে না। বিনা প্রয়োজনে সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্র দর্শন করিবে না। ২০—৩০। ভগ্ন আসন শয্যা ও পাত্র বর্জ্জন করিবে। গুরুগণ সমাগত হইলে অভ্যুত্থানাদি সৎকার সহকারে আসন দান কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ মানব তাঁহাদিগের প্রীতিকর আলাপ করিবে; গমন কালে অনুগমন করিবে; কোনও প্রতিকূলাচরণ করিবে না। বুদ্ধিমান্ মানব উত্তরীয় না লইয়া একবস্ত্রে ভোজন ও দেবতার্চ্চনা করিবে না এবং অগ্নিতে হোমকালে দ্বিজগণকে আহ্বান করিবে না। নর কদাপি নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন করিবে না, উভয় পাণি দ্বারা শিরঃকণ্ডুয়ন করিবে না। বিনা কারণে বারম্বার মস্তক ধৌত করিবে না। মস্তক ধৌত করিয়া অঙ্গে তৈল মাখিবে না। সমস্ত অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন বর্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গো এবং সূর্য্যকে কদাচ অবমাননা করিবে না। মল-মূত্র ত্যাগ কালে দিবসে উত্তরমুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইবে। নিরাতঙ্ক স্থানে ইচ্ছানুরূপ মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। গুরুকৃত দুষ্কার্য্যের উল্লেখ করিবে না। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে। কেহ অপর কাহারও পরীবাদ করিতে থাকিলেও তাহা শুনিবে না। ৩০—৩৮। ব্রাহ্মণ, রাজা, দুঃখার্ত্ত, বিদ্বান্, গর্ভিণী, রোগার্ত্ত, মান্য, মুক, অন্ধ, বধির, মত্ত, এবং উন্মত্ত ব্যক্তিকে পথ ছাড়িয়া দিবে। সুবোধ ব্যক্তি দেবালয়, চৈত্যবৃক্ষ

উপানদ্বস্ত্রমাল্যাদি ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ ॥ ৪২
চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পর্ব্বসু।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ
নোৎক্ষিপ্তবাহুজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন নাক্রমেৎ ॥ ৪৩
পুংশ্চল্যাঃ কৃতকার্য্যস্য বালস্য পতিতস্য চ।
মর্ম্মাভিঘাতমাক্রোশং পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
দম্ভাভিমানং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ ন কুর্ব্বীত বিচক্ষণঃ।
মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপানপি বা তথা ॥ ৪৫
ন্যূনাঙ্গাংশ্চাধনাংশ্চৈব নোপহাসেন দূষয়েৎ।
পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেচ্ছিক্ষার্থং শিষ্যপুত্রয়োঃ॥
তদ্বন্নোপবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাকৃষ্য চাসনম্।
সংযাবং কৃশরং মাংসং নাত্মার্থমুপসাধয়েৎ ॥৪৭
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি বাগ্‌যতো দন্তধাবনম্ ॥
কুর্ব্বীত সততং বিপ্রা বর্জয়েদ্বর্জ্যবীরুধম্।
নোদক্‌শিরাঃ স্বপেজ্জাতু ন চ প্রত্যক্‌শিরা নরঃ
শিরাস্ত্বগস্ত্যামাধায় শয়ীতাথ পুরন্দরীম্।
ন তু গন্ধবতীষপ্সু শয়ীত ন তথোষসি ॥ ৫০
উপরাগে পরং স্নানমৃতে দিনমুদাহৃতম্।
অপমৃজ্যান্ন বস্ত্রান্তৈর্গাত্রাণ্যম্বরপাণিভিঃ ॥৫১
ন চাবধূনয়েৎ কেশান্‌বাসসী ন চ নির্ধুনেৎ।
অনুলেপনমাদদ্যান্নাস্নাতঃ কর্হিচিদ্‌বুধঃ ॥ ৫২
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রাসিতধরোঽপি বা
ন চ কুর্য্যাদ্বিপর্য্যাসং বাসসোর্নাপি ভূষয়োঃ ॥৫২
বর্জ্যঞ্চ বিদশং বস্ত্রমত্যন্তোপহতঞ্চ যৎ।
কীটকেশাবপন্নঞ্চ তথা শ্বভিরবেক্ষিতম্ ॥ ৫৪
অবলীঢ়ং শুনা চৈব সারোদ্ধরণদূষিতম্।
পৃষ্ঠমাংসং বৃথামাংসং বর্জ্যমাংসঞ্চ বর্জয়েৎ ॥৫৫
ন ভক্ষয়েচ্চ সততং প্রত্যক্ষং লবণং নরঃ।
বর্জ্যং চিরোষিতং বিপ্রাঃ শুষ্কং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ

চতুষ্পথ, বিদ্বান্ ও গুরুজনের প্রদক্ষিণ করিবে। অপরের ব্যবহৃত পাদুকা, বস্ত্র, মাল্যাদি ব্যবহার করিবে না। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অন্যান্য পর্ব্বদিনে তৈলাভ্যঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ও ভোগ-বিলাস পরিহার্য্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হস্ত, পদ, বিস্তারিয়া থাকিবেন না, কিম্বা পাদদ্বয় বিক্ষেপ করিবেন না; এক পদ দ্বারা অপর পদ আক্রমণ করিয়া থাকিবেন না। বেশ্যা, কৃতকার্য্য, বালক ও পতিত ব্যক্তির মর্ম্মে আঘাত দিবে না এবং ইহাদিগের সম্বন্ধে কুৎসা বা আক্রোশ প্রকাশও বর্জ্জন করিবে। বিচক্ষণ জন দম্ভ, অভিমান বা রূঢ়তা পরিত্যাগ করিবে। মূর্খ, উন্মত্ত, ব্যসনাসক্ত, বিরূপ, অঙ্গহীন ও দীন জনকে উপহাস করিবে না। শিক্ষা দানার্থ পুত্র ও শিষ্য ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি দণ্ডোদ্যম করিবে না। পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন অকর্ত্তব্য। আত্মতৃপ্তি সাধনার্থ সংযাব, কৃশর ও মাংস প্রস্তুত করিবে না। দিবসে ও রাত্রিতে অতিথিসেবান্তে ভোজন করিবে। বাক্য সংযমপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে দন্তধাবন করিবে; কিন্তু নিষিদ্ধ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ করিবে না। নর কদাপি উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে না; পরন্তু দক্ষিণ বা পূর্ব্ব দিকে মস্তক রাখিয়াই শয়ন করিবে। দুর্গন্ধ বা জলযুক্ত ভূমিতে শয়ন করিবে না। প্রত্যূষকালেও শয়ন বর্জ্জনীয়। ৩৯—৫০। দিবাভাগেই স্নান করা প্রশস্ত; কিন্তু গ্রহণ হইলে রাত্রিতেও বিধান আছে। বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জন কর্ত্তব্য নহে। পরিধেয় বা উত্তরীয় বস্ত্র এবং কেশ সঞ্চালন করিবে না। বুদ্ধিমান্ মানব স্নানের পূর্ব্বে কদাচ অনুলেপন ব্যবহার করিবেন না। রক্ত, কৃষ্ণ বা বিচিত্র বস্ত্র কদাপি ধারণ করিবে না। বসন ভূষণের কদাচ বিপর্যায় করিবে না। দশাহীন ও অত্যন্ত উপহত বস্ত্র পরিধান করিবে না। কেশ-কীটাদিযুক্ত, কুক্কুর কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা ভক্ষিত এবং যাহার সার উদ্ধৃত হইয়াছে—এতাদৃশ খাদ্য, আর পৃষ্ঠমাংস, বৃথা মাংস ও নিষিদ্ধ মাংস বর্জ্জনীয়। ভাস্করের উদয় সময়ে ও অস্তগমন কালে শয়ন বর্জ্জন

পিষ্টশাকেক্ষুপয়সাং বিকারা দ্বিজসত্তমাঃ।
তথা মাংসবিকারাশ্চ নৈব বর্জ্জ্যাশ্চিরোষিতাঃ॥
উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জয়েৎ।
নাস্নাতো নৈব সংবিষ্টো ন চৈবান্যমনা নরঃ॥
ন চৈব শয়নে নোর্ব্ব্যামুপবিষ্টো ন শব্দকৃৎ।
প্রেষ্যাণামপ্রদায়াথ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ম্প্রাতর্যথাবিধি॥৫৯
পরদারা ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা।
ইষ্টাপূর্ত্তায়ুষাং হন্ত্রী পরদারগতির্নৃণাম্॥ ৬০
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে॥ ৬১
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারাভিমর্শনম্।
দেবাগ্নিপিতৃকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্॥৬২
কুর্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদন্নভুজিক্রিয়াম্।
অফেনশব্দগন্ধাভিরদ্ভিরচ্ছাভিরাদরাৎ॥ ৬৩
আচামেচ্চৈব তদ্বচ্চ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা
অন্তর্জলাবাবসথাদ্বল্মীকান্মূষিকস্থলাৎ॥ ৬৪
কৃতশৌচাবশিষ্টাশ্চ বর্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মৃদঃ।
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ সমভ্যুক্ষ্য সমাহিতঃ
অন্তর্জানুস্তথাচামেত্রিশ্চতুর্বাপি বৈ নরঃ।
পরিমৃজ্য দ্বিরাবর্ত্ত্য খানি মূর্দ্ধানমেব চ॥ ৬৬
সম্যগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুর্ব্বীত বৈ শুচিঃ।
ক্ষুতেঽবলীঢ়ে বাতে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিষু॥ ৬৭
কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শে বাস্পৃষ্টস্যার্কদর্শনম্।
কুর্ব্বীতালম্ভনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য চ॥ ৬৮
যথাবিভবতো হ্যেতৎপূর্ব্বাভাবে ততঃ পরম্।
ন বিদ্যমানে পূর্ব্বোক্ত উত্তরপ্রাপ্তিরিষ্যতে॥৬৯
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নম্।
স্বাপেঽধ্বনি তথা ভুঞ্জন্ স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ
সন্ধ্যায়াং মৈথুনঞ্চাপি তথা প্রস্থানমেব চ।
তথাপরাহ্ণে কুর্ব্বীত শ্রদ্ধয়া পিতৃতর্পণম্॥ ৭১
শিরঃস্নানঞ্চ কুর্ব্বীত দৈবং পিত্র্যমথাপি চ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি শ্মশ্রুকর্ম্ম চ কারয়েৎ॥
ব্যঙ্গিনীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুলজাং
বাপ্যরোগিণীম্।
উদ্বহেৎ পিতৃমাত্রোশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং তথা॥
রক্ষেদ্দারাংস্ত্যজেদীর্ষ্যাং তথাহ্নি স্বপ্নমৈথুনে।

করিবে। অস্নাত শয়ন বা অন্যমনস্ক হইয়া শয্যায় বা ভূতলে উপবেশন করিয়া ভৃত্যাদিকে প্রদান না করিয়া কিম্বা শব্দ করিতে করিতে ভোজন করিবে না। পরন্ত স্নান করিয়া প্রাতর্ভোজন ও সান্ধ্য ভোজন সমাপন করিবে। ৫১—৫৯। পরিণামদর্শী মানব পরদার গমন করিবে না। নরগণের পরদারগতি ইষ্টাপূর্ত্ত ও আয়ুঃক্ষয়কারিণী। পুরুষগণের পরদারাভিমর্শনবৎ অনায়ুষ্য ব্যাপার ইহলোকে আর কিছুই নাই। দেব, অগ্নি ও পিতৃলোকের কার্য্য, গুরুবন্দনা এবং অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে যথাবিধি আচমন করিবে। পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে গন্ধ ও ফেনরহিত স্বাদু জল দ্বারা নিঃশব্দে সযত্নে আচমন করিবে। জলমধ্য, বাসস্থান, বল্মীক ও মূষিকোদ্ধৃত বা অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। হস্ত-পদ প্রক্ষালনান্তে সমাহিতচিত্তে জানুদ্বয় বাহুদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া তিনবার বা চারিবার আচমন করা বিধেয়। ওষ্ঠদ্বয় দুইবার মার্জ্জনপূর্ব্বক মস্তক ও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল স্পর্শ করিয়া শুচিভাবে ক্রিয়া করিতে হয়। ক্ষুত, অবলেহন, অধোবাত ত্যাগ অস্পৃশ্য স্পর্শ কিম্বা নিষ্ঠীবনাদি করিলে আচমন বা সূর্য্য দর্শন অথবা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। যথাশক্তি এই সকলের পূর্ব্বপূর্ব্বটী না পারিলে পর পরটী অনুষ্ঠেয়; কিন্তু পূর্ব্বটীর সম্ভাবনা থাকিলে পরটী কর্ত্তব্য নহে। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কিম্বা নিজ দেহ তাড়ন করিবে না। শয়ন করিয়া পথ চলিতে চলিতে কিম্বা ভোজন করিতে করিতে অধ্যয়ন কর্ত্তব্য নহে। সন্ধ্যাকালে কোথাও গমন বা মৈথুন বর্জ্জনীয়। অপরাহ্ণে শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃতর্পণ, শিরঃস্নান ও দৈব পিত্র্য কার্য্য এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া ক্ষৌরকার্য্য কর্ত্তব্য। সৎকুলজা কন্যা পরিণয় করিবে, কিন্তু পিতৃপক্ষের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং বিকলাঙ্গী বা রোগিণী হইলে সে কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা

পরোপতাপকং কর্ম্ম জন্তুপীড়াঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ৭৪
উদক্যা সর্ব্ববর্ণানাং বর্জ্জ্যা রাত্রিচতুষ্টয়ম্।
স্ত্রীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমীঞ্চাপি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৫
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেদ্রাত্র্যাং জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু।
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥
বিধর্ম্মিণো বৈ পর্ব্বাদৌ সন্ধ্যাকালেষু ষণ্ডকাঃ।
ক্ষুরকর্ম্মণি রিক্তাং বৈ বর্জ্জয়ীত বিচক্ষণঃ ॥৭৭
ব্রুবতামবিনীতানাং ন শ্রোতব্যং কদাচন।
ন চোৎকৃষ্টাসনং দেয়মনুৎকৃষ্টস্য চাদরাৎ ॥৭৮
ক্ষুরকর্ম্মণি বান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ ভো দ্বিজাঃ
স্নায়ীত চৈলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥৭৯
দেববেদদ্বিজাতীনাং সাধুসত্যমহাত্মনাম্।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ ব্রহ্মযজ্ঞতপস্বিনাম্।
পরিবাদং ন কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥৮০
ধবলাম্বরসংবীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ ॥ ৮১
সদা মাঙ্গল্যবেষঃ স্যান্ন বামাঙ্গল্যবান্ ভবেৎ।
নোদ্ধতোন্মত্তমূঢ়েশ্চ নাবিনীতৈশ্চ পণ্ডিতঃ ॥
গচ্ছেন্মৈত্রীমশীলেন-ন বয়োজাতিদূষিতৈঃ।
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ পুরুষৈর্নৈব বৈরিভিঃ ॥৮৩
কার্য্যাক্ষমৈর্নিন্দিতৈর্ন ন চৈব বিটসঙ্গিভিঃ।
নিঃস্বৈর্ন বাদেকপরৈর্নরৈশ্চাধৈস্তথাধমৈঃ ॥ ৮৪
সুহৃদ্দীক্ষিতভূপালস্নাতকশ্বশুরৈঃ সহ।
উত্তিষ্ঠেদ্বিভবাচ্চৈনানর্চ্চয়েদ্গৃহমাগতান্ ॥৮৫
যথাবিভবতো বিপ্রাঃ প্রতিসংবৎসরোষিতান্
সম্যগ্গৃহেঽর্চ্চনং কৃত্বা যথাস্থানমনুক্রমাৎ ॥
সম্পূজয়েত্তথা বহ্নৌ প্রদদ্যাচ্চাহুতীঃ ক্রমাৎ।
প্রথমাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ প্রজানাং পতয়ে ততঃ
তৃতীয়াঞ্চৈব গৃহ্যেভ্যঃ কশ্যপায় তথাপরাম্।
ততোঽনুমতয়ে দদ্যাদ্দদ্যাদ্গৃহবলিংততঃ ॥৮৮
পূর্ব্বং খ্যাতা ময়া যা তু নিত্যক্রমবিধৌ ক্রিয়া
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বদতঃ শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৮৯

রক্ষা করা বিধেয়। কাহারও ঈর্ষা করিবে না এবং দিবাভাগে নিদ্রা ও মৈথুন বর্জ্জন করিবে। পরোপতাপক কার্য্য ও প্রাণি-পীড়ন সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। চাররাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুমতী নারীসংস্পর্শ বর্জ্জনীয়; কন্যোৎপত্তি বর্জ্জনকামনায় পঞ্চম রাত্রিও পরিহার্য্য। ঋতুর ষষ্ঠ প্রভৃতি প্রশস্ত রাত্রিতেই স্ত্রীসঙ্গ কর্ত্তব্য। যুগ্ম রাত্রিতে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রিতে কন্যা জন্মে; পর্ব্বাদি নিষিদ্ধ দিনে স্ত্রীসঙ্গে বিধর্ম্মী এবং সন্ধ্যাকালে ক্লীব সন্তান হয়। বিচক্ষণ মানব ক্ষৌর কার্য্যে রিক্তা তিথি বর্জ্জন করিবেন। অবিনীত ব্যক্তিরা কিছু বলিতে থাকিলে কদাচ তাহা কিছু শুনিবেন না। অনুত্তম জনকে সাদরে উত্তম আসন দিবে না। হে দ্বিজগণ! ক্ষৌর কার্য্য, বমন, স্ত্রীসংসর্গ কিম্বা কটনির্ম্মাণ স্থলে গমনাগমন করিলে বস্ত্র সহ স্নান করা বিধেয়। বেদ, দেব, দ্বিজ, সাধু, সত্য, মহাত্মা, গুরু, পতিব্রতা, ঈশ্বর, যজ্ঞ ও তপস্বী,—ইহাদিগের কুৎসা বা উপহাস করিবে না। ৬০—৮০। সর্ব্বদা শ্বেতবস্ত্রধারী ও শ্বেত পুষ্পভূষিত—সৌম্যবেশ হইবে; অমঙ্গল্য বেশ-ভূষা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পতিত ব্যক্তি উদ্ধত, উন্মত্ত, মূর্খ, হীনবয়স্ক, নীচ-জাতি, অবিনীত, দুঃস্বভাব, অতি ব্যয়শীল, শত্রু, কার্য্যাক্ষম, নিন্দিত, লম্পটসঙ্গী, নিঃস্ব, বিবাদপরায়ণ বা অধমজনসহ মিত্রতা করিবে না। সুহৃৎ, দীক্ষিত, ভূপতি, স্নাতক, শ্বশুর,—ইঁহারা গৃহাগত হইলে উত্থিত হইবে এবং বিভবানুসারে ইঁহাদিগের সৎকার করিবে। হে ব্রাহ্মণগণ! সংবৎসরান্তে গৃহাগত ব্যক্তি-বর্গকে যথাযোগ্যবিভবানুসারে অর্চ্চনা করিবে এবং আহুতি দিবে। প্রথম ব্রাহ্মণকে, দ্বিতীয় প্রজাপতিকে, তৃতীয় গৃহ্যদিগকে, চতুর্থ কশ্যপকে এবং পঞ্চম আহুতি অনুমতিকে দান করিবে। আমি পূর্ব্বে যে নিত্যক্রিয়া প্রকরণে বিবিধ অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি, সেই সকলের পর বৈশ্বদেব করিবে। হে দ্বিজগণ! তাহার ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্থানবিভাগ অনুসারে দেবগণের উদ্দেশে উহা করিতে হয়। পূর্ব্বদিকে পর্জ্জন্য, আপ ও ধরিত্রীকে, বায়ুকোণে বায়ুকে, পূর্ব্বাদিদিকে দিক্‌সকলকে, উত্তরদিকে

যথাস্থানবিভাগস্তু দেবানুদ্দিশ্য বৈ পৃথক্ ।
পর্জ্জন্যাপোধরিত্রীণাং দদ্যাত্তু মণিকে ত্রয়ম্ ॥
বায়বে চ প্রতিদিশং দিগ্ভ্যঃ প্রাচ্যাদিষু ক্রমাৎ
ব্রহ্মণে চান্তরিক্ষায় সূর্য্যায় চ যথাক্রমাৎ ॥ ৯১
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বিশ্বভূতেভ্য এব চ
উষসে ভূতপতয়ে দদ্যাদ্দোত্তরতঃ শুচিঃ ॥ ৯২
স্বধা চ নম ইত্যুক্ত্বা পিতৃভ্যশ্চৈব দক্ষিণে ।
কৃত্বাপসব্যং বায়ব্যাং যক্ষ্মৈতত্তেতি সংবদন্ ॥
অন্নাবশেষমিশ্রং বৈ তোয়ং দদ্যাদ্যথাবিধি ।
দেবানাঞ্চ ততঃ কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণানাং নমস্ক্রিয়াম্
অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা পাণের্যা দক্ষিণস্য চ ।
এতদ্‌ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥৯৫
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তঃ পিত্র্যং তীর্থমুদাহৃতম্ ।
পিতৄণাং তেন তোয়ানি দদ্যান্নান্দীমুখাদৃতে ॥
অঙ্গুল্যগ্রে তথা দৈবং তেন দিব্যক্রিয়াবিধিঃ ।
তীর্থং কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তত্র প্রজাপতেঃ ॥

ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, বিশ্বদেব, বিশ্বভূত, উষস্ ও ভূতপতিকে এবং দক্ষিণ দিকে অপসব্যক্রমে "পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ" এই বলিয়া পিতৃগণকে বলি নিবেদন করিবে। পরে বায়ুকোণে "যক্ষ্মৈতত্তে" বলিয়া অন্নাবশেষমিশ্রিত জল প্রদান করিবে। অতঃপর দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে। ৮১—৯৪। দক্ষিণপাণির নিম্নভাগে যে রেখা, উহা ব্রহ্মতীর্থ; উহা আচমনার্থ বিহিত। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য ভাগ পিতৃতীর্থ; নান্দীমুখ ব্যতীত উহা দ্বারা অপর পিতৃগণের তর্পণ করিবে। অঙ্গুল্যগ্র সকল দৈব তীর্থ; উহা দ্বারা দৈবকার্য্য অনুষ্ঠেয়। কনিষ্ঠামূল কায়তীর্থ; উহা দ্বারা প্রজাপতির ক্রিয়া বিধেয়। এই সকল তীর্থ দ্বারাই সতত উক্ত পিতৃদেবাদির কার্য্য সকল অনুষ্ঠেয়; অন্য তীর্থ দ্বারা করা উচিত নহে। ব্রহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন, পৈত্র তীর্থ দ্বারা পিতৃকার্য্য, দৈব তীর্থ দ্বারা দৈবকৃত্য, প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণের পিণ্ডোদকদানাদি প্রশস্ত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রজাপত্য তীর্থ দ্বারা

এবমেভিঃ সদা তীর্থৈর্বিধানং পিতৃভিঃ সহ ।
সদা কার্য্যাণি কুর্ব্বীত নান্যতীর্থৈঃ কদাচন ॥৯৮
ব্রাহ্মেণাচমনং শস্তং পৈত্র্যং পিত্র্যেণ সর্ব্বদা ।
দেবতীর্থেন দেবানাং প্রাজাপত্যঞ্চ তেন চ ।
নান্দীমুখানাং কুর্ব্বীত প্রাজ্ঞঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্
প্রাজাপত্যেন তীর্থেন যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রজাপতেঃ
যুগপজ্জলমগ্নিঞ্চ বিভৃয়ান্ন বিচক্ষণঃ ।
গুরুদেবপিতৄন্ বিপ্রান্ন চ পাদৌ প্রসারয়েৎ ॥
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ
শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষল্পেষু বা পুনঃ ।
ন বিলম্বেত মেধাবী ন মুখেনানলং ধমেৎ ॥১০২
তত্র বিপ্রা ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্ ।
ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী ॥১০৩
জিতভৃত্যো নৃপো যত্র বলবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ ।
তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাজ্ঞঃ কুতঃকুনৃপতৌ সুখম্
পৌরাঃ সুসংহতা যত্র সততং ন্যায়বর্ত্তিনঃ ।
শান্তামৎসরিণো লোকাস্তত্র বাসঃ সুখোদয়ঃ ॥
যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিমানিনঃ ।

প্রজাপতির কার্য্যসকলও করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও একদা অগ্নি ও জল ধারণ করিবে না। গুরু, দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের দিকে পাদ প্রসারণ করিবে না। গাভী, জলাদি পান করিতে থাকিলে জল স্বামীকে তাহা বলিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। ক্ষুদ্র বা গুরুতর শৌচকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ জন কখনও বিলম্ব করিবে না। ফুৎকার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন করিবে না। যেখানে ঋণপ্রদাতা, বৈদ্য, শ্রোত্রিয় এবং সজলা নদী—এই চারিটী নাই, তথায় বাস করিবে না। যাঁহার অনুচরবর্গ বশীভূত এবং যিনি বলবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ, তাদৃশ রাজার রাজ্যেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, বাস করিবেন; কুনৃপতির রাজ্যে বাস করিলে সুখ কোথায়? পুরবাসী জনগণ যেখানে যথাযোগ্য দলবদ্ধ, সতত ন্যায়বর্ত্তী, শান্তপ্রকৃতি ও মাৎসর্য্যহীন, সেইখানে বাস করিলেই সুখোদয় হয়। যে রাজ্যে কৃষকেরা অতিশয়

যত্রৌষধান্যশেষাণি বসেত্তত্র বিচক্ষণঃ ॥১০৬
তত্র বিপ্রা ন বস্তব্যং যত্রৈতত্রিতয়ং সদা।
জিগীষুঃ পূর্ব্ববৈরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ ॥১০৭
বসেন্নিত্যং সুশীলেষু সহচারিষু পণ্ডিতঃ।
যত্রাপ্রধৃষ্যো নৃপতির্যত্র শস্যপ্রদা মহী ॥ ১০৮
ইত্যেতৎকথিতং বিপ্রা ময়া বো হিতকাম্যয়া।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ভক্ষ্যভোজ্যবিধিক্রিয়াম্
ভোজ্যমন্নং পর্য্যুষিতং স্নেহাক্তং চিরসম্ভৃতম্
অস্নেহা অপি গোধূমযবগোরসবিক্রিয়াঃ ॥ ১১০
শশকঃ কচ্ছপো গোধা শ্বাবিন্মৎস্যোঽথ শল্যকঃ
ভক্ষ্যাশ্চৈতে তথা বর্জ্জ্যৌ গ্রামশূকরকুক্কুটৌ ॥
পিতৃদেবাদিশেষঞ্চ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
প্রোক্ষিতং চৌষধার্থঞ্চ খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি ॥
শঙ্খাশ্মস্বর্ণরূপ্যাণাং রজ্জূনামথ বাসসাম্।
শাকমূলফলানাঞ্চ তথা বিদলচর্ম্মণাম্ ॥ ১১৩

মণিবজ্রপ্রবালানাং তথা মুক্তাফলস্য চ।
পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ অম্বুনা শৌচমিষ্যতে ॥
তথাশ্মকানাং তোয়েন অশ্মসঙ্ঘর্ষণেন চ।
সস্নেহানাঞ্চ পাত্রাণাং শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা ॥
শূর্পাণামজিনানাঞ্চ মুষলোলূখলস্য চ।
সংহতানাঞ্চ বস্ত্রাণাং প্রোক্ষণাৎ সঞ্চয়স্য চ ॥
বল্কলানামশেষাণামম্বুমৃচ্ছৌচমিষ্যতে।
আবিকানাং সমস্তানাং কেশানাঞ্চৈবমিষ্যতে ॥
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ।
শোধনঞ্চৈব ভবতি উপঘাতবতাং সদা ॥ ১১৮
তথা কার্পাসিকানাঞ্চ শুদ্ধিঃ স্যাজ্জলভস্মনা।
দারুদন্তাস্থিশৃঙ্গাণাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥
পুনঃ পাকেন ভাণ্ডানাং পার্থিবানামমেধ্যতা।
শুদ্ধং ভৈক্ষ্যং কারুহস্তঃ পণ্যং যোষিন্মুখং তথা
রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গেণ সংস্কৃতম্।
প্রাক্‌প্রশস্তং চিরাতীতমনেকান্তরিতং লঘু ॥

গর্ব্বিত নহে, এবং যেখানে বিবিধ ঔষধ বিদ্যমান, বিচক্ষণ মানব সেইখানেই বাস করিবেন। ৯৫—১০৬। হে বিপ্রগণ! যেখানে জিগীষু, পূর্ব্বতন শত্রু এবং সতত উৎসবযুক্ত লোক,—এই তিনের বাস, তেমন স্থলে বাস করা অকর্ত্তব্য। যত্রত্য নৃপতি অপরাজেয়, ভূমি শস্যবতী এবং অধিবাসীরা সুশীল ও সমধর্ম্মী,—সেই স্থানেই বাস করা বিধেয়। হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের হিতার্থ আমি এই সকল কহিলাম; এক্ষণে ভক্ষ্য ভোজ্যের বিধান বলিতেছি। দীর্ঘকাল রক্ষণযোগ্য ঘৃত-তৈলাদি স্নেহদ্রব্য-ম্রক্ষিত খাদ্য পর্য্যুষিত হইলেও ভক্ষণযোগ্য। স্নেহশূন্য দ্রব্য মধ্যেও যব, গোধূম ও দুগ্ধ-বিকারজ দ্রব্য ভক্ষণীয়। শশক, কচ্ছপ, গোধা, শ্বাবিধ, শল্যক, ও মৎস্য ভক্ষণীয়। গ্রাম্য শূকর ও কুক্কুট অভক্ষ্য। পিতৃ-দেবাদির অবশিষ্ট প্রোক্ষিত, বা ঔষধার্থ মাংস ভক্ষণ করা যায়; আর শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া কিম্বা ব্রাহ্মণের অনুরোধেও মাংস ভক্ষণে দোষ হয় না। শঙ্খ, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য রজ্জু, বস্ত্র, শাক, মূল, ফল, দ্বিদল, চর্ম্ম,

মণি, প্রবাল, মুক্তা, পাত্র ও চমসাদি দ্রব্যের জল দ্বারাই শুদ্ধি হয়। জল ও প্রস্তর দ্বারা ঘর্ষণে প্রস্তর পাত্রের বিশুদ্ধি হয়। উষ্ণ জল দ্বারা স্নেহাক্ত পাত্রের শুদ্ধি হয়। ১০৭—১১৫। শূর্প, অজিন, মুষল, উদূখল, স্তূপীকৃত দ্রব্য এবং একত্র মিলিত বহু বসনের শুদ্ধি প্রোক্ষণ দ্বারাই হইবে। সর্ব্ববিধ বল্কলের জল ও মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধি হয়। সর্ব্ববিধ মেষ-লোমজ বা কেশজ দ্রব্যেরও উক্তরূপেই শুদ্ধি হয়; আর এই সকল দ্রব্য অত্যন্ত অপ-বিত্র হইলে তিলকল্ক বা সর্ষপকল্ক দ্বারাও শোধন কর্ত্তব্য। কার্পাসিক বস্ত্রের শুদ্ধি জল ও ভস্মদ্বারা হয়। কাষ্ঠ, দন্ত, অস্থি ও শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্যের শুদ্ধি তক্ষণ দ্বারা হয়। মৃৎপাত্রসকলের পুনরায় দাহ দ্বারা বিশুদ্ধি ঘটে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, শিল্পকারের হস্ত, পণ্য দ্রব্য, রমণীজনের মুখ, পথ, যাহা শুচি বা অশুচি জানা যায় নাই এমন উপাগত বস্তু, দাসবর্গ দ্বারা সংস্কৃত দ্রব্য, পূর্ব্বে যাহা প্রশংসিত হইয়াছে, যাহা অশুচি হওয়ার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে, অনেক বস্তু ব্যব-

অস্তঃ প্রভূতং বালঞ্চ বৃদ্ধাতুরবিচেষ্টিতম্।
কর্ম্মান্তাগারশালাশ্চ স্তনন্ধয়ং শুচি স্ত্রিয়াঃ॥ ১২২
শুচয়শ্চ তথৈবাপঃ স্রবন্ত্যো গন্ধবর্জ্জিতাঃ।
ভূমিবিশুধ্যতে কালাদ্দাহমার্জ্জনগোকুলৈঃ॥
লেপাদুল্লেখনাৎসেকাদ্বেশ্ম সম্মার্জ্জনাদিনা।
কেশকীটাবপন্নে চ গোঘ্রাতে মক্ষিকান্বিতে॥
মৃদম্বু ভস্ম চাপ্যন্নে প্রক্ষেপ্তব্যং বিশুদ্ধয়ে।
ঔদুম্বরাণামম্লেন বারিণা ত্রপুসীসয়োঃ॥ ১২৫
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবোঽদ্রবস্য চ
অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈর্গন্ধাপহরণেন চ॥ ১২৬
অন্যেষাঞ্চৈব দ্রব্যাণাং বর্ণগন্ধাংশ্চ হারয়েৎ।
শুচি মাংসন্তু চাণ্ডালক্রব্যাদৈর্বিনিপাতিতম্॥
রথ্যাগতঞ্চ তৈলাদি শুচি গোতৃপ্তিদং পয়ঃ।
রজোঽগ্নিরশ্বগোচ্ছায়ারশ্ময়ঃ পবনো মহী॥১২৮
বিপ্রুষো মক্ষিকাদ্যাশ্চ দুষ্টসঙ্গাদদোষিণঃ।
অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গোর্বৎসস্য চাননম্॥
মাতুঃ প্রস্রবণে মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে।
আসনং শয়নং যানং তটৌ নদ্যাস্তৃণানি চ॥
সোমসূর্য্যাংশুপবনৈঃ শুধ্যন্তে তানি পণ্যবৎ।
রথ্যাপসর্পণে স্নানে ক্ষুৎপানানাঞ্চ কর্ম্মসু॥
আচামেত যথান্যায়ং বাসসঃ পরিধাপনে।
স্পৃষ্টানামথ সংস্পর্শৈর্দ্বিরথ্যাকর্দ্দমাম্ভসি।
পক্বেষ্টকচিতানাঞ্চ মেধ্যতা বায়ুসংশ্রয়াৎ॥ ১৩২
প্রভূতোপহতাদন্নাদগ্রমুদ্ধৃত্য সন্ত্যজেৎ॥ ১৩৩
শেষস্য প্রোক্ষণং কুর্য্যাদাচম্যাদ্ভিস্তথা মৃদা।
উপবাসস্ত্রিরাত্রন্তু দুষ্টভক্ষাশিনো ভবেৎ॥১৩৪
অজ্ঞানে জ্ঞানপূর্ব্বে তু তদ্দোষোপশমে ন তু।
উদক্যাং বাবলগ্নাঞ্চ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ॥১৩৫
স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ।
নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি

ধানে যাহার অশুচিতা ঘটিয়াছে, লঘু দ্রব্য বৃদ্ধ ও আতুর জনের আচরণ, কর্ম্মকারগৃহ, এবং স্ত্রী-লোকের স্তনন্ধয়, এ সকল শুচি জানিবে। দুর্গন্ধবর্জ্জিত ধারাজলও সতত শুচি। দাহ,মার্জ্জন ও গোবিচরণে ভূমি বিশুদ্ধ হয়। লেপ, উল্লেখন, জলসেক ও সম্মার্জ্জনাদি দ্বারা গৃহ বিশুদ্ধ হয়। কেশ, কীট, মক্ষিকাদি পতিত হইলে কিম্বা গোদ্বারা আঘ্রাত হইলে অন্নের বিশোধনার্থ মৃত্তিকা, ভস্ম ও জল প্রক্ষেপ কর্ত্তব্য। তাম্রপাত্র অম্লসংযোগে, রঙ্গ ও সীসক পাত্র জলে, কাংস্য পাত্র ভস্ম ও জলে এবং কঠিন বস্তু জলে আপ্লাবনেই শুদ্ধ হয়। সাধারণ অপবিত্র দ্রব্যাক্ত বস্তুর মৃত্তিকা-জল-সংযোগে গন্ধাপনয়ন হইলেই শুদ্ধি হয়। অন্যান্য দ্রব্যেরও বিবর্ণতা ও দুর্গন্ধ অপনীত হইলেই বিশুদ্ধি জানিবে। চণ্ডাল ও ব্যাধ কর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংস শুচি। পথে পতিত তৈলাদি এবং একটী গো তৃপ্ত হইতে পারে, এমন জলও শুচি। ধূলি, অগ্নি, অশ্ব, গো, ছায়া, কিরণ, বায়ু, ভূমি, বায়ুচালিত জল-কণা ও মক্ষিকাদি প্রাণী, এ সকল দুষ্টসংসর্গ বশতঃ অশুদ্ধ হয় না। অজের ও অশ্বের মুখ বিশুদ্ধ, গো সকলের মুখ শুচি নহে। বৎসের মুখ মাতার স্তন্যস্রাবণ বিষয়ে পবিত্র। ফলপাতন ব্যাপারে পক্ষীও শুচি। আসন, শয্যা, যান, নদীতট, তৃণ, এ সকল পণ্য-দ্রব্যবৎ চন্দ্র-সূর্য্যকিরণ ও বায়ু দ্বারাই পবিত্র হয়। পথ ভ্রমণ, স্নান, ও পান ভোজ-নাদি কার্য্য, বস্ত্র পরিধান,—এ সকল কার্য্যে যথাবিধি আচমন করা বিধেয়। পথস্থ কর্দ্দম, অশুচি বস্তুর স্পর্শ বশতঃ যাহা অশুচি হই-য়াছে, এবং ইষ্টকা দ্বারা যাহা বিরচিত, সে সকল বায়ু স্পর্শেই শুচি হয়। ১১৬—১৩২। রাশীকৃত অন্ন কোনও কারণে অপবিত্র হইলে আচমনপূর্ব্বক উপরের অংশ ফেলিয়া দিয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিলেই বিশুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ উক্তরূপ অপবিত্র খাদ্য ভক্ষণে ত্রিরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য; অশুচিতা জানিতে পারিলে যথাবিধি শোধন করিয়া পরে তাহা ভক্ষণ করিলে কোন দোষ হইবে না। রজস্বলা, সূতিকা, অন্ত্যজাতি, শববাহী,—এই সকলের স্পর্শে স্নান করিলে শুদ্ধ হয়। স্নেহযুক্ত

আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা।
ন লঙ্ঘয়েত্তথৈবাথ ষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনানি চ ॥ ১৩৭
গৃহাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রং পাদাম্ভস্তৎক্ষিপেদ্বহিঃ।
পঞ্চ পিণ্ডানমুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিণি ॥১৩৮
স্নায়ীত দেবখাতেষু গঙ্গ হ্রদসরিৎসু চ।
নোদ্যানাদৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥
নালপেজ্জনবিদ্বিষ্টান্ বীরহীনাস্তথা স্ত্রিয়ঃ।
দেবতাপিতৃসচ্ছাস্ত্রযজ্ঞসন্ন্যাসিনিন্দকৈঃ ॥ ১৪০
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যত্যর্কাবলোকনাৎ।
অবলোক্য তথোদক্যাং সন্ন্যস্তং পতিতং শবম্
বিধর্ম্মিসূতিকাষণ্ঢবিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ।
মৃতনির্য্যাতকাংশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে ॥ ১৪২
এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ।
অভোজ্যভিক্ষুপাষণ্ডমার্জ্জারখরকুক্কুটান ॥ ১৪৩
পতিতাপবিদ্ধচাণ্ডালমৃতহারাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাদুদক্যাগ্রামশূকরৌ ॥
তদ্বচ্চ সূতিকাশৌচদূষিতং পাপকর্ম্মভিঃ।
যস্য চানুদিনং হানির্গৃহে নিত্যস্য কর্ম্মণঃ।
যশ্চ ব্রাহ্মণসন্ত্যক্তঃ কিল্বিষাশী নরাধমঃ ॥ ১৪৫
নিত্যস্য কর্ম্মণো হানিং ন কুর্ব্বীত কদাচন ॥
তস্য ত্বকরণং বক্ষ্যে কেব ং মৃতজন্মসু।
দশাহং ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেদ্দানহোমবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪৭
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহঞ্চ বৈশ্যো মাসার্দ্ধমেব চ।
শূদ্রশ্চ মাসমাসীত নিজকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪৮
ততঃ পরং নিজং কর্ম্ম কুর্য্যুঃ সর্ব্বে যথোচিতম্
প্রেতায় সলিলং দেয়ং বহির্গত্বা তু গোত্রকৈঃ।
প্রথমেঽহ্নি চতুর্থে চ সপ্তমে নবমে তথা।
তস্যাস্থি সঞ্চয়ঃ কার্য্যশ্চতুর্থেঽহ্নি গোত্রকৈঃ ॥
ঊর্দ্ধং সঞ্চয়নাত্তেষামঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে।

মনুষ্যাস্থিস্পর্শে ব্রাহ্মণ স্নান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে। নিঃস্নেহ মানুষাদি স্পর্শে আচমনান্তে গোস্পর্শ বা সূর্য্য দর্শন করিলে শুদ্ধি লাভ হইতে পারে। নিষ্ঠীবন উদ্বর্ত্তনাদি লঙ্ঘন করিতে নাই। গৃহ হইতে উচ্ছিষ্ট মলমূত্র ও পাদপ্রক্ষালনজল,—এসকল দূরে বহির্ভাগে ফেলিয়া দিবে। পরকীয় জলাশয় হইতে প্রথমে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড না উঠাইয়া স্নান করিবে না। দেবার্থে উৎসর্গীকৃত জলাশয়, গঙ্গা, হ্রদ, ও নদীতে স্নান করিতে হইলে পিণ্ড উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি অসময়ে উদ্যানাদির মধ্যে থাকি-বেন না। সাধারণের বিদ্বেষার্হ ব্যক্তির সহিত কিম্বা বিধবার সহিত বাক্যালাপ অকর্ত্তব্য। যাহারা দেবতা, পিতৃলোক, সজ্জন, শাস্ত্র, যজ্ঞকর্ত্তা বা সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিন্দা করে, তাহাদিগের সঙ্গে আলাপ করিলে সূর্য্যদর্শন দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির রজস্বলা নারী, সংন্যস্ত পতিত শব, বিধর্ম্মী, সূতিকা, ক্লীব, বিবস্ত্র জন, অন্ত্যজাতি, শববাহক, এবং পরদার-পর নরগণকে দর্শন করিলেও আত্ম-শোধ-নার্থ উক্তরূপ সূর্য্যদর্শনই বিধেয়। অখাদ্য-দ্রব্য ভিক্ষুক, পাষণ্ড, মার্জ্জার, গর্দ্দভ, কুক্কুট, পতিত, জাতিচ্যুত, চণ্ডাল, শববাহক,—এসকল স্পর্শ করিয়াও ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সূতিকা, গ্রামশূকর, সূতিকাশৌচী ও অকার্য্যদ্বারা দূষিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলেও উক্তরূপ শৌচ বিধেয়। যাহার গৃহে প্রতিদিন নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না, এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যে জন পরিত্যক্ত হই-য়াছে, সেই নরাধম পাপমাত্রই ভোজন করিয়া থাকে। ১৩৩—১৪৫। নিত্য কর্ম্মের কদাচ বাধা করিবে না। কেবল জন্ম মরণ উপ-লক্ষেই উহা করিতে নাই, এ বিষয়ে বিধান কহিতেছি। জন্ম ও মরণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ দশাহ, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহ, ও বৈশ্য মাসার্দ্ধ যাবৎ দান হোম বর্জ্জনপূর্ব্বক থাকিবে। শূদ্র একমাস নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য বর্জ্জন করিবে। তারপর সকলেই যথাবিধি নিজ কর্ম্ম করিবে। সগোত্রগণ বহির্গমনপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করিবে। সগোত্র জন প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, বা নবম দিবসে মৃত ব্যক্তির অস্থি সঞ্চয় করিবে।

গোত্রকৈস্তু ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কার্য্যাঃ সঞ্চয়নাৎপরম্
স্পর্শ এব সপিণ্ডানাং মৃতাহনি তথোভয়োঃ।
অন্বর্থমিচ্ছয়া শস্ত্ররজ্জুবন্ধনবহ্নিষু॥ ১৫২
বিষপ্রতাপাদিমৃতে প্রাজানাশকয়োরপি।
বালে দেশান্তরস্থে চ তথা প্রব্রজিতে মৃতে॥
সদ্যঃ শৌচং মনুষ্যাণাং ত্র্যহমুক্তমশৌচকম্।
সপিণ্ডানাং সপিণ্ডস্তু মৃতেহন্যস্মিন্মৃতো যদি॥
পূর্ব্বশৌচং সমাখ্যাতং কার্য্যাস্তত্র দিনক্রিয়াঃ।
এষ এব বিধির্দৃষ্টো জন্মন্যপি হি সূতকে॥১৫৫
সপিণ্ডানাং সপিণ্ডেষু যথাবৎ সোদকেষু চ।
পুত্রে জাতে পিতুঃ স্নানং সচৈলস্য বিধীয়তে॥
তত্রাপি যদি বান্যস্মিন্ন তু জাতস্ততঃ পরম্।
তত্রাপি শুদ্ধিরুদিতা পূর্ব্বজন্মবতো দিনৈঃ॥১৫৭
দশদ্বাদশমাসার্দ্ধমাসসংখ্যৈর্দিনৈর্গতৈঃ।
স্বাঃ স্বাঃ কর্ম্মক্রিয়াঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বে বর্ণা যথাবিধি॥
প্রেতমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টমতঃ পরম্।
দানানি চৈব দেয়ানি ব্রাহ্মণেভ্যো মনীষিভিঃ॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্য দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা॥ ১৬১
পূর্ণৈস্তু দিবসৈঃ স্পৃষ্ট্বা সলিলং বাহনায়ুধৈঃ।
দত্তপ্রেতোদপিণ্ডাশ্চ সর্ব্বে বর্ণাঃ কৃতক্রিয়াঃ॥
কুর্য্যুঃ সমগ্রাঃ শুচিনঃ পরত্রেহ চ ভূতয়ে।
অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা॥
ধর্ম্মতো ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ।
যেন প্রকুপিতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি ভো দ্বিজাঃ
তৎকর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনৈঃ।
এবমাচরতো বিপ্রাঃ পুরুষস্য গৃহে সতঃ॥১৬৪
ধর্ম্মার্থকামং সম্প্রাপ্য পরত্রেহ চ শোভনম্।
ইদং রহস্যমায়ুষ্যং ধন্যং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্॥ ১৬৫
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যদং শিবম্।
যশঃকীর্ত্তিপ্রদং নৃণাং তেজোবলবিবর্দ্ধনম্॥ ১৬৬

অস্থি সঞ্চয় হইলে অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব নিবৃত্ত হয়। উহার পরই সগোত্রগণ মৃতের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবে। আত্মহত্যা কামনায় শস্ত্র, রজ্জু, বন্ধন, বহ্নি, বা পতন ইত্যাদি দ্বারা মৃত হইলে, আর শিশু বা দেশান্তরস্থ ব্যক্তির মরণে, কিম্বা সন্ন্যাস গ্রহণের পর মৃত হইলেও সাধারণের সদ্যঃশৌচ, এবং সপিণ্ডগণের তিন দিন অশৌচ হয়। এক সপিণ্ডমরণাশৌচ মধ্যে অন্য সপিণ্ড মরিলে পূর্ব্ব অশৌচই হইবে। তদন্তে বিহিত কার্য্য করিবে। জন্মজনিত অশৌচেও সপিণ্ড ও সোদকদিগের এইরূপই বিধি। পুত্র জন্মিলে পিতা বস্ত্রসহ অবগাহন স্নান করিবে। জন্মাশৌচের মধ্যে অন্য জন্মাশৌচ হইলেও পূর্ব্বাশৌচই প্রবল থাকিবে; পূর্ব্ব অশৌচান্তেই শুদ্ধি বিহিত। জননাশৌচেও সকল বর্ণই পূর্ব্ববৎ দশ, দ্বাদশ, মাসার্দ্ধ, ও মাসমাত্র কাল অশুচি থাকিবে; তদন্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সকল যথাবিধি করিবে। অতঃপর প্রেতোদ্দেশ্যে একোদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কার্য্যে ব্রাহ্মণকে বিবিধ দান করিবেন। ১৪৬—১৬০। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ইহকালে তাহার যাহা যাহা প্রিয় ও বাঞ্ছিত দ্রব্য ছিল, সেই সকলই পরলোকে তদীয় অক্ষয় তৃপ্তি বিধানার্থ দান করিবে। অশৌচকাল পূর্ণ হইলে প্রেতের পিণ্ড দান ও তর্পণাদি করিয়া জল, বাহন, ও আয়ুধাদি স্পর্শে পবিত্র হইবে। তারপর সকলেই ইহ-পরকালের হিতবিধায়ক কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিবে। নিত্য ত্রয়ী অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। সতত পরিণামদর্শী হইবে। ধর্ম্মানুসারে ধনার্জ্জন করিয়া যত্নপূর্ব্বক যজ্ঞ করিবে। হে দ্বিজগণ! যে কার্য্য দ্বারা আত্মা প্রকুপিত হইয়া লজ্জিত না হয়, যাহা মহাজনসন্নিধানে গোপনীয় নহে, সেই কার্য্য নিঃশঙ্ক চিত্তে করিবে। নরগণ গৃহে থাকিয়া এইরূপ আচরণ করিলে ইহপর উভয় কালেই উত্তম ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্তমগণ! আমি এই যে রহস্য কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা আয়ুঃপ্রদায়ক, ধনসমৃদ্ধিবর্দ্ধক, বুদ্ধিবৃদ্ধিকর, সর্ব্বপাপহর, পুণ্যজনক, শ্রী, পুষ্টি, আরোগ্য, যশ, কীর্ত্তি, তেজ, বলাদির

অনুষ্ঠেয়ং সদা পুম্ভিঃ স্বর্গসাধনমুত্তমম্।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ মুনিসত্তমাঃ॥
জ্ঞাতব্যং সুপ্রযত্নেন সম্যক্‌শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিভিঃ
জ্ঞাত্বৈব যঃ সদা কালমনুষ্ঠানং করোতি বৈ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
সারাৎসারতরং চেদমাখ্যাতং দ্বিজসত্তমাঃ॥
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
ন নাস্তিকায় দাতব্যং ন দুষ্টমতয়ে দ্বিজাঃ॥১৬৯
ন দাম্ভিকায় মূর্খায় ন কুতর্কপ্রলাপিনে॥ ১৭০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সদাচারনিরূপণমেকবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২১॥

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ বর্ণধর্ম্মান্ বিশেষতঃ।
চতুরাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ দ্বিজবর্য্য ব্রবীহি তান্॥ ১

ব্যাস উবাচ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্।
শৃণুধ্বং সংযতা ভূত্বা বর্ণধর্ম্মান্ময়োদিতান্॥ ২
দয়াদানতপোদেবযজ্ঞস্বাধ্যায়তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্॥
বৃত্ত্যর্থং যাজয়েত্ত্বন্যান্দ্বিজানধ্যাপয়েত্তথা।
কুর্য্যাৎপ্রতিগ্রহাদানং যজ্ঞার্থং জ্ঞানতো দ্বিজাঃ
সর্ব্বলোকহিতং কুর্য্যান্নাহিতং কস্যচিদ্দ্বিজাঃ।
মৈত্রী সমস্তসত্ত্বেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্॥ ৫
গবি রত্নে চ পারক্যে সমবুদ্ধির্ভবেদ্দ্বিজাঃ।
ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাঃ শস্যতে বাস্য ভো দ্বিজাঃ
দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যঃ
ক্ষত্রিয়োঽপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ীত চ ভো দ্বিজাঃ॥
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্॥ ৮
ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যা নরাধিপাঃ।

বিবর্দ্ধক এবং উত্তম স্বর্গসাধন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের এতদনুসারে আচরণ করা বিধেয়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনের সম্যক্ প্রকারে সুপ্রযত্নে ইহা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই বিধান জানিয়া সকল কালে এতদনুসারে আচরণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইতে পারে। হে দ্বিজসত্তমগণ! শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের সার হইতেও সারতর এই যে বিধান কীর্ত্তন করিলাম, ইহা যে, সে লোককে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। হে দ্বিজগণ! নাস্তিক দুষ্টচেতা, দাম্ভিক, মূর্খ এবং কুতর্ককারীকে ইহা দান করিতে নাই। ১৬১—১৭০।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজরাজ! এক্ষণে আমরা চতুর্ব্বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্মবিধি শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারিবর্ণের ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি; আপনারা সংযতচিত্তে শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দান, দয়া, তপস্যা, দেবপূজা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তর্পণপরায়ণ এবং অগ্নিমান্ হইবেন। জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অপর ব্যক্তির যাজন এবং অধ্যাপন করিবেন। যজ্ঞ-করণার্থ প্রতিগ্রহও করিবেন। জ্ঞানপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতই করিবেন; পরন্তু অহিত করিবেন না। সর্ব্বজীবে মিত্রতাই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন। ব্রাহ্মণ, পরকীয় ভূমি বা রত্নে সমবুদ্ধি থাকিবেন। তাঁহার পক্ষে ঋতুকালেই পত্নীসঙ্গ প্রশস্ত। হে দ্বিজগণ! ক্ষত্রিয় ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অধ্যয়নও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ ও পৃথিবীরক্ষা, এই দুইটীই ক্ষত্রিয়ের জীবিকা; তন্মধ্যেও পৃথিবীপালনই প্রধান। ১—৮। রাজা দুষ্টদিগের শাসন ও শিষ্টগণের পালন

ভবন্তি নৃপতে রক্ষা যতো যজ্ঞাদিকর্ম্মণাম্ ॥৯
দুষ্টানাং শাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতাল্লোঁকান্‌বর্ণসংস্থাপকো নৃপঃ ॥
পাশুপাল্যং বণিজ্যাঞ্চ কৃষিঞ্চ মুনিসত্তমাঃ।
বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌ
লোকপিতামহঃ ॥ ১১
তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধর্ম্মশ্চ শস্যতে।
নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামনুষ্ঠানঞ্চ কর্ম্মণাম্ ॥ ১২
দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কর্ম্ম তদর্থং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্ব্বাপি ধনৈঃ কারুভবৈস্তু বা ॥ ১৩
দানং দদ্যাচ্চ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ।
পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ ॥১৪
ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহাঃ।
ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৫
দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষা নাভিমানিতা।
সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা ॥ ১৬
মৈত্রী চৈবাস্পৃহা তদ্বদকার্পণ্যং দ্বিজোত্তমাঃ।
অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥ ১৭
আশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষামেতে সামান্যলক্ষণাঃ।
গুণাস্তথোপধর্ম্মাশ্চ বিপ্রাদীনামিমে দ্বিজাঃ ॥১৮
ক্ষাত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।
রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শূদ্রকর্ম্মাণি চৈতয়োঃ ॥
সসামর্থ্যে সতি তাজ্যমুভাভ্যামপি চ দ্বিজাঃ।
তদেবাপদি কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসঙ্করম্ ॥ ৩০
ইত্যেতে কথিতা বিপ্রা বর্ণধর্ম্মা ময়া হি বৈ।
ধর্ম্মমাশ্রমিণাং সম্যগ্‌ব্রুবতোঽপি নিবোধত ॥২১
বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ।
গুরোর্গেহে বসন্ বিপ্রা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥২
শৌচাচাররতস্তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ।
ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা ॥ ২৩
উভে সন্ধ্যে রবিং বিপ্রাস্তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ।
উপতিষ্ঠেত্তথা কুর্য্যাদ্‌গুরোরপ্যভিবাদনম্ ॥ ২৪
স্থিতে তিষ্ঠেদ্‌ব্রজেদ্‌যাতি নীচৈরাসীত চাসিতে
শিষ্যো গুরৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রতিকূলঞ্চ সন্ত্যজেৎ
তেনৈবোক্তং পঠেদ্বেদং নান্যচিত্তঃ পুরঃস্থিতঃ।

দ্বারা বর্ণসকলের সংস্থাপন করিলে অভিমত লোক প্রাপ্ত হয়েন। হে মুনিসত্তমগণ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পশুপালন, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, এই তিনটী বৃত্তি বৈশ্যদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্য এবং নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। দ্বিজাতির আশ্রয়ে তাঁহাদিগের কর্ম্ম করিয়া কিম্বা ক্রয় বিক্রয় বা শিল্প কর্ম্মে উপার্জ্জিত ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শূদ্রও দান করিবে এবং পাকযজ্ঞ করিবে। তদ্দ্বারাই শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য কর্ত্তব্য। পোষ্য-বর্গ পরিপালনার্থ সকল বর্ণেরই ধনাদি পরিগ্রহ বিধেয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঋতু-কালেই পত্নীসঙ্গম বিহিত। সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, অভিমানরাহিত্য, সত্য, শৌচ, প্রিয়-বাদিতা, মিত্রতা, লোভহীনতা, অকার্পণ্য, অনসূয়া, অক্লান্তিতা ও মঙ্গলসাধনতা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইবে। সমস্ত আশ্রমের সমস্ত বর্ণেরই এই সকল সাধারণ গুণ। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে বিপ্রাদিবর্ণের উপধর্ম্ম কীর্ত্তন করি-তেছি। আপৎকালে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কর্ম্ম ও বৈশ্যকর্ম্ম বিহিত। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকর্ম্ম ও শূদ্রকর্ম্ম, এবং বৈশ্যের শূদ্রকর্ম্ম কর্ত্তব্য; সামর্থ্য থাকিতে ঐ সকল নিম্নবর্ণের কার্য্য সকলেরই ত্যাজ্য; আপৎকালেই উহা অবলম্বনীয়; পরন্তু কর্ম্মসঙ্কর করিবে না। হে বিপ্রগণ! বর্ণচতুষ্টয়ের সাধারণ বিধান এই আমি বলি-লাম; এক্ষণে আশ্রমধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৯—২৪। হে বিপ্রগণ! বালক উপনয়নান্তে বেদাভ্যাস-তৎপর হইয়া গুরু-গৃহে বাস করিবে। তখন ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে শৌচাচার প্রতিপালন করত গুরুর শুশ্রূষা এবং বিবিধ ব্রতাচরণপূর্ব্বক অবধানসহকারে বেদাভ্যাস করিবে। উভয় সন্ধ্যাকালে সমাহিতভাবে রবি ও অগ্নির উপাসনা এবং গুরুর অভিবাদন করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিষ্য কোন প্রকারেই গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিবে না; গুরু

অনুজ্ঞাতশ্চ ভিক্ষান্নমশ্নীয়াদ্‌গুরুণা ততঃ॥ ২৬
অবগাহেদপঃ পূর্ব্বমাচার্য্যেণাবগাহিতাঃ।
সমিজ্জলাদিকং চাস্য কল্যকল্যমুপানয়েৎ॥ ২৭
গৃহীতগ্রাহ্যবেদশ্চ ততোহনুজ্ঞামবাপ্য বৈ।
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্নগুরুনিষ্কৃতিঃ॥২৮
বিধিনাবাপ্তদারস্তু ধনং প্রাপ্য স্বকর্ম্মণা।
গৃহস্থকার্য্যমখিলং কুর্য্যাদ্বিপ্রাঃ স্বশক্তিতঃ॥২৯
নির্ব্বাপেণ পিতৃনর্চ্চ্য যজ্ঞৈর্দেবাংস্তথাতিথীন্।
অন্নৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্॥
বলিকর্ম্মণা ভূতানি বাক্‌সত্যেনাখিলং জগৎ।
প্রাপ্নোতি লোকান্ পুরুষো নিজকর্ম্মসমার্জিতান্
ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড়্‌ব্রহ্মচারিণঃ।
তেঽপ্যত্র প্রতিতিষ্ঠন্তি গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্
বেদাহরণকার্য্যেণ তীর্থস্নানায় চ দ্বিজাঃ।
অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ॥ ৩৩
অনিকেতা হ্যনাহারা যে তু সায়ংগৃহাশ্চ তে।
তেষাং গৃহস্থঃ সততং প্রতিষ্ঠা যোনিরুচ্যতে॥
তেষাং স্বাগতদানানি বক্তব্যং মধুরং সদা।
গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসনভোজনম্॥ ৩৫
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ ৩৬
অবজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভশ্চাপি গৃহে সতঃ।
পরিবাদোপঘাতৌ চ পারুষ্যঞ্চ ন শস্যতে॥৩৭
যশ্চ সম্যক্‌করোত্যেবং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্।
সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তো লোকানাপ্নোতি চোত্তমান্॥
বয়ঃপরিণতো বিপ্রাঃ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী।
পুত্রেষ ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা

অবস্থান করিলে অবস্থান করিবে, গমন কালে গমন কবিবে, উপবিষ্ট হইলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে উপবেশন করিবে। গুরুর আদেশক্রমেই নিবিষ্টচিত্তে তদীয় অগ্রভাগে থাকিয়া বেদ পাঠ করিবে। পরে গুরুর অনুজ্ঞানুসারেই ভিক্ষান্ন ভোজন করিবে। গুরু জলে অবগাহন করিলে পর অবগাহন করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুরুর নিমিত্ত সমিধ্‌ কুশাদি আহরণ করিয়া আনিবে। প্রাজ্ঞব্যক্তি শিক্ষণীয় বেদ অভ্যস্ত হইলে পর গুরুর আদেশ লইয়া গুরু-দক্ষিণা-দানান্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। যথাবিধি বিবাহ করিয়া স্বীয় বিহিত কর্ম্মদ্বারা ধনার্জ্জনপূর্ব্বক স্বশক্তি অনুসারে সমস্ত গৃহস্থ-কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিবেন। পিণ্ডদান দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের, অন্নদ্বারা অতিথিগণের, স্বাধ্যায় দ্বারা মুনিগণের, পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির, বলি প্রদান দ্বারা ভূতগণের, এবং সত্য ও প্রিয়বাক্য দ্বারা সমগ্র জগতের তৃপ্তি বিধান করিবেন। পুরুষ এইরূপ স্বীয় অনুষ্ঠানের ফলে বিবিধ লোক প্রাপ্ত হয়। ২৫—৩১। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা ভিক্ষোপজীবী সকলেই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনে জীবিত থাকে, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। হে দ্বিজগণ। যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাহরণ, তীর্থপর্য্যটন, ও পৃথিবীভ্রমণার্থ বসুমতীর নানাস্থানে ভ্রমণ করেন; এবং যাহারা বাসস্থানশূন্য ও আহারহীন সেই সায়ং-গৃহগণ (যাইতে যাইতে যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, তথায় বাসকারী) গৃহস্থ জন-গণের একমাত্র অবলম্বন ও উৎপত্তিহেতু। গৃহে আগত হইলে ঐ সকল ব্যক্তিকে সদা স্বাগত প্রশ্ন ও মধুর বাক্য বলিবে; শয়নীয়, আসন ও ভোজন দান করিবে। অতিথি কোথাও নিরাশ হইয়া ভবন হইতে প্রতি-গমন কালে তাহার পাপ সকল গৃহস্বামীকে দিয়া তদীয় পুণ্য সকল লইয়া প্রস্থান করেন। অবজ্ঞা, অহঙ্কার, দম্ভ, পরিবাদ, প্রহার, পারুষ্য,—গৃহস্থের পক্ষে এসকল প্রশস্ত নহে। যে গৃহস্থ এই বিধান সম্যক্‌প্রকারে প্রতিপালন করে, সে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমলোকসমূহে গমন করিতে সক্ষম হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্য সমস্ত অনুষ্ঠানান্তে পরিণত বয়সে পুত্রগণের হস্তে ভার্য্যাকে ন্যস্ত করিয়া অথবা ভার্য্যার সহিতই বনে প্রবেশ করিবেন।

পর্ণমূলফলাহারঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ।
ভূমিশায়ী ভবেত্তত্র মুনিঃ সর্ব্বাতিথির্দ্বিজাঃ ॥৪০
চর্ম্মকাশকুশৈঃ কুর্য্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে।
তদ্বৎত্রিষবণং স্নানং শস্তমস্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১
দেবতাভ্যর্চ্চনং হোমসর্ব্বাভ্যাগতপূজনম্।
ভিক্ষাবলিপ্রদানঞ্চ শস্তমস্য প্রশস্যতে ॥ ৪২
বন্যস্নেহেন গাত্রাণামভ্যঙ্গশ্চাপি শস্যতে।
তপস্যা তস্য বিপ্রেন্দ্রাঃ শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা॥
যস্ত্বেতা নিয়তশ্চর্য্যা বানপ্রস্থশ্চরেন্মুনিঃ।
স দহত্যগ্নিবদ্দোষানজয়েল্লোকাংশ্চ শাশ্বতান্॥
চতুর্থশ্চাশ্রমো ভিক্ষোঃ প্রোচ্যতে যো মনীষিভিঃ।
তস্য স্বরূপং গদতো বুধ্যধ্বং মম সত্তমাঃ ॥ ৪৫
পুত্রদ্রব্যকলত্রেষু ত্যজেৎ স্নেহং দ্বিজোত্তমাঃ।
চতুর্থমাশ্রমস্থানং গচ্ছেন্নির্ধূতমৎসরঃ ॥ ৪৬
ত্রৈবর্ণিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভান্ দ্বিজসত্তমাঃ
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু ॥ ৪৭
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
একরাত্রস্থিতিগ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে।
তথা প্রীতির্ন তির্য্যক্ষু দ্বেষো বা নাস্য জায়তে॥
প্রাণযাত্রানিমিত্তঞ্চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থী পর্য্যটেদ্গৃহান্॥
অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে নৈব চ হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ ॥ ৫১
অতিপূজিতলাভাংস্তু জুগুপ্সেচ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অতিপূজিতলাভৈস্তু যতির্মুক্তোঽপি বধ্যতে॥
কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পো লোভমোহাদয়শ্চ যে।

দ্বিজগণ! বনমধ্যে তিনি বৃক্ষমূলে শয়ন করিবেন, পত্র, মূল ও ফল আহার করিবেন, কেশ, শ্মশ্রু বা জটা ধারণ করিবেন; সকলের আতিথ্য করিবেন; সর্ব্বথা মুনিবৃত্তিই তাঁহার অবলম্বনীয়।৩২—৪০। চর্ম্ম, কাশ, বা কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় করিবেন। বনবাসীর পক্ষে তিন কালে স্নান প্রশস্ত। দেবতার্চ্চন, হোম, অভ্যাগত সকলের যথাযোগ্য পূজা, ভিক্ষা, ও বলিপ্রদান,—এ সকল কার্য্যও বিশেষ প্রশস্ত। বন্য স্নেহ দ্বারা অভ্যঙ্গ প্রশস্ত। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! বনবাসীর পক্ষে শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতাই পরম তপস্যা। যে জন বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিয়ত-চিত্তে এই সকল আচার পালন করেন, তিনি অগ্নিবৎ দোষ সকল দগ্ধ করিয়া শাশ্বত লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়েন। হে সত্তমগণ! মনীষিগণ যাহাকে ভিক্ষুকাশ্রম বলেন, সেই চতুর্থাশ্রমের স্বরূপ আমি বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। হে দ্বিজোত্তমগণ! পুত্র-কলত্র-বিত্তাদিতে স্নেহ বর্জ্জনপূর্ব্বক মাৎসর্য্যহীন হইয়া চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। ত্রিবর্ণবিহিত সমস্ত আচার পরিহারপূর্ব্বক শত্রু-মিত্রাদি সর্ব্বজীবেই সমবুদ্ধিসম্পন্ন ও সকলেরই হিতকারী হইবে। জরায়ুজ বা অণ্ডজ কোন প্রাণীরই কদাপি বাক্য মন ও কর্ম্ম দ্বারা অহিতাচরণ করিবে না। কাহারও দ্রোহ করিবে না। সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জন করত সংযতচিত্তে থাকিবে।৪১—৪৮। সন্ন্যাসী জন গ্রামে একরাত্র, ও নগরে পঞ্চরাত্র বাস করিতে পারেন। তির্য্যক্ জাতির প্রতি দ্বেষ বা প্রীতি প্রকাশ করিবেন না। যখন বৃক্ষনাগ্নি নির্ব্বাপিত ও জনগণের ভোজন শেষ হইয়াছে বুঝিবেন, তিনি তখন জীবিকা নির্ব্বাহার্থ প্রশস্ত বর্ণের গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবেন। ভিক্ষা লাভে তুষ্ট বা অলাভে অসন্তুষ্ট হইবেন না। সুখ দুঃখ এবং সঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহার্থ ভিক্ষা করিবেন। কেহ অতিশয় সমাদর সহকারে ভিক্ষা দিলে তাহা সর্ব্বথা নিন্দিত মনে করিবেন; কারণ, অতি সমাদরপ্রাপ্ত ভিক্ষা দোষে, মুক্ত যতি জনও বদ্ধ হইয়া পড়েন। পরিব্রাজক ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, মোহ প্রভৃতি যে

তাংস্ত দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাণ্নির্ম্মমো ভবেৎ ॥ ৫৩

অভয়ং সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মহীম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নোৎপদ্যতে কচিৎ ॥
কৃত্বাগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং
শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি।
বিপ্রস্তু ভিক্ষোপগতৈর্হবির্ভি-
শ্চিতাগ্নিনা স ব্রজতি স্ম লোকান্ ॥ ৫৫
মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং
শুচিশ্চ সঙ্কল্পিতবুদ্ধিযুক্তঃ।
অনিন্ধনং জ্যোতিরিব প্রশান্তং
স ব্রহ্মলোকং ব্রজতি দ্বিজাতিঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বর্ণাশ্রমধর্ম্মবর্ণনং দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

সকল দোষ আছে, তৎসমস্ত বর্জ্জনপূর্ব্বক নির্ম্মম হইবেন। যিনি সর্ব্বভূতে অভয় দান করত মহীতলে বিচরণ করেন, সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মার কদাপি ভয় উৎপন্ন হয় না। যে বিপ্রযতি চিতাগ্নিতে শয়ন করত নিজদেহে অগ্নিহোত্র স্থাপনপূর্ব্বক শারীর অগ্নিকে ভিক্ষালব্ধ ঘৃত দ্বারা নিজমুখে হোম করেন, তিনি দিব্যলোকে গমন করিতে সক্ষম হয়েন। যিনি শুচিভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প সহকারে এই মোক্ষাশ্রম-বিহিত আচার প্রতিপালন করেন, সেই দ্বিজাতি দাহবস্তু অভাবে অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। ৪৯—৫৬।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২২

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং মহাভাগ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ন তেঽস্ত্যবিদিতং মুনে
কর্ম্মণা কেন বর্ণানামধমা জায়তে গতিঃ।
উত্তমা চ ভবেৎ কেন ব্রূহি তেষাং মহামতে ॥২
শূদ্রস্তু কর্ম্মণা কেন ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি।
শ্রোতুমিচ্ছামহে কেন ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ ॥৩
ব্যাস উবাচ।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে নানাধাতুবিভূষিতে।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণে নানাশ্চর্য্যসমন্বিতে ॥ ৪
তত্র স্থিতং মহাদেবং ত্রিপুরঘ্নং ত্রিলোচনম্।
শৈলরাজসুতা দেবী প্রণিপত্য সুরেশ্বরম্ ॥৫
ইমং প্রশ্নং পুরা বিপ্রা অপৃচ্ছচ্চারুলোচনা।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মম সত্তমাঃ ॥ ৬
উমোবাচ।
ভগবন্ ভগনেত্রঘ্ন পূষ্ণো দন্তবিনাশন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ, মুনে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান, কিছুই আপনার অবিদিত নাই। হে মহামতে! বর্ণচতুষ্টয়ের কোন্ কর্ম্ম দ্বারা অধম গতি হয়? আর কোন্ কর্ম্মেই বা উত্তম গতি ঘটে, তাহা বলুন। শূদ্র কোন্ কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণই বা কোন্ কোন্ কর্ম্মের ফলে শূদ্রত্ব লাভ করে? আমরা তাহাও শুনিতে বাসনা করি। ব্যাস কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে নানাধাতুবিভূষিত নানাতরুলতাকীর্ণ নানাশ্চর্য্যময় রমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন, সুরেশ্বর, মহাদেবকে প্রণিপাতপুরঃসর চারুলোচনা, শৈলরাজনন্দিনী উমাদেবী এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন; হে সত্তমগণ! আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ২—৬। উমা কহি-

দক্ষক্রতুহর ত্র্যক্ষ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥ ৭
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ভগবতা পূর্ব্বং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা।
কেন কর্ম্মবিপাকেণ বৈশ্যো গচ্ছতি শূদ্রতাম্ ॥৮
বৈশ্যো বা ক্ষত্রিয়ঃ কেন দ্বিজো বা ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ।
প্রতিলোমে কথং দেব শক্যো ধর্ম্মো নিবর্ত্তিতুম্
কেন বা কর্ম্মণা বিপ্রঃ শূদ্রযোনৌ প্রজায়তে।
ক্ষত্রিয়ঃ শূদ্রতামেতি কেন বা কর্ম্মণা বিভো ॥১০
এতং মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেঽনঘ।
ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥১১

শিব উবাচ।

ব্রাহ্মণ্যং দেবি দুষ্প্রাপং নিসর্গাদ্‌ব্রাহ্মণঃ শুভে
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ ॥
কর্ম্মণা দুষ্কৃতেনেহ স্থানাদ্‌ভ্রশ্যতি স দ্বিজঃ।
শ্রেষ্ঠং বর্ণমনুপ্রাপ্য তস্মাদাক্ষিপ্যতে পুনঃ ॥১৩
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি ॥
যশ্চ বিপ্রত্বমুৎসৃজ্য ক্ষত্রধর্ম্মান্নিষেবতে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে ॥
বৈশ্যকর্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভমোহব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা ॥
স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ
স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ ॥১৭
তত্রাসৌ নিরয়ং প্রাপ্তো বর্ণভ্রষ্টো বহিষ্কৃতঃ।
ব্রহ্মলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ শূদ্রযোনৌ প্রজায়তে ॥
ক্ষত্রিয়ো বা মহাভাগে বৈশ্যো বা ধর্ম্মচারিণি।
স্বানি কর্ম্মাণ্যপাকৃত্য শূদ্রকর্ম্ম নিষেবতে ॥ ১৯
স্বস্থানাৎ স পরিভ্রষ্টো বর্ণসঙ্করতাং গতঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রত্বং যাতি তাদৃশঃ ॥
যস্তু শূদ্রঃ স্বধর্ম্মেণ জ্ঞানবিজ্ঞানবাঞ্ছুচিঃ।
ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মনিরতঃ স ধর্ম্মফলমশ্নুতে ॥ ২১
ইদং চৈবাপরং দেবি ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্।

লেন,—হে পূষার দন্তপাতনকর, দক্ষযজ্ঞহর, ভগনেত্রনাশন, ত্রিলোচন, ভগবন্! আমার এই একটী মহান্ সংশয় হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে বৈশ্য কোন্ কর্ম্ম করিয়া শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়? আর কোন্ কর্ম্মেই বা ক্ষত্রিয় হয়? ব্রাহ্মণই বা কোন্ কর্ম্মবশে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়? কোন্ কর্ম্মেই বা শূদ্রযোনিতে জন্মে? ক্ষত্রিয় কোন্ কর্ম্মফলে শূদ্রতা লাভ করে? হে দেব! এই প্রতিলোম ধর্ম্মের নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? হে অনঘ, ভূতপতি, প্রভো! কি প্রকারে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে? এ বিষয়ে আমার সংশয় নিরাস করুন। ৭—১১। শিব বলিলেন,—হে দেবি! ব্রাহ্মণ্য বড়ই দুর্লভ বস্তু! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতি স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। কেহ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলেও দুষ্কৃতিফলে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াও পাপফলেই তাহা হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও যদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম অববম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। যে জন ব্রাহ্মণত্ব পরিহার করত ক্ষত্রিয়ত্ব অবলম্বন করে, সে ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মরণান্তে ক্ষত্রিয়যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া যে অল্পবুদ্ধি দ্বিজ লোভ-মোহাবিষ্ট চিত্তে বৈশ্যকর্ম্ম করে, সে বৈশ্যতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হীন কর্ম্মবশে বৈশ্যকেও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইতে হয়। স্বধর্ম্মচ্যুত বিপ্রও এই প্রকারে শূদ্র হইয়া পড়ে। সে বর্ণ-ধর্ম্মচ্যুত হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে পারে না, নরকগামী হয়; পরে শূদ্রযোনিতে জন্মে। হে মহাভাগে! কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য,—স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্রকর্ম্ম করিলে সকলেই এইরূপে শূদ্রত্বভাগী হইয়া থাকে। তাহারা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে শূদ্রত্ব লাভ করে। ১২—২০। যে শূদ্র স্বধর্ম্ম পালন সহকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মনিরত হয়, সে অবশ্যই সেই

অধ্যাত্মং নৈষ্ঠিকী সিদ্ধির্ধর্ম্মকামৈর্নিষেব্যতে ॥
উগ্রান্নং গর্হিতং দেবি গণান্নং শ্রাদ্ধসূতকম্।
ঘুষ্টান্নং নৈব ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং নৈব বা কচিৎ
শূদ্রান্নং গর্হিতং দেবি সদা দেবৈর্মহাত্মভিঃ।
পিতামহমুখোৎসৃষ্টং প্রমাণমিতি মে মতিঃ ॥ ২৪
শূদ্রান্নেনাবশেষেণ জঠরে ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
আহিতাগ্নিস্তথা যজ্বা স শূদ্রগতিভাগ্ভবেৎ ॥
তেন শূদ্রান্নশেষেণ ব্রহ্মস্থানাদপাকৃতঃ।
ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামেতি নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ২৬
যস্যান্নেনাবশেষেণ জঠরে ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
তাং তাং যোনিং ব্রজেদ্বিপ্রো যস্যান্নমুপজীবতি
ব্রাহ্মণত্বং সুখং প্রাপ্য দুর্লভং যোঽবমন্যতে।
অভোজ্যান্নানি বাশ্নাতি স দ্বিজত্বাৎপতেত বৈ
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী চৌরী ভগ্নব্রতোঽশুচিঃ
স্বাধ্যায়বর্জ্জিতঃ পাপো লুব্ধো নৈকৃতিকঃ শঠঃ

ধর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। দেবি! ব্রহ্মা ধর্ম্মকামী জনগণের সেব্য নৈষ্ঠিকী সিদ্ধিবিষয়িণী এই কথা বলিয়াছেন যে, উগ্রজাতির অন্ন, গণান্ন (হোটেলের অন্ন), শ্রাদ্ধান্ন ও সূতকান্ন ঘুষ্টান্ন, (বিতরণার্থ যাহার ঘোষণা করা হইয়াছে), ও শূদ্রান্ন কদাচ ভোজন করিবে না। দেবি! মহাত্মা দেবগণ শূদ্রান্নের সর্ব্বদাই নিন্দা করেন, পিতামহকথিত এই কথা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। শূদ্রান্ন ভক্ষিত হইয়া উহা জঠরে থাকিতে থাকিতেই যদি মৃত্যু ঘটে, তবে কি আহিতাগ্নি, কি যাগকারী, সকলেরই শূদ্রত্ব অবশ্যম্ভাবী। জঠরে পরিপাকাবশিষ্ট সেই শূদ্রান্নের ফলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকচ্যুত হইয়া শূদ্রতালাভ করে; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দ্বিজগণ যাহার অন্ন উদরস্থ করিয়া মৃত হয়, সেই যোনি লাভ করে। দুর্লভ সুখপ্রদ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি তাহাতে অবহেলাপূর্ব্বক অভোজ্যান্নাদি ভোজন করে, সে দ্বিজত্ব হইতে বিচ্যুত হয়। সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, চৌর, দস্যু, ব্রতত্যাগী, অশুচি, স্বাধ্যায়-

অব্রতী বৃষলীভর্ত্তা কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
বিহীনসেবী বিপ্রো হি পততে ব্রহ্মযোনিতঃ ॥
গুরুতল্পী গুরুদ্বেষী গুরুকুৎসারতিশ্চ যঃ।
ব্রহ্মদ্বিড়াপি পততি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মযোনিতঃ ॥ ৩১
এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং গচ্ছেদ্বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ
শূদ্রঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি যথান্যায়ং যথাবিধি।
সর্ব্বাতিথ্যমুপাতিষ্ঠন্ শেষান্নকৃতভোজনঃ ॥৩৩
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাং যো জ্যেষ্ঠবর্ণে প্রযত্নতঃ।
কুর্য্যাদবিমনাঃ শ্রেষ্ঠঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ ॥
দেবদ্বিজাতিসৎকর্ত্তা সর্ব্বাতিথ্যকৃতব্রতঃ।
ঋতুকালাভিগামী চ নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥ ৩৫
দক্ষঃ শিষ্টজনান্বেষী শেষান্নকৃতভোজনঃ।
বৃথা মাংসং ন ভুঞ্জীত শূদ্রো বৈশ্যত্বমৃচ্ছতি ॥
ঋতবাগনহংবাদী নির্দ্বন্দ্বঃ সামকোবিদঃ।
যজতে নিত্যযজ্ঞৈশ্চ স্বাধ্যায়পরমঃ শুচিঃ ॥ ৩৭
দান্তো ব্রাহ্মণসৎকর্ত্তা সর্ব্ববর্ণানসূয়কঃ।

বর্জ্জিত, পাপী, লুব্ধ, হিংসক, শঠ, ব্রতহীন, বৃষলীপতি, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী এবং হীনজনসেবী বিপ্র ব্রাহ্মণযোনি হইতে পতিত হয়। গুরুতল্পগামী, গুরুদ্বেষী, গুরুকুৎসাপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণদ্বেষী ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ যোনি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ২১—৩১। দেবি! নিম্নোক্ত শুভকর্ম্ম সকল আচরণ করিলে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব ইত্যাদিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। শূদ্র যথাবিধি ন্যায়ানুসারে সর্ব্বকর্ম্ম আচরণ করিবে; সর্ব্ববিধ আতিথ্য করিয়া শেষান্ন ভোজন করিবে; সযত্নে সাবধানে শ্রেষ্ঠ তিন বর্ণের যথাযোগ্য শুশ্রূষা পরিচর্য্যা করিবে। সতত সৎপথে অবস্থান করিবে। দেব-দ্বিজ-অতিথি-প্রভৃতির সৎকারতৎপর, নিয়তচিত্ত, নিয়তাশন, ঋতুকালাভিগামী, উৎসাহবান, সাধুসঙ্গকারী, এবং বৃথা-মাংসপরিত্যাগী হইলে শূদ্রও বৈশ্যত্বলাভ করিতে পারে। বৈশ্য যদি সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখসহিষ্ণু, মধুরভাষী, স্বাধ্যায়বান, শুচি, দান্ত

গৃহস্থব্রতমাতিষ্ঠন্ দ্বিকালকৃতভোজনঃ ॥৩৮
শেষাশী বিজিতাহারো নিষ্কামো নিরহংবদঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাসীনো জুহ্বানশ্চ যথাবিধি ॥ ৩৯
সর্ব্বাতিথ্যমুপাতিষ্ঠন্ শেষান্নকৃতভোজনঃ।
ত্রেতাগ্নিমাত্রবিহিতং বৈশ্যো ভবতি চ দ্বিজঃ॥
স বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়কুলে শুচির্মহতি জায়তে।
স বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়ো জাতো জন্মপ্রভৃতি সংস্কৃতঃ
উপনীতো ব্রতপরো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।
দদাতি যজতে যজ্ঞৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৪২
অধীত্য স্বর্গমন্বিচ্ছংস্ত্রেতাগ্নিশরণঃ সদা।
আর্ত্তহস্তপ্রদো নিত্যং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥
সত্যঃ সত্যানি কুরুতে নিত্যং যঃ শুদ্ধিদর্শনঃ।
ধর্ম্মদণ্ডেন নির্দ্দণ্ডো ধর্ম্মকামার্থসাধকঃ॥ ৪৪
যন্ত্রিতঃ কার্য্যকরণৈঃ ষড়ভাগকৃতলক্ষণঃ।
গ্রাম্যধর্ম্মান্ন সেবেত স্বচ্ছন্দেনার্থকোবিদঃ ॥ ৪৫
ঋতুকালে তু ধর্ম্মাত্মা পত্নীমুপাশ্রয়েৎ সদা।
সদোপবাসী নিয়তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ॥৪৬
বহিস্কান্তরিতে নিত্যং শয়ানোঽস্তি সদা গৃহে।
সর্ব্বাতিথ্যং ত্রিবর্গস্য কুর্ব্বাণঃ সুমনাঃ সদা॥
শূদ্রাণাঞ্চান্নকামানাং নিত্যং সিদ্ধমিতি ব্রুবন্।
স্বার্থাদ্বা যদি বা কামান্ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়েৎ ॥৪৮
পিতৃদেবাতিথিকৃতে সাধনং কুরুতে চ যৎ।
স্ববেশ্মনি যথান্যায়মুপাস্তে ভৈক্ষ্যমেব চ॥ ৪৯
দ্বিকালমগ্নিহোত্রঞ্চ জুহ্বানো বৈ যথাবিধি।
গোব্রাহ্মণহিতার্থায় রণে চাভিমুখো হতঃ।
ত্রেতাগ্নিমন্ত্রপূতেন সমাবিশ্য দ্বিজো ভবেৎ॥৫০
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ সংস্কৃতো বেদপারগঃ। ৫১
বৈশ্যো ভবতি ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ স্বেন কর্ম্মণা।
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ॥
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ
ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ॥ ৫৩
স ব্রাহ্মণ্যং সমুৎস্জ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ।

ব্রাহ্মণসৎকারকারী, দ্বিকালমাত্র ভোজী, সর্ব্ববর্ণের অনসূয়ক, গৃহস্থব্রতপালক, জিতাহার, নিষ্কাম, গর্ব্বহীন, যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, অগ্নিহোত্রোপাসক এবং দক্ষিণ গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়ের উপাসনান্তে অতিথিসেবাপূর্ব্বক শেষভোজী হয়, তবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। এবম্বিধ বৈশ্য মহান্ ক্ষত্রিয়বংশে নিষ্ঠাবান্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পরে সে জন্মাবধি জাত-কর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া উপনয়নান্তে ব্রতপৎপর হয়; বৈধ দান ও সমৃদ্ধ বহু দক্ষিণা-যুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং বেদাধ্যয়নশীল, স্বর্গাভিলাষী, সতত অগ্নিত্রয়সেবী, আর্ত্ত জনের পরিত্রাতা, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক, সত্যবাদী, সত্যাচরণ-পরায়ণ ও নিয়ত শুভ-দর্শন হয়। সে ধর্ম্মদণ্ড দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া আবশ্যকীয় ধর্ম্ম-কাম-অর্থের সাধন করে; ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ষষ্ঠভাগ কর-দ্বারাই নিজবৃত্তি নির্ব্বাহ করে, পরিণাম চিন্তা করিয়া গ্রাম্যধর্ম্মাসক্ত হয় না, পরন্তু ঋতু-কালেই নিজ পত্নীতে সঙ্গত হয়; সদা বৈধ উপবাস ও স্বাধ্যায়াচরণ করে; সুপবিত্র গৃহে সতত সুস্থভাবে শয়ান থাকে, ত্রিবর্গো-চিত সর্ব্ববিধ আতিথ্যে পরাঙ্মুখ হয় না; অন্নার্থী শূদ্রদিগকে আশ্বাস দানপূর্ব্বক নিয়ত অন্নদান করে, স্বার্থ বা কামবশে কোনও কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি করে না, পিতৃদেব ও অতিথি নিমিত্ত যথাবিধি কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করে না; দুই কালে অগ্নিহোত্র উপাসনায় বাধা করে না; নিজ ভবনেই যথাযোগ্য খাদ্য কিম্বা ভৈক্ষ্য ভক্ষণে অব-স্থান করে; অতঃপর গো অথবা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সম্মুখযুদ্ধে বা মন্ত্রপ্রত ত্রেতাগ্নিতে প্রবেশ করত প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে। ৩২—৫০। যথাবিধি জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত ও জ্ঞানবিজ্ঞানবান্ বেদ-পারগ হইলে ধর্ম্মাত্মা বৈশ্যও স্বীয় কর্ম্মফলে ক্ষত্রিয় হইতে পারে। হে দেবি! নীচ-কুলোদ্ভব শূদ্রও যথাবিধি সংস্কারযুক্ত ও আগম-জ্ঞানসম্পন্ন হইলে এই সকল কর্ম্মের ফলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। অসদ্বৃত্ত, বিবিধ সঙ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণও স্বীয় ব্রাহ্মণ্য-

কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎস্বয়ম্
স্বভাবকর্ম্মণা চৈব যশ্চ শূদ্রোঽধিতিষ্ঠতি॥ ৫৫
বিশুদ্ধঃ স দ্বিজাতিভ্যো বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতির্ন চ সন্ততিঃ॥
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে
বৃত্তে স্থিতশ্চ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি।
ব্রহ্মস্বভাবঃ সুশ্রোণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতঃ॥ ৫৮
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ।
এতে যে বিমলা দেবি স্থানভাবনিদর্শকাঃ॥৫৯
স্বয়ং চ বরদেনোক্তা ব্রহ্মণা সৃজতা প্রজাঃ।
ব্রাহ্মণো হি মহৎ ক্ষেত্রং লোকে চরতি পাদবৎ
যত্তত্র বীজং পততি সা কৃষিঃ প্রেত্য ভাবিনী
সন্তুষ্টেন সদা ভাব্যং সৎপথালম্বিনা সদা॥ ৬১

ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করে। দেবি! সৎকর্ম্মকারী, শুদ্ধাত্মা, বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও দ্বিজবৎ সেবনীয়। ব্রহ্মা স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন। যে শূদ্র স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে, সে সাধারণ দ্বিজাতিগণ অপেক্ষা বিশুদ্ধ; এইরূপই আমার বোধ হয়। ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রতি বংশ সংস্কার, শ্রুতিজ্ঞান, সন্ততিবিস্তার,—এসকল কিছুই কারণ নহে; একমাত্র চরিত্রই উহার কারণ। জগতে যত ব্রাহ্মণ দেখা যায়, সদাচারই তাহাদিগের ব্রহ্মণ্যের হেতু; সদাচারে অবস্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। হে সুশ্রোণি! সর্ব্বভূতে সমদর্শনই ব্রাহ্মণের স্বভাব; ইহাই আমার মত। যাহাতে নির্গুণ বিমল ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিই দ্বিজপদ-বাচ্য। প্রজা সৃষ্টি করিয়া বরদাতা ভগবান্ ব্রহ্মা এই সকল বিমল স্থান ও ভাবপ্রাপক বিধান বলিয়াছেন। লোকে ব্রাহ্মণ একটী পাদযুক্ত মহৎ ক্ষেত্রস্বরূপ; ঐ ক্ষেত্রে যে বীজ পতিত হয়, সেই কৃষিই পরকালে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। অতএব সকলেই

ব্রাহ্মং হি মার্গমাক্রম্য বর্ত্তিতব্যং বুভূষতা।
সংহিতাধ্যায়িনা ভাব্যং গৃহে বৈ গৃহমেধিনা॥
নিত্যং স্বাধ্যায়যুক্তেন ন চাধ্যয়নজীবিনা।
এবম্ভূতো হি যো বিপ্রঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ
আহিতাগ্নিরধীয়ানো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
ব্রাহ্মণ্যং দেবি সম্প্রাপ্য রক্ষিতব্যং যতাত্মনা॥
যোনিপ্রতিগ্রহাদানৈঃ কর্ম্মভিশ্চ শুচিস্মিতে।
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ॥
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদ্যথা শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সঙ্করজাতিলক্ষণবর্ণনং ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

উমোবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সুরাসুরনমস্কৃত।
ধর্ম্মাধর্ম্মে নৃণাং দেব ব্রূহি মে সংশয়ং বিভো॥

উন্নতি কামনায় সদা সন্তুষ্টচিত্ত ও সৎপথাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণোচিত আচার প্রতিপালন করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি সতত বেদ-সংহিতাদি অধ্যয়ন করিবে। যে আহিতাগ্নি ও অধ্যয়নসম্পন্ন বিপ্র এইরূপে সতত সদাচারপরায়ণ হয়, কিন্তু অধ্যয়নজীবী না হয়, সে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে। হে সুহাসিনি দেবি! ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া যোনিসম্পর্ক, প্রতিগ্রহ ও অন্যান্য অকার্য্য হইতে সযত্নে তাহা রক্ষা করিবে। শূদ্র যে প্রকারে দ্বিজ হইতে পারে, আর ব্রাহ্মণও যেরূপে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, এই আমি সেই গুহ্য বিষয় তোমাকে কহিলাম।৫১—৬৫।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

উমা কহিলেন,—হে সুরাসুর-নমস্কৃত, সর্ব্বভূতেশ, ভগবন্! নরগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম

কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্রিবিধৈর্দেহিনঃ সদা।
বধ্যন্তে বন্ধনৈঃ কৈর্ব্বা মুচ্যন্তে বা কথং বদ ॥ ২
কেন শীলেন বৈ দেব কর্ম্মণা কীদৃশেন বা।
সমাচারৈর্গুণৈঃ কৈর্ব্বা স্বর্গং যান্তীহ মানবাঃ ॥৩

শিব উবাচ।

দেবি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞে ধর্ম্মনিত্য উমে সদা।
সর্ব্বপ্রাণিহিতঃ প্রশ্নঃ শ্রূয়তাং বুদ্ধিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪
সত্যধর্ম্মরতাঃ শান্তাঃ সর্ব্বলিঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
নাধর্ম্মেণ ন ধর্ম্মেণ বধ্যন্তে ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ৫
প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বদর্শিনঃ।
বীতরাগা বিমুচ্যন্তে পুরুষাঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৬
কর্ম্মণা মনসা বাচা যে ন হিংসন্তি কিঞ্চন।
যে ন মজ্জন্তি কস্মিংশ্চিত্তে ন বধ্নন্তি কর্ম্মভিঃ ॥৭
প্রাণাতিপাতাদ্বিরতাঃ শীলবন্তো দয়ান্বিতাঃ।
তুল্যদ্বেষ্যপ্রিয়া দান্তা মুচ্যন্তে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ৮
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো বিশ্বাস্যাঃ সর্ব্বজন্তুষু।
ত্যক্তহিংস্রসমাচারাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৯
পরস্বনির্ম্মমা নিত্যং পরদারবিবর্জ্জকাঃ।
ধর্ম্মলব্ধার্থভোক্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ১০
মাতৃবৎস্বসৃবচ্চৈব নিত্যং দুহিতৃবচ্চ যে।
পরদারেষু বর্ত্তন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ১১
স্বদারনিরতা যে চ ঋতুকালাভিগামিনঃ।
অগ্রাম্যসুখভোগাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥১২
স্তৈন্যান্নিবৃত্তাঃ সততং সন্তুষ্টাঃ স্বধনেন চ।
স্বভাগ্যান্যুপজীবন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
পরদারেষু যে নিত্যং চারিত্রাবৃতলোচনাঃ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ শীলপরাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥১৪
এষ দৈবকৃতো মার্গঃ সেবিতব্যঃ সদা নরৈঃ।
অকষায়কৃতশ্চৈব মার্গঃ সেব্যঃ সদা বুধৈঃ ॥১৫
অবুধাপকৃতশ্চৈব মার্গঃ সেব্যঃ সদা বুধৈঃ।
দানকর্ম্মতপোযুক্তঃ শীলশৌচদয়াত্মকঃ।

বিষয়ে আমার সংশয় আছে, তাহা অপনীত করুন। দেহিগণ সদা কর্ম্ম, মন ও বাক্য-জনিত ত্রিবিধ বন্ধনে কিরূপে আবদ্ধ হয়? আর কি প্রকারেই বা মুক্তিলাভ করে? মানবগণ কিরূপ স্বভাব, কোন্ কর্ম্ম, কি প্রকার আচার, ও কি গুণে স্বর্গ লাভ করিতে পারে, হে দেব! তাহা বলুন। শিব বলিলেন,— অয়ি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞে ধর্ম্মপরায়ণে উমে! তোমার কৃত এই সর্ব্বপ্রাণিহিতকর বুদ্ধিবর্দ্ধন প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। যাহারা সর্ব্বসংশয় ছেদনপূর্ব্বক সর্ব্বজাতীয় চিহ্ন পরিহার করত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সত্য ধর্ম্মরত, শান্ত ব্যক্তিরা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়েন না। প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বে অভিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী বৈরাগ্যবান্ জনগণ কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন না। যাহারা কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা কিঞ্চন্মাত্রও হিংসা না করেন, এবং যাহারা কুত্রাপি আসক্ত না হয়েন, তাঁহাদিগেরও কর্ম্মবন্ধন ঘটে না। যিনি প্রাণ পরিত্যাগে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সৎস্বভাব, দান্ত, দয়াবান্, সুশীল এবং শত্রু-মিত্রে তুল্য ব্যবহারকারী হয়েন, তিনিও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। সর্ব্বভূতে দয়াসম্পন্ন, সর্ব্ব প্রাণীরই বিশ্বাসার্হ, হিংস্র আচারপরিত্যাগী. নরগণ স্বর্গগামী হয়। নিয়ত পরধনে লোভহীন, পরদার-পরিত্যাগী, ধর্ম্মানুসারে লব্ধ ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী নরগণ স্বর্গগামী হয়। যাহারা সতত পরনারীতে মাতৃবৎ, ভগিনীবৎ ও দুহিতৃবৎ ব্যবহার করে, সেই নরগণও স্বর্গভাগী হয়। ১—১১। যাহারা ঋতুকাল-গামী হইয়া নিজ পত্নীতেই নিয়ত অনুরক্ত থাকে, গ্রাম্যসুখভোগে আসক্ত হয় না, সেই নরগণও স্বর্গে যাইতে পারে। যাহারা সুশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং সৎস্বভাব হেতু কুভাবে পরনারী দর্শন না করে, সেই নরগণও স্বর্গগামী হয়। দৈবকৃত এই পথ, সকল মানবেরই অবলম্বনীয়। ইহা কলুষ-সংস্রবহীন; সুতরাং বুদ্ধিমানজনের সেব-নীয়। ইহাতে দুর্লভ আয়ুষ্কাল বৃথা অপব্যয়িত হয় না; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির নিয়ত ইহা আশ্রয়ণীয়। স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে এই দানার্চ্চন-তপস্যাদিযুক্ত, শীল-

স্বর্গমার্গমভীপ্সদ্ভির্ন সেব্যস্তত উত্তরঃ॥ ১৬
উমোবাচ।
বাচা তু বধ্যতে যেন মুচ্যতে হ্যথবা পুনঃ।
তানি কর্ম্মাণি মে দেব বদ ভূতপতেঽনঘ॥১৭
শিব উবাচ।
আত্মহেতোঃ পরার্থে বা অধর্ম্মাশ্রিতমেব চ।
যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ১৮
বৃত্ত্যর্থং ধর্ম্মহেতোর্বা কামকারাত্তথৈব চ।
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥
শ্লক্ষ্ণাং বাণীং স্বচ্ছবর্ণাং মধুরাং পাপবর্জ্জিতাম্।
স্বাগতেনাভিভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ২০
পরুষং যে ন ভাষন্তে কটুকং নিষ্ঠুরং তথা।
ন পৈশুন্যরতাঃ সন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥২১
পিশুনং ন প্রভাষন্তে মিত্রভেদকরং তথা।
পরপীড়াকরঞ্চৈব তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ২২
যে বর্জ্জয়ন্তি পরুষং পরদ্রোহঞ্চ মানবাঃ।
সর্ব্বভূতসমা দান্তাস্তে নরাঃ স্বর্গ গামিণঃ॥ ২৩
শঠপ্রলাপাদ্বিরতা বিরুদ্ধপরিবর্জ্জকাঃ।
সৌম্যপ্রলাপিনো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ
ন কোপাদ্ব্যাহরন্তে যে বাচং হৃদয়দারিণীম্।
শান্তিং বিন্দন্তি যে ক্রুদ্ধাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥
এষ বাণীকৃতো দেবি ধর্ম্মঃ সেব্যঃ সদা নরৈঃ।
শুভসত্যগুণৈর্নিত্যং বর্জ্জনীয়া মৃষা বুধৈঃ॥ ২৬
উমোবাচ।
মনসা বধ্যতে যেন কর্ম্মণা পুরুষঃ সদা।
তন্মে ব্রূহি মহাভাগ দেবদেব পিনাকধৃক্॥ ২৭
মহেশ্বর উবাচ।
মানসেনেহ ধর্ম্মেণ সংযুক্তাঃ পুরুষাঃ সদা।
স্বর্গং গচ্ছন্তি কল্যাণি তন্মে কীর্ত্তয়তঃ শৃণু॥১৮
দুষ্প্রণীতেন মনসা দুষ্প্রণীতান্তরাকৃতিঃ।
নরো বধ্যেত যেনেহ শৃণু বা তং শুভাননে॥
অরণ্যে বিজনে ন্যস্তং পরস্বং দৃশ্যতে যদা।
মনসাপি ন গৃহ্ণন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥৩০

শৌচ-দয়ান্বিত উত্তম পথ ব্যতীত অন্য পথের আশ্রয় লওয়া অবৈধ। উমা বলিলেন,—হে অনঘ, ভূতপতে! নরগণ যে সকল বাক্য প্রয়োগে বদ্ধ হয় এবং যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগে মুক্তি লাভ করিতে পারে, হে দেব! আমাকে তৎসমস্ত বলুন। শিব কহিলেন,—যাহারা নিজের কিম্বা পরের নিমিত্ত অধর্ম্মাশ্রিত মিথ্যা বাক্য বলে না, তাহারা স্বর্গগামী হয়। বৃত্তি, ধর্ম্ম বা কামনা সাধনার্থ যাহারা মিথ্যা কথা বলে না, সেই নরগণ স্বর্গগামী হইয়া থাকে। যাহারা অভ্যাগত জনের প্রতি মধুর, স্বচ্ছ, পাপ-সংস্রবশূন্য স্বাগতাদি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে, সেই নরগণ স্বর্গগমনে সক্ষম হয়।১২—২০। যাহারা পরুষ, নিষ্ঠুর, কটু-বাক্য প্রয়োগ না করে এবং সদাচারপরায়ণ ও খলতাহীন হয়, সেই নরগণ স্বর্গে যাইতে পারে। যাহারা পরপীড়াকর, মিত্রভেদ-জনক কিম্বা পরনিন্দাব্যঞ্জক বাক্প্রয়োগ না করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয়। যাহারা পরুষাচরণ ও পরদ্রোহ বর্জ্জনপূর্ব্বক দান্ত ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, সেই মানবেরাও স্বর্গে গমন করে। যাহারা নিয়ত শঠতা-পূর্ব্বক বাক্ব্যবহার না করে, বিরুদ্ধাচার বর্জ্জন করে, সৌম্যভাবেই বাক্যালাপ করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয়। হে দেবি! বাক্ প্রয়োগজনিত এই শুভ সত্যগুণ-মণ্ডিত ধর্ম্মের সেবা করা সকল নরগণেরই বিধেয়; ধীমান্ জনের পক্ষে মিথ্যা কথন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ২১—২৬। উমা কহিলেন,—হে পিনাকপাণি, মহাভাগ, দেবদেব! পুরুষ যে সকল মানস কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়, আমাকে তাহার উপদেশ করুন। মহেশ্বর কহিলেন,—হে কল্যাণি! পুরুষগণ যে সকল মানস ধর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গে যাইতে পারে, আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। মন, দুষ্কার্য্যে নিযুক্ত হইলে অন্তঃকরণও দুষ্ট হইয়া পড়ে; সুতরাং নরগণ তাহাতে আবদ্ধ হয়; হে শুভাননে! আমার নিকট এতৎসম্বন্ধীয় বিবরণও শ্রবণ কর। যাহারা বিজন অরণ্য মধ্যে পরস্ব ন্যস্ত দেখিয়া মনে মনেও

তথৈব পরদারান্ যে কামবৃত্ত্যা রহোগতা।
মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥৩১
শত্রুং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা নরাঃ।
ভজন্তি মৈত্র্যাং সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥৩২
শ্রুতবন্তো দয়াবন্তঃ শুচয়ঃ সত্যসঙ্গরাঃ।
স্বৈরর্থৈঃ পরিসন্তুষ্টাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৩
অবৈরা যে ত্বনায়াসা মৈত্রচিত্তরতাঃ সদা।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৪
জ্ঞানবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ ক্ষমাবন্তঃ সুহৃৎপ্রিয়াঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিদো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলসঞ্চয়ে।
নিরাকাঙ্ক্ষাশ্চ যে দেবি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ
পাপোপেতান্ বর্জ্জয়ন্তি দেবদ্বিজপরাঃ সদা।
সমুত্থানমনুপ্রাপ্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৭
শুভৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ময়ৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
স্বর্গমার্গপরা ভূয়ঃ কিং ত্বং শ্রোতুমিহেচ্ছসি ॥৩৮
উমোবাচ।
মহান্মে সংশয়ঃ কশ্চিন্মর্ত্ত্যান্ প্রতি মহেশ্বর।
তস্মাৎ ত্বং নিপুণেনাস্ত মম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৩৯
কেনায়ুর্লভতে দীর্ঘং কর্ম্মণা পুরুষঃ প্রভো।
তপসা বাপি দেবেশ কেনায়ুর্লভতে মহৎ ॥৪০
ক্ষীণায়ুঃ কেন ভবতি কর্ম্মণা ভুবি মানবঃ।
বিপাকং কর্ম্মণাং দেব বক্তুমর্হস্যনিন্দিত ॥ ৪১
অপরে চ মহাভাগ্যা মন্দভাগ্যাস্তথা পরে।
অকুলীনাঃ কুলীনাশ্চ সম্ভবন্তি তথাপরে ॥ ৪২
দুর্দর্শাঃ কেচিদাভান্তি নরাঃ কাষ্ঠময়া ইব।
প্রিয়দর্শাস্তথা চান্যে দর্শনাদেব মানবাঃ ॥ ৪৩
দুষ্প্রজ্ঞাঃ কেচিদাভান্তি কেচিদাভান্তি পণ্ডিতাঃ
মহাপ্রজ্ঞাস্তথা চান্যে জ্ঞানবিজ্ঞানভাবিনঃ।
অল্পবাচস্তথা কেচিন্মহাবাচস্তথা পরে।
দৃশ্যন্তে পুরুষা দেব ততো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৪৫
শিব উবাচ।
হন্ত তেঽহং প্রবক্ষ্যামি দেবি কর্ম্মফলোদয়ম্।
মর্ত্ত্যলোকে নরঃ সর্ব্বো যেন স্বং ফলমশ্নুতে ॥
প্রাণাতিপাতী যো রৌদ্রো দণ্ডহস্তো নরঃ সদা
নিত্যমুদ্যতশস্ত্রশ্চ হন্তি ভূতগণান্নরঃ ॥ ৪৭

তাহা গ্রহণ না করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয়। যাহারা কামবৃত্ত হইয়া নির্জ্জন স্থানস্থ পরদার প্রতি মনেও কুকামনা না করে, সেই নরগণ স্বর্গগামী হয়। যে নরগণ, শত্রু মিত্র সকল ব্যক্তিতেই সতত তুল্যচিত্ত ও মিত্রভাবে সঙ্গত হয়, তাহারা স্বর্গে গমন করে। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দয়ালু, শুচি, সত্যবাদী এবং নিজ বিভবে পরিতুষ্ট, সেই নরগণ স্বর্গবাসী হইতে পারে। হে দেবি! যাহারা শুভ অশুভ কোন কর্ম্মেরই ফলসঞ্চয়ে আকাঙ্ক্ষা-রহিত, সেই নরগণও স্বর্গগামী হয়। যাহারা উদ্যম সহকারে, পাপকর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক দেব-দ্বিজ-সেবাপরায়ণ হয়, সেই নরগণ স্বর্গে বাস করিতে পারে। হে দেবি! শুভ-কর্ম্মফলে স্বর্গগতির উপায় তোমার নিকট এই কীর্ত্তন করিলাম; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর?২৭—৩৮। উমা কহিলেন,—হে মহেশ্বর! মনুষ্যগণের বিষয়ে আমার মহা সংশয় জন্মিয়াছে; তাহা ব্যাখ্যাপূর্ব্বক অপনোদিত করুন। প্রভো! পুরুষ কোন্ কর্ম্মের ফলে দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়? হে দেবেশ! কিরূপ তপস্যা দ্বারাই বা মহৎ আয়ুঃপ্রাপ্তি ঘটে! ভূতলে কোন্ কর্ম্মে মানব ক্ষীণায়ু হয়? হে অনিন্দিত দেব! এই সকল কর্ম্মবিপাক বলুন। কোন কোন মানব মহাভাগ্যবান্, কেহ কেহ মন্দভাগ্য; কেহ কুলীন, কেহ অকুলীন; কোন কোন মানব কাষ্ঠময়বৎ অতীব দুর্দ্দর্শ, আর কেহ বা অতীব প্রিয়দর্শন; কেহ নির্ব্বোধ, কেহ বা পণ্ডিত; কোন ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞান-বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ; কেহ অল্পভাষী, কেহ বা বহুভাষী হইয়া জন্মে; ভূতলে এইরূপ নানাপ্রকার পুরুষ দৃষ্ট হয়। অতএব হে দেব! আমাকে ইহার কারণ বলুন। শিব বলিলেন,—দেব! তোমাকে কর্ম্মফল সকল কহিতেছি,—মর্ত্ত্যলোকে নরগণ যে কর্ম্মের যেরূপ ফলভোগ করে, আমি তাহা

নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নিত্যমুদ্বেগকারকঃ।
অপি কীটপতঙ্গানামশরণ্যঃ সুনির্ঘৃণঃ॥ ৪৮
এবম্ভূতো নরো দেবি নিরয়ং প্রতিপদ্যতে।
বিপরীতস্তু ধর্ম্মাত্মা স্বরূপেণাভিজায়তে॥ ৪৯
নিরয়ং যাতি হিংসাত্মা যাতি স্বর্গমহিংসকঃ।
যাতনাং নিরয়ে রৌদ্রাং স কৃচ্ছ্রাং লভতে নরঃ
যঃ কশ্চিন্নিরয়াত্তস্মাৎ সমুত্তরতি কর্হিচিৎ।
মানুষ্যং লভতে বাপি হীনায়ুস্তত্র জায়তে॥ ৫১
পাপেন কর্ম্মণা দেবি যুক্তো হিংসাদিভির্বৃতঃ।
অহিতঃ সর্ব্বভূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে॥ ৫২
শুভেন কর্ম্মণা দেবি প্রাণিঘাতবিবর্জ্জিতঃ।
নিক্ষিপ্তশস্ত্রো নির্দ্দণ্ডো ন হিংসতি কদাচন॥ ৫৩
ন ঘাতয়তি নো হন্তি ঘ্নন্তং নৈবানুমোদতে।
সর্ব্বভূতেষু সস্নেহো যথাত্মনি তথা পরে॥ ৫৪
ঈদৃশঃ পুরুষো নিত্যং দেবি দেবত্বমশ্নুতে।
উপপন্নান্ সুখান্ ভোগান্ সদাশ্নাতি মুদা যুতঃ
অথ চেন্মানুষে লোকে কদাচিদুপপদ্যতে।
এষ দীর্ঘায়ুষাং মার্গঃ সুবৃত্তানাং সুকর্ম্মণাম্॥
প্রাণিহিংসাবিমোক্ষেণ ব্রহ্মণা সমুদীরিতঃ॥ ৫৬

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ধর্ম্মনিরূপণং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৪॥

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

উমোবাচ।
কিংশীলঃ কিংসমাচারঃ পুরুষঃ কৈশ্চ কর্ম্মভিঃ।
স্বর্গং সমভিপদ্যেত সম্প্রদানেন কেন বা॥ ১
মহেশ্বর উবাচ।
দাতা ব্রাহ্মণসৎকর্ত্তা দীনার্ত্তকৃপণাদিষু।
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানানাং বাসসাঞ্চ মহামতিঃ॥২
প্রতিশ্রয়ান্ সভাঃ কূর্য্যাৎ প্রপাঃ পুষ্করিণীস্তথা।
নিত্যকাদীনি কর্ম্মাণি করোতি প্রয়তঃ শুচিঃ॥
আসনং শয়নং যানং গৃহং রত্নং ধনং তথা।
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি সক্ষেত্রাণ্যথ যোষিতঃ॥৪

বলিতেছি। দেবি! যে নর সর্ব্বভূতে এমন কি কীটপতঙ্গাদিতেও নির্দ্দয়, দণ্ড ও শস্ত্রাদি দ্বারা রৌদ্র মূর্ত্তিতে প্রাণীদিগের হিংসা করে, সকলেরই সতত উদ্বেগকারী সেই নর নিরয় প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিপরীতাচারী ধর্ম্মাত্মা নর নিজকর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করে। হিংসক ব্যক্তি নরকে যায়; অহিংসক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। মানব নরকে যাইয়া দারুণ ক্লেশ ভোগ করে। কেহ সেই নরক হইতে উদ্ধার পাইয়া যদিও মনুষ্যত্ব লাভ করে, কিন্তু অল্পায়ু হইয়া থাকে। দেবি! যে জন প্রাণিহিংসা-বর্জ্জিত কঠোর ব্যবহারহীন, আত্মীয় পর সর্ব্বজীবে সমদর্শী, সস্নেহ আচরণপরায়ণ ও যিনি পরকীয় হিংসার অনুমোদনও না করেন, সেই মানব স্বকীয় শুভ কর্ম্মের ফলে দেবত্ব ভোগে সক্ষম হয়েন। তিনি সানন্দচিত্তে উপস্থিত বিবিধ সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। তার পর তিনি মানুষলোকে উৎপন্ন হইলেও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। সদাচার-পরায়ণ সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী জনগণের প্রাণিহিংসাবর্জ্জনে দীর্ঘায়ু লাভের উপায় এই কথিত হইল।—৫৬।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। ২২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

উমা কহিলেন,—হে দেব! পুরুষ কি আচার, কিরূপ ব্যবহার, ও কিপ্রকার দান করিলে স্বর্গ লাভ করিতে পারে? তাহা বলুন। মহেশ্বর কহিলেন,—যে মহামতি মানব, দাতা, ব্রাহ্মণসৎকারকারী হয় এবং যে ব্যক্তি দীন, আর্ত্ত ও বিপন্নজনগণকে ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় ও বস্ত্রাদি দান করে, সাধারণের নিমিত্ত বাসস্থান, সভা, প্রপা, পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, শুচি ও প্রযতভাবে নিত্য কর্ম্মাদি সম্পাদন করে, সুপ্রশান্তমনে আসন, শয্যা, যান, গৃহ, ধন, রত্ন, বিবিধ শস্যজাত, ক্ষেত্র ও নারী

স্বপ্রশান্তমনা নিত্যং যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ।
এবম্ভূতো নরো দেবি দেবলোকেঽভিজায়তে
তত্রোষ্য সুচিরং কালং ভুক্‌ত্বা ভোগাননুত্তমান্‌
সহাপ্সরোভির্মুদিতো রমিত্বা নন্দনাদিষু॥ ৬
তস্মাচ্চ্যুতো মহেশানি মানুষেষূপজায়তে।
মহাভাগকুলে দেবি ধনধান্যসমাচিতে॥ ৭
তত্র কামগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমুপেতো মুদান্বিতঃ।
মহাকার্য্যো মহাভোগো ধনী ভবতি মানবঃ॥৮
এতে দেবি মহাভাগাঃ প্রাণিনো দানশালিনঃ।
ব্রহ্মণা বৈ পুরা প্রোক্তাঃ সর্ব্বস্য প্রিয়দর্শনাঃ॥
অপরে মানবা দেবি প্রদানকৃপণা দ্বিজাঃ।
যেঽন্নানি ন প্রযচ্ছন্তি বিদ্যমানেঽপ্যবুদ্ধয়ঃ॥১০
দীনান্ধকৃপণান্‌ দৃষ্ট্বা ভিক্ষুকানতিথীনপি।
যাচ্যমানা নিবর্ত্তন্তে জিহ্বালোভসমন্বিতাঃ॥ ১১
ন ধনানি ন বাসাংসি ন ভোগান্ন চ কাঞ্চনম্‌।
ন গাশ্চ নান্নবিকৃতিং প্রযচ্ছন্তি কদাচন॥ ১২
অপ্রলভ্যাশ্চ যে লুব্ধা নাস্তিকা দানবর্জ্জিতাঃ।
এবম্ভূতা নরা দেবি নিরয়ং যান্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥ ১৩
তে বৈ মনুষ্যতাং যান্তি যদা কালস্য পর্য্যয়াৎ।
ধনরিক্তে কুলে জন্ম লভন্তে স্বল্পবুদ্ধয়ঃ॥ ১৪
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ সর্ব্বলোকবহিষ্কৃতাঃ।
নিরাশাঃ সর্ব্বভোগেভ্যো জীবন্ত্যধর্ম্মজীবিকাঃ
অল্পভোগকুলে জাতা অল্পভোগরতা নরাঃ।
অনেন কর্ম্মণা দেবি ভবন্ত্যধনিনো নরাঃ॥ ১৬
অপরে দম্ভিনো নিত্যং মানিনঃ পরতো রতাঃ
আসনার্হস্য যে পীঠং ন যচ্ছন্ত্যল্পচেতসঃ॥ ১৭
মার্গার্হস্য চ যে মার্গং ন প্রযচ্ছন্ত্যবুদ্ধয়ঃ।
অর্ঘার্হান্ন চ সংস্কারৈরর্চ্চয়ন্তি যথাবিধি॥ ১৮
পাদ্যমাচমনীয়ং বা প্রযচ্ছন্ত্যভিবুদ্ধয়ঃ।
গুরুঞ্চাভিমতং প্রেম্না গুরুং নাভিবদন্তি যে॥
অভিমানপ্রবৃদ্ধেন লোভেন সমমাস্থিতাঃ।
সম্মান্যাংশ্চাবমন্যন্তে বৃদ্ধান্‌ পরিভবন্তি চ॥ ২০
এবংবিধা নরা দেবি সর্ব্বে নিরয়গামিণঃ।
তে চেদ্‌যদি নরাস্তস্মান্নিরয়াদুত্তরন্তি চ॥ ২১
বর্ষপূগৈস্ততো জন্ম লভন্তে কুৎসিতে কুলে।
শ্বপাকপুক্কসাদীনাং কুৎসিতানামচেতসাম্‌।

প্রভৃতি দান করে, হে দেবি! সেই নর দেবলোকে বাস করে এবং তথায় নন্দনাদি বনে অপ্সরোগণ সহ সানন্দমনে বিহার করত অনুত্তম ভোগ্য উপভোগান্তে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধনরত্নসমৃদ্ধ মহাভাগগণের কুলে জন্মলাভ করে। সেই মানব সেখানে সর্ব্ববিধ কাম্য ভোগে প্রীতচিত্তে ধনী ও বিবিধ সৎকার্য্যকারী বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। হে দেবি! দানশালী লোক সকল ইহলোকে মহাভাগ ও প্রিয়দর্শন হইয়া জন্মে। ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য মানবগণ দানকৃপণ বলিয়া বিদিত। যে নির্ব্বোধেরা অন্নাদি বিদ্যমানেও যোগ্যজনে দান করে না; দীন, অন্ধ, কৃপণ, ভিক্ষুকাদি প্রার্থনা করিলেও যে লোভী ব্যক্তিরা ধন, বস্ত্র, ভোগ্যদ্রব্য, কাঞ্চন, গো, ও অন্নাদি প্রদান করে না; যাহারা স্বার্থরক্ষণে অতীব সাবধান, লোভী, নাস্তিক; এসকল জনগণ নিরয়গামী হয়। তাহারা কালবিপর্য্যয়ে মনুষ্যলোকে দরিদ্রবংশে অল্পবুদ্ধি হইয়া জন্মিয়া থাকে। ১—১৪। তাহারা নিয়ত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লেশ পায়; সর্ব্বলোকের নিন্দিত হয়; সর্ব্বত্র নিরাশ ও ভোগ হীন হইয়া অধর্ম্মদ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করে। দেবি! দান না করিলে সেই কর্ম্মের ফলে মানব এইরূপ দরিদ্রবংশে জন্মিয়া দারিদ্র্যক্লেশ ভোগ করে। অপরাপর দম্ভী ও অভিমানী ব্যক্তিরাও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি আসনার্হজনকে আসন দান না করে, পথ দানযোগ্য ব্যক্তিকে পথ না ছাড়িয়া দেয়; সম্মানার্হ লোককে যথাযোগ্য সম্মান না করে; যোগ্য ব্যক্তিকে পাদ্য ও আচমনীয়াদি না দেয়, গুরুগণকে সপ্রেম অভিমত শুভবাক্যে অভিনন্দন না করে; হে দেবি! বৃদ্ধজনের অবমান ও মান্যজনের অবজ্ঞাকারী সেই মূঢ় নরগণ নিরয়গামী হয়। তাহারা বহু বৎসরান্তে নরক হইতে নিস্তার পাইলেও মর্ত্ত্যলোকে কুৎসিতকুলে জন্মিয়া থাকে। শুক

কুলেষু তেঽভিজায়ন্তে গুরুবৃদ্ধোপতাপিনঃ ॥২২
ন দম্ভী ন চ মানী যো দেবতাতিথিপূজকঃ ॥২৩
লোকপূজ্যো নমস্কর্ত্তা প্রশ্রিতো মধুরং বচঃ।
সর্ব্বকর্ম্মপ্রিয়করঃ সর্ব্বভূতপ্রিয়ঃ সদা ॥ ২৪
অদ্বেষী সুমুখঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধবাণীপ্রদঃ সদা।
স্বাগতেনৈব সর্ব্বেষাং ভূতানামবিহিংসকঃ ॥ ২৫
যথার্থং সৎক্রিয়াপূর্ব্বমর্চ্চয়ন্নবতিষ্ঠতে।
মার্গার্হায় দদন্মার্গং গুরুমভ্যর্চ্চয়ন সদা ॥ ২৬
অতিথিপ্রগ্রহরতস্তথাভ্যাগতপূজকঃ।
এবম্ভূতো নরো দেবি স্বর্গতিং প্রতিপদ্যতে ॥
ততো মানুষ্যমাসাদ্য বিশিষ্টকুলজো ভবেৎ।
তত্রাসৌ বিপুলৈর্ভোগৈঃ সর্ব্বরত্নসমাযুতঃ ॥
যথার্হদাতা চার্হেষু ধর্ম্মচর্য্যাপরো ভবেৎ।
সম্মতঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ২৯
স্বকর্ম্মফলমাপ্নোতি স্বয়মেব নরঃ সদা।
এষ ধর্ম্মো ময়া প্রোক্তো বিধাত্রা স্বয়মীরিতঃ ॥

যস্তু রৌদ্রসমাচারঃ সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ।
হস্তাভ্যাং যদি বা পদ্ভ্যাং রজ্জ্বা দণ্ডেন বা পুনঃ
লোষ্টৈঃ স্তম্ভৈরুপায়ৈর্ব্বা জন্তূন্ বাধেত শোভনে
হিংসার্থং নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ প্রোদ্বেজয়তি চৈব হি ॥
উপক্রামতি জন্তূংশ্চ উদ্বেগজননঃ সদা।
এবং শীলসমাচারো নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥
স চেন্মনুষ্যতাং গচ্ছেদ্ যদি কালস্য পর্য্যয়াৎ
বহ্বাবাধাপরিক্লিষ্টে কুলে জায়তে সোঽধমে ॥
লোকদ্বিষ্টোঽধমঃ পুংসাং স্বয়ং কর্ম্মকৃতৈঃ ফলৈঃ
এষ দেবি মনুষ্যেষু বোদ্ধব্যো জ্ঞাতিবন্ধুষু ॥
অপরঃ সর্ব্বভূতানি দয়াবাননুপশ্যতি।
মৈত্রীদৃষ্টিঃ পিতৃসমো নির্ব্বৈরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥
নোদ্বেজয়তি ভূতানি ন চ হন্তি দয়াপরঃ।
হস্তপাদৈশ্চ নিয়তৈর্বিশ্বাস্যঃ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৩৭
ন রজ্জ্বা ন চ দণ্ডেন ন লোষ্টৈর্নায়ুধেন চ।
উদ্বেজয়তি ভূতানি শুভকর্ম্মা দয়াপরঃ ॥ ৩৮
এবং শীলসমাচারঃ স্বর্গে সমুপজায়তে।

ও বৃদ্ধদিগের অবমানকারী নরগণ চণ্ডাল, পুক্কসাদির কদর্য্য কুলে জন্ম লইয়া থাকে। ১৫—২২। যে জন দম্ভী বা অভিমানী নহে, দেবতা ও অতিথিসেবায় তৎপর, লোকের সম্মানকারী, যোগ্যজনে প্রণতিশীল, মধুরভাষী, বিবিধ প্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ, সর্ব্বভূতের প্রিয়, দ্বেষহীন, প্রসন্নমুখ, সুশ্রী, সর্ব্বভূতের প্রতি মধুর বাক্যে স্বাগত প্রশ্নকারী, ও অহিংসানিরত; যে জন পূজ্যগণের যথাযোগ্য পূজাতৎপর এবং যে জন পথার্হকে পথ প্রদান করে, সদা গুরুজনের সম্মান করে, অতিথিসেবী হয় এবং অভ্যাগত জনের সম্বর্দ্ধনা করে; হে দেবি! সেই মানব স্বর্গগতি প্রাপ্ত হয়। ২৩—২৭। পরে মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বরত্নসমৃদ্ধ বিশিষ্ট কুলে জন্মলাভ করিয়া বিপুল ভোগ্য ভোগ করিয়া থাকে এবং যোগ্যজনে দাতা, ধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ, সর্ব্বভূতের অভিমত ও সকলের নমস্কৃত হয়। নিজ কর্ম্মফলে সেই নর এইরূপ নানা সুখ ভোগ করিয়া থাকে। বিধাতৃকথিত এই ধর্ম্মগতি আমি বলিলাম। অয়ি শোভনে!

যাহারা রৌদ্রাচার, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর, এবং যাহারা হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড, লোষ্ট্র ও স্তম্ভাদি দ্বারা নিয়ত প্রাণীদিগের হিংসা করে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া সাধারণের উদ্বেগজনক কার্য্য করে, জন্তুগণেরও উদ্বেগার্থ অনুসরণ করে, সেই দুঃস্বভাব মানবগণ নিরয়-গত হয় এবং কাল-পরিবর্ত্তনে মর্ত্ত্যভূমে বহু ক্লেশাকুল অধম-কুলে জন্মিয়া থাকে। হে দেবি! তাহারা নিজ কর্ম্মদোষে লোক সকলের বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে! জ্ঞাতি-বন্ধু মধ্যে কে পাপী, কে বা পুণ্যাত্মা,—এইরূপেই তাহা জানা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও সৌম্যদর্শন, পিতৃসম, নির্ব্বৈর ব্যবহারকারী নির্ব্বৈর ও নিয়তেন্দ্রিয়; যে জন প্রাণীদিগের হিংসা ও উদ্বেগজনক নহে, হস্তপদাদি সংযম সহকারে সর্ব্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র হয়; কিন্তু রজ্জু, দণ্ড, লোষ্ট্র বা আয়ুধ দ্বারা কোন প্রাণীর উদ্বেগোৎপাদন না করে, তাদৃশ সুশীল মানব স্বর্গে বাস করিতে পারে। সেখানে

তত্রাসৌ ভবনে দিব্যে মুদা বসতি দেববৎ ॥
স চেৎস্বর্গক্ষয়ান্মর্ত্ত্যো মনুষ্যেষূপজায়তে।
অল্পায়াসো নিরাতঙ্কঃ স জাতঃ সুখমেধতে ॥
সুখভাগী নিরায়াসো নিরুদ্বেগঃ সদা নরঃ।
এষ দেবি সতাং মার্গো বাধা যত্র ন বিদ্যতে ॥
উমোবাচ।
ইমে মনুষ্যা দৃশ্যন্তে উহাপোহবিশারদাঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ প্রজ্ঞাবন্তোঽর্থকোবিদাঃ ॥
দুষ্প্রজ্ঞাশ্চাপরে দেব জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জ্জিতাঃ।
কেন কর্ম্মবিপাকেণ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষো ভবেৎ ॥
অল্পপ্রজ্ঞো বিরূপাক্ষ কথং ভবতি মানবঃ।
এবং ত্বং সংশয়ং ছিন্ধি সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর ॥৪৪
জাত্যন্ধাশ্চাপরে দেব রোগার্ত্তাশ্চাপরে তথা।
নরাঃ ক্লীবাশ্চ দৃশ্যন্তে কারণং ব্রূহি তত্র বৈ ॥৪৫
মহেশ্বর উবাচ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষঃ সিদ্ধান্ ধর্ম্মবিদস্তথা।
পরিপৃচ্ছন্ত্যহরহঃ কুশলাকুশলং সদা ॥ ৪৬
বর্জ্জয়ন্তোঽশুভং কর্ম্ম সেবমানাঃ শুভং তথা।
লভন্তে স্বর্গতিং নিত্যমিহ লোকে যথাসুখম্ ॥
স চেন্মনুষ্যতাং যাতি মেধাবী তত্র জায়তে।
শ্রুতং যজ্ঞানুগং যস্য কল্যাণমুপজায়তে ॥ ৪৮
পরদারেষু যে চাপি চক্ষুর্দুষ্টং প্রযুঞ্জতে।
তেন দুষ্টস্বভাবেন জাত্যন্ধাস্তে ভবন্তি হি ॥৪৯
মনসাপি প্রদুষ্টেন নগ্নাং পশ্যন্তি যে স্ত্রিয়ম্।
রোগার্ত্তাস্তে ভবন্তীহ নরা দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৫০
যে তু মূঢ়া দুরাচারা বিযোনৌ মৈথুনে রতাঃ।
পুরুষেষু সুদুষ্প্রজ্ঞাঃ ক্লীবত্বমুপযান্তি তে ॥ ৫১
পশূংশ্চ যে বৈ বধ্নন্তি যে চৈব গুরুতল্পগাঃ।
প্রকীর্ণমৈথুনা যে চ ক্লীবা জায়ন্তি বৈ নরাঃ ॥৫২
উমোবাচ।
অবদ্যং কিং নু বৈ কর্ম্ম নিরবদ্যং তথৈব চ।
শ্রেয়ঃ কুর্ব্বন্নবাপ্নোতি মানবো দেবসত্তম ॥ ৫৩
মহেশ্বর উবাচ।
শ্রেয়াংসং মার্গমন্বিচ্ছন্ সদা যঃ পৃচ্ছতি দ্বিজান্
ধর্ম্মান্বেষী গুণাকাঙ্ক্ষী স স্বর্গং সমুপাশ্নুতে ॥৫৪

দিব্যভবনে সানন্দমনে দেববৎ সুখে বাস করে। তারপর মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক অল্পায়াস, নিরাতঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইয়া সুখে কালাতিপাত করে। হে দেবি! এই আমি সাধুদিগের নির্ব্বাধ গতি বর্ণন করিলাম। ২৮—৪১। উমা কহিলেন,—লোকে দেখা যায়,—কোন জন উহাপোহা-ভিজ্ঞ, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ও অর্থ-ব্যবহারবিজ্ঞ; আবার কোন জন নির্ব্বোধ, ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-শূন্য। কিন্তু কোন্ কর্ম্মের পরিণামে পুরুষ বুদ্ধিমান্ হয়? আর কোন্ কর্ম্মে বা নির্ব্বোধ হয়? হে ধর্ম্মজ্ঞবর, বিরূপাক্ষ! কেহ জন্মান্ধ, কেহ রোগার্ত্ত, কেহ বা ক্লীব হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? আমার এই সংশয় নিরাকরণ করুন। মহেশ্বর বলিলেন,—যাহারা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ ও ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সদা কুশল ও অকুশল কর্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিয়া অশুভ কর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক শুভ কর্ম্মাচরণ করে, তাহারা নিয়ত ইহলোকে সুখভোগান্তে স্বর্গগমনে সমর্থ হয়। তার পর সেই ব্যক্তি মনুষ্যলোকে বুদ্ধিমান্ হইয়া জন্মে এবং শাস্ত্র-জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদি বিবিধ শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ৪২—৪৮। যাহারা পরদার প্রতি কুভাবে চক্ষুঃনিক্ষেপ করে, তাহারা সেই দোষে জন্মান্ধ হইয়া জন্মে। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি সহকারে নগ্না পরনারী দর্শন করে, সেই দুষ্কৃতিকারীরা ইহ লোকে রোগার্ত্ত হয়। যে সকল মূঢ় দুরাচার নর বিযোনিতে কিম্বা পুরুষে মৈথুন করে, তাহারা ক্লীব হইয়া জন্মে। যাহারা পশুমৈথুন, গুরুপত্নীগমন, ও প্রকীর্ণজাতীয় রমণীতে মৈথুন করে, সেই নরগণ ক্লীব হইয়া জন্মে। উমা বলিলেন,—হে দেব-সত্তম! কোন্ কর্ম্ম নিন্দনীয়, আর কোন্ কর্ম্ম প্রশস্ত? মানব কোন্ কর্ম্ম করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে? মহেশ্বর বলি-লেন,—যে মানব সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-কামনায় দ্বিজগণের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে,

যদি মানুষ্যতাং দেবি কদাচিৎ সন্নিযচ্ছতি।
মেধাবী ধারণাযুক্তঃ প্রাজ্ঞস্তত্রাপিজায়তে ॥৫৫
এষ দেবি সতাং ধর্ম্মো গন্তব্যো ভূতিকারকঃ।
নৃণাং হিতার্থায় সদা ময়া চৈবমুদাহৃতঃ ॥ ৫৬
উমোবাচ।
অপরে স্বল্পবিজ্ঞানা ধর্ম্মবিদ্বেষিণো নরাঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো নেচ্ছন্তি পারসর্পিতুম্ ॥৫৭
ব্রতবন্তো নরাঃ কেচিচ্ছ্রদ্ধাদমপরায়ণাঃ।
অব্রতা ভ্রষ্টনিয়মাস্তথান্যে রাক্ষসোপমাঃ ॥ ৫৮
যজ্বানশ্চ তথৈবান্যে নির্হোমাশ্চ তথা পরে।
কেন কর্ম্মবিপাকেণ ভবন্তীহ বদস্ব মে ॥ ৫৯
মহেশ্বর উবাচ।
আগমা লোকধর্ম্মাণাং মর্য্যাদাঃ পূর্ব্বনির্ম্মিতাঃ।
প্রমাণেনানুবর্ত্তন্তে দৃশ্যন্তে হ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬০
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিত্যাহুর্যে চ মোহবশং গতাঃ।
অব্রতা নষ্টমর্য্যাদাস্তে নরা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥৬১
যে বৈ কালকৃতোদ্যোগাৎ সম্ভবন্তীহ মানবাঃ
নির্হোমা নির্ব্বষট্‌কারাস্তে ভবন্তি নরাধমাঃ ॥ ৬২
এষ দেবি ময়া সর্ব্বসংশয়চ্ছেদনায় তে।
কুশলাকুশলো নৃণাং ব্যাখ্যাতো ধর্ম্মসাগরঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ধর্ম্মনিরূপণং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।
শ্রুত্বৈবং সা জগন্মাতা ভর্ত্তুর্বচনমাদিতঃ।
হৃষ্টা বভূব সুপ্রীতা বিস্মিতা চ তদা দ্বিজাঃ ॥১
যে তত্রাসন্মুনিবরাস্ত্রিপুরারেঃ সমীপতঃ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন গতাস্তস্মিন্‌গিরৌ দ্বিজাঃ ॥২
তেঽপি সম্পূজ্য তং দেবং শূলপাণিং প্রণম্য চ
পপ্রচ্ছুঃ সংশয়ঞ্চৈব লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৩
মুনয় ঊচুঃ।
ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু দক্ষক্রতুবিনাশন।

সদা ধর্ম্মান্বেষণ-পরায়ণ, ও গুণাকাঙ্ক্ষী হয়, সে স্বর্গ ভোগ করে। সে কালান্তরে মনুষ্যত্ব লাভ করিলেও ধীমান্, মেধাবী ও প্রতিভা-সম্পন্ন হইয়া জন্মে। হে দেবি! নরগণের হিতবিধায়ক সাধুদিগের অবলম্বনীয় ও উন্নতিসাধক, এই বিবিধ কর্ম্মফল আমি কীর্ত্তন করিলাম। ৪৯—৫৬। উমা কহিলেন,—কত অল্পবুদ্ধি ধর্ম্মদ্বেষী মানব বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগসন্নিধানে যাইতে ইচ্ছা করে না; কোন কোন নর ব্রতাচারী, কেহ বা অব্রত; কেহ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কেহ বা ভ্রষ্টনিয়ম; কেহ দমশালী, কেহ বা রাক্ষসোপম দুর্দ্ধর্ষ; কেহ যজ্ঞকারী, কেহ বা হোমহীন দৃষ্ট হয়। কোন্ কোন্ কর্ম্মফলে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। মহেশ্বর বলিলেন,—পূর্ব্বকালে লোক সকলের মর্য্যাদা নিরূপণার্থ আগমসকল বিরচিত হইয়াছে; দৃঢ়ব্রত জনগণ সেই আগমকে প্রমাণরূপে সম্মান করিয়া থাকে। যাহারা মোহাচ্ছন্ন, ব্রতহীন, এবং যাহারা উক্ত আগমমর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করে, সেই নরগণ ব্রহ্মরাক্ষস-পদবাচ্য। যাহারা হোম ও বষট্‌কারাদিহীন হইয়া কদাচারী হয়, তাহারা কালপ্রভাবে ইহলোকে নরাধমরূপে জন্মিয়া থাকে। হে দেবি! তোমার সংশয় ছেদনার্থ নরগণের কুশলাকুশল-সাধন এই নিগূঢ় ধর্ম্মসমূহ আমি ব্যাখ্যা করিলাম। ৫৭—৬২।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! জগন্মাতা উমা দেবী, পতি মহেশ্বরের নিকট এই বিবরণ শ্রবণে সুপ্রীতা ও বিস্মিতা হইলেন। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যে সকল মুনি সেই গিরিবরে যাইয়া মহেশের সন্নিধানে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা তখন শূলপাণিকে প্রণামপূর্ব্বক লোক-হিতকামনায় স্বকীয় সংশয়বিষয়ক প্রশ্ন করেন। মুনিগণ বলিলেন,—হে দক্ষযজ্ঞবিনাশন, জগন্নাথ! আপনাকে নমস্কার।

পৃচ্ছামস্ত্বাং জগন্নাথ সংশয়ং হৃদি সংস্থিতম্ ॥৪
সংসারেঽস্মিন্মহাঘোরে ভৈরবে লোমহর্ষণে।
ভ্রমন্তি সুচিরং কালং পুরুষাশ্চাল্পমেধসঃ ॥ ৫
যেনোপায়েন মুচ্যন্তে জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
ব্রূহি তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামঃ পরং কৌতূহলং হি নঃ
মহেশ্বর উবাচ।
কর্ম্মপাশনিবদ্ধানাং নরাণাং দুঃখভাগিনাম্।
নান্যোপায়ং প্রপশ্যামি বাসুদেবাৎপরং দ্বিজাঃ
যে পূজয়ন্তি তং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ সম্যক্ তে যান্তি পরমাং গতিম্
কিং তেষাং জীবিতেনেহ পশুবচ্চেষ্টিতেন চ।
যেষাং ন প্রবণং চিত্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥ ৯
মুনয় ঊচুঃ।
পিনাকিন্ ভগনেত্রঘ্ন সর্ব্বলোকনমস্কৃত।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য শ্রোতুমিচ্ছাম শঙ্কর ॥১০
মহেশ্বর উবাচ।
পিতামহাদপি বরঃ শাশ্বতঃ পুরুষো হরিঃ।
কৃষ্ণো জাম্বূনদাভাসো ব্যভ্রে সূর্য্য ইবোদিতঃ
দশবাহুর্মহাতেজা দেবতারিনিষূদনঃ।
শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্ব্বদৈবতযূথপঃ ॥ ১২
ব্রহ্মা তস্যোদরভবস্তস্যাহঞ্চ শিরোভবঃ।
শিরোরুহেভ্যো জ্যোতীংষি রোমভ্যশ্চ সুরাসুরাঃ ॥ ১৩
ঋষয়ো দেহসম্ভূতাস্তস্য লোকাশ্চ শাশ্বতাঃ।
পিতামহগৃহং সাক্ষাৎসর্ব্বদেবগৃহঞ্চ সঃ ॥ ১৪
সোঽস্যাঃ পৃথিব্যাঃকৃৎস্নায়াঃস্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরঃ
সংহর্ত্তা চৈব ভূতানাং স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৫
স হি দেবঃ পরঃ সাক্ষাদ্দেবনাথঃ পরন্তপঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসংস্রষ্টা সর্ব্বগঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৬
ন তস্মাৎপরমং ভূতং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
সনাতনো মহাভাগো গোবিন্দ ইতি বিশ্রুতঃ ॥
স সর্ব্বান্পার্থিবান্ সংখ্যেঘাতয়িষ্যতি মানদঃ।
সুরকার্য্যার্থমুৎপন্নো মানুষ্যংবপুরাস্থিতঃ ॥১৮

আমাদিগের হৃদয়গত একটী সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। অল্পবুদ্ধি পুরুষগণ, এই মহাঘোর ভৈরব লোমহর্ষণ সংসারে সুচির-কাল ভ্রমণ করিয়া থাকে. কিন্তু তাহারা কোন্ উপায়ে এই জন্মসংসার-দায় হইতে অব্যাহতি পায়? আমরা তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদিগের অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বলুন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! কর্ম্মপাশনিবদ্ধ দুঃখভাগী নরগণের পক্ষে একমাত্র বাসুদেব অপেক্ষা আর কোনও সদুপায় নাই। যাহারা সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর বাসুদেবকে বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা সম্যক্ পূজা করে, তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়। জগন্ময় বাসুদেবে যাহার চিত্ত আসক্ত নহে, ইহলোকে তাহাদিগের পশুসম-ব্যবহারবান্ জীবনে ফল কি? মুনিগণ কহিলেন,—হে পিনাকপাণি, সর্ব্বলোকনমস্কৃত, ভগনেত্রহর, শঙ্কর! আমরা বাসুদেবের মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা করি। ১—১০ শাশ্বত পুরুষ হরি, পিতামহ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণ স্বর্ণসমকান্তি ও নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উদিত আদিত্যবৎ দ্যুতিমান্। দেবারিনাশন সেই হৃষীকেশ দশবাহু, ও শ্রীবৎস-শোভিত-বক্ষা এবং সর্ব্বদেবগণের প্রতিপালক। ব্রহ্মা তাঁহার উদর হইতে জন্মিয়াছেন, আমি তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। তাঁহার কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থনিচয়, রোম হইতে সুরাসুরগণ, দেহ হইতে ঋষিগণ, ও শাশ্বত লোক সকল সৃষ্ট হয়। তিনিই পিতামহের গৃহ এবং সর্ব্বদেবগণের বাসভবন। সেই ত্রিভুবনেশ্বর হরিই এই সমগ্র পৃথিবীর ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতগণের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা। তিনি দেবগণের নাথ, শত্রুনাশক, ও পরদেব। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বগ ও সর্ব্বতোমুখ; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ত্রিলোক-মধ্যে আর কিছুই নাই। তিনি সনাতন, মহাভাগ, গোবিন্দ বলিয়া বিশ্রুত। মান্য-জনের মানবর্দ্ধনকারী সেই হরি, সুরগণের কার্য্য-সাধনার্থ মানুষদেহ ধারণপূর্ব্বক ভূতলে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্ব পার্থিবগণের বিনাশ বিধান

ন হি দেবগণাঃ শক্তাস্ত্রিবিক্রমবিনাকৃতাঃ।
ভুবনে দেবকার্য্যাণি কর্ত্তুং নায়কবর্জ্জিতাঃ॥১৯
নায়কঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ।
এতস্য দেবনাথস্য কার্য্যস্য চ পরস্য চ॥ ২০
ব্রহ্মভূতস্য সততং ব্রহ্মর্ষিশরণস্য চ।
ব্রহ্মা বসতি নাভিস্থঃ শরীরেঽহঞ্চ সংস্থিতঃ॥
সর্ব্বাঃ সুখং সংস্থিতাশ্চ শরীরে তস্য দেবতাঃ
স দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীগর্ভঃ শ্রীসহোষিতঃ॥
শার্ঙ্গচক্রায়ুধঃ খড়্গী সর্ব্বনাগারিধ্বজঃ।
উত্তমেন সুশীলেন শৌচেন চ দমেন চ॥ ২৩
পরাক্রমেণ বীর্য্যেণ বপুষা দর্শনেন চ।
আরোহণপ্রমাণেন বীর্য্যেণার্জ্জবসম্পদা॥ ২৪
আনৃশংস্যেন রূপেণ বলেন চ সমন্বিতঃ।
অস্ত্রৈঃ সমুদিতঃ সর্ব্বৈর্দিব্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ॥ ২৫
যোগমায়াসহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষো মহামনাঃ।
বাচা মিত্রজনশ্লাঘী জ্ঞাতিবন্ধুজনপ্রিয়ঃ॥ ২৬
ক্ষমাবাংশ্চানহংবাদী স দেবো ব্রহ্মদায়কঃ।
ভয়হর্ত্তা ভয়ার্ত্তানাং মিত্রানন্দবিবর্দ্ধনঃ॥ ২৭

শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং দীনানাং পালনে রতঃ।
শ্রুতবানর্থসম্পন্নঃ সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ॥ ২৮
সমাশ্রিতানামুপকৃচ্ছত্রূণাং ভয়কৃত্তথা।
নীতিজ্ঞো নীতিসম্পন্নো ব্রহ্মবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
ভবার্থমেব দেবানাং বুদ্ধ্যা পরময়া যুতঃ।
প্রাজাপত্যে শুভে মার্গে মানবে ধর্ম্মসংস্কৃতে।
সমুৎপৎস্যতি গোবিন্দো মনোর্বংশে মহাত্মনঃ
অংশো নাম মনোঃপুত্রো হ্যন্তর্দ্ধামা ততঃ পরম্
অন্তর্দ্ধাম্নো হবির্দ্ধামা প্রজাপতিরনিন্দিতঃ।
প্রাচীনবর্হির্ভবিতা হবির্দ্ধাম্নঃ সুতো দ্বিজাঃ॥৩২
তস্য প্রচেতঃপ্রমুখা ভবিষ্যন্তি দশাত্মজাঃ।
প্রাচেতসস্তথা দক্ষো ভবিতেহ প্রজাপতিঃ।
দাক্ষায়ণ্যস্তথাদিত্যো মনুরাদিত্যতস্ততঃ।
মনোশ্চ বংশজ ইলা সুদ্যুম্নশ্চ ভবিষ্যতি॥৩৪
বুধাৎ পুরূরবাশ্চাপি তস্মাদায়ুর্ভবিষ্যতি।
নহুষো ভবিতা তস্মাদ্‌যযাতিস্তস্য চাত্মজঃ॥৩৫
যদুস্তস্মান্মহাসত্ত্বঃ ক্রোষ্টা তস্মাদ্ভবিষ্যতি।

করিবেন। সেই ত্রিবিক্রম ব্যতীত দেবগণ নায়কহীন হইয়া ভুবনে কোনও দেবকর্ম্ম সাধনে সক্ষম হয়েন না।১১—১৯। সেই সর্ব্বভূতনমস্কৃত হরিই সর্ব্বভূতের প্রকৃত নায়ক। কর্ম্ম ও কারণরূপী, ব্রহ্মভূত, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের শরণ সেই ভগবানের নাভিদেশে ব্রহ্মা বাস করেন; আমি তাঁহার শরীরে বাস করি, দেবগণও তাঁহার শরীরে সুখে বাস করেন। সেই দেব পুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান, শার্ঙ্গধনু চক্র ও খড়্গাদি আয়ুধধারী; সর্পরিপু গরুড় তাঁহার ধ্বজ। সেই গোবিন্দ, উত্তম চরিত্র, শৌচ, দম, পরাক্রম, বীর্য্য, শরীর, দেহপ্রমাণ সরলতা, অনৃশংসতা, রূপ, বল, ও দিব্য অদ্ভুতদর্শন অস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা সমন্বিত। সেই মহামনা, বিরূপাক্ষ হইলেও যোগমায়া প্রভাবে সহস্রাক্ষবৎ প্রতীয়মান। তিনি বাক্য দ্বারা মিত্রজনের সতত শ্লাঘাবর্দ্ধনকারী, জ্ঞানী বন্ধুজনের প্রিয়, ক্ষমাবান, অহঙ্কারহীন, মুক্তিদায়ক, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়হারী, মিত্রদিগের আনন্দবিধানকারী, সর্ব্বভূতের রক্ষক, দীনজনের পালক, আশ্রিতের উপকারক, শত্রুদিগের ভয়োৎপাদক, শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, নীতিপরায়ণ, ব্রহ্মবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ও ধর্ম্মসংস্কৃত শুভ প্রাজাপত্যপথে অবস্থিত এবং সতত দেবগণের হিতাভিলাষী হইয়া মহাত্মা মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। ২০—৩০। মনুর পুত্র অংশ, তাঁহার পুত্র অন্তর্ধাম। অন্তর্ধামের পুত্র হবির্দ্ধাম নামক অনিন্দিত প্রজাপতি। হে দ্বিজগণ! হবির্ধামের প্রাচীনবর্হি নামক পুত্র হইবে। তাঁহার প্রচেতা প্রভৃতি দশ পুত্র হইবে। তাঁহাদিগের পুত্র দক্ষ প্রজাপতি হইবেন। দক্ষকন্যা হইতে আদিত্য এবং আদিত্য হইতে মনু জন্মিবেন। মনুর সন্ততি সুদ্যুম্ন—ইলা। বুধের সংসর্গে ইলার পুত্র পুরূরবার উৎপত্তি। পুরূরবার পুত্র আয়ু, তৎপুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি জন্মিবেন। যযাতির পুত্র যদু, যদুর

ক্রোষ্টুশ্চৈব মহান্ পুত্রো বৃজিনীবান ভবিষ্যতি
বৃজিনীবতস্ত ভবিতা উষঙ্গুরপরাজিতঃ।
উষঙ্গোর্ভবিতা পুত্রঃ শূরাশ্চিত্ররথস্তথা ॥ ৩৭
তস্য ত্ববরজঃ পুত্রঃ শূরো নাম ভবিষ্যতি।
তেষাং বিখ্যাতবীর্য্যাণাং চারিত্রগুণশালিনাম্
যজ্বনাঞ্চ বিশুদ্ধানাং বংশে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
স শূরঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠো মহাবীর্য্যো মহাযশাঃ ॥৩৯
স্ববংশবিস্তারকরং জনয়িষ্যতি মানদম্।
বসুদেবোমাত খ্যাতং পুত্রমানকদুন্দুভিম্ ॥ ৪০
তস্য পুত্রশ্চতুর্বাহুর্বাসুদেবো ভবিষ্যতি।
দাতা ব্রাহ্মণসৎকর্ত্তা ব্রহ্মভূতো দ্বিজপ্রিয়ঃ ॥৪১
রাজ্ঞো বদ্ধান্ স সর্ব্বান্ বৈ মোক্ষয়িষ্যতি যাদবঃ
জরাসন্ধস্ত রাজানং নির্জ্জিত্য গিরিগহ্বরে ৪২
সর্ব্বপার্থিবরত্নাঢ্যো ভবিষ্যতি স বীর্য্যবান্।
পৃথিব্যামপ্রতিহতো বীর্য্যেণাপি ভবিষ্যতি ॥৪৩
বিক্রমেণ চ সম্পন্নঃ সর্ব্বপার্থিবপার্থিবঃ।
শূরসংহননো ভূয়াদ্দ্বারকায়াং বসন্ প্রভুঃ ॥৪৪
পালয়িষ্যতি গাং দেবীং বিনির্জ্জিত্য দুরাশয়ান্
তং ভবন্তঃ সমাসাদ্য ব্রাহ্মণৈরর্হণৈর্বরৈঃ।
অর্চ্চয়ন্ত যথান্যায়ং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্ ॥ ৪৫
যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণঞ্চ পিতামহম্ ॥৪৬
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
দৃষ্টে তস্মিন্নহং দৃষ্টো ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥
পিতামহো বাসুদেব ইতি বিত্ত তপোধনাঃ।
স যস্য পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রীতিযুক্তো ভবিষ্যতি ॥
তস্য দেবগণঃ প্রীতো ব্রহ্মপূর্ব্বো ভবিষ্যতি।
যস্ত তং মানবো লোকে সংশ্রয়িষ্যতি কেশবম্
তস্য কীর্ত্তির্যশশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি।
ধর্ম্মাণাং দেশিকঃ সাক্ষাদ্ভবিষ্যতি স ধর্ম্মবান্ ॥
ধর্ম্মবিদ্ভিঃ স দেবেশো নমস্কার্য্যঃ সদাচ্যুতঃ।
ধর্ম্ম এব সদা হি স্যাদস্মিন্নভ্যর্চিতে বিভৌ ॥
স হি দেবো মহাতেজাঃ প্রজাহিতচিকীর্ষয়া।
ধর্ম্মার্থং পুরুষব্যাঘ্র ঋষিকোটীঃ সসর্জ্জ চ ॥৫২
তাঃ সৃষ্টাস্তেন বিধিনা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তিষ্ঠন্তি তপসান্বিতাঃ ॥ ৫৩

পুত্র মহাবলবান্ ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টার পুত্র মহাত্মা বৃজিনীবান্ জন্মিবেন। বৃজিনীবানের পুত্র অপরাজেয় উষঙ্গু। উষঙ্গুর দুই পুত্র;—জ্যেষ্ঠ চিত্ররথ, কনিষ্ঠ শূর। হে দ্বিজসত্তমগণ! বিখ্যাতবীর্য্য, চরিত্রগুণমণ্ডিত, যাগশীল, বিশুদ্ধাত্মা রাজগণের বংশে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, মহাবীর্য্য, মহাযশস্বী সেই শূর, নিজ বংশ-বিস্তারকারী, মানদ, বাসুদেব নামক পুত্র উৎপাদন করিবেন; ইহার অপর নাম—আনকদুন্দুভি তাঁহার পুত্র বাসুদেব;—চতুর্ব্বাহু, দাতা, ব্রাহ্মণগণের সম্মানকারী, দ্বিজপ্রিয় ও ঈশ্বরস্বরূপ হইবেন। সেই যাদব গিরিগর্ভবাসী জরাসন্ধ রাজাকে পরাজয়পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক বদ্ধ রাজগণকে মোচিত করত সর্ব্বপার্থিব জনে ও নানারত্নে সমৃদ্ধ হইবেন। তিনি দ্বারকায় বাস করত শূরসৈন্যে সমাবৃত হইয়া দুরাশয়গণের শাসনপূর্ব্বক পৃথিবী দেবীকে পালন করি-বেন। আপনারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে শাশ্বত ব্রহ্মের ন্যায় যথাবিধি অর্চ্চনা করিবেন।৩১—৪৫। যে জন আমাকে কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে কামনা করে, প্রতাপবান্ ভগবান বাসুদেবই তাহার দ্রষ্টব্য। তিনি দৃষ্ট হইলে, আমিও দৃষ্ট হইয়া থাকি। হে তপোধনগণ! বাসু-দেবই পিতামহ, ইহা জানিবেন। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ যাহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইবেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাহার প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট থাকিবেন। জগতে যে মানব সেই কেশবকে আশ্রয় করে, তাহার কীর্ত্তি, যশ, ও স্বর্গলাভ হয়। সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মের নিয়ামক হইবেন। সেই দেবেশ অচ্যুত বিষ্ণু ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সদা নমস্য। সেই বিভু অর্চ্চিত হইলে সমধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। সেই মহাতেজা পুরুষ-ব্যাঘ্র, প্রজা-গণের হিত-বিধানার্থ বহুকোটী ঋষি সৃষ্টি করেন। তৎসৃষ্ট সনৎকুমার-প্রমুখ ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। হে

তস্মাৎ স বাগ্মী ধর্ম্মজ্ঞো নমস্যো দ্বিজপুঙ্গবাঃ
বন্দিতো হি স বন্দেত মানিতো মানয়ীত চ॥
দৃষ্টঃ পশ্যেদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রয়েৎ।
অর্চ্চিতশ্চার্চ্চয়েন্নিত্যং স দেবো দ্বিজসত্তমাঃ॥
এবং তস্যানবদ্যস্য বিষ্ণোর্বৈ পরমং তপঃ।
আদিদেবস্য মহতঃ সজ্জনাচরিতং সদা॥ ৫৬
ভুবনেঽভ্যর্চ্চিতো নিত্যং দেবৈরপি সনাতনঃ
অভয়েনানুরূপেণ প্রপদ্য তমনুব্রতাঃ॥ ৫৭
কর্ম্মণা মনসা বাচা স নমস্যো দ্বিজৈঃ সদা।
যত্নবদ্ভিরুপস্থায় দ্রষ্টব্যো দেবকীসুতঃ॥ ৫৮
এষ বৈ বিহিতো মার্গো ময়া বৈ মুনিসত্তমাঃ।
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বদেবেশং দৃষ্টাঃ স্যুঃ সুরসত্তমাঃ
মহাবরাহং তং দেবং সর্ব্বলোকপিতামহম্।
অহঞ্চৈব নমস্যামি নিত্যমেব জগৎপতিম্॥৫৯
তত্র চ ত্রিতয়ং দৃষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
সমস্তা হি বয়ং দেবাস্তস্য দেহে বসামহে॥ ৬১
তস্যৈব চাগ্রজো ভ্রাতা সিতাদ্রিনিচয়প্রভঃ।
হলী বল ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি ধরাধরঃ॥৬২
ত্রিশিরাস্তস্য দেবস্য দৃষ্টোঽনন্ত ইতি প্রভোঃ
সুপর্ণো যস্য বীর্য্যেণ কশ্যপস্যাত্মজো বলী॥
অন্তং নৈবাশকদ্দ্রষ্টুং দেবস্য পরমাত্মনঃ।
স চ শেষো বিচরতে পরয়া বৈ মুদা যুতঃ॥৬৪
অন্তর্ব্বসতি ভোগেন পরিরভ্য বসুন্ধরাম্।
য এব বিষ্ণুঃ সোঽনন্তো ভগবান্ বসুধাধরঃ॥
যো রামঃ স হৃষীকেশোঽচ্যুতঃ সর্ব্বধরাধরঃ।
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দিব্যৌ দিব্যপরাক্রমৌ
দ্রষ্টব্যৌ মাননীয়ৌ চ চক্রলাঙ্গলধারিণৌ॥ ৬৬
এষ বোঽনুগ্রহঃ প্রোক্তো ময়া পুণ্যস্তপোধনাঃ
ভবদ্ভিস্তো যদুশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ৬৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ঋষিমহেশ্বরসংবাদে ষড়-
বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২২৬॥

দ্বিজপুঙ্গবগণ! এই কারণে সেই ধর্ম্মজ্ঞ, বাগ্মী দেব সকলেরই প্রণামার্হ। তিনি মানবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত এবং মানিত হইলে তাহারাও জগতে বন্দিত ও মানিত হইয়া থাকে। তিনি দৃষ্ট হইলে অহরহ দর্শন করেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তিনিও আশ্রয় দিয়া থাকেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই দেব অর্চ্চিত হইলে স্বয়ংও অর্চ্চনাকারীকে সমর্চ্চনা করেন। ৪৬—৫৫। সেই অনবদ্য আদিদেব বিষ্ণুর এইরূপই মহিমা। সজ্জনগণ তদীয় আচরণেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। দেব সনাতন ভুবনে নিয়ত অর্চ্চিত হয়েন। দ্বিজগণের পক্ষে নিজোচিত পরিণামদোষরহিত কর্ম্ম, বাক্য ও মন দ্বারা সততই তিনি উপাসনীয়। দেবকীনন্দনকে যত্ন সহকারেই দর্শন করিতে হয়। হে মুনিসত্তমগণ! আমি এই বিচিত্র ধর্ম্মমার্গ বর্ণন করিলাম। সেই সর্ব্বদেবেশ্বরকে দর্শন করিলে সুর সত্তমগণের দর্শনজনিত ফল প্রাপ্তি হয়। সর্ব্বলোক-পিতামহ, মহাবরাহরূপী সেই জগৎপতিকে আমিও প্রতিদিন নমস্কার করিয়া থাকি। সেই দেবের দেহে সমস্ত দেবগণ বাস করেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে ত্রিলোক দর্শনের ফল লাভ হয়। তদীয় অগ্রজ ভ্রাতা 'বলরাম' নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তিনি শ্বেতপর্ব্বতসম কান্তিমান্ ও হলধারী। ধরাধর অনন্ত নাগই উক্তরূপে অবতীর্ণ হইবেন। কশ্যপনন্দন বলবান্ গরুড়ও নিজবীর্য্যে যে পরমাত্মরূপী দেবের অন্তদর্শনে সক্ষম হয়েন নাই, সেই শেষ নাগ উক্তরূপে ভূতলে বিহার করিবেন; কিন্তু পাতালতলেও সর্পরূপে ফণা দ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ করিবেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই বসুধাধারী অনন্ত; যিনি বলরাম, তিনিই সর্ব্বজগদাধার হৃষীকেশ অচ্যুত বিষ্ণু। সেই দিব্য এবং দিব্যপরাক্রমসম্পন্ন, চক্র ও লাঙ্গলধারী পুরুষব্যাঘ্রদ্বয় সকলেরই দ্রষ্টব্য ও মাননীয়। হে তপোধনগণ! এই আমি আপনাদিগকে ভগবানের পুণ্য অনুগ্রহের বিবরণ কহিলাম,

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

অহো কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতমস্মাভিরদ্ভুতম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ধন্যং সংসারনাশনম্॥ ১
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা বাসুদেবং মহামুনে।
কাং গতিং যান্তি মনুজা বাসুদেবার্চ্চনে রতাঃ
কিং প্রাপ্নুবন্তিতে মোক্ষং কিংবা স্বর্গংমহামুনে
অথবা কিং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুবন্ত্যুভয়ং ফলম্॥৩
ছেত্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ সংশয়ং নো হৃদি স্থিতম্।
ছেত্তা নান্যোঽস্তি লোকেঽস্মিংস্ত্বদৃতে মুনিসত্তম॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠা ভবদ্ভির্যদুদাহৃতম্।
শৃণুধ্বমানুপূর্ব্বেণ বৈষ্ণবানাং সুখাবহম্॥ ৫
দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং ব্রজন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং দ্বিজাঃ
ন তেষাং দুর্লভঃ স্বর্গো মোক্ষশ্চ মুনিসত্তমাঃ।
লভন্তে বৈষ্ণবাঃকামানযান্যান্বাঞ্ছন্তি দুর্লভান্
রত্নপর্ব্বতমারুহ্য নরো রত্নং যথাদদেৎ।
স্বেচ্ছয়া মুনিশার্দ্দূলাস্তথা কৃষ্ণান্মনোরথান্॥ ৮
কল্পবৃক্ষং সামাসাদ্য ফলানি স্বেচ্ছয়া যথা।
গৃহ্লাতি পুরুষো বিপ্রাস্তথা কৃষ্ণান্মনোরথান্॥ ৯
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পূজ্য বাসুদেবং জগদ্গুরুম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ ফলম্॥
আরাধ্য তং জগন্নাথং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কামান্ সুরাণামপি দুর্লভান্॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা ভক্ত্যা বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে॥১২
ধন্যাস্তে পুরুষা লোকে যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা হরিম্

আপনারা সযত্নে সেই যজ্ঞশ্রেষ্ঠকে অর্চ্চনা করিবেন। ৫৬—৬৩।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,— অহো! মহামুনে! কৃষ্ণের সর্ব্বপাপহর, পুণ্যকর, ধন্য, সংসার-বিনাশক অদ্ভুত মাহাত্ম্য আমরা শুনিলাম। মনুজগণ সেই বাসুদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? বাসু-দেবার্চ্চন-রত জনগণ, স্বর্গ বা মোক্ষ—কোন্ ফল লাভ করে? অথবা হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা কি উক্ত উভয় ফলই প্রাপ্ত হয়েন? হে সর্ব্বজ্ঞ মুনিসত্তম! আমাদিগের হৃদয়স্থ এই সংশয় ছেদন করুন। ইহলোকে আপনি ভিন্ন এই সংশয়চ্ছেদক আর কেহই নাই। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সাধু, সাধু! আপনারা যাহা প্রশ্ন করিলেন, বৈষ্ণবগণের সুখাবহ তদ্বিষয় যথাক্রমে শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! নরগণ, কৃষ্ণো-পাসনায় দীক্ষিত হইবামাত্রই মোক্ষলাভে সক্ষম হয়। যাহারা সদা ভক্তিসহকারে কৃষ্ণের অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? হে মুনিসত্তমগণ! তাঁহা-দিগের স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই দুর্লভ নহে। বৈষ্ণবগণ যাহা যাহা কামনা করে, দুর্লভ হইলেও সেই সকলই প্রাপ্ত হয়। হে মুনিশার্দ্দূলগণ! মানব, রত্নপর্ব্বতে আরোহণ করত যেমন স্বেচ্ছাক্রমে রত্ন সংগ্রহ করে, কৃষ্ণ হইতেও তদ্রূপ মনোরথ সকল লাভ করিতে পারে। হে বিপ্রগণ! পুরুষ. কল্পবৃক্ষ-সন্নিধানে যাইয়া যেমন স্বেচ্ছানুসারে ফল গ্রহণ করে, কৃষ্ণ হইতেও তদ্রূপ মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নরগণ, জগদ্গুরু বাসুদেবকে যথাবিধি শ্রদ্ধা সহ-কারে পূজা করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। ১—১০। নরগণ, বিশুদ্ধান্তঃকরণে সেই জগন্নাথের আরাধনা করিলে সুরগণেরও দুর্লভ অভিমত কাম লাভ করে। যাহারা সেই বাসুদেবাখ্য অব্যয় দেবকে সদা ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, ভুবনত্রয়ে তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যাহারা সর্ব্বপাপহর, সমস্ত কামনাপূরক দেব হরিকে সতত অর্চ্চনা

সর্ব্বপাপহরং দেবং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রান্ত্যজাতয়ঃ।
সম্পূজ্য তং সুরবরং প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং মুনয়ো যৎপৃচ্ছত মমানঘাঃ।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন গতিং তেষাং মহাত্মনাম্ ॥
ত্যক্ত্বা মানুষ্যকং দেহং রোগায়তনমধ্রুবম্।
জরামরণসংযুক্তং জলবুদ্বুদসন্নিভম্ ॥ ১৬
মাংসশোণিতদুর্গন্ধং বিষ্ঠামূত্রাদিভির্যুতম্।
অস্থিস্থূণমমেধ্যঞ্চ স্নায়ুচর্ম্মশিরান্বিতম্ ॥ ১৭
কামগেন বিমানেন দিব্যগন্ধর্ব্বনাদিনা।
তরুণাদিত্যবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ॥ ১৮
উপগীয়মানা গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরলঙ্কৃতাঃ।
ব্রজন্তি লোকপালানাং ভবনন্তু পৃথক্পৃথক্ ॥১৯
মন্বন্তরপ্রমাণন্তু ভুক্ত্বা কালং পৃথক্পৃথক্।
ভুবনানি পৃথক্তেষাং সর্ব্বভোগৈরলঙ্কৃতাঃ ॥২০
ততোঽন্তরিক্ষং লোকং তে যান্তি সর্ব্বসুখপ্রদম্
তত্র ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্দশমন্বন্তরং দ্বিজাঃ ॥
তস্মাদ্গন্ধর্ব্বলোকন্তু যান্তি বৈ বৈষ্ণবা দ্বিজাঃ।
বিংশন্মন্বন্তরং কালং তত্র ভুক্ত্বা মনোরমান্ ॥২২
ভোগানাদিত্যলোকন্তু তস্মাদ্যান্তি সুপূজিতাঃ
ত্রিংশন্মন্বন্তরং তত্র ভোগান্ ভুক্ত্বাতিদৈবতান্
তস্মাদ্ ব্রজন্তি তে বিপ্রাশ্চন্দ্রলোকং সুখপ্রদম্
মন্বন্তরাণাং তত্র চত্বারিংশদ্গুণান্বিতম্ ॥ ২৪
কালং ভুক্ত্বা শুভান্ ভোগানজরামরণবর্জ্জিতাঃ
তস্মান্নক্ষত্রলোকন্তু বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥২৫
ব্রজন্তি তে মুনিশ্রেষ্ঠা গুণৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতাঃ।
মন্বন্তরাণাং পঞ্চাশদ্ভুক্ত্বা ভোগান্যথেপ্সিতান্
তস্মাদ্ ব্রজন্তিতে বিপ্রা দেবলোকং সুদুর্লভম্
ষষ্টিমন্বন্তরং যাবত্তত্র ভুক্ত্বা সুদুর্লভান্ ॥ ২৭
ভোগান্নানাবিধানবিপ্রা ঋদ্ধ্যষ্টকসমন্বিতান্।
শক্রলোকং পুনস্তস্মাদ্গচ্ছন্তি সুরপূজিতাঃ ॥
মন্বন্তরাণাং তত্রৈব ভুক্ত্বা কালঞ্চ সপ্ততিম্।
ভোগানুচ্চাবচান্দিব্যান্মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনান্ ॥
তস্মাদ্ ব্রজন্তি তে লোকং প্রাজাপত্যমনুত্তমম্

করে, জগতে সেই পুরুষগণই ধন্য। সেই সুরবরকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও অন্ত্যজাতি—সকলেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব হে পাপহীন, মুনিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সংক্ষেপে সেই মহাত্মাদিগের গতির বিষয় বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। বিষ্ণুসেবক জনগণ রোগায়তন, জরা-মরণযুক্ত, জলবুদ্বুদসম ক্ষণস্থায়ী, অস্থিরূপ স্তম্ভশালী, স্নায়ুচর্ম্ম-শিরান্বিত, মাংস-শোণিত-দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, বিষ্ঠামূত্রাদিযুক্ত, অপবিত্র মানুষদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তরুণাদিত্যবর্ণ, কিঙ্কিণীজালমালী, দিব্যগন্ধর্ব্বনাদিত, কামগামী বিমানে আরোহণ করত অলঙ্কৃত দেহে অপ্সরোগন্ধর্ব্বাদি দ্বারা উপগীয়মান হইয়া পৃথক্ পৃথক্ লোকপালভবনে গমন করেন। তাঁহারা সেই সকল লোকপালভবনে সর্ব্বভোগে সমলঙ্কৃত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ এক এক মন্বন্তর যাবৎ সুখভোগান্তে সর্ব্বসুখপ্রদ অন্তরিক্ষ লোক প্রাপ্ত হয়েন। হে দ্বিজগণ! তাঁহারা তথায় দশমন্বন্তর বিবিধ সুখভোগ করিয়া গন্ধর্ব্বলোকে গমন করেন। বৈষ্ণব জনেরা সেখানে বিংশতি মন্বন্তর মনোরম সুখভোগান্তে আদিত্যলোক প্রাপ্ত হয়েন। তথায় ত্রিংশৎ মন্বন্তর যাবৎ সাদরে দেবদুর্লভ বিবিধ সুখভোগ করিয়া সুখপ্রদ চন্দ্রলোকে গমন করেন। সেখানে জরা-মরণবর্জ্জিত দেহে চত্বারিংশৎ মন্বন্তর কাল অত্যুত্তম শুভ ভোগ্যনিচয় উপভোগান্তে নানাগুণমণ্ডিত, বিমানালঙ্কৃত নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হয়েন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সেখানে পঞ্চাশৎ মন্বন্তর যাবৎ যথেচ্ছ সুখভোগ করিয়া তথা হইতে সুদুর্লভ দেবলোকে গমন করেন। সেখানে ষষ্টিমন্বন্তর কাল অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত বিবিধ সুদুর্লভ ভোগ্য উপভোগান্তে সুরগণে পূজিত হইয়া তথা হইতে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েন। তথায় সপ্ততি-মন্বন্তর কাল মনঃপ্রীতিসাধন উত্তমোত্তম দিব্য ভোগ্যনিচয় উপভোগ করিয়া তথা

ভুক্তা তত্রেপ্সিতান্ ভোগান্ সর্ব্বকামগুণান্বিতান্
মন্বন্তরমশীতিঞ্চ কালং সর্ব্বসুখপ্রদম্।
তস্মাৎ পৈতামহং লোকং যান্তি তে বৈষ্ণবা
দ্বিজাঃ॥ ৩১
মন্বন্তরাণাং নবতিং ক্রীড়িত্বা তত্র বৈ সুখম্।
ইহাগত্য পুনস্তস্মাদ্বিপ্রাণাং প্রবরে কুলে॥৩২
জায়ন্তে যোগিনো বিপ্রা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ
এবং সর্ব্বেষুলোকেষুভুক্তা ভোগানযথেপ্সিতান্
ইহাগত্য পুনর্যান্তি উপর্য্যুপরি চ ক্রমাৎ।
সম্ভবে সম্ভবে তে তু শতবর্ষং দ্বিজোত্তমাঃ॥
ভুক্তা যথেপ্সিতান্ ভোগান্যান্তি লোকান্তরং
ততঃ।
দশজন্ম যদা তেষাং ক্রমেণৈবং প্রপূর্য্যতে॥ ৩৫
তদা লোকং হরের্দিব্যংব্রহ্মলোকাদ্ব্রজন্তি তে
গত্বা তত্রাক্ষয়ান্ ভোগান্ ভুক্তা সর্ব্বগুণান্বিতান্
মন্বন্তরশতং যাবজ্জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ।
গচ্ছন্তি ভুবনং পশ্চাদ্বারাহস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩৭
দিব্যদেহাঃ কুণ্ডলিনো মহাকায়া মহাবলাঃ।
ক্রীড়ন্তি তত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ কৃত্বা রূপং চতুর্ভুজম্॥
দশ কোটিসহস্রাণি বর্ষাণাং দ্বিজসত্তমাঃ।
তিষ্ঠন্তি শাশ্বতে ভাবে সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্নমস্কৃতাঃ॥৩৯
ততো যান্তি তু তে ধীরা নরসিংহগৃহং দ্বিজাঃ
ক্রীড়ন্তে তত্র মুদিতা বর্ষকোট্যযুতানি চ॥ ৪০
তদন্তে বৈষ্ণবং যান্তি পুরং সিদ্ধনিষেবিতম্।
ক্রীড়ন্তে তত্র সৌখ্যেন বর্ষাণামযুতানি চ॥ ৪১
ব্রহ্মলোকে পুনর্বিপ্রা গচ্ছন্তি সাধকোত্তমাঃ।
তত্র স্থিত্বা চিরং কালং বহকোটিশতান্ বহূন্॥
নারায়ণপুরং যান্তি ততস্তে সাধকেশ্বরাঃ।
ভুক্তা ভোগাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষকোট্যর্ব্বুদানি চ॥
অনিরুদ্ধপুরং পশ্চাদ্দিব্যরূপা মহাবলাঃ।
গচ্ছন্তি সাধকবরাঃ স্তূয়মানাঃ সুরাসুরৈঃ॥৪৪
তত্র কোটিসহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দ্দশ।
তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাস্তত্র জরামরণবর্জ্জিতাঃ॥ ৩৫
প্রদ্যুম্নস্য পুরং পশ্চাদ্গচ্ছন্ত্য বিগতজ্বরাঃ।
তত্র তিষ্ঠন্তি তে বিপ্রা লক্ষকোটিশতত্রয়ম্॥৪৬

হইতে অনুত্তম প্রাজাপত্য লোকে গমন করেন। সেই স্থানে অশীতিমন্বন্তর যাবৎ সর্ব্বকামপূরক বাঞ্ছিত বিবিধ ভোগ্য উপভোগান্তে সর্ব্বসুখপ্রদ ব্রহ্মলোকে যাইয়া থাকেন। ১১—৩১। তথায় তাঁহারা নবতি মন্বন্তর কাল সুখে বিহার করিয়া ইহলোকে উত্তম ব্রাহ্মণবংশে বেদশাস্ত্রার্থ-পারগ যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণ, এইরূপে সর্ব্বলোকে যথেপ্সিত সুখভোগান্তে ইহলোকে আগমন করিয়া পুনরায় যথাক্রমে উপর্য্যুপরি লোক সকলে যাইয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তাঁহারা প্রতিজন্মেই শতবর্ষকাল এইরূপ যথেচ্ছ সুখভোগপূর্ব্বক লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েন। এই ভাবে দশ জন্ম পূর্ণ হইলে সেই বৈষ্ণবগণ, ব্রহ্মলোক হইতে দিব্য হরিলোকে গমন করেন। সেখানে শত মন্বন্তরকাল জন্ম-মৃত্যুরহিত হইয়া সর্ব্বসুখসাধক অক্ষয় ভোগচয় উপভোগান্তে বরাহলোকে গমন করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ। সেখানে তাঁহারা কুণ্ডলভূষিত দিব্য দেহ, মহাকায়, মহাবল চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বদেবগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া দশ কোটী সহস্র বৎসর শাশ্বতভাবে অবস্থান করেন। ৩২—৩৯। হে ধীর দ্বিজগণ! তারপর তাঁহারা নরসিংহপুরে যাইয়া অযুত কোটি বৎসর বিহার করেন। অনন্তর সিদ্ধনিষেবিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন। সেখানে অনেক অযুতবর্ষ বিহারান্তে সেই সাধকোত্তমগণ পুনরায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে বহুশত কোটী বৎসর সুখে বাস করেন। অতঃপর সাধকেশ্বরগণ নারায়ণপুরে গমন করেন। সেখানে কোট্যর্ব্বুদ বৎসর বিবিধ সুখভোগান্তে সেই সাধক বরেরা মহাবল দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া অনিরুদ্ধপুরে যাইয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ! সেখান হইতে জরামরণহীন হইয়া চতুর্দ্দশ কোটি সহস্র বর্ষ বাস করিয়া প্রদ্যুম্নপুরে গমন করেন। হে বিপ্রগণ! তথায় তাঁহারা মহাসুখে

স্বচ্ছন্দগামিনো হৃষ্টা বলশক্তিসমন্বিতাঃ।
গচ্ছন্তি যোগিনঃ পশ্চাদ্যত্র সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥ ৪৭
তত্রোষিত্বা চিরং কালং ভুক্ত্বা ভোগান্ সহস্রশঃ
বিশন্তি বাসুদেবেতি বিরূপাখ্যে নিরঞ্জনে॥
বিনির্মুক্তাঃ পরে তত্ত্বে জরামরণবর্জ্জিতে।
তত্র গত্বা বিমুক্তাস্তে ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৯
এবং ক্রমেণ ভুক্তিং তে প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ।
মুক্তিঞ্চ মুনিশার্দ্দূলা বাসুদেবার্চ্চনে রতাঃ॥ ৫০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বৈষ্ণবগতিখ্যাপনং সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

একাদশ্যামুভে পক্ষে নিরাহারঃ সমাহিতঃ।
স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সম্পূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুং শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ।
পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা দীপৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যকৈস্তথা॥ ২
উপহারৈর্বহুবিধৈর্জপ্যৈর্হোমপ্রদক্ষিণৈঃ।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈর্গীতবাদ্যৈর্মনোহরৈঃ॥
দণ্ডবৎ প্রণিপাতৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথোত্তমৈঃ।
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্রাত্রৌ কৃত্বা প্রজাগরম্॥
কথাং বা গীতিকাং বিষ্ণোর্গায়ন্ বিষ্ণুপরায়ণঃ।
যাতি বিষ্ণোঃ পরং স্থানং নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ

মুনয় উচুঃ।

প্রজাগরে গীতিকায়াঃ ফলং বিষ্ণোর্মহামুনে।
ব্রূহি তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামঃ পরং কৌতূহলং হি নঃ

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ।
গীতিকায়াঃ ফলং বিষ্ণোর্জাগরে যদ্ভবাহৃতম্॥
অবন্তী নাম নগরী বভূব ভুবি বিশ্রুতা।
তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৮
তস্যা নগর্য্যাঃ পর্য্যন্তে চাণ্ডালো গীতিকোবিদঃ

তিনশত লক্ষ কোটি বৎসর বাস করেন। পরে সেই বলবীর্য্য-সমন্বিত, স্বচ্ছন্দগামী, হৃষ্টচিত্ত বৈষ্ণব যোগিগণ, প্রভু সঙ্কর্ষণ যেখানে বিরাজমান, সেই পুরে যাইয়া সুদীর্ঘকাল নানাবিধ সুখভোগ করেন। অতঃপর তাঁহারা জরামরণ-বর্জ্জিত নাম-রূপহীন, 'বাসুদেব' পদবাচ্য নিরঞ্জন পরতত্ত্বে প্রবেশপূর্ব্বক মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে সংশয় নাই। হে মুনিশার্দ্দূলগণ! বাসুদেবসেবারত মনীষিগণ, এইরূপে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।৪০—৫০।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—মানব উভয় পক্ষের একাদশী তিথিতে বিধানানুসারে স্নানান্তে ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবাস করত ভক্তিসহকারে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অন্যান্য বিবিধ উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানাবিধ দিব্য স্তোত্র, মনোহর গীতবাদ্য, দণ্ডবৎ প্রণাম ও 'জয়' শব্দোচ্চারণাদি দ্বারা যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা করিবে; তারপর রাত্রিকালে বিষ্ণুবিষয়ক কথা বা গান দ্বারা জাগরণ করিবে। এরূপ করিলেই সেই ব্যক্তি বিষ্ণুপুরে গমন করে; এ বিষয়ে সংশয় নাই। মুনিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! গান করিয়া জাগরণ করিলে কিরূপ ফল হয়? তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি বলুন। ১—৬। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূলগণ! জাগরণপূর্ব্বক বিষ্ণুর গীতিকায় যে ফল, তাহা আমি যথাক্রমে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ভূতলে অবন্তী নামে এক বিখ্যাত নগরী ছিল। সেখানে ভগবান্ বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদাধর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই নগরীর প্রান্তভাগে এক বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল বাস করিত। সে

সদ্বৃত্ত্যোৎপাদিতধনো ভৃত্যানাং ভরণে রতঃ।
বিষ্ণুভক্তঃ স চাণ্ডালো মাসি মাসি দৃঢ়ব্রতঃ।
একাদশ্যাং সমাগম্য সোপবাসোঽথ গায়তি ॥ ২০
গীতিকা বিষ্ণুনামাঙ্কাঃ প্রাদুর্ভাবসমাশ্রিতাঃ।
গান্ধারষড়্জনৈষাদস্বরপঞ্চমধৈবতৈঃ ॥ ১১
রাত্রিজাগরণে বিষ্ণুং গাথাভিরুপগায়তি।
প্রভাতে চ প্রণম্যেশং দ্বাদশ্যাং গৃহমেত্য চ ॥
জামাতৃভাগিনেয়াংশ্চ ভোজয়িত্বা স কন্যকাঃ।
ততঃ সপরিবারস্তু পশ্চাৎ ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজোত্তমাঃ
এবং তস্যাসতস্তত্র কুর্ব্বতো বিষ্ণুপ্রীণনম্।
গীতিকাভির্বিচিত্রাভির্বয়ঃ প্রতিগতং বহু ॥ ১৪
একদা চৈত্রমাসে তু কৃষ্ণৈকাদশিগোচরে।
বিষ্ণুশুশ্রূষণার্থায় যযৌ বনমনুত্তমম্ ॥ ১৫
বনজাতানি পুষ্পাণি গ্রহীতুং ভক্তিতৎপরঃ।
ক্ষিপ্রাতটে মহারণ্যে বিভীতকতরোরধঃ ॥ ১৬
দৃষ্টঃ স রাক্ষসেনাথ গৃহীতশ্চাপি ভক্ষিতুম্।
চাণ্ডালস্তমথোবাচ নাদ্য ভক্ষ্যস্ত্বয়া হ্যহম্ ॥ ১৭
প্রাতর্ভোক্ষ্যসি কল্যাণ সত্যমেষ্যাম্যহং পুনঃ
অদ্য কার্য্যং মম মহত্তস্মান্মুঞ্চস্ব রাক্ষস ॥ ১৮
শ্বঃ সত্যেন সমেষ্যামি ততঃ খাদসি মামিতি।
বিষ্ণুশুশ্রূষণার্থায় রাত্রিজাগরণং ময়া।
কার্য্যং ন ব্রতবিঘ্নং মে কর্ত্তুমর্হসি রাক্ষস ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ।

তং রাক্ষসঃ প্রত্যুবাচ দশরাত্রমভোজনম্।
মমাভূদদ্য চ ভবান্ময়া লব্ধো মতঙ্গজ ॥ ২০
ন ভোক্ষ্যে ভক্ষয়িষ্যামি ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্
নিশাচরবচঃ শ্রুত্বা মাতঙ্গস্তমুবাচ হ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স সত্যবচনৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ২১

মাতঙ্গ উবাচ।

সত্যমূলং জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মরাক্ষস তচ্ছৃণু।
সত্যেনাহং শপিষ্যামি পুনরাগমনায় চ ॥ ২২

গানপটু ছিল এবং সদাচার দ্বারা ধনার্জ্জনপূর্ব্বক পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিত। সেই চণ্ডাল নিয়মপূর্ব্বক প্রতিমাসে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া উক্ত বিষ্ণুমন্দিরে যাইয়া নিষাদ, ষড়্জ, গান্ধার, পঞ্চম, ধৈবতাদি স্বরে বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাববিষয়ক বিষ্ণুনামসম্বলিত গীতিকা সকল গান করিত। গান দ্বারা সমস্ত রাত্রি জাগরণান্তে প্রভাতে দ্বাদশীদিনে প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক নিজ ভবনে আসিয়া জামাতা, ভাগিনেয় ও কন্যা প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই ভাবে বিচিত্র গীতি দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতিসাধন করিতে করিতে সেই চণ্ডালের বহুবয়স অতিবাহিত হইল। সেই অভিজ্ঞ চণ্ডাল একদা চৈত্র মাসে একাদশী তিথিতে বিষ্ণু-সেবা নিমিত্ত উপচার আহরণার্থ বনে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে ক্ষিপ্রা নদীর তট দেশে বিভীতক তরুর অধোভাগে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে এক রাক্ষস বাস করিত। সেই রাক্ষস তাহাকে দেখিবামাত্র ভক্ষণ জন্য ত্বরায় আসিয়া ধরিল। তখন চণ্ডাল, রাক্ষসকে কহিল,—ওহে সজ্জন! অদ্য আমাকে ভক্ষণ করা তোমার উচিত নহে; প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিও; আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব। রাক্ষস! অদ্য আমার মহৎ কার্য্য আছে; অতএব আমাকে এখন ছাড়িয়া দেও। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি,—আগামী কল্য তোমার নিকট আসিব; তখন আমাকে খাইও। হে রাক্ষস! আমি বিষ্ণুর প্রীতিসাধনার্থ রাত্রিজাগরণ ব্রত করিয়া থাকি; আমার সেই ব্রতে বিঘ্ন ঘটাইও না। ৭—১৯। তখন রাক্ষস তাহাকে বলিল,—ওহে চণ্ডাল! আমার দশ রাত্রি ভোজন হয় নাই; অতএব তোমাকে আমি খাইব; ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমি ক্ষুধায় অতীব কাতর হইয়াছি। রাক্ষসের কথা শুনিয়া চণ্ডাল তাহাকে সান্ত্বনা করত সনির্ব্বন্ধ মধুর সত্য বাক্যে কহিল,—ওহে ব্রহ্মরাক্ষস! শুন, এই সমগ্র জগৎ সত্যমূলক। আমি সেই সত্যাবলম্বনে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পুনরায় তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব।

আদিত্যশ্চন্দ্রমা বহ্নির্বায়ুর্ভূর্দ্যৌর্জলং মনঃ।
অহোরাত্রং যমঃ সন্ধ্যে দ্বে বিদুর্নরচেষ্টিতম্॥
পরদারেষু যৎ পাপং যৎ পরদ্রব্যহারিষু।
যচ্চ ব্রহ্মহনঃ পাপং সুরাপে গুরুতল্পগে॥ ২৪
সন্ধ্যাপাতাচ্চ যৎ পাপং যৎ পাপং বৃষলীপতেঃ
যচ্চ দেবলকে পাপং মৎস্যমাংসাশিনশ্চ যৎ॥
ক্রোড়মাংসাশিনো যচ্চ কূর্ম্মমাংসাশিনশ্চ যৎ।
বৃথামাংসাশিনো যচ্চ পৃষ্ঠমাংসাশিনশ্চ যৎ॥
কৃতঘ্নে মিত্রঘাতকে যৎ পাপং দিধিষূপতৌ।
সূতকস্য চ যৎ পাপং যৎ পাপং ক্রূরকর্ম্মণঃ॥
কৃপণস্য চ যৎ পাপং যচ্চ বন্ধ্যাতিথেরপি।
অমাবাস্যাষ্টমী ষষ্ঠী কৃষ্ণশুক্লচতুর্দ্দশী॥ ২৮
তাসু যদ্গমনাৎ পাপং যদ্বিপ্রো ব্রজতি স্ত্রিয়ম্।
রজস্বলাং তথা পশ্চাচ্ছ্রাদ্ধং কৃত্বা স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ
সর্ব্বস্বন্নাতভোজ্যানাং যৎপাপং মলভোজনে।
মিত্রভার্য্যাং গচ্ছতাঞ্চ যৎ পাপং পিশুনস্য চ॥
দম্ভমায়ানুরক্তঞ্চ যৎ পাপং মধুঘাতিনঃ।
ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুত্য যৎ পাপং তদযচ্ছতঃ॥

যচ্চ কন্যানৃতে পাপং যচ্চ গোঽশ্বতরানৃতে।
স্ত্রীবালহন্তুর্যৎ পাপং যচ্চ মিথ্যাভিভাষিণঃ॥৩২
দেববেদদ্বিজনৃপপাত্রমিত্রসতীস্ত্রিয়ঃ।
যচ্চ নিন্দয়তাং পাপং গুরুমিথ্যাপচারতঃ॥৩৩
অগ্নিত্যাগিষু যৎ পাপমগ্নিদায়িষু যদ্বনে।
গৃহেষ্ট্যা পাতকে যচ্চ যদ্গোঘ্নে যদ্দ্বিজাধমে॥
যৎ পাপং পরিবিত্তে চ যৎ পাপং পরিবেদিনঃ।
তয়োর্দাতৃগ্রহীত্রোশ্চ যৎ পাপং ভ্রূণঘাতিনঃ॥
কিঞ্চাত্র বহুভিঃ প্রোক্তৈঃ শপথৈস্তব রাক্ষস।
শ্রূয়তাং শপথঃ ভীমং দুর্ব্বাচ্যমপি কথ্যতে॥৩৪
স্বকন্যাজীবিনঃ পাপং মূঢ়সত্যেন সাক্ষিণঃ।
অযাজ্যযাজকে যণ্ডে যৎ পাপং শ্রমণাধমে॥৩৭
প্রব্রজ্যাবসিতে যচ্চ ব্রহ্মচারিণি কামুকে।
এতৈস্তু পাপৈর্লিপ্যেঽহং যদি নৈষ্যামি তে-
ঽন্তিকম্॥ ৩৮

আদিত্য, চন্দ্র, বহ্নি, বায়ু, ভূমি, জল, মন, দিবা, রাত্রি, যম, সন্ধ্যাদ্বয়,—ইঁহারা নরগণের যাবতীয় আচরণ অবগত হয়েন। পরদারগামী, পরদ্রব্যাপহারী, ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, গুরুপত্নীগামী, সন্ধ্যাতিক্রমকারী, বৃষলীপতি, দেবল, মৎস্যমাংসাশী, শূকরমাংসভোজী, বৃথামাংসভক্ষণকারী, পৃষ্ঠমাংসাশী, কৃতঘ্ন, মিত্রঘাতক, দিধিষূপতি, অশৌচসংস্পর্শী, ক্রূরকর্ম্মা, কৃপণ, এবং অতিথিপ্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তির যে পাপ হয়; অমাবস্যা, অষ্টমী, ষষ্ঠী, উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশী, এসকল তিথিতে স্ত্রীসঙ্গম করিলে যে পাতক হয়; ব্রাহ্মণের রজস্বলা নারীসঙ্গমে, শ্রাদ্ধ করিয়া স্ত্রীসঙ্গমে, সন্ন্যাসীর অন্ন ভোজনে, মল ভোজনে ও মিত্রপত্নীগমনে যে পাপ হয়; পিশুন, দম্ভী, ও কপটী ব্যক্তির যে পাপ হয়; বৃথা মধু অপচয় করিলে, ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য দান না করিলে কন্যা, গো, অশ্বতরাদিদানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার অন্যথা করিলে, যে পাপ হয়; স্ত্রী-হন্তা, বালকঘাতী ও মিথ্যাবাদী জনের যে পাপ হয়; বেদ, দেব, দ্বিজ, নৃপতি, সজ্জন ও সতী স্ত্রীর নিন্দা করিলে যে পাপ হয়; গুরুর নিকট মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান, বানপ্রস্থ অবলম্বনান্তে গার্হস্থ্য আচারে ও গোহত্যা করিলে যে পাপ হয়; পরিবেত্তা, পরিবেদনকারী, এতদুভয়ের দানগ্রহণকারী, অব্রাহ্মণ, ও ভ্রূণহত্যাকারী প্রভৃতির যে পাপ হয়; সত্য প্রতিপালন না করিলে আমার সেই সকল পাপ হইবে। অথবা হে রাক্ষস! আর এ সকল ক্ষুদ্র পাপের বহু উল্লেখে প্রয়োজন নাই; আমি দুর্ব্বাচ্য ভয়ঙ্কর শপথ করিতেছি; শুন। স্বকন্যাগামী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, অযাজ্যযাজী, ক্লীব, ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমপ্রবিষ্ট ব্যক্তি ও কামুক ব্রহ্মচারীর যে পাপ হয়, আমি যদি তোমার নিকট ফিরিয়া না আসি, তবে যেন ঐ সকল পাপে লিপ্ত

ব্যাস উবাচ।

মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা বিস্মিতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
প্রাহ গচ্ছস্ব সত্যেন সময়ঞ্চৈব পালয় ॥ ৩৯
ইত্যুক্তঃ কুণপাশেন শ্বপাকঃ কুসুমানি তু।
সমাদায়াগমচ্চৈব বিষ্ণোঃ স নিলয়ং গতঃ ॥৪০
তানি প্রাদাদ্ব্রাহ্মণায় সোঽপি প্রক্ষাল্য চাম্ভস
বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য নিলয়ং জগাম স তপোধনাঃ।
সোঽপিমাতঙ্গদায়াদঃ সোপবাসস্তু তাং নিশাম্
গায়ন্ হি বাহ্যভূমিষ্ঠঃ প্রজাগরমুপাকরোৎ ॥৪২
প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং স্নাত্বা দেবং নমস্য চ।
সত্যং স সময়ং কর্ত্তুং প্রতস্থে যত্র রাক্ষসঃ ॥৪৩
তং ব্রজন্তং পথি নরঃ প্রাহ ভদ্র ক গচ্ছসি।
স তথাকথয়ৎ সর্ব্বং সোঽপ্যেনং পুনরব্রবীৎ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ।
মহতা তু প্রযত্নেন শরীরং পালয়েদ্বুধঃ ॥ ৪৫
জীবন্ ধর্ম্মার্থসুখং
নরস্তথাপ্নোতি মোক্ষগতিমগ্র্যাম্।
জীবন্ কীর্ত্তিমুপৈতি চ
ভবতি মৃতস্য কা কথা লোকে ॥ * ৪৬
মাতঙ্গস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচাথ হেতুমৎ ॥ ৪৭

মাতঙ্গ উবাচ।

ভদ্র সত্যং পুরস্কৃত্য গচ্ছামি শপথাঃ কৃতাঃ ॥

ব্যাস উবাচ।

তং ভূয়ঃ প্রত্যুবাচাথ কিমেবং মূঢ়ধীর্ভবান্।
কিং ন শ্রুতং ত্বয়া সাধো মনুনা যদুদীরিতম্ ॥
গোস্ত্রীদ্বিজানাং পরিরক্ষণার্থং
বিবাহকালে সুরতপ্রসঙ্গে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ৫০
ধর্ম্মবাক্যং ন চ স্ত্রীষু ন বিবাহে তথা রিপৌ।
বঞ্চনে চার্থহানৌ চ স্বনাশেঽনৃতকে তথা।
এবং তদ্বাক্যমাকর্ণ্য মাতঙ্গঃ প্রত্যুবাচ হ ॥৫১

হই।২০—৩৮। ব্যাস বলিলেন,—চণ্ডালের কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বিস্মিতচিত্তে বলিল,—আচ্ছা, যাও; প্রতিজ্ঞা পালন করিও। সেই চণ্ডাল এইরূপ উক্ত হইয়া পুষ্প লইয়া বিষ্ণু-মন্দিরে গমন করিল। হে তপোধন-গণ! চণ্ডাল সেই পুষ্পগুলি তত্রত্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ সেগুলি জলদ্বারা প্রাক্ষালনপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া নিজভবনে প্রস্থান করিল, সেই চণ্ডাল উপবাসী থাকিয়া বিষ্ণুমন্দিরের বাহিরে অবস্থানপূর্ব্বক গান করিতে করিতে সেই রাত্রি জাগরণ করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে স্নানান্তে বিষ্ণুকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাপালনার্থ রাক্ষসসমীপে প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে কোনও এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসিল;—"ওহে কোথায় যাইতেছ?" চণ্ডাল তাহাকে সকল বিবরণ কহিলে সেই ব্যক্তি বলিল,—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের শরীরই প্রধান সাধন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মহাপ্রযত্নে শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য। মানব জীবিত থাকিয়া ধর্ম্ম অর্থ সুখ এবং উত্তম মোক্ষগতিও প্রাপ্ত হয়; জীবিত থাকিলেই কীর্ত্তিলাভ করিতে পারে; জন্মিয়া মরিয়া গেলেই—লোকে তাহার উল্লেখযোগ্য কোন্ কথা থাকে? এই কথা শুনিয়া চণ্ডাল কহিল,—ওহে ভদ্র! তুমি সত্য বলিয়াছ; কিন্তু আমি শপথ করিয়া আসিয়াছি; সেই জন্য যাইতেছি। ব্যাস বলিলেন,—সেই ব্যক্তি চণ্ডালকে পুনরায় বলিল,—তুমি এমন নির্ব্বোধ কেন? ওহে সাধু! মনু যাহা বলিয়াছেন, তুমি কি তাহা শুন নাই? গো, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের রক্ষণার্থ, বিবাহকালে, সুরতপ্রসঙ্গে, প্রাণাত্যয় বা সর্ব্বস্বনাশ সম্ভাবনায়, এই পঞ্চস্থলে মিথ্যা ব্যবহারে পাতক হয় না। স্ত্রীলোক, বিবাহ, শত্রু, অর্থহানি, আত্মবিনাশ, বা প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিলে এবং মিথ্যাবাদী

* এতৎপদ্যস্থানে পুস্তকান্তরে—'ধর্ম্মমর্থং তথা সৌখ্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি বৈ নরঃ। জীবন্ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি বিপরীতমতোঽন্যথা' ইতি পদ্যম্।

মাতঙ্গ উবাচ
মৈবং বদস্ব ভদ্রং তে সত্যং লোকেষু পূজ্যতে
সত্যেনাবাপ্যতে সৌখ্যংযৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাপো রসাত্মিকাঃ
জ্বলত্যগ্নিশ্চ সত্যেন বাতি সত্যেন মারুতঃ ॥৫৩
ধর্ম্মার্থকামসম্প্রাপ্তির্মোক্ষপ্রাপ্তিশ্চ দুর্লভা।
সত্যেনজায়তেপুংসাংতস্মাৎসত্যং নসন্ত্যজেৎ
সত্যং ব্রহ্ম পরং লোকে সত্যং যজ্ঞেষু চোত্তমম্
সত্যং স্বর্গসমায়াতং তস্মাৎ সত্যং ন সন্ত্যজেৎ
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তা সোঽথ মাতঙ্গস্তং প্রক্ষিপ্যনরোত্তমম্
জগাম তত্র যত্রাস্তে প্রাণিহা ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ ৫৬
তমাগতং সমীক্ষ্যাসৌ চাণ্ডালং ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নঃ শিরঃকম্পং তমব্রবীৎ ।৫৭
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ।
সাধু সাধু মহাভাগ সত্যবাক্যানুপালক।
ন মাতঙ্গমহং মন্যে ভবন্তং সত্যলক্ষণম্॥ ৫৮
কর্ম্মণানেন মন্যে ত্বাং ব্রাহ্মণং শুচিমব্যয়ম্।
যৎকিঞ্চিত্বাং ভদ্রমুখং প্রবক্ষ্যে ধর্ম্মসংশ্রয়ম্।
কিং তত্র ভবতা রাত্রৌ কৃতং বিষ্ণুগৃহে বদ॥৫৯
ব্যাস উবাচ।
তমভ্যুবাচ মাতঙ্গঃ শৃণু বিষ্ণুগৃহে ময়া।
যৎকৃতং রজনীভাগে যথাতথ্যং বদামি তে॥
বিষ্ণোর্দেবকুলস্যাধঃ স্থিতেনানম্রমূর্ত্তিনা।
প্রজাগরঃ কৃতো রাত্রৌ গায়তা বিষ্ণুগীতিকাম্
তং ব্রহ্মরাক্ষসঃ প্রাহ কিয়ন্তঃ কালমুচ্যতাম্।
প্রজাগরো বিষ্ণুগৃহে কৃতো ভক্তিমতা বদ॥৬২
তমভ্যুবাচ প্রহসন্ বিংশত্যব্দানি রাক্ষস।
একাদশ্যাং মাসি মাসি কৃতস্তত্র প্রজাগরঃ।
মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা প্রোবাচ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ ৬৩
ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ।
যদহং ত্বাং প্রবক্ষ্যামি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি।
একরাত্রিকৃতং সাধো মম দেহি প্রজাগরম্॥ ৬৪
এবং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি মোক্ষয়িষ্যামি নান্যথা

লোকের নিকট ধর্ম্মবাক্য পালন না করিলেও কোন দোষ হয় না। এই কথা শুনিয়া চণ্ডাল তাহাকে কহিল,—ওহে! এরূপ বলিও না। তোমার মঙ্গল হউক। লোকে সত্যই পূজিত হয়! সত্য দ্বারাই জগতের যাহা কিছু সুখ লাভ হয়। সত্য বশতই সূর্য্য তাপ প্রদান করেন; সত্য হেতুই জল রসাত্মক হয়, অগ্নি জ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। নরগণের দুর্লভ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষও সত্য দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সত্য ত্যাগ করিতে নাই! লোকে সত্যই ব্রহ্ম; সত্যই সর্ব্ব যজ্ঞাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সত্যই স্বর্গগতির হেতু; অতএব সত্য ত্যাগ করিবে না।৩৯—৫৫। ব্যাস বলিলেন,—চণ্ডাল সেই ব্যক্তিকে এই বলিয়া যেখানে প্রাণিঘাতী ব্রহ্মরাক্ষস বাস করে, তথায় প্রস্থিত হইল। ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে সমাগত দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে শিরঃকম্পনপূর্ব্বক কহিল,—ওহে সত্যবাক্যপালক, মহাভাগ! সাধু, সাধু। আপনি সত্যপালনপরায়ণ, আপনাকে আমি চণ্ডাল বলিয়া মনে করি না। এ কর্ম্ম দেখিয়া আপনাকে শুচি ও সদাচাররত ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করি। আপনি ভদ্রজনের শ্রেষ্ঠ; তাই আপনাকে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি বিষ্ণুগৃহে রাত্রিতে কি করিয়াছেন, তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—চণ্ডাল তাহাকে বলিল,—শুন; আমি বিষ্ণুমন্দিরে যাহা করিয়াছি, যথাযথ তোমাকে বলিতেছি। বিষ্ণুমন্দিরের নিম্নভাগে থাকিয়া ভক্তিনম্রচিত্তে বিষ্ণুবিষয়ক গীতিকা গান দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিয়াছি। ব্রহ্মরাক্ষস বলিল,—তুমি ভক্তি সহকারে কতকাল এইরূপ বিষ্ণুগৃহে জাগরণ করিয়াছ? তাহা বল। চণ্ডাল কহিল, বিংশতি বৎসর যাবৎ প্রতিমাসের একাদশীতে এইরূপ জাগরণ করিয়াছি। চণ্ডালের কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বলিল,—আমি এখন তোমাকে যে কথা বলিতেছি, তুমি তাহাতে অনুমোদন করিয়া বল। ওহে সাধু! একটী রাত্রি জাগরণের ফল আমাকে

ত্রিঃ সত্যেন মহাভাগ ইত্যুক্ত্বা বিররাম হ ॥৬৫

ব্যাস উবাচ।

মাতঙ্গস্তমুবাচাথ ময়াত্মা তে নিশাচর।
নিবেদিতঃ কিমুক্তেন খাদস্ব স্বেচ্ছয়াপি মাম্॥
তমাহ রাক্ষসো ভূয়ো যামদ্বয়প্রজাগরম্।
সগীতং মে প্রযচ্ছস্ব কৃপাং কর্তুং ত্বমর্হসি ॥ ৬৭
মাতঙ্গো রাক্ষসং প্রাহ কিমসম্বদ্ধমুচ্যতে।
খাদস্ব স্বেচ্ছয়া মাং ত্বং ন প্রদাস্যে প্রজাগরম্॥
মাতঙ্গবচনং শ্রুত্বা প্রাহ তং ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ ৬৮

ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ।

কো হি দুষ্টমতির্মন্দো ভবন্তং দ্রষ্টুমুৎসহেৎ।
ধর্ষয়িতুং পীড়য়িতুং রক্ষিতং ধর্মকর্মণা॥ ৬৯
দীনস্য পাপগ্রস্তস্য বিষয়ৈর্মোহিতস্য চ।
নরকার্ত্তস্য মূঢ়স্য সাধবঃ স্যুর্দয়ান্বিতাঃ॥ ৭০
তন্মম ত্বং মহাভাগ কৃপাং কৃত্বা প্রজাগরম্।
যামস্যৈকস্য মে দেহি গচ্ছ বা নিলয়ং স্বকম্॥

ব্যাস উবাচ।

তং পুনঃ প্রাহ চাণ্ডালো ন যাস্যামি নিজং
গৃহম্।
ন চাপি তব দাস্যামি কথঞ্চিদ্‌যামজাগরম্।
তং প্রহস্যাথ চাণ্ডালং প্রোবাচ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥৭২

ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ।

রাত্র্যবসানে যা গীতা গীতিকা কৌতুকাশ্রয়া। ই
তস্যাঃ ফলং প্রযচ্ছস্ব ত্রাহি পাপাৎ সমুদ্ধর॥৭৩

ব্যাস উবাচ।

এবমুচ্চারিতে তেন মাতঙ্গস্তমুবাচ হ॥ ৭৪

মাতঙ্গ উবাচ।

কিং পূর্ব্বং ভবতা কর্ম্ম বিকৃতং কৃতমঞ্জসা।
যেন ত্বং দোষজাতেন সম্ভূতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

ব্যাস উবাচ।

তস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্য মাতঙ্গং ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
প্রোবাচ দুঃখসন্তপ্তঃ সংস্মৃত্য স্বকৃতং কৃতম্॥

ব্রহ্মরাক্ষস উবাচ।

শ্রূয়তাং যোঽহমাসং বৈ পূর্ব্বং যচ্চ ময়া কৃতম্
যস্মিন্ কৃতে পাপযোনিং গতবানস্মি রাক্ষসীম্
সোমশর্ম্ম ইতি খ্যাতঃ পূর্ব্বমাসমহং দ্বিজঃ।
পুত্রোঽধ্যয়নশীলস্য দেবশর্ম্মস্য যজ্বনঃ॥ ৭৮

প্রদান কর। তুমি ত্রিসত্য করিয়া "তোমাকে মোক্ষণ করিব" এই কথা বল, আর যদি মোক্ষণ না কর, তাহাও বল। চণ্ডাল কহিল,—ওহে নিশাচর! তোমার ওসকল কথায় কি প্রয়োজন? আমি তোমায় দেহ নিবেদন করিয়াছি; তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে খাও। ব্রহ্মরাক্ষস পুনরায় তাহাকে কহিল —আচ্ছা, না হয় আমাকে দুই প্রহরের সঙ্গীতজাগরণের পুণ্য প্রদান কর। আমাকে তুমি একটু কৃপা কর। তখন চণ্ডাল তাহাকে কহিল,—কি অসম্বন্ধ বলিতেছ? তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে খাও বা না খাও, আমি জাগরণপুণ্য দিব না। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস কহিল,—কোন দুষ্টমতি ব্যক্তি আপনাকে দেখিতেও পারে না! তাহাতে আবার ধর্ষণ পীড়নের কথা কি? আপনি স্বীয় কর্ম্মে রক্ষিত হইতেছেন। মাদৃশ পাপগ্রস্ত বিষয়-বিমোহিত নরকভীত মূঢ় দীন জনের প্রতি সাধুদিগের দয়া করা উচিত। অতএব ওহে মহাভাগ! কৃপা করিয়া আমাকে একপ্রহরের জাগরণপুণ্য দান কর; না হয় ত নিজ নিলয়ে যাও। ৫৬—৭১।

ব্যাস বলিলেন,—তদুত্তরে চণ্ডাল কহিল,—আমি নিজ নিলয়েও যাইব না, কিম্বা তোমাকেও কোন মতে একপ্রহর জাগরণের পুণ্য দিব না। ব্রহ্মরাক্ষস একটু হাস্য করিয়া আবার বলিল,—শেষ রাত্রে তুমি যে, হাস্যোদ্দীপক গান করিয়াছ, তাহার ফল দান কর—আমাকে রক্ষা কর—পাপ হইতে উদ্ধার কর। তদুত্তরে চণ্ডাল বলিল, —তুমি পূর্ব্বে এমন কোন্ কদর্য্য কার্য্য করিয়াছ, যাহার ফলে তুমি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছ? ব্রহ্মরাক্ষস তখন কহিল,—আমি যাহা ছিলাম, এবং যে কুকার্য্য করিয়া এই কদর্য্য ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি, শুন। আমি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান-পরায়ণ, অধ্যয়নশীল দেবশর্ম্মার পুত্র—

কস্যচিদ্‌যজমানস্য স্বত্রমন্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
নৃপস্য কর্ম্মসক্তেন যূপকর্ম্মসুনিষ্ঠিতঃ॥ ৭৯
আগ্নীধ্রঞ্চাকরোদ্‌যজ্ঞে লোভমোহপ্রপীড়িতঃ
তস্মিন্ পরিসমাপ্তে তু মৌর্খ্যাদ্দন্তমনুষ্ঠিতঃ॥
যষ্টুমারব্ধবানস্মি দ্বাদশাহং মহাক্রতুম্।
প্রবর্ত্তমানে তস্মিংস্তু কুক্ষিশূলোঽভবন্মম॥ ৮১
সম্পূর্ণে দশরাত্রে তু ন সমাপ্তে তথা ক্রতৌ।
বিরূপাক্ষস্য দীয়ন্ত্যামাহুত্যাং রাক্ষসে ক্ষণে॥
মৃতোঽহং তেন দোষেণ সম্ভূতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
মূর্খেণ মন্ত্রহীনেন স্বত্রস্বরবিবর্জ্জিতম্॥ ৮৩
অজানতা যজ্ঞবিদ্যাং যদিষ্টং যাজিতঞ্চ যৎ।
তেন কর্ম্মবিপাকেন সম্ভূতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ ৮৪
তস্মাং পাপমহাম্ভোধৌ নিমগ্নং ত্বং সমুদ্ধর।
প্রজাগরে গীতিকৈকাং পশ্চিমাং দাতুমর্হসি॥৮৫

ব্যাস উবাচ।

তমুবাচাথ চাণ্ডালো যদি প্রাণিবধাদ্ভবান্।
নিবৃত্তিং কুরুতে দদ্যাং ততঃ পশ্চিমগীতিকাম্॥
বাঢ়মিত্যব্রবৎ সোঽপি মাতঙ্গোঽপিদদৌ তদা
গীতিকাফলমামন্ত্র্য মুহূর্ত্তার্দ্ধপ্রজাগরম্॥৮৭
তস্মিন্ গীতিফলে দত্তে মাতঙ্গং ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
প্রণম্য প্রযযৌ হৃষ্টস্তীর্থবর্য্যং পৃথূদকম্॥ ৮৮
তত্রানশনসঙ্কল্পং কৃত্বা প্রাণান্ জহৌ দ্বিজাঃ।
রাক্ষসত্বাদ্বিনির্ম্মুক্তো গীতিকাফলবৃংহিতঃ॥ ৮৯
পৃথূদকপ্রভাবাচ্চ ব্রহ্মলোকঞ্চ দুর্লভম্।
দশ বর্ষসহস্রাণি নিরাতঙ্কোঽবসত্ততঃ॥ ৯০
তস্যান্তে ব্রাহ্মণো জাতো বভূব স্মৃতিমান্ বশী
তস্যাহং চরিতং ভূয়ঃ কথয়িষ্যামি ভো দ্বিজাঃ
মাতঙ্গস্য কথাশেষং শৃণুধ্বং গদতো মম।
রাক্ষসে তু গতে ধীমান্ গৃহমেত্য যতাত্মবান্॥
তদ্বিপ্রচরিতং স্মৃত্বা নির্বিণ্ণঃ শুচিরপ্যসৌ।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্যাদদৌভূম্যাংপ্রদক্ষিণাম্

সোমশর্ম্মা নামে বিখ্যাত ছিলাম। আমার যখন উপনয়ন বা ইষ্টমন্ত্রোপদেশ হয় নাই, সেই অবস্থায় এক যজমান রাজার যজ্ঞে আমি লোভ-মোহবশে যূপকর্ম্ম ও আগ্নীধ্র কর্ম্ম করি। তাহা সমাপ্ত হইলে আবার দ্বাদশাহ-সাধ্য মহাযাগ আরম্ভ হয়। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আমার কুক্ষিশূল জন্মিল। দশ রাত্র অতীত হইলে পর, ক্রতু সমাপ্ত হয় নাই কেবল রাক্ষস-ক্ষণে বিরূপাক্ষের আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময়ে আমার মৃত্যু হয়। তাহাতেই আমি ব্রহ্মরাক্ষস হই। আমি মূর্খ, মন্ত্রোপদেশ রহিত, স্বরজ্ঞানহীন, উপনয়নবর্জ্জিত, যজ্ঞ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; এমন অবস্থায় যে যজ্ঞ-কর্ম্ম করিয়াছি, এবং করাইয়াছি, সেই দুষ্কর্ম্মের ফলে আমার এই ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাকে উদ্ধার কর। আমি মহাপাপসাগরে মগ্ন!—আমাকে তোমার শেষ রাত্রিকৃত একটী মাত্র জাগরণগীতিকার ফল প্রদান কর। ব্যাস বলিলেন,—তখন চণ্ডাল তাহাকে কহিল,—তুমি যদি প্রাণিবধ হইতে নিবৃত্ত হও, তবে শেষগানের একটীর ফল তোমাকে দিতে পারি। ব্রাহ্মরাক্ষস "তাহাই হইবে" বলিয়া সম্মতি জানাইলে চণ্ডাল তখন "একাদশীর শেষরাত্রের মুহূর্ত্তার্দ্ধ জাগরণের ফল তোমাকে দিলাম" বলিয়া দান করিল। পরে ব্রহ্ম-রাক্ষস হৃষ্টচিত্তে চণ্ডালকে প্রণাম করিয়া পৃথূদক তীর্থে প্রস্থান করিল। হে দ্বিজ-গণ! সেখানে যাইয়া অনশন ব্রতাবলম্বনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া গীতিকা-ফল প্রভাবে ব্রহ্মরাক্ষসত্ব হইতে মুক্ত হইল। তারপর সে সেই পৃথূদকমাহাত্ম্যে দুর্লভ ব্রহ্মলোকে যাইয়া নিরাতঙ্কে দশ সহস্র বর্ষ বাস করিল। ৭২—৯০। তারপর সে জ্ঞানবান্ সংযমী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে। হে দ্বিজগণ! আমি তাহার চরিত্রও কীর্ত্তন করিব। চণ্ডালের শেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাক্ষস চলিয়া যাইলে পর সেই সংযমী বুদ্ধিমান্ চণ্ডাল নিজ ভবনে প্রত্যাগমনান্তে সেই ব্রহ্মরাক্ষসের বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া নির্ব্বেদ-যুক্ত-চিত্তে শুচিভাবে ভার্য্যাকে পুত্রগণের

কোকামুখাৎ সমারভ্য যাবদ্বৈ স্কন্দদর্শনম্ ।
দৃষ্ট্বা স্কন্দং যযৌ ধারাচক্রে চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥
ততোঽদ্রিবরমাগম্য বিন্ধ্যমুচ্চশিলোচ্চয়ম্ ।
পাপপ্রমোচনং তীর্থমাসসাদ স তু দ্বিজাঃ ॥৯৪
স্নানং পাপহরং চক্রে স তু চাণ্ডালবংশজঃ ।
বিমুক্তপাপঃ সস্মার পূর্ব্বজাতীরনেকশঃ ॥ ৯৬
স পূর্ব্বজন্মন্যভবদ্ভিক্ষুঃ সংযতবাঙ্মনাঃ ।
যতকায়শ্চ মতিমান্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৯৭
একদা গোষু নগরাদ্ধ্রিয়মাণাসু তস্করৈঃ ।
ভিক্ষাবধূতা রজসা মুক্তা তেনাথ ভিক্ষুণা ॥৯৮
স তেনাধর্ম্মদোষেণ চাণ্ডালীং যোনিমাগতঃ ।
পাপপ্রমোচনে স্নাতঃ স মৃতো নর্ম্মদাতটে ॥৯৯
মূর্খোঽভূদ্ ব্রাহ্মণবরো বারাণস্যাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
তত্রাস্য বসতোঽব্দৈস্তু ত্রিংশদ্ভিঃ সিদ্ধপুরুষঃ ॥

হস্তে ন্যস্ত করিয়া ভূ-প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হইল। সে কোকামুখতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্দতীর্থ পর্য্যন্ত ভ্রমণান্তে ধারাতীর্থে যাইয়া প্রদক্ষিণ করিল। হে দ্বিজগণ! তারপর অদ্রিবর বিন্ধ্যগিরিতে যাইয়া পাপপ্রমোচনতীর্থে উপস্থিত হইল। চণ্ডাল সেখানে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া অনেকানেক পূর্ব্বজন্ম স্মরণে সক্ষম হইল। সে পূর্ব্বজন্মে কায়মনোবাক্যে সংযমশালী, বেদবেদাঙ্গ-পারগ বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী হইয়াছিল। একদা তস্করেরা নগর হইতে কতকগুলি গো অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকে; ঐ সন্ন্যাসী তখন ভিক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। গো-গণের খুরোত্থিত ধূলিপটলে তাহার ভিক্ষা সামগ্রী সমাবৃত হইল; তাহাতে সে ক্রোধবশে সেই ভিক্ষা ফেলিয়া দেয়। এই অধর্ম্মের ফলে সে চণ্ডাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর সে পাপপ্রমোচনতীর্থে স্নান করিয়া নর্ম্মদাতটে মৃত হয়। হে দ্বিজগণ! তদন্তে সে বারাণসীতে মূর্খ ব্রাহ্মণরূপে জন্মলাভ করে। ৯১—১১০। সেখানে তাহার ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে এক সিদ্ধ পুরুষের সহিত

বিরূপরূপী বভ্রাম যোগমায়াবলান্বিতঃ ।
তং দৃষ্ট্বা সোপহাসার্থমভিবাদ্যাভ্যুবাচ হ ॥১০১
কুশলং সিদ্ধপুরুষং কুতস্ত্বাগম্যতে ত্বয়া ॥ ১০২

ব্যাস উবাচ ।

এবং সম্ভাবিতস্তেন জ্ঞাতোঽহমিতি চিন্ত্য তু ।
প্রত্যুবাচাথ বন্দ্যস্তং স্বর্গলোকাদুপাগতঃ ॥১০৩
তং সিদ্ধং প্রাহ মূর্খোঽসৌ কিং ত্বং বেৎসি ত্রিবিষ্টপে ।
নারায়ণোরুপ্রভবামুর্ব্বশীমপ্সরোবরাম্ ॥ ১০৪
সিদ্ধস্তমাহ তাং বেদ্মি শক্রচামরধারিণীম্ ।
স্বর্গস্যাভরণং মুখ্যমুর্ব্বশীং সাধুসম্ভবাম্ ॥ ১০৫
বিপ্রঃ সিদ্ধমুবাচাথ ঋজুমার্গবিবর্জ্জিতঃ ।
তন্মিত্র মৎকৃতে বার্ত্তামুর্ব্বশ্যা ভবতাদরাৎ ॥
কথনীয়া যচ্চ সা তে ব্রূয়াদাখ্যাস্যতে ভবান্
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সিদ্ধঃ সোঽপি বিপ্রো মুদান্বিতঃ
বভূব সিদ্ধোঽপি যযৌ মেরুপৃষ্ঠং সুরালয়ম্ ।
সমেত্য চোর্ব্বশীং প্রাহ যদুক্তোঽসৌ দ্বিজেন তু

সাক্ষাৎ হয়। সিদ্ধপুরুষ বিকৃতরূপ এবং যোগ-জপসমর্থ ছিলেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ সেই সিদ্ধপুরুষকে উপহাস করণার্থ অভিবাদন করিয়া কহিল,—আপনার কুশল ত? কোথা হইতে আসিতেছেন? ব্যাস বলিলেন,—পূজনীয় সিদ্ধপুরুষ এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া "এ ব্যক্তি আমাকে চিনিয়াছে" এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন,—স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছি। মূর্খ ব্রাহ্মণ কহিল,—স্বর্গে নারায়ণের উরূৎপন্না অপ্সরোবরা উর্ব্বশীকে জানেন কি? সিদ্ধ কহিলেন,—হাঁ, শক্রের চামরধারিণী সাধুসম্মতা উর্ব্বশী স্বর্গের আভরণস্বরূপ। কপটাচার বিপ্র কহিল,—মিত্র! তবে আপনি তাহাকে আমার সংবাদটী প্রদান করিবেন। সে যাহা বলে, তাহাও আমাকে জানাইবেন। সিদ্ধ "আচ্ছা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মূর্খ ব্রাহ্মণ অতীব আনন্দিত হইল। সিদ্ধ, মেরু পর্ব্বতে সুরপুরে যাইয়া উর্ব্বশীকে সেই ব্রাহ্মণের কথা কহিলে তদুত্তরে উর্ব্বশী

সা প্রাহ তং সিদ্ধবরং নাহং কাশিগতং দ্বিজম্
জানামি সত্যমুক্তস্তে ন চেতসি মম স্থিতম্ ॥
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ সোঽপি কালেন বহুনা পুনঃ
বারাণসীং যযৌ সিদ্ধো দৃষ্টো মূর্খেণ বৈ পুনঃ ॥
দৃষ্টঃ পৃষ্টঃ কিল ভূয়ঃ কিমাহোক্তবরা তব।
সিদ্ধোঽব্রবীন্ন জানামি মামুবাচোর্ব্বশী স্বয়ম্ ॥
সিদ্ধবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পুটঃ।
পুনঃ প্রাহ কথং বেৎসীত্যেবং বাচ্যা ত্বয়োর্বশী
বাঢ়মেবং করিষ্যামীত্যুক্ত্বা সিদ্ধো দিবং গতঃ।
দদর্শ শক্রভবনান্নিষ্ক্রামন্তীমথোর্ব্বশীম্ ॥ ১১৪
প্রোবাচ তাং সিদ্ধবরঃ সা চ তং সিদ্ধমব্রবীৎ।
নিয়মং কঞ্চিদপি হি করোতু দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১১৫
যেনাহং কর্ম্মণা সিদ্ধ তং জানামি ন চান্যথা।
তদুর্ব্বশীবচোঽভ্যেত্য তস্মৈ মূর্খদ্বিজায় তু ॥
কথয়ামাস সিদ্ধস্তু সোঽপীমং নিয়মং জগৌ।
তবাগ্রে সিদ্ধপুরুষ নিয়মোঽয়ং কৃতো ময়া ॥
ন ভোক্ষ্যেঽদ্যপ্রভৃতি বৈ শকটংসত্যমীরিতম্
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ সিদ্ধঃ স্বর্গে দৃষ্ট্বোর্ব্বশীমথ ॥
প্রাহাসৌ শকটং ভোক্ষ্যেনাদ্যপ্রভৃতি কর্হিচিৎ
তং সিদ্ধমুর্ব্বশী প্রাহ জ্ঞাতোঽসৌ সাম্প্রতং ময়া
নিয়মগ্রহণাদেব মূর্খো মামুপহাসকঃ ॥ ১১৯
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং বাসং নারায়ণাত্মজা ॥
সিদ্ধোঽপি বিচচারাসৌ কামচারী মহীতলম্।
উর্ব্বশ্যপি বরারোহা গত্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥
মৎস্যোদরীজলে স্নানং চক্রে দিব্যবপুর্দ্ধরা।
অথাসাবপি মূর্খস্তু নদীং মৎস্যোদরীং মুনে ॥
জগামাথ দদর্শাসৌ স্নায়মানামথোর্ব্বশীম্।
তাং দৃষ্ট্বা ববৃধেঽথাস্য মন্মথঃ ক্ষোভকৃদ্দৃঢ়ম্ ॥
চকার মূর্খশ্চেষ্টাশ্চ তং বিবেদোর্ব্বশী স্বয়ম্।
তং মূর্খং সিদ্ধগদিতং জ্ঞাত্বা সস্মিতমাহ তম্ ॥

সেই সিদ্ধকে কহিলেন,—আমি কাশিপুরের সেই দ্বিজকে জানি না। আমি সত্য বলিতেছি, তাহার সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে পড়ে না। সিদ্ধ এই কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে পুনরায় দীর্ঘ কালান্তে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিল, উর্ব্বশী আপনাকে কি বলিয়াছেন? সিদ্ধ কহিলেন,—উর্ব্বশী বলিয়াছেন যে, আমি তাহাকে জানি না। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ স্মিতমুখে বলিল,—সে আমাকে কি প্রকারে চিনিতে পারে! আপনি উর্ব্বশীকে তাহা জিজ্ঞাসিবেন। "আচ্ছা তাহাই করিব" বলিয়া সিদ্ধ প্রস্থান করিলেন। তিনি স্বর্গে যাইয়া দেখিলেন যে,—উর্ব্বশী শক্রভবন হইতে বহির্গমন করিতেছেন। সিদ্ধবর, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণের কথা কহিলে উর্ব্বশী বলিলেন যে, হে সিদ্ধ! সেই ব্রাহ্মণ এমন কোনও নিয়ম অবলম্বন করুন;—যাহাতে আমি তাহাকে নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারিব। সিদ্ধ আসিয়া উর্ব্বশীর সেই কথা মূর্খ ব্রাহ্মণকে কহিলেন। সে ব্রাহ্মণ তখন এই নিয়মের কথা বলিল—হে সিদ্ধ পুরুষ! আমি তোমার সাক্ষাতে এই নিয়ম করিতেছি যে, অদ্যাবধি আমি কদাপি শকট ভক্ষণ করিব না। আমি ইহা সত্য বলিলাম। সিদ্ধ পুনরায় স্বর্গে যাইয়া উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ "অদ্য হইতে আর কদাচ শকট ভক্ষণ করিব না" এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে। উর্ব্বশী কহিল—আমি তাহার এই নিয়মগ্রহণ শুনিয়াই বুঝিতেছি যে, সে আমাকে উপহাস করিতেছে। পরে সেই নারায়ণনন্দিনী উর্ব্বশী নিজাবাসে চলিয়া গেলেন। কামচারী সিদ্ধও মহীতলে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে একদা দিব্যরূপিণী, বরারোহা উর্ব্বশী বারাণসী পুরীতে যাইয়া মৎস্যোদরীজলে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে সেই মূর্খ ব্রাহ্মণও তথায় স্নান করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। উর্ব্বশীদর্শনে তাহার কামবৃদ্ধি হওয়ায় চিত্ত ক্ষুভিত হইয়া পড়িল। সে তখন কামব্যঞ্জক বিবিধ চেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিল। উর্ব্বশী তাহা বুঝিলেন এবং সিদ্ধকথিত সেই ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিয়া সস্মিতমুখে

উর্ব্বশ্যুবাচ ।

কিমিচ্ছসি মহাভাগ মত্তঃ শীঘ্রমিহোচ্যতাম্ ।
করিষ্যামি বচস্তভ্যং ত্বং বিশ্রব্ধং করিষ্যসি ॥

মূর্খব্রাহ্মণ উবাচ ।

আত্মপ্রদানেন মম প্রাণান্ রক্ষ শুচিস্মিতে ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং প্রাহাথোর্ব্বশী বিপ্রং নিয়মস্থাস্মি সাম্প্রতম্
ত্বং তিষ্ঠস্ব ক্ষণমথ প্রতীক্ষস্বাগতং মম ॥ ১২৬
স্থিতোঽস্মীত্যব্রবীদ্বিপ্রঃ সাপি স্বর্গং জগাম হ
মাসমাত্রেণ সায়াতা দদর্শ তং কৃশং দ্বিজম্ ॥
স্থিতং মাসং নদীতীরে নিরাহারং সুরাঙ্গনা ।
তং দৃষ্ট্বা নিশ্চয়যুতং ভূত্বা বৃদ্ধবপুস্ততঃ ॥ ১২৮
সা চকার নদীতীরে শকটং শর্করাবৃতম্ ।
ঘৃতেন মধুনা চৈব নদীং মৎস্যোদরীং গতা ॥
স্নাত্বাথ ভূমৌ বসন্তী শকটঞ্চ যথার্থতঃ ।
তং ব্রাহ্মণং সমাহূয় বাক্যমাহ সুলোচনা ॥১৩০

উর্ব্বশ্যুবাচ ।

ময়া তীব্রং ব্রতং বিপ্র চীর্ণং সৌভাগ্যকারণাৎ
ব্রতান্তে নিষ্কৃতিং দদ্যাং প্রতিগৃহ্নীষ্ব ভো দ্বিজ

ব্যাস উবাচ ।

স প্রাহ কিমিদং লোকে দীয়তে শর্করাবৃতম্ ।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠঃ পৃচ্ছামি সাধু ভদ্রে সমীরয় ॥ ১৩২
সা প্রাহ শকটো বিপ্র শর্করাপিষ্টসংযুতঃ ।
ইমং ত্বং সমুপাদায় প্রাণং তর্পয় মা চিরম্ ॥১৩৩
স তচ্ছ্রুত্বাথ সংস্মৃত্য ক্ষুধয়া পীড়িতোঽপি সন্
প্রাহ ভদ্রে ন গৃহ্নামি নিয়মো হি কৃতো ময়া ॥
পুরতঃ সিদ্ধবর্য্যাস্তু ন ভোক্ষ্যে শকটং ত্বিতি ।
পরিত্রানার্থমুর্ব্বশ্যা দদস্যান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ১৩৫
সাব্রবীন্নিয়মো ভদ্র কৃতঃ কাষ্ঠময়ে ত্বয়া ।
নাসৌ কাষ্ঠময়ো ভুঙ্ক্ষ ক্ষুধয়া চাতিপীড়িতঃ ॥
তাং ব্রাহ্মণঃ প্রত্যুবাচ ন ময়া তদ্বিশেষণম্ ।
কৃতং ভদ্রেঽথ নিয়মঃ সামান্যেনৈব মে কৃতঃ ॥

কহিলেন, ওহে মহাভাগ! তুমি আমার নিকট কি চাও? সত্বর তাহা বল। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তবে তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। মূর্খ ব্রাহ্মণ বলিল,—হে শুচিস্মিতে! তুমি আত্মপ্রদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। ১১১—১২৫। ব্যাস বলিলেন,—উর্ব্বশী তখন সেই মূর্খ ব্রহ্মণকে কহিলেন,—এক্ষণে আমি নিয়মস্থা আছি, তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর। আমি ফিরিয়া আসিব। ব্রাহ্মণ বলিল,—আচ্ছা, আমি এই রহিলাম। উর্ব্বশী তখন স্বর্গে গমন করিলেন। একমাস পরে পুনরায় তথায় আসিয়া দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণ সেই নদীতীরে নিরাহারে কৃশশরীরে রহিয়াছে। সুরাঙ্গনা উর্ব্বশী তাহাকে সেই নদীতীরে তাদৃশ নিয়মযুত দর্শনে বৃদ্ধার ন্যায় আকৃতি ধারণ করত শর্করা সহ ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া একটী শকট নির্ম্মাণ করিলেন। পরে সেই সুলোচনা মৎস্যোদরীতে স্নানান্তে ভূতলে বসিয়া সেই শকট হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—ওহে বিপ্র! আমি সৌভাগ্যলাভার্থ তীব্র ব্রত আচরণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহার এই দক্ষিণা দান করিতেছি; গ্রহণ কর। ব্যাস বলিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ তখন কহিল,—সাধু ভদ্রে! আমি ক্ষুধায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াছি; তুমি এই যে শর্করাময় দ্রব্য প্রদান করিতেছ, ইহা কি তাহা বল? উর্ব্বশী কহিলেন,—বিপ্র! ইহা একটী শর্করাপিষ্টনির্ম্মিত শকট। তুমি ইহা গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণের তৃপ্তি-সাধন কর; বিলম্ব করিও না। সেই ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণে তখন ক্ষুধা-পীড়িত হইলেও তাহাকে কহিল,—ভদ্রে! উহা গ্রহণ করিব না; নিয়মপূর্ব্বক সিদ্ধজন সন্নিধানে উর্ব্বশীর পরিত্রানার্থ আমি উহা ত্যাগ করিয়াছি; উহা অন্য কাহাকেও দেও। উর্ব্বশী কহিলেন,—ওহে ভদ্র! তুমি কাষ্ঠময় শকট সম্বন্ধেই নিয়ম করিয়াছ; এটী কাষ্ঠময় নহে; অতএব ইহা ভক্ষণ কর; তুমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছ। তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিল,—ভদ্রে! আমি সেই প্রতিজ্ঞাকালীন এরূপ বিশেষণ দিই নাই; পরন্তু সামান্য ভাবেই

তং ভূয়ঃ প্রাহ সা তন্বী ন চেদ্ভোক্ষ্যসি ব্রাহ্মণ
গৃহং গৃহীত্বা গচ্ছস্ব কুটুম্বং তব ভোক্ষ্যতি ॥
স তামুবাচ সুদতি ন তাবদ্‌যামি মন্দিরম্।
ইহায়াতাবরারোহাত্রৈলোক্যেঽপ্যধিকা গুণৈঃ
সা ময়া মদনার্ত্তেন প্রার্থিতাশ্বাসিতস্তয়া।
স্থীয়তাং ক্ষণমিত্যেবং স্থাস্যামীতি ময়োদিতম্
মাসমাত্রং গতায়াস্তু তস্যা ভদ্রে স্থিতস্চ।
মম সত্যানুরক্তস্য সঙ্গমায় ধৃতব্রতে ॥ ১৪১
তস্য সা বচনং শ্রুত্বা কৃত্বা স্বং রূপমুত্তমম্।
বিহস্য ভাবগম্ভীরমুর্ব্বশী প্রাহ তং দ্বিজম্ ॥ ১৪২

উর্ব্বশ্যুবাচ।

সাধু সত্যং ত্বয়া বিপ্র ব্রতং নিষ্ঠিতচেতসা।
নিষ্পাদিতং হঠাদেব মম দর্শনমিচ্ছতা ॥ ১৪৩
অহমেবোর্ব্বশী বিপ্র ত্বাং জিজ্ঞাসার্থমাগতা।
পরীক্ষিতো নিশ্চিতবান্ ভবান সত্যতপা ঋষিঃ
গচ্ছ ত্বং শূকরোদ্দেশং রূপতীর্থেতি বিশ্রুতম্।
সিদ্ধিং যাস্যসি বিপ্রেন্দ্র ততস্ত্বং মামবাপ্স্যসি ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দিবমুৎপত্য সা জগামোর্ব্বশী দ্বিজাঃ
স চ সত্যতপা বিপ্রো রূপতীর্থং জগাম হ ॥
তত্র শান্তিপরো ভূত্বা নিয়মব্রতধৃক্ শুচিঃ।
দেহোৎসর্গে জগামাসৌ গান্ধর্ব্বং লোকমুত্তমম্
তত্র মন্বন্তরশতং ভোগান্ ভুক্ত্বা যথার্থতঃ।
বভূব স্বকুলে রাজা প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১৪৮
স যজ্ঞা বিবধৈর্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ।
পুত্রেষু রাজ্যং নিক্ষিপ্য যযৌ শূকরকং পুনঃ ॥
রূপতীর্থে মৃতো ভূয়ঃ শক্রলোকমুপাগতঃ।
তত্র মন্বন্তরশতং ভোগান্ ভুক্ত্বা ততশ্চ্যুতঃ ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে বুধপুত্রঃ পুরূরবাঃ।
বভূব তত্র চোর্ব্বশ্যাঃ সঙ্গমায় তপোধনাঃ।
এবং পুরা সত্যতপা দ্বিজাতি-
স্তীর্থে প্রসিদ্ধে স হি রূপসংজ্ঞে।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। উর্ব্বশী পুনরায় কহিলেন,—ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি যদি না খাও, তবে ইহা লইয়া গৃহে যাও, তোমার পরিবারবর্গ খাইবে। ব্রাহ্মণ বলিল,—সুদতি! আমি গৃহে যাইব না। ত্রৈলোক্যে সর্ব্বাধিক গুণমণ্ডিতা বরারোহা উর্ব্বশী আসিয়াছিল। আমি কামার্ত্ত হইয়া তাহাকে প্রার্থনা করিলে সে আমাকে "এখানে কিয়ৎকাল অবস্থান কর" বলিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছে; আমিও থাকিব বলিয়াছি। অয়ি ধৃতব্রতে ভদ্রে! একমাস হইল উর্ব্বশী গিয়াছে; আমিও তাহার সঙ্গ অভিলাষে সত্য পালনে রত হইয়া এখানে রহিয়াছি। ১২৬—১৪১। উর্ব্বশী সেই কথা শুনিয়া স্বকীয় উত্তমরূপ ধারণ করত ভাবগম্ভীর হাস্য সহকারে ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—বিপ্র! তুমি আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দৃঢ়চিত্তে ব্রত পালন করিয়াছ, সাধু সাধু! বিপ্র আমিই উর্ব্বশী; তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। পরীক্ষা দ্বারা জানিলাম,—তুমিই সেই সত্যতপা ঋষি। হে বিপ্রেন্দ্র! শূকরতীর্থের নিকটে রূপতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে; তুমি সেখানে যাও; তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিবে,—আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! উর্ব্বশী এই কথা বলিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। সেই বিপ্র সত্যতপাও রূপতীর্থে গমন করিল। সে তথায় শুচি হইয়া যম-নিয়ম-ব্রতাবলম্বনে দেহত্যাগান্তে উত্তম গান্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হইল। সেখানে যথাসুখে শত মন্বন্তরকাল সুখভোগান্তে কোন সৎকুলে প্রজারঞ্জনতৎপর রাজা হইয়া জন্মিল। সে প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পুত্রদিগের হস্তে পত্নীর ভার ন্যস্ত করিয়া পুনরায় শূকরতীর্থে যাইয়া রূপতীর্থে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক শক্রলোকে গমন করিল। সেখানে শতমন্বন্তর যাবৎ বিবিধ সুখভোগান্তে স্বর্গচ্যুত হইলে প্রতিষ্ঠানপুরে বুধনন্দন পুরূরবা হইয়া জন্মিল। হে তপোধনগণ! এই জন্মে তাহার উর্ব্বশী সহ সঙ্গম ঘটিয়াছিল। পুরাকালে সত্যতপা নামক ব্রাহ্মণ এই প্রকারে প্রসিদ্ধ রূপ-

আরাধ্য জন্মন্যথ চার্চ্চ্য বিষ্ণু-
মবাপ্য ভোগানথ মুক্তিমেতি ॥ ১৫২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে প্রজাগরগীতিকায়াঃপ্রশংসন-
অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৮॥

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

শ্রুতং ফলং গীতিকায়া অস্মাভিঃ সুপ্রজাগরে
কৃষ্ণস্য যেনচাণ্ডালো গতোঽসৌ পরমাংগতিম্
যথা বিষ্ণৌ ভবেদ্ভক্তিস্তন্নো ব্রূহি মহামতে।
তপসা কর্ম্মণা যেন শ্রোতুমিচ্ছাম সাম্প্রতম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ।
যথা কৃষ্ণে ভবেদ্ভক্তিঃ পুরুষস্য মহাফলা ॥ ৩
সংসারেঽস্মিন্মহাঘোরে সর্ব্বভূতভয়াবহে।
মহামোহকরে নৃণাং নানাদুঃখশতাকুলে ॥ ৪
তির্য্যগ্যোনিসহস্রেষু জায়মানঃ পুনঃপুনঃ।
কথঞ্চিল্লভতে জন্ম দেহী মানুষ্যকং দ্বিজাঃ ॥ ৫
মানুষত্বেঽপি বিপ্রত্বং বিপ্রত্বেঽপি বিবেকিতা
বিবেকাদ্ধর্ম্মবুদ্ধিস্তু বুদ্ধ্যা তু শ্রেয়সাং গ্রহঃ ॥ ৬
যাবৎপাপক্ষয়ঃ পুংসাং ন ভবেজ্জন্মসঞ্চিতম্।
তাবন্ন জায়তে ভক্তির্বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥ ৭
তস্মাদ্বক্ষ্যামি ভো বিপ্রা ভক্তিঃ কৃষ্ণে যথা ভবেৎ।
অন্যদেবেষু যা ভক্তিঃ পুরুষস্যেহ জায়তে ॥৮
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদ্গতেনান্তরাত্মনা।
তেন তস্য ভবেদ্ভক্তির্যজনে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৯
স করোতি ততো বিপ্রা ভক্তিংবাগ্নেঃসমাহিতঃ
তুষ্টে হুতাশনে তস্য ভক্তির্ভবতি ভাস্করে ॥১০
পূজাং করোতি সততমাদিত্যস্য ততো দ্বিজাঃ
প্রসন্নে ভাস্করে তস্য ভক্তির্ভবতি শঙ্করে ॥১১
পূজাং করোতি বিধিবৎ স তু শম্ভোঃপ্রযত্নতঃ

তীর্থে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া জন্মান্তরে নানাবিধ সুখ ভোগান্তে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ১৪২—১৫২।

অষ্টাবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২৮

ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—চণ্ডাল যাহা করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কৃষ্ণবিষয়ক সেই জাগরণগীতিকার ফল আমরা শুনিলাম। হে মহামতে! এক্ষণে তপস্যা বা অন্য কর্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুতে যাহাতে ভক্তি জন্মে, আমাদিগকে তাহা বলুন; সম্প্রতি আমরা তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূলগণ! শ্রবণ করুন। কৃষ্ণে যেরূপে পুরুষগণের মহাফলদায়িকা ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, আমি যথাক্রমে তাহা বলিতেছি। হে দ্বিজগণ! নরগণের মহামোহকর, নানাদুঃখাকুল, সর্ব্ব-ভূত-ভয়াবহ মহাঘোর সংসারে দেহিগণ সহস্র সহস্র তির্য্যক্‌যোনিতে পুনঃপুনঃ জন্মলাভ করিয়া পরে কোনমতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্বে ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণত্বে বিবেকিত্ব এবং বিবেকিত্বে ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মিলেই সেই ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়। পুরুষগণের জন্ম-জন্ম-সঞ্চিত পাপের যাবৎ ক্ষয় না হয়, তাবৎ জগন্ময় বাসুদেবে ভক্তি জন্মে না। অতএব হে বিপ্রগণ! যাহাতে কৃষ্ণ ভক্তি জন্মে, আমি তাহা বলিতেছি। ইহলোকে পুরুষগণের কায়মনোবাক্যে অন্যান্য দেবতাতে আন্তরিক যে ভক্তি হয়, তাহারই ফলে তাহার যজনবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মে। ১—৯। হে বিপ্রগণ! পরে সেই ব্যক্তি অগ্নির প্রতি ভক্তিমান হয়। হুতাশন তুষ্ট হইলে সূর্য্যে তাহার ভক্তি জন্মে। হে দ্বিজগণ! তখন সে সতত ভাস্করের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ভাস্কর প্রসন্ন হইলে তাহার শঙ্করের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন সে অতি প্রযত্নে যথাবিধি শম্ভুর পূজায়

তুষ্টে ত্রিলোচনে তস্য ভক্তির্ভবতি কেশবে॥
সম্পূজ্য তং জগন্নাথং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
ততো ভুক্তিঞ্চমুক্তিঞ্চ স প্রাপ্নোতিদ্বিজোত্তমাঃ
মুনয় উচুঃ।
অবৈষ্ণবা ময়া যে তু দৃশ্যন্তে চ মহামুনে।
কিং তে বিষ্ণুং নার্চ্চয়ন্তি ব্রূহি তৎকারণং দ্বিজ
ব্যাস উবাচ।
দ্বৌ ভূতসর্গৌ বিখ্যাতৌ লোকেঽস্মিন্ মুনি-
সত্তমাঃ।
আসুরশ্চ তথা দৈবঃ পুরা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা॥১৫
দৈবীং প্রকৃতিমাসাদ্য পূজয়ন্তি ততোঽচ্যুতম্।
আসুরীং যোনিমাপন্না দূষয়ন্তি নরা হরিম্॥১৬
মায়য়া হৃতবিজ্ঞানা বিষ্ণোস্তে তু নরাধমাঃ।
অপ্রাপ্য তং হরিং বিপ্রাস্ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥ ১৭
তস্য যা গহ্বরী মায়া দুর্বিজ্ঞেয়া সুরাসুরৈঃ।
মহামোহকরী নৃণাং দুস্তরা চাকৃতাত্মভিঃ॥ ১৮

মুনয় উচুঃ।
ইচ্ছামস্তাং মহামায়াংজ্ঞাতুং বিষ্ণোঃ সুদুস্তরাম্
বক্তুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ১৯
ব্যাস উবাচ।
স্বপ্নেন্দ্রজালসঙ্কাশা মায়া স লোককর্ষণী।
কঃ শক্নোতি হরের্মায়াংজ্ঞাতুংতাং কেশবাদৃতে
যা বৃত্তা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা মায়ার্থে নারদস্য চ।
বিড়ম্বনাত্ত তাং বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং গদতো মম॥২১
প্রাগাসীন্নৃপতিঃ শ্রীমানাগ্নীধ্র ইতি বিশ্রুতঃ।
নগরে কামদমনস্তস্যাথ তনয়ঃ শুচিঃ॥ ২২
ধর্ম্মারামঃ ক্ষমাশীলঃ পিতৃশুশ্রূষণে রতঃ।
প্রজানুরঞ্জকো দক্ষঃ শ্রুতিশাস্ত্রকৃতশ্রমঃ॥ ২৩
পিতাস্য স্বকরোদ্যত্নং বিবাহায় ন চৈচ্ছত।
তং পিতা প্রাহ কিমিতি নেচ্ছসে দারসংগ্রহম্
সর্ব্বমেতৎসুখার্থং হি বাঞ্ছন্তি মনুজাঃ কিল।
সুখমূলা হি দারাশ্চ তস্মাত্তং ত্বং সমাচর॥ ২৫

নিরত হয়। দেব ত্রিলোচন তুষ্ট হইলে তাহার কেশবের প্রতি ভক্তি হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! তারপর সেই নর বাসুদেবাখ্য অব্যয় দেবকে যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মুনিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! দেখিতে পাওয়া যায়, অবৈষ্ণব, লোক সকল বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে না; ইহার কারণ কি বলুন। ১০—১৪। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দ্বিবিধ ভূতসর্গ প্রসিদ্ধ আছে। স্বয়ম্ভু ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দৈবী প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিরা অচ্যুতের উপাসনা করি; আসুরী প্রকৃতিশালী নরগণ শ্রীহরির নিন্দা করিয়া থাকে। বিষ্ণু-মায়াবশে উহাদিগের বিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ নরাধমেরা হরিকে প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু অধমগতি প্রাপ্ত হয়। সেই বিষ্ণুর মায়া সুরাসুরগণেরও দুর্বিজ্ঞেয়া। তাহা অকৃতাত্মা নরগণের মহামোহকারিণী এবং দুস্তরা। মুনিগণ বলিলেন,—ওহে ধর্ম্মজ্ঞ! আমরা সেই সুদুস্তরা বিষ্ণু-মায়াকে জানিতে বাসনা করি। এ বিষয়ে আমাদিগের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি বিষ্ণু-মায়ার বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলুন। ব্যাস বলিলেন,—সেই বিষ্ণুমায়া লোককর্ষিণী; তিনি স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজাল তুল্য; কেশব ব্যতীত অপর কেহই তাঁহার মায়ার তত্ত্ব জানিতে পারে না।১৫—২০। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! এই মায়ার জন্য নারদের যে বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, আমি তাহা বলিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে আগ্নীধ্র নামে এক শ্রীমান্ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কামদমন। কামদমন শুচি, ক্ষমাবান্, প্রজানুরঞ্জক, পিতামাতার শুশ্রূষানিরত, শ্রুতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। পিতা কহিলেন,—বৎস! তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর না? ইহা সুখহেতু

স পিতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা তুষ্ণীমাস্তে চ গৌরবাৎ।
মুহুর্ম্মুহুস্তঞ্চ পিতা চোদয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥ ২৬
অথাসৌ পিতরং প্রাহ তাত নামানুরূপতা।
ময়া সমাশ্রিতা ব্যক্তা বৈষ্ণবীপরিপালিনী ॥২৭
তং পিতা প্রাহ সন্তম্য নৈষ ধর্ম্মোঽস্তি পুত্রক
ন বিধারয়িতব্যা স্যাৎপুরুষেণ বিপশ্চিতা ॥২৮
কুরু মদ্বচনং পুত্র প্রভুরস্মি পিতা তব।
মা নিমজ্জ কুলং মহ্যং নরকে সন্ততিক্ষয়াৎ ॥২৯
স হি তং পিতুরাদেশং শ্রুত্বা প্রাহ সুতো বশী
প্রীতঃ সংস্মৃত্য পৌরাণীং সংসারস্য বিচিত্রতাম্

পুত্র উবাচ।

শৃণু তাত বচো মহ্যং তত্ত্ববাক্যং সহেতুকম্।
নামানুরূপং কর্ত্তব্যং সত্যং ভবতি পার্থিব ॥৩১
ময়া জন্মসহস্রাণি জরামৃত্যুশতানি চ।
প্রাপ্তানিদারসংযোগবিয়োগানি চ সর্ব্বশঃ ॥৩২
তৃণগুল্মলতাবল্লীসরীসৃপমৃগদ্বিজাঃ।
পশুস্ত্রীপুরুষাদ্যানি প্রাপ্তানি শতশো ময়া ॥৩৩
গণকিন্নরগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমহোরগাঃ।
যক্ষগুহ্যকরক্ষাংসি দানবাপ্সরসঃ সুরাঃ ॥ ৩৪
নদীশ্বরসহস্রঞ্চ প্রাপ্তং তাত পুনঃপুনঃ।
সৃষ্টস্ত বহুশঃ সৃষ্টৌ সংহারে চাপি সংহৃতঃ ॥৩৫
দারসংযোগযুক্তস্য তাতেদৃগ্মে বিড়ম্বনা।
ইতস্তৃতীয়ে যদ্বৃত্তং মম জন্মনি তচ্ছৃণু।
কথয়ামি সমাসেন তীর্থমাহাত্ম্যসম্ভবম্ ॥ ৩৬

অতীত্য জন্মানি বহূনি তাত
নৃদেবগন্ধর্ব্বমহোরগাণাম্।
বিদ্যাধরাণাং খগকিন্নরাণাং
জাতো হি বংশে সুতপা মহর্ষিঃ ॥ ৩৭
ততো মমাভূদচলা হি ভক্তি-
র্জনার্দ্দনে লোকপতৌ মধুঘ্নে।

বলিয়া সকলেই ত কামনা করে। দারগণ সুখের মূল, এজন্য তুমি দার সংগ্রহ কর। কামদমন পিতার কথা শুনিয়া গৌরব হেতু তুষ্ণীম্ভাবেই রহিলেন; কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না। হে দ্বিজগণ! পিতা তাঁহাকে বারম্বার বিবাহার্থ বলিতে লাগিলেন। তখন একদা কামদমন কহিলেন,—তাত! আমি আমার নামের সার্থকতা সাধন করিতে চাই। আমি নিশ্চিতরূপে বৈষ্ণবী পালনী শক্তির আশ্রয় লইয়াছি। তদুত্তরে পিতা কহিলেন,—পুত্র! ইহা ধর্ম্ম নহে। পরিণামজ্ঞানবান্ জনের পক্ষে উহা অবলম্বন করা অকর্ত্তব্য। তুমি আমার কথা পালন কর; আমি তোমার পিতা—প্রভু; সন্ততি ক্ষয় হেতু আমার কুল নরকে নিমজ্জিত করিও না। সেই সংযতেন্দ্রিয় পুত্র, পিতার তাদৃশ আদেশ শ্রবণে পুরাতনী কথা স্মরণ করিয়া প্রীতচিত্তে সংসারের বিচিত্রতার বিষয়ে চিন্তা করত পিতাকে কহিলেন,—হে তাত! আমার এই সহেতুক তত্ত্ববাক্য শ্রবণ করুন। নামের যথাযথ সার্থকতা সম্পাদন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। রাজন্! আমি সহস্র সহস্র বার জন্মিয়াছি; প্রতিজন্মেই জরা, মৃত্যু, ও দারগণের সহিত সংযোগ-বিয়োগাদি অনুভব করিয়াছি। ২১—৩২। আমি তৃণ, গুল্ম, লতা, বল্লী, সরীসৃপ, মৃগ, পক্ষী, পশু, স্ত্রী, পুরুষাদি রূপে শত শত বার জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। গণ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগ, যক্ষ, গুহ্যক, রক্ষ, দানব, অপ্সরা, সুর, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নানা যোনি বহুবার লাভ করিয়াছি। আমি বহুবার সৃষ্টি কালে সৃষ্ট, এবং সংহার কালে সংহৃত হইয়াছি। দার সংযোগ হেতু আমার এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। আমার এই জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় জন্মে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। সেই তীর্থমাহাত্ম্য-ঘটিত বৃত্তান্ত আমি সংক্ষেপে কহিতেছি। হে তাত! আমি নর, দেব, গন্ধর্ব্ব, উরগ বিদ্যাধর, খগ ও কিন্নরাদি বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া মহর্ষিবংশে সুতপা নামে জন্ম গ্রহণ করি। তখন আমার লোকপতি মধুঘাতী জনার্দ্দনের

ব্রতোপবাসৈর্বিবিধৈশ্চ ভক্ত্যা
সন্তোষিতশ্চক্রগদাস্ত্রধারী ॥ ৩৮
তুষ্টোঽভ্যগাৎপক্ষিপতিং মহাত্মা
বিষ্ণুঃ সমারুহ্য বরপ্রদো মে।
প্রাহোচ্চশব্দং ব্রিয়তাং দ্বিজাতে
বরো হি যং বাঞ্ছসি তং প্রদাস্যে ॥ ৩৯
ততোঽহমূচে হরিমীশিতারং
তুষ্টোঽসি চেৎ কেশব তদ্বৃণোমি।
যা সা ত্বদীয়া পরমা হি মায়া
তাং বেত্তুমিচ্ছামি জনার্দ্দনোঽহম্ ॥ ৪০
অথাব্রবীন্মে মধুকৈটভারিঃ
কিং তে তয়া ব্রাহ্মণ মায়য়া বৈ।
ধর্ম্মার্থকামানি দদানি তুভ্যং
পুত্রাণি মুখ্যানি নিরাময়ত্বম্ ॥ ৪১
ততো মুরারিং পুনরুক্তবানহং
ভূয়োঽর্থধর্ম্মার্থজিগীষিতৈব যৎ।

প্রতি মহতী ভক্তি হয়; সেইজন্য আমি বিবিধ ব্রতোপবাসাদি দ্বারা সেই চক্র-গদাধর বিষ্ণুকে সন্তোষিত করিলে তিনি তাঁহার পক্ষিপতি গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক বরদানার্থ আগমন করিলেন। তিনি উচ্চ-রবে কহিলেন,—ওহে দ্বিজ! তুমি যে বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব। আমি তখন ঈশ্বর হরিকে কহি-লাম,—হে কেশব! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার সেই যে পরমা মায়া আছে, আমি তাহাই জানিতে চাই। হে জনার্দ্দন! আমাকে এই বর প্রদান করুন। মধুকৈটভারি হরি তখন কহিলেন,—ওহে ব্রাহ্মণ! সেই মায়া জানিয়া তোমার ফল কি? তোমাকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, উত্তম পুত্র ও নিরাময়ত্বাদি বর প্রদান করিতেছি! আমি সেই মুরারিকে পুনরায় কহিলাম,—যাহার নিমিত্ত ধর্ম্মার্থ-কামের উৎপত্তি হয়, সেই মায়াকেই জানিতে ইচ্ছা করি। হে পুষ্করাক্ষ! আমাকে সেই মায়া প্রদর্শন

ততোঽভ্যুবাচাথ নৃসিংহমুখ্যঃ
শ্রীশঃ প্রভুর্বিষ্ণুরিদং বচো মে। ৪২
বিষ্ণুরুবাচ।
মায়াং মদীয়াং ন হি বেত্তি কশ্চি-
ন্নচাপি বা বেৎস্যতি কশ্চিদেব ॥ ৪৩
পূর্ব্বং সুরর্ষির্দ্বিজ নারদাখ্যো
ব্রহ্মাত্মজোঽভূন্মম ভক্তিযুক্তঃ।
তেনাপি পূর্ব্বং ভবতা যথৈব
সন্তোষিতো ভক্তিমতা হি তদ্বৎ ॥ ৪৪
বরঞ্চ দাতুং ভগবানহঞ্চ
স চাপি বব্রে বরমেতদেব।
নিবারিতো মামতিমূঢ়ভাবাদ্
ভবান যথৈবং বৃতবান্ বরঞ্চ ॥ ৪৫
ততো ময়োক্তোঽহস্তসি নারদ ত্বং
মায়াং হি মে বেৎস্যসি সন্নিমগ্নঃ।
ততো নিমগ্নোঽহস্তসি নারদোঽসৌ
কন্যা বভৌ কাশীপতেঃ সুশীলা ॥ ৪৬
তাং যৌবনাঢ্যামথ চারুধর্ম্মিণে
বিদর্ভরাজস্তনয়ায় বৈ দদৌ।
সুধর্ম্মণে সোঽপি তয়া সমেতঃ
সিষেব কামানতুলান্ মহর্ষিঃ ॥ ৪৭

করুন। শ্রীপতি, নৃসিংহ প্রভু বিষ্ণু তখন আমাকে কহিলেন,—হে দ্বিজ! আমারমায়াকে যথার্থতঃ কেহই জানে না; জানিতে পারি-বেও না।৩৩—৪৩। পুরাকালে, আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মনন্দন নারদ, আমাকে তোমা-রই মত সন্তোষিত করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি বর দানোদ্যত হইলে তোমারই ন্যায় তিনিও এইরূপ বর যাচনা করেন। আমি তাঁহাকে নিবারিত করিয়া অন্য বর লইতে কহিলেও মূঢ়ভাবশতঃ তিনি অসম্মত হইয়া এই বরই প্রার্থনা করেন। আমি তখন তাঁহাকে কহিলাম,—হে নারদ! তুমি জল-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আমার মায়া জানিতে পারিবে। নারদ তখন জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া কাশিপতির সুশীলা নাম্নী কন্যা হইলেন। কাশিপতি সেই যৌবনশালিনী কন্যাকে

স্বর্গে গতেঽসৌ পিতরি প্রতাপবান্
রাজ্যং ক্রমায়াতমবাপ্য হৃষ্টঃ।
বিদর্ভরাষ্ট্রং পরিপালয়ানঃ
পুত্রৈঃ স পৌত্রৈর্বহুভির্বৃতোঽভূৎ॥ ৪৮
অথাভবদ্ভূমিপতেঃ সুধর্ম্মণঃ
কাশীশ্বরেণাথ সমং সুযুদ্ধম্।
তত্র ক্ষয়ং প্রাপ সপুত্রপৌত্রং
বিদর্ভরাট্ কাশিপতিশ্চ যুদ্ধে॥ ৪৯
হতং সুশীলা পিতরং সপুত্রং
জ্ঞাত্বা পতিঞ্চাপি সপুত্রপৌত্রম্।
পুরাদ্বিনিঃসৃত্য রণাবনিং গতা
দৃষ্ট্বা সুশীলা কদনং মহান্তম্॥ ৫০
ভর্তুর্বলে তত্র পিতুর্বলে চ
দুঃখান্বিতা সা সুচিরং বিলপ্য।
জগাম সা মাতরমার্ত্তরূপা
ভ্রাতৄন্ সুতাভ্রাতৄন্ সুতান্ সপৌত্রান্॥
ভর্ত্তারমেষা পিতরঞ্চ গৃহ্য
মহাশ্মশানে চ মহাচিতিং সা।
কৃত্বা হুতাশং প্রদদৌ স্বয়ঞ্চ
যদা সমিদ্ধো হুতভুগ বভূব॥ ৫২

তদা সুশীলা প্রবিবেশ বেগা-
দ্ধাপুত্র হা পুত্র ইতি ব্রুবাণা।
তদা পুনঃ সা মুনিনারদোঽভূৎ
স চাপি বহ্নিঃ স্ফটিকামলাভঃ॥৫৩
পূর্ণং সরোঽভূদথ চোত্ততার
তস্যাগ্রতো দেববরস্তু কেশবঃ।
সুপর্ণমারুহ্য সমেত্য সত্বরং
প্রহস্য দেবর্ষিমুবাচ নারদম্॥ ৫৪
কস্তে তু পুত্রো বদ মে মহর্ষে
মৃতঞ্চ কং শোচসি নষ্টবুদ্ধিঃ।
ব্রীড়ান্বিতোঽভূদথ নারদোঽসৌ
ততোঽহমেনং পুনরেব চাহ॥ ৫৫
ইতীদৃশা নারদ কষ্টরূপা
মায়া মদীয়া কমলাসনাদ্যৈঃ।
শক্যা ন বেত্তুং সমহেন্দ্ররুদ্রৈঃ
কথং ভবান্ বেৎস্যতি দুর্বিভাব্যাম্॥ ৫৬
স বাক্যমাকর্ণ্য মহামহর্ষি-
রুবাচ ভক্তিং মম দেহি বিষ্ণো।

বিদর্ভ-রাজের সুধর্ম্মা নামক ধার্ম্মিক পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন। তখন সুধর্ম্মা সেই কন্যার সহিত বিপুল ভোগসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে তদীয় পিতা স্বর্গগত হইলে তিনি হৃষ্টচিত্তে বিদর্ভরাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অনেক পুত্র পৌত্রাদি জন্মিল। কিয়ৎকাল পরে সুধর্ম্মার সহিত কাশিপতির মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে কাশিপতি ও বিদর্ভরাজ উভয়েই পুত্র-পৌত্র সহ বিনষ্ট হইলেন। সুশীলা, পিতা ও পতিকে পুত্র পৌত্রাদিসহ নিহত জানিয়া নিজ পুর হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং রণস্থলে গমনপূর্ব্বক পিতা ও পতির মহাসৈন্য-সামন্তের সেই দুরবস্থা দেখিলেন। তিনি তথায় সুচিরকাল বিলাপান্তে মাতার নিকটে যাইলেন। পরে পিতা, পতি, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, পুত্র ও পৌত্রাদির মৃতদেহ সকল সংগ্রহ করিয়া মহাশ্মশানে মহাচিতা সাজাইয়া নিজেই অগ্নিসংযোগ করিলেন। সেই অগ্নি জাজ্বল্যমান হইলে সুশীলা "হাপুত্র, হাপুত্র" রবে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; তখন আবার তিনি নারদ হইলেন। সেই চিতাগ্নিও তখন, স্ফটিকসম অমল জলপূর্ণ সরোবর হইল। তখন সেই নারদের অগ্রভাগে বিভু দেববর কেশব সুপর্ণারোহণে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—মহর্ষি! আপনার পুত্র কে? হতবুদ্ধি হইয়া কাহার জন্য অনুশোচনা করিতেছেন? এই কথা শুনিয়া নারদ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। আমি তখন পুনরায় তাঁহাকে বলিলাম,—নারদ! আমার মায়া এইরূপই কষ্টদায়িনী। মহেন্দ্র, রুদ্র ও কমলাসনাদি কেহই উহাকে সম্যক্ জানিতে পারেন না। আমার এই কথা শুনিয়া মহর্ষি নারদ কহিলেন,—হে বিষ্ণো! আমাকে আপনি ভক্তিদান করুন। অন্তকালে

প্রাপ্তেঽথ কালে স্মরণং তথৈব
সদা চ সন্দর্শনমীশ তেঽস্তু ॥ ৫৭
যত্রাহমার্ত্তশ্চিতিমদ্য রূঢ়-
স্তত্তীর্থমস্ত্বচ্যুত পাপহন্তৃ।
অধিষ্ঠিতং কেশব নিত্যমেব
ত্বয়া সহেদং কমলোদ্ভবেন ॥ ৫৮
ততো ময়োক্তো দ্বিজ নারদোঽসৌ
তীর্থং সিতোদং হি চিতিস্তবাস্তু।
স্থাস্যাম্যহং চাত্র সদৈব বিষ্ণু-
র্মহেশ্বরঃ স্থাস্যতি চোত্তরেণ ॥ ৫৯
যদা বিরিঞ্চের্বদনং ত্রিনেত্রঃ
স ছেৎস্যতে যং ত্বথ চোগ্রবাচম্।
তদা কপালস্য তু মোচনায়
সমেষ্যতে তীর্থমিদং ত্বদীয়ম্ ॥ ৬০
স্নাতস্য তীর্থে ত্রিপুরান্তকস্য
পতিষ্যতে ভূমিতলে কপালম্।
ততশ্চ তীর্থেতি কপালমোচনং
খ্যাতং পৃথিব্যাঞ্চ ভবিষ্যতে তৎ ॥ ৬১
তদা প্রভৃত্যম্বুদবাহনোঽসৌ
ন মোক্ষ্যতে তীর্থবরং সুপুণ্যম্।
ন চৈব তস্মিন্ দ্বিজ সম্প্রচঙ্কতে
তৎক্ষেত্রমুগ্রং ত্বথ ব্রহ্মবধ্যা ॥ ৬২
যদা ন মোক্ষ্যত্যমরারিহন্তা
তৎক্ষেত্রমুখ্যং মহদাপ্তপুণ্যম্।
তদা কিমুক্তেতি সুরৈ রহস্যং
তীর্থং স্মৃতং পুণ্যদমব্যয়াখ্যম্ ॥ ৬৩
কৃত্বা তু পাপানি নরো মহান্তি
তস্মিন্ প্রবিষ্টঃ শুচিরপ্রমাদী।
যদা তু মাং চিন্তয়তে স শুদ্ধঃ
প্রয়াতি মোক্ষং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৪
ভূত্বা তস্মিন্ রুদ্রপিশাচসংজ্ঞো
যোঽন্তরে দুঃখমুপাশ্নুতেঽসৌ।
বিমুক্তপাপো বহুবর্ষপূগৈ-
রুৎপত্তিমায়াস্যতি বিপ্রগেহে ॥ ৬৫
শুচির্যতাত্মাস্য ততোঽন্তকালে
রুদ্রো হিতং তারকমস্য কীর্ত্তয়েৎ।

আপনার স্মৃতি যেন হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। হে ঈশ! আপনাকে যেন সতত দর্শন করিতে পারি। হে অচ্যুত! আমি অদ্য আর্ত্ত হইয়া যেখানে চিতারোহণ করিয়াছিলাম, উহা পাপহারী তীর্থ হউক। ঐ স্থানে কমলজন্মা ব্রহ্মার সহিত আপনি নিত্য সন্নিহিত থাকুন।৪৪—৫৮। হে দ্বিজ! আমি তখন সেই নারদকে বলিলাম,—তোমার এই চিতাস্থান সিতোদ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আমি এখানে সতত সন্নিহিত থাকিব। ইহার উত্তরদিকে মহেশ্বর অধিষ্ঠান করিবেন। ত্রিনেত্র মহেশ্বর যখন দুর্ব্বাক্যভাষী ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিবেন, তখন তদীয় হস্তলগ্ন সেই ব্রহ্মকপালের মোচন নিমিত্ত তিনি তোমার এই তীর্থেই আসিবেন। এই তীর্থে ত্রিপুরান্তক আসিয়া স্নান করিলে, তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মার সেই কপাল পতিত হইবে। তদবধি এই তীর্থ 'কপালমোচন' নামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিবে। তাহার পর হইতে মেঘবাহন ইন্দ্রও এই পুণ্যপ্রদ তীর্থবর পরিত্যাগ করিবেন না? এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করিতে পারিবে না, অমরারি-হন্তা মুক্তিদাতা বিষ্ণু এই মহাপুণ্যপ্রদ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না বলিয়া সুরগণ ইহাকে অতি রহস্য পুণ্যপ্রদ অব্যয় প্রশস্ত বিমুক্ত-তীর্থ নামে অভিহিত করিবেন। নরগণ মহা মহা পাপ অনুষ্ঠান করিয়াও এই ক্ষেত্রে প্রবেশমাত্রই শুচি ও প্রমাদহীন হইবে। এখানে থাকিয়া শুদ্ধ ভাবে আমাকে চিন্তা করিলে মৎপ্রসাদে মোক্ষ লাভ করিতে পারে। পাপী মানব এখানে প্রাণ পরিত্যাগান্তে রুদ্রপিশাচরূপে জন্মিয়া নানা দুঃখ উপভোগ করে। পরে বহু বর্ষান্তে পাপক্ষয় হইলে, বিপ্রগৃহে উদ্ভূত হয়। সে তখন শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া থাকে। রুদ্র অন্ত কালে তাহাকে তারক মন্ত্র উপদেশ করেন। হে দ্বিজরাজ! আমি

ইত্যেবমুক্ত্বা দ্বিজবর্য্য নারদং
গতোঽস্মি দুগ্ধার্ণবমাত্মগেহম্ ॥ ৬৬
স চাপি বিপ্রস্ত্রিদিবং চচার
গন্ধর্ব্বরাজেন সমর্চ্চ্যমানঃ।
এতত্তবোক্তং নম্ন বোধনায়
মায়া মদীয়া নহি শক্যতে সা ॥ ৬৭
জ্ঞাতুং ভবানিচ্ছতি চেত্ততোঽস্ম
এবং বিশস্বাপ্সু চ বেৎসি যেন।
এবং দ্বিজাতির্হরিণা প্রবোধিতো
ভাব্যর্থযোগাদ্বিমমজ্জ তোয়ে ॥ ৬৮
কোকামুখে তাত ততো হি কন্যা
চাণ্ডালবেশ্মন্যভবদ্দ্বিজঃ সঃ।
রূপান্বিতা শীলগুণোপপন্না
অবাপ সা যৌবনমাসসাদ ॥ ৬৯
চাণ্ডালপুত্রেণ সুবাহুনাপি
বিবাহিতা রূপবিবর্জ্জিতেন।
পতির্ন তস্যা হি মতো বভূব
সা তস্য চৈবাভিমতা বভূব ॥ ৭০
পুত্রদ্বয়ং নেত্রহীনং বভূব
কন্যা চ পশ্চাদ্বধিরা তথান্যা।
পতির্দরিদ্রশ্চ সাপি মুগ্ধা
নদীগতা রোদিতি তত্র নিত্যম্ ॥ ৭১
গতা কদাচিৎ কলশং গৃহীত্বা
সান্তর্জলং স্নাতুমথ প্রবিষ্টা।
যাবদ্দ্বিজোঽসৌ পুনরেব তাব-
জ্জাতঃ ক্রিয়াযোগরতঃ সুশীলঃ ॥ ৭২
তস্যাঃ স ভর্ত্তাথ চিরঙ্গতেতি
দ্রষ্টুং জগামাথ নদীং সুপুণ্যাম্।
দদর্শ কুম্ভং ন চ তাং তটস্থাং
ততোঽতিদুঃখাৎ প্ররুরোদ নাদয়ন্ ॥ ৭৩
ততোঽন্ধযুগ্মং বধিরা চ কন্যা
দুঃখান্বিতাসৌ সমুপাজগাম।
তে বৈ রুদন্তং পিতরঞ্চ দৃষ্ট্বা
দুঃখান্বিতা বৈ রুরুদুর্ভৃশার্ত্তাঃ ॥ ৭৪
ততঃ স পপ্রচ্ছ নদীতটস্থান্
দ্বিজান্ ভবদ্ভির্যদি যোষিদেকা।
দৃষ্টা তু তোয়ার্থমুপাদ্রবন্তী
আখ্যাত তে প্রোচুরিমাঃ প্রবিষ্টা ॥ ৭৫

নারদকে এই সকল কথা বলিয়া নিজ বাসস্থান দুগ্ধার্ণবে প্রস্থান করিলাম। নারদও ত্রিদিব ধামে যাইয়া গন্ধর্ব্বরাজ সহ সসম্মানে বিহার করিতে লাগিলেন। তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই বৃত্তান্ত কহিলাম, আমার সেই মায়াকে কেহই জানিতে পারে না। তথাপি তুমি যদি জানিতে চাও, তবে জলমধ্যে প্রবেশ কর। সেই ব্রাহ্মণ হরি কর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়াও ভাবী কর্ম্মবশে জলমধ্যে মজ্জন করিল। হে তাত! সেই দ্বিজ তখন কোকামুখে চণ্ডালগৃহে এক কন্যা হইয়া জন্মিল। ক্রমে সেই কন্যা রূপবতী শীলগুণমণ্ডিতা ও যৌবনযুক্তা হইলে, সুবাহু নামক রূপহীন এক চণ্ডালপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল। তাহার পতি অভিমত হইল না, সে কিন্তু পতির অভিমতা হইয়াছিল। কালক্রমে তাহার দুইটী অন্ধ পুত্র ও একটী বধিরা কন্যা জন্মে। কিন্তু তাহার পতি অত্যন্ত দরিদ্র; এজন্য সে নদীতীরে যাইয়া নিয়তই রোদন করিত। ৫৯—৭১। একদা সে কক্ষে কলস লইয়া স্নানার্থ গমন করিল; তটদেশে কলস স্থাপন পূর্ব্বক যেমন জল মধ্যে নিমগ্ন হইল, অমনি পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াযোগরত সুশীল ব্রাহ্মণমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। সেই কন্যা দীর্ঘকালে প্রত্যাগত না হওয়ায় তাহার পতি চণ্ডালও অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই পুণ্যনদীতে আগমন করিল। সে তটদেশে কলস দেখিতে পাইল; কিন্তু সেই কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে তাহার অন্ধ পুত্রদ্বয় এবং বধিরা কন্যাও তথায় আসিয়া পিতাকে রোদন করিতে দেখিয়া অতীব আর্ত্তভাবে রোদন করিতে লাগিল। চণ্ডাল তখন নদীতটস্থ ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসিল যে, এখানে

নদীং ন ভূয়স্ত সমুত্ততার
এতাবদেবেহ সমীহিতং নঃ।
স তদ্বচো ঘোরতরং নিশম্য
রুরোদ শোকাশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ॥ ৭৬
তং বৈ রুদন্তং সসুতং সকন্যং
দৃষ্ট্বাহমার্ত্তঃ সুতরাং বভূব।
আর্ত্তিশ্চ মেহভূদথ সংস্মৃতিশ্চ
চাণ্ডালযোষাহমিতি ক্ষিতীশ॥ ৭৭
ততোহব্রবং তং নৃপতে মতঙ্গং
কিমর্থমার্ত্তেন হি রুদ্যতে ত্বয়া।
তস্যা ন লাভো ভবিতাতিমৌর্খ্যা-
দাক্রন্দিতেনেহ বৃথা হি কিং তে॥ ৭৮
স মামুবাচাত্মজযুগ্মমন্ধং
কন্যা 'চকা বধিরেয়ং তথৈব।
কথং দ্বিজাতে অধুনার্ত্তমেত-
মাশ্বাসয়িষ্যেহপ্যথ পোষয়িষ্যে॥ ৭৯
ইত্যেবমুক্ত্বা স সুতৈশ্চ সার্দ্ধং
ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য চ রোদিতি স্ম।
যথা যথা রোদিতি স শ্বপাক-
স্তথা তথা মে হ্যভবৎ কৃতাপি॥ ৮০
ততোহহমার্ত্তস্ত নিবার্য্য তং বৈ
স্ববংশবৃত্তান্তমথাচচক্ষে।
ততঃ স দুঃখাৎ সহ পুত্রকৈঃ সং-
বিবেশ কোকামুখমার্ত্তরূপঃ॥ ৮১
প্রবিষ্টমাত্রে সলিলে মতঙ্গ-
স্তীর্থপ্রভাবাচ্চ বিমুক্তপাপঃ।
বিমানমারুহ্য শশিপ্রকাশং
যযৌ দিবং তাত মমোপপশ্যতঃ॥ ৮২
তস্মিন্ প্রবিষ্টে সলিলে মৃতে চ
মমার্ত্তিরাসীদতিমোহকর্ত্রী।
ততোহতিপুণ্যে নৃপবর্য্য কোকা-
জলে প্রবিষ্টস্ত্রিদিবং গতশ্চ॥ ৮৩
ভূয়োহভবং বৈশ্যকুলে ব্যথার্ত্তো
জাতিস্মরস্তীর্থবরপ্রসাদাৎ।
ততোহতিনির্বিণ্ণমনা গতোহহং
কোকামুখং সংযতবাক্যচিত্তঃ॥ ৮৪

তোয়ার্থিনী হইয়া এক রমণী আসিয়াছিল, আপনারা যদি দেখিয়া থাকেন, তবে তাহার সংবাদ আমাকে বলুন। দ্বিজগণ কহিলেন,—সেই রমণী এই নদীতে প্রবেশ করিয়াছেন; কিন্তু উত্থান করেন নাই। চণ্ডাল সেই ঘোরতর বাক্য শ্রবণে শোকাশ্রু-পরিপ্লুত নেত্রে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণরূপী আমি তখন তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। হে ক্ষিতীশ! আমি যে সেই চণ্ডালপত্নী ছিলাম, তখন আমার তাহা স্মরণ হইল। আমি তখন সেই চণ্ডালকে কহিলাম,—তুমি কি নিমিত্ত আর্ত্ত হইয়া রোদন করিতেছ? তাহাকে আর পুনরায় পাইবে না। মূর্খতা-বশতঃ বৃথা ক্রন্দনে ফল কি? চণ্ডাল আমাকে কহিল,—হে দ্বিজ! এই দুইটী পুত্র অন্ধ, এই কন্যাটীও বধিরা, আমি এখন ইহাদিগকে কিরূপে আশ্বাসিত করিব? কেমনেই বা পোষণ করিব? সে এই কথা বলিয়া পুত্র-কন্যার সহিত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই চণ্ডালের তাদৃশ ক্রন্দনে আমারও দুঃখ বোধ হইতে লাগিল। আমি তখন সেই দুঃখিত চণ্ডালকে নিজ জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। সে চণ্ডালও তখন অতিদুঃখে কোকামুখে প্রবেশ করিল। চণ্ডাল সলিলে প্রবেশ করিবামাত্রই সেই তীর্থপ্রভাবে পাপহীন হইয়া শশিসম প্রকাশমান বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আমার সাক্ষাতেই সুরলোকে প্রস্থান করিল। ৭২—৮২। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! চণ্ডাল এইরূপে জলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে আমার অতি মোহকারিণী আর্ত্তি উপস্থিত হইল। আমিও তখন সেই অতিপুণ্য কোকাজলে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলাম তার পর আমি আবার বৈশ্যকুলে অতি দুঃখী হইয়া জন্মলাভ করিলাম। কোকা তীর্থের প্রসাদে আমি তখন জাতিস্মর হইয়াছিলাম। সুতরাং অতি নির্ব্বিণ্ণ মনে

ব্রতং সমাস্থায় কলেবরং স্বং
সংশোষয়িত্বা দিবমারুরোহ।
তস্মাচ্চ্যুতস্তদ্ভবনে চ জাতো
জাতিস্মরস্তাচ হরিপ্রসাদাৎ ৮৫
সোঽহং সমারাধ্য মুরারিদেবং
কোকামুখে ত্যক্তশুভাশুভেচ্ছঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা পিতরং প্রণম্য
গত্বা চ কোকামুখমগ্র্যতীর্থম্।
বিষ্ণুং সমারাধ্য বরাহরূপ-
মবাপ সিদ্ধিং মনুজর্ষভোঽসৌ॥ ৮৬
ইত্থং স কামদমনঃ সহপুত্রপৌত্রঃ
কোকামুখে তীর্থবরে সুপুণ্যে।
ত্যক্ত্বা তনুং দোষময়ীং ততস্তু
গতো দিবং সূর্য্যসমৈর্বিমানৈঃ॥ ৮৭
এবং ময়োক্তা পরমেশ্বরস্য
মায়া সুরাণামপি দুর্ব্বিচিন্ত্যা।
স্বপ্নেন্দ্রজালপ্রতিমা মুরারে-
র্যয় জগন্মোহমুপৈতি বিপ্রাঃ॥ ৮৮

ইতি শ্রীব্রাহ্মে মায়াপ্রাদুর্ভাবনিরূপণমেকোন-
ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৯॥

বাক্যমনঃসংযমনপূর্ব্বক কোকামুখে গিয়া আতাবনয়নে নিজ কলেবর শোষণ করত স্বর্গারোহণ করিলাম। হে তাত! স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া তোমার ভবনে জন্মিয়াছি, এবং হরির প্রসাদে এ জন্মেও আমি জাতিস্মর হইয়াছি। আমি কোকামুখে মুরারি দেবের আরাধনা করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মফল হইতে মুক্তিকামনা করিতেছি। সেই নৃপনন্দন এই কথা বলিয়া পিতাকে প্রণামপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ তীর্থ কোকামুখে যাইয়া বরাহরূপী বিষ্ণুর আরাধনাপূর্ব্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই নৃপনন্দন কামদমন জন্মান্তরীণ পুত্রপৌত্রাদি সহ পুণ্য তীর্থবর কোকামুখে দোষাকর শরীর পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যসম বিমানারোহণে স্বর্গলাভ করিয়াছিল। হে বিপ্রগণ! এই আমি পরমেশ্বর মুরারির জগন্মোহকারিণী মায়ার মহিমা কীর্ত্তন করিলাম। সেই মায়া স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালসদৃশী। সুরগণও ইহার তত্ত্বচিন্তনে অক্ষম। ৮৩—৮৮।

ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

অস্মাভিস্তু শ্রুতং ব্যাস যত্ত্বয়া সমুদাহৃতম্।
প্রাদুর্ভাবাশ্রিতং পুণ্যং মায়া বিষ্ণোশ্চ দুর্ব্বিদা॥
শ্রোতুমিচ্ছামহে ত্বত্তো যথাবদুপসংহৃতিম্।
মহাপ্রলয়সংজ্ঞাঞ্চ কল্পান্তে চ মহামুনে॥ ২

ব্যাস উবাচ।

শ্রূয়তাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা যথাবদনুসংহৃতিঃ।
কল্পান্তে প্রাকৃতে চৈব প্রলয়ে জায়তে যথা॥৩
অহোরাত্রং পিতৃণান্তু মাসোঽব্দং ত্রিদিবৌকসাম্
চতুর্যুগসহস্রে তু ব্রহ্মণোঽহর্দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
দৈবৈর্বর্ষসহস্রৈস্তু তদ্দ্বাদশভিরুচ্যতে॥ ৫

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্যাস! দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণুমায়া সম্বন্ধে বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব বিষয়ক যে কথা কহিলেন, আমারা উহা শ্রবণ করিলাম। হে মহামুনে! মহাপ্রলয় নামক কল্পান্তকালে জগতের যে সংহারব্যাপার হয়, আপনার নিকট উহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ! কল্পান্তকালে প্রকৃত প্রলয়ে জগতের যে প্রকার সংহার হয়, তাহা শ্রবণ করুন। মানুষমানের এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র হয়, এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র হয়। চারি সহস্র যুগান্তে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ। দৈবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসর উহাদিগের

চতুর্যুগাণ্যশেষাণি সদৃশানি স্বরূপতঃ।
আদ্যং কৃতযুগং প্রোক্তং মুনয়োঽন্ত্যং তথা কলিম্॥ ৬
আদ্যে কৃতযুগে সর্গো ব্রহ্মণা ক্রিয়তে যতঃ।
ক্রিয়তে চোপসংহারস্তথান্তেঽপি কলৌ যুগে॥
মুনয় উচুঃ।
কলেঃ স্বরূপং ভগবন্ বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি।
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্ভগবান্ যস্মিন্ বৈকল্যমৃচ্ছতি॥ ৮
ব্যাস উবাচ।
কলিস্বরূপং ভো বিপ্রা যৎপৃচ্ছধ্বং মমানঘাঃ।
নিবোধধ্বং সমাসেন বর্ত্ততে যন্মহত্তরম্॥ ৯
বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।
ন সামঋগ্‌যজুর্ব্বেদবিনিষ্পাদনহেতুকী॥ ১০
বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্ম্যা ন শিষ্যা গুরুসংস্থিতাঃ।
ন পুত্রা ধার্ম্মিকাশ্চৈব ন চ বহ্নিক্রিয়াক্রমঃ॥১১
যত্র তত্র কুলে জাতো বলী সর্ব্বেশ্বরঃ কলৌ।
সর্ব্বেভ্য এব বর্ণেভ্যো নরঃ কন্যোপজীবনঃ॥
যেন তেনৈব যোগেন দ্বিজাতির্দীক্ষিতঃ কলৌ
যৈব সৈব চ বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ
সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্য যদ্বচনং দ্বিজাঃ।
দেবতাশ্চ কলৌ সর্ব্বাঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য চাশ্রমঃ॥
উপবাসস্তথায়াসো বিত্তোৎসর্গস্তথা কলৌ।
ধর্ম্মো যথাভিরুচিতৈরনুষ্ঠানৈরনুষ্ঠিতঃ॥ ১৫
বিত্তেন ভবিতা পুংসাং স্বল্পেনৈব মদঃ কলৌ।
স্ত্রীণাং রূপমদশ্চৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি॥১৬
সুবর্ণমণিরত্নাদৌ বস্ত্রে চোপক্ষয়ং গতে।
কলৌ স্ত্রিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলঙ্কৃতাঃ
পরিত্যক্ষ্যন্তি ভর্ত্তারং বিত্তহীনং তথা স্ত্রিয়ঃ।
ভর্ত্তা ভবিষ্যতি কলৌ বিত্তবানেব যোষিতাম্
যো যো দদাতি বহুলং স স স্বামী তদা নৃণাম্
স্বামিত্বহেতুসম্বন্ধো ভবিতাভিজনস্তদা॥ ১৯
গৃহান্তা দ্রব্যসঙ্ঘাতা দ্রব্যান্তা চ তথা মতিঃ।
অর্থাশ্চাথোপভোগান্তা ভবিষ্যন্তি তদা কলৌ।

পরিমাণ। প্রতিবারেই যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ সমান থাকে। হে মুনিগণ! আদিম যুগের নাম 'কৃত' ও অন্ত্য যুগের নাম 'কলি'। ব্রহ্মা আদি কৃত যুগের আদিতে সৃষ্টি করেন এবং কলিযুগের অবসানে সংহার করিয়া থাকেন। ১—৭। মুনিগণ কহিলেন,—কলিযুগে ভগবান্ ধর্ম্ম বিকলতা প্রাপ্ত হয়েন। হে ভগবন্! বিস্তরক্রমে সেই কলির স্বরূপ বর্ণন করুন। ব্যাস বলিলেন,—হে নিষ্পাপ বিপ্রগণ! আপনারা কলির স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন, তাহা অতীব বিস্তৃত। পরন্তু আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। কলিকালে নরগণের ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদ-সম্মতা, বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তি থাকিবে না। কলিতে ধর্ম্মবিবাহ থাকিবে না; শিষ্যেরা গুরুর অবশ্যগত্য করিবে না; কাহারও ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিবে না; বহ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য থাকিবে না। যেকোন কুলে যেকোন ব্যক্তি বলবান্ ও প্রধান হইবে, সে অপর যেকোন কুল হইতে কন্যা সংগ্রহ করিবে। দ্বিজগণ বিচার না করিয়া যে-সে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। বিপ্রেন্দ্রগণ যেকোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিবেন। হে দ্বিজগণ! কলিতে যাহার যে-কোন বাক্য—সমস্তই শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইবে। সকলেই সকল দেবতা এবং সকল আশ্রম গ্রহণ করিবে। উপবাস, আয়াস, ধন-দানাদি ধর্ম্মকর্ম্মনিচয় যথেচ্ছরূপে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। কলিতে সামান্য ধনেই লোকে গর্ব্বিত হইয়া উঠিবে। নারীগণ কেশ দ্বারাই সৌন্দর্য্যমদবতী হইবে। বস্তুতঃ কলিকালে সুবর্ণ মণি রত্নও বসনাদির অভাবে কেশ দ্বারাই অলঙ্কৃতা হইবে। রমণীরা বিত্তহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে। বিত্তশালী ব্যক্তিই নারীদিগের ভর্ত্তা হইবে। কলিকালে যে যে ব্যক্তি বহু ধন দান করিতে পারিবে, তাহারাই স্বামী বলিয়া গণ্য হইবে। স্বামিত্বহেতুই সম্বন্ধ এবং কৌলিন্য হইবে।৮—১৯। কলিকালে গৃহ পর্য্যন্তই দ্রব্য সম্পত্তি এবং দ্রব্যস্থিতি পর্য্যন্তই বুদ্ধি থাকিবে। উপভোগ—অর্থের একমাত্র ফল বলিয়া গণ্য

স্ত্রিয়ঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি স্বৈরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ
অন্যায়াবাপ্তবিত্তেষু পুরুষেষু স্পৃহালবঃ ॥ ২১
অভ্যর্থিতোঽপি সুহৃদা স্বার্থহানিং বা মানবঃ।
পণস্যার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেঽপি করিষ্যতি তদা দ্বিজাঃ॥
সদা সপৌরুষং চেতো ভাবি বিপ্র তদা কলৌ
ক্ষীরপ্রদানসম্বন্ধি ভাতি গোষু চ গৌরবম্॥
অনাবৃষ্টিভয়াৎ প্রায়ঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ॥ ২৪
মূলপর্ণফলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ।
আত্মানং ঘাতয়িষ্যন্তি তদা বৃষ্ট্যাভিদুঃখিতাঃ॥
দুর্ভিক্ষমেব সততং সদা ক্লেশমনীশ্বরাঃ।
প্রাপ্স্যন্তি ব্যাহতসুখং প্রমাদান্মানবাঃ কলৌ
অস্নাতভোজিনো নাগ্নিদেবতাতিথিপূজনম্।
করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্
লোলুপা হ্রস্বদেহাশ্চ বহ্বন্নাদনতৎপরাঃ।
বহুপ্রজাল্পভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ॥২৮
উভাভ্যামথ পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ।
কুর্ব্বন্ত্যো গুরুভর্তৄণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যনাবৃতাঃ
স্বপোষণপরাঃ ক্রুদ্ধা দেহসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।
পরুষানৃতভাষিণ্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ॥৩০
দুঃশীলা দুষ্টশীলেষু কুর্ব্বত্যঃ সততং স্পৃহাম্।
অসদ্বৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ॥৩১
বেদাদানং করিষ্যন্তি বড়বাশ্চ তথাব্রতাঃ।
গৃহস্থাশ্চ ন হোষ্যন্তি ন দাস্যন্ত্যুচিতান্যপি॥
ভবেয়ুর্বনবাসা বৈ গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ।
ভিক্ষবশ্চাপি পুত্রা হি স্নেহসম্বন্ধযন্ত্রকাঃ॥ ৩৩
অরক্ষিতারো হর্ত্তারঃ শুল্কব্যাজেন পার্থিবাঃ।
হারিণো জনবিত্তানাং সম্প্রাপ্তে চ কলৌ যুগে
যো যোঽশ্বরথনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি।
যশ্চ যশ্চাবলঃ সর্ব্বঃ স স ভৃত্যঃ কলৌ যুগে॥
বৈশ্যাঃ কৃষিবণিজ্যাদি সন্ত্যজ্য নিজকর্ম্ম যৎ।

হইবে। কলিতে স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী ও বিলাসিনী হইবে। উহারা অন্যায়লব্ধ বিত্তে এবং অপর পুরুষে সতত স্পৃহা করিবে। হে দ্বিজগণ! মানব প্রার্থিত হইয়াও অর্দ্ধপল মাত্রও স্বার্থহানি স্বীকার করিবে না। সকলেরই চিত্ত পৌরুষ গর্ব্বে সমন্বিত হইবে। দুগ্ধ দান পর্য্যন্তই গাভীগণের আদর করিবে। প্রজারা অনেকেই অনাবৃষ্টি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভয়ে কাতরচিত্তে গগনবিলোকন-পরায়ণ হইবে। অনেক মানব মূল পত্র ও ফলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। অনেকে আত্মহত্যা করিবে। অতিবৃষ্টিবশেও পীড়িত হইবে। সতত দুর্ভিক্ষ ঘটিবে। রক্ষক থাকিবে না। ফলতঃ তদানীন্তন মানবগণের প্রমাদবশে সকল সুখই ব্যাহত হইয়া পড়িবে। কলিকালে মানবেরা স্নান না করিয়াই ভোজন করিবে। অগ্নি, দেবতা বা অতিথি-পূজা করিবে না, এবং পিণ্ডোদকক্রিয়াও করিবে না। এইকালে স্ত্রীলোকেরা লোলুপ, হ্রস্বদেহ, বহু অন্নভোজী, বহুপ্রজা ও অল্প ভাগ্যসম্পন্ন হইবে। তাহারা উভয় পাণি দ্বারা মস্তক কণ্ডুয়ন করিবে এবং অবগুণ্ঠন ফেলিয়া গুরু ও পতি প্রভৃতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে। কলির স্ত্রীলোকেরা আত্মপোষণে তৎপর হইবে। ক্রুদ্ধ হইবে এবং দেহ-সংস্কারে ঔদাস্য করিবে। তাহারা নিষ্ঠুর এবং অসত্য কথা কহিবে। দুঃশীল হইয়া দুষ্টচরিত্র লোকদিগের প্রতি সতত স্পৃহাবতী হইবে। কুলাঙ্গনারা পুরুষের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে না। অব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বেদ গ্রহণ করিবে। গৃহস্থেরা হোম, বা দান করিবে না এবং অবশ্য দেয় বিষয়েও ঔদাস্য করিবে। এইকালে ভিক্ষুকগণ গ্রামোচিত আহার ও বিহারসামগ্রী লইয়া বনবাসী হইবে। পুত্র সকল স্নেহসম্বন্ধের যন্ত্রস্বরূপ হইবে। এই কালের রাজগণ রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইবে। শুল্কচ্ছলে প্রজাপীড়ন করিবে। কখন বা প্রকাশ্যেই প্রজার ধন হরিয়া লইবে। ২০—৩৪। অশ্ব, রথ ও হস্তী যাহার যাহার থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তিই রাজা হইবে। আর প্রজাগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, সেই সেই ব্যক্তি ভৃত্যরূপে

শূদ্রবৃত্তা ভবিষ্যন্তি কারুকর্ম্মোপজীবিনঃ॥৩৬
ভৈক্ষ্যব্রতাস্তথা শূদ্রাঃ প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোঽধমাঃ
পাষণ্ডসংশ্রয়াং বৃত্তিমাশ্রয়িষ্যন্ত্যসংস্কৃতাঃ ॥ ৩৭
দুর্ভিক্ষকরপীড়াভিরতীবোপদ্রুতা জনাঃ।
গোধূমান্নযবান্নাদ্যান্ দেশান্ যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ
বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্যে ততো জনে।
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা লোকানামল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যমানেষু বৈ তপঃ।
নরেষু নৃপদোষেণ বালমৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৪০
ভবিত্রী যোষিতাং সূতিঃ পঞ্চষট্‌সপ্তবার্ষিকী।
নবাষ্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ॥ ৪১
পলিতোদ্গমশ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ।
ন জীবিষ্যতি বৈ কশ্চিৎকলৌ বর্ষাণি বিংশতিম্
অল্পপ্রজ্ঞা বৃথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ।

পরিণত হইবে একালে বৈশ্যগণ কৃষি-বাণিজ্যাদি স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কারুকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকাযাপন করিবে। শূদ্রগণ ভৈক্ষব্রত গ্রহণ করিবে। অধমেরা প্রব্রজ্যাচিহ্ন ধারণ করিবে এবং লোক সকল অসংস্কৃত হইয়া পাষণ্ডী বৃত্তি আশ্রয় করিবে। জনগণ দুর্ভিক্ষ, অতিরিক্ত রাজস্ব ও বিবিধ ব্যাধি দ্বারা একান্ত উপদ্রুত হইয়া দুঃখিতচিত্তে গোধূমান্ন ও যবান্ন-সম্পন্ন দেশ-দেশান্তর উদ্দেশে প্রয়াণ করিবে। বেদমার্গ বিলীন হইয়া যাইবে। লোক সকল পাষণ্ডিধর্ম্মের আশ্রয় লইবে। অধর্ম্মের আধিক্যে লোক সকল অল্পায়ু হইয়া পড়িবে। নরগণ অশাস্ত্রীয় ঘোর তপস্যায় নিরত হইবে, এবং রাজগণের শাসনদোষ ঘটিবে, তাহাতে লোক সকল অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। পাঁচ ছয় বা সাত বৎসর বয়সেই রমণীরা সন্তান প্রসব করিবে। আট নয় বা দশ বৎসর বয়সেই পুরুষেরা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম হইবে। দ্বাদশবর্ষ বয়সেই মানব বৃদ্ধদশা প্রাপ্ত হইবে; বিংশ বর্ষের অধিককাল কেহই জীবিত থাকিবে না।

যতস্ততো বিনশ্যন্তি কালেনাল্পেন মানবাঃ॥৪৩
যদা যদা হি পাষণ্ডবৃত্তিরত্রোপলভ্যতে।
তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৪
যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্।
তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৫
প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মকৃতাং নৃণাম্।
তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলের্বিপ্রা বিচক্ষণৈঃ॥৪৬
যদা যদা ন যজ্ঞানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ।
ইজ্যতে পুরুষৈর্যজ্ঞৈস্তদা জ্ঞেয়ং কলের্বলম্॥৪৭
ন প্রীতির্বেদবাদেষু পাষণ্ডেষু যদা রতিঃ।
কলের্বৃদ্ধিস্তদা প্রাজ্ঞৈরনুমেয়া দ্বিজোত্তমাঃ॥৪৮
কলৌ জগৎপতিং বিষ্ণুং সর্ব্বস্রষ্টারমীশ্বরম্।
নার্চ্চয়িষ্যন্তি ভো বিপ্রাঃ পাষণ্ডোপহতা নরাঃ
কিং দেবৈঃ কিং দ্বিজৈর্বেদৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মনা।
ইত্যেবং প্রলপিষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ॥৫০

কলিতে মানবগণ অল্পবুদ্ধি, বৃথা চিহ্নধারী ও দুষ্টান্তঃকরণ হইবে; সেই জন্যই অল্পকালে বিনাশ লাভ করিবে। যখন যখন পাষণ্ড বৃত্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইবে, তখন তখনই বিচক্ষণ জনগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন। ধার্ম্মিকদিগের প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল যখন বিঘ্নদ্বারা অবসন্ন হইবে, হে বিপ্রগণ! বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেই সময়েই কলির বৃদ্ধি অনুমান করা কর্ত্তব্য। যখন যখন বেদপথানুগামী সজ্জনগণের হানি ঘটিবে, তখন তখনই বিজ্ঞজনেরা কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন। যখন যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হইবেন না, তখনই বিজ্ঞ ব্যক্তি কলির বল বুঝিবেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যখন বেদবাক্যে লোকের শ্রদ্ধা থাকিবে না, পরন্তু পাষণ্ডধর্ম্মেই অনুরাগ জন্মিবে; ধীমান্ জনগণ তখনই কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন। কলিকালে পাষণ্ড-মতে দূষিতচিত্ত নরগণ সর্ব্বস্রষ্টা, জগৎপতি, ঈশ্বর বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে না। "দেবতা, দ্বিজ ও বেদ

অল্পবৃষ্টিশ্চ পর্জ্জন্যঃ স্বল্পং শস্যফলং তথা।
ফলং তথাল্পসারঞ্চ বিপ্রাঃ প্রাপ্তে কলৌ যুগে
জানুপ্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ।
শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥৫২
অণুপ্রায়াণি ধান্যানি আজপ্রায়ং তথা পয়ঃ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্ত ঔশীরঞ্চানুলেপম্ ॥৫৩
শ্বশ্রূশ্বশুরভূয়িষ্ঠা গুরবশ্চ নৃণাং কলৌ।
শালাদ্যাহারিভার্য্যাশ্চ সুহৃদো মুনিসত্তমাঃ ॥৫৪
কস্য মাতা পিতা কস্য যদা কর্ম্মাত্মকঃ পুমান্।
ইতি চোদাহরিষ্যন্তি শ্বশুরানুগতা নরাঃ ॥ ৫৫
বাঙ্মনঃকায়জৈর্দোষৈঽভিভূতাঃ পুনঃপুনঃ।
নরাঃ পাপান্যনুদিনং করিষ্যন্ত্যল্পমেধসঃ ॥ ৫৬
নিঃসত্যানামশৌচানাং নির্হ্রীকাণাং তথা দ্বিজাঃ
যদ্‌যদ্দুঃখায় তৎসর্ব্বং কলিকালে ভবিষ্যতি ॥৫৭
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারে স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতে।
তদা প্রবিরলো বিপ্রঃ কশ্চিল্লোকে ভবিষ্যতি ॥
তত্রাল্পেনৈব কালেন পুণ্যস্কন্ধমনুত্তমম্।
করোতি যঃ কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি যঃ ॥

মুনয় উচুঃ।

কস্মিন্‌কালেঽল্পকো ধর্ম্মো দদাতি সুমহাফলম্
বক্তুমর্হস্যশেষেণ শ্রোতুং বাঞ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥ ৬০

ব্যাস উবাচ।

ধন্যে কলৌ ভবেদ্বিপ্রাস্ত্বল্পক্লেশৈর্মহৎফলম্।
তথা ভবেতাং স্ত্রীশূদ্রৌ ধন্যৌ চান্যন্নিবোধত ॥
যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন তৎ
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলৌ সাধ্বিতি ভাষিতুম্
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্

এ সকলে কি প্রয়োজন? জলদ্বারা শৌচেই বা কি প্রয়োজন? হে বিপ্রগণ! কলিকালে মেঘবৃন্দ অল্পাবর্ষণ করিবে, শস্যও অত্যল্প পরিমাণেই জন্মিবে; ফলসকলও অল্প সারযুক্ত হইবে।—৫১। কলিযুগে বস্ত্রসকল জানুপ্রমাণ, মহীরুহগণ শমীপ্রায়, ও বর্ণসকল শূদ্রবহুল হইবে। কলিকালে ধান্যসমূহ অণুপ্রায়হইবে, অজাদুগ্ধই বহুলরূপে পাওয়া যাইবে,আর উশীরজাত অনুলেপনই সমধিক ব্যবহৃত হইবে। কলিকালে নরগণের শ্বশ্রূ শ্বশুরাদিই বহুলরূপে গুরুবৎ সম্মান লাভ করিবে। গৃহকার্য্য সাধনার্থ সংগৃহীত রমণী-মাত্রেই ভার্য্যা এবং সুহৃদ্ বলিয়া পরিগণিত হইবে। হে মুনিসত্তমগণ, কলিকালে নরগণ শ্বশুরের অনুগত থাকিয়া "পুরুষ কর্ম্মবলেই জন্মিয়া থাকে; সুতরাং কে কাহার মাতা, কে বা কার পিতা" এইরূপ উক্তি করিবে। অল্পবুদ্ধি জনগণ কায়মনোবাক্য-জনিত দোষে পুনঃপুনঃ অভিভূত হইবে ; পাপাচরণই করিবে। হে দ্বিজগণ! কলিকালে লোকসকল সত্যহীন অশুচি ও নির্লজ্জ হইবে। যাহা যাহা পরিণামে দুঃখজনক, সেই সকল আচরণই করিবে। স্বাধ্যায়, বষট্‌কার, স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি লুপ্ত হইবে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে না। সত্যকালে সুদীর্ঘ তপস্যা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে অল্পকালেই তাদৃশ ফল লাভ হইবে। ৫২—৫৯। মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্যাস! অল্পমাত্র ধর্ম্মও কোন্ সময়ে মহাফলপ্রদ হইবে, বিস্তরপূর্ব্বক তাহা বলুন; আমাদের উহা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ব্যাস বলিলেন,—ধন্য কলিকালে অল্প ক্লেশেই মহা ফললাভ হইবে। হে বিপ্রগণ! ঐ সময়ে স্ত্রী-শূদ্রেরাও ধন্য হইবে। আরও শুনুন;—সত্যযুগে দশ বর্ষে, ত্রেতায় এক বৎসরে ও দ্বাপরে এক মাসে যে ফল হয়, কলিকালে অহোরাত্রেই তাদৃশ ফল প্রাপ্তি ঘটে। হে দ্বিজগণ! কলিকালে পুরুষেরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও জপাদি কার্য্যের বিশিষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, কলিতে কেশবের সংকীর্ত্তনেই সেই ফল পাওয়া

ধর্ম্মোৎকর্ষমতীবাত্র প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ।
স্বল্পায়াসেন ধর্ম্মজ্ঞাস্তেন তুষ্টোঽস্ম্যহং কলৌ॥
ব্রতচর্য্যাপরৈর্গ্রাহ্যা বেদাঃ পূর্ব্বং দ্বিজাতিভিঃ
ততস্ত ধর্ম্মসম্প্রাপ্তৈর্যষ্টব্যং বিধিবদ্ধনৈঃ॥ ৬৬
বৃথা কথা বৃথা ভোজ্যং বৃথা স্বঞ্চ দ্বিজন্মাম্।
পতনায় তথা ভাব্যং তৈস্ত সংযতিভিঃ সহ॥ ৬৭
অসম্যক্‌করণে দোষাস্তেষাং সর্ব্বেষু বস্তুষু।
ভোজ্যপেয়াদিকঞ্চৈষামেচ্ছাপ্রাপ্তিকরং দ্বিজাঃ
পারতন্ত্র্যাৎ সমস্তেষু তেষাং কার্য্যেষু বৈ ততঃ
লোকান্ ক্লেশেন মহতা যজন্তি বিনয়ান্বিতাঃ॥
দ্বিজশুশ্রূষণেনৈব পাকযজ্ঞাধিকারবান্।
নিজং জয়ন্তি বৈ লোকং শূদ্রো ধন্যতরস্ততঃ॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু নাত্রস্তি যেষাং পাপেষু বা যতঃ।
নিয়মো মুনিশার্দ্দূলাস্তেনাসৌ সাধ্বিতীরিতম্॥

স্বধর্ম্মস্যাবিরোধেন নরৈর্লভ্যং ধনং সদা।
প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু যষ্টব্যঞ্চ যথাবিধি॥ ৭২
তস্যার্জ্জনে মহান্ ক্লেশঃ পালনেন দ্বিজোত্তমাঃ
তথা সদ্বিনিয়োগায় বিজ্ঞেয়ং গহনং নৃণাম্॥ ৭৩
এভিরন্যৈস্তথা ক্লেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসত্তমাঃ।
নিজান্ জয়ন্তি বৈ লোকান্ প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ॥ ৭৪
যোষিচ্ছুশ্রূষণাদ্ভর্ত্তুঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
এতদ্বিষয়মাপ্নোতি তৎসালোক্যং যতো দ্বিজাঃ
নাতিক্লেশেন মহতা তানেব পুরুষো যথা।
তৃতীয়ং ব্যাহৃতং তেন ময়া সাধ্বিতি যোষিতঃ
এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ।
তৎপৃচ্ছধ্ব যথাকামমহং বক্ষ্যামি বঃ স্ফুটম্॥ ৭৭
অল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্ম্মঃ সিধ্যতি বৈ কলৌ।
নরৈরাত্মগুণাম্ভোভিঃ ক্ষালিতাখিলকিল্বিষৈঃ॥
শূদ্রৈশ্চ দ্বিজশুশ্রূষাতৎপরৈর্মুনিসত্তমাঃ।

যায়। হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! কলিকালে লোক সকল অল্পায়াসেই ধর্ম্মোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্তই আমি কলিকালের প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট। ব্রাহ্মণগণের প্রথমত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া বেদ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। পরে ধর্ম্ম লাভার্থ ধন দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। বৃথা বাক্যালাপ, বৃথা ভোজন, বৃথা ধন-ব্যয়, এই সকল পতনেরই কারণ। ইন্দ্রিয়সংযম সহকারে ঐ সকল কার্য্য সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে নানা দোষ ঘটে। ভোজ্য পেয়াদি সর্ব্ব বস্তুই ইচ্ছানুরূপ পাওয়া যায় না; পরতন্ত্রতা বশতঃ লোক সকল মহাক্লেশেই কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। কলিতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও এই সকল ক্লেশ অনিবার্য্য; কিন্তু শূদ্রেরা দ্বিজশুশ্রূষার ফলেই পাকযজ্ঞাধিকারী হয় বলিয়া লোক সকল জয় করিতে পারে; সুতরাং কলিতে উহারাই ধন্য। উহাদিগের খাদ্যাখাদ্য পাপ-পুণ্যাদি বিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় উহাদিগকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। হে মুনিশার্দ্দূল-

গণ! নরগণের পক্ষে স্বধর্ম্মের অবিরোধে ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান ও যথাবিধি যাগ করা কর্ত্তব্য। ৭০—৭২। কিন্তু সেই ধনার্জ্জন বিষয়ে মহাক্লেশ ভোগ করিতে হয়। সেই ক্লেশার্জ্জিত ধনের সৎপাত্রে বিনিয়োগ অতীব কঠিন। হে দ্বিজসত্তমগণ! মানবেরা এ সমস্ত এবং আরও নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া ইহলোক এবং প্রাজাপত্যাদি লোক যথাক্রমে জয় করিতে পারে। রমণীগণ কায়মনোবাক্যে পতিশুশ্রূষা দ্বারা এই সকল ফল এবং পতিসালোক্য প্রাপ্ত হয়। পুরুষদিগের যেমন মহাক্লেশ করিতে হয়, নারীজনের পক্ষে তাদৃশ ক্লেশের প্রয়োজন না থাকায় আমি উহাদিগকেও সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। হে বিপ্রগণ! আপনারা যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা এই কহিলাম। অপর যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে—বলুন, তাহারও স্পষ্ট উত্তর করিতেছি। কলিকালে নরগণ স্বীয় গুণরূপ জল দ্বারা অখিল পাপক্ষালনপূর্ব্বক অল্প প্রযত্নেই ধর্ম্ম সাধনে সমর্থ

তথা স্ত্রীভিরনায়াসাৎ পতিশুশ্রূষয়ৈব হি ॥ ৭৯
ততস্ত্রিতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং মতম্।
ধর্ম্মসংরাধনে ক্লেশো দ্বিজাতীনাং কৃতাদিষু ॥
তথা স্বল্পেন তপসা সিদ্ধিং যাস্যন্তি মানবাঃ।
ধন্যা ধর্ম্মঞ্চরিষ্যন্তি যুগান্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৮১
ভবদ্ভির্যদভিপ্রেতং তদেতৎ কথিতং ময়া।
অপৃষ্টেনাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কিমন্যৎ ক্রিয়তাং দ্বিজাঃ ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ভবিষ্যকথনং নামত্রিংশ-
দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৯ ॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
আসন্নং বিপ্রকৃষ্টং বা যদি কালং ন বিদ্মহে।
ততো দ্বাপরবিধ্বংসং যুগান্তং স্পৃহয়ামহে ॥ ১
প্রাপ্তা বয়ং হি তৎকালমনয়া ধর্ম্মতৃষ্ণয়া।
আদদ্যাম পরং ধর্ম্মং সুখমল্পেন কর্ম্মণা ॥ ২
সন্ত্রাসোদ্বেগজননং যুগান্তং সমুপস্থিতম্।
প্রনষ্টধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞ নিমিত্তৈর্বক্তুমর্হসি ॥ ৩

ব্যাস উবাচ।
অরক্ষিতারো হর্ত্তারো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ।
যুগান্তে প্রভবিষ্যন্তি স্বরক্ষণপরায়ণাঃ ॥ ৪
অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ শূদ্রোপজীবিনঃ
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৫
শ্রোত্রিয়াঃ কাণ্ডপৃষ্ঠাশ্চ নিষ্কর্ম্মাণি হবীংষি চ।
একপঙক্ত্যামশিষ্যন্তি যুগান্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬
অশিষ্টবন্তোঽর্থপরা নরা মদ্যামিষপ্রিয়াঃ।
মিত্রভার্য্যাং ভজিষ্যন্তি যুগান্তে পুরুষাধমাঃ ॥
রাজবৃত্তিস্থিতাশ্চৌরা রাজানশ্চৌরশীলিনঃ।
ভৃত্যা হ্যনির্দ্দিষ্টভুজো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৮
ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাং বৃত্তমপূজিতম্।
অকুৎসনা চ পতিতে ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥ ৯

ক্ষয়। হে মুনিসত্তমগণ! শূদ্রেরাও দ্বিজ-শুশ্রূষাফলে এবং রমণীরা পতিশুশ্রূষা দ্বারা অনায়াসেই অভিলষিত ধর্ম্ম লাভ করে; এই জন্যই ইহাদিগকে আমি ধন্য-তম বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সত্যাদি যুগে দ্বিজাতিগণের ধর্ম্ম সাধনে সমধিক ক্লেশ হইয়া থাকে; কিন্তু কলিকালে অল্প তপস্যা দ্বারাই উহারা ধর্ম্মফলভাগী হয়। হে মুনিসত্তমগণ। এই নিমিত্তই কলিকাল ধন্য। হে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজগণ! আপনারা জিজ্ঞাসা না করিলেও আপনাদিগের অভিপ্রেত এই কলিকথা কীর্ত্তন করিলাম, আপনাদিগের আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বলুন? ॥ ৭৩—৮২ ॥

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন—কালিকাল সন্নিহিত কি দূরবর্ত্তী তাহা জানিতে না পারিয়া আমরা দ্বাপর যুগের নাশ এবং কলিযুগের প্রকাশ কামনা করিয়াছিলাম। ধর্ম্মতৃষ্ণাবশে এই-ক্ষণ সেই কাল প্রাপ্ত হইয়াছি। এইক্ষণে অল্প কর্ম্মদ্বারাই পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ! কি কি লক্ষণে ত্রাসো-দ্বেগজনক ধর্ম্মহীন যুগান্ত কলিকালের উপ স্থিতি জানিতে পারা যায়, আপনি তাহা বলুন। ব্যাস কহিলেন,—কলিকালে নৃপতি-গণ কর গ্রহণ করিবেন বটে, আত্মরক্ষায়ও তাঁহারা তৎপর থাকিবেন; কিন্তু প্রজাগণের রক্ষা করিবেন না। তখন রাজারা অক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রোপজীবী এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণা-চারসম্পন্ন হইবে। শ্রোত্রিয়গণ যুদ্ধজীবী হইবে। হবিঃসমূহ অকার্য্যেই ব্যয়িত হইবে; সকলেই এক পংক্তিতে ভোজন করিবে। হে মুনিসত্তমগণ! তখন অশিষ্ট জনেরা অর্থশালী এবং নরগণ মদ্যাদির প্রিয় হইবে। পুরুষাধমেরা মিত্রপত্নীতেও অনুরক্ত হইয়া পড়িবে। চৌর সকল রাজবৃত্তি অবলম্বন করিবে; রাজারা চোরস্বভাব প্রাপ্ত হইবে। ভৃত্যেরা অনির্দ্দিষ্ট ধনোপজীবী হইবে। ধনই তখন শ্লাঘার বিষয় হইবে; সচ্চরিত্রতার

প্রনষ্টনাসাঃ পুরুষা মুক্তকেশা বিরূপিণঃ।
ঊনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রসোষ্যন্তি তথা স্ত্রিয়ঃ॥ ১০
অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥ ১১
সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি দ্বিজা বাজসনেয়িকাঃ।
শূদ্রাভা বাদিনশ্চৈব ব্রাহ্মণাশ্চান্ত্যবাসিনঃ॥ ১২
শুক্লদন্তা জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
শূদ্রা ধর্ম্মং বদিষ্যন্তি শাঠ্যবুদ্ধ্যোপজীবিনঃ॥১৩
শ্বাপদপ্রচুরত্বঞ্চ গবাঞ্চৈব পরিক্ষয়ঃ।
সাধুনাং পরিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাদন্তগতে যুগে॥ ১৪
অন্ত্যা মধ্যে নিবৎস্যন্তি মধ্যাশ্চান্তনিবাসিনঃ।
নিষ্ট্রীকাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বা নষ্টাস্তত্র যুগক্ষয়ে॥ ১৫
তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋতবো বিপরীতাশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥ ১৬
তথা দ্বিহায়না দম্যাঃ কলৌ লাঙ্গলধারিণঃ
চিত্রবীর্য্য চ পর্জ্জন্যো যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি॥১৭
সর্ব্বে শূদ্রকুলে জাতাঃ ক্ষমানাথা ভবন্তি হি।
যথা নিম্নাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥১৮
পিতৃদেয়ানি দত্তানি ভবিষ্যন্তি তথা সুতাঃ।
ন চ ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি মানবা নির্গতে যুগে॥ ১৯
উষরাবহুলা ভূমিঃ পন্থানস্তস্করাবৃতাঃ।
সর্ব্বে বাণিজিকাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥ ২০
পিতৃদায়াদদত্তানি বিভজন্তি তথা সুতাঃ।
হরণে যত্নবন্তোঽপি লোভাদিভির্বিরোধিনঃ॥২১
সৌকুমার্য্যে তথা রূপে রত্নে চোপক্ষয়ং গতে।
ভবিষ্যন্তি যুগস্যান্তে নার্য্যঃ কেশৈরলঙ্কৃতাঃ॥
নির্বীর্য্যস্য রতিস্তত্র গৃহস্থস্য ভবিষ্যতি।
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে নান্যা ভার্য্যাসমা রতিঃ॥
কুশীলানার্য্যভূয়িষ্ঠা বৃথারূপসমন্বিতাঃ।
পুরুষাল্পং বহুস্ত্রীকং তদ্যুগান্তস্য লক্ষণম্॥ ২৪
বহুযাচনকো লোকো ন দাস্যতি পরস্পরম্।

প্রশংসা থাকিবে না। পতিত ব্যক্তিকেও কেহ নিন্দা করিবে না। জনগণ কদর্য্য নাসিকাসম্পন্ন মুক্তকেশ এবং বিকৃতাকার হইবে। রমণীরা ষোড়শ বর্ষের অনধিক কালেই সন্তান প্রসব করিবে। ১—১০। কলিকালে জনপদের অট্টালিকা সকলই শূল স্বরূপ, চতুষ্পথে শিবমূর্ত্তিই শূলস্বরূপ এবং প্রমদাজনগণের কেশকলাপই শূলস্বরূপ হইবে। সকলেই ব্রহ্ম তত্ত্বের আলোচনা করিবে। দ্বিজগণ বাজসনেয়ী কথানুসারী হইবে। শূদ্র সদৃশ হীন জনেরাই বক্তা এবং ব্রাহ্মণগণ নীচজনসেবী হইবে। তখন শূদ্রেরা শঠতাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহোদ্যোগে শুক্লদন্ত, মুণ্ডিতমুণ্ড ও গৈরিকবসনধারী হইয়া আপনাদিগের জিতেন্দ্রিয়তা প্রখ্যাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ করিবেন। কলিযুগে শ্বাপদের বৃদ্ধি, গোগণের ক্ষয় এবং সাধুদিগের বৃত্তিবিপর্য্যয় ঘটিবে। অন্ত্যজনেরা মধ্যে এবং মধ্য জনেরা অন্ত্যে নিবাস করিবে। প্রজাসকল নির্লজ্জ ও দুরাচার হইবে। তপস্যা ও যজ্ঞাদির ফল বিক্রয় করিবে। কলিকালে ঋতুসকল বিপরীত ভাব ধারণ করিবে। দ্বি-বৎসরবয়স্ক গো সকল লাঙ্গলকর্ষণে নিযুক্ত হইবে। মেঘ সকলও কচিদধিক কচিদল্প এইরূপ বিচিত্র বর্ষণকারী হইবে। শূদ্রকুলজাত নরগণও নিম্নশ্রেণীর ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ হইবে। পুত্রেরা পিতৃদেয় বা পিতৃদত্ত বিষয় সকল আত্মসাৎ করিবে। কোন মানবই তখন ধর্ম্মাচরণ করিবে না। ভূমি অনুর্ব্বর, পথ সকল তস্করাক্রান্ত এবং জনগণ বাণিজ্যব্যবসায়ী হইবে। ১১—২০। পুত্রগণ লোভবশে পৈতৃকধন অপহরণ-লালসে যথাযথ বিভাগ না করিয়া পরস্পর বিবাদ করিবে। রমণীরা সৌকুমার্য্য-সৌন্দর্য্য এবং আভরণের অভাবে কেবলমাত্র কেশদ্বারাই অলঙ্কৃত হইবে। কলিযুগে নির্ব্বীর্য্য গৃহস্থদিগের তাদৃশ স্ত্রীজনেই প্রীতি জন্মিবে। ভার্য্যাসম প্রীতিকর আর কিছুই থাকিবে না। কলিকালে দুঃশীল অনার্য্য ও বৃথারূপ-সমন্বিত ব্যক্তিই বহুলরূপে দৃষ্ট হইবে, পুরুষের সংখ্যা অল্প এবং রমণীর সংখ্যা সমধিক হইবে, ইহাই যুগান্তের লক্ষণ। লোক সকল অত্যন্ত যাচনশীল হইবে; পরন্তু পরস্পর পরস্পরকে দান করিবে না।

রাজচৌরাগ্নিদণ্ডানাং তৈক্ষ্ণ্যাৎ ক্ষয়মুপৈষ্যতি ॥
অফলানি চ শস্যানি তরুণা বৃদ্ধশীলিনঃ।
অশীলাঃ সুখিনো লোকে ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥
বর্ষাসু পরুষা বাতা নীরাঃ শর্করবর্ষিণঃ।
সন্দিগ্ধঃ পরলোকশ্চ ভবিষ্যন্তি ন বান্ধবাঃ ॥২৮
বৈশ্যা ইব চ রাজন্যা ধনধান্যোপজীবিনঃ।
যুগাপক্রমণে পূর্ব্বং ভবিষ্যন্তি ন বান্ধবাঃ ॥ ২৮
অপ্রবৃত্তাঃ প্রপশ্যন্তি সময়াঃ শপথাস্তথা।
ঋণং সবিনয়ভ্রংশং যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি ॥২৯
ভবিষ্যত্যফলো হর্ষঃ ক্রোধশ্চ সফলো নৃণাম্।
অজাশ্চাপি নিরোৎস্যন্তি পয়সোঽর্থে যুগক্ষয়ে
অশাস্ত্রবিহিতো যজ্ঞ এবমেব ভবিষ্যতি।
অপ্রমাণং করিষ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩১
শাস্ত্রোক্তস্যাপ্রবক্তারো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বঃ সর্ব্বং বিজানাতি বৃদ্ধাননুপসেব্য বৈ ॥ ৩২
ন কশ্চিদকবির্নাম যুগান্তে সমুপস্থিতে।
নক্ষত্রাণি বিয়োগানি ন কর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩৩

চৌরপ্রায়াশ্চ রাজানো যুগান্তে সমুপস্থিতে।
কুণ্ডীবৃষা নৈষ্কৃতিকাঃ সুরাপা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৩৪
অশ্বমেধেন যক্ষ্যন্তে যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
যাজয়িষ্যন্ত্যযাজ্যাংশ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষিণঃ ॥
ব্রাহ্মণা ধনতৃষ্ণার্তা যুগান্তে সমুপস্থিতে।
ভোঃ শব্দমভিধাস্যন্তি ন চ কশ্চিৎ পঠিষ্যতি ॥
একশঙ্খাস্তথা নার্য্যো গবেধুকপিনদ্ধকাঃ।
নক্ষত্রাণি বিবর্ণানি বিপরীতা দিশো দশ ॥ ৩৭
সন্ধ্যারাগো বিদগ্ধাঙ্গো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে।
প্রেষয়ন্তি পিতৄন্‌পুত্রা বধ্বঃ শ্বশ্রূঃ স্বকর্ম্মসু ॥ ৩৮
যুগেষ্বেবং নিবৎস্যন্তি প্রমদাশ্চ নরাস্তথা।
অকৃত্বাগ্রাণি ভোক্ষ্যন্তি দ্বিজাশ্চৈবাহুতাগ্নয়ঃ ॥
ভিক্ষাং বলিমদত্ত্বা চ ভোক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ স্বয়ম্।
বঞ্চয়িত্বা পতীন্‌সুপ্তান্‌গমিষ্যন্তি স্ত্রিয়োঽন্যতঃ
ন ব্যাধিতান্নাপ্যরূপান্নোদ্যতান্নাপ্যসূয়কান্।
কৃতে ন প্রতিকর্ত্তা চ যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি ॥

রাজা, চৌর অগ্নি ও শাসনের তীব্রতা হেতু লোক সকল ক্ষয় পাইবে। শস্য সকল সারহীন হইবে। তরুণজনেরা বৃদ্ধবিদ্বেষী, এবং দুশ্চরিত্র লোকেরা সুখী হইবে। বর্ষাকালে পরুষ বায়ু প্রবাহিত হইবে। জল সকল শর্করমিশ্রিত হইবে এবং পরলোক সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান হইবে। রাজারা বৈশ্যদিগের ন্যায় ধনধান্যোপজীবী হইবে; কেহ কাহারও হিতার্থী হইবে না। অনাদিষ্ট হইয়াও শপথ গ্রহণ এবং মন্তব্য প্রচার করিবে; ঋণ করিয়াও নম্র হইবে না। লোকের হর্ষে কোন ফল হইবে না; কিন্তু সকলেরই ক্রোধ সফল হইবে। দুগ্ধ লাভার্থ অজাপোষণ করিবে। পণ্ডিতাভিমানী নরগণ প্রমাণহীন অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ করিবে। শাস্ত্রোক্তি বিষয়ের উল্লেখ করিবে না। বৃদ্ধ সেবা না করিয়াই সকলে বিজ্ঞাভিমানী হইবে। কলিকালে কেহই অকঠিন থাকিবে না। নক্ষত্র সকলের চ্যুতি হইবে। দ্বিজাতিগণ স্বকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। ২১—৩৩।

কলিকালে রাজগণ চৌরপ্রায় এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইবে। সুরাপায়ী ব্যক্তি ব্রহ্মবাদী হইবে; লোক অশ্বমেধ যজ্ঞের যাজন করিবে এবং অযাজ্য যাজনে বা অভক্ষ্য ভক্ষণে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। ব্রাহ্মণগণ ধনলোলুপ হইবে। সকলেই 'ওহে' বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেহই শাস্ত্র পাঠ করিবে না। নারীগণ এক হস্তে শঙ্খ ধারণ করিবে। নক্ষত্রসকল বিবর্ণ হইবে। দশদিক্ বিপরীত ভাব ধারণ করিবে। সান্ধ্য শোভা বিকৃতাকার হইবে। পুত্রেরা পিতৃগণকে এবং বধূরা শ্বশ্রূদিগকে নানা কর্ম্মে নিয়োগ করিবে। নরনারীগণ অগ্নিতে হোম না করিয়া এবং পিতৃদেবগণকে অগ্রভাগ না দিয়াই ভক্ষণ করিবে। ভিক্ষা বা ভূতবলি প্রদান করিবে না। নিদ্রিত পতিদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক রমণীরা অন্যত্র গমন করিবে। রুগ্ন, রূপহীন, উদ্যমশালী ও অসূয়াবান্ জনগণের

মুনয় উচুঃ।
এবং বিলম্বিতে ধর্ম্মে মানুষা করপীড়িতাঃ।
কুত্র দেশে নিবৎস্যন্তি কিমাহারবিহারিণঃ॥
কিং কর্ম্মাণঃ কিমীহন্তঃ কিং প্রমাণাঃ কিমায়ুষঃ।
কাঞ্চ কাষ্ঠাং সমাসাদ্য প্রপৎস্যন্তি কৃতং যুগম্॥
ব্যাস উবাচ।
অত উর্দ্ধং চ্যুতে ধর্ম্মে গুণহীনাঃ প্রজাস্তথা।
শীলব্যসনমাসাদ্য প্রাপ্স্যন্তি হ্রাসমায়ুষঃ॥ ৪৪
আয়ুর্হান্যা বলগ্লানির্বলগ্লান্যা বিবর্ণতা।
বৈবর্ণ্যাদ্ব্যাধিসম্পীড়া নির্বেদো ব্যাধিপীড়নাৎ
নির্বেদাদাত্মসম্বোধঃ সম্বোধাদ্ধর্ম্মশীলতা।
এবং গত্বা পরাং কাষ্ঠাং প্রপৎস্যন্তি কৃতং যুগম্
উদ্দেশতো ধর্ম্মশীলাঃ কেচিন্মধ্যস্থতাং গতাঃ।
কিংধর্ম্মশীলাঃ কেচিত্তু কেচিদত্র কুতূহলাঃ॥৪৭
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চিতাঃ।
অপ্রমাণং করিষ্যন্তি সর্ব্বমিত্যপরে জনাঃ॥৪৮
নাস্তিক্যোপরতাশ্চাপি কেচিদ্ধর্ম্মবিলোপকাঃ।
ভবিষ্যন্তি নরা মূঢ়া দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥৪৯
তদাত্বমাত্রশ্রদ্ধেয়াঃ শাস্ত্রজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ।
দাম্ভিকাস্তে ভবিষ্যন্তি নরা জ্ঞানবিলোপিতাঃ॥
তথা বিলুপ্তিতে ধর্ম্মে জনাঃ শ্রেষ্ঠপুরস্কৃতাঃ।
শুভান্ সমাচরিষ্যন্তি দানশীলপরায়ণাঃ॥ ৫১
সর্ব্বভক্ষাঃ স্বয়ংগুপ্তা নির্ঘৃণা নিরপত্রপাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা লোকে তৎকষায়স্য লক্ষণম্॥
কষায়োপপ্লবে কালে জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রণাশনে।
সিদ্ধিমল্পেন কালেন প্রাপ্স্যন্তি নিরুপস্কৃতাঃ॥৫৩
বিপ্রাণাং শাশ্বতীং বৃত্তিং যদা বর্ণাবরে জনাঃ।
সংশ্রয়িষ্যন্তি ভো বিপ্রাস্তৎকষায়স্য লক্ষণম্॥৫৪
মহাযুদ্ধং মহাবর্ষং মহাবাতং মহাতপঃ।
ভবিষ্যতি যুগে ক্ষীণে তৎকষায়স্য লক্ষণম্॥৫৫
বিপ্ররূপেণ যক্ষাংসি রাজানঃ কর্ণবেদিনঃ।

কৃতকর্ম্মের প্রত্যুপকারও করিবে না। মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্যাস! ধর্ম্মের এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিলে করভার-পীড়িত নরগণ কিরূপ আহার বিহার করিবে? কোন্ দেশেই বা বাস করিবে? উহাদের কিরূপ কার্য্য? কি প্রকার চেষ্টা? কত আয়ুঃ প্রমাণ, এবং প্রমাণই বা কিরূপ? কোন্‌দিকেই বা সত্যযুগ অবস্থান করিবে? ৩৪—৪৩। ব্যাস বলিলেন,—ধর্ম্ম বিচ্যুত হইলে, পর গুণহীন প্রজাগণ দুশ্চরিত্রতাবশতঃ নানারূপ ব্যসনগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণায়ু হইবে। আয়ুর হানিবশতঃ বলগ্লানি, বলগ্লানি জন্য বিবর্ণতা, বিবর্ণতা হইতে ব্যাধিপীড়া, ব্যাধিপীড়া হইতে নির্ব্বেদ, নির্ব্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান হইতে ধর্ম্মানুরক্তি জন্মিবে। এই প্রকারে দুরবস্থার চরমসীমা উপস্থিত হইলেই সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। কেহ কেহ মনে মনে ধর্ম্মশীল, কেহ বা ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন, কেহ অধর্ম্মশীল এবং অপর কোন কোনজন ধর্ম্ম বিষয়ে কৌতূহলী হইবে। অনেকে প্রত্যক্ষ অনুমানাদি দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব নিশ্চয় করিবে। অপর জনগণ অপ্রমাণ বলিয়া তদ্বিষয়ে উপেক্ষা দেখাইবে। পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় দ্বিজগণ নাস্তিক্য বুদ্ধিবশতঃ ধর্ম্মের বিলোপ করিতে থাকিবে। শাস্ত্রজ্ঞান-হীন দাম্ভিক অনেক ব্যক্তিই নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ বর্ত্তমান কালমাত্রে শ্রদ্ধাবান্ হইবে। ৪৪—৫০। ধর্ম্মের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিলে কতিপয় প্রধানজনের সহায়তায় অনেকেই সুশীল ও দানপরায়ণ হইয়া শুভ আচরণে রত হইবে। লোকসকল যখন সর্ব্বভক্ষ্য, স্বয়ংরক্ষিত, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ হইবে, সেইকাল কষায় বলিয়া উল্লিখিত হইবে। কষায় বিপ্লাবিতকালে জ্ঞাননিষ্ঠা বিলুপ্ত হইবে; তখন যথাযোগ্য উপচারের অভাবেও মানবেরা অল্পকালেই সিদ্ধিলাভ করিবে। হে বিপ্রগণ! বিপ্রগণের চিরন্তনবৃত্তি হীনজনেরা আশ্রয় করিবে, ইহাই কষায় কালের লক্ষণ। যখন মহাযুদ্ধ, মহাবৃষ্টি, মহাবাত ও মহা আতপ দেখা যাইবে, তখনই কষায় কাল উপস্থিত বলিয়া জানিবে! তখন বিপ্রজনেরা যক্ষবৎ

পৃথিবীমুপভোক্ষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৫৬
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কুনেতারোঽভিমানিনঃ
ক্রব্যাদা ব্রহ্মরূপেণ সর্ব্বভক্ষ্যা বৃথাব্রতাঃ ॥ ৫৭
মূর্খাশ্চার্থপরা লুব্ধাঃ ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্রপরিচ্ছদাঃ।
ব্যবহারোপবৃত্তাশ্চ চ্যুতা ধর্ম্মাচ্চ শাশ্বতাৎ ॥
হর্তারঃ পররত্নানাং পরদারপ্রধর্ষকাঃ।
কামাত্মানো দুরাত্মানঃ সোপধাঃ প্রিয়সাহসাঃ ॥
তেষু প্রভবমানেষু জনেষ্বপি চ সর্ব্বশঃ।
অভাবিনো ভবিষ্যন্তি মুনয়ো বহুরূপিণঃ ॥ ৬০
কলৌ যুগে সমুৎপন্নাঃ প্রধানপুরুষাশ্চ যে।
কথাযোগেন তান্‌সর্ব্বান্‌পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥
শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাপহারিণঃ।
ভক্ষ্যভোজ্যহরাশ্চৈব করণ্ডানাং হারিণঃ ॥
চৌরাশ্চৌরস্য হর্তারো হন্তা হন্তুর্ভবিষ্য ত।
চৌরৈশ্চৌরক্ষয়ে চাপি কৃতে ক্ষেমং ভবিষ্যতি

আচরণ করিবে। রাজারা কর্ণ দ্বারা দর্শন করিয়াই পৃথিবী উপভোগ করিবে। স্বাধ্যায় বষট্কারাদি থাকিবে না। নেতৃগণ কুস্বভাবযুক্ত ও অভিমানী হইবে। ব্রাহ্মণেরা রাক্ষসবৎ সর্ব্বভক্ষ্য ও মিথ্যাব্রতাচারী হইবে। উহারা মূর্খ, স্বার্থসাধনতৎপর, লোভী, নীচাশয়, অল্পপরিজনসম্পন্ন, অধার্ম্মিক এবং ব্যবহারোপজীবী হইবে। তখন জনগণ পরকীয় ধনরত্নাদির অপহারক, পরদারধর্ষক, বিলাসী, দুরাত্মা, কপটব্যবহারী ও দুঃসাহসী হইবে। এইরূপ জনগণের প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলে অভাবগ্রস্ত জনগণ বহুরূপী ও মুনিবেশধারী হইবে। কলিযুগে যাহারা প্রধান পুরুষ বলিয়া গণ্য হইবে, মানবেরা কথাপ্রসঙ্গে তাহাদের প্রশংসা করিবে। তখন শস্যচৌর, বস্ত্রাপহারী ও ভক্ষ্যপেয়-তস্করের অভাব থাকিবে না; এমন কি জলপাত্রও অপহরণ করিবে। চৌরেরা চৌরগৃহেও চৌর্য্য করিবে। ঘাতক ব্যক্তিকেও অপরে হত্যা করিবে। এইরূপ চৌর দ্বারা চৌর জনেরা অপকৃত হইলে কথঞ্চিৎ শান্তি

নিঃসারে ক্ষুভিতে কালে নিষ্ক্রিয়েসং ব্যবস্থিতে
নরা বনং শ্রয়িষ্যন্তি করভারপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৬৪
যজ্ঞকর্ম্মণ্যুপরতে রক্ষাংসি শ্বাপদানি চ।
কীটমূষিকসর্পাশ্চ ধর্ষয়িষ্যন্তি মানবান্ ॥ ৬৫
ক্ষেমং সুভিক্ষমারোগ্যং সামগ্র্যঞ্চৈব বন্ধুষু।
উদ্দেশেষু নরাঃ শ্রেষ্ঠা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ৬৬
স্বয়ম্পালাঃ স্বয়ং চৌরাঃ যুগসম্ভারসম্ভৃতাঃ।
মণ্ডলৈঃ সম্ভবিষ্যন্তি দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্
স্বদেশেভ্যঃ পরিভ্রষ্টা নিঃসারাঃ সহ বন্ধুভিঃ।
নরাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি তদা কালপরিক্ষয়াৎ ॥ ৬৮
ততঃ সর্ব্বে সমাদায় কুমারান্ প্রদ্রুতা ভয়াৎ।
কৌশিকীং সন্তরিষ্যন্তি নরাঃ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ ॥
অঙ্গানবঙ্গানকলিঙ্গাংশ্চ কাশ্মীরানথ কোশলান্
ঋষিকান্তগিরিদ্রোণীঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৭০
কৃৎস্নঞ্চ হিমবৎপার্শ্বং কূলঞ্চ লবণাম্ভসঃ।
বিবিধং জীর্ণপত্রঞ্চ বল্কলান্যজিনানি চ ॥ ৭১

প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপে শাসনবিধি বিপর্য্যস্ত হইলে লোক সকল নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ধন এবং ধনার্জ্জনের উপায় অভাবে করভার-পীড়িত নরগণ বনাশ্রয়ে বাস করিতে থাকিবে। ৫১—৬৪। যজ্ঞানুষ্ঠান লুপ্ত হইলে রাক্ষস, শ্বাপদ, কীট, মূষিক ও সর্প প্রভৃতি—মানবগণের ধর্ষণা করিবে। মঙ্গল, সুভিক্ষ, আরোগ্য, বন্ধুতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি—কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। যাহারা পালক, তাহারাই চৌর হইবে; জনগণ দেশে দেশে দলবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কলিকালপ্রভাবে ধনহীন নরগণ বন্ধুবান্ধব সহ স্বদেশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। তখন মানবগণ ক্ষুধায় ও ভয়ে পীড়িত হইয়া বালক-বালিকা লইয়া কৌশিকী নদী পার হইয়া পলায়ন করিবে। তাহারা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, কোশল, এবং ঋষিগণাধ্যুষিত গিরিদ্রোণী আশ্রয় করিবে। তাহারা হিমালয় পার্শ্বে এবং সমগ্র সাগরকূলেও বাস করিতে থাকিবে। বিবিধ জীর্ণ পত্র,

স্বয়ং কৃত্বা নিবৎস্যন্তি তস্মিন্ ভূতে যুগক্ষয়ে।
অরণ্যেষু চ বৎস্যন্তি নরা ম্লেচ্ছগণৈঃ সহ॥ ৭২
নৈব শূন্যা নবারণ্যা ভবিষ্যতি বসুন্ধরা।
অগোপ্তারশ্চ গোপ্তারো ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ
মৃগৈর্মৎস্যৈর্বিহঙ্গৈশ্চ শ্বাপদৈঃ সর্পকীটকৈঃ।
মধুশাকফলৈর্মূলৈর্বর্ত্তয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ ৭৪
শীর্ণপর্ণফলাহারা বল্কলান্যজিনানি চ।
স্বয়ং কৃত্বা নিবৎস্যন্তি যথা মুনিজনস্তথা॥ ৮৫
বীজানামকৃতস্নেহা আহতাঃ কাষ্ঠশঙ্কুভিঃ।
অজৈড়কং খরোষ্ট্রঞ্চ পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ॥৭৬
নদীস্রোতাংসি রোৎস্যন্তি তোয়ার্থং কূলমাশ্রিতাঃ
পক্কান্নব্যবহারেণ বিপণন্তঃ পরস্পরম্॥ ৭৭
তনূরুহৈর্যথাজাতৈঃ সমলান্তরসম্ভবৈঃ।
বহ্বপত্যাঃ প্রজাহীনাঃ কুলশীলবিবর্জ্জিতাঃ॥৭৮
এবং ভবিষ্যন্তি তদা নরাশ্চাধর্ম্মজীবিনঃ।
হীনা হীনং তথা ধর্ম্মং প্রজা সমনুবৎস্যতি॥ ৭৯
আয়ুস্তত্র চ মর্ত্ত্যানাং পরং ত্রিংশদ্ভবিষ্যতি।
দুর্ব্বলা বিষয়গ্লানা জরাশোকৈরভিপ্লুতাঃ॥ ৮০
ভবিষ্যন্তি তদা তেষাং রোগৈরিন্দ্রিয়সঙ্ক্ষয়ঃ।
আয়ুঃপ্রত্যয়সংরোধাদ্বিষয়াদুপরংস্যতে॥ ৮১
শুশ্রূষবো ভবিষ্যন্তি সাধূনাং দর্শনে রতাঃ।
সত্যঞ্চ প্রতিপৎস্যন্তি ব্যবহারোপসঙ্ক্ষয়াৎ॥৮২
ভবিষ্যন্তি চ কামানামলাভাদ্ধর্ম্মশীলিনঃ।
করিষ্যন্তি চ সংস্কারং স্বয়ঞ্চ ক্ষয়পীড়িতাঃ॥৮৩
এবং শুশ্রূষবো দানে সত্যে প্রাণ্যভিরক্ষণে।
ততঃ পাদপ্রবৃত্তে তু ধর্ম্মে শ্রেয়ো নিপৎস্যতে
তেষাং লব্ধানুমানানাং গুণেষু পরিবর্ত্ততাম্।
স্বাদু কিম্বিতি বিজ্ঞায় ধর্ম্ম এব চ দৃশ্যতে॥ ৮৫
যথা হানিক্রমং প্রাপ্তাস্তথা ঋদ্ধিক্রমং গতাঃ।
প্রগৃহীতে ততো ধর্ম্মে প্রপশ্যন্তি কৃতং যুগম্॥৮৬

বল্কল ও অজিনাদি স্বয়ং আহরণ করত পরিধান করিবে। অনেকে ম্লেচ্ছগণ সহ অরণ্যেও বাস করিবে। পৃথিবী তখন একবারে শূন্য হইবে না; পরন্তু নানা স্থান নব নব অরণ্যে পূর্ণ হইবে। নরাধিপেরা রক্ষক হইয়াই ভক্ষক হইবে। মানবগণ তখন মধু, শাক, ফল, মূল, মৃগ, মৎস্য, পক্ষী, শ্বাপদ, সর্প ও কীটাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। তাহারা গলিত পত্র ও ফলাহারী হইয়া নিজেরাই বল্কল ও অজিন আহরণ করিয়া পরিধানপূর্ব্বক মুনিজনের ন্যায় বাস করিতে থাকিবে। ৬৫—৭৫। বিবিধ বীজ হইতে নিজেরাই তৈলাদি স্নেহ পদার্থ উৎপাদন করিয়া ব্যবহার করিবে; বন বিচরণ হেতু নিয়ত শঙ্কু-কাষ্ঠাদি দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইবে; ছাগ, মেষ, খর, উষ্ট্র ইত্যাদি পশু পালন করিবে। জল আহরণ জন্য তীরে থাকিয়া নদীসকলের স্রোত অবরোধ করিতে হইবে; পরস্পর পক্কান্নের বিনিময় ও ক্রয়বিক্রয় করিবে। তদানীন্তন কুলশীল-বর্জ্জিত মানবগণ কেহ কেহ রোমরাজির ন্যায় বহু সন্ততিসম্পন্ন, আবার কেহ কেহ বা সন্তানহীন হইবে। সকলেই অধর্ম্মজীবী, ধর্ম্মহীন ও কদাচারসম্পন্ন হইয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিবে। সকলেই দুর্ব্বল, জরাশোকাদি দ্বারা অভিভূত ও বিভবহীন হইবে। ত্রিংশৎ বর্ষের অধিক কাহারও আয়ু থাকিবে না। রোগদ্বারা সকলেরই ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইবে; মৃত্যুকাল নিকট-বর্ত্তী বুঝিলেই বিষয়কামনা পরিহার করিবে এবং সাধুগণের দর্শনে ও সেবাশুশ্রূষায় রত হইবে; মিথ্যা ব্যবহারেও জীবিকানির্ব্বাহ হয় না দেখিয়া সত্যাবলম্বন করিবে। সদাচারেও কামনা পূর্ণ হয় না দেখিয়া ধার্ম্মিক হইবে। নিজেরা পাপদ্বারা নিতান্ত উৎ-পীড়িত হওয়ায় পুত্রাদির সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রমে যখন অনেকেই দান, দয়া ও সত্যপরায়ণ হইবে, জানিবে—তখনই ধর্ম্মের একপাদ প্রবৃত্ত হইবে। ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি হইলেই তাহাদের মঙ্গল ঘটিবে। তখন তাহারা বিবিধ কার্য্যের গুণাগুণ বিচার দ্বারা অনুমানে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিবে; সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া যেরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ক্রমে ধর্ম্মা-

সাধুবৃত্তিঃ কৃতযুগে কষায়ে হানিরুচ্যতে।
এক এব তু কালোঽয়ং হীনবর্ণো যথা শশী ॥৮৭
ছন্নশ্চ তমসা সোমো যথা কলিযুগং তথা।
মুক্তশ্চ তমসা সোম এবং কৃতযুগঞ্চ তৎ ॥ ৮৮
অর্থবাদঃ পরং ব্রহ্ম বেদার্থ ইতি তং বিদুঃ।
অবিবিক্তমবিজ্ঞাতং দায়াদ্যমিহ ধার্য্যতে ॥ ৮৯
ইষ্টবাদস্তপো নাম তপো হি স্থবিরীকৃতঃ।
গুণৈঃ কর্ম্মাভিনির্বৃত্তির্গুণাঃ শুধ্যন্তি কর্ম্মণা ॥ ৯০
আশীস্তু পুরুষং দৃষ্ট্বা দেশকালানুবর্ত্তিনী।
যুগে যুগে যথাকালমৃষিভিঃ সমুদাহৃতা ॥ ৯১
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দেবানাঞ্চ প্রতিক্রিয়া।
আশিষশ্চ শিবাঃ পুণ্যাস্তথৈবায়ুর্যুগে যুগে ॥৯২

তথা যুগানাং পরিবর্ত্তনানি
চিরপ্রবৃত্তানি বিধিস্বভাবাৎ।
ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ ॥ ৯৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ভবিষ্যকথনমেকত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রিবিধঃ প্রতিসঞ্চরঃ।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকোমতঃ ॥
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তেষাং কল্পান্তে প্রতিসঞ্চরঃ।
আত্যন্তিকো বৈমোক্ষশ্চ প্রাকৃতো দ্বিপরার্দ্ধিকঃ

মুনয় উচুঃ।

পরার্দ্ধসংখ্যাং ভগবংস্ত্বমাচক্ষ যথোদিতাম্।
দ্বিগুণীকৃতযজ্জ্ঞেয়ঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ৩

ব্যাস উবাচ।

স্থানাৎস্থানং দশগুণমেকৈকং গণ্যতে দ্বিজাঃ।
ততোঽষ্টাদশমে ভাগে পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥ ৪
পরার্দ্ধং দ্বিগুণং যত্তু প্রাকৃতঃ স লয়ো দ্বিজাঃ।
তদাব্যক্তেঽখিলং ব্যক্তং সহেতৌ লয়মেতি বৈ

সুস্থানে তেমনি উন্নতি লাভ করিবে। ইহাই সত্যযুগ বা কৃতযুগ নামে কথিত। সত্যযুগে সদাচার এবং কষায়কালে কদাচার ঘটিয়া থাকে। এক অখণ্ড কালই চন্দ্রের ন্যায় তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া সত্য ত্রেতাদি বিভিন্ন নামে কথিত হয়। তমোগুণে আচ্ছন্ন কালই কলিযুগ এবং তমোগুণমুক্ত কালই সত্যযুগ বলিয়া জ্ঞাতব্য। বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের এ সকল অর্থবাদমাত্র; বস্তুতঃ কালের তত্ত্ব অবিজ্ঞাত এবং অবিজ্ঞেয়। তপস্যাকে ইষ্টবাদ বলা যায়, সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা তপস্যা স্থিরীকৃত হয় ঐ সকল গুণদ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটে কর্ম্মদ্বারা গুণের শোধন হয়। ঋষিগণ যুগে যুগে দেশকালানুসারে পুরুষগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, সেই মঙ্গলদায়ক পুণ্য আশীর্ব্বাদের ফলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও দেবগণের অনুগ্রহ লাভ হয়। বিধাতার স্বভাববশে এই যুগপরিবর্ত্তন চিরকালই প্রবৃত্ত রহিয়াছে জীব-লোক ক্ষণকালও স্থির থাকে না। ক্ষয় এবং উদয়নিমিত্ত নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৭৬—৯৩।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—সর্ব্বভূতেরই নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক—এই তিন প্রকার লয় হয়। ব্রাহ্ম কল্পান্তে যে লয় হয়, তাহা নৈমিত্তিক, দ্বিপরার্দ্ধ বৎসরান্তে যে লয় হয়, তাহা প্রাকৃত; এবং মোক্ষকে আত্যন্তিক লয় বলা যায়। মুনিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে দ্বিগুণীকৃত পরার্দ্ধপরিমিত কালে প্রাকৃত লয়ের কথা কহিলেন, সেই পরার্দ্ধ সংখ্যাটী যথাযথ ব্যক্ত করিয়া বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! প্রথম সংখ্যা হইতে পর পর সংখ্যাকে দশগুণিত করিয়া গণনা করিলে অষ্টাদশপূরক সংখ্যা পরার্দ্ধ বলিয়া উক্ত হয়। পরার্দ্ধ সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলেই প্রাকৃত লয়-কাল জানিবেন। তখন অখিলকারণ

নিমেষো মানুষো যোঽয়ং মাত্রামাত্রপ্রমাণতঃ।
তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎকাষ্ঠাস্তথা কলা
নাড়িকা তু প্রমাণেন কলাশ্চ দশ পঞ্চ চ।
উন্মানেনাম্ভসঃ সা তু পলান্যর্দ্ধত্রয়োদশ ॥ ৭
হেমমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রা চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ।
মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৮
নাড়িকাভ্যামথ দ্বাভ্যাং মুহূর্ত্তো দ্বিজসত্তমাঃ।
অহোরাত্রং মুহূর্ত্তাস্তু ত্রিংশন্মাসো দিনৈস্তথা ॥৯
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষমহোরাত্রন্তু তদ্দিবি।
ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বর্ষং ষষ্ট্যা চৈবাসুরদ্বিষাম্ ॥১০
তৈস্তু দ্বাদশসাহস্রৈশ্চতুর্যুগমুদাহৃতম্।
চতুর্যুগসহস্রন্তু কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ১১
স কল্পস্তত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ দ্বিজোত্তমাঃ।
তদন্তে চৈব ভো বিপ্রা ব্রহ্মনৈমিত্তিকো লয়ঃ ॥
তস্য স্বরূপমত্যুগ্রং দ্বিজেন্দ্রা গদতো মম।
শৃণুধ্বং প্রাকৃতং ভূয়স্ততো বক্ষ্যাম্যহং লয়ম্ ॥
চতুর্যুগসহস্রান্তে ক্ষীণপ্রায়ে মহীতলে।
অনাবৃষ্টিরতীবোগ্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ১৪
ততো যান্যল্পসারাণি তানি সত্ত্বান্যনেকশঃ।
ক্ষয়ং যান্তি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পার্থিবান্যতিপীড়নাৎ ॥
ততঃ স ভগবান্ কৃষ্ণো রুদ্ররূপী তথাব্যয়ঃ।
ক্ষয়ায় যততে কর্ত্তুমাত্মস্থাঃ সকলাঃ প্রজাঃ ॥১৬
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্ভানোঃ সপ্তসু রশ্মিষু।
স্থিতঃ পিবত্যশেষাণি জলানি মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৭
পীত্বাম্ভাংসি সমস্তানি প্রাণিভূতগতানি বৈ।
শোষং নয়তি ভো বিপ্রাঃ সমস্তং পৃথিবীতলম্
সমুদ্রান্ সরিতঃ শৈলান্ শৈলপ্রস্রবণানি চ।
পাতালেষু চ যত্তোয়ং তৎসর্ব্বং নয়তি ক্ষয়ম্ ॥
ততস্তস্যাপ্যভাবেন তোয়াহারোপবৃংহিতাঃ।
সহস্ররশ্ময়ঃ সপ্ত জায়ন্তে তত্র ভাস্করাঃ ॥ ২০
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তে দীপ্তাস্ততঃ সপ্ত দিবাকরাঃ।
দহন্ত্যশেষং ত্রৈলোক্যং সপাতালতলং দ্বিজাঃ
দহ্যমানন্তু তৈর্দীপ্তৈস্ত্রৈলোক্যং দীপ্তভাস্করৈঃ।
সাদ্রিনগার্ণবাভোগং নিঃস্নেহমভিজায়তে ॥২২
ততো নির্দ্দগ্ধবৃক্ষাম্বু ত্রৈলোক্যমখিলং দ্বিজাঃ।

অব্যক্ত ব্রহ্মেই সমগ্র জগতের লয় হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের এক নিমেষকে মাত্রা বলা যায়। পঞ্চদশ মাত্রায় এক কাষ্ঠা ও ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয়। পঞ্চদশ কলায় এক নাড়িকা ;—জলপ্রমাণে উহাই সার্দ্ধ ত্রয়োদশ পল। চতুরঙ্গুল হেমমাষ দ্বারা চারিটী ছিদ্র করিলে মাগধ প্রমাণে এক নাড়িকা মধ্যে একপ্রস্থ জল ক্ষরিত হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ। উহাই দেবপরিমাণের এক অহোরাত্র। তিনশত ষষ্টি বৎসরে দেবতাগণের এক বৎসর হয়। দ্বাদশ সহস্র বর্ষে চারি যুগ হইয়া থাকে. চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয়। তাহারই নাম কল্প। উহাতে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! উহার অন্তে ব্রহ্মার নৈমিত্তিক লয় হয়। তাহার স্বরূপ অতি উগ্র। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। তৎপরে প্রাকৃত লয়ের বিবরণ কহিব। ১—১৩। চারি সহস্র যুগান্তে মহীতল ক্ষীণপ্রায় হইলে শতবর্ষব্যাপী অতি ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহাতে অতি ক্লেশে অল্প সময়ে প্রাণিগণ বিনষ্ট হয়। তখন রুদ্ররূপী ভগবান্ অব্যয় কৃষ্ণ সকল জীব আত্মসাৎ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। ভগবান্ বিষ্ণু সূর্য্যের সপ্তরশ্মিতে আবিষ্ট হইয়া জগতের সেই সমগ্র জল পান করিতে থাকেন। তিনি তখন প্রাণী ও অন্যান্য সর্ব্বভূতগত জল, সমগ্র পৃথিবীতল, সমুদ্র, সরিৎ, পর্ব্বত, প্রস্রবণ এবং পাতালতলস্থ জলরাশি—সমস্ত শোষিত করিয়া লয়েন। তখন জলাহারে পুষ্ট হইয়া বহুসহস্র রশ্মিশালী সপ্ত সূর্য্যের উদয় হয়। হে দ্বিজগণ! সেই সপ্ত দিবাকর অধঃ ঊর্দ্ধ সর্ব্বদিকে প্রদীপ্ত হইয়া রসাতল সহ সমগ্র ত্রৈলোক্যের দাহ করেন। তাহাতে পর্ব্বত সমুদ্রাদি সহ ত্রৈলোক্য শুষ্ক হইয়া থাকে। কাজেই

ভবত্যেষা চ বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠোপমাকৃতিঃ ॥ ২৩
ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽসৌ ভূতসর্গহরো হরঃ।
শেষাহিশ্বাসসন্তাপাৎ পাতালানি দহত্যধঃ ॥ ২৪
পাতালানি সমস্তানি স দগ্ধা জ্বলনো মহান্।
ভূমিমভ্যেত্য সকলং দগ্ধা তু বসুধাতলম্ ॥ ২৫
ভুবো লোকং ততঃ সর্ব্বং স্বর্গলোকঞ্চ দারুণঃ।
জ্বালামালামহাবর্ত্তস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ২৬
অম্বরীষমিবাভাতি ত্রৈলোক্যমখিলং তদা।
জ্বালাবর্ত্তপরীবারমুপক্ষীণবলাস্ততঃ ॥ ২৭
ততস্তাপপরীতাস্ত লোকদ্বয়নিবাসিনঃ।
কৃতাবকাশা গচ্ছন্তি মহর্লোকং দ্বিজাস্তদা ॥ ২৮
তস্মাদপি মহাতাপতপ্তা লোকাস্ততঃ পরম্।
গচ্ছন্তি জনলোকং তে দশাবৃত্ত্যা পরৈষিণঃ ॥
ততো দগ্ধা জগৎ সর্ব্বং রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মুখনিশ্বাসজান্মেঘান্ করোতি মুনিসত্তমাঃ ॥৩০
ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তড়িত্বন্তো নিনাদিনঃ।
উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোম্নি ঘোরাঃ সংবর্ত্তকা ঘনাঃ ॥
কেচিদঞ্জনসঙ্কাশাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ।
ধূম্রবর্ণা ঘনাঃ কেচিৎ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ
কেচিদ্ধরিদ্রাবর্ণাভা লাক্ষারসনিভাস্তথা।
কেচিদ্বৈদূর্য্যসঙ্কাশা ইন্দ্রনীলনিভাস্তথা ॥ ৩৩
শঙ্খকুন্দনিভাশ্চান্যে জাতীকুন্দনিভাস্তথা।
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিন্মনঃশিলানিভাস্তথা ॥ ৩৪
পদ্মপত্রনিভাঃ কেচিত্তিষ্ঠন্তি ঘনাঘনাঃ।
কেচিৎ পুরবরাকারাঃ কেচিৎ পর্ব্বতসন্নিভাঃ।
কূটাগারনিভাশ্চান্যে কেচিৎ স্থলনিভা ঘনাঃ।
মহাকায়া মহারাবা পূরয়ন্তি নভস্তলম্ ॥ ৩৬
বর্ষন্তস্তে মহাসারাস্তমগ্নিমতিভৈরবম্।
শময়ন্ত্যখিলং বিপ্রাস্ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তৃতম্ ॥৩৭
নষ্টে চাগ্নৌ শতং তেঽপি বর্ষাণামধিকং ঘনাঃ
প্লাবয়ন্তো জগৎসর্ব্বং বর্ষন্তি মুনিসত্তমাঃ ॥৩৮
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্লাবয়িত্বাখিলাং ভুবম্।
ভুবো লোকং তথৈবার্দ্ধং প্লাবয়ন্তি দিবং দ্বিজাঃ

বৃক্ষ-জলাদিশূন্য ভূমণ্ডল তখন কূর্ম্মপৃষ্ঠসদৃশ প্রতিভাত হয়। পরে সর্ব্ব-সংহারকারী কালাগ্নি রুদ্র শেষনাগের নিশ্বাসসন্তাপে প্রতপ্ত পাতালতল দাহ করিতে থাকেন। ক্রমে পাতাল দগ্ধ করিয়া সেই মহান্ অগ্নি ভূমণ্ডলও দগ্ধ কবিতে থাকেন। ভূলোক দগ্ধ হইলে ভুবর্লোক, ও তারপর স্বর্গলোকও দাহ করিয়া সেই অগ্নি অতি ভয়ানকরূপে জ্বলিতে থাকেন। সেই সময়ে ত্রৈলোক্যমণ্ডল ভর্জ্জনপাত্রবৎ লক্ষিত হয়। ভূলোক ও স্বর্গলোকবাসী তেজস্বী মুনি-ঋষিরা সেই ঘোর জ্বালাবর্ত্তপ্রভাবে নষ্টপরিজন ও ক্ষীণবল হইয়া ঐ দুইলোক ছাড়িয়া মহর্লোকে প্রস্থান করেন। হে দ্বিজগণ! তাঁহারা সেখানেও অতিতাপে তপ্ত হইয়া জনলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনি-সত্তমগণ! রুদ্ররূপী জনার্দ্দন এইরূপে সমগ্র জগৎ দগ্ধ করিয়া মুখনিঃশ্বাস হইতে মেঘের সৃষ্টি করেন। তখন সেই গজযূথসম মেঘ-সকল বিদ্যুৎপ্রকাশ সহকারে ঘোর নিনাদ করত নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। উহারাই সম্বর্ত্তক মেঘ। ১৪—৩১। উহারা কেহ কেহ অঞ্জনসন্নিভ,কেহ কেহ কুমুদসম, কেহ ধূম্র বর্ণ, কেহ পীত, কেহ হরিদ্রাবর্ণ, কেহ লাক্ষারস সদৃশ, কেহ বৈদূর্য্যসঙ্কাশ, কেহ ইন্দ্রনীলতুল্য, কেহ শঙ্খবর্ণ, কেহ কুন্দসমান, কেহ জাতীকুসুমসমবর্ণ, কেহ ইন্দ্রগোপবর্ণ, কেহ মনঃশিলা-সদৃশ, এবং কেহ কেহ পদ্মপত্রনিভ। উহারা কেহ মহানগরাকার, কেহ পর্ব্বতসদৃশ, কেহ কূটাগার সমান, কেহ প্রান্তরবৎ মহাকায়। উহারা গভীর গর্জ্জনসহ স্থূলধারায় বর্ষণ করত নভস্তল পরিপূরিত করিয়া সেই ত্রৈলোক্যবিস্তারী সুদারুণ অনল নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলে হে মুনিসত্তমগণ! অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেও তাহারা শতাধিক বৎসর অক্ষপ্রমাণ স্থূল-ধারায় বর্ষণ করিতে থাকে। তাহাতে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকাদি অখিল জগৎ প্লাবিত হইয়া যায়। তখন

অন্ধকারীকৃতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
বর্ষন্তি তে মহামেঘা বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥৪০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সংহারলক্ষণকথনং দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সপ্তর্ষিস্থানমাক্রম্য স্থিতেঽম্ভসি দ্বিজোত্তমাঃ।
একার্ণবং ভবত্যেতত্ত্রৈলোক্যমখিলং ততঃ ॥ ১
অথ নিশ্বাসজো বিষ্ণোর্বায়ুস্তান্জলদাংস্ততঃ।
নাশং নয়তি ভো বিপ্রা বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥২
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অনাদিরাদির্বিশ্বস্য পীত্বা বায়ুমশেষতঃ ॥ ৩
একার্ণবে ততস্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ ॥ ৪

স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বিনষ্ট ও সমস্ত গাঢ় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায়ও সেই মেঘগণের বৃষ্টির বিরাম হয় না; তাহারা শতাধিক বর্ষ বৃষ্টি করিয়া পরে ক্ষান্ত হয়। ৩২—৪০।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! জলরাশি যখন সপ্তর্ষি স্থান আক্রমণ করিয়া অবস্থিত হইল, তখন এই নিখিল ত্রৈলোক্য একার্ণবীকৃত হইয়া গেল। অনন্তর—বিষ্ণুর নিশ্বাসজাত বায়ু সেই জলদাবলীকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। হে বিপ্রগণ! যিনি সর্ব্বভূতময়, ভূতভাবন, অনাদি, বিশ্বের আদি ও অচিন্ত্য পুরুষ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু তৎকালে সমগ্র বায়ু পান করিয়া, সেই একার্ণবসলিলে শেষশয্যায় অবস্থিত হই-

জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।
ব্রহ্মলোকগতৈশ্চৈব চিন্ত্যমানো মুমুক্ষুভিঃ ॥৫
আত্মমায়াময়ীং দিব্যাং যোগনিদ্রাং সমাস্থিতঃ
আত্মানং বাসুদেবাখ্যং চিন্তয়ন্ পরমেশ্বরঃ ॥৬
এষ নৈমিত্তিকো নাম বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রতিসঞ্চরঃ।
নিমিত্তং তত্র যচ্ছেতে ব্রহ্মরূপধরো হরিঃ ॥ ৭
যদা জাগর্ত্তি সর্ব্বাত্মা স তদা চেষ্টতে জগৎ।
নিমীলত্যেতদখিলং মায়াশয্যাশয়েঽচ্যুতে ॥৮
পদ্মযোনের্দিনং যত্তু চতুর্যুগসহস্রবৎ।
একার্ণবকৃতে লোকে তাবতী রাত্রিরুচ্যতে ॥৯
ততঃ প্রবুদ্ধো রাত্র্যন্তে পুনঃ সৃষ্টিং করোত্যজঃ
ব্রহ্মস্বরূপধৃগ্বিষ্ণুর্যথা বঃ কথিতং পুরা ॥ ১০
ইত্যেষ কল্পসংহারো হ্যন্তরপ্রলয়ো দ্বিজাঃ।

বান্ হরি, সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন জনলোকবাসী সিদ্ধগণ, এবং ব্রহ্মলোকবাসী সনকাদি মহর্ষিগণ, তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মুমুক্ষুগণ তাঁহার ধ্যানধারণায় নিরত হইলেন। এই সময়ে পরমেশ্বর হরি, স্বীয় আত্মাকে বাসুদেবরূপে চিন্তা করিতে করিতে আত্মমায়াময়ী দিব্য যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলেন। হে বিপ্রবরগণ! ইহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মরূপধারী হরির যে, শেষশয্যায় শয়ন, তাহাই ইহার নিমিত্ত। সেই সর্ব্বাত্মা যখন জাগ্রত থাকেন, তখন এই বিশ্ব বিচেষ্টিত হয়; আর যখন তিনি মায়াশয্যায় শয়ন করেন, তখন এই নিখিল বিশ্ব নিমীলিত হয়। ব্রহ্মার দিনপরিমাণ—চতুর্যুগ সহস্র; তদীয় রাত্রিপরিমাণও তদনুরূপ। জগৎ যখন একার্ণবীকৃত হয়, তখন ব্রহ্মার ঐরূপ পরিমাণের একটী রাত্রির অবসানেই তিনি পুনরায় প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি বিস্তার করিতে থাকেন। হে বিপ্রগণ! ভগবান্ বিষ্ণুই যে, তখন ব্রহ্মস্বরূপ ধারণ করেন, এ কথা আপনাদিগকে পূর্ব্বেই বলা হই-

নৈমিত্তিকো বঃ কথিতঃ শৃণুধ্বং প্রাকৃতং পরম্‌
অবৃষ্ট্যগ্ন্যাদিভিঃ সম্যক্‌কৃতে শয্যালয়ে দ্বিজাঃ
সমস্তেষ্বেব লোকেষু পাতালেষখিলেষু চ ১২
মহদাদের্বিকারস্য বিশেষান্তত্র সঙ্ক্ষয়ে।
কৃষ্ণেচ্ছাকারিতে তস্মিন্‌ প্রবৃত্তে প্রতিসঞ্চরে॥
আপো গ্রসন্তি বৈ পূর্ব্বং ভূমের্গন্ধাদিকং গুণম্‌
আত্তগন্ধা ততো ভূমিঃ প্রলয়ায় প্রকল্পতে॥ ১৪
প্রনষ্টে গন্ধতন্মাত্রে ভবত্যুর্ব্বী জলাত্মিকা।
আপস্তদা প্রবৃত্তাস্তু বেগবত্যো মহাস্বনাঃ॥ ১৫
সর্ব্বমাপূরয়ন্তীদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ।
সলিলেনৈবোর্ম্মিমতা লোকালোকঃ সমন্ততঃ॥
অপামপি গুণো যস্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু সঃ।
নশ্যন্ত্যাপঃ সুতপ্তাশ্চ রসতন্মাত্রসঙ্ক্ষয়াৎ॥১৭
ততশ্চাপোহমৃতরসা জ্যোতিষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ
অগ্ন্যবস্থে তু সলিলে তেজসা সর্ব্বতো বৃতে॥
স চাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্য আদত্তে তজ্জলং তদা
সর্ব্বমাপূর্য্যতে চার্চিভিস্তদা জগদিদং শনৈঃ॥১৯
অর্চ্চিভিঃ সন্ততে তস্মিংস্তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
জ্যোতিষোহপি পরং রূপং বায়ুরত্তি প্রভাকরম্‌
প্রলীনে চ ততস্তস্মিন্‌ বায়ুভূতেহখিলাত্মকে।
প্রনষ্টে রূপতন্মাত্রে কৃতরূপো বিভাবসুঃ॥ ২১
প্রশাম্যতি তদা জ্যোতির্বায়ুর্দোধূয়তে মহান্‌।
নিরালোকে তদা লোকে বায়ুসংস্থে চ তেজসি
ততঃ প্রলয়মাসাদ্য বায়ুসম্ভবমাত্মনঃ।
ঊর্দ্ধঞ্চ বায়ুস্তির্য্যক্‌ চ দোধবীতি দিশো দশ॥
বায়োস্তুপি গুণং স্পর্শমাকাশং গ্রসতে ততঃ।
প্রশম্যতি তদা বায়ুঃ খন্তু তিষ্ঠত্যনাবৃতম্‌॥২৪
অরূপমরসগন্ধস্পর্শমগন্ধবদমূর্ত্তিমৎ।
সর্ব্বমাপূরয়চ্চৈব সুমহত্তৎ প্রকাশতে॥ ২৫
পরিমণ্ডলতস্তত্তু আকাশং শব্দলক্ষণম্‌।

নৈমিত্তিক কল্পসংহার কহিলাম। অতঃপর প্রাকৃত প্রলয়বার্ত্তা শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! এই প্রলয়ে বৃষ্টি ব্যতীত সমস্ত সাগর, সমস্ত লোক ও সমস্ত পাতালতল, প্রবল অনলাদি দ্বারা সম্যক্‌ সমাবৃত হয়; মহদাদি বিকার সকলের সবিশেষ সংক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপে কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে প্রাকৃত প্রলয় প্রবৃত্ত হয়। তখন প্রথমেই জলরাশি ভূমির গন্ধ গুণ গ্রাস করে। ভূমি গন্ধহীন হইয়া প্রলয়োন্মুখ হয়। গন্ধতন্মাত্র নষ্ট হইলে পৃথিবী জলময় হইয়া উঠে। তখন বেগবান্‌ জলরাশি গভীর নির্ঘোষে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয় এবং এই সমস্ত হঠাৎ প্লাবিত করিয়া কখন স্তম্ভিত হইয়া অবস্থিত এবং কখন বা বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। তৎকালে লোকালোক-পর্ব্বত তরঙ্গায়িত জলরাশি দ্বারা সম্যক্‌ সমাহত হইয়া উঠে। এই সময়ে তেজ জলের গুণ পান করে; তাহাতে রসতন্মাত্রের ক্ষয়নিবন্ধন জলরাশি সুতপ্ত হইয়া ক্ষীণ হইতে থাকে। অনন্তর অমৃতময় জলরাশি শীঘ্রই তেজোরূপে পরিণত হয়। জল অনলাবস্থায় উপনীত হইলে তেজোদ্বারা সমস্ত বিশ্ব সমাবৃত হয়। অগ্নি সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া তৎকালে নিঃশেষরূপে জলরাশি গ্রাস করে। এই নিখিল জগৎ প্রচণ্ড বহ্নিশিখায় সমাবৃত হয়। তির্য্যক্‌, ঊর্দ্ধ এবং অধঃ সর্ব্বত্রই বহ্নিশিখা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন তেজের পরম রূপ প্রভাকরকে বায়ু গ্রাস করিয়া ফেলে। ক্রমে সমস্ত তেজই তিরোহিত হইয়া যায়। সমস্তই বায়ুস্বরূপ হইয়া উঠে; রূপতন্মাত্র প্রনষ্ট হইলে মূর্ত্তিমান্‌ বিভাবসু প্রশমিত হইয়া যায়। তৎকালে একমাত্র প্রবল প্রভঞ্জনই প্রবাহিত হইতে থাকে। তেজ বায়ুপ্রবিষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ তখন নিরালোক হইয়া উঠে। প্রলয়াবতীর্ণ বায়ু কর্ত্তৃক তির্য্যক্‌, ঊর্দ্ধ ও অধঃক্রমে দশদিক্‌ আলোড়িত হইতে থাকে। অনন্তর আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করে। বায়ু প্রশমিত হইয়া গেলে, একমাত্র অনাবৃত আকাশই তখন অবস্থান করিতে থাকে।১১—২৪। রূপ, রস, স্পর্শ বা গন্ধ কিছুই থাকে না; অমূর্ত্তিমৎ সুমহৎ আকাশই কেবল সমস্ত আপূরিত

শব্দমাত্রং তথাকাশং সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥২৬
ততঃ শব্দগুণং তস্য ভূতাদিগ্র্সতে পুনঃ।
ভূতেন্দ্রিয়েষু যুগপদ্ভূতাদৌ সংস্থিতেষু বৈ ॥২৭
অভিমানাত্মকো হ্যেষ ভূতাদিস্তামসঃ স্মৃতঃ।
ভূতাদিং গ্রসতে চাপি মহাবুদ্ধির্বিচক্ষণা ॥ ২৮
উর্ব্বী মহাংশ্চ জগতঃ প্রান্তেঽন্তর্বাহ্যতস্তথা।
এবং সপ্তমহাবুদ্ধিঃ ক্রমাৎ প্রকৃতয়স্তথা ॥ ২৯
প্রত্যাহারৈস্তু তাঃ সর্ব্বাঃ প্রবিশন্তি পরস্পরম্
যেনেদমাবৃতং সর্ব্বমণ্ডমপ্সু প্রলীয়তে॥ ৩০
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তলোকং সপর্ব্বতম্।
উদকাবরণং হ্যত্র জ্যোতিষা পীয়তে তু তৎ॥
জ্যোতির্বায়ৌ লয়ং যাতি যাত্যাকাশে সমীরণঃ
আকাশঞ্চৈব ভূতাদিগ্র্সতে তং তথা মহান্॥
মহান্তমেভিঃ সহিতং প্রকৃতিগ্র্সতে দ্বিজাঃ।
গুণসাম্যমনুদ্রিক্তমন্যূনঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৩
প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্

ইত্যেষা প্রকৃতিঃ সর্ব্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ৩৪
ব্যক্তস্বরূপমব্যক্তে তস্যাং বিপ্রাঃ প্রলীয়তে।
একঃশুদ্ধোঽক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী তথা পুনঃ
সোঽপ্যংশঃ সর্ব্বভূতস্য দ্বিজেন্দ্রাঃ পরমাত্মনঃ।
নশ্যন্তি সর্ব্বা যত্রাপি নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ॥ ৩৬
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে।
স ব্রহ্ম তৎপরং ধাম পরমাত্মা পরেশ্বরঃ ॥২৭
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।
প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ৩৮
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি।
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৯
বিষ্ণুনাম্না স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্ ॥ ৪০
তাভ্যামুভাভ্যাং পুরুষৈর্যজ্ঞমূর্ত্তিঃ স ইজ্যতে।
ঋগ যজুঃসামভির্মার্গৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হ্যসৌ

করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। সর্ব্বত্র সর্ব্বদিকে একমাত্র শব্দলক্ষণ আকাশই তখন পরিমণ্ডলক্রমে অবস্থান করে। অনন্তর আকাশের গুণ শব্দ ভূতাদি কর্ত্তৃক পুনরায় গ্রস্ত হয়। ভূতাদিকে আবার মহাবুদ্ধি গ্রাস করে। জগতের প্রান্তে, মধ্যে ও বহির্দিকে তখন উর্ব্বী ও মহান্ বিরাজমান হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত মহাবুদ্ধি ও সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যাহার পরম্পরায় পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। যাহাতে আবৃত হইয়া এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সাগর, সপ্ত লোক ও সপ্ত কুলাচল সহ জলমধ্যে প্রলীন হয়, সেই উদকাবরণ তখন তেজ কর্ত্তৃক পুনরায় পীত হইয়া থাকে। ক্রমে তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ভূতাদিতে এবং ভূতাদি মহতে প্রলীন হইয়া যায়। হে দ্বিজগণ! অনন্তর এই সমুদায়ের সহিত প্রকৃতি মহানকে গ্রাস করে এবং গুণসাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনুদ্রিক্ত ও অন্যূনভাবে অবস্থান করিতে থাকে। হে দ্বিজবরগণ! ঐ প্রকৃতিই প্রধান বা পরম কারণ নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ঐ প্রকৃতি সমস্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপে বিরাজমানা। হে বিপ্রগণ! তদীয় অব্যক্তরূপে সমস্ত ব্যক্তস্বরূপই প্রলীন হইয়া যায়। তিনিই পরমাত্মার একাদ্বয় নিত্য শুদ্ধ সর্ব্বব্যাপী অক্ষয় অংশস্বরূপ। নাম জাতি প্রভৃতি নিখিল কল্পনা সেই সত্তামাত্রাত্মক জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থেই বিলয় পাইয়া থাকে। তিনি ব্রহ্ম পরম ধাম, পরমাত্মা পরমেশ্বর এবং তিনিই বিষ্ণু; এই সকলই তাঁহার রূপ। তাঁহাকে পাইলে কেহই পুনরায় আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না। আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপিণী প্রকৃতির কথা কহিলাম, তিনি এবং পুরুষ উভয়েই পরমাত্মায় প্রলীন হইয়া থাকেন। ২৫—৩৯। পরমেশ্বর পরমাত্মা সকলেরই আধার। বেদ ও বেদান্তসমূহে তিনিই বিষ্ণু নামে গীত হইয়া থাকেন। লোক সকল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক দ্বিবিধ বৈদিক কর্ম্ম দ্বারাই সেই যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকে। প্রবৃত্তিপথবর্ত্তী পুরুষগণ ঋক্ যজু ও সামমন্ত্র দ্বারা সেই যজ্ঞমূর্ত্তি পুরুষোত্তমের

যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ।
জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমূর্ত্তিঃ স ইজ্যতে॥
নিবৃত্তৈর্যোগমার্গৈশ্চ বিষ্ণুর্মুক্তিফলপ্রদঃ।
হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতৈর্যত্ত্ব কিঞ্চিদ্বস্ত্বভিধীয়তে॥ ৪৩
যচ্চ বাচামবিষয়স্তৎসর্ব্বং বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
ব্যক্তঃ স এবমব্যক্তঃ স এব পুরুষোঽব্যয়ঃ॥
পরমাত্মা চ বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ।
ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সা বিলীয়তে
পুরুষশ্চাপি ভো বিপ্রা যস্তদব্যাকৃতাত্মনি।
দ্বিপরার্দ্ধাত্মকঃ কালঃ কথিতো যো ময়া দ্বিজাঃ
তদহস্তস্য বিপ্রেন্দ্রা বিষ্ণোরীশস্য কথ্যতে।
ব্যক্তে তু প্রকৃতৌ লীনে প্রকৃত্যাং পুরুষে তথা
তত্রাস্থিতে নিশা তস্য তৎপ্রমাণা তপোধনাঃ।
নৈবাহস্তস্য চ নিশা নিত্যস্য পরমাত্মনঃ॥ ৪৮
উপচারাত্তথাপ্যেতত্তস্যেশস্য তু কথ্যতে।
ইত্যেষ মুনিশার্দ্দূলাঃ কথিতঃ প্রাকৃতো লয়ঃ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে প্রাকৃতলয়নিরূপণং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৩৩॥

আরাধনা করেন। নিবৃত্তিপথবর্ত্তী যোগিগণ মুক্তিফলদাতা জ্ঞানমূর্ত্তি বিষ্ণুকে জ্ঞানযোগ দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতক্রমে যে কিছু বস্তু অভিহিত এবং যাহা বাক্যের অবিষয়ীভূত, তৎসমস্তই সেই অব্যয় বিষ্ণুস্বরূপ। তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত পুরুষ এবং তিনিই পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বরূপধারী হরি। তাঁহাতেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ প্রকৃতি প্রলীন হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! অব্যাকৃত পরমাত্মায় পুরুষও প্রলীন হইয়া যায়। আমি যে দ্বিপরার্দ্ধাত্মক কালপরিমাণ কীর্ত্তন করিয়াছি, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ভগবান বিষ্ণুর তাহাই একদিন বলিয়া কথিত। প্রকৃতিতে ব্যক্ত এবং পুরুষে প্রকৃতি প্রলীন হইয়া তদুভয় পরমাত্মা বিষ্ণুতে অবস্থিত হইলে তদীয় দিনপরিমাণে এক রাত্রি উপস্থিত হয়। পরন্তু পরমাত্মা নিত্যবস্তু; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রাত্রি দিন নাই। তাঁহার রাত্রি দিন কেবল ঔপচারিক মাত্র; হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি প্রাকৃত প্রলয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ৪০—৪৯।

ত্রয়স্ত্রিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়।

ব্যাস উবাচ।

আধ্যাত্মিকাদি ভো বিপ্রা জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্
আধ্যাত্মিকোঽপি দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা
শারীরো বহুভির্ভেদৈর্ভিদ্যতে শ্রূয়তাঞ্চ সঃ॥২
শিরোরোগপ্রতিশ্যায়জ্বরশূলভগন্দরৈঃ।
গুল্মার্শঃশ্বয়থুশ্বাসচ্ছর্দ্দ্যাদিভিরনেকধা॥ ৩
তথাক্ষিরোগাতিসারকুষ্ঠাঙ্গাময়সংজ্ঞকৈঃ।
ভিদ্যতে দেহজস্তাপো মানসং শ্রোতুমর্হথ॥ ৪
কামক্রোধভয়দ্বেষলোভমোহবিষাদজঃ।
শোকাসূয়াবমানের্ষ্যামাৎসর্য্যাভিভবস্তথা॥ ৫
মানসোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তাপো ভবতি নৈকধা।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! বুধ ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিষয় বিদিত হইয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলে আত্যন্তিক লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শারীর ও মানস ভেদে আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ; তন্মধ্যে শারীর বহুভেদে বিভক্ত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শিরোরোগ, প্রতিশ্যায় জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুল্ম, অর্শ, শ্বয়থু, শ্বাস, ছর্দ্দি, অক্ষিরোগ, অতিসার ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগভেদে শারীর তাপ বহুধা বিভিন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে মানস তাপের বিষয় শ্রবণ করুন। কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য ও অভিভব প্রভৃতি দ্বারা মানস তাপ

ইত্যেবমাদিভির্ভেদৈস্তাপো হ্যাধ্যাত্মিকঃ স্মৃতঃ
মৃগপক্ষিমনুষ্যাদ্যৈঃ পিশাচোরগরাক্ষসৈঃ।
সরীসৃপাদ্যৈশ্চ নৃণাং জন্যতে চাধিভৌতিকঃ॥
শীতোষ্ণবাতবর্ষাম্বুবৈদ্যুতাদিসমুদ্ভবঃ।
তাপো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠাঃ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ॥৮
গর্ভজন্মজরাজ্ঞানমৃত্যুনারকজং তথা।
দুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভিদ্যতে মুনিসত্তমাঃ॥৯
সুকুমারতনুর্গর্ভে জন্তুর্বহুমলাবৃতে।
উল্বসংবেষ্টিতো ভগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্থিসংহতিঃ॥ ১০
অত্যম্লকটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণৈর্মাতৃভোজনৈঃ।
অতিতাপিভিরত্যর্থং বাধ্যমানোঽতিবেদনঃ॥
প্রসারণাকুঞ্চনাদৌ নাঙ্গানাং প্রভুরাত্মনঃ।
শকৃন্মূত্রমহাপঙ্কশায়ী সর্ব্বত্র পীড়িতঃ॥ ১২
নিরুচ্ছ্বাসঃ সচৈতন্যঃ স্মরন্ জন্মশতান্যথ।
আস্তে গর্ভেঽতিদুঃখেন নিজকর্ম্মনিবন্ধনঃ॥১৩
জায়মানঃ পুরীষাসৃঙ্মূত্রশুক্রাবিলাননঃ।
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড্যমানাস্থিবন্ধনঃ॥১৪
অধোমুখস্তৈঃ ক্রিয়তে প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
ক্লেশৈর্নিষ্ক্রান্তিমাপ্নোতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ॥
মূর্চ্ছামবাপ্য মহতীং সংস্পৃষ্টো বাহ্যবায়ুনা।
বিজ্ঞানভ্রংশমাপ্নোতি জাতস্তু মুনিসত্তমাঃ॥ ১৬
কণ্টকৈরিব তুন্নাঙ্গঃ ক্রকচৈরিব দারিতঃ।
পূতিব্রণান্নিপতিতো ধরণ্যাং কৃমিকো যথা॥১৭
কণ্ডূয়নেঽপি চাশক্তঃ পরিবর্ত্তেঽপ্যনীশ্বরঃ।
স্তনপানাদিকাহারমবাপ্নোতি পরেচ্ছয়া॥ ১৮

অনেকধা বিভক্ত। এইরূপে এক আধ্যাত্মিক তাপই বহু ভিন্নরূপে নিরূপিত। মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও সরীসৃপাদি হইতে নরগণের যে তাপ জন্মে, তাহার নাম আধিভৌতিক। শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষাজল ও বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতি হইতে যে তাপ সমুদ্ভূত হয়, হে দ্বিজগণ! তাহা আধিদৈবিক নামে কথিত। হে মুনীন্দ্রগণ! গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু ও নরকভোগাদি-জনিত বহু দুঃখ আছে, ঐ সকল দুঃখ সহস্র সহস্র ভেদে বিভক্ত। সুকুমারাকৃতি জীব যখন বহু মল-পূর্ণ গর্ভমধ্যে বাস করিয়া উল্ব দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তখন তাহার পৃষ্ঠ, গ্রীবা এবং অস্থি প্রভৃতি ভগ্নাবস্থায় থাকে। জীব তখন অতি যাতনা ভোগ করে। গর্ভধারিণী যে কিছু অত্যম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণাক্ত বস্তু ভোজন করেন, সেই সকলের তীব্র রস জঠরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ জীবের অত্যধিক প্রদাহ উৎপাদন করে। জীব তাহাতে একান্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে। সে, ঐ অবস্থায় তাহার আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রসারণ বা আকুঞ্চনাদি কিছুই করিতে পারে না। বিষ্ঠা-মূত্রময় মহাপঙ্কে তাহাকে শয়ন করিতে হয়। ফলে, সে সর্ব্ব বিষয়েই দুঃখ অনুভব করিতে থাকে।১—১২। তখন তাহার নিশ্বাস ফেলিবার উপায় থাকে না। অথচ সে চৈতন্যসম্পন্ন হইয়া তৎকালে তাহার অতীত শত শত জন্মের ঘটনাপরম্পরা স্মরণ করিতে থাকে। স্বকীয় কর্ম্মনিবন্ধন জীব অতিদুঃখেই গর্ভবাসে বাস করে। পরে যখন ভূমিষ্ঠ হইবার উপক্রম হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত ও রেতো দ্বারা প্লাবিত হয়। প্রাজাপত্য-বাতে তদীয় অস্থিবন্ধন সকল পীড়িত হইতে থাকে। প্রবল সূতি-মারুত তাহাকে অধোমুখে চালিত করে। তখন অতিকষ্টে আতুর জীব মাতৃজঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তখন বহির্জগতের বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, তদীয় জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। হে মুনিবরগণ! জাত জীব পূতিব্রণ হইতে নিপতিত কৃমির ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে থাকে। তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কণ্টকবিদ্ধ অথবা যেন ক্রকচ-পাটিত বলিয়াই বোধ হইতে থাকে। ঐ অবস্থায় জীব গাত্রকণ্ডূয়নেও সক্ষম হয় না এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেও পারে না। তখন স্তন্যই তাহার আহার; কিন্তু সে আহারও পরের ইচ্ছায় সম্পাদিত

অশুচিপ্রস্তরে সুপ্তঃ কীটদংশাদিভিস্তথা।
ভক্ষ্যমাণোঽপি নৈবৈষাং সমর্থো বিনিবারণে॥
জন্মদুঃখান্যনেকানি জন্মনোঽনন্তরাণি চ।
বালভাবে যদাপ্নোতি আধিভূতাদিকানি চ॥২০
অজ্ঞানতমসা চ্ছন্নো মূঢ়ান্তঃকরণো নরঃ।
ন জানাতি কুতঃ কোঽহং কুত্র গন্তা কিমাত্মকঃ
কেন বন্ধনবদ্ধোঽহং কারণং কিমকারণম্।
কিং কার্য্যং কিমকার্য্যং বা কিং বাচ্যং কিং ন চোচ্যতে॥২২
কো ধর্ম্মঃ কশ্চ বাধর্ম্মঃ কস্মিনবর্ত্তেত বৈ কথম্।
কিং কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং কিংবা কিং গুণদোষবৎ॥
এবং পশুসমৈর্মূঢ়ৈরজ্ঞানপ্রভবং মহৎ।
অবাপ্যতে নরৈর্দুঃখং শিশ্নোদরপরায়ণৈঃ॥২৪
অজ্ঞানং তামসো ভাবঃ কার্য্যারম্ভপ্রবৃত্তয়ঃ।
অজ্ঞানিনাং প্রবর্ত্তন্তে কর্ম্মলোপস্ততো দ্বিজাঃ
নরকং কর্ম্মণাং লোপাৎ ফলমাহুর্মহর্ষয়ঃ।
তস্মাদজ্ঞানিনাং দুঃখমিহ চামুত্র চোত্তমম্॥২৬

জরাজর্জ্জরদেহশ্চ শিথিলাবয়বঃ পুমান্।
বিচলচ্ছীর্ণদশনো বলিস্নায়ুশিরাবৃতঃ॥২৭
দূরপ্রনষ্টনয়নো ব্যোমান্তর্গততারকঃ।
নাসাবিবরনির্যাতরোমপুঞ্জশ্চলদ্বপুঃ॥২৮
প্রকটীভূতসর্ব্বাস্থির্নতপৃষ্ঠাস্থিসংহতিঃ।
উৎসন্নজঠরাগ্নিত্বাদল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ॥২৯
কৃচ্ছ্রচঙ্ক্রমণোত্থানশয়নাসনচেষ্টিতঃ।
মন্দীভবচ্ছ্রোত্রনেত্রগলল্লালাবিলাননঃ॥৩০
অনায়ত্তৈঃ সমস্তৈশ্চ করণৈর্ম্মরণোন্মুখঃ।
তৎক্ষণেঽপ্যনুভূতানামস্মর্ত্তাখিলবস্তুনাম্॥৩১

হয়। জীব অশুচি শয্যায় শয়ন করে, কীট এবং দংশমশকাদি তাহাকে দংশন করিলেও সে তখন তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। এই সময় নর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহার অন্তঃকরণ মূঢ়তায় আক্রান্ত হয়। সে তখন অতীত ও অনাগত জন্মপরম্পরায় বাল্যভাবে যে সকল দুঃখ ভোগ হয়, তাহার কিছুই জানিতে পারে না; কেবল বর্ত্তমান ক্লেশই অনুভব করে। নর তখন জানে না যে, কে আমি? কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, কোন্ বন্ধনে আমি আবদ্ধ হইয়াছি, আমার কারণ, অকারণ, কার্য্য, অকার্য্য, এবং বাচ্য ও অবাচ্যই বা কি? ধর্ম্ম কি? অধর্ম্মই বা কি? কোথায় আমি কি ভাবে থাকিব? আমার কর্ত্তব্যই বা কি এবং তাহার গুণ ও দোষই বা কি? ফলে নর বালভাবে ইহার কিছুই জানিতে বুঝিতে পারে না। পশুপ্রায় মূঢ় নরগণ এইরূপে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শিশ্নোদরপরায়ণ হয় এবং অজ্ঞানজনিত মহা দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! তামস ভাবই অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানসম্পন্ন নরগণের সমস্ত কার্য্য তামসিকভাবেই প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তাহাদের বৈধ কর্ম্ম লোপ পাইয়া থাকে। মহর্ষিগণ বলেন,—কর্ম্মলোপেই মানবদিগকে নরকফল ভোগ করিতে হয়; সুতরাং দেখা যায়, ইহকাল এবং পরকাল উভয়ত্রই অজ্ঞানীদিগের দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। ১৯—২৬। নর যখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জরায় জর্জ্জরিত হইয়া যায়; সমস্ত অবয়ব শিথিল হইয়া পড়ে, দশনরাজি শীর্ণ হইয়া নড়িতে থাকে, দেহের নানাস্থান স্নায়ু ও শিরাজালে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে; নয়ন দূরদর্শনে অক্ষম হয়, নাসাবিবর হইতে রোমরাজি বহির্গত হয়, দেহযষ্টি সদাই কম্পিত হইতে থাকে; দেহের অস্থিপুঞ্জ অভিব্যক্ত হয়; পৃষ্ঠাস্থি নত হইয়া পড়ে; জঠরাগ্নির অল্পতায় আহারও অল্প হয়; শারীরিক চেষ্টাও অল্প হইয়া পড়ে; গমন উত্থান, শয়ন ও উপবেশন প্রভৃতি অতীব কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে; নেত্র ও শ্রোত্রশক্তি মন্দীভূত হয়; গলিত লালাপ্রবাহে মুখবিবর সদাই আবিল হইয়া থাকে। ২৭—৩০। নিজের ইন্দ্রিয়গুলি তখন আর আয়ত্ত থাকে না। তৎকালে তাহাকে মরণের

সকৃদুচ্চারিতে বাক্যে সমুদ্ভূতমহাশ্রমঃ।
শ্বাসকাসাময়ায়াসসমুদ্ভূতপ্রজাগরঃ॥ ৩২
অন্যেনোত্থাপ্যতেঽন্যেন তথা সংবেশ্যতে জরী
ভৃত্যাত্মপুত্রদারাণামপমানপরাকৃতঃ॥ ৩৩
প্রক্ষীণাখিলশৌচশ্চ বিহারাহারসংস্পৃহঃ।
হাস্যঃ পরিজনস্যাপি নির্ব্বিণ্ণাশেষবান্ধবঃ॥ ৩৪
অনুভূতমিবান্যস্মিন্ জন্মন্যাত্মবিচেষ্টিতম্।
সংস্মরন্ যৌবনে দীর্ঘং নিশ্বসিত্যতিতাপিতঃ॥
এবমাদীনি দুঃখানি জরায়ামনুভূয় চ।
মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তান্যপি॥
শ্লথগ্রীবাঙ্ঘ্রিহস্তোঽথ প্রাপ্তো বেপথুনা নরঃ।
মুহুর্গ্লানিপরশ্চাসৌ মুহুর্জ্ঞানবলান্বিতঃ॥ ৩৭
হিরণ্যধান্যতনয়ভার্য্যাভৃত্যগৃহাদিষু।
এতে কথং ভবিষ্যন্তীত্যতীবমমতাকুলঃ॥ ৩৮
মর্ম্মবিদ্ভির্ম্মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈঃ।
শরৈরিবান্তকস্যোগ্রৈশ্ছিদ্যমানাস্থিবন্ধনঃ॥ ৩৯
পরিবর্ত্তমানতারাক্ষিহস্তপাদং মুহুঃ ক্ষিপন্।
সংশুষ্যমাণতাল্বোষ্ঠকণ্ঠো ঘুরঘুরায়তে॥ ৪০
নিরুদ্ধকণ্ঠকেশোঽপি উদানশ্বাসপীড়িতঃ।
তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্তৃষা ব্যাপ্তস্তথা ক্ষুধা॥ ৪১
ক্লেশাদুৎক্রান্তিমাপ্নোতি যাম্যকিঙ্করপীড়িতঃ।
ততশ্চ যাতনাদেহং ক্লেশেন প্রতিপদ্যতে॥ ৪২
এতান্যন্যানি চোগ্রাণি দুঃখানি মরণে নৃণাম্।
শৃণুধ্বং নরকে যানি প্রাপ্যন্তে পুরুষৈর্ম্মৃতৈঃ॥

জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। সদ্য যে বিষয় অনুভব করা যায়, একটু পরেই তাহার তখন স্মরণ থাকে না। একবার মাত্র একটী কথা উচ্চারণ করিতেও তখন তাহার মহাশ্রম বোধ হয়। ঐ অবস্থায় শ্বাস ও আয়াস প্রভৃতির অনবরত প্রকোপবশতঃ প্রায় সমস্ত রাত্রিই তাহাকে জাগিয়া থাকিতে হয়। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির শয়ন ও উত্থান উভয় ব্যাপারেই সর্ব্বদা পরের সাহায্য প্রয়োজন হয়। তখন ভৃত্য, পুত্র ও কলত্রাদির নিকট পদে পদে অবমানিত হইতে হয়। তখন তাহার সমস্ত শৌচ ব্যাপার লোপ পায় এবং কেবল বিহার ও আহারেই তাহার স্পৃহা হইতে থাকে। প্রতিপদে পরিজনের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এবং সমস্ত বন্ধু-বান্ধবেরই নির্ব্বেদের পাত্র হইয়া থাকিতে হয়। তৎকালে জরাজীর্ণ নর জন্মান্তরীয় ঘটনার ন্যায় যৌবনের কার্য্যগুলি স্মরণ করত অতিতাপে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। এইরূপে নর জরাবস্থায় দুঃখরাশি অনুভব করিয়া মরণ-দশায় যে সকল দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জরাজীর্ণ নর সর্ব্বদাই কম্পিত হইতে থাকে। তাহার গ্রীবা, অঙ্ঘ্রি ও হস্ত শ্লথ হইয়া যায়। সে বারম্বার বিবিধ গ্লানি ভোগ করে। এই অবস্থায় উত্তরোত্তর তাহার বিষয়-জ্ঞান প্রবল হইতে থাকে। তখন সে আপনার হিরণ্য, ধান্য, পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও গৃহাদির প্রতি একান্ত মমতাপন্ন হইয়া ভাবনা করে যে, এ সকল কিরূপে চিরস্থির হইবে? ক্রমে দারুণ ক্রকচের ন্যায় অথবা অন্তকের মর্ম্মঘাতী উগ্র সায়কের ন্যায় কঠিন রোগের আক্রমণে তাহার অস্থিবন্ধন সকল ছিন্ন হইয়া যায়; সে মুহুর্ম্মুহু হস্ত-পদ ক্ষেপণ করিতে থাকে, তাহার চক্ষুর তারকা ঘূর্ণিত হয়; তালু, ওষ্ঠ ও কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইতে থাকে এবং কণ্ঠ হইতে ঘুরঘুর ধ্বনি উত্থিত হয়।৩১—৪০। সে তখন রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া উদানশ্বাসে পীড়িত হইতে থাকে; তাহার সর্ব্বশরীরে বিষম তাপ সঞ্চারিত হয় এবং সে সেই অবস্থাতেই ক্ষুধাকুল হইয়া উঠে। অনন্তর যমদূতগণের হস্তে নিপীড়িত হইয়া অতি ক্লেশে তদীয় প্রাণ সকল উৎক্রান্ত হয়। পরে অতি কষ্টে জীব যাতনাদেহ লাভ করে। নরগণের মরণে এই সকল এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কঠোর দুঃখ সকল অনুভূত হয়। দ্বিজগণ! মৃত পুরুষেরা নরকে গিয়া যে সকল দুঃখ ভোগ করে, এক্ষণে তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন। পাপী পুরুষ মরণ

যাম্যকিঙ্করপাশাদিগ্রহণং দণ্ডতাড়নম্।
যমস্য দর্শনং চোগ্রমুগ্রমার্গবিলোকনম্॥ ৪
করম্ভবালুকাবহ্নিযন্ত্রশস্ত্রাদিভীষণে।
প্রত্যেকং যাতনায়াশ্চ যাতনাদি দ্বিজোত্তমাঃ
ক্রকচৈঃ পীড্যমানানাং মূষায়াঞ্চাপি ধ্মাপ্যতাম্।
কুঠারৈঃ পাট্যমানানাং ভূমৌ চাপি নিখন্যতাম্
শূলেষ্বারোপ্যমাণানাং ব্যাঘ্রবক্ত্রে প্রবেশতাম্
গৃধ্রৈঃ সম্ভক্ষ্যমাণানাং দ্বীপিভিশ্চোপভুজ্যতাম্
ক্বথ্যতাং তৈলমধ্যে চ ক্লিদ্যতাং ক্ষারকর্দ্দমে।
উচ্চান্নিপাত্যমানানাং ক্ষিপ্যতাং ক্ষেপযন্ত্রকৈঃ
নরকে যানি দুঃখানি পাপহেতুদ্ভবানি বৈ।
প্রাপ্যন্তে নারকৈর্বিপ্রাস্তেষাং সংখ্যা নবিদ্যতে
ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ।
স্বর্গেঽপি পাতভীতস্য ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নির্বৃতিঃ
পুনশ্চ গর্ভো ভবতি জায়তে চ পুনর্নরঃ।
গর্ভে বিলীয়তে ভূয়ো জায়মানোঽস্তমেতি চ।
জাতমাত্রশ্চ ম্রিয়তে বালভাবে চ যৌবনে।
যদ্যৎপ্রীতিকরং পুংসাং বস্তু বিপ্রাঃ প্রজায়তে
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি।
কলত্রপুত্রমিত্রাদিগৃহক্ষেত্রধনাদিকৈঃ॥ ৫৩
ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথাসুখম্।
ইতি সংসারদুঃখার্কতাপতাপিতচেতসাম্॥ ৫৪
বিমুক্তিপাদপচ্ছায়ামৃতে কুত্র সুখং নৃণাম্।
তদস্য ত্রিবিধস্যাপি দুঃখজাতস্য পণ্ডিতৈঃ॥ ৫৫
গর্ভজন্মজরাদ্যেষু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ।
নিরস্তাতিশয়াহ্লাদং সুখভাবৈকলক্ষণম্॥ ৫৬
ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকা চাত্যন্তিকী মতা।
তস্মাত্তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ॥
তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ

কালে যমকিঙ্করগণের পাশ দ্বারা নিগৃহীত ও দণ্ডপ্রহারে জর্জ্জরিত হয়, মরণান্তে যমের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে; যমপুরী যাইবার উগ্রপথ তাহার দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। উত্তপ্ত বালুকা, বহ্নি, যন্ত্র ও শস্ত্রাদি হইতেও তাহাকে নানা যাতনা প্রাপ্ত হইতে হয়। মৃত পাপিগণ যমালয়ে গিয়া ক্রকচাঘাতে পীড্যমান, কুঠার প্রহারে পাট্যমান এবং ভূগর্ভে নিখন্যমান হইতে থাকে। কখন কখন তাহারা শূলে আরোপিত হয়, ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষিপ্ত হয় এবং গৃধ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে। কখন কখন তপ্ত তৈলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করে, কদাচিৎ ক্ষার কর্দ্দমে ক্লিন্ন হইতে থাকে; কখন বা ঊর্দ্ধ হইতে নিপাতিত হয় এবং কোন কোন সময়ে ক্ষেপযন্ত্রে ক্ষিপ্ত হইতে থাকে। হে বিপ্রবর্গ! নারকিগণ নরকে নিপীড়িত হইয়া যে সকল পাপজ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সে সমুদায়ের সংখ্যা করা যায় না। হে দ্বিজেন্দ্র-গণ! কেবল যে নরকেই দুঃখভোগ হয়, এরূপ নহে, স্বর্গে গিয়াও পতনাশঙ্কায় ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তির নির্বৃতিলাভ ঘটে না। নর স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনরায় গর্ভবাসে অবস্থান করে, পুনরায় জন্মিয়া থাকে এবং পুনরপি গর্ভে গিয়া জন্ম লয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লোক জন্মিবামাত্র বাল্যে কিম্বা যৌবনে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! জীবিতাবস্থায় যে যে বস্তু পুরুষের অতি প্রীতিকর হয়, ভাবী কালে তাহাই তাহার দুঃখবৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। কলত্র, পুত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনাদিদ্বারা পুরুষের যত অধিক অসুখ উৎপন্ন হয়, আমি মনে করি, ঐ সমুদায় দ্বারা সুখ ততদূর হয় না। এইরূপে সংসারদুঃখরূপ দিবাকরের তাপে তাপিতচিত্ত জনগণের পক্ষে মুক্তি পাদ-পের ছায়া ব্যতীত কোথায় সুখ বিরা-জিত? অতএব গর্ভ, জন্ম ও জরাদি ত্রিবিধ স্থানগত উল্লিখিত দুঃখত্রয়ের নিরাস করা পণ্ডিতগণের একান্ত কর্ত্তব্য। নিরতি-শয়াহ্লাদ-বিলোপী দুঃখের উচ্ছেদ নিমিত্ত সুখভাবের একমাত্র উপাদান আত্যন্তিকী ভগবৎপ্রাপ্তিই চরম ঔষধি; সুতরাং তাহা পাইবার জন্য প্রযত্ন প্রকাশ করা বিজ্ঞ নরের নিতান্তই বিধেয়। ৪১—৫৭। হে দ্বিজগণ!

আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্।
অন্ধং তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্॥
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বৈ বিপ্রা বিবেকজম্।
মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা যন্মুনিসত্তমাঃ॥ ৬০
তদেতচ্ছ্রূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম।
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ॥ ৬১
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
দ্বে বিদ্যে বৈ বেদিতব্যে ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ
পরয়া হ্যক্ষরপ্রাপ্তির্ঋগ্বেদাদিময়াপরা।
যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্॥ ৬৩
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্।
বিত্তং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্॥৬৪
ব্যাপ্যং ব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্॥
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ॥৬৭
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ।
সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি নিবসন্তি পরাত্মনি॥ ৬৮
ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ।
উবাচেদং মহর্ষিভ্যঃ পুরা পৃষ্টঃ প্রজাপতিঃ॥ ৬৯
নামব্যাখ্যামনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ।
ভূতেষু বসতে যোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ॥
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ।
স সর্ব্বভূতপ্রকৃতির্গুণাংশ্চ
দোষাংশ্চ সর্ব্বান্ স গুণো হ্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা
তেনাবৃতং যদ্ভুবনান্তরালম্॥ ৭১

সেই ঔষধি প্রাপ্তির হেতু জ্ঞান এবং কর্ম্ম। তন্মধ্যে এই জ্ঞান আবার আগমোৎপন্ন ও বিবেকজ ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া কথিত। আগমজ জ্ঞান শব্দব্রহ্ম এবং বিবেকজ জ্ঞান পরমব্রহ্ম। অজ্ঞান অন্ধতমের ন্যায়; বিবেকজাত জ্ঞান তাহাতে সূর্য্যবৎ প্রকাশ মান। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! বেদার্থ স্মরণ করিয়া ভগবান্ মনু এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার নিকট আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। ব্রহ্ম দ্বিবিধ বলিয়া বিজ্ঞেয়; এক-শব্দব্রহ্ম, অপর পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের বিষয় বিদিত হইতে পারিলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিবিধ বিদ্যাই জানিতে হয়, ইহাই আথর্ব্বণী শ্রুতি বটে। পর বিদ্যা দ্বারা অপর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়; অপর বিদ্যা ঋগ্‌বেদাদিময়ী বলিয়া বিদিত। যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, অপাণি, অপাদ, সর্ব্বগতি, নিত্য, ভূতযোনি, কারণ, ব্যাপ্ত, ব্যাপ্য ও সর্ব্বস্বরূপ, বিবেকী বুধগণ তাঁ াকেই দর্শন করিতে থাকেন। তিনিই পরমব্রহ্ম পরম-ধাম; মোক্ষকাঙ্ক্ষী জনগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন।৫৮-৬৫। তিনিই শ্রুতি-প্রতিপাদিত বিষ্ণুর সেই পরমপদ, ভূতবৃন্দের উৎপত্তি, প্রলয়, গতি ও আগতির তিনিই একমাত্র কারণ; বিদ্যা ও অবিদ্যাসকল তিনিই জানেন; তিনিই ভগবান্ নামে কথিত হইয়া থাকেন। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক বাক্য-সমূহের তিনিই একমাত্র বাচ্য। হেয় গুণ তাঁহাতে একটীও নাই। সমস্ত ভূতজাতি সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিত এবং সেই সর্ব্বাত্মা বাসুদেবও ভূতসমূহে বিরাজিত। পুরাকালে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া প্রজাপতি স্বয়ং তাহাদিগকে এই তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন। অনন্ত বাসুদেবের নাম-ব্যাখ্যাও তাঁহার মুখে প্রকটিত হইয়াছিল। বাসুদেব ভূতসমূহের অন্তরে বাস করেন, এবং ভূতগণও তাঁহাতেই অবস্থান করে। তিনিই ধাতা, বিধাতা ও জগৎপ্রভু। তিনি সর্ব্বভূতের প্রকৃতি ও সগুণ হইয়াও সমস্ত গুণ-দোষের অতীত; তাঁহার কোনই আবরণ নাই, তিনি অখিলাত্মা; এই ভুবনান্তরাল

সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি
স্বশক্তিলেশাদৃতভূতসর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ
সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥ ৭২
তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাবয়োধঃ
স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে ॥ ৭৩
স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপো-
ঽব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা
সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥ ৭৪
সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে বাপ্যথ গম্যতে বা
তজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীব্রাহ্মে আত্যন্তিকলয়নিরূপণং চতুস্ত্রিং
শদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৪ ॥

তাঁহা কর্ত্তৃকই আবৃত। তিনিই নিখিল কল্যাণ-গুণময়; তাঁহারই কণামাত্র শক্তি-বিকাশে ভূতবর্গ প্রকটিত; তিনি আপন ইচ্ছায় বিরাট্ দেহ পরিগ্রহ করেন। তাঁহা হইতেই অশেষ জগতের হিত সাধিত হয়। তেজ, বল ও ঐশ্বর্য্যরাশি তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত। বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণরাশির তিনিই একমাত্র আধার। তিনি পরাৎপর; ক্লেশাদির লেশমাত্র তাঁহাতে নাই। তিনিই ব্যষ্টি ও সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বর; তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে বিরাজমান তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বশক্তি, পরমেশ্বর; তাঁহাতে কোনই দোষের লেশ নাই। তিনি শুদ্ধ, নির্ম্মল, একরূপ; তিনিই জ্ঞেয়, দৃশ্য ও গম্য। তিনিই প্রকৃত জ্ঞান, তদ্ব্যতীত আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া কথিত। ৬৬—৭৫।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।
ইদানীং ব্রূহি যোগঞ্চ দুঃখসংযোগভেষজম্।
যং বিদিত্বাব্যয়ং তত্র যুঞ্জামঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১
শ্রুত্বা স বচনং তেষাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতো যোগী যোগবিদাং বরঃ ॥
ব্যাস উবাচ।
যোগং বক্ষ্যামি ভো বিপ্রাঃশৃণুধ্বংভবনাশনম্
যমভ্যস্যাপ্নুয়াদ্‌যোগী মোক্ষং পরমদুর্লভম্ ॥ ৩
শ্রুত্বাদৌ যোগশাস্ত্রাণি গুরুমারাধ্য ভক্তিতঃ।
ইতিহাসং পুরাণঞ্চ বেদাংশ্চৈব বিচক্ষণঃ ॥ ৪
আহারং যোগদোষাংশ্চ দেশকালঞ্চ বুদ্ধিমান্
জ্ঞাত্বা সমভ্যসেদ্‌যোগং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥
ভুঞ্জন্ শক্তুং যবাগূঞ্চ তক্রমূলফলং পয়ঃ।
যাবকং কণপিণ্যাকমাহারং যোগসাধনম্ ॥ ৬

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মহর্ষে! যাহার প্রভাবে আমরা সেই অব্যয় পুরুষোত্তমকে বিদিত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতে পারিব, আপনি অধুনা সেই দুঃখসংযোগের ভেষজস্বরূপ যোগতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলুন। তখন সেই যোগবিদ্‌গণের অগ্রণী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তৎশ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! যাহার অভ্যাসে যোগী হইয়া পরম দুর্লভ মোক্ষ লাভ করা যায়, সেই ভববিনাশন যোগ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ যোগশাস্ত্র শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর আরাধনা করিয়া ইতিহাস, পুরাণ ও বেদ-বিদ্যায় বিচক্ষণ হইতে হয়। তৎপরে আহার, যোগ-দোষ ও দেশকালাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বুদ্ধিমান্ সাধক নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহভাবে যোগাভ্যাসে নিরত হইবেন এবং শক্তু, যবাগু, তক্র, মূল, ফল, দুগ্ধ, যাবক ও পিণ্যাক ভোজন করিবেন। কেন না, যোগসাধনের পক্ষে এই সকল

ন মনোবিকলে ধ্মাতে ন শ্রান্তে ক্ষুধিতে তথা।
ন দ্বন্দ্বে ন চ শীতে চ ন চোষ্ণে নানিলাত্মকে॥
সশব্দে ন জলাভ্যাসে জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে।
সরীসৃপে শ্মশানে চ ন নদ্যন্তেঽগ্নিসন্নিধৌ॥৮
ন চৈত্যে ন চ বল্মীকে সভয়ে কূপসন্নিধৌ।
ন শুষ্কপর্ণনিচয়ে যোগং যুঞ্জীত কর্হিচিৎ॥ ৯
দেশানেতাননাদৃত্য মূঢ়ত্বাদ্যো যুনক্তি বৈ।
প্রবক্ষ্যে তস্য যে দোষা জায়ন্তে বিঘ্নকারকাঃ
বাধির্য্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
জ্বরশ্চ জায়তে সদ্যস্তদ্বদজ্ঞানসম্ভবঃ॥ ১১
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা কার্য্যা রক্ষা যোগবিদা সদা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ॥১২
আশ্রমে বিজনে গুহ্যে নিঃশব্দে নির্ভয়ে নগে।
শূন্যাগারে শুচৌ রম্যে চৈকান্তে দেবতালয়ে॥
রজন্যাঃ পশ্চিমে যামে পূর্ব্বে চ সুসমাহিতঃ।

আহারই শ্রেয়স্কর। যেখানে মন বিকল হয়, অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা থাকে, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বপীড়ায় উত্তেজিত হইতে হয়, এমন স্থানে যোগভ্যাস করিতে নাই। এতদ্ভিন্ন জল-সন্নিকটে, শব্দসঙ্কুল স্থানে, জীর্ণ গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, সরীসৃপময় প্রদেশে, শ্মশানে, নদীমধ্যে, অগ্নিসন্নিধানে, চৈত্যে, বল্মীক-মৃত্তিকাময় স্থানে, কূপ-সমীপে কিম্বা শুষ্ক পর্ণরাশি-পরিপূর্ণ প্রদেশে কদাচ যোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে। ১—৯। এই সকল নিষিদ্ধ দেশের বিষয় বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ তত্তৎ স্থানে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার যোগবিঘ্নকর যে সকল দোষ জন্মিয়া থাকে, বলিতেছি। নিষিদ্ধ স্থানে যোগ করিলে সদ্য-সদ্যই, বধিরতা, জড়তা, স্মৃতিভ্রংশ, মূকত্ব, অন্ধতা, এবং অজ্ঞানজাত জ্বর উপস্থিত হয়। অতএব যোগজ্ঞ জন সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবেন; কেননা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শরীরই একমাত্র সাধন। বিজন আশ্রমে, নির্ভয় নিঃশব্দ নগপ্রদেশে, পবিত্র রম্য শূন্যাগারে, নিভৃত দেবালয়ে, রজনীর

পূর্ব্বাহ্ণে মধ্যমে চাহ্নি যুক্তাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
আসীনঃ প্রাঙ্মুখো রম্য আসনে সুখনিশ্চলে।
নাতিনীচে ন চোচ্ছ্রিতে নিস্পৃহঃ সত্যবাক্‌শুচিঃ
যুক্তনিদ্রো জিতক্রোধঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্বসহো ধীরঃ সমকায়াঙ্ঘ্রিমস্তকঃ॥ ১৬
নাভৌ নিধায় হস্তৌ দ্বৌ শান্তঃপদ্মাসনে স্থিতঃ
সংস্থাপ্য দৃষ্টিং নাসাগ্রে প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ
সমাহৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনসা হৃদয়ে মুনিঃ।
প্রণবং দীর্ঘমুদ্যম্য সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ॥ ১৮
রজসা তমসো বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসস্তথা।
সঞ্ছাদ্য নির্ম্মলে শান্তে স্থিতঃ সংবৃতলোচনঃ॥
হৃৎপদ্মকোটরে লীনং সর্ব্বব্যাপি নিরঞ্জনম্।
যুঞ্জীত সততং যোগী মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্॥২০
করণেন্দ্রিয়ভূতানি ক্ষেত্রজ্ঞে প্রথমং ন্যসেৎ।
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ পরে যোজ্যস্ততো যুঞ্জতি যোগবিৎ
মনো যস্যান্তমভ্যেতি পরমাত্মনি চঞ্চলম্।

পূর্ব্ব ও শেষ যামে, মধ্যাহ্নে বা পূর্ব্বাহ্ণ কালে যুক্তাহার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রাঙ্মুখ হইয়া নাত্যুচ্ছ্রিত নাতিনীচ অচঞ্চল কোমল আসনে উপবেশন করিবেন। তিনি নিস্পৃহ সত্যবাদী, শুচি, যুক্তনিদ্র, ক্রোধজয়ী, সর্ব্বভূতের হিতে নিরত, সমস্ত দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও ধীর হইয়া স্বীয় দেহ অঙ্ঘ্রি, ও মস্তক সমভাবে সংরক্ষণপূর্ব্বক নাভিদেশে হস্তদ্বয় স্থাপনান্তে শান্তচিত্তে পদ্মাসনে সমাসীন হইবেন। আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন ও প্রাণায়াম করিয়া মৌনী, জিতেন্দ্রিয় ও নিশ্চল হইয়া মুদ্রিত-মুখে হৃদয় মধ্যে দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ করিতে থাকিবেন। ঐ সময় নয়ন মুদ্রিত করিয়া রজোদ্বারা তমঃ ও রজোবৃত্তিকে সত্ত্ব দ্বারা নিরোধ করত নির্ম্মল শান্তস্বরূপে অবস্থান করিবেন। যোগী পুরুষ এইভাবে থাকিয়া হৃৎপদ্মস্থ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন পুরুষোত্তমকে সতত ধ্যান করিতে থাকিবেন। ১০—২০। প্রথমে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ক্ষেত্রজ্ঞে এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে পরম ব্রহ্মে যোজিত করিয়া

সন্ত্যজ্য বিষয়াংস্তস্য যোগসিদ্ধিঃ প্রকাশিতা॥
যদা নির্বিষয়ং চিত্তং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে।
যমাধৌ যোগযুক্তস্য তদাভ্যেতি পরং পদম্॥
অসংসক্তং যদা চিত্তং যোগিনঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
ভবত্যানন্দমাসাদ্য তদা নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ২৪
শুদ্ধং ধামত্রয়াতীতং তুর্য্যাখ্যং পুরুষোত্তমম্।
প্রাপ্য যোগবলাদ্‌যোগী মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ সর্ব্বত্র প্রিয়দর্শনঃ।
সর্ব্বত্রানিত্যবুদ্ধিস্তু যোগী মুচ্যেত নান্যথা॥২৬
ইন্দ্রিয়াণি ন সেবেত বৈরাগ্যেণ চ যোগবিৎ।
সদা চাভ্যাসযোগেনমুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥২৭
ন চ পদ্মাসনাদ্‌যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগো যোগ উচ্যতে॥
এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা যোগঃ প্রোক্তো বিমুক্তিদঃ

যোগবিৎ ব্যক্তি যোগযুক্ত হইবেন। এইরূপ করিতে করিতে যাহার চঞ্চল মন পরমাত্মায় প্রলীন হয়, সেই বিষয়নিস্পৃহ যোগীরই যোগসিদ্ধি প্রকটিত হয়। যৎকালে নির্ব্বিষয় চিত্ত পরম ব্রহ্মে লীন হয়, সমাধিমগ্ন যোগ-যুক্ত পুরুষ তখনই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগীর চিত্ত যখন সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে অসংসক্ত হইবে, তখনই তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করিবেন। যোগী যোগপ্রভাবে যৎকালে সেই গুণাতীত বিশুদ্ধ তুর্য্যাখ্য পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বকামনায় নিস্পৃহ, সংসারের সর্ব্বব্যাপারে যাঁহার অনিত্য বুদ্ধি বিদ্যমান, তাদৃশ যোগী পুরুষই মুক্ত হইয়া থাকেন। যে যোগবিৎ ব্যক্তি বৈরাগ্যবশে ইন্দ্রিয়সেবা করেন না, সতত যোগাভ্যাস-ফলে তাঁহারই মুক্তি সুনিশ্চিত। পদ্মাসনে অবস্থান কিম্বা নাসাগ্র নিরীক্ষণ করিলেই যোগানুষ্ঠান হয় না; পরন্তু ইন্দ্রিয় ও মনের যে সম্যক্ নিরোধন, তাহাই যোগনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। হে মুনিবরগণ! এই

সংসারমোক্ষহেতুশ্চ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ॥ ২৮

লোমহর্ষণ উবাচ।

শ্রুত্বা তে বচনং তস্য সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্।
ব্যাসং প্রশস্য সম্পূজ্যপুনঃ প্রষ্টুং সমুদ্যতাঃ॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে যোগাভ্যাসনিরূপণং পঞ্চত্রিংশ-দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

তব বক্ত্রাব্ধিসম্ভূতমমৃতং বাঙ্ময়ং মুনে।
পিবতাং নো দ্বিজশ্রেষ্ঠ ন তৃপ্তিরিহ দৃশ্যতে॥১
তস্মাদ্‌যোগং মুনে ব্রূহি বিস্তরেণ বিমুক্তিদম্।
সাংখ্যঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্
প্রজ্ঞাবান্ শ্রোত্রিয়ো যজ্বা খ্যাতঃপ্রাজ্ঞোঽনসূয়কঃ
সত্যধর্ম্মমতির্ব্রহ্মন্ কথং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৩

আমি ভববন্ধনের মোচন-কারণ মুক্তিপ্রদ যোগতত্ত্ব বলিলাম; এক্ষণে আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? লোমহর্ষণ কহিলেন,—মুনিগণ বেদব্যাসকৃত সেই যোগ-ব্যাখ্যা শ্রবণে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করি-লেন এবং বক্তা ব্যাসদেবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিতে সমুদ্যত হইলেন। ২১—২৯।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার মুখরূপ সাগর-সম্ভূত বাক্যরূপ অমৃত পানে আমাদিগের তৃপ্তির পরিসীমা হইতেছে না; অতএব হে মুনে! বিমুক্তি-দায়ক যোগবিবরণ বিস্তররূপে বলুন। আর হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ! আমরা সাংখ্য-জ্ঞানও শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! প্রজ্ঞাবান্, যাগশীল, খ্যাতিসম্পন্ন, অসূয়া-

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সর্ব্বত্যাগেন মেধয়া।
সাংখ্যে বা যদি বা যোগ এতৎপৃষ্টো বদস্ব নঃ
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ যথৈকাগ্র্যমবাপ্যতে।
যেনোপায়েন পুরুষস্তত্ত্বং ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৫

ব্যাস উবাচ।

নান্যত্র জ্ঞানতপসোর্নান্যত্রেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
নান্যত্র সর্ব্বসন্ত্যাগাৎসিদ্ধিং বিন্দতি কশ্চন॥ ৬
মহাভূতানি সর্ব্বাণি পূর্ব্বসৃষ্টিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
ভূয়িষ্ঠং প্রাণভৃদ্গ্রামে নিবিষ্টানি শরীরিষু॥ ৭
ভূমের্দেহো জলাৎস্নেহো জ্যোতিষশ্চক্ষুষী স্মৃতে
প্রাণাপানাশ্রয়ো বায়ুঃ কোষ্ঠাকাশং শরীরিণাম্
ক্রান্তৌ বিষ্ণুর্বলে শক্রঃ কোষ্ঠেঽগ্নির্ভোক্তু-
মিচ্ছতি।
কর্ণয়োঃ প্রদিশঃ শ্রোত্রে জিহ্বায়াং বাক্‌সরস্বতী
কর্ণৌ ত্বক্‌চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
দশ তানীন্দ্রিয়োক্তানি দ্বারাণ্যাহারসিদ্ধয়ে॥১০
শব্দস্পর্শৌ তথা রূপং রসং গন্ধঞ্চ পঞ্চমম্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ পৃথগ্‌বিদ্যাদিন্দ্রিয়েভ্যস্তু নিত্যদা॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো যুঙ্‌ক্তে অবশ্যানিব বাজিনঃ।
মনশ্চাপি যদা যুঙ্‌ক্তে ভূতাত্মা হৃদয়াশ্রিতঃ॥১২
ইন্দ্রিয়াণাং তথৈবৈষাং সর্ব্বেষামীশ্বরং মনঃ।
নিয়মে চ বিসর্গে চ ভূতাত্মা মনসস্তথা॥ ১৩
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ স্বভাবশ্চেতনা মনঃ।
প্রাণাপানৌ চ জীবশ্চ নিত্যং দেহেষু দেহিনাম্
আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য গুণশব্দো ন চেতনাঃ।
সত্ত্বং হি চেতঃ সৃজতি ন গুণান্ বৈ কথঞ্চন॥১৫
এবং সপ্তদশং দেহং বৃতং ষোড়শভির্গুণৈঃ।
মনীষী মনসা বিপ্রাঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥ ১৬
ন হ্যয়ং চক্ষুষা দৃশ্যো ন চ সর্ব্বৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
মনসা তু প্রদীপ্তেন মহানাত্মা প্রকাশতে॥ ১৭
অশব্দস্পর্শরূপং তচ্চারসাগন্ধমব্যয়ম্।

হীন, সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রোত্রিয় ব্যক্তি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ, জ্ঞানালোচন, বা সাংখ্য যোগ—এ সকলের কোন্‌টীর দ্বারা পর-ব্রহ্ম লাভে সমর্থ হয়? পুরুষগণ যে উপায়ে ইন্দ্রিয়গণ সহ মনের একাগ্রতা সাধন করিতে পারে, তাহাও আপনি ব্যাখ্যা করুন। ব্যাস কহিলেন,—জ্ঞান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্ব পদার্থ-পরিহার, এ সকল ব্যতীত অপর কোন উপায়ে কেহই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট পঞ্চ মহাভূত যাবতীয় প্রাণিশরীরে ভূয়িষ্ঠরূপে বিদ্যমান আছে। ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে স্নেহ, জ্যোতিঃ হইতে চক্ষুঃ, বায়ু হইতে প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু, এবং আকাশ হইতে দেহমধ্যগত অবকাশ উৎপন্ন হয়। গমনে বিষ্ণু, ও বলে ইন্দ্র বর্ত্তমান। অগ্নি উদরে থাকিয়া ভোজনেচ্ছা জন্মাইয়া থাকেন। কর্ণে দিক্ সকল ও জিহ্বায় সরস্বতী অবস্থান করেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা, ও নাসিকা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়; ইহাদিগের আহার সিদ্ধি নিমিত্ত দশটী ছিদ্র আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের আহার্য্য বিষয়। এই ইন্দ্রিয়ার্থদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিবে। ১—১১। মন অবশীভূত অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়ত পরিচালিত করে। হৃদয়স্থিত ভূতাত্মা, সেই মনকে বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মনই এই ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর। মনের প্রয়োগ ও সংযম বিষয়ে ভূতাত্মাই কর্ত্তা। দেহিগণের দেহে, ইন্দ্রিয় সকল, ইন্দ্রিয়ার্থনিচয়, স্বভাব, চেতনা, মন, প্রাণাপান, ও জীব,—ইহারা নিয়তই বাস করে। সত্ত্বের কেহই আশ্রয় নাই;—নিজেই নিজের আশ্রয়। 'গুণ' শব্দে চেতনাকে বুঝায় না। সত্ত্ব হইতে চেতনার উদ্ভব হয়; কিন্তু গুণোৎপত্তি হয় না। উক্ত সপ্তদশ অবয়বযুক্ত দেহ ষোড়শ গুণ দ্বারা সমাবৃত। মনীষী মানব মন দ্বারা এবম্বিধ আত্মাকে আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকেন। সেই আত্মা চক্ষুর দর্শনীয় নহেন, সর্ব্বেন্দ্রিয় সাহায্যেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু প্রদীপ্ত মন

অশরীরং শরীরে যে নিরীক্ষেত নিরিন্দ্রিয়ম্
অব্যক্তং সর্ব্বদেহেষু মর্ত্ত্যেষু পরমার্চ্চিতম্।
যোঽনুপশ্যতি স প্রেত্য কল্পতে ব্রহ্মভূয়তঃ ॥১৯
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥২৯
স হি সর্ব্বেষু ভূতেষু জঙ্গমেষু ধ্রুবেষু চ।
বসত্যেকো মহানাত্মা যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২১
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥২২
যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি।
য এবং সততং বেদ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২৩
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সর্ব্বভূতহিতস্য চ।
বেদাপি মার্গেঽমুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ ॥ ২৪
শকুন্তানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে।
যথা গতির্ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবিদাং গতিঃ ॥ ২৫
কালঃ পচতি ভূতানি সর্ব্বাণ্যেবাত্মনাত্মনি।
যস্মিংস্তু পচ্যতে কালস্তন্ন বেদেহ কশ্চন ॥ ২৬
ন তদূর্দ্ধং ন তির্য্যক্ চ নাধো ন চ পুনঃপুনঃ।
ন মধ্যে প্রতিগৃহ্নীতে নৈব কিঞ্চিন্ন কশ্চন ॥২৭
সর্ব্বে তৎস্থা ইমে লোকা বাহ্যমেষাং ন কিঞ্চন
যদঃপ্যগ্রে সমাগচ্ছেদ যথা বাণো গুণচ্যুত্য ॥২৮
নৈবান্তং কারণস্যেয়াদ্যদ্যপি স্যান্মনোজবঃ।
তস্মাৎসূক্ষ্মতরং নাস্তি নাস্তি স্থূলতরং তথা ॥
সর্ব্বতঃপাণিপাদং তৎসর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩০
তদেবাণোরণুতরং তন্মহদ্ভ্যো মহত্তরম্।
তদন্তঃ সর্ব্বভূতানাং ধ্রুবং তিষ্ঠন্ন দৃশ্যতে ॥ ৩২
অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব দ্বেধা ভাবোঽয়মাত্মনঃ।
ক্ষরঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু দিব্যং হ্মৃতমক্ষরম্ ॥৩২
নবদ্বারং পুরং কৃত্বা হংসো হি নিয়তো বশী।

দ্বারাই সেই মহান্ আত্মা দৃষ্ট হয়েন। তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধের অতীত; অশরীরী এবং নিরিন্দ্রিয় হইলেও স্বীয় শরীরে দৃষ্ট হয়েন। তিনি সর্ব্বভূতেই অব্যক্তরূপে বর্ত্তমান; মর্ত্ত্যগণের তিনি পরমার্চ্চনীয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত জন, বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল,—ইহাদিগের সকলকেই তুল্যরূপে দর্শন করেন। যিনি এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই এক মহান্ আত্মা, চরাচর সর্ব্বভূতেই বাস করেন। আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতেই আত্মা বিরাজিত আছেন, যখন এই জ্ঞান জন্মে, তখন ভূতাত্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন। জীবাত্মাতে যত জ্ঞানাত্মা, পরমাত্মাতেও তত আত্মাই বর্ত্তমান। যিনি সতত এই তত্ত্ব চিত্তে ধারণ করেন, তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সর্ব্বভূতের আত্মভূত এবং সর্ব্ব পদার্থের হিতবিধায়ক, সেই পদহীন পরমাত্মার পদান্বেষণপথে দেবগণও বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ১২—২৪। আকাশে পক্ষিগণের এবং জলমধ্যে মৎস্যগণের গতির ন্যায় যোগীদিগের গতি বুঝিতে পারা যায় না। কাল আত্মাতে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বভূতকেই আত্মা দ্বারা পরিপাক করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই কালের যাহাতে পরিণাম ঘটে, তাহার তত্ত্ব কেহই অবগত নহে। তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, মধ্য কোন স্থলেই কিছুমাত্র গ্রহণ করেন না, এই লোক সকল তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ইহার বহির্ভাগে কিছুই নাই। তিনি অগ্রবর্ত্তী থাকিলেও, ধনুর্গুণ হইতে মুক্ত বাণের কিম্বা মনের ন্যায় বেগগামী হইয়াও কেহই সেই কারণের স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হয় না। তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বা স্থূলতর আর কিছুই নাই। তাঁহার সর্ব্বত্র পাণি, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ বিদ্যমান; তিনি সর্ব্বজগৎ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি অণু অপেক্ষা অণুতর, মহৎ অপেক্ষা মহত্তর; এবং সকলেরই লয়স্থান; তিনি স্থিরভাবে বিরাজমান আছেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এই আত্মার অক্ষর ও ক্ষর—এই দ্বিবিধ ভাব। ক্ষর আত্মা সর্ব্বভূতেই আছেন, অক্ষর আত্মা

ঈদৃশঃ সর্ব্বভূতস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৩৩
হানেনাভিবিকল্পানাং নরাণাং সঞ্চয়েন চ।
শরীরাণামজস্যাহুর্হংসত্বং পারদর্শিনঃ ॥ ৩৪
হংসোক্তঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব কূটস্থং যত্তদক্ষরম্।
তদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহাতি প্রাণজন্মনী ॥৩৫
ব্যাস উবাচ।
ভবতাং পৃচ্ছতাং বিপ্রা যথাবদিহ তত্ত্বতঃ।
সাঙ্খ্যং জ্ঞানেন সংযুক্তং যদেতৎকীর্ত্তিতং ময়া
যোগকৃত্যন্তু ভো বিপ্রাঃ কীর্ত্তয়িষ্যাম্যতঃ পরম্
একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৭
আত্মনো ব্যাপিনো জ্ঞানং জ্ঞানমেতদনুত্তমম্।
তদেতদুপশান্তেন দান্তেনাধ্যাত্মশীলিনা ॥ ৩৮
আত্মারামেণ বুদ্ধেন বোদ্ধব্যং শুচিকর্ম্মণা।
যোগদোষান্ সমুচ্ছিদ্য পঞ্চ যান্‌কবয়ো বিদুঃ ॥
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ ভয়ং স্বপ্নঞ্চ পঞ্চমম্।
ক্রোধং শমেন জয়তি কামং সঙ্কল্পবর্জ্জনাৎ ॥ ৪০
সত্ত্বসংসেবনাদ্ধীরো নিদ্রামুচ্ছেত্তুমর্হতি
ধৃত্যা শিশ্নোদরং রক্ষেৎ পাণিপাদঞ্চ চক্ষুষা ॥৪১
চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ মনসা মনো বাচঞ্চ কর্ম্মণা।
অপ্রমাদাদ্ভয়ং জহ্যাদ্দম্ভং প্রাজ্ঞোপসেবনাৎ॥
এবমেতান্ যোগদোষান্ জয়েন্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
অগ্নীংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাথ দেবতাঃ প্রণমেৎ সদা ॥
বর্জ্জয়েদুদ্ধতাং বাচং হিংসাযুক্তাং মনোনুগাম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং শুক্রং যস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥
এতস্য ভূতভূতস্য দৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্।
ধ্যানমধ্যয়নং দানং সত্যং হ্রীরার্জ্জবং ক্ষমা ॥৪৭
শৌচঞ্চৈবাত্মনঃ শুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহঃ।
এতৈর্ব্বিবর্দ্ধতে তেজঃ পাপ্মানং চাপকর্ষতি ॥৪৬
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু লভ্যালভ্যেন বর্ত্তয়ন্।
ধূতপাপ্মা তু তেজস্বী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
কামক্রোধৌ বশে কৃত্বা নিষেবেদ্ ব্রহ্মণঃ পদম্
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ কৃত্বৈকাগ্র্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৮
পূর্ব্বরাত্রে পরার্দ্ধে চ ধারয়েন্মন আত্মনঃ।
জন্তোঃ পঞ্চেন্দ্রিয়স্যাস্য যদ্যেকং ক্লিন্নমিন্দ্রিয়ম্

পরমাশ্চর্য্য এবং মুক্তিহেতু। হংসসংজ্ঞক ক্ষর আত্মা নবদ্বার পুরমধ্যে নিয়ত বাস করেন। তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্বভূতেরই হানি ও সঞ্চয় সাধন করেন বলিয়া পারদর্শীরা সেই অজ আত্মাকে হংস শব্দে অভিহিত করেন। ক্ষর-পুরুষ—হংস, অক্ষর পুরুষ—কূটস্থ। এই কূটস্থকে জানিতে পারিলে জন্ম-মরণ হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে। ২৫—৩৫। ব্যাস বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের প্রশ্নানুসারে এই আমি জ্ঞানসংযুক্ত সাংখ্য, যথাবৎ বর্ণন করিলাম। অতঃপর যোগকৃত্য কীর্ত্তন করিতেছি। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এবং সর্ব্বব্যাপী আত্মার একত্ব জ্ঞানই অনুত্তম জ্ঞান। উপশান্ত, দান্ত, অধ্যাত্মানুশীলনকারী, আত্মারাম, প্রবুদ্ধ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী, ব্যক্তি পঞ্চবিধ যোগদোষের উচ্ছেদ করিয়া ইহাকে অবগত হইবে। যোগদোষ পাঁচটী যথা,—কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, ও নিদ্রা। শম দ্বারা ক্রোধ, সঙ্কল্পবর্জ্জন দ্বারা কাম ও সত্ত্বসেবা দ্বারা নিদ্রা জয় করিতে হয়। ধৈর্য্যদ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষুদ্বারা পাণি ও পাদ, মনদ্বারা চক্ষু ও কর্ণ এবং কর্ম্ম দ্বারা মন ও বাক্য জয় করিবে। অপ্রমাদ দ্বারা ভয় ও বিজ্ঞজনসঙ্গ দ্বারা দম্ভ জয় করা কর্ত্তব্য। নিয়ত এই প্রকারে যোগদোষ সকল জয় করিয়া অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগকে সতত প্রণতি করিবে। হিংসাত্মক প্রতিকূল উদ্ধত বাক্য বর্জ্জন করিবে। যিনি এই স্থাবর-জঙ্গম ভূতবৃন্দের হেতুভূত, শুক্র সেই ব্রহ্মের তেজোময়। ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, আত্মশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,—এ সকল দ্বারা তেজোবৃদ্ধি হয় এবং পাপ নাশ হইয়া থাকে। লাভালাভেও সর্ব্বভূতেই সম ব্যবহার সহকারে যথাপ্রাপ্ত আহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত যোগী ব্যক্তি নিষ্পাপ ও জিতেন্দ্রিয় হইবে এবং কাম, ক্রোধ বশীভূত করিয়া ব্রহ্ম পদের সেবা করিবে। সমাহিত ব্যক্তি মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা সহকারে পূর্ব্বরাত্রে

ততোঽস্ব প্রবতি প্রজ্ঞা গিরেঃ পাদাদিবোদকম্।
মনসঃ পূর্ব্বমাদদ্যাৎ কূর্ম্মাণামিব মৎস্যহা॥ ৫০
ততঃ শ্রোত্রং ততশ্চক্ষুর্জ্জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ যোগবিৎ।
তত এতানি সংযম্য মনসি স্থাপয়েদ্ যদি॥৫১
তথৈবাপোহ্য সঙ্কল্পান্মনো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ।
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনসি হৃদি সংস্থাপয়েদ্ যদি॥ ৫২
যদৈতান্যবতিষ্ঠন্তে মনঃষষ্ঠানি চাত্মনি।
প্রসীদন্তি চ সংস্থায়াস্তদা ব্রহ্ম প্রকাশতে॥৫৩
বিধূম ইব দীপ্তার্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান্।
বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনি॥
সর্ব্বং তত্র তু সর্ব্বত্র ব্যাপকত্বাচ্চ দৃশ্যতে।
তং পশ্যন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ॥৫৫
ধৃতিমন্তো মহাপ্রাজ্ঞাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
এবং পরিমিতং কালমাচরন্ সংশিতব্রতঃ॥ ৫৭
আসীনো হি রহস্যেকো গচ্ছেদক্ষরসাম্যতাম্

প্রমোহো ভ্রম আবর্ত্তো ঘ্রাণং শ্রবণদর্শনে॥ ৫৭
অদ্ভুতানি রসঃ স্পর্শঃ শীতোষ্ণমারুতাকৃতিঃ।
প্রতিভানুপসর্গাশ্চ প্রতিসংগৃহ্য যোগতঃ॥ ৫৮
তাংস্তত্ত্ববিদনাদৃত্য সাম্যেনৈব নিবর্ত্তয়েৎ।
কুর্য্যাৎপরিচয়ং যোগে ত্রৈলোক্যে নিয়তো মুনিঃ
গিরিশৃঙ্গে তথা চৈত্যে বৃক্ষমূলেষু যোজয়েৎ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং কোষ্ঠে ভাণ্ডমনা ইব॥৬০
একাগ্রং চিন্তয়েন্নিত্যং যোগান্নোদ্বিজতে মনঃ
যেনোপায়েন শক্যেত নিয়ন্তুং চঞ্চলং মনঃ॥৬১
তত্র যুক্তো নিষেবেত ন চৈব বিচলেত্ততঃ।
শূন্যাগারাণি চৈকাগ্রো নিবাসার্থমুপক্রমেৎ॥ ৬২
নাতিব্রজেৎপরং বাচা কর্ম্মণা মনসাপি বা।
উপেক্ষকো যতাহারো লব্ধালব্ধসমো ভবেৎ॥
যশ্চৈনমভিনন্দেত যশ্চৈনমভিবাদয়েৎ।
সমস্তয়োশ্চাপ্যুভয়োর্নাভিধ্যায়েচ্ছুভাশুভম্॥৬৪

কিম্বা শেষরাত্রে আত্মাতে মনোধারণা করিবে। প্রাণিগণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি কোন এক ইন্দ্রিয় ক্লিন্ন হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতের পাদভাগ হইতে জলের ন্যায় প্রজ্ঞা ক্ষরিত হইয়া থাকে। অতএব যোগবিদ্ ব্যক্তি কূর্ম্মের অঙ্গসমূহের ন্যায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,জিহ্বা, এ সকলের সংযম করিয়া মনে স্থাপন করিবে; পরে সঙ্কল্প সকল পরিহারপূর্ব্বক মনকে আত্মাতে নিবেশিত করিবে। মনেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিলীন করিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। পঞ্চেন্দ্রিয় সহ মন যখন আত্মাতে অবস্থিত হয়, এবং স্বীয় ভাবেই প্রসন্ন থাকে, তখন ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া উঠে।৩৬—৫৩। যোগী তখন হৃদয়ে ধূমহীন অগ্নি, আকাশস্থ আদিত্য ও বিদ্যুৎ-সম দীপ্তিমান্ আত্মাকে আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকেন। ব্যাপকত্ব হেতু সেই আত্মাতে সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থ দৃষ্ট হয়। ধৃতিমান্, মহাপ্রাজ্ঞ, সর্ব্বভূতহিতে রত, মহাত্মা, মনীষী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দেখিতে পান। সংশিতব্রত যোগী নির্জ্জনে একাকী অবস্থান-

পূর্ব্বক পরিমিত কাল এইরূপ আচরণ করিলে অক্ষর পুরুষে বিলীন হইয়া থাকেন। যোগপ্রভাবে মোহ, ভ্রম, জড়তা, অদ্ভুত বিষয়ের ঘ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন, আশ্চর্য্য শীতোষ্ণ মারুতাদি স্পর্শ, অদ্ভুত প্রতিভা, এবং অন্য নানা উপসর্গ—এ সকল উপেক্ষা করিয়া সমজ্ঞান দ্বারাই নিবর্ত্তিত করিবেন। ত্রৈলোক্যের যাবতীয় পদার্থে নিস্পৃহ হইয়া মুনি ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রামের নিযন্ত্রণপূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গ, চৈত্যতরু ও বৃক্ষমূলাদি স্থলে বসিয়া একাগ্রমনে প্রতিদিন চিন্তা করিবেন। তিনি নিজ উদরকেই পাত্র বলিয়া মনে করিবেন। যোগদ্বারা মনের উদ্বেগ শান্তি হয়। চঞ্চল মন যে উপায়ে স্থির হয়, মনোযোগ সহকারে তাহারই সেবা করিবেন; উহাতে চঞ্চল হইবেন না। একাগ্রচেতা যোগী শূন্যাগার সকল নিবাসার্থ আশ্রয় করিবেন; কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা অপরের উদ্বেগ জন্মাইবেন না। সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিবেন; লাভে অলাভে সমান বোধ করিবেন। কেহ অভিনন্দন বা

ন প্রহৃষ্যেত লাভেষু নালাভেষু চ চিন্তয়েৎ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সধর্ম্মা মাতরিশ্বনঃ ॥ ৬৫
এবং স্বস্থাত্মনঃ সাধোঃ সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ।
ষণ্মাসান্নিত্যযুক্তস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৬৬
বেদনার্ত্তান্ পরান্ দৃষ্ট্বা সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
এবন্তু নিরতো মার্গং বিরমেন্ন বিমোহিতঃ ॥ ৬৭
অপি বর্ণাবকৃষ্টস্তু নারী বা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণী।
তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পরমাং গতিম্

অজং পুরাণমজরং সনাতনং
যমিন্দ্রিয়াতিগমগোচরং দ্বিজাঃ।
অবেক্ষ্য চেমাং পরমেষ্ঠিসাম্যতাং
প্রয়াস্ত্যনাবৃত্তিগতিং মনীষিণঃ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সাঙ্খ্যযোগনিরূপণং ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

নিন্দা করিলেও তাহাদিগের প্রতি সমভাব থাকিবেন, কাহারও শুভাশুভ কামনা করিবেন না।৫৪—৬৪। লাভে হৃষ্ট, বা অলাভে দুঃখিত হইবেন না। বায়ুবৎ সর্ব্বজীবেই সমব্যবহারী হইবেন। এইরূপ সুস্থাত্মা, সর্ব্বত্র সমদর্শী ও নিত্য যোগযুক্ত সাধুব্যক্তির ছয়মাসেই শব্দব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। সাধু জন লোষ্টে ও কাঞ্চনে সম জ্ঞান করিবেন; পরের ক্লেশ দেখিয়াও দুঃখিত হইবেন না। এই ভাবে যোগানুষ্ঠান করিতে থাকিবেন; কদাচ বিরত হইবেন না। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী রমণী বা শূদ্র ব্যক্তিও এইরূপ যোগপথাবলম্বনে পরম গতি লাভ করিতে পারে। হে দ্বিজগণ! মনীষী মানব এই যোগপথাবলম্বনে অজ, পুরাণ, অজর, সনাতন, ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া যাহা হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই পরমেষ্ঠিসাম্যতা প্রাপ্ত হয়েন। ৬৫—৬৯।

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।
যদ্যেবং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
কাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি কাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ম্মণা ॥
এতদ্বৈ শ্রোতুমিচ্ছামস্তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু নঃ।
এতদন্যোন্যবৈরূপ্যং বর্ত্ততে প্রতিকূলতঃ ॥ ২
ব্যাস উবাচ।
শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলা যৎপৃচ্ছধ্বং সমাসতঃ।
কর্ম্মবিদ্যাময়ৌ চোভৌ ব্যাখ্যাস্যামি ক্ষরাক্ষরৌ
যাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি যাং গচ্ছন্তি চ কর্ম্মণা।
শৃণুধ্বং সাম্প্রতং বিপ্রা গহনং হ্যেতদুত্তরম্ ॥ ৪
অস্তি ধর্ম্ম ইতি যুক্তং নাস্তি তত্রৈব যো বদেৎ
যক্ষস্য সাদৃশ্যমিদং যক্ষস্যেদং ভবেদথ ॥ ৫

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—"কর্ম্ম কর" এবং "কর্ম্ম ত্যাগ কর" এই উভয়বিধই বেদবচন আছে। এই দুই পরস্পর প্রতিকূল বিধির তাৎপর্য্য কি? কর্ম্মদ্বারাই বা কোন্ গতি লাভ হয়? আর বিদ্যা দ্বারাই বা কি হয়? আমরা ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূলগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসিতেছেন, শ্রবণ করুন। ক্ষর ও অক্ষর—ইহাঁরা কর্ম্মময় ও বিদ্যাময়। আমি ইহার ব্যাখ্যা করিতেছি। হে বিপ্রগণ! বিদ্যাদ্বারা ও কর্ম্মদ্বারা যে যে গতি হয়, সম্প্রতি তাহাই শুনুন। ইহার উত্তর অতীব দুর্জ্ঞেয়। "ধর্ম্ম আছে" একথা যে বলে, আর "ধর্ম্ম নাই" একথাও যে ব্যক্তি বলে, এই উভয়ের উক্তিই সত্য; "ইহা যক্ষের সদৃশ" আর "ইহা যক্ষের" এই দুই কথায়ই যেমন "যক্ষসম্বন্ধীয়" এ অর্থটী প্রতিপাদিত হয়; তেমনি "ধর্ম্ম আছে" আর "ধর্ম্ম নাই" এই দুই বাক্যেও ধর্ম্মের সত্তা স্বীকার হইয়া থাকে।—ধর্ম্ম নাই বলিলে প্রথমতঃ ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া তার পর উহার নিষেধ করা হয়; 'নাই' বলিলে অব্যক্ত

দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তো বা বিভাষিতঃ॥
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ ৭
কর্ম্মণা জায়তে প্রেত্য মূর্ত্তিমান্ ষোড়শাত্মকঃ।
বিদ্যয়া জায়তে নিত্যমব্যক্তং হ্যক্ষরাত্মকম্॥
কর্ম্ম ত্বেকে প্রশংসন্তি স্বল্পবুদ্ধিরতা নরাঃ।
তেন তে দেহজালেন রময়ন্ত উপাসতে॥ ৯
যে তু বুদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা ধর্ম্মনৈপুণ্যদর্শিনঃ।
ন তে কর্ম্ম প্রশংসন্তি কূপং নদ্যাং পিবন্নিব॥১০
কর্ম্মণাং ফলমাপ্নোতি সুখদুঃখে ভবাভবৌ।
বিদ্যয়া তদবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি॥ ১১
ন ম্রিয়তে যত্র গত্বা যত্র গত্বা ন জায়তে।
ন জীর্য্যতে যত্র গত্বা যত্র গত্বা ন বর্দ্ধতে॥ ১২
যত্র তদ্‌ব্রহ্ম পরমমব্যক্তমচলং ধ্রুবম্।
অব্যাকৃতমনায়ামমমৃতং চাধিযোগবিৎ॥ ১৩
দ্বন্দ্বৈর্ন যত্র বাধ্যন্তে মানসেন চ কর্ম্মণা।
সমাঃ সর্ব্বত্র মৈত্রাশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ১৪
বিদ্যাময়োঽন্যঃ পুরুষো দ্বিজাঃ কর্ম্মময়োঽপরঃ
বিপ্রাশ্চন্দ্রসমস্পর্শঃ সূক্ষ্ময়া কলয়া স্থিতঃ॥ ১৫
তদেতদৃষিণা প্রোক্তং বিস্তরেণানুগীয়তে।
ন বক্তুং শক্যতে দ্রষ্টুং চক্রতন্তুমিবাম্বরে॥ ১৬
একাদশবিকারাত্মা কলাসম্ভারসংভৃতঃ।
মূর্ত্তিমানিতি তং বিদ্যাদ্বিপ্রাঃ কর্ম্মগুণাত্মকম্॥
দেবো যঃ সংশ্রিতস্তস্মিন্নব্বিন্দুরিব পুষ্করে।
ক্ষেত্রজ্ঞং তং বিজানীয়ান্নিত্যং যোগজিতাত্মকম্
তমো রজশ্চ সত্ত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং জীবগুণাত্মকম্।
জীবমাত্মগুণং বিদ্যাদাত্মানং পরমাত্মনঃ॥ ১৯
সচেতনং জীবগুণং বদন্তি
স চেষ্টতে জীবগুণঞ্চ সর্ব্বম্।

অবস্থা বুঝায়; পরন্তু "আকাশকুসুম" প্রভৃতির ন্যায় অসত্তা বুঝায় না।—যাহা অব্যক্ত, কোন কালে তাহা অবশ্যই ব্যক্ত ছিল বা হইবে; ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ—ধর্ম্মের এই দ্বিবিধ পথ; এই দুই পথেই বেদ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। কর্ম্ম দ্বারা জীবগণ বদ্ধ হয়, বিদ্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করে। এ নিমিত্ত পারদর্শী যতিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না। কর্ম্ম করিলে ষোড়শাবয়বযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়; বিদ্যা দ্বারা নিত্য অক্ষরত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি নরগণ কর্ম্মের প্রশংসা করে, সেই জন্য ভৌতিক পদার্থচয় দ্বারা সানন্দে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মতত্ত্বনিপুণ জ্ঞানবান্ জনগণ, নদীজলপায়ী ব্যক্তির পক্ষে কূপের ন্যায় ধর্ম্মের প্রশংসা করেন না। ১—১০। কর্ম্মের ফলে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্তি হয়। বিদ্যা দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় শোক করিতে হয় না, তাহাই লাভ হইয়া থাকে। যেখানে যাইলে মরণ, জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি কিছুই থাকে না; যথায় অব্যক্ত, অচল, হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত, বিকারবিহীন অপরিমেয়, সর্ব্বজ্ঞ, অমৃতপদবাচ্য, পরমব্রহ্ম বিরাজমান; যেখানে যাইলে মানস-শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখের অনুভূতি নাই; সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী, সকলের বন্ধুস্বরূপ জ্ঞানী জনগণ তথায় গমন করেন। হে দ্বিজগণ, বিদ্যাময় পুরুষ ও কর্ম্মময় পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। কর্ম্মময় পুরুষ চন্দ্রসম সুখস্পর্শ, সূক্ষ্ম অংশরূপে বিরাজমান। ঋষিপ্রোক্ত এই বিষয় বহুধা গীত হয় বটে, কিন্তু সেই পুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ব্বাচন করা অতীব কঠিন। আকাশগত রাশিচক্রস্থ সূক্ষ্ম তন্তুবৎ উঁহার স্বরূপ বলিতে বা দেখিতে পারা যায় না। হে বিপ্রগণ! সেই কর্ম্মময় পুরুষ, একাদশ ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম জীবাংশসমূহে পরিপুষ্ট ও মূর্ত্তিমান্ বলিয়া জানিবেন। সাগর মধ্যে শশধরের ন্যায় হৃৎপদ্ম মধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, সেই দেব ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া বিদিত। যোগসামর্থ্যে তাঁহার উপলব্ধি হয়। তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব,—এই তিনটি জীবের গুণ। জীব—আত্মার গুণ; আত্মা-পরমাত্মার গুণ—ইহাও জানিবে। জীবগুণ সচেতন; উহা

ততঃ পরং ক্ষেত্রবিদো বদন্তি
প্রকল্পয়ন্তো ভুবনানি সপ্ত ॥ ২০
ব্যাস উবাচ।
প্রকৃত্যাস্তু বিকারা যে ক্ষেত্রজ্ঞাস্তে পরিশ্রুতাঃ
তে চৈনং ন প্রজানন্তি ন জানাতি স তানপি
তৈশ্চৈব কুরুতে কার্য্যং মনঃষষ্ঠৈরিহেন্দ্রিয়ৈঃ।
সুদান্তৈরিব সংযন্তা দৃঢ়ঃ পরমবাজিভিঃ ॥ ২২
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যঃ পরমং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ২৩
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পরতোঽমৃতম্।
অমৃতান্ন পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ ॥২৪
এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ২৫
অন্তরাত্মনি সংলীয় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ বহুচিন্ত্যমচিন্তয়ন্ ॥ ২৬
ধ্যানেঽপি পরমং কৃত্বা বিদ্যাসম্পাদিতং মনঃ
অনীশ্বরঃ প্রশান্তাত্মা ততো গচ্ছেৎ পরং পদম্
ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং বশ্যাত্মা চলিতস্মৃতিঃ।
আত্মনঃ সম্প্রদানেন মর্ত্ত্যোঽমৃত্যুমুপাশ্নুতে ॥
বিহত্য সর্ব্বসঙ্কল্পান্ সত্ত্বে চিত্তং নিবেশয়েৎ।
সত্ত্বে চিত্তং সমাবেশ্য ততঃ কালঞ্জয়ো ভবেৎ ॥
চিত্তপ্রসাদেন যতির্জহাতীহ শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥ ৩০
লক্ষণন্তু প্রসাদস্য যথা স্বপ্নে সুখং ভবেৎ।
নির্ব্বাতে বা যথা দীপো দীপ্যমানো
ন কম্পতে ॥ ৩১
এবং পূর্ব্বাপরে রাত্রে যুঞ্জন্নাত্মানমাত্মনা।
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥৩২
রহস্যং সর্ব্ববেদানামনৈতিহ্যমনাগমম্।
আত্মপ্রত্যায়কং শাস্ত্রমিদং পুত্রানুশাসনম্ ॥ ৩৩

দ্বারাই যাবতীয় চেষ্টা নিষ্পাদিত হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ উহা দ্বারাই সপ্ত ভুবনের কল্পনা করিয়া থাকেন। ১১—২০। ব্যাস বলিলেন,—প্রকৃতির বিকারসমূহ ক্ষেত্রজ্ঞ নামে উল্লিখিত হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞেরা এই আত্মাকে জানে না এবং আত্মাও ক্ষেত্রজ্ঞদিগকে অবগত নহেন। সারথি যেমন সুশিক্ষিত অশ্ব দ্বারা অভীষ্ট স্থানে গমন করে, আত্মাও তদ্রূপ মনঃসহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং সেই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারা আপন অভীষ্ট কার্য্য সাধন করেন। ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ স্পর্শাদি পর, ঐ ইন্দ্রিয়ার্থ সকল হইতে মন পর; মন অপেক্ষা বুদ্ধি পর; বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা পর। মহানের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর অমৃত; অমৃতের পর আর কিছুই নাই; তিনিই চরম স্থান, এবং তিনিই পরম গতি। সর্ব্বভূতে এবম্বিধ দৃঢ় আত্মা প্রকট হয়েন না; সূক্ষ্মদর্শী জনগণ বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞ প্রশান্তচেতা মানব জ্ঞানালোচন প্রভাবে মনের কালুষ্য দূরীকৃত করিয়া বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবেন; পরে ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও মনকে অন্তরাত্মাতে বিলীন করিবেন। এরূপ করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আত্মাতে বিলীন করত স্মৃতিহীন বা সমাধিস্থ হইলে মর্ত্ত্য ব্যক্তি মৃত্যুদায় হইতে পরিত্রাণ পায়। সর্ব্বসঙ্কল্প পরিহার করত সত্ত্বে চিত্ত-নিবেশ করিলে কালকৃত জন্ম-মৃত্যু ভোগ করিতে হয় না। যতি, চিত্তপ্রসাদেই শুভাশুভ হইতে অব্যাহতি পায়; প্রসন্নচিত্তে আত্মনিষ্ঠ হইলে অত্যন্ত সুখ লাভ করে। ২১—৩০। সুখহেতু না থাকিলেও চিত্তের যে সুখানুভব কিম্বা নির্বাত প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় চিত্তের অচঞ্চল অবস্থা, উহাই প্রসাদের লক্ষণ। লঘু আহারকারী বিশুদ্ধাত্মা যতি এই প্রকারে প্রথম রাত্রিতে ও শেষ রাত্রিতে যোগানুষ্ঠান করিলে আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। ইহা সর্ব্ববেদের রহস্য; আগম বা ইতিহাসের কথা নহে। এই আত্ম-প্রত্যয় সাধন শাস্ত্র পুত্রকেই উপদেশ করা উচিত।

ধর্ম্মাখ্যানেষু সর্ব্বেষু সত্যাখ্যানেষু যত্নম্ ।
দশবর্ষসহস্রাণি নির্ম্মথ্যামৃতমুদ্ধৃতম্ ॥ ৩৪
নবনীতং যথা দধ্নঃ কাষ্ঠাদগ্নির্যথৈব চ ।
তথৈব বিদুষাং জ্ঞানং মুক্তিহেতোঃ সমুদ্ধৃতম্ ॥
স্নাতকানামিদং শাস্ত্রং বাচ্যং পুত্রানুশাসনম্ ।
তদিদং নাপ্রশান্তায় নাদান্তায় তপস্বিনে ॥ ৩৬
নাবেদবিদুষে বাচ্যং তথা নানুগতায় চ ।
নাসূয়কায়ানৃজবে ন চানির্দিষ্টকারিণে ॥ ৩৭
ন তর্কশাস্ত্রদগ্ধায় তথৈব পিশুনায় চ ।
শ্লাঘিনে শ্লাঘনীয়ায় প্রশান্তায় তপস্বিনে ॥ ৩৮
ইদং প্রিয়ায় পুত্রায় শিষ্যায়ানুগতায় তু ।
রহস্যধর্ম্মং বক্তব্যং নান্যস্মৈ তু কথঞ্চন ॥ ৩৯
যদপ্যস্য মহীং দদ্যাদ্রত্নপূর্ণামিমাং নরঃ ।
ইদমেব ততঃ শ্রেয় ইতি মন্যেত তত্ত্ববিৎ ॥ ৪০
অতো গুহ্যতরার্থং তদধ্যাত্মমতিমানুষম্ ।
যত্তন্মহর্ষিভির্দৃষ্টং বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥ ৪১
তদ্যুষ্মভ্যং প্রযচ্ছামি যন্মাং পৃচ্ছত সত্তমাঃ ।
যন্মে মনসি বর্ত্তেত যচ্চ বো হৃদি সংশয়ঃ ।
শ্রুতং ভবদ্ভিস্তৎসর্ব্বং কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ ॥ ৪২

মুনয় ঊচুঃ ।

অধ্যাত্মং বিস্তরেণেহ পুনরেব বদস্ব নঃ ।
যদধ্যাত্মং যথা বিদ্মো ভগবন্নৃষিসত্তম ॥ ৪৩

ব্যাস উবাচ ।

অধ্যাত্মং যদিদং বিপ্রাঃ পুরুষস্যেহ পঠ্যতে ।
যুষ্মভ্যং কথয়িষ্যামি তস্য ব্যাখ্যাবধার্য্যতাম্
ভূমিরাপস্তথা জ্যোতির্ব্বায়ুরাকাশমেব চ ।
মহাভূতানি যশ্চৈব সর্ব্বভূতেষু ভূতকৃৎ ॥ ৪৫

মুনয় ঊচুঃ ।

আকারন্তু ভবেদ্যস্য যস্মিন্দেহং ন পশ্যতি ।
আকাশাদ্যং শরীরেষু কথং তদুপবর্ণয়েৎ ।
ইন্দ্রিয়াণাং গুণাঃ কেচিৎ কথং তানুপলক্ষয়েৎ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এতদ্বো বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুদর্শনম্ ।
শৃণুধ্বং তদিহৈকাগ্র্যা যথাতত্ত্বং যথা চ তৎ ॥ ৪৭

দশ সহস্র বৎসর সমস্ত ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যোপাখ্যান মন্থন করিয়া এই অমৃত উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদ্বান্‌গণের মুক্তি সাধন এই সাংখ্যজ্ঞান—দধি হইতে নবনীত এবং কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। পুত্রে উপদেশযোগ্য এই শাস্ত্র স্নাতক ব্রহ্মচারীদিগকে উপদেশ করিবে; যাহারা শান্ত, দান্ত, তপস্বী, বেদবিদ্, অনুগত ও সরলস্বভাব নহে; এবং যাহারা অসূয়াবান্, অনির্দ্দিষ্টকারী, তর্কশাস্ত্রদগ্ধ, পিশুন, শ্লাঘী,—এ সকল ব্যক্তিকে ইহা দিবে না। এই রহস্য ধর্ম্মশাস্ত্র—শ্লাঘ্য প্রশান্ত, তপস্যারত, অনুগত, প্রিয় পুত্র এবং শিষ্যকে উপদেশ করিবে; অপর কাহাকেও বলিব না। তত্ত্ববিদ্ মানব রত্নপূর্ণা ধরণীর তুলনায়ও এই শাস্ত্রকেই উত্তম বলিয়া বুঝিবেন। হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, মহর্ষিগণ-বিদিত, বেদান্ত-গীত, গোপনীয়, মনুষ্যগণের দুর্লভ, অধ্যাত্মশাস্ত্র, দিগকে এই প্রদান করিলাম। সন্দিগ্ধ বিষয় সম্বন্ধে আপনাদিগের যাহা জিজ্ঞাসা ছিল, তৎসমস্তই আপনারা শ্রবণ করিলেন। আপনাদিগকে আর কোন্ কথা বলিব? ৩১—৪২। মুনিগণ কহিলেন,—হে ঋষিসত্তম, ভগবন্! আমরা যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে পারি, এমন ভাবে বিস্তৃত করিয়া পুনরায় কীর্ত্তন করুন। ব্যাস কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! লোকসমাজে যাহা অধ্যাত্মশাস্ত্র বলিয়া পঠিত হয়, আমি তাহার ব্যাখ্যা বলিতেছি, আপনারা অবধারণ করুন। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,—এই পাঁচটী মহাভূত; সৃষ্টিকর্ত্তা এ সকলের অভ্যন্তরেই বাস করেন। মুনিগণ কহিলেন,—পঞ্চভূতের আকার আছে, কিন্তু শরীর নাই; তবে পঞ্চভূত মধ্যে ভূতকর্ত্তার বাস বর্ণন করিলেন কেমনে? পঞ্চভূতের কতকগুলি আবার ইন্দ্রিয়গুণ; সুতরাং উহাদিগের পৃথক্ উপলব্ধির সম্ভাবনা কি? ব্যাস বলিলেন,—আমি ইহা যেমন জানি, যথাযথ আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা একাগ্রমনে

শব্দঃ শ্রোত্রং তথা খানি ত্রয়মাকাশলক্ষণম্।
প্রাণশ্চেষ্টা তথা স্পর্শ এতে বায়ুগুণাস্ত্রয়ঃ॥ ৪৮
রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ ত্রিধা জ্যোতির্বিধীয়তে।
রসোঽথ রসনং স্বেদো গুণাস্ত্বেতে ত্রয়োঽম্ভসাম্
ঘ্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ ভূমেরেতে গুণাস্ত্রয়ঃ।
এতাবানিন্দ্রিয়গ্রামো ব্যাখ্যাতঃ পাঞ্চভৌতিকঃ
বায়োঃ স্পর্শো রসোঽদ্ভ্যশ্চ জ্যোতিষো রূপমুচ্যতে।
আকাশপ্রভবঃ শব্দো গন্ধো ভূমিগুণঃ স্মৃতঃ
মনো বুদ্ধিঃ স্বভাবশ্চ গুণা এতে স্বযোনিজাঃ।
তে গুণানতিবর্ত্তন্তে গুণেভ্যঃ পরমা মতাঃ॥৫২
যথা কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি প্রসার্য্য সন্নিযচ্ছতি।
এবমেবেন্দ্রিয়গ্রামং বুদ্ধিশ্রেষ্ঠো নিযচ্ছতি॥ ৫৩
যদূর্দ্ধং পাদতলয়োরবাগধশ্চ পশ্যতি।
এতস্মিন্নেব কৃত্যে সা বর্ত্ততে বুদ্ধিরুত্তমা॥৫৪
গুণৈস্তু নীয়তে বুদ্ধির্বুদ্ধিরেবেন্দ্রিয়াণ্যপি।
মনঃষষ্ঠানি সর্ব্বাণি বুদ্ধ্যভাবাৎ কুতো গুণাঃ॥
ইন্দ্রিয়াণি নরৈঃ পঞ্চ ষষ্ঠং তন্মন উচ্যতে।
সপ্তমীং বুদ্ধিমেবাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি চাষ্টমম্॥৫৬
চক্ষুরালোকনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
বুদ্ধিরধ্যবসানায় সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে॥৫৭
রজস্তমশ্চ সত্ত্বঞ্চ ত্রয় এতে স্বযোনিজাঃ।
সমাঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তান্ গুণানুপলক্ষয়েৎ॥৫৮
তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব সংযুক্তং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥ ৫৯
যত্তু সন্তাপসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেবং তত্র চাপ্যুপলক্ষয়েৎ॥৬০
যত্তু সম্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষমং ভবেৎ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥ ৬১
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ স্বাম্যং স্বস্থাত্মচিত্ততা।
অকস্মাদ্‌যদি বা কস্মাদ্বদন্তি সাত্ত্বিকান্ গুণান্॥
অভিমানো মৃষাবাদো লোভো মোহস্তথা ক্ষমা
লিঙ্গানি রজসস্তানি বর্ত্তন্তে হেতুতত্ত্বতঃ॥ ৬৩
তথা মোহঃ প্রমাদশ্চ তন্দ্রী নিদ্রাপ্রবোধিতা।
কথঞ্চিদভিবর্ত্তন্তে বিজ্ঞেয়াস্তামসা গুণাঃ॥ ৬৪
মনঃ প্রসৃজতে ভাবং বুদ্ধিরধ্যবসায়িনী।
হৃদয়ং প্রিয়মেবেহ ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা॥ ৬৫

উহার স্বরূপ শ্রবণ করুন। শব্দ, কর্ণ, ছিদ্র—এই তিনটী আকাশের গুণ। প্রাণ, চেষ্টা, স্পর্শ,—এই তিনটী বায়ুগুণ। রূপ, চক্ষু, বিপাক,—এই তিনটী তেজের গুণ। রস, জিহ্বা, স্বেদ,—এই তিনটী জলের গুণ। গন্ধ, নাসিকা, শরীর,—এই তিনটী ভূমির গুণ। এই পাঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্যাখ্যাত হইল। বায়ুর স্পর্শ, জলের রস, তেজের রূপ, আকাশের শব্দ ও ভূমির গন্ধ প্রধান গুণ। মন, বুদ্ধি, স্বভাব,—এই তিনটী স্বযোনিজ গুণবিশিষ্ট। উহারা গুণগণের অতিক্রম করিয়া থাকে; এজন্য উহারা গুণাপেক্ষা প্রধান। কূর্ম্ম যেমন নিজ অঙ্গ প্রসারণ ও আকুঞ্চন করে, বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত আত্মাও তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রামের নিয়মন করিয়া থাকেন। ৪৩—৫৩। ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্রই সেই বুদ্ধি বিস্তৃত রহিয়াছে। গুণ দ্বারা বুদ্ধি পরিচালিত হয়; বুদ্ধি মনের ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালন করে; [illegible]তরাং বুদ্ধির অভাবে গুণের ক্রিয়াভাব ঘটে। পাঁচটী ইন্দ্রিয়, ষষ্ঠ মন, সপ্তম বুদ্ধি, অষ্টম ক্ষেত্রজ্ঞ; এই আটটী, দেহের প্রধান অবয়ব। চক্ষু দ্বারা অবলোকন করা হয়। মন সংশয় এবং বুদ্ধি নিশ্চয় করে। ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষিমাত্র। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয় স্বয়ংজাত; সকল ভূতেই ইহারা সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। আত্মাতে প্রীতি-প্রশান্ত-ভাব দেখিলে উহা সত্ত্ব জন্য বুঝিবে। শরীরে বা মনে যে দুঃখ-সুখ ভাব, উহাই রজঃপ্রবৃত্তি। যাহা মোহসংযুক্ত, অব্যক্ত ও বিষম তাহাকেই তমঃ বলিয়া নির্ণয় করিবে। প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, স্বাধীনতা, সুস্থচিত্ততা এ সকল সাত্ত্বিক গুণ; অভিমান, মিথ্যাকথন, লোভ, গর্ব্ব, ক্রোধ,—এ সমস্ত রাজস গুণ। মোহ, প্রমাদ, তন্দ্রা, নিদ্রা, অজ্ঞানতা,—এ সকল তামস গুণ। মন ভাবের উৎপাদক। বুদ্ধি নিশ্চয়বিধায়িনী। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা পরঃ স্মৃতঃ॥ ৬৬
বুদ্ধিরাত্মা মনুষ্যস্য বুদ্ধিরেবাত্মনায়িকা।
যদা বিকুরুতে ভাবং তদা ভবতি সা মনঃ॥ ৬৭
ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবাদ্‌বুদ্ধির্বিকুরুতে হ্যনু।
শৃণ্বতী ভবতি শ্রোত্রং স্পৃশতী স্পর্শ উচ্যতে॥
পশ্যন্তী চ ভবেদ্দৃষ্টী রসন্তী রসনা ভবেৎ।
জিঘ্রন্তী ভবতি ঘ্রাণং বুদ্ধির্বিকুরুতে পৃথক্॥ ৬৯
ইন্দ্রিয়াণি তু তান্যাহুস্তেষাং বৃত্ত্যা বিতিষ্ঠতি।
তিষ্ঠতে পুরুষে বুদ্ধির্বুদ্ধিভাবব্যবস্থিতা॥ ৭০
কদাচিল্লভতে প্রীতিং কদাচিদপি শোচতি।
ন সুখেন চ দুঃখেন কদাচিদিহ মুহ্যতে॥ ৭১
স্বয়ং ভাবাত্মিকা ভাবাংস্ত্রীনেতানতিবর্ত্ততে।
সরিতাং সাগরো ভর্ত্তা মহাবেলামিবোর্ম্মিমান্॥
যদা প্রার্থয়তে কিঞ্চিত্তদা ভবতি সা মনঃ।
অধিষ্ঠানে চ বৈ বুদ্ধ্যা পৃথগেতানি সংস্মরেৎ॥

ইন্দ্রিয়বিষয়, তদপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ বুদ্ধিই জীবগণের আত্মা; বুদ্ধিই আত্মনায়িকা। সেই বুদ্ধি যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে মন বলা যায়। বুদ্ধিই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করে। শ্রবণ করে বলিয়া শ্রোত্র, স্পর্শ করে বলিয়া স্পর্শ, দর্শনকালীন দৃষ্টি, রসগ্রহণকালে রসনা, আঘ্রাণকালে ঘ্রাণ,—ইত্যাদিরূপে এক বুদ্ধিই বিভিন্ন নাম ধারণ করে। ৫৪—৬৯। ঐ সকলকে ইন্দ্রিয় বলা হয়; উহারা বুদ্ধির বৃত্তি মাত্র। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপে অবস্থিতা হইলেই উহাকে বুদ্ধি বলা যায়। ঐ বুদ্ধিবলেই জীব কদাচিৎ প্রীতি কখনও শোক কখন সুখ এবং ক্বচিৎ দুঃখ লাভ করে। বুদ্ধি স্বয়ং ভাবাত্মিকা; উর্ম্মিমালী সাগর যেমন সরিৎসমূহের আশ্রয় হইয়াও কদাপি বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, সর্ব্বভাববতী বুদ্ধিও তেমনি ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি—এই তিনটী ভাব কদাপি পরিত্যাগ

ইন্দ্রিয়াণি চ মেধ্যানি বিচেতব্যানি কৃৎস্নশঃ।
সর্ব্বাণ্যেবানুপূর্ব্বেণ যদ্‌যদা চ বিধীয়তে॥ ৭৪
অবিভাগমনা বুদ্ধির্ভাবো মনসি বর্ত্ততে।
প্রবর্ত্তমানস্তু রজঃ সত্ত্বমপ্যতিবর্ত্ততে॥ ৭৫
যে বৈ ভাবেন বর্ত্তন্তে সর্ব্বেষ্বেতেষু তে ত্রিষু।
অন্বর্থান্ সম্প্রবর্ত্তন্তে রথনেমিমরা ইব॥ ৭৬
প্রদীপার্থং মনঃ কুর্য্যাদিন্দ্রিয়ৈর্বুদ্ধিসত্তমৈঃ।
নিশ্চরদ্ভির্যথাযোগমুদাসীনৈর্যদৃচ্ছয়া॥ ৭৭
এবং স্বভাবমেবেদমিতি বুদ্ধা ন মুহ্যতি।
অশোচন্ সম্প্রহৃষ্যংশ্চ নিত্যং বিগতমৎসরঃ॥
ন হ্যাত্মা শক্যতে দ্রষ্টুমিন্দ্রিয়ৈঃ কামগোচরৈঃ।
প্রবর্ত্তমানৈরনেকৈর্দ্দুর্দ্ধরৈরকৃতাত্মভিঃ॥ ৭৯
তেষান্তু মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যঙ্‌ নিযচ্ছতি।
তদা প্রকাশতেঽস্যাত্মা দীপদীপ্তা যথাকৃতিঃ॥

করে না। যখন কোনও সংকল্প করে, তখন সে মন হয়। বস্তুত একই পদার্থের অধিষ্ঠান ভেদে মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথক্ সংজ্ঞা হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল যন্ত্রমাত্র। যখন যে কোন ক্রিয়া হউক না, এক বুদ্ধিই পৃথক্ ভাব অবলম্বনে তাহা সম্পাদন করে। এমন কি, রজোগুণ বা সত্ত্বগুণকেও সেই বুদ্ধিই স্বায়ত্ত করিয়া থাকে। অর সকল যেমন রথনেমির অধীন, গুণ সকলও তেমনি ভাবানুসারে বুদ্ধিরই অনুগত থাকিয়া ক্রিয়াকারে প্রবৃত্ত হয়। মন একটী প্রদীপের ন্যায়; ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় যন্ত্র তুল্য; বিভিন্ন যন্ত্রগত হইয়া আলোক যেমন পৃথগাকার ধারণ করে; বুদ্ধিও তেমনি চক্ষু কর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানে সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়। "উহার স্বভাবই ঐরূপ" এই নিশ্চয় করিয়া মাৎসর্য্যহীন ধীর মানব শোকে বা হর্ষে আক্রান্ত হয়েন না। অসংযত ব্যক্তিরা যথেচ্ছাচারী দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আত্মাকে দেখিতে পায় না। পরন্তু মন দ্বারা উহাদিগের রশ্মি যথাযোগ্যরূপে নিয়োগ করিলে দীপালোকে আকৃতির ন্যায় আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং তমস্যুপগতে যথা।
প্রকাশং ভবতে সর্ব্বং তথৈবমুপধার্য্যতাম্॥ ৮১
যথা বারিচরঃ পক্ষী ন লিপ্যতি জলে চরন্।
বিমুক্তাত্মা তথা যোগী গুণদোষৈর্ন লিপ্যতে॥
এবমেব কৃতপ্রজ্ঞো ন দোষৈর্বিষয়াংশ্চরন্।
অসজ্জমানঃ সর্ব্বেষু ন কথঞ্চিৎ প্রলিপ্যতে॥
ত্যক্তা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম রতির্যস্য সদাত্মনি।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য গুণসঙ্গেন সজ্জতঃ॥ ৮৪
স্বয়মাত্মা প্রসবতি গুণেষ্বপি কদাচন।
ন গুণা বিদুরাত্মানং গুণান্ বেদ স সর্ব্বদা॥ ৮৫
পরিদধ্যাদ্‌গুণানাং স দ্রষ্টা চৈব যথাতথম্।
সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং লক্ষয়েন্নরঃ॥ ৮৬
সৃজতে তু গুণানেক একো ন সৃজতে গুণান্।
পৃথগ্‌ভূতৌ প্রকৃত্যৈতৌ সম্প্রযুক্তৌ চ সর্ব্বদা
যথাশ্মনা হিরণ্যস্য সম্প্রযুক্তৌ তথৈব তৌ।
মশকোদুম্বরৌ বাপি সম্প্রযুক্তৌ যথা সহ॥ ৮৮
ইষিকা বা যথা মুঞ্জে পৃথক্ চ সহ চৈব হ।
তথৈব সহিতাবেতৌ অন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ

ইতি শ্রীব্রাহ্মে যোগোপায়বর্ণনং সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩৭॥

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সৃজতে তু গুণান্ সত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বধিতিষ্ঠতি।
গুণান্ বিক্রিয়তঃ সর্ব্বানুদাসীনবদীশ্বরঃ॥ ১
স্বভাবযুক্তং তৎসর্ব্বং যদিমান্ সৃজতে গুণান্।
ঊর্ণনাভির্যথা সূত্রং সৃজতে তদ্‌গুণাংস্তথা॥ ২
প্রবৃত্তা ন নিবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তির্নোপলভ্যতে।
এবমেকে ব্যবস্যন্তি নিবৃত্তিমিতি চাপরে॥ ৩
উভয়ং সম্প্রধার্য্যৈতদধ্যবস্যেদ্‌যথামতি।
অনেনৈব বিধানেন ভবেদ্বৈ সংশয়ো মহান্॥
অনাদিনিধনো হ্যাত্মা তং বুদ্ধা বিহরেন্নরঃ।

৮০—৮০। অন্ধকার মধ্যে আলোক দ্বারা যেমন দ্রব্যের প্রকাশ হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিয়া বুদ্ধিকে আত্মাতে নিয়োগ করিলে সেই আত্মাও তেমনি প্রকট হয়েন। জলচর পক্ষী যেমন জলে আর্দ্র হয় না, বিমুক্তাত্মা যোগীও তেমনি গুণদোষে লিপ্ত হয়েন না। প্রজ্ঞাবান্ মানব এইরূপ অনাসক্তচিত্তে বিষয়ানুশীলন করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয়েন না। যিনি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া আত্মরত হয়েন, সর্ব্বভূতেই আত্মদর্শন করেন, তিনি গুণসঙ্গবশতঃ সংসারে বদ্ধ হয়েন না। আত্মা স্বয়ং গুণগণকে প্রসব করেন; পরন্তু গুণগণ তাঁহাকে কদাচ জানিতে পারে না। তিনি গুণগণকে সর্ব্বদাই জানেন। গুণ সকল আত্মাকে আবৃত করে, আত্মা কিন্তু দ্রষ্টা মাত্র। সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞের এইরূপ ভেদ জানিবে যে, একটী গুণ সৃষ্টি করে, অপরে উহা করে না। উহারা সতত সম্মিলিত, অথচ প্রকৃতি হইতে পৃথক্। রত্নসম্মিলিত স্বর্ণ, মশকযুক্ত উদুম্বর, এবং মুঞ্জসহ ইষিকা,—যেমন পরস্পর মিলিত অথচ পৃথক্, ইহারাও তেমনি অন্যান্যাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত। ৮১—৮৯।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৭

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—সত্ত্বই গুণগণের সৃষ্টি করে। ঈশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ উদাসীনবৎ উহাতে অধিষ্ঠান করেন মাত্র। ঊর্ণনাভি যেমন সূত্র সৃষ্টি করে, স্বভাবযুক্ত আত্মাও তেমনি গুণগণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তিমার্গানুযায়ী জনগণ সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন না; এইরূপ মনে করিয়া কেহ কেহ প্রবৃত্তিপথেই যত্ন করেন; অপরে নিবৃত্তিরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। বস্তুত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পথই অবলম্বনীয় বুঝিয়া বিধানানুসারে সাধন করা কর্ত্তব্য। পরন্তু এবিষয়ে সাধারণের মহান্ সংশয় জন্মিয়া থাকে। নর

অক্রুধ্যন্নপ্রহৃষ্যংশ্চ নিত্যং বিগতমৎসরঃ॥ ৫
ইত্যেবং হৃদয়ে সর্ব্বো বুদ্ধিচিন্তাময়ং দৃঢ়ম্।
অনিত্যং সুখমাসীনমশোচ্যং ছিন্নসংশয়ঃ॥ ৬
তরয়েৎ প্রচ্যুতাং পৃথ্বীং যথা পূর্ণাং নদীং নরাঃ
অবগাহ্য চ বিদ্বাংসো বিপ্রা লোলমিমং তথা॥
ন তু তপ্যতি বৈ বিদ্বান্ স্থলে চরতি তত্ত্ববিৎ
এবং বিচিন্ত্য চাত্মানং কেবলং জ্ঞানমাত্মনঃ॥৮
তত্তু বুদ্ধা নরঃ সর্গং ভূতানামাগতিং গতিম্
সমচেষ্টশ্চ বৈ সম্যগ্ লভতে শমমুত্তমম্॥ ৯
এতদ্দ্বিজন্মসামগ্র্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
আত্মজ্ঞানসমস্নেহপর্য্যাপ্তং তৎপরায়ণম্॥ ১০
তত্ত্বং বুদ্ধা ভবেদ্বুদ্ধঃ কিমন্যদ্বুদ্ধলক্ষণম্।
বিজ্ঞায়ৈতদ্বিমুচ্যন্তে কৃতকৃত্যা মনীষিণঃ॥ ১১
ন ভবতি বিদুষাং মহদ্ভয়ং
যদবিদুষাং সুমহদ্ভয়ং পরত্র।
ন হি গতিরধিকাস্তি কস্যচিদ্-
ভবতি হি যা বিদুষঃ সনাতনী॥ ১২
লোকমাতরমসূয়তে নর-
স্তত্র দেবমনিরীক্ষ্য শোচতে।
তত্র চেদ্ভু কুশলো ন শোচতে
যে বিদুস্তদুভয়ং কৃতাকৃতম্॥ ১৩
যৎ করোত্যনভিসন্ধিপূর্ব্বকং
তচ্চ নিন্দয়তি যৎ পুরা কৃতম্।
যৎ প্রিয়ং তদুভয়ং ন বাপ্রিয়ং
তস্য তজ্জনয়তীহ কুর্ব্বতঃ॥ ১৪

মুনয় উচুঃ।

যস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো বিদ্যতে নেহ কশ্চন।
যো বিশিষ্টশ্চ ভূতেভ্যস্তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু নঃ॥

ব্যাস উবাচ।

ধর্ম্মঞ্চ সম্প্রবক্ষ্যামি পুরাণমৃষিভিঃ স্তুতম্।
বিশিষ্টং সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ॥১৬
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি বুদ্ধ্যা সংযম্য তত্ত্বতঃ।

অনাদিনিধন আত্মাকে অবগত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ, ও মৎসর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ত বিহার-পরায়ণ হইবেন। সকলেরই হৃদয়ে এবম্বিধ বুদ্ধি ও চিন্তাময় আত্মা বিরাজমান। সেই নিত্য সমাসীন, শোকসংস্রব-হীন আত্মাকে দৃঢ়ভাবে জানিলে সকল সংশয় ছিন্ন হয়। নদী পার হইয়া যেমন অভীষ্ট স্থানে যাওয়া যায়, এই তত্ত্বশাস্ত্রে অবগাহন করিলেও তেমান শান্তি লাভ করা যায়। তত্ত্বান্বেষী মানব, জ্ঞানময় আত্মাকে এই প্রকারে নির্ণয় করিয়া ধ্যানফলে নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিহার করিতে পারেন। নর সেই আত্মাকে, এবং ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সম আচার-সমন্বিত হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। আত্মজ্ঞানরূপ স্নেহস্নিগ্ধ, পরম গতি-দায়ক এই জ্ঞান, দ্বিজজনের,—বিশেষত জ্ঞানিগণের পরম সামগ্রী। তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই বুদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া বুদ্ধের আর কি লক্ষণ হইতে পারে? মনীষিগণ এই তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। এই তত্ত্ব না জানিলে পরকালে সুমহৎ ভয় হয় এবং ইহা জানিলে পরকালে ভয় থাকে না। জ্ঞানবানগণের যে সনাতনী পরমগতি লাভ হয়, অপর কাহারও তদপেক্ষা উত্তম গতি হইতে পারে না। ১—১২। সংসারে জনগণ আত্মদেবকে দেখিতে পায় না বলিয়া শোকবশে, লোকমাতা প্রকৃতির প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে; যাঁহারা আত্মতত্ত্বে সুচতুর, তাঁহারা অনুষ্ঠিত কার্য্য মাত্রই কৃত ও অকৃত বলিয়া বুঝেন; সুতরাং শোক করেন না। তাঁহারা অনভিসন্ধিপূর্ব্বক যাহা করেন, এবং যাহা পূর্ব্বসঞ্চিত নিন্দিত কর্ম্ম থাকে,—যথেচ্ছ অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও ঐ সকল সেই তত্ত্বজ্ঞ মানবের প্রিয় বা অপ্রিয় সাধন করিতে পারে না। মুনিগণ বলিলেন,—যে ধর্ম্ম অপেক্ষা ইহলোকে আর পরম ধর্ম্ম নাই, এবং ভূতগণ মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদিগকে তাহাই বলুন। ব্যাস কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ঋষিগণপ্রশংসিত, পুরাণ-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি। পিতা যেমন বালক

সর্ব্বতঃ প্রসৃতানীহ পিতা বালানিবাত্মজান্ ॥১৭
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চাপ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে ॥ ১৮
তানি সর্ব্বাণি সন্ধায় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া।
আত্মতৃপ্তঃ স এবাসীদ্বহুচিন্ত্যমচিন্তয়ন্ ॥ ১৯
গোচরেভ্যো নিবৃত্তানি যদা স্থাস্যন্তি বেশ্মনি।
তদা চৈবাত্মনাত্মানং পরং দ্রক্ষ্যথ শাশ্বতম্ ॥২০
সর্ব্বাত্মানং মহাত্মানং বিধূমমিব পাবকম্।
প্রপশ্যন্তি মহাত্মানং ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ ॥২১
যথা পুষ্পফলোপেতো বহুশাখো মহাদ্রুমঃ।
আত্মনো নাভিজানীতে ক্ব মে পুষ্পং ক্ব মে ফলম্ ॥ ২২
এবমাত্মা ন জানীতে ক্ব গমিষ্যে কুতোঽন্বহম্।
অন্যো হ্যস্যান্তরাত্মাস্তি যঃ সর্ব্বমনুপশ্যতি ॥২৩
জ্ঞানদীপেন দীপ্তেন পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
দৃষ্ট্বাত্মানং তথা যূয়ং বিরাগা ভবত দ্বিজাঃ ॥২৪
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তত্বচ ইবোরগাঃ।
পরাং বুদ্ধিমবাপ্যেহাপ্যচিন্তা বিগতজ্বরাঃ ॥২৫
সর্ব্বতঃ স্রোতসং ঘোরাং নদীং লোকপ্রবাহিণীম্
পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহবতীং মনঃসঙ্কল্পরোধসম্ ॥ ২৬
লোভমোহতৃণচ্ছন্নাং কামক্রোধসরীসৃপাম্।
সত্যতীর্থানৃতক্ষোভাং ক্রোধপঙ্কাং সরিদ্বরাম্
অব্যক্তপ্রভবাং শীঘ্রাং কামক্রোধসমাকুলাম্।
প্রতরধ্বং নদীং বুদ্ধ্যা দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৮
সংসারসাগরগমাং যোনিপাতালদুস্তরাম্।
আত্মজন্মোদ্ভবাং তাত জিহ্বাবর্ত্তদুরাসদাম্ ॥২৯
যাং তরন্তি কৃতপ্রজ্ঞা ধৃতিমন্তো মনীষিণঃ।
তাং তীর্ণঃ সর্ব্বতো মুক্তো বিধূতাত্মাত্মবাঞ্ছুচিঃ
উত্তমাং বুদ্ধিমাস্থায় ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
উত্তীর্ণঃ সর্ব্বসংক্লেশান্ প্রসন্নাত্মা বিকল্মষঃ ॥ ৩১

সন্তানগণকে একত্রিত করেন, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান বলে ইতস্ততঃ প্রসৃত উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনের সহিত যুক্ত করিবেন। মনের ও ইন্দ্রিয়গণের একগ্রতা সাধনই পরম তপস্যা। সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা এই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়; জানিবেন। বুদ্ধি দ্বারা বহু বহু চিন্তনীয় বিষয় হইতে বিরত হইয়া মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় সমাধানপূর্ব্বক আত্মতৃপ্ত হইবেন। মন যখন যাবতীয় বিষয় ইহতে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় স্থানে অবস্থান করিবে, তখনই আত্মা দ্বারা শাশ্বত পরমাত্মাকে দেখিতে সক্ষম হইবেন। মহাত্মা মনীষী ব্রাহ্মণগণ সেই সর্ব্বাত্মা মহান্ আত্মাকে বিধূম পাবকবৎ দর্শন করেন। পুষ্পফলোপেত, বহু শাখাসমন্বিত মহাবৃক্ষ যেমন, 'আমার পুষ্প কোথায়? ফলই বা কোথায়?' ইহা জানে না, তেমনি আত্মাও কোথায় যাইব? কোথা হইতেই বা আসিয়াছি? ইত্যাদি কিছুই অবগত নহেন। এই আত্মার আবার অন্য এক অন্তরাত্মা, আছেন, তিনি সকলই দর্শন করেন। প্রদীপ্ত জ্ঞানদীপসাহায্যে আত্মা দ্বারা আত্মাকে দেখা যায়।১৩—২৩। হে দ্বিজগণ! আপনারাও সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া বৈরাগ্যলাভ করুন। তাহা হইলে সর্প যেমন নির্ম্মোক পরিহার করে, তদ্রূপ আপনারাও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত এবং পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত ও বিগতজ্বর হইবেন। হে বিপ্রগণ! যাহার সর্ব্বদিকেই স্রোতঃ প্রবাহিত, লোক সকল প্রবাহ, পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ, মনঃসঙ্কল্প কূল, কাম ক্রোধ সরীসৃপ, সত্য অবতরণ স্থান (ঘাট), মিথ্যা জলক্ষোভ, ক্রোধ পঙ্ক, এবং যাহা সর্ব্বতঃ স্রোতশালিনী, ও লোভ-মোহতৃণে আচ্ছন্ন, সেই অব্যক্তসমুদ্ভবা, অজিতেন্দ্রিয় জনের দুস্তরা, ঘোরা খরস্রোতোবতী নদী আপনারা বুদ্ধি সাহায্যে পার হউন। ধৃতিমান্ বিশুদ্ধবুদ্ধি জনেরা সেই সংসারসাগরগামিণী, যোনিরূপ পাতাল পর্য্যন্ত গভীরা, আত্মজন্মোদ্ভূতা, জিহ্বারূপ আবর্ত্ত দ্বারা সুদুস্তরা সেই নদী পার হইতে পারেন। পূতাত্মা, শুচি ও আত্মবান্ মানব উত্তম বুদ্ধি দ্বারা সেই নদী পার হইয়া সর্ব্ব দুঃখমুক্ত হয়েন,—ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আপনারা সর্ব্ব ক্লেশ হইতে মুক্ত, প্রসন্নচেতা

ভূমিষ্ঠানীব ভূতানি পর্ব্বতস্থো নিরীক্ষ্য চ।
অক্রুধ্যন্ প্রসীদংশ্চ ন নৃশংসমতিস্তথা॥ ৩২
ততো ব্রহ্মথ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্
এতদ্ধি সর্ব্বধর্ম্মেভ্যো বিশিষ্টং মেনিরে বুধাঃ॥
ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠা মুনয়ঃ সত্যদর্শিনঃ।
আত্মানো ব্যাপিনো বিপ্রা ইতি পুত্রানুশাসনম্
প্রযতায় প্রবক্তব্যং হিতায়ানুগতায় চ।
আত্মজ্ঞানমিদং গুহ্যং সর্ব্বগুহ্যতমং মহৎ॥ ৩৫
অব্রবং যদহং বিপ্রা আত্মশান্তিকরং পরম্।
নৈব স্ত্রী ন পুমানেবং ন চৈবেদং নপুংসকম্॥৩৬
অদুঃখমসুখং ব্রহ্ম ভূতভব্যভবাত্মকম্।
নৈতজ্জ্ঞাত্বা পুমান্ স্ত্রী বা পুনর্ভবমবাপ্নুয়াৎ॥
যথাগতানি সর্ব্বাণি তথৈতানি যথা তথা।
কথিতানি ময়া বিপ্রা ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥ ৩৮
তৎ প্রীতিযুক্তেন গুণান্বিতেন
পুত্রেণ সৎপুত্রদয়ান্বিতেন।
দৃষ্ট্বা হিতং প্রীতমনা যদর্থং
ব্রূয়াৎ সুতস্যেহ যদুক্তমেতৎ॥ ২৯

নিষ্পাপ, কোমলমতি, ক্রোধহীন ও অনু-গ্রহরহিত হইয়া পর্ব্বতস্থ ব্যক্তি যেমন ভূমিষ্ঠ জীবগণকে দর্শন করে, তদ্রূপ সকলকেই আপনা অপেক্ষা অতীব নীচস্থ মনে করি-বেন; ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় দেখিবেন মাত্র; কিন্তু তাহাতে দুঃখিত বা সুখী হইবেন না। ধার্ম্মিকপ্রধান সত্যদর্শী বুধগণ ইহা-কেই সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। আত্মা সকল ব্যাপী। হে বিপ্রগণ! প্রযত, হিত, অনুগত পুত্রকেই এই গোপনীয় অপেক্ষাও গোপ্যতম মহৎ আত্মজ্ঞানশাস্ত্র উপদেশ করিবে। আমি আত্মার পরম শান্তিকর এই শাস্ত্র আপনাদিগকে বলি-লাম। এই ব্রহ্ম পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন, ইনি সুখঃদুঃখ-রহিত; ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমানাত্মক। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ইহা জানিয়া কেহই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না। হে বিপ্রগণ! এ তত্ত্ব আমি যেমন জানি, তাহাই কহিলাম। মৎকথিত এই হিতসাধন

মুনয় উচুঃ।
মোক্ষঃ পিতামহেনোক্ত উপায়ান্নানুপায়তঃ।
তমুপায়ং যথান্যায়ং শ্রোতুমিচ্ছামহে মুনে॥ ৪০
ব্যাস উবাচ।
অস্মাসু তন্মহাপ্রাজ্ঞা যুক্তং নিপুণদর্শনম্।
যদুপায়েন সর্ব্বার্থান্ মৃগয়ধ্বং সদানঘাঃ॥ ৪১
ঘটোপকরণে বুদ্ধির্ঘটোৎপত্তৌ ন সা মতা।
এবং ধর্ম্মাদ্যুপায়ার্থে নানাধর্ম্মেষু কারণম্॥৪২
পূর্ব্বে সমুদ্রে যঃ পন্থা ন স গচ্ছতি পশ্চিমম্।
একঃ পন্থা হি মোক্ষস্য তচ্ছৃণুধ্বং মমানঘাঃ॥৪৩
ক্ষময়া ক্রোধমুচ্ছিন্দ্যাৎ কামং সঙ্কল্পবর্জ্জনাৎ।
সত্ত্বসংসেবনাদ্ধীরো নিদ্রামুচ্ছেত্তুমর্হতি॥ ৪৪
অপ্রমাদাদ্ভয়ং রক্ষেদ্রক্ষেৎ ক্ষেত্রঞ্চ সংবিদম্।
ইচ্ছাং দ্বেষঞ্চ কামঞ্চ ধৈর্য্যেণ বিনিবর্ত্তয়েৎ॥৪৫
নিদ্রাঞ্চ প্রতিভাঞ্চৈব জ্ঞানাভ্যাসেন তত্ত্ববিৎ।

তত্ত্বশাস্ত্র গুণান্বিত সৎপুত্রের হিতাভিলাষী ও প্রীতমনা হইয়া উপদেশ করা বিধেয়। ২৪—৩৯। মুনিগণ বলিলেন,—পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, উপায় দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়; উপায় ব্যতীত হয় না; হে মুনে! আমরা সেই উপায় যথাযথ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ! আপনারা যে মুক্তির উপায় অব-লম্বন করিতেছেন, ইহা যোগ্যই বটে; উহা দ্বারা সর্ব্বার্থপ্রাপ্তিই ঘটিতে পারে। ঘটের উপকরণে যাদৃশী বুদ্ধি থাকে, ঘটোৎপত্তি বিষয়ে সেরূপ বুদ্ধি থাকে না; ধর্ম্মাদির উপায় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে; ফলতঃ বিবিধ ধর্ম্মের নানাবিধ কারণই জ্ঞাতব্য। পূর্ব্বসমুদ্র গমনে যে পথ পশ্চিম সমুদ্রে যাইতে সে পথ অবলম্ব-নীয় নহে। পরন্তু মোক্ষ সম্বন্ধে একটী মাত্রই পথ। হে অনঘগণ! আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ধীর মানব, ক্ষমা দ্বারা ক্রোধের উচ্ছেদ করিবে; সংকল্পবর্জ্জন দ্বারা কামকে বিনষ্ট করিবে, আর সত্ত্বসেবা দ্বারা নিদ্রা জয়

উপদ্রবাংস্তথা যোগী হিতজীর্ণমিতাশনাৎ ॥ ৪৬
লোভং মোহঞ্চ সন্তোষাদ্বিষয়াংস্তত্ত্বদর্শনাৎ।
অনুক্রোশাদধর্ম্মঞ্চ জয়েদ্ধর্ম্মমুপেক্ষয়া ॥ ৪৭
আয়ত্যা চ জয়েদাশাং সামর্থ্যং সঙ্গবর্জ্জনাৎ।
অনিত্যত্বেন চ স্নেহং ক্ষুধাং যোগেন পণ্ডিতঃ।
কারুণ্যেনাত্মনাত্মানং তৃষ্ণাঞ্চ পরিতোষতঃ।
উত্থানেন জয়েত্তন্দ্রাং বিতর্কং নিশ্চয়াজ্জয়েৎ ॥৪৯
মৌনেন বহুভাষাঞ্চ শৌর্য্যেণ চ ভয়ং জয়েৎ।
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী বুদ্ধ্যা তাং যচ্ছেজ্জ জ্ঞানচক্ষুষা ॥
জ্ঞানমাত্মা মহান্যচ্ছেত্তং যচ্ছেচ্ছান্তিরাত্মনঃ।
তদেতদুপশান্তেন বোদ্ধব্যং শুচিকর্ম্মণা ॥ ৫১
যোগদোষান্ সমুচ্ছিদ্য পঞ্চ যান্ কবয়ো বিদুঃ।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ ভয়ং স্বপ্নঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

করিবে। সাবধানতা দ্বারা ভয় বিনাশ করিয়া চিত্তে বুদ্ধিকে রক্ষা করিবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, ও কামকে ধৈর্য্যদ্বারা নিবারিত করিবে। তত্ত্ববিদ্ মানব নিদ্রা ও চাঞ্চল্যকে জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা দূরীভূত করিবে। যোগী অন্যান্য উপদ্রবসমূহ হিতমিত পরিপাকযোগ্য ভোজন দ্বারা নিরাস করিবেন। লোভ ও মোহকে সন্তোষ দ্বারা, বিষয়াসক্তিকে তত্ত্বানুশীলন দ্বারা, অধর্ম্মকে দয়া দ্বারা এবং ধর্ম্মকে উপেক্ষা দ্বারা নিরাকৃত করিবেন। পণ্ডিত ব্যক্তি ভাবিকালের ভাবনা পরিহার দ্বারা আশাকে, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা দ্বারা স্নেহকে এবং যোগসামর্থ্যে ক্ষুধাকে জয় করিবেন। কারুণ্য দ্বারা স্বভাব, পরিতোষ দ্বারা তৃষ্ণা, উদ্যম দ্বারা তন্দ্রা, এবং নিশ্চয় দ্বারা বিতর্ক দূর করিবেন। মৌন দ্বারা বহুভাষণ, শৌর্য্যদ্বারা ভয় ও মন জয় করিতে হয়। বাক্য ও মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জ্ঞানে, জ্ঞানকে মহৎ আত্মাতে এবং তাহাকে পরমাত্মাতে বিলীন করিলে শান্তি লাভ হয়। উপশান্ত ও শুদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি কবিগণকথিত পঞ্চবিধ যোগদোষের সমুচ্ছেদ করিয়া এই তত্ত্ব অবধারণ করিবেন। সেই যোগদোষ পাঁচটী যথা,—কাম, ক্রোধ,

পরিত্যজ্য নিষেবেত যথাবদ্‌যোগসাধনাৎ।
ধ্যানমধ্যয়নং দানং সত্যং হ্রীরার্জ্জবং ক্ষমা ॥
শৌচমাচারতঃ শুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
এতৈর্বিবর্দ্ধতে তেজঃ পাপ্মানমুপহন্তি চ ॥ ৫৪
সিধ্যন্তি চাস্য সঙ্কল্পা বিজ্ঞানঞ্চ প্রবর্ত্ততে।
ধূতপাপঃ স তেজস্বী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
কামক্রোধৌ বশে কৃত্বা নির্ব্বিশেদ্‌ব্রহ্মণঃ পদম্
অমূঢ়ত্বমসঙ্গিত্বং কামক্রোধবিবর্জ্জনম্ ॥ ৫৬
অদৈন্যমনুদীর্ণত্বমনুদ্বেগো হ্যবস্থিতিঃ।
এষ মার্গো হি মোক্ষস্য প্রসন্নো বিমলঃ শুচিঃ
তথা বাক্কায়মনসাং নিয়মাঃ কামতোঽব্যয়াঃ ॥৫৭

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সাংখ্যযোগনিরূপণমষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

লোভ, ভয়, এবং নিদ্রা। যোগধারণাপ্রভাবে এই পাঁচটী পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি তত্ত্বালোচনা করিতে হয়। ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, শুদ্ধাচার, ও ইন্দ্রিয়সংযম,—এই দশটী দ্বারা পাপনাশ ও তেজের বৃদ্ধি, সংকল্পের সিদ্ধি এবং বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি হয়। লঘুভোজী জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ, ও তেজস্বী যোগী কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিতে পারেন। অমূঢ়ত্ব, অসঙ্গিত্ব, কামক্রোধরাহিত্য, অদীনত্ব উদ্বেগহীনত্ব এবং বাক্‌কায় ও মনের যথাযোগ্য সংযম—এই সকল ভাবে অবস্থিতিই মোক্ষবিষয়ক প্রসাদজনক, বিমল ও বিশুদ্ধ পথ। ৪০—৫৭।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

মুনয় উচুঃ ।

সাংখ্যযোগস্য নো বিপ্র বিশেষং বক্তুমর্হসি ।
তব ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বং হি বিদিতং মুনিসত্তম ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসন্তি যোগান্ যোগবিদুত্তমাঃ ।
বদন্তি কারণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ স্বপক্ষোদ্ভাবনায় বৈ ॥ ২
অনীশ্বরঃ কথং মুচ্যেদিত্যেবং মুনিসত্তমাঃ ।
বদন্তি কারণৈঃ শ্রেষ্ঠং যোগং সম্যঙ্মনীষিণঃ ॥৩
বদন্তি কারণং বেদং সাংখ্যং সম্যগ্ দ্বিজাতয়ঃ
বিজ্ঞায়েহ গতীঃ সর্ব্বা বিরক্তো বিষয়েষু যঃ ॥৪
ঊর্দ্ধং স দেহাৎ সুব্যক্তং বিমুচ্যেদিতি নান্যথা
এতদাহুর্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্ ॥
স্বপক্ষে কারণং গ্রাহ্যং সমর্থং বচনং হিতম্ ।
শিষ্টানাং হি মতং গ্রাহ্যং ভবদ্ভিঃ শিষ্টসম্মতৈঃ
প্রত্যক্ষং হেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়াঃ ।
উভে চৈতে মত তত্ত্বে সমবেতে দ্বিজোত্তমাঃ ।
উভে চৈতে মতে জ্ঞাতে মুনীন্দ্রাঃ শিষ্টসম্মতে
অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্ ॥
তুল্যং শৌচং তয়োর্যুক্তং দয়া ভূতেষু চানঘাঃ ।
ব্রতানাং ধারণং তুল্যং দর্শনং ত্বসমং তয়োঃ ॥৯

মুনয় উচুঃ ।

যদি তুল্যং ব্রতং শৌচং দয়া চাত্র মহামুনে ।
তুল্যং তদ্দর্শনং কস্মাত্তন্নো ব্রূহি দ্বিজোত্তম ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাগং মোহং তথা স্নেহং কামং ক্রোধঞ্চ কেবলম্
যোগাস্থিরোদিতান্ দোষান্ পঞ্চৈতান্ প্রাপ্নুবন্তি তান্ ॥১১
যথা বানিমিষাঃ স্থূলং জালং ছিত্ত্বা পুনর্জলম্ ।
প্রাপ্নুবন্তি তথা যোগাস্তৎপদং বীতকল্মষাঃ ॥১২
তথৈব বাগুরাং ছিত্ত্বা বলবন্তো যথা মৃগাঃ ।
প্রাপ্নুয়ুর্বিমলং মার্গং বিমুক্তাঃ সর্ব্ববন্ধনৈঃ ॥ ১৩

ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিসত্তম ! সাংখ্য ও যোগ সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব আমাদিগকে বলুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনার সমস্তই বিদিত আছে। ব্যাস বলিলেন,—নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ বিশেষ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সাংখ্য বিদ্গণ সাংখ্যের এবং যোগীরা যোগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তমগণ ! মনীষী যোগীরা "ঈশ্বর ব্যতীত কিরূপে মুক্তি হইবে?' এই কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক যোগকেই প্রধান বলিয়া থাকেন। অপর দ্বিজাতিগণ সাংখ্যমতে বেদকেই কারণ বলিয়া থাকেন। যিনি জগতের সমস্ত গতি অবগত হইয়া বিষয়ে বিরক্ত হয়েন, তিনি দেহত্যাগান্তে অবশ্যই মুক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মহাপ্রাজ্ঞজনগণ ইহাকেই মোক্ষদর্শন সাংখ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনার্থযুক্ত হিতকর বচনসমূহ কারণরূপে গ্রাহ্য। আপনারাও শিষ্টসম্মত; এই নিমিত্ত শিষ্ট জনের মতই গ্রহণ করিবেন। যোগ সকল প্রত্যক্ষহেতুঃ শাস্ত্রনিশ্চয় দ্বারা সাংখ্য নিরূপিত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই উভয় মতই যথার্থ, উভয় মত অবগত থাকিয়া মুনীন্দ্রগণ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিলে পরম গতি লাভ করেন। এই দুই মতে শৌচ তুল্য এবং তপ ও ভূতগণে দয়াব্রত ধারণ তুল্য; কেবল উহাদের দর্শনই পৃথক্ পৃথক। মুনিগণ বলিলেন,—হে মহামুনে ! যদি উহাদিগের ব্রত শৌচ দয়া প্রভৃতি তুল্যই হয়, তবে উহাদিগের দর্শন তুল্য হইল না কেন ?১—১০। ব্যাস বলিলেন,—রাগ, মোহ, স্নেহ, কাম, ক্রোধ, এ সকলের প্রত্যেকেই—যোগপথে, অস্থিরচেতা জনগণ এই পঞ্চবিধ দোষ প্রাপ্ত হয়। মৎস্যগণ যেমন স্থূল জাল ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশ করে, বলবান মৃগগণ যেমন বাগুরা ছেদনপূর্ব্বক পলায়ন করে, নরগণও তেমনি সর্ব্ব

লৌহজানি তথা বিপ্রা বন্ধনানি বলান্বিতঃ।
ছিত্বা যোগাৎ পরং মার্গং গচ্ছন্তি বিমলং শুভম্
অবলাশ্চাবিলা বিপ্রা বাগুরাসু তথাপরে।
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহস্তদ্বদ্‌যোগবলাদৃতে ॥ ১৫
বলহীনাশ্চ বিপ্রেন্দ্রা যথা জালং গতা দ্বিজাঃ।
বন্ধং ন গচ্ছন্ত্যনঘা যোগাস্তে তু সুদুর্লভাঃ ॥১৬
যথা চ শকুনাঃ সূক্ষ্মং প্রাপ্য জালমরিন্দমাঃ।
তত্রাশক্তা বিপদ্যন্তে মুচ্যন্তে তু বলান্বিতাঃ ॥১৭
কর্ম্মজৈর্বন্ধনৈর্বদ্ধাস্তদ্বদ্‌যোগপরা দ্বিজাঃ।
অবলা ন বিমুচ্যন্তে মুচ্যন্তে চ বলান্বিতাঃ ॥১৮
অল্পকশ্চ যথা বিপ্রা বহ্নিঃ শাম্যতি দুর্ব্বলঃ।
আক্রান্ত ইন্ধনৈঃ স্থূলৈস্তদ্বদ্‌যোগবলঃ স্মৃতঃ ॥
স এব চ তদা বিপ্রা বহ্নির্জাতবলঃ পুনঃ।
সমীরণগতঃ কৃৎস্নাং দহেৎ ক্ষিপ্রং মহীমিমাম্ ॥
তত্ত্বজ্ঞানবলো যোগী দীপ্ততেজা মহাবলঃ।
অন্তকাল ইবাদিত্যঃ কৃৎস্নং সংশোষয়েজ্জগৎ ॥
দুর্ব্বলশ্চ যথা বিপ্রাঃ স্রোতসা হ্রিয়তে নরঃ।
বলহীনস্তথা যোগী বিষয়ৈর্হ্রিয়তে চ সঃ ॥ ২২
তদেব তু যথা স্রোতো বিষ্টম্ভয়তি বারণঃ।
তদ্বদ্‌যোগবলং লব্ধা ন ভবেদ্বিষয়ৈর্হৃতঃ ॥২৩
বিশন্তি বা বশাদ্বাথ যোগাদ্‌যোগবলান্বিতাঃ।
প্রজাপতীন্ মনূন্ সর্ব্বান্ মহাভূতানি চেশ্বরাঃ ॥
ন যমো নান্তকঃ ক্রুদ্ধো ন মৃত্যুর্ভীমবিক্রমঃ।
বিশন্তে তদ্দ্বিজাঃ সর্ব্বে যোগস্যামিততেজসঃ ॥
আত্মনাঞ্চ সহস্রাণি বহূনি দ্বিজসত্তমাঃ।
যোগং কুর্য্যাদ্‌বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ ॥ ২৬
প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কশ্চিৎ পুনশ্চোগ্রং তপশ্চরেৎ
সংক্ষিপ্যেচ্চ পুনর্বিপ্রাঃ সূর্য্যস্তেজোগুণানিব ॥
বলস্থস্য হি যোগস্য বলার্থং মুনিসত্তমাঃ।
বিমোক্ষপ্রভবং বিষ্ণুমুপপন্নমসংশয়ম্ ॥ ২৮
বলানি যোগপ্রোক্তানি ময়ৈতানি দ্বিজোত্তমাঃ
নিদর্শনার্থং সূক্ষ্মাণি বক্ষ্যামি চ পুনর্দ্বিজাঃ ॥২৯

বন্ধন পরিহারপূর্ব্বক বিমল মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হয়। যোগবলহীন পাপী মানবেরা জালবদ্ধ দুর্ব্বল মৃগের ন্যায় নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যোগের সামর্থ্যে স্থূল জালে বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না, সেই যোগ অতীব সুদুর্লভ। সূক্ষ্ম জালে আবদ্ধ পক্ষিগণের মধ্যে যেমন দুর্ব্বলেরাই আবদ্ধ হয়, কিন্তু বলবানেরা মুক্তি লাভ করে, হে দ্বিজগণ! কর্ম্মজ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াও তেমনি যোগবলশালী ব্যক্তিগণ মুক্ত হয়, কিন্তু যাহাদিগের তাদৃশ যোগবল নাই, তাহারা মুক্ত হইতে পারে না। অল্প মাত্র বহ্নি যেমন স্থূল কাষ্ঠচয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নির্ব্বাণ হয়, যোগবলও তদ্রূপ। হে বিপ্রগণ! সেই বহ্নিও যেমন বায়ুসাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই সমগ্র মহীমণ্ডল দাহ করিতে পারে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন যোগী মহাবল ও দীপ্ততেজা হইয়া যুগান্তকালের আদিত্যের ন্যায় সমগ্র জগতের শোষণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। দুর্ব্বল নর যেমন স্রোতঃ দ্বারা নীয়মান হয়, তেমনি দুর্ব্বল যোগীও বিষয়গণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। হস্তী যেমন নদীস্রোতকে প্রতিহত করে, তদ্রূপ যোগবলশালী মানব বিষয় দ্বারা বিপর্য্যস্ত হয় না। ১১—২৩। যোগবলান্বিত অষ্টৈশ্বর্য্যশালী জনগণ যোগমহিমায় প্রজাপতি, মনু ও মহাভূতগণে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজগণ! ক্রুদ্ধ যম, অন্তক এবং ভীমবিক্রম মৃত্যুও অমিততেজা যোগীর দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। হে দ্বিজসত্তমগণ! যোগী যোগপ্রভাবে নিজ আত্মাকে বহু সহস্রধা বিভক্ত করিয়া মহীতলে বিচরণ করিতে পারেন। সূর্য্যের তেজোগুণের ন্যায় যোগী কখনও বিষয় গ্রহণ করেন, কখনও উগ্র তপস্যাচরণ করেন, কচিৎ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়েন। যোগবলসম্পন্ন যোগী স্বীয় শক্তির ক্ষয় নিবারণার্থ মোক্ষহেতু বিষ্ণুকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগের নিদর্শনার্থ এই আমি যোগ-

আত্মনশ্চ সমাধানে ধারণাং প্রতি বা দ্বিজাঃ।
নিদর্শনানি সূক্ষ্মাণি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ॥৩০
অপ্রমত্তো যথা ধন্বী লক্ষ্যং হন্তি সমাহিতঃ।
যুক্তঃ সম্যক্তথা যোগী মোক্ষং প্রাপ্নোত্য-সংশয়ম্॥ ৩১
স্নেহপাত্রে যথা পূর্ণে মন আধায় নিশ্চলম্।
পুরুষো যুক্ত আরোহেৎ সোপানং যুক্তমানসঃ
যুক্তস্তথায়মাত্মানং যোগং তদ্বৎ সুনিশ্চলম্।
করোত্যমলমাত্মানং ভাস্করোপমদর্শনম্॥ ৩৩
যথা চ নাবং বিপ্রেন্দ্রাঃ কর্ণধারঃ সমাহিতঃ।
মহার্ণবগতাং শীঘ্রং নয়েদ্বিপ্রাংস্ত পত্তনম্॥ ৩৪
তদ্বদাত্মসমাধানং যুক্তো যোগেন যোগবিৎ।
দুর্গমং স্থানমাপ্নোতি হিত্বা দেহমিমং দ্বিজাঃ॥৩৫
সারথিশ্চ যথা যুক্তঃ সদশ্বান্ সুসমাহিতঃ।
দেশমিষ্টং নয়ত্যাশু ধন্বিনং পুরুষর্ষভম্॥ ৩৬
তথৈব চ দ্বিজা যোগী ধারণাসু সমাহিতঃ।
প্রাপ্নোত্যাশু পরং স্থানং লক্ষ্যমুক্ত ইবাশুগঃ
আবিশ্যাত্মনি চাত্মানং যোঽবতিষ্ঠতি সোঽচলঃ
পাশং হত্বেব মানীনাং পদমাপ্নোতি সোঽজরম্ ৩৮
নাভ্যাং শীর্ষে চ কুক্ষৌ চ হৃদি বক্ষসি পার্শ্বয়োঃ
দর্শনে শ্রবণে বাপি ঘ্রাণে চামিতবিক্রমাঃ॥ ৩৯
স্থানেষ্বেতেষু যো যোগী মহাব্রতসমাহিতঃ।
আত্মনা সূক্ষ্মমাত্মানং যুঙ্ক্তে সম্যগ্ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪০
সুশীঘ্রমচলপ্রখ্যং কর্ম্ম দগ্ধ্বা শুভাশুভম্।
উত্তমং যোগমাস্থায় যদীচ্ছতি বিমুচ্যতে॥ ৪১

মুনয় উচুঃ।

আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ সত্তম
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্বক্তুমর্হতি॥ ৪২

ব্যাস উবাচ।

কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভো দ্বিজাঃ
স্নেহানাং বর্জ্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
ভুঞ্জানো যাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালং দ্বিজোত্তমাঃ
একাহারী বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৪

লভ্য স্থূল সামর্থ্যের বিষয় উল্লেখ করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম সামর্থ্যের কথা বলিতেছি; উহা দ্বারা আত্মার সমাধান ও ধারণালাভ হয়। হে মুনিসত্তমগণ! আপনাদিগের অবগতি নিমিত্ত উহার বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সাবধান ধনুর্দ্ধারী যেমন নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য ভেদ করে, সম্যক্ যোগ-যুক্ত যোগীও তদ্রূপ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়; সংশয় নাই। তৈলাদি স্নেহপদার্থপূর্ণ পাত্রের প্রতি অবধান রাখিয়া নরগণ যেমন সোপান আরোহণ করে, যোগীও তদ্রূপ অতি সাব-ধানে ক্রমে ক্রমে যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল সূর্য্যসম তেজস্বী হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। হে দ্বিজ-গণ! সারথি যেমন সদশ্বগণের পরিচালনা করত ধনুর্দ্ধর পুরুষকে অভীষ্ট দেশে লইয়া যায়, যোগীও তদ্রূপ ধারণাবলম্বনে লক্ষ্য উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অত্যল্পকাল মধ্যেই পরম স্থানে গমন করিতে পারেন। মন দ্বারা আত্মাতে আবিষ্ট হইয়া যিনি নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন, তিনি জাল ছেদন করিয়া পলায়িত মীনের ন্যায় অজর পদ প্রাপ্ত হয়েন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে যোগী, নাভি, শীর্ষ, কুক্ষি, হৃদয়, বক্ষঃ, পার্শ্ব, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,—এই সকল স্থানে মন দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে স্থাপনপূর্ব্বক অচল-বৎ সমাধিস্থ হয়েন, তিনি অত্যল্প কাল মধ্যেই উত্তম যোগপ্রভাবে শুভাশুভ কর্ম্ম দগ্ধ করিয়া ইচ্ছানুসারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ২৪—৪১। মুনিগণ কহিলেন,—হে সত্তম! যোগী কিরূপ আহার এবং কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হয়েন; তাহা আপনি বলুন। ব্যাস বলি-লেন,—হে দ্বিজগণ! যোগী ব্যক্তি কণা ও পিণ্যাক ভক্ষণ এবং স্নেহ পদার্থের বর্জ্জন করিলে যোগবল লাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিদিন একবারমাত্র রূক্ষ যাবকভক্ষণ করিলে সেই বিশুদ্ধাত্মা যোগী যোগবল লাভ করিয়া

পক্ষান্মাসানৃতূংশ্চিত্রান্ সঞ্চরংশ্চ গুহাস্তথা।
অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৫
অখণ্ডমপি বা মাসং সততং মুনিসত্তমাঃ।
উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণং বর্ষমেব চ
ভয়ং শোকং তথা স্বাপং পৌরুষান্‌বিষয়াংস্তথা।
অরতিং দুর্জ্জয়াঞ্চৈব ঘোরাং দৃষ্ট্বা চ ভো দ্বিজাঃ
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রাং দুর্জ্জয়াং মুনিসত্তমাঃ ॥
দীপয়ন্তি মহাত্মানং সূক্ষ্মমাত্মানমাত্মনা।
বীতরাগা মহাপ্রাজ্ঞা ধ্যানাধ্যয়নসম্পদা ॥ ৪৮
দুর্গস্ত্বেষ মতঃ পন্থা ব্রাহ্মণানাং বিপশ্চিতাম্।
যঃ কশ্চিদ্‌ব্রজতি ক্ষিপ্রং ক্ষেমেণ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
যথা কশ্চিদ্বনং ঘোরং বহুসর্পসরীসৃপম্।
শ্বভ্রবত্তোয়হীনঞ্চ দুর্গমং বহুকণ্টকম্ ॥ ৫০
অভক্তমটবীপ্রায়ং দাবদগ্ধমহীরুহম্।
পন্থানং তস্করাকীর্ণং ক্ষেমেণাভিপতেত্তথা ॥৫১
যোগমার্গং সমাসাদ্য যঃ কশ্চিদ্‌ব্রজতে দ্বিজঃ।

থাকেন। দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করত পক্ষ, মাস ও ঋতুতে বিবিধ গুহায় বিচরণ করায় যোগী ব্যক্তির যোগবলবৃদ্ধি হয়। হে মুনিসত্তমগণ! সম্পূর্ণ একমাস কাল উপবাস-পূর্ব্বক শুদ্ধাত্মা যোগী যোগবল লাভ করেন। কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক, গর্ব্ব, বিষয়ানুরাগ এবং শীতোষ্ণবর্ষাদি-জনিত ক্লেশ জয় করিবেন। ঘোর দুর্জ্জয় অশান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা এ সকলও জয় করিবেন। সংসারানুরাগ-হীন মহাপ্রাজ্ঞ জনগণ ধ্যানাধ্যয়নসম্পদে সূক্ষ্ম আত্মাকে মন দ্বারা প্রদীপিত করেন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! এই পথ অতীব দুর্গম; পরিণামদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কচিৎ কেহ এই পথে কালে যাইতে পারে। যেমন বহু সর্প-সরীসৃপাদি-পরিব্যাপ্ত, গর্ত্তবহুল, জল-হীন, নানা কণ্টকপূর্ণ, খাদ্যরহিত, দাবানল-দগ্ধ-তরু-সমাকীর্ণ ঘোর বনমধ্যগত, চৌর-ব্যাপ্ত দুর্গম পথে কচিৎ কোনও ব্যক্তি কুশলে যাইতে পারে, তেমনি এই বহু বাধা-সমাকুল যোগমার্গেও কচিৎ কেহ কুশলে

ক্ষেমেণোপরমেন্মার্গাদ্বহুদোষোঽপি সম্মতঃ ॥৫২
আস্থেয়ং ক্ষুরধারাসু নিশিতাসু দ্বিজোত্তমাঃ।
ধারণা সা তু যোগস্য দুর্গেয়মকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৩
বিষমা ধারণা বিপ্রা যান্তি বৈ ন শুভাং গতিম্
নেতৃহীনা যথা নাবঃ পুরুষাণান্তু বৈ দ্বিজাঃ ॥
যস্তু তিষ্ঠতি যোগান্ বৈ ধারণাসু যথাবিধি।
মরণং জন্মদুঃখিত্বং সুখিত্বং স বিশিষ্যতে ॥৫৫
নানাশাস্ত্রেষু নিয়তং নানামুনিনিষেবিতম্।
পরং যোগস্য পন্থানং নিশ্চিতং তং দ্বিজাতিষু ॥
পরং হি তদ্‌ব্রহ্মময়ং মুনীন্দ্রা
ব্রহ্মাণমীশং বরদঞ্চ বিষ্ণুম্।
ভবঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ মহানুভাবং
যদ্‌ব্রহ্মপুত্রান্ সুমহানুভাবান্ ॥ ৫৬
তমশ্চ কষ্টং সুমহদ্রজশ্চ
সত্ত্বঞ্চ শুদ্ধং প্রকৃতিং পরাঞ্চ।
সিদ্ধিঞ্চ দেবীং বরুণস্য পত্নীং
তেজশ্চ কৃৎস্নং সুমহচ্চ ধৈর্য্যম্ ॥ ৫৭
তারাধিপং খে বিমলং সুতারং
বিশ্বাংশ্চ দেবানুরগান্ পিতৄংশ্চ।
শৈলাংশ্চ কৃৎস্নানুদধীংশ্চ বাচলা-
ন্নদীশ্চ সর্ব্বাঃ সনগাংশ্চ নাগান্ ॥ ৬০
সাধ্যাংস্তথা যক্ষগণান্ দিশশ্চ
গন্ধর্ব্বসিদ্ধান্ পুরুষান্ স্ত্রিয়শ্চ।

অগ্রসর হইয়া থাকে। নিশিত ক্ষুরধারাবৎ এই যোগমার্গে অবস্থান অতীব কঠিন। হে দ্বিজগণ! যোগবিষয়িণী এই ধারণা হীনচিত্ত জনগণের দুর্জ্ঞেয়। ৪২—৫৩। নাবিকহীন তরণির ন্যায় এই ধারণা প্রায় কোন ব্যক্তিরই শুভপ্রদ হয় না। যিনি ধারণাবলম্বনে যথাবিধি যোগানুষ্ঠান করেন, তিনি জন্ম, মরণ, সুখিত্ব ও দুঃখিত্বাদি হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন। হে মুনীন্দ্রগণ! এই নানা শাস্ত্রোক্ত, নানা মুনিনিষেবিত, পরম যোগপথ দ্বিজাতিগণের নিমিত্ত নিরূ-পিত হইয়াছে। এই যোগবিধানাবলম্বনে মহাত্মা যোগী ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মময় হইয়া নগ, নাগ, নদ, নদী, শৈল, সাগর, স্ত্রী,

পরম্পরং প্রাপ্য মহান্মহাত্মা
বিশেত যোগী নচিরাদ্বিমুক্তঃ॥ ৬১
কথা চ যা বিপ্রবরাঃ প্রসক্তা
দৈবে মহাবীর্য্যমতো শুভেয়ম্‌।
যোগান্‌ স সর্ব্বাননুভূয় মর্ত্ত্যো
নারায়ণং তং দ্রুতমাপ্নুবন্তি॥ ৬২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে যোগবিধিনিরূপণমেকোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩৯॥

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

সম্যক্‌ক্রিয়েয়ং বিপ্রেন্দ্র বর্ণিতা শিষ্টসম্মতা।
যোগমার্গো যথান্যায়ং শিষ্যায়েহ হিতৈষিণা॥ ১
সাঙ্খ্যে ত্বিদানীং ধর্ম্মস্য বিধিং প্রব্রূহি তত্ত্বতঃ
ত্রিষু লোকেষু যজ্‌জ্ঞানং সর্ব্বং তদ্বিদিতং হি তে

পুরুষ, দিক্‌, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, সাধ্য, চন্দ্র, তারা, উরগ, বিশ্বদেব, পিতৃগণ, বরুণপত্নী সিদ্ধি, তেজ, ধৈর্য্য, তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, প্রকৃতি, মহানুভাব সনৎকুমারাদি ব্রহ্মপুত্র, ধর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—এ সকলকে অতিক্রম করত অচিরকালমধ্যেই মুক্তিলাভ করেন। হে বিপ্রবরগণ! এই শুভকথা যাহার চিত্তে দৃঢ় নিবিষ্ট হয়, সেই মানব ইহলোকে অল্পকালেই যাবতীয় যোগ আয়ত্ত করিয়া অন্তকালে নারায়ণে বিলীন হইয়া থাকে। ৬২।

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! শিষ্যগণের হিতার্থ আপনি শিষ্টসম্মত যোগমার্গ সম্যক্‌ বর্ণন করিলেন। এক্ষণে সাংখ্যসম্মত ধর্ম্মবিধি * বলুন। ত্রিলোকে যাহা কিছু জ্ঞান, সমস্তই আপনার বিদিত আছে।

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বমাখ্যানং বিদিতাত্মনাম্‌।
বিহিতং যতিভির্বৃদ্ধৈঃ কপিলাদিভিরীশ্বরৈঃ॥ ৩
যস্মিন্‌ সুবিভ্রমাঃ কেচিদ্‌ দৃশ্যন্তে মুনিসত্তমাঃ।
গুণাশ্চ যস্মিন্‌বহবো দোষহানিশ্চ কেবলা॥ ৪
জ্ঞানেন পরিসঙ্খ্যায় সদোষান্‌বিষয়ান্‌দ্বিজাঃ।
মানুষান্‌দুর্জ্জয়ান্‌কৃৎস্নান্‌পৈশাচান্‌বিষয়াংস্তথা॥ ৫
বিষয়ানৌরগান্‌ জ্ঞাত্বা গন্ধর্ব্ববিষয়াংস্তথা।
পিতৄণাং বিষয়ান্‌ জ্ঞাত্বা তির্য্যক্‌ত্বং চরতাং দ্বিজাঃ
সুপর্ণবিষয়ান্‌ জ্ঞাত্বা মরুতাং বিষয়াংস্তথা।
মহর্ষিবিষয়াংশ্চৈব রাজর্ষিবিষয়াংস্তথা॥ ৭
আসুরান্‌বিষয়ান্‌ জ্ঞাত্বা বৈশ্বদেবাংস্তথৈব চ।
দেবর্ষিবিষয়ান্‌ জ্ঞাত্বা যোগানামপি বেশ্বরান্‌॥ ৮
বিষয়াংশ্চ প্রমাণস্য ব্রহ্মণো বিষয়াংস্তথা।
আয়ুষশ্চ পরং কালং লোকৈর্বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ॥ ৯
সুখস্য চ পরং কালং বিজ্ঞায় মুনিসত্তমাঃ।
প্রাপ্তকালে চ যদ্দুঃখং পততাং বিষয়ৈষিণাম্‌॥
তির্য্যক্‌ত্বে পততাং বিপ্রাস্তথৈব নরকেষু যৎ।
স্বর্গস্য চ গুণান্‌ জ্ঞাত্বা দোষান্‌ সর্ব্বাংশ্চ ভো
দ্বিজাঃ॥ ১১

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিগণ! কপিলাদি প্রাচীন যতীশ্বরগণ আত্মজ্ঞানপরায়ণজনগণের জন্য যেরূপ বিধান করিয়াছেন, আমি তৎসমস্তই বলিতেছি। আপনারা শ্রবণ করুন। হে মুনিসত্তমগণ! আত্মজ্ঞানপরায়ণ মানব যাহাতে ভ্রমের হেতু সকল দৃষ্ট হয়, যাহাতে বহু দোষ বিদ্যমান, যাহা নির্দ্দোষ,—জ্ঞান দ্বারা এ সকল বিষয় নির্ণয় করিয়া সদোষ বিষয়সমূহ পরিহার করিবেন। সংখ্যজ্ঞানাভিলাষী মানব মানুষ, পিশাচ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, তির্য্যগ্‌জাতি, পক্ষী, মরুৎ, মহর্ষি, রাজর্ষি অসুর, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগেশ্বর ব্রহ্মা এই সকলের যাবতীয় বিষয় অবগত হইবেন। লোকতত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক আয়ুর ও সুখের পরবর্ত্তী কালতত্ত্ব জ্ঞাত হইবেন। বিষয়াসক্তি জনিত দুঃখ, তির্য্যক্‌ প্রভৃতি হীন যোনিতে

বেদবাদে চ যে দোষা গুণা যে চাপি বৈদিকাঃ
জ্ঞানযোগে চ যে দোষা জ্ঞানযোগে চ যে গুণাঃ
সাঙ্খ্যজ্ঞানে চ যে দোষাস্তথৈব চ গুণা দ্বিজাঃ
সত্ত্বং দশগুণং জ্ঞাত্বা রজো নবগুণং তথা ॥ ১৩
তমশ্চাষ্টগুণং জ্ঞাত্বা বুদ্ধিং সপ্তগুণাং তথা।
ষড়্গুণঞ্চ নভো জ্ঞাত্বা তমশ্চ ত্রিগুণং মহৎ ॥১৪
দ্বিগুণঞ্চ রজো জ্ঞাত্বা সত্ত্বঞ্চৈকগুণং পুনঃ।
মার্গং বিজ্ঞায় তত্ত্বেন প্রলয়প্রেক্ষণেন তু ॥১৫
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ কারণৈর্ভাবিতাত্মভিঃ।
প্রাপ্নুবন্তি শুভং মোক্ষং সূক্ষ্মা ইব নভঃ পরম্
রূপেণ দৃষ্টিং সংযুক্তাং ঘ্রাণং গন্ধগুণেন চ।
শব্দগ্রাহ্যং তথা শ্রোত্রং জিহ্বাং রসগুণেন চ ॥
ত্বচং স্পর্শং তথা শক্যং বায়ুঞ্চৈব তদাশ্রিতম্
মোহং তমসি সংযুক্তং লোভং মোহেষু সংশ্রিতম্
বিষ্ণুং ক্রান্তে বলে শক্রং কোষ্ঠে সক্তং তথানলম্।
অপ্সু দেবীং সমাযুক্তামাপস্তেজসি সংশ্রিতাঃ ॥
তেজো বায়ৌ তু সংযুক্তং বায়ুং নভসি চাশ্রিতম্
নভো মহতি সংযুক্তং তমো মহসি সংস্থিতম্ ॥
রজঃ সত্ত্বং তথা সক্তং সত্ত্বং সক্তং তথাত্মনি।
সক্তমাত্মানমীশে চ দেবে নারায়ণে তথা ॥ ২১
দেবং মোক্ষে চ সংযুক্তং ততো মোক্ষঞ্চ ন ক্বচিৎ।
জ্ঞাত্বা সত্ত্বগুণং দেহং বৃতং ষোড়শভির্গুণৈঃ ॥২২
স্বভাবং ভাবনাঞ্চৈব জ্ঞাত্বা দেহসমাশ্রিতাম্।
মধ্যস্থমিব চাত্মানং পাপং যস্মিন্ন বিদ্যতে ॥২৩
দ্বিতীয়ং কর্ম্ম বৈ জ্ঞাত্বা বিপ্রেন্দ্রা বিষয়ৈষিণাম্।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ সর্ব্বানাত্মনি সংশ্রিতান্ ॥২৪
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বিজ্ঞায় শ্রুতিপূর্ব্বকম্।
প্রাণাপানৌ সমানঞ্চ ব্যানোদানৌ চ তত্ত্বতঃ ॥২৫
আদ্যঞ্চৈবানিলং জ্ঞাত্বা প্রবহঞ্চানিলং পুনঃ।
সপ্তধা তাংস্তথা শেষান্ সপ্তধা বিধিবৎ পুনঃ ॥
প্রজাপতীনৃষীংশ্চৈব সর্গাংশ্চ সুবহূন্ বরান্।
সপ্তর্ষীংশ্চ বহূন্ জ্ঞাত্বা রাজর্ষীংশ্চ পরন্তপান্ ॥
সুরর্ষীন্মরুতশ্চান্যান্ ব্রহ্মর্ষীন্ সূর্য্যসন্নিভান্।
ঐশ্বর্য্যাচ্চ্যাবিতান্দৃষ্ট্বা কালেন মহতা দ্বিজাঃ

ও নরকে যে ক্লেশ, তাহাও সম্যক্ নির্ণয় করিবেন। স্বর্গ, বেদবচন, বৈদিকানুষ্ঠান, জ্ঞানযোগ, সাংখ্যজ্ঞান,—এ সমস্তের দোষ গুণ জানিবেন। হে দ্বিজগণ! দশগুণ সত্ত্ব, নবগুণ রজঃ, অষ্টগুণ তমঃ, সপ্তগুণ বুদ্ধি, ষড়্গুণ আকাশ, ত্রিগুণ তমঃ, দ্বিগুণ রজঃ, একগুণ সত্ত্ব, এবং প্রলয়ের রীতি,—এ সমস্ত বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া বিশোধিত চিত্তে যোগী জন জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সূক্ষ্ম পদার্থ যেমন আকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ পরমব্রহ্মে মিলিত হইয়া থাকেন। ১—১৬। রূপে দৃষ্টি, গন্ধগুণে নাসিকা, শব্দে কর্ণ, রসে জিহ্বা, এবং স্পর্শে ত্বক্ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধযুক্ত। ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু ইহারা পরস্পর সংসক্ত। তমোগুণে মোহ আছে, মোহে লোভ বিদ্যমান। গমনাগমনে বিষ্ণু, বলে শক্র, এবং জঠরে অগ্নি বিদ্যমান আছেন জানিবে। জলে পৃথিবী, তেজে জল, বায়ুতে তেজ, আকাশে বায়ু, এবং মহৎতত্ত্বে আকাশ প্রতিষ্ঠিত জানিবে। এইরূপ তমোগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব রজোগুণে, রজঃ সত্ত্বে, সত্ত্ব আত্মায় এবং আত্মা ঈশ্বর নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত। সেই দেব নারায়ণই মোক্ষে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মোক্ষ নিরাকার। সত্ত্বগুণময় দেহ ষোড়শ গুণে সমাবৃত। দেহে স্বভাব ও ভাবনা—এই দুইটী ধর্ম্ম নিত্য বর্ত্তমান। আত্মা মধ্যস্থ,—কিছুই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত নহেন। তাঁহাতে পাপসংস্রব হয় না। বিষয়াসক্ত জনগণের কর্ম্মময় দ্বিতীয় আত্মা যাবতীয় ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থের আধার। শ্রুতিবাক্যালোচনায় মোক্ষের দুর্লভত্ব অবধারণ করিবে। দেহগত প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, সৃষ্টিবায়ু, এবং লয়বায়ু,—এই সপ্তবিধ বায়ু প্রত্যেকে আবার সপ্তভাগে বিভক্ত। প্রজাপতি ও ঋষি অনেকানেক। সৃষ্টিও অনেকবিধ। ব্রহ্মর্ষি, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, মরুৎ, ইহারাও অনেক। হে দ্বিজগণ! কাল-

মহতাং ভূতসঙ্ঘানাং শ্রুত্বা নাশঞ্চ ভো দ্বিজাঃ
গতিং বাচাং শুভাং জ্ঞাত্বা অর্চ্চার্হাঃ
পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ২৯
বৈতরণ্যাঞ্চ যদ্দুঃখং পতিতানাং যমক্ষয়ে।
যোনিষু চ বিচিত্রাসু সঞ্চারানশুভাংস্তথা ॥ ৩০
জঠরে চাশুভে বাসং শোণিতোদকভাজনে ॥
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষে চ তীব্রগন্ধসমন্বিতে ॥ ৩১
শুক্রশোণিতসঙ্ঘাতে মজ্জস্নায়ুপরিগ্রহে।
শিরাশতসমাকীর্ণে নবদ্বারে পুরেঽথ বৈ ॥৩২
বিজ্ঞায় হিতমাত্মানং যোগাংশ্চ বিবিধান্ দ্বিজাঃ
তামসানাঞ্চ জন্তূনাং রমণীয়ানৃতাত্মনাম্ ॥ ৩৩
সাত্ত্বিকানাঞ্চ জন্তূনাং কুৎসিতং মুনিসত্তমাঃ।
গর্হিতং মহতামর্থে সাঙ্খ্যানাং বিদিতাত্মনাম্ ॥
উপপ্লবাংস্তথা ঘোরান্ শশিনস্তেজসস্তথা।
তারাণাং পতনং দৃষ্ট্বা নক্ষত্রাণাঞ্চ পর্য্যয়ম্ ॥ ৩৫
দ্বন্দ্বানাং বিপ্রয়োগঞ্চ বিজ্ঞায় কৃপণং দ্বিজঃ।
অন্যোন্যভক্ষণং দৃষ্ট্বা ভূতানামপি চাশুভম্ ॥ ৩৬
বাল্যে মোহঞ্চ বিজ্ঞায় পক্বদেহস্য চাশুভম্।
রাগং মোহঞ্চ সম্প্রাপ্তং কচিৎ সত্ত্বং সমাশ্রিতম্
সহস্রেষু নরঃ কশ্চিন্মোক্ষবুদ্ধিং সমাশ্রিতঃ।
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বিজ্ঞানং শ্রুতিপূর্ব্বকম্ ॥৩৮
বহুমানমলব্ধেষু লব্ধে মধ্যস্থতাং পুনঃ।
বিষয়াণাঞ্চ দৌরাত্ম্যং বিজ্ঞায় চ পুনর্দ্বিজাঃ ॥৩৯
গতাসূনাঞ্চ সত্ত্বানাং দেহান্ ভিত্ত্বা তথা শুভান্
বাসং কুলেষু জন্তূনাং মরণায় ধৃতাত্মনাম্ ॥ ৪০
সাত্ত্বিকানাঞ্চ জন্তূনাং দুঃখং বিজ্ঞায় ভো দ্বিজাঃ
ব্রহ্মঘ্নানাং গতিং জ্ঞাত্বা পতিতানাং সুদারুণাম্
সুরাপানে চ সক্তানাং ব্রাহ্মণানাং দুরাত্মনাম্।
গুরুদারপ্রসক্তানাং গতিং বিজ্ঞায় চাশুভাম্ ॥
জননীষু চ বর্ত্তন্তে যে ন সম্যগ্ দ্বিজোত্তমাঃ।
সদেবকেষু লোকেষু যেন বর্ত্তন্তি মানবাঃ ॥৪৩
তেন জ্ঞানেন বিজ্ঞায় গতিং চাশুভকর্ম্মণাম্।
তির্য্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ বিজ্ঞায় চ গতীঃ পৃথক্ ॥
বেদবাদাংস্তথা চিত্রানৃতূনাং পর্য্যয়াংস্তথা।
ক্ষয়ং সংবৎসরাণাঞ্চ মাসানাঞ্চ ক্ষয়ং তথা ॥৪৫
পক্ষক্ষয়ং তথা দৃষ্ট্বা দিবসানাঞ্চ সংক্ষয়ম্।
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ চন্দ্রস্য দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষতস্তথা ॥ ৪৬
বৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা সমুদ্রাণাং ক্ষয়ন্তেষাং তথা পুনঃ।
ক্ষয়ং ধনানাং দৃষ্ট্বা চ পুনর্বৃদ্ধিং তথৈব চ ॥ ৪৭

কর্ত্তৃক কত লোক ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়াছে ; মহা মহা ভূতও বিনষ্ট হইতেছে। বাক্যের গতি কখনও শুভ এবং কখনও বা অশুভ হয়। পাপীরা হীনজনেরই সমাদর করে। বৈতরণীতে জীবগণের মহাদুঃখ হয়। যমলোকে—নরকেও কতই যাতনা! অশুভসংসারে বিবিধ বিচিত্রযোনিতে ভ্রমণেও কত ক্লেশ! শ্লেষ্মমূত্রে লিপ্তাঙ্গ হইয়া তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত শোণিত-জলপূর্ণ অশুভ গর্ভে বাস করাই বা কত ক্লেশ! হে দ্বিজগণ! এ সকল দারুণ যন্ত্রণার বিষয় বিবেচনা করিয়া ধীমান্ মানব যোগাসক্ত হইবেন। কদর্য্যাত্মা তামস জীব, ও সাত্ত্বিক জীবদিগের পরিণাম, বিদিতাত্মা সাংখ্যদিগের সুগতি, শুক্রশোণিত-সংযোগজাত, মজ্জাস্নায়ু-সম্বন্ধ, শত শত শিরা দ্বারা সমাকীর্ণ দেহের হেয়ত্ব, সুখ-দুঃখের শোচনীয় পরিবর্ত্তন, ভূতগণের পরস্পর হিংসন, বাল্যকালে মোহ, বয়স্ক হইলেও রাগ-লোভাদি জনিত কত ক্লেশ,—ধীমান্ মানব এ সকল চিন্তা করিবেন। অহো! দেহিগণ অতি অল্পকালই সত্ত্বগুণবান্ থাকে; সহস্র লোকের মধ্যে কেহ হয়ত মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির আশ্রয় করে। মোক্ষ অতি দুর্লভ। লব্ধ বিষয়ে অনুরাগরাহিত্য, অলব্ধ বিষয়ে প্রবলানুরাগ, বিষয় মাত্রেরই পরিণামবিরসতা, মৃত ব্যক্তির জন্মান্তর গ্রহণের ক্লেশ, মরণভয়হীন সাত্ত্বিক জনগণের গতি, ব্রহ্মঘাতী জনের দুর্গতি এবং পতিত, সুরাপায়ী, গুরুদারাসক্ত, মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারী, দেবার্চ্চনজীবী ও তির্য্যক্‌যোনি-প্রাপ্ত, লোক সকলের ক্লেশ, বেদবাক্য, ঋতুবিপর্য্যয়, সংবৎসরের ক্ষয়, মাস সকলের অবচয়, পক্ষ সকলের পরিবর্ত্তন, দিবসের বিকাশ, চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি, সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, ধনের উপচয় এবং ক্ষয়, যুগ

সংযোগানাং তথা দৃষ্ট্বা যুগানাঞ্চ বিশেষতঃ।
দেহবৈক্লব্যতাঞ্চৈব সম্যগ্ বিজ্ঞায় তত্বতঃ ॥৪৮
আত্মদোষাংশ্চ বিজ্ঞায় সর্ব্বানাত্মনি সংস্থিতান্
স্বদেহাদুত্থিতান্ গন্ধাংস্তথা বিজ্ঞায় চাশুভান্ ॥
মুনয় উচুঃ।
কাস্থুৎপাতভবান্ দোষান্ পশ্যসি ব্রহ্মবিত্তম।
এতং নঃ সংশয়ং কৃৎস্নং বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥৫০
ব্যাস উবাচ।
পঞ্চ দোষান্ দ্বিজা দেহে প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
মার্গজ্ঞাঃ কাপিলাঃ সাংখ্যাঃ শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ
কামক্রোধৌ ভয়ং নিদ্রা পঞ্চমঃ শ্বাস উচ্যতে।
এতে দোষাঃ শরীরেষু দৃশ্যন্তে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥
ছিন্দন্তি ক্ষময়া ক্রোধং কামং সঙ্কল্পবর্জ্জনাৎ।
সত্বসংসেবনান্নিদ্রামপ্রমাদাদ্ভয়ং তথা ॥ ৫৩
ছিন্দন্তি পঞ্চমং শ্বাসমল্পাহারতয়া দ্বিজাঃ।
গুণান্গুণশতৈর্জ্ঞাত্বা দোষান্দোষশতৈরপি ॥৫
হেতুন্ হেতুশতৈশ্চিত্রৈশ্চিত্রান্বিজ্ঞায় তত্বতঃ।
অপাং ফেনোপমং লোকং বিষ্ণোর্মায়াশতৈঃ
কৃতম্ ॥ ৫৫
চিত্রভিত্তিপ্রতীকাশং নলসারমনর্থকম্।
তমঃসম্ভ্রমিতং দৃষ্ট্বা বর্ষবুদ্বুদসন্নিভম্ ॥ ৫৬
নাশপ্রায়ং সুখাধানং নাশোত্তরমহাভয়ম্।
রজস্তমসি সম্মগ্নং পঙ্কে দ্বিপমিবাবশম্ ॥ ৫৭
সাংখ্যা বিপ্রা মহাপ্রাজ্ঞাস্ত্যক্ত্বা স্নেহং প্রজাকৃতম্
জ্ঞানজ্ঞেয়েন সাংখ্যেন ব্যাপিনা মহতা দ্বিজাঃ
রাজসানশুভান্ গন্ধাংস্তামসাংশ্চ তথাবিধান্।
পুণ্যাংশ্চ সাত্বিকান্গন্ধান্স্পর্শজান্দেহসংশ্রিতান্
ছিত্বাত্মজ্ঞানশস্ত্রেণ তপোদণ্ডেন সত্তমাঃ।
ততো দুঃখোদকং ঘোরং চিন্তাশোকমহাহ্রদম্ ॥
ব্যাধিমৃত্যুমহাঘোরং মহাভয়মহোরগম্।
তমঃকূর্ম্মং রজোমীনং প্রজ্ঞয়া সন্তরন্ত্যত ॥ ৬১
স্নেহপঙ্কং জরাদুর্গং স্পর্শদ্বীপং দ্বিজোত্তমাঃ।
কর্ম্মাগাধং সত্যতীরং স্থিতং ব্রতমনীষিণঃ ॥৬২
হর্ষসঙ্ঘমহাবেগং নানারসসমাকুলম্।

সকলের বিচিত্র সংযোগ-বিয়োগ, দেহের বৈক্লব্য, আত্মস্থ নানা দোষ, স্বদেহজাত ঘর্ম্ম-স্বেদাদিজনিত ক্লেশহেতু,--এই সকল নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া ধীমান্ মানব বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন।১৭—৪৯। মুনিগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মবিত্তম! আপনি দেহে কোন্ কোন্ সহজ বিঘ্ন অবলোকন করেন? আমাদিগের এ বিষয়ে সংশয় আছে, তাহা ছেদন করুন। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! কপিলমতানুযায়ী যোগপথাভিজ্ঞ সাংখ্য ব্যক্তিবর্গ দেহে এই পাঁচটী দোষের উল্লেখ করেন। যথা,—কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা, ও শ্বাস,—এই পাঁচটী দোষ দেহিগণের সর্ব্বদেহেই বিদ্যমান আছে। মনীষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সঙ্কল্পবর্জ্জন দ্বারা কামকে, সত্বসেবা দ্বারা নিদ্রাকে, সাবধানতা দ্বারা ভয়কে, এবং অল্পাহার দ্বারা শ্বাসকে জয় করিবে। হে দ্বিজগণ! গুণগণকে অন্য শত শত গুণ দ্বারা, দোষগণকে অপর শত শত দোষদ্বারা, এবং শত শত হেতুকে অন্যান্য শত শত হেতুদ্বারা, যথাযথ অবগত হইবে। সাংখ্য যোগীরা বিষ্ণুমায়া-বিরচিত জলবুদবুদ্বৎ ক্ষণস্থায়ী, ইন্দ্রজালবৎ অলীক, নলতৃণবৎ নিঃসার, এই সংসারকে, তমোদ্বারা বিভ্রান্ত, বৃষ্টিবুদ্বুদবৎ বিনষ্টপ্রায়, মহাক্লেশপ্রদ, সুখবৎ প্রতীয়মান এবং পঙ্ক-মধ্যে হস্তীর ন্যায় রজস্তমোমধ্যে নিমগ্ন বোধ করিয়া পুত্র-পরিজনাদিতে স্নেহ পরিহার করিবেন। তাঁহারা তপস্যারূপ দণ্ড দ্বারা রাজস, তামস ও সাত্বিক, দেহাশ্রিত বিবিধ অজ্ঞানমূলক স্পর্শাদি ধর্ম্ম দূরীকৃত করিয়া দুঃখোদকপূর্ণ-চিন্তা শোকাত্মক মহাহ্রদ অতিক্রম করিবেন। ঐ হ্রদ ব্যাধি ও মৃত্যু দ্বারা অতীব ভয়ঙ্কর; উহাতে মহাভয়—মহোরগ, তমোগুণ—কূর্ম্ম, রজোগুণ—মীন, এবং স্নেহই—পঙ্ক। সাংখ্যজ্ঞানীরা প্রজ্ঞা দ্বারা উহা অনায়াসে পার হয়েন। যাহাতে জরা—দুর্গ, স্পর্শ—দ্বীপ, কর্ম্ম—গভীরতা, সত্য—তীর, হর্ষ—মহাবেগ, নানা রস—কল্লোল,

নানাপ্রীতিমহারত্নং দুঃখজ্বরসমীরিতম্‌ ॥ ৬৩
শোকতৃষ্ণামহাবর্ত্তং তীক্ষ্ণব্যাধিমহারুজম্‌ ।
অস্থিসঙ্ঘাতসঙ্ঘট্টং শ্লেষ্মযোগং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
দানমুক্তাকরং ঘোরং শোণিতোদ্গারবিক্রমম্‌ ।
হসিতোৎক্রুষ্টনির্ঘোষং নানাজ্ঞানসুদুষ্করম্‌ ॥৬৫
রোদনাশ্রুমলক্ষারং সঙ্গযোগপরায়ণম্‌ ।
প্রলব্ধ ! জন্ম লোকো যং পুত্রবান্ধবপত্তনম্‌ ॥৬৬
অহিংসাসত্যমর্য্যাদং প্রাণযোগময়োর্মিলম্‌ ।
বৃন্দানুগামিনং ক্ষারং সর্ব্বভূতপয়োদধিম্‌ ॥ ৬৭
মোক্ষদুর্লভবিষয়ং বাড়বাসুখসাগরম্‌ ।
তরন্তি যতয়ঃ সিদ্ধা জ্ঞানযোগেন চানঘাঃ ॥৬৮
তীর্ত্ত্বা চ দুস্তরং জন্ম বিশন্তি বিমলং নভঃ ।
ততস্তান্‌ সুকৃতীন্‌ জ্ঞাত্বা সূর্য্যো বহতি রশ্মিভিঃ ॥ ৬৯
পদ্মতন্তুবদাবিশ্য প্রবহন্‌ বিষয়ান্‌ দ্বিজাঃ ।
তত্র তান্‌ প্রবহো বায়ুঃপ্রতিগৃহ্লাতি চানঘাঃ ॥৭
বীতরাগান্‌যতীন্‌ সিদ্ধান্‌ বীর্য্যযুক্তাংস্তপোধনান্‌
সূক্ষ্মঃ শীতঃ সুগন্ধশ্চ সুখস্পর্শশ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥
সপ্তানাং মরুতাং শ্রেষ্ঠো লোকান্‌ গচ্ছতি যঃ শুভান্‌ ।
স তান্‌ বহতি বিপ্রেন্দ্রা নভসঃ পরমাং গতিম্‌
তামাবহতি লোকেশান্‌ রজসঃ পরমাং গতিম্‌
রজো বহতি বিপ্রেন্দ্রাঃ সত্ত্বস্য পরমাং গতিম্‌ ॥
সত্ত্বং বহতি শুদ্ধাত্মা পরং নারায়ণং প্রভুম্‌ ।
প্রভুর্ব্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাত্মনা ॥ ৭৪
পরমাত্মানমাসাদ্য তদ্ভূতা যতয়োঽমলাঃ ।
অমৃতত্বায় কল্পন্তে ন নিবর্ত্তন্তি চ দ্বিজাঃ ॥ ৭৫
পরমা সা গতির্বিপ্রা নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্‌ ।
সত্যার্জ্জবরতানাং বৈ সর্ব্বভূতদয়াবতাম্‌ ॥ ৭৬

মুনয় ঊচুঃ ।

স্থানমুত্তমমাসাদ্য ভগবন্তং স্থিরব্রতাঃ ।
আজন্মমরণং বা তে রমন্তে তত্র বা ন বা ॥ ৭৭
যদত্র তথ্যং তত্ত্বং নো যথাবদ্বক্তুমর্হসি ।
ত্বদৃতে মানবং নান্যং প্রষ্টুমর্হাম সত্তম ॥ ৭৮
মোক্ষদোষো মহানেষ প্রাপ্য সিদ্ধিং গতানৃষীন্‌
যদি তত্রৈব বিজ্ঞানে বর্ত্তন্তে যতয়ঃ পরে ॥ ৭৯

বিবিধ প্রীতি—মহারত্ন, দুঃখজ্বর—সমীরণ, শোক ও তৃষ্ণা—মহা আবর্ত্ত, তীব্র ব্যাধি—কূলভঙ্গ, অস্থিসংঘাত—ঘট্ট, শ্লেষ্ম—ফেন, দান—মুক্তাকর শুক্তি, রক্তস্রাব—বিক্রম, হাস্য—কলরব, বিবিধ জ্ঞান—দুর্গমতা, রোদনাশ্রু—মলক্ষারাদি, পুত্রবান্ধবাদি—পত্তন, অহিংসা সত্য—সীমা, প্রাণস্পন্দন—উর্ম্মি, বহুজনের আনুগত্য—ক্ষার, এবং সর্ব্বভূত—জলস্বরূপ, সিদ্ধ অনঘ যতিগণ জ্ঞানযোগ দ্বারা তাদৃশ মহাসাগর পার হইয়া থাকেন। ৫০—৬৮। তাঁহারা সেই দুস্তর জন্মসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বিমল নভোমণ্ডলে মিলিত হয়েন। তখন তাঁহাদিগকে সুকৃতী জানিয়া সূর্য্য পদ্মতন্তুসম নিজ রশ্মি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া প্রবহ বায়ু পর্য্যন্ত বহন করিয়া লয়েন। পরে প্রবহ বায়ু তাঁহাদিগকে গ্রহণ করে। হে দ্বিজগণ! সূক্ষ্ম, শীতল, সুগন্ধ, সুখস্পর্শ, সপ্ত বায়ুর প্রধান সেই প্রবহ বায়ু তাঁহাদিগকে বীতরাগ, তপোবীর্য্যসম্ভৃত সিদ্ধ যতি জানিয়া তমোমণ্ডল পর্য্যন্ত বহন করে; তখন তমঃ রজোগুণ পর্য্যন্ত, রজঃ সত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত, সত্ত্ব পরম প্রভু নারায়ণ পর্য্যন্ত সেই যতিগণকে বহন করেন। সেই শুদ্ধাত্মা নারায়ণ উক্ত যতিগণকে পরমাত্মা পর্য্যন্ত প্রাপিত করেন। হে দ্বিজগণ! সেই যতিরা তখন পরমাত্মাতে একীভূত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন; তাঁহাদিগকে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। সত্যার্জ্জব-রত দ্বন্দ্বরহিত, সর্ব্বভূতে দয়াবান্‌ মহাত্মাগণের উহাই পরম গতি।৬৯—৭৬। মুনিগণ কহিলেন,—হে সত্তম ব্যাস! সেই স্থিরব্রত মহাত্মারা পরমাত্মায় লীন হইয়া চিরকালই কি ঐ ভাবে থাকেন? ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগের আনন্দ অনুভব থাকে কি না? এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব আমাদিগকে যথাযথ বলুন। আপনি ভিন্ন এইরূপ প্রশ্নের যোগ্য আর কেহই নাই। মহামোক্ষপ্রাপ্ত সিদ্ধগণের উক্তাবস্থায় যদি পৃথক্‌ভাবে আত্মানুভূতি না

প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং পশ্যাম পরমং দ্বিজ।
মগ্নস্য হি পরে জ্ঞানে কিন্নু দুঃখান্তরং ভবেৎ॥
ব্যাস উবাচ।
যথান্যায়ং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রশ্নঃ পৃষ্টশ্চ সঙ্কটঃ।
বুধানামপি সম্মোহঃ প্রশ্নেঽস্মিন্মুনিসত্তমাঃ।৮১
অত্রাপি তত্ত্বং পরমং শৃণুধ্বং বচনং মম।
বুদ্ধিশ্চ পরমা যত্র কাপিলানাং মহাত্মনাম্॥ ৮২
ইন্দ্রিয়াণ্যপি বুধ্যন্তে স্বদেহে দেহিনাং দ্বিজাঃ
করণান্যাত্মনস্তানি সূক্ষ্মং পশ্যন্তি তৈস্তু সঃ॥৮৩
আত্মনা বিপ্রহীণানি কাষ্ঠকুড্যসমানি তু।
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহো বেলা ইব মহার্ণবে॥ ৮৪
ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ সুপ্তস্য দেহিনো দ্বিজসত্তমাঃ।
সূক্ষ্মশ্চরতি সর্ব্বত্র নভসীব সমীরণঃ॥ ৮৫
স পশ্যতি যথান্যায়ং স্মৃত্যা স্পৃশতি চানঘাঃ।
বুধ্যমানো যথাপূর্ব্বমখিলেনেহ ভো দ্বিজাঃ॥৮৬
ইন্দ্রিয়াণি হ সর্ব্বাণি স্বে স্বে স্থানে যথাবিধি।
অনীশত্বাৎ প্রলীয়ন্তে সর্পা বিষহতা ইব॥ ৮৭
ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং স্বস্থানেষ্বেব সর্ব্বশঃ।
আক্রম্য গতয়ঃ সূক্ষ্মশ্চরত্যাত্মা ন সংশয়ঃ॥ ৮৮
সত্ত্বস্য চ গুণান্ কৃৎস্নান্ রজসশ্চ গুণান্ পুনঃ।
গুণাংশ্চ তমসঃ সর্ব্বানগুণান্ বুদ্ধেশ্চ সত্তমাঃ॥
গুণাংশ্চ মনসশ্চাপি নভসশ্চ গুণাংস্তথা।
গুণান্ বায়োশ্চ সর্ব্বজ্ঞাঃ স্নেহজাংশ্চ গুণান্পুনঃ
অপাং গুণাস্তথা বিপ্রাঃ পার্থিবাংশ্চ গুণানপি।
সর্ব্বানেব গুণৈর্ব্যাপ্য ক্ষেত্রজ্ঞেষু দ্বিজোত্তমাঃ॥
আত্মা চরতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্ম্মণা চ শুভাশুভে।
শিষ্যা ইব মহাত্মানমিন্দ্রিয়াণি চ তং দ্বিজাঃ*।
আগচ্ছন্তি যথাকালং গুরোঃ সন্দেশকারিণঃ॥
শক্যং হ্যল্পেন কালেন শান্তিং প্রাপ্তুং গুণাংস্তথা।
এবমুক্তেন বিপ্রেন্দ্রাঃ সাংখ্যযোগেন মোক্ষিণীম্
সাংখ্যা বিপ্রা মহাপ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্

থাকে, তবে উহাতে সুখ কি? অপর দুঃখই বা কি হইবে? সুতরাং হে দ্বিজ! উহা অপেক্ষা প্রবৃত্তিধর্ম্মই যেন ভাল বোধ হয়।৭৭—৮০। ব্যাস কহিলেন,—হে সত্তম মুনিবরগণ! আপনারা এ অতি দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছেন! ইহার যথাযথ উত্তর দিতে বুধগণেরও সম্মোহ হয়। এ বিষয়ে কপিল-মতানুসারী মহাত্মাদিগের অনুমোদিত তত্ত্ব কথা আমি কহিতেছি।' হে দ্বিজগণ! দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণও বোধযুক্ত হয়, উহারা আত্মার করণ মাত্র, উহাদিগের দ্বারাই আত্মা সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে উহারা কাষ্ঠ-কুড্যসম বিনষ্ট হয়,—মহার্ণবের বেলাভূমির ন্যায় জড়তা লাভ করে। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই আত্মা, নিদ্রিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া আকাশে সমীরণের ন্যায় সূক্ষ্মভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। তিনি তখন যথাবৎ বিষয় সকলের স্মরণ-দর্শনাদি করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ সে সময়ে বিষহীন সর্পসম অস্বাধীনভাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে। সূক্ষ্ম আত্মা উহা-দিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিচরণ করেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি,—এই সকলের সমগ্র গুণ আক্রমণ করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ক্ষেত্রমধ্যে বিচরণ করেন। হে দ্বিজগণ! শিষ্যেরা যেমন গুরুর আনুগত্য করে, ইন্দ্রিয়গণও তেমনি আত্মার অনুসরণ করিয়া থাকে। ৮১—৯৩। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মোক্ষসাধক এই যে সাংখ্যযোগ কহিলাম, ইহার সাহায্যে অল্পকালমধ্যেই গুণগণের অতিক্রম করিয়া শান্তি লাভ করা যায়। মহাপ্রাজ্ঞ সাংখ্যেরা পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

* অত্র "প্রকৃতিশ্চাপ্যতিক্রম্য শুদ্ধং সূক্ষ্মং পরাৎপরম্। নারায়ণং মহাত্মানং নির্বিকারং পরাৎপরম্॥ বিমুক্তং সর্ব্বপাপেভ্যঃ প্রবিষ্টঞ্চ হ্যনাময়ম্। পরমাত্মানমগুণং নির্বৃতং তঞ্চ সত্তমাঃ॥ শ্রেষ্ঠং তত্র মনো বিপ্রা ইন্দ্রিয়াণি চ ভো দ্বিজাঃ।" ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠঃ।

জ্ঞানেনানেন বিপ্রেন্দ্রাস্তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে
অত্র বঃ সংশয়ো মা ভূজ্জ্ঞানং সাংখ্যং পরম্মতম্।
অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ব্বং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৯৬
অনাদিমধ্যনিধনং নির্দ্বন্দ্বং কর্ত্তৃ শাশ্বতম্।
কূটস্থঞ্চৈব নিত্যঞ্চ যদ্বদন্তি শমাত্মকাঃ॥ ৯৭
যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে সর্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ॥
এবং শংসন্তি শাস্ত্রেষু প্রবক্তারো মহর্ষয়ঃ ॥৯৮
সর্ব্বে বিপ্রাশ্চ বেদাশ্চ তথা সামবিদো জনাঃ।
ব্রহ্মণ্যং পরমং দেবমনন্তং পরমাচ্যুতম্ ॥ ৯৯
প্রার্থয়ন্তশ্চ তং বিপ্রা বদন্তি গুণবুদ্ধয়ঃ।
শমযুক্তাস্তথা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চামিতদর্শনাঃ॥
অমূর্ত্তেস্তস্য বিপ্রেন্দ্রাঃ সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ।
অভিজ্ঞানানি তস্যাহুর্মহান্তি মুনিসত্তমাঃ ॥১০৩
দ্বিবিধানি হি ভূতানি পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ।
অগম্যগম্যসংজ্ঞানি গম্যং তত্র বিশিষ্যতে॥
জ্ঞানং মহদ্ধি মহতশ্চ বিপ্রা
বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধবৎপুরাণে
সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং মুনীন্দ্রাঃ॥ ১০৫
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং
যথার্থশাস্ত্রেষু বিশিষ্টদৃষ্টম্।
জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
সাংখ্যাগতং তচ্চ মহামুনীন্দ্রাঃ॥ ১০৬
সমস্তদৃষ্টং পরমং বলঞ্চ
জ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ যথাবদুক্তম্।
তপাংসি সূক্ষ্মাণি চ যানি চৈব
সাংখ্যে যথাবদ্বিহিতানি বিপ্রাঃ॥ ১০৭
বিপর্য্যয়ং তস্য হিতং সদৈব
গচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ সততং সুখেন।
তাংশ্চাপি সন্ধার্য্য ততঃ কৃতার্থাঃ
পতন্তি বিপ্রায়তনেষু ভূয়ঃ॥ ১০৮
হিত্বা চ দেহং প্রবিশন্তি মোক্ষং
দিবৌকসশ্চাপি চ যোগসাংখ্যাঃ।
অতোঽধিকং তেঽভিরতা মহার্হে
সাংখ্যে দ্বিজা ভো ইহ শিষ্টজুষ্টে॥ ১০৯
তেষান্তু তির্য্যগ্‌গমনং হি দৃষ্টং
নাধোগতিঃ পাপকৃতাং নিবাসঃ।
ন বা প্রধানা অপি তে দ্বিজাতয়ো
যে জ্ঞানমেতন্মুনয়ো ন সক্তাঃ॥ ১১০

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান আর নাই। এ বিষয়ে আপনাদিগের যেন সংশয় হয় না। সাংখ্যজ্ঞানই সর্ব্বোত্তম। পূর্ব্বে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলিয়াছি; তিনি সনাতন, স্থির, সুখ-দুঃখহীন, আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত, শাশ্বত, কূটস্থ, এবং কর্ত্তা। শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রবক্তা মহর্ষিরা বলেন যে,—তাঁহা হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক সর্ব্ব কার্য্য প্রবৃত্ত হয়। সেই অনন্ত অচ্যুত পরম ব্রহ্মণ্য দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া সমস্ত বেদ ও সামবেদাভিজ্ঞ বিপ্রগণ, গুণবিচারে আসক্তচেতা কামপরায়ণ যোগিগণ এবং অমিতদর্শন সাংখ্যগণ, বলেন যে,—মূর্ত্তি-হীন সেই পরম পুরুষের সাংখ্য শাস্ত্রই মূর্ত্তি। এইরূপ শ্রুতিও আছে। সেই ভগবানের অভিজ্ঞানসম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ বলেন যে,—চরাচর ভূতসকল দ্বিবিধ;—গম্য এবং অগম্য। ইহার মধ্যে গম্যই শ্রেষ্ঠ। ৯৪—১০৪। হে দ্বিজগণ! বেদ, সাংখ্য, যোগ, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, এবং লৌকিক যাহা কিছু জ্ঞান আছে, সে সকলের সারভূত এই উত্তম জ্ঞান আমি উপদেশ করিলাম। ইহা পরম বল, অথচ মোক্ষসাধক। হে বিপ্রগণ! মানব সাংখ্যাগত সূক্ষ্ম তপস্যায় নানা সুখ, এমন কি দেবত্বও লাভ করিতে পারে; পরে পুনরায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করিয়া যথাযথ তত্ত্ব নিশ্চয় দ্বারা দেহত্যাগান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত সুধীজনগণ এই শিষ্টসম্মত পরমোত্তম সাংখ্য শাস্ত্রেই রত হইয়া থাকেন। তাঁহা-দিগের তির্য্যক্‌জাতিত্ব বা অধোগতি দেখা যায় না। পাপিষ্ঠকুলে কদাপি তাহাদিগের জন্ম হয় না। যে দ্বিজাতিগণ এই সাংখ্য-জ্ঞান অবলম্বন না করেন, তাঁহারা কোন

সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং
মহার্ণবং বিমলমুদারকান্তম্।
কৃৎস্নং হি সাংখ্যা মুনয়ো মহাত্ম-
নারায়ণে ধারয়তাপ্রমেয়ম্ ॥ ১১১
এতন্ময়োক্তং পরমং হি তত্ত্বং
নারায়ণাদ্বিশ্বমিদং পুরাণম্।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে চ হরেত ভূয়ঃ ॥ ১১২

ইতি শ্রীব্রাহ্মে সাংখ্যবিধিনিরূপণং নাম
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

কিং তদক্ষরমিত্যুক্তং যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
কিংস্বিত্তৎক্ষরমিত্যুক্তং যস্মাদবর্ত্ততে পুনঃ ॥১
অক্ষরাক্ষরয়োর্ব্যক্তিং পৃচ্ছামস্ত্বাং মহামুনে।
উপলব্ধুং মুনিশ্রেষ্ঠ তত্ত্বেন মুনিপুঙ্গব ॥ ২
ত্বং হি জ্ঞানবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রোচ্যসে বেদপারগৈঃ
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্যতিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৩
তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বত্তঃ সর্ব্বং মহামতে।
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামঃ শৃণ্বন্তোঽমৃতমুত্তমম্ ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
বসিষ্ঠস্য চ সংবাদং করালজনকস্য চ ॥ ৫
বসিষ্ঠং শ্রেষ্ঠমাসীনমৃষীণাং ভাস্করদ্যুতিম্।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্
পরমাত্মনি কুশলমধ্যাত্মগতিনিশ্চয়ম্।
মৈত্রাবরুণিমাসীনমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৭
স্বচ্ছন্দং সুকৃতঞ্চৈব মধুরং চাপ্যনুত্বণম্ ॥
পপ্রচ্ছর্ষিবরং রাজা করালজনকঃ পুরা ॥ ৮

করালজনক উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যস্মিন্ ন পুনরাবৃত্তিং প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥ ৯
যচ্চ তৎক্ষরমিত্যুক্তং যত্রেদং ক্ষরতে জগৎ।

মতেই প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। হে দ্বিজগণ! এই পুরাতন পরম বিশাল সাংখ্যশাস্ত্র উদারকান্তি বিমল মহাসাগর-সম। আপনারা ইহার অনুশীলন করত নারায়ণে চিত্ত ধারণা করুন। আমি আপনাদিগের নিকট এই পরম তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। নারায়ণ হইতেই এই জগতের উৎপত্তি; নারায়ণই সৃষ্টিকালে সৃষ্টি এবং সংহারকালে ইহার সংহার করিয়া থাকেন। ১০৫—১১২।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহা হইতে পুনরায় আর সংসারে আসিতে হয় না, সেই অক্ষর কাহাকে বলা হয়, আর যাহা হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে, সেই ক্ষর নামেই বা কাহাকে নির্দ্দেশ করিলেন? হে মহামুনে! আমরা অক্ষর ও ক্ষরের বিবরণ আপনাকে জিজ্ঞাসিতেছি,—ঐ উভয়ের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। বেদপারগ ঋষিগণ এবং মহাভাগ্যশালী মহাত্মা যতিগণ বলিয়া থাকেন, আপনি জ্ঞানবিদ্‌গণের বরিষ্ঠ, অতএব হে মহামতে! আমরা ঐ সকল আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার বচন-সুধা বারম্বার পান করিয়াও আমরা তৃপ্তির সীমা প্রাপ্ত হইতেছি না,—যতই শুনি, ততই শুনিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। ব্যাস বলিলেন,—আমি এসম্বন্ধে বশিষ্ঠ ও করালজনকবিষয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। একদা পরমাত্মনিষ্ঠ, অধ্যাত্মগতিজ্ঞ, দিবাকর-দ্যুতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ একান্তে সমাসীন ছিলেন। রাজা জনক তখন কৃতাঞ্জলিকরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিঃশ্রেয়স-কর পরম জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—৮। করালজনক কহিলেন,—ভগবন্! যাঁহাকে পাইলে মনীষিগণ সংসারে আর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না, আমি সেই

যচ্চাক্ষরমিতি প্রোক্তং শিবং ক্ষেমমনাময়ম্॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল ক্ষরতীদং যথা জগৎ।
যত্র ক্ষরতি পূর্ব্বেণ যাবৎকালেন চাপ্যথ॥ ১১
যুগং দ্বাদশসাহস্রং কল্পং বিদ্ধি চতুর্যুগম্।
দশকল্পশতাবর্ত্তমহস্তদ্‌ব্রাহ্মমুচ্যতে॥ ১২
রাত্রিশ্চৈতাবতী রাজন্‌যস্যান্তে প্রতিবুধ্যতে।
সৃজত্যনন্তকর্ম্মাণি মহান্তং ভূতমগ্রজম্॥ ১৩
মূর্ত্তিমন্তমমূর্ত্তাত্মা বিশ্বং শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
যত্রোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি মূলতো নৃপসত্তম॥ ১৪
অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানং জ্যোতিরব্যয়ম্
সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্॥
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতিঃ॥১৬
মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যথ।
সাঙ্খ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভির্বহুধাত্মকঃ॥১৭
বিচিত্ররূপো বিশ্বাত্মা একাক্ষর ইতি স্মৃতঃ।
ধৃতমেকাত্মকং যেন কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যমাত্মনা॥
তথৈব বহুরূপত্বাদ্বিশ্বরূপ ইতি শ্রুতঃ।
এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ সৃজত্যাত্মানমাত্মনা॥ ১৯
প্রধানং তস্য সংযোগাদুৎপন্নং সুমহৎ পুরম্।
অহঙ্কারং মহাতেজাঃ প্রজাপতিনমস্কৃতম্॥ ২০
অব্যক্তাদ্ব্যক্তিমাপন্নং বিদ্যাসর্গং বদন্তি তম্।
মহান্তং চাপ্যহঙ্কারমবিদ্যাসর্গ এব চ॥ ২১
অচরশ্চ চরশ্চৈব সমুৎপন্নো তথৈকতঃ।
বিদ্যাবিদ্যেতি বিখ্যাতে শ্রুতিশাস্ত্রানুচিন্তকৈঃ
ভূতসর্গমহঙ্কারাত্তৃতীয়ং বিদ্ধি পার্থিব।
অহঙ্কারেষু নৃপতে চতুর্থং বিদ্ধি বৈকৃতম্॥ ২৩
বায়ুর্জ্যোতিরথাকাশমাপোঽথ পৃথিবী তথা।

সনাতন পরম ব্রহ্মের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। যাহা ক্ষর নামে অভিহিত, যাহাতেই জগৎ ক্ষরিত হয় এবং যাহা অক্ষর নামে নিরূপিত শিব, ক্ষেম, অনাময় বস্তু, তাহাও এক্ষণে আপনার নিকট আমার শুনিবার বিষয়। বসিষ্ঠ বলিলেন,—ভূপাল! এই জগৎ পূর্ণ বা পরিমিত কালে যাহাতে যে প্রকারে ক্ষরিত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্য-ত্রেতাদি যুগচতুষ্টয়ের দ্বাদশ সহস্র-পরিমিত কালকে এক কল্প বলিয়া জানিবে। এই কল্পের দশশত বার আবর্ত্তনই ব্রহ্মার এক দিন বলিয়া কথিত। তদীয় রাত্রিও দিনপরিমাণে নির্দ্দিষ্ট। হে রাজন্! এই রাত্রির অবসানেই ব্রহ্মা প্রতিবুদ্ধ হয়েন এবং অনন্ত কর্ম্মপরম্পরা ও ভূতাদি মহান্‌কে সৃজন করেন। অমূর্ত্তাত্মা শম্ভু এই মূর্ত্তিমান্ বিশ্বকে বিস্তারিত করিয়া থাকেন। হে নৃপবর! যেরূপে তাঁহাতে ইহার উৎপত্তি হয়, আমি আমূলত বলিতেছি। যিনি অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশত্ব ও অব্যয় জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁহার পাণি-পাদ সর্ব্বদিকে প্রসারিত, অক্ষি, মুখ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিরাজিত এবং যিনি সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান্-রূপে বিরাজমান হইয়া এই সর্ব্ববিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; তিনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ এবং এই হিরণ্যগর্ভই বুদ্ধি বলিয়া বিদিত যোগ ও সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্রে ইনিই মহান্ ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি বিবিধ নামে বহুরূপে পঠিত বা গীত হইয়া থাকেন। এই বিচিত্ররূপ বিশ্বাত্মাই একাক্ষর নামে নিরূপিত। এই বিশ্বাত্মা এই সমগ্র ত্রৈলোক্যকে আত্মা দ্বারা ধারণ করেন। বহুরূপতা-নিবন্ধন যিনি বিশ্বরূপ নামে প্রসিদ্ধ, যৎকালে তিনি বিক্রিয়াপন্ন হয়েন, তখনই আত্মা দ্বারা আত্মাকে সৃজন করেন। ৯—১৯। ইহাঁর সহিত প্রকৃতির সংযোগ ঘটিলে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার প্রজাপতিগণের মাননীয়। যিনি অব্যক্ত হইতে ব্যক্তীভূত, তিনি বিদ্যা-সর্গ নামে অভিহিত। মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি অবিদ্যাসর্গ নামে নির্দ্দিষ্ট। সমস্ত চরাচর একই কর্ম্মতত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন। বেদতত্ত্বদর্শী বিবুধগণ এইরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যাসর্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে পার্থিব! ভূতসর্গ অহঙ্কার হইতে তৃতীয় এবং বৈকৃত সৃষ্টিকে চতুর্থী বলিয়াই

শব্দস্পর্শৌ চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ॥ ২৪
এবং যুগপদুৎপন্নং দশবর্গমসংশয়ম্।
পঞ্চমং বিদ্ধি রাজেন্দ্র ভৌতিকং সর্গমর্থকৃৎ॥২৫
শ্রোত্রং ত্বক্চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্।
বাগ্‌হস্তৌ চৈব পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সম্ভূতানীহ যুগপন্মনসা সহ পার্থিব॥ ২৭
এষা তত্ত্বচতুর্ব্বিংশা সর্ব্বাকৃতিঃ প্রবর্ত্ততে।
যাং জ্ঞাত্বা নাভিশোচন্তি ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥২৮
এবমেতৎ সমুৎপন্নং ত্রৈলোক্যমিদমুত্তমম্।
বেদিতব্যং নরশ্রেষ্ঠ সদেবনরকার্ণবে॥ ২৯
সযক্ষভূতগন্ধর্ব্বে সকিন্নরমহোরগে।
সচারণপিশাচে বৈ সদেবর্ষিনিশাচরে॥ ৩০
সদংশকীটমশকে সপূতিকৃমিমূষকে।
শুনি শ্বপাকে চৈণেয়ে সচাণ্ডালে সপুক্কসে॥৩১
হস্ত্যশ্বখরশার্দ্দূলে সবৃকে গবি চৈব হ।
যা চ মূর্ত্তিশ্চ যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বত্রৈতন্নিদর্শনম্॥৩২
জলে ভুবি তথাকাশে নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ।
স্থানং দেহবতামাসীদিত্যেবমনুশুশ্রুম॥ ৩৩
কৃৎস্নমেতাবতস্তাত ক্ষরতে ব্যক্তসংজ্ঞকঃ।
অহন্যহনি ভূতাত্মা যচ্চাক্ষর ইতি স্মৃতম্॥৩৪
ততস্তৎক্ষরমিত্যুক্তং ক্ষরতীদং যথা জগৎ।
জগন্মোহাত্মকং চাহুরব্যক্তাদ্ব্যক্তসংজ্ঞকম্॥৩৫
মহাংশ্চৈবাক্ষরো নিত্যমেতৎক্ষরবিবর্জ্জনম্।
কথিতস্তে মহারাজ যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ৩৬
পঞ্চবিংশতিকোঽমূর্ত্তঃ স নিত্যস্তত্ত্বসংজ্ঞকঃ।
সত্ত্বসংশ্রয়ণাত্তত্ত্বং সত্ত্বমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ ৩৭
যদমূর্ত্তিঃ সৃজদ্ব্যক্তং তন্মূর্ত্তিমধিতিষ্ঠতি।
চতুর্ব্বিংশতিমো ব্যক্তো হ্যমূর্ত্তিঃ পঞ্চবিংশকঃ॥
স এব হৃদি সর্ব্বাসু মূর্ত্তিষ্বাতিষ্ঠতাত্মবান্।
চেতয়ংশ্চেতনো নিত্যং সর্ব্বমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্॥৩৯
সর্গপ্রলয়ধর্ম্মেণ স সর্গপ্রলয়াত্মকঃ।

জানিবেন। বায়ু, জ্যোতিঃ, আকাশ, জল, পৃথ্বী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই দশবর্গ যুগপৎ সমুৎপন্ন হয়। হে রাজেন্দ্র! ভৌতিক সর্গ পঞ্চম বলিয়া জানিবেন। হে পার্থিব! শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, ও মেঢ্র এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহারা মনের সহিত যুগপৎ সমুৎপন্ন হয়। এইরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ ইহা জানিয়া কদাচ শোকমোহের বশীভূত হয়েন না। হে নরশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে উত্তম ত্রৈলোক্য সমুৎপন্ন বলিয়া জানিবে,—স্বর্গ, নরক, জলধি, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, পিশাচ, দেব, ঋষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, কৃমি, মূষিক, শ্বা, শ্বপাক, মৃগ, চণ্ডাল, পুক্কস, হস্তী, অশ্ব, খর, শার্দ্দূল, বৃক, গো,—এই সকল এবং অন্যান্য যে কিছু জীব আছে, সর্ব্বত্রই সৃষ্টিনিদর্শন বিদ্যমান। আমরা শুনিয়াছি, প্রলয়ে জল, ভূতল, নভস্তল, বা অন্যত্র কুত্রাপি দেহীদিগের কিছুমাত্র স্থান ছিল না। যিনি প্রতিনিয়ত ভূতগণের আত্মস্বরূপে বিরাজিত, তিনি অক্ষরাখ্যায় অভিহিত। তাঁহা হইতেই নিখিল সৃষ্টিপরম্পরা ক্ষরিত হয়; এইজন্য তিনি ক্ষর আখ্যায়ও উক্ত হয়েন। এই ক্ষর অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মুগ্ধ জগৎ রূপে নিরূপিত হইয়াছেন। যিনি অক্ষর, তিনিই এই ক্ষরপরিহীন, নিত্য ও মহান্। এই অক্ষরকে পাইলে পুনরায় আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। মহারাজ! তোমার নিকট এই ক্ষরাক্ষরবিবরণ ব্যক্ত করিলাম। ২০—৩৬। ঐ অক্ষর যিনি, তিনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বসংজ্ঞক নিত্য অমূর্ত্ত বস্তু। কেবল সত্ত্বসংশ্রয়হেতু ঐ তত্ত্বকে মনীষিগণ সত্ত্ব বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব মূর্ত্তিহীন হইয়াও স্বসৃষ্ট ব্যক্ত মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ব্যক্ত; পরন্তু পঞ্চবিংশ তত্ত্ব অব্যক্ত বা মূর্ত্তিবর্জ্জিত। তিনিই আত্মবান্ রূপে সর্ব্বমূর্ত্তিতে সর্ব্বহৃদয়ে বিরাজমান। ভূতগণের চেতনব্যাপার তিনিই নিয়ত নিষ্পাদন

গোচরে বর্ত্ততে নিত্যং নির্গুণো গুণসংজ্ঞিতঃ॥
এবমেষ মহাত্মা চ সর্গপ্রলয়কোটিশঃ।
বিকুর্ব্বাণঃ প্রকৃতিমান্নাভিমন্যেত বুদ্ধিমান্॥ ৪১
তমঃসত্ত্বরজোযুক্তস্তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
লীয়তে প্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ॥ ৪২
সহবাসনিবাসত্বাদ্বালোঽহমিতি মন্যতে।
যোঽহং ন সোঽহমিত্যুক্তা গুণানেবানুবর্ত্ততে
তমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে
রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্ত্বিকান্ সত্ত্বসংশ্রয়াৎ॥৪৪
শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু।
সর্ব্বাণ্যেতানি রূপাণি জানীহি প্রাকৃতানি তু॥
তামসা নিরয়ং যান্তি রাজসা মানুষানথ।
সাত্ত্বিকা দেবলোকায় গচ্ছন্তি সুখভাগিনঃ॥৪৬
নিষ্কেবলেন পাপেন তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
পুণ্যপাপেষু মানুষ্যং পুণ্যমাত্রেণ দেবতাঃ॥৪৭

এবমব্যক্তবিষয়ং মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ।
পঞ্চবিংশতিমো যোঽয়ং জ্ঞানাদেব প্রবর্ত্ততে॥

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ক্ষরাক্ষরবিচারনিরূপণমেক-
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৪১॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বসিষ্ঠ উবাচ।

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধমনুবর্ত্ততে।
দেহাদ্দেহসহস্রাণি তথা চ ন স ভিদ্যতে॥ ১
তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রেষু কদাচিদ্দেবতাস্বপি।
উৎপদ্যতি তপোযোগাদ্‌গুণৈঃ সহ গুণক্ষয়াৎ॥
মনুষ্যত্বাদ্দিবং যাতি দেবো মানুষ্যমেতি চ।
মানুষ্যান্নিরয়স্থানমালয়ং প্রতিপদ্যতে॥ ৩
কোষকারো যথাত্মানং কীটঃ সমভিরুন্ধতি।
সূত্রতন্তুগুণৈর্নিত্যং তথায়মগুণো গুণৈঃ॥ ৪

করেন। তিনি সর্ব্বমূর্ত্তি অথচ অমূর্ত্তি। সৃষ্টি ও প্রলয়ধর্ম্মে তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়াত্মক। তিনি সর্ব্বসময়েই নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহার গুণ নাই, অথচ তিনি গুণসংজ্ঞিত। সেই মহাত্মা প্রকৃতিমান্ হইয়া এইরূপে কোটি কোটি সৃষ্টি-প্রলয় বিস্তার করেন। কিন্তু সেই বুদ্ধিমান্ কখন অভিমান আশ্রয় করেন না। তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণান্বিত নিখিল জীবপরম্পরায় প্রবোধরূপে অবুদ্ধ জনের সংসর্গে বাস করেন। সহবাসগুণে তিনি মনে করেন,—"আমি বালক। আমি 'সোঽহং নহি' এই বলিয়া গুণানুবর্ত্তন করেন। তৎকালে তিনি তমোগুণে বিবিধ তামস ভাব, রজোগুণে রাজসভাব এবং সত্ত্বসংশ্রয়ে সাত্ত্বিক ভাব সকল প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার ঐ গুণত্রয়ের রূপ শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণভেদে ত্রিবিধ। তদীয় এই সকল রূপ প্রাকৃত বলিয়াই জানিবে। তামসগণ নিরয় প্রাপ্ত হয়, রাজসগণ মনুষ্যলোকে বিচরণ করে এবং সাত্ত্বিকগণ সুখভোগার্থ দেবলোকে প্রয়াণ করেন। নিরবচ্ছিন্ন পাপাচরণে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। পুণ্য ও পাপময় অনুষ্ঠানে মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি ঘটে এবং কেবল পুণ্যসঞ্চয়েই দেবত্বলাভ হয়। এইরূপে মনীষিগণ অব্যক্ত বিষয়কেই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। উল্লিখিত পঞ্চবিংশতত্ত্ব জ্ঞান হইতেই প্রবৃত্ত হয়। ৩৭—৪৮।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।২৪১।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জীব প্রতিবুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে বিবিধ অজ্ঞানমূলক কার্য্য করে বলিয়া এক দেহ হইতে অন্য দেহে যাতায়াত ক্রমে সহস্র সহস্র দেহ পরিভ্রমণ করে; পরন্তু গুণক্ষোভ বশতঃ শত শত তির্য্যগ্‌ জন্মেও তাহার উক্ত অজ্ঞানের অন্যথা হয় না। মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব, তাহা হইতে পুনরায় মনুষ্যত্ব, এবং তাহা হইতে নরকগমন, ইত্যাদিরূপে কোষকার কীট যেমন নিজ সূত্রে বদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই

দ্বন্দ্বমেতি চ নির্দ্বন্দ্বস্তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
শীর্ষরোগেঽক্ষিরোগে চ দন্তশূলে গলগ্রহে ॥৫
জলোদরেঽতিসারে চ গণ্ডমালাবিচর্চ্চিকে।
শ্বিত্রকুষ্ঠেঽগ্নিদগ্ধে চ সিধ্মাপস্মারয়োরপি ॥ ৬
যানি চান্যানি দ্বন্দ্বানি প্রাকৃতানি শরীরিণাম্।
উৎপদ্যন্তে বিচিত্রাণি তান্যেবাত্মাভিমন্যতে ॥৭
অভিমানাতিমানানাং তথৈব সুকৃতান্যপি।
একবাসাশ্চতুর্বাসাঃ শায়ী নিত্যমধস্তথা ॥ ৮
মণ্ডুকশায়ী চ তথা বীরাসনগতস্তথা।
বীরমাসনমাকাশে তথা শয়নমেব চ ॥ ৯
ইষ্টকাপ্রস্তরে চৈব চক্রকপ্রস্তরে তথা।
ভস্মপ্রস্তরশায়ী চ ভূমিশয্যানুলেপনঃ ॥ ১০
বীরস্থানাম্বুপাকে চ শয়নং ফলকেষু চ।
বিবিধাসু চ শয্যাসু ফলগৃদ্ধ্যান্বিতাসু চ ॥ ১১
উদ্যানে খললগ্নে তু ক্ষৌমকৃষ্ণাজিনান্বিতঃ।
মণিবালপরীধানো ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিচ্ছদঃ ॥ ১২
সিংহচর্ম্মপরীধানঃ পট্টবাসাস্তথৈব চ।
ফলকং পরিধানশ্চ তথা কটকবস্ত্রধৃক্ ॥ ১৩
কটকবসনশ্চৈব চীরবাসাস্তথৈব চ।
বস্ত্রাণি চান্যানি বহূন্যভিমত্য চ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৪
ভোজনানি বিচিত্রাণি রত্নানি বিবিধানি চ।
একরাত্রান্তরাশিত্বমেককালিকভোজনম্ ॥ ১৫
চতুর্থাষ্টমকালঞ্চ ষষ্ঠকালিকমেব চ।
ষড়্রাত্রভোজনশ্চৈব তথা চাষ্টাহভোজনঃ ॥১৬
মাসোপবাসী মূলাশী ফলাহারস্তথৈব চ।
বায়ুভক্ষশ্চ পিণ্যাকদধিগোময়ভোজনঃ ॥ ১৭
গোমূত্রভোজনশ্চৈব কাশপুষ্পাশনস্তথা।
শৈবালভোজনশ্চৈব তথা চান্যেন বর্ত্তয়ন্ ॥১৮
বর্ত্তয়ন্ শীর্ণপর্ণৈশ্চ প্রকীর্ণফলভোজনঃ।
বিবিধানি চ কৃচ্ছ্রাণি সেবতে সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া ॥১৯
চান্দ্রায়ণানি বিধিবল্লিঙ্গানি বিবিধানি চ।
চাতুরাশ্রম্যযুক্তানি ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়াণ্যপি ॥ ২০
উপাশ্রয়ানপ্যপরান্ পাষণ্ডান্ বিবিধানপি।
বিবিক্তাশ্চ শিলাচ্ছায়াস্তথা প্রস্রবণানি চ ॥ ২১
পুলিনানি বিবিক্তানি বিবিধানি বনানি চ।
কাননেষু বিবিক্তাশ্চ শৈলানাং মহতীর্গুহাঃ ॥২২
নিয়মান্ বিবিধাংশ্চাপি বিবিধানি তপাংসি চ।
যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাকারানবিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা ॥ ২৩

জীবও গুণত্রয়ে জড়িত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে সে নিজে নির্দ্বন্দ্ব হইলেও আপনাকে সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপ দ্বন্দ্বযুক্ত বোধ করে। তাহার শিরঃপীড়া, নেত্ররোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ, জলোদর, অতিসার, গণ্ডমালা, বিচর্চ্চিকা, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, অগ্নিদাহ, সিধ্ম, অপস্মার এবং আরও নানাবিধ বিচিত্র প্রাকৃত পীড়া উৎপন্ন হয়। আত্মা অজ্ঞানবশে ঐ সকল বিষয়ে "ইহা আমার" এইরূপ অভিমান করেন; এই অভিমান হেতু তাঁহার সংসারানুভূতি ঘটে। তিনি তখন অভিমানে মত্ত হইয়া সুকৃত দুষ্কৃত, কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। সিদ্ধি কামনায় কখনও একবসনধারী কচিৎ চতুর্বস্ত্রব্যবহারী, এইরূপে অধঃশায়ী, অধঃস্থায়ী, মণ্ডূকবৎ শয়নকারী, বীরাসনস্থ কখনও বা আকাশেই বীরাসন করিয়া শয়নাবস্থানাদি কঠোরতা অবলম্বন করে। ১—৯। ইষ্টকা, প্রস্তর, চক্রপ্রস্তর, ভস্মপ্রস্তর, ভূমিতল, বীরস্থান, জল-স্রোতঃস্থ কর্দ্দম, ফল, পত্র, ফলক, উদ্যান, ক্ষেত্র, ইত্যাদি বিবিধ শয্যায় শয়ন করে। পট্ট বস্ত্র, ফলক, কট, চীর, এবং আরও বিবিধ বসন পরিধান করে; বিবিধ রত্ন ধারণ করে; বিচিত্র বিবিধ ভোজন করে,—এক রাত্র্যন্তর, এককালিক, চতুর্থকালিক, ষষ্ঠকালিক, অষ্টমকালিক, ভোজন করে; ছয়রাত্র অষ্টাহ বা একমাস উপবাসী থাকে; ফল, মূল, বায়ু, পিণ্যাক, দধি, গোময়, গোমূত্র, কাশপুষ্প, শৈবাল, গলিত-পত্র, ভূপতিত ফল ইত্যাদি নানাবিধ ভোজন ক্লেশ অবলম্বন করে। ১০—১৯। তাঁহারা বিবিধ চান্দ্রায়ণ, লিঙ্গোপাসন, আশ্রম-চতুষ্টয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন আরও নানা কার্য্য ও পাষণ্ডাদি বিবিধ পথাবলম্বন করে; বিবিক্ত, শিলা, ছায়া, প্রস্রবণ, পুলিন, বিবিধ বন, কানন ও গিরিগুহা আশ্রয় করে; বিবিধ নিয়ম, তপ, যজ্ঞ, বিদ্যা ও বাণিজ্য অনুষ্ঠান করে;

বণিকৃপথং দ্বিজক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রাংস্তথৈব চ ।
দানঞ্চ বিবিধাকারং দীনান্ধকৃপণাদিষু ॥ ২৪
অভিমন্যেত সম্ভাতুং তথৈব বিবিধান্ গুণান্ ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ধর্ম্মার্থৌ কাম এব চ ।
প্রকৃত্যাত্মানমেবাত্মা এবং প্রবিভজত্যুত ॥ ২৫
স্বাহাকারবষট্কারৌ স্বধাকারনমস্ক্রিয়ে ॥ ২৬
যজনাধ্যয়নে দানং তথৈবাহুঃ প্রতিগ্রহম্ ।
যাজনাধ্যাপনে চৈব তথান্যদপি কিঞ্চন ॥ ২৭
জন্মমৃত্যুবিধানেন তথা বিশসনেন চ ।
শুভাশুভময়ং সর্ব্বমেতদাহুঃ ক্রিয়াপথম্ ॥ ২৮
প্রকৃতিঃ কুরুতে দেবী ভয়ং প্রলয়মেব চ ।
দিবসান্তে গুণানেতানতীত্যৈকোঽবতিষ্ঠতে ॥
রশ্মিজালমিবাদিত্যস্তৎকালং সন্নিযচ্ছতি ।
এবমেবৈষ তৎসর্ব্বং ক্রীড়ার্থমভিমন্যতে ॥ ৩০
আত্মরূপগুণানেতান বিবিধান হৃদয়প্রিয়ান্ ।
এবমেতাং প্রকূর্ব্বাণঃ সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণীম্ ॥ ৩১
ক্রিয়াং ক্রিয়াপথে রক্তস্ত্রিগুণস্ত্রিগুণাধিপঃ ।
ক্রিয়াক্রিয়াপথোপেতস্তথা তদিতি মন্যতে ॥৩২
প্রকৃত্যা সর্ব্বমেবেদং জগদন্ধীকৃতং বিভো ।
রজসা তমসা চৈব ব্যাপ্তং সর্ব্বমনেকধা ॥ ৩৩

এবং দ্বন্দ্বান্যতীতানি মম বর্ত্তন্তি নিত্যশঃ ।
মত্ত এতানি জায়ন্তে প্রলয়ে যান্তি মামপি ॥৩৪
নিস্তর্ত্তব্যান্যথৈতানি সর্ব্বাণীতি নরাধিপ ।
মন্যতে পক্কবুদ্ধিত্বাত্তথৈব সুকৃতান্যপি ॥ ৩৫
ভোক্তব্যানি মমৈতানি দেবলোকগতেন বৈ ।
ইহৈব চৈনং ভোক্ষ্যামি শুভাশুভফলোদয়ম্ ॥
সুখমেবন্তু কর্ত্তব্যং সকৃৎ কৃত্বা সুখং মম ।
যাবদেব তু মে সৌখ্যং জাত্যাং জাত্যাং ভবিষ্যতি ॥
ভবিষ্যতি ন মে দুঃখং কৃতেনেহাপ্যনন্তকম্ ।
সুখদুঃখং হি মানুষ্যং নিরয়ে চাপি মজ্জনম্ ॥
নিরয়াচ্চাপি মানুষ্যং কালেনৈষ্যাম্যহং পুনঃ ।
মনুষ্যত্বাচ্চ দেবত্বং দেবত্বাৎ পৌরুষং পুনঃ ॥
মনুষ্যত্বাচ্চ নিরয়ং পর্য্যায়েণোপগচ্ছতি ।
এষ এবং দ্বিজাতীনামাত্মা বৈ স গুণৈর্বৃতঃ ॥ ৪০
তেন দেবমনুষ্যেষু নিরয়ং চোপপদ্যতে ।
মমত্বেনাবৃতো নিত্যং তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৪১
সর্গকোটিসহস্রাণি মরণান্তাসু মূর্ত্তিষু ।

বিপ্রত্ব, ক্ষত্রত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বাদি ভাবাশ্রয় করে; দীন, দরিদ্র, অন্ধ ও খঞ্জদিগকে বিবিধ দান করে। আত্মা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সত্ত্ব, রজঃ ও তম, ইত্যাদি গুণের বিচিত্র সংযোগের ফলে নিজেই সেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আপনাকেই বিভাগ করিয়া থাকেন। ২০—২৫। তখন স্বাহাকার, স্বধাকার, নমস্কার, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, যাজন, অধ্যাপন, অন্য নানাকার্য্য, জন্ম, মৃত্যু, হত্যা, ইত্যাদি শুভাশুভময় ক্রিয়াপথ উদ্ভূত হয়। সূর্য্য যেমন দিবাবসানে স্বীয় রশ্মি সঙ্কোচ করেন, প্রকৃতি দেবীও তেমনি ক্রীড়াবশে গুণত্রয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা এই সকলের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টি-সংহারধর্ম্মিণী প্রকৃতির রজস্তমোগুণে এই জগৎ অন্ধীভূত হইয়া আছে। বিশ্বাধিপতি জীব ত্রিগুণে আবদ্ধ হইয়া উক্ত ক্রিয়াপথে আসক্ত হয়;—"আমার এই সুখ দুঃখ উপস্থিত, এ সকল আমা হইতে হয়, আমাতে লয় পায়। এ বিপদে আত্মত্রাণ করিব। ইহা সুকৃত, ইহা দেবলোকে ভোগ করিব, ইহা মর্ত্ত্যলোকেই ভোগ করিব, এই ভাবে সুখ করিতে হয়, একবার করিয়াই আমার সুখ হইল, যে যে যোনিতেই জন্ম লই, আমার কোনও ক্লেশ ঘটিবে না; যদিই ঘটে, মনুষ্য জন্মই সুখদুঃখ ভোগের জন্য; সেই মনুষ্য জন্মান্তে যদিই নরকে যাই, পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ হইবে ত?" এইরূপ নানাবিধ কল্পনা করিয়া সেই সেই যোনিতে আসক্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব, দেবত্ব হইতে পুনরায় মানুষত্ব তথা হইতে নরকগমন ইত্যাদি ক্রমে দ্বিজাতিগণের আত্মা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ২৬—৪০। সে এই রূপে শত সহস্র যোনিতে নানা মূর্ত্তিতে

য এবং কুরুতে কর্ম্ম শুভাশুভফলাত্মকম্ ॥ ৪২
স এবং ফলমাপ্নোতি ত্রিষু লোকেষু মূর্ত্তিমান্।
প্রকৃতিঃ কুরুতে কর্ম্ম শুভাশুভফলাত্মকম্ ॥ ৪৩
প্রকৃতিশ্চ তথাপ্নোতি ত্রিষু লোকেষু কামগা।
তির্য্যগ্‌যোনিমনুষ্যত্বে দেবলোকে তথৈব চ ॥
ত্রীণি স্থানানি চৈতানি জানীয়াৎ প্রাকৃতানি হ
অলিঙ্গপ্রকৃতিত্বাচ্চ লিঙ্গৈরপ্যনুমীয়তে ॥ ৪৫
তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমনুমানাদ্ধি মন্যতে।
স লিঙ্গান্তরমাসাদ্য প্রাকৃতং লিঙ্গমব্রণম্ ॥ ৪৬
ব্রণদ্বারাণ্যধিষ্ঠায় কর্ম্মাণ্যাত্মনি মন্যতে।
শ্রোত্রাদীনি তু সর্ব্বাণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যথ ॥ ৪৭
বাগাদীনি প্রবর্ত্তন্তে গুণেম্বেহ গুণৈঃ সহ।
অহমেতানি বৈ কুর্ব্বন্মমৈতানীন্দ্রিয়াণি হ ॥ ৪৮
নিরিন্দ্রিয়ো হি মন্যেত ব্রণবানস্মি নির্ব্রণঃ।
অলিঙ্গো লিঙ্গমাত্মানমকালং কালমাত্মনঃ ॥৪৯
অসত্ত্বং সত্ত্বমাত্মানমমৃতং মৃতমাত্মনঃ।
অমৃত্যুং মৃত্যুমাত্মানমচরং চরমাত্মনঃ ॥ ৫০
অক্ষেত্রং ক্ষেত্রমাত্মানমসঙ্গং সঙ্গমাত্মনঃ।
অতত্ত্বং তত্ত্বমাত্মানমভবং ভবমাত্মনঃ ॥ ৫১
অক্ষরং ক্ষরমাত্মানমবুদ্ধস্ত্বাদ্ধি মন্যতে।
এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ ॥ ৫২
সর্গকোটিসহস্রাণি পতনান্তানি গচ্ছতি।
জন্মান্তরসহস্রাণি মরণান্তানি গচ্ছতি ॥ ৫৩
তির্য্যগ্ যোনিমনুষ্যত্বে দেবলোকে তথৈব চ।
চন্দ্রমা ইব লোকানাং পুনস্তত্র সহস্রশঃ ॥ ৫৪
নীয়তেঽপ্রতিবুদ্ধত্বাদেবমেব কুবুদ্ধিমান্।
কলা পঞ্চদশী যোনিস্তদ্ধাম ইতি পঠ্যতে ॥ ৫৫
নিত্যমেব বিজানীহি সোমংবৈ ষোড়শাংশকৈঃ
কলয়া জায়তেঽজস্রং পুনঃপুনরবুদ্ধিমান্ ॥ ৫৬
ধীমাংশ্চাযং ন ভবতি নৃপ এবং হি জায়তে।
ষোড়শী তু কলা সূক্ষ্মা স সোম উপধার্য্যতাম্ ॥
ন ত্বপযুজ্যতে দেবৈর্দেবানপি যুনক্তি সঃ।
মমত্বং ক্ষপয়িত্বা তু জায়তে নৃপসত্তম ॥ ৫৮
প্রকৃতেস্ত্রিগুণায়াস্তু স এব বিগুণো ভবেৎ ॥৫৯
ইতি শ্রীব্রাহ্মে সাংখ্যমাহাত্ম্যং দ্বিচত্বারিংশদ-
ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪২ ॥

মমতায় আবৃত হইয়া নিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ শুভাশুভ ফলাত্মক কর্ম্ম যে করে, সে ত্রিলোকে এইভাবে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাকে। প্রকৃতিই শুভাশুভ নানা কর্ম্ম করে, প্রকৃতিই বিবিধ স্থান প্রাপ্ত হয়। তির্য্যক্‌জাতি, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব,—এই তিনটী স্থান প্রাকৃত। প্রকৃতির এই চিহ্ন ব্যতীত আর এমন কোন চিহ্ন নাই, যাহা দ্বারা তাহাকে জানা যায়। পুরুষের কোন চিহ্নই নাই, কেবল অনুমান দ্বারাই তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়। জীব আপনি দোষহীন হইয়াও উক্তরূপে নানা দোষসমন্বিত কর্ম্মসমূহে লিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ গুণসঙ্গহেতু স্ব স্ব ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। নিরিন্দ্রিয় নির্দ্দোষ আত্মা তখন "আমি ইহা করিতেছি, ইহা আমার" ইত্যাদি বৃথা অভিমান করিয়া থাকেন। তিনি তথায় আপনাকে অলিঙ্গ হইয়া লিঙ্গবান্, কালাধীন, অসত্ত্ব হইয়া সত্ত্ববান্, অমৃত হইয়া মৃত, অমৃত্যু হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়া চঞ্চল, অক্ষেত্র হইয়া ক্ষেত্র, অসঙ্গ হইয়া সঙ্গপ্রাপ্ত, অতত্ত্ব হইয়া তত্ত্বাশ্রয়, জন্মহীন হইয়া জন্মবান্, অক্ষয় হইয়া ক্ষয়শীল, এবং বুদ্ধ হইয়াও আপনাকে অবুদ্ধ বলিয়া অবধারণ করেন। আত্মবোধ না হইলে, অজ্ঞানে বিষয়সেবনে এইরূপ শত কোটী প্রকার যোনিতে পতিত হইতে হয়। চন্দ্র যেমন লোকসকলে ক্ষীণ পুষ্ট বিবিধ ভাবে যাতায়াত করেন, অজ্ঞান কুবুদ্ধিবশীভূত জীবও তেমনি নানা যোনিতে গতাগতি করিতে থাকে। চন্দ্র ষোড়শকলাত্মক; তাঁহার পঞ্চদশ কলা পঞ্চদশ যোনি মাত্র। এই সকল কলাতে তিনি নিত্য আবির্ভূত হয়েন। ষোড়শী কলাই প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র। উহা অতীব সূক্ষ্ম। সেই অংশ নিত্যই বিদ্যমান থাকে; দেবতারা উহা ভোগ করেন না। অজ্ঞানমোহিত জীব উক্ত প্রকারে দেবত্বাদি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

জনক উবাচ।

অক্ষরক্ষরয়োরেষ দ্বয়োঃ সম্বন্ধ ইষ্যতে।
স্ত্রীপুংসয়োর্ব্বা সম্বন্ধঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥ ১
ঋতে তু পুরুষং নেহ স্ত্রী গর্ভান্ ধারয়ত্যুত।
ঋতে স্ত্রিয়ং ন পুরুষো রূপং নির্ব্বর্ত্ততে তথা॥২
অন্যোন্যস্যাভিসম্বন্ধাদন্যোন্যগুণসংশ্রয়াৎ।
রূপং নির্ব্বর্ত্তয়েদেতদেবং সর্ব্বাসু যোনিষু॥ ৩
রত্যর্থমতিসংযোগাদন্যোন্যগুণসংশ্রয়াৎ।
ঋতৌ নির্ব্বর্ত্ততে রূপং তদ্বক্ষ্যামি নিদর্শনম্॥৪
যে গুণাঃ পুরুষস্যেহ যে চ মাতৃগুণাস্তথা।
অস্থি স্নায়ু চ মজ্জা চ জানীমঃ পিতৃতো দ্বিজ॥
ত্বঙ্মাংসশোণিতঞ্চেতি মাতৃজান্যনুশুশ্রুম।
এবমেতদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদশাস্ত্রেষু পঠ্যতে॥ ৬
প্রমাণং যচ্চ বেদোক্তং শাস্ত্রোক্তং যচ্চ পঠ্যতে
বেদশাস্ত্রপ্রমাণঞ্চ প্রমাণং তৎ সনাতনম্॥ ৭
এবমেবাভিসম্বন্ধৌ নিত্যং প্রকৃতিপুরুষৌ।
যচ্চাপি ভগবংস্তস্মান্মোক্ষধর্ম্মো ন বিদ্যতে॥৮
অথবানন্তরকৃতং কিঞ্চিদেব নিদর্শনম্।
তন্মমাচক্ষ তত্ত্বেন প্রত্যক্ষো হ্যসি সর্ব্বদা॥ ৯
মোক্ষকামা বয়ঞ্চাপি কাঙ্ক্ষামো যদনাময়ম্।
অজেয়মজরং নিত্যমতীন্দ্রিয়মনীশ্বরম্॥ ১০

বসিষ্ঠ উবাচ।

যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্।
এবমেতদ্যথা বক্ষ্যে তত্ত্বগ্রাহী যথা ভবান্॥১১
ধার্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্ব্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথাতত্ত্বং নরেশ্বর॥ ১২
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা॥ ১৩
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ।

করিতে থাকে। হে নৃপসত্তম! ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির মমতা পরিহার করিতে পারিলে বিগুণ হইয়া মুক্তি লাভ করা যায়।১৪—৬৯।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনক কহিলেন,—হে মুনিবর! ক্ষর ও অক্ষর, ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ? উহা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের মত কি? পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী কখনও গর্ভ ধারণে সক্ষম হয় না; স্ত্রী ব্যতীত পুরুষও স্বীয় রূপতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। উহাদিগের পরস্পরের মিলনে পরস্পর গুণসম্পর্কহেতু রূপোৎপাদনে সমর্থ হয়। রত্যর্থ গাঢ় সংযোগে পরস্পর গুণ-মিলনে ঋতুকালে রূপোৎপাদন হয়। তাহার নিদর্শন বলিতেছি। হে দ্বিজ-রাজ! স্ত্রী-পুরুষের গুণ-সংযোগে দেহ উদ্ভূত হয়; অস্থি, স্নায়ু, মজ্জা, এ সকল পিতা হইতে আর ত্বক্, মাংস ও শোণিত এ সকল মাতা হইতে জন্মে, বেদ শাস্ত্রে [illegible] আমরা ইহা শুনিয়াছি। সমাজে বেদোক্ত ও শাস্ত্রোক্ত যত কিছু প্রমাণ প্রচলিত আছে, সনাতন প্রমাণ বেদ-শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই এই সকল প্রমাণ-রূপে গণ্য হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ —স্ত্রী-পুরুষের ন্যায়ই নিত্য মিলিত থাকেন। তবে হে ভগবন্! মোক্ষ-ধর্ম্ম আর কোথায় রহিল? অথবা ইহার মধ্যে আরও কোন বিশেষত্ব আছে? আপনি সর্ব্বদা তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতেছেন, সুতরাং আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ করুন। আমরা মোক্ষকামনায় সেই অনাময়, অজেয় অজর অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরাতীত নিত্য পদার্থের তত্ত্ব জানিতে কামনা করি। ১—১০। বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! আপনি যে বেদ-শাস্ত্রনিদর্শন উল্লেখ করিলেন, আপনি যেমন তত্ত্বগ্রাহী, উহা তদনুরূপই বলিয়াছেন। হে নরেশ্বর! আপনি বেদ ও শাস্ত্র সকল অভ্যাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সকলের যথাযথ তত্ত্ব অবগত নহেন। কি বৈদিক, কি লৌকিক—গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া যিনি তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তিনি

যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥ ১৪
গ্রন্থস্যার্থং স পৃষ্টস্তু মাদৃশো বক্তুমর্হতি।
যথাতত্ত্বাভিগমনাদর্থং তস্য স বিন্দতি॥ ১৫
ন যঃ সমুৎসুকঃ কশ্চিদ্গ্রন্থার্থং স্থূলবুদ্ধিমান্।
স কথং মন্দবিজ্ঞানো গ্রন্থং বক্ষ্যতি নির্ণয়াৎ॥
অজ্ঞাত্বা গ্রন্থতত্ত্বানি বাদং যঃ কুরুতে নরঃ।
লোভাদ্বাপ্যথবা দম্ভাৎ স পাপী নরকং ব্রজেৎ
নির্ণয়ঞ্চাপি ছিদ্রাত্মা ন তদ্বক্ষ্যতি তত্ত্বতঃ।
সোঽপীহাস্যার্থতত্ত্বজ্ঞো যস্মান্নৈবাত্মবানপি॥১৮
তস্মাত্ত্বং শৃণু রাজেন্দ্র যথৈতদনুদৃশ্যতে।
যথা তত্ত্বেন সাংখ্যেষু যোগেষু চ মহাত্মসু॥১৯
যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যং তদনুগম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্
ত্বঙ্মাংসং রুধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাস্থি স্নায়ু চ

কেবল গ্রন্থের ভার বহনই করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই গ্রন্থাভ্যাস বৃথা। পরন্তু যিনি গ্রন্থের তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহার গ্রন্থাভ্যাস বৃথা নহে; তিনি আমার মত যথাযথ উত্তর বলিতে পারেন। তিনিই এই গ্রন্থাভ্যাসের মুখ্য ফল ভোগ করেন। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি, গ্রন্থার্থ আয়ত্ত করিতে যত্ন না করে, তাহার বিজ্ঞান অত্যল্প বলিয়া গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সে কেমনে বলিবে? গ্রন্থতত্ত্ব না জানিয়া লোভ বা দম্ভবশে যে জন বাদে প্রবৃত্ত হয়, সে পাপী নরকে গমন করে। আর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জানিয়াও যে অজ্ঞান মানব তাহা যথাযথ উপদেশ না করে, সেও প্রকৃত তত্ত্ব জানে না; তাহার আত্মজ্ঞান নাই। ১১—১৮। অতএব হে রাজেন্দ্র! সাংখ্য ও যোগ অনুসারে মহাত্মারা এই তত্ত্ব যেরূপ দর্শন করেন, আমি যথাযথ তাহা বলিতেছি। যোগীরা যাহা সিদ্ধান্ত করেন, সাংখ্যমতেও তাহাই তত্ত্বরূপে নিরূপিত হয়; ফলতঃ সাংখ্য ও যোগ —যিনি এতদুভয়কেই এক বলিয়া বুঝেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। হে তাত! তুমি যে আমাকে ত্বগাদি সম্বন্ধে বলিয়াছিলে,—

এতদৈন্দ্রিয়কং তাত যদ্ভবানিত্থমাত্থ মাম্॥ ২১
দ্রব্যাদ্দ্রব্যস্য নির্বৃত্তিরিন্দ্রিয়াদিন্দ্রিয়ং তথা।
দেহাদ্দেহমবাপ্নোতি বীজাদ্বীজং তথৈব চ॥ ২২
নিরিন্দ্রিয়স্য বীজস্য নির্দ্রব্যস্যাপি দেহিনঃ।
কথং গুণা ভবিষ্যন্তি নির্গুণত্বান্মহাত্মনঃ॥ ২৩
গুণা গুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব বিরমন্তি চ।
এবং গুণাঃ প্রকৃতিজা জায়ন্তে ন চ যান্তি চ॥২৪
ত্বঙ্মাংসং রুধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাস্থি স্নায়ু চ।
অষ্টৌ তান্যথ শুক্রেণ জানীহি প্রাকৃতেন বৈ
পুমাংশ্চৈবাপুমাংশ্চৈব স্ত্রীলিঙ্গং প্রাকৃতং স্মৃতম্
বায়ুরেষ পুমাংশ্চৈব রস ইত্যভিধীয়তে॥ ২৬
অলিঙ্গা প্রকৃতির্লিঙ্গৈরুপলভ্যতি সাত্মজৈঃ।
যথা পুষ্পফলৈর্নিত্যং মূর্ত্তং চামূর্ত্তয়স্তথা॥ ২৭
এবমপ্যনুমানেন স লিঙ্গমুপলভ্যতে।
পঞ্চবিংশতিকস্তাত লিঙ্গেষু নিয়তাত্মকঃ॥ ২৮
অনাদিনিধনোঽনন্তঃ সর্ব্বদর্শনকেবলঃ।
কেবলং ত্বভিমানিত্বাদ্গুণেষু গুণ উচ্যতে॥২৯

তদ্বিষয়ে বলি,—মাংস রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, এ সকল ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্রব্য হইতে দ্রব্য, বীজ হইতে বীজ, দেহ হইতে দেহ এবং ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়। নির্গুণ মহাত্মা দেহী নিরিন্দ্রিয় ও নির্বীজ; সুতরাং তাঁহার গুণোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? গুণগণ গুণেতেই জন্মে এবং গুণেই লীন হয়; এই প্রাকৃতিক গুণ সকল বস্তুত জন্মেও না, মরেও না। ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, এই আটটী প্রাকৃত শুক্র হইতেই জন্মে; প্রকৃতি হইতে স্ত্রীত্ব এবং রস নামক বায়ু হইতে পুরুষত্ব হয়। লিঙ্গহীনা প্রকৃতি আত্মজাত লিঙ্গদ্বারা এইরূপ অভিজ্ঞাত হয়েন। পুষ্প ফল দর্শনে মূর্ত্ত বৃক্ষাদির ন্যায় অনুমানেই সেই প্রকৃতির উপলব্ধি ঘটিয়া থাকে। হে তাত! চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত পঞ্চবিংশক পুরুষ অভিমানবশে গুণসংসর্গে গুণবান্ বলিয়া ভ্রান্ত হয়েন; এবং ঐ সকল লিঙ্গে নিয়তভাবে অধিষ্ঠান করেন। প্রকৃত

গুণা গুণবতঃ সন্তি নির্গুণস্য কুতো গুণাঃ।
তস্মাদেবং বিজানন্তি যে জনা গুণদর্শিনঃ ॥ ৩০
যদা ত্বেষ গুণানেতান্ প্রাকৃতানভিমন্যতে।
তদা স গুণবানেব গুণভেদান্ প্রপশ্যতি ॥ ৩১
যত্তদ্বুদ্ধেঃ পরং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগঞ্চ সর্ব্বশঃ
বুধ্যমানং মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রবুদ্ধপরিবর্জ্জনাৎ ॥ ৩২
অপ্রবুদ্ধং যথা ব্যক্তং স্বগুণৈঃ প্রাহুরীশ্বরম্।
নির্গুণঞ্চেশ্বরং নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৩৩
প্রকৃতেশ্চ গুণানাঞ্চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ।
সাংখ্যযোগে চ কুশলা বুধ্যন্তে পরমৈষিণঃ ॥ ৩৪
যদা প্রবুদ্ধমব্যক্তমবস্থানপনীরবঃ।
বুধ্যমানং ন বুদ্ধ্যন্তেঽববগচ্ছন্তি সমং তদা ॥ ৩৫
এতন্নিদর্শনং সম্যঙ্ন সম্যগনুদর্শনম্।
বুধ্যমানং প্রবুধ্যন্তে দ্বাভ্যাং পৃথগরিন্দম ॥ ৩৬
পরস্পরেণৈতদুক্তং ক্ষরাক্ষরনিদর্শনম্।
একত্বমক্ষরং প্রাহুর্নানাত্বং ক্ষরমুচ্যতে ॥ ৩৭
পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোঽয়ং তদা সম্যক্প্রচক্ষতে।
একত্বদর্শনং চাস্য নানাত্বং চাস্য দর্শনম্ ॥ ৩৮
তত্ত্ববিত্তত্ত্বয়োরেব পৃথগেতন্নিদর্শনম্।
পঞ্চবিংশতিভিস্তত্ত্বং তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৯
নিস্তত্ত্বং পঞ্চবিংশস্য পরমাহুর্মনীষিণঃ।
বর্গস্য বর্গমাত্মানং তত্ত্বং তত্ত্বাৎ সনাতনম্ ॥ ৪০

করালজনক উবাচ।

নানাত্বৈকত্বমিত্যুক্তং ত্বয়ৈতদ্দ্বিজসত্তম।
পশ্যতস্তদ্ধি সন্দিগ্ধমেতয়োর্বৈ নিদর্শনম্ ॥ ৪১
তথা বুদ্ধপ্রবুদ্ধাভ্যাং বুধ্যমানস্য চানঘ।
স্থূলবুদ্ধ্যা ন পশ্যামি তত্ত্বমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
অক্ষরক্ষরয়োরুক্তং ত্বয়া যদপি কারণম্।
তদপ্যস্থিরবুদ্ধিত্বাৎ প্রনষ্টমিব মেঽনঘ ॥ ৪৩
তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি নানাত্বৈকত্বদর্শনম্।
দ্বন্দ্বঞ্চৈবানিরুদ্ধঞ্চ বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ৪৪
বিদ্যাবিদ্যে চ ভগবন্নক্ষরং ক্ষরমেব চ।

পক্ষে তিনি অনাদি, অনন্ত, অজর, এবং সর্ব্বদর্শন মতে সদৈকরূপ। গুণবানেরই গুণ থাকে, নির্গুণের গুণ কোথায়? গুণদর্শী জনগণ তাঁহাকে উক্তরূপে অবগত আছেন। সেই আত্মা যখন এই সকল প্রাকৃত গুণে অভিমান করেন,তখনই তিনি গুণবান্ হয়েন; গুণগণের বিবিধ ভেদ দর্শন করেন। ১৯-৩১। মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতে বুদ্ধির পরবর্ত্তী, সাংখ্য যোগগম্য, প্রবুদ্ধ ব্যতীত বুধ্যমান অপ্রবুদ্ধ ঈশ্বর স্বকীয় গুণে পরিব্যক্ত; পরন্তু অধিষ্ঠানরূপী পরমেশ্বর নির্গুণ। পরমার্থতত্ত্বান্বেষী সাংখ্যযোগকুশল মনীষিগণ প্রকৃতির এবং গুণগণের অতীত পঞ্চবিংশতিতম পুরুষেরই অনুধ্যান করিয়া থাকেন। প্রবুদ্ধ ভাব যতক্ষণ অব্যক্ত থাকে,—যাবৎ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাবৎ জীব "বুঝিয়াও যেন বুঝে না" এমনি একটা অস্পষ্ট ভাব অনুভূত হয়। উহার পর কিয়ৎ কালান্তে পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়। ক্ষর ও অক্ষরের

ইহা নিদর্শন মাত্র; অনুদর্শন নহে। ফলতঃ একত্ব অক্ষর আর নানাত্ব ক্ষর। সেই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ একত্ব জ্ঞানে অক্ষর, আর নানাত্ব জ্ঞানেই ক্ষর পুরুষ। তত্ত্ববিৎ এবং তত্ত্বের ইহাই নিদর্শন। কোন কোন মনিষী বলেন,—পুরুষকে লইয়া সমুদায়ে তত্ত্বসংখ্যা পঞ্চবিংশতি; পঞ্চবিংশের পরবর্ত্তী পুরুষ নিস্তত্ত্ব। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের যিনি কারণস্বরূপ, তাঁহাকে তত্ত্ব এবং তাঁহারও যিনি কারণ, সেই ষড়্বিংশ পুরুষকে সনাতন শব্দে নির্দ্দেশ করা হয়। ৩২—৪০। করাল জনক কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনি যে নানাত্ব এবং একত্বজনিত ভেদের বর্ণনা করিলেন, ইহার অসন্দিগ্ধ নিদর্শন আমি দেখি না। হে অনঘ! আমার স্থূলবুদ্ধি দ্বারা অপ্রবুদ্ধ, বুধ্যমান ও বুদ্ধ,—ইহাদিগের ভেদও অবধারণ করিতে পারিলাম না। অক্ষর এবং ক্ষরসম্বন্ধে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, বুদ্ধির অস্থৈর্য্য দোষে তাহাও আমি বিস্মৃত হইয়াছি। বুদ্ধ, বুধ্যমান ও অবুদ্ধের এই নানাত্ব এবং—একত্ব দর্শনতত্ত্ব

সাংখ্যযোগঞ্চ কৃৎস্নেন বুদ্ধাবুদ্ধিং পৃথক্পৃথক্ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি যদেতদনুপৃচ্ছসি।
যোগকৃত্যং মহারাজ পৃথগেব শৃণুষ্ব মে ॥ ৪৬
যোগকৃত্যন্তু যোগানাং ধ্যানমেব পরং বলম্।
তচ্চাপি দ্বিবিধং ধ্যানমাহুর্বিদ্যাবিদো জনাঃ ॥
একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তু সগুণো নির্গুণো মানসস্তথা। ॥৪৮
মূত্রোৎসর্গে পুরীষে চ ভোজনে চ নরাধিপ।
দ্বিকালং নোপভুঞ্জীত শেষং ভুঞ্জীত তৎপরঃ ॥
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিবর্ত্য মনসা মুনিঃ।
দ দ্বাদশভির্বাপি চতুর্বিংশাৎপরং যতঃ ॥ ৫০
স চোদনাভির্মতিমানাত্মানং চোদয়েদথ।
তিষ্ঠন্তমজরন্তন্তু যত্তদুক্তং মনীষিভিঃ ॥ ৫১
বিশ্বাত্মা সততং জ্ঞেয় ইত্যেবমনুশুশ্রুম।
দ্রব্যং হৃদীনমনসো নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥৫২

বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
পূর্ব্বরাত্রে পরার্দ্ধে চ ধারয়ীত মনো হৃদি ॥৫৩
স্থিরীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনসা মিথিলেশ্বর।
মনো বুদ্ধ্যা স্থিরং কৃত্বা পাষাণ ইব নিশ্চলঃ ॥
স্থাণুবচ্চাপ্যকম্প্যঃ স্যাদ্দারুবচ্চাপি নিশ্চলঃ।
বুদ্ধ্যা বিধিবিধানজ্ঞস্ততো যুক্তং প্রচক্ষতে ॥৫৫
ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন চ পশ্যতি কিঞ্চন।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন চ সঙ্কল্পতে মনঃ।
ন চাপি মন্যতে কিঞ্চিন্ন চ বুধ্যেত কাষ্ঠবৎ।
তদা প্রকৃতিমাপন্নং যুক্তমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৫৭
ন ভাতি হি যথা দীপো দীপ্তিস্তদ্বচ্চ দৃশ্যতে।
নিলিঙ্গশ্চাধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যগ গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥
তদা তদুপপন্নশ্চ যস্মিন্ দৃষ্টে চ কথ্যতে।
হৃদয়স্থোঽন্তরাত্মেতি জ্ঞেয়ো জ্ঞস্তাত মদ্বিধৈঃ ॥
নির্ধূম ইব সপ্তার্চিরাদিত্য ইব রশ্মিবান্।
বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥
যং পশ্যন্তি মহাত্মানো ধৃতিমন্তো মনীষিণঃ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা হ্যযোনিমমৃতাত্মকম্ ॥ ৬১

আমি শুনিতে কামনা করি। আপনি সাংখ্যযোগবিষয়িণী মহাবুদ্ধি, ক্ষর, অক্ষর, বিদ্যা, অবিদ্যা ইত্যাদি বিবরণ সম্যক্ প্রকাশ করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনাকে আমি এই জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিব; কিন্তু প্রথমতঃ পৃথক্রূপে যোগকৃত্য সকল শ্রবণ করুন। ৪১—৪৬। যোগকৃত্যসমূহের মধ্যে ধ্যানই প্রধান। যোগবিদ্যাবিশারদ জনগণ, প্রাণায়াম ও মনের একাগ্রতা, এই দ্বিবিধ যোগের উল্লেখ করেন। প্রাণায়াম সগুণ, নির্গুণ, মানস,—এই ত্রিবিধ। প্রস্রাব, মলত্যাগ ও ভোজন কালে ইহার অনুভব হয়। প্রাণায়ামকারী মানব দুইবার ভোজন করিবেন না; পরন্তু একবারই যথাবিধি ভোজন করিবেন। মুনিবৃত্তিধারী মানব দশ, দ্বাদশ বা চতুর্বিংশতিবার প্রাণায়াম করিয়া যাবতীয় ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে মনের প্রত্যাহার করিবেন। মতিমান্ যোগী স্থির থাকিয়া বিশ্বাত্মার চিন্তা; অপর কোনও বিষয়ে চিত্তনিয়োগ করিবেন না। অবিরতভাবে এইরূপ করিলে সেই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহার অন্যথা করিলে সিদ্ধি হয় না; ইহা নিশ্চিত। সর্ব্বসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক লঘু আহার করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রথম ও শেষ রাত্রে হৃদয়ে মনের ধারণা করিবেন। হে মিথিলেশ্বর! যোগী মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামের এবং বুদ্ধি দ্বারা মনের স্থৈর্য্য সাধন করিয়া পাষাণবৎ নিশ্চল, স্থাণুবৎ নিষ্কম্প, ও কাষ্ঠবৎ স্থির হইয়া বিধিবিধান মতে বুদ্ধি দ্বারা যোগাভ্যাস করিবেন। এই ভাবে যখন শ্রবণ, আঘ্রাণ, দর্শন, স্পর্শ, সঙ্কল্প, মনন ও অনুভবাদি সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগী প্রকৃতিস্থ হয়েন, মনীষিগণের মতে সেই অবস্থাই মুক্তাবস্থা। ৪৭—৫৭। ক্রমে তাঁহার হৃদয় মধ্যে অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ গতিহীন দীপবৎ অন্তরাত্মা পরিব্যক্ত হয়েন। যোগী নির্ধূম অগ্নি, দীপ্তিমান্ আদিত্য ও বিদ্যুদগ্নিসম আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই অযোনি অমৃতাত্মক আত্মাকে ধৃতিমান মহাত্মা

তং বোহণুভ্যোহণু তন্মহদ্ভ্যো মহত্তরম্।
সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু ধ্রুবং তিষ্ঠন্ দৃশ্যতে ॥ ৬২
বুদ্ধিদ্রব্যেণ দৃশ্যেন মনোদীপেন লোককৃৎ।
মহতস্তমসস্তাত পারে তিষ্ঠন্ তামসঃ ॥ ৬৩
তমুসো দূর ইত্যুক্তস্তত্ত্বজ্ঞৈর্বেদপারগৈঃ।
বিমলো বিমতশ্চৈব নির্লিঙ্গোহলিঙ্গসংজ্ঞকঃ ॥ ৬৪
যোগ এষ হি লোকানাং কিমন্যদ্‌যোগলক্ষণম্
এবং পশ্যন্ প্রপশ্যেত আত্মানমজরং পরম্ ॥ ৬৫
যোগদর্শনমেতাবদুক্তং তে তত্ত্বতো ময়া।
সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানিদর্শনম্ ॥
অব্যক্তমাহুঃ প্রখ্যানং পরাং প্রকৃতিমাত্মনঃ।
তস্মান্মহৎ সমুৎপন্নং দ্বিতীয়ং রাজসত্তম ॥ ৬৭
অহঙ্কারস্তু মহতস্তৃতীয় ইতি নঃ শ্রুতম্।
পঞ্চভূতান্যহঙ্কারাদাহুঃ সাংখ্যাত্মদর্শিনঃ ॥ ৬৮
এতাঃ প্রকৃতয়স্ত্বষ্টৌ বিকারাশ্চাপি ষোড়শ।
পঞ্চ চৈব বিশেষাশ্চ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৬৯
এতাবদেব তত্ত্বানাং সাংখ্যমাহুর্মনীষিণঃ।
সাংখ্যে সাংখ্যবিধানজ্ঞা নিত্যং সাংখ্যপথে স্থিতাঃ ॥ ৭০
যস্মাদ্‌যদভিজায়েত তত্তত্রৈব প্রলীয়তে।
লীয়ন্তে প্রতিলোমানি সৃজ্যন্তে চান্তরাত্মনা ॥ ৭১
আনুলোম্যেন জায়ন্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ।
গুণা গুণেষু সততং সাগরস্যোর্ম্ময়ো যথা ॥ ৭২
সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ তথা সৃজি ॥ ৭৩
এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্ঞেয়ং জ্ঞানকোবিদৈঃ।
অধিষ্ঠাতারমব্যক্তমস্যাপ্যেতন্নিদর্শনম্ ॥ ৭৪
একত্বঞ্চ বহুত্বঞ্চ প্রকৃতেরনুতত্ত্ববান্।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ প্রবর্ত্তনাৎ ॥ ৭৫
বহুধাত্মা প্রকুর্ব্বীত প্রকৃতিং প্রসবাত্মিকাম্।
তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোহধিতিষ্ঠতি ॥
অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ।

মনীষী, ব্রহ্মপথরত ব্রাহ্মণেরাই সতত দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি অণু হইতে অণুতর, মহৎ অপেক্ষা মহত্তর, স্থির, তমঃসম্পর্কহীন এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে বিরাজিত। সাধারণ চক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না; পরন্তু তমোরাশির পারস্থ সেই আত্মাকে বুদ্ধিতৈলযুক্ত মনোদীপ দ্বারা দর্শন করা যায়। বেদপারগ জনগণের মতে তিনি তমোগুণের দূরবর্ত্তী, বিমল, মননহীন, অলিঙ্গ ও সংজ্ঞাশূন্য। লোকসমাজে ইহাই যোগ বলিয়া নিশ্চিত; ইহা ছাড়া যোগের অপর কি লক্ষণ হইবে? এইরূপেই অজর পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হয়। এই তোমাকে যোগদর্শন বলিলাম। এক্ষণে সাংখ্যজ্ঞানের পরিসংখ্যা করিয়া বলিতেছি। নাম-রূপাদি কল্পনার হেতুভূত অব্যক্ত ভাবকেই আত্মার পরাপ্রকৃতি বলা যায়। তাঁহা হইতে দ্বিতীয় তত্ত্ব মহতের উৎপত্তি হয়। মহৎ হইতে তৃতীয় তত্ত্ব অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন; সাংখ্য আত্মদর্শীরা এইরূপ বলেন। এই আটটী প্রকৃতি; ইহা ছাড়া আর ষোড়শ বিকার আছে। পঞ্চ বিকার এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও উহারই মধ্যে গণনীয়। সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তত্ত্বের সংখ্যা এইরূপই বলিয়াছেন। যাহা হইতে যাহা জন্মে, তাহাতেই তাহার লয় হয়। পরমাত্মা প্রতিলোমক্রমে লয় এবং অনুলোমক্রমে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সাগরের তরঙ্গের ন্যায় গুণেতেই গুণগণ প্রতিলোমক্রমে লীন ও অনুলোমক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে নৃপসত্তম! প্রকৃতির ইহাই সৃষ্টি ও সংহার। সংহারে একত্ব এবং সৃষ্টিকালে বহুত্ব মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা অবগত আছেন। আত্মা অব্যক্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান। উক্ত প্রকৃতির অনুবর্ত্তন হেতুই একত্ব ও বহুত্ব অনুমেয়। প্রলয়ে একত্ব এবং প্রবর্ত্তনে বহুত্ব হইয়া থাকে। পঞ্চবিংশতিতম মহান্ আত্মা প্রকৃতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতিকে বহুধা বিভক্ত করেন। উক্ত প্রকৃতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠানহেতুই তিনি অধি-

অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥
ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চোচ্যতে
অব্যক্তিকে পুরে শেতে পুরুষশ্চেতি কথ্যতে
অন্যদেব চ ক্ষেত্রং স্যাদন্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
ক্ষেত্রমব্যক্ত ইত্যুক্তং জ্ঞাতারং পঞ্চবিংশকম্
অন্যদেব চ জ্ঞানং স্যাদন্যজ্জ্ঞেয়ং তদুচ্যতে ॥
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ।
অব্যক্তং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তথা সত্বং তথেশ্বরম্
অনীশ্বরমতত্বঞ্চ তত্বং তৎপঞ্চবিংশকম্ ॥ ৮১
সাংখ্যদর্শনমেতাবৎ পরিসংখ্যা ন বিদ্যতে।
সংখ্যা প্রকুরুতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রবক্ষ্যতে ॥৮২
চত্বারিংশচ্চতুর্বিংশৎ প্রতিসংখ্যায় তত্বতঃ।
সংখ্যা সহস্রকৃত্যা তু নিস্তত্বঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥৮৩
পঞ্চবিংশৎ প্রবুদ্ধাত্মা বুধ্যমান ইতি শ্রুতঃ।
যদা বুধ্যতি আত্মানং তদা ভবতি কেবলঃ ॥৮৪
সম্যগ্দর্শনমেতাবদ্ভাষিতং তব তত্বতঃ।
এবমেতদ্বিজানন্তঃ সাম্যতাং প্রতিযান্ত্যত ॥৮৫

ষ্ঠাতা। ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সেই অব্যক্ত পুরে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়।৫৮—৭৮। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ পরস্পর পৃথক্;—অব্যক্ত ক্ষেত্র, এবং তাহার জ্ঞাতা পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ—ক্ষেত্রজ্ঞ। জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ও পৃথক্ পৃথক্;—জ্ঞান অব্যক্ত, জ্ঞেয় পঞ্চবিংশ পুরুষ। অব্যক্ত ক্ষেত্র, সত্ব ঈশ্বর এবং তত্বাতীত পঞ্চবিংশক পুরুষ-অনীশ্বর। এই সাংখ্য দর্শন বলা হইল। ইহার সম্যক্ পরিসংখ্যা করা যায় না। অনেকে চতুর্ব্বিংশতি চত্বারিংশৎ ইত্যাদিরূপে সংখ্যা করেন এবং প্রকৃতির নির্ণয়ে উদ্যুক্ত হয়েন বটে, কিন্তু প্রকৃতির অনন্তত্ব হেতু নিরূপিত সংখ্যা হইতে পারে না। পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ নিস্তত্ব। এই পঞ্চবিংশ পুরুষ পর্য্যন্তের তত্ব অবধারণ করিতে পারিলে জীব বুধ্যমান হয়। যখন সম্যক্ আত্মবোধ জন্মে, তখন সে কেবল ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। এই আমি আপনার নিকটে সাংখ্যদর্শন সম্যক্ কীর্ত্তন

সম্যগ্নিদর্শনং নাম প্রত্যক্ষং প্রকৃতেস্তথা।
গুণবত্বাদ্যথৈতানি নির্গুণেভ্যস্তথা ভবেৎ ॥ ৮৬
ন ত্বেবং বর্ত্তমানানামাবৃত্তির্বর্ত্ততে পুনঃ।
বিদ্যতে ক্ষরভাবশ্চ ন পরস্পরমব্যয়ম্ ॥ ৮৭
পশ্যন্ত্যমতয়ো যে ন সম্যক্ তেষু চ দর্শনম্।
তে ব্যক্তিং প্রতিপদ্যন্তে পুনঃপুনররিন্দম ॥৮৮
সর্ব্বমেতদ্বিজানন্তো ন সর্ব্বস্য প্রবোধনাৎ।
ব্যক্তিভূতা ভবিষ্যন্তি ব্যক্তস্যৈবানুবর্ত্তনাৎ ॥
সর্ব্বমব্যক্তমিত্যুক্তমসর্ব্বঃ পঞ্চবিংশকঃ।
য এবমভিজানন্তি ন ভয়ং তেষু বিদ্যতে ॥৯০

ইতি শ্রীব্রাহ্মে ক্ষরাক্ষর-বিবরণং ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

করিলাম। ইহা জানিলে জীব ব্রহ্মে উপশম প্রাপ্ত হয়।৭৯—৮৫। এই শাস্ত্র সম্যক্ নিদর্শনযুক্ত এবং প্রকৃতির প্রত্যক্ষতা-সম্পাদক। ইহা গুণাসক্ত ও নির্গুণ পক্ষপাতী—সকলেরই পক্ষে হিতজনক। এতন্মতানুসারে অনুষ্ঠান করিলে তাহার এ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। যাহাদিগের ক্ষর ভাব বিদ্যমান, সুতরাং পরস্পর অব্যয়ভাব দর্শন করে না, সেই মূঢ় নরগণের এই দর্শন শাস্ত্র কোন ফলদায়ক হয় না। হে অরিন্দম! তাহারা পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণাত্মক ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শাস্ত্র সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াও যাহারা সর্ব্বতত্বের প্রবোধ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা ব্যক্ত তত্বের অনুবর্ত্তন হেতু ব্যক্ত ভাবেই থাকে। 'সর্ব্ব' শব্দে অব্যক্ত এবং 'অসর্ব্ব' শব্দে পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে বুঝিবেন। এই তত্ব যাহারা জানেন, তাঁহাদিগের পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ জনিত ভয় থাকে না। ৮৬—৯০।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বসিষ্ঠ উবাচ।

সাংখ্যদর্শনমেতাবদুক্তং তে নৃপসত্তম।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বিদানীং মে ত্বং নিবোধানুপূর্ব্বশঃ
অভেদ্যমাহুরব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণঃ।
সর্গপ্রলয় ইত্যুক্তং বিদ্যাবিদ্যে চ বিংশকঃ ॥ ২
পরস্পরস্য বিদ্যা বৈ তন্নিবোধানুপূর্ব্বশঃ।
যথোক্তমৃষিভিস্তাত সাংখ্যস্যাতিনিদর্শনম্ ॥ ৩
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষাং বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়ং স্মৃতম্
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাঞ্চ তথা বিষয়া ইতি নঃ শ্রুতম্।
বিষয়াণাং মনস্তেষাং বিদ্যামাহুর্মনীষিণঃ।
মনসঃ পঞ্চভূতানি বিদ্যা ইত্যভিচক্ষতে ॥ ৫
অহঙ্কারস্তু ভূতানাং পঞ্চানাং নাত্র সংশয়ঃ।
অহঙ্কারস্তথা বিদ্যা বুদ্ধির্বিদ্যা নরেশ্বর ॥ ৬
বুদ্ধ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তত্ত্বানাং পরমেশ্বরঃ।
বিদ্যা জ্ঞেয়া নরশ্রেষ্ঠ বিধিশ্চ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ৭
অব্যক্তমপরং প্রাহুর্বিদ্যা বৈ পঞ্চবিংশকঃ।
সর্ব্বস্য সর্ব্বমিত্যুক্তং জ্ঞেয়জ্ঞানস্য পারগঃ ॥ ৮
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ং বৈ পঞ্চবিংশকম্ ॥
তথৈব জ্ঞানমব্যক্তং বিজ্ঞাতা পঞ্চবিংশকঃ।
বিদ্যাবিদ্যে তু তত্ত্বেন ময়োক্তে বৈ বিশেষতঃ
অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব যদুক্তং তন্নিবোধ মে ॥ ১০
উভাবেতৌ ক্ষরাবুক্তৌ উভাবেতাবথাক্ষরৌ।
কারণন্তু প্রবক্ষ্যামি যথাজ্ঞানন্তু জ্ঞানতঃ ॥ ১১
অনাদিনিধনাবেতৌ উভাবেবেশ্বরৌ মতৌ।
তত্ত্বসংজ্ঞাবুভাবেব প্রোচ্যেতে জ্ঞানচিন্তকৈঃ ॥
সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিত্বাদব্যক্তং প্রাহুরব্যয়ম্।
তদেতদ্‌গুণসর্গায় বিকুর্ব্বাণং পুনঃপুনঃ ॥ ১৩
গুণানাং মহদাদীনামুৎপদ্যতি পরস্পরম্।
অধিষ্ঠানং ক্ষেত্রমাহুরেতদ্বৈ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ১৪
যদন্তর্গুণজালস্তু তদ্ব্যক্তাত্মনি সংক্ষিপেৎ।
তদহং তদ্‌গুণৈস্তৈস্তু পঞ্চবিংশে বিলীয়তে ॥ ১৫
গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদেকা প্রকৃতির্ভবেৎ।
ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি তদা তাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সম্প্রলীয়তে

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! এ পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শন বলিলাম। এক্ষণে আপনি বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আমার নিকট যথাযথ অবগত হউন। সৃষ্টি-প্রলয়-তত্ত্বজ্ঞ জনগণ অব্যক্তকে অভেদ্য বলেন। সৃষ্টি, প্রলয় এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ বিদ্যা-বিদ্যাত্মক। হে তাত! সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা বলেন যে,—যাবতীয় সৃষ্টিই পরস্পর পরস্পরের বিদ্যা। সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়; বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিদ্যা বিষয়-সমূহ; বিষয়ের বিদ্যা মন; মনের বিদ্যা পঞ্চভূত; পঞ্চভূতের বিদ্যা অহঙ্কার; অহঙ্কারের বিদ্যা বুদ্ধি; বুদ্ধির বিদ্যা অব্যক্ত প্রকৃতি; চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক প্রকৃতির বিদ্যা পরম পুরুষ। অব্যক্তকে অপর বলা যায়; পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ 'পর'শব্দ বাচ্য। তিনিই পরম বিদ্যাশ্রয়। এই তত্ত্ব জানিলে জীব জ্ঞানজ্ঞেয় বিষয়ে পারগ হইতে পারে। অব্যক্ত—জ্ঞান, পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ—জ্ঞেয়। জ্ঞান অব্যক্ত, পঞ্চবিংশ পুরুষ জ্ঞাতা। এই আমি আপনাকে বিদ্যা-বিদ্যা-তত্ত্ব বিশেষরূপে কহিলাম। এক্ষণে পূর্ব্বে যে, অক্ষর ও ক্ষরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই বিশেষ বিবরণ আমার নিকট অবগত হউন। ১—১০। উক্ত উভয় পুরুষই ক্ষর এবং অক্ষর। আমি যথাজ্ঞানে ইহার কারণ বর্ণন করিতেছি। ইহাঁরা উৎপত্তি-নাশ-রহিত ঈশ্বর। জ্ঞানানুশীলনকারী জনগণ ইহাঁদের উভয়কেই তত্ত্ব সংজ্ঞা প্রদান করেন। সৃষ্টি-প্রলয় ধর্ম্ম আছে বলিয়া অব্যক্তকে অব্যয় বলা হয়। উক্ত অব্যক্ত গুণসঙ্গবশত নিরন্তর বিকার প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি ঘটে। উহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র—পঞ্চবিংশক পুরুষ। তাঁহার অধিষ্ঠান হেতু অব্যক্ত গুণগণ ব্যক্তভাবে সংসৃষ্ট হয়। অহঙ্কার সেই গুণগণ সহ পঞ্চবিংশ পুরুষে লীন হইয়া থাকে। গুণগণের এই

যদাক্ষরস্তু প্রকৃতির্গচ্ছতে গুণসংজ্ঞিতা।
নির্গুণত্বঞ্চ বৈ দেহে গুণেষু পরিবর্ত্তনাৎ ॥ ১৭
এবমেব চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ্ঞানপরিক্ষয়াৎ।
প্রকৃত্যা নির্গুণস্ত্বেষ ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ১৮
ক্ষরো ভবত্যেষ যদা গুণবতী গুণেষথ।
প্রকৃতিং ত্বথ জানাতি নির্গুণত্বং তথাত্মনঃ ॥১৯
তথা বিশুদ্ধো ভবতি প্রকৃতেঃ পরিবর্জ্জনাৎ।
অন্যোহহমন্যেয়মিতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥২০
তদৈষোহব্যথতামেতি ন চ মিশ্রত্বমাব্রজেৎ।
প্রকৃত্যা চৈষ রাজেন্দ্র মিশ্রোহন্যোঽন্যস্য
দৃশ্যতে ॥ ২১
যদা তু গুণজালং তৎ প্রাকৃতং বিজুগুপ্সতে।
পশ্যতে চ পরং পশ্যংস্তদা পশ্যন্ন সংসৃজেৎ ॥২২
কিং ময়া কৃতমেতাবদ্ যোঽহং কালনিমজ্জনঃ।
যথা মৎস্যো হ্যভিজ্ঞানাদনুবর্ত্তিতবান্ জলম্ ॥২৩
অহমেব হি সম্মোহাদন্যমন্যং জনাজ্জনম্।
মৎস্যো যথোদকজ্ঞানাদনুবর্ত্তিতবানিহ ॥ ২৪
মৎস্যোহন্যত্বমথাজ্ঞানাদুদকান্নাভিমন্যতে।
আত্মানং তদবজ্ঞানাদন্যঞ্চৈব ন বেদ্ম্যহম্ ॥২৫
মমাস্তু ধিক্ কুবুদ্ধস্য যোঽহং মগ্ন ইমং পুনঃ।
অনুবর্ত্তিতবান্ মোহাদন্যমন্যং জনাজ্জনম্ ॥ ২৬
অয়মত্র ভবেদ্বন্ধুরনেন সহ মে ক্ষয়ম্।
সাম্যমেকত্বতাং যাতো যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ॥২৭
তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোহহমনেন বৈ।
অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমীদৃশকস্তদা ॥ ২৮
যোঽহমজ্ঞানসম্মোহাদজ্ঞয়া সম্প্রবৃত্তবান্।
সংসর্গাদতিসংসর্গাৎস্থিতঃ কালমিমং ত্বহম্ ॥২৯
সোহহমেবং বশীভূতঃ কালমেতং ন বুদ্ধবান্।
উত্তমাধমমধ্যানাং তামহং কথমাবসে ॥ ৩০
সমানমায়য়া চেহ সহবাসমহং কথম্।
গচ্ছাম্যবুদ্ধভাবত্বাদিহেদানীং স্থিরো ভব ॥৩১
সহবাসং ন যাস্যামি কালমেতং বিবঞ্চনাৎ।

ভাবে আবির্ভাব ও তিরোভাবই প্রকৃতি। এই অবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞও ক্ষেত্র জ্ঞানবান্ হয়েন। গুণময়ী প্রকৃতি যখন অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করেন, তখন গুণগণের পরিবর্ত্তনাভাবে নির্গুণত্ব আবির্ভূত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞানহীন হইলেই নির্গুণ হয়েন। আমরা এইরূপ শুনিয়াছি। গুণবতী প্রকৃতি যখন গুণে আসক্ত থাকেন, তখন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিকে গুণময়ী এবং আপনাকে নির্গুণ বলিয়া অবধারণ করিতে পারেন। তিনি যখন প্রকৃতিকে বর্জ্জনপূর্ব্বক "আমি অন্য এবং এ প্রকৃতিও অন্য" এরূপ বুঝিতে পারেন, তখনই তাঁহার আত্মবোধ জন্মে। ১১—২০। তিনি তখন প্রকৃতি সহ নির্লিপ্ত ও দুঃখরহিত হয়েন। যখন প্রাকৃত গুণজালে অবহেলা জন্মে, পরমাত্ম-দর্শন ঘটে, তখন তিনি আর সৃষ্টি ব্যাপারে আসক্ত হয়েন না। তখন তিনি ভাবেন,—আমি কালসাগরে মগ্ন থাকিয়া এতকাল কি করিলাম! মৎস্য যেমন অজ্ঞান বশতঃ জলের অনুবর্ত্তন করে, আমিও তেমনি এক জন হইতে অন্য জনের, এক স্থান হইতে অন্য স্থানের অনুবর্ত্তন করিয়াছি। মৎস্য যেমন আপনাকে পৃথক্‌রূপে জানিতে না পারিয়া জল হইতে অন্যত্র যায় না, আমিও তেমনি আত্মার স্বতন্ত্রত্ব বুঝিতে না পারিয়া বৃথা ক্লেশভোগ করিয়াছি। মোহবশে আমি যে, এক জন হইতে অন্য জন ক্রমে এতকাল সংসারের অনুবর্ত্তন করিয়াছি, আমাকে ধিক্! এই পরমাত্মাই আমার বন্ধু, ইঁহারই সহিত আমার বসবাস; এক্ষণে ইঁহার সহিত একীভূত হইয়া আমি যেমন ছিলাম তেমনি হইয়াছি। আমি ইঁহার সদৃশ; ইঁহার সহিত আমার তুল্যতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইনি বিমল এবং ব্যক্ত; আর আমি এই দশাগ্রস্ত হইয়াছি। আমি অজ্ঞানময়ী প্রকৃতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া এতকাল নানা সংসর্গে কাটাইলাম। এতকাল ইঁহার বশীভূত থাকায় আমি বুঝিতে পারি নাই। সেই প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম, অধম এবং সমান হইলেও তৎসহ বাস আমার কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু এত কাল আমি আবদ্ধ

বঞ্চিতো হ্যনয়া যদ্ধি নির্বিকারো বিকারয়া ॥ ২
ন তত্তদপরাদ্ধং স্যাদপরাধো হ্যয়ং মম।
যোহহমত্রাভবং সক্তঃ পরাঙ্মুখমুপস্থিতঃ ॥৩৩
ততোহস্মিন্বহুরূপোহথ স্থিতো মূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্
অমূর্ত্তিশ্চাপ্যমূর্ত্তাত্মা মমত্বেন প্রধর্ষিতঃ ॥ ৩
প্রকৃত্যা চ তয়া তেন তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
নির্ম্মমস্ত মমত্বেন বিকৃতং তাসু তাসু চ ॥ ৩৫
যোনিষু বর্ত্তমানেন নষ্টসংজ্ঞেন চেতসা।
সমতা ন ময়া কাচিদহঙ্কারে কৃতা ময়া ॥ ৩৬
আত্মানং বহুধা কৃত্বা সোহয়ং ভূয়ো যুনক্তি মাম্
ইদানীমববুদ্ধোহস্মি নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ৩৭
মমত্বং মনসা নিত্যমহঙ্কারকৃতাত্মকম্।
অপলগ্নামিমাং হিত্বা সংশ্রয়িষ্যে নিরাময়ম্ ॥৩৮
অনেন সাম্যং যাস্যামি নানয়াহমচেতসা।
ক্ষেমং মম সহানেন নৈবৈকমনয়া সহ ॥ ৩৯

থাকায় সে আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; নির্ব্বিকার হইলেও সবিকারা প্রকৃতি দ্বারা আমি প্রবঞ্চিত হইয়াছি। ২১—৩২। তাহাতে সে প্রকৃতির অপরাধ নাই, অপরাধ আমারই; যেহেতু আমি আত্মচিন্তায় বিমুখ হইয়া তাহাতেই আসক্ত ছিলাম। আমি মূর্ত্তিহীন হইলেও মমতা দ্বারা প্রধর্ষিত হইয়া বহুরূপী ও বহু মূর্ত্তিমান্ হইয়াছি। নির্ম্মম হইলেও আমি প্রকৃতি কর্ত্তৃক সেই সেই যোনিতে মমতা দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। পরন্তু অহঙ্কার বশে কুত্রাপি সমতা অবলম্বন করি নাই। সে প্রকৃতি এখনও আপনাকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া আমাকে সেই সমুদায়ে নিয়োগ করিতেছে। আমি এখন বুদ্ধ হইয়াছি, আমার মমতা বা অহঙ্কার নাই; আমাতে সংলগ্ন অহঙ্কারজনিত, এই মায়াকে পরিহারপূর্ব্বক আমি নিরাময়কে আশ্রয় করিব। এই অচেতনা প্রকৃতির সহিত আমি আর সঙ্গত হইব না; সেই পরমাত্মার সহিতই মিলিত হইব। ইঁহার সহিত মিলনেই আমার কুশল হইবে; কিন্তু জড়া প্রকৃতির সহিত মিলিত হইব না।

এবং পরমসম্বোধাৎ পঞ্চবিংশোহনুবুদ্ধবান্।
অক্ষরত্বং নিগচ্ছতি ত্যক্ত্বা ক্ষরমনাময়ম্ ॥৪০
অব্যক্তং ব্যক্তধর্ম্মাণং সগুণং নির্গুণং তথা।
নির্গুণং প্রথমং দৃষ্ট্বা তাদৃগ্ভবতি মৈথিল ॥ ৪১
অক্ষরক্ষরয়োরেতদুক্তং তব নিদর্শনম্।
ময়েহ জ্ঞানসম্পন্নং যথা শ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৪২
নিঃসন্দিগ্ধঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ বিশুদ্ধং বিমলং তথা।
প্রবক্ষ্যামি তু তে ভূয়স্তন্নিবোধ যথাশ্রুতম্ ॥৪৩
সাংখ্যযোগো ময়া প্রোক্তঃ শাস্ত্রদ্বয়নিদর্শনাৎ।
যদেব সাংখ্যশাস্ত্রোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ ॥
প্রবোধনপরং জ্ঞানং সাংখ্যানামবনীপতে।
বিস্পষ্টং প্রোচ্যতে তত্র শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া
বৃহচ্চৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহুর্বিদুষো জনাঃ।
অস্মিংশ্চ শাস্ত্রে যোগানাং পুনর্ভবপুরঃসরম্ ॥
পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে চ নরাধিপ।
সাংখ্যানাম্ভ পরং তত্ত্বং যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥ ৪৭

পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ এইরূপ পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষরত্ব পরিহারপূর্ব্বক অক্ষরত্ব লাভ করে। হে মিথিলারাজ! অব্যক্ত ও ব্যক্ত—এই দুই পুরুষ সগুণ ও নির্গুণ। সেই নির্গুণ পরম পুরুষকে দর্শন করিলে জীব তখনই তদাকার প্রাপ্ত হয়। আমি শ্রুতিদর্শনানুসারে এই পরম জ্ঞানসাধন ক্ষরাক্ষরবিজ্ঞান তোমাকে কহিলাম। এইক্ষণ তুমি যাহাতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পার, তজ্জন্য এই বিশুদ্ধ, বিমল সূক্ষ্ম তত্ত্ব পুনরায় যথাশ্রুত ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি; তুমি অবধান কর। আমি সাংখ্য শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র অনুসারে তোমাকে এই সাংখ্যযোগ কহিলাম। হে ভূপাল! সাংখ্যজ্ঞান আত্মপ্রবোধক। শিষ্যগণের হিতকামনায় উহা বিশিষ্টরূপেই বর্ণন করা কর্ত্তব্য। বিদ্বান্ জনগণ এই শাস্ত্রকে "বৃহৎ" বলিয়া থাকেন। হে নরাধিপ এই শাস্ত্রে পুনর্জ্জন্ম সহ যোগ এবং পঞ্চবিংশের পরবর্ত্তী তত্ত্ব পঠিত হয়। সাংখ্যদিগের পরতত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে যথাযথ বর্ণন

বুদ্ধমপ্রতিবুদ্ধঞ্চ বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বত
বুধ্যমানঞ্চ বুদ্ধত্বং প্রাহুর্যোগনিদর্শনম্॥ ৪৮
ইতি শ্রীব্রাহ্মে বসিষ্ঠকরালজনকসংবাদে চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বসিষ্ঠ উবাচ।

অপ্রবুদ্ধমথাব্যক্তমিমং গুণনিধিং সদা।
গুণানাং ধার্য্যতাং তত্ত্বং সৃজত্যাক্ষিপতে তথা॥
অজো হি ক্রীড়য়া ভূপ বিক্রিয়াং প্রাপ্ত ইত্যুত
আত্মানং বহুধা কৃত্বা নানেব প্রতিচক্ষতে॥ ২
এতদেবং বিকুর্ব্বাণো বুধ্যমানো ন বুধ্যতে।
গুণানাচরতে হ্যেব সৃজত্যাক্ষিপতে তথা॥ ৩
অব্যক্তবোধনাচ্চৈব বুধ্যমানং বদন্ত্যপি।
ন ত্বেবং বুধ্যতেঽব্যক্তং সগুণং তাত নির্গুণম্
কদাচিত্ত্বেব খল্বেতত্তদাহুঃ প্রতিবুদ্ধকম্।
বুধ্যতে যদি চাব্যক্তমেতদ্বৈ পঞ্চবিংশকম্॥ ৫
বুধ্যমানো ভবত্যেষ মমাত্মক ইতি শ্রুতঃ।
অন্যোন্যপ্রতিবুদ্ধেন বদন্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্॥ ৬
অব্যক্তবোধনাচ্চৈব বুধ্যমানং বদন্ত্যত।
পঞ্চবিংশং মহাত্মানং ন চাসাবপি বুধ্যতে॥ ৭
ষড়্‌বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্।
সততং পঞ্চবিংশন্তু চতুর্ব্বিংশং বিবুধ্যতে॥ ৮
দৃশ্যাদৃশ্যে হ্যনুগতত্তৎস্বভাবে মহাদ্যুতে।
অব্যক্তঞ্চৈব তদ্‌ব্রহ্ম বুধ্যতে তাত কেবলম্॥৯
পঞ্চবিংশং চতুর্ব্বিংশমাত্মানমনুপশ্যতি।
বুধ্যমানো যদাত্মানমন্যোঽহমিতি মন্যতে॥১০
তদা প্রকৃতিমানেষ ভবত্যব্যক্তলোচনঃ।
বুধ্যতে চ পরাং বুদ্ধিং বিশুদ্ধামমলাং যদা॥১১
ষড়্‌বিংশং রাজশার্দ্দূল তদা বুদ্ধঃ কৃতো ব্রজেৎ
ততস্ত্যজতি সোঽব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণম্॥১২
নির্গুণাং প্রকৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্।
ততঃ কেবলধর্ম্মাসৌ ভবত্যব্যক্তদর্শনাৎ॥১৩

করিয়াছি। বুদ্ধ, অপ্রতিবুদ্ধ, বুধ্যমান—ইঁহারা যোগের নিদর্শনস্বরূপ। তুমি বুধ্যমান হইয়াছ, [এক্ষণে এই তত্ত্বালোচন-ফলে বুদ্ধ হও।—৪৮।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এই অপ্রবুদ্ধ, অব্যক্ত, গুণাধারই সতত সৃষ্টি ও সংহার করেন। আপনি এই তত্ত্ব অবধারণ করুন। হে ভূপ! সেই অজ পুরুষই নিজ লীলাবশে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বহুধা বিভাগপূর্ব্বক নানারূপে প্রতিভাত হয়েন। বিকারবশে এই আত্মা বুঝিয়াও যেন বুঝেন না। আত্মস্থ গুণগণ দ্বারা সৃষ্টি-সংহার-কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। হে তাত! তখন তাঁহাকে তদীয় অব্যক্তত্ব বা নির্গুণত্ব বুঝাইয়া দিলেও তাহা তিনি ধারণ করিতে পারেন না। কদাচিৎ যখন সেই আত্মা স্বীয় অব্যক্ত পঞ্চবিংশকত্ব বুঝেন, তখন তাঁহাকে প্রতিবুদ্ধ বলা যায়। মমতাভিমানে আবদ্ধ পঞ্চবিংশক পুরুষ প্রতিবুদ্ধ হইয়া যখন অব্যক্তকেও বোধিত করেন; তখন তাঁহাকে বুধ্যমান বলা কর্ত্তব্য। ষড়্‌বিংশতত্ত্ব বিমল, বুদ্ধ, অপ্রমেয় ও সনাতন। চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব বিস্তারিত হইলেই পঞ্চবিংশ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। অব্যক্ত ব্রহ্ম তৎতৎস্বভাবের অনুগত হইয়া দৃশ্য ও অদৃশ্যাকার প্রাপ্ত হয়েন। সেই চতুর্ব্বিংশতত্ত্বই বুধ্যমান হইলে আপনাকে পঞ্চবিংশ বলিয়া বুঝিতে পারেন; আর তিনি যখন অজ্ঞানবশে আপনাকে প্রকৃতিমান্ মনে করেন, তখন অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়েন। যখন অমল বিশুদ্ধ বুদ্ধির আশ্রয় করেন, তখন তিনি ষড়্‌বিংশকে জানিতে পারিয়া কৃতকৃত্য হয়েন। গুণযুক্ত অচেতন প্রকৃতিকে তখন নির্গুণা বলিয়া বুঝেন; সুতরাং অব্যক্ত দর্শন হেতু কেবলধর্ম্মা হইয়া থাকেন কেবলসঙ্গ মিলিত হইয়া

কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তাত্মানমাপ্নুয়াৎ।
এতত্তু তত্ত্বমিত্যাহুর্নিস্তত্ত্বমজরামরম্॥ ১৪
তত্ত্বসংশ্রবণাদেব তত্ত্বজ্ঞো জায়তে নৃপ।
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ১৫
ন চৈব তত্ত্ববাংস্তাত সংসারেষু নিমজ্জতি।
এষামুপৈতি তত্ত্বং হি ক্ষিপ্রং বুধ্যস্ব লক্ষণম্॥১৬
ষড়্বিংশোঽয়মিতি প্রাজ্ঞো গৃহ্যমাণোঽজরামরঃ
কেবলেন বলেনৈব সমতাং যাত্যসংশয়ম্॥১৭
ষড়্বিংশেন প্রবুদ্ধেন বুধ্যমানোঽপ্যবুদ্ধিমান্।
এতন্নানাত্বমিত্যুক্তং সাংখ্যশ্রুতিনিদর্শনাৎ॥ ১৮
চেতনেন সমেতস্য পঞ্চবিংশতিকস্য হ।
একত্বং বৈ ভবেত্তস্য যদা বুদ্ধ্যানুবুধ্যতে॥ ১৯
বুধ্যমানেন বুধ্যেন সমতাং যাতি মৈথিল।
সঙ্গধর্ম্মা ভবত্যেষ নিঃসঙ্গাত্মা নরাধিপ॥ ২০
নিঃসঙ্গাত্মানমাসাদ্য ষড়্বিংশং কর্ম্মজং বিদুঃ।
বিভুস্ত্যজতি চাব্যক্তং তদা ত্বেতদ্বিবুধ্যতে॥২১
চতুর্ব্বিংশমগাধঞ্চ ষড়্বিংশস্য প্রবোধনাৎ।
এষ হ্যপ্রতিবুদ্ধশ্চ বুধ্যমানস্তু তেঽনঘ। ২২
উক্তো বুদ্ধশ্চ তত্ত্বেন যথাশ্রুতিনিদর্শনং।
মশকোদুম্বরে যদ্বদন্যত্বং তদ্বদেতয়োঃ॥ ২৩
মৎস্যোদকে যথা তদ্বদন্যত্বমুপলভ্যতে।
এবমেব চ গন্তব্যং নানাত্বৈকত্বমেতয়োঃ॥ ২৪
এতাবন্মোক্ষ ইত্যুক্তো জ্ঞানবিজ্ঞানসংজ্ঞিতঃ।
পঞ্চবিংশতিকস্যাশু যোঽয়ং দেহে প্রবর্ত্ততে॥
এষ মোক্ষয়িতব্যেতি প্রাহুরব্যক্তগোচরাৎ।
সোঽয়মেবং বিমুচ্যেত নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ॥
পরশ্চ পরধর্ম্মা চ ভবত্যেব সমেত্য বৈ।
বিশুদ্ধধর্ম্মা শুদ্ধেন নাশুদ্ধেন চ বুদ্ধিমান্॥ ২৭
বিমুক্তধর্ম্মা বুদ্ধেন সমেত্য পুরুষর্ষভ।
বিয়োগধর্ম্মিণা চৈব বিমুক্তাত্মা ভবত্যথ॥ ২৮
বিমোক্ষিণা বিমোক্ষশ্চ সমেত্যেহ তথা ভবেৎ
শুচিকর্ম্মা শুচিশ্চৈব ভবত্যমিতবুদ্ধিমান্॥ ২৯
বিমলাত্মা চ ভবতি সমেত্য বিমলাত্মনা।
কেবলাত্মা তথা চৈব কেবলেন সমেত্য বৈ।
স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রত্বমবাপ্যতে॥ ৩০

তখন চিন্ময়াত্মা হয়েন। এই পর্য্যন্তই তত্ত্ব ইহার পর নিস্তত্ত্ব; তাহা অজর ও অমর। হে নৃপ! তত্ত্ব শ্রবণেই লোক তত্ত্বজ্ঞ হয়। হে তাত! তত্ত্বজ্ঞানবান্ মানব কদাপি সংসারে নিমগ্ন হয় না; পরন্তু সেই পরম তত্ত্বই লাভ করিতে পারে। তুমি এই সকল তত্ত্বলক্ষণ অবগত হও। প্রবল প্রযত্নে এই অজরামর ষড়্বিংশ তত্ত্বকে চিত্তে ধারণ করিলে সেই প্রবুদ্ধ ষড়্বিংশতত্ত্বের মহিমারই সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহাতে সংশয় নাই। চেতনসমন্বিত পঞ্চবিংশ পুরুষের নানাত্ব বিবরণ এই সাংখ্যশ্রুতি অনুসারে উক্ত হইল। তিনি যখন বুদ্ধিদ্বারা বোধিত হয়েন, তখন বুধ্যমান হইয়া বুদ্ধসহ সমতা প্রাপ্ত হয়েন। হে মৈথিল! ইনি বস্তুতঃ নিঃসঙ্গ হইলেও সঙ্গবান্ হয়েন। ১—২০। নিঃসঙ্গ-আত্মাকে লইয়া ষড়বিংশপুরুষকে কর্ম্মজসংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। চতুর্বিংশ তত্ত্ব বিবুদ্ধ হইয়া ষড়্বিংশত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হে পাপ-হীন রাজন্! শ্রুতিনিদর্শন অনুসারে আমি এই বুদ্ধ, বুধ্যমান ও অবুদ্ধের তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। মশক ও উডুম্বরের, এবং মৎস্য ও উদকের ন্যায় ইহাদেরও একত্ব ও নানাত্ব অবধারণ করা কর্ত্তব্য। যিনি দেহে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষের এই প্রকারই জ্ঞানবিজ্ঞান নামক মোক্ষ উক্ত হয়। অব্যক্ত সঙ্গ হইতে ইহাঁকেই মোচন করিতে হয়, ইনি এইরূপেই মুক্তি হইয়া থাকেন; আর কোন উপায় নাই। ফলতঃ সেই জীব পরপুরুষ-মিলনে পরধর্ম্মা হয়েন; বিশুদ্ধ সংযোগে বিশুদ্ধধর্ম্মা, বুদ্ধসহ সংযোগে বিমুক্তধর্ম্মা, বিয়োগধর্ম্মীর সংসর্গে বিমুক্তাত্মা, বিমোক্ষধর্ম্মা সহ বিমোক্ষ, শুচি সংযোগে শুচিধর্ম্মা, বিমলাত্মার সহিত মিলনে বিমলাত্মা, কেবল সহ সম্মিলনে কেবলাত্মা, এবং স্বতন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হয়েন। ২১—৩০।

এতাবদেতৎ কথিতং ময়া তে
তথ্যং মহারাজ যথার্থতত্ত্বম্ ।
অমৎসরত্বং প্রতিগৃহ্য বুদ্ধ্যা
সনাতনং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাদ্যম্ ॥ ৩১
তদ্বেদনিষ্ঠস্য জনস্য রাজন্
প্রদেয়মেতৎ পরমং ত্বয়া ভবেৎ ।
বিধিৎসমানায় নিবোধকারকং
প্রবোধহেতোঃ প্রণতস্য শাসনম্ ॥ ৩২
ন দেয়মেতচ্চ যথানৃতাত্মনে
শঠায় ক্লীবায় ন জিহ্মবুদ্ধয়ে ।
ন পণ্ডিতজ্ঞানপরোপতাপিনে
দেয়ং তথা শিষ্যবিবোধনায় ॥ ৩৩
শ্রদ্ধান্বিতায়াথ গুণান্বিতায়
পরাপবাদাদ্বিরতায় নিত্যম্ ।
বিশুদ্ধযোগায় বুধায় চৈব
কৃপাবতেঽথ ক্ষমিণে হিতায় ॥ ৩৪
বিবিক্তশীলায় বিধিপ্রিয়ায়
বিবাদহীনায় বহুশ্রুতায় ।
বিনীতবেশায় নহৈতুকাত্মনে
সদৈব গুহ্যং ত্বিদমেব দেয়ম্ ॥ ৩৫

এতৈর্গুণৈর্হীনতমে ন দেয়-
মেতৎ পরং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাহুঃ ।
ন শ্রেয়সে যোক্ষ্যতি তাদৃশে কৃতং
ধর্মপ্রবক্তারমপাত্রদানাৎ ॥ ৩৫
পৃথ্বীমিমাং বা যদি রত্নপূর্ণাং
দদ্যাদদেয়ং ত্বিদমব্রতায় ॥
জিতেন্দ্রিয়ায় প্রযতায় দেয়ং
দেয়ং পরং তত্ত্ববিদে নরেন্দ্র ॥ ৩৭
করাল মা তে ভয়মস্তি কিঞ্চি-
দেতচ্ছ্রুতং ব্রহ্ম পরং ত্বয়াদ্য ।
যথাবদুক্তং পরমং পবিত্রং
বিশোকমত্যন্তমনাদিমধ্যম্ ॥ ৩৮
অগাধমেতদজরামরঞ্চ
নিরাময়ং বীতভয়ং শিবঞ্চ ।
সমীক্ষ্য মোহং পরবাদসংজ্ঞ-
মেতস্য তত্ত্বার্থমিমং বিদিত্বা ॥ ৩৯
অবাপ্তমেতদ্ধি পুরা সনাতনাৎ
হিরণ্যগর্ভাদ্ধি ততো নরাধিপ ।

হে মহারাজ ! এই পর্য্যন্তই যথার্থতত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া কহিলাম, তুমি মাৎসর্য্যহীন হইয়া বুদ্ধিবলে এই বিশুদ্ধ আদ্য সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কর। হে রাজন্! যে ব্যক্তি বেদনিষ্ঠ, তাহাকেই তুমি এই পরম তত্ত্ব প্রদান করিবে, এবং যে ব্যক্তি বৈধ কার্য্য করিতে সমুৎসুক, তথাবিধ প্রণত জনের প্রবোধ নিমিত্তও এই তত্ত্বোপদেশ প্রদান করা যাইতে পারে। যাহারা অসত্যবাদী, শঠ, ক্লীব বা কুটিলবুদ্ধি এবং যাহারা পাণ্ডিত্যে পরের উপতাপ জন্মে, ঈদৃশ শ্রোতা ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে না; পরন্তু প্রকৃত শিষ্য জনের বোধবৃদ্ধির জন্য তাহাকেই ইহা প্রদেয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু, গুণবান্, নিত্য পরদার-বিমুখ, যোগ-বিশুদ্ধ, কৃপালু, ক্ষমাবান্, পরহিত-নিরত বা প্রকৃত পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন এবং যে ব্যক্তি বিবিক্তসেবী, বিধিপ্রিয়, বিবাদবিহীন, বহুশ্রুত বা বিনীতবেশ, তাদৃশ জনকেই এই গোপনীয় তত্ত্বোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যে সকল গুণের উল্লেখ করিলাম, এই সমস্ত গু'যাহার নাই, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, তাদৃশ জনকে কখনই এই বিশুদ্ধ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিবে না। যদি কেহ দেয়, তবে অপাত্রে উপদেশ দান-নিবন্ধন তথাবিধ ধর্ম্মবক্তা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়েন না। হে নরেন্দ্র! বরং এই রত্নপূর্ণা পৃথিবীকে অব্রতাচারী বা অপাত্র জনে দান করা যাইতে পারে; কিন্তু এই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ তাদৃশ জনে কিছুতেই প্রদেয় নহে। আমি আবার বলি, জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই এই তত্ত্বোপদেশের যোগ্য পাত্র। হে করাল! তুমি আজ এই পরমব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছ, তোমার আর সংসারে কোনই ভয় নাই; যাহা পরম পবিত্র, যাহাতে শোকলেশ নাই, যাহা আদি, মধ্য ও অন্ত

প্রসাদ্য যত্নেন তমুগ্রতেজসং
সনাতনং ব্রহ্ম যথা ত্বয়ৈতৎ ॥ ৪০
পৃষ্টস্ত্বয়া চাস্মি যথা নরেন্দ্র
তথা ময়েদং ত্বয়ি নোক্তমন্তৎ।
যথাবাপ্তং ব্রহ্মণো মে নরেন্দ্র
মহাজ্ঞানং মোক্ষবিদাং পরায়ণম্ ॥ ৪১

ব্যাস উবাচ।

এতদুক্তং পরং ব্রহ্ম যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।
পঞ্চবিংশং মুনিশ্রেষ্ঠা বসিষ্ঠেন যথা পুরা ॥ ৪২
পুনরাবৃত্তিমাপ্নোতি পরমং জ্ঞানমব্যয়ম্।
নাতি বুধ্যতি তত্ত্বেন বুধ্যমানোঽজরামরম্ ॥
এতন্নিঃশ্রেয়সকরং জ্ঞানং ভোঃ পরমং ময়া।
কথিতং তত্ত্বতো বিপ্রাঃ শ্রুত্বা দেবর্ষিতো দ্বিজাঃ
হিরণ্যগর্ভাদৃষিণা বসিষ্ঠেন সমাহৃতম্।
বসিষ্ঠাদৃষিশার্দ্দূলো নারদোঽবাপ্তবানিদম্ ॥৪৫
নারদাদ্বিদিতং মহ্যমেতদুক্তং সনাতনম্।
মা শুচধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রুত্বৈতৎপরমং পদম্ ॥৪৬
যেন ক্ষরাক্ষরে ভিন্নে ন ভয়ং তস্য বিদ্যতে।
বিদ্যতে তু ভয়ং যস্য যো নৈনং বেত্তি তত্ত্বতঃ
অবিজ্ঞানাচ্চ মূঢ়াত্মা পুনঃপুনরুপদ্রবান্।
প্রেত্য জাতিসহস্রাণি মরণান্তান্যুপাশ্নুতে ॥৪৮
দেবলোকং তথা তির্য্যঙ্মানুষ্যমপি চাশ্নুতে।
যদি বা মুচ্যতে বাপি তস্মাদজ্ঞানসাগরাৎ ॥৪৯
অজ্ঞানসাগরে ঘোরে হ্যব্যক্তাগাধ উচ্যতে।
অহন্যহনি মজ্জন্তি যত্র ভূতানি ভো দ্বিজাঃ ॥৫০
তস্মাদগাধাদব্যক্তাদুপক্ষীণাৎ সনাতনাৎ।
তস্মাদ্যূয়ং বিরজস্কা বিতমস্কাশ্চ ভো দ্বিজাঃ

বর্জ্জিত, আমি সেই অগাধ, অজর, অমর, বীতভয় নিরাময় পরম শিবস্বরূপের কথা কীর্ত্তন করিলাম। হে নরাধিপ! আমি এই সংসার-প্রপঞ্চকে মোহের মহিমা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সনাতন হিরণ্যগর্ভের নিকট হইতে পূর্ব্বে এই তত্ত্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি সেই উগ্রতেজা দেবদেবকে সযত্নে প্রসাদিত করিয়া এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলাম। হে নরেন্দ্র! তুমিও আমায় সেইরূপই প্রসাদিত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমিও ব্রহ্মার নিকট যেমন উপদেশ পাইয়াছিলাম, তোমাকেও অবিকল তাহাই বলিলাম। জানিবে,—এই এক মহাজ্ঞানই মোক্ষবিদ্‌গণের এক মাত্র অবলম্বনীয়।৩১—৪১। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পুরাকালে বশিষ্ঠ মুনিজনক রাজের নিকট যে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ত আমি অধুনা তাহা ব্যক্ত করিলাম। এই তত্ত্ব জানিলে সংসারে আর পতিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি এই অব্যয় পরম জ্ঞানে জ্ঞানী হয় না, সংসারে পুনরায় তাহাকে আসিতে হয়। বলা বাহুল্য, যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে তাহাকে ভবপ্রবাহে পতিত হইতে হয় না। হে দ্বিজগণ। এ পরম নিঃশ্রেয়স-সকর জ্ঞানসম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি দেব ও ঋষিগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আপনাদের নিকট সেইরূপই ব্যাখ্যা করিলাম। হিরণ্যগর্ভ হইতে বশিষ্ঠ ঋষি এবং বশিষ্ঠ হইতে ঋষিবর নারদ এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; নারদ এই সনাতন তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশ করেন; আমি তাঁহারই উপদেশে ইহা জানিতে পারিয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই পরম পদের বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনারা আর শোক প্রাপ্ত হইবেন না। যিনি ক্ষর ও অক্ষরকে অভিন্ন বলিয়া বিদিত হয়েন, তাঁহার আর কোনই ভয় নাই; কিন্তু যিনি এই তত্ত্ব জানেন না, তাঁহার ভয় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। মূঢ় নর অজ্ঞানবশতঃ পুনঃপুনঃ নানা উপদ্রব প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র জনন-মরণ ভোগ করিতে থাকে। তথাবিধ নর কখন পুণ্যবলে দেবলোকে গমন করে এবং কখন তির্য্যক্‌জাতি বা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরন্তু যদি কখন অজ্ঞানসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হয়, তবেই তাহার মুক্তি লাভ ঘটে। হে দ্বিজগণ! ভূতগণ দিন দিন অগাধ অনন্ত অজ্ঞানসাগরেই নিমগ্ন হইতেছে। আপনার

এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সারাৎ সারতরং পরম্।
কথিতং পরমং মোক্ষং যং জ্ঞাত্বা ন নিবর্ত্ততে॥
ন নাস্তিকায় দাতব্যং নাভক্তায় কদাচন।
ন দুষ্টমতয়ে বিপ্রা ন শ্রদ্ধাবিমুখায় চ॥ ৫৩

ইতি শ্রীব্রাহ্মে বাসিষ্ঠকরালজনকসংবাদসমাপ্তি-র্নাম পঞ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যা ়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

এবং পুরা মুনীন্ ব্যাসঃ পুরাণং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
দশাষ্টদোষরহিতৈর্বাক্যৈঃ সারতরৈর্দ্বিজাঃ॥ ১
পূর্ণমস্তমলৈঃ শুদ্ধৈর্নানাশাস্ত্রসমুচ্চয়ৈঃ।
জাতিশুদ্ধসমাযুক্তং সাধুশব্দোপশোভিতম্॥২
সাধ্যোপেক্ষোক্তিসিদ্ধান্তপরিনিষ্ঠাসমন্বিতম্।
শ্রাবয়িত্বা যথান্যায়ং বিররাম মহামতিঃ॥ ৩
তেঽপি শ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুরাণং বেদসম্মিতম্।
আদ্যং ব্রাহ্মভিধানঞ্চ সর্ববাঞ্ছাফলপ্রদম্॥ ৪

হৃষ্টা বভূবুঃ সুপ্রীতা বিস্মিতাশ্চ পুনঃ পুনঃ।
প্রশশংসুস্তদা ব্যাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্॥

মুনয় উচুঃ।

উক্তং ত্বয়া মুনিশ্রেষ্ঠ পুরাণং শ্রুতিসম্মিতম্।
সর্ব্বাভিপ্রেতফলদং সর্ব্বপাপহরং পরম্॥ ৬
যথা শ্রুতং তথাস্মাভির্বিচিত্রপদমক্ষরম্।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিত্রিষু লোকেষু বৈ প্রভো॥ ৭
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং মহাভাগ দেবেষ্বিব বৃহস্পতিঃ।
নমস্যামো মহাপ্রাজ্ঞং ব্রহ্মিষ্ঠং ত্বাং মহামুনিম্।
যেন ত্বয়া তু বেদার্থা ভারতে প্রকটীকৃতাঃ।
কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তুং তব সর্ব্বান্ মহামুনে
অধীত্য চতুরো বেদান্ সাঙ্গান্ ব্যাকরণানি চ
কৃতবান্ ভারতং শাস্ত্রং তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।

অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সম্প্রতি বিরজস্ক ও বিতমস্ক হইয়াছেন। হে মুনিবরগণ! আমি এই সারাৎসার পরমোত্তম মোক্ষতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া কহিলাম, ইহা জানিয়া মানুষ আর সংসারে পতিত হয় না; অতএব আবার বলি,—নাস্তিক, অভক্ত, দুষ্টচিত্ত বা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ইহা কদাচ প্রদেয় নহে।৪২—৫৩।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকাদ্বশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! মহামতি বেদব্যাস পুরাকালে এইরূপে মুনিগণকে মধুর বাক্যে যথাবিধি পুরাণপ্রবন্ধ শ্রবণ করাইয়া বিরত হইলেন। ঐ পুরাণপ্রস্তাবে তিনি যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, সারস্বত, বিশুদ্ধ, বিবিধ সাধু শব্দে সুশোভিত, জাতিশুদ্ধ ও নানা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই সর্ব্ববাঞ্ছা-ফলপ্রদ বেদ-তুল্য ব্রহ্মাখ্য আদ্যপুরাণ শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং বিস্মিত হইয়া তৎকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসমুনিকে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনি সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ, সর্ব্ব পাপহর, শ্রুতিপ্রতিম, পরম পুরাণ কীর্ত্তন করিলেন; আমরা এই বিচিত্র পদ-সম্পন্ন পুরাণপ্রবন্ধ আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম ও বুঝিলাম,—হে প্রভো! ত্রৈলোক্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। হে মহাভাগ! দেবসমাজে বৃহস্পতির ন্যায় আপনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ, মহামুনি; আপনাকে আমরা অভিবাদন করি। আপনি ভারতে বেদার্থ সকল প্রকটিত করিয়াছেন। হে মহামুনে! কে আপনার সমস্ত গুণ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে? আপনি সমস্ত ব্যাকরণ ও সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া ভারত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। আপনি জ্ঞানাত্মা, আপনাকে নমস্কার।১—২০। হে প্রফুল্ল

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ১১
অজ্ঞানতিমিরান্ধানাং ভ্রামিতানাং কুদৃষ্টিভিঃ।
জ্ঞানাঞ্জনশলাকেন ত্বয়া চোন্মীলিতা দৃশঃ ॥ ১২
এবমুক্ত্বা সমভ্যর্চ্চ্য ব্যাসন্তে চৈব পূজিতাঃ।
জগ্মুর্যথাগতং সর্ব্বে কৃতকৃত্যাঃ স্বমাশ্রমম্ ॥ ২৩
তথা ময়া মুনিশ্রেষ্ঠা কথিতং হি সনাতনম্।
পুরাণং সুমহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৪
যথা ভবদ্ভিঃ পৃষ্টোহহং সম্প্রশ্নং দ্বিজসত্তমাঃ।
ব্যাসপ্রসাদাত্তৎ সর্ব্বং ময়া সম্পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫
ইদং গৃহস্থৈঃ শ্রোতব্যং যতিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ।
ধনসৌখ্যপ্রদং নৃণাং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ১৬
তথা ব্রহ্মপরৈর্বিপ্রৈর্ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ সুসংযতৈঃ।
শ্রোতব্যং সুপ্রযত্নেন সম্যক্শ্রেয়োভিকাঙ্ক্ষিভিঃ
প্রাপ্নোতি ব্রাহ্মণো বিদ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিজয়ং রণে

বৈশ্যস্তু ধনমক্ষয্যং শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮
যং যং কামমভিধ্যায়ন শৃণোতি পুরুষঃ শুচিঃ।
তং তং কামমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
পুরাণং বৈষ্ণবং ত্বেতৎসর্ব্বকিল্বিষনাশনম্।
বিশিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ পুরুষার্থোপপাদকম্ ॥ ২
এতন্মে যন্ময়াখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্।
শ্রুতেহস্মিন্ সর্ব্বদোষোত্থঃ পাপরাশিঃ প্রণশ্যতি
প্রয়াগে পুষ্করে চৈব কুরুক্ষেত্রে তথার্ব্বুদে।
উপোষ্য যদবাপ্নোতি তদস্য শ্রবণান্নরঃ ॥ ২২
যদগ্নিহোত্রে সুহুতে বর্ষে নাপ্নোতি বৈ ফলম্।
মহাপুণ্যমযং বিপ্রাস্তদস্য শ্রবণাৎ সকৃৎ ॥ ২৩
যজ্জ্যৈষ্ঠশুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পুরুষঃ ফলম্ ॥
তদাপ্নোতি ফলং সম্যক্ সমাধানেন কীর্ত্তনাৎ ॥
পুরাণেহস্য স্থিতো বিপ্রাঃ কেশবার্পিতমানসঃ।

পদ্মপলাশ-নয়ন! বিশালবুদ্ধি বেদব্যাস! আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আপনি ভারত-তৈল-পূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা আপনি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ, কুদর্শনে ভ্রামিত মানবদিগের নয়ন উন্মীলিত করিয়াছেন। সেই মুনিগণ এই বলিয়া ব্যাস-মুনিকে পূজা করিয়া এবং নিজেরাও পূজিত ও কৃতকৃত্য হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্যাসমুনি যেমন মুনিগণের নিকট এই মহাপুণ্যজনক সনাতন মহা-পুরাণ বলিয়াছিলেন, আমিও তেমনি আপনাদিগকে এই পাপহর পুরাণ বলিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমার নিকট আপনারা যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ব্যাস-প্রসাদে তৎসমস্তই আমি কহিলাম। গৃহস্থ, যতি এবং ব্রহ্মচারী সকলেরই এই পুরাণ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এই পবিত্র পাপহর পুরাণ, ধন এবং সুখসম্পত্তি-জনক। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, সুসংযত ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণই পরম [illegible] অতি যত্নের সহিত এই পুরাণ শ্রবণ করিবেন। এই পুরাণ শ্রবণে ব্রাহ্মণ বিদ্যা, ক্ষত্রিয় রণজয়, বৈশ্য অক্ষয় ধন, এবং শূদ্র সুখসম্পদ্ প্রাপ্ত হইতে পারে। পুরুষ পবিত্র হইয়া যে যে কামনায় এই পুরাণ শ্রবণ করে, নিঃসন্দেহ তাহার সেই সেই কামনা করায়ত্ত হইয়া থাকে। এই বৈষ্ণব পুরাণ সর্ব্ব-কিল্বিষ-হর; সর্ব্ব শাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্ট এবং পুরুষার্থ ফলের উপপাদক। ১১—২০।
আমি আপনাদিগকে এই যে বেদপ্রতিম পুরাণপ্রবন্ধ কহিলাম, ইহা শ্রবণে সর্ব্বদোষ-জাত পাপরাশি প্রনষ্ট হয়। প্রয়াগে, পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে কিম্বা অর্ব্বুদে উপবাস করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই পুরাণ শ্রবণে নর সেই ফল অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়। একবর্ষ যাবৎ অগ্নিহোত্রে সম্যক্ আহুতি দান করিলে যে ফল পাওয়া না যায়, হে বিপ্রগণ! এই পুরাণ একবার মাত্র শ্রবণেই সেই মহা-পুণ্য ফল লাভ হইয়া থাকে। পুরুষ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী দিনে যমুনাজলে স্নান করিয়া মথুরাপুরে হরি সন্দর্শন করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, অবহিত হইয়া এই পুরাণ